মু'জামুল কুরআন

পবিত্র কুরআন, কুরআনের তরজমা ও পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী

The Holy Qur'an with Translation and Encyclopedic Index

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন
IERF
Integrated Education and Research Foundation

মু'জামুল কুরআন

পবিত্র কুরআন, কুরআনের তরজমা ও পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী

তরজমা, টীকা, সংকলন ও পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী সম্পাদনা

মু'জামুল কুরআন সম্পাদনা পরিষদ

IERF

ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (আই.ই.আর.এফ)

প্রকাশক:
ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (আই.ই.আর.এফ)
৪১/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০
ফোন: (৮৮-০২) ৯৫৬৮৯৯৮

প্রকাশকাল:
রমযান ১৪৩৩, শ্রাবণ ১৪১৯, আগস্ট ২০১২

© আই.ই.আর.এফ

প্রচ্ছদ:
আরিফুর রহমান
নূরুল মুকাদ্দিম

মুদ্রণ:
ভেক্‌টোরাস, ঢাকা

নির্ধারিত হাদিয়া:
১২০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN: 978-984-33-0659-6

Mujamul Qur'an (The Holy Qur'am with Bangla Translation and Encyclopedic Index) compiled, edited and published by Integrated Education and Research Foundation (IERF), 41/2, Purana paltan, Dhaka 1000 Bangladesh. Tel : (88-02) 9568998, email: info@ierfbd.org

সম্পাদনা পরিষদ*

মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা
নূরুল ইসলাম
মো. সাইফুল কবীর
মো. রেজাউল হক
নূরুল কাবীর
বেলায়েত হোসেন
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মুহাম্মদ জাকির হোসেন
মুহাম্মদ আব্দুল জলিল
মো. আনিছুর রহমান
মোহাম্মদ নূরুর রশিদ
রেজাউল করিম মারুফ
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসাইন
মো. আজিজুর রহমান
মীর লুৎফুল কবীর সা'দী

** সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞ আলেমেদীন ও গবেষকবৃন্দসহ রয়েছেন চিকিৎসা, কৃষি বিজ্ঞান, প্রকৌশল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আইন, ব্যবসায় প্রশাসন, ভূ-তত্ত্ব, শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি আধুনিক বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত গবেষকগণ।*

সার্বিক সহযোগিতায়

ড. মুহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ
ডা. আবু বকর সিদ্দিক
ফরিদউদ্দন ফারুক
ডা. মাহবুবুল আলম
ডা. মুহম্মদ ওসমান গণি
ডা. আবু নাসের
ডা. শেখ সোহরাব হোসেন
ডা. মোস্তাক আহমেদ
জাহিদ জমির
মুহাম্মদ মাহমুদুন্নবী
ইঞ্জি. আবু জাফর মো. শাইখুল ইসলাম
ড. গোলাম মহিউদ্দীন
মো. মাহমুদুল আলম
ইঞ্জি. নূরুল হুদা মাহমুদ ফুয়াদ
মো. ইনআমুল বাশার
ইঞ্জি. মিজানুর রহমান
মাহবুব কায়সার
ডা. মাহফুজুর রহমান
জিলুর রহমান
মাঈনুল ইসলাম চৌধুরী
ডা. মো. মারুফ-উর রহমান
প্রফেসর ড. এ. বি. এম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
ইঞ্জি. খন্দকার স'াদ ফারাবী
ডা. মুহাম্মদ আসিফ মাসুদ চৌধুরী
ইঞ্জি. নকিব ইমতিয়াজ হোসাইন
ইঞ্জি. কায়েস বিন হাবিব
মাসুদুল হাকিম
রাশেদুল ইসলাম (রোকন)
ডা. ফারুক আহ্মদ
ডা. এ. কে. এম. ফজলে রাব্বি খান
সাইফুর রহমান
মুহাম্মদ মুমিনউদ্‌দৌলা
চৌধুরী মঞ্জুর লিয়াকত (রুমি)
জিশান জাকারিয়া শাহ
যাবের আহমেদ আবদুলাহ্
সালেহ্ উদ্দীন আহমেদ
মাজহার-ই কামাল
দাউদুর রহমান
আব্দুল কাদের
প্রফেসর ডা. মতিয়ার রহমান
আব্দুল হক
সাইফুর রহমান দুলাল
আবুল বাশার
শরীফুল ইসলাম চৌধুরী
শরীফ উদ্দিন এহসান
আব্দুর রকীব আনসারী
মেসবাহউল ইসলাম (রাসেল)
মিসেস নূরুন্নাহার বেগম
আব্দুল বারী, এফসিএ
মীর আব্দুল ওয়ারেছ সা'দী
প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম মোল্লা
ডা. মোসাদ্দেক আহমদ
আখতার আহমদ
মিসেস তানভীর নুসরাত
মাঈনুল ইসলাম
মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
মিসেস মুশফিক সুমাইয়্যা রহমান
এ. কে. এম. বরকতুলাহ
জাহিদুর রহমান
আতিকুর রহমান
কে. এম. আসাদুজ্জামান
রাশেদ আলী খান
হারুনুর রশিদ
এম. আমীনুল হক
আবু বকর সিদ্দিক
মুহাম্মদ আয়ায
মো. রেজাউল করিম
প্রফেসর ডা. জুলফিয়ারা হায়দার
ফয়জুর রহমান
শাহ্ আলম
আরিফুর রহমান
এস এম জান্নাতুল ইসলাম
রাহাদ কামাল ক্বাদরী (বিপ্লব)
মিসেস সুমাইয়্যা
মাহমুদুল হক
ওয়ালিদ মো. সোবহানী
প্রফেসর ডা. শামসুর রহমান
ডা. এইচ. কবির
মো. শহীদুর রহমান
সাফকাত চৌধুরী
প্রফেসর যোবায়ের এম. এহসানুল হক
ডা. শামসুন্নাহার (লাকী)
মিসেস খায়রুন্নেসা
ডা. মো. আমিরুল ইসলাম
মো. গোলাম সরওয়ার
মিসেস এম. ও. খানম
এ. কে. এম. জাহেদুল হক
আবুল হোসেন
এডভোকেট রেজাউল করিম
মিসেস আমাতুর রহীম
মিসেস আমাতুর রাজ্জাক
মির্জা শরফুদ্দীন
কাজী ওবায়দুল হক
এফ. এম. জিন্নাত আলী
এ্যাড. এম. জি. মাহমুদ
আবদুলাহ্
ডা. হাসান
তালুকদার নাজির আহমেদ
তারানা রহমান
হাসিবুর রহমান
রাশেদুল ইসলাম
আবুল কালাম আযাদ
মো. আতিক হাসান
মো. মোস্তাফিজুর রহমান (হিরন)
মো. কবিরুল ইসলাম
আমীরুল ইসলাম
মো. আবুল কালাম
মহিউদ্দীন আহমদ- আখতার বানু ট্রাস্ট
সা'দী ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা সহযোগী

মীর কাশেম আলী আখন্দ
মুহাম্মদ মুনিরুল হক
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
এ.বি.এম. জাহিদুল হক
আশরাফ উদ্দিন
মহিউদ্দীন গাজী
জাফর সাদিক
মুজিবুর রহমান
শেখ নুরুন্নবী
ইঞ্জি. শাকিল আহমেদ
জাহাঙ্গীর হোসাইন
মোশাররফ হোসেন
আব্দুলাহ আল মামুন
হাসান মিকরানী
আমীর হোসেন
যাকারিয়া প্রামাণিক

কম্পিউটার কম্পোজ

আব্দুলাহ্ আল মামুন
মুহাম্মদ ইউনুছ (পলাশ)
আবদুর রহমান
রফিকুল ইসলাম
দিদারুল ইসলাম
মো. জাহাঙ্গীর আলম
গোলজার হোসেন
খালেদ সাইফুলাহ
শফিকুল ইসলাম
গাজী ইমাম হোসেন মাসুম

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পবিত্র কুরআনের ১১৪ টি সূরার সূচী	vi
মুখবন্ধ	vii-ix
মু'জামুল কুরআন প্রকাশনার পটভূমি	x
পবিত্র কুরআনের মর্যাদা	১-২
মু'জামুল কুরআন এর তরজমার বিশেষত্ব	৩-৪
প্রথম অধ্যায়:	৫
মু'জামুল কুরআন এর ইনডেক্স (INDEX) ব্যবহারের নিয়মাবলি	৭
এ গ্রন্থে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার ক্রম	৮
পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী (ENCYCLOPEDIC INDEX)	৯-৪৯৪
দ্বিতীয় অধ্যায়:	৪৯৫
কুরআন তিলাওয়াতের আদবসমূহ	৪৯৬
শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নিয়মাবলী (তাজওয়ীদ)	৪৯৭
পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিরাম চিহ্নের বিবরণ	৪৯৮
পবিত্র কুরআন ও কুরআনের তরজমা	৪৯৯-১০৩৬
তৃতীয় অধ্যায়:	১০৩৭
পবিত্র কুরআনের তরজমার টীকা (সংক্ষিপ্ত তাফসীর)	১০৩৯-১০৮৮
পরিশিষ্ট (APPENDIX)	১০৮৯
পরিশিষ্ট-১: পবিত্র কুরআনের অনুবাদে ব্যবহৃত কতিপয় বিশেষ পরিভাষা	১০৯১-১০৯৪
পরিশিষ্ট-২: পবিত্র কুরআনের কতিপয় শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ	১০৯৫-১০৯৭
পরিশিষ্ট-৩: পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী, রসূল ও মু'মিনদের দু'আসমূহ	১০৯৮-১০৯৯
পরিশিষ্ট-৪: কুরআনে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াবলী	১১০০-১১১০
পরিশিষ্ট-৫: আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দর নামসমূহ	১১১১-১১১৩
পরিশিষ্ট-৬: পবিত্র কুরআনে সিজদার আয়াতসমূহ	১১১৪

পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর অনুসারে

সূরা নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নং	সূরা নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নং
১.	আল-ফাতিহা	৫০১	৫৮.	আল-মুজাদালা	৯৫২
২.	আল-বাকারা	৫০২	৫৯.	আল-হাশর	৯৫৫
৩.	আলে-ইমরান	৫৩৬	৬০.	আল-মুমতাহিনা	৯৫৮
৪.	আন-নিসা	৫৫৬	৬১.	আস্-সাফ	৯৬০
৫.	আল-মায়েদা	৫৮০	৬২.	আল-জুমু'আ	৯৬২
৬.	আল-আনয়াম	৫৯৬	৬৩.	আল-মুনাফিকুন	৯৬৪
৭.	আল-আ'রাফ	৬১৩	৬৪.	আত-তাগাবুন	৯৬৬
৮.	আল-আনফাল	৬৩২	৬৫.	আত্-তালাক	৯৬৮
৯.	আত-তওবা	৬৪০	৬৬.	আত-তাহরীম	৯৭০
১০.	ইউনুস	৬৫৪	৬৭.	আল-মুলক	৯৭২
১১.	হূদ	৬৬৫	৬৮.	আল-কালাম	৯৭৫
১২.	ইউসুফ	৬৭৭	৬৯.	আল-হাক্কাহ	৯৭৮
১৩.	আর-রা'দ	৬৮৮	৭০.	আল-মা'আরিজ	৯৮১
১৪.	ইবরাহীম	৬৯৩	৭১.	নূহ	৯৮৪
১৫.	আল-হিজর	৬৯৮	৭২.	আল-জ্বিন	৯৮৬
১৬.	আন-নাহল	৭০৩	৭৩.	আল-মুযযাম্মিল	৯৮৮
১৭.	বনী-ইসরাঈল বা আল-ইস্রা	৭১৪	৭৪.	আল-মুদ্দাস্সির	৯৯০
১৮.	আল-কাহাফ	৭২৪	৭৫.	আল-কিয়ামাহ	৯৯৩
১৯.	মারইয়াম	৭৩৪	৭৬.	আদ-দাহর	৯৯৫
২০.	ত্বা-হা	৭৪১	৭৭.	আল-মুরসালাত	৯৯৭
২১.	আল-আম্বিয়া	৭৫০	৭৮.	আন-নাবা	১০০০
২২.	আল-হজ্জ	৭৫৮	৭৯.	আন-নাযিআত	১০০৩
২৩.	আল-মু'মিনুন	৭৬৬	৮০.	আবাসা	১০০৬
২৪.	আননূর	৭৭৪	৮১.	আত-তাকবীর	১০০৮
২৫.	আল-ফুরকান	৭৮২	৮২.	আল-ইনফিতার	১০১০
২৬.	আশ-শু'আরা	৭৮৮	৮৩.	আল-মুতাফ্ফিফীন	১০১১
২৭.	আন-নামল	৮০০	৮৪.	আল-ইনশিক্বাক	১০১৩
২৮.	আল-কাসাস	৮০৮	৮৫.	আল-বুরুজ	১০১৫
২৯.	আল-আনকাবুত	৮১৬	৮৬.	আত-তারিক	১০১৭
৩০.	আর-রূম	৮২২	৮৭.	আল-আ'লা	১০১৮
৩১.	লোকমান	৮২৭	৮৮.	আল-গাশিয়া	১০১৯
৩২.	আস-সাজদা	৮৩০	৮৯.	আল-ফজর	১০২১
৩৩.	আল-আহযাব	৮৩৩	৯০.	আল-বালাদ	১০২৩
৩৪.	সাবা	৮৪১	৯১.	আশ-শামস	১০২৪
৩৫.	ফাতির	৮৪৬	৯২.	আল-লাইল	১০২৫
৩৬.	ইয়া-সীন	৮৫১	৯৩.	আদ-দোহা	১০২৬
৩৭.	আস-সাফফাত	৮৫৭	৯৪.	আল-ইনশিরাহ	১০২৭
৩৮.	সাদ	৮৬৬	৯৫.	আত-তীন	১০২৭
৩৯.	আয-যুমার	৮৭১	৯৬.	আল-আলাক	১০২৮
৪০.	আল-মু'মিন	৮৭৮	৯৭.	আল-ক্বাদর	১০২৯
৪১.	হামীম আস্-সাজদা বা ফুস্সিলাত	৮৮৬	৯৮.	আল-বাইয়িনাহ	১০২৯
৪২.	আশ-শুরা	৮৯১	৯৯.	আয-যিলযাল	১০৩০
৪৩.	আয্-যুখরুফ	৮৯৬	১০০.	আল-আদিয়াত	১০৩০
৪৪.	আদ-দুখান	৯০২	১০১.	আল-কারি'আ	১০৩১
৪৫.	আল-জাসিয়া	৯০৫	১০২.	আত-তাকাসুর	১০৩২
৪৬.	আল-আহকাফ	৯০৮	১০৩.	আল-আস্র	১০৩২
৪৭.	মুহাম্মদ	৯১২	১০৪.	আল-হুমাযাহ	১০৩৩
৪৮.	আল-ফাত্হ	৯১৬	১০৫.	আল-ফীল	১০৩৩
৪৯.	আল-হুজরাত	৯২০	১০৬.	কুরাইশ	১০৩৪
৫০.	ক্বা-ফ	৯২২	১০৭.	আলমা'উন	১০৩৪
৫১.	আয্যারিয়াত	৯২৫	১০৮.	আল-কাওসার	১০৩৪
৫২.	আত-তুর	৯২৯	১০৯.	আল-কাফিরুন	১০৩৫
৫৩.	আন্-নাযম	৯৩২	১১০.	আন-নাসর	১০৩৫
৫৪.	আল-ক্বামার	৯৩৬	১১১.	আল-লাহাব	১০৩৫
৫৫.	আর-রহমান	৯৩৯	১১২.	আল-ইখলাস	১০৩৬
৫৬.	আল-ওয়াকি'আ	৯৪৩	১১৩.	আল-ফালাক	১০৩৬
৫৭.	আল-হাদীদ	৯৪৮	১১৪.	আন-নাস্	১০৩৬

বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে

সূরার নাম	সূরা নং	পৃষ্ঠা নং	সূরার নাম	সূরা নং	পৃষ্ঠা নং
আদিয়াত	১০০	৮২০	নিসা	৪	৫৫৬
আনআম	৬	৫৯৬	নূর	২৪	৭৭৪
আনকাবূত	২৯	৮১৬	নূহ	৭১	৯৮৪
আনফাল	৮	৬৩২	ফাজ্র	৮৯	১০২১
আবাসা	৮০	১০০৬	ফাত্হ	৪৮	৯১৬
আম্বিয়া	২১	৭৫০	ফাতিহা	১	৫০১
আ'রাফ	৭	৬১৩	ফাতির	৩৫	৮৪৬
আ'লা	৮৭	১০১৮	ফালাক	১১৩	১০৩৬
আলাক্ব	৯৬	১০২৮	ফীল	১০৫	১০৩৩
আলে-ইমরান	৩	৫৩৬	ফুরকান	২৫	৭৮২
আস্র	১০৩	১০৩২	বনী ইসরাঈল বা আল-ইস্রা	১৭	৭১৪
আহ্কাফ	৪৬	১০১৭	বাকারাহ্	২	৫০২
আহ্যাব	৩৩	৮৩৩	বায়্যিনাহ্	৯৮	১০২৯
ইউনুস	১০	৬৫৪	বালাদ	৯০	১০২৩
ইউসুফ	১২	৬৭৭	বুরুজ	৮৫	১০১৫
ইখ্লাস	১১২	১০৩৬	মা'আরিজ	৭০	৯৮১
ইন্ফিতার	৮২	১০১০	মাউন	১০৭	১০৩৪
ইনশিক্বাক	৮৪	১০১৩	মায়িদা	৫	৫৮০
ইনশিরাহ্	৯৪	১০২৭	মারইয়াম	১৯	৭৩৪
ইবরাহীম	১৪	৬৯৩	মুজাদালা	৫৮	৯৫২
ইয়াসীন	৩৬	৮৫১	মুতাফ্ফিফীন	৮৩	১০১১
ওয়াকি'আ	৫৬	৯৪৩	মুদ্দাছ্ছির	৭৪	৯৯০
কাওছার	১০৮	১০৩৪	মুমতাহিনাহ্	৬০	৯৫৮
কাদ্র	৯৭	১০২৯	মুনাফিকুন	৬৩	৯৬৪
ক্বাফ	৫০	৯২২	মু'মিন	৪০	৮৭৮
কাফিরূন	১০৯	১০৩৫	মু'মিনুন	২৩	৭৬৬
ক্বামার	৫৪	৯৩৬	মুয্যাম্মিল	৭৩	৯৮৮
ক্বারি'আ	১০১	১০৩১	মুরসালাত	৭৭	৯৯৭
ক্বালাম	৬৮	৯৭৫	মুল্ক	৬৭	৯৭২
ক্বাসাস	২৮	৮০৮	মুহাম্মদ	৪৭	৯১২
কাহ্ফ	১৮	৭২৪	যারিয়াত	৫১	৯২৫
কিয়ামাহ	৭৫	৯৯৩	যিল্যাল	৯৯	১০৩০
কুরাইশ	১০৬	১০৩৪	যুখরুফ	৪৩	৮৯৬
গাশিয়া	৮৮	১০১৯	যুমার	৩৯	৮৭১
জাসিয়া	৪৫	৯০৫	রহ্মান	৫৫	৯৩৯
জ্বিন	৭২	৯৮৬	রা'দ	১৩	৬৮৮
জুমু'আ	৬২	৯৬২	রূম	৩০	৮২২
তওবা	৯	৬৪০	লাইল	৯২	১০২৫
তাকবীর	৮১	১০০৮	লাহাব	১১১	১০৩৫
তাকাছুর	১০২	১০৩২	লুকমান	৩১	৮২৭
তাগাবুন	৬৪	৯৬৬	শাম্স	৯১	১০২৪
তারিক	৮৬	১০১৭	শুআরা	২৬	৭৮৮
তালাক্ব	৬৫	৯৬৮	শূরা	৪২	৮৯১
তাহরীম	৬৬	৯৭০	সাজ্দা	৩২	৮৩০
ত্বা-হা	২০	৭৪১	সাদ	৩৮	৮৬৬
ত্বীন	৯৫	১০২৭	সাফ্ফ	৬১	৯৬০
তূর	৫২	৯২৯	সাফ্ফাত	৩৭	৮৫৭
দাহ্র/ইনসান	৭৬	৯৯৫	সাবা	৩৪	৮৪১
দুখান	৪৪	৯০২	সোয়াদ	৩৮	৮৬৬
দুহা	৯৩	১০২৬	হাক্কা	৬৯	৯৭৮
নাজ্ম	৫৩	৯৩২	হাজ্জ	২২	৭৫৮
নামল	২৭	৮০০	হাদীদ	৫৭	৯৪৮
নাবা	৭৮	১০০০	হামীম আস্-সাজদা বা ফুস্সিলাত	৪১	৮৮৬
নাযি'আত	৭৯	১০০৩	হাশ্র	৫৯	৯৭৮
নাস	১১৪	১০৩৬	হিজর	১৫	৬৯৮
নাস্র	১১০	১০৩৫	হুজরাত	৪৯	৯২০
নাহল	১৬	৭০৩	হূদ	১১	৬৬৫

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি বিশেষ দয়া করে আমাদেরকে তরজমা, টীকা, পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী ও বিষয়কোষসহ আল কুরআন প্রকাশের তৌফিক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মাদ সা. এর প্রতি যার উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানীগ্রন্থ আল কুরআনের মাধ্যমে পথহারা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে।

মানবজাতির দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্য নাযিল হয়েছে সর্বশেষ আসমানীগ্রন্থ আল কুরআন; নিশ্চিতভাবে যা সম্পূর্ণ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে। দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্য নির্ভুল এ আসমানীগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্যই হল পবিত্র কুরআনের আলোকে নিজের জীবনকে গড়ে তোলা। পবিত্র কুরআনের সুমহান শিক্ষা প্রথমত: বাংলাভাষী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (আই.ই.আর.এফ) পবিত্র কুরআনের সাবলীল তরজমা, টীকা, পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী, বিষয়কোষ ও মূল আরবিসহ মহাগ্রন্থ আল কুরআন প্রকাশের একটি মহৎ প্রকল্প হাতে নেয়।

পবিত্র কুরআনের আলোকে নিজের জীবন গড়ে তোলার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কুরআনের কোথায় কোন বিষয় রয়েছে তা মুহূর্তের মধ্যে খুঁজে বের করার সহজ উপায় জানা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ পৃথিবীতে সঠিকপথে চলার জন্য মানুষকে তার স্রষ্টা প্রতিপালককে জানতে হবে এবং সেই সাথে তার প্রধান শত্রুকেও অবশ্যই চিনতে হবে। মানুষের স্রষ্টা প্রতিপালক হলেন মহান আল্লাহ তায়ালা আর প্রধান শত্রু হচ্ছে শয়তান। তাই মহান স্রষ্টা নিজের সম্পর্কে এবং মানুষের প্রধানতম শত্রু শয়তান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যে আলোকপাত করেছেন তা জানা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। অথচ এটা জানা সহজসাধ্য নয়। একজন খুব ভালো হাফেজ ও আলেম হলে অনেক চেষ্টা সাধনা ও সময়ক্ষেপণ করে হয়তো তিনি কুরআন থেকে এ বিষয়ে সামান্য খুঁজে বের করতে পারবেন, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিতদের জন্য এটা খুবই দুরূহ কাজ।

পবিত্র কুরআনের অপরিমেয় জ্ঞানভাণ্ডারকে সবার নিকট উন্মুক্ত করে দেয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকেই মূলতঃ আই.ই.আর.এফ পবিত্র কুরআনের বিশাল এ সমুদ্র মন্থনের দুঃসাহসিক অভিযানে নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আই.ই.আর.এফ তার সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ কাজের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এ চলার পথ কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। দীর্ঘ প্রায় এক দশককাল আই.ই.আর.এফ-এর নিবেদিতপ্রাণ দক্ষ গবেষকদের আন্তরিক ও অক্লান্ত সাধনার পবিত্র ফসল ব্যতিক্রমধর্মী এই সংকলন। তাই এটা প্রকাশনার বহু প্রত্যাশিত শুভক্ষণে দয়াময় মহান প্রতিপালক আল্লাহর দরবারে জানাই হৃদয়ের অকৃত্রিম গভীর শুকরিয়া। হে মহান স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান, প্রেমময় প্রভু! আপনি আমাদের এই কাজকে কবুল করুন। এর ভুল ত্রুটি ক্ষমা করুন। বাংলাভাষী প্রতিটি মানুষের ঘরে এটা পৌঁছে দিন। কুরআনের আলোয় আলোকিত করে দিন আমাদের জীবন। হে প্রভু! অন্যান্য ভাষা-ভাষী মানুষের মাঝেও এর আলো ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষের ইহকালীন সার্বিক কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য। মানুষের জীবনের এমন কোনো দিক নেই যার সঠিক নির্দেশনা কুরআনে পাওয়া যাবে না। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ কুরআন কেবলমাত্র তিলাওয়াত করে গিলাফে বেঁধে সযত্নে তাকের উপর সুন্দরভাবে রেখে দেয়া হয়। কোথাও কোথাও এটা পাঠ করা হয় কোনো ব্যক্তি মারা গেলে। অথচ কুরআন তো জীবন্ত মানুষকে সঠিক, সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও কল্যাণকর পথ দেখানোর জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। সন্দেহ নেই, আজ মুসলমানদের দুর্দশার মূল কারণ কুরআনের প্রতি উপেক্ষা ও নেতিবাচক আচরণ। আমাদের মসজিদগুলোতে আরবি হরফে অসংখ্য কুরআন সারিবদ্ধভাবে তাকের উপর সাজানো রয়েছে। সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে অনেকে এটা মাঝে মাঝে বা নিয়মিত তিলাওয়াত করে থাকেন। কিন্তু এর অর্থ জেনে নিজ জীবনে আমল করতে প্রয়াসী হন এমন লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য। বাস্তব জীবনে আচার-আচরণে, বিশ্বাস ও কর্মে পবিত্র কুরআনের প্রতিফলন বেশীরভাগ মুসলমানের জীবনে দেখা যায় না। অথচ অনেক অমুসলিম কেবলমাত্র কুরআনের অর্থ অধ্যয়ন করেই ইসলাম গ্রহণ করেন বা করতে আগ্রহী হন; অনেকক্ষেত্রে আবার কুরআনবিমুখ মুসলমানদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচার-আচরণ দেখে তারা ইসলামের ব্যাপারে নিরুৎসাহিতও হয়ে পড়েন।

মহান আল্লাহ পাক মানব জাতির হিদায়াতের উদ্দেশ্যে তাদের জীবন চলার সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যই কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন, "কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশগ্রহণকারী কেউ আছে কি?" (সূরা কামারঃ আয়াত ১৭, ২২, ৩২, ৪০)। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাই কুরআনের বিধি-নিষেধ মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন। সালাত (নামায) কবুল হওয়ার জন্য কুরআনের শুদ্ধ তিলাওয়াত যেমন প্রয়োজন তেমনি সঠিকভাবে আমল করার জন্য পবিত্র কুরআনের অর্থ জানা ও উপদেশ গ্রহণ করাও অত্যাবশ্যক।

আই.ই.আর.এফ ২০০২ সালের ডিসেম্বরে ''মু'জামুল কুরআন'' প্রকাশনা প্রকল্প হাতে নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এরপর আবার ২০০৩ সালের রমযান মাসে "পবিত্র কুরআনের আলোকে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়" শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করে, যা সারা দেশে পাঠক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ বইয়ের ভূমিকা লিখে দেয়ার জন্য জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম এর তৎকালীন সম্মানিত খতিব মাওলানা উবায়দুল হক (র.) সাহেবের কাছে গেলে তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং আমাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। তখন তিনি বলেন, 'আপনারা পবিত্র কুরআনের বিশাল সমুদ্র ভাণ্ডারকে পেয়ালার মধ্যে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন।' দেশের বিভিন্ন মসজিদে তারাবীহর আগে সম্মানিত হাফেয সাহেবগণ তারাবীতে যতটুকু কুরআন থেকে তিলাওয়াত হবে তাতে মানুষের কী কী করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় রয়েছে তা এ বই থেকে পড়ে শুনিয়ে থাকেন। ফলে তারাবীহতে উপস্থিত সবাই কুরআনের শিক্ষা থেকে জেনে উপকৃত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

বর্তমান এই সংকলনের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এনসাইক্লোপেডিক ইনডেক্স বা পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী। এতে পবিত্র কুরআনের প্রায় প্রতিটি শব্দ বা বিষয় বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো আছে। প্রথমে রয়েছে মূল শব্দ এরপর রয়েছে দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। প্রতিটি শব্দ ধরেই কাঙ্ক্ষিত আয়াত পাওয়া যাবে। ইনডেক্সে প্রতিটি বিষয়ের ডানপাশে রয়েছে বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর, সূরার নাম ও আয়াত নম্বর। পৃষ্ঠা নম্বর ও আয়াত নম্বর অনুসরণ করে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি দেখে নেয়া যাবে। বিস্তারিত জানার জন্য কুরআনের তরজমার সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি পড়ে দেখতে হবে। এই ইনডেক্সে যে কোনো শব্দ, বিষয় ও ঘটনা জানার জন্য আয়াত বা আয়াতাংশ দ্রুত বের করার বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মূল বিষয়টি জানার জন্য অবশ্যই কুরআনের নির্দিষ্ট তরজমা সম্পূর্ণ পড়তে হবে। ইনডেক্স-এর বিস্তারিত ব্যবহার বিধি এ গ্রন্থের প্রথম দিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের সহজ ও সাবলীল তরজমার অভাব খুবই প্রকট। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষা বিষয়ে পারদর্শীগণ বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি পবিত্র কুরআনের একটি সহজ ও সাবলীল তরজমা উপহার দিতে। এ ব্যাপারে আমরা কতটুকু সফল হয়েছি বিদগ্ধ পাঠকগণ তা মূল্যায়ন করবেন। তরজমার পাশাপাশি আমরা আয়াত বা আয়াতাংশের প্রয়োজনীয় টীকা সন্নিবেশিত করেছি। এই টীকা সংযোজন নিঃসন্দেহে তরজমাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে এবং তা পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক হবে। এই সংকলনে ৮২৪টি টীকা সংযোজিত হয়েছে।

এই মূল্যবান সংকলনে ইনডেক্স, পবিত্র কুরআন ও তরজমার সাথে আরো সংযোজিত হয়েছে পবিত্র কুরআনকে কেন্দ্র করে অতীব গুরুত্বপূর্ণ পরিশিষ্ট। পবিত্র কুরআনে যে সব আয়াতে বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্ত আছে তা রয়েছে একটি পরিশিষ্টে। পবিত্র কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে আরেকটি পরিশিষ্টে। সরাসরি আরবি শব্দ দিয়ে কেউ যদি পবিত্র কুরআনের নির্দিষ্ট আয়াতে যেতে চান সে জন্যও ব্যবস্থা রয়েছে।

পবিত্র কুরআন থেকে যে কোনো বিষয় জানার জন্য এই সংকলনটি একটি বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থ এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। ইংরেজি বা অন্য ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থের খোঁজ বহু চেষ্টা করেও আমরা পাইনি। তবে একটি সহায়ক গ্রন্থ ''মু'জামুল মুফাহরাস'' আরবি ভাষায় লেবানন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এতেও এতো বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়নি। এতে প্রথম মূল শব্দ থাকলেও দ্বিতীয় মূল শব্দ ও তা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো নেই। ফলে পাঠককে কাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়ে যেতে মূল শব্দে গিয়ে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সব আয়াতাংশ খুঁজে পড়তে হয়। আমাদের এই সংকলনে সে সমস্যা নেই। পাঠক সরাসরি প্রথম মূল শব্দের সাথে প্রসঙ্গ মিলিয়ে কাঙ্খিত বিষয় খুঁজে পাবেন। এই সংকলনে আয়াতাংশ জানার জন্যে প্রাথমিকভাবে ৫৬,০০০ (ছাপ্পান্ন হাজার) শব্দ পবিত্র কুরআন থেকে বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে তা সম্পাদনা করে ৪৯,৬৬৪ (উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শ' চৌষট্টি) শব্দের মাঝে সীমিত রাখা হয়। এতে মূল শব্দ রয়েছে ৫০৩৩ (পাঁচ হাজার তেত্রিশ) এবং অতিরিক্ত মূল শব্দের সংখ্যা ২০৪ (দু'শ চার)।

আমাদের উদ্যোগ প্রথমত বাংলাভাষী মানুষের জন্য হলেও বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষাগুলোতে এর অনুরণন ছড়িয়ে দিতে আমরা আগ্রহী। তাই ইনশাআল্লাহ্ আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে এই সংকলনের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করা। যাতে ইংরেজি ভাষা থেকে সহজে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় তা ভাষান্তরিত করা যায়। এটা আরেক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ হবে বৈকি! তবে আল্লাহর উপর ভরসা করে মানবজাতির বিরাট কল্যাণের কথা ভেবে আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে চাই। এ ক্ষেত্রে যে কেউ যে কোনো ধরনের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলে আই.ই.আর.এফ তাতে স্বাগত জানাবে। দীর্ঘ প্রায় এক দশককাল এই প্রকল্পে আই.ই.আর.এফ এর রিসার্চফেলোবৃন্দ ছাড়াও অনেক যোগ্য আলেম, গবেষক আন্তরিক ও দৃঢ় অনুরাগের সাথে রাত-দিন নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাঁরা প্রায় সবাই পেশাগত নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অবসর সময়টুকু এখানে কাজে লাগিয়েছেন, অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন। তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও দীর্ঘদিন এই সাধনায় উদারভাবে সহযোগিতা করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে এবং তাঁদের স্ত্রী-পরিবার পরিজনকেও এ জন্য উত্তম বিনিময় দান করুন।

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুর্দশা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ পবিত্র কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন। কুরআন বুঝে তা মেনে চলার প্রয়াস নিলে আবার এ জাতি স্বীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ইনশাআল্লাহ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। কুরআনের অর্থ বুঝা, মেনে চলা ও তা পালন করার জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত সামাজিক প্রয়াস। আমাদের প্রকাশিত এই সংকলন সেই প্রয়াসে যথাযথ দিক নির্দেশনা দিবে, গতি সঞ্চার করবে ইনশাআল্লাহ। এ প্রকল্পের গবেষণা, সংকলন প্রণয়ন ও প্রকাশনার প্রকৃত ব্যয় অনেক বেশি হলেও সাধারণ পাঠকের ক্রয় ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতায় মু'জামুল কুরআন-এর ন্যূনতম হাদিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবাণীতে মু'জামুল কুরআন প্রকাশনার শুভ মুহূর্তে এর উদ্যোক্তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ডা. নূরুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন ও জনাব মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা ২০০২ সালে ডিসেম্বরে একত্রিত হয়ে পবিত্র কুরআনের সহজ সাবলীল তরজমাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী (Encyclopedic Index) প্রণয়নের অনন্য সাধারণ উদ্যোগ নেন। মূলত এই মহৎ প্রকল্প হাতে নিয়েই আই.ই.আর.এফ-এর কার্যক্রমও সূচিত হয়। মু'জামুল কুরআন প্রকাশনা প্রকল্পের প্রধান ও বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন জনাব মুহাম্মদ শামসুদ্দোহার নেতৃত্বে দু'টি টীম এ সংকলন প্রণয়নে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজটি সম্পন্ন করেন। এ ক্ষেত্রে প্রফেসর মো. সাইফুল কবীর, জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, জনাব নূরুল কাবীর, জনাব মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, জনাব মোহাম্মদ নূরুর রশিদ ও জনাব মো. রেজাউল হকের আন্তরিক ও নিরলস পরিশ্রমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আই.ই.আর.এফ-এর উদ্যোক্তা ডা. নূরুল ইসলাম শুরু থেকেই পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী প্রণয়নের আধুনিক এ ধারণাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক সহযোগিতা করেন। আল্লাহ পাক এই মহৎ উদ্যোগ কবুল করুন এবং তাঁদের সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

মু'জামুল কুরআন এর মতো একটি বিশাল প্রকল্প প্রকৃতপক্ষে জাতীয় পর্যায়ে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ ধরনের উদ্যোগ না থাকায় আই.ই.আর.এফ–এর মতো একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এই বিশাল দায়িত্বভার গ্রহণ করে আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। নয়াপল্টন জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে এ উদ্যোগের প্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয়। শুরু থেকেই এ মসজিদের সম্মানিত মুসুল্লীবৃন্দ ও কমিটির সদস্যগণ আমাদেরকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন। এক্ষেত্রে মসজিদ কমিটির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী এবং সদস্যগণ ছাড়াও জনাব মাজহার-ই-কামাল ও জনাব দাউদুর রহমান–এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সূচনালগ্ন থেকে বিভিন্নভাবে এরা সহযোগিতা করে এ কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আই.ই.আর.এফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সি.ডি.এফ)-এর সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। এক্ষেত্রে সি.ডি.এফ-এর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব সাইফুর রহমানের আন্তরিক সহযোগিতার প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আই.ই.আর.এফ-এর রিসার্চফেলোবৃন্দ, সদস্যবৃন্দ, গবেষণা সহযোগীবৃন্দ ও অফিসের কর্মীবৃন্দ দীর্ঘদিন অকান্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করে এ গ্রন্থ প্রকাশনার কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন। আই.ই.আর.এফ-এর কম্পিউটার সেকশন ছাড়াও দি রয়েল সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন্সের কর্মীবৃন্দ প্রয়োজনমত সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

পবিত্র কুরআন থেকে দিক নির্দেশনা নিতে আগ্রহী বাংলাভাষী প্রতিটি মানুষের অবশ্য সংগ্রহে রাখার মতো এই সংকলন, যা প্রতিটি মসজিদে, প্রতিষ্ঠানে, ঘরে থাকা একান্ত প্রয়োজন। আমরা দীর্ঘ প্রায় এক দশক ধরে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি একে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও নির্ভুল করতে। কিন্তু এতো প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পরও এতে ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। আমাদের ত্রুটির জন্য আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সহৃদয় পাঠক আমাদের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিলে পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ তা সংশোধন করা হবে। এ সংকলনের উন্নতিকল্পে যে কোনো পরামর্শ ও অভিমত সাদরে গৃহীত হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই সংকলনটি মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে আরো নিবিড়ভাবে জানতে পাঠককে উৎসাহিত করবে। কুরআনের অনুপম সৌন্দর্য, মাধুর্য, রস-সুষমা পাঠক/পাঠিকাকে আকৃষ্ট করবে। প্রকৃত জ্ঞানের মূল উৎস পবিত্র কুরআনের যথার্থ নির্দেশনা লাভের মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহ তথা মানবজাতি এ পৃথিবীকে একটি শান্তির আবাসভূমিতে পরিণত করতে প্রয়াসী হবে এটাই একান্ত প্রত্যাশা। এই সংকলন যদি এতে কিছুমাত্র ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

এই সংকলন প্রকাশনা প্রকল্পের শুরু থেকে ও বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, সাহস যুগিয়েছেন তাদের সবার প্রতি আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ পাক তাঁদের সবাইকে এর বিনিময়ে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কার দান করুন। "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের থেকে (এই কাজটি) কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনিই সবশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী"। (আমীন)

ওয়াস্‌সালাম,

মীর লুৎফুল কবীর সা'দী

প্রেসিডেন্ট ও রিসার্চফেলো

ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (আই.ই.আর.এফ)

২১ রমযান, ১৪৩৩
১০ আগস্ট, ২০১২

মু'জামুল কুরআন প্রকাশনার পটভূমি

পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাকে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে সহজলভ্য করার একটি মহৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নের এ শুভক্ষণে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি। রাজধানীর নয়া পল্টন জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ডা. নূরুল ইসলাম, মোহাম্মদ জাকির হোসাইন ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য পবিত্র কুরআনের তরজমাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী (Encyclopedic Index) প্রণয়নের ধারণা উপস্থাপিত হয়। ডা. নূরুল ইসলাম ধারণাটি পেশ করেন ও অন্যরাও এরকম একটি কাজের স্বপ্ন দীর্ঘ দিন যাবত মনে লালন করার কথা ব্যক্ত করেন। এ মহৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের একটি মৌলিক ও সহজবোধ্য বাংলা তরজমাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী (Encyclopedic Index) প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সামর্থ্য ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে নেক নিয়তকে পুঁজি করে ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে মু'জামুল কুরআন প্রকাশনা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। আলহামদু লিল্লাহ! অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে দীর্ঘ প্রায় দশ বছরের পথ পরিক্রমায় মু'জামুল কুরআন আল্লাহ তা'য়ালার মেহেরবাণীতে প্রকাশিত হল। আই.ই.আর.এফ-এর রিসার্চ ফেলো ও পৃষ্ঠপোষকদের কুরআনের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও কুরআনের কাজে অর্থ ও সময়ের সর্বোচ্চ কুরবানির ফলেই দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত প্রকল্পটি ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে।

প্রকাশনার এ শুভ সময়ে আমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। বিশেষ করে তরজমা ও টীকা টীমের সদস্য সর্বজনাব প্রফেসর মো. সাইফুল কবীর ও মিজানুর রহমান ও ইনডেক্স টীমের সদস্য সর্বজনাব নূরুল কাবীর, আবদুল জলিল ও নূরুর রশীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যারা দিনের পর দিন তাদের বহু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কার্যক্রম স্থগিত করে প্রয়োজনে সারারাত জেগে অকান্ত পরিশ্রম করে প্রকল্পটি সমাপ্তির পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। তরজমা ও টীকা প্রণয়ন টীমে নিবিড়ভাবে কাজ করার পাশাপাশি মু'জাম টীমের সদস্য হিসেবে এ মহৎ প্রকল্পে কাজ করতে পেরে আমি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আই.ই.আর.এফ-এর রিসার্চ ফেলো ও বিশিষ্ট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মু'জাম মূল-টীমের অন্যতম সদস্য জনাব রেজাউল হক-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যার নিজস্ব উদ্ভাবিত সফটওয়্যার না হলে এ পর্যায়ে কাজ সমাপ্ত করা অত্যন্ত কঠিন হত। আল্লাহ তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করুন। স্মরণ করছি রিসার্চ ফেলো জনাব জাহাঙ্গীর হোসাইনের কথা যিনি প্রকল্পের সূচনা লগ্নে ইনডেক্স-এর কাজটি নিবিড়ভাবে শুরু করেছিলেন। মু'জামুল কুরআনের মহৎ প্রকল্পের দীর্ঘ পথযাত্রায় শুরুতে যারা ছিলেন তাদের সবাই আজ সক্রিয়ভাবে এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকলেও অনেকেই শুরু থেকে এ পর্যন্ত সকল পর্যায়ের কাজের সাথে সাধ্যমত অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার অশেষ মেহেরবাণীতে এবং তাদের সকলের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় আজকের এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে।

মু'জামুল কুরআন প্রকল্পের এ সফল সমাপ্তির সময় আমরা আইইআরএফ-এর প্রেসিডেন্ট মীর লুৎফুল কবীর সা'দীর অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি আল্লাহর মেহেবাণীতে যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে মহৎ প্রকল্পটির সফল সমাপ্তি সম্ভব হয়েছে। সেই সাথে আই.ই.আর.এফ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও মু'জাম টীম এর অন্যতম সদস্য ডা. নূরুল ইসলাম প্রকল্পের প্রথমদিকে কয়েক বছর সার্বিক তত্ত্বাবধান করে ও সব সময়ে টীম সদস্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ ধৈর্য্যের সাথে এগিয়ে নিতে শক্তি যুগিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

সম্ভব স্বল্পতম সময়ে কাজটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল তবু এত বড় কাজ আমাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে সম্পন্ন করা আল্লাহর মেহেরবাণী ছাড়া কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। আমাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টার পরও এ গ্রন্থের সংকলনে ভুল ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। মানবীয় সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো অংশে যদি কোনো ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠকের নজরে পড়ে তাহলে আমাদের অবহিত করার জন্য একান্ত অনুরোধ করছি। আরো সময় নিয়ে আরো সুন্দরভাবে সম্পাদনা ও পর্যালোচনা করে সংকলনটি প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের ছিল। কিন্তু সুধীজনদের পরামর্শের আলোকে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা আমাদের একান্ত প্রিয় পাঠকদের তাগাদার কথা বিবেচনা করে গ্রন্থটির প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হল। আমাদের ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ইনশা'আল্লাহ আমাদের সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজ অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দিন। আমীন।

১০ আগস্ট, ২০১২

মু'হাম্মদ শামসুদ্দোহা
মু'জামুল কুরআন টীম প্রধান
ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (আই.ই.আর.এফ)

পবিত্র কুরআনের মর্যাদা

১ মহান আল্লাহ বলেন: এটি সেই কিতাব যার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, (এটি) মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশিকা। (সূরা আল-বাকারা:আয়াত-২)

২ মহান আল্লাহ বলেন: সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত (নামায) কায়েম কর এবং (কায়েম কর) ফজরের কুরআন পাঠ ও (অর্থাৎ সালাতুল ফজর)। নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠ (সালাতুল ফজর) প্রত্যক্ষ করা হয়। এবং তা সহ (অর্থাৎ কুরআন পাঠসহ) রাতের কিছু অংশে ইবাদতের জন্য উঠ (তাহাজ্জুদ পড়)- তোমার জন্য (অতিরিক্ত) হিসেবে। শীঘ্রই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অধিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমুদে)। (সূরা বণী ইসরাঈল: আয়াত৭৮-৭৯)

৩ মহান আল্লাহ বলেন: রমযান মাস তা, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষের জন্য পথনির্দেশিকা, সঠিক পথের স্পষ্ট প্রমাণ ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) হিসেবে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাস প্রত্যক্ষ করবে সে যেন এতে রোযা রাখে। তবে যে অসুস্থ হয়ে যাবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না, এবং যাতে তোমরা (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করতে পার এবং যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে যে সঠিকপথ প্রদর্শন করেছেন সেজন্য তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। (সূরা বাকারা: আয়াত- ১৮৫)

৪ মহান আল্লাহ বলেন: হে আহলে কিতাব! আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবে যা গোপন করতে সে তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক বিষয় উপেক্ষা করে। অব্যশই তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আলো ও সুস্পষ্ট কিতাব- যার দ্বারা আল্লাহ শান্তির পথ প্রদর্শন করেন তাদেরকে যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুগামী হয় এবং তাঁর ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন এবং তাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন। (সূরা মায়িদা: আয়াত ১৫-১৬)

৫ মহান আল্লাহ বলেন: এবং এটি একটি কিতাব যা আমি অবতীর্ণ করেছি, এটি বরকতময় এবং এর সামনে যা আছে তার (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যায়নকারী এবং যাতে তুমি সতর্ক করতে পার জনপদসমূহের মা'কে (মক্কার লোকদেরকে) ও যারা আছে এর চারপাশে তাদেরকে। এবং যারা ঈমান আনে আখিরাতের উপর এবং ঈমান আনে এটির উপর এবং তারা তাদের সালাতের (নামাযের) ব্যাপারে যত্নবান। (সূরা আল-আন'আম: আয়াত ৯২)

৬ মহান আল্লাহ বলেন: আর এটি একটি কিতাব যা আমি অবতীর্ণ করেছি, এটি বরকতময়, সুতরাং তোমরা তা অনুসরণ কর এবং (আল্লাহকে) ভয় কর, যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার। (সূরা আল-আন'আম: আয়াত ১৫৫)

৭ মহান আল্লাহ বলেন: এবং তুমি এর (কুরআন) দ্বারা তাদেরকে সতর্ক কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের দিকে সমবেত করা হবে, যখন তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক ও কোন সুপারিশকারী থাকবে না, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে। (সূরা আল আন'আম: আয়াত ৫১)

৮ মহান আল্লাহ বলেন: কিন্তু যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে ও সালাত (নামায) কায়েম করেছে, নিশ্চয় আমি (এরূপ) সংশোধনকারীদের কর্মফল নষ্ট করি না। (সূরা আলা আরাফ: আয়াত ১৭০)

৯ মহান আল্লাহ বলেন: এবং যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ করে থাক যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার। (সূরা আল আরাফ: আয়াত ২০৪)

১০ মহান আল্লাহ বলেন: হে মানুষ! তোমাদের উপর প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের বক্ষে (অন্তরে) যা আছে তার নিরাময় এবং মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া। বল, 'আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায় (কুরআন এসেছে), সুতরাং এতে তাদের উৎফুল্ল হওয়া উচিত। তারা যা জমা করে রাখে তার চেয়ে এটা উত্তম।' (সূরা ইউনুস: আয়াত ৫৭-৫৮)

১১ মহান আল্লাহ বলেন: আলিফ-লাম-রা। এটি একটি কিতাব যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায় বের করতে পার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, তাঁর পথের দিকে, যিনি মহাপ্রতাপশালী ও অতি প্রশংসনীয়। (সূরা ইবরাহীম: আয়াত-১)

১২ মহান আল্লাহ বলেন: এবং তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন আমি তোমার মাঝে এবং যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের মাঝে প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দেই- আমি তাদের হৃদয়ের উপর তৈরী করেছি যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতা। এবং যখন তুমি কুরআনে একা তোমার প্রতিপালকের উল্লেখ কর তখন তারা ঘৃণাভরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। (সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত- ৪৫-৪৬)

১৩ মহান আল্লাহ বলেন: এবং আমি কুরআন অবতীর্ণ করি, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও দয়া, আর তা জালিমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না। (সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত-৮২)

১৪ মহান আল্লাহ বলেন: আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম কথা- সাদৃর্শপূর্ণ, বরাবর পঠিত কিতাবরূপে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের ত্বক কেঁপে ওঠে, এরপর তাদের ত্বক ও হৃদয় আল্লাহর স্মরণে নরম হয়। এটা আল্লাহর পথনির্দেশিকা, তিনি এর মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই। (সূরা আয্-যুমার: আয়াত-২৩)

১৫ মহান আল্লাহ বলেন: এবং এভাবেই আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি আমার নির্দেশ সম্বলিত এক রূহ (কুরআন)। তুমি জানতে না কিতাব ও ঈমান কী, কিন্তু আমি একে বানিয়েছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করি সঠিক পথ প্রদর্শন করি। এবং (এর দ্বারা) নিশ্চয় তুমি অবশ্যই পরিচালিত কর সরল-সঠিক পথে। (সূর আশ–শূরা: আয়াত ৫২)

১৬ মহান আল্লাহ বলেন: যদি আমি এ কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে অবশ্যই তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে পেতে। এবং আমি এ উপমাসমূহ পেশ করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করতে পারে। (সূরা আল হাশর: আয়াত ২১)

১৭ মহান আল্লাহ বলেন: নিশ্চয় আমি তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে, আর কিসে তোমাকে জানাবে কদরের রাত কী? (সূরা আল কদর: আয়াত ১-২)

১৮ মহান আল্লাহ বলেন: আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল, যে পাঠ করবে পবিত্র সহিফাসমূহ- যাতে থাকবে সঠিক বিধানাবলী। (সূরা আল বায়্যিনাহ: আয়াত ২-৩)

১৯ মহান আল্লাহ বলেন: নিশ্চয় আমিই যিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি অবশ্যই এর সংরক্ষণকারী। (সূরা আল হিজর: আয়াত-৯)

২০ হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে ও তা অন্যকে শিক্ষা দান করে। (সহীহ বুখারী)

২১ হযরত আবু উসামা (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি ''তোমরা কুরআন পড় কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার সাথীদের পক্ষে শাফায়াতকারী হিসেবে উপস্থিত হবে''। (সহীহ মুসলিম)

২২ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে কিন্তু পড়তে যেয়ে সে তোতলায় ও তার কষ্ট হয় তবে তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার (অর্থাৎ ভাল পড়তে না পারা সত্ত্বেও আন্তরিক চেষ্টা করার কারনে)। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

২৩ হযরত ওমর ইবনে খাত্তব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন; এই কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ বহুজাতির উন্নতি দান করেন আবার এর মাধ্যমে অন্য জাতির অবনতি ঘটান। (সহীহ মুসলিম)

২৪ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, যার পেটে কুরআনের কিছুই নেই সে পরিত্যক্ত (বিরান) বাড়ির মত। (তিবরানী)

২৫ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন কুরআনের সাথীদের (কুরআনের পাঠক ও তদনুযায়ী আমলকারীদের) বলা হবে তুমি কুরআন পড় আর জান্নাতের উপরের দিকে উঠতে থাক এবং স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে পড় যেভাবে তুমি দুনিয়ায় পাঠ করতে। তোমার পড়া যে আয়াতে শেষ হবে সেখানেই তোমার থাকার অবস্থান। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

২৬ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) বলেন, নবী করিম (সা.) বলেছেন, আল্লাহর কিতাব যে ব্যক্তি সকলের মধ্যে ভাল পড়তে পারবে সেই তোমাদের ইমামতি করবে বা নেতৃত্ব দেবে। (সহীহ মুসলিম)

২৭ হযরত ইমরান ইবনে হাসীন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, কুরআন পড়েছে অতঃপর সাহায্য চাচ্ছে তখন তিনি (ইমরান ইবনে হাসীন) বললেন, আমি রাসূল (সা.) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে তার উচিৎ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা কেননা ভবিষ্যতে এমন এক দল লোক আসবে তারা কুরআন পড়বে এবং তার বিনিময়ে মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। (তিরমিযী)

মু'জামুল কুরআন তরজমার বিশেষত্ব

১ মু'জামুল কুরআন-এর তরজমাতে পবিত্র কুরআনের মূল টেক্সট-এর প্রতিটি শব্দের অর্থ সন্নিবিশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে মৌলিক বাক্যবিন্যাস ও কুরআনের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গির স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তরজমায় প্রতিটি শব্দের অর্থ থাকায় এর পূর্ণাঙ্গ ইনডেক্স (Encyclopedic Index) প্রণয়ন করা সহজ হয়েছে।

২ আরবি ও বাংলা ভাষার বাক্যগঠন ও প্রকাশরীতি আলাদা। একটি বাক্যে ভাবপ্রকাশের জন্য আরবি ভাষায় যে কয়টি শব্দ ব্যবহৃত হয়, ঐ একই ভাব প্রকাশের জন্য বাংলা বাক্যে কিছু শব্দ বেশি বা কম ব্যবহার করতে হয়। তাছাড়া বাংলার তুলনায় আরবি ভাষায় সর্বনাম (ضمائر) এর ব্যবহার খুব বেশি। এসব কারণে তরজমার মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্রাকেট ব্যবহার করা হয়েছে। মূল টেক্সট-এ নেই এমন শব্দগুলোকে ব্রাকেটের মধ্যে রাখা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রাকেটের পূর্ববর্তী শব্দের অর্থ আরো স্পষ্ট করার জন্য অথবা তরজমার গতিশীলতার জন্য ব্রাকেটটি ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোনো নির্ভরযোগ্য এক বা একাধিক তাফসিরের আলোকেই এরূপ ব্রাকেট দেয়া হয়েছে।

৩ যেখানে কোনো আয়াতের বিভিন্ন তাফসির রয়েছে সেখানে যে তাফসিরটি আয়াতের পূর্বাপর প্রসঙ্গের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সে আলোকেই সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা করা হয়েছে।

৪ প্রতিটি শব্দ যথাযথ তাহকিক করার পরই তরজমা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বিখ্যাত আরবি অভিধানসমূহ; যেমন: লিসানুল আরাব, আল মুফরাদাত, মু'জামুল ওয়াসিত, আল মাউরিদ, আধুনিক বাংলা আরবি অভিধান (ড. ফজলুর রহমান) ইত্যাদি অভিধানের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মৌলিক তাফসির গ্রন্থাবলি (أمهات التفاسير) এর সাহায্যও নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে, আরবি ভাষায় কোন শব্দ কোন বাক্যে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা উপরোক্ত সহায়ক গ্রন্থ থেকে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া শব্দের অর্থ চয়ন করার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে সংশ্লিষ্ট শব্দটি কতবার, কোন প্রসঙ্গে, কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখা হয়েছে। এভাবে ব্যবহৃত শব্দের যথার্থ অর্থ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫ সংশ্লিষ্ট আয়াতে আরবি ব্যাকরণগত দিক নিশ্চিত হওয়ার জন্য উস্তায মহিউদ্দিন দারভিশ প্রণীত 'ই'রাবুল কুরআনিল কারিম ওয়া বায়ানুহু, তাফসিরে বায়যাভী, তাফসীরে কাশশাফ, তাফসীরে কুরতুবী, ফাতহুল কাদীরসহ অন্যান্য মৌলিক তাফসির গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত ব্যকরণগত বিশ্লেষণের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

৬ কুরআনের মূল টেক্সট-এ যে শব্দটি বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে সঠিক মর্ম প্রকাশের স্বার্থে বাংলা তরজমায়ও বহুবচন লেখা হয়েছে। যেমনঃ জান্নাতসমূহ, আবাসসমূহ ইত্যাদি। যদিও বাংলা ভাষায় ঐসব ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। এতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাহুল্য মনে হতে পারে, কিন্তু সঠিক ভাব প্রকাশের জন্যই এরূপ করা হয়েছে।

৭ বাংলায় সঠিক ভাব প্রকাশের জন্য কোনো বিশেষ্যের একাধিক বিশেষণ (صفة) এবং বাক্যের উদ্দেশ্য (مبتدأ) এর একাধিক বিধেয় (خبر) থাকার ক্ষেত্রে "ও" ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু ইত্যাদি।

৮ কুরআনের মূল টেক্সট-এ যেসব যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে তার আলোকে বাংলা ভাষার যতিচিহ্ন যেমন, দাড়ি, কমা, হাইফেন, ইনভার্টেড কমা ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে, কোনো আয়াতের প্রসঙ্গ শেষ না হয়ে তা পরবর্তী আয়াতে অব্যাহত থাকলে পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে হাইফেন (-) চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৯ কোথাও তরজমার ভাষাতে ছন্দপতন মনে হতে পারে। মূলত কুরআনের মূল টেক্সট-এ যেভাবে বলা হয়েছে তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে এরূপ হয়েছে।

১০ বাংলা ভাষায় বর্তমানে প্রচলিত তরজমার সাথে এ তরজমা কুরআনের স্বকীয়তা বজায় রাখার কারণে অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও ভিন্নধর্মী হয়েছে।

১১ এই তরজমা যথাসম্ভব সঠিকভাবে সম্পাদনার জন্য প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় অর্ধশত তাফসীরের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য তাফসীর হলঃ

মৌলিক তাফসির গ্রন্থাবলি (أُمَّهَاتُ التَّفَاسِيْرِ)

(১) জামিউল বায়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, ঈমাম আত্ তাবারী।
(২) তাফসীর আল-কাশশাফ, আল্লামা যামাখশারী।
(৩) আত্তাফসীরুল কাবীর, ঈমাম ফখরুদ্দীন আর্ রাযী।
(৪) আলজামি' লি আহকামিল কুরআন, ঈমাম কুরতুবী।
(৫) তাফসীরুল কুরআনীল আযীম, ইবনে কাছীর।
(৬) আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুল তা'বীল, ঈমাম বায়দাভী।
(৭) তাফসীর জালালাইন, আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী।
(৮) ফাতহুল কাদীর, আল্লামা শাওকানী।

আধুনিক তাফসির (التَّفَاسِيْرُ الْحَدِيْثَةُ)

(১) আততাহ্‌রীর ওয়াত তানভীর, ইবনে আশুর।
(২) তাফসীর খাওয়াতির মুহাম্মদ আশশা'রাভী, শাইখ মুতাওয়াল্লী আশশা'রাভী।
(৩) আল ওয়াসিত ফি তাফসীরিল কুরআনিল কারীম, শাইখ তানতাভী।
(৪) ফি যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ কুতুব।
(৫) তাফসীরে রূহুল মায়ানী, আল্লামা আলূসী।
(৬) আদওয়াউল বায়ান ফি তাফসীরিল কুরআনি বিল কুরআন, আল্লামা শানকীত্বি।
(৭) তাফসীরুল মানার, আল্লামা সাইয়্যেদ রশীদ রেজা।

অন্যান্য

(১) তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, শাইখ ইদরিস কান্দলভি।
(২) ছাফওয়াতুত তাফাসীর, শাইখ মুহাম্মদ আলী ছাবুনী।
(৩) তাইসীরুত তাফসীর, শাইখ আল কাত্তান।
(৪) তাইসীরুত তাফসীর আত তুফাইশ।
(৫) আল মুলতাখাব ফি তাফসীরিল কুরআন, লাজনাতুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ।
(৬) আল ওয়াজীয, আল্লামা আল ওয়াহেদী।
(৭) তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী।
(৮) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা।
(৯) মানব দিশারী কুরআন মাজীদ, মাওলানা মীর আব্দুস সালাম, মীর প্রকাশন/খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা।

ইংরেজি অনুবাদঃ

1. The Qur'an, Arabic Text with Corresponding English Meaning, English revised and edited by Saheeh International, Jeddah, Saudi Arabia. published by Abul Qasem Publisher's House, Jeddah, 1442, Saudi Arabia.
2. A word for word meaning of the Qur'an, By Mohammad Mohar Ali, published by Jamiaa Ihyaa Minhaaj Al-sunnah, London, UK.
3. The Noble Qur'an by Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali and Dr. Muhammad Muhsin Khan, Islamic University Al-Madinah Al-Munawarah, Published by Darussalam Publishers, Riyadh, Saudi Arabia.

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী

১

ENCYCLOPEDIC INDEX
OF
THE HOLY QUR'AN

মু'জামুল কুরআন এর ইনডেক্স ব্যবহারের নিয়মাবলি

১ যে সমস্ত সম্মানিত পাঠক পবিত্র কুরআন থেকে কোনো শব্দ বা বিষয় সংশ্লিষ্ট আয়াত খুঁজে বের করতে চান তারা মু'জামুল কুরআনের প্রথমাংশে প্রদত্ত ইনডেক্স এর মাধ্যমে সহজেই কাঙ্ক্ষিত শব্দটি/ বিষয়টি পবিত্র কুরআনে কতবার কোন কোন সূরার কোন কোন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা আরবি টেক্সট ও বাংলা অর্থসহ খুব কম সময়ের মধ্যে পেয়ে যাবেন ।

২ ইনডেক্সে উল্লেখিত বিষয়গুলো/শব্দগুলো বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গসমূহকেও বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বাংলা অভিধানের বর্ণবিন্যাসের ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন: অ, আ, ই, ঈ, উ,.... (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)।

৩ এই ইনডেক্সে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দ উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে সর্বনাম, অব্যয় এ জাতীয় শব্দাবলি ইনডেক্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৪ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কোন শব্দ/বিষয় সংশ্লিষ্ট আয়াত খুঁজে বের করতে হলে ঐ বিষয়টির প্রথম অক্ষর ধরে ইনডেক্সে ঐ অক্ষরে যান, সহজে পেয়ে যাবেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি "ইবরাহীম আ. এর কুরবানী", "কুরআন নিয়ে চিন্তা/গবেষণা", "সমুদ্র বিভক্তিকরণ", "কসর নামাজ", "যাকাতের খাত", "কদরের রাত", "দাউদ আ. এর বিচার" ইত্যাদি শব্দ/বিষয় খুঁজে বের করতে চান তাহলে "ইবরাহীম আ. এর কুরবানী" বিষয়টি পাওয়ার জন্য ইনডেক্সে 'ই' অক্ষর দেখুন, ইবরাহীম পাবেন, এরপর ইবরাহীম আ. শব্দের অধীনে 'ক' তে গিয়ে কুরবানী দেখুন। এভাবে আপনি ইবরাহীম আ. এর কুরবানীসহ হযরত ইবরাহীম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সকল তথ্য পাবেন। আবার, ইনডেক্স এর 'ক' তে গিয়ে কুরবানী পাবেন এবং তার অধীনে 'ই' তে ইবরাহীম আ. পাবেন; এভাবে ইবরাহীম আ. এর কুরবানীসহ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কুরবানী সম্পর্কিত সকল তথ্য পাবেন। অনুরূপভাবে "কসর নামাজ" খুজতে গিয়ে ইনডেক্স এর 'ক' তে কসর নামাজ অথবা 'ন' তে নামাজের বা 'স' তে সালাতের অধীনে "কসর নামাজ" পাবেন। একইভাবে "সমুদ্র বিভক্তিকরণ" খুঁজতে গিয়ে ইনডেক্স এর 'স' তে "সমুদ্র" এবং এ সমুদ্রের অধীনে "বিভক্তিকরণ" শব্দটি পাবেন; আবার, 'ব' তে "বিভক্তিকরণ" এর অধীনেও 'সমুদ্র বিভক্তিকরণ' পাবেন। এভাবে একবার অভ্যস্ত হলে, এই ইনডেক্স থেকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যাবতীয় বিষয় আপনি সহজে খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

৫ পবিত্র কুরআনের নতুন ও অভিজ্ঞ সব ধরনের পাঠক আরবী ভাষা না জেনেও এই মুজামের শুরুতে প্রদত্ত ইনডেক্স থেকে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি সহজে খুঁজে পেতে পারেন, যদি সেটা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়ে থাকে।

৬ এই ইনডেক্স যেহেতু পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদের ভিত্তিতে করা হয়েছে তাই এতে কোন কোন আরবি পরিভাষা সরাসরি নাও পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উক্ত পরিভাষার বাংলা অর্থ অনুসারে শব্দটি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন- "তাকওয়া" শব্দটি যদি 'ত' এর অধীনে পাওয়া না যায় তাহলে "তাকওয়া" শব্দের বাংলা অর্থ "ভয়" এর অধীনে খুঁজে পাবেন।

৭ আরবি শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত পাঠক বিশেষ করে সম্মানিত উলামায়ে কেরাম Index-এ তার কাঙ্ক্ষিত কোনো বিষয়/শব্দ না পেলে এই গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট-২ এ প্রদত্ত আরবি শব্দার্থের তালিকা থেকে তার কাঙ্ক্ষিত বাংলা শব্দ/বিষয়টি দেখে নিন। অতঃপর Index-এ অনুসন্ধান করুন, পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

বাংলা বর্ণমালা

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ		
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড
ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ	ব	ভ	ম	য
র	ল	শ	ষ	স	হ	ড়	ঢ়	য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ

এ গ্রন্থে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার ক্রম

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ
ও	ঔ	ং	ঃ	ঁ	ক	ক্ক	ক্ট	ক্ত
ক্ম	ক্র	ক্ষ	ক্স	খ	গ	গ্ন	গ্ধ	ঘ
ঙ	ঙ্ক	ঙ্গ	চ	ছ	জ	জ্জ	জ্ঞ	ঝ
ঞ	ঞ্চ	ঞ্ছ	ঞ্জ	ঞ্ঝ	ট	ট্ট	ঠ	ড
ড্ড	ড়	ঢ	ঢ়	ণ	ণ্ট	ণ্ঠ	ণ্ড	ত
ত্ত	ৎ	ত্থ	ত্র	থ	দ	দ্দ	দ্ধ	দ্ব
দ্ভ	দ্ম	ধ	ন	ন্থ	ন্ধ	প	প্ট	প্ত
প্ন	প্প	প্ল	প্স	ফ	ব	ব্জ	ব্দ	ব্ধ
ভ	ভ্র	ম	ম্ভ	ম্ম	য	্য	য়	র
ল	ল্ক	ল্গ	ল্ট	ল্ড	ল্প	ল্ল	শ	শ্চ
শ্ন	শ্ব	শ্ল	ষ	ষ্ট	ষ্ঠ	ষ্ণ	স	স্ট
স্থ	স্ফ	হ	হ্ন	হ্ম				

পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)
Encyclopedic Index of the Holy Quran

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অংশ			
অর্জনে অংশ আছে তাদের, যারা অর্জন করেছে...	২-বাক্বারা	২০২	৫২৩
অর্ধাংশ (১/২) সম্পদ পাবে- কন্যা যদি ...	৪-নিসা	১১	৫৫৭
অর্ধাংশ (১/২) সম্পদ পাবে স্বামীরা, যদি ...	৪-নিসা	১২	৫৫৮
অর্ধেক অংশ (এক নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক অংশের সমান)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
আকাশসমূহে শরীকদের কোন অংশ আছে কি?	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
আখিরাতে অংশ নেই তাদের জন্য যারা কেবল দুনিয়াতে...	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
আখিরাতে কোন অংশ দিতে চান না আল্লাহ (কাফিরদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৭৬	৫৫৩
আখিরাতে অংশ নেই যাদের	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
আখিরাতে অংশ নেই (যে দুনিয়ার ফসল চায়)	৪২-শূরা	২০	৮৯৩
আল্লাহর জন্য অংশ নির্ধারণ, মুশরিকদের (শস্য ও গবাদি পশুর)	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
উপদেশের অংশ বিশেষ ভুলে গেছে বনী ইসরাইলরা	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
উপদেশের একটি অংশ ভুলে গেছে নাসারারা	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) সম্পদ পাবে ভাই/বোন, যদি ...	৪-নিসা	১২	৫৫৮
এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) সম্পদ পাবেন মা, যদি ...	৪-নিসা	১১	৫৫৭
এক-অষ্টমাংশ (১/৮) সম্পদ স্ত্রীরা পাবে, যদি ...	৪-নিসা	১২	৫৫৮
এক-চতুর্থাংশ (১/৪) সম্পদ পাবে স্ত্রী, যদি ...	৪-নিসা	১২	৫৫৮
এক-চতুর্থাংশ (১/৪) (সম্পদে) স্ত্রীর পরিত্যাক্ত সম্পদ-প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১২	৫৫৮
একদিনের কিছু অংশ পৃথিবীতে অবস্থান, পথভ্রষ্টরা বলবে...	২৩-মু'মিনূন	১১৩	৭৭৩
এক-ষষ্ঠাংশ (১/৬) সম্পদ পাবেন মা, যদি ...	৪-নিসা	১১	৫৫৭
এক-ষষ্ঠাংশ (১/৬) সম্পদ পাবে ভাই/বোন, যদি ...	৪-নিসা	১২	৫৫৮
কন্যার অংশ (পিতার সম্পদে)- পুত্রের অর্ধেক	৪-নিসা	১১	৫৫৭
কিতাবের অংশবিশেষে ঈমান আনা (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
কিতাবের কিছু অংশ দেয়ার পরও পথভ্রষ্টতা ক্রয় করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৪৪	৫৬২
কিতাবের অংশ প্রদান করা হয়েছে যাদেরকে তাদেরকে দেখা	৩-আলে ইমরান	২৩	৫৩৮
কিতাবের অংশবিশেষ প্রদানের পরও প্রতিমা ও তাগুতে বিশ্বাস	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
কিতাবের অংশ বিশেষে ঈমান না আনা (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
গাভীর অংশবিশেষ দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৭৩	৫০৮
জাহান্নামীদের এক এক অংশ এক এক দরজার জন্য বণ্টিত...	১৫-হিজর	৪৪	৭০০
দয়া থেকে দু'টি অংশ দান করবেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
দিনের কিছু অংশ গুহায় অবস্থান! (আসহাবে কাহাফের ধারণা)	১৮-কাহাফ	১৯	৭২৫
দিনের কিছু অংশ অবস্থানের ধারণা! (উযায়ের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
দিনের কিছু অংশ অবস্থান গুহায় (আসহাবে কাহ্ফের ধারণা)	১৮-কাহ্ফ	১৯	৭২৫
দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) সম্পদ কন্যা পাবে যদি...	৪-নিসা	১১	৫৫৭
নারীর অংশ (পিতামাতা/আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে)	৪-নিসা	৭	৫৫৭
নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক অংশের সমান (কালালাহ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
নারীর জন্য অংশ রয়েছে যা তারা পায়/অর্জন করে তাতে	৪-নিসা	৩২	৫৬১
নির্ধারিত অংশ (পরিত্যক্ত সম্পদে নারী-পুরুষের নির্ধারিত অংশ)	৪-নিসা	৭	৫৫৭
পাখির বিভিন্ন অংশ ইবরাহীম কর্তৃক বিভিন্ন পাহাড়ে রাখা	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ (১/৬) যদি...	৪-নিসা	১১	৫৫৭
পুরুষের জন্য অংশ রয়েছে যা তারা পায়/অর্জন করে তাতে	৪-নিসা	৩২	৫৬১
পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশের সমান অংশ	৪-নিসা	১১	৫৫৭
পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান (কালালাহ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
পুরুষের অংশ(পিতামাতা/আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে)	৪-নিসা	৭	৫৫৭
প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হবে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনে...	৯-তাওবা	১২২	৬৫৩
প্রদান(যাদের সাথে অঙ্গীকার দৃঢ় হয়েছে তাদের অংশ প্রদান)	৪-নিসা	৩৩	৫৬১
ফসলের অংশ আখিরাতে পাবে না (যে দুনিয়ার ফসল চায়)	৪২-শূরা	২০	৮৯৩
বান্দাদের নির্দিষ্ট অংশকে শয়তান তার অনুসারী করবে	৪-নিসা	১১৮	৫৭২
ভাই/বোনের অংশ (ভাই/বোনের সম্পদে)- এক ষষ্ঠাংশ- যদি...	৪-নিসা	১২	৫৫৮
ভাল সুপারিশের ফলের অংশ পাবে (ভাল সুপারিশ করলে)	৪-নিসা	৮৫	৫৬৭
ভুলে যাওয়া নিষেধ (নিজের অংশ)	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
মুমিন নারী ও পুরুষ একে অপরের অংশ (দাসীকে বিয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুনাফিক নারীপুরষ পরস্পরের অংশ	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
রাজত্বের অংশ না থাকা (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৫৩	৫৬৩
রাতের বিভিন্ন অংশে দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ (তাহাজ্জুদ)	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
রাতের কিছু অংশে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
রাতের কোন এক অংশে লূতকে সপরিবারে বের হওয়ার নির্দেশ	১৫-হিজর	৬৫	৭০১
রিযিকের অংশবিশেষ মিথ্যা উপাস্যের জন্য নির্ধারণ (মুশরিকদের)	১৬-নাহ্ল	৫৬	৭০৭
রিযিকের অংশ পৌঁছবে দুনিয়ার জীবনে, তাদের নিকট যারা...	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
শাস্তির অংশ রয়েছে তাদের জন্য যারা জুলুম করেছে	৫১-যারিয়াত	৫৯	৯২৮
শাস্তির (মুশরিকদের প্রাপ্য শাস্তির অংশ পুরোপুরি দিবেন আল্লাহ)	১১-হূদ	১০৯	৬৭৫
সম্পদের অংশ গ্রাস করার জন্য বিচারকের নিকট পেশ...	২-বাক্বারা	১৮৮	৫২১
সাথীদের ন্যায় জালিমদেরও শাস্তির অংশ রয়েছে	৫১-যারিয়াত	৫৯	৯২৮
স্ত্রীর অংশ স্বামীর সম্পদে (এক চতুর্থাংশ, এক-অষ্টমাংশ) যদি...	৪-নিসা	১২	৫৫৮
স্বামীর অংশ স্ত্রীর সম্পদে (অর্ধাংশ, এক-চতুর্থাংশ) যদি...	৪-নিসা	১২	৫৫৮
অংশ (কোন এক সময়)			
রাতের কোন অংশে বের হয়ে যাওয়ার পরামর্শ (লূতকে)	১১-হূদ	৮১	৬৭৩
অংশ নেয়া			
যুদ্ধে (মুনাফিকরা যুদ্ধে সামান্যই অংশ নেয়,খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৮	৮৩৪
অংশ (প্রতিদান)			
আখিরাতে অংশ নেই (জাদু শিক্ষাকারীর)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
অংশ/ভাগ			
স্থলভাগ ধ্বসিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কি মুশরিকরা নিরাপদ?	১৭-ইস্রা	৬৮	৭২০
অংশ (মোহর)			
নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে, যদি স্পর্শ...	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
নির্ধারণ (মোহর নির্ধারণের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দেয়া...)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
অংশ (সন্তান)			
আল্লাহর অংশ বানানো! (আল্লাহর বান্দাদের কতককে)	৪৩-যুখরুফ	১৫	৮৯৭
অংশীদার (আরো দেখুন শরীক শব্দটি)			
জুলুম (অংশীদারদের অনেকে একে অন্যের উপর জুলুম করে)	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
পশুর মৃত বাচ্চার অংশীদার হওয়া সম্পর্কে মুশরিকদের ভুল ধারণা	৬-আন্'আম	১৩৯	৬০৯
মূসার কাজে হারুনকে অংশীদার বানানোর দোয়া ...	২০-ত্বা-হা	৩২	৭৪২
শাস্তিতে অংশীদার হবে (শয়তান ও আল্লাহবিমুখ লোক)	৪৩-যুখরুফ	৩৯	৮৯৮
শাস্তিতে অংশীদার হবে জালিম নেতা ও সহচররা (কিয়ামতে)	৩৭-সাফ্ফাত	৩৩	৮৫৮
সম্পদে অংশীদার (একাধিক বৈপিত্রেয় ভাই/বোন)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
অংশীদারিত্ব			
আকাশে অংশীদারিত্ব নেই (আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকা হয়)	৪৬-আহ্কাফ	৪	৯০৮
ইলাহদের (কথিত) কোন অংশীদারিত্ব নেই (আকাশ ও পৃথিবীতে)	৩৪-সাবা	২২	৮৪৩
অকল্যাণ (আরো দেখুন অমঙ্গল শব্দটি)			
আঘাত (অকল্যাণ আঘাত করলে নিরাশ হয় মানুষ)	৩০-রূম	৩৬	৮২৪
আঘাত (অকল্যাণের আঘাতকে মূসা/তার সঙ্গীদের কুলক্ষণ মনে করা)	৭-আ'রাফ	১৩১	৬২৪
কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ তাড়াতাড়ি পেতে চাওয়া(ছামূদ সম্প্রদায়ের)	২৭-নামল	৪৬	৮০৪
তাড়াতাড়ি অকল্যাণ পেতে চাওয়া,ছামূদ সম্প্রদায়ের (কল্যাণের পূর্বে)	২৭-নামল	৪৬	৮০৪
ত্বরান্বিত (অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে বলে কাফিররা রাসূল স. কে)	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
ত্বরান্বিত (মানুষের অকল্যাণকে যদি ত্বরান্বিত করা হত...)	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
দূর হওয়া (নিয়ামত দিলে মানুষ ভাবে অকল্যাণ দূর হয়েছে)	১১-হূদ	১০	৬৬৬
নিজের পক্ষ থেকেই অকল্যাণ (নবী স. প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৯	৫৬৭
পরীক্ষা (কল্যাণ ও অকল্যাণ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা)	৭-আ'রাফ	১৬৮	৬২৮
প্রার্থনা (অকল্যাণ প্রার্থনা করে মানুষ কল্যাণ প্রার্থনা করার মত)	১৭-ইস্রা	১১	৭১৫
প্রতিস্থাপন (আল্লাহ অকল্যাণের স্থানে কল্যাণ প্রতিস্থাপন করেন)	৭-আ'রাফ	৯৫	৬২১
মানুষের অকল্যাণকে আল্লাহ যদি ত্বরান্বিত করতেন...	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
মুমিনদেরকে অকল্যাণ আঘাত করলে কাফিররা উৎফুল্ল হয়	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭
রাসূল স. কে অকল্যাণ আঘাত করলে মুনাফিক/কাফিররা বলে...	৯-তাওবা	৫০	৬৪৫
স্পর্শ (অকল্যাণ স্পর্শ করলে মানুষ বিচলিত হয়ে পড়ে)	৭০-মা'আরিজ	২০	৯৮২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অকল্যাণকর (আরো দেখুন ক্ষতিকর শব্দটি)			
কৃপণদের জন্য অকল্যাণকর আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহ...	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
বায়ু (অকল্যাণকর বায়ু প্রেরণ, আদ সম্প্রদায়ের উপর)	৫১-যারিয়াত	৪১	৯২৭
অকুমারী			
স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে অকুমারী স্ত্রী দান করতে পারেন)	৬৬-তাহরীম	৫	৯৭০
অকৃতজ্ঞ			
অমুখাপেক্ষী(অকৃতজ্ঞের ব্যাপারে প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী)	২৭-নামল	৪০	৮০৩
অস্বীকার(অকৃতজ্ঞ আয়াত অস্বীকার করে, সমুদ্র থেকে রক্ষা প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
আগুন (অকৃতজ্ঞের শাস্তি .... আগুন-আখিরাতে)	৭৬-দাহ্‌র	৪	৯৯৫
আনুগত্য (অকৃতজ্ঞের আনুগত্য করতে নিষেধাজ্ঞা, রাসূল স. এর প্রতি)	৭৬-দাহ্‌র	২৪	৯৯৬
আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া নিষেধ	২-বাক্বারা	১৫২	৫১৭
আল্লাহর দানের প্রতি মুশরিকদের অকৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৬৬	৮২১
আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কি মানুষ অকৃতজ্ঞ হয় !	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
পৃথিবীর সবাই অকৃতজ্ঞ হলেও আল্লাহর কিছু এসে যায় না	১৪-ইবরাহীম	৮	৬৯৩
প্রতিপালকের প্রতি মানুষ অকৃতজ্ঞ হয় নাকি কৃতজ্ঞ হয় সে পরীক্ষা	২৭-নামল	৪০	৮০৩
প্রতিদান (অকৃতজ্ঞদের প্রতিদান, সাবাবাসী প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১৭	৮৪২
প্রতিপালকের প্রতি অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ(যদিও তিনি অনুগ্রহশীল)	২৭-নামল	৭৩	৮০৬
ভালবাসা (আল্লাহ অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না)	২২-হাজ্জ	৩৮	৭৬১
মানুষ অকৃতজ্ঞ (শিরক/আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	১৫	৮৯৭
মানুষ অকৃতজ্ঞ অথবা কৃতজ্ঞ হবে (হেদায়াত প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্‌র	৩	৯৯৫
মানুষ অবশ্যই অতি অকৃতজ্ঞ (জীবন-মৃত্যু প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৬৬	৭৬৪
মানুষ কতই না অকৃতজ্ঞ ! (ধ্বংস হোক)	৮০-আবাসা	১৭	১০০৬
মানুষ খুবই অকৃতজ্ঞ (আল্লাহর অপার নেয়ামত সত্ত্বেও)	১৪-ইবরাহীম	৩৪	৬৯৬
মানুষ অকৃতজ্ঞ (মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ)	১০০-'আদিয়াত	৬	১০৩০
মানুষ অকৃতজ্ঞ হয় (আল্লাহ তার নিকট থেকে দয়া উঠিয়ে নিলে)	১১-হূদ	৯	৬৬৬
মানুষ অকৃতজ্ঞ হয় (কৃতকর্মের কারণে কোন মন্দ আক্রান্ত করলে)	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
মানুষ অকৃতজ্ঞ হয় (শস্য হলদে হওয়ার পর বায়ু প্রেরণ করলে)	৩০-রূম	৫১	৮২৬
মানুষ অকৃতজ্ঞ হলে জেনে রাখুক (আল্লাহ অমুখাপেক্ষী)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ	১৭-ইস্‌রা	৬৭	৭১৯
মূসা অকৃতজ্ঞ (ফির'আউনের উক্তি, কিবতি হত্যা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৯	৭৮৯
শয়তান প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ	১৭-ইস্‌রা	২৭	৭১৬
শাস্তি অকৃতজ্ঞদের (জাহান্নামের আগুন)	৩৫-ফাতির	৩৬	৮৪৯
শাস্তি (অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ কঠোর শাস্তি দিবেন)	১৪-ইবরাহীম	৭	৬৯৩
শাস্তি (অকৃতজ্ঞের শাস্তি শিকল, বেড়ি ও আগুন -আখিরাতে)	৭৬-দাহ্‌র	৪	৯৯৫
স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞ (বন্ধুর জিজ্ঞাসা বাগানওয়ালাকে...)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৭	৭২৭
অকৃতজ্ঞতা			
আল্লাহর দানের প্রতি মানুষের অকৃতজ্ঞতা	১৬-নাহ্‌ল	৫৫	৭০৭
নেয়ামতের (আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা)	১৪-ইবরাহীম	২৮	৬৯৬
প্রতিদান (কৃতজ্ঞতার প্রতিদানে, অকৃজ্ঞতা উদ্যান পরিবর্তন প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১৭	৮৪২
সাক্ষী (মানুষ নিজেই তার অকৃতজ্ঞতার সাক্ষী)	১০০-'আদিয়াত	৭	১০৩০
অক্ষম			
অর্জিত ধনের উপর কিছু করতেও মানুষ অক্ষম	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
আল্লাহকে জিনরা অক্ষম করতে পারে না (পৃথিবীতে/পালিয়ে...)	৭২-জিন্	১২	৯৮৬
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না (আকাশ-পৃথিবীর কিছুই)	৩৫-ফাতির	৪৪	৮৫০
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবেনা (ষড়যন্ত্রকারীদেরকে পাকড়াও প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৪৬	৭০৬
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারেনি পৃথিবীতে (অবিশ্বাসীরা)	১১-হূদ	২০	৬৬৭
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না কাফিররা	২৪-নূর	৫৭	৭৮০
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না কেউ পৃথিবীতে	৪৬-আহ্‌কাফ	৩২	৯১১
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না জালিমরা	১০-ইউনুস	৫৩	৬৫৯
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না (নূহ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৩৩	৬৬৮
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না পৃথিবীতে মানুষ	৪২-শূরা	৩১	৮৯৪
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না মুশরিকরা	৯-তাওবা	২	৬৪০
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না (যারা কুফরি করেছে)	৮-আনফাল	৫৯	৬৩৭
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না পৃথিবীতে জিনরা	৭২-জিন্	১২	৯৮৬
আল্লাহকে মানুষ অক্ষম করতে পারেনা (আকাশ-পৃথিবীতে)	২৯-আনকাবূত	২২	৮১৭
আল্লাহকে মানুষ অক্ষম করতে পারবেনা (প্রতিশ্রুতি পূরণ প্র.)	৬-আন্'আম	১৩৪	৬০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঋণের বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হলে অভিভাবক বলে দিবে	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
জুলুমকারীরা অক্ষম করতে পারবেনা (মন্দকাজ আঘাত করাকে)	৩৯-যুমার	৫১	৮৭৫
নয় (এমন মুমিনদের ঘরে বসে থাকা ...)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
হিজরতে অক্ষমদেরকে ক্ষমা প্রসঙ্গে...	৪-নিসা	৯৮	৫৬৯
অক্ষমকারী			
আল্লাহকে অক্ষমকারী নয় মুশরিকরা	৯-তাওবা	৩	৬৪০
অক্ষুণ্ণ রাখা			
আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	২১	৬৯০
সম্পর্ক (আল্লাহর নির্দেশিত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখে বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২১	৬৯০
অগোচর			
আল্লাহর নিকট অগোচর নয় (অণু পরিমাণ জিনিসও)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
প্রতিপালকের আগোচরে নয় (অণুপরিমাণ/ছোট/বড় কিছু)	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
অগ্নিপূজক			
ফয়সালা (আল্লাহ কিয়ামতে অগ্নিপূজদের বিষয়ে ফয়সালা করবেন)	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
অগ্নিশিখা (আরো দেখুন আগুন শব্দটি)			
জিনের প্রতি অগ্নিশিখা প্রেরণ(সীমা অতিক্রম করতে চাইলে)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৫	৯৪০
জিন সৃষ্টি (জিনকে আল্লাহ অগ্নি শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন)	৫৫-রাহ্‌মান	১৫	৯৩৯
জ্বলন্ত অগ্নিশিখা শয়তানের পশ্চাদ্ধাবন করে	৩৭-সাফ্‌ফাত	১০	৮৫৭
মানুষের প্রতি অগ্নিশিখা প্রেরণ(সীমা অতিক্রম করতে চাইলে)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৫	৯৪০
মূসা কর্তৃক তুর পর্বত থেকে অগ্নিশিখা আনা(আল্লাহকে দর্শন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৭	৮০০
রক্ষা করবে না জাহান্নামের ছায়া অবিশ্বাসীদেরকে অগ্নিশিখা থেকে	৭৭-মুরসালাত	৩১	৯৯৮
অগ্রগামী			
অগ্রগামীরাতো অগ্রগামীই	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১০	৯৪৩
আল্লাহর কথার অগ্রগামী না হওয়া প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	২৭	৭৫১
ঈমানে অগ্রগামী ভাইদের জন্য পরবর্তীদের ক্ষমা প্রার্থনা	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬
কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী (মুমিনগণ)	২৩-মু'মিনূন	৬১	৭৬৯
কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী (কিতাবের কতক উত্তরাধিকারী)	৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হওয়ার নির্দেশ (প্রতিপালকের)	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
অগ্রণী না হওয়া			
আল্লাহ ও রাসূল স. এর সম্মুখে অগ্রণী হওয়া নিষেধ	৪৯-হুজুরাত	১	৯২০
অগ্রসর / অগ্রসরমান			
আল্লাহ অগ্রসর হবেন অপরাধীদের কাজের দিকে	২৫-ফুরকান	২৩	৭৮৪
উপত্যকার দিকে অগ্রসরমান মেঘরূপে আদ জাতির উপর শাস্তি প্রেরণ	৪৬-আহ্‌কাফ	২৪	৯১০
দ্রুত বেগে অগ্রসর ফেরেশতাদের (রূহ গ্রহণ করতে...)	৭৯-নাযি'আত	৪	১০০৩
মূসা ও তার সফর সঙ্গী (ইউশা ইবন নূন) আরো অগ্রসর হলেন	১৮-কাহ্‌ফ	৬২	৭৩০
অগ্রাধিকার (আরো দেখুন প্রাধান্য শব্দটি)			
দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিলে তার আশ্রয়স্থল তীব্র আগুন	৭৯-নাযি'আত	৩৮	১০০৪
মুহাজিররা অগ্রাধিকার দেয় আনসারদেরকে নিজেদের উপর	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
অগ্রাহ্য (অস্বীকার)			
কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করা হবে না (সৎকর্মশীল মুমিনের)	২১-আম্বিয়া	৯৪	৭৫৬
অগ্রিম পাঠানো / অগ্রে পাঠানো / আগে পাঠানো			
আগামীকালের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে তা প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক	৫৯-হাশর	১৮	৯৫৭
ইহুদীদের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে (মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৯৫	৫১১
ইহুদীদের হাত যা অগ্রি পাঠিয়েছে (তাদের কৃতকর্ম প্রসঙ্গ)	৬২-জুমু'আ	৭	৯৬২
জীবনের জন্য অগ্রিম পাঠাতে না পেরে মানুষের আফসোস (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজ্‌র	২৪	১০২২
দু'হাত অগ্রে যা পাঠিয়েছে তা ভুলে যায় জালিমেরা	১৮-কাহ্‌ফ	৫৭	৭২৯
নিজেদের জন্য কল্যাণকর যাকিছু আগে পাঠানো হয়...	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
নিজেদের জন্য অগ্রে পাঠানোর (পূণ্য অর্জনের) নির্দেশ	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
বনী ইসরাঈলের নিজেদের জন্য যা অগ্রে পাঠানো হয়েছে...	৫-মায়িদা	৮০	৫৯০
ভাল কিছু অগ্রিম প্রেরণ (নিজের জন্য)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২০	৯৮৯
মানুষের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে (কৃতকর্ম...)	৩০-রূম	৩৬	৮২৪
মুনাফিকদের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে তার কারণে বিপদ...	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
হাত যা অগ্রীম পাঠিয়েছে তার কারণে শাস্তি (ইহুদী প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৮২	৫৫৩
হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে সে কারণেই কাফিরদের শাস্তি	৮-আনফাল	৫১	৬৩৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অগ্রে থাকা (আরো দেখুন সামনে শব্দটি)			
ফির'আউন তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে (কিয়ামতে)	১১-হূদ	৯৮	৬৭৪
অঙ্কুর			
বের করা (বীজ থেকে অঙ্কুর বের করার ন্যায় মুমিনদের দৃষ্টান্ত)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
অঙ্কুরণকারী			
বীজ অঙ্কুরণকারী আল্লাহ	৬-আন্'আম	৯৫	৬০৫
অঙ্গীকার (আরো দেখুন প্রতিশ্রুতি শব্দটি)			
অপরাধীদের অঙ্গীকার আছে কি (আল্লাহর সাথে)?	৬৮-ক্বালাম	৩৯	৯৭৭
আল্লাহ অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন (বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৪০	৫০৫
আল্লাহর অঙ্গীকার জালিমদের জন্যে নয় (নেতৃত্ব ইবরাহীমের বংশে)	২-বাক্বারা	১২৪	৫১৪
আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে কোন কোন মুনাফিক (দান-সাদকা ও...	৯-তাওবা	৭৫	৬৪৮
আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ(বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৪০	৫০৫
আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে যারা...	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
আল্লাহর সাথে মুনাফিকদের অঙ্গীকার (যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করার)	৩৩-আহযাব	১৫	৮৩৪
আল্লাহর নামে অঙ্গীকার দিল যখন (ইউসুফের ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৬৬	৬৮৩
আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করেছেন পিতা (বৈমাত্রেয় ভাইকে...)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
ইহুদীরা যখনই অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে	২-বাক্বারা	১০০	৫১১
ঈমান আনার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন আল্লাহ...	৫৭-হাদীদ	৮	৯৪৮
কিতাবের অঙ্গীকার (ইহুদীরা আল্লাহ সম্পর্কে সত্য বলার...)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
গ্রহণ (অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে)	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
গ্রহণ (অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন আল্লাহ নাসারাদের থেকে...)	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
গ্রহণ (অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ, আহলে কিতাবদের)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
গ্রহণ(অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন আল্লাহ রাসূল স. কে সাহয্যের জন্য...)	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
গ্রহণ (নবীদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন আল্লাহ...)	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
জিজ্ঞাসা(আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে)	৩৩-আহযাব	১৫	৮৩৪
দৃঢ় (যাদের সাথে অঙ্গীকার দৃঢ় হয়েছে তাদের অংশ প্রদান)	৪-নিসা	৩৩	৫৬১
দৃঢ় অঙ্গীকার নেয়া (নবীদের কাছ থেকে)	৩৩-আহযাব	৭	৮৩৩
দৃঢ় অঙ্গীকার (বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ও তূর পর্বত উত্তোলন প্র.)	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া (রিসালাত পৌঁছানো প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৭	৮৩৩
পূর্ণ করা(বনী ইসরাঈলকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ, আল্লাহর)	২-বাক্বারা	৪০	৫০৫
পূর্ণকারী (অঙ্গীকার পূর্ণকারীরা প্রকৃত সত্যবাদী ও মুত্তাকী)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
পূর্ণকারী (অঙ্গীকার পূর্ণকারী কে আছে? আল্লাহর চেয়ে অধিক...)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
পূর্ণ (অঙ্গীকার পূর্ণকারীকে বিরাট পুরস্কার দিবেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্হ	১০	৯১৬
পূর্ণকরা (আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা)	৩-আলে ইমরান	৭৬	৫৪৩
বনীইসরাইলদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেনআল্লাহ	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নেয়া (শিরক, সদ্ব্যবহার... প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার (রক্তপাত, আবাস থেকে বের না করার)	২-বাক্বারা	৮৪	৫০৯
বনীইসরাঈলের অঙ্গীকার, কিতাব মানার (তূর পর্বত উত্তোলন)	২-বাক্বারা	৬৩	৫০৭
বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য তূর পর্বত উত্তোলন	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার (কিতাব মানার অঙ্গীকার)	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
ভঙ্গ (বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গ ও অন্যান্য অপরাধ)	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
ভঙ্গ (অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইহুদীদের স্বভাব)	২-বাক্বারা	১০০	৫১১
ভঙ্গ (অঙ্গীকার ভঙ্গ করে যারা, আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করার পর)	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
ভঙ্গ (অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল মুনাফিকরা, আল্লাহর সাথে)	৯-তাওবা	৭৭	৬৪৮
ভঙ্গ (অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আল্লাহর লা'নত (বনী...)	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
মুমিনদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করা (খন্দক যুদ্ধে)	৩৩-আহযাব	২৩	৮৩৫
মুনাফিকদের অঙ্গীকার (যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৫	৮৩৪
রক্ষা (বুদ্ধিমানরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করে)	১৩-রা'দ	২০	৬৯০
সত্যে পরিণত করা(মুমিনরা অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে)	৩৩-আহযাব	২৩	৮৩৫
স্মরণ (অঙ্গীকার স্মরণ করার আহ্বান)	৫-মায়িদা	৭	৫৮১
স্মরণ (অঙ্গীকারের বিষয় স্মরণ করার নির্দেশ...)	৫-মায়িদা	৭	৫৮১
স্বামী-স্ত্রীর দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ	৪-নিসা	২১	৫৫৯
অজগর (সাপ)			
মূসার লাঠি সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১০৭	৬২২
লাঠি অজগরে পরিণত হল (মূসার লাঠি নিক্ষেপ করামাত্রই)	২৬-শু'আরা	৩২	৭৮৯
অজান্তে			
সুলাইমানের বাহিনীর অজান্তে পিঁপড়াদের পিষ্ট হওয়ার ভয়	২৭-নামল	১৮	৮০১
অজু (ধৌত করা)			
সালাতের জন্য অজুর বিধান	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
অজুহাত (আরো দেখুন ওজর শব্দটি)			
অনুমতি দেয়া হবে না অযুহাত পেশের, মিথ্যা অভিহিতকারীদের	৭৭-মুরসালাত	৩৬	৯৯৮
কাফিরদের অজুহাত পেশ করতে নিষেধ করা হবে (কিয়ামতের দিন)	৬৬-তাহরীম	৭	৯৭০
মূসা (আ.) এর অজুহাত খিজিরের প্রতি	১৮-কাহ্ফ	৭৬	৭৩১
জালিমদের অজুহাত কোন কাজে আসবে না যে দিন...	৪০-মু'মিন	৫২	৮৮২
জুলুম করেছে যারা তাদের অজুহাত উপকারে আসবে না, কিয়ামতে	৩০-রূম	৫৭	৮২৬
পেশ (মানুষের অজুহাত পেশ, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৫	৯৯৩
বসে থাকা লোকদেরকে অজুহাত পেশ করতে নিষেধ	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
বেদুইন (অজুহাত পেশকারী বেদুইনরা আসল, তবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৯০	৬৪৯
মুমিনরা ফিরে আসলে অজুহাত পেশ করবে যারা বসেছিল...	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
মুনাফিকদেরকে অজুহাত পেশ করায় নিষেধাজ্ঞা	৯-তাওবা	৬৬	৬৪৬
অজ্ঞ (আরো দেখুন জাহিলী/জাহিল শব্দটি)			
আদ সম্প্রদায় অজ্ঞ (শুয়াইব আ.-এর উক্তি)	৪৬-আহ্কাফ	২৩	৯১০
আশ্রয় (অজ্ঞ হওয়া থেকে মূসার আশ্রয় চাওয়া, গরু জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
ইউসুফের (আ.) ভাইয়েরা অজ্ঞ	১২-ইউসুফ	৮৯	৬৮৫
ইউসুফ (আ.) অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন যদি আল্লাহ...	১২-ইউসুফ	৩৩	৬৭৯
উপেক্ষা (অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ, রাসূল স. এর প্রতি)	৭-আ'রাফ	১৯৯	৬৩১
চাওয়া (অজ্ঞদের সঙ্গ চাইত না পূর্ববর্তী ঈমানদাররা)	২৮-কাসাস	৫৫	৮১৩
নির্দেশ দেয় অজ্ঞরা (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের)	৩৯-যুমার	৬৪	৮৭৬
নূহ (আ.) এর অজ্ঞ হওয়ার আশঙ্কা (পুত্রের প্রতি দরদের কারণে)	১১-হূদ	৪৬	৬৭০
বলা (অজ্ঞরা বলে, আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না ?)	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
বালক (নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালকের নিকট...)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
মনে করা (অজ্ঞরা যেসব ফকীরকে সচ্ছল মনে করে...)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
মানুষ অতি জালিম ও অজ্ঞ (আল্লাহর আমানত বহন প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৭২	৮৪০
মুশরিকদের অধিকাংশই অজ্ঞ	৬-আন্'আম	১১১	৬০৭
রাসূল স. কে অজ্ঞ না হওয়ার নির্দেশ	৬-আন্'আম	৩৫	৫৯৯
লূতের (আ.) সম্প্রদায় অজ্ঞ (সমকামিতা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৫৫	৮০৪
সম্প্রদায় (নূহের সম্প্রদায় অজ্ঞ, নূহকে (আ.) অস্বীকার প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	২৯	৬৬৮
সম্প্রদায় (বনী ইসরাঈল এক অজ্ঞ সম্প্রদায়)	৭-আ'রাফ	১৩৮	৬২৪
সম্বোধন (অজ্ঞরা সম্বোধন করলে রহমানের বান্দারা বলে 'সালাম')	২৫-ফুরকান	৬৩	৭৮৬
অজ্ঞতা			
ধারণা (অজ্ঞতামূলক ধারণা করছিল আল্লাহ সম্পর্কে, মুনাফিকরা)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
অজ্ঞতাবশত			
ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে কোন সম্প্রদায়কে (অজ্ঞতাবশত)	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
খারাপ কাজ (অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করে তাওবা করলে ক্ষমা...)	১৬-নাহ্ল	১১৯	৭১৩
মন্দকাজ(অজ্ঞতাবশত মন্দকাজকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করেন)	৪-নিসা	১৭	৫৫৮
মন্দকাজ (অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে তওবা/সংশোধন করলে ক্ষমা)	৬-আন্'আম	৫৪	৬০০
অজ্ঞাতসারে			
আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ/প্রসব করে না	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
আল্লাহর অজ্ঞাতসারে পাতাও পড়ে না	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
আল্লাহর অজ্ঞাতসারে ফল আবরণমুক্ত হয় না ও নারী গর্ভধারণ...	৪১-ফুস্সিলাত	৪৭	৮৯০
পদদলিত (অজ্ঞাতসারে মুমিন নর-নারী পদদলিত হওয়ার আশঙ্কা...)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
অটল (আরো দেখুন দৃঢ় প্রত্যয় শব্দটি)			
অপরাধে অটল থাকে না যারা (জেনেশুনে)	৩-আলে ইমরান	১৩৫	৫৪৮
অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অটল (কাফিররা)	৬৭-মুলক	২১	৯৭৩
অবাধ্যতায় অটল থাকত কাফিররা (দুঃখ-দুর্দশা দূর করা হলেও)	২৩-মু'মিনূন	৭৫	৭৭০
অহংকারী হয়ে অটল থাকার কারণে দুর্ভোগ (আয়াত শোনার পরও)	৪৫-জাছিয়া	৮	৯০৫
চুক্তিতে অটল থাকবে মুমিনরা (মুশরিকরা অটল থাকলে)	৯-তাওবা	৭	৬৪০
পাপে অটল থাকল নূহের সম্প্রদায় (নূহের আহ্বানের পরও)	৭১-নূহ্	৭	৯৮৪
সাক্ষ্যদানে অটল যারা...	৭০-মা'আরিজ	৩৩	৯৮২
অণু			
জুলুম (আল্লাহ অণু পরিমাণ জুলুমও করেন না)	৪-নিসা	৪০	৫৬২
পরিমাণে (অণু পরিমাণের মালিক নয়, ধারণাকৃত ইলাহগণ)	৩৪-সাবা	২২	৮৪৩
পরিমাণ (অণু পরিমাণ কিছুও প্রতিপালকের অগোচরে নয়)	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অণু (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পরিমাণ (অণু পরিমাণ জিনিসও অগোচর নয় আল্লাহর কাছে)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
ভাল কাজ অণু পরিমাণ করলেও কিয়ামতে মানুষ তা দেখতে পাবে	৯৯-যিল্‌যাল	৭	১০৩০
মন্দ কাজ অণু পরিমাণ করলেও কিয়ামতে মানুষ তা দেখতে পাবে	৯৯-যিল্‌যাল	৮	১০৩০
অতর্কিতে			
আসা (অতর্কিতে শাস্তি আসার পূর্বে আল্লাহর বিধান অনুসরণ)	৩৯-যুমার	৫৫	৮৭৬
অতিক্রম			
অক্ষম (আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রমে মানুষ/জিন অক্ষম)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৩	৯৪০
অন্তরায় (দুই সমুদ্র তাদের অন্তরায় অতিক্রম করতে পারে না)	৫৫-রাহ্‌মান	২০	৯৪০
আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রমে মানুষ/জিন সক্ষম হলে করুক!	৫৫-রাহ্‌মান	৩৩	৯৪০
উপত্যকা (উপত্যকা অতিক্রম লিখে রাখা হয়, মদীনাবাসীদের)	৯-তাওবা	১২১	৬৫৩
জনপদ অতিক্রমকালে উযায়েরের উক্তি(পুনর্জীবিতকরণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
জরায়ু যে সময় অতিক্রম করে তাও আল্লাহ জানেন	১৩-রা'দ	৮	৬৮৯
জিন অতিক্রমে সক্ষম হলে আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করুক!	৫৫-রাহ্‌মান	৩৩	৯৪০
জিন আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করুক!(যদি সক্ষম হয়)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৩	৯৪০
দিনকে অতিক্রম করা রাতের পক্ষে সম্ভব নয়	৩৬-ইয়াসীন	৪০	৮৫৪
নহর অতিক্রম করল তালুত ও তার বাহিনী	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
পৃথিবী-আকাশের সীমা অতিক্রমে মানুষ/জিন সক্ষম হলে করুক!	৫৫-রাহ্‌মান	৩৩	৯৪০
প্রাচীর অতিক্রম করতে পারল না ইয়াজুজ ও মাজুজ	১৮-কাহ্‌ফ	৯৭	৭৩২
মানুষ আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করুক!(যদি সক্ষম হয়)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৩	৯৪০
মানুষ অতিক্রমে সক্ষম হলে আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করুক!	৫৫-রাহ্‌মান	৩৩	৯৪০
মুমিন অতিক্রম করতে পারত না কাফিরকে (কুরআনে ঈমান প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্‌কাফ	১১	৯০৯
লূত জাতির ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম (প্রভাতে ও রাতে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৩৭	৮৬৩
অতিক্রান্ত/অতিবাহিত			
সতর্ককারী অতিক্রান্ত হয়নি এমন কোন উম্মত (জাতি) নেই	৩৫-ফাতির	২৪	৮৪৮
সুন্নত অতিক্রান্ত হয়েছে পূর্ববর্তী কাফিরদের ব্যাপারে	৮-আনফাল	৩৮	৬৩৫
অতিথি (আরো দেখুন মেহমান শব্দটি)			
ইবরাহীম আ.-এর কাছে অতিথি (ফেরেশতা)	১৫-হিজর	৫১	৭০০
পূর্বে অতিবাহিত লোকদের অনুরূপ দিনগুলোর অপেক্ষা!	১০-ইউনুস	১০২	৬৬৪
লূতের অতিথি, আগত ফেরেশতাগণ (সম্প্রদায়কে জানালেন লূত)	১৫-হিজর	৬৮	৭০১
শাস্তির কথা অতিবাহিত (অবধারিত) হয়েছে যাদের ব্যাপারে...	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
শাস্তির কথা যাদের উপর অতিবাহিত (নূহের স্ত্রী-পুত্র প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
সময় অতিবাহিত হওয়া যখন মানুষ উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না	৭৬-দাহ্‌র	১	৯৯৫
সম্মানিত অতিথি (ইবরাহীমের নিকট প্রবেশ করল...)	৫১-যারিয়াত	২৪	৯২৬
হারাম মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে হত্যার নির্দেশ...	৯-তাওবা	৫	৬৪০
অতিথিপরায়ণ			
ইউসুফ (আ.) উত্তম অতিথিপরায়ণ	১২-ইউসুফ	৫৯	৬৮২
অতিরিক্ত			
অতিরিক্ত সবকিছু ব্যয় করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
অতিরিক্ত (পৌত্র)			
ইয়াকুবকে অতিরিক্ত/পৌত্রস্বরূপ দান(ইবরাহীমের পৌত্র)	২১-আম্বিয়া	৭২	৭৫৪
অতীত			
কাজ(অতীত দিনের কাজের বিনিময়ে জান্নাতের নেয়ামত লাভ)	৬৯-হাক্কাহ্	২৪	৯৭৯
ক্ষমা (অতীত ক্ষমা করা হবে কাফিরদের যদি বিরত হয়)	৮-আনফাল	৩৮	৬৩৫
জিন ও মানুষের মধ্যে যে সব উম্মত অতীত হয়েছে...	৪৬-আহ্‌কাফ	১৮	৯০৯
ত্রুটি (রাসূল স. এর অতীতের ত্রুটি মার্জনা করবেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	২	৯১৬
পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অতীত হয়েছে -যারা প্রবল শক্তিধর ছিল	৪৩-যুখরুফ	৮	৮৯৬
প্রজন্ম অতীত হয়েছে (পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৭	৯০৯
ফির'আউনগোষ্ঠীর ঘটনা (পরবর্তীদের জন্য অতীত ইতিহাস)	৪৩-যুখরুফ	৫৬	৮৯৯
বাপদাদা (ইবরাহীমের জাতির অতীত বাপদাদাদের মূর্তির উপাসনা ...)	২৬-শু'আরা	৭৬	৭৯২
সতর্ককারীরা অতীত হয়েছেন হূদ আ. এর পূর্বে ও পরে অনেকে	৪৬-আহ্‌কাফ	২১	৯১০
সুদ (অতীতে সুদ গ্রহণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
অত্যাচার (দেখুন জুলুম শব্দটি)			
অত্যাচারিত			
বদলা (অত্যাচারিত হওয়ার পর বদলা নেয়া, কবিদের প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২২৭	৭৯৯
হিজরত (অত্যাচারিত হিজরত করলে দুনিয়ায় উত্তম আবাস/ আখিরাতে..)	১৬-নাহ্‌ল	৪১	৭০৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অত্যাচারী (দেখুন জালিম শব্দটি)			
অদৃশ্য			
অজানা (আল্লাহ ছাড়া আকাশ-পৃথিবীর সকলের কাছে অদৃশ্য অজানা)	২৭-নামল	৬৫	৮০৫
অবহিত (অদৃশ্য অবহিত হয়েছে কি অবিশ্বাসীরা?)	১৯-মারইয়াম	৭৮	৭৩৯
অবহিত করবেন না আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
আকাশ-পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই আছে	১৬-নাহ্‌ল	৭৭	৭০৯
আকাশ-পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর আছে	১৮-কাহ্‌ফ	২৬	৭২৬
আকাশ-পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় আল্লাহই জানেন	৪৯-হুজুরাত	১৮	৯২১
আকাশ-পৃথিবীর সব অদৃশ্য বিষয় সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত	২৭-নামল	৭৫	৮০৬
আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই	১১-হূদ	১২৩	৬৭৬
আকাশের অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন(আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
আল্লাহই শুধু অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন	১০-ইউনুস	২০	৬৫৬
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই)	১৬-নাহ্‌ল	৭৭	৭০৯
ঈমান (মুত্তাকীগণ অদৃশ্যে ঈমান আনে)	২-বাক্বারা	৩	৫০২
চাবি (অদৃশ্যের চাবিসমূহ আল্লাহরই কাছে রয়েছে)	৬-আন'আম	৫৯	৬০১
জানা (অদৃশ্য বিষয় জানেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	৭৮	৬৪৮
জানা (অদৃশ্য বিষয় জানেন প্রতিপালক)	৩৪-সাবা	৪৮	৮৪৫
জানা (অদৃশ্য বিষয়াদি আল্লাহ জানেন)	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
জানা (অদৃশ্য বিষয়ে ভাল জানেন আল্লাহ...)	৫-মায়িদা	১০৯	৫৯৪
জানা (জিনেরা যদি অদৃশ্য বিষয় জানত তবে...)	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
জানা (রাসূল স. অদৃশ্য জানলে কোন অনিষ্টই তাকে স্পর্শ করত না)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
জানা (রাসূল স. অদৃশ্য বিষয় না জানা প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	৫০	৬০০
জানা (আল্লাহই শুধু অদৃশ্য জানেন)	১০-ইউনুস	২০	৬৫৬
জ্ঞান (অদৃশ্যের জ্ঞান তার (অলীদ ইবনে মগীরা) নিকট আছে কি?	৫৩-নাজম	৩৫	৯৩৪
জ্ঞানী (আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী)	৩৫-ফাতির	৩৮	৮৪৯
জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৬-আন'আম	৭৩	৬০২
জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৬৪-তাগাবুন	১৮	৯৬৭
জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৩২-সাজদা	৬	৮৩০
জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৩৯-যুমার	৪৬	৮৭৫
জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২
জ্ঞানী (অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ)	৫৯-হাশর	২২	৯৫৭
জ্ঞানী (অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানীর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে...)	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
জ্ঞানী (অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
জ্ঞানী (আল্লাহ অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিষয়ের জ্ঞানী)	১৩-রা'দ	৯	৬৮৯
জ্ঞানী (আল্লাহ অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৭২-জিন	২৬	৯৮৭
জ্ঞানী (দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৯২	৭৭১
জ্ঞাত নন (নূহ আ. অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত নন...)	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
জ্ঞান (কাফিরদের কি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে ?)	৫২-তূর	৪১	৯৩১
দয়াময় অদৃশ্য থেকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন...	১৯-মারইয়াম	৬১	৭৩৮
দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর নিকট মানুষকে ফিরিয়ে নেয়া হবে	৯-তাওবা	১০৫	৬৫১
নেক স্ত্রী অদৃশ্যের হেফাজতকারীনি...	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন(আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
প্রকাশ (আল্লাহ তার সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞান কাউকে প্রকাশ করেন না)	৭২-জিন	২৬	৯৮৭
বাক্য নিক্ষেপ করত কাফিররা অদৃশ্য বিষয়ে (দুনিয়াতে)	৩৪-সাবা	৫৩	৮৪৫
বিষয় (রাসূল স. অদৃশ্য বিষয়ে কৃপণ নন)	৮১-তাকভীর	২৪	১০০৯
মিথ্যা অভিহিতকারীদের নিকট অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে কি?	৬৮-ক্বালাম	৪৭	৯৭৭
সংরক্ষণকারী (অদৃশ্যের সংরক্ষণকারী নয়, ইউসুফের আ. ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৮১	৬৮৪
সংবাদ (অদৃশ্যের সংবাদ ওহী করছেন আল্লাহ রাসূল স. কে)	১২-ইউসুফ	১০২	৬৮৬
সংবাদ (অদৃশ্যের সংবাদ ওহী করছেন আল্লাহ, রাসূল স. এর প্রতি)	৩-আলে ইমরান	৪৪	৫৪০
সংবাদ (ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ রাসূল স. কে অদৃশ্য সংবাদ জানান)	১১-হূদ	৪৯	৬৭০
সূর্য অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেছে (সুলাইমান প্রসঙ্গ)	৩৮-সোয়াদ	৩২	৮৬৮
অদৃশ্য/না দেখা			
আল্লাহকে না দেখে কে সহায্য করে আল্লাহ তা জেনে নিবেন	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
ভয় (দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করা)	৫০-ক্বাফ	৩৩	৯২৪
ভয় করা (প্রতিপালককে না দেখে ভয় করা)	৬৭-মুল্‌ক	১২	৯৭২
ভয় (অদৃশ্য আল্লাহকে না দেখেও ভয় করা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
ভয় (না দেখেও প্রতিপালককে ভয়কারীকে সতর্ক করা...)	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অদৃশ্যমান নক্ষত্র			
কসম (আল্লাহ অদৃশ্যমান নক্ষত্রের কসম করেছেন)	৮১-তাকভীর	১৬	১০০৮
অদ্ভুত			
মারইয়াম অদ্ভুত কাণ্ড করেছে...	১৯-মারইয়াম	২৭	৭৩৫
অধঃপতিত করা			
ইবলিস অধঃপতিত করল আদম ও তার স্ত্রীকে (প্রতারণার মাধ্যমে)	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
অধম (নিম্ন শ্রেণী)			
নূহ সম্প্রদায়ের অধমরাই নূহের অনুসারী ছিল (সম্প্রদায়ের মন্তব্য)!	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
অধিক			
অনুমান (অধিক অনুমান পরিহার করার নির্দেশ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
উত্তপ্ত (অধিক উত্তপ্ত, জাহান্নামের আগুন)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
কঠিন(বনী ইসরাঈলের হৃদয় পাথরসম বা তারো অধিক কঠিন)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
কল্যাণ (ভালকাজের প্রতিদান কল্যাণ ও অধিক কিছু...)	১০-ইউনুস	২৬	৬৫৬
চাওয়ার চেয়ে অধিককিছু রয়েছে আল্লাহর কাছে জান্নাতিদের জন্য	৫০-ক্বাফ	৩৫	৯২৪
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অধিক ছিল পূর্ববর্তীদের	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
মজবুত (উপদেশ মান্য করলে মুনাফিকদের জন্য অধিক মজবুত হত)	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
লক্ষাধিক লোকের প্রতি ইউনুস প্রেরিত হয়েছিলেন	৩৭-সাফফাত	১৪৭	৮৬৪
সংখ্যায় অধিক হলেও কাফিরদের দল কোন কাজে আসবে না	৮-আনফাল	১৯	৬৩৩
স্মরণকারী (আল্লাহকে অধিক স্মরণকারীর জন্য ক্ষমা/মহাপ্রতিদান)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
অধিক উপযোগী			
চেনার জন্য অধিক উপযোগী (মুমিন নারীদের পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
অধিকাংশ			
অকৃতজ্ঞ (অধিকাংশ মানুষকে পাবেন না আল্লাহ কৃতজ্ঞ হিসাবে...)	৭-আ'রাফ	১৭	৬১৪
অকৃতজ্ঞ (আল্লাহ অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ)	১০-ইউনুস	৬০	৬৬০
অকৃতজ্ঞ (মানুষের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ, যদিও আল্লাহ অনুগ্রহশীল)	২৭-নামল	৭৩	৮০৬
অজ্ঞ (মুশরিকদের অধিকাংশই অজ্ঞ)	৬-আন্'আম	১১১	৬০৭
অনুধাবন করে না (যারা রাসূল স. কে ঘরের পেছন থেকে ডাকে...)	৪৯-হুজুরাত	৪	৯২০
অনুধাবন (কাফিরদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না আল্লাহ প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
অনুমান (মুশরিকদের অধিকাংশই অনুমানের অনুসরণ করে)	১০-ইউনুস	৩৬	৬৫৭
অস্বীকার (অধিকাংশ মানুষ কুফরী ছাড়া সবকিছু অস্বীকার করল)	১৭-ইস্রা	৮৯	৭২১
আনুগত্য (রাসূল স. অধিকাংশের আনুগত্য করলে পথবিচ্যুত হবেন)	৬-আন্'আম	১১৬	৬০৭
আহলে কিতাবের অধিকাংশই মুমিনদেরকে কাফির বানাতে চায়	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
গোপন কথা (মুনাফিকদের অধিকাংশ গোপন কথায় কল্যাণ নেই)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
গোপন করা (কিতাব/তাওরাতের আহলে কিতাবের স্বভাব)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
জানেনা (অধিকাংশ মানুষ জানেনা যে, আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি...)	৪০-মু'মিন	৫৭	৮৮৩
জানেনা (অধিকাংশ মানুষ জীবন/মৃত্যু/পুনরুত্থানের ব্যাপারে জানেনা)	৪৫-জাছিয়া	২৬	৯০৭
জানেনা (অধিকাংশ মানুষই জানেনা যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	১০-ইউনুস	৫৫	৬৫৯
জানেনা (আল্লাহর প্রশংসা প্রসঙ্গে অধিকাংশ কাফির জানেনা)	৩১-লুকমান	২৫	৮২৯
জানেনা (কাফিরদের অধিকাংশই জানেনা, নিদর্শন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৩৭	৫৯৯
জানেনা (জালিমদের অধিকাংশই জানেনা, শাস্তি সম্পর্কে)	৫২-তূর	৪৭	৯৩১
জানেনা (ভাগ্য যে আল্লাহর নিকট/নিয়ন্ত্রণাধীন তা অধিকাংশের অজানা)	৭-আ'রাফ	১৩১	৬২৪
জানেনা (মানুষের অধিকাংশই জানেনা যে আল্লাহর নেয়ামত পরীক্ষাস্বরূপ)	৩৯-যুমার	৪৯	৮৭৫
জানেনা (মানুষের অধিকাংশই জানেনা যে কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে)	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
জানেনা (মানুষের অধিকাংশই জানেনা, আল্লাহ কর্তৃক দৃষ্টান্ত ...)	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
জানেনা (মানুষের অধিকাংশই জানেনা পুনরুত্থানকরণ প্রসঙ্গে)	১৬-নাহ্ল	৩৮	৭০৬
জানেনা (সকল প্রশংসা আল্লাহর অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না)	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
পথভ্রষ্ট (জালিমদের পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ পথভ্রষ্ট ছিল)	৩৭-সাফফাত	৭১	৮৬০
পাপাচারী (আহলে কিতাবদের অধিকাংশই পাপাচারী...)	৫-মায়িদা	৫৯	৫৮৭
পাপাচারী (কাফিরদের অধিকাংশের পাপাচারী হওয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০২	৬২২
পাপাচারী (নূহ ও ইবরাহীমের বংশধরদের অধিকাংশই পাপাচারী)	৫৭-হাদীদ	২৬	৯৫১
পাপাচারী (পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের অধিকাংশই পাপাচারী)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
পাপাচারী (বৈরাগ্যবাদ প্রবর্তনকারীদের অধিকাংশই পাপাচারী)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
প্রতিশ্রুতি (কাফিরদের অধিকাংশের প্রতিশ্রুতি পালনকারী না হওয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০২	৬২২
ফাসিক (বনী ইসরাঈলের অধিকাংশই ফাসিক)	৫-মায়িদা	৮১	৫৯০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিশ্বাস করে না (অধিকাংশ মানুষ কিতাবে বিশ্বাস করে না)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
বিশ্বাস করে না (অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না কিয়ামত আসবে)	৪০-মু'মিন	৫৯	৮৮৩
বিশ্বাস করে না (বনী ইসরাঈলের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না)	২-বাক্বারা	১০০	৫১১
বিষয় (অধিকাংশ বিষয়ে রাসূল স. মুমিনদের আনুগত্য করলে! ...)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
মতপার্থক্য(বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ মতপার্থক্যের বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা)	২৭-নামল	৭৬	৮০৬
মিথ্যাবাদী (শয়তানদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী)	২৬-শু'আরা	২২৩	৭৯৯
মুমিন নয় (অধিকাংশ মানুষ মুমিন নয়, নিদর্শন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৮	৭৮৮
মুমিন নয় (নূহ সম্প্রদায়ের অধিকাংশই মুমিন নয়, প্লাবন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১২১	৭৯৪
মুমিন নয় (মানুষের অধিকাংশই মুমিন নয়, লূতের সম্প্রদায় ...)	২৬-শু'আরা	১৭৪	৭৯৭
মুমিন নয় (মানুষের অধিকাংশই মু'মিন নয়, মূসা-ফির'আউনের ঘটনা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৬৭	৭৯১
মুমিন নয় (মানুষের অধিকাংশই মুমিন নয়, আইকাবাসী প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৯০	৭৯৭
মুমিন নয় (মানুষের অধিকাংশই মুমিন নয়, আদ সম্প্রদায় ...)	২৬-শু'আরা	১৩৯	৭৯৫
মুমিন নয় (মানুষের অধিকাংশই মুমিন নয়, নিদর্শন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১০৩	৭৯৩
মুমিন নয় (মানুষের অধিকাংশই মুমিন নয়, ছামুদ সম্প্রদায় ...)	২৬-শু'আরা	১৫৮	৭৯৬
শাস্তি (সম্প্রদায়ের অধিকাংশের উপর শাস্তির কথাটি সত্য হয়েছে)	৩৬-ইয়াসীন	৭	৮৫১
সত্য বিমুখ (জাহান্নামিদের অধিকাংশই সত্য বিমুখ ছিল)	৪৩-যুখরুফ	৭৮	৯০১
অধিকার (আরো দেখুন হক শব্দটি)			
ঈসার যে বিষয়ে অধিকার নেই তা তিনি কি করে বলবেন...	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
বিবাহ বন্ধন যার অধিকারে সে পূর্ণ মোহর দিয়ে দিলে...	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
মুনাফিকদের কোন প্রাপ্য অধিকার থাকলে রাসূল স. এর কাছে আসে	২৪-নূর	৪৯	৭৭৯
সম্পদে অধিকার রয়েছে যাদের সম্পদে (সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের)	৭০-মা'আরিজ	২৪	৯৮২
সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে (মুত্তাকীদের ধন-সম্পদে)	৫১-যারিয়াত	১৯	৯২৬
সুপারিশের অধিকার দেব-দেবী/উপাস্যদের নেই	৪৩-যুখরুফ	৮৬	৯০১
স্ত্রীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে স্বামীদের ন্যায়...	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
অধিকার করা			
বনী ইসরাইলদের যা কিছু অধিকার করেছিল তা ধ্বংস...	১৭-ইস্রা	৭	৭১৪
অধিকারী (আরো দেখুন হকদার শব্দটি)			
ক্ষমা করার অধিকারী আল্লাহ	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫৬	৯৯২
খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয় (আল্লাহ ছাড়া কেউ)	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
গবাদিপশুর অধিকারী মানুষ (এগুলো আল্লাহরই সৃষ্টি)	৩৬-ইয়াসীন	৭১	৮৫৬
গর্তের অধিকারীদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল	৮৫-বুরূজ	৪	১০১৫
ধৈর্যশীলরা অধিকারী হবে উত্তম পুরস্কারের	২৮-কাসাস	৮০	৮১৫
ধৈর্যশীলগণ অধিকারী হতে পারে মন্দকে উত্তম দ্বারা প্রতিহত...	৪১-ফুস্সিলাত	৩৫	৮৮৮
ভূমির অধিকারীগণ ভাবে (তারা ফসল আহরণ/ভোগে সক্ষম!)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
মহাভাগ্যবান ব্যক্তি অধিকারী হতে পারে মন্দকে উত্তম দ্বারা...	৪১-ফুস্সিলাত	৩৫	৮৮৮
সঠিকপথের অধিকারী/সঠিকপথ অবলম্বনকারী সম্পর্কে জানা	২০-ত্বা-হা	১৩৫	৭৪৯
সম্মানের অধিকারী আল্লাহ সকল মিথ্যা বর্ণনা থেকে পবিত্র	৩৭-সাফফাত	১৮০	৮৬৫
সুপারিশের অধিকারী হবে না.কেবল সে ছাড়া যে...	১৯-মারইয়াম	৮৭	৭৪০
অধিপতি			
আকাশ-পৃথিবীর অধিপতি বরকতময় আল্লাহ	৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
আকাশের অধিপতি কে? (কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা...)	২৩-মু'মিনূন	৮৬	৭৭১
আরশের অধিপতি আল্লাহ মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র	২১-আম্বিয়া	২২	৭৫১
আরশের অধিপতি আল্লাহ	৯-তাওবা	১২৯	৬৫৩
আরশের অধিপতি আল্লাহ মুশরিকরা যা বলে তা থেকে পবিত্র	৪৩-যুখরুফ	৮২	৯০১
আরশের অধিপতি আল্লাহ	৮৫-বুরূজ	১৫	১০১৫
আরশের অধিপতি আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	১১৬	৭৭৩
আরশের অধিপতি একমাত্র আল্লাহ	৪০-মু'মিন	১৫	৮৭৯
আরশের অধিপতি (মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ)	২৭-নামল	২৬	৮০২
আরশের অধিপতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (কাফিরদেরকে)	২৩-মু'মিনূন	৮৬	৭৭১
আল্লাহ বান্দার উপর একচ্ছত্র অধিপতি	৬-আন্'আম	১৮	৫৯৭
আল্লাহ মহান আরশের অধিপতি	২৭-নামল	২৬	৮০২
আল্লাহ তার বান্দাদের উপর একচ্ছত্র অধিপতি	৬-আন্'আম	৬১	৬০১
পৃথিবী-আকাশের অধিপতি বরকতময় আল্লাহ	৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
অধিবাসী (আরো দেখুন বাসিন্দা শব্দটি)			
আইকার অধিবাসী কর্তৃক রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল	৩৮-সোয়াদ	১৩	৮৬৬
আইকার অধিবাসী তাদের রাসূল স. কে অস্বীকার করেছিল	৫০-ক্বাফ	১৪	৯২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অধিবাসী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আইকার অধিবাসীরা শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল	২৬-শু'আরা	১৭৬	৭৯৭
আগুনের (অকৃতজ্ঞ কাফির মুশরিকরা আগুনের অধিবাসী)	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
আগুনের অধিবাসী (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী কাফির)	৬৪-তাগাবুন	১০	৯৬৭
আগুনের অধিবাসী আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীরা...	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
আগুনের অধিবাসী (আল্লাহর আয়াতকে ব্যর্থ করতে সচেষ্ট ব্যক্তিরা)	২২-হাজ্জ	৫১	৭৬৩
আগুনের অধিবাসী (কাফির ও আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী)	২-বাক্বারা	৩৯	৫০৫
আগুনের অধিবাসী (কুফরীকারীরা তীব্র আগুনের অধিবাসী হবে)	৫-মায়িদা	৮৬	৫৯১
আগুনের অধিবাসী তারা যারা কাফির অবস্থায় মারা যাবে...	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
আগুনের অধিবাসী তারা, যারা আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত...	৭-আ'রাফ	৩৬	৬১৬
আগুনের অধিবাসী তারা যারা প্রতিপালককে অবিশ্বাস করে	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
আগুনের অধিবাসীদের সম্পর্কে রাসূল স.কে জিজ্ঞাসা করা হবেনা	২-বাক্বারা	১১৯	৫১৩
আগুনের (কাফিররা আগুনের অধিবাসী)	৪০-মু'মিন	৬	৮৭৮
আগুনের (জাহান্নাম) অধিবাসী, কাফিররা	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
আগুনের (জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হত না জাহান্নামিরা...)	৬৭-মুলক	১০	৯৭২
আগুনের (তীব্র আগুনের অধিবাসী মুশরিকরা)	৯-তাওবা	১১৩	৬৫২
আগুনের অধিবাসী (সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার পরও তার পুনরাবৃত্তি করলে)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
আগুনের অধিবাসী হবে তারা যারা...	৫-মায়িদা	১০	৫৮১
আগুনের অধিবাসী হবে কাফিররা	৩-আলে ইমরান	১১৬	৫৪৭
আগুনের অধিবাসী হবে কাবিল (হাবিলকে হত্যার কারণে)	৫-মায়িদা	২৯	৫৮৪
আগুনের অধিবাসী (পাপী ও অপরাধে পরিবেষ্টিত ব্যক্তি)	২-বাক্বারা	৮১	৫০৯
আগুনের অধিবাসী মুনাফিকরা	৫৮-মুজাদালা	১৭	৯৫৪
আগুনের অধিবাসীরা ডেকে বলবে জান্নাতের অধিবাসীদেরকে	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
আগুনের অধিবাসী (সীমালঙ্ঘনকারীগণ)	৪০-মু'মিন	৪৩	৮৮১
আগুনের অধিবাসীদেরকে যেকে বলবে জান্নাতের অধিবাসীরা	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
আগুনের অধিবাসীদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে (আরাফবাসীদের)	৭-আ'রাফ	৪৭	৬১৭
আগুনের অধিবাসীদের বাদানুবাদ সত্য	৩৮-সোয়াদ	৬৪	৮৬৯
আগুনের অধিবাসীদের জন্য ধ্বংস	৬৭-মুলক	১১	৯৭২
আরাফের অধিবাসীরা ডেকে বলবে আগুনের অধিবসীদেরকে...	৭-আ'রাফ	৪৮	৬১৭
ইয়াছরিবের অধিবাসীদের খন্দকের মুনাফিকরা ফিরে যেতে বলে	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
ইহুদী জনপদবাসী থেকে আল্লাহ রাসূল স. কে ফাই দান করেছেন	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
কবরের অধিবাসী সম্পর্কে কাফিররা হতাশ	৬০-মুমতাহিনা	১৩	৯৫৯
খাদ্য চাওয়া, মূসা ও খিজিরের (জনপদের অধিবাসীদের নিকট)	১৮-কাহ্ফ	৭৭	৭৩১
গুহা ও রাকীমের অধিবাসী (বিস্ময়কর নির্দশন প্রসঙ্গ)..	১৮-কাহ্ফ	৯	৭২৪
জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত পেশ(অবিশ্বাসীদের নিকট)	৩৬-ইয়াসীন	১৩	৮৫১
জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস প্রসঙ্গ (লূতের জনপদ)	২৯-আনকাবূত	৩১	৮১৮
জনপদের অধিবাসীর মধ্য থেকে মানুষই প্রেরণ করেছিলেন আল্লাহ	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনলে আকাশ-পৃথিবীর কল্যাণ...	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
জনপদের অধিবাসীরা জালিম (অসহায়ের মুক্তি কামনা)	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
জনপদের অধিবাসী শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	৯৭	৬২১
জনপদের অধিবাসী শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	৯৮	৬২১
জনপদের অধিবাসীকে দুঃখ-কষ্ট/অভাব-অনটন দ্বারা পাকড়াও (নবী প্র.)	৭-আ'রাফ	৯৪	৬২১
জালিম (অধিবাসীরা জালিম না হলে জনপদ ধ্বংস করা হয়না)	২৮-কাসাস	৫৯	৮১৩
জালিম অধিবাসী (লূতের জাতি প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩১	৮১৮
জান্নাতের অধিবাসী (আল্লাহকে প্রতিপালক বলে যারা অবিচল থাকে)	৪৬-আহ্কাফ	১৪	৯০৯
জান্নাতের অধিবাসী (ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ)	২-বাক্বারা	৮২	৫০৯
জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে আরাফবাসীরা- সালাম...	৭-আ'রাফ	৪৬	৬১৭
জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে আগুনের অধিবাসীরা	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
জান্নাতের অধিবাসীদের উত্তম অবস্থানস্থল	২৫-ফুরকান	২৪	৭৮৪
জান্নাতের অধিবাসী (যারা কল্যাণকর কাজ করে)	১০-ইউনুস	২৬	৬৫৬
জান্নাতের অধিবাসীরা ডেকে বলবে জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে...	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
জান্নাতের অধিবাসীরা স্থায়ী হবে জান্নাতে	৭-আ'রাফ	৪২	৬১৬
জান্নাতের অধিবাসীরা ডেকে বলবে জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
জান্নাতের অধিবাসী (সৎকর্মশীল, দোয়াকারী,তওবাকারী মুমিনগণ)	৪৬-আহ্কাফ	১৬	৯০৯
জান্নাতের অধিবাসী (সৎকর্মশীল/প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী মুমিন)	১১-হূদ	২৩	৬৬৭
জাহান্নামের অধিবাসী হওয়ার জন্য শয়তান মানুষকে ডাকে	৩৫-ফাতির	৬	৮৪৬
জাহান্নামের অধিবাসী (মন্দ কর্মশীলগণ)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দল (অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল ফির'আউন)	২৮-কাসাস	৪	৮০৮
ধ্বংস (জনপদের অধিবাসীরা অনবহিত থাকাবস্থায় আল্লাহ ধ্বংস করেননা)	৬-আন্'আম	১৩১	৬০৯
ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের অধিবাসীদের ঈমান না আনা প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৬	৭৫০
নগরের অধিবাসীরা উল্লসিত হয়ে লূতের কাছে উপস্থিত হল	১৫-হিজর	৬৭	৭০১
পূর্ববর্তী অধিবাসীদের উত্তরাধিকারী প্রতীয়মান হওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১০০	৬২২
বেখবর (অধিবাসীরা বেখবর অবস্থায় মূসা শহরে প্রবেশ করল)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
বের করা (শহরের অধিবাসীদেরকে বের করার জন্য মূসার ষড়যন্ত্র!)	৭-আ'রাফ	১২৩	৬২৩
মক্কার অধিবাসীদের জন্যে রিযিক প্রার্থনা	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিকীতে অনড়	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
মদীনার অধিবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় যে তারা...	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
মসজিদে হারামের অধিবাসীদেরকে বের করে দেয়া গুরুতর পাপ	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
মাদইয়ানের অধিবাসীদের নিকট মূসার অবস্থান প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মাদইয়ানের অধিবাসীদের নিকট রাসূল স. উপস্থিত ছিলেন না	২৮-কাসাস	৪৫	৮১২
মাদইয়ানের অধিবাসীদের সংবাদ আসেনি কি?	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
মাদইয়ানের অধিবাসীরা তাদের নবীকে মিথ্যাবাদী বলেছিল	২২-হাজ্জ	৪৪	৭৬২
রাসূল স. মক্কা নগরের অধিবাসী	৯০-বালাদ	২	১০২৩
'রাস' এর অধিবাসীকে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৩৮	৭৮৫
রাস এর অধিবাসী মিথ্যাবাদী বলেছিল	৫০-ক্বাফ	১২	৯২২
লূতের জনপদের অধিবাসীদের পাপাচারের কারণে শাস্তি	২৯-আনকাবূত	৩৪	৮১৯
সংশোধনকারী (জনপদের অধিবাসীরা সংশোধনকারী হলে...)	১১-হূদ	১১৭	৬৭৬
অধিষ্ঠিত করা			
রাসূল স. কে অধিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমুদে	১৭-ইসরা	৭৯	৭২০
অধীন			
তারকারাজি আল্লাহর নির্দেশের অধীন	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
নির্দেশের অধীন (চন্দ্র, সূর্য ও তারকা)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
নৌযানকে আল্লাহ মানুষের অধীন করেছেন	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
মানুষ কারো অধীন না হলে কণ্ঠাগত প্রাণ ফিরায় না কেন?	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৭	৯৪৭
সৎকর্মশীল বান্দার অধীন থাকলেও নূহ ও লূতের স্ত্রী আগুনে প্রবেশ	৬৬-তাহ্রীম	১০	৯৭১
অধীনস্থ			
দাসীদের প্রসঙ্গ	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
অধোমুখী			
অপরাধীদেরকে অধোমুখী অবস্থায় আগুনের দিকে টেনে নেয়া হবে	৫৪-কামার	৪৮	৯৩৮
অবনত (অধোমুখী হয়ে সিজদানত হয় জ্ঞানপ্রাপ্তরা, কুরআন পাঠ করলে)	১৭-ইসরা	১০৯	৭২৩
জ্ঞানপ্রাপ্তরা অধোমুখী হয়ে সেজদাবনত হয়	১৭-ইসরা	১০৭	৭২৩
পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে সমবেত করা হবে (জাহান্নামে)	২৫-ফুরকান	৩৪	৭৮৪
পথ চলা (অধোমুখী হয়ে পথ চলে যে, সেই কি সঠিক পথে...)	৬৭-মুল্ক	২২	৯৭৩
অধ্যয়ন			
অপরাধীরা কি অধ্যয়ন করছে সেই বিষয় যা তারা পছন্দ করে	৬৮-ক্বালাম	৩৭	৯৭৬
কিতাব (এমন কিতাব পূর্বে দেয়া হয়নি যা তারা অধ্যয়ন করত...)	৩৪-সাবা	৪৪	৮৪৫
কিতাব অধ্যয়ন করার কারণে রাব্বানী হওয়ার আহ্বান	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
কিতাব অধ্যয়নের পরও ইহুদীদের দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ গ্রহণ প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
অনড়			
মুনাফিকীতে অনড়, মদীনার অধিবাসীদের কেউ	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
অনতিক্রম্য			
অনতিক্রম্য বাঁধা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ দুই সমুদ্রের মাঝে	২৫-ফুরকান	৫৩	৭৮৬
অনন্তকাল			
অনন্তকালের দিন, জান্নাতের জীবন	৫০-ক্বাফ	৩৪	৯২৪
অনবহিত			
অধিবাসীরা অনবহিত থাকাবস্থায় আল্লাহ জনপদকে ধ্বংস করেন না	৬-আন্'আম	১৩১	৬০৯
অনর্থক			
কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ (উঁচুস্থানে অনর্থক কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ, আদ সম্প্রদায়ের)	২৬-শু'আরা	১২৮	৭৯৪
সৃষ্টি (অনর্থক সৃষ্টি করেননি আল্লাহ মানুষকে)	২৩-মু'মিনূন	১১৫	৭৭৩
সৃষ্টি (অনর্থক সৃষ্টি করেননি আল্লাহ কোন কিছুই)	৩৮-সোয়াদ	২৭	৮৬৭
অনর্থক কথা			
কাফিরদেরকে অনর্থক কথায় লিপ্ত থাকার জন্য ছেড়ে দেয়া	৭০-মা'আরিজ	৪২	৯৮৩
কাফির ও মুনাফিকরা অনর্থক কথায় লিপ্ত রয়েছে	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অনর্থক কথা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)				
	খেলা (অনর্থক কথার খেলায় মত্ত থাকতে দেয়া, আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
	খেলাচ্ছলে অনর্থক কথায় লিপ্ত ব্যক্তির জন্য দুর্ভোগ	৫২-তূর	১২	৯২৯
	জাহান্নামিরা অনর্থক কথায় লিপ্ত থাকত (দুনিয়াতে)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪৫	৯৯২
	পূর্ববর্তীরাও অনর্থক কথায় লিপ্ত থাকত	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
	মুশরিকদের অনর্থক কথা/খেলা কিয়ামত পর্যন্ত	৪৩-যুখরুফ	৮৩	৯০১
	মুনাফিকরা অনর্থক কথায় লিপ্ত ছিল	৯-তাওবা	৬৫	৬৪৬
অনাগ্রহী				
	ইউসুফের ব্যাপারে অনাগ্রহী ছিল যাত্রীদল	১২-ইউসুফ	২০	৬৭৮
	ইবরাহীমের মিল্লাত থেকে অনাগ্রহী ব্যক্তি নির্বোধ...	২-বাক্বারা	১৩০	৫১৫
	ইবরাহীম অনাগ্রহী (পিতার উপাস্য সম্পর্কে)	১৯-মারইয়াম	৪৬	৭৩৭
অনাবৃত				
	আকাশ অনাবৃত করা হবে (কিয়ামতে দিন...)	৮১-তাকভীর	১১	১০০৮
অনারব (আরো দেখুন আজমী শব্দটি)				
	কুরআন অনারবি ভাষায় অবতীর্ণ করা হলে কাফিররা বলত...	৪১-ফুস্সিলাত	৪৪	৮৮৯
	কুরআন আনারবের উপর অবতীর্ণ করলেও আরবরা বিশ্বাস করতনা	২৬-শু'আরা	১৯৮	৭৯৮
	শিক্ষক (অনারব শিক্ষক রসুল স. কে কুরআন শিক্ষা দেয় বলে অপবাদ...)	১৬-নাহ্ল	১০৩	৭১১
অনিচ্ছা				
	আকাশ ও পৃথিবীকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আসতে বললেন আল্লাহ	৪১-ফুস্সিলাত	১১	৮৮৬
	আত্মসমর্পণ করেছে সবকিছু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, আল্লাহর নিকট)	৩-আলে ইমরান	৮৩	৫৪৪
	ব্যয় (অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যয় করে অবিশ্বাসীরা, আল্লাহর পথে)	৯-তাওবা	৫৪	৬৪৫
	ব্যয় (অনিচ্ছায় বা ইচ্ছায় মুনাফিক/কাফিরের ব্যয় গ্রহণ করবেন না আল্লাহ)	৯-তাওবা	৫৩	৬৪৫
	সিজদাবনত (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সবকিছু আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত)	১৩-রা'দ	১৫	৬৮৯
অনিবার্য				
	শাস্তি (অনিবার্য শাস্তি ... লূত সম্প্রদায়ের উপর)	১১-হূদ	৭৬	৬৭২
অনিষ্ট (আরো দেখুন ক্ষতি/অপকার শব্দটি)				
	অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া...	১১৩-ফালাক	৩	১০৩৬
	আক্রান্ত (আদ জাতির উপাস্যদের অনিষ্ট দ্বারা হুদ আক্রান্ত!)	১১-হূদ	৫৪	৬৭০
	খান্নাসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া(খান্নাস/শয়তানের অনিষ্ট)	১১৪-নাস	৪	১০৩৬
	গিরায় ফুঁ দানকারিণীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা...	১১৩-ফালাক	৪	১০৩৬
	ফিরাউনের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা...	৪০-মু'মিন	৪৫	৮৮১
	শয়তান/খান্নাসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া...	১১৪-নাস	৪	১০৩৬
	সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা (প্রভাতের প্রতিপালকের নিকট)	১১৩-ফালাক	২	১০৩৬
	স্পর্শ (রাসূল স. অদৃশ্য জানলে কোন অনিষ্টই তাকে স্পর্শ করত না)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
	হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট (অনিষ্টের হাত ও জিহ্বা প্রসারিত করবে কাফিররা...)	৬০-মুমতাহিনা	২	৯৫৮
	হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	১১৩-ফালাক	৫	১০৩৬
অনিষ্টকারী				
	অনিষ্টকারীকে আল্লাহ জানেন	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
অনুকরণ				
	কথার অনুকরণ (পূর্ববর্তীদের কথার অনুকরণ...)	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
অনুকূল				
	বাতাস (অনুকূল বাতাসে চলতে থাকা নৌযানে তরঙ্গাঘাত...)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
অনুগত				
	আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহর কাছে আসল (অনুগত হয়ে)	৪১-ফুস্সিলাত	১১	৮৮৬
	আল্লাহ/রাসূল স. এর প্রতি অনুগত হয়ে সৎকাজ : দুইবার প্রতিদান	৩৩-আহযাব	৩১	৮৩৬
	আল্লাহর অনুগত অবস্থায় দাঁড়ানো (সালাতে দাঁড়ানো)	২-বাক্বারা	২৩৮	৫২৭
	আল্লাহর অনুগত আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু	৩০-রূম	২৬	৮২৪
	আল্লাহর অনুগত (আকাশ-পৃথিবীর প্রত্যেকে)	২-বাক্বারা	১১৬	৫১৩
	আল্লাহর অনুগত ও একত্ববাদী ছিল ইবরাহীম...	১৬-নাহ্ল	১২০	৭১৩
	চন্দ্র-সূর্যকে অনুগত করেছেন আল্লাহ	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
	চাঁদ ও সূর্যকে আল্লাহ অনুগত করেছেন	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
	নারী (ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান অনুগত নারীর জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
	পুরুষ (ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান অনুগত পুরুষের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
	প্রতিপালকের অনুগত হওয়ার নির্দেশ (মারইয়ামকে)	৩-আলে ইমরান	৪৩	৫৪০
	মারইয়াম প্রতিপালকের প্রতি অনুগত বান্দা ছিল	৬৬-তাহরীম	১২	৯৭১
	মুত্তাকীরা (আল্লাহর) অনুগত...	৩-আলে ইমরান	১৭	৫৩৭
	রাতে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে যে	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
	স্ত্রী অনুগত হলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না...	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
	নবীকে আল্লাহ অনুগত স্ত্রী দান করতে পারেন	৬৬-তাহরীম	৫	৯৭০
	স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে অনুগত স্ত্রী দান করতে পারেন)	৬৬-তাহরীম	৫	৯৭০
অনুগামী				
	আদ সম্প্রদায়ের অনুগামী করা হয় লানতকে...	১১-হূদ	৬০	৬৭১
	আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগামী হয় যারা তাদেরকে পথ প্রদর্শন...	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
	পরবর্তী প্রজন্মকে (পূর্ববর্তীদের অনুগামী করেন আল্লাহ)	৭৭-মুরসালাত	১৭	৯৯৭
	মানুষকে জ্বীন শয়তানদের অনুগামী করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
	যাকারিয়ার অনুগামী প্রার্থনা...	১৯-মারইয়াম	৫	৭৩৪
	রাত ও দিন পরস্পরের অনুগামী করে বানিয়েছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৬২	৭৮৬
	লা'নত অনুগামী করলেন আল্লাহ (ফির'আউন ও তার বাহিনীর)	২৮-কাসাস	৪২	৮১১
অনুগ্রহ (আরো দেখুন রহমত/দয়া/ নেয়ামত শব্দটি)				
	অনুসন্ধান (আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানে সমুদ্রে নৌযান চলে)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
	অনুসন্ধান (প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করে রাসূল স. ও মুমিনগণ)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
	অনুসন্ধান (সমুদ্রে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান...)	৪৫-জাছিয়া	১২	৯০৫
	অন্বেষণ (আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে যমীনে ভ্রমণ...)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
	অন্বেষণ (জুমআর নামাজ শেষে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ)	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাত ও ঝর্ণা ধারা...)	৫৫-রাহ্মান	৬৭	৯৪২
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সমুদ্র, মুক্তা ও নৌযান...)	৫৫-রাহ্মান	৩২	৯৪০
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাত ও ঝর্ণা ধারা...)	৫৫-রাহ্মান	৬৩	৯৪২
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম...)	৫৫-রাহ্মান	৩৪	৯৪০
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: ফলমূল শস্যদানা গুল্ম...)	৫৫-রাহ্মান	১৩	৯৩৯
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: অপরাধীদের পাকড়াও এর...)	৫৫-রাহ্মান	৪২	৯৪১
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানি....)	৫৫-রাহ্মান	৪৫	৯৪১
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: দুই সমুদ্রের ধারা...)	৫৫-রাহ্মান	২১	৯৪০
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সবই ধ্বংসশীল কিন্তু আল্লাহ...)	৫৫-রাহ্মান	২৮	৯৪০
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: মানুষ ও জ্বীন সৃষ্টি যথাক্রমে...)	৫৫-রাহ্মান	১৬	৯৩৯
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: দুই উদয়াচল ও দুই অস্তচল...)	৫৫-রাহ্মান	১৮	৯৩৯
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে স্ত্রী ও হুর এর বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৭৩	৯৪২
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে স্ত্রী ও হুর এর বর্ণনা ...)	৫৫-রাহ্মান	৭৫	৯৪২
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৬৯	৯৪২
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৫৫	৯৪১
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৫৩	৯৪১
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৬৫	৯৪২
	অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে সবুজ গদি ও গালিচা...)	৫৫-রাহ্মান	৭৭	৯৪২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অনুগ্রহ(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে নেক স্ত্রীর বর্ণনা)	৫৫-রাহ্‌মান	৭১	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সীমা অতিক্রম করতে)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৬	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: আনত নয়না হুর এর বর্ণনা)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৭	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: আকাশ, পৃথিবী সবাই আল্লাহ্‌র কাছে চায়...)	৫৫-রাহ্‌মান	৩০	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৯	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: দুটি জান্নাত আল্লাহ্‌ ভীরুদের জন্যে)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৭	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সমুদ্রে নৌযানের বর্ণনা)	৫৫-রাহ্‌মান	২৫	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম...)	৫৫-রাহ্‌মান	৬১	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সমুদ্রে মুক্তা ও প্রবাল...)	৫৫-রাহ্‌মান	২৩	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: মানুষ ও জিনকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে)	৫৫-রাহ্‌মান	৪০	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: মানুষ ও ঝর্ণাধারার বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্‌মান	৫১	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: যখন আকাশ ফেটে যাবে...)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৮	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতেও ডাল পালার বর্ণনা)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৯	৯৪১
আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন আমাদের প্রতি (ইউসুফ বলল)	১২-ইউসুফ	৯০	৬৮৫
আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন (কারুনের প্রতি)	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
আল্লাহ অনুগ্রহ দান করলে কাফির ও মুনাফিকরা সাদকা...	৯-তাওবা	৭৫	৬৪৮
আল্লাহ অনুগ্রহ না করলে কারুনের ন্যায় ধ্বসিয়ে দিতেন...	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
আল্লাহ অনুগ্রহশীল, জগতসমূহের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
আল্লাহ অনুগ্রহশীল (মানুষের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
আল্লাহ অনুগ্রহশীল মুমিনদের প্রতি	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করেছেন কাফির ও...	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
আল্লাহর অনুগ্রহে শহীদরা আনন্দিত	৩-আলে ইমরান	১৭০	৫৫২
আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ (জুমআর নামাজ শেষে)	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
আল্লাহ যে অনুগ্রহ কৃপণদেরকে দিয়েছেন তাকে যেন কল্যাণকর...	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
আল্লাহর অনুগ্রহ (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারীগণের প্রতি)	৪-নিসা	৭০	৫৬৫
আল্লাহর অনুগ্রহ ইউসুফ, তার পিতৃপুরুষ ও সাধারণ মানুষের প্রতি...	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে...	২৪-নূর	২১	৭৭৫
আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে মুমিনগণ রক্ষা পেত না	২৪-নূর	১০	৭৭৪
আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে...	২৪-নূর	২০	৭৭৫
আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামতসহ মুমিনরা ফিরে আসল (উহুদ থেকে)	৩-আলে ইমরান	১৭৪	৫৫২
আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করে গরিব মুহাজিরগণ	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন	৬২-জুমু'আ	৪	৯৬২
আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে অভাবমুক্ত করে দিবেন মুমিনদেরকে	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে সৎকাজের পুরস্কার দিবেন আল্লাহ	৩০-রূম	৪৫	৮২৫
আল্লাহর অনুগ্রহ নবীর প্রতি না থাকলে... (পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে মানুষ শয়তানের অনুসরণ করত	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে শাস্তি মু'মিনদেরকে স্পর্শ করত (ইফক)	২৪-নূর	১৪	৭৭৫
আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়ে শহীদরা আনন্দিত	৩-আলে ইমরান	১৭১	৫৫২
আল্লাহর অনুগ্রহ (যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
আল্লাহর অনুগ্রহ রোধ করার কেউ নেই	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
আল্লাহর অনুগ্রহ (সৎকর্মশীলদের প্রতিদান প্রসঙ্গ)	৩৫-ফাতির	৩০	৮৪৮
আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করার নির্দেশ (আদ জাতিকে)	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করার নির্দেশ, ছামুদ সম্প্রদায়কে	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
আল্লাহর অনুগ্রহে অভাবমুক্ত হওয়া পর্যন্ত বিয়ে থেকে বিরত থাকা...	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহর অনুগ্রহে কুরআন এসেছে (মুমিনদের প্রতি)	১০-ইউনুস	৫৮	৬৫৯
আল্লাহর অনুগ্রহে ফকীর অভাবমুক্ত হবে (বিয়ে করলে...)	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
আল্লাহর অনুগ্রহে বিস্ময়(!)	৬-আন্'আম	৫৩	৬০০
আল্লাহর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেল মুমিনগণ	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
আল্লাহর অনুগ্রহের উপর আহলে কিতাবদের ক্ষমতা নেই	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
আল্লাহর অনুগ্রহে স্থায়ী আবাস দান (জান্নাতীদের)	৩৫-ফাতির	৩৫	৮৪৯
আল্লাহরই হাতে অনুগ্রহ	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ (মুমিনদের সঠিক পথ অবলম্বন)	৪৯-হুজুরাত	৮	৯২০
আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য বিরাট অনুগ্রহ	৩৩-আহযাব	৪৭	৮৩৭
আল্লাহর হাতে অনুগ্রহ (তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন)	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
আল্লাহ জান্নাতীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন	৫২-তূর	২৭	৯৩০
আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল	৩-আলে ইমরান	১৭৪	৫৫২
আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল	৮-আনফাল	২৯	৬৩৪
গোপন (মানুষ তাকে দেয়া আল্লাহর অনুগ্রহকে গোপন করে)	৪-নিসা	৩৭	৫৬২
চাওয়া (আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ চাওয়া)	৪-নিসা	৩২	৫৬১
তালাশ (অনুগ্রহ তালাশের জন্য দিন বানিয়েছেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৭৩	৮১৪
তালাশ (অনুগ্রহ তালাশ করাতে অপরাধ নেই, হজ্জ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯৮	৫২২
তালাশ (আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করার জন্য বায়ু প্রেরণ)	৩০-রূম	৪৬	৮২৫
তালাশ (প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করার জন্য...)	১৭-ইস্‌রা	১২	৭১৫
তালাশ (সমুদ্রে আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ)	১৬-নাহ্‌ল	১৪	৭০৪
দান (অনুগ্রহ দান করবেন আল্লাহ, গনিমত বন্টন প্রসঙ্গ...)	৯-তাওবা	৫৯	৬৪৬
দান (অনুগ্রহ দান করলেন আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদেরকে...)	৯-তাওবা	৭৬	৬৪৮
দেয়া (অনুগ্রহ দিয়েছিলেন আল্লাহ দাউদকে)	৩৪-সাবা	১০	৮৪২
নবীর প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন	৩৩-আহযাব	৫৬	৮৩৮
নবীর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে... (পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
নির্যাতিতদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৫	৮০৮
পথ (আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথে পরিচালিত করার প্রার্থনা)	১-ফাতিহা	৬	৫০১
প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার নির্দেশ (নবীর প্রতি)	৯৩-দুহা	১১	১০২৬
প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাদের প্রতি যারা বিপদে...	২-বাক্বারা	১৫৭	৫১৭
প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনা (কুরবানী প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশে সমুদ্রে নৌযান পরিচালনা...	১৭-ইস্‌রা	৬৬	৭১৯
প্রতিপালকের অনুগ্রহ (মুত্তাকীদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা)	৪৪-দুখান	৫৭	৯০৪
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৯	৯৪২
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৩	৯৪১
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৫	৯৪১
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৩২	৯৪০
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৯	৯৪১
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৬৯	৯৪২
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৬১	৯৪২
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৫	৯৪১
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৪২	৯৪১
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৬৩	৯৪২
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	২১	৯৪০
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৪	৯৪০
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৭১	৯৪২
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	২৮	৯৪০
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	১৬	৯৩৯
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৭	৯৪২
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৪০	৯৪১
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহে সন্দেহ পোষণ করবে রাসূল?	৫৩-নাজম	৫৫	৯৩৫
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৬৭	৯৪২
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	১৩	৯৩৯
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৬৫	৯৪২
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৩০	৯৪০
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৩	৯৪২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অনুগ্রহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৬	৯৪০
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	১৮	৯৩৯
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	২৫	৯৪০
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	২৩	৯৪০
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৮	৯৪০
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৫	৯৪২
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৭	৯৪১
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৫১	৯৪১
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে!(জিন ও মানুষ)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৭	৯৪১
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ মুমিনদেরকে অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
প্রবেশ (মুমিনদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন)	৪-নিসা	১৭৫	৫৭৯
বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৬৪	৫০৭
বাড়িয়ে দেয়া (সৎকর্মশীল মুমিনদের আল্লাহ অনুগ্রহ বাড়িয়ে দিবেন)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
বাড়ানো (অনুগ্রহ বাড়িয়ে দিবেন আল্লাহ তাদেরকে যারা...)	২৪-নূর	৩৮	৭৭৮
বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ অনুগ্রহ করেন	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
বেশি পাবার আশায় অনুগ্রহ করা নিষেধ	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৬	৯৯০
ভুলে ন যাওয়া (পারস্পরিক অনুগ্রহের বিষয় ভুলে না যাওয়া...)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
মনোনীত বান্দাদের প্রতি (আল্লাহর অনুগ্রহ)	৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
মানুষকে অনুগ্রহ দান করে পরীক্ষা করেন (প্রতিপালক)	৮৯-ফাজ্‌র	১৫	১০২১
মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য (কারুনকে নির্দেশ)	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
মুমিনদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন	৩৩-আহযাব	৪৩	৮৩৭
মুনিদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
মুমিনদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন ঈমানের দিকে পথপ্রদর্শন করে	৪৯-হুজুরাত	১৭	৯২১
মুমিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আসলে মুনাফিকরা বলে...	৪-নিসা	৭৩	৫৬৬
মুমিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ (ঈমান আনার সুযোগ)	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
মূসা ও হারুনের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ..	৩৭-সাফ্‌ফাত	১১৪	৮৬২
মূসার প্রতি আল্লাহর পূর্ব অনুগ্রহ(শৈশবে ফিরআউনের ঘরে প্রতিপালন)	২০-ত্বা-হা	৩৭	৭৪৩
রাসূল স. এর প্রতি প্রতিপালকের বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে	১৭-ইস্‌রা	৮৭	৭২১
রাসূলকে অনুগ্রহ করেছে মনে করে মুমিনরা ! (ইসলাম গ্রহণ করে)	৪৯-হুজুরাত	১৭	৯২১
রোধ (আল্লাহর অনুগ্রহ রোধ করার কেউ নেই)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
সৎকর্মশীলদের প্রতি আল্লাহ তার অনুগ্রহ বৃদ্ধি করেন	৪২-শূরা	২৬	৮৯৩
সৎকর্মশীল মুমিনদের প্রতি আল্লাহর মহাঅনুগ্রহ (জান্নাত)	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
সমুদ্রে আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১৪	৭০৪
সুলায়মানকে আল্লাহর অনুগ্রহ (পাখির ভাষা শিক্ষা দান প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১৬	৮০১
সুলাইমানের প্রতি প্রতিপালকের অনুগ্রহ(সাবার রানীর সিংহাসন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪০	৮০৩
স্ত্রীকে অনুগ্রহ করা (আপোস-নিস্পত্তি প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
অনুগ্রহ (ওহী)			
বান্দাকে আল্লাহ অনুগ্রহ/ওহী অবতীর্ণ করেন (যার প্রতি ইচ্ছা)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
অনুগ্রহকারী			
আল্লাহ মহাঅনুগ্রহকারী (জান্নাতীদের অভিব্যক্তি)	৫২-তূর	২৮	৯৩০
অনুগ্রহ (জীবিকা)			
অন্বেষণ (জীবিকা অন্বেষণ আল্লাহর নিদর্শন)	৩০-রূম	২৩	৮২৩
অনুগ্রহ প্রার্থনা			
নবীর জন্য ফেরেশতারা অনুগ্রহ প্রার্থনা করে	৩৩-আহযাব	৫৬	৮৩৮
ফেরেশতাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা মুমিনদের জন্য	৩৩-আহযাব	৪৩	৮৩৭
অনুগ্রহ প্রার্থনা(দরুদ পড়া)			
নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করার নির্দেশ(মুমিনদের প্রতি)	৩৩-আহযাব	৫৬	৮৩৮
অনুগ্রহ মনে না করা			
রাসূলকে অনুগ্রহ করেছে! (ইসলাম গ্রহণকারীরা)	৪৯-হুজুরাত	১৭	৯২১
অনুগ্রহশীল			
আল্লাহ অনুগ্রহশীল মুমিনদের প্রতি	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
আল্লাহ অনুগ্রহশীল (তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন)	৬২-জুমু'আ	৪	৯৬২
আল্লাহ অনুগ্রহশীল (মানুষের প্রতি)	৪০-মু'মিন	৬১	৮৮৩
আল্লাহ অনুগ্রহশীল (মানুষের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
আল্লাহ অনুগ্রহশীল, জগতসমূহের প্রতি	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু মানুষ অকৃতজ্ঞ	১০-ইউনুস	৬০	৬৬০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল	৩-আলে ইমরান	১৭৪	৫৫২
আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল	৩-আলে ইমরান	৭৪	৫৪৩
আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল (তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন)	৬২-জুমু'আ	৪	৯৬২
আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল	৮-আনফাল	২৯	৬৩৪
কসম (অনুগ্রহশীলরা যেন কসম না করে কাউকে কিছু না দেয়ার)	২৪-নূর	২২	৭৭৬
প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল (অথচ মানুষ অকৃতজ্ঞ)	২৭-নামল	৭৩	৮০৬
প্রতিপালক অনুগ্রহশীল (ইবরাহীমের প্রতি)	১৯-মারইয়াম	৪৭	৭৩৭
প্রতিপালক অনুগ্রহশীল ও দয়ালু (মানুষের জন্য পশু সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৭	৭০৩
মানুষের প্রতি আল্লাহ অতি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
অনুচ্চ			
স্বর (আল্লাহকে অনুচ্চস্বরে স্মরণের নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	২০৫	৬৩১
অনুতপ্ত			
আদ সম্প্রদায় অনুতপ্ত হবে কিছু সময়ের মধ্যেই...	২৩-মু'মিনূন	৪০	৭৬৮
আদ সম্প্রদায়কে অনুতপ্ত হয়ে/তাওবা করে ফিরে আসার আহবান	১১-হূদ	৫২	৬৭০
আল্লাহর দিকে অনুতপ্ত হয়ে ফেরা (নবী স: এর পারিবারিক প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহরীম	৪	৯৭০
ঈমান আনা (অনুতপ্ত হয়ে ঈমান আনবে যারা...)	১৯-মারইয়াম	৬০	৭৩৮
কাবিল অনুতপ্ত হল ... (ভাইয়ের হত্যার পর...)	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে মুমিনদের(সংবাদ যাচাই না করলে)	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
ক্ষমাশীল (তাওবাকারী/সৎকর্মশীলের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল)	২০-ত্বা-হা	৮২	৭৪৬
ছামুদ সম্প্রদায় অনুতপ্ত হল (উষ্ট্রী হত্যা করার পর)	২৬-শু'আরা	১৫৭	৭৯৬
প্রতিপালকের কাছে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসা...	১১-হূদ	৩	৬৬৫
প্রতিপালকের দিকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসা (ছামূদ জাতি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
ফিরে আসা (অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা...)	২৫-ফুরকান	৭১	৭৮৭
মুনাফিকরা অনুতপ্ত হবে (অন্তরে গোপন করা বিষয়ের জন্য)	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
মুমিন অনুতপ্ত হয় (পরিণত বয়সে উপনীত মুমিন অনুতপ্ত হয় ,..)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
মূসার সম্প্রদায় অনুতপ্ত হল (গো বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪৯	৬২৬
মূসার অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা (জ্ঞান ফেরার পর)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
অনুতাপ/আফসোস			
গোপন করা (অনুতাপ গোপন করবে কাফিররা, যখন শাস্তি দেখবে)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
গোপন (জালিমরা শাস্তি দেখে তাদের অনুতাপ গোপন করবে)	১০-ইউনুস	৫৪	৬৫৯
সৃষ্টি (মুনাফিকদের হৃদয়ে অনুতাপ সৃষ্টি...)	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
অনুধাবন/অনুধাবনকারী			
অনুধাবনকারীদের জন্য নিদর্শন (লূত জাতির ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩৫	৮১৯
অপবিত্রতা স্থাপন (যারা অনুধাবন করে না তাদের উপর)	১০-ইউনুস	১০০	৬৬৩
আখিরাতের গুরুত্ব অনুধাবনের আহবান (কাফিরদের প্রতি)	৬-আন্'আম	৩২	৫৯৮
আদ জাতির অনুধাবন করা না করা(নবুয়ত সম্পর্কে)	১১-হূদ	৫১	৬৭০
আয়াত (অনুধাবনের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২৪২	৫২৮
আল্লাহর বাণী অনুধাবন করার পর তা বিকৃত করা (ইহুদী কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৭৫	৫০৮
আহলে কিতাবরা কি অনুধাবন করে না...	৩-আলে ইমরান	৬৫	৫৪২
ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের অনুধাবন না করা(শির্কের অসারতা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬৭	৭৫৪
উপমা অনুধাবন(আল্লাহর পেশ করা উপমা জ্ঞানীরাই অনুধাবন করে)	২৯-আনকাবূত	৪৩	৮১৯
কাফিররা অনুধাবন করে না	২-বাক্বারা	১৭১	৫১৯
কাফিররা অনুধাবন করে না	৫-মায়িদা	১০৩	৫৯৩
কাফিরদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না (আল্লাহ প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
কিতাব অনুধাবনের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে (আরবি কুরআনরূপে)	১২-ইউসুফ	২	৬৭৭
কিতাব (কুরআন) কি মানুষ অনুধাবন করবে না?	২১-আম্বিয়া	১০	৭৫০
কুরআন অনুধাবন করার জন্য আরবি ভাষায় করা হয়েছে	৪৩-যুখরুফ	৩	৮৯৬
নির্দেশ অনুধাবন (হারামকৃত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
নিদর্শন (অনুধাবনকারীদের জন্য নিদর্শন, বিদ্যুৎ চমকানো ও...)	৩০-রূম	২৪	৮২৩
নিদর্শন অনুধাবনকারীদের জন্য(চন্দ্র/সূর্য/তারকা/রাত/দিনের মধ্যে)	১৬-নাহ্‌ল	১২	৭০৩
নিদর্শন অনুধাবনকারীদের জন্য (খেজুর/আঙ্গুর থেকে মাদক/রিযিক)	১৬-নাহ্‌ল	৬৭	৭০৮
নিদর্শন, অনুধাবনকারীদের জন্য (রাত-দিন/ বৃষ্টি/জীবন-মৃত্যু/বায়ুতে)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
নিদর্শনের মাধ্যমে অনুধাবন (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৩	৫০৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অনুধাবন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নূহের সম্প্রদায়ের অনুধাবন! (অনুসারীদের হিসাব প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১১৩	৭৯৩
প্রতিপালক সম্বন্ধে অনুধাবন (পূর্ব-পশ্চিমের প্রতিপালক আল্লাহ)	২৬-শু'আরা	২৮	৭৮৯
বধির অনুধাবন না করলেও রাসূল স. কি তাকে শোনাতে ...	১০-ইউনুস	৪২	৬৫৮
বধির ও বোবা যারা অনুধাবন করে না তারাই নিকৃষ্ট জীব...	৮-আনফাল	২২	৬৩৪
বনী ইসরাঈলের অনুধাবন না করা (কিতাব পাঠ করেও)	২-বাক্বারা	৪৪	৫০৫
বাপ-দাদারা অনুধাবন করত না কিছুই (মুশরিকদের বাপ-দাদা)	২-বাক্বারা	১৭০	৫১৯
মক্কাবাসীদের অনুধাবন (কুরআন ও রাসূল স. প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	১৬	৬৫৫
মানুষ অনুধাবন করে না যে আখিরাতের আবাসই উত্তম	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
মানুষ অনুধাবন করে না (দিন-রাতের আবর্তন...)	২৩-মু'মিনূন	৮০	৭৭১
মানুষ কি অনুধাবন করে না (উত্তম ও স্থায়ী বিষয়...)	২৮-কাসাস	৬০	৮১৩
মানুষের অনুধাবনের জন্য আয়াত বর্ণনা...	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
মানুষ জীবনের পরিবর্তন দেখে অনুধাবন করে না !	৩৬-ইয়াসীন	৬৮	৮৫৬
মানুষ যেন অনুধাবন করে (তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে)	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
মুত্তাকীদের জন্য আখিরাতের আবাস উত্তম হওয়া সম্পর্কে অনুধাবন	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
মু'মিনদের অনুধাবনের জন্য (আল্লাহ আয়াত বর্ণনা করেন)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
মু'মিনদের অনুধাবনের জন্য নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	১৭	৯৪৯
মুশরিকরা অনুধাবন করে (রাসূল স. কি এমন মনে করেন)	২৫-ফুরকান	৪৪	৭৮৫
মুনাফিক/ইহুদীদের অনুধাবন করা প্রসঙ্গ (দ্বিমুখী আচরন)	২-বাক্বারা	৭৬	৫০৯
মুনাফিকরা এমন সম্প্রদায় যারা কিছু অনুধাবন করে না	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
রাসূল স. কে ঘরের পেছন থেকে ডাকা প্রসঙ্গ...	৪৯-হুজুরাত	৪	৯২০
লূত জাতির ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুধাবন করার আহ্বান	৩৭-সাফফাত	১৩৮	৮৬৩
শয়তানের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে অনুধাবন করেনি মানুষ?	৩৬-ইয়াসীন	৬২	৮৫৫
সতর্ককারীর কথা অনুধাবন করলে জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হত না	৬৭-মুল্ক	১০	৯৭২
সম্প্রদায় (অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে...)	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
সম্প্রদায় (অনুধাবন করে না সে সম্প্রদায় যারা...)	৫-মায়িদা	৫৮	৫৮৭
সম্প্রদায় (অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে...)	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
সম্প্রদায় (অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বর্ণনা...)	৩০-রূম	২৮	৮২৪
সুপারিশকারী এমন যার অনুধাবনের ক্ষমতাও নেই...	৩৯-যুমার	৪৩	৮৭৫
হৃদয় দ্বারা অনুধাবন (দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে অনুধাবন...)	২২-হাজ্জ	৪৬	৭৬২
অনুপস্থিত/অনুপস্থিতি			
আযীযের অনুপস্থিতিতে ইউসুফ খেয়ানত করেনি ...	১২-ইউসুফ	৫২	৬৮১
আল্লাহ অনুপস্থিত ছিলেন না (জনপদ ধ্বংসের সময়)	৭-আ'রাফ	৭	৬১৩
পাপীরা অনুপস্থিত থাকতে পারবেনা (বিচারের দিনে)	৮২-ইনফিতার	১৬	১০১০
হুদহুদ পাখি কি অনুপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত(সুলাইমানের প্রশ্ন)	২৭-নামল	২০	৮০১
অনুপ্রাণিত			
রাসূল স. কে অনুপ্রাণিত করা (গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে)	৩৩-আহযাব	৬০	৮৩৯
অনুভব/উপলব্ধি			
অপরাধীদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে অনুভব না করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১২৩	৬০৮
আহলে কিতাবরা অনুভব করেনা যে তারা নিজেদেরকে পথভ্রষ্ট...	৩-আলে ইমরান	৬৯	৫৪২
ইবরাহীমের মনে ভীতি অনুভব হলো (মেহমান না খাওয়াতে)	৫১-যারিয়াত	২৮	৯২৬
কাফিররা অনুভব করেনা (নিজেদের ধ্বংস করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	২৬	৫৯৮
কুফরী অনুভব করল ঈসা (বনী ইসরাঈলদের থেকে)	৩-আলে ইমরান	৫২	৫৪১
পুনরুত্থান সম্পর্কে অনুভব করতে পারে না উপাস্যরা	১৬-নাহ্ল	২১	৭০৪
ফির'আউনরা অনুভব করতে পারেনি মূসাকে পুত্ররূপেগ্রহণের পরিণাম	২৮-কাসাস	৯	৮০৮
মূসা অন্তরে ভীতি অনুভব করল জাদু দেখে	২০-ত্বা-হা	৬৭	৭৪৫
মানুষ অনুভব করে না (সম্পদ ও সন্তনাদি বাড়িয়ে দেয়ার কারণ...)	২৩-মু'মিনূন	৫৬	৭৬৯
মুনাফিকগণ অনুভব করে না (নিজেকে ধোকা দেয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৯	৫০২
মুনাফিকরা অনুভব করেনা(যদিও তারা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী)	২-বাক্বারা	১২	৫০২
রাসূল স. অনুভব করেন কি, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রজন্মের কাউকে?	১৯-মারইয়াম	৯৮	৭৪০
শহীদদের জীবিত থাকা অনুভব করতে পারে না মানুষ	২-বাক্বারা	১৫৪	৫১৭
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি অনুভব করার পর জালিমদের পলায়ন...)	২১-আম্বিয়া	১২	৭৫০
অনুমতি/অনুমতিক্রমে			
অভিভাবকের অনুমতিক্রমে দাসীকে বিয়ে করা (দাসীর অভিভাবক)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
অযুহাত পেশের অনুমতি দেয়া হবে না মিথ্যা অভিহিতকারীদের	৭৭-মুরসালাত	৩৬	৯৯৮
আল্লাহ অনুমতি দেননি -এমন কোন দীন কি শরীকরা দিয়েছে?	৪২-শূরা	২১	৮৯৩
আল্লাহ কি অনুমতি দিয়েছেন?(হালাল রিযিককে হারাম করতে)	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
আল্লাহর অনুমতিক্রমে কেউ কেউ কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী	৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
আল্লাহর অনুমতিক্রমে নবী তাঁর দিকে আহ্বানকারী	৩৩-আহযাব	৪৬	৮৩৭
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথা বলা যাবে না (কিয়ামতে)	৭৮-নাবা	৩৮	১০০২
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আকাশ পৃথিবীর উপর না পড়া...	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিদর্শন উপস্থিত করতে পারে না কোন রাসূল	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া রাসূলদের প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব নয়	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিছু নিষিদ্ধ না করা(মুশরিকদের অমূলক দাবি!)	১৬-নাহ্ল	৩৫	৭০৫
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলবে না (যেদিন শাস্তি আসবে)	১১-হূদ	১০৫	৬৭৫
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ কাজে আসবে না	৫৩-নাজম	২৬	৯৩৩
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিদর্শন উপস্থিত করেন না কোন রাসূল	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
ঈমানদাররা অনুমতি চায় না (জিহাদ থেকে বিরত থাকার জন্য)	৯-তাওবা	৪৪	৬৪৪
ঈমানদাররা অনুমতি চাইলে রাসূল স. অনুমতি দিবেন (যাকে ইচ্ছা)	২৪-নূর	৬২	৭৮১
কাফিরদের ওযর পেশের অনুমতি দেয়া হবে না (কিয়ামতে)	১৬-নাহ্ল	৮৪	৭১০
দয়াময়ের অনুমতি ছাড়া কারো সুপারিশ কাজে লাগবে না (হাশরের দিন)	২০-তা-হা	১০৯	৭৪৮
দাস-দাসীদের অনুমতি গ্রহন (ঘরে প্রবেশের জন্য)	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
নবীর ঘরে প্রবেশের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যাবে না	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
নবীর নিকট অব্যাহতির জন্য অনুমতি প্রার্থনা (খন্দকের মুনাফিকদের)	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
পিতার অনুমতি ছাড়া মিসর ত্যাগ করবে না ইউসুফের বড় ভাই	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ঘরে প্রবেশ নিষেধ...	২৪-নূর	২৭	৭৭৬
প্রবেশের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ নিষেধ	২৪-নূর	২৮	৭৭৬
প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে উত্তম গাছ ফল দেয়(উত্তম বাণীর উপমা)	১৪-ইবরাহীম	২৫	৬৯৫
প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানেরা অনুমতি প্রার্থনা করবে ঘরে পবেশ কালে...	২৪-নূর	৫৯	৭৮০
প্রতিপালকের অনুমতিতে জিন কাজ করত সুলাইমানের সামনে	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
ফিরাউনের অনুমতির পূর্বে জাদুকরদের ঈমান আনা	৭-আ'রাফ	১২৩	৬২৩
ফিরআউনের অনুমতি ছাড়াই জাদুকরদের ঈমান আনা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
ফির'আউনের অনুমতি ছাড়াই জাদুকরদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান !	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
বিত্তবান হয়েও যারা যুদ্ধে না যাবার অনুমতি চায় তাদের বিরুদ্ধে...	৯-তাওবা	৯৩	৬৪৯
মজলুমকে যুদ্ধের অনুমতি দান ...(জুলুমের কারণে)	২২-হাজ্জ	৩৯	৭৬২
যুদ্ধের অনুমতি দান (যে মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে)	২২-হাজ্জ	৩৯	৭৬২
যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতির জন্য আসল অজুহাত পেশকারীরা	৯-তাওবা	৯০	৬৪৯
যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দান (তবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৩	৬৪৪
যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চায় তারাই যারা ঈমান আনে না...	৯-তাওবা	৪৫	৬৪৫
যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চায় (তবুক প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৯	৬৪৫
রাসূল স. অনুমতি দিবেন যাকে ইচ্ছা (অনুমতি চাইলে)	২৪-নূর	৬২	৭৮১
রাসূল স. এর অনুমতি চায় তারাই যারা ঈমান আনে...	২৪-নূর	৬২	৭৮১
রাসূল স. এর অনুমতি প্রার্থনা করে যদি মুনাফিকরা (যুদ্ধে যাওয়ার...)	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
শক্তি-সামর্থের অধিকারীরা অনুমতি চায় (যুদ্ধে না যাওয়ার)	৯-তাওবা	৮৬	৬৪৯
সন্তানেরা অনুমতি প্রার্থনা করবে ঘরে প্রবেশে (প্রাপ্তবয়স্ক হলে)	২৪-নূর	৫৯	৭৮০
সুপারিশ (অনুমতি ছাড়া সুপারিশ উপকারে আসবে না...)	৩৪-সাবা	২৩	৮৪৩
হালাল রিযিককে হারাম করতে আল্লাহ কি অনুমতি দিয়েছেন?	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
অনুমান (আরো দেখুন ধারণা শব্দটি)			
অধিকাংশ মানুষ ধারণার অনুসরণ করে ও অনুমান করে	৬-আন্'আম	১১৬	৬০৭
অবিশ্বাসীরা (অনুমানের অনুসরণ করে)	৫৩-নাজম	২৮	৯৩৩
উপকারে আসে না মুশরিকের অনুমান (সত্যের বিপরীতে)	১০-ইউনুস	৩৬	৬৫৭
কাফিরের (দুনিয়ার জীবন/মৃত্যু সম্পর্কে কাফিরের অমূলক অনুমান)	৪৫-জাছিয়া	২৪	৯০৭
কাফিরদের অনুমান (কিয়ামত সম্পর্কে)	৪৫-জাছিয়া	৩২	৯০৭
নিরক্ষরদের কিতাব সম্পর্কে অনুমান (ইহুদী প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৮	৫০৯
পরিহার করা (অধিক অনুমান পরিহার করার নির্দেশ মুমিনদেরকে)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
বনীইসরাইল কর্তৃক অনুমানের অনুসরণ, ঈসাকে হত্যা প্র.	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
মুশরিকদের অধিকাংশই অনুমানের অনুসরণ করে	১০-ইউনুস	৩৬	৬৫৭
মুশরিকদের অনুমান (ফেরেশতাদের উপাসনা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২০	৮৯৭
মুশরিকরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে	৬-আন্'আম	১৪৮	৬১১
মুশরিকরা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে	১০-ইউনুস	৬৬	৬৬০
মুশরিকরা (অনুমান অনুসরণ করে, মূর্তির নামকরণে)	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
মূল্যহীন (সত্যের মুকাবিলায় অনুমান মূল্যহীন)	৫৩-নাজম	২৮	৯৩৩

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অনুমানকারী			
অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক...	৫১-যারিয়াত	১০	৯২৫
অনুরক্ত			
প্রতিপালকের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৭৩-মুযযাম্মিল	৮	৯৮৮
মূর্তির অনুরক্ত থাকা (ইবরাহীমের পিতা/সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৭১	৭৯১
অনুরাগী			
অন্তর অনুরাগী হয়, কাফিরদের (চমকপ্রদ কথার প্রতি)	৬-আন্'আম	১১৩	৬০৭
অন্তর (মানুষের অন্তর ইবরাহীমের বংশধরদের প্রতি অনুরাগী করা)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
অনুরূপ			
অকল্যাণ (অনুরূপ অকল্যাণ গত হয়েছে পূর্ববর্তীদের উপর)	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
অবতীর্ণ করা (আল্লাহর অবতীর্ণ ওহীর অনুরূপ অবতীর্ণ করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
আইকাবাসীর অনুরূপ সাধারণ মানুষ শুআইব (আইকাবাসীর উক্তি)	২৬-শু'আরা	১৮৬	৭৯৭
আকাশের অনুরূপ সংখ্যক (সাত)পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
আয়াত (আল্লাহ রহিত আয়াতের স্থলে অনুরূপ আয়াত আনেন)	২-বাক্বারা	১০৬	৫১২
ওহী (কুরআনকে তাওরাতের অনুরূপ ওহী বলে সাক্ষ্য দেয়া প্রসঙ্গ)	৪৬-আহক্বাফ	১০	৯০৮
কথা (ইহুদী-নাসারাদের অনুরূপ কথা বলে, যারা জানেনা)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
কথা (পূর্ববর্তীরা অনুরূপ কথা বলত, অজ্ঞদের অনুরূপ...)	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
কথা (কুরআনের অনুরূপ কথা উপস্থিত করতে চ্যালেঞ্জ...)	৫২-তূর	৩৪	৯৩১
কুরআনের অনুরূপ আনতে পারবে না, মানুষ ও জিন একত্র হয়েও	১৭-ইস্রা	৮৮	৭২১
কুরআনের অনুরূপ আনতে পারবে না, মানুষ ও জিন একত্র হয়েও	১৭-ই স্রা	৮৮	৭২১
কুরআনের অনুরূপ আনতে পারবে না, মানুষ ও জিন একত্র হয়েও	১৭-ইস্রা	৮৮	৭২১
কুরআনের অনুরূপ কথা উপস্থিত করতে কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ	৫২-তূর	৩৪	৯৩১
কুরআনের অনুরূপ সূরা রচনা করার জন্য বলা (মুশরিকদেরকে)	১০-ইউনুস	৩৮	৬৫৮
কুরআনের অনুরূপ সূরা রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ (কাফিরদেরকে)	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
কুরআনের অনুরূপ সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ...	২-বাক্বারা	২৩	৫০৩
ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের অনুরূপ (কাফিরদের কথা)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
জাদু (ফিরআউন কর্তৃক মূসার অনুরূপ জাদু নিয়ে আসার ঘোষণা)	২০-ত্বা-হা	৫৮	৭৪৪
তুচ্ছ সম্পদ (অনুরূপ তুচ্ছ সম্পদ আসলে আহলে কিতাবে লোকেরা...)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
দিন (কাফিররা কি পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দিনের অপেক্ষা করছে?)	১০-ইউনুস	১০২	৬৬৪
নৌযানের অনুরূপ বাহন সৃষ্টি করেন আল্লাহ , আরোহণের জন্য	৩৬-ইয়াসীন	৪২	৮৫৪
পশু (ইহরাম অবস্থায় পশু হত্যার দন্ড অনুরূপ গবাদি পশু)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
পূর্ববর্তীদের অনুরূপ কাফিরদের পরিণাম হবে ধ্বংস...	৪৭-মুহাম্মাদ	১০	৯১২
প্রতিশোধ (ক্ষতির অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে; বেশি নয়)	১৬-নাহ্ল	১২৬	৭১৩
প্রতিফল (মন্দ কাজ করলে অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে)	৬-আন্'আম	১৬০	৬১২
মন্দ (মন্দকাজের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, অপমান/আগুন...)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
মন্দ (মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ)	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
মন্দ কাজের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ	৪০-মু'মিন	৪০	৮৮১
মানুষ (রাসূলগণ সাধারণ মানুষের অনুরূপমানুষই তবে...)	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
মানুষ (নূহকে সাধারণ একজন মানুষের অনুরূপ মনে করল)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
মুশরিকদের অনুরূপ (শরীকরাও মুশরিকদের অনুরূপ বান্দা)	৭-আ'রাফ	১৯৪	৬৩১
মুসলিমদের ঈমানের অনুরূপ ঈমান ইহুদি-নাসারাগণ আনলে...	২-বাক্বারা	১৩৭	৫১৫
সাধারণ মানুষের অনুরূপ মানুষ সালিহ (ছামুদ সম্প্রদায়ের উক্তি)	২৬-শু'আরা	১৫৪	৭৯৬
সাধারণ মানুষের অনুরূপ মানুষ(রাসূলগণ সম্পর্কে কাফিরদের মন্তব্য)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
সৃষ্টি (অনুরূপ মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম আল্লাহ, যিনি...)	১৭-ইস্রা	৯৯	৭২২
অনুশোচনা			
উপদেশ অর্পণকারীদের অনুশোচনা...)	৭৭-মুরসালাত	৬	৯৯৭
কাফিরদের অনুশোচনার কারণ (কুরআন)	৬৯-হাক্কাহ্	৫০	৯৮০
অনুষ্ঠান (হজ্জ)			
হজ্জের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর আল্লাহকে স্মরণ...	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
অনুষ্ঠিত			
হিসাব অনুষ্ঠিত হবার দিন ক্ষমা করার দোয়া (ইবরাহীমের)	১৪-ইবরাহীম	৪১	৬৯৭
অনুসন্ধান (আরো দেখুন খোঁজ/তালাশ শব্দটি)			
অনুগ্রহ (সমুদ্রে আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
অনুগ্রহ অনুসন্ধান (আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানে সমুদ্রে নৌযান চলে)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
অনুগ্রহ অনুসন্ধান (সমুদ্রে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান...)	৪৫-জাছিয়া	১২	৯০৫
ইউসুফ ও তার ভাইয়ের অনুসন্ধান করতে বললেন ইয়াকুব (পুত্রদেরকে)	১২-ইউসুফ	৮৭	৬৮৫
দোষ (মুমিনদের জন্য পরস্পরের দোষ অনুসন্ধান নিষেধ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নির্ধারিত স্থান অনুসন্ধান (যেখানে মাছের কথা ভুলে গিয়েছিল মূসাও...)	১৮-কাহ্ফ	৬৪	৭৩০
বিষয়ের অনুসন্ধান (নিরাপত্তা বা ভীতির সংবাদের বিষয়ে অনুসন্ধান)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
মাটি অনুসন্ধান(পানি না পেলে পবিত্রতার জন্য পবিত্র মাটি অনুসন্ধান)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
যমীনে অনুসন্ধান করছিল কাক, কিভাবে গোপন করবে...	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
অনুসরণ			
অজ্ঞদের পথ অনুসরণ না করার নির্দেশ (মূসা ও হারূনকে)	১০-ইউনুস	৮৯	৬৬২
অনুমানের অনুসরণ করে (মুশরিকরা)	১০-ইউনুস	৬৬	৬৬০
অনুমানের অনুসরণ করে (অধিকাংশ মুশরিক)	১০-ইউনুস	৩৬	৬৫৭
অনুমানের অনুসরণ করে আখিরাত অবিশ্বাসীরা	৫৩-নাজম	২৮	৯৩৩
অনুমানের অনুসরণ করে মুশরিকরা	৬-আন্'আম	১৪৮	৬১১
অনুমানের অনুসরণ (বনী ইসরাঈল কর্তৃক ঈসাকে হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
অনুসৃতরা অনুসরণকারীদের থেকে দায়মুক্ত হবে...	২-বাক্বারা	১৬৬	৫১৮
অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ করার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	৩	৬১৩
অবতীর্ণ বাণীর অনুসরণ করতে বললে তারা বলে...	২-বাক্বারা	১৭০	৫১৯
আ'দ জাতি উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করেছিল	১১-হূদ	৫৯	৬৭১
আদর্শ অনুসরণ (ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করার নির্দেশ)	৩-আলে ইমরান	৯৫	৫৪৫
আয়াত অনুসরণ করত, রাসূল প্রেরণ করলে অবিশ্বাসীরা বলবে...	২৮-কাসাস	৪৭	৮১২
আয়াত অনুসরণ (কাফিদের আয়াত অনুসরণ! রাসূল প্রেরণ ও ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৩৪	৭৪৯
আল্লাহর পথ অনুসরণ করার নির্দেশ (সরল-সঠিক পথ)	৪৩-যুখরুফ	৬১	৯০০
আল্লাহর সমকক্ষদের অনুসারীরা একবার দুনিয়াতে...	২-বাক্বারা	১৬৭	৫১৮
আল্লাহর বিধান অনুসরণ কর (অতর্কিতে শাস্তি আসার পূর্বে)	৩৯-যুমার	৫৫	৮৭৬
আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে সবাই (হাশর প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১০৮	৭৪৮
ইউসুফ অনুসরণ করল ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আদর্শ	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
ইবলিসের অনুসরণ করল সাবাবাসীরা (একদল মুমিন ছাড়া)	৩৪-সাবা	২০	৮৪৩
ইবলিসের অনুসারণকারীর প্রতিদান জাহান্নাম	১৭-ইস্রা	৬৩	৭১৯
ইবলিসের অনুসারী দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবেন আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	৮৫	৮৭০
ইবরাহীমের মিল্লাত/আর্দশ অনুসরণকারী উত্তম (দ্বীনের দিক থেকে)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
ইবলিসকে অনুসরণ করবে বিপথগামীরা	১৫-হিজর	৪২	৭০০
ইবলিসকে অনুসরণ করবে যে, তাকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ...	৭-আ'রাফ	১৮	৬১৪
ইবরাহীমের অনুসরণকারী তার দলভুক্ত (মূর্তিপূজা প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৩৬	৬৯৬
ইবরাহীমের অনুসারীরাই তার অধিক নিকটতর	৩-আলে ইমরান	৬৮	৫৪২
ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	১৬-নাহ্ল	১২৩	৭১৩
ইবরাহীমকে অনুসরণ করার আহ্বান (পিতার প্রতি)	১৯-মারইয়াম	৪৩	৭৩৭
ইহুদী-নাসারাদের আদর্শ অনুসরণ না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবেনা	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
ঈসার অনুসরণকারীদের হৃদয়ে করুণা ও দয়া সৃষ্টি	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
ঈসার অনুসরণকারীদেরকে কাফিরদের উপরে রাখবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
উত্তম কথার অনুসরণকারীকে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন	৩৯-যুমার	১৮	৮৭২
ওহী অনুসরণ করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৬-আন্'আম	১০৬	৬০৬
ওহী/অবতীর্ণ কিতাব অনুসরণে মুশরিকদের অস্বীকৃতি	৩১-লুকমান	২১	৮২৮
ওহীর অনুসরণ করতে নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৩৩-আহযাব	২	৮৩৩
ওহীর অনুসরণ করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	১০-ইউনুস	১০৯	৬৬৪
ওহীর অনুসরণ করেন রাসূল	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
ওহীর অনুসরণ করেন রাসূল	৬-আন্'আম	৫০	৬০০
ওহীর অনুসরণ (রাসূল স. কেবল ওহী অনুসরণ করেন)	৪৬-আহক্বাফ	৯	৯০৮
ওহীরই অনুসরণ করেন রাসূল	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
কবিদের অনুসরণ করে বিপথগামীরাই...	২৬-শু'আরা	২২৪	৭৯৯
কাফিরদের পথ অনুসরণের আহ্বান মুমিনদেরকে(কাফির কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	১২	৮১৭
কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে রাসূল স. এর কোন অভিভাবক ও...	১৩-রা'দ	৩৭	৬৯২
কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করতে রাসূল স. কে নির্দেশ	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা নিষেধ	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
কামনার অনুসরণ করল (মনোনীতদের উত্তরসূরীরা)	১৯-মারইয়াম	৫৯	৭৩৮
কামনার অনুসরণকারীরা চায় অন্যরাও তাতে ঝুঁকে পড়ুক	৪-নিসা	২৭	৫৬০
কিতাবপ্রাপ্তরা অনুসরণ করবে না (রাসূল স. এর কিবলা)	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
কিতাবপ্রাপ্তরা অনুসরণ করবে না (রাসূল স. এর কিবলা...)	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
কিতাব/কুরআন অনুসরণ/তাকওয়া দ্বারা দয়াপ্রাপ্ত হওয়া	৬-আন্'আম	১৫৫	৬১১
কুরআন পাঠের অনুসরণের নির্দেশ রাসূল স. এর প্রতি	৭৫-কিয়ামাহ্	১৮	৯৯৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অনুসরণ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
খিজিরকে মূসা অনুসরণ করতে চাইলেন...	১৮-কাহ্‌ফ	৬৬	৭৩০
খিজিরকে মূসার অনুসরণ (প্রশ্ন না করার শর্তে)	১৮-কাহ্‌ফ	৭০	৭৩০
জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছে মানুষ (জালিমরা বলে)	২৫-ফুরকান	৮	৭৮২
জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ (অবিশ্বাসীরা বলে)	১৭-ইস্‌রা	৪৭	৭১৮
জাদুকরদের অনুসরণ (ফির'আউনের জাদুকরদের অনুসরণ প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৪০	৭৯০
দ্বীনের অনুসরণ না করলে তাকে বিশ্বাস করা নিষেধ...	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
ধারণার অনুসরণ করে অনুমানভিত্তিক কথা বলে (অধিকাংশ মানুষ)	৬-আন্‌'আম	১১৬	৬০৭
নবীকে অনুসরণ করেছে যারা সংকট কালে...	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
নবীর অনুসারী মু'মিনগণ যথেষ্ট (নবীর জন্য)	৮-আনফাল	৬৪	৬৩৮
নবীদের সঠিকপথ অনুসরণের নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৬-আন্‌'আম	৯০	৬০৪
নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নূহকে অনুসরণ করেছে (সম্প্রদায়ের উক্তি)	২৬-শু'আরা	১১১	৭৯৩
নিষেধ (আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবকের অনুসরণ নিষেধ)	৭-আ'রাফ	৩	৬১৩
নিষেধ (জ্ঞান নেই এমন বিষয়ে কারো অনুসরণ করা নিষেধ)	১৭-ইস্‌রা	৩৬	৭১৭
নিয়ম অনুসরণ (প্রত্যেক উম্মতের জন্য নির্ধারিত ইবাদতের নিয়ম)	২২-হাজ্জ	৬৭	৭৬৪
নূহ সম্প্রদায় এমন লোকের অনুসরণ করে যার ধন সম্পদ...	৭১-নূহ্‌	২১	৯৮৫
নূহকে অমান্য করে এমন লোকের অনুসরণ করে যার...	৭১-নূহ্‌	২১	৯৮৫
নূহের অনুসরণ (বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিম্ন শ্রেণীর লোকরাই করেছিল)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
পথ (মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করলে জাহান্নাম)	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
পথ (মৌমাছিকে প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ করার নির্দেশ)	১৬-নাহ্‌ল	৬৯	৭০৮
পথনির্দেশনা অনুসরণ করলে পথভ্রষ্ট হবেনা (আল্লাহর পথনির্দেশনা)	২০-ত্বা-হা	১২৩	৭৪৯
পথ (এক পথ অনুসরণ করলেন জুলকারনাইন)..	১৮-কাহ্‌ফ	৮৫	৭৩১
পথ অনুসরণ করল (যুলকারনাইন)	১৮-কাহ্‌ফ	৮৯	৭৩২
পথ অনুসরণ (জুলকারনাইনের)	১৮-কাহ্‌ফ	৯২	৭৩২
পথ (আল্লাহর অভিমুখী ব্যক্তির পথ অনুসরণের নির্দেশ)	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
পথ (আল্লাহর পথ অনুসারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা...)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
পথনির্দেশিকার অনুসরণকারীদের ভয় নেই	২-বাক্বারা	৩৮	৫০৫
পদচিহ্ন ধরে মূসা এবং তার সঙ্গী ফিরে আসল (নির্ধারিত স্থানে)	১৮-কাহ্‌ফ	৬৪	৭৩০
পদাঙ্ক (শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৬৮	৫১৮
পরবর্তী (দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুঁ) প্রকম্পনকারীকে (প্রথম শিঙ্গা ফুঁ)...	৭৯-নাযি'আত	৭	১০০৩
পরিবার-পরিজনের পশ্চাদনুসরণের নির্দেশ (লূত আ. কে)	১৫-হিজ্‌র	৬৫	৭০১
পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুশরিকরা	৪৩-যুখরুফ	২৩	৮৯৭
প্রবৃত্তি ও অনুমানের অনুসরণ করে (মুশরিকরা)	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে আল্লাহর নিষেধ (দাউদকে)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে, জালিম হবেন রাসূল...	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ করার নির্দেশ (মৌমাছির প্রতি)	১৬-নাহ্‌ল	৬৯	৭০৮
প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবেনা (ন্যায় বিচার প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কেউ কেউ	৪৭-মুহাম্মাদ	১৬	৯১৩
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে জালিমরা (কোন জ্ঞান ছাড়াই)	৩০-রূম	২৯	৮২৪
প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে (কাফিররা)	৫৪-কামার	৩	৯৩৬
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কাফিররা...	২৮-কাসাস	৫০	৮১২
প্রবৃত্তির অনুসরণকারী যেন মূসাকে বিরত রাখতে না পারে...	২০-ত্বা-হা	১৬	৭৪১
প্রবৃত্তির অনুসরণকারীর উপমা (কুকুরের উপমা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
প্রবৃত্তির অনুসরণকারীই সর্বাধিক পথভ্রষ্ট	২৮-কাসাস	৫০	৮১২
প্রবৃত্তির অনুসরণকারীর আনুগত্য না করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	১৮-কাহ্‌ফ	২৮	৭২৬
প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার নির্দেশ রাসূল স. কে (মুশরিকদের)	৬-আন্‌'আম	১৫০	৬১১
প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার নির্দেশ,রাসূল স. কে (আহলিকিতাবদের)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
প্রবৃত্তির অনুসরণ নিষিদ্ধ (অজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রবৃত্তির)	৪৫-জাছিয়া	১৮	৯০৬
প্রবৃত্তির অনুসারী কি সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ন্যায়	৪৭-মুহাম্মাদ	১৪	৯১৩
প্রবৃত্তির (ইহুদী-নাসারাদের প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণাম)	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
প্রবৃত্তির (পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা নিষেধ)	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
ফির'আউনের নির্দেশ অনুসরণ করল তার পরিষদবর্গ	১১-হূদ	৯৭	৬৭৪
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ না করার নির্দেশ (হারূনকে মূসা)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
বাপ-দাদাদের অনুসরণ করে মুশরিকরা	২-বাক্বারা	১৭০	৫১৯
বাপ-দাদাদের পথের অনুসরণ (মুশরিক প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২১	৮২৮
বাতিলের (যারা কুফরী করে তারা বাতিলের অনুসরণ করে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩	৯১২
বিভিন্ন পথ অনুসরণ না করার নির্দেশ	৬-আন্‌'আম	১৫৩	৬১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ব্যয়ের পর কষ্ট ও খোঁটা না দেয়া (আল্লাহর পথে ব্যয়)	২-বাক্বারা	২৬২	৫৩১
ব্যয়ের পর কষ্ট দেয়ার চেয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা/ক্ষমা উত্তম	২-বাক্বারা	২৬৩	৫৩১
মানুষকে অনুসরণে আপত্তি (ছামুদ সম্প্রদায়ের)	৫৪-কামার	২৪	৯৩৭
মুহাজির ও আনসারদের সঠিক অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট...	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
মুশরিকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেননা রাসূল	৬-আন্‌'আম	৫৬	৬০১
মুনাফিকরা তা অনুসরণ করে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে	৪৭-মুহাম্মাদ	২৮	৯১৪
মুমিনদেরকে যে সব সন্তান ঈমানের সাথে অনুসরণ করেছে...	৫২-তূর	২১	৯৩০
মুমিনদেরকে আনুসরণ করতে চাবে বেদুঈনরা (গণিমত গ্রহণকালে)	৪৮-ফাত্‌হ	১৫	৯১৭
মুশরিকরা কিসের অনুসরণ করে?(অনুমানের অনুসরণ...)	১০-ইউনুস	৬৬	৬৬০
মুমিনদের অনুসরণ করত, যুদ্ধ হবে জানলে (মুনাফিকরা বলে)	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
মুমিনদের অনুসরণ করতে নিষেধ পিছনে থাকা বেদুঈনদেরকে...	৪৮-ফাত্‌হ	১৫	৯১৭
মূসাকে অনুসরণের আহ্বান জানাল মুমিন ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়কে	৪০-মু'মিন	৩৮	৮৮১
মূসার অনুসরণ থেকে হারুনকে কিসে বাধা দিয়েছে? (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৯৩	৭৪৭
কিসাসের ক্ষেত্রে বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
রাসূল স. অনুসরণ করবেন (অধিক পথপ্রদর্শনকারী কিতাব নিয়ে আসলে...)	২৮-কাসাস	৪৯	৮১২
রাত অনুসরণ করে দিনকে দ্রুত গতিতে	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
রাসূল স. কে অনুসরণ করতে হবে (আল্লাহকে বাসতে হলে)	৩-আলে ইমরান	৩১	৫৩৯
রাসূল স. এর অনুসরণকারী সফল	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
রাসূল স. এর অনুসরণের জন্য অবকাশ প্রার্থনা করবে (জালিমরা)	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
রাসূল স. এর অনুসরণে সঠিক পথপ্রাপ্তি	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
রাসূল স. এর অনুসারীকে জেনে নেয়ার জন্য কিবলা নির্ধারণ...	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
রাসূলদের অনুসরণের আহ্বান (নিজ সম্প্রদায়কে...)	৩৬-ইয়াসীন	২০	৮৫২
রাসূল স. এর অনুসরণ করত যদি গণিমত নিকটবর্তী হত...	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
রাসূল স. এর অনুসরণ করেছে হাওয়ারীরা	৩-আলে ইমরান	৫৩	৫৪১
রাসূল স. এর অনুসরণ করেছে যারা...	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
রাসূল স. এর অনুসরণকারী মুমিনদের প্রতি বাহু নিচু করা/সদয় হওয়া	২৬-শু'আরা	২১৫	৭৯৯
শয়তানের(কতক মানুষ বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে)	২২-হাজ্জ	৩	৭৫৮
শয়তানের অনুসরণ করত মানুষ (আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে যে...	২৪-নূর	২১	৭৭৫
শয়তানের জাদুর অনুসরণ করল (আহলে কিতাবরা)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা নিষেধ	২-বাক্বারা	২০৮	৫২৩
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার নির্দেশ	৬-আন্‌'আম	১৪২	৬১০
শয়তানের পদাঙ্ক অনসরণ নিষেধ, মু'মিনদের জন্য	২৪-নূর	২১	৭৭৫
শরীয়তের অনুসরণকরার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৪৫-জাছিয়া	১৮	৯০৬
শুআইবকে অনুসরণ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে (নেতাদের হুমকি)	৭-আ'রাফ	৯০	৬২১
সঠিক পথের অনুসরণ করলে ঝেটিয়ে বিদায় করবে...	২৮-কাসাস	৫৭	৮১৩
সঠিক পথপ্রাপ্তদের অনুসরণের আহ্বান, যারা প্রতিদান চায় না	৩৬-ইয়াসীন	২১	৮৫২
সঠিকপথে ডাকলেও শরীকরা অনুসরণ করবে না	৭-আ'রাফ	১৯৩	৬৩০
সঠিকপথ অনুসরণকারীদের প্রতি শান্তি/সালাম (মূসা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩
সত্য যদি অনুসরণ করত কাফিরদের প্রবৃত্তি তবে...	২৩-মু'মিনূন	৭১	৭৭০
সত্যের অনুসরণ (যারা ঈমান এনেছে তারা সত্যের অনুসরণ করে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩	৯১২
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করেছিল মুমিনগণ, উহুদ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৭৪	৫৫২
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে যে সে তার মত নয় যে	৩-আলে ইমরান	১৬২	৫৫১
সরল-সঠিক পথ অনুসরণ করার নির্দেশ	৬-আন্‌'আম	১৫৩	৬১১
সরল-সঠিক পথ অনুসরণ করার নির্দেশ (আল্লাহর পথ)	৪৩-যুখরুফ	৬১	৯০০
হারূনের অনুসরণের নির্দেশ (বনী ইসরাঈলদের প্রতি)	২০-ত্বা-হা	৯০	৭৪৬
অনুসরণকারী/অনুসারী			
অহংকারীদের অনুসারী বলবে দুর্বলেরা নিজেদেরকে (জাহান্নামে)	৪০-মু'মিন	৪৭	৮৮২
অহঙ্কারীদের অনুসারীরা তাদেরকে রক্ষা করতে বলবে (কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
আলো/কুরআনের অনুসরণকারীরাই সফল	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
পিতৃপুরুষের উম্মত/ধর্মের অনুসারী (সকল যুগের বিত্তবানরা)	৪৩-যুখরুফ	২৩	৮৯৭
বিজয়ী (মূসা, হারুন ও তাদের অনুসারীরা বিজয়ী হবে)	২৮-কাসাস	৩৫	৮১১
রাসূল স. ও তাঁর অনুসারীরা নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে আহ্বান করছেন	১২-ইউসুফ	১০৮	৬৮৭
রাসূল স. অনুসারী নন (কিতাবপ্রাপ্তদের কিবলার)	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
অনুসৃত			
দায়মুক্ত (অনুসৃতরা দায়মুক্ত হবে অনুসরণকারীদের থেকে...)	২-বাক্বারা	১৬৬	৫১৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অনেক (আরো দেখুন বেহিসাব শব্দটি)			
অসঙ্গতি (কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হলে অনেক অসঙ্গতি থাকত)	৪-নিসা	৮২	৫৬৭
আশ্রয়স্থল (হিজরতকারীগণ পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
উদাসীন (মানুষের অনেকেই আল্লাহর নির্দশন সম্পর্কে উদাসীন)	১০-ইউনুস	৯২	৬৬৩
কল্যাণ (কারো অপছন্দের স্ত্রীর মধ্যেও আল্লাহ অনেক কল্যাণ রাখেন)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
কল্যাণ (যাকে হিকমত দেয়া হয় তাকে অনেক কল্যাণ দান করা হয়)	২-বাক্বারা	২৬৯	৫৩২
কল্যাণ (অদৃশ্য জানলে রাসূল স. অনেক কল্যাণ লাভ করতেন)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
গণীমত (আল্লাহর কাছে অনেক গণীমত রয়েছে)	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
জ্বিন ও মানুষের অনেককে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
পথভ্রষ্ট করা (আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, মশার উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
ফলমূল (জান্নাতে প্রচুর ফলমূল থাকবে যা মুত্তাকীরা খাবে)	৪৩-যুখরুফ	৭৩	৯০১
বনী ইসরাঈলের অনেককে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখা	৫-মায়িদা	৮০	৫৯০
বিরত রাখা (আল্লাহর পথ থেকে অনেককে বিরত রাখার পরিণাম)	৪-নিসা	১৬০	৫৭৭
মানুষের অনেকেই আল্লাহকে সিজদা করে (চন্দ্র, সূর্য, তারকা...)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
মানুষের অনেকের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
মুশরিক (অনেক মুশরিকের কাছে সন্তান হত্যাকে শোভনীয় করা হয়েছে)	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ অনেককে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন,মশার উপমা দ্বারা)	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
মার্জনা (আল্লাহ মানুষের অনেক কিছুই মার্জনা করেন)	৪২-শূরা	৩০	৮৯৪
মার্জনা (আল্লাহ মানুষের অনেক কিছু মার্জনা করেন)	৪২-শূরা	৩৪	৮৯৪
মানুষের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর নির্দশন সম্পর্কে বেখবর	১০-ইউনুস	৯২	৬৬৩
অন্যের/অন্য			
বোঝা (অন্যের বোঝা কেউ বহন করবেনা কিয়ামতে)	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
বোঝা (অন্যের বোঝা কেউ বহন করবেনা কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
অন্তর (আরো দেখুন হৃদয় শব্দটি)			
অনুরাগী (মানুষের অন্তর ইবরাহীমের বংশধরদের প্রতি অনুরাগী...)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
অবিশ্বাসীদের অন্তর শয়তানের কথার প্রতি অনুরাগী	৬-আন্'আম	১১৩	৬০৭
আখিরাতে অন্তরের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে	১৭-ইস্‌রা	৩৬	৭১৭
আগুন (হুতামা/প্রজ্জ্বলিত আগুন অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে)	১০৪-হুমাযা	৭	১০৩৩
আদ জাতিকে চোখ-কান-অন্তর দিয়েছেন আল্লাহ	৪৬-আহ্‌কাফ	২৬	৯১০
কাজে আসেনি (আদ জাতির কান-চোখ-অন্তর কাজে আসেনি)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৬	৯১০
কার্পণ্য (অন্তরের কার্পণ্য থেকে যাকে রক্ষা করা হয়েছে সে সফলকাম)	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
কার্পণ্য (অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত ব্যক্তিগণই সফলকাম)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আল্লাহ কান, চোখ, অন্তর দিয়েছেন	৩২-সাজ্‌দা	৯	৮৩০
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মানুষকে অন্তর দান (আল্লাহ কর্তৃক)	১৬-নাহ্‌ল	৭৮	৭০৯
গোপন (অন্তরে গোপন করা বিষয়ের জন্য অনুতপ্ত হবে...)	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
জালিমদের অন্তর হবে আশাশূন্য(কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৩	৬৯৭
আল্লাহ অন্তরের খবর জানেন, (নূহ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
জিজ্ঞাসা (অন্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, আখিরাতে)	১৭-ইস্‌রা	৩৬	৭১৭
পরিবর্তন (আল্লাহ মুশরিকদের অন্তর ও দৃষ্টি পরিবর্তন করবেন)	৬-আন্'আম	১১০	৬০৬
ফিরআউন/সম্প্রদায়ের অন্তর (নিদর্শনের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১৪	৮০১
বানানো (আল্লাহ বানিয়েছেন অন্তর)	৬৭-মুল্‌ক	২৩	৯৭৩
বিনম্রী হওয়া (অন্তর যেন সত্যের প্রতি বিনম্রী হয...)	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
মানুষের অন্তরের বিষয় প্রতিপালক জানেন	১৭-ইস্‌রা	২৫	৭১৬
মানুষকে আল্লাহ অন্তর...দান করেছেন (কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্‌দা	৯	৮৩০
মিথ্যা বলেনি রাসূল স. এর অন্তর, যা সে দেখেছেন	৫৩-নাজম	১১	৯৩২
মূসার অন্তরে ভীতি অনুভব (জাদু দেখে)	২০-ত্বা-হা	৬৭	৭৪৫
রাসূল স. এর অন্তর দৃঢ় করার জন্য, পূর্ববর্তী রাসূলগণের সংবাদ বর্ণনা	১১-হূদ	১২০	৬৭৬
রোগ(যাদের অন্তরে রোগ আছে তাদের জন্য পরীক্ষা, শয়তান প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫৩	৭৬৩
শুন্য (মূসার মায়ের অন্তর শূন্য হয়ে পড়ল)	২৮-কাসাস	১০	৮০৮
সৃষ্টি (মানুষের অন্তর সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৭৮	৭৭১
অন্তরঙ্গ বন্ধু			
ইবলিসের বাহিনীর অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না কিয়ামতের দিন	২৬-শু'আরা	১০১	৭৯৩
ঈমানদাররা অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করবে না (নিজেদেরকে ছাড়া)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
গ্রহণ (অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহন, আল্লাহ, রাসূল স. ও মুমিন ছাড়া...)	৯-তাওবা	১৬	৬৪১
জালিমদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না (কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	১৮	৮৭৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জাহান্নামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না(বিচারের দিন)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৫	৯৭৯
শত্রু হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু (মন্দকে উত্তম দ্বারা প্রতিহত করলে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৪	৮৮৮
অন্তরায়/অন্তরাল			
কাফির ও তাদের আকাঙ্ক্ষার মাঝে অন্তরাল...	৩৪-সাবা	৫৪	৮৪৫
দুই সমুদ্রের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৫৩	৭৮৬
পর্দার অন্তরাল ছাড়া আল্লাহ মানুষের সাথে কথা বলেন না	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
রাসূল স. ও মুশরিকদের মাঝে অন্তরাল রয়েছে (মুশরিকরা বলে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫	৮৮৬
সমুদ্রে (দুই সমুদ্রের মাঝে আল্লাহ অন্তরাল স্থাপন করেছেন)	২৭-নামল	৬১	৮০৫
সমুদ্রের(দুই সমুদ্র তাদের অন্তরায় অতিক্রম করতে পারে না)	৫৫-রাহ্‌মান	২০	৯৪০
সূর্য অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল (সুলাইমান প্রসঙ্গ)	৩৮-সোয়াদ	৩২	৮৬৮
অন্তর্জ্বালা			
কাফিরদের অর্ন্তজালা সৃষ্টি করেন আল্লাহ (মুমিনদের উত্তরণ দ্বারা)	৪৮-ফাত্‌হ	২৯	৯১৯
অন্তর্ভুক্ত			
আল্লাহর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ (প্রশান্ত আত্মাকে)	৮৯-ফাজ্‌র	২৯	১০২২
সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে (সৎকাজ করলে)	২৯-আনকাবূত	৯	৮১৬
সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন (হাবিব নাজ্জারকে) আল্লাহ	৩৬-ইয়াসীন	২৭	৮৫৩
সুলাইমানকে সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করার দোয়া	২৭-নামল	১৯	৮০১
অন্তহীন			
দিনকে অন্তহীন করে দিতে পারেন যদি আল্লাহ চাইতেন...	২৮-কাসাস	৭২	৮১৪
রাতকে অন্তহীন করে দিতে পারেন যদি আল্লাহ চাইতেন (কিয়ামত পর্যন্ত...)	২৮-কাসাস	৭১	৮১৪
অন্ত্র			
গরু/ভেড়ার অন্ত্রের সাথে লেগে থাকা চর্বি ইহুদীদের জন্য হালাল ছিল	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
চর্বি (গরু/ভেড়ার অন্ত্রের সাথে লেগে থাকা চর্বি ইহুদীদের জন্য হালাল)	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
অন্ধ (আরো দেখুন দৃষ্টিহীন শব্দটি)			
অবতীর্ণ ওহীকে সত্যজ্ঞানকারী অন্ধ নয়...	১৩-রা'দ	১৯	৬৯০
আখিরাতে তারাই অন্ধ হবে যারা দুনিয়াতে অন্ধ...	১৭-ইস্‌রা	৭২	৭২০
আখিরাত সম্পর্কে অন্ধ (মুশরিকদের প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৬৬	৮০৫
আলোকবর্তিকা থেকে অন্ধ হওয়ার দায়ভার প্রত্যেকের নিজের...	৬-আন্'আম	১০৪	৬০৬
কাফিররা অন্ধ, বধির ও বোবা ...	২-বাক্বারা	১৭১	৫১৯
চক্ষুষ্মানের সমান নয় অন্ধ (উপমা)	৩৫-ফাতির	১৯	৮৪৮
চোখ অন্ধ হয়না; হৃদয় অন্ধ হয় (জালিমদের প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪৬	৭৬২
দুনিয়ায় যে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ	১৭-ইস্‌রা	৭২	৭২০
দোষ নেই অন্ধের (যুদ্ধে অংশ না নিলে)	৪৮-ফাত্‌হ	১৭	৯১৭
দোষ নেই অন্ধ ব্যক্তির	২৪-নূর	৬১	৭৮১
পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির করে সমবেত...	১৭-ইস্‌রা	৯৭	৭২২
পথভ্রষ্টতা থেকে অন্ধদের পথপ্রদর্শনকারী নয় রাসূল	৩০-রূম	৫৩	৮২৬
পথ দেখানো (রাসূল স. কি অন্ধ/মুশরিককে পথ দেখাতে পারবেন?)	১০-ইউনুস	৪৩	৬৫৮
বধির (অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করে না যারা...)	২৫-ফুরকান	৭৩	৭৮৭
বধির (অন্ধ ও বধির হয়ে রইল বনী ইসরাঈলরা...)	৫-মায়িদা	৭১	৫৮৯
বনী ইসরাঈলরা অন্ধ ও বধির হয়ে রইল...	৫-মায়িদা	৭১	৫৮৯
মুনাফিকদের চক্ষু অন্ধ করে দিয়েছেন আল্লাহ...	৪৭-মুহাম্মাদ	২৩	৯১৪
মুনাফিকরা অন্ধ (সুতরাং তারা সঠিক পথে ফিরে আসবেনা)	২-বাক্বারা	১৮	৫০৩
রাসূল স. এর নিকট এক অন্ধ আসলে (রাসূল স. মুখ ফিরিয়ে নিলেন)	৮০-আবাসা	২	১০০৬
সঠিকপথ প্রদর্শন(রাসূল স. অন্ধকে সঠিকপথ প্রদর্শনকারী নন)	২৭-নামল	৮১	৮০৬
সঠিকপথে পরিচালিত করা যায় না অন্ধ পথভ্রষ্টকে...	৪৩-যুখরুফ	৪০	৮৯৮
সম্প্রদায় (অন্ধ সম্প্রদায় ছিল নূহের সম্প্রদায়)	৭-আ'রাফ	৬৪	৬১৮
হৃদয় অন্ধ হয়; চোখ অন্ধ হয়না (জালিমদের প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪৬	৭৬২
অন্ধকার			
অন্ধকারের উপর অন্ধকার (কাফিরদের কাজের উপমা)	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
আলোর সমান নয় অন্ধকার (উপমা)	৩৫-ফাতির	২০	৮৪৮
আলো (অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন আল্লাহ...)	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
উপমা (অন্ধকারে থাকা ব্যক্তি ও আলোয় পথচলা ব্যক্তির উপমা)	৬-আন্'আম	১২২	৬০৮
ঢিল মারা (আসহাবে কাহফ এর সংখ্যার ব্যাপারে)	১৮-কাহ্‌ফ	২২	৭২৬
তাগুত আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
বানানো (আল্লাহ অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন)	৬-আন্'আম	১	৫৯৬
বের করা (অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য আয়াত পাঠ)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অন্ধকার(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বের করা(মু'মিনদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৪৩	৮৩৭
বের করা (আল্লাহ অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন)	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
বের করা (মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করা...)	৫৭-হাদীদ	৯	৯৪৮
বের করা(মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য কিতাব)	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩
বের করা (মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য কিতাব)	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
মাছের পেটের অন্ধকারে ইউনুস এর ডাকা/দোয়া প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
মাতৃগর্ভের তিন ধরনের অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
মিথ্যা অভিহিতকারীরা অন্ধকারে নিমজ্জিত (আয়াতকে মিথ্যা...)	৬-আন্'আম	৩৯	৫৯৯
মুনাফিকদের উপমা, অন্ধকারে ছেড়ে দেয়ার মত	২-বাক্বারা	১৭	৫০৩
মুনাফিকদের উপর অন্ধকার নেমে আসলে তারা দাড়িয়ে যায়(উপমা)	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
মুষলধারে বৃষ্টির সাথে অন্ধকার (মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
যমীনের অন্ধকারের শস্যদানাও সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
রাতকে আল্লাহ অন্ধকার করেছেন...	৭৯-নাযি'আত	২৯	১০০৪
রাতের ঘন অন্ধকারে সালাত কায়েমের নির্দেশ	১৭-ইস্রা	৭৮	৭২০
রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত (মন্দকর্মশীলের চেহারা)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
সমুদ্রের অন্ধকার থেকে আল্লাহ উদ্ধার করেন	৬-আন্'আম	৬৩	৬০১
সমুদ্রের অন্ধকারে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাওয়া (তারকার মাধ্যমে)	৬-আন্'আম	৯৭	৬০৫
সমুদ্রের গভীর অন্ধকারের মত কাফিরদের কাজ	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
সমান নয় অন্ধকার ও আলো	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
স্থলের অন্ধকার থেকে আল্লাহ উদ্ধার করেন	৬-আন্'আম	৬৩	৬০১
স্থলের অন্ধকারে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
স্থলের অন্ধকারে পথ পাওয়া (তারকার মাধ্যমে)	৬-আন্'আম	৯৭	৬০৫
অন্ধকার যুগ (দেখুন জাহিলী যুগ শব্দটি)			
অন্ধকার রাত			
অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া...	১১৩-ফালাক	৩	১০৩৬
অন্ধকারাচ্ছন্ন			
মানুষ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, রাত থেকে দিনকে অপসারিত করলে	৩৬-ইয়াসীন	৩৭	৮৫৪
অন্ধত্ব			
কুরআন অন্ধত্বস্বরূপ, তাদের জন্য যারা ঈমান আনে না	৪১-ফুস্সিলাত	৪৪	৮৮৯
প্রাধান্য (অন্ধত্ব প্রাধান্য দিল ছামূদ জাতি, সঠিক পথের স্থলে)	৪১-ফুস্সিলাত	১৭	৮৮৭
অন্যায়/অন্যায়কারী			
অহংকার (অন্যায়ভাবে অহংকার করার শাস্তি কাফিরদের দেয়া হবে)	৪৬-আহ্কাফ	২০	৯১০
অহংকার (অন্যায়ভাবে অহংকারকারীদের নিদর্শন থেকে সরিয়ে নেয়া)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
অহংকার (পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করত আদ জাতি)	৪১-ফুস্সিলাত	১৫	৮৮৭
আশঙ্কা (মু'মিনদের অন্যায়ের আশঙ্কা থাকবে না, জিন প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬
জাহান্নামের ইন্ধন (অন্যায়কারী জিনদের প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১৫	৯৮৭
জিন (অন্যায়কারী জিনরা জাহান্নামের ইন্ধন)	৭২-জিন্	১৫	৯৮৭
জিনদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আন্যায়কারী...	৭২-জিন্	১৪	৯৮৭
জিনরা অন্যায় বাড়িয়ে দিত (মানুষ তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়ায়)	৭২-জিন্	৬	৯৮৬
ধ্বংস (অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন না প্রতিপালক, কোন জনপদ)	১১-হূদ	১১৭	৬৭৬
নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যার কারণে দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা...	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা (ইহুদী প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
নিহত (অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির প্রতিকারের ক্ষমতা ...)	১৭-ইস্রা	৩৩	৭১৬
ফির'আউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে অহঙ্কার করল	২৮-কাসাস	৩৯	৮১১
বনী ইসরাঈল কর্তৃক অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
বনী ইসরাঈল কর্তৃক অন্যায়ভাবে নবী হত্যা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
বাড়াবাড়ি (অন্যায় বাড়াবাড়ি হারাম করেছেন প্রতিপালক)	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫
বাড়াবাড়ি (দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায় বাড়বাড়ি করা নিষেধ...)	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
বাড়াবাড়ি (পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করার জন্য শাস্তি)	৪২-শূরা	৪২	৮৯৪
বিদ্রোহ (বিপদমুক্ত হয়েই মানুষ অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে)	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬
বের করা(মক্কার মুসলিমদেরকে অন্যায়ভাবে আবাস থেকে বের করা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
ভয় (অন্যায়ের ভয় করে মুনাফিকরা, আল্লাহ ও রাসূল স. এর পক্ষ থেকে)	২৪-নূর	৫০	৭৭৯
মু'মিনদের অন্যায়েরআশঙ্কা থাকবে না (জিন প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অন্বেষণ			
অনুগ্রহ (জুমআর নামাজ শেষে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ)	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে যমীনে ভ্রমণ...)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
জীবিকা অন্বেষণ (দিনের বেলায় জীবিকা অন্বেষণ আল্লাহর নিদর্শন)	৩০-রূম	২৩	৮২৩
দুনিয়ার সামগ্রী অন্বষণে দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা...	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
সন্তান (আল্লাহর নিকট সন্তান অন্বেষণ, রোজার রাতে স্ত্রীর নিকট...)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
বক্রতা (যারা আল্লাহর পথে বক্রতা অন্বেষণ করে তারা পথভ্রষ্ট)	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
বক্রতা অন্বেষণ করত জালিমরা	৭-আ'রাফ	৪৫	৬১৭
বক্রতা অন্বেষণ করে আখিরাতে অবিশ্বাসীরা (আল্লাহর পথে)	১১-হূদ	১৯	৬৬৭
বক্রতা অন্বেষণ করে আল্লাহর পথ থেকে (ঈমানদারদেরকে বিরত...)	৩-আলে ইমরান	৯৯	৫৪৫
বক্রতা অন্বেষণ না করা (শু'আইবের দাওয়াত প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
অপকর্ম (আরো দেখুন কুকর্ম শব্দটি)			
বীতশ্রদ্ধ (লূত তার সম্প্রদায়ের অপকর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ)	২৬-শু'আরা	১৬৮	৭৯৬
লূত সম্প্রদায়ের অপকর্ম থেকে রক্ষার দোয়া (লূত/পরিবারকে)	২৬-শু'আরা	১৬৯	৭৯৬
অপকার (আরো দেখুন অনিষ্ট/ক্ষতি শব্দটি)			
অক্ষম (অপকার/উপকারে অক্ষমে কিছুকে ডাকার অসারতা প্র.)	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
অক্ষম(আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকা হয় তারা অপকারে অক্ষম)	২২-হাজ্জ	১২	৭৫৯
অক্ষম (মানুষের অপকার করতে অক্ষম -এমন কাউকে ডাকা!)	১০-ইউনুস	১০৬	৬৬৪
উপাস্যরা অপকার করতে পারে না (আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যরা)	২৫-ফুরকান	৫৫	৭৮৬
ক্ষমতা (অপকার করার ক্ষমতা থাকবে না কিয়ামতে...)	৩৪-সাবা	৪২	৮৪৪
ক্ষমতা (উপাসকদের অপকার করার ক্ষমতা নেই উপাস্যদের)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
মানুষের অপকার করতে পারে না -এমন কাউকে ডাকা!	১০-ইউনুস	১০৬	৬৬৪
মূর্তিরা কি উপাসকদের অপকার করে?(ইবরাহীমের প্রশ্ন)	২৬-শু'আরা	৭৩	৭৯১
অপচয়/অপচয়কারী (আরো দেখুন অপব্যয় শব্দটি)			
ইয়াতিমের সম্পদ অপচয় না করার নির্দেশ	৪-নিসা	৬	৫৫৬
নিষেধ (অপচয় করা নিষেধ, ফসলের হক/উশর প্রদান প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
পছন্দ করেন না আল্লাহ অপচয়কারীকে	৭-আ'রাফ	৩১	৬১৫
বনী আদমকে অপচয় করতে নিষেধ...	৭-আ'রাফ	৩১	৬১৫
ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপচয় করে না রহমানের বান্দারা	২৫-ফুরকান	৬৭	৭৮৭
ভালবাসা (আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
অপছন্দ/অপছন্দনীয়/অপছন্দকারী			
অপরাধীরা অপছন্দ করলেও সত্যকে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করবেন	১০-ইউনুস	৮২	৬৬২
অপরাধীরা অপছন্দ করলেও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও বাতিলকে...	৮-আনফাল	৮	৬৩২
অবতীর্ণ বিষয় (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অপছন্দ করে যারা)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৬	৯১৪
আল্লাহ অপছন্দ করেন, তাদেরকে যুদ্ধে প্রেরণ যারা অনুমতি চায়...	৯-তাওবা	৪৬	৬৪৫
আল্লাহ অপছন্দ করেন তাদের জিহাদ যারা বসে থাকতে উৎফুল্ল...	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
আল্লাহর অপছন্দনীয় কথা বলা (মুনাফিকদের গোপন কুপরামর্শ প্র.)	৪-নিসা	১০৮	৫৭১
কল্যাণকরকে অপছন্দ করা (স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
কল্যাণকর (অপছন্দনীয় বিষয়ও কল্যাণকর হতে পারে)	২-বাক্বারা	২১৬	৫২৪
কাফিররা অপছন্দ করলেও আল্লাহ তার আলো পূর্ণ করবেন	৬১-সাফ্ফ	৮	৯৬০
কাফিররা অপছন্দ করে (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	৯	৯১২
কাফিররা অপছন্দ করে (আল্লাহর নূরের পূর্ণতা)	৯-তাওবা	৩২	৬৪৩
কাফিররা অপছন্দ করে (এক আল্লাহকে ডাকা)	৪০-মু'মিন	১৪	৮৭৯
গোশত (মৃত ভায়ের গোশত খাওয়া অপছন্দনীয়.. (গীবত প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
নূহ সম্প্রদায়ের অপছন্দ (নূহের প্রতি ঈমান আনা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	২৮	৬৬৮
বসে থাকা লোকেরা অপছন্দ করলেও আল্লাহর নির্দেশ স্পষ্ট হবে	৯-তাওবা	৪৮	৬৪৫
বের হওয়া অপছন্দ করছিল মু'মিনদের একটি দল	৮-আনফাল	৫	৬৩২
মুশরিকদের অপছন্দের বিষয় আল্লাহর প্রতি আরোপ করা প্রসঙ্গ...	১৬-নাহ্ল	৬২	৭০৭
মুশরিকরা অপছন্দ করলেও আল্লাহ সত্য দ্বীনকে জয়ী করবেন	৬১-সাফ্ফ	৯	৯৬০
মুশরিকরা অপছন্দ করে সত্য দ্বীনের বিজয়	৯-তাওবা	৩৩	৬৪৩
মুনাফিকরা অপছন্দ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টি)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৮	৯১৪
মৃত ভায়ের গোশত খাওয়া মু'মিনদের অপছন্দনীয় (গীবত প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
যুদ্ধ অপছন্দনীয় হলেও তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে	২-বাক্বারা	২১৬	৫২৪
শু'আইবের অপছন্দ সত্ত্বেও সম্প্রদায়ের ধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা!	৭-আ'রাফ	৮৮	৬২১
সত্য অপছন্দকারী (কাফিররা)	২৩-মু'মিনূন	৭০	৭৭০
সত্য বিমুখ (জাহান্নামীদের অধিকাংশই)	৪৩-যুখরুফ	৭৮	৯০১
স্ত্রীকে অপছন্দ করলেও ভালভাবে জীবন যাপন করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৯	৫৫৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অপদস্থ			
ইউসুফকে অপদস্থ করার প্রতিজ্ঞা (আযীযের স্ত্রীর আদেশ...)	১২-ইউসুফ	৩২	৬৭৯
ইবলিস অপদস্তদের অন্তর্ভুক্ত	৭-আ'রাফ	১৩	৬১৩
জিজিয়া (অপদস্ত অবস্থায় জিজিয়া কর না দেয়া পর্যন্ত যুদ্ধ...)	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
পথভ্রষ্টকারীদের অপদস্ত করার জন্য পদদলিত করতে চাবে কাফিররা	৪১-ফুস্সিলাত	২৯	৮৮৮
ফিরআউনের দলবল পরাজিত ও অপদস্ত হল (জাদু প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৯	৬২৩
সাবাবাসীকে সুলাইমান কর্তৃক অপদস্থ করার ঘোষণা	২৭-নামল	৩৭	৮০৩
অপবাদ			
গুরুতর অপবাদ (ইফকের ঘটনা) হযরত আশেয়া...	২৪-নূর	১৬	৭৭৫
গুরুতর অপবাদ, মারইয়ামের বিরুদ্ধে (বনী ইসরাঈল কর্তৃক)	৪-নিসা	১৫৬	৫৭৭
দেয়া (অপবাদ না দেয়ার বাইয়াত গ্রহণ, মুমিন নারীদের)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
বনী ইসরাঈলের গুরুতর অপবাদ (মারইয়ামের বিরুদ্ধে)	৪-নিসা	১৫৬	৫৭৭
বোঝা বহন (নির্দোষকে অপবাদ দিলে আরোপকারী সে বোঝা বহন করবে)	৪-নিসা	১১২	৫৭১
মারইয়ামের বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের গুরুতর অপবাদ	৪-নিসা	১৫৬	৫৭৭
মুমিনের কষ্টদাতারা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ বহনকারী	৩৩-আহযাব	৫৮	৮৩৯
স্ত্রীকে অপবাদ দিয়ে মোহরানা ফেরৎ নেয়া প্রসঙ্গ	৪-নিসা	২০	৫৫৯
অপবিত্র			
অজুহাত পেশকারীরা অপবিত্র (তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৯৫	৬৫০
কাজ(লূতের সম্প্রদায়ের অপবিত্র কাজ/সমকামিতা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
নামাজ (অপবিত্র অবস্থায় সালাত/নামাজ নিষিদ্ধ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
মুমিনগণ অপবিত্র হলে পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
মুশরিকরা অপবিত্র...	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
শূকরের গোশত অপবিত্র (হারাম খাদ্য প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	১৪৫	৬১০
অপবিত্রতা			
কাফিরদের অপবিত্রতার সাথে আরও অপবিত্রতা বৃদ্ধি...	৯-তাওবা	১২৫	৬৫৩
দূর করা(আল্লাহ নবী পরিবার থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
মদ, জুয়া, মূর্তিপুজার বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ইত্যাদি অপবিত্রতা	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
মূর্তিপূজার অপবিত্রতা বর্জন করার নির্দেশ	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
শয়তানের অপবিত্রতা দূর করতে চাইলেন আল্লাহ (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
স্থাপন (যারা ঈমান আনেনা তাদের উপর অপবিত্রতা স্থাপন)	৬-আন'আম	১২৫	৬০৮
অপবিত্রতা (কুফরী)			
আরোপ (যারা অনুধাবন করে না তাদের উপর অপবিত্রতা স্থাপন)	১০-ইউনুস	১০০	৬৬৩
অপবিত্রতা (মূর্তি পূঁজা)			
বর্জন (রাসূল স. কে অপবিত্রতা বর্জনের নির্দেশ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫	৯৯০
অপবিত্র বস্তু			
হারাম (নবী মানুষের জন্য অপবিত্র বস্তু হারাম করেন)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
অপব্যবহার			
চোখের অপব্যবহার সম্বন্ধে আল্লাহ জানেন	৪০-মু'মিন	১৯	৮৭৯
অপব্যয় (আরো দেখুন অপচয় শব্দটি)			
নিষিদ্ধ (অপব্যয় করা নিষিদ্ধ)	১৭-ইস্রা	২৭	৭১৬
অপব্যয়কারী			
শয়তানের ভাই (অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই)	১৭-ইস্রা	২৭	৭১৬
অপমান/অপমানজনক/অপমানিত			
আগুনে নিক্ষেপ করবেন যাকে তাকে অপমানিত করা হবে	৩-আলে ইমরান	১৯২	৫৫৪
আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণকারীদের চরম অপমান	৯-তাওবা	৬৩	৬৪৬
আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণকারীরা অপমানিত হবে	৫৮-মুজাদালা	২০	৯৫৪
ইবরাহীমকে পুনরুত্থানের দিন অপমানিত না করার জন্য দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৭	৭৯২
কাফিরদের (কিয়ামতে অপমান ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য)	১৬-নাহ্ল	২৭	৭০৫
কাফিরদেরকে (অপমান আচ্ছন্ন করবে অপরাধীদেরকে, কিয়ামতে)	৬৮-ক্বালাম	৪৩	৯৭৭
কাফিরদেরকে (অপমান আচ্ছন্ন করবে কাফিরদেরকে, কিয়ামতে)	৭০-মা'আরিজ	৪৪	৯৮৩
কাফিরদেরকে অপমানিত করবেন আল্লাহ	৯-তাওবা	২	৬৪০
কাফিরদেরকে অপমানিত করবেন আল্লাহ	৯-তাওবা	১৪	৬৪১
কাফিররা অপমানিত হবার পূর্বে আয়াত মেনে চলত! (ধ্বংস করা হলে বলে)	২০-ত্বা-হা	১৩৪	৭৪৯
কিয়ামতে আল্লাহ কাফিরদেরকে অপমানিত করবেন	১৬-নাহ্ল	২৭	৭০৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কিয়ামতের দিন অপমানিত না করার প্রার্থনা মুমিনদের	৩-আলে ইমরান	১৯৪	৫৫৫
জালিমদের অপমানে অবনত অবস্থায় জাহান্নামের সামনে আনা হবে	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
দুনিয়ার জীবনে অপমান (কিতাবের একাংশে ঈমানের কারণে)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
দুনিয়াতে অপমান তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও রাসূল স. এর...	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
দুনিয়াতে(আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য দুনিয়াতে অপমান...)	২২-হাজ্জ	৯	৭৫৯
দুনিয়ায় অপমান তাদের জন্য যাদেরকে পবিত্র করতে...	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
দুনিয়ায় অপমান (মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণে বাধা দানকারীর)	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
নবীকে ও মুমিনকে আল্লাহ কিয়ামতে অপমানিত করবেন না	৬৬-তাহরীম	৮	৯৭০
পাপাচারী ইহুদীদের অপমানিত করার জন্য তাদের খেজুর গাছ কাটা...	৫৯-হাশর	৫	৯৫৫
বের করা (মদীনা থেকে সম্মানিতরা অপমানিতদের বের করবে...)	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
ভাল কাজ করলে তার চেহারাকে অপমান আচ্ছন্ন করবে না	১০-ইউনুস	২৬	৬৫৬
মন্দকর্মশীলদের চেহারাকে অপমান আচ্ছন্ন করবে	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
লূতকে অপমানিত না করার আহ্বান জানালেন তার সম্প্রদায়কে	১৫-হিজর	৬৯	৭০১
লূতকে অপমানিত না করার আহ্বান (মেহমানদের ব্যাপারে...)	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
শাস্তি অপমানিত করবে নূহের সম্প্রদায়কে	১১-হূদ	৩৯	৬৬৯
শাস্তি কাকে অপমানিত করবে- মাদইয়ানবসীরা তা জানতে পারবে	১১-হূদ	৯৩	৬৭৪
শাস্তি (অপমানজনক শাস্তির বজ্র আঘাত করল, ছামুদ জাতিকে)	৪১-ফুস্সিলাত	১৭	৮৮৭
শাস্তি (অপমানিতকারী শাস্তি ও রাসূল স. এর সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৩৯-যুমার	৪০	৮৭৪
শাস্তি (আখিরাতে অধিক অপমানজনক শাস্তি, আদ জাতির জন্য)	৪১-ফুস্সিলাত	১৬	৮৮৭
শাস্তি (আদ জাতিকে দুনিয়ার জীবনে অপমানের শাস্তি প্রদান...)	৪১-ফুস্সিলাত	১৬	৮৮৭
শাস্তি (ঈমানের কারণে ইউনুসের জাতির অপমানজনক শাস্তি দূর)	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
শাস্তির দিনের অপমান থেকে সালিহ ও মুমিনদেরকে উদ্ধার	১১-হূদ	৬৬	৬৭১
সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে অপমানিত করা(সাবার রানীর আশঙ্কা)	২৭-নামল	৩৪	৮০২
সাবাবাসীকে অপমানিত অবস্থায় বের করার ঘোষণা(সুলাইমান কর্তৃক)	২৭-নামল	৩৭	৮০৩
অপরাধ (আরো দেখুন পাপ শব্দটি)			
অনুগ্রহ তালাশ করাতে অপরাধ নেই, হজ্জ প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	১৯৮	৫২২
অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দেয়াতে অপরাধ নেই (যোদ্ধারা অসুস্থ হলে...)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
আপোস-নিস্পত্তি করাতে অপরাধ নেই (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
ইদ্দতের পর বিয়ের প্রস্তাবে অপরাধ নেই...	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
কসর/সংক্ষিপ্ত নামাজ আদায়ে অপরাধ নেই (ফিতনার আশঙ্কা থাকলে)	৪-নিসা	১০১	৫৭০
কাফিররা অপরাধ স্বীকার করবে (কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	১১	৮৭৮
ক্ষমাকারী (আল্লাহ অপরাধ ক্ষমাকারী)	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮
ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা (আখিরাতে প্রতিপালকের অক্ষমা)	২৬-শু'আরা	৮২	৭৯২
ক্ষমা প্রার্থনা (অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে মুমিনরা)	৩-আলে ইমরান	১৩৫	৫৪৮
ক্ষমা প্রার্থনা করে অপরাধের জন্য আল্লাহওয়ালারা	৩-আলে ইমরান	১৪৭	৫৪৯
ক্ষমা (বনী ইসরাঈলের অপরাধ ক্ষমা করার আশ্বাস)	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
ক্ষমা (অপরাধ ক্ষমা করবে কে, আল্লাহ ছাড়া?)	৩-আলে ইমরান	১৩৫	৫৪৮
ক্ষমা (অপরাধ ক্ষমা করবেন আল্লাহ, রাসূল স. কে অনুসরণ করলে)	৩-আলে ইমরান	৩১	৫৩৯
ক্ষমা (অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা, প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫
ক্ষমা (অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন আল্লাহ, জিহাদকারীদের)	৬১-সাফ্ফ	১২	৯৬১
ক্ষমা (অপরাধের ক্ষমা পাওয়ার আশায় জাদুকরদের ঈমান...)	২০-ত্বা-হা	৭৩	৭৪৫
ক্ষমা (অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৬	৫৩৭
ক্ষমা (আল্লাহ মুত্তাকীদের অপরাধ ক্ষমা করবেন)	৩৩-আহযাব	৭১	৮৪০
ক্ষমা (আল্লাহ সকল অপরাধ ক্ষমা করেন তাই নিরাশ হওয়া যাবেনা)	৩৯-যুমার	৫৩	৮৭৫
ক্ষমা (ঈমান আনলে আল্লাহ অপরাধ ক্ষমা করবেন)	৪৬-আহ্কাফ	৩১	৯১১
ঘরে প্রবেশে অপরাধ নেই যখন... (অনুমতি ছাড়া)	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
ছামুদ জাতির অপরাধের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করলেন আল্লাহ	৯১-শাম্স	১৪	১০২৪
ছামুদ সম্প্রদায়কে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে অপরাধ করতে নিষেধ	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
জিজ্ঞাসা (সেদিন মানুষ/জিনের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না?)	৫৫-রাহমান	৩৯	৯৪১
জীবন্ত কন্যাকে কি অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল?	৮১-তাকভীর	৯	১০০৮
তালাক দেয়ায় অপরাধ নেই (স্ত্রীকে স্পর্শ করা বা মোহর নির্ধারণ...)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
দুধ ছাড়ানোতে অপরাধ নেই (পারস্পরিক সম্মতিতে)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
দুধ পান করানোতে অপরাধ নেই (পারিশ্রমিক দিয়ে)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
ধ্বংস (অপরাধের কারণে পূর্ববর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করা হয়)	৬-আন'আম	৬	৫৯৬
ধ্বংস (অপরাধের কারণে ধ্বংস করলেন প্রতিপালক ফিরআউন...)	৮-আনফাল	৫৪	৬৩৭
নগদ লেনদেন লিখে না রাখলে অপরাধ নেই...	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
নবী ওহী রচনা করলে তার অপরাধ তার উপরই বর্তাবে	১১-হূদ	৩৫	৬৬৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অপরাধ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নবীর স্ত্রীদের অপরাধ নয় (পিতা,পুত্র,ভাইদের সাথে পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে অপরাধ নেই (স্ত্রীর ইদ্দতের পর বিয়ে...)	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
নির্দোষকে অপরাধ আরোপ করলে অপবাদ/পাপের বোঝা বহন...	৪-নিসা	১১২	৫৭১
পরিবেষ্টিত (অপরাধে পরিবেষ্টিত ব্যক্তি আগুনের অধিবাসী)	২-বাক্বারা	৮১	৫০৯
পাকড়াও(অপরাধের কারণে আল্লাহ প্রত্যেককে পাকড়াও করেছেন)	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
পাকড়াও (অপরাধের কারণে পাকড়াও করলেন আল্লাহ ফিরআউন...)	৩-আলে ইমরান	১১	৫৩৬
পাকড়াও করেছিলেন আল্লাহ অপরাধের কারণে ফিরআউন বংশকে	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিয়েতে অপরাধ নেই	৪-নিসা	২৪	৫৬০
পুত্রদের অপরাধের জন্য পিতা ইয়াকুবকে ক্ষমা প্রার্থনার অনুরোধ	১২-ইউসুফ	৯৭	৬৮৬
পূর্ববর্তীদেরকে অপরাধের জন্য পাকড়াও করেছেন আল্লাহ...	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৯
প্রশ্ন (অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না অপরাধীদেরকে)	২৮-কাসাস	৭৮	৮১৫
প্রতিশোধ (অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন আল্লাহ)	৩০-রূম	৪৭	৮২৫
ফিরআউন ও অপরাধে লিপ্ত জনপদ ধ্বংস প্রসঙ্গ	৬৯-হাক্কাহ্	৯	৯৭৮
বনীইসরাঈলকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদের দ্বারা অপরাধ করতে নিষেধাজ্ঞা	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
বনীইসরাঈলের অপরাধের ক্ষমা...(জনপদে প্রবেশ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৮	৫০৬
বহন (কাফির কর্তৃক মুমিনদের অপরাধ বহন করার আশ্বাস)	২৯-আনকাবূত	১২	৮১৭
বান্দার অপরাধ সম্পর্কে খবর রাখার ব্যাপারে আল্লাহ যথেষ্ট	১৭-ইস্রা	১৭	৭১৫
বান্দার অপরাধের খবর রাখতে আল্লাহ যথেষ্ট	২৫-ফুরকান	৫৮	৭৮৬
বিয়ে করাতে অপরাধ নেই, মুমিন নারীদেরকে (মোহরানা দিয়ে...)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
বিয়েতে অপরাধ নেই (অসহবাসকৃতা স্ত্রীর কন্যাদের)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
বৃদ্ধা নারীর অপরাধ নেই অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখায়	২৪-নূর	৬০	৭৮০
ভুল করলে অপরাধ নেই (পালক পুত্র প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
মানুষের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না (কিয়ামতে)?	৫৫-রাহ্মান	৩৯	৯৪১
মাপে/ওজনে কম দেয়ার অপরাধ	১১-হূদ	৮৫	৬৭৩
মুমিনদের অপরাধ কাফির বহন করবে না(যদিও আশ্বাস দেয়)	২৯-আনকাবূত	১২	৮১৭
মুমিনদের অপরাধ নেই (পূর্বে যা খেয়েছে তাতে, মদ প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৩	৫৯২
মুমিনদের অপরাধ সম্পর্কে মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না	৩৪-সাবা	২৫	৮৪৩
মূসার অপরাধ (মূসার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ, কিবতি হত্যা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৪	৭৮৮
রাসূল স. এর অপরাধ নেই (দূরে রাখা স্ত্রীকে কামনা করলে)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
শাস্তি (অপরাধের কারণে শাস্তি দিতে চান আল্লাহ, মুনাফিকদেরকে)	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
শাস্তি (অপরাধের কারণে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি)	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
শাস্তি (অপরাধের জন্য কেন শাস্তি দিবেন আল্লাহ- ইহুদী ও...)	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
শাস্তি (আল্লাহ ইচ্ছা করলে অপরাধের শাস্তি দিতে পারেন)	৭-আ'রাফ	১০০	৬২২
শু'আইব কর্তৃক সম্প্রদায়কে ফ্যাসাদ সৃষ্টির অপরাধ না করার আদেশ	২৯-আনকাবূত	৩৬	৮১৯
শু'আইব সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে অপরাধ না করার আহ্বান	১১-হূদ	৮৫	৬৭৩
সম্প্রদায়ের অপরাধের ব্যাপারে নবী দায়মুক্ত	১১-হূদ	৩৫	৬৬৮
সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ করায় কোন অপরাধ নেই	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
স্ত্রী বের হয়ে গেলে অপরাধ হবে না (স্বামীর মৃত্যুর পর)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
স্ত্রীকে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলল আযীয	১২-ইউসুফ	২৯	৬৭৯
স্বীকার (অপরাধ স্বীকার করবে জাহান্নামিরা)	৬৭-মুল্ক	১১	৯৭২
স্বামী-স্ত্রীর অপরাধ নেই (বিনিময় দিয়ে খোলা তালাক)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
স্বামীর নিকট ফিরে আসাতে অপরাধ নেই যদি...	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
স্বীকার (অপরাধ স্বীকার করেছে যারা)	৯-তাওবা	১০২	৬৫১
অপরাধী (আরো দেখুন পাপী শব্দটি)			
অপছন্দ (অপরাধীরা অপছন্দ করলেও আল্লাহ্ সত্য প্রতিষ্ঠা করেন)	১০-ইউনুস	৮২	৬৬২
অপছন্দ (অপরাধীরা অপছন্দ করলেও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও...)	৮-আনফাল	৮	৬৩২
অস্বীকার ('এটাই জাহান্নাম অপরাধীরা যাকে অস্বীকার করত!'...)	৫৫-রাহ্মান	৪৩	৯৪১
আগুন দেখতে পাবে (কিয়ামতের দিন)..	১৮-কাহ্ফ	৫৩	৭২৯
আযীযের স্ত্রী অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত (আযীয বলল)	১২-ইউসুফ	২৯	৬৭৯
আহার ও ভোগ সামান্য (অপরাধীদের জন্য , দুনিয়ায়)	৭৭-মুর্সালাত	৪৬	৯৯৯
ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা অপরাধী ছিল	১২-ইউসুফ	৯১	৬৮৫
ইয়াকুবের পুত্ররা ছিল অপরাধী (ইউসুফের ভাইদের প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	৯৭	৬৮৬
কসম করে বলবে অপরাধীরা (দুনিয়ায় অবস্থান সম্পর্কে)	৩০-রূম	৫৫	৮২৬
কাফিররা অপরাধী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত (আয়াত সম্পর্কে অহংকার...)	৪৫-জাছিয়া	৩১	৯০৭
কিয়ামতে অপরাধীদের দৃষ্টিহীন করে সমবেত করা হবে	২০-ত্বা-হা	১০২	৭৪৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কেয়ামতে সুসংবাদ নেই (অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না)	২৫-ফুরকান	২২	৭৮৪
খাদ্য (ক্ষত নিঃসৃত পুঁজই হবে অপরাধী জাহান্নামীদের খাদ্য)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৭	৯৭৯
চুলের গোছা ধরে মিথ্যাচারীকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (দোযখে)	৯৬-আলাক	১৬	১০২৮
চেনা (অপরাধীদের লক্ষণ দ্বারা তাদেরকে চেনা যাবে)	৫৫-রাহ্মান	৪১	৯৪১
জাহান্নাম (প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে আসলে)	২০- ত্ব-হা	৭৪	৭৪৫
জালিমরা ছিল অপরাধী (যারা বিলাস সামগ্রীর পিছনে ছুটেছিল)	১১-হূদ	১১৬	৬৭৬
জাহান্নাম (অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে চিরস্থায়ী হবে)	৪৩-যুখরুফ	৭৪	৯০১
জালিম (আল্লাহ জুলুম করেননি, অপরাধীরাই জালিম)	৪৩-যুখরুফ	৭৬	৯০১
জিজ্ঞাসা (অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে ডানের সাথীরা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪১	৯৯২
তাড়াহুড়া (অপরাধীরা কি কারণে শাস্তির জন্য তাড়াহূড়া করছে!)	১০-ইউনুস	৫০	৬৫৯
তাড়িয়ে নিবেন আল্লাহ অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে...	১৯-মারইয়াম	৮৬	৭৪০
তুব্বা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা ছিল অপরাধী	৪৪-দুখান	৩৭	৯০৩
দুর্বলরা নিজেরাই অপরাধী ছিল (অহংকারীরা বলবে)	৩৪-সাবা	৩২	৮৪৪
দৃষ্টিহীন করে অপরাধীদের সমবেত করা হবে (কিয়ামতে)	২০-ত্বা-হা	১০২	৭৪৭
ধ্বংস করে দেন আল্লাহ পূর্ববর্তী অপরাধীদের ...	৭৭-মুর্সালাত	১৮	৯৯৭
পথ (অপরাধীদের পথ স্পষ্ট করার জন্য আয়াত বর্ণনা)	৬-আন্'আম	৫৫	৬০১
পথভ্রষ্ট করা (অপরাধীরা ইবলিসের বাহিনীকে পথভ্রষ্ট করা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৯৯	৭৯৩
পরিণাম (অপরাধীদের পরিণাম লক্ষ্য করা, লূত সম্প্রদায় প্র.)	৭-আ'রাফ	৮৪	৬২০
পরিণাম (পৃথিবীতে অপরাধীদের পরিণাম দেখার নির্দেশ)	২৭-নামল	৬৯	৮০৬
পাকড়াও (অপরাধীদের মাথার ঝুটি/পা ধরে পাকড়াও করা হবে)	৫৫-রাহ্মান	৪১	৯৪১
পুঁজই হবে অপরাধীদের খাদ্য	৬৯-হাক্কাহ্	৩৭	৯৭৯
পৃথক হয়ে যেতে বলা হবে অপরাধীদেরকে (কিয়ামতে)	৩৬-ইয়াসীন	৫৯	৮৫৫
প্রতিশোধগ্রহণকারী (আল্লাহ অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধগ্রহণকারী)	৩২-সাজ্দা	২২	৮৩১
প্রতিফল (অপরাধীদের প্রতিফল দেন আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
প্রতিফল (আল্লাহ অপরাধীদেরকে আদ জাতির মত প্রতিফল দেন)	৪৬-আহ্কাফ	২৫	৯১০
প্রশ্ন করা (অপরাধীদেরকে প্রশ্ন করা হবে না)	২৮-কাসাস	৭৮	৮১৫
প্রতিদান (অপরাধী সম্প্রদায়কে ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিদান.)	১০-ইউনুস	১৩	৬৫৫
ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী	২৮-কাসাস	৮	৮০৮
ফির'আউন সম্প্রদায় ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়	৭-আ'রাফ	১৩৩	৬২৪
ফির'আউনের সম্প্রদায় অপরাধী	৪৪-দুখান	২২	৯০৩
ফিরআউনের সম্প্রদায় ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়	১০-ইউনুস	৭৫	৬৬১
ভীত দেখা যাবে অপরাধীদের, আমলনামা পেশ করা হলে (কিয়ামতে)	১৮-কাহ্ফ	৪৯	৭২৮
ভ্রষ্টতা ও উন্মত্ততার মধ্যে রয়েছে অপরাধীরা	৫৪-কামার	৪৭	৯৩৮
মাথা নত করবে অপরাধীরা (কিয়ামতে প্রতিপালকের সামনে)	৩২-সাজ্দা	১২	৮৩১
মুক্তি কামনা করবে অপরাধীরা সবকিছুর বিনিময়ে)	৭০-মা'আরিজ	১১	৯৮১
মুখ ফিরানো (আদ জাতিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে নিষেধ...)	১১-হূদ	৫২	৬৭০
মুনাফিকরা অপরাধী সম্প্রদায়	৯-তাওবা	৬৬	৬৪৬
মুসলিমদেরকে অপরাধীদের মত গণ্য করবেন না আল্লাহ	৬৮-ক্বালাম	৩৫	৯৭৬
লক্ষণ(অপরাধীদের লক্ষণ দ্বারা তাদেরকে চেনা যাবে)	৫৫-রাহ্মান	৪১	৯৪১
শত্রু (অপরাধীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু ...)	২৫-ফুরকান	৩১	৭৮৪
শাস্তি লাঘব করা হবে না (অপরাধী/জাহান্নামিদের)	৪৩-যুখরুফ	৭৫	৯০১
শাস্তি (আল্লাহ অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন)	৩৭-সাফ্ফাত	৩৪	৮৫৮
শাস্তি (আল্লাহ দয়াশীল কিন্তু অপরাধী হতে শাস্তি নিবৃত্ত করেননা)	৬-আন্'আম	১৪৭	৬১১
শাস্তি (অপরাধীরা কি কারণে শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করছে!)	১০-ইউনুস	৫০	৬৫৯
শাস্তি (অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে চিরস্থায়ী হবে)	৪৩-যুখরুফ	৭৪	৯০১
শিকলে বাঁধা হবে অপরাধীদের(কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৯	৬৯৭
ষড়যন্ত্র করার জন্য অপরাধীদের জনপদে নিযুক্ত করা...	৬-আন্'আম	১২৩	৬০৮
সফল হয় না অপরাধীরা (আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	১৭	৬৫৫
সম্প্রদায় (অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছে ফেরেশতারা)	১৫-হিজর	৫৮	৭০০
সম্প্রদায় (অপরাধী সম্প্রদায় থেকে শাস্তি প্রতিহত করা যায় না)	১২-ইউসুফ	১১০	৬৮৭
সম্প্রদায় (অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছে ফেরেশতারা)	৫১-যারিয়াত	৩২	৯২৭
সাহায্যকারী (অপরাধীর সাহায্যকারী হবে না মূসা)	২৮-কাসাস	১৭	৮০৯
হতাশাগ্রস্থ হবে (অপরাধী/জাহান্নামিরা)	৪৩-যুখরুফ	৭৫	৯০১
হতাশ (অপরাধীরা হতাশ হবে, কিয়ামতের দিন)	৩০-রূম	১২	৮২২
হাসি-ঠাট্টা করতো (মুমিনদেরকে নিয়ে অপরাধীরা)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৯	১০১২
হৃদয় (অপরাধীদের হৃদয়ে অবিশ্বাস সঞ্চার, কুরআন অস্বীকার প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২০০	৭৯৮
হৃদয় (অপরাধীদের হৃদয়ে রাসূলদের প্রতি বিদ্রূপ প্রবণতা সঞ্চার...)	১৫-হিজর	১২	৬৯৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অপরিচিত			
মেহমান (ফেরেশতাদেরকে) অপরিচিত ভাবলেন ইবরাহীম...	১১-হূদ	৭০	৬৭২
লোক (সম্মানিত অতিথিদেরকে অপরিচিত লোক মনে হল)	৫১-যারিয়াত	২৫	৯২৬
লোক (অপরিচিত লোক মনে করল লূত ফেরেশতাদেরকে)	১৫-হিজর	৬২	৭০১
অপরিচ্ছন্নতা			
হজ্জের সময় হজ্জকারীদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	২৯	৭৬০
অপরিবর্তনীয়			
স্বাদ (জান্নাতের দুধের স্বাদ অপরিবর্তনীয়)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
অপরিহার্য			
শাস্তি অপরিহার্য হত (প্রতিপালকের নির্দিষ্ট সময়/বাণী না থাকলে)	২০-ত্বা-হা	১২৯	৭৪৯
শাস্তি (মিথ্যা অভিহিত করার জন্য অপরিহার্য শাস্তি আসবে)	২৫-ফুরকান	৭৭	৭৮৭
অপসারিত			
দিনকে রাত থেকে অপসারিত করলে, মানুষ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়	৩৬-ইয়াসীন	৩৭	৮৫৪
পোশাক অপসারিত করেছিল শয়তান আদম ও তার স্ত্রী থেকে	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
শাস্তি অপসারিত করলে মূসাকে বিশ্বাস করার ওয়াদা (ফিরআউন প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৩৪	৬২৪
শাস্তি অপসারিত করলেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত (ফিরআউনের সম্প্রদায়)	৭-আ'রাফ	১৩৫	৬২৪
অপেক্ষমাণ			
অগ্নিশিখা (জিন আকাশের সংবাদ শুনতে গেলে অপেক্ষমাণ অগ্নিশিখা)	৭২-জিন্	৯	৯৮৬
সাক্ষী দুজনকে অপেক্ষমান রাখতে হবে ওসিয়ত প্রসংগ	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
অপেক্ষা (আরো দেখুন প্রতিক্ষা শব্দটি)			
আল্লাহর আসার জন্য অপেক্ষা যে...	২-বাক্বারা	২১০	৫২৩
ঈমান আনে না যারা তারা অপেক্ষা করুক	১১-হূদ	১২২	৬৭৬
কাফিররা কি শাস্তির জন্য অপেক্ষা করছে!	১০-ইউনুস	১০২	৬৬৪
কিয়ামত আসার অপেক্ষায় আছে কি জালিমরা?	৪৩-যুখরুফ	৬৬	৯০০
কিয়ামতের অপেক্ষা করছে	৪৭-মুহাম্মাদ	১৮	৯১৩
জালিমরা কি কিয়ামত আসার অপেক্ষায় আছে?	৪৩-যুখরুফ	৬৬	৯০০
জাহান্নাম অপেক্ষায় আছে (সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য)	৭৮-নাবা	২১	১০০১
ধোঁয়াচ্ছন্ন দিনের/কিয়ামতের অপেক্ষা করার নির্দেশ	৪৪-দুখান	১০	৯০২
পরিণামের জন্য অপেক্ষা করছে যারা দ্বীনকে খেল-তামাশা...	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে খাবার জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করা যাবে না	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
ফেরেশতা/প্রতিপালক/নিদর্শন আসার অপেক্ষা (কাফিরদের)	৬-আন্'আম	১৫৮	৬১২
বিকট শব্দের অপেক্ষা করছে কাফিররা (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৩৬-ইয়াসীন	৪৯	৮৫৪
মু'মিনদেরকে অপেক্ষা করতে বলবে মুনাফিকরা (কিয়ামতে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
মুনাফিকরা সামান্যই অপেক্ষা করত (খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৪	৮৩৪
রাসূল স. এর অপেক্ষা (ফায়সালার দিন আসা প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্দা	৩০	৮৩২
রাসূল স. এর মৃত্যুর অপেক্ষা করে (কাফিররা)	৫২-তূর	৩০	৯৩০
শব্দের (বিকট শব্দের অপেক্ষা করছে যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল...)	৩৮-সোয়াদ	১৫	৮৬৬
শাস্তির জন্য অপেক্ষমান কাফিরদের সাথে রাসূলও অপেক্ষা করছেন!	১০-ইউনুস	১০২	৬৬৪
শাস্তির জন্য কাফিরদের অপেক্ষা!	১০-ইউনুস	১০২	৬৬৪
সালিহ আ.কে অপেক্ষা করার নির্দেশ (ছামুদ জাতির পরীক্ষা প্রসঙ্গ)	৫৪-কামার	২৭	৯৩৭
হূদ আ. সম্প্রদায়কে অপেক্ষা করতে বলল (প্রতিশ্রুত শাস্তির জন্য)	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
অপেক্ষাকারী			
কাফিররা অপেক্ষাকারী (ফায়সালার দিন আসা প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্দা	৩০	৮৩২
রাসূল ও মুমিনগণও অপেক্ষাকারী (শাস্তি প্রসঙ্গ...)	১১-হূদ	১২২	৬৭৬
রাসূলও অপেক্ষাকারী! (শাস্তির জন্য অপেক্ষমান কাফিরদের সাথে)	১০-ইউনুস	১০২	৬৬৪
হূদ আ. নিজেও অপেক্ষাকারী (প্রতিশ্রুত শাস্তির জন্য)	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
অপ্রকাশ্য			
অশ্লীলতা (অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা হারাম করেছেন আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫
অশ্লীলতা (প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার নিকটবর্তী হওয়া যাবেনা)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
আল্লাহ অপ্রকাশ্য আল্লাহর পরিচয়	৫৭-হাদীদ	৩	৯৪৮
নেয়ামত (আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অপ্রকাশ্য নেয়ামত পূর্ণ করেছেন)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
পাপ (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ বর্জনের নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১২০	৬০৭
অপ্রতিরোধ্য			
অপ্রতিরোধ্য দিন/কিয়ামত আসার পূর্বেই আল্লাহর ডাকে সাড়া	৪২-শূরা	৪৭	৮৯৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অপ্রিয়			
কুফরীকে আল্লাহ অপ্রিয় করেছেন (মুমিনদের জন্য..)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
পাপাচারকে আল্লাহ অপ্রিয় করেছেন (মুমিনদের নিকট..)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
অফুরন্ত			
প্রতিদান (অফুরন্ত প্রতিদান, ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য)	৮৪-ইনশিকাক	২৫	১০১৪
প্রতিদান (রাসূল স. এর জন্য অফুরন্ত প্রতিদান)	৬৮-ক্বালাম	৩	৯৭৫
প্রতিদান (সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান)	৯৫-তীন	৬	১০২৭
প্রতিদান (মুমিন ও সৎকর্মশীলদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান)	৪১-ফুস্সিলাত	৮	৮৮৬
অবকাশ/অবকাশপ্রাপ্ত			
অবাধ্যতায় দিশেহারার মত ঘুরে বেড়াবার অবকাশ	৬-আন্'আম	১১০	৬০৬
ইবলিস অবকাশপ্রাপ্ত, কিয়ামত পর্যন্ত	৭-আ'রাফ	১৫	৬১৪
ইবলিস অবকাশপ্রাপ্ত (প্রতিপালকের ঘোষণা)	৩৮-সোয়াদ	৮০	৮৭০
ইবলিসের অবকাশ প্রার্থনা (পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত)	৩৮-সোয়াদ	৭৯	৮৭০
ইবলিসের অবকাশ প্রার্থনা (কিয়ামত পর্যন্ত)	১৭-ইস্রা	৬২	৭১৯
ইবলিসকে অবকাশ দিলেন আল্লাহ (পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত)	১৫-হিজর	৩৭	৭০০
ইবলিসকে অবকাশ প্রদান (পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত)	১৫-হিজর	৩৬	৬৯৯
ইবলিস অবকাশ প্রার্থনা করল (পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত)	৭-আ'রাফ	১৪	৬১৪
ঋণগ্রহীতাকে অবকাশ (স্বচ্ছলতা লাভ না করা পর্যন্ত)	২-বাক্বারা	২৮০	৫৩৩
কাফিররা অবকাশ পাবে না (ফেরেশতা প্রেরণ করলে)	১৫-হিজর	৮	৬৯৮
কাফিরদের সাময়িক অবকাশ ও রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলার শাস্তি	২২-হাজ্জ	৪৪	৭৬২
কাফিরদেরকে কিছুক্ষণ অবকাশ দানের নির্দেশ	৮৬-তারিক	১৭	১০১৭
কাফিরদেরকে সামান্য অবকাশ দেয়ার নির্দেশ...	৭৩-মুযযাম্মিল	১১	৯৮৮
কাফিরদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না	২-বাক্বারা	১৬২	৫১৮
কাফিরদেরকে অবকাশ দেয়া হত না (ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলে)	৬-আন্'আম	৮	৫৯৬
কাফিরদেরকে অবকাশ দেয়া হয় পাপ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য	৩-আলে ইমরান	১৭৮	৫৫৩
কাফিরদেরকে অবকাশ দেয়া তাদের কল্যাণের জন্য নয়...	৩-আলে ইমরান	১৭৮	৫৫৩
কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	৩২	৬৯১
কাফিরদের অবকাশ দেয়া হবে না (কিয়ামতে)	৩২-সাজ্দা	২৯	৮৩২
কাফিরদের অবকাশ দেয়া হবে না (জাহান্নামের আগুন প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৪০	৭৫২
গোমরাহীতে থাকার অবকাশ দেয়া (মানুষকে)	২৩-মু'মিনূন	৫৪	৭৬৯
ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ (অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে)	৭-আ'রাফ	১৮৬	৬৩০
জনপদকে অবকাশ (জালিম থাকা অবস্থায়) শাস্তি আসার পূর্বে...	২২-হাজ্জ	৪৮	৭৬২
জালিমরা অবকাশ প্রার্থনা করবে (রাসূল স. এর অনুসরণের জন্য)	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
জালিম জনপদকে অবকাশ ও পরে পাকড়াও করা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৪৮	৭৬২
জালিমদের অবকাশ (আতঙ্কে চোখ স্থির হওয়ার দিন পর্যন্ত)	১৪-ইবরাহীম	৪২	৬৯৭
জালিমদের অবকাশ দেয়া হবে না (কিয়ামতের শাস্তি থেকে)	১৬-নাহ্ল	৮৫	৭১০
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ... (কাফিরদেরকে)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষকে আল্লাহ অবকাশ দেন	১৬-নাহ্ল	৬১	৭০৭
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ (নূহ সম্প্রদায়ের ইবাদত প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	৪	৯৮৪
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ (আল্লাহ মানুষকে দেন)	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
নূহ আ. কে অবকাশ না দেয়ার আহবান (সম্প্রদায়ের প্রতি)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
পথভ্রষ্টদেরকে প্রচুর অবকাশ দেয়ার প্রার্থনা...	১৯-মারইয়াম	৭৫	৭৩৯
প্রার্থনা (সদকা করার জন্য অবকাশ প্রার্থনা...)	৬৩-মুনাফিকূন	১০	৯৬৫
ফির'আউন সম্প্রদায়কে অবকাশ দেয়া হয়নি	৪৪-দুখান	২৯	৯০৩
মানুষকে আল্লাহ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন	১৬-নাহ্ল	৬১	৭০৭
মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন আল্লাহ	৬৮-ক্বালাম	৪৫	৯৭৭
মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে অবকাশ দেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	১৮৩	৬৩০
মুনাফিকদেরকে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	১৫	৫০৩
মৃত্যুর সময় এসে গেলে আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না	৬৩-মুনাফিকূন	১১	৯৬৫
যুদ্ধ থেকে অবকাশ প্রার্থনা (একদল লোকের)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
রাসূল স. কে অবকাশ না দেয়া (শরীককে ডাকা ও ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৯৫	৬৩১
শাস্তি থেকে অবকাশ দেয়া হবে না তাদেরকে যারা...	৩-আলে ইমরান	৮৮	৫৪৪
শাস্তি থেকে অবকাশপ্রাপ্ত হওয়া (অপরাধীদের কামনা)	২৬-শু'আরা	২০৩	৭৯৮
শাস্তি থেকে জালিমদের অবকাশ দেয়া হবে না (কিয়ামতে)	১৬-নাহ্ল	৮৫	৭১০
সীমালঙ্ঘনে অবকাশ (যারা আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে না.)	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
হূদ আ. কে অবকাশ না দেয়া (সম্প্রদায়কে আহ্বান)	১১-হূদ	৫৫	৬৭০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অবগত			
আল্লাত অবগত হয়ে কাফির তাকে উপহাস করে	৪৫-জাছিয়া	৯	৯০৫
আল্লাহ অবগত আছেন (কাফিরদের গোপন করা বিষয়)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৬	৯১৪
আল্লাহ অবগত আছেন মানুষের কৃতকর্ম	৫৯-হাশর	১৮	৯৫৭
আল্লাহ অবগত আছেন মু'মিনরা যা করে	২৪-নূর	৩০	৭৭৬
আল্লাহ অবগত (কৃতজ্ঞ লোক সম্পর্কে)	৬-আন্'আম	৫৩	৬০০
আল্লাহ অবগত (মানুষ যা করে সে সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
আল্লাহ অবগত(মানুষ যা করে সে সম্পর্কে)	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
আল্লাহ অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
আল্লাহ অবগত মানুষের কাজ সম্পর্কে	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
আল্লাহ অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
আল্লাহ অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৬৩-মুনাফিকূন	১১	৯৬৫
আল্লাহ অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত)	৬৪-তাগাবুন	৮	৯৬৬
আল্লাহ অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৪৮-ফাত্হ	১১	৯১৭
আল্লাহ অবগত, মুনাফিকরা যা করে	২৪-নূর	৫৩	৭৭৯
আল্লাহ অবগত মুমিনদের কাজ সম্পর্কে	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
আল্লাহ অবগত, মুমিনদের কাজ সম্পর্কে	৯-তাওবা	১৬	৬৪১
আল্লাহ অবগত (মুমিন নর-নারীদের গতিবিধি ও অবস্থান)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৯	৯১৩
আল্লাহ তার বান্দা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত ও সর্বদ্রষ্টা (বান্দাদের সম্পর্কে)	৩৫-ফাতির	৩১	৮৪৮
আল্লাহ পূর্ণ অবগত বান্দাদের সম্পর্কে	১৭-ইস্রা	৯৬	৭২২
আল্লাহ পূর্ণ অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৩৩-আহযাব	২	৮৩৩
আল্লাহ পূর্ণঅবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
আল্লাহ পূর্ণ অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৫৮-মুজাদালা	৩	৯৫২
আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে অবগত	২১-আম্বিয়া	৮১	৭৫৫
আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
আল্লাহ্ সকল বিষয়ে অবগত	২২-হাজ্জ	৬৩	৭৬৪
আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত(তাকওয়া প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
আল্লাহ মুমিনদের কাজ সম্পর্কে অবগত (ন্যায়বিচার প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
আল্লাহ মুমিনদের হৃদয়ের কথা সম্পর্কে অবগত	৪৮-ফাত্হ	১৮	৯১৭
কার্যকলাপ (মুনাফিকদের কর্মসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩০	৯১৪
কাজ সম্পর্কে (মানুষের সকল কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত)	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
কৃতকর্ম (আল্লাহ কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
প্রতিপালক বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান	১৭-ইস্রা	৩০	৭১৬
প্রতিপালক অবগত থাকবেন (কিয়ামতে মানুষের বিষয় সম্পর্কে)	১০০-'আদিয়াত	১১	১০৩০
প্রতিপালক তা অবগত আছেন, মুশরিকরা যা করে	১১-হূদ	১১১	৬৭৫
ফিরআউন অবগত আছে যে সবই আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন	১৭-ইস্রা	১০২	৭২৩
সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) অবগত (সকল বিষয়)	৬৭-মুল্ক	১৪	৯৭৩
অবজ্ঞা			
স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে অবজ্ঞার আশঙ্কা	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
অবতরণ (নুযুল)			
ওহী অবতরণ করেন আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা	৪০-মু'মিন	১৫	৮৭৯
জিবরাঈল/রূহ অবতরণ করে কদর রাতে (প্রতিপালকের নির্দেশসহ)	৯৭-কাদর	৪	১০২৯
জিবরাঈলের (কুরআন নিয়ে বিশ্বস্ত রূহ/জিবরাঈলের অবতরণ)	২৬-শু'আরা	১৯৩	৭৯৮
নগরে অবতরণ (বনী ইসরাঈলকে নগরে অবতরনের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
নূহকে শান্তি ও কল্যাণসহ নৌকা থেকে অবতরণের নির্দেশ...	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
ফেরেশতা অবতরণ করে কদর রাতে (প্রতিপালকের নির্দেশ নিয়ে)	৯৭-কাদর	৪	১০২৯
ফেরেশতা অবতরণ করে সাহায্য করেন আল্লাহ বদর যুদ্ধে	৩-আলে ইমরান	১২৪	৫৪৮
ফেরেশতা অবতরণ করে না প্রতিপালকের নির্দেশ ছাড়া	১৯-মারইয়াম	৬৪	৭৩৮
বরকতময় অবতরণ প্রার্থনা করলেন (নূহ প্রতিপালকের নিকট)	২৩-মু'মিনূন	২৯	৭৬৭
বরকতময় অবতরণস্থলে অবতরণ প্রার্থনা করলেন নূহ	২৩-মু'মিনূন	২৯	৭৬৭
সিদরাতুল মুনতাহায় অবতরণকালে জিবরাঈলকে দেখেছিলেন রাসূল	৫৩-নাজম	১৩	৯৩২
অবতারণ (তানযীল) অবতারণকারী			
কিতাব অবতীর্ণ (মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহর নিকট থেকে)	৪৫-জাছিয়া	২	৯০৫
কিতাব/কুরআনের অবতারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে	৩৯-যুমার	১	৮৭১
কিতাবের অবতারণ প্রতিপালকের নিকট হতে (এতে সন্দেহ নেই)	৩২-সাজদা	২	৮৩০
কিতাব অবতারণ করার বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে	৪৬-আহ্কাফ	২	৯০৮
কিতাবের (কুরআনের অবতারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে)	৪০-মু'মিন	২	৮৭৮
কুরআনের অবতারণ(আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টার পক্ষ থেকে)	২০-ত্বা-হা	৪	৭৪১
সর্বোত্তম অবতরণকারী আল্লাহ (নূহের বন্যা প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	২৯	৭৬৭
অবতারণা			
গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করেছে (কাফিররা...)	১৯-মারইয়াম	৮৯	৭৪০
অবতীর্ণ/অবতীর্ণ করা (আরো দেখুন নাযিল করা)			
অনুগ্রহ/ওহী অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (যে বান্দার প্রতি ইচ্ছা)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
অনুসরণ(ওহী/অবতীর্ণ কিতাব অনুসরণে মুশরিকদের অস্বীকৃতি)	৩১-লুকমান	২১	৮২৮
আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন শিলাবৃষ্টি	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির মত (দুনিয়ার জীবনের উপমা)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
আকাশ থেকে আল্লাহ পানি বর্ষণ করেন (উদ্ভিদ উৎপন্ন প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১০	৭০৩
আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন (আল্লাহ)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
আকাশ থেকে যা অবতীর্ণ হয় তা আল্লাহ জানেন	৩৪-সাবা	২	৮৪১
আকাশ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় তা আল্লাহ জানেন	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
আয়াত (সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ...)	২৪-নূর	৩৪	৭৭৭
আয়াত (সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৫৮-মুজাদালা	৫	৯৫২
আয়াত (অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন)	১৬-নাহ্ল	১০১	৭১১
আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	২৪-নূর	৪৬	৭৭৯
আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	২৪-নূর	১	৭৭৪
আয়াত অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (বান্দাকে অন্ধকার থেকে...)	৫৭-হাদীদ	৯	৯৪৮
আয়াত (কিতাবের আয়াত অবতীর্ণ, প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	১৩-রা'দ	১	৬৮৮
আয়াত অবতীর্ণ (রাসূল স. এর প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ)	২-বাক্বারা	৯৯	৫১১
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল স. কে যেন বিরত না রাখে	২৮-কাসাস	৮৭	৮১৫
আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন কিতাব ও দাঁড়িপাল্লা	৪২-শূরা	১৭	৮৯২
আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন (উদ্ভিদ উৎপন্ন প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১০	৭০৩
আল্লাহ কিছু অবতীর্ণ করেননি (জাহান্নামিরা বলত দুনিয়াতে)	৬৭-মুল্ক	৯	৯৭২
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমা জানে না বেদুইনরা	৯-তাওবা	৯৭	৬৫০
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন (কাফিররা তা অপছন্দ করে)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৬	৯১৪
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন (কাফিররা তা অপছন্দ করে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৯	৯১২
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার বান্দার উপর (বদরযুদ্ধ)	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা বিচার-ফায়সালা করার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছের তা দ্বারা ফায়সালা করে না যারা...	৫-মায়িদা	৪৭	৫৮৬
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ করতে বললে...	২-বাক্বারা	১৭০	৫১৯
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দিয়ে বিচার ফায়সালা করে না যারা	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা থেকে যেন রাসূল স. কে বিচ্যুত...	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
আল্লাহর অবতীর্ণ করা ওহীর মত অবতীর্ণ করতে চাওয়া...	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
আল্লাহর অবতীর্ণ করা বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করে না যারা	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব যারা গোপন করে...	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
আল্লাহর অবতীর্ণ কুরআনে ঈমান আনার আহবান (আহলে কিতাবকে)	৪-নিসা	৬১	৫৬৪
আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয় দ্বারা বিচার করে না যারা তারা ফাসিক...	৫-মায়িদা	৪৭	৫৮৬
আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয় ও রাসূল স. এর দিকে আসতে বলা হলে-	৫-মায়িদা	১০৪	৫৯৩
আল্লাহ সবই অবতীর্ণ করেছেন (ফিরআউন তা অবগত আছে)	১৭-ইস্রা	১০২	৭২৩
আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন (কদরের রাতে)	৯৭-কাদর	১	১০২৯
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ উত্তম কিতাবের অনুসরণ	৩৯-যুমার	৫৫	৮৭৬
আল্লাহর নিকট থেকে কুরআন অবতীর্ণ	৩৬-ইয়াসীন	৫	৮৫১
আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ (তালাক ও ইদ্দত প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় পৃথিবীতে (আল্লাহর শক্তি/জ্ঞান প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়ের (কুরআন) প্রতি ঈমানের আহবান	২-বাক্বারা	৯১	৫১০
আলো অবতীর্ণ (প্রতিপালক মানুষের প্রতি আলো অবতীর্ণ করেন)	৪-নিসা	১৭৪	৫৭৯
আলো (আল্লাহ যে আলো অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আনা)	৬৪-তাগাবুন	৮	৯৬৬
আলো/কুরআন অবতীর্ণ করা প্রসঙ্গ (রাসূল স. কে)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
আহলে কিতাবদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৪৬	৮২০
আহলে কিতাবদের উপর ও মুমিনদের উপর অবতীর্ণ বিষয়ে ঈমান	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অবতীর্ণ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ইবরাহীমের উপর অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
ইহুদীদের উপর অবতীর্ণ তাওরাতের প্রতি ঈমানের দাবী	২-বাক্বারা	৯১	৫১০
ঈমান (অবতীর্ণ কুরআনের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৪১	৫০৫
ঈমান (অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান...)	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
ঈমান (অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনলে কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব নয়)	৫-মায়িদা	৮১	৫৯০
ঈমান (মুসলিমদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব/কুরআনে ঈমান)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
ঈমানদারদের উপরে অবতীর্ণ বিষয়ে দিনের প্রথমভাগে বিশ্বাস ও...	৩-আলে ইমরান	৭২	৫৪২
ঈমান (পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান...)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
ঈমান (রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন/পূর্ববর্তী কিতাবে ঈমান)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
উপকথা অবতীর্ণ করেছেন প্রতিপালক (কাফিররা বলে...)	১৬-নাহ্ল	২৪	৭০৪
উপদেশ অবতীর্ণ (বরকতময় উপদেশস্বরূপ কুরআন অবতীর্ণ)	২১-আম্বিয়া	৫০	৭৫৩
ওহী (আল্লাহ তার যে বান্দার প্রতি ইচ্ছা ওহী অবতীর্ণ করেন)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
ওহী (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রূহসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন)	১৬-নাহ্ল	২	৭০৩
কদরের রাতে আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন	৯৭-কাদর	১	১০২৯
কল্যাণ (প্রতিপালক যে কল্যাণ অবতীর্ণ করেন মূসা তার ভিখারী)	২৮-কাসাস	২৪	৮১০
কল্যাণ অবতীর্ণ মুমিনদের প্রতি হওয়া (কাফির/মুশরিক চায়না)	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
কাগজে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করলেও ঈমান না আনা	৬-আন্'আম	৭	৫৯৬
কিতাব (রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে মুত্তাকীগণ বিশ্বাসী)	২-বাক্বারা	৪	৫০২
কিতাব (রাসূল স. এর/আহলে কিতাবের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস)	২৯-আনকাবূত	৪৬	৮২০
কিতাব (রাসূল স. এর উপর কিতাব অবতীর্ণ, দয়া ও পথনির্দেশিকাস্বরূপ)	১৬-নাহ্ল	৬৪	৭০৮
কিতাব (রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব বরকতময়)	৩৮-সোয়াদ	২৯	৮৬৭
কিতাব/হিকমত অবতীর্ণ (নবীর প্রতি কিতাব/হিকমত অবতীর্ণ)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
কিতাবে অবতীর্ণ নির্দেশ (আয়াতে অবিশ্বাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
কিতাব (মূসার পরে অবতীর্ণ কিতাব/কুরআন পাঠ শোনা, জ্বিনদের)	৪৬-আহ্কাফ	৩০	৯১১
কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ (বর্ণনা/পথনির্দেশিকা/দয়া/ সুসংবাদস্বরূপ)	১৬-নাহ্ল	৮৯	৭১০
কিতাব (কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ...)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
কিতাব (আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব/কুরআনে রাসূল স. এর ঈমান)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
কিতাব (আল্লাহ রাসূল স. এর প্রতি কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ করেছেন)	২১-আম্বিয়া	১০	৭৫০
কিতাব ও মীযান অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ যাতে মানুষ...	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
কিতাব অবতীর্ণ (বরকতময় কিতাব/কুরআন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯২	৬০৪
কিতাব অবতীর্ণ (মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালার জন্য)	৪-নিসা	১০৫	৫৭০
কিতাব অবতীর্ণ হওয়া (পূর্ববর্তী দু'টি দলের প্রতি)	৬-আন্'আম	১৫৬	৬১২
কিতাব অবতীর্ণকারী আল্লাহই রাসূল স. এর অভিভাবক	৭-আ'রাফ	১৯৬	৬৩১
কিতাব অবতীর্ণ না করলে আকাশে আরোহণকে বিশ্বাস করবে না	১৭-ইস্রা	৯৩	৭২২
কিতাব আকাশ থেকে অবতীর্ণ করার দাবী (আহলে কিতাবদের)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	১৭৬	৫১৯
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (সত্যসহ)	৪২-শূরা	১৭	৮৯২
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (রাসূল স. এর উপর)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ রাসূল স. এর উপর	৩-আলে ইমরান	৩	৫৩৬
কিতাব রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ (কুরআন প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৪৭	৮২০
কিতাব অবতীর্ণ (আল্লাহ নবীর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন)	৬-আন্'আম	১১৪	৬০৭
কিতাব অবতীর্ণ (আল্লাহ বরকতময় কিতাব অবতীর্ণ করেছেন)	৬-আন্'আম	১৫৫	৬১১
কিতাব অবতীর্ণ করা হলে সঠিকপথপ্রাপ্ত হতাম -এমন উক্তি	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (বান্দা, মুহাম্মদ এর প্রতি)	১৮-কাহ্ফ	১	৭২৪
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ)	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ রাসূল স. এর প্রতি	৭-আ'রাফ	২	৬১৩
কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ মোবারক রাতে)	৪৪-দুখান	৩	৯০২
কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ (দয়াময় আল্লাহর নিকট থেকে)	৪১-ফুস্সিলাত	২	৮৮৬
কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ সত্যসহ	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (সত্যসহ)	৩৯-যুমার	৪১	৮৭৪
কিতাব/কুরআন আল্লাহ সত্যসহ অবতীর্ণ করেছেন	৩৯-যুমার	২	৮৭১
কিতাব (মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য)	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
কুরআন যদি পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হত	৫৯-হাশর	২১	৯৫৭
কুরআন অবতীর্ণ এ উদ্দেশ্যে করা হয়নি যে রাসূল স. দুর্ভোগ পোহাবেন	২০-ত্বা-হা	২	৭৪১
কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে রমজান মাসে	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ সত্যসহ	১৭-ইস্রা	১০৫	৭২৩
কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তিনি যিনি গোপন বিষয় জানেন	২৫-ফুরকান	৬	৭৮২
কুরআন অবতীর্ণ করে জিবরাঈল (রাসূল স. এর হৃদয়ে)	২-বাক্বারা	৯৭	৫১১
কুরআন অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও দয়া)	১৭-ইস্রা	৮২	৭২১
কুরআন অবতীর্ণ বিধানরূপে (আরবি ভাষায়)	১৩-রা'দ	৩৭	৬৯২
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সত্যসহ	১৭-ইস্রা	১০৫	৭২৩
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর নিকট থেকে...	৪১-ফুস্সিলাত	৪২	৮৮৯
কুরআন পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ (রাসূল স. এর প্রতি)	৭৬-দাহ্র	২৩	৯৯৬
কুরআন (প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ)	১৬-নাহ্ল	১০২	৭১১
কুরআন মহাবিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮০	৯৪৭
কুরআন অবতরণ সম্পর্কে কাফিররা বলে...	২৫-ফুরকান	৩২	৭৮৪
কুরআন অবতরণের সময় প্রশ্ন করা হলে কুরআন তা প্রকাশ...	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
কুরআন আজমীর উপর অবতীর্ণ করলেও আরবরা বিশ্বাস করতনা	২৬-শু'আরা	১৯৮	৭৯৮
কুরআন অবতীর্ণ (আল্লাহর জ্ঞানসহ/জ্ঞাতসারে)	১১-হূদ	১৪	৬৬৬
কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ (ভয়/উপদেশ হিসাবে)	২০-ত্বা-হা	১১৩	৭৪৮
কুরআন আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন (কদরের রাতে)	৯৭-কাদর	১	১০২৯
কুরআন (কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ আরবি কুরআনরূপে)	১২-ইউসুফ	২	৬৭৭
কুরআন কেন 'মহান ব্যক্তিদের' উপর অবতীর্ণ হল না?	৪৩-যুখরুফ	৩১	৮৯৮
কুরআন ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	১০৬	৭২৩
কুরআন জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ	২৬-শু'আরা	১৯২	৭৯৮
কুরআন/জিকির রাসূল স. এর উপর অবতীর্ণ (স্পষ্ট করা ও চিন্তার জন্য)	১৬-নাহ্ল	৪৪	৭০৬
কুরআন পাঠ, মানুষের (ধীরে পাঠের জন্য খণ্ড খণ্ডভাবে	১৭-ইস্রা	১০৬	৭২৩
কুরআন রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ (জ্ঞানের ভিত্তিতে)	৪-নিসা	১৬৬	৫৭৮
কুরআন রাসূল স. এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ	২৯-আনকাবূত	৫১	৮২০
খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ করতে সক্ষম হবেন কি প্রতিপালক...	৫-মায়িদা	১১২	৫৯৪
খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ করবেন আল্লাহ (হাওয়ারীদের জন্য)	৫-মায়িদা	১১৫	৫৯৫
খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ করার প্রার্থনা করলেন ঈসা...	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
জ্ঞানের ভিত্তিতে কুরআন অবতীর্ণ (রাসূল স. এর প্রতি)	৪-নিসা	১৬৬	৫৭৮
তাওরাত অবতরণের পূর্বে ইসরাঈল নিজের উপর হারাম করেছিল...	৩-আলে ইমরান	৯৩	৫৪৫
তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
তাওরাত ও ইনজীল অবতরণের পরেও ইবরাহীম সম্পর্কে বিতর্ক	৩-আলে ইমরান	৬৫	৫৪২
তাওরাত ও ইনজীল অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৩	৫৩৬
দয়াময় (আল্লাহ) কিছুই অবতীর্ণ করেন নি! (কাফিরদের কথা)	৩৬-ইয়াসীন	১৫	৮৫২
দলীল-প্রমাণ আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি (শিরকের পক্ষে)	৬-আন্'আম	৮১	৬০৩
দাঁড়িপাল্লা অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	৪২-শূরা	১৭	৮৯২
ধন-ভাণ্ডার রাসূল স. এর উপর অবতীর্ণ হয়না কেন? (কাফির বলে)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
নির্দিষ্ট পরিমাণ অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (প্রত্যেক বস্তু)	১৫-হিজর	২১	৬৯৯
নিদর্শন (প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৫০	৮২০
নিদর্শন (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নবীর উপর নিদর্শন অবতীর্ণ প্র.)	৬-আন্'আম	৩৭	৫৯৯
নিদর্শন অবতীর্ণ করতে আল্লাহ সক্ষম	৬-আন্'আম	৩৭	৫৯৯
নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন রাসূল স. এর কাছে (মুশরিকরা বলে)	১০-ইউনুস	২০	৬৫৬
নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? (রাসূল স. সম্পর্কে কাফিরদের প্রশ্ন)	১৩-রা'দ	৭	৬৮৮
নিদর্শন (রাসূল স. এর উপর নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? কাফিররা বলে)	১৩-রা'দ	২৭	৬৯১
নিদর্শনরূপে কুরআন অবতীর্ণ (সঠিকপথ প্রদর্শন প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৬	৭৫৯
নিদর্শন (আল্লাহ ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ করতেন)	২৬-শু'আরা	৪	৭৮৮
পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ কুরআন (রাসূল স. এর প্রতি)	৭৬-দাহ্র	২৩	৯৯৬
পশু অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (আট প্রকার)	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
পানি অবতীর্ণ (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন)	২০-ত্বা-হা	৫৩	৭৪৪
পানি অবতীর্ণ (আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন)	২২-হাজ্জ	৬৩	৭৬৪
পানি অবতীর্ণ(আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
পানি অবতীর্ণ (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
পানি অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ আকাশ থেকে (বদর যুদ্ধ)	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
পানি অবতীর্ণ করে উদ্যান উৎপন্ন করেন আল্লাহ	৫০-ক্বাফ	৯	৯২২
পানি অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ আকাশ থেকে	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ আকাশ থেকে	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ মেঘ থেকে...	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ আকাশ থেকে	১৫-হিজর	২২	৬৯৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অবতীর্ণ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ আকাশ থেকে	২৫-ফুরকান	৪৮	৭৮৫
পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (আকাশ থেকে বৃষ্টি)	২৩-মু'মিনূন	১৮	৭৬৭
পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (আকাশ থেকে)	৩০-রূম	২৪	৮২৩
পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (ফলমূল উৎপাদনের জন্য)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
পানি অবতীর্ণ করে শুকনো ভূমিকে স্ফীত করা একটি নিদর্শন	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৯	৮৮৯
পানি অবতীর্ণ(শুকনো ভূমিতে পানি অবতীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
পানি (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি/বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
পানি (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন...)	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
পানি (আল্লাহই আকাশ থেকে পরিমিত পানি অবতীর্ণ করেন)	৪৩-যুখরুফ	১১	৮৯৬
পানি (আল্লাহ মেঘ থেকে প্রচুর পানি অবতীর্ণ করেন)	৭৮-নাবা	১৪	১০০০
পানি (মেঘ থেকে পানি অবতীর্ণ করতে পারে না মানুষ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬৯	৯৪৬
পানি (ফলমূল উৎপন্ন করার জন্য আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করেন)	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
পানি(আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করে আল্লাহ ভূমিকে জীবিত করেন)	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
পানি (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, উদ্ভিদ উৎপন্ন প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১০	৭০৩
পানি (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন,ভূমি জীবিত করতে)	১৬-নাহ্‌ল	৬৫	৭০৮
পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবেও ঈমান আনার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান...	৫-মায়িদা	৫৯	৫৮৭
পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাত-ইনজিলে ইহুদিদের ঈমান প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
পোশাক অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	২৬	৬১৫
প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছেন প্রশ্ন করলে কুরআনকে 'উপকথা' বলা	১৬-নাহ্‌ল	২৪	৭০৪
প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেন প্রশ্ন করলে মুত্তাকী বলবে'মহাকল্যাণ'	১৬-নাহ্‌ল	৩০	৭০৫
প্রতিপালক যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান এনেছে হাওয়ারীরা	৩-আলে ইমরান	৫৩	৫৪১
প্রতিপালক যা অবতীর্ণ করেছেন তা কায়েম করত যদি...	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
প্রতিপালক যা অবতীর্ণ করেছেন তা অবাধ্যতা বৃদ্ধি করবে...	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
প্রতিপালক যা অবতীর্ণ করেছেন তা কায়েম করা...	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ	৬-আন্'আম	১১৪	৬০৭
প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ (কুরআন)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৩	৯৮০
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিষয়ের অনুসরণের নির্দেশ	৭-আ'রাফ	৩	৬১৩
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবে রাসূ লে র ঈমান	২-বাকারা	২৮৫	৫৩৪
প্রমাণাদি (অবতীর্ণ প্রমাণাদি গোপন করে যারা...)	২-বাকারা	১৫৯	৫১৭
প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন কি আল্লাহ (শিরকের পক্ষে)	৩০-রূম	৩৫	৮২৪
প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ (শিরকের স্বপক্ষে)	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ যেসব নামের ব্যাপারে...	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ (কল্পিত নামের উপাসনার পক্ষে)	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ শিরকের সমর্থনে	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫
প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ প্রতিমার পক্ষে	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
প্রমাণ(এমন কারো উপাসনা যে সম্পর্কে প্রমাণ অবতীর্ণ হয়নি)	২২-হাজ্জ	৭১	৭৬৪
প্রশান্তি (মুমিনদের হৃদয়ে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	৪	৯১৬
প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ মুমিনদের উপর (হুনাইনে)	৯-তাওবা	২৬	৬৪২
প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ বাইয়াত গ্রহণকারী মুমিনদের উপর	৪৮-ফাত্‌হ	১৮	৯১৭
প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ মুমিনদের উপর (হুদায়বিয়া প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্‌হ	২৬	৯১৮
প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ মুমিনদের উপর (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ রাসূল স. এর উপর (হিজরত প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন বরকতময় আল্লাহ	২৫-ফুরকান	১	৭৮২
ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৪	৫৩৬
ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলে কাফিরদেরকে অবকাশ দেয়া হত না	৬-আন্'আম	৮	৫৯৬
ফেরেশতা অবতীর্ণ করার দাবী (কাফিরদের)	৬-আন্'আম	৮	৫৯৬
ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়ার দাবী (অবিশ্বাসীদের)	২৫-ফুরকান	২১	৭৮৪
ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন রাসূল স. এর সাথে...	২৫-ফুরকান	৭	৭৮২
ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় সুসংবাদ নিয়ে (অবিচল মুমিনদের উপর)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩০	৮৮৮
ফেরেশতা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ওহীসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন)	১৬-নাহ্‌ল	২	৭০৩
ফেরেশতা অবতীর্ণ করতেন (আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	২৩-মু'মিনূন	২৪	৭৬৭
ফেরেশতা অবতীর্ণ করতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে...	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৪	৮৮৭
ফেরেশতা অবতীর্ণ করবেন আল্লাহ পর্যায়ক্রমে	২৫-ফুরকান	২৫	৭৮৪
ফেরেশতা অবতীর্ণ করলেও মুশরিকরা ঈমান আনবে না	৬-আন্'আম	১১১	৬০৭
ফেরেশতাকেই রাসূল স. হিসেবে অবতীর্ণ করতেন আল্লাহ যদি...	১৭-ইসরা	৯৫	৭২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বনী ইসরাঈলের উপর মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ	২-বাকারা	৫৭	৫০৬
বান্দার উপর অবতীর্ণ কুরআনে সন্দেহ থাকলে অনুরূপ সূরা আনার নির্দেশ	২-বাকারা	২৩	৫০৩
বাহিনী অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ (হুনাইনের যুদ্ধে)	৯-তাওবা	২৬	৬৪২
বিচার-ফায়সালা (অবতীর্ণ বিষয় দিয়ে বিচার ফায়সালা করা...)	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
বিভক্তদের উপর, বিভিন্ন মতে অবতীর্ণ (তাওরাত-	১৫-হিজর	৯০	৭০২
বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ...(গায়েব প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (মানুষ নিরাশ হওয়ার পর)	৪২-শূরা	২৮	৮৯৩
বৃষ্টি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হতাশাগ্রস্ত ছিল (আল্লাহর বান্দারা)	৩০-রূম	৪৯	৮২৬
মহাকল্যাণ অবতীর্ণ করেছিলেন প্রতিপালক(কিয়ামতে মুত্তাকী বলবে)	১৬-নাহ্‌ল	৩০	৭০৫
মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ (বনী ইসরাঈলের জন্য)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ (বনী ইসরাঈলের উপর)	২-বাকারা	৫৭	৫০৬
মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ (বনী ইসরাঈলদের জন্য)	২০-ত্বা-হা	৮০	৭৪৬
মানুষের প্রতি অবতীর্ণ কুরআন/জিকির সম্পর্কে চিন্তা করা...	১৬-নাহ্‌ল	৪৪	৭০৬
মানুষের প্রতি আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি! (ইহুদিদের উক্তি)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
মুমিনদের উপর ও আহলে কিতাবদের উপর অবতীর্ণ বিষয়ে ঈমান	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে (কুরআন)	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২
মূসার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন কে ?	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
মেঘ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (মানুষ পারে না)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬৯	৯৪৬
যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ এবং তিনিই...	১৫-হিজর	৯	৬৯৮
যিকর (কুরআন) যার প্রতি অবতীর্ণ, তাকে 'পাগল' বলে কাফিররা)	১৫-হিজর	৬	৬৯৮
যিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ, মুমিনদের প্রতি	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
রাসুলের উপর অবতীর্ণ কুরআনে ইহুদিদের ঈমান প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ে রাসূল স. সন্দেহে পড়লে ...	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন শুনে নাসারাদের চোখ অশ্রুসজল হওয়া	৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব/কুরআনে ঈমান আনার নির্দেশ	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
রাসূল স. এর উপর উপদেশ অবতীর্ণ হওয়া প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়	৩৮-সোয়াদ	৮	৮৬৬
রাসূল স. এর উপর কুরআন/জিকির অবতীর্ণ (স্পষ্ট করা ও চিন্তার জন্য)	১৬-নাহ্‌ল	৪৪	৭০৬
রাসূল স. এর উপর ধন-ভান্ডার অবতীর্ণ হয়না কেন? (কাফির বলে)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
রাসূল স. এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাকে সত্য...	৩৪-সাবা	৬	৮৪১
রাসূল স. এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা কুফরি বৃদ্ধি করবে...	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
রাসূল স. এর উপরে নাযিলকৃত বিষয়ে ঈমান...	৫-মায়িদা	৫৯	৫৮৭
রাসূল স. এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
রাসূল স. এর প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাকে সত্য বলে জানা	১৩-রা'দ	১৯	৬৯০
রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে মুত্তাকীগণ বিশ্বাসী	২-বাকারা	৪	৫০২
রাসূল স. এর উপর অবতীর্ণ বিষয়ে কিতাবপ্রাপ্তরা উৎফুল্ল হয়...	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
রাসূল স. এর উপর অবতীর্ণ ওহীর কিছু কি তিনি বর্জন করবেন !	১১-হূদ	১২	৬৬৬
রিযিক/বৃষ্টি (আকাশ থেকে অবতীর্ণ রিযিকের মধ্যে নিদর্শন আছে)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
রিযিক অবতীর্ণ (আল্লাহ যে রিযিক অবতীর্ণ করেছেন তা হারাম করা)	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
রিযিক অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (ইচ্ছানুযায়ী)	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
রিযিক (আকাশ থেকে রিযিক অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	৪০-মু'মিন	১৩	৮৭৯
শয়তান অবতীর্ণ হয় (মিথ্যাবাদী ও পাপীষ্ঠের উপর)	২৬-শু'আরা	২২২	৭৯৯
শয়তান কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি	২৬-শু'আরা	২১০	৭৯৮
শয়তানরা অবতীর্ণ হয় (মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট)	২৬-শু'আরা	২২১	৭৯৯
শাস্তি অবতীর্ণ(আকাশ থেকে বনীইসরাঈলের উপর)	২-বাকারা	৫৯	৫০৭
শাস্তি অবতীর্ণ(লূতের জনপদের পাপাচারের কারণে শাস্তি)	২৯-আনকাবূত	৩৪	৮১৯
সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ (আল্লাহর কাছ থেকে, জিবরাঈল মারফত)	১৬-নাহ্‌ল	১০২	৭১১
সত্যায়নকারীরূপে অবতীর্ণ কিতাব/কুরআনে ঈমান (ইহুদী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
সত্য অবতীর্ণ হওয়ায় অন্তর বিগলিত হওয়া	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
সর্বোত্তম বাণী অবতীর্ণ (সাদৃশ্যপূর্ণ/বারবার পঠিত কিতাবরূপে)	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
সূরা (মুমিনদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে সূরা অবতীর্ণ)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
সূরা (যুদ্ধের নির্দেশসহ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মুমিনদের)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
সূরা অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	২৪-নূর	১	৭৭৪
সূরা অবতীর্ণ হলে আল্লাহকে বিশ্বাস ও রাসূল স. এর সাথে জিহাদ...	৯-তাওবা	৮৬	৬৪৯
সূরা অবতীর্ণ হলে কাফিরা মুমিনদেরকে বলে-	৯-তাওবা	১২৪	৬৫৩
সূরা অবতীর্ণ হলে মুনাফিকরা একে অপরের দিকে তাকায়...	৯-তাওবা	১২৭	৬৫৩
সূরা অবতীর্ণের আশঙ্কা করে মুনাফিকরা, যা জানিয়ে দিবে...	৯-তাওবা	৬৪	৬৪৬
হারূত-মারূতের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার অনুসরণ	২-বাকারা	১০২	৫১২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অবধারিত			
পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়েছে এক দলের উপর	৭-আ'রাফ	৩০	৬১৫
বিষয় (অবধারিত বিষয় অর্থাৎ বন্যার জন্য সব পানি মিলিত হল)	৫৪-কামার	১২	৯৩৬
শাস্তি অবধারিত হওয়া(অনেকের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
অবনত			
অধোমুখী হয়ে সিজদানত হয় জ্ঞান প্রাপ্তরা (কুরআন পাঠ করা হলে)	১৭-ইস্‌রা	১০৯	৭২৩
আদমের প্রতি সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ ফেরেশতাদেরকে	৩৮-সোয়াদ	৭২	৮৭০
ইউসুফের প্রতি সেজদাবনত হল (তারা সকলে)	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
চোখ (অবনত চোখে কাফিররা কবর থেকে বের হয়ে আসবে)	৫৪-কামার	৭	৯৩৬
চোখ (কাফিরদের (চোখ অবনত হবে কিয়ামতে)	৭০-মা'আরিজ	৪৪	৯৮৩
জালিমদের অপমানে অবনত অবস্থায় জাহান্নামের সামনে আনা হবে	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
দৃষ্টি অবনত হবে কিয়ামতে (অপরাধীদের)	৬৮-ক্বালাম	৪৩	৯৭৭
দৃষ্টি (কিয়ামতের দিন কারো কারো দৃষ্টি অবনত হবে)	৭৯-নাযি'আত	৯	১০০৩
মুখ অবনত হবে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তার নিকট (হাশরের দিন)	২০-ত্বা-হা	১১১	৭৪৮
সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ ফেরেশতাদেরকে, (আদমের প্রতি)	১৫-হিজর	২৯	৬৯৯
সিজদাবনত হয় জ্ঞানপ্রাপ্তরা (কুরআন পাঠ করা হলে)	১৭-ইস্‌রা	১০৭	৭২৩
অবনমিত			
বাহু (বিনয়ের বাহু অবনমিত করার নির্দেশ, মাতা-পিতার প্রতি)	১৭-ইস্‌রা	২৪	৭১৬
বাহু অবনমিত করার নির্দেশ রাসূল স. কে (মুমিনদের জন্য)	১৫-হিজর	৮৮	৭০২
অবমাননা			
নিদর্শন (আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অবমাননা নিষেধ)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
অবয়ব (দেখুন আকৃতি শব্দটি)			
অবরোধ/অবরুদ্ধ			
আগুনে (আয়াত অস্বীকারকারীরা অবরুদ্ধ আগুনে পরিবেষ্টিত হবে)	৯০-বালাদ	২০	১০২৩
আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ ফকীরকে দান করা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
মুশরিকদেরকে অবরোধ করার নির্দেশ (চুক্তি ভঙ্গ করলে)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
অবলম্বন			
ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৭-আ'রাফ	১৯৯	৬৩১
পথ অবলম্বন (প্রতিপালকের পথ অবলম্বন মানুষের ইচ্ছাধীন)	৭৬-দাহ্‌র	২৯	৯৯৬
সতর্কতা অবলম্বন (যুদ্ধরত অবস্থায় নামাজ আদায়ের সময়)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
অবশিষ্ট (আরো দেখুন বাকী শব্দটি)			
আদ সম্প্রদায়ের কেউ অবশিষ্ট না থাকা প্রসঙ্গ	৬৯-হাক্কাহ্‌	৮	৯৭৮
জ্ঞান (শিরকের পক্ষে কিতাব/অবশিষ্ট জ্ঞান থাকলে উপস্থিত করা)	৪৬-আহ্‌কাফ	৪	৯০৮
ধ্বংস (অবশিষ্টদের ধ্বংস করলেন আল্লাহ লূত-পরিবার ছাড়া)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৩৬	৮৬৩
নিমজ্জিত করা(নূহ/মুমিন ছাড়া অবশিষ্টদের নিমজ্জিত করা হয়)	২৬-শু'আরা	১২০	৭৯৪
প্রতিপালকের সত্তাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে(আর সব ধ্বংসশীল)	৫৫-রাহ্‌মান	২৭	৯৪০
বংশধর (নূহের বংশধর অবশিষ্ট রেখেছেন আল্লাহ)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৭৭	৮৬০
মূসা ও হারুন পরিবারের অবশিষ্ট রয়েছে সিন্দুকে...	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
অবশিষ্ট (লাভ)			
উত্তম (আল্লাহর দেয়া অবশিষ্ট বা লাভই উত্তম)	১১-হূদ	৮৬	৬৭৩
অবশ্যপালনীয়			
কুরআন অবশ্য পালনীয় করেছেন যিনি (রাসূল স. এর উপর)	২৮-কাসাস	৮৫	৮১৫
যাকাত বন্টনের জন্য অবশ্য পালনীয় বিধান...	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
সূরা (এর বিধান) অবশ্যপালনীয় করেছেন আল্লাহ	২৪-নূর	১	৭৭৪
হজ্জ অবশ্য পালনীয় করা (নিজের উপর)	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
অবসর			
ইবাদত (অবসর পেলেই ইবাদতে লেগে যাওয়ার নির্দেশ)	৯৪-ইন্‌শিরাহ্‌	৭	১০২৭
প্রতিপালক অবসর হবেন (মানুষ ও জিনের হিসাবের জন্য)	৫৫-রাহ্‌মান	৩১	৯৪০
অবসাদ			
জান্নাতিদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না	১৫-হিজর	৪৮	৭০০
অবসান			
কসম অবসানের বিধান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন	৬৬-তাহ্‌রীম	২	৯৭০
রাত যখন অবসান হয় (সে সময়ের কসম)	৮১-তাকভীর	১৭	১০০৮
অবস্থা			
কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা (প্রত্যেকে ব্যস্ত থাকবে নিজকে নিয়ে)	৮০-আবাসা	৩৭	১০০৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নারীদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করতে বলল ইউসুফ (বার্তাবাহককে...)	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
পূর্ববর্তী প্রজন্মের অবস্থা কি হবে? (ফিরআউনের প্রশ্ন)	২০-ত্বা-হা	৫১	৭৪৪
মুমিনদের অবস্থা সংশোধন করে দিবেন আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	৫	৯১২
রাসূল স. এর সকল অবস্থার সাক্ষী আল্লাহ	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
সংশোধন (ঈমানদারদের অবস্থা সংশোধন করে দিবেন আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২
সাপের পূর্ববর্তী অবস্থায় মূসার লাঠিকে ফিরিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	২১	৭৪২
অবস্থান/অবস্থিত/অবস্থানকারী			
আকাশের বিভিন্ন অবস্থানে জিনদের বসা (সংবাদ শোনার জন্য)	৭২-জিন্‌	৯	৯৮৬
আদম-হাওয়া ও শয়তানের পৃথিবীতে অবস্থান	২-বাক্বারা	৩৬	৫০৫
আসহাবে কাহফের অবস্থানকাল আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন..	১৮-কাহ্‌ফ	২৬	৭২৬
আসহাফে কাহফ এর অবস্থানকাল সম্পর্কে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ	১৮-কাহ্‌ফ	১৯	৭২৫
উযায়ের কত সময় মৃত অবস্থায় অবস্থান করেছে? (আল্লাহর প্রশ্ন)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
একশত বছর মৃত অবস্থায় অবস্থান (উযায়েরের ঘটনা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
এক মূহূর্ত অবস্থান করেছে দুনিয়াতে (অপরাধীরা বলবে)	৩০-রূম	৫৫	৮২৬
একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান (আসহবে কাহাফ প্র.)	১৮-কাহ্‌ফ	১৯	৭২৫
একদিন অবস্থান ছিল পৃথিবীতে (উৎকৃষ্ট ব্যক্তি কিয়ামতে বলবে)	২০-ত্বা-হা	১০৪	৭৪৭
কাজ (সম্প্রদায়ের অবস্থান অনুসারে কাজ করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৩৫	৬০৯
কাল (আসহাবে কাহফের গুহায় অবস্থানকাল নির্ণয় প্রসঙ্গে)	১৮-কাহ্‌ফ	১২	৭২৪
কারুনের অবস্থান আকাঙ্ক্ষা করেছিল যারা (গতকাল)	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
কারাগারে কয়েকবছর অবস্থান করল ইউসুফ	১২-ইউসুফ	৪২	৬৮০
ঘরে অবস্থানের নির্দেশ (নবীর স্ত্রীদেরকে)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
চিরকাল জান্নাতে অবস্থান করবে সৎকর্মশীল মুমিনগণ..	১৮-কাহ্‌ফ	৩	৭২৪
জরায়ুতে ভ্রূণের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান (আল্লাহর ইচ্ছায়)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
জানা (আসহাবে কাহফের অবস্থান প্রতিপালকই ভালো জানেন)	১৮-কাহ্‌ফ	১৯	৭২৫
জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করবে সৎকর্মশীল মুমিনগণ..	১৮-কাহ্‌ফ	৩	৭২৪
তিনশত নয় বছর (আসহাবে কাহফের গুহায় অবস্থান)	১৮-কাহ্‌ফ	২৫	৭২৬
দশ দিন অবস্থান ছিল দুনিয়ায় (কিয়ামতে অপরাধীরা পরস্পর বলবে)	২০-ত্বা-হা	১০৩	৭৪৭
দিনের কিছু অংশ পৃথিবীতে অবস্থান (পথভ্রষ্টরা বলবে)	২৩-মু'মিনূন	১১৩	৭৭৩
দিনের কিছু অংশ অবস্থানের ধারণা! (উযায়ের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
দিন (মানুষ অবস্থানের দিনে/মুকিম অবস্থায় তাবুকে হালকা মনে করে)	১৬-নাহ্‌ল	৮০	৭০৯
দীর্ঘকাল অবস্থান রাসূল স. এর (মুশরিকদের মাঝে)	১০-ইউনুস	১৬	৬৫৫
নিজ নিজ অবস্থানে কাজ করতে বলা (রাসূল স. এর সম্প্রদায়কে)	৩৯-যুমার	৩৯	৮৭৪
নিকৃষ্ট (অবস্থানগত দিক থেকে নিকৃষ্ট ভাবল ইউসুফ, ভাইদেরকে)	১২-ইউসুফ	৭৭	৬৮৪
নূহ -এর অবস্থান, সম্প্রদায়ের সাথে(সাড়ে নয় শত বছর)	২৯-আনকাবূত	১৪	৮১৭
নূহ আ. এর অবস্থান সম্প্রদায়ের কাছে যদি দুঃসহ মনে হয়...	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
পরিবারকে অবস্থান করতে বলে মূসার তুর পাহাড়ে যাওয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১০	৭৪১
পরিবার পরিজনকে অবস্থান করতে বলল মূসা	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
পানি মাটিতে অবস্থান করান (ধরে রাখেন) আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	১৮	৭৬৭
পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছে অপরাধীরা...	৩০-রূম	৫৬	৮২৬
পৃথিবীতে অবস্থান ও জীবনোপভোগ রয়েছে...	৭-আ'রাফ	২৪	৬১৪
পৃথিবীতে অবস্থানকাল সম্পর্কে পথভ্রষ্টদেরকে আল্লাহর জিজ্ঞাসা	২৩-মু'মিনূন	১১২	৭৭৩
পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিল পথভ্রষ্টরা (আল্লাহর জিজ্ঞাসা)	২৩-মু'মিনূন	১১২	৭৭৩
পৃথিবীতে আদম-হাওয়া ও শয়তানের অবস্থান	২-বাক্বারা	৩৬	৫০৫
প্রতিপালকের অবস্থানকে যে ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত	৫৫-রাহ্‌মান	৪৬	৯৪১
প্রতিপালকের অবস্থানকে যে ভয় করল (জান্নাত তার আশ্রয়স্থল)	৭৯-নাযি'আত	৪০	১০০৫
ভয় (আল্লাহর অবস্থানকে ভয়কারীদের যমীনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে)	১৪-ইবরাহীম	১৪	৬৯৪
মাদইয়ানবাসীকে তাদের অবস্থানে থেকে কাজ করতে বললেন...	১১-হূদ	৯৩	৬৭৪
মাছের পেটেই অবস্থান করত ইউনুস, আল্লাহর তাসবীহ না করলে	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৪৪	৮৬৪
মুমিন নর-নারীদের অবস্থান আল্লাহ অবগত আছেন	৪৭-মুহাম্মাদ	১৯	৯১৩
মুহূর্তকাল অবস্থান করেছে পৃথিবীতে (কিয়ামতে কাফিরের মনে হবে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩৫	৯১১
মুহূর্তকালের অবস্থান ছিল পৃথিবীতে (কিয়ামতে মুশরিক ভাববে)	১০-ইউনুস	৪৫	৬৫৮
মূসার (মাদইয়ানের অধিবাসীদের নিকট মূসার অবস্থান প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মূসার শৈশবে অবস্থান ফির'আউন সম্প্রদায়ের মাঝে দীর্ঘ দিন	২৬-শু'আরা	১৮	৭৮৯
যারা ঈমান আনে না তারা তাদের অবস্থানে কাজ করুক	১১-হূদ	১২১	৬৭৬
যুদ্ধের অবস্থানে মুমিনদেরকে বিন্যস্ত করা (উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১২১	৫৪৭
যোদ্ধাদের জামাতের পিছনে অবস্থান (একদলের সিজদা সম্পন্ন হলে)	৪-নিসা	১০২	৫৭০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অবস্থান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
রাত-দিনে যা অবস্থান করে সবই আল্লাহর (চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র প্র.)	৬-আন্'আম	১৩	৫৯৭
রাসূল স. এর দীর্ঘকাল অবস্থান (মক্কার মুশরিকদের মাঝে)	১০-ইউনুস	১৬	৬৫৫
শাস্তিতে অবস্থান করত না জিনেরা যদি অদৃশ্য বিষয় জানত...	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
সকাল/সন্ধ্যা সমান অবস্থান মনে হবে কিয়ামতপূর্ব সময়কে ...	৭৯-নাযি'আত	৪৬	১০০৫
সামান্য সময় অবস্থান করেছে কবরে (মুমিনদের ধারণা কিয়ামতে)	১৭-ইস্রা	৫২	৭১৮
সামান্য সময়ের অবস্থান পৃথিবীতে (পথভ্রষ্টদের...)	২৩-মু'মিনূন	১১৪	৭৭৩
সুলাইমানের কাছে সাবার রানীর সিংহাসন অবস্থিত হওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৪০	৮০৩
হুদহুদের অবস্থান নেয়া প্রসঙ্গ (নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে)	২৭-নামল	২২	৮০১
যুগ যুগ ধরে জাহান্নামে অবস্থানকারী (সীমালঙ্ঘনকারীরা)	৭৮-নাবা	২৩	১০০১
অবস্থানকারী (ইতিকাফকারী)			
সমান (মসজিদুল হারামে অবস্থানকারী ও বহিরাগত সমান)	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
অবস্থানস্থল			
উৎকৃষ্ট অবস্থানস্থল জান্নাত	২৫-ফুরকান	৭৬	৭৮৭
উত্তম অবস্থানস্থল, জান্নাতের অধিবাসীদের	২৫-ফুরকান	২৪	৭৮৪
কিয়ামতের দিন অবস্থানস্থল হবে প্রতিপালকের নিকট	৭৫-কিয়ামাহ্	১২	৯৯৩
জীবের অবস্থানস্থল আল্লাহ জানেন	১১-হূদ	৬	৬৬৬
নিদর্শন (মানুষের অবস্থানস্থল নিদর্শনস্বরূপ)	৬-আন্'আম	৯৮	৬০৫
নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল জাহান্নাম	২৫-ফুরকান	৬৬	৭৮৭
অবহিত			
অদৃশ্য অবহিত হয়েছে কি অবিশ্বাসীরা?	১৯-মারইয়াম	৭৮	৭৩৯
অদৃশ্য বিষয় অবহিত করবেন না আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
আল্লাহ অবহিত (মানুষের কাজ সম্পর্কে)	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
আল্লাহ সকল বিষয়ে অবহিত ও সর্বজ্ঞানী	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহকে অবহিত করার নির্দেশ (কাফিরদেরকে)	৬-আন্'আম	১৪৩	৬১০
মানুষকে অবহিত করবেন আল্লাহ (কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
হৃদ্যতা অবহিত করে বন্ধুত্ব করা কাফিরদের সাথে (নিষেধ)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
অবহেলা (আরো দেখুন শৈথিল্য শব্দটি)			
আল্লাহকে অবহেলা করে পিছনে ফেলে রেখেছে (মাদইয়ানবসীরা)	১১-হূদ	৯২	৬৭৪
ইউসুফের ভাইয়েরা অবহেলা করেছিল ইউসুফকে	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
কর্তব্যে অবহেলার জন্য আফসোস (আল্লাহর প্রতি)	৩৯-যুমার	৫৬	৮৭৬
কাফিরদের আফসোস (কিয়ামতকে অবহেলার জন্য কাফিরদের আফসোস)	৬-আন্'আম	৩১	৫৯৮
কিতাবে আল্লাহ কোন কিছুই অবহেলা করেননি	৬-আন্'আম	৩৮	৫৯৯
মৃত্যু ঘটাতে অবহেলা করেনা (মৃত্যুর ফেরেশতারা)	৬-আন্'আম	৬১	৬০১
অবাধ্য/অবাধ্যতা			
অটল (অবাধ্যতায় অটল থাকতো কাফিররা...)	২৩-মু'মিনূন	৭৫	৭৭০
অটল (কাফিররা অটল অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায়)	৬৭-মুল্ক	২১	৯৭৩
অস্বীকার (অবাধ্যতাবশত আল্লাহ ও তার রাসূল স. কে অস্বীকার)	৯১-শামস	১১	১০২৪
আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের অবাধ্যতার শাস্তি...	৬৫-তালাক	৮	৯৬৯
ইবরাহীমের অবাধ্য হলে তার ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া...	১৪-ইবরাহীম	৩৬	৬৯৬
ইহুদীদের অবাধ্যতা ও কুফরি বৃদ্ধি করবে রাসূল স. এর উপর যা...	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
ইহুদীদের অবাধ্যতার প্রতিফল, চর্বি হারাম করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
কঠিন অবাধ্যকে টেনে বের করবেন (দয়াময়)	১৯-মারইয়াম	৬৯	৭৩৯
কুফরি ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি করবে আহলে কিতাবদের....	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
নিষেধের অবাধ্য হওয়ায় ঘৃণীত বানর হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৬৬	৬২৮
ঘুরে বেড়ানো (অবাধ্যতায় দিশেহারার মত ঘুরে বেড়াবার অবকাশ)	৬-আন্'আম	১১০	৬০৬
ঘুরে বেড়ানো (অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ)	৭-আ'রাফ	১৮৬	৬৩০
নূহের সম্প্রদায় ছিল সর্বাধিক অবাধ্য	৫৩-নাজম	৫২	৯৩৪
পিতা মাতার অবাধ্য ছিল না ইয়াহইয়া	১৯-মারইয়াম	১৪	৭৩৫
প্রতিপালকের নির্দেশের অবাধ্য হওয়া (ছামুদ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৭৭	৬২০
প্রতিফল (ইহুদীদের অবাধ্যতার প্রতিফল, চর্বি হারাম করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
বাড়ানো (আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন মানুষের অবাধ্যতা বাড়ায়)	১৭-ইস্রা	৬০	৭১৯
মুশরিকরা চরম অবাধ্য হয়েছে	২৫-ফুরকান	২১	৭৮৪
শয়তান অবাধ্য করেনি মুশরিকদেরকে (শয়তান বলবে)	৫০-ক্বাফ	২৭	৯২৩
শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য	১৯-মারইয়াম	৪৪	৭৩৭
স্ত্রীর অবাধ্যতার আশঙ্কা থাকলে সদুপদেশ, শয্যায় বর্জন ও মৃদু...	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
অবান্তর			
কথা (আল্লাহ সম্পর্কে নির্বোধ জিনদের অবান্তর কথা প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	৪	৯৮৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কথা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহকে ডাকা প্রসঙ্গ	১৮-কাহ্ফ	১৪	৭২৫
অবাস্তব (দেখুন অলীক শব্দটি)			
অবারিত			
দয়া (আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়া অবারিত করলে কেউ তা..)	৩৫-ফাতির	২	৮৪৬
অবিচল (আরো দেখুন দৃঢ় শব্দটি)			
আল্লাহকে প্রতিপালক বলা ও তাতে অবিচল থাকা	৪১-ফুস্সিলাত	৩০	৮৮৮
ইবাদাতে (প্রতিপালকের ইবাদাতে অবিচল থাকার নির্দেশ)	১৯-মারইয়াম	৬৫	৭৩৮
নামাজে অবিচল থাকার জন্য রাসূল স. এর প্রতি নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	১৩২	৭৪৯
ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকার নির্দেশ (আল্লাহর উদ্দেশ্যে)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
প্রতিপালকে (আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক -একথায় যারা অবিচল..)	৪৬-আহ্কাফ	১৩	৯০৯
মূসা ও হারুনকে অবিচল থাকার নির্দেশ (ফিরআউন প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৮৯	৬৬২
রাসূল স. কে অবিচল থাকার নির্দেশ (যেভাবে তিনি আদিষ্ট)	১১-হূদ	১১২	৬৭৬
সত্যপথে অবিচল থাকলে (জিনদের প্রচুর পানি পান করানো হত)	৭২-জিন্	১৬	৯৮৭
সালিহ আ.কে অবিচল থাকার নির্দেশ (ছামুদ জাতির পরীক্ষা প্রসঙ্গ)	৫৪-কামার	২৭	৯৩৭
অবিচার (আরো দেখুন জুলুম শব্দটি)			
একজন অন্যজনের প্রতি অবিচার করেছে	৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
দাউদ আ. কে অবিচার না করার অনুরোধ (বিবাদকারীদের)	৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
অবিচারকারী (দেখুন জুলুমকারী/জালিম শব্দটি)			
অবিরাম (আরো দেখুন নিরবিচ্ছিন্ন শব্দটি)			
শাস্তি (শয়তানদের জন্য অবিরাম শাস্তি)	৩৭-সাফ্ফাত	৯	৮৫৭
সূর্য ও চন্দ্র অবিরাম চলছে	১৪-ইবরাহীম	৩৩	৬৯৬
অবিশ্বাস (আরো দেখুন কুফরি/অস্বীকার শব্দটি)			
আখিরাতের দিনে অবিশ্বাসকারী সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
আয়াতে অবিশ্বাস (বনী ইসরাঈলের লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের কারণ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
আয়াতে অবিশ্বাস/বিদ্রুপ প্রসঙ্গে কিতাবে অবতীর্ণ নির্দেশ	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
আয়াতে অবিশ্বাসের শাস্তি (কাফিরদের প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
আয়াতকে অবিশ্বাসকারীর জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি...	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
আয়াত অবিশ্বাস (আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাস করে যে...)	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
আয়াত অবিশ্বাস করে আহলি কিতাবরা	৩-আলে ইমরান	৭০	৫৪২
আয়াত অবিশ্বাস করেছে যারা তাদের জন্য কঠিন শাস্তি	৩-আলে ইমরান	৪	৫৩৬
আয়াত অবিশ্বাসকারীকে দেখার আহ্বান (রাসূলের প্রতি)	১৯-মারইয়াম	৭৭	৭৩৯
আয়াত অবিশ্বাসকারীরা সত্যকে 'জাদু' বলে (আয়াত পাঠ করা হলে)	৪৬-আহ্কাফ	৭	৯০৮
আয়াত অবিশ্বাস (বনী ইসরাঈল কর্তৃক আয়াত অবিশ্বাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
আয়াত অবিশ্বাসের কারণে দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা (আহলে কিতাবদের)	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
আল্লাহ ও রাসূল স. কে অবিশ্বাস করেছে মুনাফিকরা	৯-তাওবা	৮৪	৬৪৯
আল্লাহকে মানুষ কিভাবে অবিশ্বাস করে যখন জীবন-মৃত্যু তিনিই দেন!	২-বাক্বারা	২৮	৫০৪
আল্লাহকে অবিশ্বাসকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
আল্লাহকে অবিশ্বাসকারী সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
আল্লাহকে অবিশ্বাস করার নির্দেশ দিত অহংকারীরা দুর্বলদেরকে	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
আল্লাহকে (ঈমান আনার পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে শাস্তি)	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
আল্লাহ-রাসূল স. কে অবিশ্বাসকারীই প্রকৃত কাফির	৪-নিসা	১৫০	৫৭৬
আল্লাহর নিদর্শন ও সাক্ষাতে অবিশ্বাসকারীই তার দয়া থেকে হতাশ	২৯-আনকাবূত	২৩	৮১৭
আহলে কিতাবরা অবিশ্বাস করে আল্লাহর নিদর্শনাবলী	৩-আলে ইমরান	৯৮	৫৪৫
ঈমান আনার পর আল্লাহকে অবিশ্বাসের শাস্তি/আল্লাহর ক্রোধ	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
ওহী/কুরআন এর প্রতি অবিশ্বাস করলে ...(পরিণতি প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	১০	৯০৮
ওহীতে অবিশ্বাস (বাড়াবাড়ি বশতঃ)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
কিতাবে অবিশ্বাসকারী সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
কিতাবে অবিশ্বাসকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত	২-বাক্বারা	১২১	৫১৪
কিতাবের অংশ বিশেষে অবিশ্বাস (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
কিতাবে অবিশ্বাস (ইহুদীদের নিকট আসার পর)	২-বাক্বারা	৮৯	৫১০
কিতাবে অবিশ্বাসকারীর জন্য আগুনই প্রতিশ্রুত স্থান	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
কিতাব/নবুয়্যত/বিচার-বিবেচনায় অবিশ্বাসের পরিণাম	৬-আন্'আম	৮৯	৬০৪
কিয়ামত অবিশ্বাস করেছিল কাফিররা (দুনিয়ার জীবনে)	৩৪-সাবা	৫৩	৮৪৫
কিতাবে/কুরআনে অবিশ্বাস করে (অধিকাংশ মানুষ)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
কিতাব/নবুয়্যত/বিচার-বিবেচনায় অবিশ্বাস করবেনা যে সম্প্রদায়	৬-আন্'আম	৮৯	৬০৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অবিশ্বাস (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কুরআন অবিশ্বাস করল কাফিররা	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৭০	৮৬৫
কুরআনে ইহুদীদের অবিশ্বাস প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৯১	৫১০
তাওরাত ও কুরআন অবিশ্বাস করে কাফিরেরা	২৮-কাসাস	৪৮	৮১২
তাগুতকে অস্বীকার করতে নির্দেশ (আহলেকিতাবকে)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
দয়াময়কে অস্বীকার কারীদেরকে ওহী পাঠ করে শুনানো...	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
দান (আল্লাহর দান অবিশ্বাস করার জন্য শিরক করে মানুষ)	৩০-রূম	৩৪	৮২৪
দিনের শেষ ভাগে অবিশ্বাস করতে বলে প্রথমভাগে বিশ্বাস করে...	৩-আলে ইমরান	৭২	৫৪২
নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করেছে যারা...	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
নিদর্শন (আল্লাহর নিদর্শন অবিশ্বাসের প্রতিফল জাহান্নাম)	১৭-ইস্‌রা	৯৮	৭২২
নূহকে অবিশ্বাস করার প্রতিদান স্বরূপ তাঁকে নৌকায় আরোহণ...	৫৪-কামার	১৪	৯৩৬
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামতকে অবিশ্বাস,স্বামী-স্ত্রী,সন্তান,রিযিক প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৭২	৭০৮
পাপাচারীরাই কেবল আয়াত অবিশ্বাস করে	২-বাক্বারা	৯৯	৫১১
প্রতিশ্রুত দিনকে অবিশ্বাস করে যারা তাদের জন্য দুর্ভোগ	৫১-যারিয়াত	৬০	৯২৮
প্রতিপালককে অবিশ্বাস করার শাস্তি (ছামূদ জাতি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৮	৬৭২
প্রতিপালককে অবিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি	৬৭-মুল্‌ক	৬	৯৭২
প্রতিপালককে অবিশ্বাস তাদের কাজের উপমা (ছাইয়ের মত...)	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস...	১৮-কাহ্‌ফ	১০৫	৭৩৩
প্রতিপালককে অবিশ্বাস করায় আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস	১১-হূদ	৬০	৬৭১
প্রতিপালককে অবিশ্বাস করে যারা তাদের গলায় থাকবে বেড়ি	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
ফেরেশতাকে অবিশ্বাসকারী সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
বিত্তবানরা অবিশ্বাস করত সতর্ককারী যা নিয়ে এসেছে...	৩৪-সাবা	৩৪	৮৪৪
মুনাফিক/কাফিরদের অবিশ্বাস তাদের ব্যয়গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে	৯-তাওবা	৫৪	৬৪৫
যিকর (কুরআন) অবিশ্বাস করল কাফিরা	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪১	৮৮৯
রাসূলগণকে অবিশ্বাসকারী সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
রাসূলদের কিছু সংখ্যককে অবিশ্বাসকারীই প্রকৃত কাফির	৪-নিসা	১৫০	৫৭৬
রিসালাতে (নূহ,আদ,ছামুদ ও অন্যান্য জাতি প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
শাস্তি (অবিশ্বাস/কুফরীর জন্য উত্তপ্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
শাস্তি (ঈমান আনার পর আল্লাহকে অবিশ্বাসের শাস্তি/আল্লাহরক্রোধ)	১৬-নাহ্‌ল	১০৬	৭১২
সত্যকে অবিশ্বাস করেছে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
সাক্ষাতকে অবিশ্বাস (প্রতিপালকের সাথে...)	১৮-কাহ্‌ফ	১০৫	৭৩৩
অবিশ্বাসী (আরো দেখুন কাফির শব্দটি)			
অখিরাত অবিশ্বাসীদের আদর্শ বর্জন করলেন ইউসুফ	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
অহংকারকারীরা অবিশ্বাসী (ছামুদ সম্প্রদায়ের অহংকারকারী)	৭-আ'রাফ	৭৬	৬২০
আখিরাতে অবিশ্বাসী (যারা আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে)	১১-হূদ	১৯	৬৬৭
আখিরাতে অবিশ্বাসী (কুরআন অস্বীকারকারী মুশরিকগণ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৭	৮৮৬
আখিরাতে অবিশ্বাসী জালিমরা	৭-আ'রাফ	৪৫	৬১৭
আলোচনায় অবিশ্বাসী (কাফিররা রহমান এর উল্লেখ/আলোচনায়)	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
গলায় বেড়ি (অবিশ্বাসীদের গলায় বেড়ি পরাবেন আল্লাহ...)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
বিচার দিন সম্পর্কে অবিশ্বাসী বানায় কিসে? (মানুষকে)	৯৫-তীন	৭	১০২৭
ভালবাসা (আল্লাহ অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না)	২-বাক্বারা	২৭৬	৫৩৩
মানুষ (প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে মানুষ অবিশ্বাসী)	৩০-রূম	৮	৮২২
রহমান এর উল্লেখ/আলোচনায় অবিশ্বাসী (কাফিররা)	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
শরীকদেরকে অবিশ্বাস করবে অপরাধীরা (কিয়ামতে)	৩০-রূম	১৩	৮২৩
শাস্তি (অবিশ্বাসীর জন্য উত্তপ্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
সত্য (কুরআন)কে অবিশ্বাসীরা সুস্পষ্ট জাদু বলে	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
সম্প্রদায় (অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল এক সম্প্রদায়, প্রশ্ন করে)	৫-মায়িদা	১০২	৫৯৩
হৃদয় বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হয় আল্লাহর কথায় (অখিরাতে অবিশ্বাসীর)	৩৯-যুমার	৪৫	৮৭৫
অবৈধ			
ভক্ষণকারী (অবৈধ ভক্ষণকারী)	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫
ভক্ষণ (অবৈধ ভক্ষণ করে যারা কুফরি গোপন রাখে)	৫-মায়িদা	৬২	৫৮৮
ভক্ষণ (অবৈধ ভক্ষণ নিষেধ করে না কেন রব্বানী ও পণ্ডিতগণ)	৫-মায়িদা	৬৩	৫৮৮
অব্যাহত থাকা			
বিপর্যয় অব্যাহত থাকবে কাফিরদের উপর (কৃতকর্মের কারণে)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
অব্যাহতি			
কাফিরদের জন্য কি অব্যাহতি আছে...?	৫৪-কামার	৪৩	৯৩৮
অভাব-অনটন (আরো দেখুন দারিদ্র্য শব্দটি)			
ধৈর্যশীলরা (অভাব-অনটনে ধৈর্যশীলরা সত্যবাদী ও মুত্তাকী)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাকড়াও (নবী প্রেরিত জাতিকে অভাব-অনটন দ্বারা পাকড়াও)	৭-আ'রাফ	৯৪	৬২১
পাকড়াও (পুর্ববর্তী উম্মতদেরকে অভাব-অনটন দিয়ে পাকড়াও)	৬-আন্‌'আম	৪২	৫৯৯
মুহাজিরদের অভাব-অনটন সত্ত্বেও মুহাজিরদেরকে অগ্রাধিকার দেয়	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
স্পর্শ (পূর্ববর্তীদেরকে স্পর্শ করেছিল অভাব-অনটন...)	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
অভাবগ্রস্ত (আরো দেখুন মিসকিন শব্দটি)			
আহার করানো(অভাবগ্রস্তকে কুরবানীর পশুর গোশত আহার করানো)	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
খাদ্যদানে উৎসাহ দেয়না বিচারদিনের অস্বীকারকারী (অভাবগ্রস্তকে)	১০৭-মাউন	৩	১০৩৪
খাদ্য দান, অভাবগ্রস্তকে (ইহরামে পশু হত্যার কাফফারা)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
খাদ্যদান(অভাবগ্রস্ত/মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ না দেয়ায় শাস্তি)	৬৯-হাক্বাহ্‌	৩৪	৯৭৯
খাদ্যদান (খাদ্যের প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান)	৭৬-দাহ্‌র	৮	৯৯৫
খাদ্য দান (দশজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য/বস্ত্র দান, কসমের কাফ্‌ফারা)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
সম্পদ দান(মীরাস বন্টনকালে অভাবগ্রস্তকে কিছু দান করা)	৪-নিসা	৮	৫৫৭
অভাবনীয়			
সাহায্য (রাসূল স. কে অভাবনীয় সাহায্য দান করেছেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	৩	৯১৬
অভাবমুক্ত			
আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অতিপ্রশংসনীয়	২২-হাজ্জ	৬৪	৭৬৪
আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অতি প্রশংসনীয়	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
আল্লাহ অভাবমুক্ত ও পরম সহনশীল	২-বাক্বারা	২৬৩	৫৩১
আল্লাহ অভাবমুক্ত (কৃপণতা প্রসঙ্গ)	৫৭-হাদীদ	২৪	৯৫০
আল্লাহ অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত বিয়ে থেকে বিরত থাকবে...	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
আল্লাহ অভাবমুক্ত (আল্লাহর পথে ব্যয় প্রসঙ্গে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অতি প্রশংসনীয়(আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহর)	৩১-লুকমান	২৬	৮২৯
ইহুদীরা অভাবমুক্ত (ইহুদীরা নিজেদেরকে অভাবমুক্ত বলে)	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
ফকীরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন আল্লাহ (বিয়ে করলে)?	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
প্রতিপালক অভাবমুক্ত করেন (মানুষকে)	৫৩-নাজম	৪৮	৯৩৪
মুনাফিকদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন আল্লাহ ও রাসূল	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
মুমিনদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন আল্লাহ...	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
স্বামী-স্ত্রীকে আল্লাহ অভাবমুক্ত করবেন (তালাক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩০	৫৭৩
অভিজাত			
কাফিররা (দুনিয়াতে কাফিররা ছিল অভিজাত)	৪৪-দুখান	৪৯	৯০৪
অভিজ্ঞ			
'স্বপ্নের ব্যাখ্যায় আমরা অভিজ্ঞ নই'-পরিষদবর্গ বলল	১২-ইউসুফ	৪৪	৬৮১
অভিনন্দন			
তাদের জন্যও অভিনন্দন নেই কাফিররা যাদের অনুসরণ করত	৩৮-সোয়াদ	৬০	৮৬৯
সীমালঙ্ঘনকারীদের অনুসারীদের জন্য কোন অভিনন্দন নেই	৩৮-সোয়াদ	৫৯	৮৬৯
অভিনব			
রাসূল স. (মুহাম্মদ সা. কোনো অভিনব রাসূল নন)	৪৬-আহ্‌কাফ	৯	৯০৮
অভিবাদন (সালাম) (আরো দেখুন সালাম শব্দটি)			
আল্লাহ রাসূল স. কে যেভাবে অভিবাদন জানাননি সেভাবে জানায়...	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
জবাব (অভিবাদন জানানো হলে তার চেয়ে সুন্দর বা অনুরূপ জবাব)	৪-নিসা	৮৬	৫৬৭
জানানো (অভিবাদন ও সালাম জানানো হবে তাদেরকে যারা...)	২৫-ফুরকান	৭৫	৭৮৭
জানানো (অভিবাদন জানানো হলে তার চেয়ে সুন্দর বা অনুরূপ জবাব)	৪-নিসা	৮৬	৫৬৭
রাসূল স. কে অভিবাদন জানায় মুনাফিকরা এমন ভাবে যেভাবে...	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
সালাম (অভিবাদন স্বরূপ সালাম দেয়া, ঘরে প্রবেশকালে)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
সালাম (আল্লাহর সাক্ষাতের দিন মুমিনদের প্রতি অভিবাদন)	৩৩-আহযাব	৪৪	৮৩৭
সালাম (জান্নাতে মুমিনদের অভিবাদন হবে সালাম)	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
সালাম (জান্নাতে সৎকর্মশীল মুমিনগণের অভিবাদন হবে সালাম)	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
অভিভাবক/অভিভাবকত্ব			
অনুমতি (অভিভাবকের অনুমতিক্রমে দাসীকে বিয়ে করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
অনুসরণ (অভিভাবকের অনুসরণ নিষেধ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য)	৭-আ'রাফ	৩	৬১৩
অহংকারীরা অভিভাবক পাবেনা (আল্লাহ ছাড়া কাউকে)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক থাকবে না (জালিম/কাফির প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৭০	৬০২
আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক নেই (আসহাবে কাহাফের)	১৮-কাহ্‌ফ	২৬	৭২৬
আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক নেই	৯-তাওবা	১১৬	৬৫২
আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক নেই	৪২-শূরা	৩১	৮৯৪
আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক ছিল না (অবিশ্বাসীদের)	১১-হূদ	২০	৬৬৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অভিভাবক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক থাকবেনা	৬-আন্‌'আম	৫১	৬০০
আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক পাবে না (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৭	৮৩৪
আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক পাবেনা (আল্লাহর ডাকে সাড়া না দিলে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩২	৯১১
আল্লাহ অভিভাবক মুমিনদের দুই দলেরই (উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১২২	৫৪৭
আল্লাহই অভিভাবক (আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক নেই)	২-বাক্বারা	১০৭	৫১২
আল্লাহই একমাত্র অভিভাবক	৪২-শূরা	৯	৮৯১
আল্লাহর কোন অভিভাবক নেই...	১৭-ইস্‌রা	১১১	৭২৩
আল্লাহই অভিভাবক (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক বানানো প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	৯	৮৯১
আল্লাহই অভিভাবক (দয়া প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	২৮	৮৯৩
আল্লাহই মুমিনদের অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট	৪-নিসা	৪৫	৫৬২
আল্লাহ ঈমানদারদের অভিভাবক	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক গ্রহণ অযৌক্তিক	৬-আন্‌'আম	১৪	৫৯৭
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণকারী বলে...	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক নেই...	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক নেই	১১-হূদ	১১৩	৬৭৬
আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক/সাহায্যকারী নেই	২৯-আনকাবূত	২২	৮১৭
আল্লাহ ছাড়া মানুষের কোন অভিভাবক নেই	৩২-সাজ্‌দা	৪	৮৩০
আল্লাহ (মন্দকাজকারী আল্লাহ ছাড়া কাউকে অভিভাবকরূপে পাবেনা)	৪-নিসা	১২৩	৫৭২
আল্লাহ বাদে অন্যকে অভিভাবক গ্রহণ(মাকড়সার ঘরের মত)	২৯-আনকাবূত	৪১	৮১৯
আল্লাহ রাসূল স. এর অভিভাবক (যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন)	৭-আ'রাফ	১৯৬	৬৩১
আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে যারা...	৪২-শূরা	৬	৮৯১
ইউসুফের অভিভাবক আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা (দুনিয়া ও আখিরাতে)	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
ইবলিস ও তার বংশধরকে অভিভাবক গ্রহণ! (আল্লাহকে বাদ দিয়ে)	১৮-কাহ্‌ফ	৫০	৭২৮
ঈমানদারদের অভিভাবক আল্লাহ	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
ঋণগ্রহীতার অভিভাবক লেখার বিষয় বলবে(ঋণগ্রহীতা দুর্বল হলে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
কাফির ও মুনাফিকদের অভিভাবক নেই পৃথিবীতে	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
কাফিররা অভিভাবক পাবে না আখিরাতে	৩৩-আহযাব	৬৫	৮৩৯
কাফিররা অভিভাবক পেত না, যদি যুদ্ধ করত (হুদায়বিয়া প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্‌হ	২২	৯১৮
কাফিরদের অভিভাবক তাগুত	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
ক্ষমতা দান (অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে প্রতিকারের...)	১৭-ইস্‌রা	৩৩	৭১৬
গ্রহণ (অভিভাবক গ্রহণ করা মানায় না আল্লাহকে বাদ দিয়ে...)	২৫-ফুরকান	১৮	৭৮৩
গ্রহণ (অভিভাবকরূপে গ্রহণ, তাদেরকে যারা নিজেদেরও উপকার...)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
জালিমদের অভিভাবক নেই	৪২-শূরা	৮	৮৯১
জালিমদের কোন অভিভাবক থাকবে না (আল্লাহ ছাড়া)	৪২-শূরা	৪৬	৮৯৫
তাগুত কাফিরদের অভিভাবক	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
দাসীর অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তাকে বিয়ে করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	২৫	৫৬০
পথভ্রষ্টের অভিভাবক নেই (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন)	৪২-শূরা	৪৪	৮৯৫
পথভ্রষ্টের (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন অভিভাবক নেই)	১৮-কাহ্‌ফ	১৭	৭২৫
পাওয়া (অভিভাবক পাওয়া যাবে না আল্লাহ পথভ্রষ্ট করলে)	১৭-ইস্‌রা	৯৭	৭২২
প্রতিপালক উপদেশ গ্রহণকারীদের কৃতকর্মের ব্যাপারে অভিভাবক	৬-আন্‌'আম	১২৭	৬০৮
বান্দাদের অভিভাবক হিসেবে প্রতিপালক যথেষ্ট	১৭-ইস্‌রা	৬৫	৭১৯
বান্দাদেরকে অভিভাবক গ্রহণ কাফিরদের! (আল্লাহর পরিবর্তে)	১৮-কাহ্‌ফ	১০২	৭৩৩
মজলুমের জন্য অভিভাবক নিযুক্তির দোয়া	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
মুশরিকদের অভিভাবক শয়তান...	১৬-নাহ্‌ল	৬৩	৭০৮
মুশরিকদের অভিভাবক/শরীক কাজে আসবে না (আল্লাহর পরিবর্তে..)	৪৫-জাছিয়া	১০	৯০৫
মুমিনদের অভিভাবক আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৬৮	৫৪২
মু'মিনদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নেই তাদের ব্যাপারে যারা...	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
মূসার অভিভাবক আল্লাহ	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
রাসূল স. এর অভিভাবক থাকবে না (ইহুদী-নাসারাদের অনুসরণ করলে)	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
রাসূল স. এর কোন অভিভাবক থাকবে না কাফিরদের অনুসরণ করলে	১৩-রা'দ	৩৭	৬৯২
শয়তান অভিভাবক (মুশরিক প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৬৩	৭০৮
শয়তানকে অভিভাবক বানিয়েছেন আল্লাহ তাদের জন্য যারা...	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণকারী সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে এক দল	৭-আ'রাফ	৩০	৬১৫
শয়তানকে যে অভিভাবক বানায় শয়তানের ক্ষমতা শুধু তার উপর	১৬-নাহ্‌ল	১০০	৭১১
সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব আল্লাহ করে থাকেন	৭-আ'রাফ	১৯৬	৬৩১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সালিহের অভিভাবক (ছামূদ সম্প্রদায়ের আক্রমণ প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৯	৮০৪
অভিমত (আরো দেখুন মতামত শব্দটি)			
ইসমাঈলের অভিমত জানতে চাইল ইবরাহীম (জবাই প্রসঙ্গ)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১০২	৮৬২
পরিষদবর্গের অভিমত জানতে চাইলেন রাজা (স্বপ্নের ব্যাপারে)	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
সুলাইমানের পত্রের বিষয়ে সাবার রানীর পারিষদবর্গের অভিমত প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৩২	৮০২
অভিমুখী			
আল্লাহর অভিমুখী হন নবী	৪২-শূরা	১০	৮৯১
আল্লাহর অভিমুখী হয় (পরিণত বয়সে উপনীত মুমিন)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
আল্লাহ অভিমুখীর জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি	৫০-ক্বাফ	৩২	৯২৩
আল্লাহ অভিমুখী হয় যে তাকে আল্লাহ তাঁর দিকে পরিচালিত করেন	১৩-রা'দ	২৭	৬৯১
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করল সুলাইমান	৩৮-সোয়াদ	৩৪	৮৬৮
আল্লাহ অভিমুখীদের জন্য তিনি ক্ষমাশীল	১৭-ইস্‌রা	২৫	৭১৬
আল্লাহ অভিমুখী বান্দা ছিলেন দাউদ আ.	৩৮-সোয়াদ	১৭	৮৬৭
ইবরাহীম আ. ছিলেন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী	১১-হূদ	৭৫	৬৭২
পাখিরা প্রতিপালকের অভিমুখী	৩৮-সোয়াদ	১৯	৮৬৭
প্রতিপালকের অভিমুখী হল (বাগানওয়ালারা)	৬৮-ক্বালাম	৩২	৯৭৬
বান্দা (আল্লাহর অভিমুখী বান্দা আইউব)	৩৮-সোয়াদ	৪৪	৮৬৮
মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করল মূসা	২৮-কাসাস	২২	৮০৯
শু'আইব প্রত্যাবর্তন করেন আল্লাহর দিকে	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
সুলাইমান ছিল আল্লাহ অভিমুখী বান্দা	৩৮-সোয়াদ	৩০	৮৬৮
অভিযুক্ত			
হত্যার বিষয়ে বনী ইসরাঈল কর্তৃক একে অপরকে অভিযুক্ত করা	২-বাক্বারা	৭২	৫০৮
অভিযোগ			
আল্লাহর নিকট অভিযোগ (এক মহিলার স্বামী সম্পর্কে)	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
ইয়াকুব অভিযোগ করছেন আল্লাহর কাছে (দুঃখ ও কষ্টের)	১২-ইউসুফ	৮৬	৬৮৫
ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন (সচ্চরিত্রা নারী সম্পর্কে)	২৪-নূর	৪	৭৭৪
ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন (স্ত্রীর সম্পর্কে)	২৪-নূর	৬	৭৭৪
ব্যভিচারের অভিযোগ (সচ্চরিত্র নারীর বিরুদ্ধে)	২৪-নূর	২৩	৭৭৬
মূসার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ থেকে আল্লাহ তাকে মুক্তি দেন	৩৩-আহযাব	৬৯	৮৩৯
অভিশপ্ত/অভিশপ্ত (আরো দেখুন লা'নত শব্দটি)			
আল্লাহর অভিশাপ (ইবলিসের প্রতি)	৩৮-সোয়াদ	৭৮	৮৭০
জালিমদের জন্য রয়েছে অভিশাপ (কিয়ামতের দিন)	৪০-মু'মিন	৫২	৮৮২
গাছ (অভিশপ্ত যাক্কুম গাছটি মানুষের পরীক্ষাস্বরূপ)	১৭-ইস্‌রা	৬০	৭১৯
পথ (অভিশপ্তদের পথ থেকে বাঁচার প্রার্থনা)	১-ফাতিহা	৭	৫০১
মুনাফিক ও হৃদয়ে ব্যধিগ্রস্তরা অভিশপ্ত অবস্থায় মদীনায় থাকবে	৩৩-আহযাব	৬১	৮৩৯
অভ্যন্তর			
প্রতিপক্ষের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়া ঘোড়ার কসম...	১০০-'আদিয়াত	৫	১০৩০
প্রাচীরের অভ্যন্তর ছাড়া মুনাফিকরা যুদ্ধ করবে না (কাফিরদের পক্ষে)	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় বানাননি (আল্লাহ)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
অভ্যস্ত			
মন্দকাজে (সমকামিতায়) অভ্যস্ত ছিল লূতের সম্প্রদায়	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
অভ্যাস			
ফিরআউন বংশ ও তার পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত...	৮-আনফাল	৫৪	৬৩৭
ফিরআউন বংশ ও পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় কাফিরদের...	৩-আলে ইমরান	১১	৫৩৬
ফিরআউন বংশের অভ্যাসের ন্যায় (আল্লাহর আয়াত অস্বীকার)	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
অমঙ্গল (আরো দেখুন অকল্যাণ শব্দটি)			
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ অমঙ্গ চাইলে কেউ রক্ষা করতে পারে না)	৩৩-আহযাব	১৭	৮৩৪
কাফিরদের উপর অমঙ্গল কিয়ামতে(শিরক প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	২৭	৭০৫
ছামূদ সম্প্রদায়ের অমঙ্গল...	২৭-নামল	৪৭	৮০৪
পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল চাওয়া হয়েছে, নাকি মঙ্গল...	৭২-জিন্‌	১০	৯৮৬
রাসূলদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করল (কাফিররা)	৩৬-ইয়াসীন	১৮	৮৫২
সালিহকে অমঙ্গলের কারণ মনে করত(ছামূদ সম্প্রদায়)	২৭-নামল	৪৭	৮০৪
সীমালংঘনকারীদের সাথেই তদের অমঙ্গল (রাসূলদের দাবি)	৩৬-ইয়াসীন	১৯	৮৫২
স্পর্শ (মুত্তাকীদের সাফল্যের কারণে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না)	৩৯-যুমার	৬১	৮৭৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অমনোযোগী			
অন্ধ ব্যক্তির প্রতি রাসূল স. সা. অমনোযোগী হওয়া প্রসঙ্গ	৮০-আবাসা	১০	১০০৬
হৃদয় (প্রতিপালকের উপদেশ খেলাচ্ছলে শ্রবণকারীর হৃদয় অমনোযোগী)	২১-আম্বিয়া	৩	৭৫০
হৃদয় - আল্লাহর স্মরণ থেকে যার - তার আনুগত্য নিষেধ	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
অমর/অমরত্ব			
আদম ও তার স্ত্রী অমর হবে জান্নাতে (ইবলিসের প্রতারণা...)	৭-আ'রাফ	২০	৬১৪
কাফিররা কি স্থায়ী/অমর হবে? (যখন রাসূলই অমর নন)	২১-আম্বিয়া	৩৪	৭৫২
নবীগণ স্থায়ী (অমর) ছিল না(মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮	৭৫০
বৃক্ষ (অমরত্বদানকারী বৃক্ষ নিয়ে আদমকে শয়তানের কুমন্ত্রণা)	২০-ত্বা-হা	১২০	৭৪৮
মানুষকে আল্লাহ স্থায়িত্ব/অমরত্ব দেননি	২১-আম্বিয়া	৩৪	৭৫২
মানুষকে তার সম্পদ অমর করে রাখবে! (জমাকারীর ধারণা)	১০৪-হুমাযা	৩	১০৩৩
সম্পদ অমর করে রাখবে! (সম্পদ জমাকারীর ধারণা)	১০৪-হুমাযা	৩	১০৩৩
অমান্য/অমান্য করা			
অপ্রিয় করেছেন আল্লাহ অমান্যকে (মুমিনদের নিকট)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
আদম প্রতিপালককে অমান্য করল(নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১২১	৭৪৮
আল্লাহ ও রাসূল স. কে অমান্যের পরিণাম জাহান্নামের আগুন	৭২-জিন্	২৩	৯৮৭
আল্লাহ-রাসূল স. কে অমান্যকারী সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
আল্লাহ-রাসূল স. কে অমান্য করলে আগুনে প্রবেশ করানো হবে	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
আল্লাহকে অমান্য করলে ক্ষতি বৃদ্ধি (সালিহ আ.প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
আহলে কিতাবরা অমান্য করেছিল আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
ইহুদীদের কিছুলোকের অমান্য করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
খিজিরের নির্দেশ অমান্য না করার অঙ্গীকার মূসার	১৮-কাহ্ফ	৬৯	৭৩০
নির্দেশ অমান্য করল মুমিনরা (বিজয় দেখানোর পরেও)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
নূহকে অমান্য করে সম্প্রদায় এমন লোকের অনুসরণ করে যার...	৭১-নূহ্	২১	৯৮৫
প্রতিপালককে অমান্য করলে ভয়াবহ দিনের শাস্তির ভয় (নবীর)	৩৯-যুমার	১৩	৮৭২
প্রতিপালককে অমান্য করলে নবীর শাস্তির ভয় (ওহী প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
প্রতিপালককে অমান্য করলে রাসূলও ভয়াবহ দিনের শাস্তির ভয় করেন	৬-আন্'আম	১৫	৫৯৭
প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল ছামূদ জাতি	৫১-যারিয়াত	৪৪	৯২৭
ফিরআউন অমান্য করল মূসাকে (নিদর্শন দেখার পরও)	৭৯-নাযি'আত	২১	১০০৪
ফিরআউন অমান্য করেছে (মৃত্যুর সময় ঈমান আনা প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৯১	৬৬৩
ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না (জাহান্নামের ফেরেশতা)	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
বনী ইসরাঈল অমান্য করল (শোনার পর)	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
বনী ইসরাঈল অমান্য/সীমালঙ্ঘন করায় লা'নত করা হয়	৫-মায়িদা	৭৮	৫৯০
বনী ইসরাঈল কর্তৃক অমান্য করার পরিণতি	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
মূসার নির্দেশ হারুন কর্তৃক অমান্য করা	২০-ত্বা-হা	৯৩	৭৪৭
রাসূল স. কে অমান্য করল (ফিরআউন)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৬	৯৮৮
রাসূল স. কে অমান্য করার ব্যাপারে গোপন কথা...	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩
রাসূল স. কে অমান্য করার ব্যাপারে গোপন কথা...	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
রাসূল স. কে অমান্য করলে তাকে বলা (রাসূল স. দায়িত্বমুক্ত...)	২৬-শু'আরা	২১৬	৭৯৯
রাসূল স. কে অমান্য করার পাকড়াও(পাপাচারী জনপদ/ফিরআউনকে)	৬৯-হাক্কাহ্	১০	৯৭৮
রাসূল স. কে অমান্যকারীর কামনা (সে যদি মাটির সাথে মিশে যেত)	৪-নিসা	৪২	৫৬২
রাসূল স. কে অমান্য না করার বাইয়াতগ্রহণ, মুমিন নারীদের (সৎকাজে)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
রাসূল স. ও আল্লাহকে অমান্যের পরিণাম জাহান্নামের আগুন	৭২-জিন্	২৩	৯৮৭
রাসূল-আল্লাহকে অমান্য করলে আগুনে প্রবেশ করানো হবে	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
রাসূলদের অমান্য করেছিল আদ সম্প্রদায়	১১-হূদ	৫৯	৬৭১
অমুখাপেক্ষী			
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী	৬০-মুমতাহিনা	৬	৯৫৮
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও অতি প্রশংসনীয় (আল্লাহকে ভয় করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও পবিত্র (সন্তান প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও অতি প্রশংসনীয়(মানুষের অকৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৮	৬৯৩
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসনীয়(মানুষের অকৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও অতিপ্রশংসনীয়	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসনীয়	৩৫-ফাতির	১৫	৮৪৭
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, জগতসমূহ থেকে	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
আল্লাহ জগত থেকে অমুখাপেক্ষী	২৯-আনকাবূত	৬	৮১৬
প্রতিপালক অকৃতজ্ঞের ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী	২৭-নামল	৪০	৮০৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী ও দয়াশীল	৬-আন্'আম	১৩৩	৬০৯
অযথা/অনর্থক			
আকাশ-পৃথিবী অযথা সৃষ্টি করেননি আল্লাহ	৪৪-দুখান	৩৯	৯০৪
অরক্ষিত			
ঘর অরক্ষিত থাকার অজুহাতে খন্দকের মুনাফিকদের অব্যহতি কামনা	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
মুনাফিকদের ঘর অরক্ষিত থাকার মিথ্যা অজুহাত (খন্দকে)	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
অরাজকতা (আরো দেখুন বিশৃংখলা শব্দটি)			
পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করবে মূসা (ফিরআউনের আশঙ্কা)	৪০-মু'মিন	২৬	৮৮০
অর্জন/কৃতকর্ম/অর্জিত (আরো দেখুন উপার্জন শব্দটি)			
অংশ (অর্জনে অংশ আছে তাদের যারা অর্জন করেছে...)	২-বাক্বারা	২০২	৫২৩
আগুন অর্জন আয়াত সম্পর্কে বেখবর ব্যক্তির অর্জনের কারণে আগুন)	১০-ইউনুস	৮	৬৫৪
আগামীকালের অর্জন সম্পর্কে মানুষ জানে না (গায়েব প্র.)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
উম্মতে মুহাম্মদীর অর্জনই তারা পাবে...	২-বাক্বারা	১৪১	৫১৫
উম্মতে মুহাম্মদীর অর্জনই তারা পাবে...	২-বাক্বারা	১৩৪	৫১৫
কল্যাণ অর্জন (ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন না করার পরিণাম)	৬-আন্'আম	১৫৮	৬১২
কাফিরের অর্জনের উপর তার নিজের কোন ক্ষমতা নেই	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
ছামুদ জাতি যা অর্জন করেছে সে জন্য অপমানজনক শাস্তি...	৪১-ফুস্সিলাত	১৭	৮৮৭
জালিমদের অর্জন উপকারে আসবে না	৩৯-যুমার	৫০	৮৭৫
জালিমদের অর্জন/কৃতকর্মের জন্য পরস্পরকে যুক্ত করা হবে	৬-আন্'আম	১২৯	৬০৮
জালিমদের ইহকালের অর্জন (পাপ) এর শাস্তি আস্বাদন	৩৯-যুমার	২৪	৮৭৩
জালিমদের অর্জিত মন্দকাজ তাদেরকে আঘাত করবে	৩৯-যুমার	৫১	৮৭৫
জালিমের অর্জিত মন্দকাজসমূহ কিয়ামতে প্রকাশিত হবে	৩৯-যুমার	৪৮	৮৭৫
ধ্বংস (মানুষের অর্জন/কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
নিজেরই বিরুদ্ধে অর্জন করা হয় (পাপ অর্জন করা হলে)	৪-নিসা	১১১	৫৭১
পাকড়াও করলে আল্লাহ অর্জনের জন্য (শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন)	১৮-কাহ্ফ	৫৮	৭২৯
পাকড়াও (অর্জন/নবীদের মিথ্যাবাদী বলায় পাকড়াও)	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
পাপ অর্জন করা হলে তা নিজেরই বিরুদ্ধে অর্জন করা হয়	৪-নিসা	১১১	৫৭১
পাপ অর্জন করে তা নির্দোষকে আরোপ করলে পাপের বোঝা বহন করা	৪-নিসা	১১২	৫৭১
পাপ অর্জনকারী আগুনের অধিবাসী	২-বাক্বারা	৮১	৫০৯
পাপ অর্জনকারী পাপের বোঝা বহন করবে	৪-নিসা	১১২	৫৭১
পাপ অর্জনকারীদের প্রতিফল দান প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১২০	৬০৭
পূর্ববর্তীদের অর্জন কোন কাজে আসেনি	৪০-মু'মিন	৮২	৮৮৫
পূর্ববর্তী জালিমদের অর্জিত মন্দকাজ তাদেরকে আঘাত করেছিল	৩৯-যুমার	৫১	৮৭৫
পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের অর্জনের কারণে শয়তান পদস্খলন ঘটিয়েছিল	৩-আলে ইমরান	১৫৫	৫৫১
প্রতিদান (সবার অর্জনের প্রতিদান দিতে আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি)	৪৫-জাছিয়া	২২	৯০৬
প্রতিফল (আল্লাহ প্রত্যেককে তার অর্জনের প্রতিফল দিবেন)	১৪-ইবরাহীম	৫১	৬৯৭
প্রতিফল (অর্জনের প্রতিফল স্বরূপ বেশি বেশি কাঁদবে মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৮২	৬৪৮
প্রতিফল (অর্জনের প্রতিফল স্বরূপ হাত কেটে দেয়া- চোর ও...)	৫-মায়িদা	৩৮	৫৮৫
প্রতিফল (অর্জনের প্রতিফল জাহান্নাম, তবুকযুদ্ধ...)	৯-তাওবা	৯৫	৬৫০
প্রাণ যা অর্জন করে আল্লাহ তার উপর পর্যবেক্ষক	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
প্রতিদান (অর্জনের প্রতিফল দিতে পারেন আল্লাহ মানুষকে...)	৪৫-জাছিয়া	১৪	৯০৬
ফল (বিপদ–আপদ মানুষের অর্জন/কৃতকর্মের ফল)	৪২-শূরা	৩০	৮৯৪
ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা তাকে পুরো করে দেয়া হবে	৩-আলে ইমরান	১৬১	৫৫১
ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা পুরোপুরি দেয়া হবে	৩-আলে ইমরান	২৫	৫৩৮
ব্যক্তি যা অর্জন করেছে কিয়ামতে তার প্রতিদান দেয়া হবে	৪০-মু'মিন	১৭	৮৭৯
ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা তারই	২৪-নূর	১১	৭৭৫
ব্যক্তির অর্জন (আল্লাহ জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে)	১৩-রা'দ	৪২	৬৯২
ব্যক্তির অর্জন তার উপরই বর্তায়	৬-আন্'আম	১৬৪	৬১২
ব্যক্তির অর্জন (মানুষের অর্জন/কাজ সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	৬-আন্'আম	৩	৫৯৬
ব্যক্তির অর্জনের জন্য প্রত্যেকে নিজেই দায়ী	৫২-তূর	২১	৯৩০
ব্যক্তির অর্জনের জন্য প্রত্যেকে নিজেই দায়ী	৫২-তূর	২১	৯৩০
ব্যক্তির অর্জনের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে (বিচার দিনে)	২-বাক্বারা	২৮১	৫৩৩
মানুষের অর্জন/কাজ সম্পর্কে আল্লাহ জানেন	৬-আন্'আম	৩	৫৯৬
মানুষের অর্জন/কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করা হলে কেউ বাদ যেত না	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
মানুষের অর্জন/কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
মানুষের অর্জনের জন্য ফাসাদ প্রকাশিত (স্থলে ও সমুদ্রে)	৩০-রূম	৪১	৮২৫
মানুষের ভাল অর্জন তারই	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অর্জন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মানুষের মন্দ অর্জন তারই	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
মুনাফিকদের অর্জনের কারণে আল্লাহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮
মুমিনদের অর্জিত অংশ থেকে পবিত্র বস্তু দানের নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
মুশরিকদের অর্জন কোন কাজে আসবে না (জাহান্নামের মোকাবিলায়)	৪৫-জাছিয়া	১০	৯০৫
শাস্তি (জালিমদের অর্জনের শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে)	১০-ইউনুস	৫২	৬৫৭
শাস্তি (অর্জনের কারণে শাস্তি ভোগ করতে বলা হবে)	৭-আ'রাফ	৩৯	৬১৬
সক্ষম না হওয়া (মানুষ অর্জিত ধনের উপর কিছু করতেও সক্ষম নয়)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
সাক্ষ্য দিবে হাত-পা অর্জন সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন)	৩৬-ইয়াসীন	৬৫	৮৫৫
হিজরবাসীদের অর্জন তাদের কোন কাজে আসেনি	১৫-হিজর	৮৪	৭০২
হৃদয় যা অর্জন করেছে তার জন্য পাকড়াও করবেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২২৫	৫২৫
দায়গ্রস্ত (প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়গ্রস্ত)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৮	৯৯২
সীমালংঘনকারীদের কৃতকর্মের জন্য তাদের হৃদয়ে মরিচা	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	১৪	১০১১
অর্থ (দেখুন সম্পদ শব্দটি)			
অর্থদন্ড			
আল্লাহর পথের ব্যয়কে অর্থদন্ডরূপে গ্রহণ করে বেদুইনরা	৯-তাওবা	৯৮	৬৫০
খুনের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে রক্তপন (অর্থদণ্ড)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
অর্ধেক			
কন্যার জন্য অর্ধেক সম্পদ (মৃতের এক কন্যা থাকলে)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
বোনের জন্য অর্ধেক অংশ (কালালাহ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
মোহরের অর্ধেক দিতে হবে, যদি স্পর্শ...	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
রাতের অর্ধেক সময় দাঁড়িয়ে রাসূলের সালাত আদায়	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
রাতের অর্ধেক সময় নামাজে দাঁড়ানোর নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৭৩-মুযযাম্মিল	৩	৯৮৮
শাস্তি (দাসী ব্যভিচার করলে স্বাধীন নারীর অর্ধেক শাস্তি)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
স্বামী স্ত্রীর সম্পদের অর্ধেক পাবে (সন্তান না থাকলে)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
অর্পণ/অর্পণকারী			
উপদেশ অর্পণকারীদের কসম...	৭৭-মুরসালাত	৫	৯৯৭
উপদেশ (সালিহ এর নিকট উপদেশ অর্পণ করায় সম্প্রদায়ের বিস্ময়)	৫৪-কামার	২৫	৯৩৭
কিতাব অর্পন করা হবে রাসূল স. এর প্রতি (রাসূল স. আশা করেনি)	২৮-কাসাস	৮৬	৮১৫
ধন-ভান্ডার অর্পণ করা হয় না কেন (রাসূল স. এর প্রতি)	২৫-ফুরকান	৮	৭৮২
ভারী কথা (রাসূল স. এর নিকট ভারী কথা অর্পণ করবেন আল্লাহ)	৭৩-মুযযাম্মিল	৫	৯৮৮
মারইয়ামের প্রতি আল্লাহর কালিমাহ অর্পণ (ঈসা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
মুনাফিকদের উপর যা অর্পণ করা হয়েছে তা তাদের দায়িত্ব	২৪-নূর	৫৪	৭৭৯
মূসাকে স্বর্ণবালা অর্পণ না করা ও ফির'আ উনের উক্তি	৪৩-যুখরুফ	৫৩	৮৯৯
রাসূল স. কে যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে (তাই তার দায়িত্ব)	২৪-নূর	৫৪	৭৭৯
সাবার রানীকে সুলাইমানের পক্ষ থেকে সম্মানজনক পত্র অর্পণ প্রসঙ্গ	২৭-নামল	২৯	৮০২
অলংকার/অলংকৃত			
কন্যা সন্তান অলংকারের মধ্যে বেড়ে ওঠে...	৪৩-যুখরুফ	১৮	৮৯৭
জান্নাতীদের মুক্তা ও স্বর্ণের বালা দ্বারা অলংকৃত করা হবে	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
জান্নাতীদের করা হবে (স্বর্ণের বালা দ্বারা)	১৮-কাহ্‌ফ	৩১	৭২৭
জান্নাতীরা রৌপ্য নির্মিত বালা দ্বারা অলংকৃত হবে	৭৬-দাহ্‌র	২১	৯৯৬
তৈজসপত্র ও অলংকার তৈরীর উদ্দেশ্যে ধাতু উত্তপ্ত করার দৃষ্টান্ত...	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
বোঝা (অলঙ্কারের বোঝা মূসার সম্প্রদায়ের উপর চাপানো, বাছুর পূজা...)	২০-ত্বা-হা	৮৭	৭৪৬
মুক্তা ও স্বর্ণের বালা দ্বারা জান্নাতীদের অলংকৃত করা হবে	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
মূসার সম্প্রদায় অলংকার দ্বারা বাছুর তৈরি করল	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
রৌপ্য নির্মিত বালা দ্বারা জান্নাতীরা অলংকৃত হবে	৭৬-দাহ্‌র	২১	৯৯৬
সমুদ্র থেকে অলঙ্কার/মুক্তা আহরণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১৪	৭০৪
সমুদ্র থেকে মানুষ অলংকার/মুক্তা আহরণ করে	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
স্বর্ণ ও মুক্তা দ্বারা (স্থায়ী জান্নাতবাসীদের)	৩৫-ফাতির	৩৩	৮৪৯
স্বর্ণের বালা ও মুক্তা দ্বারা জান্নাতীদের অলংকৃত করা হবে	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
সরে পড়া (অলক্ষ্যে সড়ে পড়ে যারা আল্লাহ তাদেরকে জানেন)	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
অলসতা			
নামাজে অলসতা (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
অলীক/অলীক সৃষ্টি			
গিলে ফেলা(মূসার লাঠি অলীক সৃষ্টি/জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল)	২৬-শু'আরা	৪৫	৭৯০

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
গিলে ফেলা (মূসার লাঠি জাদুকরদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গিলে ফেলল)	৭-আ'রাফ	১১৭	৬২৩
অলীদ ইবনে মুগীরা			
কষ্ট চাপিয়ে দিবেন আল্লাহ ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার প্রতি	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৭	৯৯০
অল্প/অল্পসংখ্যক (আরো দেখুন কম শব্দটি)			
অমান্যকারীর সংখ্যা অল্প (আল্লাহ-রাসূল স. এর অমান্যকারী)	৭২-জিন্	২৪	৯৮৭
ইহুদীদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনত	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
ঈমান (বনী ইসরাঈলের সামান্য সংখ্যক ছাড়া ঈমান আনেনা)	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
ঈমানদারের সংখ্যা (নূহ জাতির অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে)	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
উপদেশ অল্পসংখ্যক লোকই উপদেশ গ্রহণ করে	৪০-মু'মিন	৫৮	৮৮৩
কাফিরদের সংখ্যা অল্প করে দেখিয়েছেন আল্লাহ রাসূল স. কে	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
কাফিরদের সংখ্যা কম দেখাচ্ছিল মু'মিনদের দৃষ্টিতে)	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
গুহাবাসীদের সংখ্যা অল্পসংখ্যকই জানে...	১৮-কাহ্‌ফ	২২	৭২৬
তালুত বাহিনীর অল্পসংখ্যক ছাড়া সবার পানি পান প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
পণ্যমূল্য (অল্প পণ্যমূল্য নিয়ে এসেছে ইউসুফের ভাইয়েরা...)	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
পরবর্তীদের অল্পসংখ্যক হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১৪	৯৪৩
বনী ইসরাঈলের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলের পৃষ্ঠ প্রদর্শন	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
বনী ইসরাঈলের সামান্য সংখ্যক ছাড়া ঈমান আনেনা	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
বনী ইসরাঈলের অল্পসংখ্যক ছাড়া সবার অঙ্গীকার উপেক্ষা	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
মাদইয়ানবাসীদের অল্প সংখ্যা থেকে বৃদ্ধি করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
মুনাফিকদের অল্প সংখ্যকই নির্দেশ পালন করত (বিধিবদ্ধ করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
মু'মিনরা যখন অল্প ও নির্যাতিত ছিল সেই অবস্থা স্মরণের নির্দেশ	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪
মু'মিনদের সংখ্যা কমিয়ে দেখালেন আল্লাহ কাফিরদেরকে	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
শস্য (অল্প কিছু শস্য ছাড়া সব সঞ্চয় খেয়ে ফেলবে, কঠিন সাত বছর)	১২-ইউসুফ	৪৮	৬৮১
শস্য (খাওয়ার জন্য অল্প কিছু ব্যতীত বাকী শস্য শীষসহ রেখে দিবে)	১২-ইউসুফ	৪৭	৬৮১
অশালিন (দেখুন অশ্লীল শব্দটি)			
অশুভ (দেখুন কুলক্ষণ শব্দটি)			
অশ্রু/অশ্রুপাত/অশ্রুসজল			
আকাশ ও পৃথিবী অশ্রুপাত করেনি (ফির'আউন নিমজ্জিত হওয়ায়)	৪৪-দুখান	২৯	৯০৩
আল্লাহর পথে ব্যয় না করতে পারার কষ্টে...	৯-তাওবা	৯২	৬৪৯
নাসারাদের চোখ অশ্রুসজল হওয়া (রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন শুনে)	৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
অশ্লীল/অশ্লীলতা (আরো দেখুন খারাপ শব্দটি)			
কাজ (অশ্লীল কাজ করার পর যারা ঈমান আনে না...)	৭-আ'রাফ	২৮	৬১৫
নির্দেশ (অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	২৮	৬১৫
নির্দেশ (অশ্লীলতা ও মন্দকাজের নির্দেশ দেয় শয়তান)	২৪-নূর	২১	৭৭৫
নির্দেশ (শয়তান মানুষকে অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
নিষেধ (আল্লাহ অশ্লীলতা/অসৎকাজ/সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন)	১৬-নাহ্‌ল	৯০	৭১০
নিকটবর্তী হওয়া যাবেনা (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
বিরত (অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখেন আল্লাহ ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	২৪	৬৭৯
বিরত থাকা (অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা)	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
বিরত রাখা (নামাজ অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
বিরত (মুমিন অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে)	৪২-শূরা	৩৭	৮৯৪
বিয়ে (পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা অশ্লীল কাজ)	৪-নিসা	২২	৫৫৯
বিস্তার (অশ্লীলতার বিস্তার পছন্দ করে যারা...)	২৪-নূর	১৯	৭৭৫
ব্যভিচার অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ	১৭-ইস্‌রা	৩২	৭১৬
মুমিনরা অশ্লীল কাজ করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে	৩-আলে ইমরান	১৩৫	৫৪৮
লূত সম্প্রদায়ের অশ্লীল কাজ (সমকামিতা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮০	৬২০
লূত সম্প্রদায়ের অশ্লীলকাজ/সমকামিতা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	২৮	৮১৮
লূত সম্প্রদায় কর্তৃক দেখে-শুনে অশ্লীল কাজ করা	২৭-নামল	৫৪	৮০৪
শয়তান অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়	২-বাক্বারা	১৬৯	৫১৮
শাস্তি (নবীর স্ত্রীরা অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে দ্বিগুণ শাস্তি)	৩৩-আহযাব	৩০	৮৩৫
সাক্ষী তলব (অশ্লীলতা/ব্যভিচার প্রমাণে চারজন সাক্ষী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
স্ত্রী স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত না হলে বের করা যাবেনা (তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
হারাম (অশ্লীলতা হারাম করেছেন প্রতিপালক)	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অশ্ববাহিনী/অশ্বারোহী			
পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী হাকাবে ইবলিস...	১৭-ইস্‌রা	৬৪	৭১৯
প্রস্তুত (অশ্ব বাহিনী প্রস্তুতের নির্দেশ মু'মিনদেরকে)	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
প্রস্তুত (অশ্ববাহিনী প্রস্তুতের নির্দেশ মু'মিনদেরকে)	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
অষ্টম			
কুকুর , আসহাবে কাহাফের সাতজনের সাথে (কারো কারো ধারণা)	১৮-কাহ্‌ফ	২২	৭২৬
অসঙ্গত			
বণ্টন (মুশরিকদের অসঙ্গত বণ্টন- 'কন্যা আল্লাহর আর পুত্র তাদের')	৫৩-নাজম	২২	৯৩৩
অসঙ্গতি			
কুরআনে অনেক অসঙ্গতি থাকত (আল্লাহ ছাড়া অন্যের হলে)	৪-নিসা	৮২	৫৬৭
সৃষ্টিতে অসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যাবে না	৬৭-মুল্‌ক	৩	৯৭২
অসচ্ছল			
অবকাশ (ঋণগ্রহীতাকে স্বচ্ছলতা লাভ না করা পর্যন্ত অবকাশ)	২-বাক্বারা	২৮০	৫৩৩
ব্যয় (অস্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করা...)	৩-আলে ইমরান	১৩৪	৫৪৮
রাসূল স. কে অসচ্ছল অবস্থায় পেয়ে আল্লাহ তাকে ধনী করেন	৯৩-দুহা	৮	১০২৬
সাধ্যমত (অস্বচ্ছল ব্যক্তি সাধ্যমত ভোগ্যসামগ্রী দিবে...)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
অসৎকাজ (আরো দেখুন মন্দ কাজ শব্দটি)			
নিষেধ (অসৎকাজে নিষেধ করে আহলে কিতাবদের এক দল)	৩-আলে ইমরান	১১৪	৫৪৭
নিষেধ পুত্রকে, অসৎকাজ থেকে (লোকমানের উপদেশ)	৩১-লুকমান	১৭	৮২৮
নিষেধ (অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে মুমিনরা)	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
নিষেধ (অসৎ কাজে নিষেধ করার একটি দল থাকা উচিত)	৩-আলে ইমরান	১০৪	৫৪৬
নিষেধ (অসৎকাজে নিষেধকারীদেরকে আল্লাহ উদ্ধার করেন)	৭-আ'রাফ	১৬৫	৬২৮
নিষেধ (আল্লাহ অশ্লীলতা/অসৎকাজ/সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন)	১৬-নাহ্‌ল	৯০	৭১০
নিষেধকারী (অসৎকাজ থেকে নিষেধকারী)	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
নিষেধ (নবী মানুষকে অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
নিষেধ (অসৎকাজে নিষেধ করা উত্তম উম্মতের দায়িত্ব)	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
নির্দেশ (অসৎকাজের নির্দেশ দেয় মুনাফিক নারী ও পুরুষ)	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
বাধা প্রদান (মুমিনদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হলে অসৎকাজে বাধা দেয়)	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
অসতর্ক/অসতর্কতা			
অস্ত্র ও দ্রব্য সম্পর্কে অসতর্ক হলে মুমিনদের উপর কাফিরদের আক্রমণ	৪-নিসা	১০২	৫৭০
কিয়ামত সম্পর্কে মানুষ অসতর্ক ছিল (দুনিয়াতে)	৫০-ক্বাফ	২২	৯২৩
জালিমরা অসতর্কতার মধ্যে রয়েছে	১৯-মারইয়াম	৩৯	৭৩৬
মুমিনরা অস্ত্র ও দ্রব্য সম্পর্কে অসতর্ক হলে কাফিরদের আক্রমণ হয়...	৪-নিসা	১০২	৫৭০
সচ্চরিত্রা অসতর্ক মু'মিন নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ	২৪-নূর	২৩	৭৭৬
অসত্য (আরো দেখুন মিথ্যা শব্দটি)			
আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য কথা বলায় লাঞ্ছনার শাস্তি	৬-আন্‌'আম	৯৩	৬০৫
ঈমান (অসত্যে ঈমানদাররা ক্ষতিগ্রস্ত)	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
উৎফুল্ল (অসত্য নিয়ে উৎফুল্ল কাফিররা)	৪০-মু'মিন	৭৫	৮৮৪
ধারণা (আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য ধারণা করছিল মুনাফিকরা)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
অসন্তুষ্ট/অসন্তুটি			
আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে যা, তারই অনুসরণ করে মুনাফিকরা	৪৭-মুহাম্মাদ	২৮	৯১৪
আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে আসে যে তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম	৩-আলে ইমরান	১৬২	৫৫১
আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রসঙ্গ (বনী ইসরাঈলের কাফিরদের উপর)	৫-মায়িদা	৮০	৫৯০
কিয়ামতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি বেশি হবে কাফিরদের অসন্তুষ্টি চেয়ে	৪০-মু'মিন	১০	৮৭৮
প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে (কাফিরদের কুফরী)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
যাকাত না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয় (মুখে ঈমান দাবি করে যারা)	৯-তাওবা	৫৮	৬৪৬
অসমর্থ (আরো দেখুন অক্ষম শব্দটি)			
রোযা রাখতে অসমর্থ হলে ষাটজন মিসকিন খাওয়ানো (যিহার প্রসঙ্গ)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
অসম্ভব			
মৃত্যুর পর বের করে আনার প্রতিশ্রুতি অসম্ভব...	২৩-মু'মিনূন	৩৬	৭৬৮
অসম্মতি			
আমানত বহনে আকাশ-পৃথিবী-পর্বতের অসম্মতি প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৭২	৮৪০
অসম্মানিত			
লূতকে অসম্মানিত না করার আহ্বান (অতিথিদের ব্যাপারে)	১৫-হিজর	৬৮	৭০১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অসহনীয়			
রাসূল স. এর জন্য মুশরিকদের উপেক্ষা অসহনীয় হলে...	৬-আন্‌'আম	৩৫	৫৯৯
অসহায় (আরো দেখুন নিঃস্ব শব্দটি)			
নরনারী (অসহায় নর-নারী-শিশুর জন্য আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা)	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
নারী-পুরুষ (অসহায় নারী-পুরুষ-শিশুদের জন্য জাহান্নাম নয়, হিজরত প্র.)	৪-নিসা	৯৮	৫৬৯
পৃথিবীতে অসহায় থাকার অজুহাত (মুনাফিকদের)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
ভাইকে নিয়ে আসার ব্যাপারে একান্ত অসহায় হয়ে না পড়লে...	১২-ইউসুফ	৬৬	৬৮৩
শিশু (অসহায় শিশুদের ব্যাপারে ন্যায়নীতি কায়েম, বিয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
সন্তান অসহায় রেখেমারা গেলে কেমন হতত ভবা ! (ইয়াতিম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯	৫৫৭
অসার/অসার কথা/বাক্য			
উপেক্ষা (অসার কথা শুনলে উপেক্ষা করত পূর্ববর্তী ঈমানদাররা)	২৮-কাসাস	৫৫	৮১৩
কসম (অসার কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২২৫	৫২৫
কসম (অসার কসমের ব্যাপারে আল্লাহ পাকড়াও করবেন না)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
গমন (অসার কথার পাশ দিয়ে গমন কালে সম্মান বজায় রাখা...)	২৫-ফুরকান	৭২	৭৮৭
জান্নাতে অসার কথা হবে না	৫২-তূর	২৩	৯৩০
জান্নাতে (বাজে কথা শুনবেনা জান্নাতে)	৮৮-গাশিয়াহ্‌	১১	১০১৯
জান্নাতে শুনবে না মুত্তাকীরা আসার কথা	৭৮-নাবা	৩৫	১০০১
জান্নাতে (অসার বাক্য শুনবে না কেউ...)	১৯-মারইয়াম	৬২	৭৩৮
বিরত থাকা (অসারর কথা থেকে বিরত থাকে, মুমিনগণ)	২৩-মু'মিনূন	৩	৭৬৬
যুক্তি-প্রমাণ (আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীদের যুক্তি-প্রমাণ অসার)	৪২-শূরা	১৬	৮৯২
অসুবিধা			
দীনের ব্যাপারে আল্লাহ অসুবিধা আরোপ করেননি	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
নবীর অসুবিধা যাতে না হয়... (নবীর বিয়ে প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
মুমিনদের অসুবিধা করতে চান না আল্লাহ	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
মুমিনদের যেন অসুবিধা না হয়(পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
অসুস্থ (আরো দেখুন রোগাক্রান্ত শব্দটি)			
আয়ুব (আ.) অসুস্থ হলে যে দোয়া করেছিলেন...	২১-আম্বিয়া	৮৩	৭৫৫
ইউনুস রুগ্ন হয়ে পড়েন (দীর্ঘদিন মাছের পেটে থাকায়)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৪৫	৮৬৪
ইবরাহীম (আ.) অসুস্থ হলে বলতেন	২৬-শুয়ারা	৮০	৭৯২
ইবরাহীম বলল, আমি অসুস্থ.....	৩৭-সাফ্‌ফাত	৮৯	৮৬১
ইয়াকুব অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ইউসুফকে স্মরণ করতেই থাকবে	১২-ইউসুফ	৮৫	৬৮৫
তায়াম্মুম (অসুস্থ অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ হওয়া প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
তায়াম্মুম (অসুস্থ অবস্থায় তায়াম্মুমের বিধান, পবিত্রতার জন্য)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
দোয়া (অসুস্থতার জন্য দোয়া (অসুকের জন্য)	২১-আম্বিয়া	৮৩	৭৫৫
দোয়া (অসুস্থতার জন্য দোয়া (অসুকের জন্য)	২৬-শুয়ারা	৮০	৭৯২
মাথামুন্ডন (অসুস্থতার জন্য মাথামুন্ডন করে ফেললে...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
মুমিনরা অসুস্থ হয়ে পড়বে- (রাত্রি জাগরণ প্রসঙ্গ)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২০	৯৮৯
যুদ্ধের ময়দানে অসুস্থতার কারণে অস্ত্র রেখে দেয়া প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১০২	৫৭০
রমজানে অসুস্থ থাকলে অন্য সময়ে রোজা পূর্ণ করা...	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
রোযা (অসুস্থব্যক্তির রোযা, পরবর্তী সময়ে আদায়)	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
অস্ত/অস্তমিত			
চন্দ্র অস্তমিত হলে ইবরাহীমের উক্তি...	৬-আন্‌'আম	৭৭	৬০৩
জলাশয়ে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখল জুলকারনাইন..	১৮-কাহ্‌ফ	৮৬	৭৩২
তারকা (তারকা অস্তমিত হওয়ার পর আল্লাহর পবিত্রতা)	৫২-তূর	৪৯	৯৩১
নক্ষত্রকে অস্তমিত হতে দেখে ইবরাহীম বলল...	৬-আন্‌'আম	৭৬	৬০৩
ভালবাসা (ইবরাহীম অস্তমিতদের ভালবাসেননা)	৬-আন্‌'আম	৭৬	৬০৩
সূর্য অস্ত যায় (আসহাবে কাহফের বাম দিকে দিয়ে)	১৮-কাহ্‌ফ	১৭	৭২৫
সূর্য অস্তমিত হলে ইবরাহীমের উক্তি...	৬-আন্‌'আম	৭৮	৬০৩
সূর্যাস্তের পূর্বে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ	৫০-ক্বাফ	৩৯	৯২৪
সূর্যাস্তের পূর্বে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
অস্তাচল			
উদয়াচল ও অস্তাচলের প্রতিপালকের কসম করছেন আল্লাহ	৭০-মা'আরিজ	৪০	৯৮৩
দুই অস্তাচলের মালিক আল্লাহ দুই উদয়াচল ও	৫৫-রাহ্‌মান	১৭	৯৩৯
পৌছল (জুলকারনাইন সূর্যের অস্তাচলে)	১৮-কাহ্‌ফ	৮৬	৭৩২
অস্তিত্ব (দেখুন চেহারা শব্দটি)			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অস্তিত্ব না থাকা			
শস্যক্ষেতের অস্তিত্বই যেন ছিলনা কাল!(ধ্বংসের পর মনে হবে)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
অস্ত্র-শস্ত্র			
অসতর্কতা (মুমিনরা অস্ত্র সম্পর্কে অসতর্ক হলে কাফিরদের আক্রমণ হয়)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
নামাজীদের সাথে অস্ত্র-শস্ত্র রাখার নির্দেশ (যুদ্ধের ময়দানে)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
যুদ্ধের ময়দানে নামাজীদের সাথে অস্ত্র-শস্ত্র রাখার নির্দেশ	৪-নিসা	১০২	৫৭০
রেখে দেয়া (যুদ্ধের ময়দানে অসুস্থতার কারণে অস্ত্র রেখে দেয়া)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
অস্থি (দেখুন হাড্ডি শব্দটি)			
অস্থিরচিত্ত			
মানুষকে অস্থিরচিত্তরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে	৭০-মা'আরিজ	১৯	৯৮২
অস্পষ্ট/অস্পষ্টতা			
করণীয় সম্পর্কে যেন অস্পষ্টতা না থাকে (নূহ সম্প্রদায়ের)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
নূহ সম্প্রদায়ের কাছে নূহের প্রতি আল্লাহর দয়া/নবুয়ত অস্পষ্ট রাখা	১১-হূদ	২৮	৬৬৮
সংবাদ (সকল সংবাদ অস্পষ্ট হয়ে যাবে কিয়ামতে)	২৮-কাসাস	৬৬	৮১৪
অস্পৃশ্য (স্পর্শ না করা)			
সামিরীর জন্য দুনিয়ায় অস্পৃশ্য হওয়ার শাস্তি (বাছুর পূজার কারণে)	২০-ত্বা-হা	৯৭	৭৪৭
অস্বীকার (আরো দেখুন কুফরি/অবিশ্বাস শব্দটি)			
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানি...)	৫৫-রাহ্মান	৪৫	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৫৩	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সবই ধ্বংসশীল, কিন্তু আল্লাহ...)	৫৫-রাহ্মান	২৮	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৬৫	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাত ও ডাল-পালার বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৪৯	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে স্ত্রী ও হুর বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৭৩	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: মানুষ ও জীনকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে)	৫৫-রাহ্মান	৪০	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৬৯	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সমুদ্র, মুক্তা ও নৌযান...)	৫৫-রাহ্মান	৩২	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে হুর এর বর্ণনা, ইয়াকুত ও প্রবাল সমতুল্য)	৫৫-রাহ্মান	৫৯	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে সবুজ গদি ও গালিচা...)	৫৫-রাহ্মান	৭৭	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: দুই উদায়াচল ও দুই অস্তাচল...)	৫৫-রাহ্মান	১৮	৯৩৯
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে স্ত্রী ও হুর এর বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৭৫	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাত ও ঝর্ণাধারা...)	৫৫-রাহ্মান	৬৭	৯৪২
অনুগ্রহ(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সমুদ্রে নৌযানের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	২৫	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সীমা অতিক্রম করতে চাইলে অগ্নিশিখা ও ধোয়ার কুণ্ডলী...)	৫৫-রাহ্মান	৩৬	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: যখন আকাশ ফেটে যাবে...)	৫৫-রাহ্মান	৩৮	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: দুই সমুদ্রের ধারা...)	৫৫-রাহ্মান	২১	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে নেক স্ত্রীর বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৭১	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: মানুষ ও জীন সৃষ্টি যথাক্রমে...)	৫৫-রাহ্মান	১৬	৯৩৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৫৫	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: ফলমূল-শস্যদানা, গুল্ম ...)	৫৫-রাহ্মান	১৩	৯৩৯
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: আকাশ ও পৃথিবীর সবই আল্লাহর কাছে চায়...)	৫৫-রাহ্মান	৩০	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: দু'টি জান্নাত আল্লাহ ভীরুদের জন্য)	৫৫-রাহ্মান	৪৭	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: আনত নয়না হুরের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৫৭	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাত ও ঝর্ণাধারা...)	৫৫-রাহ্মান	৬৩	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাত ও ঝর্ণাধারার বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্মান	৫১	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সমুদ্রে মুক্তা ও প্রবাল...)	৫৫-রাহ্মান	২৩	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম...)	৫৫-রাহ্মান	৩৪	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম...)	৫৫-রাহ্মান	৬১	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: অপরাধীদের পাকড়াও...)	৫৫-রাহ্মান	৪২	৯৪১
আগুনকে অস্বীকার করত (জাহান্নামীরা)	৫২-তূর	১৪	৯২৯
আয়াত (আল্লাহর শত্রু কাফিররা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করত)	৪১-ফুস্সিলাত	২৮	৮৮৮
আয়াতকে অস্বীকার করে (জালিমরা)	৬-আন্'আম	৩৩	৫৯৮
আয়াতকে কেবল কাফিররাই অস্বীকার করে	২৯-আনকাবূত	৪৭	৮২০
আয়াত অস্বীকারকারীর জন্য নিকৃষ্ট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	৪৫-জাছিয়া	১১	৯০৫
আয়াত অস্বীকার করায় আদ জাতির চোখ-কান-হৃদয় কাজে আসেনি	৪৬-আহ্কাফ	২৬	৯১০
আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীকে বিভ্রান্ত করা হয়	৪০-মু'মিন	৬৩	৮৮৩
আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছিল কাফিররা	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
আল্লাহ অস্বীকার করেন তাঁর আলোর পূর্ণতা ছাড়া অন্য সবকিছু	৯-তাওবা	৩২	৬৪৩
আল্লাহকে অস্বীকার করার জন্য ডাকা (মু'মিনকে)	৪০-মু'মিন	৪২	৮৮১
ইবাদত অস্বীকার করবে (উপাস্যরা)	১৯-মারইয়াম	৮২	৭৩৯
ইবলিস অস্বীকার করল (আদমকে সিজদা করতে)	১৫-হিজর	৩১	৬৯৯
ইবলিস অস্বীকার করল (আদমকে সিজদা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১১৬	৭৪৮
ইবলিসের অস্বীকার (আদমকে সিজদা করতে)	২-বাক্বারা	৩৪	৫০৫
ঈমানের প্রতি আহ্বানকে কাফিরদের অস্বীকার	৪০-মু'মিন	১০	৮৭৮
ঈমান আনতে অস্বীকার করে যারা তাদের কর্ম বিফল	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
উপদেশ/কুরআন অস্বীকার (আল্লাহর অবতীর্ণ বরকতময় উপদেশ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৫০	৭৫৩
কর্মপ্রচেষ্টা অস্বীকার করা হবে না (সৎকর্মশীল মুমিনের)	২১-আম্বিয়া	৯৪	৭৫৬
কল্যাণকর কাজ অস্বীকার করা হবে না (মুমিন আহলে কিতাবের)	৩-আলে ইমরান	১১৫	৫৪৭
কাফিররা অস্বীকার করত (এক আল্লাহকে ডাকতে)	৪০-মু'মিন	১২	৮৭৯
কাফিররা অস্বীকার করেছে (তাদের নিকট সত্য আসার পর)	৫০-ক্বাফ	৫	৯২২
কিয়ামত অস্বীকারকারীর জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত...	২৫-ফুরকান	১১	৭৮৩
কিয়ামতের দিন একে অপরকে অস্বীকার (মূর্তিপূজা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
কুরআনের কিছু অংশ অস্বীকার করে কিতাবপ্রাপ্তদের কোন কোন দল	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
কুরআন আস্বীকার করার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?	৪১-ফুস্সিলাত	৫২	৮৯০
ছামুদ জাতি অস্বীকার করেছিল (অবাধ্যতাবশত)	৯১-শাম্স	১১	১০২৪
জাহান্নাম অস্বীকার করত সীমালংঘনকারীরা	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	১৭	১০১১
জাহান্নামকে('এটাই জাহান্নাম অপরাধীরা যাকে অস্বীকার করত!'...)	৫৫-রাহ্মান	৪৩	৯৪১
জালিমরা অস্বীকার করল (সব কিছুই) কুফরী ছাড়া	১৭-ইস্রা	৯৯	৭২২
তাগুতকে অস্বীকারকারী যেন মজবুত হাতল ধারণ করল	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
দয়াময়ের অস্বীকারকারীদেরকে পার্থিব প্রাচুর্য দান প্রসঙ্গ	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
নিদর্শন (আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত আদ জাতি)	৪১-ফুস্সিলাত	১৫	৮৮৭
নিদর্শন (আল্লাহর কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে মানুষ)	৪০-মু'মিন	৮১	৮৮৫
নিদর্শনাবলিকে জালিমরাই অস্বীকার করে	২৯-আনকাবূত	৪৯	৮২০
নিদর্শন (আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকারকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত)	৩৯-যুমার	৬৩	৮৭৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অস্বীকার (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ফির'আউন বংশ	৫৪-কামার	৪২	৯৩৮
নিদর্শন অস্বীকার (ফিরআউন কর্তৃক জুলুম/ঔদ্ধত্যবশত নিদর্শন...)	২৭-নামল	১৪	৮০১
নিদর্শন (অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না)	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
নিদর্শন (আদ জাতি প্রতিপালকের নির্দশন অস্বীকার করত)	১১-হূদ	৫৯	৬৭১
নূহের সম্প্রদায় নূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল (অস্বীকার করেছিল)	৫৪-কামার	৯	৯৩৬
নেয়ামত অস্বীকার (আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণতি...)	১৬-নাহ্‌ল	১১২	৭১২
নেয়ামত (কাফির আল্লাহর নেয়ামত চিনেও তা অস্বীকার করে)	১৬-নাহ্‌ল	৮৩	৭০৯
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার, রিযিক প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৭১	৭০৮
পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে মুশরিকরা	৪১-ফুস্‌সিলাত	৯	৮৮৬
প্রতিপালকের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে কাফিরেরা	৩২-সাজ্‌দা	১০	৮৩০
ফয়সালার দিনকে অস্বীকার করত কাফিররা	৩৭-সাফ্‌ফাত	২১	৮৫৮
ফিরআউন অস্বীকার করেছে (আল্লাহর নিদর্শনাবলি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৫৬	৭৪৪
বিচারকে (কাফিররা শেষ বিচারকে অস্বীকার করে)	৮২-ইনফিতার	৯	১০১০
বিচার দিনকে অস্বীকারকারীকে কি রাসূল স. দেখেছেন ?	১০৭-মাউন	১	১০৩৪
মানুষ রিযিকদাতাকে অস্বীকার করে রিযিকের শুকরিয়ার পরিবর্তে	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৮২	৯৪৭
মানুষ অস্বীকার করল সব কিছুই- কুফরী ছাড়া	২৫-ফুরকান	৫০	৭৮৬
মানুষ (অধিকাংশ মানুষ কুফরী ছাড়া সবকিছু অস্বীকার করল)	১৭-ইস্‌রা	৮৯	৭২১
মুশরিকদের হৃদয় অস্বীকার করে মুখে সন্তুষ্ট করলেও	৯-তাওবা	৮	৬৪০
মুশরিকরা নবীগণ আনীত পথনির্দেশিকা অস্বীকার করে	৪৩-যুখরুফ	২৪	৮৯৭
মেহমানদারী করতে অস্বীকার (জনপদের অধিবাসীদের)	১৮-কাহ্‌ফ	৭৭	৭৩১
রাসূল স. কে অস্বীকার করে কাফিররা	২৩-মু'মিনূন	৬৯	৭৭০
রাসূলগণকে অস্বীকার করা হবে মনে করল যখন রাসূলগণ...	১২-ইউসুফ	১১০	৬৮৭
রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল পূর্ববর্তীরা	৪০-মু'মিন	২২	৮৭৯
রাসূল স. (সালিহ) কে আস্বীকার করল ছামূদ জাতি	৯১-শাম্‌স	১৪	১০২৪
রাসূল স. কে(দুই রাসূল স. কে অস্বীকার করেছিল জনপদবাসীরা)	৩৬-ইয়াসীন	১৪	৮৫২
লিখতে অস্বীকার না করা, লেখকের (ঋণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
শরীকদেরকে আস্বীকার (শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর)	৪০-মু'মিন	৮৪	৮৮৫
শিরকের বিষয় শয়তান অস্বীকার করবে কিয়ামতে...	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
শিরকের বিষয়ে শরীকরা কিয়ামতের অস্বীকার করবে	৩৫-ফাতির	১৪	৮৪৭
সত্য/কুরআন অস্বীকার (মুশরিকদের কাছে তা আসার পর)	৪৩-যুখরুফ	৩০	৮৯৮
সম্প্রদায়কে অস্বীকার করল ইবরাহীম ও তার সাথীরা	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার না করা, সাক্ষীদের (ঋণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
হজ্জ করাকে অস্বীকার করলে আল্লাহ জগতসমূহ থেকে অমুখাপেক্ষী	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
অস্বীকারকারী			
আখিরাতে অবিশ্বাসীর হৃদয় সত্য অস্বীকারকারী	১৬-নাহ্‌ল	২২	৭০৪
আয়াত (আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীরা বাম দিকের লোক)	৯০-বালাদ	১৯	১০২৩
আহার (অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টরা যাক্কুম গাছ আহার করবে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৫১	৯৪৫
ইবাদতের অস্বীকারকারী হবে দেবতারা (কিয়ামতের দিন)	৪৬-আহ্‌কাফ	৬	৯০৮
কুরআনের অস্বীকারকারী না হওয়ার নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৪১	৫০৫
রাসূলগণ যা নিয়ে এছেলেন তা অস্বীকারকারী (আদ ও ছামুদ...)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৪	৮৮৭
অস্বীকৃতি			
কাফিরদের মুখমণ্ডলে অস্বীকৃতি(আল্লাহর আয়াত পাঠ হলে)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
অহঙ্কার (আরো দেখুন উদ্ধত শব্দটি)			
অভিভাবক (অহংকারীরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে অভিভাবক পাবেনা)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
আকাশ ও পৃথিবী কেউ অহংকার করে না (তবে মানুষ...)	১৬-নাহ্‌ল	৪৯	৭০৭
আকাশ-পৃথিবীর কেউ অহঙ্কার করে আল্লাহর ইবাদত থেকে বিরত থাকেনা	২১-আম্বিয়া	১৯	৭৫১
আদ সম্প্রদায়ের অহংকার (আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৫	৮৮৭
আয়াত থেকে অহংকার করে বিরত থাকার শাস্তি	৬-আন্‌'আম	৯৩	৬০৫
আয়াত থেকে অহংকার করে বিরত থেকেছে যারা...	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
আয়াতের ব্যাপারে অহংকার করেছে যারা	৭-আ'রাফ	৩৬	৬১৬
ইবাদত করার ব্যাপারে অহঙ্কার করার পরিণাম	৪-নিসা	১৭২	৫৭৯
ইবলিসের অহংকার প্রসঙ্গে আল্লাহর জিজ্ঞাসা (ইবলিসকে)	৩৮-সোয়াদ	৭৫	৮৭০
ইবলিসের জন্য অহংকার সঙ্গত নয় (আদকে সিজদার বিষয়ে)	৭-আ'রাফ	১৩	৬১৩
ইবলিস অহংকার করল (আদমকে সিজদা করলো না)	৩৮-সোয়াদ	৭৪	৮৭০
ইবলিসের অহংকার (আদমকে সিজদা করতে)	২-বাক্বারা	৩৪	৫০৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইবাদতবিমুখ অহঙ্কারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে	৪০-মু'মিন	৬০	৮৮৩
ওয়ালিদ বিন মুগীরা অহংকার করল	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৩	৯৯১
ওহী/কুরআনের ব্যাপারে অহংকার করলে... (পরিণতি প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্‌কাফ	১০	৯০৮
কাফিরদের অহংকার (তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত পাঠের পর)	৪৫-জাছিয়া	৩১	৯০৭
কারূন পৃথিবীতে অহংকার করত(ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩৯	৮১৯
কাফিররা অহংকার করে (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই বলা হলে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৩৫	৮৫৮
কাফিররা অহঙ্কার বশত পিছনে সরে পড়ত (আয়াত পাঠ করা হলে)	২৩-মু'মিনূন	৬৭	৭৭০
কাজে আসেনি অহংকার (জাহান্নামবাসীদের)	৭-আ'রাফ	৪৮	৬১৭
দুনিয়ার জীবন কেবল পারস্পরিক অহংকার ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
নাসারাদের অহংকার না করার কারণে মুমিনদের সাথে হৃদ্যতা প্রসঙ্গ	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
নিদর্শন আসার পর অহঙ্কার করেছিল কাফিররা	৩৯-যুমার	৫৯	৮৭৬
নূহের আহ্বান শুনে সম্প্রদায়ের অহঙ্কার ও পাপ প্রসঙ্গ	৭১-নূহ্‌	৭	৯৮৪
পৃথিবীতে(কারূন/ফিরআউন/হামান পৃথিবীতে অহংকার করত)	২৯-আনকাবূত	৩৯	৮১৯
পৃথিবীতে অহংকার করার শাস্তি কাফিরদের দেয়া হবে	৪৬-আহ্‌কাফ	২০	৯১০
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকারকারীদের নিদর্শন থেকে সরিয়ে নেয়া	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
পৃথিবীতে মুশরিকদের অহংকার (মন্দকাজের ষড়যন্ত্রের কারণে)	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা না করে অহংকার প্রদর্শন করা	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৮	৮৮৯
ফির'আউন ও তার বাহিনী অহঙ্কার করল (পৃথিবীতে)	২৮-কাসাস	৩৯	৮১১
ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গ অহঙ্কার প্রদর্শন করল	২৩-মু'মিনূন	৪৬	৭৬৯
ফিরআউন পৃথিবীতে অহংকার করত(ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩৯	৮১৯
ফিরআউন সম্প্রদায়ের অহংকার (নিদর্শন প্রেরণের পরও)	৭-আ'রাফ	১৩৩	৬২৪
ফিরআউনের সম্প্রদায় অহঙ্কার করল (মূসা ও হারূন প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৭৫	৬৬১
ফেরেশতাদের অহঙ্কার না করা (ইবাদত থেকে বিরত না থাকা প্র.)	৭-আ'রাফ	২০৬	৬৩১
ফেরেশতারা অহংকার করে না (আল্লাহকে সিজদা করা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৪৯	৭০৭
বক্ষে অহংকার (আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্ককারীদের)	৪০-মু'মিন	৫৬	৮৮২
বনী ইররাঈলরা অহংকার প্রদর্শন করবে (পৃথিবীতে)	১৭-ইস্‌রা	৪	৭১৪
বনী ইসরাঈলের অহংকার (রাসূল স. ও আল্লাহর বাণী প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
মুশরিকরা অহংকার করেছে নিজেদের ব্যাপারে	২৫-ফুরকান	২১	৭৮৪
মুনাফিকদের অহঙ্কার করে মুখ ফিরানো (রাসূল স. এর ক্ষমাপ্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	৫	৯৬৪
মুমিনগণ অহঙ্কার করে না (আয়াত দ্বারা উপদেশ দেয়া হলে)	৩২-সাজ্‌দা	১৫	৮৩১
মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শাস্তি (আয়াত থেকে অহঙ্কার করে মুখ ফিরালে)	৩১-লুকমান	৭	৮২৭
সম্প্রদায়ের অহঙ্কার ও পাপ (নূহের আহ্বান)	৭১-নূহ্‌	৭	৯৮৪
সাহায্যকারী (অহংকারীরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাহায্যকারী পাবেনা)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
হামান পৃথিবীতে অহংকার করত (ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩৯	৮১৯
অহঙ্কারী			
অনুসারী (অহঙ্কারীদের অনুসারীরা কিয়ামতে সাহায্য চাইবে)	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
অবিশ্বাসী (মু'মিনগণ যাতে বিশ্বাসী অহংকারকারীরা তাতে অবিশ্বাসী)	৭-আ'রাফ	৭৬	৬২০
আখিরাতে অবিশ্বাসী অহংকারী	১৬-নাহ্‌ল	২২	৭০৪
আবাসস্থল (অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম)	৩৯-যুমার	৬০	৮৭৬
আবাসস্থল (অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট!)	১৬-নাহ্‌ল	২৯	৭০৫
আবাসস্থল (অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট!)	৩৯-যুমার	৭২	৮৭৭
দুর্বল কাফিররা অহংকারীদেরকে বলবে (কিয়ামতে...)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
দুর্বলদেরকে অহংকারীরা বলবে 'আমরা কি তোমাদেরকে বিরত...)	৩৪-সাবা	৩২	৮৪৪
দুর্বলদের প্রশ্নের জবাবে অহংকারীরা বলবে...	৪০-মু'মিন	৪৮	৮৮২
দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে 'তোমরা না থাকলে আমরা মুমিন...)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
ভালবাসা (আল্লাহ অহংকারীদের ভালবাসেন না)	১৬-নাহ্‌ল	২৩	৭০৪
ভালবাসা (আল্লাহ অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
ভালোবাসেন না আল্লাহ (কোন উদ্ধত অহঙ্কারীকে)	৩১-লুকমান	১৮	৮২৮
ভালবাসেন না আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীকে	৫৭-হাদীদ	২৩	৯৫০
মানুষ অহঙ্কারী হয় (দুঃখের পর নিয়ামত আস্বাদন করালে)	১১-হূদ	১০	৬৬৬
শু'আইবের সম্প্রদায়ের অহংকারকারী প্রধানদের হুমকি	৭-আ'রাফ	৮৮	৬২১
শাস্তি (আয়াত শুনেও অহংকারী হয়ে অটল থাকায় শাস্তি)	৪৫-জাছিয়া	৮	৯০৫
সালিহ -এর সম্প্রদায়ের অহংকারকারী প্রধানদের প্রশ্ন	৭-আ'রাফ	৭৫	৬১৯
অহমিকা			
কাফিররা হৃদয়ে অহমিকা পোষণ করল (হুদায়বিয়া প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্‌হ	২৬	৯১৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আইকাবাসী			
অধিবাসী (আইকাবাসী কর্তৃক রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী....)	৩৮-সোয়াদ	১৩	৮৬৬
জালিম (আইকাবাসীরা জালিম ছিল)	১৫-হিজর	৭৮	৭০১
মিথ্যাবাদী বলেছিল আইকাহবাসী (তাদের রাসূল স. কে)	৫০-ক্বাফ	১৪	৯২২
মিথ্যাবাদী বলা (আইকাবাসীরা শুআইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২৬-শু'আরা	১৭৬	৭৯৭
আইন-সীন-কাফ			
হুরুফে মুকাত্তায়াত (আইন-সীন-কাফ)	৪২-শূরা	২	৮৯১
আইয়ুব			
ওহী করা (আল্লাহ আইয়ুবকে ওহী করেছেন)	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
দু:খ-দুর্দশায় পড়ে প্রতিপালককে যেভাবে ডেকেছিল	২১-আম্বিয়া	৮৩	৭৫৫
পরিবার(দয়াস্বরূপ আল্লাহ আইয়ুবের কাছে পরিবারকে ফিরিয়ে দেন)	২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
বান্দা (আইউব ছিল আল্লাহর বান্দা)	৩৮-সোয়াদ	৪১	৮৬৮
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ আইয়ুবকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
সাড়া দান(আল্লাহ আইয়ুবের ডাকে সাড়া দিয়ে দুঃখ দূর করেন)	২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
আউযু বিল্লাহ পাঠ			
কুরআন পাঠের শুরুতে আউযু বিল্লাহ... পাঠ করা অপরিহার্য	১৬-নাহ্ল	৯৮	৭১১
আওয়াজ (আরো দেখুন শব্দ শব্দটি)			
ইবলিস তার আওয়াজ দিয়ে যাকে পারে প্ররোচিত করবে	১৭-ইস্রা	৬৪	৭১৯
স্তব্ধ হওয়া (হাশরের দিন দয়াময়ের সামনে আওয়াজ স্তব্ধ হবে)	২০-ত্বা-হা	১০৮	৭৪৮
আঁকড়ে ধরা			
আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরার প্রতিদান (তাওবার পর)	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে সঠিক পথে পরিচালিত...	৩-আলে ইমরান	১০১	৫৪৫
আল্লাহর রশি আঁকড়ে ধরার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
আঁকর্ষণীয়			
ভূমি আকর্ষণীয় হয় বৃষ্টিতে (পার্থিব জীবনের উপমা)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
মন্দ কাজ আকর্ষণীয় করা হয়েছে কাফিরদের জন্য	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
সামনে ও পিছনের সবকিছু শোভনীয় করা (আল্লাহর শত্রুদের)	৪১-ফুস্সিলাত	২৫	৮৮৮
স্থান (আকর্ষণীয় স্থান থেকে ফির'আউন গোষ্ঠীকে বের করে দেয়া)	২৬-শু'আরা	৫৮	৭৯১
স্থান (কত আকর্ষণীয় স্থান পিছনে রেখে গেল ফির'আউন সম্প্রদায়)	৪৪-দুখান	২৬	৯০৩
আকল (দেখুন বুদ্ধি শব্দটি)			
আকসা (আরো দেখুন মসজিদে আকসা শব্দটি)			
মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ (মসজিদে হারাম থেকে)	১৭-ইস্রা	১	৭১৪
আকস্মিক (আরো দেখুন হঠাৎ শব্দটি)			
কিয়ামত (আকস্মিক কিয়ামত না আসা পর্যন্ত কাফিররা সন্দেহ করবে)	২২-হাজ্জ	৫৫	৭৬৩
কিয়ামত আকস্মিকভাবে আসার অপেক্ষায় কি জালিমরা আছে?	৪৩-যুখরুফ	৬৬	৯০০
কিয়ামত আকস্মিকভাবে এসে পড়ুক সে জন্য অপেক্ষা	৪৭-মুহাম্মাদ	১৮	৯১৩
শাস্তি আকস্মিকভাবে আসবে (কাফিরের ওপর)	২৯-আনকাবূত	৫৩	৮২০
শাস্তি (এমন আকস্মিকভাবে শাস্তি আসা যে অপরাধীরা টেরও পাবে না)	২৬-শু'আরা	২০২	৭৯৮
আকাঙ্ক্ষা (আরো দেখুন কামনা/প্রত্যাশা শব্দটি)			
আহলে কিতাবদের আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১২৩	৫৭২
কাফির ও তাদের আকাঙ্ক্ষার মাঝে অন্তরাল...	৩৪-সাবা	৫৪	৮৪৫
কারুনের অবস্থান আকাঙ্ক্ষা করেছিল যারা (গতকাল)	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
জান্নাতিদের আকাঙ্ক্ষা মত পাখির গোশত...	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২১	৯৪৪
নবী-রাসূলদের আকাঙ্ক্ষা ও শয়তানের...নিক্ষেপ...	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
নিক্ষেপ(নবী-রাসূলদের আকাঙ্ক্ষা ও শয়তানের...নিক্ষেপ...)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
বনী ইসরাঈলের মনের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু আনলে অহংকার	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা শোভনীয় করা হয়েছে মানুষের জন্য	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
মনের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু নিয়ে যখনই কোন রাসূল...	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
মর্যাদার বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করা নিষেধ(অন্যের মর্যাদার বস্তু)	৪-নিসা	৩২	৫৬১
মানুষ যা আকাঙ্ক্ষা করে তার সব পায় না	৫৩-নাজম	২৪	৯৩৩
মুত্তাকীদের আকাঙ্ক্ষা (আকাঙ্ক্ষিত ফল-মূলের মাঝে মুত্তাকীরা থাকবে)	৭৭-মুরসালাত	৪২	৯৯৯
মুমিনদের আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১২৩	৫৭২
মুশরিকদের জন্য তাই রয়েছে যা তারা আকাঙ্ক্ষা করে	১৬-নাহ্ল	৫৭	৭০৭
মৃত্যুর (শাহাদাতের) আকাঙ্ক্ষা করা...	৩-আলে ইমরান	১৪৩	৫৪৯
মৃত্যুর (কৃতকর্মের কারণে ইহুদীরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবেনা)	৬২-জুমু'আ	৭	৯৬২
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করুক (ইহুদীরা সত্যবাদী হলে)	২-বাক্বারা	৯৪	৫১১
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করুক (ইহুদীরা সত্যবাদী হলে)	২-বাক্বারা	৯৫	৫১১
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা (ইহুদীরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করুক)	৬২-জুমু'আ	৬	৯৬২
আকার ধারণ			
পুরাতন খেজুর ডালের আকার ধারণ করে চাঁদ (শেষ মনযিলে)	৩৬-ইয়াসীন	৩৯	৮৫৪
আকাশ			
অংশীদারিত্ব (আকাশে অংশীদারিত্ব নেই, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো)	৪৬-আহ্কাফ	৪	৯০৮
অংশ (আকাশসমূহে শরীকদের কোন অংশ আছে কি?)	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
অক্ষম করা(মানুষ আল্লাহকে আকাশ-পৃথিবীতে অক্ষম করতে পারেনা)	২৯-আনকাবূত	২২	৮১৭
অগোচর নয় (আকাশেও কোন কিছু অগোচর নয়, আল্লাহর কাছে)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
অগ্নিশিখা (আকাশ অগ্নিশিখায় পরিপূর্ণ থাকা সম্পর্কে জিনদের উক্তি)	৭২-জিন্	৮	৯৮৬
অজানা (আল্লাহ ছাড়া আকাশ-পৃথিবীর সকলের কাছে অদৃশ্য অজানা)	২৭-নামল	৬৫	৮০৫
অণু (আকাশের অণু পরিমাণের মালিক নয়, ধারণাকৃত ইলাহগণ)	৩৪-সাবা	২২	৮৪৩
অণু পরিমাণ কিছুও প্রতিপালকের অগোচরে নয় (আকাশের)	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান, আকাশসমূহের (আল্লাহরই)	১৮-কাহ্ফ	২৬	৭২৬
অদৃশ্য বিষয় (আল্লাহ অবগত)	৩৫-ফাতির	৩৮	৮৪৯
অদৃশ্য বিষয় (আকাশ-পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন)	৪৯-হুজুরাত	১৮	৯২১
অদৃশ্য বিষয় (আকাশের অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
অদৃশ্য (আকাশ-পৃথিবীর সব অদৃশ্য বিষয় সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত)	২৭-নামল	৭৫	৮০৬
অদৃশ্য (আকাশের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই আছে)	১৬-নাহ্ল	৭৭	৭০৯
অধিবাসী (আকাশে যারা আছে তারা আল্লাহর কাছেই চায়)	৫৫-রাহ্মান	২৯	৯৪০
অধিপতি (আকাশের অধিপতি বরকতময় আল্লাহ)	৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
অনাবৃত করা (কিয়ামতে আকাশ অনাবৃত করা হবে)	৮১-তাকভীর	১১	১০০৮
অবতীর্ণ (আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
অবতীর্ণ (আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ কনে আল্লাহ)	৩০-রূম	২৪	৮২৩
অবতীর্ণ (আকাশ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় তা আল্লাহ জানেন)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
অবতীর্ণ (পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ আকাশ থেকে)	১৫-হিজর	২২	৬৯৯
অশ্রুপাত করেনি আকশ ও পৃথিবী (ফির'আউন নিমজ্জিত হওয়ায়)	৪৪-দুখান	২৯	৯০৩
অসম্মতি (আমানত বহনে আকাশ-পৃথিবী-পর্বতের অসম্মতি প্রসঙ্গ)	৩৩-আহ্যাব	৭২	৮৪০
আকাশকে সুশোভিত করেছেন আল্লাহ (দর্শকদের জন্য)	১৫-হিজর	১৭	৬৯৮
আরোহণ (পথভ্রষ্টের বক্ষকে আকাশে আরোহনের মত কঠিন করা হয়)	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
আরোহন (রসুলকে আকাশে আরোহণ করে কিতাব অবতীর্ণ করার দাবি)	১৭-ইস্রা	৯৩	৭২২
আলো (আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর আলো)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
আল্লাহ (আকাশ-পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ)	৬-আন্'আম	৩	৫৯৬
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহর)	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর)	৪-নিসা	১৩২	৫৭৩
আল্লাহ আকাশে আছেন	৬৭-মুল্ক	১৭	৯৭৩
আল্লাহ আকাশে আছেন	৬৭-মুল্ক	১৬	৯৭৩
আল্লাহ্র (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর)	২২-হাজ্জ	৬৪	৭৬৪
আল্লাহর (আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহর)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু	৫৯-হাশর	২৪	৯৫৭
আল্লাহরই (আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহর)	৩১-লুকমান	২৬	৮২৯
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর)	৪২-শূরা	৪	৮৯১
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর)	১০-ইউনুস	৫৫	৬৫৯
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবী,মধ্যবর্তী/ভূগর্ভের সবই আল্লাহর)	২০-ত্বা-হা	৬	৭৪১
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহরই)	১৬-নাহ্ল	৫২	৭০৭
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীতে যারা আছে তারা আল্লাহর)	২১-আম্বিয়া	১৯	৭৫১
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর)	২-বাক্বারা	১১৬	৫১৩
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর)	৬-আন্'আম	১২	৫৯৭
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহর)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর)	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর)	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর)	৪-নিসা	১২৬	৫৭২
আল্লাহর (আকাশের সবই আল্লাহর)	১০-ইউনুস	৬৬	৬৬০

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আকাশ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহর পবিত্রতা (আকাশ-পৃথিবীর সর্বকিছু আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে)	৬১-সাফফ	১	৯৬০
আল্লাহর পবিত্রতা (আকাশ-পৃথিবীর সর্বকিছু আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে)	৫৯-হাশর	১	৯৫৫
আল্লাহর বান্দা (আকাশ-পৃথিবীতে কেউ নেই যে দয়াময়ের বান্দা হিসেবে...)	১৯-মারইয়াম	৯৩	৭৪০
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না (আকাশ-পৃথিবীর কিছুই)	৩৫-ফাতির	৪৪	৮৫০
ইলাহ্ (আকাশে আল্লাহই একমাত্র ইলাহ)	৪৩-যুখরুফ	৮৪	৯০১
ইলাহ (আকাশ-পৃথিবীতে বহু ইলাহ থাকলে উভয়টি ধ্বংস হয়ে যেত)	২১-আম্বিয়া	২২	৭৫১
উঁচু করা (আকাশ উঁচু করেছেন আল্লাহ, খুঁটি ছাড়া)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
উঁচু করা (আকাশ কীভাবে উঁচু করা হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত...)	৮৮-গাশিয়াহ্	১৮	১০২০
উঁচু (দয়াময় আল্লাহ আকাশকে উঁচু করেছেন)	৫৫-রাহমান	৭	৯৩৯
উত্তরাধিকার (আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহরই)	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
উত্থিত (আকাশে যা উত্থিত হয় তা আল্লাহ জানেন)	৩৪-সাবা	২	৮৪১
উত্থিত (আকাশে যা উত্থিত হয় তা সবই আল্লাহ জানেন)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
উদ্ভাবক (আকাশের উদ্ভাবক আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১১৭	৫১৩
উদ্ভাবক (আকাশের উদ্ভাবক আল্লাহ)	৬-আন্'আম	১০১	৬০৬
একত্রীকরণ (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী ও সকলকে একত্র করতে সক্ষম)	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
কর্তৃত্ব আল্লাহরই (আকাশের)	৪৮-ফাত্হ	১৪	৯১৭
কর্তৃত্ব (আকাশ-পৃথিবীর কর্তৃত্ব সম্পর্কে লক্ষ্য করা)	৭-আ'রাফ	১৮৫	৬৩০
কর্তৃত্ব (আল্লাহ ইবরাহীমকে আকাশ-পৃথিবীর কর্তৃত্ব দেখান)	৬-আন্'আম	৭৫	৬০৩
কথা (আকাশ-পৃথিবীর সমস্ত কথা প্রতিপালক জানেন)	২১-আম্বিয়া	৪	৭৫০
কল্যাণ (জনপদবাসীরা ঈমান আনলে আকাশের কল্যাণ উন্মুক্ত করা হত)	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
কসম (নক্ষত্রপুঞ্জ বিশিষ্ট আকাশের কসম)	৮৫-বুরূজ	১	১০১৫
কসম (বহুপথ বিশিষ্ট আকাশের কসম)	৫১-যারিয়াত	৭	৯২৫
কসম (সুউচ্চ আকাশ/ছাদের কসম)	৫২-তূর	৫	৯২৯
কসম (আকাশের ও যিনি তা নির্মাণ করেছেন তার কসম)	৯১-শামস	৫	১০২৪
কসম (আকাশের কসম)	৮৬-তারিক	১১	১০১৭
কসম (আকাশের কসম করেছেন আল্লাহ)	৮৬-তারিক	১	১০১৭
কিতাব আকাশ থেকে অবতীর্ণ করার দাবী (আহলে কিতাবদের)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
খণ্ড (আকাশের খণ্ড ফেলতে পারেন আল্লাহ, ইচ্ছা করলে)	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
খণ্ড (আকাশের খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলেও কাফিররা মেঘ বলে)	৫২-তূর	৪৪	৯৩১
খন্ড খন্ড (আকাশ খণ্ড খণ্ড করে কাফিরদের উপর ফেলার দাবি)	১৭-ইস্রা	৯২	৭২২
খন্ড (শুআইব সত্যবাদী হলে আইকাবাসীর উপর আকাশের খন্ড ফেলা)	২৬-শু'আরা	১৮৭	৭৯৭
খাদ্য (আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ করার ঈসার প্রার্থনা...)	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
খাদ্যপূর্ণ পাত্র আকাশ থেকে অবতরণেসক্ষম কি ঈসার প্রতিপালক...	৫-মায়িদা	১১২	৫৯৪
খুলে দেয়া হবে আকাশ (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন)	৭৮-নাবা	১৯	১০০১
গুটানো(আকাশকে লিখিত কাগজের মত গুটানো হবে)	২১-আম্বিয়া	১০৪	৭৫৭
গুটানো থাকবে আকাশসমূহ কিয়ামতে (আল্লাহর ডান হাতে)	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭
গোপন (আকাশ-পৃথিবীর কিছুই গোপন নয় আল্লাহর কাছে)	৩-আলে ইমরান	৫	৫৩৬
গোপন নয় (পৃথিবী ও আকাশের কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়)	১৪-ইবরাহীম	৩৮	৬৯৬
গোপন বিষয় (আকাশের গোপন বিষয় যিনি জানেন তিনি...)	২৫-ফুরকান	৬	৭৮২
চাবিকাঠি (আকাশ-পৃথিবীর চাবিকাঠি আল্লাহরই)	৪২-শূরা	১২	৮৯২
চাবিকাঠি (আকাশ-পৃথিবীর চাবিকাঠি আল্লাহর কাছে)	৩৯-যুমার	৬৩	৮৭৬
ছয় দিনে সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি)	৫০-ক্বাফ	৩৮	৯২৪
ছাদ (আল্লাহ আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছেন)	২১-আম্বিয়া	৩২	৭৫২
ছাদ (আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন আল্লাহ)	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
ছাদ (আল্লাহ আকাশকে মানুষের জন্য ছাদস্বরূপ বানিয়েছেন)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
জানা (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ জানেন)	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
জানা (আকাশ-পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহ জানেন)	২২-হাজ্জ	৭০	৭৬৪
জানা (আকাশ-পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ জানেন)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
জানা (আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহ জানেন)	৬৪-তাগাবুন	৪	৯৬৬
জানা (আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহ জানেন)	৩-আলে ইমরান	২৯	৫৩৮
জানা (পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সবকিছু আল্লাহ জানেন)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
জান্নাতের প্রশস্ততা (আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমান, জান্নাতের প্রশস্ততা)	৩-আলে ইমরান	১৩৩	৫৪৮
জ্ঞান (আকাশের সব কিছু জানেন আল্লাহ)	৪৯-হুজুরাত	১৬	৯২১
জ্ঞান (আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই)	১১-হূদ	১২৩	৬৭৬
টিকে থাকা (আকাশ-পৃথিবী যতদিন থাকবে, ভাগ্যবানরা জান্নাতে...)	১১-হূদ	১০৮	৬৭৫
টিকে থাকা (আকাশ-পৃথিবী যত দিন থাকবে, দুর্ভাগারা আগুনেই...)	১১-হূদ	১০৭	৬৭৫

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দরজা (অপরাধীদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া)	১৫-হিজর	১৪	৬৯৮
দরজা (আকাশের দরজা উন্মুক্ত করা হবে না তাদের জন্য যারা...)	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
দরজা (আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে প্রবল পানি বর্ষণ)	৫৪-কামার	১১	৯৩৬
দাঁড়িয়ে থাকা (আকাশ দাঁড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শন)	৩০-রূম	২৫	৮২৩
দানা (আকাশের সরিষার দানা পরিমাণও আল্লাহ উপস্থিত করবেন)	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
দুনিয়ার আকাশকে সুশোভিত করেছেন আল্লাহ	৩৭-সাফ্ফাত	৬	৮৫৭
দুনিয়ার আকাশ সুসজ্জিত, প্রদীপমালা দ্বারা	৬৭-মুলক	৫	৯৭২
দৃষ্টান্ত (আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত আল্লাহর)	৩০-রূম	২৭	৮২৪
ধন-ভাণ্ডার (আকাশ-পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার আল্লাহরই)	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
ধরে রাখেন আল্লাহ আকাশসমূহকে (যেন তা স্থানচ্যুত না হয়)	৩৫-ফাতির	৪১	৮৫০
ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে আসবে আকাশ (কিয়ামতের দিন)	৪৪-দুখান	১০	৯০২
ধ্বংস (আকাশ-পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত, যদি সত্য...)	২৩-মু'মিনূন	৭১	৭৭০
নির্মাণ (আকাশ নির্মাণ করেছেন আল্লাহ নিজ ক্ষমতাবলে)	৫১-যারিয়াত	৪৭	৯২৮
নিদর্শন (মুমিনদের জন্য আকাশ-পৃথিবীতে নিদর্শন আছে)	৪৫-জাছিয়া	৩	৯০৫
নিদর্শন (আল্লাহ ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ করতেন)	২৬-শু'আরা	৪	৭৮৮
নিকটবর্তী আকাশ সুশোভিত ও সুরক্ষিত করেছেন আল্লাহ	৪১-ফুস্সিলাত	১২	৮৮৬
নিদর্শন (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন)	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
নিদর্শন (আকাশের নিদর্শন থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়)	২১-আম্বিয়া	৩২	৭৫২
নিদর্শন (আকাশ ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে...)	১২-ইউসুফ	১০৫	৬৮৬
নিয়ন্ত্রণ (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন)	৩২-সাজদা	৫	৮৩০
নিয়োজিত (আকাশের সবকিছু মানুষের কল্যাণে)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
পড়া(আকাশ থেকে পড়া, শরীক করার উপমা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
পথ (আকাশের পথে পৌঁছার জন্য ফিরআউনের আকাঙ্ক্ষা)	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
পবিত্রতা (আকাশ ও পৃথিবীর সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে)	৫৭-হাদীদ	১	৯৪৮
পবিত্রতা ঘোষণা)আকাশের সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে)	৬৪-তাগাবুন	১	৯৬৬
পবিত্রতা ঘোষণা)আকাশের সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে)	৬২-জুমু'আ	১	৯৬২
পরিবেষ্টন (আল্লাহর কুরসী আকাশ-পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
পরীক্ষা (কাজে কে উত্তম তা পরীক্ষার জন্য আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
পরিবর্তন (যে দিন এ আকাশ-যমীন পরিবর্তিত হবে, কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৮	৬৯৭
পানি (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন,ভূমি জীবিত করা...)	১৬-নাহ্ল	৬৫	৭০৮
পানি (আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৫০-ক্বাফ	৯	৯২২
পানি (আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন)	২২-হাজ্জ	৬৩	৭৬৪
পানি (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন)	৪৩-যুখরুফ	১১	৮৯৬
পানি (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, উদ্ভিদ উৎপন্ন প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১০	৭০৩
পানি (আকাশ থেকে আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করেছেন)	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
পানি (আকাশ থেকে আল্লাহর পানি অবতীর্ণ করা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
পানি (আকাশ থেকে আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করেন)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
পানি (আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৪৮	৭৮৫
পানি (আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	১৮	৭৬৭
পানি (আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ, বদরের দিন)	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
পানি বর্ষণ (আকাশ থেকে আল্লাহই পানি বর্ষণ করেন)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
পানি/বৃষ্টি বর্ষণ করেন আল্লাহ আকাশ থেকে (ফসলের জন্য)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
পানি(উৎপাদনের জন্য আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন)	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
পানি (দুনিয়ার জীবন আকাশথেকে বর্ষিত পানির মত!)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
পানি বর্ষণ (দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত পানির মত)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
পানি (আল্লাহ মানুষের চাষাবাদের জন্য আকাশ থেকে পানি দিয়েছেন)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
পানি (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন...)	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
পানি (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
পানি (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন, উদ্ভিদ উৎপন্ন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৫৩	৭৪৪
পাথরের বৃষ্টি (আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি প্রার্থনা...)	৮-আনফাল	৩২	৬৩৫
পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে তা প্রতিপালক ভালভাবে জানেন	১৭-ইস্রা	৫৫	৭১৮
পৃথক করা (আকাশ-পৃথিবীকে আল্লাহ কর্তৃক পৃথক করা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
প্রতিপালক (আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের কসম)	৫১-যারিয়াত	২৩	৯২৬
প্রতিপালক (আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালক কে? কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
প্রতিপালক(আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালকই মানুষের প্রতিপালক)	২১-আম্বিয়া	৫৬	৭৫৪
প্রতিপালক (আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালক এসব অবতীর্ণ করেছেন)	১৭-ইস্রা	১০২	৭২৩
প্রতিপালক (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুর প্রতিপালক আল্লাহ)	১৯-মারইয়াম	৬৫	৭৩৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আকাশ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিপালক (আকাশসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্)	৩৭-সাফফাত	৫	৮৫৭
প্রতিপালক (আল্লাহ আকাশের প্রতিপালক)	৪৪-দুখান	৭	৯০২
প্রতিপালক (আল্লাহ আকাশমন্ডলীর প্রতিপালক)	৩৮-সোয়াদ	৬৬	৮৬৯
প্রথিবী (আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের রাজত্ব আল্লাহর)	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
প্রশংসা (আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লহরই প্রশংসা)	৩০-রূম	১৮	৮২৩
প্রশস্ততা (আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত জান্নাতের প্রশস্ততা)	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
প্রহরী (আকাশে কঠোর প্রহরী থাকা সম্পর্কে জিনদের উক্তি)	৭২-জিন্	৮	৯৮৬
প্রান্ত(ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তে থাকবে, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	১৭	৯৭৮
প্রকম্পন (যেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে)	৫২-তূর	৯	৯২৯
প্রতিপালক (আকাশের প্রতিপালক সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র)	৪৩-যুখরুফ	৮২	৯০১
প্রতিপালক (আকাশের প্রতিপালকই জগতের প্রতিপালক...)	২৬-শু'আরা	২৪	৭৮৯
প্রতিপালক (আকাশের প্রতিপালক আল্লাহ ...)	৭৮-নাবা	৩৭	১০০১
প্রতিপালক (আকাশের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)	৪৫-জাছিয়া	৩৬	৯০৭
প্রতিপালক (আকাশের প্রতিপালকই আসহাবে কাহফের প্রতিপালক)	১৮-কাহ্ফ	১৪	৭২৫
ফাটিয়ে দেয়া হবে (কিয়ামতের দিন)	৭৭-মুরসালাত	৯	৯৯৭
ফিরানো (আকাশের দিকে রাসূল স. এর চেহারা ফিরানো...)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
ফুটন্ত তেলের মত হবে আকাশ (কিয়ামতের দিন)	৭০-মা'আরিজ	৮	৯৮১
ফেটে যাওয়া (আকাশ ফেটে যাবে মেঘপুঞ্জসহ, কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	২৫	৭৮৪
ফেটে যাওয়া (আকাশ ফেটে যাবে যখন)	৮৪-ইন্শিকাক্	১	১০১৩
ফেটে যাওয়া(কিয়ামতের দিন আকাশ ফেটে যাবে ও বিক্ষিপ্ত হবে)	৬৯-হাক্কাহ্	১৬	৯৭৮
ফেটে যাওয়া(যখন আকাশ ফেটে যাবে,কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৫৫-রাহ্মান	৩৭	৯৪০
ফেরেশতাকেই আকাশ থেকে রাসূল স. হিসেবে অবতীর্ণ করতেন যদি...	১৭-ইসরা	৯৫	৭২২
ফেরেশতা (আকাশের ফেরেশতার সুপারিশ কাজে আসবে না...)	৫৩-নাজম	২৬	৯৩৩
বন্ধ করা (আকাশকে বর্ষণ বন্ধ করতে বলা, নূহের প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
বাহিনী প্রেরণ করেন নি (আল্লাহ), সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে	৩৬-ইয়াসীন	২৮	৮৫৩
বাহিনী (আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই)	৪৮-ফাত্হ	৪	৯১৬
বাহিনী (আকাশের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই)	৪৮-ফাত্হ	৭	৯১৬
বিক্ষিপ্ত হবে (কিয়ামতের দিন আকাশ ফেটে যাবে ও বিক্ষিপ্ত হবে)	৬৯-হাক্কাহ্	১৬	৯৭৮
বিন্যস্ত করা (আল্লাহ আকাশকে সাত আকাশে বিন্যস্ত করলেন)	২-বাক্বারা	২৯	৫০৪
বুরুজ (আকাশে বুরুজ বানিয়েছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৬১	৭৮৬
বুরুজ (নক্ষত্র) বানিয়েছেন আল্লাহ আকাশে	১৫-হিজর	১৬	৬৯৮
বৃষ্টি (আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের আশ্বাস, আদ জাতি তওবা করলে)	১১-হূদ	৫২	৬৭০
বৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ক্ষমাপ্রার্থনা করলে)	৭১-নূহ্	১১	৯৮৪
বৃষ্টি (পূর্ববর্তীদেরকে আল্লাহ আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি দেন)	৬-আন'আম	৬	৫৯৬
বৃষ্টি (মুনাফিকদের উপমা আকাশ থেকে বর্ষিত মুষলধারে বৃষ্টির মত)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
বজ্রপাত প্রেরণের দোয়া! (আকাশ থেকে বাগানে)	১৮-কাহ্ফ	৪০	৭২৭
ভয়ঙ্কর ঘটনা (কিয়ামত হবে আকাশ-পৃথিবীর এক ভয়ঙ্কর ঘটনা)	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
ভীত হওয়া(শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন আকাশের সবাই ভীত হবে)	২৭-নামল	৮৭	৮০৭
ভেঙ্গে পড়া (উপর থেকে আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়!...)	৪২-শূরা	৫	৮৯১
ভেঙ্গে যাওয়া (আকাশ ভেঙ্গে যাবে, কিয়ামতের দিন)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৮	৯৮৯
ভেঙ্গে যাবে (আকাশ ভেঙ্গে যাবে, কিয়ামতে)	৮২-ইনফিতার	১	১০১০
ভেঙ্গে পড়া (আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, কাফিরদের কথায়)	১৯-মারইয়াম	৯০	৭৪০
ভেবে দেখা (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু নিয়ে ভেবে দেখা...)	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
মনোনিবেশ (অতঃপর আল্লাহ আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন)	২-বাক্বারা	২৯	৫০৪
মনোনিবেশ (আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্সিলাত	১১	৮৮৬
মালিক (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক আল্লাহ)	৩০-রূম	২৬	৮২৪
মালিক (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুর মালিক আল্লাহ)	৪২-শূরা	৫৩	৮৯৫
মালিক (আকাশ-পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে তার মালিক আল্লাহ)	১৪-ইবরাহীম	২	৬৯৩
মালিক (আকাশে যা কিছু আছে তার মালিক আল্লাহ)	৩৪-সাবা	১	৮৪১
মালিক (আকাশের সবকিছুর মালিক আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১০৯	৫৪৬
মালিকানা (আকাশসমূহের মালিকানা আল্লাহর)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
মালিকানা আল্লাহর (আকাশে যা কিছু আছে)	৩-আলে ইমরান	১২৯	৫৪৮
মালিকানা (আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আল্লাহর)	৫৩-নাজম	৩১	৯৩৩
মিশে থাকা (আকাশ-পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল...)	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
মেঘ (আকাশে মেঘ ছড়িয়ে দেন আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা)	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
রশি টানানো (আকাশের দিকে রশি টানিয়ে তা কেটে ফেলা, উপমা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৯-তাওবা	১১৬	৬৫২
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৫-মায়িদা	১২০	৫৯৫
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	২৫-ফুরকান	২	৭৮২
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৫৭-হাদীদ	২	৯৪৮
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব কি কাফিরদের?)	৩৮-সোয়াদ	১০	৮৬৬
রাজত্ব (আকাশ পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যকার রাজত্ব আল্লাহর)	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
রাজত্ব (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই)	৪৫-জাছিয়া	২৭	৯০৭
রাজত্ব (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
রাজত্ব (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী আল্লাহর রাসূল)	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
রাজত্ব (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই)	২-বাক্বারা	১০৭	৫১২
রাজত্ব (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৮৫-বুরূজ	৯	১০১৫
রাজত্ব (আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব)	৫-মায়িদা	৪০	৫৮৫
রাজত্ব (আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৩৯-যুমার	৪৪	৮৭৫
রাজত্ব (আকাশসমূহের রাজত্ব আল্লাহর)	৫৭-হাদীদ	৫	৯৪৮
রাজত্ব (আকাশের রাজত্ব আল্লাহর)	৩-আলে ইমরান	১৮৯	৫৫৪
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব)	২৪-নূর	৪২	৭৭৮
রিযিক দান (আল্লাহ আকাশ থেকে রিযিক দান করেন)	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
রিযিক/বৃষ্টি (আকাশ থেকে অবতীর্ণ রিযিকের মধ্যে নিদর্শন আছে)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
রিযিক (আকাশ থেকে রিযিক দেন আল্লাহ)	৩৪-সাবা	২৪	৮৪৩
রিযিক (আকাশ থেকে রিযিক অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	৪০-মু'মিন	১৩	৮৭৯
রিযিক (আকাশে রয়েছে মানুষের রিযিক)	৫১-যারিয়াত	২২	৯২৬
রিযিক (আকাশ থেকে) আল্লাহ ছাড়া দেয়ার কেউ আছে কি?	৩৫-ফাতির	৩	৮৪৬
রিযিক (আকাশ থেকে মানুষকে কে রিযিক দেন?)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
রিযিক (আকাশের রিযিকের মালিক নয় যারা তাদের উপাসনা!)	১৬-নাহ্ল	৭৩	৭০৯
লক্ষ্য করা (আকাশ-পৃথিবীতে কী আছে তা লক্ষ্য করার নির্দেশ)	১০-ইউনুস	১০১	৬৬৩
লক্ষ্য (কাফিররা কি আকাশের দিকে লক্ষ্য করে না?)	৫০-ক্বাফ	৬	৯২২
লালচে তেলের মত লাল হবে আকাশ (কিয়ামতের দিন)	৫৫-রাহ্মান	৩৭	৯৪০
লুকায়িত বস্তু(আকাশের লুকায়িত বস্তুকে আল্লাহ বের করে আনেন)	২৭-নামল	২৫	৮০২
শাস্তি আকাশ থেকে অবতীর্ণ(লূত সম্প্রদায়ের পাপাচারের কারণে)	২৯-আনকাবূত	৩৪	৮১৯
শাস্তি (আকাশ থেকে বনীইসরাঈলের উপর অবতীর্ণ)	২-বাক্বারা	৫৯	৫০৭
শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত(উত্তম বাণী ও উত্তম গাছের তুলনা)	১৪-ইবরাহীম	২৪	৬৯৫
শাস্তি প্রেরণ (বনী ইসরাঈল কথা পরিবর্তন করায় আকাশ থেকে শাস্তি)	৭-আ'রাফ	১৬২	৬২৭
শিলাবৃষ্টি (আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি অবতীর্ণ করেন)	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
শূন্য (আকাশের শূন্যে নিয়ন্ত্রণাধীন পাখিদের দেখা)	১৬-নাহ্ল	৭৯	৭০৯
শ্রেষ্ঠত্ব (আকাশে আল্লাহরই শ্রেষ্ঠত্ব)	৪৫-জাছিয়া	৩৭	৯০৭
সংবাদ (তারা কি আকাশের কোন সংবাদ দেয় যা আল্লাহর অজানা)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
সকলে শিঙ্গার প্রথম ফুঁ-তে সংজ্ঞাহীন হবে (আকাশের সকলে)	৩৯-যুমার	৬৮	৮৭৭
সপ্ত আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা...	১৭-ইস্রা	৪৪	৭১৭
সবকিছু (আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর)	২৪-নূর	৬৪	৭৮১
সবকিছু (আকাশ পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা...)	২৪-নূর	৪১	৭৭৮
সবকিছু (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত)	৪৫-জাছিয়া	১৩	৯০৬
সবকিছু (আকাশের সবকিছু আত্মসমর্পন করেছে আল্লাহর নিকট)	৩-আলে ইমরান	৮৩	৫৪৪
সাত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৭১-নূহ্	১৫	৯৮৪
সাত আকাশে পরিণত করা (আকাশ মণ্ডলীকে)	৪১-ফুস্সিলাত	১২	৮৮৬
সাত আকাশের অধিপতি সম্পর্কে কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা...	২৩-মু'মিনূন	৮৬	৭৭১
সিঁড়ি খোঁজ করা (রাসূল স. কে আকাশে সিঁড়ি খোঁজ করতে বলা)	৬-আন'আম	৩৫	৫৯৯
সিজদা (আকাশের সবকিছু আল্লাহকে সিজদা করে...)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
সিজদা (আকাশের সবাই আল্লাহকে সিজদা করে)	১৬-নাহ্ল	৪৯	৭০৭
সিজদাবনত (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত)	১৩-রা'দ	১৫	৬৮৯
সীমা (আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রমে মানুষ/জিন অক্ষম)	৫৫-রাহ্মান	৩৩	৯৪০
সুশোভিত করেছেন আল্লাহ আকাশকে (দর্শকদের জন্য)	১৫-হিজর	১৬	৬৯৮
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবীতে থাকা সৃষ্টি মুত্তাকীদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ)	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে নিদর্শন)	৩-আলে ইমরান	১৯০	৫৫৪
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন)	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্রা	৯৯	৭২২
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় কাজ)	৪০-মু'মিন	৫৭	৮৮৩
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন)	৩০-রূম	২২	৮২৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আকাশ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৩০-রূম	৮	৮২২
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে মাস বারটি)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ছয় দিনে)	২৫-ফুরকান	৫৯	৭৮৬
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ছয় দিনে)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
সৃষ্টি (আকাশসমূহ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)	৪৩-যুখরুফ	৯	৮৯৬
সৃষ্টি (আকাশসমূহ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
সৃষ্টি (আকাশসমূহ ও পৃথিবী আল্লাহ ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
সৃষ্টি (আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করেছেন ?)	৪৩-যুখরুফ	৯	৮৯৬
সৃষ্টি (আকাশ সৃষ্টি অনর্থক নয়)	৩৮-সোয়াদ	২৭	৮৬৭
সৃষ্টি (আকাশ সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
সৃষ্টি (আকাশ সৃষ্টির মধ্যে নিদর্শন রয়েছে)	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
সৃষ্টি (আকাশের সৃষ্টি সঠিক লক্ষ্যে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩	৯০৮
সৃষ্টি (আকাশের সৃষ্টিকারী কে জিজ্ঞাসা করলে বলবে'আল্লাহ')	২৯-আনকাবূত	৬১	৮২১
সৃষ্টি (আকাশের সৃষ্টিকারী আল্লাহ শরীকদের চেয়ে উত্তম)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ ও পথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	১	৫৯৬
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ...ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন)	৩২-সাজ্‌দা	৪	৮৩০
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৩৬-ইয়াসীন	৮১	৮৫৬
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন)	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ সৃষ্টি করেছেন সত্যসহ/সঠিকভাবে)	৪৫-জাছিয়া	২২	৯০৬
সৃষ্টি(আল্লাহই আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
সৃষ্টি (আল্লাহ সত্যসহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	২৯-আনকাবূত	৪৪	৮১৯
সৃষ্টি (আল্লাহ সত্যসহ সঠিক লক্ষ্যে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
সৃষ্টি (আল্লাহ সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
সৃষ্টি (আল্লাহ স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন)	৭১-নূহ্	১৫	৯৮৪
সৃষ্টি কঠিনতর নাকি মানুষ?...	৭৯-নাযি'আত	২৭	১০০৪
সৃষ্টিকর্তা (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
সৃষ্টিকর্তা (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রশংসা)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
সৃষ্টিকর্তা (আকাশসমূহের সৃষ্টিকর্তা ইউসুফের অভিভাবক)	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
সৃষ্টি (স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৬৭-মুলক	৩	৯৭২
সৃষ্টিকালে (আল্লাহ কাউকে সাক্ষী বানান নি)	১৮-কাহ্‌ফ	৫১	৭২৮
সৃষ্টি(কে আকাশ সৃষ্টি করেছেন প্রশ্ন করলে কাফির বলে,'আল্লাহ')	৩১-লুকমান	২৫	৮২৯
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি)	৪৪-দুখান	৩৮	৯০৩
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিতে আল্লাহ ক্লান্তি বোধ করেননি)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩৩	৯১১
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ সঠিক লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন)	৬৪-তাগাবুন	৩	৯৬৬
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন)	১৪-ইবরাহীম	১৯	৬৯৫
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ/সঠিক লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন)	১৬-নাহ্‌ল	৩	৭০৩
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি)	২১-আম্বিয়া	১৬	৭৫১
সৃষ্টি (অবিশ্বাসীরা কি আকাশ সৃষ্টি করেছে?)	৫২-তূর	৩৬	৯৩১
সৃষ্টি (অযথা সৃষ্টি করেননি আল্লাহ আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের...)	১৫-হিজর	৮৫	৭০২
স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৭১-নূহ্	১৫	৯৮৪
স্তম্ভহীন (আল্লাহ আকাশকে স্তম্ভহীনরূপেই সৃষ্টি করেছেন)	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
স্থির রাখা (আল্লাহই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে পৃথিবীর উপর না পড়ে)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
স্পর্শ (তথ্য সংগ্রহের জন্য জিনদের আকাশ স্পর্শ করা প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	৮	৯৮৬
স্রষ্টা(আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টার পক্ষ থেকে কুরআনের অবতারণ)	২০-ত্বা-হা	৪	৭৪১
স্রষ্টা (আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ, অভিভাবক গ্রহণ প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৪	৫৯৭
স্রষ্টা (ইবরাহীমের চেহারাকে আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টার দিকে ফেরানো)	৬-আন্'আম	৭৯	৬০৩
স্রষ্টা (আকাশের স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ!)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
স্রষ্টা (আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা)	৩৯-যুমার	৪৬	৮৭৫
আকৃতি/আকার (আরো দেখুন চেহারা শব্দটি)			
জরায়ুতে ভ্রূণের আকৃতি লাভ করা না করা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
পরিবর্তন (আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের আকৃতি প্রতিস্থাপন...)	৭৬-দাহ্‌র	২৮	৯৯৬
পাখির আকৃতি তৈরী করেন ঈসা কাদামাটি দিয়ে	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
পাখির আকৃতি সৃষ্টি করেন ঈসা কাদামাটি দিয়ে...	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বস্তুর আকৃতি দান (প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ আকৃতি দান করেন)	২০-ত্বা-হা	৫০	৭৪৪
মানবাকৃতি ধারণ করল জিবরাঈল (মারইয়ামের নিকট)	১৯-মারইয়াম	১৭	৭৩৫
মানুষের আকৃতি আল্লাহ যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে গঠন করেছেন	৮২-ইনফিতার	৮	১০১০
মানুষের আকৃতি গঠন করেন আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা (মাতৃগর্ভে)	৩-আলে ইমরান	৬	৫৩৬
মানুষের আকৃতি দান করেছেন আল্লাহ	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
মানুষকে আকৃতিদান করেছেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	১১	৬১৩
মানুষকে আল্লাহ আকৃতি দেন ও সুগঠিত করেন (গর্ভ প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৮	৯৯৪
মানুষের আকৃতি প্রতিস্থাপন করতে আল্লাহ পিছিয়ে পড়ার নন	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬১	৯৪৬
মানুষের (আল্লাহ মানুষকে আকৃতি দান করেছেন)	৬৪-তাগাবুন	৩	৯৬৬
মানুষের (আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের আকৃতি প্রতিস্থাপন...)	৭৬-দাহ্‌র	২৮	৯৯৬
সিংহাসনের আকৃতি পরিবর্তন (সাবার রানীর সিংহাসন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪১	৮০৩
সুন্দর আকৃতি (আল্লাহ মানুষের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন)	৬৪-তাগাবুন	৩	৯৬৬
আকৃতিবিহীন (পূর্ণাকৃতি...)			
জরায়ুতে ভ্রূণের আকৃতি লাভ করা না করা প্রসঙ্গ...	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
আকৃষ্ট			
ইউসুফ আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন (যদি আল্লাহ...)	১২-ইউসুফ	৩৩	৬৭৯
আক্রমণ			
আয়াত পাঠকারীকে আক্রমণে উদ্যত হয়(কাফিররা)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
কাফিরদের (কাফিররা আয়াত পাঠকারীকে আক্রমণে উদ্যত হয়)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
প্রভাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালায় যে ঘোড়া তার কসম	১০০-'আদিয়াত	৩	১০৩০
সালিহকে/পরিবার-পরিজনকে ছামূদ সম্প্রদায়ের আক্রমণ প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৪৯	৮০৪
আক্রান্ত			
ধৈর্য ধারণ (বিপদে আক্রান্ত হয়ে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ)	২২-হাজ্জ	৩৫	৭৬১
বার্ধক্যে আক্রান্ত ব্যক্তির দুর্বল সন্তান (উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
মানুষকে যে বিপদ-আপদ আক্রান্ত করে তা তাদের কৃতকর্মেরই ফল	৪২-শূরা	৩০	৮৯৪
মৃত্যুর বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হলে (সফররত অবস্থায়...)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
হূদ আক্রান্ত! (আদ সম্প্রদায়ের উপাস্যদের অনিষ্ট দ্বারা)	১১-হূদ	৫৪	৬৭০
আক্রোশ (দেখুন ক্ষোভ শব্দটি)			
আক্ষেপ (দেখুন আফসোস শব্দটি)			
আখলাক (দেখুন চরিত্র শব্দটি)			
আখিরাত			
অংশ (যে দুনিয়ার ফসল চায় আখিরাতে তার কোন অংশ নেই)	৪২-শূরা	২০	৮৯৩
অংশ (আখিরাতে অংশ নেই, যারা কেবল দুনিয়াতে...)	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
অংশ (আখিরাতে অংশ নেই যাদের)	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
অংশ (জাদু শিক্ষাকারীর আখিরাতে প্রতিদান/অংশ নেই)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
অন্ধ (আখিরাতে তারাই অন্ধ যারা দুনিয়াতে অন্ধ)	১৭-ইস্‌রা	৭২	৭২০
অবিশ্বাসী (আখিরাতে অবিশ্বাসীরা ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক...)	৫৩-নাজম	২৭	৯৩৩
অবিশ্বাসী (আখিরারাতে অবিশ্বাসীরা সরল পথ থেকে বিচ্যুত)	২৩-মু'মিনূন	৭৪	৭৭০
অবিশ্বাসী (আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে,আখিরাতে অবিশ্বাসী)	১১-হূদ	১৯	৬৬৭
অবিশ্বাসী (কুরআন অস্বীকারকারী মুশরিকগণ আখিরাতে অবিশ্বাসী)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৭	৮৮৬
অবিশ্বাসী (অখিরাত অবিশ্বাসীদের আদর্শ বর্জন করলেন ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
অবিশ্বাসী (আখিরাত অবিশ্বাসী ও রাসূল স. এর মাঝে পর্দা টেনে দেয়া...	১৭-ইস্‌রা	৪৫	৭১৭
অবিশ্বাসী (আখিরাতে অবিশ্বাসীর হৃদয় সত্য অস্বীকারকারী)	১৬-নাহ্‌ল	২২	৭০৪
অবিশ্বাসী (আখিরাতে অবিশ্বাসীদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয়)	৩৯-যুমার	৪৫	৮৭৫
অবিশ্বাসী(আখিরাতে অবিশ্বাসীর কাজকে আল্লাহ শোভনীয় করেছেন)	২৭-নামল	৪	৮০০
অবিশ্বাস (আখিরাতে অবিশ্বাসকারী সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
অবিশ্বাসী (জালিমরা আখিরাতে অবিশ্বাসী)	৭-আ'রাফ	৪৫	৬১৭
অভিভাবক (আখিরাতে ইউসুফের অভিভাবক আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা)	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
আখিরাতের দিনে ঈমান আনলে... বৈধ নয় যে...	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
আখিরাতের সকল প্রশংসা আল্লাহর	৩৪-সাবা	১	৮৪১
আগুন (দুনিয়া কামনাকারীদের জন্য আখিরাতে শুধু আগুনই আছে)	১১-হূদ	১৬	৬৬৭
আবাস (মুত্তাকীদের জন্য আখিরাতের আবাস উত্তম)	৬-আন্'আম	৩২	৫৯৮
আবাস (সৎকর্মশীল মুত্তাকীদের আখিরাতের আবাস উৎকৃষ্ট)	১৬-নাহ্‌ল	৩০	৭০৫
আবাস (নবীর স্ত্রীরা আখিরাতের আবাস চাইলে তার প্রতিদান)	৩৩-আহযাব	২৯	৮৩৫
আবাস (আখিরাতের আবাস তালাশ করা...)	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
আবাস (আখিরাতের আবাস তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে...)	২৮-কাসাস	৮৩	৮১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আখিরাত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আবাস (আখিরাতের আবাসই প্রকৃত জীবন)	২৯-আনকাবূত	৬৪	৮২১
আবাস (আখিরাতের আবাস মুত্তাকীদের জন্য উত্তম)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
আবাস (আখিরাতের আবাস যদি শুধু ইহুদীদের জন্য হয়!)	২-বাক্বারা	৯৪	৫১১
আশা(আখিরাতের আশাকারীদের জন্য রাসূল স. এর মধ্যে উত্তম আদর্শ)	৩৩-আহযাব	২১	৮৩৫
ইবরাহীম আখিরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে	১৬-নাহ্ল	১২২	৭১৩
ঈমান (যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের উপমা)	১৬-নাহ্ল	৬০	৭০৭
ঈমান (যারা আখিরাতে ঈমান আনেনা তাদের অন্তর প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১১৩	৬০৭
ঈমান (আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৯	৫৬২
ঈমান (আখিরাতের প্রতি ঈমানহীন লোকের দান, খোঁটা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
ঈমান (আখিরাতে ঈমান আনে আহলে কিতাবদের একদল)	৩-আলে ইমরান	১১৪	৫৪৭
ঈমান (আখিরাতে ঈমান এনেছে যারা তারা অনুমতি চায় না...)	৯-তাওবা	৪৪	৬৪৪
ঈমান (আখিরাতে ঈমান না আনার পরিণাম)	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
ঈমান (আখিরাতে ঈমানহীনদের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা)	৬-আন্'আম	১৫০	৬১১
ঈমান (আখিরাতে ঈমানের সমান নয় মসজিদে হারামের আবাদ)	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
ঈমান (আখিরাতের উপর ঈমানদারদের কুরআন দ্বারা সতর্ক করা)	৬-আন্'আম	৯২	৬০৪
ঈমান (আখিরাতের দিনে ঈমান আনে না যারা তারাই অনুমতি চায়...)	৯-তাওবা	৪৫	৬৪৫
ঈমান (আখিরাতের দিনে ঈমান আনা প্রকৃত পূণ্য)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
ঈমান (আখিরাতে ঈমান আনে না যারা...)	৩৪-সাবা	৮	৮৪১
ঈমান(আখিরাতে ঈমান আনার মিথ্যা ঘোষণা, মুনাফিকদের)	২-বাক্বারা	৮	৫০২
ঈমান (আখিরাতে ঈমান আনলে মতবিরোধের ক্ষেত্রে করণীয়)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
ঈমান (ইহুদি, নাসারা ও সাবেয়ীদের আখিরাতে ঈমান প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
উৎকৃষ্ট (সৎকর্মশীল মুত্তাকীদের আখিরাতের আবাস উৎকৃষ্ট)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
উত্তম (মুত্তাকীদের জন্য আখিরাত উত্তম, জিহাদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
উত্তম (আখিরাত উত্তম, দুনিয়ার জীবনের তুলনায়)	৮৭-আ'লা	১৭	১০১৮
কর্ম বিফল হবে যাদের (দুনিয়া ও আখিরাতে)	৩-আলে ইমরান	২২	৫৩৮
কল্যাণ (আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা...)	২-বাক্বারা	২০১	৫২২
কল্যাণ (দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ নির্ধারণের দোয়া, মূসার)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
কামনাকারী (আখিরাত কামনাকারী প্রশংসাযোগ্য, মুমিন অবস্থায়)	১৭-ইস্রা	১৯	৭১৫
ক্ষতিগ্রস্ত(আখিরাতে অবিশ্বাসীরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত)	২৭-নামল	৫	৮০০
ক্ষতিগ্রস্ত (আখিরাতে অবিশ্বাসীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত)	১১-হূদ	২২	৬৬৭
ক্ষতিগ্রস্ত (আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা ঈমান আনতে অস্বীকার)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
ক্ষতিগ্রস্ত (আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ইসলাম ছাড়া দ্বীন তালাশ করলে)	৩-আলে ইমরান	৮৫	৫৪৪
ক্ষতিগ্রস্ত (দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারী আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত)	১৬-নাহ্ল	১০৯	৭১২
ক্ষতিগ্রস্ত(আল্লাহর ইবাদত থেকে মুখ ফিরালে দুনিয়া ও আখিরাতে)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
চাওয়া (আখিরাত চেয়েছিল মুমিনদের কেউ, উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
চাওয়া (আল্লাহ চান আখিরাত)	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮
চিন্তা (দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে চিন্তা...)	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
ছওয়াব (দুনিয়া ও আখিরাতের ছওয়াব আল্লাহর কাছে)	৪-নিসা	১৩৪	৫৭৪
জ্ঞান (আখিরাত সম্পর্কে জ্ঞান নিঃশেষ হওয়া, কাফির/মুশরিকদের)	২৭-নামল	৬৬	৮০৫
দিন (আখিরাতের দিনে ঈমান আনেনি যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ...)	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
দিন (আখিরাতের দিনে ঈমান আনে যারা...)	৫-মায়িদা	৬৯	৫৮৯
দিন (আখিরাতের দিনে ঈমান আনে বেদুইনদের কেউ কেউ)	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
দিন (আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনার সমান নয়...)	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
দিন (আখিরাতের দিনের প্রত্যাশা করে যে তার জন্য উত্তম আদর্শ...)	৬০-মুমতাহিনা	৬	৯৫৮
দিন (আখিরাতের দিনের ব্যাপারে ঈমান আনলে...)	২৪-নূর	২	৭৭৪
দিন (অখিরাতের দিনের উপর ঈমান এনেছে যারা তাদেরকে...)	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় সামান্য...	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
দুনিয়ার জীবন কেনা (আখিরাতের বিনিময়ে)	২-বাক্বারা	৮৬	৫১০
দুনিয়া ও আখিরাতে আহ্বানযোগ্য নয় যে ব্যক্তি...	৪০-মু'মিন	৪৩	৮৮১
দুনিয়ার জীবন (আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনেই কি সন্তুষ্ট...)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় ভোগ্য-সামগ্রী মাত্র	১৩-রা'দ	২৬	৬৯১
পরিত্যাগ (মানুষ দুনিয়াকে ভালবাসে ও আখিরাতকে পরিত্যাগ করে)	৭৫-কিয়ামাহ্	২১	৯৯৪
পরিণাম (আখিরাতের পরিণাম কার জন্য তা আল্লাহ জানেন)	২৮-কাসাস	৩৭	৮১১
পুরস্কার (আখিরাতের পুরস্কার যে চায় আল্লাহ তাকে দেন)	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
পুরস্কার (আখিরাতের উত্তম পুরস্কার দান করলেন আল্লাহ...)	৩-আলে ইমরান	১৪৮	৫৫০
প্রতিদান (অত্যাচারিত হয়ে হিজরতকারীর আখিরাতের প্রতিদান শ্রেষ্ঠ)	১৬-নাহ্ল	৪১	৭০৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিশ্রুতি (আখিরাতের প্রতিশ্রুতি আসবে যখন...)	১৭-ইস্রা	১০৪	৭২৩
প্রতিফল (আখিরাতের প্রতিফল উত্তম, ঈমানদার মুত্তাকীদের জন্য)	১২-ইউসুফ	৫৭	৬৮২
প্রাধান্য (দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়ায় শাস্তি)	১৬-নাহ্ল	১০৭	৭১২
প্রাধান্য (যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের তুলনায় প্রাধান্য দেয়)	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
ফসল (আখিরাতের ফসল যে চায় আল্লাহ তার ফসল বর্ধিত করেন)	৪২-শূরা	২০	৮৯৩
বড় (আখিরাত বড়, মর্যাদার দিক থেকে)	১৭-ইস্রা	২১	৭১৫
বিফল কর্ম (আখিরাতে কর্ম বিফল হবে তাদের যারা কাফির...)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
বিফল কর্ম (আখিরাতের কর্ম বিফল তাদের যারা...)	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
বিশ্বাসী (আখিরাতে বিশ্বাসীদেরকে জেনে নেয়া, সাবাবাসী প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	২১	৮৪৩
বিশ্বাসী (আখিরাতে বিশ্বাসী কোন সম্প্রদায় পাওয়া যাবে না যারা...)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
বিশ্বাসী (আখিরাতের দিনে বিশ্বাসীদেরকে মহাপ্রতিদান দান)	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
বিশ্বাস (আখিরাত বিশ্বাস করে যারা তারাই মসজিদ আবাদ করবে)	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
বিশ্বাস (আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস করে সৎকর্মপরায়ণরা)	৩১-লুকমান	৪	৮২৭
বিশ্বাস (আখিরাতে বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ, তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
বিশ্বাস (আখিরাতে বিশ্বাসীদের জন্যে রিযিক প্রার্থনা)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
বিশ্বাস (আখিরাতে বিশ্বাস করে না যারা তাদের জন্য...)	১৭-ইস্রা	১০	৭১৫
বিশ্বাস (আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য)	২-বাক্বারা	৪	৫০২
বিশ্বাসী (আখিরাতে নিশ্চিতবিশ্বাসীর জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা, সুসংবাদ)	২৭-নামল	৩	৮০০
বিনিময় (আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রয়ের প্রতিদান)	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
বেখবর (আখিরাত সম্পর্কে বেখবর, অধিকাংশ মানুষ)	৩০-রূম	৭	৮২২
ভয় (আখিরাতকে ভয় করে অনুগত ও রাতে সিজদাকারী)	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
ভয় (আখিরাতের ভয় করে না অপরাধীরা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫৩	৯৯২
মর্যাদাবান (আখিরাতে মর্যাদাবান, ঈসা ইবনে মারইয়াম)	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
মুত্তাকীদের জন্য আখিরাত (আল্লাহর নিকট)	৪৩-যুখরুফ	৩৫	৮৯৮
মুমিনদের বন্ধু ফেরেশতারা (দুনিয়া ও আখিরাতে)	৪১-ফুস্সিলাত	৩১	৮৮৮
লা'নত (দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত তাদের উপর যারা...)	২৪-নূর	২৩	৭৭৬
লানত (আল্লাহ-রাসূল স. এর কষ্টদাতার জন্য দুনিয়া-আখিরাতের লানত)	৩৩-আহযাব	৫৭	৮৩৮
শাস্তি (আখিরাতে কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৫৬	৫৪১
শাস্তি (আখিরাতে শাস্তি দান করবেন আল্লাহ কাফির ও ...)	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
শাস্তি (কঠিন শাস্তি রয়েছে আখিরাতে)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
শাস্তি (দুনিয়া ও আখিরাতে মহাশাস্তি, অভিযোগ আরোপকারীদের)	২৪-নূর	১৪	৭৭৫
শাস্তি (দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য...)	২৪-নূর	১৯	৭৭৫
শাস্তি (অস্বীকারকারী জালিমদের অখিরাতের শাস্তি কঠিনতর)	৩৯-যুমার	২৬	৮৭৩
শাস্তি (আখিরাতে অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, আদ জাতির জন্য)	৪১-ফুস্সিলাত	১৬	৮৮৭
শাস্তি, আখিরাতে (আল্লাহর নাম স্মরণে বাঁধা দানকারীর)	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
শাস্তি (আখিরাতে মহাশাস্তি তাদের জন্য যাদেরকে...)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
শাস্তি (আখিরাতে মহাশাস্তি তাদের জন্য যারা...)	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
শাস্তি (আখিরাতের শাস্তি কঠিনতম ও চিরস্থায়ী)	২০-ত্বা-হা	১২৭	৭৪৯
শাস্তি (আখিরাতের শাস্তি কঠোর, কাফিরদের জন্য)	১৩-রা'দ	৩৪	৬৯২
শাস্তি (আখিরাতের শাস্তিকে যে ভয় করে, তার জন্য নিদর্শন...)	১১-হূদ	১০৩	৬৭৫
শাস্তি (আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর)	৬৮-ক্বালাম	৩৩	৯৭৬
শাস্তি (কাফিরদের জন্য আখিরাতে আগুনের শাস্তি রয়েছে)	৫৯-হাশর	৩	৯৫৫
শাস্তি (কাফিরদের জন্য আখিরাতে বিরাট শাস্তি)	৩-আলে ইমরান	১৭৬	৫৫৩
সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে ইবরাহীম (আখিরাতে)	১৬-নাহ্ল	১২২	৭১৩
সৎকর্মশীল(ইবরাহীম আখিরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে)	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
সৎকর্মশীল (ইবরাহীম আখিরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে)	২-বাক্বারা	১৩০	৫১৫
সাহায্য (দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ সাহায্য করবেন না বলে ধারণা)	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯
সাক্ষাৎ (আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলায় কর্ম বিফল হওয়া)	৭-আ'রাফ	১৪৭	৬২৫
সাক্ষাৎ (আখিরাতের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলল, কাফির প্রধানরা)	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮
সাক্ষাৎ (আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে যারা...)	৩০-রূম	১৬	৮২৩
সুসংবাদ, আখিরাতের (আল্লাহর বন্ধু/মুমিন-মুত্তাকীদের জন্য)	১০-ইউনুস	৬৪	৬৬০
সুদৃঢ় কথায় ঈমান আনলে আখিরাতে তাদেরকে সুদৃঢ় রাখা হবে	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
স্থায়ী আবাস (আখিরাতই স্থায়ী আবাস)	৪০-মু'মিন	৩৯	৮৮১
স্মরণ (আখিরাত স্মরণ ইবরাহীম, ইয়াকুব ও ইসহাক এর গুণ)	৩৮-সোয়াদ	৪৬	৮৬৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আগমন			
ফেরেশতা (কাফিররা কি মৃত্যুর ফেরেশতার আগমনের প্রতীক্ষা করছে?)	১৬-নাহ্ল	৩৩	৭০৫
আগলে রাখা			
পশুদেরকে আগলে রাখতে দেখল মূসা দুই নারীকে	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
আগামীকাল			
অগ্রিম কী পাঠিয়েছে আগামীকালের জন্য, তা প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক	৫৯-হাশর	১৮	৯৫৭
অর্জন (আগামীকাল কী অর্জন করবে তা মানুষ জানে না)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
'করব' বলা নিষেধ যে কোন বিষয়ে..	১৮-কাহ্ফ	২৩	৭২৬
জানবে (ছামুদ সম্প্রদায় আগামীকাল জানবে কে মিথ্যাবাদী)	৫৪-কামার	২৬	৯৩৭
পাঠানো (আগামীকাল ইউসুফকে খেলতে পাঠাতে বলল ভাইয়েরা...)	১২-ইউসুফ	১২	৬৭৮
আগুন (আরো দেখুন অগ্নিশিখা/তীব্র/জ্বলন্ত/প্রজ্জ্বলিত আগুন/জাহান্নাম শব্দটি)			
অংশ (আগুনের কিছু অংশও নিবারণ করতে পারবে না...)	৪০-মু'মিন	৪৭	৮৮২
অকৃতজ্ঞের পরিণাম জ্বলন্ত আগুন, বেড়ি ও শিকল...	৭৬-দাহ্র	৪	৯৯৫
অধিবাসী (তীব্র আগুনের অধিবাসী সম্পর্কে নবীকে জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১১৯	৫১৩
অধিবাসী (পাপী ও পাপে পরিবেষ্টিত ব্যক্তি আগুনের অধিবাসী)	২-বাক্বারা	৮১	৫০৯
অধিবাসী (মন্দকর্মশীলরাই আগুনের অধিবাসী হবে)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
অধিবাসী (আগুনের অধিবাসীদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে...)	৭-আ'রাফ	৪৭	৬১৭
অধিবাসী (আগুনের অধিবাসী তারা, যারা আয়াতকে মিথ্যা...)	৭-আ'রাফ	৩৬	৬১৬
অধিবাসী (আগুনের অধিবাসী তারা, যারা কাফির অবস্থায়...)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
অধিবাসী (আগুনের অধিবাসী হবে কাবিল)	৫-মায়িদা	২৯	৫৮৪
অধিবাসী (আগুনের অধিবাসী তারা যারা প্রতিপালককে অবিশ্বাস...)	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
অধিবাসী (আগুনের অধিবাসী হবে কাফিররা)	৩-আলে ইমরান	১১৬	৫৪৭
অধিবাসী (আগুনের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে জান্নাতের অধিবাসীরা...)	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
অধিবাসী (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী কাফির আগুনের অধিবাসী)	৬৪-তাগাবুন	১০	৯৬৭
অধিবাসী(আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী/কাফির আগুনের অধিবাসী)	২-বাক্বারা	৩৯	৫০৫
অধিবাসী (আয়াত ব্যর্থ করার চেষ্টাকারীরা তীব্র আগুনের অধিবাসী)	২২-হাজ্জ	৫১	৭৬৩
অধিবাসী (কাফিররা আগুনের অধিবাসী)	৪০-মু'মিন	৬	৮৭৮
অধিবাসী (কাফিররা আগুনের অধিবাসী)	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
অধিবাসী (কুফরীকারীরা তীব্র আগুনের অধিবাসী)	৫-মায়িদা	৮৬	৫৯১
অধিবাসী (অকৃতজ্ঞ কাফির মুশরিকরা আগুনের অধিবাসী)	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
অধিবাসী (আগুনের অধিবাসীদের বাদানুবাদ সত্য)	৩৮-সোয়াদ	৬৪	৮৬৯
অধিবাসী (আগুনের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়)	৫৯-হাশর	২০	৯৫৭
অধিবাসী (আগুনের অধিবাসীরা ডেকে বলবে জান্নাতের অধিবাসীদেরকে)	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
অধিবাসী (মুনাফিকরা আগুনের অধিবাসী)	৫৮-মুজাদালা	১৭	৯৫৪
অধিবাসী (সীমালঙ্ঘনকারীরা আগুনের অধিবাসী)	৪০-মু'মিন	৪৩	৮৮১
অপরাধীরা আগুন দেখতে পাবে (কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্ফ	৫৩	৭২৯
অবরুদ্ধ আগুনে পরিবেষ্টিত হবে (আয়াত অস্বীকারকারীরা)	৯০-বালাদ	২০	১০২৩
অস্বীকার (জাহান্নামীকে বলা, এ আগুনকেই অস্বীকার করতে!)	৫২-তূর	১৪	৯২৯
আখিরাতে আগুন ছাড়া কিছু নেই (দুনিয়া কামনাকারীদের জন্য)	১১-হূদ	১৬	৬৬৭
আচ্ছন্ন করবে অপরাধীদের মুখমণ্ডল (কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৫০	৬৯৭
আচ্ছাদন আগুনের (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করলে)	৩৯-যুমার	১৬	৮৭২
আবাসস্থল (আগুন কাফিরদের আবাসস্থল)	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
আবাসস্থল (জাহান্নামই শয়তানের অনুসারীদের আবাসস্থল)	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
আবাস (আগুন আল্লাহর শত্রুদের আবাসস্থল)	৪১-ফুস্সিলাত	২৮	৮৮৭
আবাসস্থল হবে আগুন (কাফির ও মুনাফিকদের)	৫৭-হাদীদ	১৫	৯৪৯
আশ্রয়স্থল (মূর্তি পূজারীদের আশ্রয়স্থল হবে আগুন)	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
আশ্রয়স্থল (পাপাচারীর আশ্রয়স্থল হবে আগুন)	৩২-সাজ্দা	২০	৮৩১
আশ্রয়স্থল আগুন (আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বেখবর ব্যক্তির)	১০-ইউনুস	৮	৬৫৪
আশ্রয়স্থল (আগুন আশ্রয়স্থল কাফিরদের)	২৪-নূর	৫৭	৭৮০
আশ্রয়স্থল (আগুনই হবে কাফিরদের আশ্রয়স্থল)	৪৫-জাছিয়া	৩৪	৯০৭
আশ্রয়স্থল (আগুন কাফিরদের আশ্রয়স্থল)	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
আশ্রয়স্থল (আগুন তাদের আশ্রয়স্থল, যারা শিরক করে)	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
আহ্বান (আগুনের দিকে ডাকছে মু'মিনকে তার সম্প্রদায়)	৪০-মু'মিন	৪১	৮৮১
ইন্ধন (আগুনের ইন্ধন হবে কাফিররা, কিয়ামতের দিন)	৩-আলে ইমরান	১০	৫৩৬
ইন্ধন (জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন মানুষ ও পাথর)	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
ইন্ধন বিশিষ্ট আগুনের গর্ত	৮৫-বুরূজ	৫	১০১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইন্ধন (মানুষ ও পাথর আগুনের ইন্ধন, সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গ...)	২-বাক্বারা	২৪	৫০৪
ইবলিস আগুন থেকে সৃষ্টি	৩৮-সোয়াদ	৭৬	৮৭০
ইবরাহীমের জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তি হওয়ার নির্দেশ(আল্লাহর)	২১-আম্বিয়া	৬৯	৭৫৪
ইবলিসকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ...	৭-আ'রাফ	১২	৬১৩
উত্তপ্ত আগুন (হাবিয়া দোযখ)	১০১-ক্বারি'আ	১১	১০৩১
উত্তপ্ত আগুনে প্রবেশ করবে (কিয়ামতের দিন)	৮৮-গাশিয়াহ্	৪	১০১৯
উদ্ধার (আল্লাহ ইবরাহীমকে আগুন থেকে উদ্ধার করেন)	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
উল্টে দেয়া (কাফিরদের মুখমণ্ডল আগুনে উল্টে দেয়া হবে)	৩৩-আহযাব	৬৬	৮৩৯
কাফির সঙ্গীকে তীব্র আগুনের মধ্যে দেখতে পাবে জান্নাতিরা	৩৭-সাফ্ফাত	৫৫	৮৫৯
কাফিরদের জন্যে আগুনের শাস্তি	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
কাফিরদের জন্য আল্লাহ জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছেন	৩৩-আহযাব	৬৪	৮৩৯
কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রাখা হয়েছে..	৪৮-ফাত্হ	১৩	৯১৭
কাফিরদেরকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হবে	৪৬-আহ্কাফ	৩৪	৯১১
কাফিরদেরকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হবে যেদিন	৪৬-আহ্কাফ	২০	৯১০
কাফির জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
কিতাবে অবিশ্বাসকারীর জন্য আগুনই প্রতিশ্রুত স্থান	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
খেয়ে ফেলবে (আগুন খেয়ে ফেলবে এমন কুরবানী দাবী ইহুদীদের)	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
গর্ত (আগুনের গর্তের প্রান্তে ছিল মুমিনগণ)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
ঘূর্ণিঝড়ের আগুনে বাগান ভস্মীভূত হওয়ার উপমা	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
জাহান্নামের আগুনে থাকবে (আহলে কিতাবের কাফির/মুশরিক)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
জাহান্নামের আগুনে পতিত হওয়া ঘর...	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে...	৫২-তূর	১৩	৯২৯
জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ মুনাফিক...	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
জাহান্নামের আগুনে স্বর্ণ-রৌপ্য উত্তপ্ত করে দাগ দেয়া হবে...	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩
জাহান্নামের আগুন (অকৃতজ্ঞের শাস্তি)	৩৫-ফাতির	৩৬	৮৪৯
জাহান্নামের আগুন অধিক উত্তপ্ত	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
জাহান্নামের আগুন (আল্লাহ ও রাসূল স. কে অমান্য করলে)	৭২-জিন্	২৩	৯৮৭
জাহান্নামের আগুন (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরনের পরিণতি)	৯-তাওবা	৬৩	৬৪৬
জালিমদের জন্য (প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ)	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
জিন সৃষ্টি(জিনকে আল্লাহ ধোঁয়াহীন আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন)	৫৫-রাহ্মান	১৫	৯৩৯
জিন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ঝলসে দেয়া আগুন থেকে	১৫-হিজর	২৭	৬৯৯
জিনের প্রতি আগুন/অগ্নিশিখা প্রেরণ(সীমা অতিক্রমের ইচ্ছা করলে)	৫৫-রাহ্মান	৩৫	৯৪০
জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হওয়ার জন্য শয়তান ডাকে	৩৫-ফাতির	৬	৮৪৬
জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে শয়তান ডাকলেও মুশরিক ...	৩১-লুকমান	২১	৮২৮
জ্বলবে (আগুনে জ্বলবে সীমালঙ্ঘনকারীরা)	৩৮-সোয়াদ	৫৯	৮৬৯
জ্বালানো (আগুন জালানোর পর কেড়ে নেয়া, মুনাফিকের উপমা)	২-বাক্বারা	১৭	৫০৩
জ্বালানো (আগুন জ্বালানোর বিষয় ভেবে দেখা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭১	৯৪৬
ঝলসে দেবে (আগুন ঝলসে দেবে জাহান্নামিদের মুখমণ্ডল)	২৩-মু'মিনূন	১০৪	৭৭২
ডাকা (আগুনের দিকে ডাকত ফির'আউন ও তার বাহিনী)	২৮-কাসাস	৪১	৮১১
ডাকা (মুশরিকরা আগুনের দিকে ডাকে)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
তলদেশে (তীব্র আগুনের তলদেশে যাক্কুম বৃক্ষ উৎপন্ন হয়)	৩৭-সাফ্ফাত	৬৪	৮৬০
দগ্ধ (আগুনে দগ্ধ করা হবে, কিতাবকে মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে)	৪০-মু'মিন	৭২	৮৮৪
দাঁড় করানো (কাফিরকে আগুনের সামনে দাঁড় করানো হলে বলবে)	৬-আন্'আম	২৭	৫৯৮
দুর্ভাগার প্রবেশ (চরম দুর্ভাগা ছাড়া কেউ আগুনে প্রবেশ করবে না)	৯২-লাইল	১৫	১০২৫
দুর্ভাগারা আগুনে থাকবে (আখিরাতে)	১১-হূদ	১০৬	৬৭৫
দুর্ভোগ (কাফিরদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	২৭	৮৬৭
দূরে রাখা (আগুন থেকে দূরে রাখা হবে যাকে সে সফল, কিয়ামতে)	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
দেখা (আগুন দেখতে পেল মূসা তূর পর্বতের পাশে)	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
দেখা (আগুন দেখল মূসা)	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
দেখা (মূসা কর্তৃক আগুন দেখা, তুর পাহাড়ে আল্লাহকে দর্শন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১০	৭৪১
ধন্য -যারা আগুনের মধ্যে আছে (মূসা কর্তৃক আল্লাহকে দর্শন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৮	৮০০
ধাতুকে আগুনে উত্তপ্ত করার দৃষ্টান্ত (সত্য মিথ্যার বর্ণনা প্রসঙ্গ)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
ধৈর্যশীল (আগুনের ব্যাপারে কত ধৈর্যশীল যারা...)	২-বাক্বারা	১৭৫	৫১৯
নিয়ে যাওয়া (আগুনের দিকে হেঁচড়ে নেয়া হবে অপরাধীদের)	৫৪-কামার	৪৮	৯৩৮
নিক্ষেপ(বামহাতে আমলনামাপ্রাপ্তকে তীব্র আগুনে নিক্ষেপ)	৬৯-হাক্কাহ্	৩১	৯৭৯
নিক্ষেপ(মন্দকাজকারীকে কিয়ামতে অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ)	২৭-নামল	৯০	৮০৭
নিক্ষিপ্ত (আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে যারা তারাই উত্তম নাকি যারা নিরাপদ)	৪১-ফুস্সিলাত	৪০	৮৮৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আগুন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নির্বাপিত আগুনের মত অবস্থা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জালিমদের আর্তনাদ	২১-আম্বিয়া	১৫	৭৫১
নিক্ষেপ (ইবরাহীমকে তীব্র আগুনে নিক্ষেপের পরিকল্পনা)	৩৭-সাফ্ফাত	৯৭	৮৬১
পথনির্দেশনা (আগুনের নিকট মূসার পথনির্দেশনা পাওয়ার আশা)	২০-ত্বা-হা	১০	৭৪১
পরিণাম আগুন (বনু নাযীর ও মুনাফিকদের)	৫৯-হাশর	১৭	৯৫৭
পরিণাম (কাফিরদের পরিণাম আগুন)	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
পাপাচারীকে আগুনের শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে	৩২-সাজ্দা	২০	৮৩১
পাপাচারীর আশ্রয়স্থল হবে আগুন	৩২-সাজ্দা	২০	৮৩১
পাপের কারণে নূহ সম্প্রদায়কে আগুনে প্রবেশ করানো হল	৭১-নূহ্	২৫	৯৮৫
পেটে আগুন ভর্তি করে- যারা কিতাবের বিনিময়ে...	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
পেটে আগুন ভরার মত (ইয়াতিমের সম্পদ জুলুম করে খাওয়া)	৪-নিসা	১০	৫৫৭
পোশাক(কাফির ও আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য আগুনের পোশাক)	২২-হাজ্জ	১৯	৭৬০
প্রজ্জ্বলিত আগুন (হুতামা হলো প্রজ্জ্বলিত আগুন)	১০৪-হুমাযা	৬	১০৩৩
প্রবেশ (নূহ ও লূতের স্ত্রীদের আগুনে প্রবেশ প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহরীম	১০	৯৭১
প্রবেশ (পাপের কারণে নূহ সম্প্রদায়কে আগুনে প্রবেশ করানো হল)	৭১-নূহ্	২৫	৯৮৫
প্রবেশ (উপদেশ বর্জনকারী আগুনে প্রবেশ করবে)	৮৭-আ'লা	১২	১০১৮
প্রবেশ করাবে (ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে আগুনে প্রবেশ করাবে)	১১-হূদ	৯৮	৬৭৪
প্রবেশ (কিছু মানুষের আগুনে প্রবেশ, কুরআন দ্বারা সতর্কীকরণ প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	৭	৮৯১
প্রবেশ (চরম দুর্ভাগা ছাড়া কেউ আগুনে প্রবেশ করবে না)	৯২-লাইল	১৫	১০২৫
প্রবেশ (আগুনে প্রবেশ করাবেন যাকে প্রতিপালক, তাকে...)	৩-আলে ইমরান	১৯২	৫৫৪
প্রবেশ (আগুনে প্রবেশ করতে বলা হবে, জ্বিন-মানুষের দলের মাঝে)	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
প্রবেশ (আবু লাহাব লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে)	১১১-লাহাব	৩	১০৩৫
প্রবেশ (আয়াতে অবিশ্বাসীদের জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করানো হবে)	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
প্রবেশ(আল্লাহ-রাসূল স. এর অমান্যকারীকে আগুনে প্রবেশ করানো হবে)	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
প্রত্যাবর্তনস্থল আগুন (মুশরিকদের)	১৪-ইবরাহীম	৩০	৬৯৬
প্রহরী (আগুনের প্রহরী বানিয়েছেন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
প্রস্তুত (অকৃতজ্ঞের জন্য শিকল, বেড়ি ও আগুন প্রস্তুত -আখিরাতে)	৭৬-দাহ্র	৪	৯৯৫
প্রবেশ (জুলুমবশত সম্পদ গ্রাস/হত্যার জন্য আগুনের শাস্তি)	৪-নিসা	৩০	৫৬১
প্রতিফল (আল্লাহর শত্রুদের প্রতিফল আগুন)	৪১-ফুস্সিলাত	২৮	৮৮৮
ফিরআউন বংশকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয়...	৪০-মু'মিন	৪৬	৮৮২
বাঁচানো (মুমিন নিজকে/পরিবারকে আগুন থেকে বাচানোর নির্দেশ)	৬৬-তাহরীম	৬	৯৭০
বিপথগামীদের জন্য আগুনকে প্রকাশ করা হবে (আখিরাতে)	২৬-শু'আরা	৯১	৭৯২
বিরত করা (কাফিররা মুখমন্ডল থেকে আগুনকে বিরত করতে পারবে না)	২১-আম্বিয়া	৩৯	৭৫২
বিতর্ক (আগুনের মধ্যে দূর্বল ও দাম্ভিকদের বিতর্ক)	৪০-মু'মিন	৪৭	৮৮২
বের হতে চাবে কাফিররা আগুন থেকে	৫-মায়িদা	৩৭	৫৮৫
বের হওয়া (আগুন থেকে বের হতে পারবে না, সমকক্ষ স্থিরকারীরা)	২-বাক্বারা	১৬৭	৫১৮
ভয় (আগুনকে ভয় করার নির্দেশ, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত)	৩-আলে ইমরান	১৩১	৫৪৮
মিথ্যারোপকারীর জন্য আগুন (আল্লাহর প্রতি মুশরিকের মিথ্যারোপ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬২	৭০৭
মুশরিক জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
মূসার আগুন দেখা (তূর পর্বতে আল্লাহকে দর্শন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৭	৮০০
মূসা আগুনের নিকট আসলে তাকে ডেকে বলা হল...(তুর পাহাড়ে)	২০-ত্বা-হা	১১	৭৪১
মূসা কর্তৃক আগুন আনা (আল্লাহকে দর্শন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১০	৭৪১
যুদ্ধের আগুন যতবার জ্বালিয়েছে ইহুদীরা, আল্লাহ তা...	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
রক্ষা (মুত্তাকীদের আল্লাহ তীব্র আগুন থেকে রক্ষা করবেন)	৫২-তূর	১৮	৯৩০
রক্ষা (যে আগুনের মধ্যে আছে তাকে রক্ষার কেউ নেই)	৩৯-যুমার	১৯	৮৭২
লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে (আবু লাহাব)	১১১-লাহাব	৩	১০৩৫
লৌহ খণ্ডকে আগুনে উত্তপ্ত করা (জুলকারনাইন প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৯৬	৭৩২
শাস্তি (পাপাচারীকে আগুনের শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে)	৩২-সাজ্দা	২০	৮৩১
শাস্তি (আগুনে শাস্তি দেয়া হবে যেদিন, কাফিরদেরকে)	৫১-যারিয়াত	১৩	৯২৫
শাস্তি (আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি প্রার্থনা করবে পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের...)	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
শাস্তি (আগুনের শাস্তি রয়েছে, কাফিরদের জন্য)	৮-আনফাল	১৪	৬৩৩
শাস্তি (আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
শাস্তি (আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা, মুত্তাকীদের)	৩-আলে ইমরান	১৬	৫৩৭
শাস্তি (আগুনের শাস্তি আস্বাদন করতে বলবেন আল্লাহ...)	৩৪-সাবা	৪২	৮৪৪
শাস্তি (আগুনের শাস্তি কমানোর জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ...)	৪০-মু'মিন	৪৯	৮৮২
শাস্তি (আগুনের শাস্তি রয়েছে কিয়ামতে কাফিরদের জন্য)	৫৯-হাশর	৩	৯৫৫
শাস্তি (আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা)	২-বাক্বারা	২০১	৫২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শাস্তি(আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি)	২২-হাজ্জ	৯	৭৫৯
শান্তি হওয়া(ইবরাহীমের জন্য আগুনকে শান্তি হওয়ার নির্দেশ)	২১-আম্বিয়া	৬৯	৭৫৪
শাস্তি (অনুসৃতদেরকে আগুনে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার প্রার্থনা...)	৩৮-সোয়াদ	৬১	৮৬৯
শাস্তি(শয়তান তার বন্ধুদেরকে আগুনের শাস্তির দিকে পরিচালিত করে)	২২-হাজ্জ	৪	৭৫৮
শাস্তি (শয়তান জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে ডাকলেও মুশরিক...)	৩১-লুকমান	২১	৮২৮
শাস্তি (মুত্তাকীদের আল্লাহ তীব্র আগুন থেকে রক্ষা করবেন)	৫২-তূর	১৮	৯৩০
শীতল হওয়া(ইবরাহীমের জন্য আগুনকে শীতল হওয়ার নির্দেশ)	২১-আম্বিয়া	৬৯	৭৫৪
সংবাদ(কাফিরদের জন্য, আয়াত পাঠকারীকে আক্রমণ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
সতর্ক করা (আল্লাহ লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করেন)	৯২-লাইল	১৪	১০২৫
সবুজ গাছ থেকে আগুন তৈরী করেন আল্লাহ...	৩৬-ইয়াসীন	৮০	৮৫৬
সমবেত (আগুনের নিকট সমবেত করা হবে আল্লাহর শত্রুদেরকে)	৪১-ফুস্সিলাত	১৯	৮৮৭
স্থায়ী (আগুনে স্থায়ী হবে যারা কুফরির সাক্ষ্য দেয়...)	৯-তাওবা	১৭	৬৪১
স্থায়ী (সুদের পুনরাবৃত্তকারীরা জাহান্নামে স্থায়ী হবে)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
স্পর্শ (ইহুদীরা বলে,আগুন তাদের কয়েক দিন ছাড়া স্পর্শ করবেনা)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
স্পর্শ করবে না আগুন, কিতাবপ্রাপ্তদেরকে (কয়েকদিন ছাড়া)	৩-আলে ইমরান	২৪	৫৩৮
স্পর্শ (আগুন স্পর্শ করবে, জালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়লে)	১১-হূদ	১১৩	৬৭৬
স্পর্শ (আগুন স্পর্শ না করলেও আলো দানের উপক্রম হয়...)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
হুতামা হলো প্রজ্জ্বলিত আগুন	১০৪-হুমাযা	৬	১০৩৩
আগুন জ্বালানো/প্রজ্জ্বলন			
সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন প্রজ্জ্বলন করে মানুষ, যা আল্লাহর তৈরী	৩৬-ইয়াসীন	৮০	৮৫৬
হামানকে আগুন জ্বালাতে বলল ফির'আউন	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
আগুন পোহানো			
জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আসবে (আগুন পোহানোর জন্য)	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
মূসার পরিবারের আগুন পোহানো (তূর পর্বতে আল্লাহকে দর্শন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৭	৮০০
আগুনের অধিবাসী			
সমান নয় আগুনের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী	৫৯-হাশর	২০	৯৫৭
আগুনের ফুলকি			
ক্ষুরাঘাতে আগুনের ফুলকি ঝরানো ঘোড়ার কসম...	১০০-'আদিয়াত	২	১০৩০
আগে (আরো দেখুন অগ্রে থাকা/সামনে শব্দটি)			
সংবাদ (মানুষ যা আগে পাঠিয়েছে তার সংবাদ কিয়ামতে দেয়া হবে)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৩	৯৯৩
আগে পাঠানো (আরো দেখুন অগ্রিম/অগ্রে পাঠানো শব্দটি)			
জানবে প্রত্যেকেই কী সে আগে পাঠিয়েছে (কিয়ামতে)	৮২-ইনফিতার	৫	১০১০
লিখে রাখেন আল্লাহ, মানুষের আগে পাঠানো কাজ	৩৬-ইয়াসীন	১২	৮৫১
আগ্রহী			
জীবনের প্রতি ইহুদীরাই সবচেয়ে বেশি আগ্রহী	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
বিয়ে করতে আগ্রহী হওয়া (ইয়াতিম নারী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
রাসূল স. আগ্রহী হলেও (অধিকাংশ মানুষ মুমিন নয়)	১২-ইউসুফ	১০৩	৬৮৬
সমতা রক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হলেও তা সম্ভব নয় (স্ত্রীদের মধ্যে)	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
হারাম খাওয়া (আগ্রহী না হয়ে বরং বাধ্য হয়ে হারাম খাওয়া)	৬-আন'আম	১৪৫	৬১০
হারাম খাওয়া আগ্রহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হলে পাপ নেই...	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
আঘাত			
অকল্যাণ রাসূল স. কে আঘাত করলে মুনাফিক/কাফিররা বলে...	৯-তাওবা	৫০	৬৪৫
অকল্যাণের আঘাত হলে মূসা/তার সঙ্গীদেরকে কুলক্ষণ মনে করা	৭-আ'রাফ	১৩১	৬২৪
অকল্যাণ মুমিনদেরকে আঘাত করলে কাফিররা উৎফুল্ল হয়	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭
অকল্যাণ আঘাত করলে তাকে 'রাসূল স. এর পক্ষ থেকে' বলা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
অকল্যাণ আঘাত করলে নিরাশ হয় মানুষ	৩০-রূম	৩৬	৮২৪
অকল্যাণ আঘাত করে নিজের পক্ষ থেকেই (নবী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৯	৫৬৭
আদ সম্প্রদায়ের আঘাত হানা (স্বেচ্ছাচারীর মত)	২৬-শু'আরা	১৩০	৭৯৪
আল্লাহ আঘাত করবেন মুনাফিক/কাফিরদেরকে শাস্তি দ্বারা অথবা...	৯-তাওবা	৫২	৬৪৫
ইলাহদেরকে আঘাত করল ইবরাহীম	৩৭-সাফ্ফাত	৯৩	৮৬১
কাফিরদের প্রত্যেক জোড়ায় আঘাত করা (বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
কাফিরদেরকে আঘাত করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	৯-তাওবা	৯০	৬৪৯
কাফিরদের কাজের মন্দফল তাদেরকে আঘাত করেছিল(শাস্তি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৩৪	৭০৫
ঘাড়ে (যুদ্ধের সময় কাফিরদের আঘাত করার নির্দেশ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
ঘাড়ের উপর (কাফিরদের ঘাড়ের উপর আঘাত করা, বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বাগান ভস্মীভূত হওয়ার উপমা	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
চেহারায় আঘাত করে ফেরেশতারা, কাফিরদের মৃত্যু ঘটানোর সময়	৮-আনফাল	৫০	৬৩৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আঘাত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ছামূদ জাতিকে আঘাত করল (অপমানজনক শাস্তির বজ্রপাত)	৪১-ফুস্সিলাত	১৭	৮৮৭
জালিমদেরকেই কেবল আঘাত করবে না এমন ফিতনাকে ভয়...	৮-আনফাল	২৫	৬৩৪
দ্বিগুণ আঘাত করেছিল মুমিনরা কাফিরদেরকে (বদর যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৬৫	৫৫২
নিহত ব্যক্তিকে আঘাত প্রসঙ্গ (জবেহকৃত গাভীর অংশ দিয়ে)	২-বাক্বারা	৭৩	৫০৮
পাথরে আঘাত করায় ঝরনা তৈরি (মূসার লাঠি দ্বারা)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
পাথরে আঘাত (মূসার লাঠি দ্বারা)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
বিপদ আঘাত করল মুমিনদেরকে (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৬৫	৫৫২
বিপদ-আপদ আঘাত করলে যারা বলে...	২-বাক্বারা	১৫৬	৫১৭
বজ্র দিয়ে আঘাত করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
ভূমিতে পা দিয়ে আঘাত করার নির্দেশ (আইউবের প্রতি)	৩৮-সোয়াদ	৪২	৮৬৮
মন্দ অবস্থা আঘাত করবে বলে আশঙ্কা করে তারা যাদের অন্তরে...	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
মন্দকাজ আঘাত করবে (পরবর্তী জালিমদের উপর)	৩৯-যুমার	৫১	৮৭৫
মন্দকাজ আঘাত করেছিল (পূর্ববর্তী জালিমদের উপর)	৩৯-যুমার	৫১	৮৭৫
মন্দ/বিপদ মানুষকে আঘাত করলে সে অকৃতজ্ঞ হয়	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
মুমিনদেরকে আঘাত করেনি আল্লাহর নির্ধারণ ব্যতীত অন্য কিছু	৯-তাওবা	৫১	৬৪৫
মুমিনদেরকে যা আঘাত করেছিল তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই (উহুদে)	৩-আলে ইমরান	১৬৬	৫৫২
মুখমন্ডল ও পিঠে আঘাত করে মৃত্যু ঘটাবে ফেরেশতারা (কাফিরদের)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৭	৯১৪
মূসার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করায় ঝরনা তৈরি	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
মূসার লাঠির আঘাতে নীল নদে পথ সৃষ্টি হওয়া প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	৬৩	৭৯১
যখম আঘাত করার পরও আল্লাহ ও রাসূল স. কে সাড়া, (উহুদ যুদ্ধ)	৩-আলে ইমরান	১৭২	৫৫২
লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তির আঘাত (অপরাধের কারণে)	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত (মূসার)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
শস্য ক্ষেত্রে হিমশীতল বায়ুর আঘাত, কাফিরদের ব্যয়ের উপমা...	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
শাস্তির আঘাত (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দ্বারা আঘাত করেন)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
শিলাবৃষ্টি দ্বারা আঘাত করেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
স্ত্রীকে আঘাত করার নির্দেশ (আইউবের প্রতি)	৩৮-সোয়াদ	৪৪	৮৬৮
স্বেচ্ছাচারীর মত আঘাত হানা (আদ সম্প্রদায়ের)	২৬-শু'আরা	১৩০	৭৯৪
হিজরবাসীকে পাকড়াও করল বিকট শব্দ (ভোর বেলায়)	১৫-হিজর	৮৩	৭০২
আঙিনা			
কাফিরদের আঙিনায় শাস্তি নেমে আসা	৩৭-সাফ্ফাত	১৭৭	৮৬৫
আঙ্গুর			
উৎপন্ন (আল্লাহ বৃষ্টির পানির মাধ্যমে আঙ্গুর... উৎপন্ন করেন)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
উৎপন্ন করেন আল্লাহ (যমীনে), ভোগ্যসামগ্রীরূপে	৮০-আবাসা	২৮	১০০৭
নিদর্শন (আঙ্গুর দ্বারা মাদক তৈরি ও উত্তম রিযিক গ্রহণ নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	৬৭	৭০৮
নিদর্শন (বৃষ্টি দ্বারা আঙ্গুর উৎপন্ন হওয়া চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
বাগান (আংগুরের বাগান রয়েছে পৃথিবীতে)	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
বাগান (আঙ্গুর' বাগান সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ, বৃষ্টির মাধ্যমে)	২৩-মু'মিনূন	১৯	৭৬৭
বাগান (আঙ্গুর বাগানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
বাগান (আল্লাহ বৃষ্টি দ্বারা আঙ্গুরের বাগান উৎপন্ন করেন)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
বাগান বানিয়েছেন আল্লাহ, মৃত ভূমিতে..	৩৬-ইয়াসীন	৩৪	৮৫৩
বাগান (রাসূল স. এর জন্য আঙ্গুর-বাগান না হলে ঈমান আনবে না কাফিররা)	১৭-ইস্রা	৯১	৭২১
বাগানের দৃষ্টান্ত (দুই ব্যক্তির উপমা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৩২	৭২৭
বৃষ্টির পানির মাধ্যমে আল্লাহ আঙ্গুর... উৎপন্ন করেন	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
মাদক (আঙ্গুর থেকে মানুষ মাদক তৈরি করে...নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	৬৭	৭০৮
মুত্তাকীদের জন্য উদ্যান ও আঙ্গুর রয়েছে (আখিরাতে)	৭৮-নাবা	৩২	১০০১
রিযিক (আঙ্গুর থেকে মানুষ রিযিক গ্রহণ করে...নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	৬৭	৭০৮
আঙ্গুল			
কাটা দাঁতে আঙ্গুল কাটতে থাকে কাফিররা, মুমিনদের প্রতি ক্রোধ	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
কানে আঙ্গুল এঁটে দেয় মুনাফিক (মৃত্যু ভয় প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
কানে আঙ্গুল দেয় সম্প্রদায় (নূহের আহ্বানে)	৭১-নূহ	৭	৯৮৪
আঙ্গুলের অগ্রভাগ			
পুনর্গঠন (আল্লাহ মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পুনর্গঠন করতে সক্ষম)	৭৫-কিয়ামাহ্	৪	৯৯৩
আচরণ			
অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ না করা (আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে)	২৫-ফুরকান	৭৩	৭৮৭
প্রতিপালকের আচরণ (হাতীওয়ালাদের সাথে)	১০৫-ফীল	১	১০৩৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হাতীওয়ালাদের সাথে প্রতিপালকের আচরণ...	১০৫-ফীল	১	১০৩৩
আচ্ছন্ন			
অপমান/মলিনতা আচ্ছন্ন করবে না (ভাল কাজকারীর চেহারাকে)	১০-ইউনুস	২৬	৬৫৬
অপমান আচ্ছন্ন করবে অপরাধীদেরকে (কিয়ামতে)	৬৮-ক্বালাম	৪৩	৯৭৭
অপমান আচ্ছন্ন করবে কাফিরদেরকে (কিয়ামতে)	৭০-মা'আরিজ	৪৪	৯৮৩
অপমান আচ্ছন্ন করবে (মন্দকর্মশীলদের চেহারাকে)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
আগুন অপরাধীদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে (কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৫০	৬৯৭
ইবরাহীমকে রাত্রির অন্ধকার আচ্ছন্ন করা	৬-আন্'আম	৭৬	৬০৩
ঢেউয়ের উপর ঢেউ আচ্ছন্ন করে কাফিরদের কাজকে	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
তন্দ্রাচ্ছন্ন করলেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
তন্দ্রা আচ্ছন্ন করল মুমিনদের এক দলকে (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
তরঙ্গ আচ্ছন্ন করলে মানুষ দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে ডাকে	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
মলিনতা আচ্ছন্ন করবে কাফিরের চেহারা (কিয়ামতের দিন)	৮০-আবাসা	৪১	১০০৭
রাত্রির অন্ধকার ইবরাহীমকে আচ্ছন্ন করা	৬-আন্'আম	৭৬	৬০৩
লূত সম্প্রদায়ের আবাসভূমিকে আচ্ছন্ন করল	৫৩-নাজম	৫৪	৯৩৫
শাস্তি (কাফিরদের উপর ও নিচ থেকে শাস্তি আচ্ছন্ন করা)	২৯-আনকাবূত	৫৫	৮২০
আচ্ছাদন (আরো দেখুন পর্দা/পোশাক শব্দটি)			
আগুনের আচ্ছাদন (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করলে)	৩৯-যুমার	১৬	৮৭২
আগুনের আচ্ছাদন থাকবে মুশরিকদের উপর-নিচ থেকে	৩৯-যুমার	১৬	৮৭২
জাহান্নামের উপরে আগুনের আচ্ছাদন	৭-আ'রাফ	৪১	৬১৬
আচ্ছাদিত			
চেহারা আচ্ছাদিত, মন্দকর্মশীলের (রাতের অন্ধকারের আস্তরণে)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
দিনকে আচ্ছাদিত করেন আল্লাহ (রাত দ্বারা)	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
দিনকে আচ্ছাদিত করেন আল্লাহ রাত দ্বারা	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত (মন্দকর্মশীলের চেহারা)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
রাত (রাতের কসম যখন তা আচ্ছাদিত করে)	৯২-লাইল	১	১০২৫
রাতের কসম (যখন তা আচ্ছাদিত হয়)	৯১-শাম্স	৪	১০২৪
রাতকে আচ্ছাদিত করেন আল্লাহ (দিন দ্বারা)	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
রাতকে আচ্ছাদিত করেন আল্লাহ দিন দ্বারা	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
হৃদয় আচ্ছাদিত (বনী ইসরাইলের উক্তি, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত')	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
হৃদয় আচ্ছাদিত !(ইহুদীদের দাবী)	২-বাক্বারা	৮৮	৫১০
আজ (আরো দেখুন দিন)			
অপমান (আজ/কিয়ামতে অপমান ও অমঙ্গল কাফিরদের উপর)	১৬-নাহ্ল	২৭	৭০৫
অভিভাবক (আজ/কিয়ামতে মুশরিকদের অভিভাবক শয়তান)	১৬-নাহ্ল	৬৩	৭০৮
অমঙ্গল (আজ/কিয়ামতে অপমান ও অমঙ্গল কাফিরদের উপর)	১৬-নাহ্ল	২৭	৭০৫
আত্মসমর্পন করবে জালিম ও সহচররা (কিয়ামতের দিন)	৩৭-সাফ্ফাত	২৬	৮৫৮
ইউসুফ আজ প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত হল (আযীযের নিকট)	১২-ইউসুফ	৫৪	৬৮২
উপকারে আসবে না আজ/কিয়ামতে (অনুতাপ)	৪৩-যুখরুফ	৩৯	৮৯৮
কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না	৪৫-জাছিয়া	৩৫	৯০৭
কার রাজত্ব আজ? (কিয়ামতে বলা হবে)	৪০-মু'মিন	১৬	৮৭৯
কিয়ামতে আল্লাহ বলবেন- 'আজ ফরিয়াদ করো না'	২৩-মু'মিনূন	৬৫	৭৭০
কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে অজুহাত পেশ করতে নিষেধ করা...	৬৬-তাহরীম	৭	৯৭০
কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ (ধৈর্যের কারণে)	২৩-মু'মিনূন	১১১	৭৭৩
কিয়ামতের দিন মানুষ নিজেই হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট	১৭-ইস্রা	১৪	৭১৫
কিয়ামতের দিন বলা হবে (আজ কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না)	৫৭-হাদীদ	১৫	৯৪৯
কিয়ামতের দিন বলা হবে- 'আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর'	৫০-ক্বাফ	২২	৯২৩
কিয়ামতের দিন বলা হবে 'আজ কোন জুলুম নেই'	৪০-মু'মিন	১৭	৮৭৯
জালিমরা আজ (দুনিয়াতে) সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে	১৯-মারইয়াম	৩৮	৭৩৬
জাদু প্রদর্শনের দিন (আজ)জাদুকরদের জয়ী হওয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৬৪	৭৪৪
জুলুম করা হবে না আজ (কিয়ামতের দিন) কাউকে...	৩৬-ইয়াসীন	৫৪	৮৫৫
তিরস্কার নেই (ভাইদের প্রতি ইউসুফের)	১২-ইউসুফ	৯২	৬৮৫
দ্বীনের পূর্ণতা দেয়া হল আজ (বিদায় হজ্জের দিন)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
ধ্বংস (কাফিররা কিয়ামতে ধ্বংস আহ্বান করবে কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	১৪	৭৮৩
পৃথক হয়ে যাও (অপরাধীদেরকে আল্লাহর নির্দেশ, কিয়ামতে)	৩৬-ইয়াসীন	৫৯	৮৫৫
প্রত্যেককে আজ (কিয়ামতে) তার অর্জনের প্রতিদান দেয়া হবে	৪০-মু'মিন	১৭	৮৭৯
প্রবেশ কর জাহান্নামে (কাফিরদেরকে নির্দেশ কিয়ামতের দিন)	৩৬-ইয়াসীন	৬৪	৮৫৫
প্রতিফল দেয়া হবে আজ (কিয়ামতের দিন)	৪৫-জাছিয়া	২৮	৯০৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আজ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বন্ধু থাকবে না জাহান্নামীর(বিচারের দিন/আজ)	৬৯-হাক্কাহ্‌	৩৫	৯৭৯
বাগানে আজ কোন মিসকিন যেন কিছুতেই প্রবেশ না করে	৬৮-ক্বালাম	২৪	৯৭৬
ভুলে থাকা (আজ/কিয়ামতের দিন আল্লাহ কাফিরদের ভুলে থাকবেন)	৪৫-জাছিয়া	৩৪	৯০৭
ভুলে থাকা(আয়াত ভুলে যাওয়ায় আল্লাহও আজ/কিয়ামতে ভুলে যাবেন)	২০-ত্বা-হা	১২৬	৭৪৯
মানুষ বিজয়ী হতে পারবে না আজ কাফিরদের উপর (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
মারইয়াম আজ মানুষের সাথে কথা বলবে না (ঈসার জন্ম প্রসঙ্গ)	১৯-মারইয়াম	২৬	৭৩৫
মুকাবেলা (আজ মুকাবিলার শক্তি নেই তালুত বাহিনীর...)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
মুমিনগণ আজ (কিয়ামতে) কাফিরদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে	৮৩-মুত্বাফফিফীন	৩৪	১০১২
মুত্তাকী বান্দাদের ভয়/দুশ্চিন্তা নেই আজ (কিয়ামতে)	৪৩-যুখরুফ	৬৮	৯০০
মু'মিনদেরকে কিয়ামতে বলা হবে-'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ'	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
মোহর লাগানো হবে কাফিরদের মুখে (কিয়ামতের দিন)	৩৬-ইয়াসীন	৬৫	৮৫৫
রক্ষাকারী (আজ আল্লাহর নির্দেশ/প্লাবন থেকে রক্ষাকারী নেই)	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
রক্ষা (আজ ফিরআউনের দেহটি নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধার করা হবে)	১০-ইউনুস	৯২	৬৬৩
শাস্তি (মৃত্যুর দিন/আজকের শাস্তি, আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য বলায়)	৬-আন্‌'আম	৯৩	৬০৫
সাক্ষাৎ (আজকের/কিয়ামতের দিনের সাক্ষাত ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গ)	৩২-সাজদা	১৪	৮৩১
হতাশ হয়েছে আজ যারা কুফরি করেছে (দ্বীনের ব্যাপারে)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
হালাল করা হল আজ পবিত্র বস্তু (মুমিনদের জন্য)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
আজমী (আরো দেখুন অনারব শব্দটি)			
কুরআন আজমীর উপর অবতীর্ণ করলেও আরবরা বিশ্বাস করতনা	২৬-শু'আরা	১৯৮	৭৯৮
আট			
দিন(আদ সম্প্রদায়ের উপর অবিরাম আট দিন ঝড় বয়েছিল)	৬৯-হাক্কাহ্‌	৭	৯৭৮
ধরন (আল্লাহ আট ধরনের পশু সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্‌'আম	১৪৩	৬১০
প্রকার (আল্লাহ মানুষকে আট প্রকার গৃহপালিত পশু দিয়েছেন)	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
ফেরেশতা(কিয়ামতে আটজন ফেরেশতা 'আরশ' বহন করে রাখবে)	৬৯-হাক্কাহ্‌	১৭	৯৭৮
বছর (আট বছর কাজ করলে এক মেয়ের সাথে মূসার বিয়ে...)	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
আটকানো			
আল্লাহ যা আটকে রাখেন তা কেউ মানুষকে দিতে পারেনা	৩৫-ফাতির	২	৮৪৬
আল্লাহর দয়া আটকানোর কেউ নেই (কারো প্রতি)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
আল্লাহ আটকে রাখেন ঘুমন্তের প্রাণ হরণের পর (মৃত্যুর সিদ্ধান্ত হলে)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
দয়া (আল্লাহ মানুষকে দয়া করলে আটকানোর কেউ নেই)	৩৫-ফাতির	২	৮৪৬
শাস্তি আটকে রেখেছে কে? (শাস্তিদানে বিলম্ব হলে কাফিররা বলে)	১১-হূদ	৮	৬৬৬
স্ত্রীদেরকে আটকে রাখা নিষেধ (ক্ষতির জন্য)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
আট ভাগের একভাগ			
স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ সম্পদ পাবে (সন্তান থাকলে)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
আটি (তৃণশলা)			
আঘাত (তৃণ আটি দিয়ে আঘাত করার নির্দেশ, আইয়ুবের স্ত্রীকে)	৩৮-সোয়াদ	৪৪	৮৬৮
আঠালো			
মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৩৭-সাফফাত	১১	৮৫৭
আড়াল			
বানান নি আল্লাহ সম্প্রদায়ের জন্য (সূর্যের বিপরীত)	১৮-কাহ্‌ফ	৯০	৭৩২
মেঘের আড়াল থেকে আল্লাহর আসার অপেক্ষা	২-বাক্বারা	২১০	৫২৩
আতঙ্ক			
আসহাবে কাহাফ দ্বারা আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয়ে যেত..	১৮-কাহ্‌ফ	১৮	৭২৫
আতঙ্কগ্রস্ত করা			
জাদু লোকদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করল (ফিরআউনের জাদুকর প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৬	৬২৩
আতঙ্কজনক			
মুমিনগণ বেশি আতঙ্কজনক মুনাফিকদের নিকট (আল্লাহর চেয়ে)	৫৯-হাশর	১৩	৯৫৬
আতঙ্কিত			
ইবরাহীম আতঙ্কিত (অতিথি হয়ে ফেরেশতার আগমনে)	১৫-হিজর	৫২	৭০০
আতা'না (মান্য করা)			
ইহুদীদের মান্য করলাম/আতা'না বলা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
আতিথেয়তা (আরো দেখুন মেহমানদারী শব্দটি)			
কাফিরদের জন্য আতিথেয়তা (জাহান্নাম প্রস্তুত)	১৮-কাহ্‌ফ	১০২	৭৩৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আত্মহত্যা			
মুমিন না হওয়ায় মনোকষ্টে মুহাম্মদ স. আত্মহত্যা করার অবস্থা...	২৬-শু'আরা	৩	৭৮৮
আত্মগোপন			
রাতে আত্মগোপনকারী ও দিনে প্রকাশ্যে বিচরণকারী সমান...	১৩-রা'দ	১০	৬৮৯
সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন (কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদে)	১৬-নাহ্‌ল	৫৯	৭০৭
আত্মভোলা বানানো			
আল্লাহ আত্মভোলা বানিয়েছেন তাদেরকে, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে	৫৯-হাশর	১৯	৯৫৭
আত্মমর্যাদাবোধ			
ফকীরের আত্মমর্যাদাবোধের কারণে সচ্ছল মনে হওয়া প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
আত্মরক্ষা			
অগ্নিশিখা থেকে মানুষ/জিন আত্মরক্ষা করতে পারবে না	৫৫-রাহ্‌মান	৩৫	৯৪০
উপাস্যরা কি আত্মরক্ষা করতে পারে? (আল্লাহ বাদে অন্য উপাস্য)	২৬-শু'আরা	৯৩	৭৯২
কাফিররা আত্মরক্ষা করবে কিভাবে (কিয়ামত অস্বীকার করলে)	৭৩-মুযযাম্মিল	১৭	৯৮৮
কারুন আত্মরক্ষা করতে পারেনি	২৮-কাসাস	৮১	৮১৫
জিন অগ্নিশিখা/ধোঁয়ার কুন্ডলী থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না	৫৫-রাহ্‌মান	৩৫	৯৪০
ধোঁয়ার কুন্ডলী থেকে মানুষ/জিন আত্মরক্ষা করতে পারবে না	৫৫-রাহ্‌মান	৩৫	৯৪০
মানুষ অগ্নিশিখা/ধোঁয়ার কুন্ডলী থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না	৫৫-রাহ্‌মান	৩৫	৯৪০
আত্মশুদ্ধি (দেখুন পরিশুদ্ধ শব্দটি)			
আত্মসমর্পণ (আরো দেখুন ইসলাম/মুসলিম/সমর্পণ শব্দটি)			
আত্মসমর্পণ (মুশরিক কিয়ামতে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে)	১৬-নাহ্‌ল	৮৭	৭১০
আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ (যিনি একমাত্র ইলাহ)	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করেছে আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু	৩-আলে ইমরান	৮৩	৫৪৪
আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ (সৎকর্মপরায়ণ হয়ে)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
আল্লাহর কাছে মুশরিকরা কিয়ামতে আত্মসমর্পণ করবে	১৬-নাহ্‌ল	৮৭	৭১০
ইবরাহীম ও ইসমাইলের আত্মসমর্পণ (আল্লাহর নিকট)	৩৭-সাফফাত	১০৩	৮৬২
ইবরাহীমকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৩১	৫১৫
কিয়ামতের দিন আত্মসমর্পন করবে (জালিম ও সহচররা)	৩৭-সাফফাত	২৬	৮৫৮
কিতাবপ্রাপ্তরা ও নিরক্ষররা আত্মসমর্পণ করে থাকলে...	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
জালিমের (মৃত্যুকালে জালিম আত্মসমর্পণ করে মন্দকাজ অস্বীকার করে)	১৬-নাহ্‌ল	২৮	৭০৫
নবীগণ আত্মসমর্পন করেছিলেন	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
নিরক্ষরদের আত্মসমর্পণ (ইসলাম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য রাসূল স. আদিষ্ট	৪০-মু'মিন	৬৬	৮৮৩
প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হওয়া	৬-আন্‌'আম	৭১	৬০২
প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ কর শাস্তি আসার পূর্বে	৩৯-যুমার	৫৪	৮৭৬
মানুষের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তারা আত্মসমর্পণ করে	১৬-নাহ্‌ল	৮১	৭০৯
মুশরিকরা কিয়ামতে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে	১৬-নাহ্‌ল	৮৭	৭১০
শক্তিধর জাতির আত্মসমর্পন না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া	৪৮-ফাত্‌হ	১৬	৯১৭
সাবার রানীর আত্মসমর্পণ(জগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
আত্মসমর্পণকারী (আরো দেখুন মুসলিম শব্দটি)			
আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৪৬	৮২০
আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী/মুসলিম (উম্মতে মুহাম্মদী)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী বানানোর দোয়া (ইবরাহীমের)	২-বাক্বারা	১২৮	৫১৪
ইয়াকুবের সন্তানগণ ইলাহের প্রতি আত্মসমর্পণকারী	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
উম্মত (ইবরাহীমের বংশ থেকে আত্মসমর্পণকারী উম্মত...)	২-বাক্বারা	১২৮	৫১৪
জিন (জিনদের কিছু সংখ্যক আত্মসমর্পণকারী/মুসলিম)	৭২-জিন্‌	১৪	৯৮৭
জিনদের মধ্যে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিমরা) সঠিকপথ বেছে নেয়	৭২-জিন্‌	১৪	৯৮৭
প্রথম আত্মসমর্পণকারী হতে রাসূল স. আদিষ্ট হয়েছেন	৬-আন্‌'আম	১৪	৫৯৭
আত্মসম্মান			
আত্মসম্মান পাপে প্ররোচিত করে থাকে...	২-বাক্বারা	২০৬	৫২৩
আত্মসাৎ (আরো দেখুন গ্রাস শব্দটি)			
আত্মসাৎকারী যা আত্মসাৎ করেছিল তা নিয়ে কিয়ামতে উপস্থিত...	৩-আলে ইমরান	১৬১	৫৫১
সংগত নয় আত্মসাৎ করা কোন নবীর জন্য	৩-আলে ইমরান	১৬১	৫৫১
আত্মা			
কসম (তিরস্কারকারী আত্মার কসম)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	২	৯৯৩
তিরস্কারকারী আত্মার কসম	৭৫-কিয়ামাহ্‌	২	৯৯৩
'প্রশান্ত আত্মা'- বলে আল্লাহর আহ্বান (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজ্‌র	২৭	১০২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আত্মা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুনাফিকদের আত্মা কাফির অবস্থায় চলে যাবে	৯-তাওবা	৮৫	৬৪৯
মুনাফিক/কাফিরদের আত্মা চলে যাবে কাফির অবস্থায়	৯-তাওবা	৫৫	৬৪৫
সংযোজিত (কিয়ামতে আত্মা সংযোজিত করা হবে)	৮১-তাকভীর	৭	১০০৮
আত্মীয়			
ইয়াতীম আত্মীয়কে আহার দান (গিরিপথ অর্থ)	৯০-বালাদ	১৫	১০২৩
দান (আত্মীয়কে দান করা প্রকৃত পূণ্য)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
নবীর নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করার নির্দেশ	২৬-শু'আরা	২১৪	৭৯৯
নিকটতর(মুমিন/মুহাজিরের চেয়ে আত্মীয়রা মীরাসে নিকটতর)	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
ন্যায় বিচার (আত্মীয়ের বিষয়ে কথা বললেও ন্যায় বিচার করা)	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
প্রাপ্য দিয়ে দেয়ার নির্দেশ (আত্মীয়কে)	১৭-ইস্‌রা	২৬	৭১৬
'ফাই' রাসূল স. এর আত্মীয়-স্বজনের জন্য	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
মুশরিকরা আত্মীয় হলেও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সংগত নয়	৯-তাওবা	১১৩	৬৫২
সাক্ষ্য দান (আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় সাক্ষ্য দান করা)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
সাক্ষ্যদান (আত্মীয় হলেও, মূল্য গ্রহণ করে সাক্ষ্যদান...)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
আত্মীয়তা			
ছিন্ন করা (আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার আশা, মুনাফিকদের)	৪৭-মুহাম্মাদ	২২	৯১৪
ভয় করা (আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে ভয়/সতর্কতার নির্দেশ)	৪-নিসা	১	৫৫৬
মর্যাদা (আত্মীয়তার মর্যাদা দিবে না মুশরিকরা জয়ী হলে)	৯-তাওবা	৮	৬৪০
মর্যাদা (আত্মীয়তার মর্যাদা দেয়না মুশরিকরা, মুমিনদের সাথে)	৯-তাওবা	১০	৬৪১
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে যখন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না	২৩-মু'মিনূন	১০১	৭৭২
হৃদ্যতা (রাসূল স. মুমিনের আত্মীয়তার হৃদ্যতা ছাড়া প্রতিদান চান না)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
আত্মীয়-স্বজন			
আল্লাহবিরোধী আত্মীয়স্বজনকে (মু'মিন ভালবাসে না)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
উত্তরাধিকারী (আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদের)	৪-নিসা	৩৩	৫৬১
উপকারে আসবে না আত্মীয়-স্বজন (কিয়ামতের দিন)	৬০-মুমতাহিনা	৩	৯৫৮
ওসিয়ত (আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অসিয়ত করা, মৃত্যুকালে...)	২-বাক্বারা	১৮০	৫২০
দেয়া (আত্মীয়-স্বজনকে কিছু না দেয়ার কসম...)	২৪-নূর	২২	৭৭৬
নির্দেশ (আল্লাহ ন্যায়বিচার/সদাচরণ/দান করার নির্দেশ দেন)	১৬-নাহ্‌ল	৯০	৭১০
প্রিয় (পিতা প্রিয় হলে- আল্লাহ, রাসূল স. ও জিহাদ অপেক্ষা...)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
ব্যয় (পিতা-মাতার জন্য ব্যয় করা উত্তম)	২-বাক্বারা	২১৫	৫২৪
রাসূল স. এর আত্মীয়ের জন্য গনিমত...	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
সদ্ব্যবহার (আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
সদ্ব্যবহার (আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহারে বনীইসরাইলের অঙ্গীকার)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
সম্পদ দান(মীরাস বন্টনকালে আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দান করা)	৪-নিসা	৮	৫৫৭
সম্পদ (আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে পুরুষের অংশ আছে)	৪-নিসা	৭	৫৫৭
সম্পদ (আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে নারীর অংশ আছে)	৪-নিসা	৭	৫৫৭
হক (আত্মীয়-স্বজনের হক বা অধিকার দিয়ে দেয়ার নির্দেশ)	৩০-রূম	৩৮	৮২৫
আদ			
অবিশ্বাস(নূহ,আদ,ছামুদ প্রভৃতি জাতির রিসালাতে অবিশ্বাস)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
অস্বীকার (আদ জাতি প্রতিপালকের নির্দশন অস্বীকার করত)	১১-হূদ	৫৯	৬৭১
জাতি (অন্য এক প্রজন্ম রূপে আদ জাতির সৃষ্টি)	২৩-মু'মিনূন	৩১	৭৬৮
জাতি (আদ জাতির ন্যায় বজ্রপাত হতে পারে মুখ ফিরিয়ে নিলে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৩	৮৮৭
জাতি (আদ জাতির ন্যায় দুর্দিনের আশঙ্কা ফিরআউনদের উপর)	৪০-মু'মিন	৩১	৮৮০
জাতি (আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত আদ জাতি)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৫	৮৮৭
ধ্বংস (আদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৩৮	৭৮৫
ধ্বংস (হূদের সম্প্রদায় আদ এর জন্য ধ্বংস!)	১১-হূদ	৬০	৬৭১
ধ্বংস(প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া দ্বারা আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস)	৬৯-হাক্কাহ্	৬	৯৭৪
ধ্বংস(আদ জাতির বাসস্থান তাদের ধ্বংসের প্রমাণ বহন করে)	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
ধ্বংস (আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন আল্লাহ)	৫৩-নাজম	৫০	৯৩৪
নিদর্শন (আদ জাতির ধ্বংসের ঘটনায় নিদর্শন রয়েছে)	৫১-যারিয়াত	৪১	৯২৭
প্রতিপালকের আচরণ (আদ জাতির সাথে)	৮৯-ফাজর	৬	১০২১
ভাই (আদ এর ভাই হূদ আ. কর্তৃক জাতিকে সতর্ক করা প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্‌কাফ	২১	৯১০
ভাই (আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ)	১১-হূদ	৫০	৬৭০
মিথ্যাবাদী বলা(আদ সম্প্রদায় রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২২-হাজ্জ	৪২	৭৬২
মিথ্যাবাদী বলেছিল আদ সম্প্রদায়(হূদকে)	৫৪-কামার	১৮	৯৩৭
মিথ্যাবাদী বলেছিল আদ জাতি	৫০-ক্বাফ	১৩	৯২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মিথ্যাবাদী বলা (রাসূল স. কে আ'দ সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলে)	২৬-শু'আরা	১২৩	৭৯৪
মিথ্যা বলা (আদ ও ছামুদ মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল)	৬৯-হাক্কাহ্	৪	৯৭৮
লানত (আদ জাতির জন্য লানত, দুনিয়া-কিয়ামতে)	১১-হূদ	৬০	৬৭১
সম্প্রদায় (আদ জাতি রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	৩৮-সোয়াদ	১২	৮৬৬
সম্প্রদায় (আদ সম্প্রদায়ের পরিণতির সংবাদ আসেনি কি)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
স্থলাভিষিক্ত (আদ সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত ছামুদ সম্প্রদায়...)	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
হূদ আ. কে আদ জাতির প্রতি প্রেরণ করেছিলেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৬৫	৬১৮
হূদকে আদ জাতির কাছে প্রেরণ	১১-হূদ	৫০	৬৭০
আদম			
অমান্য করা (আদম প্রতিপালককে অমান্য করল, নিষিদ্ধ ফল খাওয়া প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১২১	৭৪৮
ঈসার উপমা আদমের মত, আল্লাহর নিকট...	৩-আলে ইমরান	৫৯	৫৪১
জান্নাতে বসবাস (আদম ও তার স্ত্রীকে জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৩৫	৫০৫
দুই পুত্র (আদমের দুই পুত্রের সংবাদ পাঠের নির্দেশ, রাসূল স. কে)	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
নাম জানানোর নির্দেশ, আদমের প্রতি (বস্তুসমূহের নাম)	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
বংশধর (আদমের বংশধর নবীদের প্রতি নেয়ামত দান...)	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
বনী আদমকে যেন ফিতনায় না ফেলে শয়তান	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
বনী আদমের কাছে রাসূল স. আসে যদি...	৭-আ'রাফ	৩৫	৬১৬
বসবাস (আদম বসবাস করতে বললেন আল্লাহ, জান্নাতে)	৭-আ'রাফ	১৯	৬১৪
বাণী লাভ (প্রতিপালকের কাছ থেকে আদমের তওবার বাণী লাভ)	২-বাক্বারা	৩৭	৫০৫
ভুলে যাওয়া (আদমের আল্লাহর নির্দেশ ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২০-তা-হা	১১৫	৭৪৮
মনোনীত (আদমকে মনোনীত করেছেন আল্লাহ...)	৩-আলে ইমরান	৩৩	৫৩৯
শত্রু (ইবলিস আদম ও তার স্ত্রীর শত্রু)	২০-ত্বা-হা	১১৭	৭৪৮
শয়তানের কুমন্ত্রণা, আদমকে (অমরত্বদানকারী বৃক্ষ/ অক্ষয় রাজ্যের)	২০-ত্বা-হা	১২০	৭৪৮
শিক্ষা দান (আল্লাহ আদমকে সব কিছুর নাম শিক্ষা দান করেন)	২-বাক্বারা	৩১-	৫০৪
সন্তান (আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্‌রা	৭০	৭২০
সন্তান (আদমসন্তানের পিঠ থেকে বংশধরদের বের করা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৭২	৬২৯
সিজদা (আদমকে সিজদা করতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	১১৬	৭৪৮
সিজদা (আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ)	১৭-ইস্‌রা	৬১	৭১৯
সিজদা (আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১১	৬১৩
সিজদা (আদমের জন্য ফেরেশতাদেরকে সিজদা করতে নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৩৪	৫০৫
সিজদা (আদমের জন্য সিজদা করতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ)	১৮-কাহ্‌ফ	৫০	৭২৮
সুগঠিত (আদমকে সুগঠিত করলেন আল্লাহ)	১৫-হিজর	২৯	৬৯৯
সৃষ্টি (আদমকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মাটি থেকে...)	৩-আলে ইমরান	৫৯	৫৪১
স্ত্রী (আদম ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাতে বসবাস করতে বললেন আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	১৯	৬১৪
আদম-সন্তান (আরো দেখুন বনী আদম শব্দটি)			
আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছেন আল্লাহ	১৭-ইস্‌রা	৭০	৭২০
আদর্শ			
ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আদর্শ অনুসরণ করল ইউসুফ	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তার সাথীদের মাঝে	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মাঝে	৬০-মুমতাহিনা	৬	৯৫৮
রাসূল স. এর মধ্যে উত্তম আদর্শ(আখিরাতের আশা কারীদের জন্য)	৩৩-আহযাব	২১	৮৩৫
আদর্শ (উম্মত)			
ইবরাহীম একত্ববাদী উম্মত/আদর্শ ছিল...	১৬-নাহ্‌ল	১২০	৭১৩
আদর্শ (মিল্লাত)			
অনুসরণ (রাসূল স. কে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ)	১৬-নাহ্‌ল	১২৩	৭১৩
ইবরাহীমের আদর্শ/মিল্লাত একটি সঠিক দ্বীন	৬-আন্'আম	১৬১	৬১২
ইবরাহীমের মিল্লাত/আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	১৬-নাহ্‌ল	১২৩	৭১৩
ইবরাহীমের মিল্লাত/আদর্শ অনুসরণকারী উত্তম (দ্বীনের দিক থেকে)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
বর্জন (তাদের আদর্শ বর্জন করলেন ইউসুফ যারা আল্লাহকে...)	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
আদা			
আদার মিশ্রণযুক্ত পানপাত্র জান্নাতীদের দেয়া হবে	৭৬-দাহ্‌র	১৭	৯৯৬
আদান-প্রদান			
পানপাত্র আদান-প্রদান করতে থাকবে জান্নাতীরা	৫২-তূর	২৩	৯৩০
আদিষ্ট			
আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হওয়া (প্রতিপালকের নিকট)	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
ইবাদত করতে আদিষ্ট (দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে)	৩৯-যুমার	১১	৮৭২

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আদিষ্ট (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ইবাদত করতে রাসূল স. আদিষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৯১	৮০৭
ইবাদতের জন্য আদিষ্ট হয়েছিল পূর্ববর্তীরাও (এক ইলাহের)	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
দৃঢ় থাকতে আদিষ্ট হয়েছেন রাসূল	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
নূহ আ. আদিষ্ট হয়েছেন (মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে)	১০-ইউনুস	৭২	৬৬১
ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছেন রাসূল স. (মানুষের মাঝে)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
প্রথম মুসলিম হতে আদিষ্ট (নবী)	৩৯-যুমার	১২	৮৭২
মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছেন (নূহ)	১০-ইউনুস	৭২	৬৬১
মুসলিম হতে রাসূল স. আদিষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৯১	৮০৭
রাসূল স. আদিষ্ট, আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং শিরক না করতে	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
রাসূল স. আদিষ্ট (প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য)	৪০-মু'মিন	৬৬	৮৮৩
রাসূল স. আদিষ্ট যে বিষয় তা প্রচারের নির্দেশ	১৫-হিজর	৯৪	৭০২
রাসূল স. আদিষ্ট হয়েছেন (মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করতে)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
রাসূল স. মুসলিম হতে আদিষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৯১	৮০৭
রাসূল স. যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন সেভাবে দৃঢ় থাকার নির্দেশ	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
রাসূল স. যেভাবে আদিষ্ট, তাতে অবিচল থাকার নির্দেশ	১১-হূদ	১১২	৬৭৬
রাসূল স. প্রথম আত্মসমর্পণকারী হতে আদিষ্ট হয়েছেন	৬-আন'আম	১৪	৫৯৭
শিরক না করতে আদিষ্ট হয়েছেন রাসূল স. (প্রথম মুসলিম প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	১৬৩	৬১২
আদের ভাই (হূদ)			
সম্প্রদায়কে সতর্ক করা প্রসঙ্গ (আদ এর ভাই হূদ আ. কর্তৃক)	৪৬-আহকাফ	২১	৯১০
আদেশ (আরো দেখুন নির্দেশ/হুকুম শব্দটি)			
অমান্য (প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল ছামূদ জাতি)	৫১-যারিয়াত	৪৪	৯২৭
আকাশ আদেশ শুনবে তার প্রতিপালকের (কিয়ামতে)	৮৪-ইনশিকাক	২	১০১৩
আযীযের স্ত্রী যা আদেশ করে, ইউসুফ যদি না করে, তবে তাকে...	১২-ইউসুফ	৩২	৬৭৯
আল্লাহ আদেশ করেন বিত্তবানদেরকে (জনপদ ধ্বংসের ইচ্ছা করলে)	১৭-ইসরা	১৬	৭১৫
আল্লাহ আদেশ করেন যা চান	৫-মায়িদা	১	৫৮০
আল্লাহর আদেশে মানুষকে সংরক্ষণ করে (সংরক্ষণকারী ফেরেশতা)	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
আল্লাহর নির্দেশ যখন আসবে (নূহের বন্যা প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
ইবরাহীমকে আদেশ করা হয়েছে (পুত্র জবাই করতে)	৩৭-সাফফাত	১০২	৮৬২
ইয়াকুব যেভাবে আদেশ করেছিলেন পুত্ররা সেভাবে প্রবেশ করল	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
প্রতিপালকের আদেশ শুনবে পৃথিবী (কিয়ামতে)	৮৪-ইনশিকাক	৫	১০১৩
মুমিন হতে আদেশ করা হয়েছে (রাসূল স. কে)	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
রূহ প্রতিপালকের নির্দেশ	১৭-ইসরা	৮৫	৭২১
সৎকাজের আদেশ দিবে (মুমিনরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলে)	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
সুলাইমানের আদেশে বায়ু প্রবাহিত হত	২১-আম্বিয়া	৮১	৭৫৫
সুলাইমানের আদেশে বাতাস প্রবাহিত হওয়া	৩৮-সোয়াদ	৩৬	৮৬৮
আধিক্য			
মন্দের আধিক্য মুগ্ধ করলেও মন্দ ও ভাল সমান নয়	৫-মায়িদা	১০০	৫৯৩
আনতনয়না			
জান্নাতে আনত নয়না হুর (জিন/মানুষ যাদেরকে স্পর্শ করেনি)	৫৫-রাহমান	৫৬	৯৪১
হুর (আনতনয়না হুরগণ জান্নাতে থাকবে মুত্তাকীদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৫২	৮৬৯
হুর (আনতনয়না হুরগণ থাকবে জান্নাতিদের নিকট)	৩৭-সাফফাত	৪৮	৮৫৯
আনতে বলা			
ফল ও পানীয় আনতে বলবে জান্নাতীরা (হেলান দিয়ে বসে)	৩৮-সোয়াদ	৫১	৮৬৯
আনন্দ (আরো দেখুন প্রফুল্ল শব্দটি)			
ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে পরম আনন্দ ও উত্তম...	১৩-রা'দ	২৯	৬৯১
চাষীকে আনন্দ দেয় অঙ্কুর পুষ্ট, শক্ত ও সোজা হয়ে (মুমিনদের দৃষ্টান্ত)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
জান্নাতীদেরকে আল্লাহ আনন্দ ও উৎফুল্লতা দিবেন	৭৬-দাহর	১১	৯৯৫
দর্শকদের আনন্দ দেয় এমন রঙের গাভী (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	৬৯	৫০৮
বিলাস-উপকরণ (আনন্দের বিলাস-উপকরণ রেখে গেল ফির'আউন..)	৪৪-দুখান	২৭	৯০৩
মগ্ন (জান্নাতবাসীরা আনন্দে মগ্ন থাকবে কিয়ামতের দিন)	৩৬-ইয়াসীন	৫৫	৮৫৫
আনন্দিত (আরো দেখুন উল্লসিত শব্দটি)			
বাগানে আনন্দিত হবে, ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ (কিয়ামতে)	৩০-রূম	১৫	৮২৩
মুমিনরা আনন্দিত হয় (ঈমান বৃদ্ধি হলে)	৯-তাওবা	১২৪	৬৫৩
মুমিনরা (জান্নাতের সংবাদ জানিয়ে মুমিনদেরকে আনন্দিত করা)	৪১-ফুসসিলাত	৩০	৮৮৮
শত্রুরা আনন্দিত হয় এমন কাজ না করার অনুরোধ (হারূনের)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
শহীদরা আনন্দিত তাদের ব্যাপারে যারা এখনো মিলিত হয়নি	৩-আলে ইমরান	১৭০	৫৫২

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শহীদরা আনন্দিত হবে (আল্লাহর অনুগ্রহ নেয়ামত পেয়ে)	৩-আলে ইমরান	১৭১	৫৫২
আনন্দোজ্জ্বল			
অনেক চেহারা কিয়ামতে আনন্দোজ্জ্বল হবে	৮৮-গাশিয়াহ্	৮	১০১৯
আনন্দোৎসব			
খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতরণ একটি আনন্দোৎসব হবে, সমসাময়িক ও...	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
আনসার			
তওবা কবুল (নবী, মুহাজির ও আনসারদের তওবা কবুল...)	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
আনা			
আগুন আনা (মূসা আ. কর্তৃক তূর পাহাড় থেকে আগুন আনা...)	২০-ত্বা-হা	১০	৭৪১
আগুন/খবর আনা, মূসার পরিবারের জন্য (তূর পর্বতে আল্লাহকে দর্শন)	২৭-নামল	৭	৮০০
আল্লাহ নিয়ে আসবেন এমন এক সম্প্রদায় (মুরতাদদের স্থলে)	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
কুরআনের অনুরূপ আনতে পারবে না, মানুষ ও জিন একত্র হয়েও	১৭-ইসরা	৮৮	৭২১
জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজর	২৩	১০২২
নিদর্শন আনার আহবান, রাসূল স. এর প্রতি (পূর্ববর্তীদের মত)	২১-আম্বিয়া	৫	৭৫০
মূসার পরিবারের জন্য আগুন/খবর আনা (তূর পর্বতে আল্লাহকে দর্শন)	২৭-নামল	৭	৮০০
যমীন সংকুচিত করে আনছেন আল্লাহ (কাফিরদের জন্য)	১৩-রা'দ	৪১	৬৯২
সকালের খাবার আনতে বললেন (মূসা আ. চাকরকে)..	১৮-কাহফ	৬২	৭৩০
সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ রাসূল স.কে আনবেন (উম্মতের বিরুদ্ধে!)	১৬-নাহল	৮৯	৭১০
সূরা রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ কাফিরদেরকে (কুরআনের মত)	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
আনার			
আল্লাহ আনার সৃষ্টি করেছেন	৬-আন'আম	১৪১	৬১০
আল্লাহ বৃষ্টি দ্বারা আনার উৎপন্ন করেন	৬-আন'আম	৯৯	৬০৫
জান্নাতে ফলমূল, খেজুর ও আনার থাকবে	৫৫-রাহমান	৬৮	৯৪২
আনুকূল্য			
বন্ধুদের প্রতি মীরাসে আনুকূল্য প্রদর্শন করা বৈধ হওয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
আনুগত্য			
অকৃতজ্ঞের আনুগত্য করতে নিষেধাজ্ঞা (রাসূল স. এর প্রতি)	৭৬-দাহর	২৪	৯৯৬
অধিক যোগ্য(সত্যের দিকে পরিচালিতকারী আল্লাহর আনুগত্য)	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
অধিকাংশের আনুগত্য করলে রাসূল স. পথবিচ্যুত হবেন	৬-আন'আম	১১৬	৬০৭
অমনোযোগী -যার হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে -তার আনুগত্য নিষেধ	১৮-কাহফ	২৮	৭২৬
আল্লাহকেই আনুগত্য করা হয়, রাসূল স.কে আনুগত্য করলে	৪-নিসা	৮০	৫৬৭
আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১৩২	৫৪৮
আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি আনুগত্যের ধোকা (মুনাফিকদের)	২৪-নূর	৪৭	৭৭৯
আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ	৬৪-তাগাবুন	১২	৯৬৭
আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্যকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে	৪৮-ফাত্হ	১৭	৯১৭
আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করে যারা তারা সফল	২৪-নূর	৫২	৭৭৯
আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করে মুমিন নর-নারীরা	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ	৮-আনফাল	৪৬	৬৩৬
আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ	৮-আনফাল	১	৬৩২
আল্লাহর আনুগত্য কর (ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৩	৯১৫
আল্লাহর আনুগত্য করতে মুমিনদের প্রতি নির্দেশ	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
আল্লাহর আনুগত্য করলে বেদুঈনদের কর্মফল হ্রাস করা হবে না	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
আল্লাহর আনুগত্য করা (মুমিনদের নিজেদের কল্যাণের জন্য)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ	২৪-নূর	৫৪	৭৭৯
আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্য (মদ/জুয়া থেকে বিরত হওয়া প্র.)	৫-মায়িদা	৯২	৫৯২
আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারী মহাসাফল্য লাভ করেছে	৩৩-আহযাব	৭১	৮৪০
আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ (নবীর স্ত্রীদেরকে)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্য করলে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারীর উপর আল্লাহর নেয়ামত	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
আল্লাহ ও তার রাসূল স. এর আনুগত্যের নির্দেশ (মু'মিনদেরকে)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
আল্লাহ ও রাসূলে আনুগত্যের নির্দেশ (ঈমানদারদেরকে)	৮-আনফাল	২০	৬৩৩
আল্লাহ ও রাসূল স. এর অনুগত্য করার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	৩২	৫৩৯
আল্লাহর আনুগত্য না করার জন্য কাফিরদের অনুতাপ (জাহান্নামে)	৩৩-আহযাব	৬৬	৮৩৯
ঈমানদাররা আনুগত্য করে যদি আহলে কিতাবদের কোন দলের,,,	৩-আলে ইমরান	১০০	৫৪৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আনুগত্য (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ঈসার আনুগত্যের নির্দেশ (বনী ইসরাইলদের প্রতি)	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
ঈসার আনুগত্য করার আহ্বান	৩-আলে ইমরান	৫০	৫৪১
উত্তম (আনুগত্য উত্তম ছিল তাদের জন্য, যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে)	৪৭-মুহাম্মাদ	২১	৯১৪
কসমকারীর (বেশি বেশি কসমকারীর আনুগত্য করা যাবে না)	৬৮-ক্বালাম	১০	৯৭৫
কাফিরদের আনুগত্যে করলে (ঈমানদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে)	৩-আলে ইমরান	১৪৯	৫৫০
কাফিরদের আনুগত্য নিষিদ্ধ	২৫-ফুরকান	৫২	৭৮৬
কাফির-মুনাফিকদের অনুগত্য না করতে রাসূল স.কে নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৪৮	৮৩৭
কাফির-মুনাফিকদের আনুগত্য না করার নির্দেশ (নবীকে)	৩৩-আহযাব	১	৮৩৩
দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করতে মুমিনদের প্রতি নির্দেশ প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
নির্দেশ দানের অধিকারীদের আনুগত্য করতে মুমিনদেরকে নির্দেশ	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
নিষেধ (পাপী ও অকৃতজ্ঞের আনুগত্য নিষেধ,রাসূল স. এর প্রতি)	৭৬-দাহ্র	২৪	৯৯৬
নূহের আনুগত্য করার জন্য সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান	২৬-শু'আরা	১১০	৭৯৩
নূহের আনুগত্য করার আহ্বান (সম্প্রদায়ের প্রতি)	৭১-নূহ্	৩	৯৮৪
নূহের আনুগত্য করার জন্য সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান	২৬-শু'আরা	১০৮	৭৯৩
নেতাদের আনুগত্য করায় কাফিরদের পথভ্রষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৬৭	৮৩৯
পাপীর আনুগত্য করতে নিষেধাজ্ঞা (রাসূল স. এর প্রতি)	৭৬-দাহ্র	২৪	৯৯৬
পিতা-মাতাকে আনুগত্য করার সীমা, (শিরক প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
পিতা-মাতার ,যদি তারা শিরকের নির্দেশ দেয়	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
প্রবৃত্তির অনুসরণকারীর আনুগত্য না করার নির্দেশ(রাসূল স. এর প্রতি)	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
প্রতিপালকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল ইবলিস	১৮-কাহ্ফ	৫০	৭২৮
ফির'আ উনের আনুগত্য (তার সম্প্রদায় কর্তৃক)	৪৩-যুখরুফ	৫৪	৮৯৯
বৃদ্ধি(খন্দকে শত্রুবাহিনী দেখে মুমিনদের আনুগত্য বৃদ্ধি)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
মানুষের আনুগত্য করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে (কাফির প্রধানরা বলল)	২৩-মু'মিনূন	৩৪	৭৬৮
মিথ্যা অভিহিতকারীদের আনুগত্য করা নিষেধ	৬৮-ক্বালাম	৮	৯৭৫
মুনাফিকদের আনুগত্যের ব্যাপারে মিথ্যা স্বীকৃতি	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
মুনাফিকদের আনুগত্য করলে মুমিনরা নিহত হত না...	৩-আলে ইমরান	১৬৮	৫৫২
মুনাফিকদের আনুগত্য জানা আছে...	২৪-নূর	৫৩	৭৭৯
মুনাফিকরা কোন কোন বিষয়ে আনুগত্য করে...	৪৭-মুহাম্মাদ	২৬	৯১৪
মুমিনদের আনুগত্য ঘোষণা (রসূলদের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
মু'মিনরা আনুগত্য করবে বিচারের জন্য আহ্বান করা হলে...	২৪-নূর	৫১	৭৭৯
মুমিন নর-নারীরা আনুগত্য করে আল্লাহ ও রাসূল স. এর	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
মুমিনদের (অধিকাংশ বিষয়ে রাসূল স. মুমিনদের আনুগত্য করলে! ..)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
যুদ্ধে আনুগত্য করলে উত্তম প্রতিদান দিবেন আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	১৬	৯১৭
রাসূল স.কে আনুগত্য করা মূলত আল্লাহকেই আনুগত্য করা	৪-নিসা	৮০	৫৬৭
রাসূল স.কে আনুগত্য (আল্লাহর নির্দেশে রাসূল স.কে আনুগত্য...)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
রাসূল স. এর আনুগত্য কর (ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৩	৯১৫
রাসূল স. এর আনুগত্য করতে মুমিনদের প্রতি নির্দেশ	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
রাসূল স. এর আনুগত্য করলে বেদুঈনদের কর্মফল হ্রাস করা হবে না	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
রাসূল স. এর আনুগত্য করলে সঠিক পথ পাবে	২৪-নূর	৫৪	৭৭৯
রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ	২৪-নূর	৫৬	৭৮০
রাসূল স. এর আনুগত্যকারীর উপর আল্লাহর নেয়ামত	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
রাসূল স. এর আনুগত্য না করার জন্য কাফিরদের অনুতাপ (জাহান্নামে)	৩৩-আহযাব	৬৬	৮৩৯
রাসূল স. এর (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ)	৬৪-তাগাবুন	১২	৯৬৭
রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ	২৪-নূর	৫৪	৭৭৯
লূত/রাসূল স. এর আনুগত্য করার আহবান (ছামুদ সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১৬৩	৭৯৬
শয়তানকে অনুসরণ করলে মুমিনগণ মুশরিক হবে	৬-আন্'আম	১২১	৬০৮
শুআইব/রাসূল স. এর আনুগত্য করার আহবান (সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১৭৯	৭৯৭
সম্ভ্রান্তদের আনুগত্য করায় কাফিরদের পথভ্রষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৬৭	৮৩৯
সালিহ আ. /রাসূল স. এর আনুগত্য করার আহবান (ছামুদ সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১৪৪	৭৯৫
সালিহ আ. আ. /রাসূল স. এর আনুগত্য করার আহবান (ছামুদ সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১৫০	৭৯৫
সীমালঙ্ঘনকারীদের আনুগত্য না করার আহবান (ছামুদ প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৫১	৭৯৫
সীমালঙ্ঘনকারীর আনুগত্য না করার নির্দেশ(রাসূল স. এর প্রতি)	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
হারুনের নির্দেশের আনুগত্য (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৯০	৭৪৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হূদের আনুগত্য করার জন্য সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান	২৬-শু'আরা	১২৬	৭৯৪
হূদের/রাসূল স. এর আনুগত্য করার আহবান (সম্প্রদায়ের প্রতি)	২৬-শু'আরা	১৩১	৭৯৪
আনুগত্য (দ্বীন)			
নিরবচ্ছিন্ন দ্বীন/আনুগত্য আল্লাহরই জন্য	১৬-নাহ্ল	৫২	৭০৭
আন্দোলিত			
উদ্ভিদ বৃষ্টিতে ভূমি আন্দোলিত হওয়া/উদ্ভিদ উদগত হওয়া প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
পৃথিবী যাতে আন্দোলিত না হয় সে জন্য পর্বত সৃষ্টি করা হয়েছে	২১-আম্বিয়া	৩১	৭৫২
পৃথিবী যাতে আন্দোলিত না হয় সেজন্য পর্বতমালা স্থাপন করা হয়েছে	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
পৃথিবী যেন আন্দোলিত না হয় তাই এতে পর্বত স্থাপন করা হয়েছে	১৬-নাহ্ল	১৫	৭০৪
বৃষ্টি বর্ষণে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় (শুকনো ভূমি)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৯	৮৮৯
আপতিত			
আচরণ (মেরুদন্ডভাঙ্গা আচরণ আপতিত হওয়ার ধারণা, কিয়ামতে)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৫	৯৯৪
আপতিত হওয়া(কিয়ামতের কথা কাফিরদের উপর আপতিত হওয়া)	২৭-নামল	৮৫	৮০৭
আল্লাহর ক্রোধ আপতিত (পবিত্র রিযিক আহারে সীমালঙ্ঘন করলে)	২০-ত্বা-হা	৮১	৭৪৬
আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হওয়া (বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজার কারণে)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
আল্লাহর ক্রোধ যার উপর আপতিত হয় সে ধ্বংস পতিত হয়	২০-ত্বা-হা	৮১	৭৪৬
আল্লাহর পথে আপতিত বিপদে হীনবল হয়নি (নবী ও...)	৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
কলঙ্ক আপতিত হত মুমিনদের উপর অজ্ঞান্তেই ..	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
কিয়ামত আপতিত হলে যমীন থেকে এক জীবকে বের করা হবে	২৭-নামল	৮২	৮০৬
বিপদ (আপতিত বিপদে যেন বিষণ্ন না হয় মুমিনগণ)	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
বিপদ আপতিত হওয়া (কৃতকর্মের জন্য)	২৮-কাসাস	৪৭	৮১২
বিপদ আপতিত হয় না (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া)	৬৪-তাগাবুন	১১	৯৬৭
বিপর্যয় আপতিত হতেই থাকবে, কাফিরদের উপর (কৃতকর্মের জন্য)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
বিপর্যয় আপতিত হবে (আদেশের বিরোধিতাকারীদের উপর)	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
বৃষ্টি আপতিত করেন আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
মাদইয়ানবাসীর প্রতি আপতিত হতে পারে যেমন হয়েছিল...	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
শাস্তি আপতিত হবে (নূহ সম্প্রদায়ের উপর)	১১-হূদ	৩৯	৬৬৯
শাস্তি আপতিত হলে অপরাধীদের বিশ্বাস/ঈমান প্রসঙ্গ	১০-ইউনুস	৫১	৬৫৯
শাস্তি আপতিত হলে ফিরআউন সম্প্রদায় বলত...	৭-আ'রাফ	১৩৪	৬২৪
শাস্তির অংশ আপতিত হবে (মূসা আ. সত্যবাদী হলে)	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
স্থায়ী শাস্তি আপতিত হবে (রাসূল স. এর সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৩৯-যুমার	৪০	৮৭৪
আপত্তি (দেখুন অজুহাত/ওজর পেশ করা শব্দটি)			
আপনজন (আরো দেখুন নিকটজন শব্দটি)			
অপরাধীরা আপনজনদের নিকট ফিরে যেত উৎফুল্ল হয়ে	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৩১	১০১২
আপোস-নিষ্পত্তি(আরো দেখুন মীমাংসা/ফয়সালা/বিচার-ফয়সালা শব্দটি)			
উত্তম (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোস-নিষ্পত্তি উত্তম)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
কল্যাণ (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় আপোষ-নিষ্পত্তি করায়)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
চাওয়া (আপোষ-নিষ্পত্তি চাইলে স্বামীরা ফিরিয়ে নিতে পারে...)	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
নিজেদের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি করার নির্দেশ	৮-আনফাল	১	৬৩২
ন্যায়ের সাথে আপোষ (বিবদমান দু' দল মুমিনদের মাঝে..)	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
পাপ নেই আপোষ-নিষ্পত্তিকারীর (অসিয়ত প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৮২	৫২০
প্রতিদান (বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে আপোস করলে প্রতিদান আল্লাহর কাছে)	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
বিরত (আপোষ-নিষ্পত্তি থেকে বিরত থাকতে আল্লাহর কসমকে...)	২-বাক্বারা	২২৪	৫২৫
ভাইদের মধ্যে আপোষ করার নির্দেশ মুমিনদেরকে	৪৯-হুজুরাত	১০	৯২১
মানুষের মাঝে আপোষ-নিষ্পত্তি (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায়)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
মুমিনদের মাঝে (পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত মুমিনদের মাঝে আপোষ...)	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের আপোষ-নিষ্পত্তি(সালিস নিয়োগ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোস-নিষ্পত্তি করাতে অপরাধ নেই	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
আপ্যায়ন			
আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন (নহর প্রবাহিত জান্নাত)	৩-আলে ইমরান	১৯৮	৫৫৫
ঈমানদার সৎকর্মশীলদের (ফিরদাউসের উদ্যান)	১৮-কাহ্ফ	১০৭	৭৩৩
উত্তম আপ্যায়ন কি জান্নাত, না যাক্কুম বৃক্ষ?	৩৭-সাফ্ফাত	৬২	৮৬০
উত্তপ্ত পানির আপ্যায়ন (মিথ্যা অভিহিতকারী পথভ্রষ্টদের জন্য)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯৩	৯৪৭
কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতুল মাওয়া দিয়ে মুমিনদের আপ্যায়ন	৩২-সাজদা	১৯	৮৩১

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আপ্যায়ন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ক্ষমাশীল আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন (মুমিনদের জন্য)	৪১-ফুস্সিলাত	৩২	৮৮৮
পথভ্রষ্টদের আপ্যায়ন যাক্কুম গাছ (বিচারের দিনে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৬	৯৪৫
মুমিনের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতুল মাওয়া দিয়ে আপ্যায়ন	৩২-সাজ্দা	১৯	৮৩১
আফসোস (আরো দেখুন পরিতাপ শব্দটি)			
ইয়াকুবের আফসোস (ইউসুফের জন্য)	১২-ইউসুফ	৮৪	৬৮৫
কর্তব্যে অবহেলাকারীদের আফসোস (ঠাট্টাকারী প্রসঙ্গ)	৩৯-যুমার	৫৬	৮৭৬
কাফিরদের আফসোস (কিয়ামতকে অবহেলার জন্য)	৬-আন্'আম	৩১	৫৯৮
কাফিরদের আফসোসের কারণ হবে-তাদের ব্যয়	৮-আনফাল	৩৬	৬৩৫
নবীর আফসোস করা উচিৎ নয়(পথভ্রষ্ট ব্যক্তির জন্য)	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
বান্দাদের জন্য!(যারা রাসূলদেরকে ঠাট্টা করত)	৩৬-ইয়াসীন	৩০	৮৫৩
মানুষের আফসোস কিয়ামতের দিন, অগ্রিম কিছু পাঠাতে না পেরে	৮৯-ফাজ্র	২৪	১০২২
আবদ্ধ			
কুরবানীর পশুগুলোকে (যথাস্থানে পৌঁছাতে বাধা)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
ঘরে আবদ্ধ রাখা (ব্যভিচারীনির শাস্তি প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
শিকলে আবদ্ধ অনেক জিনকে সুলাইমানের অধীন করে দেয়া	৩৮-সোয়াদ	৩৮	৮৬৮
আবরণ			
খুলে দেয়া (আবরণ খুলে দেয়া হবে কিয়ামতে)	৫০-ক্বাফ	২২	৯২৩
খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয় (আল্লাহ ছাড়া কেউ)	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
চোখের উপর আবরণ রয়েছে (কাফিরদের চোখে)	২-বাক্বারা	৭	৫০২
ঢাকা, কাফিরদের চোখ (কুরআন/যিকির থেকে)	১৮-কাহ্ফ	১০১	৭৩৩
ফল আবরণমুক্ত হয় না (আল্লাহর অজ্ঞাতসারে)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৭	৮৯০
রাতকে আবরণ বানিয়েছেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	২৫-ফুরকান	৪৭	৭৮৫
রাতকে আল্লাহ আবরণ স্বরূপ বানিয়েছেন	৭৮-নাবা	১০	১০০০
হৃদয়ে আবরণ তৈরি করে দিয়েছেন আল্লাহ (অবিশ্বাসীদের)	১৭-ইস্রা	৪৬	৭১৮
হৃদয়ে আবরণ তৈরী করেছেন আল্লাহ (জালিমদের)	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
হৃদয়ে আল্লাহ আবরণ তৈরি করেছেন (মুশরিকদের হৃদয়ে)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
হৃদয় (মুশরিকদের হৃদয় আবরণে আচ্ছাদিত)	৪১-ফুস্সিলাত	৫	৮৮৬
আবরণযুক্ত			
খেজুর গাছ (পৃথিবীতে ফলমূল ও আবরণযুক্ত খেজুর গাছ আছে)	৫৫-রাহ্মান	১১	৯৩৯
আবর্জনা			
আদ জাতিকে আবর্জনায় পরিণত করল (বিকট শব্দ)	২৩-মু'মিনূন	৪১	৭৬৮
ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন আল্লাহ চারণভূমিকে	৮৭-আ'লা	৫	১০১৮
আবর্তন			
দিনসমূহের আবর্তন ঘটান আল্লাহ মানুষের মাঝে	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
দিন ও রাতের আবর্তন (আল্লাহর অধিকারে)	২৩-মু'মিনূন	৮০	৭৭১
রাত-দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে (অনুধাবনকারীদের জন্য)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
রাত-দিনের আবর্তনের মাঝে নিদর্শন রয়েছে	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
আবর্তিত			
বিত্তবানদের মধ্যেই যেন 'ফাই' আবর্তিত না হয় (সেজন্য এই বন্টন)	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
আবশ্যক			
দয়া করাকে প্রতিপালক নিজের জন্য আবশ্যক করেছেন	৬-আন্'আম	৫৪	৬০০
দয়া করাকে আল্লাহ নিজের জন্য আবশ্যক করেছেন	৬-আন্'আম	১২	৫৯৭
আবাদ			
মসজিদ আবাদ করবে তারাই যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ...	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
মসজিদ আবাদ মুশরিকদের অধিকার নয়	৯-তাওবা	১৭	৬৪১
মসজিদে হারামকে আবাদ করা ঈমানের সমান নয়	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
যমীন আবাদ করত পূর্ববর্তীরা (মক্কারবাসীদের চেয়ে বেশি)	৩০-রূম	৯	৮২২
আবার			
কে আবার সৃষ্টি করবে? (কাফিরদের জিজ্ঞাসা)	১৭-ইস্রা	৫১	৭১৮
আবাস (আরো দেখুন বাসস্থান শব্দটি)			
আখিরাতের আবাসই প্রকৃত জীবন, যদি মানুষ জানত!	২৯-আনকাবূত	৬৪	৮২১
আখিরাতের আবাস মুত্তাকীদের জন্য উত্তম	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
আখিরাতের আবাস যদি শুধু ইহুদীদের জন্য হয়!	২-বাক্বারা	৯৪	৫১১
আখিরাতের আবাস তালাশ করা (আল্লাহ যা দিয়েছেন তা দিয়ে)	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
আখিরাতের আবাস তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে...	২৮-কাসাস	৮৩	৮১৫

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আখিরাতের আবাস উত্তম (তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য)	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
আখিরাতের আবাস উত্তম (তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য)	৬-আন্'আম	৩২	৫৯৮
আখিরাতের আবাস কাদের জন্য (কাফিররা জানতে পারবে)	১৩-রা'দ	৪২	৬৯২
আখিরাতের আবাস চাইলে প্রতিদান (নবীর স্ত্রীদের প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৯	৮৩৫
আখিরাতের আবাস উৎকৃষ্ট (সৎকর্মশীল মুত্তাকীদের)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
আগুন (আল্লাহর শত্রু কাফিরদের স্থায়ী আবাস আগুন)	৪১-ফুস্সিলাত	২৮	৮৮৮
ইউসুফের জন্য সম্মানজনক আবাসের ব্যবস্থা করতে বলল আযীয	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
উৎকৃষ্ট (সৎকর্মশীল মুত্তাকীদের আখিরাতের আবাস উৎকৃষ্ট)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
উত্তম আবাস (অত্যাচারিত হয়ে হিজরতকারীদের জন্য)	১৬-নাহ্ল	৪১	৭০৬
উত্তরাধিকারী(মুমিনদের শত্রু আবাসের উত্তরাধিকারী করা, খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৭	৮৩৫
উত্তম (মুত্তাকীদের আখিরাতের আবাস উত্তম)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
ছামুদ জাতির আবাসে তিনদিন উপভোগের অবকাশ (শাস্তি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৫	৬৭১
ছামূদ জাতি তাদের আবাসভূমিতে উপুড় হয়ে রইল (প্রচন্ড শব্দে)	১১-হূদ	৬৭	৬৭২
জালিমদের নিকৃষ্ট আবাস (কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	৫২	৮৮২
দুনিয়ায় উত্তম আবাস (অত্যাচারিত হয়ে হিজরতকারীদের জন্য)	১৬-নাহ্ল	৪১	৭০৬
ধ্বংসের আবাসে সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনা (অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে)	১৪-ইবরাহীম	২৮	৬৯৬
নিকৃষ্ট আবাস (সম্পর্ক ছিন্নকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীর জন্য)	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
পরিণামের আবাস বুদ্ধিমানদের জন্য	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
পরিণাম (আবাসের শুভ পরিণাম কতই না উত্তম!)	১৩-রা'দ	২৪	৬৯০
বনী ইসরাঈলদেরকে আবাস থেকে বের করে দেয়া...	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
বহিষ্কৃত (আবাস থেকে বহিষ্কৃতদের পাপ মোচন করবেন আল্লাহ...)	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
বিচরণ (আবাসভূমিতে বিচরণকারী পূর্ববর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১২৮	৭৪৯
বের হওয়া (আবাস থেকে বের হয়েছে যারা দম্ভভরে ও লোক...)	৮-আনফাল	৪৭	৬৩৬
বের হওয়া (আবাস থেকে বের হওয়া, মৃত্যুভয়ে, বনী ইসরাঈল...)	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
বের করা (আবাস থেকে বের না করার অঙ্গীকার, বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৮৪	৫০৯
বের করা (আবাস থেকে যাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে...)	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
বের করা (কাফিরদেরকে তাদের আবাস থেকে বের করে দেয়া)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
বের করা(মক্কার মুসলিমদেরকে অন্যায়ভাবে আবাস থেকে বের করা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
বের করা (বনীইসরাঈলের একে অপরকে আবাস থেকে বের করা)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
মাদইয়ানবাসীরা আবাসসমূহে উপুড় হয়ে রইল (শাস্তির ফলে)	১১-হূদ	৯৪	৬৭৪
মুমিনদেরকে আবাস থেকে বের করে দিয়েছে যারা...	৬০-মুমতাহিনা	৯	৯৫৯
মুমিনদেরকে তাদের আবাস থেকে বের করে দেয়নি যারা...	৬০-মুমতাহিনা	৮	৯৫৯
মুত্তাকীদের আবাস উত্তম (আখিরাতের আবাস)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
শান্তির আবাস (উপদেশগ্রহণকারীদের জন্য প্রতিপালকের কাছে)	৬-আন্'আম	১২৭	৬০৮
শান্তির আবাসের দিকে আল্লাহ আহবান করেন	১০-ইউনুস	২৫	৬৫৬
সুন্দর করেছেন ইউসুফের আবাসের ব্যবস্থা তার প্রভু (আযীয)	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
স্থায়ী আবাস (আখিরাত স্থায়ী আবাস)	৪০-মু'মিন	৩৯	৮৮১
স্থায়ী আবাস দান আল্লাহ করেছেন (জান্নাতীদের)	৩৫-ফাতির	৩৫	৮৪৯
হিজরতকারীর জন্য উত্তম আবাস (অত্যাচারিত হয়ে হিজরত করলে)	১৬-নাহ্ল	৪১	৭০৬
আবাসন			
বনী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ যথাযথ আবাসনের ব্যবস্থা করেন	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
আবাসস্থল (আরো দেখুন বাসভূমি শব্দটি)			
অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট!	১৬-নাহ্ল	২৯	৭০৫
অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট!	৩৯-যুমার	৭২	৮৭৭
অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম	৩৯-যুমার	৬০	৮৭৬
অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম	৪০-মু'মিন	৭৬	৮৮৪
আবাসস্থলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা (ছামুদ সম্প্রদায়ের শাস্তি প্র.)	৭-আ'রাফ	৭৮	৬২০
আল্লাহর শত্রুদের আবাসস্থল আগুন	৪১-ফুস্সিলাত	২৪	৮৮৭
উপুড় হয়ে আবাস্থলে পড়ে থাকা (শু'আইব সম্প্রদায়ের ভূমিকম্প প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯১	৬২১
কাফিরদের আবাসস্থল আগুন	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
কাফিরদের আবাসস্থল জাহান্নাম	৩৯-যুমার	৩২	৮৭৪
কাফিরদের আবাসস্থল জাহান্নাম	২৯-আনকাবূত	৬৮	৮২১
কাফিরদের আবাসস্থলে বিপর্যয় আপতিত হতেই থাকবে	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আবাসস্থল (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জাহান্নাম শয়তানের অনুসারীদের আবাসস্থল	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
নিকৃষ্ট আবাসস্থল জালিমদের	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
নিকৃষ্ট আবাসস্থল জাহান্নাম (নিজের প্রতি জুলুমকারীর)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
নিকৃষ্ট আবাস্থল (জাহান্নাম)	১৪-ইবরাহীম	২৯	৬৯৬
মাদইয়ানবাসীদের আবাসস্থলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা(শাস্তি প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩৭	৮১৯
মুনাফিক ও কাফিরদের আবাসস্থল আগুন (কিয়ামতে)	৫৭-হাদীদ	১৫	৯৪৯
আবির্ভাব			
ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত শান্তি বর্ষিত হয় (কদর রাতে)	৯৭-কাদর	৫	১০২৯
আবু লাহাব			
উপার্জন (আবু লাহাবের উপার্জন কাজে আসেনি)	১১১-লাহাব	২	১০৩৫
ধন-সম্পদ (আবু লাহাবের ধন-সম্পদ কাজে আসেনি)	১১১-লাহাব	২	১০৩৫
ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত ও সে নিজে	১১১-লাহাব	১	১০৩৫
স্ত্রী (আবু লাহাবের স্ত্রী আগুনে প্রবেশ করবে...)	১১১-লাহাব	৪	১০৩৫
হাত (ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত ও সে নিজে)	১১১-লাহাব	১	১০৩৫
আবৃত (আরো দেখুন ঢাকা শব্দটি)			
কাপড়ে আবৃত করলেও আল্লাহ জানেন গোপন করা বিষয়...	১১-হূদ	৫	৬৬৫
পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান আবৃত করা(জান্নাতে আদম আ. আ. -হাওয়া প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১২১	৭৪৮
বস্ত্রাবৃত (নূহের আহ্বান শুনে সম্প্রদায় নিজকে বস্ত্রাবৃত করে)	৭১-নূহ্	৭	৯৮৪
মানুষকে আবৃত করবে (ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশ)	৪৪-দুখান	১১	৯০২
লজ্জাস্থান আবৃত করতে লাগল আদম আ. ও তার স্ত্রী (জান্নাতের পাতা)	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছেন...	৭-আ'রাফ	২৬	৬১৫
হাওয়াকে আদম আ. কর্তৃক আবৃত করা (মিলন ও সন্তান লাভ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
আবৃত্তি (দেখুন পাঠ/তিলাওয়াত শব্দটি)			
আমলনামা (আরো দেখুন কিতাব শব্দটি)			
উম্মতকে তার আমলনামার প্রতি আহবান করা হবে (কিয়ামতে)	৪৫-জাছিয়া	২৮	৯০৭
ডান হাতে আমলনামা/কিতাব প্রদান (কিয়ামতের দিন)	৬৯-হাক্কাহ্	১৯	৯৭৯
দেয়া (যার আমলনামা বামহাতে দেয়া হবে, সে বলবে...)	৬৯-হাক্কাহ্	২৫	৯৭৯
পড়ানো (ডানহাতে আমলনামাপ্রাপ্ত অন্যকে তা পড়ে দেখতে বলবে)	৬৯-হাক্কাহ্	১৯	৯৭৯
পেশ (হাশর মাঠে সকলের কিতাব/আমলনামা পেশ করা হবে)	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
বাম হাতে আমলনামা/কিতাব প্রদান (কিয়ামতের দিন)	৬৯-হাক্কাহ্	২৫	৯৭৯
সাক্ষ্য দিবে (কিয়ামতে আমলনামা কথা বলবে/সাক্ষ্য দিবে)	৪৫-জাছিয়া	২৯	৯০৭
আমানত			
খিয়ানত (আমানতের খিয়ানত করা নিষেধ, পরস্পরের মধ্যে)	৮-আনফাল	২৭	৬৩৪
পেশ (আকাশ-পৃথিবীর কাছে আমানত বহনের জন্য পেশ করা হয়)	৩৩-আহযাব	৭২	৮৪০
ফেরত (হকদারদেরকে আমানত ফেরত দানের নির্দেশ)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
ফেরত (আমানতগ্রহীতাকে আমানত ফেরত দানের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
ফেরত (এক দীনার আমানত ফেরত দেয় না অনেক আহলে কিতাব)	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
বিপুল পরিমাণ আমানতও ফেরত দেয় কোন কোন আহলে কিতাব	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
রক্ষা (আমানত রক্ষা করে যারা...)	৭০-মা'আরিজ	৩২	৯৮২
রক্ষাকারী (মুমিনগণ আমানত রক্ষাকারী)	২৩-মু'মিনূন	৮	৭৬৬
হকদারকে আমানত ফেরত দানের নির্দেশ	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
আযর			
পিতা আযরকে ইবরাহীম আ. শিরক সম্পর্কে বলেছিল	৬-আন্'আম	৭৪	৬০৩
আযীয			
ইউসুফের ভাইয়েরা আযীযকে বলল (বৃদ্ধ পিতার ব্যাপারে)	১২-ইউসুফ	৭৮	৬৮৪
প্রবেশ (আযীযের নিকট প্রবেশ করল ইউসুফের ভাইয়েরা...)	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
স্ত্রী (আযীযের স্ত্রী দাসকে দৈহিক মিলনে প্ররোচনা দেয়, নারীরা বলল)	১২-ইউসুফ	৩০	৬৭৯
স্ত্রী (আযীযের স্ত্রী বলল- এখন সত্য প্রকাশ পেয়েছে, আমিই তাকে...)	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
আয়তলোচনা			
হুর আয়তলোচনা হুরগণ থাকবে জান্নাতিদের নিকট	৩৭-সাফফাত	৪৮	৮৫৯
আয়ত্ত			
চতুষ্পদ জন্তু/যানবাহনকে মানুষের আয়ত্তে আনা প্রসঙ্গ	৪৩-যুখরুফ	১৩	৮৯৬
জ্ঞান আয়ত্ত না করেই কুরআন/ওহীকে মিথ্যা অভিহিত করে জালিম	১০-ইউনুস	৩৯	৬৫৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জ্ঞানের কিছুই মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করেন নি মূসা আ. যে বিষয়, সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ?	১৮-কাহফ	৬৮	৭৩০
জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত না করেই নিদর্শনকে মিথ্যা অভিহিত করা	২৭-নামল	৮৪	৮০৭
মুমিনদের আয়ত্তে আসেনি এখনো (কিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)	৪৮-ফাত্হ	২১	৯১৮
হুদহুদ এমন বিষয় আয়ত্ত করেছে যা সুলাইমান আ. করেনি...	২৭-নামল	২২	৮০১
আয়াত (আরো দেখুন নিদর্শন শব্দটি)			
অনর্থক কথা (আয়াত সম্বন্ধে অনর্থক কথায় লিপ্ত দেখলে না বসা..)	৬-আন্'আম	৬৮	৬০২
অনুসরণ(কাফিদের লাঞ্ছিত হবার পূর্বে আয়াত অনুসরণ,ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৩৪	৭৪৯
অবতীর্ণ (আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	২৪-নূর	১	৭৭৪
অবতীর্ণ (আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	২৪-নূর	৪৬	৭৭৯
অবতীর্ণ (আয়াত অবতীর্ণ করেন আল্লাহ বান্দাকে অন্ধকার হতে...)	৫৭-হাদীদ	৯	৯৪৮
অবতীর্ণ (রাসূল স. এর প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ)	২-বাক্বারা	৯৯	৫১১
অবতীর্ণ (সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ...)	২৪-নূর	৩৪	৭৭৭
অবতীর্ণ (সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৫৮-মুজাদালা	৫	৯৫২
অবিশ্বাস (আয়াত অবিশ্বাস করে আহলি কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	৭০	৫৪২
অবিশ্বাস (আয়াত অবিশ্বাসের কারণে দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা...)	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
অবিশ্বাস (আয়াতে অবিশ্বাস বনীইসরাঈলের লাঞ্ছনা/দারিদ্র্যের কারণ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
অবিশ্বাস (আয়াতে অবিশ্বাসীদের জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ)	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
অবিশ্বাস (আয়াতে ঈমান না আনলে প্রতিফল,দৃষ্টিহীন অবস্থায় হাশর)	২০-ত্বা-হা	১২৭	৭৪৯
অবিশ্বাস (আয়াত অবিশ্বাস করেছে যারা তাদের জন্য...)	৩-আলে ইমরান	৪	৫৩৬
অবিশ্বাস (আয়াত অবিশ্বাসের মজলিসে না বসা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
অবিশ্বাস (বনী ইসরাঈল কর্তৃক আয়াত অবিশ্বাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
অবিশ্বাসী (আয়াত অবিশ্বাসীকে দেখার আহ্বান, রাসূলের প্রতি)	১৯-মারইয়াম	৭৭	৭৩৯
অস্বীকারের পরিনাম (কর্ম বিফল হওয়া)	১৮-কাহ্ফ	১০৫	৭৩৩
অস্বীকার করা(আয়াতকে কেবল কাফিররাই অস্বীকার করে)	২৯-আনকাবূত	৪৭	৮২০
অস্বীকার (জালিমরা আয়াতকে অস্বীকার করে)	৬-আন্'আম	৩৩	৫৯৮
অস্বীকার (আদজাতির আয়াত অস্বীকার ও তাদের চোখ-কান-হৃদয়...)	৪৬-আহ্কাফ	২৬	৯১০
অস্বীকার (আয়াত অস্বীকারকারীর জন্য নিকৃষ্ট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪৫-জাছিয়া	১১	৯০৫
অস্বীকার (আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীরা বাম দিকের লোক)	৯০-বালাদ	১৯	১০২৩
অস্বীকার (কাফিররা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করত)	৪১-ফুস্সিলাত	২৮	৮৮৮
অস্বীকারকারী (আয়াতসমূহের প্রতি, ওয়ালিদ বিন মুগীরা প্রসঙ্গ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৬	৯৯০
অহংকার (আয়াত থেকে অহংকার করে বিরত থাকার শাস্তি)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
অনুসরণ (আয়াত অনুসরণ করত রাসূল স. পাঠালে (সম্প্রদায় বলবে)	২৮-কাসাস	৪৭	৮১২
আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করেছে যারা...	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
আল্লাহর আয়াতকে যারা মিথ্যা বলেছিল (নূহের জাতিকে ডুবিয়ে দেয়া)	১০-ইউনুস	৭৩	৬৬১
আল্লাহর আয়াত পাঠ করছেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট সত্যসহ	৩-আলে ইমরান	১০৮	৫৪৬
আল্লাহর আয়াত পাঠ করবেন রাসূল স. মুমিনদের নিকট	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
আল্লাহর আয়াত পাঠ করেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট	২-বাক্বারা	২৫২	৫২৯
আল্লাহর আয়াত বর্ণনা (মানুষের চিন্তার জন্য)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
আল্লাহর (আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে কাফিররা বিতর্ক করে)	৪০-মু'মিন	৪	৮৭৮
আল্লাহর আয়াত রাসূল স. মানুষের কাছে পাঠ করেন	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
আল্লাহর আয়াতে ঈমান না আনলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	১৬-নাহ্ল	১০৪	৭১১
আল্লাহর আয়াতের পর কাফিররা কোন কথায় ঈমান আনবে!	৪৫-জাছিয়া	৬	৯০৫
আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ...	৯-তাওবা	৯	৬৪০
আল্লাহর আয়াতের মাধ্যমে নূহ সম্প্রদায়কে উপদেশ দান...	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
আল্লাহর আয়াতের সাথে ঠাট্টা করে মুনাফিকরা	৯-তাওবা	৬৫	৬৪৬
আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাস করে যে...	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীকে বিভ্রান্ত করা হয়	৪০-মু'মিন	৬৩	৮৮৩
আল্লাহর আয়াতকে অবিশ্বাসকারীর জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি...	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছিল কাফিররা	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
আল্লাহর আয়াতকে উপহাস হিসাবে গ্রহণ করা নিষেধ	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীর উপমা কতই না নিকৃষ্ট!	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীরা তীব্র আগুনের...	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বললে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে	১০-ইউনুস	৯৫	৬৬৩
আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী সবচেয়ে বড় জালিম	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আয়াত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ঈমান (আয়াতে ঈমান আনলে আল্লাহর দয়া নির্ধারণ...)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
ঈমান (আয়াতে ঈমান আনলে আল্লাহর নামে জবাইকৃত পশু খাওয়া)	৬-আন্'আম	১১৮	৬০৭
ঈমান (আয়াতে ঈমানদার/বিশ্বাসী মুসলিমের জান্নাতে প্রবেশ)	৪৩-যুখরুফ	৬৯	৯০০
ঈমান (আয়াতে ঈমানদারদের প্রতি প্রতিপালকের দয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৫৪	৬০০
ঈমান (আল্লাহর আয়াতে ঈমান না আনলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	১৬-নাহল	১০৪	৭১১
ঈমান (যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান আনে না তারাই মিথ্যাবাদী)	১৬-নাহল	১০৫	৭১২
উপহাসের বিষয়রূপে আয়াতকে গ্রহণ করে (কাফির)	৪৫-জাছিয়া	৯	৯০৫
উপহাস করা, আয়াতের প্রতি (প্রতিফল জাহান্নাম)	১৮-কাহ্ফ	১০৬	৭৩৩
উপহাস করে (কাফিররা)	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯
উপদেশ (আয়াত দ্বারা উপদেশ দেয়া হলে মুখফিরানো বড় জুলুম)	৩২-সাজ্দা	২২	৮৩১
উপদেশ (আয়াত দ্বারা উপদেশ দেয়া হলে মুমিনগণ বিশ্বাস করে)	৩২-সাজ্দা	১৫	৮৩১
উপদেশ(আল্লাহর আয়াতের মাধ্যমে উপদেশ, নূহ সম্প্রদায়কে)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
কিতাব (কুরআন) এর আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে	৪১-ফুস্সিলাত	৩	৮৮৬
কিতাবের (কুরআনের) আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করা হয়েছে	১১-হূদ	১	৬৬৫
কিতাবের (সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত আলিফ-লাম-রা)	১২-ইউসুফ	১	৬৭৭
কিতাবের (সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত...)	২৬-শু'আরা	২	৭৮৮
কিতাবের (সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, হরূফে মুক্তায়াত)	২৮-কাসাস	২	৮০৮
কিতাবের (প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত)	৩১-লুকমান	২	৮২৭
কিতাবের আয়াত আলিফ-লাম-রা	১৫-হিজর	১	৬৯৮
কিতাবের আয়াত 'আলিফ-লাম-রা'	১১-হূদ	১	৬৬৫
কিতাবের আয়াত(তোয়া-সীন-মীম, এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত)	২৭-নামল	১	৮০০
কিতাবের আয়াত নিয়ে গভীর চিন্তা করা	৩৮-সোয়াদ	২৯	৮৬৭
কিতাবের আয়াত (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ)	১৩-রা'দ	১	৬৮৮
কিতাবের ('আলিফ-লাম-রা' । এগুলো কিতাবের আয়াত)	১০-ইউনুস	১	৬৫৪
কুরআনের আয়াত(তোয়া-সীন-মীম, এগুলো কুরআনের আয়াত)	২৭-নামল	১	৮০০
কুরআনের আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়নি কেন...?	৪১-ফুস্সিলাত	৪৪	৮৮৯
জুলুম (আয়াতের প্রতি জুলুম করেছে তারা যারা...)	৭-আ'রাফ	৯	৬১৩
জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ আয়াত বর্ণনা করেন	৬-আন্'আম	১০৫	৬০৬
ঠাট্টা-বিদ্রূপ (আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের মজলিসে না বসা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
তিলাওয়াত (আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করলে বলে...)	৬৮-ক্বালাম	১৫	৯৭৫
দয়াময়ের আয়াত পাঠে সেজদায় লুটিয়ে পড়ত যারা...	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
নিদর্শন/ আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
পাঠ (আয়াত পাঠ করা হলে মিথ্যা অভিহিত করত কাফিররা)	২৩-মু'মিনূন	১০৫	৭৭২
পাঠ (আয়াত পাঠ করা হলে জালিমরা বলত...)	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
পাঠ (আয়াত পাঠ করা হলে কাফিররা পিছনে সরে পড়ত)	২৩-মু'মিনূন	৬৬	৭৭০
পাঠ (আয়াত পাঠ করা হলে তার বিরুদ্ধে কাফিরদের যুক্তি থাকে না)	৪৫-জাছিয়া	২৫	৯০৭
পাঠ (আয়াত পাঠ করা হলে পাপিষ্ঠরা বলে...)	৮৩-মুতাফফিফীন	১৩	১০১১
পাঠ (আয়াত পাঠ করা হলে ঈমান বৃদ্ধি পায়, মু'মিনদের)	৮-আনফাল	২	৬৩২
পাঠ (আয়াত পাঠ করা হলে কাফিররা বলে...)	৮-আনফাল	৩১	৬৩৫
পাঠ (আয়াত পাঠ করা হলে কাফিররা মুমিনদেরকে বলে...)	১৯-মারইয়াম	৭৩	৭৩৯
পাঠ (আয়াত পাঠ করে শুনাবেন রাসূল, জনপদ ধ্বংসের আগে)	২৮-কাসাস	৫৯	৮১৩
পাঠ (আয়াত পাঠের জন্য রাসূল স. মাদইয়ানবাসীর নিকট...)	২৮-কাসাস	৪৫	৮১২
পাঠ করা (রাসূল স. মানুষের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করেন)	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
পাঠ (কাফিরদের কাছে আয়াত পাঠ করা হলে তারা একে জাদু বলে)	৪৬-আহ্কাফ	৭	৯০৮
পাঠ (কাফিরদের নিকট আল্লাহর আয়াত পাঠের পর অহংকার প্রসঙ্গ)	৪৫-জাছিয়া	৩১	৯০৭
পাঠকারী(কাফিররা আয়াত পাঠকারীকে আক্রমণে উদ্যত হয়)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
পাঠকৃত আয়াত স্মরণ রাখার নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
পাঠ (প্রেরিত রাসূল স. কর্তৃক আয়াত পাঠ করে শুনানো)	২-বাক্বারা	১২৯	৫১৪
পাঠ (মুশরিকদের নিকট আয়াত পাঠ করা হলে তারা বলে...)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
পাঠ(আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হলে কাফিরদের মুখমণ্ডলে অস্বীকৃতি)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
পাঠ (আল্লাহর আয়াত পাঠ করে, আহলে কিতাবদের এক দল)	৩-আলে ইমরান	১১৩	৫৪৭
পাঠ (আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হলে অহঙ্কারে মুখ ফিরানো)	৩১-লুকমান	৭	৮২৭
পাঠ (আল্লাহর আয়াত পাঠ ও কাফিরদের ঈমান না আনা প্রসঙ্গ)	৪৫-জাছিয়া	৬	৯০৫
পাঠ (অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য আয়াত পাঠ)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
পাঠ (আয়াত ও প্রজ্ঞাময় উপদেশ পাঠ করছেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট)	৩-আলে ইমরান	৫৮	৫৪১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাঠ (আয়াত পাঠ করবেন রাসূল, মানুষের মাঝে)	২-বাক্বারা	১৫১	৫১৭
পাঠ (আয়াত পাঠ করা সত্ত্বেও কুফরী...)	৩-আলে ইমরান	১০১	৫৪৫
প্রতিপালকের আয়াত থেকে যে মুখ ফিরায় (সে সবচেয়ে বড় জালিম)	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাতে রাসূল স. এসেছেন?	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
প্রতিস্থাপন (এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত প্রতিস্থাপন...)	১৬-নাহল	১০১	৭১১
বর্ণনা (অপরাধীদের পথ স্পষ্ট করার জন্য আয়াত বর্ণনা)	৬-আন্'আম	৫৫	৬০১
বর্ণনা (জ্বীন ও মানুষকে রাসূল স. কর্তৃক আল্লাহর আয়াত বর্ণনা)	৬-আন্'আম	১৩০	৬০৯
বর্ণনা (নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ, মানুষের জন্য)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
বর্ণনা (আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য)	৯-তাওবা	১১	৬৪১
বর্ণনা (আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ, অনুধাবনের জন্য)	২-বাক্বারা	২৪২	৫২৮
বর্ণনা (আয়াত বর্ণনা করছেন আল্লাহ, অনুধাবনের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
বর্ণনা (আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ)	২৪-নূর	৫৯	৭৮০
বর্ণনা (আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ, মানুষের জন্য)	২৪-নূর	১৮	৭৭৫
বর্ণনা (আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা...)	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
বর্ণনা (আয়াত বর্ণনা করে যদি রাসূল স. এসে, বনী আদমের কাছে)	৭-আ'রাফ	৩৫	৬১৬
বর্ণনা (আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
বর্ণনা (আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
বর্ণনা (আয়াত বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করার জন্য আল্লাহর আহ্বান)	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
বর্ণনা (আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন আল্লাহ যাতে মানুষ সঠিক পথ পায়)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
বর্ণনা (আল্লাহ আয়াত বর্ণনা করেন, জনপদ ধ্বংস প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	২৭	৯১০
বর্ণনা (আল্লাহ আয়াত বর্ণনা করেন যেন মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
বর্ণনা (আল্লাহ আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন)	৭-আ'রাফ	১৭৪	৬২৯
বর্ণনা (আল্লাহ উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন)	৬-আন্'আম	১২৬	৬০৮
বর্ণনা (আল্লাহ মানুষের জন্য আয়াত বর্ণনা করছেন)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
বর্ণনা (নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াত বর্ণনা)	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
বর্ণনা (সুস্পষ্ট আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ)	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
বিচ্যুতি (আয়াতে বিচ্যুতি ঘটায় যারা তারা আল্লাহর কাছে গোপন নয়)	৪১-ফুস্সিলাত	৪০	৮৮৯
বিচ্ছিন্ন (আয়াতপ্রাপ্ত হয়ে তা থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সংবাদ পাঠ)	৭-আ'রাফ	১৭৫	৬২৯
বিরত রাখা (আয়াত থেকে যেন বিরত না রাখে রাসূল স.কে)	২৮-কাসাস	৮৭	৮১৫
বিশ্বাস (আয়াত দ্বারা উপদেশ দেয়া হলে মুমিনগণ তাতে বিশ্বাস করে)	৩২-সাজ্দা	১৫	৮৩১
বিতর্ক (আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্ক)	৪০-মু'মিন	৫৬	৮৮২
বিতর্ক (আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে)	৪০-মু'মিন	৬৯	৮৮৪
বিনিময়(আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্যগ্রহণ করা নিষিদ্ধ)	২-বাক্বারা	৪১	৫০৫
ব্যর্থ করা (আল্লাহর আয়াতকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা)	৩৪-সাবা	৫	৮৪১
ব্যর্থ করা (আয়াতকে ব্যর্থ করা প্রচেষ্টা চালায় যারা)	৩৪-সাবা	৩৮	৮৪৪
ব্যর্থ করা(আয়াত ব্যর্থ করার চেষ্টাকারীরা তীব্র আগুনের অধিবাসী)	২২-হাজ্জ	৫১	৭৬৩
ভুলে যাওয়া (মানুষ আয়াত ভুলে যাওয়ায় আল্লাহও ভুলে যাবেন)	২০-ত্বা-হা	১২৬	৭৪৯
ভুলিয়ে দেয়া আয়াতের স্থলে আল্লাহ উত্তম/অনুরূপ আয়াত আনেন	২-বাক্বারা	১০৬	৫১২
মিথ্যা অভিহিত করেছে যারা আল্লাহর আয়াতকে	৭-আ'রাফ	৩৬	৬১৬
মিথ্যা অভিহিতকারী বধির, বোবা... (আয়াতকে মিথ্যাঅভিহিতকারী)	৬-আন্'আম	৩৯	৫৯৯
মিথ্যা অভিহিত (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করেছে যারা শাস্তিতে...)	৩০-রূম	১৬	৮২৩
মিথ্যা অভিহিত (আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করা)	৩০-রূম	১০	৮২২
মিথ্যা অভিহিত করা (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করায় লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	২২-হাজ্জ	৫৭	৭৬৩
মিথ্যা অভিহিত করা (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল যারা আদ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৭২	৬১৯
মিথ্যা অভিহিত করা (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করার পরিণাম)	৭-আ'রাফ	১৮২	৬২৯
মিথ্যা অভিহিত করা (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীরা জালিম)	৬-আন্'আম	২১	৫৯৭
মিথ্যা অভিহিত করা (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীর উপমা)	৭-আ'রাফ	১৭৭	৬২৯
মিথ্যা অভিহিত করেছিল আয়াতকে (ফিরআউন বংশ)	৩-আলে ইমরান	১১	৫৩৬
মিথ্যা অভিহিত করেছিল যারা আয়াতকে	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
মিথ্যা অভিহিত করেছে যারা (আল্লাহর আয়াতকে)	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
মিথ্যা অভিহিত করেছে যারা আয়াতকে তারা তীব্র আগুনের অধিবাসী	৫-মায়িদা	১০	৫৮১
মিথ্যা অভিহিত করতনা আয়াতকে (কাফিরকে আবার দুনিয়ায় পাঠালে)	৬-আন্'আম	২৭	৫৯৮
মিথ্যা অভিহিত করত (সীমালঙ্ঘনকারীরা)	৭৮-নাবা	২৮	১০০১
মিথ্যা অভিহিত করা (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করায় শাস্তি)	৬-আন্'আম	৪৯	৬০০
মিথ্যা অভিহিত করা (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীদের উপমা)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আয়াত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মিথ্যা অভিহিত করা (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীর প্রবৃত্তির অনুসরণ)	৬-আন্'আম	১৫০	৬১১
মিথ্যা অভিহিতকারী (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী কাফির)	৬৪-তাগাবুন	১০	৯৬৭
মিথ্যা অভিহিতকারী(আয়াতকে) ও কাফির আগুনের অধিবাসী	২-বাক্বারা	৩৯	৫০৫
মিথ্যা অভিহিতকারী (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী আগুনের অধিবাসী)	৫-মায়িদা	৮৬	৫৯১
মিথ্যা অভিহিতকারী (আয়াতকে মিথ্যা অভিতিকারীদেরকে নিমজ্জিত...)	৭-আ'রাফ	৬৪	৬১৮
মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী বড় জালিম (আয়াত মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী)	১০-ইউনুস	১৭	৬৫৫
মিথ্যা বলা (আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বললে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে)	১০-ইউনুস	৯৫	৬৬৩
মুখ ফিরানো (আয়াত থেকে মুখ ফিরালে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	৩১-লুকমান	৭	৮২৭
মুখফিরানো (আয়াত দ্বারা উপদেশ দেয়া হলে মুখফিরানো বড় জুলুম)	৩২-সাজ্দা	২২	৮৩১
মুখ ফিরানো (আল্লাহর আয়াত থেকে মুখ ফিরানোর প্রতিফল)	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
মুহ্কাম আয়াত (কুরআনের কিছু আয়াত মুহকাম)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
মূল্যগ্রহণ (আয়াতের বিনময়ে মূল্য গ্রহণ করে না যারা...)	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
মূল্য (আয়াতের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করা নিষেধ)	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
রহিত আয়াতের স্থলে আল্লাহ উত্তম/অনুরূপ আয়াত আনেন	২-বাক্বারা	১০৬	৫১২
শোনা (আয়াত শুনেও অহংকারী হয়ে অটল থাকার পরিণাম)	৪৫-জাছিয়া	৮	৯০৫
সুস্পষ্ট করা (আল্লাহ তার আয়াতকে সুস্পষ্ট করেন)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
স্থল/স্থান (এক আয়াতের স্থলে/স্থানে অন্য আয়াত প্রতিস্থাপন...)	১৬-নাহ্ল	১০১	৭১১
স্মরণ (আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ...)	২৫-ফুরকান	৭৩	৭৮৭
আয়াতুল কুরসি			
আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া...(আয়াতুল কুরসী)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
আয়ু			
আয়ূ বৃদ্ধি করার বিষয়টি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
আয়ূ হ্রাস করার বিষয়টি কিতাবে লিখিত আছে	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
উপদেশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ মানুষকে দীর্ঘ আয়ূ দিয়েছেন	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
হাজার বছর আয়ু কামনা (ইহুদীদের).	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
আয়্যিম			
আয়্যিমদেরকে বিয়ে দেয়ার নির্দেশ	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
আরও (অধিক)			
জাহান্নাম বলবে আরও আছে কি? (কিয়ামতে)	৫০-ক্বাফ	৩০	৯২৩
আরবী/আরবী ভাষা			
কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ (ভয়/উপদেশ হিসাবে)	২০-ত্বা-হা	১১৩	৭৪৮
কুরআন (আরবি কুরআন রূপে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩	৮৮৬
কুরআন (আরবি কুরআনরূপে কিতাব অবতীর্ণ)	১২-ইউসুফ	২	৬৭৭
কুরআন আরবি ভাষায় বিধানরূপে অবতীর্ণ	১৩-রা'দ	৩৭	৬৯২
কুরআন (আরবি ভাষায় অবতীর্ণ এ কুরআনে বক্রতা নেই)	৩৯-যুমার	২৮	৮৭৩
কুরআন (কুরআনকে আরবি করা হয়েছে সহজে অনুধাবনের জন্য)	৪৩-যুখরুফ	৩	৮৯৬
কুরআন (নবী স.এর প্রতি আরবি ভাষায় কুরআনকে ওহী করা হয়েছে)	৪২-শূরা	৭	৮৯১
কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়(মুশরিকদের অপবাদ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১০৩	৭১১
ভাষা (আরবি ভাষায় অবতীর্ণ কিতাব কুরআন)	৪৬-আহ্কাফ	১২	৯০৯
ভাষা (সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ)	২৬-শু'আরা	১৯৫	৭৯৮
'রাসূল স. আরব আর কুরআন অনারবি' কাফিররা বলত-কুরআন অনারবি হলে	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৪	৮৮৯
আরশ			
অধিপতি (আরশের অধিপতি আল্লাহ মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র)	২১-আম্বিয়া	২২	৭৫১
অধিপতি (আরশের অধিপতি সম্পর্কে কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা)	২৩-মু'মিনূন	৮৬	৭৭১
অধিপতি (আরশের অধিপতি সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র)	৪৩-যুখরুফ	৮২	৯০১
অধিপতি (আরশের অধিপতি আল্লাহ)	৯-তাওবা	১২৯	৬৫৩
অধিপতি (আল্লাহ আরশের অধিপতি)	৪০-মু'মিন	১৫	৮৭৯
অধিপতি (আল্লাহ আরশের অধিপতি)	৮৫-বুরূজ	১৫	১০১৫
অধিপতি (মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ)	২৭-নামল	২৬	৮০২
আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল (আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির সময়)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
ইঞ্জীলের ধারকরা যেন ফায়সালা করে আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ...	৫-মায়িদা	৪৭	৫৮৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পানির উপর ছিল আল্লাহর আরশ (আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির সময়)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
ফেরেশতা আরশের চারপাশে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
বহনকারী (আরশ বহনকারী ফেরেশতারা প্রতিপালকের পবিত্রতা...)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
বহন(কিয়ামতে আটজন ফেরেশতা 'আরশ' বহন করে রাখবে)	৬৯-হাক্কাহ্	১৭	৯৭৮
মালিক (আরশের মালিকের দিকে পথ খুঁজত, আরও ইলাহ থাকলে)	১৭-ইস্‌রা	৪২	৭১৭
মালিক (জিবরাঈল আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাবান)	৮১-তাকভীর	২০	১০০৯
সমাসীন (আকাশ -পৃথিবী সৃষ্টির পর আল্লাহ আরশে সমাসীন হন)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৮
সমাসীন (আরশে সমাসীন হয়েছেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
সমাসীন (আরশে সমাসীন হয়েছেন আল্লাহ...)	২৫-ফুরকান	৫৯	৭৮৬
সমাসীন (আরশে সমাসীন হয়েছেন আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
সমাসীন (আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পর আরশে সমাসীন হন)	৩২-সাজ্দা	৪	৮৩০
সমাসীন (আল্লাহ আরশে সমাসীন)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
সমাসীন (দয়াময় আল্লাহ আরশে সমাসীন হয়েছেন)	২০-ত্বা-হা	৫	৭৪১
সম্মানিত আরশের অধিপতি আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	১১৬	৭৭৩
আরশের অধিপতি			
আল্লাহ আরশের অধিপতি	৮৫-বুরূজ	১৫	১০১৫
আরশের মালিক			
আরশের মালিকের নিকট জিবরাঈল মার্যাদাসম্পন্ন	৮১-তাকভীর	২০	১০০৯
পথ খুঁজত আরশের মালিকের দিকে (আরও ইলাহ থাকলে)	১৭-ইস্‌রা	৪২	৭১৭
আ'রাফ			
আরাফের অধিবাসীরা ডেকে বলবে আগুনের অধিবসীদেরকে	৭-আ'রাফ	৪৮	৬১৭
আ'রাফে কিছু লোক থাকবে...	৭-আ'রাফ	৪৬	৬১৭
আরাফাত			
আরাফাত থেকে প্রস্থানের পর আল্লাহকে স্মরণ...	২-বাক্বারা	১৯৮	৫২২
আরাম			
আসহাবে কাহ্ফের কাজে আরামের ব্যবস্থা করবেন আল্লাহ	১৮-কাহ্ফ	১৬	৭২৫
আরামদায়ক			
ছায়া (আরামদায়ক নয় কালো ধোঁয়ার ছায়া, বামের সাথীদের জন্য)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪৪	৯৪৫
আরেকবার			
আরেকবার সৃষ্টি আল্লাহরই দায়িত্ব	৫৩-নাজম	৪৭	৯৩৪
বের করা (মানুষকে আরেকবার যমীন থেকে বের করা/পুনরুত্থান প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৫৫	৭৪৪
মূসার প্রতি আল্লাহর আরো একবার অনুগ্রহ প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৩৭	৭৪৩
শিঙ্গায় আরেকবার ফুঁ দেয়া হলে সকলে দাড়িয়ে তাকাবে	৩৯-যুমার	৬৮	৮৭৭
সমুদ্রে আরেকবার ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে মুশরিকরা কি নিরাপদ?	১৭-ইস্‌রা	৬৯	৭২০
আরেকবার অবতরণ			
মেরাজে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট অবতরণকালে জিবরাঈলকে দেখা	৫৩-নাজম	১৩	৯৩২
আরোগ্য (আরো দেখুন নিরাময় শব্দটি)			
ইবরাহীমকে প্রতিপালক আরোগ্য দান করেন (রোগাক্রান্ত হলে)	২৬-শু'আরা	৮০	৭৯২
জন্মান্ধকে আরোগ্য করেন ঈসা আ. (আল্লাহর ইচ্ছায়)	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
মধুতে মানুষের জন্য আরোগ্য (মধুর গুণাগুণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও দয়া স্বরূপ কুরআন অবতীর্ণ	১৭-ইস্‌রা	৮২	৭২১
আরোপ			
আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ (সম্প্রদায়ের ধর্মে শু'আইব ফিরে গেলে!)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
আল্লাহর প্রতি মুশরিকের মিথ্যারোপ (তারা যা অপছন্দ করে তা)	১৬-নাহ্ল	৬২	৭০৭
নির্দোষের প্রতি পাপ/অপরাধ আরোপ করলে অপবাদ/পাপের বোঝা বহন	৪-নিসা	১১২	৫৭১
আরোহণ করানো			
নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছেন আল্লাহ (আদমের বংশধরকে)	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
নৌকায় আরোহণ করানো (নূহের সাথে)	১৭-ইস্‌রা	৩	৭১৪
আরোহণ			
আকাশে আরোহণ করে কিতাব অবতীর্ণ করার দাবী রাসূল স. এর কাছে	১৭-ইস্‌রা	৯৩	৭২২
আকাশে আরোহণকে বিশ্বাস করবে না কাফিররা (কিতাব অবতীর্ণ)	১৭-ইস্‌রা	৯৩	৭২২
আকাশে আরোহনের মত কঠিন করা হয় (পথভ্রষ্টের বক্ষকে)	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
কাফিররা আকাশে আরোহন করুক (রাজত্বের মালিক হলে)	৩৮-সোয়াদ	১০	৮৬৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আরোহণ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
খচ্চরে (মানুষের আরোহণের জন্য ঘোড়া,খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি)	১৬-নাহ্‌ল	৮	৭০৩
গবাদিপশুর উপর আরোহণ করে মানুষ	৪০-মু'মিন	৭৯	৮৮৫
গাধায় (মানুষের আরোহণের জন্য ঘোড়া,খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি)	১৬-নাহ্‌ল	৮	৭০৩
ঘোড়ায় (মানুষের আরোহণের জন্য ঘোড়া,খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি)	১৬-নাহ্‌ল	৮	৭০৩
চতুষ্পদ জন্তু ও নৌযানের উপর আরোহণ (এগুলো আল্লাহরই সৃষ্টি)	৪৩-যুখরুফ	১২	৮৯৬
ছাদে আরোহন (রূপার ছাদ/সিঁড়িতে আরোহণ, কাফিরদের...)	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
নূহ আ. আরোহণ করবে যখন নৌযানে তখন বলবে...	২৩-মু'মিনূন	২৮	৭৬৭
নৌযানে(পানি সীমা ছাড়ানোর পর নূহকে নৌযানে উঠানো হয়)	৬৯-হাক্কাহ্	১১	৯৭৮
নৌযানে আরোহণ করালেন আল্লাহ (নূহ আ. কে)	৫৪-কামার	১৩	৯৩৬
নৌযানে আরোহণ করে মানুষ আল্লাহকে ডাকে ও পরে শরিক করে	২৯-আনকাবূত	৬৫	৮২১
নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ (এগুলো আল্লাহরই সৃষ্টি)	৪৩-যুখরুফ	১২	৮৯৬
নৌযানে আরোহণ করান আল্লাহ , নূহের বংশধরকে ...	৩৬-ইয়াসীন	৪১	৮৫৪
নৌকায় আরোহনের জন্য পুত্রকে নূহের আহবান...	১১-হূদ	৪২	৬৬৯
নৌকায় (নূহ আ. এর প্লাবনে মুমিনদের নৌকায় আরোহন...)	১১-হূদ	৪১	৬৬৯
নৌকায় (মূসা আ. ও খিজিরের)	১৮-কাহ্‌ফ	৭১	৭৩০
বাহন (আরোহনের বাহন পাননি রাসূল স. যাদের জন্য তাদের...)	৯-তাওবা	৯২	৬৪৯
মানুষের আরোহণের জন্য ঘোড়া,খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি	১৬-নাহ্‌ল	৮	৭০৩
মানুষ আরোহণ করবে, এক স্তর হতে অন্য স্তরে	৮৪-ইন্‌শিকাক	১৯	১০১৪
মুমিনরা আরোহন করেছিল পাহাড়ের উপরে, আত্মরক্ষার্থে (উহুদে)	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
যানবাহন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ,আরোহণের জন্য ...	৩৬-ইয়াসীন	৪২	৮৫৪
সিঁড়িতে আরোহণ (রূপার ছাদ/সিঁড়িতে আরোহণ, কাফিরদের...)	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
আরোহী			
ডুবিয়ে দেয়া (নৌকা ছিদ্র করে, খিজির কর্তৃক)	১৮-কাহ্‌ফ	৭১	৭৩০
সালাত (আরোহী অবস্থায় সালাত, আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা...)	২-বাক্বারা	২৩৯	৫২৮
আরোহী দল			
নিচে ছিল আরোহী দল (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
আর্তনাদ			
জনপদের আর্তনাদ (শাস্তি আসার পর...)	৭-আ'রাফ	৫	৬১৩
জনগোষ্ঠীর আর্তনাদ (ধ্বংস হবার সময়)	৩৮-সোয়াদ	৩	৮৬৬
জালিমদের আর্তনাদ (নির্বাপিত আগুনের মত অবস্থা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত)	২১-আম্বিয়া	১৫	৭৫১
নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আর্তনাদ দিনের আশঙ্কা...	৪০-মু'মিন	৩২	৮৮০
আল ইয়াসা'আ			
মর্যাদা দান (আল-ইয়াসা'আ আ. কে জগতের উপর মর্যাদা দান করা হয়)	৬-আন্'আম	৮৬	৬০৪
স্মরণ (আল ইয়াসাআ আ. কে স্মরণ করার নির্দেশ রাসূল স. এর প্রতি)	৩৮-সোয়াদ	৪৮	৮৬৯
আলকাতরা			
জামা (কিয়ামতে অপরাধীদের জামা হবে আলকাতরার)	১৪-ইবরাহীম	৫০	৬৯৭
আলাক			
মানুষ সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে আলাক থেকে সৃষ্টি করেছেন)	৯৬-আলাক	২	১০২৮
আলাকা/ভ্রূণ			
বীর্যবিন্দু আলাকায় পরিণত হওয়া (মানুষের জন্ম প্রক্রিয়া প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৮	৯৯৪
মানুষ 'আলাকা' থেকে সৃষ্টি	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
'মুদগা' ('আলাকা'কে 'মুদগা'য় পরিণত করা...)	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রসঙ্গ(মাটি,বীর্য,আলাকা,মুদগা -এভাবে ক্রমান্বয়ে)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
আলাদা (আরো দেখুন পৃথক শব্দটি)			
বিছানা থেকে দেহ আলাদা হওয়া (তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্‌দা	১৬	৮৩১
আলিফ-লাম-মীম			
হুরুফে মুক্বাত্তায়াত বা বিচ্ছিন্ন বর্ণ আলিফ-লাম-মীম	৩০-রূম	১	৮২২
হুরুফে মুক্বাত্তায়াত বা বিচ্ছিন্ন বর্ণ (আলিফ-লাম-মীম)	৩২-সাজ্‌দা	১	৮৩০
হুরুফে মুক্বাত্তায়াত (আলিফ লাম মীম)	২-বাক্বারা	১	৫০২
হুরুফে মুক্বাত্তায়াত (আলিফ-লাম-মীম)	২৯-আনকাবূত	১	৮১৬
হুরুফে মুক্বাত্তায়াত (আলিফ-লাম-মীম)	৩১-লুকমান	১	৮২৭
আলিফ-লাম-রা			
হুরুফে মুক্বাত্তায়াত ('আলিফ-লাম-রা' । প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত)	১০-ইউনুস	১	৬৫৪
হুরুফে মুক্বাত্তায়াত (আলিফ-লাম-রা । হুরুফে মুক্বাত্তায়াত)	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আলো (আরো দেখুন কিরণ/জ্যোতি শব্দটি)			
অন্ধকার সমান নয় আলো (উপমা)	৩৫-ফাত্বির	২০	৮৪৮
অন্ধকার ও আলো সমান নয়	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন আল্লাহ...	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
অবতীর্ণ (প্রতিপালক মানুষের প্রতি আলো/কুরআন অবতীর্ণ করেন)	৪-নিসা	১৭৪	৫৭৯
আনা (আলো এনে দিবে কে, আল্লাহ রাতকে অন্তহীন করলে)	২৮-কাসাস	৭১	৮১৪
আলোর উপর আলো...	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
আল্লাহ আলো (আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর আলো)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
আল্লাহ আলো রাখেননি যার জন্য তার কোন আলো নেই	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আলো ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে	৫-মায়িদা	১৫	৫৮২
আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায় কাফিররা	৯-তাওবা	৩২	৬৪৩
আল্লাহর আলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায় জালিমরা	৬১-সাফ্‌ফ	৮	৯৬০
আল্লাহর আলোর পূর্ণতা ছাড়া সবকিছু অস্বীকার করেন আল্লাহ	৯-তাওবা	৩২	৬৪৩
আল্লাহ যার জন্য আলো রাখেননি তার কোন আলো নেই	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
উপমা (অন্ধকারে থাকা ব্যক্তি ও আলোয় পথচলা ব্যক্তির উপমা)	৬-আন্'আম	১২২	৬০৮
কিতাবকে আল্লাহ আলো স্বরূপ বানিয়েছেন	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
কেড়ে নেয়া (আলো কেড়ে নিয়ে অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া, মুনাফিকের উপমা)	২-বাক্বারা	১৭	৫০৩
চাঁদ (আল্লাহ চাঁদকে স্নিগ্ধ আলো বানিয়েছেন)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
চাঁদকে আল্লাহ আলো বানিয়েছেন	৭১-নূহ	১৬	৯৮৫
তাওরাত (ফুরকান) মুত্তাকীদের জন্য আলোস্বরূপ ছিল	২১-আম্বিয়া	৪৮	৭৫৩
দৌড়াতে থাকবে আলো (মু'মিন নর-নারীর সামনে ও ডানে)	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
নিয়ে যাওয়া (আল্লাহ অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান)	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
পথনির্দেশ ও আলো স্বরূপ ঈসাকে ইঞ্জীল দেয়া হয়েছে	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
পথনির্দেশ ও আলো রয়েছে তাওরাতে	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
পথ প্রদর্শন করেন আল্লাহ তাঁর আলোর দিকে (যাকে ইচ্ছা)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
পূর্ণ করা (কিয়ামতে মুমিনগণ আলো পূর্ণ করার জন্য দোয়া করবে)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
পূর্ণ করবেন আল্লাহ তার আলো (যদিও কাফিররা অপছন্দ করে)	৬১-সাফ্‌ফ	৮	৯৬০
প্রতিপালকের আলোয় অবস্থানকারী আল্লাহ বিমুখ ব্যক্তির মত নয়	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩
বানানো (আল্লাহ অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন)	৬-আন্'আম	১	৫৯৬
বের করা(মুমিনদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৪৩	৮৩৭
বের করা(মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য কিতাব)	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩
বের করা(মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য কিতাব)	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
বের করা (তাগুত আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়)	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
বের করা (অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য আয়াত পাঠ)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
বের করা (বান্দাকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করা)	৫৭-হাদীদ	৯	৯৪৮
মানুষের জন্য আলো স্বরূপ ছিল তাওরাত	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
মুত্তাকীদের জন্য তাওরাত আলোস্বরূপ ছিল	২১-আম্বিয়া	৪৮	৭৫৩
মু'মিনদের জন্য রয়েছে আলো	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
মুমিনদের সামনে ও ডানে আলো দৌড়াবে (কিয়ামতে)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
মু'মিনদের আলো থেকে আলো নিতে চাবে মুনাফিকরা (কিয়ামতে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
সন্ধান (মুনাফিকদেরকে পিছনে গিয়ে আলো সন্ধান করতে বলা হবে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
সামনে ও ডানে মুমিনদের আলো দৌড়াবে (কিয়ামতে)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
সূর্য (আল্লাহ সূর্যকে উজ্জ্বল আলো বানিয়েছেন)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
স্থাপন (আলো স্থাপন করবেন আল্লাহ মু'মিনদের জন্য...)	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
আলোকপ্রদ			
দিনকে আল্লাহ আলোকপ্রদ বানিয়েছেন	২৭-নামল	৮৬	৮০৭
নিদর্শন ছামুদ জাতির প্রতি উষ্ট্রী প্রেরণ এক আলোকপ্রদ নিদর্শন	১৭-ইস্‌রা	৫৯	৭১৯
নিদর্শন দিনের নিদর্শন বা সূর্যকে আলোকপ্রদ করেছেন আল্লাহ	১৭-ইস্‌রা	১২	৭১৫
ফিরআউনের প্রতি আল্লাহর আলোকপ্রদ নিদর্শন এলে জাদু বলা	২৭-নামল	১৩	৮০১
আলোকবর্তিকা (আরো দেখুন প্রদীপ শব্দটি)			
অবতীর্ণ (আলোকবর্তিকা স্বরূপ সবকিছু অবতীর্ণ)	১৭-ইস্‌রা	১০২	৭২৩
কুরআন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আলোকবর্তিকাস্বরূপ	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আলোকবর্তিকা/কুরআন আসা	৬-আন্'আম	১০৪	৬০৬
মানুষের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ মূসাকে কিতাব দান	২৮-কাসাস	৪৩	৮১১
মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা (কুরআন)	৪৫-জাছিয়া	২০	৯০৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আলোকিত			
চারপাশ আলোকিত করার পর আলো কেড়ে নেয়া (মুনাফিকের উপমা)	২-বাক্বারা	১৭	৫০৩
দিন যখন আলোকিত হয় তার কসম	৯১-শাম্স	৩	১০২৪
বিদ্যুৎ-চমক আলোকিত করলে মুনাফিকরা পথ চলে	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
আলো (কুরআন)			
অনুসরণ (আলো/কুরআন অনুসরণকারীরাই সফল)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
অবতীর্ণ (আল্লাহ যে আলো অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আনা)	৬৪-তাগাবুন	৮	৯৬৬
আলোকোজ্জ্বল			
আলোকোজ্জ্বল প্রভাতের কসম	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৪	৯৯১
আল্লাহ দিনকে আলোকোজ্জ্বল করেছেন	৪০-মু'মিন	৬১	৮৮৩
আল্লাহ দিনকে আলোকোজ্জ্বল করেছেন	১০-ইউনুস	৬৭	৬৬০
আলোচনা			
কাফিরদের আলোচনা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন	৪৬-আহ্কাফ	৮	৯০৮
মানুষ আলোচনা করবে (বিধবার নারীর বিয়ে প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
আলোচনা (উল্লেখ)			
রহমান এর উল্লেখ/আলোচনায় অবিশ্বাসী (কাফিররা)	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
আলো দান			
আলোদানের উপক্রম হয়, বরকতময় গাছের তেল	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
আলোহীন			
চন্দ্র আলোহীন হয়ে পড়বে (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৮	৯৯৩
নিদর্শন (রাতের নিদর্শন চাঁদকে বিলুপ্ত বা আলোহীন করা)	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
আল্লাহ			
অংশ (আল্লাহর অংশ শরীকদের কাছে পৌঁছে...)	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
অংশ (আল্লাহর জন্য শস্য ও গবাদি পশুর অংশ নির্ধারণ করে...)	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
অংশ দিতে চান না আল্লাহ কাফিরদেরকে (আখিরাতে)	৩-আলে ইমরান	১৭৬	৫৫৩
অক্ষম করতে পারবে না আল্লাহকে মুশরিকরা	৯-তাওবা	২	৬৪০
অক্ষম করতে পারে না আল্লাহকে (আকাশ-পৃথিবীর কিছুই)	৩৫-ফাতির	৪৪	৮৫০
অক্ষম করতে পারেনি আল্লাহকে, পৃথিবীতে (অবিশ্বাসী)	১১-হূদ	২০	৬৬৭
অক্ষম করা (জিনরা আল্লাহকে পৃথিবীতে অক্ষম করতে পারে না)	৭২-জিন্	১২	৯৮৬
অক্ষম করতে না পারা (মুশরিকরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
অঙ্কুরিতকারী (আল্লাহ শস্যদানা/বীজ অঙ্কুরিতকারী)	৬-আন্'আম	৯৫	৬০৫
অগ্রণী না হওয়া (আল্লাহ ও রাসূল স. এর সম্মুখে অগ্রণী না হওয়ার নির্দেশ)	৪৯-হুজুরাত	১	৯২০
অঙ্গীকার নিয়েছিলেন আল্লাহ বনী ইসরাঈদের থেকে...	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
অঙ্গীকার (আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে কোন কোন মুনাফিক দান-সাদকা ও...)	৯-তাওবা	৭৫	৬৪৮
অঙ্গীকার (আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করে বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২০	৬৯০
অঙ্গীকার (আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে যারা...)	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
অঙ্গীকার (আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৭৭	৬৪৮
অঙ্গীকার (আল্লাহর সাথে মুনাফিকদের যুদ্ধ থেকে না পালানোর অঙ্গীকার)	৩৩-আহযাব	১৫	৮৩৪
অঙ্গীকার (আল্লাহর নামে অঙ্গীকার দেয়া ছাড়া পাঠাবেন না পিতা...)	১২-ইউসুফ	৬৬	৬৮৩
অঙ্গীকার (আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা)	৩-আলে ইমরান	৭৬	৫৪৩
অঙ্গীকার (আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির সামান্য মূল্য গ্রহণ...)	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
অঙ্গীকার (আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে)	৩৩-আহযাব	১৫	৮৩৪
অঙ্গীকার(খন্দকে মুমিনরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছিল)	৩৩-আহযাব	২৩	৮৩৫
অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ (আহলে কিতাবদের নিকট থেকে)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ নবীদের থেকে...	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (বেদুঈনদের প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই (আকাশ-পৃথিবীর অদৃশ্য)	১৬-নাহ্ল	৭৭	৭০৯
অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই (আকাশ ও পৃথিবীর)	১১-হূদ	১২৩	৬৭৬
অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহই রাখেন	১০-ইউনুস	২০	৬৫৬
অধিপতি (আল্লাহ অধিপতি আরশের)	৯-তাওবা	১২৯	৬৫৩
অধিকারী (সিঁড়িসমূহের অধিকারী আল্লাহ)	৭০-মা'আরিজ	৩	৯৮১
অধিপতি (মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ)	২৭-নামল	২৬	৮০২
অনুগ্রহ (নবীর প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন)	৩৩-আহযাব	৫৬	৮৩৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অনুগ্রহ (নবীর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে..., পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
অনুগ্রহ (নবীর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ মহান)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
অনুগ্রহ (আল্লাহর দয়া আস্বাদনের পর ... ষড়যন্ত্র)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
অনুগ্রহ (আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহে আহলে কিতাবদের হিংসা)	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
অনুগ্রহ (আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ চাওয়ার নির্দেশ)	৪-নিসা	৩২	৫৬১
অনুগ্রহ (আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য বিরাট অনুগ্রহ)	৩৩-আহযাব	৪৭	৮৩৭
অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে (তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন)	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
অনুগ্রহ (ইউসুফ, তার পিতৃপুরুষ ও মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ...)	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
অনুগ্রহ (আল্লাহ যে অনুগ্রহ কৃপণদেরকে দিয়েছেন তাকে...)	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
অনুগ্রহ (আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত বিয়ে...)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
অনুগ্রহ (আল্লাহ মুমিনদেরকে অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহে বিস্ময়)	৬-আন্'আম	৫৩	৬০০
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে যমীনে ভ্রমণ...)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
অনুগ্রহ ((আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করার নির্দেশ, ছামুদ সম্প্রদায়কে)	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করার নির্দেশ, আদ জাতিকে)	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
অনুগত (আল্লাহর উদ্দেশ্যে অনুগত অবস্থায় দাঁড়ানো...)	২-বাক্বারা	২৩৮	৫২৭
অনুগত(আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়ে সৎকাজের জন্য দুইবার প্রতিদান)	৩৩-আহযাব	৩১	৮৩৬
অনুগত (ইবরাহীম আ. আল্লাহর অনুগত ও একত্ববাদী ছিল...)	১৬-নাহ্ল	১২০	৭১৩
অনুগ্রহ (আল্লাহ অনুগ্রহ না করলে কারুনের ন্যায় ধ্বসিয়ে দিতেন...)	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
অনুগ্রহ (আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন কারুনের প্রতি)	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
অনুগ্রহ (মুমিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আসলে মুনাফিকরা বলে...)	৪-নিসা	৭৩	৫৬৬
অনুগ্রহ (মুমিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, তাদের ঈমান)	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
অনুগ্রহ (সমুদ্রে আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
অনুগ্রহ (জুমআর নামাজ শেষে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ)	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ মুনিদের প্রতি	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ আমাদের প্রতি (ইউসুফ আ. বলল)	১২-ইউসুফ	৯০	৬৮৫
অনুগ্রহ করেছেন (জান্নাতীদের প্রতি)	৫২-তূর	২৭	৯৩০
অনুগ্রহ করেন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ...	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
অনুগ্রহ (আনুগত্যকারীগণের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ)	৪-নিসা	৭০	৫৬৫
অনুগ্রহ (আল্লাহ অনুগ্রহ ও দয়া না হলে...)	২৪-নূর	২১	৭৭৫
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন)	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে মানুষ শয়তানের অনুসরণ করত)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে মুমিনগণ রক্ষা পেত না	২৪-নূর	১০	৭৭৪
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে মহাশাস্তি, ইফকের ঘটনা)	২৪-নূর	১৪	৭৭৫
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে...)	২৪-নূর	২০	৭৭৫
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ রোধ করার কেউ নেই)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহে মুমিনদের প্রতি কুরআন এসেছে)	১০-ইউনুস	৫৮	৬৫৯
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ, মুমিনদের সঠিক পথ অবলম্বন)	৪৯-হুজুরাত	৮	৯২০
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করে গরিব মুহাজিরগণ)	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহের উপর আহলে কিতাবদের ক্ষমতা নেই)	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে মুমিনগণ)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন)	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন)	৬২-জুমু'আ	৪	৯৬২
অনুগ্রহ (বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া)	২-বাক্বারা	৬৪	৫০৭
অনুগ্রহ (মানুষ তাকে দেয়া আল্লাহর অনুগ্রহকে গোপন করে)	৪-নিসা	৩৭	৫৬২
অনুতাপ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মুনাফিকদের হৃদয়ে...	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
অনুমতি (আল্লাহ অনুমতি দেননি -এমন দীন কি শরীকরা দিয়েছে?)	৪২-শূরা	২১	৮৯৩
অনুমতি (আল্লাহ কি হালালকে হারাম করার অনুমতি দিয়েছেন?)	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
অনুমতি (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন রাসূল স. নিদর্শন উপস্থিত...)	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
অনুমতি (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ফেরেশতার সুপারিশ...)	৫৩-নাজম	২৬	৯৩৩
অনুমতি (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিদর্শন আনেন না রাসূলগণ)	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
অনুমতি (আল্লাহর অনুমতিক্রমে ফেরেশতা ওহী পৌঁছান)	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
অনুমতি (আল্লাহর অনুমতি ক্রমেই ইহুদীদের খেজুর গাছ কেটেছে...)	৫৯-হাশর	৫	৯৫৫
অনুমতি (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ঈমান আনার সাধ্য কারো নেই)	১০-ইউনুস	১০০	৬৬৩
অনুমতি (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না)	৬৪-তাগাবুন	১১	৯৬৭
অনুমতিক্রমে (আল্লাহর অনুমতিক্রমে কেউ কল্যাণের কাজে অগ্রণী)	৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
অনুগ্রহ (সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহর প্রতিদান প্রসঙ্গ)	৩৫-ফাতির	৩০	৮৪৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
অনুগ্রহশীল (আল্লাহ অনুগ্রহশীল, জগতসমূহের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
অনুগ্রহশীল (আল্লাহ অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
অনুগ্রহশীল (আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল)	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
অনুগ্রহশীল (আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল)	৩-আলে ইমরান	১৭৪	৫৫২
অনুগ্রহশীল (আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল)	৩-আলে ইমরান	৭৪	৫৪৩
অনুগ্রহশীল (আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল)	৮-আনফাল	২৯	৬৩৪
অনুগ্রহশীল (আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল)	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
অনুগ্রহশীল (আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল,রাসূল স. প্রেরণ প্রসঙ্গ)	৬২-জুমু'আ	৪	৯৬২
অনুগ্রহশীল (আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
অনুগ্রহশীল (আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু মানুষ অকৃতজ্ঞ)	১০-ইউনুস	৬০	৬৬০
অন্যায় করবেন আল্লাহ ও রাসূল স. (মুনাফিকদের আশঙ্কা)	২৪-নূর	৫০	৭৭৯
অন্তহীন করে দেন যদি আল্লাহ রাতকে (কিয়ামত পর্যন্ত)	২৮-কাসাস	৭১	৮১৪
অন্তহীন করে দেন যদি আল্লাহ দিনকে (কিয়ামত পর্যন্ত)	২৮-কাসাস	৭২	৮১৪
অপবাদ (মুশরিকরা আল্লাহকে সন্তান গ্রহণের অপবাদ দেয়)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
অপছন্দ (আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না)	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
অপছন্দ করেন আল্লাহ যুদ্ধে প্রেরণ করা (তাদেরকে যারা...)	৯-তাওবা	৪৬	৬৪৫
অপছন্দনীয় (মুনাফিকরা গোপনে আল্লাহর অপছন্দনীয় কথা বলে)	৪-নিসা	১০৮	৫৭১
অপমানিত করবেন আল্লাহ কাফিরদেরকে	৯-তাওবা	২	৬৪০
অপমানিত করবেন না আল্লাহ (কিয়ামতের দিন নবী ও মুমিনকে)	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
অবগত (কৃতজ্ঞ লোক সম্পর্কে আল্লাহ বেশি অবগত)	৬-আন্'আম	৫৩	৬০০
অবগত (মানুষের সকল কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত)	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
অবগত (মুনাফিকদের কর্মসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩০	৯১৪
অবগত (মুমিনদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত, ন্যায়বিচার প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
অবলম্বন(আল্লাহকে অবলম্বন করতে মুমিনদের প্রতি নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
অবিশ্বাসীরা আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে	১৯-মারইয়াম	৮১	৭৩৯
অবকাশ দিবেন না আল্লাহ (কারো মৃত্যুর সময় এসে গেলে)	৬৩-মুনাফিকূন	১১	৯৬৫
অবকাশ দেন আল্লাহ মানুষকে (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত)	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
অবগত (আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে)	৩৫-ফাতির	৩৮	৮৪৯
অবগত (আল্লাহ অবগত আছেন মানুষের কাজ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
অবগত (আল্লাহ অবগত আছেন মু'নিরা যা করে)	২৪-নূর	৩০	৭৭৬
অবগত (আল্লাহ অবগত আছেন মানুষের কৃতকর্ম)	৫৯-হাশর	১৮	৯৫৭
অবগত (আল্লাহ অবগত মানুষের কাজ সম্পর্কে)	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
অবগত (আল্লাহ অবগত, মুনাফিকরা যা করে)	২৪-নূর	৫৩	৭৭৯
অবগত (আল্লাহ অবগত, মুমিনদের কাজ সম্পর্কে)	৯-তাওবা	১৬	৬৪১
অবগত (আল্লাহ অবগত মুমিনদের কাজ সম্পর্কে)	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
অবগত (আল্লাহ কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
অবগত (আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও দৃষ্টিবান)	১৭-ইস্রা	৯৬	৭২২
অবগত (আল্লাহ তার বান্দা সম্পর্কে পূর্ণ অবগাত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান)	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
অবগত (আল্লাহ মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত)	৫৮-মুজাদালা	৩	৯৫২
অবগত (আল্লাহ মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত)	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
অবগত (আল্লাহ মুমিনদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে অবগাত)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৯	৯১৩
অবগত (আল্লাহ্ সকল বিষয়ে অবগত)	২২-হাজ্জ	৬৩	৭৬৪
অবগত (আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবগত)	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
অবগত ও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ (বান্দাদের সম্পর্কে)	৩৫-ফাতির	৩১	৮৪৮
অবগত (কাফিরদের গোপন বিষয় আল্লাহ অবগত আছেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৬	৯১৪
অবগত (গোপনীয় বিষয় আল্লাহ অবগত)	৮৪-ইন্শিকাক্	২৩	১০১৪
অবগত (মানুষ যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত)	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত)	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবগত)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবগত)	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবগত)	৪৮-ফাত্হ	১১	৯১৭
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত)	৬৪-তাগাবুন	৮	৯৬৬
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত)	৬৩-মুনাফিকূন	১১	৯৬৫
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণঅবগত)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত)	৩৩-আহযাব	২	৮৩৩
অবতীর্ণ (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দিয়ে বিচার ফায়সালা...)	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অবতীর্ণ (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা থেকে যেন রাসূল স.কে ...)	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
অবতীর্ণ (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দিয়ে বিচার ফায়সালা...)	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
অবতীর্ণ (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা বিচার-ফায়সালা...)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
অবতীর্ণ (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন কাফিররা তা অপছন্দ করে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৯	৯১২
অবতীর্ণ (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ...)	২-বাক্বারা	১৭০	৫১৯
অবতীর্ণ (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দিয়ে বিচার ফায়সালা...)	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
অবতীর্ণ (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা ফায়সালা...)	৫-মায়িদা	৪৭	৫৮৬
অবতীর্ণ (আল্লাহ যে রিযিক অবতীর্ণ করেছেন তা হারাম করা...)	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
অবতীর্ণ (আল্লাহ যে রিযিক/বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন তা নিদর্শনস্বরূপ)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
অবতীর্ণ (আল্লাহর অবতীর্ণ করা ওহীর মত অবতীর্ণ করতে চাওয়া..)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
অবতীর্ণ (আল্লাহর অবতীর্ণ কুরআনে ইহুদীদের ঈমানের আহবান)	২-বাক্বারা	৯১	৫১০
অবতীর্ণ (আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয় দ্বারা বিচার করে না...)	৫-মায়িদা	৪৭	৫৮৬
অবতীর্ণ (আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়ের দিকে আসতে বলা হলে-)	৫-মায়িদা	১০৪	৫৯৩
অবতীর্ণ (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন...)	১৬-নাহ্ল	৬৫	৭০৮
অবতীর্ণ (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন,উদ্ভিদ উৎপন্ন)	১৬-নাহ্ল	১০	৭০৩
অবতীর্ণ (আল্লাহ কিছু অবতীর্ণ করেননি, জাহান্নামিরা বলত...)	৬৭-মুল্ক	৯	৯৭২
অবতীর্ণ (আল্লাহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন)	৭-আ'রাফ	১৯৬	৬৩১
অবতীর্ণ (আল্লাহ কিতাব ও দাঁড়িপাল্লা অবতীর্ণ করেছেন)	৪২-শূরা	১৭	৮৯২
অবতীর্ণ (আল্লাহ নবীর প্রতি কিতাব/হিকমত অবতীর্ণ করেছেন)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
অবতীর্ণ করা (আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি! ইহুদীদের দাবি)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
অবতীর্ণ করা(আল্লাহ কদরের রাতে কুরআন অবতীর্ণ করেন)	৯৭-কাদর	১	১০২৯
অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (সর্বোত্তম বাণী কুরআন ...কিতাবরূপে)	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ কোন প্রমাণ যেসব নামের ব্যাপারে...	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
অবতীর্ণ করেন (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা অপছন্দ করে যারা...)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৬	৯১৪
অবতীর্ণ করবেন আল্লাহ খাদ্যপূর্ণ পাত্র (হাওয়ারীদের জন্য)	৫-মায়িদা	১১৫	৫৯৫
অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ প্রশান্তি, মুমিনদের উপর (হুনাইনে)	৯-তাওবা	২৬	৬৪২
অবতীর্ণ করা(আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন)	২২-হাজ্জ	৬৩	৭৬৪
অবতীর্ণ করা (মূসার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ কিতাব (কুরআন)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ যিকির/কুরআন (মুমিনদের প্রতি)	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
অবতীর্ণ (আল্লাহর অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে তিনি ভাল জানেন)	১৬-নাহ্ল	১০১	৭১১
অবতীর্ণ (আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব/কুরআনে রাসূল স.এর ঈমান)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
অবতীর্ণ (আল্লাহর অবতীর্ণ ওহীর অনুরণের আহ্বান, মুশরিক প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২১	৮২৮
অবতীর্ণ (আল্লাহর অবতীর্ণ ওহীতে অবিশ্বাস)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
অবতীর্ণ (কিতাব/কুরআ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ)	৩৯-যুমার	১	৮৭১
অবতারণ (কুরআনের অবতারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে)	৪০-মু'মিন	২	৮৭৮
অবশিষ্ট (আল্লাহর দেয়া অবশিষ্ট বা লাভই উত্তম)	১১-হূদ	৮৬	৬৭৩
অবশ্য পালনীয় আল্লাহর বিধান	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
অবিশ্বাস (আল্লাহ ও রাসূল স.কে অবিশ্বাস করেছে মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৮৪	৬৪৯
অবহিত (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সকল বিষয়ে অবহিত)	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
অবহিত করবেন না আল্লাহ্ অদৃশ্য বিষয়	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
অবহিত (আল্লাহ অবহিত মানুষের কাজ সম্পর্কে)	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
অবিশ্বাস (আল্লাহকে অবিশ্বাসকারী সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
অবিশ্বাস (আল্লাহকে অবিশ্বাস করার নির্দেশ দিত অহংকারীরা...)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
অবিশ্বাস (আল্লাহকে অবিশ্বাসকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত)	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
অবিশ্বাস(আল্লাহকে কিভাবে অবিশ্বাস করে, অথচ তিনিই জীবন-মৃত্যু দেন!)	২-বাক্বারা	২৮	৫০৪
অবিশ্বাস (আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী মুনাফিক/কাফিরদের ব্যয় গ্রহণ নিষেধ)	৯-তাওবা	৫৪	৬৪৫
অবিশ্বাস (আল্লাহ-রাসূল স.কে অবিশ্বাসকারীই প্রকৃত কাফির)	৪-নিসা	১৫০	৫৭৬
অবিশ্বাস (ঈমানের পর আল্লাহকে অবিশ্বাসের শাস্তি/আল্লাহর ক্রোধ)	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
অভাবমুক্ত (আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অতি প্রশংসনীয়)	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
অভাবমুক্ত (আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অতিপ্রশংসনীয়)	২২-হাজ্জ	৬৪	৭৬৪
অভাবমুক্ত (আল্লাহ অভাবমুক্ত ও সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
অভাবমুক্ত (আল্লাহ অভাবমুক্ত ও পরম সহনশীল)	২-বাক্বারা	২৬৩	৫৩১
অভাবমুক্ত (আল্লাহ অভাবমুক্ত, কৃপণতা প্রসঙ্গ)	৫৭-হাদীদ	২৪	৯৫০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
অভাবমুক্ত (আল্লাহ অভাবমুক্ত, আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহর)	৩১-লুকমান	২৬	৮২৯
অভাবমুক্ত (আল্লাহর পথে ব্যয় প্রসঙ্গে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
অভাবমুক্ত করা (স্বামী-স্ত্রীকে প্রত্যেককে আল্লাহ অভাবমুক্ত করবেন)	৪-নিসা	১৩০	৫৭৩
অভাবমুক্ত করেছেন আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদেরকে	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
অভাবমুক্ত করে দিবেন আল্লাহ ফকিরকে (বিয়ে করলে...)	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
অভাবমুক্ত করে দিবেন আল্লাহ মুমিনদেরকে	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
অভিবাদন (আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিবাদন জানানো বরকতময়)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
অভিভাবক (অহংকারীরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে অভিভাবক পাবেনা)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
অভিভাবক (আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে অভিভাবক গ্রহণ)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
অভিভাবক (আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক থাকবে না, জালিম প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
অভিভাবক (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক গ্রহণ অযৌক্তিক)	৬-আন্'আম	১৪	৫৯৭
অভিভাবক (আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক নেই...)	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
অভিভাবক (আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক নেই)	১১-হূদ	১১৩	৬৭৬
অভিভাবক (আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক নেই)	৯-তাওবা	১১৬	৬৫২
অভিভাবক (আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক নেই)	৪২-শূরা	৩১	৮৯৪
অভিভাবক (আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক থাকবে না জালিমদের)	৪২-শূরা	৪৬	৮৯৫
অভিভাবক (আল্লাহ ছাড়া অভিভাবক/সাহায্যকারী পাবে না মুনাফিকরা)	৩৩-আহযাব	১৭	৮৩৪
অভিভাবক (আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক/সাহায্যকারী নেই)	২৯-আনকাবূত	২২	৮১৭
অভিভাবক (আল্লাহর বিপরীতে রাসূল স. এর অভিভাবক থাকবে না)	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
অভিভাবক আল্লাহ, মুমিনদের দুই দলেরই, উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৩-আলে ইমরান	১২২	৫৪৭
অভিভাবক (আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক)	৩-আলে ইমরান	৬৮	৫৪২
অভিভাবক (ঈমানদারদের অভিভাবক আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
অভিমূখী (আল্লাহ অভিমুখীদের জন্য আছে সুসংবাদ)	৩৯-যুমার	১৭	৮৭২
অভিযোকারীরাই আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী (সাক্ষী উপস্থিত...)	২৪-নূর	১৩	৭৭৫
অভিযোগ (আল্লাহর নিকট অভিযোগ, এক মহিলা স্বামী সম্পর্কে)	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
অভিযোগ (ইয়াকুব আ. আ. আল্লাহর কাছে দুঃখ ও কষ্টের অভিযোগ করছেন)	১২-ইউসুফ	৮৬	৬৮৫
অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে গ্রহণ...	৪২-শূরা	৬	৮৯১
অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ বাদে অন্যকে গ্রহণ!(মাকড়সার দৃষ্টান্ত)	২৯-আনকাবূত	৪১	৮১৯
অভিভাবক পাবেনা আল্লাহ ছাড়া (তার দিকে ডাকে সাড়া না দিলে)	৪৬-আহ্কাফ	৩২	৯১১
অভিভাবক (মন্দকাজকারী আল্লাহ ছাড়া কাউকে অভিভাবকরূপে পাবেনা)	৪-নিসা	১২৩	৫৭২
অভিভাবক (মুমিনদের অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট)	৪-নিসা	৪৫	৫৬২
অভিভাবক (রাসূল স. এর অভিভাবক আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	১৯৬	৬৩১
অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই (আল্লাহ ছাড়া)	২-বাক্বারা	১০৭	৫১২
অভিভাবক গ্রহণ, আল্লাহর পরিবর্তে (মুশরিকদের কাজে আসবে না)	৪৫-জাছিয়া	১০	৯০৫
অভিভাবক গ্রহণ করেছে এক দল আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে	৭-আ'রাফ	৩০	৬১৫
অভিভাবক (আল্লাহই অভিভাবক)	৪২-শূরা	২৮	৮৯৩
অভিভাবক (আল্লাহই প্রকৃত ও একমাত্র অভিভাবক)	৪২-শূরা	৯	৮৯১
অমান্য(আল্লাহ-রাসূল স. এর অমান্যকারীকে আগুনে প্রবেশ করানো হবে)	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
অমান্য (আল্লাহকে অমান্য করলে পরিণাম জাহান্নামের আগুন)	৭২-জিন্	২৩	৯৮৭
অমান্য (আল্লাহ-রাসূল স.কে অমান্যকারী সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট)	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
অমুখাপেক্ষী (আল্লাহ জগত থেকে অমুখাপেক্ষী)	২৯-আনকাবূত	৬	৮১৬
অমুখাপেক্ষী ও অতি প্রশংসনীয় (আল্লাহ)	১৪-ইবরাহীম	৮	৬৯৩
অমুখাপেক্ষী (আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, জগতসমূহ থেকে)	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
অমুখাপেক্ষী (আল্লাহ অমুখাপেক্ষী/প্রশংসনীয়, মানুষের অকৃতজ্ঞতা...)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
অমুখাপেক্ষী (আল্লাহ অমুখাপেক্ষী)	৬০-মুমতাহিনা	৬	৯৫৮
অমুখাপেক্ষী (আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও অতিপ্রশংসনীয়)	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
অমুখাপেক্ষী (আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসনীয়)	৩৫-ফাতির	১৫	৮৪৭
অমুখাপেক্ষী (আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও অতি প্রশংসনীয়, ভয় করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
অসত্য ধারণা (মুনাফিকরা আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য ধারণা করছিল)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
অসত্য বলা (আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য বলার শাস্তি)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
অসন্তুষ্ট (আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে যে জিনিস...)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৮	৯১৪
অসন্তুষ্টি (আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে আসে যে তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম)	৩-আলে ইমরান	১৬২	৫৫১
অসন্তুষ্টি (আল্লাহর অসন্তুষ্টি বেশি হবে কিয়ামতে...)	৪০-মু'মিন	১০	৮৭৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অসন্তুষ্টি (বনী ইসরাঈলের কাফিরদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৮০	৫৯০
অস্বীকার করেন আল্লাহ তাঁর আলোর পূর্ণতা ছাড়া অন্য সবকিছু	৯-তাওবা	৩২	৬৪৩
আকড়ে ধরা (তাওবার পর আল্লাহকে আকড়ে ধরার প্রতিদান)	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
আকাশ থেকে আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করেছেন	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
আকাশ থেকে আল্লাহ পানি বর্ষন করেন	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
আকাশ-পৃথিবীর অধিপতি আল্লাহ বরকতময়	৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
আকাশ-পৃথিবীর চাবিকাঠি আল্লাহর কাছে	৩৯-যুমার	৬৩	৮৭৬
আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহর	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
আকাশ-পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর	১০-ইউনুস	৫৫	৬৫৯
আকাশ-পৃথিবীতে যারা আছে তারা আল্লাহর	২১-আম্বিয়া	১৯	৭৫১
আকাশ-পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ	৬-আন্'আম	৩	৫৯৬
আকাশ-পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহরই	১৬-নাহ্ল	৫২	৭০৭
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর	৪-নিসা	১২৬	৫৭২
আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহর	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর	১০-ইউনুস	৬৬	৬৬০
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর	৪-নিসা	১৩২	৫৭৩
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর	৬-আন্'আম	১২	৫৯৭
আকাশের সবকিছু আল্লাহর	২২-হাজ্জ	৬৪	৭৬৪
আকাশের সবকিছু আল্লাহরই(তিনি অভাবমুক্ত ও প্রশংসনীয়)	৩১-লুকমান	২৬	৮২৯
আখিরাতের আবাস আল্লাহর কাছে (শুধু ইহুদীদের জন্য)	২-বাক্বারা	৯৪	৫১১
আগুন (হুতামা হলো আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন)	১০৪-হুমাযা	৬	১০৩৩
আঘাত করবেন আল্লাহ মুনাফিক/কাফিরদেরকে (শাস্তি দ্বারা অথবা...)	৯-তাওবা	৫২	৬৪৫
আতঙ্কজনক (মুমিনগণ আল্লাহর চেয়ে বেশি আতঙ্কজনক, মুনাফিকদের বক্ষে)	৫৯-হাশর	১৩	৯৫৬
আত্মসমর্পণ(জগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট সাবার রানীর আত্মসমর্পণ)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
আত্মসমর্পণ (মুশরিক কিয়ামতে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে)	১৬-নাহ্ল	৮৭	৭১০
আত্মসমর্পণ (সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ উত্তম)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
আদেশ (আল্লাহর আদেশে মানুষকে সংরক্ষণ করে সংরক্ষণকারী...)	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
আদেশ (আল্লাহর আদেশে সমুদ্রে নৌযান চলাচল প্রসঙ্গ)	৪৫-জাছিয়া	১২	৯০৫
আদেশ করেন আল্লাহ যা চান	৫-মায়িদা	১	৫৮০
আদেশক্রমে (আল্লাহর আদেশক্রমে প্রতিটি প্রজ্ঞাময় বিষয়...)	৪৪-দুখান	৫	৯০২
আনুগত্য (আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ)	৩-আলে ইমরান	১৩২	৫৪৮
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর অনুগত্য করে মুমিন নর-নারীরা)	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর অনুগত্য করার নির্দেশ)	৩-আলে ইমরান	৩২	৫৩৯
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ)	৮-আনফাল	৪৬	৬৩৬
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্যের নির্দেশ, মু'মিনদেরকে)	৮-আনফাল	২০	৬৩৩
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করে যারা তারা সফল)	২৪-নূর	৫২	৭৭৯
আনুগত্য (আল্লাহর আনুগত্য করতে মুমিনদের প্রতি নির্দেশ)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
আনুগত্য (আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ)	২৪-নূর	৫৪	৭৭৯
আনুগত্য (আল্লাহর আনুগত্য না করার জন্য কাফিরদের অনুতাপ)	৩৩-আহযাব	৬৬	৮৩৯
আনুগত্য (আল্লাহর আনুগত্য করলে কর্মফল হ্রাস করা হবে না...)	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
আনুগত্য (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্য করলে জান্নাতে প্রবেশ)	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
আনুগত্য (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারীর উপর আল্লাহর নেয়ামত)	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
আনুগত্য(আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারী মহাসাফল্য লাভ করেছে)	৩৩-আহযাব	৭১	৮৪০
আনুগত্য কর আল্লাহর (ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৩	৯১৫
আনুগত্য (নবীর স্ত্রীদেরকে আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যের নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
আনুগত্য (নিজের কল্যাণের জন্য আল্লাহর আনুগত্য)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
আনুগত্য (নিরবচ্ছিন্ন দ্বীন/আনুগত্য আল্লাহরই জন্য)	১৬-নাহ্ল	৫২	৭০৭
আনুগত্য (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. এর আনুগত্যের নির্দেশ)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ)	৬৪-তাগাবুন	১২	৯৬৭
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্যকারীকে জান্নাতে প্রবেশ...)	৪৮-ফাত্হ	১৭	৯১৭
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ)	৮-আনফাল	১	৬৩২
আনুগত্য (মদ/জুয়া থেকে বিরত হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহর আনুগত্য)	৫-মায়িদা	৯২	৫৯২
আনুগত্য (রাসূল স.কে আনুগত্য করা মূলত আল্লাহকেই আনুগত্য করা)	৪-নিসা	৮০	৫৬৭
আপ্যায়ন (আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন, নহর প্রবাহিত জান্নাত)	৩-আলে ইমরান	১৯৮	৫৫৫
আবশ্যক করা (দয়া করাকে আল্লাহ নিজের জন্য আবশ্যক করেছেন)	৬-আন্'আম	১২	৫৯৭
আয়াত আয়াত পাঠ করা সত্তেও কুফরী...	৩-আলে ইমরান	১০১	৫৪৫
আয়াত (আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাস করে যে...)	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
আয়াত (আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাস করে আহলি কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	৭০	৫৪২
আয়াত (আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীকে বিভ্রান্ত করা হয়)	৪০-মু'মিন	৬৩	৮৮৩
আয়াত (আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী বড় জালিম)	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
আয়াত (আল্লাহর আয়াতকে অবিশ্বাস করে যারা...)	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
আয়াত (আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাসের কারণে দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা...	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
আয়াত(আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাস করায় বনীইসরাঈলের পরিণতি)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
আয়াত (আল্লাহর আয়াত অস্বীকার ও আদ জাতির চোখ-কান-হৃদয়...)	৪৬-আহ্কাফ	২৬	৯১০
আয়াত (আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করা)	৩০-রূম	১০	৮২২
আয়াত (আল্লাহর আয়াতকে উপহাস হিসাবে গ্রহণ করা নিষেধ	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
আয়াত (আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বললে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে)	১০-ইউনুস	৯৫	৬৬৩
আয়াত (আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা আখ্যাদাতার উপমা খুবই নিকৃষ্ট!)	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
আয়াত (আল্লাহর আয়াত থেকে যেন বিরত না রাখে রাসূল স.কে)	২৮-কাসাস	৮৭	৮১৫
আয়াত (আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্ক করে যারা...)	৪০-মু'মিন	৬৯	৮৮৪
আয়াত (আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করেছে যারা...)	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
আয়াত (আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ...)	৯-তাওবা	৯	৬৪০
আয়াত (আল্লাহর আয়াতের পর কাফির কোন কথায় ঈমান আনবে!)	৪৫-জাছিয়া	৬	৯০৫
আয়াত (আল্লাহর আয়াত পাঠ করেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট)	২-বাক্বারা	২৫২	৫২৯
আয়াত (আল্লাহর আয়াত পাঠ করছেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট)	৩-আলে ইমরান	১০৮	৫৪৬
আয়াত (আল্লাহর আয়াত পাঠ করবেন রাসূল স. মুমিনদের নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
আয়াত (আল্লাহর আয়াত পাঠ করে, আহলে কিতাবদের এক দল)	৩-আলে ইমরান	১১৩	৫৪৭
আয়াত (আল্লাহর আয়াত পাঠ ও কাফিরদের ঈমান না আনা প্রসঙ্গ)	৪৫-জাছিয়া	৬	৯০৫
আয়াত (পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে আল্লাহর আয়াতকে)	৬৮-ক্বালাম	১৫	৯৭৫
আয়াত বর্ণনা (মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আল্লাহর আয়াত বর্ণনা)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
আয়াত (যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান আনে না তারাই মিথ্যাবাদী)	১৬-নাহ্ল	১০৫	৭১২
আয়াত (রাসূল স. আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনান)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
আয়াত (রাসূল স. মানুষের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করেন)	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন আল্লাহ (যাতে মানুষ সঠিক পথ পায়)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
আয়াত (জালিমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে)	৬-আন্'আম	৩৩	৫৯৮
আয়াত (বনী ইসরাঈল কর্তৃক আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
আয়াত (আল্লাহর আয়াত বর্ণনা, মানুষের চিন্তার জন্য)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
আয়াত (আল্লাহর আয়াত শুনেও অহংকারী হয়ে অটল থাকায় দুর্ভোগ)	৪৫-জাছিয়া	৮	৯০৫
আয়াত (আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে কাফিররা বিতর্ক করে)	৪০-মু'মিন	৪	৮৭৮
আয়াত (আল্লাহর আয়াত স্মরণ রাখার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
আয়াত (আল্লাহর আয়াতে অবিশ্বাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
আয়াত (আল্লাহর আয়াতে ঈমান না আনলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	১৬-নাহ্ল	১০৪	৭১১
আয়াত (আল্লাহর আয়াতের প্রতি উদ্ধত, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৬	৯৯০
আয়াত (আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্যগ্রহণ না করা...)	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
আয়াত (আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে মুশরিকদের ষড়যন্ত্র)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
আয়াত (আল্লাহর আয়াতের মাধ্যমে নূহ আ. জাতিকে উপদেশ)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
আরোপ (মুশরিকরা যা অপছন্দ করে তা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে)	১৬-নাহ্ল	৬২	৭০৭
আলো (আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর আলো)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
আলো (আল্লাহ আলো রাখেননি যার জন্য তার কোন আলো নেই)	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
আলো (আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায় কাফিররা)	৯-তাওবা	৩২	৬৪৩
আলো (আল্লাহর আলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায় জালিমরা)	৬১-সাফ্ফ	৮	৯৬০
আলো ও সুস্পষ্ট কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে	৫-মায়িদা	১৫	৫৮২
আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী	৪০-মু'মিন	১৭	৮৭৯
আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন	৪২-শূরা	৯	৮৯১
আশ্রয় (আল্লাহ ছাড়া কারো আশ্রয় রাসূল স. পাবেন না)	৭২-জিন্	২২	৯৮৭
আশ্রয় (আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করল আযীয, একজনের স্থলে...)	১২-ইউসুফ	৭৯	৬৮৪
আশ্রয় (আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করল ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
আশ্রয়স্থল (আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই আল্লাহ থেকে বাঁচার)	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
আশ্রয় প্রার্থনা (শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা)	৭-আ'রাফ	২০০	৬৩১
আশ্রয় (শয়তান প্ররোচিত করলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৬	৮৮৮
আশ্রয় (কুরআন পাঠের সময় শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয়...)	১৬-নাহ্ল	৯৮	৭১১
আশ্রয়দাতা আল্লাহ (কাফিররা বলবে, জিজ্ঞাসা করলে)	২৩-মু'মিনূন	৮৯	৭৭১
আশা(আল্লাহর আশাকারীর জন্য রাসূল স. এর মধ্যে উত্তম আদর্শ)	৩৩-আহযাব	২১	৮৩৫
আশা (আল্লাহর কাছে মুমিনরা যা আশা করে কাফিররা তা করেনা)	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
আশ্রয় দান করেন আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	৮৮	৭৭১
আশ্রয় প্রার্থনা (আল্লাহর কাছে মূসার আশ্রয় প্রার্থনা, গাভী জবাই...)	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
আসা (আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আসা ব্যক্তির সন্তান/সম্পদ প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৮৯	৭৯২
আসা (আল্লাহর পক্ষ থেকে অপ্রতিরোধ্য দিন আসার পূর্বেই ঈমান..)	৪২-শূরা	৪৭	৮৯৫
আসা (আল্লাহ শাস্তি নিয়ে আসলেন এমন দিক থেকে যা...)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
আসা (মেঘের আড়াল থেকে আল্লাহর আসার অপেক্ষা)	২-বাক্বারা	২১০	৫২৩
আহ্বান (আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন)	১০-ইউনুস	২৫	৬৫৬
আহ্বান (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আহ্বানে সাড়া দেয়ার নির্দেশ...)	৮-আনফাল	২৪	৬৩৪
আহ্বান (আল্লাহ ও রাসূল স. এর দিকে আহ্বান করা হলে মু'মিনরা বলবে...)	২৪-নূর	৫১	৭৭৯
আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয়া (আল্লাহর দিকে অহবানকারী জিন)	৪৬-আহ্কাফ	৩২	৯১১
আহ্বান (আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আহ্বান করে, ইবরাহীমের পিতা)	১৯-মারইয়াম	৪৮	৭৩৭
আহ্বান (আল্লাহ জাহান্নামের প্রহরীদের আহ্বান করবেন...)	৯৬-আলাক	১৮	১০২৪
আহ্বান (আল্লাহর দিকে আহ্বান করছেন রাসূল স. ও তার অনুসারীরা)	১২-ইউসুফ	১০৮	৬৮৭
আহ্বানকারী (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে জ্বিনদের সাড়া...)	৪৬-আহ্কাফ	৩১	৯১১
আহ্বানকারী (নবী আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী)	৩৩-আহযাব	৪৬	৮৩৭
আহ্বান (মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করাই উত্তম কথা)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৩	৮৮৮
ইচ্ছা (আল্লাহ চাইলে যাকে ইচ্ছা সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন)	৩৯-যুমার	৪	৮৭১
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে তওবা কবুল করবেন, মুশরিকদের)	৯-তাওবা	১৫	৬৪১
ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন)	৪-নিসা	৪৯	৫৬৩
ইচ্ছাধীন(মুনাফিকদের তাওবা কবুল/শাস্তি প্রদান আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
ইচ্ছাধীন (মুশরিকদের ঈমান আনা আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	৬-আন্'আম	১১১	৬০৭
ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহ কারো রিযিক প্রসারিত ও পরিমাপ করে দেন	৩৯-যুমার	৫২	৮৭৫
ইচ্ছা (মূসা আ. ধৈর্যশীল থাকবেন আল্লাহর ইচ্ছায়)...	১৮-কাহ্ফ	৬৯	৭৩০
ইচ্ছায় (আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয়ী হবে এক হাজার মু'মিন দুই হাজার...)	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
ইচ্ছা (রাসূল স. এর উপকার বা ক্ষতির বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
ইচ্ছা (শয়তানের অনুসারীদের জাহান্নামে থাকার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা)	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
ইচ্ছা (সকল ষড়যন্ত্র আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	১৩-রা'দ	৪২	৬৯২
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলেই কাফিরদের থেকে বদলা নিতে পারেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাকে প্রতিনিধি করতেন)	৪৩-যুখরুফ	৬০	৯০০
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে এক উম্মতভুক্ত করতেন)	৪২-শূরা	৮	৮৯১
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমুদ্রের বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন)	৪২-শূরা	৩৩	৮৯৪
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে নবীর হৃদয়ে মোহর মেরে দিতে পারেন)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে সৎকর্মশীল পাবে মূসা আ. শোয়াইবকে)	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুশরিকরা শরীক করত না!)	৬-আন্'আম	১০৭	৬০৬
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন...)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সঠিকপথ প্রদর্শন করতেন!)	১৬-নাহ্ল	৯	৭০৩
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকলকে এক উম্মতভুক্ত করতেন!)	১৬-নাহ্ল	৯৩	৭১১
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুনাফিকদের দৃষ্টিশক্তি/শ্রবণশক্তি কেড়ে নিতেন)	২-বাক্বারা	২০	৫০৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতা পাঠাতেন, নূহসম্প্রদায় বলল)	২৩-মু'মিনূন	২৪	৭৬৭
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে শিরক করতনা মর্মে মুশরিকের যুক্তি পেশ)	১৬-নাহল	৩৫	৭০৫
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সঠিকপথের উপর একত্র করতেন)	৬-আন্'আম	৩৫	৫৯৯
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুশরিকরা শিরক করত না !)	৬-আন্'আম	১৪৮	৬১১
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে কষ্টে ফেলতে পারতেন, ইয়াতীম...)	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে পরবর্তীরা যুদ্ধে লিপ্ত হত না)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুশরিকদের তওবা কবুল করবেন)	৯-তাওবা	১৫	৬৪১
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুশরিকরা সন্তান হত্যা করত না)	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে এক উম্মত করতে পারতেন)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা না করলে ইউসুফ আ. ভাইকে নিজের কাছে...)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
ইচ্ছা (আল্লাহ কি ইচ্ছা করেছেন, জাহান্নামের প্রহরীর উপমা দ্বারা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
ইচ্ছা (আল্লাহ কিছুর ইচ্ছা করলে বলেন,'হও' আর তখনই তা হয়)	১৬-নাহল	৪০	৭০৬
ইচ্ছা (আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতির ইচ্ছা করলে...)	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
ইচ্ছা (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন...)	৩-আলে ইমরান	৪০	৫৪০
ইচ্ছা (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়)	১৮-কাহ্ফ	৩৯	৭২৭
ইচ্ছা (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন)	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
ইচ্ছা (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন)	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথ দেখান/পথভ্রষ্ট করেন)	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন/সঠিকপথে রাখেন)	৬-আন্'আম	৩৯	৫৯৯
ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিকপথে পরিচালিত করেন)	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন)	১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন)	১০-ইউনুস	২৫	৬৫৬
ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান)	৪২-শূরা	৮	৮৯১
ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার জন্য মনোনীত করেন)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন)	৪২-শূরা	১৯	৮৯২
ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে অনুগ্রহ দান করেন)	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
ইচ্ছা (আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া সবাই ভীত হবে)	২৭-নামল	৮৭	৮০৭
ইচ্ছা (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া রাসূলদের প্রমাণ আনা সম্ভব নয়)	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া রাসূল স. কিছু ভুলে যাবেন না)	৮৭-আ'লা	৭	১০১৮
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মানুষ ইচ্ছা করে না)	৭৬-দাহ্র	৩০	৯৯৬
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারো ইচ্ছা কার্যকরী নয়)	৮১-তাকভীর	২৯	১০০৯
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া শু'আইবের সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শে ফেরা সঙ্গত নয়)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মৃত্যুবরণ করতে পারে না কোন ব্যক্তি)	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া রাসূল স. নিজের ভাল-মন্দেরও মালিক নন)	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মু'মিনদের ক্ষতি করতে সক্ষম নয়...)	৫৮-মুজাদালা	১০	৯৫৩
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছায়ই মুমিনরা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল, উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৬৬	৫৫২
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছায় ইসমাঈল আ. ধৈর্যধারণ করবেন)	৩৭-সাফ্ফাত	১০২	৮৬২
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছায় তালুত বাহিনী জালুত বাহিনীকে পরাজিত...)	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ, ইউসুফের ভাই ও...)	১২-ইউসুফ	৯৯	৬৮৬
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছায় পাখি হয়ে যায় মাটির পাখি, ঈসা আ. ফুঁ দিলে)	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছায় বনী ইসরাঈল সঠিকপথ পাবে, গাভী প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৭০	৫০৮
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছায় বড় দলকে পরাজিত করে ছোট দল)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছায় মৃতকে জীবিত করেন ঈসা)	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
ইচ্ছা আল্লাহর (শিঙ্গার প্রথম ফুঁ-তে সকলে সংজ্ঞাহীন হওয়া)	৩৯-যুমার	৬৮	৮৭৭
ইচ্ছা (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ ক্ষতি করতে পারত না)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
ইচ্ছা করলে আল্লাহ মুনাফিকদেরকে মুমিনদের উপর ক্ষমতা দিতেন	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন (ব্যয় প্রসঙ্গে কাফিরদের কটুক্তি)	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
ইচ্ছা করেন যদি (যে কোন বিষয়ে ইনশাআল্লাহ বলার নির্দেশ)	১৮-কাহ্ফ	২৪	৭২৬
ইচ্ছা (কিন কিছু নিশ্চিহ্ন করা বা সুদৃঢ় করা আল্লাহর ইচ্ছা)	১৩-রা'দ	৩৯	৬৯২
ইচ্ছা (ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধন আল্লাহর ইচ্ছা)	৪৮-ফাত্হ	১১	৯১৭
ইজ্জত (সমস্ত ইজ্জত/সম্মান আল্লাহর, কাফিরকে বন্ধু বানানো প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৯	৫৭৪
ইবাদত (আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে...)	৩৭-সাফ্ফাত	২৩	৮৫৮
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত থেকে মুক্ত ইবরাহীম আ. ও...)	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদতে রাসূলগণের নিষেধাজ্ঞা)	৪১-ফুস্সিলাত	১৪	৮৮৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত- যারা মালিক নয় ক্ষতি...)	৫-মায়িদা	৭৬	৫৯০
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করতে প্রতিপালকের নিষেধাজ্ঞা)	১৭-ইস্রা	২৩	৭১৬
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করার আহ্বান আহলি...)	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছেন রাসূল)	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ, ছামুদ সম্প্রদায়কে)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান)	৩-আলে ইমরান	৫১	৫৪১
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করতে বলেছেন ঈসা...)	৫-মায়িদা	১১৭	৫৯৫
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করতে বললেন শু'আইব...)	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
ইবাদত করা আল্লাহর (দ্বীনকে তার জন্য নির্দিষ্ট করে)	৩৯-যুমার	২	৮৭১
ইবাদত(ইবরাহীম আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	১৬	৮১৭
ইবাদত (একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ, আহলে কিতাবকে)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৯
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করতে বলল হুদ আ. আদ জাতিকে)	৭-আ'রাফ	৬৫	৬১৮
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ,তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই)	২০-ত্বা-হা	১৪	৭৪১
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে অন্য কেউ বিরত থাকেনা)	২১-আম্বিয়া	১৯	৭৫১
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ, আদ জাতিকে)	২৩-মু'মিনূন	৩২	৭৬৮
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান নূহ সম্প্রদায়কে)	২৩-মু'মিনূন	২৩	৭৬৭
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ,ছামূদ জাতিকে)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করা ও কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ)	৩৯-যুমার	৬৬	৮৭৭
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ,নূহের সম্প্রদায়ের প্রতি)	৭১-নূহ্	৩	৯৮৪
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দেন হুদ আ. তার জাতিকে)	১১-হূদ	৫০	৬৭০
ইবাদত (আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের ইবাদত করায় ধিক)	২১-আম্বিয়া	৬৭	৭৫৪
ইবাদত(অনেক মানুষ দ্বিধার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করা রাসূল স. এর জন্য নিষেধ)	৬-আন্'আম	৫৬	৬০১
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে মুশরিকরা)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত নিষেধ করেন নূহ)	১১-হূদ	২৬	৬৬৮
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করতে বললেন নূহ আ. তার সম্প্রদায়কে)	৭-আ'রাফ	৫৯	৬১৮
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করতে বলেছিল মাসীহ বনী...)	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের নির্দেশ দেয় অজ্ঞরা)	৩৯-যুমার	৬৪	৮৭৬
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া অন্যইলাহদের ইবাদত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া..)	১৮-কাহ্ফ	১৬	৭২৫
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা)	৪৬-আহ্কাফ	২১	৯১০
ইবাদত(আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করা,বনীইসরাঈলের অঙ্গীকার)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
ইবাদত(আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত যে উপকার/ক্ষতি করতে পারেনা)	২১-আম্বিয়া	৬৬	৭৫৪
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা যাবে না)	১১-হূদ	২	৬৬৫
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করেন না রাসূল)	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
ইবাদত (রাসূল স. আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করেন না)	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
ইবাদত (ছামূদ সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ)	২৭-নামল	৪৫	৮০৩
ইবাদত (দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে ইবাদত করার নির্দেশ)	৩৯-যুমার	১১	৮৭২
ইবাদত (দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নবী ইবাদত করেন)	৩৯-যুমার	১৪	৮৭২
ইবাদত (নবীগণ আল্লাহর ইবাদত করা ও তাগূত বর্জনের নির্দেশ দেন)	১৬-নাহল	৩৬	৭০৬
ইবাদত (শু'আইব সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
ইবাদত(শুয়াইব আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	৩৬	৮১৯
ইবাদত (মানুষকে তার প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
ইবাদত (মুমিনদেরকে আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
ইবাদত (প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত, ঈসা আ. প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৬৪	৯০০
ইয়াকুব আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে তা জানেন যা পুত্ররা জানে না	১২-ইউসুফ	৯৬	৬৮৬
ইয়াকুব আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানেন, যা তার পুত্ররা জানে না	১২-ইউসুফ	৮৬	৬৮৫
ইলাহ (আকাশ-পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকলে দুটোই ধ্বংস হত)	২১-আম্বিয়া	২২	৭৫১
ইলাহ (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, তিনি ছাড়া ইলাহ নেই)	১৬-নাহল	২	৭০৩
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই)	২০-ত্বা-হা	৮	৭৪১
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ খোঁজার অসারতা)	৭-আ'রাফ	১৪০	৬২৫
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহকে ডাকা নিষেধ)	২৮-কাসাস	৮৮	৮১৫
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন)	৩-আলে ইমরান	১৮	৫৩৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই)	৩-আলে ইমরান	১৮	৫৩৭
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, শ্রবণ/দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়ার)	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই)	৩-আলে ইমরান	৬২	৫৪২
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই -এ ওহীসহ রাসূল স. প্রেরণ)	২১-আম্বিয়া	২৫	৭৫১
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, নূহ আ. তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন)	২৩-মু'মিনূন	২৩	৭৬৭
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই)	১১-হূদ	১৪	৬৬৬
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ কে আছে, যে রাত এনে দিবে...	২৮-কাসাস	৭২	৮১৪
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ কে আছে, যে আলো এনে দিবে...)	২৮-কাসাস	৭১	৮১৪
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া কি অন্য ইলাহ আছে?)	৫২-তূর	৪৩	৯৩১
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)	৩-আলে ইমরান	২	৫৩৬
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)	২০-ত্বা-হা	১৪	৭৪১
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই...)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)	৫৯-হাশর	২২	৯৫৭
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)	৬৪-তাগাবুন	১৩	৯৬৭
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৯	৯৮৮
ইলাহ (আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই)	৪-নিসা	৮৭	৫৬৮
ইলাহ (আল্লাহ দুই ইলাহ গ্রহণ না করতে বলেন)	১৬-নাহ্ল	৫১	৭০৭
ইলাহ (আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই)	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
ইলাহ (আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ চায় ইবরাহীমের সম্প্রদায়)	৩৭-সাফফাত	৮৬	৮৬১
ইলাহ নির্ধারণ (আল্লাহর সাথে ইলাহ নির্ধারণ না করা...)	১৭-ইসরা	৩৯	৭১৭
ইলাহ (নবীকে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে না ডাকার নির্দেশ)	২৬-শু'আরা	২১৩	৭৯৯
ইলাহ (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নেই)	৬-আন্'আম	১৯	৫৯৭
ইলাহ (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না যারা)	২৫-ফুরকান	৬৭	৭৮৭
ইলাহ (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নেই)	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
ইলাহ (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ সাব্যস্তকারীকে শাস্তিতে নিক্ষেপ)	৫০-ক্বাফ	২৬	৯২৩
ইলাহ (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নেই)	২৭-নামল	৬২	৮০৫
ইলাহ (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ আছে কি?)	২৭-নামল	৬১	৮০৫
ইলাহ (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নেই)	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
ইলাহ (আল্লাহর সাথে আরও ইলাহ থাকলে তারা...)	১৭-ইসরা	৪২	৭১৭
ইলাহ (আল্লাহর সাথে ইলাহ নির্ধারণে নিষেধাজ্ঞা)	১৭-ইসরা	২২	৭১৬
ইলাহ গ্রহণ করেছে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে (কাফিররা)	৩৬-ইয়াসীন	৭৪	৮৫৬
ইলাহ নির্ধারণ (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে)	১৫-হিজর	৯৬	৭০২
ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া	৯-তাওবা	১২৯	৬৫৩
ইলাহ নেই (আল্লাহ ছাড়া)	২৩-মু'মিনূন	১১৬	৭৭৩
ইলাহ নেই (আল্লাহ ছাড়া)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৯	৯১৩
ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া	৩৭-সাফফাত	৩৫	৮৫৮
ইলাহ নেই (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)	৫৯-হাশর	২৩	৯৫৭
ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া	২৮-কাসাস	৭০	৮১৪
ইলাহ্ (আকাশে ও পৃথিবীতে আল্লাহই একমাত্র ইলাহ)	৪৩-যুখরুফ	৮৪	৯০১
ইলাহ (একমাত্র আল্লাহ ছাড়া মানুষের কোন ইলাহ নেই)	২০-ত্বা-হা	৯৮	৭৪৭
ইসলাম আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় দ্বীন	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
ইহকাল ও পরকাল আল্লাহর	৫৩-নাজম	২৫	৯৩৩
ঈমান (আল্লাহ প্রতি ঈমান আনতে হাওয়ারীদের প্রতি ওহী...)	৫-মায়িদা	১১১	৫৯৪
ঈমান (আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে যারা তাদেরকে উপদেশ...)	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
ঈমান (আল্লাহর উপর ঈমান রাখা উত্তম উম্মতের দায়িত্ব)	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
ঈমান (আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকে যদি মু'মিনরা...)	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
ঈমান (আল্লাহর উপর ঈমানের সমান নয়...)	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
ঈমান (আল্লাহর উপর ঈমান আনার কারণে প্রতিশোধ নিচ্ছে...)	৫-মায়িদা	৫৯	৫৮৭
ঈমান (আল্লাহর উপর ঈমান আনে যেসব আহলে কিতাব...)	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
ঈমান (আল্লাহর উপর ঈমান আনে আহলে কিতাবদের একদল)	৩-আলে ইমরান	১১৪	৫৪৭
ঈমান (আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে হাওয়ারীগণ)	৩-আলে ইমরান	৫২	৫৪১
ঈমান (আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে যারা তারা অনুমতি চায় না...)	৯-তাওবা	৪৪	৬৪৪
ঈমান (আল্লাহর উপর ঈমান আনে না যারা তারাই অনুমতি চায়...)	৯-তাওবা	৪৫	৬৪৫
ঈমান (আল্লাহর উপর ঈমান আনেনি যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ)	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
ঈমান (আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান হল প্রকৃত পূণ্য)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঈমান (আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনলে গর্ভ গোপন...)	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
ঈমান (আল্লাহ/কিতাব/নবী-রাসূল স. এর প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
ঈমান (আল্লাহতে ঈমান আনলে কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব নয়)	৫-মায়িদা	৮১	৫৯০
ঈমান (আল্লাহতে ঈমান আনলে মতবিরোধের ক্ষেত্রে করণীয়)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
ঈমান (আল্লাহতে ঈমান আনার কারণে বের করে দেয়া, রাসূল স. ও...)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
ঈমান (আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান এনেছে এবং... তারাই প্রকৃত মুমিন)	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
ঈমান (আল্লাহতে ঈমানদারদের জন্যে রিযিক প্রার্থনা)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
ঈমান (আল্লাহ, রাসূল স. ও কুরআনে ঈমান আনা)	৬৪-তাগাবুন	৮	৯৬৬
ঈমান (আল্লাহ-রাসূলে ঈমানের প্রতিদান)	৪-নিসা	১৫২	৫৭৬
ঈমান (আহলে কিতাবকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান মজবুত হাতল ধারণের মত)	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমানহীন লোকের দান, খোঁটা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমানদাররা যেন রাসূল স. এর প্রতিও ঈমান আনে)	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা...)	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না যারা তাদের জন্য...)	৪৮-ফাত্হ	১৩	৯১৭
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য রাসূল স. প্রেরণ..)	৪৮-ফাত্হ	৯	৯১৬
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর)	৪০-মু'মিন	৮৪	৮৮৫
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে পাপ মোচন করা হবে)	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান না রাখায় জাহান্নামের কঠিন শাস্তি প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৩	৯৭৭
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনার পরিণাম)	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৯	৫৬২
ঈমান(আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মিথ্যা ঘোষণা, মুনাফিকদের)	২-বাক্বারা	৮	৫০২
ঈমান (আল্লাহর প্রতি নাসারাদের ঈমান আনার ঘোষণা)	৫-মায়িদা	৮৪	৫৯১
ঈমান (আল্লাহর প্রতি মুনাফিকের ঈমান আনার দাবী)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতে বেদুইনদের কেউ কেউ	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
ঈমান (মুমিন,ইহুদি, নাসারা ও সাবেয়ীদের আল্লাহর প্রতি ঈমান)	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
ঈমান (মুমিনদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
ঈমান (রাসূল স. ও মুমিনগণ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনা)	৬১-সাফফ	১১	৯৬১
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূল স. এর উপরে ঈমান আনে যারা...)	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ)	৫৭-হাদীদ	৭	৯৪৮
ঈমান (আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে ঈমান আনে যারা...)	৫-মায়িদা	৬৯	৫৮৯
ঈমান (আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনে থাকলে দ্বীনের ব্যাপারে)	২৪-নূর	২	৭৭৪
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান)	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূলে ঈমান আনে যারা তারই মু'মিন...)	২৪-নূর	৬২	৭৮১
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমানের ঘোষণা, মুনাফিকদের)	২৪-নূর	৪৭	৭৭৯
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান রাখে যারা...)	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
ঈমানদাররা আল্লাহকে ভালবাসে (অধিক পরিমাণে)	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
ঈমান না আনার কারণ জিজ্ঞাসা করছেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	৮	৯৪৮
ঈসা আ. কে আল্লাহ বললেন, নেয়ামত স্মরণ করতে...	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
ঈসা আ. আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ...	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
ঈসা আ. ও তার মাকে ইলাহরূপে গ্রহণ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে...	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
ঈসাকে আল্লাহ বলবেন কিয়ামতে- 'তুমি কি মানুষদেরকে বলেছিলে...)	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
ঈসার উপমা আল্লাহর নিকট আদমের মত	৩-আলে ইমরান	৫৯	৫৪১
উচিত শাস্তিদাতা (আল্লাহ অপরাধীদের উচিত শাস্তিদাতা)	৩২-সাজদা	২২	৮৩১
উচিত শাস্তিদাতা (আল্লাহ উচিত শাস্তিদাতা, ইহরামে পশু হত্যা প্র.)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
উচিত শাস্তিদাতা (আল্লাহ উচিত শাস্তিদাতা)	৩-আলে ইমরান	৪	৫৩৬
উঁচু করা (আল্লাহ আকাশ উঁচু করেছেন খুঁটি ছাড়া)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
উৎপন্ন করা (আল্লাহ পানি বর্ষণ ও এর মাধ্যমে ফলমূল উৎপন্ন করেন)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
উৎসর্গ (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে উৎসর্গ করে জবাইকৃত পশু হারাম)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
উৎসর্গ (আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ করা পশু হারাম)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
উৎসর্গ (আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গকৃত জন্তু হারাম)	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
উত্তম (আল্লাহই উত্তম; শরীকরা নয়)	২৭-নামল	৫৯	৮০৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
উত্তম (আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে আছে, বিধান দানে...)	৫-মায়িদা	৫০	৫৮৬
উত্তম ও স্থায়ী সব কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে	২৮-কাসাস	৬০	৮১৩
উত্তম করা (আল্লাহ জান্নাতিদের রিযিক উত্তম করেছেন)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
উত্তরাধীকারী(আল্লাহ উত্তম উত্তরাধীকারী, যাকারিয়ার সন্তান প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৯	৭৫৬
উত্তরাধিকার আল্লাহরই (আকাশ ও পৃথিবীর)	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
উত্তরাধিকারী (আল্লাহ উদ্ধতদের বাসস্থানের উত্তরাধিকারী হয়েছেন...)	২৮-কাসাস	৫৮	৮১৩
উত্তরাধিকারী (আল্লাহ সবকিছুর উত্তরাধিকারী)	১৫-হিজর	২৩	৬৯৯
উত্তম (আল্লাহ উত্তম ও অধিক স্থায়ী)	২০-ত্বা-হা	৭৩	৭৪৫
উত্তম (আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই মানুষের জন্য উত্তম)	১৬-নাহ্ল	৯৫	৭১১
উত্তম (আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী)	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
উত্তম (আল্লাহর কাছে যা আছে তা খেলা/ব্যবসার চেয়ে উত্তম)	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
উত্তরাধিকার (আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার/মালিকানা আল্লাহর)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
উদ্ধার করবেন আল্লাহ মুত্তাকীদের (কিয়ামতের দিন)	৩৯-যুমার	৬১	৮৭৬
উদ্ধার করা(আল্লাহ ইবরাহীমকে আগুন থেকে উদ্ধার করেন)	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
উদ্ধার (স্থল/সমুদ্রের অন্ধকার/দুঃখ থেকে আল্লাহই উদ্ধার করেন)	৬-আন্'আম	৬৪	৬০১
উদ্ধার (আল্লাহ উদ্ধার করার পর শু'আইবের সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শে ফেরা !)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
উপকরণ বানিয়েছেন আল্লাহ সম্পদকে (জীবনধারণের জন্য)	৪-নিসা	৫	৫৫৬
উপমা (আল্লাহ কাফিরদেরকে নূহের স্ত্রী/লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন)	৬৬-তাহরীম	১০	৯৭১
উপমা দান (আল্লাহ দুই ব্যক্তির উপমা দেন, বোবা ও ন্যায়বিচার...)	১৬-নাহ্ল	৭৬	৭০৯
উপমা দান (আল্লাহ মালিকানাধীন এক দাসের উপমা দেন)	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
উপায় বের করা (আল্লাহ উপায় বের করে দিবেন, তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
উপাসনা (আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার উপাসনা করা হয় তা জাহান্নামের ইন্ধন)	২১-আম্বিয়া	৯৮	৭৫৬
উপাসনা (আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তির উপাসনা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
উপাসনা (আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা -যে আকাশের রিযিকের মালিক নয়)	১৬-নাহ্ল	৭৩	৭০৯
উপাসনা (আল্লাহ ছাড়া যার উপাসনা করা হয় তারা রিযিকের মালিক নয়)	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
উপাসনা (আল্লাহ বাদে অন্য উপাস্য কি সাহায্য/আত্নরক্ষা করতে পারে?)	২৬-শু'আরা	৯৩	৭৯২
উপাসনা (মুশরিকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করে...)	১৯-মারইয়াম	৪৯	৭৩৭
উপাসনা (আল্লাহ বাদে এমন কারো উপাসনা যে সম্পর্কে জ্ঞান নেই)	২২-হাজ্জ	৭১	৭৬৪
উপাসনা (আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের উপাসনা,সাবার রানী প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৩	৮০৩
উপাসনা (কাফিররা উপাসনা করে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর)	২৫-ফুরকান	৫৫	৭৮৬
উপাস্য (আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য বানানো নিষেধ,	৫১-যারিয়াত	৫১	৯২৮
উপাস্য (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য ধারণা করা...)	৩৪-সাবা	২২	৮৪৩
উপাস্য (আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে উপাস্য গ্রহণ...)	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
উপাস্য (আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকা)	২৩-মু'মিনূন	১১৭	৭৭৩
উপাস্য (আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণের পরিণাম)	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
উপমা দেন আল্লাহ (রিযিক পেয়েও নেয়ামত অস্বীকারকারী জনপদের)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
উপমা (আল্লাহর জন্য উপমা পেশ না করা...)	১৬-নাহ্ল	৭৪	৭০৯
উপমা (আল্লাহর জন্য সুমহান উপমা)	১৬-নাহ্ল	৬০	৭০৭
উপমা পেশ করেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	৩০-রূম	২৮	৮২৪
উপমা পেশ করেন উত্তম বাণীর (উত্তম গাছ প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	২৪	৬৯৫
উপমা পেশ করেন(মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য)	১৪-ইবরাহীম	২৫	৬৯৫
উপদেশ আল্লাহ উপদেশ দিচ্ছেন মু'মিনদেরকে (ইফক)	২৪-নূর	১৭	৭৭৫
উপদেশ (আল্লাহ যে উপদেশ দেন তা কতই না উৎকৃষ্ট)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
উপস্থিত করবেন সরিষার দানা পরিমাণ বস্তুও	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
উর্ধ্বে (মানুষ যা শরীক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে)	১৬-নাহ্ল	১	৭০৩
উর্ধ্বে (তারা যা শরীক করে তা থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে)	৭-আ'রাফ	১৯০	৬৩০
উর্ধ্বে (মুশরিকরা যাকে শরীক করে আল্লাহ তার উর্ধ্বে)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
উর্ধ্বে (মুশরিকরা যা শরীক করে আল্লাহ তা হতে অনেক উর্ধ্বে)	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
উল্লেখ (আল্লাহর উল্লেখ হলে আখিরাতে অবিশ্বাসী সঙ্কুচিত হয়)	৩৯-যুমার	৪৫	৮৭৫
উষ্ট্রী (আল্লাহর উটনীর পানি পানের ব্যাপারে ছামূদ জাতিকে সতর্ক)	৯১-শামস	১৩	১০২৪
উষ্ট্রী (ছামূদ জাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ আল্লাহ সালিহ আ. আ. কে উষ্ট্রী দেন)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
এক আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	৬৫	৮৬৯
এক (আল্লাহ এক ও মহাপরাক্রমশালী)	১৪-ইবরাহীম	৪৮	৬৯৭
এক (আল্লাহ ও মহাপ্রতাপশালী)	৩৮-সোয়াদ	৬৫	৮৬৯
এক আল্লাহ উত্তম না কি বিভিন্ন প্রতিপালক?	১২-ইউসুফ	৩৯	৬৮০
এক আল্লাহকে ডাকা হলে অবিশ্বাস করত (কাফিররা)	৪০-মু'মিন	১২	৮৭৯
এক আল্লাহতে ঈমান না আনা পর্যন্ত শত্রুতা ইবরাহীম আ. ও তার...	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
এক আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে হুদ আ. এসেছেন	৭-আ'রাফ	৭০	৬১৯
এক (তিনি আল্লাহ এক,একত্ববাদের ঘোষণা)	১১২-ইখ্লাস	১	১০৩৬
একত্ববাদী (আল্লাহর জন্য একত্ববাদী হওয়া...)	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
একত্র করবেন আল্লাহ সকলকে (কিয়ামতে)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
একত্র করা (আল্লাহ কাফির-মুনাফিককে জাহান্নামে একত্র করবেন)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
একত্র করা (কিয়ামতে আল্লাহ সবাইকে একত্র করবেন)	৬-আন্'আম	১২	৫৯৭
একনিষ্ঠ করা (দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করার প্রতিদান)	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
একনিষ্ঠ (আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে যেত কাফিররা যদি...)	৩৭-সাফ্ফাত	১৬৯	৮৬৫
এখতিয়ার (সকল বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারে)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
এনে দিবেন আল্লাহ সবই একত্রে (ইয়াকুবের আশা)	১২-ইউসুফ	৮৩	৬৮৪
ওহী/কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে ও এর উপর অবিশ্বাস করলে	৪৬-আহ্কাফ	১০	৯০৮
ওহী নাযিল করেন আল্লাহ (নবী-রাসূলদের উপর)	৪২-শূরা	৩	৮৯১
কঠিন নয় আল্লাহর পক্ষে (মানুষের স্থলে নতুনসৃষ্টি আনা)	৩৫-ফাতির	১৭	৮৪৭
কঠিন নয় (মানুষকে সরিয়ে নতুন সৃষ্টি আনা)	১৪-ইবরাহীম	২০	৬৯৫
কঠোর (আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানে)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
কঠোর (আল্লাহ কঠোর, শাস্তিদানে)	৮-আনফাল	১৩	৬৩৩
কঠোর (আল্লাহ প্রবল শক্তিধর ও শাস্তি দানে কঠোর)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
কঠোর (আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
কঠোর (আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর)	৮-আনফাল	২৫	৬৩৪
কঠোর (আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর)	৫-মায়িদা	৯৮	৫৯২
কঠোর (আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
কঠোর (আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর)	২-বাক্বারা	২১১	৫২৩
কঠোর (আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর)	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮
কঠোর (আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর)	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
কঠোর শাস্তিদাতা আল্লাহ	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
কর্তৃত্ব (পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে)	১৮-কাহ্ফ	৪৪	৭২৮
কর্তৃত্ব (বিচারের দিনে সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর)	৮২-ইনফিতার	১৯	১০১০
কর্তৃত্ব দান করেন আল্লাহ রাসূলগণকে (যার উপর ইচ্ছা)	৫৯-হাশর	৬	৯৫৫
কথা (আল্লাহর কথার অগ্রগামী না হওয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৭	৭৫১
কথা (আল্লাহর কথা সর্বোচ্চ)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
কথা (আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, সুসংবাদ প্রসঙ্গে)	১০-ইউনুস	৬৪	৬৬০
কথা বলা (মানুষের সাথে আল্লাহর সরাসরি কথা বলা/না বলা প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
কথা বলা (মূসার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন)	৪-নিসা	১৬৪	৫৭৮
কথা (আল্লাহ সম্পর্কে নির্বোধ জিনদের অবান্তর কথা প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	৪	৯৮৬
কথা বলবেন না আল্লাহ, কিয়ামতের দিন, তাদের সাথে যারা...	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
কথা বলবেন না আল্লাহ তাদের সাথে যারা কিতাবের বিনিময়ে	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
কথা বলা (আল্লাহ অজ্ঞদের সাথে কথা বলেননা কেন ?)	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
কথা বলা (কতক রাসূল স. এর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
কথা (মানুষ/জিন দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করা প্রসঙ্গে আল্লাহর কথা সত্য)	৩২-সাজ্দা	১৩	৮৩১
কন্যা! (আল্লাহর জন্য কন্যা ও মুশরিকদের জন্য পুত্র নির্ধারণ)	৫২-তূর	৩৯	৯৩১
কন্যা! (মুশরিকরা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে)	১৬-নাহ্ল	৫৭	৭০৭
কবুল করেন আল্লাহ (বান্দাদের তওবা)	৯-তাওবা	১০৪	৬৫১
কবুল করেন আল্লাহ মুত্তাকীর পক্ষ থেকে	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
কবুলকারী (আল্লাহ তার বান্দাদের তওবা কবুলকারী)	৪২-শূরা	২৫	৮৯৩
করা (মানুষকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কি করবেন ? কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৭	৫৭৫
করা (আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই করেন...)	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
করা (আল্লাহ জেনেবুঝে প্রবৃত্তি পূজারীকে পথভ্রষ্ট করেন)	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
করা (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন)	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
করা (আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
করা (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার অভিভাবক নেই)	৪২-শূরা	৪৪	৮৯৫
করা (আল্লাহ যা চান তাই করেন)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
করা (আল্লাহ পথ করে না দেয়া পর্যন্ত ব্যভিচারীনিকে আবদ্ধ রাখা)	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
কর্জ (আল্লাহকে উত্তম কর্জ দান)	৫৭-হাদীদ	১১	৯৪৯
কর্জ (আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিলে তিনি তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন)	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭
কর্জদান (আল্লাহকে উত্তম কর্জদান করলে বহুগুণে বাড়িয়ে দেন)	৫৭-হাদীদ	১৮	৯৫০
কর্জে হাসানা (আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়ার নির্দেশ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
কর্জে হাসানা (আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিলে...)	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
কর্জে হাসানা (আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়ার আহ্বান)	২-বাক্বারা	২৪৫	৫২৮
কর্তব্য (আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে অবহেলার জন্য আফসোস)	৩৯-যুমার	৫৬	৮৭৬
কল্যাণ আল্লাহর পক্ষ থেকে, অকল্যাণ নবীর থেকে (মুনাফিক প্র.)	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
কল্যাণ আল্লাহর পক্ষ থেকে	৪-নিসা	৭৯	৫৬৭
কল্যাণ (আল্লাহ ও রাসূল স. এর কল্যাণকামী দুর্বল ও পীড়িতদের দোষ...)	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯
কল্যাণ ('নিচু' দের আল্লাহ কল্যাণ দিবেন না এমন নয়)	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
কল্যাণ বৃদ্ধি করেন আল্লাহ (সৎকর্মশীলের জন্য)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
কল্যাণ রাখা (কারো অপছন্দের স্ত্রীর মধ্যেও আল্লাহ কল্যাণ রাখেন)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
কষ্টদাতা (আল্লাহ-রাসূল স.কে কষ্টদাতাকে আল্লাহ লানত করেন)	৩৩-আহযাব	৫৭	৮৩৮
কষ্ট (আল্লাহ কাউকে কষ্ট দিলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
কষ্ট (মুনাফিক আল্লাহর জন্য কষ্টের শিকার হলে তাকে শাস্তি ভাবে)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
কসম আল্লাহর (আমরা মিসরে ফাসাদ সৃষ্টি করতে অসিনি...)	১২-ইউসুফ	৭৩	৬৮৩
কসম আল্লাহর! (উম্মতদের মাঝে রাসূল স. প্রেরণ ও শয়তান প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬৩	৭০৮
কসম (আল্লাহর কসম করা, মুমিনদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য)	৯-তাওবা	৬২	৬৪৬
কসম (আল্লাহর কসম করে ইবলিসের বাহিনী জাহান্নামে বলবে...)	২৬-শু'আরা	৯৭	৭৯৩
কসম (আল্লাহর কসম করে ইয়াকুব আ. কে বলল, পুত্ররা)	১২-ইউসুফ	৮৫	৬৮৫
কসম (আল্লাহর কসম করে বলবে যারা যুদ্ধে যায়নি, তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
কসম (আল্লাহর কসম করে বলে মুনাফিকরা...)	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
কসম (আল্লাহর কসম করে বলবে অজুহাত পেশকারীরা)	৯-তাওবা	৯৫	৬৫০
কসম (আল্লাহর কসম করে মুনাফিক/কাফিররা বলে তারা মুমিন)	৯-তাওবা	৫৬	৬৪৬
কসম (আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিবে, ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
কসম (আল্লাহর কসম দেয়া হবে সাক্ষী দুজনকে, ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
কসম(আল্লাহর নামে ইবরাহীমের কসম, মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৫৭	৭৫৪
কসম (আল্লাহর নামে কসম করে যারা মুমিনদেরকে বলত...)	৫-মায়িদা	৫৩	৫৮৭
কসম (আল্লাহর নামে কসম করে মুনাফিকরা)	২৪-নূর	৫৩	৭৭৯
কসম(আল্লাহর নামে ছামুদ সম্প্রদায়ের কসম, সালিহ আ. আ. কে আক্রমণ প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৯	৮০৪
কসম (আল্লাহর নামে মুশরিকদের মিথ্যা কসম)	৬-আন্'আম	২৩	৫৯৮
কসম আল্লাহর! মুশরিকদের মিথ্যারচনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবেই	১৬-নাহ্ল	৫৬	৭০৭
কসম (ঈমান প্রসঙ্গে কাফিররা আল্লাহর নামে কসম করে)	৬-আন্'আম	১০৯	৬০৬
কসম (পুনরুত্থিত না করা সম্পর্কে আল্লাহর নামে কাফিরদের কসম)	১৬-নাহ্ল	৩৮	৭০৬
কসম (মুনাফিকরা আল্লাহর কসম করে, কল্যাণ ও সম্প্রীতি প্রসঙ্গে)	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
কসম (মুশরিকরা হেদায়াত লাভ প্রসঙ্গে আল্লাহর কসম করত)	৩৫-ফাতির	৪২	৮৫০
কসম আল্লাহর	১২-ইউসুফ	৯৫	৬৮৫
কসম আল্লাহর	১২-ইউসুফ	৯১	৬৮৫
কাফিরদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন	৪০-মু'মিন	৭৪	৮৮৪
কাফিরদেরকে আল্লাহর নিকটই ফিরিয়ে নেয়া হবে	৪০-মু'মিন	৭৭	৮৮৪
কাজ (আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীর কাজ পূর্ণ করেন)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
কাজ(কিয়ামতে পর্বত চলমান হওয়া ও সৃষ্টি নৈপুণ্য প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
কারুনকে সাহায্য করার আল্লাহ ছাড়া কেউ ছিল না	২৮-কাসাস	৮১	৮১৫
কা'বাকে আল্লাহ বানিয়েছেন মানুষের জীবনধারণের উপকরণ	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (বান্দা, মুহাম্মদ স. এর প্রতি)	১৮-কাহ্ফ	১	৭২৪
কিতাব (আল্লাহর নিকট রয়েছে মূল কিতাব)	১৩-রা'দ	৩৯	৬৯২
কিতাব (আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব আসা, কুরআন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮৯	৫১০
কিতাব (আল্লাহর কিতাব অনুসারে পুনরুত্থান পর্যন্ত অবস্থান...)	৩০-রূম	৫৬	৮২৬
কিতাব (আল্লাহর কিতাব লিখা গত হয়ে গেছে, যুদ্ধবন্দি প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৬৮	৬৩৮
কিতাব (আল্লাহর নিকট থেকে এমন কিতাব নিয়ে আসতে বলা যা...)	২৮-কাসাস	৪৯	৮১২
কিতাব (আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহ্বান করা হলে...)	৩-আলে ইমরান	২৩	৫৩৮
কিতাব (আল্লাহর কিতাবকে পিছনে নিক্ষেপ, আহলেকিতাবের)	২-বাক্বারা	১০১	৫১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কিতাব (আল্লাহর কিতাবে আত্মীয়রা পরস্পরে নিকটতর...)	৮-আনফাল	৭৫	৬৩৯
কিতাব (আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যাদেরকে...)	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
কিতাব (আল্লাহর কিতাবে মাসের সংখ্যা বারটি)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
কিতাব (আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ,বন্ধুর প্রতি আনুকূল্য প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
কিতাব (আল্লাহর কিতাব পাঠকারী এমন ব্যবসার আশা করে..)	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
কিতাব (আল্লাহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন...)	২-বাক্বারা	১৭৬	৫১৯
কিতাব (আল্লাহ কিতাব.গোপন করে যারা...)	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
কিতাবের অবতারণা (মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহর নিকট থেকে)	৪৫-জাছিয়া	২	৯০৫
কিতাব (স্বরচিত কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলা)	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
কিতাবের যে অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় তাকেও মন করে...	৩-আলে ইমরান	৭৮	৫৪৩
কিতাবের যে অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় তাকেও মনে করে...	৩-আলে ইমরান	৭৮	৫৪৩
কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট	৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
কিতাব অবতারণ করার বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে	৪৬-আহ্কাফ	২	৯০৮
কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ	৪১-ফুস্সিলাত	৫২	৮৯০
কুরআন অবতীর্ণ করেছেন (মুনাফিকদেরকে আহ্বান)	৪-নিসা	৬১	৫৬৪
কৃতজ্ঞতা (মানুষ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না)	১০-ইউনুস	৬০	৬৬০
কৃতজ্ঞতা (আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৭২	৫১৯
কৃতজ্ঞতা (আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ)	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
কৃতজ্ঞতা(লুকমানকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
কেড়ে নেয়া (আল্লাহ আলো কেড়ে নিয়ে অন্ধকারে ছেড়ে দেন,মুনাফিকের উপমা)	২-বাক্বারা	১৭	৫০৩
কেড়ে নেয়া (আল্লাহ শ্রবণ/দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলে কেউ দিতে পারে না)	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
কৌশল (আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ মনে করা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯৯	৬২২
কৌশল করেন আল্লাহ	৮-আনফাল	৩০	৬৩৪
কৌশল (ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ ভাবে)	৭-আ'রাফ	৯৯	৬২২
কৌশলী (আল্লাহ উত্তম কৌশলী)	৮-আনফাল	৩০	৬৩৪
কৌশলী (আল্লাহ উত্তম কৌশলী)	৩-আলে ইমরান	৫৪	৫৪১
কৌশল অবলম্বন করলেন	৩-আলে ইমরান	৫৪	৫৪১
ক্রুদ্ধ (আল্লাহ ক্রুদ্ধ যে সম্প্রদায়ের প্রতি, তাদের সাথে বন্ধুত্ব নিষেধ)	৬০-মুমতাহিনা	১৩	৯৫৯
ক্রুদ্ধ (আল্লাহ যাদের প্রতি ক্রুদ্ধ এমন সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব)	৫৮-মুজাদালা	১৪	৯৫৩
ক্রোধ (আল্লাহর ক্রোধ আনবে, যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে)	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
ক্রোধ (আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে এসেছে আহলে কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
ক্রোধ (আল্লাহর ক্রোধ স্ত্রীর উপর যদি স্বামী সত্যবাদী হয়)	২৪-নূর	৯	৭৭৪
ক্রোধ (আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে আসা, বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
ক্রোধ (ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিনকে হত্যাকারীর প্রতি আল্লাহর ক্রোধ)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
ক্রোধ (ঈমান আনার পর আল্লাহকে অবিশ্বাসের শাস্তি/আল্লাহরক্রোধ)	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
ক্রোধান্বিত (আল্লাহকে ফির'আ উন ক্রোধান্বিত করা ও প্রতিশোধ)	৪৩-যুখরুফ	৫৫	৮৯৯
ক্রয় করে নিয়েছেন আল্লাহ মুমিনদের জীবন ও ধনসম্পদ	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
ক্ষমা না করা (আল্লাহ ক্ষমা করবেন না মুনাফিকদেরকে, সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা ...)	৩৮-সোয়াদ	৬৫	৮৬৯
ক্ষতি (আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না, কুফরীর দিকে ধাবিত...)	৩-আলে ইমরান	১৭৬	৫৫৩
ক্ষতি (আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না, যারা কুফরী ক্রয় করে)	৩-আলে ইমরান	১৭৭	৫৫৩
ক্ষতি (আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না, যে পেছনে ফিরে যাবে)	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
ক্ষতি (আল্লাহর ক্ষতি কেউ করতে পারবে না)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩২	৯১৫
ক্ষতি করা (আল্লাহ ক্ষতি করলে তা দূরকারী নেই)	৬-আন্'আম	১৭	৫৯৭
ক্ষমতা (আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রম অসম্ভব)	৫৫-রাহ্মান	৩৩	৯৪০
ক্ষমতা (আল্লাহর বিপক্ষে ক্ষমতা আছে কার...)	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
ক্ষমতাবান, আল্লাহ (আল্লাহবিমুখ লোকদের শাস্তি প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৪২	৮৯৮
ক্ষমা (আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া কাফিরদের সঞ্চয়ের চেয়ে উত্তম)	৩-আলে ইমরান	১৫৭	৫৫১
ক্ষমা (আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না)	৪-নিসা	১১৬	৫৭২
ক্ষমা (আল্লাহ মুমিনদেরকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেন)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
ক্ষমা (আল্লাহ মু'মিনদেরকে ক্ষমা করবেন)	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
ক্ষমা (আখিরাতে রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
ক্ষমা (আল্লাহ ক্ষমা করবেন, কর্জে হাসানা প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭
ক্ষমা (আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেন মু'মিনদের সাদকা না করার বিষয়)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
ক্ষমা (আল্লাহ ক্ষমা কি পছন্দ করে না, প্রাচুর্যবানরা)	২৪-নূর	২২	৭৭৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ক্ষমা করবেন না আল্লাহ (পাপাচারী মুনাফিকদের)	৬৩-মুনাফিকূন	৬	৯৬৪
ক্ষমা করবেন না (কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণকারীদের)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৪	৯১৫
ক্ষমা করবে কে আল্লাহ ছাড়া (অপরাধ ক্ষমা প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৩৫	৫৪৮
ক্ষমা (জালিম ও কাফিরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না)	৪-নিসা	১৬৮	৫৭৮
ক্ষমা (শিরক ছাড়া অন্য যে কোন পাপ আল্লাহর ইচ্ছা ক্ষমা করেন)	৪-নিসা	৪৮	৫৬৩
ক্ষমা না করা (আল্লাহ ক্ষমা করবেন না মুনাফিকদেরকে, সত্তরবার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও)	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
ক্ষমা প্রার্থনা (ছামূদ জাতিকে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার নির্দেশ)	২৭-নামল	৪৬	৮০৪
ক্ষমা প্রার্থনা (জুলুমের পর আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা...)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
ক্ষমা প্রার্থনা (আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২০	৯৮৯
ক্ষমাপ্রার্থনা (আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা)	২-বাক্বারা	১৯৯	৫২২
ক্ষমাপ্রার্থনা (আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার নির্দেশ, উহুদ আ. প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৬	৫৭০
ক্ষমা (ঈমানের পর বারবার কুফরিকারী... আল্লাহ ক্ষমা করবেন না)	৪-নিসা	১৩৭	৫৭৪
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৩-আলে ইমরান	১৫৫	৫৫১
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৯-তাওবা	১০২	৬৫১
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	২-বাক্বারা	১৯২	৫২১
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	২-বাক্বারা	২২৫	৫২৫
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৩-আলে ইমরান	৩১	৫৩৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৯-তাওবা	২৭	৬৪২
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৫-মায়িদা	৭৪	৫৮৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৩-আলে ইমরান	৮৯	৫৪৩
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	২-বাক্বারা	১৮২	৫২০
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৫-মায়িদা	৩৯	৫৮৫
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৫-মায়িদা	৩৪	৫৮৪
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৫-মায়িদা	৯৮	৫৯২
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৪-নিসা	১৫২	৫৭৬
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষাশীল ও পরম দয়ালু)	৩-আলে ইমরান	১২৯	৫৪৮
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, ক্ষমা প্রার্থনা প্র.)	৪-নিসা	১০৬	৫৭০
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, হিজরত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, মুজাহিদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯৬	৫৬৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, ক্ষমা প্রার্থনা প্র.)	৪-নিসা	১১০	৫৭১
ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ (তার দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না)	৩৯-যুমার	৫৩	৮৭৫
ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহর অগণিত নেয়ামত প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্‌ল	১৮	৭০৪
ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (রাসূল স.কে পেছন থেকে ডাকা প্রসঙ্গে)	৪৯-হুজুরাত	৫	৯২০
ক্ষমাশীল (বাধ্য হয়ে হারাম খেলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু)	১৬-নাহ্‌ল	১১৫	৭১২
ক্ষমাকারী (আল্লাহ অপরাধ ক্ষমাকারী)	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮
ক্ষমাশীল (আল্লাহ মার্জনাকারী ও অতি ক্ষমাশীল)	২২-হাজ্জ	৬০	৭৬৩
ক্ষমাশীল (আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল,তায়াম্মুম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
ক্ষমাশীল (আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু)	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ ক্ষমাশীল, ব্যভিচারে বাধ্যকৃত দাসীদের প্রতি...)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
ক্ষমাশীল (আল্লাহ ক্ষমাশীল, অভিযোগ উত্থাপনকারীর তওবা প্রসঙ্গ)	২৪-নূর	৫	৭৭৪
ক্ষমাশীল (আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল, হিজরত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯৯	৫৬৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৫৮-মুজাদালা	১২	৯৫৩
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৪৬-আহ্‌কাফ	৮	৯০৮
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, নবীর স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	১	৯৭০
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	২-বাক্বারা	২১৮	৫২৪
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ ক্ষমাশীল)	২-বাক্বারা	১৯৯	৫২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	২৪-নূর	৬২	৭৮১
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	২৫-ফুরকান	৭০	৭৮৭
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২০	৯৮৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৪৮-ফাত্‌হ	১৪	৯১৭
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	২৪-নূর	২২	৭৭৬
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৮-আনফাল	৬৯	৬৩৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৪২-শূরা	৫	৮৯১
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম প্রতিদানদাতা)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩২	৮৮৮
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল)	৬০-মুমতাহিনা	৭	৯৫৯
ক্ষমাশীল (আল্লাহ অতিক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
ক্ষুব্ধ হয়েছেন আল্লাহ (মুনাফিক ও মুশরিকদের উপর)	৪৮-ফাত্‌হ	৬	৯১৬
খর্ব করা (আল্লাহ কাফিরদের শক্তি খর্ব করবেন)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
গণীমত (আল্লাহর কাছে অনেক গণীমত রয়েছে)	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
গন্তব্যস্থল (আল্লাহরই নিকট সকলের গন্তব্যস্থল)	২২-হাজ্জ	৪৮	৭৬২
গন্তব্যস্থল আল্লাহরই নিকট (সকলের)	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
গন্তব্যস্থল আল্লাহর দিকে	২৪-নূর	৪২	৭৭৮
গন্তব্যস্থল আল্লাহর নিকট (সকলের)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
গালি দেয়া (দেবতাকে গালি দিলে মুশরিকরা আল্লাহকে গালি দিবে)	৬-আন্'আম	১০৮	৬০৬
গুরুতর (আল্লাহর নিকট গুরুতর পাপ...)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
গুরুতর (ইফকের ঘটনা আল্লাহর নিকট গুরুতর)	২৪-নূর	১৫	৭৭৫
গোপন করতে না পারা (কিয়ামতে কাফির আল্লাহর কাছে কোন কথাই গোপন করবেনা)	৪-নিসা	৪২	৫৬২
গোপন করতে না চাওয়া (মুনাফিকরা আল্লাহর কাছে গোপন করতে চায়না)	৪-নিসা	১০৮	৫৭১
গোপন নয়(পৃথিবী ও আকাশের কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়)	১৪-ইবরাহীম	৩৮	৬৯৬
গোপন নয় (আল্লাহর নিকট গোপন নয় আকাশ ও পৃথিবীর কিছুই)	৩-আলে ইমরান	৫	৫৩৬
গোপন না থাকা (আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন থাকবে না কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	১৬	৮৭৯
গ্রহণ (মুশরিক আল্লাহকে সন্তান গ্রহণের অপবাদ দেয়...)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
ঘৃণ্য(আল্লাহর কাছে বড়ই ঘৃণ্য কাজ (যা কর না তা বলা)	৬১-সাফ্‌ফ	৩	৯৬০
ঘৃণ্য কাজ (আল্লাহর নিকট ঘৃণ্য কাজ...)	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
ঘোরতর অপরাধ (রাসূল স. এর স্ত্রী বিয়ে করা)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
ঘোষণা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর পক্ষ থেকে ঘোষণা, বড় হজ্জের দিনে)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
চতুর্থ (তিন জনের গোপন কথায় চতুর্থজন থাকেন আল্লাহ)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
চাপানো (আল্লাহ কাউকে সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপান না)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
চাপিয়ে দেন না (আল্লাহ সাধ্যাতীত বোঝা কাউকে চাপিয়ে দেননা)	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
চাবিকাঠি (আকাশ-পৃথিবীর চাবিকাঠি আল্লাহরই)	৪২-শূরা	১২	৮৯২
চাওয়া (আখিরাত চান আল্লাহ)	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮
চাওয়া (আল্লাহর কাছে জান্নাতিদের চাওয়ার চেয়ে অধিক কিছু রয়েছে)	১২-ইউসুফ	৩৯	৬৮০
চাওয়া (আল্লাহ পথভ্রষ্ট করতে চাইলে বক্ষ সংকীর্ণ/কঠোর করে দেন)	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
চাওয়া (আল্লাহ বিপথগামী করতে চাইলে উপদেশ কাজে আসে না)	১১-হূদ	৩৪	৬৬৮
চাওয়া (আল্লাহ মানুষের জন্য হালকা করতে চান, বিয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৮	৫৬০
চাওয়া (আল্লাহ যা চান তাই করেন)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
চাওয়া (আল্লাহ চান না মুমিনদের অসুবিধা করতে)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
চাওয়া (আল্লাহ চান -বর্ণনা,সুন্নত প্রদর্শন ও তওবা কবুল করতে)	৪-নিসা	২৬	৫৬০
চাওয়া (আল্লাহ তওবা কবুল করতে চান)	৪-নিসা	২৭	৫৬০
চাওয়া (আল্লাহ নবী পরিবার থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
চাওয়া (আল্লাহ পথ প্রদর্শন করতে চাইলে বক্ষ প্রশস্ত করে দেন)	৬-আন্‌'আম	১২৫	৬০৮
চাওয়া (আল্লাহ শাস্তি দিতে চান মুনাফিকদেরকে, দুনিয়াতে)	৯-তাওবা	৮৫	৬৪৯
চাওয়া (নবীর স্ত্রীরা আল্লাহকে চাইলে তার জন্য প্রতিদান)	৩৩-আহযাব	২৯	৮৩৫
চাওয়া (মশার উপমার মাধ্যমে আল্লাহ কী চান)	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
চাওয়া (আল্লাহ চাইলে রাসূল স. কুরআন পাঠ করতেন না!)	১০-ইউনুস	১৬	৬৫৫
চাওয়া (আল্লাহ কারো ক্ষতি চাইলে কেউ তা দূর করতে পারেনা)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
চাওয়া (আল্লাহর কাছে জান্নাতিদের চাওয়ার চেয়েও বেশি কিছু আছে)	৫০-ক্বাফ	৩৫	৯২৪
চাওয়া (আল্লাহ চাইলেন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে)	৮-আনফাল	৭	৬৩২
চিরঞ্জীব (আল্লাহ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী (তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই)	৩-আলে ইমরান	২	৫৩৬
চিরস্থায়ী (আল্লাহ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
চূড়ান্তকারী (আল্লাহই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী)	৪৩-যুখরুফ	৭৯	৯০১
চূড়ান্ত যুক্তি-প্রমাণ আল্লাহরই (সঠিকপথ প্রদর্শন প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৪৯	৬১১
চেহারা/অস্তিত্ব (যেখানেই মুখ ফিরাবে সেখানেই আল্লাহর অস্তিত্ব)	২-বাক্বারা	১১৫	৫১৩
চোখ(আল্লাহর চোখের সামনেই আছেন রাসূল!)	৫২-তূর	৪৮	৯৩১
ছওয়াব (দুনিয়া ও আখিরাতের ছওয়াব আল্লাহর কাছে)	৪-নিসা	১৩৪	৫৭৪
ছামূদ সম্প্রদায়ের অমঙ্গল আল্লাহর কাছে	২৭-নামল	৪৭	৮০৪
ছেড়ে দেয়া (আল্লাহ মুমিনদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিবেন না...)	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
ছেড়ে দেয়া (আল্লাহকে ছেড়ে দেয়া, ওলীদ ইবনে মুগীরার ব্যাপারে)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	১১	৯৯০
জানা (অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন)	১৬-নাহ্‌ল	১০১	৭১১
জানা (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ জানেন)	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
জানা (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু জানেন...)	৪৯-হুজুরাত	১৬	৯২১
জানা (আকাশ-পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহ জানেন)	২২-হাজ্জ	৭০	৭৬৪
জানা (নূহ আ. আল্লাহর নিকট থেকে জানেন যা তার সম্প্রদায় জানে না)	৭-আ'রাফ	৬২	৬১৮
জানা (মানুষ যা প্রকাশ করে ও যা গোপন রাখে তা আল্লাহ জানেন)	৫-মায়িদা	৯৯	৫৯২
জানা (মানুষের ঈমান সম্বন্ধে আল্লাহই বেশি জানেন)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
জানা (মানুষের কল্যাণকর কাজ সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
জানা (মানুষের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
জানা (মানুষের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন)	২২-হাজ্জ	৬৮	৭৬৪
জানা (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
জানা (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্‌ল	৯১	৭১০
জানা (মানুষের বক্ষে যা আছে তা আল্লাহ ভালভাবে জানেন)	৬৪-তাগাবুন	৪	৯৬৬
জানা (যুদ্ধে বাধাদানকারী মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	৩৩-আহযাব	১৮	৮৩৪
জানা (মানুষের ব্যয় ও মানত সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	২৭০	৫৩২
জানা (মুনাফিকদের হৃদয়ে যা আছে তা আল্লাহ জানেন)	৪-নিসা	৬৩	৫৬৫
জানা (মুমিনদের শত্রুদের সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জানেন)	৪-নিসা	৪৫	৫৬২
জানা (মুশরিকদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ ভাল জানেন)	১০-ইউনুস	৩৬	৬৫৭
জানা (সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
জানা (আল্লাহ জানেন,কেউ কেউ কুরআন সম্পর্কে মিথ্যাঅভিহিতকারী)	৬৯-হাক্কাহ্‌	৪৯	৯৮০
জানা (আল্লাহ কাফিরদের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন)	৪-নিসা	৩৯	৫৬২
জানা (আল্লাহ জানেন)	২৪-নূর	১৯	৭৭৫
জানা (বক্ষের বিষয় আল্লাহ জানেন)	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
জানা (বক্ষের বিষয় আল্লাহ জানেন)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
জানা (বান্দার উত্তম কাজ সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	২১৫	৫২৪
জানা (আল্লাহ জানেন মানুষ আলোচনা করবে, বিধবা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
জানা (আল্লাহ জানেন,মানুষ জানে না,আল্লাহর উপমা/সমকক্ষ পেশ ...)	১৬-নাহ্‌ল	৭৪	৭০৯
জানা (আল্লাহ জানেন যে মুহাম্মদ স. তার রাসূল, মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
জানা (ইবরাহীম/ইসমাঈল...ইহুদি-নাসারা ছিল কিনা আল্লাহই জানেন)	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
জানা (আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
জানা (আল্লাহ সবকিছু ভাল ভাল জানেন, কালালাহ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
জানা (আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন)	৪-নিসা	৩২	৫৬১
জানা (আল্লাহ জালিমদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি জানেন)	৬-আন্‌'আম	৫৮	৬০১
জানা (আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানেন)	৬২-জুমু'আ	৭	৯৬২
জানা (যারা সরে পড়ে আল্লাহ তাদেরকে জানেন)	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
জানা (আল্লাহ সকল বিষয় ভালভাবে জানেন)	২৯-আনকাবূত	৬২	৮২১
জানা (আল্লাহ অদৃশ্য ও পুনরুত্থানের সময় জানেন)	২৭-নামল	৬৫	৮০৫
জানা (আল্লাহ ইহুদীদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়াবলি জানেন)	২-বাক্বারা	৭৭	৫০৯
জানা (আল্লাহ বাদে অন্যকে অভিভাবক গ্রহণ সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	২৯-আনকাবূত	৪২	৮১৯
জানা (আল্লাহ ভাল করেই জানেন, মুনাফিকরা যা গোপন করে)	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
জানা (আল্লাহ যদি জানতেন, তাদের মধ্যে ভাল কিছু ...)	৮-আনফাল	২৩	৬৩৪
জানা (আল্লাহ যদি জানেন যে, যুদ্ধবন্দিদের হৃদয়ে ভাল কিছু আছে...)	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
জানা (আল্লাহ সকল বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানেন)	৩৩-আহযাব	৪০	৮৩৭
জানা (বক্ষে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবে জানেন)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
জানা (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন)	৩৩-আহযাব	৫৪	৮৩৮
জানা (মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্‌ল	১৯	৭০৪
জানা(মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্‌ল	২৩	৭০৪
জানা (মানুষের দান সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবে জানেন)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
জানা (রিসালাত কোথায় রাখবেন তা আল্লাহই বেশী জানেন)	৬-আন্‌'আম	১২৪	৬০৮
জানা (জালিমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবে জানেন)	১৬-নাহ্‌ল	২৮	৭০৫
জানা (জালিমদের ষড়যন্ত্র আল্লাহর জানা আছে)	১৪-ইবরাহীম	৪৬	৬৯৭
জানা (জগতসমূহের বক্ষের বিষয়াদি আল্লাহই বেশি জানেন)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
জানা (ঈমানদার ও মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	২৯-আনকাবূত	১১	৮১৬
জানা (নবী ও তার স্ত্রীদের হৃদয়ে যা আছে তা আল্লাহ জানেন)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
জানা (নূহ,আদ,ছামূদ...জাতি সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
জানানো (আল্লাহ নাসারাদেরকে যা তারা করত তা জানিয়ে দিবেন)	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
জানানো (আল্লাহ অজুহাত পেশকারীদের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন)	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
জানেন (আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
জানেন (আকাশ-পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় আল্লাহই জানেন)	৪৯-হুজুরাত	১৮	৯২১
জানেন (আল্লাহ জানেন...)	৩-আলে ইমরান	৬৬	৫৪২
জানেন (আল্লাহ জানেন অনিষ্টকারী ও কল্যাণকারীকে)	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
জানেন (আল্লাহ জানেন অদৃশ্য বিষয়াদি...)	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
জানেন (আল্লাহ জানেন অবিশ্বাসীরা কেন কুরআনের দিকে...)	১৭-ইস্‌রা	৪৭	৭১৮
জানেন (আল্লাহ জানেন ইমরানের স্ত্রী যা প্রসব করেছে)	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
জানেন (আল্লাহ জানেন কোনটি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ...)	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
জানেন (আল্লাহ জানেন কোনটি কল্যাণকর, মানুষ জানে না)	২-বাক্বারা	২১৬	৫২৪
জানেন (আল্লাহ জানেন জালিমদেরকে)	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
জানেন (আল্লাহ জানেন জালিমদের সম্পর্কে)	৯-তাওবা	৪৭	৬৪৫
জানেন (আল্লাহ জানেন তারা ইউসুফকে নিয়ে যা করে)	১২-ইউসুফ	১৯	৬৭৮
জানেন (আল্লাহ জানেন তারা কসম করে মিথ্যা বলছে)	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
জানেন (আল্লাহ জানেন, নারী যা গর্ভে ধারণ করে)	১৩-রা'দ	৮	৬৮৯
জানেন (আল্লাহ জানেন ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে)	৩-আলে ইমরান	৬৩	৫৪২
জানেন (আল্লাহ জানেন বক্ষের বিষয়, গোপন বা প্রকাশ...)	৩-আলে ইমরান	২৯	৫৩৮
জানেন (আল্লাহ জানেন মুনাফিকরা যা গোপন করত)	৫-মায়িদা	৬১	৫৮৮
জানেন (আল্লাহ জানেন মানুষের ভাল কাজ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
জানেন (আল্লাহ জানেন মুতাশাবিহাত আয়াতের ব্যাখ্যা খোঁজে)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
জানেন (আল্লাহ জানেন, মানুষ যা ব্যয় করে)	৩-আলে ইমরান	৯২	৫৪৫
জানেন (আল্লাহ জানেন, মুনাফিক কারা)	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
জানেন(আল্লাহ জানেন মু'মিনদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে)	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
জানেন (আল্লাহ জানেন মানুষের মনের বিষয়)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
জানেন (আল্লাহ জানেন মুত্তাকীদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১১৫	৫৪৭
জানেন (আল্লাহ জানেন, মানুষ যা করে)	২৪-নূর	২৮	৭৭৬
জানেন (আল্লাহ জানেন মুনাফিকদের গোপন কথা)	৯-তাওবা	৭৮	৬৪৮
জানেন (আল্লাহ জানেন মানুষ যা প্রকাশ করে ও গোপন করে)	২৪-নূর	২৯	৭৭৬
জানেন (আল্লাহ জানেন মুত্তাকীদেরকে)	৯-তাওবা	৪৪	৬৪৪
জানেন (আল্লাহ জানেন যাদেরকে তাদেরকে ভয় দেখানো...)	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
জানেন (আল্লাহ জানেন সৃষ্টিকুল যা করে)	২৪-নূর	৪১	৭৭৮
জানেন (আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন)	২-বাক্বারা	৯৫	৫১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জানেন (আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় জানেন)	৮৭-আ'লা	৭	১০১৮
জানেন (আল্লাহ বক্ষের বিষয় জানেন)	৫৭-হাদীদ	৬	৯৪৮
জানেন (আল্লাহ ভালজানেন সকল বিষয়ে)	৮-আনফাল	৭৫	৬৩৯
জানেন (আল্লাহ ভাল জানেন, ভাইয়েরা যা বর্ণনা করছে, ইউসুফ আ. সম্পর্কে)	১২-ইউসুফ	৭৭	৬৮৪
জানেন (আল্লাহ সকল বিষয়ে ভালভাবে জানেন)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
জানেন (আল্লাহ সর্ববিষয়ে ভালভাবেই জানেন)	৪৮-ফাত্হ	২৬	৯১৮
জানেন না আল্লাহ, মানুষের কৃতকর্ম (মুশরিকরা মনে করে)	৪১-ফুস্সিলাত	২২	৮৮৭
জানেন (নূহ সম্প্রদায়ের অন্তরের খবর আল্লাহ জানেন)	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
জানেন (পথভ্রষ্ট ব্যক্তির কাজ সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
জানেন (মানুষের বক্ষে যা আছে তা...)	৩১-লুকমান	২৩	৮২৮
জানেন (মুমিনের সৎপথে চলা ও বিপদ সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	৬৪-তাগাবুন	১১	৯৬৭
জানেন, সবচেয়ে বেশি (আসহাবে কাহফের অবস্থানকাল)	১৮-কাহ্ফ	২৬	৭২৬
জানেন (সব বিষয়ে আল্লাহ ভালভাবে জানেন)	৪৯-হুজুরাত	১৬	৯২১
জানেন (হিজরতকারী মুমিন নারীদের ঈমানের বিষয় আল্লাহ জানেন)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ(সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে)	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
জিহাদ (আল্লাহর জন্য যথাযথ জিহাদের নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
জীবিকা (প্রতিপালক জীবিকা বন্টন করেন)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
জীবিত করা (বনী ইসরাঈলদেরকে করলেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
জীবিত করা (বনী ইসরাঈলের নিহতকে আল্লাহ কর্তৃক জীবিত করা)	২-বাক্বারা	৭৩	৫০৮
জীবিতকারী (আল্লাহ ভূমিকে বৃষ্টির পানি দ্বারা জীবিতকারী)	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
জীবিত করেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
জীবিত করেন আল্লাহ ভূমিকে মৃত্যুর পর	৫৭-হাদীদ	১৭	৯৪৯
জীবিত করেন আল্লাহ ভূমিকে (মত্যুর পর)	৩০-রূম	৫০	৮২৬
জীবন দান/মৃত্যু ও পুনরুত্থান আল্লাহ ঘটান (মানুষের)	৪৫-জাছিয়া	২৬	৯০৭
জীবিত করেন (আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি মৃতকে জীবিত করেন)	২২-হাজ্জ	৬	৭৫৮
জীবন দান (আল্লাহই মানুষকে জীবন দান করেছেন)	২২-হাজ্জ	৬৬	৭৬৪
জীবন দান (আল্লাহ জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান)	১০-ইউনুস	৫৬	৬৫৯
জুলমকারী নন আল্লাহ (বান্দাদের প্রতি)	৮-আনফাল	৫১	৬৩৭
জুলুম করেননি আল্লাহ (কাফিরদের ব্যয় প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
জুলুম করেননি আল্লাহ (পূর্ববর্তীদের উপর)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
জুলুম করেননি আল্লাহ (পূর্ববর্তীদের উপর)	৩০-রূম	৯	৮২২
জুলুম!(কাফিরের প্রতি আল্লাহ জুলুম করেননি,সেই নিজের প্রতি জালিম)	১৬-নাহ্ল	৩৩	৭০৫
জুলুমকারী নন (আল্লাহ বান্দার প্রতি জুলুমকারী নন)	২২-হাজ্জ	১০	৭৫৯
জুলমকারী নন আল্লাহ (বান্দাদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	১৮২	৫৫৩
জুলুম করতে চান না আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি	৩-আলে ইমরান	১০৮	৫৪৬
জুলুম করতে চান না আল্লাহ (বান্দার প্রতি)	৪০-মু'মিন	৩১	৮৮০
জুলুম করেন না আল্লাহ (মানুষই নিজের প্রতি জুলুম করে)	১০-ইউনুস	৪৪	৬৫৮
জুলুম করেন না আল্লাহ (অণু পরিমাণও)	৪-নিসা	৪০	৫৬২
জুলুম না করা(অপরাধীদের প্রতি আল্লাহ জুলুম করেননি...)	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
জেনে নেয়া (কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে তা আল্লাহর জেনে নেয়া)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
জেনে নেয়া(সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী কে তা আল্লাহ জেনে নিবেন)	২৯-আনকাবূত	৩	৮১৬
জেনেছেন আল্লাহ মানুষের খেয়ানত (রোজার রাতে যৌন...)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
জেনে নিবেন আল্লাহ কে তাঁকে ও রাসূল স.কে সাহায্য করে	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
জেনে নিবেন আল্লাহ জিহাদকারীকে	৩-আলে ইমরান	১৪২	৫৪৯
জেনে নিবেন আল্লাহ (প্রকৃত ঈমানদারদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
জ্ঞান (আল্লাহ জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
জ্ঞান (আল্লাহর জ্ঞানসহ/জ্ঞাতসারে কুরআন অবতীর্ণ)	১১-হূদ	১৪	৬৬৬
জ্ঞান আল্লাহর নিকট (আদ সম্প্রদায়ের শাস্তি প্রসঙ্গ)	৪৬-আহকাফ	২৩	৯১০
জ্ঞান (কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছেই আছে)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
জ্ঞান (কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে)	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
জ্ঞান থাকা(কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট আছে)	৩৩-আহযাব	৬৩	৮৩৯
জ্ঞান দান (আল্লাহকে কাফিরদের জ্ঞান দান দ্বীন, সম্পর্কে!)	৪৯-হুজুরাত	১৬	৯২১
জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৬৪-তাগাবুন	১৮	৯৬৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জ্ঞানী (আল্লাহ জানেন বক্ষে যা আছে)	৫-মায়িদা	৭	৫৮১
জ্ঞানী (আল্লাহ জ্ঞানী, অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে)	৯-তাওবা	৭৮	৬৪৮
জ্ঞানী (আল্লাহ জ্ঞানী, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বিষয়ের)	১৩-রা'দ	৯	৬৮৯
জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী/আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা)	৩৯-যুমার	৪৬	৮৭৫
জ্ঞানী (আল্লাহ মহাজ্ঞানী)	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
জ্ঞানী (আল্লাহ মহাজ্ঞানী)	২৪-নূর	৫৯	৭৮০
জ্ঞানী (আল্লাহ মহাজ্ঞানী)	৯-তাওবা	১১৫	৬৫২
জ্ঞানী (আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান...)	৯-তাওবা	৯৭	৬৫০
জ্ঞানী (আল্লাহ মহাজ্ঞানী)	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
জ্ঞানী (আল্লাহ মহাজ্ঞানী)	৯-তাওবা	১১০	৬৫১
জ্ঞানী (আল্লাহ সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী)	২৪-নূর	৬৪	৭৮১
জ্ঞাতা (আল্লাহ প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী)	৪৩-যুখরুফ	৮৪	৯০১
জ্ঞান (প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জ্ঞান আল্লাহর নিকট)	৬৭-মুলক	২৬	৯৭৪
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী, সমস্ত কথা তিনি জানেন)	২১-আম্বিয়া	৪	৭৫০
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ, গায়েব প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী)	৬-আন্'আম	১৩	৫৯৭
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী, মন্দ কথা প্রকাশ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৮	৫৭৬
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান)	৭৬-দাহ্র	৩০	৯৯৬
জ্ঞানী (আল্লাহ অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী)	৩২-সাজ্দা	৬	৮৩০
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৮-আনফাল	৭১	৬৩৯
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, কসম অবসান প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	২	৯৭০
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৪-নিসা	২৬	৫৬০
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রতাপশালী)	২৭-নামল	৭৮	৮০৬
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, পাপ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১১	৫৭১
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, মুমিন হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৩৩-আহযাব	১	৮৩৩
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, জিহাদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল)	২২-হাজ্জ	৫৯	৭৬৩
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান)	১৬-নাহ্ল	৭০	৭০৮
জ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশ্রোতা)	২৬-শু'আরা	২২০	৭৯৯
ঠাট্টা-বিদ্রুপ (আল্লাহ মুনাফিকদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেন)	২-বাক্বারা	১৫	৫০৩
ঠাট্টা (আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করে মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৬৫	৬৪৬
ডাক দিলেন আল্লাহ ইবরাহীমকে (জবাই করার পর)	৩৭-সাফ্ফাত	১০৪	৮৬২
ডাকলেন আল্লাহ মূসাকে (আমি আল্লাহ জগতসমূহের প্রতিপালক)	২৮-কাসাস	৩০	৮১৩
ডাকা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর দিকে ডাকা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়...)	২৪-নূর	৪৮	৭৭৯
ডাকা (আল্লাহকে ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকা হয় তারা বান্দা)	৭-আ'রাফ	১৯৪	৬৩১
ডাকা (আল্লাহকে ডাকা অথবা রহমানকে ডাকা...)	১৭-ইস্রা	১১০	৭২৩
ডাকা (মসজিদে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে না ডাকা)	৭২-জিন্ন	১৮	৯৮৭
ডাকা (মুশরিকরা আল্লাহ বাদে যাকে ডাকে তাদেরকে গালি না দেয়া)	৬-আন্'আম	১০৮	৬০৬
ডাকা (মুশরিক আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকে তারাই সৃষ্ট;কিছু সৃষ্টি করেনা)	১৬-নাহ্ল	২০	৭০৪
ডাকা (সমুদ্রযাত্রীরা দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে ডাকে)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
ডাকা (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকার অসারতা)	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
ডাকা (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকলে জালিম হবে...)	১০-ইউনুস	১০৬	৬৬৪
ডাকা (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকা)	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
ডাকা (আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকা হয় তারা সাহায্য করতে অক্ষম)	৭-আ'রাফ	১৯৭	৬৩১
ডাকা (আল্লাহ ডাকছেন জান্নাতের দিকে)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
ডাকা (আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকা হয় তাদের অক্ষমতা)	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
ডাকা (আল্লাহর শাস্তি/কিয়ামত আসলে আল্লাহকে ডাকা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৪০	৫৯৯
ডাকা (কাফিররা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকুক! -সূরা রচনা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
ডাকা (তরঙ্গ আচ্ছন্ন করলে মানুষ দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে ডাকে)	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
ডাকা (নৌযানে আরোহণ করে মানুষ আল্লাহকে ডাকে)	২৯-আনকাবূত	৬৫	৮২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ঢাল (আল্লাহকে ঢাল বানানো নিষেধ, কসম প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	২২৪	৫২৫
তওবা কবুল (আল্লাহ তওবা কবুল করলেন নবী, মুহাজির ও আনসারদের)	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
তওবা কবুল করবেন আল্লাহ (তাদের যারা মন্দকাজকে...)	৯-তাওবা	১০২	৬৫১
তওবা কবুল করবেন আল্লাহ (মুশরিকদের যার থেকে ইচ্ছা)	৯-তাওবা	১৫	৬৪১
তওবা কবুল করলেন আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের	৫-মায়িদা	৭১	৫৮৯
তওবা কবুল করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	৯-তাওবা	২৭	৬৪২
তওবা কবুল করেন আল্লাহ তাদের যারা তওবা করে ও নিজেকে...	৫-মায়িদা	৩৯	৫৮৫
তওবা কবুলকারী আল্লাহ	৯-তাওবা	১০৪	৬৫১
তওবা কবুলকারী (আল্লাহ তওবা কবুলকারী, ব্যভিচার প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬	৫৫৮
তওবা কবুলকারী আল্লাহ	২৪-নূর	১০	৭৭৪
তওবা কবুলকারী (আল্লাহ তওবা কবুলকারী)	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
তওবা কবুল (ভুলবশত অন্যায়কারীর তওবা আল্লাহ কবুল করেন)	৪-নিসা	১৭	৫৫৮
তওবা (আল্লাহর পক্ষ থেকে তওবার পদ্ধতি, মুমিন হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
তওবা কবুল (আল্লাহ মুনাফিকদের তওবা কবুল করা, খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
তওবা কবুল (আল্লাহ মুমিন নারী-পুরুষের তওবা কবুল করবেন)	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
তওবা কবুলকারী (আল্লাহ তওবা কবুলকারী)	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮
তওবা কবুলকারী (আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
তওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু (গীবত প্রসঙ্গ...)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
তওবা (নবীর স্ত্রীদের আল্লাহর দিকে তওবা/ ফিরে আসা)	৬৬-তাহরীম	৪	৯৭০
তওবা (মুমিনদের আল্লাহর নিকট খাঁটি তওবা করার নির্দেশ)	৬৬-তাহরীম	৮	৯৭০
তত্ত্বাবধায়ক (প্রতিপালক আল্লাহকে তত্ত্বাবধায়ক হিবেবে গ্রহণ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৯	৯৮৮
তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট	৪-নিসা	১৩২	৫৭৩
তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট	৩৩-আহযাব	৩	৮৩৩
তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট (রাসূল স. প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট	৩৩-আহযাব	৪৮	৮৩৭
তত্ত্বাবধায়ক (আল্লাহকে ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক গ্রহণ করা নিষেধ)	১৭-ইসরা	২	৭১৪
তত্ত্বাবধায়ক (আল্লাহ তাদের কথার তত্ত্বাবধায়ক- ইয়াকুব আ. বললেন)	১২-ইউসুফ	৬৬	৬৮৩
তত্ত্বাবধায়ক (আল্লাহ মূসা আ. ও শোয়াইবের কথার তত্ত্বাবধায়ক)	২৮-কাসাস	২৮	৮১০
তত্ত্বাবধায়ক (আল্লাহ সবকিছুর উপর তত্ত্বাবধায়ক)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
তুলে নেয়া (আল্লাহ ঈসাকে তার কাছে তুলে নিয়েছেন)	৪-নিসা	১৫৮	৫৭৭
তৃতীয় জন ('আল্লাহ তিন জনের তৃতীয় জন' বলে কুফরী করেছে)	৫-মায়িদা	৭৩	৫৮৯
ত্বরান্বিত করা (মানুষের অকল্যাণকে আল্লাহ ত্বরান্বিত করলে...)	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
থাকা (আল্লাহ মুত্তাকী/সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন)	১৬-নাহল	১২৮	৭১৩
থাকা (ব্যক্তি ও তার হৃদয়ের মাঝখানে আল্লাহ থাকেন)	৮-আনফাল	২৪	৬৩৪
দয়া (আল্লাহ মানুষকে দয়া করলে আটকানোর কেউ নেই)	৩৫-ফাতির	২	৮৪৬
দয়া (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান)	৭৬-দাহ্র	৩১	৯৯৬
দয়া (আল্লাহ বান্দার প্রতি তার দয়া বিস্তার করেন)	৪২-শূরা	২৮	৮৯৩
দয়া (আল্লাহ মানুষকে তার দয়া আস্বাদন করালে সে উৎফুল্ল হয়)	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
দয়া (আল্লাহ যাকে দয়া করবেন কিয়ামতে...)	৪৪-দুখান	৪২	৯০৪
দয়া (আল্লাহর দয়া/অনুগ্রহে মুমিনদের প্রতি কুরআন এসেছে)	১০-ইউনুস	৫৮	৬৫৯
দয়া (আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হতে ইয়াকুবের নিষেধ- পুত্রদেরকে)	১২-ইউসুফ	৮৭	৬৮৫
দয়া (আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয় না কেউ, কাফির ছাড়া)	১২-ইউসুফ	৮৭	৬৮৫
দয়া (আল্লাহর দয়া না থাকলে মানুষ শয়তানের অনুসরণ করত)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
দয়া (আল্লাহর দয়া প্রত্যাশা করে যারা...)	২-বাকারা	২১৮	৫২৪
দয়া (আল্লাহর দয়ার মাঝে থাকবে, যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে)	৩-আলে ইমরান	১০৭	৫৪৬
দয়া (আল্লাহর দয়া সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী)	৭-আ'রাফ	৫৬	৬১৮
দয়া (ইবরাহীমের পরিবারের উপর আল্লাহর দয়া ও বরকত)	১১-হূদ	৭৩	৬৭২
দয়া করবেন আল্লাহ মুমিন নর-নারীদের প্রতি	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
দয়া (ক্ষমাশীল/দয়ালু আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হওয়া যাবেনা)	৩৯-যুমার	৫৩	৮৭৫
দয়া (নবীর প্রতি আল্লাহর দয়া না থাকলে..., পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
দয়া প্রত্যাহার করেন যদি আল্লাহ তা আস্বাদন করানোর পর...	১১-হূদ	৯	৬৬৬
দয়া প্রদর্শন করবেন না আল্লাহ (জাহান্নামীরা জান্নাতীদের ব্যাপারে বলত)	৭-আ'রাফ	৪৯	৬১৭
দয়া বিস্তার করেন আল্লাহ (বান্দার প্রতি)	৪২-শূরা	২৮	৮৯৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দয়াময় (আল্লাহ দয়াময়)	৬৭-মুলক	২৮	৯৭৪
দয়াময় আল্লাহর নামে(সাবার রানীর কাছে সুলাইমানের পত্র)	২৭-নামল	৩০	৮০২
দয়া (মুমিনদেরকে আল্লাহ তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন)	৪-নিসা	১৭৫	৫৭৯
দয়া (মুমিনদেরকে আল্লাহ তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন)	৪-নিসা	১৭৫	৫৭৯
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, ব্যভিচারের শাস্তি প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, নবীর স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহরীম	১	৯৭০
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১০	৫৭১
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৬	৫৭০
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৪-নিসা	১৫২	৫৭৬
দয়ালু (আল্লাহ অতিক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৫-মায়িদা	৯৮	৫৯২
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, হিজরত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
দয়ালু (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৪৬-আহকাফ	৮	৯০৮
দয়ালু (আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
দয়ালু (আল্লাহ তার বান্দার প্রতি অতি দয়ালু)	৪২-শূরা	১৯	৮৯২
দয়ালু (আল্লাহ পরম দয়ালু)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
দয়ালু (আল্লাহ পরম দয়ালু)	৩৪-সাবা	২	৮৪১
দয়ালু (আল্লাহ পরম দয়ালু, ব্যভিচার প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬	৫৫৮
দয়ালু (আল্লাহ পরম দয়ালু)	৪১-ফুস্সিলাত	৩২	৮৮৮
দয়ালু (আল্লাহ পরম দয়ালু ও মহাপ্রতাপশালী)	৩২-সাজদা	৬	৮৩০
দয়ালু (আল্লাহ পরম দয়ালু)	৪৮-ফাতহ	১৪	৯১৭
দয়ালু (বাধ্য হয়ে হারাম খেলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু)	১৬-নাহল	১১৫	৭১২
দয়ালু (আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
দয়ালু (আল্লাহ মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু)	৪-নিসা	২৯	৫৬০
দয়ালু আল্লাহর নামে(সাবার রানীর কাছে সুলাইমানের পত্র)	২৭-নামল	৩০	৮০২
দয়ালু (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু, আইয়ুবের দোয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৩	৭৫৫
দয়ালু ও ক্ষমাশীল আল্লাহর অগণিত নেয়ামত প্রসঙ্গ	১৬-নাহল	১৮	৭০৪
দল (আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে)	৫-মায়িদা	৫৬	৫৮৭
দল (আল্লাহর দল সফলকাম)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
দল (মু'মিনরা আল্লাহর দল)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
দান (ফাই হিসাবে নবীকে আল্লাহ যে দাসী দান করেছেন...)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
দান (আল্লাহ মানুষকে কিতাব দান করলে, সংগত নয় যে...)	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
দান (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা/পুত্র সন্তান দান করেন)	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
দান (আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে তালাকপ্রাপ্তার জন্য ব্যয়)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
দান (আল্লাহর দানের প্রতি মানুষের অকৃতজ্ঞতা)	১৬-নাহল	৫৫	৭০৭
দান (আল্লাহ তার অনুগ্রহ করবেন গণিমত বন্টন প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৫৯	৬৪৬
দান (আল্লাহ দাউদ আ. কে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন)	২-বাকারা	২৫১	৫২৯
দান (আল্লাহ রব্বানীদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের পুরস্কার দান করেন)	৩-আলে ইমরান	১৪৮	৫৫০
দান (আল্লাহ রাজত্ব যাকে ইচ্ছা দান করেন)	২-বাকারা	২৪৭	৫২৮
দারিদ্র্যমুক্ত (আল্লাহ দারিদ্র্যমুক্ত, মুশরিকদের থেকে)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
দিন (যারা 'আল্লাহর দিনগুলোর' প্রত্যাশা করে না তাদের প্রতি ক্ষমা)	৪৫-জাছিয়া	১৪	৯০৬
দিন (আল্লাহর দিনগুলোর মাধ্যমে উপদেশ, মূসার সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩
দিন (আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই দিন যা প্রতিরোধ করার নয়)	৩০-রূম	৪৩	৮২৫
দ্বীন (আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে করুণা না করা (ব্যভিচার প্রসঙ্গ)	২৪-নূর	২	৭৭৪
দুর্বল করে দেন আল্লাহ, কাফিরদের ষড়যন্ত্র	৮-আনফাল	১৮	৬৩৩
দূরকারী (আল্লাহ কাউকে কষ্ট দিলে তিনি ছাড়া দূরকারী কেউ নেই)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা (আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে...)	৩-আলে ইমরান	১০১	৫৪৫
দৃষ্টান্ত দেন আল্লাহ মুমিনদেরকে (ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত)	৬৬-তাহরীম	১১	৯৭১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দৃষ্টান্ত পেশ (মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেন আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩	৯১২
দৃষ্টিবান (আল্লাহ তার বান্দা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান)	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
দৃষ্টিবান (আল্লাহ দৃষ্টিবান, বনী ইসরাঈলদের কাজের প্রতি)	৫-মায়িদা	৭১	৫৮৯
দৃষ্টিবান (আল্লাহ দৃষ্টিবান, মুমিনরা যা করে সে সম্পর্কে)	৬০-মুমতাহিনা	৩	৯৫৮
দৃষ্টিবান (আল্লাহ দৃষ্টিবান মানুষের কাজ সম্পর্কে)	৩-আলে ইমরান	১৬৩	৫৫১
দৃষ্টিবান (আল্লাহ দৃষ্টিবান, মানুষের কাজের প্রতি)	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
দৃষ্টিবান (আল্লাহ দৃষ্টিবান, মানুষের কাজের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
দৃষ্টিবান (আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান, মানুষের কাজের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
দৃষ্টিবান (আল্লাহ বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিবান)	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
দৃষ্টিবান (আল্লাহ বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিবান)	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
দৃষ্টিবান (আল্লাহ সকল বিষয়ে দৃষ্টিবান)	৬৭-মুল্ক	১৯	৯৭৩
দৃষ্টিবান (ইহুদীদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান)	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
দৃষ্টিবান (কাফিরদের কাজের প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিবান)	৮-আনফাল	৩৯	৬৩৫
দৃষ্টিবান (মানুষের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান)	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
দৃষ্টিবান (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
দৃষ্টিবান (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান)	৬৪-তাগাবুন	২	৯৬৬
দৃষ্টিবান (মুমিনদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান)	৩৩-আহযাব	৯	৮৩৪
দেখা (আল্লাহ অজুহাত পেশকারীদের কার্যকলাপদেখবেন)	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
দেখা (আল্লাহ মানুষের কাজ-কর্ম দেখবেন)	৯-তাওবা	১০৫	৬৫১
দেখা (নিশ্চয় আল্লাহ দেখেন, মিথ্যাবাদী বলা /মুখফিরানো প্রসঙ্গ)	৯৬-আলাক	১৪	১০২৮
দেখানো (আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দেখানোর দাবী, বনী ইসরাঈলের)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
দেখানো আল্লাহ কর্মসমূহ পরিতাপরূপে দেখাবেন	২-বাক্বারা	১৬৭	৫১৮
দেয়া (আল্লাহ ও রাসূল স. যা দেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা...)	৯-তাওবা	৫৯	৬৪৬
দেয়া (আল্লাহ নমরূদকে রাজত্ব দিয়েছিলেন)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
দেয়া (আল্লাহ মানুষকে শ্রবণশক্তি/দৃষ্টিশক্তি/অন্তর দিয়েছেন)	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
দেয়া (আল্লাহ যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখিরাতের আবাস তালাশ)	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
দেখা (বনী ইসরাঈল কর্তৃক আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখার আবদার)	২-বাক্বারা	৫৫	৫০৬
দেখিয়েছেন আল্লাহ রাসূল স.কে (কাফিরদের সংখ্যা অল্প)	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
দেখেন (আল্লাহ দেখেন মানুষের কৃতকর্ম)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
দেখেন (আল্লাহ দেখেন মানুষ যে কাজ করে)	৪১-ফুস্সিলাত	৪০	৮৮৯
দেখেন (আল্লাহ মুমিনদের কৃতকর্ম দেখেন)	৪৮-ফাত্হ	২৪	৯১৮
দেখানো (আল্লাহ যদি মুশরিকদের শাস্তির কিছু রাসূল স.কে দেখান...)	১০-ইউনুস	৪৬	৬৫৮
দেখানো (আল্লাহর দেখানো পথ অনুসারে ফয়সালা...)	৪-নিসা	১০৫	৫৭০
দেয়া (শহীদদেরকে আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতে তারা উৎফুল্ল)	৩-আলে ইমরান	১৭০	৫৫২
দেয়া (সুলাইমানকে আল্লাহ র দেয়া বস্তু সাবাবাসীকে দেয়া বস্তুর চেয়ে ভাল)	২৭-নামল	৩৬	৮০২
দ্রষ্টা(আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা)	২২-হাজ্জ	৬১	৭৬৩
দ্রষ্টা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা)	৪-নিসা	১৩৪	৫৭৪
দ্রষ্টা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা)	২২-হাজ্জ	৭৫	৭৬৫
দ্রষ্টা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা,মানব সৃষ্টি ও পুনরুত্থান প্র.)	৩১-লুকমান	২৮	৮২৯
দ্রুত (আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত...)	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
দ্রুততর (আল্লাহ কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে দ্রুততর)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকে ডাকার নির্দেশ	৪০-মু'মিন	১৪	৮৭৯
দ্বীন (মানুষের দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ, সাহায্য/বিজয় এলে)	১১০-নাস্র	২	১০৩৫
দ্বীন (নিরবচ্ছিন্ন দ্বীন/আনুগত্য আল্লাহরই জন্য)	১৬-নাহ্ল	৫২	৭০৭
দ্বীন বিভক্তকারীদের বিষয়টি আল্লাহর নিকট	৬-আন্'আম	১৫৯	৬১২
দ্বীন (আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ...)	২-বাক্বারা	১৯৩	৫২১
দ্বীন (সমুদ্রযাত্রীরা দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে ডাকে)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
দ্বীন (আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য দিন কামনা...)	৩-আলে ইমরান	৮৩	৫৪৪
দ্বীন আল্লাহর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ	৮-আনফাল	৩৯	৬৩৫
ধনভাণ্ডার (রাসূল স. এর নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার না থাকা)	৬-আন্'আম	৫০	৬০০
ধনভাণ্ডার (আকাশ-পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার আল্লাহরই)	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
ধনভাণ্ডার (আল্লাহর ধনভাণ্ডার নূহের কাছে ছিল না...)	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
ধন্য করেছেন মুমিনদেরকে ঈমানের দিকে পথপ্রদর্শন করে	৪৯-হুজুরাত	১৭	৯২১
ধরে রাখেন আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীকে (যাতে স্থানচ্যুত না হয়)	৩৫-ফাতির	৪১	৮৫০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ধারণা(খন্দকে আল্লাহ সম্পর্কে মুমিনদের নানা রকম ধারণা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১০	৮৩৪
ধাবিত (মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার আহ্বান)	৫১-যারিয়াত	৫০	৯২৮
ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন	৮-আনফাল	৪৬	৬৩৬
ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন	২-বাক্বারা	১৫৩	৫১৭
ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ আছেন	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ আছেন	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
ধোকা (মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দেয় বলে ভাবে)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
ধোকা (মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দিতে চায়)	২-বাক্বারা	৯	৫০২
ধ্বংস করা (আল্লাহ ষড়যন্ত্রকারীদের ইমারতের ভিত্তি ধ্বংস করেন)	১৬-নাহ্ল	২৬	৭০৫
ধ্বংস করা (আল্লাহ যদি ধ্বংস করেন রাসূল স. ও তাঁর সাথীদেরকে...)	৬৭-মুল্ক	২৮	৯৭৪
ধ্বংস/শাস্তি (আল্লাহ ধ্বংস করবেন/শাস্তি দিবেন -এমন দলকে উপদেশ)	৭-আ'রাফ	১৬৪	৬২৮
ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদেরকে যারা পূর্ববর্তী কাফিরদের অনুকরণ...	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
ধ্বংস করুন আল্লাহ! (মুনাফিকদেরকে)	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
ধ্বংস করেছেন আল্লাহ কারুনের চেয়ে শক্তিশালী প্রজন্ম	২৮-কাসাস	৭৮	৮১৫
ধ্বংস করেছেন আল্লাহ (পূর্ববর্তীদেরকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১০	৯১২
ধ্বসিয়ে দেয়া (আল্লাহ ষড়যন্ত্রকারীদেরসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৪৫	৭০৬
নষ্ট করেন না (আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল নষ্ট করেন না)	১১-হূদ	১১৫	৬৭৬
নষ্ট করেন না আল্লাহ (মুমিনদের ঈমান)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
নষ্ট করেন না আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
নষ্ট করেন না আল্লাহ (সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল)	১২-ইউসুফ	৯০	৬৮৫
নষ্ট করেন না আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান	৩-আলে ইমরান	১৭১	৫৫২
নাম (আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ, দেখুন পরিশিষ্ট-৫)			
নাম (সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহরই)	৭-আ'রাফ	১৮০	৬২৯
নাম (সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহর)	২০-ত্বা-হা	৮	৭৪১
নাম স্মরণ ও উচ্চারণ (কুরবানীর দিনগুলোতে)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
নাম (পশু কুরবানীর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
নাম (পশু কুরবানীর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
নাম (ঈমান প্রসঙ্গে কাফিররা আল্লাহর নামে কসম করে)	৬-আন্'আম	১০৯	৬০৬
নাম (গবাদি পশু জবাইকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
নাম (পশু জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১১৮	৬০৭
নাম (আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পশু হারাম হওয়া প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
নাম (আল্লাহর নাম উল্লেখ, শিকারী প্রাণির শিকার জবেহ করলে)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
নাম (আল্লাহর নাম স্মরণহীন জবাইকৃত পশু খাওয়া নিষিদ্ধ)	৬-আন্'আম	১২১	৬০৮
নাম (আল্লাহর নাম স্মরণের স্থান মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়া প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
নাম (আল্লাহর নাম স্মরণে জবাইকৃত পশু না খাওয়া প্রসঙ্গ!)	৬-আন্'আম	১১৯	৬০৭
নাম (আল্লাহর নামে, সাবার রানীর কাছে সুলাইমানের পত্র প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৩০	৮০২
নামানো (রাসূল স. এর বোঝা আল্লাহ নামিয়ে দিয়েছেন)	৯৪-ইন্শিরাহ্	২	১০২৭
নামে (আল্লাহর নামে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন পিতা...)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
নামে (নূহের নৌকার গতি ও স্থিতি -আল্লাহর নামে...)	১১-হূদ	৪১	৬৬৯
নিকটজন (আল্লাহ ধনী-গরীব সকলের নিকটজন)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
নিকৃষ্ট জীব আল্লাহর নিকট সেই সব বধির ও বোবা যারা...	৮-আনফাল	২২	৬৩৪
নিকৃষ্টতম জীব আল্লাহর নিকট তারাই যারা কুফরি করেছে...	৮-আনফাল	৫৫	৬৩৭
নিদর্শন (ছামূদ জাতির জন্য আল্লাহ নিদর্শনস্বরূপ উষ্ট্রী প্রেরণ...)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
নিদর্শন (আসহাবে কাহাফের ঘটনা)..	১৮-কাহ্ফ	১৭	৭২৫
নিদর্শন (আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করা ঘৃণ্য কাজ)	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
নিদর্শন (আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক...)	৪০-মু'মিন	৫৬	৮৮২
নিদর্শন (নিদর্শন দেয়ার ইখতিয়ার কেবল আল্লাহরই)	৬-আন্'আম	১০৯	৬০৬
নিদর্শন(আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান প্রদর্শন হৃদয়ের তাকওয়া থেকে)	২২-হাজ্জ	৩২	৭৬১
নিদর্শন (আল্লাহর নিদর্শন অবমাননা নিষেধ)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
নিদর্শন (আল্লাহর নিদর্শন, সাফা ও মারওয়া)	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
নিদর্শন (আল্লাহর নিদর্শন/সাক্ষাতে অবিশ্বাসী তার দয়া থেকে হতাশ)	২৯-আনকাবূত	২৩	৮১৭
নিদর্শন আল্লাহরই নিকট (অবতীর্ণ করা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৫০	৮২০
নিদর্শন (আল্লাহর কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে মানুষ)	৪০-মু'মিন	৮১	৮৮৫
নিদর্শন (এক উষ্ট্রী আল্লাহর নিদর্শন, ছামুদ জাতির জন্য)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
নিদর্শন (কাফিররা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে উপহাস করায় শাস্তি)	৪৫-জাছিয়া	৩৫	৯০৭
নিদর্শন (পোশাক আল্লাহর নিদর্শন)	৭-আ'রাফ	২৬	৬১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নিভিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ (যুদ্ধের আগুন যতবার ইহুদীরা...)	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
নিয়ন্ত্রণ (আকাশ-পৃথিবীর সকল বিষয় আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন)	৩২-সাজ্দা	৫	৮৩০
নিয়োজিত করা (আল্লাহ নৌযান... মানবকল্যাণে নিয়োজিত করেছেন)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
নিয়োজিত করা (আল্লাহ সমুদ্রকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
নিয়োজিত করেছেন (সমুদ্রকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন)	৪৫-জাছিয়া	১২	৯০৫
নিয়ন্ত্রক (আল্লাহ নিয়ন্ত্রক, সকল জীব-জন্তুর)	১১-হূদ	৫৬	৬৭০
নিয়ন্ত্রণ (সকল বিষয় আল্লাহই নিয়ন্ত্রণ করেন)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
নিয়মাধীন করেছেন (চন্দ্র ও সূর্যকে)	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
নির্দিষ্ট করা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার দয়ার জন্য নির্দিষ্ট করেন)	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
নির্দেশ দেন না আল্লাহ অশ্লীল কাজের	৭-আ'রাফ	২৮	৬১৫
নির্দেশ (মূসার জাতিকে গাভী জবাইয়ের জন্য আল্লাহর নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
নির্দেশ (যখন আল্লাহর নির্দেশ আসল...)	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ রাসূল স.কে বিশ্বাস না করতে (ইহুদীরা বলে)	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ (সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার জন্য)	১৩-রা'দ	২১	৬৯০
নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার...	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ অশ্লীল কাজের (তারা বলে যারা...)	৭-আ'রাফ	২৮	৬১৫
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ নির্ধারিত...)	৩৩-আহযাব	৩৮	৮৩৬
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত মুনাফিকদেরকে প্রতারিত...)	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
নির্দেশ (আহলে কিতাবদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ মত স্ত্রীদের নিকট গমন, মাসিক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ আসবেই,এর জন্য তাড়াহুড়ো করা ঠিক নয়)	১৬-নাহ্ল	১	৭০৩
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে)	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশে রাসূল স. এর হৃদয়ে কুরআন অবতীর্ণ)	২-বাক্বারা	৯৭	৫১১
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশে রাসূল স.কে আনুগত্য...)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত যুদ্ধের আদেশ..)	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ পর্যন্ত অপেক্ষার নির্দেশ, তাদেরকে যারা...)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ/প্লাবন থেকে রক্ষাকারী নেই)	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
নির্দেশ (আল্লাহ নূহকে যে দ্বীনের নির্দেশ দিয়েছিলেন..)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
নির্দেশ (আল্লাহ ন্যায়বিচার/সদাচরণ/দান করার নির্দেশ দেন)	১৬-নাহ্ল	৯০	৭১০
নির্দেশ (আল্লাহ মূসা/ঈসা/ইবরাহীমকে যে দ্বীনের নির্দেশ দেন..)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
নির্দেশ (আল্লাহ যে সম্পর্ক যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করা...)	২-বাক্বারা	২৭	৫০৪
নির্দেশ আল্লাহরই (পূর্বের ও পরের সব ফয়সালা আল্লাহরই)	৩০-রূম	৪	৮২২
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ মুমিন ও কাফিরের বিয়ে বিচ্ছেদ সম্পর্কে)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশের জন্য স্থগিত, তিন জনের বিষয়...)	৯-তাওবা	১০৬	৬৫১
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে বিস্ময়! ইবরাহীমের স্ত্রীর প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৭৩	৬৭২
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ স্পষ্ট হল, সত্য আসার পর, যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৮	৬৪৫
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশকালে মুশরিকদের উপস্থিতি, পুরুষ/মাদী পশু প্র.)	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
নির্দেশ (আমানত ফেরত দিতে আল্লাহর নির্দেশ)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
নির্দেশ (আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ঘর/ মসজিদ সমুন্নত রাখতে)	২৪-নূর	৩৬	৭৭৮
নির্দেশ (জাহান্নামের ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না)	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
নির্দেশ (তারকারাজি আল্লাহর নির্দেশের অধীন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
নির্দেশ (তালাক/ইদ্দত প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ)	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
নির্দেশ (ফেরেশতা/রাসূলগণ আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে কাজ করে)	২১-আম্বিয়া	২৭	৭৫১
নির্দেশ (বান্দার প্রতি আল্লাহর নির্দেশের ওহীসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ)	১৬-নাহ্ল	২	৭০৩
নির্দেশ (উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
নিদর্শন(কুরবানীর পশু আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন)	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
নিদর্শনাবলি (আল্লাহর নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করে আহলে...)	৩-আলে ইমরান	৯৮	৫৪৫
নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ মূসার সম্প্রদায়ের জন্য পবিত্র ভূমি	৫-মায়িদা	২১	৫৮৩
নির্ধারণ (আল্লাহর নির্ধারণ ছাড়া মুমিনদেরকে আঘাত করেনি...)	৯-তাওবা	৫১	৬৪৫
নির্ধারণ (আল্লাহ নির্ধারণ করেন রাত ও দিনের পরিমাণ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
নির্ধারণ (আল্লাহর নির্ধারণ অন্বেষণ, রোজার রাতে সহবাস প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নির্ধারণ (আল্লাহ সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
নিষেধ করেন (আল্লাহ বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন তাদের সাথে যারা...)	৬০-মুমতাহিনা	৯	৯৫৯
নিষেধ করেননি আল্লাহ সদাচার (তাদের সাথে যারা...)	৬০-মুমতাহিনা	৮	৯৫৯
নিষেধ (আল্লাহ অশ্লীলতা/অসৎকাজ/সীমালঙ্ঘণ নিষেধ করেন)	১৬-নাহ্ল	৯০	৭১০
নিষ্ফল করবেন আল্লাহ (ফিরআউনের জাদুকরদের জাদু)	১০-ইউনুস	৮১	৬৬২
নিয়োজিত করেছেন আল্লাহ সবকিছুকে (মানবকল্যাণে)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
নিশ্চিহ্ন করা (আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন)	২-বাক্বারা	২৭৬	৫৩৩
নিয়ম-নীতি (আল্লাহর নিয়ম-নীতিতে কোন পরিবর্তন নেই)	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
নিয়ম-নীতি (আল্লাহর নিয়ম-নীতিতে কোন রূপান্তর নেই)	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
নিয়ে আসবেন আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় (মুরতাদদের স্থলে)	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
নিয়ে আসা (আল্লাহই নিয়ে আসবেন প্রতিশ্রুত শাস্তি, নূহ আ. প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৩৩	৬৬৮
নিয়ে আসা (আল্লাহ কিয়ামতের দিন সবাইকে নিয়ে আসবেন)	২-বাক্বারা	১৪৮	৫১৬
নিয়ে আসা (আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে নিয়ে আসেন)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
নিক্ষেপ করেছেন আল্লাহ (বদরযুদ্ধে কংকর নিক্ষেপ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩
নীতি (আল্লাহর নীতিতে কোন পরিবর্তন পাওয়া যাবে না)	৪৮-ফাত্হ	২৩	৯১৮
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামত পরিবর্তন...)	২-বাক্বারা	২১১	৫২৩
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে শহীদরা আনন্দিত)	৩-আলে ইমরান	১৭১	৫৫২
নেয়ামত (কাফির আল্লাহর নেয়ামত চিনেও তা অস্বীকার করে)	১৬-নাহ্ল	৮৩	৭০৯
নেয়ামত (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারীর উপর আল্লাহর নেয়ামত)	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
নেয়ামত (তবে কি মানুষ আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় !)	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
নেয়ামত (মানুষের কাছে যে নেয়ামত আছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে)	১৬-নাহ্ল	৫৩	৭০৭
নেয়ামত (মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণের নির্দেশ)	৩৫-ফাতির	৩	৮৪৬
নেয়ামত (মুনাফিকদেরকে আল্লাহ নেয়ামত দিয়েছেন বলে ধারণা)	৪-নিসা	৭২	৫৬৫
নেয়ামত (মুমিনদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণের নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৯	৮৩৪
নেয়ামত (মূসার সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ...)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করতে বললেন মূসা আ. সম্প্রদায়কে)	৫-মায়িদা	২০	৫৮৩
নেয়ামত (আল্লাহ যার উপর নেয়ামত করেছেন, যায়েদ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
নেয়ামত (আল্লাহ মানুষের প্রতি নেয়ামত পূর্ণ করেন...)	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করায় ক্ষুধা/ভীতি...)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামতে সমুদ্রে নৌযান চলাচল করে)	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামতের সংখ্যা গণনা করে নির্ণয় করা যাবে না)	১৬-নাহ্ল	১৮	৭০৪
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	১১৪	৭১২
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করার নির্দেশ, মুমিনদের প্রতি)	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার, রিযিক প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৭১	৭০৮
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামতকে অবিশ্বাস, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, রিযিক প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৭২	৭০৮
নেয়ামত ,আল্লাহর (গণনা করলে সংখ্যা নির্ণয় করা যাবে না)	১৪-ইবরাহীম	৩৪	৬৯৬
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামত স্বরূপ, মুমিনদের সঠিক পথ অবলম্বন)	৪৯-হুজুরাত	৮	৯২০
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করার আহ্বান)	৫-মায়িদা	৭	৫৮১
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামতকে অকৃতজ্ঞতার দ্বারা প্রতিস্থাপন)	১৪-ইবরাহীম	২৮	৬৯৬
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামতের জন্য ইবরাহীম আ. কৃতজ্ঞ ছিল)	১৬-নাহ্ল	১২১	৭১৩
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামতসহ মুমিনরা ফিরে আসল, উহুদ থেকে)	৩-আলে ইমরান	১৭৪	৫৫২
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করার নির্দেশ...)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
নেয়ামত দান করেছেন আল্লাহ যাদের উপর...	৫-মায়িদা	২৩	৫৮৩
নেয়ামত দান করেছেন আল্লাহ নবীদের প্রতি...	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
নৈকট্য (আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে গ্রহণ তাঁর পথে...)	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
নৈকট্য (আল্লাহর নৈকট্য দান করবে উপাস্য,মুশরিকদের ধারণা)	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
নৈকট্যলাভ (সিজদার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভের নির্দেশ)	৯৬-আলাক	১৯	১০২৮
ন্যায়সঙ্গত (আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত, ঋণের মেয়াদ ঠিক করা)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
ন্যায়সঙ্গত (পালকপুত্রকে পিতৃপরিচয়ে ডাকা আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত)	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
পছন্দ করেন না আল্লাহ (উদ্ধত অহংকারীকে)	৫৭-হাদীদ	২৩	৯৫০
পছন্দ করেন না আল্লাহ (ফ্যাসাদ পছন্দ করেন না আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২০৫	৫২৩
পছন্দ করেন আল্লাহ (তওবাকারীদেরকে)	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ	(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পথ	(আল্লাহর পথে কিছু না দেয়ার কসম করা নিষেধ)	২৪-নূর	২২	৭৭৬
পথ	(আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে চাইল বনী ইসরাঈলরা…)	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
পথ	(আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল মুমিনদের দল, বদর যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে মুশরিকগণ)	৯-তাওবা	৯	৬৪০
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে ধন-সম্পদ ব্যয়…)	৮-আনফাল	৩৬	৬৩৫
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে যারা)	৮-আনফাল	৪৭	৬৩৬
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার শাস্তি…)	১৬-নাহ্‌ল	৮৮	৭১০
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুতদের জন্য কঠিন শাস্তি)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা অধিক গুরুতর)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে যারা তাদের কর্ম নিষ্ফল…)	৪৭-মুহাম্মাদ	১	৯১২
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে চিত্তবিনোদনমূলক কথা ক্রয়)	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক)	২২-হাজ্জ	৯	৭৫৯
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখে কাফিররা)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩২	৯১৫
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে পন্ডিত ও…)	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
পথ	(আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখা, শু'আইবের দাওয়াত প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
পথ	(আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ ফকীরকে দান করা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
পথ	(আল্লাহর পথে আপতিত বিপদে হীনবল হয়নি নবী ও…)	৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
পথ	(আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা দয়া প্রত্যাশা করে)	২-বাক্বারা	২১৮	৫২৪
পথ	(আল্লাহর পথে জিহাদ, জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে)	৯-তাওবা	২০	৬৪২
পথ	(আল্লাহর পথে জিহাদ অপছন্দ করেন, তাদের যারা…)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
পথ	(আল্লাহর পথে জিহাদের সমান নয় মসজিদে হারামের আবাদ)	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
পথ	(আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে যারা, ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে)	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
পথ	(আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে যে সব ঈমানদার)	৮-আনফাল	৭৪	৬৩৯
পথ নির্দেশ	(আল্লাহর পথনির্দেশ ছাড়া প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যে…)	২৮-কাসাস	৫০	৮১২
পথ দেখানো	(আল্লাহর পরে কে সঠিক পথ দেখাবে?…)	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
পথ দেখানো	(ইবরাহীমকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখাবেন)	৪৩-যুখরুফ	২৭	৮৯৭
পথ	(দুনিয়ার জীবন বিক্রিকারী আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে)	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
পথ থেকে বিরত রাখা মানুষকে	(আল্লাহ ক্ষমা করবেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৪	৯১৫
পথ	(আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত মুনাফিকদের বন্ধুত্ব নয়…)	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
পথ	(আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ)	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
পথ	(ইহুদিরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার পরিণাম)	৪-নিসা	১৬০	৫৭৭
পথ	(আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমান নয়, বসে থাকা মুমিন)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
পথ	(আল্লাহর পথে জিহাদ করবে সেই সম্প্রদায়, যাদেরকে…)	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
পথ	(আল্লাহর পথে জিহাদ উত্তম)	৯-তাওবা	৪১	৬৪৪
পথ	(আল্লাহর পথে জিহাদ করা)	৬১-সাফ্‌ফ	১১	৯৬১
পথ	(আল্লাহর পথে জিহাদের নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৩৫	৫৮৪
পথ	) আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে প্রকৃত মুমিনরা)	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
পথ	(আল্লাহর পথে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা স্পর্শ করে মুমিনদেরকে)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
পথ	(আল্লাহর পথে নিহতদেরকে মৃত বলা নিষেধ)	২-বাক্বারা	১৫৪	৫১৭
পথ	(আল্লাহর পথে নিহত হলে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া লাভ…)	৩-আলে ইমরান	১৫৭	৫৫১
পথ	(আল্লাহর পথে পরিচালনা করেন রাসূল স.)	৪২-শূরা	৫৩	৮৯৫
পথ	(আল্লাহর পথে বের হওয়ার নির্দেশ, ঈমানদারদের প্রতি)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
পথ	(আল্লাহর পথে ব্যয় করা)	২-বাক্বারা	১৯৫	৫২২
পথ	(আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কাপণ্য করে মানুষ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
পথ	(আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের পর খোঁটা না দেয়া)	২-বাক্বারা	২৬২	৫৩১
পথ	(আল্লাহর পথে হিজরত করলে পৃথিবীতে আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখছে আহলে কিতাবরা…)	৩-আলে ইমরান	৯৯	৫৪৫
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার কারণে মন্দ পরিণতি)	১৬-নাহ্‌ল	৯৪	৭১১
পথ	(অধিকাংশের আনুগত্য করলে নবী আল্লাহর পথচ্যুত হবেন)	৬-আন্'আম	১১৬	৬০৭
পথ	(আল্লাহর পথে নিহতদের কর্ম নিষ্ফল হবে না)	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
পথ	(নবীকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
পথ	(মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে, মুনাফিকরা)	৫৮-মুজাদালা	১৬	৯৫৪
পথ	(যারা আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে তারা পথভ্রষ্ট)	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
পথ	(যারা আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে তারা পথভ্রষ্ট)	৪-নিসা	১৬৭	৫৭৮
পথ	(মুমিনরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে)	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পথ	(মুনাফিকরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে)	৬৩-মুনাফিকূন	২	৯৬৪
পথ	(প্রবৃত্তির অনুসরণ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
পথ নির্দেশিকা	(আল্লাহর পথনির্দেশিকাই প্রকৃত পথনির্দেশিকা)	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে,আখিরাতে অবিশ্বাসী)	১১-হূদ	১৯	৬৬৭
পথ	(আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখত জালিমরা)	৭-আ'রাফ	৪৫	৬১৭
পথ	(মুমিনরা আল্লাহর পথে ব্যয় করে যা আল্লাহ তার পুরোপুরি…)	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
পথ	(আল্লাহর পথে ব্যয় না করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
পথ	(আল্লাহর পথে ব্যয় না করে স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে যারা…)	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
পথ	(আল্লাহর পথে ব্যয়ের উপমা, শস্যদানার মত…)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
পথ	(আল্লাহর পথে যাকাত ব্যয়…)	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
পথ	(আল্লাহর পথে যুদ্ধ ও বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
পথ	(আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে মুমিনদের এক দল, রাত্রি জাগরণ প্রসঙ্গ)	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
পথ	(আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা, অসহায় নর-নারী-শিশুর জন্য)	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
পথ	(আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৪৪	৫২৮
পথ	(আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে মুমিনরা)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
পথ	(আল্লাহর পথে যুদ্ধ, কাফিরদের বিরুদ্ধে)	২-বাক্বারা	১৯০	৫২১
পথ	(আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, মুনাফিকদেকে বলা হয়েছিল…)	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
পথ	(আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিহত বা বিজয়ী ব্যক্তির প্রতিদান)	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
পথ	(আল্লাহর পথে সফরকালে কেউ সালাম দিলে 'মুমিন নও' বলা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
পথ প্রদর্শন	করেন আল্লাহ তাঁর আলোর দিকে (যাকে ইচ্ছা)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
পথ প্রদর্শন	করেন আল্লাহ তাদেরকে যারা অনুগামী হয়…	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
পথ প্রদর্শন	করবেন না আল্লাহ (পাপাচারী মুনাফিকদের)	৬৩-মুনাফিকূন	৬	৯৬৪
পথ	(আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের উৎকৃষ্ট রিযিক দান করা হবে)	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
পথনির্দেশ	(আল্লাহই মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করেন)	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
পথনির্দেশনা	(আল্লাহর পথনির্দেশনা দ্বারা সঠিকপথ প্রদর্শন)	৬-আন্'আম	৮৮	৬০৪
পথনির্দেশনা	(আল্লাহর পথনির্দেশিকাই সত্যিকার পথনির্দেশিকা…)	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
পথনির্দেশিকা	(কুরআন আল্লাহর পথনির্দেশিকা)	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
পথপ্রদর্শক	নেই তার যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
পথপ্রদর্শন	(আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করায় তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা)	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
পথপ্রদর্শন	(আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শনের পরও বিপথে…)	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
পথ রাখা	(আল্লাহ মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের পথ রাখেননি)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
পথপ্রদর্শন	(আয়াতে ঈমান না আনলে আল্লাহ সঠিকপথ দেখান না)	১৬-নাহ্‌ল	১০৪	৭১১
পথপ্রদর্শন	(আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সঠিকপথ প্রদর্শন করতেন!)	১৬-নাহ্‌ল	৯	৭০৩
পথপ্রদর্শন	(আল্লাহ কাউকে কাউকে পথ প্রদর্শন করেন…)	১৬-নাহ্‌ল	৩৬	৭০৬
পথপ্রদর্শন	(আল্লাহ কাফিরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না)	১৬-নাহ্‌ল	১০৭	৭১২
পথপ্রদর্শন	(আল্লাহ কাফিরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
পথপ্রদর্শন	(আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না)	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
পথপ্রদর্শন	(আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন সেই পথ পায়)	৭-আ'রাফ	১৭৮	৬২৯
পথপ্রদর্শন	(আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন সে সঠিকপথ প্রাপ্ত)	১৭-ইস্‌রা	৯৭	৭২২
পথপ্রদর্শন	করেন না আল্লাহ (জালিম সম্প্রদায়কে)	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
পথপ্রদর্শন	করেন না আল্লাহ (কাফির সম্প্রদায়কে)	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
পথপ্রদর্শন	করেন না আল্লাহ (জালিম সম্প্রদায়কে)	২৮-কাসাস	৫০	৮১২
পথপ্রদর্শন	করেন না আল্লাহ (জালিম সম্প্রদায়কে)	৬১-সাফ্‌ফ	৭	৯৬০
পথপ্রদর্শন	করেন না আল্লাহ (পাপাচারী সম্প্রদায়কে)	৬১-সাফ্‌ফ	৪	৯৬০
পথপ্রদর্শন	(মুমিনের হৃদয়কে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন)	৬৪-তাগাবুন	১১	৯৬৭
পথপ্রদর্শন	করবে না আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে	৫-মায়িদা	৫১	৫৮৭
পথপ্রদর্শন	করলে অহঙ্কারীদেরকে তারা পথপ্রদর্শন করত!…	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
পথপ্রদর্শন	করেন না আল্লাহ (জালিম সম্প্রদায়কে)	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
পথভ্রষ্ট করা	(আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য পথ নেই)	৪-নিসা	১৪৩	৫৭৫
পথভ্রষ্ট করা	(আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য পথ পাবেনা)	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮
পথভ্রষ্ট করা	(আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার পথ প্রদর্শক নেই)	৭-আ'রাফ	১৮৬	৬৩০
পথভ্রষ্ট করা	(আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করবেন তাকে সঠিকপথ…)	৩০-রূম	২৯	৮২৪
পথভ্রষ্ট করা	(আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ প্রদর্শন)	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮
পথভ্রষ্ট	করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	১৩-রা'দ	২৭	৬৯১
পথভ্রষ্ট	করেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৩১	৯৯১
পথভ্রষ্ট	করেন আল্লাহ যাকে তার কোন পথপ্রদর্শক নেই	৩৯-যুমার	৩৬	৮৭৪
পথভ্রষ্ট	করেন আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী ও সংশংবাদীদেরকে	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পথভ্রষ্ট করা (আল্লাহ পথভ্রষ্ট করলে রাসূল স. পথপ্রদর্শন করতে পারেনা)	১৬-নাহ্‌ল	৩৭	৭০৬
পথভ্রষ্ট করা (আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন যাকে তার পথপ্রদর্শক নেই)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ (জালিমদের)	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
পথভ্রষ্ট করেন না আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শনের পর...	৯-তাওবা	১১৫	৬৫২
পথভ্রষ্ট করা (যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই)	৪০-মু'মিন	৩৩	৮৮০
পথে (আল্লাহর পথে নিহতদেরকে মৃত মনে করা নিষেধ)	৩-আলে ইমরান	১৬৯	৫৫২
পাঠিয়েছেন (আল্লাহ মানুষকে রাসূল স. হিসেবে পাঠিয়েছেন! কাফিরদের বিস্ময়)	১৭-ইস্‌রা	৯৪	৭২২
পবিত্রতা ঘোষণা(রাতের দীর্ঘ সময় প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা)	৭৬-দাহ্‌র	২৬	৯৯৬
পবিত্র (আল্লাহ পবিত্র)	১২-ইউসুফ	১০৮	৬৮৭
পবিত্র (আল্লাহ পবিত্র)	৫৯-হাশর	২৩	৯৫৭
পবিত্র (আল্লাহ পবিত্র, এটি এক গুরুতর অপবাদ)	২৪-নূর	১৬	৭৭৫
পবিত্র (আল্লাহ পবিত্র ও শরীক থাকার উর্ধ্বে...)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
পবিত্র (আল্লাহ পবিত্র ও শরীক থেকে উর্ধ্বে)	২৮-কাসাস	৬৮	৮১৪
পবিত্র (আল্লাহ পবিত্র, সন্তান গ্রহণ ও শরীক থেকে)	২৩-মু'মিনূন	৯১	৭৭১
পবিত্র (আল্লাহ পবিত্র সন্তান গ্রহণ থেকে)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
পবিত্র আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে (আকাশ-পৃথিবীর সবই)	৬২-জুমু'আ	১	৯৬২
পবিত্র (আল্লাহ সকল অপবাদ থেকে পবিত্র)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৫৯	৮৬৪
পবিত্র (আল্লাহ সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র)	২১-আম্বিয়া	২৬	৭৫১
পবিত্র (এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ অতি পবিত্র)	৩৯-যুমার	৪	৮৭১
পবিত্র (জগতের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র)	২৭-নামল	৮	৮০০
পবিত্র (জান্নাতীদের শেষ বক্তব্য, 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র')	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
পবিত্র করতে চাননি আল্লাহ যাদের হৃদয়...	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
পবিত্র করা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন)	৪-নিসা	৪৯	৫৬৩
পবিত্র (মানুষ যা শরীক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে)	১৬-নাহ্‌ল	১.	৭০৩
পবিত্র (মুশরিকদের শিরক থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র)	২১-আম্বিয়া	২২	৭৫১
পবিত্র (মুশরিকরা যা বলে/সন্তান গ্রহণ থেকে আল্লাহ পবিত্র)	৪৩-যুখরুফ	৮২	৯০১
পবিত্র (মুশরিকরা যা শরীক করে তাঁ হতে আল্লাহ পবিত্র)	৫২-তূর	৪৩	৯৩১
পবিত্রতা ঘোষণা (আকাশের সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে)	৬২-জুমু'আ	১	৯৬২
পবিত্রতা ঘোষণা (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে আকাশ পৃথিবীর...)	৫৭-হাদীদ	১	৯৪৮
পবিত্রতা ঘোষণা (আকাশের সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে)	৬৪-তাগাবুন	১	৯৬৬
পবিত্রতা (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে, আকাশ পৃথিবীর সবকিছু)	২৪-নূর	৪১	৭৭৮
পবিত্রতা (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ, বিকালে ও সকালে)	৩০-রূম	১৭	৮২৩
পবিত্রতা (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে সাত আকাশ, পৃথিবী ও...)	১৭-ইস্‌রা	৪৪	৭১৭
পবিত্রতা (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু)	৬১-সাফ্‌ফ	১	৯৬০
পবিত্রতা (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু)	৫৯-হাশর	১	৯৫৫
পরিণাম আল্লাহর দিকে (সকল কাজের পরিণাম)	৩১-লুকমান	২২	৮২৮
পরিণাম আল্লাহর নিকট (সকল কাজের পরিণাম)	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	৬৬	৮৬৯
পরিচালনা (আল্লাহ সকল বিষয় পরিচালনা করেন)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
পরিচালনা (আল্লাহ মেঘ পরিচালনা করেন)	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
পরিচালনাকারী (আল্লাহ মুমিনদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালনাকারী)	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
পরিচালিত করা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন)	১০-ইউনুস	২৫	৬৫৬
পরিবর্তে (আল্লাহর পরিবর্তে গ্রহণ করা ইলাহদের অসারতা প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৮	৯১০
পরিবর্তে (আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয় ...)	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
পরিবর্তন করে দিবেন আল্লাহ পাপকে পূণ্য দ্বারা	২৫-ফুরকান	৭০	৭৮৭
পরিবর্তন করেন না আল্লাহ (কোন সম্প্রদায়ের কাছে যা আছে তা...)	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
পরিবর্তনকারী নন আল্লাহ কোন নেয়ামতের যা দান করেছেন...	৮-আনফাল	৫৩	৬৩৭
পরিচালিত (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার দিকে পরিচালিত করেন)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
পরিচালিত করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা (সরল-সঠিক পথে)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
পরিচালিত করেন আল্লাহ সঠিক পথে (যাকে ইচ্ছা)	২৪-নূর	৪৬	৭৭৯
পরিশুদ্ধ করবেন আল্লাহ মুমিনদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৪১	৫৪৯
পরিশুদ্ধ করেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	২৪-নূর	২১	৭৭৫
পরিবেষ্টন করে আছেন আল্লাহ কাফিরদেরকে (পেছন থেকে)	৮৫-বুরূজ	২০	১০১৬
পরিবেষ্টন করে আছেন আল্লাহ (কাফিরদের কাজ)	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পরিবেষ্টন করে রেখেছেন আল্লাহ (আরও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)	৪৮-ফাত্‌হ	২১	৯১৮
পরিবেষ্টন (আল্লাহ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
পরিবেষ্টন (আল্লাহ জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
পরিববেষ্টনকারী (আল্লাহ পরিবেষ্টনকারী, তাদের কাজ যারা বিরত রাখে...)	৮-আনফাল	৪৭	৬৩৬
পরিবেষ্টনকারী (আল্লাহ মুনাফিকদের কার্যক্রম পরিবেষ্টনকারী)	৪-নিসা	১০৮	৫৭১
পরিবেষ্টনকারী (আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন)	৪-নিসা	১২৬	৫৭২
পরীক্ষা (মুমিনদেরকে আল্লাহর পরীক্ষা, শিকার প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
পরীক্ষা (শপথের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন)	১৬-নাহ্‌ল	৯২	৭১০
পরীক্ষা করে নিয়েছেন আল্লাহ মুমিনদের অন্তর (তাকওয়ার জন্য)	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
পরীক্ষা করতে পারেন আল্লাহ, বক্ষে যা আছে	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
পরীক্ষা করবেন আল্লাহ তালুত বাহিনীকে এক নহরে...	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
পর্যবেক্ষক (আল্লাহ সবকিছুর উপর পর্যবেক্ষক)	৩৩-আহযাব	৫২	৮৩৮
পর্যবেক্ষক (আল্লাহ মানুষের উপর পর্যবেক্ষক)	৪-নিসা	১	৫৫৬
পাকড়াও (আল্লাহ অসার কসমের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন না)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
পাকড়াও (আল্লাহ পাকড়াও করেছেন পূর্ববর্তী বহু জাতিকে)	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৯
পাকড়াও (আল্লাহ ফির'আ উন সম্প্রদায়কে পাকড়াও করেন)	৪৩-যুখরুফ	৪৮	৮৯৯
পাকড়াও করবেন না আল্লাহ (অসার কসমের জন্য)	২-বাক্বারা	২২৫	৫২৫
পাকড়াও করলেন আল্লাহ ফিরাউনকে (ইহকাল-পরকালের শাস্তিতে)	৭৯-নাযি'আত	২৫	১০০৪
পাকড়াও করেছিলেন আল্লাহ অপরাধের কারণে (ফিরআউন বংশকে)	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
পাওয়া (মুমিনেরা ভাল কাজের প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাবে)	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
পানি অবতীর্ণকারী আল্লাহ	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
পাকড়াও (নূহ আ. ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে আল্লাহর পাকড়াও)	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
পাওয়া (আল্লাহকে কাফিররা তাদের কাজের নিকট পাবে...)	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
পার্থক্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর মধ্যে পার্থক্য ও কুফরী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫০	৫৭৬
পাঠানো (আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, মৃতদেহ গোপন করা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
পিছিয়ে পড়ার নন আল্লাহ (উত্তম প্রতিস্থাপন করতে)	৭০-মা'আরিজ	৪১	৯৮৩
পুরোপুরি দিবেন আল্লাহ (প্রত্যেকের প্রাপ্য প্রতিফল)	২৪-নূর	২৫	৭৭৬
পুনর্জীবন দান আল্লাহ কিভাবে করবেন? (উযাই আ. এর প্রশ্ন)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
পুরস্কার (আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে যেভাবে পুরস্কৃত করেন...জান্নাত প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৩১	৭০৫
পুরস্কার, আল্লাহর কাছ থেকে (ঈমান ও তাকওয়ার জন্য)	২-বাক্বারা	১০৩	৫১২
পুরস্কার (আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম পুরস্কার)	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
পুরস্কার (আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার, ক্ষমা ও জান্নাত)	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
পুরস্কার (আল্লাহর পুরস্কার উত্তম)	২৮-কাসাস	৮০	৮১৫
পুরস্কার (সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত প্রদান)	৫-মায়িদা	৮৫	৫৯১
পুনরুত্থিত করবেন না আল্লাহ (মানুষ/জিনদের ধারণা)	৭২-জিন্ন	৭	৯৮৬
পুনরুত্থিত করবেন যেদিন আল্লাহ সবাইকে সেদিন...	৫৮-মুজাদালা	৬	৯৫২
পুনরুত্থিত করা (আল্লাহ মৃতদেরকে পুনরুত্থিত করবেন)	৬-আন্‌'আম	৩৬	৫৯৯
পুনরুত্থিত করা(কবরবাসীদের আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন)	২২-হাজ্জ	৭	৭৫৮
পুনরুত্থিত করা (কাফির বলে,আল্লাহ মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত করবেন না)	১৬-নাহ্‌ল	৩৮	৭০৬
পুত্র! (আল্লাহর পুত্র উযাইর, ইহুদীরা বলে)	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
পুত্র! (আল্লাহর পুত্র বলে নাসারারা মাসীহকে)	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
পুত্র (আল্লাহর পুত্র বলে নিজেদেরকে, ইহুদী ও নাসারারা)	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
পুনঃসৃষ্টি করবেন আল্লাহই	১০-ইউনুস	৩৪	৬৫৭
পুনরুত্থিত করবেন আল্লাহ (আল্লাহ সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন যেদিন)	৫৮-মুজাদালা	১৮	৯৫৪
পুণ্যবানদের জন্য আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম	৩-আলে ইমরান	১৯৮	৫৫৫
পূর্ব-পশ্চিম সব আল্লাহরই	২-বাক্বারা	১১৫	৫১৩
পূর্ণ করবেন আল্লাহ তার আলো (যদিও কাফিররা অপছন্দ করে)	৬১-সাফ্‌ফ	৮	৯৬০
পূর্ণ করা (আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীর কাজ পূর্ণ করেন)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
পূর্ণকারী (আল্লাহর চেয়ে অধিক অঙ্গীকার পূর্ণকারী কে?)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
পূর্ণ দৃষ্টিবান (আল্লাহ বান্দাদের ব্যাপারে পূর্ণ দৃষ্টিবান)	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
পৃথক করবেন আল্লাহ মন্দদেরকে ভালদের থেকে...	৮-আনফাল	৩৭	৬৩৫
পৃথিবী আল্লাহরই (মূসার সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১২৮	৬২৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পৃথিবী (সৎকর্মশীল মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত)	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
পৃথিবী (আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা? হিজরত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
পৃথিবী-আকাশের অধিপতি আল্লাহ বরকতময়	৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর	২২-হাজ্জ	৬৪	৭৬৪
পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহরই(তিনি অভাবমুক্ত ও প্রশংসনীয়)	৩১-লুকমান	২৬	৮২৯
পেশ করা (আল্লাহ পেশ করেছেন, এক/অনেক প্রভূর অধীন দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত)	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
পেশ করেন (সত্য মিথ্যার উপমা পেশ করেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
পেশ করছেন আল্লাহ উপমা, মানুষের জন্য	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
পৌছা (শরীকদের অংশ আল্লাহর কাছে পৌছেনা)	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
পৌছা (কুরবানীর পশুর রক্ত ও গোশত আল্লাহর কাছে পৌছে না)	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
প্রকাশ করবেন আল্লাহ কিয়ামতে (জালিমের কল্পনাতীত বিষয়)	৩৯-যুমার	৪৭	৮৭৫
প্রকাশ করা(আল্লাহ প্রকাশ করেছেন,বনী ইসরাঈলের হত্যা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭২	৫০৮
প্রকাশ করা(ইহুদিদের কাছে আল্লাহ যা প্রকাশ করেছেন...)	২-বাক্বারা	৭৬	৫০৯
প্রকাশ করে দিবেন আল্লাহ (মুনাফিকদের হৃদয়ের বিদ্বেষ)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৯	৯১৪
প্রকাশ করে দিবেন আল্লাহ (মুনাফিকরা যা আশঙ্কা করে...)	৯-তাওবা	৬৪	৬৪৬
প্রকাশকারী (কিয়ামত প্রকাশকারী কেউ নেই, আল্লাহ ছাড়া)	৫৩-নাজম	৫৮	৯৩৫
প্রকাশকারী (নবীর গোপন বিষয় আল্লাহ প্রকাশকারী)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
প্রস্তুত করা (আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত করেছেন, রাসূল স. ও ঈমানদারদের জন্য)	৯-তাওবা	৮৯	৬৪৯
প্রস্তুত করেছেন আল্লাহ কঠিন শাস্তি (মুনাফিকদের জন্য)	৫৮-মুজাদালা	১৫	৯৫৩
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী)	৪৩-যুখরুফ	৮৪	৯০১
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, মুমিন হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান)	৭৬-দাহর	৩০	৯৯৬
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৩৩-আহযাব	১	৮৩৩
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী/মহাপ্রজ্ঞাবান, কসম অবসান প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহরীম	২	৯৭০
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান,তওবা কবুল প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭	৫৫৮
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৪-নিসা	২৬	৫৬০
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, জিহাদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, বিয়ের বিধান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাপ্রজ্ঞাবান, অভাব দূর করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩০	৫৭৩
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	২৭-নামল	৯	৮০০
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৪৫-জাছিয়া	৩৭	৯০৭
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী)	৬৪-তাগাবুন	১৮	৯৬৭
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী/মহাপ্রজ্ঞাবান, ঈসাকে তুলে নেয়া প্র.)	৪-নিসা	১৫৮	৫৭৭
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	১৬-নাহ্ল	৬০	৭০৭
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী)	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, রাসূল প্রেরণ প্র.)	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী)	৬২-জুমু'আ	৩	৯৬২
প্রজ্ঞাবান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে (আকাশ-পৃথিবীর সবই)	৬২-জুমু'আ	১	৯৬২
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, পাপ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১১	৫৭১
প্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে (কিতাব)	৪৬-আহ্কাফ	২	৯০৮
প্রজ্ঞাময় (আল্লাহ সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়)	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
প্রজ্ঞাময় ও মহাপ্রতাপশালী (আল্লাহ)	৪২-শূরা	৩	৮৯১
প্রতাপশালী (আল্লাহ প্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৮-আনফাল	১০	৬৩২
প্রতাপশালী (আল্লাহ প্রতাপশালী, ইহরামে পশু হত্যা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও শক্তিশালী)	৪২-শূরা	১৯	৮৯২
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৪৫-জাছিয়া	৩৭	৯০৭
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও প্রশংসনীয়)	৮৫-বুরূজ	৮	১০১৫
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী)	৩৩-আহযাব	২৫	৮৩৫
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী/মহাপ্রজ্ঞাবান, ঈসাকে	৪-নিসা	১৫৮	৫৭৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
তুলে নেয়া প্র.)			
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী)	৬২-জুমু'আ	৩	৯৬২
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী)	৩৪-সাবা	২৭	৮৪৩
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৫-মায়িদা	৩৮	৫৮৫
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী)	৬৪-তাগাবুন	১৮	৯৬৭
প্রতাপশালী আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে (আকাশ-পৃথিবীর সবই)	৬২-জুমু'আ	১	৯৬২
প্রতাপশালী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রতাপশালী)	২৭-নামল	৭৮	৮০৬
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	২৭-নামল	৯	৮০০
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী))	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী)	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী)	২২-হাজ্জ	৭৪	৭৬৫
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, রাসূল স. প্রেরণ প্র.)	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৩-আলে ইমরান	১২৬	৫৪৮
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী)	৩০-রূম	২৭	৮২৪
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী)	৩-আলে ইমরান	৬২	৫৪২
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী)	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	১৬-নাহ্ল	৬০	৭০৭
প্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী)	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
প্রতাপশালী ও ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে ডাকা	৪০-মু'মিন	৪২	৮৮১
প্রতাপশালী (শোয়াইবের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কি আল্লাহর চেয়ে বেশি প্রতাপশালী!)	১১-হূদ	৯২	৬৭৪
প্রতারিত করা, আল্লাহ সম্পর্কে (মুনাফিকদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল মহাপ্রতারক)	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
প্রতারিত করে না যেন শয়তান আল্লাহ সম্পর্কে (মানুষকে...)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
প্রতারিত শয়তান যেন না করতে পারে (আল্লাহ সম্পর্কে)	৩৫-ফাতির	৫	৮৪৬
প্রত্যাশী (আল্লাহর প্রতি প্রত্যাশী থাকা)	৯-তাওবা	৫৯	৬৪৬
প্রত্যাবর্তনস্থল আল্লাহর দিকে	৫-মায়িদা	১০৫	৫৯৩
প্রত্যাবর্তনস্থল আল্লাহরই দিকে (সকলের)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
প্রত্যাবর্তন(প্রত্যেকে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে)	২১-আম্বিয়া	৯৩	৭৫৬
প্রত্যাবর্তন (সকল বিষয় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে)	৪২-শূরা	৫৩	৮৯৫
প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই (যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কুফরী করে)	৮৮-গাশিয়াহ্	২৫	১০২০
প্রত্যাবর্তিত (সকল বিষয় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত)	৫৭-হাদীদ	৫	৯৪৮
প্রত্যাবর্তিত হওয়া(আল্লাহর নিকট সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে)	২২-হাজ্জ	৭৬	৭৬৫
প্রত্যাবর্তনস্থল (উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল আল্লাহর নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
প্রত্যাশা (আল্লাহকে প্রত্যাশা করে যে তার জন্য উত্তম আদর্শ...)	৬০-মুমতাহিনা	৬	৯৫৮
প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকে	৪০-মু'মিন	৪৩	৮৮১
প্রত্যক্ষদর্শী (আল্লাহ সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী)	৩৪-সাবা	৪৭	৮৪৫
প্রত্যক্ষদর্শী (আল্লাহ সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষদর্শী)	৪-নিসা	৩৩	৫৬১
প্রত্যক্ষদর্শী (আল্লাহ সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী)	৫৮-মুজাদালা	৬	৯৫২
প্রত্যক্ষদর্শী (আল্লাহ সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষদর্শী)	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
প্রত্যক্ষদর্শী (আল্লাহ প্রত্যক্ষদর্শী, আহলে কিতাবদের কাজের)	৩-আলে ইমরান	৯৮	৫৪৫
প্রত্যক্ষদর্শী আল্লাহ (রাসূল স. ও মানুষের সব কাজের)	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
প্রস্তুত রাখা (অবাধ্যদের জন্য আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রস্তুত করেছেন)	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
প্রস্তুত রাখা (আল্লাহ ক্ষমা/মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
প্রত্যাবর্তনস্থল (সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল আল্লাহর কাছে)	১১-হূদ	৪	৬৬৫
প্রচার (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচারই রাসূল স. এর দায়িত্ব)	৭২-জিন্	২৩	৯৮৭
প্রত্যক্ষকারী (আল্লাহ সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষকারী)	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
প্রত্যক্ষকারী (আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষকারী)	৮৫-বুরূজ	৯	১০১৫
প্রতিদান(সত্যবাদিতার জন্য আল্লাহর প্রতিদান, খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
প্রতিদান (সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ প্রতিদান প্রস্তুত করেছেন)	৩৩-আহযাব	২৯	৮৩৫
প্রতিদান (বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে আপোস করলে প্রতিদান আল্লাহর কাছে)	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
প্রতিদানদাতা (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম প্রতিদানদাতা)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
প্রতিদানদাতা (আল্লাহ পরম প্রতিদানদাতা, কর্জে হাসানা প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিদানদাতা (আল্লাহ পরম প্রতিদানদাতা ও সর্বজ্ঞানী)	৪-নিসা	১৪৭	৫৭৫
প্রতিদানদাতা (আল্লাহ প্রতিদানদাতা, ভাল কাজের)	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
প্রতিদান দিবেন আল্লাহ অঙ্গীকার পূর্ণকারীকে (বিরাট প্রতিদান)	৪৮-ফাত্হ	১০	৯১৬
প্রতিদান দিবেন আল্লাহ কৃতজ্ঞদেরকে (অচিরেই)	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
প্রতিদান দিবেন আল্লাহ ছোট বড় ব্যয় ও উপত্যকা অতিক্রমের	৯-তাওবা	১২১	৬৫৩
প্রতিদান দিবেন আল্লাহ (বেদুঈনরা যুদ্ধে আনুগত্য করলে)	৪৮-ফাত্হ	১৬	৯১৭
প্রতিদান দিবেন আল্লাহ তাদের কাজের যারা...	২৪-নূর	৩৮	৭৭৮
প্রতিদান আল্লাহর কাছে (নূহের প্রতিদান)	১০-ইউনুস	৭২	৬৬১
প্রতিদান আল্লাহর কাছে (নূহ আ. এর প্রতিদান)	১১-হূদ	২৯	৬৬৮
প্রতিদান, আল্লাহর (তাওবা/দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা প্র.)	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
প্রতিদান (আল্লাহর নিকট মহাপ্রতিদান, মু'মিনদের জন্য)	৮-আনফাল	২৮	৬৩৪
প্রতিদান (আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান)	৯-তাওবা	২১	৬৪২
প্রতিদান (হিজরতকারীর মৃত্যু হলে প্রতিদানের ভার আল্লাহর উপর)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
প্রতিপালন করেন আল্লাহ মানুষকে (উদ্ভিদের মত)	৭১-নূহ	১৭	৯৮৫
প্রতিপালক (ইলিয়াস সম্প্রদায় ও তার পূর্বপুরুষদের)	৩৭-সাফ্ফাত	১২৬	৮৬৩
প্রতিপালক (ঈসা আ. ও অন্য সকলের)	৪৩-যুখরুফ	৬৪	৯০০
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সালাত/কুরবাণী/জীবন/মরণ সবই)	৬-আন্'আম	১৬২	৬১২
প্রতিপালক (মানুষের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি...)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
প্রতিপালক (মুমিনদের প্রতিপালক আল্লাহ)	৪১-ফুস্সিলাত	৩০	৮৮৮
প্রতিপালক (তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক)	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রশংসা...)	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)	১-ফাতিহা	১	৫০১
প্রতিপালক (আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক -একথায় অটল যারা..)	৪৬-আহ্কাফ	১৩	৯০৯
প্রতিপালক (আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক,রাজত্ব তারই)	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
প্রতিপালক (আল্লাহই প্রতিপালক এবং তার উপরই ভরসা)	৪২-শূরা	১০	৮৯১
প্রতিপালক (আল্লাহই মানুষের প্রতিপালক, সুতরাং তার ইবাদত কর)	২১-আম্বিয়া	৯২	৭৫৬
প্রতিপালক (আল্লাহই মানুষের প্রতিপালক, রাজত্বও তাঁর)	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
প্রতিপালক (আল্লাহই মানুষের প্রতিপালক, তিনি ছাড়া ইলাহ নেই)	৬-আন্'আম	১০২	৬০৬
প্রতিপালক (আল্লাহই মানুষের সত্য/প্রকৃত প্রতিপালক)	১০-ইউনুস	৩২	৬৫৭
প্রতিপালক (আল্লাহ ঈসার প্রতিপালক)	১৯-মারইয়াম	৩৬	৭৩৬
প্রতিপালক (আল্লাহকে প্রতিপালক বলায় মক্কার মুসলিমদেরকে বহিষ্কার)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
প্রতিপালক (আল্লাহকে প্রতিপালক বলায় মূসাকে হত্যার ইচ্ছা)	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
প্রতিপালক (ঈসার প্রতিপালক আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৫১	৫৪১
প্রতিপালক (আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালক গ্রহণ...)	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
প্রতিপালক আল্লাহ মহানুভব	৮২-ইনফিতার	৬	১০১০
প্রতিপালক আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা...	৪০-মু'মিন	৬২	৮৮৩
প্রতিপালক (আল্লাহ সব মানুষের প্রতিপালক)	২৩-মু'মিনূন	৫২	৭৬৯
প্রতিপালক (আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালক আল্লাহ)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
প্রতিপালক (আল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রতিপালক গ্রহণ)	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
প্রতিপালক (আল্লাহ ছাড়া অন্য প্রতিপালক খোঁজ করা)	৬-আন্'আম	১৬৪	৬১২
প্রতিপালক (আল্লাহ জগতসমূহের প্রতিপালক)	৩৭-সাফ্ফাত	১৮২	৮৬৫
প্রতিপালক আল্লাহ (তার কাছেই সবার প্রত্যাবর্তন)	১১-হূদ	৩৪	৬৬৮
প্রতিপালক (আল্লাহ নবী ও অন্য সকলের প্রতিপালক)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
প্রতিপালক (বাগানওয়ালার সাথীর স্বীকার..)	১৮-কাহ্ফ	৩৮	৭২৭
প্রতিফল দান (আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন)	১৪-ইবরাহীম	৫১	৬৯৭
শাস্তিদান (আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর)	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
শাস্তিদান (মুহরিম পশু হত্যার পুনরাবৃত্তি করলে আল্লাহ শাস্তি দিবেন)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
প্রতিশ্রুতি সত্য (কিয়ামত ও আসহাবে কাহাফ প্র.)	১৮-কাহ্ফ	২১	৭২৬
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতিশ্রুতি,খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ কর্তৃক (জিহাদকারী/বসে থাকা মুমিনকে কল্যাণের...)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদেরকে যারা...)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
প্রতিশ্রুতি(আল্লাহ কাফিরদেরকে আগুনের প্রতিশ্রুতি দেন)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ মানুষকে সত্য প্রতিশ্রুতি দেন)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুমিনদেরকে ক্ষমা ও...)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ মুমিনদেরকে অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ মুমিনদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন)	৪৮-ফাত্হ	২০	৯১৮
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, কিয়ামত বাস্তবায়িত হবে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৮	৯৮৯
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	৪০-মু'মিন	৫৫	৮৮২
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, পুনরুত্থান সম্পর্কে)	১৬-নাহ্ল	৩৮	৭০৬
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	২৮-কাসাস	১৩	৮০৯
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম হয় না)	৩০-রূম	৬	৮২২
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য,শাস্তি প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৫৫	৬৫৯
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৪৫-জাছিয়া	৩২	৯০৭
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছিলেন...)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, শাস্তি প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪৭	৭৬২
প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না আল্লাহ	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না আল্লাহ	৩০-রূম	৬	৮২২
প্রতিশ্রুতি (পুনরুত্থান সম্পর্কে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	৪৬-আহ্কাফ	১৭	৯০৯
প্রতিশ্রুতি (মুমিনদের আল্লাহর নামে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	৯১	৭১০
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আল্লাহ মুমিনদেরকে (দুটিদলের একটির ব্যাপারে)	৮-আনফাল	৭	৬৩২
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ, মুমিন নর-নারীদেরকে (জান্নাতের)	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ (মুনাফিক নারী-পুরুষদেরকে...)	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ সৎকর্মশীল ঈমানদারদেরকে...	৫-মায়িদা	৯	৫৮১
প্রতিশ্রুতি (নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	৩৫-ফাতির	৫	৮৪৬
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আসবেই)	১৯-মারইয়াম	৬১	৭৩৮
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আসা পর্যন্ত বিপর্যয় আপতিত...)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	৪০-মু'মিন	৭৭	৮৮৪
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	৩০-রূম	৬০	৮২৬
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে মুনাফিক কর্তৃক প্রতারণা বলা)	৩৩-আহযাব	১২	৮৩৪
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ইহুদীদের আগুনের স্পর্শ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
প্রতিশ্রুতি আল্লাহর (মুত্তাকীদের জান্নাত দেয়ার বিষয়টি)	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি, সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য জান্নাত)	৩১-লুকমান	৯	৮২৭
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরিণাম)	২-বাক্বারা	২৭	৫০৪
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি, মুমিনদের জান্নাত দান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২২	৫৭২
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ)	১৬-নাহ্ল	৯৫	৭১১
প্রতিশ্রুতি (কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে যারা...)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
প্রতিষ্ঠিত করা (আল্লাহ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও মিথ্যাকে মুছে দেন)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
প্রতিহত করা(আল্লাহ মানুষের কতকের দ্বারা কতককে প্রতিহত করেন)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
প্রতিহত না করতেন যদি আল্লাহ, কতককে কতকের দ্বারা তবে...	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
প্রদর্শন (আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করলে মুত্তাকী হতাম!)	৩৯-যুমার	৫৭	৮৭৬
প্রবেশ করান রাতকে দিনে ...	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
প্রবেশ করানো (আল্লাহ রাতকে দিনে/দিনকে রাতে প্রবেশ করান)	২২-হাজ্জ	৬১	৭৬৩
প্রবেশ করানো (সৎকর্মশীল মুমিনকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
প্রবেশ করাবেন আল্লাহ তাঁর দয়ার মধ্যে (তাঁর পথে ব্যয়কারীকে)	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
প্রবেশ করাবেন আল্লাহ তার অনুগ্রহের মধ্যে যাকে ইচ্ছা	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
প্রভু (আল্লাহ মু'মিনদের প্রভু)	৮-আনফাল	৪০	৬৩৫
প্রভু (আল্লাহ মুমিনদের প্রভু)	৪৭-মুহাম্মাদ	১১	৯১২
প্রভূ (মুমিনদের প্রভূ আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৫০	৫৫০
প্রভূ (আল্লাহই নবীর প্রভূ, স্ত্রীর সাথে নবীর গোপন কথা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	৪	৯৭০
প্রভূ (আল্লাহ প্রভূ/রক্ষক,কসম অবসান প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	২	৯৭০
প্রভূ/রক্ষক (আল্লাহ উত্তম প্রভূ/রক্ষক)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ (কল্পিত নামের উপাসনার পক্ষে)	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
প্রমাণ (আল্লাহর জন্য স্পষ্ট প্রমাণ, কাফিরকে বন্ধু গ্রহণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৪	৫৭৫
প্রশংসা (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা)	৪০-মু'মিন	৬৫	৮৮৩
প্রশংসা সবই আল্লাহর	৩৪-সাবা	১	৮৪১
প্রশংসা (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
প্রশস্ত করেন আল্লাহ রিযিক	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
প্রশংসা (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)	৬-আন্'আম	৪৫	৬০০
প্রশংসা (জান্নাতীদের শেষ বক্তব্য 'সকল প্রশংসা আল্লাহর...')	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
প্রশংসা(দাউদ আ. /সুলাইমানকে মর্যাদা দেয়ার আল্লাহর প্রশংসা)	২৭-নামল	১৫	৮০১
প্রশংসা (নূহকে আল্লাহর প্রশংসার নির্দেশ, নৌকায় আরোহণ করে)	২৩-মু'মিনূন	২৮	৭৬৭
প্রশংসা সকলই আল্লাহর	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
প্রশংসা (সকল প্রশংসা আল্লাহর অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না)	১৬-নাহল	৭৫	৭০৯
প্রশংসা (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য)	১৭-ইস্রা	১১১	৭২৩
প্রশংসা (সকল প্রশংসা আল্লাহরই, কিন্তু অধিকাংশই তা জানেনা)	৩১-লুকমান	২৫	৮২৯
প্রশংসা (সকল প্রশংসা আল্লাহর, নিদর্শন দেখানো প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৯৩	৮০৭
প্রশংসা (সকল প্রশংসা আল্লাহর...)	২৭-নামল	৫৯	৮০৪
প্রশংসা (সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)	১-ফাতিহা	১	৫০১
প্রশংসা আল্লাহর -যিনি আকাশ-পৃথিবী ও জগতসমূহের প্রতিপালক	৪৫-জাছিয়া	৩৬	৯০৭
প্রশংসনীয় (আল্লাহ প্রশংসনীয়, আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহর)	৩১-লুকমান	২৬	৮২৯
প্রশংসা আল্লাহরই জন্য (এক/অনেক প্রভুর অধীন দুজনের দৃষ্টান্ত)	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
প্রশংসা আল্লাহর (ইবরাহীমের বার্ধক্যে ইসমাঈল/ইসহাক আ. কে দেয়ায়)	১৪-ইবরাহীম	৩৯	৬৯৭
প্রশংসা আল্লাহর জন্য (যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক)	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
প্রশংসা আল্লাহর (পবিত্রতা ঘোষণা ও রাজত্ব সে আল্লাহরই)	৬৪-তাগাবুন	১	৯৬৬
প্রশংসা (আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতাসহ বর্ণনা করে বজ্রের গর্জন)	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন	৬-আন্'আম	১	৫৯৬
প্রশংসা আল্লাহর যিনি(অবতীর্ণ করেছেন মুহাম্মদ স. এর প্রতি)	১৮-কাহফ	১	৭২৮
প্রশংসা আল্লাহর যিনি..(জান্নাতীদের বক্তব্য)	৩৫-ফাতির	৩৪	৮৪৯
প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
প্রশংসা আল্লাহর যিনি প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন	৩৯-যুমার	৭৪	৮৭৭
প্রশংসনীয় (আল্লাহ অতি প্রশংসনীয় ও মহামর্যাদাবান)	১১-হূদ	৭৩	৬৭২
প্রশংসনীয় (আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অতি প্রশংসনীয়)	২-বাকারা	২৬৭	৫৩২
প্রশংসনীয় (আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অতিপ্রশংসনীয়)	২২-হাজ্জ	৬৪	৭৬৪
প্রশংসনীয় (আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও অতিপ্রশংসনীয়)	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
প্রশংসনীয় (আল্লাহ অমুখাপেক্ষী/প্রশংসনীয়, মানুষের অকৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
প্রশংসনীয় (আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও অতি প্রশংসনীয়, ভয় করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
প্রশংসনীয় (আল্লাহই প্রশংসনীয়)	৪২-শূরা	২৮	৮৯৩
প্রশ্ন (আল্লাহ যা করেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না)	২১-আম্বিয়া	২৩	৭৫১
প্রশস্ত করে দিবেন আল্লাহ মু'মিনদের জন্য	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
প্রশস্ত করে দেন আল্লাহ যার বক্ষকে (ইসলামের জন্য)...	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩
প্রশস্ত করা (আল্লাহ রাসূল স. এর বক্ষকে প্রশস্ত করেছেন)	৯৪-ইন্শিরাহ্	১	১০২৭
প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ রাসূল স. এর উপর (হিজরত প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন (রাসূল স. ও মুমিনদের উপর)	৪৮-ফাত্হ	২৬	৯১৮
প্রসারিত করা (আল্লাহ রিযিক প্রসারিত করে দেন যাকে ইচ্ছা)	৩০-রূম	৩৭	৮২৪
প্রসারিত করেন (আল্লাহ রিযিক প্রসারিত করেন)	১৩-রা'দ	২৬	৬৯১
প্রাচুর্যময় (আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাপ্রজ্ঞাবান, অভাব দূর করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩০	৫৭৩
প্রাণ হরণ করেন আল্লাহ (মানুষের মৃত্যু ও ঘুমের সময়)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
প্রাধান্য দেয়া (আল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন ইউসুফকে, ভাইদের উপর)	১২-ইউসুফ	৯১	৬৮৫
প্রাপ্য (বিশুদ্ধ দ্বীন/ইবাদত আল্লাহরই প্রাপ্য)	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
প্রার্থনা (আল্লাহর কাছে...)	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
প্রার্থনা (আল্লাহর নিকট পাথরের বৃষ্টি প্রার্থনা, কুরআন সত্য হলে)	৮-আনফাল	৩২	৬৩৫
প্রার্থনা (সুস্থ সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা)	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
প্রিয় করেছেন আল্লাহ ঈমানকে (মুমিনদের নিকট)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
প্রেরণ করেন (আল্লাহ বায়ু প্রেরণ করেন, মেঘ সঞ্চালনের জন্য)	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
প্রেরণ করেননি আল্লাহ কোন প্রমাণ (প্রতিমার পক্ষে)	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
প্রেরিত (কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রেরিত হলে অসঙ্গতি থাকত)	৪-নিসা	৮২	৫৬৭

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রেরণ করবেন না আল্লাহ কোন রাসূল ইউসুফের পরে!...	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
প্রেরণ করেছেন আল্লাহ নবীগণকে	২-বাকারা	২১৩	৫২৪
প্রেরণ করেছেন আল্লাহ তালূতকে (বাদশাহ হিসাবে)	২-বাকারা	২৪৭	৫২৮
ফকির ('আল্লাহ ফকির ও আমরা অভাবমুক্ত'-ইহুদীরা বলে)	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
ফতওয়া (আল্লাহ কালালাহ সম্পর্কে ফতওয়া দিচ্ছেন)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
ফতওয়া (নারীদের ব্যাপারে আল্লাহর ফতওয়া)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
ফয়সালাকারী (আল্লাহ উত্তম ফয়সালাকারী)	১০-ইউনুস	১০৯	৬৬৪
ফয়সালা(আল্লাহ ইহুদি/নাসারা/মুশরিক...ফয়সালা করবেন)	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
ফয়সালা (আল্লাহ ফয়সালা না করা পর্যন্ত রাসূল স. এর ধৈর্যধারণ)	১০-ইউনুস	১০৯	৬৬৪
ফয়সালা (আল্লাহর ফয়সালার জন্য ধৈর্যধারণ, শু'আইব প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৭	৬২০
ফয়সালা (আল্লাহর ফয়সালার বিরুদ্ধে ইয়াকুব আ. কিছুই করতে পারবে না	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
ফয়সালা (আল্লাহর ফয়সালার বিরুদ্ধে ইয়াকুবের আদেশ...)	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
ফয়সালাকারী (আল্লাহই উত্তম ফয়সালাকারী)	৬-আন্'আম	৫৭	৬০১
ফয়সালাকারী (আল্লাহ উত্তম ফয়সালাকারী)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
'ফাই' আল্লাহর জন্য	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
ফিরে আসা (আল্লাহর দিকে ফিরে আসল, যে তওবা করল)	২৫-ফুরকান	৭১	৭৮৭
ফিরিয়ে নেয়া হবে আল্লাহর দিকে সকল বিষয়	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
ফিরিয়ে নেয়া হবে আল্লাহর দিকে (সকল বিষয়)	৩-আলে ইমরান	১০৯	৫৪৬
ফিরিয়ে নেয়া (সকল বিষয় আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে)	৩৫-ফাতির	৪	৮৪৬
ফিরানো (মৃত্যুর পর সত্য প্রভু আল্লাহর দিকে ফিরানো হয়)	৬-আন্'আম	৬২	৬০১
ফিরিয়ে আনা (আল্লাহ ফিরিয়ে আনেন যদি রাসূল স. কে, মুনাফিকদের নিকট)	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
ফিরিয়ে আনেন (মানুষকে ফিরিয়ে আনেন আল্লাহ)	৯৫-তীন	৫	১০২৭
ফিতরত (আল্লাহর ফিতরতের উপরেই মানুষের সৃষ্টি...)	৩০-রূম	৩০	৮২৪
ফিতনায় ফেলতে চান আল্লাহ যাকে তার জন্য রাসূল স. এর কোন ক্ষমতা নেই	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
ফিরে আসার (আল্লাহর দিকে ফিরে আসার নির্দেশ...)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
ফিরে যাওয়া (আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে)	২-বাকারা	১৫৬	৫১৭
ফিরে আসা (আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না কি, যারা কুফরী করেছে...)	৫-মায়িদা	৭৪	৫৮৯
ফিরিয়ে নেয়া (আল্লাহর দিকে সকলকে ফিরিয়ে নেয়ার দিন)	২-বাকারা	২৮১	৫৩৩
ফিরিয়ে দেয়া (মতবিরোধপূর্ণ বিষয় আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
ফিরিয়ে দেয়া (আল্লাহ মুনাফিকদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন)	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮
ফিরিয়ে দেয়া(খন্দকে আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রোধসহ ফিরিয়ে দেন)	৩৩-আহযাব	২৫	৮৩৫
ফিরিয়ে নেয়া (আল্লাহর দিকে সকলকে ফিরিয়ে নেয়া হবে)	২-বাকারা	২১০	৫২৩
বন্ধন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (মু'মিনদের মাঝে)	৮-আনফাল	৬৩	৬৩৮
বন্ধু (আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু আর জালিমরা পরস্পরের বন্ধু)	৪৫-জাছিয়া	১৯	৯০৬
বন্ধু (আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয়/দুশ্চিন্তা নেই)	১০-ইউনুস	৬২	৬৬০
বন্ধু (ইহুদীদের আল্লাহর বন্ধু হওয়ার অমূলক ধারণা)	৬২-জুমু'আ	৬	৯৬২
বন্ধুরূপে গ্রহণ- আল্লাহ, রাসূল স. ও ঈমানদারদেরকে	৫-মায়িদা	৫৬	৫৮৭
বন্ধুরূপে গ্রহণ (আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
বরকতময় আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
বরকতময় (আল্লাহ বরকতময়, তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
বরকতময় (আল্লাহ বরকতময় ও সর্বোত্তম স্রষ্টা)	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
বরকত (ইবরাহীমের পরিবারের উপর আল্লাহর দয়া ও বরকত)	১১-হূদ	৭৩	৬৭২
বর্ণনা করেন (আল্লাহ আয়াত বর্ণনা করেন, মানুষের জন্য)	২৪-নূর	১৮	৭৭৫
বর্ণনা করেন আল্লাহ আয়াত (অনুধাবনের জন্য)	২-বাকারা	২৪২	৫২৮
বর্ণনা করেন আল্লাহ নিদর্শন (মানুষের জন্য)	২-বাকারা	১৮৭	৫২১
বর্ণনা করেন (আল্লাহ আয়াত বর্ণনা করেন)	২-বাকারা	২১৯	৫২৫
বর্ণনা করেন আল্লাহ সুস্পষ্ট আয়াত	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
বর্ণনা দেন (আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার বর্ণনা দেন)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
বর্ণনা করা (আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, কালালাহ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
বর্ণনা করেন (আল্লাহ আয়াত বর্ণনা করেন)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
বর্ণনা (আল্লাহ বর্ণনা করেন আয়াত)	২৪-নূর	৫৯	৭৮০
বর্ণনা (আল্লাহর সীমা বর্ণনা করেন আল্লাহ, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য)	২-বাকারা	২৩০	৫২৬
বর্ধিত করা (আল্লাহ দানকে বর্ধিত করেন)	২-বাকারা	২৭৬	৫৩৩
বলবেন (আল্লাহ জাহান্নামকে বলবেন- তুমি পূর্ণ হয়েছ কি?)	৫০-ক্বাফ	৩০	৯২৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বলা (আল্লাহ দুই ইলাহ গ্রহণ না করতে বলেন)	১৬-নাহ্‌ল	৫১	৭০৭
বলা (আল্লাহ বনী ইসরাঈলদেরকে মরে যেতে বললেন...)	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
বলবেন (আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, 'আজ সত্যবাদীতা উপকারে...'	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
বলা (আল্লাহ সত্য কথাই বলেন)	৩৩-আহ্‌যাব	৪	৮৩৩
বলা (আল্লাহ সম্পর্কে ইহুদীদের এমন কথা বলা যা তারা জানে না)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
বলা (আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কিছু বলা)	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫
বলা (নূহ আ. এর পুত্র তার পরিবারভুক্ত নয়, আল্লাহ বললেন)	১১-হূদ	৪৬	৬৭০
বলা (শয়তান আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলার নির্দেশ দেয় যা...)	২-বাক্বারা	১৬৯	৫১৮
বলেছেন (আল্লাহ বেদুঈনদের সম্পর্কে পূর্বেই বলেছেন)	৪৮-ফাত্‌হ	১৫	৯১৭
বাইয়াত (রাসূল স. এর নিকট বাইয়াত মূলত আল্লাহর নিকট বাইয়াত)	৪৮-ফাত্‌হ	১০	৯১৬
বাকা করে দিলেন আল্লাহ (মূসার সম্প্রদায়ের হৃদয়)	৬১-সাফ্‌ফ	৪	৯৬০
বাকশক্তি দিয়েছেন আল্লাহ ত্বককে এবং অন্য সবকিছুকে (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২১	৮৮৭
বাছাইকৃত (আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১২৮	৮৬৩
বাড়ানো (আল্লাহ পথ নির্দেশনা বাড়িয়ে দেন তাদেরকে যারা...)	১৯-মারইয়াম	৭৬	৭৩৯
বাড়ানো (আল্লাহ মুনাফিকদের হৃদয়ে রোগ বাড়িয়ে দেন)	২-বাক্বারা	১০	৫০২
বাণী(সাত সাগরকে কালি বানালেও আল্লাহর বাণী লেখা শেষ হবেনা)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
বাণী (অপরাধীরা অপছন্দ করলেও আল্লাহর বাণী দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা)	১০-ইউনুস	৮২	৬৬২
বাণী (আল্লাহ নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
বাণী (আল্লাহর বাণী অপরিবর্তনীয়)	৬-আন্‌'আম	৩৪	৫৯৯
বাণী (আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায় বেদুঈনরা)	৪৮-ফাত্‌হ	১৫	৯১৭
বাণী (আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী হবে ইয়াহইয়া...)	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
বাণী (আল্লাহর বাণী শোনানোর উদ্দেশ্যে মুশরিকদেরকে আশ্রয়দান...)	৯-তাওবা	৬	৬৪০
বাণী (ইহুদী কর্তৃক আল্লাহর বাণী বিকৃতি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৫	৫০৮
বানানো (আল্লাহ মানুষের জন্য স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান বানিয়েছেন)	১৬-নাহ্‌ল	৭২	৭০৮
বানিয়েছেন আল্লাহ (পৃথিবীকে বাসযোগ্য ও আকাশকে ছাদ)	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
বানিয়েছেন (গবাদিপশু আল্লাহ বানিয়েছেন)	৪০-মু'মিন	৭৯	৮৮৫
বানিয়েছেন (আল্লাহ মানুষের জন্য ঘরকে বিশ্রামের স্থান বানিয়েছেন)	১৬-নাহ্‌ল	৮০	৭০৯
বানিয়েছেন (আল্লাহ মানুষের জন্য পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন)	৭১-নূহ্‌	১৯	৯৮৫
বানাননি (আল্লাহ মানুষের অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় বানাননি)	৩৩-আহ্‌যাব	৪	৮৩৩
বানাননি আল্লাহ বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম...	৫-মায়িদা	১০৩	৫৯৩
বান্দা (ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা হওয়াকে লজ্জাজনক মনে করেন না)	৪-নিসা	১৭২	৫৭৯
বান্দাদের জন্য আল্লাহর দেয়া সৌন্দর্য কে হারাম করেছে?	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
বান্দাদের প্রতি আল্লাহ বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখেন	৪০-মু'মিন	৪৪	৮৮১
বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন আল্লাহ, অহংকারীরা বলবে	৪০-মু'মিন	৪৮	৮৮২
বান্দা (বাছাইকৃত আল্লাহর বান্দারা অপবাদ আরোপ করে না)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৬০	৮৬৪
বান্দা (আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের বান্দা হতে বলা...)	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
বান্দা (আল্লাহ তার বান্দা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান)	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
বান্দা (আল্লাহ তার যে বান্দার প্রতি ইচ্ছা ওহী অবতীর্ণ করেন)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
বান্দা (আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
বান্দা (আল্লাহ বান্দার রিযিক প্রসারিত করলে মানুষ বাড়াবাড়ি করত)	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
বান্দা (আল্লাহর নেক বান্দারা জান্নাতের ঝর্ণা থেকে পান করবে)	৭৬-দাহ্‌র	৬	৯৯৫
বান্দা (আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দাদের পরিণাম স্বতন্ত্র)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৭৪	৮৬০
বান্দা (আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দারা শাস্তিযোগ্য নয়)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৪০	৮৫৮
বান্দা (আল্লাহর বান্দা ঘোষণা করল নিজেকে, কোলের শিশু ঈসা)	১৯-মারইয়াম	৩০	৭৩৬
বান্দা (আল্লাহর বান্দাদের দিয়ে দেয়ার জন্য মূসার আহ্বান)	৪৪-দুখান	১৮	৯০২
বান্দা (আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ/সন্তান সাব্যস্ত করা)	৪৩-যুখরুফ	১৫	৮৯৭
বান্দা (আল্লাহ যে বান্দাকে ইচ্ছা ওহীসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন)	১৬-নাহ্‌ল	২	৭০৩
বান্দা(আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দারা যমীনের উত্তরাধিকারী, জান্নাত প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৫	৭৫৭
বান্দা/রাসূল স. (আল্লাহকে ডাকার জন্য আল্লাহর বান্দার দণ্ডায়মান হওয়া)	৭২-জিন্‌	১৯	৯৮৭
বাহিনী (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহর)	৪৮-ফাত্‌হ	৭	৯১৬
বাহিনী (আল্লাহর বাহিনীর সংখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৩১	৯৯১
বাহিনীসমূহ (আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই)	৪৮-ফাত্‌হ	৪	৯১৬
বায়ু প্রেরণ করেন আল্লাহ যা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে	৩৫-ফাতির	৯	৮৪৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বার জন নেতার সাথে আল্লাহ আছেন যদি তারা...	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন আল্লাহ (রাসূল স. এর স্বপ্ন)	৪৮-ফাত্‌হ	২৭	৯১৯
বিচার ফয়সালার কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহরই	৪০-মু'মিন	১২	৮৭৯
বিচার (মতভেদ/পুনরুত্থানের বিষয়ে বিচার আল্লাহর নিকট)	৪২-শূরা	১০	৮৯১
বিচারক (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক)	৯৫-তীন	৮	১০২৭
বিচার করবেন আল্লাহ সঠিকভাবে (কিয়ামতের দিন)	৪০-মু'মিন	২০	৮৭৯
বিচার করা(ইবাদতের নিয়ম নিয়ে মতপার্থক্যের বিষয়ে কিয়ামতে আল্লাহর বিচার)	২২-হাজ্জ	৬৯	৭৬৪
বিচার (আল্লাহ শ্রেষ্ঠ বিচারক, নূহের পুত্র ও প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৫	৬৬৯
বিচার (আল্লাহ বিচার করবেন মুশরিকদের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে)	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
বিচারক (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিচারক খোঁজার অসারতা!)	৬-আন্‌'আম	১১৪	৬০৭
বিজয় (আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের বিজয় হলে কাফিররা বলে...)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
বিজয় দিবেন আল্লাহ শীঘ্রই (মুমিনদেরকে)	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
বিজয় (যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে...)	১১০-নাস্‌র	১	১০৩৫
বিজয়ী (আল্লাহ এবং রাসূলগণ বিজয়ী, আল্লাহ লিখে রেখেছেন)	৫৮-মুজাদালা	২১	৯৫৪
বিজয়ী (আল্লাহ নিজ কর্ম সম্পাদনে বিজয়ী)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
বিতর্ক (কিছু মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বির্তক করে)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
বিতর্ক (কিয়ামতে আল্লাহর কাছে মুনাফিকদের পক্ষে কে বিতর্ক করবে?)	৪-নিসা	১০৯	৫৭১
বিতর্ক (আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীদের যুক্তি-প্রমাণ অসার)	৪২-শূরা	১৬	৮৯২
বিতর্ক(কতক মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে)	২২-হাজ্জ	৮	৭৫৮
বিতর্ক(কতক মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে)	২২-হাজ্জ	৩	৭৫৮
বিদ্রূপ করেন আল্লাহ তাদেরকে যারা সদকার ব্যাপারে বিদ্রূপ করে...	৯-তাওবা	৭৯	৬৪৮
বিধান (উত্তরাধিকার আইন অবশ্য পালনীয় বিধান,আল্লাহর)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
বিরুদ্ধাচরণ (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি)	৯-তাওবা	৬৩	৬৪৬
বিরুদ্ধাচরণ (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণকারীরা লাঞ্ছিত)	৫৮-মুজাদালা	২০	৯৫৪
বিধান (আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া পালনীয় বিধান, মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
বিধান(আল্লাহর পবিত্র বিধানের সম্মান করা তার কাছে উত্তম গণ্য)	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
বিধান (আল্লাহর বিধান রয়েছে তাওরাতে)	৫-মায়িদা	৪৩	৫৮৫
বিধান বর্ণনা (আল্লাহ কসম অবসানের বিধান বর্ণনা করেছেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	২	৯৭০
বিধান (যাদেরকে বিয়ে করা বৈধ সে সম্পর্কে আল্লাহর বিধান)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
বিধিবদ্ধ (আল্লাহ মুহাম্মদ স.এর জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এমন দ্বীন..)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
বিধিসম্মত করা (আল্লাহ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন...)	৩৩-আহ্‌যাব	৩৮	৮৩৬
বিনয়ী (আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়ে ঈমান আনে যেসব আহলে কিতাব)	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
বিপরীতে (আল্লাহর বিপরীতে কিছু করার ক্ষমতা নেই ইবরাহীমের)	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
বিফল করা(আল্লাহ মুনাফিকের কর্ম বিফল করে দিয়েছেন)	৩৩-আহ্‌যাব	১৯	৮৩৪
বিভ্রান্ত হওয়া (সকলে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে...)	৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
বিরুদ্ধাচরণ (আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে)	৫৮-মুজাদালা	৫	৯৫২
বিরুদ্ধাচরণ (আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণকারীকে ভালবাসে এমন মু'মিন...)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
বিরুদ্ধে (আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা...)	৪৪-দুখান	১৯	৯০৩
বিরোধিতা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরোধিতা করেছে কাফিররা)	৮-আনফাল	১৩	৬৩৩
বিরোধিতা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরোধিতার কারণে, আখিরাতের শাস্তি)	৫৯-হাশর	৪	৯৫৫
বিরোধিতা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরোধিতা করার শাস্তি কঠোর)	৫৯-হাশর	৪	৯৫৫
বিরোধিতা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরোধিতা করে যে...)	৮-আনফাল	১৩	৬৩৩
বিলম্বিত করা (আল্লাহ শাস্তিকে বিলম্বিত করলে কাফির বলে...)	১১-হূদ	৮	৬৬৬
বিষয় (আল্লাহর মালিকানাধীন সকল বিষয়)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
বিশ্বাস (আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসীর জন্য উপদেশ, তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
বিশ্বাস (আল্লাহকে বিশ্বাস করেন নবী)	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
বিশ্বাস (আল্লাহকে বিশ্বাস করে না অধিকাংশ মানুষ)	১২-ইউসুফ	১০৬	৬৮৬
বিশ্বাস (আল্লাহকে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়ে সূরা অবতীর্ণ হলে...)	৯-তাওবা	৮৬	৬৪৯
বিশ্বাস (আল্লাহকে বিশ্বাস করে না যারা, ইউসুফ আ. বর্জন করলেন...)	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
বিশ্বাস (আল্লাহকে বিশ্বাস করে যে সম্প্রদায় তারা...)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
বিশ্বাস (আল্লাহ বিশ্বাস করে যারা তারাই মসজিদ আবাদ করবে)	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
বিশ্বাসী (আল্লাহতে বিশ্বাসী ইহুদিদেরকে মহাপ্রতিদান দান)	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
বিতর্ক (আল্লাহর ব্যাপারে ইহুদি-নাসারাদের বিতর্ক)	২-বাক্বারা	১৩৯	৫১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বিতর্ক (আল্লাহ সম্পর্কে ইবরাহীমের সাথে সম্প্রদায়ের বিতর্ক)	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
বিচার (কিয়ামতের দিন আল্লাহ ইহুদী-নাসারাদের বিচার করবেন)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
বিচার (কিয়ামতের দিন আল্লাহ বিচার করবেন, মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
বৃদ্ধি করা (আল্লাহর পথে ব্যয়িত সম্পদ তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করেন)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
বৃদ্ধি পায় না আল্লাহর নিকট (সুদভিত্তিক বিনিয়োগকৃত সম্পদ)	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
বৃষ্টি বর্ষণ করেন আল্লাহ (মানুষ নিরাশ হওয়ার পর)	৪২-শূরা	২৮	৮৯৩
বেখবর নন (আল্লাহ বেখবর নন, মানুষের কাজ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	১৪৯	৫১৬
বেখবর নন আল্লাহ (আহলে কিতাবদের কাজ সম্পর্কে)	৩-আলে ইমরান	৯৯	৫৪৫
বেখবর নন আল্লাহ (কিতাবপ্রাপ্তদের কাজ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
বেখবর নন আল্লাহ (বনী ইসলের কাজ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
বের করা (আল্লাহ মৃত থেকে জীবিত/জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
বের করা (আল্লাহ মানুষকে মাতৃগর্ভ থেকে বের করেছেন)	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
বের করা (আল্লাহ জীবিত থেকে মৃত/মৃত থেকে জীবিত বের করেন)	৬-আন্'আম	৯৫	৬০৫
বের হয়ে আসবে সবাই (কিয়ামতের দিন)...	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
বেখবর নন আল্লাহ (বনী ইসরাঈলের কাজ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
বেখবর নন (আল্লাহ মানুষের কাজ সম্পর্কে বেখবর নন)	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
বেখবর নন (জালিমদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন)	১৪-ইবরাহীম	৪২	৬৯৭
ব্যতিক্রম করেন না আল্লাহ (প্রতিশ্রুতির)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
ব্যতিক্রম করেন না আল্লাহ (প্রতিশ্রুতির)	৩-আলে ইমরান	১৯৪	৫৫৫
ব্যতিক্রম না করা(ইহুদীদের কি আল্লাহ এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
ব্যতীত (আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদেরকে ডাকা কাজে আসেনি)	১১-হূদ	১০১	৬৭৫
ব্যতীত (আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে ডাকা নিষেধ)	৪০-মু'মিন	৬৬	৮৮৩
ভঙ্গকারী নন (আল্লাহ রাসূলদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নন)	১৪-ইবরাহীম	৪৭	৬৯৭
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, যেভাবে ভয় করা উচিত)	৩-আলে ইমরান	১০২	৫৪৫
ভয় (আল্লাহকে ভয় করলে আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন)	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
ভয় (আল্লাহকে ভয় করলে সফল হতে পারবে)	৫-মায়িদা	১০০	৫৯৩
ভয় (আল্লাহকে ভয় করা, ইহরাম অবস্থায় শিকার প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
ভয় (আল্লাহকে ভয় করা ও ঈসার অনুসরণ করার আহ্বান)	৩-আলে ইমরান	৫০	৫৪১
ভয় (আল্লাহকে ভয় করা নির্দেশ, মু'মিনদেরকে)	৮-আনফাল	৬৯	৬৩৯
ভয় (আল্লাহকে ভয় করা, মীরাস বন্টন/ইয়াতিম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯	৫৫৭
ভয় (আল্লাহর ভয়ে পাথর পতিত হওয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
ভয় (আল্লাহকে ভয়, হালাল রিযিক্ব খাওয়া প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৮৮	৫৯১
ভয় (আল্লাহ ছাড়া ভয় করে না যারা তারাই মসজিদ আবাদ করবে)	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
ভয় (যদি ঈমানদাররা আল্লাহকে ভয় করে তবে...)	৮-আনফাল	২৯	৬৩৪
ভয় (আল্লাহকে ভয় করে যারা তারা সফল)	২৪-নূর	৫২	৭৭৯
ভয় (আল্লাহকে ভয় করে হাবিল)	৫-মায়িদা	২৮	৫৮৪
ভয় (আল্লাহকে ভয় পায় শয়তান, বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, মুমিনদের প্রতি)	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, গীবত প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, নবীর প্রতি)	৩৩-আহযাব	১	৮৩৩
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার মত মানুষকে ভয় করা, যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
ভয় (আল্লাহকে ভয় করা, সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে...)	২-বাক্বারা	১৯৪	৫২২
ভয় (আল্লাহকে ভয় করে কেবল জ্ঞানী বান্দারাই)	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
ভয় (নবীর স্ত্রীগণকে আল্লাহর ভয় করতে নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
ভয় (আল্লাহর ভয়ে পাহাড় বিদীর্ণ হত, তার উপর কুরআন নাযিল হলে)	৫৯-হাশর	২১	৯৫৭
ভয় (আল্লাহর ভয়ের উপর ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে যে...)	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
ভয়(ইবরাহীম আ. কর্তৃক সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	১৬	৮১৭
ভয় (ঋণের বিষয় লেখার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান, হূদ কর্তৃক তার সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১২৬	৭৯৪
ভয়(আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান, নূহ আ. কর্তৃক তার সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১০৮	৭৯৩
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান, নূহ আ. কর্তৃক তার সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১১০	৭৯৩
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার জন্য সম্প্রদায়ের প্রতি শুআইবের আহ্বান)	২৬-শু'আরা	১৭৯	৭৯৭
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার জন্য সম্প্রদায়ের প্রতি হূদের আহ্বান)	২৬-শু'আরা	১৩১	৭৯৪
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার জন্য সম্প্রদায়ের প্রতি লূতের আহ্বান)	২৬-শু'আরা	১৬৩	৭৯৬
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার জন্য লূতের আহ্বান, সম্প্রদায়ের প্রতি)	১৫-হিজর	৬৯	৭০১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার জন্য সম্প্রদায়ের প্রতি সালিহের আহ্বান)	২৬-শু'আরা	১৪৪	৭৯৫
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার জন্য মু'মিনদের প্রতি নির্দেশ)	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, মুমিনদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	১২৩	৫৪৮
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, মুমিনদের প্রতি)	৪৯-হুজুরাত	১	৯২০
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, মুমিনদেরকে)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৪-নিসা	১	৫৫৬
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, মুমিন হলে)	৫-মায়িদা	১১২	৫৯৪
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, ঈমানদারদেরকে)	৩-আলে ইমরান	২০০	৫৫৫
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ , মুমিনদের মাঝে আপোসের ক্ষেত্রে)	৪৯-হুজুরাত	১০	৯২১
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, তিনি ছাড়া ইলাহ নেই)	১৬-নাহ্ল	২	৭০৩
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ মুমিনদের প্রতি)	৫৯-হাশর	১৮	৯৫৭
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে)	৫-মায়িদা	৩৫	৫৮৪
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, সুদ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৭৮	৫৩৩
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৬০-মুমতাহিনা	১১	৯৫৯
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, সফল হওয়ার জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৩০	৫৪৮
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩
ভয় (নিজের কল্যাণের জন্য সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করা)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
ভয় প্রদর্শন করেন আল্লাহ, বান্দাদেরকে (আগুনের মাধ্যমে)	৩৯-যুমার	১৬	৮৭২
ভয় (মানুষ কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করে, অথচ আনুগত্য তারই)	১৬-নাহ্ল	৫২	৭০৭
ভয় (আমানত ফেরত দানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয়)	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
ভয় (আল্লাহই রাসূল স. এর ভয় পাওয়ার অধিক হকদার)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
ভয় (আল্লাহকেই ভয় করার নির্দেশ, তিনিই একমাত্র ইলাহ)	১৬-নাহ্ল	৫১	৭০৭
ভয় (আল্লাহকে নবীদের ভয় করা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৯	৮৩৭
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ মুমিনদের প্রতি)	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ মুমিনদের প্রতি)	৩৩-আহযাব	৭০	৮৪০
ভয়যোগ্য (আল্লাহ ভয়ের যোগ্য)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫৬	৯৯২
ভয় (রাসূল/ফেরেশতারা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত)	২১-আম্বিয়া	২৮	৭৫১
ভয় (শয়তান ভয় করে আল্লাহকে...)	৫৯-হাশর	১৬	৯৫৭
ভয় (আল্লাহকে ভয়, ঋণের লেখক/সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
ভয় (আল্লাহকে ভয় করতে ঈসার আহবান)	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
ভয় (আল্লাহকে ভয় করতে বলা হলে...)	২-বাক্বারা	২০৬	৫২৩
ভয় (আল্লাহকে ভয় করতে বললেন লূত, তার সম্প্রদায়কে)	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
ভয় (আল্লাহকে ভয় করলে আল্লাহ তার বের হওয়ার পথ করে দেন)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
ভয় করা (আল্লাহকে ভয় করতে নবীর স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
ভয় করা (আল্লাহকে ভয় করলে তিনি কাজ সহজ করে দেন)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
ভয় (কুফরী প্রসঙ্গে আল্লাহকে ভয়)	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
ভয় পাওয়া (আল্লাহকে ভয় পাওয়ার নির্দেশ)	৩-আলে ইমরান	১৭৫	৫৫৩
ভয় (প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ...)	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, ঈমানদারদের প্রতি)	৯-তাওবা	১১৯	৬৫২
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৭	৫৮১
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ,নূহের সম্প্রদায়ের প্রতি)	৭১-নূহ্	৩	৯৮৪
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, মুমিন হলে)	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার জন্য সম্প্রদায়ের প্রতি সালিহের আহ্বান)	২৬-শু'আরা	১৫০	৭৯৫
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনে)	৮-আনফাল	১	৬৩২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ভরসা (নবী আল্লাহর উপরই ভরসা করেন)	৪২-শূরা	১০	৮৯১
ভরসা (ভরসাকারীরা যেন আল্লাহর উপরই ভরসা করে)	১৪-ইবরাহীম	১২	৬৯৪
ভরসা (হূদ আ. আল্লাহর উপর ভরসা করেন...)	১১-হূদ	৫৬	৬৭০
ভরসা (আল্লাহর উপর নূহের ভরসা প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
ভরসা (আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত, মুমিনদের)	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
ভরসা (আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত, মুমিনদের)	৩-আলে ইমরান	১২২	৫৪৭
ভরসা (আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ, সন্ধি প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৬১	৬৩৮
ভরসা (আল্লাহর উপর ভরসা করতে বলল মূসার সম্প্রদায়কে)	৫-মায়িদা	২৩	৫৮৩
ভরসা (আল্লাহর উপর ভরসা না করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই)	১৪-ইবরাহীম	১২	৬৯৪
ভরসা (আল্লাহর উপর ভরসা করে যে...)	৮-আনফাল	৪৯	৬৩৭
ভরসা (আল্লাহর উপর ভরসা করে যেন মুমিনরা)	৩-আলে ইমরান	১৬০	৫৫১
ভরসা (আল্লাহর উপর ভরসা)	৯-তাওবা	৫১	৬৪৫
ভরসা (শু'আইব/মু'মিনগণ আল্লাহর উপরই ভরসা করে)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
ভরসা (আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ, রাসূল স.কে)	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
ভরসা (আল্লাহর উপর মু'মিনদের ভরসা করা উচিত)	৫৮-মুজাদালা	১০	৯৫৩
ভরসা আল্লাহর উপর (মূসার জাতির মুমিন/মুসলিমদের)	১০-ইউনুস	৮৫	৬৬২
ভরসা (মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত)	৬৪-তাগাবুন	১৩	৯৬৭
ভরসা (মুমিনরা যেন আল্লাহর উপরই ভরসা করে)	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
ভরসা (মূসার জাতিকে আল্লাহতে ভরসা করতে বলা, মুসলিম হলে)	১০-ইউনুস	৮৪	৬৬২
ভরসা (যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
ভরসা (রাসূল স.কে আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ)	২৭-নামল	৭৯	৮০৬
ভরসা (রাসূল স.কে আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ)	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
ভরসা (রাসূল স.কে আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৪৮	৮৩৭
ভরসা (রাসূল স.কে আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩	৮৩৩
ভাল কিছু অগ্রিম প্রেরণ করলে (আল্লাহর নিকট পাবে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
ভালবাসা (আল্লাহকে ভালবাসতে হলে রাসূল স. এর অনুসরণ)	৩-আলে ইমরান	৩১	৫৩৯
ভালবাসা (আল্লাহকে ভালবাসার মত ভালবাসে সমকক্ষ বানিয়ে...)	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
ভালবাসা (আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে যারা ভালবাসেন)	৬১-সাফ্ফ	৩	৯৬০
ভালবাসা (সৎকর্মপরায়ণ/ইহসানকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন)	২-বাক্বারা	১৯৫	৫২২
ভালবাসা (খিয়ানতকারী/পাপিষ্ঠকে আল্লাহ ভালবাসেন না)	৪-নিসা	১০৭	৫৭০
ভালবাসা (আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন)	৫-মায়িদা	৯৩	৫৯২
ভালবাসেন (বিবদমান মুমিনদের মাঝে সুবিচারকারীদের)	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
ভালবাসেন আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
ভালবাসেন (আল্লাহ সদকাকারীদেরকে ভালবাসেন)	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
ভালবাসেন আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
ভালবাসেন আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৩৪	৫৪৮
ভালবাসেন আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৪৮	৫৫০
ভালবাসেন আল্লাহ ন্যায়বিচাকারীদেরকে	৬০-মুমতাহিনা	৮	৯৫৯
ভালবাসেন আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীকে	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫
ভালবাসেন আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে	৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
ভালবাসেন (আল্লাহ ভালবাসেন ভরসাকারীদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
ভালবাসেন আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে	৯-তাওবা	৪	৬৪০
ভালবাসেন আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে	৩-আলে ইমরান	৭৬	৫৪৩
ভালবাসেন আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে	৯-তাওবা	৭	৬৪০
ভালবাসবেন আল্লাহ মানুষকে (রাসূল স.কে অনুসরণ করলে)	৩-আলে ইমরান	৩১	৫৩৯
ভালবাসেন না (কোন উদ্ধত অহঙ্কারীকে)	৩১-লুকমান	১৮	৮২৮
ভালবাসেন না আল্লাহ কাফিরদেরকে	৩-আলে ইমরান	৩২	৫৩৯
ভালবাসেন না আল্লাহ উৎফুল্লদেরকে	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
ভালবাসেন না আল্লাহ খিয়ানতকারীদেরকে	৮-আনফাল	৫৮	৬৩৭
ভালবাসেন না আল্লাহ জালিমদেরকে	৩-আলে ইমরান	৫৭	৫৪১
ভালবাসেন না আল্লাহ জালিমদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
ভালবাসেন না আল্লাহ ফ্যাসাদকারীদেরকে	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
ভালবাসেন না আল্লাহ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
ভালবাসেন না আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে	৫-মায়িদা	৮৭	৫৯১
ভালবাসেন না (আল্লাহ অহংকারীদের ভালবাসেন না)	১৬-নাহ্ল	২৩	৭০৪
ভালবাসেন না (আল্লাহ উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
ভালবাসেন না (আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক/অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না)	২২-হাজ্জ	৩৮	৭৬১
ভালবাসেন না (মন্দ কথা প্রকাশ করা আল্লাহ ভালবাসেননা)	৪-নিসা	১৪৮	৫৭৬
ভালবাসেন না (আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না)	২-বাক্বারা	১৯০	৫২১
ভালবাসেন না (অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠকে আল্লাহ ভালবাসেন না)	২-বাক্বারা	২৭৬	৫৩৩
ভাগ্য আল্লাহর নিকট/নিয়ন্ত্রণাধীন (মূসা আ. ও ফিরআউন প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৩১	৬২৪
ভুয়ে যাওয়া (আল্লাহকে মনাফিকরা ভুলে গেছে)	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
ভুলে যাওয়া (যারা আল্লাহকে, ভুলে গেছে তাদের মত না হওয়ার আহ্বান)	৫৯-হাশর	১৯	৯৫৭
মনোনীত করেছেন আল্লাহ তালুতকে বাদশাহ হিসাবে	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
মনোনীত করেছেন আল্লাহ আদম আ., নূহ আ. ও...	৩-আলে ইমরান	৩৩	৫৩৯
মনোনীত করেন আল্লাহ রাসূলদের থেকে যাকে ইচ্ছা	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
মনোনীত (আল্লাহ মনোনীত করেছেন মারইয়ামকে)	৩-আলে ইমরান	৪২	৫৪০
মনোনীত (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার জন্য মনোনীত করেন)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
মনোনীত করা (আল্লাহ কর্তৃক দ্বীনকে মনোনীত করা)	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
মনোনীত করা(আল্লাহ মানুষ/ফেরেশতাকে বার্তাবাহক মনোনীত করেন)	২২-হাজ্জ	৭৫	৭৬৫
মন্দ ধারণা (আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণের শাস্তি)	৪৮-ফাত্হ	৬	৯১৬
মর্যাদা (আল্লাহর মর্যাদা না দেয়ার পক্ষে নূহ আ. জাতির কী যুক্তি আছে?)	৭১-নূহ্	১৩	৯৮৪
মর্যাদা, আল্লাহর কাছে (মানুষের বিভিন্ন মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে)	৩-আলে ইমরান	১৬৩	৫৫১
মর্যাদা (শ্রেষ্ঠ মর্যাদা আল্লাহর নিকট তাদের জন্য যারা...)	৯-তাওবা	২০	৬৪২
মর্যাদা দান (আল্লাহ একজনের উপর অপর জনের মর্যাদা দিয়েছেন)	৪-নিসা	৩২	৫৬১
মর্যাদা দান (আল্লাহ নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা দান করেছেন)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
মর্যাদা দান (রিযিকের ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকে কারো উপর মর্যাদা দেন)	১৬-নাহ্ল	৭১	৭০৮
মর্যাদাবান (আল্লাহ অতি প্রশংসনীয় ও মহামর্যাদাবান)	১১-হূদ	৭৩	৬৭২
মর্যাদাবান (মূসা আ. আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান)	৩৩-আহযাব	৬৯	৮৩৯
মর্যাদায় উন্নীত করবেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে এবং যাদেরকে জ্ঞান...	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
মসজিদ (আল্লাহর মসজিদ আবাদ মুশরিকদের অধিকার নয়)	৯-তাওবা	১৭	৬৪১
মসজিদ (আল্লাহর মসজিদে তাঁর নাম স্মরণে বাঁধা দিলে...)	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
মসজিদ (আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে তারাই যারা বিশ্বাস করে...)	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য (সেখানে অন্য কাউকে না ডাকা)	৭২-জিন্	১৮	৯৮৭
মহাজ্ঞানী আল্লাহ	৯-তাওবা	১০৬	৬৫১
মহাজ্ঞানী (আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সকল বিষয়ে)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
মহান (আল্লাহ মহান)	২৩-মু'মিনূন	১১৬	৭৭৩
মহান (আল্লাহ মহান ও শ্রেষ্ঠ, নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
মহান (আল্লাহ মহান, মালিক ও সত্য)	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
মহান ও সুউচ্চ...	৩১-লুকমান	৩০	৮২৯
মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	৬৫	৮৬৯
মহাপ্রজ্ঞাবান	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	৪	৯১৬
মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ (আদম আ. সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩২	৫০৪
মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ (পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতা)	১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ(তাঁর বাণী প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	১৯	৯১৮
মহাপ্রতাপশালী	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
মহাপ্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী)	২-বাক্বারা	২০৯	৫২৩
মহাপ্রতাপশালী (আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী)	৩-আলে ইমরান	৪	৫৩৬
মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবের অবতারণ	৪০-মু'মিন	২	৮৭৮
মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	১৯	৯১৮
মহাপ্রতাপশালী (আল্লাহ পরম দয়ালু ও মহাপ্রতাপশালী)	৩২-সাজ্দা	৬	৮৩০
মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	৬৬	৮৬৯
মহাপ্রতাপশালী ও ক্ষমাশীল আল্লাহ	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময় (আল্লাহ)	৪২-শূরা	৩	৮৯১
মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহর পক্ষ থেকে (কিতাব)	৪৬-আহ্কাফ	২	৯০৮
মহাপ্রতাপশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী (আল্লাহ)	৩৯-যুমার	৩৭	৮৭৪
মহাপ্রতাপশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী (আল্লাাহ)	১৪-ইবরাহীম	৪৭	৬৯৭
মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ(তাঁর বাণী প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৬	৫৩৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	৭	৯১৬
মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (আল্লাহ)	৩৫-ফাতির	২	৮৪৬
মহাপ্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে (সন্তান ও সম্পদ প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	১৫	৯৬৭
মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ	৫৮-মুজাদালা	২১	৯৫৪
মহাসাফল্য (আল্লাহর নিকট মুমিনদের মহাসাফল্য...)	৪৮-ফাত্হ	৫	৯১৬
'মহিমা আল্লাহর' ইউসুফ আ. সম্পর্কে নারীরা বলল	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
মহিমা (আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করল নারীরা, ইউসুফকে দেখে)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
মানুষের কিছু আল্লাহ আটকে রাখলে তা কেউ দিতে পারেনা	৩৫-ফাতির	২	৮৪৬
মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলে যা জানে না...	৭-আ'রাফ	২৮	৬১৫
মানুষের সাথেই রয়েছেন আল্লাহ (মানুষ যেখানেই থাকুক)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
মার্জনাকারী (আল্লাহ মার্জনাকারী ও অতি ক্ষমাশীল)	২২-হাজ্জ	৬০	৭৬৩
মার্জনা (পূর্বে যা হয়ে গেছে তা আল্লাহ মার্জনা করেছেন)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
মার্জনা করবেন আল্লাহ (রাসূল স. এর অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটি)	৪৮-ফাত্হ	২	৯১৬
মার্জনা করেছেন আল্লাহ (অতীতে প্রশ্ন করার বিষয়...)	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
মার্জনা (অসহায়দেরকে আল্লাহ মার্জনা করবেন, হিজরত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯৯	৫৬৯
মার্জনা করেছেন আল্লাহ রাসূল স.কে (তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৩	৬৪৪
মার্জনা করেছেন আল্লাহ (উহুদ যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীকে)	৩-আলে ইমরান	১৫৫	৫৫১
মার্জনা করেছেন আল্লাহ মুমিনদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
মার্জনাকারী (আল্লাহ তার বান্দার পাপ মার্জনাকারী)	৪২-শূরা	২৫	৮৯৩
মার্জনাকারী (আল্লাহ মার্জনাকারী)	৫৮-মুজাদালা	২	৯৫২
মার্জনাকারী (আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল, হিজরত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯৯	৫৬৯
মার্জনাকারী (আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল,তারাম্মুম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
মার্জনাকারী (আল্লাহ মার্জনাকারী ও সর্বশক্তিমান, দোষ মার্জনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৯	৫৭৬
মালিক (আকাশ-পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে তার মালিক আল্লাহ)	১৪-ইবরাহীম	২	৬৯৩
মালিক (আল্লাহই ইহকাল-পরকালের মালিক)	৯২-লাইল	১৩	১০২৫
মালিক (আল্লাহই সকল সুপারিশের মালিক)	৩৯-যুমার	৪৪	৮৭৫
মালিক (পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১৪২	৫১৬
মালিক (শ্রবণ/দৃষ্টিশক্তির মালিক আল্লাহ, মুশরিকের স্বীকৃতি)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
মালিক (আল্লাহ মহান, মালিক ও সত্য)	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
মালিক (আল্লাহ মালিক, আকাশের সব কিছুর)	৩-আলে ইমরান	১০৯	৫৪৬
মালিক (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা -যিনি মালিক,প্রতাপশালী ও...)	৬২-জুমু'আ	১	৯৬২
মালিকানা আল্লাহর (আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে)	৩-আলে ইমরান	১২৯	৫৪৮
মালিকানা (আকাশ ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
মালিকানা আল্লাহর (কাফিররা বলবে, পৃথিবীর মালিকানা সম্পর্কে)	২৩-মু'মিনূন	৮৫	৭৭১
মালিকানা আল্লাহর (সাত আকাশ, আরশের মালিকানা আল্লাহর)	২৩-মু'মিনূন	৮৭	৭৭১
মালিকানা (আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আল্লাহর)	৫৩-নাজম	৩১	৯৩৩
মাস (আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা বারটি)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
মাসীহকে যারা আল্লাহ বলে তারা কুফরি করেছে	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
মাসীহ (আল্লাহই মারইয়ামের পুত্র মাসীহ!)	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
মিথ্যা বলা (আল্লাহ সম্পর্কে জেনেবুঝে মিথ্যা বলে আহলে কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
মিথ্যা বলা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, আহলে কিতাবরা, জেনে বুঝে)	৩-আলে ইমরান	৭৮	৫৪৩
মিথ্যা বলা (আল্লাহ সম্পর্কে যে মিথ্যা বলে সেই বড় জালিম)	৩৯-যুমার	৩২	৮৭৪
মিথ্যা বলা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে মিথ্যা বলেছিল যারা...)	৯-তাওবা	৯০	৬৪৯
মিথ্যা রচনা (মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে)	৬-আন্'আম	১৪০	৬১০
মিথ্যারোপ, আল্লাহর প্রতি (শু'আইবের সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শে ফেরার মাধ্যমে)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
মিথ্যারোপকারী (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপকারীর মুখ কালো হবে)	৩৯-যুমার	৬০	৮৭৬
মিলমিশ করা(স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহ মিলমিশ করে দিবেন...)	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
মিথ্যা বলা (আল্লাহ সম্বন্ধে কেউ মিথ্যা বলবেনা – জিনদের ধারণা)	৭২-জিন্	৫	৯৮৬
মিথ্যা রচনা, আল্লাহর প্রতি (হালালকে হারাম করা প্রসঙ্গে)	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীরা সফল হবে না)	১০-ইউনুস	৬৯	৬৬১
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীর উপর লানত)	১১-হূদ	১৮	৬৬৭
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী জালিম)	৬-আন্'আম	২১	৫৯৭
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে যারা মিথ্যা রচনা করে তারা জালিম)	৩-আলে ইমরান	৯৪	৫৪৫
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারচনাকারী জালিম)	১৮-কাহ্ফ	১৫	৭২৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী বড় জালিম)	১০-ইউনুস	১৭	৬৫৫
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী সর্বাধিক জালিম)	৬১-সাফ্ফ	৭	৯৬০
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা, হালাল-হারাম প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১১৬	৭১৩
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী বড় জালিম)	২৯-আনকাবূত	৬৮	৮২১
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনাকারী জালিম)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী অধিক জালিম)	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীরা সফল হবে না)	১৬-নাহ্ল	১১৬	৭১৩
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করলে ধ্বংস, ফিরআউন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৬১	৭৪৪
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা)	৪-নিসা	৫০	৫৬৩
মিথ্যা রচনা করার অপবাদ রাসূল স. কে (আল্লাহ সম্পর্কে)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
মিথ্যা রচনা করেছে কাফিররা (আল্লাহ সম্পর্কে)	৫-মায়িদা	১০৩	৫৯৩
মিথ্যা রচনা (জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা)	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
মীমাংসাকারী (আল্লাহ মীমাংসাকারী)	৩৪-সাবা	২৬	৮৪৩
মুখাপেক্ষী আল্লাহর (মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী)	৩৫-ফাতির	১৫	৮৪৭
মুনাফিকরা আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হলে তাদের জন্য কল্যাণকর হত	৪৭-মুহাম্মাদ	২১	৯১৪
মু'মিনদের সাথে আল্লাহ আছেন	৮-আনফাল	১৯	৬৩৩
মুক্তি দান (আল্লাহ মূসাকে মুক্তি দান করেন)	৩৩-আহ্যাব	৬৯	৮৩৯
মুছে দেয়া (আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
মুত্তাকীদের সাথে আল্লাহ আছেন	২-বাক্বারা	১৯৪	৫২২
মুত্তাকীদের সাথে আল্লাহ আছেন	৯-তাওবা	১২৩	৬৫৩
মুত্তাকীদের সাথে আল্লাহ আছেন	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
মূল্যায়ন (আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন তারা করেনি)	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭
মূল্যায়ন(মানুষ আল্লাহকে তার যথাযথ মূল্যায়ন করেনি)	২২-হাজ্জ	৭৪	৭৬৫
মূল্যায়ন (আহলে কিতাব আল্লাহকে যথাযথ মূল্যায়ন করেনি)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
মৃত্যু ঘটান আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
মৃত্যু ঘটাবেন আল্লাহ (মানুষকে সৃষ্টি করার পর)	১৬-নাহ্ল	৭০	৭০৮
মৃত্যু ঘটান (আল্লাহ জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান)	১০-ইউনুস	৫৬	৬৫৯
মৃত্যু দান (আল্লাহ উযাইরকে একশ বছরের জন্য মৃত্যু দান করেন)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
মৃত্যুদানকারী (আল্লাহ ঈসার মৃত্যুদানকারী)	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
মোকাবেলা (আল্লাহর মোকাবেলায় জালিমরা কোন উপকারে আসে না)	৪৫-জাছিয়া	১৯	৯০৬
মোচন করা (মুত্তাকীদের নিকৃষ্ট কাজ আল্লাহ মোচন করবেন)	৩৯-যুমার	৩৫	৮৭৪
মোহরাঙ্কিত করেন আল্লাহ, অহংকারী ও স্বৈরচারীর অন্তর	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
মোহর মেরেছেন আল্লাহ যাদের অন্তরে...	৪৭-মুহাম্মাদ	১৬	৯১৩
মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ তাদের হৃদয়ে যারা পিছনে...	৯-তাওবা	৯৩	৬৪৯
মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ তাদের হৃদয়ে যারা জানে না	৩০-রূম	৫৯	৮২৬
মোহর মারা (আল্লাহ কাফিরের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন)	৭-আ'রাফ	১০১	৬২২
মোহর মারা (আল্লাহ বনী ইসরাঈলের হৃদয়ে মোহর মেরেছেন)	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
মোহর মারা (আল্লাহ হৃদয়ে মোহর মারলে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে না)	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
মোহর মারা (কাফিরদের হৃদয়ে ও কানে আল্লাহ মোহর মেরেছেন)	২-বাক্বারা	৭	৫০২
মোহর মেরেছেন আল্লাহ (দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্যদানকারীর হৃদয়ে)	১৬-নাহ্ল	১০৮	৭১২
যথেষ্ট (আল্লাহই তার বান্দার জন্য যথেষ্ট)	৩৯-যুমার	৩৬	৮৭৪
যথেষ্ট (আল্লাহ যথেষ্ট, উহুদ যুদ্ধে আহত মুমিনরা বলল)	৩-আলে ইমরান	১৭৩	৫৫২
যথেষ্ট (আল্লাহ যথেষ্ট, গনিমত বন্টন প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৫৯	৬৪৬
যথেষ্ট (আল্লাহ যথেষ্ট, রাসূল স. এর সাক্ষী হিসাবে)	১৩-রা'দ	৪৩	৬৯২
যথেষ্ট (আল্লাহ যথেষ্ট, রাসূল স. এর জন্য)	৯-তাওবা	১২৯	৬৫৩
যথেষ্ট (আল্লাহ রাসূল স. ও কাফিরদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট)	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
যথেষ্ট (আল্লাহ রাসূল স. এর জন্য)	৮-আনফাল	৬২	৬৩৮
যথেষ্ট (আল্লাহ সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, রাসূল স. ও কাফিরদের মাঝে)	১৭-ইস্রা	৯৬	৭২২
যথেষ্ট (ইহুদি-নাসারাদের মুকাবিলায় নবীর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট)	২-বাক্বারা	১৩৭	৫১৫
যথেষ্ট (হিসাবগ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট)	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
যথেষ্ট (হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট)	৩৩-আহ্যাব	৩৯	৮৩৭
যথেষ্ট (নবীর জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ ও নবীর অনুসারী মু'মিনগণ)	৮-আনফাল	৬৪	৬৩৮
যথেষ্ট (যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট)	৩৩-আহ্যাব	২৫	৮৩৫
যথেষ্ট (যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
যথেষ্ট (রাসূল স.এর বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট)	৪৬-আহ্কাফ	৮	৯০৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
যথেষ্ট (রাসূল স. এর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
যথেষ্ট(শরীক/মুশরিকদের সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট...)	১০-ইউনুস	২৯	৬৫৭
যথেষ্ট (সর্বজ্ঞানী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, আনুগত্যের প্রতিদান প্র.)	৪-নিসা	৭০	৫৬৫
যমীন (আল্লাহর যমীনে চরে খাওয়ার জন্য উষ্ট্রীকে ছেড়ে দেয়া...)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
যমীন(ছামূদ জাতির উষ্ট্রীকে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে দেয়ার নির্দেশ)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
যিকর (আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে শয়তান, মুনাফিকদেরকে)	৫৮-মুজাদালা	১৯	৯৫৪
যুদ্ধ ঘোষণা (সুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ-রাসূল স. এর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা)	২-বাকারা	২৭৯	৫৩৩
যুক্তি-প্রমাণ (আল্লাহর বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ না থাকা, রাসূল প্রেরণ প্র.)	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও রাসূল স. এর	৮-আনফাল	১	৬৩২
যুদ্ধ (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতিফল)	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
রং (আল্লাহর রং সবচেয়ে সুন্দর)	২-বাকারা	১৩৮	৫১৫
রং (ইবাদতকারীদের আল্লাহর রং ধারণ প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	১৩৮	৫১৫
রক্ষা (আল্লাহ অমঙ্গল চাইলে কেউ রক্ষা করতে পারে না)	৩৩-আহযাব	১৭	৮৩৪
রক্ষা (আল্লাহ জান্নাতীদের লু হাওয়ার শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন)	৫২-তূর	২৭	৯৩০
রক্ষা (আল্লাহ শাস্তি দিলে কেউ রাসূল স.কে রক্ষা করতে পারে না!)	৭২-জিন্	২২	৯৮৭
রক্ষণাবেক্ষণকারী (আল্লাহ উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী)	১২-ইউসুফ	৬৪	৬৮২
রক্ষাকারী (আল্লাহ মুমিনদের রক্ষা করেন)	২২-হাজ্জ	৩৮	৭৬১
রক্ষা করেছেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
রক্ষা করলেন আল্লাহ (এক মু'মিনকে ফিরআউন সম্প্রদায় হতে)	৪০-মু'মিন	৪৫	৮৮১
রক্ষা করা (আল্লাহ নেককারদের কিয়ামতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন)	৭৬-দাহর	১১	৯৯৫
রক্ষা করবেন আল্লাহ রাসূল স.কে (মানুষদের থেকে)	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
রক্ষা/সাহায্য (আল্লাহ থেকে নূহকে রক্ষাকারী কে আছে?)	১১-হূদ	৩০	৬৬৮
রক্ষা (নূহ আ. ও লূত আ. স্ত্রীকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি)	৬৬-তাহরীম	১০	৯৭১
রচনা (কুরআন এমন নয় যে আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করবে)	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
রশি (আল্লাহর রশি আঁকড়ে ধরার নির্দেশ)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
রশি (আল্লাহর রশি ছাড়া আহলে কিতাবদের যেখানেই পাওয়া যাবে...)	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
রহিত করা(শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা রহিত করেন)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
রাজত্ব (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই)	৪৫-জাছিয়া	২৭	৯০৭
রাখা (শান্তিপ্রস্তাব দানকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ কোন পথ রাখেননি)	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
রাজত্ব আল্লাহর (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৫-মায়িদা	১২০	৫৯৫
রাজত্ব আল্লাহর (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৯-তাওবা	১১৬	৬৫২
রাজত্ব আল্লাহর (আকাশ ও পৃথিবীর)	৩-আলে ইমরান	১৮৯	৫৫৪
রাজত্ব আল্লাহর (আকাশ, পৃথিবী তার মাঝের রাজত্ব আল্লাহর)	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
রাজত্ব (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই)	৪৮-ফাত্হ	১৪	৯১৭
রাজত্ব (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই)	২-বাকারা	১০৭	৫১২
রাজত্ব (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
রাজত্ব আল্লাহর (পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা সে আল্লাহরই)	৬৪-তাগাবুন	১	৯৬৬
রাজত্ব (আল্লাহর রাজত্ব, আকাশ ও পৃথিবীতে)	২৪-নূর	৪২	৭৭৮
রাজত্ব (আল্লাহর রাজত্ব, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে)	৫-মায়িদা	৪০	৫৮৫
রাজত্ব (আল্লাহর রাজত্ব, আকাশ ও পৃথিবীতে)	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
রাজত্ব (আল্লাহর রাজত্ব, আকাশ ও পৃথিবীতে)	২৫-ফুরকান	২	৭৮২
রাজত্ব (কিয়ামতের দিন একক রাজত্ব আল্লাহর)	৪০-মু'মিন	১৬	৮৭৯
রাজত্ব (কিয়ামতের দিনের রাজত্ব আল্লাহর)	২২-হাজ্জ	৫৬	৭৬৩
রাসূল স. আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছেন! (কাফিররা বলে)	৩৪-সাবা	৮	৮৪১
রাসূল (আল্লাহর রাসূল স. কে কষ্ট দেয় যারা তাদের জন্য...)	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
রাসূল (আল্লাহর রাসূল স. এর প্রস্থানের পর উৎফুল্ল তাবুক প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
রাসূল (আল্লাহর রাসূল স. এর পিছনে থেকে যাওয়া সঙ্গত নয়...)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
রাসূল(আল্লাহর রাসূল স. সাহাবাদের মাঝে থাকাবস্থায় তাদের করণীয়.)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
রাসূল (আল্লাহ, রাসূল স. ও মুমিনদেরকে ছাড়া অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ...)	৯-তাওবা	১৬	৬৪১
রাসূল (আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
রাসূল(আখিরাতে বিশ্বাসীর জন্য আল্লাহর রাসূল স. এর মধ্যে উত্তম আদর্শ)	৩৩-আহযাব	২১	৮৩৫
রাসূল স. এর সাথে আল্লাহ আছেন, (হিজরত প্রসঙ্গ...)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
রাসূল (আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে খিয়ানত করা নিষেধ)	৮-আনফাল	২৭	৬৩৪
রাসূল (আল্লাহ ও রাসূল স. অধিক প্রিয় হলে- পিতা, সন্তান ও...)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
রাসূল (আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনে যারা তারাই অনুমতি)	২৪-নূর	৬২	৭৮১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাসূল (আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে কুফরি ক্ষমা করবেন না আল্লাহ)	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
রাসূল (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে যারা তাদের ঘাটি)	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
রাসূল (আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে মুশরিকদের চুক্তি প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৭	৬৪০
রাসূল (আল্লাহ ও রাসূল স. এর জন্য গনিমতের এক পঞ্চমাংশ)	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
রাসূল আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন (অনুমতি প্রার্থীদের জন্য)	২৪-নূর	৬২	৭৮১
রাসূল (আল্লাহর নিকট হতে আসা রাসূল এর কিতাব পাঠ)	৯৮-বায়্যিনাহ্	২	১০২৯
রাসূল (আল্লাহর রাসূল সালিহ আ. উটনীর ব্যাপারে সতর্ক করলেন)	৯১-শাম্স	১৩	১০২৪
রাসূল (আল্লাহর রাসূলগণকে যা দেয়া হয়েছিল তা না দেয়া পর্যন্ত...)	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
রাসূল স.কে আল্লাহ যে 'ফাই' দিয়েছেন (ইহুদীদের থেকে)	৫৯-হাশর	৬	৯৫৫
রাসূল স. কে আল্লাহ যেভাবে অভিবাদন জানাননি সেভাবে জানায়...	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
রাসূল স. কে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার উপদেশ	৪০-মু'মিন	৫৬	৮৮২
রাসূল স.কে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ (মুমিন নারীদের জন্য)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
রাসূল স.কে কষ্ট দেয়া সমীচীন নয়	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
রাসূল করে পাঠিয়েছেন আল্লাহ এই ব্যক্তিকে (মক্কাবাসীরা বলে)	২৫-ফুরকান	৪১	৭৮৫
রাসূল স.কে ফাই দান করেছেন আল্লাহ (ইহুদী জনপদবাসী থেকে)	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
রাসূল স. এর ধৈর্যধারণ আল্লাহরই মাধ্যমে/সাহায্যে...	১৬-নাহ্ল	১২৭	৭১৩
রাসূল স. এর ক্ষমতা নেই আল্লাহর বিরুদ্ধে কিছু করার	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
রাসূল স. এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিভাবক থাকবে না যদি...	১৩-রা'দ	৩৭	৬৯২
রাসূল স. এর প্রতি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমা...	৯-তাওবা	৯৭	৬৫০
রাসূল স. এর প্রতিদান আল্লাহর নিকট	৩৪-সাবা	৪৭	৮৪৫
রাসূল স. এর সামনে (আল্লাহর রাসূল স. এর সামনে কণ্ঠস্বর নিচু করে যারা..)	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ, পথনির্দেশিকা ও সত্য দ্বীনসহ	৬১-সাফ্ফ	৯	৯৬০
রাসূল (বনীইসরাঈলের কাছে আল্লাহর রাসূল আসা)	২-বাকারা	১০১	৫১১
রাসূল (মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
রাসূল (মুহাম্মদ স. সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল)	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
রাসূল (মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল; কোন পুরুষের পিতা নন্দের)	৩৩-আহযাব	৪০	৮৩৭
রাসূল (মুনাফিক আল্লাহর রাসূল স. এর সঙ্গী জন্য ব্যয় করতে নিষেধ করে)	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
রাসূল (মুনাফিকদের জন্য আল্লাহর রাসূল স. এর ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	৫	৯৬৪
রাসূল (মুনাফিকরা মৌখিক সাক্ষ্য দেয় যে মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
রাসূল (ঈসা আ. আল্লাহর রাসূল, তাকে হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
রাসূল (ঈসা আ. আল্লাহর রাসূল, বনী ইসরাঈলদের প্রতি)	৬১-সাফ্ফ	৬	৯৬০
রাসূল (ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল এবং তার কালিমাহ)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
রিযিকদাতা (আকাশ থেকে মানুষকে আল্লাহই রিযিক দেন)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
রিযিকদাতা আল্লাহ	৫১-যারিয়াত	৫৮	৯২৮
রিযিকদাতা (আল্লাহ অবশ্যই উত্তম রিযিকদাতা)	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
রিযিকদাতা (আল্লাহই সকল জীবের রিযিকদাতা)	২৯-আনকাবূত	৬০	৮২১
রিযিকদাতা (আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা)	২৩-মু'মিনূন	৭২	৭৭০
রিযিকদাতা (আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা)	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
রিযিক (আল্লাহ রিযিক প্রসারিত করলে বান্দারা বাড়াবাড়ি করত)	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
রিযিক (আল্লাহর দেয়া হালাল/পবিত্র রিযিক আহার ও কৃতজ্ঞতা...)	১৬-নাহ্ল	১১৪	৭১২
রিযিক আল্লাহর পক্ষ থেকে...	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
রিযিক (আল্লাহর রিযিক পানাহারের নির্দেশ, বনীইসরাঈলকে)	২-বাকারা	৬০	৫০৭
রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর (পৃথিবীর সকল জীবের)	১১-হূদ	৬	৬৬৬
রিযিক প্রসারণকারী ও পরিমাপকারী আল্লাহই (যাকে ইচ্ছা)	২৯-আনকাবূত	৬২	৮২১
রিযিক (আল্লাহ জান্নাতিদের রিযিক উত্তম করেছেন)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
রিযিক (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক খাওয়ার নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৪২	৬১০
রিযিক (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের অংশ মিথ্যা উপাস্যের জন্য নির্ধারণ)	১৬-নাহ্ল	৫৬	৭০৭
রিযিক (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে মুশরিকরা হারাম গণ্য করে)	৬-আন্'আম	১৪০	৬১০
রিযিক (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৯	৫৬২
রিযিক (আল্লাহ প্রদত্ত হালাল ও পবিত্র রিযিক খাওয়ার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৮৮	৫৯১
রিযিক অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (হারাম-হালাল প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
রিযিক দান(আল্লাহর পথে হিজরতকারীকে আল্লাহ উৎকৃষ্ট রিযিক দিবেন)	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
রিযিক দান করেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	৪২-শূরা	১৯	৮৯২
রিযিক দান (রিযিকের ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকে কারো উপর মর্যাদা দেন)	১৬-নাহ্ল	৭১	৭০৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
রিযিক দেন আল্লাহ (আকাশ ও পৃথিবী থেকে)	৩৪-সাবা	২৪	৮৪৩
রিযিক দেন আল্লাহ বেহিসাব (যাকে ইচ্ছা)	২-বাকারা	২১২	৫২৩
রিযিক দেন আল্লাহ বেহিসাব (যাকে ইচ্ছা)	২৪-নূর	৩৮	৭৭৮
রিযিক দেন (আল্লাহ সন্তানদেরকে রিযিক দেন)	১৭-ইস্রা	৩১	৭১৬
রিযিক (আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছেন জান্নাতীদেরকে, তা থেকে...)	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
রিযিক (আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে কাফিরদের ব্যয় প্রসঙ্গ)	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
রিযিক কামনা(রিযিক আল্লাহর কাছে কামনা করার নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
রিসালাত (আল্লাহর রিসালাত পৌছে দেয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৯	৮৩৭
রিসালাত (আল্লাহর রিসালত, রাসূল স. এর দায়িত্ব প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	২৩	৯৮৭
রীতি (কাফিরদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	২৩	৯১৮
লজ্জাবোধ না করা (তুচ্ছ বস্তুর উপমা দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না)	২-বাকারা	২৬	৫০৪
লজ্জাবোধ না করা (সত্য বলতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
লাঞ্ছিত করা(আল্লাহ লাঞ্ছিত করলে তার কোন সম্মানদাতা নেই)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
লাঞ্ছনা ভোগ করান আল্লাহ (অস্বীকারকারী জালিমদের)	৩৯-যুমার	২৬	৮৭৩
লা'নত (অবিশ্বাসের কারণে কাফিরদের প্রতি আল্লাহর লানত)	২-বাকারা	৮৯	৫১০
লা'নত (আল্লাহ-রাসূল স.কে কষ্টদাতাকে আল্লাহ লানত করেন)	৩৩-আহযাব	৫৭	৮৩৮
লা'নত (ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিনকে হত্যাকারীর প্রতি আল্লাহর লানত)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
লা'নত (আল্লাহর লা'নত জালিমদের উপর...)	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
লা'নত (আল্লাহর লা'নত তাদের উপর যারা প্রমাণাদি...)	২-বাকারা	১৫৯	৫১৭
লানত (আল্লাহর লা'নত যেসব আহলে কিতাবদের উপর...)	৪-নিসা	৫২	৫৬৩
লা'নত করেছেন আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
লা'নত করেছেন আল্লাহ যাদেরকে...	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
লা'নত (কাফিরদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন)	৩৩-আহযাব	৬৪	৮৩৯
লা'নত (কুফরীর কারণে ইহুদীদের উপর আল্লাহর লানত)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
লা'নত (কুফরীর কারণে ইহুদীদের উপর আল্লাহর লানত)	২-বাকারা	৮৮	৫১০
লা'নত (আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষের লা'নত তাদের উপর যারা...)	৩-আলে ইমরান	৮৭	৫৪৪
লা'নত (আল্লাহ মুনাফিকদের উপর লা'নত করেছেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৩	৯১৪
লা'নত (আল্লাহ যাকে লা'নত করেন তার সাহায্যকারী নেই)	৪-নিসা	৫২	৫৬৩
লা'নত (আল্লাহর লা'নত, কাফির অবস্থায় মৃত্যু...)	২-বাকারা	১৬১	৫১৮
লা'নত (আল্লাহর লা'নত কামনা করবে স্বামী, পঞ্চমবার)	২৪-নূর	৭	৭৭৪
লা'নত (মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর লা'নত...)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
লা'নত (মিথ্যা রচনাকারী জালিমদের উপর আল্লাহর লানত)	১১-হূদ	১৮	৬৬৭
লা'নত (শয়তানকে আল্লাহর লা'নত করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৮	৫৭২
লিখে দেয়া (আল্লাহ নির্বাসন লিখে দিয়েছেন কাফিরদের জন্য)	৫৯-হাশর	৩	৯৫৫
লিখে রাখা (মুনাফিকদের রাতের পরামর্শ আল্লাহ লিখে রাখেন)	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
লিখে রেখেছেন আল্লাহ (তিনি ও তাঁর রাসূলগণ বিজয়ী হবেন)	৫৮-মুজাদালা	২১	৯৫৪
লিপিবদ্ধকারী(আল্লাহ মুমিনের সৎকাজের লিপিবদ্ধকারী)	২১-আম্বিয়া	৯৪	৭৫৬
শক্তি (আল্লাহর শক্তি ছাড়া কোন অন্য কোন শক্তি নেই)	১৮-কাহ্ফ	৩৯	৭২৭
শক্তিধর(আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
শক্তিধর (আল্লাহ প্রবল শক্তিধর ও শাস্তি দানে কঠোর)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
শক্তিধর (আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী)	২২-হাজ্জ	৭৪	৭৬৫
শক্তিধর (আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী)	৩৩-আহযাব	২৫	৮৩৫
শক্তিধর (আল্লাহ মহাশক্তিধর ও শাস্তিদানে কঠোর)	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
শক্তিশালী করেছেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে (কাফিরদের উপর)	৮-আনফাল	৭১	৬৩৯
শক্তিশালী (আল্লাহই শক্তিশালী ও মহাপ্রতাপশালী)	৪২-শূরা	১৯	৮৯২
শক্তি সবই আল্লাহর (জালিমরা শাস্তি দেখে বুঝতে পারবে)	২-বাকারা	১৬৫	৫১৮
শত্রু (আল্লাহর শত্রু, ইবরাহীমের পিতা প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	১১৪	৬৫২
শত্রু (আল্লাহর শত্রুদের আগুনের নিকট সমবেত করা হবে কিয়ামতে)	৪১-ফুস্সিলাত	১৯	৮৮৭
শত্রু (আল্লাহর শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য শক্তি প্রস্তুত...)	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
শত্রু (আল্লাহর শত্রুদের প্রতিফল আগুন)	৪১-ফুস্সিলাত	২৮	৮৮৮
শত্রু (যে আল্লাহর শত্রু আল্লাহ সেই কাফিরের শত্রু)	২-বাকারা	৯৮	৫১১
শপথ (জান্নাতী ব্যক্তি শপথ করে বলবে জাহান্নামিকে...)	৩৭-সাফফাত	৫৬	৮৫৯
শরীক (যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে শরীকরূপে ডাকে...)	১০-ইউনুস	৬৬	৬৬০
শরীক (আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর সাথে শরীক করা)	৪৩-যুখরুফ	১৫	৮৯৭
শরীক (আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
শরীক (আল্লাহর সাথে বহু শরীক নির্ধারণ করেছে কাফিররা)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শরীক (আল্লাহর সাথে যাদের শরীক করা হয় তাদের অক্ষমতা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১২	৭৫৯
শরীক আল্লাহর সাথে যাদের করা হয় তারা ক্ষতি দূর করতে পারেনা	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
শরীক (আল্লাহর সাথে যে শরীক করে শয়তানের কর্তৃত্ব তার উপর)	১৬-নাহ্ল	১০০	৭১১
শরীক (আযরের জাতির আল্লাহর সাথে শরীক করতে ভয় না করা)	৬-আন্'আম	৮১	৬০৩
শরীক (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে শরীক বানিয়ে ডাকা প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	৪	৯০৮
শরীক (আল্লাহ ব্যতীত কাউকে শরীক করা)	৪০-মু'মিন	৭৪	৮৮৪
শরীক (আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে ডাকার শরীক করার অসারতা প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	৫	৯০৮
শরীক (আল্লাহর সাথে শরীক না করার বাইয়াত, মুমিন নারীদের...)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
শরীক (আল্লাহর সাথে শরীক করল যে তার জন্য জান্নাত হারাম...)	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
শরীক (আল্লাহর সাথে শরীককারী সুদূর পথভ্রষ্ট)	৪-নিসা	১১৬	৫৭২
শরীক (আল্লাহর সাথে শরীক করার কারণে হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার...)	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
শরীক(আল্লাহর সাথে শরীক না করার নির্দেশ,ইবরাহীমকে)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
শরীক (আল্লাহর সাথে শরীক করা...)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
শরীক (আল্লাহর সাথে শরীক করা সমীচীন নয়, ইউসুফ আ. ও তার...)	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
শরীক (আল্লাহর সাথে শরীক না করতে পুত্রকে লুকমানের উপদেশ)	৩১-লুকমান	১৩	৮২৮
শরীক করা (আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না)	৪-নিসা	১১৬	৫৭২
শরীক করা (আল্লাহর সাথে শরীক করার উপমা, আকাশ থেকে পড়া)	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
শরীক করা (মুশরিকরা জ্বীনদেরকে আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করে)	৬-আন্'আম	১০০	৬০৬
শরীক করা (সুস্থসন্তান সম্পর্কে আল্লাহর সাথে আদম আ. হাওয়া শরীক করা)	৭-আ'রাফ	১৯০	৬৩০
শরীক করা (আল্লাহর সাথে শরীক করা মহাপাপ উদ্ভাবন...)	৪-নিসা	৪৮	৫৬৩
শরীক করা (আল্লাহর সাথে শীরক করা হারাম...)	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫
শাস্তি (অহঙ্কারীদেরকে দুর্বলরা আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে বলবে)	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
শাস্তি (অপরাধের কারণে আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি)	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
শাস্তি (অপরাধীদের উপর আল্লাহর শাস্তি দিনে/রাতে আসা)	১০-ইউনুস	৫০	৬৫৯
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না)	৪৬-আহ্কাফ	৮	৯০৮
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক)	১৫-হিজর	৫০	৭০০
শাস্তি (আল্লাহ মানুষকে সীমালঙ্ঘনের কারণে শাস্তি দিলে যমীনের কেউ)	১৬-নাহ্ল	৬১	৭০৭
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তির বিপরীতে কাফিরদের ধন-সম্পদ ও...)	৩-আলে ইমরান	১০	৫৩৬
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তির বিপরীতে কাফিরদের ধন-সম্পদ কাজে...)	৩-আলে ইমরান	১১৬	৫৪৭
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি আসলে কে সাহায্য করবে?)	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে আল্লাহকে ডাকা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৪০	৫৯৯
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি তাদের জন্য যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল...)	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষাকারী কেউ নেই)	৪০-মু'মিন	৩৩	৮৮০
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি থেকে কাফিরদের দুর্গ তাদেরকে রক্ষা করবে!)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তির মোকাবেলায় মুনাফিকদের ধন-সম্পদ...)	৫৮-মুজাদালা	১৭	৯৫৪
শাস্তি (ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিনকে হত্যাকারীর জন্য আল্লাহর শাস্তি)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
শাস্তি (কাফিরদের জন্য আল্লাহ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
শাস্তি (লূত সম্প্রদায় কর্তৃক আল্লাহর শাস্তি কামনা)	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
শাস্তি (মুনাফিক মানুষের পরীক্ষাকে আল্লাহর শাস্তি ভাবে)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
শাস্তি (নেয়ামত অস্বীকারকারীদের আল্লাহ ক্ষুধা ও ভীতির শাস্তি দেন)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
শাস্তি দেন না কেন আল্লাহ, তাদের কথার জন্য? (মুনাফিকরা বলে)	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
শাস্তি দিতে চান আল্লাহ কিছু অপরাধের কারণে (মুনাফিকদেরকে)	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
শাস্তি দিতে চান আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে (দুনিয়ার জীবনে)	৯-তাওবা	৫৫	৬৪৫
শাস্তি দিবেন আল্লাহ কাফিরদেরকে (মুমিনদের হাতে)	৯-তাওবা	১৪	৬৪১
শাস্তি দিবেন আল্লাহ তাকে, যে কুফরী করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়	৮৮-গাশিয়াহ্	২৪	১০২০
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি আসলে জালিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়)	৬-আন্'আম	৪৭	৬০০
শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে (পুরুষ ও নারী চোরের হাত কাটা)	৫-মায়িদা	৩৮	৫৮৫
শাস্তি (আল্লাহ মুনাফিক ও মুশরিকদের শাস্তি দিবেন)	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি থেকে কাফিরদের রক্ষাকারী কেউ নেই)	১৩-রা'দ	৩৪	৬৯২
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি থেকে মন্দকর্মশীলদের রক্ষার কেউ নেই)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি থেকে কে সাহায্য করবে সালেহ আ. কে? যদি...)	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
শাস্তি (আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে কি মানুষ নিরাপদ)	১২-ইউসুফ	১০৭	৬৮৭
শাস্তি (আল্লাহ শাস্তি প্রদান করেছিলেন পূর্ববর্তী কাফিরদেরকে)	৪০-মু'মিন	২২	৮৭৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
শাস্তি দিবেন না আল্লাহ রাসূল স. তাদের মাঝে থাকা অবস্থায়	৮-আনফাল	৩৩	৬৩৫
শাস্তি দিবেন না কেন আল্লাহ যখন তারা বিরত রেখেছে...	৮-আনফাল	৩৪	৬৩৫
শাস্তিদাতা (আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা)	৩-আলে ইমরান	১১	৫৩৬
শাস্তিদাতা নন আল্লাহ (মানুষের ক্ষমা প্রার্থনা অবস্থায়)	৮-আনফাল	৩৩	৬৩৫
শাস্তি দান করবেন আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদেরকে	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
শাস্তি (মানুষকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কি করবেন ? কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৭	৫৭৫
শিক্ষাদান (আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন -যা সে জানত না)	৯৬-আলাক	৫	১০২৮
শিক্ষাদান (আল্লাহ মানুষকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন)	৯৬-আলাক	৪	১০২৮
শিক্ষা দান (আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দান করেন, ঋণ লেনদেন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
শিক্ষা দান (আল্লাহ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে লেখা,ঋণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
শিক্ষা (আল্লাহর শিক্ষা অনুযায়ী শিকারী প্রাণিকে শিক্ষা দেয়া)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
শুনেছেন (আল্লাহ ইহুদীদের কথা শুনেছেন- 'আল্লাহ ফকির ও...')	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
শুনেছেন (আল্লাহ কথোপকথন শুনেছেন, রাসূল স. ও বিতর্ককারী মহিলার)	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
শ্রবণ করান আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা করেন)	৩৫-ফাতির	২২	৮৪৮
শ্রবণ (নিজের কল্যানের জন্য আল্লাহর কথা শ্রবণ)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
শ্রেষ্ঠ (আল্লাহ মহান ও শ্রেষ্ঠ, নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
শ্রেষ্ঠত্ব (আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা, আল্লাহর নির্দেশিত পথে)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা(আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করায় তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা)	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
শ্রেষ্ঠত্ব দান, আল্লাহ কর্তৃক (জিহাদকারীকে বসে থাকা মুমিনের উপর)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
শ্রেষ্ঠত্ব (পৃথিবীতে আল্লাহরই শ্রেষ্ঠত্ব)	৪৫-জাছিয়া	৩৭	৯০৭
ষষ্ঠজন (পাঁচব্যক্তির গোপন কথায় ষষ্ঠজন থাকেন আল্লাহ)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়)	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে জান্নাতে, তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
সংকুচিত করে দেন আল্লাহ রিযিক	২-বাক্বারা	২৪৫	৫২৮
সংশোধন করেন না আল্লাহ (ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ)	১০-ইউনুস	৮১	৬৬২
সর্ম্পৃক্তিতা (আল্লাহর সর্ম্পৃক্তিতা থাকবে না, কাফিরকে বন্ধু গ্রহণ...)	৩-আলে ইমরান	২৮	৫৩৮
সংবাদ (রাসূল স. আল্লাহর পক্ষে থেকে পাপাচারীদেরকো সংবাদ দিবেন)	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
সংখ্যা নির্ণয় করে রেখেছেন আল্লাহ (সবার কৃতকর্মের)	৫৮-মুজাদালা	৬	৯৫২
সংবাদ জানানো (তারা কি আল্লাহকে কোন সংবাদ দেয় যা...)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
সক্ষম (আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম)	৬-আন্‌'আম	৩৭	৫৯৯
সক্ষম (আল্লাহ মজলুমকে সাহায্য করতে সক্ষম)	২২-হাজ্জ	৩৯	৭৬২
সক্ষম (আল্লাহ মানুষকে প্রত্যাবর্তন করাতে সক্ষম)	৮৬-তারিক	৮	১০১৭
সক্ষম (আল্লাহ মানুষের কতককে সরিয়ে অন্যদের আনতে সক্ষম)	৪-নিসা	১৩৩	৫৭৩
সঠিক পথে পরিচালিত করেন না আল্লাহ (সীমালঙ্ঘনকারীকে)	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ (কাফির সম্প্রদায়কে)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ (জালিম সম্প্রদায়কে)	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
সঠিকপথ প্রদর্শন না করতেন যদি আল্লাহ তবে...	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন আল্লাহ (ঈমানদারদেরকে)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন আল্লাহ যাদেরকে....	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
সঠিক পথ প্রদর্শন করেন যাকে সেই সঠিক পথ প্রাপ্ত ..	১৮-কাহ্ফ	১৭	৭২৫
সঠিক পথপ্রদর্শন করেন না আল্লাহ (জালিম সম্প্রদায়কে)	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ (পাপাচারী সম্প্রদায়কে)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
সঠিকপথ প্রদর্শন আল্লাহ যাকে করেন তার পথভ্রষ্টকারী নেই	৩৯-যুমার	৩৭	৮৭৪
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ নবীদেরকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৬-আন্‌'আম	৯০	৬০৪
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহর দায়িত্বে)	৯২-লাইল	১২	১০২৫
সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ (ফাসিক সম্প্রদায়কে)	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ (জালিমদেরকে)	৪৬-আহ্কাফ	১০	৯০৮
সঠিক পথ প্রদর্শন করেন আল্লাহ (উত্তম কথার অনুসারীকে)	৩৯-যুমার	১৮	৮৭২
সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ (পাপাচারী সম্প্রদায়কে)	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
সঠিক পথ প্রদর্শন করেননা আল্লাহ (মিথ্যাবাদী কাফিরকে)	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
সঠিক পথ প্রদর্শন করেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৫৬	৮১৩
সঠিক পথপ্রদর্শন (আল্লাহ জালিমদেরকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেননা)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন আল্লাহ কিভাবে তাদেরকে যারা...	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
সঠিক পথপ্রদর্শন(আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	২২-হাজ্জ	১৬	৭৫৯
সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আল্লাহ আছেন	২৯-আনকাবূত	৬৯	৮২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সত্যই বলেন আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	৮৪	৮৭০
সত্য (আল্লাহর জন্যই সত্য ইলাহ হবার অধিকার)	২৮-কাসাস	৭৫	৮১৪
সত্য (আল্লাহই সত্য; অন্য উপাস্যরা মিথ্যা)	৩১-লুকমান	৩০	৮২৯
সত্য (আল্লাহই সত্য, মুশরিকদের শরীকরা মিথ্যা)	২২-হাজ্জ	৬২	৭৬৪
সত্য (আল্লাহ মহান, মালিক ও সত্য)	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
সত্য (আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য আসার পর জাদু আখ্যা দেয়া!)	১০-ইউনুস	৭৬	৬৬১
সত্য (আল্লাহ সত্য ও সর্বশক্তিমান, তিনি মৃতকে জীবিত করেন)	২২-হাজ্জ	৬	৭৫৮
সত্য (আল্লাহ সত্য ও সুস্পষ্ট, মানুষ জানতে পারবে...)	২৪-নূর	২৫	৭৭৬
সতর্ককারী (আল্লাহ কুরআন নাযিলের মাধ্যমে সতর্ককারী)	৪৪-দুখান	৩	৯০২
সত্য/প্রকৃত প্রভু আল্লাহই (প্রত্যেকের প্রত্যাবর্তন তার কাছে)	১০-ইউনুস	৩০	৬৫৭
সত্য প্রতিষ্ঠা করবেন আল্লাহ (অপরাধীরা অপছন্দ করলেও)	১০-ইউনুস	৮২	৬৬২
সত্য বলা(আল্লাহ ও রাসূল স. সত্য বলেছেন, খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
সত্য বলা (আল্লাহ সম্পর্কে সত্য বলার অঙ্গীকার, ইহুদিদের)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
সত্য বলা (আল্লাহ সম্পর্কে মূসার সত্য বলা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০৫	৬২২
সত্য বলা (আল্লাহ সম্পর্কে সত্য বলার নির্দেশ)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
সত্য বলেছেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৯৫	৫৪৫
সত্যবাদী (কথায় আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সত্যবাদী ?)	৪-নিসা	১২২	৫৭২
সত্যবাদী (কথায় আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সত্যবাদী ?)	৪-নিসা	৮৭	৫৬৮
সত্যে পরিণত করেছেন আল্লাহ (রাসূল স. এর স্বপ্ন)	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
সত্য আল্লাহ (সকল কর্তৃত্ব তাঁরই)	১৮-কাহ্ফ	৪৪	৭২৮
সন্তান ! (আল্লাহকে সন্তান গ্রহণের অপবাদ)	২-বাক্বারা	১১৬	৫১৩
সন্তান গ্রহণ করেননি আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৩৫	৭৩৬
সন্তান গ্রহণ করেননি আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	৯১	৭৭১
সন্তান গ্রহণ! (আল্লাহর প্রতি মুশরিকদের অপবাদ, এদের কোন জ্ঞান নেই)	১৮-কাহ্ফ	৪	৭২৪
সন্তান গ্রহণের অপবাদ দেয় মুশরিকরা (আল্লাহকে)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
সন্তান (মুশরিকরা বলে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন !)	৩৭-সাফ্ফাত	১৫২	৮৬৪
সন্তুষ্ট (আল্লাহ ও রাসূল স. মানুষের সন্তুষ্টি লাভের অধিক যোগ্য)	৯-তাওবা	৬২	৬৪৬
সন্তুষ্ট (আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
সন্তুষ্ট (আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন সত্যবাদীদের প্রতি...)	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
সন্তুষ্ট (আল্লাহ সন্তুষ্ট প্রথম অগ্রগামী মুহাজির, আনসার ও...)	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
সন্তুষ্ট (বাইয়াত গ্রহণকারী মুমিনদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট)	৪৮-ফাত্হ	১৮	৯১৭
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে যে সে তার মত নয় যে)	৩-আলে ইমরান	১৬২	৫৫১
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নাসারাগণ বৈরাগ্যবাদ বিধিবদ্ধ...)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়ে যাকাত দেয়া হলে তা বৃদ্ধি পায়)	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইলে মানুষের হক অধিকার দিয়ে দেয়া উত্তম...)	৩০-রূম	৩৮	৮২৫
সন্তুষ্টি (কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যয় করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করেছিল মুমিনগণ, উহুদ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৭৪	৫৫২
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সম্পদ ব্যয়ের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় নিজের জীবনকে বিক্রি...)	২-বাক্বারা	২০৭	৫২৩
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সৎকাজ/আপোসের প্রতিদান)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাবগ্রস্ত/বন্দী/ইয়াতিমকে খাদ্য দান)	৭৬-দাহ্র	৯	৯৯৫
সন্তুষ্ট (মুমিন সৎকর্মশীলদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
সন্তুষ্ট হবেন না আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি (তাবুক প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৯৬	৬৫০
সফল করেন না আল্লাহ (খেয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্র)	১২-ইউসুফ	৫২	৬৮১
সবই (কল্যাণ-অকল্যাণ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে)	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
সবকিছু আল্লাহর (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু)	২৪-নূর	৬৪	৭৮১
সমকক্ষ (আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করার পরিণাম আগুন)	১৪-ইবরাহীম	৩০	৬৯৬
সমকক্ষ (অনুগ্রহ লাভের পর আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করানো)	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
সমকক্ষ (আল্লাহর জন্য সমকক্ষ পেশ না করা...)	১৬-নাহ্ল	৭৪	৭০৯
সমকক্ষ (আল্লাহর সমকক্ষ গ্রহণ করে মানুষ...)	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
সমকক্ষ (আল্লাহর সমকক্ষ না বানানোর নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
সমতুল্য নেই (আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই)	১১২-ইখ্লাস	৪	১০৩৬
সমবেত (আল্লাহর কাছে সমবেত করা হবে মুমিনরা নিহত হলে...)	৩-আলে ইমরান	১৫৮	৫৫১
সমবেত করবেন আল্লাহ উপাসক ও উপাস্যদেরকে	২৫-ফুরকান	১৭	৭৮৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সমবেত করবেন আল্লাহ মানব জাতিকে (কিয়ামতের দিন)	৩-আলে ইমরান	৯	৫৩৬
সময় (আল্লাহর নির্ধারিত সময় বিলম্বিত করা হয় না)	৭১-নূহ্	৪	৯৮৪
সমর্পণ (আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছে রাসূল স. ও...)	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
সমর্পণ (চেহরাকে আল্লাহর দিকে সমর্পণকারী মজবুত হাতল ধারণ করে)	৩১-লুকমান	২২	৮২৮
সমর্পণ (মু'মিন ব্যক্তির ব্যাপার আল্লাহর নিকট সমর্পণ)	৪০-মু'মিন	৪৪	৮৮১
সমর্পণ (সৎকর্মপরায়ণ হয়ে নিজেকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ)	২-বাক্বারা	১১২	৫১৩
সম্পদ (আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে দাসদেরকে দেয়া)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
সমাসীন (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পর আরশে সমাসীন হন)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
সমাসীন (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পর আরশে সমাসীন হন)	৩২-সাজদা	৪	৮৩০
সমান নয় আল্লাহর নিকট ঈমান আনা ও হাজীদের পানি পান করানো...	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
সমুন্নত (আল্লাহ সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়)	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
সমুন্নত (আল্লাহ সমুন্নত ও সুমহান, আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই তার)	৪২-শূরা	৪	৮৯১
সম্পর্কচ্ছেদ (আল্লাহর সম্পর্কচ্ছেদ, মুশরিকদের সাথে)	৯-তাওবা	১	৬৪০
সম্মানিত (আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক তাকওয়াবান)	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
সম্মান (সকল সম্মান একমাত্র আল্লাহর)	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
সম্পন্ন করবেন আল্লাহ একটি বিষয় যা ঘটার ছিল	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
সম্পন্ন করলেন আল্লাহ এমন এক বিষয় যা ঘটার ছিল	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
সম্মানের মালিক (আল্লাহ সব সম্মানের মালিক)	১০-ইউনুস	৬৫	৬৬০
সম্মান আল্লাহরই জন্য... (কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না)	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
সরিয়ে দেন আল্লাহ মুনাফিকদের হৃদয়কে	৯-তাওবা	১২৭	৬৫৩
সর্বজ্ঞ (আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ)	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
সর্বজ্ঞ (আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ)	৬-আন্'আম	১০৩	৬০৬
সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ (গায়েব প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
সর্বজ্ঞানী আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	৪	৯১৬
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, তওবা কবুল প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭	৫৫৮
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ পরম প্রতিদানদাতা ও সর্বজ্ঞানী)	৪-নিসা	১৪৭	৫৭৫
সর্বজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবের অবতারণ	৪০-মু'মিন	২	৮৭৮
সর্বজ্ঞানী আল্লাহ (শয়তানের প্ররোচনা প্রসঙ্গ)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৬	৮৮৮
সর্বজ্ঞানী আল্লাহ (সকল বিষয়ে)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সকল বিষয়ে)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী)	২-বাক্বারা	১১৫	৫১৩
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী)	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী, আল্লাহর পথে দান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল, মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	৪৮-ফাত্হ	৪	৯১৬
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সকল বিষয়ে অবহিত)	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, বিয়ের বিধান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
সর্বজ্ঞানী আল্লাহ (আদম আ. সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩২	৫০৪
সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ	২৪-নূর	১৮	৭৭৫
সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (অনুগ্রহ ও নিয়ামত প্রসঙ্গে)	৪৯-হুজুরাত	৮	৯২০
সর্বজ্ঞানী ও সকল বিষয়ে অবহিত (তাকওয়া প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
সর্বজ্ঞানী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট (আনুগত্যের প্রতিদান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭০	৫৬৫
সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ (মূসা আ. ও হারুন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৩৫	৭৪২
সর্বদ্রষ্টা (আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা আল্লাহ (মানুষ-জীব-আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
সর্বশক্তিমান আল্লাহ	৬০-মুমতাহিনা	৭	৯৫৯
সর্বশক্তিমান আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
সর্বশক্তিমান আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	২১	৯১৮
সর্বশক্তিমান আল্লাহ (তারই দিকে প্রত্যাবর্তন...)	১১-হূদ	৪	৬৬৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ মার্জনাকারী ও সর্বশক্তিমান, দোষ মার্জনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৯	৫৭৬
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বশক্তিমান)	৯-তাওবা	৩৯	৬৪৪
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বশক্তিমান)	৪২-শূরা	৯	৮৯১
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বশক্তিমান,আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তারই রাজত্ব ও প্রশংসা)	৬৪-তাগাবুন	১	৯৬৬
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	২৯-আনকাবূত	২০	৮১৭
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বশক্তিমান)	৩০-রূম	৫০	৮২৬
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি মৃতকে জীবিত করেন)	২২-হাজ্জ	৬	৭৫৮
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	৫৯-হাশর	৬	৯৫৫
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান)	১৬-নাহ্ল	৭০	৭০৮
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান)	২-বাক্বারা	১৪৮	৫১৬
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বশক্তিমান)	৩-আলে ইমরান	১৬৫	৫৫২
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বশক্তিমান)	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বশক্তিমান)	৫-মায়িদা	৪০	৫৮৫
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বশক্তিমান)	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বশক্তিমান)	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সর্বশক্তিমান)	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান)	৩-আলে ইমরান	১৮৯	৫৫৪
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	৪-নিসা	৮৫	৫৬৭
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	১৬-নাহ্ল	৭৭	৭০৯
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	৩৩-আহযাব	২৭	৮৩৫
সর্বব্যাপী আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
সর্বব্যাপী আল্লাহ মহাজ্ঞানী	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
সর্বব্যাপী (আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী, আল্লাহর পথে দান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
সর্বব্যাপী (আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
সর্বব্যাপী (আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী)	২-বাক্বারা	১১৫	৫১৩
সর্বব্যাপী (আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
সর্বব্যাপী (আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী)	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	২-বাক্বারা	১০৬	৫১২
সর্বশক্তিমান আল্লাহ (সকল বিষয়ে)	৩-আলে ইমরান	২৯	৫৩৮
সর্বশক্তিমান (আহলে কিতাবদের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
সর্বশক্তিমান (সকল বিষয়ে)	৩-আলে ইমরান	২৮	৫৩৮
সর্ব শক্তিমান (সর্ব বিষয়ে)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৬৪	৬৮২
সর্বশ্রোতা আল্লাহ	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
সর্বশ্রোতা আল্লাহ	২৪-নূর	৬০	৭৮০
সর্বশ্রোতা আল্লাহ	২৪-নূর	২১	৭৭৫
সর্বশ্রোতা আল্লাহ (শয়তানের প্ররোচনা প্রসঙ্গ)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৬	৮৮৮
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী)	২-বাক্বারা	২৪৪	৫২৮
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটবর্তী)	৩৪-সাবা	৫০	৮৪৫
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ (মুমিনদের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৪৯-হুজুরাত	১	৯২০
সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৩৪	৫৩৯
সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১২১	৫৪৭
সর্বশ্রোতা (শ্রোতা আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশ্রোতা)	২৬-শু'আরা	২২০	৭৯৯
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা)	২২-হাজ্জ	৬১	৭৬৩
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা)	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা)	৮-আনফাল	৫৩	৬৩৭
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা)	৪-নিসা	১৩৪	৫৭৪
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী)	৫-মায়িদা	৭৬	৫৯০
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা)	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা)	২-বাক্বারা	২২৭	৫২৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী)	২-বাক্বারা	২২৪	৫২৫
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা)	২-বাক্বারা	১৮১	৫২০
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী, মন্দ কথা প্রকাশ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৮	৫৭৬
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী)	৬-আন্'আম	১৩	৫৯৭
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা)	২২-হাজ্জ	৭৫	৭৬৫
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী, সব কথা তিনি জানেন)	২১-আম্বিয়া	৪	৭৫০
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী)	৯-তাওবা	৯৮	৬৫০
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, মানব সৃষ্টি ও পুনরুত্থান প্র.)	৩১-লুকমান	২৮	৮২৯
সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ (মানুষ-জীব-আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ	৪০-মু'মিন	২০	৮৭৯
সর্বশ্রোতা (আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী)	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
সহজ (জালিম/সীমালঙ্ঘনকারীকে আগুনে পোড়ানো আল্লাহর জন্য সহজ)	৪-নিসা	৩০	৫৬১
সহজ (অশ্লীলতার জন্য দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া আল্লাহর জন্য সহজ)	৩৩-আহযাব	৩০	৮৩৫
সহজ(আকাশ-পৃথিবীর সবই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা আল্লাহর জন্য সহজ)	২২-হাজ্জ	৭০	৭৬৪
সহজ (আল্লাহর জন্য মানুষ সৃষ্টি ও আয়ু হ্রাস-বৃদ্ধি সহজ)	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
সহজ (আল্লাহর জন্য সহজ, কাফির-জালিমদের জাহান্নামের পথে পরিচালিত করা)	৪-নিসা	১৬৯	৫৭৮
সহজ (আল্লাহর জন্য সহজ, বিপর্যয় পতিত হওয়ার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ করে রাখা)	৫৭-হাদীদ	২২	৯৫০
সহজ করতে চান আল্লাহ, মানুষের প্রতি (রোজার বিধান...)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
সহজ করা (আল্লাহকে ভয় করলে তিনি কাজ সহজ করে দেন)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
সহজ (পুনরুত্থান সংঘটন/কৃতকর্ম জানানো আল্লাহর পক্ষে সহজ)	৬৪-তাগাবুন	৭	৯৬৬
সহজ(মুনাফিকের কর্ম বিফল করা আল্লাহর জন্য সহজ)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
সহজ (সৃষ্টির সূচনা ও পুনরাবৃত্তি করা আল্লাহর জন্য সহজ)	২৯-আনকাবূত	১৯	৮১৭
সহনশীল (আল্লাহ অভাবমুক্ত ও পরম সহনশীল)	২-বাক্বারা	২৬৩	৫৩১
সহনশীল (আল্লাহ পরম সহনশীল, কর্জে হাসানা প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭
সহনশীল (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল, মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
সহনশীল (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল)	২২-হাজ্জ	৫৯	৭৬৩
সহনশীল (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
সহযোগী (আল্লাহ ছাড়া সহযোগী থাকলে তাকে ডেকে সূরা তৈরি...)	২-বাক্বারা	২৩	৫০৩
সাক্ষাৎ (আল্লাহর সাক্ষাৎ প্রত্যাশীর নির্দিষ্ট সময় আসবেই)	২৯-আনকাবূত	৫	৮১৬
সাক্ষাৎ (আল্লাহর সাক্ষাৎ প্রত্যাশী জানুক,নির্দিষ্ট সময় আসবেই)	২৯-আনকাবূত	৫	৮১৬
সাক্ষাৎ (যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত)	৬-আন্'আম	৩১	৫৯৮
সাক্ষাৎ (আল্লাহর নিদর্শন/সাক্ষাতে অবিশ্বাসী তার দয়া থেকে হতাশ)	২৯-আনকাবূত	২৩	৮১৭
সাক্ষাৎ (আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা আখ্যা দানকারী ক্ষতিগ্রস্ত)	১০-ইউনুস	৪৫	৬৫৮
সাক্ষাৎ (আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথা মনে করা)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
সাক্ষাৎ (আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয় জেনে রাখার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট (কুরআন অবতীর্ণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬৬	৫৭৮
সাক্ষী (আল্লাহকে সাক্ষী বানানো, শপথ ভঙ্গ না করা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৯১	৭১০
সাক্ষী (আল্লাহ মুশরিকদের কৃতকর্মের প্রত্যক্ষদর্শী)	১০-ইউনুস	৪৬	৬৫৮
সাক্ষী (আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট)	৪৮-ফাত্হ	২৮	৯১৯
সাক্ষী (আল্লাহকে সাক্ষী বানানো, হৃদয়ের ব্যাপারে)	২-বাক্বারা	২০৪	৫২৩
সাক্ষী (হুদ আ. আল্লাহকে সাক্ষী করলেন, সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে)	১১-হূদ	৫৪	৬৭০
সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট (রাসূল স. প্রেরণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৯	৫৬৭
সাক্ষ্য (আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দান, তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
সাক্ষ্য (আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিবে স্ত্রী যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী)	২৪-নূর	৮	৭৭৪
সাক্ষ্য দিচ্ছেন আল্লাহ যে, 'তারা মিথ্যাবাদী, মসজিদে দারার প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
সাক্ষ্য (আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিবে স্বামী, স্ত্রীর বিরুদ্ধে লিআন প্র..)	২৪-নূর	৬	৭৭৪
সাক্ষ্য (আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সাক্ষ্য গোপন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
সাক্ষ্য (আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
সাক্ষ্য (আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী)	৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
সাক্ষ্য (আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য, রাসূল স. প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৯	৫৯৭
সাক্ষ্য (কুরআন জ্ঞানের ভিত্তিতে অবতীর্ণের বিষয়ে আল্লাহর সাক্ষ্য)	৪-নিসা	১৬৬	৫৭৮
সাক্ষ্যদান (আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকার নির্দেশ)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
সাক্ষ্যদান (আল্লাহ নির্দেশিত সাক্ষ্যদান গোপন না করার কসম)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
সাক্ষ্যদান (আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
সাড়া (যখম অবস্থায় আল্লাহ ও রাসূল স. এর ডাকে সাড়া দেয়া, উহুদ যুদ্ধ)	৩-আলে ইমরান	১৭২	৫৫২
সাথী (আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন)	১৬-নাহ্ল	১২৮	৭১৩
সাথী (আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন)	১৬-নাহ্ল	১২৮	৭১৩
সাধ্য (আল্লাহ ছাড়া শোয়াইবের কোন সাধ্য নেই)	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
সান্নিধ্য (আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে ইলাহ গ্রহণ প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	২৮	৯১০
সাবধান করছেন আল্লাহ মুমিনদেরকে (নিজের ব্যাপারে)	৩-আলে ইমরান	২৮	৫৩৮
সাবধান করছেন আল্লাহ নিজের ব্যাপারে...	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
সামনে আনা (আল্লাহকে সামনে আনার দাবি, কাফিরদের)	১৭-ইস্রা	৯২	৭২২
সাহায্যস্থল (আল্লাহ ইয়াকুবের সাহায্যস্থল...)	১২-ইউসুফ	১৮	৬৭৮
সাহায্য (দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ সাহায্য করবেন না বলে ধারণা)	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯
সাহায্য দান করেছেন আল্লাহ রাসূল স.কে (অভাবনীয় সাহায্য)	৪৮-ফাত্হ	৩	৯১৬
সাহায্য(ন্যায়ানুগ প্রতিশোধ নেয়ার পর পুননিপীড়িত হলে আল্লাহর সাহায্য)	২২-হাজ্জ	৬০	৭৬৩
সাহায্য (যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে...)	১১০-নাস্র	১	১০৩৫
সাহায্য (আল্লাহকে সাহায্য করে গরিব মুহাজিরগণ)	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
সাহায্য (আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী...)	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
সাহায্য(আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে তাকে সাহায্য করে)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
সাহায্য (আল্লাহর পক্ষ থেকেই সাহায্য হয়, বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ...)	৮-আনফাল	১০	৬৩২
সাহায্য (আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে, রাসূল স. ও...)	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
সাহায্য (আল্লাহর সাহায্যে রোমনরা বিজয়ী হলে মুমিনরা উৎফুল্ল হবে...)	৩০-রূম	৫	৮২২
সাহায্য (আল্লাহর সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয় মুমিনরা ভালবাসে)	৬১-সাফ্ফ	১৩	৯৬১
সাহায্য করবেন আল্লাহ (মুমিনরা তাঁকে সাহায্য করলে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৭	৯১২
সাহায্য করেছিলেন আল্লাহ মুমিনদেরকে (বদরযুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১২৩	৫৪৮
সাহায্যকারী (আল্লাহর বিপরীতে রাসূল স. এর সাহায্যকারী থাকবে না)	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
সাহায্যকারী (আল্লাহর সাহায্যকারী হতে বললেন ঈসা আ. হাওয়ারীদেরকে)	৬১-সাফ্ফ	১৪	৯৬১
সাহায্যকারী (আল্লাহর পথে ঈসার সাহায্যকারী কে আছে?)	৩-আলে ইমরান	৫২	৫৪১
সাহায্যকারী (আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়ার আহবান মুমিনদেরকে)	৬১-সাফ্ফ	১৪	৯৬১
সাহায্যকারী ছিল না আল্লাহ ছাড়া (বাগানওয়ালা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৪৩	৭২৮
সাহায্যকারী (নূহ সম্প্রদায় আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাহায্যকারী পায়নি)	৭১-নূহ্	২৫	৯৮৫
সাহায্যকারী (হাওয়ারীরা আল্লাহর সাহায্যকারী)	৬১-সাফ্ফ	১৪	৯৬১
সাহায্যকারী (মন্দকাজকারী আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাহায্যকারী পাবেনা)	৪-নিসা	১২৩	৫৭২
সাহায্যকারী(মুমিনদের সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট)	৪-নিসা	৪৫	৫৬২
সাহায্যকারী (হাওয়ারীগণ আল্লাহর সাহায্যকারী)	৩-আলে ইমরান	৫২	৫৪১
সাহায্যকারী (অহংকারীরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাহায্যকারী পাবেনা)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
সাহায্যকারী (আল্লাহ উত্তম সাহায্যকারী)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
সাহায্যকারী (আল্লাহ ছাড়া সাহায্যকারী নেই)	৪২-শূরা	৩১	৮৯৪
সাহায্যকারী (আল্লাহ ছাড়া সাহায্যকারী থাকবে না জালিমদের)	৪২-শূরা	৪৬	৮৯৫
সাহায্যকারী (আল্লাহ ছাড়া সাহায্যকারী পাবে না মুনাফিকরা)	৩৩-আহযাব	১৭	৮৩৪
সাহায্য করেছেন আল্লাহ মুমিনদেরকে বিভিন্ন স্থানে	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
সাহায্য করেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
সাহায্য করেছেন আল্লাহ রাসূল স.কে (হিজরতকালে পাহাড়ের গুহায়)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
সাহায্য প্রার্থনা (আল্লাহর কাছে মূসার সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রার্থনা প্র.)	৭-আ'রাফ	১২৮	৬২৩
সাহায্য প্রার্থনা, আল্লাহর কাছে (সন্তানের কুফরী প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	১৭	৯০৯
সামর্থবান (আল্লাহ সামর্থবান)	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮
সিজদা (আল্লাহকে সিজদা করে তার নৈকট্যলাভ করার নির্দেশ)	৯৬-আলাক	১৯	১০২৮
সিজদা (আল্লাহকে সিজদা করার নির্দেশ)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৭	৮৮৯
সিজদাবনত হওয়া (রাতের কিছু অংশে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হওয়া)	৭৬-দাহ্র	২৬	৯৯৬
সিজদা (আল্লাহকে সিজদা করা ও তার ইবাদত করার নির্দেশ)	৫৩-নাজম	৬২	৯৩৫
সিজদা (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহকে সিজদা করে)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
সিজদা (আকাশ-পৃথিবীর সবাই ও ফেরেশতারা আল্লাহকে সিজদা করে)	১৬-নাহ্ল	৪৯	৭০৭
সিজদাবনত হওয়া (আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুসমূহ তাঁর দিকে সিজদাবনত হয়)	১৬-নাহ্ল	৪৮	৭০৬
সিজদাবনত আল্লাহর প্রতি (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু)	১৩-রা'দ	১৫	৬৮৯
সিজদা(সাবাবাসী কর্তৃক আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২৪	৮০২
সিজদা(সাবাবাসীকে আল্লাহর সিজদা থেকে শয়তান কর্তৃক বিরত রাখা)	২৭-নামল	২৫	৮০২
সিদ্ধান্ত (আল্লাহ ও রাসূল স. সিদ্ধান্ত নিলে মুমিনদের ইখতিয়ার থাকেনা)	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
সীমা (আল্লাহর সীমা বজায় রাখতে না পারলে, স্বামী করণীয়)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সীমা (আল্লাহর সীমা বজায় রাখতে পারা, তালাক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
সীমা (আল্লাহর সীমা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা, স্বামী-স্ত্রীর)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
সীমা (আল্লাহর সীমার নিকটবর্তী হওয়াও নিষেধ)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
সীমা (আল্লাহর সীমা লঙ্ঘনকারীরা জালিম)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
সীমা (আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন না করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
সীমা (আল্লাহর সীমা সংরক্ষণকারী, মুমিনরা)	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
সীমা (আল্লাহর সীমা সম্পর্কিত বিধান)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
সীমা (উত্তরাধীকারীদের মধ্যে সম্পদ বন্টনে আল্লাহর দেয়া সীমা)	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
সীমা (তালাক প্রসঙ্গে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করা জুলুম)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
সীমা (তালাক প্রসঙ্গে আল্লাহর সীমা, স্ত্রী অশ্লীলতার লিপ্ত না হলে...)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
সুউচ্চ (আল্লাহ সুউচ্চ)	৩৪-সাবা	২৩	৮৪৩
সুউচ্চ (আল্লাহ সুউচ্চ ও সুমহান)	২২-হাজ্জ	৬২	৭৬৪
সুউচ্চ ও মহান আল্লাহ	৩১-লুকমান	৩০	৮২৯
সুসংবাদ (আল্লাহ সৎকর্মশীল মুমিনদের জান্নাতের সুসংবাদ দেন)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
সুন্নাত (পূর্বে গত লোকদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সুন্নাত)	৩৩-আহযাব	৬২	৮৩৯
সুন্নাত (আল্লাহর সুন্নাতে পরিবর্তন পাওয়া যাবে না)	৩৩-আহযাব	৬২	৮৩৯
সুন্নাত (আল্লাহর সুন্নত তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে)	৪০-মু'মিন	৮৫	৮৮৫
সুদৃঢ় রাখবেন আল্লাহ (যারা সুদৃঢ় কথায় ঈমান আনবে...)	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
সমর্পিত (সুদের বিষয় আল্লাহরই নিকট সমর্পিত)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
সুপারিশকারী হিসাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ	৩৯-যুমার	৪৩	৮৭৫
সুপারিশ (দেবতাকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী ভবে মুশরিক!)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
সুমহান (আল্লাহ সমুন্নত ও সুমহান, আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই তার)	৪২-শূরা	৪	৮৯১
সুমহান (আল্লাহ সুউচ্চ ও সুমহান)	২২-হাজ্জ	৬২	৭৬৪
সুস্পষ্ট করা (আল্লাহ তার আয়াতকে সুস্পষ্ট করেন)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
সুপারিশকারী (আল্লাহ ছাড়া সুপারিশকারী থাকবে না, জালিমদের)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
সুসংবাদ স্বরূপ আল্লাহ এটি (ফেরেশতার সাহায্য) ঘোষণা করেছেন	৩-আলে ইমরান	১২৬	৫৪৮
সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহ মারইয়ামকে (ঈসার জন্ম প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহ যাকারিয়াকে (ইয়াহ্ইয়ার জন্মের...)	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
সুসংবাদ (মুমিনদেরকে আল্লাহর সুসংবাদ, বদরযুদ্ধে ফেরেশতার সাহায্য...)	৮-আনফাল	১০	৬৩২
সূক্ষ্মদর্শী (আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবগত)	২২-হাজ্জ	৬৩	৭৬৪
সূক্ষ্মদর্শী (আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবগত)	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
সূক্ষ্মদর্শী (আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও পূর্ণ সর্বজ্ঞ)	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
সূক্ষ্মদর্শী (আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ)	৬-আন্'আম	১০৩	৬০৬
সূচনা করা(আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন তা ভেবে দেখা)	২৯-আনকাবূত	১৯	৮১৭
সূচনা করেন আল্লাহ (সৃষ্টির)	৩০-রূম	১১	৮২২
সূরা রচনা করার মত আল্লাহ ছাড়া কেউ থাকলে ডাকার নির্দেশ	১০-ইউনুস	৩৮	৬৫৮
সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন	১৬-নাহ্‌ল	৮১	৭০৯
সৃষ্টি আল্লাহর (আদ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৫	৮৮৭
সৃষ্টি (আকাশসমূহ ও পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)	৪৩-যুখরুফ	৯	৮৯৬
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ...ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন)	৩২-সাজ্‌দা	৪	৮৩০
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ সঠিক লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন)	৬৪-তাগাবুন	৩	৯৬৬
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবীর কর্তৃত্ব ও আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে লক্ষ করা)	৭-আ'রাফ	১৮৫	৬৩০
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবীতে আল্লাহর সব সৃষ্টির মাঝে নিদর্শন রয়েছে..)	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবী-পর্বত-জীবজন্তু-উদ্ভিদ -এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি)	৩১-লুকমান	১১	৮২৭
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিতে আল্লাহ ক্লান্তি বোধ করেননি)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩৩	৯১১
সৃষ্টি করেন আল্লাহ (যা ইচ্ছা করেন)	৩-আলে ইমরান	৪৭	৫৪০
সৃষ্টি করেন আল্লাহ (যা ইচ্ছা করেন)	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
সৃষ্টি করবেন (আল্লাহ চূড়ান্ত সৃষ্টি করবেন)	২৯-আনকাবূত	২০	৮১৭
সৃষ্টি করবেন (আল্লাহ হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিবেন শত্রুদের মাঝে...)	৬০-মুমতাহিনা	৭	৯৫৯
সৃষ্টি (আল্লাহ স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন)	৭১-নূহ্	১৫	৯৮৪
সৃষ্টি (আল্লাহ সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
সৃষ্টি (আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী)	১৭-ইসরা	৯৯	৭২২
সৃষ্টি (আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আকাশ-পৃথিবীকে ছয় দিনে)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
সৃষ্টি (আল্লাহ সত্যসহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	২৯-আনকাবূত	৪৪	৮১৯
সৃষ্টি (আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তালাকপ্রাপ্তার গর্ভে...)	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
সৃষ্টি আল্লাহর (আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য থেকে কন্যা সাব্যস্ত/শিরক করা)	৪৩-যুখরুফ	১৫	৮৯৭
সৃষ্টি (আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুসমূহ তাঁর দিকে সিজদাবনত হয়)	১৬-নাহ্‌ল	৪৮	৭০৬
সৃষ্টি (আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই)	৩০-রূম	৩০	৮২৪
সৃষ্টি (আল্লাহ শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
সৃষ্টি(আল্লাহই আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
সৃষ্টি (আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করেছেন...)	৪৩-যুখরুফ	৮৭	৯০১
সৃষ্টি (আল্লাহই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন)	৬৪-তাগাবুন	২	৯৬৬
সৃষ্টি (আল্লাহ দিন-রাত ও চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন)	২১-আম্বিয়া	৩৩	৭৫২
সৃষ্টি (মানুষকে আল্লাহ মাটি ও বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন)	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
সৃষ্টি (শয়তানের নির্দেশে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন)	৬৭-মুলক	২৩	৯৭৩
সৃষ্টি (আল্লাহ যথার্থ কারণেই চাঁদ ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
সৃষ্টি (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন)	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী (ছয় দিনে)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সকল জীবকে (পানি থেকে)	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (মানুষকে)	৩০-রূম	৪০	৮২৫
সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মানুষকে দুর্বল অবস্থায়	৩০-রূম	৫৪	৮২৬
সৃষ্টি করেছেন (আল্লাহ সৃষ্টি আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী)	৩০-রূম	৮	৮২২
সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মানুষকে ও মানুষ যা তৈরী করে তাও..	৩৭-সাফ্‌ফাত	৯৬	৮৬১
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে আলাক থেকে সৃষ্টি করেছেন)	৯৬-আলাক	২	১০২৪
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন)	৭১-নূহ্	১৪	৯৮৪
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন)	৯৫-তীন	৪	১০২৭
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর মৃত্যু ঘটাবেন...)	১৬-নাহ্‌ল	৭০	৭০৮
সৃষ্টির সূচনা (আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেন কাদামাটি থেকে)	৩২-সাজ্‌দা	৭	৮৩০
সৃষ্টির সূচনা করেন আল্লাহই	১০-ইউনুস	৩৪	৬৫৭
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যসহ/সঠিকভাবে)	৪৫-জাছিয়া	২২	৯০৬
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন)	১৪-ইবরাহীম	১৯	৬৯৫
সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
সৃষ্টিকর্তা ও উদ্ভাবক আল্লাহ...	৫৯-হাশর	২৪	৯৫৭
সৃষ্টিকারী (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিকারী কে প্রশ্ন করলে মানুষ বলবে 'আল্লাহ')	২৯-আনকাবূত	৬১	৮২১
স্থির রাখা (মহাশূন্যে উড়ন্ত পাখিদের আল্লাহই স্থির রাখেন)	১৬-নাহ্‌ল	৭৯	৭০৯
স্থায়ী (আল্লাহ উত্তম ও অধিক স্থায়ী)	২০-ত্বা-হা	৭৩	৭৪৫
স্থায়ী (আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই স্থায়ী)	১৬-নাহ্‌ল	৯৬	৭১১
স্থায়ী (আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী)	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
স্নেহশীল (আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল, বান্দাদের ব্যাপারে)	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
স্নেহশীল (আল্লাহ বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল)	২-বাক্বারা	২০৭	৫২৩
স্নেহশীল (আল্লাহ স্নেহশীল)	২৪-নূর	২০	৭৭৫
স্নেহশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহ (বান্দাদের প্রতি)	৫৭-হাদীদ	৯	৯৪৮
স্নেহশীল (আল্লাহ স্নেহশীল, মানুষের প্রতি)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
স্পর্শ (আল্লাহ কাউকে কষ্ট দিয়ে স্পর্শ করলে তা দূর করার কেউ নেই)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
স্বস্তি দেন (আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেন,তালাকপ্রাপ্তার জন্য ব্যয়)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
স্বয়ংসম্পূর্ণ (আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ)	১১২-ইখলাস	২	১০৩৬
স্বয়ংসম্পূর্ণ (আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, কাফিরদের প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
স্মরণ (আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করার নির্দেশ, যুদ্ধের ময়দানে)	৮-আনফাল	৪৫	৬৩৬
স্মরণ (আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ, মুমিনদেরকে)	৩৩-আহযাব	৪১	৮৩৭
স্মরণ (আল্লাহকে স্মরণ, আরাফাত থেকে প্রস্থানের পর...)	২-বাক্বারা	১৯৮	৫২২
স্মরণ (আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
স্মরণ (আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ, আইয়ামে তাশরীকে)	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
স্মরণ (আল্লাহকে স্মরণ করা হলে মু'মিনদের হৃদয় ভীত হয়)	৮-আনফাল	২	৬৩২
স্মরণ (আল্লাহকে স্মরণ করা, দাঁড়িয়ে বসে ও শুয়ে)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
স্মরণ (আল্লাহকে স্মরণ করে মুমিনরা অশ্লীল কাজ করে ফেললে)	৩-আলে ইমরান	১৩৫	৫৪৮
স্মরণ (আল্লাহকে স্মরণকারীর জন্য রাসূল স. এর মধ্যে উত্তম আদর্শ)	৩৩-আহযাব	২১	৮৩৫
স্মরণ (আল্লাহকে স্মরণ, ভীত ও নিরাপদ অবস্থায় সালাত প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩৯	৫২৮
স্মরণ (আল্লাহর নাম স্মরণের স্থান মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়া প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
স্মরণ (আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
স্মরণ (আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রাখে না যাদেরকে ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়)	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
স্মরণ (আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরায় যারা...)	৫৩-নাজম	২৯	৯৩৩
স্মরণ (আল্লাহর স্মরণবিমুখ কঠিন হৃদয় ব্যক্তি পথভ্রষ্টতায় আছে)	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩
স্মরণ (আল্লাহর স্মরণে মু'মিনদের অন্তর বিগলিত হওয়া)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
স্মরণ (আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় ভীত হয় তাদের জন্য সুসংবাদ)	২২-হাজ্জ	৩৫	৭৬১
স্মরণ (আল্লাহর স্মরণের জন্য সালাত কায়েমের নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	১৪	৭৪১
স্মরণ (আল্লাহর স্মরণে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে)	১৩-রা'দ	২৮	৬৯১
স্মরণ (জুমআর দিনে নামাজের আহ্বান করা হলে আল্লাহর স্মরণ...)	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
স্মরণ (সাফল্য লাভের জন্য আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ...)	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
স্মরণ (দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণের নির্দেশ)	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
স্মরণ (যে সব কবি আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে...)	২৬-শু'আরা	২২৭	৭৯৯
স্মরণ (মুমিনদের সম্পদ ও সন্তান যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে না ভোলায়)	৬৩-মুনাফিকূন	৯	৯৬৫
স্মরণ (মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে)	৫-মায়িদা	৯১	৫৯১
স্মরণ (মুত্তাকীর হৃদয় আল্লাহর স্মরণে নরম হয়)	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
স্মরণ (মুনাফিকরা আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
স্মরণে (আল্লাহর স্মরণে মুমিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয়)	১৩-রা'দ	২৮	৬৯১
স্মরণকারী (আল্লাহকে অধিক স্মরণকারীর জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
স্রষ্টা (আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
স্রষ্টা (আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা)	৬-আন্'আম	১০২	৬০৬
স্রষ্টা (আল্লাহকে আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা হিসাবে কাফিরের স্বীকৃতি)	৩১-লুকমান	২৫	৮২৯
স্রষ্টা ও তত্ত্বাবধায়ক (আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা ও তত্ত্বাবধায়ক)	৩৯-যুমার	৬২	৮৭৬
স্রষ্টা (আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ, অভিভাবক গ্রহণ প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৪	৫৯৭
স্রষ্টা (আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ!)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
স্রষ্টা (আল্লাহ ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই)	৩৫-ফাতির	৩	৮৪৬
স্রষ্টা (আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
হকদার (আল্লাহ অধিক হকদার যে মুমিনরা তাকে ভয় করবে)	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
হজ্জ (আল্লাহর উদ্দেশ্যে কা'বাঘরের হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য)	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ করার নির্দেশ (আল্লাহর উদ্দেশ্যে)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
হত্যা করেছেন আল্লাহ, কাফিরদেরকে (বদরযুদ্ধে...)	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩
হাত (অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে)	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
হাত (আল্লাহর হাতে কল্যাণ)	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
হাত (আল্লাহর হাত শৃঙ্খলিত, ইহুদীরা বলে)	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
হাত (মুমিনদের হাতের উপর আল্লাহর হাত, বাইয়াত প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	১০	৯১৬
হালাল করা (আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
হালাল করা (আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম না করা)	৫-মায়িদা	৮৭	৫৯১
হালাল (আল্লাহ যা হালাল করেছেন স্ত্রীর জন্য তা রাসূল স. কর্তৃক হারাম করা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহরীম	১	৯৭০
হারাম করা (আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
হারাম করা (যারা হালালকে 'আল্লাহ হারাম করেছেন' বলে...)	৬-আন্'আম	১৫০	৬১১
হারাম করা (অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে আল্লাহ হারাম করেছেন)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
হারাম করা (আল্লাহর হারাম করা বিষয় হারাম করে না যারা...)	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
হারাম করা (আল্লাহর হারাম করা মাসকে কাফির কর্তৃক হালাল করা)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
হারাম করেছেন আল্লাহ (মৃত পশু, রক্ত, শূকর... প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
হারাম করেছেন আল্লাহ কাফিরদের জন্য...	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
হারাম করেছেন আল্লাহ জান্নাত (তার জন্য যে শরীক করল)	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
হারাম করেছেন আল্লাহ, হত্যা করা (ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া)	২৫-ফুরকান	৬৮	৭৮৭
হারাম করেছেন আল্লাহ হত্যা করা (ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া)	১৭-ইস্রা	৩৩	৭১৬
হারাম করেছেন আল্লাহ যে মাসগুলোকে তার সংখ্যা মিলানো...	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
হিজরত (আল্লাহর জন্য হিজরত করলে দুনিয়ায় উত্তম আবাস/আখিরাতে..)	১৬-নাহ্ল	৪১	৭০৬
হিকমত (আল্লাহর হিকমত/প্রজ্ঞা স্মরণ রাখার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
হিসাবগ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট(ইয়াতিম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
হিসাবগ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
হিসাবগ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট	৩৩-আহযাব	৩৯	৮৩৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহর উপর	১৩-রা'দ	৪০	৬৯২
হিসাব নিবেন আল্লাহ তাদের, যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কুফরী করে	৮৮-গাশিয়াহ্	২৬	১০২০
হিসাব নেয়া (মনের প্রকাশ্য-গোপন বিষয়ের হিসাব আল্লাহ নিবেন)	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
হিসাব গ্রহণ করবেন আল্লাহ দ্রুত	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
হিসাব গ্রহণকারী (আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী)	১৩-রা'দ	৪১	৬৯২
হিসাব গ্রহণকারী (আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী)	২-বাক্বারা	২০২	৫২৩
হিসাব গ্রহণকারী (আল্লাহ সবকিছুর হিসাব গ্রহণকারী)	৪-নিসা	৮৬	৫৬৭
হিসাব গ্রহণকারী (আল্লাহ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী)	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
হিসাব গ্রহণকারী (আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী)	১৪-ইবরাহীম	৫১	৬৯৭
হুকুম বা ফয়সালার মালিক আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
হুকুমের মালিক কেবল আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
মিথ্যা রচনা (হ্যাঁ আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে, কাফিরদের অপবাদ)	২৩-মু'মিনূন	৩৮	৭৬৮
হুকুম আল্লাহরই (আযাব প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৫৭	৬০১
হুকুম করেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	৪১	৬৯২
হেফাজত (নেক স্ত্রী তা হেফাজত করে যা আল্লাহ হেফাজত করেছেন)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
হ্রাস করবেন না আল্লাহ (মুমিনদের কর্মফল)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৫	৯১৫
আল্লাহওয়ালা (আরো দেখুন মুত্তাকী/রব্বানী শব্দটি)			
নবীদের সাথী ছিল অনেক আল্লাহওয়ালা (যুদ্ধক্ষেত্রে)	৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
পথ (আল্লাহর পথ থেকে যারা বিরত রাখে তারা পথভ্রষ্ট)	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
মানুষকে আল্লাহওয়ালা হওয়ার আহ্বান জানাবেন (কিতাবপ্রাপ্ত হলে)	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
আল্লাহর বান্দা (রাসূল)			
দণ্ডায়মান হওয়া (আল্লাহর বান্দা/রাসূল স. আল্লাহকে ডাকার জন্য)	৭২-জিন্	১৯	৯৮৭
আশঙ্কা			
অন্যায়ের আশঙ্কা থাকবে না (মুমিন জিনদের প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬
অবজ্ঞার আশঙ্কা (স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে অবজ্ঞার আশঙ্কা)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
অবাধ্যতার আশঙ্কা থাকলে স্ত্রীকে উপদেশ, শয্যার বর্জন ও মৃদু...	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করলে পদচারী বা আরোহী অবস্থায় সালাত	২-বাক্বারা	২৩৯	৫২৮
আর্তনাদের দিনের আশঙ্কা, নিজ সম্প্রদায়ের জন্য...	৪০-মু'মিন	৩২	৮৮০
ইয়াতিম মেয়ের প্রতি ন্যায়বিচার না করার আশঙ্কা হলে...	৪-নিসা	৩	৫৫৬
উপেক্ষার আশঙ্কা (স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে উপেক্ষার আশঙ্কা)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
কষ্ট দেয়ার আশঙ্কায় (মাতাপিতাকে) বালকটি হত্যা করল, খিজির প্রসঙ্গ	১৮-কাহ্ফ	৮০	৭৩১
ক্ষতির আশঙ্কা (সৎকর্মশীল মুমিন হাশরে ক্ষতির আশঙ্কা করবে না)	২০-ত্বা-হা	১১২	৭৪৮
ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না (মুমিন জিনদের প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬
খিয়ানত আশঙ্কা করলে কোন সম্প্রায়ের পক্ষ থেকে (চুক্তি ভঙ্গ...)	৮-আনফাল	৫৮	৬৩৭
জুলুমের আশঙ্কা (সৎকর্মশীল মুমিন হাশরে জুলুমের আশঙ্কা করবে না)	২০-ত্বা-হা	১১২	৭৪৮
দারিদ্র্যের আশঙ্কা করে যদি ঈমানদারগণ তবে আল্লাহ...	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
দুর্দিনের আশঙ্কা (মু'মিন ব্যক্তির নিজ সম্প্রদায়ের জন্য দুর্দিনের আশঙ্কা)	৪০-মু'মিন	৩০	৮৮০
নির্যাতনের আশঙ্কায় মূসার প্রতি কম লোকই ঈমান আনে	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা থাকলে (ওসিয়তকারীর পক্ষ থেকে)	২-বাক্বারা	১৮২	৫২০
পিতা আশঙ্কা করছেন (ইউসুফকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে)	১২-ইউসুফ	১৩	৬৭৮
ফিরআউনের আশঙ্কা (মূসা আ. তাদের দ্বীন পরিবর্তন করে দেবে)	৪০-মু'মিন	২৬	৮৮০
ফিতনার আশঙ্কায় নামাজ কসর/সংক্ষিপ্ত করা যাবে (কাফির প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০১	৫৭০
ফির'আউন যা আশঙ্কা করছিল (আল্লাহ তা দেখাতে চাইলেন)	২৮-কাসাস	৬	৮০৮
বিরোধের আশঙ্কা থাকলে স্বামী-স্ত্রীর পরিবার থেকে সালিশ নিয়োগ	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুমিন দাসীকে বিয়ে করা বৈধ	৪-নিসা	২৫	৫৬০
ব্যয় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দয়ার ভাণ্ডার ধরে রাখত কাফিররা, যদি তাদেরকে তা দেয়া হত	১৭-ইস্রা	১০০	৭২২
মন্দার আশঙ্কা (ব্যবসায় মন্দার আশঙ্কা...)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
মন্দ অবস্থা আঘাত করবে বলে আশঙ্কা করে তারা যাদের অন্তরে...	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
মু'মিনরা আশঙ্কা করত যখন যে শত্রুপক্ষের মানুষ তাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে...	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪
মুনাফিকরা আশঙ্কা করে এমন সূরা অবতীর্ণের যা...	৯-তাওবা	৬৪	৬৪৬
মুনাফিকরা যা আশঙ্কা করে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন...	৯-তাওবা	৬৪	৬৪৬
মূসার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা করলে সমুদ্রে নিক্ষেপের নির্দেশ	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
মূসার আশঙ্কা ফির'আউন কর্তৃক হত্যার (কিবতি হত্যা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৪	৭৮৮
মূসার (ফিরআউন ধরে ফেলবে -এ আশঙ্কা না করার নির্দেশ, মূসার প্রতি)	২০-ত্বা-হা	৭৭	৭৪৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আশঙ্কা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মূসার আশঙ্কা, প্রতিপালকের কাছে (ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১২	৭৮৮
মূসার আশঙ্কা ফির'আউন তাকে মিথ্যাবাদী বলবে	২৮-কাসাস	৩৪	৮১১
শাস্তির (হূদের সম্প্রদায়ের উপর মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা)	৪৬-আহ্কাফ	২১	৯১০
শাস্তির (মাদইয়ানবাসীর জন্য শাস্তির আশঙ্কা শু'আইর)	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
শাস্তির (আদ সম্প্রদায়ের উপর ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা)	২৬-শু'আরা	১৩৫	৭৯৫
শাস্তির আশঙ্কা করছেন নূহ আ. (সম্প্রদায়ের জন্য)	৭-আ'রাফ	৫৯	৬১৮
শাস্তির আশঙ্কা (পিতার শাস্তির আশঙ্কা করল ইবরাহীম)	১৯-মারইয়াম	৪৫	৭৩৭
সমতা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কা (একাধিক বিয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
সীমা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা (খুলা তালাক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
সীমা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা করা (স্বামী ও স্ত্রীর)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
হত্যা (মূসা আ. এর আশঙ্কা ফির'আউন তাকে হত্যা করবে)	২৮-কাসাস	৩৩	৮১১
হত্যার আশঙ্কা (মূসার ফির'আউন কর্তৃক হত্যার আশঙ্কা)	২৬-শু'আরা	১৪	৭৮৮
হারূনের আশঙ্কা (সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের অভিযোগ, মূসা আ. কর্তৃক)	২০-ত্বা-হা	৯৪	৭৪৭
আশা (আরো দেখুন প্রত্যাশা শব্দটি)			
আল্লাহর কাছে মুমিনরা যা আশা করে কাফিররা তা করেনা	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
সাক্ষাতের আশা (আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে না যারা, আগুন তাদের আশ্রয়স্থল)	১০-ইউনুস	৭	৬৫৪
সাক্ষাতের আশা (আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে না যারা তারা বলে...)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
আল্লাহ ও আখিরাতের আশাকারীর জন্য রাসূল স. এর মাঝে উত্তম আদর্শ	৩৩-আহযাব	২১	৮৩৫
আহলে কিতাবদের মিথ্যা আশা (জান্নাতে প্রবেশ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১১১	৫১৩
ইয়াকুব আ. আশা করছেন (আল্লাহ সবই একত্রে এনে দিবেন)	১২-ইউসুফ	৮৩	৬৮৪
উত্তম আশা প্রতিপালকের নিকট (স্থায়ী সৎকাজের ..)	১৮-কাহ্ফ	৪৬	৭২৮
উপকারের (আশা করা যায় মূসা উপকারে আসবে)	২৮-কাসাস	৯	৮০৮
কাফিরদের মিথ্যা আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে	১৫-হিজর	৩	৬৯৮
কাফিররা আশা করেনা (মুমিনরা যা আল্লাহর কাছে আশা করে)	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
ডাকা(আল্লাহকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকা, যাকারিয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
ডাকা (মুমিন প্রতিপালককে রাতে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশার সাথে)	৩২-সাজ্দা	১৬	৮৩১
দয়ার আশায় (প্রতিপালকের দয়ার আশায় হকদারদের সাথে সহজ কথা বলা)	১৭-ইস্রা	২৮	৭১৬
ব্যবসার আশা (দানশীল মুমিনগণ আশা করে এমন ব্যবসার যার ধ্বংস নেই)	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
দানশীল মুমিনগণ আশা (এমন ব্যবসার যার ধ্বংস নেই)	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
নিরক্ষর ইহুদীদের মিথ্যা আশা (কিতাব প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৮	৫০৯
পুনর্জীবনের আশা করে না মক্কাবাসীরা	২৫-ফুরকান	৪০	৭৮৫
প্রতারিত করেছিল মুনাফিকদেরকে (দুনিয়াতে)	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশা মুনাফিকদের (যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে)	৪৭-মুহাম্মাদ	২২	৯১৪
বাগানওয়ালাদের আশা (প্রতিপালক উত্তম বিনিময় দিবেন)	৬৮-ক্বালাম	৩২	৯৭৬
বিয়ের আশা রাখে না এমন বৃদ্ধার পর্দা প্রসঙ্গ	২৪-নূর	৬০	৭৮০
ভয় ও আশা নিয়ে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	৫৬	৬১৮
মানুষকে আশাস্বরূপ বিজলী দেখান আল্লাহ...	১৩-রা'দ	১২	৬৮৯
মুমিনরা যা আল্লাহর কাছে আশা করে কাফিররা তা করেনা	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
মূসা আ. আশা করল প্রতিপালক তাকে পথ দেখাবেন	২৮-কাসাস	২২	৮০৯
রাসূল স. আশা করেননি যে তার নিকট কিতাব অর্পণ করা হবে	২৮-কাসাস	৮৬	৮১৫
শয়তান আশা দেয় (সঠিক পথ পরিত্যাগকারীদেরকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৫	৯১৪
সঠিক পথ প্রদর্শনের আশা (প্রতিপালকের নিকট রাসূল স. এর)	১৮-কাহ্ফ	২৪	৭২৬
সফলকাম হবে বলে আশা করা যায় (তারা যারা তওবা...)	২৮-কাসাস	৬৭	৮১৪
সাক্ষাতের আশা (প্রতিপালকের সাক্ষাৎ আশা করে না যারা...)	২৫-ফুরকান	২১	৭৮৪
সাক্ষাতের আশা (আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করেনা যারা...অবকাশ)	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
সাক্ষাতের আশা (আল্লাহর সাক্ষাতের আশাকারী যেন শিরক না করে)	১৮-কাহ্ফ	১১০	৭৩৩
হিসাবের আশা করত না সীমালঙ্ঘনকারীরা,,	৭৮-নাবা	২৭	১০০১
হৃদ্যতার আশা (আশা করা যায় আল্লাহ শত্রুদের মাঝে হৃদ্যতা সৃষ্টি করবেন)	৬০-মুমতাহিনা	৭	৯৫৯
আশাস্থল			
সালিহ আ. নবীর আশা-ভরসার স্থান (তার সম্প্রদায়ের)	১১-হূদ	৬২	৬৭১
আশি			
বেত্রাঘাত (ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনকারীকে আশি বেত্রাঘাত)	২৪-নূর	৪	৭৭৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আশেপাশে			
কাফিরদের আশেপাশে বিপর্যয় আপতিত হতেই থাকবে	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
মুহাজির ও আনসারদের আশেপাশের বেদুঈনদের মধ্যে মুনাফিক...	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
আশ্রম (সংসারবিরাগীদের)			
বিধ্বস্ত (আল্লাহ প্রতিহত না করলে সংসারবিরাগীদের আশ্রম বিধ্বস্ত হত)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
আশ্রয়			
অনিষ্ট থেকে প্রভাতের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাওয়া	১১৩-ফালাক	১	১০৩৬
অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া...	১১৩-ফালাক	৩	১০৩৬
অপরাধীরা আশ্রয়দানকারী জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর বিনিময়েও মুক্তি কামনা করবে	৭০-মা'আরিজ	১৩	৯৮১
আল্লাহ আশ্রয় দান করেন	২৩-মু'মিনূন	৮৮	৭৭১
আল্লাহ আশ্রয় দিয়েছেন মু'মিনদেরকে যখন তারা নির্যাতিত ছিল	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪
আল্লাহ ছাড়া কারো আশ্রয় রাসূল স. পাবেন না	৭২-জিন্	২২	৯৮৭
আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা (শয়তান প্ররোচিত করলে)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৬	৮৮৮
আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করল আযীয (একজনের স্থলে অন্য জনকে আটক করা, ইউসুফের ভাইদের প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	৭৯	৬৮৪
আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করল ইউসুফ	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা (শয়তানের প্ররোচনা থেকে)	৭-আ'রাফ	২০০	৬৩১
আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার উপদেশ (রাসূল স. কে)	৪০-মু'মিন	৫৬	৮৮২
আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা (কুরআন পাঠের সময়)	১৬-নাহ্ল	৯৮	৭১১
আল্লাহর কাছে মূসার আশ্রয় চাওয়া (গাভী জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
আল্লাহর বিপক্ষে আশ্রয় দিতে পারে না কেউ	২৩-মু'মিনূন	৮৮	৭৭১
ইউসুফ আ. আশ্রয় দিলেন তার সহোদর ভাইকে (তার নিকট)	১২-ইউসুফ	৬৯	৬৮৩
ইউসুফ আ. আশ্রয় দিলেন তার পিতা-মাতাকে (তার নিকটে)	১২-ইউসুফ	৯৯	৬৮৬
ঈমানদারদেরকে আশ্রয় দিয়েছে যারা...	৮-আনফাল	৭৪	৬৩৯
ঈসা আ. ও তার মাকে আশ্রয় দিয়েছেন আল্লাহ (উঁচু ভূমিতে)	২৩-মু'মিনূন	৫০	৭৬৯
খুঁটির আশ্রয় প্রত্যাশা করলেন লূত আ. (সম্প্রদায় থেকে)	১১-হূদ	৮০	৬৭৩
গিরায় ফুঁ দানকারিণীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা...	১১৩-ফালাক	৪	১০৩৬
গুহায় আশ্রয় গ্রহণ (আসহাবে কাহফের যুবকদের)	১৮-কাহ্ফ	১০	৭২৪
গুহায় আশ্রয় গ্রহণ (আসহাবে কাহাফের যুবকদের)	১৮-কাহ্ফ	১৬	৭২৫
জিনের কাছে কিছু মানুষ আশ্রয় চাওয়ায় তারা অন্যায় বাড়াত...	৭২-জিন্	৬	৯৮৬
নেয়ামত (পাহাড়ের আশ্রয় মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত)	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
পর্বতে (প্লাবনের সময় নূহের পুত্র পর্বতে আশ্রয় নিতে চাইল)	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
পাবেনা রাসূল স. (আল্লাহ ছাড়া কারো আশ্রয়)	১৮-কাহ্ফ	২৭	৭২৬
পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা (মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত)	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
প্রভাতের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাওয়া (অনিষ্ট থেকে)	১১৩-ফালাক	১	১০৩৬
প্রতিপালকের নিকট মূসার আশ্রয় প্রার্থনা...	৪৪-দুখান	২০	৯০৩
প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করলেন মূসা আ. (অহংকারীদের থেকে)	৪০-মু'মিন	২৭	৮৮০
প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা (শয়তানের উপস্থিতি থেকে)	২৩-মু'মিনূন	৯৮	৭৭২
প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা (শয়তানের প্ররোচনা থেকে)	২৩-মু'মিনূন	৯৭	৭৭২
প্ররোচনাদানকারী খান্নাসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া	১১৪-নাস	৪	১০৩৬
প্রার্থনা করা থেকে নূহ আ. আশ্রয় চান যে বিষয়ের জ্ঞান তার নেই	১১-হূদ	৪৭	৬৭০
প্রতিপালকের নিকট শয়তানের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় চাওয়া (মানুষের)	১১৪-নাস	১	১০৩৬
ইলাহ/উপাস্যের কাছে আশ্রয় চাওয়া (মানুষের...)	১১৪-নাস	৩	১০৩৬
মারইয়ামের আশ্রয় প্রার্থনা (জিবরাঈল থেকে...)	১৯-মারইয়াম	১৮	৭৩৫
মারইয়ামের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
মালিক/বাদশাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা (মানুষের)	১১৪-নাস	২	১০৩৬
মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দিয়েছে যারা...	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
মুমিনের আশ্রয় হবে জান্নাত (ঈমান ও সৎকাজের বিনিময়ে)	৩২-সাজ্দা	১৯	৮৩১
মুশরিকদেরকে আশ্রয় দানের নির্দেশ (আশ্রয় প্রার্থনা করলে)	৯-তাওবা	৬	৬৪০
রাসূল স.কে আল্লাহ আশ্রয় দান করেন(ইয়াতীম অবস্থায় পাওয়ার পর)	৯৩-দুহা	৬	১০২৬
রাসূল স. এর (আল্লাহ ছাড়া কারো আশ্রয় রাসূল স. পাবেন না)	৭২-জিন্	২২	৯৮৭
শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা (কুরআন পাঠের সময়)	১৬-নাহ্ল	৯৮	৭১১
সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া...	১১৩-ফালাক	২	১০৩৬
হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া...	১১৩-ফালাক	৫	১০৩৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আশ্রয়স্থল			
আগুন (পাপাচারীর আশ্রয়স্থল হবে আগুন)	৩২-সাজদা	২০	৮৩১
আগুন (আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বেখবর ব্যক্তির আশ্রয়স্থল...)	১০-ইউনুস	৮	৬৫৪
আগুন আশ্রয়স্থল (কাফিরদের)	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
আগুন আশ্রয়স্থল (তাদের যারা শিরক করে আল্লাহর সাথে)	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
আগুনই মূর্তিপূজারীদের আশ্রয়স্থল হবে	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
আগুন (কাফিরদের আশ্রয়স্থল হবে আগুন)	৪৫-জাছিয়া	৩৪	৯০৭
আল্লাহ থেকে বাঁচার কোন আশ্রয়স্থল নেই	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
কাফিরদের আশ্রয়স্থল আগুন	২৪-নূর	৫৭	৭৮০
কাফিরদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম (কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!)	৬৬-তাহ্‌রীম	৯	৯৭১
কাফিরদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম	৩-আলে ইমরান	১৯৭	৫৫৫
কিয়ামতে জালিমদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না	৪২-শূরা	৪৭	৮৯৫
কিয়ামতে মানুষের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না	৭৫-কিয়ামাহ্‌	১১	৯৯৩
জাহান্নাম হবে আশ্রয়স্থল (যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে)	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
জাহান্নাম (হিজরত না করায় আশ্রয়স্থল জাহান্নাম...)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
জাহান্নাম (মুশরিকদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম)	৪-নিসা	১২১	৫৭২
জাহান্নাম কাফিরদের আশ্রয়স্থল (কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!)	৬৬-তাহ্‌রীম	৯	৯৭১
জাহান্নাম আশ্রয়স্থল (অজুহাত পেশকারীদের)	৯-তাওবা	৯৫	৬৫০
জাহান্নাম আশ্রয়স্থল (কাফির ও মুনাফিকদের)	৯-তাওবা	৭৩	৬৪৭
জাহান্নাম আশ্রয়স্থল (পথভ্রষ্টদের)	১৭-ইস্‌রা	৯৭	৭২২
জাহান্নাম আশ্রয়স্থল (যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে আসে তার)	৩-আলে ইমরান	১৬২	৫৫১
জাহান্নাম তাদের আশ্রয়স্থল যারা প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়নি	১৩-রা'দ	১৮	৬৯০
জান্নাত (প্রতিপালকের অবস্থানকে যে ভয় করল তার আশ্রয়স্থল)	৭৯-নাযি'আত	৪১	১০০৫
তীব্র আগুন (সীমালঙ্ঘনকারীর আশ্রয়স্থল)	৭৯-নাযি'আত	৩৯	১০০৫
পলায়ন (আশ্রয়স্থল পেলে দ্রুত পলায়ন করবে মুনাফিক/কাফিররা)	৯-তাওবা	৫৭	৬৪৬
পাপাচারীর আশ্রয়স্থল হবে আগুন	৩২-সাজদা	২০	৮৩১
পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে (হিজরতকারী)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
মুশরিকদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম	৪-নিসা	১২১	৫৭২
আশ্চর্য (আরো দেখুন বিস্ময়কর শব্দটি)			
উপদেশ আসা কি আশ্চর্য বিষয় (হুদ সম্প্রদায়ের নিকট)?	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
বৃদ্ধবয়সে সন্তান হওয়া আশ্চর্যের বিষয় (ইবরাহীমের স্ত্রীর...)	১১-হূদ	৭২	৬৭২
ব্যাপার (বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানানো আশ্চর্য ব্যাপার)	৩৮-সোয়াদ	৫	৮৬৬
মানুষের জন্য আশ্চর্যের বিষয় (মুহাম্মদ স. এর প্রতি ওহী প্রেরণ)	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
সম্প্রদায় কি আশ্চর্য হয়েছে (উপদেশ আগমনের ব্যাপারে...)	৭-আ'রাফ	৬৩	৬১৮
আসক্ত করা			
প্রেমে আসক্ত করেছে দাসকে (আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	৩০	৬৭৯
আসক্তি			
কুরাইশদের আসক্তি রয়েছে (শীত ও গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণে)	১০৬-কুরাইশ	১	১০৩৪
কুরাইশদের আসক্তি রয়েছে (শীত ও গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণে)	১০৬-কুরাইশ	২	১০৩৪
ভ্রমণে কুরাইশদের আসক্তি রয়েছে (শীত/গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণে)	১০৬-কুরাইশ	২	১০৩৪
আসন			
উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন আসন থাকবে জান্নাতে	৮৮-গাশিয়াহ্‌	১৩	১০১৯
জান্নাতের উচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে (জান্নাতীরা)	৭৬-দাহ্‌র	১৩	৯৯৫
জান্নাতে মুত্তাকীরা সারিবদ্ধ আসনে বসবে	৫২-তূর	২০	৯৩০
পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসাল ইউসুফ	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
প্রস্তুত (নারীদের জন্য আসন প্রস্তুত করল, আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
বসা (জান্নাতীরা উচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে)	৭৬-দাহ্‌র	১৩	৯৯৫
মুখোমুখি আসনে আসীন হবে বাছাইকৃত বান্দারা (জান্নাতে)	৩৭-সাফফাত	৪৪	৮৫৯
সত্যের আসনে মহাশক্তিমান মালিকের সান্নিধ্যে থাকবে মুত্তাকীরা	৫৪-কামার	৫৫	৯৩৮
সমাসীন (মুত্তাকীগণ জান্নাতে মুখোমুখি আসনে সমাসীন হবে)	১৫-হিজর	৪৭	৭০০
সারিবদ্ধ আসনে বসবে (মুত্তাকীরা, জান্নাতে)	৫২-তূর	২০	৯৩০
সুলাইমানের আসনে একটি দেহ রাখা হল	৩৮-সোয়াদ	৩৪	৮৬৮
স্বর্ণ খচিত আসনে বসবে (জান্নাতবাসীরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	১৫	৯৪৩
হেলান দিয়ে বসবে আসনে (জান্নাতীরা)	৩৬-ইয়াসীন	৫৬	৮৫৫
আসন (কুরসি)			
পরিবেষ্টন (আল্লাহর কুরসী আকাশ-পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আসন্ন			
দিন কিয়ামতের দিন আসন্ন	৪০-মু'মিন	১৮	৮৭৯
আসবাত			
অবতীর্ণ (ইবরাহীমের উপর অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান)	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
আসবাবপত্র			
গবাদি পশুর পশম/লোম/চুলে মানুষের আসবাবপত্রের উপকরণ	১৬-নাহ্‌ল	৮০	৭০৯
আসমাউল হুসনা			
আল্লাহর (সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহরই)	১৭-ইস্‌রা	১১০	৭২৩
আসমান (দেখুন আকাশ শব্দটি)			
আসহাবে কাহাফ			
নিদর্শন আসহাবে কাহাফ আল্লাহর বিস্ময়কর নির্দশন প্রসঙ্গ..	১৮-কাহ্‌ফ	৯	৭২৪
সংবাদ আসহাবে কাহফের যুবকদের সংবাদ, যারা ঈমান এনেছিল..	১৮-কাহ্‌ফ	১৩	৭২৫
আসা			
অজুহাত পেশকারীরা আসল (যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতির জন্য)	৯-তাওবা	৯০	৬৪৯
অদ্ভুত কান্ড ঘটিয়ে এসেছে মারইয়াম (ঈসার জন্ম প্রসঙ্গ)	১৯-মারইয়াম	২৭	৭৩৫
অনুগ্রহ আসা (মুমিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আসলে মুনাফিকরা বলে...)	৪-নিসা	৭৩	৫৬৬
অন্ধ আসা (রাসূল স. এর নিকট এক অন্ধ আসল)	৮০-আবাসা	২	১০০৬
অপমানিতকারী শাস্তি আসবে (রাসূল স. এর সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৩৯-যুমার	৪০	৮৭৪
আকস্মিকভাবে শাস্তি আসা যা অপরাধীরা টেরও পাবে না	২৬-শু'আরা	২০২	৭৯৮
আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহর কাছে আসল (অনুগত হয়ে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১১	৮৮৬
আকাশ ও পৃথিবীকে আসতে বললেন আল্লাহ (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১১	৮৮৬
আকস্মিকভাবে শাস্তি আসবে (কাফিরের ওপর)	২৯-আনকাবূত	৫৩	৮২০
আকাশ ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে আসবে (কিয়ামতের দিন)	৪৪-দুখান	১০	৯০২
আগুন হঠাৎ আসবে (কাফিরদের অবকাশ দেয়া হবে না)	২১-আম্বিয়া	৪০	৭৫২
আগুনের নিকট আসবে যখন আল্লাহ শত্রুরা (কিয়ামতে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২০	৮৮৭
আগুনের নিকট মূসা আ. আসলে তাকে ডেকে বলা হল.. (তূর পাহাড়ে)	২০-ত্বা-হা	১১	৭৪১
আয়াত আসলেই কাফিররা মুখ ফিরায় (প্রতিপালকের আয়াত)	৬-আন্'আম	৪	৫৯৬
আয়াত আসা সত্ত্বেও মানুষ ভুলে যাওয়ায় আল্লাহও ভুলে যাবেন	২০-ত্বা-হা	১২৬	৭৪৯
আলোকবর্তিকা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা	৬-আন্'আম	১০৪	৬০৬
আল্লাহর আসার অপেক্ষা (মেঘের আড়াল থেকে)	২-বাক্বারা	২১০	৫২৩
আল্লাহর নিকট আসবে যেদিন জালিমরা (কিয়ামতের দিন)	১৯-মারইয়াম	৩৮	৭৩৬
আল্লাহর নিকট থেকে আসা কোন নিদর্শন নিয়ে বিতর্ক	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
আল্লাহর নির্দেশ দিনে/রাতে আসল (শস্যক্ষেত ধ্বংসের)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এক আলো ও সুস্পষ্ট কিতাব	৫-মায়িদা	১৫	৫৮২
আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোন প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করা	৪০-মু'মিন	৫৬	৮৮২
আল্লাহর পক্ষ থেকে অপ্রতিরোধ্য দিন আসার পূর্বেই ঈমান আনা	৪২-শূরা	৪৭	৮৯৫
আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে আল্লাহকে ডাকা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৪০	৫৯৯
আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আসা ব্যক্তির সন্তান/সম্পদ...	২৬-শু'আরা	৮৯	৭৯২
আল্লাহ এমন দিক থেকে শাস্তি নিয়ে আসলেন যা কাফিররা ভাবেনি	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
আল্লাহর নির্দেশ যখন আসল...	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
আল্লাহর নির্দেশ (শাস্তি) আসার পর সালিহ আ. ও মুমিনদেরকে উদ্ধার	১১-হূদ	৬৬	৬৭১
আল্লাহর নির্দেশ (শাস্তি) আসলে শু'আইবকে উদ্ধার করলেন আল্লাহ	১১-হূদ	৯৪	৬৭৪
ইউসুফ আ. এসেছিলেন (স্পষ্ট প্রমাণসহ)	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল	১২-ইউসুফ	৫৮	৬৮২
ইউসুফ আ. যা নিয়ে এসেছিলেন তাতে সন্দেহ	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
ইবলিস আসবে মানুষের সামনের দিক থেকে...	৭-আ'রাফ	১৭	৬১৪
ইবরাহীম আ. আসলেন (হৃষ্ট-পুষ্ট বাছুর ভেজে নিয়ে)	৫১-যারিয়াত	২৬	৯২৬
ইবরাহীমের নিকট ফেরেশতাদের আসা (সুসংবাদসহ)	২৯-আনকাবূত	৩১	৮১৮
ইয়াজুজ-মাজুজ উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে (খুলে দেয়া হলে)	২১-আম্বিয়া	৯৬	৭৫৬
ইহুদীদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব আসা	২-বাক্বারা	৮৯	৫১০
ঈমানদারগণ রাসূল স. এর কাছে আসলে তাদেরকে সালাম বলা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৫৪	৬০০
ঈমানদারদের নিকট আসবে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ বিপদ...	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
ঈসা আ. এসেছিল যখন প্রমাণ নিয়ে বনী ইসরাঈলদের নিকট...	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
ঈসা আ.আগমন করেছিলেন (প্রজ্ঞা ও স্পষ্ট প্রমাণসহ)	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
উটের পিঠে চড়ে মানুষ হজ্জের জন্য আসবে...	২২-হাজ্জ	২৭	৭৬০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আসা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
উত্তরসূরী আসা (বনী ইসরাঈলের এমন উত্তরসূরী আসা যারা...)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
উপদেশ আসা কি আশ্চর্য বিষয়?	৭-আ'রাফ	৬৩	৬১৮
উপদেশ আসা কি আশ্চর্য বিষয় (হুদ সম্প্রদায়ের নিকট)?	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
উপদেশ আসা (দয়াময়ের পক্ষ থেকে উপদেশ আসলে মুখ ফিরায়)	২৬-শু'আরা	৫	৭৮৮
উপদেশ আসার পর বন্ধুরা পথভ্রষ্ট করেছিল জালিমদেরকে	২৫-ফুরকান	২৯	৭৮৪
উপদেশ (প্রতিপালকের পক্ষ হতে আসা নতুন উপদেশ খেলাচ্ছলে শ্রবণ)	২১-আম্বিয়া	২	৭৫০
একা আসবে অবিশ্বাসীরা (আল্লাহর নিকট)	১৯-মারইয়াম	৮০	৭৩৯
একা আসবে কিয়ামতে দিন সবাই (প্রতিপালকের নিকট...)	১৯-মারইয়াম	৯৫	৭৪০
একাকী আসা (কিয়ামতে মানুষের আল্লাহর কাছে একাকী আসা)	৬-আন্'আম	৯৪	৬০৫
একটি বাণীর দিকে আসার অহ্বান (আহলে কিতাবদেরকে)	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
কঠিন সাত বছরের পর আসবে এমন এক বছর যাতে বৃষ্টি দেয়া হবে	১২-ইউসুফ	৪৯	৬৮১
কথা আসা (কাফিরদের নিকট কি এমন কথা এসেছে যা...)	২৩-মু'মিনূন	৬৮	৭৭০
কল্যাণ আসলে ফিরআউনের অনুসারীরা বলত, 'এটা আমাদের জন্য'	৭-আ'রাফ	১৩১	৬২৪
কাফেলা মিসরে ফাসাদ সৃষ্টি করতে আসেনি	১২-ইউসুফ	৭৩	৬৮৩
কানফাটানো আওয়াজ যখন আসবে, মানুষ পালাবে ভাই থেকে	৮০-আবাসা	৩৩	১০০৭
কাফিরদেরকে যখন আসতে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ...	৫-মায়িদা	১০৪	৫৯৩
কিয়ামতের দিন আসার আগে সঠিক দ্বীনের জন্য...	৩০-রূম	৪৩	৮২৫
কিয়ামতের দিন আসার পূর্বে নামাজ কায়েম ও দানের নির্দেশ	১৪-ইবরাহীম	৩১	৬৯৬
কিয়ামতের দিন আসার পূর্বে রিযিক ব্যয়ের নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৫৪	৫৩০
কিয়ামতের শাস্তি হঠাৎ করে আসবে মানুষ বুঝতে পারবে না	১২-ইউসুফ	১০৭	৬৮৭
কিয়ামত আসার জন্য অপেক্ষা কাফিরদের	৪৭-মুহাম্মাদ	১৮	৯১৩
কিয়ামত আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই	৪০-মু'মিন	৫৯	৮৮৩
কিয়ামত আসা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই	২২-হাজ্জ	৭	৭৫৮
কিয়ামতের সংবাদ শীঘ্রই আসবে (ঠাট্টা-বিদ্রুপ প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৫	৫৯৬
কিয়ামত আসবেই	১৫-হিজর	৮৫	৭০২
কিয়ামত আকস্মিকভাবে না আসা পর্যন্ত কাফিররা সন্দেহ করবে	২২-হাজ্জ	৫৫	৭৬৩
কিয়ামত আসবেই তবে এর সময় আল্লাহ গোপন রাখেন	২০-ত্বা-হা	১৬	৭৪১
কিয়ামত আসবে না (কাফিররা বলে)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
কিয়ামত আসবে (প্রতিপালকের কসম)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
কিয়ামত আসার অপেক্ষার কি জালিমরা আছে?	৪৩-যুখরুফ	৬৬	৯০০
কিয়ামত এসে পড়লে আল্লাহকে ডাকা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৪০	৫৯৯
কিয়ামত এসে পড়লে উপদেশ গ্রহণ কি কাজে আসবে?	৪৭-মুহাম্মাদ	১৮	৯১৩
কিয়ামত হঠাৎ আসলে কাফিররা আফসোস করবে	৬-আন্'আম	৩১	৫৯৮
কিতাব আসা (আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব আসা, কুরআন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮৯	৫১০
কুরআনের কাছে আসতে পারে না কোন বাতিল (মিথ্যা)	৪১-ফুস্সিলাত	৪২	৮৮৯
কুরআনের তাৎপর্য আসার/বুঝার পূর্বেই একে মিথ্যা অভিহিত	১০-ইউনুস	৩৯	৬৫৮
কুরআন এসেছে (উপদেশ/নিরাময়/পথনির্দেশ/দয়াস্বরূপ)	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
খাদ্য আসার পূর্বেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিবে ইউসুফ	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
খাদ্য আসার পূর্বেই (যুবকদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাবে ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
গহীন গিরিপথ থেকে মানুষের হজ্জে আসা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	২৭	৭৬০
জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌছা (খিজির এবং মূসার)	১৮-কাহ্ফ	৭৭	৭৩১
জাদুকর আসল (মূসাকে মোকাবেলা করতে)	১০-ইউনুস	৮০	৬৬২
জাদুকরদের জাদু নিয়ে সারিবদ্ধভাবে আসার আহবান (ফিরআউন কর্তৃক)	২০-ত্বা-হা	৬৪	৭৪৪
জাদুকর যেখান থেকে আসুক মূসার নিদর্শন/লাঠির সামনে সফল হবেনা	২০-ত্বা-হা	৬৯	৭৪৫
জাদুকররা এসে ফির'আউনকে বলল (বিজয়ী হলে প্রতিদান প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৪১	৭৯০
জাদুকররা ফিরআউনের কাছে আসা (প্রতিদান দাবী প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৩	৬২২
জাহান্নামের নিকট কাফিররা আসলে এর দরজা খুলে দেয়া হবে	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
জান্নাতের নিকট আসবে মুত্তাকীরা	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
জ্ঞান আসা (জ্ঞান আসার পরই বনী ইসরাঈল মতবিরোধ করেছিল)	৪৫-জাছিয়া	১৭	৯০৬
জ্ঞান আসার পর আহলিকিতাবরা বিদ্বেষবশত মতভেদ করে	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
জ্ঞান (পিতার নিকট সে জ্ঞান আসেনি যে জ্ঞান ইবরাহীমের...)	১৯-মারইয়াম	৪৩	৭৩৭
জ্ঞান আসার পর রাসূল স. কাফিরদের অনুসরণ করলে...	১৩-রা'দ	৩৭	৬৯২
জ্ঞান আসার পর রাসূল স. এর সাথে বিতর্ক করে যে	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জ্ঞান আসা (ইবরাহীমের নিকট এমন জ্ঞান এসেছে যা...)	১৯-মারইয়াম	৪৩	৭৩৭
জ্ঞান আসার পরই বনী ইসরাইল মতভেদ করেছিল	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
জ্ঞান আসার পরও প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণাম প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
জ্ঞান আসার পর প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে- জালিম হবেন রাসূল	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
জ্ঞান আসার পর মতপার্থক্য করেছে কিতাব প্রাপ্তরা	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
ডানদিক থেকে আসত বলে নেতাদেরকে দোষারোপ...	৩৭-সাফ্ফাত	২৮	৮৫৮
ঢেউ আসা (ঢেউ এসে নূহের পুত্রকে নিমজ্জিত করে)	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
তরঙ্গ আসা (নৌযানের দিকে ঢেউ/তরঙ্গ ধেয়ে আসে...)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
তুচ্ছ সম্পদ আসা (অনুরূপ তুচ্ছ সম্পদ আসলে আহলে কিতাব গ্রহণ করে)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
দল আসা (প্রত্যেক উম্মতের একটি দল কিয়ামতে এসে পড়া)	২৭-নামল	৮৪	৮০৭
দলসমূহ/শত্রু এসে পড়লে মুনাফিকদের অবস্থা (খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহ্যাব	২০	৮৩৫
দলিল-প্রমাণ আসা (মানুষের কাছে প্রতিপালকের দলিল-প্রমাণ এসেছে)	৪-নিসা	১৭৪	৫৭৯
দূত সুলাইমানের নিকট আসা (সাবার রানীর উপহারসহ)	২৭-নামল	৩৬	৮০২
দৌড়ে আসল অন্ধ ব্যক্তি (রাসূল স. এর কাছে)...	৮০-আবাসা	৮	১০০৬
দৌড়ে আসা (ইবরাহীমের ডাকে মৃত পাখি দৌড়ে আসবে)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
দৌড়িয়ে আসল লূতের সম্প্রদায় (লূতের নিকট)	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
দৌড়িয়ে আসল এক ব্যক্তি (শহরের প্রান্ত হতে)	২৮-কাসাস	২০	৮০৯
দ্রুত গতিতে আসলে (কাফিররা দ্রুত গতিতে আক্রমণ করলে)	৩-আলে ইমরান	১২৫	৫৪৮
নবীর কাছে এসে কাফিরদের বিতর্ক করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
নবীর স্ত্রীদের আসতে বলা (দুনিয়ার জীবন কামনা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহ্যাব	২৮	৮৩৫
নবী/রাসূল স. যখনই এসেছেন লোকেরা তাদেরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে	৪৩-যুখরুফ	৭	৮৯৬
নিরাপদে (কিয়ামতের দিন যে নিরাপদে আসবে সে উত্তম)	৪১-ফুস্সিলাত	৪০	৮৮৯
নির্দশন/প্রমাণ নিয়ে আসেন রাসূলগণ (নূহের পরে)	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
নিদর্শন (অজ্ঞদের কাছে নিদর্শন আসে না কেন ?)	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
নিদর্শন আসলে ঈমান আনত (কাফিরদের কসম)	৬-আন্'আম	১০৯	৬০৬
নিদর্শন আসলেও কাফিররা ঈমান আনত না	৬-আন্'আম	১০৯	৬০৬
নিদর্শন আসলেও শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না...	১০-ইউনুস	৯৭	৬৬৩
নিদর্শন আসলে কাফিররা বলে... (ঈমান প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
নিদর্শন আসা (জাদুকরদের কাছে প্রতিপালকের নিদর্শন আসা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১২৬	৬২৩
নিদর্শন আসার অপেক্ষা ! কাফিরদের (প্রতিপালকের নিদর্শন)	৬-আন্'আম	১৫৮	৬১২
নিদর্শন আসার পর অহঙ্কার/ মিথ্যা অভিহিত করে কাফিররা	৩৯-যুমার	৫৯	৮৭৬
নিদর্শন আসার পর ঈমান আনলে উপকারে আসবেনা (কিয়ামত প্র)	৬-আন্'আম	১৫৮	৬১২
নিদর্শন আসা (ফিরআউনের প্রতি সুস্পষ্ট আলোকপ্রদ নিদর্শন আসলে জাদু বলা)	২৭-নামল	১৩	৮০১
নির্দেশ আসা (আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত মুনাফিকদেরকে প্রতারিত...)	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
নির্দেশ আসা (আল্লাহর নির্দেশ যখন আসবে, নূহের বন্যা প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
নির্দেশ আসা (আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুক তারা যারা...)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
নির্দেশ আসা (আল্লাহর নির্দেশ আসলে চুলা উথলে ওঠে, নূহের প্লাবন)	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
নির্দেশ আসা (আল্লাহর নির্দেশ আসলে লূতের জনপদ উল্টিয়ে দেয়া হল)	১১-হূদ	৮২	৬৭৩
নির্দেশ আসা (আল্লাহর নির্দেশ আসবেই, একে ত্বরান্বিত করতে চাওয়া ঠিক নয়)	১৬-নাহ্ল	১	৭০৩
নির্দেশ আসা (প্রতিপালকের নির্দেশ আসলে অন্য উপাস্যদেরকে ডাকা...)	১১-হূদ	১০১	৬৭৫
নির্দেশ আসা (প্রতিপালকের নির্দেশ এসে গেছে, লূত সম্প্রদায়ের প্রতি)	১১-হূদ	৭৬	৬৭২
নির্দেশ শুনতে আসার নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
নির্দিষ্ট সময় আসবেই(আল্লাহর সাক্ষাৎ প্রত্যাশী জেনে রাখুক)	২৯-আনকাবূত	৫	৮১৬
নির্দিষ্ট সময় আসলে...(আল্লাহ বান্দার ব্যাপারে পূর্ণ দৃষ্টিবান)	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
নির্দিষ্ট সময় আসলে তা বিলম্বিত হবে না (কোন উম্মতের)	৭-আ'রাফ	৩৪	৬১৫
নিয়ামত আসার পর পরিবর্তন করা...	২-বাক্বারা	২১১	৫২৩
নিরাপত্তা/ভীতির বিষয় মুনাফিকদের কাছে আসলে...	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
নিদর্শন (প্রতিপালকের) আসলে উপেক্ষা করত কাফিররা..	৩৬-ইয়াসীন	৪৬	৮৫৪
নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ অবকাশ দিবেন না	৬৩-মুনাফিকূন	১১	৯৬৫
পথনির্দেশিকা আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে (আদম আ. -হাওয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩৮	৫০৫
পথনির্দেশিকা আসলে আদম আ. কে অনুসরণ করার নির্দেশ (আল্লাহর...)	২০-ত্বা-হা	১২৩	৭৪৯
পথনির্দেশিকা আসলে দুর্বলদেরকে বিরত রাখা প্রসঙ্গ...	৩৪-সাবা	৩২	৮৪৪
পথনির্দেশিকা আসলে মানুষকে ঈমান থেকে বিরত রাখে কেবল-	১৭-ইস্রা	৯৪	৭২২
পথনির্দেশিকা আসার পর (শাস্তি না আসা পর্যন্ত ঈমান আনা থেকে বিরত)	১৮-কাহ্ফ	৫৫	৭২৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আসা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পথনির্দেশিকা এসেছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
পরে এসেছে যারা তারাও সফল তারা বলে...	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬
পরিণাম আসবে যেদিন (তাদের যারা দ্বীনকে খেল-তামাশা...)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
পায়ে হেটে মানুষের হজ্বে আসা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	২৭	৭৬০
পাপাচারী সংবাদ নিয়ে আসলে যাচাই করার নির্দেশ	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
পিতার নিকট আসল ইউসুফের ভাইয়েরা (কাঁদতে কাঁদতে)	১২-ইউসুফ	১৬	৬৭৮
পিঁপড়ার উপত্যকায় সুলায়মানের বাহিনীর আসা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	১৮	৮০১
পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি এমন কথা কি এসেছে কাফিরদের...	২৩-মু'মিনূন	৬৮	৭৭০
প্রতিপালকের নিকট সৎকর্মশীল মুমিন হয়ে আসলে উচ্চ মর্যাদা...	২০-ত্বা-হা	৭৫	৭৪৫
প্রমাণ আসার পর বিদ্বেষবশত মতপার্থক্য (কিতবাপ্রাপ্তদের)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
প্রমাণ আসার পরও যুদ্ধে লিপ্ত হত না পরবর্তীরা (আল্লাহ চাইলে)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
প্রতিশ্রুতি আসা (বনী ইসরাইলদের প্রথম প্রতিশ্রুতি যখন আসল...)	১৭-ইস্‌রা	৫	৭১৪
প্রতিপালকের নিকট আসা, কিয়ামতের দিন (প্রথমবার সৃষ্টির মত)	১৮-কাহ্‌ফ	৪৮	৭২৮
প্রজ্ঞাসহ ঈসা আ. এর আসা আগমন (প্রজ্ঞা ও স্পষ্ট প্রমাণসহ)	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
প্রতিপালক আসার অপেক্ষা ! (কাফির প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৫৮	৬১২
প্রমাণাদি আসার পর বিচ্যুতি (ঈমান থেকে)	২-বাক্বারা	২০৯	৫২৩
প্রমাণ (সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই আহলে কিতাব বিভক্ত হয়)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	৪	১০২৯
প্রমাণ (সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত আহলে কিতাব/ মুশরিকরা...)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	১	১০২৯
প্রমাণ আসা (প্রতিপালকের প্রমাণ মাদইয়ানবাসীর নিকট আসা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
প্রমাণ (আগত প্রমাণের উপর ফিরআউনকে প্রাধান্য না দেয়া, জাদুকরদের)	২০-ত্বা-হা	৭২	৭৪৫
প্রমাণ আসার পরও বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
প্রতিপালকের নিকট থেকে রাসূল স. এর নিকট প্রমাণাদি আসা...	৪০-মু'মিন	৬৬	৮৮৩
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ/পথনির্দেশিকা/দয়া এসেছে	৬-আন্‌'আম	১৫৭	৬১২
প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে আসলে জাহান্নাম	২০-ত্বা-হা	৭৪	৭৪৫
প্রতিশ্রুতি আসা (মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা আসবেই)	৬-আন্‌'আম	১৩৪	৬০৯
প্রতিশ্রুতি আসা (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আসা পর্যন্ত বিপর্যয় আপতিত...)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
প্রতিশ্রুতি আসা (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আসবেই)	১৯-মারইয়াম	৬১	৭৩৮
প্রতিশ্রুতি আসা (পরবর্তী প্রতিশ্রুতি যখন আসল, বনী ইসরাইল প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্‌রা	৭	৭১৪
প্রতিশ্রুত শাস্তি আসা (অপরাধীদের উপর)	২৬-শু'আরা	২০৬	৭৯৮
প্রতিশ্রুতি আসা (আখিরাতের প্রতিশ্রুতি আসবে যখন...)	১৭-ইস্‌রা	১০৪	৭২৩
প্রেরিত ফেরেশতারা লূত-পরিবারের নিকট আসল	১৫-হিজর	৬১	৭০১
প্রমাণ আসা (রাসূল স. এর ব্যাপারে পূর্ববর্তী সহীফায় উল্লেখিত প্রমাণ আসা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৩৩	৭৪৯
প্রমাণসহ ঈসা আ. এর আগমন (প্রজ্ঞা ও স্পষ্ট প্রমাণসহ)	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
প্রমাণসহ মূসার আসা (ফিরআউনের নিকট)	৭-আ'রাফ	১০৫	৬২২
প্রমাণসহ রাসূল স. আসার পরও ঈমান না আনা	৭-আ'রাফ	১০১	৬২২
ফিরআউন কৌশল/জাদুসমূহ জমা করে ফিরে আসল	২০-ত্বা-হা	৬০	৭৪৪
ফিরআউন, হামান ও কারূনের নিকট মূসার আগমন	৪০-মু'মিন	২৫	৮৮০
ফিরআউনের কাছে মূসা/হারূন কি প্রতিপত্তিলাভের জন্য এসেছে?	১০-ইউনুস	৭৮	৬৬১
ফেরেশতা (রাসূলগণ) আসলেন লূত আ. এর নিকট	১১-হূদ	৭৭	৬৭২
ফেরেশতা নিয়ে এসেছে তাই যাতে লূত-সম্প্রদায় সন্দেহ করত	১৫-হিজর	৬৩	৭০১
ফেরেশতারা লূতের নিকট আসায় তিনি সংকটে পড়লেন	২৯-আনকাবূত	৩৩	৮১৮
ফেরেশতা আসলনা কেন রাসূল স. এর সাথে ? (কাফির বলে)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
ফেরেশতা আসার অপেক্ষা ! (কাফির প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৫৮	৬১২
ফেরেশতাদের সুসংবাদসহ আসা (ইবরাহীমের নিকট)	২৯-আনকাবূত	৩১	৮১৮
ফেরেশতা মূসার সঙ্গীরূপে না আসা ও ফির'আ উনের উক্তি	৪৩-যুখরুফ	৫৩	৮৯৯
বন্ধু (মুমিনদের বন্ধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল)	৫-মায়িদা	৫৫	৫৮৭
বন্ধ্যা দিনের শাস্তি না আসা পর্যন্ত কাফিররা সন্দেহ করবে	২২-হাজ্জ	৫৫	৭৬৩
বার্তাবাহক ইউসুফের নিকট আসলে ইউসুফ আ. বলল...	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
বাহিনী (খন্দকে মুমিনদের বিরুদ্ধে শত্রু বাহিনী আসা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৯	৮৩৪
বিচার-ফায়সালার জন্য রাসূল স. এর কাছে আসে যদি মুনাফিকরা...	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫
বিতর্ক করতে আসবে কিয়ামতে (প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে)	১৬-নাহ্‌ল	১১১	৭১২
বিপদ-আপদ আসলে মুনাফিকরা মুমিনদের বলে...	৪-নিসা	৭২	৫৬৫
বিপদ আসা (মুনাফিকদের কৃতকর্মের কারণে বিপদ আসলে...)	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
বিনীত অবস্থায় আল্লাহর নিকট সবাই আসবে(কিয়ামতে)	২৭-নামল	৮৭	৮০৭
বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে আসা ব্যক্তির সন্তান/সম্পদ...	২৬-শু'আরা	৮৯	৭৯২
বিজয় আসা (যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে...)	১১০-নাস্‌র	১	১০৩৫
বৃত্তান্ত আসা (সর্বগ্রাসী কিয়ামতের বৃত্তান্ত রাসূল স. এর কাছে আসা...)	৮৮-গাশিয়াহ্‌	১	১০১৯
বৃত্তান্ত আসা (ইবরাহীমের অতিথিদের বৃত্তান্ত রাসূল স. এর নিকট আসা)	৫১-যারিয়াত	২৪	৯২৬
ব্যক্তির আসা (নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল...)	৩৬-ইয়াসীন	২০	৮৫২
ভয়-ভীতি আসলে মুনাফিকদের করুণ অবস্থা প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
ভাইকে নিয়ে আসার অঙ্গীকার দেয়া ছাড়া তাকে পাঠাবেন না পিতা...	১২-ইউসুফ	৬৬	৬৮৩
ভাইয়েরা ইউসুফের জামা নিয়ে আসল (মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে)	১২-ইউসুফ	১৮	৬৭৮
মরীচিকার কাছে এসে কিছুই পায় না পিপাসার্ত ব্যক্তি	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
মাছ শনিবার ছাড়া অন্যদিন না আসা (শনিবারওয়ালাদের মাছ শিকার প্র.)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
মীমাংসা এসেই গেছে (বদরযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়)	৮-আনফাল	১৯	৬৩৩
মুনাফিকদের সাথে আসতে বলা (খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৮	৮৩৪
মুনাফিকদেরকে আসার আহ্বান (রাসূল স. এর ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	৫	৯৬৪
মুবাহালায় আসার আহ্বান (রাসূল স. কর্তৃক খৃষ্টানদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
মুমিন নারীরা হিজরত করে মুমিনদের কাছে আসলে তাদেরকে...	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
মুমিন নারীরা নবীর নিকট বাইয়াতের জন্য আসলে...	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
মুমিনদের নিকট এসে বলে- 'আমরা ঈমান এনেছি'	৫-মায়িদা	৬১	৫৮৮
মুনাফিকরা রাসূল স. এর কাছে আসলে বলে,'নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর রাসূল'	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
মুনাফিকরা নবীর কাছে এসে মিথ্যা কসম করে (কল্যাণ/সম্প্রীতি প্র.)	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
মুসলিম হয়ে সুলাইমানের কাছে আসার আহবান(সাবার রানীকে)	২৭-নামল	৩১	৮০২
মুমিনদের কাছে আসে এমন অবস্থায় যে... (যুদ্ধ করতে সংকুচিত)	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
মূসা আ. আসার পূর্বে ও পরে বনী ইসরাঈলের উপর ফিরআউনের নির্যাতন	৭-আ'রাফ	১২৯	৬২৪
মূসা আ. এসেছেন সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
মূসা আ. আসল (নারীদের পিতার নিকট)	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
মূসা আ. আসল ফিরআউনের কাছে	১৭-ইস্‌রা	১০১	৭২৩
মূসা আ. আসল যখন আগুনের নিকট (তাকে ডাক দেয়া হল...)	২৮-কাসাস	৩০	৮১০
মূসার আসা (তূর পর্বতে আল্লাহকে দর্শন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৮	৮০০
মূসা আ. নিদর্শনসহ আসার পর ফির'আ উন সম্প্রদায়ের হাসি-ঠাট্টা	৪৩-যুখরুফ	৪৭	৮৯৯
মূসা আ. নির্ধারিত সময়ে এসে পৌছানো প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মূসা আ. কি জাদু দ্বারা ফিরআউনকে যমীন/দেশ থেকে বের করতে এসেছে?	২০-ত্বা-হা	৫৭	৭৪৪
মূসার বৃত্তান্ত কি রাসূল স. এর কাছে এসেছে ? (আল্লাহর জিজ্ঞাসা)	২০-ত্বা-হা	৯	৭৪১
মূসার নিকট আসল দু'জন নারীর একজন (লাজুক পায়ে)	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
মূসা আ. সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ কারুন/ফিরআউন/হামানের কাছে এসেছিল	২৯-আনকাবূত	৩৯	৮১৯
মূসা আ. স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন(ইহুদীদের কাছে)	২-বাক্বারা	৯২	৫১০
মৃত্যু আসা (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর কাছে মৃত্যু আসবে কিন্তু মরবে না)	১৪-ইবরাহীম	১৭	৬৯৪
মৃত্যু আসা (কাফিরদের কারো মৃত্যু এসে পড়লে বলে...)	২৩-মু'মিনূন	৯৯	৭৭২
মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে (সত্য নিয়ে)	৫০-ক্বাফ	১৯	৯২৩
মৃত্যু আসা পর্যন্ত বিচার দিবসকে অস্বীকার করত জাহান্নামিরা	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৪৭	৯৯২
মৃত্যু আসলে রাসূল/ফেরেশতারা মৃত্যু ঘটায়	৬-আন্‌'আম	৬১	৬০১
মৃত্যু আসা পর্যন্ত প্রতিপলকের ইবাদত করার নির্দেশ	১৫-হিজর	৯৯	৭০২
মৃত্যু আসার পূর্বেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ	৬৩-মুনাফিকূন	১০	৯৬৫
যাত্রীদল আসল (ইউসুফকে কূপ থেকে উত্তোলন প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	১৯	৬৭৮
যিকর (উপদেশ) আসলে অবিশ্বাস করল কাফিররা	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪১	৮৮৯
যুদ্ধবন্দী হয়ে আসলে মুক্তিপণ আদায় (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
যুদ্ধের জন্য এসো (মুনাফিকদেরক বলা হয়েছিল)	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
যোদ্ধাদের একদলের আসা (নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
রাসূল স. এসে জিন ও মানুষকে আল্লাহর আয়াত বর্ণনা প্রসঙ্গ	৬-আন্‌'আম	১৩০	৬০৯
রাসূল স. এসেছিল স্পষ্ট প্রমাণসহ (ইহুদীদের নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
রাসূল স. এসেছেন আহলে কিতাবদের নিকট	৫-মায়িদা	১৫	৫৮২
রাসূল স. এসেছেন আহলে কিতাবদের নিকট...	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
রাসূল স. এসেছেন মুমিনদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে	৯-তাওবা	১২৮	৬৫৩
রাসূল স. এসেছেন সত্য নিয়ে	২৩-মু'মিনূন	৭০	৭৭০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আসা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
রাসূল স. এসেছেন সত্য নিয়ে	৩৭-সাফফাত	৩৭	৮৫৮
রাসূল স. এসেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে...	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
রাসূল স. আসা (বনী ইসরাঈলের অহংকার প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
রাসূল স. আসা (বনীইসরাঈলের কাছে আল্লাহর রাসূল স. আসা)	২-বাক্বারা	১০১	৫১১
রাসূল স. আসা (মুশরিকদের কাছে রাসূল স. ও সত্য আসল)	৪৩-যুখরুফ	২৯	৮৯৮
রাসূল আসার পর মানুষের মাঝে ন্যায্যভাবে ফয়সালা করা হয়	১০-ইউনুস	৪৭	৬৫৯
রাসূল আসার ব্যাপারে জাহান্নামীদেরকে প্রহরীদের জিজ্ঞাসা	৪০-মু'মিন	৫০	৮৮২
রাসূল আসেননি? (প্রতিপালকের আয়াত পাঠ করে শুনাতে)	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
রাসূল আসেনি বলবে ইহুদী ও নাসারারা	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
রাসূল আসে যদি বনী আদমের কাছে...	৭-আ'রাফ	৩৫	৬১৬
রাসূল এসেছিল পূর্ববর্তীদের নিকট, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ)	৩০-রূম	৯	৮২২
রাসূলগণ এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণসহ (রাসূল স. এর পূর্বে)	৩-আলে ইমরান	১৮৪	৫৫৪
রাসূলগণ এসেছেন তাদের সম্প্রদায়ের কাছে (স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে)	৩০-রূম	৪৭	৮২৫
রাসূলগণ এসেছিলেন পূর্ববর্তীদের নিকট (স্পষ্ট প্রমাণসহ)	৪০-মু'মিন	২২	৮৭৯
রাসূলগণ এসেছিলেন প্রমাণ,কিতাব ও নির্দেশাবলিসহ	৩৫-ফাতির	২৫	৮৪৪
রাসূলগণ এসেছিলেন (স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ)	৪০-মু'মিন	৮৩	৮৮৫
রাসূল স. আসবেন সত্যায়নকারী হিসেবে (পূর্ববর্তী কিতাবের)	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
রাসূল আসলেই তাকে জাদুকর বা পাগল বলেছে পূর্ববর্তীরা	৫১-যারিয়াত	৫২	৯২৮
রাসূল আসলেই যে কোন উম্মত তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে	২৩-মু'মিনুন	৪৪	৭৬৮
রাসূল আসলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত (কফির জনপদবাসীরা)	৩৬-ইয়াসীন	৩০	৮৫৩
রাসূল স. এর দিকে মুনাফিকদের আসতে বললে তারা উপেক্ষা করে	৪-নিসা	৬১	৫৬৪
রাসূল (সম্মানিত রাসূল এসেছিলেন ফির'আউন সম্প্রদায়ের কাছে)	৪৪-দুখান	১৭	৯০২
রাসূল (সুস্পষ্ট রাসূল এসেছে, কাফিরদের নিকট)	৪৪-দুখান	১৩	৯০২
রাসূল (স্বজাতি থেকে রাসূল আসলেও তাকে মিথ্যাবাদী বলা...)	১৬-নাহ্ল	১১৩	৭১২
রাসূল (মূসা আ. আল্লাহর রাসুল, মূসার সম্প্রদায় তা জানে)	৬১-সাফ্ফ	৪	৯৬০
রাসূল বা মৃত্যুর ফেরেশতা আসা পর্যন্ত রিযিক পৌঁছবে তাদের...	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
রাসূল (ধ্বংসপ্রাপ্ত অপরাধীদের কাছে রাসূল এসেছিল)	১০-ইউনুস	১৩	৬৫৫
রাসূল নিদর্শন নিয়ে আসলে কাফিররা বলবে, 'তোমরা বাতিল'	৩০-রূম	৫৮	৮২৬
রাসূলগণ জনপদের অধিবাসীদের নিকট এসেছিল ...	৩৬-ইয়াসীন	১৩	৮৫১
রাসূলগণ নির্দশন/প্রমাণ নিয়ে আসেন (নূহের পরে)	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
রাসূলগণ যখনই এসেছেন (এমন বিষয় নিয়ে যা মন...)	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
রাসূলগণ সত্যসহ এসেছিলেন (কিয়ামতে কাফিরা বলবে)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
রাসূলগণ সত্যসহ এসেছিলেন (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল(নূহ,আদ,ছামূদ...জাতি প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ আসলেও কাফিররা অস্বীকার করত	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
রাসূলগণ এসেছিলেন (পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের নিকট...)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
রাসূল কোন রাসূল স. আসেনি যার সাথে ঠাট্টা করেনি, তার সম্প্রদায়	১৫-হিজর	১১	৬৯৮
রাসূলগণ এসেছিল স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ (মানুষের নিকট)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
রাসূলগণ এসেছিলেন আদ ও ছামূদ জাতির প্রতি...	৪১-ফুস্সিলাত	১৪	৮৮৭
রাসূল (ঈসার পরে এক রাসূল আসবেন যার নাম আহমাদ)	৬১-সাফ্ফ	৬	৯৬০
রাসূল স. এর নিকট এসেছিল যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য...	৯-তাওবা	৯২	৬৪৯
রাসূল স. এর নিকট মুনাফিকদের আসা (ক্ষমাপ্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
রাসূল স. এর কাছে এসে মুনাফিকরা অভিবাদন জানায় এমন ভাষায়...	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
রাসূল স. এর কাছে আসেনি যে পণ্ডিতরা ইহুদীরা তাদের কথা শ্রবণকারী	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
রাসূল স. এর কাছে আসে মুনাফিকরা (প্রাপ্য অধিকার থাকলে)	২৪-নূর	৪৯	৭৭৯
রিযিক আসা (যে জনপদে প্রচুর রিযিক আসত, নেয়ামত অস্বীকার প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
লক্ষণসমূহ আসা (কিয়ামতের লক্ষণসমূহ এসে পড়েছে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৮	৯১৩
শত্রু বাহিনী খন্দকে উচ্চ/নিম্ন অঞ্চল থেকে আসা প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	১০	৮৩৪
শনিবারে মাছ আসা (শনিবারওয়ালাদের মাছ শিকার প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
শয়তানের সহচরদের পথে আসার আহবান	৬-আন'আম	৭১	৬০২
শাস্তি আসা (কাফিররা কি শাস্তি আসার প্রতীক্ষা করছে?)	১৬-নাহ্ল	৩৩	৭০৫
শাস্তি কার উপর আসবে- মাদইয়ানবাসীরা তা জানতে পারবে)	১১-হূদ	৯৩	৬৭৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শাস্তি এমন দিক থেকে এসেছিল যে জালিমরা টের পায়নি	৩৯-যুমার	২৫	৮৭৩
শাস্তি এসেই যেত (সময় নির্দিষ্ট না থাকলে)	২৯-আনকাবূত	৫৩	৮২০
শাস্তি এমন অতর্কিতে আসা যে কেউ টেরও পাবেনা	৩৯-যুমার	৫৫	৮৭৬
শাস্তি এসেছে রাতে (জনপদ ধ্বংসের জন্য)	৭-আ'রাফ	৪	৬১৩
শাস্তি আসা (আল্লাহর শাস্তি আসলে কাকুতি-মিনতি করা প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	৪৩	৫৯৯
শাস্তি আসা যা অপমানিত করবে (নূহ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৩৯	৬৬৯
শাস্তি আসার অপেক্ষা (ঈমান থেকে বিরত রাখে কাফিরদের)	১৮-কাহ্ফ	৫৫	৭২৯
শাস্তি আসার পর জনপদের আর্তনাদ....	৭-আ'রাফ	৫	৬১৩
শাস্তি আসার পূর্বে প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ কর	৩৯-যুমার	৫৪	৮৭৬
শাস্তি আসা (রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় শাস্তি আসা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯৭	৬২১
শাস্তি আসা (আল্লাহর শাস্তি আসলে কে সাহায্য করবে?)	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
শাস্তি আসবে যেদিন সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা...	১১-হূদ	১০৫	৬৭৫
শাস্তি আসলে জালিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হবে	৬-আন'আম	৪৭	৬০০
শাস্তি আসলে তা আর ফিরানো হবে না (কাফিরদের শাস্তি)	১১-হূদ	৮	৬৬৬
শাস্তি আসা (অপরাধীদের উপর রাতে/দিনে শাস্তি আসা)	১০-ইউনুস	৫০	৬৫৯
শাস্তি আসা (অনিবার্য শাস্তি আসবে লূত সম্প্রদায়ের প্রতি)	১১-হূদ	৭৬	৬৭২
শাস্তি আসা (ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি এমনভাবে এসেছিল যে তারা টের পায়নি)	১৬-নাহ্ল	২৬	৭০৫
শাস্তি আসা (নূহ সম্প্রদায়ের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে তাদের সতর্ক করা)	৭১-নূহ্	১	৯৮৪
শাস্তি আসা (হঠাৎ শাস্তি আসার বিষয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা কি নিরাপদ হয়েছে?)	১৬-নাহ্ল	৪৫	৭০৬
শাস্তি আসা (খেলায় মগ্ন থাকা অবস্থায় শাস্তি আসা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯৮	৬২১
শাস্তি আসা (আল্লাহর নির্দেশ/শাস্তি আসলে হূদ/মুমিনদের উদ্ধার)	১১-হূদ	৫৮	৬৭১
শৌচাগার থেকে আসলে তায়াম্মুম (পানি না পেলে)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
শৌচাগার থেকে আসলে পবিত্রতা অর্জন (তায়াম্মুম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
সংকট এসে পড়লে মানুষ স্মরণ করবে (নিজের প্রচেষ্টা)	৭৯-নাযি'আত	৩৪	১০০৪
সংবাদ আসা (কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের সংবাদ আসবে)	২৬-শু'আরা	৬	৭৮৮
সংবাদ আসেনি কি (পূর্ববর্তীদের পরিণতির সংবাদ)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
সংবাদ (নূহ,আদ,ছামূদ প্রভৃতি জাতির সংবাদ কি আসেনি!)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
সংবাদ আসা (কাফিরদের নিকট সংবাদ এসেছে যাতে সাবধানবাণী আছে)	৫৪-কামার	৪	৯৩৬
সংবাদ আসা (কাফিরদের সংবাদ কি রাসূল স. এর কাছে এসেছে?)	৬৪-তাগাবুন	৫	৯৬৬
সত্য কুরআন আসলে জালিমরা বলে 'সুস্পষ্ট জাদু'	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
সত্য আসা (কাফিরদের নিকট আসা সত্যকে তারা জাদু বলে)	৪৬-আহকাফ	৭	৯০৮
সত্য আসা (যে সত্য এসেছে তা অবিশ্বাস করে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে...)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
সত্য আসা (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সত্য এসেছে)	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪
সত্য নিয়ে এসেছে ফেরেশতারা (লূত আ. এর নিকট)	১৫-হিজর	৬৪	৭০১
সত্য নিয়ে এসেছে যে এবং যে তা মেনেছে তারাই মুত্তাকী	৩৯-যুমার	৩৩	৮৭৪
সতর্ককারী আসলে মুশরিকরা হেদায়াত পাবে মর্মে করত	৩৫-ফাতির	৪২	৮৫০
সতর্ককারী আসায় কাফিরদের বিস্ময়	৩৮-সোয়াদ	৪	৮৬৬
সতর্ককারী আসার পর মুশরিকদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পেল	৩৫-ফাতির	৪২	৮৫০
সতর্ককারী আসা সম্পর্কে জাহান্নামিদের স্বীকারোক্তি	৬৭-মুলক	৯	৯৭২
সতর্ককারী আসা সম্পর্কে জাহান্নামিদেরকে জিজ্ঞাসা করবে রক্ষীরা	৬৭-মুলক	৮	৯৭২
সতর্ককারী আসেনি এমন সম্প্রদাকে সতর্ক করবেন রাসূল স.	২৮-কাসাস	৪৬	৮১২
সতর্ককারী আসেনি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করা...	৩২-সাজদা	৩	৮৩০
সতর্ককারী এসেছিল কাফিরদের নিকট (দুনিয়াতে)	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
সতর্ককারী এসেছে কাফিরদের নিকট, তাদেরই মধ্য থেকে	৫০-ক্বাফ	২	৯২২
সতর্কীকরণ এসেছিল, ফির'আউন বংশের নিকট	৫৪-কামার	৪১	৯৩৮
সত্য আসলে আল্লাহর নির্দেশ স্পষ্ট (বিজয়ী) হল	৯-তাওবা	৪৮	৬৪৫
সত্য আসলে সম্প্রদায় বলল- মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল...	২৮-কাসাস	৪৮	৮১২
সত্য আসা (কুরআন অবতীর্ণ প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৩০	৮৯৮
সত্য আসা (যে সত্য এসেছে তার প্রতি নাসারাদের ঈমান)	৫-মায়িদা	৮৪	৫৯১
সত্য আসার পর তাকে জাদু আখ্যা দেয় ফিরআউন	১০-ইউনুস	৭৬	৬৬১

শব্দ বিষয়বস্তু	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আসা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সত্য আসার পর তাকে জাদু আখ্যা দেয়া!	১০-ইউনুস	৭৭	৬৬১
সত্য আসার পর তাকে তাকে মিথ্যা বলেছে (কাফিররা)	৫০-ক্বাফ	৫	৯২২
সত্য আসার পর তাকে মিথ্যা অভিহিতকারী বড় জালিম	২৯-আনকাবূত	৬৮	৮২১
সত্য আসার পর যে তা অস্বীকার করে সে সবচেয়ে বড় জালিম	৩৯-যুমার	৩২	৮৭৪
সত্য আসার পর মিথ্যা অভিহিত করা...	৬-আন্'আম	৫	৫৯৬
সত্য এসেছে	৩৪-সাবা	৪৯	৮৪৫
সত্য এসেছে (মিথ্যা চলে গেছে)	১৭-ইস্রা	৮১	৭২১
সত্য এসেছে রাসূলের কাছে	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
সত্য এসেছে রাসূল স. এর কাছে (রাসূলগণের সংবাদ বর্ণনার মধ্য দিয়ে)	১১-হূদ	১২০	৬৭৬
সত্য এসেছে রাসূল স. এর কাছে (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
সময় (আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসলে বিলম্বিত করা হয় না)	৭১-নূহ্	৪	৯৮৪
সময় আসলে কেউ তা বিলম্বিত/ত্বরান্বিত করতে পারবে না	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
সময় (নির্দিষ্ট সময় আসলে মানুষ ত্বরান্বিত/বিলম্বিত করতে পারে না)	১৬-নাহ্ল	৬১	৭০৭
সম্প্রদায়ের লোকেরা ইবরাহীমের দিকে ছুটে আসল...	৩৭-সাফ্‌ফাত	৯৪	৮৬১
সর্বগ্রাসী শাস্তি আসা থেকে কি মানুষ নিরাপদ মনে করে	১২-ইউসুফ	১০৭	৬৮৭
সাবাবাসীরা মুসলিম হয়ে সুলাইমানের কাছে আসার পূর্বে রানীর সিংহাসন আনা	২৭-নামল	৩৮	৮০৩
সাবার রানী সুলাইমানের কাছে আসা (সিংহাসন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪২	৮০৩
সাহায্য (আল্লাহর সাহায্য আসল তখন রাসূলগণ মনে করল...)	১২-ইউসুফ	১১০	৬৮৭
সাহায্য (যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে...)	১১০-নাস্‌র	১	১০৩৫
সাহায্য না আসা পর্যন্ত রাসূলগণকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল	৬-আন্'আম	৩৪	৫৯৯
সাত বছর (কঠিন সাত বছর আসবে, প্রথম সাত বছর পর)	১২-ইউসুফ	৪৮	৬৮১
সাহায্য (প্রতিপালকের সাহায্য আসলে মুনাফিকরা মুমিনদের দলে আসো)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
সিন্দুক আসবে তালুতের রাজত্বের নিদর্শন স্বরূপ	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
সুসংবাদ আসল যখন ইবরাহমের কাছে (সন্তান লাভের সুসংবাদ)	১১-হূদ	৭৪	৬৭২
সুন্নত (পূর্ববর্তীদের সুন্নত আসার অপেক্ষায় ঈমান আনা থেকে বিরত)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৫	৭২৯
সুসংবাদ বাহক আসল ইয়াকুবের নিকট (ইউসুফের জামা নিয়ে)	১২-ইউসুফ	৯৬	৬৮৬
স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর মতপার্থক্য ও বিভক্ত হয়েছে যারা...	৩-আলে ইমরান	১০৫	৫৪৬
স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর যারা কুফরী করে...	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
হজ্জে আসা (মানুষ উটের পিঠে চড়ে হজ্জের জন্য আসবে)	২২-হাজ্জ	২৭	৭৬০
হঠাৎ আসা (কিয়ামত হঠাৎ আসবে)	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
হূদ আ. এসেছিলেন আদ জাতির নিকট	৭-আ'রাফ	৭০	৬১৯
হূদ আ. কি উপাস্য থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছেন? (সম্প্রদায়ের প্রশ্ন)	৪৬-আহ্‌কাফ	২২	৯১০
আসাইনা (অমান্য করা)			
ইহুদীদের কিছুলোকের আসাইনা বলে অমান্য করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
আস্তর			
রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে (জান্নাতীরা)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৪	৯৪১
আস্তরণ			
রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত (মন্দকর্মশীলের চেহারা)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
আস্বাদন করা/করানো (আরো দেখুন স্বাদ গ্রহণ শব্দটি)			
কুফরীর শাস্তি আস্বাদন করবে কাফিররা (কিয়ামতে)	৬-আন্'আম	৩০	৫৯৮
ক্ষুধা/ভীতির পোশাক আস্বাদন (নেয়ামত অস্বীকার করায়)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
ছোট শাস্তি (জাহান্নামের শাস্তির পূর্বে দুনিয়ার ছোট শাস্তি আস্বাদন করা)	৩২-সাজ্‌দা	২১	৮৩১
ঠান্ডা ও পানীয় আস্বাদন করবে না (সীমালঙ্ঘনকারীরা)	৭৮-নাবা	২৪	১০০১
দয়া (আল্লাহর দয়া আস্বাদন করার পরও কিয়ামত অস্বীকার করে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫০	৮৯০
দয়া (আল্লাহ মানুষকে তার দয়া আস্বাদন করালে সে উৎফুল্ল হয়)	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
দয়া আস্বাদন করানোর পর তা প্রত্যাহার করলে মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়	১১-হূদ	৯	৬৬৬
দয়া আস্বাদন করালে মানুষ উৎফুল্ল হয়	৩০-রূম	৩৬	৮২৪
দয়া আস্বাদন করালে শিরক করে (একদল মানুষ)	৩০-রূম	৩৩	৮২৪
দয়া আস্বাদনের জন্য সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ	৩০-রূম	৪৬	৮২৫
দয়া আস্বাদনের পর মুশরিকরা ষড়যন্ত্র করে...	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
নিয়ামত আস্বাদন করালে মানুষ অহঙ্কারী/উৎফুল্ল হয়	১১-হূদ	১০	৬৬৬
ভীতির পোশাক/ক্ষুধা আস্বাদন (নেয়ামত অস্বীকার করায়)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২

শব্দ বিষয়বস্তু	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মন্দ পরিণতি আস্বাদন (আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায়)	১৬-নাহ্ল	৯৪	৭১১
মানুষকে আস্বাদন করাবেন আল্লাহ কৃতকর্মের কিছু অংশ	৩০-রূম	৪১	৮২৫
মানুষকে দয়া আস্বাদন করিয়ে তা প্রত্যাহার করলে সে অকৃতজ্ঞ হয়	১১-হূদ	৯	৬৬৬
মানুষকে নিয়ামত আস্বাদন করালে সে অহঙ্কারী/উৎফুল্ল হয়	১১-হূদ	১০	৬৬৬
মৃত্যু আস্বাদন করবে না মুত্তাকীরা (জান্নাতে)	৪৪-দুখান	৫৬	৯০৪
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন(আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায়)	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
শক্তি আস্বাদন করাতে সক্ষম (মানুষের এক দলকে অপরের)	৬-আন্'আম	৬৫	৬০২
শাস্তি (কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ কাফিরদেরকে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫০	৮৯০
শাস্তি (প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করবে ইহুদীরা)	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
শাস্তি আস্বাদন (আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর,প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি)	২২-হাজ্জ	৯	৭৫৯
শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে জালিমদের (কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	৫২	৬৫৯
শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে কুফরির কারণে	৮-আনফাল	৩৫	৬৩৫
শাস্তি আস্বাদন করতে বলবেন আল্লাহ জালিমদেরকে...	৩৪-সাবা	৪২	৮৪৪
শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে কাফিরদেরকে (প্রজ্জ্বলিত আগুনের)	৮-আনফাল	৫০	৬৩৭
শাস্তি আস্বাদন করবে (যারা ঈমানের পর কুফরী করেছে)	৩-আলে ইমরান	১০৬	৫৪৬
শাস্তি আস্বাদন করানো হবে (মিথ্যারটনাকারীর কুফরীর জন্য)	১০-ইউনুস	৭০	৬৬১
শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ জালিমকে	২৫-ফুরকান	১৯	৭৮৩
শাস্তি আস্বাদন করাবেন (নির্দেশ থেকে বিচ্যুত জিনকে)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ কাফিরদেরকে (কৃতকর্মের জন্য)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৭	৮৮৮
শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে (আদ জাতিকে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৬	৮৮৭
শাস্তি আস্বাদন (কাফিরের প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন)	২২-হাজ্জ	২২	৭৬০
শাস্তি আস্বাদন কাফিরদের (জাহান্নামে)	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
শাস্তি আস্বাদন (কাফিররা কিয়ামতের সাক্ষাতকে ভুলে যাওয়ায়)	৩২-সাজ্‌দা	১৪	৮৩১
শাস্তি আস্বাদন (কুফরী করার কারণে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩৪	৯১১
শাস্তি আস্বাদন (জালিমদের ইহকালের অর্জিত পাপ এর)	৩৯-যুমার	২৪	৮৭৩
শাস্তি আস্বাদনের নির্দেশ, কাফিরদেরকে	৮-আনফাল	১৪	৬৩৩
শাস্তি ও সতর্কীকরণ আস্বাদনের নির্দেশ (লূত সম্প্রদায়কে)	৫৪-কামার	৩৯	৯৩৮
শাস্তি ও সতর্কীকরণ আস্বাদন করার নির্দেশ (লূত সম্প্রদায়কে)	৫৪-কামার	৩৬	৯৩৭
শাস্তি (কাফিরদের কাজের ফলে শাস্তি আস্বাদন প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৫৫	৮২০
শাস্তি (কাফিরদেরকে সেই শাস্তি আস্বাদন করাবেন যা তারা...)	৫১-যারিয়াত	১৪	৯২৫
শাস্তি (কিয়ামতের সাক্ষাতকে ভুলে থাকায় কাফিরের স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন)	৩২-সাজ্‌দা	১৪	৮৩১
শাস্তি (কুরআন অস্বীকারে শাস্তি আস্বাদন করেনি কাফিররা)	৩৮-সোয়াদ	৮	৮৬৬
শাস্তি (দ্বিগুণ শাস্তি দিতেন আল্লাহ রাসূল স. কে, পদস্খলন ঘটলে)	১৭-ইস্রা	৭৫	৭২০
শাস্তি (পাপাচারীকে আগুনের শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে)	৩২-সাজ্‌দা	২০	৮৩১
সঞ্চয় আস্বাদন করতে বলা হবে কিয়ামতে তাদেরকে যারা...	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩
স্পর্শ (সাকারের স্পর্শ আস্বাদন করানো হবে, অপরাধীদেরকে)	৫৪-কামার	৪৮	৯৩৮
আহকাফ			
আহ্‌কাফ উপত্যকায় নিজ সম্প্রদায়কে হূদ আ. সতর্ক করেছেন...	৪৬-আহ্‌কাফ	২১	৯১০
আহ্বান			
অন্যের বোঝা বহনের আহবান করা হলে কেউ রাজি হবেনা	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
অবিশ্বাসীদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হচ্ছে...	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৪	৮৮৯
আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে প্রত্যেক উম্মতকে (কিয়ামতে)	৪৫-জাছিয়া	২৮	৯০৭
আল্লাহ আহ্বান করেন (শান্তির আবাসের দিকে)	১০-ইউনুস	২৫	৬৫৬
আল্লাহ ও রাসূল স. যখন আহ্বান করে এমন কিছুর দিকে যা...	৮-আনফাল	২৪	৬৩৪
আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আহ্বান করে (ইবরাহীমের পিতা)	১৯-মারইয়াম	৪৮	৭৩৭
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আহ্বান করা (তাদেরকে যারা সাড়া দেয় না)	১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯
আল্লাহর দিকে আহ্বান করাই উত্তম কথা	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৩	৮৮৮
আল্লাহর দিকে আহ্বান করা হলে মু'মিনরা বলবে...	২৪-নূর	৫১	৭৭৯
আহলেকিতাব/মুশরিকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বানের নির্দেশ	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
আহলে কিতাবদেরকে সমতার একটি বাণীর দিকে আহ্বান	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
আহ্বানকারীর আহ্বানে আল্লাহ সাড়া দেন	২-বাক্বারা	১৮৬	৫২০
আহ্বানকারীর আহ্বানের (কিয়ামতের) অপেক্ষা করার নির্দেশ	৫৪-কামার	৬	৯৩৬
ইউসুফকে নারীরা যে দিকে আহ্বান করছে তার চেয়ে...	১২-ইউসুফ	৩৩	৬৭৯
ইবরাহীম আ. আহ্বান করে তার প্রতিপালককে...	১৯-মারইয়াম	৪৮	৭৩৭
ইসলামের দিকে আহ্বান করা হলে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা...	৬১-সাফ্‌ফ	৭	৯৬০
ঈমানের প্রতি আহ্বান করলে কাফিররা অস্বীকার করে	৪০-মু'মিন	১০	৮৭৮
ঈমানের দিকে আহ্বান শুনেছে মুমিনগণ	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আহ্বান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
এমন ব্যক্তির দিকে আহ্বান যে আহ্বানযোগ্য নয়...	৪০-মু'মিন	৪৩	৮৮১
কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এমন একটি দল থাকা উচিত	৩-আলে ইমরান	১০৪	৫৪৬
কাফিরদের আহ্বান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়	১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯
কিতাবের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল যখন...	৩-আলে ইমরান	২৩	৫৩৮
কুরআনের প্রতি আহ্বান থেকে মুশরিকদের হৃদয় আচ্ছাদিত	৪১-ফুস্সিলাত	৫	৮৮৬
জাহান্নামের প্রহরীদের আল্লাহ্ আহ্বান করবেন (মিথ্যাচারীর জন্য)	৯৬-আলাক	১৮	১০২৮
দিনে ও রাতে সম্প্রদায়কে নূহ আ. আহ্বান করেছিল	৭১-নূহ্	৫	৯৮৪
ধ্বংস আহ্বান করবে কাফিররা কিয়ামতে (অনেকবার...)	২৫-ফুরকান	১৪	৭৮৩
ধ্বংস আহ্বান করার নির্দেশ (কাফিরদেরকে)	২৫-ফুরকান	১৪	৭৮৩
ধ্বংস (মৃত্যু) আহ্বান করবে (কিয়ামত অস্বীকারকারীরা)	২৫-ফুরকান	১৩	৭৮৩
ধ্বংস (মৃত্যু আহ্বান করবে সে, যার আমলনামা...	৮৪-ইন্শিকাক্	১১	১০১৩
নূহের সম্প্রদায়কে আহ্বান (রাত-দিন...)	৭১-নূহ্	৫	৯৮৪
নূহের আহবানে আল্লাহর সাড়া দান(সংকট থেকে উদ্ধার প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৭৬	৭৫৫
নূহের আহ্বান (নূহ আ. সম্প্রদায়কে প্রকাশ্যে আহ্বান করেন)	৭১-নূহ্	৮	৯৮৪
নূহের আহ্বান সম্প্রদায়ের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছিল	৭১-নূহ্	৬	৯৮৪
নূহের আহ্বান (সম্প্রদায়ের অহঙ্কার ও পাপ প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	৭	৯৮৪
প্রতিপালকের কাছে মূসাকে আহবানের অনুরোধ(ভূমিজ দ্রব্য প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
প্রতিপালককে আহ্বান করতে মূসাকে অনুরোধ (গরু জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৯	৫০৮
প্রতিপালককে আহ্বান করতে মূসাকে অনুরোধ (গরু জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭০	৫০৮
প্রতিপালককে আহ্বান করে মূসা আ. বলল- 'এরা অপরাধী সম্প্রদায়'	৪৪-দুখান	২২	৯০৩
প্রতিপালককে আহ্বান করবে ইবরাহীম...	১৯-মারইয়াম	৪৮	৭৩৭
প্রতিপালককে আহ্বান করতে মূসাকে অনুরোধ (গরু জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৮	৫০৮
প্রকাশ্যে আহ্বান করেন নূহ আ. (সম্প্রদায়কে)	৭১-নূহ্	৮	৯৮৪
প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	২৮-কাসাস	৮৭	৮১৫
প্রতিপালকের দিকে আহবানের নির্দেশ (মুহাম্মাদ সা.কে)	২২-হাজ্জ	৬৭	৭৬৪
মানুষকে আহ্বান করবেন আল্লাহ্ (যমীন থেকে বের হওয়ার জন্য)	৩০-রূম	২৫	৮২৩
মারইয়ামকে আহ্বান করল ফেরেশতা (জিবরাঈল)	১৯-মারইয়াম	২৪	৭৩৫
মু'মিনদের আহ্বানের ন্যায় গণ্য করা যাবে না রাসূল স. এর আহ্বানকে	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
মুশরিকদেরকে আহবান (রাসূল স. এর)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
মুশরিকরা যাদেরকে আহ্বান করত তারা উধাও হয়ে যাবে কিয়ামতে	৪১-ফুস্সিলাত	৪৮	৮৯০
মূসাকে আহ্বান করেছিলেন আল্লাহ্ (তুর পর্বতের ডান দিক থেকে)	১৯-মারইয়াম	৫২	৭৩৭
মূসাকে আহ্বানকালে রাসূল স. উপস্থিত ছিলেন না	২৮-কাসাস	৪৬	৮১২
রাতে ও দিনে সম্প্রদায়কে নূহ আ. আহ্বান করেছিল	৭১-নূহ্	৫	৯৮৪
রাসূল স. আহ্বান করছেন (আল্লাহর ইবাদাত করতে ও...)	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
রাসূল স. আহ্বান করছেন আল্লাহর দিকে নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে	১২-ইউসুফ	১০৮	৬৮৭
রাসূল স. আহ্বান করছিলেন মুমিনদেরকে (উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
রাসূল স. এর আহবান (মুশরিকদেরকে)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
রাসূল স. এর আহ্বানকে মু'মিনদের আহ্বানের ন্যায় গণ্য না করা	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
রাসূল স. এর আহ্বান (প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনার জন্য)	৫৭-হাদীদ	৮	৯৪৮
রাসূল স. আহ্বান করেন কাফিরদেরকে, সরল পথের দিকে	২৩-মু'মিনূন	৭৩	৭৭০
শয়তানের আহবান (জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে...)	৩১-লুকমান	২১	৮২৮
শয়তান আহ্বান করে দলবলকে (জাহান্নামী হওয়ার জন্য)	৩৫-ফাতির	৬	৮৪৬
শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন (আল্লাহ)	১০-ইউনুস	২৫	৬৫৬
শোনানো (বধিরকে আহ্বান শোনাতে পারবে না রাসূল)	৩০-রূম	৫২	৮২৬
শোনানো (মৃত ও বধিরকে আহবান শোনানো যায় না)	২৭-নামল	৮০	৮০৬
শোনা (বধিরকে সতর্ক করা হলে আহ্বান শোনে না)	২১-আম্বিয়া	৪৫	৭৫৩
সঙ্গী-সাথীকে (মিথ্যাচারী/অপরাধী সঙ্গী-সাথীকে আহবান করুক!)	৯৬-আলাক	১৭	১০২৮
সঙ্গীকে (ছামুদ সম্প্রদায় তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল...)	৫৪-কামার	২৯	৯৩৭
সৎকর্মশীল মুমিনদের আহবানে আল্লাহ সাড়া দেন	৪২-শূরা	২৬	৮৯৩
সত্যের আহ্বান আল্লাহর জন্যই	১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯
সন্ধির দিকে আহ্বান না করা (কাফিরদেরকে)..	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৫	৯১৫
সম্প্রদায়কে নূহের আহ্বান (রাত-দিন...)	৭১-নূহ্	৫	৯৮৪
সহযোগীদের আহবান (কুরআনের অনুরূপ সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ)	২-বাক্বারা	২৩	৫০৩
সাড়া (আহ্বানে সাড়া দেন আল্লাহ, আহ্বানকারীর আহ্বানে)	২-বাক্বারা	১৮৬	৫২০
সালিহ আ. তার জাতির আশাস্থল ছিলেন (ছামূদ জাতির উক্তি)	১১-হূদ	৬২	৬৭১
সিজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে (অপরাধীদেরকে)	৬৮-ক্বালাম	৪২	৯৭৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সিজদার জন্য আহ্বান করা হত অপরাধীদেরকে সুস্থ অবস্থায়...	৬৮-ক্বালাম	৪৩	৯৭৭
আহ্বানকারী			
অনুসরণ (হাশরের ময়দানে সবাই আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে)	২০-ত্বা-হা	১০৮	৭৪৮
আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে জ্বিনদের সাড়া দেয়া প্রসঙ্গ	৪৬-আহ্কাফ	৩১	৯১১
আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া না দেয়া (জ্বিনদের প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	৩২	৯১১
আহবান শুনেছে মুমিনগণ (আহ্বানকারী রাসূল স. এর)	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫
আহবান (ভয়াবহ পরিণামের দিকে আহ্বান করা হবে কিয়ামতে...)	৫৪-কামার	৬	৯৩৬
আহ্বান (আহ্বানকারীর আহ্বানে আল্লাহ সাড়া দেন)	২-বাক্বারা	১৮৬	৫২০
কাফিররা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়ে আসবে (কিয়ামতে)	৫৪-কামার	৮	৯৩৬
নবী আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী	৩৩-আহযাব	৪৬	৮৩৭
আহ্বানযোগ্য			
দুনিয়া ও আখিরাতে আহ্বানযোগ্য নয় যে ব্যক্তি	৪০-মু'মিন	৪৩	৮৮১
আহমাদ (আরো দেখুন মুহাম্মদ শব্দটি)			
রাসূল স. এর নাম হবে আহমাদ (ঈসার পরবর্তী রাসূল স. এর নাম)	৬১-সাফ্ফ	৬	৯৬০
আহরণ (আরো দেখুন সংগ্রহ শব্দটি)			
অলংকার (মনি-মুক্তা) আহরণ করে মানুষ সমুদ্র থেকে	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
অলঙ্কার (সমুদ্র থেকে অলঙ্কার/মুক্তা আহরণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
সমুদ্র থেকে অলঙ্কার/মুক্তা আহরণ প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
আহলে কিতাব (আরো দেখুন কিতাবপ্রাপ্ত/কিতারধারী শব্দটি)			
অবিশ্বাস করে আহলি কিতাবরা আল্লাহর আয়াত	৩-আলে ইমরান	৭০	৫৪২
অবিশ্বাস করে আহলে কিতাবরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী	৩-আলে ইমরান	৯৮	৫৪৫
অবিশ্বাস করেছিল (আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফির তারা...)	৯৮-বায়্যিনাহ্	১	১০২৯
আকাঙ্ক্ষা (আহলে কিতাবের আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৩	৫৭২
আমানত ফেরত দেয়ার লোক রয়েছে আহলে কিতাবদের মাঝে	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
আহ্বান (আহলেকিতাবদেরকে, একটি বাক্যের দিকে যা সমান...)	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
ইবরাহীমের ব্যাপারে আহলে কিতাবদের বিতর্ক	৩-আলে ইমরান	৬৫	৫৪২
ঈমান আনত যদি আহলে কিতাবগণ	৫-মায়িদা	৬৫	৫৮৮
ঈমান (আহলে কিতাবদের যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে)	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
ঈমান (আহলে কিতাবরা ঈমান আনলে তাদের জন্য ভাল হত)	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
ঈমান (ঈসার উপর আহলে কিতাবের ঈমান আনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৯	৫৭৭
কামনা (কাফির আহলেকিতাব মুমিনদের কল্যাণ কামনা করেনা)	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
কামনা (আহলে কিতাবদের কামনা, মুমিনদেরকে কাফির বানানোর)	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
কামনা (আহলে কিতাবদের একদল কামনা করে যদি...)	৩-আলে ইমরান	৬৯	৫৪২
কাফির (আহলে কিতাবদের যারা কাফির তাদেরকে মুনাফিকরা বলে)	৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
কাফির (আহলে কিতাবদের কাফিরদেরকে বের করে দেয়া)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
কাফির (আহলে কিতাবের কাফিররা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
চাওয়া (আহলে কিতাব আকাশ থেকে অবতীর্ণ লিখিত কিতাব চায়)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
জানতে পারে যেন আহলে কিতাব...	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
তাওরাত ও ইনজীল কায়েম না করলে আহলে কিতাবদের	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
দল (আহলে কিতাবদের একদল সকালে বিশ্বাস করে বিকালে...)	৩-আলে ইমরান	৭২	৫৪২
নিকৃষ্টতম! (আহলে কিতাবের কাফির/মুশরিকরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
নিক্ষেপ (আহলেকিতাব কর্তৃক আল্লাহর কিতাব পিছনে নিক্ষেপ)	২-বাক্বারা	১০১	৫১১
প্রতিশোধ নিচ্ছে আহলে কিতাবরা (ঈমান আনার কারণে)	৫-মায়িদা	৫৯	৫৮৭
বাড়াবাড়ি (আহলে কিতাবকে দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
বাড়াবাড়ি (আহলে কিতাবদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি...)	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
বিভক্তি (সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই আহলে কিতাব বিভক্ত হয়!)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৪	১০২৯
বিতর্ক (আহলে কিতাবদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা)	২৯-আনকাবূত	৪৬	৮২০
বিরত রাখছে আহলে কিতাবরা, আল্লাহর পথ থেকে (ঈমানদারকে)	৩-আলে ইমরান	৯৯	৫৪৫
মিশ্রিত করে আহলে কিতাবরা সত্যকে মিথ্যার সাথে	৩-আলে ইমরান	৭১	৫৪২
মুশরিক (আহলে কিতাবের মুশরিকরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
রাসূল স. এসেছেন আহলে কিতাবদের নিকট (রাসূলগণের বিরতির পর)	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
সত্যায়নকারী (কুরআন আহলে কিতাবদের কিতাবের সত্যায়নকারী)	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
সমান নয় আহলে কিতাবরা সকলে	৩-আলে ইমরান	১১৩	৫৪৭
সাহায্য (খন্দকে শত্রুকে সাহায্যকারী আহলে কিতাবদের প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৬	৮৩৫
আহা			
কারুনকে দেখে বলত আহা! (যারা দুনিয়ার জীবন চাইত)	২৮-কাসাস	৭৯	৮১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আহার করা/করানো (আরো দেখুন খাওয়া/খাওয়ানো শব্দটি)			
অভাবগ্রস্তকে কুরবানীর পশুর গোশত আহার করানো	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
আদম-হাওয়ার নিষিদ্ধ ফল আহার করা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১২১	৭৪৮
আল্লাহকে আহার করানো হয়না	৬-আন্'আম	১৪	৫৯৭
আল্লাহ সবাইকে আহার করান	৬-আন্'আম	১৪	৫৯৭
আহলে কিতাবরা আহার করত উপর ও নিচ থেকে যদি...	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
ইচ্ছেমতো আহারের অনুমতি (বনী ইসরাঈলকে)	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
উদ্ভিদ (ভূমিজাত উদ্ভিদ গবাদিপশু/মানুষ আহার করে)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
একত্রে আহার করাতে কোন দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
কুরবানীর পশুর গোশত অভাবগ্রস্তকে/বিনয়ী ভিক্ষাপ্রার্থীকে আহার করানো	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
কুরবানীর পশুর গোশত কুরবানীদাতার আহার করা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
খাদ্য আহার করে রাসূল স. (কাফিরদের বিস্ময়)	২৫-ফুরকান	৭	৭৮২
গবাদিপশু থেকে (গোশত) আহার করে মানুষ	২৩-মু'মিনূন	২১	৭৬৭
গবাদিপশু ও মানুষ আহার করে (ভূমিজাত উদ্ভিদ)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
গবাদিপশু (কিছু সংখ্যক পশু মানুষ আহার করে)	৩৬-ইয়াসীন	৭২	৮৫৬
গবাদি পশুতে আল্লাহ আহারের ব্যবস্থা করেছেন(মানুষের জন্য)	১৬-নাহ্‌ল	৫	৭০৩
গরীব/ফকীর ও দুঃস্থ কে আহার করানোর নির্দেশ	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
চতুষ্পদ জন্তু রিযিক হিসাবে আহার (হজ্জের সময়)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
তৃপ্তির সাথে আহার ও পান করতে বলা হবে জান্নাতীদের	৬৯-হাক্বাহ্	২৪	৯৭৯
তৃপ্তির সাথে আহার, জান্নাতে (মুত্তাকীদের কাজের পুরস্কার)	৫২-তূর	১৯	৯৩০
তৃপ্তির সাথে পান করবে মুত্তাকীরা (জান্নাতে)	৭৭-মুরসালাত	৪৩	৯৯৯
দোষ নেই আহার করাতে (নিজেদের ঘরে)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
নিদর্শন (মানুষের আহারে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন আছে)	২০-ত্বা-হা	৫৪	৭৪৪
পবিত্র রিযিক(মান্না-সালওয়া) আহারের নির্দেশ, বনী ইসরাঈলকে	২-বাক্বারা	৫৭	৫০৬
পবিত্র রিযিক আহার করার নির্দেশ (ঈমানদারদেরকে)	২-বাক্বারা	১৭২	৫১৯
পবিত্র রিযিক আহারের নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	২০-তা-হা	৮১	৭৪৬
পবিত্রবস্তু আহার করার নির্দেশ (আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
ফলমূল (বাগানের ফলমূল আহার করে মানুষ)	২৩-মু'মিনূন	১৯	৭৬৭
ফলফলাদি আহারের জন্য বাগান বানান আল্লাহ..	৩৬-ইয়াসীন	৩৫	৮৫৩
বনী আদমকে আহার করার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	৩১	৬১৫
বিনয়ী ভিক্ষাপ্রার্থীকে কুরবানীর পশুর গোশত আহার করানো	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
মরিয়মকে আহার করার নির্দেশ (টাটকা খেজুর)	১৯-মারইয়াম	২৬	৭৩৫
মানুষ ও গবাদিপশু আহার করে (ভূমিজাত উদ্ভিদ)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
মানুষ যা আহার করে ঈসা আ. তা জানিয়ে দেন	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
যাক্কুম গাছ পথভ্রষ্ট অস্বীকারকারীরা আহার করবে	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫২	৯৪৫
যাক্কুম বৃক্ষ আহার করবে জালিমরা	৩৭-সাফফাত	৬৬	৮৬০
রাসূলগণের প্রতি আহার করার নির্দেশ (পবিত্রবস্তু থেকে)	২৩-মু'মিনূন	৫১	৭৬৯
রিযিক (আল্লাহর দেয়া হালাল/পবিত্র রিযিক আহার ও কৃতজ্ঞতা...)	১৬-নাহ্‌ল	১১৪	৭১২
রিযিক (বনীইসরাঈলকে আল্লাহর রিযিক আহারের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
রোযায় আহার করা যাবে, ফজরের সাদা রেখা স্পষ্ট...	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
শস্যদানা (মৃত ভূমি থেকে উৎপন্ন শস্য আহার করে কাফির..)	৩৬-ইয়াসীন	৩৩	৮৫৩
সমুদ্রে মানুষের জন্য আহার (তাজা গোশত/মাছ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১৪	৭০৪
সামান্য আহার ও ভোগ (অপরাধীদের জন্য , দুনিয়ায়)	৭৭-মুরসালাত	৪৬	৯৯৯
স্বাচ্ছন্দ্যে আহার(বনী ইসরাঈলের জনপদে প্রবেশ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৮	৫০৬
স্বাচ্ছন্দ্যে আহারের অনুমতি (জান্নাতে আদম আ. ও হাওয়াকে)	২-বাক্বারা	৩৫	৫০৫
হজ্জের সময় চতুষ্পদ জন্তু আহার করা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
হালাল ও পবিত্রবস্তু আহার করার নির্দেশ (মানুষকে)	২-বাক্বারা	১৬৮	৫১৮
হালাল/পবিত্র রিযিক আহার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ...	১৬-নাহ্‌ল	১১৪	৭১২
আহারকারী			
আহারকারীদের জন্য তরকারির উপাদান যায়তুন বৃক্ষে...	২৩-মু'মিনূন	২০	৭৬৭
ইউনুস (আরো দেখুন যুন-নূন শব্দটি)			
উদ্ধার (আল্লাহ ইউনুসকে দুশ্চিন্তা/মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন)	২১-আম্বিয়া	৮৮	৭৫৬
ওহী করা (আল্লাহ ইউনুসকে ওহী করেছেন)	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
ক্রুদ্ধ হওয়া (ইউনুস ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জনপদ থেকে চলে যাওয়া)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
চলে যাওয়া(ইউনুস ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জনপদ থেকে চলে যাওয়া)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
ধারণা, ইউনুসের (রাগ করে দেশত্যাগের জন্য শাস্তি না দেয়ার ধারণা)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মর্যাদা দান (ইউনুসকে জগতের উপর মর্যাদা দান করা হয়)	৬-আন্'আম	৮৬	৬০৪
রাসূলদের একজন ছিলেন ইউনুস আ.	৩৭-সাফফাত	১৩৯	৮৬৩
সম্প্রদায় (ঈমানের কারণে ইউনুসের সম্প্রদায়ের শাস্তি দূর)	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
ইউনুসের দোয়া			
তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, পবিত্র তুমি, নিশ্চয় আমি জালিমদের	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
ইউসুফ			
অবহেলা (ইউসুফকে অবহেলা করেছিল তার ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
উপেক্ষা করতে বলল আযীয ইউসুফকে (স্ত্রী ও ইউসুফের ঘটনাটি)	১২-ইউসুফ	২৯	৬৭৯
আচরণ (ইউসুফের সাথে ভাইদের আচরণ)	১২-ইউসুফ	৮৯	৬৮৫
ইয়াকুবের আফসোস (ইউসুফের জন্য)	১২-ইউসুফ	৮৪	৬৮৫
এসেছিলেন (স্পষ্ট প্রমাণসহ ইউসুফ আ. এসেছিলেন)	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
কৌশল করলেন আল্লাহ (ইউসুফের জন্য)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
গোপন রাখল ইউসুফ আ. তার মনে (প্রকৃত ব্যাপারটি...)	১২-ইউসুফ	৭৭	৬৮৪
ঘ্রাণ (ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছেন পিতা ইয়াকুব)	১২-ইউসুফ	৯৪	৬৮৫
নিদর্শন (ইউসুফ আ. ও তার ভাইদের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে...)	১২-ইউসুফ	৭	৬৭৭
পিতাকে বললেন ইউসুফ আ. (স্বপ্ন প্রসঙ্গে)	১২-ইউসুফ	৪	৬৭৭
প্ররোচনা (ইউসুফকে প্ররোচনা দিয়েছিল নারীরা)	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
প্রতিষ্ঠিত (ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলেন আল্লাহ যমীনে)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
প্রতিষ্ঠিত (ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলেন আল্লাহ মিসরে)	১২-ইউসুফ	৫৬	৬৮২
প্রবেশ (ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল তার পিতামাতা ও ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৯৯	৬৮৬
প্রবেশ (ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল ইউসুফের ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৬৯	৬৮৩
প্রিয় (ইউসুফ আ. ও তার ভাই পিতার নিকট বেশি প্রিয়, অন্যদের চেয়ে)	১২-ইউসুফ	৮	৬৭৭
ভাইদের জিজ্ঞাসা ইউসুফকে- তুমিই কি ইউসুফ?'	১২-ইউসুফ	৯০	৬৮৫
ভাইদের প্রশ্নের জবাব-'আমি ইউসুফ আ. এবং এই আমার ভাই'	১২-ইউসুফ	৯০	৬৮৫
ভাই (ইউসুফ আ. ও তার ভাইয়ের সন্ধান করতে বলল ইয়াকুব, পুত্রদেরকে)	১২-ইউসুফ	৮৭	৬৮৫
ভাই (ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল)	১২-ইউসুফ	৫৮	৬৮২
ভাইয়েরা ইউসুফের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে জানাল পিতাকে	১২-ইউসুফ	১১	৬৭৭
মনোনীত (ইউসুফকে মনোনীত করবেন প্রতিপালক)	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
রেখে গেল (ইউসুফকে রেখে দৌড় প্রতিযোগিতায় গেল ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	১৭	৬৭৮
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ ইউসুফকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
সত্যবাদী ইউসুফকে বলল (কারাগার থেকে মুক্ত ব্যক্তি)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
সাথে (ইউসুফের সাথে দুই যুবক কারাগারে প্রবেশ করল)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
স্মরণ (ইউসুফকে স্মরণ করতেই থাকবে ইয়াকুব)	১২-ইউসুফ	৮৫	৬৮৫
হত্যা (ইউসুফকে হত্যা করতে নিষেধ করল, ভাইদের একজন)	১২-ইউসুফ	১০	৬৭৭
হত্যা (ইউসুফকে হত্যার ব্যাপারে ভাইদের মতামত)	১২-ইউসুফ	৯	৬৭৭
ইঙ্গিত (আরো দেখুন ইশারা শব্দটি)			
কুরআন শিক্ষাদানকারী হিসাবে মুশরিকরা যার দিকে ইঙ্গিত করে...	১৬-নাহ্‌ল	১০৩	৭১১
প্রস্তাব (ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়ায় অপরাধ নেই...)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
ইচ্ছা (আরো দেখুন চাওয়া শব্দটি)			
আকাশ ও পৃথিবীকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আসতে বললেন আল্লাহ	৪১-ফুস্‌সিলাত	১১	৮৮৬
আত্মসমর্পণ করেছে সবকিছু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, আল্লাহর নিকট	৩-আলে ইমরান	৮৩	৫৪৪
আদম-হাওয়ার ইচ্ছামত আহার করার অনুমতি, জান্নাতে	২-বাক্বারা	৩৫	৫০৫
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (কাউকে হিকমত দান আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	২-বাক্বারা	২৬৯	৫৩২
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (ওহীসহ ফেরেশতা প্রেরণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	২	৭০৩
আল্লাহ ইচ্ছা করলে অপরাধের শাস্তি দিতে পারেন	৭-আ'রাফ	১০০	৬২২
আল্লাহ ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ করতেন	২৬-শু'আরা	৪	৭৮৮
আল্লাহ ইচ্ছা করলে আকাশ-পৃথিবী ও সকলকে একত্র করতে সক্ষম	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
আল্লাহ ইচ্ছা করলেই কাফিরদের থেকে বদলা নিতে পারেন	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুশরিকরা শরীক করত না!	৬-আন্'আম	১০৭	৬০৬
আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুশরিকরা সন্তান হত্যা করত না	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
আল্লাহ রিযিক দান করেন যাকে ইচ্ছা	৪২-শূরা	১৯	৮৯২
আল্লাহর ইচ্ছায় (ধৈর্যশীল থাকবেন মূসা, খিজিরের সাথে)	১৮-কাহ্‌ফ	৬৯	৭৩০
আল্লাহর ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন)	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মু'মিনদের ক্ষতি করতে সক্ষম নয় মুনাফিকরা	৫৮-মুজাদালা	১০	৯৫৩
আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি কোন বান্দাকে অনুগ্রহ করেন	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
আল্লাহর ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে এক উম্মতভুক্ত করতেন)	৪২-শূরা	৮	৮৯১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইচ্ছা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহর ইচ্ছা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে আয়াত দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দিতেন)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
আল্লাহর ইচ্ছা (আল্লাহ কোন কিছুর ইচ্ছা করলে বলেন,'হও')	১৬-নাহ্ল	৪০	৭০৬
আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা (বৃষ্টি আপতিত করেন)	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন	৩০-রূম	৫৪	৮২৬
আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন...	৩-আলে ইমরান	৪০	৫৪০
আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন	৮৫-বুরূজ	১৬	১০১৬
আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া রাসূল স. কিছু ভুলে যাবেন না	৮৭-আ'লা	৭	১০১৮
আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন	৩-আলে ইমরান	৪৭	৫৪০
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে অনুগ্রহ দান করেন	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান	৭৬-দাহ্র	৩১	৯৯৬
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তিদান করেন	৩-আলে ইমরান	১২৯	৫৪৮
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন	৫-মায়িদা	৪০	৫৮৫
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শিলাবৃষ্টি দ্বারা আঘাত করেন	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন	১০-ইউনুস	২৫	৬৫৬
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন	২৪-নূর	৪৬	৭৭৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিকপথে রাখেন	৬-আন্'আম	৩৯	৫৯৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন	২-বাক্বারা	১৪২	৫১৬
আল্লাহ যা ইচ্ছা এবং যাকে ইচ্ছা দুনিয়াতেই নগদ দান করেন	১৭-ইস্রা	১৮	৭১৫
আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন দাউদ আ. কে শিক্ষা দিলেন	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন ওহীবাহক তাই ওহী করেন	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয় (দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্র.)	১৮-কাহ্ফ	৩৯	৭২৭
আল্লাহর ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করেন)	১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
আল্লাহর ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন)	১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
আল্লাহর ইচ্ছা(আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	২২-হাজ্জ	১৬	৭৫৯
আল্লাহর ইচ্ছা(আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া সবাই ভীত হবে)	২৭-নামল	৮৭	৮০৭
আল্লাহর ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান)	৪২-শূরা	৮	৮৯১
আল্লাহর ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান বহুগুণে বৃদ্ধি করেন)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
আল্লাহর ইচ্ছা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দ্বারা আঘাত করেন,	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
আল্লাহর ইচ্ছা (কোন কিছু নিশ্চিহ্ন করা বা সুদৃঢ় করা)	১৩-রা'দ	৩৯	৬৯২
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ঈমান আনার সাধ্য কারো নেই	১০-ইউনুস	১০০	৬৬৩
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া উপদেশ গ্রহণ করবে না (অপরাধীরা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫৬	৯৯২
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না	৬৪-তাগাবুন	১১	৯৬৭
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ক্ষতি করতে পারে না (জাদুকর)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া জ্ঞান আয়ত্ত করা সম্ভব নয়	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মানুষ ইচ্ছা করে না	৭৬-দাহ্র	৩০	৯৯৬
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মানুষ কোন ইচ্ছা করে না	৮১-তাকভীর	২৯	১০০৯
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মৃত্যুবরণ করতে পারে না কোন ব্যক্তি	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই করেন...(ঈমান প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
আল্লাহর যা ইচ্ছা তিনি সৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি করেন	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
আল্লাহ ইচ্ছা করলে সতর্ককারী পাঠাতেন প্রত্যেক জনপদে	২৫-ফুরকান	৫১	৭৮৬
আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সঠিকপথের উপর একত্র করতেন	৬-আন্'আম	৩৫	৫৯৯
আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সঠিকপথ প্রদর্শন করতেন!	১৬-নাহ্ল	৯	৭০৩
আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সঠিকপথ প্রদর্শন করতেন	৬-আন্'আম	১৪৯	৬১১
আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে পথ নির্দেশনা দান করতেন	৩২-সাজ্দা	১৩	৮৩১
আল্লাহ ইচ্ছা করে যাকে অনুমতি দিবেন (সুপারিশ প্রসঙ্গ)	৫৩-নাজম	২৬	৯৩৩
আল্লাহ ইচ্ছা না করলে ইউসুফ আ. ভাইকে নিজের কাছে রাখতে পারত না	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
আল্লাহ ইচ্ছানুযায়ী কারো রিযিক প্রসারিত ও পরিমাপ করে দেন	৩৯-যুমার	৫২	৮৭৫
আল্লাহ ইচ্ছানুযায়ী তিনি কাউকে মর্যাদায় উন্নীত করেন	৬-আন্'আম	৮৩	৬০৩
আল্লাহর ইচ্ছায় কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতেন ঈসা	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ ইচ্ছা করলে উত্তম কিছু বানাতে পারেন রাসূল স. এর জন্য	২৫-ফুরকান	১০	৭৮৩
আল্লাহ ইচ্ছা করলে এক উম্মত করতে পারতেন	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
আল্লাহ ইচ্ছা করলে কষ্টে ফেলতে পারতেন (ইয়াতীম প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
আল্লাহ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন .. (কাফিরদের কটূক্তি)	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
আল্লাহ ইচ্ছা করলে নবীর হৃদয়ে মোহর মেরে দিতে পারতেন	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফসল খড়-কুটায় পরিণত করতে পারেন	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬৫	৯৪৬
আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতা প্রেরণ করতেন (নূহসম্প্রদায় বলল)	২৩-মু'মিনূন	২৪	৭৬৭
আল্লাহ ইচ্ছা করলে বনী ইসরাঈল সঠিকপথ পাবে (গাভী প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭০	৫০৮
আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাতাস থামিয়ে দিতে পারেন	৪২-শূরা	৩৩	৮৯৪
আল্লাহ ইচ্ছা করলে বৃষ্টির পানি লবণাক্ত করতে পারেন	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭০	৯৪৬
আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভূমি ধ্বসিয়ে দিতে পারেন (কাফিরদেরসহ)	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে সরিয়ে নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন	১৪-ইবরাহীম	১৯	৬৯৫
আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে মুমিনদের উপর ক্ষমতা দিতেন	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুনাফিকদের দৃষ্টিশক্তি/শ্রবণশক্তি কেড়ে নিতেন	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুমিনদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুশরিকরা শিরক করত না !	৬-আন্'আম	১৪৮	৬১১
আল্লাহ ইচ্ছা করলে রাজত্ব কেড়ে নেন (যার থেকে ইচ্ছা)	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
আল্লাহ ইচ্ছা করলে রাসূল স. কে দেখিয়ে দিতেন মুনাফিকদেরকে	৪৭-মুহাম্মাদ	৩০	৯১৪
আল্লাহ ইচ্ছা করলে শাস্তি দূর করবেন	৬-আন্'আম	৪১	৫৯৯
আল্লাহ ইচ্ছা করলে শিরক করতনা মর্মে মুশরিকের যুক্তি পেশ!	১৬-নাহ্ল	৩৫	৭০৫
আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকলকে এক উম্মতভুক্ত করতেন!	১৬-নাহ্ল	৯৩	৭১১
আল্লাহ ইচ্ছা করলে (সৎকর্মশীল পাবে মূসা আ. কন্যাদ্বয়ের পিতাকে)	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
আল্লাহ কি ইচ্ছা করেছেন, জাহান্নামের প্রহরীর উপমা দিয়ে...	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
আল্লাহ কোন বিষয়ে ইচ্ছা করলে ' হও' বললে হয়ে যায়	৩৬-ইয়াসীন	৮২	৮৫৬
আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতির ইচ্ছা করলে তার কোন রোধকারী নেই	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিয়ে আসবেন শাস্তি (নূহ আ. প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৩৩	৬৬৮
আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় ডাকছেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন ঈমানদারদেরকে	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
আল্লাহর (শিরক ছাড়া অন্য গোনাহের ক্ষমা করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	৪-নিসা	১১৬	৫৭২
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার দয়ার জন্য নির্দিষ্ট করেন	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
আল্লাহর (আল্লাহ যখন ইচ্ছা মানুষকে পুনর্জীবিত করবেন)	৮০-আবাসা	২২	১০০৭
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	১৬-নাহ্ল	৯৩	৭১১
আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে (পরবর্তীরা যুদ্ধে লিপ্ত হত না)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
আল্লাহর ইচছা (আল্লাহ যাকে ইচছা সৎপথ দেখান)	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া রাসূল স. নিজের ভাল-মন্দেরও মালিক নন	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া শু'আইবের সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শে ফেরা সঙ্গত নয়	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সুপারিশ সম্ভব নয়	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন)	১৬-নাহ্ল	৯৩	৭১১
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন)	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন)	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন)	৪-নিসা	৪৯	৫৬৩
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (কুরআনের মাধ্যমে কাউকে হিদায়াত দান)	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (পাপের ক্ষমা আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	৪-নিসা	৪৮	৫৬৩
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করা)	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (মানুষের কষ্ট ও কল্যাণ/অনুগ্রহ প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
আল্লাহর ইচ্ছাধীন(মুনাফিকদের তাওবা কবুল/শাস্তি প্রদান)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (মুশরিকদের ঈমান আনা)	৬-আন্'আম	১১১	৬০৭
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (যাকে ইচ্ছা তাঁর দিকে পরিচালিত করেন)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (রিযিক হ্রাস-বৃদ্ধি প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৬২	৮২১
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (শাস্তি ও দয়া)	২৯-আনকাবূত	২১	৮১৭
আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কন্যা সন্তান দান	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী পুত্র সন্তান দান	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী বান্দার উপর ওহী অবতীর্ণ	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
আল্লাহর ইচ্ছা (পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করার বিষয়ে)	৭-আ'রাফ	১২৮	৬২৩
আল্লাহর ইচ্ছা (ফেরেশতাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৬০	৯০০
আল্লাহর ইচ্ছা (বান্দাদের সঠিকপথ প্রদর্শন করা)	৬-আন্'আম	৮৮	৬০৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইচ্ছা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহর ইচ্ছামত রিযিক নাযিল করা হয় (বান্দাদেরকে)	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
আল্লাহর ইচ্ছা (মানুষের কতককে সরিয়ে অন্যদের আনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৩	৫৭৩
আল্লাহর ইচ্ছা (যাকে ইচ্ছা আল্লাহ অনুগ্রহ দান করেন)	৬২-জুমু'আ	৪	৯৬২
আল্লাহর ইচ্ছায়ই ইহুদীদের খেজুর গাছ কেটেছে মুমিনরা...	৫৯-হাশর	৫	৯৫৫
আল্লাহর ইচ্ছায় ইসমাঈল ধৈর্যধারণ করবে (জবাই প্রসঙ্গে)	৩৭-সাফফাত	১০২	৮৬২
আল্লাহর ইচ্ছায়ই মুমিনরা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল	৩-আলে ইমরান	১৬৬	৫৫২
আল্লাহর ইচ্ছায় কাউকে উদ্ধার ও কাউকে ধ্বংস	২১-আম্বিয়া	৯	৭৫০
আল্লাহর ইচ্ছায় কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরী করেন ঈসা	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
আল্লাহর ইচ্ছায় জরায়ুতে ভ্রূণের অবস্থান(মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
আল্লাহর ইচ্ছায় তালুত বাহিনী জালুত বাহিনীকে পরাজিত করল	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ (ইউসুফের ভাই ও...)	১২-ইউসুফ	৯৯	৬৮৬
আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে মুমিনগণ	৪৮-ফাতহ	২৭	৯১৯
আল্লাহর ইচ্ছায় পাখি হয়ে যেত কাদামাটির তৈরী আকৃতি...	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
আল্লাহর ইচ্ছায় পাখি হয়ে যায় মাটির তৈরী পাখি ঈসা আ. ফুঁ দিলে	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
আল্লাহর ইচ্ছায় বড় দলকে পরাজিত করে ছোট দল	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয়ী হবে এক হাজার মু'মিন দুই হাজার কাফিরের উপর	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের আকৃতি পরিবর্তন...	৭৬-দাহর	২৮	৯৯৬
আল্লাহর ইচ্ছায় মৃতকে জীবিত করেন ঈসা	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
আল্লাহর ইচ্ছায় মৃতকে জীবিত বের করতেন ঈসা	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
আল্লাহর ইচ্ছায় রিযিক প্রসার ও পরিমাপ...	৪২-শূরা	১২	৮৯২
আল্লাহর ইচ্ছার উপর আগামীর সব বিষয় (ইনশাআল্লাহ প্র.)	১৮-কাহ্ফ	২৪	৭২৬
আল্লাহর ইচ্ছা (রাসূল স. এর উপকার বা ক্ষতির বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
আল্লাহর ইচ্ছা (শয়তানের অনুসারীদের জাহান্নামে থাকার ব্যাপারে)	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
আল্লাহর ইচ্ছা (শিঙ্গার প্রথম ফুঁ-তে সকলে সংজ্ঞাহীন হওয়া)	৩৯-যুমার	৬৮	৮৭৭
আল্লাহর ইচ্ছা হলে মানুষের স্থলে নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন	৩৫-ফাতির	১৬	৮৪৭
আল্লাহ যার থেকে ইচ্ছা শিলাবৃষ্টি সরিয়ে দেন	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
আল্লাহ যার থেকে ইচ্ছা তওবা কবুল করবেন (মুশরিকদের)	৯-তাওবা	১৫	৬৪১
আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা করেন তাকে দয়া করেন	১২-ইউসুফ	৫৬	৬৮২
আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেন (আকাশে মেঘ ছড়িয়ে দেন)	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা (মানুষের আকৃতি গঠন করেন...)	৩-আলে ইমরান	৬	৫৩৬
আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন	৪৮-ফাতহ	১৪	৯১৭
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ প্রদান করেন	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা দুনিয়াতেই নগদ দান করেন	১৭-ইসরা	১৮	৭১৫
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তার মর্যাদা উন্নীত করেন	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেছেন তাকে উদ্ধার করা হয়েছে	১২-ইউসুফ	১১০	৬৮৭
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন রিযিক প্রসারিত করেন	১৩-রা'দ	২৬	৬৯১
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করেন	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন শ্রবণ করান	৩৫-ফাতির	২২	৮৪৮
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন	৪৮-ফাতহ	১৪	৯১৭
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন	৫-মায়িদা	৪০	৫৮৫
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন	৩-আলে ইমরান	১২৯	৫৪৮
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তওবা কবুল করেন	৯-তাওবা	২৭	৬৪২
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর প্রতি নির্দেশ (ওহী) অবতীর্ণ করেন	৪০-মু'মিন	১৫	৮৭৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দয়ার জন্য মনোনীত করেন	৩-আলে ইমরান	৭৪	৫৪৩
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন	১৩-রা'দ	২৭	৬৯১
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন	৬-আন্'আম	৩৯	৫৯৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন	২৪-নূর	২১	৭৭৫
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন	৪২-শূরা	৫০	৮৯৫
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন	২৪-নূর	৩৮	৭৭৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দেন	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বজ্র দিয়ে আঘাত করেন	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতেন (সন্তান গ্রহণ করলে)	৩৯-যুমার	৪	৮৭১
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন রাসূলদের থেকে	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব প্রদান করেন	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করে দেন...	৩০-রূম	৩৭	৮২৪
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন	৩০-রূম	৫	৮২২
আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা করেন তার রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দেন	৫৯-হাশর	৬	৯৫৫
ইউসুফ আ. মিসরের যেখানে ইচ্ছা বাসস্থান গড়তে পারবেন	১২-ইউসুফ	৫৬	৬৮২
ঈমান আনুক ইচ্ছা হলে (সত্য প্রতিপালকের পক্ষ থেকে..)	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
কাফিররা বলে 'আমরা ইচ্ছা করলে এমন বলতে পারি'...	৮-আনফাল	৩১	৬৩৫
কুরআন স্মরণ করবে যে চায়	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫৫	৯৯২
কুফুরী করুক ইচ্ছা হলে (সত্য প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
ক্ষতি করার ইচ্ছা করলে আল্লাহ কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না	৪৮-ফাতহ	১১	৯১৭
খাওয়া (মুশরিকদের ইচ্ছানুযায়ী পশু ও ক্ষেতের ফসল খাওয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
খিজির নিজ ইচ্ছায় করেন নি (প্রাচীরের নিচ থেকে ধনভান্ডার উদ্ধার)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
ছায়াকে স্থির বানাতে পারতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে	২৫-ফুরকান	৪৫	৭৮৫
জান্নাতীরা যা-ই ইচ্ছা করবে তাদের জন্য তাই থাকবে (মুত্তাকী প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৩১	৭০৫
জান্নাতীদের ইচ্ছা (জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস)	৩৯-যুমার	৭৪	৮৭৭
জান্নাতের যেখান থেকে ইচ্ছা খেতে বলা হলো, আদম আ. ও...	৭-আ'রাফ	১৯	৬১৪
দয়াময়ের ইচ্ছা (ফেরেশতাদের উপাসনা সম্পর্কে উক্তি)	৪৩-যুখরুফ	২০	৮৯৭
ধ্বংস (আল্লাহ কোন জনপদ ধ্বংসের ইচ্ছা করলে...)	১৭-ইসরা	১৬	৭১৫
নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয়ের ইচ্ছা না করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
নিষ্প্রভ করে দিতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে (অপরাধীদের চোখ)	৩৬-ইয়াসীন	৬৬	৮৫৫
নিমজ্জিত করতে পারেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে (কাফিরদেরকে)	৩৬-ইয়াসীন	৪৩	৮৫৪
নিজ ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে বের করেন আল্লাহ অনুগামীদেরকে	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা (প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
পথপ্রদর্শনের ইচ্ছা (প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
পরিবর্তন করতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে(অপরাধীদের)	৩৬-ইয়াসীন	৬৭	৮৫৫
প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সবাই ঈমান আনত	১০-ইউনুস	৯৯	৬৬৩
প্রতিপালক ইচ্ছা করলে ফেরেশতা অবতীর্ণ করতেন...	৪১-ফুস্সিলাত	১৪	৮৮৭
প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পূর্বেই ধ্বংস করতে পারতেন (মূসা আ. প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সরাতে পারেন (অন্যকে স্থলাভিষিক্ত করা প্র.)	৬-আন্'আম	১৩৩	৬০৯
প্রতিপালক অন্য ইচ্ছা না করলে (ভাগ্যবানরা জান্নাতেই থাকবে)	১১-হূদ	১০৮	৬৭৫
প্রতিপালক অন্য কোন ইচ্ছা না করলে দুর্ভাগারা আগুনেই থাকবে	১১-হূদ	১০৭	৬৭৫
প্রতিপালকের ইচ্ছা ছাড়া কেউ ইবরাহীমের ক্ষতি করতে পারবেনা	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
প্রতিপালকের ইচ্ছায় ফসল উৎপন্ন হয়	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
প্রতিপালকের ইচ্ছায় মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করতে...	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
প্রতিপালকের ইচ্ছা (শয়তানের প্রতারণা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সৎকর্মশীল মুমিনগণ জান্নাতে স্থায়ী হবে	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করেন	৩৪-সাবা	৩৯	৮৪৪
প্রতিপালক শাস্তি দিবেন মানুষকে ইচ্ছা করলে	১৭-ইসরা	৫৪	৭১৮
প্রতিপালক দয়া করবেন মানুষের প্রতি (ইচ্ছা করলে)	১৭-ইসরা	৫৪	৭১৮
প্রত্যাবর্তনস্থল গ্রহণ করুক প্রতিপালকের দিকে (যার ইচ্ছা)	৭৮-নাবা	৩৯	১০০২
প্রতিপালক ইচ্ছা করলে মানুষকে এক উম্মত করতে পারতেন	১১-হূদ	১১৮	৬৭৬
প্রতিপালক ইচ্ছা করলে স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন (কাউকে সরিয়ে)	৬-আন্'আম	১৩৩	৬০৯
প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত ও পরিমাপ করে দেন	১৭-ইসরা	৩০	৭১৬
প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করে দেন	৩৪-সাবা	৩৬	৮৪৪
প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তাতেই সূক্ষ্মদর্শী	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তাই করেন	১১-হূদ	১০৭	৬৭৫
প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন	২৮-কাসাস	৬৮	৮১৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইচ্ছা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ফিরআউনের ইচ্ছা, মূসা আ. ও তাঁর অনুসারীদেরকে উৎখাত...	১৭-ইস্রা	১০৩	৭২৩
বনী ইসরাঈলের ইচ্ছামত আহারের নির্দেশনা	২-বাকারা	৫৮	৫০৬
বনী ইসরাঈলকে যেখান থেকে ইচ্ছা খাওয়ার অনুমতি	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
বান্দাদের যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন আল্লাহ্	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
বের হওয়ার ইচ্ছা করলে সরঞ্জাম প্রস্তুত করত (তবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৬	৬৪৫
ব্যয় (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মুনাফিক/কাফিরের ব্যয়গ্রহণ করবেন না আল্লাহ্)	৯-তাওবা	৫৩	৬৪৫
মঙ্গল করার ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না	৪৮-ফাত্হ	১১	৯১৭
মানুষের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী	৭৬-দাহ্র	৩০	৯৯৬
মানুষ ইচ্ছা করলে পথ গ্রহণ করুক প্রতিপালকের দিকে	২৫-ফুরকান	৫৭	৭৮৬
মানুষ ইচ্ছা করে না আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া	৮১-তাকভীর	২৯	১০০৯
মানুষ ইচ্ছামত কর্ম করুক (আল্লাহ্ সব দেখেন)	৪১-ফুস্সিলাত	৪০	৮৮৯
মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা (প্রতিপালকের পথ অবলম্বন প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্র	২৯	৯৯৬
মানুষের ইচ্ছানুযায়ী ইবাদত করা (আল্লাহর পরিবর্তে!)	৩৯-যুমার	১৫	৮৭২
মুত্তাকীরা যা ইচ্ছা করবে তাদের জন্য তাই থাকবে (জান্নাতে)	২৫-ফুরকান	১৬	৭৮৩
যে ইচ্ছা করবে, সৎকাজে এগিয়ে যাবে	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৭	৯৯২
রাসূল স. যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিবেন (অনুমতি চাইলে)	২৪-নূর	৬২	৭৮১
রাসূল স. এর ইচ্ছাধীন (কোন স্ত্রীকে দূরে রাখা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
রাসূল স. এর ইচ্ছাধীন (কোন স্ত্রীকে স্থান দেয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
শস্যক্ষেত্রে ইচ্ছামত গমন (স্ত্রীসহবাস প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	২২৩	৫২৫
ষড়যন্ত্রের ইচ্ছা (ইবরাহীমের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রের ইচ্ছা)	২১-আম্বিয়া	৭০	৭৫৪
সিজদাবনত (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সবকিছু আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত)	১৩-রা'দ	১৫	৬৮৯
সুলাইমানের ইচ্ছামত জিনেরা নির্মাণ করত প্রাসাদ, ভাষ্কর্য...	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
স্মরণের (যার ইচ্ছা সে স্মরণে রাখবে কুরআনকে)...	৮০-আবাসা	১২	১০০৬
ইচ্ছাকৃত (আরো দেখুন মনগড়া শব্দটি)			
ভুল (হৃদয়ের ইচ্ছাকৃত ভুল অপরাধ গণ্য হবে)	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
হত্যা (ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিনকে হত্যা করার পরিণাম)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
হত্যা (ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করার কাফফারা)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
ইজ্জত (আরো দেখুন মর্যাদা/সম্মান শব্দটি)			
আল্লাহর (সমস্ত ইজ্জত/সম্মান আল্লাহর, কাফিরকে বন্ধু বানানো প্র..)	৪-নিসা	১৩৯	৫৭৪
চাওয়া (মুনাফিকরা কি কাফিরদের কাছে ইজ্জত/সম্মান চায় ?)	৪-নিসা	১৩৯	৫৭৪
ফির'আউনের ইজ্জতের কসম করে জাদুকরদের বিজয়ী হওয়ার চ্যালেঞ্জ	২৬-শু'আরা	৪৪	৭৯০
ই'তিকাফ			
মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় সহবাস নিষেধ	২-বাকারা	১৮৭	৫২১
ই'তিকাফকারী (আরো দেখুন অবস্থানকারী-ই'তিকাফকারী)			
ইতিকাফকারীদের জন্যে কাবাঘর পবিত্র রাখা	২-বাকারা	১২৫	৫১৪
ইতিহাস (অতীত)			
ফির'আউনগোষ্ঠীর ঘটনা পরবর্তীদের জন্য অতীত ইতিহাস	৪৩-যুখরুফ	৫৬	৮৯৯
ইদরিস			
উল্লেখ (ইদরিসের কথা কিতাবে উল্লেখ করার নির্দেশ)	১৯-মারইয়াম	৫৬	৭৩৭
ধৈর্যশীল (ইদরিস ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)	২১-আম্বিয়া	৮৫	৭৫৫
সৎকর্মশীল(ইদরিস সৎকর্মশীল ছিলেন)	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
ইদ্দত			
গর্ভবতীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
তিনমাস (রক্তস্রাব হয়নি এমন স্ত্রীদের ইদ্দত)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
তিনমাস (রক্তস্রাবের সম্ভাবনা শেষ হয়েছে এমন স্ত্রীদের ইদ্দত)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
নেই (স্ত্রীকে স্পর্শের পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত নেই)	৩৩-আহযাব	৪৯	৮৩৭
পৌঁছা (ইদ্দতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের শেষে পৌঁছলে..., তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
রক্তস্রাব হয়নি এমন স্ত্রীদের ইদ্দত তিনমাস	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
রক্তস্রাবের সম্ভাবনা শেষ হয়েছে এমন স্ত্রীদের ইদ্দত তিন মাস	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
হিসাব (তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের হিসাব করার নির্দেশ)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
ইনজীল			
অবতীর্ণ (ইনজীল অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৩	৫৩৬
অবতীর্ণ (তাওরাত ও ইনজীল অবতরণের পরেও বিতর্ক...)	৩-আলে ইমরান	৬৫	৫৪২
ঈসাকে ইঞ্জীল দিয়েছেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
ঈসাকে ইঞ্জীল দেয়া হয়েছে	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কায়েম (ইনজীল কায়েম করত যদি আহলে কিতাবগণ...)	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
কায়েম (তাওরাত ও ইঞ্জীল কায়েম করা...)	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
দৃষ্টান্ত (মুমিনদের দৃষ্টান্ত রয়েছে ইঞ্জীলে)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
ধারক (ইনজীলের ধারকরা যেন ফায়সালা করে আল্লাহ অতে...)	৫-মায়িদা	৪৭	৫৮৬
প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইঞ্জীলে (জান্নাতের প্রতিশ্রুতি)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
লিখিত (ইনজীলে মুহাম্মাদ সা. এর বিষয় লিখিত থাকা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
শিক্ষাদান (ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ ঈসাকে...)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
শিক্ষা দান (ইঞ্জীল শিক্ষা দিবেন আল্লাহ ঈসাকে)	৩-আলে ইমরান	৪৮	৫৪০
ইনশাআল্লাহ			
যে কোন বিষয়ে ইনশাআল্লাহ বলার নির্দেশ	১৮-কাহ্ফ	২৪	৭২৬
ইন্ধন			
আগুনের (মানুষ ও পাথর জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন)	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
আগুনের ইন্ধন হবে কাফিররা (কিয়ামতের দিন)	৩-আলে ইমরান	১০	৫৩৬
আগুন (ইন্ধন বিশিষ্ট আগুন)	৮৫-বুরূজ	৫	১০১৫
আগুন/জাহান্নামের ইন্ধন (মানুষ ও পাথর)	২-বাকারা	২৪	৫০৪
উপাস্যরা জাহান্নামের ইন্ধন (আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করা হয়)	২১-আম্বিয়া	৯৮	৭৫৬
জাহান্নামের ইন্ধন (অন্যায়কারী জিনদের প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১৫	৯৮৭
জাহান্নামের ইন্ধন (আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার উপাসনা করা হয় তা)	২১-আম্বিয়া	৯৮	৭৫৬
পাথর ও মানুষ জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন	২-বাকারা	২৪	৫০৪
পাথর ও মানুষ জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
বহন (আবু লাহাবের স্ত্রী ইন্ধন বহনকারীনীরূপে আগুনে প্রবেশ করবে)	১১১-লাহাব	৪	১০৩৫
মানুষ ও পাথর জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন	২-বাকারা	২৪	৫০৪
মানুষ ও পাথর জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
ইবরাহীম			
অঙ্গীকার(ইবরাহীমের কাছ থেকে আল্লাহ দৃঢ় অঙ্গীকার নেন)	৩৩-আহযাব	৭	৮৩৩
অতিথি (ইবরাহীমে অতিথিদের বৃত্তান্ত রাসূল স. এর নিকট আসা)	৫১-যারিয়াত	২৪	৯২৬
অতিথি (ইবরাহীমের অতিথিদের কথা কাফিরদেরকে জানানো)	১৫-হিজর	৫১	৭০০
অনুগত (ইবরাহীম আ. আল্লাহর অনুগত ও একত্ববাদী ছিল...)	১৬-নাহ্ল	১২০	৭১৩
অনুগামী (ইবরাহীম আ. ছিলেন নূহ আ. এর দলভুক্ত)	৩৭-সাফ্ফাত	৮৩	৮৬১
অনুসরণ (রাসূল স. কে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	১২৩	৭১৩
অবতীর্ণ (ইবরাহীমের উপর অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান)	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
অবতীর্ণ (ইবরাহীমের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান)	২-বাকারা	১৩৬	৫১৫
অসুস্থ (ইবরাহীম আ. পরিজনকে বলল 'আমি অসুস্থ')	৩৭-সাফ্ফাত	৮৯	৮৬১
আগুনকে ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তি হওয়ার নির্দেশ	২১-আম্বিয়া	৬৯	৭৫৪
আদর্শ (ইবরাহীমের মিল্লাত/ধর্মাদর্শই একত্ববাদী মিল্লাত/ধর্মাদর্শই)	২-বাকারা	১৩৫	৫১৫
আদর্শ (উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম আ. ও তার সাথীদের মাঝে)	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
আদর্শ/মিল্লাত (রাসূল স. কে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	১২৩	৭১৩
আল্লাহ্ ইবরাহীমকে ডাকলেন (জবাই করার পর)	৩৭-সাফ্ফাত	১০৪	৮৬২
ইউসুফের পিতৃপুরুষ ইবরাহীম	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
ইবরাহীমের পিতা/সম্প্রদায়ের মূর্তির উপাসনা প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	৭০	৭৯১
ইবরাহীম আ. আখিরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে	১৬-নাহ্ল	১২২	৭১৩
ইলাহ (ইবরাহীমের ইলাহের ইবাদত প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	১৩৩	৫১৫
ইসহাক আ. ও ইবরাহীমের উপর নিয়ামত পূর্ণ করেছিলেন আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
ইহুদী ছিলেন না ইবরাহীম, নাসারাও নন	৩-আলে ইমরান	৬৭	৫৪২
ইহুদি-নাসারা! (ইবরাহীম আ. ইহুদি-নাসারা ছিল কিনা আল্লাহই জানেন)	২-বাকারা	১৪০	৫১৫
উত্তোলন (ইবরাহীম আ. কর্তৃক কাবা ঘরের ভিত্তি উত্তোলন)	২-বাকারা	১২৭	৫১৪
উদ্ধার(ইবরাহীম আ. ও লূতকে আল্লাহ উদ্ধার করেন)	২১-আম্বিয়া	৭১	৭৫৪
একত্ববাদী (ইবরাহীম আ. আল্লাহর অনুগত ও একত্ববাদী ছিল...)	১৬-নাহ্ল	১২০	৭১৩
একত্ববাদী (ইবরাহীম আ. ছিলেন একত্ববাদী)	৩-আলে ইমরান	৯৫	৫৪৫
ওসিয়ত (ইবরাহীম আ. কর্তৃক সন্তানদেরকে ওসিয়ত)	২-বাকারা	১৩২	৫১৫
ওহী করা (আল্লাহ ইবরাহীমকে ওহী করেছেন)	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
কল্যাণ (আল্লাহ ইবরাহীমকে দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করেন)	১৬-নাহ্ল	১২২	৭১৩
কুরবানী (ইবরাহীম আ. কে স্বপ্নে ইসমাইলকে কুরবানির নির্দেশ)	৩৭-সাফ্ফাত	১০২-৭	৮৬২
ক্ষমা প্রার্থনা (ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা, তার পিতার জন্য)	৯-তাওবা	১১৪	৬৫২
গমণ করলেন ইলাহদের নিকট সন্তর্পণে	৩৭-সাফ্ফাত	৯১	৮৬১
ঘর (ইবরাহীমের জন্য ঘর/কা'বার স্থান নির্ধারণ করা)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
জিজ্ঞাসা(মূর্তিপূজার অসারতাসম্পর্কে সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা)	২১-আম্বিয়া	৬৬	৭৫৪
জিজ্ঞাসা (মূর্তি ভাঙ্গা সম্পর্কে ইবরাহীমকে সম্প্রদায়ের জিজ্ঞাসা)	২১-আম্বিয়া	৬২	৭৫৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইবরাহীম (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জ্বালানো(সম্প্রদায় কর্তৃক ইবরাহীমকে হত্যা/জ্বালানোর ষড়যন্ত্র)	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
ডাকা(যুবককে ইবরাহীম আ. বলে ডাকা হয়,মূর্তির সমালোচনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬০	৭৫৪
তর্ক (প্রতিপালকের ব্যাপারে ইবরাহীমের সাথে নমরুদের তর্ক)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
দাঁড়ানোর স্থান, ইবরাহীমের (সালাতের স্থান বানানো)	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
দায়মুক্ত হলেন ইবরাহীম আ. পিতা থেকে	৯-তাওবা	১১৪	৬৫২
দান (আল্লাহ ইবরাহীমকে ইসহাক, ইয়াকুব...দান করেন)	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
দায়িত্ব পালন (ইবরাহীম আ. দায়িত্ব পালন করেছিলেন)	৫৩-নাজম	৩৭	৯৩৪
দান(আল্লাহ ইবরাহীমকে দান করেন, ইয়াকুব আ. ও ইসহাক...)	২১-আম্বিয়া	৭২	৭৫৪
দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ছিল (ইবরাহীমের প্রতি)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
দেশত্যাগ (প্রতিপালক নির্দেশিত গন্তব্যের দিকে ইবরাহীমের..)	২৯-আনকাবূত	২৬	৮১৮
দেখা (ইবরাহীম আ. রাতে একটি নক্ষত্র দেখে তাকে প্রতিপালক বলল)	৬-আন্'আম	৭৬	৬০৩
দেখা (সূর্যকে উদিত হতে দেখে ইবরাহীম আ. তাকে প্রতিপালক বলল)	৬-আন্'আম	৭৮	৬০৩
দেখানো (আল্লাহ ইবরাহীমকে আকাশ-পৃথিবীর কর্তৃত্ব দেখান)	৬-আন্'আম	৭৫	৬০৩
দেখা (চন্দ্রকে উদিত হতে দেখে ইবরাহীম আ. তাকে প্রতিপালক বলল)	৬-আন্'আম	৭৭	৬০৩
দোয়া,ইবরাহীমের(মক্কাকে নিরাপদ ও বংশধরকে শিরকমুক্ত রাখার)	১৪-ইবরাহীম	৩৫	৬৯৬
দোয়া (মক্কার নিরাপত্তা ও অধিবাসীদের জন্য ইবরাহীমের দোয়া)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
নিকটতর (ইবরাহীমের অধিক নিকটতর তার অনুসারীরা)	৩-আলে ইমরান	৬৮	৫৪২
নির্দেশ (যে দ্বীনের নির্দেশ ইবরাহীমের প্রতি ছিল মুহাম্মদকেও তা..)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
নির্দেশ (ইবরাহীম আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	১৬	৮১৭
নির্দেশ (কাবাঘর পবিত্র রাখতে ইবরাহিমের প্রতি নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
পথ প্রদর্শন (ইবরাহীমকে প্রতিপালক পথ প্রদর্শন করেন)	২৬-শু'আরা	৭৮	৭৯২
পরীক্ষা (কয়েকটি বাণী দ্বারা আল্লাহ ইবরাহীমকে পরীক্ষা করেন)	২-বাক্বারা	১২৪	৫১৪
পিতা (ইবরাহীম আ. তার পিতা আযরকে শিরক সম্পর্কে বলেছিল)	৬-আন্'আম	৭৪	৬০৩
পিতা (ইবরাহীমের পিতার মূর্তির উপাসনা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৭০	৭৯১
পিতা (ইবরাহীমের পিতা/সম্প্রদায়কে মূর্তিপূজা সম্পর্কে প্রশ্ন)	২১-আম্বিয়া	৫২	৭৫৩
পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা	২৬-শু'আরা	৮৬	৭৯২
পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
পিতার কাছে ইবরাহীমের ঘোষণা (দেবতার উপাসনা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২৬	৮৯৭
পোড়ানো(মূর্তি ভাঙ্গার কারণে ইবরাহীমকে পোড়ানোর দাবী)	২১-আম্বিয়া	৬৮	৭৫৪
প্রেরণ (ইবরাহীমকে প্রেরণ করেছিলেন আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	২৬	৯৫১
ফেরেশতাদের ইবরাহীমের নিকট আসা (সুসংবাদসহ)	২৯-আনকাবূত	৩১	৮১৮
ফেরেশতা (ইবরাহীমের কাছে ফেরেশতা আসা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৯	৬৭২
বংশধর (ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈলের বংশধরদেরকে পথ প্রদর্শন...)	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
বংশধর (ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব,হিকমাত ও রাজত্ব দান)	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
বংশধর (ইবরাহীমের বংশধরকে মনোনীত করেছেন আল্লাহ...)	৩-আলে ইমরান	৩৩	৫৩৯
বন্ধুরূপে গ্রহণ (আল্লাহ ইরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
বলা (ইবরাহীম আ. কর্তৃক মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি দেখাতে বলা)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
বলা (ইবরাহীম আ. তার পিতা আযরকে শিরক সম্পর্কে বলেছিল)	৬-আন্'আম	৭৪	৬০৩
বলা (প্রতিপালক পূর্ব দিক থেকে সূর্যের উদয় ঘটানো প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
বলা (প্রতিপালকের ব্যাপারে ইবরাহীমের বলা, জীবন-মৃত্যু...)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
বিতর্ক (ইবরাহীমের ব্যাপারে বিতর্ক, আহলে কিতাবদের)	৩-আলে ইমরান	৬৫	৫৪২
বিরত (ইবরাহীমকে বিরত থাকার নির্দেশ লূত সম্প্রদায়ের ব্যাপারে)	১১-হূদ	৭৬	৬৭২
বিরাগী (ইবরাহীম আ. অনাগ্রহী, পিতার উপানস্য সম্পর্কে)	১৯-মারইয়াম	৪৬	৭৩৭
ভয় (ফেরেশতাদের সম্পর্কে ইবরাহীমের ভয় দূর হওয়া প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৭৪	৬৭২
মনোনীত (ইবরাহীমকে আল্লাহ মনোনীত করেছিলেন...)	১৬-নাহ্ল	১২১	৭১৩
মাকামে ইবরাহীম আ. স্পষ্ট নিদর্শন, বাক্কায় স্থাপিত কা'বা ঘরে)	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
মিল্লাত/আদর্শ (ইবরাহীমের আদর্শ/মিল্লাত একটি সঠিক দ্বীন)	৬-আন্'আম	১৬১	৬১২
মিল্লাত (ইবরাহীমের মিল্লাত/ধর্মাদর্শ থেকে অনাগ্রহী ব্যক্তি নির্বোধ)	২-বাক্বারা	১৩০	৫১৫
মিল্লাত (ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণকারী দ্বীনের দিক থেকে উত্তম)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
মিল্লাত (মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
মিথ্যাবাদী বলা (ইবরাহীমকে তার সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২২-হাজ্জ	৪৩	৭৬২
যুক্তি-প্রমাণ ইবরাহীমকে দান (সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়)	৬-আন্'আম	৮৩	৬০৩
যুবককে ইবরাহীম আ. বলে ডাকা হয়(মূর্তির সমালোচনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬০	৭৫৪
শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী বান্দা ইবরাহীম	৩৮-সোয়াদ	৪৫	৮৬৮
শত্রু (আল্লাহ ছাড়া সব মূর্তিপূজারীরা ইবরাহীমের শত্রু)	২৬-শু'আরা	৭৭	৭৯২
শান্তি বর্ষিত হোক (ইবরাহীমের উপর)	৩৭-সাফফাত	১০৯	৮৬২
সংবাদ (ইবরাহীমের সংবাদ পাঠ করে শুনানোর নির্দেশ, রাসূল স. কে)	২৬-শু'আরা	৬৯	৭৯১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সঠিকপথ দান (আল্লাহ ইবরাহীমকে সঠিক পথ দিয়েছিলেন)	২১-আম্বিয়া	৫১	৭৫৩
সত্যবাদী নবী ছিল ইবরাহীম	১৯-মারইয়াম	৪১	৭৩৬
সম্প্রদায় (আল্লাহ সম্পর্কে ইবরাহীমের সাথে সম্প্রদায়ের বিতর্ক)	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
সম্প্রদায় (ইবরাহীমকে তার সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২২-হাজ্জ	৪৩	৭৬২
সম্প্রদায়ের কাছে ইবরাহীমের ঘোষণা (দেবতাপূজা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২৬	৮৯৭
সম্পর্কহীন (ইবরাহীম আ. দেব-দেবীর উপাসনা থেকে সম্পর্কহীন)	৪৩-যুখরুফ	২৬	৮৯৭
সম্প্রদায় (ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের সংবাদ আসেনি কি?)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
সহীফা (ইবরাহীমের সহীফায় আখিরাতের উৎকৃষ্টতা বর্ণিত আছে)	৮৭-আ'লা	১৯	১০১৮
সহনশীল, কোমল হৃদয় ও প্রত্যাবর্তনকারী ছিলেন ইবরাহীম	১১-হূদ	৭৫	৬৭২
সাক্ষী (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালক/স্রষ্টা -এ বিষয়ে ইবরাহীম আ. সাক্ষী)	২১-আম্বিয়া	৫৬	৭৫৪
স্ত্রী (ইবরাহীমের স্ত্রী পাশে দাঁড়ানো ছিল, সন্তানের সুসংবাদ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৭১	৬৭২
হৃদয় (ইবরাহীমের হৃদয়ের প্রশান্তি, পুনর্জীবন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
ইবলিস (আরো দেখুন শয়তান শব্দটি)			
অবকাশ প্রাপ্ত (ইবলিস অবকাশ প্রাপ্ত, কিয়ামত পর্যন্ত)	৭-আ'রাফ	১৫	৬১৪
অস্বীকার (আদমকে সিজদা করার আদেশ ইবলিস অস্বীকার করল)	২০-ত্বা-হা	১১৬	৭৪৮
অস্বীকার (আদমকে সিজদা করতে ইবলিস অস্বীকার করল)	২-বাক্বারা	৩৪	৫০৫
অহঙ্কার (আদমকে সিজদা করতে ইবলিস অহংকার করল)	২-বাক্বারা	৩৪	৫০৫
অহঙ্কার করল ইবলিস এবং সে কাফির হয়ে গেল	৩৮-সোয়াদ	৭৪	৮৭০
জাহান্নাম পূর্ণ করা হবে ইবলিস ও তার অনুসারীদের দিয়ে	৩৮-সোয়াদ	৮৫	৮৭০
জিজ্ঞাসা (ইবলিসকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন...)	৩৮-সোয়াদ	৭৫	৮৭০
জিজ্ঞাসা (ইবলিসকে সিজদা না করার কারণ জিজ্ঞাসা)	১৫-হিজর	৩২	৬৯৯
ধারণা (ইবলিস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, সাবাবাসীদের উপর)	৩৪-সাবা	২০	৮৪৩
নির্দেশ (ইবলিসকে আল্লাহ নির্দেশ দিলে বাধা...)	৭-আ'রাফ	১২	৬১৩
ফেরেশতারা সেজদা করল আদমকে ইবলিস ব্যতীত	১৭-ইস্রা	৬১	৭১৯
বাহিনী (ইবলিসের বাহিনীকে অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে)	২৬-শু'আরা	৯৫	৭৯৩
বাধা দেয়া (ইবলিসকে বাধা দিল কিসে আদমকে সিজদা করতে)	৭-আ'রাফ	১২	৬১৩
বিতাড়িত ও অবকাশ প্রাপ্ত (বিচারদিন পর্যন্ত)	১৫-হিজর	৩৪	৬৯৯
বিপথগামী করবে ইবলিস (মানুষকে)	১৫-হিজর	৩৯	৭০০
সিজদা করল না (আদমকে)	১৮-কাহ্ফ	৫০	৭২৮
সিজদা করল না ইবলিস আদমকে	৭-আ'রাফ	১১	৬১৩
সিজদা করল না ইবলিস আদমকে	১৫-হিজর	৩১	৬৯৯
ইবাদত			
অস্বীকার করবে দেবতারা কিয়ামতে (তাদেরকে করা ইবাদতকে)	৪৬-আহ্কাফ	৬	৯০৮
অস্বীকার (ইবাদত অস্বীকার করবে উপাস্যরা)	১৯-মারইয়াম	৮২	৭৩৯
আদিষ্ট (ইবাদতের জন্য আদিষ্ট ছিল পূর্ববর্তীরাও, এক ইলাহের)	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করতে রাসূল স. কে নিষেধ করা হয়েছে	৬-আন্'আম	৫৬	৬০১
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করার আহ্বান (রাসূলগণের)	৪১-ফুস্সিলাত	১৪	৮৮৭
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করার নির্দেশ	৪৬-আহকাফ	২১	৯১০
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের নির্দেশ দেয় অজ্ঞরা	৩৯-যুমার	৬৪	৮৭৬
আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের অযৌক্তিকতা(ইবরাহীম আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬৬	৭৫৪
আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করায় ধিক(ইবরাহীমের সম্প্রদায়কে)	২১-আম্বিয়া	৬৭	৭৫৪
আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করে আসহাবে কাহফের সম্প্রদায়..	১৮-কাহ্ফ	১৬	৭২৫
আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করার অঙ্গীকার (বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করার আহ্বান আহলি কিতাবদেরকে	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা যাবে না	১১-হূদ	২	৬৬৫
আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করা যারা মালিক নয় ক্ষতি বা...	৫-মায়িদা	৭৬	৫৯০
আল্লাহর ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
আল্লাহর ইবাদত ও রিযিকের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্ল	১১৪	৭১২
আল্লাহর ইবাদত করত (ইসহাক আ. ও ইয়াকুব)	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
আল্লাহর ইবাদত করতে ও তাগুত বর্জনের নির্দেশ দেন রাসূলগণ	১৬-নাহ্ল	৩৬	৭০৬
আল্লাহর ইবাদত করতে বলল হূদ আ. আদ জাতিকে	৭-আ'রাফ	৬৫	৬১৮
আল্লাহর ইবাদত করতে বললেন নূহ আ. তার সম্প্রদায়কে	৭-আ'রাফ	৫৯	৬১৮
আল্লাহর ইবাদত করতে মাসীহ বনী ইসরাঈলকে বলেছিল...	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
আল্লাহর ইবাদত করা (দ্বীনকে তার জন্য নির্দিষ্ট করে)	৩৯-যুমার	২	৮৭১
আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান	৩-আলে ইমরান	৫১	৫৪১
আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান নিজ সম্প্রদায়কে (নূহ আ. কর্তৃক)	২৩-মু'মিনূন	২৩	৭৬৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইবাদত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহর ইবাদত করার ও কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ	৩৯-যুমার	৬৬	৮৭৭
আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ (আহলে কিতাবকে)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৯
আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ (দ্বীনকে তার জন্য নির্দিষ্ট করে)	৩৯-যুমার	১১	৮৭২
আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ (ইবরাহীম আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে)	২৯-আনকাবূত	১৬	৮১৭
আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ (নূহের সম্প্রদায়ের প্রতি)	৭১-নূহ্	৩	৯৮৪
আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ (ছামূদ জাতিকে)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ (আদ জাতিকে)	২৩-মু'মিনূন	৩২	৭৬৮
আল্লাহর ইবাদত করেন নবী (দ্বীনকে তার জন্য নির্দিষ্ট করে)	৩৯-যুমার	১৪	৮৭২
আল্লাহর ইবাদত করেন রাসূল...	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান (মানুষকে)	১৯-মারইয়াম	৩৬	৭৩৬
আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ	৫৩-নাজম	৬২	৯৩৫
আল্লাহর ইবাদাত করে মু'মিনরা (শরীক করে না)	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
আল্লাহর ইবাদাতকারীদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৭২	৫১৯
আল্লাহর ইবাদাতকারীরা কেবল তাকেই সিজদা করবে	৪১-ফুস্সিলাত	৩৭	৮৮৯
আল্লাহর ইবাদাতের জন্য জিন ও মানুষ সৃষ্টি	৫১-যারিয়াত	৫৬	৯২৮
আল্লাহর ইবাদাতের নির্দেশ(সালেহ আ. কর্তৃক তার সম্প্রদায়কে)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
আল্লাহর ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে আকাশ-পৃথিবীর কেউ বিরত থাকেনা	২১-আম্বিয়া	১৯	৭৫১
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ	৬-আন্'আম	১০২	৬০৬
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ (শু'আইব সম্প্রদায়কে)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ (বনী আদমকে)	৩৬-ইয়াসীন	৬১	৮৫৫
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ/আহবান (ঈসা আ. কর্তৃক)	৪৩-যুখরুফ	৬৪	৯০০
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ(শুয়াইব আ. কর্তৃক, সম্প্রদায়কে)	২৯-আনকাবূত	৩৬	৮১৯
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	২৯-আনকাবূত	৫৬	৮২১
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ (ছামূদ সম্প্রদায়কে)	২৭-নামল	৪৫	৮০৩
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ(তিনিই মানুষের প্রতিপালক)	২১-আম্বিয়া	৯২	৭৫৬
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ (অন্য কোন ইলাহ নেই)	২১-আম্বিয়া	২৫	৭৫১
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ (মূসাকে)	২০-ত্বা-হা	১৪	৭৪১
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দেন হুদ আ. তার জাতিকে)	১১-হূদ	৫০	৬৭০
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ (মানব জাতির প্রতি)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
আল্লাহর ইবাদাত করতে বলেছেন ঈসা...	৫-মায়িদা	১১৭	৫৯৫
আল্লাহর ইবাদাত করতে বললেন শু'আইব তার সম্প্রদায়কে	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
আল্লাহর ইবাদাত করতে আদিষ্ট হয়েছেন রাসূল স.	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
আল্লাহর (আমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি)	১-ফাতিহা	৪	৫০১
আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত নিষেধ করেন নূহ	১১-হূদ	২৬	৬৬৮
আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত(যে উপকার/অপকার করতে পারেনা)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
আল্লাহর ইবাদত দ্বিধার সাথে করে (অনেক মানুষ)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
আল্লাহর ইবাদত বিমুখ অহঙ্কারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে	৪০-মু'মিন	৬০	৮৮৩
আল্লাহর উবাদাত করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	১১-হূদ	১২৩	৬৭৬
আল্লাহর (এক আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে হুদ আ. এসেছেন)	৭-আ'রাফ	৭০	৬১৯
আল্লাহ ছাড়া অন্য যার ইবাদত মানুষ করে রাসূল স. তা করেন না	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
ইয়াকুবের সন্তানরা কার ইবাদত করবে ? (ইয়াকুবের প্রশ্ন)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
ইলাহের ইবাদত (ইয়াকুবের সন্তান কর্তৃক এক ইলাহের ইবাদত)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
কাফিররা যার ইবাদত করে রাসূল স. তার ইবাদত করেননা	১০৯-কাফিরূন	২	১০৩৫
কাফিররা যার ইবাদত করে রাসূল স. তার ইবাদতকারী নন	১০৯-কাফিরূন	৪	১০৩৫
কাবাঘরের মালিককের ইবাদত করতে নির্দেশ (কুরাইশদের প্রতি)	১০৬-কুরাইশ	৩	১০৩৪
জালিমরা যাদের ইবাদাত করত অদেরকে সমবেত করা হবে	৩৭-সাফ্ফাত	২২	৮৫৮
তাগুতের ইবাদত করেছিল পাপাচারীরা	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
দয়াময় ছাড়া অন্য ইলাহের ইবাদতের অসারতা প্রসঙ্গ	৪৩-যুখরুফ	৪৫	৮৯৯
নির্দেশ (আল্লাহর ইবাদত করতে ও তাগুত বর্জনের নির্দেশ...)	১৬-নাহ্ল	৩৬	৭০৬
নিষেধ (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত নিষেধ)	৪০-মু'মিন	৬৬	৮৮৩
পিতৃপুরুষ যার ইবাদত করত তা বর্জন করার উদ্দেশ্যে হুদ আ. এসেছেন	৭-আ'রাফ	৭০	৬১৯
প্রতিপালকের ইবাদত করার নির্দেশ (মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত)	১৫-হিজর	৯৯	৭০২
প্রতিপালকের ইবাদতের নির্দেশ (সফল হওয়ার জন্য)	২২-হাজ্জ	৭৭	৭৬৫
প্রতিপালকের ইবাদতের নির্দেশ (রাসুল সা. কে)	২৭-নামল	৯১	৮০৭
প্রতিপালকের ইবাদতের নির্দেশ	২-বাক্বারা	২১	৫০৩
প্রতিপালকের ইবাদাতে অবিচল থাকার নির্দেশ	১৯-মারইয়াম	৬৫	৭৩৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালকের্ ইবাদাত করার নির্দেশ	১৯-মারইয়াম	৬৫	৭৩৮
প্রতিপালক আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করতে নিষেধাজ্ঞা	১৭-ইস্রা	২৩	৭১৬
বিরত থাকা (ফেরেশতা অহঙ্কার করে ইবাদত থেকে বিরত থাকেনা)	৭-আ'রাফ	২০৬	৬৩১
মানুষের ইচ্ছানুযায়ী ইবাদত করা (আল্লাহর পরিবর্তে!)	৩৯-যুমার	১৫	৮৭২
মুশরিকদের ইবাদতকে শরীকরা অস্বীকার করবে (কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	২৮	৬৫৭
মুশরিকদের ইবাদত সম্পর্কে শরীকরা বেখবর...	১০-ইউনুস	২৯	৬৫৭
রাসূল স. এর (কাফিররা যার ইবাদত করে রাসূল স. তার ইবাদত করেননা)	১০৯-কাফিরূন	২	১০৩৫
রাসূল স. এর(রাসূল স. যার ইবাদত করেন কাফির তার ইবাদতকারী নয়)	১০৯-কাফিরূন	৫	১০৩৫
রাসূল স. এর (রাসূল স. যার ইবাদত করেন কাফির তার ইবাদতকারী নয়)	১০৯-কাফিরূন	৩	১০৩৫
রাসূল স. আল্লাহর ইবাদত করেন	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
লজ্জাজনক মনে করা (আল্লাহর ইবাদতকে লজ্জাজনক মনে করা)	৪-নিসা	১৭২	৫৭৯
শরীক না করার আদেশ , আল্লাহর ইবাদতে	১৮-কাহ্ফ	১১০	৭৩৩
শরীকদের (অনসারীরা কেবল আমাদেরই ইবাদাত করত না)	২৮-কাসাস	৬৩	৮১৩
সম্প্রদায় যার ইবাদত করে তা থেকে মুক্ত ইবরাহীম আ. ও তার সাথীরা	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
স্রষ্টার ইবাদত না করার কোন যুক্তি নেই..	৩৬-ইয়াসীন	২২	৮৫৩
ইবাদতকারিনী			
আল্লাহ নবীকে ইবাদতকারিনী স্ত্রী দান করতে পারেন	৬৬-তাহ্রীম	৫	৯৭০
ইবাদতকারী			
আল্লাহর ইবাদতকারী (আল্লাহর রং ধারণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৩৮	৫১৫
উপদেশ (ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ আইয়ুবের দুঃখ দূর করা হয়)	২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
কাফিররা ইবাদতকারী নয় -রাসূল স. যার ইবাদত করেন	১০৯-কাফিরূন	৩	১০৩৫
কাফিররা ইবাদতকারী নয় -রাসূল স. যার ইবাদত করেন	১০৯-কাফিরূন	৫	১০৩৫
ঘোষণা(ইবাদতকারীর জন্য ঘোষণা,সৎকর্মশীল যমীনের উত্তরাধিকারী...)	২১-আম্বিয়া	১০৬	৭৫৭
মুমিনরা ইবাদাতকারী	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
রাসূল...(কাফির যার ইবাদত করে রাসূল স. তার ইবাদতকারী নন)	১০৯-কাফিরূন	৪	১০৩৫
রাসূল স. (দয়াময়ের সন্তান থাকলে রাসূল স. হতেন প্রথম ইবাদতকারী)	৪৩-যুখরুফ	৮১	৯০১
ইবাদতের নিয়ম			
প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে	২২-হাজ্জ	৬৭	৭৬৪
ইবাদতে লেগে যাওয়া			
অবসর পেলেই মুহাম্মদ স.কে ইবাদতের নির্দেশ	৯৪-ইন্শিরাহ্	৭	১০২৭
ইবাদত (তাহাজ্জুদ)			
রাতে ইবাদাত (তাহাজ্জুদ) আদায়ের নির্দেশ, রাসূল স. কে	১৭-ইস্রা	৭৯	৭২০
ইমরান			
কন্যা (ইমরানের কন্যা মারইয়ামের সতীত্ব/ঈমান/আনুগত্য)	৬৬-তাহ্রীম	১২	৯৭১
বংশধর (ইমরানের বংশধরকে মনোনীত করেছেন আল্লাহ...)	৩-আলে ইমরান	৩৩	৫৩৯
স্ত্রী (ইমরানের স্ত্রীর মানত, প্রতিপালকের জন্য)	৩-আলে ইমরান	৩৫	৫৩৯
ইমাম			
মানুষকে তাদের ইমামসহ ডাকবেন যেদিন	১৭-ইস্রা	৭১	৭২০
মুত্তাকীদের ইমাম বানানোর জন্য প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	২৫-ফুরকান	৭৪	৭৮৭
ইমারত			
ভিত্তি (আল্লাহ ষড়যন্ত্রকারীদের ইমারতের ভিত্তি ধ্বংস করেন)	১৬-নাহ্ল	২৬	৭০৫
ইয়াউক			
নূহ এর সম্প্রদায়ের উপাস্য ইয়াউককে পরিত্যাগ না করা প্রসঙ্গে	৭১-নূহ্	২৩	৯৮৫
পরিত্যাগ (নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপাস্য ইয়াউককে পরিত্যাগ না করা)	৭১-নূহ্	২৩	৯৮৫
ইয়াকীন (মৃত্যু)			
আসা (মৃত্যু আসা পর্যন্ত প্রতিপালকের ইবাদত করার নির্দেশ)	১৫-হিজর	৯৯	৭০২
ইয়াকুত			
জান্নাতের আনত নয়না হুরগণ ইয়াকুত/প্রবালের মত	৫৫-রাহ্মান	৫৮	৯৪১
ইয়াকুব			
অবতীর্ণ (ইবরাহীমের উপর অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান)	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
অবতীর্ণ (ইয়াকুবের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
ইউসুফের পিতৃপুরুষ ইয়কুব	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
ইবরাহীমের জন্য দান করলেন আল্লাহ ইয়াকুব	১৯-মারইয়াম	৪৯	৭৩৭
ইসহাক আ. পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দান (ইবরাহীমকে)	১১-হূদ	৭১	৬৭২
ইহুদি-নাসারা! (ইয়াকুব আ. ইহুদি-নাসারা ছিল কিনা আল্লাহই জানেন)	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইয়াকুব (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ওসিয়ত (ইয়াকুব আ. কর্তৃক সন্তানদেরকে ওসিয়ত)	২-বাকারা	১৩২	৫১৫
ওহী করা (আল্লাহ ইয়াকুবকে ওহী করেছেন)	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
দান(আল্লাহ ইবরাহীমের পৌত্রস্বরূপ ইয়াকুবকে দান করেন)	২১-আম্বিয়া	৭২	৭৫৪
দান (আল্লাহ ইবরাহীমকে ইসহাক, ইয়াকুব...দান করেন)	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
পরিবার (ইয়াকুবের পরিবারের উপর নিয়ামত পূর্ণ করা)	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
বংশ (ইয়াকুবের বংশের উত্তরাধিকারী প্রার্থনা যাকারিয়ার)	১৯-মারইয়াম	৬	৭৩৪
মনের প্রয়োজন পূর্ণ করেছিল ইয়াকুব...	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
মৃত্যু (ইয়াকুবের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হওয়া প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	১৩৩	৫১৫
শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী বান্দা ইয়াকুব	৩৮-সোয়াদ	৪৫	৮৬৮
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ ইয়াকুবকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৬-আন'আম	৮৪	৬০৪
সৎকর্মশীল(আল্লাহ ইয়াকুবকে সৎকর্মশীল বানান)	২১-আম্বিয়া	৭২	৭৫৪
সুসংবাদ (ইবরাহীমকে সুসংবাদ দান)	১১-হূদ	৭১	৬৭২
ইয়াগুছ			
নূহ আ. এর সম্প্রদায়ের উপাস্য ইয়াগুছকে পরিত্যাগ না করা	৭১-নূহ	২৩	৯৮৫
ইয়াছরিব			
খন্দকের মুনাফিকরা ইয়াছরিববাসীদের ফিরে যেতে বলে	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
ইয়াজূজ			
খুলে দেয়া (কিয়ামতের পূর্বে ইয়াজুজ-মাজুজকে খুলে দেয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯৬	৭৫৬
ফাসাদ সৃষ্টিকারী, ইয়াজুজ-মাজুজ (পৃথিবীতে)	১৮-কাহ্ফ	৯৪	৭৩২
ইয়াতিম			
আত্মীয় (ইয়াতীম আত্মীয়কে খাদ্য দান- গিরিপথ অর্থ)	৯০-বালাদ	১৫	১০২৩
খাদ্য দান (খাদ্যের প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও ইয়াতিমকে খাদ্য দান)	৭৬-দাহর	৮	৯৯৫
গনিমতের একপঞ্চমাংশ ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির...	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
জিজ্ঞাসা (ইয়াতীম সম্পর্কে রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা)	২-বাকারা	২২০	৫২৫
তাড়ানো (ইয়াতীমকে তাড়ানো বিচার দিনকে অস্বীকারকারীর কাজ)	১০৭-মাউন	২	১০৩৪
দান (ইয়াতীমকে দান করা প্রকৃত পূণ্য)	২-বাকারা	১৭৭	৫১৯
ধন-সম্পদ (ইয়াতিমের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী না হওয়ার নির্দেশ)	৬-আন'আম	১৫২	৬১১
ধন-সম্পদ (ইয়াতীমের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী হওয়াও নিষেধ)	১৭-ইস্রা	৩৪	৭১৭
নারী (ইয়াতিম নারীদের ব্যাপারে আল্লাহর ফতওয়া)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
'ফাই' ইয়াতীমের জন্য	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
বালকদের প্রাচীরের নীচে ধনভাণ্ডার ..	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
ব্যয় (ইয়াতিমের জন্য ব্যয় করা উত্তম)	২-বাকারা	২১৫	৫২৪
যাচাই (ইয়াতিমের সম্পদ অর্পণ করার আগে তাকে যাচাই করা)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
রাসূল স. কে ইয়াতীম অবস্থায় পেয়ে আল্লাহ আশ্রয় দান করেন	৯৩-দুহা	৬	১০২৬
রূঢ় ব্যবহার নিষিদ্ধ (ইয়াতীমের সাথে)	৯৩-দুহা	৯	১০২৬
সদ্ব্যবহার (ইয়াতিমের প্রতি সদ্ব্যবহারে বনীইসরাইলের অঙ্গীকার)	২-বাকারা	৮৩	৫০৯
সদ্ব্যবহার (ইয়াতীমের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
সম্পদ দান(মীরাস বন্টনকালে ইয়াতিমকে কিছু দান করা)	৪-নিসা	৮	৫৫৭
সম্পদ (ইয়াতিমের সম্পদগ্রাস করা পেটে আগুন ভরার মত)	৪-নিসা	১০	৫৫৭
সম্পদ (ইয়াতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২	৫৫৬
সম্পদ ইয়াতিমের হাতে দেয়ার আগে তার বিচার-বুদ্ধি যাচাই করা	৪-নিসা	৬	৫৫৬
সম্মান (ইয়াতীমকে সম্মান করে না মানুষ!)	৮৯-ফাজর	১৭	১০২১
ইয়াতিম মেয়ে			
ইয়াতিম মেয়ের প্রতি ন্যায়বিচার না করার আশঙ্কা হলে...	৪-নিসা	৩	৫৫৬
ইয়াসীন			
হুরূফে মুকাত্তায়াত	৩৬-ইয়াসীন	১	৮৫১
ইয়াহইয়া			
কিতাব (ইয়াহইয়াকে কিতাব ধরার নির্দেশ)	১৯-মারইয়াম	১২	৭৩৪
জন্ম (ইয়াহইয়ার জন্মের সুসংবাদ, যাকারিয়াকে)	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
দান (ইয়াহইয়া আ. যাকারিয়ার প্রতি আল্লাহর দানস্বরূপ)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
নাম (যাকারিয়ার পুত্রের নাম হবে ইয়াহইয়া)	১৯-মারইয়াম	৭	৭৩৪
পুণ্যবান (ইয়াহইয়া আ. পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)	৬-আন'আম	৮৫	৬০৪
যাকারিয়ার প্রতি ইয়াহইয়া আ. আল্লাহর দানস্বরূপ	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
ইরাক (দেখুন ব্যাবিলন শব্দটি)			
ইরাম			
উচ্চ স্তম্ভের অধিকারী ছিল, ইরাম গোত্র	৮৯-ফাজর	৭	১০২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইলইয়াস			
পুণ্যবান (ইলয়াস আ. পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)	৬-আন'আম	৮৫	৬০৪
রাসূল স. (ইলইয়াস ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল)	৩৭-সাফ্ফাত	১২৩	৮৬৩
ইলয়াসীন			
ইলয়াসীনের উপর সালাম বর্ষিত হোক	৩৭-সাফ্ফাত	১৩০	৮৬৩
ইলহাম			
মানুষকে জ্ঞান দান (পাপ কাজ ও তা থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কে)	৯১-শাম্স	৮	১০২৪
ইলাহ (আরো দেখুন উপাস্য শব্দটি)			
আকাশে আল্লাহই একমাত্র ইলাহ	৪৩-যুখরুফ	৮৪	৯০১
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (নূহ আ. তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন)	২৩-মু'মিনূন	২৩	৭৬৭
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই (আয়াতুল কুরসী)	২-বাকারা	২৫৫	৫৩০
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই	৫৯-হাশর	২২	৯৫৭
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই	২৭-নামল	৬০	৮০৫
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	২-বাকারা	১৬৩	৫১৮
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই যে শ্রবণ/দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারে	৬-আন'আম	৪৬	৬০০
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৯-তাওবা	১২৯	৬৫৩
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই(শু'আইব প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৩৮-সোয়াদ	৬৫	৮৬৯
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	২৮-কাসাস	৭০	৮১৪
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (তিনি আরশের অধিপতি)	২৭-নামল	২৬	৮০২
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (সুতরাং তার ইবাদত কর)	২১-আম্বিয়া	২৫	৭৫১
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ কে আছে, যে আলো এনে দিবে...	২৮-কাসাস	৭১	৮১৪
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ কে আছে, যে রাত এনে দিবে...	২৮-কাসাস	৭২	৮১৪
আল্লাহ একমাত্র ইলাহ	৬-আন'আম	১৯	৫৯৭
আল্লাহই একমাত্র ইলাহ, তাকেই ভয় করার নির্দেশ	১৬-নাহ্ল	৫১	৭০৭
আল্লাহই একমাত্র ইলাহ	১৬-নাহ্ল	২২	৭০৪
আল্লাহই একমাত্র ইলাহ	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
আল্লাহ আহলে কিতাব ও উম্মতে মুহাম্মদীর ইলাহ	২৯-আনকাবূত	৪৬	৮২০
'আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই' (ডোবার সময় ফিরআউনের স্বীকৃতি)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	২৮-কাসাস	৮৮	৮১৫
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (হূদ আ.এর দাওয়াত)	১১-হূদ	৫০	৬৭০
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (ছামূদ জাতি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (শু'আইব তার সম্প্রদায়কে বললেন)	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
আল্লাহ ছাড়া কি ইলাহ আছে ?	৫২-তূর	৪৩	৯৩১
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৪৭-মুহাম্মাদ	১৯	৯১৩
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন	৩-আলে ইমরান	১৮	৫৩৭
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৩-আলে ইমরান	৬২	৫৪২
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৩-আলে ইমরান	৬	৫৩৬
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৩-আলে ইমরান	১৮	৫৩৭
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (হূদ আ. বললেন আদ জাতিকে)	৭-আ'রাফ	৬৫	৬১৮
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৭-আ'রাফ	৫৯	৬১৮
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (রাজত্বও সেই প্রতিপালকের)	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৩৭-সাফ্ফাত	৩৫	৮৫৮
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (আদ জাতিকে বলল তাদের রাসূল)	২৩-মু'মিনূন	৩২	৭৬৮
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (ইউনুস এর দোয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (তারই ইবাদত করতে হবে)	২০-ত্বা-হা	১৪	৭৪১
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৪০-মু'মিন	৬৫	৮৮৩
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (কাফিরদের প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	১৪	৬৬৬
আল্লাহ ছাড়া মানুষের কোন ইলাহ নেই	২০-ত্বা-হা	৯৮	৭৪৭
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই (আল্লাহকে ভয় করা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	২	৭০৩
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই	৫৯-হাশর	২৩	৯৫৭
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই (সুন্দরতম নামসমূহ তারই)	২০-ত্বা-হা	৮	৭৪১
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই	৩-আলে ইমরান	২	৫৩৬
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই	৪-নিসা	৮৭	৫৬৮
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই (রিযিকদান প্রসঙ্গ)	৩৫-ফাতির	৩	৮৪৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইলাহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই	৬৪-তাগাবুন	১৩	৯৬৭
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮
আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ খোঁজার অসারতা	৭-আ'রাফ	১৪০	৬২৫
আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহকে না ডাকার ঘোষণা (আসহাবে কাহাফের)	১৮-কাহ্ফ	১৪	৭২৫
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৬-আন্'আম	১০২	৬০৬
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	২৩-মু'মিনূন	১১৬	৭৭৩
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই (ওহীর অনুসরণ প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১০৬	৬০৬
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৪০-মু'মিন	৬২	৮৮৩
আল্লাহ সাথে অন্য কোন ইলাহ নেই	২৩-মু'মিনূন	৯১	৭৭১
আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ সাব্যস্তকারীকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ...	৫০-ক্বাফ	২৬	৯২৩
আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ আছে কি ? (নেই)	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ আছে কি? (নেই)	২৭-নামল	৬১	৮০৫
আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ আছে কি? (নেই)	২৭-নামল	৬২	৮০৫
আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ আছে কি ? (নেই)	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নেই	৬-আন্'আম	১৯	৫৯৭
আল্লাহর সাথে আরও ইলাহ থাকলে তারা...	১৭-ইস্রা	৪২	৭১৭
আল্লাহর সাথে ইলাহ নির্ধারণ না করা ওহীকৃত প্রজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত	১৭-ইস্রা	৩৯	৭১৭
আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ গ্রহণ করেছে (কাফিররা)	৩৬-ইয়াসীন	৭৪	৮৫৬
আশ্রয় চাওয়া (মানুষের ইলাহ/উপাস্যের কাছে)	১১৪-নাস	৩	১০৩৬
ইবরাহীমের ইলাহের ইবাদত (ইয়াকুবের সন্তান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
ইবাদত (দয়াময় ছাড়া অন্য ইলাহের ইবাদতের অসারতা...)	৪৩-যুখরুফ	৪৫	৮৯৯
ইবাদত, এক ইলাহের (ইয়াকুবের সন্তানদের)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
ইবরাহীম আ. ইলাহদের নিকট গমন করলেন	৩৭-সাফ্ফাত	৯১	৮৬১
ইবাদাত (এক ইলাহের ইবাদাতের জন্য আদিষ্ট ছিল পূর্ববর্তীরাও)	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
ইয়াকুবের ইলাহের ইবাদত (তার সন্তান কর্তৃক)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
ইলাহদের উপর ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ (কাফির প্রধানদের)	৩৮-সোয়াদ	৬	৮৬৬
ইসহাকের ইলাহের ইবাদত (ইয়াকুবের সন্তান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
ইসমাঈলের ইলাহের ইবাদত (ইয়াকুবের সন্তান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
ঈসাকে নিজেকে ও তার মাকে দুইজন ইলাহ হিসাবে গ্রহণ...	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
এক ইলাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই	৫-মায়িদা	৭৩	৫৮৯
এক ইলাহ (মানুষের ইলাহ এক ইলাহ)	২-বাক্বারা	১৬৩	৫১৮
এক ইলাহ(মানুষের ইলাহ আল্লাহ একমাত্র ইলাহ)	২১-আম্বিয়া	১০৮	৭৫৭
এক ইলাহ (মানুষের ইলাহ আল্লাহই একমাত্র ইলাহ)	১৬-নাহ্ল	২২	৭০৪
এক ইলাহের ইবাদত (ইয়াকুবের সন্তানদের)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
এক ইলাহের ইবাদাতের জন্য আদিষ্ট হয়েছিল পূর্ববর্তীরাও	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
এক (আল্লাহ একমাত্র ইলাহ)	১৮-কাহ্ফ	১১০	৭৩৩
এক ইলাহ(উম্মতে মুহাম্মদী ও আহলে কিতাবের ইলাহ এক)	২৯-আনকাবূত	৪৬	৮২০
একজন (ইলাহ একজনই)	৩৭-সাফ্ফাত	৪	৮৫৭
একমাত্র ইলাহ আল্লাহ, তাকেই ভয় করার নির্দেশ	১৬-নাহ্ল	৫১	৭০৭
একমাত্র ইলাহ আল্লাহ (সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
একমাত্র ইলাহ আল্লাহ	১৪-ইবরাহীম	৫২	৬৯৭
একমাত্র ইলাহ আল্লাহ	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
একমাত্র ইলাহ আল্লাহ (অন্য কোন ইলাহ নেই)	২০-ত্বা-হা	৯৮	৭৪৭
কাল্পনিক ইলাহ সম্পর্কে ইবরাহীমের প্রশ্ন (সম্প্রদায়কে)	৩৭-সাফ্ফাত	৮৬	৮৬১
গ্রহণ (আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ গ্রহণ না করার যুক্তি..)	৩৬-ইয়াসীন	২৩	৮৫৩
গ্রহণ (ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে যে, তার প্রবৃত্তিকে)	২৫-ফুরকান	৪৩	৭৮৫
গ্রহণ (অবিশ্বাসীরা বহু ইলাহ গ্রহণ করছে, আল্লাহকে ছাড়া)	১৯-মারইয়াম	৮১	৭৩৯
গ্রহণ (আল্লাহকে বাদ দিয়ে বহু ইলাহ গ্রহণকারী সম্প্রদায়..)	১৮-কাহ্ফ	১৫	৭২৫
জাহান্নামে!(আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহরা)	২১-আম্বিয়া	৯৯	৭৫৭
ডাকা (আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহকে ডাকে না যারা...)	২৫-ফুরকান	৬৮	৭৮৭
ডাকা (আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহকে ডাকা নিষেধ)	২৮-কাসাস	৮৮	৮১৫
ডাকা (নবীকে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে না ডাকার নির্দেশ)	২৬-শু'আরা	২১৩	৭৯৯
দাবী (আল্লাহ ছাড়া কেউ ইলাহ দাবী করলে প্রতিফল জাহান্নাম)	২১-আম্বিয়া	২৯	৭৫২
দুই ইলাহ গ্রহণ না করার নির্দেশ (আল্লাহই একমাত্র ইলাহ)	১৬-নাহ্ল	৫১	৭০৭
নির্ধারণ (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণ!)	১৫-হিজর	৯৬	৭০২
নির্ধারণ (আল্লাহর সাথে ইলাহ নির্ধারণে নিষেধাজ্ঞা)	১৭-ইস্রা	২২	৭১৬
পৃথিবীতে আল্লাহই একমাত্র ইলাহ	৪৩-যুখরুফ	৮৪	৯০১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক (আল্লাহ) ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই	৪৪-দুখান	৮	৯০২
প্রতিপালক (আল্লাহ) ছাড়া কোন ইলাহ নেই	৭৩-মুয্যাম্মিল	৯	৯৮৮
প্রতিপালক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
প্রবৃত্তিকে যে ইলাহ বানায় আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
ফির'আউন ছাড়া অন্যকে ইলাহ গ্রহণ করলে কারারুদ্ধ করার হুমকি	২৬-শু'আরা	২৯	৭৮৯
ফির'আউন ছাড়া কোন ইলাহ আছে বলে ফির'আউনের জানা নেই	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
বনী ইসরাঈল ও মূসার ইলাহ বলা বাছুরকে (সামিরী কর্তৃক)	২০-ত্বা-হা	৮৮	৭৪৬
বর্জন (ইলাহদের বর্জন করবে না মুশরিকরা, পাগল কবির কথায়)	৩৭-সাফ্ফাত	৩৬	৮৫৮
বহু ইলাহ থাকলে আকাশ-পৃথিবীর উভয়টি ধ্বংস হত	২১-আম্বিয়া	২২	৭৫১
বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানানো আশ্চর্য ব্যাপার	৩৮-সোয়াদ	৫	৮৬৬
বহু ইলাহ/উপাস্য গ্রহণ (মুশরিক প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
বাছুরকে বনী ইসরাঈল ও মূসার ইলাহ বলা(সামিরী কর্তৃক)	২০-ত্বা-হা	৮৮	৭৪৬
বানিয়ে দেয়া (মূসাকে ইলাহ বানিয়ে দিতে অনুরোধ,বনী ইসরাঈলের)	৭-আ'রাফ	১৩৮	৬২৪
মানুষের ইলাহ আল্লাহই একমাত্র ইলাহ(রাসূল স. এর প্রতি ওহী)	২১-আম্বিয়া	১০৮	৭৫৭
মানুষের ইলাহ/উপাস্যের কাছে আশ্রয় চাওয়া...	১১৪-নাস	৩	১০৩৬
মানুষের ইলাহ এক ইলাহ	৪১-ফুস্সিলাত	৬	৮৮৬
মানুষের ইলাহ এক ইলাহ (রাসূল স. এর প্রতি এই ওহী করা হয়)	৪১-ফুস্সিলাত	৬	৮৮৬
মূসার ইলাহকে দেখতে চায় ফির'আউন	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
মূসার ইলাহকে দেখার জন্য ফিরআউনের আকাঙ্ক্ষা	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
মূর্তিকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ (ইবরাহীমের পিতা আযর প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৭৪	৬০৩
মূর্তিপূজকদের বহু ইলাহের মত ইলাহ বানানো প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৩৮	৬২৪
সামিরীর ইলাহ/উপাস্য(বাছুর)কে জ্বালিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৯৭	৭৪৭
সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে অন্য ইলাহ গ্রহণ প্রসঙ্গ (আল্লাহর সান্নিধ্য)	৪৬-আহ্কাফ	২৮	৯১০
সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত (অন্য ইলাহ থাকলে)	২৩-মু'মিনূন	৯১	৭৭১
ইল্লিয়্যুন			
জানানো (রাসূলকে ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে জানাবে কিসে?)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	১৯	১০১২
ইল্লিয়্যীন (দেখুন ইল্লিয়্যন শব্দটি)			
কিতাব (পুণ্যবানদের কিতাব/আমলনামা ইল্লীয়্যীনে থাকবে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	১৮	১০১২
ইশারা (আরো দেখুন ইঙ্গিত শব্দটি)			
কথা বলা (ইশারা ছাড়া কথা বলতে পাবে না যাকারিয়া...)	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
মারইয়াম ইশারা করল সন্তানের প্রতি (সম্প্রদায়ের নিকট এসে)	১৯-মারইয়াম	২৯	৭৩৬
যাকারিয়া ইশারা করল সম্প্রদায়ের প্রতি সকাল-সন্ধ্যা...	১৯-মারইয়াম	১১	৭৩৪
ইশারা (চোখ টিপে)			
অপরাধীরা ইশারা করতো মুমিনদের নিকট দিয়ে গেলে	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৩০	১০১২
ইসমা'ঈল			
অবতীর্ণ (ইসমাঈলের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
অবতীর্ণ (ইবরাহীমের উপর অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান)	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
ইবরাহীমের বার্ধক্যে ইসমাঈল/ইসহাককে দেয়ায় আল্লাহর প্রশংসা	১৪-ইবরাহীম	৩৯	৬৯৭
ইলাহ (ইয়াকুবের সন্তান কর্তৃক ইসমাঈলের ইলাহের ইবাদত)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
ইহুদি-নাসারা! (ইসমাঈল ইহুদি-নাসারা ছিল কিনা আল্লাহই জানেন)	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
উত্তোলন (ইসমাঈল কর্তৃক কাবা ঘরের ভিত্তি উত্তোলন)	২-বাক্বারা	১২৭	৫১৪
উল্লেখ (ইসমাইলের কথা কিতাবে উল্লেখ করার নির্দেশ)	১৯-মারইয়াম	৫৪	৭৩৭
ওহী করা (আল্লাহ ইসমাঈলকে ওহী করেছেন)	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
জবাই (ইসমাঈলকে জবাই করার স্বপ্ন দেখল ইবরাহীম)	৩৭-সাফ্ফাত	১০২	৮৬২
ধৈর্যশীল (ইসমাঈল ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)	২১-আম্বিয়া	৮৫	৭৫৫
নির্দেশ (কাবাঘর পবিত্র রাখতে ইসমাঈলের প্রতি নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
বংশধর (ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈলের বংশধরদেরকে পথ প্রদর্শন...)	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
মর্যাদা দান (ইসমাঈলকে জগতের উপর মর্যাদা দান করা হয়)	৬-আন্'আম	৮৬	৬০৪
সৎকর্মশীল(ইসমাঈল সৎকর্মশীল ছিলেন)	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
স্মরণ (ইসমাঈলকে স্মরণ করার নির্দেশ রাসূল স. এর প্রতি)	৩৮-সোয়াদ	৪৮	৮৬৯
ইসরাঈল			
ঈসাকে বনী ইসরাঈলদের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
বনী ইসরাঈলদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ...	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
হারাম করেছিল ইসরাঈল নিজের উপরে (তাওরাত নাযিলের পূর্বে...)	৩-আলে ইমরান	৯৩	৫৪৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইসলাম (আরো দেখুন আত্মসমর্পণ/সমর্পণ শব্দটি)			
আহ্বান (ইসলামের দিকে আহ্বান করা হলে যে আল্লাহ সম্পর্কে...)	৬১-সাফ্‌ফ	৭	৯৬০
কুফরি (ইসলাম গ্রহণের পর কুফরি করেছে কাফির ও...)	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
দ্বীন (ইসলাম আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় দ্বীন)	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
দ্বীন (ইসলাম ছাড়া দ্বীন তালাশ করলে অগ্রহণযোগ্য হবে না)	৩-আলে ইমরান	৮৫	৫৪৪
দ্বীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
প্রশস্ত করা (যার বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন)	৬-আন্‌'আম	১২৫	৬০৮
প্রতিপালকের নির্দেশিত সরল-সঠিক পথ ইসলাম	৬-আন্‌'আম	১২৬	৬০৮
প্রবেশ (ইসলামে প্রবেশের নির্দেশ, ঈমানদাদেরকে)	২-বাক্বারা	২০৮	৫২৩
বক্ষ প্রশস্ত যার ইসলামের জন্য সে আল্লাহ বিমুখ ব্যক্তির মত নয়	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩
ইসলাম গ্রহণ			
ধন্য করেছে মনে করে রাসূল স. কে ইসলাম গ্রহণ করে!	৪৯-হুজুরাত	১৭	৯২১
ধন্য করেছে মনে না করা ইসলাম ইসলাম গ্রহণ করে!	৪৯-হুজুরাত	১৭	৯২১
বেদুঈনরা ইসলাম গ্রহণ করেছে ,অন্তরে এখনো ঈমান প্রবেশ করেনি	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
ইসহাক			
অবতীর্ণ (ইবরাহীম আ.এর উপর অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান)	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
অবতীর্ণ (ইসহাক আ.এর উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
ইউসুফের পিতৃপুরুষ ইসহাক	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
ই[illegible]রাহীমের বার্ধক্যে ইসমাঈল/ইসহাককে দেয়ায় আল্লাহর প্রশংসা	১৪-ইবরাহীম	৩৯	৬৯৭
ইবরাহীমকে ইসহাকের সুসংবাদ দান...	১১-হূদ	৭১	৬৭২
ইবরাহীমকে ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দান...	১১-হূদ	৭১	৬৭২
ইবরাহীম আ. ও ইসহাকের উপর নিয়ামত পূর্ণ করেছিলেন আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
ইলাহ (ইয়াকুবের সন্তান কর্তৃক ইসহাকের ইলাহের ইবাদত)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
ইহুদি-নাসারা! (ইসহাক আ. ইহুদি-নাসারা ছিল কিনা আল্লাহই জানেন)	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
ওহী করা (আল্লাহ ইসহাককে ওহী করেছেন)	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
দান(আল্লাহ ইবরাহীমের পুত্রস্বরূপ ইসহাককে দান করেন)	২১-আম্বিয়া	৭২	৭৫৪
দান (ইবরাহীমের জন্য দান করলেন আল্লাহ ইসহাক আ. ও ইয়াকুব আ.)	১৯-মারইয়াম	৪৯	৭৩৭
দান (আল্লাহ ইবরাহীমকে ইসহাক, ইয়াকুব...দান করেন)	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
নবী ও সৎকর্মপরায়ন হবেন ইসহাক আ. (ইবরাহীমকে সুসংবাদ)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১১২	৮৬২
বরকত দান করেছেন আল্লাহ ইবরাহীম আ. ও ইসহাককে	৩৭-সাফ্‌ফাত	১১৩	৮৬২
শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী বান্দা ইসহাক	৩৮-সোয়াদ	৪৫	৮৬৮
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ ইসহাককে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৬-আন্‌'আম	৮৪	৬০৪
[illegible]কর্মশীল(আল্লাহ ইসহাককে সৎকর্মশীল বানান)	২১-আম্বিয়া	৭২	৭৫৪
ইহকাল (আরো দেখুন দুনিয়া শব্দটি)			
আল্লাহর জন্য ইহকাল ও পরকাল	৫৩-নাজম	২৫	৯৩৩
নবীর জন্য ইহকালের চেয়ে পরকাল উত্তম	৯৩-দুহা	৪	১০২৬
প্রশংসা (ইহকালে আল্লাহর প্রশংসা)	২৮-কাসাস	৭০	৮১৪
মালিক (আল্লাহই ইহকালের মালিক)	৯২-লাইল	১৩	১০২৫
শাস্তি (ফিরআউনকে ইহকালের শাস্তিতে পাকড়াও...)	৭৯-নাযি'আত	২৫	১০০৪
ইহরাম			
শিকার (ইহরাম অবস্থায় শিকার হালাল মনে না করা)	৫-মায়িদা	১	৫৮০
শিকার (ইহরাম অবস্থায় স্থলের শিকার হারাম)	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
হত্যা (ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করার কাফফারা)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
ইহসান (আরো দেখুন সদাচার/সদ্ব্যবহার শব্দটি)			
প্রতিদান (ইহসান/উত্তম কাজের প্রতিদান ইহসান/উত্তম ছাড়া কিছু নয়)	৫৫-রাহ্‌মান	৬০	৯৪২
মুমিনদেরকে ইহসান করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৯৫	৫২২
ইহুদি (আরো দেখুন বনীইসরাঈল শব্দটি)			
অবাধ্যতা (ইহুদীদের অবাধ্যতার প্রতিফল, চর্বি হারাম করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৪৬	৬১০
আল্লাহর হাত শৃঙ্খলিত, ইহুদীরা বলে	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
আল্লাহর পুত্র বলে ইহুদী ও নাসারারা (নিজেদেরকে)	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
ইবরাহীম আ. ইহুদী ছিলেন না, নাসারাও নন	৩-আলে ইমরান	৬৭	৫৪২
ইবরাহীম/ইসমাঈল... ইহুদি-নাসারা ছিল কিনা আল্লাহই জানেন	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
ঈমান (ইহুদিদের ঈমান ও সৎ কাজের প্রতিদান)	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
জুলুম (ইহুদিদের জুলুমের কারণে পবিত্র বস্তু হারাম করা)	৪-নিসা	১৬০	৫৭৭
ধারণা (ইহুদীদের আল্লাহর বন্ধু হওয়ার অমূলক ধারণা)	৬২-জুমু'আ	৬	৯৬২
নেই (নাসারারা বলে ইহুদীরা কোন কিছুর উপর নেই)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
প্রতিদান (ইহুদিদের ঈমান ও সৎ কাজের প্রতিদান)	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
ফয়সালা(আল্লাহ কিয়ামতে ইহুদি...দের বিষয়ে ফয়সালা করবেন)	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
ফ্যাসাদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছে, পৃথিবীতে	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
বন্ধুরূপেগ্রহণ (ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপেগ্রহণ নিষেধ)	৫-মায়িদা	৫১	৫৮৭
বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে যেসব মুমিন ইহুদী ও নাসারাদেরকে...	৫-মায়িদা	৫১	৫৮৭
বলা (ইহুদীরা বলে 'উযাইর আ. আল্লাহর পুত্র')	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
বলা (ইহুদীরা বলে নাসারারা কোন কিছুর উপর নেই)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
বিশ্বাস করে যে সব ইহুদী আল্লাহ ও আখিরাতে	৫-মায়িদা	৬৯	৫৮৯
বিচার-ফায়সালা (ইহুদীদের বচার-ফায়সালা করত, নবীগণ)	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
বিকৃতি (ইহুদীদের কিছুলোকের শব্দ বিকৃতি)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
মিথ্যা শ্রবণকারী জাতি ইহুদীরা	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
মিথ্যা আশা (ইহুদী -নাসারাদের মিথ্যা আশা, জান্নাতে প্রবেশ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১১১	৫১৩
শত্রুতা (মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় ইহুদি-মুশরিকই সবচে কঠোর)	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
সন্তুষ্ট না হওয়া(রাসূল স. ইহুদী ধর্ম অনুসরণ না করলে সন্তুষ্ট হবেনা)	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
হওয়া (ইহুদী হলে সঠিক পথ পাবে ! তারা বলে)	২-বাক্বারা	১৩৫	৫১৫
হারাম (ইহুদিদের জন্য হারামকৃত বস্তু প্রসঙ্গে)	১৬-নাহ্‌ল	১১৮	৭১৩
হারাম (ইহুদীদের জন্য নখযুক্ত পশু ও হালাল পশুর চর্বি হারাম করা প্র.)	৬-আন্‌'আম	১৪৬	৬১০
ইহুদিদের উপাসনালয়			
বিধ্বস্ত (আল্লাহ প্রতিহত না করলে ইহুদিদের উপাসনালয় বিধ্বস্ত হত)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
ঈমান (আরো দেখুন বিশ্বাস শব্দটি)			
অগ্রণী না হওয়ার নির্দেশ ঈমানদারকে (আল্লাহ ও রাসূল স. এর সম্মুখে)	৪৯-হুজুরাত	১	৯২০
অগ্রবর্তী (ঈমানে অগ্রগামী ভাইদের জন্য পরবর্তীদের ক্ষমা প্রার্থনা)	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬
অচিবল (ঈমানদারদেরকে অবিচল থাকার নির্দেশ-ন্যায় সাক্ষ্যদানে)	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
অজু (ঈমানদারদেরকে অজুর নির্দেশ, সালাতের জন্য)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
অদৃশ্যে ঈমানআনা মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য	২-বাক্বারা	৩	৫০২
অধিকাংশ ঈমান আনবে না (সতর্ককৃত সম্প্রদায়ের)	৩৬-ইয়াসীন	৭	৮৫১
অনুমতি চায় না ঈমানদাররা (জিহাদ থেকে বিরত থাকার জন্য)	৯-তাওবা	৪৪	৬৪৪
অনুমতি নিবে মু'মিনদের দাস-দাসীরা (ঘরে প্রবেশের জন্য)	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
অনুতপ্ত হয়ে ঈমান আনবে যারা...	১৯-মারইয়াম	৬০	৭৩৮
অনুমান পরিহার করার নির্দেশ মুমিনদেরকে...	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
অপরাধীরা ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিলনা (রাসূল স. আসার পরও)	১০-ইউনুস	১৩	৬৫৫
অপরাধ নেই (ঈমান আনলে পূর্বের হারামে অপরাধ নেই, মদ প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৩	৫৯২
অপমানিত করবেন না আল্লাহ কিয়ামতে, তাদেরকে যারা ঈমান...	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
অপবিত্রতা স্থাপন (যারা ঈমান আনেনা তাদের উপর)	৬-আন্‌'আম	১২৫	৬০৮
অবতীর্ণ (ঈমানদারদের উপরে অবতীর্ণ বিষয়ে দিনের প্রথমভাগে...)	৩-আলে ইমরান	৭২	৫৪২
অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান আনার নির্দেশ (কুরআন ও পূর্ববর্তী)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান (উম্মতে মুহাম্মদী ও আহলে কিতাবের প্রতি)	২৯-আনকাবূত	৪৬	৮২০
অবিশ্বাস (ঈমানের পর আল্লাহকে অবিশ্বাসের শাস্তি/আল্লাহর ক্রোধ)	১৬-নাহ্‌ল	১০৬	৭১২
অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে, নূহ আ.এর জাতির মধ্যে (প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
অসত্যে ঈমানদাররা ক্ষতিগ্রস্ত	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
আখিরাতে ঈমানহীনদের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৬-আন্‌'আম	১৫০	৬১১
আখিরাতের উপর ঈমানদারদের কুরআন দ্বারা সতর্ক করা	৬-আন্‌'আম	৯২	৬০৪
আখিরাতে ঈমান আনলে মতবিরোধের ক্ষেত্রে করণীয়	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
আখিরাতে ঈমান আনেনা যারা তাদের অন্তর প্রসঙ্গ	৬-আন্‌'আম	১১৩	৬০৭
আখিরাতে ঈমান আনে না যারা তারা সুদূর বিভ্রান্তিতে	৩৪-সাবা	৮	৮৪১
আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৩৯	৫৬২
আখিরাতে (যারা আখিরাতে ঈমান আনেনা তারা সত্য অস্বীকারকারী)	১৬-নাহ্‌ল	২২	৭০৪
আখিরাতে (যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের জন্য মন্দ উপমা)	১৬-নাহ্‌ল	৬০	৭০৭
আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান না আনার পরিণাম	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
আখিরাতে বিশ্বাসীদেরকে জেনে নেরা (সাবাবাসী প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	২১	৮৪৩
আনুগত্য (ঈমানদাররা আনুগত্য করলে, আহলে কিতাবদের...)	৩-আলে ইমরান	১০০	৫৪৫
আনুগত্যের নির্দেশ, ঈমানদারদের প্রতি (আল্লাহ ও রাসূল স. এর)	৮-আনফাল	২০	৬৩৩
আপ্যায়ন (ঈমানদারকে জান্নাতুল মাওয়া দিয়ে আপ্যায়ন)	৩২-সাজ্‌দা	১৯	৮৩১
আয়াতে ঈমান আনলে আল্লাহ দয়া নির্ধারিত করেন	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
আয়াতে ঈমান আনলে আল্লাহর নামে জবাইকৃত পশু খাওয়া	৬-আন্‌'আম	১১৮	৬০৭
আয়াতে ঈমানদারদের প্রতি প্রতিপালকের দয়া প্রসঙ্গ	৬-আন্‌'আম	৫৪	৬০০
আয়াতে ঈমানদার/বিশ্বাসী মুসলিমের জান্নাতে প্রবেশ	৪৩-যুখরুফ	৬৯	৯০০
আয়াতে ঈমান না আনলে দৃষ্টিহীন অবস্থায় হাশর হবে	২০-ত্বা-হা	১২৭	৭৪৯
আয়াতে (যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান আনে না তারাই মিথ্যাবাদী)	১৬-নাহ্‌ল	১০৫	৭১২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঈমান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আলো (আলো দৌড়াবে কিয়ামতে মুমিনদের সামনে ও ডানে)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
আল্লাহ ঈমানদারদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জানাচ্ছেন (মুশরিকদের অপবিত্রতার বিষয়)	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
আল্লাহ ঈমানদারদের জানাচ্ছেন পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের প্রকৃতি	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
আল্লাহ ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
আল্লাহ ও তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান আনলে নবীর প্রতিও আনতে হবে	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনে থাকলে দ্বীনের ব্যাপারে করুণা...	২৪-নূর	২	৭৭৪
আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে না যারা তারাই অনুমতি চায়...	৯-তাওবা	৪৫	৬৪৫
আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে যে সব ঈমানদার	৫-মায়িদা	৬৯	৫৮৯
আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনলে গর্ভ গোপন করা...	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে যে তার জন্য উপদেশ...	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে বেদুইনদের কেউ কেউ	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
আল্লাহ জানতে পারেন (প্রকৃত ঈমানদারদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
আল্লাহকে যথাযথ ভয় করার নির্দেশ (ঈমানদারদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	১০২	৫৪৫
আল্লাহকে ভয় করে যদি ঈমানদাররা তবে...	৮-আনফাল	২৮	৬৩৪
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ (ঈমানদারদেরকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৩	৯১৫
আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনা	৬১-সাফ্‌ফ	১১	৯৬১
আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা (মুনাফিকদের)	২৪-নূর	৪৭	৭৭৯
আল্লাহ/কিতাব/নবী-রাসূল স. এর প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
আল্লাহতে ঈমান আনলে মতবিরোধের ক্ষেত্রে করণীয়	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
আল্লাহতে ঈমান আনা ও তার দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেয়া	৪৬-আহ্‌কাফ	৩১	৯১১
আল্লাহ/নবী/কিতাবে ঈমান আনলে কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব নয়	৫-মায়িদা	৮১	৫৯০
আল্লাহ প্রতি ঈমান আনতে হাওয়ারীদের প্রতি ওহী...	৫-মায়িদা	১১১	৫৯৪
আল্লাহ, রাসূল স. ও কুরআনে ঈমান আনার নির্দেশ	৬৪-তাগাবুন	৮	৯৬৬
আল্লাহর প্রতি ঈমান অনার প্রতিদান	৪-নিসা	১৭৫	৫৭৯
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৩৯	৫৬২
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা...	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী যেন মজবুত হাতল ধারণ করল	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মিথ্যা ঘোষণা (মুনাফিকদের)	২-বাক্বারা	৮	৫০২
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা (শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর)	৪০-মু'মিন	৮৪	৮৮৫
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে আল্লাহ তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন	৬৪-তাগাবুন	১১	৯৬৭
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে তিনি পাপ মোচন করবেন	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে যারা সন্দেহ পোষণ করেনি এবং... তারাই মুমিন	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনার পরিণাম	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
আল্লাহর প্রতি ঈমান না রাখায় জাহান্নমের কঠিন শাস্তি প্রসঙ্গ	৬৯-হাক্কাহ্‌	৩৩	৯৭৯
আল্লাহর প্রতি মূসার জাতি ঈমান আনলে আল্লাহতে ভরসা করা...	১০-ইউনুস	৮৪	৬৬২
আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২
আল্লাহর প্রতি ঈমান (রাসূল স. ও মুমিনগণের)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
আল্লাহর প্রতি ও সত্যের প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা (নাসারাদের)	৫-মায়িদা	৮৪	৫৯১
আল্লাহর নিদর্শনে ঈমানদারই মুসলিম ও ওহীর প্রকৃত শ্রোতা	২৭-নামল	৮১	৮০৬
আল্লাহর নিদর্শনের অবমাননা নিষেধ (ঈমানদারদের জন্য)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
আল্লাহর আয়াতে ঈমান না আনলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	১৬-নাহল	১০৪	৭১১
আল্লাহর উপর ঈমান আনে যেসব আহলে কিতাব...	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
আল্লাহর উপর ঈমান আনেনি যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকে যদি মু'মিনরা...	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
আল্লাহর উপর ঈমান রাখা উত্তম উম্মতের দারিত্ব	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
আল্লাহর উপর ঈমানের সমান নয় (মসজিদে হারামকে আবাদ...)	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়ের (কুরআন) প্রতি ঈমানের আহবান	২-বাক্বারা	৯১	৫১০
আল্লাহ-রাসূলে ঈমানের প্রতিদান	৪-নিসা	১৫২	৫৭৬
আল্লাহকে বিশ্বাস করে যারা তারাই মসজিদ আবাদ করবে	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান এনেছে যারা...	৫-মায়িদা	৫৫	৫৮৭
আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ	৫৭-হাদীদ	৭	৯৪৮
আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনার জন্য রাসূল স. প্রেরণ..)	৪৮-ফাত্‌হ	৯	৯১৬
আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান এনেছে যারা...	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনে যারা তারাই অনুমতি...	২৪-নূর	৬২	৭৮১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান না আনার শাস্তি	৪৮-ফাত্‌হ	১৩	৯১৭
আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান (আহলে কিতাবদের প্রতি নির্দেশ)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
আল্লাহর উপর ঈমান আনার কারণে বের করে দেয়া (রাসূল স. ও...)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
আল্লাহর উপর ঈমান আনায় প্রতিশোধ নিচ্ছে আহলে কিতাবরা	৫-মায়িদা	৫৯	৫৮৭
আল্লাহর উপর ঈমান আনার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৮৬	৫২০
আল্লাহ-রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
আল্লাহকে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়ে সূরা অবতীর্ণ হলে...	৯-তাওবা	৮৬	৬৪৯
আল্লাহকে বিশ্বাস করেন নবী	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান হল প্রকৃত পূণ্য	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে যারা...	৫-মায়িদা	৬৯	৫৮৯
আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে আহলে কিতাবদের একদল	৩-আলে ইমরান	১১৪	৫৪৭
আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমানদারদের জন্যে রিযিক প্রার্থনা	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ঈমান আনার সাধ্য কারো নেই	১০-ইউনুস	১০০	৬৬৩
আল্লাহয় ঈমান ও সৎকাজের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনে যারা তারাই মু'মিন...	২৪-নূর	৬২	৭৮১
আল্লাহ ও পরকালে ঈমান না এনে লোক দেখানো দান	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
অস্বীকার (ঈমান আনতে অস্বীকার করে যারা তাদের কর্ম বিফল)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
আহলে কিতাবরা ঈমান আনলে তাদের জন্য ভাল হত	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
আহলে কিতাবগণ ঈমান এনে তাকওয়া অবলম্বন করত যদি	৫-মায়িদা	৬৫	৫৮৮
আহ্বান (রাসূল স. এর আহ্বান সত্ত্বেও ঈমান না আনা)	৫৭-হাদীদ	৮	৯৪৮
আহলে কিতাবকে কুরআনে ঈমান আনার আহ্বান	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
আহলেকিতাবের কেউ কেউ ঈমান আনা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৫৫	৫৬৪
আহ্বান (ঈমান আনার জন্য রাসূল স. এর আহ্বান)	৫৭-হাদীদ	৮	৯৪৮
আহ্বান (ঈমানের দিকে আহ্বান শুনেছে মুমিনগণ)	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫
ইউনুস সম্প্রদায় ঈমান আনার কারণে শাস্তি দূর...	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
ইউনুসের উম্মতগণ ঈমান এনেছিল ...	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৪৮	৮৬৪
ইচ্ছা হলে ঈমান আনুক (সত্য এসেছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	১৮-কাহ্‌ফ	২৯	৭২৬
ইবরাহীমের প্রতি লূতের ঈমান	২৯-আনকাবূত	২৬	৮১৮
ইসলামে প্রবেশের নির্দেশ ঈমানদারদেরকে	২-বাক্বারা	২০৮	৫২৩
ইহুদি-নাসারাগণ ঈমান আনলে সঠিক পথ পাবে	২-বাক্বারা	১৩৭	৫১৫
ইহুদীদের উপর অবতীর্ণ তাওরাতের প্রতি ঈমানের দাবী	২-বাক্বারা	৯১	৫১০
ইহুদিদের ঈমান প্রসঙ্গ (কুরআন/তাওরাত/ইনজিলে)	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
ইহুদীদের (খুব অল্প সংখ্যকই ঈমান আনত)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
ঈসার উপর আহলে কিতাবের মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৫৯	৫৭৭
উদ্ধার (যারা ঈমান আনে তাদেরকে আল্লাহ উদ্ধার করেন)	১০-ইউনুস	১০৩	৬৬৪
উদ্ধার (হূদের সঙ্গী ঈমানদারদের আল্লাহ উদ্ধার করেন)	১১-হূদ	৫৮	৬৭১
উদ্ধার (শু'আইব ও ঈমানদারদেকে উদ্ধার করলেন আল্লাহ)	১১-হূদ	৯৪	৬৭৪
উপকারে আসেনি (শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর ঈমানের ঘোষণা)	৪০-মু'মিন	৮৫	৮৮৫
উপকারে না আসা (নিদর্শন আসার পর ঈমান আনলে)	৬-আন্‌'আম	১৫৮	৬১২
উপকারে আসত ঈমান (জনপদবাসীরা ঈমান আনলে)	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
উপদেশ (ঈমানদারদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
উপকারে আসবে না কাফিরদের ঈমান (কিয়ামতে)	৩২-সাজ্‌দা	২৯	৮৩২
এক আল্লাহতে ঈমান না আনা পর্যন্ত শত্রুতা ইবরাহীম আ. ও তার...	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
ওসিয়তের সময় সাক্ষী রাখবে ঈমানদারগণ, মৃত্যু কালে...	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
কণ্ঠস্বর উঁচু করা নিষেধ ঈমানদারদের (নবীর কণ্ঠস্বরের উপর)	৪৯-হুজুরাত	২	৯২০
কথায় (কুরআন ছাড়া কোন্‌ কথায় ঈমান আনবে মিথ্যা অভিহিতকারীরা?)	৭৭-মুরসালাত	৫০	৯৯৯
কথায় (কাফিররা কোন্‌ কথায় ঈমান আনবে?)	৭-আ'রাফ	১৮৫	৬৩০
কথায় (ওহীর কথায় ঈমান না আনায় মনোকষ্টে রাসূল স. এর আত্মহত্যা!)	১৮-কাহ্‌ফ	৬	৭২৪
কথায় (আল্লাহর আয়াতের পর কাফির কোন্‌ কথায় বিশ্বাস করবে!)	৪৫-জাছিয়া	৬	৯০৫
কবি (ঈমানদার কবিদের প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২২৭	৭৯৯
কল্যাণ (ঈমান আনলে আকাশ-পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করা হত)	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
কল্যাণ অর্জন (ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন না করার পরিণাম)	৬-আন্‌'আম	১৫৮	৬১২
কাজে আসা (যারা ঈমান আনে না সতর্কীকরণ তাদের কাজে আসে না)	১০-ইউনুস	১০১	৬৬৩
কাফিরদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করলে তারা অস্বীকার করে	৪০-মু'মিন	১০	৮৭৮
কাফিররা ঈমান আনবে কিয়ামতের দিন	৩৪-সাবা	৫২	৮৪৫
কাফিররা ঈমান আনবে না (ঝর্ণা উৎসারিত না করা পর্যন্ত...)	১৭-ইস্‌রা	৯০	৭২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঈমান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কাফিররা ঈমান রাখে না	৮৪-ইন্‌শিকাক্	২০	১০১৪
কাফিররা 'আমরা ঈমান এনেছি বলে' (মুমিনদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
কাফিরদের ঈমান উপকারে আসবে না (কিয়ামতে)	৩২-সাজ্‌দা	২৯	৮৩২
কাফিরদের ঈমান আনা না আনা (কুরআনের উপর)	১৭-ইস্‌রা	১০৭	৭২৩
কাফিরদের ঈমান আনার বিষয়ে প্রশ্ন (আকাশ-পৃথিবী মিশে থাকা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
কাফিরদের মত না হওয়ার জন্য ঈমানদারদের প্রতি আহ্বান	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
কাফিরদের সতর্ক করলেও তারা ঈমান আনবেনা	২-বাক্বারা	৬	৫০২
কাফির বানানো (ঈমানের পর কাফির বানানো)	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
কাফিরদের সাথে ঈমানদারদের সাক্ষাৎ হলে...(যুদ্ধের ময়দানে)	৮-আনফাল	১৫	৬৩৩
কিতাব/কুরআনে ঈমান আনার নির্দেশ	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
কিতাবের অংশ বিশেষে ঈমান (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
কিতাবে ঈমান আনা মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য	২-বাক্বারা	৪	৫০২
কিতাবের আয়াতের উপর ঈমান আনে না (অধিকাংশ মানুষ)	১৩-রা'দ	১	৬৮৮
কিতাবের প্রতি ঈমান আনে (আহলে কিতাবদের কেউ কেউ)	২৯-আনকাবূত	৪৭	৮২০
কিতাবের প্রতি ঈমান আনে (যাদেরকে আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন তারা)	২৯-আনকাবূত	৪৭	৮২০
কিতাবের প্রতি ঈমান (রাসূল স. ও মুমিনগণের)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
কিসাস ঈমানদারদের উপর বিধিবদ্ধ (ফরজ) করা হয়েছে	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
কিতাব বিশ্বাস করে মুমিনরা সম্পূর্ণরূপে	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
কিতাবে/কুরআনে ঈমান আনে (যারা যথাযথভাবে পাঠ করে)	২-বাক্বারা	১২১	৫১৪
কিতাবে/কুরআনে ঈমান আনে না (অধিকাংশ মানুষ)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
কিতাবে (রাসূল স. আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান এনেছেন)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
কুরআন, আল্লাহ, রাসূলের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ	৬৪-তাগাবুন	৮	৯৬৬
কুরআনে জিনদের ঈমান (কুরআন/পথ নির্দেশনা শুনে)	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬
কুরআনে জিনদের ঈমান আনা প্রসঙ্গ	৭২-জিন্	২	৯৮৬
কুরআনে ঈমান না আনা (অপরাধীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত)	২৬-শু'আরা	২০১	৭৯৮
কুসংস্কারে ঈমান (কিতাবের অংশ প্রদানের পরও কুসংস্কারে ঈমান)	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
কুফরী (ঈমানের পর বারবার কুফরী করলে আল্লাহ ক্ষমা করেননা)	৪-নিসা	১৩৭	৫৭৪
কুফরী (ঈমানের পর যারা কুফরী করেছে এবং কুফরীতে...)	৩-আলে ইমরান	৯০	৫৪৪
কুফরী ক্রয় (ঈমানের পরিবর্তে কুফরী ক্রয় করে যারা)	৩-আলে ইমরান	১৭৭	৫৫৩
কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাবে ঈমানের দাবী (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
কুফরকে ঈমানের উপর প্রাধান্য...	৯-তাওবা	২৩	৬৪২
কুফরি করেছে যারা তারাই নিকৃষ্ট জীব	৮-আনফাল	৫৫	৬৩৭
কুফরী (ঈমানের পর কুফরী করলে শাস্তি/আল্লাহরক্রোধ)	১৬-নাহ্‌ল	১০৬	৭১২
কুফরী (ঈমানের পর কুফরী করেছে যারা তাদেরকে কিভাবে...)	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
কুফরী (ঈমানের পর কুফরীর পরিণাম, শাস্তি আস্বাদন)	৩-আলে ইমরান	১০৬	৫৪৬
কুরআনে ঈমান আনে তারা যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া...	২৮-কাসাস	৫২	৮১২
কুরআনে ঈমান আনে পূর্ববর্তী কিতাবের ঈমানদাররা	২৮-কাসাস	৫৩	৮১২
কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে না (কাফিররা বলে)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে না অপরাধী সম্প্রদায়	১৫-হিজর	১৩	৬৯৮
কুরআনের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৪১	৫০৫
কুরআনের উপর ঈমান আনে না যারা তাদের জন্য কুরআন অন্ধত্ব	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৪	৮৮৯
কুরআনের উপর ঈমানদারদের কুরআন দ্বারা সতর্ক করা	৬-আন্'আম	৯২	৬০৪
ক্ষতিগ্রস্ত ঈমানদারগণ হবে কাফিরদের আনুগত্য করলে	৩-আলে ইমরান	১৪৯	৫৫০
ক্ষতিগ্রস্ত নয়(মানুষ ক্ষতির মধ্যে -যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া)	১০৩-আস্‌র	৩	১০৩২
ক্ষমাশীল (তাওবাকারী ঈমানদারের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল)	২০-ত্বা-হা	৮২	৭৪৬
খিয়ানত (ঈমানদারদেরকে খিয়ানত করা নিষেধ)	৮-আনফাল	২৭	৬৩৪
গোপন (ফিরআউন বংশের এক ব্যক্তি ঈমান গোপন রাখত)	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
গ্রহণ করবে না ঈমানদাররা বন্ধুরূপে (ইহুদী ও নাসারাদেরকে)	৫-মায়িদা	৫১	৫৮৭
চুক্তিসমূহ পূর্ণ করার নির্দেশ ঈমানদারদেরকে	৫-মায়িদা	১	৫৮০
জনপদের অধিবাসীদের ঈমান না আনার ফলে ধ্বংস হওয়া	২১-আম্বিয়া	৬	৭৫০
জনপদবাসীরা ঈমান আনলে তাদের ঈমান উপকারে আসত!	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
জান্নাত (ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ জান্নাতের অধিবাসী)	২-বাক্বারা	৮২	৫০৯
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, ঈমানদার ও সৎকর্মীদের...	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
জান্নাত(সৎকর্মশীল ঈমানদারকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
জান্নাত (সৎকর্মশীল ঈমানদারদের জন্য নেয়ামত পূর্ণ জান্নাত)	৩১-লুকমান	৮	৮২৭
জাদুকরদের ঈমানের ঘোষণা (প্রতিপালকের প্রতি)	২০-ত্বা-হা	৭০	৭৪৫
জাদুকরদের ঈমানের ঘোষণা (মূসা আ. ও ফিরআউন প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১২১	৬২৩
জাদুকরদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান(ফির'আউনের অনুমতি ছাড়াই!)	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
জাদুকরদের ঈমান (ফিরাউনের অনুমতি ছাড়াই)	৭-আ'রাফ	১২৩	৬২৩
জানা (যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে জানেন)	২৯-আনকাবূত	১১	৮১৬
জানা (মানুষের ঈমান সম্বন্ধে আল্লাহই বেশি জানেন)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
জান্নাত (সৎকর্মশীল মুমিন ঈমানের কারণে সঠিকপথ/জান্নাত পাবে)	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
জিনদের ঈমান প্রসঙ্গ (কুরআন/পথ নির্দেশনা শুনে)	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬
জুমু'আর নামাজে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ ঈমানদারদের প্রতি	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
ঠাট্টা (ঈমানদারদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে কাফিররা)	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
তওবা করে ঈমান এনে সৎকাজ করে যারা...	২৫-ফুরকান	৭০	৭৮৭
তাগুতে ঈমান (কিতাবের অংশ প্রদানের পরও তাগুতে ঈমান)	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
তাকওয়া ও ঈমানের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
তাওবা করার নির্দেশ তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে...	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
তালুতের সাথে ঈমানদারদের নহর অতিক্রম	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
দয়াময় আল্লাহর প্রতি ঈমান	৬৭-মুল্‌ক	২৯	৯৭৪
দল (বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল)	৬১-সাফ্‌ফ	১৪	৯৬১
দুঃখ দেয়া (মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য গোপনে কথা বলা হয়)	৫৮-মুজাদালা	১০	৯৫৩
দৃষ্টান্ত (আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	১১	৯৭১
দৃঢ় (ঈমানদারদেরকে দৃঢ় করতে ফেরেশতাদেরকে ওহী, (বদরযুদ্ধ)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
ধৈর্যধারণের নির্দেশ (ঈমানদারদেরকে)	৩-আলে ইমরান	২০০	৫৫৫
নষ্ট করেন না আল্লাহ (মুমিনদের ঈমান)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
নাসারাদের ঈমান (প্রতিপালকের প্রতি)	৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
নাযিলকৃত সকল বিষয়ে ঈমান আনে (গভীর জ্ঞানের অধিকারীরা)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
না আনা(যাদের জন্য আল্লাহর বাণী সত্য হয়েছে,ঈমান আনবেনা)	১০-ইউনুস	৯৬	৬৬৩
নিদর্শন ঈমানদারদের জন্য (রিযিক প্রসারিত করা ও...)	৩০-রূম	৩৭	৮২৪
নিদর্শন আসার পূর্বে ঈমান না আনলে উপকারে আসবেনা, কিয়ামত প্র.	৬-আন্'আম	১৫৮	৬১২
নিদর্শন আসলেও কাফিররা ঈমান আনবে না	৬-আন্'আম	১০৯	৬০৬
নিদর্শন আসলে ঈমান আনত (কাফিরদের কসম)	৬-আন্'আম	১০৯	৬০৬
নিদর্শন নিজেদের কাছে না আসা পর্যন্ত কাফিরদের ঈমান না আনা	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
নিজের ক্ষতিকারীরা ঈমান আনবে না	৬-আন্'আম	২০	৫৯৭
নিজের ক্ষতিকারীরা ঈমান আনবে না	৬-আন্'আম	১২	৫৯৭
নিকটতর (ঈমানদারগণ ইবরাহীমের অধিক নিকটতর)	৩-আলে ইমরান	৬৮	৫৪২
নিজেদের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ ঈমানদাদেরকে	৫-মায়িদা	১০৫	৫৯৩
নির্বোধদের মত মুনাফিকদেরকে ঈমানের দাওয়াত !	২-বাক্বারা	১৩	৫০৩
নিদর্শনাবলী (প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে যারা...)	২৩-মু'মিনূন	৫৮	৭৬৯
নিদর্শনে ঈমান আনবেনা অহংকারকারীরা (প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
নিদর্শনে ঈমান (প্রতিপালকের নিদর্শনে জাদুকরদের ঈমান)	৭-আ'রাফ	১২৬	৬২৩
নিরাপত্তা (ঈমানের সাথে জুলুম/শিরক মিশ্রিত না করার কারণে নিরাপত্তা)	৬-আন্'আম	৮২	৬০৩
নূহ আ.এর সম্প্রদায়ের লোকদের ঈমান আনা না আনা প্রসঙ্গ	১১-হূদ	৩৬	৬৬৯
পথপ্রদর্শন (ঈমানের দিকে পথপ্রদর্শন করে ধন্য করেছেন আল্লাহ)	৪৯-হুজুরাত	১৭	৯২১
পবিত্র রিযিক তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে...	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
পবিত্র রিযিক আহার করার নির্দেশ ঈমানদারদেরকে	২-বাক্বারা	১৭২	৫১৯
পরীক্ষার নির্দেশ (ঈমানদারদেকে পাপাচারীর সংবাদ পরীক্ষার নির্দেশ)	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
পরীক্ষা (আল্লাহ মানুষের ঈমান পরীক্ষা করবেন)	২৯-আনকাবূত	২	৮১৬
পাপীরা ঈমান আনবেনা (আল্লাহর এ বাণী সত্য হয়েছে)	১০-ইউনুস	৩৩	৬৫৭
পাপের বোঝা (ঈমানদারের পাপের বোঝা বহনের আশ্বাস, কাফির কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	১২	৮১৭
পাপমোচন (আল্লাহ পাপা মোচন করবেন তাদের যারা ঈমান...)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
পাপ নাম মন্দ (ঈমান আনার পর পাপ নাম কতইনা মন্দ!)	৪৯-হুজুরাত	১১	৯২১
পুরস্কার (ঈমান ও তাকওয়ার জন্য উত্তম পুরস্কার)	২-বাক্বারা	১০৩	৫১২
পুরস্কার (ঈমান ও সৎকাজের উত্তম পুরস্কার...)	২৮-কাসাস	৮০	৮১৫
পুরস্কার (জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ, ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য)	২৯-আনকাবূত	৫৮	৮২১
পুনরুত্থান দিবসে ঈমান দেয়া হয়েছে যাদেরকে তারা বলবে...	৩০-রূম	৫৬	৮২৬
পূর্ববর্তী কিতাবে ঈমান আনার নির্দেশ	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
পৃথিবীর সবাই ঈমান আনত (আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	১০-ইউনুস	৯৯	৬৬৩
প্রতিদান (ঈমানদারদের প্রতিদান দেয়ার জন্য পুনরুত্থান ...)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
প্রতিদান (ঈমানদারদের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ তার...)	৩০-রূম	৪৫	৮২৫
প্রতিদান (ঈমানদার সৎকর্মশীলের পাপ মোচন ও প্রতিদান...)	২৯-আনকাবূত	৭	৮১৬
প্রতিদান (ঈমানদার সৎকর্মীর প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	২৭৭	৫৩৩
প্রতিদান (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	৩৪-সাবা	৪	৮৪১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঈমান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিদান ঈমানদারের জন্য উত্তম প্রতিদান,জুলকারনাইন প্র.)	১৮-কাহ্ফ	৮৮	৭৩২
প্রতিদান (তাকওয়া ও ঈমানের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৬	৯১৫
প্রতিদান (মুমিন,ইহুদি, নাসারা ও সাবেয়ীদের ঈমানের প্রতিদান)	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
প্রতিদান (যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান)	৯৫-তীন	৬	১০২৭
প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলে তার ক্ষতি/অন্যায়ের আশঙ্কা নেই	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬
প্রশান্ত (ঈমানে প্রশান্ত হৃদয় বাধ্য হয়ে কুফরী করলে শাস্তি নেই)	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
প্রবেশ করেনি বেদুঈনদের হৃদয়ে ...	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ ঈমানদারদেরকে...)	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে ঈমান	৬-আন্'আম	১৫৪	৬১১
প্রতিপালকের উপর ঈমান আনার ঘোষণা (এক ব্যক্তির)	৩৬-ইয়াসীন	২৫	৮৫৩
প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছিল একদল বান্দা...	২৩-মু'মিনূন	১০৯	৭৭২
প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা (ফির'আউনের জাদুকরদের)	২৬-শু'আরা	৪৭	৭৯০
প্রতিপালকের প্রতি ঈমানের আহ্বান	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫
প্রতিপালকের প্রতি ঈমান	৩-আলে ইমরান	১৬	৫৩৭
প্রতিপালকের প্রতি ঈমানদার বিনয়ী ও সৎকর্মশীলগণ জান্নাতি	১১-হূদ	২৩	৬৬৭
প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমান (ফির'আউনের অনুমতি ছাড়াই!)	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমানের ঘোষণা	২০-ত্বা-হা	৭৩	৭৪৫
প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমানের ঘোষণা	২০-ত্বা-হা	৭০	৭৪৫
প্রিয় করেছেন আল্লাহ ঈমানকে (মুমিনদের নিকট)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
প্রবেশ (মু'মিনরা প্রবেশ করবে না অন্যের ঘরে, অনুমতি ছাড়া...)	২৪-নূর	২৭	৭৭৬
প্রতিদান (ঈমানের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
প্রতিদান ও ক্ষমা (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য)	৩৫-ফাতির	৭	৮৪৬
প্রশ্ন করা নিষেধ ঈমানদারেদের জন্য (এমন বিষয়ে যা...)	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
প্রমাণ আসার পর কেউ ঈমান আনল আর কেউ...	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
প্রভু (মুমিনদের প্রভু আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	১১	৯১২
প্রথমবার মুশরিকদের ঈমান না আনা (কুরআনে)	৬-আন্'আম	১১০	৬০৬
প্রতিদান নষ্ট করেন না আল্লাহ (ঈমানদারের)	১৮-কাহ্ফ	৩০	৭২৭
প্রতিপালকের প্রতি ঈমান রাখে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
ফিরআউনের ঈমান, ডুবে যাওয়ার সময়((বনী ইসরাইলের ইলাহতে)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
ফির'আউনরা ঈমান না আনলে মূসা আ. থেকে দূরে থাকতে বলল মূসা	৪৪-দুখান	২১	৯০৩
ফিরআউন সম্প্রদায় ঈমান আনবেনা (শাস্তি না দেখা পর্যন্ত)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
ফিরিয়ে নিবে ঈমানদারদেরকে কাফির অবস্থায়...	৩-আলে ইমরান	১০০	৫৪৫
ফিরদাউসের উদ্যানসমূহ ঈমানদারদের আপ্যায়নস্বরূপ	১৮-কাহ্ফ	১০৭	৭৩৩
ফিরআউন ও পারিষদবর্গ মূসা আ. ও হারুনের প্রতি ঈমান আনবে না	২৩-মু'মিনূন	৪৭	৭৬৯
ফেরেশতার প্রতি ঈমান (রাসূল স. ও মুমিনগণের)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
বদল (ঈমান দিয়ে কুফরী বদল করলে পথ হারাবে)	২-বাক্বারা	১০৮	৫১২
বনী ইসরাইলের ঈমান যা নির্দেশ দেয় তা নিকৃষ্ট	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
বনী ইসরাঈলের সামান্য সংখ্যক ছাড়া ঈমান আনেনা	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির ঈমান আনা প্রসঙ্গ	৪৬-আহ্কাফ	১০	৯০৮
বনী ইসরাইলের ঈমান যে ইলাহতে, ফিরআউনও তাতে...	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
বন্ধু (আল্লাহর বন্ধু -যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে)	১০-ইউনুস	৬৩	৬৬০
বন্ধু গ্রহণ করবে না ঈমানদাররা (নিজেদেরকে ছাড়া)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না ঈমানদাররা তাদেরকে যারা...	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
বন্ধুরূপে গ্রহণ- আল্লাহ, রাসূল স. ও ঈমানদারদেরকে	৫-মায়িদা	৫৬	৫৮৭
বলে (ঈমানদাররা বলে যুদ্ধের সুরা অবতীর্ণ করা হলনা কেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
বাঁচানো (আগুন থেকে বাঁচানো হবে তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে)	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
বান্দা (মু'মিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	৫৬	৮২১
বিরত রাখছে (ঈমানদারদেরকে বিরত রাখছে আহলে কিতাবরা...)	৩-আলে ইমরান	৯৯	৫৪৫
বিরত থাকা, ঈমান থেকে (সরাসরি শাস্তি আসার অপেক্ষায়)	১৮-কাহ্ফ	৫৫	৭২৯
বৃদ্ধি (ঈমান বৃদ্ধি করল মুমিনদের, উহুদ যুদ্ধে লোকজন জমা হয়ে)	৩-আলে ইমরান	১৭৩	৫৫২
বৃদ্ধি (ঈমান বৃদ্ধি করেছে তাদের যারা ঈমান এনেছে)	৯-তাওবা	১২৪	৬৫৩
বৃদ্ধি (ঈমান বৃদ্ধি পায় মু'মিনদের, আয়াত পাঠ করা হলে)	৮-আনফাল	২	৬৩২
বৃদ্ধি (মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধির জন্য জাহান্নামের প্রহরীর সংখ্যা...)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
বৃদ্ধি (মুমিনদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি করেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্হ	৪	৯১৬
বৃদ্ধি (কার ঈমান বৃদ্ধি করল অবতীর্ণ সূরা- কাফিররা বলে)	৯-তাওবা	১২৪	৬৫৩
বৃদ্ধি(খন্দকে শত্রু দল দেখে মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
বেদুঈনদের ঈমান আনার দাবি (প্রকৃত পক্ষে তারা ঈমান আনেনি)	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বের হওয়া (ঈমানদারদেরকে বের হওয়ার নির্দেশ)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
বেদুঈনরা! (তাদের হৃদয়ে ঈমান এখনো প্রবেশ করেনি)	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
ভয় প্রদর্শন (ঈমানদারকে ভয় প্রদর্শন না করা, শু'আইবের দাওয়াত প্র.)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
ভয় (ঈমানদাররা ভয় করবে আল্লাহকে)	৫-মায়িদা	৩৫	৫৮৪
ভয় (ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৯-তাওবা	১১৯	৬৫২
ভয় নেই (ঈমান আনলে ভয়/দুশ্চিন্তা নেই)	৬-আন্'আম	৪৮	৬০০
ভালবাসে ঈমানদাররা আল্লাহকে (অধিক পরিমাণে)	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
মক্কার লোকরা কি ঈমান আনবে ? (ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬	৭৫০
মজলিসে মু'মিনদের প্রতি স্থান প্রশস্ত করার নির্দেশ	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
মুনাফিকরা ঈমানের পর কুফরি করেছে	৯-তাওবা	৬৬	৬৪৬
মন্দকাজের পর তওবা/ঈমানের কারণে প্রতিপালকের ক্ষমা ও দয়া	৭-আ'রাফ	১৫৩	৬২৬
মর্যাদা (ঈমানদারের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর নিকট)	৯-তাওবা	২০	৬৪২
মহাপ্রতিদান তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে ও আল্লাহর পথে ব্যয়	৫৭-হাদীদ	৭	৯৪৮
মানুষের ঈমান পরীক্ষা করবেন আল্লাহ	২৯-আনকাবূত	২	৮১৬
মানুষকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে কেবল এই যে- তারা বলে...	১৭-ইস্রা	৯৪	৭২২
মানুষকে ঈমানের আহ্বান (ঈমান আনা কল্যাণকর)	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
মিথ্যাতে ঈমান(তবে কি মানুষ মিথ্যাতেই ঈমান আনবে !)	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
মিশ্রণ (ঈমানের সাথে জুলুম/শিরক মিশ্রিত না করার কারণে নিরাপত্তা)	৬-আন্'আম	৮২	৬০৩
মিথ্যা অভিহিতকৃত বিষয়ে ঈমান না আনা (প্রমাণ আসার পরও)	৭-আ'রাফ	১০১	৬২২
মুনাফিক/ইহুদীদের ঈমান আনা না আনা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৭৬	৫০৯
মুমিনগণ ঈমান আনে (আয়াত দ্বারা উপদেশ দেয়া হলে)	৩২-সাজ্দা	১৫	৮৩১
মু'মিনদের পরে ঈমান এনে হিজরত ও জিহাদ করেছে যারা...	৮-আনফাল	৭৫	৬৩৯
মুসলমানদের ঈমানের মত ইহুদি-নাসারাগণ ঈমান আনলে...	২-বাক্বারা	১৩৭	৫১৫
মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ কুরআনের উপর ঈমান এনেছে যারা...	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২
মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিয়ে করা নিষেধ	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
মুখে 'ঈমান এনেছি' বলে কিন্তু হৃদয় ঈমান আনেনি যাদের...	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
মুমিনদের ঈমানের মত ঈমান আনার দাওয়াত (মুনাফিকদেরকে)	২-বাক্বারা	১৩	৫০৩
মুমিনদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি করে দেন আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	৪	৯১৬
মুনাফিকদেরকে ঈমানের দাওয়াত (মুমিনদের মত ঈমান)	২-বাক্বারা	১৩	৫০৩
মুনাফিকদের ঈমান আনার মিথ্যা ঘোষণা (আল্লাহর প্রতি)	২-বাক্বারা	৮	৫০২
মুনাফিকদের ঈমানের মিথ্যা ঘোষণা (আল্লাহর প্রতি)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
মুনাফিকদের ঈমান আনার মিথ্যা দাবী	২-বাক্বারা	১৪	৫০৩
মুনাফিকরা ঈমান আনার পর কুফরী করায় হৃদয়ে মোহর মারা হয়েছে	৬৩-মুনাফিকূন	৩	৯৬৪
মুনাফিকরা ঈমান না আনায় আল্লাহ তাদের কর্ম বিফল করে দেন	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
মুনাফিকরা ঈমানের চেয়ে কুফরীর অধিক নিকটবর্তী	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
মুনাফিকদেরকে দেখে ঈমানদাররা বলবে- এরাই কি তারা...	৫-মায়িদা	৫৩	৫৮৭
মুহাজিরদের পূর্বে মদীনার ঈমান এনেছে যেসব আনসার	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
মুশরিকরা ঈমান আনবে না (নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
মুশরিকদের ঈমান আনা আল্লাহর ইচ্ছাধীন	৬-আন্'আম	১১১	৬০৭
মুরতাদদের সম্পর্কে ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহর ঘোষণা	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
মুনাফিকরা 'আমরা ঈমান এনেছি' বলে, মুমিনদের কাছে এসে	৫-মায়িদা	৬১	৫৮৮
মূসার সাথে ঈমান আনয়নকারীদের পুত্র সন্তানদের হত্যা	৪০-মু'মিন	২৫	৮৮০
মূসার সম্প্রদায় ঈমান আনলে আল্লাহতে ভরসা করা...	১০-ইউনুস	৮৪	৬৬২
মূসার প্রতি কম লোকই ঈমান এনেছিল (নির্যাতনের আশঙ্কায়)	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
অবস্থানে কাজ করুক নিজেদের যারা ঈমান আনে না তারা	১১-হূদ	১২১	৬৭৬
জুলুম করে না, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
যুবকরা ঈমান এনেছিল প্রতিপালকের প্রতি (আসহাবে কাহাফ প্র.)	১৮-কাহ্ফ	১৩	৭২৫
যুদ্ধ করার নির্দেশ ঈমানদারদেরকে (নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে)	৯-তাওবা	১২৩	৬৫৩
রক্ষা (আল্লাহ ঈমানদারদের রক্ষা করেন)	২২-হাজ্জ	৩৮	৭৬১
রাসূল স. ও ঈমানদারগণ বললেন- (আল্লাহর সাহায্য কখন...)	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
রাসূল স. ও ঈমানদারগণ জিহাদ করেছে ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে	৯-তাওবা	৮৮	৬৪৯
রাসূলদের নিদর্শন/প্রমাণে ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিলনা...	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
রাসূলদের প্রতি ঈমান আনলে পাপ ক্ষমা করবেন আল্লাহ বনী...	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সফল	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
রাসূল স. মুমিনদের জন্য দয়া বা রহমত	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
রাসূল স. এর ঈমান (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবে)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঈমান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
রাসূলদের কিছু সংখ্যকে ঈমান আনা ও অন্যদেরকে অবিশ্বাস কুফরী	৪-নিসা	১৫০	৫৭৬
রাসূলগণের প্রতি ঈমান (রাসূল স. ও মুমিনগণের)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
রাসূল, আল্লাহ ও কুরআনে ঈমান আনার নির্দেশ	৬৪-তাগাবুন	৮	৯৬৬
রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনার জন্য পূর্ববর্তী নবীদের অঙ্গীকার...	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
রোযা (ঈমানদারদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে)	২-বাক্বারা	১৮৩	৫২০
লিপিবদ্ধ (ঈমান লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, মু'মিনদের হৃদয়ে)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
লূতের ঈমান (ইবরাহীমের প্রতি)	২৯-আনকাবূত	২৬	৮১৮
শয়তান অভিভাবক তাদের যারা ঈমান আনে না	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
শাস্তি (মানুষ ঈমান আনলে তাকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কি করবেন ?)	৪-নিসা	১৪৭	৫৭৫
শু'আইবের সাথে প্রেরিত বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনা (এক দলের)	৭-আ'রাফ	৮৭	৬২০
শু'আইবের সাথে প্রেরিত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা (এক দলের)	৭-আ'রাফ	৮৭	৬২০
সংজ্ঞা (ঈমান ও কিতাব এর সংজ্ঞা রাসূল স. এর জানা/না জানা)	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
সৎকর্মশীল যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তার দয়ার মধ্যে...	৪৫-জাছিয়া	৩০	৯০৭
সৎকর্মশীল যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি...	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত (ঈমানদারগণ)	২৯-আনকাবূত	৯	৮১৬
সৎকর্মশীল ঈমানদার ও দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি সমান নয়	৪০-মু'মিন	৫৮	৮৮৩
সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ সুউচ্চ কক্ষে নিরাপদে থাকবে	৩৪-সাবা	৩৭	৮৪৪
সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীরা সমান নয়	৩৮-সোয়াদ	২৮	৮৬৭
সৎকর্মশীল ঈমানদারদেরকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি...	৫-মায়িদা	৯	৫৮১
সৎকাজ (ঈমান এনে সৎকাজ করেছে যারা তারা জান্নাতী)	৭-আ'রাফ	৪২	৬১৬
সৎকাজ (যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা জান্নাতে)	৩০-রূম	১৫	৮২৩
সৎকাজ (ঈমানদারের সৎকাজের প্রতিদান পুরোপুরি দিবেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৫৭	৫৪১
সত্যের অনুসরণ করে, যারা ঈমান আনে...	৪৭-মুহাম্মাদ	৩	৯১২
সত্যের উপর জ্ঞানবানদের ঈমান আনা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
সত্যের প্রতি (যে সত্য এসেছে তার প্রতি নাসারাদের ঈমান)	৫-মায়িদা	৮৪	৫৯১
সতর্ক করলেও ঈমান আনবে না (কাফিররা)	৩৬-ইয়াসীন	১০	৮৫১
সন্তানের (মুমিনদেরকে যে সব সন্তান ঈমানের সাথে অনুসরণ করেছে...)	৫২-তূর	২১	৯৩০
সফল (তওবাকারী সৎকর্মশীল ঈমানদাররা সফল হবে)	২৮-কাসাস	৬৭	৮১৪
সমান নয় (দুষ্কৃতিকারী ও ঈমানদার সমান নয়)	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
সম্প্রদায় ঈমান আনবে না (রাসূল স. এর সম্প্রদায়)	৪৩-যুখরুফ	৮৮	৯০১
সম্প্রদায় (ঈমান আনে না যে সম্প্রদায় তাদের জন্য ধ্বংস)	২৩-মু'মিনূন	৪৪	৭৬৮
সম্প্রদায় (ঈমান আনে যে সম্প্রদায় তাদের জন্য কিতাব...)	৭-আ'রাফ	৫২	৬১৭
সম্মুখীন হয় যখন ঈমানদারগণ কোন দলের (যুদ্ধের ময়দানে)	৮-আনফাল	৪৫	৬৩৬
সম্পদ ও সন্তান যেন ঈমানদারদেরকে ভুলিয়ে না রাখে আল্লাহর স্মরণ...	৬৩-মুনাফিকূন	৯	৯৬৫
সম্প্রদায় (ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সত্যসহ সংবাদ পাঠ...)	২৮-কাসাস	৩	৮০৮
সাড়া দেয়ার নির্দেশ ঈমানদারদেরকে- আল্লাহ ও রাসূল স. এর আহ্বানে	৮-আনফাল	২৪	৬৩৪
সামান্য সংখ্যক ঈমান আনে (বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৮৮	৫১০
সালিহ আ. ও ঈমানদারদেরকে উদ্ধার করেন আল্লাহ শাস্তি থেকে)	১১-হূদ	৬৬	৬৭১
সাহায্য (আল্লাহ মুমিনদেরকে সাহায্য করবেন যদি...)	৪৭-মুহাম্মাদ	৭	৯১২
সামান্য(মানুষ খুব সামান্যই ঈমান আনে, কুরআন প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	৪১	৯৮০
সাহায্য প্রার্থনা (ঈমানদারদেরকে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৫৩	৫১৭
সিদ্দিক ও শহীদ তারাই হতে পারে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও...	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
সুদৃঢ় কথায় ঈমান আনলে আল্লাহ দুনিয়া-আখিরাতে সুদৃঢ় রাখেন	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
সুসংবাদ (ঈমান আনার কারণে জান্নাতের সুসংবাদ)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
সুসংবাদ (ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দিতে রাসূল স. এর প্রতি ওহী)	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
সুদ নিষিদ্ধ (ঈমানদারদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৩০	৫৪৮
স্মরণ (ঈমানদারদেরকে স্মরণ করার নির্দেশ-আল্লাহর নেয়ামত)	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
হওয়ারীরা ঈমান আনল আল্লাহ ও রাসূল স. এর উপর	৫-মায়িদা	১১১	৫৯৪
হাওয়ারীগণ ঈমান এনেছেন (নাযিলকৃত বিষয়ে)	৩-আলে ইমরান	৫৩	৫৪১
হাওয়ারীগণ ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর	৩-আলে ইমরান	৫২	৫৪১
হিজরতকারী মুমিন নারীদের ঈমানের বিষয় আল্লাহ জানেন	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
হিজরত করেছে যেসব ঈমানদার...	৮-আনফাল	৭৪	৬৩৯
হিজরত করেনি যেসব ঈমানদার...	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
হৃদয় ঈমান আনেনি যাদের (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
ঈমানদার (আরো দেখুন বিশ্বাসী/মুমিন শব্দটি)			
অভিভাবক (ঈমানদারদের অভিভাবক আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
আনুগত্য (আনুগত্যের ব্যাপারে ঈমানদারদেরকে নির্দেশনা)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঈমান বৃদ্ধি (মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধির জন্য প্রহরীদের সংখ্যা...)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
গ্রহণ করবে না ঈমানদারগণ বন্ধুরূপে পিতা ও ভাইদেরকে যদি...	৯-তাওবা	২২	৬৪২
ঘৃণ্য কাজ (ঈমানদারদের নিকট ঘৃণ্য কাজ)	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
জানা (ঈমানদাররা জানে যে উপমা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত)	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
জান্নাত (ঈমানদারের সৎকাজের পুরস্কার জান্নাত)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
প্রতিদান (ঈমানদারের ঈমান ও সৎ কাজের প্রতিদান)	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
বের করে দেয়ার হুমকি (শু'আইবের ঈমানদার সঙ্গীদেরকে)	৭-আ'রাফ	৮৮	৬২১
ভয় (সুদ সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, ঈমানদারদের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৭৮	৫৩৩
মুনাফিকদের ঈমানদার হওয়া প্রসঙ্গ (প্রতিপালকের কসম!)	৪-নিসা	৬৫	৫৬৫
সংগত নয় ঈমানদারদের জন্য (মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা)	৯-তাওবা	১১৩	৬৫২
সুসংবাদ (আল্লাহ সৎকর্মশীল ঈমানদারদের জান্নাতের সুসংবাদ দেন)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
'ঈলা			
স্ত্রীদের সাথে 'ইলা' করলে চার মাসের প্রতীক্ষা...	২-বাক্বারা	২২৬	৫২৫
'ঈসা			
অঙ্গীকার (ঈসার কাছ থেকে আল্লাহ দৃঢ় অঙ্গীকার নেন)	৩৩-আহযাব	৭	৮৩৩
অনুভব করল ঈসা আ. (বনী ইসরাঈলদের কুফরী)	৩-আলে ইমরান	৫২	৫৪১
আগমন (প্রজ্ঞা ও প্রমাণসহ ঈসা আ. আগমন করেছিলেন)	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
আল্লাহ ঈসা আ. কে বললেন, নেয়ামত স্মরণ করতে...	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
আল্লাহর নিকট ঈসার প্রার্থনা (আকাশ থেকে খাদ্য...)	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
ইঞ্জীল (ঈসাকে দেয়া হয়েছে ইঞ্জীল)	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
ঈমান (ঈসাকে দেয়া বিষয়ের উপর ঈমান)	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
উপমা (ঈসার উপমা আদমের মত, আল্লাহর নিকট...)	৩-আলে ইমরান	৫৯	৫৪১
ওহী করা (আল্লাহ ঈসাকে ওহী করেছেন)	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
কিতাব ও হিকমাত শিক্ষাদান করেছেন আল্লাহ ঈসাকে	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
জ্ঞান (কিয়ামতের জন্য ঈসা আ. জ্ঞান!)	৪৩-যুখরুফ	৬১	৯০০
দৃষ্টান্ত (মারইয়াম পুত্র ঈসার দৃষ্টান্ত ও মুশরিকদের শোরগোল)	৪৩-যুখরুফ	৫৭	৮৯৯
দেয়া (ঈসাকে দেয়া বিষয়ের প্রতি ঈমান)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ছিল (ঈসা আ. এর প্রতি)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
নির্দেশ (যে দ্বীনের নির্দেশ ঈসার প্রতি ছিল মুহাম্মদকেও তা..)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
পাঠিয়েছেন আল্লাহ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
পুণ্যবান (ঈসা আ. পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)	৬-আন্'আম	৮৫	৬০৪
প্রজ্ঞা ও প্রমাণসহ ঈসা আ. আগমন করেছিলেন	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
প্রমাণ দান (ঈসা ইবনে মারইয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণ দান)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
প্রমাণ দান(ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দান করা হয়)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
ভাষা (বনী ইসরাঈলের কাফিরদেরকে ঈসার ভাষায় লা'নত করা)	৫-মায়িদা	৭৮	৫৯০
মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে আল্লাহ বলবেন কিয়ামতে- 'তুমি কি...'	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
মারইয়ামের পুত্র ঈসা আ. আল্লাহর রাসূল স. (বনী ইসরাঈলদের প্রতি)	৬১-সাফ্‌ফ	৬	৯৬০
মারইয়ামের পুত্র ঈসা আ. হাওয়ারীদেরকে বললেন...	৬১-সাফ্‌ফ	১৪	৯৬১
মারইয়ামের পুত্র ঈসা-মসীহ	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
মারইয়ামের পুত্র ঈসা আ.	১৯-মারইয়াম	৩৪	৭৩৬
মারইয়াম ঈসাকে গর্ভেধারণ করল	১৯-মারইয়াম	২২	৭৩৫
মা (ঈসা আ. ও তার মাকে প্রদত্ত নেয়ামত স্মরণ...)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
মা (ঈসা আ. নিজেকে ও তার মাকে ইলাহ হিসাবেগ্রহণ করতে বলেছিল কি?	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে পরে পাঠিয়েছেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
মুজিযা (ঈসার মুজিযা সমূহের বর্ণনা)	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
মৃত্যু(ঈসার মৃত্যুদানকারী আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
রাসূল স. (মারিয়ামের পুত্র ঈসা আ. আল্লাহর রাসূল স. এবং তার কালিমাহ)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
শিক্ষা দান (ঈসাকে শিক্ষা দিবেন আল্লাহ কিতাব, হিকমাত...)	৩-আলে ইমরান	৪৮	৫৪০
সাহায্য (ঈসাকে রুহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করা হয়)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
হত্যা! (বনী ইসরঈল ঈসাকে হত্যা করেছে বলে দাবী করা)	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
হাওয়ারীরা ঈসাকে বলল (প্রতিপালক কি সক্ষম আকাশ থেকে...)	৫-মায়িদা	১১২	৫৯৪
উঁচু করা			
আকাশকে দয়াময় আল্লাহ উঁচু করেছেন	৫৫-রাহ্‌মান	৭	৯৩৯
আকাশকে কীভাবে উঁচু করা হয়েছে (সেদিকে দৃষ্টিপাতের উপদেশ)	৮৮-গাশিয়াহ্	১৮	১০২০
আকাশ (আকাশ উঁচু করেছেন আল্লাহ, খুঁটি ছাড়া)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
উচ্চতা (আকাশের উচ্চতাকে আল্লাহ উঁচু করেছেন)	৭৯-নাযি'আত	২৮	১০০৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উঁচু না করা			
কণ্ঠস্বর উঁচু না করার নির্দেশ মুমিনদেরকে (নবীর কণ্ঠস্বরের উপর)	৪৯-হুজুরাত	২	৯২০
উঁচুকারী			
ঘটনাটি (কিয়ামত) কাউকে সমুন্নত করবে	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩	৯৪৩
উঁচু ভূমি			
আশ্রয় (ঈসা আ. ও তার মাকে উঁচু ভূমিতে আশ্রয়দান)	২৩-মু'মিনূন	৫০	৭৬৯
বাগান (প্রবল বর্ষণে উঁচু ভূমির বাগানে দ্বিগুন ফল দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
উঁচু স্থান			
কীর্তিস্তম্ভ উঁচুস্থানে নির্মাণ (আদ সম্প্রদায়ের)	২৬-শু'আরা	১২৮	৭৯৪
সমতলভূমিতে উঁচুস্থান দেখা যাবে না (পর্বতকে সমতল করার পর)	২০-ত্বা-হা	১০৭	৭৪৭
উঁচু স্বর			
সালাতে অতি উচ্চ স্বরে কিরাআত নিষেধ	১৭-ইস্‌রা	১১০	৭২৩
উকুন			
নিদর্শনস্বরূপ ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রতি উকুন প্রেরণ	৭-আ'রাফ	১৩৩	৬২৪
উক্তি			
ইবরাহীমের উক্তি (তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গে)	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
বনী ইসরাঈলের উক্তি, ('আমাদের হৃদয় আচ্ছাছিত')	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
বনী ইসরাঈলের উক্তি (ঈসাকে হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
বনী ইসরাঈলের উক্তি (মারইয়াম সম্পর্কে অপবাদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৬	৫৭৭
উচ্চ			
আল্লাহ সুউচ্চ ও সুমহান (আয়াতুল কুরসী)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
আল্লাহ সুউচ্চ	৩৪-সাবা	২৩	৮৪৩
আল্লাহ্ সুউচ্চ ও সুমহান	২২-হাজ্জ	৬২	৭৬৪
আসা (খন্দকে উচ্চ অঞ্চল থেকে শত্রু বাহিনী আসা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১০	৮৩৪
জান্নাতে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন আসন থাকবে	৮৮-গাশিয়াহ্	১৩	১০১৯
দূর্গ (মানুষ সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করলেও মৃত্যু হবে)	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
নৌযান(সমুদ্রে পর্বতের মত সুউচ্চ নৌযানসমূহ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে)	৫৫-রাহ্‌মান	২৪	৯৪০
মর্যাদা (সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য উচ্চ মর্যাদা, জান্নাতে)	২০-ত্বা-হা	৭৫	৭৪৫
সুনাম-সুখ্যাতি (উচ্চ সুনাম-সুখ্যাতি দিলেন আল্লাহ ইবরাহীম...)	১৯-মারইয়াম	৫০	৭৩৭
স্থান (উচ্চস্থানে উঠিয়েছেন আল্লাহ্ ইদরিসকে)	১৯-মারইয়াম	৫৭	৭৩৮
উচ্চ আসন			
জান্নাতীরা উচ্চ-আসনে বসে দেখতে থাকবে	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	২৩	১০১২
জান্নাতের উচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে (জান্নাতীরা)	৭৬-দাহ্‌র	১৩	৯৯৫
পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসাল ইউসুফ	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
মুমিনগণ উচ্চ আসনে বসে কাফিরদেরকে দেখতে থাকবে	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	৩৫	১০১২
উচ্চতা			
আকাশের উচ্চতাকে আল্লাহ উঁচু করেছেন	৭৯-নাযি'আত	২৮	১০০৪
পর্বত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না মানুষ উচ্চতার দিক থেকে	১৭-ইস্‌রা	৩৭	৭১৭
উচ্চ পর্যায়			
'ইবলিস কি উচ্চ পর্যায়ের কেউ'- আল্লাহর জিজ্ঞাসা ইবলিসকে	৩৮-সোয়াদ	৭৫	৮৭০
উচ্চভূমি			
ছুটে আসা (ইয়াজুজ-মাজুজকে খুলে দিলে তারা উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে)	২১-আম্বিয়া	৯৬	৭৫৬
উচ্চ মর্যাদা			
আয়াত দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান (আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে করতেন)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
মুমিনদের জন্য প্রতিপালকের কাছে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
উচ্চস্বর			
কথা (মানুষের উচুস্বরের কথা আল্লাহ জনেন)	২০-ত্বা-হা	৭	৭৪১
পরস্পরের মত নবীর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলা নিষেধ	৪৯-হুজুরাত	২	৯২০
উচ্চস্বরে ঘোষণা			
নূহের উচ্চ স্বরে ঘোষণা (সম্প্রদায়কে দাওয়াত প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	৯	৯৮৪
উচ্চস্বরে ডাকা			
পেছন থেকে (ঘরের পেছন থেকে যারা রাসূল স. কে ডাকে...)	৪৯-হুজুরাত	৪	৯২০
উচ্চারণ			
কথা (মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার নিকট পর্যবেক্ষক প্রস্তুত)	৫০-ক্বাফ	১৮	৯২৩
উচ্ছেদ (আরো দেখুন বহিস্কার শব্দটি)			
বাতিলকে উচ্ছেদ করবেন আল্লাহ	৮-আনফাল	৮	৬৩২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উজ্জ্বল			
চেহারা উজ্জ্বল হবে যাদের, তারা আল্লাহর দয়ার মাঝে থাকবে	৩-আলে ইমরান	১০৭	৫৪৬
চেহারা (কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে কিয়ামতের দিন)	৮০-আবাসা	৩৮	১০০৭
তারকা (রাতে আত্মপ্রকাশকারী একটি উজ্জ্বল তারকা)	৮৬-তারিক	৩	১০১৭
নক্ষত্র (উজ্জ্বল নক্ষত্র, আল্লাহর আলোর উপমা)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
প্রদীপ (আল্লাহ উজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য)বানিয়েছেন)	৭৮-নাবা	১৩	১০০০
মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে কিয়ামতের দিন (মুমিনদের প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	২২	৯৯৪
মুখ (কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে কিয়ামতের দিন)	৩-আলে ইমরান	১০৬	৫৪৬
রঙ (উজ্জ্বল রঙের গাভী জবাই করতে বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৬৯	৫০৮
উজ্জ্বল আলো			
সূর্যকে আল্লাহ উজ্জ্বল আলো বানিয়েছেন	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
উট			
দুই ধরনের উট আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন (পুরুষ ও মাদী)	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
দৌড়ানো (ঘোড়া বা উট দৌড়ায়নি মুমিনগণ 'ফাই' এর জন্য)	৫৯-হাশর	৬	৯৫৫
প্রবেশ (সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশের ন্যায় অসম্ভব জান্নাতে প্রবেশ...)	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
বোঝাই (উট বোঝাই পরিমাপ বাড়িয়ে নেবে, ইউসুফের ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
বোঝাই (এক উট বোঝাই মাল তার জন্য যে পানপাত্র এনে দিবে)	১২-ইউসুফ	৭২	৬৮৩
সৃষ্টি (উট কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টিপাতের উপদেশ)	৮৮-গাশিয়াহ্	১৭	১০১৯
উট (ক্ষীণকায়)			
হজ্জে আসা(ক্ষীণকায় উটে চড়ে দূর থেকে মানুষের হজ্জে আসা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২৭	৭৬০
উটনী (দেখুন উষ্ট্রী শব্দটি)			
উটের পাল			
হলুদ রঙের উটের পাল(জাহান্নামের ধোঁয়ার উপমা)	৭৭-মুর্‌সালাত	৩৩	৯৯৮
উঠা			
আকাশে উঠতে থাকত অপরাধীরা (আকাশের দরজা খুলে দিলে)	১৫-হিজর	১৪	৬৯৮
রাসূল স. কে ওঠার নির্দেশ (মানুষকে সতর্ক করার জন্য)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	২	৯৯০
সুলাইমানের স্থান থেকে ওঠার পূর্বে সাবার রানীর সিংহাসন তুলে আনা	২৭-নামল	৩৯	৮০৩
উঠানো			
উচ্চস্থানে উঠিয়েছেন আল্লাহ্ ইদরিসকে	১৯-মারইয়াম	৫৭	৭৩৮
নিদ্রাস্থল থেকে কে উঠাল? (কিয়ামতে কাফিররা বলবে)	৩৬-ইয়াসীন	৫২	৮৫৫
নৌকায় উঠানো নূহের অনুসারীদেরকে (প্লাবনের সময়)	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
পর্বতমালা ও যমীনকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে (ধাক্কা প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	১৪	৯৭৮
মানুষকে (আদ সম্প্রদায়কে) উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছিল	৫৪-কামার	২০	৯৩৭
উঠিয়ে নেয়া			
ঈসাকে উঠিয়ে নিবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
নৌযানে উঠিয়ে নেয়ার নির্দেশ নূহকে (প্রত্যেক জীবের এক জোড়া)	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
উঠে যাওয়া			
মু'মিনদেরকে যখন মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হয় তখন...	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
মু'মিনদেরকে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার নির্দেশ যখন...	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
উড়ানো			
ধন-সম্পদ (মানুষ বলে- 'আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়েছি')	৯০-বালাদ	৬	১০২৩
ধূলা উড়ানো (প্রভাতে আক্রমণকারী/ধূলা উড়ানো ঘোড়ার কসম)	১০০-'আদিয়াত	৪	১০৩০
বায়ু মুশরিককে দূরবর্তী স্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায় (উপমা)	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
উড়িয়ে নেয়া			
শুকনো চূর্ণ বাতাস উড়িয়ে নেয় (দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত প্র.)	১৮-কাহ্‌ফ	৪৫	৭২৮
উৎকৃষ্ট			
অবস্থানস্থল (জান্নাত উৎকৃষ্ট অবস্থানস্থল)	২৫-ফুরকান	৭৬	৭৮৭
আবাস (সৎকর্মশীল মুত্তাকীদের আখিরাতের আবাস উৎকৃষ্ট)	১৬-নাহ্‌ল	৩০	৭০৫
উদ্ভিদ (আকাশের পানির মাধ্যমে আল্লাহ উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদগত করেন)	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
উপদেশ (আল্লাহ যে উপদেশ দেন তা কতই না উৎকৃষ্ট)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
ঘোড়া (সুলাইমানের নিকট উৎকৃষ্ট ঘোড়া উপস্থাপন)	৩৮-সোয়াদ	৩১	৮৬৮
ধরন (পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট ধরনের উদ্ভিদ উদগত হওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৭	৭৮৮
নগরী (উৎকৃষ্ট নগরী, সাবা নগরী প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
পথ (উৎকৃষ্ট পথাবলম্বী কিয়ামতে বলবে,দুনিয়ার অবস্থান ছিল একদিনের)	২০-ত্বা-হা	১০৪	৭৪৭
পরিণাম (সঠিক পাল্লায় ওজন করা পরিণাম উৎকৃষ্ট)	১৭-ইস্‌রা	৩৫	৭১৭
পরিণামে উৎকৃষ্ট (মতবিরোধপূর্ণ বিষয় আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উৎকৃষ্ট (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বিশ্রামস্থল (জান্নাত) মুমিনদের জন্য...	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
ভূমি (উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল উৎপন্ন হয় আল্লাহর ইচ্ছায়)	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
রিযিকদাতা (আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা)	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
উৎক্ষেপ			
স্ফুলিঙ্গ (উৎক্ষেপ করবে জাহান্নাম)	৭৭-মুরসালাত	৩২	৯৯৮
উৎখাত			
মূসা আ. ও তাঁর অনুসারীদেরকে উৎখাত করার ইচ্ছা ফিরআউনের	১৭-ইস্রা	১০৩	৭২৩
রাসূল স. কে উৎখাত করতে চেয়েছিল কাফিররা যমীন থেকে	১৭-ইস্রা	৭৬	৭২০
উৎপন্ন			
আঙ্গুর উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টির মাধ্যমে)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
আল্লাহ ফসল উৎপন্ন করেন (আকাশের পানি দ্বারা)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
উদ্যান ও শস্যদানা উৎপন্ন করেছেন আল্লাহ (বৃষ্টি বর্ষণ করে)	৫০-ক্বাফ	৯	৯২২
উদ্ভিদ উৎপন্ন করা(আকাশ থেকে আল্লাহ প্রদত্ত পানি দ্বারা)	২০-ত্বা-হা	৫৩	৭৪৪
খেজুর গাছ উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টির মাধ্যমে)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
খেজুর গাছের মাথি উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টির পানিতে)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
গাছ উৎপন্ন হয় সিনাই পর্বতে (যায়তুন গাছ প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	২০	৭৬৭
গাছপালা উৎপন্ন করার ক্ষমতা মানুষের ছিল না (আল্লাহ করেন)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
চারণভূমি (আল্লাহ চারণভূমি উৎপন্ন করেছেন)	৮৭-আ'লা	৪	১০১৮
চারা উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টির পানিতে)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
তৈল উৎপন্ন করে (সিনাই পর্বতে উৎপন্ন যায়তুন গাছ)	২৩-মু'মিনূন	২০	৭৬৭
প্রবাল ও মুক্তা উভয় সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়	৫৫-রাহ্মান	২২	৯৪০
ফল উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টির মাধ্যমে)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
ফলমূল উৎপন্ন করার জন্য আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করেন	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
ফলমূল উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
ফল-মূল উৎপন্ন হয় মানুষের রিযিকস্বরূপ (বৃষ্টির পানিতে)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
ফসল উৎপন্ন হয় আল্লাহর ইচ্ছায় (উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল)	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
ফসল উৎপন্ন করে না নিকৃষ্ট জমি (কঠিন পরিশ্রম ছাড়া)	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
বনী ইসরাঈলের জন্য ভূমি থেকে ডাল-পেয়াজ... উৎপন্ন করা	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
বাগান উৎপন্ন করেন আল্লাহ (আকাশের পানির মাধ্যমে)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
বৃষ্টির পানি দ্বারা আল্লাহ খেজুর গাছ,শস্য,ফল,যায়তুন... উৎপন্ন করেন	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
ভূমিতে উৎপন্ন ফসল থেকে পবিত্র বস্তু দানের নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
ভূমি যা উৎপন্ন করে,এর প্রত্যেকের জোড়া সৃষ্টি করেন আল্লাহ	৩৬-ইয়াসীন	৩৬	৮৫৪
মুক্তা ও প্রবাল উভয় সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়	৫৫-রাহ্মান	২২	৯৪০
যায়তুন/আনার/আঙ্গুর উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টির পানিতে)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
যায়তুন উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টির মাধ্যমে)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
যাক্কুম বৃক্ষ উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তলদেশে	৩৭-সাফ্ফাত	৬৪	৮৬০
শস্য উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টির মাধ্যমে)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
শস্য (উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উৎপন্ন করা)	৩২-সাজ্দা	২৭	৮৩২
শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্নের জন্য আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করেন	৭৮-নাবা	১৫	১০০০
শস্যদানা উৎপন্ন করেন আল্লাহ, মৃত ভূমি থেকে..	৩৬-ইয়াসীন	৩৩	৮৫৩
শস্যদানা উৎপন্ন করেন আল্লাহ (যমীনে)	৮০-আবাসা	২৭	১০০৭
শস্যদানা উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টির পানিতে)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
শীষ (শস্যদানা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে,দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
সবুজ উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টির পানিতে)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
উৎপাটন			
পর্বতমালা উৎপাটন করা হবে (কিয়ামতের দিন)	৭৭-মুরসালাত	১০	৯৯৭
পর্বতমালাকে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করবেন	২০-ত্বা-হা	১০৫	৭৪৭
উৎপাটিত			
খেজুর গাছ (উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ডের ন্যায় আদ জাতিকে নিক্ষেপ)	৫৪-কামার	২০	৯৩৭
গাছ (মন্দ বাণী যমীন থেকে উৎপাটিত মন্দ গাছের মত)	১৪-ইবরাহীম	২৬	৬৯৫
উৎপাটিত শস্য			
শস্যক্ষেতকে আল্লাহ উৎপাটিত শস্যে পরিণত করেন	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
উৎপাদন			
বীজ মানুষ উৎপাদন করে না (আল্লাহ করেন)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬৪	৯৪৬
ভারসাম্যপূর্ণ বস্তু উৎপাদন করেছেন আল্লাহ পৃথিবীতে	১৫-হিজর	১৯	৬৯৯
ভূমি যা উৎপাদন করে তা পাবার জন্য দোয়া(বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উৎফুল্ল			
অপরাধীরা উৎফুল্ল হয়ে আপনজনদের নিকট ফিরে যেত	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৩১	১০১২
কাফিররা উৎফুল্ল হয় অকল্যাণ মুমিনদেরকে আঘাত করলে	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭
কাফিররা নিজেদের জ্ঞান নিয়েই উৎফুল্লবোধ করত	৪০-মু'মিন	৮৩	৮৮৫
কিতাবপ্রাপ্তরা উৎফুল্ল হয় (রাসূল স. এর উপর অবতীর্ণ বিষয়ে...)	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
দল (প্রত্যেক দল উৎফুল্ল, তাদের যা আছে তা নিয়ে)	৩০-রূম	৩২	৮২৪
দল (প্রত্যক দল উৎফুল্ল, তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই)	২৩-মু'মিনূন	৫৩	৭৬৯
নিহতরা (শহীদরা) আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়ে উৎফুল্ল	৩-আলে ইমরান	১৭০	৫৫২
নিজেরা যা করে সেজন্য উৎফুল্ল (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৮৮	৫৫৪
নৌযানের আরোহীরা আনন্দিত হয়ে চলাবস্থায় তরঙ্গাঘাত...	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
পাকড়াও (উৎফুল্ল হওয়ার পর পাকড়াও, উপদেশ ভুলে যাওয়ায়)	৬-আন্'আম	৪৪	৫৯৯
পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা উৎফুল্ল বোধ করল বসে থাকতে)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
পেয়ে (আল্লাহর দেয়া কিছু পেয়ে উৎফুল্ল না হওয়া)	৫৭-হাদীদ	২৩	৯৫০
বান্দারা উৎফুল্ল হয় (বৃষ্টি আপতিত হলে)	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
ভালবাসেন না আল্লাহ উৎফুল্লদেরকে	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
মানুষ উৎফুল্ল হয় (দুঃখের পর নিয়ামত আস্বাদন করালে..)	১১-হূদ	১০	৬৬৬
মানুষ উৎফুল্ল হয় (আল্লাহ তার দয়া আস্বাদন করালে)	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
মানুষ উৎফুল্ল হয় (দয়া আস্বাদন করালে)	৩০-রূম	৩৬	৮২৪
মুমিনদের উৎফুল্লত হওয়া উচিত (তাদের কাছে কুরআন আসায়)	১০-ইউনুস	৫৮	৬৫৯
মুমিনগণ উৎফুল্ল হবে (রোমানরা বিজয়ী হলে)	৩০-রূম	৪	৮২২
মুনাফিক/কাফিররা উৎফুল্ল হয়ে সরে পরে (রাসূল স. এর অকল্যাণ হলে)	৯-তাওবা	৫০	৬৪৫
সম্প্রদায়কে উৎফুল্ল হতে নিষেধ করল মূসা	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
সাবাবাসীদের উৎফুল্ল হওয়া প্রসঙ্গ (সুলাইমানকে উপহার দিয়ে)	২৭-নামল	৩৬	৮০২
উৎফুল্লতা			
কাফিরদের উৎফুল্লতা (অসত্য নিয়ে)	৪০-মু'মিন	৭৫	৮৮৪
জান্নাতীদেরকে আল্লাহ আনন্দ ও উৎফুল্লতা দিবেন	৭৬-দাহ্র	১১	৯৯৫
উৎসব			
দিন (উৎসবের দিনকে মূসা/ফিরআউনের জাদুর জন্য নির্ধারণ করা)	২০-ত্বা-হা	৫৯	৭৪৪
উৎসর্গ (জবাই)			
আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গকৃত জন্তু হারাম	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ করা পশু হারাম	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই/উৎসর্গকৃত পশু খাওয়া হারাম...	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
পাপবশতঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে উৎসর্গ করে জবাইকৃত পশু হারাম	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
উৎসারিত			
ঝর্ণা উৎসারিত হওয়া প্রসঙ্গ (মূসার লাঠির আঘাতে)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
ঝর্ণা উৎসারিত করেন আল্লাহ (মৃত ভূমিতে..)	৩৬-ইয়াসীন	৩৪	৮৫৩
ঝর্ণা উৎসারিত না করা পর্যন্ত কাফিররা ঈমান আনবে না...	১৭-ইস্রা	৯০	৭২১
ঝর্ণা উৎসারিত (মূসার লাঠির আঘাতে বারটি ঝর্ণা)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
ঝর্ণা (উভয় জান্নাতে প্রবল বেগে উৎসারিত দু'টি ঝর্ণা থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	৬৬	৯৪২
উৎসাহ			
খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না বিচারদিনের অস্বীকারকারী (মিসকীনকে)	১০৭-মাউন	৩	১০৩৪
উৎসাহিত			
খাদ্যদানে উৎসাহিত না করায় শাস্তি (অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৪	৯৭৯
খাদ্যদানে (মিসকিনকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত না করা)	৮৯-ফাজ্র	১৮	১০২২
উৎসাহী			
রাসূল স. উৎসাহী হলেও পথপ্রদর্শন করতে পারে না (আল্লাহ পথভ্রষ্ট করলে)	১৬-নাহ্ল	৩৭	৭০৬
উত্তপ্ত			
আগুন (হাবিয়া দোযখ মূলত উত্তপ্ত আগুন)	১০১-ক্বারি'আ	১১	১০৩১
আগুন (উত্তপ্ত আগুনে প্রবেশ করবে, কিয়ামতের দিন)	৮৮-গাশিয়াহ্	৪	১০১৯
আগুনে ধাতু উত্তপ্ত করা (সত্য মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
জাহান্নামের আগুন অধিক উত্তপ্ত	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
পানি জাহান্নামীদেরকে পান করানো হবে	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
পানীয় (কাফিরদের জন্য উত্তপ্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
পানীয় (কুফরীর কারণে উত্তপ্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
বামের সাথীরা থাকবে উত্তপ্ত পানিতে	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪২	৯৪৫
স্বর্ণ-রৌপ্য উত্তপ্ত করে দাগ দেয়া হবে (সঞ্চয়কারীর কপালে ও...)	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উত্তপ্ত পানি			
আপ্যায়ন (উত্তপ্ত পানির আপ্যায়ন, মিথ্যা অভিহিতকারী পথভ্রষ্টদের)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯৩	৯৪৭
আস্বাদন করবে সীমালঙ্ঘনকারীরা (জাহান্নামে)	৭৮-নাবা	২৫	১০০১
উথলাবে (ফুটন্ত পানির মত পেটে উথলাবে পাপীদের খাদ্য)	৪৪-দুখান	৪৬	৯০৪
ঘুরতে থাকা(অপরাধীরা জাহান্নাম/ফুটন্ত পানির মাঝে ঘুরতে থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	৪৪	৯৪১
জালিমদের জন্য থাকবে উত্তপ্ত পানির মিশ্রণ (জাহান্নামে)	৩৭-সাফ্ফাত	৬৭	৮৬০
ঢেলে দেয়া (পাপীদের মাথার উপর উত্তপ্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে)	৪৪-দুখান	৪৮	৯০৪
পান (উত্তপ্ত পানি পান করবে পথভ্রষ্ট অস্বীকারকারীরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৪	৯৪৫
স্বাদ গ্রহণ (উত্তপ্ত পানির স্বাদগ্রহণ করবে সীমালংঘনকারীরা)	৩৮-সোয়াদ	৫৭	৮৬৯
উত্তম			
অগ্রিম প্রেরণ উত্তম (নিজের জন্য ভাল কিছু অগ্রীম প্রেরণ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
অধিকার দিয়ে দেয়া উত্তম তাদের জন্য যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়	৩০-রূম	৩৮	৮২৫
অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করাই উত্তম (মু'মিনদের জন্য)	২৪-নূর	২৭	৭৭৬
অবশিষ্ট (আল্লাহর দেয়া অবশিষ্ট বা লাভই উত্তম)	১১-হূদ	৮৬	৬৭৩
অবস্থানস্থল (উত্তম অবস্থানস্থল, জান্নাতের অধিবাসীদের)	২৫-ফুরকান	২৪	৭৮৪
অবতরণকারী (সর্বোত্তম অবতরণকারী আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	২৯	৭৬৭
আকৃতি (কাফিরদের চেয়ে উত্তম আকৃতি প্রতিস্থাপন করতে)	৭০-মা'আরিজ	৪১	৯৮৩
আখিরাত উত্তম (দুনিয়ার জীবনের তুলনায়)	৮৭-আ'লা	১৭	১০১৪
আখিরাত উত্তম (মুত্তাকীদের জন্য)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
আদর্শ (রাসূল স. এর মধ্যে উত্তম আদর্শ)	৩৩-আহযাব	২১	৮৩৫
আদর্শ (উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম আ. ও তার সাথীদের মাঝে)	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
আদর্শ (উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম আ. ও তার সঙ্গীদের মাঝে)	৬০-মুমতাহিনা	৬	৯৫৮
আপ্যায়ন (উত্তম আপ্যায়ন জান্নাত, নাকি যাক্কুম বৃক্ষ?)	৩৭-সাফ্ফাত	৬২	৮৬০
আপোস নিস্পত্তি উত্তম (স্বামী-স্ত্রীর মাঝে)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
আবাস (আখিরাতের আবাস মুত্তাকীদের জন্য উত্তম)	৬-আন্'আম	৩২	৫৯৮
আবাস (পরকালের আবাস উত্তম, তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য)	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
আবাসের এই শুভ পরিণাম কতই না উত্তম!	১৩-রা'দ	২৪	৬৯০
আবাস (অত্যাচারিত হয়ে হিজরতকারীর জন্য দুনিয়ায় উত্তম আবাস)	১৬-নাহ্ল	৪১	৭০৬
আবাস (আখিরাতে মুত্তাকীদের জন্য উত্তম আবাস)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
আয়াত (রহিত আয়াতের স্থলে উত্তম আয়াত আনেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১০৬	৫১২
আল্লাহ উত্তম ও অধিক স্থায়ী	২০-ত্বা-হা	৭৩	৭৪৫
আল্লাহ উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী	১২-ইউসুফ	৬৪	৬৮২
আল্লাহই উত্তম; শরীকরা নয়	২৭-নামল	৫৯	৮০৪
আল্লাহর স্মরণ ব্যবসা/খেলা হতে উত্তম (জুম'আর নামাজ প্রসঙ্গ)	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা উত্তম (কাফিরদের সঞ্চয়ের চেয়ে)	৩-আলে ইমরান	১৫৭	৫৫১
আশা প্রতিপালকের নিকট(স্থায়ী সৎকাজসমূহের)	১৮-কাহ্ফ	৪৬	৭২৮
ইউসুফ আ. উত্তম অতিথিপরায়ণ	১২-ইউসুফ	৫৯	৬৮২
ইবলিস উত্তম আদমের চেয়ে (ইবলিসের দাবী)	৭-আ'রাফ	১২	৬১৩
ইবলিস উত্তম মানুষ থেকে (ইবলিসের দাবী)	৩৮-সোয়াদ	৭৬	৮৭০
ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত করা ও তাকে ভয় করা উত্তম কাজ)	২৯-আনকাবূত	১৬	৮১৭
ইয়াতিমের সম্পদ প্রসঙ্গে উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
উত্তরাধীকারী(আল্লাহ উত্তম উত্তরাধীকারী, যাকারিয়ার সন্তান প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৯	৭৫৬
উত্তম ব্যয় (পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয়)	২-বাক্বারা	২১৫	৫২৪
উপকরণে সর্বোত্তম ছিল এমন প্রজন্ম ধ্বংস করেছে আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৭৪	৭৩৯
উপদেশ (প্রজ্ঞা/উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহর পথে ডাকা...)	১৬-নাহ্ল	১২৫	৭১৩
কথা (মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করাই উত্তম কথা)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৩	৮৮৮
কথা (উত্তম কথার অনুসারীকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান)	৩৯-যুমার	১৮	৮৭২
কথা (আল্লাহর বান্দাদেরকে উত্তম কথা বলার নির্দেশ)	১৭-ইস্রা	৫৩	৭১৮
কবুল (মারইয়ামকে উত্তমরূপে কবুল করলেন প্রতিপালক)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
কর্মে উত্তম কে, তা পরীক্ষা করার জন্য মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি	৬৭-মুল্ক	২	৯৭২
কর্জ (উত্তম কর্জ কে দিবে আল্লাহকে?)	৫৭-হাদীদ	১১	৯৪৯
কর্জ (আল্লাহকে উত্তম কর্জদান প্রসঙ্গ)	৫৭-হাদীদ	১৮	৯৫০
কল্যাণ উত্তম (ইয়াতীমদের জন্য কল্যাণ উত্তম)	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
কাজ (আল্লাহর ইবাদত করা ও তাকে ভয় করা উত্তম কাজ)	২৯-আনকাবূত	১৬	৮১৭
কাজ (উত্তম কাজ সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	২১৫	৫২৪
কাজে কে উত্তম তা পরীক্ষার জন্য আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি	১১-হূদ	৭	৬৬৬
কাফির (মক্কার কাফিররা কি পূর্ববর্তী কাফিরদের চেয়ে উত্তম)	৫৪-কামার	৪৩	৯৩৮
কাজ (মানুষকে আল্লাহ পরীক্ষা করবেন কে উত্তম কাজ করে?..)	১৮-কাহ্ফ	৭	৭২৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কিয়ামতের দিন উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিরাপদে থাকবে	৪১-ফুস্সিলাত	৪০	৮৮৯
কুরআন উত্তম কিছু হলে মুমিন কাফিরকে অতিক্রম করতে পারতনা!	৪৬-আহ্কাফ	১১	৯০৯
কুরআন উত্তম (মুমিনদের সঞ্চিত সম্পদের চেয়ে)	১০-ইউনুস	৫৮	৬৫৯
কৌশলী (আল্লাহ উত্তম কৌশলী)	৩-আলে ইমরান	৫৪	৫৪১
কৌশলী (আল্লাহ উত্তম কৌশলী)	৮-আনফাল	৩০	৬৩৪
ক্ষমা উত্তম (কষ্টদায়ক ও খোঁটাযুক্ত দানের চেয়ে)	২-বাক্বারা	২৬৩	৫৩১
ক্ষমাকারী (আল্লাহই উত্তম ক্ষমাকারী, মূসা আ. প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
গ্রহণ (উত্তম বিষয়গুলো গ্রহণ করতে মূসার সম্প্রদায়কে নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
চাওয়া ('উত্তম কিছু চেয়েছিলাম'-বলবে মসজিদে দারার প্রসঙ্গ...)	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
জিহাদ উত্তম (আল্লাহর পথে জিহাদ উত্তম)	৯-তাওবা	৪১	৬৪৪
জীবন (সৎকর্মশীল মুমিন-মুমিনাকে আল্লাহ উত্তম জীবন দিবেন)	১৬-নাহ্ল	৯৭	৭১১
তত্ত্বাবধায়ক (উত্তম তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৭৩	৫৫২
তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে তা উত্তম যা আছে আল্লাহর কাছে	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
তাকওয়া (আল্লাহর ইবাদত করা ও তাকে ভয় করা উত্তম কাজ)	২৯-আনকাবূত	১৬	৮১৭
তুব্বা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা উত্তম না কি মক্কার কাফিররা	৪৪-দুখান	৩৭	৯০৩
দয়ালু (প্রতিপালক সর্বোত্তম দয়ালু)	২৩-মু'মিনূন	১১৮	৭৭৩
দয়া (মানুষ যা জমা করে তার চেয়ে প্রতিপালকের দয়া উত্তম)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
দল (উত্তম দল কোনটি? কাফিররা মুমিনদেরকে বলে)	১৯-মারইয়াম	৭৩	৭৩৯
দান (উত্তম কিছু দান করা হবে যুদ্ধবন্দিদেরকে হৃদয়ে ভাল কিছু...)	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
দান (প্রতিপালকের দানই উত্তম, রাসূল স. এর জন্য)	২৩-মু'মিনূন	৭২	৭৭০
দ্বীনের দিক থেকে উত্তম (ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণকারী)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম (শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১২৬	৭১৩
ধৈর্য (উত্তম ধৈর্য অবলম্বন করলেন ইয়াকুব, ইউসুফকে হারিয়ে)	১২-ইউসুফ	১৮	৬৭৮
ধৈর্যধারণই উত্তম (ইয়াকুব আ. বললেন)	১২-ইউসুফ	৮৩	৬৮৪
ধৈর্য ধারণ উত্তম (শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১২৬	৭১৩
ধৈর্য ধারণ করা উত্তম (মুমিন দাসীকে বিয়ে করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
ধৈর্য ধারণ রাসূল স. বের হয়ে আসা পর্যন্ত, মুমিনদের জন্য উত্তম হতো	৪৯-হুজুরাত	৫	৯২০
ধ্বংস আহ্বান করা উত্তম, না কি স্থায়ী জান্নাত	২৫-ফুরকান	১৫	৭৮৩
নবীর জন্য ইহকালের চেয়ে পরকাল উত্তম	৯৩-দুহা	৪	১০২৬
নির্ধারণকারী, আল্লাহ (মানুষের পরিমিত গঠন প্রসঙ্গে)	৭৭-মুরসালাত	২৩	৯৯৮
পবিত্র বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উত্তম (হজ্জের সময়)	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
পরীক্ষা (উত্তমরূপে পরীক্ষা করা, মু'মিনদেরকে)	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩
পরিণাম নির্ধারণে আল্লাহই সর্বোত্তম	১৮-কাহ্ফ	৪৪	৭২৮
পরিণামে উত্তম (মতবিরোধপূর্ণ বিষয় আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
পরকাল উত্তম (ইহকালের চেয়ে নবীর জন্য পরকাল উত্তম)	৯৩-দুহা	৪	১০২৬
পাথেয় (উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া)	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
পুরস্কার ও প্রতিদান হিসাবে উত্তম (স্থায়ী সৎকাজ)	১৯-মারইয়াম	৭৬	৭৩৯
পুরস্কারদাতা (আল্লাহ উত্তম পুরস্কারদাতা)	১৮-কাহ্ফ	৪৪	৭২৮
পুরস্কার (উত্তম কাজের উত্তম পুরস্কার দিবেন আল্লাহ)	৫৩-নাজম	৩১	৯৩৩
পুরস্কার (উত্তম পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
পুরস্কার (ঈমান ও তাকওয়ার জন্য উত্তম পুরস্কার)	২-বাক্বারা	১০৩	৫১২
পুরস্কার (আখিরাতের উত্তম পুরস্কার দান করলেন আল্লাহ...)	৩-আলে ইমরান	১৪৮	৫৫০
পুরস্কার (আল্লাহর পুরস্কার উত্তম)	২৮-কাসাস	৮০	৮১৫
পুরস্কার প্রতিপালকের কিকট (স্থায়ী সৎকাজসমূহের)	১৮-কাহ্ফ	৪৬	৭২৮
পূণ্যবানদের জন্য উত্তম (আল্লাহর নিকট যা আছে)	৩-আলে ইমরান	১৯৮	৫৫৫
পোশাক (তাকওয়ার পোশাক উত্তম)	৭-আ'রাফ	২৬	৬১৫
প্রতিপালক কর্তৃক অবতীর্ণ সর্বোত্তম বিধানের অনুসরণ	৩৯-যুমার	৫৫	৮৭৬
প্রতিদান (সৎকর্মশীল মুমিন-মুমিনাকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিবেন)	১৬-নাহ্ল	৯৭	৭১১
প্রতিষ্ঠা.. (জুলকারনাইনকে, আল্লাহ কর্তৃক)	১৮-কাহ্ফ	৯৫	৭৩২
প্রত্যাবর্তনস্থল (উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল, সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য)	১৩-রা'দ	২৯	৬৯১
প্রত্যাবর্তনস্থল (উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল আল্লাহর নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
প্রত্যাবর্তনস্থল (উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল সুলাইমানের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৪০	৮৬৮
প্রতিপালন (উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন প্রতিপালক, মারইয়ামকে)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
প্রতিফল (আখিরাতের প্রতিফল উত্তম, ঈমানদার মুত্তাকীদের জন্য)	১২-ইউসুফ	৫৭	৬৮২
প্রতিশ্রুতি (উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ যাকে সে তা পাবে)	২৮-কাসাস	৬১	৮১৩
প্রতিদান (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের উত্তম পুরস্কার)	১৮-কাহ্ফ	৮৮	৭৩২
প্রতিদান (সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম)	২৯-আনকাবূত	৫৮	৮২১
প্রতিদান (উত্তম প্রতিদান দিবেন আল্লাহ ছোট ব বড় ব্যয় ও...)	৯-তাওবা	১২১	৬৫৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উত্তম (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিদান (উত্তম প্রতিদান দিবেন আল্লাহ তাদের কাজের যারা...)	২৪-নূর	৩৮	৭৭৮
প্রতিদান (উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া কিছু নয়)	৫৫-রাহ্মান	৬০	৯৪২
প্রতিদান (উত্তম প্রতিদান, কর্মশীলদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৩৬	৫৪৯
প্রভু (উত্তম প্রভু আল্লাহ)	৮-আনফাল	৪০	৬৩৫
প্রভু/রক্ষক (আল্লাহ উত্তম প্রভু/রক্ষক)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
প্রত্যাবর্তনস্থল (দাউদের জন্য উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল)	৩৮-সোয়াদ	২৫	৮৬৭
প্রতিশ্রুতি (বনী ইসরাঈলকে প্রতিপালকের উত্তম প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
প্রত্যাবর্তনস্থল লাভের আশা ! (প্রতিপালকের নিকট বাগানওয়ালার)	১৮-কাহ্ফ	৩৬	৭২৭
প্রত্যাবর্তনস্থল (মুত্তাকীদের জন্য উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল)	৩৮-সোয়াদ	৪৯	৮৬৯
প্রতিদান (আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!)	৩৯-যুমার	৭৪	৮৭৭
প্রতিদান (ধৈর্য ধারণের প্রতিদান, কাজের চেয়েও উত্তম)	১৬-নাহ্ল	৯৬	৭১১
প্রতিদান (ভালকাজ নিয়ে আসলে উত্তম প্রতিদান)	২৮-কাসাস	৮৪	৮১৫
প্রতিপালকের উপর ভরসাকারীর জন্য উত্তম জিনিস আল্লাহর কাছে	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
ফয়সালাকারী (আল্লাহই উত্তম ফয়সালাকারী, শু'আইব প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৭	৬২০
ফয়সালাকারী (আল্লাহই উত্তম ফয়সালাকারী)	৬-আন্'আম	৫৭	৬০১
ফয়সালাকারী (আল্লাহ উত্তম ফয়সালাকারী)	১০-ইউনুস	১০৯	৬৬৪
ফায়সালাকারী(আল্লাহ উত্তম ফায়সালাকারী)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
বদলানো (উত্তম খাদ্য দিয়ে নিকৃষ্ট খাদ্য বদলে নেয়া...)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
বান্দা (সুলাইমান আ. কতই না উত্তম বান্দা)	৩৮-সোয়াদ	৩০	৮৬৮
বাসস্থান (উত্তম বাসস্থান রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে)	৬১-সাফ্ফ	১২	৯৬১
বাসস্থান (উত্তম বাসস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ...)	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
বাগানের চেয়ে উত্তম কিছু (বন্ধুর কামনা, প্রতিপালকের প্রতি)	১৮-কাহ্ফ	৪০	৭২৭
বাণী (সর্বোত্তম বাণী কুরআন সাদৃশ্যপূর্ণ/বারবার পঠিত কিতাব)	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
বান্দা (কতই না উত্তম বান্দা ছিলেন আইউব)	৩৮-সোয়াদ	৪৪	৮৬৮
বিনিময়, উত্তম বিনিময় দিবেন প্রতিপালক (বাগানওয়ালাদের আশা)	৬৮-ক্বালাম	৩২	৯৭৬
বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে আছে	৫-মায়িদা	৫০	৫৮৬
বিভিন্ন প্রতিপালক উত্তম না এক আল্লাহ?	১২-ইউসুফ	৩৯	৬৮০
বিছানাকারী (কতই না উত্তম বিছানাকারী আল্লাহ)	৫১-যারিয়াত	৪৮	৯২৮
বিদ্রূপের শিকার ব্যক্তিরা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে...	৪৯-হুজুরাত	১১	৯২১
বিতর্ক (আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক)	২৯-আনকাবূত	৪৬	৮২০
বিরত থাকা উত্তম (অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখা থেকে)	২৪-নূর	৬০	৭৮০
ব্যক্তি (উত্তম ব্যক্তি সেই যে ঘর বানায় আল্লাহর ভয় ও...)	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
ভালকাজকারীর জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে	২৭-নামল	৮৯	৮০৭
ভোগ্যসামগ্রী (উত্তম ভোগ্যসামগ্রী দান করবেন আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থী ও)	১১-হূদ	৩	৬৬৫
মজুর (উত্তম মজুর সে যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত)	২৮-কাসাস	২৬	৮১০
মনে করা (মন্দকাজকে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি উত্তম মনে করে)	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
মন্দকে উত্তম দিয়ে প্রতিহত করা	২৩-মু'মিনূন	৯৬	৭৭২
মন্দকে উত্তম দ্বারা প্রতিহত করলে (শত্রু হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু)	৪১-ফুসসিলাত	৩৪	৮৮৮
মানুষের জন্য তা-ই উত্তম (আল্লাহর কাছে যা আছে)	১৬-নাহ্ল	৯৫	৭১১
মিথ্যা অভিহিত (উত্তমকে মিথ্যা অভিহিতকারীর জন্য মন্দকে সহজ করা হয়)	৯২-লাইল	৯	১০২৫
মীমাংসাকারী (আল্লাহই উত্তম মীমাংসাকারী, শু'আইব প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
মুত্তাকীদের জন্য উত্তম (আখিরাতের আবাস)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
মুনাফিকদের জন্য উত্তম ছিল- আনুগত্য ও ন্যায়সংগত কথা	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
মুমিন দাস উত্তম মুশরিক পুরুষের চেয়ে (বিয়ে প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
মুমিন দাসী উত্তম, মুশরিক নারীর চেয়ে	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
মুশরিকদের উপাস্য উত্তম নাকি ঈসা... (মুশরিকদের প্রশ্ন)	৪৩-যুখরুফ	৫৮	৯০০
মুশরিকদেরই জন্য উত্তম প্রতিদান (মুশরিকদের মিথ্যা দাবী)	১৬-নাহ্ল	৬২	৭০৭
মুশরিকদের জন্যই উত্তম (যদি তারা তওবা করে)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
মুমিনদের জন্য উত্তম (আল্লাহর নিকট যা আছে)	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
মুমিনদের জন্য উত্তম (জীবন ও ধন-সম্পদ জিহাদ করা)	৬১-সাফ্ফ	১১	৯৬১
রাসূল স. এর জন্য উত্তম কিছু বানাতে পারেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে	২৫-ফুরকান	১০	৭৮৩
রিযিক (আঙ্গুর/খেজুর থেকে মানুষ উত্তম রিযিক গ্রহণ করে...নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	৬৭	৭০৮
রিযিক (উত্তম রিযিকপ্রাপ্ত ও গোপন/প্রকাশ্যে দানকারীর উপমা)	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
রিযিক উত্তম করেছেন আল্লাহ (জান্নাতিদের রিযিক)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
রিযিক (উত্তম রিযিক দান, শু'আইবকে)	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
রিযিকদাতা (উত্তম রিযিকদাতা আল্লাহ)	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
রিযিক (প্রতিপালক প্রদত্ত আখিরাতের রিযিক উত্তম ও অধিক স্থায়ী)	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রিযিকদাতা (আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা)	২৩-মু'মিনূন	৭২	৭৭০
রিযিকদাতা (আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা)	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
রিযিকদাতা (আল্লাহ অবশ্যই উত্তম রিযিকদাতা)	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
রিযিকদাতা (উত্তম রিযিকদাতা আল্লাহ)	৩৪-সাবা	৩৯	৮৪৪
রোজা রাখাই উত্তম (সক্ষম ব্যক্তির জন্য, ফিদিয়া না দিয়ে)	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
সংবাদ (উত্তম সংবাদ তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য...)	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
সঙ্গী (নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণগণ উত্তম সঙ্গী)	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
সঠিক পাল্লায় পরিমাপ করা উত্তম	১৭-ইসরা	৩৫	৭১৭
সত্য বলা (যা উত্তম তাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়া)	৯২-লাইল	৬	১০২৫
সদকা করা উত্তম (অভাবী ঋণগ্রহীতাকে সদকা/মাফ করা উত্তম)	২-বাক্বারা	২৮০	৫৩৩
সদকা প্রদান উত্তম (রাসূল স. এর সাথে গোপনে কথা বলার পূর্বে)	৫৮-মুজাদালা	১২	৯৫৩
সাড়াদানকারী (আল্লাহ কতই না উত্তম সাড়াদানকারী)	৩৭-সাফ্ফাত	৭৫	৮৬০
সাহায্যকারী (আল্লাহ উত্তম সাহায্যকারী)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
সাহায্যকারী (আল্লাহ উত্তম সাহায্যকারী)	৩-আলে ইমরান	১৫০	৫৫০
সাহায্যকারী (আল্লাহ উত্তম সাহায্যকারী)	৮-আনফাল	৪০	৬৩৫
সুলাইমানকে আল্লাহর দেয়া বস্তু উত্তম (সাবাবাসীকে দেয়া বস্তুর চেয়ে)	২৭-নামল	৩৬	৮০২
সৃষ্টি (বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলগণ উত্তম সৃষ্টি)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৭	১০২৭
সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা উত্তম (কষ্টদায়ক/খোঁটাযুক্ত দানের চেয়ে)	২-বাক্বারা	২৬৩	৫৩১
স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে উত্তম স্ত্রী দান করতে পারেন)	৬৬-তাহ্রীম	৫	৯৭০
স্থায়ী সৎকাজ উত্তম (পুরস্কার ও প্রতিদান হিসাবে)	১৯-মারইয়াম	৭৬	৭৩৯
স্থায়ী (উত্তম ও স্থায়ী সব কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে)	২৮-কাসাস	৬০	৮১৩
স্রষ্টা (আল্লাহ সর্বোত্তম স্রষ্টা)	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
স্রষ্টার নিকট উত্তম (বনী ইসরাঈলের তওবা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
হাজার মাসের চেয়ে উত্তম (কদরের রাত)	৯৭-কাদর	৩	১০২৭
উত্তম ঋণ (আরো দেখুন কর্জে হাসানা শব্দটি)			
আল্লাহকে উত্তম ঋণ/কর্জে হাসানা দিলে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করা হবে	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭
উত্তম কাজ			
আঘাত প্রাপ্তরা যারা উত্তম কাজ করেছে (উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৭২	৫৫২
গ্রহণ (আল্লাহ উত্তম কাজ গ্রহণ করেন, সৎকর্মশীল মুমিনদের)	৪৬-আহ্কাফ	১৬	৯০৯
প্রতিদান (আল্লাহ মুমিনের উত্তম কাজের প্রতিদান দিবেন)	২৯-আনকাবূত	৭	৮১৬
প্রতিদান (মুমিনের উত্তমকাজের প্রতিদান, পাপ মোচন)	২৯-আনকাবূত	৭	৮১৬
প্রতিফল (উত্তম কাজের উত্তম প্রতিফল দিবেন আল্লাহ)	৫৩-নাজম	৩১	৯৩৩
প্রতিদান (উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া কিছু নয়)	৫৫-রাহ্মান	৬০	৯৪২
উত্তম পদ্ধতি			
ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হওয়া নিষেধ (উত্তম পদ্ধতি ছাড়া)	১৭-ইসরা	৩৪	৭১৭
উত্তর (আরো দেখুন জবাব শব্দটি)			
রাসূলগণকে কি উত্তর দেয়া হয়েছিল (কিয়ামতে আল্লাহর জিজ্ঞাসা)	৫-মায়িদা	১০৯	৫৯৪
লূত সম্প্রদায়ের উত্তর (আল্লাহর শাস্তি কামনা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
লূত সম্প্রদায়ের উত্তর(লূতের পরিবারকে জনপদ থেকে বের করা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৫৬	৮০৪
সম্প্রদায়ের উত্তর (ইবরাহীমকে আগুনে পোড়ানো প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
উত্তরসূরী			
পরে আসা উত্তরসূরীরা সালাত নষ্ট করল	১৯-মারইয়াম	৫৯	৭৩৮
বনী ইসরাঈলের উত্তরসূরী (যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
উত্তরাধিকার			
আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার (মালিকানা) আল্লাহর	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহরই	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
উত্তরাধিকার-সম্পদ			
উত্তরাধিকার-সম্পদ খেয়ে ফেলে মানুষ	৮৯-ফাজর	১৯	১০২২
উত্তরাধিকারী করা/হওয়া			
আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী	৪-নিসা	৩৩	৫৬১
আল্লাহই উত্তরাধিকারী (সবকিছুর)	১৫-হিজর	২৩	৬৯৯
আল্লাহ সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী(যাকারিয়ার সন্তান/উত্তরাধিকারী প্রার্থনা)	২১-আম্বিয়া	৮৯	৭৫৬
ইয়াকুবের বংশের উত্তরাধিকারী হওয়ার মত অনুগামী প্রার্থনা	১৯-মারইয়াম	৬	৭৩৪
উদ্ধতদের উত্তরাধিকারী আল্লাহ (তাদের ভোগ্যসামগ্রীর)	২৮-কাসাস	৫৮	৮১৩
কালালাহর উত্তরাধিকারী হওয়া (বোনের সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৭
কিতাবের উত্তরাধিকারী (আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ)	৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে (বনী ইসরাঈল)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উত্তরাধিকারী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কিতাবের উত্তরাধীকারী করেছেন আল্লাহ (বনী ইসরাঈলকে)	৪০-মু'মিন	৫৩	৮৮২
কিতাবের উত্তরাধীকারীগণ সন্দেহে রয়েছে (কুরআন সম্পর্কে)	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
জান্নাতের (যমীন) উত্তরাধিকারী হবে মুত্তাকীরা	৩৯-যুমার	৭৪	৮৭৭
জান্নাতের উত্তরাধিকারী (মু'মিনগণ)	২৩-মু'মিনূন	১০	৭৬৬
জান্নাতের উত্তরাধিকারী করবেন আল্লাহ তাকওয়াবানদেরকে	১৯-মারইয়াম	৬৩	৭৩৮
জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হবে (মুত্তাকীগণকে)	৪৩-যুখরুফ	৭২	৯০০
জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হবে, ঈমানদারদেরকে	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
জান্নাতের উত্তরাধিকারী করার জন্য ইবরাহীমের দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৫	৭৯২
দায়িত্ব (উত্তরাধিকারীর দায়িত্ব, সন্তানের দুধ পান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
পিতা-মাতা নিঃসন্তানের উত্তরাধিকারী হলে মাতা এক তৃতীয়াংশ পাবে	৪-নিসা	১১	৫৫৭
পিতামাতার রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী	৪-নিসা	৩৩	৫৬১
পিতা-মাতা/সন্তান উত্তরাধিকারীরূপে না থাকলে ভাইবোনের অংশ	৪-নিসা	১২	৫৫৮
পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হওয়া (পূর্ববর্তী অধিবাসীদের পরে)	৭-আ'রাফ	১০০	৬২২
পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন	৭-আ'রাফ	১২৮	৬২৩
পৃথিবীর উত্তরাধিকারী আল্লাহ বানান (মানুষকে)	২৭-নামল	৬২	৮০৫
পৃথিবীর পূর্বের ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানানো (বনী ইসরাঈলকে)	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
পৃথিবী ও তার সবকিছুর স্বত্বাধিকারী আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৪০	৭৩৬
ফির'আউন সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী করলেন আল্লাহ অন্যদেরকে	৪৪-দুখান	২৮	৯০৩
ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী (মু'মিনগণ)	২৩-মু'মিনূন	১১	৭৬৬
বনী ইসরাঈলকে ঝর্ণা/উদ্যান/ধন/আকর্ষণীয় স্থানের উত্তরাধিকারী করা...	২৬-শু'আরা	৫৯	৭৯১
বলপূর্বক নারী/স্ত্রীদের উত্তরাধীকারী হওয়া বৈধ নয়	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
বানানো (উত্তরাধিকারী বানাতে চাইলেন আল্লাহ (নর্যাতিতদেরকে)	২৮-কাসাস	৫	৮০৮
ভূমির (মুমিনদের শত্রু ভূমি/যমীনের উত্তরাধিকারী করা, খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৭	৮৩৫
মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানান	২৭-নামল	৬২	৮০৫
যমীনের উত্তরাধিকারী, আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দারা(জান্নাত প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৫	৭৫৭
যাকারিয়ার উত্তরাধিকারী হওয়ার মত অনুগামী প্রার্থনা	১৯-মারইয়াম	৬	৭৩৪
সৎকর্মশীল বান্দারা যমীনের উত্তরাধিকারী হবে (জান্নাত প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৫	৭৫৭
সর্বোত্তম উত্তরাধীকারী আল্লাহ(যাকারিয়ার সন্তান/উত্তরাধিকারী প্রার্থনা)	২১-আম্বিয়া	৮৯	৭৫৬
সুলাইমান আ. দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন...	২৭-নামল	১৬	৮০১
উত্তরাধিকারীদের সম্পদ বণ্টন (দেখুন অংশ শব্দটি)			
উত্তোলন			
কাবার ভিত্তি উত্তোলন (ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল কর্তৃক)	২-বাক্বারা	১২৭	৫১৪
তূর পর্বত উত্তোলন প্রসঙ্গ (বনী ইসরাঈলের উপর)	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
তূর পর্বত উত্তোলন (বনী ইসরাঈলের উপর)	২-বাক্বারা	৬৩	৫০৭
তূর পর্বতকে বনী ইসারাঈলের উপর উত্তোলন	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
উত্তোলিত			
পবিত্র বাণীসমূহ উত্তোলিত হয় (আল্লাহর দিকেই)	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
উত্ত্যক্ত			
তালাকপ্রাপ্তাদের উত্ত্যক্ত করা যাবে না (সঙ্কটে ফেলার জন্য)	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
উত্থিত			
আকাশে যা উত্থিত হয় তা আল্লাহ জানেন	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
আকাশে যা উত্থিত হয় তা আল্লাহ জানেন	৩৪-সাবা	২	৮৪১
আল্লাহর কাছে সকল বিষয় উত্থিত হয় (একদিনে)	৩২-সাজদা	৫	৮৩০
কবরে যা আছে তা যে উত্থিত করা হবে মানুষ কি তা জানে না?	১০০-'আদিয়াত	৯	১০৩০
গুহাবাসীকে উত্থিত করলেন কিছুকাল পর (আসহাবে কাহফ প্রসঙ্গ)	১৮-কাহফ	১২	৭২৪
গুহাবাসীকে উত্থিত করলেন আল্লাহ, তিন শত বছর পর ..	১৮-কাহফ	১৯	৭২৫
মানুষকে কবর থেকে উত্থিত করা প্রসঙ্গ...	১০০-'আদিয়াত	৯	১০৩০
মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার প্রতি কাফিরদের অবিশ্বাস	১১-হূদ	৭	৬৬৬
সকল বিষয় আল্লাহর কাছে উত্থিত হয় (একদিনে)	৩২-সাজদা	৫	৮৩০
সাক্ষী (কিয়ামতে উম্মতের নিজেদের মধ্য থেকে সাক্ষী উত্থিত হবে)	১৬-নাহল	৮৯	৭১০
সাক্ষী (কিয়ামতে প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী উত্থিত করা হবে)	১৬-নাহল	৮৪	৭১০
উত্থিত (পুনর্জীবিত)			
উযায়েরকে একশ বছর পর পুনর্জীবিত করা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
উথলানো			
উত্তপ্ত পানির মত উথলাবে পাপীদের খাদ্য তাদের পেটে	৪৪-দুখান	৪৬	৯০৪
গলিত তামার মত পেটে উথলাবে (জাহান্নামিদের খাদ্য)	৪৪-দুখান	৪৫	৯০৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জাহান্নাম উথলাতে থাকবে	৬৭-মুল্ক	৭	৯৭২
উথলে ওঠা			
চুলা উথলে উঠা (নূহের প্লাবনের নিদর্শন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
চুলা উথলে উঠবে যখন (নূহের বন্যা প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
উদগত			
উদ্ভিদ উদগত করেছেন আল্লাহ (প্রত্যেক প্রকারের)	৫০-ক্বাফ	৭	৯২২
উদ্ভিদ উদগত করেন আল্লাহ(আকাশের পানির মাধ্যমে)	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
উদ্ভিদ (বৃষ্টির পানিতে সব ধরনের উদ্ভিদ উদগাত হওয়া প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
গাছ (লাতাপাতাযুক্ত গাছ উদ্গাত করা, ইউনুসের উপর)	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৬	৮৬৪
লাতাপাতাযুক্ত গাছ উদ্গাত করলেন আল্লাহ ইউনুসের উপর	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৬	৮৬৪
উদয়			
সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ	৫০-ক্বাফ	৩৯	৯২৪
সম্প্রদায়ের উপর সূর্যকে উদিত হতে দেখলেন জুলকারনাইন.	১৮-কাহফ	৯০	৭৩২
সূর্য উদিত হয় গুহার ডান পাশ দিয়ে (আসহাবে কাহফের)	১৮-কাহফ	১৭	৭২৫
সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
উদয়স্থল			
উদয়স্থলসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ	৩৭-সাফ্ফাত	৫	৮৫৭
উদয়াচল			
অস্তাচল ও উদয়াচলের প্রতিপালকের কসম করছেন আল্লাহ	৭০-মা'আরিজ	৪০	৯৮৩
দূরত্ব (দুই উদয়াচলের দূরত্ব কামনা,শয়তান ও মানুষে)	৪৩-যুখরুফ	৩৮	৮৯৮
পৌছা, জুলকারনাইনের (সূর্যের উদয়াচলে)	১৮-কাহফ	৯০	৭৩২
মালিক(আল্লাহ দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক)	৫৫-রাহমান	১৭	৯৩৯
উদর			
পূর্ণ করা (যাক্কুম বৃক্ষ দ্বারা উদর পূর্ণ করবে জালিমরা)	৩৭-সাফ্ফাত	৬৬	৮৬০
উদাসীন			
কিয়ামত সম্পর্কে উদাসীন (কাফিররা)	৫৩-নাজম	৬১	৯৩৫
নামাজের প্রতি উদাসীন মুসল্লিদের জন্য দুর্ভোগ	১০৭-মাউন	৫	১০৩৪
বিপথগামিতায় উদাসীন যারা তারা ধ্বংস হোক	৫১-যারিয়াত	১১	৯২৫
উদিত			
চন্দ্রকে উদিত হতে দেখে ইবরাহীম আ. তাকে প্রতিপালক বলল	৬-আন্'আম	৭৭	৬০৩
সূর্যকে উদিত হতে দেখে ইবরাহীম আ. তাকে প্রতিপালক বলল	৬-আন্'আম	৭৮	৬০৩
উদ্যত			
আক্রমণে উদ্যত হয় কাফিররা (আল্লাহর আয়াত পাঠকারীকে)	'২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
উদ্যান (আরো দেখুন বাগান শব্দটি)			
উৎপন্ন (ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান উৎপন্নের জন্য পানি অবতীর্ণ করেন)	৭৮-নাবা	১৬	১০০০
উৎপন্ন (উদ্যান উৎপন্ন করেন আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে)	৫০-ক্বাফ	৯	৯২২
ডান দিকে দুটি উদ্যান (সাবার অধিবাসীদের)	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
নূহ আ. সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ উদ্যান বানাবেন (ক্ষমা প্রার্থনা করলে)	৭১-নূহ	১২	৯৮৪
পরিবর্তন (উদ্যান দুটি পরিবর্তন, বিস্বাদ ফল দিয়ে)	৩৪-সাবা	১৬	৮৪২
ফল(দুই উদ্যানের ফল জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে থাকবে)	৫৫-রাহমান	৫৪	৯৪১
ফিরদাউসের উদ্যান রয়েছে(সৎকর্মশীল মুমিনদের পুরস্কার স্বরূপ)	১৮-কাহফ	১০৭	৭৩৩
বের করা (ফির'আউন গোষ্ঠীকে উদ্যান থেকে বের করে দেয়া)	২৬-শু'আরা	৫৭	৭৯১
মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতে উদ্যান রয়েছে...	৭৮-নাবা	৩২	১০০১
উদ্যোক্তা			
মন্দকাজের ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
উদ্দাম			
বায়ু (সুলাইমানের আদেশে উদ্দাম বায়ু প্রবাহিত হত)	২১-আম্বিয়া	৮১	৭৫৫
উদ্ধত (আরো দেখুন অহঙ্কার শব্দটি)			
আদ জাতি উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করত	১১-হূদ	৫৯	৬৭১
আবাসস্থল (অহঙ্কারীদের জন্য কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল)	৪০-মু'মিন	৭৬	৮৮৪
আয়াতের প্রতি (আল্লাহর আয়াতের প্রতি উদ্ধত ওয়ালিদ...)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৬	৯৯০
কাফির (জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে উদ্ধত কাফিরকে)	৫০-ক্বাফ	২৪	৯২৩
চাওয়া (উদ্ধত হতে চায় না যারা তাদের জন্য আখিরাতের আবাস)	২৮-কাসাস	৮৩	৮১৫
প্রতিপালকের নিকট অহঙ্কারী ব্যক্তি হতে মূসার আশ্রয় প্রার্থনা...	৪০-মু'মিন	২৭	৮৮০
ফির'আউন উদ্ধত ও সীমালংঘনকারী	৪৪-দুখান	৩১	৯০৩
ফিরআউন উদ্ধত ছিল (পৃথিবীতে)	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
ফির'আউন উদ্ধত হয়েছিল পৃথিবীতে	২৮-কাসাস	৪	৮০৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উদ্ধত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বিচরণ (পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করতে নিষেধ, লোকমানপুত্রকে)	৩১-লুকমান	১৮	৮২৮
ব্যর্থ (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর ব্যর্থতা ও রাসূলগণের বিজয় কামনা)	১৪-ইবরাহীম	১৫	৬৯৪
ভালবাসা (আল্লাহ উদ্ধতকে ভালবাসেন না)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
ভালবাসেন না আল্লাহ উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে	৫৭-হাদীদ	২৩	৯৫০
ভালোবাসেন না আল্লাহ (কোন উদ্ধত অহঙ্কারীকে)	৩১-লুকমান	১৮	৮২৮
সম্প্রদায় (ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গ ছিল উদ্ধত সম্প্রদয়)	২৩-মু'মিনূন	৪৬	৭৬৯
সুলাইমানের বিরুদ্ধে সাবার রানীর উদ্ধত না হওয়ার আহবান(পত্র দ্বারা)	২৭-নামল	৩১	৮০২
হৃদয় (অহংকারী ও স্বৈরচারী ব্যক্তির হৃদয় মোহরাঙ্কিত...)	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
উদ্ধার (আরো দেখুন পরিত্রাণ শব্দটি)			
আগুন থেকে আল্লাহ ইবরাহীমকে উদ্ধার করেন	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
আল্লাহ উদ্ধার করার পর শু'আইবের সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শে ফেরা অনুচিত	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
আল্লাহ উদ্ধার করেছিলেন (তাদেরকে যারা ফ্যাসাদ নিষেধ করত)	১১-হূদ	১১৬	৬৭৬
আল্লাহ উদ্ধার করেন (অসৎকাজে নিষেধকারীদেরকে)	৭-আ'রাফ	১৬৫	৬২৮
আল্লাহ উদ্ধার করে স্থলে আনেন (সমুদ্রে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে)	১৭-ইস্রা	৬৭	৭১৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেছেন তাকে উদ্ধার করা হয়েছে	১২-ইউসুফ	১১০	৬৮৭
ইউনুসকে দুশ্চিন্তা হতে উদ্ধার (মাছের পেট থেকে উদ্ধার প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৮	৭৫৬
ইবরাহীম আ. ও লূতকে আল্লাহ উদ্ধার করেন	২১-আম্বিয়া	৭১	৭৫৪
ইবরাহীমকে আল্লাহ আগুন থেকে উদ্ধার করেন	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
কঠিন শাস্তি থেকে হূদ আ. ও মুমিনদেরকে আল্লাহ উদ্ধার করেন	১১-হূদ	৫৮	৬৭১
কাফির সম্প্রদায় থেকে উদ্ধারের দোয়া (মূসার জাতির মুমিনদের)	১০-ইউনুস	৮৬	৬৬২
ক্ষতি থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা কারো নেই(আল্লাহ ছাড়া)	৩৬-ইয়াসীন	২৩	৮৫৩
জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধারের জন্য দোয়া (ফিরআউনের স্ত্রীর)	৬৬-তাহ্রীম	১১	৯৭১
তাকওয়াবানদেরকে উদ্ধার করবেন আল্লাহ (জাহান্নাম থেকে)	১৯-মারইয়াম	৭২	৭৩৯
দুশ্চিন্তা হতে ইউনুসকে উদ্ধার (মাছের পেট থেকে উদ্ধার প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৮	৭৫৬
দুঃখ-কষ্ট থেকে আল্লাহই উদ্ধার করেন(এরপরও মানুষ শিরক করে)	৬-আন্'আম	৬৪	৬০১
ধনভাণ্ডার প্রাচীরের নিচ থেকে (বালকদ্বয় প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর..)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
নবী-রাসূলদের আল্লাহ উদ্ধার করেছেন	২১-আম্বিয়া	৯	৭৫০
নূহের নৌকার সাথীদের আল্লাহ উদ্ধার করেন	২৯-আনকাবূত	১৫	৮১৭
নূহকে উদ্ধার করলেন আল্লাহ (জালিম সম্প্রদায় থেকে)	২৩-মু'মিনূন	২৮	৭৬৭
নূহ/তার পরিবারকে মহাসংকট হতে উদ্ধার	২১-আম্বিয়া	৭৬	৭৫৫
নূহ আ.কে উদ্ধার করলেন আল্লাহ এবং তার সাথীদেরকেও	৭-আ'রাফ	৬৪	৬১৮
নূহ/মুমিনদের বোঝাই নৌযানে উঠিয়ে উদ্ধার করা হয়	২৬-শু'আরা	১১৯	৭৯৪
নূহ আ. ও তার নৌযানের সঙ্গীদের আল্লাহ উদ্ধার করেছেন	১০-ইউনুস	৭৩	৬৬১
নূহ আ. ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার (মহাসংকট থেকে)	৩৭-সাফ্ফাত	৭৬	৮৬০
নূহ আ. ও তার সঙ্গী মুমিনদের উদ্ধারের জন্য নূহ আ. এর দোয়া	২৬-শু'আরা	১১৮	৭৯৪
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট উদ্ধারের প্রার্থনা করল মূসা...)	২৮-কাসাস	২১	৮০৯
ফিরআউন ও তার অপকর্ম থেকে উদ্ধারের দোয়া (ফিরআউনের স্ত্রীর)	৬৬-তাহ্রীম	১১	৯৭১
ফিরআউনের দেহকে আল্লাহ উদ্ধার করেন (নিদর্শনস্বরূপ)	১০-ইউনুস	৯২	৬৬৩
ফিরআউনের স্ত্রীকে জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধারের জন্য দোয়া	৬৬-তাহ্রীম	১১	৯৭১
ফিরআউন বংশ থেকে বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের বংশ হতে উদ্ধার...	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
বনী ইসরাঈলকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার	২০-ত্বা-হা	৮০	৭৪৬
বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার (ফির'আউনের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে)	৪৪-দুখান	৩০	৯০৩
বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ওয়াদা	৬-আন্'আম	৬৩	৬০১
মহাসংকট থেকে উদ্ধার (মূসা আ. ও হারুনকে)	৩৭-সাফ্ফাত	১১৫	৮৬২
মহাসংকট হতে নূহ/তার পরিবারকে উদ্ধার	২১-আম্বিয়া	৭৬	৭৫৫
মাছির কাছ থেকে খাবার উদ্ধারেও অক্ষম (মূর্তি/শরীকরা...)	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
মানুষকে সমুদ্র ঝড় থেকে উদ্ধারের পর সে বাড়াবাড়ি করে!	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬
মুমিনদেরকে উদ্ধার করা আল্লাহর দায়িত্ব	১০-ইউনুস	১০৩	৬৬৪
মুত্তাকীদের আল্লাহ উদ্ধার করবেন(কিয়ামতের দিন)	৩৯-যুমার	৬১	৮৭৬
মুমিন-মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার(ছামূদ সম্প্রদায়কে দেয়া শাস্তি থেকে)	২৭-নামল	৫৩	৮০৪
মুমিন সঙ্গীদের উদ্ধারের জন্য নূহ আ. এর দোয়া	২৬-শু'আরা	১১৮	৭৯৪
মুমিন সঙ্গীদের বোঝাই নৌযানে উঠিয়ে উদ্ধার করা হয় (নূহের সঙ্গী)	২৬-শু'আরা	১১৯	৭৯৪
মুমিনদের উদ্ধারের দোয়া (মূসার জাতির কাফিরদের থেকে)	১০-ইউনুস	৮৬	৬৬২
মু'মিনদের আল্লাহ যেভাবে উদ্ধার করেন(ইউনুসকে উদ্ধার প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৮	৭৫৬
মূসাকে আল্লাহ উদ্ধার করেন	২৬-শু'আরা	৬৫	৭৯১
মূসার সম্প্রদায়কে নীল নদে নিমজ্জিত হওয়া থেকে উদ্ধার করা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৫০	৫০৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মূসার সম্প্রদায়কে ফিরআউন সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার প্রসঙ্গ	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
রাসূলগণকে ও মুমিনদেরকে আল্লাহ উদ্ধার করেন	১০-ইউনুস	১০৩	৬৬৪
লূত ও ইবরাহীমকে আল্লাহ উদ্ধার করেন	২১-আম্বিয়া	৭১	৭৫৪
লূত ও তার পরিজনকে উদ্ধারের আশ্বাস (ফেরেশতা কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	৩২	৮১৮
লূত ও তার পরিবারকে শাস্তি থেকে উদ্ধার (স্ত্রী ছাড়া)	২৭-নামল	৫৭	৮০৪
লূত আ. ও তার পরিবারকে আযাব থেকে উদ্ধার	৩৭-সাফ্ফাত	১৩৪	৮৬৩
লূতকে আল্লাহ উদ্ধার করলেন (সম্প্রদায়ের অপকর্ম থেকে)	২৬-শু'আরা	১৭০	৭৯৬
লূত/তার পরিবারকে আল্লাহ উদ্ধার করেন (স্ত্রীকে ছাড়া)	৭-আ'রাফ	৮৩	৬২০
লূত পরিবারকে উদ্ধার করা হবে (ফেরেশতারা জানাল)	১৫-হিজর	৫৯	৭০১
লূত পরিবারকে উদ্ধার (পাথর বহনকারী ঝড় থেকে)	৫৪-কামার	৩৪	৯৩৭
লূতকে উদ্ধার(অপবিত্র কাজকারী/সমকামী জনপদ থেকে)	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
লূতকে ও তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধারের আশ্বাস (ফেরেশতার)	২৯-আনকাবূত	৩৩	৮১৮
লূতকে/পরিবারকে জাতির অপকর্ম থেকে রক্ষার জন্য লূতের দোয়া	২৬-শু'আরা	১৬৯	৭৯৬
লূতের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ উদ্ধার করলেন...	২৬-শু'আরা	১৭০	৭৯৬
শু'আইবকে উদ্ধার করলেন আল্লাহ (শাস্তি থেকে)	১১-হূদ	৯৪	৬৭৪
সঙ্গীদেরকে (আল্লাহ মূসার সঙ্গীদেরকে উদ্ধার করেন)	২৬-শু'আরা	৬৫	৭৯১
সমুদ্র থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর মানুষ শরিক করা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৬৫	৮২১
সমুদ্র তরঙ্গ হতে উদ্ধার পেলে কেউ কেউ মধ্যপন্থী হয়...	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
সম্প্রদায়ের অপকর্ম থেকে উদ্ধার জন্য লূতের দোয়া	২৬-শু'আরা	১৬৯	৭৯৬
সালিহ আ. ও মুমিনদেরকে উদ্ধার করেন আল্লাহ (শাস্তি থেকে)	১১-হূদ	৬৬	৬৭১
সামুদ্রিক ঝড় থেকে উদ্ধারের পর মানুষ বাড়াবাড়ি করে!	১০-ইউনুস	.২৩	৬৫৬
স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে আল্লাহ উদ্ধার করেন	৬-আন্'আম	৬৩	৬০১
হূদ ও তার সাথীদেরকে উদ্ধার করলেন আল্লাহ (শাস্তি থেকে)	৭-আ'রাফ	৭২	৬১৯
হূদ ও তার ঈমানদার অনুসারীদের আল্লাহ উদ্ধার করেন	১১-হূদ	৫৮	৬৭১
উদ্বুদ্ধ			
নবী মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন (যুদ্ধের জন্য)	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
মুমিনদেরকে (যুদ্ধে) উদ্বুদ্ধ করতে রাসূল স. এর প্রতি নির্দেশ	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানো			
পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে মূসার সম্প্রদায়	৫-মায়িদা	২৬	৫৮৩
উদ্ভাবক			
আকাশ-পৃথিবীর উদ্ভাবক আল্লাহ	৬-আন্'আম	১০১	৬০৬
আল্লাহ উদ্ভাবক	৫৯-হাশর	২৪	৯৫৭
উদ্ভাবক (স্রষ্টা)			
আকাশ-পৃথিবীর উদ্ভাবক আল্লাহ	২-বাক্বারা	১১৭	৫১৩
আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর উদ্ভাবক	২-বাক্বারা	১১৭	৫১৩
উদ্ভাবন			
অপবাদ উদ্ভাবন না করার জন্য বাইয়াতগ্রহণ (মুমিন নারীদের)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
পাপ উদ্ভাবন (শিরককারী মহাপাপ উদ্ভাবন করে)	৪-নিসা	৪৮	৫৬৩
পুত্র-কন্যা উদ্ভাবন, আল্লাহর জন্য! (জ্ঞান ছাড়াই)	৬-আন্'আম	১০০	৬০৬
মুশরিকদের উদ্ভাবন (আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে ইলাহগ্রহণ)	৪৬-আহ্কাফ	২৮	৯১০
উদ্ভাবিত			
জাদু (উদ্ভাবিত জাদু বলল নিদর্শনকে ফির'আউন সম্প্রদায়)	২৮-কাসাস	৩৬	৮১১
মিথ্যা (উদ্ভাবিত মিথ্যা বলত জালিমরা কুরআনকে)	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
উদ্ভাসিত			
প্রতিপালকের জ্যোতিতে যমীন উদ্ভাসিত হবে (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
উদ্বিগ্ন (আরো দেখুন চিন্তিত শব্দটি)			
নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করছিল মুমিনদের অন্য দল (মুনাফিকরা)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
রাসূল স. উদ্বিগ্ন (মুমিনদের কষ্ট পাওয়ার বিষয়ে)	৯-তাওবা	১২৮	৬৫৩
রাসূল স. কে যেন উদ্বিগ্ন না করে তারা, যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী নয়	৩০-রূম	৬০	৮২৬
উদ্ভিদ (আরো দেখুন গাছপালা শব্দটি)			
উৎপন্ন(আকাশ থেকে আল্লাহ প্রদত্ত পানি দ্বারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করা)	২০-ত্বা-হা	৫৩	৭৪৪
উৎপন্ন (উদ্ভিদ উৎপন্নের জন্য পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	৭৮-নাবা	১৫	১০০০
উৎকৃষ্ট ধরনের উদ্ভিদ উদগত হওয়া প্রসঙ্গ (পৃথিবীতে)	২৬-শু'আরা	৭	৭৮৮
উৎপন্ন (বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়া প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১০	৭০৩
উদগাত (বৃষ্টির পানিতে সব ধরনের উদ্ভিদ উদগত হওয়া প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
পানির সাথে মিশ্রণের পর শুকনো চূর্ণে পরিণত হয় (দুনিয়ার উপমা)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
প্রতিপালন (আল্লাহ মানুষকে উদ্ভিদের মত প্রতিপালন করেন)	৭১-নূহ	১৭	৯৮৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উদ্ভিদ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বৃষ্টিতে উৎপন্ন উদ্ভিদ কৃষককে মুগ্ধ করার ন্যায় দুনিয়ার জীবন	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়া প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্ল	১০	৭০৩
ভূমিজাত উদ্ভিদ আহার করে (মানুষ ও গবাদিপশু)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
শুকনো চূর্ণে পরিণত হয় (পানির সাথে সংমিশ্রন ঘটার পর...)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
সংমিশ্রণ (ভূমিজাত উদ্ভিদের সাথে আকাশের পানির-সংমিশ্রণ)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
উদ্ভিদবিদ্যা প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
উদ্ভিদশূন্য			
ভূমিতে পরিণত হবে (অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির বাগানের উপমা)	১৮-কাহ্ফ	৪০	৭২৭
ভূমি (উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উৎপন্ন)	৩২-সাজ্দা	২৭	৮৩২
ভূমি (আল্লাহ পৃথিবীকে উদ্ভিদশুন্য ভূমিতে পরিণত করবেন)	১৮-কাহ্ফ	৮	৭২৪
উদ্দেশ্য			
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের অনুগ্রহের উদ্দেশ্যে মুমিনগণ...)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
অলংকার তৈরীর উদ্দেশ্যে ধাতুকে আগুনে উত্তপ্ত করার দৃষ্টান্ত...	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যয় করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
দয়া (প্রতিপালকের দয়ার উদ্দেশ্যে হকদার থেকে মুখ ফিরাতে হলে...)	১৭-ইস্রা	২৮	৭১৬
প্রেরিত ফেরেশতার উদ্দেশ্য কী? (ইবরাহীমের প্রশ্ন)	৫১-যারিয়াত	৩১	৯২৭
প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দান...	৯২-লাইল	২০	১০২৫
প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করে (বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
ফিতনার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে লেগে থাকা...	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
ফিতনার উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি করত (সন্দেহকারীরা যুদ্ধে প্রেরিত হলে)	৯-তাওবা	৪৭	৬৪৫
ব্যাখ্যা (মুতাশাবিহ আয়াতের অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে পিছনে...)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে জিহাদে বের হওয়া)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা প্রতিপালককে ডাকে ...)	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে বৈরাগ্যবাদ বিধিবদ্ধ করা...)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
উদ্দেশ্যমূলক			
এক ইলাহ নির্ধারণ উদ্দেশ্যমূলক (কাফিরদের উক্তি)	৩৮-সোয়াদ	৬	৮৬৬
উধাও (আরো দেখুন হারানো শব্দটি)			
মানুষ যাদেরকে ডাকে তারা উধাও হয়ে যায় সমুদ্রে দুঃখ-দুর্দশা...	১৭-ইস্রা	৬৭	৭১৯
মিথ্যা ইলাহ উধাও হয়ে গিয়েছিল যখন আযাব আসল...	৪৬-আহ্কাফ	২৮	৯১০
মিথ্যা (কিয়ামতে মুশরিকের উদ্ভাবিত মিথ্যা/শরীক উধাও হবে)	১০-ইউনুস	৩০	৬৫৭
মিথ্যা রচনা উধাও হয়ে যাবে (কিয়ামতের দিন)	১১-হূদ	২১	৬৬৭
মিথ্যা রচনা উধাও হয়ে যাবে কিয়ামতে (কাফিরদের)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
মিথ্যা রচনা উধাও হয়ে যাবে (কিয়ামতে)	২৮-কাসাস	৭৫	৮১৪
মিথ্যা রচনা/উপাস্যরা উধাও হবে কিয়ামতে (মুশরিক প্র.)	৬-আন্'আম	২৪	৫৯৮
মুশরিকের মিথ্যা রচনা কিয়ামতে উধাও হবে (শিরক প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৮৭	৭১০
শরীকরা উধাও হয়ে যাবে (কিয়ামতের দিন)	৪০-মু'মিন	৭৪	৮৮৪
শরীকরা উধাও হয়ে যাবে (কিয়ামতের দিন)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৮	৮৯০
শরিকরা উধাও হয়ে যাবে (মুশরিকদের মৃত্যুর সময়)	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
শরীকরা মুশরিকদের থেকে উধাও হওয়া (কিয়ামতে)	৬-আন্'আম	৯৪	৬০৫
উনযুরনা (লক্ষ্য করা)			
বলা (ইহুদীদের 'লক্ষ্য কর'/উনযুরনা বলা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
বলা (রাসূল স. এর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উনযুরনা বলার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১০৪	৫১২
উন্মত্ততা			
অপরাধীরা ভ্রষ্টতা ও উন্মত্ততার মধ্যে রয়েছে	৫৪-কামার	৪৭	৯৩৮
ছামুদ জাতি উন্মত্ততায় পতিত হবে (নবীর অনুসরণ করলে!)	৫৪-কামার	২৪	৯৩৭
উন্মুক্ত (আরো দেখুন খোলা শব্দটি)			
কল্যাণ উন্মুক্ত করা হত (জনপদবাসীরা ঈমান আনলে)	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
কিতাব (মানুষ তার কিতাব বা আমলনামা উন্মুক্ত দেখতে পাবে)	১৭-ইস্রা	১৩	৭১৫
জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত (মুত্তাকীদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৫০	৮৬৯
দরজা (আকাশের দরজা উন্মুক্ত করা হবে না তাদের জন্য যারা...)	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
দরজা উন্মুক্ত করা (উপদেশ ভুলে যাওয়া ও আল্লাহর পাকড়াও...)	৬-আন্'আম	৪৪	৫৯৯
দরজা (আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে প্রবল পানি বর্ষণ)	৫৪-কামার	১১	৯৩৬
পাতা (উন্মুক্ত পাতায় লিখিত কিতাব-এর কসম)	৫২-তূর	৩	৯২৯
পৃথিবীকে মানুষ উন্মুক্ত রূপে দেখতে পাবে (কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্ফ	৪৭	৭২৮
সহীফা (উন্মুক্ত সহীফা কামনা করে প্রত্যেক অপরাধী)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫২	৯৯২
উন্মুক্ত প্রান্তর			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিক্ষেপ করা হত মাছওয়ালা ইউনুসকে উন্মুক্ত প্রান্তরে যদি...	৬৮-ক্বালাম	৪৯	৯৭৭
উন্মেষক			
প্রভাত রশ্মির উন্মেষক আল্লাহ	৬-আন্'আম	৯৬	৬০৫
উন্মোচন			
আমলনামা উন্মোচন করা হবে (কিয়মতে)	৮১-তাকভীর	১০	১০০৮
পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে যেদিন (কিয়ামতের দিন)	৬৮-ক্বালাম	৪২	৯৭৭
উন্নীত			
আল্লাহ মর্যাদা উন্নীত করেন যাকে ইচ্ছা তার	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
মর্যাদায় উন্নীত করেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	৬-আন্'আম	৮৩	৬০৩
মর্যাদায় উন্নীত করবেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে এবং যাদেরকে জ্ঞান...	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
মর্যাদায় উন্নীত করা (আল্লাহ কতককে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন)	৬-আন্'আম	১৬৫	৬১২
মর্যাদায় কিছু লোককে অন্যদের উপর উন্নীত করেন (আল্লাহ)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
মর্যাদা উন্নীত করা (কতক রসূলকে আল্লাহ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
সৎকাজ পবিত্র বাণীকে উন্নীত করে (আল্লাহর নিকট)	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
উপকথা (আরো দেখুন কাহিনী শব্দটি)			
অবতীর্ণ (কুরআনকে কাফিররা প্রতিপালকের অবতীর্ণ উপকথা বলে)	১৬-নাহ্ল	২৪	৭০৪
কুরআন (কাফিররা কুরআনকে পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
কুরআনকে কাফিররা প্রতিপালকের অবতীর্ণ উপকথা বলে	১৬-নাহ্ল	২৪	৭০৪
পূর্ববর্তীদের উপকথা (কাফিররা কুরআনকে বলে)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
পূর্ব পুরুষদের উপকথা (পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি...)	২৩-মু'মিনূন	৮৩	৭৭১
পূর্ববর্তীদের উপকথা (কুরআন সম্পর্কে কাফিরের মন্তব্য)	৪৬-আহ্কাফ	১৭	৯০৯
পূর্ববর্তীদের উপকথা কুরআন (কাফিররা বলে)	২৫-ফুরকান	৫	৭৮২
পূর্ববর্তীদের উপকথা (আয়াত সম্পর্কে পাপীদের মন্তব্য)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	১৩	১০১১
পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে কাফিরদের মন্তব্য (পুনরুত্থানকে)	২৭-নামল	৬৮	৮০৫
পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে আল্লাহর আয়াতকে...	৬৮-ক্বালাম	১৫	৯৭৫
পূর্ববর্তীদের উপকথা কুরআন (কাফিররা বলে...)	৮-আনফাল	৩১	৬৩৫
উপকরণ (আরো দেখুন সামগ্রী শব্দটি)			
উত্তম (উপকরণে সর্বোত্তম ছিল এমন প্রজন্ম ধ্বংস...)	১৯-মারইয়াম	৭৪	৭৩৯
উপকরণ (জীবন ধারনের)			
সম্পদকে আল্লাহ মানুষের জীবন ধারনের উপকরণ বানিয়েছেন	৪-নিসা	৫	৫৫৬
উপকার (আরো দেখুন কাজে আসা/না আসা শব্দটি)			
অক্ষম(আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকা হয় তারা উপকারে অক্ষম)	২২-হাজ্জ	১২	৭৫৯
অক্ষম (অপকার/উপকারে অক্ষমে কিছুকে ডাকার অসারতা প্র.)	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
অক্ষম(আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত যে উপকার/ক্ষতিতে অক্ষম)	২১-আম্বিয়া	৬৬	৭৫৪
অক্ষম (মানুষের উপকার করতে অক্ষম -এমন কাউকে ডাকা!)	১০-ইউনুস	১০৬	৬৬৪
অজুহাত উপকারে আসবে না যেদিন (জালিমদের জন্য)	৩০-রূম	৫৭	৮২৬
অজুহাত উপকারে আসবে না যে দিন	৪০-মু'মিন	৫২	৮৮২
অনুতাপ উপকারে আসবেনা (কিয়ামতে)	৪৩-যুখরুফ	৩৯	৮৯৮
অর্জন উপকারে আসেনি (পূর্ববর্তী জালিমদের)	৩৯-যুমার	৫০	৮৭৫
আত্মীয়-স্বজন উপকারে আসবে না কিয়ামতের দিন	৬০-মুমতাহিনা	৩	৯৫৮
আল্লাহর মোকাবিলায় জালিমরা কোন উপকারে আসে না	৪৫-জাছিয়া	১৯	৯০৬
ইউসুফ আ. উপকারে আসতে পারে (আযীযের আশা)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
ঈমান উপকারে আসত! (জনপদবাসীরা ঈমান আনলে)	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
ঈমান উপকারে আসবে না কিয়ামতে (কাফিরদের ঈমান)	৩২-সাজ্দা	২৯	৮৩২
ঈমান উপকারে না আসা (নিদর্শন আসার পর ঈমান আনলে)	৬-আন্'আম	১৫৮	৬১২
উপদেশ উপকারে আসে না, আল্লাহ বিপথগামী করতে চাইলে...	১১-হূদ	৩৪	৬৬৮
উপদেশ উপকারে আসে মুমিনদের জন্য	৫১-যারিয়াত	৫৫	৯২৮
উপদেশ অন্ধকে উপকার দিত...	৮০-আবাসা	৪	১০০৬
উপাস্যরা উপকার করতে পারে না (আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যরা)	২৫-ফুরকান	৫৫	৭৮৬
ক্ষমতা (উপকার করার ক্ষমতা থাকবে না কিয়ামতে...)	৩৪-সাবা	৪২	৮৪৪
ক্ষমতা (উপাসকদের উপকার করার ক্ষমতা নেই উপাস্যদের)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
ক্ষমতা (কারো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা বাছুরের নেই)	২০-ত্বা-হা	৮৯	৭৪৬
ক্ষতি উপকারের চেয়ে বেশি(আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৩	৭৫৯
গবাদি পশুতে মানুষের জন্য বহু উপকার রয়েছে	১৬-নাহ্ল	৫	৭০৩
চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে মানুষের জন্য উপকার(হজ্জের পশু প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৩	৭৬১
জাদু উপকার করতে পারত না, শুধু ক্ষতি করত	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
নিকটতর কে উপকারের দিক থেকে (পিতা নাকি সন্তান?)	৪-নিসা	১১	৫৫৭

বিষয়বস্তু	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উপকার (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নিজেদের উপকার করতে সক্ষম নয় যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপেগ্রহণ	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
পলায়ন উপকারে না আসা (খন্দক যুদ্ধ থেকে পালানো প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৬	৮৩৪
পুনরুত্থানের দিন উপকারে আসবে না সন্তান ও সম্পদ	২৬-শু'আরা	৮৮	৭৯২
মানুষের জন্য উপকারী অংশ জমিতে থেকে যায় (বৃষ্টি পানির উপমা...)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
মানুষের উপকার করতে পারে না -এমন কাউকে ডাকা!	১০-ইউনুস	১০৬	৬৬৪
মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে চলমান নৌযান...	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
মালিক (রাসূল স. নিজের উপকার বা ক্ষতির মালিক নন)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
মালিক নয় (উপাস্যরা নিজেদের উপকারের মালিক নয়)	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
মালিক (ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয় যারা তাদের ইবাদাত...)	৫-মায়িদা	৭৬	৫৯০
মূসা আ. উপকারে আসবে (ফির'আউনের স্ত্রীর আশা)	২৮-কাসাস	৯	৮০৮
মূর্তিরা কি উপাসকদের উপকার করে?(ইবরাহীমের প্রশ্ন)	২৬-শু'আরা	৭৩	৭৯১
শরীকদের উপকারের চেয়ে ক্ষতি নিকটতর	২২-হাজ্জ	১৩	৭৫৯
শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর ঈমানের ঘোষণা উপকারে আসেনি	৪০-মু'মিন	৮৫	৮৮৫
সতর্কীকরণ উপকারে আসেনি (কাফিরদের)	৫৪-কামার	৫	৯৩৬
সন্তান ও সম্পদ উপকারে আসবে না (পুনরুত্থানের দিন)	২৬-শু'আরা	৮৮	৭৯২
সুপারিশ উপকারে আসবে না আল্লাহর নিকট...	৩৪-সাবা	২৩	৮৪৩
সুপারিশ উপকারে আসবে না (মানুষের জন্য ইলাহদের)	৩৬-ইয়াসীন	২৩	৮৫৩
সুপারিশ উপকারে আসবে না কারো (কিয়ামতে)	২-বাক্বারা	১২৩	৫১৪
সুপারিশ উপকারে আসেনি (জাহান্নামিদের জন্য)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৪৮	৯৯২
হজ্জের উপকার প্রসঙ্গ...	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
উপকারিতা			
গবাদিপশুর মধ্যে উপকারিতা রয়েছে (মানুষের জন্য)	২৩-মু'মিনূন	২১	৭৬৭
গবাদি পশুতে উপকারিতা রয়েছে (মানুষের জন্য)	৪০-মু'মিন	৮০	৮৮৫
গবাদিপশুর মধ্যে উপকারিতা রয়েছে মানুষের জন্য	৩৬-ইয়াসীন	৭৩	৮৫৬
মদ ও জুয়ার উপকারিতার চেয়ে পাপ বড়	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
মানুষের জন্য উপকারিতা রয়েছে (মদ ও জুয়ায়...)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
লোহাতে বহু উপকারিতা রয়েছে (মানুষের জন্য)	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
উপকারী			
ভ্রমণকারীদের জন্য উপকারী আগুন	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৭৩	৯৪৬
উপক্রম			
আলোদানের উপক্রম হয় বরকতময় যায়তুন গাছের তেল...	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
ছুঁড়ে ফেলার উপক্রম হয় রাসূল স. কে (কাফিরদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা)	৬৮-ক্বালাম	৫১	৯৭৭
ফেটে পড়ার উপক্রম হবে জাহান্নাম	৬৭-মুলক	৮	৯৭২
ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় আকাশ (উপর থেকে)	৪২-শূরা	৫	৮৯১
ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় আকাশ (কাফিরদের কথায়)	১৯-মারইয়াম	৯০	৭৪০
সাহস হারানোর উপক্রম হয়েছিল মুমিনদের দুই দল, উহুদ যুদ্ধে	৩-আলে ইমরান	১২২	৫৪৭
উপত্যকা			
অগ্রসরমান (উপত্যকার দিকে অগ্রসরমান মেঘরূপে আদজাতির শাস্তি)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৪	৯১০
অতিক্রম (উপত্যকা অতিক্রম লিখে রাখা হয়, মদীনাবসীদের)	৯-তাওবা	১২১	৬৫৩
ঘুরে বেড়ানো (কবিরা দিশেহারা হয়ে বিভিন্ন উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়)	২৬-শু'আরা	২২৫	৭৯৯
ডান উপত্যকা থেকে ডাক দেয়া হল মূসাকে...	২৮-কাসাস	৩০	৮১০
তুওয়া উপত্যকায় আল্লাহর সাথে মূসার সাক্ষাৎ	২০-ত্বা-হা	১২	৭৪১
তুওয়া উপত্যকায় মূসাকে ডেকে বললেন প্রতিপালক...	৭৯-নাযি'আত	১৬	১০০৩
পাথর কেটে উপত্যকায় গৃহনির্মাণ করত (ছামূদ জাতি)	৮৯-ফাজর	৯	১০২১
পিঁপড়ার উপত্যকায় সুলায়মানের বাহিনীর আগমণ...	২৭-নামল	১৮	৮০১
প্লাবিত (উপত্যকা প্লাবিত হয়, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানিতে)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
মক্কা উপত্যকায় কাফির ও মুমিনদের হাত সংবরণ করিয়েছেন আল্লাহ	৪৮-ফাত্‌হ	২৪	৯১৮
শস্যহীন উপত্যকায় বসতি স্থাপন (ইবরাহীমের স্ত্রী ও পুত্রের)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
উপদেশ (আরো দেখুন নির্দেশ শব্দটি)			
অর্পণ (সালিহ আ. এর নিকট উপদেশ অর্পণ করায় সম্প্রদায়ের বিস্ময়!)	৫৪-কামার	২৫	৯৩৭
অর্পণকারী (উপদেশ অর্পণকারীদের কসম...)	৭৭-মুরসালাত	৫	৯৯৭
অস্বীকার (বরকতময় উপদেশ কুরআন অস্বীকার প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৫০	৭৫৩
আয়াত দ্বারা উপদেশ দেয়া হলে মুমিনগণ তাতে বিশ্বাস করে	৩২-সাজ্‌দা	১৫	৮৩১
আয়াত দ্বারা উপদেশ দেয়ার পর মুখ ফিরালে বড় জালিম হবে	৩২-সাজ্‌দা	২২	৮৩১
আল্লাহ উপদেশ দেন কিতাব হিকমাতের মাধ্যমে	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
আল্লাহর দিনগুলোর মাধ্যমে উপদেশ দান (মূসার সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩

বিষয়বস্তু	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহর উপদেশ/আদেশ-নিষেধ (মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য)	১৬-নাহ্‌ল	৯০	৭১০
আল্লাহর উপদেশ কতই না উৎকৃষ্ট!	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
আসা (উপদেশ আসা কি আশ্চর্য বিষয়, হুদ আ. সম্প্রদায়ের নিকট)?	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
আসা (উপদেশ আসার পর বন্ধুরা পথভ্রষ্ট করেছিল জালিমদেকে)	২৫-ফুরকান	২৯	৭৮৪
আসা (উপদেশ আসা কি আশ্চর্য বিষয়)	৭-আ'রাফ	৬৩	৬১৮
ইঞ্জীল উপদেশ ও পথনির্দেশ	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
ইবাদতকারীদের জন্য স্মরণিকা(আইয়ুবের পরিবারকে ফিরিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
ঈমানদারদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
উত্তম উপদেশ ও প্রজ্ঞা দ্বারা আল্লাহর পথে দাওয়াত	১৬-নাহ্‌ল	১২৫	৭১৩
উপকারে আসে মুমিনদের জন্য	৫১-যারিয়াত	৫৫	৯২৮
উপকারে আসে না উপদেশ (আল্লাহ বিপথগামী করলে...)	১১-হূদ	৩৪	৬৬৮
উপকার দিত অন্ধ ব্যক্তিকে...	৮০-আবাসা	৪	১০০৬
কাফিরদেরকে উপদেশ দেয়ার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৮৮-গাশিয়াহ্‌	২১	১০২০
কাফিরদেরকে উপদেশ দেয়া হলে তা গ্রহণ করে না	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৩	৮৫৭
কুরআন (উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য উপদেশ)	১১-হূদ	১১৪	৬৭৬
কুরআন উপদেশ (কবিতা নয়)	৩৬-ইয়াসীন	৬৯	৮৫৬
কুরআন উপদেশ (জাতসমূহের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৮৭	৮৭০
কুরআন উপদেশ (রাসূল/মুহাম্মদ স. ও তার সম্প্রদায়ের জন্য)	৪৩-যুখরুফ	৪৪	৮৯৯
কুরআন মুমিনদের জন্য উপদেশস্বরূপ	২৯-আনকাবূত	৫১	৮২০
কুরআন বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ	৮১-তাকভীর	২৭	১০০৯
কুরআন ভয়/উপদেশ হিসাবে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ	২০-ত্বা-হা	১১৩	৭৪৮
কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান (ধ্বংস না হওয়ার জন্য)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দানের নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৫০-ক্বাফ	৪৫	৯২৪
কুরআন মানুষের জন্য উপদেশ (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
কুরআন মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ	৩-আলে ইমরান	১৩৮	৫৪৯
জগতবাসীর জন্য উপদেশ (কুরআন)	১২-ইউসুফ	১০৪	৬৮৬
জগতসমূহের জন্য কুরআন একটি উপদেশ	৬-আন্'আম	৯০	৬০৪
জনপদের অধিবাসীদের প্রতি তিন রাসূল স. এর উপদেশ..	৩৬-ইয়াসীন	১৯	৮৫২
তাওরাত (ফুরকান) মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ ছিল	২১-আম্বিয়া	৪৮	৭৫৩
তাকওয়া অবলম্বনের জন্য উপদেশ দেয়া কর্তব্য	৬-আন্'আম	৬৯	৬০২
দয়া প্রদর্শনের জন্য পরস্পরকে উপদেশ প্রদান- গিরিপথ অর্থ	৯০-বালাদ	১৭	১০২৩
দয়াময়ের পক্ষ থেকে উপদেশ আসলে মুখ ফিরানো	২৬-শু'আরা	৫	৭৮৮
দান (কাফিরদেরকে উপদেশ দিয়েছেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৭১	৭৭০
দাওয়াত (উত্তম উপদেশ/প্রজ্ঞা দ্বারা আল্লাহর পথে দাওয়াত)	১৬-নাহ্‌ল	১২৫	৭১৩
ধৈর্য্যধারণের জন্য পরস্পরকে উপদেশ প্রদান- গিরিপথ অর্থ	৯০-বালাদ	১৭	১০২৩
ধৈর্যের উপদেশদানকারীগণ ক্ষতির মধ্যে নেই...	১০৩-আস্‌র	৩	১০৩২
ধ্বংস না হওয়ার জন্য উপদেশ দান (কুরআনের মাধ্যমে)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
নতুন (প্রতিপালকের পক্ষ হতে আসা নতুন উপদেশ খেলাচ্ছলে শ্রবণ)	২১-আম্বিয়া	২	৭৫০
নতুন উপদেশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন উপদেশ আসলে মুখফিরানো)	২৬-শু'আরা	৫	৭৮৮
নাসারাদেরকে দেয়া উপদেশের একটি অংশ ভুলে গেছে...	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
নূহ আ. উপদেশ দেয় সম্প্রদায়কে	৭-আ'রাফ	৬২	৬১৮
নূহের উপদেশ দান (আল্লাহর আয়াতের মাধ্যমে)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
নূহ আ. কে আল্লাহর উপদেশ (অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হতে)	১১-হূদ	৪৬	৬৭০
পুত্রকে লুকমানের উপদেশ...	৩১-লুকমান	১৩	৮২৮
পূর্ববর্তীরা কি উপদেশ দিয়েছে রাসূল স. কে জাদুকর ও পাগল বলতে?	৫১-যারিয়াত	৫৩	৯২৮
পূর্ববর্তীদের থেকে কাফিরদের নিকট থাকলে...	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৬৮	৮৬৫
প্রজ্ঞাময় উপদেশ পাঠ করছেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট	৩-আলে ইমরান	৫৮	৫৪১
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কুরআন মানুষের জন্য উপদেশ	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ (সুদ থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
প্রত্যাবর্তনকারী বান্দার জন্য উপদেশ স্বরূপ (যমীনের বিস্তার...)	৫০-ক্বাফ	৮	৯২২
প্রতিপালকের পক্ষ হতে আসা উপদেশ খেলাচ্ছলে শ্রবণ...	২১-আম্বিয়া	২	৭৫০
ফলপ্রসূ (উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দানের নির্দেশ)	৮৭-আ'লা	৯	১০১৮
ফলকে/তাওরাতে সকল বিষয়ের উপদেশ (মূসার জন্য)	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
বনী ইসরাইলদেরকে দেয়া উপদেশ আংশিক ভুলে গেছে....	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
বরকতময় উপদেশস্বরূপ কুরআন অবতীর্ণ প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৫০	৭৫৩
বিশ্বাসীর (আল্লাহ/আখিরাতে বিশ্বাসীর জন্য উপদেশ, তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ (মূসার উপর অবতীর্ণ কিতাব)	৪০-মু'মিন	৫৪	৮৮২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উপদেশ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ (ফসল খড়-কুটো হওয়ার বিষয়টি)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ রয়েছে (আইউবের ঘটনায়)	৩৮-সোয়াদ	৪৩	৮৬৮
ভুলে যাওয়া (উপদেশ ভুলে যাওয়ায় কঠিন শাস্তি)	৭-আ'রাফ	১৬৫	৬২৮
ভুলে যাওয়া (উপদেশ ভুলে যাওয়ায় আল্লাহর পাকড়াও)	৬-আন্'আম	৪৪	৫৯৯
ভুলে যাওয়া (উপদেশ ভুলে গিয়েছিল মুশরিকরা, দুনিয়াতে...)	২৫-ফুরকান	১৮	৭৮৩
মানুষের জন্য উপদেশস্বরূপ (কুরআন নাযিল/জনপদ ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২০৯	৭৯৮
মানুষের জন্য (সাকার মানুষের জন্য উপদেশ)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৩১	৯৯১
মানুষের উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত আয়াত বর্ণনা...	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
মুনাফিকদেরকে সদুপদেশ দেয়ার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৪-নিসা	৬৩	৫৬৫
মুনাফিকরা উপদেশ মানলে ভাল ও মজবুত হত	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ (শনিবারে সীমালঙ্ঘনের ঘটনা)	২-বাক্বারা	৬৬	৫০৭
মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ আয়াত অবতীর্ণ...	২৪-নূর	৩৪	৭৭৭
মুত্তাকীদের জন্য তাওরাত উপদেশস্বরূপ ছিল	২১-আম্বিয়া	৪৮	৭৫৩
মু'মিনদের জন্য উপদেশ স্বরূপ কিতাবের অবতরণ	৭-আ'রাফ	২	৬১৩
মুমিনদের জন্য উপদেশ ও সাবধান বাণী এসেছে	১১-হূদ	১২০	৬৭৬
মুমিনদের জন্য কুরআন উপদেশস্বরূপ	২৯-আনকাবূত	৫১	৮২০
মু'মিনদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন আল্লাহ (ইফকের ঘটনা)	২৪-নূর	১৭	৭৭৫
মুখফিরানো (উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় যারা...)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৪৯	৯৯২
মুখ ফিরানো (উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কাফিররা...)	২৩-মু'মিনূন	৭১	৭৭০
মেনে চলা (কেবল উপদেশ মান্যকারীকে সতর্ক করবে রাসূল)	৩৬-ইয়াসীন	১১	৮৫১
যিহার সম্পর্কে উপদেশ দেয়া হচ্ছে	৫৮-মুজাদালা	৩	৯৫২
রাসূল স. কে নির্দেশ (মানুষকে উপদেশ দেয়ার জন্য)	৫২-তূর	২৯	৯৩০
রাসূল স. এর প্রতি নির্দেশ, উপদেশ দানের জন্য	৫১-যারিয়াত	৫৫	৯২৮
রাসূল স. এর উপর উপদেশ অবতীর্ণ হওয়া প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়	৩৮-সোয়াদ	৮	৮৬৬
রাসূল/মুহাম্মদ স. এর জন্য উপদেশ (কুরআন)	৪৩-যুখরুফ	৪৪	৮৯৯
রাসূল স. উপদেশ দিচ্ছেন কাফিরদেরকে (একটি বিষয়ে)	৩৪-সাবা	৪৬	৮৪৫
শু'আইবের (সম্প্রদায়কে শু'আইব কর্তৃক উত্তম উপদেশ দান প্র.)	৭-আ'রাফ	৯৩	৬২১
শ্রবণ (উপদেশ শ্রবণ করলে কাফিররা রাসূল স. কে পাগল বলে)	৬৮-ক্বালাম	৫২	৯৭৭
শ্রবণ (উপদেশ শ্রবণ করলে কাফিররা রাসূল স. কে পাগল বলে)	৬৮-ক্বালাম	৫১	৯৭৭
শ্রবণ (প্রতিপালকের পক্ষ হতে আসা উপদেশ খেলাচ্ছলে শ্রবণ...)	২১-আম্বিয়া	২	৭৫০
সত্যের উপদেশদানকারীগণ ক্ষতির মধ্যে নেই...	১০৩-আস্‌র	৩	১০৩২
সন্দিহান (উপদেশের ব্যাপারে কাফিররা সন্দিহান)	৩৮-সোয়াদ	৮	৮৬৬
সম্প্রদায়ের জন্য কুরআন উপদেশ (মুহাম্মদের সম্প্রদায়)	৪৩-যুখরুফ	৪৪	৮৯৯
সম্প্রদায়কে (এমন সম্প্রদায়কে উপদেশ যাদেরকে ধ্বংস করা হবে)	৭-আ'রাফ	১৬৪	৬২৮
সালিহ আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে উত্তম উপদেশ দান	৭-আ'রাফ	৭৯	৬২০
স্ত্রীকে সদুপদেশ দান করতে হবে (অবাধ্য হলে)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
হূদের উপদেশ দেয়া/না দেয়া সমান (আদ সম্প্রদায়ের জন্য)	২৬-শু'আরা	১৩৬	৭৯৫
হৃদয়বানদের জন্য উপদেশ রয়েছে (প্রজন্ম ধ্বংস করার মধ্যে)	৫০-ক্বাফ	৩৭	৯২৪
উপদেশ গ্রহণ			
অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে (মানব জাতি)	২৭-নামল	৬২	৮০৫
অন্ধ ব্যক্তি হয়তো উপদেশ গ্রহণ করত (রাসূল স. থেকে)	৮০-আবাসা	৪	১০০৬
অপরাধীরা উপদেশ গ্রহণ করবে না আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৫৬	৯৯২
আল্লাহ অভিমুখীরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে থাকে	৪০-মু'মিন	১৩	৮৭৯
আল্লাহকে যে ভয় করে সেই উপদেশ গ্রহণ করে	৮৭-আ'লা	১০	১০১৮
আল্লাহর উপদেশ দেন যাতে মুনুষ উপদেশ গ্রহণ করে	১৬-নাহ্‌ল	৯০	৭১০
ইচ্ছা (কারো উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে সে তা পারে)	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের উপদেশ গ্রহণ প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
উপমা থেকে উপদেশ গ্রহণ (দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	২৪	৬৬৭
কথা (কুরআন) পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ (উপদেশ গ্রহণের জন্য)	২৮-কাসাস	৫১	৮১২
কাফিররা উপদেশ গ্রহণ করে না (উপদেশ দেয়া হলে)	৩৭-সাফফাত	১৩	৮৫৭
কাফিররা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না (আল্লাহর জিজ্ঞাসা)	২৩-মু'মিনূন	৮৫	৭৭১
কাফিররা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে...?	৪৪-দুখান	১৩	৯০২
কাফির সম্প্রদায়ের ধ্বংস থেকে উপদেশ গ্রহণ	৫৪-কামার	৫১	৯৩৮
কিয়ামত এসে গেলে (উপদেশ গ্রহনের সময় থাকবে না)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৮	৯১৩
কুরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য অবতীর্ণ (সহজ ভাষায়)	৪৪-দুখান	৫৮	৯০৪
কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্য বহু বিষয়ের বর্ণনা...	১৭-ইসরা	৪১	৭১৭
কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ উপদেশ গ্রহণের জন্য	৫৪-কামার	৩১	৯৩৭
কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ, উপদেশ গ্রহণের জন্য	৫৪-কামার	৪০	৯৩৮
কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ (উপদেশ গ্রহণের জন্য)	৫৪-কামার	২২	৯৩৭
কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্ত থেকে উপদেশ গ্রহণ	৩৯-যুমার	২৭	৮৭৩
কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করা হয়েছে	৫৪-কামার	১৭	৯৩৬
চাওয়া (উপদেশ গ্রহণ করতে চায় যে তার জন্য নিদর্শন রাত ও...)	২৫-ফুরকান	৬২	৭৮৬
চুক্তি ভঙ্গকারীরা যাতে উপদেশ গ্রহণ করে...	৮-আনফাল	৫৭	৬৩৭
দুনিয়াতে উপদেশ গ্রহণের জন্য মানুষকে দীর্ঘ আয়ু দেয়া হয়	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
নির্দেশ থেকে উপদেশ গ্রহণ(আল্লাহর নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
নিদর্শন (নানা রঙের সৃষ্টিতে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য নিদর্শন আছে)	১৬-নাহ্‌ল	১৩	৭০৪
নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপদেশ গ্রহণ প্রসঙ্গ...	১১-হূদ	৩০	৬৬৮
পোশাক অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ উপদেশ গ্রহণের জন্য	৭-আ'রাফ	২৬	৬১৫
প্রবৃত্তি পূজারীর অবস্থা দেখেও কি মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে না?	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
ফিরআউনের উপদেশ গ্রহণের সম্ভাবনা (মূসার দাওয়াতে)	২০-ত্বা-হা	৪৪	৭৪৩
ফিরআউন বংশের উপদেশ গ্রহণের জন্য দুর্ভিক্ষ/ক্ষতি দ্বারা পাকড়াও	৭-আ'রাফ	১৩০	৬২৪
বুদ্ধিমানদের উপদেশ গ্রহণের জন্য কিতাব নাযিল	৩৮-সোয়াদ	২৯	৮৬৭
বুদ্ধিমানদের উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআন অবতীর্ণ	১৪-ইবরাহীম	৫২	৬৯৭
বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে	১৩-রা'দ	১৯	৬৯০
বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে (আর কেউ নয়)	২-বাক্বারা	২৬৯	৫৩২
বুদ্ধিমান লোক উপদেশ গ্রহণ করে (জ্ঞানী/জ্ঞানহীন প্রসঙ্গ)	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
মানুষের (মানুষ কি আল্লাহর বিষয়ে জেনেও উপদেশ গ্রহণ করবে না?)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
মানুষ সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে	৭-আ'রাফ	৩	৬১৩
মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে (বৃষ্টির পানির বিতরণ থেকে)	২৫-ফুরকান	৫০	৭৮৬
মানুষ উপদেশ গ্রহন করে না (প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পেরেও)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬২	৯৪৬
মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ উপমা পেশ করেন	১৪-ইবরাহীম	২৫	৬৯৫
মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
মানুষের উপদেশ গ্রহনের জন্য সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি	৫১-যারিয়াত	৪৯	৯২৮
মানুষ যাতে উপদেশ গ্রহণ করে (মূসাকে কিতাব দান প্রসঙ্গ)	২৮-কাসাস	৪৩	৮১১
মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে এ জন্য আয়াত অবতীর্ণ...	২৪-নূর	১	৭৭৪
মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে না? আল্লাহ সম্পর্কে জানার পরও কি	৩২-সাজদা	৪	৮৩০
মুনাফিকরা উপদেশ গ্রহণ করে না	৯-তাওবা	১২৬	৬৫৩
মুশরিকগণ উপদেশ গ্রহণ করবে না..	৩৭-সাফফাত	১৫৫	৮৬৪
মু'মিনরা যাতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে...	২৪-নূর	২৭	৭৭৬
সম্প্রদায়কে উপদেশ গ্রহণের জন্য সতর্ক করবেন রাসূল স.	২৮-কাসাস	৪৬	৮১২
সামান্য সংখ্যক লোকেই উপদেশ গ্রহণ করে	৪০-মু'মিন	৫৮	৮৮৩
সামান্য (মানুষ খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে, কুরআন প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্বাহ্	৪২	৯৮০
উপদেশ গ্রহনকারী			
উপদেশ (কুরআন উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য উপদেশ)	১১-হূদ	১১৪	৬৭৬
কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	৫৪-কামার	২২	৯৩৭
কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	৫৪-কামার	৪০	৯৩৮
কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	৫৪-কামার	৩২	৯৩৭
কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	৫৪-কামার	১৭	৯৩৬
নূহের প্লাবন থেকে উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?	৫৪-কামার	১৫	৯৩৬
বর্ণনা (আল্লাহ উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন)	৬-আন্'আম	১২৬	৬০৮
উপদেশদাতা			
রাসূল স. কেবল উপদেশদাতা	৮৮-গাশিয়াহ্	২১	১০২০
উপদেশ দানকারী			
ভালবাসা (ছামূদ সম্প্রদায় উত্তম উপদেশ দানকারীকে ভালবাসেনি)	৭-আ'রাফ	৭৯	৬২০
হূদ উপদেশদানকারী হওয়া/না হওয়া সমান (আদ জাতির জন্য)	২৬-শু'আরা	১৩৬	৭৯৫
উপদেশপূর্ণ			
কুরআন (উপদেশপূর্ণ কুরআনের কসম)	৩৮-সোয়াদ	১	৮৬৬
উপদেশবাণী			
সীমালঙ্ঘনকারীদের নিকট থেকে উপদেশবাণী প্রত্যাহার	৪৩-যুখরুফ	৫	৮৯৬
উপনীত			
ইসমাইলের কাজ করার মত বয়সে উপনীত হওয়া	৩৭-সাফফাত	১০২	৮৬২
কবরে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার মোহাচ্ছন্ন...	১০২-তাকাছুর	২	১০৩২
চল্লিশ বছরে উপনীত মুমিনের তওবা, দোয়া, ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ...	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উপনীত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নির্ধারিত সময়ে উপনীত হওয়া (শয়তানের অনুসারীদের)	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
মূসা আ. নির্ধারিত সময়ে উপনীত হওয়া (আল্লাহকে দেখা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
যৌবনে উপনীত হয় মানুষ	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
উপপতি			
মুমিন দাসী উপপতি গ্রহণকারীনি হবেনা	৪-নিসা	২৫	৫৬০
উপবিষ্ট (আরো দেখুন সমাসীন শব্দটি)			
অগ্নিকুণ্ডের পাশেই উপবিষ্ট ছিল গর্তওয়ালা	৮৫-বুরূজ	৬	১০১৫
উপভোগ (আরো দেখুন ভোগ শব্দটি)			
কিছুকাল জীবন উপভোগের সুযোগ (ইউনুসের উম্মতদেরকে)	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৮	৮৬৪
কিছু কালের জন্য কাফিরদের জীবন উপভোগ...	৩৬-ইয়াসীন	৪৪	৮৫৪
কিছুকালের জন্য মানুষের জীবনোপভোগ (তাওহীদ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১১১	৭৫৭
কুফরীর জীবন কিছুকাল উপভোগ করার অবকাশ	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
ছামুদ জাতিকে তিন দিন জীবন উপভোগের অবকাশ (শাস্তি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৫	৬৭১
জান্নাতে মুত্তাকীরা প্রতিপালকের দান উপভোগ করবে	৫২-তূর	১৮	৯৩০
প্রতিপালকের দান মুত্তাকীরা উপভোগ করবে	৫২-তূর	১৮	৯৩০
মুশরিকদের/তাদের পিতৃ-পুরুষকে জীবনোপভোগ করতে দেয়া	২১-আম্বিয়া	৪৪	৭৫৩
মুত্তাকীরা উপভোগ করবে (প্রতিপালকের দেয়া সামগ্রী)	৫১-যারিয়াত	১৬	৯২৫
মুত্তাকীরা উপভোগ করবে (প্রতিপালকের দান)	৫২-তূর	১৮	৯৩০
সুখ-শান্তি উপভোগ করে কাফিররা (দুনিয়ার জীবনে)	৪৬-আহ্কাফ	২০	৯১০
উপভোগ (সহবাস)			
স্ত্রীকে উপভোগ (উপভোগকৃতা স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
উপভোগের সামগ্রী			
কাজে না আসা (অপরাধীদের উপভোগের সামগ্রী)	২৬-শু'আরা	২০৭	৭৯৮
উপমা (আরো দেখুন দৃষ্টান্ত শব্দটি)			
অনুধাবন(আল্লাহর পেশ করা উপমা জ্ঞানীরাই অনুধাবন করে)	২৯-আনকাবূত	৪৩	৮১৯
অন্ধকারে থাকা ব্যক্তি ও আলোয় পথচলা ব্যক্তির উপমা	৬-আন্'আম	১২২	৬০৮
অবিশ্বাসীদের কাজের (ছাইয়ের মত যা উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস...)	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী/প্রবৃত্তির অনুসরণকারীর উপমা	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
আল্লাহ সম্পর্কে উপমা পেশ করেছে মানুষ	৩৬-ইয়াসীন	৭৮	৮৫৬
আল্লাহর আলোর উপমা হল একটি দীপাধার...	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
আল্লাহর পেশ করা উপমা কেবল জ্ঞানীরাই অনুধাবন করে	২৯-আনকাবূত	৪৩	৮১৯
আল্লাহ মালিকানাধীন এক দাসের উপমা পেশ করেন	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
ঈসার উপমা আল্লাহর নিকট আদমের মত	৩-আলে ইমরান	৫৯	৫৪১
উঁচু ভূমির বাগানে প্রবল বর্ষণে দ্বিগুন ফলনের উপমা, দান প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
উত্তম রিযিকপ্রাপ্ত ও গোপন/প্রকাশ্যে দানকারীর উপমা	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
কাফিরদের উপমা সেই পশুর ন্যায় যাকে...	২-বাক্বারা	১৭১	৫১৯
কাফিরের জন্য মন্দ উপমা (আখিরাতে ঈমান না আনা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬০	৭০৭
কাফিরদের ব্যয়ের উপমা (হিমশীতল বায়ু যা...)	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
কুকুরের উপমার মত (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী... উপমা)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
খারাপ বাণীর উপমা (খারাপ গাছের মত)	১৪-ইবরাহীম	২৬	৬৯৫
জান্নাতের উপমা হল- এর নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত...	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
জালিমদের উপমা পেশ করা...	১৪-ইবরাহীম	৪৫	৬৯৭
জালিমরা উপমা পেশ করে	২৫-ফুরকান	৯	৭৮২
তাওরাতের দায়িত্বভার বহন করেনি যারা তাদের উপমা গাধার মত	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
দানকারীর উপমা (আল্লাহর পথে দান, শস্যদানার মত)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
দাসের (আল্লাহ মালিকানাধীন এক দাসের উপমা পেশ করেন)	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
দু'টি দলের উপমা থেকে উপদেশ গ্রহণ (দৃষ্টিশক্তি/শ্রবণশক্তি)	১১-হূদ	২৪	৬৬৭
দু'টি দলের (মুমিনগণ ও জালিম দু'টি দলের উপমা)	১১-হূদ	২৪	৬৬৭
দুনিয়ার জীবনের উপমা ফসল ভরা ক্ষেত ধ্বংসের মত	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
দুই ব্যক্তির উপমা দেন আল্লাহ (বোবা ও ন্যায় বিচার...)	১৬-নাহ্ল	৭৬	৭০৯
দুনিয়ার জীবনের (আকাশ থেকে বর্ষিত পানির মত)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ সেই বৃষ্টির ন্যায় যা...	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
নিকৃষ্ট (আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা আখ্যাদাতার উপমা খুবই নিকৃষ্ট!)	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
পুস্তক বাহী গাধা (যারা তাওরাতের দায়িত্ব বহন করেনি তাদের উপমা)	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
প্রবৃত্তির অনুসরণকারীর উপমা (কুকুরের উপমা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দেন আল্লাহ (মুমিনদের জন্য)	৬৬-তাহ্রীম	১১	৯৭১
ব্যয়ের উপমা (দুনিয়ার জীবনে কাফিরদের ব্যয়ের উপমা...)	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
ভাল বাণীর উপমা (ভাল গাছের মত)	১৪-ইবরাহীম	২৪	৬৯৫
মন্দ উপমা (যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের জন্য মন্দ উপমা)	১৬-নাহ্ল	৬০	৭০৭
মশার উপমা দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
মসৃণ পাথরের উপমা (লোক দেখানো দানকারীর জন্য)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
মাকড়সার ঘরের উপমা (আল্লাহ বাদে অন্যকে অভিভাবক গ্রহণের)	২৯-আনকাবূত	৪১	৮১৯
মানুষের জন্য উপমা পেশ করেন আল্লাহ, উপদেশ গ্রহণের জন্য	১৪-ইবরাহীম	২৫	৬৯৫
মানুষের জন্য উপমা পেশ করছেন আল্লাহ	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
মানুষের জন্য উপমা পেশ করেন আল্লাহ	৫৯-হাশর	২১	৯৫৭
মানুষের জন্য উপমা পেশ করেন আল্লাহ	৩০-রূম	২৮	৮২৪
মিথ্যা অভিহিতকারীর উপমা (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী)	৭-আ'রাফ	১৭৭	৬২৯
মুনাফিকদের উপমা (কর্মের মন্দফল ভোগকারীদের মত)	৫৯-হাশর	১৫	৯৫৬
মুনাফিকদের উপমা শয়তানের মত	৫৯-হাশর	১৬	৯৫৭
মুনাফিকের উপমা (আলো কেড়ে নিয়ে অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৭	৫০৩
মূর্তি/শরীকদের অক্ষমতা সম্পর্কে উপমা (মাছি প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
রাসূল স. সম্পর্কে কেমন উপমা পেশ করে কাফিররা...	১৭-ইস্রা	৪৮	৭১৮
লোক দেখানো দানের উপমা (মসৃণ পাথরের মত)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
শস্যদানার উপমা (আল্লাহর পথে দানের উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
শিরকের উপমা (মাকড়সার ঘরের উপমা)	২৯-আনকাবূত	৪১	৮১৯
সত্য মিথ্যার উপমা পেশ করেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
সম্পদ ব্যয়ের উপমা (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সম্পদ ব্যয়)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
উপমা (সমকক্ষ)			
আল্লাহর জন্য সমকক্ষ/উপমা পেশ না করা...	১৬-নাহ্ল	৭৪	৭০৯
উপযুক্ত			
জাহান্নামে প্রবেশের সর্বাধিক উপযুক্ত কে (আল্লাহ তা জানেন)	১৯-মারইয়াম	৭০	৭৩৯
প্রতিদান সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য... (জাহান্নামে)	৭৮-নাবা	২৬	১০০১
রাসূল স. ও মুমিনগণ আল্লাহর প্রশান্তি লাভের উপযুক্ত	৪৮-ফাত্হ	২৬	৯১৮
উপযোগী			
ঝুঁকে না পড়ার জন্য অধিক উপযোগী (বিয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
রাতের সময় তিলাওয়াতের অধিকতর উপযোগী	৭৩-মুয্যাম্মিল	৬	৯৮৮
সন্দেহ না করার জন্য অধিক উপযোগী (ঋণের মেয়াদ ঠিক করা)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
উপর (আরো দেখুন ঊর্ধ্ব শব্দটি)			
আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় (উপর থেকে)	৪২-শূরা	৫	৮৯১
আকাশ (সুদৃঢ় সাতটি আকাশ মানুষের উপরে ...)	৭৮-নাবা	১২	১০০০
আগুনের আচ্ছাদন থাকবে (জাহান্নামীদের উপরে)	৩৯-যুমার	১৬	৮৭২
আহার (উপর থেকে আহার করত আহলে কিতাবরা যদি...)	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
কক্ষের উপর কক্ষ থাকবে জান্নাতে (মুত্তাকীদের জন্য)	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
কাফিরদের উপর ও নিচ থেকে শাস্তি আচ্ছন্ন করা	২৯-আনকাবূত	৫৫	৮২০
ঘাড়ের উপর (কাফিরদের ঘাড়ের উপর আঘাত করা, বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
জনপদ উপর-নিচ করে দিলেন আল্লাহ (লূতের জনপদ)	১৫-হিজর	৭৪	৭০১
জান্নাতীদের উপর সবুজ মিহি ও পুরু রেশমী পোষাক থাকবে	৭৬-দাহ্র	২১	৯৯৬
জ্ঞানীর (প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে রয়েছেন একজন মহাজ্ঞানী)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
নিচ (উপরকে নিচ বানালেন আল্লাহ লূতের জনপদকে)	১১-হূদ	৮২	৬৭৩
পাখি (উপরের পাখিদের ব্যাপারে ভেবে দেখার আহ্বান)	৬৭-মুল্ক	১৯	৯৭৩
প্রতিপালক (ফেরেশতা/অন্যান্য সৃষ্টি তাদের উপর প্রতিপালককে ভয় করে)	১৬-নাহ্ল	৫০	৭০৭
বনী ইসরাঈলের উপর তূর পর্বত উত্তোলন প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৬৩	৫০৭
বনী ইসরাঈলের উপর তূর পর্বত উত্তোলন প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
শাস্তি (আল্লাহ মানুষের উপর থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে সক্ষম)	৬-আন্'আম	৬৫	৬০২
ষড়যন্ত্রকারীদের উপর থেকে তাদের ছাদ ধ্বসে পড়েছিল উপর	১৬-নাহ্ল	২৬	৭০৫
উপর থেকে পড়ে মৃত			
উপর থেকে পড়ে মৃত পশু হারাম	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
উপরিভাগ (পিঠ)			
কাফিরদের উপরেই থাকবে (যারা আল্লাহকে ভয় করে)	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
কাফিরদের উপরে রাখবেন আল্লাহ ঈসার অনুসরণকারীদেরকে	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
জাহান্নামের উপরে আগুনের আচ্ছাদন	৭-আ'রাফ	৪১	৬১৬
মানুষের উপরে সাত স্তর (আকাশ) সৃষ্টি...	২৩-মু'মিনূন	১৭	৭৬৬
হাত (মুমিনদের হাতের উপরে আল্লাহর হাত, বাইয়াত প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	১০	৯১৬
বাহনের উপরিভাগ/পিঠে বসে পড়ার দোয়া	৪৩-যুখরুফ	১৩	৮৯৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উপরে উঠানো			
জালিমরা মাথা উপরে উঠিয়ে দৌড়াতে থাকবে(কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৩	৬৯৭
উপলব্ধি			
মুনাফিকরা উপলব্ধি করে না (অন্তরে মোহর ও কুফরী প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	৩	৯৬৪
মুনাফিকরা উপলব্ধি করে না (আকাশ-পৃথিবীর ধন-ভান্ডার আল্লাহর)	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
সত্য উপলব্ধি ও তার সাক্ষ্য প্রদান (সুপারিশ/শাফায়াত প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৮৬	৯০১
উপস্থাপন (আরো দেখুন পেশ শব্দটি)			
উপমা (দুনিয়ার জীবন আকাশ থেকে বর্ষিত পানির মত....)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
উপস্থিত			
আখিরাত উপস্থিত হওয়ার দিন	১১-হূদ	১০৩	৬৭৫
আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয় (ফিরআউন বংশকে)	৪০-মু'মিন	৪৬	৮৮২
আগুনের সামনে কাফিরদেরকে উপস্থিত করা হবে যেদিন	৪৬-আহ্কাফ	২০	৯১০
আল্লাহর কাছে উপস্থিত হওয়া (প্রত্যাবর্তনকারী হৃদয় নিয়ে)	৫০-ক্বাফ	৩৩	৯২৪
আল্লাহর নিকট উপস্থিত হওয়া (আল্লাহর স্মরণবিমুখ লোক)	৪৩-যুখরুফ	৩৮	৮৯৮
আল্লাহর নিকট সকলকে উপস্থিত করা হবে..	৩৬-ইয়াসীন	৩২	৮৫৩
আল্লাহর নির্দেশ দানকালে মুশরিকদের উপস্থিতি, পুরুষ/মাদী পশু প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
আল্লাহর সামনে সবাইকে উপস্থিত করা হবে (কিয়ামতের দিন)	৩৬-ইয়াসীন	৫৩	৮৫৫
ইবরাহীম আ. উপস্থিত হলেন প্রতিপালকের নিকট (বিশুদ্ধ চিত্তে)	৩৭-সাফ্ফাত	৮৪	৮৬১
ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকা (সন্তানদের প্রতি ওসিয়ত)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
ইলিয়াস সম্প্রদায়কে উপস্থিত করা হবে (শাস্তির জন্য)	৩৭-সাফ্ফাত	১২৭	৮৬৩
ইলাহদেরকে মুশরিকদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে...	৩৬-ইয়াসীন	৭৫	৮৫৬
উপস্থিত সন্তান-সন্ততি দিয়েছেন আল্লাহ (ওয়ালিদ বিন মুগীরাকে)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৩	৯৯০
কথা (কুরআনের অনুরূপ কথা উপস্থিত করার চ্যালেঞ্জ)	৫২-তূর	৩৪	৯৩১
কাজ সরিষা দানা পরিমাণ হলেও তা কিয়ামতে উপস্থিত করা হবে	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
কিয়ামতে উপস্থিত করা হবে (ভোগ্য-সামগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিকে)	২৮-কাসাস	৬১	৮১৩
কিয়ামতে (প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে কিয়ামতে)	৫০-ক্বাফ	২১	৯২৩
কিয়ামতের দিন মানুষকে উপস্থিত করা হবে(কিছু গোপন থাকবেনা)	৬৯-হাক্কাহ্	১৮	৯৭৯
কিতাব/ জ্ঞান থাকলে উপস্থিত করার নির্দেশ (শিরক প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	৪	৯০৮
কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে অপরাধীরা (কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্ফ	৪৯	৭২৮
ঘোড়া (সুলাইমানের সামনে উৎকৃষ্ট ঘোড়া উপস্থাপন)	৩৮-সোয়াদ	৩১	৮৬৮
জানতে পারবে প্রত্যেকেই সে কী উপস্থিত করেছে	৮১-তাকভীর	১৪	১০০৮
জাহান্নামে উপস্থিত হত জান্নাতিরা (আল্লাহর নেয়ামত না হলে)	৩৭-সাফ্ফাত	৫৭	৮৫৯
জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে (কাফিরদের নিকট)	১৮-কাহ্ফ	১০০	৭৩৩
জাহান্নামে কাফিরদেরকে উপস্থিত করা হবে	৪৬-আহ্কাফ	৩৪	৯১১
জাহান্নামের সামনে উপস্থিত/পেশ করা হবে (জালিমদেরকে)	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
জিনদেরকে উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্য...	৩৭-সাফ্ফাত	১৫৮	৮৬৪
জিনদের একদল উপস্থিত হল নবীর কাছে (কুরআন পাঠ শুনতে)	৪৬-আহ্কাফ	২৯	৯১১
দয়াময়ের বান্দা হিসাবে উপস্থিত হবে না এমন কেউ নেই	১৯-মারইয়াম	৯৩	৭৪০
দলে দলে উপস্থিত হবে মানুষ (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হলে)	৭৮-নাবা	১৮	১০০১
দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করতে বলবেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৭৫	৮১৪
নগরবাসীরা উপস্থিত হল উল্লসিত অবস্থায় (লূতের কাছে)	১৫-হিজর	৬৭	৭০১
নবী ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
নিদর্শন উপস্থিত করতে পারে না কোন রাসূল...	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
নিদর্শন উপস্থিত করেন না কোন রাসূল স. (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া)	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
পারিষদবর্গ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সাবার রানীর বিষয়াদির নিষ্পত্তি না করা	২৭-নামল	৩২	৮০২
পিতৃপুরুষদের উপস্থিত করার দাবি করে কাফির (আয়াত পড়া হলে)	৪৫-জাছিয়া	২৫	৯০৭
পিতৃপুরুষদেরকে উপস্থিত করার দাবী (কাফিরদের)	৪৪-দুখান	৩৬	৯০৩
প্রতিপালকের নিকট সারিবদ্ধভাবে (উপস্থিত করা হবে)	১৮-কাহ্ফ	৪৮	৭২৮
প্রমাণ উপস্থিত করলেন মূসা আ. (ফির'আউনদের প্রতি)	৪৪-দুখান	১৯	৯০৩
প্রমাণ উপস্থিত করার দাবি মুশরিকদের (রাসূলগণের কাছে)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
প্রমাণ উপস্থিত করার নির্দেশ (বহু ইলাহ/উপাস্য প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
প্রমাণ উপস্থিত করুক (কাফিরদের গোপন শ্রোতা প্রসঙ্গ)	৫২-তূর	৩৮	৯৩১
প্রতিপালক উপস্থিত হবেন (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজ্র	২২	১০২২
প্রতিপালকের সামনে জালিমদেরকে উপস্থিত করা হলে...	১১-হূদ	১৮	৬৬৭
বনী ইসরাইল উপস্থিত হওয়া (মূর্তি পূজক জাতির নিকট)	৭-আ'রাফ	১৩৮	৬২৪
ভাল ও মন্দ কাজ উপস্থিত দেখতে পাবে প্রত্যেকেই (কিয়ামতে)	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
মারইয়াম উপস্থিত হলেন, সম্প্রদায়ের নিকট (ঈসাকে নিয়ে)	১৯-মারইয়াম	২৭	৭৩৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে(কিছু গোপন থাকবেনা)	৬৯-হাক্কাহ্	১৮	৯৭৯
মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পর তওবা করলে তা কবুল হবে না	৪-নিসা	১৮	৫৫৯
মৃত্যু উপস্থিত হলে ওসিয়তের সময় সাক্ষী রাখবে ঈমানদারগণ	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
মৃত্যু উপস্থিত হলে ওসিয়তের বিধান (সম্পদ রেখে গেলে)	২-বাক্বারা	১৮০	৫২০
যুদ্ধে উপস্থিত না থাকাকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে (মুনাফিকরা)	৪-নিসা	৭২	৫৬৫
রাসূল স. উপস্থিত ছিলেন না (মূসাকে ওহী করার সময়)	২৮-কাসাস	৪৪	৮১২
রাসূল স. উপস্থিত ছিলেন না (মাদইয়ানবাসীদের নিকট)	২৮-কাসাস	৪৫	৮১২
লালসা উপস্থিত করা হয়েছে (মানুষের প্রবৃত্তিতে)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
শয়তানের উপস্থিতি থেকে প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা	২৩-মু'মিনূন	৯৮	৭৭২
শরীকদেরকে উপস্থিত করুক অপরাধীরা (সত্যবাদী হলে)	৬৮-ক্বালাম	৪১	৯৭৭
শাস্তিতে উপস্থিত করা হবে কাফিরদেরকে (কিয়ামতে)	৩০-রূম	১৬	৮২৩
শাস্তিতে উপস্থিত করা হবে তাদেরকে যারা আয়াত ব্যর্থ...	৩৪-সাবা	৩৮	৮৪৪
সম্পদ বণ্টন কালে উপস্থিত লোকজনকে দান করা	৪-নিসা	৮	৫৫৭
সরিষার দানা পরিমান বস্তুও আল্লাহ উপস্থিত করবেন...	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
সাক্ষী (চারজন সাক্ষী উপস্থিত করা, ব্যাভিচারের অপবাদ...)	২৪-নূর	৪	৭৭৪
সাক্ষী (চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারা, ইফকের ঘটনা)	২৪-নূর	১৩	৭৭৫
সাক্ষী উপস্থিত করা (মুশরিদেরকে সাক্ষী উপস্থিত করার নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৫০	৬১১
সালাতে উপস্থিত হয় শৈথিল্যের সাথে (যারা বিশ্বাস করে না...)	৯-তাওবা	৫৪	৬৪৫
হজ্জের উপকারসমূহে উপস্থিত হওয়া প্রসঙ্গ...	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
উপস্থিতকাল			
কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে উপস্থিতকালে কাফিরদের দুর্ভোগ	১৯-মারইয়াম	৩৭	৭৩৬
উপহার			
প্রতিপালকের উপহার মুত্তাকীদের জন্য (জান্নাতে)	৭৮-নাবা	৩৬	১০০১
সুলাইমানের কাছে সাবার রানীর উপহার প্রেরণ প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৩৫	৮০২
সুলাইমানকে উপহার দিয়ে সাবাবাসীদের উৎফুল্ল হওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৩৬	৮০২
উপহাস (আরো দেখুন ঠাট্টা-বিদ্রূপ শব্দটি)			
আয়াতকে উপহাস হিসাবে গ্রহণ করা নিষেধ (আল্লাহর আয়াত)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
আয়াতকে উপহাসের বিষয়রূপে গ্রহণ করার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি	৪৫-জাছিয়া	৯	৯০৫
আয়াত (আল্লাহর আয়াতকে বিদ্রূপ করে কাফিররা)	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯
আল্লাহর পথকে উপহাস করলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
কুরআনের আয়াতকে (প্রতিফল জাহান্নাম)	১৮-কাহ্ফ	১০৬	৭৩৩
খেলা ও উপহাস হিসাবে গ্রহণ করে, সালাতের জন্য ডাকলে	৫-মায়িদা	৫৮	৫৮৭
দ্বীনের প্রতি উপহাসবশতঃ ইহুদীরা জিহবা বাঁকা করে বলে...	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
নিদর্শনকে (আল্লাহর নিদর্শন দেখে কাফিররা উপহাস করে)	৩৭-সাফ্ফাত	১৪	৮৫৭
নিদর্শনকে (কাফিররা আল্লাহর নিদর্শনকে উপহাস করায় শাস্তি)	৪৫-জাছিয়া	৩৫	৯০৭
বনী ইসরাঈলকে উপহাস! (গাভী জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
রাসূলদের সাথে কাফিরদের (প্রতিফল জাহান্নাম)	১৮-কাহ্ফ	১০৬	৭৩৩
রাসূল স. কে উপহাসের পাত্র হিসেবে গ্রহণ করে মক্কাবাসীরা	২৫-ফুরকান	৪১	৭৮৫
রাসূল স. কে কাফিররা উপহাস করে	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
শাস্তি (আল্লাহর পথকে উপহাস করলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
সতর্ককৃত বিষয়কে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে (কাফিররা)	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯
উপাধি			
মন্দ উপাধিতে না ডাকার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৪৯-হুজুরাত	১১	৯২১
উপায়			
আকাশে আরোহন করুক যে কোন উপায়ে (কাফিররা)	৩৮-সোয়াদ	১০	৮৬৬
তালাশ (আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ করার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৩৫	৫৮৪
নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ করে অনুমান করা ইলাহগণ	১৭-ইস্রা	৫৭	৭১৮
বের করবেন আল্লাহ (তালাক প্রসঙ্গে সীমালঙ্ঘন না করলে)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
হিজরতের (যেসব নারী-পুরুষ-শিশুর হিজরতের উপায় নেই...)	৪-নিসা	৯৮	৫৬৯
উপায়-উপকরণ			
দান (জুলকারনাইনকে)..	১৮-কাহ্ফ	৮৪	৭৩১
উপার্জন (আরো দেখুন অর্জন শব্দটি)			
আবু লাহাবের উপার্জন কাজে আসেনি	১১১-লাহাব	২	১০৩৫
দুর্ভোগ (কিতাব বিকৃত করে লিখে উপার্জনের কারণে ধ্বংস)	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
সম্পদ উপার্জন প্রিয় হলে- আল্লাহ, রাসূল স. ও জিহাদ অপেক্ষা...	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
উপাসক			
মূর্তির উপাসক হিসাবে ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের বাপ-দাদাকে পাওয়া	২১-আম্বিয়া	৫৩	৭৫৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত	পৃষ্ঠা
উপাসনা			
আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করা হয় তারা জাহান্নামের ইন্ধন	২১-আম্বিয়া	৯৮	৭৫৬
আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা যে আকাশের রিযিকের মালিক নয়...	১৬-নাহ্ল	৭৩	৭০৯
আল্লাহ বাদে এমন কারো উপাসনা যে সম্পর্কে জ্ঞান নেই	২২-হাজ্জ	৭১	৭৬৪
আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের উপাসনা (সাবার রানী প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৩	৮০৩
আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করতনা মুশরিক! (উদ্ভট যুক্তি)	১৬-নাহ্ল	৩৫	৭০৫
ইবরাহীমের পিতা/সম্প্রদায়ের মূর্তির উপাসনা প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	৭০	৭৯১
উপাসকরা যাদের উপাসনা করত তাদের সকলকে সমবেত করা...	২৫-ফুরকান	১৭	৭৮৩
কাফিররা উপাসনা করে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর	২৫-ফুরকান	৫৫	৭৮৬
জিনদের উপাসনা করত মুশরিকরা (ফেরেশতারা বলবে)	৩৪-সাবা	৪১	৮৪৪
তাগুতের উপাসনা পরিহারকারী বান্দাদের জন্য সুসংবাদ	৩৯-যুমার	১৭	৮৭২
তৈরী করা ইলাহদের উপাসনা সম্পর্কে ইবরাহীমের প্রশ্ন	৩৭-সাফ্‌ফাত	৯৫	৮৬১
দেবদেবীর উপাসনা থেকে ইবরাহীম আ. সম্পর্কহীন	৪৩-যুখরুফ	২৬	৮৯৭
দেবতার উপাসনা করতে নিষেধ করেন সালিহ আ. তার জাতিকে	১১-হূদ	৬২	৬৭১
নামের (এমন নামের উপাসনা করে মানুষ যে নাম রেখেছে নিজেরা ও...)	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
পিতার উপাসনা সম্পর্কে ইবরাহীম আ. তাকে বলল...	১৯-মারইয়াম	৪২	৭৩৬
পিতার উপাসনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন ইবরাহীম...	৩৭-সাফ্‌ফাত	৮৫	৮৬১
পিতৃপুরুষ যার উপাসনা করত সালিহ আ. কি তা নিষেধ করেন!	১১-হূদ	৬২	৬৭১
পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করত তা থেকে বিরত...	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
পিতৃপুরুষের উপাস্যদের উপাসনা থেকে বিরত রাখা প্রসঙ্গ	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
পিতৃপুরুষদের মত উপাসনা করে মুশরিকরা...	১১-হূদ	১০৯	৬৭৫
পিতৃপুরুষদের উপাস্যদেরকে বর্জনের নির্দেশ (মাদইয়ান প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৮৭	৬৭৩
ফেরেশতাদের ইবাদাত করত কিনা মুশরিকরা...	৩৪-সাবা	৪০	৮৪৪
ফেরেশতাদের উপাসনা সম্পর্কে মুশরিকদের উক্তি	৪৩-যুখরুফ	২০	৮৯৭
বিপথগামীদের উপাসনা/উপাস্যদের খোঁজ নেয়া হবে(আখিরাতে)	২৬-শু'আরা	৯২	৭৯২
ভেবে দেখা (মূর্তির উপাসনা সম্পর্কে ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের...)	২৬-শু'আরা	৭৫	৭৯২
মুশরিকরা উপাস্যের উপাসনা করে আল্লাহর নৈকট্যের আশায়	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
মুশরিকরা যাদের উপাসনা করে তারা বিভ্রান্ত করতে পারবেনা..	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৬১	৮৬৪
মুশরিকরা যাদের উপাসনা করে তাদের সম্পর্কে সন্দেহ না করা...	১১-হূদ	১০৯	৬৭৫
মুশরিকরা যাদের উপাসনা করে ইবরাহীম আ. তাদের থেকে পৃথক...	১৯-মারইয়াম	৪৯	৭৩৭
মূর্তির উপাসনা (ইবরাহীমের পিতা/সম্প্রদায়ের মূর্তির উপাসনা)	২৬-শু'আরা	৭১	৭৯১
মূর্তির উপাসনা প্রসঙ্গ (আল্লাহকে বাদ দিয়ে)	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
মূর্তির উপাসনা সম্পর্কে ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের ভেবে দেখা	২৬-শু'আরা	৭৫	৭৯২
শয়তানের উপাসনা করতে নিষেধ করল ইবরাহীম আ. (পিতাকে)	১৯-মারইয়াম	৪৪	৭৩৭
উপাসনালয় (ইহুদিদের)			
বিধ্বস্ত (আল্লাহ প্রতিহত না করলে ইহুদিদের উপাসনালয় বিধ্বস্ত হত)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
উপাস্য (আরো দেখুন ইলাহ শব্দটি)			
আচরণ(উপাস্য/মূর্তির সাথে ইবরাহীমের আচরণ)	২১-আম্বিয়া	৬২	৭৫৪
আচরণ(ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের উপাস্যগুলোর সাথে কৃত আচরণ...)	২১-আম্বিয়া	৫৯	৭৫৪
আদ সম্প্রদায়ের উপাস্যদের অনিষ্ট দ্বারা হূদ আ. আক্রান্ত!	১১-হূদ	৫৪	৬৭০
আশ্রয় চাওয়া (মানুষের ইলাহ/উপাস্যের কাছে)	১১৪-নাস	৩	১০৩৬
গ্রহণ (উপাস্যরূপে গ্রহণ, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে...)	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
ডাকা (অন্য উপাস্যকে ডাকা, আল্লাহর সাথে)	২৩-মু'মিনূন	১১৭	৭৭৩
ডাকা (অন্য উপাস্যদেরকে ডাকা কোন কাজে আসেনি)	১১-হূদ	১০১	৬৭৫
দূরে সরানো (উপাস্যদের থেকে দূরে সরানো, মক্কাবাসীদেরকে)	২৫-ফুরকান	৪২	৭৮৫
নিবৃত্ত (হূদ কি উপাস্য থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছেন? জাতির প্রশ্ন)	৪৬-আহকাফ	২২	৯১০
নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ না করা প্রসঙ্গ	৭১-নূহ	২৩	৯৮৫
পরিত্যাগ (মূসা আ. কর্তৃক ফিরআউনের উপাস্যদের পরিত্যাগ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
পরিত্যাগ (নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ না করা...)	৭১-নূহ	২৩	৯৮৫
পরিত্যাগ (আদ সম্প্রদায় হূদের কথায় উপাস্য পরিত্যাগে অসম্মত)	১১-হূদ	৫৩	৬৭০
পিতার উপাস্য সম্পর্কে ইবরাহীম আ. অনাগ্রহী	১৯-মারইয়াম	৪৬	৭৩৭
বহু ইলাহ/উপাস্য গ্রহণ (মুশরিক প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
বানানো (আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য বানানো নিষেধ)	৫১-যারিয়াত	৫১	৯২৮
মুশরিকদের উপাস্য উত্তম নাকি ঈসা... (মুশরিকদের প্রশ্ন)	৪৩-যুখরুফ	৫৮	৯০০
মুশরিকদের উপাস্য গ্রহণ প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	২১	৭৫১
রক্ষা করতে অক্ষম অন্য উপাস্যরা (নিজকে ও অন্যকে)	২১-আম্বিয়া	৪৩	৭৫৩
সমালোচনা (উপাস্যদের সমালোচনা/উল্লেখ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
সাহায্য(উপাস্যদের সাহায্য করার আহবান,ইবরাহীমের মূর্তিভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬৮	৭৫৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত	পৃষ্ঠা
উপুড়			
আবাসস্থলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা (ছামূদ সম্প্রদায়ের শাস্তি প্র.)	৭-আ'রাফ	৭৮	৬২০
আবাসস্থলে উপুড় হয়ে পড়ে রইল (শু'আইব সম্প্রদায়ের ভূমিকম্প প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯১	৬২১
আবাসভূমিতে উপুড় হয়ে রইল ছামূদ জাতি (বিকট শব্দে)	১১-হূদ	৬৭	৬৭২
মাদইয়ানবাসীরা আবাসসমূহে উপুড় হয়ে রইল (শাস্তির ফলে)	১১-হূদ	৯৪	৬৭৪
মাদইয়ানবাসীদের আবাসস্থলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা(শাস্তি প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩৭	৮১৯
উপেক্ষা (আরো দেখুন এড়িয়ে চলা শব্দটি)			
অজুহাত পেশকারীদেরকে উপেক্ষা করা (তাবুক যুদ্ধ)	৯-তাওবা	৯৫	৬৫০
অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৭-আ'রাফ	১৯৯	৬৩১
অসার কথা শুনলে উপেক্ষা করত পূর্ববর্তী ঈমানদাররা	২৮-কাসাস	৫৫	৮১৩
আয়াত সম্বন্ধে অনর্থক কথায় লিপ্তদেরকে উপেক্ষার নির্দেশ	৬-আন্'আম	৬৮	৬০২
আহলে কিতাবদেরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
ইউসুফকে উপেক্ষা করতে বলল আযীয (স্ত্রী ও ইউসুফের ঘটনাটি)	১২-ইউসুফ	২৯	৬৭৯
কথা (কুরআনের বাণী উপেক্ষা করে মানুষ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮১	৯৪৭
কাফিরদেরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৩২-সাজ্দা	৩০	৮৩২
কাফিরদেরকে উপেক্ষা করে চলার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৫১-যারিয়াত	৫৪	৯২৮
কাফিরদেরকে উপেক্ষা করার জন্য রসূলের প্রতি নির্দেশ	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৭৮	৮৬৫
কাফির-মুনাফিকদের দেয়া কষ্ট উপেক্ষা করতে নবীকে নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৪৮	৮৩৭
কাফিরদেরকে কিছুসময় উপেক্ষা করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৭৪	৮৬৫
দোষত্রুটি উপেক্ষা করার নির্দেশ (আত্মীয়-স্বজন, ফকীর ও...)	২৪-নূর	২২	৭৭৬
নিদর্শন (প্রতিপালকের নিদর্শন উপেক্ষা করতো কাফিররা)	৩৬-ইয়াসীন	৪৬	৮৫৪
নিদর্শন উপেক্ষা করল হিজরবাসীরা	১৫-হিজর	৮১	৭০২
নিদর্শন উপেক্ষা করে মানুষ তার পাশ দিয়ে চলাচল করে	১২-ইউসুফ	১০৫	৬৮৬
পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীকে উপেক্ষা করা হবে (কিয়ামতে)	৮১-তাকভীর	৪	১০০৮
বনী ইসরাঈলের উপেক্ষা (আল্লাহর নেয়া অঙ্গীকার উপেক্ষা)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
বনী ইসাঈলদেরকে মার্জনা ও উপেক্ষা করার নির্দেশ	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
বিমুখদেরকে (আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখদেরকে উপেক্ষা...)	৫৩-নাজম	২৯	৯৩৩
মন্দসমূহ উপেক্ষা করবেন আল্লাহ (সৎকর্মশীল মুমিনদের)	৪৬-আহ্কাফ	১৬	৯০৯
মহাসংবাদ (কিয়ামত) উপেক্ষা করে কাফিরগণ	৩৮-সোয়াদ	৬৮	৮৭০
মুশরিকদের উপেক্ষা রাসূল স. এর জন্য অসহনীয় হলে...	৬-আন্'আম	৩৫	৫৯৯
মুশরিকদের উপেক্ষা (সত্য না জানার কারণে)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৬-আন্'আম	১০৬	৬০৬
মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৪৩-যুখরুফ	৮৯	৯০১
মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	১৫-হিজর	৯৪	৭০২
মুমিনরা যাতে উপেক্ষা করে অজুহাত পেশ কারীদেরকে (তাবুক)	৯-তাওবা	৯৫	৬৫০
মুনাফিকরা উপেক্ষা করে রাসূল স. কে (রাসূল স. এর দিকে আসতে বললে)	৪-নিসা	৬১	৫৬৪
মুনাফিকদের উপেক্ষা করুন যদি রাসূল স. (তারা কোন ক্ষতি করতে...)	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫
মুনাফিকদেরকে উপেক্ষা করার জন্য রাসূল স. এর প্রতি নির্দেশ	৪-নিসা	৬৩	৫৬৫
মুনাফিকদেরকে উপেক্ষা করতে পারেন রাসূল স. (বিচার প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫
রাসূল স. কে উপেক্ষা করার নির্দেশ (কাফিরদেরকে)	৩২-সাজ্দা	৩০	৮৩২
রাসূল স. কে উপেক্ষা করে মুনাফিকরা (রাসূল স. এর দিকে আসতে বললে)	৪-নিসা	৬১	৫৬৪
রাসূল স. এর (মুনাফিকদেরকে উপেক্ষা করতে রাসূল স. এর প্রতি নির্দেশ)	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
রাসূল স. উপেক্ষা করেন পূর্ববর্তী কিতাবের গোপন করা অনেক কিছু...	৫-মায়িদা	১৫	৫৮২
স্ত্রী-সন্তানের বিষয়ে উপেক্ষা করলে আল্লাহও ক্ষমাশীল ও দয়ালু	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে উপেক্ষার আশঙ্কা	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
হিসাব/জবাবদিহিকে মানুষ উপেক্ষা করছে(বেখবর হয়ে)	২১-আম্বিয়া	১	৭৫০
উপেক্ষাকারী			
মুখ ফিরানো (উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিল কাফির ও...)	৯-তাওবা	৭৬	৬৪৮
মুখ ফিরিয়ে নিত উপেক্ষা করে যদি আল্লাহ শুনাতেন...	৮-আনফাল	২৩	৬৩৪
উফ:			
মাতা-পিতাকে 'উফ' বলা নিষেধ	১৭-ইসরা	২৩	৭১৬
উভয়			
জিন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করা প্রসঙ্গ	৩২-সাজ্দা	১৩	৮৩১
মানুষ ও জিন উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করা প্রসঙ্গ	৩২-সাজ্দা	১৩	৮৩১
উমরাহ			
আল্লাহর ঘরের ওমরাহ পালন করবে যে...	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
পূর্ণ করা (আল্লাহর উদ্দেশ্যে উমরা পূর্ণ করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
হজ্জের আগে উমরার মাধ্যমে তামাত্তু	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উম্মত (আরো দেখুন জাতি/বংশ শব্দটি)			
আত্মসমর্পণকারী উম্মত বানানোর দোয়া (ইবরাহীমের বংশ থেকে)	২-বাক্বারা	১২৮	৫১৪
আহবান (উম্মতকে আমলনামার প্রতি আহবান করা হবে কিয়ামতে)	৪৫-জাছিয়া	২৮	৯০৭
ইবাদতের নিয়ম প্রত্যেক উম্মতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে	২২-হাজ্জ	৬৭	৭৬৪
উত্তম উম্মত মুমিনগণ (মানবজাতির কল্যাণের জন্য...)	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
এক উম্মত (সত্য প্রত্যাখ্যানে)হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে...	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
এক (মানুষ একই উম্মত)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
এক উম্মত বানাতে পারতেন মানুষকে (প্রতিপালক ইচ্ছা করলে)	১১-হূদ	১১৮	৬৭৬
এক উম্মত (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে এক উম্মতভুক্ত করতেন)	৪২-শূরা	৮	৮৯১
এক উম্মত করতে পারতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
এগিয়ে আনতে পারবে না কোন উম্মত (তার নির্দিষ্ট সময়)	২৩-মু'মিনূন	৪৩	৭৬৮
এগিয়ে আনতে পারে না কোন জাতি তার ধ্বংসের সময়	১৫-হিজর	৫	৬৯৮
কাফির উম্মতদের জন্য জীবনোপভোগের সুযোগ	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
ক্ষতিগ্রস্ত (পূর্বের অনেক উম্মত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা সত্য হয়েছিল)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৫	৮৮৮
গত হওয়া উম্মত (ইবরাহীম/ইসমাঈল/ইয়াকুব আ. প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৪১	৫১৫
গত হয়েছে বহু উম্মত (রাসূল স. এর উম্মতের পূর্বে)	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
গত হয়ে যাওয়া উম্মতের অর্জন প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	১৩৪	৫১৫
জিন ও মানুষের মধ্যে যে সব উম্মত অতীত হয়েছে...	৪৬-আহ্‌কাফ	১৮	৯০৯
দল(কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মত থেকে একটি দল সমবেত করা)	২৭-নামল	৮৩	৮০৭
নতজানু (প্রত্যেক উম্মত কিয়ামতে নতজানু অবস্থায় থাকবে)	৪৫-জাছিয়া	২৮	৯০৭
নির্দিষ্ট সময় আছে (প্রত্যেক উম্মতের)	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
নিয়ম নির্ধারণ(প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নিয়ম নির্ধারণ করা...)	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
নির্দিষ্ট সময় রয়েছে প্রত্যেক উম্মতের	৭-আ'রাফ	৩৪	৬১৫
নূহের উম্মত পাকড়াও করতে চেয়েছিল নূহকে	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
নূহের উম্মতসমূহের উপর সালাম ও বরকত	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
পাকড়াও (পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে অভাব-অনটন দিয়ে পাকড়াও)	৬-আন্'আম	৪২	৫৯৯
পূর্ববর্তী উম্মতরাও রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল	২৯-আনকাবূত	১৮	৮১৭
প্রবঞ্চনা করার জন্য উম্মতের শপথের অপব্যবহার প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্‌ল	৯২	৭১০
বিভক্ত করা (মূসার সম্প্রদায়কে বারটি গোত্রে একেকটি উম্মতে বিভক্ত করা)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
বৃদ্ধি (এক উম্মত অন্য উম্মত থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া,শপথ ভঙ্গ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৯২	৭১০
মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছেন আল্লাহ মুমিনদেরকে	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
মধ্যপন্থী উম্মত রয়েছে আহলে কিতাবদের মধ্যে	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
মানুষ ও জিনের মধ্যে যে সব উম্মত অতীত হয়েছে...	৪৬-আহ্‌কাফ	১৮	৯০৯
মিথ্যাবাদী বলেছে অতীতের সকল উম্মত (তাদের রাসূল স. কে)	২৩-মু'মিনূন	৪৪	৭৬৮
রাসূল পাঠানো (আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছেন)	১৬-নাহ্‌ল	৩৬	৭০৬
রাসূল স. কে এমন উম্মতের নিকট প্রেরণ যার পূর্বে বহু উম্মত গত...	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
রাসূল প্রেরণ (পূর্ববর্তী উম্মতের কাছে রাসূল প্রেরণ ও শয়তান প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৬৩	৭০৮
রাসূল প্রেরণ (প্রত্যেক উম্মতের জন্য রাসূল প্রেরণ প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৪৭	৬৫৯
সঠিক পথপ্রাপ্ত উম্মত হওয়ার শপথ মুশরিকদের (সব চেয়ে)	৩৫-ফাতির	৪২	৮৫০
সতর্ককারী (সকল উম্মতের মাঝে সতর্ককারী প্রেরিত হয়েছে)	৩৫-ফাতির	২৪	৮৪৮
সাক্ষী (উম্মত থেকে সাক্ষী টেনে বের করবেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৭৫	৮১৪
সাক্ষী (কিয়ামতে উম্মতের নিজেদের মধ্য থেকে সাক্ষী উত্থিত হবে)	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
সাক্ষী (কিয়ামতে প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী উত্থিত করা হবে)	১৬-নাহ্‌ল	৮৪	৭১০
সাক্ষী (প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী নিয়ে আসা হবে)	৪-নিসা	৪১	৫৬২
উম্মত (ধর্মাদর্শ)			
একত্ববাদী (ইবরাহীম আ. একত্ববাদী উম্মত/ধর্মাদর্শ ছিল...)	১৬-নাহ্‌ল	১২০	৭১৩
উম্মত (জাতি)			
বিচরণশীল জীব ও পাখিরাও এক একটি উম্মত বা জাতি	৬-আন্'আম	৩৮	৫৯৯
উম্মত (দল)			
আহলে কিতাবদের একটি দল সত্যের উপরে দাঁড়িয়ে আছে	৩-আলে ইমরান	১১৩	৫৪৭
পথ দেখানো (একটি উম্মত সত্য দ্বারা পথ দেখায়/ন্যায় বিচার করে)	৭-আ'রাফ	১৮১	৬২৯
বনী ইসরাঈলের একটি উম্মত/দলের বলা (উপদেশ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৪	৬২৮
বিভক্ত করা (বনী ইসরাঈলকে বহু উম্মত/দলে বিভক্ত করা হয়)	৭-আ'রাফ	১৬৮	৬২৮
মুমিনদের মধ্যে একটি উম্মত থাকা উচিত যারা...	৩-আলে ইমরান	১০৪	৫৪৬
মূসার সম্প্রদায়ের একটি উম্মতের সত্য দ্বারা পথ দেখানো/ন্যায়বিচার	৭-আ'রাফ	১৫৯	৬২৭
উম্মত (ধর্ম)			
একই উম্মত/ধর্ম (এই উম্মত/ধর্ম একই উম্মত/ধর্ম...)	২১-আম্বিয়া	৯২	৭৫৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পিতৃপুরুষকে মুশরিকরা যে উম্মত/ধর্মের উপর পায় তাই মানে	৪৩-যুখরুফ	২২	৮৯৭
পিতৃপুরুষের উম্মত/ধর্মের অনুসারী (সকল যুগের বিত্তবানরা)	৪৩-যুখরুফ	২৩	৮৯৭
মানুষকে এক উম্মত/ধর্মভুক্ত করতেন (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন)	১৬-নাহ্‌ল	৯৩	৭১১
মানুষজাতি একটিমাত্র উম্মত	২৩-মু'মিনূন	৫২	৭৬৯
মানুষের এই উম্মত/ধর্ম একই উম্মত/ধর্ম...	২১-আম্বিয়া	৯২	৭৫৬
উম্মত (ধর্মীয় গোষ্ঠী)			
কাজ (প্রত্যেক উম্মতের কাছে নিজ কাজকে শোভনীয় করা হয়েছে)	৬-আন্'আম	১০৮	৬০৬
উম্মী (আরো দেখুন নিরক্ষর শব্দটি)			
নবী (উম্মী/নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদের অনুসরণকারী সফল)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
নবী (উম্মী/নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
রাসূল পাঠানো (নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজনকে)	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
উম্মুল কিতাব			
কুরআন উম্মুল কিতাবে রক্ষিত (আল্লাহর নিকট)	৪৩-যুখরুফ	৪	৮৯৬
উম্মুল কুরা (জনপদের মা)			
সতর্ক করা (কুরআন দ্বারা উম্মুল কুরা ও তার পার্শ্ববর্তীদের সতর্ক করা)	৬-আন্'আম	৯২	৬০৪
উন্মোচন			
সাবার রানীর পায়ের নলা পর্যন্ত উন্মোচন(প্রাসাদকে জলাশয় ভেবে)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
উন্মোচিত			
কবর উন্মোচিত করা হবে (কিয়ামতে)	৮২-ইনফিতার	৪	১০১০
উযযা			
'লাত' ও 'উযযা' সম্পর্কে ভেবে দেখার আহ্বান	৫৩-নাজম	১৯	৯৩২
উযাইর			
আল্লাহর পুত্র উযাইর আ. (ইহুদীরা বলে)	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
স্পষ্ট হওয়া (পুনর্জীবন দান প্রসঙ্গ উযায়েরের কাছে স্পষ্ট হওয়া)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
উলট-পালট			
কাজ উলট-পালট (রাসূল স. এর কাজ উলট-পালট করে দিয়েছিল তারাই...)	৯-তাওবা	৪৮	৬৪৫
হৃদয় ওলটপালট হয়ে যাবে যেদিন সেদিনের ভয় করে যারা	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
উলুল আমর (নির্দেশ দানের অধিকারী)			
আনুগত্য (উলুল আমরের আনুগত্য করার নির্দেশ)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
উলুল আমর (নেতৃবর্গ)			
গোচরীভূত করা, উলুল আমরের (নিরাপত্তা/ ভীতির সংবাদ)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
উল্লসিত (আরো দেখুন আনন্দিত শব্দটি)			
আখিরাতে অবিশ্বাসীরা উল্লসিত হয় (অন্য উপাস্যের উল্লেখ করা হলে)	৩৯-যুমার	৪৫	৮৭৫
দুনিয়ার জীবন নিয়ে উল্লসিত মানুষ	১৩-রা'দ	২৬	৬৯১
নগরের অধিবাসীরা উল্লাসিত হয়ে উপস্থিত হল (লূতের কাছে)	১৫-হিজর	৬৭	৭০১
উল্লাস (দেখুন আনন্দ শব্দটি)			
উল্লেখ			
অন্য উপাস্যের উল্লেখ করা হলে আখিরাতে অবিশ্বাসীরা উল্লসিত হয়	৩৯-যুমার	৪৫	৮৭৫
আইউবের কথা উল্লেখ করার নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ রাসূল স. কে	৩৮-সোয়াদ	৪১	৮৬৮
আল্লাহর উল্লেখ করা হলে আখিরাতে অবিশ্বাসীর হৃদয় সঙ্কুচিত হয়	৩৯-যুমার	৪৫	৮৭৫
আল্লাহর নাম উল্লেখ (শিকারী প্রাণির শিকার জবেহ কালে)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
ইউসুফের কথা উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিল শয়তান (মুক্ত ব্যক্তিকে)	১২-ইউসুফ	৪২	৬৮০
ইদরিস আ.এর কথা কিতাবে উল্লেখ করার নির্দেশ	১৯-মারইয়াম	৫৬	৭৩৭
ইবরাহীম আ.এর কথা কিতাবে উল্লেখ করার নির্দেশ	১৯-মারইয়াম	৪১	৭৩৬
ইসমাঈল আ.এর কথা কিতাবে উল্লেখ করার নির্দেশ	১৯-মারইয়াম	৫৪	৭৩৭
ইসমাঈল, আলইয়াসা' আ. ও যুলকিফলকে উল্লেখ করার নির্দেশ রাসূল স.কে	৩৮-সোয়াদ	৪৮	৮৬৯
ইহুদিদের জন্য হারাম বস্তুর উল্লেখ প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্‌ল	১১৮	৭১৩
প্রতিপালকের (রাসূল স. যখন একক প্রতিপালকের উল্লেখ করেন...)	১৭-ইসরা	৪৬	৭১৮
বিষয় উল্লেখ না করা পর্যন্ত খিজিরকে প্রশ্ন করতে পারবে না মূসা	১৮-কাহ্‌ফ	৭০	৭৩০
মাছের কথা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিল মূসার খাদেম	১৮-কাহ্‌ফ	৬৩	৭৩০
মানুষের কথা উল্লেখ রয়েছে কিতাবে/কুরআনে	২১-আম্বিয়া	১০	৭৫০
মারইয়াম আ.এর কথা কিতাবে উল্লেখ করার নির্দেশ	১৯-মারইয়াম	১৬	৭৩৫
মূসা আ.এর কথা কিতাবে উল্লেখ করার নির্দেশ	১৯-মারইয়াম	৫১	৭৩৭
যমীনের উত্তরাধিকারী প্রসঙ্গে লাওহে মাহফুজে উল্লেখের পর যাবুরে লেখা..	২১-আম্বিয়া	১০৫	৭৫৭
যুদ্ধের উল্লেখ (অবতীর্ণ সূরায়)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উল্লেখ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
লাওহে মাহফুজে উল্লেখের পর যাবুরে লেখা (যমীনের উত্তরাধিকারী প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৫	৭৫৭
সময় (কিয়ামতের) উল্লেখ করার কেউ নন রাসূল...	৭৯-নাযি'আত	৪৩	১০০৫
সমুন্নত করা (রাসূল স. এর উল্লেখকে আল্লাহ সমুন্নত করেছেন)	৯৪-ইন্শিরাহ্	৪	১০২৭
হূদ আ.কে (আদ সম্প্রদায়ের ভাই হূদের কথা উল্লেখ)	৪৬-আহ্কাফ	২১	৯১০
উল্লেখ (আলোচনা)			
রহমান এর উল্লেখ/আলোচনায় অবিশ্বাসী (কাফিররা)	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
উল্লেখযোগ্য			
মানুষ উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না এমন সময় কি অতিবাহিত হয়েছে?	৭৬-দাহ্র	১	৯৯৫
উল্লেখ (সমালোচনা)			
উপাস্যদের সমালোচনা/উল্লেখ (রাসূল স. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
মূর্তির উল্লেখ/সমালোচনা(ইবরাহীম আ. কর্তৃক মূর্তির সমালোচনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬০	৭৫৪
উল্টানো			
আবাসভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ (লূত সম্প্রদায়ের)	৫৩-নাজম	৫৩	৯৩৫
চোখ (মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে মুনাফিক তাকায়)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
উল্টিয়ে দেয়া			
জনপদ উল্টিয়ে দিলেন আল্লাহ (লূত সম্প্রদায়ের জনপদ)	১৫-হিজর	৭৪	৭০১
জনপদ উল্টিয়ে দেয়া হল, আল্লাহর নির্দেশ আসলে (লূতের জনপদ)	১১-হূদ	৮২	৬৭৩
পাপাচারের কারণে উল্টে দেয়া জনপদ ধ্বংস প্রসঙ্গ	৬৯-হাক্কাহ্	৯	৯৭৮
মুখমণ্ডল আগুনে উল্টে দেয়া হবে কাফিরদের	৩৩-আহযাব	৬৬	৮৩৯
সংবাদ (উল্টে দেয়া জনপদবাসীদের সংবাদ আসেনি কি?)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
উশর (হক/ফসলের যাকাত)			
ফসল সংগ্রহের দিন উশর/ফসলের হক/ ফসলের যাকাত প্রদানের নির্দেশ	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
উষ্ট্রী			
আল্লাহর উষ্ট্রী এক নিদর্শন (ছামুদ জাতির জন্য)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
ছামুদ জাতির প্রতি পরীক্ষাস্বরূপ উটনী প্রেরণ	৫৪-কামার	২৭	৯৩৭
নিদর্শন (ছামূদ জাতির জন্য আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ উষ্ট্রী প্রেরণ)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
নিদর্শন (উষ্ট্রী নিদর্শন, ছামুদ জাতির জন্য)	১৭-ইস্রা	৫৯	৭১৯
পানি পান (উটনীর পানি পানের বিষয়ে ছামুদ জাতিকে সতর্ক করা)	৯১-শাম্স	১৩	১০২৪
সালিহের উষ্ট্রীর পানি পান প্রসঙ্গ (নিদর্শনস্বরূপ)	২৬-শু'আরা	১৫৫	৭৯৬
হত্যা (ছামুদ জাতি কর্তৃক উষ্ট্রীকে হত্যা করা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৭৭	৬২০
হত্যা (আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ প্রেরিত উষ্ট্রী হত্যা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৫	৬৭১
উষ্ণতা (শীত নিবারক উপকরণ)			
গবাদি পশুতে মানুষের জন্য শীত নিবারক উপকরণ/উষ্ণতা আছে	১৬-নাহ্ল	৫	৭০৩
উস্কানি দেয়া			
শয়তান উস্কানি দেয় কাফিরদেরকে (মন্দ কাজে)	১৯-মারইয়াম	৮৩	৭৩৯
উহ্ (বিরক্তি)			
পিতা-মাতার প্রতি 'উহ' বলে বিরক্তি প্রকাশ কাফিরের! (ঈমানের আহবান প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	১৭	৯০৯
উহুদযুদ্ধ			
প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছিলেন আল্লাহ (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
মুনাফিকদের অবস্থা উহুদ যুদ্ধে	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
উনিশ			
ফেরেশতা (উনিশ জন ফেরেশতা সাকারের দায়িত্বে রয়েছে)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩০	৯৯১
উর্ধ্ব/উর্ধ্বে (আরো দেখুন উপর শব্দটি)			
আল্লাহ (মুশরিকরা যা শরীক করে আল্লাহ তা হতে অনেক উর্ধ্বে)	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
আল্লাহ শরীক থেকে উর্ধ্বে (পুত্র-কন্যা না থাকা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১০০	৬০৬
আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে (তারা যা শরীক করে তা থেকে)	৭-আ'রাফ	১৯০	৬৩০
আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে (শরীক থেকে)	২৩-মু'মিনূন	৯২	৭৭১
আল্লাহ উর্ধ্বে (মানুষ যা বলে তা থেকে)	১৭-ইস্রা	৪৩	৭১৭
আল্লাহ উর্ধ্বে ও পবিত্র (মানুষ যা শরীক করে তা থেকে)	১৬-নাহ্ল	১	৭০৩
আল্লাহ উর্ধ্বে (মানুষ যা শরীক করে তা থেকে)	১৬-নাহ্ল	৩	৭০৩
আল্লাহ উর্ধ্বে (শরীক থেকে)	৩০-রূম	৪০	৮২৫
আল্লাহ শরীক থেকে উর্ধ্বে (মুশরিকরা যা শরীক করে)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
জগত(উর্ধ্বজগতের কিছুই শ্রবণ করতে পারে না শয়তান)	৩৭-সাফ্ফাত	৮	৮৫৭
দিগন্তে (জিবরাঈলকে উর্ধ্ব দিগন্তে দেখেছিলেন রাসূল)	৫৩-নাজম	৭	৯৩২
মর্যাদা (প্রতিপালকের মর্যাদা উর্ধ্বে, স্ত্রী/সন্তানগ্রহণ না করা প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	৩	৯৮৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শরীক থেকে আল্লাহ উর্ধ্বে ও পবিত্র	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭
শরীক থেকে আল্লাহ উর্ধ্বে (মানুষের শিরক প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১	৭০৩
শরীক থেকে উর্ধ্বে ও পবিত্র আল্লাহ	২৮-কাসাস	৬৮	৮১৪
উর্ধ্বগামী			
ফেরেশতা ও জিবরাঈল উর্ধ্বগামী হয় (আল্লাহর দিকে)	৭০-মা'আরিজ	৪	৯৮১
উর্ধ্বজগত			
বাদানুবাদ (আদম আ. সৃষ্টি নিয়ে উর্ধ্বজগতে বাদানুবাদ)	৩৮-সোয়াদ	৬৯	৮৭০
উর্ধ্বমুখী			
কাফিরদের মাথা উর্ধ্বমূখী থাকবে (বেড়ি পরানোর ফলে)	৩৬-ইয়াসীন	৮	৮৫১
মাথা (বেড়ি পরানোর ফলে কাফিরদের মাথা উর্ধ্বমূখী থাকবে)	৩৬-ইয়াসীন	৮	৮৫১
ঊষা (দেখুন ভোর শব্দটি)			
ঊষা (ফজর)			
কসম ঊষার (ফজরের)	৮৯-ফাজ্র	১	১০২১
ঋণ (আরো দেখুন কর্জ শব্দটি)			
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঋণ লেনদেন করলে তা লিখে রাখার বিধান	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
ভার (ঋণভারে জর্জরিত মিথ্যা অভিহিতকারীরা!...)	৬৮-ক্বালাম	৪৬	৯৭৭
মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের পর সম্পদ বন্টন করা হবে	৪-নিসা	১২	৫৫৮
মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের পর সম্পদ বন্টন করা হবে	৪-নিসা	১১	৫৫৭
ঋণগ্রস্ত			
যাকাত ঋণগস্ত ব্যক্তির জন্য...	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
ঋণ গ্রহীতা			
অসচ্ছল ঋণগ্রহীতাকে অবকাশ দান (সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত)	২-বাক্বারা	২৮০	৫৩৩
ঋণের ভার			
জর্জরিত (রাসূল স. কিপ্রতিদান চান যে কাফির ঋণভারে জর্জরিত হবে)	৫২-তূর	৪০	৯৩১
ঋতু:স্রাব (দেখুন মাসিক শব্দটি)			
এক			
আল্লাহ (শাস্তি দেখার পর এক আল্লাহর প্রতি ঈমান)	৪০-মু'মিন	৮৪	৮৮৫
আল্লাহ (কিয়ামতে এক আল্লাহর রাজত্ব)	৪০-মু'মিন	১৬	৮৭৯
আল্লাহ এক ও মহাপরাক্রমশালী	১৪-ইবরাহীম	৪৮	৬৯৭
আল্লাহ এক ও পরাক্রমশালী যিনি সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র	৩৯-যুমার	৪	৮৭১
আল্লাহ এক	৩৮-সোয়াদ	৬৫	৮৬৯
আল্লাহ এক	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
আল্লাহ (এক আল্লাহ উত্তম না কি বিভিন্ন প্রতিপালক?)	১২-ইউসুফ	৩৯	৬৮০
আল্লাহ (এক আল্লাহকে ডাকা হলে অবিশ্বাস করত কাফিররা)	৪০-মু'মিন	১২	৮৭৯
আল্লাহ (এক আল্লাহতে ঈমান না আনা পর্যন্ত শত্রুতা ইবরাহীম আ. ও...)	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
আল্লাহ (এক আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে হূদ আ. এসেছেন)	৭-আ'রাফ	৭০	৬১৯
আল্লাহ এক (আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা)	১১২-ইখ্লাস	১	১০৩৬
আল্লাহ (এক আল্লাহর কথা বলা হলে হৃদয় সঙ্কুচিত হয় যাদের)	৩৯-যুমার	৪৫	৮৭৫
ইলাহ (এক ইলাহের ইবাদাতের জন্য আদিষ্ট ছিল পূর্ববর্তীরাও)	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
ইলাহ (মানুষের ইলাহ আল্লাহই একমাত্র ইলাহ)	২১-আম্বিয়া	১০৮	৭৫৭
ইলাহ (মানুষের ইলাহ এক ইলাহ)	২-বাক্বারা	১৬৩	৫১৮
ইলাহ (ইয়াকুবের সন্তান কর্তৃক এক ইলাহের ইবাদত)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
ইলাহ (উম্মতে মুহাম্মদী ও আহলে কিতাবের ইলাহ এক)	২৯-আনকাবূত	৪৬	৮২০
ইলাহ (এক ইলাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)	৫-মায়িদা	৭৩	৫৮৯
ইলাহ (আল্লাহ একমাত্র ইলাহ)	১৬-নাহ্ল	২২	৭০৪
ইলাহ (আল্লাহ একমাত্র ইলাহ)	৬-আন্'আম	১৯	৫৯৭
ইলাহ (আল্লাহই এক ইলাহ)	১৪-ইবরাহীম	৫২	৬৯৭
ইলাহ (আল্লাহই একমাত্র ইলাহ, তাকেই ভয় করার নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	৫১	৭০৭
ইলাহ (আল্লাহ একমাত্র ইলাহ)	১৮-কাহ্ফ	১১০	৭৩৩
ইলাহ (মানুষের ইলাহ আল্লাহ এক ইলাহ)	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
ইলাহ (বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানানো আশ্চর্য ব্যাপার)	৩৮-সোয়াদ	৫	৮৬৬
উম্মত/ধর্ম(মানুষের এই উম্মত/ধর্ম একই উম্মত/ধর্ম...)	২১-আম্বিয়া	৯২	৭৫৬
উম্মত (এক উম্মত করতে পারতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
উম্মত (এক উম্মত বানাতে পারতেন মানুষকে, প্রতিপালক...)	১১-হূদ	১১৮	৬৭৬
উম্মত (সত্য প্রত্যাখ্যানে এক উম্মত হবার আশঙ্কা না থাকলে..)	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
উম্মত (মানুষ একটিমাত্র উম্মত)	২৩-মু'মিনূন	৫২	৭৬৯
উম্মত (মানুষ একই উম্মত)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
এক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
উম্মত (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে এক উম্মতভুক্ত করতেন)	৪২-শূরা	৮	৮৯১
উম্মত (আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকলকে এক উম্মতভুক্ত করতেন!)	১৬-নাহ্‌ল	৯৩	৭১১
জাতি (মানুষ এক জাতিভুক্ত ছিল মতপার্থক্যের পূর্ব পর্যন্ত)	১০-ইউনুস	১৯	৬৫৬
ধাক্কা(কিয়ামতে এক ধাক্কায় যমীন ও পর্বতকে সমতল করা হবে)	৬৯-হাক্কাহ্‌	১৪	৯৭৮
পানি (একই পানি থেকে সিঞ্চিত হয় ভিন্ন ভিন্ন বাগান ও শস্যক্ষেত্র)	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
প্রাণ (একটি প্রাণ/আদম আ. থেকে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন)	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
প্রতিপালক (একক প্রতিপালকের উল্লেখ করেন যখন রাসূল...)	১৭-ইস্‌রা	৪৬	৭১৮
বিকট শব্দের অপেক্ষা করছে যারা মিথ্যাবাদী বলেছে	৩৮-সোয়াদ	১৫	৮৬৬
বিকট শব্দের অপেক্ষা করছে কাফিররা (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৩৬-ইয়াসীন	৪৯	৮৫৪
বিকট শব্দের পর উপস্থিত করা হবে সবাইকে আল্লাহর নিকট	৩৬-ইয়াসীন	৫৩	৮৫৫
বিকট শব্দ (পুনরুত্থান একটি বিকট শব্দ)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৯	৮৫৭
বিকট শব্দ (পুনরুত্থান এক বিকট শব্দের ব্যাপার মাত্র)	৭৯-নাযি'আত	১৩	১০০৩
বিকট শব্দে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল, কাফির জনপদবাসী	৩৬-ইয়াসীন	২৯	৮৫৩
ব্যক্তি (সকল মানুষের সৃষ্টি/পুনরুত্থান এক ব্যক্তির সৃষ্টি... মতই)	৩১-লুকমান	২৮	৮২৯
ব্যক্তি (এক ব্যক্তি থেকে মানুষ সৃষ্টি)	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
ব্যক্তি (এক ব্যক্তি থেকে মানুষ সৃষ্টি করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৯৮	৬০৫
মানুষ (একজন মানুষকে অনুসরণ করতে ছামুদ জাতির আপত্তি)	৫৪-কামার	২৪	৯৩৭
মানুষের ইলাহ এক ইলাহ	৪১-ফুস্‌সিলাত	৬	৮৮৬
এক কন্যা			
অংশ (মৃতের এক কন্যা থাকলে সম্পদের অর্ধেক পাবে)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
একচ্ছত্র অধিপতি			
আল্লাহ তার বান্দাদের উপর একচ্ছত্র অধিপতি	৬-আন্‌'আম	৬১	৬০১
একজন			
ইলাহ একজনই	৩৭-সাফ্‌ফাত	৪	৮৫৭
কাফিররা একজন করে দাঁড়িয়ে চিন্তা করবে...	৩৪-সাবা	৪৬	৮৪৫
দুই যুবকের একজন স্বপ্নে দেখল যে, সে মদ নিংড়াচ্ছে	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
নারী (এক নারী সাক্ষী ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিবে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
প্রেরণ (আসহাবে কাহাফের একজনকে শহরে প্রেরণ..)	১৮-কাহ্‌ফ	১৯	৭২৫
বাগান (একজনকে দুটি আঙ্গুর বাগান দেন আল্লাহ)...	১৮-কাহ্‌ফ	৩২	৭২৭
বিয়ে(সমতা রক্ষা করতে না পারলে একজনকে বিয়ে করা)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
বোবা (উপমিত দু'ব্যক্তির একজন বোবা ও অন্যজন ন্যায়...)	১৬-নাহ্‌ল	৭৬	৭০৯
ভাইদের একজনকে রেখে দিতে বলল, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের স্থলে	১২-ইউসুফ	৭৮	৬৮৪
স্ত্রী (একজন স্ত্রীকে দেয়া সম্পদ বিপুল পরিমাণ হলেও ...)	৪-নিসা	২০	৫৫৯
একজন (ব্যক্তি)			
ওহী প্রেরণ (মক্কার মানুষদের মধ্যে একজনের কাছে ওহী প্রেরণ)	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
একজনের কথা অন্যজনকে বলা			
একজনের কথা অন্যজনকে বলে বেড়ানো...	৬৮-ক্বালাম	১১	৯৭৫
একটি			
দরজা (এক দরজা দিয়ে প্রবেশ নিষেধ করলেন ইয়াকুব আ. পুত্রদেরকে)	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
দুটি কল্যাণের একটির জন্য (শাহাদাত বা বিজয়)	৯-তাওবা	৫২	৬৪৫
দুম্বা (এক দুম্বার মালিকের বিচার প্রার্থনা, দাউদের নিকট)	৩৮-সোয়াদ	২৩	৮৬৭
ফুৎকার(একটি মাত্র ফুৎকারের মাধ্যমে কিয়ামত সংঘটন)	৬৯-হাক্কাহ্‌	১৩	৯৭৮
এক দিন			
হাজার বছরের সমান প্রতিপালকের একটি দিন (শাস্তি প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪৭	৭৬২
একটু (আগুন)			
আগুন (তুর পাহাড় থেকে মূসা আ. কর্তৃক আগুন আনা...)	২০-ত্বা-হা	১০	৭৪১
মূসা আ. কর্তৃক একটু আগুন আনার ইচ্ছা(তুর পর্বতে আল্লাহকে দর্শন ...)	২৭-নামল	৭	৮০০
এক-তৃতীয়াংশ			
রাতের এক-তৃতীয়াংশের কম সময় দাঁড়িয়ে নামায...	৭৩-মুযযাম্মিল	৩	৯৮৮
রাতের এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে রাসূল স. এর সালাত আদায়...	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
একত্ববাদী			
অনুসরণ (একত্ববাদী হয়ে ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণকারী উত্তম)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
আদর্শ (ইবরাহীমের আদর্শইএকত্ববাদী মিল্লাত/আদর্শ)	২-বাক্বারা	১৩৫	৫১৫
আল্লাহর জন্য একত্ববাদী হয়ে মিথ্যা/মূর্তিপূজা বর্জন...	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
ইবরাহীম আ. একত্ববাদী উম্মত/আদর্শ ছিল...	১৬-নাহ্‌ল	১২০	৭১৩
ইবরাহীম আ. একত্ববাদী ছিলেন	৬-আন্‌'আম	১৬১	৬১২
ইবরাহীম আ. একত্ববাদী ছিলেন	৩-আলে ইমরান	৯৫	৫৪৫
ইবরাহীম আ. একত্ববাদী মুসলিম ছিলেন	৩-আলে ইমরান	৬৭	৫৪২
ইবরাহীম আ. একত্ববাদী হয়ে আল্লাহর দিকে চেহারা ফিরানো প্রসঙ্গ	৬-আন্‌'আম	৭৯	৬০৩
উম্মত/আদর্শ(ইবরাহীম আ. একত্ববাদী উম্মত/আদর্শ ছিল...)	১৬-নাহ্‌ল	১২০	৭১৩
দ্বীনের জন্য একত্ববাদী হয়ে চেহারাকে স্থাপন করার নির্দেশ	৩০-রূম	৩০	৮২৪
রাসূল স. কে একত্ববাদী হয়ে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ	১৬-নাহ্‌ল	১২৩	৭১৩
রাসূল স. কে একত্ববাদী হয়ে দ্বীনে নিবিষ্ট হওয়ার নির্দেশ	১০-ইউনুস	১০৫	৬৬৪
একত্রিত			
কিয়ামতের দিন একত্রিত করা হবে (দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা...)	৩-আলে ইমরান	২৫	৫৩৮
জীবজন্তু ও আকাশ-পৃথিবীকে একত্রীকরণে আল্লাহ সক্ষম	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদেরকে একত্রিত করা হবে (কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৫০	৯৪৫
বন্যপশুকে একত্রিত করা হবে (কিয়ামতে)	৮১-তাকভীর	৫	১০০৮
মানুষ ও শয়তানদেরকে প্রতিপালক একত্রিত করবেন...	১৯-মারইয়াম	৬৮	৭৩৮
মানুষকে একত্রিত করার দিন অখিরাত	১১-হূদ	১০৩	৬৭৫
মানুষকে একত্রিত করা হবে যে দিন (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
মূর্তি/শরীকরা একত্রিত হলেও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
শরীক-মুশরিক সকলকে আল্লাহ একত্রিত করবেন (কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	২৮	৬৫৭
একত্র			
আগুনে একত্র হয়ে পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দলের ব্যাপারে বলবে...	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
আল্লাহ সকলকে একত্র করবেন (কিয়ামতে)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
কিয়ামতের দিন একত্র করা হবে (সকলকে)	৪-নিসা	৮৭	৫৬৮
কিয়ামতের দিন আল্লাহ সবাইকে একত্র করবেন	৬-আন্‌'আম	১২	৫৯৭
জাদুকরদের নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে একত্র করা হল	২৬-শু'আরা	৩৮	৭৯০
জাহান্নামে একত্র করবেন আল্লাহ (কাফির ও মুনাফিকদের)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
দিন (কুরআনের মাধ্যমে 'একত্র হওয়ার দিন' সম্পর্কে সতর্কীকরণ)	৪২-শূরা	৭	৮৯১
প্রতিপালক একত্র করবেন মুমিন ও মুশরিকদেরকে	৩৪-সাবা	২৬	৮৪৩
ফিরআউন লোকদেরকে একত্র করল (মূসার বিরুদ্ধে)	৭৯-নাযি'আত	২৩	১০০৪
মানুষ ও জিন্ন একত্র হয়েও কুরআনের অনুরূপ আনতে পারবে না	১৭-ইসরা	৮৮	৭২১
মানুষকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ একত্র করবেন	৪৫-জাছিয়া	২৬	৯০৭
মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে ফয়সালার দিন	৭৭-মুরসালাত	৩৮	৯৯৮
রাসূলগণকে একত্র করবেন আল্লাহ যেদিন...	৫-মায়িদা	১০৯	৫৯৪
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার পর আল্লাহ সকলকে একত্র করবেন..	১৮-কাহ্‌ফ	৯৯	৭৩৩
সঠিকপথের উপর সবাইকে একত্র করতেন (আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	৬-আন্‌'আম	৩৫	৫৯৯
সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে (কিয়ামতে)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	৯	৯৯৩
হাড়সমূহকে (মানুষ কি মনে করে তার হাড়সমূহ একত্র করা হবে না)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	৩	৯৯৩
একত্রীকরণ			
কুরআনের একত্রীকরণ ও তা পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব প্রসঙ্গ	৭৫-কিয়ামাহ্‌	১৭	৯৯৩
একত্রে			
আহার (একত্রে আহার করাতে কোন দোষ নেই)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
ঈমান আনা (আল্লাহ চাইলে পৃথিবীর সবাই একত্রে ঈমান আনত!)	১০-ইউনুস	৯৯	৬৬৩
একত্রে বিয়ে করা			
দুইবোনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
একদল			
জাহান্নামে প্রবেশকারী একটি দল আগুনে জ্বলবে	৩৮-সোয়াদ	৫৯	৮৬৯
মুনাফিকদের একদল কর্তৃক নবীর কাছে অব্যাহতি কামনা(খন্দকে)	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
মুনাফিকদের একদল খন্দকে ইয়াছরিববাসীদের ফিরে যেতে বলে	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
একদিন			
অবস্থান গুহায় (আসহাবে কাহাফের কারো ধরণা)	১৮-কাহ্‌ফ	১৯	৭২৫
অবস্থান (দুনিয়ায় একদিন অবস্থান ছিল, উৎকৃষ্ট ব্যক্তি কিয়ামতে বলবে)	২০-ত্বা-হা	১০৪	৭৪৭
উত্থিত (সকল বিষয় আল্লাহর কাছে একদিনে উত্থিত হয়)	৩২-সাজদা	৫	৮৩০
একনিষ্ঠ			
আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ (মুমিনগণ)	২-বাক্বারা	১৩৯	৫১৫
ইবাদত (একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ, আহলে কিতাবকে)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	৫	১০২৯
দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করার প্রতিদান	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
এক-পঞ্চমাংশ			
গণিমতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও রাসূল স. এর	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
একবার			
অনুগ্রহ (মূসার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৩৭	৭৪৩
অবতরণ (কুরআন একবারে অবতীর্ণ হয় না কেন, কাফিররা বলে)	২৫-ফুরকান	৩২	৭৮৪
আল্লাহর আদেশ একবার মাত্র (চোখের এক পলকের মতো)	৫৪-কামার	৫০	৯৩৮
আসতে চাবে দুনিয়াতে একবার (আল্লাহর সমকক্ষদের অনুসারীরা)	২-বাক্বারা	১৬৭	৫১৮
ঝাঁপিয়ে পড়া (মুমিনদের উপর কাফিররা একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
পরীক্ষায় ফেলা হয় মুনাফিকদেরকে দুইএকবার (প্রত্যেক বছর)	৯-তাওবা	১২৬	৬৫৩
প্রত্যাবর্তন (পৃথিবীতে একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ কামনা)	৩৯-যুমার	৫৮	৮৭৬
প্রথমবার যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পুনরুত্থান করবেন	১৭-ইস্রা	৫১	৭১৮
প্রথমবারের ন্যায় আরও একবার বনী ইসরাঈলদের মসজিদে প্রবেশ...	১৭-ইস্রা	৭	৭১৪
বসে থাকা (প্রথমবার বসে থাকা পছন্দ করেছিল মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও ক্ষমা করবেন না মুনাফিকদেরকে	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
সমুদ্রে আরেকবার ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে মুশরিকরা কি নিরাপদ?	১৭-ইস্রা	৬৯	৭২০
একবার তাকানো			
ইবরাহীম আ. তারকারাজির দিকে একবার তাকাল	৩৭-সাফ্‌ফাত	৮৮	৮৬১
একবার (প্রত্যেকবার)			
চুক্তি ভঙ্গ (প্রত্যেকবার চুক্তি ভঙ্গ করেছে যারা রাসূল স. এর সাথে...)	৮-আনফাল	৫৬	৬৩৭
একমত			
ইউসুফের বিষয়ে একমত হওয়ার সময় রাসূল স. উপস্থিত ছিলেন না	১২-ইউসুফ	১০২	৬৮৬
কৌশলে একমত হয়ে জাদুকরদের আসার আহবান (ফিরআউন কর্তৃক)	২০-ত্বা-হা	৬৪	৭৪৪
ভাইয়েরা একমত হল (ইউসুফকে কূপের গভীরে ফেলে দিতে)	১২-ইউসুফ	১৫	৬৭৮
একমাত্র			
ইলাহ (আল্লাহই একমাত্র ইলাহ, তিনি সন্তানগ্রহণ থেকে পবিত্র)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
ইহুদীদের (আখিরাতের আবাস যদি একমাত্র ইহুদীদের জন্য হয়!)	২-বাক্বারা	৯৪	৫১১
একমুষ্টি			
মাটি (জিবরাঈল আ.এর পদচিহ্ন হতে একমুষ্টি মাটি নিয়ে বাছুর তৈরি)	২০-ত্বা-হা	৯৬	৭৪৭
এক রকম			
খাদ্য (একরকম খাদ্যের উপর বনী ইসরাঈলের ধৈর্য না ধরা)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
হৃদয় (একই রকম হৃদয়, অজ্ঞদের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
এক লক্ষ			
প্রেরিত হয়েছিল ইউনুস (এক লক্ষ লোকের প্রতি)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৪৭	৮৬৪
একশত			
ধৈর্যশীল একশত মু'মিন বিজয়ী হবে দুইশত কাফিরের উপর	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
বছর (আল্লাহ উযায়েরকে একশ বছরের জন্য মৃত্যু দান করেন)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
বছর (উযায়েরের একশ বছর মৃত অবস্থায় অবস্থান)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
বিজয়ী হবে একশত জন এক হাজার কাফিরের উপরে	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
বেত্রাঘাত (ব্যভিচারি ও ব্যভিচারিণীকে একশত বেত্রাঘাত...)	২৪-নূর	২	৭৭৪
শস্যদানা (একটি শীষ একশ শস্যদানা উৎপন্ন করে,দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
একসঙ্গে			
ঢুকে পড়া (একসাথে প্রতিপক্ষের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়া ঘোড়ার কসম)	১০০-'আদিয়াত	৫	১০৩০
বের হওয়া (মুমিনদেরকে একসঙ্গে যুদ্ধে বের হওয়ার নির্দেশ)	৪-নিসা	৭১	৫৬৫
একহাজার			
একশত জন বিজয়ী হবে এক হাজার কাফিরের উপরে	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
বছর (পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর নূহের অবস্থান)	২৯-আনকাবূত	১৪	৮১৭
বছর (প্রতিপালকের একটি দিন মানুষের হাজার বছরের সমান)	২২-হাজ্জ	৪৭	৭৬২
মু'মিন (এক হাজার মু'মিন বিজয়ী হবে দুইহাজার কাফিরের উপরে)	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
একা			
আসা (একা আসবে অবিশ্বাসীরা, আল্লাহর নিকট)	১৯-মারইয়াম	৮০	৭৩৯
উপমা(মশা/আরো তুচ্ছ জিনিসের উপমা দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেননা)	২-বাকারা	২৬	৫০৪
কিয়ামতের দিন একা আসবে প্রতিপালকের নিকট...	১৯-মারইয়াম	৯৫	৭৪০
ছেড়ে দেয়া (যাকারিয়াকে একা/উত্তরাধিকারীবিহীন ছেড়ে না দেয়ার দোয়া)	২১-আম্বিয়া	৮৯	৭৫৬
যাকারিয়াকে একা/উত্তরাধিকারীবিহীন ছেড়ে না দেয়ার জন্য দোয়া	২১-আম্বিয়া	৮৯	৭৫৬
একাংশ			
কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করা (বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১২৭	৫৪৮
একাকার			
অন্ধকার যা কিছুকে আচ্ছন্ন করে তার কসম	৮৪-ইনশিকাক্ব	১৭	১০১৩
ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন ছামূদ জাতিকে (প্রতিপালক)	৯১-শামস	১৪	১০২৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
একাকী			
আল্লাহ একাকী সৃষ্টি করেছেন যাকে (ওলীদ বিন মুগীরা)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	১১	৯৯০
আসা (কিয়ামতে মানুষের আল্লাহর কাছে একাকী আসা)	৬-আন্‌'আম	৯৪	৬০৫
কাফিররা একাকী হলে ক্রোধে আঙ্গুল কাটতে থাকে...	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
একাধারে			
দুমাস একাধারে রোযা (ভুলবশত মুমিন হত্যার দণ্ড)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
দুই মাস একাধারে রোযা রাখা (যিহারের কাফফারা)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
সাত বছর চাষ করবে (একাধারে)	১২-ইউসুফ	৪৭	৬৮১
একাধিক			
ভাই-বোন একাধিক হলে সবাই মিলে ১/৩ পাবে	৪-নিসা	১২	৫৫৮
একান্ত কথা			
মূসাকে একান্ত কথায় নিকটবর্তী করলেন আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৫২	৭৩৭
একান্তভাবে			
ইউসুফকে একান্তভাবে নিজের জন্য নিযুক্ত করতে চাইলেন আযীয	১২-ইউসুফ	৫৪	৬৮২
মানত (একান্তভাবে মানত করলেন ইমরানের স্ত্রী, প্রতিপালকের জন্য)	৩-আলে ইমরান	৩৫	৫৩৯
একে অন্যের সাথে			
মিলিত হওয়া (মুনাফিক ইহুদীরা একে অন্যের সাথে মিলিত হলে বলে...)	২-বাক্বারা	৭৬	৫০৯
একের পর এক			
ফেরেশতারা একের পর এক আসবে (বদর যুদ্ধে)	৮-আনফাল	৯	৬৩২
রাসূল স. প্রেরণ করেছেন আল্লাহ একের পর এক	২৩-মু'মিনূন	৪৪	৭৬৮
এগার			
নক্ষত্র (এগার নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্যকে স্বপ্নে দেখল ইউসুফ...)	১২-ইউসুফ	৪	৬৭৭
এগিয়ে আনা			
নির্ধারিত কালকে এগিয়ে আনতে পারবে না কোন উম্মত	২৩-মু'মিনূন	৪৩	৭৬৮
নির্ধারিত সময়কে এগিয়ে আনতে পারে কোন জাতি (ধ্বংসের)	১৫-হিজর	৫	৬৯৮
এগিয়ে যাওয়া			
সৎকাজে এগিয়ে যাবে (যে ইচ্ছা করবে)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৩৭	৯৯২
এঁটে দেয়া			
কানে আঙ্গুল এঁটে দেয় মুনাফিক (মৃত্যু ভয় প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
এড়িয়ে চলা (আরো দেখুন উপেক্ষা শব্দটি)			
অবিশ্বাসীদেরকে এড়িয়ে চলার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	১৫-হিজর	৮৫	৭০২
ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে এড়িয়ে চলা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
এড়িয়ে যাওয়া			
নবী কর্তৃক স্ত্রীর গোপন কথার কিছু অংশ এড়িয়ে যাওয়া	৬৬-তাহ্‌রীম	৩	৯৭০
এনে দেয়া			
পানপাত্র যে এনে দিবে তার জন্য এক উট বোঝাই মাল...	১২-ইউসুফ	৭২	৬৮৩
এমনিতে			
ছেড়ে দেয়া (মানুষকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে না...)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	৩৬	৯৯৪
এলোমেলো			
স্বপ্ন ('এলোমেলো স্বপ্ন' রাজার স্বপ্ন সম্পর্কে পরিষদবর্গের মন্তব্য)	১২-ইউসুফ	৪৪	৬৮১
এলোমেলো স্বপ্ন			
কুরআন রাসূল স. এর এলোমেলো স্বপ্ন (কাফিরদের উক্তি)	২১-আম্বিয়া	৫	৭৫০
এসে যায় না			
প্রতিপালকের কিছু এসে যায় না (তাকে না ডাকলে)	২৫-ফুরকান	৭৭	৭৮৭
ঐকান্তিক প্রার্থনা (মুবাহালাহ)			
রাসূল স. ও নাসারাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা (মুবাহালাহ) করবেন	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
ঐক্যবদ্ধ			
মুনাফিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
মুনাফিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করলেও তাদের অন্তর বিভিন্ন	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
ওজন (আরো দেখুন পরিমাপ/মাপ শব্দটি)			
কম (ওজনে কম না দেয়ার আহ্বান, মাদইয়ানবাসীকে)	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
কাফিরদের সৎকাজ ওজন করা হবে না..	১৮-কাহ্‌ফ	১০৫	৭৩৩
ন্যায্যভাবে পুরোপুরি ওজন দেয়ার নির্দেশ	৬-আন্‌'আম	১৫২	৬১১
পুরোপুরি ওজন দেয়ার নির্দেশ (শু'আইব সম্প্রদায়কে)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
পূর্ণ (ওজন পূর্ণ করার আহ্বান, শোয়াইবের সম্প্রদায়কে)	১১-হূদ	৮৫	৬৭৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ওজন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
লোকজনকে মেপে দেয়ার সময় কম দেয়া	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৩	১০১১
সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজনের নির্দেশ (আইকাবাসীদের প্রতি শুআইব)	২৬-শু'আরা	১৮২	৭৯৭
সঠিক পাল্লায় ওজন করার নির্দেশ	১৭-ইস্রা	৩৫	৭১৭
সত্য (ওজন সত্য, কিয়ামতে পাপ-পূণ্যের ওজন প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮	৬১৩
ওজর পেশ করা (আরো দেখুন অজুহাত শব্দটি)			
প্রতিপালকের কাছে ওজর পেশ করার জন্য উপদেশ দান...	৭-আ'রাফ	১৬৪	৬২৮
ওঠা-নামা			
সিজদাকারীদের মাঝে রাসূল স. এর ওঠানামা আল্লাহ্ দেখেন	২৬-শু'আরা	২১৯	৭৯৯
ওড়া			
পাখীর দুই ডানার সাহয্যে ওড়া	৬-আন্'আম	৩৮	৫৯৯
ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা			
আকাশ-পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, পরে পৃথক করা হয়	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
ওয়াদা (দেখুন প্রতিশ্রুতি শব্দটি)			
ওয়াদ্দ			
উপাস্য (নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপাস্য ওয়াদ্দকে পরিত্যাগ না করা)	৭১-নূহ্	২৩	৯৮৫
ওয়ারিস (দেখুন উত্তরাধিকারী করা/হওয়া শব্দটি)			
ওয়াসীলা			
আল্লাহ্ ওয়াসীলা বানাননি	৫-মায়িদা	১০৩	৫৯৩
ওলান (পেট)			
গবাদি পশুর ওলানে গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে দুধ...	১৬-নাহ্ল	৬৬	৭০৮
ওশর (দেখুন উশর শব্দটি)			
ওসিয়ত			
ইবরাহীমের ওসিয়ত (সন্তানদের প্রতি)	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
ইয়াকুবের ওসিয়ত (সন্তানদের প্রতি)	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
কিয়ামতে (কাফিররা) ওসিয়াত করতে সমর্থ হবে না	৩৬-ইয়াসীন	৫০	৮৫৪
মৃত ব্যক্তির ওসিয়াত পূরণের পর সম্পদ বন্টন করা হবে	৪-নিসা	১১	৫৫৭
মৃত্যুকালে ওসিয়তের বিধান (ধন-সম্পদ রেখে গেলে)	২-বাক্বারা	১৮০	৫২০
সন্তানদের প্রতি ইয়াকুবের ওসিয়ত	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
সন্তানদের প্রতি ইবরাহীমের ওসিয়ত	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
সাক্ষী (ওসিয়তের সময় সাক্ষী রাখা, মৃত্যু উপস্থিত হলে)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
স্ত্রীদের জন্য ওসিয়ত করা (স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করলে)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
ওসিয়তকারী			
পক্ষপাতিত্ব (অসিয়তকারী থেকে পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা থাকলে)	২-বাক্বারা	১৮২	৫২০
ওহী			
অদৃশ্যের সংবাদ ওহীর মাধ্যমে নবীকে আল্লাহ্ জানান	১১-হূদ	৪৯	৬৭০
অদৃশ্যের সংবাদ ওহী করছেন আল্লাহ, রাসূল স. এর প্রতি	৩-আলে ইমরান	৪৪	৫৪০
অদৃশ্যের সংবাদ ওহী করছেন আল্লাহ রাসূল স. কে	১২-ইউসুফ	১০২	৬৮৬
অনুসরণ (রাসূল স. ওহীর অনুসরণ করেন)	৬-আন্'আম	৫০	৬০০
অনুসরণ (রাসূল স. কে ওহী অনুসরণের নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১০৬	৬০৬
অনুসরণ (রাসূল স. কে ওহীর অনুসরণ করার নির্দেশ)	৩৩-আহ্যাব	২	৮৩৩
অনুসরণ (রাসূল স. কেবল ওহীর অনুসরণ করেন)	৪৬-আহ্কাফ	৯	৯০৮
অনুসরণ (রাসূল স. কেবল ওহীরই অনুসরণ করেন)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
অনুসরণ (রাসূল স. প্রতিপালকের ওহীর অনুসরণ করেন)	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
অনুসরণ (রাসূল স. এর প্রতি ওহীর অনুসরণের নির্দেশ)	১০-ইউনুস	১০৯	৬৬৪
অবতীর্ণ (শিরকের পরিণতি সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ)	৩৯-যুমার	৬৫	৮৭৬
আইয়ুবকে আল্লাহ ওহী করেছেন	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
আল্লাহ মানুষের সাথে ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
আল্লাহর অনুমতিক্রমে ফেরেশতা নবীর কাছে ওহী পৌছান	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
আল্লাহ মূসার মাকে ওহী করেন(শৈশবে প্রতিপালন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৩৮	৭৪৩
আল্লাহ যা ওহী করেছেন তিনি চাইলে তা নিয়ে নিতে পারেন	১৭-ইস্রা	৮৬	৭২১
আল্লাহর ওহী অনুযায়ী নূহকে নৌকা নির্মাণের আদেশ	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
আল্লাহ ওহী করলেন নূহের প্রতি (নৌযান নির্মাণের জন্য)	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
আল্লাহ্ ওহী করলেন হাওয়ারীদের প্রতি	৫-মায়িদা	১১১	৫৯৪
আল্লাহ্ ওহী করার জন্য মানুষই প্রেরণ করেছিলেন (রাসূল স. এর পূর্বেও)	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
আল্লাহ ওহী করে জানালেন ইউসুফকে...	১২-ইউসুফ	১৫	৬৭৮
ইউনুসকে আল্লাহ ওহী করেছেন	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইবরাহীমকে আল্লাহ ওহী করেছেন	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
ইয়াকুবকে আল্লাহ ওহী করেছেন	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
ইয়াকুবের প্রতি ওহী (কল্যাণকর কাজ/নামাজ/যাকাত...)	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
ইসমাঈলকে আল্লাহ ওহী করেছেন	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
ইসহাকের প্রতি ওহী (কল্যাণকর কাজ/নামাজ/যাকাত...)	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
ইসহাককে আল্লাহ ওহী করেছেন	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
ঈসাকে আল্লাহ ওহী করেছেন	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
কল্যাণের কাজ করতে ইসহাক/ইয়াকুবের প্রতি ওহী করা হয়	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
কিতাব (রাসূল স. এর প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয় তা সত্য)	৩৫-ফাতির	৩১	৮৪৮
কুরআনকে রাসূল স. এর কাছে ওহী করা হয়েছে (সতর্ক করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৯	৫৯৭
জালিমের নিকট ওহী অবতীর্ণ করা হয়নি (মিথ্যা রচনাকারী প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
জালিমের নিকট ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে বলে দাবী (মিথ্যা রচনাকারীর)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
ধারণ (ওহী দৃঢ়ভাবে ধারণ করার নির্দেশ, রাসূল স. কে)	৪৩-যুখরুফ	৪৩	৮৯৯
নবীদেরকে আল্লাহ ওহী করেছেন যেভাবে নূহ,অন্যদেরকে...	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
নবীকে ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্যের সংবাদ জানান (আল্লাহ)	১১-হূদ	৪৯	৬৭০
নামাজ কায়েম করতে ইসহাক/ইয়াকুবের প্রতি ওহী করা হয়	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
নির্দেশ ওহী করেছেন আল্লাহ (প্রত্যেক আকাশে)	৪১-ফুস্সিলাত	১২	৮৮৬
নূহের প্রতি ওহী (লোকদের ঈমান না আনা প্রসঙ্গে)	১১-হূদ	৩৬	৬৬৯
নূহকে ওহী করেছেন আল্লাহ	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
নৌকা নির্মাণ (ওহী অনুযায়ী নূহকে নৌকা নির্মাণের নির্দেশ)	১১-হূদ	৩৭	৬৬৯
পাঠ (রাসূল স. কে ওহী/কিতাব পাঠ করার নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
পাঠ করে শোনানোর নির্দেশ (রাসূল স. কে)..	১৮-কাহ্ফ	২৭	৭২৬
প্রজ্ঞা ওহী করেছেন রাসূল স. এর প্রতিপালক	১৭-ইস্রা	৩৯	৭১৭
প্রতিপালক ওহী করায় পৃথিবী কিয়ামতের দিন খবর বর্ণনা করবে	৯৯-যিল্যাল	৫	১০৩০
প্রতিপালকের ওহী ফেরেশতাদের প্রতি (মু'মিনদেরকে দৃঢ়...)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
বান্দার (রাসূল স. এর) প্রতি ওহী করলেন আল্লাহ, যা ওহী করার...	৫৩-নাজম	১০	৯৩২
বিপরীত (ওহীর বিপরীত মিথ্যা রচনার চেষ্টা, রাসূল স. কে দ্বারা...)	১৭-ইস্রা	৭৩	৭২০
মানুষকে ওহী করা হয়েছিল (মুহাম্মদ স. এর পূর্বেও)	১৬-নাহ্ল	৪৩	৭০৬
মানুষের উপর ওহী অবতীর্ণ (নবী হিসাবে)	২১-আম্বিয়া	৭	৭৫০
মুহাম্মদ স. এর উপর ওহী করা হয়, তিনি একজন মানুষ...	১৮-কাহ্ফ	১১০	৭৩৩
মুহাম্মদ স. এর প্রতি আল্লাহ রূহ/কুরআন ওহী করেন	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
মুহাম্মদ স. ও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের উপর আল্লাহ ওহী নাযিল করেন	৪২-শূরা	৩	৮৯১
মুহাম্মদ স.কে আল্লাহ ওহী করেন (দ্বীন বিধিবদ্ধ করা প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
মুহাম্মদ স. কে ওহী প্রেরণ করায় মক্কার মানুষদের বিস্ময়!	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
মুহাম্মদ স.এর প্রতি আরবি কুরআনকে ওহী করা হয়েছে	৪২-শূরা	৭	৮৯১
মূসার প্রতি ওহী (লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করার জন্য)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
মূসার প্রতি ওহী (লাঠির আঘাতে নীল নদে পথ সৃষ্টি হওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৬৩	৭৯১
মূসার প্রতি ওহী (বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগের জন্য)	২০-ত্বা-হা	৭৭	৭৪৫
মূসার প্রতি ওহী (মুমিনদের নিয়ে রাতে মিসর ত্যাগ করা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৫২	৭৯০
মূসার প্রতি ওহী (লাঠি নিক্ষেপের জন্য)	৭-আ'রাফ	১১৭	৬২৩
মূসাকে ওহী করার সময় রাসূল স. উপস্থিত ছিলেন না	২৮-কাসাস	৪৪	৮১২
মূসা/হারুনের প্রতি ওহী (মিথ্যা/মুখফিরানোর কারণে শাস্তি)	২০-ত্বা-হা	৪৮	৭৪৩
মূসার মাকে আল্লাহর ওহী (শৈশবে ফিরআউনের ঘরে প্রতিপালন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৩৮	৭৪৩
মূসার মাকে ওহী করলেন আল্লাহ (মূসাকে দুধপান করানোর জন্য)	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
মূসা আ. ও হারুনের প্রতি ওহী (মিসরে ঘর তৈরি/সালাত কায়েম...)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
যাকাত প্রদান করতে ইসহাক/ইয়াকুবের প্রতি ওহী করা হয়	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
রাসূল স. কে আল্লাহ ওহী করেছেন যেভাবে নূহ আ. ও অন্যদেরকে...	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
রাসূল স. এর কথা ওহী ব্যতীত কিছু নয়	৫৩-নাজম	৪	৯৩২
রাসূল স. এর প্রতি ওহী (একদল জিনের কুরআন শ্রবণ প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১	৯৮৬
রাসূল স. এর প্রতি ওহী করা হয় যে, ইলাহ মাত্র একজন	৪১-ফুস্সিলাত	৬	৮৮৬
রাসূল স. এর প্রতি ওহী(মানুষের ইলাহ আল্লাহই একমাত্র ইলাহ)	২১-আম্বিয়া	১০৮	৭৫৭
রাসূল স. এর প্রতি এই মর্মে ওহী করা হয় যে, তিনি সতর্ককারী মাত্র	৩৮-সোয়াদ	৭০	৮৭০
রাসূল স. এর প্রতি ওহী (ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১২৩	৭১৩
রাসূলদের প্রতি ওহী (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, তার ইবাদত করা)	২১-আম্বিয়া	২৫	৭৫১
রাসূল স. এর প্রতি যা ওহী করা হয়েছে উম্মতের নিকট তিলাওয়াতের জন্য	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
রাসূলগণের প্রতি (জালিমদের ধ্বংস প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	১৩	৬৯৪
রাসূল স. এর নিকট ওহী করেন প্রতিপালক, সঠিক পথ অনুসরণের জন্য	৩৪-সাবা	৫০	৮৪৫
রাসূল স. এর নিকট কুরআন ওহী করছেন আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৩	৬৭৭
শ্রবণ (মূসাকে ওহী শ্রবণের নির্দেশ, তুর পাহাড়ে...)	২০-ত্বা-হা	১৩	৭৪১

ওহী			
সতর্ক করা (রাসূল স. কেবল ওহী দ্বারাই সতর্ক করেন)	২১-আম্বিয়া	৪৫	৭৫৩
সম্পূর্ণ করা (ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া না করা)	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
সুলাইমানকে আল্লাহ ওহী করেছেন	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
হারুনকে আল্লাহ ওহী করেছেন	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
হারাম খাদ্য সম্পর্কে ওহী (শূকরের গোশত/মৃত জন্তু/প্রবাহিত রক্ত)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
ওহী (অনুগ্রহ)			
বান্দাকে আল্লাহ অনুগ্রহ (ওহী) অবতীর্ণ করেন (যার প্রতি ইচ্ছা)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
ওহী (ইঙ্গিত)			
মৌমাছির প্রতি ওহী/ইঙ্গিত (পাহাড়,গাছ...বাসা তৈরী প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬৮	৭০৮
ওহী (প্ররোচনা)			
চমকপ্রদ কথার মাধ্যমে শয়তান ওহী করে (প্রতারণার উদ্দেশ্যে)	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
শয়তান ওহী করে প্ররোচনা দেয় (মুমিনদের সাথে বিতর্ক করতে)	৬-আন্'আম	১২১	৬০৮
ঔজ্জ্বল্য			
নেয়ামতের ঔজ্জ্বল্য জান্নাতীদের মুখমণ্ডলে দেখা যাবে	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৪	১০১২
ঔদ্ধত্য (আরো দেখুন দম্ভ শব্দটি)			
আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা (বনী ইসরাঈলদেরকে)	৪৪-দুখান	১৯	৯০৩
কাফিররা ঔদ্ধত্যে লিপ্ত রয়েছে	৩৮-সোয়াদ	২	৮৬৬
জীবনযাত্রা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ছিল (ধ্বংসপ্রাপ্তদের)	২৮-কাসাস	৫৮	৮১৩
ফিরআউন/সম্প্রদায় কর্তৃক ঔদ্ধত্যবশত নিদর্শন অস্বীকার	২৭-নামল	১৪	৮০১
ঔরসজাত			
পুত্র (ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
কক্ষ			
জান্নাতের কক্ষ প্রতিদান দেয়া হবে, ধৈর্যধারণকারীদেরকে	২৫-ফুরকান	৭৫	৭৮৭
নিরাপদ সুউচ্চ কক্ষে থাকবে সৎকর্মশীলগণ	৩৪-সাবা	৩৭	৮৪৪
মারইয়ামের কক্ষে প্রবেশ করলেন যখন যাকারিয়া...	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
কক্ষপথ			
সাঁতার কাটছে (চাঁদ ও সূর্য নিজ নিজ কক্ষপথে)	৩৬-ইয়াসীন	৪০	৮৫৪
সাঁতার কাটা (সূর্য ও চন্দ্র নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে)	২১-আম্বিয়া	৩৩	৭৫২
কক্ষ (সুউচ্চ)			
জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের পুরস্কার)	২৯-আনকাবূত	৫৮	৮২১
মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতে বহু কক্ষ রয়েছে	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
কখনো			
ধ্বংস হবে না বাগান (বাগানওয়ালার ধারণা...)	১৮-কাহ্ফ	৩৫	৭২৭
সঠিক পথ পাবে না জালিম (যতই তাকে ডাকা হয় সঠিকপথে)	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
সফল হবে না আসহাবে কাহাফ (শহরবাসীরা জানতে পারলে)	১৮-কাহ্ফ	২০	৭২৫
কঠিন (আরো দেখুন কঠিন/রূঢ় শব্দটি)			
অবাধ্য (দলের কঠিন অবাধ্যকে টেনে বের করবেন আল্লাহ...)	১৯-মারইয়াম	৬৯	৭৩৯
আল্লাহর জন্য কঠিন নয়(মানুষকে সরিয়ে নতুন সৃষ্টি আনা)	১৪-ইবরাহীম	২০	৬৯৫
আল্লাহর পক্ষে মানুষের স্থলে নতুনসৃষ্টি আনা কঠিন নয়	৩৫-ফাতির	১৭	৮৪৭
কাজ (কঠিন কাজ, রাসূল স. এর অনুসরণ, কিবলা পরিবর্তনের পর)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
দিন (মানুষ নগদ/দুনিয়াকে ভালবাসে ও কঠিন দিনকে ছেড়ে দিচ্ছে)	৭৬-দাহ্র	২৭	৯৯৬
দিন (নেককাররা কঠিন বিপদসংকুল দিনের ভয় করে...)	৭৬-দাহ্র	১০	৯৯৫
দিন (কঠিন দিন কিয়ামত, কাফিরদের জন্য)	২৫-ফুরকান	২৬	৭৮৪
দিন (কিয়ামত এক কঠিন দিন)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৯	৯৯০
দিন (কিয়ামতকে কঠিন দিন বলবে কাফিরারা)	৫৪-কামার	৮	৯৩৬
পাকড়াও (ফিরআউনকে কঠিনভাবে পাকড়াও করলেন আল্লাহ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৬	৯৮৮
পাকড়াও (আল্লাহর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন)	১১-হূদ	১০২	৬৭৫
পাথরের মত অথবা তার চেয়ে কঠিন (বনী ইসরাঈলের হৃদয়)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন	৮৫-বুরূজ	১২	১০১৫
বক্ষকে সংকীর্ণ ও কঠিন করা (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান)	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
বছর (কঠিন সাত বছর আসবে, প্রথম সাত বছর পর)	১২-ইউসুফ	৪৮	৬৮১
মানুষের প্রতি কঠিন করতে চান না আল্লাহ (রোযা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
রাসূলের নিকট কঠিন মুমিনরা যে কষ্ট পায়	৯-তাওবা	১২৮	৬৫৩
শাস্তি (আল্লাহ অবিশ্বাসকারীর জন্য কঠিন শাস্তি)	৩-আলে ইমরান	৪	৫৩৬

শাস্তি (কঠিন শাস্তি রয়েছে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুতদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
শাস্তি (কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দিলেন আল্লাহ...)	২৩-মু'মিনূন	৭৭	৭৭০
শাস্তি (কঠিন শাস্তির পূর্বে রাসূল স. একজন সতর্ককারী)	৩৪-সাবা	৪৬	৮৪৫
শাস্তি (কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ কাফিরদেরকে)	৪১-ফুস্সিলাত	৫০	৮৯০
শাস্তি (কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ কাফিরদেরকে...)	৪১-ফুস্সিলাত	২৭	৮৮৮
শাস্তি (কঠিন শাস্তি দিবেন আল্লাহ কাফিরদেরকে দুনিয়া ও...)	৩-আলে ইমরান	৫৬	৫৪১
শাস্তি (কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ মুনাফিকদের জন্য)	৫৮-মুজাদালা	১৫	৯৫৩
শাস্তি (কঠিন শাস্তি রয়েছে আখিরাতে)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
শাস্তি (কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কুরআন নাযিল)	১৮-কাহ্ফ	২	৭২৪
শাস্তি (আখিরাতের শাস্তি অধিক কঠিন ও চিরস্থায়ী)	২০-ত্বা-হা	১২৭	৭৪৯
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
শাস্তি (আল্লাহর সাথে অন্যকে ইলাহ বানালে কঠিন শাস্তিতে...)	৫০-ক্বাফ	২৬	৯২৩
শাস্তি (আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীদের জন্য কঠিন শাস্তি)	৪২-শূরা	১৬	৮৯২
শাস্তি (অবাধ্যদের জন্য আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করেছেন)	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
শাস্তি (কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ রয়েছে)	১৪-ইবরাহীম	২	৬৯৩
শাস্তি (কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে)	৪২-শূরা	২৬	৮৯৩
শাস্তি (উপদেশ ভুলে যাওয়ায় কঠিন শাস্তি)	৭-আ'রাফ	১৬৫	৬২৮
শাস্তি (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর সামনে রয়েছে কঠিন শাস্তি, জাহান্নামে)	১৪-ইবরাহীম	১৭	৬৯৪
শাস্তি (হূদ ও মুমিনদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে উদ্ধার)	১১-হূদ	৫৮	৬৭১
শাস্তি (হুদহুদকে সুলাইমান আ. কর্তৃক কঠিন শাস্তি দেয়ার হুমকি)	২৭-নামল	২১	৮০১
শাস্তি (ফিরআউন বংশকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে)	৪০-মু'মিন	৪৬	৮৮২
শাস্তি দানে কঠিন (ঈমান আনায় জাদুকরদের ফিরআউনের ঘোষণা)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
শাস্তি(জীবনোপভোগের পর কাফিরদের কঠিন শাস্তি ভোগে বাধ্য করা হবে)	৩১-লুকমান	২৪	৮২৯
সাহায্যপ্রার্থনা কঠিন নয় বিনীতের জন্য (ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে)	২-বাক্বারা	৪৫	৫০৫
হৃদয় (ফিরআউন সম্প্রদায়ের হৃদয় কঠিন করার জন্য মূসার দোয়া)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
হৃদয় কঠিন করে দিয়েছেন আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
হৃদয় কঠিন হওয়া (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
হৃদয় কঠিন হওয়ায় পূর্ববর্তীরা কাকুতি-মিনতি করেনি	৬-আন্'আম	৪৩	৫৯৯
হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল (পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
হৃদয় (দুর্ভোগ কঠিন হৃদয়/আল্লাহ বিমুখ লোকদের জন্য)	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩
হৃদয় (রাসূল স. কঠিন হৃদয়ের হলে মুমিনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত)	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
কঠিনতর			
আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর (অস্বীকারকারী জালিমদের)	৩৯-যুমার	২৬	৮৭৩
শাস্তি (আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর)	৬৮-ক্বালাম	৩৩	৯৭৬
সৃষ্টি (কঠিনতর সৃষ্টি কোনটি? মানুষ না অন্য সবকিছু?)	৩৭-সাফ্ফাত	১১	৮৫৭
সৃষ্টি (মানুষ নাকি আকাশ?)...	৭৯-নাযি'আত	২৭	১০০৪
কঠিন পরিশ্রম			
ফসল উৎপাদন করে না কঠিন পরিশ্রম ছাড়া কোন নিকৃষ্ট জমি	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
কঠিন (মন্দ কাজ)			
সহজ করে দিবেন কঠিন-মন্দকে (উত্তমকে অস্বীকারকারীর জন্য)	৯২-লাইল	১০	১০২৫
কঠিন শাস্তি			
কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে	৩৫-ফাতির	৭	৮৪৬
বনীইসরাঈলের কঠিন শাস্তি, কিয়ামতের দিন (পাপের কারণে)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
মন্দ কাজের ফন্দি আঁটলে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
কঠোর (আরো দেখুন কঠিন শব্দটি)			
আখিরাতের শাস্তি কঠোর (কাফিরদের জন্য)	১৩-রা'দ	৩৪	৬৯২
আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা	৪০-মু'মিন	২২	৮৭৯
আল্লাহ কঠোর (শাস্তিদানে)	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
আল্লাহ কঠোর (শাস্তিদানে)	২-বাক্বারা	২১১	৫২৩
আল্লাহ কঠোর (শাস্তিদানে)	৮-আনফাল	১৩	৬৩৩
আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর	৫-মায়িদা	৯৮	৫৯২
আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর ও প্রবল শক্তিধর	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর	৫৯-হাশর	৪	৯৫৫
আল্লাহ কঠোর (শাস্তিদানে)	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
আল্লাহ কঠোর (শাস্তিদানে)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
কাফিরদের প্রতি কঠোর (রাসূল স. ও তাঁর সঙ্গীগণ)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কঠোর (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে সেই সম্প্রদায় যাদেরকে...	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
কাফির/মুনাফিকদের উপর নবীকে কঠোর হবার নির্দেশ	৬৬-তাহরীম	৯	৯৭১
কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বনের নির্দেশ	৯-তাওবা	৭৩	৬৪৭
পাকড়াও(অপরাধী সম্প্রদায়কে কঠোরভাবে পাকড়াও)	৬৯-হাক্কাহ্	১০	৯৭৮
প্রতিপালক শাস্তিদানে কঠোর	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
প্রহরী (আকাশে কঠোর প্রহরী থাকা সম্পর্কে জিনদের উক্তি)	৭২-জিন্	৮	৯৮৬
ফেরেশতা (জাহান্নামের দায়িত্বে থাকবে কঠোর স্বভাবের ফেরেশতা)	৬৬-তাহরীম	৬	৯৭০
মুনাফিক/কাফিরদের উপর নবীকে কঠোর হবার নির্দেশ	৬৬-তাহরীম	৯	৯৭১
শত্রুতায় কঠোর (মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় ইহুদি-মুশরিকই সবচেয়ে বেশি)	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
শাস্তি (আল্লাহ যাঁদের কঠোর শাস্তি দিবেন তাদের উপদেশ দান!)	৭-আ'রাফ	১৬৪	৬২৮
শাস্তি (আল্লাহ মিথ্যা রচনাকারীদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন)	১০-ইউনুস	৭০	৬৬১
শাস্তিদাতা (কঠোর শাস্তি দাতা আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
শাস্তিদাতা (কঠোর শাস্তিদাতা আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১১	৫৩৬
শাস্তি (অপরাধীদের ষড়যন্ত্রের কারণে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি)	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
শাস্তি (অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ কঠোর শাস্তি দিবেন)	১৪-ইবরাহীম	৭	৬৯৩
শাস্তিদানে কঠোর (আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
শাস্তি দানে (আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর)	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮
শাস্তিদানে (আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর)	৮-আনফাল	২৫	৬৩৪
শাস্তিদানে কঠোর আল্লাহ	৫-মায়িদা	২	৫৮০
শাস্তি (সব জনপদকে কঠোর শাস্তি দিবেন অথবা ধ্বংস করবেন আল্লাহ)	১৭-ইস্রা	৫৮	৭১৯
হিসাব (আল্লাহ-রাসূল স. এর অবাধ্যদের কঠোর শাস্তি দিবেন)	৬৫-তালাক	৮	৯৬৯
কঠোরতর			
মুনাফিকী ও কুফরীতে কঠোরতর (বেদুইনরা)	৯-তাওবা	৯৭	৬৫০
কঠোরতা			
চাপিয়ে না দেয়ার অনুরোধ, খিজিরকে মূসার (ভুলের জন্য)	১৮-কাহ্ফ	৭৩	৭৩০
মুমিনদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায় যেন কাফিররা	৯-তাওবা	১২৩	৬৫৩
কণ্ঠ			
পৌঁছানো (খন্দকে মুমিনদের হৃদয় কণ্ঠে পৌঁছানো প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১০	৮৩৪
প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় (মৃত্যুকালে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৩	৯৪৭
কণ্ঠস্বর			
উঁচু না করার নির্দেশ (মুমিনদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের উপর)	৪৯-হুজুরাত	২	৯২০
খারাপ (গাধার কণ্ঠস্বর সবচেয়ে খারাপ, কণ্ঠস্বর নিচু করা প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	১৯	৮২৮
গাধার , সবচেয়ে খারাপ (কণ্ঠস্বর নিচু করা প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	১৯	৮২৮
নবীর কণ্ঠস্বরের উপর মুমিনদের কণ্ঠস্বর উঁচু না করার নির্দেশ	৪৯-হুজুরাত	২	৯২০
নিচু করার উপদেশ, পুত্রের প্রতি লুকমানের...	৩১-লুকমান	১৯	৮২৮
নিচু করা (রাসূল স. এর সামনে কণ্ঠস্বর নিচু করার প্রতিদান)	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
রাসূল স. এর সামনে কণ্ঠস্বর নিচু করার প্রতিদান...	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
কণ্ঠাগত			
প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হবে...(কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৬	৯৯৪
প্রাণ কণ্ঠাগত হবে (কিয়ামতের দিন)	৪০-মু'মিন	১৮	৮৭৯
কতক			
পরীক্ষা (মানুষের কতকের দ্বারা কতককে পরীক্ষা করা হয়)	৬-আন্'আম	৫৩	৬০০
লাভবান হওয়া (জ্বীনের মানুষ বন্ধুদের কতকের লাভবান হওয়া প্র.)	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
কর্তৃত্ব (আরো দেখুন ক্ষমতা শব্দটি)			
আকাশ-পৃথিবীর কর্তৃত্ব সম্পর্কে লক্ষ্য করা	৭-আ'রাফ	১৮৫	৬৩০
আকাশ-পৃথিবীর কর্তৃত্ব আল্লাহ ইবরাহীমকে দেখান	৬-আন্'আম	৭৫	৬০৩
আল্লাহর হাতে প্রতিটি বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব..	৩৬-ইয়াসীন	৮৩	৮৫৬
আল্লাহর কর্তৃত্ব (পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে)	১৮-কাহ্ফ	৪৪	৭২৮
আল্লাহর (বিচারের দিনে সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর)	৮২-ইনফিতার	১৯	১০১০
আল্লহর (কর্তৃত্ব সবই আল্লহর)	২৮-কাসাস	৭০	৮১৪
মুমিনদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই	১৬-নাহ্ল	৯৯	৭১১
শয়তানের কর্তৃত্ব/ক্ষমতা মুশরিকদের উপর...	১৬-নাহ্ল	১০০	৭১১
কতিপয় (ব্যক্তি)			
জিনের কতিপয় ব্যক্তির কাছে কতিপয় মানুষের আশ্রয় প্রার্থনা	৭২-জিন্	৬	৯৮৬
মানুষের কতিপয় ব্যক্তির কতিপয় জিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা	৭২-জিন্	৬	৯৮৬

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কথক			
জিজ্ঞাসা করল (আসহাবে কাহাফের অবস্থানকাল সম্পর্কে..)	১৮-কাহ্ফ	১৯	৭২৫
কথা (আরো দেখুন বাণী শব্দটি)			
অগ্রগামী (আল্লাহর কথার অগ্রগামী না হওয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৭	৭৫১
অনুরূপ (কুরআনের অনুরূপ কথা উপস্থিত করতে চ্যালেঞ্জ...)	৫২-তূর	৩৪	৯৩১
অনুকরণ (পূর্ববর্তী কাফিরদের কথার অনুকরণ...)	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
অন্য কথায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রাসূল স. যেন উপেক্ষা করেন	৬-আন্'আম	৬৮	৬০২
অন্য কথায় লিপ্ত না হলে উঠে যাওয়া (কাফিরদের আয়াত বিদ্রূপ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
অপছন্দনীয় কথা (মুনাফিকরা গোপনে আল্লাহর অপছন্দনীয় কথা বলে)	৪-নিসা	১০৮	৫৭১
অর্পণ (ভারী কথা অর্পণ করবেন আল্লাহ, রাসূল স. এর প্রতি)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৫	৯৮৮
আকাশ-পৃথিবীর সমস্ত কথা প্রতিপালক জানেন	২১-আম্বিয়া	৪	৭৫০
আল্লাহওয়ালাদের কথা (হে আমাদের প্রতিপালক...)	৩-আলে ইমরান	১৪৭	৫৪৯
আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তির কথা ছাড়া কারো সুপারিশ কাজে লাগবেনা	২০-ত্বা-হা	১০৯	৭৪৮
আল্লাহর কথা শুধু 'হও' (আল্লাহ যেন কিছুর ইচ্ছা করলে...)	১৬-নাহ্ল	৪০	৭০৬
আল্লাহর কথা সত্য (মানুষ ও জিন দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করা প্রসঙ্গ)	৩২-সাজদা	১৩	৮৩১
আল্লাহর কথা সর্বোচ্চ	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
আল্লাহর কথা রাসূল স. বানিয়ে বললে আল্লাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন!	৬৯-হাক্কাহ্	৪৪	৯৮০
আল্লাহর কথাই সত্য	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
আল্লাহর কথার অগ্রগামী না হওয়া প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	২৭	৭৫১
আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল জাহান্নামিদেরকে (তাদের ঠাট্টা)	২৩-মু'মিনূন	১১০	৭৭২
আল্লাহর কথার রদবদল হয় না	৫০-ক্বাফ	২৯	৯২৩
ইহুদীদের কথা আল্লাহ শুনেছেন 'আল্লাহ ফকির ও আমরা...')	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
ইহুদী-নাসারাদের কথার অনুরূপ কথা বলে (যারা জানেনা)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
ঈমান মিথ্যা অভিহিতকারীদের (কুরআনের পরে) কোন্ কথায় ?	৭৭-মুরসালাত	৫০	৯৯৯
ঈমান না আনলে মুশরিকরা ওহীর কথায় (রাসূল স. এর মনোকষ্ট)	১৮-কাহ্ফ	৬	৭২৪
উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা না বলার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৪৯-হুজুরাত	২	৯২০
উত্তম কথা (মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহবান করা)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৩	৮৮৮
উত্তম কথা শ্রবণকারী ও এর অনুসারী সঠিক পথ পায় ও বুদ্ধিমান	৩৯-যুমার	১৮	৮৭২
কথায় ঈমান (কাফিররা কোন্ কথায় ঈমান আনবে?)	৭-আ'রাফ	১৮৫	৬৩০
কবির কথা নয় (কুরআন)	৬৯-হাক্কাহ্	৪১	৯৮০
কাফিরদের কথাকে নিচু করে দিলেন আল্লাহ	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
কাফিরদের কথায় ধৈর্যধারণের নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৩৮-সোয়াদ	১৭	৮৬৭
কাফিরদের কথায় রাসূল স. কে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ	৭৩-মুয্যাম্মিল	১০	৯৮৮
কিয়ামতের কথায় কাফিরদের বিস্ময়!	৫৩-নাজম	৫৯	৯৩৫
কুরআন সম্মানিত রাসূল স. বাহিত কথা	৬৯-হাক্কাহ্	৪০	৯৮০
কুরআন কথা (যা জিবরাঈল আ. কর্তৃক আনীত)	৮১-তাকভীর	১৯	১০০৯
কুরআন এমন কথা নয় যা রচনা করা হয়েছে	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭
কুরআন কোন কবির কথা নয়	৬৯-হাক্কাহ্	৪১	৯৮০
কুরআন কোন গণকের কথা নয়	৬৯-হাক্কাহ্	৪২	৯৮০
কুফরির কথা বলেছে কাফির ও মুনাফিকরা	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
কুরআনের কথা উপেক্ষা করে মানুষ	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮১	৯৪৭
কুরআনের কথা নিয়ে কাফিররা কি গভীর চিন্তা করে না?	২৩-মু'মিনূন	৬৮	৭৭০
কুরআনের অনুরূপ কথা উপস্থিত করতে কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ	৫২-তূর	৩৪	৯৩১
কোমল কণ্ঠে কথা না বলার নির্দেশ (নবীর স্ত্রীগণকে)	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
গণকের কথা নয় (কুরআন)	৬৯-হাক্কাহ্	৪২	৯৮০
গোপন কথা(আল্লাহ মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য কথা জানেন)	২১-আম্বিয়া	১১০	৭৫৭
গোপন (কথা গোপন করা বা প্রকাশ করা আল্লাহর কাছে সমান)	১৩-রা'দ	১০	৬৮৯
গোপনে (স্ত্রীর সাথে নবীর গোপনে কথা বলা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহরীম	৩	৯৭০
গোপন করা (কথা গোপন করা বা প্রকাশ করা, আল্লাহ জানেন)	৬৭-মুল্ক	১৩	৯৭৩
গোপন (কিয়ামতে কাফির কোন কথাই গোপন করবেনা)	৪-নিসা	৪২	৫৬২
ঘৃণ্য কথা (স্ত্রীর সাথে যিহার করা)	৫৮-মুজাদালা	২	৯৫২
চমকপ্রদ কথার মাধ্যমে শয়তানের প্রতারণা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
চিত্তবিনোদনমূলক কথা ক্রয় (আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে)	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
চূড়ান্ত (কুরআন চূড়ান্ত কথা)	৮৬-তারিক	১৩	১০১৭
ছুঁড়ে দেয়া (মুশরিকের প্রতি শরীকের কথা ছোঁড়া,'তোমরা মিথ্যাবাদী')	১৬-নাহ্ল	৮৬	৭১০
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে যেন রাসূল স. কে (কাফিরদের কথা)	৩৬-ইয়াসীন	৭৬	৮৫৬
নবীর স্ত্রীর সাথে গোপনে কথা বলা প্রসঙ্গ (নবী কর্তৃক)	৬৬-তাহরীম	৩	৯৭০
নম্র কথা বলার নির্দেশ (মূসা আ. ও হারুনকে ফিরআউনের সাথে)	২০-ত্বা-হা	৪৪	৭৪৩
নির্বোধ জিনদের অবান্তর কথা (আল্লাহ সম্পর্কে জিনদের কথা)	৭২-জিন্	৪	৯৮৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কথা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ন্যায়সঙ্গত কথা বলা (ইদ্দত চলাকালীন বিয়ের প্রস্তাব...)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
ন্যায়সংগত কথা ও আনুগত্য উত্তম হত (মুনাফিকদের জন্য)	৪৭-মুহাম্মাদ	২১	৯১৪
পরিবর্তন (বনী ইসরাঈল কথা পরিবর্তন করায় আকাশ থেকে শাস্তি প্রেরণ)	৭-আ'রাফ	১৬২	৬২৭
পরিবর্তন (বনী ইসরাঈল কর্তৃক আল্লাহর কথা পরিবর্তন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৯	৫০৭
পরাস্ত (৯৯ দুম্বার মালিক ১ দুম্বার মালিককে কথায় পরাস্ত করা)	৩৮-সোয়াদ	২৩	৮৬৭
পাপ কথা নিষেধ করে না কেন রব্বানী ও পণ্ডিতগণ	৫-মায়িদা	৬৩	৫৮৮
পিঁপড়ার কথায় সুলাইমানের মৃদু হাসা...	২৭-নামল	১৯	৮০১
পুনরায় প্রেরণের প্রার্থনা একটি কথা মাত্র (যে বলে তার)	২৩-মু'মিনূন	১০০	৭৭২
পূর্ববর্তীদের জন্য কথা (বহু ইলাহ/উপাস্য গ্রহণ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত কথা প্রতিপালক জানেন	২১-আম্বিয়া	৪	৭৫০
প্রকাশ্য কথা(আল্লাহ মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য কথা জানেন)	২১-আম্বিয়া	১১০	৭৫৭
প্রতিপালকের কথা সত্য হওয়া (কাফিরদের বিরুদ্ধে)	৩৭-সাফফাত	৩১	৮৫৮
ফিরিয়ে দেয়া (কথা ফিরিয়ে দিবে জালিমরা পরস্পরকে...)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
বাহ্যিক কথা (আল্লাহকে সংবাদ দিতে চাওয়া কি তাদের বাহ্যিক কথা)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
বানিয়ে বলা(আল্লাহর কথা রাসূল স. বানিয়ে বললে আল্লাহ...)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৪	৯৮০
বিশ্বাস (আল্লাহর আয়াতের পর কাফির কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে!)	৪৫-জাছিয়া	৬	৯০৫
বিভিন্ন (মানুষ বিভিন্ন রকম কথা-বার্তায় লিপ্ত)	৫১-যারিয়াত	৮	৯২৫
বিস্ময়কর কথা কাফিরদের (মাটি হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে সৃষ্টি!)	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
বুঝা (মূসার কথা যাতে ফিরআউন বুঝতে পারে সে জন্য দোয়া)	২০-ত্বা-হা	২৮	৭৪২
বুঝতে না পারা (মুনাফিক সম্প্রদায় কেন কথা বুঝতে পারে না ?)	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
বুঝত না (দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানের সম্প্রদায়..)	১৮-কাহ্ফ	৯৩	৭৩২
ভয়ানক কথা (ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলা...)	১৭-ইস্রা	৪০	৭১৭
ভাল কথা (ইয়াতিমের সাথে ভাল কথা বলার নির্দেশ)	৪-নিসা	৫	৫৫৬
ভাল কথা বলা (মীরাস বন্টনকালে উপস্থিত আত্মীয়/ইয়াতিমের সাথে)	৪-নিসা	৮	৫৫৭
ভাল কথার দিকে পরিচালিত হওয়ায় জান্নাত(সৎকর্মশীল মুমিনকে)	২২-হাজ্জ	২৪	৭৬০
মন্দ কথা প্রকাশ করা আল্লাহ ভালবাসেননা (মজলুম ছাড়া কারো)	৪-নিসা	১৪৮	৫৭৬
মর্মস্পর্শী কথা বলতে রাসূল স. কে নির্দেশ(মুনাফিকদের প্রতি)	৪-নিসা	৬৩	৫৬৫
মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার নিকট একজন পর্যবেক্ষক প্রস্তুত	৫০-ক্বাফ	১৮	৯২৩
মানুষের কথা কুরআন (ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার উক্তি)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৫	৯৯১
মিথ্যা কথা বর্জন করার নির্দেশ (হজ্জের বিধান প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
মু'মিনদের কথা হবে শুনলাম ও আনুগত্য করলাম...	২৪-নূর	৫১	৭৭৯
মুনাফিকদের কথার ভঙ্গি দেখে চিনতে পারবেন রাসূল	৪৭-মুহাম্মাদ	৩০	৯১৪
মুনাফিকদের কথা রাসূল স. আগ্রহ সহকারে শোনেন	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
মুশরিকদের কথা যেন রাসূল স. কে কষ্ট না দেয়	১০-ইউনুস	৬৫	৬৬০
মুশরিকদের কথা/সন্তান গ্রহণ থেকে আল্লাহ পবিত্র	৪৩-যুখরুফ	৮২	৯০১
মুশরিকদের প্রতি শরীকদের কথা (তোমরা মিথ্যাবাদী)	১৬-নাহ্ল	৮৬	৭১০
মুখের কথা মাত্র (পালক পুত্র আসলে পুত্র নয়!)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
মুখের কথা (ইহুদী ও নাসারাদের মুখের কথা, আল্লাহর পুত্র বলা)	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
মূসা আ. ও শোয়াইবের কথার তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ	২৮-কাসাস	২৮	৮১০
মূসার কথা যাতে ফিরআউন বুঝতে পারে সে জন্য দোয়া	২০-ত্বা-হা	২৮	৭৪২
মূসার কথার প্রতি যত্নবান না হওয়ার অভিযোগের আশঙ্কা (হারুনের)	২০-ত্বা-হা	৯৪	৭৪৭
যথাযথ কথা বলার জন্য নবীর স্ত্রীদেরকে নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
রাসূল স. এর সঙ্গীদের জন্য কথা (বহু ইলাহ/উপাস্য গ্রহণ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
রাসূলের (সম্মানিত রাসূলের বহন করপা কথা- কুরআন)	৬৯-হাক্কাহ্	৪০	৯৮০
শয়তানের কথা নয় (কুরআন)	৮১-তাকভীর	২৫	১০০৯
শরীকরা মুশরিকদের দিকে এ কথা ছুড়ে দিবে (তোমরা মিথ্যাবাদী)	১৬-নাহ্ল	৮৬	৭১০
শাস্তির কথা অতিবাহিত (অবধারিত) হয়েছে যাদের ব্যাপারে...	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
শাস্তির কথা সত্য হয় জনপদবাসীর উপর (পাপাচারের কারণে)	১৭-ইস্রা	১৬	৭১৫
শাস্তির কথা সত্য হয়েছে যাদের প্রতি, তারা বলবে...	২৮-কাসাস	৬৩	৮১৩
শুনা (আল্লাহ তার কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে রাসূল স. এর...)	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
সঠিক কথা বলার নির্দেশ (ইয়াতিম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯	৫৫৭
সঠিক কথা বলার নির্দেশ মুমিনদের প্রতি	৩৩-আহযাব	৭০	৮৪০
সত্য হয়েছে কথাটি অধিকাংশের উপর(ঈমান না আনা প্রসঙ্গে)	৩৬-ইয়াসীন	৭	৮৫১
সত্য হয়েছে (শাস্তির) কথা যাদের উপর...	৪৬-আহ্কাফ	১৮	৯০৯
সত্য (মানুষ ও জিন দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করা প্রসঙ্গে আল্লাহর কথা)	৩২-সাজ্দা	১৩	৮৩১
সত্য (আল্লাহর শত্রুদের উপর কিয়ামতে এই কথা সত্য হবে যে...)	৪১-ফুস্সিলাত	২৫	৮৮৮
সত্য (আল্লাহর কথাই সত্য)	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সত্যবাদী (কথায় আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সত্যবাদী ?)	৪-নিসা	৮৭	৫৬৮
সত্যবাদী (কথায় আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সত্যবাদী ?)	৪-নিসা	১২২	৫৭২
সত্য (কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা যেন সত্য হয়..)	৩৬-ইয়াসীন	৭০	৮৫৬
সত্য কথা এই যে, ঈসা আ. মারইয়ামের পুত্র	১৯-মারইয়াম	৩৪	৭৩৬
সম্মানজনক কথা বলার নির্দেশ (মাতা-পিতার সাথে)	১৭-ইস্রা	২৩	৭১৬
সর্বোত্তম কথা কুরআন সাদৃশ্যপূর্ণ/বারবার পঠিত কিতাব	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
সাড়া (বাছুর কথায় সাড়া দিতে সক্ষম নয়)	২০-ত্বা-হা	৮৯	৭৪৬
সাংঘাতিক কথা (আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন বলা)	১৮-কাহ্ফ	৫	৭২৪
সুদৃঢ় কথায় ঈমান আনলে আল্লাহ দুনিয়া-আখিরাতে সুদৃঢ় রাখেন	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা উত্তম (কষ্টদায়ক/খোঁটাযুক্ত দানের চেয়ে)	২-বাক্বারা	২৬৩	৫৩১
স্ত্রীর সাথে নবীর গোপনে কথা বলা প্রসঙ্গ	৬৬-তাহ্রীম	৩	৯৭০
হূদের কথায় উপাস্য পরিত্যাগে অসম্মত (আদ সম্প্রদায়)	১১-হূদ	৫৩	৬৭০
কথা (অনর্থক কথা)			
দুর্ভোগ (খেলাচ্ছলে অনর্থক কথায় লিপ্ত ব্যক্তির জন্য)	৫২-তূর	১২	৯২৯
কথা (অসার কথা)			
জান্নাতে অসার কথা হবে না	৫২-তূর	২৩	৯৩০
কথা (কিয়ামত)			
আপতিত হওয়া (কিয়ামতের কথা কাফিরদের উপর আপতিত হওয়া)	২৭-নামল	৮৫	৮০৭
আপতিত হলে কথা (কিয়ামত) কাফিরদের উপর...	২৭-নামল	৮২	৮০৬
কথা (কুরআন)			
পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ কথা (কুরআন) উপদেশগ্রহণের জন্য	২৮-কাসাস	৫১	৮১২
মিথ্যা অভিহিত করা (আল্লাহর কথা বা কুরআনকে...)	৬৮-ক্বালাম	৪৪	৯৭৭
কথা (তিলাওয়াত)			
উপযোগী (রাতের কুরআন তিলাওয়াত অধিকতর উপযোগী)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৬	৯৮৮
কথা ফিরানো (উত্তর দেয়া)			
বাছুর কথা ফিরাতে/উত্তর দিতে সক্ষম নয়	২০-ত্বা-হা	৮৯	৭৪৬
কথা বলা			
অজ্ঞদের কথার অনুরূপ কথা পূর্ববর্তীরা বলত	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
অনুমতি (আল্লাহর) ছাড়া কথা বলা যাবে না কিয়ামতে	৭৮-নাবা	৩৮	১০০২
আযীয কথা বলল ইউসুফের সাথে	১২-ইউসুফ	৫৪	৬৮২
আল্লাহ অজ্ঞদের সাথে কথা বলেন না কেন? (অজ্ঞদের প্রশ্ন)	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
আল্লাহ কথা বলবেন না কিয়ামতে, তাদের সাথে যারা...	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
আল্লাহ কথা বলবেন না তাদের সাথে যারা কিতাবের বিনিময়ে...	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
আল্লাহ মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলেন না	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলবে না (যেদিন শাস্তি আসবে)	১১-হূদ	১০৫	৬৭৫
আল্লাহর সাথে কথা বলতে নিষেধ (জাহান্নামীদেরকে)	২৩-মু'মিনূন	১০৮	৭৭২
ইউসুফের ভাইয়েরা ও পিতা যে কথা বলল তার তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৬৬	৬৮৩
ইলাহগণ কথা বলে না কেন? (ইলাহদেরকে ইবরাহীমের প্রশ্ন)	৩৭-সাফ্ফাত	৯২	৮৬১
ঈসা আ. কথা বলেছেন কোলে থাকা অবস্থায়	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
উচ্চস্বরের কথা আল্লাহ জানেন	২০-ত্বা-হা	৭	৭৪১
উপাস্যরা কথা বলতে পারলে মূর্তিভাঙ্গা সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর	২১-আম্বিয়া	৬৩	৭৫৪
'উফ' বলা নিষেধ (মাতা-পিতাকে)	১৭-ইস্রা	২৩	৭১৬
কিতাব (আমলনামা) সত্য কথা বলবে...	২৩-মু'মিনূন	৬২	৭৬৯
কোলের শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলবে সম্পদায়	১৯-মারইয়াম	২৯	৭৩৬
জীবের (কিয়ামত আপতিত হলে মানুষের সাথে এক জীবের কথা বলা)	২৭-নামল	৮২	৮০৬
জুলুমের কারণে কিয়ামতে কথা বলতে না পারা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৮৫	৮০৭
ন্যায় বিচার (কথা বলার ক্ষেত্রেও ন্যায় বিচার/ন্যায় কথা বলা)	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
প্রতিপালকের কথা বলা (মূসার সাথে)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
ফয়সালার দিন, মিথ্যা অভিহিতকারীরা কথা বলবে না	৭৭-মুর্সালাত	৩৫	৯৯৮
বাছুরের কথা না বলা সত্ত্বেও তার পূঁজা করা!	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
ভয়ানক কথা কাফিরদের (আল্লাহর কন্যা-সন্তান বলা...)	১৭-ইস্রা	৪০	৭১৭
মনগড়া কথা বলেন না রাসূল (মুহাম্মদ স.)	৫৩-নাজম	৩	৯৩২
মারইয়াম কথা বলবে না কোন মানুষের সাথে	১৯-মারইয়াম	২৬	৭৩৫
মানুষের সাথে কথা বলবে ঈসা-মসীহ কোলে থাকা অবস্থায় ও...	৩-আলে ইমরান	৪৬	৫৪০
মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না যাকারিয়া (তিন দিন)	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলার অঙ্গীকার (বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
মুমিনদেরকে মুনাফিক/ইহুদী কর্তৃক এমন কথা বলে দেয়া...	২-বাক্বারা	৭৬	৫০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কথা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুনাফিকরা কথা বললে রাসূল স. তা আগ্রহ সহকারে শোনেন	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
মু'মিনরা কেন বলল না আমরা এ ব্যাপারে কথা বলব না	২৪-নূর	১৬	৭৭৫
মূসার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন	৪-নিসা	১৬৪	৫৭৮
মূর্তি কথা বলতে পারে না (ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের উক্তি)	২১-আম্বিয়া	৬৫	৭৫৪
মৃতরা মুশরিকদের সাথে কথা বললেও তারা ঈমান আনবে না	৬-আন্'আম	১১১	৬০৭
যাকারিয়া কথা বলতে পারবে না (তিন রাত)	১৯-মারইয়াম	১০	৭৩৪
রাসূল স. এর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন (কতক রাসূলের সাথে)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
শরীকদের পক্ষে কথা বলে এমন প্রমাণ কি অবতীর্ণ করেছেন...	৩০-রূম	৩৫	৮২৪
শিক্ষা দান (দয়াময় আল্লাহ মানুষকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন)	৫৫-রাহমান	৪	৯৩৯
সহজ কথা বলা (হকদারদের সাথে সহজ কথা বলা)	১৭-ইস্রা	২৮	৭১৬
সুন্দর কথা বলার অঙ্গীকার, মানুষের সাথে (বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
হাত কথা বলবে আল্লাহর সাথে (কিয়ামতের দিন)	৩৬-ইয়াসীন	৬৫	৮৫৫
কথা বলানো			
মৃতকে কথা বলানোর আকাঙ্ক্ষা (কুরআন দ্বারা)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
কথা বলা (সাক্ষ্য দেয়া)			
মানুষের বিরুদ্ধে সঠিক কথা বলবে কিয়ামতে (আমলনামা/কিতাব)	৪৫-জাছিয়া	২৯	৯০৭
কথাবার্তা			
মশগুল(নবীর ঘরে কথাবার্তায় মশগুল না হওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
মানুষের কথা-বার্তার মতই (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	৫১-যারিয়াত	২৩	৯২৬
কথায় লিপ্ত			
অন্য কথায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রাসূল স. এর না বসা...	৬-আন্'আম	৬৮	৬০২
আল্লাহ সম্বন্ধে অনর্থক কথায় লিপ্ত দেখলে সেখানে না বসা	৬-আন্'আম	৬৮	৬০২
কথা (শাস্তির)			
অবধারিত (নূহ আ. পরিবারের যাদের উপর শাস্তির কথা অবধারিত)	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
কথোপকথন			
বাগানওয়ালার সাথে তার সাথীর (স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া প্র.)	১৮-কাহ্ফ	৩৭	৭২৭
শুনেছেন আল্লাহ (রাসূল স. ও বিতর্ককারী মহিলার কথোপকথন)	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
সাথীর সাথে(বাগানওয়ালার)..	১৮-কাহ্ফ	৩৪	৭২৭
কদর			
রাত (কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম)	৯৭-কাদর	৩	১০২৯
রাত (কদরের রাতে আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন)	৯৭-কাদর	১	১০২৯
কদরের রাত			
উত্তম (কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম)	৯৭-কাদর	৩	১০২৯
কুরআন অবতীর্ণ (কদরের রাতে)	৯৭-কাদর	১	১০২৯
জানানো (রাসূল স. কে কদরের রাত সম্পর্কে জানানো প্রসঙ্গ...)	৯৭-কাদর	২	১০২৯
ফেরেশতা অবতরণ করে কদর রাতে(প্রতিপালকের নির্দেশ নিয়ে)	৯৭-কাদর	৪	১০২৯
শান্তি বর্ষিত হয় (কদর রাতে ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত)	৯৭-কাদর	৫	১০২৯
কনুই			
হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করার নির্দেশ, অজু প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
কন্যা/কন্যা সন্তান (আরো দেখুন মেয়ে শব্দটি)			
আল্লাহ কি কন্যা পছন্দ করলেন পুত্রের পরিবর্তে?	৩৭-সাফ্ফাত	১৫৩	৮৬৪
আল্লাহকে কন্যা সন্তান গ্রহণের অপবাদ (মুশরিকদের)	৪৩-যুখরুফ	১৬	৮৯৭
আল্লাহর জন্য কন্যা(!) আর মুশরিকদের জন্য পুত্র?	৫২-তূর	৩৯	৯৩১
আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান সাব্যস্ত করে! (কাফিররা)	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৯	৮৬৪
আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে (মুশরিকরা)	১৬-নাহ্ল	৫৭	৭০৭
আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান!	৫৩-নাজম	২১	৯৩৩
আল্লাহর জন্য পুত্র-কন্যা উদ্ভাবন (জ্ঞান ছাড়াই)	৬-আন্'আম	১০০	৬০৬
ইমরানের কন্যা মারইয়ামের সতীত্ব/ঈমান/আনুগত্য প্রসঙ্গ	৬৬-তাহ্রীম	১২	৯৭১
খালার কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
চাচার কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
দান (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা ও পুত্র উভয়ই দান করেন)	৪২-শূরা	৫০	৮৯৫
দান (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা/পুত্র সন্তান দান করেন)	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
নবীর কন্যাদের চাদর পরিধানের নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
পুতে ফেলা (কন্যা শিশুকে মাটিতে জীবন্ত পুতে ফেলা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৫৯	৭০৭
ফুফুর কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ! (ভয়ানক কথা)	১৭-ইস্রা	৪০	৭১৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিতর্কে সুস্পষ্ট নয় কন্যা সন্তান (আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করা)	৪৩-যুখরুফ	১৮	৮৯৭
বিয়ে (কন্যাকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
মামার কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
রেখে দেয়া (কন্যা শিশুকে জীবন্ত রেখে দেয়া/মাটিতে পুতে ফেলা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৫৯	৭০৭
লূতের কন্যাগণ পবিত্র, লূত সম্প্রদায়ের মন্দকাজ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
লূতের কন্যাদেরকে বৈধভাবে গ্রহণের আহ্বান (লোকদের প্রতি)	১৫-হিজর	৭১	৭০১
লূতের কন্যাদের ব্যাপারে তার সম্প্রদায়ের কোন দাবী নেই	১১-হূদ	৭৯	৬৭৩
সংবাদ (কন্যার জন্ম সংবাদে মুশরিকদের মুখকালো হয়)	৪৩-যুখরুফ	১৭	৮৯৭
কপাল			
দাগ (কপাল ও পার্শ্বদেশে দাগ দেয়া হবে, তাদের যারা...)	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩
পুত্রকে কপালের উপর (উপুড় করে)শয়ন করান ইবরাহীম.	৩৭-সাফ্ফাত	১০৩	৮৬২
কবর			
অধিবাসী (কবরের অধিবাসী সম্পর্কে কাফিররা হতাশ)	৬০-মুমতাহিনা	১৩	৯৫৯
উত্থান (কবরে যা আছে তার উত্থান সম্পর্কে মানুষ কি জানেনা?)	১০০-'আদিয়াত	৯	১০৩০
উন্মোচন (কিয়ামতে কবর উন্মোচন করা হবে)	৮২-ইনফিতার	৪	১০১০
উপনীত (কবরে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা...)	১০২-তাকাছুর	২	১০৩২
ছুটে আসবে, কবর থেকে (শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁ দিলে)	৩৬-ইয়াসীন	৫১	৮৫৪
পুনরুত্থিত করা(কবরবাসীদের আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন)	২২-হাজ্জ	৭	৭৫৮
বের হওয়ার (কিয়ামতে কবর থেকে দ্রুত বেগে বের হবে মানুষ)	৭০-মা'আরিজ	৪৩	৯৮৩
বের হওয়া (কাফিররা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো কবর থেকে বের হবে)	৫৪-কামার	৭	৯৩৬
মুনাফিকদের কবরের কাছে দাঁড়ানো নিষেধ...	৯-তাওবা	৮৪	৬৪৯
কবরবাসী			
শোনানো যায়না কোন কবরবাসীকে (কথা)	৩৫-ফাতির	২২	৮৪৮
কবরস্থ			
মানুষকে আল্লাহ কবরস্থ করেন (মৃত্যু ঘটানোর পর)	৮০-আবাসা	২১	১০০৭
কবি			
অনুসরণ (কবিদের অনুসরণ করে বিপথগামীরাই...)	২৬-শু'আরা	২২৪	৭৯৯
কথা (কুরআন কোন কবির কথা নয়)	৬৯-হাক্কাহ্	৪১	৯৮০
মুহাম্মদ স. একজন কবি (কুরআন রচনা সম্পর্কে কাফিরের অপবাদ)	২১-আম্বিয়া	৫	৭৫০
মুহাম্মদ স.কে কবি বলে অপবাদ (কাফির কর্তৃক)	৫২-তূর	৩০	৯৩০
রাসূল স. এক পাগল কবি (মুশরিকরা বলত রাসূল স. কে)	৩৭-সাফ্ফাত	৩৬	৮৫৮
কবিতা			
শিখানো (রাসূল স. কে কবিতা শিখান নি আল্লাহ)	৩৬-ইয়াসীন	৬৯	৮৫৬
কবীরা গুনাহ			
বিরত থাকা(কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে সগীরা গুনাহ মাফ হবে)	৪-নিসা	৩১	৫৬১
বিরত (মুমিন কবীরা গুনাহ পরিহার করে)	৪২-শূরা	৩৭	৮৯৪
কবুল			
আল্লাহ কবুল করেন মুত্তাকীর পক্ষ থেকে	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
ইবরাহীম/ইসমাঈল থেকে কবুল (কাবা ঘর নির্মাণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১২৭	৫১৪
কুরবানী কবুল করা হল একজনের (হাবিলের) পক্ষ থেকে	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
কুরবানী কবুল করা হল না অন্যজনের (কাবিলের)	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
তওবা কবুল করেন আল্লাহ বান্দাদের	৯-তাওবা	১০৪	৬৫১
তওবা কবুল করা হবে না তাদের যারা...	৩-আলে ইমরান	৯০	৫৪৪
তাওবা (আল্লাহ তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন)	৪২-শূরা ,	২৫	৮৯৩
দোয়া কবুল হল (মূসা আ. ও হারূনের)	১০-ইউনুস	৮৯	৬৬২
প্রার্থনা (ইবরাহীমের প্রার্থনা কবুল করার জন্য দোয়া)	১৪-ইবরাহীম	৪০	৬৯৭
প্রতিপালক কবুল করলেন মারইয়ামকে (উত্তমরূপে)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
বিনিময় (মুক্তিপণ) কবুল করা হবে না কিয়ামতের দিন...	৫-মায়িদা	৩৬	৫৮৫
মানত কবুলের প্রার্থনা করলেন ইমরানের স্ত্রী...	৩-আলে ইমরান	৩৫	৫৩৯
কবুলকারী			
তাওবা (আল্লাহ তাওবা কবুলকারী)	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮
কম (আরো দেখুন অল্প শব্দটি)			
অংশ (শাস্তির প্রাপ্য অংশ কম দিবেন না আল্লাহ, মুশরিকদেরকে)	১১-হূদ	১০৯	৬৭৫
অংশ (পরিত্যাক্ত সম্পদে নারী-পুরুষের অংশ; কম বা বেশি হোক)	৪-নিসা	৭	৫৫৭
অর্ধেকের কম সময় রাতের (নামাজে দাঁড়ানো)	৭৩-মুযযাম্মিল	৩	৯৮৮
কৃতজ্ঞ (বান্দারা কমই কৃতজ্ঞ হয়)	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
দুই ধনুকের কম ব্যবধান ছিল (জিবরাঈল ও রাসূল স. এর মধ্যে)	৫৩-নাজম	৯	৯৩২

বিষয়বস্তু/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কম (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিফল (দুনিয়া কামনাকারীকে দুনিয়ায় প্রতিফল কম দেয়া হয় না)	১১-হূদ	১৫	৬৬৭
মাপে কম না দেয়ার আহ্বান জানালেন শু'আইব তার সম্প্রদায়কে	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
মীযানে কম না দেয়ার নির্দেশ(ন্যায্যভাবে পরিমাপ প্রসঙ্গ)	৫৫-রাহ্‌মান	৯	৯৩৯
সংখ্যা কম হলেও আল্লাহ উপস্থিত (গোপন কথা বলার সময়)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
সম্পদ ও সন্তানের দিক থেকে(বাগানওয়ালার চেয়ে তার সাথীর)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৯	৭২৭
হাসা (কম সময় হেসে নিক দুনিয়াতে, মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৮২	৬৪৮
কম করা (আরো দেখুন হ্রাস শব্দটি)			
ঋণের লেখক যেন কম না করে (লেখার ক্ষেত্রে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
কমতি			
ভুলপথে সাহায্য করতে কমতি করেনা (শয়তানের ভাইরা)	৭-আ'রাফ	২০২	৬৩১
কম দেয়া			
ওজনে কম দেয়ার পরিণাম	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	৩	১০১১
ওজনে কম না দেয়ার জন্য সম্প্রদায়ের প্রতি নির্দেশ (শু'আইবের)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
প্রাপ্য বস্তু কম না দেয়ার নির্দেশ (আইকাবাসীকে শুআইব)	২৬-শু'আরা	১৮৩	৭৯৭
মাপ ও ওজনে মানুষকে কম দেয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা	১১-হূদ	৮৫	৬৭৩
কমে যাওয়া			
পানি/বন্যা কমে গেলে নূহের নৌকা জুদী পর্বতে থামে	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
কম্বলাবৃত			
রাসূল স. কে কম্বলাবৃত বলে আল্লাহর সম্বোধন	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	১	৯৮৮
কয়েকটি			
দিরহাম (কয়েক দিরহামে বিক্রয় করল যাত্রীদল, ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	২০	৬৭৮
বছর (কয়েক বছরের মধ্যেই রোমানরা বিজয়ী হবে)	৩০-রূম	৪	৮২২
বছর (কারাগারে কয়েক বছর অবস্থান করল ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	৪২	৬৮০
করণীয় (আরো দেখুন দায়িত্ব শব্দটি)			
আকাশের করণীয় হবে (প্রতিপালকের আদেশ শোনা)	৮৪-ইন্‌শিকাক্	২	১০১৩
কার্যকর করা (নূহ আ. এর উপর সম্প্রদায়ের করণীয় কার্যকর করা)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
নূহ আ. সম্পর্কে তার সম্প্রদায়ের করণীয় স্থির করা...	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
পৃথিবীর করণীয় হবে (প্রতিপালকের আদেশ শোনা)	৮৪-ইন্‌শিকাক্	৫	১০১৩
সম্প্রদায়ের করণীয় কার্যকর করা (নূহ আ. এর উপর)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
সম্প্রদায়ের করণীয় স্থির করা (নূহ আ. সম্পর্কে)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
করণীয় বিষয়			
মতবিরোধ (নিজেদের করণীয় বিষয়ে ফিরআউনের মতবিরোধ প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৬২	৭৪৪
করতালি			
সালাত (শিস ও করতালিই কাফিরদের সালাত...)	৮-আনফাল	৩৫	৬৩৫
করতে চাওয়া			
জবাই করতে চাচ্ছিলনা বনী ইসরাঈলরা (গাভী জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭১	৫০৮
করতে থাকা			
স্মরণ করতেই থাকবে ইয়াকুব আ. (ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	৮৫	৬৮৫
করতে পারা/না পারা			
কাফিরদের (কাফিররা পারলে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকুক!)	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
সূরা তৈরী করতে না পারা (কুরআনের সূরার মত)	২-বাক্বারা	২৪	৫০৪
করা			
অতীত দিনে করা কাজের বিনিময়ে জান্নাতের নেয়ামত লাভ	৬৯-হাক্কাহ্	২৪	৯৭৯
অনুসারীরা কি করে সে ব্যাপারে নূহের জ্ঞান না থাকা	২৬-শু'আরা	১১২	৭৯৩
অনুরাগী(মানুষের অন্তর ইবরাহীমের বংশধরদের প্রতি অনুরাগী করা)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
অপদস্ত করেছেন আল্লাহ চক্রান্তকারীদেরকে	৩৭-সাফ্‌ফাত	৯৮	৮৬১
অপরাধীদের সাথে এমন আচরণই করেন আল্লাহ	৩৭-সাফ্‌ফাত	৩৪	৮৫৮
অমরত্ব দান করা প্রসঙ্গ (আল্লাহ কাউকে অমর করেননি)	২১-আম্বিয়া	৩৪	৭৫২
অশ্লীল কাজ করা (লূত সম্প্রদায়ের সমকামিতা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮০	৬২০
অশ্লীলকাজ জগতের কেউ করেনি (লূত সম্প্রদায়ের মত)	২৯-আনকাবূত	২৮	৮১৪
অসুবিধা আরোপ করা (দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ অসুবিধা আরোপ করেননি)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
'আগামীকাল করব' বলা নিষেধ যে কোন বিষয়ে (ইনশাআল্লাহ প্র.)	১৮-কাহ্‌ফ	২৩	৭২৬
আচরণ(ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের উপাস্যগুলোর সাথে আচরণ করা...)	২১-আম্বিয়া	৫৯	৭৫৪
আত্মসমর্পণ (জালিম মৃত্যুকালে পাপ অস্বীকার ও আত্মসমর্পণ করে)	১৬-নাহ্‌ল	২৮	৭০৫
আদেশ পালন করতে বললেন ইসমাঈল পিতাকে...	৩৭-সাফ্‌ফাত	১০২	৮৬২

বিষয়বস্তু/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আলোকপ্রদ করেছেন আল্লাহ দ্বিনকে	২৭-নামল	৮৬	৮০৭
আল্লাহ তাই করেন যা ইচ্ছা করেন	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
আল্লাহ তাই করেন যা করার ইচ্ছা করেন	৮৫-বুরূজ	১৬	১০১৬
আল্লাহ যে আচরণ জালিমদের সাথে করেছিলেন তা সুস্পষ্ট	১৪-ইবরাহীম	৪৫	৬৯৭
আল্লাহ যা করেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না	২১-আম্বিয়া	২৩	৭৫১
আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
আল্লাহর করা(সৃষ্টিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজ আল্লাহ করবেনই)	২১-আম্বিয়া	১০৪	৭৫৭
আল্লাহ করেছেন(দাউদ আ. /সুলাইমানকে প্রজ্ঞা/জ্ঞান দান প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
আল্লাহর (মানুষকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কি করবেন ? কৃতজ্ঞতা প্র)	৪-নিসা	১৪৭	৫৭৫
আল্লাহ তামাশার সামগ্রী গ্রহণ করেননি	২১-আম্বিয়া	১৭	৭৫১
আল্লাহ তা করেন যা ইচ্ছা করেন...	৩-আলে ইমরান	৪০	৫৪০
আল্লাহ যা চান তাই করেন	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই করেন...(ঈমান প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
ইউসুফের ভাইয়েরা যদি কিছু করতেই চায় ইউসুফের ব্যাপারে	১২-ইউসুফ	১০	৬৭৭
ইউসুফ আ. যদি না করে, আযীযের স্ত্রী যা আদেশ করে, তবে তাকে...	১২-ইউসুফ	৩২	৬৭৯
ইউসুফের সাথে কী আচরণ করেছে ভাইয়েরা	১২-ইউসুফ	৮৯	৬৮৫
ইবরাহীমকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী করার জন্য দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৫	৭৯২
উপাস্য/মূর্তির সাথে ইবরাহীমের আচরণ করা (মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬২	৭৫৪
উপাস্যদের জন্য কিছু করতে চাইলে সাহায্য করা(মূর্তিভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬৮	৭৫৪
উপদেশ মান্য করলে মুনাফিকদের জন্য ভাল ও মজবুত হত	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
কঠোর করা (আল্লাহ পথভ্রষ্ট করতে চাইলে বক্ষ কঠোর করে দেন)	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৪
কবিরা এমন কিছু বলে যা তারা করে না	২৬-শু'আরা	২২৬	৭৯৯
কল্যাণকর কাজ যা মানুষ করে সে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
কাফিরদের পূর্ববর্তীরাও মৃত্যুর ফেরেশতা/শাস্তি আসার প্রতীক্ষা করত	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
ক্ষতিগ্রস্ত করা (ইবরাহীমের সম্প্রদায়কে আল্লাহ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করেন)	২১-আম্বিয়া	৭০	৭৫৪
ক্ষতিগ্রস্ত করা পাপাচার (ঋণের লেখক ও সাক্ষীকে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
চর্বিত ঘাসের মত করা (হাতীওয়ালাদের পরিণতি)	১০৫-ফীল	৫	১০৩৩
চূর্ণ-বিচূর্ণ করা (ইবরাহীম আ. কর্তৃক মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা)	২১-আম্বিয়া	৫৮	৭৫৪
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে আদ জাতিকে	৫১-যারিয়াত	৪২	৯২৭
ধ্বংস করেন আল্লাহ অপরাধীদের ...	৭৭-মুরসালাত	১৮	৯৯৭
নহর প্রবাহিত করা(আল্লাহ পৃথিবীতে নহর প্রবাহিত করেছেন)	২৭-নামল	৬১	৮০৫
নিরাপদ(মক্কা নগরকে নিরাপদ করার জন্য ইবরাহীমের দোয়া)	১৪-ইবরাহীম	৩৫	৬৯৬
নির্দেশানুসারে কাজ করা (মূসার সম্প্রদায়ের গরু জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৮	৫০৮
নিজেরা যা করে সেজন্য উৎফুল্ল (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৮৮	৫৫৪
নিদর্শন করেছেন আল্লাহ (মারইয়াম ও তার পুত্রকে)	২৩-মু'মিনূন	৫০	৭৬৯
পথ (আল্লাহ পৃথিবীতে বহু পথ করে দিয়েছেন)	৪৩-যুখরুফ	১০	৮৯৬
পথ(আল্লাহ পথ করে না দেয়া পর্যন্ত ব্যভিচারীনিকে আবদ্ধ রাখা)	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
পরীক্ষা (শয়তানের নিক্ষিপ্ত বস্তু লোকদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করা)	২২-হাজ্জ	৫৩	৭৬৩
প্রতিপালক তাই করেন যা ইচ্ছা করেন	১১-হূদ	১০৭	৬৭৫
প্রতিপালক কেমন (আচরণ) করেছেন আদ জাতির সাথে	৮৯-ফাজ্‌র	৬	১০২১
প্রতিফল (কাফিরগণ যা করত তার প্রতিফল দেয়া হবে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৩৯	৮৫৮
প্রতিনিধি (আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টি তাই করে যা আল্লাহ নির্দেশ দেন	১৬-নাহ্‌ল	৫০	৭০৭
ফেরেশতারা তা-ই করে যা নির্দেশ দেয়া হয় (জাহান্নাম প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	৬	৯৭০
বড় মূর্তিটি মূর্তি ভাঙ্গার কাজ করেছে (ইবরাহীমের যুক্তি)	২১-আম্বিয়া	৬৩	৭৫৪
বনী ইসরাঈল যা করেছে তার পরিণতি(কিতাবের এক অংশে ঈমান)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
বন্ধ্যা করা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করে দেন)	৪২-শূরা	৫০	৮৯৫
বাসযোগ্য করা(আল্লাহ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছেন)	২৭-নামল	৬১	৮০৫
বের হওয়ার পথ করে দেন আল্লাহ (আল্লাহকে ভয় করলে)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
ব্যভিচার করলে চার জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত করেন প্রতিপালক (হাতীওয়ালাদের ষড়যন্ত্রকে)	১০৫-ফীল	২	১০৩৩
মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল তাকে দেয়া হবে	৪-নিসা	১২৩	৫৭২
মন্দকাজ করা (ইহুদিরা যে মন্দ কাজ করত তা থেকে নিষেধ না করা)	৫-মায়িদা	৭৯	৫৯০
মন্দকাজ করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্ষমা করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১১০	৫৭১
মন্দকাজ করার প্রতিফল অনুরূপ মন্দ (অপমান/আগুন)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
মন্দকাজ যারা করে তারা কি মনে করে যে সে আল্লাহকে ছাড়িয়ে যাবে?	২৯-আনকাবূত	৪	৮১৬
মানুষ যা করে/কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানেন	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
মানুষ যা করে/কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানেন	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
করা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মানুষ যে কাজই করুক আল্লাহ তার প্রত্যক্ষদর্শী	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
মানুষ যা (তৈরী)করে তাও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৩৭-সাফ্ফাত	৯৬	৮৬১
ফিতনা/বিদ্রোহ করত মুনাফিকরা (খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৪	৮৩৪
মুনাফিকদের অল্প সংখ্যকই নির্দেশ পালন করত (বিধিবদ্ধ করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
মুশরিকরা সন্তান হত্যা করত না (আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
মুমিনদের নির্যাতন করা প্রত্যক্ষ করছিল (গর্তওয়ালা)	৮৫-বুরূজ	৭	১০১৫
মুমিনরা যা করে না তা কেন বলে	৬১-সাফ্ফ	২	৯৬০
মুশরিকদের পূর্ববর্তীরাও এরূপ করত (শিরকের পক্ষে উদ্ভট যুক্তি প্র.)	১৬-নাহ্ল	৩৫	৭০৫
মূসার কিবতি হত্যা করা (পথহারা অবস্থায়)	২৬-শু'আরা	২০	৭৮৯
মূসার যা করার তা করা (কিবতি হত্যা প্রসঙ্গে ফির'আউনের উক্তি)	২৬-শু'আরা	১৯	৭৮৯
যা করে না তা বলা (আল্লাহর কাছে বড়ই ঘৃণ্য কাজ)	৬১-সাফ্ফ	৩	৯৬০
রাজা-বাদশাহদের মত করা(জনপদ ধ্বংসের আশঙ্কা, সাবার রানীর)	২৭-নামল	৩৪	৮০২
রাতকে আল্লাহ বিশ্রামের উপযোগী করেছেন	২৭-নামল	৮৬	৮০৭
রাসূল স. এর সাথে আল্লাহ কী আচরণ করবেন তা তিনি (স.) জানেন না	৪৬-আহ্কাফ	৯	৯০৮
লূত সম্প্রদায়ের গর্হিত কাজ করা (প্রকাশ্য মজলিসে)	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
লূত সম্প্রদায় কর্তৃক দেখে-শুনে অশ্লীল কাজ করা	২৭-নামল	৫৪	৮০৪
শয়তান ওহী/প্ররোচিত করতনা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
শয়তান/ জ্বীনরা সুলাইমানের কাজ করত...	২১-আম্বিয়া	৮২	৭৫৫
শিরক করা (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকলে/শিরক করলে জালিম...)	১০-ইউনুস	১০৬	৬৬৪
ষড়যন্ত্রকে ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত করেন প্রতিপালক (হাতীওয়ালাদের)	১০৫-ফীল	২	১০৩৩
সংকীর্ণ করা (আল্লাহ পথভ্রষ্ট করতে চাইলে বক্ষ সংকীর্ণ করে দেন)	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
সঙ্গী করা (হারূনকে জালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী না করা)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
সৎকাজ (যারা সৎকাজ করে তাদের প্রতিদান নষ্ট করেন না আল্লাহ)	১৮-কাহ্ফ	৩০	৭২৭
সৎকাজ (সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য সুন্দর প্রতিদান..)	১৮-কাহ্ফ	২	৭২৪
সৎকাজ/দান-খয়রাত/আপোষের জন্য নির্দেশ দানের কাজ করা	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
সমতল করা (আল্লাহর জ্যোতির প্রকাশ পাহাড়কে সমতল করে দিল)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
সমান করা মসজিদুল হারামে অবস্থানকারী ও বহিরাগত লোককে	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে অপমানিত করা(সাবার রানীর আশঙ্কা)	২৭-নামল	৩৪	৮০২
সহজ করা (আল্লাহকে ভয় করলে তিনি কাজ সহজ করে দেন)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
সুদ বর্জন না করলে আল্লাহ-রাসূল স. এর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা	২-বাক্বারা	২৭৯	৫৩৩
হৃদ্যতা গোপন করে যে, সে সরল পথ হারিয়েছে	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
করা/কর্ম			
অবগত (মানুষের কাজ/কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত)	৩৩-আহযাব	২	৮৩৩
অবগত(মানুষ যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত)	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
কাফিরদের করা কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত করবেন	৩১-লুকমান	২৩	৮২৮
জালিমদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন	১৪-ইবরাহীম	৪২	৬৯৭
জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব না করেই নিদর্শনকে মিথ্যা অভিহিত করা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৮৪	৮০৭
পরিণতি(আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণতি, ক্ষুধা/ভীতি...)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
প্রতিফল দেয়া হবে প্রত্যেককে নিজ কর্মের .. (কিয়ামতে)	৩৬-ইয়াসীন	৫৪	৮৫৫
প্রতিফল (মন্দকাজের প্রতিফল,অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ...)	২৭-নামল	৯০	৮০৭
মানুষ যা করেছিল তার প্রতিফলস্বরূপ জাহান্নাম	৫২-তূর	১৬	৯২৯
মানুষ যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
মানুষের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন	২৭-নামল	৯৩	৮০৭
মানুষের সকল কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
মিথ্যাবাদী আখ্যাদানকারীরা যা করে সে ব্যাপারে রাসূল স. দায়মুক্ত	১০-ইউনুস	৪১	৬৫৮
মুত্তাকীরা যা করেছে তার পুরস্কার (জান্নাতে তৃপ্তির সাথে পানাহার)	৫২-তূর	১৯	৯৩০
রাসূল স. যা করেন সে ব্যাপারে মিথ্যাবাদী আখ্যাদানকারীরা দায়মুক্ত	১০-ইউনুস	৪১	৬৫৮
শাস্তি (কাফিরদের কাজের ফলে শাস্তি আস্বাদন প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৫৫	৮২০
করা/বানানো			
আল্লাহ (পৃথিবীকে বাসযোগ্য ও আকাশকে ছাদ করেছেন)	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
উত্তরাধিকারী(আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানান)	২৭-নামল	৬২	৮০৫
এক উম্মত বানাতে পারতেন প্রতিপালক ইচ্ছা করলে (মানুষকে)	১১-হূদ	১১৮	৬৭৬
এক উম্মতভুক্ত করতেন মানুষকে (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন)	১৬-নাহ্ল	৯৩	৭১১
নবীগণকে এমন দেহবিশিষ্ট করা হয়নি যে খাবার খেতে হতনা	২১-আম্বিয়া	৮	৭৫০
নিক্ষেপের উপকরণ বানানো শয়তানের জন্য...	৬৭-মুলক	৫	৯৭২
নিদর্শন বানিয়েছেন আল্লাহ রাত ও দিনকে	১৭-ইসরা	১২	৭১৫
নিদর্শন (দিনের নিদর্শন বা সূর্যকে আলোকপ্রদ করেছেন আল্লাহ)	১৭-ইসরা	১২	৭১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রহরী (ফেরেশতাদেরকে জাহান্নামের প্রহরী বানিয়েছেন আল্লাহ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
বাণীবাহক (পাখাবিশিষ্ট ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ করেছেন)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
মানুষকে এক উম্মতভুক্ত করতেন (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন)	১৬-নাহ্ল	৯৩	৭১১
যমীনকে সুগম করেছেন আল্লাহ	৬৭-মুল্ক	১৫	৯৭৩
শরীক করা (আল্লাহর সাথে শরীক করা...)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
সংখ্যাগরিষ্ঠ করলেন আল্লাহ বনী ইসরাইলদেরকে (বিপর্যয়ের পর)	১৭-ইস্রা	৬	৭১৪
সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন প্রতিপালক মাছওয়ালা ইউনুসকে	৬৮-ক্বালাম	৫০	৯৭৭
স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে বর্তমান মানব প্রজন্মকে (পূর্ববর্তীদের)	১০-ইউনুস	১৪	৬৫৫
স্থলাভিষিক্ত (নূহের নৌযানের সঙ্গীদের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করা)	১০-ইউনুস	৭৩	৬৬১
হাত শৃঙ্খলিত করে রাখা (কৃপণতা) নিষিদ্ধ	১৭-ইস্রা	২৯	৭১৬
হালাল রিযিককে হারাম করতে আল্লাহ কি অনুমতি দিয়েছেন?	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
হূরদেরকে বানিয়েছেন আল্লাহ কুমারী	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩৬	৯৪৪
করুণা (আরো দেখুন রহমত/দয়া শব্দটি)			
মু'মিনদেরকে যেন করুণা পেয়ে না বসে (ব্যভিচারের শাস্তিদানে)	২৪-নূর	২	৭৭৪
সৃষ্টি (করুণা ও দয়া সৃষ্টি, ঈসার অনুসারীদের হৃদয়ে)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
করুণাময় (দেখুন দয়াময় শব্দটি)			
করে দেয়া			
পথ (আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের চলার পথ করে দিয়েছেন)	২০-ত্বা-হা	৫৩	৭৪৪
কর্জ (আরো দেখুন ঋণ শব্দটি)			
আল্লাহকে উত্তম কর্জ দান করলে বহুগুণে বাড়িয়ে দেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	১৮	৯৫০
আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিলে আল্লাহ তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন	৫৭-হাদীদ	১১	৯৪৯
আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়ার আহ্বান...	২-বাক্বারা	২৪৫	৫২৮
আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়ার নির্দেশ	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিলে পাপ ক্ষমা করবেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিলে তিনি তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭
উত্তম (আল্লাহকে উত্তম কর্জদান প্রসঙ্গ)	৫৭-হাদীদ	১৮	৯৫০
হাসানা (কর্জে হাসানা দেয়ার জন্য আল্লাহর আহ্বান)	২-বাক্বারা	২৪৫	৫২৮
কর্জে হাসানা (আরো দেখুন উত্তম ঋণ শব্দটি)			
আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিলে পাপ ক্ষমা করবেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়ার আহ্বান...	২-বাক্বারা	২৪৫	৫২৮
আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিলে তিনি তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭
কর্তন (আরো দেখুন কাটা শব্দটি)			
ফল কর্তন (প্রত্যুষে ফল কর্তন করতে বাগানওয়ালাদের কসম)	৬৮-ক্বালাম	১৭	৯৭৫
কর্তব্য (আরো দেখুন দায়িত্ব/করণীয় শব্দটি)			
আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে অবহেলাকারীদের আফসোস	৩৯-যুমার	৫৬	৮৭৬
মুত্তাকীদের কর্তব্য (তালাকপ্রাপ্তাকে ভোগ্যসামগ্রী দেয়া)	২-বাক্বারা	২৪১	৫২৮
মুত্তাকীদের কর্তব্য (সম্পদের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাওয়া)	২-বাক্বারা	১৮০	৫২০
সৎকর্মপরায়ণদেও কর্তব্য, তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে ন্যায় সঙ্গত...	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
কর্তিত (ধ্বংসপ্রাপ্ত)			
জনপদসমূহের কিছু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত	১১-হূদ	১০০	৬৭৫
কর্তিত ফসল			
বাগান কর্তিত ফসলে পরিণত হল (বিপর্যয় হানা দেয়ার পরে)	৬৮-ক্বালাম	২০	৯৭৬
কর্তিত শস্য			
জালিমদের অবস্থা কর্তিত শস্যের মত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর্তনাদ	২১-আম্বিয়া	১৫	৭৫১
কর্তৃত্ব (আরো দেখুন ক্ষমতা শব্দটি)			
শয়তানের কর্তৃত্ব নেই দুনিয়ায় (অনুসারীদের উপর)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
হাতে (সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা)	২৩-মু'মিনূন	৮৮	৭৭১
কর্পূর (কাফূর)			
মিশ্রণ (জান্নাতে পুণ্যবানদের পানীয়ের মিশ্রণ হবে কর্পূরের)	৭৬-দাহ্র	৫	৯৯৫
কর্ম (আরো দেখুন কাজ শব্দটি)			
আল্লাহ বিফল করে দিবেন (কাফিরদের কর্ম)	৪৭-মুহাম্মাদ	৯	৯১২
ইহুদী-নাসারাদের কর্ম (এর প্রতিফল) তাদের জন্য	২-বাক্বারা	১৩৭	৫১৫
উত্তম (কর্মে উত্তম কে, তা পরীক্ষার জন্য মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি)	৬৭-মুলক	২	৯৭২
কাফিরদের আরও মন্দ কর্ম রয়েছে যা তারা করে থাকে	২৩-মু'মিনূন	৬৩	৭৭০
কাফিরদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	১	৯১২
দৃষ্টিবান (আল্লাহ কর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিবান)	১১-হূদ	১১২	৬৭৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কর্ম (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নিষ্ফল হবে না (আল্লাহর পথে নিহতদের কর্ম)	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
নিষ্ফল করে দেবেন আল্লাহ (কাফিরদের সকল কাজ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৮	৯১২
পরিতাপরূপে কর্মকে দেখাবেন আল্লাহ (সমকক্ষের অনুসারীদেরকে)	২-বাক্বারা	১৬৭	৫১৮
পূর্ণদৃষ্টিবান আল্লাহ মানুষের কর্ম সম্পর্কে	৪৯-হুজুরাত	১৮	৯২১
বিনষ্ট হবেনা রাসূল স. এর আনুগত্য করলে	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৩	৯১৫
বিফল হবে (কাফিরদের)	১৮-কাহ্ফ	১০৫	৭৩৩
বিফল হয়ে যাবে অজান্তেই (নবীর সাথে উচ্চস্বরে কথা বললে)	৪৯-হুজুরাত	২	৯২০
বিফল (আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলায় কর্ম বিফল হওয়া)	৭-আ'রাফ	১৪৭	৬২৫
বিফল (আল্লাহ কাফিরদের কর্ম বিফল করে দিবেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩২	৯১৫
বিফল করবেন আল্লাহ (মুনাফিকদের কর্ম)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৮	৯১৪
বিফল (কর্ম বিফল পূর্ববর্তীদের যারা অনর্থক কথায় লিপ্ত থাকত)	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
বিফল (কর্ম বিফল হবে আয়াত অস্বীকারকারী ও...)	৩-আলে ইমরান	২২	৫৩৮
বিফল (কর্ম বিফল হবে, কাফির অবস্থায় মারা গেলে, দুনিয়া...)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
বিফল (কর্ম বিফল হবে তাদের যারা কসম করে বলত-)	৫-মায়িদা	৫৩	৫৮৭
বিফল (কর্ম বিফল তাদের যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করে)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
বেদুঈনদের কোন কর্ম হ্রাস করা হবে না ,আল্লাহর আনুগত্য করলে...	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের কসম(রূহ প্র.)	৭৯-নাযি'আত	৫	১০০৩
মুনাফিকদের কার্যকলাপ আল্লাহর জানা আছে	৪৭-মুহাম্মাদ	৩০	৯১৪
মুশরিকরা যা করে প্রতিপালক তা অবগত আছেন	১১-হূদ	১১১	৬৭৫
মুশরিকদের কর্মসমূহ (কর্মফল) পুরোপুরি প্রদান করবেন প্রতিপালক	১১-হূদ	১১১	৬৭৫
মুমিনদের কর্ম (এর প্রতিফল) মুমিনদের জন্য	২-বাক্বারা	১৩৯	৫১৫
মুমিনদের কর্মফল হ্রাস করা হবে না	৫২-তূর	২১	৯৩০
হ্রাস করা হবে না বেদুঈনদের কোন কর্ম ,আল্লাহর আনুগত্য করলে...	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
হ্রাস (মুমিনদের কর্মফল হ্রাস করা হবে না)	৫২-তূর	২১	৯৩০
কর্মচারী			
যাকাত আদায়ের কর্মচারীদের জন্য যাকাত ব্যয়...	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
কর্মপন্থা			
শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
কর্মফল (আরো দেখুন প্রতিদান শব্দটি)			
জান্নাত (মুত্তাকীদের কর্মফলস্বরূপ)	৪৩-যুখরুফ	৭২	৯০০
নষ্ট করেন না আল্লাহ (সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল)	১১-হূদ	১১৫	৬৭৬
মুত্তাকীদের কর্মফলস্বরূপ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হবে	৪৩-যুখরুফ	৭২	৯০০
সংশোধনকারীদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না	৭-আ'রাফ	১৭০	৬২৮
সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না	১২-ইউসুফ	৫৬	৬৮২
সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না	১২-ইউসুফ	৯০	৬৮৫
হ্রাস করেন না আল্লাহ (মুমিনদের কর্মফল)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৫	৯১৫
কর্মব্যস্ত			
দিনকে আল্লাহ কর্মব্যস্ত বানিয়েছেন	৭৮-নাবা	১১	১০০০
কর্মব্যস্ততা			
কর্মব্যস্ততা (রাসূল স. এর দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা, দিনের বেলা)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৭	৯৮৮
কর্মশীল			
কাজ (কর্মশীলের কাজ বিনষ্ট করেন না আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
প্রতিদান (সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম)	২৯-আনকাবূত	৫৮	৮২১
প্রতিদান (উত্তম প্রতিদান, কর্মশীলদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৩৬	৫৪৯
প্রতিদান(কর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম!)	৩৯-যুমার	৭৪	৮৭৭
কর্মী			
কাজ (কর্মীদের কাজ করা উচিত, জান্নাত লাভের জন্য)	৩৭-সাফ্ফাত	৬১	৮৫৯
কলঙ্ক			
মুমিনদের উপর আপতিত হতো(মুমিন নর-নারী পদদলিত হলে)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
কলম			
কসম (কলমের কসম করছেন আল্লাহ)	৬৮-ক্বালাম	১	৯৭৫
গাছ (পৃথিবীর সমস্ত গাছ কলম হলেও আল্লাহর বাণী লেখা শেষ হবেনা)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
নিক্ষেপ (কলম নিক্ষেপ করা, মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে)	৩-আলে ইমরান	৪৪	৫৪০
শিক্ষাদান (আল্লাহ মানুষকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন)	৯৬-আলাক	৪	১০২৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কলাগাছ			
কাঁদি ভরা কলাগাছের মাঝে জান্নাতে থাকবে ডানের সাথীরা	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৯	৯৪৪
কলুষিত			
নিজেকে কলুষিত করে যে, সে ব্যক্তি ব্যর্থ হবে	৯১-শাম্স	১০	১০২৪
কল্যণকামী			
ইবলিস কল্যাণকামী (আদম আ. ও তার স্ত্রীকে বলল ইবলিস...)	৭-আ'রাফ	২১	৬১৪
কল্যাণ (আরো দেখুন মঙ্গল শব্দটি)			
অকল্যাণ (কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে বলে কাফিররা)	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
অবতীর্ণ (প্রতিপালক যে কল্যাণ অবতীর্ণ করেন মূসা আ. তার ভিখারী)	২৮-কাসাস	২৪	৮১০
অবতীর্ণ (প্রতিপালক মহাকল্যাণ অবতীর্ণ করেছিলেন, মুত্তাকীরা বলবে)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
আকাশ-পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করা হত (জনপদবাসী ঈমান আনলে)	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
আখিরাতে কল্যাণই রয়েছে কাফিরদের জন্য (তাদের ধারণা)	৪১-ফুস্সিলাত	৫০	৮৯০
আনা (বোবাকে কোথাও পাঠালে সে কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না)	১৬-নাহ্ল	৭৬	৭০৯
আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ আসে	৪-নিসা	৭৯	৫৬৭
আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ আর অকল্যাণ নবী থেকে (মুনাফিক প্র.)	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
আল্লাহর কাছ থেকে যাদের জন্য কল্যাণ গত হয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে	২১-আম্বিয়া	১০১	৭৫৭
আল্লাহর হাতে কল্যাণ	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
আহ্বান (কল্যাণের দিকে আহ্বান করার একটি দল থাকা উচিত)	৩-আলে ইমরান	১০৪	৫৪৬
ইবরাহীমকে আল্লাহ দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করেন...	১৬-নাহ্ল	১২২	৭১৩
ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন না করার পরিণাম	৬-আন্'আম	১৫৮	৬১২
উত্তম (কল্যাণ উত্তম, ইয়াতীমদের জন্য)	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
উন্মুক্ত করা (ঈমান আনলে আকাশ-পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করা হত)	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
কাজ(কল্যাণের কাজ করতে ইসহাক আ. ও ইয়াকুবের প্রতি ওহী)	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
কান (নবী কল্যাণের জন্য কান...)	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
কাফিরদের কল্যাণের জন্য অবকাশ দেয়া হয় না	৩-আলে ইমরান	১৭৮	৫৫৩
কুরআন (কিয়ামতে মুত্তাকীরা কুরআনকে মহাকল্যাণ বলা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
কুরবানীর পশুতে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
গোপন কথায় কল্যাণ নেই (মুনাফিকদের প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
চাওয়া (মুনাফিকদের কল্যাণ ও সম্প্রীতি চাওয়ার মিথ্যা কসম)	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
ছামুদ জাতির কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ তাড়াতাড়ি পেতে চাওয়া	২৭-নামল	৪৬	৮০৪
জানতে পারা (দাসদের মাঝে কল্যাণ জানতে পারলে মুক্তির...)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
তাড়াতাড়ি (মানুষ কল্যাণকে তাড়াতাড়ি পেতে চায়...)	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
ত্বরান্বিত (কল্যাণ ত্বরান্বিত মনে করে মানুষ, আল্লাহ সাহায্য করলে...)	২৩-মু'মিনূন	৫৬	৭৬৯
দান (যাকে হিকমত দেয়া হয় তাকে বহু কল্যাণ দান করা হয়)	২-বাক্বারা	২৬৯	৫৩২
দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা	২-বাক্বারা	২০১	৫২২
দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দোয়া (মূসার)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
দুনিয়ায় (আল্লাহ ইবরাহীমকে দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করেন)	১৬-নাহ্ল	১২২	৭১৩
দুনিয়ার কল্যাণ সৎকর্মশীলদের জন্য	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
নবীর (আল্লাহ নবীর কল্যাণ করলে তিনি তো সর্বশক্তিমান)	৬-আন্'আম	১৭	৫৯৭
'নিচু' দের আল্লাহ কল্যাণ দিবেন না এমন নয় (নূহ আ. প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
পরীক্ষা (কল্যাণ ও অকল্যাণ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা)	৭-আ'রাফ	১৬৮	৬২৮
প্রতিশ্রুতি (জিহাদকারী/বসে থাকা মুমিনকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
প্রশান্ত(কল্যাণ আসলে দ্বিধার সাথে ইবাদাতকারী প্রশান্ত হয়)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
প্রার্থনা (কল্যাণ প্রার্থনায় মানুষ ক্লান্ত হয় না)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৯	৮৯০
প্রার্থনা (কল্যাণ প্রার্থনা করার মত অকল্যাণ প্রার্থনা করে মানুষ)	১৭-ইস্রা	১১	৭১৫
প্রার্থনা (দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা...)	২-বাক্বারা	২০১	৫২২
প্রতিশ্রুতি (কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে যারা...)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
প্রতিস্থাপন (আল্লাহ অকল্যাণের স্থানে কল্যাণ প্রতিস্থাপন করেন)	৭-আ'রাফ	৯৫	৬২১
ফিরআউনের অনুসারীদের কল্যাণ হলে বলত, 'এটা আমাদের জন্য'	৭-আ'রাফ	১৩১	৬২৪
ব্যয় (নিজেদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর পথে ব্যয়ের নির্দেশ)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
ভাল কাজের জন্য আল্লাহ কল্যাণ বাড়িয়ে দেন	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
ভালকাজের প্রতিদান কল্যাণ,জান্নাত ও অধিক কিছু	১০-ইউনুস	২৬	৬৫৬
মুমিনদেরকে কল্যাণ স্পর্শ করলে তা কাফিরদেরকে কষ্ট দেয়	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭
মুমিনদের নিজেদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর পথে ব্যয়ের নির্দেশ	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
মুমিনদের প্রতি কল্যাণ অবতীর্ণ (কাফির/মুশরিকরা চায়না)	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
রাসূল স. ও ঈমানদারদের জন্য কল্যাণ	৯-তাওবা	৮৮	৬৪৯
রাসূল স. এর কল্যাণ ঘটলে তা কষ্ট দেয় তাদেরকে যারা...	৯-তাওবা	৫০	৬৪৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কল্যাণ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
রোধ করার কেউ নেই (আল্লাহ্ কল্যাণ চাইলে)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
লাভ করতেন রাসূল স. অনেক কল্যাণ (অদৃশ্য জানলে)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
লাভ করেনি কাফিররা কল্যাণ (খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৫	৮৩৫
সৎকর্মশীলদের জন্য দুনিয়ার কল্যাণ	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
সৎকর্মশীল মুত্তাকীদের জন্য কল্যাণ আছে	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
সাড়াদানকারীর জন্য কল্যাণ রয়েছে (প্রতিপালকের ডাকে)	১৩-রা'দ	১৮	৬৯০
স্ত্রীর মধ্যে (অপছন্দনীয় স্ত্রীর মধ্যেও আল্লাহ্ কল্যাণ রাখতে পারেন)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
স্পর্শ (কল্যাণ স্পর্শ করলে মানুষ কৃপণ হয়)	৭০-মা'আরিজ	২১	৯৮২
কল্যাণকর			
অগ্রগামী (কতক মনোনীত বান্দা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী)	৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
অপছন্দনীয় বিষয় কল্যাণকর হতে পারে	২-বাক্বারা	২১৬	৫২৪
অস্বীকার করা হবে না কল্যাণকর কাজ (মুমিন আহলে কিতাবের)	৩-আলে ইমরান	১১৫	৫৪৭
ঈমান আনা কল্যাণকর (মানুষকে ঈমানের আহ্বান)	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
কাফিরদের জন্য কল্যাণকর (যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়া...)	৮-আনফাল	১৯	৬৩৩
কৃপণরা যেন কল্যাণকর মনে না করে আল্লাহ্র দেয়া অনুগ্রহকে	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
দ্রুতধাবিত (কল্যাণকর কাজে দ্রুতধাবিত, মুমিনগণ)	২৩-মু'মিনূন	৬১	৭৬৯
দ্রুত ধাবিত হয় কল্যাণকর কাজে, আহলে কিতাবদের একদল)	৩-আলে ইমরান	১১৪	৫৪৭
নিজেদের জন্য কল্যাণকর কাজের প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
প্রতিযোগিতা (কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৪৮	৫১৬
প্রতিযোগিতা (কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
বাধা (কল্যাণকাজে বাধাদানকারীকে শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে)	৫০-ক্বাফ	২৫	৯২৩
বিরত থাকা কল্যাণকর (ইলাহ্ তিনজন বলা থেকে)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
মাপ/ওজন পুরোপুরি দেয়া মু'মিদের জন্য কল্যাণকর (শু'আইব প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
মুনাফিকদের জন্য কল্যাণকর হত যদি তারা সত্যবাদী হত..	৪৭-মুহাম্মাদ	২১	৯১৪
মু'মিনরা কল্যাণকর (মু'মিনদের জন্য)	২৪-নূর	১১	৭৭৫
কল্যাণকর কাজ			
ধাবিত হওয়া (যাকারিয়া/ইয়াহ্ইয়া কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হত)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
বাধাদানকারী (কল্যাণকাজে বাধাদানকারী আনুগত্য করা যাবে না)	৬৮-ক্বালাম	১২	৯৭৫
মানুষের কল্যাণকর কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
কল্যাণ কামনা			
আল্লাহ্ ও রাসূল স. এর কল্যাণ কামনাকারী দুর্বল ও পীড়িতদের দোষ নেই	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯
কল্যাণকামী (আরো দেখুন শুভাকাঙ্ক্ষী শব্দটি)			
মূসার কল্যাণকামী ব্যক্তি মূসাকে শহর থেকে বের হয়ে যেতে বলল	২৮-কাসাস	২০	৮০৯
মূসার কল্যাণকামী হবে এমন পরিবারের সন্ধান	২৮-কাসাস	১২	৮০৮
হূদ আ. কল্যাণকামী ও বিশ্বস্ত	৭-আ'রাফ	৬৮	৬১৯
কল্যাণকারী			
কল্যাণকারীকে আল্লাহ্ জানেন	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
কল্যাণ (বরকত)			
অবতরণ(বরকত/কল্যাণসহ নূহকে নৌকা থেকে অবতরণের নির্দেশ)	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
কল্যাণময়			
বাণী (বনী ইসারাঈল সম্পর্কে প্রতিপালকের কল্যাণময় বাণী...)	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
কল্যাণরূপে			
প্রেরিত (কল্যাণরূপে প্রেরিতদের... কসম)	৭৭-মুর্সালাত	১	৯৯৭
কল্পনা			
জালিমদের কল্পনাতীত বিষয় কিয়ামতে প্রকাশিত হবে	৩৯-যুমার	৪৭	৮৭৫
কষা			
কাফিরদেরকে কষে বাঁধা (যুদ্ধে পরাভূত করার পর)	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
কষ্ট (আরো দেখুন দুঃখ শব্দটি)			
অভিযোগ (দুঃখ ও কষ্টের অভিযোগ করছেন ইয়াকুব আ. আল্লাহ্র কাছে)	১২-ইউসুফ	৮৬	৬৮৫
আল্লাহ কষ্টে ফেলতে পারতেন (ইয়াতীমদের ব্যাপারে)	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
আল্লাহর জন্য মুনাফিক কষ্টের শিকার হলে তাকে শাস্তি ভাবে	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
উপেক্ষা (নবীকে কাফির-মুনাফিকদের দেয়া কষ্ট উপেক্ষা করার নির্দেশ)	৩৩-আহ্যাব	৪৮	৮৩৭
কাফিরদেরকে কষ্ট দেয় মুমিনদের কল্যাণ	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭
গর্ভধারণে মায়ের কষ্ট (কষ্টের পর কষ্ট বরণ)	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
গর্ভধারণের কষ্ট (মা সন্তানকে কষ্টের সাথে গর্ভধারণ করে)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
চাপানো (কষ্ট চাপিয়ে দিবেন আল্লাহ্ ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার প্রতি)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৭	৯৯০
দান (কষ্টদায়ক দানের চেয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা/ক্ষমা উত্তম)	২-বাক্বারা	২৬৩	৫৩১
দান-সদকার পর কষ্ট দিয়ে সেগুলো নষ্ট না করা	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
দানের পর কষ্ট/খোঁটা না দেয়ার প্রতিদান	২-বাক্বারা	২৬২	৫৩১
দূরকারী(আল্লাহ্ কাউকে কষ্ট দিলে তিনি ছাড়া দূরকারী কেউ নেই)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
নবীকে কষ্ট দেয় (তার ঘরে কথাবার্তায় মশগুল হওয়া)	৩৩-আহ্যাব	৫৩	৮৩৮
নবীকে কষ্ট দেয় যারা...	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
পিতামাতাকে, বালকটির কুফরী ও বিদ্রোহাচরণ (খিজির আ.এর আশংকা)	১৮-কাহ্ফ	৮০	৭৩১
পৌঁছাতে মানুষের কষ্ট হয় এমন স্থানে পশু তার বহন করে নিয়ে যায়	১৬-নাহ্ল	৭	৭০৩
প্রকাশ করলে কষ্ট এমন প্রশ্ন করা নিষেধ...	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
প্রসবের কষ্ট (মা সন্তানকে কষ্টের সাথে প্রসব করে)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
বৃষ্টির কারণে কষ্ট হলে অস্ত্র রেখে দেয়া যাবে	৪-নিসা	১০২	৫৭০
ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে কষ্ট দেয়া প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৬	৫৫৮
মাকে কষ্ট দেয়া যাবে না সন্তানের জন্য	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
মায়ের গর্ভধারণের কষ্ট (কষ্টের পর কষ্ট বরণ)	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
মাসিক রক্তস্রাব কষ্ট বিশেষ	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
মাথায় কষ্টের কারণে মাথামুন্ডন করে ফেললে (হজ্জ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
মুমিনরা কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে মুশরিকদের থেকে	৩-আলে ইমরান	১৮৬	৫৫৪
মুমিনরা কষ্ট পেত যদি রাসূল স. অনেক বিষয়ে তাদের কথা শুনতেন..	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
মুমিনদেরকে কিছু কষ্ট দেয়া ছাড়া কোন ক্ষতি করতে পারবে না...	৩-আলে ইমরান	১১১	৫৪৬
মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়া হবে না (পর্দা করলে)	৩৩-আহ্যাব	৫৯	৮৩৯
মুমিনরা যে কষ্ট পায় তা রাসূল স. এর নিকট কঠিন)	৯-তাওবা	১২৮	৬৫৩
মুমিনকে কষ্ট দেয়া অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ	৩৩-আহ্যাব	৫৮	৮৩৯
মূসা আ.কে কেন কষ্ট দিচ্ছে তার সম্প্রদায় (মূসা আ.এর প্রশ্ন...)	৬১-সাফ্ফ	৪	৯৬০
মূসা আ.কে কষ্ট দানকারীর মত না হওয়ার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৩৩-আহ্যাব	৬৯	৮৩৯
মূসা আ.কে কষ্ট দিতে চান না মেয়ে দু'টির পিতা	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
রাসূলদেরকে (কাফির কর্তৃক...)	১৪-ইবরাহীম	১২	৬৯৪
রাসূল স. কে কষ্টদাতাকে আল্লাহ্ লানত করেন	৩৩-আহ্যাব	৫৭	৮৩৮
রাসূল স. কে যেন কষ্ট না দেয় (কাফিরের কুফরী)	৩১-লুকমান	২৩	৮২৮
রাসূল স. কে যেন কষ্ট না দেয় (মুশরিকদের কথা)	১০-ইউনুস	৬৫	৬৬০
রাসূল স. এর কল্যাণ কষ্ট দেয় তাদেরকে যারা ঈমান আনেনি	৯-তাওবা	৫০	৬৪৫
রাসূল স. কে কষ্ট দেয় যারা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি...	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
রাসূল স. কে কষ্ট দেয়া মুমিনদের জন্য সমীচীন নয়	৩৩-আহ্যাব	৫৩	৮৩৮
রাসূলগণকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল (সাহায্য না আসা পর্যন্ত)	৬-আন্'আম	৩৪	৫৯৯
শয়তান কষ্ট ও শাস্তি দ্বারা স্পর্শ করেছে আইয়ুবকে	৩৮-সোয়াদ	৪১	৮৬৮
সাহায্য না আসা পর্যন্ত রাসূলগণকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল	৬-আন্'আম	৩৪	৫৯৯
স্পর্শ করে না (জান্নাতে কষ্ট স্পর্শ করে না)	৩৫-ফাতির	৩৫	৮৪৯
স্পর্শ (আল্লাহ্ কাউকে কষ্ট দিয়ে স্পর্শ করলে তা দূর করার কেউ নেই)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
স্বস্তি (কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে)	৯৪-ইন্শিরাহ্	৫	১০২৭
স্বস্তি (কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে)	৯৪-ইন্শিরাহ্	৬	১০২৭
স্বস্তি (আল্লাহ্ কষ্টের পর স্বস্তি দেন,তালাকপ্রাপ্তার জন্য ব্যয়)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
কষ্টকর			
সফর (কষ্টকর সফর সদূর মনে হল তাদের নিকট যারা যুদ্ধে যায়নি)	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
কষ্টসাধ্য			
চাবি বহন কষ্টসাধ্য ছিল, একটি শক্তিশালী দলের পক্ষেও	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
কসম (আরো দেখুন শপথ শব্দটি)			
অজুহাত পেশকারীরা কসম করবে (মুমিনদেরকে সন্তুষ্টির জন্য)	৯-তাওবা	৯৬	৬৫০
অদৃশ্য বস্তুর কসম (আল্লাহ্ করেন)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৮	৯৮০
অপরাধীরা কসম করে বলবে কিয়ামতে (দুনিয়ায় অবস্থান সম্পর্কে)	৩০-রূম	৫৫	৮২৬
অবসান (আল্লাহ্ কসম অবসানের বিধান বর্ণনা করেছেন)	৬৬-তাহ্রীম	২	৯৭০
অর্পণকারীদের (উপদেশ অর্পণকারীদের কসম...)	৭৭-মুর্সালাত	৫	৯৯৭
অসার কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না আল্লাহ্	২-বাক্বারা	২২৫	৫২৫
অসার কসমের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকড়াও করবেন না	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কসম (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আকাশের (বহুপথ বিশিষ্ট আকাশের কসম)	৫১-যারিয়াত	৭	৯২৫
আকাশের (বৃষ্টিবাহী আকাশের কসম)	৮৬-তারিক	১১	১০১৭
আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তার কসম	৯১-শাম্‌স	৫	১০২৪
আকাশের কসম	৮৬-তারিক	১	১০১৭
আত্মার কসম (তিরস্কারকারী আত্মার কসম)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	২	৯৯৩
আদম আ. ও তার স্ত্রীর কাছে কসম করল শয়তান...	৭-আ'রাফ	২১	৬১৪
আল্লহর কসম (আমরা মিসরে ফাসাদ সৃষ্টি করতে অসিনি...)	১২-ইউসুফ	৭৩	৬৮৩
আলোকিত দিনের কসম	৯১-শাম্‌স	৩	১০২৪
আল্লাহ কসম করেছেন (পশ্চাদগামী নক্ষত্রের)	৮১-তাকভীর	১৫	১০০৮
আল্লাহর (মানুষের দেখা ও অদেখা বস্তুর কসম)	৬৯-হাক্কাহ্‌	৩৮	৯৮০
আল্লাহ্‌র নামে ছামুদ সম্প্রদায়ের কসম (সালিহকে আক্রমণ প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৯	৮০৪
আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম (মুশরিকদের)	৬-আন্‌'আম	২৩	৫৯৮
আল্লাহর কসম করে জান্নাতী ব্যক্তি জাহান্নামিকে বলবে...	৩৭-সাফ্‌ফাত	৫৬	৮৫৯
আল্লাহর কসম করে বলবে অজুহাত পেশকারীরা	৯-তাওবা	৯৫	৬৫০
আল্লাহ্‌র কসম করে বলবে যারা যুদ্ধে যায়নি (তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
আল্লাহ্‌র কসম করে বলবে, ক্ষতির জন্য মসজিদ নির্মাণকারীরা...	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
আল্লাহ্‌র কসম করে মুনাফিকরা (মুমিনদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য)	৯-তাওবা	৬২	৬৪৬
আল্লাহর কসম করে মুনাফিক/কাফিররা বলে তারা মুমিন	৯-তাওবা	৫৬	৬৪৬
আল্লাহ্‌র কসম! মুশরিকদের মিথ্যারচনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবেই	১৬-নাহ্‌ল	৫৬	৭০৭
আল্লাহর কসম যিনি নর ও নারীর স্রষ্টা	৯২-লাইল	৩	১০২৫
আল্লাহর কসম (ইউসুফ আ.এর সৎভাইদের কুসম উদ্দেশ্যে)	১২-ইউসুফ	৯১	৬৮৫
আল্লাহর কসম (ইউসুফ আ.এর সৎভাইদের কুসম উদ্দেশ্যে)	১২-ইউসুফ	৯৫	৬৮৫
আল্লাহ্‌র কসম! (উম্মতদের মাঝে রাসূল প্রেরণ ও শয়তান প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৬৩	৭০৮
আল্লাহর কসম করে ইবলিসের বাহিনী জাহান্নামে বলবে...	২৬-শু'আরা	৯৭	৭৯৩
আল্লাহর কসম করে ইয়াকুব আ.কে বলল (পুত্ররা)	১২-ইউসুফ	৮৫	৬৮৫
আল্লাহর কসম করে কাফির ও মুনাফিকরা বলে...	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
আল্লাহ্‌র নামে কাফি.দের দৃঢ় কসম (পুনরুত্থিত না করা সম্পর্কে)	১৬-নাহ্‌ল	৩৮	৭০৬
আল্লাহর নামে ইবরাহীম আ.এর কসম (মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৫৭	৭৫৪
আল্লাহর নামে কসম করে যারা মুমিনদেরকে বলত...	৫-মায়িদা	৫৩	৫৮৭
আল্লাহর ক্ষমতার কসম করল ইবলিস	৩৮-সোয়াদ	৮২	৮৭০
আল্লাহর নামে কাফিররা দৃঢ় কসম করে ঈমান প্রসঙ্গে	৬-আন্‌'আম	১০৯	৬০৬
উদয়াচল ও অস্তাচলের প্রতিপালকের কসম	৭০-মা'আরিজ	৪০	৯৮৩
ঊষার (ফজরের) কসম	৮৯-ফাজ্‌র	১	১০২১
কলমের কসম করছেন আল্লাহ	৬৮-ক্বালাম	১	৯৭৫
কসম (অন্য সাক্ষীদের কসম, সাক্ষীদের কসমের পর...)	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
কসম (রাসূল স. এর জীবনের কসম করছেন আল্লাহ)	১৫-হিজর	৭২	৭০১
কাফফারা (কসম ভঙ্গের কাফফারা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
কিছু না দেয়ার কসম যেন না করে প্রাচুর্যের অধিকারীরা	২৪-নূর	২২	৭৭৬
কিতাবের (সুস্পষ্ট কিতাবের কসম করছেন আল্লাহ)	৪৪-দুখান	২	৯০২
কিতাবের (সুস্পষ্ট কিতাবের কসম)	৪৩-যুখরুফ	২	৮৯৬
কিয়ামতের দিনের কসম	৭৫-কিয়ামাহ্‌	১	৯৯৩
কুরআনের (প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম)	৩৬-ইয়াসীন	২	৮৫১
কুরআনের (উপদেশপূর্ণ কুরআনের কসম)	৩৮-সোয়াদ	১	৮৬৬
ঘোড়ার কসম যা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়...	১০০-'আদিয়াত	১	১০৩০
চাঁদের কসম	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৩২	৯৯১
চাঁদের কসম (যখন সূর্যের পর আর্বিভূত হয়)	৯১-শাম্‌স	২	১০২৪
ছাদের কসম	৫২-তূর	৫	৯২৯
জন্মদাতার কসম ও যাকে জন্ম দিয়েছে তার কসম	৯০-বালাদ	৩	১০২৩
জমিনের (বিদীর্ণ জমিনের কসম)	৮৬-তারিক	১২	১০১৭
জাহান্নামবাসীরা কসম করে বলত জান্নাতীদের ব্যাপারে (দুনিয়াতে)	৭-আ'রাফ	৪৯	৬১৭
জোড় ও বেজোড়ের কসম	৮৯-ফাজ্‌র	৩	১০২১
ঢাল (কসমের ব্যাপারে ঢাল বানানো নিষেধ, আল্লাহকে)	২-বাক্বারা	২২৪	৫২৫
ঢাল (মিথ্যা কসমকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে, মুনাফিকরা)	৫৮-মুজাদালা	১৬	৯৫৪
তারকার (যখন তা অস্তমিত হয়)	৫৩-নাজম	১	৯৩২
তীন ও যায়তুন এর কসম (আল্লাহ কসম করেছেন)	৯৫-তীন	১	১০২৭
তূর পর্বতের কসম	৫২-তূর	১	৯২৯
দশ রাতের কসম	৮৯-ফাজ্‌র	২	১০২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দিনের কসম যখন তা প্রকাশিত হয়	৯২-লাইল	২	১০২৫
দৃঢ় কসম (ঈমান প্রসঙ্গে কাফিররা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় কসম করে)	৬-আন্‌'আম	১০৯	৬০৬
দৃঢ় কসম করে মুনাফিকরা যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে	২৪-নূর	৫৩	৭৭৯
দৃঢ় কসম করে যারা বলত- আমরা তোমাদের সাথে...	৫-মায়িদা	৫৩	৫৮৭
দৃঢ় কসম(পুনরুত্থিত না করা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় কসম প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৩৮	৭০৬
দৃঢ় কসমের ব্যাপারে আল্লাহ পাকড়াও করবেন	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
ধাবমানদের (প্রবলভাবে ধাববানদের কসম...)	৭৭-মুর্‌সালাত	২	৯৯৭
নক্ষত্রপুঞ্জ বিশিষ্ট আকাশের কসম	৮৫-বুরূজ	১	১০১৫
নক্ষত্রসমূহের অস্তাচলের কসম	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৭৬	৯৪৬
নক্ষত্রসমূহের পতনস্থলের কসম	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৭৫	৯৪৬
নগরের (আল্লাহ নিরাপদ নগর/মক্কার কসম করেছেন)	৯৫-তীন	৩	১০২৭
নিকটতম দুজন হকদার কসম করে সাক্ষ্য দিবে (ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
নির্দেশ বণ্টনকারী ফেরেশতাদের কসম	৫১-যারিয়াত	৪	৯২৫
নৌযানের (সহজে চলাচলকারী নৌযানের কসম)	৫১-যারিয়াত	৩	৯২৫
পতন না হওয়ার ব্যাপারে জালিমদের কসম	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
পূর্বাহ্নের কসম	৯৩-দুহা	১	১০২৬
পৃথককারীদের (পূর্ণরূপে পৃথককারীদের কসম...)	৭৭-মুর্‌সালাত	৪	৯৯৭
পৃথিবীর এবং যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন তার কসম	৯১-শাম্‌স	৬	১০২৪
প্রতিশ্রুত দিনের (কিয়ামতের) কসম	৮৫-বুরূজ	২	১০১৫
প্রতিপালকের কসম (তিনি মানুষ ও শয়তানদেরকে একত্রিত...)	১৯-মারইয়াম	৬৮	৭৩৮
প্রতিপালকের কসম (তিনি অবশ্যই প্রশ্ন করবেন কাফিরদেরকে)	১৫-হিজর	৯২	৭০২
প্রতিপালকের কসম! পুনরুত্থান ও শাস্তি অবশ্যই সত্য	১০-ইউনুস	৫৩	৬৫৯
প্রতিপালকের কসম! (মুনাফিকদের ঈমান আনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬৫	৫৬৫
প্রেরিতদের (কল্যাণরূপে প্রেরিতদের কসম...)	৭৭-মুর্‌সালাত	১	৯৯৭
প্রতিপালকের (আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের কসম)	৫১-যারিয়াত	২৩	৯২৬
প্রত্যক্ষকারীর কসম	৮৫-বুরূজ	৩	১০১৫
প্রত্যক্ষ করা হয় যা তার কসম	৮৫-বুরূজ	৩	১০১৫
প্রভাতের কসম	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৩৪	৯৯১
প্রতিপালকের কসম করে কিয়ামতের সত্যতা স্বীকার	৬-আন্‌'আম	৩০	৫৯৮
প্রতিপালকের কসম (কাফিররা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে)	৬৪-তাগাবুন	৭	৯৬৬
প্রতিপালকের কসম (কাফিরদের স্বীকৃতি, কিয়ামত/শাস্তির সত্যতা...)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩৪	৯১১
প্রতিপালকের কসম (কিয়ামত আসবে)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
ফির'আউনের ইজ্জতের কসম করে জাদুকরদের বিজয়ী হওয়ার চ্যালেঞ্জ	২৬-শু'আরা	৪৪	৭৯০
ফেরেশতাদের কসম (যারা কাতারে কাতারে সারিবদ্ধ)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১	৮৫৭
বাগানওয়ালাদের কসম (প্রভাতে ফল কর্তন করার)	৬৮-ক্বালাম	১৭	৯৭৫
বাঁধন ছিন্নকারীদের (যারা সহজভাবে রূহের বাঁধন খুলে দেয়)	৭৯-নাযি'আত	২	১০০৩
বায়তুল মা'মূরের কসম	৫২-তূর	৪	৯২৯
বিক্ষিপ্তকারীদের (প্রবলভাবে বিক্ষিপ্তকারীদের কসম)	৫১-যারিয়াত	১	৯২৫
বিস্তারকারীদের (পূর্ণরূপে বিস্তারকারীদের কসম)	৭৭-মুর্‌সালাত	৩	৯৯৭
বুদ্ধিমানদের জন্য কসম রয়েছে (এ সকল বস্তুতে)	৮৯-ফাজ্‌র	৫	১০২১
বোঝা বহনকারীর কসম (মেঘ বহনকারী)	৫১-যারিয়াত	২	৯২৫
মক্কা নগরের কসম	৯০-বালাদ	১	১০২৩
মর্যাদাপূর্ণ কুরআনের কসম	৫০-ক্বাফ	১	৯২২
মানুষের কসম	৯১-শাম্‌স	৭	১০২৪
মিথ্যা কসম করে মুনাফিকরা (জেনেবুঝে)	৫৮-মুজাদালা	১৪	৯৫৩
মুশরিকদের কসম (নবী প্রেরিত হলে হেদায়াত লাভ প্রসঙ্গে)	৩৫-ফাতির	৪২	৮৫০
মুনাফিকরা কসম করে (দৃঢ় কসম)	২৪-নূর	৫৩	৭৭৯
মুনাফিকদেরকে কসম করতে নিষেধাজ্ঞা	২৪-নূর	৫৩	৭৭৯
মুনাফিকদের মিথ্যা কসম (কল্যাণ ও সম্প্রীতি চাওয়ার)	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র নিকট কসম করবে যেমন করে মু'মিনদের নিকট	৫৮-মুজাদালা	১৮	৯৫৪
মুনাফিকরা মু'মিনদের নিকট কসমের ন্যায় আল্লাহ্‌র নিকট কসম করবে	৫৮-মুজাদালা	১৮	৯৫৪
যায়তুন ও তীন এর কসম (আল্লাহ কসম করেছেন)	৯৫-তীন	১	১০২৭
রাতে আত্মপ্রকাশকারী উজ্জ্বল তারকার কসম	৮৬-তারিক	১	১০১৭
রাসূল স. এর বলার কসম (সম্প্রদায় ঈমান না আনা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৮৮	৯০১
রাতের কসম (যখন তা আচ্ছাদিত হয়)	৯১-শাম্‌স	৪	১০২৪
রাতের কসম	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৩২	৯৯১
রাতের কসম যখন তা আচ্ছাদিত করে	৯২-লাইল	১	১০২৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কসম (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
রাতের কসম যখন তা নিঝুম হয়	৯৩-দুহা	২	১০২৬
রাতের কসম (যখন তার অবসান হয়)	৮১-তাকভীর	১৭	১০০৮
রাতের কসম (যখন রাত গত হতে থাকে)	৮৯-ফাজ্‌র	৪	১০২১
লিখিত কিতাবের কসম	৫২-তূর	২	৯২৯
সকাল বেলার কসম (যখন তা নিঃশ্বাস নেয়)	৮১-তাকভীর	১৮	১০০৮
সন্ধ্যাকালীন লালিমার কসম	৮৪-ইন্‌শিকাক্	১৬	১০১৩
সমুদ্র (স্ফীত সমুদ্রের কসম)	৫২-তূর	৬	৯২৯
সময়ের কসম (আল্লাহ করেছেন)	১০৩-আস্‌র	১	১০৩২
সাক্ষী দুজনকে কসম দেয়া হবে (ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
সাক্ষীদের কসমের পর অন্য সাক্ষীদের কসম...	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
সাঁতার কেটে যাওয়া ফেরেশতাদের (রূহ নিয়ে)	৭৯-নাযি'আত	৩	১০০৩
সিনাই পর্বতের কসম করেছেন আল্লাহ	৯৫-তীন	২	১০২৭
সূর্য ও তার কিরণের কসম	৯১-শাম্‌স	১	১০২৪
স্রষ্টার কসম যিনি নর ও নারীর স্রষ্টা	৯২-লাইল	৩	১০২৫
হরণকারী ফেরেশতাদের (যারা ডুব দিয়ে প্রাণ হরণ করে)...	৭৯-নাযি'আত	১	১০০৩
হেফাজত (কসম হেফাজত করার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
কসমকারী			
বেশি বেশি কসমকারীর আনুগত্য করা যাবে না	৬৮-ক্বালাম	১০	৯৭৫
কসম ভঙ্গ			
আইউব আ.কে কসম ভঙ্গ না করার নির্দেশ	৩৮-সোয়াদ	৪৪	৮৬৮
কসর নামাজ			
ভ্রমণরত অবস্থায় কসর নামাজ (শত্রুর ফিতনার আশঙ্কায়)	৪-নিসা	১০১	৫৭০
কাওছার (আরো দেখুন হাউজ শব্দটি)			
নবীকে কাওছার দান করেছেন আল্লাহ	১০৮-কাওছার	১	১০৩৪
কাঁচ			
কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
কাঁচের অবরণের মধ্যে প্রদীপ, আল্লাহর নূরের উপমা...)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
কাঁটাবিহীন			
কুলগাছ (কাঁটা বিহীন কুল গাছের মাঝে থাকবে ডানের সাথীরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৮	৯৪৪
কাঁটাযুক্ত গুল্ম			
জাহান্নামিদের খাদ্য (কাঁটাযুক্ত গুল্ম)	৮৮-গাশিয়াহ্	৬	১০১৯
কাঁদা (আরো দেখুন কান্না শব্দটি)			
কিয়ামতের কথা শুনে কান্না করে না (কাফিররা)	৫৩-নাজম	৬০	৯৩৫
জ্ঞানপ্রাপ্তরা কাঁদতে কাঁদতে সিজদাবনত হয় (কুরআন পাঠ করা হলে)	১৭-ইস্‌রা	১০৯	৭২৩
বেশি কাঁদবে মুনাফিকরা (আখিরাতে...)	৯-তাওবা	৮২	৬৪৮
ভাইয়েরা কাঁদতে কাঁদতে আসল (ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দিয়ে)	১২-ইউসুফ	১৬	৬৭৮
কাঁদানো			
আল্লাহই কাঁদান (মানুষকে)	৫৩-নাজম	৪৩	৯৩৪
কাঁদি			
খেঁজুর গাছের ঝুলন্ত কাঁদি (বৃষ্টির মাধ্যমে উৎপন্ন করা)	৬-আন্‌'আম	৯৯	৬০৫
কাঁদিভরা			
কলা গাছ (কাঁদিভরা কলাগাছের মাঝে জান্নাতিরা থাকবে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৯	৯৪৪
কাঁপা			
মুত্তাকীর ত্বক/দেহ কুরআন পাঠে কেঁপে ওঠে	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
যমীন কাঁপতে থাকবে (থর থর করে...)	৬৭-মুল্‌ক	১৬	৯৭৩
কাক			
কাবিল কাকের ন্যায় গোপন করতে পারল না ভাইয়ের মৃতদেহ	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
পাঠানো (কাক পাঠলেন আল্লাহ, মৃতদেহ গোপন করা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
কাকুতি-মিনতি			
কাফিররা কাকুতি-মিনতি করল না (প্রতিপালকের কাছে)	২৩-মু'মিনূন	৭৬	৭৭০
চাওয়া (আত্মমর্যাদার কারণে যারা কাকুতিমিনতি করেচ ায় না)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
পাকড়াও (কাকুতি-মিনতি করার জন্য দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পাকড়াও)	৭-আ'রাফ	৯৪	৬২১
পাকড়াও (অনেককে পাকড়াও করা হয় যাতে কাকুতি-মিনতি করে)	৬-আন্‌'আম	৪২	৫৯৯
পূর্ববর্তীরা কাকুতি-মিনতি করেনি (হৃদয় কঠিন হওয়ায়)	৬-আন্‌'আম	৪৩	৫৯৯
শাস্তি আসলেও কাকুতি-মিনতি করেনি (পূর্ববর্তীরা)	৬-আন্‌'আম	৪৩	৫৯৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাগজ			
কিতাব (কাগজে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করলেও ঈমান না আনা)	৬-আন্‌'আম	৭	৫৯৬
লিখিত কাগজের মত গুটানো হবে আকাশকে (কিয়ামতে)	২১-আম্বিয়া	১০৪	৭৫৭
কাছাকাছি			
পদস্খলন ঘটানোর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল	১৭-ইস্‌রা	৭৩	৭২০
কাছে (আরো দেখুন নিকট শব্দটি)			
জাহান্নামের কাছে মানুষ ও শয়তানদেরকে সমবেত করবেন...	১৯-মারইয়াম	৬৮	৭৩৮
কাছে আসা			
ইউসুফের কাছে আসতে পারবে না ভাইয়েরা (বৈমাত্রেয় ভাইকে ছাড়া)	১২-ইউসুফ	৬০	৬৮২
ইউসুফকে 'এদিকে আস' বলে ডাকল আযীযের স্ত্রী	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
কাজ (আরো দেখুন কর্ম শব্দটি)			
অজুহাত পেশকারীরা যা করত তা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
অনুমতি (ঈমানদাররা কোন কাজের অনুমতি চাইলে রাসূল...)	২৪-নূর	৬২	৭৮১
অপরাধীদের কাজের দিকে অগ্রসর হবেন আল্লাহ (কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	২৩	৭৮৪
অবগত (মানুষের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত)	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
অবগত (কাজ সম্পর্কে অবগত অছেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
অবগত (মুমিনদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত, ন্যায়বিচার প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
অমান্যকারীর (রাসূল স. কে অমান্যকারীর কাজ সম্পর্কে তিনি দায়িত্বমুক্ত)	২৬-শু'আরা	২১৬	৭৯৯
আইকাবাসীর কাজ সম্পর্কে প্রতিপালক বেশি জানেন	২৬-শু'আরা	১৮৮	৭৯৭
আখিরাতে অবিশ্বাসীর কাজকে আল্লাহ শোভনীয় করেছেন	২৭-নামল	৪	৮০০
আদ ও ছামূদ জাতির কাজকে শয়তান শোভনীয় করেছিল	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
আমাদের কাজ আমাদের (পূর্বের ঈমানদাররা কাফিরদেরকে বলত)	২৮-কাসাস	৫৫	৮১৩
আল্লাহর কাজ (কিয়ামতে পর্বত চলমান হওয়া প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
আহলে কিতাবদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন	৩-আলে ইমরান	৯৯	৫৪৫
আহলে কিতাবদের কাজের প্রত্যক্ষদর্শী আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৯৮	৫৪৫
ইউসুফকে নিয়ে তারা যা করে (আল্লাহ তা জানেন)	১২-ইউসুফ	১৯	৬৭৮
ঈমানদাররা যা করত তার বিনিময়ে জান্নাতের উত্তরাধিকারী...	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
ঈমান এনে সৎকাজ করেছে যারা তাদের প্রতিদান পুরোপুরি...	৩-আলে ইমরান	৫৭	৫৪১
ঈমান এনে সৎকাজ করে যারা তাদের ভয় নেই...	৫-মায়িদা	৬৯	৫৮৯
উত্তম (কাজে কে উত্তম তা পরীক্ষার জন্য আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
উত্তম কাজ গ্রহণ করেন আল্লাহ (মুমিনদের)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৬	৯০৯
উত্তম (আল্লাহ পরীক্ষা করবেন কে কাজে উত্তম ?..)	১৮-কাহ্‌ফ	৭	৭২৪
কল্যাণের কাজ করতে ওহী (ইসহাক ও ইয়াকুব আ.এর প্রতি)	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
কাফিরদের কৃতকর্মের নিকৃষ্টতম প্রতিফল দিবেন আল্লাহ	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৭	৮৮৮
কাফিররা কাজ করবে দুনিয়াতে ফিরে গেলে (ভালকাজ)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
কাফিররা যা করত তার প্রতিফল ছাড়া অন্য কিছু দেয়া হবে না	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
কাফিররা পূর্বে যে কাজ করত তার বিপরীত কাজ করবে...	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
কাফিরদের কাজের মন্দফল তাদেরকে আঘাত করেছিল...	১৬-নাহ্‌ল	৩৪	৭০৫
কাফিরদের কাজ ছেড়ে সৎকাজ করার প্রতিশ্রুতি দিবে কাফিররা	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
কাফিরদের কাজ পরিবেষ্টন করে আছেন	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭
কাফিরদের কাজ মরীচিকার মত...	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
কাফিরদের কাজ শোভনীয় করেছিল শয়তান (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
কাফিরদের কাজের উপমা (বাতাসে ওড়া ছাই...)	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
কাফিরদের কাজের দায়-দায়িত্ব ও ফলাফল তাদেরই	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
ক্ষতিগ্রস্ত (কাজের দিক থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ)	১৮-কাহ্‌ফ	১০৩	৭৩৩
খারাপ কাজ করে তাওবা করলে ক্ষমা (অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ)	১৬-নাহ্‌ল	১১৯	৭১৩
গুরুতর কাজ মূসার দৃষ্টিতে (খিজির আ. এর নৌকা ছিদ্র)	১৮-কাহ্‌ফ	৭১	৭৩০
জালিমদের (মৃত্যুকালে জালিমরা মন্দ কাজ অস্বীকার করবে)	১৬-নাহ্‌ল	২৮	৭০৫
জিন কাজ করত সুলাইমানের সামনে (প্রতিপালকের অনুমতিতে)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
তওবা করে সৎকাজ করে যারা...	২৫-ফুরকান	৭১	৭৮৭
তোমাদের কাজ তোমাদের (পূর্বের ঈমানদাররা কাফিরদেরকে বলত)	২৮-কাসাস	৫৫	৮১৩
দাউদ আ. তার পরিবারকে কাজ করার নির্দেশ (কৃতজ্ঞতার সাথে)	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
দুনিয়া কামনাকারীর কাজের প্রতিফল দুনিয়াতেই দেয়া হয়	১১-হূদ	১৫	৬৬৭
দৃঢ় সংকল্পের কাজ (জুলুমের বিপরীতে ধৈর্যধারণ ও ক্ষমা)	৪২-শূরা	৪৩	৮৯৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাজ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দেখানো (সেদিন মানুষ বিভক্ত হবে -যাতে কাজ দেখানো যায়)	৯৯-যিল্‌যাল	৬	১০৩০
দেখা (অণু পরিমাণ ভাল কাজ করলেও মানুষ তা কিয়ামতে দেখবে)	৯৯-যিল্‌যাল	৭	১০৩০
দেখা (মানুষ যে কাজ করে আল্লাহ্ তা দেখেন)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪০	৮৮৯
দেখা (মানুষ কেমন কাজ করে তা আল্লাহ্ দেখবেন)	১০-ইউনুস	১৪	৬৫৫
নিজ নিজ অবস্থানে কাজ করতে বলা (রাসূল স. এর সম্প্রদায়কে)	৩৯-যুমার	৩৯	৮৭৪
নিকৃষ্ট কাজ, আহলে কিতাবরা যা করছে	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
নিকৃষ্ট কাজ করে তারা যারা কুফরি গোপন করে	৫-মায়িদা	৬২	৫৮৮
নিকৃষ্ট কাজ করে মুশরিকরা	৯-তাওবা	৯	৬৪০
নিকৃষ্ট কাজ মোচন করবেন আল্লাহ্ (মুত্তাকীদের)	৩৯-যুমার	৩৫	৮৭৪
নিকৃষ্ট কাজ, যা তারা করে	৫-মায়িদা	৬৩	৫৮৮
নিজ কল্যাণের জন্যই মানুষ সৎকাজ করে	৪৫-জাছিয়া	১৫	৯০৬
নির্দেশ অনুসারে কাজ করে ফেরেশতা/রাসূলগণ (আল্লাহর নির্দেশ)	২১-আম্বিয়া	২৭	৭৫১
পথভ্রষ্ট ব্যক্তির কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
পরিণাম (কাজের পরিণাম ছিল শুধুই ক্ষতি, অবাধ্য জনপদের)	৬৫-তালাক	৯	৯৬৯
পরিণাম (সব কাজের পরিণাম আল্লাহর নিকট)	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
পরিণাম (সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর দিকে)	৩১-লুকমান	২২	৮২৮
পরিবেষ্টনকারী (আল্লাহ্ পরিবেষ্টনকারী তাদের কাজ যারা...)	৮-আনফাল	৪৭	৬৩৬
পূর্ণ করা (আল্লাহ্ তার উপর ভরসাকারীর কাজ পূর্ণ করেন)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
প্রতিফল (দুনিয়াকামীর কাজের প্রতিফল দুনিয়ায় কম দেয়া হয় না)	১১-হূদ	১৫	৬৬৭
প্রতিফল (কাজের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন আল্লাহ্)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৯	৯০৯
প্রতিদান (সৎকাজের কারণে উত্তম/পবিত্র জীবন ও উত্তম প্রতিদান)	১৬-নাহ্‌ল	৯৭	৭১১
প্ররোচিত (ইউসুফ আ.এর ভাইদেরর মন কে)	১২-ইউসুফ	১৮	৬৭৮
প্ররোচিত (তোমাদের মন একটি কাজে প্ররোচিত করেছে...)	১২-ইউসুফ	৮৩	৬৮৪
প্রতিদান (মন্দকাজের প্রতিফল কাজ অনুযায়ী দেয়া হবে)	৫৩-নাজম	৩১	৯৩৩
প্রতিদান (কাজের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ্ তাদেরকে যারা...)	২৪-নূর	৩৮	৭৭৮
ফল (কাফিরদের কাজের মন্দফল তাদেরকে আঘাত করেছিল...)	১৬-নাহ্‌ল	৩৪	৭০৫
ফল (কাজের মন্দ ফল ভোগ, ইহ্‌রামে পশু হত্যার কাফফারা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ আল্লাহ্ সংশোধন করেন না	১০-ইউনুস	৮১	৬৬২
বনী ইসরাঈলদের কাজের প্রতি আল্লাহ্ দৃষ্টিবান	৫-মায়িদা	৭১	৫৮৯
বনী ইসরাঈলের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ বেখবর নন	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
বান্দার কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন	৪২-শূরা	২৫	৮৯৩
বিফল হবে (শিরককারীদের কাজ)	৩৯-যুমার	৬৫	৮৭৬
বিফল (কর্ম বিফল তাদের যারা কুফরির সাক্ষ্য দেয়...)	৯-তাওবা	১৭	৬৪১
বিনষ্ট (কাজ বিনষ্ট করেন না আল্লাহ্ কোন কর্মশীলের)	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
বিফল (দুনিয়া কামনাকারীদের কাজ আখিরাতে বিফল হবে)	১১-হূদ	১৬	৬৬৭
ব্যবস্থা (আসহাবে কাহফের কাজে আরামের ব্যবস্থা করবেন আল্লাহ্)	১৮-কাহ্‌ফ	১৬	৭২৫
ভরসাকারীর (আল্লাহ্ তার উপর ভরসাকারীর কাজ পূর্ণ করেন)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
ভাল কাজের জন্য আল্লাহ্ কল্যাণ বাড়িয়ে দেন	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
ভালকাজ করার জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ (সফলতার জন্য)	২২-হাজ্জ	৭৭	৭৬৫
ভাল কাজ অণু পরিমাণ করলেও কিয়ামতে মানুষ তা দেখতে পাবে	৯৯-যিল্‌যাল	৭	১০৩০
ভাইদের এই কাজের সংবাদ তাদেরকে বলবে ইউসুফ আ. (ভবিষ্যতে)	১২-ইউসুফ	১৫	৬৭৮
মদীনাবাসীদের কাজের উত্তম প্রতিদান দিবেন আল্লাহ্	৯-তাওবা	১২১	৬৫৩
মন্দকাজ পথভ্রষ্ট ব্যক্তির নিকট উত্তম ও শোভনীয়	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
মন্দকাজ (কিয়ামতের দিন কাফিরদের মন্দকাজ প্রকাশ করা হবে)	৪৫-জাছিয়া	৩৩	৯০৭
মন্দকাজকে শোভনীয় করা (ফিরআউনের নিকট)	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
মন্দ কাজের পর তওবা/সংশোধন করলে আল্লাহর ক্ষমা	৬-আন্'আম	৫৪	৬০০
মন্দকাজ করে তওবা করলে প্রতিপালকের ক্ষমা ও দয়া	৭-আ'রাফ	১৫৩	৬২৬
মন্দকাজ (আমৃত্যু মন্দকাজকারীর তওবা কবুল হয়না)	৪-নিসা	১৮	৫৫৯
মন্দ কাজ আকর্ষণীয় করা হয়েছে যার জন্য (কাফিরদের জন্য)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৪	৯১৩
মন্দ কাজ আকর্ষণীয় করা হয়েছে কাফিরদের জন্য	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
মন্দকাজ অস্বীকার করবে জালিমরা (মৃত্যুকালে)	১৬-নাহ্‌ল	২৮	৭০৫
মন্দ কাজ অণু পরিমাণ করলেও কিয়ামতে মানুষ তা দেখতে পাবে	৯৯-যিল্‌যাল	৮	১০৩০
মন্দ কাজের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ	৪০-মু'মিন	৪০	৮৮১
মন্দকাজে (সমকামিতায়) অভ্যস্ত ছিল লূতের সম্প্রদায়	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
মর্যাদা (কাজ অনুসারে আল্লাহ্ প্রত্যেকের মর্যাদা দিবেন)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৯	৯০৯
মানুষ যে কাজ করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে দৃষ্টিবান	৩৪-সাবা	১১	৮৪২
মানুষ যে কাজই করে আল্লাহ্ তা দেখেন	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪০	৮৮৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ বেখবর নন	২-বাক্বারা	১৪৯	৫১৬
মানুষের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী জানেন	৩৯-যুমার	৭০	৮৭৭
মানুষের কাজ-কর্ম আল্লাহ্ দেখবেন	৯-তাওবা	১০৫	৬৫১
মানুষের কাজের প্রতি আল্লাহ্ দৃষ্টিবান	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
মানুষের কাজের প্রতি আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিবান	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
মানুষের কাজের প্রতি আল্লাহ্ দৃষ্টিবান	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
মানুষের কাজের প্রত্যক্ষদর্শী আল্লাহ্	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
মানুষ যা করে তা তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে	১৭-ইস্‌রা	১৩	৭১৫
মিথ্যাবাদী আখ্যাদানকারীর কাজের দায়-দায়িত্ব তার	১০-ইউনুস	৪১	৬৫৮
মুশরিকদের কাজ মুশরিকরা করবে	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫	৮৮৬
মুশরিকদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ই প্রত্যক্ষদর্শী	১০-ইউনুস	৪৬	৬৫৮
মুশরিকদের কাজ সম্পর্কে মুমিনদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না	৩৪-সাবা	২৫	৮৪৩
মুমিনদের কাজ (যা করে) আল্লাহ্ তা অবগত আছেন	২৪-নূর	৩০	৭৭৬
মুমিনদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত	৯-তাওবা	১৬	৬৪১
মুমিনদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত (ন্যায়বিচার প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
মুমিনদের কাজের দায়-দায়িত্ব ও ফলাফল তাদেরই	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
মুমিনদের কাজের প্রতি আল্লাহ্ দৃষ্টিবান	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
মূসার কাজ মূসা আ. করেছে (কিব্‌তি হত্যা প্রসঙ্গে ফির'আউনের উক্তি)	২৬-শু'আরা	১৯	৭৮৯
মূসার কাজে হারুনকে অংশীদার বানানোর দোয়া	২০-ত্বা-হা	৩২	৭৪২
রাসূল স. ও তার সম্প্রদায় নিজ নিজ অবস্থানে কাজ করা	৩৯-যুমার	৩৯	৮৭৪
রাসূল স. এর কাজ উল্টা-পালট করে দিয়েছিল, তারাই যারা...	৯-তাওবা	৪৮	৬৪৫
রাসূল স. এর কাজ রাসূল স. কে করে যাওয়ার আহ্বান (মুশরিকদের)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫	৮৮৬
রাসূল স. এর কাজের দায়-দায়িত্ব রাসূল স. এর	১০-ইউনুস	৪১	৬৫৮
রাসূল স. নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৩৫	৬০৯
লক্ষ্য করা (আল্লাহ্ মূসার সম্প্রদায়ের কাজ লক্ষ্য করবেন)	৭-আ'রাফ	১২৯	৬২৪
শয়তানের কাজ (মদ, জুয়া, মূর্তিপুজার বেদী, তীর)	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
শয়তানের কাজ (মূসার অনিচ্ছাকৃত হত্যা শয়তানের কাজ)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
শোভনীয় করা (আখিরাতে অবিশ্বাসীর কাজকে আল্লাহ্ শোভনীয় করেছেন)	২৭-নামল	৪	৮০০
শোভনীয় করা(আদ ও ছামূদ জাতির কাজকে শয়তান করেছিল)	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
শোয়াইব আ.এর কাজ শু'আইব আ. করবেন	১১-হূদ	৯৩	৬৭৪
সংশোধন করেন না আল্লাহ্ (ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ)	১০-ইউনুস	৮১	৬৬২
সংশোধন (আল্লাহ্ মুত্তাকীদের কাজ সংশোধন করবেন)	৩৩-আহযাব	৭১	৮৪০
সঠিক (কাজকে সঠিক বানানোর জন্য গুহাবাসীর প্রার্থনা)	১৮-কাহ্‌ফ	১০	৭২৪
সঠিক কাজ নয় (পুত্রকে রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে নূহ আ.এর প্রার্থনা)	১১-হূদ	৪৬	৬৭০
সৎকাজ (আল্লাহর পছন্দনীয় সৎকাজ করার জন্য সামর্থ্য কামনা)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
সৎকাজের ন্যায্য প্রতিদান দেয়ার জন্য পুনরুত্থান ঘটবে	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
সৎকাজের পুরস্কার জান্নাত	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
সৎকাজের পুরস্কার জান্নাত (ঈমানদারের)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
সৎকাজের প্রতিদান অফুরন্ত	৮৪-ইন্‌শিকাক্	২৫	১০১৪
সৎকাজের প্রতিদান (উত্তম/পবিত্র জীবন ও উত্তম প্রতিদান)	১৬-নাহ্‌ল	৯৭	৭১১
সৎকাজের প্রতিদান জান্নাত...	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
সৎকাজের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
সৎকাজের প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে	২-বাক্বারা	২৭৭	৫৩৩
সৎকাজের প্রতিশ্রুতি দিবে কাফিররা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
সৎকাজের বিনিময়ে মুমিনের জন্য নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত	৩১-লুকমান	৮	৮২৭
সৎকাজের বিনিময়ে মুমিনকে জান্নাতুল মাওয়া দেয়া হবে	৩২-সাজ্‌দা	১৯	৮৩১
সৎকাজ (আল্লাহ্ মুমিনের সৎকাজের লিপিবদ্ধকারী)	২১-আম্বিয়া	৯৪	৭৫৬
সৎকাজ যে করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই করে	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৬	৮৮৯
সৎকাজ লিখিত হয় মুমিনদের জন্য তার পরিবর্তে যা শত্রু থেকে	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
সৎকাজ(যারা ঈমান এনেছে/সৎকাজ করেছে তারাই উৎকৃষ্টতম)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৭	১০২৯
সৎকাজ (যারা সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের আহবানে সাড়া দেন)	৪২-শূরা	২৬	৮৯৩
সৎকাজ (যারা সৎকাজ করে তারা ক্ষতির মধ্যে নেই)	১০৩-আস্‌র	৩	১০৩২
সৎকাজ (সৎকর্মশীল মুমিনের হাশরে ক্ষতির আশঙ্কা নেই)	২০-ত্বা-হা	১১২	৭৪৮
সৎকাজ সম্পাদনকারী ও দুষ্কৃতিকারী সমান নয়	৪০-মু'মিন	৫৮	৮৮৩
সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাত লাভ মহাসাফল্য	৮৫-বুরূজ	১১	১০১৫
সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য রয়েছে আনন্দ ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল	১৩-রা'দ	২৯	৬৯১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাজ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সৎকর্মশীল মুমিনগণ ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীরা সমান গণ্য হবে না	৩৮-সোয়াদ	২৮	৮৬৭
সৎকর্মশীলদের কাজের জন্য বহুগুণ প্রতিদান রয়েছে...	৩৪-সাবা	৩৭	৮৪৪
সৎকর্মশীল ঈমানদারদেরকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
সৎকাজ ও ঈমান আনলে আল্লাহ পাপ মোচন করবেন	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
সৎকাজ ও ঈমানের পুরস্কার জান্নাত	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
সৎকাজ ও ঈমানের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
সৎকাজ ও ঈমানের বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
সৎকাজ ও ঈমানের বিনিময়ে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক	২২-হাজ্জ	৫০	৭৬৩
সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে কুরআন সুসংবাদ দেয়...	১৭-ইস্রা	৯	৭১৪
সৎকাজ পবিত্র বাণীকে উন্নীত করে (আল্লাহর নিকট)	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
সৎকাজ করে যারা (তওবা করে ঈমান আনার পর)	২৫-ফুরকান	৭০	৭৮৭
সৎকাজ করে যে ও মন্দকাজ করে যে -তাদের জীবন/মৃত্যু সমান নয়	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
সৎকাজ করে যে মুমিন তার জন্য অফুরন্ত প্রতিদান...	৯৫-তীন	৬	১০২৭
সৎকাজকে মন্দ কাজের সাথে মিশিয়েছে ফেলেছে যারা	৯-তাওবা	১০২	৬৫১
সৎকাজ ও ঈমানের বিনিময়ে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত লাভ	২২-হাজ্জ	৫৬	৭৬৩
সৎকাজ ও ঈমানের বিনিময়ে জান্নাত দেয়া হবে	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
সৎকাজ করলে আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাশীল	২০-ত্বা-হা	৮২	৭৪৬
সৎকাজ করলে মু'মিন জান্নাতে প্রবেশ করবে	৪০-মু'মিন	৪০	৮৮১
সৎকাজ করলে মুমিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
সৎকাজ করলে মুমিনের পূর্বের হারামে অপরাধ নেই (মদ, জুয়া প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৩	৫৯২
সৎকাজ করলে সাফল্য (প্রতিপালকের দয়ার মধ্যে প্রবেশ)	৪৫-জাছিয়া	৩০	৯০৭
সৎকাজ করার আকাঙ্ক্ষা অপরাধীদের (কিয়ামতের দিন)	৩২-সাজ্দা	১২	৮৩১
সৎকাজ করার জন্য পুনরায় প্রেরণের প্রার্থনা (মৃত্যু আসলে)	২৩-মু'মিনূন	১০০	৭৭২
সৎকাজ করার নির্দেশ, দাউদ আ. ও তার উম্মতের প্রতি	৩৪-সাবা	১১	৮৪২
সৎকাজ করেছে যে নিজের জন্যই সুখশয্যা প্রস্তুত করে...	৩০-রূম	৪৪	৮২৫
সৎকাজ করেছে যে সব মুমিন, তাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি...	১৯-মারইয়াম	৯৬	৭৪০
সৎকাজ (মুমিন সৎকর্মশীলদের জন্য উচ্চ মর্যাদা, জান্নাতে)	২০-ত্বা-হা	৭৫	৭৪৫
সৎকাজের উত্তম পুরস্কার...	২৮-কাসাস	৮০	৮১৫
সৎকাজের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান...	১১-হূদ	১১	৬৬৬
সৎকাজের জন্য মুমিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে	৪-নিসা	১২২	৫৭২
সৎকাজের জন্য মুমিন পুরুষ ও নারীর জান্নাতে প্রবেশ	৪-নিসা	১২৪	৫৭২
সৎকাজের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান	৩৫-ফাতির	৭	৮৪৬
সৎকাজের বিমিয়ে জান্নাত দেয়া হবে	২-বাক্বারা	৮২	৫০৯
সৎকাজের সামর্থ্য দানের জন্য সুলাইমানের দোয়া	২৭-নামল	১৯	৮০১
সৎকাজ (ঈমানদার কবিদের সৎকাজ প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২২৭	৭৯৯
সৎকাজ, ঈমান ও বিনয়ের পুরস্কার জান্নাত	১১-হূদ	২৩	৬৬৭
সৎকাজ (ঈমান ও সৎ কাজের প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
সৎকাজ (ঈমানের পর সৎকাজ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে)	১৯-মারইয়াম	৬০	৭৩৮
সৎকাজ (ঈমানের পর সৎকাজ করলে পাপ মোচন করা হবে)	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২
সফল (তওবাকারী সৎকর্মশীল ঈমানদাররা সফল হবে)	২৮-কাসাস	৬৭	৮১৪
সম্প্রদায়কে তাদের কাজ করতে বললেন শু'আইব	১১-হূদ	৯৩	৬৭৪
সম্প্রদায়ের অবস্থান অনুসারে কাজ করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৩৫	৬০৯
সহজ করা (আল্লাহকে ভয় করলে তিনি কাজ সহজ করে দেন)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
সহজ করা (কাজ সহজ করার জন্য মূসার দোয়া)	২০-ত্বা-হা	২৬	৭৪২
সাবাবাসীদের কাজকে শয়তান শোভনীয় করেছিল...	২৭-নামল	২৪	৮০২
সীমালঙ্ঘন (কাজের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা...)	৩-আলে ইমরান	১৪৭	৫৪৯
সুলাইমান আ.এর কাজ শয়তান/জ্বীনরা করত...	২১-আম্বিয়া	৮২	৭৫৫
সুন্দর কাজের প্রতিদান (আল্লাহ নষ্ট করেন না)	১৮-কাহ্ফ	৩০	৭২৭
সুন্দর কাজের প্রতিদান আল্লাহ দিবেন (মুত্তাকীদের)	৩৯-যুমার	৩৫	৮৭৪
সৃষ্টিকুল যা করে (কাজ) আল্লাহ তা জানেন	২৪-নূর	৪১	৭৭৮
কাজ (করা)			
অবহিত (আল্লাহ অবহিত মানুষের কাজ সম্পর্কে)	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
অশ্লীল কাজ করার পর ঈমান আনে না যারা তারা বলে...	৭-আ'রাফ	২৮	৬১৫
আট বছর কাজ করলে এক মেয়ের সাথে মূসাকে বিয়ে দিবেন...	২৮-কাসাস	২৭	৮১০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ দেখেন (মানুষ যা করে)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
কর্মীদের কাজ করা উচিত (জান্নাত লাভের জন্য)	৩৭-সাফ্ফাত	৬১	৮৫৯
কাফিররা যে কাজ করে আল্লাহ তার প্রতি দৃষ্টিবান	৮-আনফাল	৩৯	৬৩৫
কাফিররা করে থাকে এমন আরও মন্দ কর্ম রয়েছে	২৩-মু'মিনূন	৬৩	৭৭০
কিতাবপ্রাপ্তদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
খবর (বনী ইসরাঈলের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
জাদুকরদের কাজ (জাদু) বাতিল/মিথ্যা হল	৭-আ'রাফ	১১৮	৬২৩
জানানো(মানুষের কাজ/কৃতকর্ম সম্পর্কে জানানো হবে)	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
জান্নাতিদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ...	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৪	৯৪৪
নাসারারা যা করত আল্লাহ তা জানিয়ে দিবেন	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
নির্বোধদের কাজের ফলে সবাইকে ধ্বংস না করার দোয়া (মূসার দোয়া)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
পুরস্কার,মুত্তাকীদের কাজের (জান্নাতে তৃপ্তির সাথে পানাহার)	৫২-তূর	১৯	৯৩০
পূর্ববর্তী উম্মতের কাজ সম্পর্কে এ উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা	২-বাক্বারা	১৩৪	৫১৫
প্রতিপালক অবগত ক্ষতি স্পর্শ করলে...	১৭-ইস্রা	৮৪	৭২১
প্রতিদান (আল্লাহ মুমিনের উত্তম কাজের প্রতিদান দিবেন)	২৯-আনকাবূত	৭	৮১৬
প্রতিফল কাজ অনুযায়ী (নিদর্শন/আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলা প্র.)	৭-আ'রাফ	১৪৭	৬২৫
প্রতিফল(কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ জাহান্নামে প্রবেশ)	৫২-তূর	১৬	৯২৯
প্রতিফল (প্রত্যেকে যা করত তার প্রতিফল দেয়া হবে আজ/কিয়ামতে)	৪৫-জাছিয়া	২৮	৯০৭
প্রশ্ন (মানুষকে কাজ/কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে)	১৬-নাহ্ল	৯৩	৭১১
বাতিলপন্থীদের কাজের কারণে ধ্বংস প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৭৩	৬২৯
বাতিল হওয়া (মূর্তি পূজার কাজ বাতিল হওয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৩৯	৬২৫
বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে আসার কাজটি করবে (ইউসুফের ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৬১	৬৮২
ব্যক্তির কাজ উপস্থিত দেখতে পাবে কিয়ামতে (ভাল ও মন্দ সবই)	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
ভাইয়েরা যা করত সে জন্য দুঃখ করতে না করল ইউসুফ আ. তার সহোদরকে	১২-ইউসুফ	৬৯	৬৮৩
মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল দেয়া হবে	২৮-কাসাস	৮৪	৮১৫
মন্দ কাজ যা করেছে তাও উপস্থিত দেখতে পাবে প্রত্যেকেই	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
মানুষ যা করে আল্লাহ তা জানেন	২৩-মু'মিনূন	৫১	৭৬৯
মানুষ যে কাজ করেছে তার কিছু অংশ আস্বাদন করাবেন	৩০-রূম	৪১	৮২৫
মানুষের কাজ সম্পর্কে সম্মানিত ফেরেশতারা জানেন	৮২-ইনফিতার	১২	১০১০
মানুষের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ দৃষ্টিবান	৩-আলে ইমরান	১৬৩	৫৫১
মানুষের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
মানুষকে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান	৯-তাওবা	১০৫	৬৫১
মানুষ যা করে, আল্লাহ জানেন	২৪-নূর	২৮	৭৭৬
মানুষ যা করত আল্লাহ তা জানিয়ে দিবেন	২৪-নূর	৬৪	৭৮১
মানুষ যা করত আল্লাহ তা জানিয়ে দিবেন	৫-মায়িদা	১০৫	৫৯৩
মানুষ যে কাজ করত তা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে	৯-তাওবা	১০৫	৬৫১
মিথ্যাবাদী আখ্যাদানকারীর কাজের ব্যাপারে রাসূল স. দায়মুক্ত	১০-ইউনুস	৪১	৬৫৮
মুমিনদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
মুত্তাকীদের কাজের পুরস্কার (জান্নাতে তৃপ্তির সাথে পানাহার)	৫২-তূর	১৯	৯৩০
মুনাফিকদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত	২৪-নূর	৫৩	৭৭৯
যারা ঈমান আনে না তারা কাজ করুক (তাদের অবস্থানে)	১১-হূদ	১২১	৬৭৬
রাসূল স. এর কাজের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী আখ্যাদানকারীরা দায়মুক্ত	১০-ইউনুস	৪১	৬৫৮
রাসূল ও মুমিনগণও তাদের কাজ করছেন	১১-হূদ	১২১	৬৭৬
লিপিবদ্ধ (মানুষ যে কাজ করত তা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করেন)	৪৫-জাছিয়া	২৯	৯০৭
সৎকাজ (যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা জান্নাতে)	৩০-রূম	১৫	৮২৩
সৎকাজ করেছে যারা (ঈমান আনার পর)	৭-আ'রাফ	৪২	৬১৬
সৎকাজ করেছে যারা (তাদের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	৩০-রূম	৪৫	৮২৫
সৎকাজ করার জন্য রাসূলগণের প্রতি নির্দেশ	২৩-মু'মিনূন	৫১	৭৬৯
সৎকাজ করে যেসব ঈমানদার তাদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি...	৫-মায়িদা	৯	৫৮১
সমুদ্রে ,অন্বেষণের জন্য নৌকা দিয়ে (দরিদ্র ব্যক্তির)..	১৮-কাহ্ফ	৭৯	৭৩১
সাক্ষ্য (জিহ্বা, হাত ও পা সাক্ষ্য দিবে মানুষ যা করত)	২৪-নূর	২৪	৭৭৬
কাজ (কর্ম)			
পরামর্শ (কাজকর্মে পরামর্শ করার নির্দেশ রাসূলকে, মুমিনদের সাথে)	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
পরামর্শের ভিত্তিতে কাজকর্ম সম্পাদন করে মুমিন	৪২-শূরা	৩৮	৮৯৪
মুশরিকদের কাজকর্মকে শয়তান শোভনীয় করে দেখায়	১৬-নাহ্ল	৬৩	৭০৮
মুসলিমের সৎকাজ ও আল্লাহর দিকে আহ্বান প্রসঙ্গ	৪১-ফুস্সিলাত	৩৩	৮৮৮
মুমিনদের কাজ/কাজের ফল হ্রাস করা হবে না	৫২-তূর	২১	৯৩০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাজ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
শোভনীয় করা হয়েছে (প্রত্যেকের কাজকর্মকে তার নিজের কাছে)	৬-আন্‌'আম	১০৮	৬০৬
শোভনীয় (মুশরিকদের কাজকর্মকে শয়তান শোভনীয় করে দেখায়)	১৬-নাহল	৬৩	৭০৮
সম্প্রদায়ের কাজের জন্য নূহকে দুঃখিত না হতে উপদেশ	১১-হূদ	৩৬	৬৬৯
সম্পাদন (আল্লাহ নিজ কর্ম সম্পাদনে বিজয়ী)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
কাজ (মন্দ কাজ)			
ফিরআউনের মন্দকাজ থেকে উদ্ধারের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর দোয়া	৬৬-তাহরীম	১১	৯৭১
কাজে আসা/না আসা (আরো দেখুন উপকার শব্দটি)			
অনুমান কাজে আসবে না (সত্যের মুকাবিলায়)	৫৩-নাজম	২৮	৯৩৩
অনুমান কাজে আসে না, মুশরিকের (সত্যের বিপরীতে)	১০-ইউনুস	৩৬	৬৫৭
অর্জন কাজে আসেনি (হিজরবাসী ছামুদ সম্প্রদায়ের)	১৫-হিজর	৮৪	৭০২
অর্জন (পূর্ববর্তীদের অর্জন কোন কাজে আসেনি)	৪০-মু'মিন	৮২	৮৮৫
ইয়াকুবের আদেশ কোন কাজে আসেনি (আল্লাহর ফায়সালার বিরুদ্ধে)	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
উপার্জন ও ধন-সম্পদ কাজে আসেনি (আবু লাহাবের)	১১১-লাহাব	২	১০৩৫
উপভোগের সামগ্রী কাজে না আসা (অপরাধীদের)	২৬-শু'আরা	২০৭	৭৯৮
কাফিরদের কোন কাজে আসবে না তাদের দল...	৮-আনফাল	১৯	৬৩৩
কাফিরদের কাজে আসবে না, (ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি...)	৩-আলে ইমরান	১০	৫৩৬
কান, চোখ ও হৃদয় কাজে আসেনি (আদ জাতির)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৬	৯১০
জমা করা ধন-সম্পদ কাজে আসেনি (জাহান্নামবাসীদের)	৭-আ'রাফ	৪৮	৬১৭
ডাকা (অন্য উপাস্যদেরকে ডাকা কোন কাজে আসেনি)	১১-হূদ	১০১	৬৭৫
ধন-সম্পদ ও উপার্জন কাজে আসেনি (আবু লাহাবের)	১১১-লাহাব	২	১০৩৫
ধন-সম্পদ কাজে আসবে না কাফিরদের (শাস্তির বিপরীতে)	৩-আলে ইমরান	১১৬	৫৪৭
ধন-সম্পদ কাজে আসবে না (বাম হাতে কিতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির)	৬৯-হাক্কাহ্‌	২৮	৯৭৯
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না (মুনাফিকদের)	৫৮-মুজাদালা	১৭	৯৫৪
নিদর্শন কাজে আসেনা (যারা ঈমান আনে না তাদের)	১০-ইউনুস	১০১	৬৬৩
বন্ধু কাজে আসবে না (কিয়ামতের দিন)	৪৪-দুখান	৪১	৯০৪
মুশরিকদের অর্জন কোন কাজে আসবে না (জাহান্নামের মোকাবিলায়)	৪৫-জাছিয়া	১০	৯০৫
মূর্তি (যে কোন কাজে আসে না তার উপাসনা সম্পর্কে ইবরাহীম আ.এর জিজ্ঞাসা)	১৯-মারইয়াম	৪২	৭৩৬
ষড়যন্ত্র কাজে আসবে না কিয়ামতে (কাফিরদের)	৫২-তূর	৪৬	৯৩১
সংখ্যাধিক্য কাজে আসেনি মুমিনদের জন্য (হুনাইনের দিন)	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
সতর্কীকরণ কাজে আসেনা (যারা ঈমান আনে না তাদের)	১০-ইউনুস	১০১	৬৬৩
সম্পদ (উত্তমকে অস্বীকারকারীর সম্পদ কাজে আসবে না)	৯২-লাইল	১১	১০২৫
সুপারিশ কাজে আসবে না (আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তি ছাড়া)	২০-ত্বা-হা	১০৯	৭৪৮
সুপারিশ কাজে আসবে না... (ফেরেশতাদের সুপারিশ)	৫৩-নাজম	২৬	৯৩৩
কাজে রত			
প্রতিদিন কাজে রত... (আল্লাহ প্রতিপালক)	৫৫-রাহমান	২৯	৯৪০
কাটা (আরো দেখুন কর্তন শব্দটি)			
আগুনের পোশাক কাটা/তৈরি করা (আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য)	২২-হাজ্জ	১৯	৭৬০
খাদ্য (গলায় আটকে যায় এমন যুক্ত খাদ্য রয়েছে জাহান্নামে)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	১৩	৯৮৮
খেজুর গাছ কেটেছে মুমিনরা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই...	৫৯-হাশর	৫	৯৫৫
পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করত হিজরবাসীরা	১৫-হিজর	৮২	৭০২
পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করত ছামুদ সম্প্রদায়	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
পাথর কেটে গৃহনির্মাণ করত (ছামূদ জাতি)	৮৯-ফাজর	৯	১০২১
মূল কাটা (জালিম সম্প্রদায়ের মূল কেটে দেয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৪৫	৬০০
হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটার ঘোষণা (ফিরআউনের জাদুকরদের)	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটার হুমকি (জাদুকরদেরকে)	৭-আ'রাফ	১২৪	৬২৩
কাঠ			
জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আসবে পরিবার পরিজনের জন্য (মূসা আ.)	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
দেয়ালে ঠেকানো কাঠের মত (মুনাফিকদের অবস্থা)	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
কাণ্ড			
উৎপাটিত খেজুর গাছের মত আদ জাতিকে উপরে উঠিয়ে নিক্ষেপ	৫৪-কামার	২০	৯৩৭
খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দেয়ার নির্দেশ (মরিয়মকে)	১৯-মারইয়াম	২৫	৭৩৫
খেজুর গাছের কাণ্ডের মত হয়েছিল (আদ সম্প্রদায়ের অবস্থা)	৬৯-হাক্কাহ্‌	৭	৯৭৮
খেজুর গাছের কাণ্ডের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করল মারইয়াম...	১৯-মারইয়াম	২৩	৭৩৫
খেজুরের কাণ্ডে জাদুকরদের শূলবিদ্ধ করা (ফিরআউনের ঘোষণা)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সোজা হয়ে দাঁড়ায় কাণ্ডের উপর অঙ্কুরিত চারা...	৪৮-ফাত্‌হ	২৯	৯১৯
কাত হওয়া			
কুরবানীর পরে পশু কাত হলে তা থেকে খাওয়া ও খাওয়ানো	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
কাতার			
কাতারে সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের কসম	৩৭-সাফ্‌ফাত	১	৮৫৭
কাদামাটি			
আগুন (কাদামাটির উপর আগুন জ্বালানোর নির্দেশ)	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
আদমকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	৭৬	৮৭০
গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি	১৫-হিজর	২৮	৬৯৯
গলিত কাদা মাটির শুকনো খণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি	১৫-হিজর	২৬	৬৯৯
গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	১৫-হিজর	৩৩	৬৯৯
নির্যাস (কাদামাটির নির্যাস থেকে মানুষ সৃষ্টি)	২৩-মু'মিনূন	১২	৭৬৬
পাথর (কাদামাটির পাথর লূত সম্প্রদায়ের প্রতি নিক্ষেপের জন্য...)	৫১-যারিয়াত	৩৩	৯২৭
পাখি (কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি সৃষ্টি করেন ঈসা...)	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
মানুষ গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড থেকে সৃষ্টি	১৫-হিজর	৩৩	৬৯৯
মানুষ কাদামাটি থেকে সৃষ্টি (আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন)	৩৮-সোয়াদ	৭১	৮৭০
শুকনো খণ্ড (গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি)	১৫-হিজর	২৮	৬৯৯
শুকনো খণ্ড (গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি)	১৫-হিজর	২৬	৬৯৯
সৃষ্টি (মানুষকে কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে)	৬-আন্‌'আম	২	৫৯৬
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টির সূচনা কাদামাটি থেকে)	৩২-সাজদা	৭	৮৩০
কান			
অবিশ্বাসীদেরর কানে বধিরতা রয়েছে যাতে কুরআন বুঝতে না পারে	১৭-ইসরা	৪৬	৭১৮
আঙুল এঁটে দেয়া(মুনাফিক কানে আঙুল এঁটে দেয়, মৃত্যু ভয় প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
আঙুল (নূহের সম্প্রদায় তার আহ্বানে কানে আঙুল দেয়)	৭১-নূহ্‌	৭	৯৮৪
আদ জাতিকে চোখ-কান-হৃদয় দিয়েছেন আল্লাহ	৪৬-আহ্‌কাফ	২৬	৯১০
আদ জাতির কান-চোখ-হৃদয় কাজে আসেনি	৪৬-আহ্‌কাফ	২৬	৯১০
কাফিরদের কানে বধিরতা (ঈমান না আনা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	২৫	৫৯৮
কিসাস কানের বদলে কান	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আল্লাহ কান, চোখ, অন্তর দিয়েছেন	৩২-সাজদা	৯	৮৩০
ছিদ্র করা (গবাদিপশুর কান ছিদ্র করা, শয়তানের মিথ্যা আশা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
জিজ্ঞাসা (কান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, আখিরাতে)	১৭-ইসরা	৩৬	৭১৭
দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারীর কানে মোহর	১৬-নাহল	১০৮	৭১২
নবী কান হওয়া কল্যাণকর	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
নবীকে কান বলা...	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
পর্দা স্থাপন করেন আল্লাহ ,আসহাবে কাহাফের কানে...	১৮-কাহ্‌ফ	১১	৭২৪
পাতা (ওহী শোনার জন্য শয়তানরা কান পেতে থাকে)	২৬-শু'আরা	২২৩	৭৯৯
বধিরতা (অবিশ্বাসীদের কানে রয়েছে বধিরতা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৪	৮৮৯
বধিরতা(আয়াত থেকে এভাবে মুখ ফিরিয়েযেন কানে বধিরতা আছে)	৩১-লুকমান	৭	৮২৭
বধিরতা (জালিমদের কানে বধিরতা এঁটে দিয়েছেন আল্লাহ)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৭	৭২৯
বধিরতা (মুশরিকদের কানে বধিরতা...)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫	৮৮৬
মোহর (আল্লাহ কাফিরদের কানে মোহর মেরেছেন)	২-বাক্বারা	৭	৫০২
মোহর (দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারীর কানে মোহর)	১৬-নাহল	১০৮	৭১২
মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ (প্রবৃত্তি পূজারীর চোখের উপর)	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
শোনা (অনেক জ্বিন/মানুষের কান আছে যা দিয়ে তারা শোনেনা)	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
শোনা (মূর্তিদের কি কান আছে যা দিয়ে তারা শোনে ?)	৭-আ'রাফ	১৯৫	৬৩১
শ্রবণ করার মত কান থাকা (জালিমদের প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪৬	৭৬২
সংরক্ষণকারী কান যেন সংরক্ষণ করতে পারে(নূহ আ. এর প্লাবন প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্‌	১২	৯৭৮
সাক্ষ্য দিবে (কান কিয়ামতে কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২২	৮৮৭
সাক্ষ্য দিবে (কৃতকর্ম সম্পর্কে কান আখিরাতে সাক্ষ্য দিবে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২০	৮৮৭
সৃষ্টি (মানুষের কান সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৭৮	৭৭১
কান পেতে রাখা			
কাফিরদের কান পেতে রাখা (রাসূল স. এর দিকে)	৬-আন্‌'আম	২৫	৫৯৮
রাসূল স. এর প্রতি কান পেতে রাখা (বিদ্রূপের উদ্দেশ্যে কথা শোনার জন্য)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৬	৯১৩
রাসূল স. এর দিকে কান পেতে রাখে (মুশরিকরা)	১০-ইউনুস	৪২	৬৫৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কান পেতে শোনা (আরো দেখুন গোপন কাথা শব্দটি)			
অবিশ্বাসীদের কুরআনের দিকে কান পাতার কারণ আল্লাহ জানেন...	১৭-ইসরা	৪৭	৭১৮
রাসূল স. এর দিকে কান পেতে শোনে (মুশরিকরা)	১০-ইউনুস	৪২	৬৫৮
কানফাটানো আওয়াজ			
আসলে (মানুষ পালাবে নিজ ভাই,মাতা,পিত থেকে...)	৮০-আবাসা	৩৩	১০০৭
কান্না (আরো দেখুন কাঁদা শব্দটি)			
আয়াত পাঠে কান্নায় লুটিয়ে পড়ত যারা	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
কাপড় (আরো দেখুন জামা/পোশাক শব্দটি)			
আবৃত (কাপড়ে আবৃত হলেও আল্লাহ জানেন যা গোপন করে...)	১১-হূদ	৫	৬৬৫
খুলে রাখা (অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখায় দোষ নেই, বৃদ্ধা নারীর)	২৪-নূর	৬০	৭৮০
কাফফারা			
কসমের কাফফারা (সামর্থহীনের জন্য তিন দিন রোযা রাখা)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
কসমের কাফফারা (দশজন মিসকিনকে খাদ্য/বস্ত্র দান/দাসমুক্তি)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
শিকারের কাফফারা (ইহরাম অবস্থায় পশু শিকার প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
সদকাকারীর জন্য কাফফারা (কিসাস সদকা করা)	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
কাফির (আরো দেখুন অবিশ্বাসী শব্দটি)			
অংশ (কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করা, বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১২৭	৫৪৮
অজুহাত পেশ করতে নিষেধ করা হবে কাফিরদের (কিয়ামতের দিন)	৬৬-তাহরীম	৭	৯৭০
অতিক্রম করতে পারতনা কাফিরদের, মুমিনরা (কাফিরদের উক্তি)	৪৬-আহকাফ	১১	৯০৯
অধিবাসী (কাফিররা তীব্র আগুনের অধিবাসী)	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
অনুমতি দেয়া হবে না কাফিরদের, কিয়ামতে (ওযর পেশের)	১৬-নাহল	৮৪	৭১০
অন্তর্জ্বালা (কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন আল্লাহ...)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
অপমানিত (কাফিরদেরকে অপমানিত করবেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	২	৬৪০
অপছন্দ (কাফিররা অপছন্দ করলেও আল্লাহ তার আলো পূর্ণ করবেন)	৬১-সাফফ	৮	৯৬০
অপছন্দ করে (এক আল্লাহকে ডাকতে কাফিররা অপছন্দ করে)	৪০-মু'মিন	১৪	৮৭৯
অপছন্দ করে কাফিররা (আল্লাহর নূরের পূর্ণতা)	৯-তাওবা	৩২	৬৪৩
অপমান (কিয়ামতে অপমান ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য)	১৬-নাহল	২৭	৭০৫
অবিশ্বাস (মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে কাফিরদের অবিশ্বাস...)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
অবকাশ (কাফিরদেরকে কিছুক্ষণ অবকাশ দানের নির্দেশ)	৮৬-তারিক	১৭	১০১৭
অবকাশ (কাফিরদের সাময়িক অবকাশ ও রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলায় শাস্তি)	২২-হাজ্জ	৪৪	৭৬২
অবকাশ (কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	৩২	৬৯১
অভিভাবক (কাফিরদের অভিভাবক তাগুত)	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
অমঙ্গল (কিয়ামতে অপমান ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য)	১৬-নাহল	২৭	৭০৫
অস্বীকার (কাফির আল্লাহর নেয়ামত চিনেও তা অস্বীকার করে)	১৬-নাহল	৮৩	৭০৯
অস্বীকৃতি(আয়াত পাঠ হলে কাফিরদের মুখমণ্ডলে অস্বীকৃতি দেখা যায়)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
অস্বীকার করে (কাফিররা কুরআন অস্বীকার করে)	৮৪-ইনশিকাক	২২	১০১৪
অস্বীকার করা(আয়াতকে কেবল কাফিররাই অস্বীকার করে)	২৯-আনকাবূত	৪৭	৮২০
অহমিকা পোষণ করত কাফিররা (তাদের হৃদয়ে)	৪৮-ফাত্হ	২৬	৯১৮
অহংকার (কাফিরদের নিকট আল্লাহর আয়াত পাঠের পর অহংকার...)	৪৫-জাছিয়া	৩১	৯০৭
আগুন (আল্লাহ কাফিরদেরকে আগুনের প্রতিশ্রুতি দেন)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
আগুনকে কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে	৩-আলে ইমরান	১৩১	৫৪৮
আগুন (কাফিরদের জন্য আল্লাহ জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছেন)	৩৩-আহযাব	৬৪	৮৩৯
আগুন (কাফিরদের জন্য আগুন প্রস্তুত)	২-বাক্বারা	২৪	৫০৪
আগুন (কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রাখা হয়েছে)	৪৮-ফাত্হ	১৩	৯১৭
আগুন (কাফিররা মুখমণ্ডল থেকে আগুনকে বিরত করতে পারবে না)	২১-আম্বিয়া	৩৯	৭৫২
আগুনের অধিবাসী (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী কাফির)	৬৪-তাগাবুন	১০	৯৬৭
আগুনের অধিবাসী (কাফির ও আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী)	২-বাক্বারা	৩৯	৫০৫
আগুনের সামনে উপস্থিত করা হবে কাফিরদেরকে	৪৬-আহকাফ	৩৪	৯১১
আগুনের সামনে কাফিরদেরকে উপস্থিত করা হবে যেদিন	৪৬-আহকাফ	২০	৯১০
আগুনের অধিবাসী হবে কাফিররা...	৪০-মু'মিন	৬	৮৭৮
আঘাত করবে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	৯-তাওবা	৯০	৬৪৯
আঘাত (যুদ্ধের সময় কাফিরদের ঘাড়ে আঘাত করার নির্দেশ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
আতিথেয়তা (জাহান্নাম প্রস্তুত কাফিরদের আতিথেয়তার জন্য)	১৮-কাহ্ফ	১০২	৭৩৩
আত্মা কাফির অবস্থায় চলে যাবে (মুনাফিক/কাফিরদের আত্মা)	৯-তাওবা	৫৫	৬৪৫
আত্মা কাফির অবস্থায় চলে যাবে (মুনাফিকদের আত্মা)	৯-তাওবা	৮৫	৬৪৯
আদ সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা প্রেরিত রাসূল স. সম্পর্কে বলল...	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আনুগত্য (রাসূল স. এর প্রতি কাফিরদের আনুগত্য না করার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৪৮	৮৩৭
আনুগত্য (কাফিরদের আনুগত্য করবে না মুমিনরা)	৩-আলে ইমরান	১৪৯	৫৫০
আনুগত্য (কাফিরদের আনুগত্য না করার জন্য নবীর প্রতি নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	১	৮৩৩
আবাস (জাহান্নাম কাফিরদের আবাসস্থল)	২৯-আনকাবূত	৬৮	৮২১
আবাসস্থল (কাফিরদের আবাসস্থল জাহান্নাম)	৩৯-যুমার	৩২	৮৭৪
আল্লাহর অসন্তুষ্টি বেশি কাফিরদের প্রতি তাদের নিজেদের চেয়ে	৪০-মু'মিন	১০	৮৭৮
আল্লাহ কাফিরদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন-	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না	৩-আলে ইমরান	৩২	৫৩৯
আশ্রয়স্থল (কাফিরদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল)	৬৬-তাহরীম	৯	৯৭১
আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফির তারা প্রমাণ না আসা পর্যন্ত..	৯৮-বায়্যিনাহ্	১	১০২৯
আহলে কিতাবর মধ্যে যারা কাফির তারা জাহান্নামী...	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
আহ্বান (কাফিরদের আহ্বান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়)	১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯
ইবাদত প্রসঙ্গ (কাফির ও নবীর ইবাদত)	১০৯-কাফিরূন	১	১০৩৫
ইবলিস কাফির হলো (অহঙ্কার করার কারণে)	৩৮-সোয়াদ	৭৪	৮৭০
ইবলিস কাফির হলো (আদমকে সিজদা না করে)	২-বাক্বারা	৩৪	৫০৫
ইবাদত (কাফির যার ইবাদত করে মুহাম্মদ স. তার ইবাদত করেননা)	১০৯-কাফিরূন	২	১০৩৫
ইবাদত (কাফির যার ইবাদত করে মুহাম্মদ স. তার ইবাদতকারী নন)	১০৯-কাফিরূন	৪	১০৩৫
ইবাদতকারী নয় কাফিররা -রাসূল স. যার ইবাদত করেন	১০৯-কাফিরূন	৫	১০৩৫
ইবাদতকারী নয় কাফিররা -রাসূল স. যার ইবাদত করেন	১০৯-কাফিরূন	৩	১০৩৫
ঈমান আনবে না কাফিররা কুরআনের প্রতি (কাফিররা বলে)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
ঈমানদারদেরকে কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিবে...	৩-আলে ইমরান	১০০	৫৪৫
ঈমান (কাফিরদের ঈমান উপকারে আসবে না, কিয়ামতে)	৩২-সাজদা	২৯	৮৩২
ঈমান (কাফিরদের সতর্ক করলেও তারা ঈমান আনবেনা)	২-বাক্বারা	৬	৫০২
ঈমানের পর কাফির বানানোর কামনা (আহলে কিতাবদের)	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
উক্তি (পুনরুত্থানের বিষয়কে কাফিররা জাদু বলে...)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
উক্তি(মাটি হওয়ার পর পুনরুত্থানের বিষয়ে কাফিরদের উক্তি)	২৭-নামল	৬৭	৮০৫
উত্তম (মক্কার কাফিররা কি পূর্ববর্তী কাফিরদের চেয়ে উত্তম?)	৫৪-কামার	৪৩	৯৩৮
উদ্ধত কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে	৫০-ক্বাফ	২৪	৯২৩
উপহাস (কাফিররা নবীকে উপহাস হিসাবে গ্রহণ করে)	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
উপমা (কাফির উপমা সেই পশুর ন্যায় যাকে...)	২-বাক্বারা	১৭১	৫১৯
উপমা (আল্লাহ কাফিরদেরকে নূহের স্ত্রী/লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন)	৬৬-তাহরীম	১০	৯৭১
একত্র করা (আল্লাহ কাফির-মুনাফিককে জাহান্নামে একত্র করবেন)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
ঔদ্ধত্যে লিপ্ত রয়েছে কাফিররা	৩৮-সোয়াদ	২	৮৬৬
কঠোর (কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে সেই সম্প্রদায় যাদেরকে...)	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
কঠোর (কাফিরদের প্রতি কঠোর, রাসূল স. ও তাঁর সাথীগণ)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
কঠোর (মুনাফিক/কাফিরদের উপর নবীকে কঠোর হবার নির্দেশ)	৬৬-তাহরীম	৯	৯৭১
কঠিন দিন কাফিরদের জন্য (কিয়ামত)	২৫-ফুরকান	২৬	৭৮৪
কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ রাসূলকে	৯-তাওবা	৭৩	৬৪৭
কাফিরদের ঈমান উপকারে আসেনি (শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর)	৪০-মু'মিন	৮৫	৮৮৫
কাফিরদের আনুগত্য নিষিদ্ধ	২৫-ফুরকান	৫২	৭৮৬
কাজ (কাফিরদের কাজ মরীচিকার মত...)	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
কামনা (কাফিররা একদিন মুসলিম হওয়ার কামনা করবে)	১৫-হিজর	২	৬৯৮
কামনা (কিয়ামতে কাফির মাটির সাথে মিশে যাওয়ার কামনা করবে)	৪-নিসা	৪২	৫৬২
কাফির সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
কামনা (যুদ্ধের ময়দানে মুমিনদের অসতর্কতা কামনা করে কাফিররা)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
কারাগার (কাফিরদের কারাগার বানিয়েছেন আল্লাহ জাহান্নামকে)	১৭-ইসরা	৮	৭১৪
কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না আল্লাহ	৩০-রূম	৪৫	৮২৫
কিয়ামতকে কঠিন দিন বলবে কাফিররা	৫৪-কামার	৮	৯৩৬
কুফরী (কাফিরদের কুফরী কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
কুফরী (কাফিরের কুফরী প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
কুফরী (কাফিরের কুফরী যেন রাসুলকে কষ্ট না দেয়...)	৩১-লুকমান	২৩	৮২৮
কুরআন শ্রবণ করতে নিষেধ করে কাফিররা	৪১-ফুস্সিলাত	২৬	৮৮৮
কৃতকর্ম (আল্লাহ কাফিরদের কৃতকর্মকে শোভনীয় করেছেন)	৬-আন্'আম	১২২	৬০৮
কৃতকর্ম (কাফিররা যা করেছে তা অবহিত করবেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্সিলাত	৫০	৮৯০
কৃতকর্মের পুরস্কার দেয়া হল কি (কাফিরদেরকে)?	৮৩-মুতাফফিফীন	৩৬	১০১২
ক্রোধ (কাফিরদের মনে ক্রোধের সঞ্চার করে মুমিনরা যেখানেই...)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
ক্ষতি করতে পারবে না কাফিররা (আল্লাহর)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩২	৯১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাফির (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ক্ষমা (কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৪	৯১৫
চেনা (কাফির আল্লাহর নেয়ামত চিনেও তা অস্বীকার করে)	১৬-নাহ্ল	৮৩	৭০৯
চেহারা ধূলিময় হবে (কিয়ামতের দিন)...	৮০-আবাসা	৪২	১০০৭
চোখ (কিয়ামত নিকটবর্তী হলে কাফিরের চোখ স্থির হয়ে যাবে)	২১-আম্বিয়া	৯৭	৭৫৬
ছেড়ে দেয়া (পৃথিবীর কোন কাফিরকে ছেড়ে না দেয়ার জন্য নূহ এর দোয়া)	৭১-নূহ্	২৬	৯৮৫
জন্মদান (কাফিরদের ছেড়ে দিলে তারা পাপী/কাফিরই জন্ম দিবে)	৭১-নূহ্	২৭	৯৮৫
জাদু বলা (কিতাব হাতে স্পর্শ করলেও কাফির তাকে 'জাদু' বলে)	৬-আন্'আম	৭	৫৯৬
জানা (কাফির যেন জানতে পারে যে সে মিথ্যাবাদী এ জন্য পুনরুত্থান)	১৬-নাহ্ল	৩৯	৭০৬
জানা (কাফিররা জানবে আখিরাতের শুভ পরিণাম কাদের জন্য)	১৩-রা'দ	৪২	৬৯২
জাহান্নামের প্রহরীর সংখ্যা সম্পর্কে কাফিররা বলে...	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
জাহান্নাম (আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কাফির তারা জাহান্নামী)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
জাহান্নাম উপস্থিত করা হবে (কাফিরদের নিকট)	১৮-কাহ্ফ	১০০	৭৩৩
জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টনকারী	৯-তাওবা	৪৯	৬৪৫
জাহান্নামের দিকে কাফিরদের দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
জালিম (কিয়ামতের দিনকে অস্বীকারকারী কাফিররাই জালিম)	২-বাক্বারা	২৫৪	৫৩০
জিহাদ (নবীকে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ)	৬৬-তাহ্রীম	৯	৯৭১
জীবন (কাফিরদের দুনিয়ার জীবন সুসজ্জিত)	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
তওবা (কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর তওবা কবুল হবেনা)	৪-নিসা	১৮	৫৫৯
দল (একটি দল ছিল কাফির, বদর যুদ্ধে...)	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
দায়ী (কুফরীর ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব কাফিরেরই)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
দুঃখ করা (কাফির সম্প্রদায়ের জন্য শু'আইব আ.এর দুঃখ না করা)	৭-আ'রাফ	৯৩	৬২১
দুর্ভোগ (আগুনের দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	২৭	৮৬৭
দুর্ভোগ (কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ, কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে)	১৯-মারইয়াম	৩৭	৭৩৬
দৃষ্টি (কাফিরদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা রাসূল স. কে ছুঁড়ে ফেলার উপক্রম হয়)	৬৮-ক্বালাম	৫১	৯৭৭
দৌড়ে আসছে কাফিররা রাসূল স. এর দিকে...	৭০-মা'আরিজ	৩৬	৯৮২
দ্বীন (মুহাম্মদ-এর জন্য তাঁর দীন ও কাফিরদের জন্য তাদের দ্বীন)	১০৯-কাফিরূন	৬	১০৩৫
ধারণা (কাফিরদের ধারনা সবকিছু অনর্থক সৃষ্টি)	৩৮-সোয়াদ	২৭	৮৬৭
ধারণা (কাফিরদের সম্পর্কে ধারণা করা যাবে না যে তারা...)	২৪-নূর	৫৭	৭৮০
ধারণা (পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফিরদের অমূলক ধারণা)	৬৪-তাগাবুন	৭	৯৬৬
নিবৃত করল কাফিররা মুমিনদেরকে মসজিদে হারাম থেকে	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
নিদর্শন নিয়ে আসলে কাফিররা রাসূল স. কে বলবে- 'তোমরা বাতিল'	৩০-রূম	৫৮	৮২৬
নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ...	৯-তাওবা	১২৩	৬৫৩
নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (কাফিররা)	৬-আন্'আম	১৩০	৬০৯
নিশ্চিহ্ন (কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৪১	৫৪৯
পথ রাখা (আল্লাহ মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের পথ রাখেননি)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
পথ প্রদর্শন (আল্লাহ কাফিরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
পথ প্রদর্শন (আল্লাহ কাফিরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না)	১৬-নাহ্ল	১০৭	৭১২
পথভ্রষ্ট (কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ)	৪০-মু'মিন	৭৪	৮৮৪
পরিণাম (পূর্ববর্তীদের মত পরিণাম হবে কাফিরদের)	৪৭-মুহাম্মাদ	১০	৯১২
পরাজিত হবে কাফিররা এবং জাহান্নামে সমবেত করা হবে	৩-আলে ইমরান	১২	৫৩৭
পরিবেষ্টন করা (জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে)	২৯-আনকাবূত	৫৪	৮২০
পরিতাপ (কুরআন কাফিরদের পরিতাপের কারণ হবে)	৬৯-হাক্কাহ্	৫০	৯৮০
পরিণাম (কাফিরদের পরিণাম আগুন)	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
পরীক্ষা (কাফিরদের জন্য পরীক্ষা, জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা...)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
পরিবেষ্টন (আল্লাহ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
পাকড়াও (আল্লাহ কাফিরদেরকে শাস্তি দ্বারা করেছিলেন)	৩৫-ফাতির	২৬	৮৪৮
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত কাফিররা (মুসলমানদের মুকাবিলায়)	৪৮-ফাত্হ	২২	৯১৮
পোশাক(কাফির ও আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য আগুনের পোশাক)	২২-হাজ্জ	১৯	৭৬০
প্রকৃত কাফির (আল্লাহর রাসূলদের অবিশ্বাস/পার্থক্যকারী প্রকৃত কাফির)	৪-নিসা	১৫১	৫৭৬
প্রধান (শু'আইব আ.এর সম্প্রদায়ের কাফির প্রধান/নেতাদের হুমকি)	৭-আ'রাফ	৯০	৬২১
প্রধান কাফিরদের সাথে যুদ্ধ (দ্বীনের ব্যাপারে তিরস্কার করলে)	৯-তাওবা	১২	৬৪১
প্রধান কাফিররা নূহ আ. সম্পর্কে বলল, এ তো আমাদের মতই...	২৩-মু'মিনূন	২৪	৭৬৭
প্রতিফল (কাফিরদের প্রতিফল, হুনাইনের শাস্তি)	৯-তাওবা	২৬	৬৪২
প্রতিফল (কিয়ামতে কাফিরদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে)	৬৬-তাহ্রীম	৭	৯৭০
প্রতিশ্রুতি(আল্লাহ কাফিরদেরকে আগুনের প্রতিশ্রুতি দেন)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
প্রস্তুত (কাফিরদের জন্য আগুন প্রস্তুত)	২-বাক্বারা	২৪	৫০৪
প্রতারণার মধ্যে রয়েছে কাফিররা	৬৭-মুল্ক	২০	৯৭৩
প্রতিদান (কাফিরদের প্রতিদান, হত্যা করা যদি...)	২-বাক্বারা	১৯১	৫২১
প্রশ্ন কাফিরদের- রাসূল স. এর উপর নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?	১৩-রা'দ	৭	৬৮৮
প্রভু নেই কাফিরদের	৪৭-মুহাম্মাদ	১১	৯১২
প্রার্থনা (কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়)	৪০-মু'মিন	৫০	৮৮২
প্রতিপালকের নিকট কাফিরদের প্রার্থনা-পথভ্রষ্টকারীকে দেখিয়ে দিতে	৪১-ফুস্সিলাত	২৯	৮৮৮
ফিতনা (কাফিরদের জন্য মুমিনদেরকে ফিতনা না বানানোর প্রার্থনা)	৬০-মুমতাহিনা	৫	৯৫৮
ফিতনা (কাফিরদের ফিতনার আশঙ্কায় নামাজ কসর/সংক্ষিপ্ত করা যাবে)	৪-নিসা	১০১	৫৭০
ফিরিয়ে দেয়া (খন্দকে আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রোধসহ ফিরিয়ে দেন)	৩৩-আহযাব	২৫	৮৩৫
ফেরত দেয়া যাবে না কাফিরদের নিকট (হিজরতকারী মুমিন নারীকে)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা/আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায় কাফিরের শাস্তি	১৬-নাহ্ল	৮৮	৭১০
বন্ধু (কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না মুমিনরা)	৩-আলে ইমরান	২৮	৫৩৮
বন্ধু (কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা নিষেধ)	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
বন্ধুত্ব (কাফিরদের সাথে বনী ইসরাঈলের বন্ধুত্ব প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৮০	৫৯০
বন্ধু গ্রহণ (মুমিনকে রেখে কাফিরকে বন্ধু গ্রহণ নিষেধ	৪-নিসা	১৪৪	৫৭৫
বন্ধু বানানো (মুমিনকে রেখে কাফিরকে বন্ধু বানানো, মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৯	৫৭৪
বলা (মুহাম্মদ স. কে কাফিররা জাদুকর বলে)	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
বলা (কাফিররা কুরআনকে পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
বলা (কাফিররা বলে- রাসূল স. এর উপর নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?	১৩-রা'দ	২৭	৬৯১
বলে (মুমিনদেরকে কাফিররা বলে.., ব্যয় করতে বললে)	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
বলে (কাফিররা বলে, তারা বাছাইকৃত বান্দা হত যদি...)	৩৭-সাফ্ফাত	১৬৭	৮৬৫
বিতর্ক (আল্লাহর আয়াত নিয়ে কাফিররা বিতর্ক করে)	৪০-মু'মিন	৪	৮৭৮
বিজয় কামনা (কাফিরদের বিরুদ্ধে কিতাবের সাহায্যে বিজয় কামনা)	২-বাক্বারা	৮৯	৫১০
বিপর্যয় অব্যাহত থাকবে কাফিরদের উপর (কৃতকর্মের কারণে)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
বিতর্ক করে (মিথ্যা দ্বারা)	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯
বিচরণ (কাফিরদের নগরে বিচরণ যেন রাসূল স. কে বিচলিত না করে)	৩-আলে ইমরান	১৯৬	৫৫৫
বিচার-ফায়সালা করে না যারা আল্লাহর বিধান দিয়ে তারা কাফির	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
বিস্মিত (তাদের থেকে তাদের নিকট সতর্ককারী আসায়)	৫০-ক্বাফ	২	৯২২
বিনিময়গ্রহণ করা হবে না কিয়ামতে (মুনাফিক ও কাফিরদের থেকে)	৫৭-হাদীদ	১৫	৯৪৯
বের করে দিবে বলেছিল রাসূলগণকে, যমীন থেকে ...	১৪-ইবরাহীম	১৩	৬৯৪
বের করে দিয়েছেন আল্লাহ কাফিরদের (বনু নযীর গোত্রকে)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
ব্যয় করে কাফিররা তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথ থেকে বিরত...	৮-আনফাল	৩৬	৬৩৫
ভয় (কাফিরদেরকে ভয় না করা)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
ভাই (কাফির ভাইদেরকে মুনাফিকরা বলে...)	৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
ভেবে দেখা (আকাশ-পৃথিবী সম্পর্কে কাফিরদের ভেবে দেখা)	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
ভোগ-বিলাস (কাফিররা ভোগ-বিলাস করছে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
ভোগ্য-সামগ্রী ও শাস্তি দান (কাফিরদেরকে)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
মনে করা (কাফিররা যেন মনে না করে যে, তাদেরকে অবকাশ...)	৩-আলে ইমরান	১৭৮	৫৫৩
মানুষের মধ্যে কেউ কাফির হয় (সৃষ্টির পর)	৬৪-তাগাবুন	২	৯৬৬
মাটি হওয়ার আকাঙ্খা করবে (কিয়ামতের দিন)	৭৮-নাবা	৪০	১০০২
মারা যাওয়া (কাফির অবস্থায় মারা যাওয়া)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
মিথ্যা অভিহিত/অহঙ্কার করে কাফিররা (নিদর্শন আসার পর)	৩৯-যুমার	৫৯	৮৭৬
মিথ্যা অভিহিত করায় লিপ্ত রয়েছে কাফিররা	৮৫-বুরূজ	১৯	১০১৬
মিথ্যাবাদী (কাফির যেন জানতে পারে সে মিথ্যাবাদী এ জন্য পুনরুত্থান)	১৬-নাহ্ল	৩৯	৭০৬
মিথ্যা রচনা বলেছে কাফিররা কুরআনকে	২৫-ফুরকান	৪	৭৮২
মুখ ফিরিয়ে নেয় কাফিররা (সতর্ককৃত বিষয় থেকে)	৪৬-আহ্কাফ	৩	৯০৮
মুখমন্ডল থেকে কাফিররা আগুনকে বিরত করতে পারবে না	২১-আম্বিয়া	৩৯	৭৫২
মুখমন্ডল মলিন হবে কাফিরদের (কিয়ামত নিকটে দেখে)	৬৭-মুল্ক	২৭	৯৭৪
মৃত্যু (কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে যারা...)	৩-আলে ইমরান	৯১	৫৪৪
মৃত্যু ঘটায় যখন ফেরেশতারা কাফিরদের...	৮-আনফাল	৫০	৬৩৭
মুমিনগণ কাফিরদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে (কিয়ামতে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৩৪	১০১২
মুখমন্ডল (আয়াত পাঠ হলে কাফিরদের মুখমন্ডলে অস্বীকৃতি দেখা যায়)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
মুনাফিকরা কাফিরদের দলভুক্ত নয়	৫৮-মুজাদালা	১৪	৯৫৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাফির(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুমিনদেরকে কাফিররা বলে (সুস্পষ্ট আয়াত পাঠ করা হলে)	১৯-মারইয়াম	৭৩	৭৩৯
মূল (কাফিরদের মূল কেটে দিবেন আল্লাহ)	৮-আনফাল	৭	৬৩২
মৃত্যু (কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর উপর লা'নত...)	২-বাক্বারা	১৬১	৫১৮
মৃত্যুবরণ করবে কাফিররা কাফির অবস্থায়	৯-তাওবা	১২৫	৬৫৩
যুদ্ধ (কাফিররা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে)	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
রক্ষা (কাফিরদেরকে কে রক্ষা করবে, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে)	৬৭-মুলক	২৮	৯৭৪
রাসূল স. কে কাফিররা বলে 'তুমি প্রেরিত রাসূল স. নও'	১৩-রা'দ	৪৩	৬৯২
রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী জাদুকর বলে কাফিররা	৩৮-সোয়াদ	৪	৮৬৬
লা'নত (কাফিরদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন)	৩৩-আহযাব	৬৪	৮৩৯
লা'নত (অবিশ্বাসের কারণে কাফিরদের প্রতি আল্লাহর লা'নত)	২-বাক্বারা	৮৯	৫১০
শক্তি (আল্লাহ কাফিরদের শক্তি খর্ব করবেন)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
শত্রু (যে আল্লাহর শত্রু আল্লাহ সেই কাফিরের শত্রু)	২-বাক্বারা	৯৮	৫১১
শত্রু (কাফিররা মুমিনদের স্পষ্ট শত্রু)	৪-নিসা	১০১	৫৭০
শয়তান কাফিরদের নিকট প্রেরণ করেন আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৮৩	৭৩৯
শাস্তি (কাফিরদেরকে শাস্তি দিলেন আল্লাহ, হুনাইনের যুদ্ধে)	৯-তাওবা	২৬	৬৪২
শাস্তি (কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	১৪	৬৪১
শাস্তি (কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৭	৮৮৮
শাস্তি (কাফিরদের জন্য আল্লাহ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
শাস্তি (কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি)	৮-আনফাল	১৪	৬৩৩
শাস্তি (কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, ইহুদি প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
শাস্তি (কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত)	৪-নিসা	১৫১	৫৭৬
শাস্তি (কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
শাস্তি (কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	২-বাক্বারা	১০৪	৫১২
শাস্তি (কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে)	৪২-শূরা	২৬	৮৯৩
শাস্তি (কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখা আছে)	৩৩-আহযাব	৮	৮৩৩
শাস্তি (কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	৫৮-মুজাদালা	৫	৯৫২
শাস্তি (কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
শাস্তি (কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ রয়েছে)	১৪-ইবরাহীম	২	৬৯৩
শাস্তি (কাফিরের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, কৃপণতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৭	৫৬২
শাস্তি (কাফিরদের শাস্তি প্রতিরোধ করার কেউ নেই)	৭০-মা'আরিজ	২	৯৮১
শাস্তি (কুফরীর কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন)	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
শাস্তি দিতেন আল্লাহ কাফিরদেরকে যদি মুমিনদের থেকে পৃথক হতো	৪৮-ফাত্‌হ	২৫	৯১৮
শাস্তির কথা যেন সত্য হয় কাফিরদের বিরুদ্ধে ...	৩৬-ইয়াসীন	৭০	৮৫৬
শাস্তি (কাফিররা আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করায় লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	২২-হাজ্জ	৫৭	৭৬৩
শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে (কাফিরদের প্রতি)	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
শাস্তি (ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণে কাফিরদের শাস্তি...)	১৬-নাহ্‌ল	৮৮	৭১০
শোভনীয় (কাফিরদের জন্য চক্রান্তকে শোভনীয় করা হয়েছে)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
ষড়যন্ত্র (কাফিরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন আল্লাহ)	৮-আনফাল	১৮	৬৩৩
ষড়যন্ত্র (কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই)	৪০-মু'মিন	২৫	৮৮০
ষড়যন্ত্রের শিকার (পরিণামে কাফিররাই ষড়যন্ত্রের শিকার হবে)	৫২-তূর	৪২	৯৩১
সঙ্গী (কাফিরের সঙ্গী না হওয়ার আহ্বান, পুত্রকে নূহ)	১১-হূদ	৪২	৬৬৯
সঠিকপথপ্রাপ্ত (আহলেকিতাব কাফিরদের অধিক সঠিকপথপ্রাপ্ত বলে)	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
সঠিক পথ প্রদর্শন করেননা আল্লাহ (মিথ্যাবাদী কাফিরকে)	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
সতর্ক করা (কাফিরদের সতর্ক করলেও তারা ঈমান আনবেনা)	২-বাক্বারা	৬	৫০২
সন্দেহ (আকস্মিকভাবে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত কাফিরদের সন্দেহ)	২২-হাজ্জ	৫৫	৭৬৩
সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে না কাফিরদের (কিয়ামতে)	১৬-নাহ্‌ল	৮৪	৭১০
সফল হয় না কাফিররা	২৩-মু'মিনূন	১১৭	৭৭৩
সফল হয় না কাফিররা	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
সমকক্ষ নির্ধারণ (কাফিররা প্রতিপালকের সমকক্ষ নির্ধারণ করে)	৬-আন্'আম	১	৫৯৬
সমবেত করা হবে কাফিরদেরকে (জাহান্নামে)	৮-আনফাল	৩৬	৬৩৫
সম্প্রদায় (কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা)	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
সম্প্রদায় (কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা, রব্বানীদের)	৩-আলে ইমরান	১৪৭	৫৪৯
সম্প্রদায় (কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউ আল্লাহর দয়া থেকে...)	১২-ইউসুফ	৮৭	৬৮৫
সম্পর্ক (কাফির নারীদের দাম্পত্য সাথে বজায় রাখা নিষেধ)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা নূহকে মিথ্যাবাদী মনে করল	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
সম্প্রদায় (কাফির সম্প্রদায় থেকে রক্ষার জন্য মুমিনদের দোয়া)	১০-ইউনুস	৮৬	৬৬২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সম্প্রদায় (কাফির সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না আল্লাহ)	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
সম্প্রদায় (কাফির সম্প্রদায়ের উপরে সাহায্য প্রার্থনা)	২-বাক্বারা	২৫০	৫২৯
সম্প্রদায় (কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করা নিষেধ)	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
সহজ নয় কাফিরদের জন্য (কিয়ামতের দিন)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	১০	৯৯০
সাবার রানী মুসলিম হওয়ার আগে কাফির ছিল	২৭-নামল	৪৩	৮০৩
সাক্ষ্য দিবে কাফিররা (মৃত্যুকালে) যে, তারা কাফির ছিল	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
সাফল্য (কাফিরদের সাফল্য হলে মুনাফিকরা বলে...)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
সাক্ষাৎ (কাফিরদের সাথে ঈমানদারদের সাক্ষাৎ, যুদ্ধের ময়দানে)	৮-আনফাল	১৫	৬৩৩
সাহায্যকারী (কাফিরদের সাহায্যকারী হওয়া নিষেধ)	২৮-কাসাস	৮৬	৮১৫
সাহায্য করে কাফিররা (প্রতিপালকের বিরুদ্ধে)	২৫-ফুরকান	৫৫	৭৮৬
সুসংবাদ (কাফিরদেরকে সুসংবাদ, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
স্ত্রী কাফিরদের নিকট হারিয়ে গেলে...	৬০-মুমতাহিনা	১১	৯৫৯
হতভম্ব হওয়া (ইবরাহীম আ.এর কথা শুনে কাফির হতভম্ব হয়ে গেল)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
হতাশ (কাফিররা হতাশ কবরের অধিবাসী সম্পর্কে)	৬০-মুমতাহিনা	১৩	৯৫৯
হালাল নয় (মুমিন নারী কাফিরদের জন্য হালাল নয়)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
হালাল নয় (কাফিররা হালাল নয় মুমিন নারীদের জন্য)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
হারাম (হারাম করেছেন আল্লাহ কাফিরদের জন্য পানি ও রিযিক)	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
হৃদয় (কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করা, বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
হৃদয় (কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করবেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
হৃদয় (কাফিরের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন)	৭-আ'রাফ	১০১	৬২২
কাফূর (কর্পূর)			
মিশ্রণ (জান্নাতে পুণ্যবানদের পানীয়ের মিশ্রণ হবে কাফূরের)	৭৬-দাহ্‌র	৫	৯৯৫
কাফেলা			
কাফেলাকে প্রশ্ন করতে বলল পিতাকে, ইউসুফ আ.এর সৎভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৮২	৬৮৪
চোর (কাফেলাকে চোর বলে ঘোষণা করল এক ঘোষণাকারী)	১২-ইউসুফ	৭০	৬৮৩
কা'বা (আরো দেখুন প্রাচীন ঘর শব্দটি)			
জীবনধারণের উপকরণস্বরূপ (পবিত্র ঘর কা'বা)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
তাওয়াফ করা (হজ্জে প্রাচীন ঘর/কা'বা তাওয়াফ করা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২৯	৭৬০
পশু কুরবানীর স্থান কা'বা/প্রাচীন ঘরের নিকট(হজ্জ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৩	৭৬১
পৌছানো (কুরবানীর পশু কা'বায় পৌছানো, ইহরামে পশু হত্যার কাফফারা)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
প্রথম ঘর, মানব জাতির জন্য (যা মক্কায় স্থাপিত)	৩-আলে ইমরান	৯৬	৫৪৫
মালিক (কুরাইশদেরকে কাবাঘরের মালিককের ইবাদত করতে নির্দেশ)	১০৬-কুরাইশ	৩	১০৩৪
স্থান (ইবরাহীমের জন্য ঘর/কা'বার স্থান নির্ধারণ করা)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
কাবিল			
হত্যা (কাবিলকে হত্যা করতে হাবিল হাত প্রসারিত করবে না)	৫-মায়িদা	২৮	৫৮৪
কামড়ানো			
হাত কামড়াবে জালিমরা (কিয়ামতের দিন)	২৫-ফুরকান	২৭	৭৮৪
কামনা (আরো দেখুন আকাঙ্ক্ষা/চাওয়া/ইচ্ছা/প্রার্থনা শব্দটি)			
অনুসরণ (কামনার অনুসরণকারীরা চায় অন্যেরাও তাতে ঝুঁকে পড়ুক)	৪-নিসা	২৭	৫৬০
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করে গরিব মুহাজিরগণ)	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
অনুসরণ (কামনার অনুসরণ করল মনোনীতদের উত্তরসূরীরা)	১৯-মারইয়াম	৫৯	৭৩৮
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনা)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
আখিরাত কামনাকারী প্রশংসাযোগ্য (মুমিন অবস্থায়)	১৭-ইস্‌রা	১৯	৭১৫
আহলে কিতাবদের কামনা (মুমিনদের কাফির বানানো)	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
আহলে কিতাবদের একদল কামনা করে যদি...	৩-আলে ইমরান	৬৯	৫৪২
ইহুদীদের হাজার বছর আয়ু কামনা	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
কল্যাণ কামনা করে না কাফির ও মুশরিকরা (মুমিনদের)	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
কামনা (মুনাফিক/কাফির কর্তৃক মুমিনদের দ্বারা কুফরী কামনা)	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
কাফিরের (কিয়ামতে কাফির মাটির সাথে মিশে যাওয়ার কামনা করবে)	৪-নিসা	৪২	৫৬২
কাফিররা কামনা করে এমন বিষয় যা মুমিনদেরকে কষ্ট দেয়	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
কাফিররা কামনা করে- মুমিনরা যদি কুফরী করত	৬০-মুমতাহিনা	২	৯৫৮
কাফিররা একদিন কামনা করবে যদি তারা মুসলিম হতো	১৫-হিজর	২	৬৯৮
কাফিরদের কামনা (যুদ্ধক্ষেত্রে মুমিনদের অসতর্কতা)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
চাকচিক্য (দুনিয়ার চাকচিক্য কামনাকারীর প্রতিফল দুনিয়াতেই)	১১-হূদ	১৫	৬৬৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কামনা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জান্নাতে মন যা চায় তা সবই আছে	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
জাহিলী বিধান কামনা করে মুনাফিকরা	৫-মায়িদা	৫০	৫৮৬
জান্নাতীদের মন যা কামনা করবে তাই ভোগ করবে (স্থায়ীভাবে)	২১-আম্বিয়া	১০২	৭৫৭
দুনিয়া (দুনিয়া কামনাকারীর কাজের প্রতিফল দুনিয়াতেই)	১১-হূদ	১৫	৬৬৭
দুনিয়ার জীবন কামনা করে (যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ)	৫৩-নাজম	২৯	৯৩৩
দূরত্ব (সদূর দূরত্ব কামনা করবে প্রত্যেক ব্যক্তি, মন্দ কাজ দেখে)	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
দ্বীন (আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য দ্বিন কামনা...)	৩-আলে ইমরান	৮৩	৫৪৪
নগদ (দুনিয়ার জীবন কামনা করলে আল্লাহ দুনিয়াতেই দেন...)	১৭-ইস্রা	১৮	৭১৫
প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনাকারীকে বিতাড়িত করা যাবেনা	৬-আন্'আম	৫২	৬০০
ফিতনা কামনা করেছিল পূর্বেও (তারাই যারা ঈমান আনে না...)	৯-তাওবা	৪৮	৬৪৫
বাগান কামনা (উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
মন যা চায় তা সবই জান্নাতে আছে	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
মুনাফিকদের কামনা (মরুবাসী বেদুইনদের সাথে থাকা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২০	৮৩৫
মুক্তি কামনা করবে অপরাধীরা সবকিছুর বিনিময়ে...	৭০-মা'আরিজ	১১	৯৮১
মু'মিনরা কামনা করছিল নিরস্ত্র দলটি (বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৭	৬৩২
রাসূল স. এর দূরে রাখা স্ত্রীকে কামনা করায় অপরাধ নেই	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
রিযিক কামনা(আল্লাহর কাছেই রিযিক কামনার নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় নিজেকে বিক্রি...)	২-বাক্বারা	২০৭	৫২৩
সন্তুষ্টি (স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনায় রাসূল স. এর হালালকে হারাম করা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	১	৯৭০
সন্তুষ্টি কামনা (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সৎকাজ/আপোষের প্রতিদান)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
সন্তুষ্টি কামনায় ব্যয় (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সম্পদ ব্যয়)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
সম্পদ কামনায় সালামদাতাকে 'মুমিন নও' বলা যাবেনা	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
সৌন্দর্য্য (দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য্য কামনায় সতর্কতার নির্দেশ)	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
স্থানান্তর (কামনা করবে না জান্নাত থেকে, জান্নাতীরা)	১৮-কাহ্ফ	১০৮	৭৩৩
কামনা চরিতার্থ			
কামনা চরিতার্থ করতে পুরুষের কাছে গমন লূত সম্প্রদায়ের	৭-আ'রাফ	৮১	৬২০
যৌন কামনা চরিতার্থ করতে পুরুষের কাছে গমন (লূত সম্প্রদায়ের)	২৭-নামল	৫৫	৮০৪
কামাই (কৃতকর্ম)			
দিনের কামাই/কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানেন	৬-আন্'আম	৬০	৬০১
কায়েম (আরো দেখুন প্রতিষ্ঠা করা শব্দটি)			
তাওরাত কায়েম করত যদি আহলে কিতাব	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
তাওরাত কায়েম করা (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
সালাত কায়েম করা মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য	২-বাক্বারা	৩	৫০২
সালাত কায়েমের নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৪৩	৫০৫
সালাত কায়েমকারী আশা করে এমন ব্যবসার যার ধ্বংস নেই	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
সালাত কায়েমকারীকেই কেবল সতর্ক করা সম্ভব	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
সালাত কায়েমকারীর জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও সুসংবাদ	২৭-নামল	৩	৮০০
সালাত কায়েম মুমিনদের উপর সময় নির্ধারিত ফরজ	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
সালাত কায়েমের আদেশ দেয়া হয় (আহলে কিতাবকে)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৯
সালাত কায়েমের জন্য নবীর স্ত্রীগণের প্রতি নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
সালাত (নামাজ কায়েমকারীদের জন্য সুসংবাদ)	২২-হাজ্জ	৩৫	৭৬১
সালাত কায়েম ও দানের নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	১৪-ইবরাহীম	৩১	৬৯৬
সালাত কায়েম এর নির্দেশ	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
সালাত কায়েম করতে ওহী প্রেরণ (ইসহাক আ. ও ইয়াকুবের প্রতি)	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
সালাত কায়েম করতে রাসূল স. কে নির্দেশ (আল্লাহ কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
সালাত কায়েম করার অঙ্গীকার (বনী ইসরাঈলদের থেকে)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
সালাত কায়েম করার নির্দেশ (যুদ্ধ ফরজ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
সালাত (ইবরাহীমের বংশধরগণের সালাত কায়েম এর জন্য দোয়া)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
সালাত কায়েম করার পদ্ধতি (যুদ্ধাবস্থায়)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
সালাত কায়েম ও পরামর্শ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য	৪২-শূরা	৩৮	৮৯৪
সালাত কায়েম করে (সৎকর্মপরায়ণরা)	৩১-লুকমান	৪	৮২৭
ন্যায়নীতি কায়েম (ইয়াতিম নারীদের প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
সালাত কায়েম করার নির্দেশ (দিনের দুই প্রান্তে)	১১-হূদ	১১৪	৬৭৬
সালাত কায়েম করার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৩০-রূম	৩১	৮২৪
সালাত কায়েম করার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	২৪-নূর	৫৬	৭৮০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সালাত কায়েম করে (বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
সালাত কায়েম করে (মুমিনদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে)	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
সালাত কায়েম করে মুমিনগণ	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
সালাত কায়েম করে মু'মিনগণ	৮-আনফাল	৩	৬৩২
সালাত কায়েম (মুশরিকরা তওবা করে সালাত কায়েম করলে...)	৯-তাওবা	১১	৬৪১
সালাত কয়েম করার নির্দেশ (মু'মিনদের প্রতি)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
সালাত কায়েম করলে বনী ইসরাইলদের পাপ ক্ষমা...	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
সালাত কায়েম করা প্রকৃত পূণ্য কাজ	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
সালাত কায়েম করার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
সালাত কায়েম করার নির্দেশ (আল্লাহর স্মরণের জন্য)	২০-ত্বা-হা	১৪	৭৪১
সালাত কায়েম করার নির্দেশ (মূসাও হারুন আ.এর প্রতি)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
সালাত কায়েম করে যারা তারাই মসজিদ আবাদ করবে	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
সালাত কায়েম করে মুমিনরা	৫-মায়িদা	৫৫	৫৮৭
সালাত কায়েমকারীর কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না	৭-আ'রাফ	১৭০	৬২৮
সালাত কায়েমকারীর প্রতিদান প্রতিপালকের নিকট	২-বাক্বারা	২৭৭	৫৩৩
সালাত কায়েম থেকে ভুলিয়ে রাখে না যাদেরকে ব্যবসা ও...	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
সালাত কায়েম (মুশরিকরা তওবা করে সালাত কায়েম করলে...)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
সালাত কায়েমের জন্য পুত্রকে লোকমানের উপদেশ	৩১-লুকমান	১৭	৮২৮
সালাত কায়েমের নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
সালাত কায়েমের নির্দেশ (সূর্য হেলে পড়লে)	১৭-ইস্রা	৭৮	৭২০
সালাত কায়েম ও আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	৬-আন্'আম	৭২	৬০২
কায়েমকারী			
সালাত কায়েমকারী মুমিন ইহুদিদেরকে মহাপ্রতিদান দান	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
সালাত কায়েমকারী বানাতে প্রতিপালকের কাছে ইবরাহীমের দোয়া	১৪-ইবরাহীম	৪০	৬৯৭
কারণ			
হাবিলকে হত্যা করার কারণে মানুষ হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
কারাগার			
ইউসুফ আ. কারাগারে কয়েক বছর অবস্থান করল	১২-ইউসুফ	৪২	৬৮০
ইউসুফ আ.কে কারাগারে প্রেরণের দাবী (আযীযের স্ত্রীর)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
জাহান্নাম (কাফিরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামকে কারাগার বানিয়েছেন)	১৭-ইস্রা	৮	৭১৪
প্রবেশ (ইউসুফের সাথে দুই যুবক কারাগারে প্রবেশ করল)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
প্রিয় (ইউসফ আ.এর নিকট কারাগার বেশি প্রিয়...)	১২-ইউসুফ	৩৩	৬৭৯
মুক্ত (কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন আল্লাহ ইউসুফ আ.কে)	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
সঙ্গীদ্বয় (ইউসফ আ.এর কারাসঙ্গীদ্বয়ের একজন স্বপ্নে দেখল...)	১২-ইউসুফ	৪১	৬৮০
সঙ্গীদ্বয় (কারাগারের সঙ্গীদ্বয়কে ইউসুফ আ. বলল)	১২-ইউসুফ	৩৯	৬৮০
কারারুদ্ধ			
ইউসুফ আ.কে সাময়িকের জন্য কারারুদ্ধ করবেই (আলামত দেখে মনে হল)	১২-ইউসুফ	৩৫	৬৮০
ইউসুফ আ.কে কারারুদ্ধ করা হবে (আযীযের স্ত্রীর আদেশ না মানলে)	১২-ইউসুফ	৩২	৬৭৯
ফির'আউন ছাড়া অন্যকে ইলাহ মানলে কারারুদ্ধ করার হুমকি	২৬-শু'আরা	২৯	৭৮৭
কারূন			
দেয়া (কারুনকে যা দেয়া হয়েছে, আমাদেরকে যদি দেয়া হত...)	২৮-কাসাস	৭৯	৮১৫
ধ্বংস (অহংকারের দরুন কারূনের ধ্বংস)	২৯-আনকাবূত	৩৯	৮১৯
প্রাসাদ ও কারূনকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিলেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৮১	৮১৫
ভাগ্যবান (কারূন মহাভাগ্যবান)	২৮-কাসাস	৭৯	৮১৫
মূসা আ. কে কারূনের নিকট প্রেরণ	৪০-মু'মিন	২৪	৮৭৯
মূসা আ.এর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল কারূন	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
কারো (একজন)			
নবী-রাসূলগণের কারো মধ্যে পার্থক্য করে না (মুমিনগণ)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
পার্থক্য (রাসূলদের কারো মধ্যে পার্থক্য না করার প্রতিদান)	৪-নিসা	১৫২	৫৭৬
রাসূলদের কারো মধ্যে মুমিনগণ পার্থক্য করেনা	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
কার্পণ্য (আরো দেখুন কৃপণতা শব্দটি)			
অন্তরের কার্পণ্য থেকে যাকে রক্ষা করা হয়েছে সে সফলকাম	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত ব্যক্তিগণই সফলকাম	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
মুক্ত (অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত ব্যক্তিগণই সফলকাম)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কার্যকর (আরো দেখুন বাস্তবায়িত শব্দটি)			
আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
করণীয় কার্যকর করতে বলেন নূহ আ. তার সম্প্রদায়কে	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে)	১৭-ইস্‌রা	৫	৭১৪
প্রতিশ্রুতি (প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে)	১৭-ইস্‌রা	১০৮	৭২৩
কার্যকরী			
আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়ে হয়েই থাকে	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
কার্যকলাপ			
অজুহাত পেশকারীদের কর্যকলাপ দেখবেন আল্লাহ	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
বাড়াবাড়ি (যার হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী তার)	১৮-কাহ্‌ফ	২৮	৭২৬
বাড়াবাড়ি (প্রবৃত্তির অনুসরণকারীর কার্যকলাপ বাড়াবাড়ি)	১৮-কাহ্‌ফ	২৮	৭২৬
কাল (আরো দেখুন যুগ/সময়/মহাকাল শব্দটি)			
জীবন উপভোগ কিছু কালের জন্য (কাফিরদের)	৩৬-ইয়াসীন	৪৪	৮৫৪
নির্ণয় (আসহাবে কাহফের গুহায় অবস্থানকাল নির্ণয় প্রসঙ্গে)	১৮-কাহ্‌ফ	১২	৭২৪
বিবর্তন (রাসূল স. এর ব্যাপারে কালের বিবর্তন/মৃত্যুর অপেক্ষা, কাফিরদের)	৫২-তূর	৩০	৯৩০
সংকট কালে যারা নবীকে অনুসরণ করেছে	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
সাদা রেখা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি (রোযায়...)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
কাল (মহাকাল)			
মহাকালের মধ্য থেকে এমন সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন..	৭৬-দাহ্‌র	১	৯৯৫
কাল (সময়)			
জীবনোপভোগ (কিছুকালের জন্য মানুষের জীবনোপভোগ)	২১-আম্বিয়া	১১১	৭৫৭
কালালা (আরো দেখুন নিঃসন্তান শব্দটি)			
আল্লাহ কালালাহ সম্পর্কে ফতওয়া দিচ্ছেন	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
সন্তান-পিতামাতাহীন/কালালার ভাইবোনের মীরাস প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১২	৫৫৮
কালি			
সমুদ্র কালি হলেও (প্রতিপালকের কথা লিখে শেষ করা যাবে না)	১৮-কাহ্‌ফ	১০৯	৭৩৩
সমুদ্র (সাত সাগরকে কালি বানালেও আল্লাহর বাণী লেখা শেষ হবেনা)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
কালিমাচ্ছন্ন			
মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করা (বনী ইসরাইলদের...)	১৭-ইস্‌রা	৭	৭১৪
কালিমাহ (আরো দেখুন বাণী/কথা শব্দটি)			
আল্লাহর কালিমাহ (ঈসা আ. আল্লাহর কালিমাহ ও তার রাসূল)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
কালো			
চেহারা কালো হবে (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপকারীর)	৩৯-যুমার	৬০	৮৭৬
চেহারা (কন্যার জন্ম সংবাদে মুশরিকদের মুখমণ্ডল কালো হয়)	১৬-নাহ্‌ল	৫৮	৭০৭
চেহারা (কাল হবে কিছু চেহারা কিয়ামতের দিন)	৩-আলে ইমরান	১০৬	৫৪৬
চেহারা কালো হয় মুশরিকদের (কন্যার জন্য সংবাদে)	৪৩-যুখরুফ	১৭	৮৯৭
পাহাড় (পাহাড়ের মধ্যে কতক কালো রঙের রয়েছে)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
কালো ধোঁয়া			
বামের সাথীরা থাকবে কালো ধোঁয়ার ছায়ায়	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৪৩	৯৪৫
কাহাফ (গুহা)			
অধিবাসীরা (আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শন)	১৮-কাহ্‌ফ	৯	৭২৪
কাহিনী (আরো দেখুন ঘটনা শব্দটি)			
বর্ণনা (চিন্তাশীলদের জন্য কাহিনী বর্ণনা, কুকুরের উপমা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
বর্ণনা (রাসূল স. এর নিকট সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করছেন আল্লাহ)	১২-ইউসুফ	৩	৬৭৭
বানানো (কাহিনী বানিয়ে রেখেছেন আল্লাহ অতীত উম্মতদেরকে)	২৩-মু'মিনূন	৪৪	৭৬৮
সাবাবাসীদেরকে কাহিনী বানিয়ে দিলেন আল্লাহ	৩৪-সাবা	১৯	৮৪২
কিছু			
অবতীর্ণ করেন নি দয়াময় কোন কিছুই! (কাফিরদের মন্তব্য)	৩৬-ইয়াসীন	১৫	৮৫২
ইহুদীরা কিছুর উপর নেই (নাসারারা বলে)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে আল্লাহ বলেন 'হও'	৪০-মু'মিন	৬৮	৮৮৪
গোপন থাকবে না যেদিন কিছুই (আল্লাহর কাছে)	৪০-মু'মিন	১৬	৮৭৯
নাসারারা কিছুর উপর নেই (ইহুদীরা বলে)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
মালিক (আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহরা কিছুর মালিক নয়)	৩৯-যুমার	৪৩	৮৭৫
শরীক করা (আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা হারাম)	৬-আন্‌'আম	১৫১	৬১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কিছু অংশ			
আগুনের কিছু অংশও নিবারণ করতে পারবে না অহংকারীরা	৪০-মু'মিন	৪৭	৮৮২
কিছু করতে পারা			
পিতা ইয়াকুব আ. কিছু করতে পারবে না আল্লাহর ফয়সালার বিরুদ্ধে	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
কিছুক্ষণ			
অবকাশ (কাফিরদেরকে কিছুক্ষণ অবকাশ দিতে বলেন আল্লাহ)	৮৬-তারিক	১৭	১০১৭
কিছু (ক্ষতি)			
প্রতিপালক কিছু ইচ্ছা না করলে কেউ ক্ষতি করতে পারেনা)	৬-আন্‌'আম	৮০	৬০৩
কিছু সময়			
অবকাশ (মানুষকে কিছু সময় গোমরাহীতে থাকার অবকাশ দেয়া)	২৩-মু'মিনূন	৫৪	৭৬৯
আদ সম্প্রদায় কিছু সময়ের মধ্যেই অনুতপ্ত হবে...	২৩-মু'মিনূন	৪০	৭৬৮
ইউসুফ আ.কে সাময়িকের জন্য কারারুদ্ধ করবেই	১২-ইউসুফ	৩৫	৬৮০
কিছু সময় প্রতিক্ষা করতে বলল (নূহ আ.এর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ)	২৩-মু'মিনূন	২৫	৭৬৭
কুরআনের সংবাদ (কিছুসময় পর জানা যাবে)	৩৮-সোয়াদ	৮৮	৮৭০
কিতাব (আরো দেখুন আমলনামা/গ্রন্থ/পুস্তক শব্দটি)			
অংশ (কিতাবের অংশ নয় অথচ তাকে কিতাবে অংশ মনে করে)	৩-আলে ইমরান	৭৮	৫৪৩
অংশ (কিতাবের অংশ প্রদানের পরও তাগুতে বিশ্বাস)	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
অংশ (কিতাবের কিছু অংশ দেয়ার পরও পথভ্রষ্টতা ক্রয় করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৪	৫৬২
অংশ (কিতাবের প্রদান করা হয়েছে যাদেরকে তাদেরকে দেখা)	৩-আলে ইমরান	২৩	৫৩৮
অংশ (কিতাবের অংশ বিশেষে ঈমান, বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
অঙ্গীকার (আল্লাহ সম্পর্কে সত্য বলার বিষয়ে কিতাবের অঙ্গীকার ইহুদীদের)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
অপরাধীদের কি কোন কিতাব আছে যা তারা অধ্যয়ন করছে	৬৮-ক্বালাম	৩৭	৯৭৬
অবতীর্ণ (আহলে কিতাব আকাশ থেকে অবতীর্ণ লিখিত কিতাব চায়)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
অবতীর্ণ (আল্লাহ সত্যসহ কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ করেছেন)	৩৯-যুমার	৪১	৮৭৪
অবতীর্ণ (আল্লাহ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন)	৪২-শূরা	১৭	৮৯২
অবতীর্ণ (কাগজে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করলেও ঈমান না আনা)	৬-আন্‌'আম	৭	৫৯৬
অবতীর্ণ (কিতাব অবতারণ করার বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে)	৪৬-আহ্‌কাফ	২	৯০৮
অবতীর্ণ (কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ আরবি কুরআনরূপে)	১২-ইউসুফ	২	৬৭৭
অবতীর্ণ (কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ)	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
অবতীর্ণ (কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ রাসূল স. এর প্রতি)	৭-আ'রাফ	২	৬১৩
অবতীর্ণ (মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালার জন্য কিতাব অবতীর্ণ)	৪-নিসা	১০৫	৫৭০
অবতীর্ণ (রাসূল স. এর প্রতি কিতাব বর্ণনা / পথনির্দেশ/ দয়া / সুসংবাদস্বরূপ)	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
অবতীর্ণ (মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য)	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
অবহেলা করা (আল্লাহ কিতাবে কোন কিছুই অবহেলা করেননি)	৬-আন্‌'আম	৩৮	৫৯৯
অবতীর্ণ (পূর্ববর্তী দু'টি দলের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হওয়া)	৬-আন্‌'আম	১৫৬	৬১২
অবতারণ (কুরআনের অবতারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে)	৪০-মু'মিন	২	৮৭৮
অবতীর্ণ (আয়াতে অবিশ্বাস/বিদ্রুপ প্রসঙ্গে)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
অবতীর্ণ (আকাশে আরোহণ করে কিতাব অতীর্ণ করার দাবী)	১৭-ইস্‌রা	৯৩	৭২২
অবতারণ (কিতাবের অবতারণ প্রতিপালকের নিকট হতে)	৩২-সাজদা	২	৮৩০
অবতারণা (প্রতাপশালী/প্রজ্ঞাবান আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল)	৪৫-জাছিয়া	২	৯০৫
অবতীর্ণ (আল্লাহ নবীর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন)	৬-আন্‌'আম	১১৪	৬০৭
অবতীর্ণ (আল্লাহ নবীর প্রতি কিতাব/হিকমত অবতীর্ণ করেছেন)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
অবতীর্ণ (আল্লাহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন)	৭-আ'রাফ	১৯৬	৬৩১
অবতীর্ণ (আল্লাহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
অবতীর্ণ (আল্লাহ রাসূল স. এর প্রতি কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ করেছেন)	২১-আম্বিয়া	১০	৭৫০
অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (মুহাম্মদ স. এর প্রতি)	১৮-কাহ্‌ফ	১	৭২৪
অবতীর্ণ (কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ, রাসূল স. এর উপর)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
অবতীর্ণ (কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ...)	২-বাক্বারা	১৭৬	৫১৯
অবতীর্ণ (রাসূল স. এর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ, দয়া ও পথনির্দেশিকাস্বরূপ)	১৬-নাহ্‌ল	৬৪	৭০৮
অবতীর্ণ (কিতাব/কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ)	৩৯-যুমার	১	৮৭১
অবতীর্ণ কিতাব গোপন করে যারা...	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
অবতীর্ণ (কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ...)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
অবতীর্ণ (কিতাব অবতীর্ণ করা হলে সঠিকপথপ্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা)	৬-আন্‌'আম	১৫৭	৬১২
অবতীর্ণ (কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ রাসূল স. এর উপর)	৩-আলে ইমরান	৩	৫৩৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কিতাব (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
অবিশ্বাস (কিতাবে অবিশ্বাসকারী সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
অর্পন (কিতাব অর্পন করা হবে, রাসূল স. আশা করেনি)	২৮-কাসাস	৮৬	৮১৫
আয়াত (আলিফ-লাম-রা। এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত)	১০-ইউনুস	১	৬৫৪
আয়াত (আলিফ-লাম-রা এমন কিতাব যার আয়াত সুস্পষ্ট...)	১১-হূদ	১	৬৬৫
আয়াত (কিতাবের আয়াত আলিফ-লাম-রা).	১৫-হিজর	১	৬৯৮
আয়াত (কিতাবের আয়াত, প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ)	১৩-রা'দ	১	৬৮৮
আয়াত (প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত)	৩১-লুকমান	২	৮২৭
আয়ূর হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
আয়াত (সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত...)	২৬-শু'আরা	২	৭৮৮
আয়াত (সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত আলিফ-লাম-রা)	১২-ইউসুফ	১	৬৭৭
আয়াত (সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, হুরূফে মুক্তায়াত)	২৮-কাসাস	২	৮০৮
আয়াত (তোয়া-সীন-মীম, এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত)	২৭-নামল	১	৮০০
আল্লাহর কিতাবকে পিছনে নিক্ষেপ (একদল আহলেকিতাবের)	২-বাক্বারা	১০১	৫১১
আলো ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে	৫-মায়িদা	১৫	৫৮২
আলো (কিতাবকে আল্লাহ আলো স্বরূপ বানিয়েছেন)	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
আল্লাহ কি মুশরিকদের কোন কিতাব দিয়েছেন?	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
আল্লাহর কিতাব অনুসারে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবস্থান...	৩০-রূম	৫৬	৮২৬
আল্লাহর কিতাব সংক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যাদেরকে...	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
আল্লাহর কিতাবে আত্মীয়রা পরস্পরে নিকটতর...	৮-আনফাল	৭৫	৬৩৯
আল্লাহর কিতাবে (মাসের সংখ্যা বারটি)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী (মনোনীত বান্দাগণ)	৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল যখন...	৩-আলে ইমরান	২৩	৫৩৮
আল্লাহর নিকট কিতাব (আমলনামা) রয়েছে যা সত্য কথা বলবে	২৩-মু'মিনূন	৬২	৭৬৯
আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব লিখা গত হয়ে গেছে	৮-আনফাল	৬৮	৬৩৮
আহলে কিতাবদের নিকট আল্লাহর রাসূল স. এসেছেন...	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
আহলে কিতাবরা আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাস করে	৩-আলে ইমরান	৭০	৫৪২
আহলে কিতাবদের বিতর্ক (ইবরাহীম আ.এর ব্যাপারে)	৩-আলে ইমরান	৬৫	৫৪২
আহলে কিতাবরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে	৩-আলে ইমরান	৭১	৫৪২
আহলে কিতাবরা অবিশ্বাস করে আল্লাহর নিদর্শনাবলী	৩-আলে ইমরান	৯৮	৫৪৫
আহলে কিতাবরা ঈমান আনলে তাদের জন্য ভাল হত	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
আহলে কিতাবরা তাওরাত ও ইনজীল কায়েম না করলে...	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
আহলে কিতাবরা প্রতিশোধ নিচ্ছে (ঈমান আনার কারণে)	৫-মায়িদা	৫৯	৫৮৭
আহলে কিতাবরা বিরত রাখছে ঈমানদারকে (আল্লাহর পথ থেকে)	৩-আলে ইমরান	৯৯	৫৪৫
আহলে কিতাবরা যেন জানতে পারে যে অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
আহলে কিতাবরা সকলে সমান নয়	৩-আলে ইমরান	১১৩	৫৪৭
আহলে কিতাবদের একদল দিনের প্রথমভাগে বিশ্বাস ও শেষভাগে...	৩-আলে ইমরান	৭২	৫৪২
আহলে কিতাবের কাফিরদেরকে (বনু নযীর গোত্রকে) বের করে দেয়া	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
আহলে কিতাবদেরকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ (দ্বীনের ব্যাপারে)	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
আহলে কিতাবদের মাঝে আমানত ফেরত দেয়ার লোক রয়েছে	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
আহলে কিতাবদের যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে...	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
আহলে কিতাবগণ ঈমান আনলে ক্ষমা ও জান্নাত পেত	৫-মায়িদা	৬৫	৫৮৮
ইবরাহীম আ.এর বংশধরকে কিতাব ও হিকমাত দান	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
ঈমান (আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব/কুরআনে রাসূল স. এর ঈমান)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
ঈমান (আল্লাহ যাদেরকে কিতাব দেন তারা এতে ঈমান আনে)	২৯-আনকাবূত	৪৭	৮২০
ঈমান (কিতাবের অংশ বিশেষে ঈমান, বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
ঈমান (কিতাবের উপর ঈমান আনা প্রকৃত পূণ্য)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
ঈমান (রাসূল স. ও মুমিনগণ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
উত্তরাধীকারী (বনী ইসরাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করা)	৪০-মু'মিন	৫৩	৮৮২
উত্তরাধিকারী (কিতাবের উত্তরাধীকারীরা কুরআন সম্পর্কে সন্দিহান)	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
উত্তরাধিকারী (বনী ইসরাঈলের উত্তরসূরী যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
উপস্থিত করা (শিরকের পক্ষে কিতাব/ জ্ঞান থাকলে উপস্থিত করা)	৪৬-আহ্কাফ	৪	৯০৮
উম্মতের প্রত্যেককে কিতাবের প্রতি আহবান করা হবে (কিয়ামতে)	৪৫-জাছিয়া	২৮	৯০৭
উম্মুল কিতাবে কুরআন রক্ষিত (আল্লাহর নিকট)	৪৩-যুখরুফ	৪	৮৯৬
উল্লেখ (ইসমাইলের কথা কিতাবে উল্লেখ করার নির্দেশ)	১৯-মারইয়াম	৫৪	৭৩৭
উল্লেখ (কিতাবে ইদরিসের কথা উল্লেখ করার নির্দেশ)	১৯-মারইয়াম	৫৬	৭৩৭
উল্লেখ (কিতাবে উল্লেখ করার নির্দেশ, ইবরাহীম আ.এর কথা)	১৯-মারইয়াম	৪১	৭৩৬
উল্লেখ (কিতাবে মূসা আ.এর কথা উল্লেখ করার নির্দেশ)	১৯-মারইয়াম	৫১	৭৩৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কসম (লিখিত কিতাবের কসম)	৫২-তূর	২	৯২৯
কসম (আল্লাহ কসম করছেন সুস্পষ্ট কিতাব/কুরআনের)	৪৪-দুখান	২	৯০২
কামনা (আহলে কিতাবদের একদল কামনা করে যদি...)	৩-আলে ইমরান	৬৯	৫৪২
কাগজে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করলেও ঈমান না আনা	৬-আন্'আম	৭	৫৯৬
কিতাবে উল্লেখ করার নির্দেশ (মারইয়ামের কথা)	১৯-মারইয়াম	১৬	৭৩৫
কুরআন এমন কিতাব যার আয়াতসমুহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে	৪১-ফুস্সিলাত	৩	৮৮৬
কুরআনের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল যাদেরকে তারা কুরআনে...	২৮-কাসাস	৫২	৮১২
গণনা করে রেখেছেন আল্লাহ কিতাবে (প্রত্যেক জিনিস)	৩৬-ইয়াসীন	১২	৮৫১
গোপন (কিতাবের গোপন করা অনেক বিষয় প্রকাশ করবেন রাসূল)	৫-মায়িদা	১৫	৫৮২
জ্ঞান (নিরক্ষর ইহুদীদের কিতাবের জ্ঞান না থাকা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৮	৫০৯
জ্ঞান (কিতাবের জ্ঞান আছে যাদের তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট)	১৩-রা'দ	৪৩	৬৯২
জ্ঞান (কিতাবের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সাবার রানীর সিংহাসন আনা)	২৭-নামল	৪০	৮০৩
ডান হাতে কিতাব (আমলনামা) দেয়া হবে যাকে...	১৭-ইস্রা	৭১	৭২০
ডান হাতে আমলনামা/কিতাব প্রদান (কিয়ামতের দিন)	৬৯-হাক্কাহ্	১৯	৯৭৯
দয়া/পথনির্দেশিকা/বর্ণনা/সুসংবাদস্বরূপ রাসূল স. এর প্রতি কিতাব নাযিল	১৬-নাহ্ল	৮৯	৭১০
দান (আল্লাহ কোন মানুষকে কিতাব দান করলে সংগত নয় যে...)	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
দান (কিতাব দান করেছেন আল্লাহ নবীদেরকে...)	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
দান (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল/ আহলে কিতাবের বিভক্তি...)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৪	১০২৯
দান (মূসা ও হারুন আ.কে কিতাব দান করেছেন আল্লাহ)	৩৭-সাফ্ফাত	১১৭	৮৬২
দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই মানুষ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বির্তক করে	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই কতক মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে	২২-হাজ্জ	৮	৭৫৮
দীপ্তিমান কিতাবসহ পূর্ববর্তী রাসূলগণ এসেছিলেন	৩৫-ফাতির	২৫	৮৪৮
দীপ্তিমান কিতাবসহ রাসূলগণ এসেছিলেন (ইহুদীদের নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৮৪	৫৫৪
দেয়া (কিতাব দিয়েছিলেন আল্লাহ যাদেরকে, তারা উৎফুল্ল হয়...)	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
দেয়া (কিতাব দিয়েছেন আল্লাহ, মারইয়াম পুত্র ঈসাকে)	১৯-মারইয়াম	৩০	৭৩৬
দেয়া (কিতাব দেয়া নারীদের বিয়ে করা মুমিনদের জন্য বৈধ)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
দেয়া (কিতাব দেয়ার পর বিদ্বেষবশত মতপার্থক্য)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
দেয়া (কিতাব দেয়া হয়নি পূর্বে, মক্কার কাফিরদেরকে)	৩৪-সাবা	৪৪	৮৪৫
দেয়া (কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের মধ্যে যারা...)	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
দেয়া (কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের থেকে কষ্টদায়ক কথা...)	৩-আলে ইমরান	১৮৬	৫৫৪
দেয়া (কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
দেয়া (কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের আত্মসমর্পণ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
দেয়া (ডান হাতে যাকে কিতাব/আমলনামা দেয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে)	৮৪-ইন্শিকাক্	৭	১০১৩
দেয়া (পিঠের পিছন দিক থেকে আমলনামা দেয়া হবে যাকে...)	৮৪-ইন্শিকাক্	১০	১০১৩
দেয়া (পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদেরকে তাকওয়ার নির্দেশ)	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
দেয়া (পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল মু'মিনরা যেন...)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
দেয়া (কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের মধ্যে যারা...)	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
দেয়া (কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের কোন দলের...)	৩-আলে ইমরান	১০০	৫৪৫
দেয়া (কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের খাদ্য হালাল)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
দেয়া (যার কিতাব বামহাতে দেয়া হবে, সে বলবে...)	৬৯-হাক্কাহ্	২৫	৯৭৯
দেয়া (কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তারা জানে, কিবলা...)	২-বাক্বারা	১৪৬	৫১৬
দেয়া (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে/আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
দেখা (মানুষ তার কিতাব/আমলনামা উন্মুক্ত দেখতে পাবে)	১৭-ইস্রা	১৩	৭১৫
ধরা (কিতাব ধরার নির্দেশ, ইয়াহইয়া আ.কে)	১৯-মারইয়াম	১২	৭৩৪
ধারণ (কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারীর কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না)	৭-আ'রাফ	১৭০	৬২৮
ধারণ (মুশরিকদের কি কিতাব আছে যা তারা ধারণ করেছে?)	৪৩-যুখরুফ	২১	৮৯৭
নবীদেরকে কিতাব/নবুয়ত/বিচার-বিবেচনা দান করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৮৯	৬০৪
নিয়ে আসার নির্দেশ , অপবাদ আরোপকারীদেরকে	৩৭-সাফ্ফাত	১৫৭	৮৬৪
নির্ধারণ (নূহ ও ইবরাহীম আ.এর বংশধরদের মধ্যে কিতাব নির্ধারণ)	৫৭-হাদীদ	২৬	৯৫১
নিয়ে আসা (কাফিরদেরকে এমন কিতাব নিয়ে আসতে বলা যা...)	২৮-কাসাস	৪৯	৮১২
নিয়ে আসা (কিতাব নিয়ে এসেছিলেন কাফিরদের নিকট)	৭-আ'রাফ	৫২	৬১৭
নির্ধারণ(ইবরাহীম আ.এর বংশধরের জন্য কিতাব/নবুয়ত নির্ধারণ)	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
নির্ধারিত (কোন জনপদ ধ্বংসের সময় কিতাবে নির্ধারিত)	১৫-হিজর	৪	৬৯৮
পড়ানো (ডানহাতে কিতাবপ্রাপ্ত অন্যকে তা পড়ে দেখতে বলবে)	৬৯-হাক্কাহ্	১৯	৯৭৯
পড়তে বলা (প্রত্যেককে তার কিতাব/আমলনামা পড়তে বলা হবে)	১৭-ইস্রা	১৪	৭১৫
পথনির্দেশিকা/দয়া/বর্ণনা/সুসংবাদস্বরূপ রাসূল স. এর প্রতি কিতাব নাযিল	১৬-নাহ্ল	৮৯	৭১০
পাপীদের কিতাব/আমলনামা সিজ্জীনে আছে	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৭	১০১১
পাঠ করার নির্দেশ (রাসূল স.কে)..	১৮-কাহ্ফ	২৭	৭২৬

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কিতাব (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)				
পাঠ	(কিতাব পাঠকগণ, ধ্বংস নেই এমন ব্যবসার আশা করে)	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
পাঠ	(কুরআনের পূর্বে রাসূল স. কোন কিতাব পাঠ করেননি)	২৯-আনকাবূত	৪৮	৮২০
পাঠ	(রাসূল স. কে ওহী/কিতাব পাঠ করার নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
পাঠ	(যারা যথাযথভাবে কিতাব পাঠ করে তারাই এতে ঈমান আনে)	২-বাক্বারা	১২১	৫১৪
পাঠ	(বনী ইসরাঈল কর্তৃক আল্লাহর কিতাব পাঠ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৪৪	৫০৫
পাঠ	(পূর্ববর্তী কিতাব পাঠকারীদেরকে জিজ্ঞাসা, কুরআন সম্পর্কে)	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
পাঠ	(ইয়াতিম নারীদের ব্যাপারে কিতাব পাঠ করে শোনানো)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
পাঠ	(ইহুদী-খৃস্টানরা কিতাব পাঠ করেও বলে...)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
পাঠ	(আমলনামা পাঠ করবে তারা যাদের ডান হাতে তা দেয়া হবে)	১৭-ইসরা	৭১	৭২০
পাঠ	(কিতাব পাঠ করে জিহ্বা বাঁকা করে আহলে কিতবাদের...)	৩-আলে ইমরান	৭৮	৫৪৩
পুণ্যবানদের কিতাব/আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে		৮৩-মুতাফফিফীন	১৮	১০১২
পূর্ববর্তী কিতাব পাঠকারীদেরকে জিজ্ঞাসা (কুরআন সম্পর্কে)		১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান আনার নির্দেশ		৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
পেশ	(হাশর মাঠে সকলের কিতাব/আমলনামা পেশ করা হবে)	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
পেশ করা হলে অপরাধীদের ভীত দেখা যাবে (কিয়ামতের দিন)		১৮-কাহ্‌ফ	৪৯	৭২৮
প্রতিপালকের নিকট হতে কিতাবের অবতারণ (এতে সন্দেহ নেই)		৩২-সাজ্‌দা	২	৮৩০
প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত...		৩১-লুকমান	২	৮২৭
প্রতিপালকের কিতাবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের অবস্থার জ্ঞান আছে		২০-ত্বা-হা	৫২	৭৪৪
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ		৬-আন্‌'আম	১১৪	৬০৭
প্রমাণাদি	(কিতাবে প্রমাণাদি ও পথ নির্দেশনা বর্ণনা...)	২-বাক্বারা	১৫৯	৫১৭
প্রাপ্ত	(কিতাব প্রাপ্তরা মতপার্থক্য করেছে জ্ঞান আসার পর...)	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
বনী ইসরাঈলদের কিতাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে (বিপর্যয় সৃষ্টির বিষয়)		১৭-ইসরা	৪	৭১৪
বনী ইসরাঈলকে কিতাব দান করেছিলেন আল্লাহ		৪৫-জাছিয়া	১৬	৯০৬
বরকতময়	কিতাব অবতীর্ণ (কুরআন দ্বারা সতর্ক করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৯২	৬০৪
বরকতময় কিতাব	(আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন)	৬-আন্‌'আম	১৫৫	৬১১
বরকতময়	(রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব বরকতময়)	৩৮-সোয়াদ	২৯	৮৬৭
বর্ণনা/পথনির্দেশিকা/দয়া/সুসংবাদস্বরূপ	রাসূল স. এর প্রতি কিতাব নাযিল	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
বাম হাতে আমলনামা/কিতাব প্রদান (কিয়ামতের দিন)		৬৯-হাক্কাহ্‌	২৫	৯৭৯
বাদ দিবে না ছোট-বড় কোন কাজ (অপরাধীদের)...		১৮-কাহ্‌ফ	৪৯	৭২৮
বিস্তারিত বর্ণনা	(কুরআন কিতাব/বিধি-বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা)	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
বিশ্বাস	(কিতাব সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে মুমিনরা)	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
মতপার্থক্য	(কিতাবে মতপার্থক্য করেছে যারা তারা...)	২-বাক্বারা	১৭৬	৫১৯
মিথ্যা অভিহিত	(কিতাবকে মিথ্যা অভিহিতকারীরা পরিণাম...)	৪০-মু'মিন	৭০	৮৮৪
মুশরিকদের কি কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দেয়া হয়েছে?		৪৩-যুখরুফ	২১	৮৯৭
মূসা আ.কে কিতাব দিয়েছেন আল্লাহ		১৭-ইসরা	২	৭১৪
মূসা আ.কে কিতাব দিয়েছিলেন আল্লাহ		২৮-কাসাস	৪৩	৮১১
মূল কিতাব আল্লাহর নিকট		১৩-রা'দ	৩৯	৬৯২
মূল	(কিতাবের মূল, মুহকাম আয়াতগুলো)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
মূসা আ.কে কিতাবে দিয়েছিলন অল্লাহ		৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৫	৮৮৯
মূসা আ.কে কিতাব দান	(বনী ইসরাঈলের পথনির্দেশিকাস্বরূপ)	৩২-সাজ্‌দা	২৩	৮৩২
মূসা আ.কে কিতাব দান	(সঠিকপথ অবলম্বনের জন্য)	২-বাক্বারা	৫৩	৫০৬
মূসা আ.কে কিতাব দিয়েছিলেন আল্লাহ		২৩-মু'মিনূন	৪৯	৭৬৯
মূসা আ.কে কিতাব দিয়েছেন আল্লাহ		১১-হূদ	১১০	৬৭৫
মূসা আ.কে কিতাব দিয়েছেন আল্লাহ		২৫-ফুরকান	৩৫	৭৮৫
মূসা আ.এর কিতাব মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশনা স্বরূপ		৬-আন্‌'আম	৯১	৬০৪
মূসা আ.এর কিতাব দয়া ও পথ প্রদর্শকস্বরূপ ছিল		১১-হূদ	১৭	৬৬৭
মূসা আ.এর কিতাব	(দয়া ও পথপ্রদর্শকস্বরূপ ছিল মূসা আ.এর কিতাব)	৪৬-আহ্‌কাফ	১২	৯০৯
মূসা আ.কে কিতাব/ তাওরাত দান	(পথনির্দেশিকা ও দয়াস্বরূপ)	৬-আন্‌'আম	১৫৪	৬১১
মূসা আ.কে কিতাব	(তাওরাত) প্রদান	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
মূসা আ.এর পরে অবতীর্ণ কিতাব/কুরআন পাঠ শোনা, জ্বিনদের		৪৬-আহ্‌কাফ	৩০	৯১১
মৃত্যুর সময় কিতাবে নির্ধারিত		৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
মেয়াদ	(প্রত্যেক মেয়াদের জন্য একটি কিতাব রয়েছে)	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
রাসূল স. এর প্রতি কিতাব নাযিল	(দয়া/সুসংবাদস্বরূপ)	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান আনার নির্দেশ		৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
রিযিক	(কিতাব বা লওহে মাহফূজ থেকে রিযিক পৌঁছবে...)	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
লিখিত কিতাব	(ইল্লিয়্যূন একটি নিবন্ধন কিতাব)	৮৩-মুতাফফিফীন	২০	১০১২

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
লিখিত কিতাব	(সিজ্জীন হলো একটি নিবন্ধন কিতাব)	৮৩-মুতাফফিফীন	৯	১০১১
লিপিবদ্ধ	(আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ,বন্ধুর প্রতি আনুকূল্য প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
লিপিবদ্ধ	(আকাশ-পৃথিবীর সবই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা আল্লাহর জন্য সহজ)	২২-হাজ্জ	৭০	৭৬৪
লিপিবদ্ধ	(কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে জনপদ ধ্বংস বা শাস্তির বিষয়)	১৭-ইসরা	৫৮	৭১৯
লিপিবদ্ধ	(কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন আল্লাহ পতিত বিপর্যয়)	৫৭-হাদীদ	২২	৯৫০
লিপিবদ্ধ	(কুরআন নাযিলের পূর্বে রাসূল স. কোন কিতাব লিপিবদ্ধ করেননি)	২৯-আনকাবূত	৪৮	৮২০
লেখা	(নিজ হাতে কিতাব লিখে আল্লাহর কিতাব বলা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
শিক্ষা	(কিতাব শিক্ষা দিবেন রাসূল, মানুষদেরকে)	২-বাক্বারা	১৫১	৫১৭
শিক্ষা	(কিতাব শিক্ষা দিবেন রাসূল স. মুমিনদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
শিক্ষাদান	(প্রেরিত রাসূল স. কর্তৃক কিতাব শিক্ষাদান)	২-বাক্বারা	১২৯	৫১৪
শিক্ষা দান	(রাসূল স. মানুষদেরকে কিতাব শিক্ষা দান করেন)	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
শিক্ষাদান	(কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ ঈসা আ.কে...)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
শিক্ষা দান	(কিতাব শিক্ষা দিবেন আল্লাহ ঈসা আ.কে)	৩-আলে ইমরান	৪৮	৫৪০
শিক্ষা দেয়া	(কিতাব শিক্ষা দেয়ার কারণে রাব্বানী হওয়ার আহ্বান)	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
সংজ্ঞা	(ঈমান ও কিতাব এর সংজ্ঞা রাসূল স. এর জানা/না জানা)	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
সংরক্ষিত কিতাব রয়েছে আল্লাহর নিকট (প্রত্যেকের জন্য)		৫০-ক্বাফ	৪	৯২২
সংরক্ষণ করে রেখেছেন আল্লাহ কিতাবে সীমালঙ্ঘনকারীদের সবকিছু		৭৮-নাবা	২৯	১০০১
সঠিকপথ অবলম্বনের জন্য মূসা আ.কে কিতাব দান		২-বাক্বারা	৫৩	৫০৬
সত্যায়নকারী	(কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী)	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
সত্যায়নকারী কিতাব	(কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী)	৪৬-আহ্‌কাফ	১২	৯০৯
সত্য রাসূল স. এর প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়		৩৫-ফাতির	৩১	৮৪৮
সত্যসহ কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ		৩৯-যুমার	২	৮৭১
সত্যতা	(প্রতিপালকের কিতাব মারইয়ামের সত্য বলে স্বীকৃতি)	৬৬-তাহ্‌রীম	১২	৯৭১
সন্দেহ	(কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই)	২-বাক্বারা	২	৫০২
সাক্ষ্য দিবে	(কিয়ামতে কিতাব/আমলনামা কথা বলবে/সাক্ষ্য দিবে)	৪৫-জাছিয়া	২৯	৯০৭
সাদৃশ্যপূর্ণ ও বারবার পঠিত কিতাবরূপে কুরআন অবতীর্ণ		৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
সুস্পষ্ট কিতাবে আছে	(অণু পরিমাণ/এর চেয়ে ছোট/বড় বস্তুও)	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত	(তোয়া-সীন-মীম, এগুলো...)	২৭-নামল	১	৮০০
সুস্পষ্ট কিতাবের কসম	(আরবী কুরআন প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২	৮৯৬
সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে	(ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর সবকিছু)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত	(আকাশ-পৃথিবীর সব অদৃশ্য বিষয়)	২৭-নামল	৭৫	৮০৬
সুস্পষ্ট কিতাবে আছে	(সকল জীবের জীবিকা ও অবস্থান...)	১১-হূদ	৬	৬৬৬
সুরক্ষিত	(সম্মানিত কুরআন একটি সুরক্ষিত কিতাব)	৫৬-ওয়াক্বিয়াহ্‌	৭৮	৯৪৬
সুসংবাদ/পথনির্দেশিকা/দয়া/বর্ণনাস্বরূপ	রাসূল স. এর প্রতি কিতাব নাযিল	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
স্পষ্ট কিতাবে গণনা করে রেখেছেন আল্লাহ (প্রত্যেক জিনিস)		৩৬-ইয়াসীন	১২	৮৫১
স্বীকৃতি	(প্রতিপালকের কিতাব মারইয়ামের সত্য বলে স্বীকৃতি)	৬৬-তাহ্‌রীম	১২	৯৭১
কিতাব (কুরআন)				
অবতীর্ণ	(কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ সত্যসহ)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
অবতীর্ণ	(কিতাব রাসূল স. এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ)	২৯-আনকাবূত	৫১	৮২০
অবতীর্ণ	(রাসূল স. এর প্রতি কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ)	২৯-আনকাবূত	৪৭	৮২০
ইহুদীদের নিকট আল্লাহর কিতাব আসা (কুরআন প্রসঙ্গ)		২-বাক্বারা	৮৯	৫১০
সামনের বা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী কুরআন...		৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
কিতাব/জিকিরধারী				
জিজ্ঞাসা	(জিকির/কিতাবধারীদেরকে জিজ্ঞাসা,মানুষকে নবী বানানো)	২১-আম্বিয়া	৭	৭৫০
কিতাব (তাওরাত)				
সত্যায়নকারী	(কুরআন ইহুদীদের সাথে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারী)	২-বাক্বারা	৮৯	৫১০
কিতাবধারী (আরো দেখুন কিতাবপ্রাপ্ত/আহলে কিতাব শব্দটি)				
জিজ্ঞাসা	(মানুষকেই ওহী করা সম্পর্কে কিতাবধারীদের কাছে জিজ্ঞাসা)	১৬-নাহ্‌ল	৪৩	৭০৬
কিতাবপ্রাপ্ত (আরো দেখুন আহলে কিতাব শব্দটি)				
অনুসরণ করবে না কিতাবপ্রাপ্তরা	(রাসূল স. এর কিবলা)	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
চেনা	(কিতাবপ্রাপ্তরা কুরআনকে নিজ সন্তানের মত চেনে)	৬-আন্‌'আম	২০	৫৯৭
জানা	(কিতাবপ্রাপ্তরা জানে যে, কুরআন সত্য...)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
প্রত্যয়	(কিতাবপ্রাপ্তদের প্রত্যয়ের জন্য ফেরেশতাদের সংখ্যা উল্লেখ)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৩১	৯৯১
মুমিনরা ও কিতাবপ্রাপ্তরা যেন সন্দেহপোষণ না করে...		৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৩১	৯৯১
হালাল	(কিতাবপ্রাপ্তদের জন্য হালাল, মুমিনদের খাদ্য)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কিতাব (যাবুর)			
অবতীর্ণ (আল্লাহ মানুষের উপর যাবুর/লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করেন)	১৬-নাহ্‌ল	৪৪	৭০৬
অব্যাহতি (কিতাবে কাফিরদের অব্যাহতির কথা আছে কি?)	৫৪-কামার	৪৩	৯৩৮
কিতাব (লিপিবদ্ধ)			
সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ (যমীনের অন্ধকারের শস্যদানা)	৬-আন্‌'আম	৫৯	৬০১
কিনে নেয়া			
আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নেয়া	২-বাক্বারা	৮৬	৫১০
কিবলা			
অনুসরণ করবে না কিতাবপ্রাপ্তরা (রাসূল স. এর কিবলা)	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
অনুসারী (কিবলার অনুসারী নয়, তারা একে অন্যের কিবলার)	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
ঘরকে কিবলা বানানোর নির্দেশ (মূসা ও হারুন আ.এর প্রতি)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
পছন্দের কিবলার দিকে রাসূল স. এর চেহারা ফিরিয়ে দিবেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
পরিবর্তন (কিবলা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য...)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
ফিরিয়ে দেয়া (মুমিনদেরকে কিবলা থেকে ফিরিয়ে দিল কিসে?)	২-বাক্বারা	১৪২	৫১৬
রাসূল স. অনুসরণ করবেন না কিতাবপ্রাপ্তদের কিবলা	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
কিয়ামত			
অপমান (কিয়ামতে অপমান ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য)	১৬-নাহ্‌ল	২৭	৭০৫
অপেক্ষা (জালিমরা কি কিয়ামত আসার অপেক্ষায় আছে?)	৪৩-যুখরুফ	৬৬	৯০০
অবশ্যম্ভাবী (মানুষের চেষ্টার প্রতিদান দেয়া জন্য কিয়ামত...)	২০-ত্বা-হা	১৫	৭৪১
অমঙ্গল (কিয়ামতে অপমান ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য)	১৬-নাহ্‌ল	২৭	৭০৫
অস্বীকার (কিয়ামত অস্বীকারকারীর জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত...)	২৫-ফুরকান	১১	৭৮৩
অস্বীকার (কিয়ামতে মূর্তিপূজকরা একে অপরকে অস্বীকার করবে)	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
আকস্মিকভাবে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত কাফিররা সন্দেহ করবে	২২-হাজ্জ	৫৫	৭৬৩
আসা (কিয়ামত এসে পড়লে উপদেশগ্রহণ কি কাজে আসবে?)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৮	৯১৩
আসা (কিয়ামত এসে পড়লে আল্লাহকে ডাকা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৪০	৫৯৯
আসা (কিয়ামত হঠাৎ আসলে কাফিররা আফসোস করবে)	৬-আন্‌'আম	৩১	৫৯৮
আসা (কিয়ামত আসবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই)	২২-হাজ্জ	৭	৭৫৮
আসা (কিয়ামত আসার জন্য অপেক্ষা কাফিরদের)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৮	৯১৩
আসা (কিয়ামত আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই)	৪০-মু'মিন	৫৯	৮৮৩
আসবে না (কাফিররা বলে কিয়ামত আসবে না)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
আসবেই (কিয়ামত আসবেই)	১৫-হিজর	৮৫	৭০২
উপস্থিত (কিয়ামতে উপস্থিত করা হবে, ভোগ্য-সামগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিকে)	২৮-কাসাস	৬১	৮১৩
একত্র করা (কিয়ামতে আল্লাহ সবাইকে একত্র করবেন)	৬-আন্‌'আম	১২	৫৯৭
একত্র করা (কিয়ামতের দিন সকলকে একত্র করা হবে)	৪-নিসা	৮৭	৫৬৮
ওজন করা হবে না, কিয়ামতের দিন (কাফিরদের সৎকাজ)	১৮-কাহ্‌ফ	১০৫	৭৩৩
কঠিন শাস্তি (বনীইসরাঈলের পাপের কারণে কিয়ামতে কঠিন শাস্তি)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
কসম (কিয়ামতের দিনের কসম)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	১	৯৯৩
কাফিরদের জন্য অপমান ও অমঙ্গল (কিয়ামতে)	১৬-নাহ্‌ল	২৭	৭০৫
ক্ষতি (কিয়ামতের বিষয়ে ক্ষতিসাধনকারীই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত)	৩৯-যুমার	১৫	৮৭২
চোখের পলকের মত কিয়ামত, বরং তার চেয়ে নিকটবর্তী	১৬-নাহ্‌ল	৭৭	৭০৯
জানে না (কিয়ামত কি তা কাফিররা জানে না...)	৪৫-জাছিয়া	৩২	৯০৭
জিজ্ঞাসা (কিয়ামত কখন ঘটবে সে সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসা)	৩৩-আহযাব	৬৩	৮৩৯
জিজ্ঞাসা (কিয়ামত সংঘটনের সময় সম্পর্কে রাসূল স. এর কাছে জিজ্ঞাসা)	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
জিজ্ঞাসা কখন ঘটবে কিয়ামত (রাসূল স. কে কাফিরদের)	৭৯-নাযি'আত	৪২	১০০৫
জ্ঞান (ঈসা আ. কিয়ামতের জন্য একটি জ্ঞান!)	৪৩-যুখরুফ	৬১	৯০০
জ্ঞান (কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট)	৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
জ্ঞান (কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহর কাছেই ন্যস্ত)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৭	৮৯০
জ্ঞান (কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছেই আছে)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
দিন (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার...)	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
দিন (কিয়মতের দিন কে উত্তম? যে নিরাপদ না যে আগুনে নিক্ষিপ্ত)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪০	৮৮৯
দিন (কিয়ামতের দিন উপরে থাকবে তারাই যারা...)	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
দিন (কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না তাদের সাথে যারা...)	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
দিন (কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না যারা...)	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
দিন (কিয়ামতে দিন প্রতিপালকের নিকট একা আসবে)	১৯-মারইয়াম	৯৫	৭৪০
দিন (কিয়ামতের দিন অপমানিত না করার প্রার্থনা মুমিনদের)	৩-আলে ইমরান	১৯৪	৫৫৫
দিন (কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকৃত বস্তু নিয়ে উঠবে আত্মসাৎকারী	৩-আলে ইমরান	১৬১	৫৫১
দিন (কিয়ামেতর দিন প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে)	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দিন (কিয়ামের দিন পর্যন্ত রাতকে অন্তহীন করে দেন যদি...)	২৮-কাসাস	৭১	৮১৪
দিন (কিয়ামতের দিন সন্তান-সন্ততি উপকারে আসবে না)	৬০-মুমতাহিনা	৩	৯৫৮
দিন (কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন আল্লাহ পথভ্রষ্টদেরকে...)	১৭-ইসরা	৯৭	৭২২
দিন (কিয়ামতের দিন সাহায্য করা হবে না (ফির'আউন ও ...)	২৮-কাসাস	৪১	৮১১
দিন (কিয়ামতের দিনের পূর্বে সকল জনপদ ধ্বংস করবেন আল্লাহ)	১৭-ইসরা	৫৮	৭১৯
দিন (কিয়ামতের দিন কৃপণদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া হবে...)	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
দিন (কিয়ামতের দিন ঘৃণিত হবে, ফির'আউন ও তার বাহিনী)	২৮-কাসাস	৪২	৮১১
দিন (কিয়ামতের দিন দ্বিগুণ শাস্তি হবে, তাদের যারা...)	২৫-ফুরকান	৬৯	৭৮৭
দিন (কিয়ামতের দিন পবিত্র রিযিক তাদের জন্য যারা ঈমান...)	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
দিন (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ইবলিসের অবকাশ প্রার্থনা)	১৭-ইসরা	৬২	৭১৯
দিন (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত দিনকে অন্তহীন করে দিলে...)	২৮-কাসাস	৭২	৮১৪
দিন (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ইহুদিদের একটি গোষ্ঠীকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
দিন (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যাদেরকে কাফিরদের উপরে রাখবেন আল্লাহ...)	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
দিন (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কোন অঙ্গীকার আছে কি, অপরাধীদের)	৬৮-ক্বালাম	৩৯	৯৭৭
দিন (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ...)	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
দিন (কিয়ামতের দিন ফির'আউন তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে)	১১-হূদ	৯৮	৬৭৪
দিন (কিয়ামতের দিন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে)	২৩-মু'মিনূন	১৬	৭৬৬
দিন (কিয়ামতের দিন মানুষকে তার কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন আল্লাহ)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
দিন (কিয়ামতের দিন মানুষের কিতাব বা আমলনামা বের করা হবে)	১৭-ইসরা	১৩	৭১৫
দিন (কিয়ামতের দিন মাদইয়ানবাসীদেরকে আল্লাহর লানত)	১১-হূদ	৯৯	৬৭৪
দিন (কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না যারা কুফরি...)	৫-মায়িদা	৩৬	৫৮৫
দৃষ্টিহীন (আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরালে কিয়ামতে দৃষ্টিহীন অবস্থায় উঠবে)	২০-ত্বা-হা	১২৪	৭৪৯
ধারণা, আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীদের (কিয়ামত সম্পর্কে)	১০-ইউনুস	৬০	৬৬০
নিকটবর্তী (কিয়ামত চোখের পলকের মত, বরং তার চেয়ে নিকটবর্তী)	১৬-নাহ্‌ল	৭৭	৭০৯
নিকটবর্তী (কিয়ামত নিকটবর্তী)	১৭-ইসরা	৫১	৭১৮
নিকটবর্তী (কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে)	৫৪-কামার	১	৯৩৬
নিকটবর্তী (কিয়ামত নিকটবর্তী)	৪২-শূরা	১৭	৮৯২
নিকটবর্তী (কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে)	৫৩-নাজম	৫৭	৯৩৫
নিকটবর্তী (কিয়ামত নিকটবর্তী...)	৩৩-আহযাব	৬৩	৮৩৯
ন্যায়বিচারের মীযান/মানদন্ড কিয়ামতে স্থাপন করা হবে	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
প্রশ্ন (কাফিরদের মিথ্যা রচনা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে)	২৯-আনকাবূত	১৩	৮১৭
প্রতিশ্রুত শাস্তি অথবা কিয়ামত দেখবে যখন পথভ্রষ্টরা...	১৯-মারইয়াম	৭৫	৭৩৯
প্রশ্ন (মানুষ প্রশ্ন করে, কিয়ামত কখন হবে?)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	৬	৯৯৩
প্রকম্পন (কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভীষণ ব্যাপার)	২২-হাজ্জ	১	৭৫৮
ফয়সালা (কিয়ামতে ইহুদি/নাসারা/মুশরিক/সাবিয়ীর ফয়সালা)	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
ফয়সালা (প্রতিপালক কিয়ামতে মতবিরোধের বিষয়ে ফয়সালা করবেন)	৩২-সাজদা	২৫	৮৩২
ফয়সালা (বনী ইসরাঈলের মতভেদের ফয়সালা হবে কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
বাক-বিতণ্ডা (কিয়ামত সম্পর্কে বাক-বিতন্ডাকারীরা ভ্রষ্ট)	৪২-শূরা	১৮	৮৯২
বিচার (মতপার্থক্য/'শনিবার' বিষয়ে আল্লাহ কিয়ামতে বিচার করবেন)	১৬-নাহ্‌ল	১২৪	৭১৩
বিচার (ইবাদতের নিয়ম নিয়ে মতপার্থক্যের বিষয়ে কিয়ামতে বিচার)	২২-হাজ্জ	৬৯	৭৬৪
বিচার (কিয়ামতের দিন আল্লাহ ইহুদী-নাসারাদের বিচার করবেন)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
বিচার (কিয়ামতের দিন আল্লাহ বিচার করবেন, মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
বিতর্ক (কিয়ামতে মুনাফিকদের পক্ষে কে বিতর্ক করবে ?)	৪-নিসা	১০৯	৫৭১
বোঝা (কিয়ামতের দিনে পাপের বোঝা কতইনা নিকৃষ্ট!)	২০-ত্বা-হা	১০১	৭৪৭
বোঝা বহন (কিয়ামতের দিন কাফিরদের পাপের বোঝা বহন)	১৬-নাহ্‌ল	২৫	৭০৪
বোঝা বহন (কুরআন থেকে মুখফিরালে কিয়ামতে পাপের বোঝা বহন)	২০-ত্বা-হা	১০০	৭৪৭
ভয়াবহ (কিয়ামত অত্যন্ত ভয়াবহ ও তিক্ত)	৫৪-কামার	৪৬	৯৩৮
ভীতশঙ্কিত (মুত্তাকীরা কিয়ামত সম্পর্কে ভীতশঙ্কিত)	২১-আম্বিয়া	৪৯	৭৫৩
মিথ্যা বলা (কিয়ামতকে মিথ্যা বলে কাফিররা)	২৫-ফুরকান	১১	৭৮৩
মীযান স্থাপন (কিয়ামতে ন্যায়বিচারের মীযান/মানদন্ড স্থাপন করা হবে)	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
লা'নত (কিয়ামতে মূর্তিপূজকরা একে অপরকে লা'নত দিবে)	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
লানত (আদ জাতির জন্য লানত, দুনিয়া ও কিয়ামতে)	১১-হূদ	৬০	৬৭১
শাস্তির নির্ধারিত সময় (কাফিরদের জন্য)	৫৪-কামার	৪৬	৯৩৮
শাস্তি (আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য কিয়ামতে আগুনের শাস্তি)	২২-হাজ্জ	৯	৭৫৯
সংঘটন (কিয়ামত সংঘটিত হলে ফিরআউন বংশকে...)	৪০-মু'মিন	৪৬	৮৮২
সংঘটিত (কিয়ামত সংঘটিত হবে যেদিন)	৩০-রূম	৫৫	৮২৬
সংঘটিত (কিয়ামত সংঘটিত হবে বলে মনে করে না কাফিররা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫০	৮৯০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কিয়ামত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সংঘটিত (কিয়ামত সংঘটিত হবে যেদিন...	৩০-রূম	১২	৮২২
সংঘটিত (কিয়ামত সংঘটিত হবে যেদিন, সেদিন মানুষ বিভক্ত হবে)	৩০-রূম	১৪	৮২৩
সংঘটিত হবে বলে মনে করে না (বাগানওয়ালা)	১৮-কাহ্ফ	৩৬	৭২৭
সংঘটন (কিয়ামত সংঘটনের দিন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে)	৪৫-জাছিয়া	২৭	৯০৭
সন্দেহ নেই (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নেই)	৪৫-জাছিয়া	৩২	৯০৭
সন্দেহ নেই কিয়ামতের ব্যাপারে (আসহাবে কাহাফ প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	২১	৭২৬
সন্দেহ নেই (কিয়ামত আসবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই)	২২-হাজ্জ	৭	৭৫৮
সন্দেহ (কিয়ামতে সন্দেহ করা যাবে না)	৪৩-যুখরুফ	৬১	৯০০
সাক্ষ্য দান (কিয়ামতে ঈসা আ. আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন)	৪-নিসা	১৫৯	৫৭৭
স্পষ্ট করা (কিয়ামতে আল্লাহ মানুষের মতভেদের বিষয় স্পষ্ট করবেন)	১৬-নাহ্ল	৯২	৭১০
হঠাৎ কিয়ামত আসা থেকে নিরাপদ মনে করছে মানুষ	১২-ইউসুফ	১০৭	৬৮৭
কিয়ামত (একত্র হওয়ার দিন)			
কিয়ামত/ একত্র হওয়ার দিন'সম্পর্কে কুরআন দ্বারা সতর্কীকরণ	৪২-শূরা	৭	৮৯১
কিয়ামত (সংবাদ)			
আসা (যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত সে কিয়ামতের সংবাদ আসবে)	৬-আন্'আম	৫	৫৯৬
কিয়ামতের দিন			
অস্বীকার করবে (কিয়ামতের দিন শরীকরা শিরকের বিষয়টি)	৩৫-ফাতির	১৪	৮৪৭
আত্মসমর্পন করবে কিয়ামতের দিন (জালিম ও সহচররা)	৩৭-সাফ্ফাত	২৬	৮৫৮
ক্ষতি (কিয়ামতের দিন নিজের/পরিবারের ক্ষতিসাধনকারীই ক্ষতিগ্রস্ত)	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
নিকৃষ্ট শাস্তি চেহারা দিয়ে ঠেকাবে জালিমরা কিয়ামতের দিন	৩৯-যুমার	২৪	৮৭৩
পৃথিবী আল্লাহর মুঠোয় থাকবে... (কিয়ামতের দিন)	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭
ফয়সালা (কিয়ামতের দিন মতবিরোধের বিষয়ে ফয়সালা করা হবে)	৪৫-জাছিয়া	১৭	৯০৬
বন্ধুরা শত্রু হবে কিয়ামতের দিন (মুত্তাকীরা ছাড়া)	৪৩-যুখরুফ	৬৭	৯০০
বাদানুবাদ করবে মানুষ কিয়ামতে (প্রতিপালকের সামনে)	৩৯-যুমার	৩১	৮৭৩
মানুষকে আল্লাহ একত্র করবেন (কিয়ামতের দিন)	৪৫-জাছিয়া	২৬	৯০৭
মুক্তিপণ দিতে চাবে জালিম কিয়ামতের দিন (নিকৃষ্ট শাস্তির জন্য)	৩৯-যুমার	৪৭	৮৭৫
মুখ কালো হবে কিয়ামতে (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপকারীর)	৩৯-যুমার	৬০	৮৭৬
লানত (আদ জাতির জন্য লানত, দুনিয়া ও কিয়ামতে)	১১-হূদ	৬০	৬৭১
শত্রু হবে (কিয়ামতের দিন বন্ধুরা শত্রু হবে, মুত্তাকীরা ছাড়া)	৪৩-যুখরুফ	৬৭	৯০০
সাড়া দিবে না (শরীক কিয়ামতের দিন পর্যন্ত)	৪৬-আহ্কাফ	৫	৯০৮
কিয়ামতের দিন (আজ)			
ভয়/দুশ্চিন্তা নেই আজ/কিয়ামতে (মুত্তাকী বান্দাদের)	৪৩-যুখরুফ	৬৮	৯০০
কিয়ামুল্লাইল (দেখুন তাহাজ্জুদ শব্দটি)			
কিরণ (আরো দেখুন আলো/জ্যোতি শব্দটি)			
কসম (সূর্য ও তার কিরণের কসম)	৯১-শামস	১	১০২৪
কিশোর			
ইউসুফকে পেয়ে পানি সংগ্রহকারী বলল- কী সুখবর, এতো কিশোর	১২-ইউসুফ	১৯	৬৭৮
চির কিশোররা ঘুরাফিরা করবে, জান্নাতিদের সেবায়	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১৭	৯৪৩
চুলপাকা বানানো হবে কিশোরকে (কিয়ামতে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৭	৯৮৮
জান্নাতে চিরকিশোররা পরিবেশন করবে	৭৬-দাহ্র	১৯	৯৯৬
কিশোর ভৃত্য			
জান্নাতে কিশোর ভৃত্যরা জান্নাতীদের চারপাশে ঘুরাফিরা করবে	৫২-তূর	২৪	৯৩০
কিসাস			
জীবন (কিসাসেই জীবন রয়েছে...)	২-বাক্বারা	১৭৯	৫২০
ফরজ (তাওরাতে কিসাস ফরজ করা হয়েছিল)	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
বিধিবদ্ধ (কিসাস বিধিবদ্ধ/ফরয করা হয়েছে ঈমানদারদের উপর)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
কীর্তি			
প্রবলতর (কীর্তিতে প্রবলতর ছিল পূর্ববর্তীরা)	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৯
শক্তি ও কীর্তিতে প্রবল এবং সংখ্যায় বেশি ছিল পূর্ববর্তীরা	৪০-মু'মিন	৮২	৮৮৫
কীর্তিস্তম্ভ			
নির্মাণ (উঁচু স্থানে অনর্থক কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ, আদ সম্প্রদায়ের)	২৬-শু'আরা	১২৮	৭৯৪
কুকর্ম (আরো দেখুন অপকর্ম শব্দটি)			
প্রতিফল (কুকর্ম করতে চাওয়ার প্রতিফল কী? (আযীযের স্ত্রী প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
শাস্তি (কুকর্মের শাস্তির সাক্ষাত লাভ করবে, কামনার অনুসারীরা)	১৯-মারইয়াম	৫৯	৭৩৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কুকুর			
অষ্টমটি কুকুর আসহাবে কাহাফের সাতজনের সাথে...	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
উপমা (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীর উপমা)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
চতুর্থটি কুকুর আসহাবে কাহাফের তিনজনের সাথে...	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
পা দু'টি প্রসারিত করে রেখেছিল কুকুরটি (গুহার প্রবেশমুখে)	১৮-কাহ্ফ	১৮	৭২৫
ষষ্ঠটি কুকুর আসহাবে কাহাফের পাঁচ জনের সাথে...	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
কুক্ষিগত করা			
সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে অপরাধীরা	৭০-মা'আরিজ	১৮	৯৮২
কুড়িয়ে নেয়া			
ইউসুফকে কুড়িয়ে নিবে যাত্রীদলের কেউ (কূপে নিক্ষেপ প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	১০	৬৭৭
মূসা আ.কে কুড়িয়ে নিল ফির'আউন বংশের লোকেরা	২৮-কাসাস	৮	৮০৮
কুন (হও)			
বলা ('কুন' বললেই হয়ে যায়, তিনি যা করতে চান)	৩-আলে ইমরান	৪৭	৫৪০
কুপ্রবৃত্তি			
বিরত রাখল যে নিজকে কুপ্রবৃত্তি থেকে (প্রতিপালকের ভয়ে)	৭৯-নাযি'আত	৪০	১০০৫
কুফরি (আরো দেখুন অবিশ্বাস/অস্বীকার শব্দটি)			
অনুভব করল ঈসা আ. (বনী ইসরাঈলদের কুফরী)	৩-আলে ইমরান	৫২	৫৪১
অপ্রিয় করেছেন আল্লাহ কুফরীকে (মুমিনদের নিকট)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
অবাধ্যতা (কুফরি ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি করবে আহলে কিতাবদের....)	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
অভিভাবক গ্রহণ করবে বান্দাদেরকে (আল্লাহর পরিবর্তে)	১৮-কাহ্ফ	১০২	৭৩৩
অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে (কাফিরদের কুফরী)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
আগুন (কুফরীকারীরা তীব্র আগুনের অধিবাসী)	৫-মায়িদা	৮৬	৫৯১
আত্মরক্ষা করবে কি করে (কিয়ামত অস্বীকার করলে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৭	৯৮৮
আয়াত পাঠ করা সত্ত্বেও কুফরী...	৩-আলে ইমরান	১০১	৫৪৫
আয়াতের সাথে কুফরি করেছে যারা তারা আগুনের......	৫-মায়িদা	১০	৫৮১
'আল্লাহকে তিনজনের তৃতীয়জন' বলেছে যারা তারা কুফরী করেছে	৫-মায়িদা	৭৩	৫৮৯
আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে কুফরি (ক্ষমা করবেন না আল্লাহ)	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
আল্লাহর সাথে কুফরি করবে যারা সে সরল পথ হারাবে	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
আল্লাহর সাথে কুফরী অধিক গুরুতর	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
আহলেকিতাবের মধ্যে কুফরীকারীরা মুমিনদের কল্যাণ চায় না	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
ইচ্ছা হলে কুফরী করুক (সত্য এসেছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
ইসলাম গ্রহণের পর কুফরি করেছে কাফির ও মুনাফিকরা...	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
ঈমানদারদেরকে কাফিরদের মত না হওয়ার আহ্বান	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
ঈমানের পর কুফরী করার পরিণাম (শাস্তি আস্বাদন)	৩-আলে ইমরান	১০৬	৫৪৬
ঈমানের পর কুফরী করায় মুনাফিকদের হৃদয়ে মোহর মারা হয়েছে	৬৩-মুনাফিকূন	৩	৯৬৪
ঈমানের পর কুফরী করেছে যারা তাদেরকে কিভাবে পথ দেখাবেন	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
ঈমানের পর কুফরীর জন্য বক্ষ প্রশস্তকারীর উপর আল্লাহর ক্রোধ	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
ঈমানের পর বারবার কুফরি করলে আল্লাহ ক্ষমা করেননা	৪-নিসা	১৩৭	৫৭৪
ঈমানের পর যারা কুফরী করেছে এবং কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে...	৩-আলে ইমরান	৯০	৫৪৪
ঈসাকে কাফিরদের থেকে পবিত্র করবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
উক্তি (মশার উপমা প্রসঙ্গে কুফরীকারীগণের উক্তি...)	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
উপরে (কাফিরদের উপরে রাখবেন আল্লাহ ঈসার অনুসরণকারীদেরকে)	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে মুমিনরা একশত হলে	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
কঠোরতর (মুনাফিকী ও কুফরীতে কঠোরতর, বেদুইনরা)	৯-তাওবা	৯৭	৬৫০
কথা (কুফরির কথা বলেছে কাফির ও মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
কথা (কাফিরদের কথাকে নিচু করে দিলেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
কষ্ট (কাফিরের কুফরী যেন রাসূলকে কষ্ট না দেয়...)	৩১-লুকমান	২৩	৮২৮
কাজ (কাফিরদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	১	৯১২
কামনা (মুনাফিক/কাফির কর্তৃক মুমিনদের দ্বারা কুফরী কামনা)	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
কাজে আসবে না কাফিরদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি...	৩-আলে ইমরান	১০	৫৩৬
কিয়ামত আসবে না এরূপ বলে (কাফিররা)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
কুরআন অবতরণ সম্পর্কে কুফরি করে যারা তারা বলে...	২৫-ফুরকান	৩২	৭৮৪
ক্রয় (কুফরী ক্রয় করে যারা ঈমানের পরিবর্তে)	৩-আলে ইমরান	১৭৭	৫৫৩
ক্ষমা করবেন না আল্লাহ কাফিরদেরকে...	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৪	৯১৫
ক্ষতিই বৃদ্ধি করে (কাফিরদের কুফরী)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
ক্ষমা (জালিম ও কাফিরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না)	৪-নিসা	১৬৮	৫৭৮
জাদু (সুস্পষ্ট প্রমাণকে জাদু বলল কাফিররা)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
জালিমরা কুফরী ছাড়া সবকিছুই অস্বীকার করল	১৭-ইসরা	৯৯	৭২২

শব্দ বিষয়বস্তু			
কুফরি(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জাহান্নাম (কুফরীর বিনিময়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে কাফিররা)	৩৬-ইয়াসীন	৬৪	৮৫৫
জীবন (কুফরীর জীবন কিছুকাল উপভোগ করার অবকাশ)	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
তাকওয়ার বদলে কুফরী করলে ...	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
দল (বনী ইসরাঈলের এক দল কুফরী করল)	৬১-সাফ্ফ	১৪	৯৬১
দায়-দায়িত্ব (কুফরীর দায়-দায়িত্ব কাফিরেরই)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
ধন-সম্পদ (কাফিরদের ধন-সম্পদ কাজে আসবে না...)	৩-আলে ইমরান	১১৬	৫৪৭
ধাবিত (কুফরির দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া যেন রাসূল স. কে দুশ্চিন্তায়...)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
ধাবিত (কুফরীর দিকে ধাবিত হয় যারা তারা যেন রাসূলকে...)	৩-আলে ইমরান	১৭৬	৫৫৩
নিকৃষ্টতম জীব (যারা কুফরি করেছে তারা নিকৃষ্ট জীব)	৮-আনফাল	৫৫	৬৩৭
নিকটবর্তী (কুফরীর নিকটবর্তী মুনাফিকরা, ঈমানের চেয়ে)	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
নিমজ্জিত (কুফরীর কারণে নিমজ্জিত করতে পারেন আল্লাহ...)	১৭-ইস্রা	৬৯	৭২০
নির্দেশ (কুফরীর নির্দেশ দিবে না কিতাব প্রাপ্ত নবী...)	৩-আলে ইমরান	৮০	৫৪৩
নিষেধ (হারূত-মারূত মানুষকে কুফরী করতে নিষেধ করত)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
পতন (কাফিরদের জন্য পতন নির্ধারিত)	৪৭-মুহাম্মাদ	৮	৯১২
পথভ্রষ্ট (কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করা, হারাম মাস পিছানো প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
পথ (কুফরীর পথ অনুসরণের আহ্বান মুমিনদেরকে, কাফির কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	১২	৮১৭
পথভ্রষ্ট (যারা কুফরী করে তারা পথভ্রষ্ট)	৪-নিসা	১৬৭	৫৭৮
পরিণাম (কুফরী করেছে যে তার পরিণাম নিজের উপরেই)	৩০-রূম	৪৪	৮২৫
পরিণাম (কুফরী পরিণাম তার উপরই যে কুফরী করেছে)	৩০-রূম	৪৪	৮২৫
পরিণাম (কুফরীর কারণে উত্তপ্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
পরিণাম, কুফরীর (জাহান্নাম)	১৮-কাহ্ফ	১০৬	৭৩৩
পূর্বে কুফরি করেছিল যারা তাদের কথার অনুকরণ...	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
পৃথিবীর সবকিছু বিনিময়েও যারা কুফরি করেছে তারা মুক্তি...	৫-মায়িদা	৩৬	৫৮৫
পোশাক (কাফির ও আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য আগুনের পোশাক)	২২-হাজ্জ	১৯	৭৬০
প্রতিফল (কুফরীর প্রতিফল জাহান্নামের আগুন)	৩৫-ফাতির	৩৬	৮৪৯
প্রশস্ত (কুফরীর জন্য বক্ষ প্রশস্তকারীর উপর আল্লাহর ক্রোধ)	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
প্রমাণ আসার পরও কেউ কেউ কুফরী করল ...	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
প্রাধান্য (কুফরকে প্রাধান্য, ঈমানের উপর)	৯-তাওবা	২৩	৬৪২
ফাসিক তারা যারা কুফরী করে	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
বদল (ঈমান দিয়ে কুফরী বদল করলে সরল পথ হারাবে)	২-বাক্বারা	১০৮	৫১২
বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে লা'নত	৫-মায়িদা	৭৮	৫৯০
বনী ইসরাঈলের কুফরীর কারণে তাদের হৃদয়ে মোহর মারা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
বনী ইসরাঈলরা কুফরি করেছে 'আল্লাহই মারইয়ামের পুত্র এ কথা বলে	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
বনী ইসরাঈলের কুফরী ও অপবাদের পরিণাম প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৫৬	৫৭৭
বনীইসরাঈলের কুফরীর কারণে হৃদয়ে বাছুর প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
বন্ধু (কুফরি করেছে যারা তারা পরস্পরে বন্ধু...)	৮-আনফাল	৭৩	৬৩৯
বাড়াবড়ি (কুফরিতে বাড়াবাড়ি- হারাম মাসকে পিছিয়ে দেয়া)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
বান্দার কুফরী আল্লাহর পছন্দ নয়	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
বালকটির কুফরী পিতামাতাকে কষ্ট দেয়ার আশংকা খিজির আ.এর...	১৮-কাহ্ফ	৮০	৭৩১
বিরত হয় যদি তারা যারা কুফরি করেছে তবে...	৮-আনফাল	৩৮	৬৩৫
বের করে দিয়েছিল যখন কাফিররা রাসূল স. কে (হিজরত প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
বেড়ে যাওয়া (কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে যারা তাদের তওবা...)	৩-আলে ইমরান	৯০	৫৪৪
বেড়ে যাওয়া (বারবার কুফরি/কুফরিতে বেড়ে গেলে ক্ষমা নেই)	৪-নিসা	১৩৭	৫৭৪
বৃদ্ধি (কুফরি বৃদ্ধি করবে ইহুদীদের)	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
ভেবে দেখা (আকাশ-পৃথিবী সম্পর্কে কুফরীকারীদের ভেবে দেখা)	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
মনে না করে যেন কাফিররা যে, তারা আল্লাহকে ছাড়িয়ে গেছে	৮-আনফাল	৫৯	৬৩৭
মসজিদ বানানো (ক্ষতিসাধন, কুফরি ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য)	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
মানুষের কুফরী প্রসঙ্গ (রাসূল স. সত্যসহ আসার পরও)	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
মাসীহকে 'আল্লাহ' বলে কুফরি করেছে যারা	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
মানুষ কুফরী ছাড়া সবকিছুই অস্বীকার করল	২৫-ফুরকান	৫০	৭৮৬
মানুষ কুফরী ছাড়া সবকিছু অস্বীকার করল	১৭-ইস্রা	৮৯	৭২১
মানুষ কুফরী করলে জানুক আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
মানুষকে কুফরি করতে বলে শয়তান	৫৯-হাশর	১৬	৯৫৭
মিথ্যা রচনা করেছে কাফিররা (আল্লাহ সম্পর্কে)	৫-মায়িদা	১০৩	৫৯৩
মিথ্যার অনুসরণ করে, যারা কুফরী করে..	৪৭-মুহাম্মাদ	৩	৯১২

মুনাফিকদের কুফরীর মত মুমিনদের থেকে কুফরী কামনা	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
মুনাফিকরা ঈমানের পর কুফরী করায় হৃদয়ে মোহর মারা হয়েছে	৬৩-মুনাফিকূন	৩	৯৬৪
মুনাফিকরা কুফরী করেছে ঈমানের পর	৯-তাওবা	৬৬	৬৪৬
মুনাফিকরা কুফরি নিয়েই প্রবেশ করেছে	৫-মায়িদা	৬১	৫৮৮
মুমিনরা কুফরী করুক- এটা কাফিরদের কামনা	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
মুমিনরা কুফরী করুক এটা কাফিরদের কামনা	৬০-মুমতাহিনা	২	৯৫৮
মৃত্যু (কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যারা...)	৩-আলে ইমরান	৯১	৫৪৪
মৃত্যু (কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যারা...)	২-বাক্বারা	১৬১	৫১৮
রাসূল স. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যারা কুফরি করেছে	৮-আনফাল	৩০	৬৩৪
লানত (কুফরীর কারণে ইহুদীদের উপর আল্লাহর লানত)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
লানত (কুফরীর কারণে ইহুদীদের উপর আল্লাহর লানত)	২-বাক্বারা	৮৮	৫১০
শয়তানরা কুফরী করেছে (জাদু শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
শাস্তি (কুফরির কারণে শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে)	৮-আনফাল	৩৫	৬৩৫
শাস্তি (কুফরী ও মুখ ফিরানোর কারণে শাস্তি ভোগ...)	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
শাস্তি (কুফরীর কারণে শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১০৬	৫৪৬
শাস্তি (কুফরীর কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন)	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
শাস্তি (কুফুরীর কারণে কিয়ামতে শাস্তি আস্বাদন)	৬-আন্'আম	৩০	৫৯৮
শাস্তি (কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন আল্লাহ দুনিয়া ও...)	৩-আলে ইমরান	৫৬	৫৪১
শাস্তি আস্বাদন (কুফরী করার কারণে)	৪৬-আহকাফ	৩৪	৯১১
শাস্তি (মিথ্যা রচনাকারীকে কুফরীর কারণে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে)	১০-ইউনুস	৭০	৬৬১
শাস্তি (যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে কঠিনশাস্তি)	৩৫-ফাতির	৭	৮৪৬
শাস্তি (যে কুফরী করবে, তার জন্য বড় শাস্তি)	৮৮-গাশিয়াহ্	২৩	১০২০
শাস্তি স্পর্শ করবে কাফিরদেরকে- শিরক থেকে নিবৃত না হলে...	৫-মায়িদা	৭৩	৫৮৯
শাস্তিতে উপস্থিত করা হবে (যারা কুফরী করেছে তাদেরকে)	৩০-রূম	১৬	৮২৩
সংবাদ (কুফরীকারীদের সংবাদ কি রাসূল স. এর কাছে এসেছে?)	৬৪-তাগাবুন	৫	৯৬৬
সন্দেহ (আকস্মিকভাবে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত কুফুরীকারীদের সন্দেহ)	২২-হাজ্জ	৫৫	৭৬৩
সাক্ষ্য (কুফরির সাক্ষ্য দেয় যারা নিজেদের বিরুদ্ধে)	৯-তাওবা	১৭	৬৪১
সুলাইমান আ. কুফরী করেনি (জাদু প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
হতাশ (কাফিররা হতাশ হয়েছে আজ, দ্বীনের ব্যাপ)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
হাওয়ারীদের যারা কুফরী করবে (খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ করার পরও)	৫-মায়িদা	১১৫	৫৯৫
হূদ আ.কে কাফির প্রধানরা বলল...	৭-আ'রাফ	৬৬	৬১৯
কুফরি (অপবিত্রতা)			
আরোপ (যারা অনুধাবন করে না তাদের উপর কুফরী আরোপ)	১০-ইউনুস	১০০	৬৬৩
কুমন্ত্রণা			
প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা (মানুষকে)	৫০-ক্বাফ	১৬	৯২৩
মন্দ কাজের কুমন্ত্রণা দেয় (মানুষের মন)	১২-ইউসুফ	৫৩	৬৮২
মানুষের বক্ষে প্ররোচনাদানকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	১১৪-নাস	৫	১০৩৬
শয়তানের কুমন্ত্রণা, আদম আ.কে (অমরত্বদানকারী বৃক্ষ/ অক্ষয় রাজ্যের)	২০-ত্বা-হা	১২০	৭৪৮
শয়তান কুমন্ত্রণা দিল (আদম ও হাওয়া আ.কে)	৭-আ'রাফ	২০	৬১৪
কুমন্ত্রণাদানকারী			
খান্নাসের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া	১১৪-নাস	৪	১০৩৬
কুমারী			
গাভী (এমন গাভী যা কুমারী নয় এবং পরিণত বয়স্কাও নয়)	২-বাক্বারা	৬৮	৫০৮
নবীকে আল্লাহ কুমারী স্ত্রী দান করতে পারেন	৬৬-তাহরীম	৫	৯৭০
স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে কুমারী স্ত্রী দান করতে পারেন)	৬৬-তাহরীম	৫	৯৭০
হূরদেরকে কুমারী করে বানিয়েছেন আল্লাহ	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩৬	৯৪৪
কুরআন			
অনুরূপ (কুরআনের অনুরূপ আনতে পারবে না, মানুষ ও জিন...)	১৭-ইস্রা	৮৮	৭২১
অনারবি কুরআন হলে কাফিররা বলত- কুরআন অনারবি অথচ রাসূল আরব!	৪১-ফুস্সিলাত	৪৪	৮৮৯
অন্য কুরআন (মুশরিকরা নবীকে অন্য কুরআন আনতে বলে)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
অবশ্য পালনীয় (কুরআন অবশ্য পালনীয় করেছেন যিনি)	২৮-কাসাস	৮৫	৮১৫
অবতীর্ণ (রাসূল স. এর প্রতি পর্যায়ক্রমে কুরআন অবতীর্ণ)	৭৬-দাহ্র	২৩	৯৯৬
অবতীর্ণ (রাসূল স. এর দুর্ভোগের উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়নি)	২০-ত্বা-হা	২	৭৪১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কুরআন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
অবতীর্ণ (প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ)	১৬-নাহ্ল	১০২	৭১১
অবতীর্ণ (কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে রমজান মাসে)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
অবতীর্ণ (কুরআন অবতীর্ণ বিধানরূপে, আরবি ভাষায়)	১৩-রা'দ	৩৭	৬৯২
অবতীর্ণ (কুরআন যদি পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হত)	৫৯-হাশর	২১	৯৫৭
অবতীর্ণ (জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কুরআন অবতীর্ণ)	২৬-শু'আরা	১৯২	৭৯৮
অবতীর্ণ (আল্লাহ কদরের রাতে কুরআন অবতীর্ণ করেন)	৯৭-কাদর	১	১০২৯
অবতরণ (কুরআন নিয়ে বিশ্বস্ত রূহ/জিবরাঈলের অবতরণ)	২৬-শু'আরা	১৯৩	৭৯৮
অবতরণ (কুরআন অবতরণ সম্পর্কে কাফিররা বলে...)	২৫-ফুরকান	৩২	৭৮৪
অবতরণ (কুরআন অবতরণের সময় প্রশ্ন করা হলে...)	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
অসঙ্গতি (কুরআন আল্লাহ ছাড়া কারো থেকে হলে অনেক অসঙ্গতি থাকত)	৪-নিসা	৮২	৫৬৭
আয়াত (তোয়া-সীন-মীম, এগুলো কুরআনের আয়াত)	২৭-নামল	১	৮০০
আরোগ্য ও দয়া কুরআন (মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও দয়া)	১৭-ইস্‌রা	৮২	৭২১
আরবিতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে সহজে অনুধাবনের জন্য	৪৩-যুখরুফ	৩	৮৯৬
আরবিতে কুরআন অবতীর্ণ, নবী স.এর প্রতি (মানুষকে সতর্ক করতে)	৪২-শূরা	৭	৮৯১
আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ (ভয়/উপদেশ হিসাবে)	২০-ত্বা-হা	১১৩	৭৪৮
আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ (মুশরিকদের অপবাদ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১০৩	৭১১
আরবী কুরআন রূপে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩	৮৮৬
আরবী কুরআনরূপে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	১২-ইউসুফ	২	৬৭৭
ঈমান(কুরআন ছাড়া কোন্ কথায় ঈমান আনবে মিথ্যা অভিহিতকারীরা?)	৭৭-মুর্‌সালাত	৫০	৯৯৯
ঈমান (কুরআনে ঈমান আনার ব্যাপারে কাফিরদের কসম)	৬-আন্'আম	১০৯	৬০৬
ঈমান (কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে না, কাফিরদের উক্তি)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
ঈমান (জিনদের কুরআনে ঈমান আনা প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	২	৯৮৬
ঈমান (মুশরিকদের প্রথমবার কুরআনে ঈমান না আনা)	৬-আন্'আম	১১০	৬০৬
ঈমান (যথাযথভাবে পাঠকারীরাই কুরআনে ঈমান আনে)	২-বাক্বারা	১২১	৫১৪
উপমা রয়েছে সব কিছুর, কুরআনে (মানুষের জন্য)	১৮-কাহ্ফ	৫৪	৭২৯
উপদেশ (বরকতময় উপদেশস্বরূপ কুরআন অবতীর্ণ)	২১-আম্বিয়া	৫০	৭৫৩
উপদেশ (কুরআন উপদেশ জগতসমূহের জন্য)	৬৮-ক্বালাম	৫২	৯৭৭
উপদেশ (কুরআন জগতসমূহের জন্য একটি উপদেশ)	৬-আন্'আম	৯০	৬০৪
উপদেশ (কুরআন মুহাম্মদ স. ও তার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ)	৪৩-যুখরুফ	৪৪	৮৯৯
উপদেশ (কুরআন সুস্পষ্ট উপদেশ কবিতা নয়)	৩৬-ইয়াসীন	৬৯	৮৫৬
উপদেশ (কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দেয়ার নির্দেশ রাসূল স. কে)	৫০-ক্বাফ	৪৫	৯২৪
উপদেশ দান, কুরআনের মাধ্যমে (ধ্বংস না হওয়ার জন্য)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
উল্লেখ (কুরআনে রাসূল স. যখন একক প্রতিপালকের উল্লেখ করেন...)	১৭-ইস্‌রা	৪৬	৭১৮
একত্রীকরণ (কুরআন একত্রীকরণ ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৭	৯৯৩
ওহী করা (কুরআন ওহী করছেন আল্লাহ, রাসূল স. এর নিকট)	১২-ইউসুফ	৩	৬৭৭
ওহী করা (কুরআনকে রাসূল স. এর কাছে ওহী করা হয়েছে)	৬-আন্'আম	১৯	৫৯৭
কথা (কুরআন এমন কথা নয় যা রচনা করা হয়েছে...)	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭
কথা (কুরআন কোন কবির কথা নয়)	৬৯-হাক্কাহ্	৪১	৯৮০
কথা (কুরআন সম্মানিত এক রাসূল এর বাহিত কথা)	৬৯-হাক্কাহ্	৪০	৯৮০
কথা (কুরআন সম্মানিত রাসূল জিবরাঈলের আনিত কথা)	৮১-তাকভীর	১৯	১০০৯
কবির কথা নয় (কুরআন)	৬৯-হাক্কাহ্	৪১	৯৮০
কসম (উপদেশপূর্ণ কুরআনের)	৩৮-সোয়াদ	১	৮৬৬
কসম (মর্যাদাপূর্ণ কুরআনের কসম)	৫০-ক্বাফ	১	৯২২
গাছ (কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত গাছটি মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ)	১৭-ইস্‌রা	৬০	৭১৯
চিন্তা (কুরআন নিয়ে চিন্তা করে না মুনাফিকরা)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৪	৯১৪
চূড়ান্ত কথা (কুরআন চূড়ান্ত কথা)	৮৬-তারিক	১৩	১০১৭
জাদু আখ্যা দান (সত্য/কুরআনকে)	৪৩-যুখরুফ	৩০	৮৯৮
জিবরাঈল মারফত কুরআন অবতীর্ণ (প্রতিপালকের কাছ থেকে)	১৬-নাহ্ল	১০২	৭১১
তাড়াহুড়া না করা (রাসূল স. কে কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া না করার নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
দয়া (কুরআন মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া)	২৭-নামল	৭৭	৮০৬
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন আল্লাহ মানুষের জন্য (কুরআনে)	১৭-ইস্‌রা	৮৯	৭২১
দৃষ্টান্ত (কুরআনে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন আল্লাহ মানুষের জন্য)	৩০-রূম	৫৮	৮২৬
নাযিল (কুরআন কেন 'মহান ব্যক্তিদের' উপর নাযিল হল না?)	৪৩-যুখরুফ	৩১	৮৯৮
নিদর্শন (জ্ঞানীদের বক্ষে কুরআন স্পষ্ট নিদর্শন)	২৯-আনকাবূত	৪৯	৮২০
নিদর্শনরূপে কুরআন অবতীর্ণ (সঠিকপথ প্রদর্শন প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৬	৭৫৯
পড়া (কুরআন পড়া হলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণের নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	২০৪	৬৩১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পড়া (কুরআন পড়া হলে সে পাঠের অনুসরণের নির্দেশ, রাসূলকে)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৮	৯৯৩
পড়ানো (কুরআন একত্রীকরণ ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৭	৯৯৩
পথনির্দেশিকা (কুরআন মানুষের জন্য পথনির্দেশিকা)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
পথনির্দেশিকা (কুরআন মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া)	২৭-নামল	৭৭	৮০৬
পথপ্রদর্শন করে কুরআন (সরল-সঠিক পথের দিকে)	১৭-ইস্‌রা	৯	৭১৪
পরিবর্তন (মুশরিকরা নবীকে কুরআন পরিবর্তন করতে বলে)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
পরিতাপের কারণ (কুরআন কাফিরদের পরিতাপের কারণ হবে)	৬৯-হাক্কাহ্	৫০	৯৮০
পরিত্যাজ্যরূপে কুরআনকে গ্রহণ করেছে রাসূল স. এর সম্প্রদায়	২৫-ফুরকান	৩০	৭৮৪
পাঠ (রাসূল স. কুরআন পাঠ করতেন না যদি আল্লাহ)	১০-ইউনুস	১৬	৬৫৫
পাঠ (কুরআন পাঠ করা হলে কাফিররা সিজদা করে না)	৮৪-ইন্‌শিকাক্	২১	১০১৪
পাঠ (কুরআন পাঠকালে রাসূল স. ও অবিশ্বাসীদের মাঝে পর্দা দেয়া)	১৭-ইস্‌রা	৪৫	৭১৭
পাহাড় চালিত করা যেত যদি কুরআন দিয়ে (মুমিনদের আকাঙ্ক্ষা)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
পাঠ (রাসূল স. কুরআন থেকে যা-ই পাঠ করুক আল্লাহ তা দেখেন)	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
পাঠ (রাসূল স. কে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ)	২৭-নামল	৯২	৮০৭
পাঠ (কুরআন পাঠের সময় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া)	১৬-নাহ্ল	৯৮	৭১১
পাঠ (কুরআন পাঠের অনুসরণের নির্দেশ, রাসূল স. এর প্রতি)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৮	৯৯৩
পাঠ (কুরআনের যতটুকু সহজসাধ্য তা পাঠ করার নির্দেশ...)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২০	৯৮৯
পাঠ (তারতীলের সাথে কুরআন পাঠের নির্দেশ রাসূল স.কে)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	৪	৯৮৮
পৃথক করেছেন আল্লাহ কুরআন (বিভিন্ন অংশে)	১৭-ইস্‌রা	১০৬	৭২৩
প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম	৩৬-ইয়াসীন	২	৮৫১
প্রজ্ঞাবানের পক্ষ হতে রাসূল স. কে কুরআন দেয়া হয়েছে	২৭-নামল	৬	৮০০
প্রতিশ্রুতি রয়েছে কুরআনে (জান্নাতের প্রতিশ্রুতি)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
প্রতিপালকের কাছ থেকে কুরআন অবতীর্ণ (জিবরাঈল আ. মারফত)	১৬-নাহ্ল	১০২	৭১১
বক্রতা নেই (আরবি ভাষায় অবতীর্ণ এ কুরআনে বক্রতা নেই)	৩৯-যুমার	২৮	৮৭৩
বরকতময় উপদেশস্বরূপ কুরআন অবতীর্ণ	২১-আম্বিয়া	৫০	৭৫৩
বর্ণনা (কুরআন বনী ইসরাঈলের মতপার্থক্যের বিষয়ে বর্ণনা করে)	২৭-নামল	৭৬	৮০৬
বর্ণনা (কুরআনে বহু বিষয় বর্ণনা করেছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্‌রা	৪১	৭১৭
বিভক্ত করেছে কুরআনকে বিভিন্ন মন্তব্য করে (আহলে কিতাবরা)	১৫-হিজর	৯১	৭০২
বিশ্বাস (রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে মুত্তাকীগণের বিশ্বাস)	২-বাক্বারা	৪	৫০২
বিশ্বাস (যারা বলে কুরআন নবীর বানানো কথা তারা বিশ্বাস করেনা)	৫২-তূর	৩৩	৯৩০
বিস্তারিত বর্ণনা (কুরআন-কিতাব বিধি-বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা)	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
বিস্ময়কর কুরআন! (একদল জিনের কুরআন শ্রবণ প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১	৯৮৬
বুঝতে পারে না কাফিররা, অন্তরে আবরণের কারণে..	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
ব্যাখ্যা (কুরআন ব্যাখ্যার দায়িত্ব আল্লাহর)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৯	৯৯৪
ভাষা (কুরআন আরবি ভাষায়, মুশরিকদের অপবাদ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১০৩	৭১১
মহান কুরআন (সূরা ফাতিহা) দিয়েছেন আল্লাহ রাসূল স. কে	১৫-হিজর	৮৭	৭০২
মহাজ্ঞানীর পক্ষ হতে রাসূল স. কে কুরআন দেয়া হয়েছে	২৭-নামল	৬	৮০০
মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনে দৃষ্টান্ত পেশ	৩৯-যুমার	২৭	৮৭৩
মিথ্যা অভিহিত করা (সত্য/কুরআনকে, সম্প্রদায় কর্তৃক)	৬-আন্'আম	৬৬	৬০২
মুখস্ত (কুরআন মুখস্ত করার জন্য মুহাম্মদ স. এর জিহবা সঞ্চালন প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৬	৯৯৩
মুত্তাকীদের জন্য কুরআন স্মারক	৬৯-হাক্কাহ্	৪৮	৯৮০
রচনা (কুরআন এমন নয় যে আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করবে)	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
রচনা (কাফিররা কুরআনকে রাসূল স. এর রচনা আখ্যা দেয়)	২১-আম্বিয়া	৫	৭৫০
রচনা বলা (কুরআনকে রাসূল স. এর রচনা বলে)	৩২-সাজ্‌দা	৩	৮৩০
রাসূল স. এর রসিকতা (কুরআন রসিকতা নয়)	৮৬-তারিক	১৪	১০১৭
শপথ (প্রজ্ঞাময় কুরআনের)	৩৬-ইয়াসীন	২	৮৫১
শিক্ষা দান (অসীম দয়াময় আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন)	৫৫-রাহ্‌মান	২	৯৩৯
শোনা (একদল জ্বিন নবীর কুরআন পাঠ শুনছিল)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৯	৯১১
শ্রবণ (কাফিররা কুরআন শ্রবণ করতে নিষেধ করে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৬	৮৮৮
শ্রবণ (একদল জিনের কুরআন শ্রবণ প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১	৯৮৬
শ্রবণ (কুরআন পড়া হলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণের নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	২০৪	৬৩১
সতর্ক করা (কুরআন দ্বারা সতর্ক করা, তাকওয়া অবলম্বনের জন্য)	৬-আন্'আম	৫১	৬০০
সত্য (কুরআন নিশ্চিত সত্য)	৬৯-হাক্কাহ্	৫১	৯৮০
সত্য (কুরআন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সত্য)	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
সত্যায়নকারী (কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী)	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	১৭-ইস্‌রা	১০৫	৭২৩
সন্দেহ (কুরআন প্রাপ্তির ব্যাপারে রাসূল স. এর সন্দেহ না করা প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্‌দা	২৩	৮৩২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কুরআন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সন্দেহ নেই কুরআনে -এটি আল্লাহরই রচনা	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
সম্মানিত কুরআন এক বিরাট কসম	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৭	৯৪৬
সম্মানিত কুরআন সংরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ আছে)	৮৫-বুরূজ	২১	১০১৬
সহজ (কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ, উপদেশগ্রহণের জন্য)	৫৪-কামার	৪০	৯৩৮
সহজ (কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ উপদেশগ্রহণের জন্য)	৫৪-কামার	৩২	৯৩৭
সহজ করেছেন আল্লাহ (কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ উপদেশগ্রহণের জন্য)	৫৪-কামার	১৭	৯৩৬
সহজ করা (কুরআন সহজ করা হয়েছে রাসূল স. এর ভাষায়)	৪৪-দুখান	৫৮	৯০৪
সহজ করা (কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ রাসূলের ভাষায়)	১৯-মারইয়াম	৯৭	৭৪০
সহজ (আল্লাহ কুরআন সহজ করেছেন উপদেশগ্রহণের জন্য)	৫৪-কামার	২২	৯৩৭
সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত আলিফ-লাম-রা	১৫-হিজর	১	৬৯৮
স্পর্শ (কুরআন স্পর্শ করে না কেউ, পবিত্ররা ব্যতীত)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৯	৯৪৭
স্পষ্ট বর্ণনা (কুরআন স্পষ্ট বর্ণনা, মানবজাতির জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৩৮	৫৪৯
স্মরণ (কুরআন স্মরণ করবে যে চায়)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫৫	৯৯২
স্মারক (কুরআন একটি স্মারক)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫৪	৯৯২
স্মারক (কুরআন একটি স্মারক, প্রতিপালকের পথ অবলম্বন প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্র	২৯	৯৯৬
স্মারক (কুরআন মুত্তাকীদের জন্য স্মারক)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৮	৯৮০
কুরআন (আলো)			
অনুসরণ (আলো/কুরআন অনুসরণকারীরাই সফল)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
অবতীর্ণ (আল্লাহ মুমিনদের প্রতি যিকির/কুরআন অবতীর্ণ করেছেন)	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
অবতীর্ণ (কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ মোবারক রাতে)	৪৪-দুখান	৩	৯০২
অবতীর্ণ (কুরআন যার প্রতি অবতীর্ণ, তাকে 'পাগল' বলে কাফিররা)	১৫-হিজর	৬	৬৯৮
অবতীর্ণ (কুরআন রাসূল স. এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ)	২৯-আনকাবূত	৫১	৮২০
অবতীর্ণ (রাসূল স. এর প্রতি কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ)	২৯-আনকাবূত	৪৭	৮২০
আলোকবর্তিকা/পথনির্দেশিকা/দয়া (মানুষের জন্য কুরআন)	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
ঈমান (আল্লাহ, রাসূল ও আলোতে ঈমান আনা)	৬৪-তাগাবুন	৮	৯৬৬
উম্মুল কিতাবে কুরআন রক্ষিত (আল্লাহর নিকট)	৪৩-যুখরুফ	৪	৮৯৬
দান (রাসূল স. কে আল্লাহ যিকির/কুরআন দান করেছেন)	২০-ত্বা-হা	৯৯	৭৪৭
পাঠ (ফজরের কুরআন পাঠ প্রত্যক্ষ করা হয়)	১৭-ইস্রা	৭৮	৭২০
ফজরের কুরআন পাঠ (ফজরের সালাত আদায়ের নির্দেশ)	১৭-ইস্রা	৭৮	৭২০
রাসূল স. এর উপর কুরআন/জিকির অবতীর্ণ (স্পষ্ট করা ও চিন্তার জন্য)	১৬-নাহ্ল	৪৪	৭০৬
সংরক্ষণকারী (কুরআন যিকর এর সংরক্ষণকারী আল্লাহ)	১৫-হিজর	৯	৬৯৮
কুরআন (রূহ)			
প্রেরণ (নবীর কাছে আল্লাহর নির্দেশ সম্বলিত রুহ/কুরআন প্রেরণ)	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
কুরবানী			
আল্লাহর জন্য (সালাত/কুরবাণী/জীবন/মরণ সবই আল্লাহর জন্য)	৬-আন্'আম	১৬২	৬১২
পেশ (কুরবানী পেশ করল যখন আদম আ.এর দুই পুত্র)	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে কুরবানীর নির্দেশ (নবীর প্রতি)	১০৮-কাওছার	২	১০৩৪
ফিদিয়া (কুরবানীর মাধ্যমে ফিদিয়া দিতে হবে, হজ্জে যদি...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
রাসূল স. কে কুরবানী নিয়ে আসার দাবী (ইহুদীদের)	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
কুরবানীর নিয়ম			
নির্ধারণ (উম্মতের জন্য কুরবানীর নিয়ম নির্ধারণ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
কুরবানীর পশু			
অবমাননা (কুরবানীর পশুর অবমাননা নিষেধ)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
জীবনধারণের অবলম্বন (কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
নিদর্শন (কুরবানীর পশু আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন)	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
পৌছানো (কুরবাণীর পশু কা'বায় পৌছানো, ইহরামে পশু হত্যার কাফফারা)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
পৌছা (কুরবানীর পশু নির্দিষ্ট স্থানে পৌছা পর্যন্ত...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
বাধাদান (কুরবানীর পশুকে যথাস্থানে পৌছাতে কাফিরদের বাধা)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
সহজলভ্য পশু কুরবানী করা, হজ্জে বাধাগ্রস্ত হলে...	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
কুরবানীর স্থান			
কা'বা/প্রাচীন ঘরের নিকট পশু কুরবানীর (হজ্জ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৩	৭৬১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কুরসি (আসন)			
আল্লাহর কুরসী আকাশ-পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
কুরাইশ			
আসক্তি (কুরাইশদের আসক্তি রয়েছে)	১০৬-কুরাইশ	১	১০৩৪
ভ্রমণে আসক্তি রয়েছে কুরাইশদের (শীত/গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণে)	১০৬-কুরাইশ	২	১০৩৪
কুলক্ষণ			
মূসা আ. ও সঙ্গীদেরকে কুলক্ষণ মনে করা (ফিরআউনের অনুসারীদের)	৭-আ'রাফ	১৩১	৬২৪
কুলগাছ			
উদ্যান (কুল গাছ দিয়ে উদ্যান দু'টির পরিবর্তন)	৩৪-সাবা	১৬	৮৪২
কাঁটা বিহীন কুল গাছের মাঝে থাকবে ডানের সাথীরা	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৮	৯৪৪
ঢেকে দিল (কুলগাছটিকে ঢেকে দিল যা দিয়ে ঢাকার ছিল)	৫৩-নাজম	১৬	৯৩২
শেষ প্রান্তের কুল গাছের নিকট রাসূল স. জিবরাঈল আ.কে দেখেছিলেন	৫৩-নাজম	১৪	৯৩২
কুষ্ঠ			
আরোগ্য (কুষ্ঠ রুগীকে আরোগ্য করেন ঈসা আ., আল্লাহর ইচ্ছায়)	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
নিরাময় (কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতেন ঈসা আ., আল্লাহর ইচ্ছায়)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
কুসংস্কার (জিব্ত)			
ঈমান (কিতাবের অংশ প্রদানের পরও কুসংস্কার/তাগুতে বিশ্বাস)	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
কুসন (আরো দেখুন গদি শব্দটি)			
সারি সারি কুসন থাকবে জান্নাতে	৮৮-গাশিয়াহ্	১৫	১০১৯
কূপ			
গভীর (কূপের গভীরে ইউসুফ আ.কে ফেলে দিতে একমত হল ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	১৫	৬৭৮
গভীরে (কূপের গভীরে ইউসুফকে নিক্ষেপ করতে বলল এক ভাই)	১২-ইউসুফ	১০	৬৭৭
পরিত্যাক্ত কূপ ও জনপদ ধ্বংস হয়েছে জুলুমের কারণে	২২-হাজ্জ	৪৫	৭৬২
কৃতকর্ম			
অনুতপ্ত হতে হবে কৃতকর্মের জন্য (পাপাচারীর সংবাদ যাচাই না করলে)	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত)	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত)	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
অবগত (আল্লাহ মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত)	৫৮-মুজাদালা	৩	৯৫২
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত).	৬৪-তাগাবুন	৮	৯৬৬
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত)	৬৩-মুনাফিকূন	১১	৯৬৫
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবগত)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
অবগত (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
উত্তম (সৎকর্মী মুমিন নারী-পুরুষকে কৃতকর্মের চেয়ে উত্তম প্রতিদান)	১৬-নাহ্ল	৯৭	৭১১
উত্তম প্রতিদান (কৃতকর্মের চেয়ে উত্তম প্রতিদান ধৈর্য্যের জন্য)	১৬-নাহ্ল	৯৬	৭১১
উপস্থিত পাবে অপরাধীরা (কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্ফ	৪৯	৭২৮
কাফিরদেরকে কৃতকর্মের ফল দেয়া হল কি?	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৩৬	১০১২
কাফিরদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবশ্যই প্রশ্ন করবেন	১৫-হিজর	৯৩	৭০২
কাফিরদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী শাস্তি ভোগ	৩২-সাজ্দা	১৪	৮৩১
কাফিরদের কৃতকর্মের জন্য বিপর্যয় আপতিত হতেই থাকবে	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
জানা (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন)	২২-হাজ্জ	৬৮	৭৬৪
জানা (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্ল	৯১	৭১০
জানাবেন আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্ম...	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
জানিয়ে দেয়া (মৃত্যুর পর মানুষের কৃতকর্ম জানিয়ে দেয়া হবে)	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২
জানানো (কৃতকর্ম জানানো হবে সবাইকে, পুনরুত্থানের দিন)	৫৮-মুজাদালা	৬	৯৫২
জালিমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবে জানেন	১৬-নাহ্ল	২৮	৭০৫
জালিমদের কৃতকর্মের কারণে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
জান্নাতে প্রবেশ (মুত্তাকীদের কৃতকর্মের বিনিময়ে)	১৬-নাহ্ল	৩২	৭০৫
দৃষ্টিবান (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
দৃষ্টিবান (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান)	৬৪-তাগাবুন	২	৯৬৬
পরখ (কিয়ামতে প্রত্যেকে কৃতকর্ম পরখ করে নিবে)	১০-ইউনুস	৩০	৬৫৭
প্রতিদান (মুমিনের কৃতকর্মের বিনিময়ে চোখ জুড়ানো প্রতিদান)	৩২-সাজ্দা	১৭	৮৩১
প্রতিদান (মুমিনদের কৃতকর্মের প্রতিদান জান্নাত)	৪৬-আহ্কাফ	১৪	৯০৯
প্রতিফল (কিয়ামতে কাফিরদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে)	৬৬-তাহ্রীম	৭	৯৭০
প্রতিফল (কিয়ামতে প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে)	৩৯-যুমার	৭০	৮৭৭
প্রত্যক্ষ করবে মানুষ ..(কিয়ামতের দিন)	৭৮-নাবা	৪০	১০০২
ফল (কাফিরদের কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ)	৬৪-তাগাবুন	৫	৯৬৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কৃতকর্ম (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ফল (কিয়ামতে প্রত্যেকের কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি দেয়া হবে)	১৬-নাহ্‌ল	১১১	৭১২
বাতিল (দুনিয়া কামনাকারীদের কৃতকর্ম আখিরাতে বাতিল হবে)	১১-হূদ	১৬	৬৬৭
বিফল করা (আল্লাহ মুনাফিকের কৃতকর্ম বিফল করে দিয়েছেন)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
বিপদ (কৃতকর্মের জন্য বিপদ আপতিত হওয়া)	২৮-কাসাস	৪৭	৮১২
বেখবর (আল্লাহ কৃতকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন)	১১-হূদ	১২৩	৬৭৬
মন্দফল (কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ করল অবাধ্য জনপদ)	৬৫-তালাক	৯	৯৬৯
মন্দফল (কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ করেছে যারা, মুনাফিকরা তাদের মত)	৫৯-হাশর	১৫	৯৫৬
মন্দ (মুনাফিকদের কৃতকর্ম কতইনা মন্দ!)	৬৩-মুনাফিকূন	২	৯৬৪
মন্দ (মুনাফিকদের কৃতকর্ম মন্দ)	৫৮-মুজাদালা	১৫	৯৫৩
মানুষের কৃতকর্ম আল্লাহ জানেন না! (মুশরিকদের ধারণা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২২	৮৮৭
মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত করবেন	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
মানুষের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ বিশাল জাহাজ ধ্বংস করতে পারেন	৪২-শূরা	৩৪	৮৯৪
মুশরিকদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ ভাল করে জানেন	১০-ইউনুস	৩৬	৬৫৭
মুমিনের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতুল মাওয়া দিয়ে আপ্যায়ন	৩২-সাজ্‌দা	১৯	৮৩১
মুমিনদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ দৃষ্টিবান	৪৮-ফাত্‌হ	২৪	৯১৮
মুনাফিকের (আল্লাহ মুনাফিকের কৃতকর্ম বিফল করে দিয়েছেন)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
মুমিনদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিবান	৩৩-আহ্‌যাব	৯	৮৩৪
মুনাফিকদের কৃতকর্ম কতইনা মন্দ!	৬৩-মুনাফিকূন	২	৯৬৪
মুনাফিকদের কৃতকর্ম আল্লাহ পরিবেষ্টনকারী	৪-নিসা	১০৮	৫৭১
মুত্তাকীদের কর্মের বিনিময় তৃপ্তিসহ জান্নাতে পানাহার	৭৭-মুরসালাত	৪৩	৯৯৯
মুত্তাকীদের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ	১৬-নাহ্‌ল	৩২	৭০৫
শাস্তি (কাফিরদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী শাস্তি ভোগ)	৩২-সাজ্‌দা	১৪	৮৩১
শাস্তি (বিতর্ককারীর কৃতকর্মের কারণে আগুনের)	২২-হাজ্জ	১০	৭৫৯
শোভনীয় করা (কাফিরের মন্দ কৃতকর্মকে শয়তান শোভনীয় করে)	৬-আন্‌'আম	৪৩	৫৯৯
শোভনীয় করা হয়েছে (সীমালঙ্ঘনকারীদের কৃতকর্মকে)	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
সংবাদ (মানুষের কৃতকর্মের সংবাদ জানানো আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ)	৬৪-তাগাবুন	৭	৯৬৬
সাক্ষ্য (কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে কান, চোখ ও ত্বক)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২০	৮৮৭
সীমালঙ্ঘনকারীর কাছে নিজ কৃতকর্মকে শোভনীয় করা হয়েছে	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
কৃতকর্ম (অগ্রে পাঠানো)			
ইহুদীদের কৃতকর্মের কারণে তারা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে না	২-বাক্বারা	৯৫	৫১১
নিজেদের জন্য কল্যাণকর যাকিছু আগে পাঠানো হয়...	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
বিপদ (মুনাফিকদের কৃতকর্মের কারণে বিপদ আসলে...)	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
মানুষের কৃতকর্মের জন্য কোন বিপদ আসলে সে অকৃতজ্ঞ হয়	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
কৃতকর্ম (করা)			
অবগত (আল্লাহ মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত)	৪৮-ফাত্‌হ	১১	৯১৭
অবগত (আল্লাহ মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত)-	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
অবহিত করা (কাফিররা যা করেছে তা অবহিত করবেন)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫০	৮৯০
অবগর্ত (আল্লাহ কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
অবগত (কৃতকর্ম অবগত আছেন আল্লাহ)	৫৯-হাশর	১৮	৯৫৭
অভিভাবক (উপদেশগ্রহণকারীদের কৃতকর্মের ব্যাপারে)	৬-আন্‌'আম	১২৭	৬০৮
আমলনামায় সংরক্ষিত (সব কৃতকর্ম)	৫৪-কামার	৫২	৯৩৮
ইহুদীদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
কাফিরদের কৃতকর্মকে শোভনীয় করা প্রসঙ্গ	৬-আন্‌'আম	১২২	৬০৮
খবর (আল্লাহ মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন)	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
জানাবেন (আল্লাহ মানুষকে কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন, কিয়ামতে)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
জানানো (আল্লাহ পরকালে মানুষের কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন)	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬
জানানো (কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানাবেন, কিয়ামতে)	৬-আন্‌'আম	৬০	৬০১
জানানো (দ্বীন বিভক্তকারীদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানাবেন)	৬-আন্‌'আম	১৫৯	৬১২
জানানো (সকল উম্মতকে কৃতকর্ম সম্পর্কে জানানো হবে)	৬-আন্‌'আম	১০৮	৬০৬
দৃষ্টিবান (আল্লাহ দৃষ্টিবান, মুমিনরা যা করে সে সম্পর্কে)	৬০-মুমতাহিনা	৩	৯৫৮
পূর্ববর্তী উম্মত যা করত সে সম্পর্কে এ উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা	২-বাক্বারা	১৪১	৫১৫
প্রতিফল (আল্লাহর নামের বিচ্যুতি ঘটানোর কৃতকর্মের প্রতিফল)	৭-আ'রাফ	১৮০	৬২৯
বিফল (শিরকের কারণে কৃতকর্ম বিফল হওয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৮৮	৬০৪
বেখবর নন (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রতিপালক বেখবর নন)	৬-আন্‌'আম	১৩২	৬০৯
মর্যাদা (প্রত্যেকের কৃতকর্ম অনুযায়ী মর্যাদা রয়েছে)	৬-আন্‌'আম	১৩২	৬০৯
মাদইয়ানবাসীদের কৃতকর্ম প্রতিপালক পরিবেষ্টন করে আছেন	১১-হূদ	৯২	৬৭৪
শোভনীয় করা (কাফিরদের কৃতকর্মকে শোভনীয় করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১২২	৬০৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কৃতকর্ম (কামাই)			
দিনের কামাই (মানুষের দিনের কামাই/কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন)	৬-আন্‌'আম	৬০	৬০১
কৃতজ্ঞ/কৃতজ্ঞ হওয়া			
অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না (আল্লাহর প্রতি)	৪০-মু'মিন	৬১	৮৮৩
অবগত (কৃতজ্ঞ লোক সম্পর্কে আল্লাহ্ বেশি অবগত)	৬-আন্‌'আম	৫৩	৬০০
আল্লাহ্ ও মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৩৯-যুমার	৬৬	৮৭৭
আল্লাহ্ পছন্দ করেন মানুষের কৃতজ্ঞ হওয়াকে	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
আল্লাহর নেয়ামতের জন্য ইবরাহীম আ. কৃতজ্ঞ ছিল	১৬-নাহ্‌ল	১২১	৭১৩
ইচ্ছা (কৃতজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছা করে যে তার জন্য রাত ও দিন...)	২৫-ফুরকান	৬২	৭৮৬
ইবরাহীম আ. আল্লাহর নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ ছিল	১৬-নাহ্‌ল	১২১	৭১৩
নিদর্শন (কৃতজ্ঞের জন্য সমুদ্রে নৌযানের চলাচলে নিদর্শন রয়েছে)	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
নিদর্শন, কৃতজ্ঞ বক্তির জন্য (সমুদ্র-পৃষ্ঠে নিশ্চল জাহাজ)	৪২-শূরা	৩৩	৮৯৪
নিদর্শন (আল্লাহর দিনগুলো কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শনস্বরূপ)	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩
নিদর্শন রয়েছে কৃতজ্ঞদের জন্য (সাবাবাসীদের পরিণতিতে)	৩৪-সাবা	১৯	৮৪২
পিতা-মাতা ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
পুরস্কার (কৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ নেয়ামত বাড়িয়ে দিবেন)	১৪-ইবরাহীম	৭	৬৯৩
প্রতিপালকের প্রতি মানুষ অকৃতজ্ঞ হয় নাকি কৃতজ্ঞ হয় সে পরীক্ষা	২৭-নামল	৪০	৮০৩
প্রতিদান (কৃতজ্ঞদেরকে অচিরেই প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
বর্মনির্মাণ শিক্ষা দেয়ায় মানুষ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে কি ?	২১-আম্বিয়া	৮০	৭৫৫
বান্দা (কম সংখ্যক বান্দাই কৃতজ্ঞ হয়)	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
বান্দা (কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন নূহ আ.)	১৭-ইস্‌রা	৩	৭১৪
বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ওয়াদা	৬-আন্‌'আম	৬৩	৬০১
মানুষ অকৃতজ্ঞ অথবা কৃতজ্ঞ হবে (হেদায়াত প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্‌র	৩	৯৯৫
মানুষ (অধিকাংশ মানুষকে কৃতজ্ঞ হিসাবে পাবেন না আল্লাহ...)	৭-আ'রাফ	১৭	৬১৪
মু'মিনরা যাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জন্য...	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪
মূসা আ.কে কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ (আল্লাহর)	৭-আ'রাফ	১৪৪	৬২৫
সমুদ্রযাত্রীরা কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় (বিপদে)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
সুস্থ সন্তান লাভ করলে কৃতজ্ঞ হওয়া (আদম ও হাওয়া আ. প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
কৃতজ্ঞতা			
আয়াত বর্ণনা (মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আল্লাহর আয়াত বর্ণনা)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (মানুষের জন্য সমুদ্র সৃষ্টি করায়)	১৬-নাহ্‌ল	১৪	৭০৪
আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (হালাল/পবিত্র রিযিক প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১১৪	৭১২
আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা (কুরবানীর পশু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকায়)	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ (লুকমান আ.কে)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (মানুষের নিজের জন্যই)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাঁর ফলমূল আহার করে..	৩৬-ইয়াসীন	৩৫	৮৫৩
আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ...	৩০-রূম	৪৬	৮২৫
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না (অধিকাংশ মানুষ)	১০-ইউনুস	৬০	৬৬০
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মানুষকে শ্রবণশক্তি/দৃষ্টি/দান	১৬-নাহ্‌ল	৭৮	৭০৯
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (সমুদ্রকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করায়)	৪৫-জাছিয়া	১২	৯০৫
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৭২	৫১৯
আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সামর্থ্য প্রার্থনা	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
আল্লাহর প্রতি (গবাদিপশুর উপকারিতা ও পানীয়ের জন্য)	৩৬-ইয়াসীন	৭৩	৮৫৬
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৫২	৫১৭
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাকে ভয় করার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১২৩	৫৪৮
কাজ (দাউদ আ.এর রিবারকে কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ করা নির্দেশ)	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
দানের বিনিময়ে নেককারগণ মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা চায় না	৭৬-দাহ্‌র	৯	৯৯৫
নিজের কল্যাণের জন্যই মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (সুলাইমান আ. প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪০	৮০৩
নিজের জন্যই (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিজের জন্যই...)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
নেয়ামতের (আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ)	১৬-নাহ্‌ল	১১৪	৭১২
নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা (সুলাইমান আ. তার পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত)	২৭-নামল	১৯	৮০১
পুরস্কার (যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহ তার প্রতিদান দেন)	৫৪-কামার	৩৫	৯৩৭
প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ (সাবাবাসীদেরকে)	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
প্রকাশ (সমুদ্রে আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বনী ইসরাইলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও পুনর্জীবিতকরণ প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৫৬	৫০৬
বনী ইসরাঈলের কৃতজ্ঞতা (আল্লাহর মার্জনা করা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫২	৫০৬
মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না (অধিকাংশ মানুষ)	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
মানুষ কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না?	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭০	৯৪৬
মানুষের শ্রবণশক্তি/দৃষ্টি/অন্তর দান (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য)	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে (দিন ও রাত বানানোর জন্য)	২৮-কাসাস	৭৩	৮১৪
মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
মুমিনরা যাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেজন্য নেয়ামত পূর্ণ করবেন	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
রিযিকের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা (ইবরাহীমের বংশধরদের)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
লুকমানকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
শাস্তি (মানুষ কৃতজ্ঞ হলে তাকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কি করবেন ?)	৪-নিসা	১৪৭	৫৭৫
সম্প্রদায় (কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বর্ণনা...)	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মানুষ	৭-আ'রাফ	১০	৬১৩
সামান্যই (মানুষ সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে)	৩২-সাজ্দা	৯	৮৩০
সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মানুষ	২৩-মু'মিনূন	৭৮	৭৭১
সামান্য (মানুষ সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে)	৬৭-মুল্ক	২৩	৯৭৩
কৃত্রিম আচরণ			
রাসূল স. কৃত্রিম আচরণকারীদের অন্তর্ভূক্ত নন	৩৮-সোয়াদ	৮৬	৮৭০
কৃপণ			
মনে করা (কৃপণরা যেন মনে না করে যে অনুগ্রহ তার জন্য কল্যাণকর)	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
মানুষ অতি কৃপণ	১৭-ইস্রা	১০০	৭২২
মানুষ কৃপণ হয় (কল্যাণ স্পর্শ করলে)	৭০-মা'আরিজ	২১	৯৮২
রাসূল স. কৃপণ নন (অদৃশ্যে বিষয়ে)	৮১-তাকভীর	২৪	১০০৯
কৃপণতা (আরো দেখুন কার্পণ্য শব্দটি)			
আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কৃপণতা (নিজের প্রতি কার্পণ্য করা)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
কাফির ও মুনাফিকরা কৃপণতা করল (অনুগ্রহ লাভের পর)	৯-তাওবা	৭৬	৬৪৮
কৃপণরা যা নিয়ে কৃপণতা করেছে তা তাদের গলায় বেড়ি...	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
কামনা (কেউ কি বাগান থাকার কামনা করে যার ...)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
নির্দেশ (যে মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় তার পরিণাম)	৪-নিসা	৩৭	৫৬২
নির্দেশ (মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দান করে যারা)	৫৭-হাদীদ	২৪	৯৫০
পরিণাম (কৃপণতার পরিণাম, আল্লাহ্ কৃপণকে ভালবাসেন না)	৪-নিসা	৩৭	৫৬২
ব্যয় করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করে না রহমানের বান্দারা	২৫-ফুরকান	৬৭	৭৮৭
মানুষ কৃপণতা করে (আল্লাহর পথে ব্যয় করতে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
মানুষ নিজের প্রতি কৃপণতা করে ...	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
মানুষেরা কার্পণ্য করত আল্লাহকে ধন সম্পদ দানের ক্ষেত্রে!	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৭	৯১৫
যারা কৃপণতা করে ও কৃপণতার নির্দেশ দান করে	৫৭-হাদীদ	২৪	৯৫০
সহজ করা হয় মন্দকে (যে কৃপণতা করে তার জন্য)	৯২-লাইল	৮	১০২৫
কৃষক (আরো দেখুন চাষী শব্দটি)			
মুগ্ধ করা (উৎপন্ন ফসল কৃষককে মুগ্ধ করার মতই দুনিয়ার জীবনটা)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
কৃষিজ্ঞান প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
কেউ/কারো			
আল্লাহকে বিরত রাখার মত কেউ নেই(কথা বানানো প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৭	৯৮০
জগতের কেউ লূত সম্প্রদায়ের পূর্বে অশ্লীলতা/সমকাম করেনি	৭-আ'রাফ	৮০	৬২০
জিজ্ঞাসাবাদ (কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ না করা গুহাবাসীদের সম্পর্কে)	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
বুঝা (কাউকে আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে বুঝতে না দেয়া)..	১৮-কাহ্ফ	১৯	৭২৫
ডাকা (রাসূল স. শুধু প্রতিপালককেই ডাকেন; অন্য কাউকে নয়)	৭২-জিন্	২০	৯৮৭
ডাকা (মসজিদে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে না ডাকা)	৭২-জিন্	১৮	৯৮৭
ধ্বংস (ব্যক্তিগত অর্জনের কারণে ব্যক্তির ধ্বংস প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
পুনরুত্থান (আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না, জিনদের ধারণা)	৭২-জিন্	৭	৯৮৬
প্রতিদান (কিয়ামতের দিন কেউ প্রতিদান দিবে না)	২-বাক্বারা	১২৩	৫১৪
প্রকাশ (আল্লাহ তার সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না)	৭২-জিন্	২৬	৯৮৭
মুশরিকদের কেউ কন্যার জন্ম সংবাদ পেলে মুখমণ্ডল কালো হয়	১৬-নাহ্ল	৫৮	৭০৭
মুশরিকদের কোন একজনকে কন্যার জন্মসংবাদ দেয়া হলে...	৪৩-যুখরুফ	১৭	৮৯৭
মৃত্যু আসা (কারো মৃত্যু আসলে ফেরেশতারা মৃত্যু ঘটায়)	৬-আন্'আম	৬১	৬০১
রক্ষা (আল্লাহর শাস্তি দিলে কেউ রাসূল স. কে রক্ষা করতে পারে না!)	৭২-জিন্	২২	৯৮৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
লূত সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী কেউ অশ্লীলকাজ/সমকামিতা করেনি	২৯-আনকাবূত	২৮	৮১৮
শরীক (প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক না করার ওয়াদা, জিনদের)	৭২-জিন্	২	৯৮৬
শরীক নয় আল্লাহর হুকুমে (আসহাবে কাহাফ প্রসঙ্গে)	১৮-কাহ্ফ	২৬	৭২৬
শিক্ষা দান (হারুত-মারুত কাউকে শিক্ষা দেয়ার সময় বলত)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
সমতুল্য নেই (আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই)	১১২-ইখ্লাস	৪	১০৩৬
ক্ষতি (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া জাদু কারো ক্ষতি করতে পারতনা)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
কেটে দেয়া			
ঈমান আনায় জাদুকরদের হাত-পা কেটে দেয়ার হুমকি (ফিরআউনের)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
ধমনী (রাসূল স. বানিয়ে বললে আল্লাহ তার জীবন ধমনী কেটে দিতেন)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৬	৯৮০
মূল কেটে দিবেন আল্লাহ কাফিরদের	৮-আনফাল	৭	৬৩২
মূল কেটে দিলেন আল্লাহ হুদ সম্প্রদায়ের যারা মিথ্যা অভিহিত...	৭-আ'রাফ	৭২	৬১৯
হাত কেটে দেয়া চোর ও নারী চোরের)	৫-মায়িদা	৩৮	৫৮৫
কেটে ফেলা			
ঘোড়াগুলোর পা ও গলা কেটে ফেলা (সুলাইমান আ.এর ঘটনা)	৩৮-সোয়াদ	৩৩	৮৬৮
রশি কেটে ফেলা (আল্লাহর সাহায্যের বিষয়ে হতাশা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯
হাত কেটে ফেলল নারীরা, ইউসুফ আ.কে দেখে এবং বলল- এ মানুষ নয়	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
হাত কেটে ফেলা (বিপরীত দিকে থেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে)	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
হাত কেটে ফেলেছিল যে নারীরা, তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা...	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
কেটে যাওয়া			
বামপাশ কেটে চলে যায় সূর্য, যখন অস্ত যায় (আসহাবে কাহাফ প্র.)	১৮-কাহ্ফ	১৭	৭২৫
কেড়ে নেয়া			
আলো কেড়ে নিয়ে অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া (মুনাফিকের উপমা)	২-বাক্বারা	১৭	৫০৩
দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন আল্লাহ ,ইচ্ছা করলে (মুনাফিকদের)	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয় (বিদ্যুতের ঝলক)	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
দৃষ্টিশক্তি (বিদ্যুৎ-চমক মুনাফিকদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়)	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ কেড়ে নিলে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে না	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
রাজত্ব কেড়ে নেন আল্লাহ যার থেকে ইচ্ছা	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
শ্রবণশক্তি আল্লাহ কেড়ে নিলে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে না	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
শ্রবণশক্তি কেড়ে নিতেন আল্লাহ, ইচ্ছা করলে (মুনাফিকদের)	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
কোথায়			
শরীকরা কোথায়? (কিয়ামতে কাফিরদেরকে বলা হবে)	৪০-মু'মিন	৭৩	৮৮৪
কোমর			
মূসা আ.এর কোমর শক্ত করার দোয়া (ভাই হারুন আ.কে দিয়ে)	২০-ত্বা-হা	৩১	৭৪২
কোমল (আরো দেখুন নরম শব্দটি)			
গুচ্ছ (কোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে ছামুদকে ছেড়ে দেয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৪৮	৭৯৫
কোমল কণ্ঠ			
কথা বলা (নবীর স্ত্রীগণকে কোমল কণ্ঠে কথা না বলার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
কোমলতা			
দান (ইয়াহইয়া আ.কে কোমলতা দান করেছিলেন আল্লাহ)	১৯-মারইয়াম	১৩	৭৩৪
কোমল হৃদয়			
ইবরাহীম আ. ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয় সম্পন্ন	৯-তাওবা	১১৪	৬৫২
ইবরাহীম আ. ছিলেন কোমল হৃদয়	১১-হূদ	৭৫	৬৭২
কোল			
ঈসা আ. কোলে থাকতে কথা বলেছেন মানুষের সাথে...	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
ঈসা আ. কোলে থাকা অবস্থায় কথা বলেন	৩-আলে ইমরান	৪৬	৫৪০
শিশু (কোলের শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলবে...)	১৯-মারইয়াম	২৯	৭৩৬
কোষ			
পানি (এক কোষ পানি পান, নহর থেকে, তালুত প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
হাত দিয় এক কোষ পানি পান (তালুত বাহিনী প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
কৌশল (আরো দেখুন চক্রান্ত শব্দটি)			
আক্রোশের কারণ কৌশলের মাধ্যমে দূর করা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯
আল্লাহ্ কৌশল অবলম্বন করেন	৮৬-তারিক	১৬	১০১৭
আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ ভাবে (ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়)	৭-আ'রাফ	৯৯	৬২২
আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ মনে করা	৭-আ'রাফ	৯৯	৬২২
আল্লাহর কৌশল, ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে (সালিহ আ. প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৫০	৮০৪
আল্লাহর কৌশল অত্যন্ত শক্ত	৭-আ'রাফ	১৮৩	৬৩০
আল্লাহর কৌশল অত্যন্ত শক্ত	৬৮-ক্বালাম	৪৫	৯৭৭
আল্লাহর বিরুদ্ধে কৌশল করতে মিথ্যা অভিহিতকারীকে আল্লাহর চ্যালেঞ্জ	৭৭-মুরসালাত	৩৯	৯৯৯

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কৌশল (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ কৌশল করেছিলে (ইউসুফ আ.এর জন্য)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
আল্লাহ কৌশল করেন	৮-আনফাল	৩০	৬৩৪
আল্লাহ কৌশল অবলম্বন করলেন	৩-আলে ইমরান	৫৪	৫৪১
আল্লাহ কৌশল অবলম্বনে দ্রুততর (ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
ইবরাহীম আ.এর কৌশল অবলম্বন (মূর্তির বিরুদ্ধে)	২১-আম্বিয়া	৫৭	৭৫৪
একমত হওয়া (কৌশলে একমত হয়ে জাদুকরদের আসার আহবান)	২০-ত্বা-হা	৬৪	৭৪৪
জমা করা (ফিরআউন তার কৌশল/জাদুসমূহ একত্র করল)	২০-ত্বা-হা	৬০	৭৪৪
জাদুকরের কৌশল (সফল হবার নয়)	২০-ত্বা-হা	৬৯	৭৪৫
মিথ্যা অভিহিতকারীদের কৌশল! (আল্লাহর বিরুদ্ধে বিচার দিবসে)	৭৭-মুরসালাত	৩৯	৯৯৯
মূর্তির বিরুদ্ধে ইবরাহীম আ.এর কৌশল অবলম্বন	২১-আম্বিয়া	৫৭	৭৫৪
ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কৌশল (সালিহ আ. প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৫০	৮০৪
কৌশলী			
আল্লাহ উত্তম কৌশলী	৮-আনফাল	৩০	৬৩৪
কৌশলী (আল্লাহ উত্তম কৌশলী)	৩-আলে ইমরান	৫৪	৫৪১
ক্লান্ত			
আল্লাহ কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন?	৫০-ক্বাফ	১৫	৯২৩
আল্লাহকে ক্লান্ত করে না (আকাশ পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
দৃষ্টি নত ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে (সৃষ্টিতে ভাঙ্গন খুঁজে পাবে না)	৬৭-মুল্ক	৪	৯৭২
মুখমণ্ডল (ক্লান্ত হবে অনেক মুখমণ্ডল, কিয়ামতের দিন)	৮৮-গাশিয়াহ্	৩	১০১৯
সফরে (ক্লান্তিবোধ করল মূসা আ.)	১৮-কাহ্ফ	৬২	৭৩০
ক্লান্তি			
আল্লাহকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি (সবকিছু সৃষ্টি করতে)	৫০-ক্বাফ	৩৮	৯২৪
আল্লাহর ইবাদতে আকাশ-পৃথিবীর অন্য কেউ ক্লান্তি বোধ করেনা	২১-আম্বিয়া	১৯	৭৫১
তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা স্পর্শ করে মুমিনদেরকে (আল্লাহর পথে)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
ফেরেশতারা ক্লান্তি বোধ করে না (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে)	৪১-ফুসসিলাত	৩৮	৮৮৯
মানুষের ক্লান্তি নেই (কল্যাণ প্রার্থনায়)	৪১-ফুসসিলাত	৪৯	৮৯০
সৃষ্টিতে (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিতে আল্লাহ ক্লান্তি বোধ করেননি)	৪৬-আহ্কাফ	৩৩	৯১১
স্পর্শ করে না (জান্নাতে ক্লান্তি স্পর্শ করে না)	৩৫-ফাতির	৩৫	৮৪৯
ক্রমাগত			
পাথর বর্ষণ (ক্রমাগত পাথর বর্ষণ, লূত সম্প্রদায়ের উপর)	১১-হূদ	৮২	৬৭৩
ক্রয়			
আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের জীবন ও ধনসম্পদ	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
ইউসুফকে ক্রয় করল মিসরের এক ব্যক্তি (আযীয)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
কথা (আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে চিত্তবিনোদনমূলক কথা ক্রয়)	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
কুফরী ক্রয় করে যারা ঈমানের পরিবর্তে	৩-আলে ইমরান	১৭৭	৫৫৩
জাদু ক্রয়কারীর কোন অংশ নেই (আখিরাতে)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
পথভ্রষ্টতা ক্রয় (আহলে কিতাবদের পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৪	৫৬২
পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে মুনাফিক (সঠিক পথের বিনিময়ে)	২-বাক্বারা	১৬	৫০৩
পথভ্রষ্টতা ক্রয় সঠিক পথের বিনিময়ে...	২-বাক্বারা	১৭৫	৫১৯
ক্রয় (গ্রহণ)			
কিতাবের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ...	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
ক্রয়-বিক্রয়			
কিয়ামতের দিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না(দান/সালাত প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৩১	৬৯৬
কিয়ামতের দিন ক্রয়-বিক্রয় কাজে আসবে না	২-বাক্বারা	২৫৪	৫৩০
ক্রয়-বিক্রয়ের সুসংবাদ (আল্লাহর সাথে মুমিনদের)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
পরিত্যাগ (জুম'আর আযান হলে ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগের নির্দেশ)	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয় ভুলিয়ে রাখে না যাদেরকে...	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
মুমিনদের ক্রয়-বিক্রয়ের সুসংবাদ	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
সুদের মত ! (ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের মত বলা)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
হালাল (ক্রয়-বিক্রয় হালাল ও সুদ হারাম)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
ক্রিয়াশীল			
যাকাত প্রদানে সক্রিয় (মুমিনগণ)	২৩-মু'মিনূন	৪	৭৬৬
ক্রীতদাস (আরো দেখুন দাস-দাসী শব্দটি)			
হত্যা (ক্রীতদাসকে হত্যা করা হবে ক্রীতদাসের বদলে, কিসাস)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
ক্রুদ্ধ			
আল্লাহ যাদের প্রতি ক্রুদ্ধ এমন সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব...	৫৮-মুজাদালা	১৪	৯৫৩
আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন (মুনাফিক ও মুশরিকদের প্রতি)	৪৮-ফাত্হ	৬	৯১৬
আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন যাদের প্রতি	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
আল্লাহ ক্রুদ্ধ যে সম্প্রদায়ের প্রতি, তাদের সাথে বন্ধুত্ব নিষেধ	৬০-মুমতাহিনা	১৩	৯৫৯
ইউনুস ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জনপদ থেকে চলে যাওয়া প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
ক্ষমা করা (মুমিন ক্রুদ্ধ হলেও ক্ষমা করে দেয়)	৪২-শূরা	৩৭	৮৯৪
মূসা আ. ক্রুদ্ধ হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসা (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
মূসা আ. ক্রুদ্ধ হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাওয়া (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
ক্রুশবিদ্ধ			
ঈসা আ.কে বনী ইসরাঈল ক্রুশবিদ্ধ করেনি (ঈসা আ.কে হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
জাদুকরদের ক্রুশবিদ্ধ করার হুমকি (ফিরআউনের)	৭-আ'রাফ	১২৪	৬২৩
জাদুকরদের ক্রুশবিদ্ধ করার ঘোষণা (ঈমান আনায়)	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
জাদুকরদের খেজুরের কাণ্ডে ক্রুশবিদ্ধ করার হুমকি(ঈমান আনায়)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করার শাস্তি	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
সঙ্গীকে (ইউসুফ আ.এর অন্য সঙ্গীকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে)	১২-ইউসুফ	৪১	৬৮০
ক্রোধ (আরো দেখুন ক্ষোভ শব্দটি)			
আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে আসা (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
আল্লাহর ক্রোধ (আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীদের উপর)	৪২-শূরা	১৬	৮৯২
আল্লাহর ক্রোধ আপতিত (পবিত্র রিযিক আহারে সীমালঙ্ঘন করলে)	২০-ত্বা-হা	৮১	৭৪৬
আল্লাহর ক্রোধ... (কুফরীর জন্য বক্ষ প্রশস্তকারীর উপর)	১৬-নাহল	১০৬	৭১২
আল্লাহর ক্রোধ যার উপর আপতিত হয় সে পতিত হয়	২০-ত্বা-হা	৮১	৭৪৬
আল্লাহর ক্রোধ স্ত্রীর উপর যদি স্বামী সত্যবাদী হয়	২৪-নূর	৯	৭৭৪
আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনে কাফিররা	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে আসবে (যে যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে)	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে এসেছে আহলে কিতাবরা	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
কাফিরদের খন্দক যুদ্ধে (আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রোধসহ ফিরিয়ে দেন)	৩৩-আহযাব	২৫	৮৩৫
কাফিরদের মনে ক্রোধের সঞ্চার করে মুনিরা...	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
ক্রোধ (প্রতিপালকের ক্রোধ নির্ধারিত হয়ে আছে, হূদ আ. বললেন...)	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
জাহান্নাম ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হবে	৬৭-মুল্ক	৮	৯৭২
ডেকে আনা (কাফিররা আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনে)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
প্রতিপালকের ক্রোধ আপতিত হওয়া (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
প্রতিপালকের ক্রোধ (বাছুর পূজারীদের উপর)	৭-আ'রাফ	১৫২	৬২৬
প্রশমিত করা (হতাশ ব্যক্তির ক্রোধ প্রশমন প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯
প্রশমিত হওয়া (মূসা আ.এর ক্রোধ প্রশমিত হলে ফলক তুলে নেয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫৪	৬২৬
মরা (কাফিররা মরুক, মুমিনদের প্রতি ক্রোধের কারণে...)	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
মুমিনদের প্রতি ক্রোধের কারণে আঙ্গুল কাটতে থাকে কাফিররা	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
মূসা আ.এর ক্রোধ প্রশমিত হলে ফলক তুলে নেয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৫৪	৬২৬
সংবরণকারীকে (ক্রোধ সংবরণকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন)	৩-আলে ইমরান	১৩৪	৫৪৮
ক্রোধ উদ্রেককারী			
ফির'আউন ও সঙ্গীদের ক্রোধ উদ্রেককারী (মূসা আ. ও তার সঙ্গীরা)	২৬-শু'আরা	৫৫	৭৯১
ক্রোধান্বিত			
আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন (ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিনকে হত্যাকারীর প্রতি)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করায় ফির'আউনগোষ্ঠীর উপর প্রতিশোধ...	৪৩-যুখরুফ	৫৫	৮৯৯
ক্ষতি (আরো দেখুন অনিষ্ট/অপকার শব্দটি)			
অক্ষম (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত যে উপকার/ক্ষতিতে অক্ষম)	২১-আম্বিয়া	৬৬	৭৫৪
অবিশ্বাসীর (আখিরাতে অবিশ্বাসী নিজের ক্ষতি করে)	১১-হূদ	২১	৬৬৭
আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না (যারা কুফরী ক্রয় করে তারা)	৩-আলে ইমরান	১৭৭	৫৫৩
আল্লাহ ক্ষতি করতে চাইলে কেউ রক্ষা করতে পারবে না..	৩৬-ইয়াসীন	২৩	৮৫৩
আল্লাহ কারো ক্ষতি চাইলে কেউ তা দূর করতে পারেনা	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
আল্লাহর ক্ষতি করতে পারে না কেউ (হূদ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৫৭	৬৭১
আল্লাহর ক্ষতি করতে পরবে না তারা যারা কুফরীর দিকে...	৩-আলে ইমরান	১৭৬	৫৫৩
আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না (কাফিররা)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩২	৯১৫
আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না (যে পেছনে ফিরে যাবে)	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
আশঙ্কা (সৎকর্মশীল মুমিন হাশরে ক্ষতির আশঙ্কা করবে না)	২০-ত্বা-হা	১১২	৭৪৮
আশঙ্কা (মুমিনদের ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না, জিন প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬
ইচ্ছা (আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতির ইচ্ছা করলে...)	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
কাজের পরিণাম ছিল শুধুই ক্ষতি, অবাধ্য জনপদের	৬৫-তালাক	৯	৯৬৯
কাফিররা নিজেদের ক্ষতি করেছে	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ক্ষতি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কাফিরদের কুফরী কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
কিয়ামতের দিনের ক্ষতি থেকে আল্লাহ নেককারকে রক্ষা করবেন	৭৬-দাহ্র	১১	৯৯৫
ক্ষমতা (কারো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা বাছুরের নেই)	২০-ত্বা-হা	৮৯	৭৪৬
জাদু ক্ষতি করত শুধু, উপকার করতে পারত না	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
জাদুর ক্ষতি (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া হয় না)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
দিন (নেক বান্দারা এমন দিনের ভয় করে যার ক্ষতি হবে ব্যাপক)	৭৬-দাহ্র	৭	৯৯৫
দুনিয়া ও আখিরাতে সুস্পষ্ট ক্ষতি (ইবাদত থেকে মুখ ফিরালে)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
দূরকারী নেই (আল্লাহ নবীর ক্ষতি করলে তা দূরকারী নেই)	৬-আন্'আম	১৭	৫৯৭
দূর করতে পারেনা কেউ (আল্লাহ কারো ক্ষতি চাইলে)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
নিজের ক্ষতিকারীরা ঈমান আনবে না	৬-আন্'আম	১২	৫৯৭
নিজের ক্ষতি করে (আখিরাতে অবিশ্বাসীরা)	১১-হূদ	২১	৬৬৭
নিজের ক্ষতিকারীরা ঈমান আনবে না	৬-আন্'আম	২০	৫৯৭
নিজেদের ক্ষতি করেছে (যাদের পাল্লা হাল্কা হবে)	৭-আ'রাফ	৯	৬১৩
নিজেদের ক্ষতি করতে সক্ষম নয় উপাস্যরা	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
নিকটতর (শরীকদের ক্ষতি নিকটতর উপকারের চেয়ে)	২২-হাজ্জ	১৩	৭৫৯
পথভ্রষ্টরা ক্ষতি করতে পারবে না সঠিকপথপ্রাপ্তদের	৫-মায়িদা	১০৫	৫৯৩
পাল্লা হালকা হবে যাদের তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে	২৩-মু'মিনূন	১০৩	৭৭২
প্রতিরোধ করতে পারে না কেউ আল্লাহ ক্ষতি করার ইচ্ছা করলে	৪৮-ফাত্হ	১১	৯১৭
প্রতিশোধগ্রহণ (ক্ষতি পরিমাণ প্রতিশোধগ্রহণ করা যাবে; বেশি নয়)	১৬-নাহ্ল	১২৬	৭১৩
ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পাকড়াও (ফিরআউনের বংশকে)	৭-আ'রাফ	১৩০	৬২৪
বাড়ায় (কুরআন জালিমদের জন্য ক্ষতি বাড়ায়)	১৭-ইস্রা	৮২	৭২১
বৃদ্ধি (ক্ষতিই বৃদ্ধি পাবে, সালিহ্ আ. আল্লাহকে অমান্য করলে)	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
বৃদ্ধি (নূহ আ.এর সম্প্রদায়ের)	৭১-নূহ্	২১	৯৮৫
ব্যাপক (নেক বান্দারা এমন দিনের ভয় করে যার ক্ষতি হবে ব্যাপক)	৭৬-দাহ্র	৭	৯৯৫
মালিক নয় (উপাস্যরা নিজেদের ক্ষতির মালিক নয়)	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
মালিক নয় (ক্ষতি বা উপকারের উপাস্যরা)	৫-মায়িদা	৭৬	৫৯০
মালিক (রাসূল স. নিজের উপকার বা ক্ষতির মালিক নন)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
মালিক (মানুষের ক্ষতির মালিক রাসূল স. নন)	৭২-জিন্	২১	৯৮৭
মানুষের (নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে)	১০৩-আসর	২	১০৩২
মুমিনদেরকে ক্ষতি স্পর্শ করেনি (উহুদ যুদ্ধে পরবর্তী আক্রমণে)	৩-আলে ইমরান	১৭৪	৫৫২
মুমিনরা ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর	৯-তাওবা	৩৯	৬৪৪
মুমিনদের ক্ষতি করতে পারবেন না কাফিরদের ষড়যন্ত্র যদি...	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭
মুমিনদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না পাপাচারীরা কষ্ট দেয়া ছাড়া	৩-আলে ইমরান	১১১	৫৪৬
মু'মিনদের ক্ষতি করতে সক্ষম নয় মুনাফিকরা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া	৫৮-মুজাদালা	১০	৯৫৩
মুমিনদের ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না (জিন প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬
মুনাফিকরা ক্ষতি করতে পারেবে না রাসূল স. এর...	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫
মূসা আ.এর হাত কোন ক্ষতি ছাড়াই শুভ্র-উজ্জ্বল হয়ে বের হবে...	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
রক্ষা (আল্লাহ নেককারকে কিয়ামতের দিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন)	৭৬-দাহ্র	১১	৯৯৫
রাসূল স. এর ক্ষতি করতে পারে না (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
শরীকদের ক্ষতি উপকারের চেয়ে নিকটতর	২২-হাজ্জ	১৩	৭৫৯
শাস্তিতে (ফিরআউন জাদুকরদের শাস্তি দিলেও ক্ষতি নেই, ঈমানপ্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৫০	৭৯০
সম্পদের ক্ষতি না করে উত্তরাধিকারীদেরকে বন্টন (ঋণ/ওসিয়তের পর)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
সুস্পষ্ট ক্ষতি (শয়তানকে অভিভাবক গ্রহণকারীর ক্ষতি)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
সুস্পষ্ট ক্ষতি (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করার ক্ষতি)	৩৯-যুমার	১৫	৮৭২
স্ত্রীদেরকে ক্ষতির জন্য আটকে রাখা (তালাক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
স্পর্শ (ক্ষতি স্পর্শ করলে মানুষ হতাশ হয়)	১৭-ইস্রা	৮৩	৭২১
ক্ষতিকর (আরো দেখুন অকল্যাণকর শব্দটি)			
পানীয়তে (জান্নাতের পানীয়তে ক্ষতিকর কিছু নেই)	৩৭-সাফফাত	৪৭	৮৫৯
প্রত্যাবর্তন কে ক্ষতিকর মনে করে অবিশ্বাসীরা	৭৯-নাযি'আত	১২	১০০৩
ভালবাসার বিষয়ও ক্ষতিকর হতে পারে...	২-বাক্বারা	২১৬	৫২৪
মু'মিনদেরকে ক্ষতিকর মনে না করা...	২৪-নূর	১১	৭৭৫
ক্ষতিগ্রস্ত			
অনুসরণকারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, শুআইব আ.কে অনুসরণ (নেতাদের হুমকি)	৭-আ'রাফ	৯০	৬২১
অবিশ্বাসকারী (আল্লাহকে অবিশ্বাসকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত)	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
অবিশ্বাসকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত (কিতাবে অবিশ্বাসকারীরা)	২-বাক্বারা	১২১	৫১৪
অস্বীকারকারী (আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকারকারী ক্ষতিগ্রস্ত)	৩৯-যুমার	৬৩	৮৭৬
অস্বীকারকারী ক্ষতিগ্রস্ত (আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা বলায়)	৬-আন্'আম	৩১	৫৯৮
আখিরাত ও দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত (ইবাদত থেকে মুখ ফিরালে)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা ঈমান আনতে অস্বীকর করে	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত (দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারী)	১৬-নাহ্ল	১০৯	৭১২
আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ইসলাম ছাড়া দ্বীন তালাশ করলে	৩-আলে ইমরান	৮৫	৫৪৪
আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে(আখিরাতে অবিশ্বাসীরাই)	২৭-নামল	৫	৮০০
আখিরাতে অবিশ্বাসীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত	১১-হূদ	২২	৬৬৭
আদম ও হাওয়া আ.ক্ষতিগ্রস্ত হবে (প্রতিপালক ক্ষমা না করলে)	৭-আ'রাফ	২৩	৬১৪
আদ সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে (মানুষের আনুগত্য করলে...)	২৩-মু'মিনূন	৩৪	৭৬৮
আল্লাহর শত্রুরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে পূর্ববর্তী ক্ষতিগ্রস্ত উম্মতদের ন্যায়	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৫	৮৮৮
আল্লাহর শত্রুরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিয়ামতে, যারা ধারণা করত...	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৩	৮৮৭
আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা আখ্যা দানকারী ক্ষতিগ্রস্ত	১০-ইউনুস	৪৫	৬৫৮
আল্লাহর সাথে শিরককারীরা ক্ষতিগ্রস্ত	৩৯-যুমার	৬৫	৮৭৬
ইবরাহীমের সম্প্রদায়কে আল্লাহ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করেন	২১-আম্বিয়া	৭০	৭৫৪
ঈমানদাররা ক্ষতিগ্রস্ত ! (কাফিররা)	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
কাবিল ক্ষতিগ্রস্ত হল (হাবিলকে হত্যা করে)	৫-মায়িদা	৩০	৫৮৪
কাজের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত (কাফিরদেরকে সংবাদ)	১৮-কাহ্ফ	১০৩	৭৩৩
কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত (তাদের ঈমান উপকারে আসেনি)	৪০-মু'মিন	৮৫	৮৮৫
কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হবে	৮-আনফাল	৩৭	৬৩৫
কিয়ামতের দিন নিজের/পরিবারের ক্ষতিসাধনকারীই ক্ষতিগ্রস্ত	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যাদের কর্ম বিফল...	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত (ইবাদত থেকে মুখ ফিরালে)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
নিজ/পরিজনের ক্ষতিসাধনকারীই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	১৫	৮৭২
নূহ আ. ক্ষতিগ্রস্ত হবেন! (আল্লাহ ক্ষমা/ দয়া না করলে)	১১-হূদ	৪৭	৬৭০
পথভ্রষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন)	৭-আ'রাফ	১৭৮	৬২৯
পুনরুত্থান অস্বীকারকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত	৪৬-আহ্কাফ	১৮	৯০৯
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত	২-বাক্বারা	২৭	৫০৪
বনী ইসরাঈল ক্ষতিগ্রস্ত (আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে)	২-বাক্বারা	৬৪	৫০৭
বাতিলপন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে (কিয়ামত সংঘটনের দিন)	৪৫-জাছিয়া	২৭	৯০৭
বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হল (যখন আল্লাহর আদেশ আসল)	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
ভাইয়েরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে (নেকড়ে ইউসুফ আ.কে খেয়ে ফেল্লে...)	১২-ইউসুফ	১৪	৬৭৮
মুনাফিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হল যারা বলত...	৫-মায়িদা	৫৩	৫৮৭
মুমিনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে (কাফিরদের আনুগত্য করলে)	৩-আলে ইমরান	১৪৯	৫৫০
মূসা আ.এর সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া (দয়া ও ক্ষমা না পেলে)	৭-আ'রাফ	১৪৯	৬২৬
মূসার সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে (মূসা আ. বললেন সম্প্রদায়কে)	৫-মায়িদা	২১	৫৮৩
রাসূল স. ক্ষতিগ্রস্ত হবে(আয়াতকে মিথ্যা আখ্যাদানকারীর অন্তর্ভুক্ত হলে)	১০-ইউনুস	৯৫	৬৬৩
লেখককে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না (ঋণ লেনদেন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত	৫৮-মুজাদালা	১৯	৯৫৪
শু'আইব আ.কে মিথ্যাবাদী বলায় ক্ষতিগ্রস্ত (মাদইয়ানবাসী)	৭-আ'রাফ	৯২	৬২১
সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে (সংবাদ পরীক্ষা না করলে)	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
সম্প্রদায় (ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ই নিজেদেরকে আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ ভাবে)	৭-আ'রাফ	৯৯	৬২২
সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না (ঋণ লেনদেন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
স্মরণবিমুখ (সম্পদ/সন্তানের মোহে আল্লাহর স্মরণবিমুখ ক্ষতিগ্রস্ত)	৬৩-মুনাফিকূন	৯	৯৬৫
হত্যাকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত (জ্ঞান ছাড়াই সন্তানদেরকে হত্যাকারীরা)	৬-আন্'আম	১৪০	৬১০
ক্ষতিপূরণ			
পিতা সন্তানের পক্ষে ক্ষতিপূরণকারী হবে না (কিয়ামতের দিন)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ আল্লাহ দিবেন (আল্লাহর পথে ব্যয়...)	৩৪-সাবা	৩৯	৮৪৪
ক্ষতিসাধন			
কিয়ামতের দিন নিজের/পরিবারের ক্ষতিসাধনকারীই ক্ষতিগ্রস্ত	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
কিয়ামতে নিজ/পরিজনের ক্ষতিসাধনকারীই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত	৩৯-যুমার	১৫	৮৭২
মসজিদ বানিয়েছে যারা ক্ষতিসাধনের জন্য	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
ক্ষতিহীন			
মূসা আ.এর হাত ক্ষতিহীন উজ্জ্বল হওয়া নিদর্শন	২০-ত্বা-হা	২২	৭৪২
ক্ষতের পুঁজ			
খাদ্য (ক্ষত নিঃসৃত পুঁজই হবে জাহান্নামীদের খাদ্য)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৬	৯৭৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ক্ষমতা (আরো দেখুন কর্তৃত্ব শব্দটি)			
অভিভাবককে ক্ষমতা দান (অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে)	১৭-ইস্‌রা	৩৩	৭১৬
আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ক্ষমতা (গ্রেফতার/হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
আল্লাহ নিজ ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছেন)	৫১-যারিয়াত	৪৭	৯২৮
আল্লাহর বিপক্ষে ক্ষমতা আছে কার- যদি তিনি চান...	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রমে সবাই অক্ষম	৫৫-রাহ্‌মান	৩৩	৯৪০
আল্লাহর ক্ষমতার কসম করল ইবলিস	৩৮-সোয়াদ	৮২	৮৭০
ইবরাহীম আ. ক্ষমতা রাখে না, পিতার জন্য কিছু করার	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
উপকার করার ক্ষমতা থাকবে না কিয়ামতে (একে অপরের)	৩৪-সাবা	৪২	৮৪৪
গাছপালা উৎপন্ন করার ক্ষমতা মানুষের ছিলনা (আল্লাহ করেন)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
দান (ক্ষমতা দান করবেন আল্লাহ মূসাকে)	২৮-কাসাস	৩৫	৮১১
নিঃশেষ (বাম হাতে কিতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষমতা নিঃশেষ হবে)	৬৯-হাক্কাহ্‌	২৯	৯৭৯
নেতাদের ক্ষমতা ছিল না সহচরদের উপর (জালিম নেতারা বলবে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৩০	৮৫৮
মুনাফিকদেরকে মুমিনদের উপর ক্ষমতা দিতেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
মুমিনদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই	১৬-নাহ্‌ল	৯৯	৭১১
মূসা আ. ক্ষমতা রাখেন না নিজের ও ভাইয়ের উপরে ছাড়া অন্য...	৫-মায়িদা	২৫	৫৮৩
রাসূল স. এর কোন ক্ষমতা নেই তার জন্য যাকে আল্লাহ ফিতনায় ফেলতে চান	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
শয়তানের কোন ক্ষমতা ছিল না (মুমিনদের বিরুদ্ধে)	৩৪-সাবা	২১	৮৪৩
শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই (মুমিনদের উপর)	১৬-নাহ্‌ল	৯৯	৭১১
শয়তানের ক্ষমতা নেই (আল্লাহর বান্দাদের উপর)	১৭-ইস্‌রা	৬৫	৭১৯
শয়তানের ক্ষমতা নেই আল্লাহর বান্দাদের উপর (বিভ্রান্ত করার)	১৫-হিজর	৪২	৭০০
শয়তানের কর্তৃত্ব/ক্ষমতা মুশরিকদের উপর...	১৬-নাহ্‌ল	১০০	৭১১
সাহায্যকারী ক্ষমতা প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট থেকে)	১৭-ইস্‌রা	৮০	৭২১
ক্ষমতা দান			
আল্লাহ রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন (যার উপর ইচ্ছা)	৫৯-হাশর	৬	৯৫৫
ক্ষমতাবান			
আল্লাহ ক্ষমতাবান	৫১-যারিয়াত	৫৮	৯২৮
আল্লাহ ক্ষমতাবান (আল্লাহবিমুখ লোকদের শাস্তি প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৪২	৮৯৮
মানুষের উপর ক্ষমতাবান কেউ নেই! (মানুষ কি মনে করে?)	৯০-বালাদ	৫	১০২৩
ক্ষমতা (মালিক)			
বাছুরের ক্ষমতা নেই (কারো ক্ষতি কিংবা উপকারের)	২০-ত্বা-হা	৮৯	৭৪৬
ক্ষমা (আরো দেখুন মাফ শব্দটি)			
অতীত ক্ষমা করা হবে কাফিরদের যদি বিরত হয়	৮-আনফাল	৩৮	৬৩৫
অধিকারী (আল্লাহ ক্ষমা করার অধিকারী)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৫৬	৯৯২
অপরাধ ক্ষমা করবে কে (আল্লাহ ছাড়া?)	৩-আলে ইমরান	১৩৫	৫৪৮
অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫
অপরাধ ক্ষমা করবেন আল্লাহ (রাসূল স. কে অনুসরণ করলে)	৩-আলে ইমরান	৩১	৫৩৯
অপরাধ ক্ষমা করা হবে (মুত্তাকীদের)	৩৩-আহ্‌যাব	৭১	৮৪০
অপরাধের ক্ষমা (ঈমান আনলে আল্লাহ অপরাধ ক্ষমা করবেন)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩১	৯১১
অপরাধের ক্ষমা পাওয়ার আশায় জাদুকরদের ঈমান...	২০-ত্বা-হা	৭৩	৭৪৫
অপরাধের ক্ষমা (বনী ইসরাঈলের অপরাধ ক্ষমা করার আশ্বাস)	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
অপরাধের ক্ষমা...(বনী ইসরাঈলের জনপদে প্রবেশ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৮	৫০৬
আখিরাতে রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
আল্লাহর ক্ষমা (কাফিরদের সঞ্চয়ের চেয়ে উত্তম)	৩-আলে ইমরান	১৫৭	৫৫১
আল্লাহ কখনও ক্ষমা করবেন না (কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৪	৯১৫
আল্লাহ পাপ ক্ষমা করেন (আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ না হওয়া)	৩৯-যুমার	৫৩	৮৭৫
আল্লাহ ক্ষমা করবেন (কর্জে হাসানার বিনিময়ে)	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭
আল্লাহ ক্ষমা করেন (যাকে ইচ্ছা)	৪৮-ফাত্‌হ	১৪	৯১৭
আল্লাহ ক্ষমা করবেন যাকে ইচ্ছা	৫-মায়িদা	৪০	৫৮৫
আল্লাহ ক্ষমা করবেন যাকে ইচ্ছা	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
আল্লাহ ক্ষমা করুন তোমাদেরকে (ভাইদেরকে বললেন ইউসুফ আ.)	১২-ইউসুফ	৯২	৬৮৫
আল্লাহ ক্ষমা করেননা (বারবার কুফরী করলে/কুফরিতে বেড়ে গেলে)	৪-নিসা	১৩৭	৫৭৪
আল্লাহ ক্ষমা করেন যাকে ইচ্ছা	৩-আলে ইমরান	১২৯	৫৪৮
আল্লাহ ক্ষমা/মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন	৩৩-আহ্‌যাব	৩৫	৮৩৬
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন)	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
আল্লাহ যদি ক্ষমা করে দেন তবে তারা তো তারই বান্দা	৫-মায়িদা	১১৮	৫৯৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইবরাহীম, তাঁর পিতামাতা ও মুমিনদেরকে ক্ষমার জন্য দোয়া...	১৪-ইবরাহীম	৪১	৬৯৭
ঈমানদারদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক	৮-আনফাল	৭৪	৬৩৯
ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য (ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক)	৩৪-সাবা	৪	৮৪১
ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান	৩৫-ফাতির	৭	৮৪৬
ঈমানদার বান্দাদের ক্ষমা প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	২৩-মু'মিনূন	১০৯	৭৭২
উত্তম (সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা/ক্ষমা কষ্টদায়ক দানের চেয়ে উত্তম)	২-বাক্বারা	২৬৩	৫৩১
কর্জে হাসানার বিনিময়ে আল্লাহ ক্ষমা করবেন	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭
কিতাবের উত্তরাধিকারীদের ক্ষমা পাওয়ার অমূলক আশা	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
জালিম ও কাফিরদের জন্য ক্ষমা নেই	৪-নিসা	১৬৮	৫৭৮
ডাকা (ক্ষমার দিকে ডাকছেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
দাউদ আ.কে ক্ষমা করলেন আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	২৫	৮৬৭
দৃঢ় সংকল্পের কাজ (জুলুমের বিপরীতে ধৈর্যধারণ ও ক্ষমা)	৪২-শূরা	৪৩	৮৯৪
ধৈর্য ধারণ/সৎকাজের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান	১১-হূদ	১১	৬৬৬
নূহ আ. এর আহ্বান (নিজ সম্প্রদায়কে ক্ষমা প্রার্থণার জন্য)	৭১-নূহ্‌	৭	৯৮৪
নূহ আ. এর ক্ষমা প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	৭১-নূহ্‌	২৮	৯৮৫
নূহ আ.কে আল্লাহ ক্ষমা না করলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন!	১১-হূদ	৪৭	৬৭০
পছন্দ (প্রাচুর্যবানরা কি আল্লাহর ক্ষমা লাভ পছন্দ করে না)	২৪-নূর	২২	৭৭৬
পাপ ক্ষমা করবেন আল্লাহ (তার পথে জিহাদকারীদের)	৬১-সাফ্‌ফ	১২	৯৬১
পাপ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর আহ্বান (কাফির/মুশরিক প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
পাপ ক্ষমা করা হবে (নূহ আ. এর সম্প্রদায় ইবাদত করলে)	৭১-নূহ্‌	৪	৯৮৪
পিতামাতার জন্য নূহ আ. এর ক্ষমা প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	৭১-নূহ্‌	২৮	৯৮৫
পিতাকে ক্ষমার জন্য ইবরাহীম আ.এর দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৬	৭৯২
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ মুমিনদেরকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেন)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাত মুমিনদের প্রতিদান...	৩-আলে ইমরান	১৩৬	৫৪৯
প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দৌড়ে যাওয়ার নির্দেশ	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
প্রতিপালকের ক্ষমা না পেলে মূসা আ.এর সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে	৭-আ'রাফ	১৪৯	৬২৬
প্রতিপালকের কাছে মুমিনদের ক্ষমা প্রার্থনা	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১৩৩	৫৪৮
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা (জান্নাতে মুত্তাকীদের জন্য)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহওয়ালারা	৩-আলে ইমরান	১৪৭	৫৪৯
প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ	২৩-মু'মিনূন	১১৮	৭৭৩
প্রতিপালকের নিকট নূহ আ. এর ক্ষমা প্রার্থনা	৭১-নূহ্‌	২৮	৯৮৫
প্রতিপালক ক্ষমা না করলে (আদম আ. ও তার স্ত্রীকে)	৭-আ'রাফ	২৩	৬১৪
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, মুত্তাকীদের)	৩-আলে ইমরান	১৬	৫৩৭
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা)	৬০-মুমতাহিনা	৫	৯৫৮
প্রত্যাশা (ইবরাহীম আ. আখিরাতে প্রতিপালকের ক্ষমার প্রত্যাশা করেন)	২৬-শু'আরা	৮২	৭৯২
প্রত্যাশা (মু'মিন জাদুকররা প্রতিপালকের ক্ষমা প্রত্যাশা করা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৫১	৭৯০
প্রতিশ্রুতি (ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ মুমিন...)	৫-মায়িদা	৯	৫৮১
প্রতিশ্রুতি (ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ, মুমিনদেরকে)	৪৮-ফাত্‌হ	২৯	৯১৯
প্রতিপালকের নিকট মূসা ও হারুন আ.এর ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা	৭-আ'রাফ	১৫১	৬২৬
প্রতিপালকের নিকট রয়েছে ক্ষমা (মু'মিনদের জন্য)	৮-আনফাল	৪	৬৩২
প্রতিপালকের নিকট ক্ষমার জন্য প্রার্থনা	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ববর্তীদের ও নিজেদের জন্য	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬
বনী ইসরাঈলের অপরাধের ক্ষমা...(জনপদে প্রবেশ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৮	৫০৬
ব্যাপক (প্রতিপালক ব্যাপক ক্ষমার মালিক)	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
ভয় করার জন্য (প্রতিপালককে না দেখে ভয় করার জন্য ক্ষমা...)	৬৭-মুল্‌ক	১২	৯৭২
মানুষকে ক্ষমা (যারা আল্লাহর দিনগুলোর প্রত্যাশা করে না তাদেরকে)	৪৫-জাছিয়া	১৪	৯০৬
মুমিন সৎকর্মশীল হলে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক	২২-হাজ্জ	৫০	৭৬৩
মুত্তাকীদের জন্য (যারা রাসূল স. এর সামনে কণ্ঠস্বর নিচু করে)	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
মু'মিনদেরকে ক্ষমা করবেন আল্লাহ তাকে ভয় করলে	৮-আনফাল	২৯	৬৩৪
মু'মিনদেরকে ক্ষমা করবেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
মুমিনদের ক্ষমা প্রার্থনা (কিয়ামতে...)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
মুমিনদের জন্য নূহ আ. এর ক্ষমা প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	৭১-নূহ্‌	২৮	৯৮৫
মুনাফিকদেরকে ক্ষমা করবেন না আল্লাহ (রাসূল স. সত্তর বার ক্ষমা...)	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
মুনাফিকদের আল্লাহ ক্ষমা করবেন না (রাসূল স. ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও)	৬৩-মুনাফিকূন	৬	৯৬৪
মূসা আ.এর ক্ষমা প্রার্থনা (সত্তর জন লোকের ভূমিকম্প দ্বারা পাকড়াও প্র.)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
মূসা আ. ক্ষমা প্রার্থনা করল (অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য)	২৮-কাসাস	১৬	৮০৯
মূসা আ.কে ক্ষমা করলেন আল্লাহ (অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য)	২৮-কাসাস	১৬	৮০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ক্ষমা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
যুদ্ধবন্দিদেরকে ক্ষমা করবেন আল্লাহ (হৃদয়ে ভাল কিছু থাকলে)	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
রাগান্বিত হলেও ক্ষমা কর (মুমিনের গুণ)	৪২-শূরা	৩৭	৮৯৪
রাসূল স. কে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ (মুমিন নারীদের জন্য যারা...)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
শাস্তি (ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে তারাই যারা...)	২-বাক্বারা	১৭৫	৫১৯
শিরক ছাড়া অন্য গোনাহের ক্ষমা করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন	৪-নিসা	১১৬	৫৭২
শিরক ছাড়া যে কোন পাপ আল্লাহর ইচ্ছা ক্ষমা করেন	৪-নিসা	৪৮	৫৬৩
শিরকের ক্ষমা (শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেননা)	৪-নিসা	৪৮	৫৬৩
শিরকের গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেন না	৪-নিসা	১১৬	৫৭২
শ্রেষ্ঠত্ব (আল্লাহর ক্ষমার দিক দিয়ে জিহাদকারীদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান...)	৪-নিসা	৯৬	৫৬৯
সচ্চরিত্রবানদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক	২৪-নূর	২৬	৭৭৬
সৎকাজ/ধৈর্য ধারণের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান	১১-হূদ	১১	৬৬৬
সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক	২২-হাজ্জ	৫০	৭৬৩
সুসংবাদ ক্ষমার (রাসূল স. এর সতর্কবাণী বিশ্বাসীদের জন্য)	৩৬-ইয়াসীন	১১	৮৫১
স্ত্রী-সন্তানকে ক্ষমা করলে আল্লাহ ও তার জন্য ক্ষমাশীল ও দয়ালু	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
হাবিব নাজ্জার নামক মুমিনকে, প্রতিপালক ক্ষমা করেছেন	৩৬-ইয়াসীন	২৭	৮৫৩
ক্ষমাকারী			
অপরাধ (আল্লাহ অপরাধ ক্ষমাকারী)	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮
উত্তম ক্ষমাকারী (আল্লাহই উত্তম ক্ষমাকারী, মূসা আ. প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
ক্ষমা চাই (হিত্তাতুন)			
বলা (বনী ইসরাঈলকে 'হিত্তাতুন/ক্ষমা চাই' বলার নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
ক্ষমাপরায়ণতা			
অবলম্বন (রাসূল স. কে ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করার নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৯৯	৬৩১
ক্ষমাপ্রার্থনা			
অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে মুমিনরা	৩-আলে ইমরান	১৩৫	৫৪৮
আদ সম্প্রদায়কে প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান	১১-হূদ	৫২	৬৭০
আরশ বহনকারীদের (ক্ষমা প্রার্থনা, মু'মিনদের জন্য)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থনা অবস্থায় শাস্তি দেন না	৮-আনফাল	৩৩	৬৩৫
আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার নির্দেশ (উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৬	৫৭০
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ (ছামূদ জাতি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা (জুলুম/মন্দকাজের পর)	৪-নিসা	১১০	৫৭১
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না কি, যারা কুফরী করেছে...	৫-মায়িদা	৭৪	৫৮৯
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৯৯	৫২২
ইবরাহীম আ. এর ক্ষমা প্রার্থনা করবে পিতার জন্য	১৯-মারইয়াম	৪৭	৭৩৭
ইবরাহীম আ.এর ক্ষমা প্রার্থনা (পিতার জন্য)	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
ইবরাহীম আ.এর ক্ষমা প্রার্থনা, তার পিতার জন্য (প্রতিশ্রুতি মাত্র)	৯-তাওবা	১১৪	৬৫২
এক ইলাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ	৪১-ফুস্সিলাত	৬	৮৮৬
ছামূদ জাতিকে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার নির্দেশ (দয়া পেতে)	২৭-নামল	৪৬	৮০৪
জুলুমের পর আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা... (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
দাউদের ক্ষমা প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
পিতা ইয়াকুব আ.কে ক্ষমা প্রার্থনার অনুরোধ (পুত্রদের অপরাধের জন্য)	১২-ইউসুফ	৯৭	৬৮৬
পিতা ইয়াকুব আ.এর ক্ষমা প্রার্থনা প্রতিপালকের নিকট (পুত্রদের জন্য)	১২-ইউসুফ	৯৮	৬৮৬
প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ (মাদইয়ানবাসীকে)	১১-হূদ	৯০	৬৭৪
প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (সাহায্য/বিজয় এলে)	১১০-নাস্‌র	৩	১০৩৫
প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসা	১১-হূদ	৩	৬৬৫
প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার আহ্বান (নূহের জাতির প্রতি)	৭১-নূহ্	১০	৯৮৪
প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান (আদ জাতিকে)	১১-হূদ	৫২	৬৭০
ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা (পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য)	৪২-শূরা	৫	৮৯১
বিরত থাকা, ক্ষমা প্রার্থনা থেকে (শাস্তি আসার অপেক্ষায়)	১৮-কাহ্ফ	৫৫	৭২৯
মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবীর জন্য সংগত নয়	৯-তাওবা	১১৩	৬৫২
মুত্তাকীরা ক্ষমা প্রার্থনা করে (রাতের শেষ প্রহরে)	৫১-যারিয়াত	১৮	৯২৬
মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করা সমান	৬৩-মুনাফিকূন	৬	৯৬৪
মুনাফিকদের জন্য রাসূল স. এর ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করা সমান	৬৩-মুনাফিকূন	৬	৯৬৪
মু'মিনদের জন্য (ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা...)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
মু'মিনদের জন্য (ক্ষমা প্রার্থনা করে আরশ বহনকারীরা)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে রাসূল স. কে নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
রাসূল স. কে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ (নিজের ও মুমিনদের জন্য)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৯	৯১৩
রাসূল স. কে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আল্লাহর উপদেশ	৪০-মু'মিন	৫৫	৮৮২
রাসূল স. এর ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করা সমান (মুনাফিকদের জন্য)	৬৩-মুনাফিকূন	৬	৯৬৪
রাসূল স. এর ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গ (মুনাফিকদের জন্য)	৬৩-মুনাফিকূন	৫	৯৬৪
রাসূল স. এর ক্ষমা প্রার্থনা না করা (মুনাফিকদের জন্য)	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
রাসূল স. এর ক্ষমা প্রার্থনা করা (মুনাফিকদের জন্য)	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
রাসূল স. এর প্রতি ক্ষমা প্রার্থনার অনুরোধ (পিছিয়ে থাকা বেদুঈনদের)	৪৮-ফাত্হ	১১	৯১৭
রাসূল স. এর (রাসূলও যদি মুনাফিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন...)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
রাসূল স. ক্ষমা প্রার্থনা করবেন (অনুমতি প্রাপ্তদের জন্য)	২৪-নূর	৬২	৭৮১
রাসূল স. ক্ষমা প্রার্থনা করলেও মুনাফিকদেরকে ক্ষমা করবেন না আল্লাহ	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
সুলাইমান আ.এর ক্ষমা প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	৩৮-সোয়াদ	৩৫	৮৬৮
স্ত্রীকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন আযীয (অপরাধের জন্য)	১২-ইউসুফ	২৯	৬৭৯
ক্ষমাপ্রার্থনাকারী			
মুত্তাকীরা ক্ষমা প্রার্থনাকারী (শেষ রাতে)	৩-আলে ইমরান	১৭	৫৩৭
ক্ষমাশীল			
আল্লাহ ক্ষমাশীল	৮৫-বুরূজ	১৪	১০১৫
আল্লাহ ক্ষমাশীল (অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করে তাওবাকারীর প্রতি)	১৬-নাহ্ল	১১৯	৭১৩
আল্লাহ ক্ষমাশীল (অভিযোগ উত্থাপনকারীর তওবা প্রসঙ্গ...)	২৪-নূর	৫	৭৭৪
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু	২-বাক্বারা	১৯৯	৫২২
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু (মানুষের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা)	৪২-শূরা	৫	৮৯১
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু (দয়া থেকে নিরাশ না হওয়া প্রসঙ্গ)	৩৯-যুমার	৫৩	৮৭৫
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মহাপ্রতাপশালী	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী (হিজরতে অক্ষমদের প্রতি)	৪-নিসা	৯৯	৫৬৯
আল্লাহ ক্ষমাশীল (জুলুমের পর নিকৃষ্টের পরিবর্তে ভালকাজকারীর প্রতি)	২৭-নামল	১১	৮০০
আল্লাহ ক্ষমাশীল (তাওবাকারী ও সংশোধনকারীর প্রতি)	৬-আন্'আম	৫৪	৬০০
আল্লাহ ক্ষমাশীল (তাওবাকারী/সৎকর্মশীলের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল)	২০-ত্বা-হা	৮২	৭৪৬
আল্লাহ পরম সহনশীল ও অতি ক্ষমাশীল	৩৫-ফাতির	৪১	৮৫০
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও ক্ষমাশীল	৪০-মু'মিন	৪২	৮৮১
আল্লাহ মহা প্রতাপশালী ও পরম ক্ষমাশীল	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
আল্লাহ (বাধ্য হয়ে হারাম খেলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু)	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৮-আনফাল	৬৯	৬৩৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৯-তাওবা	২৭	৬৪২
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৪১-ফুস্সিলাত	৩২	৮৮৮
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৩-আলে ইমরান	১৫৫	৫৫১
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৩-আলে ইমরান	১২৯	৫৪৮
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৯-তাওবা	৫	৬৪০
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৯-তাওবা	১০২	৬৫১
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৫৮-মুজাদালা	১২	৯৫৩
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৬০-মুমতাহিনা	৭	৯৫৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	২৪-নূর	২২	৭৭৬
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	২৫-ফুরকান	৬	৭৮২
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	২৫-ফুরকান	৭০	৭৮৭
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	২৪-নূর	৬২	৭৮১
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৪৮-ফাত্হ	১৪	৯১৭
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৫৮-মুজাদালা	২	৯৫২
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৬৭-মুলক	২	৯৭২
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৫-মায়িদা	৭৪	৫৮৯
আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (বান্দাদের প্রতি)	১৫-হিজর	৪৯	৭০০
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৫-মায়িদা	৩৯	৫৮৫
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৩৪-সাবা	২	৮৪১
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (আল্লাহ-রাসূলে ঈমান প্র.)	৪-নিসা	১৫২	৫৭৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ক্ষমাশীল (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৫-মায়িদা	৯৮	৫৯২
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (অগণিত নেয়ামত প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১৮	৭০৪
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল	১৭-ইস্‌রা	৪৪	৭১৭
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী	২২-হাজ্জ	৬০	৭৬৩
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৪-নিসা	৯৬	৫৬৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৫-মায়িদা	৩৪	৫৮৪
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৩-আলে ইমরান	৮৯	৫৪৪
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৩-আলে ইমরান	৩১	৫৩৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৬	৫৭০
আল্লাহ অতিক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (স্ত্রী-সন্তানদের ক্ষমা প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	২৮-কাসাস	১৬	৮০৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম প্রতিদানদাতা	৩৫-ফাতির	৩০	৮৪৮
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২০	৯৮৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৪৬-আহ্‌কাফ	৮	৯০৮
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (নবীর স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	১	৯৭০
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম প্রতিদানদাতা	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
আল্লাহ (ইসলামগ্রহণের পর অনুগত বেদুঈনদের ব্যাপারে...)	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল (তায়াম্মুম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	২-বাক্বারা	২২৬	৫২৫
আল্লাহ (অজ্ঞতাবশত:রাসূল স. কে ঘরের পেছন থেকে ডাকা প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	৫	৯২০
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	২-বাক্বারা	২১৮	৫২৪
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	২-বাক্বারা	১৮২	৫২০
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	২-বাক্বারা	১৯২	৫২১
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	২-বাক্বারা	২২৫	৫২৫
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হিজরত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (দাসী বিয়ে করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (ক্ষমা প্রার্থনা প্র.)	৪-নিসা	১১০	৫৭১
আল্লাহ ক্ষমাশীল তাঁর অভিমুখী বান্দাদের জন্য	১৭-ইস্‌রা	২৫	৭১৬
আল্লাহ ক্ষমাশীল ব্যভিচারে বাধ্য দাসীদের ব্যাপারে	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
আল্ল্যাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (বিয়ের বিধান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
প্রতিপালক আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও প্রতিদানদাতা	৩৫-ফাতির	৩৪	৮৪৯
প্রতিপালক ক্ষমাশীল	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৩	৮৮৯
প্রতিপালক ক্ষমাশীল	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
প্রতিপালক ক্ষমাশীল (অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করে তওবাকারীর প্রতি)	১৬-নাহ্‌ল	১১৯	৭১৩
প্রতিপালক ক্ষমাশীল (ধৈর্যশীল মুহাজির মুজাহিদের প্রতি)	১৬-নাহ্‌ল	১১০	৭১২
প্রতিপালক ক্ষমাশীল (নূহের প্লাবনে নৌকারোহণ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪১	৬৬৯
প্রতিপালক ক্ষমাশীল (মন্দকাজের পর তওবাকারীর প্রতি)	৭-আ'রাফ	১৫৩	৬২৬
প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল (নূহের সম্প্রদায়ের ক্ষমা প্রার্থনা...)	৭১-নূহ্‌	১০	৯৮৪
প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল	৩৮-সোয়াদ	৬৬	৮৬৯
প্রতিপালক (নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে শাস্তি ত্বরান্বিত না করার ব্যাপারে)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৮	৭২৯
প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হারাম খাওয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৪৫	৬১০
প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	১৪-ইবরাহীম	৩৬	৬৯৬
প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৬-আন্‌'আম	১৬৫	৬১২
প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল	১২-ইউসুফ	৯৮	৬৮৬
প্রতিপালক আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	১২-ইউসুফ	৫৩	৬৮২
মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল (মুমিনগণ)	৩-আলে ইমরান	১৩৪	৫৪৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ক্ষয়			
মাটি যা ক্ষয় করে আল্লাহ তা জানেন (মৃতদেহ মাটি হওয়া প্রসঙ্গ)	৫০-ক্বাফ	৪	৯২২
রাজ্য (আদমকে অক্ষয় রাজ্যের প্রলোভন, শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১২০	৭৪৮
ক্ষয়-ক্ষতি			
পরীক্ষা (ক্ষয়-ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ মানুষকে)	২-বাক্বারা	১৫৫	৫১৭
ক্ষয়প্রাপ্ত			
হাড়ে পরিণত হওয়ার পর পুনরুত্থানে কাফিরদের অবিশ্বাস	৭৯-নাযি'আত	১১	১০০৩
ক্ষান্ত			
বাছুর পূজা হতে ক্ষান্ত না হওয়া প্রসঙ্গ (মূসা আ. না ফেরা পর্যন্ত)	২০-ত্বা-হা	৯১	৭৪৭
ক্ষেত			
গমন (সকাল সকাল ক্ষেতে গমন, বাগানওয়ালাদের)	৬৮-ক্বালাম	২২	৯৭৬
বিচার (শস্যক্ষেত সম্পর্কে দাউদ ও সুলাইমান আ.এর বিচার)	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
সেচ দেয়া (যে গাভী দ্বারা ক্ষেতে সেচ দেয়া হয়নি...)	২-বাক্বারা	৭১	৫০৮
ক্ষেত-খামার			
শোভনীয় করা হয়েছে ক্ষেত-খামার (মানুষের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
ক্ষেতের ফসল			
নিষিদ্ধ (মুশরিকদের ইচ্ছানুযায়ী গবাদি পশু ও ক্ষেতের ফসল খাওয়া)	৬-আন্‌'আম	১৩৮	৬০৯
ক্ষোভ (আরো দেখুন ক্রোধ শব্দটি)			
দূর (ক্ষোভ দূর করবেন আল্লাহ, মুমিনদের হৃদয় থেকে)	৯-তাওবা	১৫	৬৪১
ক্ষীণ শব্দ			
জাহান্নামের দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণতম শব্দও জান্নাতীরা শুনবে না	২১-আম্বিয়া	১০২	৭৫৭
শুনতে পাওয়া (ধ্বংসপ্রাপ্তদের ক্ষীণ শব্দ শুনতে পান কি রাসূল?)	১৯-মারইয়াম	৯৮	৭৪০
ক্ষুদ্র (আরো দেখুন ছোট শব্দটি)			
দল (ক্ষুদ্র একটি দল, মূসা আ./বনী ইসরাইলকে ধরা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৫৪	৭৯১
ক্ষুদ্রতর			
অণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর কিছুও প্রতিপালকের আগোচরে নয়	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
অণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোন কিছুই অগোচর নয় (আল্লাহর কাছে)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
ক্ষুধা			
কুরাইশদের ক্ষুধার সময় আল্লাহ খাবার দিয়েছেন	১০৬-কুরাইশ	৪	১০৩৪
তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা স্পর্শ করে মুমিনদেরকে (আল্লাহর পথে	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
পরীক্ষা (ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ মানুষকে)	২-বাক্বারা	১৫৫	৫১৭
মিটাবে না (জাহান্নামিদের খাদ্য ক্ষুধা মিটাবে না)	৮৮-গাশিয়াহ্‌	৭	১০১৯
শাস্তি (নেয়ামত অস্বীকারকারীদের আল্লাহ ক্ষুধা/ভীতির শাস্তি দেন)	১৬-নাহ্‌ল	১১২	৭১২
ক্ষুধার তাড়না			
হারাম খাওয়া (হারাম খেতে বাধ্য হলে, ক্ষুধার তাড়নায়)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
ক্ষুধার্ত			
আদম আ. জান্নাতে ক্ষুধার্ত না থাকা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১১৮	৭৪৮
ক্ষুরাঘাত			
ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে আগুনের ফুলকি ঝরানো (কসম প্রসঙ্গ)	১০০-'আদিয়াত	২	১০৩০
খচ্চর			
আরোহণ (মানুষের আরোহণের জন্য ঘোড়া,খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি)	১৬-নাহ্‌ল	৮	৭০৩
খড়-কুটা			
উদ্ভিদ শুকিয়ে খড়-কুটায় পরিণত হওয়া দুনিয়ার জীবনের উপমা	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
ফসল খড়-কুটায় পরিণত করতে পারেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৬৫	৯৪৬
ফসল খড়-কুটোয় পরিণত হওয়া বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
খণ্ড			
আকাশ খণ্ড করে কাফিরদের উপর ফেলার দাবী (রাসূল স. এর কাছে)	১৭-ইস্‌রা	৯২	৭২২
আকাশের খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলেও কাফিররা বলে...	৫২-তূর	৪৪	৯৩১
আকাশের খন্ড ফেলা আইকাবাসীর উপর (শুআইব আ. সত্যবাদী হলে)	২৬-শু'আরা	১৮৭	৭৯৭
আকাশের খণ্ড ফেলতে পারেন আল্লাহ (ইচ্ছা করলে)	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
সংলগ্ন (পৃথিবীতে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড রয়েছে)	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
খণ্ড-বিখণ্ড (আরো দেখুন টুকরো টুকরো শব্দটি)			
মেঘকে খন্ড-বিখন্ড করেন আল্লাহ	৩০-রূম	৪৮	৮২৬

শব্দ / প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
খবর			
গোপন বিষয়ে আল্লাহ খবর রাখেন (মুশরিকদের)	৪৩-যুখরুফ	৮০	৯০১
নিয়ে আসা (খবর নিয়ে আসবে মূসা আ. পরিবার-পরিজনের জন্য)	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
পরীক্ষা করবেন আল্লাহ মুনাফিকদের খবরাদি	৪৭-মুহাম্মাদ	৩১	৯১৪
পৃথিবীর (কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার খবরসমূহ বর্ণনা করবে...)	৯৯-যিলযাল	৪	১০৩০
বর্ণনা (কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার খবরসমূহ বর্ণনা করবে)	৯৯-যিলযাল	৪	১০৩০
মূসা আ.এর পরিবারের জন্য খবর আনা (তূর পর্বতে আল্লাহকে দেখতে চাওয়া)	২৭-নামল	৭	৮০০
খর			
পানি (একটি সমুদ্রের পানি লোনা ও খর)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
খৃস্টান (দেখুন নাসারা শব্দটি)			
খরচ (আরো দেখুন ব্যয় শব্দটি)			
চাওয়া (খরচ চায় কি রাসূল, কাফিরদের নিকট)	২৩-মু'মিনূন	৭২	৭৭০
প্রাচীর নির্মাণের খরচ দিতে চাইলো জুলকারনাইনকে	১৮-কাহ্ফ	৯৪	৭৩২
খর্ব			
কাফিরদের শক্তি (আল্লাহ রোধ করেন)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
খলিফা (প্রতিনিধি)			
পৃথিবীতে খলিফা/প্রতিনিধি বানানো প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
দাউদ আ.কে আল্লাহ যমীনে খলিফা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করেন	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
খলিফা (মালিক)			
আল্লাহ যে সম্পদে মানুষকে খলিফা/মালিক বানিয়েছেন তা ব্যয়...	৫৭-হাদীদ	৭	৯৪৮
খসিয়ে দেয়া			
চামড়া খসিয়ে নেবে অপরাধীদের ('লাজা' নামক জাহান্নাম)	৭০-মা'আরিজ	১৬	৯৮১
খসে পড়া			
তারকারাজি খসে পড়বে (কিয়ামতে)	৮১-তাকভীর	২	১০০৮
খাওয়া (আরো দেখুন আহার করা/করানো শব্দটি)			
অতিথি না খাওয়ার কারণে ইবরাহীম আ.এর বিস্ময়সূচক জিজ্ঞাসা	৫১-যারিয়াত	২৭	৯২৬
অপরাধীরা ছাড়া কেউ ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ খাবেনা (জাহান্নামে)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৭	৯৭৯
অপরাধ নেই (মুমিনরা পূর্বে যা খেয়েছে তাতে, মদ প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৩	৫৯২
আদম আ. ও তার স্ত্রীকে খেতে বলা হলো জান্নাত থেকে...	৭-আ'রাফ	১৯	৬১৪
ইয়াতিমের সম্পদ জুলুম করে খাওয়া পেটে আগুন ভরার মত	৪-নিসা	১০	৫৫৭
ইয়াতিমের সম্পদ ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়া বৈধ(পালনকারীর জন্য)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
উত্তরাধিকার-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলে মানুষ	৮৯-ফাজর	১৯	১০২২
কাফিররা খায় চতুষ্পদ জন্তুর মত	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
কাফিরদেরকে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ	১৫-হিজর	৩	৬৯৮
খাবার খেত (পূর্বে প্রেরিত রাসূলগণও)	২৫-ফুরকান	২০	৭৮৩
খাবার খেতেন মাসীহ ও তার মা মারইয়াম	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
গণিমত খাওয়ার অনুমতি, মু'মিনদেরকে	৮-আনফাল	৬৯	৬৩৯
গাভী (সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলল সাতটি শীর্ণকায় গাভী)	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
গাভী (সাতটি শীর্ণকায় গাভী খেয়ে ফেলল সাতটি মোটাতাজা গাভীকে)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
গোশত (মৃত ভায়ের গোশত খাওয়া অপছন্দনীয়, গীবত প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
গোশত (মাছ) খায় মানুষ সমুদ্র থেকে	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
চতুষ্পদ জন্তুর খাওয়ার মত খায় কাফিররা	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
নবীদের খাবার খাওয়া (মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮	৭৫০
নিষিদ্ধ (মুশরিকদের ইচ্ছানুযায়ী পশু ও ক্ষেতের ফসল খাওয়া)	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
নিষিদ্ধ (আল্লাহর নাম স্মরণহীন জবাইকৃত পশু খাওয়া নিষিদ্ধ)	৬-আন্'আম	১২১	৬০৮
ন্যায়সঙ্গতভাবে ইয়াতিমের সম্পদ খাওয়া বৈধ(গরীব পালনকারীর জন্য)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
পশুর গোশত খাওয়া যা জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়	৬-আন্'আম	১১৮	৬০৭
পশুর গোশ না খাওয়া যা জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়	৬-আন্'আম	১১৯	৬০৭
পশু (আল্লাহর নাম স্মরণহীন জবাইকৃত পশু খাওয়া নিষিদ্ধ)	৬-আন্'আম	১২১	৬০৮
ফলমূল (জান্নাতের ফলমূল মুত্তাকীরা খাবে)	৪৩-যুখরুফ	৭৩	৯০১
ফল খাওয়া (গাছ ফলবান হলে তার ফল খাওয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
ফল খাওয়া (মৌমাছিকে বিভিন্ন ফল/ফুল থেকে খাওয়ার নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
বাগান থেকে রাসূল স.এর খাওয়া প্রসঙ্গ	২৫-ফুরকান	৮	৭৮২

শব্দ / প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মাথা খাবে পাখি (ইউসুফ আ.এর কারাসঙ্গীর, যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে)	১২-ইউসুফ	৪১	৬৮০
মোহরানা স্ত্রী স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে স্বামী স্বাচ্ছন্দ্যে খেতে পারবে	৪-নিসা	৪	৫৫৬
মৌমাছিকে বিভিন্ন ফল/ফুল থেকে খাওয়ার নির্দেশ (মধু প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
যমীনে চরে খাওয়ার জন্য উষ্ট্রীকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
রাসূল স. তাই খায় তোমরা যা খাও (আদ জাতির প্রধানরা বলল)	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮
রিযিক খাওয়া (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক খাওয়ার নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৪২	৬১০
রিযিক (আল্লাহর রিযিক থেকে খাওয়ার নির্দেশ)	৬৭-মুল্ক	১৫	৯৭৩
রুটি (মাথায় বহন করা রুটি থেকে পাখিকে খেতে দেখল স্বপ্নে)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
লাঠি খাচ্ছিল মাটির পোকা (সুলাইমান আ.এর লাঠি)	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
লোকেরা যা খায় রাসূলও তাই খায় (আদ জাতির প্রধানরা বলল)	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮
শস্য (খাওয়ার জন্য অল্প কিছু ব্যতীত বাকী শস্য শীষসহ রেখে দিবে)	১২-ইউসুফ	৪৭	৬৮১
শিকার (শিকারী প্রাণীর ধরে আনা শিকার খাওয়া বৈধ...)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
সঞ্চয় (খেয়ে ফেলবে কঠিন সাত বছর)	১২-ইউসুফ	৪৮	৬৮১
সুদ খাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা (ঈমানদারদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৩০	৫৪৮
সুদখোর শয়তানের স্পর্শে পাগল হওয়া ব্যক্তির মত দাঁড়াবে	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
স্বাচ্ছন্দ্যে স্বামী খেতে পারবে (মোহরানার অংশ স্ত্রী খুশি মনে ছেড়ে দিলে)	৪-নিসা	৪	৫৫৬
হওয়ারীরা খেতে চায় (আকাশ থেকে অবতীর্ণ খাদ্য)	৫-মায়িদা	১১৩	৫৯৪
হারাম (শূকরের গোশত/মৃত জন্তু/প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
হালাল (সমুদ্রের শিকার খাওয়া হালাল)	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
হালাল-পবিত্র রিযিক খাওয়ার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৮৮	৫৯১
হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু হারাম	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
খাওয়া (তৃপ্তি সহকারে)			
ইউসুফ আ. খাবে ও খেলাধুলা করবে (ভাইদের সাথে গিয়ে)	১২-ইউসুফ	১২	৬৭৮
খাওয়ানো (আরো দেখুন আহার করা/করানো শব্দটি)			
আল্লাহকে খাওয়াবে মানুষ, এটাও আল্লাহ চান না	৫১-যারিয়াত	৫৭	৯২৮
গরীবদের খাওয়াতে (কাফিরদের কার্পণ্য ও অস্বীকৃতি)	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
মিসকিন খাওয়ানো, রোজা রাখতে অসমর্থ হলে (যিহার প্রসঙ্গ)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
খাওয়ানো (দান)			
অভাবগ্রস্ত/ইয়াতীম/বন্দীকে খাদ্য খাওয়ানো/দান (পুণ্যবানের বৈশিষ্ট্য)	৭৬-দাহ্র	৮	৯৯৫
খাঁটি			
তাওবা (খাঁটি তাওবা করার নির্দেশ মুমিনদেরকে)	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
খাঁটি দুধ			
গবাদি পশুর গোবর ও রক্তের মধ্যে খাঁটি দুধ থাকার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা	১৬-নাহ্ল	৬৬	৭০৮
খাড়া তীর			
পাহাড়ের খাড়া তীরে ঘরের ভিত্তি স্থাপন...	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
খাদ্য			
অভাবগ্রস্ত/ইয়াতীম/বন্দীকে খাদ্য দান (পুণ্যবানের বৈশিষ্ট্য)	৭৬-দাহ্র	৮	৯৯৫
অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না (বিচারদিনের অস্বীকারকারী)	১০৭-মাঊন	৩	১০৩৪
আসা (খাদ্য আসার পূর্বেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিবে ইউসুফ আ.)	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
আহার (রাসূল স. খাদ্য আহার করে, কাফিরদের বিস্ময়)	২৫-ফুরকান	৭	৭৮২
একরকম খাদ্যের উপর বনী ইসরাঈলের ধৈর্য না ধরা	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
কাটাযুক্ত খাদ্য রয়েছে জাহান্নামে (কাফিরদের জন্য)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৩	৯৮৮
কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের খাদ্য হালাল (মুমিনদের জন্য)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
গবাদিপশুর খাদ্য গ্রহণ (শস্য হতে)	৩২-সাজ্দা	২৭	৮৩২
জাহান্নামীদের খাদ্য হবে ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ	৬৯-হাক্কাহ্	৩৬	৯৭৯
জাহান্নামিদের খাদ্য (কাঁটাযুক্ত গুল্ম)	৮৮-গাশিয়াহ্	৬	১০১৯
দান (অভাবগ্রস্ত/মিসকিনকে খাদ্যদানে উৎসাহ না দেয়ার শাস্তি)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৪	৯৭৯
দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান (গিরিপথ অর্থ)	৯০-বালাদ	১৪	১০২৩
নির্ধারণ (পৃথিবীবাসীর জন্য খাদ্য নির্ধারণ করেছেন চার দিনে)	৪১-ফুস্সিলাত	১০	৮৮৬
পরিশুদ্ধ খাদ্য লক্ষ্য করা শহরে (আসহাবে কাহাফদের জন্য)	১৮-কাহ্ফ	১৯	৭২৫
পাপীর খাদ্য (যাক্কুম বৃক্ষ)	৪৪-দুখান	৪৪	৯০৪
পুঁজ (ক্ষত নিঃসৃত পুঁজই হবে জাহান্নামীদের খাদ্য)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৬	৯৭৯
বন্দী/অভাবগ্রস্ত/ইয়াতীমকে খাদ্য দান (পুণ্যবানের বৈশিষ্ট্য)	৭৬-দাহ্র	৮	৯৯৫
মধ্যম মানের খাদ্য মিসকিনকে দান (কসম ভঙ্গের কাফফারা)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
মানুষের খাদ্য গ্রহণ (শস্য হতে)	৩২-সাজ্দা	২৭	৮৩২
মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না (বিচারদিনের অস্বীকারকারী)	১০৭-মাঊন	৩	১০৩৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
খাদ্য (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মিসকিনকে খাদ্য দান (ইহরামে পশু হত্যার কাফফারা)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
মিসকিনকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত না করা	৮৯-ফাজ্র	১৮	১০২২
মিসকিনদেরকে খাদ্য দিত না জাহান্নামিরা	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪৪	৯৯২
মুমিনদের খাদ্য কিতাবপ্রাপ্তদের জন্য হালাল	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
যুবকদ্বয়কে খাদ্য দেয়ার পূর্বেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাবে ইউসুফ আ.	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
লক্ষ্য করা উচিত মানুষের ,তার খাদ্যের প্রতি	৮০-আবাসা	২৪	১০০৭
শস্য হতে খাদ্য গ্রহণ প্রসঙ্গ (মানুষ ও বাদিপশুর)	৩২-সাজ্দা	২৭	৮৩২
খাদ্য খাওয়ানো			
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন/বন্দী/ইয়াতিমকে খাদ্য খাওয়ানো/দান	৭৬-দাহ্র	৯	৯৯৫
ইবরাহীমকে প্রতিপালক খাদ্য দান করেন	২৬-শু'আরা	৭৯	৭৯২
খাদ্যগ্রহণ			
ইলাহদের খাদ্যগ্রহণ না করার ব্যাপারে (ইবরাহীম আ.এর প্রশ্ন)	৩৭-সাফফাত	৯১	৮৬১
খাদ্যপূর্ণ পাত্র			
অবতীর্ণ (খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ করার প্রার্থনা করলেন ঈসা...)	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতরণে সক্ষম কি ঈসা আ.এর প্রতিপালক...	৫-মায়িদা	১১২	৫৯৪
খাদ্য ও পুষ্টিবিদ্যা (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
খাদ্য শস্য			
বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য শস্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
খান্নাস/শয়তান			
অনিষ্ট (প্ররোচনাদানকারী খান্নাসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া)	১১৪-নাস	৪	১০৩৬
খাবার			
অনুমতি (নবীর ঘরে খাবারগ্রহণের অনুমতি পেলে প্রবেশ করা যাবে)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
আনা মূসা আ.এর নির্দেশ সঙ্গীকে, সকালের খাবার আনার)	১৮-কাহ্ফ	৬২	৭৩০
উযায়েরের খাবার একশ বছর পরও বাসী না হওয়া	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
কুরাইশদের ক্ষুধার সময় আল্লাহ খাবার দিয়েছেন	১০৬-কুরাইশ	৪	১০৩৪
ক্ষুধায় খাবার দিয়েছেন আল্লাহ (কুরাইশদের)	১০৬-কুরাইশ	৪	১০৩৪
খাওয়া (খাবার খেত পূর্বে প্রেরিত রাসূলগণও)	২৫-ফুরকান	২০	৭৮৩
খাওয়া (খাবার খেতেন মাসীহ ও তার মা মারইয়াম)	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
নবীদের খাবার খাওয়া (মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮	৭৫০
নবীর ঘরে খাবার খেয়ে কথাবার্তায় মশগুল না হওয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো (রোযার ফিদিয়া)	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
হালাল (সব খাবার হালাল ছিল বনী ইসরাঈলদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	৯৩	৫৪৫
খাবার গ্রহণকারী			
হারাম (খাবারগ্রহণকারীর জন্য হারাম, শূকর/মৃতজন্তু/প্রবাহিত রক্ত)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
খাবার চাওয়া			
মূসা ও খিজির আ.এর (জনপদের অধিবাসীদের নিকট)	১৮-কাহ্ফ	৭৭	৭৩১
খারাপ (আরো দেখুন অশ্লীল শব্দটি)			
কণ্ঠস্বর (গাধার স্বর সবচেয়ে খারাপ, কণ্ঠস্বর নিচু করা প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	১৯	৮২৮
কাজ (অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করে তাওবা করলে ক্ষমা করা হবে)	১৬-নাহ্ল	১১৯	৭১৩
খালা			
কন্যা (খালার কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
ঘর (খালার ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
বিয়ে (খালাকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
খুঁটি			
আকাশ (খুঁটি ছাড়াই আকাশ উঁচু করেছেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
শক্ত খুঁটির আশ্রয় প্রত্যাশা করলেন লূত আ.	১১-হূদ	৮০	৬৭৩
খুলে দেয়া			
আকাশ খুলে দেয়া হবে (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন)	৭৮-নাবা	১৯	১০০১
আবরণ খুলে দেয়া হবে কিয়ামতে, তাই মানুষের দৃষ্টি হবে প্রখর	৫০-ক্বাফ	২২	৯২৩
ইয়াজুজকে খুলে দিলে সে উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে (কিয়ামতের পূর্বে)	২১-আম্বিয়া	৯৬	৭৫৬
দরজা (অপরাধীদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া...)	১৫-হিজ্র	১৪	৬৯৮
দুয়ার (কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দিলেন আল্লাহ...)	২৩-মু'মিনূন	৭৭	৭৭০
মাজুজকে খুলে দিলে সে উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে (কিয়ামতের পূর্বে)	২১-আম্বিয়া	৯৬	৭৫৬
খুলে ফেলা			
জুতা খোলার নির্দেশ, মূসা আ.কে (তুর পাহাড়ে আল্লাহর দর্শন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১২	৭৪১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
খুলে রাখা			
কাপড় (অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখায় দোষ নেই, বৃদ্ধা নারীর)	২৪-নূর	৬০	৭৮০
পোশাক খুলে রাখার সময় ঘরে প্রবেশে অনুমতি গ্রহণ...	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
খুশি			
বিয়ে (খুশিমত বিয়ে করা ও ইয়াতিম মেয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
স্ত্রী খুশি হয়ে মোহরানার কিছুটা স্বামীকে ছাড় দিলে তা নেয়া যাবে	৪-নিসা	৪	৫৫৬
খুশিমনে (আরো দেখুন স্বেচ্ছায় শব্দটি)			
মোহরানা প্রদান (স্ত্রীকে খুশি মনে মোহরানা প্রদানের নির্দেশ)	৪-নিসা	৪	৫৫৬
খেজুর			
উৎপন্ন করেন আল্লাহ (যমীনে), ভোগ্যসামগ্রীরূপে...	৮০-আবাসা	২৯	১০০৭
গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুরবিশিষ্ট (উৎপন্ন, বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা)	৫০-ক্বাফ	১০	৯২২
গুচ্ছ গুচ্ছ (সুউচ্চ খেজুর গাছে)	৫০-ক্বাফ	১০	৯২২
জান্নাতে ফলমূল, খেজুর ও আনার থাকবে	৫৫-রাহমান	৬৮	৯৪২
টাটকা খেজুর ফেলবে, মরিয়মের জন্য (খেজুর গাছের কাণ্ড)	১৯-মারইয়াম	২৫	৭৩৫
বাগান (রাসূল স. এর জন্য খেজুর-বাগান না হলে ঈমান আনবে না কাফিরা)	১৭-ইস্রা	৯১	৭২১
বাগান বানিয়েছেন আল্লাহ, মৃত ভূমিতে..	৩৬-ইয়াসীন	৩৪	৮৫৩
বাগান (খেজুর বাগান সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ, বৃষ্টির মাধ্যমে)	২৩-মু'মিনূন	১৯	৭৬৭
বাগান (খেজুর বাগানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
খেজুর বীচির আবরণ			
অধিকারী নয় আল্লাহ ছাড়া কেউ (খেজুর আঁটির আবরণেরও)	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
জুলুম (খেজুর বীচির আবরণ পরিমাণও জুলুম করা হবে না)	৪-নিসা	১২৪	৫৭২
খেজুর গাছ			
আবরণযুক্ত খেজুর গাছ ও ফলমূল আছে পৃথিবীতে	৫৫-রাহমান	১১	৯৩৯
উৎপাটিত খেজুর গাছের মত আদ জাতিকে উপরে উঠিয়ে নিক্ষেপ	৫৪-কামার	২০	৯৩৭
উৎপন্ন (আল্লাহ বৃষ্টির পানির মাধ্যমে খেজুর গাছ উৎপন্ন করেন)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
কান্ড (খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দেয়ার নির্দেশ, মরিয়মকে)	১৯-মারইয়াম	২৫	৭৩৫
কান্ড (খেজুর গাছের কান্ডের নিকট আশ্রয়গ্রহণ করল মারইয়াম...)	১৯-মারইয়াম	২৩	৭৩৫
কাটা (ইহুদীদের খেজুর গাছ কেটেছে মুমিনরা আল্লাহর অনুমতিতেই...)	৫৯-হাশর	৫	৯৫৫
কাণ্ড (আদ সম্প্রদায়ের অবস্থা খেজুর গাছের কাণ্ডের মত হয়...)	৬৯-হাক্কাহ্	৭	৯৭৮
কাণ্ড (খেজুরের কাণ্ডে জাদুকরদের ক্রুশবিদ্ধ করার ঘোষণা)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
কাঁদি (খেজুর গাছের ঝুলন্ত কাঁদি বৃষ্টির মাধ্যমে উৎপন্ন করা)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
নিদর্শন (খেজুর গাছের ফল থেকে মাদক তৈরি/উত্তম রিযিকগ্রহণ)	১৬-নাহ্ল	৬৭	৭০৮
নিদর্শন (বৃষ্টি দ্বারা খেজুর গাছ উৎপন্ন হওয়া চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
পতিত খেজুর গাছের কাণ্ডের মত হয় (আদ সম্প্রদায়ের অবস্থা)	৬৯-হাক্কাহ্	৭	৯৭৮
ফল (খেজুর গাছের ফল থেকে মাদক তৈরি)	১৬-নাহ্ল	৬৭	৭০৮
বৃষ্টির পানির মাধ্যমে আল্লাহ খেজুর গাছ... উৎপন্ন করেন	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
বেষ্টিত আঙুর বাগান (দু'ব্যক্তির ঈমান ও কুফরীর দৃষ্টান্ত প্র.)	১৮-কাহ্ফ	৩২	৭২৭
শাখাবিশিষ্ট ও শাখাবিহীন খেজুর গাছ রয়েছে (পৃথিবীতে)	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
সৃষ্টি (আল্লাহ খেজুর গাছ সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
খেজুর বাগান			
কোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে ছামুদকে ছেড়ে দেয়া প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	১৪৮	৭৯৫
খেজুর বীচির মধ্যস্থিত সুঁতা পরিমাণ(সামান্য)			
জুলুম (খেজুর বীচির মধ্যস্থিত সূতা পরিমাণ জুলুমও করা হবেনা)	৪-নিসা	৪৯	৫৬৩
জুলুম (সামান্য/খেজুর বীচির মধ্যস্থিত সুঁতা পরিমাণও জুলুম হবেনা)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
খেজুরের ডাল			
পুরাতন খেজুর ডালের আকার ধারণ করে চাঁদ (শেষ মনযিলে)	৩৬-ইয়াসীন	৩৯	৮৫৪
খেতে দেয়া			
উষ্ট্রীকে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে দেয়ার নির্দেশ (ছামূদ জাতি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
পরিজনকে যে মানের খেতে দেয়া হয় মিসকিনকেও তদ্রুপ	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
খেয়ানত			
আমানতের খিয়ানত করা নিষেধ (পরস্পরের মধ্যে)	৮-আনফাল	২৭	৬৩৪
আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে খিয়ানত করা নিষেধ	৮-আনফাল	২৭	৬৩৪
আল্লাহর সাথে খিয়ানত করেছিল (বদরযুদ্ধের বন্দিরা)	৮-আনফাল	৭১	৬৩৯

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
খেয়ানত(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দেখা (খেয়ানত দেখা যাবে সর্বদা বনী ইসরাইলদের মাঝে)	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
নিজের উপর খেয়ানত রোজার রাতে (যৌন-সম্ভোগ)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
যুদ্ধবন্দিরা খেয়ানত করতে চায় যদি	৮-আনফাল	৭১	৬৩৯
স্ত্রীর (নূহ ও লূত আ.এর স্ত্রীর খেয়ানাতের কারণে আল্লাহর শাস্তি)	৬৬-তাহ্‌রীম	১০	৯৭১
খেয়ানতকারী			
বিতর্ক (খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ক করতে রাসূল স. কে নিষেধ)	৪-নিসা	১০৭	৫৭০
বিতণ্ডাকারী (খিয়ানতকারীদের জন্য বিতণ্ডাকারী হতে নিষেধ,রাসূলকে)	৪-নিসা	১০৫	৫৭০
ভালবাসা (খিয়ানতকারী/পাপিষ্ঠকে আল্লাহ ভালবাসেন না)	৪-নিসা	১০৭	৫৭০
ভালবাসেন না আল্লাহ খিয়ানতকারীদেরকে	৮-আনফাল	৫৮	৬৩৭
ভালবাসা (আল্লাহ খিয়ানতকারীকে ভালবাসেন না)	২২-হাজ্জ	৩৮	৭৬১
খেয়ানত (চুক্তিভঙ্গ)			
আশঙ্কা (খিয়ানতের আশঙ্কা হলে, কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে...)	৮-আনফাল	৫৮	৬৩৭
খেয়ে ফেলা			
আগুন খেয়ে ফেলবে এমন কুরবানী নিয়ে আসার দাবী (ইহুদীদের)	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
ইউসুফ আ.কে খেয়ে ফেলবে নেকড়ে বাঘ (পিতার আশঙ্কা)	১২-ইউসুফ	১৩	৬৭৮
ইউসুফ আ.কে খেয়ে ফেলল নেকড়ে বাঘ (ভাইয়েরা পিতাকে বলল)	১২-ইউসুফ	১৭	৬৭৮
ইয়াতিমের সম্পদ খেয়ে ফেলা মহাপাপ	৪-নিসা	২	৫৫৬
ইয়াতিমের সম্পদ খেয়ে ফেলা যাবেনা (তাদের বড় হওয়ার ভয়ে)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
নেকড়ে ইউসুফকে খেয়ে ফেললে ভাইয়েরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে...	১২-ইউসুফ	১৪	৬৭৮
সম্পদ খাওয়া (বাতিল পন্থায় অপরের সম্পদ খাওয়া যাবে না)	৪-নিসা	২৯	৫৬০
খেল-তামাশা (আরো দেখুন চিত্তবিনোদনমূলক/তামাশা শব্দটি)			
দুনিয়ার জীবন খেল-তামাসা মাত্র	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৬	৯১৫
দ্বীনকে খেল তামাশা হিসাবে গ্রহণ করেছে যারা...	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে কাফিররা	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
খেলা			
উপহাস ও খেলা মনে করে, সালাতের জন্য ডাকলে	৫-মায়িদা	৫৮	৫৮৭
কাফিরদেরকে খেলায় লিপ্ত থাকার জন্য ছেড়ে দেয়া	৭০-মা'আরিজ	৪২	৯৮৩
কাফিররা খেলায় মগ্ন (কুরআনের ব্যাপারে) সন্দেহের বশবর্তী হয়ে	৪৪-দুখান	৯	৯০২
দুনিয়ার জীবন কেবল খেল-তামাশা, চাকচিক্য, অহংকার ও...	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
দুনিয়ার জীবন খেল-তামাসা মাত্র	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৬	৯১৫
দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়	২৯-আনকাবূত	৬৪	৮২১
দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছু নয়	৬-আন্'আম	৩২	৫৯৮
দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে কাফিররা	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করার পরিণাম	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
মত্ত থাকা (অনর্থক কথার খেলায় মত্ত থাকতে দেয়া, ইহুদিদের প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
মুনাফিকরা খেল-তামাসা ও অনর্থক কথায় লিপ্ত ছিল	৯-তাওবা	৬৫	৬৪৬
মুশরিকদের খেলা/অবকাশ প্রসঙ্গ (কিয়ামত পর্যন্ত)	৪৩-যুখরুফ	৮৩	৯০১
শাস্তি আসা (খেলায় মগ্ন থাকা অবস্থায় শাস্তি আসা)	৭-আ'রাফ	৯৮	৬২১
খেলাচ্ছলে			
অনর্থক কথায় লিপ্ত ব্যক্তির দুর্ভোগ (খেলাচ্ছলে লিপ্ত)	৫২-তূর	১২	৯২৯
শ্রবণ (প্রতিপালকের পক্ষ হতে আসা উপদেশ খেলাচ্ছলে শ্রবণ...)	২১-আম্বিয়া	২	৭৫০
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি)	৪৪-দুখান	৩৮	৯০৩
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি)	২১-আম্বিয়া	১৬	৭৫১
খেলাধুলা করা			
ইউসুফ আ. খাবে ও খেলাধূলা করবে (ভাইদের সাথে গিয়ে)	১২-ইউসুফ	১২	৬৭৮
খোঁজ (আরো দেখুন অনুসন্ধান শব্দটি)			
ইলাহ খোঁজ করা (আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ খোঁজার অসারতা)	৭-আ'রাফ	১৪০	৬২৫
পথ খুঁজত আরশের মালিকের দিকে (আরও ইলাহ থাকলে)	১৭-ইসরা	৪২	৭১৭
পথ খোঁজা যাবেনা (অবাধ্য স্ত্রী স্বামীর অনুগত হলে তার বিরুদ্ধে)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
পাখির খোঁজ (সুলাইমান আ. কর্তৃক পাখির খোঁজ নেয়া, হুদহুদ প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২০	৮০১
প্রতিপালক খোঁজ করা (আল্লাহ ছাড়া অন্য প্রতিপালক খোঁজ করা)	৬-আন্'আম	১৬৪	৬১২
বিচারক খোঁজ করা (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে)	৬-আন্'আম	১১৪	৬০৭
সিঁড়ি খোঁজ করা (রাসূল স. কে আকাশে সিঁড়ি খোঁজ করতে বলা)	৬-আন্'আম	৩৫	৫৯৯
সুড়ঙ্গ খোঁজ করা (রাসূল স. কে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খোঁজ করতে বলা)	৬-আন্'আম	৩৫	৫৯৯
স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য নারী খোঁজে যারা তারা সীমালঙ্ঘনকারী	২৩-মু'মিনূন	৭	৭৬৬
স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যকে খোঁজ করবে যারা তারা সীমালঙ্ঘনকারী	৭০-মা'আরিজ	৩১	৯৮২
খোঁটা			
দানের পর কষ্ট/খোঁটা না দেয়ার প্রতিদান	২-বাক্বারা	২৬২	৫৩১
দান-সদকার পর খোঁটা দিয়ে সেগুলো নষ্ট না করা	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
খোঁড়া			
দোষ নেই খোঁড়া ব্যক্তির	২৪-নূর	৬১	৭৮১
দোষ নেই খোঁড়ার (যুদ্ধে অংশ না নিলে)	৪৮-ফাত্‌হ	১৭	৯১৭
খোদাই করে তৈরী			
ইলাহ (খোদাই করে তৈরী ইলাহদের উপাসনা!)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৯৫	৮৬১
খোয়াড় প্রস্তুতকারী			
তৃণ (খোয়ার প্রস্তুতকারীর শুকনো তৃণের মত হয়ে গেল ছামুদ সম্প্রদায়)	৫৪-কামার	৩১	৯৩৭
খোলা (আরো দেখুন উন্মুক্ত শব্দটি)			
জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হবে (কাফিরদের জন্য)	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
জান্নাতের দরজা খোলা থাকবে মুত্তাকীদের জন্য	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
দ্রব্য সামগ্রী খুলে দেখল, পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
খোসা			
শস্যদানা (খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধ গুল্ম আছে পৃথিবীতে)	৫৫-রাহ্‌মান	১২	৯৩৯
গজব (দেখুন ক্রোধ শব্দটি)			
গঠন			
মানুষের আকৃতি আল্লাহ গঠন করেছেন যেভাবে চেয়েছেন	৮২-ইনফিতার	৮	১০১০
মানুষের (আল্লাহ মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন)	৯৫-তীন	৪	১০২৭
সুদৃঢ় করা (আল্লাহ মানুষের গঠনকে সুদৃঢ় করেছেন)	৭৬-দাহ্‌র	২৮	৯৯৬
গচ্ছিত (দেখুন আমানত শব্দটি)			
গড়িমসি			
মুনাফিকদের (মুনাফিকদের যুদ্ধে গড়িমসি করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭২	৫৬৫
লেখার ব্যাপারে গড়িমসি না করা (ঋণ ছোট-বড় যাই হোক)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
গড়ে তোলা			
বীর্যকে গড়ে তোলা (মাতৃগর্ভে স্বতন্ত্র সৃষ্টিরূপে)	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
গণক			
কথা (কুরআন কোন গণকের কথা নয়)	৬৯-হাক্কাহ্	৪২	৯৮০
মুহাম্মদ স. গণক নন (আল্লাহর অনুগ্রহে)	৫২-তূর	২৯	৯৩০
গণনা			
আল্লাহ গণনা করছেন কাফিরদের সময়	১৯-মারইয়াম	৮৪	৭৪০
আল্লাহ গণনা করে রেখেছেন (মুশরিকদের)	১৯-মারইয়াম	৯৪	৭৪০
ইদ্দত গণনার প্রয়োজন নেই (স্ত্রীকে স্পর্শের পূর্বে তালাক দিলে)	৩৩-আহযাব	৪৯	৮৩৭
চন্দ্র-সূর্যকে গণনার জন্য বানিয়েছেন (আল্লাহ)	৬-আন্'আম	৯৬	৬০৫
নেয়ামত (আল্লাহর নেয়ামতের সংখ্যা গণনা করে নির্ণয় করা যাবে না)	১৬-নাহ্‌ল	১৮	৭০৪
নেয়ামত ,আল্লাহর (গণনা করে সংখ্যা নির্ণয় করা যাবেনা)	১৪-ইবরাহীম	৩৪	৬৯৬
বছর (মানুষের বছর গণনার জন্য চাঁদের মনযিলসমূহ নির্দিষ্ট..)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
মানুষের গণনায় হাজার বছরের সমান প্রতিপালকের একটি দিন	২২-হাজ্জ	৪৭	৭৬২
মানুষের গণনায় হাজার বছরের পরিমাণ একদিনে আল্লাহর কাছে...	৩২-সাজ্‌দা	৫	৮৩০
সংখ্যা (আল্লাহ প্রতিটি জিনিস সংখ্যায় গণনা করে রাখেন)	৭২-জিন্	২৮	৯৮৭
সম্পদ গণনা (জমাকৃত সম্পদ গণনাকারীর ধ্বংস প্রসঙ্গ)	১০৪-হুমাযা	২	১০৩৩
গণনাকারী			
জিজ্ঞাসা (গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা)	২৩-মু'মিনূন	১১৩	৭৭৩
গণনাযোগ্য			
দিন (গণনাযোগ্য ক'টি দিন ছাড়া আগুন ইহুদীদের স্পর্শ না করা!)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
দিন (গণনাযোগ্য কয়েকদিনের রোযা বিধিবদ্ধ করা...)	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
দিন (গণনাযোগ্য কয়েকদিন ছাড়া আগুন স্পর্শ করবে না!)	৩-আলে ইমরান	২৪	৫৩৮
দিন (গণনাযোগ্য দিনে আল্লাহকে স্মরণ, আইয়ামে তাশরীকে)	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
নির্দিষ্ট সময় (গণনাযোগ্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাস্তি বিলম্বিত করা)	১১-হূদ	১০৪	৬৭৫
গণ্য			
তুচ্ছ গণ্য করছিল মু'মিনরা (ইফকের ঘটনাকে)	২৪-নূর	১৫	৭৭৫
মন্দ লোক গণ্য করত যাদেরকে (জাহান্নামীরা দুনিয়াতে)	৩৮-সোয়াদ	৬২	৮৬৯
মুসলিমদেরকে গণ্য করবেন না আল্লাহ অপরাধীদের মত	৬৮-ক্বালাম	৩৫	৯৭৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
গণ্য (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুত্তাকীদেরকে পাপীদের সমান গণ্য করবেন না আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	২৮	৮৬৭
রাসূল স. এর আহ্বানকে গণ্য করা (মু'মিনদের আহ্বানের মত)	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
সৎকর্মশীল মুমিন ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীকে সমান গণ্য করা হবে না	৩৮-সোয়াদ	২৮	৮৬৭
সমান গণ্য করা হবে না মন্দকর্মশীল/সৎকর্মশীল মুমিনের জীবন/মৃত্যু	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
গত			
অকল্যাণ (অনুরূপ অকল্যাণ গত হয়েছে পূর্ববর্তীদের উপর)	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
আল্লাহর একই নীতি পূর্বেও গত হয়েছে	৪৮-ফাত্হ	২৩	৯১৮
উম্মত (রাসূল স. এর উম্মতের পূর্বেও বহু উম্মত গত হয়েছে)	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
উম্মত (এটি সেই উম্মত যা গত হয়েছে, ইয়াকুব আ.এর সন্তান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৩৪	৫১৫
কল্যাণ (আল্লাহর কাছ থেকে যাদের জন্য কল্যাণ গত হয়েছে...)	২১-আম্বিয়া	১০১	৭৫৭
কিতাব (বিধান) গত হয়ে গেছে (বদরের যুদ্ধে বন্দিমুক্তি প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৬৮	৬৩৮
দৃষ্টান্ত (বিগতদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আয়াত অবতীর্ণ...)	২৪-নূর	৩৪	৭৭৭
নবী (যে সব নবী গত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সুন্নাত/নীতি)	৩৩-আহযাব	৩৮	৮৩৬
পূর্বে গত লোকদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সুন্নাত (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৬২	৮৩৯
পূর্বে গত হওয়া জ্বিন ও মানুষের দলের মধ্যে আগুনে প্রবেশ...	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
পূর্বে গত হয়েছে যারা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল অভাব...	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা হয়েছে (কুরআন অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৫	৮৮৯
বাণী (আল্লাহর বাণী গত হয়েছে, প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে...)	৩৭-সাফ্ফাত	১৭১	৮৬৫
বাণী (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের বিষয়ে আল্লাহর বাণী গত হওয়া)	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
বাণী (প্রতিপালকের বাণী গত হয়ে না থাকলে মীমাংসা হয়ে যেত...)	১১-হূদ	১১০	৬৭৫
বিয়ের ব্যাপারে যা গত হয়েছে তা ছাড়া...(বিয়ের বিধান)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
উম্মত (এটি সেই উম্মত যা গত হয়েছে, ইবরাহীম/ইসমাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৪১	৫১৫
রাসূল স. (অনেক রাসূল স. গত হয়েছে- মাসীহ এর পূর্বে)	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
রাত যখন গত হতে থাকে তার কসম	৮৯-ফাজ্র	৪	১০২১
রাসূলগণ (গত হয়েছে অনেক রাসূল, মুহাম্মদ স. এর পূর্বে)	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
রীতি (পূর্ববর্তীদের রীতি গত হয়েছে, ঈমান না আনার ব্যাপারে)	১৫-হিজর	১৩	৬৯৮
শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী গত না হলে শাস্তি অপরিহার্য হত	২০-ত্বা-হা	১২৯	৭৪৯
সংবাদ (আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট বিগত হওয়া সংবাদ বর্ণনা করেন)	২০-ত্বা-হা	৯৯	৭৪৭
সুন্নত (বহু সুন্নত গত হয়েছে মুমিনগণের পূর্বে)	৩-আলে ইমরান	১৩৭	৫৪৯
গতকাল			
অস্তিত্ব ছিলনা গতকাল (ফসল ধ্বংস ও পার্থিব জীবনের উপমা)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
আকাঙ্ক্ষা (গতকাল কারুনের অবস্থান আকাঙ্ক্ষা করেছিল যারা)	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
সাহায্য প্রার্থনা (গতকাল মূসার সাহায্য চেয়েছিল যে)	২৮-কাসাস	১৮	৮০৯
হত্যা (গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে মূসা)	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
গতি			
নৌকার গতি ও স্থিতি -আল্লাহর নামে (নূহ আ.এর প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪১	৬৬৯
গতিবিধি			
অবগত (আল্লাহ সকলের গতিবিধি অবগত)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৯	৯১৩
গদি (আরো দেখুন কুসন শব্দটি)			
সবুজ গদি/সুন্দর গালিচার উপর জান্নাতীরা হেলান দিয়ে বসবে	৫৫-রাহ্মান	৭৬	৯৪২
গনীমত (আরো দেখুন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ শব্দটি)			
আল্লাহর কাছে অনেক গণীমত রয়েছে...	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
এক পঞ্চমাংশ (গণিমতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও রাসূল স. এর)	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
খাওয়া (গণিমত খাওয়ার অনুমতি...)	৮-আনফাল	৬৯	৬৩৯
গন্তব্য			
নিকৃষ্ট গন্তব্য জাহান্নাম	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
গন্তব্যস্থল			
আগুন নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল(কাফিরদের প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
আগুন মুনাফিক ও কাফিরদের সাথী	৫৭-হাদীদ	১৫	৯৪৯
আগুন গন্তব্যস্তল (কাফিরদের জন্য)	২৪-নূর	৫৭	৭৮০
আল্লাহরই নিকট সকলের গন্তব্যস্থল	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
আল্লাহরই নিকট সকলের গন্তব্যস্থল	২২-হাজ্জ	৪৮	৭৬২
আল্লাহর নিকট মানুষের গন্তব্যস্থল	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
আল্লাহর নিকট মানুষের গন্তব্যস্থল	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহর নিকট গন্তব্যস্থল	৩-আলে ইমরান	২৮	৫৩৮
আল্লাহর নিকট সকলের গন্তব্যস্থল	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
আল্লাহর দিকেই সকলের গন্তব্যস্থল	৫০-ক্বাফ	৪৩	৯২৪
আল্লাহর দিকেই গন্তব্যস্থল	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
আল্লাহর দিকেই মানুষের গন্তব্যস্থল	৬৪-তাগাবুন	৩	৯৬৬
আল্লাহর দিকে গন্তব্যস্থল	২৪-নূর	৪২	৭৭৮
জাহান্নাম মন্দ গন্তব্যস্থল	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল (কাফির/মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	৯	৯৭১
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল আগুন (কাফিরদের প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল কাফিরদের জন্য (জাহান্নাম)	৬৪-তাগাবুন	১০	৯৬৭
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল, কাফিরদের (জাহান্নাম)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল জাহান্নাম	৯-তাওবা	৭৩	৬৪৭
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল জাহান্নাম (কাফির/মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	৯	৯৭১
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল জাহান্নাম (মুনাফিক ও মুশরিকদের জন্য)	৪৮-ফাত্হ	৬	৯১৬
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল জাহান্নাম (আল্লাহ অসন্তুষ্টি নিয়ে এলে)	৩-আলে ইমরান	১৬২	৫৫১
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল জাহান্নাম	৬৭-মুল্ক	৬	৯৭২
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল জাহান্নাম	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
প্রতিপালকের কাছেই সবার গন্তব্যস্থল	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
প্রতিপালকের দিকেই গন্তব্যস্থল	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
মন্দ গন্তব্যস্থল জাহান্নাম	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
মুত্তাকীদের গন্তব্যস্থল (স্থায়ী জান্নাত)	২৫-ফুরকান	১৫	৭৮৩
গবাদিপশু (আরো দেখুন গৃহপালিত পশু/চতুষ্পদ জন্তু শব্দটি)			
আট প্রকার গৃহ পালিত পশু দিয়েছেন আল্লাহ মানুষকে	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
আদ সম্প্রদায়কে গবাদিপশুর দ্বারা সাহায্য করেছেন আল্লাহ	২৬-শু'আরা	১৩৩	৭৯৪
আল্লাহ প্রদত্ত চতুষ্পদ গবাদি পশু কুরবানী ও আল্লাহর নাম স্মরণ	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
আল্লাহর নাম স্মরণ না করা (গবাদি পশু জবাইকালে)	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
আহার (গবাদিপশু থেকে গোশত আহার করে মানুষ)	২৩-মু'মিনূন	২১	৭৬৭
আহার (ভূমিজাত উদ্ভিদগবাদিপশু/মানুষ আহার করে)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
উষ্ণতা (গবাদি পশুতে মানুষের জন্য শীত নিবারক বস্ত্র/উষ্ণতা আছে)	১৬-নাহ্ল	৫	৭০৩
কাফফারা (ইহরামে পশু হত্যার কাফফারাস্বরূপ অনুরূপ গবাদি পশু...)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
খাদ্য গ্রহণ (গবাদিপশু শস্য থেকে খাদ্য গ্রহণ করে)	৩২-সাজ্দা	২৭	৮৩২
চতুষ্পদ গবাদি পশুতে মানুষের জন্য আল্লাহর রিযিক দান	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
চতুষ্পদ গবাদি পশু হালাল করা হয়েছে (ঈমানদারদের জন্য)	৫-মায়িদা	১	৫৮০
চরানো (গৃহপালিত পশু চরানোর মাঝে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন)	২০-ত্বা-হা	৫৪	৭৪৪
চামড়া (গবাদি পশুর চামড়া দিয়ে মানুষের ঘর/তাবু বানানো)	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
ছোট ও ভারবাহী গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৬-আন্'আম	১৪২	৬১০
জোড়া (আল্লাহ গবাদিপশু জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
নিষিদ্ধ (গবাদি পশু ও ক্ষেতের ফসল খাওয়া, মুশরিকদের ইচ্ছানুযায়ী)	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
পিঠ (কতক গবাদি পশুর পিঠ হারাম, মুশরিকদের ধারণানুযায়ী)	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
পেট (গবাদি পশুর পেটের বাচ্চা মুশরিক পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করা)	৬-আন্'আম	১৩৯	৬০৯
পেট (গবাদি পশুর পেটে গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে দুধ...)	১৬-নাহ্ল	৬৬	৭০৮
বানানো (আল্লাহ গবাদি পশু বানিয়েছেন)	৪০-মু'মিন	৭৯	৮৮৫
বাহন (গবাদিপশুর উপর মানুষকে বহন করা হয়)	২৩-মু'মিনূন	২১	৭৬৭
ভোগ্যসামগ্রী গবাদি পশুর (পানি, চারণভূমি, পর্বত-পৃথিবী...)	৭৯-নাযি'আত	৩৩	১০০৪
ভোগ্যসামগ্রীরূপে, গবাদি পশুর (উৎপন্ন করেন আল্লাহ...)	৮০-আবাসা	৩২	১০০৭
মানুষের জন্য আল্লাহ গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন	১৬-নাহ্ল	৫	৭০৩
মুশরিকরা গবাদিপশুর মত	২৫-ফুরকান	৪৪	৭৮৫
রিযিক (চতুষ্পদ গবাদি পশুতে মানুষের জন্য আল্লাহর রিযিক)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
শিক্ষা (গবাদিপশুতে মানুষের জন্য শিক্ষা রয়েছে)	২৩-মু'মিনূন	২১	৭৬৭
শিক্ষা (গবাদি পশুর মধ্যে মানুষের জন্য শিক্ষা রয়েছে)	১৬-নাহ্ল	৬৬	৭০৮
শোভনীয় করা হয়েছে গবাদি পশু (মানুষের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মানুষের জন্য...	৩৬-ইয়াসীন	৭১	৮৫৬
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন)	১৬-নাহ্ল	৫	৭০৩
সৃষ্টি (আল্লাহ শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
হালাল (কয়েকটি ছাড়া সব গবাদি পশু মানুষের জন্য হালাল)	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
গবেষণা (চিন্তা) (আরো দেখুন বিশেষজ্ঞ শব্দটি)			
আয়াত বর্ণনা (মানুষের গবেষণার জন্য আল্লাহ্ আয়াত বর্ণনা করেন)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
গভীর			
কূপের গভীরে ইউসুফ আ.কে ফেলে দিতে একমত হল ভাইয়েরা	১২-ইউসুফ	১৫	৬৭৮
কূপের গভীরে ইউসুফকে নিক্ষেপ করতে বলল (ভাইদের একজন)	১২-ইউসুফ	১০	৬৭৭
জ্ঞান (গভীর জ্ঞানের অধিকারীরা বিশ্বাস করে, মুতাশাবিহাত...)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
পানি গভীরে চলে গেলে, কে এনে দেবে প্রবাহমান পানি?	৬৭-মুল্ক	৩০	৯৭৪
পানি বাগানের গভীরে চলে যাবে (কাফির ব্যক্তির বাগান প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৪১	৭২৮
সমুদ্র (গভীর সমুদ্রের অন্ধকারের মত কাফিরদের কাজ)	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
গভীরতা সম্পন্ন			
জ্ঞানে গভীরতাসম্পন্ন ইহুদিদের ঈমান (কুরআন/তাওরাত/ইনজিলে)	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
গভীর রাত			
অনিষ্ট (রাতের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া-যখন তা গভীর হয়)	১১৩-ফালাক	৩	১০৩৬
গমন			
অসার কথার পাশ দিয়ে গমন কালে সম্মান বজায় রেখে চলে	২৫-ফুরকান	৭২	৭৮৭
পুরুষের কাছে গমন (লূতের সম্প্রদায়ের সমকামিতা)	২৭-নামল	৫৫	৮০৪
পুরুষের কাছে কামনা চরিতার্থ করতে গমন প্রসঙ্গ (লূত সম্প্রদায়ের)	৭-আ'রাফ	৮১	৬২০
পুরুষের নিকট গমন করত লূত সম্প্রদায় (যৌনকাজে)	২৬-শু'আরা	১৬৫	৭৯৬
পুরুষের নিকট গমন (লূত সম্প্রদায়ের সমকামিতা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
মক্কাবাসীরা গমন করে সেই জনপদের নিকট দিয়ে যাদের উপর...	২৫-ফুরকান	৪০	৭৮৫
শস্যক্ষেত্রে গমন, যেভাবে ইচ্ছা (স্ত্রীসহবাস প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
সম্মান বজায় রেখে গমন করে (অসার কথার পাশ দিয়ে গমন কালে)	২৫-ফুরকান	৭২	৭৮৭
গরম (দেখুন উত্তপ্ত শব্দটি)			
গরীব (ফকীর)			
আহার করানো (দুঃস্থ ও গরীব/ফকীরকে আহার করানোর নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
দান (ফকীর/গরীবদেরকে গোপনে দান সবচেয়ে ভালো)	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
দান (আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ফকীরকে দান, যাকে সচ্ছল মনে হয়)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
নিকটজন (আল্লাহ ধনী-গরীব/ফকীর সকলের নিকটজন)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
ন্যায়সঙ্গতভাবে ইয়াতিমের সম্পদগ্রহণ বৈধ (গরীব পালনকারীর জন্য)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
গরু			
চর্বি (ইহুদীদের জন্য গরু ও ভেড়ার চর্বি হারাম করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
দুই ধরনের গরু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন (পুরুষ ও মাদী)	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
গর্জন			
শোনা (জ্বলন্ত আগুনের গর্জন শুনতে পাবে কিয়ামত অস্বীকারকারীরা	২৫-ফুরকান	১২	৭৮৩
গর্জনকারী			
বায়ু (গর্জনকারী বায়ু প্রেরণের ব্যাপারে মুশরিকরা কি নিরাপদ?)	১৭-ইস্‌রা	৬৯	৭২০
গর্ত			
অধিকারী (গর্তের অধিকারীদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল)	৮৫-বুরূজ	৪	১০১৫
আগুনের গর্তের প্রান্তে ছিল মুমিনগণ (অনৈক্য প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
গর্তওয়ালা			
ধ্বংস করা হয়েছিল গর্তওয়ালাদেরকে	৮৫-বুরূজ	৪	১০১৫
গর্ভ			
ফেলে দেয়া (গর্ভবতীর গর্ভ ফেলে দেয়া/গর্ভপাত প্রসঙ্গ, কিয়ামতে)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
মাতৃগর্ভের তিন ধরনের অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
মাতৃগর্ভে ভ্রূণ রূপে ছিল মানুষ	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
মাদী দু'টির গর্ভে যা আছে তা হারাম করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৪৩	৬১০
মাদী পশুর গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
হালকা গর্ভ ধারণ অবস্থায় হাওয়ার চলাফেরা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
গর্ভধারণ			
কষ্টের সাথে গর্ভধারণ করে মা (ত্রিশ মাস)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
নারী গর্ভধারণ করে না (আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৭	৮৯০
নারীর গর্ভধারণ আল্লাহর অজ্ঞাতসারে হয় না	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
নারী যা গর্ভে ধারণ করে আল্লাহ তা জানেন	১৩-রা'দ	৮	৬৮৯
মায়ের গর্ভধারণের কষ্ট (কষ্টের পর কষ্ট বরণ)	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
মারইয়াম আ. গর্ভেধারণ করল (ঈসা আ.কে)	১৯-মারইয়াম	২২	৭৩৫
মেয়াদ (গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ ত্রিশ মাস)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হাওয়ার হালকা গর্ভ ধারণ অবস্থায় চলাফেরা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
গর্ভ (পেট)			
মাতৃগর্ভ /মায়ের পেট থেকে আল্লাহ মানুষকে বের করেছেন	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
গর্ভবতী			
ইদ্দত (গর্ভবতীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতীর ব্যয় সন্তান প্রসব পর্যন্ত তালাকদাতার	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
প্রকম্পন দেখে গর্ভবতীর গর্ভপাত হবে	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
গর্ভস্থ সন্তান			
প্রসব (গর্ভবতীর ইদ্দত গর্ভস্থ সন্তন প্রসব পর্যন্ত)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
গর্ভাশয়			
তালাকপ্রাপ্তার গর্ভাশয়ে বিষয় গোপন করা বৈধ নয়	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
গর্হিত কাজ			
মজলিসে প্রকাশ্যে গর্হিত কাজ (লূত সম্প্রদায়ের)	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
লূত সম্প্রদায়ের গর্হিত কাজ (প্রকাশ্য মজলিসে)	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
গলধঃকরণ			
পুঁজের পানির গলধকরণ করবে উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী(জাহান্নামে)	১৪-ইবরাহীম	১৭	৬৯৪
গলা (আরো দেখুন গ্রীবাস্থিত শব্দটি)			
আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় পাকানো রশি থাকবে	১১১-লাহাব	৫	১০৩৫
ঘোড়াগুলোর গলায় হাত বুলানো (সুলাইমান আ.এর ঘটনা)	৩৮-সোয়াদ	৩৩	৮৬৮
ঝুলিয়ে দেয়া (মানুষ যা করে তা তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে)	১৭-ইস্‌রা	১৩	৭১৫
পাকানো রশি (আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় পাকানো রশি থাকবে)	১১১-লাহাব	৫	১০৩৫
বেড়ি থাকবে (কিতাবকে মিথ্যা অভিহিতকারীদের গলায়)	৪০-মু'মিন	৭১	৮৮৪
বেড়ি পরিয়েছেন আল্লাহ (কাফিরদের গলায় চিবুক পর্যন্ত)	৩৬-ইয়াসীন	৮	৮৫১
বেড়ি (গলায় বেড়ি পরাবেন আল্লাহ, কাফিরদের)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
বেড়ি (তাদের গলায় বেড়ি থাকবে, যারা প্রতিপালককে অবিশ্বাস করে)	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
মাথার কাপড় গলার উপর ফেলে রাখবে মু'মিন নারীরা	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
গলানো			
চামড়া গলিত হবে জাহান্নামের উত্তপ্ত পানিতে	২২-হাজ্জ	২০	৭৬০
পেটের সবকিছু উত্তপ্ত পানি গলিয়ে দিবে (কাফির/ বিতর্ককারীর)	২২-হাজ্জ	২০	৭৬০
গলায় আটকে যায় এমন			
খাদ্য (গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য রয়েছে জাহান্নামে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৩	৯৮৮
গলায় মালা (কুরবানীর পশু)			
পশুর (গলায় মালা পারানো কুরবাণীর পশু জীবনধারণের অবলম্বন)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
পশুর (গলায় মালা পরানো পশুর অবমাননা নিষেধ)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
গল্প-গুজব			
কাফিররা গল্প করতে করতে পিছনে সরে যেত (আয়াত পাঠ করা হলে)	২৩-মু'মিনূন	৬৭	৭৭০
গহীন			
গিরিপথ (গহীন গিরিপথ থেকে মানুষের হজ্বে আসা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২৭	৭৬০
গাছ (আরো দেখুন বৃক্ষ শব্দটি)			
অভিশপ্ত গাছটি মানুষের পরীক্ষাস্বরূপ (যাক্কুম গাছ প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্‌রা	৬০	৭১৯
উৎপন্ন (গাছপালা উৎপন্ন করার ক্ষমতা মানুষের ছিল না আল্লাহ করেন)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
কলম (পৃথিবীর সমস্ত গাছ কলম হলেও আল্লাহর বাণী লেখা শেষ হবেনা)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
খারাপ গাছ (খারাপ বাণীর উপমা খারাপ গাছের মত)	১৪-ইবরাহীম	২৬	৬৯৫
ডাকা (মূসা আ.কে গাছ থেকে ডাকা, পবিত্র তূর উপত্যকায়)	২৮-কাসাস	৩০	৮১০
নিকটবর্তী না হওয়া (জান্নাতের বিশেষ গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ)	২-বাক্বারা	৩৫	৫০৫
নিষেধ (গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছে প্রতিপালক...)	৭-আ'রাফ	২০	৬১৪
নিকটবর্তী (একটি গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ, আদম আ. ও...)	৭-আ'রাফ	১৯	৬১৪
প্রতিপালক কি গাছ সম্পর্কে নিষেধ করেননি আদম আ. ও...	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
বরকতময় যায়তুন গাছ যা পূর্ব দিকেরও নয় পশ্চিম দিকেরও নয়	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
বাসা (পাহাড়/গাছে,মাচায় বাসা বাঁধতে মৌমাছির প্রতি ওহী/ইঙ্গিত)	১৬-নাহ্ল	৬৮	৭০৮
ভাল গাছের মত (ভাল বাণী)	১৪-ইবরাহীম	২৪	৬৯৫
যাক্কুম গাছ আহার করবে পথভ্রষ্ট অস্বীকারকারীরা	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫২	৯৪৫
যায়তুন গাছ যা বরকতময়, যা পূর্বদিকের নয়...			
লাউ গাছ উদ্গত করলেন আল্লাহ (ইউনুস আ.এর উপরে)	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৬	৮৬৪
সৃষ্টি (আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন আগুন জ্বালানোর গাছ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭২	৯৪৬
স্বাদগ্রহন (গাছের স্বাদগ্রহণ করল যখন আদম আ. ও তার স্ত্রী)	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
গাছপালা (আরো দেখুন উদ্ভিদ শব্দটি)			
সিজদারত (গাছ-পালা ও তৃণলতা সবাই সিজদারত)	৫৫-রাহ্‌মান	৬	৯৩৯
সিজদা (গাছপালা আল্লাহকে সিজদা করে)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৭
গাছ (যায়তুন)			
সৃষ্টি (এক প্রকার গাছ (যায়তুন) সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ যা...	২৩-মু'মিনূন	২০	৭৬৭
গাঢ়			
গাঢ় কালো রঙের পাহাড় আল্লাহ তৈরি করেছেন	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
গাধা			
আরোহণ (মানুষের আরোহণের জন্য ঘোড়া,খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি)	১৬-নাহ্‌ল	৮	৭০৩
উযায়র আ.এর গাধার হাড়ের দিকে লক্ষ্য করা (পুনর্জীবন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
কণ্ঠস্বর (গাধার কণ্ঠস্বর সবচেয়ে খারাপ, কণ্ঠস্বর নিচু করা প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	১৯	৮২৮
পুস্তক বহনকারী গাধার মত (যারা তাওরাতের দায়িত্ব বহন করেনি)	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
ভীত-সন্ত্রস্ত গাধার ন্যায় (যারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৫০	৯৯২
গানবাদ্য (দেখুন অসার কথা/বাক্য শব্দটি)			
গাফিল (দেখুন উদাসীন শব্দটি)			
জবাই (মূসা আ.এর জাতিকে গাভী জবাইয়ের জন্য আল্লাহর নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
ত্রুটিহীন গাভী জবাইয়ের নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৭১	৫০৮
মাঝারী বয়সের গাভী জবাই (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৮	৫০৮
মোটাতাজা সাতটি গাভীকে খেয়ে ফেলল সাতটি শীর্ণকায় গাভী	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
সাতটি (রাজা স্বপ্নে দেখল, সাতটি মোটাতাজা গাভী...)	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
সাদৃশ্যপূর্ণ (বনী ইসরাঈলের নিকট সকল গাভী সাদৃশ্যপূর্ণ)	২-বাক্বারা	৭০	৫০৮
হলুদ রঙের গাভী জবাই করতে বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ	২-বাক্বারা	৬৯	৫০৮
গায়েব (দেখুন অদৃশ্য শব্দটি)			
গালি			
আল্লাহকে জ্ঞান ছাড়াই গালি দিবে মুশরিকরা (দেবতাকে গালি দিলে)	৬-আন্'আম	১০৮	৬০৬
দেবতাকে গালি দেয়া যাবেনা (তাহলে আল্লাহকেও গালি দিবে)	৬-আন্'আম	১০৮	৬০৬
গালিচা			
জান্নাতে সুন্দর গালিচার উপর হেলান দিয়ে বসবে (জান্নাতীরা)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৬	৯৪২
বিছানো (গালিচা বিছানো থাকবে জান্নাতে)	৮৮-গাশিয়াহ্	১৬	১০১৯
গিরা			
পায়ের গিরা পর্যন্ত ধৌত করার নির্দেশ (অজু প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
ফুঁ (গিরায় ফুঁ দানকারিণীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা)	১১৩-ফালাক	৪	১০৩৬
গিরিগুহা			
পলায়ন (গিরিগুহা পেলে দ্রুত পলায়ন করবে মুনাফিক/কাফিররা)	৯-তাওবা	৫৭	৬৪৬
গিরিপথ			
গহীন গিরিপথ থেকে মানুষের হজ্জে আসা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	২৭	৭৬০
জানানো (রাসূল স. কে জানাবে কিসে, গিরিপথ কী?)	৯০-বালাদ	১২	১০২৩
প্রবেশ (মানুষ গিরিপথে প্রবেশ করেনি)	৯০-বালাদ	১১	১০২৩
গির্জা			
বিধ্বস্ত হওয়া (আল্লাহ প্রতিহত না করলে গির্জা বিধ্বস্ত হত)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
গিলমান (কিশোর ভৃত্য)			
জান্নাতে গিলমান জান্নাতীদের চারপাশে ঘুরাফিরা করবে	৫২-তূর	২৪	৯৩০
গিলে ফেলা			
অলীক সৃষ্টি (মূসা আ.এর লাঠি জাদুকরদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গিলে ফেলল)	৭-আ'রাফ	১১৭	৬২৩
ইউনুস আ.কে গিলে ফেলল এক মাছ	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৪২	৮৬৩
মূসা আ.এর লাঠি জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল	২৬-শু'আরা	৪৫	৭৯০
মূসা আ.এর লাঠি ফিরআউনের জাদুকরদের জাদুকে গিলে ফেলা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৬৯	৭৪৫
গীবত			
পরস্পরের গীবত করা নিষেধ, মুমিনদের জন্য	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
গুচ্ছ			
কোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে ছামুদ সম্প্রদায়কে ছেড়ে দেয়া প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	১৪৮	৭৯৫
খেজুরগুচ্ছ (সুউচ্চ খেজুর গাছে)	৫০-ক্বাফ	১০	৯২২
গুজব রটনাকারী			
মদীনার গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে রাসূল স. এর ব্যবস্থা গ্রহণ	৩৩-আহযাব	৬০	৮৩৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ			
গুটানো			
আকাশমন্ডলী গুটানো থাকবে আল্লাহর ডান হাতে (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭
আকাশকে লিখিত কাগজের মত গুটানো হবে (কিয়ামতে)	২১-আম্বিয়া	১০৪	৭৫৭
ছায়াকে গুটিয়ে আনেন আল্লাহ (তার দিকে)	২৫-ফুরকান	৪৬	৭৮৫
পাখির ডানা গুটিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ভেবে দেখার আহ্বান	৬৭-মুলক	১৯	৯৭৩
সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে (কিয়ামতে)	৮১-তাকভীর	১	১০০৮
গুটিয়ে রাখা			
মুনাফিকরা হাত গুটিয়ে রাখে (ভালকাজ থেকে)	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
গুণ			
ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব আ.এর গুণ ছিল আখিরাতের স্মরণ	৩৮-সোয়াদ	৪৬	৮৬৮
দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে (ভাল কাজের বিনিময়ে)	৬-আন্'আম	১৬০	৬১২
বৃদ্ধি (বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন আল্লাহ কর্জে হাসানাকে)	২-বাক্বারা	২৪৫	৫২৮
গুণ বর্ণনা			
আল্লাহর যে গুণ বর্ণনা করে কাফিররা (আল্লাহ তা জানেন)	২৩-মু'মিনূন	৯৬	৭৭২
কাফিররা যে গুণ বর্ণনা করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র...	২৩-মু'মিনূন	৯১	৭৭১
দুর্ভোগ (আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা গুণ বর্ণনার কারণে দুর্ভোগ)	২১-আম্বিয়া	১৮	৭৫১
পবিত্র (মুশরিকরা আল্লাহর যে গুণ বর্ণনা করে তা হতে তিনি পবিত্র)	৬-আন্'আম	১০০	৬০৬
প্রতিফল (গবাদি পশুর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে গুণ বর্ণনার প্রতিফল)	৬-আন্'আম	১৩৯	৬০৯
মুশরিকদের গুণ বর্ণনা/শিরক থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র	২১-আম্বিয়া	২২	৭৫১
গুনাহ (দেখুন পাপ শব্দটি)			
গুরুতর			
অপবাদ (গুরুতর অপবাদ, ইফকের ঘটনা)	২৪-নূর	১৬	৭৭৫
অপবাদ (মারইয়ামের বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের গুরুতর অপবাদ প্র.)	৪-নিসা	১৫৬	৫৭৭
ইফকের ঘটনা গুরুতর (আল্লাহর নিকট)	২৪-নূর	১৫	৭৭৫
কাজ, খিজিরের (মূসা আ.এর দৃষ্টিতে)	১৮-কাহ্‌ফ	৭১	৭৩০
পাপ (মদ ও জুয়া গুরুতর পাপ.....)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
পাপ (আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা গুরুতর পাপ)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
ফিতনা গুরুতর পাপ, হত্যার চেয়েও	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
বক্ষে যা গোপন করে কাফিররা তা আরও গুরুতর	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
বিষয় (গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করেছে কাফিররা...)	১৯-মারইয়াম	৮৯	৭৪০
যুদ্ধ গুরুতর (হারাম মাসে যুদ্ধ করা গুরুতর পাপ)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
গুহা			
অধিবাসীগণ আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শন (আসহাবে কাহাফ প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্‌ফ	৯	৭২৪
অবস্থান করেছিল গুহায় তিনশত বছর (আসহাবে কাহাফ)	১৮-কাহ্‌ফ	২৫	৭২৬
আশ্রয় (আসহাবে কাহফের যুবকদের গুহায় আশ্রয়ের ঘটনা)	১৮-কাহ্‌ফ	১০	৭২৪
আশ্রয় গ্রহণ (গুহায় আশ্রয় গ্রহণ আসহাবে কাহাফের..)	১৮-কাহ্‌ফ	১৬	৭২৫
ডান (গুহার ডান দিক দিয়ে সূর্য চলে যায় (আসহাবে কাহ্‌ফ প্র.)	১৮-কাহ্‌ফ	১৭	৭২৫
পর্দা স্থাপন করেন আল্লাহ গুহায় রাসূল স.কে (আসহাবে কাহফের কানে)	১৮-কাহ্‌ফ	১১	৭২৪
রাসূল স. গুহায় থাকাকালীন আল্লাহর সাহায্য (হিজরত প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
গৃহ			
পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ (ছামুদ সম্প্রদায়ের)	২৬-শু'আরা	১৪৯	৭৯৫
গৃহপালিত পশু (আরো দেখুন গবাদিপশু শব্দটি)			
বিভিন্ন রঙের গৃহপালিত পশু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
গৃহস্থালী ছোট জিনিস			
প্রদান (মুনাফিকরা গৃহস্থালী ছোট জিনিস প্রদানে বিরত থাকে)	১০৭-মাউন	৭	১০৩৪
গেলা			
পুঁজের পানির গেলা সহজ হবেনা জাহান্নামে (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর)	১৪-ইবরাহীম	১৭	৬৯৪
গোচরিভূত করা (আরো দেখুন দৃষ্টিগোচর করা শব্দটি)			
নিরাপত্তা/ভীতির বিষয় রাসূল স./নেতৃবৃন্দের গোচরীভূত করা	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
গোত্র (আরো দেখুন সম্প্রদায় শব্দটি)			
পানি পানের স্থান প্রত্যেক গোত্রই জেনে নিল (বনী ইসরাইল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
প্রত্যেক গোত্র পানি পানের স্থান চিনে নেয়া (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
বারটি গোত্রে একেকটি উম্মতে বিভক্ত করা (বনী ইসরাঈলকে)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
বানিয়েছেন (মানুষকে আল্লাহ বিভিন্ন গোত্র বানিয়েছেন, যাতে...)	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
গোনাহ (আরো দেখুন পাপ/আপরাধ শব্দটি)			
বিরত (মুমিন কবীরা গুনাহ পরিহার করে)	৪২-শূরা	৩৭	৮৯৪
শিরকের (শিরকের গোনাহ/পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না)	৪-নিসা	৪৮	৫৬৩
গোপন (আরো দেখুন লুকিয় রাখা শব্দটি)			
অনুতাপ গোপন করবে কাফিররা (যখন শাস্তি দেখবে)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
অনুতাপ গোপন করবে জালিমরা (শাস্তি দেখার পর)	১০-ইউনুস	৫৪	৬৫৯
অনুগ্রহ গোপন (মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহকে গোপন করে)	৪-নিসা	৩৭	৫৬২
আকাশ-পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়	১৪-ইবরাহীম	৩৮	৬৯৬
আল্লাহর কাছে গোপন করতে চায়না মুনাফিকরা	৪-নিসা	১০৮	৫৭১
আল্লাহ জানেন (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু)	১৪-ইবরাহীম	৩৮	৬৯৬
আল্লাহ জানেন (মুশরিকরা যা গোপন ও প্রকাশ করে সবই)	৩৬-ইয়াসীন	৭৬	৮৫৬
আল্লাহর নিকট গোপন নয় (আকাশ ও পৃথিবীর কিছুই)	৩-আলে ইমরান	৫	৫৩৬
আল্লাহর নিকট গোপন নয় (আল্লাহর আয়াতে বিচ্যুতি ঘটায় যারা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪০	৮৮৯
আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন থাকবে না (কিয়ামতের দিন)	৪০-মু'মিন	১৬	৮৭৯
আহ্বান (নূহ আ. সম্প্রদায়কে গোপনে আহ্বান করেন)	৭১-নূহ	৯	৯৮৪
আহলে কিতাবরা যা গোপন করত রাসূল স. ত প্রকাশ করে দিবেন	৫-মায়িদা	১৫	৫৮২
ইউসুফ আ. চুরির ব্যাপারটি তার মনে গোপন রাখল	১২-ইউসুফ	৭৭	৬৮৪
ঈমান গোপন রাখত (ফিরআউন বংশের এক ব্যক্তি)	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
কথা (স্ত্রীর সাথে নবীর গোপনে কথা বলা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহরীম	৩	৯৭০
কথা (কাফির কিয়ামতে কোন কথাই গোপন করবেনা)	৪-নিসা	৪২	৫৬২
কথা (আল্লাহ মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য কথা জানেন)	২১-আম্বিয়া	১১০	৭৫৭
কথা (আল্লাহ মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সবই জানেন)	২০-ত্বা-হা	৭	৭৪১
কথা গোপন করা বা প্রকাশ করা আল্লাহর কাছে সমান	১৩-রা'দ	১০	৬৮৯
কথা গোপন বা প্রকাশ যাই করুক মানুষ (আল্লাহ তা জানেন)	৬৭-মুল্‌ক	১৩	৯৭৩
কাফিরদের গোপন করা বিষয় আল্লাহ অবহিত আছেন	৪৭-মুহাম্মাদ	২৬	৯১৪
কান, চোখ ও ত্বক থেকে কিছুই গোপন করতে পারে না	৪১-ফুস্‌সিলাত	২২	৮৮৭
কিতাব গোপন করে যারা (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
কিতাব গোপন না করা অঙ্গীকার গ্রহণ (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
কিতাব/তাওরাতের অধিকাংশই গোপন করা আহলে কিতাবের স্বভাব	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
কিয়ামতের দিন মানুষের কিছুই গোপন থাকবে না	৬৯-হাক্কাহ্	১৮	৯৭৯
কিয়ামতের সময় আল্লাহ গোপন রাখেন...	২০-ত্বা-হা	১৫	৭৪১
জানা (মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্‌ল	১৯	৭০৪
জানা (মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্‌ল	২৩	৭০৪
জানা (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন)	৩৩-আহযাব	৫৪	৮৩৮
জানা (আল্লাহ মানুষের গোপন বিষয় জানেন)	৬-আন্'আম	৩	৫৯৬
জানা (আল্লাহ মানুষের বক্ষের গোপন বিষয় জানেন)	২৭-নামল	৭৪	৮০৬
জানা (আল্লাহ মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য কথা জানেন)	২১-আম্বিয়া	১১০	৭৫৭
জানা (আল্লাহ ইহুদীদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়াবলি জানেন)	২-বাক্বারা	৭৭	৫০৯
জানা (মানুষ যা প্রকাশ করে ও যা গোপন রাখে তা আল্লাহ জানেন)	৫-মায়িদা	৯৯	৫৯২
জানা (মানুষ যা গোপন করে তা আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
জানা (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সবই আল্লাহ জানেন)	৬৪-তাগাবুন	৪	৯৬৬
জানা (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন)	২৭-নামল	২৫	৮০২
জানা (গোপন করা বিষয় আল্লাহ জানেন)	১১-হূদ	৫	৬৬৫
জালিমদের গোপন কথা তারা গোপন করে (নবী প্রসঙ্গে)	২১-আম্বিয়া	৩	৭৫০
ডাকা (প্রতিপালককে ডাকার নির্দেশ, বিনীত ভাবে)	৭-আ'রাফ	৫৫	৬১৮
ডাকা (বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে গোপনে আল্লাহকে ডাকা)	৬-আন্'আম	৬৩	৬০১
দান (গোপন-প্রকাশ্যে সম্পদ দানের প্রতিদান আল্লাহর কাছে)	২-বাক্বারা	২৭৪	৫৩২
দান (ফকীর/গরীবদেরকে গোপনে দান সবচেয়ে ভালো)	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
দৃষ্টি (জালিমরা কিয়ামতে গোপন দৃষ্টিতে তাকাবে)	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
নবীর কাছে গোপন করতে বক্ষ ভাজ করে রাখে যারা...	১১-হূদ	৫	৬৬৫
নবীর গোপন বিষয় আল্লাহ প্রকাশকারী (যায়েদ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
নূহ আ. গোপনে আহ্বান করেন (সম্প্রদায়কে)	৭১-নূহ্	৯	৯৮৪
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে সব গোপন বিষয় (কিয়ামতে)	৮৬-তারিক	৯	১০১৭
প্রকাশ (কাফিরদের গোপন বিষয় কিয়ামতে প্রকাশ পাবে)	৬-আন্'আম	২৮	৫৯৮
প্রকাশ করা (বনী ইসরাঈলের হত্যা সংক্রান্ত গোপন বিষয় প্রকাশ)	২-বাক্বারা	৭২	৫০৮
প্রমাণাদি ও পথ নির্দেশনা গোপন করে যারা...	২-বাক্বারা	১৫৯	৫১৭
প্রতিশ্রুতি (গোপন প্রতিশ্রুতি নিষিদ্ধ, বিধবার বিয়ে প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
প্রতিদান গোপন রাখা হয়েছে মুমিনদের জন্য (যা চক্ষু শীতলকারী)	৩২-সাজ্‌দা	১৭	৮৩১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফিরআউনের গোপন কথা গোপন রাখা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৬২	৭৪৪
বক্ষ যা গোপন করে ও প্রকাশ করে আল্লাহ তা জানেন	২৮-কাসাস	৬৯	৮১৪
বক্ষের গোপন বিষয় (আল্লাহ জানেন)	৪০-মু'মিন	১৯	৮৭৯
বক্ষের বিষয় গোপন করলেও আল্লাহ তা জানেন	৩-আলে ইমরান	২৯	৫৩৮
বক্ষ (কাফিররা বক্ষে যা গোপন করে তা আরও গুরুতর)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
ব্যয় (গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয় আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে)	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
ব্যয় (গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয়/দান করার নির্দেশ)	১৪-ইবরাহীম	৩১	৬৯৬
ব্যয় (রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয়)	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
ব্যয় (উত্তম রিযিকপ্রাপ্ত ও গোপন/প্রকাশ্যে ব্যয়/দানকারীর উপমা)	১৬-নাহ্‌ল	৭৫	৭০৯
ভালকাজ গোপন অথবা প্রকাশ করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৪৯	৫৭৬
মনের গোপন বিষয়ের হিসাব আল্লাহ নিবেন	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
মানুষের কিছুই গোপন থাকবে না (কিয়ামতের দিন)	৬৯-হাক্কাহ্	১৮	৯৭৯
মানুষের কাছে গোপন করতে চায় মুনাফিকরা	৪-নিসা	১০৮	৫৭১
মানুষ যা গোপন করে আল্লাহ তা জানেন	২৪-নূর	২৯	৭৭৬
মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ জানেন	১৬-নাহ্‌ল	২৩	৭০৪
মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ জানেন	১৬-নাহ্‌ল	১৯	৭০৪
মুনাফিকরা যা গোপন করে তা আল্লাহ ভাল করে জানেন	৫-মায়িদা	৬১	৫৮৮
মুনাফিকরা যা গোপন করেন আল্লাহ তা ভাল জানেন...	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
মুশরিকদের গোপন ও প্রকাশ্য সবই আল্লাহ জানেন	৩৬-ইয়াসীন	৭৬	৮৫৬
মুমিনরা যা গোপন করে (আল্লাহ তা সবচেয়ে বেশি জানেন)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
মৃতদেহ গোপন করতে পারল না কাবিল (কাকের ন্যায়)	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
মৃতদেহ গোপন করা (কাক দেখিয়ে দিল কাবিলকে...)	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
সত্য গোপন করে আহলি কিতাবরা (জেনেবুঝে)	৩-আলে ইমরান	৭১	৫৪২
সত্য গোপন করে কিতাবপ্রাপ্তদের একটি দল (জেনে-বুঝে)	২-বাক্বারা	১৪৬	৫১৬
সত্যকে জেনে-বুঝে গোপন না করার নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৪২	৫০৫
সাক্ষ্য গোপন (আল্লাহর সাক্ষ্য গোপনকারী বড় জালিম)	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
সাক্ষ্য গোপন না করার কসম (ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
সাক্ষ্য গোপন না করার নির্দেশ (ঋণ ও আমানত প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
সৌন্দর্য (গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য সজোরে পা ফেলা নিষেধ...)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
হালাল নয় (গোপন করা হালাল নয় গর্ভস্থ বিষয়...)	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
হৃদ্যতা গোপন করা (হাতিব বিন আবি বালতাআ এর চিঠি প্রসঙ্গ)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
গোপন অঙ্গ			
নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালকের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশ...	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
গোপন (অতি গোপন)			
কথা (আল্লাহ মানুষের প্রকাশ্য ও অতি গোপন কথা সবই জানেন)	২০-ত্বা-হা	৭	৭৪১
গোপন কথা (আরো দেখুন কান পেতে শোনা শব্দটি)			
অবিশ্বাসীরা যখন গোপন কথায় রত থাকে আল্লাহ তাও জানেন	১৭-ইসরা	৪৭	৭১৮
কল্যাণ নেই, গোপন কথায় (মুনাফিকদের প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
জালিমদের গোপন কথা তারা গোপন করে (নবী প্রসঙ্গে)	২১-আম্বিয়া	৩	৭৫০
নিষেধ (গোপনে কথা বলা নিষেধ করার পরও যারা সে দিকে...)	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
ফিরআউনের গোপন কথা গোপন রাখা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৬২	৭৪৪
মুশরিকদের গোপন কথার খবর আল্লাহ রাখেন	৪৩-যুখরুফ	৮০	৯০১
মুনাফিকদের গোপন কথা আল্লাহ জানেন	৯-তাওবা	৭৮	৬৪৮
রাসূল স. এর সাথে গোপনে কথা বলারপূর্বে সাদকা প্রদানে ভয় পাওয়া	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
গোপন প্রেমিকা (আরো দেখুন প্রেমিকা গ্রহণ শব্দটি)			
গ্রহণ (গোপন প্রেমিকা গ্রহণ করা যাবে না)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
গোপন বিষয়			
মুনাফিকদের গোপন বিষয় আল্লাহ জানেন	৯-তাওবা	৭৮	৬৪৮
মুশরিকদের গোপন বিষয়ে আল্লাহ খবর রাখেন	৪৩-যুখরুফ	৮০	৯০১
গোপন রাখা			
অন্তরে গোপন রাখা বিষয়ের জন্য অনুতপ্ত হবে মুনাফিকরা...	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
মনে গোপন রাখায় অপরাধ নেই (বিয়ের প্রস্তাব...)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
মুনাফিকরা গোপন রাখে কিছু বিষয় নিজেদের মাঝে	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
লজ্জাস্থান প্রকাশ করার জন্য শয়তান কুমন্ত্রণা দিল, আদম ও ...	৭-আ'রাফ	২০	৬১৪
গোপনীয়			
জানা (গোপনীয় বিষয় জানেন তিনি যিনি কুরআন অবতীর্ণ...)	২৫-ফুরকান	৬	৭৮২
প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় আল্লাহ জানেন	৮৭-আ'লা	৭	১০১৮

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
গোপনীয়তা				
	তিনটি গোপনীয় সময় ঘরে প্রবেশে অনুমতি গ্রহণ	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
গোপনে কথা বলা				
	কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে গোপনে কথা বলার অনুমতি	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩
	তিনজনে গোপনে কথা বলার মধ্যে চতুর্থজন থাকেন আল্লাহ	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
	নিষিদ্ধ (পাপ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূল স. এর বিরোধিতায় গোপনে কথা বলা)	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩
	পাপ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূল স. কে অমান্য করার ব্যাপারে গোপনে কথা...	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
	মু'মিনদের গোপনে কথা...	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩
	রাসূল স. এর সাথে গোপনে কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদানের নির্দেশ...	৫৮-মুজাদালা	১২	৯৫৩
	শয়তানের পক্ষ থেকে গোপনে কথা বলা হয় (মু'মিনদেরকে দুঃখ...)	৫৮-মুজাদালা	১০	৯৫৩
গোবর				
	গবাদি পশুর গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে দুধ থাকা	১৬-নাহ্ল	৬৬	৭০৮
গোমরাহী				
	মানুষকে কিছু সময় গোমরাহী থাকার অবকাশ দেয়া	২৩-মু'মিনূন	৫৪	৭৬৯
	হৃদয় (কাফিরদের হৃদয় গোমরাহীতে রয়েছে)	২৩-মু'মিনূন	৬৩	৭৭০
গোশত (আরো দেখুন মাংস শব্দটি)				
	কুরবানীর পশুর রক্ত ও গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
	খাওয়া (মৃত ভায়ের গোশত খাওয়ার মত গীবত অপছন্দনীয় ও ঘৃণ্য)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
	জান্নাতে খাবার হিসেবে পছন্দের গোশ্ত দেয়া হবে	৫২-তূর	২২	৯৩০
	তাজা গোশত আহরণ ও আহার (সমুদ্র থেকে)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
	পছন্দের গোশ্ত জান্নাতীদের খাবার হিসেবে দেয়া হবে	৫২-তূর	২২	৯৩০
	পাখির গোশত নিয়ে ঘুরাফেরা করবে চির-কিশোররা (জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২১	৯৪৪
	পোশাক (হাড়ের উপর গোশতের পোশাক পরিয়ে দেয়া)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
	মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া অপছন্দনীয় (গীবত প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
	শুকরের গোশত হারাম করা হয়েছে (মুমিনদের জন্য)	২-বাকারা	১৭৩	৫১৯
	শুকরের গোশত হারাম	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
	শূকরের গোশত/মৃত জন্তু/প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
	হাড়কে গোশত দিয়ে ঢেকে দেয়া (মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া)	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
গোশত (মাছ)				
	সমুদ্র থেকে তাজা গোশত/মাছ আহার প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৮
গোসল				
	নামাজের জন্য গোসল করে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
গোসলের পানি				
	আইউব আ. এর গোসলের পানি	৩৮-সোয়াদ	৪২	৮৬৮
গ্রন্থ (আরো দেখুন পুস্তক/কিতাব শব্দটি)				
	শক্তিশালী (কুরআন শক্তিশালী গ্রন্থ)	৪১-ফুস্সিলাত	৪১	৮৮৯
গ্রহ-নক্ষত্র (দেখুন তারকা শব্দটি)				
গ্রহণ (আরো দেখুন নেয়া শব্দটি)				
	অঙ্গীকার গ্রহণ (বনী ইসরাঈল থেকে)	২-বাক্বারা	৬৩	৫০৭
	অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন আল্লাহ নাসারাদের থেকে...	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
	অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ (আহলে কিতাবদের নিকট থেকে)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৮
	অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ বনী ইসরাইলদের...	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
	অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
	অঙ্গীকার (আল্লাহ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন ঈমান আনার জন্য)	৫৭-হাদীদ	৮	৯৪৮
	অঙ্গীকার (নবীদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
	অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য বনী ইসরাঈলের উপর তূর পর্বত উত্তোলন	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
	অনুসারী হিসাবে গ্রহণ করবে শয়তান (মানুষকে)	৪-নিসা	১১৮	৫৭২
	অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করেনি যারা আল্লাহকে ছাড়া....	৯-তাওবা	১৬	৬৪১
	অভিভাবকরূপে গ্রহণ (তাদেরকে যারা নিজেদেরও উপকার...)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
	অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে গ্রহণ...	৪২-শূরা	৬	৮৯১
	অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে গ্রহণ...	৪২-শূরা	৯	৮৯১
	অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ বাদে অন্যকে গ্রহণ! (মাকড়সার দৃষ্টান্ত)	২৯-আনকাবূত	৪১	৮১৯
	অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেছে একদল শয়তানকে, যাদের উপর	৭-আ'রাফ	৩০	৬১৫
	অভিভাবক হিসেবে বান্দাদেরকে! (আল্লাহর পরিবর্তে)	১৮-কাহ্ফ	১০২	৭৩৩
	অভিভাবক গ্রহণ (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক গ্রহণ অযৌক্তিক)	৬-আন্'আম	১৪	৫৯৭
	অভিভাবক গ্রহণ করা মানায় না আল্লাহকে বাদ দিয়ে...	২৫-ফুরকান	১৮	৭৮৩
	অভিভাবক গ্রহণ মুশরিকদের কাজে আসবে না (আল্লাহর পরিবর্তে..)	৪৫-জাছিয়া	১০	৯০৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণকারী বলে...	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
আল্লাহকে ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক গ্রহণ করা নিষেধ	১৭-ইস্রা	২	৭১৪
ইব্রাহীম আ.কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন (আল্লাহ)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
ইলাহ (অবিশ্বাসীরা বহু ইলাহ গ্রহণ করছে, আল্লাহকে ছাড়া)	১৯-মারইয়াম	৮১	৭৩৯
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ গ্রহণ না করার যুক্তি..)	৩৬-ইয়াসীন	২৩	৮৫৩
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ইলাহ গ্রহনের কোন প্রমাণ নেই)	১৮-কাহফ	১৫	৭২৫
ইলাহ গ্রহণ করেছে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে (কাফিররা)	৩৬-ইয়াসীন	৭৪	৮৫৬
ইলাহ গ্রহণ না করা (দুই ইলাহ, কারণ, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ)	১৬-নাহল	৫১	৭০৭
ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছিলেন কি ঈসা আ. তাকে ও তার মাকে?	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
ইলাহরূপে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে গ্রহণ (আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য)	৪৬-আহ্কাফ	২৮	৯১০
ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে যে (তার প্রবৃত্তিকে)	২৫-ফুরকান	৪৩	৭৮৫
ইলাহ (ফির'আউন ছাড়া অন্যকে ইলাহ গ্রহণ করলে কারারুদ্ধ করা)	২৬-শু'আরা	২৯	৭৮৯
ঈমানদারদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ হিসাবে গ্রহণ করেছিল (জাহান্নামীরা)	২৩-মু'মিনূন	১১০	৭৭২
উত্তম কাজ গ্রহণ করেন আল্লাহ (সৎকর্মশীল মুমিনদের)	৪৬-আহকাফ	১৬	৯০৯
উত্তম উপদেশ গ্রহণ করতে মূসা আ.এর সম্প্রদায়কে নির্দেশ	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
উপহাসের বিষয়রূপে আয়াতকে গ্রহণ করার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি	৪৫-জাছিয়া	৯	৯০৫
উপহাস হিসাবে গ্রহণ করে কাফিররা, সালাতের দিকে ডাকলে...	৫-মায়িদা	৫৮	৫৮৭
উপহাস হিসেবে (আল্লাহর আয়াত ও সতর্ককৃত বিষয়ে..)	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯
উপহাসের পাত্ররূপে গ্রহণ (মূসা আ.এর সম্প্রদায়ের গরু জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
উপাস্য গ্রহণ করেছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে (মুশরিকরা)	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
উপাস্য গ্রহণ (মুশরিকদের উপাস্য গ্রহণ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২১	৭৫১
উপহাস হিসাবে (আল্লাহর পথকে উপহাস হিসাবে গ্রহণ করলে শাস্তি)	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
উপহাস হিসাবে (কাফিররা নবীকে উপহাস হিসাবে গ্রহণ করে)	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
উপহাস হিসাবে গ্রহণ করায় শাস্তি (আল্লাহর নিদর্শনকে)	৪৫-জাছিয়া	৩৫	৯০৭
উপহাস হিসাবে গ্রহণ করা নিষেধ (আল্লাহর আয়াতকে)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
কন্যা সন্তান গ্রহণের অপবাদ আল্লাহকে (মুশরিকদের)	৪৩-যুখরুফ	১৬	৮৯৭
কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন কি আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে?	১৭-ইস্রা	৪০	৭১৭
কসম (মিথ্যা কসমকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে, মুনাফিকরা)	৫৮-মুজাদালা	১৬	৯৫৪
কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ, মুমিনকে রেখে (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৯	৫৭৪
কুরআনকে পরিত্যাক্তরূপে গ্রহণ করেছে রাসূল স. এর সম্প্রদায়	২৫-ফুরকান	৩০	৭৮৪
জালিমদের জন্য সুপারিশকারী গ্রহণ করা হবে না (কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	১৮	৮৭৯
ঢাল হিসাবে গ্রহণ (মুনাফিকদের শপথকে)	৬৩-মুনাফিকূন	২	৯৬৪
তত্ত্বাবধায়ক (প্রতিপালক আল্লাহকে তত্ত্বাবধায়ক হিবেবে গ্রহণ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৯	৯৮৮
তামাশার সামগ্রী আল্লাহ গ্রহণ করতে চাইলে...	২১-আম্বিয়া	১৭	৭৫১
তুচ্ছ সম্পদ গ্রহণ (কিতাব অধ্যয়নের পরও ইহুদীদের তুচ্ছ সম্পদ গ্রহণ)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে যে, সে ছাড়া কেউ...	১৯-মারইয়াম	৮৭	৭৪০
দ্বীন (ইসলাম ছাড়া দ্বীন তালাশ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না)	৩-আলে ইমরান	৮৫	৫৪৪
দ্বীনকে গ্রহণ করেছে যারা ঠাট্টা হিসাবে	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করার পরিণাম	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
দ্বীনকে গ্রহণ করেছে কাফিররা খেল-তামাশা রূপে	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণে কেউ আগ্রহী নয় (দান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে গ্রহণ (আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে)	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
পথ গ্রহণ করতে চাওয়া (রাসূলদের পথ ছাড়া ভিন্ন পথ)	৪-নিসা	১৫০	৫৭৬
পথ গ্রহণ করার আহ্বান (প্রতিপালকের দিকে)	২৫-ফুরকান	৫৭	৭৮৬
পথ (রাসূল স. এর পথ গ্রহণ না করায় জালিমদের আফসোস, কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	২৭	৭৮৪
পর্দা (মারইয়াম পর্দা গ্রহণ করল, পরিবার থেকে আড়াল...)	১৯-মারইয়াম	১৭	৭৩৫
পারিশ্রমিক (প্রাচীর ঠিক করার) পারিশ্রমিক গ্রহণ না করায় খিজিরকে প্রশ্ন	১৮-কাহ্ফ	৭৭	৭৩১
পুত্ররূপে গ্রহণ করতে পারে আযীয ইউসুফকে	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
পুত্র হিসাবে গ্রহণ করবে মূসা আ.কে (ফির'আউনের স্ত্রী)	২৮-কাসাস	৯	৮০৮
পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণ গ্রহণ করা হবে না (তাদের থেকে যারা...)	৩-আলে ইমরান	৯১	৫৪৪
প্রতিপালক গ্রহণ (ফেরেশতা ও নবীদেরকে...)	৩-আলে ইমরান	৮০	৫৪৩
প্রতিপালক রূপে গ্রহণ (পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে...)	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে কি অবিশ্বাসীরা (দয়াময়ের নিকট থেকে)	১৯-মারইয়াম	৭৮	৭৩৯
প্রতিপালক (একে অপরকে ইলাহরূপে গ্রহণ না করার আহ্বান)	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
গ্রহণ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করতে পারে, মানুষ চাইলে	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৯	৯৮৯
প্রত্যাবর্তনস্থল গ্রহণ করুক প্রতিপালকের দিকে (যার ইচ্ছা)	৭৮-নাবা	৩৯	১০০২
প্রবৃত্তিকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করলে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
বন্ধুগ্রহণ (মুমিনকে রেখে কাফিরকে বন্ধুগ্রহণ নিষেধ, মুমিন প্র)	৪-নিসা	১৪৪	৫৭৫
বন্ধু গ্রহণ করবে না ঈমানদাররা (নিজেদেরকে ছাড়া)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
বন্ধু গ্রহণ (দুনিয়ায় বন্ধু গ্রহণের কারণে জালিমদের দুর্ভোগ)	২৫-ফুরকান	২৮	৭৮৪
বন্ধুরূপে গ্রহণ করতনা কাফিরদেরকে (ঈমান আনলে)	৫-মায়িদা	৮১	৫৯০
বন্ধু হিসেবে গ্রহন করবে না মুমিনরা কাফিরদেরকে	৩-আলে ইমরান	২৮	৫৩৮
বন্ধু/সাহায্যকারীরূপে রূপে মুনাফিকদেরকে গ্রহণ নিষিদ্ধ	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতো রাসূল স. কে (মিথ্যা বলাতে পারলে)	১৭-ইস্‌রা	৭৩	৭২০
বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা নিষেধ তাদেরকে যারা দ্বীনকে...	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না ঈমানদারগণ পিতা ও ভাইদেরকে যদি...	৯-তাওবা	২৩	৬৪২
বন্ধুরূপেগ্রহণ করা নিষেধ (আল্লাহর শত্রু ও মুমিনদের শত্রুকে)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না (ইহুদী ও নাসারাদেরকে)	৫-মায়িদা	৫১	৫৮৭
বহু ইলাহ/উপাস্য গ্রহণ (মুশরিক প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ (ইহুদীদের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৯২	৫১০
বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ (মূসা আ.এর সম্প্রদায়ের)	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ, বনী ইসরাঈল কর্তৃক	২-বাক্বারা	৫১	৫০৬
বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ (মূসা আ.এর সম্প্রদায় কর্তৃক)	৭-আ'রাফ	১৫২	৬২৬
বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ (বনী ইসরাইল প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
বাছুরকে (উপাস্যরূপে)গ্রহণ বনী ইসরাইলের জন্য জুলুম ছিল	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
বিধানগ্রহণ করতে বলে ইহুদী পন্ডিতরা (পরিবর্তন করে দেয়া হলে)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
বিনিময় গ্রহণ করা হবে না কারো (কিয়ামতের দিন)	২-বাক্বারা	১২৩	৫১৪
বিনিময়গ্রহণ করা হবে না কিয়ামতে (মুনাফিক ও কাফিরদের থেকে)	৫৭-হাদীদ	১৫	৯৪৯
বিনিময় গ্রহণ করা হবে না (কিয়ামতে সবকিছু দিলেও)	৬-আন্‌'আম	৭০	৬০২
বিনিময় গ্রহণ করা হবে না (কিয়ামতের দিন)	২-বাক্বারা	৪৮	৫০৬
বেদুইনরা গ্রহণ করে আল্লাহর পথের ব্যয়কে (অর্থদন্ডরূপে)	৯-তাওবা	৯৮	৬৫০
ব্যয় গ্রহণ করবেন না আল্লাহ (মুনাফিক/কাফিরদের)	৯-তাওবা	৫৩	৬৪৫
ব্যয় (মুনাফিক/কাফিরদের ব্যয়গ্রহণ করা নিষেধ করেছে তাদের অবিশ্বাস...)	৯-তাওবা	৫৪	৬৪৫
ভুলপথকে পথ হিসাবে গ্রহণ করে (অহংকারকারীরা)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
মাকড়শার ঘরগ্রহণ (আল্লাহ বাদে অন্যকে অভিভাবক গ্রহণ প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৪১	৮১৯
মাদক (খেজুর/আঙ্গুর থেকে মাদক/উত্তম রিযিকগ্রহণ নিদর্শন)	১৬-নাহ্‌ল	৬৭	৭০৮
মুক্তিপণগ্রহণ করায় শাস্তি হতে পারত মু'মিনদের (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৬৮	৬৩৮
মুমিনগণ তাই গ্রহণ করবে, রাসূল স. যা দেন	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
মুনাফিকদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ নিষিদ্ধ	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
মূল্য গ্রহণ করা নিষেধ আয়াতের বিনিময়ে	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
মূসা আ.কে সাগর থেকে ফিরআউন কর্তৃক গ্রহণ করা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
মূসা আ.এরগ্রহণ (মূসা আ.কে আল্লাহ যা দিয়েছেন তাগ্রহণ করার নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৪৪	৬২৫
মূর্তিকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ (ইবরাহীম আ.এর পিতা আযর প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৭৪	৬০৩
মূর্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ (আল্লাহর পরিবর্তে)	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
যাকাতগ্রহণের নির্দেশ তাদের সম্পদ থেকে যারা অপরাধ স্বীকার...	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (মুমিনরা গ্রহণ করবে বিপুল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)	৪৮-ফাত্‌হ	১৯	৯১৮
যুদ্ধলব্ধ বিপুল সম্পদ গ্রহণ করবে মুমিনগণ ..	৪৮-ফাত্‌হ	২০	৯১৮
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণকালে বদুঈনরা বলবে...	৪৮-ফাত্‌হ	১৫	৯১৭
রাসূল স. ও নির্দশনকে (বিদ্রুপের বিষয়রূপে)	১৮-কাহ্‌ফ	১০৬	৭৩৩
রিযিক (খেজুর/আঙ্গুর থেকে মাদক/উত্তম রিযিকগ্রহণ নিদর্শন)	১৬-নাহ্‌ল	৬৭	৭০৮
শপথকে ঢাল হিসাবে গ্রহণ (মুনাফিকদের, রাসূল স. প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	২	৯৬৪
শপথকে প্রবঞ্চনা হিসাবে গ্রহণ না করা (শাস্তি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৯৪	৭১১
শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
শয়তানকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ (মানুষকে)	৩৫-ফাতির	৬	৮৪৬
শয়তান ও তার বংশধরকে (অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ!)	১৮-কাহ্‌ফ	৫০	৭২৮
শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন আল্লাহ মুমিনদের কাউকে	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
সঠিকপথকে পথ হিসাবে গ্রহণ করেনা (অহংকারকারীরা)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
সন্তান (আল্লাহ স্ত্রী/সন্তান গ্রহণ করেননি, জিনদের প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্‌	৩	৯৮৬
সন্তান (দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছে, কাফিররা বলে)	১৯-মারইয়াম	৮৮	৭৪০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সন্তানগ্রহণ! (মুশরিকরা অপবাদ দেয়, দয়াময় সন্তানগ্রহণ করেছেন)	২১-আম্বিয়া	২৬	৭৫১
সন্তান গ্রহণ করেননি আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	৯১	৭৭১
সন্তান গ্রহণ করেননি আল্লাহ	১৭-ইস্‌রা	১১১	৭২৩
সন্তান গ্রহণ করেননি আল্লাহ	২৫-ফুরকান	২	৭৮২
সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ	৩৯-যুমার	৪	৮৭১
সন্তান গ্রহণ! (আল্লাহকে সন্তান গ্রহণের অপবাদ,মুশরিকদের)	১৮-কাহ্‌ফ	৪	৭২৪
সন্তান গ্রহণ! (আল্লাহকে সন্তান গ্রহণের অপবাদ)	২-বাক্বারা	১১৬	৫১৩
সন্তান গ্রহণ করা শোভনীয় নয় (দয়াময় আল্লাহর জন্য)	১৯-মারইয়াম	৯২	৭৪০
সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়	১৯-মারইয়াম	৩৫	৭৩৬
সন্তান গ্রহণ করার অপবাদ দেয় মুশরিকরা (আল্লাহকে)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
সমকক্ষ (আল্লাহর সমকক্ষ গ্রহণ করে মানুষ...)	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ (মাকামে ইবরাহীমকে)	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
সাদকা গ্রহণ করেন আল্লাহ বান্দাদের	৯-তাওবা	১০৪	৬৫১
সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না (অভিযোগ উত্থাপনকারীর সাক্ষ্য...)	২৪-নূর	৪	৭৭৪
সামান্য মূল্য গ্রহণ (আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের বিনিময়ে)	১৬-নাহ্‌ল	৯৫	৭১১
সিদ্ধান্ত (নিজেদের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মুনাফিক/কাফিররা বলে)	৯-তাওবা	৫০	৬৪৫
সুদ গ্রহণ (নিষেধ সত্ত্বেও ইহুদিরা সুদ গ্রহণ করার পরিণাম)	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না (কিয়ামতের দিন)	২-বাক্বারা	৪৮	৫০৬
সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে)	৩৯-যুমার	৪৩	৮৭৫
সৌন্দর্যগ্রহণের নির্দেশ বনী আদমকে প্রত্যেকবার সিজদার সময়...	৭-আ'রাফ	৩১	৬১৫
স্ত্রী (আল্লাহ স্ত্রী/সন্তান গ্রহণ করেননি, জিনদের প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্‌	৩	৯৮৬
স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ গ্রহণ/ফেরৎ না নেয়া (অপবাদের মাধ্যমে)	৪-নিসা	২০	৫৫৯
স্ত্রীর নিকট থেকে স্বামী কর্তৃক সম্পদ গ্রহণ প্রসঙ্গ	৪-নিসা	২১	৫৫৯
গ্রহণ (অবলম্বন)			
সতর্কতা গ্রহণ/অবলম্বন (যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭১	৫৬৫
গ্রহণকারীনি			
উপপতি গ্রহণকারীনি হবেনা (মুমিন দাসীকে বিয়ে করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
গ্রহণ (ক্রয়)			
সামান্য মূল্যগ্রহণ (আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্যগ্রহণ না করা)	২-বাক্বারা	৪১	৫০৫
সামান্য মূল্য গ্রহণ (স্বরচিতকে আল্লাহর কিতাব বলা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
গ্রাস (আরো দেখুন আত্মসাৎ শব্দটি)			
জালিমদেরকে শাস্তি গ্রাস করে (রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলায়)	১৬-নাহ্‌ল	১১৩	৭১২
পানি (প্লাবনের পানি পৃথিবীকে গ্রাস করার নির্দেশ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
বাতিল পন্থায় সম্পদ গ্রাস করার পরিণাম (ইহুদি প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
শাস্তি জালিমদের শাস্তি গ্রাস করে রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলায়	১৬-নাহ্‌ল	১১৩	৭১২
সম্পদ বাতিল পন্থায় গ্রাস করার পরিণাম (ইহুদি প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
সম্পদ গ্রাস করা নিষেধ (বাতিল পন্থায়)	২-বাক্বারা	১৮৮	৫২১
সম্পদের অংশ গ্রাস করার জন্য বিচারকের নিকট পেশ...	২-বাক্বারা	১৮৮	৫২১
গ্রীবাস্থিত ধমনী			
মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও আল্লাহ অধিক নিকটে	৫০-ক্বাফ	১৬	৯২৩
গ্রীষ্মকালীন			
ভ্রমণ (কুরাইশদের গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণে আসক্তি রয়েছে)	১০৬-কুরাইশ	২	১০৩৪
গ্লাস			
চির কিশোরেরা গ্লাস নিয়ে ঘুরাফিরা করবে (জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	১৮	৯৪৩
সোনার গ্লাসে পরিবেশন করা হবে (জান্নাতে)	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
স্ফটিক গ্লাস ও রৌপ্য পাত্র পরিবেশন করা হবে (জান্নাতে)	৭৬-দাহ্‌র	১৫	৯৯৫
ঘটনা (আরো দেখুন কাহিনী শব্দটি)			
ঘটবে যখন ঘটনাটি (কিয়ামত)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	১	৯৪৩
বর্ণনা (কিছু রাসূল স. এর ঘটনা আল্লাহ বর্ণনা করেননি)	৪-নিসা	১৬৪	৫৭৮
বর্ণনা (ঘটনা বর্ণনা করল মূসা, নারীদের পিতার নিকট)	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
শিক্ষা (পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলীতে বুদ্ধিমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে)	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭
সংঘটিত হবে মহাঘটনা (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্‌	১৫	৯৭৮
সত্য ঘটনা (ঈসা আ. প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	৬২	৫৪২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঘটা			
কল্যাণ (রাসূল স. এর কল্যাণ ঘটলে তা কষ্ট দেয় তাদেরকে যারা...)	৯-তাওবা	৫০	৬৪৫
কিয়ামত কখন ঘটবে (রাসূল স. কে কাফিরদের জিজ্ঞাসা)	৭৯-নাযি'আত	৪২	১০০৫
কিয়ামত কখন ঘটবে সে সম্পর্কে রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
ঘটনাটি ঘটবে (কিয়ামত)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১	৯৪৩
প্রতিশ্রুতি অবশ্যই ঘটবে (কিয়ামত প্রসঙ্গে)	৭৭-মুরসালাত	৭	৯৯৭
বিষয় (যা ঘটার ছিল এমন সম্পন্ন করবেন আল্লাহ)	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
বিষয় (যা ঘটার ছিল এমন বিষয় সম্পন্ন করলেন আল্লাহ)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
ঘটানো			
মৃত্যু ঘটানো হলে ঘুমন্তের প্রাণহরণের পর আল্লাহ আটকে রাখেন	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
মৃত্যু ঘটালেন যখন আল্লাহ (সুলাইমান আ.এর)	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
মৃত্যু ঘটানো হবে না (জাহান্নামীদের মৃত্যু নেই)	৩৫-ফাতির	৩৬	৮৪৯
শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটানো (মদ/জুয়ার মাধ্যমে শয়তান চায়)	৫-মায়িদা	৯১	৫৯১
ঘন			
বাগান উৎপন্ন করেন আল্লাহ (যমীনে)	৮০-আবাসা	৩০	১০০৭
ঘন সন্নিবিষ্ট			
উদ্যান উৎপন্নের জন্য আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করেন	৭৮-নাবা	১৬	১০০০
শস্যদানা (আল্লাহ বৃষ্টি দ্বারা ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপন্ন করেন)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
ঘন সবুজ			
জান্নাত (ঘন সবুজ জান্নাত দু'টি)	৫৫-রাহ্মান	৬৪	৯৪২
ঘর			
অবস্থান (রাসূল স. এর স্ত্রীদের প্রতি ঘরে অবস্থানের নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
অরক্ষিত (খন্দকের মুনাফিকদের ঘর অরক্ষিত থাকার মিথ্যা অজুহাত)	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
আবদ্ধ রাখা (ব্যভিচারী নারীকে ঘরে আবদ্ধ রাখা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
আল্লাহর ঘরের হজ্জ পালন করবে যে...	২-বাকারা	১৫৮	৫১৭
আল্লাহর পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন (ইবরাহীম আ. এর স্ত্রী-পুত্রের)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
ইউসুফ যার ঘরে ছিল সেই নারী তাকে প্ররোচিত করল	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
কসম (ঘর/বায়তুল মা'মূর প্রসঙ্গ)	৫২-তূর	৪	৯২৯
কাফিরদের ঘরে আল্লাহ রূপার ছাদ/সিঁড়ি দিতেন (পার্থিব প্রাচুর্য)	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
কিবলা (ঘরকে কিবলা বানানোর নির্দেশ, মূসা/হারুনের প্রতি)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
খালার ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
চাচার ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
ছামূদ সম্প্রদায়ের ঘর পতিত অবস্থায় থাকা (জুলুমের কারণে)	২৭-নামল	৫২	৮০৪
জান্নাতে ঘর নির্মাণের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর দোয়া	৬৬-তাহ্রীম	১১	৯৭১
তল্লাশী (বনী ইসরাইলের ঘরে ঘরে তল্লাশী...)	১৭-ইস্রা	৫	৭১৪
তাওয়াফ করা(হজ্জে প্রাচীন ঘর/কা'বা তাওয়াফ করা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২৯	৭৬০
দরজা (কাফিরদের ঘরে রূপার দরজা দান, পার্থিব প্রাচুর্য প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৩৪	৮৯৮
দুর্বলতম ঘর মাকড়সার ঘর	২৯-আনকাবূত	৪১	৮১৯
নবী পরিবারের ঘরে পাঠকৃত আল্লাহর আয়াত স্মরণ রাখার নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
নবীর ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যাবে না	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
নিজেদের ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
নিরাপদ ঘর নির্মাণ করত হিজরবাসীরা পাহাড় কেটে	১৫-হিজর	৮২	৭০২
নির্মাণ (জান্নাতে ঘর নির্মাণের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর দোয়া)	৬৬-তাহ্রীম	১১	৯৭১
পবিত্র ঘর কা'বা মানুষের জীবনধারণের উপকরণস্বরূপ	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন (ইবরাহীম আ. এর স্ত্রী ও পুত্রের)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
পবিত্র ঘরের যাত্রীদের অবমাননা নিষেধ	৫-মায়িদা	২	৫৮০
পালিত (ঘরে লালিত পালিত স্ত্রীর পূর্বস্বামীর কন্যাকে বিয়ে হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
পিপড়াদের ঘরে প্রবেশ করার নির্দেশ(সুলাইমানের বাহিনীর আগমনে)	২৭-নামল	১৮	৮০১
পিতার ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
পেছন থেকে ডাকা (রাসূল স. কে যারা ঘরের পেছন থেকে ডাকে...)	৪৯-হুজুরাত	৪	৯২০
প্রবেশ (নূহ আ. এর ঘরে মুমিন হয়ে প্রবেশকারীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা)	৭১-নূহ্	২৮	৯৮৫
প্রবেশ (ঘরে প্রবেশে পূণ্য নেই, পিছন দিক থেকে)	২-বাকারা	১৮৯	৫২১
প্রবেশ (ঘরে প্রবেশের সময় স্বজনদেরকে সালাম দেয়া)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
প্রবেশ (কোন ঘরে প্রবেশ নিষেধ, অনুমতি ছাড়া)	২৪-নূর	২৭	৭৭৬
প্রাচীন ঘর/কা'বা তাওয়াফ করা (হজ্জ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২৯	৭৬০
প্রথম ঘর বাক্কায় স্থাপিত (মানব জাতির জন্য)	৩-আলে ইমরান	৯৬	৫৪৫
ফুফুর ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
বসবাস (যে ঘরে বসবাস করা হয় না তাতে প্রবেশে দোষ নেই)	২৪-নূর	২৯	৭৭৬
বিশ্রামের স্থান (আল্লাহ মানুষের জন্য ঘরকে বিশ্রামের স্থান বানিয়েছেন)	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
বের করা (ঘর থেকে বের করলেন প্রতিপালক রাসূল স. কে)	৮-আনফাল	৫	৬৩২
বের হওয়া (হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়া...)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
বের করা (স্ত্রী অশ্লীলতায় লিপ্ত না হলে ঘর থেকে বের করা যাবেনা...)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
বোনের ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
ভাইয়ের ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মালিক (কুরাইশদের কাবাঘরের মালিককের ইবাদত করতে নির্দেশ)	১০৬-কুরাইশ	৩	১০৩৪
মানুষ ঘরে যা আহার করে ঈসা আ. তা জানিয়ে দেন	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
মাতার ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
মাকড়সার ঘর দুর্বলতম ঘর	২৯-আনকাবূত	৪১	৮১৯
মামার ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
মিসরে ঘর বানানোর নির্দেশ, আল্লাহর (মূসা/হারুনের প্রতি)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
মুনাফিকরা যদি তাদের ঘরে বসে থাকত তা হলেও...	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
মুসলিমদের একটি মাত্র ঘর ছিল লূত সম্প্রদায়ের মাঝে	৫১-যারিয়াত	৩৬	৯২৭
মূসা ও তার অনুসারীদের ঘর মিসরে বানানোর নির্দেশ (আল্লাহর)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
সালাত (কাবা ঘরের কাছে লোকদের সালাত শিস ও করতালি...)	৮-আনফাল	৩৫	৬৩৫
সাজ-সজ্জা বিশিষ্ট ঘর হবে রাসূল স. এর জন্য (কাফিরদের দাবি)	১৭-ইস্রা	৯৩	৭২২
স্থান (ইবরাহীম আ. এর জন্য ঘর/কা'বার স্থান নির্ধারণ করা)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
হজ্জ (কা'বাঘরের হজ্জ করা মানুষের উপর অবশ্য কর্তব্য...)	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
ঘর (কা'বা)			
নিরাপত্তাস্থল (কাবাঘর মানবজাতির জন্য নিরাপত্তাস্থল)	২-বাকারা	১২৫	৫১৪
পবিত্র রাখা (ইবরাহীম-ইসমাঈল আ.কে কাবাঘর পবিত্র রাখার নির্দেশ)	২-বাকারা	১২৫	৫১৪
প্রাচীন/কা'বা ঘরের নিকট পশু কুরবানীর স্থান(হজ্জ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৩	৭৬১
ভিত্তি (ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. কর্তৃক কাবা ঘরের ভিত্তি উত্তোলন)	২-বাকারা	১২৭	৫১৪
মিলনকেন্দ্র (কাবাঘর মানবজাতির জন্য মিলনকেন্দ্র)	২-বাকারা	১২৫	৫১৪
স্থান (ইবরাহীম আ.এর জন্য ঘর/কা'বার স্থান নির্ধারণ করা)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
ঘর (তাবু)			
চামড়ার (গবাদি পশুর চামড়া দিয়ে মানুষের ঘর/তাবু বানানো)	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
ঘরবাড়ি (আরো দেখুন বাড়ী-ঘর শব্দটি)			
বের হওয়া (মুনাফিকদের ঘরবাড়ি থেকে বের হওয়ার নির্দেশ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
ঘর (মসজিদ)			
সমুন্নত (ঘর সমুন্নত রাখার নির্দেশ, আল্লাহর স্মরণের জন্য)	২৪-নূর	৩৬	৭৭৮
ঘাঁটি			
বসে থাকা (ঘাটিতে বসে থাকার নির্দেশ, মুশরিকদের জন্য)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
মসজিদ (ঘাটি স্বরূপ মসজিদ, আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরোধীদের)	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
ঘাড়			
আঘাত (ঘাড়ের উপর আঘাত, কাফিরদেরকে, বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
আঘাত (যুদ্ধের সময় কাফিরদের ঘাড়ে আঘাত করার নির্দেশ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
একত্র করা (মানুষ কি মনে করে তার হাড়সমূহ একত্র করা হবে না)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩	৯৯৩
ক্ষয়প্রাপ্ত হাড়ে পরিণত হওয়ার পর পুনরুত্থানে অবিশ্বাস	৭৯-নাযি'আত	১১	১০০৩
চর্বি (গরু/ভেড়ার হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি ইহুদীদের জন্য হালাল ছিল)	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
জীবিত করা (ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাড় জীবিত করা বিষয়ে সন্দেহ!)	৩৬-ইয়াসীন	৭৮	৮৫৬
ঢেকে দেয়া (হাড়কে গোশত দিয়ে ঢেকে দেয়া)	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
দুর্বল (হাড় দুর্বল হয়েছে যাকারিয়ার)	১৯-মারইয়াম	৪	৭৩৪
পরিণত হওয়ার পর পুনরুত্থান! (কাফিরদের বিস্ময়)	৩৭-সাফ্ফাত	১৬	৮৫৭
পরিণত (হাড়ে পরিণত হওয়ার পর প্রতিদান দেয়া হবে!)	৩৭-সাফ্ফাত	৫৩	৮৫৯
পুনরুত্থান (হাড়ে পরিণত হওয়ার পর পুনরুত্থান!)	১৭-ইস্রা	৪৯	৭১৮
বিনত হওয়া (নিদর্শনের প্রতি মানুষের ঘাড় বিনত হওয়া...)	২৬-শু'আরা	৪	৭৮৮
মাটি (হাড় ও মাটিতে পরিণত হওয়ার পর পুনরুত্থান)	২৩-মু'মিনূন	৮২	৭৭১
মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পরও পুনরুত্থান?	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪৭	৯৪৫
মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর বের করে আনা	২৩-মু'মিনূন	৩৫	৭৬৮
'মুদগা' কে হাড়ে পরিণত করা...	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
লক্ষ্য করা (উযায়েরের গাধার হাড়ের দিকে লক্ষ্য করা)	২-বাকারা	২৫৯	৫৩১
হাত ঘাড়ের সাথে শৃঙ্খলিত করে রাখা নিষিদ্ধ (কৃপণতা প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্রা	২৯	৭১৬
ঘাড় বাঁকানো			
বিতর্ক (আল্লাহ সম্পর্কে ঘাড় বাঁকিয়ে বিতর্ক করা, জ্ঞান ছাড়াই)	২২-হাজ্জ	৯	৭৫৭
ঘাস			
চর্বিত ঘাসের মত করা (হাতীওয়ালাদের পরিণতি)	১০৫-ফীল	৫	১০৩৩
ঘিরে ফেলা			
শাস্তি ঘিরে ফেলল (ফিরআউন সম্প্রদায়কে)	৪০-মু'মিন	৪৫	৮৮১
ঘিরে রাখা			
আরশ ঘিরে ফেরেশতারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
ঘুম (আরো দেখুন নিদ্রা শব্দটি)			
নিদর্শন (ঘুম আল্লাহর নিদর্শন)	৩০-রূম	২৩	৮২৩
বিশ্রাম (আল্লাহ ঘুমকে বিশ্রাম স্বরূপ বানিয়েছেন)	৭৮-নাবা	৯	১০০০
বিশ্রাম (ঘুমকে বিশ্রাম বানিয়েছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৪৭	৭৮৫
ঘুমন্ত			
বাগানওয়ালাদের ঘুমন্ত অবস্থায় বাগানের উপর বিপর্যয় হানা দিল	৬৮-ক্বালাম	১৯	৯৭৬
ঘুমানো			
শান্তি আসা (রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় শান্তি আসা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯৭	৬২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঘুরতে থাকা			
অপরাধীরা ঘুরতে থাকবে (জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানির মাঝে)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৪	৯৪১
জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানির মাঝে ঘুরতে থাকবে অপরাধীরা	৫৫-রাহ্‌মান	৪৪	৯৪১
ফুটন্ত পানি ও জাহান্নামের মাঝে ঘুরতে থাকবে অপরাধীরা	৫৫-রাহ্‌মান	৪৪	৯৪১
ঘুরাফেরা			
একে অপরের কাছে ঘুরাফেরা করতেই হয়...	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
চির-কিশোররা ঘুরাফেরা করবে (জান্নাতিদের সেবায়)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	১৭	৯৪৩
জান্নাতীদের চারপাশে গিলমান (কিশোর ভৃত্যরা)ঘুরাফিরা করবে	৫২-তূর	২৪	৯৩০
ঘুরে ঘুরে			
জান্নাতে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে (সোনার থালা/গ্লাসে)	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
পরিবেশন (জান্নাতিদেরকে ঘুরে ঘুরে পানপাত্র...)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৪৫	৮৫৯
অবাধ্যতায় দিশেহারার মত ঘুরে বেড়াবার অবকাশ	৬-আন্‌'আম	১১০	৬০৬
নগরে (অনেক প্রজন্ম নগরে ঘুরে বেড়াত যাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে)	৫০-ক্বাফ	৩৬	৯২৪
ঘুরে বেড়ানো (দিশেহারা হয়ে)			
উপত্যকায় (কবিরা দিশেহারা হয়ে উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়)	২৬-শু'আরা	২২৫	৭৯৯
ঘুষি			
মূসা আ. ঘুষি মারল (শত্রুদলের লোকটিকে)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
ঘূর্ণিঝড়			
আঘাত (ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বাগান ভস্মীভূত হওয়ার উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
ঘৃণা			
অবিশ্বাসীরা ঘৃণাভরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এক আল্লাহকে উল্লেখ...	১৭-ইস্‌রা	৪৬	৭১৮
ঘৃণিত			
জাহান্নামীদেরকে ঘৃণিত অবস্থায় জাহান্নামে থাকার নির্দেশ	২৩-মু'মিনূন	১০৮	৭৭২
ফির'আউন ও তার বাহিনী ঘৃণিত হবে (কিয়ামতের দিন)	২৮-কাসাস	৪২	৮১১
বানর (শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকারীদের ঘৃণিত বানর হওয়া)	২-বাক্বারা	৬৫	৫০৭
বানর (অবাধ্য হওয়ায় ঘৃণীত বানর হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৬	৬২৮
ঘৃণ্য			
আল্লাহর কাছে বড়ই ঘৃণ্য কাজ (যা কর না, তা বলা)	৬১-সাফ্‌ফ	৩	৯৬০
কথা (স্ত্রীর সাথে যিহার করা ঘৃণ্য কথা)	৫৮-মুজাদালা	২	৯৫২
কাজ, মূসা আ.এর দৃষ্টিতে (খিজিরের বালক হত্যা)	১৮-কাহ্‌ফ	৭৪	৭৩০
পিতৃ-পুরুষের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২২	৫৫৯
প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য (মন্দকাজগুলো)	১৭-ইস্‌রা	৩৮	৭১৭
বড় ঘৃণ্য কাজ (আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে বিতর্ক করা)	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
ঘোড়া			
আরোহণ (মানুষের আরোহণের জন্য ঘোড়া,খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি)	১৬-নাহ্‌ল	৮	৭০৩
উপস্থাপন (সুলাইমান আ.এর সামনে উৎকৃষ্ট ঘোড়া উপস্থাপন)	৩৮-সোয়াদ	৩১	৮৬৮
কসম (কসম সে ঘোড়ার যা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়)	১০০-'আদিয়াত	১	১০৩০
চিহ্নিত ঘোড়া শোভনীয় করা হয়েছে মানুষের জন্য	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
দৌড়ানো (ঘোড়া বা উট দৌড়ায়নি মুমিনগণ 'ফাই' এর জন্য)	৫৯-হাশর	৬	৯৫৫
দৌড় (কসম সে ঘোড়ার যা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়)	১০০-'আদিয়াত	১	১০৩০
ঘোরতর			
নবীপত্নীদের বিবাহ করা মুমিনদের জন্য ঘোরতর অপরাধ	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
পাপ (ঘোরতর পাপ কাজে লেগে থাকত, বামের সাথীরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৪৬	৯৪৫
ঘোষণা			
আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা (পাপাচারী সম্প্রদায়ের ধ্বংস প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩৫	৯১১
আল্লাহ ও রাসূল স. এর পক্ষ থেকে ঘোষণা (বড় হজ্জের দিনে)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
ইবাদতকারীদের জন্য ঘোষণা (সৎকর্মশীল যমীনের উত্তরাধিকারী)	২১-আম্বিয়া	১০৬	৭৫৭
ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে- 'জালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত'	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
ঘোষণাকারী ঘোষণা করল- হে কাফেলা তোমরা চোর	১২-ইউসুফ	৭০	৬৮৩
ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে কিয়ামতে (নিকটবর্তী স্থান থেকে)	৫০-ক্বাফ	৪১	৯২৪
প্রতিপালকের (কৃতজ্ঞতার পুরস্কার ও অকৃতজ্ঞতার শাস্তি)	১৪-ইবরাহীম	৭	৬৯৩
প্রতিপালকের ঘোষণা (কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদিদের একদলকে শাস্তি দান)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
প্রতিপালক ঘোষণা করল , ফিরআউন নিজেকে...	৭৯-নাযি'আত	২৩	১০০৪
প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে মতপার্থক্যের মীমাংসা হত!	১০-ইউনুস	১৯	৬৫৬
ফির'আ উনের ঘোষণা, "মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়?"	৪৩-যুখরুফ	৫১	৮৯৯
মুশরিকদের ঘোষণা (আল্লাহর শরীক সম্পর্কে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৭	৮৯০
যুদ্ধ ঘোষণা (সুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ-রাসূল স. এর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা)	২-বাক্বারা	২৭৯	৫৩৩
হজ্জের ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ (ইবরাহীম আ. এর প্রতি)	২২-হাজ্জ	২৭	৭৬০
ঘোষণাকারী			
ঘোষণা করবে এক ঘোষণাকারী- 'জালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত'	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
ঘোষণা করবে ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে (কিয়ামতে)	৫০-ক্বাফ	৪১	৯২৪
ঘোষণা করল এক ঘোষণাকারী- হে কাফেলা তোমরা চোর	১২-ইউসুফ	৭০	৬৮৩
ঘেরাও (দেখুন অবরোধ শব্দটি)			
ঘ্রাণ			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছেন (পিতা ইয়াকুব)	১২-ইউসুফ	৯৪	৬৮৫
চক্রান্ত (আরো দেখুন ষড়যন্ত্র শব্দটি)			
শোভনীয় (চক্রান্তকে কাফিরদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
চক্ষু (আরো দেখুন চোখ শব্দটি)			
অন্ধ (চক্ষু অন্ধ করেছেন আল্লাহ, মুনাফিকদের)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৩	৯১৪
অশ্রুসজল হওয়া (রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন শুনে নাসারাদের চোখ)	৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
জুড়ানো (মূসা আ.কে মায়ের কাছে ফিরিয়ে মায়ের চক্ষু জুড়ানো)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মরিয়মের চক্ষু শীতল করা	১৯-মারইয়াম	২৬	৭৩৫
শীতলকারী (চক্ষু শীতলকারী সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা)	২৫-ফুরকান	৭৪	৭৮৭
শীতলকারী (চক্ষু শীতলকারী প্রতিদান, মুমিনের কৃতকর্মের...)	৩২-সাজ্‌দা	১৭	৮৩১
শীতলকারী (মূসা আ. চক্ষুশীতলকারী, ফির'আউন ও তার স্ত্রীর)	২৮-কাসাস	৯	৮০৮
শীতল (চক্ষু শীতল করার জন্য মূসা আ.কে মায়ের নিকট ফেরত দান)	২৮-কাসাস	১৩	৮০৯
শীতল (রাসূল স. এর স্ত্রীগণের চক্ষু শীতল হওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
চক্ষু শীতলকারী			
প্রতিদান (চক্ষু শীতলকারী প্রতিদান, মুমিনের কৃতকর্মের...)	৩২-সাজ্‌দা	১৭	৮৩১
ফির'আউন ও তার স্ত্রীর চক্ষুশীতলকারী (শিশু মূসা)	২৮-কাসাস	৯	৮০৮
চক্ষুষ্মান			
অন্ধের সমান নয় চক্ষুষ্মান (উপমা)	৩৫-ফাতির	১৯	৮৪৮
'আদ ও ছামূদ জাতি চক্ষুষ্মান হলেও শয়তান সঠিকপথ থেকে বিরত রাখে	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
ছামূদ জাতি চক্ষুষ্মান হলেও শয়তান সঠিকপথ থেকে বিরত রাখে	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
চতুর্থ			
আল্লাহ (তিন জনের গোপন কথায় চতুর্থজন থাকেন আল্লাহ)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
কুকুর আসহাবে কাহফের তিন জনের সাথে...	১৮-কাহ্‌ফ	২২	৭২৬
চতুর্থাংশ (দেখুন চার ভাগের একভাগ শব্দটি)			
চতুর্দিক			
মদীনার চতুর্দিক থেকে শত্রু ঢুকলে মুনাফিকদের বিদ্রোহ প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	১৪	৮৩৪
চতুষ্পদ			
গবাদি পশু (চতুষ্পদ গবাদি পশু হালাল করা হয়েছে)	৫-মায়িদা	১	৫৮০
চতুষ্পদ গবাদি পশু			
রিযিক (চতুষ্পদ গবাদি পশুতে আল্লাহর রিযিক দান...)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
রিযিক (আল্লাহ রিযিকস্বরূপ যে চতুষ্পদ গবাদি পশু দিয়েছেন তা কুরবানী)	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
চতুষ্পদ জন্তু (আরো দেখুন গবাদিপশু/গৃহপালিত পশু শব্দটি)			
কাফিররা চতুষ্পদ জন্তুর মত খায়	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
সৃষ্টি (মানুষের আরোহণের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর সৃষ্টি)	৪৩-যুখরুফ	১২	৮৯৬
চন্দ্র (আরো দেখুন চাঁদ শব্দটি)			
অনুগত (আল্লাহ চাঁদ ও সূর্যকে অনুগত করেছেন)	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
অনুগত (আল্লাহ চন্দ্র-সূর্যকে অনুগত করেছেন)	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
আলো (আল্লাহ চন্দ্রকে আলো বানিয়েছেন)	৭১-নূহ	১৬	৯৮৫
আলো (আল্লাহ চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বানিয়েছেন)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
আলোহীন হয়ে পড়বে চন্দ্র (কিয়ামতে)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	৮	৯৯৩
উদিত হওয়া (চন্দ্রকে উদিত হতে দেখে ইবরাহীম আ. প্রতিপালক)	৬-আন্‌'আম	৭৭	৬০৩
একত্র করা হবে কিয়ামতে (সূর্য ও চন্দ্রকে)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	৯	৯৯৩
কসম চাঁদের যখন তা সূর্যের পরে আবির্ভূত হয়	৯১-শাম্‌স	২	১০২৪
গণনার জন্য আল্লাহ চন্দ্র-সূর্যকে বানিয়েছেন	৬-আন্‌'আম	৯৬	৬০৫
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে চন্দ্র-সূর্য	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
নিদর্শন (অনুধাবনকারীদের জন্য চন্দ্র নিদর্শন)	১৬-নাহ্‌ল	১২	৭০৩
নিয়োজিত (চন্দ্র মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত)	১৪-ইবরাহীম	৩৩	৬৯৬
নিয়োজিত (চন্দ্র-সূর্যকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন)	১৬-নাহ্‌ল	১২	৭০৩
নিদর্শন (চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৭	৮৮৯
নিয়মাধীনকারী (চন্দ্র-সূর্যকে নিয়মাধীনকারী আল্লাহ)	২৯-আনকাবূত	৬১	৮২১
নিয়মাধীন (চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়মাধীন করেছেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
নিয়মাধীন করেছেন আল্লাহ (চন্দ্র ও সূর্যকে)	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
নির্দেশাধীন (চন্দ্র আল্লাহর নির্দেশের অধীন)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
বিদীর্ণ হয়েছে চন্দ্র	৫৪-কামার	১	৯৩৬
সাঁতার কাটা (সূর্য ও চন্দ্র নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে)	২১-আম্বিয়া	৩৩	৭৫২
সিজদা (চন্দ্র আল্লাহকে সিজদা করে)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
সিজদা (চন্দ্রকে সিজদা না করে আল্লাহকে সিজদা করার নির্দেশ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৭	৮৮৯
সেজদাবনত (চন্দ্র-সূর্য ও এগার নক্ষত্র ইউসুফের প্রতি সেজদাবনত)	১২-ইউসুফ	৪	৬৭৭
হিসাব অনুযায়ী চলছে... (চন্দ্র ও সূর্য)	৫৫-রাহ্‌মান	৫	৯৩৯
চমকপ্রদ			
কথা (চমকপ্রদ কথার মাধ্যমে শয়তানের প্রতারণা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১১২	৬০৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
চমৎকৃত			
রাসূল স. কে চমৎকৃত করবে (মুনাফিকদের শারীরিক গঠন)	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
চরম			
অপমান (চরম অপমান, আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচারীদের)	৯-তাওবা	৬৩	৬৪৬
পথভ্রষ্টতা (চরম পথভ্রষ্টতা,কাফিরদের কাজের উপমা প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
পথভ্রষ্টতা (দুনিয়াকে প্রাধান্য দান আখিরাতের তুলনায়)	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
চরানো			
গৃহপালিত পশু চরানোর মাঝে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন আছে..	২০-ত্বা-হা	৫৪	৭৪৪
পশু চরানো (বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন উদ্ভিদে/চারণভূমিতে)	১৬-নাহ্ল	১০	৭০৩
চরিত্র			
মহান চরিত্রের অধিকারী রাসূল স.	৬৮-ক্বালাম	৪	৯৭৫
চরিত্রবান (সচ্চরিত্রবান)			
বিয়ে (চরিত্রবান থাকার উদ্দেশ্যে বিয়ে করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
চর্বি			
হারাম (ইহুদীদের জন্য গরু ও ভেড়ার চর্বি হারাম করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৪৬	৬১০
চর্বিত			
ঘাস (হাতীওয়ালাদের পরিণতি চর্বিত ঘাসের মত)	১০৫-ফীল	৫	১০৩৩
চলমান			
নৌযান (চলমান নৌযান নিদর্শন)	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
মেঘের মত চলমান হবে (নিশ্চল পর্বত কিয়ামতে)	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
চলা			
ইবরাহীম আ. চললো প্রতিপালকের দিকে (সঠিক পথের আশায়)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৯৯	৮৬১
কোথায় চলেছে মানুষ? (কুরআন পরিত্যাগ করে)	৮১-তাকভীর	২৬	১০০৯
চার পায়ে চলে কিছু জীব	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
ছায়ার দিকে (মিথ্যা অভিহিতকারীদের) ...	৭৭-মুরসালাত	৩০	৯৯৮
জিহ্বা না চলা (মূসার ফির'আউনের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৩	৭৮৮
দু পায়ে চলে কিছু জীব	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
দ্রুত গতিতে পর্বতসমূহ চলবে (কিয়ামতের দিন)	৫২-তূর	১০	৯২৯
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলবে (সবকিছু)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
নির্দিষ্ট সময়ের দিকে চলছে (চন্দ্র-সূর্য প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
নৌকা (ঢেউয়ের মধ্যে নূহের নৌকা চলতে থাকল...)	১১-হূদ	৪২	৬৬৯
নৌযান (নূহের নৌযান চলত আল্লাহর তত্ত্বাবধানে)	৫৪-কামার	১৪	৯৩৬
নৌযান অনুকূল বাতাসে চলাবস্থায় তরঙ্গাঘাত...	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
পথ চললে দেখতে পেত না অপরাধীরা (চোখ নিস্প্রভ করলে)	৩৬-ইয়াসীন	৬৬	৮৫৫
পর্বতসমূহ চলবে দ্রুত গতিতে (কিয়ামতের দিন)	৫২-তূর	১০	৯২৯
পা (মূর্তিদের কি পা আছে যা দিয়ে তারা চলে ?)	৭-আ'রাফ	১৯৫	৬৩১
পিছনে চলা (মূসা আ.এর বোন শিশু মূসার পিছনে পিছনে)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
পৃথিবীতে চলে রহমানের বান্দারা বিনয়ী হয়ে	২৫-ফুরকান	৬৩	৭৮৬
পেটে ভর দিয়ে চলে কিছু জীব	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
ফয়সালার দিকে, মিথ্যা অভিহিতকারীদের...	৭৭-মুরসালাত	২৯	৯৯৮
বাগানওয়ালারা চলতে লাগল, নিচু স্বরে কথা বলতে বলতে	৬৮-ক্বালাম	২৩	৯৭৬
চলা			
মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপমা	৬-আন্‌'আম	১২২	৬০৮
মু'মিনদের চলার জন্য আলো স্থাপন করবেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
মূসা আ. ও খিজিরের (খিজির কর্তৃক নৌকা ছিদ্র করা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্‌ফ	৭১	৭৩০
মূসা আ. ও খিজির এক সাথে চলল (দ্বিতীয় প্রশ্নের পর..)	১৮-কাহ্‌ফ	৭৭	৭৩১
মূসা আ. ও খিজিরের (খিজির কর্তৃক বালক হত্যা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্‌ফ	৭৪	৭৩০
লাজুক পায়ে দু'জন নারীর একজন মূসার নিকট আসল	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
সমুদ্রের সংযোগস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত(মূসার সংকল্প)	১৮-কাহ্‌ফ	৬০	৭২৯
চলাচল			
অক্ষম (পৃথিবীতে চলাচল করতে না পারা/অক্ষমদেরকে দান)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
নিশ্চিন্তে (ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে পৃথিবীতে চলাচল করত যদি তবে...)	১৭-ইসরা	৯৫	৭২২
নৌযান চলাচল করে সমুদ্রে (আল্লাহর আদেশে)	৪৫-জাছিয়া	১২	৯০৫
নৌযান চলাচল (আল্লাহর নির্দেশে নৌযান সমুদ্রে চলাচল করে)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
নৌযান চলাচল করে (আল্লাহর নির্দেশে)	৩০-রূম	৪৬	৮২৫
নৌযান চলাচল করে সমুদ্রে (আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানে)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
নৌযান (আল্লাহর নেয়ামতে সমুদ্রে নৌযান চলাচল করে)	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
পাহাড়ী পথে মানুষের চলাচলের জন্য পৃথিবীকে...	৭১-নূহ্‌	২০	৯৮৫
মানুষ চলাচল করে নিদর্শনের পাশ দিয়ে তা উপেক্ষা করে	১২-ইউসুফ	১০৫	৬৮৬
মেঘমালার চলাচলের মত পর্বত চলমান হবে (কিয়ামতে)	২৭-নামল	৮৮	৮০৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সমতল পথে মানুষের চলাচলের জন্য পৃথিবীকে...	৭১-নূহ্‌	২০	৯৮৫
সমুদ্রে (আল্লাহর নির্দেশে নৌযান সমুদ্রে চলাচল করে)	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
সমুদ্রে নৌযান চলাচল করে (আল্লাহর নির্দেশে)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
সূর্য চলাচল করে তার নির্দিষ্ট অবস্থানে (একটি নিদর্শন)	৩৬-ইয়াসীন	৩৮	৮৫৪
চলাচলকারী			
সহজে চলাচলকারী নৌযানের কসম	৫১-যারিয়াত	৩	৯২৫
চলাফেরা			
গর্ভধারণ অবস্থায় চলাফেরা প্রসঙ্গ (হালকা গর্ভধারণ)	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
পাকড়াও (চলাফেরা করা অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীদের পাকড়াও করা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৪৬	৭০৬
বাজারে চলাফেরা করত পূর্বে প্রেরিত রাসূলগণও	২৫-ফুরকান	২০	৭৮৩
বাসস্থানে চলাফেরা করত এমন প্রজন্ম ধ্বংস প্রসঙ্গ	৩২-সাজদা	২৬	৮৩২
রাসূল স. চলাফেরা করে হাট বাজারে (কাফিরদের বিস্ময়)	২৫-ফুরকান	৭	৭৮২
ষড়যন্ত্রকারীদের চলাফেরা করা অবস্থায় পাকড়াও করা প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্‌ল	৪৬	৭০৬
চলে আসা			
আল্লাহর এই সুন্নত তার বান্দাদের মধ্যে চলে এসেছে	৪০-মু'মিন	৮৫	৮৮৫
চলে যাওয়া			
অনুমতিগ্রহণ ছাড়া চলে যায় না মু'মিনগণ (সমষ্টিগত ব্যাপারে)	২৪-নূর	৬২	৭৮১
আত্মা চলে যাবে কাফির অবস্থায় (মুনাফিক/কাফিরদের আত্মা)	৯-তাওবা	৫৫	৬৪৫
আত্মা চলে যাবে কাফির অবস্থায় (মুনাফিকদের আত্মা)	৯-তাওবা	৮৫	৬৪৯
ইউনুস আ. ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জনপদ থেকে চলে যায়	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
ইবরাহীম আ.এর পরিজন চলে গেল (ইব্রাহীমকে পিছনে রেখে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৯০	৮৬১
ইবরাহীম আ.এর সম্প্রদায় চলে যাওয়ার পর মূর্তি ভাঙ্গার পরিকল্পনা	২১-আম্বিয়া	৫৭	৭৫৪
কাফিরদেরকে চলে যেতে বলল (তাদের প্রধানগণ)	৩৮-সোয়াদ	৬	৮৬৬
ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জনপদ থেকে ইউনুস আ.এর চলে যান	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
খাবার গ্রহণ শেষে নবীর ঘর থেকে চলে যাওয়া	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
ডান দিক দিয়ে চলে যায় সূর্য, যখন উদিত হয় (আসহাবে কাহফ প্র.)	১৮-কাহ্‌ফ	১৭	৭২৫
দলসমূহ চলে যায়নি বলে মুনাফিকদের ধারণা(খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২০	৮৩৫
নবীর প্রাণ যেন পথভ্রষ্টদের জন্য আফসোস করে চলে না যায়	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
পানি গভীরে (বাগানওয়ালার সাথীর আশঙ্কা) ...	১৮-কাহ্‌ফ	৪১	৭২৮
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায় কাফিররা (রাসূল স. এর আহ্বানে)	৩০-রূম	৫২	৮২৬
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গেলে বধিরকে শোনানো যায় না	২৭-নামল	৮০	৮০৬
ভয় চলে গেলে মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
মিথ্যা চলে যায় সত্য আসলে	১৭-ইসরা	৮১	৭২১
রাসূল স. এর কাছ থেকে চলে গিয়ে মুনাফিকরা পরামর্শ করে	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
লূত আ.এর পরিবার চলে যাবে যেখানে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়	১৫-হিজর	৬৫	৭০১
শক্তি চলে যাবে মু'মিনদের, পরস্পরে বিবাদ করলে	৮-আনফাল	৪৬	৬৩৬
স্ত্রী (মুমিনদের স্ত্রী কাফিরদের নিকট চলে গেলে মোহরের অর্থ...)	৬০-মুমতাহিনা	১১	৯৫৯
চলে যাওয়া (রাতে)			
ভেড়া রাতের বেলা শস্যক্ষেতে চলে যাওয়ার বিচার(দাউদ/সুলাইমান আ.)	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
চল্লিশ			
বছর (চল্লিশ বছর নিষিদ্ধ মূসার সম্প্রদায়ের জন্য, পবিত্র ভূমি)	৫-মায়িদা	২৬	৫৮৩
বছর (চল্লিশ বছরে উপনীত হয়ে মানুষ বলে...)	৪৬-আহকাফ	১৫	৯০৯
রাত (মূসা আ.এর জন্য প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত পূর্ণ হওয়া)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
রাত (মূসার জন্য চল্লিশ রাত নির্দিষ্ট করা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫১	৫০৬
চাওয়া (আরো দেখুন প্রার্থনা শব্দটি)			
অজ্ঞদেরকে চায় না ঈমানদাররা (পূর্ববর্তী ঈমানদার প্রসঙ্গ)	২৮-কাসাস	৫৫	৮১৩
অনুগ্রহ করতে চাইলেন আল্লাহ (নির্যাতিতদের প্রতি)	২৮-কাসাস	৫	৮০৮
অমঙ্গল (পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল চাওয়া হয়েছে নাকি মঙ্গল...)	৭২-জিন্‌	১০	৯৮৬
অমঙ্গল (আল্লাহ অমঙ্গ চাইলে কেউ রক্ষা করতে পারে না)	৩৩-আহযাব	১৭	৮৩৪
আখিরাত চান আল্লাহ	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮
আখিরাত চেয়েছিল মুমিনদের কেউ (উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
আখিরাতের আবাস চাইলে প্রতিদান (নবীর স্ত্রীদের প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৯	৮৩৫
আখিরাতের পুরস্কার যে চায় আল্লাহ তাকে দেন	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
আখিরাতের ফসল চায় যে, আল্লাহ তার ফসল বর্ধিত করে দেন	৪২-শূরা	২০	৮৯৩
আপোষ-নিষ্পত্তি চাইলে স্বামীরা ফিরিয়ে নিতে পারে...	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
আপোষ চাইলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহ মিলমিশ করে দিবেন	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
আল্লাহ কী চান? (মশা/তুচ্ছ বস্তুর উপমা দ্বারা)	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
আল্লাহ চাইলেন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে	৮-আনফাল	৭	৬৩২
আল্লাহ চাইলে যা ওহী করেছেন রাসূল স. এর প্রতি তা নিয়ে নিতেন	১৭-ইসরা	৮৬	৭২১
আল্লাহ চাইলে যাকে ইচ্ছা সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন	৩৯-যুমার	৪	৮৭১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
চাওয়া (আরো দেখুন প্রার্থনা শব্দটি)(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ চাইলে রাসূল স. কুরআন পাঠ করতেন না!	১০-ইউনুস	১৬	৬৫৫
আল্লাহ চান না কঠিন করতে, মানুষের প্রতি (রোযা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
আল্লাহ চান না মুমিনদের অসুবিধা করতে	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
আল্লাহ বিপথগামী করতে চাইলে উপদেশ উপকারে আসেনা নূহ আ.	১১-হূদ	৩৪	৬৬৮
আল্লাহ তামাশার সামগ্রী গ্রহণ করতে চাইলে...	২১-আম্বিয়া	১৭	৭৫১
আল্লাহর চান, আখিরাতে কোন অংশ দিবেন না তাদেরকে যারা...)	৩-আলে ইমরান	১৭৬	৫৫৩
আল্লাহ যা চান তাই করেন)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
আল্লাহ যা চান আদেশ করেন	৫-মায়িদা	১	৫৮০
আল্লাহ নবী পরিবার থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
আল্লাহ পথ প্রদর্শন করতে চাইলে বক্ষ প্রশস্ত করে দেন	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
আল্লাহ কারো ক্ষতি চাইলে কেউ তা দূর করতে পারেনা	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
আল্লাহ কাউকে দয়া করতে চাইলে কেউ তা আটকাতে পারেনা	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
আল্লাহ চান না যে মানুষ তাকে খাওয়াবে	৫১-যারিয়াত	৫৭	৯২৮
আল্লাহ চাননি যাদের হৃদয় পবিত্র করতে	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
আল্লাহ চান শাস্তি দিতে মুনাফিক/কাফিরদেরকে (দুনিয়ার জীবনে)	৯-তাওবা	৫৫	৬৪৫
আল্লাহ চান (স্পষ্ট বর্ণনা, সুন্নত প্রদর্শন ও তওবা কবুল করতে)	৪-নিসা	২৬	৫৬০
আল্লাহ তওবা কবুল করতে চান	৪-নিসা	২৭	৫৬০
আল্লাহ/রাসূল/আখিরাত চাইলে প্রতিদান (নবীর স্ত্রীদের প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৯	৮৩৫
আল্লাহ পথভ্রষ্ট করতে চাইলে বক্ষ সংকীর্ণ/কঠোর করে দেন	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ চাওয়ার নির্দেশ	৪-নিসা	৩২	৫৬১
আল্লাহ কল্যাণ চাইলে তা রোধ করার কেউ নেই	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
আল্লাহ যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে গঠন করেছেন (মানুষকে)	৮২-ইনফিতার	৮	১০১০
আল্লাহ যাকে চান তাকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	২৮-কাসাস	৫৬	৮১৩
আল্লাহ মানুষের জন্য হালকা করতে চান, বিয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৮	৫৬০
আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় যারা তাদের জন্য উত্তম অধিকার দিয়ে দেয়া	৩০-রূম	৩৮	৮২৫
আল্লাহ রাসূল স. এর কাছে রিযিক চাননা, তিনি রাসূল স. কে রিযিক দেন	২০-ত্বা-হা	১৩২	৭৪৯
আহলে কিতাব চায় আকাশ থেকে অবতীর্ণ লিখিত কিতাব	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
মুনাফিকদের বিচারপ্রার্থনা করতে চাওয়া (তাগুতের কাছে)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
ইজ্জত/সম্মান চাওয়া (মুনাফিকরা কি কাফিরদের কাছে চায় ?)	৪-নিসা	১৩৯	৫৭৪
উত্তম কিছু চেয়েছিলাম (ক্ষতির জন্য মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
উদ্ধত হতে চায় না যারা, আদের জন্য আখিরাতের আবাস	২৮-কাসাস	৮৩	৮১৫
উন্মুক্ত সহীফা কামনা করে অপরাধীদের প্রত্যেক ব্যক্তি	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫২	৯৯২
উপদেশ গ্রহণ করতে চায় যে, তার জন্য রাত ও দিন...	২৫-ফুরকান	৬২	৭৮৬
এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী স্থলাভিষিক্ত করতে চাইলে করণীয়	৪-নিসা	২০	৫৫৯
কল্যাণ ও সম্প্রীতি চাওয়ার মিথ্যা কসম (মুনাফিকদের)	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
কল্যাণ/অনুগ্রহ আল্লাহ চাইলে তা রোধ করার কেউ নেই	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
কষ্ট দিতে চান না মূসা আ.কে মেয়ে দু'টির পিতা	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
কাকুতিমিনতি করে চায় না এমন ফকীরকে দান করা	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
কাফিররা কি ষড়যন্ত্র করতে চায়?	৫২-তূর	৪২	৯৩১
কামনার অনুসরণকারীরা চায় অন্যরাও তাতে ঝুঁকে পড়ুক	৪-নিসা	২৭	৫৬০
কাফিররা চেয়ে নিবে মোহরের ব্যয় (মুমিন স্ত্রীদের নিকট থেকে)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
কাল্পনিক ইলাহ চাওয়া (আল্লাহ ছাড়া)	৩৭-সাফ্ফাত	৮৬	৮৬১
কুকর্ম করতে চাওয়ার প্রতিফল কী হতে পারে? (আযীযের স্ত্রী প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
কৃতজ্ঞ হতে চায় যে, তার জন্য রাত ও দিন বানানো...	২৫-ফুরকান	৬২	৭৮৬
কৃতজ্ঞতা (দানের বিনিময়ে নেককারগণ মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা চায় না)	৭৬-দাহর	৯	৯৯৫
ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে আল্লাহ (কেউ উদ্ধার করতে পারবে না)	৩৬-ইয়াসীন	২৩	৮৫৩
খরচ চায় কি রাসূল স. (কাফিরদের নিকট)	২৩-মু'মিনূন	৭২	৭৭০
খিয়ানত করতে চায় যদি যুদ্ধবন্দিরা	৮-আনফাল	৭১	৬৩৯
খেতে চায় হওয়ারীরা (আকাশ থেকে অবতীর্ণ খাদ্য)	৫-মায়িদা	১১৩	৫৯৪
ছওয়াব চাওয়া (যে দুনিয়ার ছওয়াব চায় তার জানা উচিত যে...)	৪-নিসা	১৩৪	৫৭৪
জান্নাতিরা যা চাবে তাদের জন্য তাই রয়েছে	৫০-ক্বাফ	৩৫	৯২৪
জান্নাতীরা যা কামনা করবে তাই পাবে	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
জান্নাতীরা যা চাইবে সব পাবে জান্নাতে..	৩৬-ইয়াসীন	৫৭	৮৫৫
জুলুম (মসজিদুল হারামে জুলুম করতে চাইলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
জুলুম করতে চান না আল্লাহ (বান্দার প্রতি)	৪০-মু'মিন	৩১	৮৮০
জুলুম করতে চান না আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি	৩-আলে ইমরান	১০৮	৫৪৬
দয়া (আল্লাহ দয়া করতে চাইলে কেউ বাধা দিতে পারেনা)	৩৩-আহযাব	১৭	৮৩৪
দুনিয়ার পুরস্কার যে চায় আল্লাহ তাকে দেন	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
দুনিয়ার ফসল চাইলে সে দুনিয়ায় কিছু পায়, আখিরাতে কিছু পাবে না	৪২-শূরা	২০	৮৯৩
দুনিয়া (গণিমত চেয়েছিল মুমিনদের কেউ)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
দুধ ছাড়াতে চাইলে অপরাধ নেই (দু'জনের সম্মতিতে)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দুধ পান করাতে চাওয়ায় দোষ নেই (পারিশ্রমিক দিয়ে)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
দুনিয়ার জীবন চাইত যারা, তারা কারূনকে দেখে বলত, হায়!....	২৮-কাসাস	৭৯	৮১৫
দুনিয়ার জীবন ও চাকচিক্য চাওয়া (নবীর স্ত্রীদের প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৮	৮৩৫
ধ্বংস করতে চান যদি আল্লাহ মারইয়ামের পুত্র মাসীহকে...	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
ধন-সম্পদের ব্যাপারে যা করতে চায় মাদইয়ানবাসী	১১-হূদ	৮৭	৬৭৩
ধনসম্পদ চাইলে আল্লাহ ! (মানুষ কার্পন্য করত)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৭	৯১৫
ধন-সম্পদ (নূহ আ. সম্প্রদায়ের কাছে ধন-সম্পদ চাননি...)	১১-হূদ	২৯	৬৬৮
ধোকা দিতে চায় যদি কাফিররা রাসূল স. কে (সন্ধি প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৬২	৬৩৮
নবীর বিয়ে করতে চাওয়া (মুমিন নারীর নিবেদন প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
নবীর স্ত্রীর কাছে কিছু চাইলে পর্দার পেছন থেকে চাইতে হবে	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
নিভিয়ে দিতে চায় আল্লাহর আলো (কাফিররা)	৯-তাওবা	৩২	৬৪৩
নিভিয়ে দিতে চায় জালিমরা আল্লাহর আলো...	৬১-সাফ্ফ	৮	৯৬০
নিরাপত্তা চাওয়া (মুমিনদের ও নিজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে)	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
নূহ আ. উপদেশ দিতে চাইলেও জাতির কাজে আসবে না (যদি আল্লাহ...)	১১-হূদ	৩৪	৬৬৮
নূহ আ. এর সম্প্রদায় কোন যুক্তিতে আল্লাহর মর্যাদা দিতে চায়না?	৭১-নূহ	১৩	৯৮৪
পথ গ্রহণ করতে চাওয়া (রাসূলদের পথ ছাড়া ভিন্ন পথ)	৪-নিসা	১৫০	৫৭৬
পথভ্রষ্টতা চাওয়া (আহলেকিতাব কর্তৃক মুমিনের পথভ্রষ্টতা চাওয়া)	৪-নিসা	৪৪	৫৬২
পবিত্র করতে চান আল্লাহ মুমিনদেরকে	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
পরস্পরের নিকট চাওয়া (আল্লাহর নামে)	৪-নিসা	১	৫৫৬
পরিবর্তন (আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায় বেদুঈনরা)	৪৮-ফাত্হ	১৫	৯১৭
পর্দার পেছন থেকে চাইতে হবে (নবীর স্ত্রীর কাছে কিছু চাইলে)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
পলায়ন করতে চেয়েছিল মুনাফিকরা (খন্দক যুদ্ধে)	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
পার্থক্য করতে চাওয়া (আল্লাহ ও রাসূল স. এর মধ্যে পার্থক্য)	৪-নিসা	১৫০	৫৭৬
পাপাচার করতে চায় মানুষ (ভবিষ্যতেও...)	৭৫-কিয়ামাহ্	৫	৯৯৩
পাকড়াও করতে চাইল মূসা আ. উভয়ের শত্রুকে	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
পূর্ণ করতে চাইলে (দুধ পানের সময় পূর্ণ করতে চাইলে...)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
প্রতিদান (রাসূল স. কাফিরদের নিকট যে প্রতিদান চান তা...)	৩৪-সাবা	৪৭	৮৪৫
প্রতিদান (রাসূল স. কি প্রতিদান চান যে কাফির ঋণভারে...)	৫২-তূর	৪০	৯৩১
প্রতিদান (দানের বিনিময়ে নেককারগণ মানুষের কাছে প্রতিদান চান না)	৭৬-দাহর	৯	৯৯৫
প্রতিদান (নূহ আ. তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রতিদান চান না)	১০-ইউনুস	৭২	৬৬১
প্রতিদান (নূহ সম্প্রদায়ের কাছে প্রতিদান চাননা)	২৬-শু'আরা	১০৯	৭৯৩
প্রতিদান চান না রাসূল স. (মানুষের কাছে)	৩৮-সোয়াদ	৮৬	৮৭০
প্রতিদান চান না রাসূল স. (মুমিনদের আত্মীয়তার হৃদ্যতা ছাড়া কিছু)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
প্রতিদান চান না রাসূল	১২-ইউসুফ	১০৪	৬৮৬
প্রতিদান চান না রাসূল স. (সতর্ককরণের জন্য)	২৫-ফুরকান	৫৭	৭৮৬
প্রতিদান চাননি হূদ আ. আদ সম্প্রদায়ের কাছে...	১১-হূদ	৫১	৬৭০
প্রতিদান চায় না, যারা তাদেরকে অনুসরণের আহ্বান....	৩৬-ইয়াসীন	২১	৮৫২
প্রতিপালকের কাছে আকাশ-পৃথিবীর সবাই চায়...	৫৫-রাহ্মান	২৯	৯৪০
প্রশ্ন করতে চাওয়া, রাসূল স. কে (যেভাবে মূসা আ.কে করা হয়েছিল)	২-বাক্বারা	১০৮	৫১২
প্রমাণ বানাতে চাওয়া, আল্লাহর জন্য (কাফিরকে বন্ধুগ্রহণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৪	৫৭৫
প্রতিদান (হূদ আ. সম্প্রদায়ের কাছে প্রতিদান চান না)	২৬-শু'আরা	১২৭	৭৯৪
প্রতিদান চাওয়া (লূত আ. তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রতিদান চান না)	২৬-শু'আরা	১৬৪	৭৯৬
প্রতিদান চাওয়া (শুআইব আ. তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রতিদান চাননা)	২৬-শু'আরা	১৮০	৭৯৭
প্রতিদান চাওয়া (সালিহ আ. তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রতিদান চাননা)	২৬-শু'আরা	১৪৫	৭৯৫
প্রতিদান চান কি রাসূল স.? (আল্লাহর পথে আহ্বানের জন্য)	৬৮-ক্বালাম	৪৬	৯৭৭
প্রতিদান চান না রাসূল স., মানুষের কাছে (সঠিকপথ অনুসরণ প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯০	৬০৪
প্রতিপালক চাইলেন (ইয়াতীম বালকদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং..)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
প্রবৃত্তি যা চায় তারই অনুসরণ করে মুশরিকরা	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
ফিতনা/বিদ্রোহের জন্য চাওয়া হলে মদীনার মুনাফিকরা তা করত	৩৩-আহযাব	১৪	৮৩৪
ফিরআউনকে দেশ/যমীন থেকে বের করতে চায়! (মূসা)	৭-আ'রাফ	১১০	৬২২
ফিতনায় ফেলতে চান আল্লাহ যাকে, তার জন্য রাসূল স. এর কোন ক্ষমতা নেই	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চায় যারা পৃথিবীতে...	২-বাক্বারা	২০৫	৫২৩
ফ্যাসাদ চাওয়া নিষেধ (কারূনকে)	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
বনী ইসরাঈলের চাওয়া (ভূমিজাত দ্রব্য প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
বিয়ে দিতে চাইলেন মূসা আ.কে এক কন্যার সাথে (কন্যাদ্বয়ের পিতা)	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
বিরত রাখতে চায় রাসূল স. জালিমদেরকে পূর্বপুরুষদের উপাস্য থেকে	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
বের হতে চাবে আগুন থেকে কাফিররা (কিয়ামতে)	৫-মায়িদা	৩৭	৫৮৫
বের হতে চাওয়া (জাহান্নাম হতে কাফিরদের...)	২২-হাজ্জ	২২	৭৬০
বের হতে চাওয়া (জাহান্নাম থেকে পাপাচারীরা বের হতে চাইলে...)	৩২-সাজদা	২০	৮৩১
মঙ্গল (প্রতিপালক পৃথিবীবাসীর মঙ্গল চাইলে...)	৭২-জিন্	১০	৯৮৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
চাওয়া (আরো দেখুন প্রার্থনা শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মন যা কামনা করবে তাই পাবে অবিচল মুমিনগণ (জান্নাতে)	৪১-ফুসসিলাত	৩১	৮৮৮
মর্যাদা (নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপর মর্যাদা চাচ্ছে, প্রধানরা বলল)	২৩-মু'মিনূন	২৪	৭৬৭
মানুষ চাইলে প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করতে পারে	৭৩-মুযযাম্মিল	১৯	৯৮৯
মানুষ যা কিছু চেয়েছে আল্লাহ তার সবই দিয়েছেন (অকৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৩৪	৬৯৬
মিথ্যা অভিহিতকারীরা চায় (রাসূল স. নমনীয় হলে তারাও নমনীয় হবে)	৬৮-ক্বালাম	৯	৯৭৫
মুত্তাকীরা জান্নাতে প্রশান্তচিত্তে ফলমূল আনতে বলবে	৪৪-দুখান	৫৫	৯০৪
মুনাফিকদের কল্যাণ ও সম্প্রীতি চাওয়ার মিথ্যা কসম	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
মূসা আ.এর কাছে আহলে কিতাব বড় কিছু চেয়েছিল	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
মূসা আ. জাদু দ্বারা দেশ থেকে বের করতে চায় (ফির'আউনের উক্তি)	২৬-শু'আরা	৩৫	৭৮৯
মূসা আ. জাদু দ্বারা ফিরআউন বাহিনীকে দেশ থেকে বের করতে চায়!	২০-ত্বা-হা	৬৩	৭৪৪
মূসা আ.এর চাওয়া/দোয়া আল্লাহ কর্তৃক কবুলের ঘোষণা	২০-ত্বা-হা	৩৬	৭৪৩
মূসার সম্প্রদায়ের চাওয়া (প্রতিপালকের ক্রোধ আপতিত হওয়া প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
মোহর ফেরত চাওয়া (কাফির স্ত্রীদের নিকট...)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল ইবরাহীম আ.এর সম্প্রদায়...	৩৭-সাফফাত	৯৮	৮৬১
রাসূলগণ মুশরিককে দেবতার উপাসনা থেকে বিরত রাখতে চান!	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
রিযিক চান না আল্লাহ (মানুষের কাছে)	৫১-যারিয়াত	৫৭	৯২৮
রিযিক (আল্লাহ রাসূল স. এর কাছে রিযিক চাননা, তিনি রাসূল স. কে রিযিক দেন)	২০-ত্বা-হা	১৩২	৭৪৯
লিখিত চুক্তি (দাদ-দাসীরা মুক্তির জন্য চুক্তি চাইলে চুক্তি করা...)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
লূত সম্প্রদায় চায় যা, লূত তা জানেন (সমকামিতা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৭৯	৬৭৩
শয়তানের চাওয়া (আহলেকিতাবকে পথভ্রষ্ট করতে চায় শয়তান)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
শয়তানের চাওয়া (মদ/জুয়ার মাধ্যমে শয়তান শত্রুতা/বিদ্বেষ ঘটাতে চায়)	৫-মায়িদা	৯১	৫৯১
চাওয়া			
শাস্তি দিতে চান আল্লাহ মুনাফিকদেরকে (দুনিয়াতে)	৯-তাওবা	৮৫	৬৪৯
শাস্তি দিতে চান আল্লাহ কিছু অপরাধের কারণে (মুনাফিকদেরকে)	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
শু'আইব আ. তার নিষেধের বিপরীত কিছু করতে চান না	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
ষড়যন্ত্র করতে চাওয়া (কাফিররা কি ষড়যন্ত্র করতে চায়?)	৫২-তূর	৪২	৯৩১
সংশোধনকারী হতে চায় না মূসা আ. (শত্রু ব্যক্তির বলল)	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
সংশোধন (শু'আইব আ. কেবল সংশোধন চান)	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
সচ্চরিত্রা থাকতে চাইলে দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা নিষেধ	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
সঠিকপথ প্রদর্শন করতে চাওয়া (আল্লাহ কর্তৃক পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে)	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮
সৎকর্মপরায়ণগণ আল্লাহর কাছে যা চাবে তাই পাবে	৩৯-যুমার	৩৪	৮৭৪
সন্তুষ্টি (আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়ে যাকাত দেয়া হলে তা বৃদ্ধি পায়)	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
সম্পদ (আল্লাহ সম্পদ চান না)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৬	৯১৫
সম্পদ (দুনিয়ার সম্পদ চায় মু'মিনরা, যুদ্ধবন্দির বিনিময়ে)	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮
সম্মান যে চায়, সে জেনে রাখুক,সম্মান শুধু আল্লাহরই	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
সরল পথে চলতে চায় যে (কুরআন তার জন্য উপদেশ)	৮১-তাকভীর	২৮	১০০৯
সহজ করতে চান আল্লাহ, মানুষের প্রতি (রোজার বিধান...)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
সুলাইমান আ. যেদিকে চাইত বাতাস সেদিকেই প্রবাহিত হত	৩৮-সোয়াদ	৩৬	৮৬৮
স্বেচ্ছাচারী হতে চায় কি মূসা? (শত্রুব্যক্তির জিজ্ঞাসা)	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
হত্যা করতে চায় কি মূসা? (শত্রু ব্যক্তির জিজ্ঞাসা মূসাকে)	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
হাবিল চায় যে কাবিল বহন করবে হাবিলের ও কাবিলের পাপ	৫-মায়িদা	২৯	৫৮৪
চাওয়া (বিয়ে করতে)			
মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করতে চাওয়ায় অপরাধ নেই	৪-নিসা	২৪	৫৬০
চাঁদ (আরো দেখুন চন্দ্র শব্দটি)			
কসম চাঁদের (যখন তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়)	৮৪-ইনশিকাক	১৮	১০১৪
কসম চাঁদের	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩২	৯৯১
জ্যোতির্ময় চাঁদ বানিয়েছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৬১	৭৮৬
নাগাল পাওয়া (সূর্যের পক্ষে চাঁদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়)	৩৬-ইয়াসীন	৪০	৮৫৪
মনযিল (চাঁদের জন্য বিভিন্ন মনযিল নির্ধারণ করেন আল্লাহ)	৩৬-ইয়াসীন	৩৯	৮৫৪
চাঁদ (নতুন চাঁদ)			
নতুন চাঁদ সম্পর্কে রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
চাকচিক্য (আরো দেখুন সুশোভিত শব্দটি)			
চাওয়া (নবীর স্ত্রীদের দুনিয়ার জীবন/চাকচিক্য চাওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৮	৮৩৫
দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য কামনাকারীর প্রতিফল দুনিয়াতেই	১১-হূদ	১৫	৬৬৭
দুনিয়ার জীবন কেবল চাকচিক্য, পারস্পরিক অহংকার ও...	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
চাকর (আরো দেখুন ভৃত্য শব্দটি)			
মূসা আ.এর (নাস্তা আনার নির্দেশ)	১৮-কাহ্ফ	৬২	৭৩০
মূসা আ.এর চাকরের প্রতি তার সংকল্প.....	১৮-কাহ্ফ	৬০	৭২৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
চাক্ষুষ			
দেখা (মানুষ জাহান্নাম চাক্ষুষ দেখতে পাবে)	১০২-তাকাছুর	৭	১০৩২
চাচা			
কন্যা (চাচার কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
ঘর (চাচার ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
চাদর			
কন্যাদের (নবীর কন্যাদের চাদর পরিধানের নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
ঝুলিয়ে দেয়া (নবীর কন্যাদের চাদর ঝুলিয়ে দেয়ার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
নারীদের চাদর পরিধানের নির্দেশ (পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
চাপ			
ধন সম্পদের জন্য চাপ দিলে আল্লাহ মানুষকে ..	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৭	৯১৫
চাপড়ানো			
মুখমণ্ডল চাপড়িয়ে বলল ইবরাহীম আ.এর স্ত্রী- বৃদ্ধা বন্ধ্যা...)	৫১-যারিয়াত	২৯	৯২৬
হাত চাপড়াতে লাগল,অনুশোচনায় (বাগানওয়ালা)...	১৮-কাহ্ফ	৪২	৭২৮
চাপিয়ে দেয়া			
অলঙ্কারের বোঝা মূসা আ.এর সম্প্রদায়ের উপর চাপানো (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৭	৭৪৬
আল্লাহ চাপিয়ে দেন না কাউকে সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব	৭-আ'রাফ	৪২	৬১৬
কঠোরতা চাপিয়ে না দেয়ার অনুরোধ, খিজিরকে (মূসা আ.এর ভুলের জন্য)	১৮-কাহ্ফ	৭৩	৭৩০
কষ্ট চাপিয়ে দিবেন আল্লাহ ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার প্রতি	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৭	৯৯০
নিকৃষ্ট শাস্তি চাপিয়ে দেয়া (একদল ইহুদির প্রতি)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
নিকৃষ্ট শাস্তি চাপিয়ে দিত ফিরআউন (মূসার সম্প্রদায়কে)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
নিকৃষ্ট শাস্তি চাপিয়ে দিত (বনী ইসরাঈলকে ফিরআউন বংশ)	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
পূর্ববর্তীদেরকে চাপিয়ে দেয়া বোঝা হতে মুমিনদের অব্যাহতি প্রার্থনা	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
মুমিনদেরকে পূর্ববর্তীদের মত বোঝা চাপিয়ে দেয়া হতে অব্যাহতি...	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
শাস্তি চাপিয়ে দেয়া (বনী ইসরাইলের উপর ফিরআউন বংশ কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
সাধ্যাতীত বোঝা আল্লাহ কাউকে চাপিয়ে দেননা	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
সাধ্যাতীত কিছু আল্লাহ কাউকে চাপিয়েদেন না	৬-আন'আম	১৫২	৬১১
সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে	২৩-মু'মিনূন	৬২	৭৬৯
সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা না চাপানোর জন্য দোয়া	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
সামর্থ্যের অতিরিক্ত আল্লাহ কাউকে চাপান না	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
চাবি			
অদৃশ্যের চাবিসমূহ আল্লাহরই কাছে রয়েছে	৬-আন'আম	৫৯	৬০১
ধনভাণ্ডারের চাবি বহন কষ্টসাধ্য ছিল (কারূনের ধন-ভান্ডার)	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
মালিক (চাবির মালিক হয়ে থাকলে আহার করাতে দোষ নেই)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
চাবিকাঠি			
আকাশ-পৃথিবীর চাবিকাঠি আল্লাহরই	৪২-শূরা	১২	৮৯২
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবিকাঠি (আল্লাহর কাছে)	৩৯-যুমার	৬৩	৮৭৬
চাবুক			
শাস্তির চাবুক মারলেন প্রতিপালক (আদ, ছামুদ ও ফির'আউনদেরকে)	৮৯-ফাজর	১৩	১০২১
চামড়া			
খসানো (অপরাধীদের চামড়া খসিয়ে দেবে লেলিহান অগ্নিশিখা)	৭০-মা'আরিজ	১৬	৯৮১
গবাদি পশুর চামড়া দিয়ে মানুষের ঘর(তাবু) বানানো...	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
গলানো(উত্তপ্ত পানি দিয়ে বিতর্ককারী কাফিরের চামড়া গলিয়ে দিবে)	২২-হাজ্জ	২০	৭৬০
ঝলসে দেয়া (চামড়া ঝলসে দেবে 'সাকার' নামক জাহান্নাম)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৯	৯৯১
তাবু (গবাদি পশুর চামড়া দিয়ে মানুষের ঘর/তাবু বানানো)	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
দগ্ধ হওয়া (আয়াত অবিশ্বাসীর চামড়া দগ্ধ হলে অন্য চামড়া...)	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
প্রতিস্থাপন (কাফিরের এক চামড়া দগ্ধ হলে অন্য চামড়া প্রতিস্থাপন)	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
চার			
দিন (চার দিনে পৃথিবীবাসীর খাদ্য নির্ধারণ ও পর্বতমালা স্থাপন)	৪১-ফুসসিলাত	১০	৮৮৬
পাখি (চারটি পাখি পোষ মানাতে ইবরাহীমকে আল্লাহর নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
পাখা (চার পাখাবিশিষ্ট ফেরেশতাকে বাণীবাহক করেছেন)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
মাস (চারটি মাস হারাম বা পবিত্র)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
মাস (চার মাস ১০ দিন প্রতীক্ষা/ইদ্দত পালন করবে স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যু হলে)	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
মাস (চারমাস ভ্রমণের অবকাশ, মুশরিকদেরকে)	৯-তাওবা	২	৬৪০
মাস প্রতিক্ষা (স্ত্রীদের সাথে 'ইলা' করলে...)	২-বাক্বারা	২২৬	৫২৫
সাক্ষী (চারজন সাক্ষী উপস্থিত করা, ব্যাভিচারের অপবাদ...)	২৪-নূর	৪	৭৭৪
সাক্ষী (চারজন সাক্ষী উপস্থিত করার শর্ত, ইফ্ক প্রসঙ্গ...)	২৪-নূর	১৩	৭৭৫

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
চার (চার পা)			
চলা (চার পায়ে চলে কিছু জীব)	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
চার (চারবার)			
সাক্ষ্য (চারবার সাক্ষ্য দিবে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারী)	২৪-নূর	৬	৭৭৪
সাক্ষ্য (চারবার সাক্ষ্য দিবে স্ত্রী যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী)	২৪-নূর	৮	৭৭৪
চারজন			
বিয়ে (দুই, তিন বা চার জনকে বিয়ে করার বৈধতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
সাক্ষী (ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষী তলব প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
চারণভূমি			
উৎপন্ন (আল্লাহ চারণভূমি উৎপন্ন করেছেন)	৮৭-আ'লা	৪	১০১৮
বের করেছেন আল্লাহ (পৃথিবী থেকে)	৭৯-নাযি'আত	৩১	১০০৪
চারপাশ			
আগুনের চারপাশের লোকরা বরকতময় (মূসা আ.এর আল্লাহকে দেখতে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৮	৮০০
আরশের (আরশের চারপাশের ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে...)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
আরশের চারপাশে ফেরেশতা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
আলোকিত (চারপাশ আলোকিত করার পর আলো কেড়ে নেয়া, মুনাফিকের উপমা)	২-বাক্বারা	১৭	৫০৩
জনপদ (চারপাশের জনপদ ধ্বংস ও আয়াত বর্ণনা প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	২৭	৯১০
ফির'আউনের চারপাশের পারিষদবর্গের কাছে মূসা আ.কে জাদুকর বলা	২৬-শু'আরা	৩৪	৭৮৯
ফির'আউনের চারপাশের লোকদেরকে প্রতিপালক সম্পর্কে বলা	২৬-শু'আরা	২৫	৭৮৯
মক্কার চারপাশের লোকদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ	৪২-শূরা	৭	৮৯১
মক্কার চারপাশের লোকদের কুরআন দ্বারা সতর্ক করা প্রসঙ্গ	৬-আন'আম	৯২	৬০৪
মদীনার চার পাশের বেদুইনদের জন্যও সংগত নয় যে, তারা...	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
মসজিদে আকসার চারপাশ বরকতময় করেছেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	১	৭১৪
রাসূল স. এর চার পাশ থেকে মুমিনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত যদি...	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
হারামের চারপাশে ছিনতাইয় হয় (অথচ এটি নিরাপদ)	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
চার ভাগের একভাগ			
স্ত্রী চার ভাগের এক ভাগ পাবে (সন্তান না থাকলে)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
স্বামী চার ভাগের এক ভাগ পাবে (সন্তান থাকলে)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
চারা			
উৎপন্ন (আল্লাহ বৃষ্টি দ্বারা চারা উৎপন্ন করেন)	৬-আন'আম	৯৯	৬০৫
চালক			
প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একজন চালক থাকবে (কিয়ামতে)	৫০-ক্বাফ	২১	৯২৩
চালিত			
পর্বতমালা চালিত করা হবে (কিয়ামতের দিন)	৮১-তাকভীর	৩	১০০৮
পর্বতমালা (চালিত করা হবে কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্ফ	৪৭	৭২৮
পর্বতকে চালিত করা হবে (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন)	৭৮-নাবা	২০	১০০১
পাহাড় চালিত করা যেত যদি কুরআন দ্বারা (মুমিনদের আকাঙ্ক্ষা)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
চালিয়ে যাওয়া			
যুদ্ধ চালিয়ে যাবে কাফিররা যতক্ষণ না দ্বীন থেকে বিচ্যুত...	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
চাষ			
একাধারে সাত বছর চাষ করবে	১২-ইউসুফ	৪৭	৬৮১
জমি চাষ করা হয় নি যে গাভী দ্বারা তা জবাই করা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৭১	৫০৮
যমীন চাষ করত পূর্ববর্তীরা (মক্কারবাসীদের চেয়ে বেশি)	৩০-রূম	৯	৮২২
চাষী (আরো দেখুন কৃষক শব্দটি)			
আনন্দ (চাষীদেরকে আনন্দ দেয় অঙ্কুরিত বীজের পূর্ণতা প্রাপ্তি)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
চিৎকার			
ইবরাহীম আ.এর স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে আসল, বলল...	৫১-যারিয়াত	২৯	৯২৬
কাফিরদের চিৎকার (জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য)	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
জাহান্নামিদের চিৎকার (নিজেদের নিঃশেষ করার প্রার্থনা...)	৪৩-যুখরুফ	৭৭	৯০১
সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে (গতকাল যে সাহায্য...)	২৮-কাসাস	১৮	৮০৯
চিত্ত (আরো দেখুন বিনয় শব্দটি)			
বিশুদ্ধ চিত্তে প্রতিপালকের নিকট ইবরাহীমের উপস্থিতি	৩৭-সাফফাত	৮৪	৮৬১
চিত্তবিনোদনমূলক (আরো দেখুন খেল-তামাশা/তামাশা শব্দটি)			
কথা (আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে চিত্তবিনোদনমূলক কথা ক্রয়)	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
চিনতে না পারা			
ভাইয়েরা চিনতে পারল না ইউসুফকে	১২-ইউসুফ	৫৮	৬৮২
চিনতে পারা			

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইউসুফ আ. চিনতে পারল তার ভাইদেরকে	১২-ইউসুফ	৫৮	৬৮২
চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে (আরাফবাসীরা প্রত্যেককে করেছিল)	৭-আ'রাফ	৪৬	৬১৭
চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে আরাফবাসীরা জাহান্নামের লোককে	৭-আ'রাফ	৪৮	৬১৭
নেয়ামত (কাফির আল্লাহর নেয়ামত চিনেও তা অস্বীকার করে)	১৬-নাহ্ল	৮৩	৭০৯
পণ্যমূল্য দেখে চিনতে পারবে ইউসুফের ভাইয়েরা ফিরে গিয়ে	১২-ইউসুফ	৬২	৬৮২
লক্ষণ দেখে চিনতে পারা (আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ফকীরদেরকে)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
চিন্তা			
আয়াত বর্ণনা (মানুষের চিন্তার জন্য আল্লাহর আয়াত বর্ণনা)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
আয়াত বর্ণনা (চিন্তা করার জন্য)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
আয়াত নিয়ে গভীর চিন্তা করার জন্য কিতাব অবতীর্ণ	৩৮-সোয়াদ	২৯	৮৬৭
ওয়ালিদ বিন মুগীরা চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত নিল	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৮	৯৯১
কাফিররা কি গভীর চিন্তা করে না? (কুরআনের কথা নিয়ে)	২৩-মু'মিনূন	৬৮	৭৭০
কাফিররা চিন্তা করবে দু'জন বা একজন করে দাঁড়িয়ে...	৩৪-সাবা	৪৬	৮৪৫
কুরআন নিয়ে চিন্তা করে না (মুনাফিকরা)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৪	৯১৪
কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ	৪-নিসা	৮২	৫৬৭
কুরআন নিয়ে মানুষ চিন্তা করবে এ জন্য রাসূল স. এর উপর অবতীর্ণ	১৬-নাহ্ল	৪৪	৭০৬
দৃষ্টিসম্পন্ন ও দৃষ্টিহীন সমান না হওয়া সম্পর্কে চিন্তা করা	৬-আন'আম	৫০	৬০০
নিজেদের চিন্তা করে না (অধিকাংশ মানুষ)	৩০-রূম	৮	৮২২
নিদর্শন (যারা চিন্তা করে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে...)	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
নিদর্শন (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু নিদর্শন তাদের জন্য যারা চিন্তা করে)	৪৫-জাছিয়া	১৩	৯০৬
বর্ণনা (চিন্তাশীলদের জন্য কাহিনী বর্ণনা, উপমা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
মানুষ চিন্তা করবে সেই লক্ষ্যে উপমা পেশ করেন আল্লাহ	৫৯-হাশর	২১	৯৫৭
রাসূল স. সম্পর্কে চিন্তা করা (তিনি পাগল নন, সতর্ককারী মাত্র)	৭-আ'রাফ	১৮৪	৬৩০
সম্প্রদায় (চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন, স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টিতে)	৩০-রূম	২১	৮২৩
সৃষ্টি নিয়ে (আকাশও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
চিন্তাশীল			
নিদর্শন আছে চিন্তাশীলদের জন্য (মৃত্যু/ঘুমে প্রাণহীন হওয়ায়)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
নিদর্শন (বৃষ্টি দ্বারা ফল-ফসল উৎপন্ন হওয়া চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
সম্প্রদায় (চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন, মধু প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
সম্প্রদায় (চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের নিদর্শন পার্থিব জীবনের উপমা)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
চিন্তিত (আরো দেখুন উদ্বিগ্ন শব্দটি)			
লূত আ. চিন্তিত হলেন ফেরেশতাদের আগমনে	২৯-আনকাবূত	৩৩	৮১৮
লূত আ. চিন্তিত হলেন (ফেরেশতাদের আগমনে)	১১-হূদ	৭৭	৬৭২
চিবানো পিণ্ড (মুদগা)			
মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গ (বীর্য,আলাকা,মুদগা/চিবানো পিণ্ড -এভাবে ক্রমান্বয়ে)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
চিবুক			
বেড়ি পরিয়েছেন আল্লাহ (কাফিরদের গলায় চিবুক পর্যন্ত)	৩৬-ইয়াসীন	৮	৮৫১
চির			
স্থায়ী (আল্লাহর রাসূল স. কে অমান্যকারী জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে)	৭২-জিন্	২৩	৯৮৭
স্থায়ী (সৎকর্মশীল মুমিনগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে)	৪-নিসা	১২২	৫৭২
স্থায়ী (মুমিন ও সৎকর্মশীলগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
চিরকাল			
অবস্থান করবে জান্নাতে (সৎকর্মশীল মুমিনগণ)	১৮-কাহ্ফ	৩	৭২৪
জান্নাতে চিরকাল থাকবে (মুমিন ও সৎকর্মশীল)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
জান্নাতে অবস্থান করবে (সৎকর্মশীল মুমিনগণ)	১৮-কাহ্ফ	৩	৭২৪
শত্রুতা (চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেল ইবরাহীম আ.ও...)	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
চিরকিশোর			
জান্নাতে চিরকিশোররা পরিবেশন করবে	৭৬-দাহর	১৯	৯৯৬
চিরঞ্জীব			
আল্লাহ চিরঞ্জীব	৪০-মু'মিন	৬৫	৮৮৩
আল্লাহ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী	৩-আলে ইমরান	২	৫৩৬
আল্লাহ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী ইলাহ	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
নত হওয়া (হাশরে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ীর নিকট মুখ অবনত হবে)	২০-ত্বা-হা	১১১	৭৪৮
ভরসা (চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ, কাফিরদেরকে)	২৫-ফুরকান	৫৮	৭৮৬
চিরতরে			
পিতাকে চিরতরে বর্জন করার নির্দেশ (ইবরাহীম আ.এর প্রতি)	১৯-মারইয়াম	৪৬	৭৩৭
চিরস্থায়ী			
অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে চিরস্থায়ী হবে	৪৩-যুখরুফ	৭৪	৯০১
আল্লাহ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী ইলাহ	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
চিরস্থায়ী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী	৩-আলে ইমরান	২	৫৩৬
কিশোর (চির-কিশোররা জান্নাতিদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১৭	৯৪৩
জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে (কাফির ও জালিমরা)	৪-নিসা	১৬৯	৫৭৮
জাহান্নামের শাস্তিতে অপরাধীরা চিরস্থায়ী হবে	৪৩-যুখরুফ	৭৪	৯০১
জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে (আয়াতে বিশ্বাসী মুসলিমগণ)	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে (আল্লাহর প্রতি ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ)	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে (সৎকর্মশীল মুমিনগণ)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
জান্নাত (চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী হবে মুমিনগণ)	৪৬-আহ্কাফ	১৪	৯০৯
জান্নাত (চিরস্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের প্রতিশ্রুতি, মুমিনদেরকে)	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
জান্নাত (চিরস্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থান রয়েছে)	৬১-সাফফ	১২	৯৬১
জান্নাত চিরস্থায়ী হবে (মুত্তাকীদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৫০	৮৬৯
নত হওয়া (হাশরে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ীর নিকট মুখ অবনত হবে)	২০-ত্বা-হা	১১১	৭৪৮
চিরাচরিত			
জাদু (চিরাচরিত জাদু বলে কাফিররা, আল্লাহর নিদর্শনকে)	৫৪-কামার	২	৯৩৬
চিহ্ন			
চিনতে পারবে চিহ্ন দ্বারা (আরাফবাসীরা প্রত্যেককে...)	৭-আ'রাফ	৪৬	৬১৭
জাহান্নামের লোকদেরকে চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে আরাফবাসীরা	৭-আ'রাফ	৪৮	৬১৭
পথ নির্ণয়ের জন্য আল্লাহ পৃথিবীতে চিহ্ন স্থাপন করেছেন	১৬-নাহ্ল	১৬	৭০৪
সেজদার চিহ্ন মুমিনদের মুখমন্ডলে দেখা যায়	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
স্থাপন (আল্লাহ পথ নির্ণয়ের জন্য পৃথিবীতে চিহ্ন স্থাপন করেছেন)	১৬-নাহ্ল	১৬	৭০৪
চিহ্নিত			
চিহ্নিত পাথর বর্ষণ (লূত আ. তার সম্প্রদায়ের উপর)	১১-হূদ	৮৩	৬৭৩
পাথর (চিহ্নিত পাথর লূত আ.এর সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপের জন্য...)	৫১-যারিয়াত	৩৪	৯২৭
চুক্তি			
দাস-দাসীরা মু'ক্তির চুক্তি করতে চাইলে চুক্তি করার নির্দেশ	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
পূর্ণ করা (চুক্তিসমূহ পূর্ণ করার নির্দেশ, ঈমানদারদেরকে)	৫-মায়িদা	১	৫৮০
পূর্ণ (চুক্তি পূর্ণ করার নির্দেশ তাদের সাথে যারা ত্রুটি করেনি)	৯-তাওবা	৪	৬৪০
ভঙ্গ (চুক্তি ভঙ্গ করেছে যারা রাসূল স. এর সাথে প্রত্যেকবার...)	৮-আনফাল	৫৬	৬৩৭
ভঙ্গ (বুদ্ধিমানরা চুক্তি ভঙ্গ করে না)	১৩-রা'দ	২০	৬৯০
মর্যাদা (চুক্তির মর্যাদা দেয় না মুশরিকরা, মুমিনদের সাথে)	৯-তাওবা	১০	৬৪১
মর্যাদা (চুক্তির মর্যাদা দিবে না মুশরিকরা জয়ী হলে)	৯-তাওবা	৮	৬৪০
মুশরিকদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া...	৯-তাওবা	৪	৬৪০
মুশরিকদের চুক্তি (আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে)	৯-তাওবা	৭	৬৪০
মুশরিকদের চুক্তি থাকবে কিভাবে (আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে)	৯-তাওবা	৭	৬৪০
মুমিনদের সাথে চুক্তি রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণ	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
রাসূল স. চুক্তি করেছেন যাদের সাথে অতপর তারা তা ভঙ্গ করেছে...	৮-আনফাল	৫৬	৬৩৭
শপথ (চুক্তির পর শপথ ভঙ্গ করলে কাফির প্রধানদের সাথে যুদ্ধ)	৯-তাওবা	১২	৬৪১
সম্প্রদায় (চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের মুমিনকে হত্যা করলে রক্তপণ প্রদান)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
সম্পর্কচ্ছেদ (চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা)	৯-তাওবা	১	৬৪০
সম্প্রদায় (চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করা...)	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
চুপ করা			
একদল জ্বিন চুপ করে নবীর কুরআন পাঠ শুনছিল	৪৬-আহ্কাফ	২৯	৯১১
চুপ থাকা			
কুরআন পড়া হলে চুপ করে থাকার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	২০৪	৬৩১
সমান (শরীকদেরকে ডাকা কিংবা চুপ করে থাকা উভয়ই সমান)	৭-আ'রাফ	১৯৩	৬৩০
চুরমার			
জনপদ (আল্লাহ জালিম জনপদ চুরমার করেছেন)	২১-আম্বিয়া	১১	৭৫০
চুরি			
পুত্র (আপনার পুত্র চুরি করেছে! ভাইয়েরা পিতা ইয়াকুব আ.কে বলল)	১২-ইউসুফ	৮১	৬৮৪
বাইয়াত (চুরি না করার জন্য বাইয়াত গ্রহণ, মুমিন নারীদের)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
ভাই (ওর ভাইও চুরি করেছিল- ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা বলল...)	১২-ইউসুফ	৭৭	৬৮৪
শাস্তি (চুরির শাস্তি হাত কর্তন)	৫-মায়িদা	৩৮	৫৮৫
শোনা (চুরি করে আকাশের সংবাদ শুনতে চায় যারা...)	১৫-হিজর	১৮	৬৯৯
চুল			
গবাদি পশুর পশম/লোম/চুলে মানুষের আসবাবপত্রের উপকরণ	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
চুল কর্তন			
মুমিনগণ চুল কর্তিত অবস্থায় মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
চুলপাকা (বৃদ্ধ)			
কিশোরকে চুলপাকা বানানো হবে (কিয়ামতে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৭	৯৮৮
চুল (মাথা)			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হারূন আ.এর চুল/মাথা ধরে টেনে আনা (মূসা আ.এর)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
চুলা			
উথলে উঠা (চুলা উথলে উঠবে যখন, নূহের বন্যা প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
উথলে ওঠা (চুলা উথলে ওঠে, নূহের প্লাবনের শুরুতে)	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
চুলের গোছা			
অপরাধীর চুলের গোছা ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (দোযখে)	৯৬-আলাক	১৫	১০২৮
অপরাধীর চুলের গোছা ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (দোযখে)	৯৬-আলাক	১৬	১০২৮
চূড়ান্ত			
কথা (কুরআন চূড়ান্ত কথা)	৮৬-তারিক	১৩	১০১৭
ফয়সালা (প্রতিপালকের ফয়সালা চূড়ান্ত)	১৯-মারইয়াম	৭১	৭৩৯
মুশরিকরা কি কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে?...	৪৩-যুখরুফ	৭৯	৯০১
যুক্তি-প্রমাণ (চূড়ান্ত যুক্তি-প্রমাণ আল্লাহরই, সঠিকপথ প্রদর্শন প্র.)	৬-আন'আম	১৪৯	৬১১
সিদ্ধান্ত (সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে মুনাফিকদের জন্য কল্যাণকর হত...)	৪৭-মুহাম্মাদ	২১	৯১৪
সৃষ্টি (আল্লাহ চূড়ান্ত সৃষ্টি করবেন, সৃষ্টির সূচনা করার পর)	২৯-আনকাবূত	২০	৮১৭
চূড়ান্তকারী			
আল্লাহই চূড়ান্তকারী	৪৩-যুখরুফ	৭৯	৯০১
চূড়ান্ত জ্ঞান			
কিয়ামতের চূড়ান্ত জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে...	৭৯-নাযি'আত	৪৪	১০০৫
চূড়ান্ত (পরিণতি)			
মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত (পরিণতি) হত! (বাম হাতে কিতাবপ্রাপ্ত বলবে)	৬৯-হাক্কাহ্	২৭	৯৭৯
চূর্ণ-বিচূর্ণ (আরো দেখুন ধ্বংস শব্দটি)			
উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস (শুকনো উদ্ভিদ চূর্ণ-বিচূর্ণ)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫	৯৪৩
পুনরুত্থান (চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার পর পুনরুত্থান!)	১৭-ইস্রা	৪৯	৭১৮
মূর্তিগুলোকে ইবরাহীম আ. চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন (বড়টি ছাড়া)	২১-আম্বিয়া	৫৮	৭৫৪
চেনা			
অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের লক্ষণ দ্বারা	৫৫-রাহ্মান	৪১	৯৪১
কাফিররা কি চিনেনি তাদের রাসূল কে?	২৩-মু'মিনূন	৬৯	৭৭০
কিয়ামতের দিন মুশরিকরা পরস্পরকে চিনবে	১০-ইউনুস	৪৫	৬৫৮
কিতাবপ্রাপ্তরা চেনে/জানে যে কিবলা পরিবর্তন সত্য...	২-বাক্বারা	১৪৬	৫১৬
কুরআনকে আহলে কিতাবরা চিনত	২-বাক্বারা	৮৯	৫১০
কুরআনকে চেনে কিতাবপ্রাপ্তরা (নিজ সন্তানের মত)	৬-আন'আম	২০	৫৯৭
পানি পানের স্থান চিনে নেওয়া (বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্রের)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
মানুষ পরস্পরকে চিনতে পারার জন্য বিভিন্ন জাতি বানিয়েছেন আল্লাহ	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
মুমিন নারীদের পর্দা দ্বারা চেনা যাবে (হিজাব প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
রাসূল স. চিনতে পারবেন হৃদয়ে ব্যধিগ্রস্তদেরকে তাদের কথার ভঙ্গিমায়	৪৭-মুহাম্মাদ	৩০	৯১৪
সন্তানদেরকে চেনার ন্যায় সত্য জানে কিবলা পরিবর্তনকেও...	২-বাক্বারা	১৪৬	৫১৬
সন্তানের মত চেনে (কিতাবপ্রাপ্তরা কুরআনকে)	৬-আন'আম	২০	৫৯৭
চেনার উপায়			
মুমিনদের চেনার উপায় (তাদের মুখমন্ডলে সেজদার চিহ্ন)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
চেষ্টা (আরো দেখুন প্রচেষ্টা শব্দটি)			
ধ্বংসের চেষ্টা (মসজিদ ধ্বংসের চেষ্টাকারী জালিম)	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
প্রতিদান (মানুষের চেষ্টার প্রতিদান দেয়া জন্য কিয়ামত...)	২০-ত্বা-হা	১৫	৭৪১
ব্যর্থ করার (আয়াত ব্যর্থ করার চেষ্টাকারীরা তীব্র আগুনের অধিবাসী)	২২-হাজ্জ	৫১	৭৬৩
মানুষ যে চেষ্টা/কাজ করেছিল তা স্মরণ করবে (কিয়ামতে)	৭৯-নাযি'আত	৩৫	১০০৪
চেহারা (আরো দেখুন আকৃতি শব্দটি)			
অবনত হওয়া (হাশরে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ীর নিকট চেহারা অবনত হবে)	২০-ত্বা-হা	১১১	৭৪৮
আঘাত করা (চেহারা ও পিঠে আঘাত করে মৃত্যু ঘটানো...)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৭	৯১৪
আঘাত করে ফেরেশতারা কাফিরদের চেহারায় (মৃত্যু ঘটানোর সময়)	৮-আনফাল	৫০	৬৩৭
আচ্ছন্ন (কিয়ামতে অপরাধীদের মুখমণ্ডল আগুন আচ্ছন্ন করবে)	১৪-ইবরাহীম	৫০	৬৯৭
আচ্ছাদিত (রাতের অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত হবে যে চেহারা)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
আনন্দোজ্জ্বল (অনেক চেহারা আনন্দোজ্জ্বল হবে কিয়ামতে)	৮৮-গাশিয়াহ্	৮	১০১৯
আল্লাহর চেহারা (যেদিকেই মুখ ফিরানো হয়)	২-বাক্বারা	১১৫	৫১৩
ইবরাহীমের চেহারাকে আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিকারীর দিকে ফেরানো	৬-আন'আম	৭৯	৬০৩
উজ্জ্বল হবে কিছু চেহারা কিয়ামতের দিন	৩-আলে ইমরান	১০৬	৫৪৬
উজ্জ্বল হবে কিছু চেহারা (কিয়ামতের দিন)	৮০-আবাসা	৩৮	১০০৭
উজ্জ্বল হবে যাদের চেহারা তারা আল্লাহর দয়ার মাঝে থাকবে	৩-আলে ইমরান	১০৭	৫৪৬
ঔজ্জ্বল্য (জান্নাতীদের মুখমণ্ডলে নেয়ামতের ঔজ্জ্বল্য...)	৮৩-মুতাফফিফীন	২৪	১০১২
কাল হবে কিছু চেহারা কিয়ামতের দিন	৩-আলে ইমরান	১০৬	৫৪৬
দগ্ধ করবে জালিমদের চেহারাসমূহ (ফুটন্ত তেলের ন্যায় পানি)	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
চেহারা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ধূলিময় (কিয়ামতে কিছু চেহারা ধূলিময় হবে)...	৮০-আবাসা	৪০	১০০৭
পিছনে ফিরানো (চেহারা পিছনে ফিরানোর পূর্বে ঈমান আনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
পিতা ইয়াকুবের চেহারায় ইউসুফের জামা রাখল	১২-ইউসুফ	৯৬	৬৮৬
পিতার চেহারার উপর জামা রাখতে বলল ইউসুফ	১২-ইউসুফ	৯৩	৬৮৫
ফিরানো (চেহারা ফিরানোর নির্দেশ মসজিদে হারামের দিকে)	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
ফিরানো (চেহারা ফিরানোর নির্দেশ মসজিদে হারামের দিকে)	২-বাক্বারা	১৪৯	৫১৬
ফিরানো (চেহারা ফিরানোর নির্দেশ মসজিদে হারামের দিকে)	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
ফিরানো (রাসূল স. এর চেহারা আকাশের দিকে ফিরানো, কিবলা পরিবর্তন)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
ফিরানো (মসজিদে হারামের দিকে চেহারা ফিরানোর নির্দেশ...)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
বিকৃত করা (চেহারা বিকৃত করার পূর্বে ঈমান আনার আহবান)	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
ভাল কাজকারীর চেহারাকে অপমান/মলিনতা আচ্ছন্ন করবে না	১০-ইউনুস	২৬	৬৫৬
ভীত-বিহ্বল হবে অনেক চেহারা (কিয়ামতের দিন)	৮৮-গাশিয়াহ্	২	১০১৯
মিথ্যারোপকারীর চেহারা কালো হবে	৩৯-যুমার	৬০	৮৭৬
মন্দকর্মশীলের চেহারা রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত হবে	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
রাসূল স. এর চেহারাকে দীনের প্রতি নিবিষ্ট করার নির্দেশ	১০-ইউনুস	১০৫	৬৬৪
শাস্তি ঠেকাতে চাবে জালিমরা চেহারা দ্বারা (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	২৪	৮৭৩
সমর্পণ (চেহারাকে আল্লাহর দিকে সমর্পণকারী মজবুত হাতল ধরে...)	৩১-লুকমান	২২	৮২৮
সোজা (চেহারাকে সোজা করার নির্দেশ দীনের জন্য)	৩০-রূম	৩০	৮২৪
সোজা করা (চেহারাকে সোজা করার নির্দেশ কিবলার দিকে)	৭-আ'রাফ	২৯	৬১৫
সোজা করা (রাসূল স. এর চেহারাকে দ্বীনের জন্য সোজা করার নির্দেশ)	১০-ইউনুস	১০৫	৬৬৪
স্থাপন (চেহারা সোজা করার নির্দেশ সঠিক দ্বীনের জন্য)	৩০-রূম	৪৩	৮২৫
চেহারা (আত্ম/নিজ)			
সমর্পণ (সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ উত্তম)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
সমর্পণ (চেহারা সমর্পণ করেছে রাসূল স. ও তাঁর অনুসারীরা)	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
সমর্পণ (সৎকর্মপরায়ণ হয়ে চেহারা/নিজকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ)	২-বাক্বারা	১১২	৫১৩
চেহারা ফিরানো			
কিবলার দিকে চেহারা ফিরায় প্রত্যেকেই (নিজের কিবলার দিকে...)	২-বাক্বারা	১৪৮	৫১৬
চেহারা (সত্তা)			
অবশিষ্ট থাকবে কেবল প্রতিপালকের চেহারা/সত্তা	৫৫-রাহ্মান	২৭	৯৪০
আল্লাহর সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল	২৮-কাসাস	৮৮	৮১৫
চোখ (আরো দেখুন চক্ষু/নয়ন শব্দটি)			
অন্ধ নয়(চোখ অন্ধ হয়না; হৃদয় অন্ধ হয় জালিমদের প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪৬	৭৬২
অবনত চোখে কাফিররা কবর থেকে বের হবে (কিয়ামতে)	৫৪-কামার	৭	৯৩৬
অবনত (কাফিরদের চোখ অবনত হবে কিয়ামতে)	৭০-মা'আরিজ	৪৪	৯৮৩
অশ্রু বিগলিত চোখে ফিরে গেল যারা, তাদের দোষ নেই (তাবুক যুদ্ধ)	৯-তাওবা	৯২	৬৪৯
আদ জাতিকে চোখ-কান-হৃদয় দিয়েছেন আল্লাহ	৪৬-আহকাফ	২৬	৯১০
আবরণ (কাফিরদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে)	২-বাক্বারা	৭	৫০২
আবরণে ঢাকা (দুনিয়াতে কাফিরদের চোখ)	১৮-কাহ্ফ	১০১	৭৩৩
আল্লাহর চোখের সামনেই আছেন রাসূল স. (!)	৫২-তূর	৪৮	৯৩১
আল্লাহর চোখের সামনে শিশু মূসা আ.এর প্রতিপালন	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
উল্টানো (মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে মুনাফিক তাকায়)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
কাফিরদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে	২-বাক্বারা	৭	৫০২
কাফিরের চোখ স্থির হয়ে যাবে (কিয়ামত নিকটবর্তী হলে)	২১-আম্বিয়া	৯৭	৭৫৬
কাজে আসেনি (আদ জাতির কান-চোখ-হৃদয় কাজে আসেনি)	৪৬-আহ্কাফ	২৬	৯১০
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আল্লাহ কান চোখ অন্তর দিয়েছেন	৩২-সাজ্দা	৯	৮৩০
চোখ চোখের বদলে (কিসাস প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
জাদু করা (ফিরআউনের জাদুকররা দর্শকদের চোখগুলোকে জাদু করল)	৭-আ'রাফ	১১৬	৬২৩
জিজ্ঞাসা (চোখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আখিরাতে)	১৭-ইস্রা	৩৬	৭১৭
দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারীর চোখে মোহর	১৬-নাহ্ল	১০৮	৭১২
দৃষ্টি (চোখের দেখায় মুমিনদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল কাফির দল)	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
দেখা (মূর্তিদের কি চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখে ?)	৭-আ'রাফ	১৯৫	৬৩১
দেখা (অনেক জ্বিন/মানুষের চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখেনা)	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
ধাঁধানো (যখন চোখ ধাঁধিয়ে যাবে কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৭	৯৯৩
নিষ্প্রভ করে দিতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে (অপরাধীদের চোখ)	৩৬-ইয়াসীন	৬৬	৮৫৫
পর্দা (প্রবৃত্তি পূজারীর চোখের উপর আল্লাহ পর্দা এঁটে দিয়েছেন)	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
পলক (চোখের একপলকের মত আল্লাহর আদেশ মাত্র একবার)	৫৪-কামার	৫০	৯৩৮
পলক (কিয়ামত চোখের পলকের মত বরং তার চেয়ে নিকটবর্তী)	১৬-নাহ্ল	৭৭	৭০৯
প্রসারিত করা (নবীকে ভোগ্যসামগ্রীর প্রতি চোখ প্রসারিত না করার নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯
ভীত-বিহ্বল চোখে কবর থেকে বের হবে কাফিররা	৫৪-কামার	৭	৯৩৬
মানুষের চোখের অপব্যবহার (আল্লাহ জানেন)	৪০-মু'মিন	১৯	৮৭৯
মানুষকে চোখ দিয়েছেন আল্লাহ (কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্দা	৯	৮৩০
মোহর (দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারীর চোখে মোহর)	১৬-নাহ্ল	১০৮	৭১২
রাসূল স. এর দু'চোখ প্রসারিত করা নিষেধ কাফিরদের ভোগ্য-সামগ্রীর দিকে	১৫-হিজর	৮৮	৭০২
সাক্ষ্য দিবে (কৃতকর্ম সম্পর্কে চোখ আখিরাতে সাক্ষ্য দিবে)	৪১-ফুস্সিলাত	২০	৮৮৭
সাক্ষ্য দিবে (চোখ কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে)	৪১-ফুস্সিলাত	২২	৮৮৭
সাদা (ইয়াকুব আ.এর দুই চোখ শোকে সাদা হয়ে গেল)	১২-ইউসুফ	৮৪	৬৮৫
সৃষ্টি (মানুষের চোখ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৭৮	৭৭১
স্থির (আতঙ্কে চোখ স্থির হওয়ার দিন পর্যন্ত জালিমদের অবকাশ)	১৪-ইবরাহীম	৪২	৬৯৭
চোখ (আনত নয়না)			
আনত চোখ বিশিষ্ট হুর থাকবে জান্নাতে	৫৫-রাহ্মান	৫৬	৯৪১
চোখ বন্ধ করা			
নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ না করা (চোখ বন্ধ করে থাকা ছাড়া)	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
চোখ (সম্মুখ)			
মানুষের চোখের সামনে ইবরাহীম আ.কে নিয়ে আসার দাবী	২১-আম্বিয়া	৬১	৭৫৪
চোর			
কাফেলাকে চোর বলে ঘোষণা করল এক ঘোষণাকারী	১২-ইউসুফ	৭০	৬৮৩
কাফেলা চোর নয় (ইউসুফ আ.এর ভাইদের কাফেলা বলল)	১২-ইউসুফ	৭৩	৬৮৩
হাত কাটা (চোরের হাত কেটে দেয়ার বিধান)	৫-মায়িদা	৩৮	৫৮৫
চিহ্নযুক্ত			
ঘোড়া (চিহ্নিত ঘোড়া শোভনীয় করা হয়েছে মানুষের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
ফেরেশতা (পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য...)	৩-আলে ইমরান	১২৫	৫৪৮
ছওয়াব (পুরস্কার)			
উত্তম ছওয়াব/পুরস্কার (ঈমান ও তাকওয়ার জন্য)	২-বাক্বারা	১০৩	৫১২
দুনিয়া ও আখিরাতের ছওয়াব/পুরস্কার আল্লাহর কাছে	৪-নিসা	১৩৪	৫৭৪
ছড়ানো			
ইফকের ঘটনা ছড়াচ্ছিল মু'মিনদের একদল (মুখে মুখে)	২৪-নূর	১৫	৭৭৫
জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ (পৃথিবীতে)	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
জীব-জন্তুর বিস্তারে ও মানুষের সৃষ্টিতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন আছে	৪৫-জাছিয়া	৪	৯০৫
জীবজন্তু (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীতে যে জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন..)	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
দয়া ছড়িয়ে দিবেন গুহায় আশ্রয়গ্রহণকারী আসহাবে কাহফের জন্য	১৮-কাহ্ফ	১৬	৭২৫
নর-নারী (দু'জন থেকে আল্লাহ বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন)	৪-নিসা	১	৫৫৬
পৃথিবীতে (নামাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া)	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
বিচরণশীল প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ ভূমিতে	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
মানব জাতি ছড়িয়ে আছে পৃথিবী জুড়ে	৩০-রূম	২০	৮২৩
মুক্তা (জান্নাতে ছড়ানো মুক্তার মত চিরকিশোরগণ পরিবেশন করবে)	৭৬-দাহ্র	১৯	৯৯৬
মেঘ ছড়িয়ে দেন আল্লাহ আকাশে (যেভাবে ইচ্ছা)	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
ছত্রভঙ্গ করা			
জালিমদের (সাবাবাসীদেরকে) ছত্রভঙ্গ করে দিলেন আল্লাহ	৩৪-সাবা	১৯	৮৪২
ছয়			
দিন (ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
দিন (ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী)	২৫-ফুরকান	৫৯	৭৮৬
দিন (ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
দিন (আল্লাহ ছয় দিনে আকাশ-পৃথিবী ও অন্যান্যসব সৃষ্টি করেন)	৩২-সাজ্দা	৪	৮৩০
দিন (আল্লাহ ছয় দিনে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
দিনে (আকাশ-পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি)	৫০-ক্বাফ	৩৮	৯২৪
দিনে (ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ছয় ভাগের একভাগ			
একভাই/একবোন ১/৬ পাবে (পিতামাতা/সন্তান না থাকলে)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ যদি...	৪-নিসা	১১	৫৫৭
মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ (মৃতের ভাই-বোন থাকলে)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
ছাই			
কাফিরদের কাজ ছাইয়ের মত যা ঝড়ো বাতাস উড়িয়ে নেয়...	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
ছাউনী			
তরঙ্গ ছাউনীর মত আচ্ছন্ন করলে মানুষ আল্লাহকে ডাকে...	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
ছাগল			
দুই ধরনের ছাগল আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন (পুরুষ ও মাদী)	৬-আন্'আম	১৪৩	৬১০
ছাড়া			
আদ জাতিকে ছাড়া হয়নি বরং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে	৫১-যারিয়াত	৪২	৯২৭
ছাড়িয়ে যাওয়া			
আল্লাহকে ছাড়িয়ে গেছে (এমন যেন মনে না করে...)	৮-আনফাল	৫৯	৬৩৭
কারুন/ফিরআউন/হামান আল্লাহকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি(অহঙ্কার প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩৯	৮১৯
মন্দকাজকারীরা কি মনে করে যে সে আল্লাহকে ছাড়িয়ে যাবে ?	২৯-আনকাবূত	৪	৮১৬
ছাদ			
আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন আল্লাহ মানুষের জন্য	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
আকাশকে ছাদস্বরূপ বানিয়েছেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
আকাশকে আল্লাহ সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছেন	২১-আম্বিয়া	৩২	৭৫২
ধ্বসে পড়া (ষড়যন্ত্রকারীদের উপর থেকে ছাদ ধ্বসে পড়েছিল)	১৬-নাহ্ল	২৬	৭০৫
রৌপ্যের ছাদ কাফিরকে দিতেন আল্লাহ (পার্থিব প্রাচুর্য প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
ছাদ (আকাশ)			
কসম (সুউচ্চ ছাদের কসম)	৫২-তূর	৫	৯২৯
ছামি'না (আমরা শ্রবণ করলাম)			
বলা (ইহুদীদের শ্রবণ করলাম/ছামি'না বলা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
ছামুদ			
অবিশ্বাস (প্রতিপালককে অবিশ্বাস করার শাস্তি ছামুদ জাতি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৮	৬৭২
অবিশ্বাস (নূহ আদ ছামুদ প্রভৃতি জাতির রিসালাতে অবিশ্বাস)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
অস্বীকার (ছামুদ জাতি অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করেছিল)	৯১-শাম্স	১১	১০২৪
অস্বীকার (ছামুদ সম্প্রদায় সতর্কীকরণকে অস্বীকার করেছিল)	৫৪-কামার	২৩	৯৩৭
জাতি (ছামুদ জাতির ন্যায় বজ্রপাত হতে পারে ...)	৪১-ফুস্সিলাত	১৩	৮৮৭
জাতি (ছামুদ জাতির ন্যায় দুর্দিনের আশঙ্কা ফিরআউনদের উপর)	৪০-মু'মিন	৩১	৮৮০
ধ্বংস(বজ্রধ্বনি দ্বারা ছামুদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল)	৬৯-হাক্কাহ্	৫	৯৭৮
ধ্বংস (ছামুদ জাতির ধ্বংসের ন্যায় মাদইয়ানবাসীও ধ্বংস হল)	১১-হূদ	৯৫	৬৭৪
ধ্বংস (ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৩৮	৭৮৫
ধ্বংস (ছামূদ জাতি ধ্বংস হল প্রতিপালককে অবিশ্বাস করায়)	১১-হূদ	৬৮	৬৭২
ধ্বংস (ছামূদ জাতির বাসস্থান তাদের ধ্বংসের প্রমাণ বহন করে)	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
ধ্বংস (আল্লাহ ধ্বংস করেন ছামুদ সম্প্রদায়কে)	৫৩-নাজম	৫১	৯৩৪
নিদর্শনস্বরূপ উষ্ট্রী দেয়া হয়েছিল (ছামুদ জাতিকে)	১৭-ইস্রা	৫৯	৭১৯
নিদর্শন (ছামূদ জাতির ধ্বংসের ঘটনায় নিদর্শন রয়েছে)	৫১-যারিয়াত	৪৩	৯২৭
পথ প্রদর্শন (ছামূদ জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্সিলাত	১৭	৮৮৭
পাথর কেটে গৃহনির্মাণ করত ছামুদ জাতি	৮৯-ফাজর	৯	১০২১
বৃত্তান্ত (ছামূদবাহিনীর বৃত্তান্ত রাসূল স. এর নিকট পৌঁছা)	৮৫-বুরূজ	১৮	১০১৬
মিথ্যাবাদী বলা (ছামুদ জাতিও রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২৬-শু'আরা	১৪১	৭৯৫
মিথ্যাবাদী বলা(ছামুদ সম্প্রদায় রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২২-হাজ্জ	৪২	৭৬২
মিথ্যা বলা (আদ ও ছামুদ মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল)	৬৯-হাক্কাহ্	৪	৯৭৮
সম্প্রদায় (ছামুদ সম্প্রদায়ের পরিণতির সংবাদ আসেনি কি)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
সম্প্রদায় (ছামুদ সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল)	৫০-ক্বাফ	১২	৯২২
সম্প্রদায় (ছামুদ সম্প্রদায় কর্তৃক রাসূলদেরকে অস্বীকার)	৩৮-সোয়াদ	১৩	৮৬৬
সালেহ আ.কে ছামুদ জাতির নিকট প্রেরণ...	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
সালেহ আ.কে ছামুদ জাতির নিকট প্রেরণ	২৭-নামল	৪৫	৮০৩
সালেহ আ.কে ছামূদ জাতির নিকট প্রেরণ...	১১-হূদ	৬১	৬৭১
ছায়া			
কালো ধোঁয়ার ছায়ায় থাকবে বামের সাথীরা	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪৩	৯৪৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জান্নাতীদের জন্য সুশীতল ছায়া থাকবে কিয়ামতের দিন	৩৬-ইয়াসীন	৫৬	৮৫৫
জান্নাতের ছায়া জান্নাতীদের নিকটে থাকবে	৭৬-দাহ্র	১৪	৯৯৫
জান্নাতের স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করবে (ঈমানদার সৎকর্মশীলরা)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে (জাহান্নাম প্রসঙ্গ)	৭৭-মুরসালাত	৩০	৯৯৮
নিকটে থাকা (জান্নাতের ছায়া জান্নাতীদের নিকটে থাকবে)	৭৬-দাহ্র	১৪	৯৯৫
নেয়ামত (সৃষ্টবস্তুর মাধ্যমে ছায়া দান মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত)	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
ফিরে যাওয়া (ছায়ার দিকে ফিরে গেল মূসা...)	২৮-কাসাস	২৪	৮১০
মুত্তাকীরা ছায়ার মাঝে থাকবে (জান্নাতে)	৭৭-মুরসালাত	৪১	৯৯৯
মেঘমালার ছায়া দান (বনী ইসাঈলের উপর)	২-বাক্বারা	৫৭	৫০৬
মেঘমালার ছায়া বিস্তার (বনী ইসরাঈলকে)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
রোদের সমান নয় ছায়া (উপমা)	৩৫-ফাতির	২১	৮৪৮
সম্প্রসারিত (ছায়া সম্প্রসারিত করেন প্রতিপালক)	২৫-ফুরকান	৪৫	৭৮৫
সম্প্রসারিত ছায়ায় থাকবে (ডানদিকের সাথীরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩০	৯৪৪
সিজদাবনত (বস্তুর ছায়াও সকাল সন্ধ্যায় সিজদাবনত হয়)	১৩-রা'দ	১৫	৬৮৯
সিজদাবনত (আল্লাহর সৃষ্টির ছায়া ডানে/বামে ঢলে সিজদাবনত হয়)	১৬-নাহ্ল	৪৮	৭০৬
সৃষ্টবস্তুর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
স্থায়ী (জান্নাতের ফল ও ছায়াসমূহ স্থায়ী)	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
ছায়াময়			
দিন (ছায়াময় দিনের শাস্তি আইকাবাসীকে পাকড়াও করেছিল)	২৬-শু'আরা	১৮৯	৭৯৭
ছিঁড়ে ফেলা			
জামা (ইউসুফের জামা পিছন দিকে ছিঁড়ে ফেলল আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
যমীন ছিঁড়ে আলাদা করতে পারবে না মানুষ	১৭-ইস্রা	৩৭	৭১৭
ছিদ্র			
কান ছিদ্র করা (গবাদিপশুর কান ছিদ্র করা শয়তানের মিথ্যা আশা...)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
নৌকা ছিদ্র করা (খিজির কর্তৃক)	১৮-কাহ্ফ	৭১	৭৩০
প্রাচীর ছিদ্র করতে পারল না ইয়াজুজ ও মাজুজ..	১৮-কাহ্ফ	৯৭	৭৩২
সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশের ন্যায় অসম্ভব কাফিরদের জান্নাতে প্রবেশ	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
ছিনতাই			
হারামের চারপাশে ছিনতাই হয় (অথচ এটি নিরাপদ)	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
ছিনিয়ে নেয়া			
নৌকা ছিনিয়ে নিত রাজা কর্তৃক (খিজির কর্তৃক নৌকা ছিদ্র প্র.)	১৮-কাহ্ফ	৭৯	৭৩১
মাছি মূর্তির খাবার ছিনিয়ে নিলেও সে তা উদ্ধারে অক্ষম	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
ছিন্ন			
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার আশা (মুনাফিকদের)	৪৭-মুহাম্মাদ	২২	৯১৪
আল্লাহ যা অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে যারা...	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
শরীকদের সাথে মুশরিকদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৯৪	৬০৫
সম্পর্ক ছিন্ন করা (আল্লাহ যে সম্পর্ক যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা)	২-বাক্বারা	২৭	৫০৪
সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে অনুসৃত ও অনুসারীদের মধ্যে...	২-বাক্বারা	১৬৬	৫১৮
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন			
আদ জাতিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছিল (অকল্যাণকর বায়ু)	৫১-যারিয়াত	৪২	৯২৭
নাড়ি-ভূঁড়ি (জাহান্নামীদের নাড়ি-ভূঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে...)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
পিছনে থাকাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা নাগালে পাওয়াদের মাধ্যমে...	৮-আনফাল	৫৭	৬৩৭
হাড় (জীবিত করা বিষয়ে মানুষের সন্দেহ)	৩৬-ইয়াসীন	৭৮	৮৫৬
হৃদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সন্দেহ থেকে যাবে (মুনাফিকদের)	৯-তাওবা	১১০	৬৫১
ছিন্নভিন্ন			
জালিমদের (সাবাবাসীদেরকে) ছত্রভঙ্গ করে দিলেন আল্লাহ	৩৪-সাবা	১৯	৮৪২
নতুন সৃষ্টি (ছিন্নভিন্ন হওয়ার পর নতুন সৃষ্টি)	৩৪-সাবা	৭	৮৪১
ছুঁড়ে ফেলা (আরো দেখুন নিক্ষেপ শব্দটি)			
কাফিরদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা রাসূল স. কে ছুঁড়ে ফেলার উপক্রম হয়	৬৮-ক্বালাম	৫১	৯৭৭
ছুটে আসা			
ইয়াজুজকে খুলে দিলে সে উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে (কিয়ামতের পূর্বে)	২১-আম্বিয়া	৯৬	৭৫৬
উচ্চভূমি থেকে ইয়াজুজ-মাজুজ ছুটে আসবে (খুলে দেয়া হলে)	২১-আম্বিয়া	৯৬	৭৫৬
কবর থেকে ছুটে আসবে (শিংগায় দ্বিতীয় ফুঁ দিলে)	৩৬-ইয়াসীন	৫১	৮৫৪
ব্যক্তির (নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল...)	৩৬-ইয়াসীন	২০	৮৫২
মাজুজকে খুলে দিলে সে উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে(কিয়ামতের পূর্বে)	২১-আম্বিয়া	৯৬	৭৫৬
সম্প্রদায়ের লোকেরা ইবরাহীম আ.এর দিকে ছুটে আসল...	৩৭-সাফ্ফাত	৯৪	৮৬১

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ছুটোছুটি করা			
ফিতনার উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি করত (সন্দেহকারীরা যুদ্ধে প্রেরিত হলে)	৯-তাওবা	৪৭	৬৪৫
সাপের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখল মূসা আ. তার লাঠিকে	২৮-কাসাস	৩১	৮১০
ছুড়ে দেয়া			
কথা (শরীক মুশরিকের দিকে কথা ছুড়ে দিবে'তোমরা মিথ্যাবাদী')	১৬-নাহ্ল	৮৬	৭১০
ছুরি			
নারীদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল (আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
ছেঁড়া			
জামা পিছন দিকে ছেঁড়া দেখল আযীয (ইউসুফের জামা)	১২-ইউসুফ	২৮	৬৭৯
জামার সামনে ছেঁড়া হলে ইউসুফ আ. মিথ্যাবাদী...	১২-ইউসুফ	২৬	৬৭৯
পিছন (জামার পিছন ছেঁড়া হলে ইউসুফ আ. সত্যবাদী...)	১২-ইউসুফ	২৭	৬৭৯
ছেড়ে দেয়া			
অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া আলো কেড়ে নিয়ে (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৭	৫০৩
'আমাকে ছাড় আমি মূসাকে হত্যা করব' ফিরআউন বলল	৪০-মু'মিন	২৬	৮৮০
আল্লাহকে ছেড়ে দেয়া (ওলীদ ইবনে মুগীরার ব্যাপারে)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১১	৯৯০
আল্লাহকে (আল্লাহ উপর ছেড়ে দেয়া কুরআনকে মিথ্যা বলার বিষয়)	৬৮-ক্বালাম	৪৪	৯৭৭
আল্লাহ ও মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে ছেড়ে দেয়া (শাস্তির ব্যাপারে)	৭৩-মুযযাম্মিল	১১	৯৮৮
ইয়াজুজ ও মাজুজকে তরঙ্গের মত একে অপরের উপর এসে পড়তে.	১৮-কাহ্ফ	৯৯	৭৩৩
উষ্ট্রীকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ (আল্লাহর যমীনে চরে খাওয়ার জন্য)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
উষ্ট্রীকে যমীনে ছেড়ে দেয়া যাতে চরে খেতে পারে (ছামুদ জাতি...)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
একা/উত্তরাধিকারীবিহীন ছেড়ে না দেয়ার জন্য দোয়া (যাকারিয়া আ.কে)	২১-আম্বিয়া	৮৯	৭৫৬
কঠিন দিনকে ছেড়ে দিয়ে/উপেক্ষা করে মানুষ দুনিয়াকে ভালবাসে	৭৬-দাহ্র	২৭	৯৯৬
কাফিরদের ছেড়ে দেয়া/অবকাশ (সংজ্ঞাহীন হবার দিন পর্যন্ত...)	৫২-তূর	৪৫	৯৩১
কাফিরদের কাউকে ছেড়ে না দেয়ার জন্য (নূহ আ.এর দোয়া)	৭১-নূহ্	২৬	৯৮৫
কাফিরদেরকে ছেড়ে দিলে বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে ও ...	৭১-নূহ্	২৭	৯৮৫
কাফিরদেরকে ছেড়ে দেয়া (অনর্থক কথায় লিপ্ত থাকার জন্য)	৭০-মা'আরিজ	৪২	৯৮৩
কাফিরদেরকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ (ভোগের জন্য)	১৫-হিজর	৩	৬৯৮
কিয়ামতের দিন কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না ..	১৮-কাহ্ফ	৪৭	৭২৮
কুকুরকে ছেড়ে দিলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপায় (উপমা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
জীব-জন্তুকে ছাড়া হত না (মানুষকে দুনিয়ায় শাস্তি দিলে অবকাশ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬১	৭০৭
দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণকারীদেরকে আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেয়া	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
নিরাপদ অবস্থায় পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়া (ছামুদ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৪৬	৭৯৫
পরীক্ষা ছাড়া মানুষকে ছেড়ে দেয়া হবে না (ঈমান প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	২	৮১৬
বসে থাকার জন্য ছেড়ে দিতে বলে শক্তি-সামর্থের অধিকারীরা	৯-তাওবা	৮৬	৬৪৯
মানুষকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে বলে অমূলক ধারণা	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৬	৯৯৪
মিথ্যা রচনাকারীদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য রাসূল স. কে নির্দেশ	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
মিথ্যা রচনার উপর মুশরিকদেরকে ছেড়ে দেয়া	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
মুমিনদেরকে কি ছেড়ে দেয়া হবে অথচ আল্লাহ জেনে নেবেন না...	৯-তাওবা	১৬	৬৪১
মুমিনদেরকে ছেড়ে দিবেন না আল্লাহ তাদের অবস্থার উপর...	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
রাস্তা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ (মুশরিকরা তওবা করলে)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
সুদের বাকী ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	২-বাক্বারা	২৭৮	৫৩৩
ছেড়ে দেয়া (মৃত)			
সাকার মৃতও ছেড়ে দেবে না এবং জীবিতও রাখবে না	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৮	৯৯১
ছেড়ে যাওয়া			
সৎকাজ (ছেড়ে যাওয়া সৎকাজ করার জন্য পুনঃপ্রেরণের প্রার্থনা)	২৩-মু'মিনূন	১০০	৭৭২
ছেলে (আরো দেখুন পুত্র শব্দটি)			
জবাই করত ফিরআউন (মূসা আ.এর সম্প্রদায়ের ছেলেদের)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
মায়ের ছেলে (হারুন আ.এর মায়ের ছেলে/সহোদর মূসার কাছে অনুরোধ)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
মায়ের ছেলে (হারুন আ.এর মায়ের ছেলে মূসাকে হারুনের অনুরোধ)	২০-ত্বা-হা	৯৪	৭৪৭
ছোঁ মারা			
পাখির ছোঁ মারা (শরীককারীদের উপমা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
শয়তান ছোঁ মেরে শোনার চেষ্টা করা (উর্ধ্বজগতের কথা)	৩৭-সাফ্ফাত	১০	৮৫৭
ছোট (আরো দেখুন ক্ষুদ্র শব্দটি)			
ঋণের পরিমাণ ছোট- বড় যা হোক তা লিখে রাখা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
দল (ছোট দল পরাজিত করে বড় দলকে আল্লাহর ইচ্ছায়)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
বাদ দিবে না ছোট-বড় কোন কাজ (অপরাধীদের আমলনামা)	১৮-কাহ্ফ	৪৯	৭২৮

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ব্যয় (ছোট বা বড় ব্যয় লিখে রাখা হয় প্রতিদান দেয়ার জন্য)	৯-তাওবা	১২১	৬৫৩
লিপিবদ্ধ (ছোট ও বড় সবকিছুই আমল নামায় লিপিবদ্ধ আছে)	৫৪-কামার	৫৩	৯৩৮
শাস্তি (জাহান্নামের বড় শাস্তির পূর্বে দুনিয়ায় ছোট শাস্তি আস্বাদন করা)	৩২-সাজ্দা	২১	৮৩১
ছোট অপরাধ			
ক্ষমা (ছোট ছোট অপরাধ ক্ষমা করবেন প্রতিপালক)	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
ছোট পশু (আরো দেখুন পশু শব্দটি)			
সৃষ্টি (আল্লাহ ছোট ও ভারবাহী পশু সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	১৪২	৬১০
ছোট পাপ (আরো দেখুন বড় পাপ শব্দটি)			
মোচন (বড় পাপ থেকে বিরত থাকলে ছোট পাপ মোচন হবে)	৪-নিসা	৩১	৫৬১
ছোটাছুটি			
মূসা আ.এর লাঠি সাপের মত ছোটাছুটি করা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	১০	৮০০
জখম			
আঘাত (যখম আঘাত করার পরও আল্লাহ ও রাসূল স. এর ডাকে সাড়া)	৩-আলে ইমরান	১৭২	৫৫২
মুমিনদেরকে জখম স্পর্শ করে যদি (উহুদযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
কিসাস রয়েছে জখমের ক্ষেত্রে	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
স্পর্শ করেছে জখম কাফির সম্প্রদায়কেও (বদর যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
জগত			
অমুখাপেক্ষী (আল্লাহ জগত থেকে অমুখাপেক্ষী)	২৯-আনকাবূত	৬	৮১৬
অশ্লীলকাজ জগতের কেউ করেনি (লূত সম্প্রদায়ের মত)	২৯-আনকাবূত	২৮	৮১৮
আল্লাহ জগতসমূহের প্রতিপালক	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
আল্লাহ জগতসমূহ থেকে অমুখাপেক্ষী	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
উপদেশ (কুরআন জগতসমূহের জন্য একটি উপদেশ)	৬-আন্'আম	৯০	৬০৪
উপদেশ (কুরআন জগতসমূহের জন্য উপদেশ)	৩৮-সোয়াদ	৮৭	৮৭০
উপদেশ (কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ)	৮১-তাকভীর	২৭	১০০৯
উপদেশ (জগতবাসীর জন্য উপদেশ কুরআন)	১২-ইউসুফ	১০৪	৬৮৬
উর্ধ্বজগতের কিছুই শ্রবণ করতে পারে না শয়তান..	৩৭-সাফ্ফাত	৮	৮৫৭
কুরআন জগতসমূহের জন্য উপদেশ	৬৮-ক্বালাম	৫২	৯৭৭
কেউ (লূত সম্প্রদায়ের পূর্বে জগতের কেউ সমকাম করেনি)	৭-আ'রাফ	৮০	৬২০
জুলুম (জগতসমূহের প্রতি জুলুম করতে চান না আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১০৮	৫৪৬
দয়া (মুহাম্মদ স.কে জগতের জন্য দয়াস্বরূপ পাঠানো হয়েছে)	২১-আম্বিয়া	১০৭	৭৫৭
দেয়া হয়নি জগতসমূহের কাউকে যা দেয়া হয়েছে মূসার সম্প্রদায়কে	৫-মায়িদা	২০	৫৮৩
নারী (জগতসমূহের নারীদের উপর মারইয়ামকে মনোনীত...)	৩-আলে ইমরান	৪২	৫৪০
নিদর্শন (নূহের নৌকা ও প্লাবণ জগতের জন্য নিদর্শন)	২৯-আনকাবূত	১৫	৮১৭
নিদর্শন (মারইয়াম ও তার পুত্র ঈসা আ. জগতের জন্য নিদর্শন)	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
নূহ আ. এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক (জগতসমূহে)	৩৭-সাফ্ফাত	৭৯	৮৬০
পথনির্দেশিকা (জগতসমূহের জন্য পথনির্দেশিকা বাক্কায় স্থাপিত ঘর)	৩-আলে ইমরান	৯৬	৫৪৫
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ)	৪০-মু'মিন	৬৫	৮৮৩
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ)	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ)	৩৭-সাফ্ফাত	১৮২	৮৬৫
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রশংসা...)	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক কী? ফির'আউনের প্রশ্ন)	২৬-শু'আরা	২৩	৭৮৯
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করানো)	৪১-ফুস্সিলাত	৯	৮৮৬
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক)	৪০-মু'মিন	৬৬	৮৮৩
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমান)	৭-আ'রাফ	১২১	৬২৩
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালকের নিকট সাবার রানীর আত্মসমর্পণ)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালকের নিকট লূতের প্রতিদান)	২৬-শু'আরা	১৬৪	৭৯৬
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র)	২৭-নামল	৮	৮০০
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমান আনার ঘোষণা)	২৬-শু'আরা	৪৭	৭৯০
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালকের নিকট নূহের প্রতিদান)	২৬-শু'আরা	১০৯	৭৯৩
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালকের নিকট সালিহের প্রতিদান)	২৬-শু'আরা	১৪৫	৭৯৫
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সালাত /কুরবানী/জীবন)	৬-আন্'আম	১৬২	৬১২
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে শয়তান)	৫৯-হাশর	১৬	৯৫৭
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে কুরআন অবতীর্ণ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮০	৯৪৭
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানো...)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৬	১০১১
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল হূদ আ.)	৭-আ'রাফ	৬৭	৬১৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জগত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)	৬-আন্‌'আম	৪৫	৬০০
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ বরকতময়)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল নূহ আ.)	৭-আ'রাফ	৬১	৬১৮
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক সম্পর্কে ইবরাহীম আ.এর জিজ্ঞাসা...)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৮৭	৮৬১
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)	১-ফাতিহা	১	৫০১
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)	৪৫-জাছিয়া	৩৬	৯০৭
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালকর হতে কুরআন অবতীর্ণ)	৬৯-হাক্কাহ্‌	৪৩	৯৮০
প্রতিপালক (কুরআন জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ)	২৬-শু'আরা	১৯২	৭৯৮
প্রতিপালক (কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে কিতাব...)	৩২-সাজদা	২	৮৩০
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে হাবিল)	৫-মায়িদা	২৮	৫৮৪
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ মূসা আ.কে ডাকলেন)	২৮-কাসাস	৩০	৮১০
প্রতিপালক (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য প্রশংসা)	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালকের নিকট ইবরাহীম আ.এর আত্মসমর্পণ)	২-বাক্বারা	১৩১	৫১৫
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালকের নিকট শুআইব আ.এর প্রতিদান)	২৬-শু'আরা	১৮০	৭৯৭
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালকের নিকট হূদের প্রতিদান)	২৬-শু'আরা	১২৭	৭৯৪
প্রতিপালক (জগতের প্রতিপালক ছাড়া সবাই ইবরাহীম আ.এর শত্রু)	২৬-শু'আরা	৭৭	৭৯২
প্রতিপালক (মূসা ও হারুন আ. জগতের প্রতিপালকের রাসূল)	২৬-শু'আরা	১৬	৭৮৮
প্রতিপালক (মূসা আ. জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল ছিলেন)	৪৩-যুখরুফ	৪৬	৮৯৯
প্রতিপালক (মূসা আ. জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল)	৭-আ'রাফ	১০৪	৬২২
প্রতিপালক (ইবলিসকে প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করা...)	২৬-শু'আরা	৯৮	৭৯৩
প্রতিপালক (আল্লাহ জগতসমূহের প্রতিপালক)	৮১-তাকভীর	২৯	১০০৯
বক্ষ (জগতসমূহের বক্ষের বিষয়াদি আল্লাহই বেশি জানেন)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
বনী ইসরাঈলদেরকে বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করেছিলেন আল্লাহ	৪৪-দুখান	৩২	৯০৩
বরকত (জগতের জন্য বরকতময় দেশে লূত/ইবরাহীম আ.কে নিয়ে যাওয়া)	২১-আম্বিয়া	৭১	৭৫৪
মনোনীত করেছেন আল্লাহ জগতসমূহের উপর আদম নূহ আ. ও...	৩-আলে ইমরান	৩৩	৫৩৯
মর্যাদা দান (বনী ইসরাঈলকে জগত/মানবগোষ্ঠীর উপর মর্যাদা দান)	২-বাক্বারা	৪৭	৫০৬
মর্যাদা (বনী ইসরাঈলকে জগতের উপর মর্যাদা দান)	২-বাক্বারা	১২২	৫১৪
মর্যাদা দান (ইউনুস/লূত আ. কে জগতের উপর মর্যাদা দান করা হয়)	৬-আন্‌'আম	৮৬	৬০৪
মর্যাদা দান (বনী ইসরাঈলকে জগতের উপর মর্যাদা দান প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪০	৬২৫
রহমত (মুহাম্মদ স.কে জগতের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে)	২১-আম্বিয়া	১০৭	৭৫৭
লূত সম্প্রদায়ই জগতের মাঝে পুরুষের নিকট যৌনকাজে গমন করত	২৬-শু'আরা	১৬৫	৭৯৬
শাস্তি (জগতসমূহের কাউকে যে শাস্তি দেননি আল্লাহ...)	৫-মায়িদা	১১৫	৫৯৫
শ্রেষ্ঠত্ব (আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন)	৪৫-জাছিয়া	১৬	৯০৬
সতর্ককারী (জগতসমূহের জন্য সতর্ককারী হবেন রাসূল স.)	২৫-ফুরকান	১	৭৮২
জটিলতা			
সন্তানের দুধপান করানো নিয়ে জটিলতা হলে অন্য নারী পান করাবে	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
জড়তা			
জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্য মূসার দোয়া	২০-ত্বা-হা	২৭	৭৪২
জড়ানো			
পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে কিয়ামতে (অপরাধীদের)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	২৯	৯৯৪
জড়িয়ে নেয়া			
বাহু জড়িয়ে নিতে বললেন আল্লাহ মূসা আ.কে (ভয়ের কারণে)	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
জনপদ			
অধিবাসী (জনপদের অধিবাসীর মধ্য থেকে মানুষকেই প্রেরণ...)	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
অধিবাসী (জনপদের অধিবাসী শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করা প্র.)	৭-আ'রাফ	৯৭	৬২১
অধিবাসী (জনপদের অধিবাসী শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করা প্র.)	৭-আ'রাফ	৯৮	৬২১
অধিবাসী (জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনলে কল্যাণ উন্মুক্ত করা হত)	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
অধিবাসীদের নিকট খাদ্য চাওয়া (মূসা আ. ও খিজিরের)	১৮-কাহ্‌ফ	৭৭	৭৩১
অপরাধীদের জনপদে নিযুক্ত করা হয় (ষড়যন্ত্র করার জন্য)	৬-আন্‌'আম	১২৩	৬০৮
অপবিত্র কাজকারী/সমকামী জনপদ থেকে লূত আ.কে উদ্ধার	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
অবকাশ(জালিম জনপদকে অবকাশ ও পরে পাকড়াও করা)	২২-হাজ্জ	৪৮	৭৬২
অমান্যকারী (আল্লাহ-রাসূল স. এর নির্দেশ অমান্যকারী জনপদের শাস্তি)	৬৫-তালাক	৮	৯৬৯
ইহুদী জনপদবাসী থেকে আল্লাহ রাসূল স. কে ফাই দান করেছেন	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উপমা (রিযিক পেয়েও নেয়ামত অস্বীকারকারী জনপদের উপমা)	১৬-নাহ্‌ল	১১২	৭১২
গমন (জনপদের নিকট দিয়ে মক্কাবাসীদের গমন)	২৫-ফুরকান	৪০	৭৮৫
জনপদসমূহের সংবাদ বর্ণনা (রাসূল স. এর নিকট)	১১-হূদ	১০০	৬৭৫
জালিম জনপদ আল্লাহ চুরমার করেছেন	২১-আম্বিয়া	১১	৭৫০
জালিম জনপদকে পাকড়াও করেন আল্লাহ	১১-হূদ	১০২	৬৭৫
জালিমদের কত জনপদ আল্লাহ ধ্বংস করেছেন!	২২-হাজ্জ	৪৫	৭৬২
জালিমের জনপদ হতে বের করার জন্য মজলুমের আর্তনাদ!	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
জুলুম (জনপদ জুলুম করার সময় অবকাশ ও পরে পাকড়াও করা)	২২-হাজ্জ	৪৮	৭৬২
দৃষ্টান্ত (জনপদবাসীদের পেশ কাফিরদের নিকট)	৩৬-ইয়াসীন	১৩	৮৫১
ধ্বংস (জনপদ ধ্বংস করা হয়না অধিবাসীরা জালিম না হলে)	২৮-কাসাস	৫৯	৮১৩
ধ্বংস (জনপদ ধ্বংস করেছেন আল্লাহ...)	৭-আ'রাফ	৪	৬১৩
ধ্বংস (জনপদ ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৫৮	৮১৩
ধ্বংস (জনপদবাসী অনবহিত থাকাবস্থায় আল্লাহ ধ্বংস করেন না)	৬-আন্‌'আম	১৩১	৬০৯
ধ্বংস (জনপদের অধিবাসীদের ঈমান না আনার ফলে ধ্বংস হওয়া)	২১-আম্বিয়া	৬	৭৫০
ধ্বংস (জলুমের জন্য)..	১৮-কাহ্‌ফ	৫৯	৭২৯
ধ্বংস(জুলুমের কারণে আল্লাহ কত জনপদ ধ্বংস করেছেন)	২২-হাজ্জ	৪৫	৭৬২
ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের অধিবাসীরা ফিরে আসবে না	২১-আম্বিয়া	৯৫	৭৫৬
ধ্বংস করেন না প্রতিপালক কোন জনপদ রাসূল না পাঠিয়ে	২৮-কাসাস	৫৯	৮১৩
ধ্বংস (কোন জনপদ ধ্বংসের নির্ধারিত সময় কিতাবে লিপিবদ্ধ)	১৫-হিজর	৪	৬৯৮
ধ্বংস (কোন জনপদ নেই যাকে ধ্বংস করা হবে না...)	১৭-ইস্‌রা	৫৮	৭১৯
ধ্বংস (চারপাশের জনপদ ধ্বংস ও আয়াত বর্ণনা প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৭	৯১০
ধ্বংস (প্রতিপালক অন্যায়ভাবে কোন জনপদ ধ্বংস করেন না)	১১-হূদ	১১৭	৬৭৬
ধ্বংসস্তূপে পরিণত জনপদ অতিক্রম (উযায় আ.এর প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
ধ্বংস (সতর্ককারী না পাঠিয়ে আল্লাহ জনপদ ধ্বংস করেন না)	২৬-শু'আরা	২০৮	৭৯৮
ধ্বংস (লূতের জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস করা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩১	৮১৮
ধ্বংস (আল্লাহ কোন জনপদ ধ্বংসের ইচ্ছা করলে...)	১৭-ইস্‌রা	১৬	৭১৫
নবী প্রেরণ (জনপদে নবী প্রেরণ ও দুঃখ-কষ্ট/অভাব দ্বারা পাকড়াও প্র.)	৭-আ'রাফ	৯৪	৬২১
নিরাপদ জনপদের নেয়ামত অস্বীকারের পরিণতি প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্‌ল	১১২	৭১২
পাকড়াও (জনপদ জুলুম করার সময় অবকাশ ও পরে পাকড়াও করা)	২২-হাজ্জ	৪৮	৭৬২
প্রবেশ (বনী ইসরাঈলের জনপদে প্রবেশ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৮	৫০৬
প্রবেশ (রাজাগণ জনপদে প্রবেশ করলে সম্মানিতদের অপমানিত করে)	২৭-নামল	৩৪	৮০২
প্রশ্ন (জনপদবাসীকে প্রশ্ন করতে বলল পিতাকে যেখানে তারা ছিল)	১২-ইউসুফ	৮২	৬৮৪
বরকত (জনপদের প্রতি বরকত দান...)	৩৪-সাবা	১৮	৮৪২
বসবাস (বনী ইসরাঈলকে একটি জনপদে বসবাসে করার নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
বের করা (জনপদ থেকে লূতকে বের করে দিতে সম্প্রদায়ের উক্তি)	৭-আ'রাফ	৮২	৬২০
বের করে দেয়ার হুমকি জনপদ থেকে (শু'আইব/মু'মিনদেরকে)	৭-আ'রাফ	৮৮	৬২১
'মহান ব্যক্তির' উপর কুরআন কেন আসল না? (দুই জনপদের)	৪৩-যুখরুফ	৩১	৮৯৮
মা (জনপদের মা/মক্কার লোকদের সতর্ক করার জন্য কুরআন নাযিল)	৪২-শূরা	৭	৮৯১
রাসূল এর জনপদ রাসূল কে বের করে দিয়েছে	৪৭-মুহাম্মাদ	১৩	৯১৩
রাসূল স. এর জনপদের চেয়ে শক্তিশালী জনপদ ধ্বংস করেছেন আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	১৩	৯১৩
লূতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ জালিমদের থেকে দূরে নয়...	১১-হূদ	৮৩	৬৭৩
লূতের পরিবারকে জনপদ থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত	২৭-নামল	৫৬	৮০৪
শাস্তি (লূতের জনপদের পাপাচারের কারণে শাস্তি অবতীর্ণ)	২৯-আনকাবূত	৩৪	৮১৯
সংবাদ (আল্লাহ জনপদের সংবাদ বর্ণনা করেন ঈমান প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০১	৬২২
সতর্ককারী (জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করলেই বিত্তবনরা বলত...)	৩৪-সাবা	৩৪	৮৪৪
সতর্ককারী না পাঠিয়ে আল্লাহ জনপদ ধ্বংস করেন না	২৬-শু'আরা	২০৮	৭৯৮
সতর্ককারী (প্রত্যেক জনপদে সতর্ককারী পাঠাতেন আল্লাহ...)	২৫-ফুরকান	৫১	৭৮৬
সতর্ককারী প্রেরণ (জনপদের বিত্তবানদের গোমরাহি প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২৩	৮৯৭
সমুদ্রের পার্শবর্তী জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (শনিবার প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
সুরক্ষিত জনপদের ভিতরে ছাড়া মুনাফিকরা যুদ্ধ করবে না	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
জনপদ (উল্টানো)			
পাপাচারের কারণে উল্টে দেয়া জনপদ ধ্বংস প্রসঙ্গ	৬৯-হাক্কাহ্‌	৯	৯৭৮
জনপদবাসী			
ইহুদী জনপদবাসী থেকে আল্লাহ রাসূল স. কে ফাই দান করেছেন	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
ঈমান (জনপদবাসীরা ঈমান আনলে ঈমান উপকারে আসত!)	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জনপদের মা (মক্কা)			
সতর্ক করা (মক্কার লোকদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল)	৪২-শূরা	৭	৮৭১
সতর্ক করা (কুরআন দ্বারা জনপদের মা/মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করা)	৬-আন্'আম	৯২	৬০৪
জনবল			
জনবলে বন্ধুর চেয়ে বেশি শক্তিশালী (বাগানের মালিক)	১৮-কাহ্ফ	৩৪	৭২৭
জনসম্মুখে			
ইবরাহীম আ.কে জনসম্মুখে নিয়ে আসার দাবী(মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬১	৭৫৪
নিয়ে আসা (ইবরাহীম আ.কে জনসম্মুখে নিয়ে আসার দাবী)	২১-আম্বিয়া	৬১	৭৫৪
জন্ম			
ইয়াহইয়ার জন্মের দিনে (তার প্রতি সালাম)	১৯-মারইয়াম	১৫	৭৩৫
দিনে (জন্মদিনে ঈসা আ.এর প্রতি সালাম)	১৯-মারইয়াম	৩৩	৭৩৬
জন্মদাতা			
কসম জন্মদাতার	৯০-বালাদ	৩	১০২৩
জন্মদান			
মা সেই হতে পারে যে সন্তানকে জন্মদান করেছে	৫৮-মুজাদালা	২	৯৫২
সন্তান জন্মদান ইবরাহীম আ.এর স্ত্রীর বৃদ্ধাবস্থায়	১১-হূদ	৭২	৬৭২
সন্তান জন্ম দিয়েছেন আল্লাহ! (মুশরিকদের অপবাদ)	৩৭-সাফ্ফাত	১৫২	৮৬৪
জন্ম দেয়া			
আল্লাহকে কেউ জন্ম দেয়নি	১১২-ইখ্লাস	৩	১০৩৬
আল্লাহ কাউকে জন্ম দেয় না	১১২-ইখ্লাস	৩	১০৩৬
কাফির ও পাপী জন্ম দিবে কাফির (নূহ আ. সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	২৭	৯৮৫
জন্মান্ধ			
আরোগ্য (জন্মান্ধকে আরোগ্য করেন ঈসা আল্লাহর ইচ্ছায়)	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতেন ঈসা আ. (আল্লাহর ইচ্ছায়)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
জন্তু (আরো দেখুন পশু শব্দটি)			
বিভিন্ন রঙের জন্তু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
জবাই			
ইসমাঈলকে জবাই করার স্বপ্ন দেখলেন ইবরাহীম আ.	৩৭-সাফ্ফাত	১০২	৮৬২
গাভী জবাই করতে আল্লাহর নির্দেশ (মূসা আ.এর জাতিকে)	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
গাভী জবাই করা প্রসঙ্গ (বনী ইসরাঈল কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৭১	৫০৮
ছেলেদের জবাই করত ফিরআউন (মূসা আ.এর সম্প্রদায়ের ছেলেদের)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
পুত্রসন্তানদের জবাই করত ফির'আউন (একদল অধিবাসীর)	২৮-কাসাস	৪	৮০৮
পুত্র সন্তানদের (বনী ইসরাঈলের) জবাই ফিরআউন বংশ কর্তৃক	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
বেদীতে জবাই করা পশু হারাম	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু জীবিতাবস্থায় জবাই করতে পারলে হালাল	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
হুদহুদ পাখিকে সুলাইমান আ. কর্তৃক জবাই করার হুমকি (অনুপস্থিতির জন্য)	২৭-নামল	২১	৮০১
জবাই (উৎসর্গ)			
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই/উৎসর্গকৃত পশু খাওয়া হারাম...	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
জবাই করার পশু			
ফিদিয়া দিলেন আল্লাহ জবাই করার পশু (ইবরাহীম আ.কে)	৩৭-সাফ্ফাত	১০৭	৮৬২
জবাব (আরো দেখুন উত্তর শব্দটি)			
রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছিল (কিয়ামতে জিজ্ঞাসা করা হবে)	২৮-কাসাস	৬৫	৮১৩
লূত সম্প্রদায়ের জবাব (লূত আ.কে জনপদ থেকে বের করা প্র.)	৭-আ'রাফ	৮২	৬২০
সালামের জবাব (তার চেয়ে সুন্দর বা অনুরূপ)	৪-নিসা	৮৬	৫৬৭
জমা করা			
কাফিররা যা জমা করে তার চেয়ে উত্তম (আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া)	৩-আলে ইমরান	১৫৭	৫৫১
দুনিয়ায় মানুষ যা জমা করে তার চেয়ে প্রতিপালকের দয়া উত্তম	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
ধন-সম্পদ (জমা করা ধন-সম্পদ কাজে আসেনি জাহান্নামবাসীদের)	৭-আ'রাফ	৪৮	৬১৭
ফিরআউন তার কৌশলসমূহ জমা করল (জাদু প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৬০	৭৪৪
মুমিনদের জমাকৃত সম্পদের চেয়ে কুরআন উত্তম	১০-ইউনুস	৫৮	৬৫৯
লোকজন জমা হয়েছে-মুনাফিকরা মুমিনদেরকে বলল (উহুদ যুদ্ধ)	৩-আলে ইমরান	১৭৩	৫৫২
সম্পদ জমা ও গণনা করার পরিণতি দুর্ভোগ	১০৪-হুমাযা	২	১০৩৩
সম্পদ জমা করার দিক থেকে প্রবল প্রজন্মকে ধ্বংস...	২৮-কাসাস	৭৮	৮১৫
সম্পদ জমা করে কুক্ষিগত করে রেখেছে অপরাধীরা	৭০-মা'আরিজ	১৮	৯৮২
জমি (আরো দেখুন ভূমি শব্দটি)			
চাষ (জমি চাষ করেনি যে গাভী দ্বারা তা জবাই করা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭১	৫০৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষের জন্য উপকারী অংশ জমিতে থেকে যায়...	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
জমিন (আরো দেখুন পৃথিবী শব্দটি)			
বিদীর্ণ জমিনের কসম	৮৬-তারিক	১২	১০১৭
জয়ী (আরো দেখুন বিজয়ী শব্দটি)			
কাফিররা জয়ী হওয়ার জন্য কুরআন শ্রবণ করতে নিষেধ করে	৪১-ফুস্সিলাত	২৬	৮৮৮
জয়ী জাদুকর সফল হবে (ফিরআউন ও জাদুকর প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৬৪	৭৪৪
মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাবের বিষয়ে জয়ী হওয়া (আসহাবে কাহ্ফ)	১৮-কাহ্ফ	২১	৭২৬
মুশরিকরা জয়ী হলে মর্যাদা দিবে না চুক্তি ও আত্মীয়তার	৯-তাওবা	৮	৬৪০
সকল দীনের উপর জয়ী করার জন্য সত্য দীনসহ রাসূল স.কে প্রেরণ	৪৮-ফাত্হ	২৮	৯১৯
সত্য দ্বীনকে জয়ী করার জন্য রাসূল স.কে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৯-তাওবা	৩৩	৬৪৩
সত্য দ্বীনকে জয়ী করার জন্য রাসূল স.কে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৬১-সাফ্ফ	৯	৯৬০
জরায়ু			
আল্লাহর ইচ্ছায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে ভ্রূণের অবস্থান	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
জরায়ু যা সংকুচিত করে ও যা অতিক্রম করায় আল্লাহ তা জানেন	১৩-রা'দ	৮	৬৮৯
জর্জরিত (ভারাক্রান্ত)			
ঋণের ভারে (মুশিরিকদের ঋণের ভারে জর্জরিত হওয়া, রাসূল সা. এর প্রতিদান চাওয়া প্রশ্নে...)	৫২-তূর	৪০	৯৩১
জলাশয় (আরো দেখুন পানি/কূপ শব্দটি)			
অস্ত যাওয়া (জলাশয়ে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখল জুলকারনাইন)	১৮-কাহ্ফ	৮৬	৭৩২
সুলাইমানের প্রাসাদকে সাবার রানীর জলাশয় মনে করা	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
জাঁকজমক			
কারুন সম্প্রদায়ের সামনে জাঁকজমক সহকারে বের হল	২৮-কাসাস	৭৯	৮১৫
জাগ্রত (আরো দেখুন সচেষ্ট শব্দটি)			
নিদ্রিত আসহাবে কাহ্ফকে দেখলে জাগ্রত মনে করা...	১৮-কাহ্ফ	১৮	৭২৫
জাতি (আরো দেখুন উম্মত/বংশ শব্দটি)			
এক জাতিভুক্ত ছিল মানুষ (মতপার্থক্যের পূর্ব পর্যন্ত)	১০-ইউনুস	১৯	৬৫৬
ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি (মুশরিকরা)	২৫-ফুরকান	১৮	৭৮৩
বিচরণশীল জীব ও পাখিরাও এক একটি উম্মত বা জাতি	৬-আন্'আম	৩৮	৫৯৯
মানুষকে বিভিন্ন জাতি বানিয়েছেন আল্লাহ যাতে...	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
মূর্তিপূজক জাতির নিকট বনী ইসরাঈল উপস্থিত হল	৭-আ'রাফ	১৩৮	৬২৪
শক্তিধর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ডাকা হবে (বেদুঈনদেরকে)	৪৮-ফাত্হ	১৬	৯১৭
সৃষ্টি (জালিমদের ধ্বংসের পর অন্য জাতি সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১১	৭৫০
স্থলাভিষিক্ত (অন্য জাতিকে মুমিনদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যদি...)	৯-তাওবা	৩৯	৬৪৪
জাদু			
আগুন না জাদু? (আখিরাতে জাহান্নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা)	৫২-তূর	১৫	৯২৯
উদ্ভাবিত জাদু বলল নিদর্শনকে (ফির'আউন সম্প্রদায়)	২৮-কাসাস	৩৬	৮১১
কিতাবকে 'জাদু' বলে কাফিররা (নিজ হাতে তা স্পর্শ করলেও)	৬-আন্'আম	৭	৫৯৬
কুরআনকে জাদু বলল (ওয়ালিদ বিন মুগীরা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৪	৯৯১
চোখগুলোকে জাদু করল ফিরআউনের জাদুকররা (দর্শকদের চোখ)	৭-আ'রাফ	১১৬	৬২৩
তাওরাত ও কুরআন দুটিই জাদু (বণী ইসরাঈল বলেছিল)	২৮-কাসাস	৪৮	৮১২
দড়ি ও লাঠির ছোটাছুটি (জাদুকরদের জাদুর প্রভাবে)	২০-ত্বা-হা	৬৬	৭৪৫
ফিরআউন কর্তৃক মূসার অনুরূপ জাদু নিয়ে আসার ঘোষণা	২০-ত্বা-হা	৫৮	৭৪৪
নিদর্শনকে জাদু বলা (ফিরআউন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১৩	৮০১
নিদর্শন দেখে কাফিররা বলে, এটিতো চিরাচরিত জাদু...	৫৪-কামার	২	৯৩৬
নিদর্শন (জাদু করার জন্য নিদর্শন পেশ করলেও...)	৭-আ'রাফ	১৩২	৬২৪
নিক্ষেপ (ফিরাউনের জাদুকররা যা নিক্ষেপ করেছিল...)	১০-ইউনুস	৮১	৬৬২
পুনরুত্থানকে জাদু বলে (কাফিররা)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
বড় রকমের জাদু নিয়ে আসা (ফিরআউনের জাদুকর প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৬	৬২৩
বাধ্য করা (ফিরআউন কর্তৃক জাদুকরদের জাদু করতে...)	২০-ত্বা-হা	৭৩	৭৪৫
মূসা আ. এর জাদু দ্বারা ফির'আউন সম্প্রদায়কে বের করতে চাওয়া!	২৬-শু'আরা	৩৫	৭৮৯
মূসা আ. এর জাদু দ্বারা ফির'আউন সম্প্রদায়কে বের করতে চাওয়া!	২০-ত্বা-হা	৫৭	৭৪৪
মূসা আ. এর জাদু দ্বারা ফির'আউন সম্প্রদায়কে বের করতে চাওয়া!	২০-ত্বা-হা	৬৩	৭৪৪
দেখেশুনে জাদুর কাছে যাওয়া (কুরআন প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩	৭৫০
লাঠি ও দড়ির ছোটাছুটি (জাদুকরদের জাদুর প্রভাবে)	২০-ত্বা-হা	৬৬	৭৪৫
শিক্ষা (মূসা-ই জাদুকরদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে...)	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
শিক্ষা (মূসা-ই জাদুকরদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে...)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জাদু (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
শিক্ষা দেয়া (শয়তানরা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
সত্য/আয়াতকে জাদু বলে (আয়াত অবিশ্বাসকারীরা)	৪৬-আহ্‌কাফ	৭	৯০৮
সত্যকে জাদু বলা (আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য আসার পর)	১০-ইউনুস	৭৭	৬৬১
সত্যকে জাদু আখ্যা দেয় ফিরআউন(সত্য আসার পর)	১০-ইউনুস	৭৬	৬৬১
সত্যকে (কুরআনকে) জাদু আখ্যা দান, মুশরিকদের	৪৩-যুখরুফ	৩০	৮৯৮
সুস্পষ্ট জাদু বলে কাফিররা (আল্লাহর নিদর্শন দেখে)	৩৭-সাফফাত	১৫	৮৫৭
সুস্পষ্ট জাদু বলল কাফিররা (সুস্পষ্ট প্রমাণকে)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
সুস্পষ্ট জাদু বলল কাফিররা (রাসূল স. এর প্রমাণকে)	৬১-সাফফ	৬	৯৬০
সুস্পষ্ট জাদু বলল জালিমরা (সত্য কুরআনকে)	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
জাদুকর			
অনুসরণ (ফির'আউনের জাদুকরদেরকে অনুসরণ, বিজয়ী হলে...)	২৬-শু'আরা	৪০	৭৯০
আসা (ফিরআউনের জাদুকররা আসলে জাদু নিক্ষেপ করতে...)	১০-ইউনুস	৮০	৬৬২
ঈমান আনা (জাদুকরা ঈমান এনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল)	২০-ত্বা-হা	৭০	৭৪৫
একত্র করা (ফির'আউনের জাদুকরদেরকে নির্দিষ্ট দিনে একত্র করা হল)	২৬-শু'আরা	৩৮	৭৯০
কৌশল (ফিরাউনের জাদুকরের কৌশল, সাপ/দড়ি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৬৯	৭৪৫
নিক্ষেপ (জাদুকররা জাদুর দড়ি ও লাঠি নিক্ষেপ করল)	২৬-শু'আরা	৪৪	৭৯০
নিয়ে আসা (জাদুকর সংগ্রহ করে ফিরআউনের কাছে নিয়ে আসা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১২	৬২২
প্রতিদান (ফির'আউনের জাদুকরদের প্রতিদান দাবি, বিজয়ী হলে)	২৬-শু'আরা	৪১	৭৯০
প্রতিদান প্রার্থনা (ফিরাউনের কাছে জাদুকরদের প্রতিদান প্রার্থনা)	৭-আ'রাফ	১১৩	৬২২
ফিরআউনের নিকট জাদুকরদের নিয়ে আসার নির্দেশ	১০-ইউনুস	৭৯	৬৬২
ফির'আউনের নিকট জাদুকর আনার জন্য শহরে লোক পাঠানো	২৬-শু'আরা	৩৭	৭৯০
মুহাম্মদ স. কে জাদুকর বলে (কাফিররা)	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
মূসা আ. বিজ্ঞ জাদুকর (ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানদের উক্তি)	৭-আ'রাফ	১০৯	৬২২
মূসা আ.কে ফির'আউন কর্তৃক বিজ্ঞ জাদুকর বলা...	২৬-শু'আরা	৩৪	৭৮৯
মূসা আ. কে জাদুকর বলেছিল (ফিরআউন হামান ও কারূন)	৪০-মু'মিন	২৪	৮৭৯
মূসা আ.কে জাদুকর অথবা পাগল বলল ফির'আউন	৫১-যারিয়াত	৩৯	৯২৭
মূসা আ.কে জাদুকর বলে (ফির'আ উন সম্প্রদায়)	৪৩-যুখরুফ	৪৯	৮৯৯
মূসা ও হারুন আ.কে জাদুকর বলা (ফিরআউন কর্তৃক)	২০-ত্বা-হা	৬৩	৭৪৪
রাসূল আসলেই তাকে জাদুকর বা পাগল বলেছে পূর্ববর্তীরা	৫১-যারিয়াত	৫২	৯২৮
রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী জাদুকর বলে কাফিররা	৩৮-সোয়াদ	৪	৮৬৬
সফল হয় না জাদুকররা (ফিরআউনকে মূসা আ. বললেন)	১০-ইউনুস	৭৭	৬৬১
সফল হবে না (মূসার নিদর্শন লাঠির সামনে জাদুকররা সফল হবে না)	২০-ত্বা-হা	৬৯	৭৪৫
সিজদা (জাদুকরা ঈমান এনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল)	২০-ত্বা-হা	৭০	৭৪৫
সিজদায় লুটিয়ে পড়ল জাদুকররা (পরাজিত হওয়ার পর)	২৬-শু'আরা	৪৬	৭৯০
সিজদায় লুটিয়ে পড়ল জাদুকররা (পরাজিত হওয়ার পরে)	৭-আ'রাফ	১২০	৬২৩
জাদুগ্রস্ত			
অনুসরণ (জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে অনুসরণের অভিযোগ, জালিমদের)	১৭-ইস্‌রা	৪৭	৭১৮
অনুসরণ (জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে অনুসরণের অভিযোগ, জালিমদের)	২৫-ফুরকান	৮	৭৮২
মূসা আ. কে জাদুগ্রস্ত মনে করল ফিরআউন	১৭-ইস্‌রা	১০১	৭২৩
শুআইব আ. কে জাদুগ্রস্ত বলল (আইকাবাসী)	২৬-শু'আরা	১৮৫	৭৯৭
সম্প্রদায় (অপরাধীরা নিজেদেরকে জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায় বলবে)	১৫-হিজর	১৫	৬৯৮
সালিহ আ.কে জাদুগ্রস্ত বলল (ছামুদ সম্প্রদায়)	২৬-শু'আরা	১৫৩	৭৯৫
জানতে চাওয়া			
জালিমরা রাসূল স. এর কাছে জানতে চায় (শাস্তি সত্যি কিনা)	১০-ইউনুস	৫৩	৬৫৯
জানতে চাওয়া বিষয়ের ফায়সালা হয়ে গেছে...	১২-ইউসুফ	৪১	৬৮০
মুসলমানদের সংবাদ মুনাফিকের জানতে চাওয়া (খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২০	৮৩৫
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হলে একে অপরকে জানতেও চাইবে না	২৩-মু'মিনূন	১০১	৭৭২
জানতে পারা			
নিরাপত্তা/ভীতির বিষয় জানতে পারা (যাচাই-বাছাই করে)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
মিথ্যা অভিহিত করার পরিণাম জানতে পারবে...	৪০-মু'মিন	৭০	৮৮৪
মুমিনরা জানতে পারবে কে সুস্পষ্ট পথ ভ্রষ্টতায় রয়েছে	৬৭-মুল্‌ক	২৯	৯৭৪
লোকেরা জানতে পারবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা (সে লোকটি ফিরে গেলে)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
জানা/অজানা/জানানো			
অঙ্গীকার (বৈমাত্রেয় ভাইকে ফিরিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার সম্পর্কে জানা থাকারা বিষয়ে প্রশ্ন)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
অত্যাচারীরা প্রত্যাবর্তনের স্থান জানতে পারবে	২৬-শু'আরা	২২৭	৭৯৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অদৃশ্য (আল্লাহ ছাড়া আকাশ-পৃথিবীর সকলের কাছে অদৃশ্য অজানা)	২৭-নামল	৬৫	৮০৫
অদৃশ্য না জানা (নূহ আ. অদৃশ্য জ্ঞানের বলে দাবী করেন নি)	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
অদৃশ্য জানা (রাসূল স. অদৃশ্য জানলে কোন অনিষ্টই স্পর্শ করত না)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
অদৃশ্য জানা (রাসূল স. এর অদৃশ্য বিষয় না জানা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৫০	৬০০
অদৃশ্য বিষয় (আকাশ-পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
অদৃশ্য বিষয় যদি জিনেরা জানত তবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে...	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
অদৃশ্য বিষয় (প্রতিপালক অদৃশ্য বিষয় জানেন)	৩৪-সাবা	৪৮	৮৪৫
অদৃশ্যের চাবি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
অধিকাংশ মানুষ জানে না যে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি...	৪০-মু'মিন	৫৭	৮৮৩
অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না যে সকল প্রশংসা আল্লাহর	১৬-নাহ্‌ল	৭৫	৭০৯
অধিকাংশ মানুষই জানেনা (আল্লাহ কর্তৃক দৃষ্টান্ত বর্ণনা)	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
অধিকাংশ মানুষ জানে না (কিয়ামত সম্পর্কে)	৪৫-জাছিয়া	২৬	৯০৭
অনুসরণ (যারা জানেনা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না)	৪৫-জাছিয়া	১৮	৯০৬
অন্তরের খবর (নূহ সম্প্রদায়ের অন্তরের খবর আল্লাহ জানেন)	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
অপরাধীরা জানত না (কিয়ামতের দিন সম্পর্কে)	৩০-রূম	৫৬	৮২৬
অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে মুশরিকরা জানে না (আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্‌ল	১০১	৭১১
অবস্থানস্থল (আল্লাহ জানেন সকল জীবের অবস্থানস্থল)	১১-হূদ	৬	৬৬৬
অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন	১৬-নাহ্‌ল	১০১	৭১১
অর্জন জানা (আল্লাহ মানুষের অর্জনের বিষয় জানেন)	৬-আন্'আম	৩	৫৯৬
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ জানেন	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ জানেন	৪৯-হুজুরাত	১৬	৯২১
আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে অনেকেই জানে না	৪৪-দুখান	৩৯	৯০৪
আখিরাতের আবাসই প্রকৃত জীবন যদি মানুষ জানত!	২৯-আনকাবূত	৬৪	৮২১
আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে জালিমরা যদি জানত!	৩৯-যুমার	২৬	৮৭৩
আগামীকাল কী অর্জন করবে তা মানুষ জানে না...	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
আগামীকাল ছামুদ সম্প্রদায় জানবে, কে মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক	৫৪-কামার	২৬	৯৩৭
আদ সম্প্রদায়ের জানা বিষয় দিয়ে আল্লাহর সাহায্য প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	১৩২	৭৯৪
আনুগত্য (মুনাফিকদের আনুগত্য জানা আছে)	২৪-নূর	৫৩	৭৭৯
আযীয যেন জানতে পারে যে, ইউসুফ আ. খেয়ানত করেনি	১২-ইউসুফ	৫২	৬৮১
আরবি কুরআন অবতরণ এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩	৮৮৬
আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানেন	৪৯-হুজুরাত	১৬	৯২১
আল্লাহ জানেন (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু)	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
আল্লাহ জানেন যমিনে যা প্রবেশ করে...	৩৪-সাবা	২	৮৪১
আল্লাহ জানেন (যা তারা গোপন করে ও প্রকাশ করে...)	১১-হূদ	৫	৬৬৫
আল্লাহ যাদেরকে জানেন তাদেরকে ভয় দেখানো...	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
আল্লাহ জানেন যা ফেরেশতারা জানেনা (আদম আ. সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
আল্লাহ জানেন (যুদ্ধে বাধাদানকারী মুনাফিক সম্পর্কে)	৩৩-আহযাব	১৮	৮৩৪
আল্লাহ জানেন যে মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
আল্লাহ মানুষের গোপন-প্রকাশ্য-অর্জন সবই জানেন	৬-আন্'আম	৩	৫৯৬
আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা (নূহ আদছামুদ...জাতি সম্পর্কে)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
আল্লাহ জানেন (ইবরাহীম/ইসমাঈল...ইহুদি-নাসারা ছিল কিনা)	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
আল্লাহ জানেন... (ইবরাহীম আ. প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	৬৬	৫৪২
আল্লাহ জানেন... (অশ্লীলতার বিস্তার প্রসঙ্গ)	২৪-নূর	১৯	৭৭৫
আল্লাহ জানেন অদৃশ্য বিষয়াদি...	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
আল্লাহ জানেন জালিমদের সম্পর্কে	৯-তাওবা	৪৭	৬৪৫
আল্লাহ জানেন জালিমদেরকে (ইহুদী প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৯৫	৫১১
আল্লাহ জানেন জাহান্নামে প্রবেশের সর্বাধিক উপযুক্ত কে	১৯-মারইয়াম	৭০	৭৩৯
আল্লাহ জানেন তাদেরকে যারা সরে পড়ে (রাসূল স. এর আহ্বান থেকে)	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
আল্লাহ জানেন তারা ইউসুফকে নিয়ে যা করেছে...	১২-ইউসুফ	১৯	৬৭৮
আল্লাহ জানেন তারা মিথ্যাবাদী (যারা কসম করে বলছে)	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
আল্লাহ জানেন (দুনিয়ায় অবস্থান সম্পর্কে মানুষ কিয়ামতে যা বলবে)	২০-ত্বা-হা	১০৪	৭৪৭
আল্লাহ জানেন (নবী ও তার স্ত্রীদের হৃদয়ে যা আছে তা)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
আল্লাহ জানেন (নবীকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৩৩	৫৯৮
আল্লাহ জানেন না এমন বিষয়ে সংবাদ দেয় কাফিররা...	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
আল্লাহ জানেন (পথভ্রষ্ট ব্যক্তির কাজ সম্পর্কে)	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
আল্লাহ জানেন পূর্ববর্তীদেরকে...	১৫-হিজর	২৪	৬৯৯
আল্লাহ জানেন (প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়)	৮৭-আ'লা	৭	১০১৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জানা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ জানেন (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
আল্লাহ জানেন মানুষ যা প্রকাশ করে ও গোপন করে	২৪-নূর	২৯	৭৭৬
আল্লাহ জানেন (মানুষ সংরক্ষণ করতে পারে না রাতদিনের পরিমাণ)	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
আল্লাহ জানেন (প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে)	১৩-রা'দ	৪২	৬৯২
আল্লাহ জানেন (মানুষ যা করে)	২৪-নূর	২৮	৭৭৬
আল্লাহ জানেন (মানুষ যা প্রকাশ করে ও যা গোপন রাখে)	৫-মায়িদা	৯৯	৫৯২
আল্লাহ জানেন (মানুষের ব্যয় ও মানত সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২৭০	৫৩২
আল্লাহ জানেন (মানুষের দান সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
আল্লাহ জানেন (মানুষের ভাল কাজ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
আল্লাহ জানেন (মানুষের মনের বিষয়)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
আল্লাহ জানেন (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়)	৬৪-তাগাবুন	৪	৯৬৬
আল্লাহ জানেন (মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয়)	১৬-নাহ্ল	১৯	৭০৪
আল্লাহ জানেন (মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয়)	১৬-নাহ্ল	২৩	৭০৪
আল্লাহ জানেন (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	১৬-নাহ্ল	৯১	৭১০
আল্লাহ জানেন (মানুষের সামনের ও পিছনের বিষয়)	২০-ত্বা-হা	১১০	৭৪৮
আল্লাহ জানেন (মানুষের কল্যানকর কাজ)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
আল্লাহ জানেন (মানুষের সামনের ও পিছনের বিষয়)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
আল্লাহ জানেন (মানুষের কাজ সম্পর্কে)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
আল্লাহ জানেন (মানুষের অন্তরের বিষয়ে)	৩৫-ফাতির	৩৮	৮৪৯
আল্লাহ জানেন (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়)	৩৩-আহযাব	৫৪	৮৩৮
আল্লাহ জানেন (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু)	১৪-ইবরাহীম	৩৮	৬৯৬
আল্লাহ জানেন মুত্তাকীদেরকে	৯-তাওবা	৪৪	৬৪৪
আল্লাহ জানেন মুত্তাকীদেরকে	৩-আলে ইমরান	১১৫	৫৪৭
আল্লাহ জানেন (মুনাফিকদের হৃদয়ে যা আছে তা)	৪-নিসা	৬৩	৫৬৫
আল্লাহ জানেন মুনাফিকরা যা গোপন করত (কুফরি গোপন করা)	৫-মায়িদা	৬১	৫৮৮
আল্লাহ জানেন মুনাফিকদের গোপন বিষয় ও গোপন কথা	৯-তাওবা	৭৮	৬৪৮
আল্লাহ জানেন মুনাফিক কারা...	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
আল্লাহ জানেন (মুমিনদের স্ত্রী-দাসীদের বিষয়ে পালনীয় প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
আল্লাহ জানেন মু'মিনদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানেন	৬২-জুমু'আ	৭	৯৬২
আল্লাহ জানেন (মুমিনরা অসুস্থ হতে পারে দীর্ঘ রাত দাঁড়িয়ে থেকে...)	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
আল্লাহ জানেন (মুমিনরা যা গোপন করে ও যা প্রকাশ করে)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
আল্লাহ জানেন (মুমিনের সৎপথে চলা ও বিপদ প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	১১	৯৬৭
আল্লাহ জানেন (মুশরিকরা যা প্রকাশ করে ও গোপন করে)	৩৬-ইয়াসীন	৭৬	৮৫৬
আল্লাহ জালিমদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি জানেন	৬-আন্'আম	৫৮	৬০১
আল্লাহ জেনেছেন মানুষের খেয়ানত (রোজার রাতে যৌন...)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
আল্লাহর জেনে নিতে পারা (কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
আল্লাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে ও রাসূল স. কে সাহায্য করে	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
আল্লাহ জেনে নিবেন তাদেরকে যারা জিহাদ করেছে...	৯-তাওবা	১৬	৬৪১
আল্লাহ জেনে নিবেন (প্রকৃত ঈমানদারদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
আল্লাহ কাফিরদের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন	৪-নিসা	৩৯	৫৬২
আল্লাহ ভালভাবে জানেন (মানুষ যা করে)	২৩-মু'মিনূন	৫১	৭৬৯
আল্লাহ ভালভাবে জানেন (জালিমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	১৬-নাহ্ল	২৮	৭০৫
আল্লাহ ভালভাবে জানেন (বক্ষে যা আছে)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
আল্লাহ ভালভাবে জানেন (সকল বিষয়ে)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
আল্লাহ ভালভাবে জানেন (ইবরাহীমের সঠিক পথে থাকা সম্পর্কে)	২১-আম্বিয়া	৫১	৭৫৩
আল্লাহ ভালভাবে জানেন (মানুষের বক্ষে যা আছে তা)	৩১-লুকমান	২৩	৮২৮
আল্লাহ বেশি জানেন তাকওয়া অবলম্বনকারী সম্পর্কে	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
আল্লাহ ভাল জানেন ভাইয়েরা যা বর্ণনা করছে ইউসুফ আ. সম্পর্কে	১২-ইউসুফ	৭৭	৬৮৪
আল্লাহ ভাল জানেন মুনাফিকরা যা গোপন করে	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
আল্লাহ ভাল জানেন (মুশরিকদের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	১০-ইউনুস	৩৬	৬৫৭
আল্লাহ ভাল জানেন (যা তারা গোপন কর)	৮৪-ইনশিকাক্ব	২৩	১০১৪
আল্লাহ ভাল জানেন সঠিক পথ অনুসরণকারীদেরকে	২৮-কাসাস	৫৬	৮১৩
আল্লাহ মানুষের সামনের ও পিছনের সবই জানেন	২২-হাজ্জ	৭৬	৭৬৫
আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
আল্লাহ সম্পর্কে জেনে বুঝে মিথ্যা বলে (আহলে কিতাবের)	৩-আলে ইমরান	৭৮	৫৪৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ জানেন (আকাশ-পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহ জানেন)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
আল্লাহ সম্পর্কে জানা (তিনি ক্ষমাশীল/দয়ালু ও শাস্তিদানে কঠোর)	৫-মায়িদা	৯৮	৫৯২
আল্লাহ সম্পর্কে জানা যে, তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
আল্লাহ সম্পর্কে জানা যে, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান	২-বাক্বারা	১০৬	৫১২
আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন (মানুষের কাজ সম্পর্কে)	২২-হাজ্জ	৬৮	৭৬৪
আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন আসহাবে কাহফের অবস্থানকাল ..	১৮-কাহফ	২৬	৭২৬
আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জানেন (মানুষের কাজ সম্পর্কে)	৩৯-যুমার	৭০	৮৭৭
আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন (অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে)	১৬-নাহ্ল	১০১	৭১১
আল্লাহ সকল বিষয় ভালভাবে জানেন	২৯-আনকাবূত	৬২	৮২১
আল্লাহ সকল বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানেন	৩৩-আহযাব	৪০	৮৩৭
আল্লাহ যদি জানতেন যে তাদের মধ্যে ভাল কিছু আছে...	৮-আনফাল	২৩	৬৩৪
আল্লাহ যদি জানেন যে যুদ্ধবন্দিদের হৃদয়ে ভাল কিছু আছে...	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
আল্লাহর অজানা কোন সংবাদ কি তারা দেয়! (শিরক প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
আল্লাহর জানা (আকাশ-পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়)	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
আল্লাহর জানা (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু জানেন)	২২-হাজ্জ	৭০	৭৬৪
আল্লাহর জানা (রাসূল স. কর্তৃক প্রতিপালকের রিসালাত পৌঁছানো প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	২৮	৯৮৭
আল্লাহই বেশি জানেন (জগতসমূহের বক্ষের বিষয় সম্পর্কে)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
আল্লাহই বেশী জানেন (রিসালাত কোথায় রাখবেন তা)	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
আল্লাহ জানেন অনিষ্টকারী ও কল্যাণকারী সম্পর্কে	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
আল্লাহ জানেন অবিশ্বাসীরা কেন কুরআনের দিকে কান পেতে...	১৭-ইস্রা	৪৭	৭১৮
আল্লাহ জানেন আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে	৩-আলে ইমরান	২৯	৫৩৮
আল্লাহ জানেন (আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
আল্লাহ জানেন (আকাশ-পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়)	৪৯-হুজুরাত	১৮	৯২১
আল্লাহ জানেন (আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকার বিষয়টি)	২৯-আনকাবূত	৪২	৮১৯
আল্লাহ জানেন (আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন)	৪-নিসা	৩২	৫৬১
আল্লাহ জানেন ইমরানের স্ত্রী যা প্রসব করেছে	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
আল্লাহ জানেন (ইহুদীদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়াবলি)	২-বাক্বারা	৭৭	৫০৯
আল্লাহ জানেন ঈসা আ. যদি বলে থাকেন...	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
আল্লাহ জানেন ঈসা আ.এর মনে যা আছে...	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
আল্লাহ জানেন (কাফিরদের কথায় রাসূল স. এর অন্তর সংকুচিত হয়)	১৫-হিজর	৯৭	৭০২
আল্লাহ জানেন (কাফিরদের আলোচনার বিষয় সম্পর্কে)	৪৬-আহ্কাফ	৮	৯০৮
আল্লাহ জানেন (কাফিররা যা বলে)	৫০-ক্বাফ	৪৫	৯২৪
আল্লাহ জানেন কাফিররা আল্লাহর যে গুণ বর্ণনা করে...	২৩-মু'মিনূন	৯৬	৭৭২
আল্লাহ জানেন (কেউ কেউ কুরআন সম্পর্কে মিথ্যাঅভিহিতকারী)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৯	৯৮০
আল্লাহ জানেন কোনটি কল্যাণকর (মানুষ জানে না)	২-বাক্বারা	২১৬	৫২৪
আল্লাহ জানেন কোনটি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ পন্থা...	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
আল্লাহ জানেন (গোপন-প্রকাশ্য ও লুকানো কথা)	২০-ত্বা-হা	৭	৭৪১
আল্লাহ জানেন (চোখের অপব্যবহার ও বক্ষের গোপন বিষয়)	৪০-মু'মিন	১৯	৮৭৯
আল্লাহ জানেন (জরায়ু যা সংকুচিত করে যা অতিক্রম করে)	১৩-রা'দ	৮	৬৮৯
আল্লাহ জানেন জালিমদেরকে	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
আল্লাহ জানেন প্রবৃত্তি মানুষকে কি কুমন্ত্রণা দেয়	৫০-ক্বাফ	১৬	৯২৩
আল্লাহ মহাজ্ঞানী (সকল বিষয়ে)	২৪-নূর	৬৪	৭৮১
আল্লাহ জানেন (হিজরতকারী মুমিন নারীদের ঈমানের বিষয়)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
আল্লাহ জানেন বক্ষের বিষয় (গোপন বা প্রকাশ...)	৩-আলে ইমরান	২৯	৫৩৮
আল্লাহ জানেন বক্ষের বিষয়	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
আল্লাহ জানেন (বান্দা যা করে)	৪২-শূরা	২৫	৮৯৩
আল্লাহ জানেন বান্দার উত্তম কাজ সম্পর্কে	২-বাক্বারা	২১৫	৫২৪
আল্লাহ জানেন (ভূমিতে যা প্রবেশ করে)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
আল্লাহ জানেন (ভূমি থেকে যা বের হয়)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
আল্লাহ জানেন মাটি মৃতদেহের কতটুকু ক্ষয় করে	৫০-ক্বাফ	৪	৯২২
আল্লাহ জানেন (মাতৃগর্ভে কী আছে তা...)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
আল্লাহ জানেন মানুষ আলোচনা করবে (বিধবার বিয়ে প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
আল্লাহ জানেন মানুষ কিসের উপর আছে...	২৪-নূর	৬৪	৭৮১
আল্লাহ জানেন মানুষ জানে না(আল্লাহর উপমা/সমকক্ষ পেশ ...)	১৬-নাহ্ল	৭৪	৭০৯
আল্লাহ জানেন মানুষ যা ব্যয় করে	৩-আলে ইমরান	৯২	৫৪৫
আল্লাহ জানেন (রাসূল স. কে মানুষ কর্তৃক কুরআন শেখানোর অপবাদ...)	১৬-নাহ্ল	১০৩	৭১১
আল্লাহ জানেন সৃষ্টিকুল যা করে	২৪-নূর	৪১	৭৭৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জানা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ জানেন (স্থলে ও সমুদ্রে যা আছে তা)	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন	২-বাক্বারা	২৯	৫০৪
আল্লাহ সবকিছু ভাল ভাল জানেন (কালালাহ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
আল্লাহ সম্পর্কে জেনেবুঝে মিথ্যা বলে আহলে কিতাবরা	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কিছু বলা	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫
আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কিছু বলা	৭-আ'রাফ	২৮	৬১৫
আল্লাহ সবকিছু জানেন (ঋণের বিষয় লিখে রাখা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
আল্লাহ সবকিছু জানেন (সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১০১	৬০৬
আল্লাহ তা জানেন (যা মানুষ জানে না)	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
আহলি কিতাবরা জানে না	৩-আলে ইমরান	৬৬	৫৪২
আহলে কিতাব যেন জানতে পারে যে...	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
আহলে কিতাব জেনেবুঝে সত্য গোপন করে	৩-আলে ইমরান	৭১	৫৪২
আহলে কিতাব যেন জানেনা (আল্লাহর কিতাব প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০১	৫১১
ইউসুফের ভাইয়েরা জানে (তারা কী আচরণ করেছে...)	১২-ইউসুফ	৮৯	৬৮৫
ইবরাহীমের জানা (মূর্তি কথা বলতে না পারা সম্পর্কে)	২১-আম্বিয়া	৬৫	৭৫৪
ইয়াকুব আ. জানেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যা তার পুত্ররা জানে না	১২-ইউসুফ	৮৬	৬৮৫
ইয়াকুব আ. জানেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যা তার পুত্ররা জানে না	১২-ইউসুফ	৯৬	৬৮৬
ইহুদীরা কি জানেনা যে আল্লাহ তাদের গোপন-প্রকাশ্য বিষয়ে জানেন	২-বাক্বারা	৭৭	৫০৯
ইহুদীরা না জেনেই আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলে (আগুনের স্পর্শ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
ঈমানদার ও মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ জানেন	২৯-আনকাবূত	১১	৮১৬
ঈমানদাররা যদি জানত যে রোজা রাখাই উত্তম...	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
ঈমান সম্বন্ধে আল্লাহই বেশি জানেন	৪-নিসা	২৫	৫৬০
ঈমানদাররা জানে যে উপমা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
ঈসা আ. জানে না আল্লাহর মনে কি আছে...	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
উত্তম কাজ সম্পর্কে জানা(ইবাদত ও তাকওয়া প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	১৬	৮১৭
উত্থান (কবরে যা আছে তার উত্থান সম্পর্কে মানুষ কি জানেনা?)	১০০-'আদিয়াত	৯	১০৩০
উপকারী কে সে সম্পর্কে মানুষ জানে না (পিতা নাকি সন্তান?)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
উযায়ের জানে যে আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
এক ইলাহ সম্পর্কে জানানোর জন্য কুরআন অবতীর্ণ	১৪-ইবরাহীম	৫২	৬৯৭
কথা (যারা জানেনা তারা ইহুদী-নাসারাদের অনুরূপ কথা বলে)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
কথা(আকাশ-পৃথিবীর সমস্ত কথা প্রতিপালক জানেন)	২১-আম্বিয়া	৪	৭৫০
কল্যাণ আছে জানতে পারলে দাসদের সাথে মুক্তির চুক্তি কর	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
কাফিররা জানবে আখিরাতের শুভ পরিণাম কাদের জন্য	১৩-রা'দ	৪২	৬৯২
কাফিররা জানতে পারবে (মিথ্যা আশায় মোহাচ্ছন্ন থাকার বিষয়)	১৫-হিজর	৩	৬৯৮
কাফিরদের জেনে রাখা (কুরআন আল্লাহর জ্ঞানসহ অবতীর্ণ)	১১-হূদ	১৪	৬৬৬
কাফিরদের বাপ-দাদারা কিছুই জানে না এবং তারা...	৫-মায়িদা	১০৪	৫৯৩
কাফির জানেনা(সকল প্রশংসা আল্লাহর হওয়া প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২৫	৮২৯
কাফিররা যদি সে সময়ের কথা জানত! (জাহান্নামের আগুন প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩৯	৭৫২
কাফিররা যদি জানত যে আল্লাহ ছাড়া কেউ আশ্রয় দিতে পারে না	২৩-মু'মিনূন	৮৮	৭৭১
কাফিররা জানবে (কুরআন অবিশ্বাসের পরিণাম)	৩৭-সাফ্ফাত	১৭০	৮৬৫
কাফিররা জানলে বলুক পৃথিবীর মালিকানা কার?	২৩-মু'মিনূন	৮৪	৭৭১
কাফিররা জানে না (কিয়ামত কি তা কাফিররা জানে না...)	৪৫-জাছিয়া	৩২	৯০৭
কাফিররা জানে যা থেকে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন	৭০-মা'আরিজ	৩৯	৯৮৩
কাফেলা বলল 'তোমরা জান আমরা ফাসাদ করতে আসিনি'	১২-ইউসুফ	৭৩	৬৮৩
কাফিরা জানতে পারবে (কেমন ছিল সতর্কীকরণ)	৬৭-মুল্ক	১৭	৯৭৩
কারুন কি জানে না আল্লাহ ধ্বংস করেছেন তার চেয়ে শক্তিশালী...	২৮-কাসাস	৭৮	৮১৫
কাফির যেন জানতে পারে যে সে মিথ্যাবাদী এ জন্য পুনরুত্থান...	১৬-নাহ্ল	৩৯	৭০৬
কাফিরদের অধিকাংশই জানেনা (নিদর্শন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৩৭	৫৯৯
কিতাবপ্রাপ্তরা জানে যে কুরআন সত্য (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
কিতাব সম্পর্কে না জানা(নিরক্ষর ইহুদী প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৮	৫০৯
কিয়ামতকে সত্য বলে জানে (কিয়ামতে বিশ্বাসীরা)	৪২-শূরা	১৮	৮৯২
কিয়ামত সম্পর্কে মানুষ শীঘ্রই জানতে পারবে	৭৮-নাবা	৫	১০০০
কিয়ামত সম্পর্কে মানুষ শীঘ্রই জানতে পারবে	৭৮-নাবা	৪	১০০০
কিয়ামতের বিষয়ে রাসূল স. এর না জানা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
কুরআন সম্পর্কে জানা (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ)	৬-আন্'আম	১১৪	৬০৭
কৃতকর্ম (জালিমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবে জানেন)	১৬-নাহ্ল	২৮	৭০৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কৃতকর্ম (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্ল	৯১	৭১০
কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানেন না! (আল্লাহর শত্রুদের ধারণা)	৪১-ফুস্সিলাত	২২	৮৮৭
খিয়ানত (জেনে-বুঝে খিয়ানত করা নিষেধ)	৮-আনফাল	২৭	৬৩৪
গুহাবাসীদের সম্পর্কে জানলে পাথর নিক্ষেপ করবে শহরবাসী	১৮-কাহ্ফ	২০	৭২৫
গোপন (আল্লাহ মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য কথা জানেন)	২১-আম্বিয়া	১১০	৭৫৭
গোপন (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সবই আল্লাহ জানেন)	৬৪-তাগাবুন	৪	৯৬৬
গোপন-প্রকাশ্য ও লুকানো কথা আল্লাহ জানেন	২০-ত্বা-হা	৭	৭৪১
গোপন বিষয় জানেন আল্লাহ (আকাশ ও পৃথিবীর)	২৫-ফুরকান	৬	৭৮২
গোপন (মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্ল	২৩	৭০৪
গোপন (মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্ল	১৯	৭০৪
গোপন (মানুষের গোপন-প্রকাশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন)	২৭-নামল	২৫	৮০২
গোপন (আল্লাহ মানুষের গোপন বিষয় জানেন)	৬-আন্'আম	৩	৫৯৬
গোপন (প্রতিপালক মানুষের গোপন-প্রকাশ্য বিষয় জানেন)	২৭-নামল	৭৪	৮০৬
গ্রাস করা (জেনে শুনে মানুষের সম্পদ গ্রাস করা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৮৮	৫২১
জাদুর পরিণতি সম্পর্কে জানা (আখিরাতে অংশ নেই)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
জাদুবিদ্যার পরিণতি সম্পর্কে মানুষ যদি জানত!	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
জাদুকররা প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনার পরিণতি জানবে!	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
জালিমদের অধিকাংশই জানেনা (শাস্তি সম্পর্কে)	৫২-তূর	৪৭	৯৩১
জিহাদকারীকে জেনে নিবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৪২	৫৪৯
জিনদের (পৃথিবীবাসীর মঙ্গল অমঙ্গল বিষয়ে জিনরা জানে না)	৭২-জিন্	১০	৯৮৬
জিনেরা জানে যে তাদেরকে শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে	৩৭-সাফ্ফাত	১৫৮	৮৬৪
জুমআর নামাজ সম্পর্কে যদি মানুষ জানত! (এটি কত উত্তম)	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য সীমা বর্ণনা করেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
জ্ঞানীদের জানা যে কুরআন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সত্য	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
জ্ঞান লাভের পরও যেন কিছুই না জানে (বার্ধক্যে বৃদ্ধদের অবস্থা হয়)	১৬-নাহ্ল	৭০	৭০৮
দিনের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানেন	৬-আন্'আম	৬০	৬০১
ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নিবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৪২	৫৪৯
নবীর অজানা বিষয় (আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
নিরাপত্তার হকদার সম্পর্কে জানা (ইবরাহীম আ. প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৮১	৬০৩
নির্দেশ (মানুষকে জেনে রাখার নির্দেশ...)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
নিদর্শন জানা (আল্লাহর নিদর্শনাবলি জানা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৯৩	৮০৭
নিশ্চিত জ্ঞান জানা থাকলে মানুষ মোহাচ্ছন্ন হত না (প্রাচুর্য প্রসঙ্গ)	১০২-তাকাছুর	৫	১০৩২
নির্ধারিত সময় সম্পর্কে মানুষ যদি জানত! (তা বিলম্বিত হবে না)	৭১-নূহ্	৪	৯৮৪
নির্ণয়কারী (আল্লাহ যেন জেনে নিতে পারেন সঠিক নির্ণয়কারী দলকে)	১৮-কাহ্ফ	১২	৭২৪
নূহ আ. জানেন (আল্লাহর নিকট থেকে যা তার সম্প্রদায় জানে না)	৭-আ'রাফ	৬২	৬১৮
পথ -যারা জানেনা তাদের পথ অনুসরণ না করা (মূসা/হারুন প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৮৯	৬৬২
পথভ্রষ্টরা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও বাহিনী হিসাবে দুর্বল	১৯-মারইয়াম	৭৫	৭৩৯
পথভ্রষ্টরা যদি জানত (পৃথিবীতে তাদের অবস্থানকাল...)	২৩-মু'মিনূন	১১৪	৭৭৩
পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে প্রতিপালক বেশী জানেন	৬-আন্'আম	১১৭	৬০৭
পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে আল্লাহ বেশি জানেন	১৬-নাহ্ল	১২৫	৭১৩
পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে আল্লাহ বেশি জানেন	১৬-নাহ্ল	১২৫	৭১৩
পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে প্রতিপালক বেশী জানেন	৬-আন্'আম	১১৭	৬০৭
পরিণাম সম্পর্কে মুশরিকরা জানবে (অকৃতজ্ঞতার পরিণাম)	১৬-নাহ্ল	৫৫	৭০৭
পরিণাম জানতে পারবে (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণকারীরা)	১৫-হিজর	৯৬	৭০২
পরিণাম জানা (জাদুকরদেরকে ঈমান আনার পরিণাম জানা!)	৭-আ'রাফ	১২৩	৬২৩
পরিণতি জানা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি)	৯-তাওবা	৬৩	৬৪৬
পিতৃপরিচয় জানা না গেলে পালকপুত্ররা দ্বীনি ভাই/বন্ধু	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
পিছনে ও সামনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ জানেন	২১-আম্বিয়া	২৮	৭৫১
পিছনে থেকে যেত চায় যারা তারা কিছু জানে না	৯-তাওবা	৯৩	৬৪৯
পুত্ররা যা জানে না ইয়াকুব আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে তা জানেন	১২-ইউসুফ	৯৬	৬৮৬
পুত্ররা জানে না (ইয়াকুব আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানেন)	১২-ইউসুফ	৮৬	৬৮৫
পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি যে সত্য অধিকাংশ মানুষই তা জানে না	১৬-নাহ্ল	৩৮	৭০৬
পুরস্কার সম্পর্কে যদি মানুষ জানত! (ঈমান/তাকওয়ার পুরস্কার)	২-বাক্বারা	১০৩	৫১২
প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ও কিয়ামত সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে	১০২-তাকাছুর	৩	১০৩২
প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ও কিয়ামত সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে	১০২-তাকাছুর	৪	১০৩২
প্রত্যেকেই জানবে সে কী উপস্থিত করেছে (কিয়ামতে)	৮১-তাকভীর	১৪	১০০৮
প্রত্যেক গোত্রই পানি পানের স্থান জেনে নিল (বনী ইসরাইল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জানা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পেরেছে মানুষ	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬২	৯৪৬
প্রতিপালকের বাহিনীকে কেউ জানে না (তাদের সংখ্যা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
প্রতিশ্রুত শাস্তি আসার সময় সম্পর্কে রাসূল স. এর না জানা প্রসঙ্গ	৭২-জিন্	২৫	৯৮৭
প্রতিপালক জানেন (রাসূলগণ জনপদবাসীদের নিকট প্রেরিত)	৩৬-ইয়াসীন	১৬	৮৫২
প্রতিপালক ভাল জানেন (নারীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে)	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
প্রতিপালক ভাল জানেন (মানুষের সম্পর্কে)	১৭-ইসরা	৫৪	৭১৮
প্রতিপালক ভাল জানেন (কে পথনির্দেশিকা নিয়ে এসেছে)	২৮-কাসাস	৮৫	৮১৫
প্রতিপালক ভাল জানেন (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু)	১৭-ইস্রা	৫৫	৭১৮
প্রতিপালক ভালভাবে জানেন (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে)	১০-ইউনুস	৪০	৬৫৮
প্রতিপালক ভাল জানেন (আসহাবে কাহ্ফের অবস্থানকাল সম্পর্কে)	১৮-কাহ্ফ	১৯	৭২৫
প্রতিপালক সবচেয়ে বেশি জানেন (মানুষের সম্পর্কে)	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
প্রতিপালক সবচেয়ে বেশি জানেন (সঠিক পথপ্রাপ্তদেরকে)	৬৮-ক্বালাম	৭	৯৭৫
প্রতিপালক সবচেয়ে বেশি জানেন (কে সঠিক পথে রয়েছে)	১৭-ইস্রা	৮৪	৭২১
প্রতিপালক সবচেয়ে ভাল জানেন (আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে)	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
প্রতিদান সম্পর্কে মানুষ যদি জানত! (হিজরতকারীর প্রতিদান)	১৬-নাহ্ল	৪১	৭০৬
প্রতিদান সম্পর্কে মানুষ জানে না (তাহাজ্জুদের প্রতিদান প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্দা	১৭	৮৩১
প্রকাশ্য (আল্লাহ মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য কথা জানেন)	২১-আম্বিয়া	১১০	৭৫৭
প্রকাশ্য (আল্লাহ মানুষের প্রকাশ্য বিষয় জানেন)	৬-আন্'আম	৩	৫৯৬
প্রকাশ্য (মানুষের গোপন/প্রকাশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন)	২৭-নামল	২৫	৮০২
প্রকাশ্য (প্রতিপালক মানুষের গোপন-প্রকাশ্য বিষয় জানেন)	২৭-নামল	৭৪	৮০৬
প্রকাশ্য (মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্ল	২৩	৭০৪
প্রকাশ্য (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সবই আল্লাহ জানেন)	৬৪-তাগাবুন	৪	৯৬৬
প্রকাশ্য (মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্ল	১৯	৭০৪
প্রতিপালক বেশি জানেন (আইকাবাসীর কাজ সম্পর্কে)	২৬-শু'আরা	১৮৮	৭৯৭
প্রতিপালক বেশী জানেন (পথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে)	৬-আন্'আম	১১৭	৬০৭
প্রতিপালক জানেন (আকাশ-পৃথিবীর সব কথা)	২১-আম্বিয়া	৪	৭৫০
প্রতিপালক জানেন (কে তার পথ থেকে বিচ্যুত)	৫৩-নাজম	৩০	৯৩৩
প্রতিপালক জানেন (কে পথনির্দেনা নিয়ে এসেছে)	২৮-কাসাস	৩৭	৮১১
প্রতিপালক জানেন (কে বিচ্যুত আর কে সঠিকপথ প্রাপ্ত)	৬৮-ক্বালাম	৭	৯৭৫
প্রতিপালক জানেন (কে সৎপথ প্রাপ্ত)	৫৩-নাজম	৩০	৯৩৩
প্রতিপালক জানেন (মানুষের অন্তরের বিষয়)	১৭-ইস্রা	২৫	৭১৬
প্রতিপালক জানেন মানুষের বক্ষ যা গোপন করে ও প্রকাশ করে	২৮-কাসাস	৬৯	৮১৪
প্রতিপালক জানেন রাসূল স. এর দাঁড়িয়ে সালাত আদায়...	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
প্রতিশ্রুতি(মানুষ যেন জানতে পারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য..)	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
ফির'আউন জানে না যে সে ছাড়া কোন ইলাহ আছে	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
ফির'আউনের শাস্তির কঠোরতা সম্পর্কে জাদুকররা জানতে পারবে!	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
ফেরেশতারা জানেনা যা আল্লাহ জানেন (আদম আ. সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
ফেরেশতারা জানেন লূতের পরিজন ও স্ত্রী প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩২	৮১৮
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে জানেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৬৩	৫৪২
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে প্রতিপালক ভালভাবে জানেন	১০-ইউনুস	৪০	৬৫৮
বক্ষ (আল্লাহ বক্ষ যা আছে তা ভালো জানেন)	৫৭-হাদীদ	৬	৯৪৮
বক্ষের খবর জানেন আল্লাহ	১১-হূদ	৫	৬৬৫
বক্ষের বিষয় (মানুষের বক্ষের বিষয় আল্লাহ ভালভাবে জানেন)	৬৪-তাগাবুন	৪	৯৬৬
বক্ষে যা আছে তা জানেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
বক্ষে যা আছে তা আল্লাহ জানেন	৬৭-মুল্ক	১৩	৯৭৩
বনী ইসরাঈলের জ্ঞানীদের কুরআন সম্পর্কে জানা (নিদর্শন হওয়া...)	২৬-শু'আরা	১৯৭	৭৯৮
বাগানওয়ালার যদি জানত (আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে)	৬৮-ক্বালাম	৩৩	৯৭৬
বাহ্যিক দিক (দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিক জানে কাফিররা)	৩০-রূম	৭	৮২২
বিতর্ককারী জানুক যে পালানোর জায়গা নেই (নিদর্শন সম্পর্কে বিতককারীর)	৪২-শূরা	৩৫	৮৯৪
বিশ্রামস্থল (আল্লাহ জানেন সকল জীবের বিশ্রামস্থল)	১১-হূদ	৬	৬৬৬
বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞান থাকার পরও যেন কিছুই না জানে	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
বৃদ্ধদের জ্ঞানের অবস্থা হয় (যেন জ্ঞানলাভের পরও কিছুই জানে না)	১৬-নাহ্ল	৭০	৭০৮
ব্যক্তি জানবে তার কর্ম সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন)	৮২-ইনফিতার	৫	১০১০
ব্যাখ্যা জানে না কেউ আল্লাহ ছাড়া (মুতাশাবিহাত আয়াতের)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
ভাগ্য সম্পর্কে জানা (ভাগ্য আল্লাহর নিকট/নিয়ন্ত্রণাধীন)	৭-আ'রাফ	১৩১	৬২৪
মন্দ কিছু জানে না নারীরা (ইউসুফ আ. সম্পর্কে)	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
মানুষকে গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করা যে সে কিছু জানত না	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
মানুষকে নবী বানিয়ে ওহী অবতীর্ণ করার বিষয়ে জানা না থাকলে...	২১-আম্বিয়া	৭	৭৫০
মানুষ জানে না এমন আকৃতিতে তাকে সৃষ্টি করতে পারেন আল্লাহ	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬১	৯৪৬
মানুষ জানে না কোনটি কল্যাণকর (আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	২১৬	৫২৪
মানুষ জানে না কোনটি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ পন্থা...	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
মানুষ জানে না যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য	২৮-কাসাস	১৩	৮০৯
মানুষ জানে না যে প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি...	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
মানুষ জানে না (সঠিক দ্বীন সম্পর্কে)	৩০-রূম	৩০	৮২৪
মানুষ জেনে রাখুক আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	২-বাক্বারা	২০৯	৫২৩
মানুষ জেনে রাখুক আল্লাহ সবশ্রোতাও সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	২৪৪	৫২৮
মানুষের(আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন -যা সে জানত না)	৯৬-আলাক	৫	১০২৮
মানুষ যদি জানত! (আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই উত্তম)	১৬-নাহ্ল	৯৫	৭১১
মানুষ যদি জানত (বিরাট কসমটা কী?)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৬	৯৪৬
মানুষের অধিকাংশই জানে না যে কিয়ামতের জ্ঞান কেবল...	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
মানুষের অধিকাংশই জানেনা যে আল্লাহর নেয়ামত পরীক্ষাস্বরূপ	৩৯-যুমার	৪৯	৮৭৫
মানুষের বক্ষস্থিত বিষয়াবলি আল্লাহ জানেন	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
মানুষ জানত না যা রাসূল স. শিক্ষা দিবেন মানুষকে	২-বাক্বারা	১৫১	৫১৭
মানুষ জানতে পারবে কিয়ামতে যে আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য	২৪-নূর	২৫	৭৭৬
মানুষ জানতে পারবে (প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ও কিয়ামত প্রসঙ্গ)	১০২-তাকাছুর	৩	১০৩২
মানুষ জানতে পারবে (শিরকের পরিণাম)	৩০-রূম	৩৪	৮২৪
মানুষ জানে না...	৩৪-সাবা	২৮	৮৪৩
মানুষ জানে না...	৩০-রূম	৬	৮২২
মানুষ জানে না...	২৪-নূর	১৯	৭৭৫
মানুষ জানেনা (অধিকাংশ মানুষ জানে না)	৩৪-সাবা	৩৬	৮৪৪
মানুষ জানে না আল্লাহ জানেন (আল্লাহর উপমা/সমকক্ষ পেশ ...)	১৬-নাহ্ল	৭৪	৭০৯
মানুষ জানে না এমন অনেক কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	১৬-নাহ্ল	৮	৭০৩
মানুষ জেনে রাখুক যে আল্লাহ জানেন তাদের মনের বিষয়	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
মানুষ জেনে রাখুক যে আল্লাহ দৃষ্টিবান (মানুষের কাজের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
মানুষ জেনে রাখুক যে সে আল্লাহর নিকট সমবেত হবে	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
মানুষ জেনে রাখুক যে আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
মানুষকে জেনে রাখার নির্দেশ যে আল্লাহ সব জানেন	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
মানুষ কি জানে না যে আল্লাহ বান্দাদের তওবা কবুল করেন	৯-তাওবা	১০৪	৬৫১
মানুষ কি জানেনা যে আল্লাহ রিযিক প্রসারিত/পরিমাপ করে দেন?	৩৯-যুমার	৫২	৮৭৫
মানুষ যা জানে না শয়তান তাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ দেয়...	২-বাক্বারা	১৬৯	৫১৮
মানুষ যা জানত না আল্লাহ তা শিক্ষা দিয়েছেন	২-বাক্বারা	২৩৯	৫২৮
মানুষ যা জানে না (আল্লাহ তা জানেন)	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
মানুষ শীঘ্রই জানতে পারবে (প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা/কিয়ামত...)	১০২-তাকাছুর	৪	১০৩২
মানুষের অধিকাংশই জানেনা(আল্লাহর সৃষ্টিরাজি প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৬১	৮০৫
মানুষের অধিকাংশই জানে না যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য	১০-ইউনুস	৫৫	৬৫৯
মানুষ (কবরে যা আছে তার উত্থান সম্পর্কে মানুষ কি জানে না?)	১০০-'আদিয়াত	৯	১০৩০
মানুষের কর্ম সম্পর্কে জানেন (নিয়োজিত ফেরেশতারা)	৮২-ইনফিতার	১২	১০১০
মানুষ (অধিকাংশ মানুষ জানে না প্রতিষ্ঠিত দ্বীন সম্পর্কে)	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
মানুষ (অধিকাংশ মানুষ জানে না)	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
মানুষ (অধিকাংশ মানুষ জানে না যে আল্লাহ নিজের কাজে...)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
মানুষ (অধিকাংশ মানুষ জানে না)	২৮-কাসাস	৫৭	৮১৩
মাদইয়ানবাসীরা জানতে পারবে- কার উপর শাস্তি আসবে	১১-হূদ	৯৩	৬৭৪
মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নিবেন রাসূল স. (তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৩	৬৪৪
মিথ্যাবাদী বলা ব্যক্তি কি জানে না যে আল্লাহ তাকে দেখেন ?	৯৬-আলাক	১৪	১০২৮
মিথ্যা অভিহিত কারীরা জানতেও পারবেনা (আল্লাহ কর্তৃক ধরা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৮২	৬২৯
মিথ্যা অভিহিতকারীরা জানতেও পারবে না (আল্লাহ যখন ধরবেন)	৬৮-ক্বালাম	৪৪	৯৭৭
মুমিনরা জানে না কারা মুনাফিক	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
মুমিনরা যদি জানত যে জিহাদ উত্তম	৯-তাওবা	৪১	৬৪৪
মুমিন নর-নারীকে না জেনে পদদলিত করার আশংকা	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
মুমিনরা জেনে রাখুক যে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়	৫-মায়িদা	৩৪	৫৮৪
মুমিনদের অজানা কিছু নর-নারী মক্কায় রয়েছে (মক্কা বিজয় প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
মুশরিক না জেনেই রিযিকের অংশ মিথ্যা উপাস্যের জন্য নির্ধারণ...	১৬-নাহ্ল	৫৬	৭০৭

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জানা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুশরিক সম্প্রদায় কিছু জানে না	৯-তাওবা	৬	৬৪০
মুখ ফিরানো ব্যক্তি কি জানে না যে আল্লাহ তাকে দেখেন ?	৯৬-আলাক	১৪	১০২৮
মুমিনদের জানা উচিৎ আল্লাহ অভাবমুক্ত	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
মুমিনদের জেনে রাখা উচিত যে আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে...)	২-বাক্বারা	১৯৪	৫২২
মুমিনদের জেনে রাখা উচিত (স্পষ্টভাবে পৌছে দেয়াই কেবল রাসূল স. এর দায়িত্ব)	৫-মায়িদা	৯২	৫৯২
মুমিনদের জেনে রাখা উচিত যে আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
মু'মিনদেরকে জেনে রাখার নির্দেশ (মৃত ভূমিকে জীবিত করার বিষয়)	৫৭-হাদীদ	১৭	৯৪৯
মুমিনদেরকে জেনে রাখার নির্দেশ- আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে...	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
মুনাফিক ও ঈমানদারদেরকে আল্লাহ জানেন	২৯-আনকাবূত	১১	৮১৬
মুনাফিকরা কি জানে না যে আল্লাহ জানেন তাদের গোপন কথা	৯-তাওবা	৭৮	৬৪৮
মুনাফিকরা জানে না যে সম্মান আল্লাহরই জন্য...	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
মুনাফিকরা জানে না যে তারাই নির্বোধ	২-বাক্বারা	১৩	৫০৩
মুনাফিকরা জেনে বুঝে মিথ্যা কসম করে	৫৮-মুজাদালা	১৪	৯৫৩
মুশরিকরা না জেনেই আল্লাহ সম্পর্কে বলে... (সন্তান গ্রহণ প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
মুশরিকরা পরিণাম সম্পর্কে অচিরেই জানতে পারবে	১৬-নাহ্ল	৫৫	৭০৭
মুশরিকরা জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট (শাস্তি দেখার পর)	২৫-ফুরকান	৪২	৭৮৫
মুশরিকরা জেনে রাখুক (তারা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
মুশরিকরা জেনে রাখুক যে তারা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না	৯-তাওবা	২	৬৪০
মুশরিকরা অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে জানে না (আল্লাহ জানেন)	১৬-নাহ্ল	১০১	৭১১
মুশরিকরা অচিরেই জানতে পারবে (পরিণাম সম্পর্কে)	৪৩-যুখরুফ	৮৯	৯০১
মুশরিকরা অচিরেই জানতে পারবে (আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে)	২৯-আনকাবূত	৬৬	৮২১
মুমিন নারী জানতে পারলে কাফিরদের নিকট ফেরত দেয়া যাবে না	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৭
মুমিনরা যদি জানত যে জিহাদ করাই উত্তম	৬১-সাফ্ফ	১১	৯৬১
মু'মিনরা জেনে রাখুক (গণিমত বন্টনের বিধান)	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
মু'মিনরা জেনে রাখুক যে আল্লাহ মু'মিনদের প্রভু	৮-আনফাল	৪০	৬৩৫
মু'মিনরা জেনে রাখুক- আল্লাহ ব্যক্তি ও তার হৃদয়ের মাঝখানে...	৮-আনফাল	২৪	৬৩৪
মুমিনরা জেনে রাখুক আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন	৯-তাওবা	১২৩	৬৫৩
মু'মিনরা জেনে রাখুক যে আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর	৮-আনফাল	২৫	৬৩৪
মূসার মা যেন জানতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য	২৮-কাসাস	১৩	৮০৯
মৃত্যুর স্থান (কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে...)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
যারা জানে না তাদের হৃদয়ে মোর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ	৩০-রূম	৫৯	৮২৬
যুদ্ধ হবে জানলে অনুসরণ করতাম (মুনাফিকরা মুমিনদেরকে বলে)	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
রাসূল স. কে জেনে রাখার নির্দেশ যে কাফিররা প্রবৃত্তির অনুসারী	২৮-কাসাস	৫০	৮১২
রাসূল স. এর জানা (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর জানা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৭০	৭৬৮
রাসূল স. এর জানা/না জানা (কিতাব ও ঈমান প্রসঙ্গে)	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
রাসূল স. এর অবস্থান জেনে রাখার নির্দেশ মুমিনদের প্রতি...	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
রাসূল স. এর সম্প্রদায় জানতে পারবে (স্ব স্ব কাজের পরিণতি)	৩৯-যুমার	৩৯	৮৭৪
রাসূল স. জানেন না! (তালাকের ব্যাপারে আল্লাহর উপায় বের করা ...)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
রাসূল স. জানেন যে আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর	৫-মায়িদা	৪০	৫৮৫
রাসূল স. জানেননা (প্রতিশ্রুত শাস্তি নিকটবর্তী না দূরবর্তী তা)	২১-আম্বিয়া	১০৯	৭৫৭
রাসূল স. জানেন না (মুশরিকদের পরীক্ষা/জীবনোপভোগ প্রসঙ্গে)	২১-আম্বিয়া	১১১	৭৫৭
রাসূল স. জানেন না যে আল্লাহর সমকক্ষ কেউ আছে	১৯-মারইয়াম	৬৫	৭৩৮
রাসূল স. জানেন না (রাসূল স. এর সাথে আল্লাহ কেমন আচরণ করবেন)	৪৬-আহ্কাফ	৯	৯০৮
রাজত্ব সম্পর্কে জানা (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	২-বাক্বারা	১০৭	৫১২
রাসূল স. কে জেনে রাখার নির্দেশ (পাপের শাস্তিস্বরূপ)	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
রাসূল স. এর অজানা বিষয় আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানান (নূহ আ. প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৯	৬৭০
রাসূলরূপে মানুষকেই প্রেরণ করা বিষয়ে না জানলে কিতাবধারীর কাছে..	১৬-নাহ্ল	৪৩	৭০৬
লূত জানেন তার সম্প্রদায় কি চায় (সম্প্রদায়ের বক্তব্য)	১১-হূদ	৭৯	৬৭৩
লোকদের অধিকাংশই জানে না	৮-আনফাল	৩৪	৬৩৫
শত্রুদের সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জানেন	৪-নিসা	৪৫	৫৬২
শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণতি জানা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৬৫	৫০৭
শরীককারীরা জানতে পারবে সত্য ইলাহ হবার অধিকার আল্লাহরই	২৮-কাসাস	৭৫	৮১৪
শাহাদাতের পুরুস্কার সম্পর্কে জানা	৩৬-ইয়াসীন	২৬	৮৫৩
শাস্তি সম্পর্কে নূহ আ. সম্প্রদায় অচিরেই জানতে পারবে	১১-হূদ	৩৯	৬৬৯
শাস্তি সম্পর্কে(প্রতিশ্রুত শাস্তি নিকটবর্তী না দূরবর্তী তা রাসূল স. জানেননা)	২১-আম্বিয়া	১০৯	৭৫৭

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শাস্তি সম্পর্কে জানেনা (জালিমদের অধিকাংশই)	৫২-তূর	৪৭	৯৩১
শিক্ষা (কুরআনের মাধ্যমে অজানা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
শিরক প্রসঙ্গে মুশরিক যদি জানত! (মাকড়শার উপমা)	২৯-আনকাবূত	৪১	৮১৯
শুভ পরিণাম কার জন্য জানতে পারবে (জালিমরা)	৬-আন্'আম	১৩৫	৬০৯
সংখ্যা (গুহাবাসীদের সংখ্যা প্রতিপালকই সবচেয়ে বেশি জানেন)	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
সংবাদ সম্পর্কে জানা (নির্ধারিত সময়/কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৬৭	৬০২
সংখ্যা (গুহাবাসীদের সংখ্যা অল্প সংখকই জানে ..)	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
সংখ্যা (বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানার জন্য চাঁদ সৃষ্টি)	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
সংবাদ জানা (কুরআনে বর্ণিত সংবাদ জানা)	৩৮-সোয়াদ	৮৮	৮৭০
সকল বিষয়ে (আল্লাহ সকল বিষয়ে ভালভাবে জানেন)	৪২-শূরা	১২	৮৯২
সকল বিষয়ে (আল্লাহ ভাল জানেন)	৫৭-হাদীদ	৩	৯৪৮
সঠিকপথের অধিকারী/সঠিকপথ অবলম্বনকারী সম্পর্কে জানা	২০-ত্বা-হা	১৩৫	৭৪৯
সত্যকে জেনে-বুঝে গোপন না করার নির্দেশ(বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৪২	৫০৫
সত্য (রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়কে সত্য বলে জানা)	১৩-রা'দ	১৯	৬৯০
সত্য জানা ও অশ্রুসজল হওয়া প্রসঙ্গ (কুরআন শুনে নাসারাদের)	৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
সত্য গোপন করে (জেনে-বুঝে) কিতাবপ্রাপ্তদের একটি দল...	২-বাক্বারা	১৪৬	৫১৬
সত্য (মুশরিকদের অধিকাংশই সত্য জানে না)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
সদকাই উত্তম -এটা জানা (ঋণগ্রহীতাকে মাফ করা...)	২-বাক্বারা	২৮০	৫৩৩
সমান নয় যারা জানে না এবং যারা জানে তারা	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
সময়ের হিসাব জানা/বছরগণনা (চাঁদের মনযিলের মাধ্যমে)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
সমুদ্রে যা আছে তা আল্লাহ জানেন	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
সম্প্রদায়ের লোক জানে না এমন কিছু নূহ আ. জানেন...	৭-আ'রাফ	৬২	৬১৮
সম্প্রদায় (মূসার সম্প্রদায় জানে যে মূসা আ. আল্লাহর রাসূল)	৬১-সাফ্ফ	৪	৯৬০
সম্প্রদায় (জানে যে সম্প্রদায় তাদের জন্য আয়াত বর্ণনা...)	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
সম্প্রদায় (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	১১	৬৪১
সর্ব বিষয়ে (আল্লাহ সর্ববিষয়ে ভালভাবেই জানেন)	৪৮-ফাত্হ	২৬	৯১৮
সালিহ আ. এর রিসালাত সম্পর্কে জানা	৭-আ'রাফ	৭৫	৬১৯
সাক্ষাতের বিষয় জেনে রাখার নির্দেশ (আল্লাহর সাথে সাক্ষাত)	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
সাহায্যকারী হিসাবে কে দুর্বল তা জানবে (শাস্তি প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	২৪	৯৮৭
সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ জানেন	২১-আম্বিয়া	২৮	৭৫১
সীমা জানে না বেদুইনরা (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমা)	৯-তাওবা	৯৭	৬৫০
সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে প্রতিপালক সবচেয়ে বেশী জানেন	৬-আন্'আম	১১৯	৬০৭
সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি জানেন যিনি সৃষ্টি করেছেন	৬৭-মুল্ক	১৪	৯৭৩
সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ ভারভাবে জানেন	৩৬-ইয়াসীন	৭৯	৮৫৬
সৃষ্টি সম্পর্কে (মানুষ জানে না এমন অনেক কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেন)	১৬-নাহ্ল	৮	৭০৩
সৃষ্টিকে (মানুষের অজানা সৃষ্টিরও জোড়া সৃষ্টি করেন আল্লাহ)	৩৬-ইয়াসীন	৩৬	৮৫৪
সৃষ্টিকুল জেনে নিয়েছে সালাত ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি	২৪-নূর	৪১	৭৭৮
স্থলে যা আছে তা আল্লাহ জানেন	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
হাওয়ারীরা জানতে পারবে ঈসা আ. সত্য বলেছেন	৫-মায়িদা	১১৩	৫৯৪
হিসাব (বাম হাতে কিতাবপ্রাপ্ত বলবে, যদি সে তার হিসাব না জানত!)	৬৯-হাক্কাহ্	২৬	৯৭৯
জানানো			
অজুহাত পেশকারীদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তারা করত	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
অনিবার্য সত্য কিয়ামত সম্পর্কে কে জানাবে ?	৬৯-হাক্কাহ্	৩	৯৭৮
অভিবাদন ও সালাম জানানো হবে তাদেরকে যারা...	২৫-ফুরকান	৭৫	৭৮৭
আল্লাহ মক্কাবাসীদের কুরআন জানাতেন না...	১০-ইউনুস	১৬	৬৫৫
আল্লাহ নবীকে জানালেন (নবীর স্ত্রীর গোপনকথা অন্যকে বলার বিষয়ে)	৬৬-তাহরীম	৩	৯৭০
আসহাবে কাহফ সম্পর্কে শহরবাসীদেরকে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ	১৮-কাহফ	২২	৭২৬
ইল্লীয়্যিন সম্পর্কে রাসূল স. কে জানাবে কিসে?	৮৩-মুতাফফিফীন	১৯	১০১২
কদরের রাত সম্পর্কে রাসূল স. কে জানানো প্রসঙ্গ...	৯৭-কাদর	২	১০২৯
কাজ সম্পর্কে আল্লাহ জানাবেন (কিয়ামতে)	৬-আন্'আম	৬০	৬০১
কাফিরদেরকে জানানোর নির্দেশ (ইবরাহীমের অতিথিদের কথা)	১৫-হিজর	৫১	৭০০
কাফিরদেরকে জানাবেন আল্লাহ (তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৪১-ফুস্সিলাত	৫০	৮৯০
কিয়ামত সম্পর্কে রাসূল স. কে কিসে জানাবে ? (কিয়ামত নিকটবর্তী)	৪২-শূরা	১৭	৮৯২
কিয়ামত সম্পর্কে রাসূল স. কে কিসে জানাবে ?	৩৩-আহযাব	৬৩	৮৩৯
কিসে জানাবে রাসূল স. কে বিচার দিন সম্পর্কে?	৮২-ইনফিতার	১৮	১০১০
কৃতকর্ম মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে (মৃত্যুর পর)	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জানানো (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন আল্লাহ মানুষকে (কিয়ামতের দিন)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
কৃতকর্মের সংবাদ জানানো আল্লাহর পক্ষে সহজ	৬৪-তাগাবুন	৭	৯৬৬
কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ মানুষকে জানাবেন	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ মানুষকে অবহিত করবেন	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
কৃতকর্ম সম্পর্কে জানানো হবে (সকল উম্মতকে)	৬-আন্'আম	১০৮	৬০৬
কৃতকর্ম জানানো হবে সবাইকে (পুনরুত্থানের দিন)	৫৮-মুজাদালা	৬	৯৫২
কৃতকর্ম জানাবেন আল্লাহ (মানুষদের)	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬
দ্বীন বিভক্তকারীদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানাবেন	৬-আন্'আম	১৫৯	৬১২
নবীর গোপন কথা ফাঁস করার বিষয়টি নবীকে জানালেন আল্লাহ	৬৬-তাহ্রীম	৩	৯৭০
নামসমূহ ফেরেশতাদেরকে জানানোর নির্দেশ (আদমের প্রতি)	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
নাম জানানোর জন্য আদম আ. কে নির্দেশ (আল্লাহ কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৩১	৫০৪
প্রচণ্ড অহংকারী (বনী ইসরাঈলকে জানানো হলো...)	১৭-ইস্রা	৪	৭১৪
ফয়সালার দিন সম্পর্কে জানার বিষয়ে প্রশ্ন	৭৭-মুরসালাত	১৪	৯৯৭
ফেরেশতাদেরকে নামসমূহ জানানো (আদম আ. কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
বান্দাদেরকে জানানোর নির্দেশ (আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া সম্পর্কে)	১৫-হিজর	৪৯	৭০০
ব্যাখ্যা জানাবে ইউসুফ আ. (যুবকদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা)	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ জানাবেন (সকলকে)	৬-আন্'আম	১৬৪	৬১২
মহাপ্রলয়/কিয়ামত সম্পর্কে রাসূল স. কে কিসে জানাবে? (আল্লাহর প্রশ্ন)	১০১-ক্বারি'আ	৩	১০৩১
মানুষকে কৃতকর্ম জানিয়ে দেয়া হবে (মৃত্যুর পর)	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২
মুক্তি পাওয়া ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে চাইল	১২-ইউসুফ	৪৫	৬৮১
রাসূল স. সকলকে সমানভাবে জানিয়েছেন(রিসালাত ও শাস্তি প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৯	৭৫৭
রাসূল স. কে জানাবে কিসে সিজ্জীন কি জিনিস?	৮৩-মুতাফফিফীন	৮	১০১১
রাসূল স. কে কে জানাবে সাকার কী?	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৭	৯৯১
রাসূল স. কে কিসে জানাবে –অন্ধটি হয়তো পরিশুদ্ধ হত!	৮০-আবাসা	৩	১০০৬
রাসূল স. কে কিসে জানাবে গিরিপথ কী?	৯০-বালাদ	১২	১০২৩
রাসূল স. কে কদরের রাত সম্পর্কে জানানো প্রসঙ্গ...	৯৭-কাদর	২	১০২৯
রাতে আত্মপ্রকাশকারী সম্পর্কে কিসে জানাবে রাসূল স. কে?	৮৬-তারিক	২	১০১৭
রাসূল স. কে কিসে জানাবে বিচারের দিন সম্পর্কে?	৮২-ইনফিতার	১৭	১০১০
সর্বজ্ঞ আল্লাহর মত কেউ মানুষকে জানাতে পারেনা	৩৫-ফাতির	১৪	৮৪৭
সালাম/অভিবাদন জানানো হলে তারচেয়ে সুন্দর বা অনুরূপ জবাব দান	৪-নিসা	৮৬	৫৬৭
স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে বলল কারাবন্দীদ্বয় (ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
হাবিয়া দোযখ সম্পর্কে রাসূল স. কে কিসে জানাবে ? (আল্লাহর প্রশ্ন)	১০১-ক্বারি'আ	১০	১০৩১
হুতামা সম্পর্কে রাসূল স. কে কিসে জানাবে ?	১০৪-হুমাযা	৫	১০৩৩
জানা-বুঝা			
বিকৃতি (ইহুদীদের কর্তৃক জেনে-বুঝে আল্লাহর বাণী বিকৃতি)	২-বাক্বারা	৭৫	৫০৮
সমকক্ষ নির্ধারণ(জেনে-বুঝে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ না করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
জানিয়ে দেওয়া			
অন্তরের বিষয় জানিয়ে দিবে এমন সূরা অবতীর্ণের আশঙ্কা...	৯-তাওবা	৬৪	৬৪৬
আল্লাহ জানিয়ে দিবেন মানুষকে যা তারা করত	২৪-নূর	৬৪	৭৮১
আল্লাহ জানিয়ে দিবেন মানুষ যা করত	৫-মায়িদা	১০৫	৫৯৩
আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অজুহাত পেশকারীদের সংবাদ (তাবুকযুদ্ধ...)	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
ঈসা আ. জানিয়ে দেন মানুষ ঘরে যা আহার করে	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
নাসারাদেরকে জানিয়ে দিবেন আল্লাহ যা তারা করত	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
পানি বন্টনের সংবাদ দেয়ার নির্দেশ (ছামুদ সম্প্রদায়কে)	৫৪-কামার	২৮	৯৩৭
ব্যাখ্যা জানালো মূসা আ. কে (খিজির কর্তৃক বালক হত্যা/নৌকা ছিদ্র ও..বিষয়ে)	১৮-কাহ্ফ	৭৮	৭৩১
মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে যা নিয়ে তারা মতপার্থক্য করত	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে তারা যে কাজ করত	৯-তাওবা	১০৫	৬৫১
মূসার সহীফা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া (ওলীদ ইবনে মুগীরা প্রসঙ্গ)	৫৩-নাজম	৩৬	৯৩৪
লূতকে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ (তার সম্প্রদায়কে বিনাশ করা হবে)	১৫-হিজর	৬৬	৭০১
জান্নাত			
অগ্রগামী হওয়ার নির্দেশ প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে...	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
অধিকারী (জান্নাতের অধিকারী করবেন আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে)	১৯-মারইয়াম	৬৩	৭৩৮
অধিবাসী (চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী হবে মুমিনগণ)	৪৬-আহকাফ	১৪	৯০৯
অধিবাসী (জান্নাতের অধিবাসীরা সফলকাম)	৫৯-হাশর	২০	৯৫৭
অধিবাসী (জান্নাতের অধিবাসী ও আগুনের অধিবাসী সমান নয়)	৫৯-হাশর	২০	৯৫৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অধিবাসী (জান্নাতের অধিবাসীদের উত্তম অবস্থানস্থল...)	২৫-ফুরকান	২৪	৭৮৪
অধিবাসী (জান্নাতের অধিবাসীরা স্থায়ী হবে জান্নাতে)	৭-আ'রাফ	৪২	৬১৬
অধিবাসী (জান্নাতের অধিবাসীরা ডেকে বলবে আগুনের অধিবাসীদের...)	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
অধিবাসী (জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে আগুনের অধিবাসীরা)	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
অধিবাসী (জান্নাতের অধিবাসীরা ডেকে বলবে আগুনের...)	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
অধিবাসী (ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ জান্নাতের অধিবাসী)	২-বাক্বারা	৮২	৫০৯
অধিবাসী (যারা ভালকাজ করে তারাই জান্নাতের অধিবাসী)	১০-ইউনুস	২৬	৬৫৬
আনার (জান্নাতে ফলমূল খেজুর ও আনার থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	৬৮	৯৪২
আনতনয়না হুর, জান্নাতে (জিন/মানুষ যাদেরকে স্পর্শ করেনি)	৫৫-রাহ্মান	৫৬	৯৪১
আয়াতে বিশ্বাসীদের জান্নাতে প্রবেশ	৪৩-যুখরুফ	৭০	৯০০
আরাফবাসীরা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে - সালাম...	৭-আ'রাফ	৪৬	৬১৭
আশ্রয়স্থল জান্নাত (প্রতিপালকের অবস্থানকে যে ভয় করল)	৭৯-নাযি'আত	৪১	১০০৫
ঈমানের কারণে সৎকর্মশীল মুমিন নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত লাভ করবে	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
ঈমানদার ও সৎকর্মশীলের আপ্যায়নস্বরূপ জান্নাত	১৮-কাহ্ফ	১০৭	৭৩৩
ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে জান্নাত	৮৫-বুরূজ	১১	১০১৫
ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাত	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
উত্তরাধিকারী (জান্নাতের উত্তরাধিকারী করার জন্য ইবরাহীমের দোয়া)	২৬-শু'আরা	৮৫	৭৯২
উত্তরাধিকারী (জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হবে ঈমানদারদেরকে)	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
উত্তরাধিকারী (মুত্তাকীগণকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হবে)	৪৩-যুখরুফ	৭২	৯০০
উপমা (জান্নাতের উপমা হল- এর নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত...)	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
ক্ষুধার্ত/নগ্ন না থাকা প্রসঙ্গ (আদম ও জান্নাত প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১১৮	৭৪৮
খেজুর (জান্নাতে ফলমূল খেজুর ও আনার থাকবে)	৫৫-রাহমান	৬৮	৯৪২
ঘর নির্মাণ (জান্নাতে ঘর নির্মাণের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর দোয়া)	৬৬-তাহরীম	১১	৯৭১
চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম বাসস্থান রয়েছে	৬১-সাফ্ফ	১২	৯৬১
চিরস্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের প্রতিশ্রুতি (মুমিনদের জন্য)	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
ঝর্ণা (জান্নাতে সালসাবীল নামে একটি ঝর্ণা থাকবে)	৭৬-দাহর	১৮	৯৯৬
ডাকা (জান্নাতের দিকে ডাকছেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
ডানের সাথীগণ জান্নাতে থাকবে	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪০	৯৯২
ডালপালা বিশিষ্ট দু'টি জান্নাত (ভয়কারীর জন্য)	৫৫-রাহ্মান	৪৮	৯৪১
তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য জান্নাত...	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
দরজা (জান্নাতের দরজা মুত্তাকীদের জন্য উন্মুক্ত)	৩৮-সোয়াদ	৫০	৮৬৯
দুটি জান্নাত (যে প্রতিপালকের অবস্থানকে ভয় করে তার জন্য)	৫৫-রাহ্মান	৪৬	৯৪১
দু'টি (পূর্বের দু'টি ছাড়াও আরো দু'টি জান্নাত রয়েছে...)	৫৫-রাহ্মান	৬২	৯৪২
ধাবিত (জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার নির্দেশ)	৩-আলে ইমরান	১৩৩	৫৪৪
ধৈর্যশীলতার প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ জান্নাত দিবেন	৭৬-দাহর	১২	৯৯৫
নদ-নদী জান্নাতের তলদেশে প্রবাহিত (মুমিন সৎকর্মশীলদের জন্য)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
নহর (জান্নাতে নহর প্রবাহিত থাকবে ঈমানদার সৎকর্মশীলের জন্য)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নিচ দিয়ে...)	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
নিচ (জান্নাতের নীচ দিয়ে নহর প্রবাহিত)	৬১-সাফ্ফ	১২	৯৬১
নিয়ামতপূর্ণ উদ্যান রয়েছে (নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৯	৯৪৭
নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত (সৎকর্মশীল মুমিন ঈমানের কারণে লাভ করবে)	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
নিকটে আনা (কিয়ামতে জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে)	৮১-তাকভীর	১৩	১০০৮
নিকটে আনা হবে জান্নাত (মুত্তাকীদের)	৫০-ক্বাফ	৩১	৯২৩
নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ ঈমান এনে...	৫-মায়িদা	৬৫	৫৮৮
নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে মুখোমুখি আসনে আসীন হবে জান্নাতীরা	৩৭-সাফ্ফাত	৪৩	৮৫৯
নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত (সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য)	৩১-লুকমান	৮	৮২৭
নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে থাকবে নৈকট্যপ্রাপ্তরা	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১২	৯৪৩
নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি (মুত্তাকীদের জন্য)	৬৮-ক্বালাম	৩৪	৯৭৬
নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে সৎকর্মশীল মুমিন থাকবে	২২-হাজ্জ	৫৬	৭৬৩
পবিত্র সঙ্গী-সঙ্গিনী থাকবে জান্নাতে (ঈমানদার সৎকর্মশীলের জন্য)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
পাপকাজ (জান্নাতে পাপকাজ হবে না)	৫২-তূর	২৩	৯৩০
পাতা (জান্নাতের পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান আবৃত করতে লাগল)	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
পাতা (জান্নাতের পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান আবৃত করা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১২১	৭৪৮
পুরস্কার (মুমিন সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার –স্থায়ী জান্নাত)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
পুরস্কার (সৎকর্মপরায়ণ নাসারাদের পুরস্কার জান্নাত)	৫-মায়িদা	৮৫	৫৯১
পূর্ণ করে রাখা (রৌপ্য নির্মিত স্ফটিকে পূর্ণ করে রাখা জান্নাতে)	৭৬-দাহর	১৭	৯৯৬
প্রতিদান (মুমিনদের প্রতিদান জান্নাত)	৩-আলে ইমরান	১৩৬	৫৪৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জান্নাত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিশ্রুতি (জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ, মুমিন নর-নারীকে)	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
প্রতিশ্রুতি (মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
প্রবেশ (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে)	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
প্রবেশ (আয়াতে বিশ্বাসী মুসলিমের জান্নাতে প্রবেশ)	৪৩-যুখরুফ	৭০	৯০০
প্রবেশ (আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন সৎকর্মশীল মুমিনকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
প্রবেশ (আল্লাহর পথে নিহতদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৬	৯১২
প্রবেশ (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
প্রবেশ (মুত্তাকীদের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ)	১৬-নাহ্ল	৩২	৭০৫
প্রবেশ (সৎকর্মশীল মুমিনদের আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
প্রবেশ (সৎকর্মশীল মু'মিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে)	৪০-মু'মিন	৪০	৮৮১
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করবে না তারা যারা আয়াত থেকে...)	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করা জিহাদ ও ধৈর্য ছাড়া...)	৩-আলে ইমরান	১৪২	৫৪৯
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করবে যারা ঈমানের পর সৎকাজ করে)	১৯-মারইয়াম	৬০	৭৩৮
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে আনুগত্যকারীকে)	৪৮-ফাত্হ	১৭	৯১৭
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
প্রবেশ (কিছু মানুষের জান্নাতে প্রবেশ কুরআন দ্বারা সতর্কীকরণ প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	৭	৮৯১
প্রবেশ (ইহুদী-নাসারা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবেনা!)	২-বাক্বারা	১১১	৫১৩
প্রবেশ করানো(সৎকর্মশীল মুমিনকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
প্রবেশ করানো(সৎকর্মশীল মুমিনগণকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে)	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
প্রবেশ করানো(সৎকর্মশীল মুমিনকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
প্রশস্ততা (জান্নাতের প্রশস্ততা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমান)	৩-আলে ইমরান	১৩৩	৫৪৮
প্রস্তুত করেছেন আল্লাহ জান্নাত (রাসূল স. ও ঈমানদারদের জন্য)	৯-তাওবা	৮৯	৬৪৯
প্রস্তুত (জান্নাত প্রস্তুত করেছেন আল্লাহ মুহাজির ও...)	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
প্রবেশ (মুমিন নর-নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে)	৪৮-ফাত্হ	৫	৯১৬
প্রবেশ (মু'মিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর প্রার্থনা...)	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
প্রবেশ (মুত্তাকীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহর পুরস্কার)	১৬-নাহ্ল	৩১	৭০৫
প্রবেশ (মুমিন খাঁটি তওবা করলে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে কাফিরদের প্রত্যাশা)	৭০-মা'আরিজ	৩৮	৯৮৩
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যাকে সে সফল)	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশের নির্দেশ-প্রশান্ত আত্মাকে)	৮৯-ফাজ্র	৩০	১০২২
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হল এক মুমিনকে)	৩৬-ইয়াসীন	২৬	৮৫৩
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ যাদেরকে...)	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হবে আরাফবাসীদেরকে)	৭-আ'রাফ	৪৯	৬১৭
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করবে ঈমানদাররা মনে করে)	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করাবেন বনী ইসরাইলদেরকে যদি...)	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
প্রতিদান (ধৈর্যশীলতার প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ জান্নাত দিবেন)	৭৬-দাহ্র	১২	৯৯৫
প্রবহমান ঝর্ণা (ভয়কারীকে প্রদত্ত জান্নাত দু'টিতে)	৫৫-রাহ্মান	৫০	৯৪১
ফল (জান্নাতে প্রত্যেক ফলের দুটি প্রকার থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	৫২	৯৪১
ফলমূল (জান্নাতে প্রচুর ফলমূল থাকবে যা মুত্তাকীরা খাবে)	৪৩-যুখরুফ	৭৩	৯০১
ফলমূল (জান্নাতে ফলমূল খেজুর ও আনার থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	৬৮	৯৪২
ফলমূল (জান্নাতের ফলমূল জান্নাতীদের নাগালে আনা হবে)	৭৬-দাহ্র	১৪	৯৯৫
বসবাস (আদম আ. ও তার স্ত্রীকে জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৩৫	৫০৫
বসবাস (জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা জান্নাতীরা বসবাস করবে)	৩৯-যুমার	৭৪	৮৭৭
বসবাস (জান্নাতে বসবাস করতে বললেন আল্লাহ আদম আ. ও...)	৭-আ'রাফ	১৯	৬১৪
বাগিচা (সৎকর্মশীল মুমিনগণ জান্নাতের বাগিচায় থাকবে)	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
বাজে কথা হবে না জান্নাতে	৫২-তূর	২৩	৯৩০
বের করা (জান্নাত থেকে বের করেছিল শয়তান আদম আ. কে)	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
বের করা (আদম আ. কে সস্ত্রীক ইবলিস যেন জান্নাত থেকে বের করতে না পারে)	২০-ত্বা-হা	১১৭	৭৪৮
ভয়কারীর জন্য(আল্লাহর অবস্থানকে ভয়কারীর জন্য দু'টি জান্নাত)	৫৫-রাহ্মান	৪৬	৯৪১
ভাগ্যবানরা জান্নাতে স্থায়ীভাবে থাকবে	১১-হূদ	১০৮	৬৭৫
মুত্তাকীদের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাত...	১৬-নাহ্ল	৩২	৭০৫
মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত (যারা প্রতিপালককে ভয় করে)	৩-আলে ইমরান	১৯৮	৫৫৫
মুমিন-সৎকর্মীদের জন্য (স্থায়ী জান্নাত)	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ (যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে)	৪১-ফুস্সিলাত	৩০	৮৮৮
মুমিনদেরকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন...	৯-তাওবা	১১১	৬৫২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুমিন/সৎকর্মশীল/প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী জান্নাতের অধিবাসী হবে	১১-হূদ	২৩	৬৬৭
মুত্তাকীরা জান্নাতে থাকবে (নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে)	৫২-তূর	১৭	৯২৯
মুত্তাকীরা জান্নাতে থাকবে নহরের মাঝে	৫৪-কামার	৫৪	৯৩৮
মুত্তাকীদের নিকটে আনা হবে জান্নাতকে (আখিরাতে)	২৬-শু'আরা	৯০	৭৯২
মুত্তাকীরা থাকবে (জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মাঝে)	৫১-যারিয়াত	১৫	৯২৫
মুত্তাকীদের জান্নাতে প্রবেশ (আল্লাহর পুরস্কার প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৩১	৭০৫
মুত্তাকীদেরকে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
মুত্তাকীগণকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হবে (কর্মফলস্বরূপ)	৪৩-যুখরুফ	৭২	৯০০
মুত্তাকীগণ জান্নাতে থাকবে	১৫-হিজর	৪৫	৭০০
মুমিনগণ জান্নাতে স্থায়ী হবে	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
মুমিনের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতুল মাওয়া আপ্যায়ন	৩২-সাজ্দা	১৯	৮৩১
সচ্চরিত্রা সুন্দরীগণ থাকবে জান্নাতে	৫৫-রাহ্মান	৭০	৯৪২
সৎকর্মশীল মুমিনগণ নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে থাকবে	২২-হাজ্জ	৫৬	৭৬৩
সৎকর্মশীল মুমিনকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
সৎকর্মশীল মুমিনকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য নেয়ামত পূর্ণ জান্নাত	৩১-লুকমান	৮	৮২৭
সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে	৪-নিসা	১২২	৫৭২
সৎকর্মশীল মুমিন পুরুষ ও নারীকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে	৪-নিসা	১২৪	৫৭২
সৎকর্মশীল/প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী মুমিন জান্নাতের অধিবাসী	১১-হূদ	২৩	৬৬৭
সত্যবাদীদের জন্য জান্নাত, যার নীচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
সন্তুষ্ট জীবন যাপন, জান্নাতে (ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তগণের)	৬৯-হাক্কাহ্	২২	৯৭৯
সবুজ (ঘন সবুজ জান্নাত দু'টি)	৫৫-রাহ্মান	৬৪	৯৪২
সম্মানিত (জান্নাতে সম্মানিত হবে তারা যারা...)	৭০-মা'আরিজ	৩৫	৯৮২
সালসাবীল নামক একটি ঝর্ণা জান্নাতে থাকবে	৭৬-দাহ্র	১৮	৯৯৬
সুন্দরী (জান্নাতে সচ্চরিত্রা সুন্দরীগণ থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	৭০	৯৪২
সুসংবাদ (মু'মিন নর-নারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ)	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
সুউচ্চ কক্ষ (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ)	২৯-আনকাবূত	৫৮	৮২১
সুউচ্চ জান্নাতে থাকবে (অনেক মুখমণ্ডল)	৮৮-গাশিয়াহ্	১০	১০১৯
সুসংবাদ (প্রতিপালকের সন্তুষ্টি, দয়া ও জান্নাতের সুসংবাদ)	৯-তাওবা	২১	৬৪২
স্থায়ী জান্নাত (মুমিন সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
স্থায়ী জান্নাতে থাকবে ঈমানদারগণ	১৯-মারইয়াম	৬১	৭৩৮
স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশকারীদের স্বর্ণ, মুক্তা ও রেশম ...	৩৫-ফাতির	৩৩	৮৪৯
স্থায়ী (ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ জান্নাতে স্থায়ী হবে)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
স্থায়ী জান্নাত উত্তম না কি ধ্বংস (মৃত্যু)	২৫-ফুরকান	১৫	৭৮৩
স্থায়ী জান্নাত, তাতে প্রবেশ করবে যারা...	১৩-রা'দ	২৩	৬৯০
স্থায়ী জান্নাত (পরিশুদ্ধদের জন্য)	২০-ত্বা-হা	৭৬	৭৪৫
স্থায়ী হওয়া (ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ জান্নাতে স্থায়ী হবে)	২-বাক্বারা	৮২	৫০৯
স্থায়ী হবে জান্নাতে (সৎকর্মশীল/প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী মুমিন)	১১-হূদ	২৩	৬৬৭
স্থায়ী (সৎকর্মশীল মুমিনগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে)	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
হারাম (জান্নাত হারাম করেছেন আল্লাহ তার জন্য যে শরীক করে)	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
জান্নাতবাসী			
আনন্দে মগ্ন থাকবে জান্নাতবাসীরা (কিয়ামতের দিন)	৩৬-ইয়াসীন	৫৫	৮৫৫
উত্তম কাজ গ্রহণ ও মন্দকাজ উপেক্ষা করা হবে জান্নাতবাসীদের	৪৬-আহ্কাফ	১৬	৯০৯
জান্নাতী			
অলংকৃত (রৌপ্য নির্মিত বালা দ্বারা জান্নাতীরা অলংকৃত হবে)	৭৬-দাহ্র	২১	৯৯৬
পরিবেশন (জান্নাতীদের স্ফটিক গ্লাস ও রৌপ্য পাত্র পরিবেশন করা হবে)	৭৬-দাহ্র	১৫	৯৯৫
পান করানো (প্রতিপালক জান্নাতীদের বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন)	৭৬-দাহ্র	২১	৯৯৬
জান্নাতুল মা'ওয়া			
অবস্থিত (সিদরাতুল মুনতাহার নিকট জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত)	৫৩-নাজম	১৫	৯৩২
মুমিনের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতুল মাওয়া দ্বারা আপ্যায়ন	৩২-সাজ্দা	১৯	৮৩১
জান্নাতের অধিবাসী			
জান্নাতের অধিবাসী ও আগুনের অধিবাসী সমান নয়	৫৯-হাশর	২০	৯৫৭
সফলকাম (জান্নাতের অধিবাসীরা সফলকাম)	৫৯-হাশর	২০	৯৫৭
জামা (আরো দেখুন কাপড়/পোশাক শব্দটি)			
আলকাতরার জামা অপরাধীদের জন্য (কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৫০	৬৯৭
ইউসুফের জামা নিয়ে আসল ভাইয়েরা (মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে)	১২-ইউসুফ	১৮	৬৭৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জামা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ইউসুফের জামা নিয়ে যেতে বললেন ইউসুফ আ. (ভাইদেরকে)	১২-ইউসুফ	৯৩	৬৮৫
ইউসুফের জামা পিছন দিকে ছিঁড়ে ফেলল (আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
ছেঁড়া (জামা সামনের দিকে ছেঁড়া হলে ইউসুফ আ. মিথ্যাবাদী...)	১২-ইউসুফ	২৬	৬৭৯
পিছন দিকে ছেঁড়া দেখল আযীয (ইউসুফের জামা)	১২-ইউসুফ	২৮	৬৭৯
পিছন (জামার পিছন দিয়ে ছেঁড়া হলে ইউসুফ আ. সত্যবাদী...)	১২-ইউসুফ	২৭	৬৭৯
জামার গলা			
হাত (জামার গলার ভেতরে হাত রাখতে বললেন আল্লাহ মূসাকে)	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
জারজ			
আনুগত্য (জারজ বদমেজাজী ও সম্পদশালীর আনুগত্য)	৬৮-ক্বালাম	১৩	৯৭৫
জালিম			
অজুহাত (জালিমদের অজুহাত কাজে আসবে না যে দিন...)	৪০-মু'মিন	৫২	৮৮২
অধিবাসীরা জালিম না হলে জনপদ ধ্বংস করা হয় না	২৮-কাসাস	৫৯	৮১৩
অধিবাসীরা জালিম (লূত সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩১	৮১৮
অধিবাসী (জনপদের অধিবাসীরা জালিম, মজলুমের আর্তনাদ!)	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
অপরাধীরাই জালিম (আল্লাহ জুলুম করেননি)	৪৩-যুখরুফ	৭৬	৯০১
অবকাশ(জালিম জনপদকে অবকাশ ও পরে পাকড়াও করা)	২২-হাজ্জ	৪৮	৭৬২
অবকাশ প্রার্থনা জালিমদের (রাসূল স. এর অনুসরণের জন্য)	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
অভিভাবক (জালিমদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই)	৪২-শূরা	৮	৮৯১
আযীয জালিম হয়ে যাবে (একজনের স্থলে অন্যজনকে রাখলে)	১২-ইউসুফ	৭৯	৬৮৪
অর্জন (জালিমদের অর্জন/কৃতকর্মের জন্য পরস্পরকে যুক্ত করা হবে)	৬-আন্'আম	১২৯	৬০৪
অস্বীকার (নিদর্শনাবলিকে জালিমরাই অস্বীকার করে)	২৯-আনকাবূত	৪৯	৮২০
অস্বীকার জালিমরা অস্বীকার করল সবকিছুই কুফরী ছাড়া	১৭-ইস্রা	৯৯	৭২২
অস্বীকার (জালিমরা আয়াতকে অস্বীকার করে)	৬-আন্'আম	৩৩	৫৯৮
আইকাবাসীরা জালিম ছিল	১৫-হিজর	৭৮	৭০১
আগুন প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ (জালিমদের জন্য)..	১৮-কাহফ	২৯	৭২৬
আজ (দুনিয়াতে) জালিমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে	১৯-মারইয়াম	৩৮	৭৩৬
আত্মসমর্পণ (জালিম মৃত্যুকালে পাপ অস্বীকার ও আত্মসমর্পণ করে)	১৬-নাহ্ল	২৮	৭০৫
আদম আ. ও তার স্ত্রী জালিম হবে (গাছটির নিকটবর্তী হলে)	৭-আ'রাফ	১৯	৬১৪
আদম আ. তাঁর স্ত্রী জালিম হবে (গাছের কাছে গেলে)	২-বাক্বারা	৩৫	৫০৫
আবাসস্থল (জালিমদের আবাসস্থল নিকৃষ্ট)	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করে না যারা তারা জালিম	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
আল্লাহ জালিম নন (সতর্ককারী না পাঠিয়ে জনপদ ধ্বংস না করা)	২৬-শু'আরা	২০৯	৭৯৮
আল্লাহ জালিমদেরকে জানেন	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী সবচেয়ে বড় জালিম	১১-হূদ	১৮	৬৬৭
ইউনুস জালিমদের অন্তর্ভুক্ত(ইউনুসের ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
ইবরাহীমের সম্প্রদায় নিজেদেরকে জালিম বলা(মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬৪	৭৫৪
ইলাহ দাবীকারী জালিম (নিজকে ইলাহ দাবীকারী)	২১-আম্বিয়া	২৯	৭৫২
উদ্ধার (ফিরআউনের স্ত্রীর জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধারের দোয়া)	৬৬-তাহরীম	১১	৯৭১
কাফিররা জালিম (আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন)	৩-আলে ইমরান	১২৮	৫৪৮
কাফিররা জালিম (কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯৭	৭৫৬
কাফিররা জালিম (কিয়ামতের দিনকে অস্বীকারকারী কাফির)	২-বাক্বারা	২৫৪	৫৩০
কাজ(জালিমদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন)	১৪-ইবরাহীম	৪২	৬৯৭
কিয়ামতে জালিমদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না	৪০-মু'মিন	১৮	৮৭৭
ক্ষতি (কুরআন জালিমদের জন্য ক্ষতি বাড়ায়)	১৭-ইস্রা	৮২	৭২১
গোপন কথা (নবী প্রসঙ্গে জালিমদের গোপন কথা তারা গোপন করে)	২১-আম্বিয়া	৩	৭৫০
জনপদবাসীর আর্তনাদ- 'আমরা জালিম ছিলাম'...	৭-আ'রাফ	৫	৬১৩
জনপদ(জালিম জনপদকে অবকাশ ও পরে পাকড়াও করা)	২২-হাজ্জ	৪৮	৭৬২
জনপদ (জালিম জনপদকে পাকড়াও করেন আল্লাহ)	১১-হূদ	১০২	৬৭৫
জনপদ (আল্লাহ জালিম জনপদ চুরমার করেছেন)	২১-আম্বিয়া	১১	৭৫০
জনপদ (আল্লাহ জালিমদের কত জনপদ ধ্বংস করেছেন)	২২-হাজ্জ	৪৫	৭৬২
জাহান্নামে জালিমদেরকে নতজানু অবস্থায় রেখে দিবেন আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৭২	৭৩৯
জালিমদেরকে ভয় না করে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
জানা (জালিমদের সম্পর্কে জানেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	৪৭	৬৪৫
জানা (আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানেন)	৬২-জুমু'আ	৭	৯৬২
জানা (আল্লাহ জালিমদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি জানেন)	৬-আন্'আম	৫৮	৬০১
জানা (আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন)	২-বাক্বারা	৯৫	৫১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জাহান্নামীরা জালিম হবে (দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে কুফরী করলে...)	২৩-মু'মিনূন	১০৭	৭৭২
তাওবা করে না যারা (মন্দ নামে ডাকা প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	১১	৯২১
দুর্ভোগ (জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির দুর্ভোগ)	৪৩-যুখরুফ	৬৫	৯০০
দুর্ভোগ (জালিমদের দুর্ভোগ ও আল্লাহর শাস্তি প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৪৬	৭৫৩
দুর্ভোগ (জালিমদের দুর্ভোগ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১৪	৭৫১
দূরে নয় (লূতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ জালিমদের থেকে দূরে নয়)	১১-হূদ	৮৩	৬৭৩
দেখা (জালিমদেরকে প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
ধ্বংস (জালিমদের ধ্বংস প্রসঙ্গে রাসূলগণের প্রতি ওহী)	১৪-ইবরাহীম	১৩	৬৯৪
ধ্বংস (জালিম সম্প্রদায়ের ধ্বংস কামনা, নূহের প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
ধ্বংস (জালিমদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন)	২১-আম্বিয়া	৯	৭৫০
ধ্বংস (আল্লাহর শাস্তি আসলে জালিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা)	৬-আন্'আম	৪৭	৬০০
ধ্বংস (জালিমদের ধ্বংস বৃদ্ধির জন্য নূহের দোয়া)	৭১-নূহ্	২৮	৯৮৫
নিমজ্জিত হবে জালিমরা (নূহের বন্যা প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
নিকৃষ্ট শাস্তি চেহারা দিয়ে ঠেকাবে জালিমরা (কিয়ামতের দিন)	৩৯-যুমার	২৪	৮৭৩
নূহ আ. জালিম হবেন (অদৃশ্য জানেন দাবী করলে)	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
নূহের সম্প্রদায় জালিম ছিল (প্লাবণ দ্বারা পাকড়াও প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	১৪	৮১৭
পছন্দ করেন না আল্লাহ (জালিমদের)	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
পথ প্রদর্শন (জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না)	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
পথ প্রদর্শন (আল্লাহ জালিমদেরকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেননা)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ (জালিম সম্প্রদায়কে)	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
পথভ্রষ্টতা (জালিমদের পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধির জন্য নূহ আ. এর দোয়া)	৭১-নূহ্	২৪	৯৮৫
পথভ্রষ্টতা (জালিমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে)	৩১-লুকমান	১১	৮২৭
পথভ্রষ্ট (জালিমদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন)	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
পরীক্ষা (যাক্কুম বৃক্ষ জালিমদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ)	৩৭-সাফফাত	৬৩	৮৬০
পরিণাম (ওহীকে মিথ্যা অভিহিত করায় জালিমদের পরিণাম)	১০-ইউনুস	৩৯	৬৫৮
পরিণাম (জালিমদের পরিণাম দেখার নির্দেশ)	২৮-কাসাস	৪০	৮১১
পরীক্ষার পাত্র (জালিমদের পরীক্ষার পাত্র না বানানোর জন্য দোয়া)	১০-ইউনুস	৮৫	৬৬২
পাকড়াও (জালিম জনপদকে অবকাশ ও পরে পাকড়াও করা)	২২-হাজ্জ	৪৮	৭৬২
পৌঁছানো (আল্লাহর অঙ্গীকার জালিমদের কাছে পৌঁছাবে না)	২-বাক্বারা	১২৪	৫১৪
প্রতারণাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেয় (জালিমরা একে অপরকে)	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
প্রতিফল (জালিমদের প্রতিফল আগুনে স্থায়ী হওয়া)	৫৯-হাশর	১৭	৯৫৭
প্রতিফল (জালিমদের প্রতিফল দেন আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	৪১	৬১৬
প্রতিফল (জালিমদের প্রতিফল আগুনের অধিবাসী হওয়া)	৫-মায়িদা	২৯	৫৮৪
প্রতিফল জাহান্নাম (জালিম নিজকে ইলাহ দাবী করার প্রতিফল)	২১-আম্বিয়া	২৯	৭৫২
ফিরআউন বংশ ছিল জালিম	৮-আনফাল	৫৪	৬৩৭
বনী ইসরাঈল জালিম (বাছুরকে উপাস্য বানানোর কারণে)	২-বাক্বারা	৫১	৫০৬
বনী ইসরাঈল জালিম (আল্লাহর কথা পরিবর্তন করায়)	২-বাক্বারা	৫৯	৫০৭
বনী ইসরাঈল জালিম (বাছুর পূজার কারণে)	২-বাক্বারা	৯২	৫১০
বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে জালিম হবে (কুফরিকে প্রাধান্য দানকারী...)	৯-তাওবা	২৩	৬৪২
বন্ধুত্বকারীরা জালিম (যারা বন্ধুত্ব করে তাদের সাথে যারা...)	৬০-মুমতাহিনা	৯	৯৫৯
বন্ধু (জালিমরা একে অপরের বন্ধু)	৪৫-জাছিয়া	১৯	৯০৬
বলে (জালিমরা বলে-তোমারা এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ)	১৭-ইস্রা	৪৭	৭১৮
বসা (জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসা রাসূল স. এর জন্য নিষেধ)	৬-আন্'আম	৬৮	৬০২
বাগানওয়ালারা জালিম ছিল	৬৮-ক্বালাম	২৯	৯৭৬
বাধা দানকারী (আল্লাহর নাম স্মরণে বাধা দানকারী জালিম)	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
বিতর্ক (আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা জালিম তাদের সাথে বিতর্ক...)	২৯-আনকাবূত	৪৬	৮২০
বিনিময় (জালিমদের বিনিময় অত্যন্ত নিকৃষ্ট)	১৮-কাহফ	৫০	৭২৮
ভালবাসা (জালিমদেরকে ভালবাসেন না আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
ভালবাসা (জালিমদেরকে ভালবাসেন না আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৫৭	৫৪১
ভীত-শঙ্কিত থাকবে জালিমরা (কৃতকর্মের কারণে)	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
মতবিরোধ(জালিমরা সুদূর মতবিরোধে লিপ্ত আছে)	২২-হাজ্জ	৫৩	৭৬৩
মানুষ অত্যন্ত জালিম ও খুবই অকৃতজ্ঞ	১৪-ইবরাহীম	৩৪	৬৯৬
মানুষ অতি জালিম ও অজ্ঞ (আল্লাহর আমানত বহন প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৭২	৮৪০
মিথ্যা অভিহিতকারীরা জালিম (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীরা)	৬-আন্'আম	২১	৫৯৭
মিথ্যা অভিহিতকারী (সত্য আসার পর মিথ্যা অভিহিতকারী জালিম)	২৯-আনকাবূত	৬৮	৮২১
মিথ্যা অভিহিতকারী বড় জালিম (আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী)	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
মিথ্যা রচনাকারী অধিক জালিম (আল্লাহ সম্পর্কে)	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জালিম (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মিথ্যা রচনাকারী (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী বড় জালিম)	৬-আন্‌'আম	১৪৪	৬১০
মিথ্যা রচনাকারী (আল্লা সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী অধিক জালিম)	১৮-কাহ্‌ফ	১৫	৭২৫
মিথ্যা রচনাকারী (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী জালিম)	৬-আন্‌'আম	২১	৫৯৭
মিথ্যা রচনাকারী (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী জালিম)	২৯-আনকাবূত	৬৮	৮২১
মিথ্যা রচনাকারী (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী জালিম)	৬-আন্‌'আম	৯৩	৬০৫
মিথ্যাবাদী বললে (কেউ রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বললে সে জালিম)	১৬-নাহ্‌ল	১১৩	৭১২
মিথ্যা রচনাকারী সর্বাধিক জালিম (আল্লাহ সম্পর্কে)	৬১-সাফ্‌ফ	৭	৯৬০
মিথ্যা রচনা করে যারা তারা জালিম (আল্লাহ সম্পর্কে)	৩-আলে ইমরান	৯৪	৫৪৫
মিথ্যা রচনাকারী বড় জালিম(আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী)	১০-ইউনুস	১৭	৬৫৫
মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী বড় জালিম (আয়াত মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী)	১০-ইউনুস	১৭	৬৫৫
মুখ ফিরিয়ে নিল যে প্রতিপালকের আয়াত থেকে..	১৮-কাহ্‌ফ	৫৭	৭২৯
মুখ ফিরালে (আয়াত দ্বারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরালে বড় জালিম)	৩২-সাজদা	২২	৮৩১
মুনাফিকরাই জালিম	২৪-নূর	৫০	৭৭৯
মুশরিক (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকলে সে জালিম হবে)	১০-ইউনুস	১০৬	৬৬৪
মূসার সম্প্রদায় জালিম (বাছুরকে উপাস্য বানানোর কারণে)	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
মূল কাটা (জালিম সম্প্রদায়ের মূল কেটে দেয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৪৫	৬০০
মৃত্যু যন্ত্রণা (জালিমদের মৃত্যু যন্ত্রণা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৯৩	৬০৫
রাসূল স. জালিম হবেন-প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে (জ্ঞান আসার পর)	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
রাসূল স. জালিম হবেন বিতাড়িত করলে (যারা সর্বদা আল্লাহকে ডাকে)	৬-আন্‌'আম	৫২	৬০০
রাসূল স. এর অনুসরণ সম্পর্কে জালিমরা বলে…	২৫-ফুরকান	৮	৭৮২
লা'নত (মিথ্যা রচনাকারী জালিমদের উপর আল্লাহর লানত)	১১-হূদ	১৮	৬৬৭
লা'নত (আল্লাহর লা'নত জালিমদের উপর…)	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
শাস্তি (রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলায় জালিমদের শাস্তি গ্রাস করে)	১৬-নাহ্‌ল	১১৩	৭১২
শাস্তি দেখতে পাবে যখন জালিমরা (তখন কেমন হবে)	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
শাস্তি দেখার পর জালিমরা ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজবে	৪২-শূরা	৪৪	৮৯৫
শাস্তি (জালিমরা স্থায়ী শাস্তির মধ্যে থাকবে)	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
শাস্তি (জালিমদের জন্য শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৩৭	৭৮৫
শাস্তি (জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
শাস্তি (জালিমদের জন্য শাস্তি রয়েছে কিন্তু তারা জানেনা)	৫২-তূর	৪৭	৯৩১
শাস্তি (জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪২-শূরা	২১	৮৯৩
শাস্তি (জালিমদেরকে এভাবেই শাস্তি দেয়া হয়)	১২-ইউসুফ	৭৫	৬৮৪
শাস্তি (কিয়ামতে জালিমদের শাস্তি হালকা করা হবে না)	১৬-নাহ্‌ল	৮৫	৭১০
শাস্তি আস্বাদন করতে বলবেন আল্লাহ জালিমদেরকে…	৩৪-সাবা	৪২	৮৪৪
শাস্তি (আল্লাহ জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন)	৭৬-দাহ্‌র	৩১	৯৯৬
সঙ্গী করা (জালিমদের সঙ্গী না করার জন্য আরাফবাসীদের প্রার্থনা)	৭-আ'রাফ	৪৭	৬১৭
সতর্ক করা (জালিমদেরকে সতর্ক করার জন্য কুরআন)	৪৬-আহ্‌কাফ	১২	৯০৯
সত্য অস্বীকারকারী (সবচেয়ে বড় জালিম)	৩৯-যুমার	৩২	৮৭৪
সফল হয় না (জালিমরা সফল হয়না)	৬-আন্‌'আম	১৩৫	৬০৯
সফল হয় না (জালিমরা)	৬-আন্‌'আম	২১	৫৯৭
সফল হয় না জালিমরা (ইউসুফের বক্তব্য)	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
সফল (জালিমরা সফল হয় না)	২৮-কাসাস	৩৭	৮১১
সমবেত করে জাহান্নামে প্রেরণ (জালিম ও তার সহচরদেরকে)	৩৭-সাফফাত	২২	৮৫৮
সম্প্রদায় (মূসাকে জালিম সম্প্রদায়ের কাছে যেতে নির্দেশ)	২৬-শু'আরা	১০	৭৮৮
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ)	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করবেন না আল্লাহ)	৫-মায়িদা	৫১	৫৮৭
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিক পথপ্রদর্শন করেন না)	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না)	৬-আন্‌'আম	১৪৪	৬১০
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি পেয়েছে মূসা)	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৫০	৮১২
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না)	৪৬-আহ্‌কাফ	১০	৯০৮
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায় থেকে নূহকে উদ্ধার করলেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	২৮	৭৬৭
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস, আদ জাতি প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	৪১	৭৬৮
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য প্রার্থনা…)	২৩-মু'মিনূন	৯৪	৭৭২
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্রে হিমশীতল বায়ুর আঘাত)	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার প্রার্থনা করল মূসা…)	২৮-কাসাস	২১	৮০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সম্প্রদায় (হারূনকে জালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী না করা)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
সম্প্রদায় (জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন না আল্লাহ)	৬১-সাফ্‌ফ	৭	৯৬০
সাক্ষ্য গোপনকারী বড় জালিম (আল্লাহর সাক্ষ্য)	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
সাহায্যকারী (জালিমদের সাহায্যকারী নেই)	৩-আলে ইমরান	১৯২	৫৫৪
সাহায্যকারী নেই জালিমদের (জাহান্নামে)	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
সাহায্যকারী নেই (জালিমদের)	২২-হাজ্জ	৭১	৭৬৪
সাহায্যকারী নেই জালিমদের	২-বাক্বারা	২৭০	৫৩২
সাহায্যকারী নেই জালিমদের	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
সাক্ষীগণ জালিম হবে সীমালঙ্ঘন করলে (ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
সীমালঙ্ঘনকারীরা জালিম (আল্লাহর সীমা)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
সীমালঙ্ঘন (জালিমদের ব্যাপারে মসজিদে হারামে যুদ্ধ করা)	২-বাক্বারা	১৯৩	৫২১
হাত কামড়াবে জালিমরা (কিয়ামতের দিন)	২৫-ফুরকান	২৭	৭৮৪
প্রত্যাবর্তনস্থল (জালিমরা তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে জানবে)	২৬-শু'আরা	২২৭	৭৯৯
জালূত			
তালূত বাহিনী জালূতের বিরুদ্ধে বের হল যখন…	২-বাক্বারা	২৫০	৫২৯
মুকাবেলা (জালূতের মোকাবেলার শক্তি নেই তালূত বাহিনীর…)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
হত্যা (জালূতকে হত্যা করল দাউদ)	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
জাহাজ (আরো দেখুন নৌযান শব্দটি)			
ধ্বংস (মানুষের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ জাহাজ ধ্বংস করতে পারেন)	৪২-শূরা	৩৪	৮৯৪
নিদর্শন (সমুদ্র-পৃষ্ঠে নিশ্চল জাহাজ কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শন)	৪২-শূরা	৩৩	৮৯৪
নিদর্শন (সমুদ্রে চলমান পর্বত সমান জাহাজ)	৪২-শূরা	৩২	৮৯৪
জাহান্নাম			
অপেক্ষায় আছে (সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য)	৭৮-নাবা	২১	১০০১
অপরাধী হয়ে প্রতিপালকের নিকট আসলে জাহান্নাম…	২০-ত্বা-হা	৭৪	৭৪৫
অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নিবেন আল্লাহ…	১৯-মারইয়াম	৮৬	৭৪০
অবস্থান (জাহান্নামের আগুনে কাফির/মুশরিকদের চিরকাল অবস্থান)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	৬	১০২৯
অমান্যকারীর জন্য (আল্লাহ-রাসূল স. কে অমান্যকারী জাহান্নামে স্থায়ী হবে)	৭২-জিন্‌	২৩	৯৮৭
অস্বীকার ('এটাই জাহান্নাম অপরাধীরা যাকে অস্বীকার করত'…)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৩	৯৪১
অহংকারী ও দুর্বলেরা সকলেই জাহান্নামে থাকবে	৪০-মু'মিন	৪৮	৮৮২
আগুন (আল্লাহ ও রাসূল স. কে অমান্যকারী জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে)	৭২-জিন্‌	২৩	৯৮৭
আগুন (আহলে কিতাবের কাফির/মুশরিক জাহান্নামের আগুনে থাকবে)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	৬	১০২৯
আগুন (জাহান্নামের আগুনে স্বর্ণ-রৌপ্য উত্তপ্ত করে দাগ দেয়া…)	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩
আগুন (জাহান্নামের আগুন অধিক উত্তপ্ত)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
আগুন (জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি, মুনাফিক কাফির ও…)	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
আগুন (জাহান্নামের আগুন আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি)	৯-তাওবা	৬৩	৬৪৬
আগুন (জাহান্নামের আগুনে পতিত হওয়া ঘর…)	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
আগুন (জাহান্নামের আগুন কাফির ও অকৃতজ্ঞের প্রতিফল)	৩৫-ফাতির	৩৬	৮৪৯
আগুন (জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে…)	৫২-তূর	১৩	৯২৯
আনয়ন করা (জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে কিয়ামতে)	৮৯-ফাজ্‌র	২৩	১০২২
আবাস (জাহান্নাম কাফিরদের আবাসস্থল)	২৯-আনকাবূত	৬৮	৮২১
আবাসস্থল (কাফিরদের আবাসস্থল জাহান্নাম)	৩৯-যুমার	৩২	৮৭৪
আবাসস্থল (অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম)	৩৯-যুমার	৬০	৮৭৬
আবাস (সীমালঙ্ঘনকারীদের)	৭৯-নাযি'আত	৩৯	১০০৫
আশ্রয়স্থল (জাহান্নাম আশ্রয়স্থল কাফির ও মুনাফিকদের)	৯-তাওবা	৭৩	৬৪৭
আশ্রয়স্থল (জাহান্নাম অজুহাত পেশকারীদের আশ্রয়স্থল, তবুকযুদ্ধ…)	৯-তাওবা	৯৫	৬৫০
আশ্রয়স্থল (জাহান্নাম তাদের আশ্রয়স্থল যারা প্রতিপালকের ডাকে…)	১৩-রা'দ	১৮	৬৯০
আশ্রয়স্থল (জাহান্নাম পথভ্রষ্টদের আশ্রয়স্থল)	১৭-ইস্‌রা	৯৭	৭২২
আশ্রয়স্থল জাহান্নাম (মুশরিকদের)	৪-নিসা	১২১	৫৭২
আশ্রয়স্থল জাহান্নাম (যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে আসে তার)	৩-আলে ইমরান	১৬২	৫৫১
আশ্রয়স্থল (জাহান্নাম হবে আশ্রয়স্থল যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে)	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
আশ্রয়স্থল (কাফিরদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম)	৩-আলে ইমরান	১৯৭	৫৫৫
আশ্রয়স্থল (কাফিরদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম)	৬৬-তাহ্‌রীম	৯	৯৭১
ইন্ধন (আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার উপাসনা করা হয় তা জাহান্নামের ইন্ধন…)	২১-আম্বিয়া	৯৮	৭৫৬
ইন্ধন (অন্যায়কারী জিনরা জাহান্নামের ইন্ধন)	৭২-জিন্‌	১৫	৯৮৭
উথলাতে থাকবে জাহান্নাম	৬৭-মুল্‌ক	৭	৯৭২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জাহান্নাম (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর সামনে জাহান্নাম...	১৪-ইবরাহীম	১৬	৬৯৪
উপস্থিত করা (কাফিরদের নিকট জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে)	১৮-কাহ্ফ	১০০	৭৩৩
একত্র করা (আল্লাহ কাফির-মুনাফিককে জাহান্নামে একত্র করবেন)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
কাফির (আহলে কিতাবের কাফিররা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
কারাগার (জাহান্নামকে কাফিরদের কারাগার বানিয়েছেন আল্লাহ)	১৭-ইসরা	৮	৭১৪
কাফিরদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে (কিয়ামতে)	৩-আলে ইমরান	১২	৫৩৭
কাফিরদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে	৮-আনফাল	৩৬	৬৩৫
কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
কাফিরদের আতিথেয়তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ	১৮-কাহ্ফ	১০২	৭৩৩
গন্তব্যস্থল (কাফিরদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম)	৬৬-তাহ্রীম	৯	৯৭১
গন্তব্যস্থল (জাহান্নাম মন্দ গন্তব্যস্থল)	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
ঘুরতে থাকা(অপরাধীরা ফুটন্ত পানির মাঝে ঘুরতে থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	৪৪	৯৪১
জিজ্ঞাসা (জাহান্নামকে আল্লাহর জিজ্ঞাসা-'তুমি পূর্ণ হয়েছ কি?)	৫০-ক্বাফ	৩০	৯২৩
জ্বলন্ত আগুন হিসাবে জাহান্নামই যথেষ্ট	৪-নিসা	৫৫	৫৬৪
দরজা (কাফিরকে জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বলা হবে)	৩৯-যুমার	৭২	৮৭৭
দরজা (জালিম কাফিরদের জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশের নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	২৯	৭০৫
দীর্ঘশ্বাস (কাফির ও জালিম জাহান্নামে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই শুনবেনা)	২১-আম্বিয়া	১০০	৭৫৭
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল জাহান্নাম	৬৭-মুল্ক	৬	৯৭২
নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে (অন্য ইলাহ নির্ধারণ করলে)	১৭-ইসরা	৩৯	৭১৭
নিকৃষ্ট আবাস্থল (জাহান্নাম নিকৃষ্ট স্থায়ী অবস্থানস্থল!)	১৪-ইবরাহীম	২৯	৬৯৬
নিম্নস্তর (মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে)	৪-নিসা	১৪৫	৫৭৫
নির্ধারণ (জাহান্নাম নির্ধারণ করেন আল্লাহ দুনিয়া কামনাকারীর জন্য)	১৭-ইসরা	১৮	৭১৫
নিকৃষ্ট আবাসস্থল জাহান্নাম (নিজের প্রতি জুলুমকারীর জন্য)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
নিক্ষেপ (উদ্ধত কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে)	৫০-ক্বাফ	২৪	৯২৩
নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল (সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৫৬	৮৬৯
পথভ্রষ্টদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে অধোমুখী করে	২৫-ফুরকান	৩৪	৭৮৪
পরিবেষ্টন করা (জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে)	২৯-আনকাবূত	৫৪	৮২০
পরিবেষ্টনকারী (জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টনকারী)	৯-তাওবা	৪৯	৬৪৫
পাপীরা জাহান্নামে থাকবে	৮২-ইনফিতার	১৪	১০১০
পূর্ণ করা (জাহান্নাম পূর্ণ করবেন প্রতিপালক জিন ও মানুষ দ্বারা)	১১-হূদ	১১৯	৬৭৬
পূর্ণ করা (জাহান্নাম পূর্ণ করবেন আল্লাহ তাকে দিয়ে যে...)	৭-আ'রাফ	১৮	৬১৪
পূর্ণ করা (জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করা হবে)	৩২-সাজদা	১৩	৮৩১
পূর্ণ (ইবলিস ও তার অনুসারীদের দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করা)	৩৮-সোয়াদ	৮৫	৮৭০
প্রবেশ(কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ জাহান্নামে প্রবেশ)	৫২-তূর	১৬	৯২৯
প্রবেশ (সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠরা জাহান্নামে করবে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	১৬	১০১১
প্রতিফল জাহান্নাম (মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
প্রতিফল জাহান্নাম (জালিম নিজেকে ইলাহ দাবী করার প্রতিফল)	২১-আম্বিয়া	২৯	৭৫২
প্রতিফল (কুফুরী করলে)	১৮-কাহ্ফ	১০৬	৭৩৩
প্রতিশ্রুত স্থান জাহান্নাম (ইবলিসের অনুসারীদের জন্য)	১৫-হিজর	৪৩	৭০০
প্রতিদান জাহান্নাম (ইবলিসের অনুসারীদের...)	১৭-ইসরা	৬৩	৭১৯
প্রজ্জ্বলিত (কিয়ামতে জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হবে)	৮১-তাকভীর	১২	১০০৮
প্রহরী (জাহান্নামের প্রহরীদেরকে জাহান্নামীরা বলবে...)	৪০-মু'মিন	৪৯	৮৮২
প্রকাশ (জাহান্নামকে কিয়ামতে প্রকাশ করা হবে যে দেখবে তার জন্য)	৭৯-নাযি'আত	৩৬	১০০৪
প্রবেশ (মুমিনদের বিপরীত পথের অনুসারীকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো)	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
প্রবেশ (শরীক-মুশরিক সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে)	২১-আম্বিয়া	৯৮	৭৫৬
প্রস্তুত (মুনাফিক ও মুশরিকদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত)	৪৮-ফাতহ	৬	৯১৬
প্রবেশ (জাহান্নামে প্রবেশ করবে ইবাদত বিমুখ অহঙ্কারীরা)	৪০-মু'মিন	৬০	৮৮৩
প্রবেশ (জালিম কাফিরদেরকে জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশের নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	২৯	৭০৫
প্রবেশ (জাহান্নামে প্রবেশ করতে বলা হবে কাফিরদেরকে)	৪০-মু'মিন	৭৬	৮৮৪
প্রতিশ্রুতি (কাফিরদের প্রতি জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি)	৩৬-ইয়াসীন	৬৩	৮৫৫
বিছানা (জাহান্নামে আগুনের বিছানা অপরাধীদের জন্য)	৭-আ'রাফ	৪১	৬১৬
বিশ্রামস্থল (জালিমদের জন্য)...	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
বিরুদ্ধাচরণকারীর জন্য জাহান্নাম (রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণ)	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
মন্দদেরকে স্তূপিকৃত করে জাহান্নামে পাঠাবেন আল্লাহ	৮-আনফাল	৩৭	৬৩৫
মানুষ ও শয়তানদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে	১৯-মারইয়াম	৬৮	৭৩৮
মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে	৪-নিসা	১৪৫	৫৭৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুশরিক (আহলে কিতাবের মুশরিকরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
যথেষ্ট (জাহান্নাম যথেষ্ট তার জন্য যাকে...)	২-বাক্বারা	২০৬	৫২৩
যথেষ্ট (জাহান্নাম যথেষ্ট মুনাফিক ও কাফিরদের জন্য)	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
যথেষ্ট (জাহান্নাম যথেষ্ট মুনাফিকদের শাস্তির জন্য)	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
শাস্তি লাঘব করা হবে না জাহান্নামে (অপরাধীদের)	৪৩-যুখরুফ	৭৫	৯০১
শাস্তি (অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে চিরস্থায়ী হবে)	৪৩-যুখরুফ	৭৪	৯০১
শাস্তি (জাহান্নামে কাফিরদের শাস্তি লাঘব করা হবে না)	৩৫-ফাতির	৩৬	৮৪৯
শাস্তি (জাহান্নামের শাস্তি সরিয়ে নেয়ার প্রার্থনা রহমানের বান্দাদের)	২৫-ফুরকান	৬৫	৭৮৭
শাস্তি (মুমিনদেরকে নির্যাতনকারীর জন্য জাহান্নামের শাস্তি)	৮৫-বুরূজ	১০	১০১৫
সামনে (আখিরাতে মুশরিকদের সামনে জাহান্নাম থাকবে)	৪৫-জাছিয়া	১০	৯০৫
সৃষ্টি (অনেক জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে)	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
স্থায়ী (আল্লাহ ও রাসূল স. কে অমান্যকারী জাহান্নামে হবে)	৭২-জিন্	২৩	৯৮৭
স্থায়ী (কাফির ও জালিমরা জাহান্নামে স্থায়ী হবে)	৪-নিসা	১৬৯	৫৭৮
স্থায়ী হওয়া (বাতিল ইলাহরা জাহান্নামে স্থায়ী হবে)	২১-আম্বিয়া	৯৯	৭৫৭
স্থায়ী (জালিম কাফিররা জাহান্নামে স্থায়ী হবে)	১৬-নাহ্ল	২৯	৭০৫
স্থায়ী (জাহান্নামে স্থায়ী হবে যাদের পাল্লা হালকা হবে)	২৩-মু'মিনূন	১০৩	৭৭২
হত্যার প্রতিফল জাহান্নাম (ইচ্ছাকৃত মুমিন হত্যা)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
জাহান্নাম (জাহীম)			
দেখা (মানুষ অবশ্যই জাহান্নাম ও জাহীম দেখবে)	১০২-তাকাছুর	৬	১০৩২
জাহান্নাম (হাবিয়া)			
পরিণাম (নেকীর পাল্লা হালকা হলে পরিণাম হাবিয়া দোযখ)	১০১-ক্বারি'আ	৯	১০৩১
জাহান্নামী			
চিৎকার করে জাহান্নামীরা ফেরেশতা 'মালিক'কে বলবে...	৪৩-যুখরুফ	৭৭	৯০১
জাহান্নামের প্রহরী			
আহ্বান (আল্লাহ জাহান্নামের প্রহরীদের আহ্বান করবেন...)	৯৬-আলাক	১৮	১০২৮
জাহিলী (আরো দেখুন 'অজ্ঞ' শব্দটি)			
বিধান (জাহিলী বিধান কামনা করে মুনাফিকরা)	৫-মায়িদা	৫০	৫৮৬
জাহিলী যুগ			
প্রদর্শন (নবীর স্ত্রীরা যেন জাহিলী যুগের প্রদর্শনের মত প্রদর্শন না করে)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
জাহেলিয়াত			
অহমিকা (কাফিরদের হৃদয়ে জাহেলিয়াতের অহমিকা)	৪৮-ফাত্হ	২৬	৯১৮
জিকির (কুরআন)			
রাসূল স. এর উপর কুরআন/জিকির অবতীর্ণ (স্পষ্ট করা ও চিন্তার জন্য)	১৬-নাহ্ল	৪৪	৭০৬
জিকিরধারী			
জিজ্ঞাসা (জিকির/কিতাবধারীদেরকে জিজ্ঞাসা কর...)	২১-আম্বিয়া	৭	৭৫০
জিজিয়া			
দেয়া (জিজিয়া দেয়া পর্যন্ত যুদ্ধের নির্দেশ, অদের সাথে যারা...)	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
জিজ্ঞাসা (আরো দেখুন 'প্রশ্ন' শব্দটি)			
অঙ্গীকার সম্পর্কে মুনাফিকদের জিজ্ঞাসা (আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার)	৩৩-আহযাব	১৫	৮৩৪
অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না মানুষ ও জিনকে (কিয়ামতে)	৫৫-রাহ্মান	৩৯	৯৪১
অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৬৮-ক্বালাম	৪০	৯৭৭
অবস্থানকাল সম্পর্কে (গুহাবাসীদের পরস্পরের মধ্যে)	১৮-কাহ্ফ	১৯	৭২৫
আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (আল্লাহই স্রষ্টা)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন- যাদের প্রতি রাসূল স. প্রেরণ করা...	৭-আ'রাফ	৬	৬১৩
আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন জাহান্নামকে -'তুমি পূর্ণ হয়েছ কি?'	৫০-ক্বাফ	৩০	৯২৩
আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন প্রেরিত রাসূলগণকে...	৭-আ'রাফ	৬	৬১৩
ইয়াতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (রাসূল স. কে)	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
কাফিরকে আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলে'আল্লাহ'	৩১-লুকমান	২৫	৮২৯
কান চোখ ও অন্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আখিরাতে	১৭-ইসরা	৩৬	৭১৭
কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা (মানুষ সৃষ্টি কঠিনতর না অন্য সবকিছু?)	৩৭-সাফ্ফাত	১১	৮৫৭
কিয়ামত সম্পর্কে রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা (কখন ঘটবে)	৩৩-আহযাব	৬৩	৮৩৯
কিয়ামত সংঘটন সম্পর্কে রাসূল স. কে কাফিরদের জিজ্ঞাসা	৭৯-নাযি'আত	৪২	১০০৫
কিয়ামত সংঘটনের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (রাসূল স. কে)	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
কিতাবধারীদের কাছে জিজ্ঞাসা (মানুষকেই রাসূল/ওহী করা সম্পর্কে)	১৬-নাহ্ল	৪৩	৭০৬
কিতাব পাঠকারীদেরকে জিজ্ঞাসা (কুরআন সম্পর্কে)	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
গণনাকারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে বলবে পথভ্রষ্টরা (আল্লাহকে)	২৩-মু'মিনূন	১১৩	৭৭৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জিজ্ঞাসা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
গুহাবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না করার নির্দেশ..	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী জনপদের মাছ শিকার প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
জালিমরা একে অপরকে সামনাসামনি জিজ্ঞাসাবাদ করবে	৩৭-সাফ্ফাত	২৭	৮৫৮
জান্নাতীরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে (অতীত সম্পর্কে)	৫২-তূর	২৫	৯৩০
জালিমদেরকে জিজ্ঞাসা (বাসস্থান ও বিলাস-সামগ্রী প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১৩	৭৫০
জিকির ও কিতাবধারীদেরকে জিজ্ঞাসা করা (মানুষকে নবী বানানো...)	২১-আম্বিয়া	৭	৭৫০
জিকিরধারীদের কাছে জিজ্ঞাসা (মানুষকেই রাসূল ও ওহী করা সম্পর্কে)	১৬-নাহ্ল	৪৩	৭০৬
জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে	৮১-তাকভীর	৮	১০০৮
জাহান্নামে নিক্ষিপ্তদেরকে জিজ্ঞাসা করবে জাহান্নামের রক্ষীরা...	৬৭-মুল্ক	৮	৯৭২
নেয়ামত সম্বন্ধে মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে (কিয়ামতে)	১০২-তাকাছুর	৮	১০৩২
পর্বত সম্পর্কে রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা (উৎপাটন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১০৫	৭৪৭
পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন ইবরাহীম আ. (উপাসনা সম্পর্কে)	৩৭-সাফ্ফাত	৮৫	৮৬১
পূর্ববর্তী উম্মতের কাজ সম্পর্কে এ উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা	২-বাক্বারা	১৩৪	৫১৫
পূর্ববর্তী উম্মতের কাজ সম্পর্কে এ উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা	২-বাক্বারা	১৪১	৫১৫
প্রভুকে জিজ্ঞাসা করতে বলল ইউসুফ আ. (সেই নারীদের অবস্থা যারা...)	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা (আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান)	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৯	৮৬৪
বনী ইসরাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	২-বাক্বারা	২১১	৫২৩
বন্ধুকে (বন্ধু তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না কিয়ামতে)	৭০-মা'আরিজ	১০	৯৮১
বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ (আল্লাহ সম্পর্কে)	২৫-ফুরকান	৫৯	৭৮৬
বিচারের দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (কাফিরদের)	৫১-যারিয়াত	১২	৯২৫
মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (রাসূল স. কে)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
মানুষকে জিজ্ঞাসা (আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণকারী সম্পর্কে)	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
মানুষকে নেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে (কিয়ামতে)	১০২-তাকাছুর	৮	১০৩২
মুশরিকদের জিজ্ঞাসা করা হবে (ফেরেশতাকে নারী বলায়...)	৪৩-যুখরুফ	১৯	৮৯৭
মুমিনদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না মুশরিকদের অপরাধ সম্পর্কে	৩৪-সাবা	২৫	৮৪৩
মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না মুমিনদের অপরাধ সম্পর্কে	৩৪-সাবা	২৫	৮৪৩
মূর্তিগুলিকে জিজ্ঞাসা করতে বলা(ইবরাহীম আ. ও মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬৩	৭৫৪
রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা (হারাম মাস সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা (আল্লাহ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	১৮৬	৫২০
রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা (কি কি হালাল করা হয়েছে সে সম্পর্কে)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা (নতুন চাঁদ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা (ব্যয় করা সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা (ব্যয় করা প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	২১৫	৫২৪
রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা (মাসিক রক্তস্রাব সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে)	৮-আনফাল	১	৬৩২
রাসূল স. কে তীব্র আগুনের অধিবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবেনা	২-বাক্বারা	১১৯	৫১৩
রাসূলগণকে জিজ্ঞাসা (অন্য ইলাহের ইবাদত সম্পর্কে...)	৪৩-যুখরুফ	৪৫	৮৯৯
সত্যবাদীদেরকে সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা	৩৩-আহযাব	৮	৮৩৩
সামনাসামনি জিজ্ঞাসাবাদ করবে (জান্নাতীরা পরস্পরকে)	৩৭-সাফ্ফাত	৫০	৮৫৯
সৃষ্টিকর্তা কে তা জিজ্ঞাসা করলে মানুষ বলবে 'স্রষ্টা আল্লাহ'	৪৩-যুখরুফ	৮৭	৯০১
স্রষ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মানুষ বলবে আল্লাহ	২৯-আনকাবূত	৬১	৮২১
স্রষ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (আকাশ-পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?)	৪৩-যুখরুফ	৯	৮৯৬
কিয়ামতে জিজ্ঞসবাদ করবে না একে অপরকে (শরীককারীরা)	২৮-কাসাস	৬৬	৮১৪
ডানের সাথীগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪০	৯৯২
সংবাদ (কিয়ামত) সম্পর্কে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ	৭৮-নাবা	১	১০০০
রাসূল স. ও মুমিনগণ জিজ্ঞাসিত হবে (কুরআন প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৪৪	৮৯৯
জিত (হার-জিত)			
হার-জিতের দিন/কিয়ামতে সকলকে একত্রিত করা হবে	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
জিন			
অক্ষম(আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রমে মানুষ/জিন অক্ষম)	৫৫-রাহ্মান	৩৩	৯৪০
অপরাধ(সেদিন জিনের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হবে না)	৫৫-রাহ্মান	৩৯	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৫১	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	২৩	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৩০	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৩২	৯৪০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	১৮	৯৩৯
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	২৫	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৬৫	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	১৬	৯৩৯
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৭১	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৭৩	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৬১	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৫৫	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৬৩	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৪৭	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৩৮	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	২৮	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৭৫	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৩৪	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৪০	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৩৬	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৫৭	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	২১	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৭৭	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৫৩	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৬৭	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৪২	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৫৯	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৬৯	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৪৯	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	৪৫	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্মান	১৩	৯৩৯
আল্লাহ ও জিনের মধ্যে বংশ নির্ধারণ করল কাফিররা....	৩৭-সাফ্ফাত	১৫৮	৮৬৪
আশ্রয় (কিছু মানুষ জিনের কাছে আশ্রয় চাওয়ায় তারা অন্যায় বাড়াত)	৭২-জিন্	৬	৯৮৬
ইবলিস (জিনদের অন্তর্ভূক্ত)...	১৮-কাহ্ফ	৫০	৭২৮
উপস্থিত করা হবে জিনদেরকে (শাস্তির জন্য)	৩৭-সাফ্ফাত	১৫৮	৮৬৪
উপাসনা (জিনদের উপাসনা করত মুশরিকরা, ফেরেশতারা বলবে)	৩৪-সাবা	৪১	৮৪৪
উম্মত (জিনদের যে সব উম্মত অতীত হয়েছে...)	৪৬-আহ্কাফ	১৮	৯০৯
উম্মত (পূর্বে অনেক জীন উম্মতের উপর আল্লাহ্র কথা সত্য হয়েছে)	৪১-ফুস্সিলাত	২৫	৮৮৮
কাজ করত জিন সুলাইমানের সামনে (প্রতিপালকের অনুমতিতে)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
কুরআনের অনুরূপ আনতে পারবে না মানুষ ও জিন একত্র হয়েও	১৭-ইস্রা	৮৮	৭২১
জাহান্নামের জন্য অনেক জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
জাহান্নাম পূর্ণ করা হবে (মানুষ ও জ্বিন দ্বারা)	৩২-সাজ্দা	১৩	৮৩১
জিজ্ঞসা (সেদিন মানুষ/জিনের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হবে না)	৫৫-রাহ্মান	৩৯	৯৪১
দল (কিয়ামতে আল্লাহ জ্বীনের দলকে সম্বোধন করে বলবেন)	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
দল (একদল জিনের কুরআন শ্রবণ প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১	৯৮৬
দল (একদল জ্বিনকে আল্লাহ নবীর কাছে নিয়ে এসেছিলেন)	৪৬-আহ্কাফ	২৯	৯১১
দল (জ্বীন ও মানুষের দলকে রাসূল স. এর আগমন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা)	৬-আন্'আম	১৩০	৬০৯
ধূর্ত জিন(সাবার রানীর সিংহাসন তুলে আনতে ধূর্ত জিনের আগ্রহ প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৩৯	৮০৩
পথভ্রষ্টকারী (কাফিরদের পদদলিত করার কামনা	৪১-ফুস্সিলাত	২৯	৮৮৮
প্ররোচনাদানকারী (মানুষের মধ্য থেকে ও জিনদের মধ্য থেকে)	১১৪-নাস	৬	১০৩৬
প্রেরণ(জিন সীমা অতিক্রম করতে চাইলে অগ্নিশিখা/ধোঁয়া প্রেরণ)	৫৫-রাহ্মান	৩৫	৯৪০
ভিড় (রাসূল স. সালাতে দাড়ালে জিনদের ভিড় করা প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১৯	৯৮৭
মানুষ (জ্বিন ও মানুষের দলের মাঝে আগুনে প্রবেশ করতে বলা...)	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
মানুষ (জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবেন প্রতিপলক)	১১-হূদ	১১৯	৬৭৬
মিথ্যা বলা (জিনরা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলবেনা – জিনদের ধারণা)	৭২-জিন্	৫	৯৮৬
শত্রু বানানো (মানুষ ও জ্বীন শয়তানকে নবীর শত্রু বানানো)	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
শয়তান (মানুষ ও জ্বীন শয়তানকে নবীর শত্রু বানানো)	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
শরীক করা (মুশরিকরা জ্বীনদেরকে আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করে)	৬-আন্'আম	১০০	৬০৬
শ্রবণ (একদল জিনের কুরআন শ্রবণ প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১	৯৮৬
সমবেত করা (সুলাইমানের জন্য জিন/মানুষ/পাখি সমবেত করা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১৭	৮০১
সৃষ্টি (জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তার ইবাদাতের জন্য)	৫১-যারিয়াত	৫৬	৯২৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জিন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সৃষ্টি (জিনকে আল্লাহ ধোঁয়াহীন অগ্নি শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন)	৫৫-রাহ্‌মান	১৫	৯৩৯
সৃষ্টি (জিন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ঝলসে দেয়া আগুন থেকে)	১৫-হিজর	২৭	৬৯৯
স্পর্শ(জিন স্পর্শ করেনি এমন আনত নয়না হুর থাকবে জান্নাতে)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৪	৯৪২
স্পর্শ(জিন স্পর্শ করেনি এমন আনত নয়না হুর থাকবে জান্নাতে)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৬	৯৪১
স্পষ্ট হল জিনদের কাছে (সুলাইমানের মৃত্যুর বিষয়)	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
হিসাব(বিশিষ্টজন ও মানুষ-জিনের হিসাবের জন্য আল্লাহ অবসর হবেন)	৫৫-রাহ্‌মান	৩১	৯৪০
জিন-ব্যাগ			
ইউসুফের সহোদর ভাইয়ের জিন-ব্যাগে পানপাত্র রেখে দিল...	১২-ইউসুফ	৭০	৬৮৩
পণ্যমূল্য ভাইদের জিন-ব্যাগে রেখে দিতে বলল ইউসুফ আ.	১২-ইউসুফ	৬২	৬৮২
পানপাত্র যার জিন-ব্যাগে পওয়া যাবে সে নিজেই তার প্রতিফল	১২-ইউসুফ	৭৫	৬৮৪
জিনিস (আরো দেখুন বস্তু শব্দটি)			
গণনা করে রেখেছেন আল্লাহ কিতাবে (প্রত্যেক জিনিস)	৩৬-ইয়াসীন	১২	৮৫১
জিনিসপত্র			
গৃহস্থালীর ছোট জিনিসপত্র প্রদানে মুনাফিক বিরত থাকে	১০৭-মাউন	৭	১০৩৪
জিব্‌ত (কুসংস্কার)			
ঈমান (কিতাবের অংশ প্রদানের পরও জিবত/তাগুতে ঈমান)	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
জিবরা'ঈল			
শত্রু (যে জিবরাইলের শত্রু আল্লাহ সেই কাফিরের শত্রু)	২-বাক্বারা	৯৮	৫১১
শত্রু (যে ব্যক্তি জিবরাইলের শত্রু তার জানা উচিৎ...)	২-বাক্বারা	৯৭	৫১১
সাহায্যকারী (নবীর সাহায্যকারী জিবরাঈল ও...)	৬৬-তাহরীম	৪	৯৭০
অবতরণ (কুরআন নিয়ে বিশ্বস্ত রূহ/জিবরাঈলের অবতরণ)	২৬-শু'আরা	১৯৩	৭৯৮
পদচিহ্ন (জিবরাঈলের পদচিহ্নের একমুষ্টি মাটি নিয়ে সামিরীর বাছুর তৈরি)	২০-ত্বা-হা	৯৬	৭৪৭
জিবরা'ঈল (রূহ)			
অবতরণ (কদর রাতে জিবরাঈল/রূহ অবতরণ করে)	৯৭-কাদর	৪	১০২৯
মানবাকৃতি ধারণ করল জিবরাঈল (মারইয়ামের নিকট)	১৯-মারইয়াম	১৭	৭৩৫
জিবরা'ঈল (রূহুল কুদুস)			
জিবরাঈল (রূহুল কুদুস)			
ঈসাকে রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) দ্বারা সাহায্য করা হয়	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
কুরআন জিবরাঈল মারফত প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ	১৬-নাহ্‌ল	১০২	৭১১
সাহায্য (জিবরাইল এর মাধ্যমে ঈসাকে সাহায্য)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
জিলবাব (দেখুন চাদর শব্দটি)			
জিহ্বা			
অনিষ্টের জিহ্বা প্রসারিত করবে কাফিররা মুমিনদের প্রতি	৬০-মুমতাহিনা	২	৯৫৮
জড়তা (জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্য মূসার দোয়া)	২০- ত্বা-হা	২৭	৭৪২
বাঁকা করা (ইহুদীরা জিহবা বাঁকা করে বলে...)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
বাঁকা (জিহ্বা বাঁকা করে কিতাব পাঠ করে আহলে কিতাবদের...)	৩-আলে ইমরান	৭৮	৫৪৩
বানানো (আল্লাহ মানুষের জিহ্বা বানিয়েছেন)	৯০-বালাদ	৯	১০২৩
মিথ্যা বর্ণনা করে মুশরিকদের জিহবা (উত্তম প্রতিদান প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৬২	৭০৭
মিথ্যা বর্ণনা (জালিমদের জিহ্বা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা করে)	১৬-নাহ্‌ল	১১৬	৭১৩
মুশরিকদের জিহবা মিথ্যা বর্ণনা করে (উত্তম প্রতিদান প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৬২	৭০৭
মূসার জিহ্বা না চলা (ফির'আউনের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৩	৭৮৮
সঞ্চালন (কুরআন মুখস্ত করার জন্য রাসূল স. এর জিহ্বা সঞ্চালন প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	১৬	৯৯৩
সাক্ষ্য দিবে জিহবা (কিয়ামতে)	২৪-নূর	২৪	৭৭৬
জিহাদ (আরও দেখুন 'যুদ্ধ' শব্দটি)			
অপছন্দ (জিহাদ অপছন্দ করেন আল্লাহ তাদের যারা...)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
আল্লাহর জন্য যথাযথ জিহাদের নির্দেশ	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
আল্লাহর পথে জিহাদ অপ্রিয় হলে- পিতা সন্তান ও...	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
আল্লাহর পথে জিহাদ করা	৬১-সাফফ	১১	৯৬১
আল্লাহর পথে জিহাদ করবে সেই সম্প্রদায় যাদেরকে...	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
আল্লাহর পথে জিহাদের নির্দেশ	৫-মায়িদা	৩৫	৫৮৪
আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হওয়া (মক্কা বিজয়ের জন্য)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
আল্লাহর পথে জিহাদের সমান নয় মসজিদে হারামের আবাদ	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে প্রকৃত মুমিনরা	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
ঈমান এনে জিহাদ করেছে যারা	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঈমানদারদের যারা জিহাদ করেছে ও...	৮-আনফাল	৭৪	৬৩৯
কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ (নবীকে)	৬৬-তাহরীম	৯	৯৭১
কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ	২৫-ফুরকান	৫২	৭৮৬
কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ রাসূল স. কে	৯-তাওবা	৭৩	৬৪৭
জানা (জিহাদকারীকে জেনে নিবেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৪২	৫৪৯
জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে প্রকৃত মুমিনরা	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদের নির্দেশ	৯-তাওবা	৪১	৬৪৪
ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি...	৯-তাওবা	৪৪	৬৪৪
নবীকে জিহাদ করার নির্দেশ (কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে)	৬৬-তাহরীম	৯	৯৭১
নিজের কল্যাণের জন্যই জিহাদ করে (জিহাদকারী)	২৯-আনকাবূত	৬	৮১৬
প্রত্যাশা (জিহাদকারীরা আল্লাহর দয়া প্রত্যাশা করে)	২-বাক্বারা	২১৮	৫২৪
বিনিময় (হিজরত/জিহাদ/ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা...)	১৬-নাহ্‌ল	১১০	৭১২
মর্যাদা (জিহাদকারীর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর নিকট)	৯-তাওবা	২০	৬৪২
মুনাফিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ (নবীকে)	৬৬-তাহরীম	৯	৯৭১
মু'মিনদের পরে ঈমান এনে হিজরত ও জিহাদ করেছে যারা...	৮-আনফাল	৭৫	৬৩৯
মুমিনদের যারা জিহাদ করেছে তাদেরকে জেনে নিবেন আল্লাহ	৯-তাওবা	১৬	৬৪১
যথাযথ জিহাদ(আল্লাহর জন্য যথাযথ জিহাদের নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
রাসূল স. ও ঈমানদারগণ জিহাদ করেছে ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে	৯-তাওবা	৮৮	৬৪৯
রাসূল স. এর সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়ে সূরা অবতীর্ণ হলে...	৯-তাওবা	৮৬	৬৪৯
সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে প্রকৃত মুমিনরা	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
হিজরতের পর জিহাদকারীদের প্রতি প্রতিপালক ক্ষমাশীল	১৬-নাহ্‌ল	১১০	৭১২
জিহাদকারী (আরো দেখুন মুজাহিদ শব্দটি)			
প্রতিশ্রুতি (জিহাদকারী/বসে থাকা মুমিনকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
শ্রেষ্ঠত্ব দান (বসে থাকা মুমিনের উপর জিহাদকারীর)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
জিহাদ (প্রচেষ্টা)			
আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে জিহাদ/প্রচেষ্টা করে তাকে পথ প্রদর্শন করা হয়	২৯-আনকাবূত	৬৯	৮২১
জ্বিনা (দেখুন ব্যভিচার শব্দটি)			
জীব			
অবস্থানস্থল (সকল জীবের অবস্থানস্থল আল্লাহ জানেন)	১১-হূদ	৬	৬৬৬
নিকৃষ্ট জীব আল্লাহর নিকট সেই সব বধির ও বোবা যারা...	৮-আনফাল	২২	৬৩৪
নিকৃষ্টতম জীব তারাই যারা কুফরি করেছে...	৮-আনফাল	৫৫	৬৩৭
বিশ্রামস্থল (সকল জীবের বিশ্রামস্থল আল্লাহ জানেন)	১১-হূদ	৬	৬৬৬
যমীন থেকে আল্লাহ এক "জীব" বের করবেন (কিয়ামত আপতিত হলে)	২৭-নামল	৮২	৮০৬
রিযিক (পৃথিবীতে বিচরণশীল জীবদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর)	১১-হূদ	৬	৬৬৬
সৃষ্টি (সকল জীব সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পানি বা বীর্য থেকে)	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
জীবজন্তু			
ছড়িয়ে দেয়া (আল্লাহ পৃথিবীতে জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন)	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
ছেড়ে দেয়া (জীব-জন্তুকেও ছেড়ে দেয়া হতনা মানুষকে অবকাশ প্র.)	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
নিদর্শন (আকাশ-পৃথিবীর সকল জীব-জন্তু আল্লাহর নিদর্শন)	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
নিয়ন্ত্রক (সকল জীব-জন্তুর নিয়ন্ত্রক আল্লাহ)	১১-হূদ	৫৬	৬৭০
পৃথিবীতে আল্লাহ জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
বিস্তার (জীব-জন্তুর বিস্তারে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন আছে)	৪৫-জাছিয়া	৪	৯০৫
ভূ-পৃষ্ঠের কোন জীব-জন্তু বাদ যেত না (পাকড়াও করা হলে)	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
রিযিক(অনেক জীব-জন্তু রিযিক বহন করে না, আল্লাহ রিযিক দেন)	২৯-আনকাবূত	৬০	৮২১
সিজদা (পৃথিবীর জীব-জন্তু ও ফেরেশতারা আল্লাহকে সিজদা করে)	১৬-নাহ্‌ল	৪৯	৭০৭
সিজদা (জীব-জন্তু আল্লাহকে সিজদা করে)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
সৃষ্টি (জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৪৯	৭৮৫
জীবন (আরো দেখুন 'প্রাণ' শব্দটি)			
অগ্রিম কিছু জীবনের জন্য পাঠাতে না পেরে আফসোস (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজ্‌র	২৪	১০২২
আখিরাতের জীবনে সুসংবাদ (আল্লাহর বন্ধু/মুত্তাকীদের জন্য)	১০-ইউনুস	৬৪	৬৬০
আগ্রহী (জীবনের প্রতি ইহুদীরাই সবচেয়ে বেশি আগ্রহী)	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
আল্লাহই মানুষকে জীবন দান করেছেন	২২-হাজ্জ	৬৬	৭৬৪
আল্লাহ জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান	১০-ইউনুস	৫৬	৬৫৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জীবন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে জিহাদ করে প্রকৃত মুমিনগণ	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
আল্লাহর জন্য (সালাত/কুরবাণী/জীবন/মরণ সবই আল্লাহর জন্য)	৬-আন্'আম	১৬২	৬১২
পবিত্র জীবন ও উত্তম প্রতিদান (সৎকাজের কারণে)	১৬-নাহ্ল	৯৭	৭১১
কিসাসেই জীবন রয়েছে...	২-বাক্বারা	১৭৯	৫২০
ক্ষয়-ক্ষতি (জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা...)	২-বাক্বারা	১৫৫	৫১৭
জিহাদ (জীবন দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চাওয়া)	৯-তাওবা	৪৪	৬৪৪
জিহাদ (ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ বসে থাকার সমান নয়)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
জিহাদকারী (ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদকারীদের শ্রেষ্ঠত্ব)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
জিহাদ (জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদের নির্দেশ)	৯-তাওবা	৪১	৬৪৪
জিহাদ (জীবন দিয়ে জিহাদ করেছে যারা...)	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
জিহাদ (জীবন দিয়ে জিহাদ অপছন্দ করেন আল্লাহ তাদের যারা...)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
জিহাদ করেছে জীবন দিয়ে রাসূল স. ও ঈমানদারগণ	৯-তাওবা	৮৮	৬৪৯
জিহাদ (আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে জিহাদ করে প্রকৃত মুমিনগণ)	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় মানুষ	৮৭-আ'লা	১৬	১০১৮
দুনিয়ার জীবন কেবল খেল-তামাশা চাকচিক্য অহংকার ও...	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
দুনিয়ার জীবন ক্রয় (আখিরাতের বিনিময়ে)	২-বাক্বারা	৮৬	৫১০
দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিলে তার আশ্রয়স্থল তীব্র আগুন	৭৯-নাযি'আত	৩৮	১০০৪
দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়ার কারণে শাস্তি	১৬-নাহ্ল	১০৭	৭১২
দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের তুলনায় প্রাধান্য দানকারী পথভ্রষ্ট	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়	২৯-আনকাবূত	৬৪	৮২১
দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছু নয়	৬-আন্'আম	৩২	৫৯৮
দুনিয়ার জীবন বিক্রিকারী আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে...	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
দুনিয়ার জীবন ভোগ্য-সামগ্রী মাত্র	১৩-রা'দ	২৬	৬৯১
দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে তাদের পরিণাম	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
দুনিয়ার জীবন যেন মানুষকে প্রতারিত করতে না পারে	৩৫-ফাতির	৫	৮৪৬
দুনিয়ার জীবন যেন মানুষকে প্রতারিত না করে...	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
দুনিয়ার জীবনে অপমান(ইহুদীরা কিতাবের অংশবিশেষে ঈমান আনায়)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
দুনিয়ার জীবন সুসজ্জিত (কাফিরদের জন্য)	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ সুদৃঢ় রাখেন(যারা সুদৃঢ় কথায় ঈমান আনে)	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
দুনিয়ার জীবনেই সুখ-শান্তি নিঃশেষ করে কাফিররা	৪৬-আহ্কাফ	২০	৯১০
দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে ফেরেশতাগণ মুমিনদের বন্ধু	৪১-ফুস্সিলাত	৩১	৮৮৮
দুনিয়ার জীবনেও লাঞ্ছনা (অস্বীকারকারী জালিমদের জন্য)	৩৯-যুমার	২৬	৮৭৩
দুনিয়ার জীবনে কাফিরদের ব্যয়ের উপমা (হিমশীতল বায়ু যা...)	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য-সামগ্রী সামান্য (আখিরাতের তুলনায়)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসামগ্রী দ্বারা পরীক্ষা করা হয়	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯
দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য-সামগ্রী দিয়েছেন আল্লাহ যাকে...	২৮-কাসাস	৬১	৮১৩
দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য-সামগ্রী (কাফিরদের পার্থিব প্রাচুর্য প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৩৫	৮৯৮
দুনিয়ার জীবনের শাস্তি দূর (ইউনুসের সম্প্রদায় ঈমান আনায়)	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী অন্বেষণে দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য...	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
দুনিয়ার জীবনের সম্পদের লোভে সালামদাতাকে 'মুমিন নও' বলা...	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনায় সতর্ক থাকার নির্দেশ জীবন	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য/সম্পদ ফিরআউনকে দেয়া হয়েছে	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
দু'বার জীবন দিয়েছেন প্রতিপালক (কিয়ামতে কাফিররা বলবে)	৪০-মু'মিন	১১	৮৭৮
দুর্বিসহ (জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল পিছনে ফেলে রাখা তিনজনের)	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী ভোগ্যসামগ্রী মাত্র	৪০-মু'মিন	৩৯	৮৮১
দুনিয়ার জীবন (আকাশ থেকে বর্ষিত পানির মত)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
দুনিয়ার জীবন ও চাকচিক্য চাওয়া(নবীর স্ত্রীদের প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৮	৮৩৫
দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন... (কাফিরের অমূলক অনুমান)	৪৫-জাছিয়া	২৪	৯০৭
দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন (কাফিররা বলে)	৬-আন্'আম	২৯	৫৯৮
দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন (মরা ও বাঁচা দুনিয়াতেই...)	২৩-মু'মিনূন	৩৭	৭৬৮
দুনিয়ার জীবন কামনা করে (যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ)	৫৩-নাজম	২৯	৯৩৩
দুনিয়ার জীবন কামনাকারীর প্রতিফল দুনিয়াতেই	১১-হূদ	১৫	৬৬৭
দুনিয়ার জীবন কাফিরদেরকে প্রতারিত করায় শাস্তি	৪৫-জাছিয়া	৩৫	৯০৭
দুনিয়ার জীবন কাফিরদেরকে প্রতারিত করেছিল	৬-আন্'আম	১৩০	৬০৯
দুনিয়ার জীবনে পবিত্র রিযিক তাদের জন্য যারা ঈমান...	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
দুনিয়ার জীবনে মুনাফিক/কাফিরদেরকে শাস্তি দিতে চান আল্লাহ	৯-তাওবা	৫৫	৬৪৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দুনিয়ার জীবনে মুনাফিকদের পক্ষে মুমিনদের বিতর্ক	৪-নিসা	১০৯	৫৭১
দুনিয়ার জীবনে প্রতিপালকের ক্রোধ (বাছুর পূজারীদের উপর)	৭-আ'রাফ	১৫২	৬২৬
দুনিয়ার জীবনে বিলাস-সামগ্রী দান (আদ-সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮
দুনিয়ার জীবনে মানুষের জীবিকা বন্টন করেন আল্লাহ	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট/তৃপ্ত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল আগুন	১০-ইউনুস	৭	৬৫৪
দুনিয়ার জীবনে সুসংবাদ (আল্লাহর বন্ধু/মুত্তাকীদের জন্য)	১০-ইউনুস	৬৪	৬৬০
দুনিয়ার জীবনে হৃদ্যতার উপায় হিসাবে মূর্তিপূজা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য (সম্পদ ও সন্তান..)	১৮-কাহ্ফ	৪৬	৭২৮
দুনিয়ার জীবনে রাসূল স. কে মুগ্ধ করে কিছু মানুষের কথা	২-বাক্বারা	২০৪	৫২৩
দুনিয়ার জীবনে শাস্তি রয়েছে (কাফিরদের জন্য)	১৩-রা'দ	৩৪	৬৯২
দুনিয়ার জীবনে শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ (আদ জাতিকে)	৪১-ফুস্সিলাত	১৬	৮৮৭
দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিক জানে কাফিররা	৩০-রূম	৭	৮২২
দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী (মানুষকে যা দেয়া হয়েছে)	২৮-কাসাস	৬০	৮১৩
দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী (মানুষের বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬
দুনিয়ার জীবনের উপরই ফিরআউনের কর্তৃত্ব! (জাদুকরদের উক্তি)	২০-ত্বা-হা	৭২	৭৪৫
দুনিয়ার জীবনের উপমা (ফসল ভরা ক্ষেত ধ্বংস প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য-সামগ্রী (নারী সন্তান স্বর্ণরৌপ্য ঘোড়া...)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
দুনিয়ার জীবন খেল-তামাসা মাত্র	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৬	৯১৫
দুনিয়ার জীবন চাইত যারা তারা কারুনকে দেখে বলত হায়!....	২৮-কাসাস	৭৯	৮১৫
দুনিয়ার জীবন নিয়ে উল্লসিত মানুষ	১৩-রা'দ	২৬	৬৯১
দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট কি মুমিনরা? (আল্লাহর জিজ্ঞাসা)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
দুনিয়ার জীবন প্রতারিত করেছে কাফিরদেরকে...	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা	৯-তাওবা	২০	৬৪২
ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা	৬১-সাফ্ফ	১১	৯৬১
নিষ্ফল প্রচেষ্টা (দুনিয়ার জীবনে কাফিরদের)	১৮-কাহ্ফ	১০৪	৭৩৩
পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী...	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
পার্থিব জীবনে রাসূল স. ও মু'মিনদেরকে আল্লাহ সাহায্য করবেন	৪০-মু'মিন	৫১	৮৮২
প্রকৃত জীবন (আখিরাতের আবাসই প্রকৃত জীবন)	২৯-আনকাবূত	৬৪	৮২১
প্রতারিত করে না যেন (দুনিয়ার জীবন মানুষকে ...)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
প্রাধান্য (দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়ায় শাস্তি)	১৬-নাহ্ল	১০৭	৭১২
মন্দকর্মশীলদের জীবন সৎকর্মশীল মুমিনের জীবনের সমান নয়	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
মালিক নয় জীবনের (অন্য উপাস্যরা)	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
মুমিনদের জীবন ক্রয় করে নিয়েছেন আল্লাহ	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
মূসার জীবনের বহু বছর ফির'আউন সম্প্রদায়ের মাঝে অবস্থান	২৬-শু'আরা	১৮	৭৮৯
রাসূল স. এর জীবনের কসম করছেন আল্লাহ	১৫-হিজর	৭২	৭০১
রাসূল স. এর জীবনের চেয়ে নিজেদেরকে বেশি পছন্দ করা...	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
সৎকর্মশীল মুমিন-মুমিনাকে আল্লাহ উত্তম/পবিত্র জীবন দিবেন	১৬-নাহ্ল	৯৭	৭১১
সৎকর্মশীল মুমিনের জীবন মন্দকর্মশীলের জীবনের সমান নয়	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
সামিরীর পার্থিব জীবনে অস্পৃশ্য হওয়ার শাস্তি (বাছুর পূজার কারণে)	২০-ত্বা-হা	৯৭	৭৪৭
সুখী জীবন লাভ করবে (নেকীর পাল্লা ভারী হলে)	১০১-ক্বারি'আ	৭	১০৩১
সৃষ্টি (জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য)	৬৭-মুল্ক	২	৯৭২
পূর্ণ করা (কতক মুমিন জীবনকাল পূর্ণ করেছে, খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৩	৮৩৫
মানুষের (একজন মানুষের জীবন রক্ষা করল যে সে যেন সব...)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
মানুষের (সব মানুষের জীবন রক্ষা করল সে যে একজনের...)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
জীবন দান			
আল্লাহ জীবন দান করেন	১৫-হিজর	২৩	৬৯৯
আল্লাহ জীবন দান করেন	৫৭-হাদীদ	২	৯৪৮
আল্লাহ প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করবেন	৫০-ক্বাফ	৪৩	৯২৪
আল্লাহই জীবন দান করেন	৪০-মু'মিন	৬৮	৮৮৪
আল্লাহই জীবন দান করেন (মানুষকে)	৫৩-নাজম	৪৪	৯৩৪
আল্লাহই জীবিত করেন	২৩-মু'মিনূন	৮০	৭৭১
জীবনদানকারী			
মৃতকে জীবনদানকারী তিনিই যিনি ভূমিকে জীবিত করেন	৪১-ফুস্সিলাত	৩৯	৮৮৯
জীবনধারণের উপকরণ (আরো দেখুন রিযিক শব্দটি)			
মানুষের জীবনধারণের উপকরণ (কা'বা/হারাম মাস/কুরবাণীর পশু)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জীবনযাত্রা			
ঔদ্ধত্যপূর্ণ জীবনযাত্রা ছিল (জালিমদের)	২৮-কাসাস	৫৮	৮১৩
জীবন যাপন			
পৃথিবীতেই জীবন যাপন এবং পৃথিবীতেই মৃত্যুবরণ বনী আদমের	৭-আ'রাফ	২৫	৬১৪
ভালভাবে জীবন যাপন (স্ত্রীদের সাথে)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
সন্তুষ্ট জীবন যাপন করবে (ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তগণ)	৬৯-হাক্কাহ্	২১	৯৭৯
স্ত্রীদের সাথে ভালভাবে জীবন যাপন	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
জীবনাবসান			
ব্যভিচারীনির জীবনাবসান না হওয়া পর্যন্ত ঘরে আবদ্ধ রাখা	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
জীবনোপভোগ			
উম্মতকে (কাফির উম্মতকে আল্লাহ জীবনোপভোগ করতে দেন)	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
কাফিরদের সামান্য জীবনোপভোগের সুযোগ দেয়া হবে	৩১-লুকমান	২৪	৮২৯
কিছুকালের জন্য মানুষের জীবনোপভোগ (তাওহীদ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১১১	৭৫৭
জীবনোপভোগের সুযোগ (মুশরিকদের পিতৃপুরুষদের দেয়া হয়েছিল)	৪৩-যুখরুফ	২৯	৮৯৮
পৃথিবীতে অবস্থান ও জীবনোপভোগ রয়েছে...	৭-আ'রাফ	২৪	৬১৪
পৃথিবীতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ(আদম আ. -হাওয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩৬	৫০৫
বহু বছর জীবনোপভোগ করলেও তা কাজে না আসা	২৬-শু'আরা	২০৫	৭৯৮
মুশরিকদের পিতৃপুরুষদেরকে জীবনোপভোগ করতে দেয়া	২১-আম্বিয়া	৪৪	৭৫৩
মুশরিকদের জীবনোপভোগ করতে দেওয়া	৪৩-যুখরুফ	২৯	৮৯৮
সামান্য জীবনোপভোগের সুযোগ দেয়া হবে কাফিরদের	৩১-লুকমান	২৪	৮২৯
সামান্য জীবনোপভোগ করতে দেয়া হবে(যুদ্ধ থেকে পলাতককে)	৩৩-আহযাব	১৬	৮৩৪
জীবন্ত			
মু'মিনদেরকে জীবন্ত করে তোলে এমন কিছুর দিকে আহ্বান	৮-আনফাল	২৪	৬৩৪
জিজ্ঞাসা (জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে)	৮১-তাকভীর	৮	১০০৮
জীবিকা			
প্রতিষ্ঠিত (জীবিকা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আল্লাহ মানুষকে)	৭-আ'রাফ	১০	৬১৩
বন্টন (দুনিয়ার জীবনে মানুষের জীবিকা বন্টন করেন আল্লাহ)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
ব্যবস্থা (জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ মানুষ ও সকল জীবের)	১৫-হিজর	২০	৬৯৯
সঙ্কুচিত করা (আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরালে জীবিকা সঙ্কুচিত করা হয়)	২০-ত্বা-হা	১২৪	৭৪৯
জীবিত			
আল্লাহই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
আল্লাহই মানুষকে জীবিত করেন	৪৫-জাছিয়া	২৬	৯০৭
আল্লাহ জীবিত করেন	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
আল্লাহ জীবিত করেন	৯-তাওবা	১১৬	৬৫২
ইবরাহীমকে প্রতিপালক জীবিত করেন	২৬-শু'আরা	৮১	৭৯২
উপমা (মৃত্যুর পর যাকে আল্লাহ জীবিত করেছেন তার উপমা)	৬-আন্'আম	১২২	৬০৮
থাকা (ঈসা আ. জীবিত থাকা অবধি সালাত ও যাকাতের নির্দেশ)	১৯-মারইয়াম	৩১	৭৩৬
ধারণকারিণী জীবিতদের (পৃথিবী)	৭৭-মুরসালাত	২৬	৯৯৮
নমরুদ জীবিত করতে সক্ষম বলে দাবী করা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
নারীদেরকে জীবিত রাখার ঘোষণা (ফিরআউনের)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
নারীদেরকে(বনী ইসরাঈলের) জবাই (ফিরআউন বংশ কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
নারীদের জীবিত রাখা (ফিরআউন কর্তৃক বনী ইসরাঈলদের)	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
নিহতরা (আল্লাহর পথে নিহতরা জীবিত...)	২-বাক্বারা	১৫৪	৫১৭
নিহতরা (শহীদরা) জীবিত (প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৬৯	৫৫২
পানি থেকে আল্লাহ প্রত্যেক জীবিত বস্তুকে সৃষ্টি করেন	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
পুনরুত্থিত (জীবিত পুনরুত্থিত হওয়ার দিন ইয়াহইয়ার উপর...)	১৯-মারইয়াম	১৫	৭৩৫
পুনরুত্থিত (জীবিত পুনরুত্থিত হওয়ার দিন ঈসার প্রতি সালাম)	১৯-মারইয়াম	৩৩	৭৩৬
পৃথিবীকে জীবিত করেন আল্লাহ (মত্যুর পর)	৩০-রূম	১৯	৮২৩
পৃথিবীকে পুনর্জীবিত করা (অনুধাবনকারীদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
প্রতিপালক জীবিত করেন (ইব্রাহীম -নমরূদের তর্ক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
প্রতিপালক (আল্লাহ) জীবিত করেন	৪৪-দুখান	৮	৯০২
বনী ইসরাঈলদেরকে জীবিত করলেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
বের করা (জীবিতকে বের করেন আল্লাহ মৃত হতে)	৩০-রূম	১৯	৮২৩
বের করা (জীবিত থেকে মৃতকে কে বের করেন?)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
বের করা (মৃত থেকে কে জীবিতকে বের করেন?)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
বের করা (আল্লাহ জীবিত থেকে মৃত/মৃত থেকে জীবিত বের করেন)	৬-আন্'আম	৯৫	৬০৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভূমিকে আল্লাহ আকাশের পানি দ্বারা জীবিত করেন(এর মৃত্যুর পর)	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
ভূমিকে জীবনদান করেন যিনি তিনিই মৃতকে জীবনদানকারী	৪১-ফুস্সিলাত	৩৯	৮৮৯
ভূমিকে জীবিত করেছেন আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করে	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
ভূমিকে জীবিত করেন আল্লাহ (মত্যুর পর)	৩০-রূম	৫০	৮২৬
ভূমিকে জীবিত করেন আল্লাহ (মত্যুর পর)	৩০-রূম	২৪	৮২৩
মানুষকে জীবিত করবেন আল্লাহ (কিয়ামতে)	৩০-রূম	৪০	৮২৫
মানুষকে জীবিত বের করা হবে মৃত্যুর পর? (মানুষের প্রশ্ন)	১৯-মারইয়াম	৬৬	৭৩৮
মানুষকে আল্লাহই জীবিত করেন (অনস্তিত্ব থেকে)	২-বাক্বারা	২৮	৫০৪
মানুষকে আল্লাহই জীবিত করেন (মারা যাওয়ার পর)	২-বাক্বারা	২৮	৫০৪
মূসার সাথে ঈমান আনয়নকারীদের নারীদেরকে জীবিত রাখা	৪০-মু'মিন	২৫	৮৮০
মৃতকে আল্লাহ কর্তৃক জীবিত করা (বনী ইসরাঈলের নিহত প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৩	৫০৮
মৃতকে আল্লাহ জীবিত করেন (তিনি সত্য ও সর্বশক্তিমান)	২২-হাজ্জ	৬	৭৫৮
মৃতভূমিকে জীবিত করেন আল্লাহ বৃষ্টি দিয়ে	৫০-ক্বাফ	১১	৯২২
মৃত ভূমিকে জীবিত করে তা থেকে শস্য উৎপন্ন এক নিদর্শন	৩৬-ইয়াসীন	৩৩	৮৫৩
মৃত ভূমিকে জীবিত করেন আল্লাহ (বৃষ্টির পানি দ্বারা)	৩৫-ফাতির	৯	৮৪৬
মৃত ভূমিকে বৃষ্টি দ্বারা জীবিত করা শ্রবণকারীদের জন্য নিদর্শন	১৬-নাহ্ল	৬৫	৭০৮
মৃতের সমান নয় জীবিত (উপমা)	৩৫-ফাতির	২২	৮৪৮
মৃতকে জীবিত করতে আল্লাহ কি সক্ষম নন ? (অবশ্যই সক্ষম)	৭৫-কিয়ামাহ্	৪০	৯৯৪
মৃতকে জীবিত করতে পারে না (মুশরিকদের উপাস্য প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২১	৭৫১
মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম (আল্লাহ)	৪৬-আহ্কাফ	৩৩	৯১১
মৃতকে জীবিত করেন আল্লাহ	৩০-রূম	৫০	৮২৬
মৃতকে জীবিত করেন আল্লাহ	৪২-শূরা	৯	৮৯১
মৃতকে জীবিত করেন আল্লাহ (নিদর্শন প্রসঙ্গে)	৩৬-ইয়াসীন	১২	৮৫১
মৃতকে জীবিত করেন ঈসা আ. আল্লাহর ইচ্ছায়	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
মৃত্যুর পর আল্লাহই মানুষকে জীবিত করবেন	২২-হাজ্জ	৬৬	৭৬৪
মৃত্যুর পর জনপদকে কিভাবে জীবিত করা হবে?(উযায়েরের প্রশ্ন)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
মৃত্যুর পর ভূমিকে জীবিত করেন (আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	১৭	৯৪৯
মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
মৃতকে জীবিত হতে বের করেন আল্লাহ	৩০-রূম	১৯	৮২৩
মৃত ভূমি জীবিত করেন আল্লাহ (বৃষ্টি বর্ষণ করে)	২৫-ফুরকান	৪৯	৭৮৫
সতর্ক করা (জীবিতদের সতর্ক করতে রাসূল স. প্রেরণ করা হয়)	৩৬-ইয়াসীন	৭০	৮৫৬
সৃষ্টি (আল্লাহ প্রত্যেক জীবিত বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেন)	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
হাড়গুলোকে জীবিত করা বিষয়ে (মানুষের সন্দেহ...)	৩৬-ইয়াসীন	৭৮	৮৫৬
হাড়কে জীবিত করবেন তিনি যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন	৩৬-ইয়াসীন	৭৯	৮৫৬
স্পষ্ট প্রমানের ভিত্তিতেই জীবিত থাকবে (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
স্পষ্ট প্রমানের ভিত্তিতেই জীবিত থাকবে (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
মৃতকে পুনর্জীবিত করে দেখানোর অনুরোধ (ইবরাহীমের)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
কন্যাদের জীবিত রাখত ফিরআউন(মূসার সম্প্রদায়ের কন্যাদের)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
নারীদের জীবিত রাখত ফির'আউন (অধিবাসীদের একদলের)	২৮-কাসাস	৪	৮০৮
জীববিদ্যা প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
জুতা			
মূসাকে জুতা খোলার নির্দেশ তুর পাহাড়ে আল্লাহর দর্শন প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১২	৭৪১
জুদী (পর্বত)			
নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হল (নূহের প্লাবন শেষ হলে)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
জুমু'আ			
দিন (জুমআর দিনে নামাজের আহ্বান করা হলে আল্লাহর স্মরণ...)	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
নামাজ (জুমআর দিনে নামাজের আহ্বান করা হলে আল্লাহর স্মরণ)	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
জুয়া			
জিজ্ঞাসা (জুয়া সম্পর্কে রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
শত্রুতা (মদ/জুয়ার মাধ্যমে শয়তান শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়)	৫-মায়িদা	৯১	৫৯১
শয়তানের কাজ (মদ, জুয়া, মূর্তিপুজার বেদী, তীর)	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
জুলকারনাইন			
জুলকারনাইন সম্পর্কে রাসূল স. কে	১৮-কাহ্ফ	৮৩	৭৩১
প্রাচীর নির্মাণ করে দেয়ার অনুরোধ (জুলকারনাইনে)	১৮-কাহ্ফ	৯৪	৭৩২
শক্তিদান কিংবা সদয় হওয়ার ক্ষমতা প্রদান জুলকারনাইনকে..	১৮-কাহ্ফ	৮৬	৭৩২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জুলুম (আরো দেখুন 'অবিচার' শব্দটি)			
অংশীদার (অনেক অংশীদার পরস্পরের উপর জুলুম করে)	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
অজুহাত (উপকারে আসবে না অজুহাত যারা জুলাম করেছে তাদের...)	৩০-রূম	৫৭	৮২৬
অণু পরিমাণ জুলুমও আল্লাহ করেন না	৪-নিসা	৪০	৫৬২
অনুসরণ (জালিমরা অনুসরণ করে তাদের প্রবৃত্তির)	৩০-রূম	২৯	৮২৪
অনুতপ্ত ঈমানদার সৎকর্মশীলদের প্রতি জুলুম করা হবে না	১৯-মারইয়াম	৬০	৭৩৮
অপরাধীরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে(আল্লাহ করেননি)	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
অপরাধীদের প্রতি আল্লাহ জুলুম করেননি তারাই জালিম	৪৩-যুখরুফ	৭৬	৯০১
অবতারণা (জুলুমের অবতারণা করেছে এক সম্প্রদায়...)	২৫-ফুরকান	৪	৭৮২
আঘাত (কেবল জালিমদেরকেই আঘাত করবে না এমন ফিতনার ভয়)	৮-আনফাল	২৫	৬৩৪
আয়াতের প্রতি জুলুম করেছে তারা যারা...	৭-আ'রাফ	৯	৬১৩
আল্লাহ অপরাধীদের প্রতি জুলুম করেন নি (তারা নিজেরাই জালিম)	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
আল্লাহ জুলুম করতে চান না (জগতসমূহের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	১০৮	৫৪৬
আল্লাহ জুলুম করেন না (মানুষই নিজের প্রতি জুলুম করে)	১০-ইউনুস	৪৪	৬৫৮
আল্লাহ জুলুম করেননি (ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের উপর)	১১-হূদ	১০১	৬৭৫
আল্লাহ জুলুম করেননি (পূর্ববর্তীদের উপর)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
আল্লাহ জুলুম করেননি (কাফিরদের ব্যয় প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
আল্লাহ কাফিরের প্রতি জুলুম করেননি সেই নিজের প্রতি জালিম	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
আল্লাহর প্রতি জুলুম করেনি বনী ইসরাঈল বরং নিজেদের উপর...	২-বাক্বারা	৫৭	৫০৬
আল্লাহর প্রতি জুলুম করেনি (বনী ইসরাঈল)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
আশঙ্কা (সৎকর্মশীল মুমিন হাশরে জুলুমের আশঙ্কা করবে না)	২০-ত্বা-হা	১১২	৭৪৮
ইয়াতিমের সম্পদ জুলুম করে খাওয়া পেটে আগুন ভরার মত	৪-নিসা	১০	৫৫৭
ইহুদিদের জুলুমের কারণে পবিত্র বস্তু হারাম করা হয়	৪-নিসা	১৬০	৫৭৭
ইহুদিদের প্রতি আল্লাহ জুলুম করেননি (হারাম বস্তু প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১১৮	৭১৩
উম্মতের প্রতি জুলুম করা হয় না (রাসূল আসার পর)	১০-ইউনুস	৪৭	৬৫৯
ঋণগ্রহীতার প্রতি জুলুম করা হবে না (সুদ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৭৯	৫৩৩
ঋণদাতার প্রতি জুলুম করা হবে না (সুদ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৭৯	৫৩৩
কাফিরের প্রতি আল্লাহ জুলুম করেননি সেই নিজের প্রতি জালিম	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
কাফিররা জুলুম করেছে নিজেদের উপর	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
কাজের প্রতিফলের ক্ষেত্রে জুলুম করা হবেনা	৬-আন্'আম	১৬০	৬১২
কাফিরদের উপর জুলুম করা হবে না (কিয়ামতে)	২৩-মু'মিনূন	৬২	৭৬৯
কিয়ামতে জুলুম করা হবে না (কোন ব্যক্তির উপর)	৩-আলে ইমরান	২৫	৫৩৮
কিয়ামতে জুলুম করা হবে না কোন ব্যক্তির উপর	৩-আলে ইমরান	১৬১	৫৫১
কিয়ামতের দিন কারো প্রতি জুলুম করা হবেনা	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
কিয়ামতের দিন কারো প্রতি জুলুম করা হবে না	৪০-মু'মিন	১৭	৮৭৯
কিয়ামতে কারো প্রতি জুলুম নয় (ন্যায় বিচার করা হবে)	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
কিয়ামতে কাউকে জুলুম করা হবে না (কর্মফল পুরোপুরি দেয়া হবে)	১৬-নাহ্‌ল	১১১	৭১২
কিয়ামতের দিন জুলুম করা হবে না কারো প্রতি বিন্দুমাত্র..	৩৬-ইয়াসীন	৫৪	৮৫৫
ক্ষমা প্রার্থনা (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ)	৪-নিসা	১১০	৫৭১
ক্ষমা (জালিম ও কাফিরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না)	৪-নিসা	১৬৮	৫৭৮
খেজুর বীচির আবরণ পরিমাণও জুলুম করা হবে না	৪-নিসা	১২৪	৫৭২
খেজুর বীচির মধ্যস্থিত সূঁতা পরিমাণও জুলুম করা হবেনা	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
খেঁজুর বীচির মধ্যস্থিত সূতা পরিমাণ ও করা হবেনা	৪-নিসা	৪৯	৫৬৩
ছামুদ জাতির যারা জুলুম করেছিল তাদের শাস্তি বিকট শব্দ...	১১-হূদ	৬৭	৬৭২
ছামূদ সম্প্রদায়ের জুলুমের কারণে ঘর পতিত অবস্থায় থাকা	২৭-নামল	৫২	৮০৪
ছামুদ জাতি জুলুম করেছিল (নিদর্শনস্বরূপ প্রেরিত উষ্ট্রীর প্রতি)	১৭-ইস্‌রা	৫৯	৭১৯
জালিমদের প্রতি জুলুম করা হবে না (শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে)	১০-ইউনুস	৫৪	৬৫৯
জুলুম করেননি আল্লাহ (পূর্ববর্তীদের উপর)	৩০-রূম	৯	৮২২
ঝুঁকে পড়া (যারা জুলুম করেছে তাদের প্রতি ঝুঁকে না পড়ার নির্দেশ)	১১-হূদ	১১৩	৬৭৬
তওবা (জুলুমের পর যে তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে...)	৫-মায়িদা	৩৯	৫৮৫
দানশীলদের প্রতি জুলুম করা হবে না	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
দুম্বার মালিক জুলুম করেছে (নিরানব্বই দুম্বার মালিক)	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
ধ্বংস করেন আল্লাহ জনপদসমূহ (জুলুম করার জন্য)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৯	৭২৯
ধ্বংস (অনবহিত থাকাবস্থায় আল্লাহ ধ্বংস করেন না)	৬-আন্'আম	১৩১	৬০৯
ধ্বংস (জুলুমের কারণে অপরাধীদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে)	১০-ইউনুস	১৩	৬৫৫
ধ্বংস(জুলুমের কারণে আল্লাহ কত জনপদ ধ্বংস করেছেন)	২২-হাজ্জ	৪৫	৭৬২
নিজেদের উপর জুলুম করেছিল বনীইসরাঈল(আল্লাহর উপর নয়)	২-বাক্বারা	৫৭	৫০৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিজের উপরে জুলুম করেছিল পূর্ববর্তীরা	৩০-রূম	৯	৮২২
নিজের প্রতি কাফিরই জুলুম করেছে; আল্লাহ করেননি	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
নিজের প্রতি জুলুম(আল্লাহর নিকট সাবার রানীর দোয়া...)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
নিজের প্রতি জুলুম করা অবস্থায় মুনাফিকদের মৃত্যু হওয়া প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
নিজের প্রতি জুলুমকারী মৃত্যুকালে পাপ অস্বীকার ও আত্মসমর্পণ করে	১৬-নাহ্‌ল	২৮	৭০৫
নিজের প্রতি (মুনাফিকরা নিজের প্রতি জুলুমের পর ক্ষমা প্রার্থনা করলে...)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
নিজেদের উপর জুলুম করেছে আদম আ. ও তার স্ত্রী	৭-আ'রাফ	২৩	৬১৪
নিজেদের উপর জুলুম করেছে (ধ্বংসপ্রাপ্তরা)	১১-হূদ	১০১	৬৭৫
নিজেদের উপর জুলুম করেছিল পূর্ববর্তীরা	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
নিজেদের উপর জুলুম করেছিল সাবাবাসীরা	৩৪-সাবা	১৯	৮৪২
নিজেদের প্রতি ইহুদিরা জুলুম করেছিল (হারাম বস্তু প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১১৮	৭১৩
নিজেদের প্রতি জুলুমকারী সম্প্রদায়ের সাথে আল্লাহর আচরণ প্রসঙ্গ	১৪-ইবরাহীম	৪৫	৬৯৭
নিজেদের প্রতি জুলুম না করা...	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
নিদর্শনের প্রতি জুলুম করার পরিণাম (ফিরআউন/পারিষদবর্গের)	৭-আ'রাফ	১০৩	৬২২
নিজদের উপর জুলুমকারী সম্প্রদায়ের উপমা কতইনা মন্দ!	৭-আ'রাফ	১৭৭	৬২৯
নিজদের উপর জুলুম (বনী ইসরাঈলের)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
নিজের উপর জুলুম (স্ত্রীদেরকে আটকে রাখা...)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ	৩-আলে ইমরান	১৩৫	৫৪৮
নিজের উপর জুলুম করেছে মূসা	২৮-কাসাস	১৬	৮০৯
নূহ সম্প্রদায়ের জুলুমকারীদের ব্যাপারে সুপারিশ না করা	১১-হূদ	৩৭	৬৬৯
পাকড়াও (জালিমদেরকে পাকড়াও করল বিকট শব্দ)	১১-হূদ	৯৪	৬৭৪
পাকড়াও (জুলুমের কারণে বনী ইসরাঈলকে বজ্রধ্বনি দ্বারা পাকড়াও)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
পিছনে ছুটা (জুলুমকারীরা বিলাস সামগ্রীর পিছনে ছুটেছিল)	১১-হূদ	১১৬	৬৭৬
প্রতিপালক জুলুম করবেন না কারো প্রতি (কয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্‌ফ	৪৯	৭২৮
প্রতিদান দেয়ার ক্ষেত্রে জুলুম করা হবে না (আল্লাহর পথে ব্যয়...)	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
প্রতিফল দানে আল্লাহ জুলুম করেন না/করবেন না	৪৬-আহ্‌কাফ	১৯	৯০৯
প্রতিদান দেয়ার ক্ষেত্রে কারো প্রতি জুলুম করা হবে না	৪৫-জাছিয়া	২২	৯০৬
প্রতিস্থাপন (জুলুমের পর ভালকাজ প্রতিস্থাপন করলে)	২৭-নামল	১১	৮০০
ফল দানে কোন জুলুম করেনি বাগান দু'টি (দুই ব্যক্তির উপমা প্র.)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৩	৭২৭
ফিরআউন/সম্প্রদায় কর্তৃক জুলুমবশত নিদর্শন অস্বীকার	২৭-নামল	১৪	৮০১
বদলা (কাউকে জুলুম করার পর মজলুম বদলা নিলে তা দূষণীয় নয়)	৪২-শূরা	৪১	৮৯৪
বহন (জুলুম বহনকারী হাশরে ব্যর্থ হবে)	২০-ত্বা-হা	১১১	৭৪৮
বাগানওয়ালা নিজের প্রতি জুলুম করা অবস্থায় বাগানে প্রবেশ করল	১৮-কাহ্‌ফ	৩৫	৭২৭
বান্দার প্রতি জুলুম করতে চান না আল্লাহ	৪০-মু'মিন	৩১	৮৮০
বান্দার প্রতি (আল্লাহ বান্দার প্রতি জুলুম করেন না)	৫০-ক্বাফ	২৯	৯২৩
বিচারদিনে কারো প্রতি জুলুম করা হবে না	২-বাক্বারা	২৮১	৫৩৩
মন্দকাজ জুলুমকারীদেরকে আঘাত করবে	৩৯-যুমার	৫১	৮৭৫
মসজিদুল হারামে জুলুম করতে চাইলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
মানুষ নিজের প্রতি জুলুম করে (আল্লাহ জুলুম করেন না)	১০-ইউনুস	৪৪	৬৫৮
মানুষের উপর জুলুমকারীর জন্য শাস্তি	৪২-শূরা	৪২	৮৯৪
মানুষের জুলুম সত্ত্বেও প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
মুক্তি পণ দিয়ে বাঁচতে চাইবে (যারা জুলুম করেছে)	১০-ইউনুস	৫৪	৬৫৯
মূসার সম্প্রদায়ের জুলুম (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
যুদ্ধের অনুমতি দান... জুলুমের কারণে(মজলুমকে)	২২-হাজ্জ	৩৯	৭৬২
শাস্তি (জুলুমের কারণে শাস্তি আসা প্রসঙ্গে...)	২৭-নামল	৮৫	৮০৭
শাস্তি (বনীইসরাঈল জুলুম করায় শাস্তি অবতীর্ণ)	২-বাক্বারা	৫৯	৫০৭
শাস্তি (জুলুমবশত সম্পদ গ্রাস/হত্যার জন্য আগুনের শাস্তি)	৪-নিসা	৩০	৫৬১
শাস্তি (জুলুমের নিকৃষ্ট শাস্তির জন্য মুক্তিপণ দিতে চাবে জালিম)	৩৯-যুমার	৪৭	৮৭৫
শাস্তির কারণ (জুলুমের কারণে শাস্তিতে অংশীদার হবে...)	৪৩-যুখরুফ	৩৯	৮৯৮
শাস্তি দিবেন জালিমকে (জুলকারনাইন)..	১৮-কাহ্‌ফ	৮৭	৭৩২
শাস্তি (জালিমকে শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	১৯	৭৮৩
শাস্তি (জালিমদের যে অর্জনের শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে)	১০-ইউনুস	৫২	৬৫৯
শাস্তির অংশ রয়েছে তাদের জন্য যারা জুলুম করেছে	৫১-যারিয়াত	৫৯	৯২৮
শাস্তি প্রেরণ (বনী ইসরাঈল জুলুম করায় আকাশ থেকে শাস্তি প্রেরণ)	৭-আ'রাফ	১৬২	৬২৭
শিরক অতি বড় জুলুম...	৩১-লুকমান	১৩	৮২৮
সীমালঙ্ঘন জুলুম (তালাক প্রসঙ্গে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
সূতা পরিমাণ (সামান্য) জুলুম করা হবে না	১৭-ইস্‌রা	৭১	৭২০

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জুলুমকারী/জালিম				
আল্লাহ জুলুমকারী নন (বান্দাদের প্রতি)		৮-আনফাল	৫১	৬৩৭
আল্লাহ জুলুমকারী নন (বান্দাদের প্রতি)		৩-আলে ইমরান	১৮২	৫৫৩
নিজেদের প্রতি জুলুমকারী ইবরাহীম আ. ও ইসহাকের কিছু বংশধর		৩৭-সাফ্‌ফাত	১১৩	৮৬২
নিজের প্রতি জুলুমকারী (কিতাবের কতক উত্তরাধিকারী)		৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
পাকড়াও (জালিমদেরকে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেন)		৭-আ'রাফ	১৬৫	৬২৮
প্রতিপালক বান্দাদের জন্য জুলুমকারী নন		৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৬	৮৮৯
বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা জুলুম করেছিল তারা কথা পরিবর্তন...		৭-আ'রাফ	১৬২	৬২৭
বান্দার প্রতি জুলুমকারী নন (আল্লাহ)		২২-হাজ্জ	১০	৭৫৯
সম্প্রদায় (জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়...)		৫৩-নাজম	৫২	৯৩৪
জুলুম (সীমালঙ্ঘন)				
মিশ্রণ (ঈমানের সাথে জুলুম/শিরক মিশ্রিত না করার কারণে নিরাপত্তা)		৬-আন্'আম	৮২	৬০৩
শাস্তি (মানুষকে সীমালঙ্ঘনের কারণে শাস্তি দিলে যমীনে...)		১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
জেনে নেয়া				
অনুসারীকে জেনে নেয়া (রাসূল স. এর প্রকৃত অনুসারীকে)		২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
আখিরাতে বিশ্বাসীদেরকে জেনে নেয়া (সাবাবাসী প্রসঙ্গ)		৩৪-সাবা	২১	৮৪৩
আল্লাহ জেনে নিবেন মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে (পরীক্ষার মাধ্যমে)		৪৭-মুহাম্মাদ	৩১	৯১৪
মিথ্যাবাদী কে তা আল্লাহ জেনে নিবেন (ঈমান প্রসঙ্গ)		২৯-আনকাবূত	৩	৮১৬
মুমিনদেরকে জেনে নিবেন আল্লাহ (প্রকৃত মুমিনদেরকে)		৩-আলে ইমরান	১৬৬	৫৫২
মুনাফিকদেরকে জেনে নিবেন আল্লাহ		৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
সত্যবাদী কে তা আল্লাহ জেনে নিবেন (ঈমান প্রসঙ্গ)		২৯-আনকাবূত	৩	৮১৬
জেনে-বুঝে				
অটল থাকে না (জেনেবুঝে অপরাধে অটল থাকে না যারা)		৩-আলে ইমরান	১৩৫	৫৪৮
পথভ্রষ্ট করা (আল্লাহ জেনেবুঝে প্রবৃত্তি পূজারীকে পথভ্রষ্ট করেন)		৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
বর্ণনা (জেনে বুঝে কিতাব বর্ণনা করেছিলেন আল্লাহ)		৭-আ'রাফ	৫২	৬১৭
মনোনীত (বনী ইস্রাঈলকে জেনে-শুনে মনোনীত করেছেন আল্লাহ)		৪৪-দুখান	৩২	৯০৩
জানা				
'আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই'- এ কথা জেনে রাখার নির্দেশ		৪৭-মুহাম্মাদ	১৯	৯১৩
জেলখানা (দেখুন কারাগার শব্দটি)				
জোড়া				
কসম (জোড় ও বেজোড়ের কসম)		৮৯-ফাজ্‌র	৩	১০২১
জোড়া (আরো দেখুন 'যুগল' শব্দটি)				
আঘাত (কাফিরদের প্রত্যেক জোড়ায় আঘাত করা বদরযুদ্ধে)		৮-আনফাল	১২	৬৩৩
জীবের দুই জোড়া করে নূহের নৌকায় ওঠানোর নির্দেশ		১১-হূদ	৪০	৬৬৯
জোড়া পুরুষ ও নারী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন		৫৩-নাজম	৪৫	৯৩৪
পশুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন (আল্লাহ)		৪২-শূরা	১১	৮৯২
পুত্র-পৌত্রাদি বানিয়েছেন আল্লাহ (মানুষের জোড়া থেকে)		১৬-নাহ্‌ল	৭২	৭০৮
প্রত্যেক জীবের এক জোড়া নৌযানে উঠিয়ে নেয়ার নির্দেশ (নূহকে)		২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
মানুষের জোড়া সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ(এক আদম আ. হতে)		৪-নিসা	১	৫৫৬
মানুষকে জোড়া জোড়া বানিয়েছেন আল্লাহ		৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন (আল্লাহ)		৪২-শূরা	১১	৮৯২
মানুষের জোড়া আল্লাহ বানিয়েছেন (মানুষের নিজেদের থেকেই)		১৬-নাহ্‌ল	৭২	৭০৮
সৃষ্টি (এক ব্যক্তি/আদম আ. থেকে আল্লাহ তার জোড়া সৃষ্টি করেন)		৩৯-যুমার	৬	৮৭১
সৃষ্টি (আল্লাহ সব ধরনের জোড়া সৃষ্টি করেছেন)		৪৩-যুখরুফ	১২	৮৯৬
সৃষ্টি (আদমের সত্তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করা প্রসঙ্গ)		৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
সৃষ্টি (জোড়ায় জোড়ায় ফল সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)		১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
সৃষ্টি(জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্টিকে)		৩৬-ইয়াসীন	৩৬	৮৫৪
সৃষ্টি (সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)		৫১-যারিয়াত	৪৯	৯২৮
সৃষ্টি (মানুষের জোড়া সৃষ্টি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে)		৩০-রূম	২১	৮২৩
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন)		৭৮-নাবা	৮	১০০০
জ্যোতির্বিদ্যা প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)				
জোর করা				
শিরক করতে জোর করলে পিতা-মাতার নির্দেশ মানা যাবে না		৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
শরীক করতে জোরাজুরি করলে পিতা-মাতার আনুগত্য না করা		২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
জোর-জবরদস্তি				
দ্বীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই		২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জ্ঞাতি-গোষ্ঠী				
বিনিময় (জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর বিনিময়ে মুক্তি কামনা করবে অপরাধীরা)		৭০-মা'আরিজ	১৩	৯৮১
শোয়াইবের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী না থাকলে তাকে পাথর মারত (মাদইয়ানবাসীরা)		১১-হূদ	৯১	৬৭৪
শোয়াইবের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কি আল্লাহর চেয়ে বেশি প্রতাপশালী?		১১-হূদ	৯২	৬৭৪
জ্ঞান				
অদৃশ্যের জ্ঞান তার (অলীদ ইবনে মগীরা) নিকট আছে কি?		৫৩-নাজম	৩৫	৯৩৪
অবতীর্ণ (জ্ঞানের ভিত্তিতে কুরআন অবতীর্ণের বিষয়ে আল্লাহর সাক্ষ্য)		৪-নিসা	১৬৬	৫৭৮
অবহিত করা (জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহকে অবহিত করার নির্দেশ)		৬-আন্'আম	১৪৩	৬১০
আখিরাত সম্পর্কে জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে (কাফির/মুশরিকদের)		২৭-নামল	৬৬	৮০৫
আয়ত্ব(জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব না করেই নিদর্শনকে মিথ্যা অভিহিত করা)		২৭-নামল	৮৪	৮০৭
আয়ত্ত (জ্ঞান আয়ত্ত না করেই কুরআন/ওহীকে মিথ্যা অভিহিত করা)		১০-ইউনুস	৩৯	৬৫৮
আল্লাহ জ্ঞান দ্বারা জুলকারনাইনের সব খবর পরিবেষ্টন করে আছেন		১৮-কাহ্‌ফ	৯১	৭৩২
আল্লাহ জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন		৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
আল্লাহ জ্ঞানের ভিত্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্তদের কাহিনী বর্ণনা করেন		৭-আ'রাফ	৭	৬১৩
আল্লাহকে জ্ঞান ছাড়াই গালি দিবে মুশরিকরা (দেবতাকে গালি দিলে)		৬-আন্'আম	১০৮	৬০৬
আল্লাহর নিকট রয়েছে (প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জ্ঞান)		৬৭-মুল্‌ক	২৬	৯৭৪
আল্লাহর জ্ঞান মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া)		২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
আল্লাহর জ্ঞানসহ কুরআন অবতীর্ণ		১১-হূদ	১৪	৬৬৬
আল্লাহর নিকটই প্রকৃত জ্ঞান (আদ সম্প্রদায়ের শাস্তি প্রসঙ্গ)		৪৬-আহকাফ	২৩	৯১০
আল্লাহর সাথে শিরক করার জ্ঞান নেই যার...		৪০-মু'মিন	৪২	৮৮১
আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়াই তাঁর জন্য পুত্র-কন্যা উদ্ভাবন		৬-আন্'আম	১০০	৬০৬
আল্লাহকে কাফিরদের জ্ঞান দান !(দ্বীন সম্পর্কে)		৪৯-হুজুরাত	১৬	৯২১
আসা (জ্ঞান আসার পর আহলিকিতাবদের বিদ্বেষবশত মতভেদ)		৪২-শূরা	১৪	৮৯২
আসা (জ্ঞান আসার পরও প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণাম প্রসঙ্গ)		২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
আসা (জ্ঞান আসার পর প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে রাসূল...)		২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
আসা (এমন জ্ঞান ইবরাহীমের নিকট এসেছে যা...)		১৯-মারইয়াম	৪৩	৭৩৭
আসা (জ্ঞান আসার পর বনী ইসরাঈলের মতভেদ)		১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
আসা (জ্ঞান আসার পর মতপার্থক্য করেছে কিতাব প্রাপ্তরা)		৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
আসা (জ্ঞান আসার পর রাসূল স. এর সাথে বিতর্ক করে যে)		৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
আহলে কিতাবের জ্ঞান নেই (এমন বিষয়ে বিতর্ক)		৩-আলে ইমরান	৬৬	৫৪২
আহলে কিতাবের জ্ঞান আছে (এমন বিষয়ে বিতর্ক)		৩-আলে ইমরান	৬৬	৫৪২
ইউসুফকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলেন আল্লাহ)		১২-ইউসুফ	২২	৬৭৮
ইয়াকুবকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন আল্লাহ		১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
উপাসনা(আল্লাহ বাদে এমন কারো উপাসনা যে সম্পর্কে জ্ঞান নেই)		২২-হাজ্জ	৭১	৭৬৪
ওহীর জ্ঞান আয়ত্ত না করেই তাকে মিথ্যা অভিহিত করে জালিম		১০-ইউনুস	৩৯	৬৫৮
কাফিরদের জ্ঞান নেই (ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম...)		৫৩-নাজম	২৮	৯৩৩
কারুন জ্ঞানের কারণে সম্পদপ্রাপ্ত হয়েছে!		২৮-কাসাস	৭৮	৮১৫
কিতাবের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সাবার রানীর সিংহাসন আনা প্রসঙ্গ		২৭-নামল	৪০	৮০৩
কিতাবের জ্ঞান আছে যাদের নিকট তাদের জন্য আল্লাহ...		১৩-রা'দ	৪৩	৬৯২
কিতাবে (প্রতিপালকের কিতাবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের অবস্থার জ্ঞান আছে)		২০-ত্বা-হা	৫২	৭৪৪
কিয়ামতের জ্ঞান কেবল প্রতিপালকেরই আছে		৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট আছে		৩৩-আহযাব	৬৩	৮৩৯
কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট		৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছেই আছে		৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহর কাছেই ন্যস্ত		৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৭	৮৯০
কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে		৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
কুরআনের জ্ঞান আয়ত্ত না করেই একে মিথ্যা অভিহিত করা		১০-ইউনুস	৩৯	৬৫৮
গভীরতা (জ্ঞানে গভীরতাসম্পন্ন ইহুদিদের ঈমান আসমানী কিতাবে)		৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
গভীর জ্ঞানের অধিকারীরা বিশ্বাস করে (মুতাশাবিহাত আয়াত)		৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
জ্ঞান দান করলেন আল্লাহ মূসাকে (পরিপক্ক হলে)		২৮-কাসাস	১৪	৮০৯
তালুতকে জ্ঞান ও দেহের প্রশস্ততা বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ		২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
দাউদকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন		২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
দাউদকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন		২৭-নাম্‌ল	১৫	৮০১
দান (যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের নিকট রাসূল স. কে বিদ্রূপ)		৪৭-মুহাম্মাদ	১৬	৯১৩
দান (জ্ঞান দান করা হয়েছে যাদেরকে তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত)		৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে কাফিরদেরপ্রকৃত জ্ঞান নেই		৪৫-জাছিয়া	২৪	৯০৭
দেয়া (জ্ঞান দেয়া হয়েছে যাদেরকে তারা জানে যে...)		৩৪-সাবা	৬	৮৪১
দেয়া (জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে যাদেরকে তরা বলবে...)		৩০-রূম	৫৬	৮২৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জ্ঞান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দেয়া (জ্ঞান দেয়া হয়েছে যাদেরকে তারা বলল দুর্ভোগ তোমাদের)	২৮-কাসাস	৮০	৮১৫
দ্বীনের জ্ঞান আসার পর বনী ইসরাঈল মতবিরোধ করেছিল	৪৫-জাছিয়া	১৭	৯০৬
দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনে বের হবে প্রত্যক দলের একটি অংশ	৯-তাওবা	১২২	৬৫৩
নিঃশেষ হওয়া (আখিরাত সম্পর্কে মুশরিকদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে)	২৭-নামল	৬৬	৮০৫
নিশ্চিত জ্ঞান জানা থাকলে মানুষ মোহাচ্ছন্ন হত না (প্রাচুর্য প্রসঙ্গ)	১০২-তাকাছুর	৫	১০৩২
নিজেদের জ্ঞান নিয়েই উৎফুল্ল বোধ করত কাফিররা	৪০-মু'মিন	৮৩	৮৮৫
নূহ আ. এর জ্ঞান নেই যে বিষয়ে তা থেকে (আশ্রয় প্রার্থনা)	১১-হূদ	৪৭	৬৭০
নূহের জ্ঞান(অনুসারীদের কাজের ব্যাপারে নূহের জ্ঞান না থাকা)	২৬-শু'আরা	১১২	৭৯৩
নূহের যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তার প্রার্থনা করতে নিষেধ (পুত্র প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৬	৬৭০
নেই (জ্ঞান নেই এমন বিষয়ে কারো অনুসরণ করা নিষেধ)	১৭-ইস্‌রা	৩৬	৭১৭
পথভ্রষ্ট করা (জ্ঞানহীনতার কারণে প্রবৃত্তি দ্বারা পথভ্রষ্ট করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১১৯	৬০৭
পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গে (জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে পথভ্রষ্ট করার পরিণাম)	১৬-নাহ্‌ল	২৫	৭০৪
পরিবেষ্টন করা (মানুষ আল্লাহকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করতে পারে না)	২০-ত্বা-হা	১১০	৭৪৮
পরিবেষ্টন (আল্লাহ জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
পরিবেষ্টন (প্রতিপালক সবকিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন)	৬-আন্‌'আম	৮০	৬০৩
পরিবেষ্টন (প্রতিপালক সবকিছু জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
পরিব্যাপ্ত (আল্লাহ সবকিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন)	২০-ত্বা-হা	৯৮	৭৪৭
পরিমাণ (আল্লাহ বিমুখদের জ্ঞানের পরিমাণ)	৫৩-নাজম	৩০	৯৩৩
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে জ্ঞান ছাড়াই (যারা জুলুম করেছে)	৩০-রূম	২৯	৮২৪
ফেরেশতাদের জ্ঞান নেই (আল্লাহ যেটুকু শিখিয়েছেন তা ছাড়া)	২-বাক্বারা	৩২	৫০৪
বনী ইসরাঈলের জ্ঞান ছিলনা (ঈসা আ. হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
বিচ্যুত (জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য...)	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
বিতর্ক(কতক মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে)	২২-হাজ্জ	৮	৭৫৮
বিতর্ক(কতক মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে)	২২-হাজ্জ	৩	৭৫৮
বৃদ্ধদের অবস্থা (যেন জ্ঞানলাভের পরও কিছুই না জানে)	১৬-নাহ্‌ল	৭০	৭০৮
বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞান থাকার পরও মানুষ যেন না জানে	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
বৃদ্ধি (জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া করতে রাসূল স. কে আল্লাহর নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
মানুষ আল্লাহর নেয়ামতকে নিজ জ্ঞানলব্ধ অর্জন বিবেচনা করে	৩৯-যুমার	৪৯	৮৭৫
মানুষের কেউ কেউ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ্ সম্বন্ধে বির্তক করে	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
মিথ্যা রচনা (জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা)	৬-আন্‌'আম	১৪৪	৬১০
মুশরিকদের কাছে (কিতাবের) জ্ঞান থাকলে বের করার নির্দেশ	৬-আন্‌'আম	১৪৮	৬১১
মু'মিনদের যে ব্যাপারে জ্ঞান নেই সেসব কথা তারা বলছিল...	২৪-নূর	১৫	৭৭৫
মুশরিকদের জ্ঞান না থাকা (ফেরেশতাদের উপাসনা সম্পর্কে)	৪৩-যুখরুফ	২০	৮৯৭
মুশরিকদের জ্ঞান নেই (যারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন !)	১৮-কাহ্‌ফ	৫	৭২৪
মূসার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই কিভাবে সে বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ করবে ?	১৮-কাহ্‌ফ	৬৮	৭৩০
রাসূল স. এর জ্ঞান ছিল না (উর্ধ্বজগতের বাদানুবাদ সম্পর্কে)	৩৮-সোয়াদ	৬৯	৮৭০
রাসূল স. এর নিকট জ্ঞান আসার পর কাফিরদের অনুসরণ করলে...	১৩-রা'দ	৩৭	৬৯২
রাসূলদের জ্ঞান নেই (আল্লাহই ভাল জানেন অদৃশ্য বিষয়ে)	৫-মায়িদা	১০৯	৫৯৪
লূতকে আল্লাহ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দেন	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
শরীক সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা (মাতা-পিতার আনুগত্য প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
শিরকের পক্ষে জ্ঞান থাকলে উপস্থিত করার নির্দেশ (কাফিরদেরকে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৪	৯০৮
শিক্ষা দান আল্লাহর পক্ষ থেকে (খিজিরকে)	১৮-কাহ্‌ফ	৬৫	৭৩০
শিরক বিষয়ে জ্ঞান না থাকায় (পিতামাতা শিরক করতে বললে তা নিষিদ্ধ)	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
সর্বব্যাপী (আল্লাহর জ্ঞান সর্বব্যাপী)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
সাবার রানীকে জ্ঞান দান (মুসলিম হওয়া প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪২	৮০৩
সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে মানুষকে	১৭-ইস্‌রা	৮৫	৭২১
সুলাইমানকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
সুলাইমানকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন	২৭-নামল	১৫	৮০১
হত্যা (জ্ঞান ছাড়াই সন্তানদেরকে হত্যাকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত)	৬-আন্‌'আম	১৪০	৬১০
জ্ঞানপ্রাপ্ত			
কুরআন জ্ঞানপ্রাপ্তদের নিকট পাঠ করলে (তারা সিজদাবনত হয়)	১৭-ইস্‌রা	১০৭	৭২৩
জ্ঞান ফিরে পাওয়া			
মুসার জ্ঞান ফিরে পাওয়া (সংজ্ঞাহীন হওয়ার পর)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
জ্ঞানবান			
ইয়াকুব আ. ছিলেন জ্ঞানবান	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জ্ঞানী/মহাজ্ঞানী/সর্বজ্ঞানী			
অদৃশ্যের জ্ঞানী-আল্লাহ	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
অদৃশ্যের (আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৬৪-তাগাবুন	১৮	৯৬৭
অদৃশ্যের জ্ঞানী (আল্লাহ)	৩২-সাজ্‌দা	৬	৮৩০
অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর নিকট মানুষকে ফিরিয়ে নেয়া হবে	৯-তাওবা	১০৫	৬৫১
অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ	৫৯-হাশর	২২	৯৫৭
অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানীর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে...	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
অদৃশ্য বিষয়ে আল্লাহ জ্ঞানী (আকাশ-পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়)	৩৫-ফাতির	৩৮	৮৪৯
অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ	৭২-জিন্	২৬	৯৮৭
অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর দিকে সকলকে ফিরিয়ে নেয়া	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২
অধিকারী জ্ঞানের অধিকারীরা সাক্ষ্য দেয়, (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই)	৩-আলে ইমরান	১৮	৫৩৭
অনুধাবন (আল্লাহর পেশ করা উপমা জ্ঞানীরাই অনুধাবন করে)	২৯-আনকাবূত	৪৩	৮১৯
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ (স্ত্রীর সাথে নবীর গোপন কথা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	৩	৯৭০
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান	১৬-নাহ্‌ল	৭০	৭০৮
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী (সকল বিষয়ে)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী (সকল বিষয়ে)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	১২-ইউসুফ	৮৩	৬৮৪
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	২৪-নূর	১৮	৭৭৫
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল	২২-হাজ্জ	৫৯	৭৬৩
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশ্রোতা (রিযিক দান প্রসঙ্গে)	২৯-আনকাবূত	৬০	৮২১
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশ্রোতা	৫-মায়িদা	৭৬	৫৯০
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ (গায়েব প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	৮-আনফাল	৬১	৬৩৮
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	৩-আলে ইমরান	১২১	৫৪৭
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	১৮১	৫২০
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	২২৪	৫২৫
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	২৪৪	৫২৮
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	২২৭	৫২৫
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	২৪-নূর	৬০	৭৮০
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী	৮-আনফাল	৫৩	৬৩৭
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী (আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি ও পুনর্সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	৩৬-ইয়াসীন	৮১	৮৫৬
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী (আযীযের স্ত্রীর ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	৩৪	৬৮০
আল্লাহ্ জানেন বক্ষে যা আছে	৫-মায়িদা	৭	৫৮১
আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী	৯-তাওবা	১১৫	৬৫২
আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী	৯-তাওবা	১০৬	৬৫১
আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী	২৪-নূর	৫৯	৭৮০
আল্লাহই ভাল জানেন (মহাজ্ঞানী) অদৃশ্য বিষয়ে...	৫-মায়িদা	১০৯	৫৯৪
আল্লাহ্ জ্ঞানী (বক্ষের বিষয় সম্পর্কে)	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
আল্লাহ্ জানেন অদৃশ্য বিষয় (মুনাফিকদের অদৃশ্য বিষয়)	৯-তাওবা	৭৮	৬৪৮
আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী	৯-তাওবা	১১০	৬৫১
আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩
আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়	৯-তাওবা	১৫	৬৪১
আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৯-তাওবা	৯৭	৬৫০
আল্লাহ্ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী	৬৪-তাগাবুন	১৮	৯৬৭
আল্লাহ্ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী	৬-আন্‌'আম	৭৩	৬০২
আল্লাহ্ অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী	৩২-সাজ্‌দা	৬	৮৩০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জ্ঞানী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহই সর্বজ্ঞানী হিসেবে যথেষ্ট (আনুগত্যের প্রতিদান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭০	৫৬৫
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী (আকাশ-পৃথিবীর সমস্ত কথা তিনি জানেন)	২১-আম্বিয়া	৪	৭৫০
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী	৯-তাওবা	৯৮	৬৫০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (অনুগ্রহ ও নিয়ামত প্রসঙ্গে)	৪৯-হুজুরাত	৮	৯২০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৪-নিসা	২৬	৫৬০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রতাপশালী	২৭-নামল	৭৮	৮০৬
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৩৩-আহযাব	১	৮৩৩
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী (সৃষ্টি করার ব্যাপারে)	৩০-রূম	৫৪	৮২৬
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী	৩-আলে ইমরান	৩৫	৫৩৯
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী	২৪-নূর	২১	৭৭৫
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী	৩-আলে ইমরান	৩৪	৫৩৯
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান	৪৩-যুখরুফ	৮৪	৯০১
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান	৭৬-দাহর	৩০	৯৯৬
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (বিয়ের বিধান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (কসম অবসান প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	২	৯৭০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (মীরাস বন্টন প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৮-আনফাল	৭১	৬৩৯
আল্লাহ সকল বিষয় ভালভাবে জানেন	৮-আনফাল	৭৫	৬৩৯
উপরে (প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে রয়েছেন একজন মহাজ্ঞানী)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
কুরআন(সর্বজ্ঞানীর পক্ষ হতে রাসূল স. কে কুরআন দেয়া হয়েছে)	২৭-নামল	৬	৮০০
জানা(জ্ঞানীদের জানা যে কুরআন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সত্য)	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
জ্ঞানী (প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে রয়েছেন একজন মহাজ্ঞানী)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী)	১৩-রা'দ	৯	৬৮৯
দৃশ্যের (আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৬৪-তাগাবুন	১৮	৯৬৭
দৃশ্যের জ্ঞানী (আল্লাহ)	৩২-সাজদা	৬	৮৩০
দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	৯২	৭৭১
দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী (আল্লাহ)	৩৯-যুমার	৪৬	৮৭৫
দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর দিকে সকলকে ফিরিয়ে নেয়া হবে	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২
দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
নিদর্শন (ছামূদ সম্প্রদায়ের শাস্তির মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন)	২৭-নামল	৫২	৮০৪
নিদর্শন (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ নিদর্শন বর্ণনা করেন)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
নিদর্শন (জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্যে)	৩০-রূম	২২	৮২৩
নিদর্শন বর্ণনা (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য)	৬-আন্'আম	৯৭	৬০৫
পুত্র (ইবরাহীমকে জ্ঞানী পুত্র সন্তান ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ)	৫১-যারিয়াত	২৮	৯২৬
পুত্র (জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন ইবরাহীমকে)	১৫-হিজর	৫৩	৭০০
প্রতিপালক (সবকিছুর স্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী)	১৫-হিজর	৮৬	৭০২
বক্ষ (জ্ঞানীদের বক্ষে কুরআন স্পষ্ট নিদর্শন)	২৯-আনকাবূত	৪৯	৮২০
বনী ইসরাঈলের জ্ঞানীদের কুরআন সম্পর্কে জানা (নিদর্শন হওয়া...)	২৬-শু'আরা	১৯৭	৭৯৮
বলা (কিয়ামতে জ্ঞানীরা বলবে অপমান ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য)	১৬-নাহল	২৭	৭০৫
বান্দা (জ্ঞানী বান্দারাই আল্লাহকে ভয় করে)	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
সম্প্রদায় (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ আয়াত বর্ণনা করেন)	৬-আন্'আম	১০৫	৬০৬
জ্বলন্ত			
অগ্নিশিখা শয়তানের পশ্চাদ্ধাবন করে	৩৭-সাফফাত	১০	৮৫৭
কাঠ (জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আসবে পরিবার-পরিজনের জন্য)	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
শিখা (জ্বলন্ত শিখা পিছু ধাওয়া করে তাকে যে চুরি করে শুনতে চায়...)	১৫-হিজর	১৮	৬৯৯
জ্বলন্ত আগুন (আরো দেখুন অগ্নিশিখা/তীব্র/প্রজ্জ্বলিত আগুন/জাহান্নাম শব্দটি)			
অকৃতজ্ঞের পরিণাম জ্বলন্ত আগুন বেড়ি ও শিকল...	৭৬-দাহর	৪	৯৯৫
অধিবাসী (আগুনের অধিবাসী হওয়ার জন্য শয়তান ডাকে)	৩৫-ফাতির	৬	৮৪৬
অধিবাসী (জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য ধ্বংস)	৬৭-মুল্ক	১১	৯৭২
অধিবাসী (জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হত না জাহান্নামিরা...)	৬৭-মুল্ক	১০	৯৭২
জাহান্নাম (জ্বলন্ত আগুন হিসাবে জাহান্নামই যথেষ্ট)	৪-নিসা	৫৫	৫৬৪
প্রবেশ (ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাসকারী জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে)	৪-নিসা	১০	৫৫৭
প্রবেশ (এক দল মানুষ জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে...)	৪২-শূরা	৭	৮৯১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রস্তুত (জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত কিয়ামত অস্বীকারকারীর জন্য...)	২৫-ফুরকান	১১	৭৮৩
প্রবেশ (জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে তারা যাদের আমলনামা...)	৮৪-ইন্শিকাক্	১২	১০১৩
বৃদ্ধি করা (জ্বলন্ত আগুন বৃদ্ধি করবেন আল্লাহ জাহান্নাম স্তিমিত হলে)	১৭-ইস্‌রা	৯৭	৭২২
শাস্তি (জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত রাখা হয়েছে শয়তানদের জন্য)	৬৭-মুল্ক	৫	৯৭২
শাস্তি (জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি নির্দেশ থেকে বিচ্যুত জিনকে)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
শাস্তি(শয়তান জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে ডাকলেও মুশরিক...)	৩১-লুকমান	২১	৮২৮
জ্বলা			
আগুনে জ্বলবে সীমালঙ্ঘনকারীরা	৩৮-সোয়াদ	৫৯	৮৬৯
জ্বালাতন			
স্ত্রীকে জ্বালাতন করা যাবে না (সম্পদ নেয়ার উদ্দেশ্যে)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
জ্বালানো			
আগুন জ্বালানোর পর কেড়ে নেয়া (মুনাফিকের উপমা)	২-বাক্বারা	১৭	৫০৩
আগুন (যুদ্ধের আগুন যতবার জ্বালিয়েছে ইহুদীরা আল্লাহ তা...	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
আগুন জ্বালানোর বিষয় ভেবে দেখা	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭১	৯৪৬
জ্বালিয়ে দেয়া			
ইবরাহীমকে জ্বালিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র (সম্প্রদায় কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
সামিরীর ইলাহ/উপাস্য(বাছুর)কে জ্বালিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৯৭	৭৪৭
জ্যোতি (আরো দেখুন আলো শব্দটি)			
প্রতিপালকের জ্যোতিতে যমীন উদ্ভাসিত হবে (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
জ্যোতি প্রকাশ			
প্রতিপালকের জ্যোতির প্রকাশ পাহাড়কে সমতল করে দিল	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
জ্যোতির্ময়			
চাঁদ (জ্যোতির্ময় চাঁদ বানিয়েছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৬১	৭৮৬
ঝুঁকে পড়া			
দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়া ব্যক্তির উপমা	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়া (একাধিক বিয়ে করা না করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
ঝগড়া (আরো দেখুন বিবাদ শব্দটি)			
আল্লাহর সামনে ঝগড়া করতে নিষেধ করবেন আল্লাহ (কিয়ামতে)	৫০-ক্বাফ	২৮	৯২৩
ইবলিসের বাহিনীর ঝগড়া (জাহান্নামে...)	২৬-শু'আরা	৯৬	৭৯৩
ঝগড়া-বিবাদ			
বিচার (ঝগড়া-বিবাদের বিচারের ভার রাসূল স. এর উপর অর্পণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬৫	৫৬৫
হজ্জে ঝগড়াবিবাদ নিষিদ্ধ	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
ঝড়			
প্রেরণ (পাথর বহনকারী ঝড় প্রেরণ লুত সম্প্রদায়ের শাস্তির জন্য)	৫৪-কামার	৩৪	৯৩৭
বাতাস(কাফিরের কাজ ছাইয়ের মত যা ঝড়ো দিনের বাতাস উড়ায়)	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
ঝড় (পাথরবাহী ঝড়)			
পাকড়াও(অপরাধের জন্য আল্লাহ কতককে ঝড় দিয়ে পাকড়াও করেন)	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
ঝড়ো			
বাতাস (ঝড়ো বাতাস প্রেরণ করে আদ জাতিকে শাস্তি প্রদান)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৬	৮৮৭
ঝড়ো বাতাস			
প্রেরণ (ঝড়োবাতাস প্রেরণ করে আদ সম্প্রদায়কে শাস্তি দান)	৫৪-কামার	১৯	৯৩৭
প্রেরণ (ঝড়ো বাতাস প্রেরণ করে আদ জাতিকে শাস্তি প্রদান)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৬	৮৮৭
ঝড়ো হাওয়া			
আঘাত (নৌযান সমুদ্রে চলাবস্থায় ঝড়ো হাওয়ার আঘাত...)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
ধ্বংস(প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া দ্বারা আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস)	৬৯-হাক্কাহ্	৬	৯৭৮
ঝরনা			
আদ সম্প্রদায়কে আল্লাহ ঝর্নার মাধ্যমে সাহায্য করেন	২৬-শু'আরা	১৩৪	৭৯৫
উৎসারিত (আল্লাহ ঝর্ণা উৎসারিত করেন মৃত ভূমিতে...)	৩৬-ইয়াসীন	৩৪	৮৫৩
ছেড়ে দেয়া (ছামুদ সম্প্রদায়কে নিরাপদ অবস্থায় ঝর্ণায় ছেড়ে দেয়া)	২৬-শু'আরা	১৪৭	৭৯৫
জান্নাতে (উভয় জান্নাতে প্রবল বেগে উৎসারিত দু'টি ঝর্ণা থাকবে)	৫৫-রাহ্‌মান	৬৬	৯৪২
জান্নাতে সালসাবীল নামক একটি ঝর্ণা থাকবে	৭৬-দাহর	১৮	৯৯৬
জান্নাতে প্রবহমান ঝর্ণা(ভয়কারীকে প্রদত্ত জান্নাত দু'টিতে)	৫৫-রাহ্‌মান	৫০	৯৪১
ঝর্ণা উৎসারিত না করা পর্যন্ত কাফিররা ঈমান আনবে না...	১৭-ইস্‌রা	৯০	৭২১
তামার ঝর্না প্রবাহিত করেছিলেন আল্লাহ সুলাইমানের জন্য	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
তাসনীম একটি ঝরনা যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	২৮	১০১২
পান (আল্লাহর নেক বান্দারা জান্নাতের ঝর্ণা থেকে পান করবে)	৭৬-দাহর	৬	৯৯৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঝরনা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পিছনে ফেলে রেখে গেল কত ঝর্না (ফিরাউনের বহিনী)	৪৪-দুখান	২৫	৯০৩
প্রবাহিত (আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা ঝরনা প্রবাহিত করা)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
প্রবহমান ঝর্ণা (ভয়কারীকে প্রদত্ত জান্নাত দু'টিতে)	৫৫-রাহ্মান	৫০	৯৪১
ফুটন্ত ঝর্ণার পানি পান করানো হবে (পাপাচারীদের)	৮৮-গাশিয়াহ্	৫	১০১৯
বহমান ঝর্ণা থাকবে জান্নাতে	৮৮-গাশিয়াহ্	১২	১০১৯
বাগান ও ঝর্নার মাঝে মুত্তাকীরা থাকবে	৪৪-দুখান	৫২	৯০৪
বারটি ঝর্ণা উৎসারিত (মূসার লাঠির আঘাতে)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
বারটি ঝর্ণা তৈরি হল বনী ইসরাঈলের জন্য (মূসার লাঠির আঘাতে)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
বের করা (ফির'আউন গোষ্ঠীকে ঝর্ণা থেকে বের করে দেয়া)	২৬-শু'আরা	৫৭	৭৯১
ভূমি (ঝর্ণা বিশিষ্ট উঁচুভূমিতে ঈসা আ. ও তার মাকে আশ্রয়দান)	২৩-মু'মিনূন	৫০	৭৬৯
মুত্তকীরা ঝর্ণার মাঝে থাকবে (জান্নাতে)	৭৭-মুরসালাত	৪১	৯৯৯
মুত্তাকীগণ ঝর্ণা মাঝে থাকবে (জান্নাতে)	১৫-হিজর	৪৫	৭০০
মুত্তাকীরা থাকবে (জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মাঝে)	৫১-যারিয়াত	১৫	৯২৫
সালসাবীল নামক একটি ঝর্ণা জান্নাতে থাকবে	৭৬-দাহ্র	১৮	৯৯৬
ঝরানো			
আগুনের ফুলকি ঝরানো ঘোড়ার কসম...	১০০-'আদিয়াত	২	১০৩০
ঝর্ণা নিসৃত			
পানপাত্র (ঝর্ণানিসৃত পানপাত্র পরিবেশন করা হবে জান্নাতে)	৩৭-সাফ্ফাত	৪৫	৮৫৯
সূরাপূর্ণ পানপাত্র নিয়ে ঘুরাফেরা করবে চির-কিশোরেরা	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১৮	৯৪৩
ঝলক			
বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবার উপক্রম হয়	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
ঝলসে দেয়া			
আগুন (ঝলসে দেয়া আগুন থেকে জিন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	১৫-হিজর	২৭	৬৯৯
চামড়া ঝলসে দেবে (সাকার নামক জাহান্নাম)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৯	৯৯১
বামের সাথীরা থাকবে ঝলসে দেয়া আগুনে	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪২	৯৪৫
মুখমণ্ডল (আগুন ঝলসে দেবে জাহান্নামিদের মুখমণ্ডল)	২৩-মু'মিনূন	১০৪	৭৭২
ঝাউ গাছ			
উদ্যান (ঝাউ গাছ দিয়ে উদ্যান দুটির পরিবর্তন)	৩৪-সাবা	১৬	৮৪২
ঝাঁক			
পাখির ঝাঁক (হাতীওয়ালাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ)	১০৫-ফীল	৩	১০৩৩
ঝাঁড়ফুঁককারী			
কিয়ামতে কে ঝাড়ফুঁককারী হবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে!	৭৫-কিয়ামাহ্	২৭	৯৯৪
প্রশ্ন (ঝাড়ফুঁককারী কে সে সম্পর্কে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে!)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৭	৯৯৪
ঝাঁপিয়ে পড়া			
কাফিরদের ঝাঁপিয়ে পড়া (যুদ্ধে মুমিনদের অসতর্কাবস্থায়)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
মুমিনদের উপর কাফিরদের ঝাঁপিয়ে পড়া (যুদ্ধে অসতর্কাবস্থায়)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
ঝুঁকা			
রাসূল স. ঝুঁকবেন সন্ধির জন্য (কাফিররা ঝুঁকলে)	৮-আনফাল	৬১	৬৩৮
শান্তির জন্য ঝুঁকে যদি কাফিররা তবে (সন্ধি প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৬১	৬৩৮
ঝুঁকে দেখা			
জান্নাতিরা ঝুঁকে দেখবে দুনিয়ার কাফির সঙ্গীকে (জাহান্নামে)	৩৭-সাফ্ফাত	৫৫	৮৫৯
ঝাঁকুনি			
মাথা ঝাকুনি দেয় মুনাফিকরা (রাসূল স. এর ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	৫	৯৬৪
ঝুঁকে পড়া			
কামনার প্রতি ঝুঁকে পড়া (কামনার অনুসরণকারী চায়)	৪-নিসা	২৭	৫৬০
কামনার প্রতি ঝুঁকে পড়া (কামনার অনুসরণকারী চায়)	৪-নিসা	২৭	৫৬০
জালিমদের প্রতি ঝুঁকে না পড়ার নির্দেশ	১১-হূদ	১১৩	৬৭৬
পাপের দিকে ঝুকে না পড়ে (হারাম খেতে বাধ্য হলে...)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
রাসূল স. ঝুঁকে পড়তেন মুশরিকদের দিকে (আল্লাহ স্থির না রাখলে)	১৭-ইস্রা	৭৪	৭২০
সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়া নিষেধ (একাধিক স্ত্রীর মধ্যে একজনের প্রতি)	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
স্ত্রীরপ্রতি (একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কারো প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়া নিষেধ)	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
হৃদয় ঝুঁকে পড়া (নবীর স্ত্রীদের হৃদয় গোপন কথা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	৪	৯৭০
ঝুলন্ত			
স্ত্রীকে ঝুলন্তের মত ফেলে রাখা যাবেনা	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
ঝুলন্ত পিন্ড (আলাকা)			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গ(বীর্যআলাকা/ঝুলন্ত পিন্ডমুদগা -এভাবে ক্রমান্বয়ে)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
ঝুলিয়ে দেয়া			
গলায় (মানুষ যা করে তা তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে)	১৭-ইস্রা	১৩	৭১৫
চাদর ঝুলিয়ে দেয়ার নির্দেশ (নবীর স্ত্রী কন্যা মুমিন নারীদের)	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
ঝেটিয়ে বিদায়			
যমীন থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করবে সঠিকপথ অনুসরণ করলে...	২৮-কাসাস	৫৭	৮১৩
টলে যাওয়া			
পর্বত টলে যাওয়ার মত ষড়যন্ত্র করল জালিমরা	১৪-ইবরাহীম	৪৬	৬৯৭
টাটকা			
খেজুর (টাটকা খেজুর ফেলবে মরিয়মের জন্য...)	১৯-মারইয়াম	২৫	৭৩৫
টানানো			
রশি টানানো(আকাশের দিকে রশি টানিয়ে তা কেটে ফেলা উপমা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯
টিকে থাকা			
কাফিররা সামান্যই টিকে থাকত যদি রাসূল স. কে উৎখাত করত	১৭-ইস্রা	৭৬	৭২০
টুকরো টুকরো (আরো দেখুন খণ্ড-বিখণ্ড শব্দটি)			
পৃথিবী টুকরো টুকরো করার আকাঙ্ক্ষা (কুরআন দ্বারা...)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
টেনে আনা			
হারূনকে মাথা/চুল ধরে মূসার দিকে টেনে আনা	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
টেনে নেয়া			
পাপীকে তীব্র আগুনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে	৪৪-দুখান	৪৭	৯০৪
মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে...	৪০-মু'মিন	৭১	৮৮৪
টেনে বের করা			
অবাধ্যকে টেনে বের করবেন আল্লাহ (দলের মধ্য থেকে)	১৯-মারইয়াম	৬৯	৭৩৯
সাক্ষী টেনে বের করবেন আল্লাহ প্রত্যেক উম্মত থেকে	২৮-কাসাস	৭৫	৮১৪
হাত টেনে বের করল মূসা আ. (দর্শকের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল হওয়া)	৭-আ'রাফ	১০৮	৬২২
হাত টেনে বের করলে শুভ্র-উজ্জ্বল দেখানো (মূসার হাত)	২৬-শু'আরা	৩৩	৭৮৯
টের পাওয়া/না পাওয়া			
অপরাধীরা টের পাবে না (আকস্মিকভাবে শাস্তি এসে পড়লে)	২৬-শু'আরা	২০২	৭৯৮
কর্ম বিফল হয়ে যাবে টেরও পাবে না মুমিনরা, যদি...	৪৯-হুজুরাত	২	৯২০
কিয়ামত আকস্মিকভাবে আসায় জালিমরা তা টের পাবে না	৪৩-যুখরুফ	৬৬	৯০০
ছামূদ সম্প্রদায় আল্লাহর কৌশল টের না পাওয়া (শাস্তি প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৫০	৮০৪
পাকড়াও টের না পাওয়া (আল্লাহ হঠাৎ পাকড়াও করায়)	৭-আ'রাফ	৯৫	৬২১
পুনরুত্থানের সময় কখন তা আকাশ-পৃথিবীর কেউ টেরও পাবে না	২৭-নামল	৬৫	৮০৫
ফির'আউন সম্প্রদায় টের পায়নি (মূসার পিছে চলা...)	২৮-কাসাস	১১	৮০৮
মানুষ টেরও পাবে না এমতাবস্থায় হঠাৎ কিয়ামত আসবে	১২-ইউসুফ	১০৭	৬৮৭
মুমিনরা টের পাবে না যে তাদের কর্ম বিফল হয়ে যাবে যদি...	৪৯-হুজুরাত	২	৯২০
শাস্তি (ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি এমনভাবে এসেছিল যে তারা টের পায়নি)	১৬-নাহ্ল	২৬	৭০৫
শাস্তি এমন অতর্কিতে আসা যে কেউ টেরও পাবেনা	৩৯-যুমার	৫৫	৮৭৬
শাস্তি এমন দিক থেকে এসেছিল যে জালিমরা টের পায়নি	৩৯-যুমার	২৫	৮৭৩
শাস্তি আকস্মিকভাবে আসায় কাফিররা তা টেরও পাবে না	২৯-আনকাবূত	৫৩	৮২০
শাস্তি (ষড়যন্ত্রের শাস্তি এমন দিক থেকে আসা যে তারা টেরও পাবে না)	১৬-নাহ্ল	৪৫	৭০৬
ঠকবাজ			
দুর্ভোগ ঠকবাজদের জন্য	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২	১০১১
ঠাট্টা (আরো দেখুন বিদ্রূপ শব্দটি)			
ঠাট্টা (আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করে মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৬৫	৬৪৬
দ্বীনকে ঠাট্টা হিসাবে গ্রহণ করেছে যারা	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
মুনাফিকদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যাওয়ার অবকাশ দেয়া...	৯-তাওবা	৬৪	৬৪৬
ঠাট্টাকারী			
আফসোস ঠাট্টাকারীর (আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে অবহেলার জন্য)	৩৯-যুমার	৫৬	৮৭৬
ঠাট্টা-বিদ্রূপ (আরো দেখুন উপহাস শব্দটি)			
আয়াতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা	৩০-রূম	১০	৮২২
ঈমানদারদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ হিসাবে গ্রহণ করেছিল (জাহান্নামিরা)	২৩-মু'মিনূন	১১০	৭৭২
ঈমানদারদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে কাফিররা	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
কাফিররা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাই তাদেরকে...	৪০-মু'মিন	৮৩	৮৮৫
কাফিররা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে যে শাস্তির ব্যাপারে তা তাদেরকে	১১-হূদ	৮	৬৬৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঠাট্টা-বিদ্রূপ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে (কিয়ামত প্রসঙ্গে)	৪৫-জাছিয়া	৩৩	৯০৭
কাফিরদের (যা নিয়ে কাফিররা ঠাট্টা করত তাই তাদের পরিবেষ্টন করল)	১৬-নাহ্‌ল	৩৪	৭০৫
নবী /রাসূলদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে (পূর্ববর্তী জাতিরা)	৪৩-যুখরুফ	৭	৮৯৬
পরিবেষ্টন (ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল)	৬-আন্‌'আম	১০	৫৯৬
পরিবেষ্টন (ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়/শাস্তি বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করে)	২১-আম্বিয়া	৪১	৭৫২
পরিবেষ্টন করবে জালিমদের (যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত)	৩৯-যুমার	৪৮	৮৭৫
মুনাফিকদের সঙ্গে আল্লাহ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন	২-বাক্বারা	১৫	৫০৩
মুনাফিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ মু'মিনদের সাথে	২-বাক্বারা	১৪	৫০৩
রাসূল স. কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত (কাফির জনপদবাসীরা)	৩৬-ইয়াসীন	৩০	৮৫৩
রাসূল স. এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে (পূর্ববর্তী সব জাতি)	১৫-হিজর	১১	৬৯৮
রাসূলদেরকে অতীতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে	৬-আন্‌'আম	১০	৫৯৬
রাসূলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল	২১-আম্বিয়া	৪১	৭৫২
রাসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে রাসূল স. এর পূর্বেও	১৩-রা'দ	৩২	৬৯১
শাস্তিকে (আদজাতি যে শাস্তিকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই ঘিরে ধরল)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৬	৯১০
সংবাদ (যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার সংবাদ শীঘ্রই আসবে)	৬-আন্‌'আম	৫	৫৯৬
সংবাদ (কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়ে সংবাদ আসবে)	২৬-শু'আরা	৬	৭৮৮
ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী			
পরিবেষ্টন (ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল)	৬-আন্‌'আম	১০	৫৯৬
ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র			
মুমিনদেরকে ঠাট্টার পাত্র মনে করত জাহান্নামীরা (দুনিয়াতে)	৩৮-সোয়াদ	৬৩	৮৬৯
ঠাণ্ডা (আরো দেখুন শীতল শব্দটি)			
আস্বাদন করবে না জাহান্নামে (সীমালঙ্ঘনকারীরা)	৭৮-নাবা	২৪	১০০১
ঠিক করা			
প্রাচীর ঠিক করল (খিজির আ.)	১৮-কাহ্‌ফ	৭৭	৭৩১
ঠেকানো			
নিকৃষ্ট শাস্তি চেহারা দিয়ে ঠেকাবে জালিমরা কিয়ামতের দিন	৩৯-যুমার	২৪	৮৭৩
ডাকা			
অন্যকে (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ডাকা -যে সাড়া দিতেও অক্ষম)	৪৬-আহ্‌কাফ	৫	৯০৮
অন্ধকারে(মাছের পেটের অন্ধকারে ইউনুস এর ডাকা/দোয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
আইয়ুবের (দু:খ-দুর্দশায় পড়ে আইয়ুব আ. প্রতিপালককে ডেকেছিল)	২১-আম্বিয়া	৮৩	৭৫৫
আগুনের দিকে ডাকছে মু'মিন ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়	৪০-মু'মিন	৪১	৮৮১
আগুনের দিকে ডাকত ফির'আউন ও তার বাহিনী	২৮-কাসাস	৪১	৮১১
আরাফের অধিবাসীরা ডেকে বলবে আগুনের অধিবসীদেরকে...	৭-আ'রাফ	৪৮	৬১৭
আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাকা হয় তারা বিচার করতে পারে না	৪০-মু'মিন	২০	৮৭৯
আল্লাহ বাদে অন্যদের ডাকার বিষয়টি আল্লাহ্ জানেন	২৯-আনকাবূত	৪২	৮১৯
আল্লাহ ডাকছেন জান্নাতের দিকে	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
আল্লাহ ডাকবেন যেদিন মানুষকে আমলনামাসহ (সেদিন...)	১৭-ইস্‌রা	৭১	৭২০
আল্লাহ ডাকবেন সকলকে (কিয়ামতের দিন)	১৭-ইস্‌রা	৫২	৭১৮
আল্লাহ্ ডেকে বলবেন মুশরিকদেরকে আমার শরীকরা কোথায়?	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৭	৮৯০
আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ডাকা যার ক্ষতি উপকারের চেয়ে নিকটতর	২২-হাজ্জ	১৩	৭৫৯
আল্লাহ্ ছাড়া যাকে মুশরিকরা ডাকে তাদেরকে গালি না দেয়া	৬-আন্‌'আম	১০৮	৬০৬
আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাকতে তারা কোথায় (ফেরেশতা বলবে)	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাকা হয় তারা কিছুর অধিকারী নয়	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে মুশরিক ডাকে তারাই সৃষ্ট;কিছু সৃষ্টি করেনা	১৬-নাহ্‌ল	২০	৭০৪
আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকা হয় তারা সাহায্য করতে অক্ষম	৭-আ'রাফ	১৯৭	৬৩১
আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাকা হয় তারা ক্ষতি দূর করতে পারেনা	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাকা হয় তারা অপকার/উপকারে অক্ষম	২২-হাজ্জ	১২	৭৫৯
আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহকে না ডাকার ঘোষণা(আসহাবে কাহাফের)	১৮-কাহ্‌ফ	১৪	৭২৫
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকার অসারতা	৬-আন্‌'আম	৭১	৬০২
আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ডাকবে কি? (শাস্তি/কিয়ামত এসে পড়লে)	৬-আন্‌'আম	৪০	৫৯৯
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে না ডাকার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	১০-ইউনুস	১০৬	৬৬৪
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে না ডাকা (মসজিদে ইবাদত প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্‌	১৮	৯৮৭
আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকা হয় তাদের ইবাদত নিষেধ	৪০-মু'মিন	৬৬	৮৮৩
আল্লাহকে ডাকত জান্নাতীরা দুনিয়াতে (যিনি দয়ালু...)	৫২-তূর	২৮	৯৩০
আল্লাহকে ডাকতে কাফিররা অস্বীকার করেছিল	৪০-মু'মিন	১২	৮৭৯
আল্লাহকে ডাকা অথবা রহমানকে ডাকা...	১৭-ইস্‌রা	১১০	৭২৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহকে ডাকা (দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ে)	৪০-মু'মিন	৬৫	৮৮৩
আল্লাহকে ডাকা (নৌযানে আরোহণ করে মানুষ আল্লাহকে ডাকে)	২৯-আনকাবূত	৬৫	৮২১
আল্লাহকে ডাকা (মানুষকে তরঙ্গ ছাউনীর মত আচ্ছন্ন করলে)	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
আল্লাহকে ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকা হয় তারাও বান্দা	৭-আ'রাফ	১৯৪	৬৩১
আল্লাহকে ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকা হয়...	৪৩-যুখরুফ	৮৬	৯০১
আল্লাহকে ডাকার জন্য বান্দা/রাসূল স. দণ্ডায়মান হওয়া প্রসঙ্গ	৭২-জিন্‌	১৯	৯৮৭
আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ (দ্বীনকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে)	৭-আ'রাফ	২৯	৬১৫
আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ (দ্বীনকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে)	৪০-মু'মিন	১৪	৮৭৯
আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ ভয় ও আশা নিয়ে	৭-আ'রাফ	৫৬	৬১৮
আল্লাহকে ডাকা (শাস্তি/কিয়ামত এসে পড়লে)	৬-আন্‌'আম	৪১	৫৯৯
আল্লাহকে ডেকে অনুগ্রহ লাভের পর মানুষ তাকে ভুলে যায়	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
আল্লাহকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকা (যাকারিয়া আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
আল্লাহ্ ও রাসূল স. এর দিকে ডাকা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়...	২৪-নূর	৪৮	৭৭৯
আল্লাহকে বিপদগ্রস্ত সমুদ্রযাত্রীরা ডাকে (দ্বীনকে নির্দিষ্ট করে)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
আল্লাহকে বাদে অন্যকে ডাকা (রাসূল স. প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৫৬	৬০১
আল্লাহকে যে নামেই ডাকা হয় (সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই)	১৭-ইস্‌রা	১১০	৭২৩
আল্লাহকে যেন বিপদে ডাকেনি! (বিপদমুক্ত হয়ে মানুষের কাজ..)	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
আল্লাহকে মানুষ ডাকে(যখন তাকে দুঃখ স্পর্শ করে)	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে ডাকা (শিরকের অসারতা প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্‌কাফ	৪	৯০৮
আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয় তারা মিথ্যা...	৩১-লুকমান	৩০	৮২৯
আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকা হয় তাদের অক্ষমতা(মাছির উপমা)	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
আল্লাহ মানুষকে (ক্ষমা ও অবকাশের জন্য...)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
আল্লাহকে সুন্দরতম নামসমূহ দ্বারা ডাকা	৭-আ'রাফ	১৮০	৬২৯
আশা ও ভীতির সাথে আল্লাহকে ডাকা (যাকারিয়া আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
ইবরাহীমকে ডাকলেন আল্লাহ (জবাই করার পর)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১০৪	৮৬২
ইলাহ ডাকা (নবীকে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে না ডাকার নির্দেশ)	২৬-শু'আরা	২১৩	৭৯৯
ইলাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহকে ডাকা নিষেধ)	২৮-কাসাস	৮৮	৮১৫
ইলাহকে (আল্লাহ সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না যারা...)	২৫-ফুরকান	৬৭	৭৮৭
ইলাহ (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকা)	২৩-মু'মিনূন	১১৭	৭৭৩
ইলাহ মনে করে যাদেরকে ডাকে তারাই প্রতিপালকের দিকে উপায়...	১৭-ইস্‌রা	৫৭	৭১৮
ইলাহকে (আল্লাহকে বাদ দিয়ে অনুমান করে অন্য ইলাহকে ডাকা)	১৭-ইস্‌রা	৫৬	৭১৮
ঈমানদারদেরকে ডেকে বলা হবে (এটিই তোমাদের জান্নাত...)	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
উপাস্যদেরকে ডাকুক মুশরিকরা (যাদেরকে উপাস্য ধারণা করেছে)	৩৪-সাবা	২২	৮৪৩
উপাসকদের ডাক মূর্তিরা কি শোনে?(ইবরাহীমের প্রশ্ন)	২৬-শু'আরা	৭২	৭৯১
কাফিরদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে (কিয়ামতের দিন)	৪০-মু'মিন	১০	৮৭৮
যে শাস্তির কারণে আল্লাহকে ডাকা হয় তা দূর করা প্র.	৬-আন্‌'আম	৪১	৫৯৯
কাফিররা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকুক! (সূরা রচনা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
কাজে আসেনি (অন্য উপাস্যদেরকে ডাকা কাজে আসেনি)	১১-হূদ	১০১	৬৭৫
কিয়ামতে ডেকে বলবেন আল্লাহ- আমার শরীকরা কোথায়	২৮-কাসাস	৬২	৮১৩
কিয়ামতে ডেকে বলা হবে অবিশ্বাসীদেরকে...	২৮-কাসাস	৬৫	৮১৩
গোপনে আল্লাহকে ডাকা (বিপদ থেকে উদ্ধার প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৬৩	৬০১
জান্নাতের অধিবাসীরা ডেকে বলবে জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে...	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
জান্নাতের অধিবাসীরা ডেকে বলবে জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে আরাফবাসীরা- সালাম...	৭-আ'রাফ	৪৬	৬১৭
নবীর ঘরে প্রবেশের জন্য ডাকা হলে প্রবেশ করা যাবে	৩৩-আহ্‌যাব	৫৩	৮৩৮
নামাজের (জুমআর নামাজের জন্য ডাকা হলে আল্লাহর স্মরণ...)	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
নারী/দেবীকে ডাকা আল্লাহর পরিবর্তে (মুশরিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৭	৫৭২
নূহ আ. প্রতিপালককে ডাকলেন- আমি পরাভূত আপনি বদলা নিন	৫৪-কামার	১০	৯৩৬
নূহ আ. তার পুত্রকে নৌকায় আরোহন করতে ডাকল...	১১-হূদ	৪২	৬৬৯
নূহ আ. ডেকেছিলেন আল্লাহকে	৩৭-সাফ্‌ফাত	৭৫	৮৬০
পশুকে ডাকার ন্যায় কাফিরদের উপমা...	২-বাক্বারা	১৭১	৫১৯
পাখিগুলোকে ডাকা (ইবরাহীম আ. প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
পালক পুত্রকে পিতৃপরিচয়ে ডাকা প্রসঙ্গ	৩৩-আহ্‌যাব	৫	৮৩৩
পিতৃপরিচয়ে পালক পুত্রকে ডাকা প্রসঙ্গ	৩৩-আহ্‌যাব	৫	৮৩৩
প্রতাপশালী ও ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে ডাকা	৪০-মু'মিন	৪২	৮৮১
প্রতিপালক ডাকলেন আদম আ. ও তার স্ত্রীকে- আমি কি নিষেধ...	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় যারা ডাকে তাদের বিতাড়িত করা যাবেনা	৬-আন্‌'আম	৫২	৬০০
প্রতিপালককে (সকাল-সন্ধ্যায়) সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে..	১৮-কাহ্‌ফ	২৮	৭২৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ডাকা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিপালককে মুমিন গভীর রাতে ডাকে (আশা ও ভয় নিয়ে)	৩২-সাজ্দা	১৬	৮৩১
প্রতিপালককে আইয়ুব আ. ডেকেছিল (দুঃখ-দুর্দশায় পড়ে)	২১-আম্বিয়া	৮৩	৭৫৫
প্রতিপালককে ডেকে দুর্ভাগা হননি (যাকারিয়া)	১৯-মারইয়াম	৪	৭৩৪
প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু এসে যায় না	২৫-ফুরকান	৭৭	৭৮৭
প্রতিপালককে নূহ আ. ডেকেছিল (পুত্রকে রক্ষার ব্যাপারে)	১১-হূদ	৪৫	৬৬৯
প্রতিপালককেই রাসূল স. ডাকেন; অন্য কাউকে নয়	৭২-জিন্	২০	৯৮৭
প্রতিপালককে ডাকলেন আইয়ুব আ. (কষ্টে পড়ে)	৩৮-সোয়াদ	৪১	৮৬৮
প্রতিপালককে ডাকার নির্দেশ বিনীত ভাবে গোপনে	৭-আ'রাফ	৫৫	৬১৮
প্রতিপালককে ডাকার নির্দেশ (তিনি সাকলে সাড়া দিবেন)	৪০-মু'মিন	৬০	৮৮৩
প্রতিপালককে ডাকে মানুষ (দুঃখ-দুর্দশায় পড়লে)	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
প্রতিপালককে ডাকে মানুষ (দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে)	৩০-রূম	৩৩	৮২৪
প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়ার নির্দেশ	৪২-শূরা	৪৭	৮৯৫
প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দানের অর্থহীন প্রতিশ্রুতি (জালিমদের)	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
প্রতিপালকের পথে ডাকা (প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ দ্বারা)	১৬-নাহ্ল	১২৫	৭১৩
ফেরেশতা ডাকল যাকারিয়াকে...	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
বাগানওয়ালারা একে অপরকে ডাকল	৬৮-ক্বালাম	২১	৯৭৬
'বা'আল' দেবতাকে ডাকে (ইলইয়াসের সম্প্রদায়...)	৩৭-সাফ্ফাত	১২৫	৮৬৩
বিপদে পড়লে মানুষ আল্লাহকে ডাকে	৩৯-যুমার	৪৯	৮৭৫
বিনীতভাবে আল্লাহকে ডাকা (বিপদ থেকে উদ্ধার প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৬৩	৬০১
বিপদে যেন আল্লাহকে ডাকেনি! (বিপদমুক্ত হয়ে মানুষের কাজ..)	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
ভীতি ও আশার সাথে আল্লাহকে ডাকা (যাকারিয়া আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
মন্দ উপাধিতে না ডাকার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৪৯-হুজুরাত	১১	৯২১
মসজিদে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে না ডাকা	৭২-জিন্	১৮	৯৮৭
মানুষ আল্লাহকে ডাকে(যখন তাকে দুঃখ স্পর্শ করে)	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
মানুষের আহবান উপাস্যরা শুনবেনা (যদি কেউ ডাকে)	৩৫-ফাতির	১৪	৮৪৭
মানুষ যাদেরকে ডাকে তারা উধাও হয়ে যায় সমুদ্রে দুঃখ-দুর্দশা...	১৭-ইস্রা	৬৭	৭১৯
মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে-'আমরা কি তোমাদের...?)	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
মুক্তির দিকে ডাকছে মু'মিন ব্যক্তি (নিজ সম্প্রদায়কে)	৪০-মু'মিন	৪১	৮৮১
মুশরিকরা যাকে ডাকে তা মিথ্যা/বাতিল	২২-হাজ্জ	৬২	৭৬৪
মুশরিকরা ডাকে আগুনের দিকে	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
মূসাকে ডাকছেন নারীদের পিতা (পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য)	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
মূসাকে ডাক দেয়া হল (আগুনের নিকট আসলে)	২৮-কাসাস	৩০	৮১০
মূসাকে ডেকে বললেন প্রতিপালক (ফির'আউনের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১০	৭৮৮
মূসাকে আল্লাহ পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় ডাকলেন	৭৯-নাযি'আত	১৬	১০০৩
মূসাকে আল্লাহর ডাক (তুর পাহাড়ে আগুন আনতে গেলে...)	২০-ত্বা-হা	১১	৭৪১
'মূসা আ. ডাকুক তার প্রতিপালককে' ফিরআউন বলল	৪০-মু'মিন	২৬	৮৮০
যাকারিয়া আ. ডাকল তার প্রতিপালককে (সংগোপনে)	১৯-মারইয়াম	৩	৭৩৪
যাকারিয়া আ. প্রতিপালককে ডেকেছিল (সন্তান প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৯	৭৫৬
যুদ্ধে ডাকা হবে বেদুঈনদেরকে (শক্তিধর জাতির বিরুদ্ধে)	৪৮-ফাত্হ	১৬	৯১৭
রহমানকে ডাকা...	১৭-ইস্রা	১১০	৭২৩
রাসূল স. এর ডাকে সাড়া দেয়ার পর আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক	৪২-শূরা	১৬	৮৯২
রাসূল স. কে যারা ঘরের পেছন থেকে ডাকে... অনুধাবন করে না	৪৯-হুজুরাত	৪	৯২০
রাসূলদের(নূহআদছামুদ প্রভৃতি জাতিকে রাসূলগণ কর্তৃক ডাকা)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
লেলিহান অগ্নিশিখা তাকে ডাকবে যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও...	৭০-মা'আরিজ	১৭	৯৮১
শয়তান অনুসারীদেরকে এবং তারা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল...!	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
শয়তানের সহচর ডেকে বলে...	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
শয়তানকে ডাকা আল্লাহর পরিবর্তে (মুশরিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৭	৫৭২
শরীককে (আল্লাহ ছাড়া যেসব শরীককে মুশরিকরা ডাকত...)	১৬-নাহ্ল	৮৬	৭১০
শরীকদের (যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে শরীকরূপে ডাকে...)	১০-ইউনুস	৬৬	৬৬০
শরীকদেরকে যেন কখনো ডাকেনি (তারা এমনভাবে উধাও হবে)	৪০-মু'মিন	৭৪	৮৮৪
শরীকদেরকে ডাকতে বলা হবে কিয়ামতে	২৮-কাসাস	৬৪	৮১৩
শরীকদেরকে ডাকবেন আল্লাহ (কিয়ামতের দিন)	২৮-কাসাস	৭৪	৮১৪
শরীকদেরকে ডাকবে মুশরিকরা কিয়ামতের দিন	১৮-কাহ্ফ	৫২	৭২৯
শরীকদেরকে ডাকলে সাড়া দিবে না শরীকরা	২৮-কাসাস	৬৪	৮১৩
শরীকদেরকে ডাকা তারা সাড়া দিতে পারে কিনা...	৭-আ'রাফ	১৯৪	৬৩১
শরীকদেরকে (ডাকার নির্দেশ দিবেন আল্লাহ মুশরিকদেরকে)	১৮-কাহ্ফ	৫২	৭২৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শরীকদেরকে ডাকার বিষয়ে মানুষ কি ভেবে দেখেছে?	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
শরীকদেরকে ডাকা (রাসূল স. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৯৫	৬৩১
শুনবেনা (উপাস্যরা মানুষের ডাক শুনবেনা)	৩৫-ফাতির	১৪	৮৪৭
সঠিকপথের দিকে ডাকলেও শরীকরা শুনবে না	৭-আ'রাফ	১৯৮	৬৩১
সঠিকপথে ডাকলেও কাফিররা সঠিক পথ পাবে না	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
সঠিকপথের দিকে ডাকলেও শরীকরা অনুসরণ করবে না	৭-আ'রাফ	১৯৩	৬৩০
সন্তানদেরকে ডাকবেন রাসূল স. (মুবাহালার জন্য)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
সমান (শরীকদেরকে ডাকা কিংবা চুপ করে থাকা উভয়ই সমান)	৭-আ'রাফ	১৯৩	৬৩০
সাড়া (আল্লাহ বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন)	২৭-নামল	৬২	৮০৫
সাক্ষ্য দিতে ডাকা হলে সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
সালাতের দিকে ডাকে যখন মুমিনরা...	৫-মায়িদা	৫৮	৫৮৭
সূরা রচনা করার জন্য ডাকা (আল্লাহ ছাড়া কেউ থাকলে)	১০-ইউনুস	৩৮	৬৫৮
ডাকাতি (দেখুন ছিনতাই শব্দটি)			
ডাকে সাড়া			
শ্রবণকারীরাই রাসূল স. এর ডাকে সাড়া দেয়	৬-আন্'আম	৩৬	৫৯৯
ডাগরনয়না			
ডাগরনয়না হুরগণ থাকবে জান্নাতিদের নিকট	৩৭-সাফ্ফাত	৪৮	৮৫৯
হুর (ডাগর নয়না হুরদের সাথে মুত্তাকীদের বিয়ে দিবেন আল্লাহ)	৪৪-দুখান	৫৪	৯০৪
হুর (জান্নাতিদের জন্য ডাগর নয়না হুর থাকবে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২২	৯৪৪
হুর (ডাগরনয়না হুরদের সাথে আল্লাহ মুত্তাকীদের বিয়ে দিবেন)	৫২-তূর	২০	৯৩০
ডান			
আলো (কিয়ামতে মুমিনদের সামনে ও ডানে আলো দৌড়াবে)	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
উপত্যকা (ডান উপত্যকা থেকে ডাক দেয়া হল মূসাকে...)	২৮-কাসাস	৩০	৮১০
ঢলে পড়া (ছায়া ডানে/বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সিজ্দাবনত হয়)	১৬-নাহ্ল	৪৮	৭০৬
মূসাকে আহ্বান তুর পর্বতের ডান দিক থেকে...	১৯-মারইয়াম	৫২	৭৩৭
মানুষের ডানে ও বামে উপবিষ্ট (দু'জন তথ্য সংগ্রহকারী ফেরেশতা)	৫০-ক্বাফ	১৭	৯২৩
মু'মিন নর-নারীর সামনে ও ডানে আলো দৌড়াতে থাকবে	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
মুমিনদের সামনে ও ডানে আলো দৌড়াবে (কিয়ামতে)	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
রাসূল স. এর ডান ও বাম দিক থেকে দলে দলে আসে কাফিররা...	৭০-মা'আরিজ	৩৭	৯৮২
সাথী (মানুষ যদি ডানের সাথী হয় তবে তার জন্য রয়েছে শান্তি)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯০	৯৪৭
সাথী (ডানের সাথীর জন্য রয়েছে শান্তি)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯১	৯৪৭
সাথী (ডানের সাথীদের জন্য সমবয়স্কা হুর থাকবে জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩৮	৯৪৪
সাথী (ডানের সাথীদের ছাড়া প্রত্যেকেই কৃতকর্মের জন্য দায়গ্রস্ত)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৯	৯৯২
সাথী (ডান দিকের সাথী কী?)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৭	৯৪৪
সাথী (ডান দিকের সাথীরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৭	৯৪৪
সাথী (ডানের সাথী)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮	৯৪৩
সাথী (ডানের সাথী কী?)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮	৯৪৩
ডানদিক			
আসা (ডান দিক থেকে আসত বলে নেতাদেরকে দোষারোপ)	৩৭-সাফ্ফাত	২৮	৮৫৪
উদ্যান (ডান দিকে দুটি উদ্যান সাবার অধিবাসীদের)	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
পরিবর্তন (পাশ পরিবর্তন ডান ও বাম দিকে আসহাবে কাহফকে)	১৮-কাহ্ফ	১৮	৭২৫
মানুষের ডান দিক থেকে আসবে ইবলিস	৭-আ'রাফ	১৭	৬১৪
গিরিপথে প্রবেশ করে যারা তারা ডান দিকের লোক	৯০-বালাদ	১৮	১০২৩
ডানপাশ			
গুহার ডান পাশ দিয়ে চলে যায় সূর্য যখন উদিত হয়..	১৮-কাহ্ফ	১৭	৭২৫
তুর পর্বতের ডান পাশে বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি...	২০-ত্বা-হা	৮০	৭৪৬
ডানহাত			
আঘাত (ইবরাহীম আ. ইলাহদেরকে ডান হাতে আঘাত করলেন)	৩৭-সাফ্ফাত	৯৩	৮৬১
আমলনামা/কিতাব ডান হাতে প্রদান (কিয়ামতের দিন)	৬৯-হাক্কাহ্	১৯	৯৭৯
আমলনামা যার ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে	৮৪-ইন্শিকাক্	৭	১০১৩
আল্লাহর ডান হাতে গুটানো থাকবে আকাশমন্ডলী (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭
কিতাব (আমলনামা) ডান হাতে দেয়া হবে যাকে	১৭-ইস্রা	৭১	৭২০
ধরে ফেলা (..রাসূল স. বানিয়ে বললে আল্লাহ ডান হাতে ধরে ফেলতেন)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৫	৯৮০
মালিক (ডানহাত যার মালিক হয়েছে/দাস-দাসীকে রিযিক দান প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৭১	৭০৮
মালিক (ডানহাত যাদের মালিক)	৩০-রূম	২৮	৮২৪
মালিক (ডান হাত মালিক যাদের তাদের মু'ক্তির জন্য লিখিত চুক্তি)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
মালিক (ডান হাত যাদের মালিক তাদের ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের...)	৭০-মা'আরিজ	৩০	৯৮২

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ডানহাত(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মালিক (ডানহাত যাদের মালিক) দাসীর সাথে যৌনাচার...	২৩-মু'মিনূন	৬	৭৬৬
মু'মিন নারীরা দাসীদের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশে দোষ নেই	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
মূসার ডান হাতে কি ? (মূসার লাঠি সম্পর্কে আল্লাহর প্রশ্ন)	২০-ত্বা-হা	১৭	৭৪২
মূসার ডান হাতের লাঠি নিক্ষেপ প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৬৯	৭৪৫
লিপিবদ্ধ করা (রাসূল স. এর ডান হাত দ্বারা কোন কিতাব লিপিবদ্ধ করা হয়নি)	২৯-আনকাবূত	৪৮	৮২০
ডানা (আরো দেখুন পাখাবিশিষ্ট শব্দটি)			
পাখীর দুই ডানার সাহায্যে ওড়া	৬-আন'আম	৩৮	৫৯৯
ডাল			
উৎপাদন (ডাল উৎপাদনের জন্য বনী ইসরাঈলের অনুরোধ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
ডালপালা			
জান্নাত(বহু ডালপালা বিশিষ্ট জান্নাত দু'টি ভয়কারীর জন্য)	৫৫-রাহ্মান	৪৮	৯৪১
ডিম			
সুরক্ষিত ডিমের ন্যায় জান্নাতের হুরগণ	৩৭-সাফ্ফাত	৪৯	৮৫৯
ডুব দেয়া			
হরণ (ডুব দিয়ে প্রাণ হরণকারী ফেরেশতাদের কসম)...	৭৯-নাযি'আত	১	১০০৩
ডুবানো			
আরোহীদের ডুবাতে নৌকা ছিদ্র ? (মূসার জিজ্ঞাসা খিজিরকে)	১৮-কাহ্ফ	৭১	৭৩০
নূহ আ. এর জাতিকে আল্লাহ ডুবিয়ে মেরেছেন (আয়াতকে মিথ্যা বলায়)	১০-ইউনুস	৭৩	৬৬১
ডুবুরী			
শয়তান/ জ্বীনরা সুলাইমানের জন্য ডুবুরীর কাজ করত	২১-আম্বিয়া	৮২	৭৫৫
শয়তান (ডুবরী শয়তানদেরকে সুলাইমানের অধীন করে দেয়া)	৩৮-সোয়াদ	৩৭	৮৬৮
ডুবে যাওয়া			
ফিরআউন যখন ডুবে যেতে লাগল (ঈমান আনল)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
ডেঁকে আনা			
ক্রোধ ডেকে আনা (কাফিররা আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনে)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
ডেগ			
নির্মাণ (জিনেরা ডেগ নির্মাণ করত সুলাইমানের ইচ্ছা মত)	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
ঢলে পড়া			
ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহকে সিজদা করে	১৬-নাহ্ল	৪৮	৭০৬
ঢাকা (আরো দেখুন আবৃত শব্দটি)			
কাফিরদেরকে আল্লাহ ঢেকে ফেলেন(প্রাচীর দ্বারা)	৩৬-ইয়াসীন	৯	৮৫১
কুলগাছটিকে যা দিয়ে ঢাকার ছিল তা দিয়ে ঢেকে দিল	৫৩-নাজম	১৬	৯৩২
ঢাল			
আল্লাহকে ঢাল বানানো (কসম প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২৪	৫২৫
কসমকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে মুনাফিকরা	৫৮-মুজাদালা	১৬	৯৫৪
শপথকে ঢাল হিসাবে গ্রহণ (মুনাফিকদের রাসূল স. প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	২	৯৬৪
ঢালা			
উত্তপ্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে পাপীদের মাথার উপর	৪৪-দুখান	৪৮	৯০৪
ঢিল মারা			
অন্ধকারে (আসহাবে কাহফ এর সংখ্যার ব্যাপারে)	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
ঢেউ (আরো দেখুন তরঙ্গ শব্দটি)			
আচ্ছন্ন করে (ঢেউ আচ্ছন্ন করে কাফিরদের কাজকে)	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
ঢেউয়ের উপর ঢেউ আচ্ছন্ন করে (কাফিরদের কাজের উপমা)	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
ধেয়ে আসা (নৌযানের দিকে ঢেউ/তরঙ্গ ধেয়ে আসে...)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
নূহের প্লাবনের সময় ঢেউ আসল (নূহের পুত্র প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
পর্বতসমান ঢেউয়ের মধ্যে নূহের নৌকা চলতে থাকল..	১১-হূদ	৪২	৬৬৯
ঢেকে দেয়া			
কুলগাছটিকে ঢেকে দিল যা ঢেকে দেয়ার ছিল	৫৩-নাজম	১৬	৯৩২
হাড়কে ঢেকে দেয়া (গোশত দিয়ে)	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
ঢেকে ফেলে			
ফিরআউনবাহিনীকে সমুদ্র কর্তৃক ঢেকে ফেলা/ডুবিয়ে দেয়া	২০-ত্বা-হা	৭৮	৭৪৬
সমুদ্র কর্তৃক ফিরআউনবাহিনীকে ঢেকে ফেলা/ডুবিয়ে দেয়া	২০-ত্বা-হা	৭৮	৭৪৬
ঢেলে দেয়া			
গলিত তামা লোহার উপর (জুলকারনাইন প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৯৬	৭৩২

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পানি ঢেলে দিতে বলবে আগুনের অধিবাসীরা (জান্নাতীদেরকে)	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
ভালবাসা ঢেলে দেয়া (শিশু মূসার প্রতি ফিরআউনের হৃদয়ে)	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে(কাফির/আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর মাথায়)	২২-হাজ্জ	১৯	৭৬০
তওবা			
অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজকারী তাওবা করলে ক্ষমা করা হবে	১৬-নাহ্ল	১১৯	৭১৩
অজ্ঞতাবশত মন্দকাজকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করেন	৪-নিসা	১৭	৫৫৮
অনতিবিলম্বে তওবাকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করেন (ভুলের পর)	৪-নিসা	১৭	৫৫৮
অপবাদদাতারা তওবা করে সংশোধন হলে...	২৪-নূর	৫	৭৭৪
আদ সম্প্রদায়কে তাওবা করে ফিরে আসার আহবান	১১-হূদ	৫২	৬৭০
আদমের তওবা আল্লাহ কবুল করলেন	২-বাক্বারা	৩৭	৫০৫
আদমের তাওবা আল্লাহ কবুল করলেন	২০-ত্বা-হা	১২২	৭৪৮
আল্লাহ তওবা কবুল করলেন মু'মিনদের (সাদকা না করার বিষয়...)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
আল্লাহ তওবা কবুল করতে চান	৪-নিসা	২৭	৫৬০
আল্লাহ তওবা কবুল করতে চান	৪-নিসা	২৬	৫৬০
আল্লাহ তওবা কবুল করতে পারেন (তাবুকযুদ্ধে না যাওয়া তিন জনের)	৯-তাওবা	১০৬	৬৫১
আল্লাহ তওবা কবুল করবেন তাদের যারা তওবা করে ও...	২-বাক্বারা	১৬০	৫১৮
আল্লাহ তওবা কবুল করবেন তাদেও যারা তওবা কও এবং...	২-বাক্বারা	১৬০	৫১৮
আল্লাহ তওবা কবুল করলেন	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
আল্লাহ তওবা কবুল করলেন নবী মুহাজির ও আনসারদের	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
আল্লাহ তওবা কবুল করলেন (পিছনে ফেলে রাখা তিনজনের)	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
আল্লাহ তওবা কবুল করলেন বনী ইসরাঈলদের	৫-মায়িদা	৭১	৫৮৯
আল্লাহ তওবা কবুল করেছেন (রোযার রাতে যৌনসম্ভোগ...)	২-বাক্বারা.	১৮৭	৫২১
আল্লাহ তওবা কবুল করেছেন মুমিনদের	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
আল্লাহ তওবা কবুল করেন যাকে ইচ্ছা	৯-তাওবা	২৭	৬৪২
আল্লাহ তওবা কবুল করেন তাদের যারা তওবা করে ও নিজেকে...	৫-মায়িদা	৩৯	৫৮৫
আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী.. (গীবত ও অনুমান প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবা করার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৬৬-তাহরীম	৮	৯৭০
আল্লাহ মুমিন নারী-পুরুষের তাওবা কবুল করবেন	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
ঈমান (তওবা করে ঈমান এনে সৎকাজ করে যারা...)	২৫-ফুরকান	৭০	৭৮৭
কবুল (তওবা কবুল করেন আল্লাহ বান্দাদের)	৯-তাওবা	১০৪	৬৫১
কবুল (তওবা কবুল করা হবে না তাদের যারা...)	৩-আলে ইমরান	৯০	৫৪৪
কবুলকারী (আল্লাহ তাওবা কবুলকারী)	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮
কবুল (আল্লাহ বনী ইসরাঈলের তওবা কবুল করলেন)	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
কবুল (ইবরাহীমের তাওবা কবুলের দোয়া)	২-বাক্বারা	১২৮	৫১৪
কবুল(অজ্ঞতাবশত মন্দকাজকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করেন)	৪-নিসা	১৭	৫৫৮
কবুল (আল্লাহ তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন)	৪২-শূরা	২৫	৮৯৩
কাফির ও মুনাফিকরা তওবা করলে তাদের জন্য ভাল...	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
কাফির অবস্থায় মৃত্যু হলে/মৃত্যু এসে গেলে তওবা কবুল হয়না	৪-নিসা	১৮	৫৫৯
কাফিরদের তওবা কবুল করতে পারেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১২৮	৫৪৮
ক্ষমা (তাওবাকারী ও সংশোধনকারীর প্রতি ক্ষমা)	৬-আন'আম	৫৪	৬০০
ক্ষমাশীল (তাওবাকারী/সৎকর্মশীলের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল)	২০-ত্বা-হা	৮২	৭৪৬
খারাপ কাজকারী তাওবা করলে ক্ষমা (অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ)	১৬-নাহ্ল	১১৯	৭১৩
খাঁটি তাওবা করলে মুমিনদের আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন	৬৬-তাহরীম	৮	৯৭০
জালিমরা (মন্দ উপাধিতে ডাকার পর...)	৪৯-হুজুরাত	১১	৯২১
জুলুমের পর যে তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে...	৫-মায়িদা	৩৯	৫৮৫
তওবা কবুল করবেন আল্লাহ (যারা মন্দকাজকে...)	৯-তাওবা	১০২	৬৫১
নবীর স্ত্রীদের আল্লাহর দিকে তাওবা/ ফিরে আসা	৬৬-তাহরীম	৪	৯৭০
প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসা (ছামূদ জাতির তাওবা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
প্রতিদান (মুনাফিকদের তাওবা ও সংশোধনের প্রতিদান)	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
ব্যভিচারী তওবা ও সংশোধন করলে করণীয় প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৬	৫৫৮
মন্দকাজের পর তওবাকারীর প্রতি প্রতিপালকের ক্ষমা ও দয়া	৭-আ'রাফ	১৫৩	৬২৬
মাদইয়ানবাসীকে তওবা করার নির্দেশ	১১-হূদ	৯০	৬৭৪
মুমিন নারী-পুরুষের তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
মুমিনদের নির্যাতনের পর তওবা না করলে জাহান্নামের শাস্তি	৮৫-বুরূজ	১০	১০১৫
মুশরিকরা তওবা করলে তাদের জন্যই ভাল	৯-তাওবা	৩	৬৪০
মুশরিকরা তওবা করে সালাত কায়েম করলে রাস্তা ছেড়ে দেয়া	৯-তাওবা	৫	৬৪০
মুনাফিকদের তাওবা ও সংশোধনের প্রতিদান	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
তওবা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুনাফিকদের তাওবা কবুলের বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
মুনাফিকরা তওবা করে না	৯-তাওবা	১২৬	৬৫৩
মুমিনের তওবা (পরিণত বয়সে উপনীত মুমিন তওবা করে ও...)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
মুশরিকদের তওবা কবুল করবেন আল্লাহ (যার থেকে ইচ্ছা)	৯-তাওবা	১৫	৬৪১
মুশরিকরা যদি তওবা করে সালাত কায়েম করে ও...	৯-তাওবা	১১	৬৪১
মৃত্যুকালে তওবা করলে তা কবুল হয়না (আমৃত্যু মন্দকাজ করলে)	৪-নিসা	১৮	৫৫৯
যুদ্ধ ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীরা তওবা করলে...	৫-মায়িদা	৩৪	৫৮৪
সংশোধন (তওবা করে সংশোধন হলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু)	৩-আলে ইমরান	৮৯	৫৪৪
সৎকাজ (তওবা করে সৎকাজ করে যারা...)	২৫-ফুরকান	৭১	৭৮৭
সফল (তওবাকারী সৎকর্মশীল ঈমানদাররা সফল হবে)	২৮-কাসাস	৬৭	৮১৪
সুদ থেকে তওবা করলে মূলধন গ্রহণ বৈধ	২-বাকারা	২৭৯	৫৩৩
স্রষ্টার কাছে তাওবার নির্দেশ (মূসার সম্প্রদায়কে)	২-বাকারা	৫৪	৫০৬
হত্যার জন্য তাওবা (ভুলবশত মুমিন হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
তওবা কবুলকারী			
আল্লাহ আদম আ. এর তওবা কবুলকারী(নিষিদ্ধ ফল খাওয়া প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	৩৭	৫০৫
আল্লাহ তাওবা কবুলকারী (ইবরাহীম ও ইসমাঈল এর)	২-বাকারা	১২৮	৫১৪
আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
আল্লাহ তওবা কবুলকারী	২৪-নূর	১০	৭৭৪
আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু (ব্যভিচার প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬	৫৫৮
আল্লাহ তওবা কবুলকারী	৯-তাওবা	১০৪	৬৫১
আল্লাহ তওবা কবুলকারী	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
আল্লাহ তওবা কবুলকারী তাদের যারা তওবা করে ও...	২-বাকারা	১৬০	৫১৮
প্রতিপালক তাওবা কবুলকারী (আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় প্রসঙ্গ)	১১০-নাস্‌র	৩	১০৩৫
স্রষ্টা তওবা কবুলকারী (মূসার সম্প্রদায়ের বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	৫৪	৫০৬
স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে তাওবাকারিনী স্ত্রী দান করতে পারেন)	৬৬-তাহরীম	৫	৯৭০
তওবাকারী			
ক্ষমা প্রার্থনা (তওবাকারীদের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
পছন্দ (আল্লাহ পছন্দ করেন তওবাকারীদেরকে)	২-বাকারা	২২২	৫২৫
পছন্দ (তওবাকারীদেরকে পছন্দ করেন আল্লাহ)	২-বাকারা	২২২	৫২৫
মুমিনরা তওবাকারী	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
তক্তা			
পেরেক ও তক্তা নির্মিত নৌযানে নূহকে আরোহণ করানো	৫৪-কামার	১৩	৯৩৬
তৎপর			
সালাত আদায়ে তৎপর মুসল্লীগণ	৭০-মা'আরিজ	২৩	৯৮২
হতভাগা ব্যক্তি (সর্বাধিক হতভাগা ব্যক্তি তৎপর হল-উটনী হত্যায়)	৯১-শামস	১২	১০২৪
তত্ত্বাবধান			
আল্লাহর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নূহকে নৌকা তৈরির নির্দেশ	১১-হূদ	৩৭	৬৬৯
দুম্বা (৯৯ দুম্বার মালিকের তত্ত্বাবধানে দিতে বলে একটি দুম্বা)	৩৮-সোয়াদ	২৩	৮৬৭
মারইয়া মের তত্ত্বাবধান করলেন যাকারিয়া	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
মারইয়ামের তত্ত্বাবধান কে করবে (এ ব্যাপারে কলম নিক্ষেপ)	৩-আলে ইমরান	৪৪	৫৪০
মূসার তত্ত্বাবধানের ভার মূসার মাকে দেয়া(মূসার বোনের প্রস্তাব)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মূসার তত্ত্বাবধানের জন্য এক পরিবারের সন্ধান দিল মূসার বোন	২৮-কাসাস	১২	৮০৮
তত্ত্বাবধায়ক			
আল্লাহকে তত্ত্বাবধায় হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	৯	৯৮৮
আল্লাহ তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যথেষ্ট	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
আল্লাহ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যথেষ্ট	৩৩-আহযাব	৩	৮৩৩
আল্লাহ (তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট)	৪-নিসা	১৩২	৫৭৩
আল্লাহই তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যথেষ্ট	৩৩-আহযাব	৪৮	৮৩৭
আল্লাহই তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যথেষ্ট (রাসূল স. প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
আল্লাহ (আল্লাহ সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক)	৩৯-যুমার	৬২	৮৭৬
আল্লাহ সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক	৬-আন্‌'আম	১০২	৬০৬
আল্লাহ সবকিছুর উপর তত্ত্বাবধায়ক	১১-হূদ	১২	৬৬৬
আল্লাহ (ইউসুফের পিতা ও ভাইদের কথার তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ)	১২-ইউসুফ	৬৬	৬৮৩
উত্তম তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৭৩	৫৫২
কথার (মূসা আ. ও শোয়াইবের কথার তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ)	২৮-কাসাস	২৮	৮১০
গ্রহণ (আল্লাহকে ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক গ্রহণ করা নিষেধ)	১৭-ইসরা	২	৭১৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাওয়া (তত্ত্বাবধায়ক পাবেন না রাসূল স. আল্লাহ ওহী নিয়ে নিলে)	১৭-ইসরা	৮৬	৭২১
মসজিদে হারামের তত্ত্বাবধায়ক না হয়েও লোকদেরকে...	৮-আনফাল	৩৪	৬৩৫
মানুষের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রাসূল স. কে প্রেরণ করেননি আল্লাহ	১৭-ইসরা	৫৪	৭১৮
মুশরিকরা তত্ত্বাবধায়ক পাবে না	১৭-ইসরা	৬৮	৭২০
মুনাফিকদের তত্ত্বাবধায়ক কে হবে ? (কিয়ামতের দিন)	৪-নিসা	১০৯	৫৭১
মুত্তাকীরাই তত্ত্বাবধায়ক মসজিদে হারামের	৮-আনফাল	৩৪	৬৩৫
রাসূল স. তত্ত্বাবধায়ক নন (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবকগ্রহণকারীর)	৪২-শূরা	৬	৮৯১
রাসূল স. তত্ত্বাবধায়ক নন (মানুষের পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪
রাসূল স. তত্ত্বাবধায়ক নন (মানুষের)	৩৯-যুমার	৪১	৮৭৪
রাসূল স. কি তার তত্ত্বাবধায়ক যে প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপেগ্রহণ করেছে	২৫-ফুরকান	৪৩	৭৮৫
রাসূল স. তার সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধায়ক নন	৬-আন্‌'আম	৬৬	৬০২
রাসূল স. মুশরিকদের তত্ত্বাবধায়ক নন	৬-আন্‌'আম	১০৭	৬০৬
তন্দ্রা			
আচ্ছন্ন (তন্দ্রা আচ্ছন্ন করল মুমিনদের এক দলকে উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
আল্লাহকে তন্দ্রা স্পর্শ করে না	২-বাকারা	২৫৫	৫৩০
মু'মিনদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করবেন আল্লাহ প্রশান্তির জন্য (বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
তরকারীর উপাদান			
আহারকারীদের জন্য তরকারির উপাদান (যায়তুন তৈল)	২৩-মু'মিনূন	২০	৭৬৭
তরঙ্গ (আরো দেখুন ঢেউ শব্দটি)			
আচ্ছন্ন করা(তরঙ্গ আচ্ছন্ন করলে মানুষ দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে)	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
কিয়ামতের দিনে (তরঙ্গের ন্যায় একে অপরের উপর এসে পড়বে)	১৮-কাহ্‌ফ	৯৯	৭৩৩
ধেয়ে আসা (নৌযানের দিকে ঢেউ/তরঙ্গ ধেয়ে আসে...)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
তর্ক (আরো দেখুন বিতর্ক শব্দটি)			
ইবরাহীমের সাথে নমরূদের তর্ক (প্রতিপালকের ব্যাপারে)	২-বাকারা	২৫৮	৫৩০
সুন্দর পন্থায় তর্ক/বিতর্ক (আল্লাহর পথে ডাকা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১২৫	৭১৩
তলদেশ (আরো দেখুন 'নীচ' শব্দটি)			
জান্নাতের নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত	৪৮-ফাতহ	১৭	৯১৭
জান্নাতের তলদেশে নহর প্রবাহিত	৮৫-বুরূজ	১১	১০১৫
জান্নাতের তলদেশে নদ-নদী প্রবাহিত (মুমিন সৎকর্মশীলদের জন্য)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	৮	১০২৯
তীব্র আগুনের তলদেশে যাক্কুম বৃক্ষ উৎপন্ন হয়	৩৭-সাফ্‌ফাত	৬৪	৮৬০
তল্লাশী			
ঘরে ঘরে তল্লাশী (বনী ইসরাইলের ঘরে ঘরে তল্লাশী...)	১৭-ইস্‌রা	৫	৭১৪
তাওয়াফ (আরো দেখুন 'প্রদক্ষিণ' শব্দটি)			
কা'বা/প্রাচীন ঘর তাওয়াফ করা (হজ্জ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২৯	৭৬০
তাওয়াফকারী			
আল্লাহর ঘরকে তাওয়াফকারীর জন্য পবিত্র রাখার নির্দেশ	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
পবিত্র রাখা (কাবা ঘর তাওয়াফকারীর জন্যে পবিত্র রাখা)	২-বাকারা	১২৫	৫১৪
পবিত্র রাখা(কা'বাকে তাওয়াফকারীর জন্য পবিত্র রাখার নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
তাওরাত			
অবতীর্ণ (তাওরাত অবতরণের পূর্বে ইসরাঈল নিজের উপর হারাম...)	৩-আলে ইমরান	৯৩	৫৪৫
অবতীর্ণ (তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৩	৫৩৬
অবতীর্ণ (তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
অবতীর্ণ (তাওরাত ও ইনজীল অবতরণের পরেও বিতর্ক...)	৩-আলে ইমরান	৬৫	৫৪২
ইঞ্জীল তাওরাতের সত্যায়নকারী	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
কায়েম (তাওরাত ও ইঞ্জীল কায়েম করা...)	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
কায়েম (তাওরাত কায়েম করত যদি আহলে কিতাবগণ...)	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
দায়িত্বভার (যারা তাওরাতের দায়িত্বভার বহন করেনি তাদের উপমা)	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
দৃষ্টান্ত (মুমিনদের দৃষ্টান্ত রয়েছে তাওরাতে)	৪৮-ফাতহ	২৯	৯১৯
নিয়ে আসা (তাওরাত নিয়ে আসার আহ্বান বনী ইসরাঈলদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	৯৩	৫৪৫
পথনির্দেশিকা বানানো হয় তাওরাতকে (বনী ইসরাঈলের জন্য)	৩২-সাজদা	২৩	৮৩২
প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাওরাতে (জান্নাতের প্রতিশ্রুতি)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
বনী ইসরাঈলের জন্য তাওরাতকে পথনির্দেশিকা বানানো হয়	৩২-সাজদা	২৩	৮৩২
বিধান (তাওরাতে রয়েছে আল্লাহর বিধান)	৫-মায়িদা	৪৩	৫৮৫
লিখিত (তাওরাতে মুহাম্মাদ সা. এর বিষয় লিখিত থাকা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
শিক্ষাদান (তাওরাত শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ ঈসাকে...)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
শিক্ষা দান (তাওরাত শিক্ষা দিবেন আল্লাহ ঈসাকে)	৩-আলে ইমরান	৪৮	৫৪০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
তাওরাত(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সত্যায়নকারী (তাওরাতের সত্যায়নকারী ঈসা আ.)	৩-আলে ইমরান	৫০	৫৪১
সত্যায়নকারী (তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে ঈসাকে প্রেরণ)	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
সত্যায়নকারী (তাওরাতের সত্যায়নকারী ঈসা আ.)	৬১-সাফ্ফ	৬	৯৬০
তাওহীদ (দেখুন একত্ববাদ শব্দটি)			
তাঁবু			
পর্বতকে তাঁবুর মত করে তুলে ধরা (বনী ইসরাঈলের উপর)	৭-আ'রাফ	১৭১	৬২৮
সুরক্ষিতা (তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুর জান্নাতে থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	৭২	৯৪২
তাকওয়া (আরও দেখুন 'ভয়' শব্দটি)			
আঘাতপ্রাপ্তরা যারা তাকওয়া অবলম্বন (উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৭২	৫৫২
আবাস (তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য আখিরাতের আবাসই উত্তম)	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
আল্লাহকে ভয় করা/তাকওয়া অবলম্বন (স্বামী-স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
আল্লাহ ভালবাসেন মুত্তাকীদেরকে	৩-আলে ইমরান	৭৬	৫৪৩
আল্লাহর ভয়ের উপর ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে যে...	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনকারী/সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন	১৬-নাহ্ল	১২৮	৭১৩
ইবাদতের মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ (আল্লাহর ইবাদত)	২-বাক্বারা	২১	৫০৩
ঈমান এনে তাকওয়া অবলম্বন করত যদি আহলে কিতাবগণ	৫-মায়িদা	৬৫	৫৮৮
ঈমান ও তাকওয়ার জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
উক্তি (কিয়ামতে তাকওয়া অবলম্বনকারী কুরআনকে মহাকল্যাণ বলবে)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
উত্তম (আখিরাতের আবাস তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য উত্তম)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
উত্তম সংবাদ তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য...	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
উদ্ধার (মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ উদ্ধার করবেন, (কিয়ামতের দিন)	৩৯-যুমার	৬১	৮৭৬
কর্মফল (তাকওয়া অবলম্বনকারীর কর্মফল নষ্ট করেন না আল্লাহ)	১২-ইউসুফ	৯০	৬৮৫
কল্যাণ (তাকওয়া অবলম্বন করলে কল্যাণ উন্মুক্ত করা হত)	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
কাফিররা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?	২৩-মু'মিনূন	৮৭	৭৭১
কুরআন দ্বারা সতর্ক করা (তাকওয়া অবলম্বনের জন্য)	৬-আন্'আম	৫১	৬০০
কুরবানীদাতার তাকওয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছে(রক্ত/ গোশত পৌছে না)	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
কুরআনের মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১১৩	৭৪৮
গোপনে কথা বলা তাকওয়ার কাজে	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩
জানা (আল্লাহ জানেন কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে)	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
তাওরাতকে ধারণ (তাকওয়া অবলম্বনের জন্য)	৭-আ'রাফ	১৭১	৬২৮
তাকওয়া অবলম্বন ও ধৈর্যধারণ দৃঢ়সংকল্পের বিষয়...	৩-আলে ইমরান	১৮৬	৫৫৪
দয়া (তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহর দয়া নির্ধারণ...)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
দান করেন আল্লাহ (যারা সঠিক পথ অবলম্বন করে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৭	৯১৩
নিকটবর্তী (তাকওয়ার নিকটবর্তী কাজ মার্জনা করা)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ দান যাতে তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে)	৬-আন্'আম	১৫৩	৬১১
নির্দেশ (তাকওয়ার নির্দেশ দানকারী বান্দা সম্পর্কে ভেবে দেখা)	৯৬-আলাক	১২	১০২৮
নিদর্শন দিন-রাতের পরিবর্তন (তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য)	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
ন্যায়বিচার তাকওয়ার নিকটবর্তী	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
পরীক্ষা (তাকওয়ার জন্য মুমিনদের অন্তরকে আল্লাহর পরীক্ষা...)	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
পরিণাম (তাকওয়া অবলম্বনকারীদের পরিণাম জান্নাত)	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
পাথেয় (তাকওয়া উত্তম পাথেয়)	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
পাপ (তাকওয়া অবলম্বনকারীর পাপ নেই মিনায় অবস্থান...)	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
পুরস্কার (ঈমান ও তাকওয়ার জন্য উত্তম পুরস্কার)	২-বাক্বারা	১০৩	৫১২
পূণ্য ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য করা	৫-মায়িদা	২	৫৮০
পূণ্য (তাকওয়া অর্জনই প্রকৃত পূণ্য)	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
পোশাক (তাকওয়ার পোশাক উত্তম)	৭-আ'রাফ	২৬	৬১৫
পৌঁছা (আল্লাহর কাছে কুরবানীদাতার তাকওয়া পৌঁছে)	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
প্রতিদান (তাকওয়ার প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৬	৯১৫
প্রতিফল (যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য উত্তম প্রতিফল)	১২-ইউসুফ	৫৭	৬৮২
বক্রতামুক্ত কুরআনের মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করা	৩৯-যুমার	২৮	৮৭৩
বনী ইসরাঈলের তাকওয়া অবলম্বন (তাওরাত মানার মাধ্যমে)	২-বাক্বারা	৬৩	৫০৭
বনী আদম আ. যদি তাকওয়া অবলম্বন করে ও সংশোধিত হলে...	৭-আ'রাফ	৩৫	৬১৬
বন্ধু (আল্লাহর বন্ধু -যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে)	১০-ইউনুস	৬৩	৬৬০
বাক্য (মুমিনদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করা)	৪৮-ফাত্হ	২৬	৯১৮
বিরত (তাকওয়া থেকে বিরত থাকতে আল্লাহর কসমকে ঢাল...)	২-বাক্বারা	২২৪	৫২৫
বুদ্ধিমানদের তাকওয়া অর্জনের জন্য কিসাসের বিধান...	২-বাক্বারা	১৭৯	৫২০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভিত্তি (তাকওয়া যার ভিত্তি রাসূল স. সালাতের জন্য সেখানেই দাঁড়াবেন)	৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
মর্যাদা (তাকওয়া অবলম্বনকারীরা মর্যাদায় উপরে থাকা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
মানুষের তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে নিদর্শন বর্ণনা	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
মুমিনরা তাকওয়া অবলম্বন করলে...	৩-আলে ইমরান	১২৫	৫৪৮
মুমিনরা তাকওয়া অবলম্বন করলে...	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭
মুশরিকরা কি তবু তাকওয়া অবলম্বন করবে না?	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
রক্ষা (ছামূদ জাতির মুত্তাকীদের রক্ষা করলেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্সিলাত	১৮	৮৮৭
রোযা (তাকওয়া অর্জনের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ)	২-বাক্বারা	১৮৩	৫২০
সহজ করা (তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য আল্লাহ সহজ করবেন)	৯২-লাইল	৫	১০২৫
স্ত্রীর ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন (সমতা রক্ষা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
স্পর্শ (শয়তানের প্ররোচনা স্পর্শ করলে তাকওয়াবান আল্লাহকে স্মরণ করে)	৭-আ'রাফ	২০১	৬৩১
হৃদয়ের তাকওয়া থেকেই আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়	২২-হাজ্জ	৩২	৭৬১
তাকওয়া অবলম্বনকারী			
উত্তম (আখিরাতের আবাস তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য উত্তম)	৬-আন্'আম	৩২	৫৯৮
জালিমদের হিসাবের কিছুই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের উপর নয়	৬-আন্'আম	৬৯	৬০২
তাকওয়াবান			
ইয়াহইয়া আ. তাকওয়াবান বান্দা ছিল	১৯-মারইয়াম	১৩	৭৩৪
উদ্ধার (তাকওয়াবানদেরকে উদ্ধার করবেন আল্লাহ...)	১৯-মারইয়াম	৭২	৭৩৯
জিবরাঈল তাকওয়াবান হলে (মারইয়ামের আশ্রয় প্রার্থনা...)	১৯-মারইয়াম	১৮	৭৩৫
বান্দা (তাকওয়াবান বান্দাদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী...)	১৯-মারইয়াম	৬৩	৭৩৮
মর্যাদাসম্পন্ন (অধিক তাকওয়াবান আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন)	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
তাকানো			
আল্লাহর দিকে মূসার তাকানো প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
আল্লাহ তাকাবেন না কিয়ামতে তাদের দিকে যারা...	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
ইবরাহীম আ. তারকারাজির দিকে একবার তাকাল	৩৭-সাফ্ফাত	৮৮	৮৬১
একে অপরের দিকে তাকায় মুনাফিকরা কোন সূরা অবতীর্ণ হলে...	৯-তাওবা	১২৭	৬৫৩
গোপন দৃষ্টিতে তাকাবে জালিমরা (কিয়ামতে)	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
জান্নাতে তাকালেই নেয়ামত ও বিশাল রাজ্য দেখা যাবে	৭৬-দাহ্র	২০	৯৯৬
দণ্ডায়মান হয়ে সকলে তাকাবে (শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁ-তে)	৩৯-যুমার	৬৮	৮৭৭
পুনরায় তাকালেও সৃষ্টিতে কোন ভাঙ্গন দেখতে পাওয়া যাবে না	৬৭-মুলক	৩	৯৭২
প্রতিপালকের দিকে উজ্জ্বল মুখমণ্ডলবিশিষ্টগণ তাকিয়ে থাকবে (কিয়ামতে)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৩	৯৯৪
মানুষ তাকিয়ে থাকে (কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হলে তার দিকে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৪	৯৪৭
মুনাফিকের(মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে মুনাফিক তাকায়)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
মুনাফিকরা তাকায় মৃত্যুভয়ে ভীত ব্যক্তির মত (যুদ্ধের নির্দেশ হলে)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
মূসা আ. ফিরে না তাকানো(লাঠি সাপের মত ছোটাছুটি করা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১০	৮০০
মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত লোকের মত তাকায় মুনাফিকরা (যুদ্ধের নির্দেশ হলে)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
রাসূল স. এর দিকে তাকিয়ে থাকা (শরীকরা না দেখা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৯৮	৬৩১
রাসূল স. এর দিকে তাকায় মুশরিকরা (কিন্তু দেখে না)	১০-ইউনুস	৪৩	৬৫৮
তাকিয়ে থাকা			
মৃত্যু দেখে তাকিয়ে থাকা...	৩-আলে ইমরান	১৪৩	৫৪৯
তাগুত			
অভিভাবক (কাফিরদের অভিভাবক হল তাগুত)	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
অস্বীকার (তাগুতকে অস্বীকারকারী মজবুত হাতল ধারণ করল)	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
ইবাদত (তাগুতের ইবাদত করেছিল পাপাচারীরা)	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
ঈমান (কিতাবের অংশ প্রদানের পরও প্রতিমা/তাগুতে ঈমান)	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
উপাসনা (তাগুত পূজা পরিহারকারী বান্দাদের জন্য সুসংবাদ)	৩৯-যুমার	১৭	৮৭২
পথ (কাফিররা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে)	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
বর্জন(রাসূলগণ আল্লাহর ইবাদত করতে/তাগুত বর্জনের নির্দেশ দেন)	১৬-নাহ্ল	৩৬	৭০৬
বিচারপ্রার্থনা (আহলেকিতাব তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থনা করতে চায়)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
তাজা			
গোশত (সমুদ্র থেকে তাজা গোশত/মাছ আহার প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
গোশত (মাছ) সমুদ্র থেকে আহরণ (আল্লাহর অনুগ্রহ)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
তাড়াতাড়ি			
কল্যাণ (মানুষ কল্যাণকে তাড়াতাড়ি পেতে চায়...)	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
কিয়ামতের ব্যাপারে অবিশ্বাসীরাই তাড়াতাড়ি করে	৪২-শূরা	১৮	৮৯২
খেয়ে ফেলা (ইয়াতিমের সম্পদ তাড়াতাড়ি করে খেয়ে ফেলা)	৪-নিসা	৬	৫৫৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
তাড়াতাড়ি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দুদিনে তাড়াতাড়ি মিনায় অবস্থান সম্পন্ন করাতে পাপ নেই	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
নিদর্শন দেখানোর বিষয়ে আল্লাহকে তাড়াতাড়ি করতে না বলা	২১-আম্বিয়া	৩৭	৭৫২
রাসূল স. কুরআন মুখস্ত করতে তাড়াতাড়ি করা ও জিহবা সঞ্চালন প্রসঙ্গ	৭৫-কিয়ামাহ্	১৬	৯৯৩
শাস্তি তাড়াতাড়ি করতে বলে কাফিররা (রাসূল স. কে)	২৯-আনকাবূত	৫৩	৮২০
শাস্তি তাড়াতাড়ি করতে বলে কাফিররা	২৯-আনকাবূত	৫৪	৮২০
শাস্তির জন্য জালিমরা যেন তাড়াহুড়ো না করে	৫১-যারিয়াত	৫৯	৯২৮
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি তারাতারি পেতে চায় কাফিররা)	৩৭-সাফ্ফাত	১৭৬	৮৬৫
শাস্তি (কাফিররা যে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলত তা তাদেরকে...)	৫১-যারিয়াত	১৪	৯২৫
তাড়াতাড়ি পেতে চাওয়া			
অকল্যাণকে কল্যাণের পূর্বে তাড়াতাড়ি পেতে চাওয়া(ছামূদ জাতির)	২৭-নামল	৪৬	৮০৪
অপরাধীরা কি শাস্তির বিষয়টি তাড়াতাড়ি পেতে চায়!	১০-ইউনুস	৫০	৬৫৯
কাফিরদের পুনরুত্থানের সময় তাড়াতাড়ি পেতে চাওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৭২	৮০৬
জালিমরা যা তাড়াতাড়ি পেতে চায় ... (শাস্তি প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৫৮	৬০১
শাস্তি (কাফিরদের শাস্তি তাড়াতাড়ি পেতে চাওয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৫৭	৬০১
শাস্তি তাড়াতাড়ি পেতে চাওয়া (অপরাধীদের)	২৬-শু'আরা	২০৪	৭৯৮
শাস্তি তাড়াতাড়ি পেতে চাওয়া (অপরাধীদের প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৫১	৬৫৯
তাড়ানো			
ইয়াতীমকে তাড়ানো (বিচার দিনকে অস্বীকারকারীর কাজ)	১০৭-মাউন	২	১০৩৪
মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া নূহের কাজ নয়	২৬-শু'আরা	১১৪	৭৯৪
মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া নূহ আ. এর কাজ নয়	১১-হূদ	২৯	৬৬৮
মুমিনদের তাড়ালে নূহকে আল্লাহ থেকে কে রক্ষা করবে?	১১-হূদ	৩০	৬৬৮
মেঘমালাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ফেরেশতাদের শপথ	৩৭-সাফ্ফাত	২	৮৫৭
তাড়াহুড়া			
আদ জাতির তাড়াহুড়া (শাস্তিস্বরূপ ঝড়ো বাতাস প্রেরণ প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	২৪	৯১০
কাফিরদের জন্য তাড়াহুড়া করতে রাসূল স. কে নিষেধ প্রসঙ্গ	৪৬-আহ্কাফ	৩৫	৯১১
কাফিরদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করার নির্দেশ	১৯-মারইয়াম	৮৪	৭৪০
কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া না করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
প্রতিপালকের নির্দেশের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা (মূসার সম্প্রদায়ের)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
মূসার তাড়াহড়া আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে (তূর পর্বতে গমণ প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৪	৭৪৬
মূসার সম্প্রদায়ের বিষয়ে তার তাড়াহুড়া(তূর পর্বত প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৩	৭৪৬
তাড়িয়ে নেয়া			
অপরাধীদেরকে তাড়িয়ে নিবেন আল্লাহ জাহান্নামের দিকে...	১৯-মারইয়াম	৮৬	৭৪০
কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে	৮-আনফাল	৬	৬৩২
তাৎপর্য			
কুরআনের তাৎপর্য আসার/বুঝার পূর্বেই একে মিথ্যা অভিহিত করা!	১০-ইউনুস	৩৯	৬৫৮
তাপ			
বের হওয়া (তাপের মধ্যে বের হতে নিষেধ করে মুনাফিকরা তাবুক)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
রক্ষা (আল্লাহ তাপ থেকে রক্ষার উপযোগী পোশাক বানিয়েছেন)	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
তাবু (ঘর)			
গবাদি পশুর চামড়া দিয়ে মানুষের ঘর(তাবু) বানানো...	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
চামড়ার (গবাদি পশুর চামড়া দিয়ে মানুষের ঘর/তাবু বানানো)	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
তামা			
ঝর্না (তামার ঝর্না প্রবাহিত করেছিরেন আল্লাহ সুলাইমানের জন্য)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
ঢেলে প্রাচীর নির্মাণ করা (জুলকারনাইনের)	১৮-কাহ্ফ	৯৬	৭৩২
লোহার উপর (ঢেলে দিয়ে প্রাচীর নির্মাণ করা)	১৮-কাহ্ফ	৯৬	৭৩২
তামাত্তু			
ওমরার মাধ্যমে তামাত্তু করা (হজ্জের আগে মক্কায়...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
তামাশা (আরো দেখুন খেল-তামাশা শব্দটি)			
উত্তম নয় (আল্লাহর কাছে যা আছে তা তামাশার চেয়ে উত্তম)	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়	২৯-আনকাবূত	৬৪	৮২১
দুনিয়ার জীবন খেল-তামাসা মাত্র	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৬	৯১৫
দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছু নয়	৬-আন্'আম	৩২	৫৯৮
দুনিয়ার জীবন কেবল খেল-তামাশা চাকচিক্য অহংকার ও...	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
দেখা (খেলা দেখে লোকেরা রাসূল স. কে রেখে ছুটে যায়)	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করার পরিণাম	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে কাফিররা	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
তামাশাকারী			
ইবরাহীম আ. কি তামাশাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ? (সম্প্রদায়ের প্রশ্ন)	২১-আম্বিয়া	৫৫	৭৫৩
তামাশার সামগ্রী			
গ্রহণ (আল্লাহ তামাশার সামগ্রী গ্রহণ করতে চাইলে...)	২১-আম্বিয়া	১৭	৭৫১
তায়াম্মুম			
পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুমের বিধান (পানি না পেলে...)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
পবিত্রতা অর্জনের জন্য তায়াম্মুম (অজু/গোসলের পরিবর্তে)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
তারকা			
অধীন (তারকারাজি আল্লাহর নির্দেশের অধীন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
অস্তমিত(তারকা অস্তমিত হওয়ার পর আল্লাহর পবিত্রতা)	৫২-তূর	৪৯	৯৩১
ইবরাহীম আ. তারকারাজির দিকে একবার তাকাল	৩৭-সাফ্ফাত	৮৮	৮৬১
উজ্জ্বল তারকা (রাতে আত্মপ্রকাশকারী উজ্জ্বল তারকা)	৮৬-তারিক	৩	১০১৭
এগার তারকা ও চন্দ্র-সূর্যকে ইউসুফ তার প্রতি সেজদাবনত দেখল...	১২-ইউসুফ	৪	৬৭৭
কসম (তারকার কসম যখন তা অস্তমিত হয়)	৫৩-নাজম	১	৯৩২
কসম (নক্ষত্রসমূহের পতনস্থলের কসম)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৫	৯৪৬
খসে পড়বে (কিয়ামতের দিন তারকারাজি খসে পড়বে)	৮১-তাকভীর	২	১০০৮
নিষ্প্রভ করা হবে তারকারাজি (প্রতিশ্রুত কিয়ামতের দিন)	৭৭-মুরসালাত	৮	৯৯৭
নিদর্শন (অনুধাবনকারীদের জন্য তারকারাজি নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
নির্দেশাধীন (তারকা আল্লাহর নিদেশের অধীন)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
পথ পাওয়া (স্থল/সমুদ্রের অন্ধকারে তারকার মাধ্যমে পথ পাওয়া)	৬-আন্'আম	৯৭	৬০৫
সিজদা (তারকা আল্লাহকে সিজদা করে)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
তারতীল			
পাঠ (তারতীলের সাথে কুরআন পাঠের নির্দেশ রাসূল স. কে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৪	৯৮৮
তালাক			
ইদ্দত (তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
ইদ্দত (তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত)	২-বাকারা	২২৮	৫২৬
ইদ্দত (স্বামী মারাগেলে)	২-বাকারা	২৩৪	৫২০
ইদ্দত (গর্ভবতীর ইদ্দত)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
ইদ্দত (মাসিক বন্ধ নারীদের ইদ্দত)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
খোর পোষ/ভরণ পোষণ (ইদ্দতকালে)	২-বাকারা	২৩৩	৫২৭
খোর পোষ/ভরণ পোষণ (ইদ্দতকালে)	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
খোর পোষ/ভরণ পোষণ (ইদ্দতকালে)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
খোলা তালাক	২-বাকারা	২২৯	৫২৬
দুইবার (তালাক দুইবার রাজয়ী তালাক প্রসঙ্গ...)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসা...	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
নবীর স্ত্রীদের তালাক দেয়ার সময় ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখা	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
নবী স্ত্রীকে তালাক দিলে আল্লাহ্ তাকে উত্তম স্ত্রী দিতে পারেন	৬৬-তাহ্রীম	৫	৯৭০
প্রতিরক্ষা নীতি	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
বায়েন তালাক	২-বাকারা	২৩০	৫২৬
বাসস্থান (ইদ্দতকালে)	৩৫-তালাক	১	৯৬৯
বাসস্থান (ইদ্দতকালে)	৩৫-তালাক	৬	৯৬৯
বিধান (তালাকের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিধান)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
বিধান (তালাক ২ বার)	২-বাকারা	২২৯	৫২৯
মিলনের পূর্বে তালাক	২-বাকারা	২৩৬	৬২৭
মিলনের পূর্বে তালাক	২-বাকারা	২৩৭	৬২৭
রিজ'ঈ তালাক	২-বাকারা	২২৮	৫২৬
রিজ'ঈ তালাক	২-বাকারা	২২৯	৫২৬
রিজ'ঈ তালাক	২-বাকারা	২৩১	৫২৬
সংকল্প (তালাকের সংকল্প করা ইলা দ্বারা তালাক...)	২-বাক্বারা	২২৭	৫২৫
স্ত্রীকে তালাক দেয়াতে অপরাধ নেই (স্পর্শ করা বা মোহর ...)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
স্ত্রীদেরকে তালাক দিলে নির্দিষ্ট সময়ে পৌছার পর...	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার পর যখন নির্দিষ্ট সময়ে পৌছে...	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
স্ত্রীকে তালাক দেয়া (তৃতীয় বারের তালাক)	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে ইদ্দত নেই	৩৩-আহযাব	৪৯	৮৩৭
স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে (অর্ধেক মোহর)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
তালাকপ্রাপ্তা			
প্রতীক্ষা (তালাকপ্রাপ্তারা প্রতীক্ষা করবে তিনটি মাসিক পর্যন্ত)	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
ভোগ্যসামগ্রী (তালাকপ্রাপ্তাকে ন্যায়সঙ্গত ভোগ্যসামগ্রী দেয়া...)	২-বাক্বারা	২৪১	৫২৮
তালাবদ্ধ			
অন্তর (তাদের হৃদয় তালাবদ্ধ যারা কুরআন নিয়ে চিন্তা করে না)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৪	৯১৪
তালাশ			
অনুগ্রহ (সমুদ্রে আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশে সমুদ্রে নৌযান পরিচালনা...)	১৭-ইস্রা	৬৬	৭১৯
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করার জন্য...)	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করার জন্য বায়ু প্রেরণ)	৩০-রূম	৪৬	৮২৫
অনুগ্রহ তালাশ করাতে অপরাধ নেই (হজ্জ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯৮	৫২২
অনুগ্রহ তালাশের জন্য দিন বানিয়েছেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৭৩	৮১৪
আবাস (আখিরাতের আবাস তালাশ করা...)	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
উপায় তালাশ করার নির্দেশ (আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়)	৫-মায়িদা	৩৫	৫৮৪
দ্বীন (ইসলাম ছাড়া দ্বীন তালাশ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না)	৩-আলে ইমরান	৮৫	৫৪৪
মধ্যপন্থা (সালাতের কিরায়াতে মধ্যপন্থা অবলম্বন)	১৭-ইস্রা	১১০	৭২৩

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
তালিকাভুক্ত			
সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করার প্রার্থনা (হাওয়ারীদের)	৩-আলে ইমরান	৫৩	৫৪১
সাক্ষ্যদানকারীদের সাথে তালিকাভুক্ত করার দোয়া (নাসারা মুমিনদের)	৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
তালুত			
প্রেরণ (তালূতকে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ বাদশাহ হিসাবে)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
বাহিনী (তালুত ও তার সাথীদের নহর অতিক্রম...)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
বের হলেন তালুত তার বাহিনীসহ জালুতের বিরুদ্ধে	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
তাসনীম			
মিশ্রণ (তাসনীমের মিশ্রণ থাকবে জান্নাতের পানীয়তে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৭	১০১২
তাসবীহ (পবিত্রতা)			
আল্লাহর তাসবীহ ফেরেশতারা ঘোষণা করেন (আদম আ. সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
তাসবীহ (বর্ণনাকারী)			
আল্লাহর তাসবীহ না করলে মাছের পেটেই অবস্থান করত ইউনুস	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৩	৮৬৪
তাহাজ্জুদ			
রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের নির্দেশ রাসূল স. কে	১৭-ইস্রা	৭৯	৭২০
মু'মিনদের পিঠগুলো রাত্রে বিছানা থেকে আলাদা থাকে...	৩২-সাজ্দা	১৬	৮৩১
মুহসিনগণ রাত্রে কমই ঘুমায়.... (তাহাজ্জুদে মগ্ন থাকে)	৫১-যারিয়াত	১৭-১৮	৯২৫-
বুদ্ধিমানেরা রাত্রে সিজদা ও দাড়ানো অবস্থায় থাকে...	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
রহমানের বান্দারা রাত্রে সিজদা ও দাড়ানো অবস্থায় থাকে...	২৫-ফুরকান	৬৪	৭৮৭
মুত্তাকিরা শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে.... (তাহাজ্জুদে)	৩-আলে ইমরান	১৭	৫৩৭
রাসূল স. কে রাত্রে দীর্ঘ সময় ইবাদতের নির্দেশ (তাহাজ্জুদ)	৭৬-দাহর	২৬	৯৯৬
তিক্ত			
কিয়ামত অত্যন্ত ভয়াবহ ও তিক্ত	৫৪-কামার	৪৬	৯৩৮
তিন			
'আল্লাহ তিন জনের তৃতীয় জন'- বলে কুফরী করেছে	৫-মায়িদা	৭৩	৫৮৯
গোপনীয় তিন সময় ঘরে প্রবেশে অনুমতি গ্রহণ...	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
দিন (তিন দিন কথা বলতে পারবে না যাকারিয়া মানুষের সাথে)	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
দিন (তিন দিন রোজা রাখা কুরাবনীর পশু না পেলে...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
দিন (ছামুদ জাতির আবাসে তিনদিন উপভোগের অবকাশ...)	১১-হূদ	৬৫	৬৭১
ধরনের (মাতৃগর্ভের তিন ধরনের অন্ধকারে মানুষ সৃষ্টি)	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
মাসিক (তিন মাসিক পর্যন্ত পতীক্ষা করবে তালাকপ্রাপ্তারা)	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
রাত (তিনরাত কথা বলতে পারবে না যাকারিয়া)	১৯-মারইয়াম	১০	৭৩৪
রোযা (সামর্থহীনের জন্য তিন দিন রোযা রাখা কসমের কাফ্ফারা)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে চলা মিথ্যা অভিহিতকারীদের	৭৭-মুরসালাত	৩০	৯৯৮
শ্রেণী (মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭	৯৪৩
তিনজন			
আসহাবে কাহাফের সংখ্যা (কারো কারো ধারণা)	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
ইলাহ তিনজন না বলার নির্দেশ (আহলে কিতাবদের প্রতি)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
পিছনে ফেলে রাখা তিনজন (তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
বিয়ে(দুই তিন বা চার জনকে বিয়ে করার বৈধতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
তিন তিন			
পাখা (তিন পাখাবিশিষ্ট ফেরেশতাকে বাণীবাহক করেছেন)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
তিনদিন			
উপভোগ (ছামুদ জাতির আবাসে তিনদিন উপভোগের অবকাশ)	১১-হূদ	৬৫	৬৭১
তিনবার			
অনুমতি গ্রহণ করবে তিন সময় (ঘরে প্রবেশের জন্য)	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
তিনব্যক্তি			
গোপন কথা (তিন জনের গোপন কথায় চতুর্থজন আল্লাহ)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
তিন ভাগের একভাগ			
একাধিক ভাইবোন ১/৩ পাবে(পিতামাতা/সন্তান না থাকলে)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
মায়ের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ (মৃতের সন্তান না থাকলে)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
তিন ভাগের দুই ভাগ			
একাধিক কন্যা তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে (শুধু কন্যা থাকলে)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
বোনরা তিনভাগের দু'ভাগ পাবে (কালালাহর প্রসঙ্গে বোন দু'জন হলে)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
তিন মাস			
ইদ্দত (ঋতু:স্রাবহীন নারীর ইদ্দত তিনমাস)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
তিনশত			
তিনশত বছর গুহায় অবস্থান (আসহাবে কাহফের)	১৮-কাহ্ফ	২৫	৭২৬
তিন হাজার			
ফেরেশতা (তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য বদর যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১২৪	৫৪৮
তিরস্কার			
আযীযের স্ত্রীকে তিরস্কার করল নারীরা (ইউসুফের ব্যাপারে)	১২-ইউসুফ	৩২	৬৭৯
দ্বীনের প্রতি তিরস্কার করলে কাফির প্রধানদের সাথে যুদ্ধ	৯-তাওবা	১২	৬৪১
বাগানওয়ালারা পরস্পরকে তিরস্কার করতে করতে সামনা সামনি...	৬৮-ক্বালাম	৩০	৯৭৬
ভয় (তিরস্কারকে ভয় পাবে না মুরতাদদের স্থলাভিষিক্তরা...)	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
ভাইদের প্রতি কোন তিরস্কার নেই (ইউসুফের)	১২-ইউসুফ	৯২	৬৮৫
তিরস্কারকারী			
আত্মা (তিরস্কারকারী আত্মার কসম)	৭৫-কিয়ামাহ্	২	৯৯৩
তিরস্কার (তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় পাবে না যাদেরকে...)	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
তিরস্কৃত			
ইউনুস নিজেকে তিরস্কৃত করলেন...	৩৭-সাফ্ফাত	১৪২	৮৬৩
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তিরস্কৃত অবস্থায় (অন্য ইলাহ নির্ধারণ করলে)	১৭-ইস্রা	৩৯	৭১৭
নিঃস্ব ও তিরস্কৃত হয়ে বসে পড়বে (অপব্যয় করলে)	১৭-ইস্রা	২৯	৭১৬
ফির'আউন ছিল তিরস্কৃত	৫১-যারিয়াত	৪০	৯২৭
মুমিনগণ তিরস্কৃত হবে না (স্ত্রী ও দাসীদের সাথে যৌনাচার করলে)	২৩-মু'মিনূন	৬	৭৬৬
রাসূল স. তিরস্কৃত হবে না (কাফিরদেরকে উপেক্ষা করে চললে)	৫১-যারিয়াত	৫৪	৯২৮
লজ্জাস্থান হেফাজতের ব্যাপারে তিরস্কৃত হবে না যারা...	৭০-মা'আরিজ	৩০	৯৮২
তিলাওয়াত (আরো দেখুন পাঠ শব্দটি)			
আয়াত (আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করলে বলে...)	৬৮-ক্বালাম	১৫	৯৭৫
পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেন (আল্লাহর নিকট হতে আসা রাসূল)	৯৮-বায়্যিনাহ্	২	১০২৯
রাসূল স. পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেন	৯৮-বায়্যিনাহ্	২	১০২৯
তীক্ষ্ণ			
ভাষা(তীক্ষ্ণ ভাষাসহ মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
তীন			
কসম 'তীন' ও 'যায়তুন' এর (আল্লাহ কসম করেছেন)	৯৫-তীন	১	১০২৭
তীব্র আগুন (আরো দেখুন অগ্নিশিখা/জ্বলন্ত/প্রজ্জ্বলিত আগুন/জাহান্নাম শব্দটি)			
অধিবাসী (তীব্র আগুনের অধিবাসী হবে তারা যারা...)	৫-মায়িদা	১০	৫৮১
অধিবাসী (তীব্র আগুনের অধিবাসী আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী)	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
কাফির সঙ্গীকে তীব্র আগুনের মধ্যে দেখতে পাবে জান্নাতিরা	৩৭-সাফ্ফাত	৫৫	৮৫৯
জালিমদেরকে তীব্র আগুনের দিকে পথ দেখানোর নির্দেশ	৩৭-সাফ্ফাত	২৩	৮৫৮
টেনে নেয়া (পাপীদেরকে তীব্র আগুনের দিকে টেনে নেয়া হবে)	৪৪-দুখান	৪৭	৯০৪
তলদেশে (তীব্র আগুনের তলদেশে যাক্কুম বৃক্ষ উৎপন্ন হয়)	৩৭-সাফ্ফাত	৬৪	৮৬০
দহন (মিথ্যা অভিহিতকারী পথভ্রষ্টদের জন্য তীব্র আগুনের দহন)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯৪	৯৪৭
নিক্ষেপ(বামহাতে আমলনামাপ্রাপ্তকে তীব্র আগুনে নিক্ষেপ)	৬৯-হাক্কাহ্	৩১	৯৭৯
নিক্ষেপ (ইবরাহীমকে তীব্র আগুনে নিক্ষেপের পরিকল্পনা)	৩৭-সাফ্ফাত	৯৭	৮৬১
প্রত্যাবর্তন (জালিমদের প্রত্যাবর্তন তীব্র আগুনের দিকে)	৩৭-সাফ্ফাত	৬৮	৮৬০
প্রবেশকারী (কেবল তীব্র আগুনে প্রবেশকারীই বিভ্রান্ত হবে)	৩৭-সাফ্ফাত	১৬৩	৮৬৫
প্রকাশ (আখিরাতে বিপথগামীদের জন্য তীব্র আগুনকে প্রকাশ করা হবে)	২৬-শু'আরা	৯১	৭৯২
প্রকাশ করা হবে (কিয়ামতের দিন) তীব্র আগুনকে	৭৯-নাযি'আত	৩৬	১০০৪
মুশরিকরা তীব্র আগুনের অধিবাসী	৯-তাওবা	১১৩	৬৫২
রক্ষা (মুত্তাকীদের আল্লাহ তীব্র আগুন থেকে রক্ষা করবেন)	৫২-তূর	১৮	৯৩০
শাস্তি (তীব্র আগুন থেকে মু'মিনদেরকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা...)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
শাস্তি (তীব্র আগুনের শাস্তি থেকে মুত্তাকীদেরকে রক্ষা...)	৪৪-দুখান	৫৬	৯০৪
শাস্তি (মুত্তাকীদের আল্লাহ তীব্র আগুন থেকে রক্ষা করবেন)	৫২-তূর	১৮	৯৩০
বিরোধিতা (মুনাফিকদের পারস্পরিক বিরোধিতা তীব্রতর)	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
তীর			
নিক্ষেপ (শিশু মূসার সিন্দুককে সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ করা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
ভাগ্য নির্ধারণ (তীরের মাধ্যমে ভাগ্যনির্ধারণ হারাম)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
শয়তানের কাজ (মদ জুয়া মূর্তিপূজার বেদী ভাগ্য নির্ণায়ক তীর)	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
তুওয়া			
উপত্যকায় মূসাকে ডেকে বললেন প্রতিপালক...	৭৯-নাযি'আত	১৬	১০০৩
উপত্যকা (পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আল্লাহর সাথে মূসার সাক্ষাৎ)	২০-ত্বা-হা	১২	৭৪১
তুচ্ছ (আরো দেখুন 'সামান্য' শব্দটি)			
গণ্য (তুচ্ছ গণ্য করছিল মু'মিনরা ইফকের ঘটনাকে)	২৪-নূর	১৫	৭৭৫
পানি (তুচ্ছ পানির নির্যাস হতে মানব বংশধর সৃষ্টি)	৩২-সাজ্দা	৮	৮৩০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
তুচ্ছ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পানি থেকে সৃষ্টি (মানুষকে)	৭৭-মুর্‌সালাত	২০	৯৯৮
মশার চাইতে তুচ্ছ জিনিসের উপমা দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
তুচ্ছ সম্পদ			
আসা (অনুরূপ তুচ্ছ সম্পদ আসলে কিতাবের উত্তরাধিকারীরা গ্রহণ করে)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
নগণ্য জীবনের তুচ্ছ সম্পদ গ্রহণ (কিতাবের উত্তরাধিকারীদের)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
তুফান (দেখুন ঝড় শব্দটি)			
তুব্বা			
সম্প্রদায় (তুব্বা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা ছিল অপরাধী)	৪৪-দুখান	৩৭	৯০৩
সম্প্রদায় (রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল তুব্বা সম্প্রদায়)	৫০-ক্বাফ	১৪	৯২২
তুলে ধরা/তুলে নেয়া			
পর্বতকে তাঁবুর মত করে তুলে ধরা (বনী ইসরাঈলের উপর)	৭-আ'রাফ	১৭১	৬২৮
ঈসাকে আল্লাহ তার কাছে তুলে নিয়েছেন	৪-নিসা	১৫৮	৫৭৭
ফলক তুলে নেয়া (মূসার প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫৪	৬২৬
তুহমাত (দেখুন অপবাদ শব্দটি)			
তূর পর্বত			
উত্তোলন (বনী ইসরাঈলের উপর তূর পর্বত উত্তোলন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৩	৫০৭
উত্তোলন (বনী ইসারাঈলের উপর তূর পর্বত উত্তোলন)	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
উত্তোলন (বনী ইসরাঈলের উপর তূর পর্বত উত্তোলন প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
কসম (তূর পর্বতের কসম)	৫২-তূর	১	৯২৯
ডান দিক (তুর পর্বতের ডান দিক থেকে মূসাকে আহ্বান...)	১৯-মারইয়াম	৫২	৭৩৭
পাশে (তুর পর্বতের পাশে রাসূল স. ছিলেন না মূসা আ. প্রসঙ্গ)	২৮-কাসাস	৪৬	৮১২
পাশে (তূর পর্বতের পাশে আগুন দেখতে পেল মূসা)	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
প্রতিশ্রুতি (তুর পর্বতের ডানপাশে বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি)	২০-ত্বা-হা	৮০	৭৪৬
তৃণ/তৃণলতা			
শুকনো তৃণের মত হয়ে গেল ছামুদ সম্প্রদায়	৫৪-কামার	৩১	৯৩৭
উৎপন্ন করেন আল্লাহ (যমীনে) ভোগ্যসামগ্রীরূপে...	৮০-আবাসা	৩১	১০০৭
সিজদারত (গাছ-পালা ও তৃণলতা সবাই সিজদারত)	৫৫-রাহ্‌মান	৬	৯৩৯
তৃতীয়			
'আল্লাহ তিন জনের তৃতীয় জন'- বলে কুফরী করেছে	৫-মায়িদা	৭৩	৫৮৯
'মানাত' প্রতিমা সম্পর্কে ভেবে দেখার আহ্বান	৫৩-নাজম	২০	৯৩২
শক্তিশালী করেন আল্লাহ তৃতীয় একজন দ্বারা দু'জনকে ...	৩৬-ইয়াসীন	১৪	৮৫২
তৃপ্ত			
নয়ন তৃপ্ত হওয়ার মত উপকরণ থাকবে জান্নাতে	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
তৃপ্তি			
আহার(জান্নাতীদের তৃপ্তির সাথে আহার ও পান করতে বলা হবে)	৬৯-হাক্বাহ্	২৪	৯৭৯
জান্নাতে মুত্তাকীদের তৃপ্তিসহ পানাহার...	৫২-তূর	১৯	৯৩০
পান (জান্নাতীদের তৃপ্তির সাথে আহার ও পান করতে বলা হবে)	৬৯-হাক্বাহ্	২৪	৯৭৯
পানাহার (জান্নাতে মুত্তাকীদের তৃপ্তিসহ পানাহার)	৫২-তূর	১৯	৯৩০
পানাহার তৃপ্তিসহ (মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতে)	৭৭-মুর্‌সালাত	৪৩	৯৯৯
তৃষ্ণা			
স্পর্শ (তৃষ্ণা ক্লান্তি ও ক্ষুধা স্পর্শ করে মুমিনদেরকে (আল্লাহর পথে)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
তৃষ্ণার্ত উট (আরো দেখুন পিপাসার্ত শব্দটি)			
পান করা (তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় পানি পান করবে পথভ্রষ্টরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৫	৯৪৫
তেল			
আকাশ লালচে তেলের মত লাল হবে (কিয়ামতের দিন)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৭	৯৪০
উৎপন্ন (তৈল উৎপন্ন করে সিনাই পর্বতে উৎপন্ন যায়তুন গাছ)	২৩-মু'মিনূন	২০	৭৬৭
যায়তুন গাছের তেল আলোদানের উপক্রম হয়...	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
তৈরি (আরো দেখুন প্রস্তুত শব্দটি)			
আগুন তৈরী করেন আল্লাহ (সবুজ গাছ থেকে)	৩৬-ইয়াসীন	৮০	৮৫৬
আবরণ তৈরি করা (কাফিরদের হৃদয়ে)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
ঈসা আ. তৈরী করতেন কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি...	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
কৌশল তৈরি করা (ফিরাউনের জাদুকরের কৌশলসাপ/দড়ি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৬৯	৭৪৫
ঘর তৈরির নির্দেশ (মূসা/তার ভাইকে সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
জাদুকররা যা তৈরি করেছে মূসার লাঠি তা গিলে ফেলা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৬৯	৭৪৫
নৌকা তৈরির সময় সম্প্রদায় প্রধানরা নূহকে বিদ্রুপ করত!	১১-হূদ	৩৮	৬৬৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পথ তৈরি (মূসার লাঠির আঘাতে বনী ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রে পথ)	২০-ত্বা-হা	৭৭	৭৪৫
ফলফলাদি (মানুষের হাত তৈরী করেনি, আল্লাহই করেছেন)	৩৬-ইয়াসীন	৩৫	৮৫৩
ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের তৈরি শিল্প ধ্বংস প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
বর্ম তৈরীর নির্দেশ দাউদকে (লোহা দিয়ে)	৩৪-সাবা	১১	৮৪২
মিথ্যা তৈরি(ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের মূর্তির উপাসনা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
তৈজসপত্র			
অলংকার ও তৈজসপত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে ধাতু উত্তপ্ত করার দৃষ্টান্ত...	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
তোয়া-সীন-মীম			
আয়াত (তোয়া-সীন-মীম এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের/কুরআনের আয়াত)	২৭-নামল	১	৮০০
হুরুফে মুকাত্তয়াত (তোয়া-সীন-মীম এগুলো হুরুফে মুকাত্তয়াত)	২৭-নামল	১	৮০০
হুরুফে মুকাত্তায়াত (তোয়া-সীন-মীম)	২৬-শু'আরা	১	৭৮৮
তৌফিক (দেখুন সামর্থ্য শব্দটি)			
ত্যাগ (আরো দেখুন হিজরত/পরিত্যাগ/বর্জন শব্দটি)			
মিসর ত্যাগ করবে না বড় ভাই (পিতার অনুমতি ছাড়া)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
ত্বক			
মুত্তাকীর ত্বক/দেহ কুরআন পাঠে কেঁপে ওঠে	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
মুত্তাকীর ত্বক/দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে নরম হয়	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
সাক্ষ্য দিবে (ত্বক কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২২	৮৮৭
সাক্ষ্য দিবে ত্বক (জাহান্নামিদের বিরুদ্ধে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২১	৮৮৭
সাক্ষ্য দিবে (কৃতকর্ম সম্পর্কে ত্বক আখিরাতে সাক্ষ্য দিবে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২০	৮৮৭
ত্বরান্বিত			
অকল্যাণকে আল্লাহ যদি ত্বরান্বিত করতেন...(মানুষের জন্য)	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে বলে কাফিররা (রাসূল স. কে)	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
কল্যাণ ত্বরান্বিত মনে করে মানুষ (আল্লাহ সাহায্য করলে...)	২৩-মু'মিনূন	৫৬	৭৬৯
নির্দেশ ত্বরান্বিত করতে চাওয়া ঠিক নয় (আল্লাহর নির্দেশ)	১৬-নাহ্‌ল	১	৭০৩
নির্দিষ্ট সময়কে ত্বরান্বিত করতে পারবে না কেউ...	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
নির্দিষ্ট/মৃত্যুর সময়কে মানুষ ত্বরান্বিত করতে পারবে না	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
প্রতিশ্রুতি ত্বরান্বিত করেছেন আল্লাহ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের)	৪৮-ফাত্‌হ	২০	৯১৮
ফিরআউনের পক্ষ থেকে শাস্তি ত্বরান্বিত করার ভয় (মূসার)	২০-ত্বা-হা	৪৫	৭৪৩
মুহূর্তকাল ত্বরান্বিত করতে পারবে না (প্রতিশ্রুত দিন)	৩৪-সাবা	৩০	৮৪৩
মুহূর্ত (এক মহূর্ত ত্বরান্বিত হবে না/কোন উম্মতের নির্দিষ্ট সময়)	৭-আ'রাফ	৩৪	৬১৫
শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে কাফিররা (রাসূল স. কে)	২২-হাজ্জ	৪৭	৭৬২
শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন আল্লাহ (সময় নির্ধারিত না থাকলে)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৮	৭২৯
শাস্তি ত্বরান্বিত করার কামনা (হিসাবের পূর্বে)	৩৮-সোয়াদ	১৬	৮৬৬
ত্বরাপ্রবণ/ত্বরা প্রবণতা			
মানুষ ত্বরাপ্রবণ	১৭-ইস্‌রা	১১	৭১৫
মানুষকে ত্বরা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে	২১-আম্বিয়া	৩৭	৭৫২
ত্বা-হা			
হরূফে মুকাত্তায়াত(ত্বা-হা । এগুলো হুরুফে মুকাত্তায়াত)	২০-ত্বা-হা	১	৭৪১
ত্রিশ			
মাস (গর্ভধারণ ও দুধ দানের মেয়াদ ত্রিশ মাস)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
রাত (মূসার জন্য প্রতিপালক কর্তৃক ত্রিশ রাত নির্দিষ্ট করা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ়	১৪২	৬২৫
ত্রুটি (আরো দেখুন ভুল শব্দটি)			
গাভীতে (বনী ইসরাঈলকে ত্রুটিহীন গাভী জবাইয়ের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৭১	৫০৮
মার্জনা করবেন আল্লাহ (রাসূল স. এর অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটি)	৪৮-ফাত্‌হ	২	৯১৬
মুশরিকরা ত্রুটি না করলে (চুক্তি পূর্ণ করার নির্দেশ)	৯-তাওবা	৪	৬৪০
রাসূল স. কে ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ	৪৭-মুহাম্মাদ	১৯	৯১৩
রাসূল স. কে ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আল্লাহর উপদেশ	৪০-মু'মিন	৫৫	৮৮২
রাসূল স. এর অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটি মার্জনা করবেন আল্লাহ	৪৮-ফাত্‌হ	২	৯১৬
সর্বনাশ করতে ত্রুটি করে না কাফিররা (মুমিনদের)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
ত্রুটিযুক্ত করা			
নৌকা ত্রুটিযুক্ত করতে চাইল খিজির....	১৮-কাহ্‌ফ	৭৯	৭৩১
থাকতে দেয়া			
অনর্থক কথার খেলায় মত্ত থাকতে দেয়া (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
সমুদ্রকে স্থির থাকতে দিতে বললেন আল্লাহ মূসাকে	৪৪-দুখান	২৪	৯০৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
থাকতে দেয়া (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আকাশ ও পৃথিবী যতদিন থাকবে (দুর্ভাগারা আগুনেই থাকবে)	১১-হূদ	১০৭	৬৭৫
আকাশ ও পৃথিবী যতদিন থাকবে (ভাগ্যবানরা জান্নাতেই থাকবে)	১১-হূদ	১০৮	৬৭৫
থামা/থামানো/থামুন (রাইনা)			
সংযোগস্থলে (দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে থামবেন মূসা)	১৮-কাহ্‌ফ	৬০	৭২৯
জাহান্নামীদেরকে থামাতে বলা হবে (প্রশ্ন করার জন্য)	৩৭-সাফ্‌ফাত	২৪	৮৫৮
বাতাসকে আল্লাহ থামিয়ে দিতে পারেন (ইচ্ছা করলে)	৪২-শূরা	৩৩	৮৯৪
বলা (ইহুদীদের রাইনা/থামুন বলা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
থালা			
সোনার থালায় পরিবেশন করা হবে (জান্নাতে)	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
থেকে যাওয়া			
জমিতে থেকে যায় মানুষের জন্য উপকারী অংশ (বৃষ্টি পানির উপমা...)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
থেমে থেমে			
কুরআন থেমে থেমে পাঠ করবেন রাসূল স. (মানুষের কাছে)	১৭-ইস্‌রা	১০৬	৭২৩
দক্ষতা			
গৃহনির্মাণ (দক্ষতার সাথে পাহাড় কেটে ছামুদ জাতির গৃহনির্মাণ)	২৬-শু'আরা	১৪৯	৭৯৫
দগ্ধ			
আগুনে দগ্ধ করা হবে (কিতাব অস্বীকারকারীদেরকে)	৪০-মু'মিন	৭২	৮৮৪
চামড়া (কাফিরের এক চামড়া দগ্ধ হলে অন্য চামড়া প্রতিস্থাপন)	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
চেহারা (জালিমদের চেহারাসমূহ দগ্ধ করবে ফুটন্ত তেলের ন্যায় পানীয়)	১৮-কাহ্‌ফ	২৯	৭২৬
দড়ি (আরো দেখুন রশি শব্দটি)			
জাদুর দড়ি দৌড়ানো (জাদুকরদের জাদুর প্রভাবে)	২০-ত্বা-হা	৬৬	৭৪৫
নিক্ষেপ (জাদুকররা জাদুর দড়ি নিক্ষেপ করল)	২৬-শু'আরা	৪৪	৭৯০
দরিদ্র (দেখুন মিসকিন শব্দটি)			
দণ্ড			
পশু হত্যার দণ্ড (অনুরূপ গবাদি পশু...)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
দণ্ডায়মান (সালাতে)			
কা'বাকে নামাজে দণ্ডায়মানের জন্য পবিত্র রাখার নির্দেশ	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
দণ্ডায়মান			
প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা (জালিমদেরকে)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁ-তে দণ্ডায়মান হয়ে সকলে তাকাবে	৩৯-যুমার	৬৮	৮৭৭
সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে যেদিন...	৪০-মু'মিন	৫১	৮৮২
সালাতে দণ্ডায়মান যাকারিয়াকে ফেরেশতাদের আহ্বান	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
দম্ভ (আরো দেখুন ঔদ্ধত্য শব্দটি)			
কাফিররা দম্ভ করে	৪০-মু'মিন	৭৫	৮৮৪
বিচরণ (দম্ভভরে পৃথিবীতে বিচরণ নিষিদ্ধ)	১৭-ইস্‌রা	৩৭	৭১৭
ফিরে যাওয়া (আবু জাহ্‌ল পরিবারের নিকট দম্ভভরে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৩	৯৯৪
বের হওয়া (দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য আবাস থেকে বের...)	৮-আনফাল	৪৭	৬৩৬
দয়া (আরো দেখুন করুণা/রহমত শব্দটি)			
আইয়ুবের প্রতি দয়াস্বরূপ আল্লাহ পরিবারকে তার কাছে ফিরিয়ে দেন	২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
আইউবের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ (পরিবারবর্গ ফেরত দেয়া প্রসঙ্গ)	৩৮-সোয়াদ	৪৩	৮৬৮
আটকানোর কেউ নেই (আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়া করলে)	৩৫-ফাতির	২	৮৪৬
আবশ্যক করা (দয়া করাকে প্রতিপালক নিজের জন্য আবশ্যক করেছেন)	৬-আন্'আম	৫৪	৬০০
আবশ্যক করা (দয়া করাকে আল্লাহ নিজের জন্য আবশ্যক করেছেন)	৬-আন্'আম	১২	৫৯৭
আল্লাহ দয়া স্বরূপ শু'আইব আ. ও মুমিনদেরকে উদ্ধার করলেন	১১-হূদ	৯৪	৬৭৪
আল্লাহর (মানুষকে শাস্তি থেকে রক্ষা করা আল্লাহর দয়া)	৪০-মু'মিন	৯	৮৭৮
আল্লাহর দয়া না থাকলে মানুষ শয়তানের অনুসরণ করত	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
আল্লাহর দয়া (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান)	৪২-শূরা	৮	৮৯১
আল্লাহর দয়া আস্বাদন করার পর মুশরিকদের ষড়যন্ত্র...	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
আল্লাহর দয়া আস্বাদন করালে মানুষ উৎফুল্ল হয়	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
আল্লাহর দয়া ছাড়া কেউ নূহের প্লাবন থেকে রক্ষা পায়নি	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
আল্লাহর দয়া থেকে কেউ নিরাশ হয় না (কাফির ছাড়া)	১২-ইউসুফ	৮৭	৬৮৫
আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হতে ইয়াকুবের নিষেধ (পুত্রদের প্রতি)	১২-ইউসুফ	৮৭	৬৮৫
আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ না হওয়া (তিনি ক্ষমাশীল/দয়ালু)	৩৯-যুমার	৫৩	৮৭৫
আল্লাহর দয়া নবীর প্রতি না থাকলে... (পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
আল্লাহর দয়া না থাকলে (কাফিররা ডুবে যেত সমুদ্রে)	৩৬-ইয়াসীন	৪৪	৮৫৪
আল্লাহর দয়া না হলে...	২৪-নূর	২০	৭৭৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহর দয়া না হলে মহাশাস্তি (ইফকের ঘটনা)	২৪-নূর	১৪	৭৭৫
আল্লাহর দয়া প্রত্যাশা করে যারা...	২-বাক্বারা	২১৮	৫২৪
আল্লাহর দয়ায় উদ্ধার (হূদের সঙ্গীদের প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৫৮	৬৭১
আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ হুদ আ. ও তার সাথেদেরকে উদ্ধার...	৭-আ'রাফ	৭২	৬১৯
আল্লাহ যদি দয়া করতেন কাফিরদের প্রতি	২৩-মু'মিনূন	৭৫	৭৭০
আল্লাহ যাকে দয়া করবেন কিয়ামতে...	৪৪-দুখান	৪২	৯০৪
আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে মুমিনগণ রক্ষা পেত না	২৪-নূর	১০	৭৭৪
আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে...	২৪-নূর	২১	৭৭৫
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান)	৭৬-দাহ্‌র	৩১	৯৯৬
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ দয়া করতে চাইলে কেউ বাধা দিতে পারেনা)	৩৩-আহযাব	১৭	৮৩৪
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দয়া করেন)	২৯-আনকাবূত	২১	৮১৭
আল্লাহর দয়া (ইবরাহীমের পরিবারের উপর বৃদ্ধ বয়সে সন্তান প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৭৩	৬৭২
আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা কাফিরদের সঞ্চয়ের চেয়ে উত্তম	৩-আলে ইমরান	১৫৭	৫৫১
আল্লাহর দয়া (দয়া করাকে আল্লাহ নিজের জন্য আবশ্যক করেছেন)	৬-আন্'আম	১২	৫৯৭
আল্লাহর দয়া (কিয়ামতে শাস্তি থেকে সরিয়ে রাখা আল্লাহর দয়াস্বরূপ)	৬-আন্'আম	১৬	৫৯৭
আল্লাহর দয়া কেউ আটকাতে পারেনা (আল্লাহ করতে চাইলে)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
আল্লাহর দয়ায় কাফির সম্প্রদায় থেকে উদ্ধারের দোয়া(মূসার জাতির)	১০-ইউনুস	৮৬	৬৬২
আল্লাহর দয়ায় কুরআন এসেছে (মুমিনদের প্রতি)	১০-ইউনুস	৫৮	৬৫৯
আল্লাহর দয়ায় রাসূল স. মুমিনদের প্রতি নম্র হয়েছিলেন	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
আল্লাহর দয়ায় সুলাইমানকে সৎকর্মশীল বান্দার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার দোয়া	২৭-নামল	১৯	৮০১
আল্লাহর দয়ার মধ্যে প্রবেশ করানো(ইসমাইল/ইদরিস/যুলকিফলকে)	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
আল্লাহর দয়ার মাঝে থাকবে কিয়ামতে (যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে)	৩-আলে ইমরান	১০৭	৫৪৬
আল্লাহর দয়া (রাত ও দিন সৃষ্টি)	২৮-কাসাস	৭৩	৮১৪
আল্লাহর দয়া সৎকর্মপরায়নদের নিকটবর্তী	৭-আ'রাফ	৫৬	৬১৮
আল্লাহর দয়া সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
আল্লাহ দয়া করতে চাইলে কেউ তা আটকাতে পারেনা	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
আল্লাহ দয়া করেন যার প্রতি ইচ্ছা করেন	১২-ইউসুফ	৫৬	৬৮২
আল্লাহ দয়া করে সালিহ আ. ও মুমিনদেরকে শাস্তি থেকে উদ্ধার করেন	১১-হূদ	৬৬	৬৭১
আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করবে না (জাহান্নামীরা জান্নাতীদের ব্যাপারে বলত)	৭-আ'রাফ	৪৯	৬১৭
আল্লাহ তাঁর দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন (তাঁর পথে ব্যয়কারীকে)	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
আস্বাদন (দয়া আস্বাদনের জন্য সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ)	৩০-রূম	৪৬	৮২৫
আস্বাদন (দয়া আস্বাদন করালে শিরক করে একদল মানুষ)	৩০-রূম	৩৩	৮২৪
আস্বাদন (দয়া আস্বাদন করালে মানুষ উৎফুল্ল হয়)	৩০-রূম	৩৬	৮২৪
আস্বাদন (আল্লাহর দয়া আস্বাদন করার পর ষড়যন্ত্র...)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
আস্বাদন (আল্লাহ দয়া আস্বাদন করালে সেটাকে তার প্রাপ্য মনে করে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫০	৮৯০
ইদরিসকে আল্লাহ তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলেন	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
ইসমাঈলকে আল্লাহ তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলেন	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
উত্তম (মানুষ যা জমা করে তার চেয়ে আল্লাহর দয়া উত্তম)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
কুরআন বর্ণনা/পথনির্দেশিকা/দয়া/সুসংবাদস্বরূপ অবতীর্ণ	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
কিতাব (মূসার কিতাব দয়া ও পথপ্রদর্শকস্বরূপ ছিল)	৪৬-আহ্‌কাফ	১২	৯০৯
কিতাব (রাসূল স. এর উপর কিতাব অবতীর্ণ দয়া ও পথনির্দেশিকাস্বরূপ)	১৬-নাহ্‌ল	৬৪	৭০৮
কুরআন আরোগ্য ও দয়া স্বরূপ (মুমিনদের জন্য)	১৭-ইস্‌রা	৮২	৭২১
কুরআন মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ/দয়াস্বরূপ	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
কুরআন মুমিনদের জন্য দয়াস্বরূপ	২৯-আনকাবূত	৫১	৮২০
কুরআন মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া	২৭-নামল	৭৭	৮০৬
কুরআন দয়াস্বরূপ মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭
খিজিরের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ)	১৮-কাহ্‌ফ	৬৫	৭৩০
ছড়িয়ে দিবেন আল্লাহ (গুহাবাসীদের জন্য)	১৮-কাহ্‌ফ	১৬	৭২৫
ছামূদ সম্প্রদায়কে দয়া করা (যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে)	২৭-নামল	৪৬	৮০৪
তাওরাত (মূসার কিতাব) দয়া ও পথ প্রদর্শকস্বরূপ ছিল	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
তাওরাত দয়াস্বরূপ দান করা হয় (মূসাকে)	৬-আন্'আম	১৫৪	৬১১
দয়া আস্বাদন করিয়ে তা প্রত্যাহার করলে মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়	১১-হূদ	৯	৬৬৬
দয়া প্রত্যাহার করলে মানুষ অকৃতজ্ঞ হয় (আস্বাদন করানোর পর)	১১-হূদ	৯	৬৬৬
দান (দয়া দান করলেন আল্লাহ ইবরাহীম ইয়াকুব আ. ও ইসহাককে)	১৯-মারইয়াম	৫০	৭৩৭
দান (দয়া দান করার জন্য প্রার্থনা প্রতিপালকের নিকট...)	৩-আলে ইমরান	৮	৫৩৬
দান (দয়া দান করলেন আল্লাহ মূসাকে হারুনকে নবী করে)	১৯-মারইয়াম	৫৩	৭৩৭
দু'টি অংশ (দয়ার দু'টি অংশ দান করবেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে)	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
নবীর প্রতি আল্লাহর দয়া না থাকলে... (পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দয়া (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নির্দিষ্ট করা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার দয়ার জন্য নির্দিষ্ট করেন)	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
নূহ আ. এর প্রতি আল্লাহ দয়া না করলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন!	১১-হূদ	৪৭	৬৭০
নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য রয়েছে দয়া (কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৯	৯৪৭
পথনির্দেশিকা ও দয়া স্বরূপ কিতাব নিয়ে এসেছিলেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৫২	৬১৭
পরিবেষ্টন করা (আল্লাহর দয়া সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
প্রভাব (আল্লাহর দয়ার প্রভাব লক্ষ্য করার আহ্বান)	৩০-রূম	৫০	৮২৬
প্রতিপালকের নিকট মূসা আ. ও হারুনের ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা	৭-আ'রাফ	১৫১	৬২৬
প্রতিপালকের কাছে দয়া প্রার্থনা (মুমিনদের)	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
প্রতিপালকের দয়া সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ তাদেরকে যারা...	৯-তাওবা	২১	৬৪২
প্রতিপালকের দয়া প্রার্থনা করত (ঈমানদার বান্দারা)	২৩-মু'মিনূন	১০৯	৭৭২
প্রতিপালকের দয়া ব্যতীত মানুষ মতভেদ করতেই থাকবে	১১-হূদ	১১৯	৬৭৬
প্রতিপালকের দয়া (মারইয়ামকে সন্তান দান)	১৯-মারইয়াম	২১	৭৩৫
প্রতিপালকের দয়া (যাকারিয়ার প্রতি)	১৯-মারইয়াম	২	৭৩৪
প্রতিপালকের দয়ার উদ্দেশ্যে হকদার থেকে মুখ ফিরাতে হলে...	১৭-ইস্‌রা	২৮	৭১৬
প্রতিপালকের দয়া (রাসূল স. এর প্রতি...)	২৮-কাসাস	৪৬	৮১২
প্রতিপালকের দয়া (রাসূল স. এর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হওয়া)	২৮-কাসাস	৮৬	৮১৫
প্রতিপালকের দয়া না পেলে মূসার আ. এর সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে	৭-আ'রাফ	১৪৯	৬২৬
প্রতিপালকের দয়া প্রত্যাশা করে (যাদেরকে ইলাহ মনে করা হয় তারা)	১৭-ইস্‌রা	৫৭	৭১৮
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া প্রার্থনা (আসহাবে কাহফের)	১৮-কাহ্‌ফ	১০	৭২৪
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ (রাসূল স. প্রেরণ)	৪৪-দুখান	৬	৯০২
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া এসেছে (কুরআন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
প্রতিপালকের দয়া (জুলকারনাইনের প্রতি)	১৮-কাহ্‌ফ	৯৮	৭৩২
প্রতিপালকের দয়া তাদের প্রতি যারা বিপদে...	২-বাক্বারা	১৫৭	৫১৭
প্রতিপালকের দয়া থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করল ইবরাহীমকে...	১৫-হিজর	৫৬	৭০০
প্রতিপালকের দয়া আশা করে যে (অনুগত ও সিজদাকারী)	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
প্রতিপালকের দয়া উত্তম (মানুষ যা জমা করে তার চেয়ে)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
প্রতিপালকের দয়া ও দন্ডহ্রাস (কিসাস প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
প্রবেশ করানো (লূতকে আল্লাহর দয়ার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়)	২১-আম্বিয়া	৭৫	৭৫৫
প্রবেশ (সৎকর্মশীল মুমিনকে আল্লাহ তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন)	৪৫-জাছিয়া	৩০	৯০৭
প্রবেশ (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন)	৪৮-ফাত্‌হ	২৫	৯১৮
প্রবেশ (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান)	৭৬-দাহ্‌র	৩১	৯৯৬
প্রবেশ (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান)	৪২-শূরা	৮	৮৯১
প্রতিপালক দয়া করবেন মানুষের প্রতি (ইচ্ছা করলে)	১৭-ইস্‌রা	৫৪	৭১৮
প্রার্থনা (প্রতিপালকের দয়া প্রার্থনা আসহাবে কাহফের)	১৮-কাহ্‌ফ	১০	৭২৪
প্রবেশ (মুমিনদেরকে আল্লাহ দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন)	৪-নিসা	১৭৫	৫৭৯
প্রাচীরের ভিতরে থাকবে দয়া (মুনাফিকদের মাঝে নির্মিত প্রাচীরে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
ফলক/তাওরাত প্রতিপালককে ভয়কারীর জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া	৭-আ'রাফ	১৫৪	৬২৬
বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর দয়া প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৬৪	৫০৭
বন্টন (প্রতিপালকের দয়া কি সত্য অস্বীকারকারীরা বন্টন করে?)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
বিস্তার (আল্লাহ তার দয়া বিস্তার করেন)	৪২-শূরা	২৮	৮৯৩
বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও দয়া স্বরূপ	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
বিশ্বাসীদের জন্য কুরআন দয়া ও পথনির্দেশিকাস্বরূপ	৪৫-জাছিয়া	২০	৯০৬
বৃষ্টি দয়াস্বরূপ প্রেরণ করা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
ভান্ডার (প্রতিপালকের দয়ার বান্ডারের মালিক কাফিররা হলে...)	১৭-ইস্‌রা	১০০	৭২২
ভান্ডার (প্রতিপালকের দয়ার ভান্ডার কি কাফিরদের কাছে?)	৩৮-সোয়াদ	৯	৮৬৬
মনোনীত (দয়ার জন্য মনোনীত করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা)	৩-আলে ইমরান	৭৪	৫৪৩
মাতা-পিতার প্রতি দয়া করার জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা	১৭-ইস্‌রা	২৪	৭১৬
মানুষের জন্য দয়াস্বরূপ (মূসার কিতাব)	২৮-কাসাস	৪৩	৮১১
মুসলিমদের জন্য কিতাব/কুরআন দয়াস্বরূপ অবতীর্ণ	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
মুমিনদের জন্য দয়াস্বরূপ রাসূল স. এর উপর কিতাব অবতীর্ণ	১৬-নাহ্‌ল	৬৪	৭০৮
মুমিনদের জন্য কুরআন দয়াস্বরূপ	২৯-আনকাবূত	৫১	৮২০
মুমিনদের জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও দয়া	২৭-নামল	৭৭	৮০৬
মূসার দয়া প্রার্থনা (সত্তর জন লোকের ভূমিকম্প দ্বারা পাকড়াও)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
মূসার কিতাব দয়া ও পথ প্রদর্শকস্বরূপ ছিল	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
যুদ্ধবন্দীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে ছেড়ে দেয়া	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
যুলকিফলকে আল্লাহ তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলেন	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাসূল স. এর প্রতি দয়া (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	১৭-ইস্‌রা	৮৭	৭২১
লূতকে আল্লাহর দয়ার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়	২১-আম্বিয়া	৭৫	৭৫৫
শ্রেষ্ঠত্ব (আল্লাহর দয়ার দিক দিয়ে জিহাদকারীদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান...)	৪-নিসা	৯৬	৫৬৯
সর্বব্যাপী (আল্লাহর দয়া সর্বব্যাপী)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
সালিহ আ. এর প্রতি আল্লাহর দয়া (নবুয়ত প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
সৃষ্টি (করুণা ও দয়া সৃষ্টি, ঈসার আ. এর অনুসারীদের হৃদয়ে)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
সৃষ্টি (হৃদ্যতা ও দয়া স্থাপন পুরুষ ও স্ত্রীদের মধ্যে)	৩০-রূম	২১	৮২৩
হতাশ (আল্লাহর দয়া থেকে কাফিররাই হতাশ হয়)	২৯-আনকাবূত	২৩	৮১৭
দয়া করা			
আল্লাহ দয়া করেন যার প্রতি ইচ্ছা করেন	১২-ইউসুফ	৫৬	৬৮২
আল্লাহ দয়া করবেন মুমিন নর-নারীদের প্রতি	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
প্রতিপালক যাকে দয়া করেন তাকে ছাড়া অন্যকে মন কুমন্ত্রণা দেয়	১২-ইউসুফ	৫৩	৬৮২
প্রতিপালক দয়া না করলে (আদম আ. ও তার স্ত্রীকে)	৭-আ'রাফ	২৩	৬১৪
প্রতিপালক দয়া করবেন বনী ইসরাইলরা অনুতপ্ত হলে...	১৭-ইস্‌রা	৮	৭১৪
প্রতিপালকের দয়া কামনার নির্দেশ	২৩-মু'মিনূন	১১৮	৭৭৩
রাসূল স. ও তাঁর সাথে যারা আছে তাদের প্রতি যদি দয়া করেন...	৬৭-মুলক	২৮	৯৭৪
দয়া (নবুয়ত)			
নূহের প্রতি প্রতিপালকের দয়া/নবুয়ত দান প্রসঙ্গ	১১-হূদ	২৮	৬৬৮
প্রতিপালকের দয়া/নবুয়ত দান প্রসঙ্গ (নূহের প্রতি)	১১-হূদ	২৮	৬৬৮
দয়াপ্রাপ্ত			
উপদেশ (পরস্পরকে দয়া প্রদর্শনের উপদেশ প্রদান-গিরিপথ অর্থ)	৯০-বালাদ	১৭	১০২৩
কাফিররা দয়াপ্রাপ্ত হতো ! সাবধান বাণী শুনলে..	৩৬-ইয়াসীন	৪৫	৮৫৪
কিতাব/কুরআন অনুসরণ/তাকওয়া দ্বারা দয়াপ্রাপ্ত হওয়া	৬-আন্'আম	১৫৫	৬১১
কুরআন শ্রবণ করা/ চুপ থাকার মাধ্যমে দয়াপ্রাপ্ত হওয়া	৭-আ'রাফ	২০৪	৬৩১
মু'মিনরা দয়াপ্রাপ্ত হবে (রাসূল স. এর অনুসরণ করলে)	২৪-নূর	৫৬	৭৮০
মুমিনরা দয়াপ্রাপ্ত হবে (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করলে)	৩-আলে ইমরান	১৩২	৫৪৮
মুমিন দয়াপ্রাপ্ত হবে আল্লাহকে ভয় করলে আপোষের ক্ষেত্রে	৪৯-হুজুরাত	১০	৯২১
সম্প্রদায় যাতে দয়াপ্রাপ্ত হতে পারে সে জন্য উপদেশ প্রেরণ	৭-আ'রাফ	৬৩	৬১৮
দয়া (বৃষ্টি)			
বায়ু (দয়া বা বৃষ্টির পূর্বে বায়ু প্রেরণ সুসংবাদরূপে)	২৫-ফুরকান	৪৮	৭৮৫
বাতাস (দয়া বা বৃষ্টির পূর্বে বাতাস প্রেরণ করেন আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
দয়াময়			
অনুমতি (দয়াময়ের অনুমতি ছাড়া কথা বলা যাবে না কিয়ামতে)	৭৮-নাবা	৩৮	১০০২
অনুমতি (হাশরে দয়াময়ের অনুমতি ছাড়া কারো সুপারিশ কাজে লাগবে না)	২০-ত্বা-হা	১০৯	৭৪৮
অবতীর্ণ করেন নি দয়াময় কোন কিছুই! (কাফিরদের মন্তব্য)	৩৬-ইয়াসীন	১৫	৮৫২
অবাধ্য (দয়াময় কঠিন অবাধ্যকে টেনে বের করবেন)	১৯-মারইয়াম	৬৯	৭৩৯
অবাধ্য (শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য)	১৯-মারইয়াম	৪৪	৭৩৭
অস্বীকার (রাসূল স. এর উম্মত দয়াময়কে অস্বীকার করত...)	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
অস্বীকার (দয়াময়ের অস্বীকারকারীকে পার্থিব প্রাচুর্য দান)	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
আয়াত (দয়াময়ের আয়াত পাঠে সেজদায় লুটিয়ে পড়ত যারা...)	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
আল্লাহ অসীম দয়াময়	২-বাক্বারা	১৬৩	৫১৮
আল্লাহ অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু (সকল প্রশংসা তাঁরই)	১-ফাতিহা	২	৫০১
আল্লাহ (অসীম দয়াময় আল্লাহ)	৫৫-রাহ্‌মান	১	৯৩৯
আল্লাহ পরম দয়াময়	৫৯-হাশর	২২	৯৫৭
আল্লাহ দয়াময়	৬৭-মুলক	২৯	৯৭৪
আল্লাহ (দয়াময় আল্লাহ ছাড়া কাফিরদের কোন বাহিনী নেই)	৬৭-মুল্‌ক	২০	৯৭৩
আল্লাহ(দয়াময় আল্লাহর নামে সাবার রানীর কাছে সুলাইমানের পত্র)	২৭-নামল	৩০	৮০২
আশ্রয় প্রার্থনা (দয়াময়ের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করল মারইয়াম)	১৯-মারইয়াম	১৮	৭৩৫
ইচ্ছা (ফেরেশতাদের উপাসনা সম্পর্কে)	৪৩-যুখরুফ	২০	৮৯৭
ইবাদত (দয়াময় ছাড়া অন্য ইলাহের ইবাদতের অসারতা...)	৪৩-যুখরুফ	৪৫	৮৯৯
ইলাহ (দয়াময় ছাড়া অন্য ইলাহের ইবাদতের অসারতা...)	৪৩-যুখরুফ	৪৫	৮৯৯
উপদেশ (দয়াময়ের পক্ষ থেকে নতুন উপদেশ আসলে মুখ ফিরায়)	২৬-শু'আরা	৫	৭৮৮
ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে (কেউ উদ্ধার করতে পারবে না)	৩৬-ইয়াসীন	২৩	৮৫৩
ছেলে গ্রহণ! (মুশরিকরা অপবাদ দেয়, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন)	২১-আম্বিয়া	২৬	৭৫১
দয়াময় আল্লাহর নিকট থেকে কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ	৪১-ফুস্‌সিলাত	২	৮৮৬
দয়াময় ধরে রাখেন পাখিদেরকে (আকাশে)	৬৭-মুল্‌ক	১৯	৯৭৩

শব্দ　বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দয়াময় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দৃষ্টান্ত (দয়াময়ের দৃষ্টান্ত দেয় মুশরিকরা কন্যা সন্তান প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	১৭	৮৯৭
পথভ্রষ্টদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা	১৯-মারইয়াম	৭৫	৭৩৯
প্রতিশ্রুতি (দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে কি অবিশ্বাসীরা...)	১৯-মারইয়াম	৭৮	৭৩৯
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে (স্থায়ী জান্নাতের)	১৯-মারইয়াম	৬১	৭৩৮
প্রতিশ্রুতি দয়াময়ের কিয়ামত সম্পর্কে (দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুঁ দ্বারা)	৩৬-ইয়াসীন	৫২	৮৫৫
প্রতিশ্রুতি (দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে যে...)	১৯-মারইয়াম	৮৭	৭৪০
প্রতিপালক(দয়াময় প্রতিপালকই রাসূল/বান্দার সহায়স্থল মুশরিক প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১১২	৭৫৭
প্রতিপালক (আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালক দয়াময়...)	৭৮-নাবা	৩৭	১০০১
প্রতিপালক অসীম দয়াময় (বনী ইসরাঈলকে হারুন)	২০-ত্বা-হা	৯০	৭৪৬
বান্দা (ফেরেশতাগণ দয়াময় আল্লাহর বান্দা; কন্যা নয়)	৪৩-যুখরুফ	১৯	৮৯৭
বান্দা (দয়াময়ের বান্দা হিসাবে উপস্থিত হবে না এমন কেউ নেই)	১৯-মারইয়াম	৯৩	৭৪০
ভয় (দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করা)	৫০-ক্বাফ	৩৩	৯২৪
ভয় (দয়াময়কে যে ভয় করে তাকেই রাসূল সর্তক করবেন)	৩৬-ইয়াসীন	১১	৮৫১
ভালবাসা সৃষ্টি করবেন দয়াময় সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য	১৯-মারইয়াম	৯৬	৭৪০
মুত্তাকীদেরকে দয়াময়ের নিকট সমবেত করবেন আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৮৫	৭৪০
রাজত্ব (দয়াময় আল্লাহর রাজত্ব কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	২৬	৭৮৪
রোজা (দয়াময়ের উদ্দেশ্যে রোজা রাখার মানত মারইয়ামের)	১৯-মারইয়াম	২৬	৭৩৫
শাস্তি (দয়াময়ের শাস্তি ইবরাহীমের পিতাকে স্পর্শ করতে পারে)	১৯-মারইয়াম	৪৫	৭৩৭
শোভনীয় নয়, দয়াময় আল্লাহর জন্য (সন্তান গ্রহণ করা)	১৯-মারইয়াম	৯২	৭৪০
সন্তান (দয়াময় আল্লাহর সন্তান দাবী করে মুশরিকরা)	১৯-মারইয়াম	৯১	৭৪০
সন্তান (দয়াময়ের সন্তান থাকলে রাসূল স. হতেন প্রথম ইবাদতকারী)	৪৩-যুখরুফ	৮১	৯০১
সন্তান গ্রহণ (দয়ময় সন্তান গ্রহণ করেছে কাফিররা বলে)	১৯-মারইয়াম	৮৮	৭৪০
সমাসীন (দয়াময় আল্লাহ আরশে সমাসীন হয়েছেন)	২০-ত্বা-হা	৫	৭৪১
সৃষ্টি (দয়াময়ের সৃষ্টিতে অসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যাবে না)	৬৭-মুল্ক	৩	৯৭২
স্মরণ (দয়াময়ের স্মরণবিমুখ ব্যক্তির জন্য শয়তান নিয়োগ)	৪৩-যুখরুফ	৩৬	৮৯৮
হাশরে অসীম দয়াময়ের সামনে শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে	২০-ত্বা-হা	১০৮	৭৪৮
দয়ামায়া			
ঘনিষ্ঠ (হত্যাকৃত বালকটির চেয়ে দয়ামায়ায় ঘনিষ্ঠ সন্তান কামনা...)	১৮-কাহ্ফ	৮১	৭৩১
দয়া (রহমত)			
জগতের জন্য দয়াস্বরূপ মুহাম্মদ স.কে প্রেরণ করা হয়ে	২১-আম্বিয়া	১০৭	৭৫৭
মুহাম্মদ স.কে জগতের জন্য দয়াস্বরূপ পাঠানো হয়েছে	২১-আম্বিয়া	১০৭	৭৫৭
রাসূল স. দয়া বা রহমত (মুমিনদের জন্য)	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
দয়ালু			
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু	১২-ইউসুফ	৬৪	৬৮২
আল্লাহ পরম দয়ালু (আদমের তওবা কবুল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩৭	৫০৫
আল্লাহ পরম দয়ালু (মুমিনদের প্রতি)	৪-নিসা	২৯	৫৬০
আল্লাহ মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু	৩৩-আহযাব	৪৩	৮৩৭
আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
আল্লাহ পরম দয়ালু	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
আল্লাহ পরম দয়ালু	৯-তাওবা	১০৪	৬৫১
আল্লাহ পরম দয়ালু	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
আল্লাহ পরম দয়ালু	৮-আনফাল	৬৯	৬৩৯
আল্লাহ পরম দয়ালু	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
আল্লাহ পরম দয়ালু	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
আল্লাহ পরম দয়ালু	৫-মায়িদা	৩৪	৫৮৪
আল্লাহ পরম দয়ালু	৯-তাওবা	২৭	৬৪২
আল্লাহ পরম দয়ালু	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
আল্লাহ পরম দয়ালু	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯
আল্লাহ পরম দয়ালু	৫-মায়িদা	৭৪	৫৮৯
আল্লাহ পরম দয়ালু	২-বাক্বারা	১৮২	৫২০
আল্লাহ পরম দয়ালু	৩-আলে ইমরান	৮৯	৫৪৪
আল্লাহ পরম দয়ালু	৬০-মুমতাহিনা	৭	৯৫৯
আল্লাহ পরম দয়ালু	৩০-রূম	৫	৮২২
আল্লাহ পরম দয়ালু	৫-মায়িদা	৩৯	৫৮৫
আল্লাহ পরম দয়ালু	৪১-ফুস্সিলাত	৩২	৮৮৮
আল্লাহ পরম দয়ালু	৫৮-মুজাদালা	১২	৯৫৩

শব্দ　বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ পরম দয়ালু	২৫-ফুরকান	৬	৭৮২
আল্লাহ পরম দয়ালু	২৮-কাসাস	১৬	৮০৯
আল্লাহ পরম দয়ালু	৯-তাওবা	১০২	৬৫১
আল্লাহ পরম দয়ালু	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
আল্লাহ পরম দয়ালু	৩-আলে ইমরান	১২৯	৫৪৮
আল্লাহ পরম দয়ালু	২৪-নূর	২২	৭৭৬
আল্লাহ পরম দয়ালু	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
আল্লাহ পরম দয়ালু	২-বাক্বারা	১৬৩	৫১৮
আল্লাহ পরম দয়ালু	৪৮-ফাত্হ	১৪	৯১৭
আল্লাহ পরম দয়ালু (ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈলের দোয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১২৮	৫১৪
আল্লাহ পরম দয়ালু ও অতি ক্ষমাশীল	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
আল্লাহ পরম দয়ালু ও অতি ক্ষমাশীল	৩-আলে ইমরান	৩১	৫৩৯
আল্লাহ পরম দয়ালু ও অতি ক্ষমাশীল (ক্ষমা প্রার্থনা প্র.)	৪-নিসা	১১০	৫৭১
আল্লাহ পরম দয়ালু ও অতি ক্ষমাশীল (হিজরত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
আল্লাহ পরম দয়ালু ও অত্যন্ত স্নেহশীল	২৪-নূর	২০	৭৭৫
আল্লাহ পরম দয়ালু ও অতি ক্ষমাশীল (নবীর স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	১	৯৭০
আল্লাহ পরম দয়ালু ও অসীম করুণাময় (সকল প্রশংসা তাঁরই)	১-ফাতিহা	২	৫০১
আল্লাহ পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল	৪৬-আহকাফ	৮	৯০৮
আল্লাহ পরম দয়ালু ও তাওবা কবুলকারী	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
আল্লাহ পরম দয়ালু ও মহাপ্রতাপশালী	৩২-সাজ্দা	৬	৮৩০
আল্লাহ পরম দয়ালু ও মহা অনুগ্রহকারী	৫২-তূর	২৮	৯৩০
আল্লাহ পরম দয়ালু ও মহাপ্রতাপশালী	৪৪-দুখান	৪২	৯০৪
আল্লাহ পরম দয়ালু ..(গীবত ও অনুমান প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
আল্লাহ পরম দয়ালু (তাওবাকারী ও সংশোধনকারীর প্রতি)	৬-আন্'আম	৫৪	৬০০
আল্লাহ পরম দয়ালু (বান্দাদের প্রতি)	১৫-হিজর	৪৯	৭০০
আল্লাহ পরম দয়ালু (বান্দার প্রতি)	৫৭-হাদীদ	৯	৯৪৮
আল্লাহ দয়ালু (ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপনকারীর তওবা প্রসঙ্গ)	২৪-নূর	৫	৭৭৪
আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল (মানুষের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা)	৪২-শূরা	৫	৮৯১
আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল (দয়া থেকে নিরাশ না হওয়া প্রসঙ্গ)	৩৯-যুমার	৫৩	৮৭৫
আল্লাহ দয়ালু ও তওবা কবুলকারী	২-বাক্বারা	১৬০	৫১৮
আল্লাহ দয়ালু (জুলুমের পর ভালকাজ প্রতিস্থাপনকারীর প্রতি)	২৭-নামল	১১	৮০০
আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু (ব্যভিচার প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬	৫৫৮
আল্লাহ অসীম দয়ালু	৫৯-হাশর	২২	৯৫৭
আল্লাহ (আল্লাহ তার বান্দার প্রতি অতি দয়ালু)	৪২-শূরা	১৯	৮৯২
আল্লাহ (ইসলাম গ্রহণের পর অনুগত বেদুঈনদের ব্যাপারে...)	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৫-মায়িদা	৯৮	৫৯২
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
আল্লাহ অতিক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (স্ত্রী-সন্তানদের ক্ষমা প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (অগণিত নেয়ামত প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১৮	৭০৪
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৪-নিসা	১৫২	৫৭৬
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (দাসী বিয়ে করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (উহুদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৬	৫৭০
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৪-নিসা	৯৬	৫৬৯
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
আল্লাহ অতি দয়ালু	৯-তাওবা	৫	৬৪০
আল্লাহ অতি দয়ালু	১২-ইউসুফ	৯২	৬৮৫
আল্লাহ অতি দয়ালু	২৪-নূর	৬২	৭৮১
আল্লাহ অতি দয়ালু	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
আল্লাহ অতি দয়ালু	২-বাক্বারা	২১৮	৫২৪
আল্লাহ অতি দয়ালু	২-বাক্বারা	১৯২	৫২১
আল্লাহ অতি দয়ালু	২৫-ফুরকান	৭০	৭৮৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দয়ালু (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ অতি দয়ালু	২-বাক্বারা	১৯৯	৫২২
আল্লাহ অতি দয়ালু	৩৪-সাবা	২	৮৪১
আল্লাহ অতি দয়ালু (মানুষের প্রতি)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
আল্লাহ অতি দয়াশীল	২-বাক্বারা	২২৬	৫২৫
আল্লাহ (অজ্ঞতাবশতঃরাসূল স. কে ঘরের পেছন থেকে ডাকা প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	৫	৯২০
আল্লাহ (বাধ্য হয়ে হারাম খেলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু)	১৬-নাহ্‌ল	১১৫	৭১২
আল্লাহ দয়ালু (অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করে তাওবাকারীর প্রতি)	১৬-নাহ্‌ল	১১৯	৭১৩
আল্লাহ(দয়ালু আল্লাহর নামে সাবার রানীর কাছে সুলাইমানের পত্র)	২৭-নামল	৩০	৮০২
আল্লাহ (দয়ালু আল্লাহর নিকট থেকে কুরআন অবতীর্ণ)	৩৬-ইয়াসীন	৫	৮৫১
আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল ব্যভিচারে বাধ্য দাসীদের ব্যাপারে	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
আল্ল্যাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (বিয়ের বিধান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
উত্তম দয়ালু (প্রতিপালক)	২৩-মু'মিনূন	১১৮	৭৭৩
ক্ষমা করুন আল্লাহ তোমাদেরকে (ভাইদেরকে বললেন ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	৯২	৬৮৫
দয়ালু আল্লাহর নিকট থেকে কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ	৪১-ফুস্‌সিলাত	২	৮৮৬
প্রতিপালক সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (মূসার প্রার্থনা)	৭-আ'রাফ	১৫১	৬২৬
প্রতিপালক দয়ালু (ধৈর্যশীল মুহাজির মুজাহিদের প্রতি)	১৬-নাহ্‌ল	১১০	৭১২
প্রতিপালক দয়ালু (মন্দকাজের পর তওবাকারীর প্রতি)	৭-আ'রাফ	১৫৩	৬২৬
প্রতিপালক দয়ালু (মানুষের প্রতি)	১৭-ইস্‌রা	৬৬	৭১৯
প্রতিপালক (আইয়ুবের প্রার্থনা)	২১-আম্বিয়া	৮৩	৭৫৫
প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হারাম খাওয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৪৫	৬১০
প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	১৪-ইবরাহীম	৩৬	৬৯৬
প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	৬-আন্‌'আম	১৬৫	৬১২
প্রতিপালক অতি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু (গবাদি পশু সৃষ্টি...)	১৬-নাহ্‌ল	৭	৭০৩
প্রতিপালক আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	১২-ইউসুফ	৫৩	৬৮২
প্রতিপালক দয়ালু	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬
প্রতিপালক দয়ালু (অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করে তাওবাকারীর প্রতি)	১৬-নাহ্‌ল	১১৯	৭১৩
প্রতিপালক পরম দয়ালু (নূহের প্লাবনে নৌকারোহণ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪১	৬৬৯
প্রতিপালক পরম দয়ালু	১২-ইউসুফ	৯৮	৬৮৬
প্রতিপালক(পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম.....	৩৬-ইয়াসীন	৫৮	৮৫৫
প্রতিপালক পরম দয়ালু	১১-হূদ	৯০	৬৭৪
প্রতিপালক পরম স্নেহশীল ও অশেষ দয়ালু	১৬-নাহ্‌ল	৪৭	৭০৬
প্রতিপালক সর্বোত্তম দয়ালু	২৩-মু'মিনূন	১০৯	৭৭২
প্রতিপালক (শাস্তি ত্বরান্বিত না করার ব্যাপারে)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৮	৭২৯
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	১২২	৭৯৪
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	১৫৯	৭৯৬
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	১৭৫	৭৯৭
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	১০৪	৭৯৩
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	১৪০	৭৯৫
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	৯	৭৮৮
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	৬৮	৭৯১
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	১৯১	৭৯৭
ভরসা (রাসূল স. কে মহাপ্রতাপশালী পরম দয়ালুর উপর ভরসার নির্দেশ)	২৬-শু'আরা	২১৭	০
মুমিনদের প্রতি আল্লাহ পরম দয়ালু	৩৩-আহ্‌যাব	৪৩	৮৩৭
রাসূল স. দয়ালু (মুমিনদের প্রতি)	৯-তাওবা	১২৮	৬৫৩
স্রষ্টা পরম দয়ালু (মূসার সম্প্রদায়ের বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
দয়াশীল			
প্রতিপালক ব্যাপক দয়াশীল কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি নিবৃত্ত করেননা	৬-আন্‌'আম	১৪৭	৬১১
প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী ও দয়াশীল	৬-আন্‌'আম	১৩৩	৬০৯
দয়াস্বরূপ			
আয়াত (প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য)	৩১-লুকমান	৩	৮২৭
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (বালকদ্বয়ের জন্য ধনভাণ্ডার উদ্ধার..)	১৮-কাহ্‌ফ	৮২	৭৩১
দরজা			
অংশ (প্রত্যেক দরজার জন্য জাহান্নামিদের অংশ বণ্টিত আছে)	১৫-হিজর	৪৪	৭০০
আকাশ বহু দরজায় পরিণত হবে (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন)	৭৮-নাবা	১৯	১০০১
আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে প্রবল পানি বর্ষণ	৫৪-কামার	১১	৯৩৬
আকাশের দরজা উন্মুক্ত করা হবে না তাদের জন্য যারা...	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
উন্মুক্ত করা (প্রাচুর্যের দরজা উম্মুক্ত করার পর পাকড়াও)	৬-আন্‌'আম	৪৪	৫৯৯
উন্মুক্ত (মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত)	৩৮-সোয়াদ	৫০	৮৬৯
কাফিরদের ঘরে রূপার দরজা দান (পার্থিব প্রাচুর্য প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৩৪	৮৯৮
খুলে দেয়া (অপরাধীদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া)	১৫-হিজর	১৪	৬৯৮
জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হবে (কাফিরদের জন্য)	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বলা হবে কাফিরদেরকে	৪০-মু'মিন	৭৬	৮৮৪
জাহান্নামের দরজা দিয়ে কাফিরকে প্রবেশ করতে বলা হবে	৩৯-যুমার	৭২	৮৭৭
জাহান্নামের দরজা দিয়ে জালিম কাফিরদের প্রবেশের নির্দেশ	১৬-নাহ্‌ল	২৯	৭০৫
জাহান্নামের দরজা সাতটি	১৫-হিজর	৪৪	৭০০
জান্নাতের দরজা হবে মুত্তাকীরা এর নিকটে আসলে	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
দৌড়ে গেল দরজার দিকে (ইউসুফ আ. ও আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
নিকটে (দরজার নিকটে পতিকে পাইল আযীযের স্ত্রী ও ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
প্রবেশ (সিজদাবনত হয়ে দরজা দিয়েপ্রবেশের নির্দেশ বনী ইসরাঈলকে)	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
প্রবেশ (প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতা প্রবেশ করবে জান্নাতীদের নিকট)	১৩-রা'দ	২৩	৬৯০
প্রবেশ (এক দরজা দিয়েপ্রবেশ নিষেধ করলেন ইয়াকুব আ. পুত্রদেরকে)	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
প্রবেশ (জনপদের দরজা দিয়ে বনী ইসরাঈলকে প্রবেশের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৫৮	৫০৬
প্রবেশ (দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
প্রবেশ (দরজায় প্রবেশ করতে বললেন দুই ব্যক্তি মূসার সম্প্রদায়কে)	৫-মায়িদা	২৩	৫৮৩
প্রাচীরের একটি দরজা থাকবে (মুনাফিকদের মাঝে স্থাপিত প্রাচীরের)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
বনী ইসরাইলের দরজা দিয়ে প্রবেশ (সিজদাবনত হয়ে)	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
বন্ধ (দরজা বন্ধ করে দিল আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
বিভিন্ন দরজা দিয়েপ্রবেশ করতে বললেন ইয়াকুব আ. (পুত্রদেরকে)	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
দরুদ পড়া (অনুগ্রহ প্রার্থনা)			
নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করা/দরুদ পড়ার নির্দেশ	৩৩-আহ্‌যাব	৫৬	৮৩৮
দর্শক			
আনন্দ দেয়া (দর্শকদের অনন্দ দেয় এমন রঙের গাভী জবাই)	২-বাক্বারা	৬৯	৫০৮
শুভ্র-উজ্জ্বল (মূসা আ. হাত বের করলে দর্শকদের কাছে শুভ্র-উজ্জ্বল হয়ে গেল)	২৬-শু'আরা	৩৩	৭৮৯
শুভ্র উজ্জ্বল (মূসার হাত দর্শকের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল হওয়া)	৭-আ'রাফ	১০৮	৬২২
সুশোভিত করেছেন আল্লাহ দর্শকদের জন্য (আকাশকে)	১৫-হিজর	১৬	৬৯৮
দল			
অংশ (প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হবে দ্বীনের জ্ঞানার্জনে...)	৯-তাওবা	১২২	৬৫৩
অধিবাসীদের এক দলকে নির্যাতন করত ফির'আউন	২৮-কাসাস	৪	৮০৮
অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল ফির'আউন	২৮-কাসাস	৪	৮০৮
অবাধ্য (দলের কঠিন অবাধ্যকে টেনে বের করবেন আল্লাহ...)	১৯-মারইয়াম	৬৯	৭৩৯
অবিশ্বাস (দলগুলোর মধ্যে কিতাব অবিশ্বাসকারীদের স্থান আগুনে)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
আগুনে প্রবেশ করবে একদল (কুরআন দ্বারা সতর্কীকরণ প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	৭	৮৯১
আল্লাহর (মু'মিনরা আল্লাহর দল)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে	৫-মায়িদা	৫৬	৫৮৭
আল্লাহর দল সফলকাম	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
আসা(দল/শত্রু এসে পড়লে মুনাফিকদের অবস্থা, খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহ্‌যাব	২০	৮৩৫
আহলে কিতাবদের কোন দলের আনুগত্য করে যদি ঈমানদাররা...	৩-আলে ইমরান	১০০	৫৪৫
আহলে কিতাবদের এক দল কিতাব পাঠ কালে জিহ্বা বাঁকা করে...	৩-আলে ইমরান	৭৮	৫৪৩
আহলে কিতাবদের একদল দিনের প্রথমভাগে বিশ্বাস ও শেষভাগে...	৩-আলে ইমরান	৭২	৫৪২
আহলে কিতাবদের একদল কামনা করে যদি...	৩-আলে ইমরান	৬৯	৫৪২
আহলেকিতাবের একদল আল্লাহর কিতাব পিছনে নিক্ষেপ করে	২-বাক্বারা	১০১	৫১১
ইউসুফের ভাইয়েরা একটি দল (নেকড়ে ইউসুফকে খেয়ে ফেলা...)	১২-ইউসুফ	১৪	৬৭৮
ইউসুফের ভাইয়েরা একটি দল	১২-ইউসুফ	৮	৬৭৭
ইহুদীদের একদল জেনে-বুঝে আল্লাহর বাণী বিকৃত করে	২-বাক্বারা	৭৫	৫০৮
ঈমান না আনা (শু'আইবের সাথে প্রেরিত বিষয়ের প্রতি এক দলের)	৭-আ'রাফ	৮৭	৬২০
ঈমান আনা (শু'আইবের সাথে প্রেরিত বিষয়ের প্রতি এক দলের)	৭-আ'রাফ	৮৭	৬২০
ঈসা আ. সম্পর্কে বিভিন্ন দলের মতবিরোধ	১৯-মারইয়াম	৩৭	৭৩৬
উৎফুল্ল (প্রত্যক দল উৎফুল্ল তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই)	২৩-মু'মিনূন	৫৩	৭৬৯
উৎফুল্ল (প্রত্যেক দল উৎফুল্ল তাদের যা আছে তা নিয়ে)	৩০-রূম	৩২	৮২৪
এক দল অন্য দলকে লা'নত করবে (আগুনে প্রবেশ করে)	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
কাফিরদের দল কোন কাজে আসবে না (সংখ্যায় অধিক হলেও)	৮-আনফাল	১৯	৬৩৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দল (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কাফিররা দলে দলে রাসূল স. এর ডানে ও বামে জড়ো হত	৭০-মা'আরিজ	৩৭	৯৮২
কিতাবপ্রাপ্তদের কোন কোন দল কুরআনের কিছু অংশ অস্বীকার করে	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
কিতাবপ্রাপ্তদের একটি দল সত্য গোপন করে (জেনে-বুঝে)	২-বাক্বারা	১৪৬	৫১৬
ক্ষুদ্র একটি দল (মূসা আ. ও বনী ইসরাইলকে ধরা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৫৪	৭৯১
চলে যাওয়া(দলসমূহ চলে যায়নি বলে মুনাফিকদের ধারণা)	৩৩-আহযাব	২০	৮৩৫
ছোট দল পরাজিত করে বড় দলকে (আল্লাহর ইচ্ছায়)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
জান্নাতে প্রবেশ করবে একদল (কুরআন দ্বারা সতর্কীকরণ প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	৭	৮৯১
জিনের দল (একদল জিনের কুরআন শ্রবণ প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১	৯৮৬
জ্বিনদের দলকে ফিরিয়ে আনা (নবীর কুরআন পাঠ শোনাতে)	৪৬-আহ্কাফ	২৯	৯১১
জ্বীন ও মানুষের দলকে রাসূল স. এর আগমন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা	৬-আন্'আম	১৩০	৬০৯
জ্বীনের দলকে সম্বোধন করে আল্লাহ কিয়ামতে বলবেন	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
জ্বিন ও মানুষের দলের মাঝে আগুনে প্রবেশ করতে বলা হবে...	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
দু'দলের উপমা সমান নয় (দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি...)	১১-হূদ	২৪	৬৬৭
দেখা (খন্দক যুদ্ধে শত্রু দল দেখা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
দ্বীনকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে যারা...	৩০-রূম	৩২	৮২৪
ধ্বংস (মক্কার কাফিরদের ন্যায় অনেক দল ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	৫৪-কামার	৫১	৯৩৮
নিক্ষেপ (কোন এক দলকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে...)	৬৭-মুল্‌ক	৮	৯৭২
পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়েছে এক দলের উপর	৭-আ'রাফ	৩০	৬১৫
পথভ্রষ্ট করেছিল শয়তান (বনী আদমের বহু দলকে)	৩৬-ইয়াসীন	৬২	৮৫৫
পরাজিত হবে (কুরাইশদের দল পরাজিত হবে এবং...)	৫৪-কামার	৪৫	৯৩৮
পূর্ববর্তী দলসমূহের ন্যায় দুর্দিনের আশঙ্কা নিজ জাতির জন্য	৪০-মু'মিন	৩০	৮৮০
বড় দলকে পরাজিত করে ছোট দল (আল্লাহর ইচ্ছায়)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
বনী ইসরাঈলের একদলকে আবাস থেকে বের করা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল	৬১-সাফ্‌ফ	১৪	৯৬১
বনী ইসরাঈলের এক দল কুফরী করল	৬১-সাফ্‌ফ	১৪	৯৬১
বন্দী (একদল শত্রুকে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক বন্দী করা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৬	৮৩৫
বহু দলের বাহিনী হলেও কাফিরদের বাহিনী পরাজিত হবে	৩৮-সোয়াদ	১১	৮৬৬
বান্দাদের (আল্লাহর বান্দাদের এক দল বলত- হে প্রতিপালক...)	২৩-মু'মিনূন	১০৯	৭৭২
বিভিন্ন দলে বিভক্ত লোকদের সাথে রাসূল স. এর সম্পর্ক না থাকা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৫৯	৬১২
বিভিন্ন দলে বিভক্ত লোকদের সাথে রাসূল স. এর সম্পর্ক না থাকা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৫৯	৬১২
বিভক্ত (আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে সক্ষম)	৬-আন্'আম	৬৫	৬০২
বিজয়ী দল (মক্কার কাফিররা নিজেদেরকে বিজয়ী দল বলে)	৫৪-কামার	৪৪	৯৩৮
বিশাল (এক-একটি বিশাল বাহিনী ছিল পূর্বের সম্প্রদায়গুলো)	৩৮-সোয়াদ	১৩	৮৬৬
বের হওয়া (মুমিনদেরকে দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে বের হওয়ার নির্দেশ)	৪-নিসা	৭১	৫৬৫
ভয় (যুদ্ধ ফরজ হলে একদল লোক মানুষকে ভয় করছিল)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
মতভেদ (বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন দলের মতভেদ প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৬৫	৯০০
মানুষের এক দল শরীক করে প্রতিপালকের সাথে	৩০-রূম	৩৩	৮২৪
মানুষ ও জিনের দল আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রমে অক্ষম	৫৫-রাহ্‌মান	৩৩	৯৪০
মিলিত হওয়া (দলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন)	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
মিথ্যাবাদী বলা বনী ইসরাঈল কর্তৃক (রাসূলদের একদলকে)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
মুখ ফিরিয়ে নিল একদল মুনাফিক (ঈমানের ঘোষণা দেয়ার পর)	২৪-নূর	৪৭	৭৭৯
মুখ ফিরিয়ে নিল একদল (আল্লাহর কিতাব থেকে)	৩-আলে ইমরান	২৩	৫৩৮
মুখ ফিরিয়ে নেয় এক দল (বিচারের জন্য ডাকা হলে)	২৪-নূর	৪৮	৭৭৯
মু'মিনদের একদল অপছন্দ করছিল (ঘর থেকে বের হওয়া)	৮-আনফাল	৫	৬৩২
মু'মিনদের একদল মিথ্যাচার নিয়ে এসেছে	২৪-নূর	১১	৭৭৫
মুমিনদের এক দলকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করল (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
মুমিনদের একদল ছাড়া সাবাবাসীদের সবাই ইবলিসের অনুসরণ...	৩৪-সাবা	২০	৮৪৩
মু'মিনদের একদল প্রত্যক্ষ করবে ব্যভিচারের শাস্তি	২৪-নূর	২	৭৭৪
মুনাফিকদের কোন দলের নিকট রাসূল স. কে ফিরিয়ে আনা হলে...	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
মুত্তাকীদেরকে দল হিসাবে সমবেত করবেন আল্লাহ...	১৯-মারইয়াম	৮৫	৭৪০
মুনাফিকদের একদল কর্তৃক নবীকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
মুমিনদের দুই দল সাহস হারানোর উপক্রম হয়েছিল উহুদ যুদ্ধে	৩-আলে ইমরান	১২২	৫৪৭
মুমিনদের দু' দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলে আপোষের নির্দেশ..	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
মুখোমুখি (কোন দলের সম্মুখীন হয় যখন ঈমানদারগণ...)	৮-আনফাল	৪৫	৬৩৬
মুনাফিকদের একদলকে মার্জনা করলে অন্য দলকে শাস্তি...	৯-তাওবা	৬৬	৬৪৬
মুনাফিকদের একদল রাতে পরামর্শ করে...	৪-নিসা	৮১	৫৬৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুমিনদের অন্য দল (মুনাফিকরা) নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করছিল	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
মূসার দলের একজন এবং শত্রু দলের একজন সংঘর্ষে লিপ্ত...	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
মূসার দলের লোকটি মূসার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল...	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
যুদ্ধে লিপ্ত হলে দু' দল মুমিন আপোষের নির্দেশ মুমিনদেরকে..	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
যুদ্ধ করছিল একটি দল (আল্লাহর পথে)	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
যোদ্ধাদের অপর দলের নামাজে অংশগ্রহণ (সশস্ত্র অবস্থায়)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
যোদ্ধাদের একটি দলের নামাজে অংশগ্রহণ (সশস্ত্র অবস্থায়)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল (নূহের পরে বহু দল)	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
রাসূলগণের একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছে বনী ইসরাঈলরা	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
রাসূল স. এর সাথে এক দল রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে...	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২০	৯৮৯
রাসূলগণের একদলকে হত্য করেছে বনী ইসরাঈলরা	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
লা'নত করবে এক দল অন্য দলকে (আগুনে প্রবেশ করে)	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
লোক (একদল লোক পেল মূসা মাদইয়ানের কূপের নিকট)	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
শক্তিশালী একটি দলের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল কারুনের চাবি বহন	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
শক্তি (আল্লাহ মানুষের এক দলকে অপরের শক্তি আস্বাদন করাতে সক্ষম)	৬-আন্'আম	৬৫	৬০২
শয়তান ও তার দল দেখে মানুষদেরকে	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত	৫৮-মুজাদালা	১৯	৯৫৪
শয়তানের দলকে সে জাহান্নামী হওয়ার জন্য ডাকে	৩৫-ফাতির	৬	৮৪৬
শয়তানের দল (মুনাফিকরা)	৫৮-মুজাদালা	১৯	৯৫৪
শাস্তি (মুনাফিকদের এক দলকে শাস্তি দিবেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	৬৬	৬৪৬
শিরক (দুঃখ-দুর্দশা দূর হলে একদল মানুষ শিরক করে)	১৬-নাহ্‌ল	৫৪	৭০৭
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল করলেন আল্লাহ বনী ইসরাইলদেরকে	১৭-ইস্‌রা	৬	৭১৪
সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন আল্লাহ এক দলকে	৭-আ'রাফ	৩০	৬১৫
সঠিক (অবস্থানকাল নির্ণয়ে আসহাবে কাহাফের দু'দলের কে সঠিক)	১৮-কাহ্‌ফ	১২	৭২৪
সতর্ক দল (ফির'আউনের সৈন্য দল প্রসঙ্গে ফির'আউনের উক্তি)	২৬-শু'আরা	৫৬	৭৯১
সমবেত করা(কিয়ামতে প্রত্যেক উম্মত থেকে একটি দল সমবেত করা)	২৭-নামল	৮৩	৮০৭
সাহায্যকারী কোন দল ছিল না আল্লাহ ছাড়া (বাগানওয়ালার)	১৮-কাহ্‌ফ	৪৩	৭২৮
সাহায্য করার কোন দল ছিল না (কারুনের জন্য)	২৮-কাসাস	৮১	৮১৫
হকদার (নিরাপত্তার বেশি হকদার যে দল ইবরাহীম আ. প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৮১	৬০৩
হত্যা (একদল শত্রুকে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক হত্যা করা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৬	৮৩৫
হত্যা বনী ইসরাঈল কর্তৃক (রাসূলদের একদলকে)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
হৃদয় (এক দলের হৃদয় বক্র হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল)	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
দল (উম্মত)			
উত্তম দল মুমিনগণ (মানুষের কল্যাণের জন্য...)	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
কিতাব অবতীর্ণ (পূর্ববর্তী দু'টি দলের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হওয়া)	৬-আন্'আম	১৫৬	৬১২
পথ দেখানো (একটি দল সত্য দ্বারা পথ দেখায়/ন্যায় বিচার করে)	৭-আ'রাফ	১৮১	৬২৯
বিভক্ত করা (বনী ইসরাঈলকে বহু উম্মত/দলে বিভক্ত করা হয়)	৭-আ'রাফ	১৬৮	৬২৮
বিবাদমান দুটি দল (ছামুদ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৫	৮০৩
বনী ইসরাঈলের একটি উম্মত/দলের বলা (উপদেশ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৪	৬২৮
বনী ইসরাঈলের একদল অঙ্গীকার ভঙ্গ করে	২-বাক্বারা	১০০	৫১১
মুমিনদের মধ্যে একটি দল থাকা উচিত যারা...	৩-আলে ইমরান	১০৪	৫৪৬
মূসার সম্প্রদায়ের একটি দলের সত্য দ্বারা পথ দেখানো/ন্যায়বিচার	৭-আ'রাফ	১৫৯	৬২৭
দেখা (দু'দল পরস্পরকে দেখে মূসার দলের ধরা পড়ার আশঙ্কা)	২৬-শু'আরা	৬১	৭৯১
মুনাফিকদের ব্যাপারে মুমিনদের দু'দল হওয়া প্রসঙ্গে	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮
সম্মুখীন দু'টি দল মুমিনদের জন্য নিদর্শন (বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
সম্মুখীন (দুই দল পরস্পরে সম্মুখীন কাফির ও মুমিন)	৩-আলে ইমরান	১৫৫	৫৫১
দলবল			
ফির'আউন দলবলসহ মুখ ফিরিয়ে নিল	৫১-যারিয়াত	৩৯	৯২৭
দলভুক্ত			
ইব্রাহিম ছিলেন নূহের দলভুক্ত	৩৭-সাফ্‌ফাত	৮৩	৮৬১
দলিল-প্রমাণ			
আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে দলিল প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক...	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
ইলাহ গ্রহণের পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করা (বহু ইলাহ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
উপস্থিত করা (বহু ইলাহ গ্রহণের পক্ষে দলীল-প্রমাণ...)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
উপাস্যের পক্ষে দলিল-প্রমাণ নেই (আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যের)	২৩-মু'মিনূন	১১৭	৭৭৩
উপস্থিত (দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করতে বলবেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৭৫	৮১৪
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মানুষের কাছে দলিল-প্রমাণ এসেছে	৪-নিসা	১৭৪	৫৭৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দলিল-প্রমাণ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুশরিকদের দলিল-প্রমাণ আছে কি? (আল্লাহর সন্তান প্রসঙ্গে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৫৬	৮৬৪
শিরকের পক্ষে দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি আল্লাহ	৬-আন্‌'আম	৮১	৬০৩
দলিল-প্রমাণ (দু'টি)			
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দুটি দলিল-প্রমাণ (মূসার পক্ষে)	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
দলে দলে			
উপস্থিত হবে মানুষ (যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে)	৭৮-নাবা	১৮	১০০১
কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
প্রবেশ(আল্লাহর সাহায্য/বিজয় এলে মানুষের দলে দলে দ্বীনে প্রবেশ)	১১০-নাস্‌র	২	১০৩৫
মুত্তাকীদেরকে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
দশ			
গুণ (ভাল কাজের বিনিময়ে দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে)	৬-আন্‌'আম	১৬০	৬১২
দিন (চার মাস ১০ দিন প্রতীক্ষা করবে স্ত্রী/স্বামীর মৃত্যু হলে)	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
পূর্ণ (দশ রোযা পূর্ণ করা হজ্জ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
বছর (দশ বছর পূর্ণ করা মূসার ইচ্ছাধীন)	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
রাত (নির্দিষ্ট ত্রিশের সাথে আরো দশ যুক্ত করে চল্লিশ রাত পূর্ণ করা)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
রাত (দশ রাতের কসম)	৮৯-ফাজ্‌র	২	১০২১
সূরা (দশটি সূরা রচনার জন্য কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ)	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
দশজন			
মিসকিন (দশজন মিসকিনকে খাদ্য/বস্ত্র দান কসমের কাফ্‌ফারা)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
দশদিন			
অবস্থান (দুনিয়ায় দশদিন অবস্থান ছিল কিয়ামতে অপরাধীরা বলবে)	২০-ত্বা-হা	১০৩	৭৪৭
দশমাংশ			
পূর্ববর্তীদের শক্তি ও সম্পদের এক দশমাংশও পায়নি মক্কাবাসীরা	৩৪-সাবা	৪৫	৮৪৫
দহন			
তীব্র আগুনের দহন (মিথ্যা অভিহিতকারী পথভ্রষ্টদের জন্য)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৯৪	৯৪৭
দাউদ			
অনুগ্রহ (দাউদকে অনুগ্রহ দিয়েছিলেন আল্লাহ)	৩৪-সাবা	১০	৮৪২
আল্লাহ অভিমুখী বান্দা ছিলেন দাউদ আ.	৩৮-সোয়াদ	১৭	৮৬৭
উত্তরাধিকারী(সুলাইমান আ. দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন)	২৭-নামল	১৬	৮০১
জ্ঞান দান (আল্লাহ দাউদকে জ্ঞান দান করেছেন)	২৭-নামল	১৫	৮০১
জ্ঞান দান (আল্লাহ দাউদকে জ্ঞান দান করেছেন)	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
দান (দাউদের জন্য দান করলাম সুলাইমানকে)	৩৮-সোয়াদ	৩০	৮৬৮
দান করলেন আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব ও হিকমত	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
নিয়োজিত (পাখি/পর্বতকে আল্লাহ দাউদের সাথে নিয়োজিত করেছেন)	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
পরিবার (দাউদপরিবারকে কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ করার নির্দেশ)	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
প্রজ্ঞা দান (আল্লাহ দাউদকে প্রজ্ঞা দান করেন)	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
প্রবেশ (দাউদের নিকট বিবাদকারীদের প্রবেশ)	৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
প্রতিনিধি (দাউদকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন আল্লাহ)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
বর্মনির্মাণ শিক্ষা দান দাউদকে (যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য)	২১-আম্বিয়া	৮০	৭৫৫
বিচার(শস্যক্ষেত সম্পর্কে দাউদ আ. ও সুলাইমানের বিচার)	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
বুঝতে পারল (দাউদ আ. আল্লাহর পরীক্ষা বুঝতে পারল)	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
ভাষা (বনী ইসরাঈলের কাফিরদেরকে দাউদের ভাষায় লা'নত করা)	৫-মায়িদা	৭৮	৫৯০
যাবুর দিয়েছেন আল্লাহ দাউদকে	১৭-ইস্‌রা	৫৫	৭১৮
যাবূর (আল্লাহ দাউদকে যাবুর কিতাব দান করেছেন)	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ দাউদকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৬-আন্‌'আম	৮৪	৬০৪
হত্যা করল দাউদ আ. জালূতকে	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
দাওয়াতের পন্থা			
উত্তম উপদেশ ও প্রজ্ঞা দ্বারা আল্লাহর পথে দাওয়াত	১৬-নাহ্‌ল	১২৫	৭১৩
প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ দ্বারা আল্লাহর পথে দাওয়াত	১৬-নাহ্‌ল	১২৫	৭১৩
দাঁড় করা			
আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায় মানুষ (অনুগ্রহ লাভের পর)	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
দাঁড় করানো			
আগুনের সামনে দাঁড় করানো হলে কাফির বলবে...	৬-আন্‌'আম	২৭	৫৯৮
প্রতিপালকের সামনে কাফিরদের দাঁড় করানো (কিয়ামতে)	৬-আন্‌'আম	৩০	৫৯৮
সমকক্ষ (স্রষ্টার সমকক্ষ দাঁড় করায় মুশরিকরা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৯	৮৮৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দাঁড়ানো			
অলসতার সাথে নামাজে দাঁড়ানো (মুনাফিকের নামাজ)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
আসহাবে কাহফের দাঁড়ানো (অত্যাচারী শাসকের সামনে...)	১৮-কাহ্‌ফ	১৪	৭২৫
ইবরাহীমের স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল (সন্তানের সুসংবাদ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৭১	৬৭২
ছামূদ জাতি আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি (পাকড়াও করার পর)	৫১-যারিয়াত	৪৫	৯২৭
ডাকা (মানুষ বিপদে আল্লাহকে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে ডাকে)	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
নামাজে অলসতার সাথে দাঁড়ানো (মুনাফিকের নামাজ)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
নামাজে দাঁড়ানো (একদল যোদ্ধার রাসূল স. এর সাথে নামাজে দাঁড়ানো)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
পাগলের মত দাড়াবে সুদখোর (শয়তানের স্পর্শে পাগলের মত)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে মানুষ (কিয়ামতে)	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	৬	১০১১
মুনাফিকের নামাজে দাঁড়ানো (অলসতার সাথে)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
রাতের বিভিন্ন অংশে দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ (তাহাজ্জুদ)	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
রাসূল স. কে দাড়ানো অবস্থায় রেখে খেলার দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
রাসূল স. সালাতে দাঁড়ালে তা আল্লাহ দেখেন	২৬-শু'আরা	২১৮	৭৯৯
সুদখোর শয়তানের স্পর্শে পাগলের মত দাড়াবে	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
দাঁড়ানো			
অনুগত অবস্থায় দাঁড়ানোর নির্দেশ (সালাতে দাঁড়ানো)	২-বাক্বারা	২৩৮	৫২৭
আল্লাহকে স্মরণ করা (দাঁড়িয়ে বসে ও...)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৮
ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে সালাতের স্থান বানানো	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
কবরের কাছে দাঁড়ানো নিষেধ (মুনাফিকদের কবরের কাছে)	৯-তাওবা	৮৪	৬৪৯
কাফিররা দাঁড়িয়ে যাবে দু'জন করে বা একজন করে...	৩৪-সাবা	৪৬	৮৪৫
পবিত্র রাখা(কা'বাকে নামাজে দন্ডায়মানের জন্য পবিত্র রাখার নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
রাসূল স. এর দাঁড়ানোর অধিক হক্দার মসজিদ যা তাকওয়ার উপর...	৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
রাতে দাঁড়ানোর নির্দেশ রাসূল স. কে (নামাজের জন্য)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২	৯৮৮
রাত অতিবাহিত করে সিজদাবনত অবস্থায় (রহমানের বান্দারা...)	২৫-ফুরকান	৬৪	৭৮৭
রাসূল স. দাঁড়াবেন না মসজিদে দারারে (সালাতের জন্য)	৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
রূহ ও ফেরেশতা (কিয়ামতের দিন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে)	৭৮-নাবা	৩৮	১০০২
সালাতে দাঁড়ানোর জন্য অজুর বিধান (ঈমানদারদের জন্য)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
সালাতে (পবিত্রতা ঘোষণা করার জন্য)	৫২-তূর	৪৮	৯৩১
দাঁড়িপাল্লা			
অবতীর্ণ (আল্লাহ দাঁড়িপাল্লা অবতীর্ণ করেছেন)	৪২-শূরা	১৭	৮৯২
সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজনের নির্দেশ (আইকাবাসীদের প্রতি শুআইব)	২৬-শু'আরা	১৮২	৭৯৭
সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করার নির্দেশ	১৭-ইস্‌রা	৩৫	৭১৭
দাঁড়িয়ে			
আকাশ ও পৃথিবীর দাঁড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শন	৩০-রূম	২৫	৮২৩
স্মরণ (দাঁড়িয়ে বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণের নির্দেশ)	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
মাথার উপরে দাঁড়িয়ে না থাকলে আমানত ফেরত দেয় না যারা...	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
মুনাফিক দাড়িয়ে যায় অন্ধকার নেমে আসলে (উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
রাতের এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় (রাসূল স. এর)	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
সত্যের উপরে দাঁড়িয়ে আছে আহলে কিতাবদের একটি দল	৩-আলে ইমরান	১১৩	৫৪৭
দাঁড় করানো			
হাড়কে দাঁড় করানো (উযায়েরের মৃত গাধার হাড় প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
দাঁত			
দাঁতের বদলে দাঁত (কিসাস প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
দাঁত দাঁতের বদলে (কিসাস প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
ক্রোধে আঙ্গুল দাঁতে কাটতে থাকে কাফিররা...	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
দাগ দেয়া			
কপাল ও পার্শ্বদেশে দাগ দেয়া হবে (তাদের যারা স্বর্ণ-রৌপ্য...)	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩
দাগিয়ে দেয়া			
দাগিয়ে দেয়া (শুঁড় বা নাক দাগিয়ে দিবেন আল্লাহ)	৬৮-ক্বালাম	১৬	৯৭৫
দাড়ি			
হারূনের দাড়ি না ধরার অনুরোধ (মূসাকে)	২০-ত্বা-হা	৯৪	৭৪৭
দাতা			
আল্লাহ পরম দাতা (সুলাইমানের রাজ্য প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৩৮-সোয়াদ	৩৫	৮৬৮
প্রতিপালক মহান দাতা	৩৮-সোয়াদ	৯	৮৬৬
প্রতিপালক পরম দাতা	৩-আলে ইমরান	৮	৫৩৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দান (আরো দেখুন সদকা শব্দটি)			
অকৃতজ্ঞতা (আল্লাহর দানের প্রতি মানুষের অকৃতজ্ঞতা)	১৬-নাহ্ল	৫৫	৭০৭
অনুগ্রহ (আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
অনুগ্রহ (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন)	৬২-জুমু'আ	৪	৯৬২
অনুগামী দান করার জন্য প্রার্থনা (যাকারিয়ার)	১৯-মারইয়াম	৫	৭৩৪
অনুগ্রহ দান করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
আইয়ুবকে তার পরিবার-পরিজন ফেরত দান করলেন আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	৪৩	৮৬৮
আকৃতি দান (প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ আকৃতি দান করেন)	২০-ত্বা-হা	৫০	৭৪৪
আল্লাহর দান (রাজ্য ও সম্পদ সুলাইমানের প্রতি আল্লাহর দান)	৩৮-সোয়াদ	৩৯	৮৬৮
আল্লাহ পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন (যাকে ইচ্ছা)	৪২-শূরা	৫০	৮৯৫
আল্লাহ নেয়ামত দান করলে মানুষ তা নিজ জ্ঞানলব্ধ অর্জন ভাবে	৩৯-যুমার	৪৯	৮৭৫
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা/পুত্র সন্তান দান করেন	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
আল্লাহর দানের প্রতি মানুষের অকৃতজ্ঞতা	১৬-নাহ্ল	৫৫	৭০৭
ইউসুফকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলেন আল্লাহ	১২-ইউসুফ	২২	৬৭৮
ইবরাহীমের বার্ধক্যে ইসমাঈল/ইসহাককে দান করায় প্রশংসা	১৪-ইবরাহীম	৩৯	৬৯৭
ইবরাহীমকে দান করলেন আল্লাহ (ইসহাক আ. ও ইয়াকুব)	১৯-মারইয়াম	৪৯	৭৩৭
ইবরাহীমকে প্রজ্ঞা দান করার জন্য প্রতিপালকের কাছে দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৩	৭৯২
ইবরাহীমকে আল্লাহ দান করেছেন (ইসহাক আ. ও ইয়াকুব)	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
ইবরাহীমকে আল্লাহর দান (ইসহাক আ. ও ইয়াকুব)	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
ইয়াহইয়া (যাকারিয়ার প্রতি আল্লাহর দানস্বরূপ)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
ইসহাক ও ইয়াকুব (ইবরাহী আ. এর জন্য আল্লাহর দান)	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
উপকরণ দান করেন আল্লাহ(জুলকারনাইনকে)	১৮-কাহ্ফ	৮৪	৭৩১
কন্যা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা/পুত্র সন্তান দান করেন)	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
কল্যাণ দান করবেন না নিচুদেরকে (আল্লাহ এমন নন)	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
কল্যাণ দান (যাকে হিকমত দেয়া হয় তাকে কল্যাণ দান করা হয়)	২-বাক্বারা	২৬৯	৫৩২
কল্যাণ (আল্লাহ ইবরাহীমকে দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করেন)	১৬-নাহ্ল	১২২	৭১৩
কষ্টদায়ক দানের চেয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা/ক্ষমা উত্তম	২-বাক্বারা	২৬৩	৫৩১
কাওছার (নবীকে কাওছার দান করেছেন আল্লাহ)	১০৮-কাওছার	১	১০৩৪
কিতাব দান (মুশরিকদের কি কিতাব দান করা হয়েছে?..)	৪৩-যুখরুফ	২১	৮৯৭
চক্ষু শীতলকারী দান করার জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা	২৫-ফুরকান	৭৪	৭৮৭
জ্ঞান (যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল কিয়ামতের দিন তারা বলবে...)	১৬-নাহ্ল	২৭	৭০৫
জ্ঞান দান(আল্লাহ দাউদ/সুলাইমান আ. কে জ্ঞান দান করেছেন)	২৭-নামল	১৫	৮০১
তাকওয়া দান করেন আল্লাহ তাদেরকে যারা সঠিক পথ অবলম্বন করে	৪৭-মুহাম্মাদ	১৭	৯১৩
দয়া (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া দানের জন্য গুহাবাসীর দোয়া)	১৮-কাহ্ফ	১০	৭২৪
দয়া দান আল্লাহর পক্ষ থেকে (খিজিরকে)	১৮-কাহ্ফ	৬৫	৭৩০
দয়া দান করলেন আল্লাহ (ইবরাহীম ইয়াকুব আ. ও ইসহাককে)	১৯-মারইয়াম	৫০	৭৩৭
দয়া দান করার জন্য প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট থেকে...)	৩-আলে ইমরান	৮	৫৩৬
দয়া (দ্বিগুণ দয়া দান করবেন আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি)	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
দয়া (নবুয়্যত) দান করেছেন আল্লাহ (সালিহকে)	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
দাউদকে দান করলেন আল্লাহ (রাজত্ব ও হিকমত)	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
দাউদের জন্য দান করলাম সুলাইমানকে	৩৮-সোয়াদ	৩০	৮৬৮
ধৈর্য দানের জন্য তালুত বাহিনীর প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	২-বাক্বারা	২৫০	৫২৯
নবীদেরকে কিতাব/নবুয়ত/বিচার-বিবেচনা দান করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৮৯	৬০৪
নবীকে ফাই হিসাবে যে দাসীদের দান করা হয়েছে তাদের প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
নির্দেশ (আল্লাহ ন্যায়বিচার/সদাচরণ/দান করার নির্দেশ দেন)	১৬-নাহ্ল	৯০	৭১০
নূহকে প্রতিপালক কর্তৃক দয়া/নবুয়ত দান প্রসঙ্গ	১১-হূদ	২৮	৬৬৮
নেয়ামত দান (বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর নেয়ামত দান)	২-বাক্বারা	৪০	৫০৫
নেয়ামত দান (বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর নেয়ামত দান)	২-বাক্বারা	৪৭	৫০৬
পথনির্দেশনা (আল্লাহ চাইলে সবাইকে পথ নির্দেশনা দান করতেন)	৩২-সাজদা	১৩	৮৩১
পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সম্পদ দান...	৯২-লাইল	১৮	১০২৫
পুত্র (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা/পুত্র সন্তান দান করেন)	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
পুরস্কার দান করবেন আল্লাহ রব্বানীদেরকে দুনিয়া ও...	৩-আলে ইমরান	১৪৮	৫৫০
প্রতিদান দান করবেন আল্লাহ (যুদ্ধে আনুগত্য করলে)	৪৮-ফাত্হ	১৬	৯১৭
প্রতিদান (আল্লাহর উপদেশ মানলে মহাপ্রতিদান দান করা হত)	৪-নিসা	৬৭	৫৬৫
প্রজ্ঞা দান করার জন্য প্রতিপালকের কাছে ইবরাহীমের দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৩	৭৯২
প্রতিশ্রুত বিষয় দান করার জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা	৩-আলে ইমরান	১৯৪	৫৫৫
প্রমাণ দান (বনী ইসরাঈলকে দ্বীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান)	৪৫-জাছিয়া	১৭	৯০৬
প্রতিপালকের দানই উত্তম (রাসূল স. এর জন্য)	২৩-মু'মিনূন	৭২	৭৭০
প্রতিপালকের দান থেকে প্রদান করেন তিনি	১৭-ইস্রা	২০	৭১৫
প্রতিপালকের দান রাসূল স. কে (এমন দান যে তিনি সন্তুষ্ট হবেন)	৯৩-দুহা	৫	১০২৬
প্রতিপালকের দান সীমাবদ্ধ নয়	১৭-ইস্রা	২০	৭১৫
প্রতিদান (অঙ্গীকার পূর্ণকারীকে বিরাট প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্হ	১০	৯১৬
ফল দান করে উত্তম গাছ আল্লাহর অনুমতিক্রমে(উত্তম বাণীর উপমা)	১৪-ইবরাহীম	২৫	৬৯৫
বনী ইসরাঈলকে দান করা হয়েছিল (কিতাব/বিধান/নবুয়ত/শ্রেষ্ঠত্ব)	৪৫-জাছিয়া	১৬	৯০৬
বর্ধিত করা (আল্লাহ দানকে বর্ধিত করেন)	২-বাক্বারা	২৭৬	৫৩৩
ভীত অবস্থায় দান (প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার ভয়ে...)	২৩-মু'মিনূন	৬০	৭৬৯
ভোগ্যসামগ্রী দান করবেন আল্লাহ (ক্ষমাপ্রার্থনা করলে ও অনুতপ্ত...)	১১-হূদ	৩	৬৬৫
মর্যাদা দান(প্রত্যেক মর্যাদাবানকে আল্লাহ মর্যাদা দান করবেন)	১১-হূদ	৩	৬৬৫
মূসাকে পথনির্দেশিকা দান করেছিলেন আল্লাহ	৪০-মু'মিন	৫৩	৮৮২
মূসাকে প্রতিপালক কর্তৃক প্রজ্ঞা দান	২৬-শু'আরা	২১	৭৮৯
যাকারিয়ার প্রতি ইয়াহইয়া আ. আল্লাহর দানস্বরূপ	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
যিকির/কুরআন দান করেছেন আল্লাহ (রাসূল স. কে)	২০-ত্বা-হা	৯৯	৭৪৭
রাজ্য দানের জন্য প্রতিপালকের নিকট সুলাইমানের প্রার্থনা	৩৮-সোয়াদ	৩৫	৮৬৮
রাজত্ব দান করেছেন প্রতিপালক ইউসুফকে	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
রাজত্ব দান করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
রাসূল স. কে প্রতিপালক এমন দান করবেন যে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন	৯৩-দুহা	৫	১০২৬
সৎসন্তান দান করার জন্য আল্লাহর নিকট ইবরাহীমের প্রার্থনা	৩৭-সাফ্ফাত	১০০	৮৬১
সন্তান দানের জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা (যাকারিয়ার)	৩-আলে ইমরান	৩৮	৫৩৯
সম্পদ দান করা প্রকৃত পূণ্য (সম্পদের প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
সহজ করা (দানশীলদের জন্য আল্লাহ সহজ করে দিবেন)	৯২-লাইল	৫	১০২৫
সাবার রানীকে জ্ঞান দান (মুসলিম হওয়া প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪২	৮০৩
হিকমত (আল্লাহ লুকমানকে হিকমত দান করেছেন)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
হিকমত দান (কাউকে হিকমত দান আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	২-বাক্বারা	২৬৯	৫৩২
হিকমত (যাকে হিকমত দেয়া হয় তাকে বহু কল্যাণ দান করা হয়)	২-বাক্বারা	২৬৯	৫৩২
দান (অনুগ্রহ দান)			
কৃতজ্ঞতা(সুলাইমান/তার পিতা-মাতাকে আল্লাহর দানের কৃতজ্ঞতা)	২৭-নামল	১৯	৮০১
সুলাইমান/তার পিতা-মাতাকে আল্লাহর দানের কৃতজ্ঞতা	২৭-নামল	১৯	৮০১
দান করা			
অনুগ্রহ দান করলেন আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদেরকে...	৯-তাওবা	৭৬	৬৪৮
অনুগ্রহ (আল্লাহ অনুগ্রহ দান করলে কাফির ও মুনাফিকরা...)	৯-তাওবা	৭৫	৬৪৮
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন)	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
আল্লাহ দান করবেন তার অনুগ্রহ (যাকাত বন্টন প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৫৯	৬৪৬
আল্লাহ দান করেছেন যে নেয়ামত তা পরিবর্তন করেন না	৮-আনফাল	৫৩	৬৩৭
আল্লাহ দান করেন তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দান করেন	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
উত্তম কিছু দান করা হবে যুদ্ধবন্দিদেরকে হৃদয়ে ভাল কিছু থাকলে	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
কিতাব (আল্লাহ মানুষকে কিতাব দান করলে সংগত নয় যে...)	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
ক্ষমতা দান করবেন আল্লাহ মূসাকে	২৮-কাসাস	৩৫	৮১১
জ্ঞান দান করা হয়েছে যাদেরকে তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
দয়া দান করলেন আল্লাহ মূসাকে (ভাই হারুনকে নবী করে)	১৯-মারইয়াম	৫৩	৭৩৭
ধনভাণ্ডার দান করেছিলেন আল্লাহ (কারুনকে)	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
ধৈর্য দান করার জন্য দোয়া (জাদুকররা ঈমান আনার পর)	৭-আ'রাফ	১২৬	৬২৩
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলেন আল্লাহ মূসাকে (পরিপক্ক হলে)	২৮-কাসাস	১৪	৮০৯
মুমিন নারী নিজকে দান করলে নবী চাইলে বিয়ে করতে পারেন	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
সম্পদ দান করা বা নিজের কাছে রেখে দেয়া সুলাইমানের ইচ্ছা	৩৮-সোয়াদ	৩৯	৮৬৮
সুস্থ সন্তান দান করার পর আল্লাহর সাথে শরীক করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৯০	৬৩০
সুস্থ সন্তান দান করলে কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রতিশ্রুতি (আদম-হাওয়া আ. প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
স্বস্তি (আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দান করেন)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
দান-খয়রাত			
কল্যাণ (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় দান-খয়রাত করার মাঝে)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
প্রতিদান (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় দান-খয়রাত করলে প্রতিদান)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
দান (খাওয়ানো)			
খাদ্য খাওয়ানো/দান (অভাবগ্রস্ত ইয়াতিম ও বন্দীকে)	৭৬-দাহ্র	৮	৯৯৫
দান (নেয়ামত দান)			
নেয়ামত দান (বনী ইসরাঈলের প্রতি)	২-বাক্বারা	১২২	৫১৪
দানশীল			
মুত্তাকীরা দানশীল	৩-আলে ইমরান	১৭	৫৩৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দানশীল নারী			
কর্জ দান (দানশীল নারী আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিলে তা বহুগুণ...)	৫৭-হাদীদ	১৮	৯৫০
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (দানশীল নারী-পুরুষের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
দানশীল পুরুষ			
কর্জ দান (দানশীল পুরুষ আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিলে তা বহুগুণ...)	৫৭-হাদীদ	১৮	৯৫০
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (দানশীল নারী-পুরুষের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
দানা			
উৎপাদন (আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করে শস্যদানা উৎপাদন)	৫০-ক্বাফ	৯	৯২২
খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধ গুল্ম আছে পৃথিবীতে	৫৫-রাহ্মান	১২	৯৩৯
পরিমাণ (সরিষার দানা পরিমাণ কাজও কিয়ামতে উপস্থিত করা হবে)	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
সরিষার দানা পরিমাণ ক্ষুদ্র বস্তুও আল্লাহ উপস্থিত করবেন	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
সরিষার দানা পরিমাণ কাজও কিয়ামতে উপস্থিত করা হবে	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
দাবী			
দুম্বা দাবী করে জুলুম করেছে ৯৯ দুম্বার মালিক (দাউদের উক্তি)	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
মুমিনগণ যা দাবী করবে তাই পাবে (জান্নাতে)	৪১-ফুস্সিলাত	৩১	৮৮৮
মেহমানদেরকে দাবী করল লূতের সম্প্রদায় (উপভোগের জন্য)	৫৪-কামার	৩৭	৯৩৮
রাসূল স. এর দাবি অনুযায়ী আকাশ খণ্ড খণ্ড করে	১৭-ইস্রা	৯২	৭২২
লূত সম্প্রদায়ের দাবী নেই (জাতির কন্যাদের ব্যাপারে)	১১-হূদ	৭৯	৬৭৩
দাবী করা			
ঈমানের দাবী আহলেকিতাবের (কুরআন/পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
কাফিররা যা দাবী করত (এটাই সেই কিয়ামত)	৬৭-মুল্ক	২৭	৯৭৪
দয়াময় আল্লাহর সন্তান আছে বলে দাবী করে মুশরিকরা	১৯-মারইয়াম	৯১	৭৪০
দাম্ভিক			
নিবারণ করতে পারবে না দাম্ভিকরা (জাহান্নামের আগুন)	৪০-মু'মিন	৪৭	৮৮২
মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক কে, তা আগামীকাল জানবে ছামুদ সম্প্রদায়	৫৪-কামার	২৬	৯৩৭
সালিহ আ. কে দাম্ভিক ও মিথ্যাবাদী বলল (ছামুদ সম্প্রদায়)	৫৪-কামার	২৫	৯৩৭
দায়			
ঋণের দায় যার উপর সে যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয়	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
ঋণের দায় যার উপর সে যেন লেখার বিষয় বলে দেয়	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ (প্রত্যেক ব্যক্তি)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৮	৯৯২
মানুষ দায়গ্রস্ত হয়ে পড়বে (ফসল খড়কুটায় পরিণত করা হলে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬৬	৯৪৬
দায়-দায়িত্ব থাকা (মন্দ কাজের সুপারিশকারীর তাতে দায়-দায়িত্ব থাকা)	৪-নিসা	৮৫	৫৬৭
দায়মুক্ত			
অনুসৃতদের ন্যায় দায়মুক্ত হত অনুসারীরা (দুনিয়ায় আসতে পারলে)	২-বাক্বারা	১৬৭	৫১৮
অনুসৃতরা দায়মুক্ত হবে অনুসরণকারীদের থেকে...	২-বাক্বারা	১৬৬	৫১৮
অনুসারীরা দায়মুক্ত থাকত অনুসারীদের থেকে (দুনিয়ায় আসতে পারলে)	২-বাক্বারা	১৬৭	৫১৮
ইবরাহীম আ. দায়মুক্ত হলেন পিতা থেকে	৯-তাওবা	১১৪	৬৫২
মিথ্যাবাদী আখ্যাদানকারীরা দায়মুক্ত (রাসূল স. এর কাজের ব্যাপারে)	১০-ইউনুস	৪১	৬৫৮
রাসূল স. দায়মুক্ত (মিথ্যাবাদী আখ্যাদানকারীর কাজের ব্যাপারে)	১০-ইউনুস	৪১	৬৫৮
দায়িত্ব (আরো দেখুন করণীয়/কর্তব্য শব্দটি)			
অভিযোগ উত্থাপনের প্রধান দায়িত্ব যে নিয়েছে তার জন্য...	২৪-নূর	১১	৭৭৫
আল্লাহর দায়িত্ব মুমিনদেরকে সাহায্য করা	৩০-রূম	৪৭	৮২৫
আল্লাহর দায়িত্ব (মুমিনদের উদ্ধার করার বিষয়টি)	১০-ইউনুস	১০৩	৬৬৪
আল্লাহর দায়িত্ব (কুরআন একত্রীকরণ ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৭	৯৯৩
একত্রীকরণের (কুরআন একত্রীকরণ ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৭	৯৯৩
কিতাব/নবুয়ত/বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব অর্পণ করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৮৯	৬০৪
কুরআন ব্যাখ্যার দায়িত্ব প্রসঙ্গ...	৭৫-কিয়ামাহ্	১৯	৯৯৪
তাওরাতের দায়িত্বভার বহন করেনি যারা তাদের উপমা গাধার মত	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
পড়ানোর (কুরআন একত্রীকরণ ও পড়িয়ে দেয়ার দারিত্ব প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৭	৯৯৩
সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া যাবে না (কাউকে)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
দায়িত্বমুক্ত			
আল্লাহ দায়িত্বমুক্ত মুশরিকদের থেকে	৯-তাওবা	৩	৬৪০
ইবরাহীম আ. দায়িত্বমুক্ত (সম্প্রদায়ের শিরক করা থেকে)	৬-আন্'আম	৭৮	৬০৩
নবী দায়িত্বমুক্ত (সম্প্রদায়ের অপরাধের ব্যাপারে)	১১-হূদ	৩৫	৬৬৮
রাসূল স. দায়িত্বমুক্ত... (রাসূল স. কে অমান্য করলে তাকে বলা)	২৬-শু'আরা	২১৬	৭৯৯
শয়তান দায়মুক্ত হয়ে যায় (মানুষকে দিয়ে কুফরি করানোর পর)	৫৯-হাশর	১৬	৯৫৭
শয়তান দায়িত্বমুক্ত হল কাফিরদের থেকে (বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
শরীক করা থেকে রাসূল স. দায়িত্বমুক্ত	৬-আন্'আম	১৯	৫৯৭
হূদ দায়িত্বমুক্ত (সম্প্রদায় যে শরীক করে তা থেকে)	১১-হূদ	৫৪	৬৭০
শরীকরা দায়মুক্ত হতে চাবে কিয়ামতে	২৮-কাসাস	৬৩	৮১৩
দায়িত্বশীল			
আনুগত্য (দায়িত্বশীলের আনুগত্য করার নির্দেশ)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
দায়ী			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অর্জনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি দায়ী	৫২-তূর	২১	৯৩০
কৃতকর্মের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি দায়ী	৫২-তূর	২১	৯৩০
প্রত্যেক ব্যক্তি দায়ী (যা সে অর্জন করেছে তার জন্য)	৫২-তূর	২১	৯৩০
রাসূল স. কে দায়ী করা হবে শুধু নিজের জন্য (জিহাদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
দারিদ্র্য (আরো দেখুন অভাব-অনটন শব্দটি)			
আশঙ্কা (দারিদ্র্যের আশঙ্কা করে যদি ঈমানদারগণ তবে...)	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
বনী ইসরাঈলের সাথে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যকে লাগিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
ভয় (শয়তান মানুষকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায়)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
ভয় (দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করা নিষিদ্ধ)	১৭-ইস্রা	৩১	৭১৬
লাগিয়ে দেয়া হয়েছে দারিদ্র্য (আহলে কিতাবদের সাথে)	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
সন্তান হত্যা (দারিদ্র্যের কারণে সন্তান হত্যা করা হারাম)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
দাস/দাস-দাসী (আরও দেখুন ক্রীতদাস শব্দটিতে)			
উপমা (মালিকানাধীন এক দাসের উপমা...)	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
প্ররোচনা (আযীযের স্ত্রী প্ররোচনা দেয় দাসকে দৈহিক মিলনে)	১২-ইউসুফ	৩০	৬৭৯
মালিকানাধীন এক দাসের উপমা...	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
মুক্তকরণ (দাস মুক্তকরণ- গিরিপথ অর্থ)	৯০-বালাদ	১৩	১০২৩
মুক্ত করা (মুমিন হত্যার কাফফারা মুমিন দাস মুক্ত করা ও রক্তপণ)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
মুক্ত (দাসমুক্ত করা স্ত্রীর সাথে যিহারের কাফফারা)	৫৮-মুজাদালা	৩	৯৫২
মুক্ত করা (মুমিন হত্যার কাফফারা মুমিন দাস মুক্ত করা)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
মুক্ত করা (মুমিন হত্যার কাফফারা মুমিন দাস মুক্ত করা ও রক্তপণ)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
মুমিন দাস উত্তম মুশরিক পুরুষের চেয়ে...	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
মুমিন দাস মুক্ত করা ও রক্তপণ (মুমিন হত্যার কাফফারা)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
মুক্তি (দৃঢ় কসম ভঙ্গের কাফফারা দশজন দাসমুক্তি)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
মূসা আ. ও হারুনের সম্প্রদায় দাস (ফিরাউন সম্প্রদায়ের)	২৩-মু'মিনূন	৪৭	৭৬৯
শয়তানের দাসত্ব না করার নির্দেশ (বনী আদমের প্রতি)	৩৬-ইয়াসীন	৬০	৮৫৫
সৎকর্মশীল দাসের বিয়ে দেয়া...	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
দাসত্ব			
অনুমতিগ্রহণ করবে দাস-দাসীরা (মু'মিনদের ঘরে প্রবেশের জন্য)	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
অংশীদার (দাস-দাসী সমান অংশীদার নয়)	৩০-রূম	২৮	৮২৪
দান (দাসমুক্তির জন্য দান করা প্রকৃত পূণ্য)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
পর্দা (নবীর স্ত্রীদের সাথে দাস-দাসীদের পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
বনী ইসরাঈলকে ফির'আউন কর্তৃক দাস বানানো প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	২২	৭৮৯
যাকাত দাসমুক্তির জন্য...	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
রিযিক (দাস-দাসীকে কেউ এতটা রিযিক দেয়না যাতে তার সমান হয়)	১৬-নাহ্ল	৭১	৭০৮
সদ্ব্যবহার (মালিকানাধীন দাস-দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
বাধ্য করা (দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা নিষেধ)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
বিয়ে (দাসীকে বিয়ে করা নবীর জন্য বৈধ হওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহ্যাব	৫০	৮৩৭
বিয়ে(মালিকানাধীন দাসীকে বিয়ে করার বৈধতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
বিয়ে (স্বাধীন সচ্চরিত্রা মুমিন নারী না পেলে দাসীকে বিয়ে বৈধ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
মু'মিন নারীরা দাসীদের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশে দোষ নেই	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
মুমিন দাসী উত্তম (মুশরিক নারীর চেয়ে)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
রাসূল স. এর জন্য মালিকানাধীন দাসী হালাল হওয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহ্যাব	৫২	৮৩৮
সৎকর্মশীলা দাসীর বিয়ে দেয়া...	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যত্র লজ্জাস্থানের হেফাজত করে যারা...	৭০-মা'আরিজ	৩০	৯৮২
দিক			
ডান দিক (তুর পর্বতের ডান দিক থেকে মূসাকে আহ্বান...)	১৯-মারইয়াম	৫২	৭৩৭
পূর্ব দিক বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে পূণ্য নেই...	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
মসজিদে হারামের দিকে চেহারা ফিরানোর নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
মসজিদে হারামের দিকে চেহারা ফিরানোর নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৪৯	৫১৬
মসজিদে হারামের দিকে চেহারা ফিরানোর নির্দেশ...	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
যমীনকে সকল দিক থেকে সংকুচিত করা (কাফিরদের জন্য)	১৩-রা'দ	৪১	৬৯২
রাসূল স. এর দিকে কাফিররা দৌড়ে আসছে...	৭০-মা'আরিজ	৩৬	৯৮২
সব দিক থেকে উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করা হয় (শয়তানকে)	৩৭-সাফ্ফাত	৮	৮৫৭
সবদিক থেকে প্রচুর রিযিক আসলেও নেয়ামত অস্বীকার করায় শাস্তি	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
দিক			
আগুনের অধিবাসীদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে (আরাফবাসীদের)	৭-আ'রাফ	৪৭	৬১৭
প্রত্যেকেরই একটি দিক (কিবলা) আছে	২-বাক্বারা	১৪৮	৫১৬
মাদইয়ানের দিকে যাত্রা করল মূসা	২৮-কাসাস	২২	৮০৯
সমুদ্রের সবদিক থেকে তরঙ্গ ধেয়ে আসে(নৌযানের দিকে)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
দিগন্ত			
ঊর্ধ্ব দিগন্তে জিবরাঈলকে দেখেছিলেন রাসূল	৫৩-নাজম	৭	৯৩২
নিদর্শনাবলি (আল্লাহ্ দেখাবেন, সত্য প্রতিষ্ঠার)	৪১-ফুস্সিলাত	৫৩	৮৯০
স্পষ্ট দিগন্তে রাসূল স. জিবরাঈলকে দেখেছেন	৮১-তাকভীর	২৩	১০০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দিন			
অংশ(দিনের কিছু অংশ অবস্থানের ধারণা!, উযায়েরের)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
অখিরাতের দিনের উপর ঈমান এনেছে যারা তাদেরকে উপদেশ	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
অতীত দিনের কাজের বিনিময়ে জান্নাতের নেয়ামত লাভ	৬৯-হাক্কাহ্	২৪	৯৭৯
অতিক্রম (রাতের পক্ষে দিনকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়)	৩৬-ইয়াসীন	৪০	৮৫৪
অনন্তকালের দিন (জান্নাতের জীবন)	৫০-ক্বাফ	৩৪	৯২৪
অন্তহীন (দিনকে অন্তহীন করে দেন যদি আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৭২	৮১৪
অপরাধীদের দৃষ্টিহীন করে সমবেত করার দিন (কিয়ামতের দিন)	২০-ত্বা-হা	১০২	৭৪৭
অপসারিত (রাত থেকে দিনকে অপসারিত করেন আল্লাহ ..)	৩৬-ইয়াসীন	৩৭	৮৫৪
অপেক্ষা (সেই দিনের অপেক্ষা যেদিন আকাশ ধোঁয়াচ্ছন্ন হবে)	৪৪-দুখান	১০	৯০২
অপ্রতিরোধ্য দিন আসার পূর্বে ঈমান আনার আহ্বান	৪২-শূরা	৪৭	৮৯৫
অপেক্ষা (পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দিনের অপেক্ষা)	১০-ইউনুস	১০২	৬৬৪
অবকাশ(আতঙ্কে চোখ স্থির হওয়ার দিন পর্যন্ত জালিমদের অবকাশ)	১৪-ইবরাহীম	৪২	৬৯৭
অবস্থান (একদিন বা দিনের কিছু অংশ পৃথিবীতে অবস্থান...)	২৩-মু'মিনূন	১১৩	৭৭৩
অবস্থান (দুনিয়ায় একদিন অবস্থান ছিল, উৎকৃষ্ট ব্যক্তি কিয়ামতে বলবে)	২০-ত্বা-হা	১০৪	৭৪৭
অবস্থান (রাত-দিনে যা অবস্থান করে সবই আল্লাহর)	৬-আন্'আম	১৩	৫৯৭
অবস্থানের দিন/মুকিম অবস্থায় মানুষ তাবুকে হালকা মনে করে	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
আখিরাতের দিনে অবিশ্বাসকারীরা সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
আখিরাতের দিনে ইহুদি, নাসারা ও সাবেয়ীদের ঈমান প্রসঙ্গে	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
আখিরাতের দিনে ঈমান আনার সমান নয় মসজিদে হারাম আবাদ	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
আখিরাতের দিনে ঈমান আনে না যারা তারাই অনুমতি চায়...	৯-তাওবা	৪৫	৬৪৫
আখিরাতের দিনে ঈমান আনেনি যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ...	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
আখিরাতের দিনে ঈমান এনেছে যারা তারা অনুমতি চায় না...	৯-তাওবা	৪৪	৬৪৪
আখিরাতের দিনে ঈমান আনার মিথ্যা ঘোষণা (মুনাফিকদের)	২-বাক্বারা	৮	৫০২
আখিরাতের দিনে ঈমান আনে বেদুইনদের কেউ কেউ	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
আখিরাতের দিনে ঈমান আনার সমান নয় মসজিদে হারামকে...	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
আখিরাতের দিনে ঈমান আনে যারা...	৫-মায়িদা	৬৯	৫৮৯
আখিরাতের দিনে ঈমান (প্রকৃত পূণ্য)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
আখিরাতের দিনে ঈমান আনলে... বৈধ নয় যে...	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
আখিরাতের দিনে ঈমান এনে থাকলে মতবিরোধের ক্ষেত্রে করণীয়	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
আখিরাতের দিনের ব্যাপারে ঈমান আনলে...	২৪-নূর	২	৭৭৪
আখিরাতে বিশ্বাসী কোন সম্প্রদায় পাওয়া যাবে না যারা...	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
আখিরাতের দিনের উপর ঈমান আনে আহলে কিতাবদের একদল	৩-আলে ইমরান	১১৪	৫৪৭
আখিরাতের দিনে বিশ্বাস করে যারা তারাই মসজিদ আবাদ করবে	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
আখিরাতের দিনের আশাকারীর জন্য রাসূল স. এর মাঝে উত্তম আদর্শ	৩৩-আহযাব	২১	৮৩৫
আখিরাতের দিনের প্রত্যাশা করে যে তার জন্য উত্তম আদর্শ...	৬০-মুমতাহিনা	৬	৯৫৮
আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান না আনার পরিণাম	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমানহীন লোকের দান (খোঁটা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৩৯	৫৬২
আখিরাতের দিনে বিশ্বাসীদেরকে মহাপ্রতিদান দান (ইহুদি প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
আখিরাতের দিনে বিশ্বাসীদের জন্যে রিযিক প্রার্থনা	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
আখিরাতের দিনে বিশ্বাসকারীর জন্য উপদেশ (তালাক প্রসঙ্গে)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়ার দিন...(অস্বীকারকারীকে)	৫২-তূর	১৩	৯২৯
আচ্ছাদিত (দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করা)	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
আট দিন অবিরাম ঝড় বয়েছিল আদ সম্প্রদায়ের উপর	৬৯-হাক্কাহ্	৭	৯৭৮
আবর্তন (দিন-রাতের আবর্তনে অনুধাবনকারীদের জন্য নিদর্শন)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
আবর্তন (দিনসমূহের আবর্তন ঘটান আল্লাহ, মানুষের মাঝে)	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
আর্তনাদ দিনের আশঙ্কা (নিজ সম্প্রদায়ের জন্য)	৪০-মু'মিন	৩২	৮৮০
আলোকপ্রদ (আল্লাহ দিনকে আলোকপ্রদ বানিয়েছেন)	২৭-নামল	৮৬	৮০৭
আলোকোজ্জ্বল (আল্লাহ দিনকে আলোকোজ্জ্বল করেছেন)	৪০-মু'মিন	৬১	৮৮৩
আলোকিত (দিন যখন আলোকিত হয় তার কসম)	৯১-শাম্স	৩	১০২৪
আলোকোজ্জ্বল (আল্লাহ দিনকে আলোকোজ্জ্বল করেছেন)	১০-ইউনুস	৬৭	৬৬০
আল্লাহ ডাকবেন যেদিন মানুষকে, আমলনামাসহ (সেদিন...)	১৭-ইস্‌রা	৭১	৭২০
আল্লাহ্ ডাকবেন কিয়ামতের দিন (সকলকে)	১৭-ইস্‌রা	৫২	৭১৮
আল্লাহর সাক্ষাতের দিন মুমিনদের প্রতি অভিবাদন হবে সালাম	৩৩-আহযাব	৪৪	৮৩৭
আল্লাহর দিনগুলো কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শনস্বরূপ	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩
আল্লাহর দিনগুলোর প্রত্যাশা করে না যারা তাদের প্রতি ক্ষমা	৪৫-জাছিয়া	১৪	৯০৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহর দিনগুলোর মাধ্যমে উপদেশ দান (মূসার সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩
আল্লাহর নির্দেশ দিনে/রাতে আসল (শস্যক্ষেত ধ্বংসের)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
আলো দৌড়াবে যেদিন (মু'মিনদের সামনে ও ডানে)	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
আসা (কিয়ামতের দিন আসার আগে সঠিক দ্বীনের জন্য...)	৩০-রূম	৪৩	৮২৫
আসা (শাস্তি যেদিন আসবে সেদিন কেউ কথা বলবেনা)	১১-হূদ	১০৫	৬৭৫
আহ্বান (নূহ আ.সম্প্রদায়কে দিনে ও রাতে আহ্বান করেছিল)	৭১-নূহ্	৫	৯৮৪
ইবলিসের প্রতি অভিশাপ, বিচার দিন পর্যন্ত	১৫-হিজর	৩৫	৬৯৯
উৎসবের দিনকে মূসা/ফিরআউনের জাদুর জন্য নির্ধারণ করা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৫৯	৭৪৪
উপস্থিত হওয়ার দিন (আখিরাত)	১১-হূদ	১০৩	৬৭৫
উপস্থিত (কাফিরদেরকে আগুনের সামনে উপস্থিত করার দিন)	৪৬-আহ্কাফ	৩৪	৯১১
একত্র করবেন যেদিন আল্লাহ রাসূলগণকে...	৫-মায়িদা	১০৯	৫৯৪
একত্রিত হওয়ার দিন/কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করা (কুরআন দ্বারা)	৪২-শূরা	৭	৮৯১
একত্রিত করার দিন (আখিরাত মানুষকে একত্রিত করার দিন)	১১-হূদ	১০৩	৬৭৫
একত্রিত করার দিন (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
এক দিনের শাস্তি লাঘবের প্রার্থনা করার অনুরোধ...	৪০-মু'মিন	৪৯	৮৮২
একদিনে সকল বিষয় আল্লাহর কাছে উত্থিত হয়	৩২-সাজ্‌দা	৫	৮৩০
একদিনের কিছু অংশ পৃথিবীতে অবস্থান, পথভ্রষ্টরা বলবে...	২৩-মু'মিনূন	১১৩	৭৭৩
একদিনের কিছু অংশ অবস্থানের ধারণা! (উযায়ের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
কঠিন দিনকে মানুষ ছেড়ে দিচ্ছে দিন ও নগদ/দুনিয়াকে ভালবাসে...	৭৬-দাহ্র	২৭	৯৯৬
কঠিন দিন কিয়ামত, কাফিরদের জন্য	২৫-ফুরকান	২৭	৭৮৪
কঠিন দিন (কিয়ামতকে কঠিন দিন বলবে কাফিরারা)	৫৪-কামার	৮	৯৩৬
কথা বলবে না মিথ্যা অভিহিতকারীরা (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুর্সালাত	৩৫	৯৯৮
কবর থেকে বের হয়ে আসার দিন (বিকট শব্দ শুনতে পাবে মানুষ)	৫০-ক্বাফ	৪২	৯২৪
কর্মব্যস্ততা (দিনের বেলা রাসূল স. এর দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৭	৯৮৮
কর্মব্যস্ত বানিয়েছেন আল্লাহ (দিনকে)	৭৮-নাবা	১১	১০০০
কসম দিনের যখন তা প্রকাশিত হয়	৯২-লাইল	২	১০২৫
কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না	৪৫-জাছিয়া	৩৫	৯০৭
কামাই (দিনের কামাই/কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	৬-আন্'আম	৬০	৬০১
কিয়ামতে দিন একা আসবে (প্রতিপালকের নিকট...)	১৯-মারইয়াম	৯৫	৭৪০
কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিন	৩০-রূম	১২	৮২২
কিয়ামত সংঘটনের দিন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে	৪৫-জাছিয়া	২৭	৯০৭
কিয়ামত সংঘটিত হবে যেদিন...	৪০-মু'মিন	৪৬	৮৮২
কিয়ামত সংঘটিত হবে যেদিন (সেদিন মানুষ বিভক্ত হবে)	৩০-রূম	১৪	৮২৩
কিয়ামতের দিন অপমানিত না করার প্রার্থনা মুমিনদের	৩-আলে ইমরান	১৯৪	৫৫৫
কিয়ামতের দিন অপরাধীরা শিকলে বাঁধা থাকবে	১৪-ইবরাহীম	৪৯	৬৯৭
কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা আরশ বহন করবে	৬৯-হাক্কাহ্	১৭	৯৭৮
কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকৃত বস্তু নিয়ে আত্মসাৎকারী উপস্থিত...	৩-আলে ইমরান	১৬১	৫৫১
কিয়ামতের দিন (আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরালে অন্ধ অবস্থায় সমবেত হবে)	২০-ত্বা-হা	১২৪	৭৪৯
কিয়ামতের দিন আকাশ ফেটে যাবে	২৫-ফুরকান	২৫	৭৮৪
কিয়ামতের দিন আগুনের শাস্তি(আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য)	২২-হাজ্জ	৯	৭৫৯
কিয়ামতের দিন আগুনের দিকে হেঁচড়ে নেয়া হবে (অপরাধীদের)	৫৪-কামার	৪৮	৯৩৮
কিয়ামতের দিন একত্রিত করা হবে (দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা...)	৩-আলে ইমরান	২৫	৫৩৮
কিয়ামতের দিন উপরে থাকবে তারাই যারা...	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে (ভোগ্য-সামগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিকে)	২৮-কাসাস	৬১	৮১৩
কিয়ামতের দিন ঈসা আ.আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন	৪-নিসা	১৫৯	৫৭৭
কিয়ামতের দিন ইহুদী-নাসারাদের মতপার্থক্যের বিচার করা হবে	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না যারা...	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
কিয়ামতের দিন আল্লাহ সবাইকে একত্র করবেন	৬-আন্'আম	১২	৫৯৭
কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের মতভেদের বিষয়টি স্পষ্ট করবেন	১৬-নাহ্ল	৯২	৭১০
কিয়ামতের দিন আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপকারীর চেহারা কালো হবে	৩৯-যুমার	৬০	৮৭৬
কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন- 'আজ সত্যবাদীতা উপকারে...'	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
কিয়ামতের দিন মতপার্থক্যের বিচার করা হবে	২২-হাজ্জ	৬৯	৭৬৪
কিয়ামতের দিন ইহুদি/ নাসারা /মুশরিকদের ফয়সালা করা হবে	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
কিয়ামতের দিন কখন হবে সে সম্পর্কে মানুষ প্রশ্ন করে	৭৫-কিয়ামাহ্	৬	৯৯৩
কিয়ামতের দিন কবর থেকে বের হয়ে দ্রুত বেগে ধাবিত হবে...	৭০-মা'আরিজ	৪৩	৯৮৩
কিয়ামতের দিন কাফিরদের ঈমান উপকারে আসবে না	৩২-সাজ্‌দা	২৯	৮৩২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দিন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কিয়ামতের দিন কাফিরদের আগুনের সামনে উপস্থিত করা হবে	৪৬-আহ্কাফ	২০	৯১০
কিয়ামতের দিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কাজে আসবে না	৪৪-দুখান	৪১	৯০৪
কিয়ামতের দিন একে অপরের জন্য কিছু করতে সক্ষম হবে না	৮২-ইনফিতার	১৯	১০১০
কিয়ামতের দিন এটাই যার প্রতিশ্রুতি কাফিরদেরকে দেয়া হয়েছিল	৭০-মা'আরিজ	৪৪	৯৮৩
কিয়ামতের দিন ক্ষমতা থাকবে না (একে অপরের উপকার করার)	৩৪-সাবা	৪২	৮৪৪
কিয়ামতের দিন গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া হবে কৃপণদের...	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
কিয়ামতের দিন ঘৃণিত হবে (ফির'আউন ও তার বাহিনী)	২৮-কাসাস	৪২	৮১১
কিয়ামতের দিন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে (নিকট থেকে)	৫০-ক্বাফ	৪১	৯২৪
কিয়ামতের দিন জালিমরা যখন আল্লাহর নিকট আসবে	১৯-মারইয়াম	৩৮	৭৩৬
কিয়ামতের দিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে	৩-আলে ইমরান	১০৬	৫৪৬
কিয়ামতের দিন কিশোরকে করা হবে চুলপাকা বৃদ্ধ	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৭	৯৮৮
কিয়ামতের দিন কে উত্তম? নিরাপদ ব্যক্তি না আগুনে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি	৪১-ফুস্সিলাত	৪০	৮৮৯
কিয়ামতের দিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না	১৪-ইবরাহীম	৩১	৬৯৬
কিয়ামতের দিন মুশরিক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে	১৬-নাহ্ল	৮৭	৭১০
কিয়ামতের দিন মুনাফিকদের পক্ষে কে বিতর্ক করবে?	৪-নিসা	১০৯	৫৭১
কিয়ামতের দিন মুখমণ্ডল ম্লান হবে (কাফিরদের প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৪	৯৯৪
কিয়ামতের দিন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে (মুমিনদের প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	২২	৯৯৪
কিয়ামতের দিন মুনাফিকরা মু'মিনদেরক অপেক্ষা করতে বলবে...	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
কিয়ামতের দিন মানুষকে তার কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন আল্লাহ	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
কিয়ামতের দিন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে	২৩-মু'মিনূন	১৬	৭৬৬
কিয়ামতের দিন মানুষকে সমবেত করবেন প্রতিপালক...	৩-আলে ইমরান	৯	৫৩৬
কিয়ামতের দিন মানুষকে নিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে	১০২-তাকাছুর	৮	১০৩২
কিয়ামতের দিন মূর্তিপূজারীদের পারস্পরিক অস্বীকার ও অভিশাপ	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
কিয়ামতের দিন যাকে শাস্তি থেকে সরিয়ে রাখা হবে তাকে দয়া করা হবে	৬-আন্'আম	১৬	৫৯৭
কিয়ামতের দিন (যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে)	৬৮-ক্বালাম	৪২	৯৭৭
কিয়ামতের দিন যেদিন আকাশ ফুটন্ত তেলের মত হবে	৭০-মা'আরিজ	৮	৯৮১
কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না (যারা কুফরি করেছে)	৫-মায়িদা	৩৬	৫৮৫
কিয়ামতের দিন সকলকে একত্র করা হবে	৪-নিসা	৮৭	৫৬৮
কিয়ামতের দিন সন্তান-সন্ততি উপকারে আসবে না	৬০-মুমতাহিনা	৩	৯৫৮
কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন আল্লাহ পথভ্রষ্টদেরকে...	১৭-ইস্রা	৯৭	৭২২
কিয়ামতের দিন সরিষা দানার পরিমাণ কাজও উপস্থিত করা হবে	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
কিয়ামতের দিন সাহায্য করা হবে না (ফির'আউন ও তার...)	২৮-কাসাস	৪১	৮১১
কিয়ামতের দিন স্বর্ণ-রৌপ্য আগুনে উত্তপ্ত করে দাগ দেয়া হবে...	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩
কিয়ামতের দিন পবিত্র রিযিক তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ইহুদিদের একটি গোষ্ঠীকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত দিনকে অন্তহীন করে দিলে...	২৮-কাসাস	৭২	৮১৪
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বলবৎ কোন অঙ্গীকার আছে কি (অপরাধীদের)	৬৮-ক্বালাম	৩৯	৯৭৭
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ (ইহুদীদের মাঝে...)	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ইবলিসের অবকাশ প্রার্থনা	১৭-ইস্রা	৬২	৭১৯
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ডাকে সাড়া দিবে না (দেবতারা)	৪৬-আহ্কাফ	৫	৯০৮
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত রাতকে অন্তহীন করে দেন যদি আল্লাহ...	২৮-কাসাস	৭১	৮১৪
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কাফিরদের উপরে রাখবেন আল্লাহ...	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার...	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
কিয়ামতের দিন পাপের বোঝা বহন করবে (কুরআন থেকে মুখফিরালে)	২০-ত্বা-হা	১০০	৭৪৭
কিয়ামতের দিন পা সাক্ষ্য দিবে (মিথ্যা অভিযোগ...)	২৪-নূর	২৪	৭৭৬
কিয়ামতের দিন পূর্বের সময়কে এক সকাল/সন্ধ্যা মনে হবে	৭৯-নাযি'আত	৪৬	১০০৫
কিয়ামতের দিন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৪	৯৮৮
কিয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহর মুঠোয় থাকবে...	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭
কিয়ামতের দিন প্রতিপালকের দিকে যাত্রার সময়	৭৫-কিয়ামাহ্	৩০	৯৯৪
কিয়ামতের দিন প্রতিপালক মানুষের বিষয়ে অবগত থাকবেন	১০০-'আদিয়াত	১১	১০৩০
কিয়ামতের দিন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে মানুষ	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৬	১০১১
কিয়ামতের দিন প্রতিপালক মতবিরোধের বিষয়ে ফয়সালা করবেন	৩২-সাজ্দা	২৫	৮৩২
কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মত থেকে একটি দল সমবেত করা	২৭-নামল	৮৩	৮০৭
কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার ভাল ও মন্দ কাজ উপস্থিত...	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
কিয়ামতের দিন প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন আল্লাহ (কাফিরদের)	৪৪-দুখান	১৬	৯০২
কিয়ামতের দিন ফির'আউন তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে	১১-হূদ	৯৮	৬৭৪
কিয়ামতের দিন ফেরেশতা দেখবে যখন অপরাধীরা...	২৫-ফুরকান	২২	৭৮৪
কিয়ামতের দিন বনীইসরাঈলের কঠিন শাস্তি (পাপের কারণে)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
কিয়ামতের দিন মানুষ বলবে,'পালানোর স্থান কোথায়?'	৭৫-কিয়ামাহ্	১০	৯৯৩
কিয়ামতের দিন মানুষ স্মরণ করবে তার প্রচেষ্টাসমূহ ...	৭৯-নাযি'আত	৩৫	১০০৪
কিয়ামতের প্রকম্পন প্রত্যক্ষ করার দিন...	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
কিয়ামতের দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে রাসূল স. কর্তৃক সর্তক করা	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
কিয়ামতের দিনের কসম	৭৫-কিয়ামাহ্	১	৯৯৩
কিয়ামতের দিনের ধারণা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীদের)	১০-ইউনুস	৬০	৬৬০
কিয়ামতের দিনের পাপের বোঝা কতইনা নিকৃষ্ট !	২০-তা-হা	১০১	৭৪৭
কিয়ামতের দিনের প্রত্যেকে ব্যস্ত থাকবে নিজকে নিয়ে	৮০-আবাসা	৩৭	১০০৭
কিয়ামতের দিনের রাজত্ব আল্লাহর	২২-হাজ্জ	৫৬	৭৬৩
কিয়ামতের দিনের শাস্তির ভয় করেন নবী (অমান্য প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
কিয়ামতের দিনের সত্যিকার রাজত্ব দয়াময় আল্লাহর	২৫-ফুরকান	২৬	৭৮৪
কিয়ামতের দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে রাসূলগণ কর্তৃক জানানো	৬-আন্'আম	১৩০	৬০৯
কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে উপস্থিতকালে কাফিরদের দুর্ভোগ	১৯-মারইয়াম	৩৭	৭৩৬
কিয়ামত যেদিন সংঘটিত হবে	৩০-রূম	৫৫	৮২৬
কিয়ামতের (ওজন করা হবে না কাফিরদের সৎকাজ)	১৮-কাহ্ফ	১০৫	৭৩৩
কিয়ামতের (কিয়ামতের দিন আল্লাহ একত্র করবেন)	৪৫-জাছিয়া	২৬	৯০৭
কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না তাদের সাথে যারা...	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ অপমানিত করবেন না (নবী/ মুমিনদেরকে)	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
কিয়ামতের দিন কাফির মাটির সাথে মিশে যেতে কামনা করবে	৪-নিসা	৪২	৫৬২
কিয়ামতের দিন আসার পূর্বে ব্যয়	২-বাক্বারা	২৫৪	৫৩০
কিয়ামতের দিন কাফিরদের ওযর পেশের অনুমতি দেয়া হবে না...	১৬-নাহ্ল	৮৪	৭১০
কিয়ামতের দিন কাফিররা বের হয়ে পড়বে...	৪০-মু'মিন	১৬	৮৭৯
কিয়ামতের দিন কাফিরদের মিথ্যা রচনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে	২৯-আনকাবূত	১৩	৮১৭
কিয়ামতের দিন কাফিরদের পাপের বোঝা বহন (পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	২৫	৭০৪
কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বিচার করবেন (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ মতপার্থক্য ও 'শনিবার' বিষয়ে বিচার করবেন	১৬-নাহ্ল	১২৪	৭১৩
কিয়ামতের দিন আসার পূর্বে সকল জনপদ ধ্বংস করবেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	৫৮	৭১৯
কিয়ামতের দিন জ্ঞানীরা বলবে (অপমান ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য)	১৬-নাহ্ল	২৭	৭০৫
কিয়ামতের দিন জালিমরা নিকৃষ্ট শাস্তির জন্য মুক্তিপণ দিতে চাবে	৩৯-যুমার	৪৭	৮৭৫
কিয়ামতের দিন জালিমদের আশ্রয়স্থল/শাস্তি রোধকারী থাকবেনা	৪২-শূরা	৪৭	৮৯৫
কিয়ামতের দিন ডেকে বলা হবে অবিশ্বাসীদেরকে...	২৮-কাসাস	৬৫	৮১৩
কিয়ামতের দিন ডেকে বলবেন আল্লাহ- (শরীকরা কোথায়)	২৮-কাসাস	৬২	৮১৩
কিয়ামতের দিন দ্বিগুণ শাস্তি হবে, তাদের যারা...	২৫-ফুরকান	৬৯	৭৮৭
কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট শাস্তি চেহারা দিয়ে ঠেকাবে জালিমরা	৩৯-যুমার	২৪	৮৭৩
কিয়ামতের দিন নিজ/পরিজনের ক্ষতিসাধনকারীই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত	৩৯-যুমার	১৫	৮৭২
কিয়ামতের দিন নিজের/পরিবারের ক্ষতিসাধনকারীই ক্ষতিগ্রস্ত	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
কিয়ামতের দিন লানত (আদ জাতির জন্য)	১১-হূদ	৬০	৬৭১
কিয়ামতের দিন শরীকদেরকে ডাকবেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৭৪	৮১৪
কিয়ামতের দিন (শরীকদের ডাকার নির্দেশ দিবেন আল্লাহ)	১৮-কাহ্ফ	৫২	৭২৯
কিয়ামতের দিন শরীক/মুশরিক সকলকে আল্লাহ্ একত্র করবেন	১০-ইউনুস	২৮	৬৫৭
কিয়ামতের দিন শরীকরা শিরকের বিষয়টি অস্বীকার করবে	৩৫-ফাতির	১৪	৮৪৭
কিয়ামতের দিন শাস্তির অংশীদার হবে (জালিম নেতা ও সহচররা)	৩৭-সাফ্ফাত	৩৩	৮৫৮
কিয়ামতের দিন বনী ইসরাইলের মতভেদের ফয়সালা হবে	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
কিয়ামতের দিন বন্ধুরা শত্রু হবে (মুত্তাকীরা ছাড়া)	৪৩-যুখরুফ	৬৭	৯০০
কিয়ামতের দিন বলতে না পারা... (বেখবর থাকা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৭২	৬২৯
কিয়ামতের দিন বিকট শব্দ শুনতে পাবে মানুষ	৫০-ক্বাফ	৪২	৯২৪
কিয়ামতের দিন ভুলে যাবেন আল্লাহ্ কাফিরদেরকে...	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
কিয়ামতের দিন মতবিরোধের বিষয়ে আল্লাহ ফয়সালা করবেন	৪৫-জাছিয়া	১৭	৯০৬
কিয়ামতের দিন মাদইয়ানবাসীদেরকে আল্লাহর লানত	১১-হূদ	৯৯	৬৭৪
কিয়ামতের দিন মানুষ আল্লাহর সামনে বাদানুবাদ করবে	৩৯-যুমার	৩১	৮৭৩
কিয়ামতের দিন মানুষকে উপস্থিত করা হবে(কিছু গোপন থাকবেনা)	৬৯-হাক্কাহ্	১৮	৯৭৯
কিয়ামতের দিন মানুষের কিতাব বা আমলনামা বের করা হবে	১৭-ইস্রা	১৩	৭১৫
কিয়ামেতের দিন প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
ক্ষতি (নেক বান্দারা এমন দিনের ভয় করে যার ক্ষতি হবে ব্যাপক)	৭৬-দাহ্র	৭	৯৯৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দিন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দিন, বাতিলপন্থিদের (কিয়ামত সংঘটনের দিন)	৪৫-জাছিয়া	২৭	৯০৭
ক্ষতি (আল্লাহ নেককারকে কিয়ামতের দিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন)	৭৬-দাহ্র	১১	৯৯৫
গণনাযোগ্য দিনে আল্লাহকে স্মরণ (আইয়্যামে তাশরীক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
গণনাযোগ্য কয়েকদিন ছাড়া আগুন স্পর্শ করবে না...	৩-আলে ইমরান	২৪	৫৩৮
গণনাযোগ্য কয়েক দিন ছাড়া আগুন ইহুদীদের স্পর্শ না করার দাবী	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
গণনাযোগ্য কয়েকদিনের রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে...	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
গুটানোর দিন(আকাশকে লিখিত কাগজের মত গুটানো হবে)	২১-আম্বিয়া	১০৪	৭৫৭
চার দিনে পৃথিবীবাসীর জন্য খাদ্য নির্ধারণ ও পর্বতমালা স্থাপন	৪১-ফুস্সিলাত	১০	৮৮৬
ছয় (ছয় দিনে আকাশ-পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের সবকিছু সৃষ্টি)	৫০-ক্বাফ	৩৮	৯২৪
ছয় দিন (আকাশ-পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
ছয় দিন (আল্লাহ ছয় দিনে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
ছয় দিনে সৃষ্টি (আকাশ, পৃথিবী ও অন্যান্য সবকিছু)	৩২-সাজ্দা	৪	৮৩০
ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী	২৫-ফুরকান	৫৯	৭৮৬
ছায়াময় দিনের শাস্তি আইকাবাসীকে পাকড়াও করেছিল	২৬-শু'আরা	১৮৯	৭৯৭
জন্ম, মৃত্যু ও কিয়ামতের দিন (ইয়াহইয়ার উপর সালাম)	১৯-মারইয়াম	১৫	৭৩৫
জন্মদিনে ঈসার প্রতি সালাম	১৯-মারইয়াম	৩৩	৭৩৬
জিজ্ঞাসা (সেদিন মানুষ/জিনের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না)	৫৫-রাহ্মান	৩৯	৯৪১
জীবিকা অন্বেষণ (দিনের বেলায় জীবিকা অন্বেষণ আল্লাহর নিদর্শন)	৩০-রূম	২৩	৮২৩
জুমআর দিনে নামাজের আহ্বান করা হলে আল্লাহর স্মরণে ধাবিত...	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
ঝড়ের দিনের বাতাসে ওড়া ছাইয়ের মত (কাফিরের কাজ)	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
তিন দিন রোজা রাখা, কুরাবনীর পশু না পেলে...	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
তিন দিন উপভোগের অবকাশ (ছামুদ জাতির শাস্তি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৫	৬৭১
তিন দিন রোযা রাখা (কসম ভঙ্গের কাফফারা)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
দান (দিনে/রাতে সম্পদ দানের প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	২৭৪	৫৩২
দাঁড়াবে সারিবদ্ধভাবে, রূহ ও ফেরেশতা) কিয়ামতের দিন	৭৮-নাবা	৩৮	১০০২
দিন ও রাতের আবর্তন আল্লাহর অধিকারে	২৩-মু'মিনূন	৮০	৭৭১
দিন (কিয়ামত এক কঠিন দিন)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৯	৯৯০
দুর্ভিক্ষের দিন খাদ্য দান (গিরিপথ অর্থ)	৯০-বালাদ	১৪	১০২৩
দুর্ভোগের (মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য, ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৪৫	৯৯৯
দুর্ভোগের (মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য, ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৪৯	৯৯৯
দুর্ভোগের (মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য, ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৩৭	৯৯৮
দুর্ভোগের (মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য, ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	২৮	৯৯৮
দুর্ভোগের (মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য, ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৪৭	৯৯৯
দুর্ভোগের (মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য, ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৪০	৯৯৯
দুর্ভোগের (মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য, ফয়াসালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	২৪	৯৯৮
দুর্ভোগের (মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য, ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৩৪	৯৯৮
দুর্দিনের আশঙ্কা (ফিরআউন গোত্রের মু'মিন ব্যক্তির আশঙ্কা)	৪০-মু'মিন	৩০	৮৮০
দুর্ভোগ (মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য)	৫২-তূর	১১	৯২৯
দুর্ভোগ (মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	১৫	৯৯৭
দুর্যোগপূর্ণ দিনে আদ সম্প্রদায়ের প্রতি ঝড়োবাতাস প্রেরণ	৫৪-কামার	১৯	৯৩৭
দুর্যোগপূর্ণ দিনে ঝড়ো বাতাস প্রেরণ (আদ জাতির প্রতি)	৪১-ফুস্সিলাত	১৬	৮৮৭
দুই প্রান্ত (দিনের দুই প্রান্তে সালাত কায়েম করার নির্দেশ)	১১-হূদ	১১৪	৬৭৬
ধূলিময় হবে কিছু চেহারা (কিয়ামতের দিন)...	৮০-আবাসা	৪০	১০০৭
নিদর্শন (অনুধাবনকারীদের জন্য দিন নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
নির্ধারিত দিনে একত্রিত করা হবে (পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদেরকে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫০	৯৪৫
নির্ধারিত দিনে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে...	৩৪-সাবা	৩০	৮৪৩
নির্ধারিত দিনে সালিহের উষ্ট্রীর পানি পান (ছামুদ জাতির জন্য নিদর্শন)	২৬-শু'আরা	১৫৫	৭৯৬
নিদর্শন (দিন আল্লাহর নিদর্শন)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৭	৮৮৯
নিদর্শন (দিনের নিদর্শন বা সূর্যকে আলোকপ্রদ করেছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
নিয়োজিত (দিন মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত)	১৪-ইবরাহীম	৩৩	৬৯৬
নিয়োজিত (দিন-রাতকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
নিদর্শন (রাত ও দিন দু'টি নিদর্শন)	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত ইবলিসকে অবকাশ	১৫-হিজর	৩৮	৭০০
নির্দিষ্ট দিন গুলিতে আল্লাহর নাম স্মরণ (হজ্জের সময়)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নির্দিষ্ট দিনে ফির'আউনের জাদুকরদেরকে একত্র করা হল	২৬-শু'আরা	৩৮	৭৯০
নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত ইবলিস অবকাশ প্রাপ্ত	৩৮-সোয়াদ	৮১	৮৭০
পবিত্রতা ঘোষণা (দিনে ও রাতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা)	২১-আম্বিয়া	২০	৭৫১
পরিবর্তন (দিন রাতের পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন)	৩-আলে ইমরান	১৯০	৫৫৪
পরিমাণ (হাজার বছরের সমান যে দিনের পরিমাণ...)	৩২-সাজ্দা	৫	৮৩০
পরিমাণ (আখিরাতের এক দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর)	৭০-মা'আরিজ	৪	৯৮১
পরিবর্তন (রাত দিনের পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে ...)	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
পরিতাপের দিন সম্পর্কে জালিমদেরকে সতর্ক করা...	১৯-মারইয়াম	৩৯	৭৩৬
পর্বতমালা চালিত করা হবে (কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্ফ	৪৭	৭২৮
পলায়নের (কিয়ামতের দিন মানুষ তার ভাই থেকে পালাবে...)	৮০-আবাসা	৩৪	১০০৭
পুনর্জীবন বানিয়েছেন আল্লাহ দিনকে (মানুষের জন্য)	২৫-ফুরকান	৪৭	৭৮৫
পুনরুত্থিত হওয়ার দিন (ইয়াহইয়ার প্রতি সালাম)	১৯-মারইয়াম	১৫	৭৩৫
পুনরুত্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করল ইবলিস	৭-আ'রাফ	১৪	৬১৪
পুনরুত্থানের দিন সবাইকে সমবেত করা হবে	৫৮-মুজাদালা	১৮	৯৫৪
পুনরুত্থানের দিন ইবরাহীমকে অপমানিত না করার জন্য দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৭	৭৯২
পুনরুত্থানের দিন আল্লাহ সবাইকে কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন	৫৮-মুজাদালা	৬	৯৫২
পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবস্থান (আল্লাহর কিতাব অনুসারে)	৩০-রূম	৫৬	৮২৬
পুনরুত্থানের দিন এক মহান দিন	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৫	১০১১
পুনরুত্থানের দিন এটাই (কিয়ামত)	৩০-রূম	৫৬	৮২৬
পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত মাছের পেটেই অবস্থান করত ইউনুস...	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৪	৮৬৪
পুনরুত্থানের দিন সন্তান ও সম্পদ কোন উপকারে আসবে না	২৬-শু'আরা	৮৮	৭৯২
পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত ইবলিসের অবকাশ প্রার্থনা	৩৮-সোয়াদ	৭৯	৮৭০
পুনর্জীবিত হওয়ার দিন ঈসার প্রতি সালাম	১৯-মারইয়াম	৩৩	৭৩৬
প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়া...	৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
প্রত্যক্ষ করার দিন (কাফিররা যেদিন প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে)	৪৬-আহ্কাফ	৩৫	৯১১
প্রতিশ্রুত দিনকে অবিশ্বাস করে যারা তাদের জন্য দুর্ভোগ	৫১-যারিয়াত	৬০	৯২৮
প্রতিশ্রুত দিন পর্যন্ত মুশরিকদের খেলা/অবকাশ ...	৪৩-যুখরুফ	৮৩	৯০১
প্রত্যক্ষ করবে মানুষ কৃতকর্ম..(কিয়ামতের দিন)	৭৮-নাবা	৪০	১০০২
প্রথম ভাগে (দিনের প্রথম ভাগে বিশ্বাস ও শেষভাগে অবিশ্বাস...)	৩-আলে ইমরান	৭২	৫৪২
প্রবেশ করান আল্লাহ দিনকে রাতে ...	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
প্রবেশ করান আল্লাহ দিনকে রাতের ভিতর	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
প্রবেশ করান আল্লাহ রাতকে দিনে...	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
প্রবেশ করানো (রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	৬	৯৪৮
প্রবেশ করানো (আল্লাহ রাতকে দিনে/দিনকে রাতে প্রবেশ করান)	২২-হাজ্জ	৬১	৭৬৩
প্রবেশ করানো (দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	৬	৯৪৮
প্রতিশ্রুত দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত কাফিরা...	৭০-মা'আরিজ	৪২	৯৮৩
প্রতিশ্রুত দিনের (কিয়ামতের) কসম	৮৫-বুরূজ	২	১০১৫
প্রতিশ্রুত দিন (ফেরেশতার বলা, এ সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল)	২১-আম্বিয়া	১০৩	৭৫৭
প্রতিপালকের একটি দিন মানুষের হাজার বছরের সমান (শাস্তি প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪৭	৭৬২
প্রতিপালকের নিকট হবে অবস্থানস্থল (কিয়ামতের দিন)	৭৫-কিয়ামাহ্	১২	৯৯৩
প্রতিফল দানের দিন কাফিরদের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে	৪৬-আহ্কাফ	২০	৯১০
প্রকাশ্যে বিচরণকারী (দিনে প্রকাশ্যে বিচরণকারী ও রাতে...)	১৩-রা'দ	১০	৬৮৯
প্রান্ত (দিনের প্রান্তসমূহে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা)	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
প্রতিদিন কাজে রত... (প্রতিপালক)	৫৫-রাহ্মান	২৯	৯৪০
প্রকম্পনের দিন (যেদিন আকাশ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে)	৫২-তূর	৯	৯২৯
প্রকম্পিত করবে যে দিন প্রকম্পনকারী (প্রথম শিঙ্গা ফুঁ)...	৭৯-নাযি'আত	৬	১০০৩
ফয়সালার দিন সম্পর্কে জানানো...	৭৭-মুরসালাত	১৪	৯৯৭
ফয়সালার দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে যেসব...	৭৭-মুরসালাত	১২	৯৯৭
ফয়সালার দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে যেসব...	৭৭-মুরসালাত	১৩	৯৯৭
ফয়সালার দিন একটি নির্ধারিত সময় ...	৭৮-নাবা	১৭	১০০০
ফয়সালার (একত্র করবেন আল্লাহ সব মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে)	৭৭-মুরসালাত	৩৮	৯৯৮
ফসল সংগ্রহের দিন ফসলের হক/উশর প্রদানের নির্দেশ	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
ফায়সালার দিন (কিয়ামত ফায়সালার দিন)	৩৭-সাফ্ফাত	২১	৮৫৮
ফায়সালার দিন নির্ধারিত রয়েছে (সকলের জন্য)	৪৪-দুখান	৪০	৯০৪
ফিরিয়ে নেয়া হবে যেদিন মানুষকে (আল্লাহর কাছে)	২৪-নূর	৬৪	৭৮১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দিন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বন্ধ্যা দিনের শাস্তি আসা(কুফরীকারীদের সন্দেহ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫৫	৭৬৩
বর্ণনা (সেদিন/কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার খবর বর্ণনা করবে)	৯৯-যিল্‌যাল	৪	১০৩০
বানানো (আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের জন্য দিন বানানো)	২৮-কাসাস	৭৩	৮১৪
বিপদসংকুল দিনের ভয় করে নেককারগণ (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৭৬-দাহ্‌র	১০	৯৯৫
বিচারের দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (কাফিরদের)	৫১-যারিয়াত	১২	৯২৫
বিচারের দিন (যে দিন কাফিরদেরকে আগুনে শাস্তি দেয়া হবে)	৫১-যারিয়াত	১৩	৯২৫
বিচারের দিন সম্পর্কে কিসে জানাবে রাসূল স. কে?	৮২-ইনফিতার	১৮	১০১০
বিচারের দিনকে মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	১১	১০১১
বিচারের দিনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে যারা...	৭০-মা'আরিজ	২৬	৯৮২
বিচারের দিন সম্পর্কে রাসূল স. কে কিসে জানাবে?	৮২-ইনফিতার	১৭	১০১০
বিচারের দিনে পথভ্রষ্টদের আপ্যায়ন (যাক্কুম গাছ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৬	৯৪৫
বিচারের দিনে পাপীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে	৮২-ইনফিতার	১৫	১০১০
বিচার দিনকে ভয় করা (সুদ গ্রহণ ও প্রদান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮১	৫৩৩
বিচার দিন (কিয়ামতের কাফিররা উপলব্ধি করবে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	২০	৮৫৮
বিচার দিনের মালিক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা	১-ফাতিহা	৩	৫০১
বিচারের দিনকে ভুলে থাকলে কঠিন শাস্তি (কিয়ামতে)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
বিচার দিনে প্রতিপালকের ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা (ইবরাহীমের)	২৬-শু'আরা	৮২	৭৯২
বিচার দিন পর্যন্ত আল্লাহর অভিশাপ (ইবলিসের প্রতি)	৩৮-সোয়াদ	৭৮	৮৭০
বিচার দিনকে মিথ্যা অভিহিত করত জাহান্নামিরা	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৪৬	৯৯২
বের হওয়া (কিয়ামতের দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে বের হবে)	৯৯-যিল্‌যাল	৬	১০৩০
ভয় (নেক বান্দারা এমন দিনের ভয় করে যার ক্ষতি হবে ব্যাপক)	৭৬-দাহ্‌র	৭	৯৯৫
ভয় (সেই দিনকে যেদিন পিতা-সন্তান পরস্পরকে ক্ষতিপূরণ দিবেনা)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
ভয় (সে দিনকে ভয় করে যেদিন দৃষ্টি ওলটপালট হয়ে যাবে)	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
ভয় (সেদিনের ভয় করা যেদিন বিনিময়/সুপারিশ গৃহীত হবে না)	২-বাক্বারা	৪৮	৫০৬
ভয় (সেদিনের ভয় করা যেদিন সুপারিশ/বিনিময় কাজে আসবে না)	২-বাক্বারা	১২৩	৫১৪
ভয়াবহ দিনের শাস্তি আইকাবাসীকে পাকড়াও করেছিল	২৬-শু'আরা	১৮৯	৭৯৭
ভয়াবহ দিনের শাস্তি ছামুদ জাতিকে পাকড়াও করবে (উষ্ট্রীকে কষ্ট দিলে)	২৬-শু'আরা	১৫৬	৭৯৬
ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছেন নূহ আ.সম্প্রদায়ের জন্য	৭-আ'রাফ	৫৯	৬১৮
ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা (আদ সম্প্রদায়ের উপর)	২৬-শু'আরা	১৩৫	৭৯৫
ভয়াবহ দিনের শাস্তির ভয় করেন রাসূল স. (প্রতিপালককে অমান্য করলে)	৬-আন্'আম	১৫	৫৯৭
ভীতি (কিয়ামতের দিনের ভীতি থেকে ভালকাজকারী নিরাপদ থাকবে)	২৭-নামল	৮৯	৮০৭
ভ্রমণের দিন মানুষ তাবুকে হালকা মনে করে	১৬-নাহ্‌ল	৮০	৭০৯
মহা দিন (জাতির উপর মহাদিনের শাস্তির আশংকা হুদ আ. এর)	৪৬-আহ্‌কাফ	২১	৯১০
মহাদিনের শাস্তির ভয় রাসূল স. এর (প্রতিপালককে অমান্য করলে)	৩৯-যুমার	১৩	৮৭২
মহাপ্রলয়ের/কিয়ামতের দিন মহাঘটনা সংঘটিত হবে	৬৯-হাক্কাহ্	১৫	৯৭৮
মহাপ্রলয়ের/কিয়ামতের দিন আকাশ ফেটে যাবে ও বিক্ষিপ্ত হবে	৬৯-হাক্কাহ্	১৬	৯৭৮
মহাপ্রলয়ের দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হবে...	১০১-ক্বারি'আ	৪	১০৩১
মানুষ স্মরণ করবে (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজ্‌র	২৩	১০২২
মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না যাকারিয়া আ. (ইশারা ছাড়া)	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
মুহূর্তকাল (মনে হবে, দিনের মুহূর্তকাল অবস্থান ছিল পৃথিবীতে)	১০-ইউনুস	৪৫	৬৫৮
মুহূর্তকাল (দিনের মুহূর্তকাল ছিল পৃথিবীতে,কিয়ামতে কাফির ভাববে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩৫	৯১১
মৃত্যু (ইয়াহইয়া আর. এর মৃত্যুর দিন, তার প্রতি সালাম)	১৯-মারইয়াম	১৫	৭৩৫
মৃত্যুর দিন ঈসার প্রতি সালাম	১৯-মারইয়াম	৩৩	৭৩৬
যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির দুর্ভোগ (জালিমদের জন্য)	৪৩-যুখরুফ	৬৫	৯০০
যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির ভয় (নূহ আ.সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	২৬	৬৬৮
যমীন ফেটে যাবে যে দিন (কিয়ামতে)	৫০-ক্বাফ	৪৪	৯২৪
যুক্তি উপস্থাপনের/কিয়ামতের দিন(কর্মফল প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১১১	৭১২
যে দিন আল্লাহর শত্রুদেরকে আগুনের নিকট সমবেত করা হবে	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৯	৮৮৭
যে দিন গোপন বিষয় পরীক্ষা করা হবে (কিয়ামত)	৮৬-তারিক	৯	১০১৭
যে দিন জাহান্নামকে বলা হবে- 'তুমি পূর্ণ হয়েছ কি?'	৫০-ক্বাফ	৩০	৯২৩
যেদিন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে (কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	১৮	৮৭৯
যে দিন মুশরিকদেরকে ডেকে বলা হবে- শরীকরা কোথায়?	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৭	৮৯০
যেদিন শাস্তি থেকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না।	৪০-মু'মিন	৩৩	৮৮০
যেদিন সাক্ষী দন্ডায়মান হবে (কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	৫১	৮৮২
যে দিন অজুহাত উপকারে আসবে না	৪০-মু'মিন	৫২	৮৮২
রক্ষা করা (রহমান থেকে দিনে ও রাতে কাফিরদের কে রক্ষা করবে?)	২১-আম্বিয়া	৪২	৭৫৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাতকে দিন দ্বারা আচ্ছাদিত করেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
রাতকে দিনে প্রবেশ করান আল্লাহ	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
রাতকে দিনের ভিতর প্রবেশ করান আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
রাতে (আল্লাহ দিনকে রাতে প্রবেশ করান)	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
রাতদিন দৃশ্যমান জনপদে ভ্রমণের নির্দেশ (সাবাবাসীকে)	৩৪-সাবা	১৮	৮৪২
রাত-দিন আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে (ফেরেশতারা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৮	৮৮৯
রাত-দিনের আবর্তনের মাঝে নিদর্শন রয়েছে	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
রাত দিনের পরিবর্তনের মাঝে শিক্ষা রয়েছে	২৪-নূর	৪৪	৭৭৮
রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন দিনকে (আল্লাহ)	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
রাত ও দিন বানিয়েছেন আল্লাহ, পরস্পরের অনুগামী	২৫-ফুরকান	৬২	৭৮৬
রাত ও দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন আল্লাহ	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২০	৯৮৯
রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা (আল্লাহ)	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
রোযা অন্য দিনগুলোতে আদায় করবে (অসুস্থ ও মুসাফির)	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
রোযা (পরবর্তী দিনগুলোতে রোযা পূর্ণ করবে, অসুস্থ বা...)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
শাস্তি আচ্ছন্ন করার দিন (কাফিরদের প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৫৫	৮২০
শাস্তির প্রতিশ্রুতির দিন (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে)	৫০-ক্বাফ	২০	৯২৩
শাস্তি আসবে যেদিন সেদিন কাফির থেকে তা ফিরানো হবে না)	১১-হূদ	৮	৬৬৬
শাস্তি আসা (অপরাধীদের উপর রাতে/দিনে শাস্তি আসা)	১০-ইউনুস	৫০	৬৫৯
শাস্তি আসার দিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
শাস্তি (মুখ ফিরানো লোকদের জন্য মহাদিনের শাস্তির ভয়...)	১১-হূদ	৩	৬৬৫
শাস্তির দিনের অপমান থেকে সালিহ আ.ও মুমিনদেরকে উদ্ধার	১১-হূদ	৬৬	৬৭১
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন মানুষ দলে দলে উপস্থিত হবে	৭৮-নাবা	১৮	১০০১
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন আকাশ-পৃথিবীর সবাই ভীত হবে	২৭-নামল	৮৭	৮০৭
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন (অপরাধীদের দৃষ্টিহীন করে সমবেত করা হবে)	২০-ত্বা-হা	১০২	৭৪৭
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন রাজত্ব আল্লাহরই	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
শেষ দিনের প্রত্যাশা করার আহবান (শু'আইব আ.কর্তৃক সম্প্রদায়কে)	২৯-আনকাবূত	৩৬	৮১৯
ষড়যন্ত্র কাজে আসবেনা যে দিন (কিয়ামতের দিন)	৫২-তূর	৪৬	৯৩১
ষড়যন্ত্র (অহংকারীদের রাত-দিনের ষড়যন্ত্র দুর্বলদেরকে কাফির...)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
সংজ্ঞাহীন হবার দিন পর্যন্ত কাফিরদের ছাড়/অবকাশ দেয়া...	৫২-তূর	৪৫	৯৩১
সংকটপূর্ণ দিন (লূত আ. এর নিকট ফেরেশতা আগমনের দিন)	১১-হূদ	৭৭	৬৭২
সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের দিন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন...	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
সত্য কিয়ামতের দিন...	৭৮-নাবা	৩৯	১০০২
সন্ত্রস্ত হবে যেদিন/কিয়ামতের দিন(কতক হৃদয়...)	৭৯-নাযি'আত	৮	১০০৩
সমবেত করবেন যেদিন আল্লাহ (মুশরিকদেরকে...)	৩৪-সাবা	৪০	৮৪৪
সমবেত করবেন যেদিন আল্লাহ (মুত্তাকীদেরকে)	১৯-মারইয়াম	৮৫	৭৪০
সমবেত করবেন যেদিন আল্লাহ (উপাসক ও উপাস্যদেরকে)	২৫-ফুরকান	১৭	৭৮৩
সমবেত করার দিন/কিয়ামত প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	২২	৫৯৭
সমবেত করার দিন/কিয়ামতে মুশরিকরা পরস্পরকে চিনবে	১০-ইউনুস	৪৫	৬৫৮
সমবেত করার দিন (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
সম্মুখীন হয়েছিল যে দিন দু'দল (মুমিন ও কাফির, উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৬৬	৫৫২
সম্মুখীন (পরস্পরে সম্মুখীন হওয়ার দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন)	৩-আলে ইমরান	১৫৫	৫৫১
সম্মুখীন হওয়ার দিন (বদরযুদ্ধের দিন) যা নাযিল করেছিলেন...	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশংকা (শোয়াইবের সম্প্রদায়ের জন্য)	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
সাক্ষাৎকারের দিনকে ভুলে থাকায় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভুলে যাবেন	৪৫-জাছিয়া	৩৪	৯০৭
সাক্ষী উত্থাপনের দিন (উম্মতের মধ্য থেকে কিয়ামতের দিন সাক্ষী ...)	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
সাক্ষাতের দিনের কথা ভুলে গিয়েছিল কাফিররা	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য ওহী অবতরণ	৪০-মু'মিন	১৫	৮৭৯
সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিয়েছেন আল্লাহ...	৯-তাওবা	৭৭	৬৪৮
সৃষ্টির দিন (আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে মাস বারটি)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
সৃষ্টি(আল্লাহ দিন-রাত ও চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন)	২১-আম্বিয়া	৩৩	৭৫২
'হও' বললেই কিয়ামত হয়ে যাবে	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
হজ্জের সময় নির্দিষ্ট দিন গুলিতে আল্লাহর নাম স্মরণ	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
হজ্জের দিন মানুষের প্রতি ঘোষণা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর পক্ষ থেকে)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
হাশরের দিন আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তি ছাড়া সুপারিশ কাজে আসবে না	২০-ত্বা-হা	১০৯	৭৪৮
হাশরের দিন সবাই আহ্বানকারীকে অনুসরণ করবে	২০-ত্বা-হা	১০৮	৭৪৮
হিসাব অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন ক্ষমা করার দোয়া (ইবরাহীমের)	১৪-ইবরাহীম	৪১	৬৯৭
হিসাবের দিনে বিশ্বাস করে না অহংকারী ফিরআউনরা	৪০-মু'মিন	২৭	৮৮০

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দিন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
হিসাবের দিনের জন্য (মুত্তাকীদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি)	৩৮-সোয়াদ	৫৩	৮৬৯
হিসাবের দিনের পূর্বেই প্রাপ্য কামনা (কাফিরদের)	৩৮-সোয়াদ	১৬	৮৬৬
হুনাইনের দিনে মুমিনদেরকে সাহায্য করেছেন আল্লাহ	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
দিবস			
পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সামনে থাকবে বারযাখ বা অন্তরাল...	২৩-মু'মিনূন	১০০	৭৭২
পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত ইবলিসকে অবকাশ	১৫-হিজর	৩৬	৬৯৯
দিবালোক			
বের করেছেন আল্লাহ ...	৭৯-নাযি'আত	২৯	১০০৪
দিয়ত (রক্তপণ)			
প্রদান (নিহতের পরিবারকে দিয়ত/রক্তপণ প্রদান, মাফ না করলে)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
দিরহাম			
কয়েক দিরহামে বিক্রয় করল যাত্রীদল (ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	২০	৬৭৮
দিশেহারা			
অবাধ্যতায় দিশেহারার মত ঘুরে বেড়াবার অবকাশ	৬-আন'আম	১১০	৬০৬
অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ	৭-আ'রাফ	১৮৬	৬৩০
আখিরাতে অবিশ্বাসীরা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়	২৭-নামল	৪	৮০০
কাফিররা দিশেহারা হয়ে অবাধ্যতায় অটল থাকত...	২৩-মু'মিনূন	৭৫	৭৭০
নেশায় দিশেহারা ছিল লূত সম্প্রদায়	১৫-হিজর	৭২	৭০১
মুনাফিকদের দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দেন আল্লাহ...	২-বাক্বারা	১৫	৫০৩
দীনার			
আমানত (এক দীনার আমানত ফেরত দেয় না অনেক আহলে কিতাব)	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
দীপাধার			
প্রদীপ (দীপাধারে মধ্যে প্রদীপ, আল্লাহর আলোর উপমা...)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
দীপ্তিমান			
কিতাব(দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে)	২২-হাজ্জ	৮	৭৫৮
কিতাব (দীপ্তিমান কিতাবসহ পূর্বের রাসূলগণ এসেছিলেন)	৩৫-ফাতির	২৫	৮৪৮
কিতাব(দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই মানুষ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বির্তক করে)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
কিতাব (দীপ্তিমান কিতাবসহ পূর্বে অনেক রাসূল স. এসেছিলেন)	৩-আলে ইমরান	১৮৪	৫৫৪
প্রদীপ (দীপ্তিমান প্রদীপ হিসাবে নবী প্রেরণ)	৩৩-আহযাব	৪৬	৮৩৭
দীর্ঘ			
কর্মব্যস্ততা (রাসূল স. এর দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা, দিনের বেলা)	৭৩-মুযযাম্মিল	৭	৯৮৮
প্রতিশ্রুতিকাল দীর্ঘ মনে হওয়া (বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
প্রার্থনা (দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয় মানুষ, দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে)	৪১-ফুস্সিলাত	৫১	৮৯০
মেয়াদ (মুশরিকদের পিতৃ-পুরুষদের মেয়াদ দীর্ঘ করা হয়)	২১-আম্বিয়া	৪৪	৭৫৩
রাত্রির দীর্ঘ সময় প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা...	৭৬-দাহর	২৬	৯৯৬
সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে শৃঙ্খলিত করা হবে জাহান্নামীকে	৬৯-হাক্কাহ্	৩২	৯৭৯
সময় (দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছিল, কিতাব প্রাপ্তদের উপর)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
দীর্ঘকাল			
অবস্থান (মক্কার মুশরিকদের মাঝে রাসূল স. এর দীর্ঘকাল অবস্থান)	১০-ইউনুস	১৬	৬৫৫
দীর্ঘপ্রশ্বাস			
দুর্ভাগাদের দীর্ঘ প্রশ্বাস (আগুনে)	১১-হূদ	১০৬	৬৭৫
দীর্ঘশ্বাস			
আগুনের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাবে কিয়ামত অস্বীকারকারীরা	২৫-ফুরকান	১২	৭৮৩
জাহান্নামে কাফির/জালিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই শুনবেনা	২১-আম্বিয়া	১০০	৭৫৭
জালিমদের(জাহান্নামে কাফির/জালিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই শুনবেনা)	২১-আম্বিয়া	১০০	৭৫৭
দুর্ভাগাদের দীর্ঘশ্বাস (আগুনে)	১১-হূদ	১০৬	৬৭৫
দীর্ঘ হওয়া			
মেয়াদকাল দীর্ঘ হয়েছিল (বিভিন্ন প্রজন্মের মেয়াদকাল)	২৮-কাসাস	৪৫	৮১২
দীর্ঘায়িত করা			
শাস্তি দীর্ঘায়িত করবেন আল্লাহ (অবিশ্বাসীদের)	১৯-মারইয়াম	৭৯	৭৩৯
দীর্ঘায়ু			
ফিরিয়ে নেয়া, পূর্বাবস্থায় (দীর্ঘায়ু লাভকারীকে)	৩৬-ইয়াসীন	৬৮	৮৫৬
দুশ্চিন্তা			
আরাফবাসীরা দুশ্চিন্তগ্রস্ত হবে না	৭-আ'রাফ	৪৯	৬১৭
আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয়/দুশ্চিন্তা নেই	১০-ইউনুস	৬২	৬৬০

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উদ্ধার (আল্লাহ ইউনুস আ. কে দুশ্চিন্তা/মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন)	২১-আম্বিয়া	৮৮	৭৫৬
পিতাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে (ইউসুফ আ. কে খেলতে নিয়ে যাওয়ার বিষয়)	১২-ইউসুফ	১৩	৬৭৮
ফির'আউন বংশের শত্রু ও দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে মূসা...	২৮-কাসাস	৮	৮০৪
বনী আদম আ. দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, তাকওয়া অবলম্বন করে...	৭-আ'রাফ	৩৫	৬১৬
ব্যয় করার মত কিছু না পাওয়ার দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে গেল যারা...	৯-তাওবা	৯২	৬৪৯
ভয় ও দুশ্চিন্তা নেই তাদের যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে	৫-মায়িদা	৬৯	৫৮৯
মারইয়ামকে দুশ্চিন্তা না করার আহবান (জিবরাঈলের)	১৯-মারইয়াম	২৪	৭৩৫
মুমিনদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়ার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১৩৯	৫৪৯
মুত্তাকীরা দুশ্চিন্তা করবেনা (কিয়ামতের দিন)	৩৯-যুমার	৬১	৮৭৬
মুমিনরা দুশ্চিন্তা থাকবে না (কিয়ামতে)	৪১-ফুস্সিলাত	৩০	৮৮৮
মূসা আ. এর মাকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ	২৮-কাসাস	৭	৮০৪
মূসা আ. এর মা যেন দুশ্চিন্তা না করে সে জন্য মূসাকে ফেরত দান	২৮-কাসাস	১৩	৮০৯
মূসা আ. এর মায়ের দুশ্চিন্তা দূর করতে মূসাকে তার কোলে ফিরিয়ে দেন	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
রাসূল স. কে যেন দুশ্চিন্তায় না ফেলে, যারা কুফরির দিকে দ্রুত ধাবিত...	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
রাসূল স. কে কাফিরদের কথায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়ার নির্দেশ	৩৬-ইয়াসীন	৭৬	৮৫৬
লূত আ. কে দুশ্চিন্তা না করার আহ্বান (ফেরেশতাদের)	২৯-আনকাবূত	৩৩	৮১৮
সাথীকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করলেন রাসূল স. (হিজরত প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
দুই			
ইলাহ (দুই ইলাহ গ্রহণ না করার নির্দেশ,আল্লাহই একমাত্র ইলাহ)	১৬-নাহল	৫১	৭০৭
উট (পুরুষ ও মাদী দুই ধরনের উট আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন'আম	১৪৪	৬১০
গরু (পুরুষ ও মাদী দুই ধরনের গরু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন'আম	১৪৪	৬১০
ছাগল (পুরুষ ও মাদী দুই ধরনের ছাগল আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন'আম	১৪৩	৬১০
জীবের দুই জোড়া করে নূহের নৌকায় ওঠানোর নির্দেশ	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
জোড়া (দু'টি করে ফলের জোড়া সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
জোড়া (দু'টির এক জোড়া নৌযানে উঠিয়ে নেয়ার নির্দেশ, নূহকে)	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
নারী/কন্যা(এক পুরুষ/পুত্রের অংশ দুই নারী/কন্যার সমান)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
বাগান (খেজুর গাছ দ্বারা বেষ্টিত দুটি আঙ্গুর বাগান)	১৮-কাহ্ফ	৩২	৭২৭
ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পেশ (ঈমান ও কুফরীর)..	১৮-কাহ্ফ	৩২	৭২৭
ভেড়া (পুরুষ ও মাদী দুই ধরনের ভেড়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন'আম	১৪৩	৬১০
দুইজন			
কাফিররা দু'জন করে দাঁড়িয়ে চিন্তা করবে...	৩৪-সাবা	৪৬	৮৪৫
দাঁড়াবে (দুইজন দাঁড়াবে, মিথ্যা সাক্ষীদের স্থলে...)	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
বিয়ে (দুই, তিন বা চার জনকে বিয়ে করার বৈধতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
সাক্ষী (সফরে থাকলে দুইজন সাক্ষী অন্য লোকদের থেকে...)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
সাক্ষী (ওসিয়তের সময় দুইজন সাক্ষী রাখা)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
দুই-তৃতীয়াংশ			
রাতের দুই-তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে রাসূল স. এর সালাত আদায়...	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
দুই দল			
আসহাবে কাহফের অবস্থানকাল নির্ণয়ে দু'দলের কে সঠিক..	১৮-কাহ্ফ	১২	৭২৪
উত্তম (দু'দলের কোনটি উত্তম? কাফিররা মুমিনদেরকে বলে)	১৯-মারইয়াম	৭৩	৭৩৯
একটি দল (দুটি দলের একটি দলের প্রতিশ্রুতি, মু'মিনদেরকে)	৮-আনফাল	৭	৬৩২
সম্মুখীন হল যখন দুটি দল (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
সম্মুখীন (দু'দল সম্মুখীন হয়েছিল যেদিন উহুদ যুদ্ধে...)	৩-আলে ইমরান	১৬৬	৫৫২
সম্মুখীন (দুই দল সম্মুখীন হওয়ার দিন, বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
দুই দিন			
আকাশমণ্ডলীকে দুই দিনে সাত আকাশে পরিণত করলেন	৪১-ফুস্সিলাত	১২	৮৮৬
তাড়াতাড়ি দুদিনে মিনায় অবস্থান সম্পন্ন করাতে পাপ নেই	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
পৃথিবী সৃষ্টি (আল্লাহ্ দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৪১-ফুস্সিলাত	৯	৮৮৬
দুই দুই			
পাখা (দুই পাখাবিশিষ্ট ফেরেশতাকে বাণীবাহক করেছেন)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
দুই ধনুক			
ব্যবধান (রাসূল স. ও জিবরাঈলের মধ্যে দুই ধনুকের কম ব্যবধান ছিল)	৫৩-নাজম	৯	৯৩২
দুই নারী			
অংশ (এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান, কালালাহ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
সাক্ষী (দু'জন পুরুষ না পেলে দু'নারীকেও আংশিক সাক্ষী রাখা যাবে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দুই নারী (কন্যা)			
সমান (এক পুরুষ/পুত্রের অংশ দুই নারী/কন্যার সমান)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
দুই পুত্র			
আদমের দুই পুত্রের সংবাদ পাঠ করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
দুই প্রান্ত			
দিনের দুই প্রান্তে সালাত কায়েম করার নির্দেশ	১১-হূদ	১১৪	৬৭৬
দুই বছর			
পূর্ণ দুই বছর মায়েরা সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
দুইবার			
জীবন দান (দু'বার জীবন দান করা)	৪০-মু'মিন	১১	৮৭৮
তালাক দুইবার	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
প্রতিদান (আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়ে সংকাজের প্রতিদান দু'বার)	৩৩-আহযাব	৩১	৮৩৬
প্রতিদান (দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে তাদেরকে যারা...)	২৮-কাসাস	৫৪	৮১২
বছরে দুই একবার পরীক্ষায় ফেলা হয় মুনাফিকদেরকে	৯-তাওবা	১২৬	৬৫৩
বিপর্যয় সৃষ্টি (পৃথিবীতে দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে বনী ইসরাঈলরা)	১৭-ইস্‌রা	৪	৭১৪
মৃত্যু দান (দু'বার মৃত্যু দান করা)	৪০-মু'মিন	১১	৮৭৮
শাস্তি (দুইবার শাস্তি দিবেন আল্লাহ মুনাফিকদেরকে)	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
দুইবোন			
বিয়ে (দুইবোনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
দুই ব্যক্তি			
আল্লাহকে ভয় করে এমন ব্যক্তিদের দুইজনে বলল...	৫-মায়িদা	২৩	৫৮৩
উপমা (ন্যায় বিচারের নির্দেশদানকারী/বোবা দুই ব্যক্তির উপমা)	১৬-নাহ্‌ল	৭৬	৭০৯
দৃষ্টান্ত পেশ (ঈমান ও কুফরীর)..	১৮-কাহ্‌ফ	৩২	৭২৭
দুইশত			
কাফির (দুইশত কাফিরের উপর একশত ধৈর্যশীল মু'মিন বিজয়ী...)	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
ধৈর্যশীল বিশজন বিজয়ী হবে দুইশত জনের উপরে	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
দুই সমুদ্র			
অন্তরাল(দুই সমুদ্রের মাঝে আল্লাহ অন্তরাল স্থাপন করেছেন)	২৭-নামল	৬১	৮০৫
সংযোগস্থলে না পৌঁছে থামবেন না মূসা..	১৮-কাহ্‌ফ	৬০	৭২৯
সমান নয় দু'টি সমুদ্র (একটির পানি সুমিষ্ট ও অপরটি লোনা)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
দুই হাজার			
কাফির (দুইহাজার কাফিরের উপরে এক হাজার মু'মিন বিজয়ী হবে)	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
দুই হাত			
অগ্রে পাঠিয়েছে যা তা ভুলে যায় জালিম (আয়াত স্মরণ করানো হলে)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৭	৭২৯
চাপড়াতে লাগল বাগান মালিক (অনুশোচনায়)..	১৮-কাহ্‌ফ	৪২	৭২৮
প্রসারণকারী (পানির দিকে দু'হাত সম্প্রসারণকারীর দৃষ্টান্ত...)	১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯
দুই মাস			
রোযা পালন (মুমিন হত্যার কাফফারা একাধারে দু'মাস রোযা পালন)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
দুঃখ (আরো দেখুন কষ্ট শব্দটি)			
অভিযোগ (দুঃখ ও কষ্টের অভিযোগ করছেন ইয়াকুব আ.আল্লাহর কাছে)	১২-ইউসুফ	৮৬	৬৮৫
উহুদযুদ্ধে দুঃখের পর দুঃখ দিলেন আল্লাহ মুমিনদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করা নিষেধ	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
কাফির সম্প্রদায়ের জন্য শু'আইব আ. এর দুঃখ না করা	৭-আ'রাফ	৯৩	৬২১
কিয়ামতের দিন দুঃখে প্রাণ কণ্ঠাগত হবে	৪০-মু'মিন	১৮	৮৭৯
দুঃখের পর দুঃখ দিলেন আল্লাহ মুমিনদেরকে (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
প্রশান্তি (দুঃখের পরে প্রশান্তি অবতীর্ণ, মুমিনদের উপর, উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
মূসা আ. কে দুঃখ করতে নিষেধ পাপাচারী সম্প্রদায়ের জন্য	৫-মায়িদা	২৬	৫৮৩
মূসা আ. কে দুঃখ থেকে মুক্তি দান (মানুষ হত্যা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
রাসূল স. এর দুঃখ না করতে উপদেশ (ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের জন্য)	১৬-নাহ্‌ল	১২৭	৭১৩
রাসূল স. এর দুঃখ না করার উপদেশ (কাফিরদের সম্পর্কে)	২৭-নামল	৭০	৮০৬
রাসূল স. কে দুঃখ করতে নিষেধ (ভোগ-সম্পদ প্রাপ্ত কাফিরদের জন্য)	১৫-হিজর	৮৮	৭০২
দুঃখ-কষ্ট			
উদ্ধার (দুঃখ-কষ্ট থেকে আল্লাহ উদ্ধার করেন তবু তারা শিরক করে)	৬-আন'আম	৬৪	৬০১
পাকড়াও (কাকুতি-মিনতি করার জন্য দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পাকড়াও)	৭-আ'রাফ	৯৪	৬২১
পাকড়াও (পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও)	৬-আন'আম	৪২	৫৯৯
মুমিনদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয় এমন কিছু কাফিররা কামনা...	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্পর্শ (পিতৃপুরুষদেরকেও দুঃখ-কষ্ট ও সুখভোগ স্পর্শ করেছে)	৭-আ'রাফ	৯৫	৬২১
দুঃখ-দুর্দশা			
আইয়ুব আ. এর দুঃখ-দুর্দশা (প্রতিপালককে ডাকা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৩	৭৫৫
কাফিরদেরকে দুঃখ-দুর্দশার পর দয়ার স্বাদ আস্বাদন করালে বলে...	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫০	৮৯০
দূর (আল্লাহ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করলে সে শিরক করে)	১৬-নাহ্‌ল	৫৪	৭০৭
দূর করা (দুঃখ-দুর্দশা দূর করার পর মানুষ এমন কাজ করে..)	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
দূর করা (দুঃখ দূর করার ক্ষমতা নেই অনুমান করা ইলাহদের)	১৭-ইস্‌রা	৫৬	৭১৮
দূর করা(আইউবের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা হয় দয়াস্বরূপ...)	২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
দূর করা (কাফিরদের দুঃখ দুর্দশা দূর করলেও তারা...)	২৩-মু'মিনূন	৭৫	৭৭০
দূর (দুঃখ-দুর্দশা দূর করায় জান্নাতীরা আল্লাহর প্রশংসা করবে)	৩৫-ফাতির	৩৪	৮৪৯
ধৈর্য ধারণকারী (দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণকারীরা সত্যবাদী ও মুত্তাকী)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে প্রতিপালককে ডাকে	৩০-রূম	৩৩	৮২৪
মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫১	৮৯০
মুক্তি (দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহকে ডাকা!)	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
স্পর্শ (দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে মানুষ হতাশ ও নিরাশ হয়)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৯	৮৯০
স্পর্শ (দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর মানুষকে নিয়ামত দিলে...)	১১-হূদ	১০	৬৬৬
স্পর্শ (দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করেছে ইউসুফ আ. এর ভাইদের পরিবারকে)	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
স্পর্শ (দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর আল্লাহর দয়া আস্বাদন)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
স্পর্শ (দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে মানুষ আল্লাহকে ব্যাকুলভাবে ডাকে)	১৬-নাহ্‌ল	৫৩	৭০৭
স্পর্শ করা (সমুদ্রে দুঃখ-দুর্দশা যখন মানুষকে স্পর্শ করে...)	১৭-ইস্‌রা	৬৭	৭১৯
স্পর্শ (মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে প্রতিপালককে ডাকে)	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
স্পর্শ (মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে সে আল্লাহকে ডাকে)	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
দুঃখ দেয়া			
মু'মিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য গোপনে কথা বলা হয়ে থাকে	৫৮-মুজাদালা	১০	৯৫৩
দুঃখভারাক্রান্ত			
ইয়াকুব আ. দুঃখ ভারাক্রান্ত (ইউসুফ আ. ও তার ভাইয়ের জন্য)	১২-ইউসুফ	৮৪	৬৮৫
কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ পেলে মুশরিক দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়	১৬-নাহ্‌ল	৫৮	৭০৭
মাছওয়ালা ইউনুসের প্রার্থনা (দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায়)	৬৮-ক্বালাম	৪৮	৯৭৭
মুশরিকরা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয় (কন্যার জন্য সংবাদে)	৪৩-যুখরুফ	১৭	৮৯৭
দুঃখিত			
ইউসুফ আ. ভাইকে বলল- দুঃখিত হয়ো না, ভাইয়েরা যা করত সে জন্য	১২-ইউসুফ	৬৯	৬৮৩
নূহকে দুঃখিত না হতে উপদেশ(লোকরা ঈমান না আনায়)	১১-হূদ	৩৬	৬৬৯
রাসূল স. এর স্ত্রীরা দুঃখিত না হওয়া (স্ত্রীকে কাছে/দূরে রাখা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
দুঃসাহস			
হত্যার (উটনী হত্যার দুঃসাহস করল ছামূদ সম্প্রদায়ের এক সঙ্গী)	৫৪-কামার	২৯	৯৩৭
দুঃসহ			
অবস্থান (নূহের অবস্থান যদি জাতির কাছে দুঃসহ মনে হয়...)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
শাস্তি (আল্লাহর স্মরণবিমুখ লোকের দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ)	৭২-জিন্	১৭	৯৮৭
দুঃস্থ			
আহার করানো(দুঃস্থ ও গরীব/ফকীরকে আহার করানোর নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
দুগ্ধপোষ্য			
ভুলে যাওয়া(স্তন্যদাত্রী কিয়ামতে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
দু'জন			
দাউদের কাছে দু'জন প্রতিপক্ষের ন্যায় বিচার প্রার্থনা...	৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
দু'জন প্রতিপক্ষের ন্যায়বিচার প্রার্থনা (দাউদের কাছে)	৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
দ্বিতীয় (দু'জনের দ্বিতীয় জন রাসূল, হিজরতকালে পাহাড়ের গুহায়)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
প্রেরণ করেন আল্লাহ দু'জন রাসূল (জনপদবাসীদের নিকট)	৩৬-ইয়াসীন	১৪	৮৫২
বোন (কালালাহর বোন দু'জন হলে তারা তিনভাগের দু'ভাগ পাবে)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
মানুষের আমলের তথ্য সংগ্রহ করছে দু'জন সংগ্রহকারী (ফেরেশতা)	৫০-ক্বাফ	১৭	৯২৩
রাসূল প্রেরণ করেন আল্লাহ (জনপদবাসীদের নিকট)	৩৬-ইয়াসীন	১৪	৮৫২
দু'টি			
একটি (দুটি কল্যাণের একটির জন্য প্রতীক্ষা, শাহাদাত বা বিজয়)	৯-তাওবা	৫২	৬৪৫
দেখানো (মানুষকে দু'টি পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ)	৯০-বালাদ	১০	১০২৩
বানানো (আল্লাহ মানুষের দু'টি চোখ বানিয়েছেন)	৯০-বালাদ	৮	১০২৩
বানানো (আল্লাহ মানুষের দু'টি ঠোঁট বানিয়েছেন)	৯০-বালাদ	৯	১০২৩
বানানো (আল্লাহ মানুষের অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় বানাননি)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দুধ			
খাঁটি (গবাদি পশুর গোবর ও রক্তের মধ্যে খাঁটি দুধ থাকা শিক্ষা...)	১৬-নাহ্‌ল	৬৬	৭০৮
গবাদি পশুর গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে দুধ থাকা শিক্ষা...	১৬-নাহ্‌ল	৬৬	৭০৮
নহর (জান্নাতে দুধের নহর রয়েছে যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
দুধ ছাড়ানো			
দুই বছরে সন্তানের দুধ ছাড়ানো প্রসঙ্গ	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
সন্তানের দুধ ছাড়াতে অপরাধ নেই (দু'জনের সম্মতিতে)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
সন্তানের দূধ ছাড়ানো ও গর্ভধারণের মেয়াদ ত্রিশমাস	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
দুধ পান			
তালাকপ্রাপ্তার সন্তানকে অন্য নারী দূধপান করানো...	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
তালাকপ্রাপ্তা সদ্যপ্রসূতকে দূধপান করালে তাকে পারিশ্রমিক প্রদান	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
পারিশ্রমিক (তালাকপ্রাপ্তা সদ্যপ্রসূতকে দূধপান করালে)	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
পূর্ণ (দুধপান পূর্ণ করতে চাইলে, পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
মাতা (দুধ পান করিয়েছেন এমন মাতাকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
দুধপান করানো			
পারিশ্রমিক দিয়ে দুধ পান করানোতে অপরাধ নেই...	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
মায়েরা দুধ পান করাবে সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
মূসাকে দুধপান করানোর জন্য তার মায়ের প্রতি ওহী	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
দুধবোন			
বিয়ে (দুধবোনকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
দুধমাতা			
বিয়ে (দুধমাতাকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
দুনিয়া (আরো দেখুন ইহকাল শব্দটি)			
অগ্রাধিকার(দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিলে তীব্র আগুন)	৭৯-নাযি'আত	৩৮	১০০৪
অন্ধ (দুনিয়াতে যারা অন্ধ তারা আখিরাতেও অন্ধ...)	১৭-ইস্‌রা	৭২	৭২০
অপমান (দুনিয়াতে অপমান তাদের জন্য যারা...)	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
অপমান, দুনিয়াতে (মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণে বাধা দানকারীর)	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
অপমান (দুনিয়ায় অপমান তাদের জন্য যাদেরকে...)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
অপমান (আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য দুনিয়াতে অপমান...)	২২-হাজ্জ	৯	৭৫৯
অভিভাবক (দুনিয়ায় ইউসুফ আ. এর অভিভাবক আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা)	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
অস্বীকারকারী জালিমদের দুনিয়ার জীবনেও লাঞ্ছনা রয়েছে	৩৯-যুমার	২৬	৮৭৩
আকাশ (দুনিয়ার আকাশকে সুশোভিত করেছেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১২	৮৮৬
আকাশ (দুনিয়ার আকাশকে সুসজ্জিত করেছেন আল্লাহ)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৬	৮৫৭
আকাশ (দুনিয়ার আকাশ সুসজ্জিত প্রদীপমালা দ্বারা)	৬৭-মুল্‌ক	৫	৯৭২
আখিরাত (দুনিয়া ও আখিরাতে কর্ম বিফল হবে কাফিরদের...	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
আখিরাত (দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি দিবেন আল্লাহ কাফির ও...)	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
আখিরাত (দুনিয়া ও আখিরাতে কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি...)	৩-আলে ইমরান	৫৬	৫৪১
আখিরাত (দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা...)	২-বাক্বারা	২০১	৫২২
আবাস (অত্যাচারিত হয়ে হিজরতকারীর জন্য দুনিয়ায় উত্তম আবাস)	১৬-নাহ্‌ল	৪১	৭০৬
আহ্বানযোগ্য নয় যে ব্যক্তি (দুনিয়া ও অখিরাতে)	৪০-মু'মিন	৪৩	৮৮১
কর্ম বিফল হবে যাদের (দুনিয়া ও আখিরাতে)	৩-আলে ইমরান	২২	৫৩৮
কর্ম বিফল (দুনিয়া ও আখিরাতের কর্ম বিফল তাদের যারা...)	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
কল্যাণ (দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ নির্ধারণের দোয়া, মূসার)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
কল্যাণ (আল্লাহ ইবরাহীমকে দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করেন)	১৬-নাহ্‌ল	১২২	৭১৩
কল্যাণ (সৎকর্মশীলের দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখিরাতে উৎকৃষ্ট আবাস)	১৬-নাহ্‌ল	৩০	৭০৫
কামনা (দুনিয়া কামনাকারীর কাজের প্রতিফল দুনিয়াতেই দেয়া হয়)	১১-হূদ	১৫	৬৬৭
ক্ষতিগ্রস্ত (আল্লাহর ইবাদত থেকে মুখ ফিরালে দুনিয়া ও আখিরাতে)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
চাওয়া (দুনিয়া বা গণিমত চেয়েছিল মুমিনদের কেউ)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
চাকচিক্য (দুনিয়ার চাকচিক্য কামনাকারীর কাজের প্রতিফল)	১১-হূদ	১৫	৬৬৭
চিন্তা (দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে চিন্তা...)	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
ছওয়াব (দুনিয়া ও আখিরাতের ছওয়াব আল্লাহর কাছে)	৪-নিসা	১৩৪	৫৭৪
ছওয়াব (যে দুনিয়ার ছওয়াব চায় তার জানা উচিত যে...)	৪-নিসা	১৩৪	৫৭৪
জীবন (কাফিররা তাদের সুখ-শান্তি দুনিয়ার জীবনে নিঃশেষ করে)	৪৬-আহ্‌কাফ	২০	৯১০
জীবন (কাফিররা বলে, দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন)	৬-আন্‌'আম	২৯	৫৯৮
জীবন (দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী ভোগ্যসামগ্রী মাত্র)	৪০-মু'মিন	৩৯	৮৮১
জীবন (দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন...,কাফিরদের অমূলক ধারণা)	৪৫-জাছিয়া	২৪	৯০৭
জীবন (দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন, কাফির প্রধানদের বক্তব্য)	২৩-মু'মিনূন	৩৭	৭৬৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জীবন (দুনিয়ার জীবন কাফিরদেরকে প্রতারিত করেছিল)	৬-আন্‌'আম	১৩০	৬০৯
জীবন (দুনিয়ার জীবন কামনা করে, আল্লাহর স্মরণ বিমুখ ব্যক্তি)	৫৩-নাজম	২৯	৯৩৩
জীবন (দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় মানুষ)	৮৭-আ'লা	১৬	১০১৮
জীবন (দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়ায় শাস্তি)	১৬-নাহ্‌ল	১০৭	৭১২
জীবন (দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারী পথভ্রষ্ট)	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
জীবন (দুনিয়ার জীবন কাফিরদেরকে প্রতারিত করায় শাস্তি)	৪৫-জাছিয়া	৩৫	৯০৭
জীবন (দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছু নয়)	৬-আন্‌'আম	৩২	৫৯৮
জীবন (আকাশ থেকে বর্ষিত পানির মত)	১৮-কাহ্‌ফ	৪৫	৭২৮
জীবন (আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কেনা)	২-বাক্বারা	৮৬	৫১০
জীবন (ইউনুস আ. এর সম্প্রদায়ের দুনিয়ার জীবনের শাস্তি দূর...)	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
জীবন (দুনিয়ার জীবন খেল-তামাসা মাত্র)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৬	৯১৫
জীবন (দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়)	২৯-আনকাবূত	৬৪	৮২১
জীবন (দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, চাকচিক্য, অহংকার ও...)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
জীবন (দুনিয়ার জীবন চাইত যারা তারা কারুনকে দেখে বলত...)	২৮-কাসাস	৭৯	৮১৫
জীবন (দুনিয়ার জীবন নিয়ে উল্লসিত মানুষ)	১৩-রা'দ	২৬	৬৯১
জীবন (দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি মুমিনরা সন্তুষ্ট? আল্লাহর জিজ্ঞাসা)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
জীবন (দুনিয়ার জীবন প্রতারিত করেছে কাফিরদেরকে যারা...)	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
জীবন (দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী)	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
জীবন (দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
জীবন (দুনিয়ার জীবন ভোগ্য-সামগ্রী মাত্র)	১৩-রা'দ	২৬	৬৯১
জীবন (দুনিয়ার জীবন যেন মানুষকে প্রতারিত করতে না পারে)	৩৫-ফাতির	৫	৮৪৬
জীবন (দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে তাদের পরিণাম)	৬-আন্‌'আম	৭০	৬০২
জীবন (দুনিয়ার জীবন যেন মানুষকে প্রতারিত না করে...)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
জীবন (দুনিয়ার জীবন সুসজ্জিত, কাফিরদের)	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
জীবন (দুনিয়ার জীবনে বিলাস-সামগ্রী দান, আদ-জাতি প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮
জীবন (দুনিয়ার জীবনের উপরই ফিরআউনের কর্তৃত্ব!, জাদুকরদের উক্তি)	২০-ত্বা-হা	৭২	৭৪৫
জীবন (দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিন জানে, অধিকাংশ মানুষ)	৩০-রূম	৭	৮২২
জীবন (দুনিয়ার জীবনে পবিত্র রিযিক তাদের জন্য যারা ঈমান...)	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
জীবন (দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসামগ্রী নারী, সন্তান, স্বর্ণ...)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
জীবন (দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী, মানুষকে যা দেয়া হয়েছে)	২৮-কাসাস	৬০	৮১৩
জীবন (দুনিয়ার জীবনে কাফিরদের ভোগ্য-সামগ্রী/প্রাচুর্য প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৩৫	৮৯৮
জীবন (দুনিয়ার জীবনে শাস্তি রয়েছে, কাফিরদের জন্য)	১৩-রা'দ	৩৪	৬৯২
জীবন (দুনিয়ার জীবনে মুনাফিক/কাফিরদেরকে শাস্তি দিতে চান আল্লাহ)	৯-তাওবা	৫৫	৬৪৫
জীবন (দুনিয়ার জীবনে মুনাফিকদের পক্ষে মুমিনদের বিতর্ক)	৪-নিসা	১০৯	৫৭১
জীবন (দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট/তৃপ্ত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল আগুন)	১০-ইউনুস	৭	৬৫৪
জীবন (দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী সামান্য, আখিরাতের তুলনায়)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
জীবন (দুনিয়ার জীবনে কাফিরদের ব্যয়ের উপমা...)	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
জীবন (দুনিয়ার জীবনে মানুষের জীবিকা বন্টন করেন আল্লাহ)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
জীবন (দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসামগ্রী...)	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
জীবন (দুনিয়ার জীবনের উপমা ফসল ভরা ক্ষেত ধ্বংসের মত)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
জীবন (দুনিয়ার জীবনে হৃদ্যতার উপায় হিসাবে মূর্তিপূজা)	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
জীবন (দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য-সামগ্রী দিয়েছেন আল্লাহ যাকে...)	২৮-কাসাস	৬১	৮১৩
জীবন (সম্পদ ও সন্তান দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য)	১৮-কাহ্‌ফ	৪৬	৭২৮
জীবনে (আদ জাতিকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৬	৮৮৭
জীবনে (দুনিয়ার জীবনে রাসূল স. কে মুগ্ধ করে মানুষের কথা)	২-বাক্বারা	২০৪	৫২৩
জীবনে (ফেরেশতাগণ দুনিয়ার জীবনে মুমিনদের বন্ধু)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩১	৮৮৮
জীবন (দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী ও মানুষের বাড়াবাড়ি)	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬
জীবন (দুনিয়ার জীবনে রাসূল স. ও মু'মিনদেরকে আল্লাহর সাহায্য)	৪০-মু'মিন	৫১	৮৮২
জীবন (দুনিয়ার সামগ্রী অন্বেষণে দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য...)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
জীবন (কিতাবের অংশবিশেষে ঈমান আনায় দুনিয়ার জীবনে অপমান)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
জীবন (ফিরআউনকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য/সম্পদ দান)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
জীবন (বাছুর পূজারীদের উপর দুনিয়ার জীবনে প্রতিপালকের ক্রোধ)	৭-আ'রাফ	১৫২	৬২৬
জীবন (নবীর স্ত্রীদের দুনিয়ার জীবন/চাকচিক্য চাওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৮	৮৩৫
ঝুঁকে পড়া (দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়া ব্যক্তির উপমা)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
তৃপ্ত (দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট/তৃপ্ত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল আগুন)	১০-ইউনুস	৭	৬৫৪
দুনিয়াতে লা'নত অনুগামী করলেন আল্লাহ (ফির'আউন ও...)	২৮-কাসাস	৪২	৮১১
নিষ্ফল প্রচেষ্টা (কাফিরদের, দুনিয়ার জীবনে)	১৮-কাহ্‌ফ	১০৪	৭৩৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দুনিয়া (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পরীক্ষাস্বরূপ দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসামগ্রী দেয়া হয়	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯
পুরস্কার (দুনিয়ার পুরস্কার যে চায় আল্লাহ তাকে দেন)	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
পুরস্কার (দুনিয়ার পুরস্কার দান করবেন আল্লাহ রব্বানীদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৪৮	৫৫০
প্রতারিত করে না যেন (দুনিয়ার জীবন মানুষকে ...)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
প্রতিদান (ইবরাহীমকে দুনিয়ায়ও প্রতিদান দেয়া হয়েছিল)	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
প্রাধান্য (দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়ায় শাস্তি)	১৬-নাহ্ল	১০৭	৭১২
প্রদান (দুনিয়াতে কল্যাণ প্রদানের জন্য প্রার্থনা...)	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
ফসল (দুনিয়ায় ফসল কামনাকারী আখিরাতে কিছুই পাবে না)	৪২-শূরা	২০	৮৯৩
বসবাস , সৌহার্দের সাথে (দুনিয়াতে, মুশরিক পিতামাতার সাথে)	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
বিক্রি (দুনিয়ার জীবন বিক্রিকারী আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে)	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
ভালকাজ (দুনিয়ায় ভালকাজ করলে তার জন্য কল্যাণ আছে)	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
ভোগ্য সামগ্রী (দুনিয়ার ভোগ্যসামগ্রী সামান্য, যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
মনোনীত (আল্লাহ ইবরাহীম আ. কে দুনিয়ায় মনোনীত করেন)	২-বাক্বারা	১৩০	৫১৫
মর্যাদাবান (দুনিয়ায় মর্যাদাবান, ঈসা আ.ইবনে মারইয়াম)	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
মাদইয়ানবাসীদের দুনিয়াতে আল্লাহর লানত	১১-হূদ	৯৯	৬৭৪
লানত (আল্লাহ-রাসূল স. এর কষ্টদাতার জন্য দুনিয়া-আখিরাতের লা'নত)	৩৩-আহযাব	৫৭	৮৩৮
লা'নত (আদ জাতির জন্য লানত, দুনিয়া ও কিয়ামতে)	১১-হূদ	৬০	৬৭১
লা'নত (দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত তাদের উপর যারা...)	২৪-নূর	২৩	৭৭৬
শাস্তি (দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য...)	২৪-নূর	১৯	৭৭৫
শাস্তি (দুনিয়াতেও শাস্তি দিতে চান আল্লাহ মুনাফিকদেরকে)	৯-তাওবা	৮৫	৬৪৯
শাস্তি (দুনিয়া ও আখিরাতে মহাশাস্তি, অভিযোগ আরোপকারীদের)	২৪-নূর	১৪	৭৭৫
শাস্তি (দুনিয়ায় দ্বিগুণ শাস্তি দিতেন আল্লাহ রাসূল স. কে, পদস্খলন ঘটলে)	১৭-ইস্রা	৭৫	৭২০
সন্তুষ্ট (দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট/তৃপ্ত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল আগুন)	১০-ইউনুস	৭	৬৫৪
সম্পদ (দুনিয়ার সম্পদ চায় মু'মিনরা, যুদ্ধবন্দির বিনিময়ে)	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮
সম্পদ (দুনিয়ার সম্পদের লোভে সালামদাতাকে 'মুমিন নও' বলা যাবে না)	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
সম্পদ (ফিরআউনকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য/সম্পদ দান)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
সাহায্য(দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ সাহায্য করবেন না বলে ধারণা...)	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯
সুদৃঢ়(সুদৃঢ় কথায় ঈমান আনলে আল্লাহ দুনিয়ায় সুদৃঢ় রাখেন)	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
সুসংবাদ, দুনিয়ার (আল্লাহর বন্ধু/মুমিন-মুত্তাকীদের জন্য)	১০-ইউনুস	৬৪	৬৬০
সৌন্দর্য্য (দুনিয়ার সৌন্দর্য্য কামনায় সতর্ক থাকার নির্দেশ ..)	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
দুনিয়ার জীবন (নগদ)			
ভালবাসা (মানুষ নগদ/দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসে)	৭৫-কিয়ামাহ্	২০	৯৯৪
ভালবাসা (মানুষ নগদ/দুনিয়াকে ভালবাসে ও কঠিন দিনকে ছেড়ে দেয়)	৭৬-দাহ্র	২৭	৯৯৬
দুপুর			
দুপুরে ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ	৩০-রূম	১৮	৮২৩
দুপুরে পোশাক খুলে রাখার সময় অনুমতি গ্রহণ...	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
দু'জন পুরুষ			
দু'জন পুরুষ না পেলে এক পুরুষ ও দু'নারী সাক্ষী রাখা	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
দু'বছর			
দু'বছরে সন্তানের দুধ ছাড়ানো প্রসঙ্গ	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
দুর্ভোগ			
উদাসীন নামাজীদের জন্য দুর্ভোগ	১০৭-মাউন	৪	১০৩৪
দুম্বা			
দুম্বা দাবী করে জুলুম করেছে ৯৯ দুম্বার মালিক	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
৯৯ দুম্বার মালিক ১ দুম্বার মালিককে কথায় পরাস্ত করেছে	৩৮-সোয়াদ	২৩	৮৬৭
দুয়ার			
কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দিলেন আল্লাহ...	২৩-মু'মিনূন	৭৭	৭৭০
দুর্গ			
কাফিরদের দুর্গই তাদেরকে রক্ষা করবে, তারা মনে করেছিল	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
বনু কুরায়জাকে দুর্গ থেকে নামিয়ে আনা প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	২৬	৮৩৫
দুর্দশাগ্রস্ত			
দুর্দশাগ্রস্ত মিসকিনকে খাদ্য দান- গিরিপথ অর্থ	৯০-বালাদ	১৬	১০২৩
দুর্বল (আরো দেখুন হীনবল শব্দটি)			
অহঙ্কারীদেরকে দুর্বল কাফিররা বলবে (কিয়ামতে...)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
অহঙ্কারীদেরকে দুর্বলরা বলবে 'তোমরা না থাকলে আমরা মুমিন...)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অহঙ্কারীরা দুর্বলদেরকে বলবে 'আমরা কি তোমাদেরকে বিরত...	৩৪-সাবা	৩২	৮৪৪
ঋণগ্রহীতা দুর্বল হলে তার অভিভাবক লেখার বিষয় বলবে	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
দাম্ভিকেরা দুর্বলদের থেকে আগুন নিবারণ করতে পারবে না	৪০-মু'মিন	৪৭	৮৮২
দোষ নেই দুর্বলদের (যুদ্ধে না যাওয়ায়)	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯
নবী ও রব্বানীগণ দুর্বল হয়নি আল্লাহর পথে আপতিত বিপদে	৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
পশ্চাদ্ধাবনকৃত ও পশ্চাদ্ধাবনকারী উভয়েই দুর্বল(মুশরিক/শরীক)	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
বাহিনী হিসাবে দুর্বল কে পথভ্রষ্টরা তা জানতে পারবে...	১৯-মারইয়াম	৭৫	৭৩৯
মানুষকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৩০-রূম	৫৪	৮২৬
মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে	৪-নিসা	২৮	৫৬০
মানুষকে দুর্বলতার পর শক্তি দিয়েছেন আল্লাহ	৩০-রূম	৫৪	৮২৬
মু'মিনদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে (আল্লাহ জানেন)	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
মুমিনরা দুর্বল ছিল (বদরযুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১২৩	৫৪৮
রক্ষার অনুরোধ করবে কিয়ামতে(দুর্বলেরা অহঙ্কারীদেরকে)	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
শু'আইবকে দুর্বল ব্যক্তি হিসাবে দেখে মাদইয়ানবসীরা	১১-হূদ	৯১	৬৭৪
ষড়যন্ত্র (শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল)	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
সন্তান (বৃদ্ধ বাগান মালিকের দুর্বল সন্তান, উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
সাহায্যকারী হিসাবে কে দুর্বল তা জানবে (শাস্তি প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	২৪	৯৮৭
সৃষ্টি (মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে)	৪-নিসা	২৮	৫৬০
হাড় দুর্বল হয়েছে (যাকারিয়ার)	১৯-মারইয়াম	৪	৭৩৪
দুর্বলকারী			
আল্লাহ দুর্বল করে দেন কাফিরদের যড়যন্ত্র	৮-আনফাল	১৮	৬৩৩
দুর্বলতম			
ঘর (মাকড়সার ঘরই দুর্বলতম ঘর)	২৯-আনকাবূত	৪১	৮১৯
দুর্বল			
আল্লাহ দুর্বল নন যে তার কোন অভিভাবক থাকবে...	১৭-ইস্রা	১১১	৭২৩
দুর্বলতা			
মানুষকে দুর্বলতা দিয়েছেন আল্লাহ (শক্তি দানের পর)	৩০-রূম	৫৪	৮২৬
দুর্বল মনে করা			
ছামূদ সম্প্রদায়ের মু'মিনদেরকে দুর্বল মনে করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	৭৫	৬১৯
হারূনকে দুর্বল মনে করা (বনী ইসরাঈলের)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
দুর্বহ			
মুশরিকদের নিকট দুর্বহ মনে হয় (রাসূল স. এর আহবান)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
দুর্বিসহ			
জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল (পিছনে ফেলে রাখা তিনজনের)	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
দুর্ভাগা			
আগুনে প্রবেশ (চরম দুর্ভাগা ছাড়া কেউ আগুনে প্রবেশ করবে না)	৯২-লাইল	১৫	১০২৫
আগুনে থাকবে দুর্ভাগারা (আখিরাতে)	১১-হূদ	১০৬	৬৭৫
ইবরাহীম আ.দুর্ভাগা হবে না (প্রতিপালককে আহ্বান করে)	১৯-মারইয়াম	৪৮	৭৩৭
ঈসাকে দুর্ভাগা বানাননি আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৩২	৭৩৬
উপদেশ বর্জন করে কেবল দুর্ভাগারা	৮৭-আ'লা	১১	১০১৮
তৎপর হল সর্বাধিক হতভাগা ব্যক্তি (উটনী হত্যার জন্য)	৯১-শাম্স	১২	১০২৪
মানুষের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগা আর কেউ ভাগ্যবান (আখিরাতে)	১১-হূদ	১০৫	৬৭৫
যাকারিয়া আ. দুর্ভাগা হননি (প্রতিপালককে ডেকে)	১৯-মারইয়াম	৪	৭৩৪
দুর্ভাগ্য			
অপরাধীদের দুর্ভাগ্য (আমলনামা পেশ করার পর ,কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্ফ	৪৯	৭২৮
বিজয়ী হওয়া (দুর্ভাগ্য বিজয়ী হয়েছিল কাফিরদের উপর...)	২৩-মু'মিনূন	১০৬	৭৭২
দুর্ভিক্ষ			
দিনে (দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান- গিরিপথ অর্থ)	৯০-বালাদ	১৪	১০২৩
পাকড়াও (ফিরআউনের বংশকে দুর্ভিক্ষ/ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা)	৭-আ'রাফ	১৩০	৬২৪
দুর্ভোগ			
অবিশ্বাসী সন্তানের জন্য দুর্ভোগ!	৪৬-আহ্কাফ	১৭	৯০৯
অবিশ্বাসীদের জন্য দুর্ভোগ (যারা প্রতিশ্রুত দিনকে অবিশ্বাস করে)	৫১-যারিয়াত	৬০	৯২৮
আদমের জন্য দুর্ভোগ (ইবলিস জান্নাত থেকে বের করতে পারলে)	২০-ত্বা-হা	১১৭	৭৪৮
আবু জাহলের দুর্ভোগ প্রসঙ্গ (কিয়ামতে)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৫	৯৯৪
আবু জাহলের দুর্ভোগ প্রসঙ্গ (কিয়ামতে)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৪	৯৯৪
কঠিন হৃদয় (আল্লাহ বিমুখ) লোকদের জন্য দুর্ভোগ	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দুর্ভোগ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)				
	কাফিরদের দুর্ভোগ! (কিয়ামতে কাফিরের চোখ স্থির হওয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯৭	৭৫৬
	কাফিরদের দুর্ভোগ (বিচার দিনে)	৩৭-সাফ্ফাত	২০	৮৫৮
	কাফিরদের দুর্ভোগ নিদ্রাস্থল থেকে উঠানোর পর(কিয়ামতে)	৩৬-ইয়াসীন	৫২	৮৫৫
	কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ রয়েছে	১৪-ইবরাহীম	২	৬৯৩
	কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ (কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসে)	১৯-মারইয়াম	৩৭	৭৩৬
	কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের দুর্ভোগ	৩৮-সোয়াদ	২৭	৮৬৭
	কিতাব রচয়িতাদের জন্য দুর্ভোগ (নিজ হাতে কিতাব রচনার কারণে)	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
	কিতাব রচয়িতাদের জন্য দুর্ভোগ (যারা বলে এটা আল্লাহর)	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
	জালিমদের দুর্ভোগ (আল্লাহর শাস্তি প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৪৬	৭৫৩
	জালিমদের দুর্ভোগ (দুনিয়ায় বন্ধু গ্রহণের কারণে)	২৫-ফুরকান	২৮	৭৮৪
	জালিমদের দুর্ভোগ প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	১৪	৭৫১
	জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির দুর্ভোগ	৪৩-যুখরুফ	৬৫	৯০০
	ঠকবাজদের জন্য দুর্ভোগ	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	১	১০১১
	দম্ভকারীর জন্য দুর্ভোগ (আবু জাহল প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৫	৯৯৪
	দম্ভকারীর জন্য দুর্ভোগ (আবু জাহল প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৪	৯৯৪
	দুনিয়ার জীবনকামীদের দুর্ভোগ (জ্ঞানীরা বলল)	২৮-কাসাস	৮০	৮১৫
	নিন্দাকারীর দুর্ভোগ (সামনে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ)	১০৪-হুমাযা	১	১০৩৩
	পথনির্দেশিকা অনুসরণ করলে দুর্ভোগ পোহাবেনা (আল্লাহর পথনির্দেশিকা)	২০-ত্বা-হা	১২৩	৭৪৯
	পাপী মিথ্যাবাদীর জন্য দুর্ভোগ (যে আয়াত শুনেও অহঙ্কার..)	৪৫-জাছিয়া	৭	৯০৫
	মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	২৪	৯৯৮
	মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৩৪	৯৯৮
	মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	১৯	৯৯৮
	মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	২৮	৯৯৮
	মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	১৫	৯৯৭
	মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৪০	৯৯৯
	মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ (বিচার দিনকে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	১০	১০১১
	মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৪৯	৯৯৯
	মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৪৫	৯৯৯
	মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৩৭	৯৯৮
	মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৪৭	৯৯৯
	মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ (কিয়ামতের দিন)	৫২-তূর	১১	৯২৯
	মিথ্যা অভিহিত করার কারণে দুর্ভোগ (আবু জাহল প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৫	৯৯৪
	মিথ্যা রচনাকারীদের জন্য দুর্ভোগ (আল্লাহ সম্পর্কে ফিরআউনের মিথ্যা...)	২০-ত্বা-হা	৬১	৭৪৪
	মুখ ফিরানোর কারণে দুর্ভোগ (আবু জাহল প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৪	৯৯৪
	মুশরিকদের জন্য দুর্ভোগ (ওহী অস্বীকারের কারণে)	৪১-ফুস্সিলাত	৬	৮৮৬
	মুশরিকদের দুর্ভোগ প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	১৮	৭৫১
	রাসূল স. এর দুর্ভোগের উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়নি	২০-ত্বা-হা	২	৭৪১
	লেখার জন্য দুর্ভোগ (নিজ হাতে কিতাব লিখে আল্লাহর কিতাব বলা প্র.)	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
	সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য দুর্ভোগ (বাগানওয়ালা প্রসঙ্গ)	৬৮-ক্বালাম	৩১	৯৭৬
দুর্যোগপূর্ণ				
	দুর্যোগপূর্ণ দিনে আদ সম্প্রদায়ের প্রতি ঝড়োবাতাস প্রেরণ	৫৪-কামার	১৯	৯৩৭
	দুর্যোগপূর্ণ দিনে ঝড়ো বাতাস প্রেরণ, আদ জাতির প্রতি	৪১-ফুস্সিলাত	১৬	৮৮৭
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত				
	ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না ও ভয় নেই	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
	ঈমান আনলে ও সংশোধন হলে তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেনা	৬-আন্'আম	৪৮	৬০০
	দানকারী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেনা (প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	২৭৪	৫৩২
	দানকারী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেনা (কষ্ট/খোঁটা না দিলে)	২-বাক্বারা	২৬২	৫৩১
	নবীকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করা (আল্লাহর আয়াত অস্বীকার প্র.)	৬-আন্'আম	৩৩	৫৯৮
	পথনির্দেশিকার অনুসরণকারীরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেনা	২-বাক্বারা	৩৮	৫০৫
	মহাভীতি জান্নাতীদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না (হাশর প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৩	৭৫৭
	মুমিন সৎকর্মশীল সালাতপ্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত আদায়কারী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না	২-বাক্বারা	২৭৭	৫৩৩
	মুত্তাকী বান্দারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না (কিয়ামতে)	৪৩-যুখরুফ	৬৮	৯০০
	রাসূল স. কে যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে তারা যারা কুফরীর দিকে ধাবিত	৩-আলে ইমরান	১৭৬	৫৫৩
	শহীদরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না	৩-আলে ইমরান	১৭০	৫৫২
	সমর্পণকারী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেনা (আল্লাহর জন্য সমর্পণ)	২-বাক্বারা	১১২	৫১৩
	হবে না (আল্লাহই প্রতিপালক -একথায় অটল ব্যক্তি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না)	৪৬-আহকাফ	১৩	৯০৯

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দুষ্কৃতিকারী				
	সমান নয় দুষ্কৃতিকারী ও সৎকর্মশীল ঈমানদার	৪০-মু'মিন	৫৮	৮৮৩
দূত				
	সাবার রানীর দূত মারফত সুলাইমানকে দেয়া উপহারের বিষয়ে খবর আনা	২৭-নামল	৩৫	৮০২
দূর				
	অপবিত্রতা দূর করতে চান আল্লাহ(নবী পরিবার থেকে)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
	অপরিচ্ছন্নতা দূর (হজ্জের সময় হজ্জকারীদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২৯	৭৬০
	আইউবের দুঃখ-দুর্দশা আল্লাহ দয়াস্বরূপ দূর করেন	২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
	আল্লাহ শাস্তি দূর করবেন (যদি ইচ্ছা করেন)	৬-আন্'আম	৪১	৫৯৯
	ক্রোধের কারণ দূর করা (আল্লাহ সাহায্য করবেন না বলে ধারণা...)	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯
	ক্ষোভ দূর করবেন আল্লাহ (মুমিনদের হৃদয় থেকে)	৯-তাওবা	১৫	৬৪১
	ক্ষতি দূর করতে পারে না কেউ (আল্লাহ কারো ক্ষতি চাইলে)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
	জড়তা দূর (জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্য মূসার দোয়া)	২০-ত্বা-হা	২৭	৭৪২
	জালিমদের থেকে দূরে নয় (লূতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ)	১১-হূদ	৮৩	৬৭৩
	জান্নাত দূরে থাকবে না (মুত্তাকীদের থেকে)	৫০-ক্বাফ	৩১	৯২৩
	দুঃখ-দুর্দশা আল্লাহ দূর করলে মানুষ শিরক করে	১৬-নাহ্ল	৫৪	৭০৭
	দুঃখ-দুর্দশা (দয়াস্বরূপ আইউবের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা হয়)	২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
	দুঃখ-দুর্দশা দূর করতেন যদি আল্লাহ (কাফিরদের)	২৩-মু'মিনূন	৭৫	৭৭০
	দুঃখ-দুর্দশা দূর করার পর মানুষ এমন কাজ করে যেন সে...	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
	দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ক্ষমতা নেই অনুমান করা ইলাহদের	১৭-ইসরা	৫৬	৭১৮
	প্রান্ত (উপত্যকার দূর প্রান্তে ছিল কাফিররা, বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
	প্রতিবেশী (দূর প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
	বিদ্বেষ দূর করবেন আল্লাহ ঈমানদারদের বক্ষ থেকে...	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
	বিদ্বেষ দূর করে দিবেন আল্লাহ (জান্নাতিদের বক্ষ থেকে)	১৫-হিজর	৪৭	৭০০
	ভ্রষ্টতায় দূরে চলে গেছে (কিয়ামত সম্পর্কে বিতন্ডাকারী)	৪২-শূরা	১৮	৮৯২
	মূসাকে দূর থেকে দেখছিল তার বোন	২৮-কাসাস	১১	৮০৮
	লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ মাদইয়ানদের থেকে দূরে নয়	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
	শয়তানের অপবিত্রতা দূর করতে চাইলেন আল্লাহ (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
	শাস্তি ঈমানের কারণে ইউনুসের সম্প্রদায়ের শাস্তি দূর করা	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
	শাস্তি দূর করবেন আল্লাহ সামান্য সময়ের জন্য (মক্কার দুর্ভিক্ষ...)	৪৪-দুখান	১৫	৯০২
	শাস্তি দূর করার জন্য প্রার্থনা করবে কাফিররা (কিয়ামতে)	৪৪-দুখান	১২	৯০২
	সরে যাওয়া (আল্লাহ নেয়ামত দান করলে দূরে সরে যাওয়া)	৪১-ফুস্সিলাত	৫১	৮৯০
দূরকারী				
	কষ্ট দূরকারী কেউ নেই (আল্লাহ কাউকে কষ্ট দিলে)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
	ক্ষতি দূরকারী নেই (আল্লাহ নবীর ক্ষতি করলে অ দূরকারী নেই)	৬-আন্'আম	১৭	৫৯৭
দূরত্ব				
	কামনা (দূরত্ব কামনা করবে প্রত্যেক ব্যক্তি, মন্দ কাজ দেখে)	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
	দুই উদয়াচলের দূরত্ব কামনা (শয়তান ও মানুষের মাঝে)	৪৩-যুখরুফ	৩৮	৮৯৮
দূরত্ব বৃদ্ধি				
	সফরের দূরত্ব বৃদ্ধির প্রার্থনা (সাবাবাসীদের)	৩৪-সাবা	১৯	৮৩২
দূর প্রতিবেশী				
	সদ্ব্যবহার (দূর প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
দূরবর্তী				
	শাস্তি (প্রতিশ্রুত শাস্তি নিকটবর্তী না দূরবর্তী তা রাসূল স. জানেননা)	২১-আম্বিয়া	১০৯	৭৫৭
	শাস্তিকে দূরে দেখছে কাফিররা (অবধারিত শাস্তিকে)	৭০-মা'আরিজ	৬	৯৮১
	স্থান (দূরবর্তী স্থান থেকে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য নিক্ষেপ)	৩৪-সাবা	৫৩	৮৪৫
	স্থান (দূরবর্তী স্থান থেকে ঈমানের নাগাল পাবে কি করে...)	৩৪-সাবা	৫২	৮৪৫
	স্থান (দূরবর্তী স্থান থেকে আগুন কিয়ামত অস্বীকারকারীদেরকে দেখতে পাবে)	২৫-ফুরকান	১২	৭৮৩
	স্থান (দূরবর্তী স্থানে চলে গেল মারইয়াম, সন্তান প্রসবের জন্য)	১৯-মারইয়াম	২২	৭৩৫
	স্থান (বায়ু মুশরিককে দূরবর্তী স্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায়)	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
দূর হওয়া				
	অকল্যাণ (নিয়ামত দিলে মানুষ ভাবে, অকল্যাণ দূর হয়েছে)	১১-হূদ	১০	৬৬৬
	ভয় দূর হল ইবরাহীমের (আগত ফেরেশতাদের সম্পর্কে)	১১-হূদ	৭৪	৬৭২

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দূর হওয়া (যাওয়া)				
	সামিরীকে দূর হওয়ার/যাওয়ার নির্দেশ (মূসা আ. কর্তৃক)	২০-ত্বা-হা	৯৭	৭৪৭
দূরীভূত				
	দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করায় জান্নাতীরা আল্লাহর প্রশংসা করবে	৩৫-ফাতির	৩৪	৮৪৯
	বিপদ-আপদ আল্লাহ দূরীভূত করেন (বিপদগ্রস্তের ডাকে)	২৭-নামল	৬২	৮০৫
দূরে থাকা				
	কুরআন শ্রবণ থেকে কাফিররা দূরে থাকে	৬-আন্'আম	২৬	৫৯৮
দূরে রাখা				
	আগুন থেকে দূরে রাখা হবে যাকে সে সফল (কিয়ামতে)	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
	জাহান্নাম থেকে সৎকর্মশীলদের দূরে রাখা প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	১০১	৭৫৭
	মুত্তাকীকে দূরে রাখা হবে (জাহান্নামের লেলিহান আগুন থেকে)	৯২-লাইল	১৭	১০২৫
	মূর্তি পূজা থেকে ইবরাহীমের বংশধরকে দূরে রাখার দোয়া	১৪-ইবরাহীম	৩৫	৬৯৬
	শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না দীর্ঘায়ু (ইহুদীদের)	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
দূরে সরিয়ে দেয়া				
	উপাস্যদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া (রাসূল স. কর্তৃক মক্কাসীদেরকে)	২৫-ফুরকান	৪২	৭৮৫
দুর্গ				
	মানুষ সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও মৃত্যু হবে	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
দুর্গ-প্রাচীর				
	দুর্গ-প্রাচীরের অভ্যন্তর ছাড়া মুনাফিকরা যুদ্ধ করবে না	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
দৃঢ় (আরো দেখুন অবিচল/দৃঢ় শব্দটি)				
	অঙ্গীকার (স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ)	৪-নিসা	২১	৫৫৯
	অঙ্গীকার (যাদের সাথে অঙ্গীকার দৃঢ় হয়েছে তাদেরকে অংশ প্রদান)	৪-নিসা	৩৩	৫৬১
	অঙ্গীকার (বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ও তূর পর্বত উত্তোলন প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
	অঙ্গীকার (নবীদের থেকে আল্লাহ দৃঢ় অঙ্গীকার নেন)	৩৩-আহযাব	৭	৮৩৩
	ঈমানদারদেরকে দৃঢ় থাকার নির্দেশ (কোন দলের সম্মুখীন হলে)	৮-আনফাল	৪৫	৬৩৬
	ঈমানদারদেরকে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ সুদৃঢ় রাখেন(যারা সুদৃঢ় কথায় ঈমান আনে)	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
	কথা(সুদৃঢ়কথায় ঈমান আনলে আল্লাহ দুনিয়া-আখিরাতে সুদৃঢ় রাখেন)	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
	কসম (দৃঢ় কসমের ব্যাপারে আল্লাহ পাকড়াও করবেন)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
	কসম (পুনরুত্থিত না করা সম্পর্কে আল্লাহর নামে কাফিরের দৃঢ় কসম)	১৬-নাহ্ল	৩৮	৭০৬
	কসম (ঈমান প্রসঙ্গে কাফিররা আল্লাহর নামে দৃঢ় কসম করে)	৬-আন্'আম	১০৯	৬০৬
	কসম (দৃঢ় কসম করে মুনাফিকরা যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে)	২৪-নূর	৫৩	৭৭৯
	কসম (দৃঢ় কসম করে যারা বলত- আমরা তোমাদের সাথে...)	৫-মায়িদা	৫৩	৫৮৭
	দুর্গ (মানুষ সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও মৃত্যু হবে)	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
	পদ (দৃঢ়পদ রাখার প্রার্থনা প্রতিপালকের নিকট, তালুত বাহিনীর)	২-বাক্বারা	২৫০	৫২৯
	পা (মুমিনদের পা দৃঢ় করবেন আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৭	৯১২
	মুমিনদেরকে দৃঢ় করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে	১৬-নাহ্ল	১০২	৭১১
	মূল (ভাল বাণী ভাল গাছের মত যার মূল সুদৃঢ়)	১৪-ইবরাহীম	২৪	৬৯৫
	শপথ (মুশরিকরা হেদায়াত লাভ প্রসঙ্গে দৃঢ় শপথ করত)	৩৫-ফাতির	৪২	৮৫০
	হৃদয় দৃঢ় করলেন আল্লাহ(আসহাবে কাহফের..)	১৮-কাহ্ফ	১৪	৭২৫
দৃঢ় করা				
	অন্তর (রাসূল স. এর অন্তর দৃঢ় করার জন্য, রাসূলগণের সংবাদ বর্ণনা)	১১-হূদ	১২০	৬৭৬
	আল্লাহ যা ইচ্ছা সুদৃঢ় করেন	১৩-রা'দ	৩৯	৬৯২
	ঈমানদারদেরকে দৃঢ় করার জন্য ফেরেশতাদের প্রতি ওহী (বদরযুদ্ধ)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
	নিজকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্যয়ের উপমা	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
	পা দৃঢ় করা (মু'মিনদের পা দৃঢ় করা, বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
	হৃদয় (মু'মিনদের হৃদয় দৃঢ় করা, বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ))	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
	হৃদয় দৃঢ় করে না দিলে পরিচয় প্রকাশ করে দিত মূসার মা...	২৮-কাসাস	১০	৮০৮
দৃঢ় থাকা				
	রাসূল স. কে দৃঢ় থাকার নির্দেশ(যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন সেভাবে)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
দৃঢ় প্রত্যয় (আরো দেখুন অটল শব্দটি)				
	কিতাবপ্রাপ্তদের প্রত্যয়ের জন্য সাকারের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
দৃঢ় বিশ্বাসী				
	অপরাধীরা দৃঢ় বিশ্বাসী হবে (কিয়ামতের দিন)	৩২-সাজ্দা	১২	৮৩১
	নিদর্শনাবলিতে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিল (বনী ইসরাঈলের নেতাগণ)	৩২-সাজ্দা	২৪	৮৩২
দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা				
	আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরার প্রতিদান (তাওবার পর)	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
	আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরার প্রতিদান	৪-নিসা	১৭৫	৫৭৯
	তাওরাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ তাকওয়া অবলম্বনের উদ্দেশ্যে	৭-আ'রাফ	১৭১	৬২৮
দৃঢ়ভাবে ধারণ				
	ওহীকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৪৩-যুখরুফ	৪৩	৮৯৯
	কিতাব (দৃঢ়ভাবে ধারণের মত কিতাব কি মুশরিকদের আছে?)	৪৩-যুখরুফ	২১	৮৯৭
	হাতল দৃঢ়ভাবে ধারণ করে (চেহারাকে আল্লাহর দিকে সমর্পণকারী)	৩১-লুকমান	২২	৮২৪
দৃঢ় সংকল্প				
	আদমকে আল্লাহ দৃঢ়সংকল্প পাননি (নিষিদ্ধ ফল খাওয়া প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১১৫	৭৪৮
	কাজে দৃঢ়সংকল্প হলে আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
	কাজ (জুলুমের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ ও ক্ষমা দৃঢ় সংকল্পের কাজ)	৪২-শূরা	৪৩	৮৯৪
	বিষয় (দৃঢ়সংকল্পের বিষয়-তাকওয়া অবলম্বন ও ধৈর্যধারণ)	৩-আলে ইমরান	১৮৬	৫৫৪
	ব্যাপার(সৎকাজের নির্দেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধও ধৈর্যধারণ)	৩১-লুকমান	১৭	৮২৪
দৃঢ় সংকল্পসম্পন্ন				
	মুহাম্মদ স. দৃঢ়সংকল্পসম্পন্ন রাসূলদের মত ধৈর্যধারণ করা..	৪৬-আহ্কাফ	৩৫	৯১১
দৃশ্য				
	জ্ঞানী (অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানীর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে...)	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
	জ্ঞানী (অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর নিকট মানুষকে ফিরিয়ে নেয়া হবে)	৯-তাওবা	১০৫	৬৫১
	জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী)	১৩-রা'দ	৯	৬৮৯
	জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
	জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৩২-সাজ্দা	৬	৮৩০
	জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৩৯-যুমার	৪৬	৮৭৫
	জ্ঞানী (আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী)	৬৪-তাগাবুন	১৮	৯৬৭
	জ্ঞানী (দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর দিকে মানুষকে ফিরিয়ে নেয়া)	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২
	জ্ঞানী (দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ)	৫৯-হাশর	২২	৯৫৭
দৃশ্যমান				
	জনপদ (দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন)	৩৪-সাবা	১৮	৮৪২
	জ্ঞানী (অদৃশ্য ও দৃশ্যমান এর জ্ঞানী আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৯২	৭৭১
দৃষ্টান্ত (আরো দেখুন উপমা শব্দটি)				
	ঈসা আ.কে বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত বানানো হয়েছিল	৪৩-যুখরুফ	৫৯	৯০০
	ঈসা আ.ইবনে মারইয়ামের দৃষ্টান্ত শুনে মুশরিকদের শোরগোল	৪৩-যুখরুফ	৫৭	৮৯৯
	কাফিরদের জন্য নূহ আ. ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত	৬৬-তাহ্রীম	১০	৯৭১
	কুরআনে সবকিছুর উপমা বর্ণনা আছে	১৮-কাহ্ফ	৫৪	৭২৯
	কুরআনের দৃষ্টান্ত পেশ (আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, কুরআনে)	৩০-রূম	৫৮	৮২৬
	কুরআনে দৃষ্টান্ত পেশ (মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য)	৩৯-যুমার	২৭	৮৭৩
	জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত পেশ(অবিশ্বাসীদের নিকট)	৩৬-ইয়াসীন	১৩	৮৫১
	জনপদের দৃষ্টান্ত (নেয়ামত অস্বীকারকারী জনপদের দৃষ্টান্ত...)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
	জালিমরা যে দৃষ্টান্তই নিয়ে আসে তার সত্য ও সুন্দর...	২৫-ফুরকান	৩৩	৭৮৪
	জান্নাতের দৃষ্টান্ত (মুত্তাকীদেরকে প্রতিশ্রুত জান্নাতের দৃষ্টান্ত)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
	দয়াময় আল্লাহর দৃষ্টান্ত দেয় মুশরিকরা (কন্যা সন্তান প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	১৭	৮৯৭
	দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত (ঈমান ও কুফরীর)	১৮-কাহ্ফ	৩২	৭২৭
	দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত (এক ও অনেক প্রভূর অধীন দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আল্লাহ পেশ করেছেন)	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
	নূহের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত (কাফিরদের জন্য)	৬৬-তাহ্রীম	১০	৯৭১
	নেয়ামত অস্বীকারকারী জনপদের দৃষ্টান্ত...	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
	পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত (ফির'আ উন সম্প্রদায়ের ঘটনা)	৪৩-যুখরুফ	৫৬	৮৯৯
	পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত, অতীত হয়েছে (যারা প্রবল শক্তিধর)	৪৩-যুখরুফ	৮	৮৯৬
	পেশ (আল্লাহ দৃষ্টান্ত পেশ করেন মানুষের জন্য)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩	৯১২
	প্রহরীর দৃষ্টান্ত (জাহান্নামের প্রহরীর দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ কি ইচ্ছা করেছেন)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
	বনী ইসরাঈলের জন্য ঈসা আ.কে দৃষ্টান্ত বানানো হয়েছিল	৪৩-যুখরুফ	৫৯	৯০০
	বর্ণনা (দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলেন আল্লাহ সকল প্রজন্মের জন্য)	২৫-ফুরকান	৩৯	৭৮৫
	বর্ণনা (দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন আল্লাহ মানুষের জন্য (কুরআনে)	১৭-ইসরা	৮৯	৭২১
	বিগতদের দৃষ্টান্তস্বরূপ আয়াত অবতীর্ণ	২৪-নূর	৩৪	৭৭৭
	মুমিনদের দৃষ্টান্ত রয়েছে ইনজীলে	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
	মুমিনদের দৃষ্টান্ত রয়েছে তাওরাতে	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
	লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত (কাফিরদের জন্য)	৬৬-তাহ্রীম	১০	৯৭১
	সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত আল্লাহর (আকাশ ও পৃথিবীতে)	৩০-রূম	২৭	৮২৪
	সমান নয় (এক/অনেক প্রভুর অধীন দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত সমান নয়)	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
	সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত(বানর হওয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৬	৫০৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দৃষ্টি			
অবনত (অপরাধীদের দৃষ্টি অবনত হবে, কিয়ামতে)	৬৮-ক্বালাম	৪৩	৯৭৭
অবনত (কিয়ামতের দিন কারো কারো দৃষ্টি অবনত হবে)	৭৯-নাযি'আত	৯	১০০৩
আল্লাহ দৃষ্টি রাখেন তার বান্দাদের প্রতি	৪০-মু'মিন	৪৪	৮৮১
ওলট পালট (দৃষ্টি ওলট পালট হয়ে যাবে যেদিন সেদিনের ভয়...)	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
কাফিরদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা রাসূল স. কে ছুঁড়ে ফেলার উপক্রম হওয়া...	৬৮-ক্বালাম	৫১	৯৭৭
কাফিরদের দৃষ্টিতে কমিয়ে দেয়া হয়েছিল মু'মিনদের সংখ্যা	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
গোপন দৃষ্টিতে তাকাবে জালিমরা (কিয়ামতে)	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
জালিমদের দৃষ্টি নিজেদের দিকে ফিরবে না (কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৩	৬৯৭
নূহ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে যারা নিচু তাদের কল্যাণ প্রসঙ্গ	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
পরিবর্তন (আল্লাহ মুশরিকদের অন্তর ও দৃষ্টি পরিবর্তন করবেন)	৬-আন্'আম	১১০	৬০৬
প্রত্যক্ষ করা (আল্লাহ দৃষ্টিসমূহকে প্রত্যক্ষ করেন)	৬-আন্'আম	১০৩	৬০৬
প্রত্যক্ষ করা (দৃষ্টিসমূহ আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারেনা)	৬-আন্'আম	১০৩	৬০৬
ফিরিয়ে দেয়া হবে যখন আ'রাফবাসীদের দৃষ্টি (আগুনের...)	৭-আ'রাফ	৪৭	৬১৭
ফিরিয়ে না নেওয়া, দৃষ্টি (আল্লাহকে সন্তুষ্টকারীদের থেকে..)	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
ফিরে আসবে (দৃষ্টি নত ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে...)	৬৭-মুলক	৪	৯৭২
বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিম্ন শ্রেণীর লোকরাই নূহ আ.-এর অনুসারী ছিল	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
বার বার দৃষ্টি ফিরালেও সৃষ্টিতে কোন ভাঙ্গন দেখা যাবে না	৬৭-মুলক	৪	৯৭২
বিচ্যুত (দৃষ্টিবিচ্যুতি ঘটেনি রাসূল স. এর)	৫৩-নাজম	১৭	৯৩২
বিচ্যুত (জাহান্নামীরা দৃষ্টি বিচ্যুত মনে করবে মুমিনদেরকে না দেখে)	৩৮-সোয়াদ	৬৩	৮৬৯
বিচ্যুত (খন্দক যুদ্ধে মুমিনদের দৃষ্টি বিচ্যুত হওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১০	৮৩৪
মু'মিনদের দৃষ্টিতে কম দেখাচ্ছিল কাফিরদের সংখ্যা	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
শিক্ষা (দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, বদরের যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান (অন্তর-দৃষ্টিসম্পন্নদের প্রতি)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
শিক্ষা রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য (রাত দিনের পরিবর্তনে)	২৪-নূর	৪৪	৭৭৮
সংযত (দৃষ্টি সংযত রাখবে মু'মিন পুরুষরা)	২৪-নূর	৩০	৭৭৬
সংযত (দৃষ্টি সংযত রাখবে মু'মিন নারীরা)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
সম্মোহিত (দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, অপরাধীরা বলবে...)	১৫-হিজর	১৫	৬৯৮
দৃষ্টি উন্মোচনকারী			
প্রত্যাবর্তনকারী বান্দার জন্য দৃষ্টি উন্মোচনকারীরূপে ভূমিতে...	৫০-ক্বাফ	৮	৯২২
দৃষ্টিগোচর করা (আরো দেখুন গোচরিভুত করা শব্দটি)			
অপরাধীদের পরস্পরকে দৃষ্টিগোচর করানো হবে (কিয়ামতে)	৭০-মা'আরিজ	১১	৯৮১
দৃষ্টি নিবিষ্ট হওয়া			
পিতার দৃষ্টি নিবিষ্ট করার চেষ্টা (ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে...)	১২-ইউসুফ	৯	৬৭৭
দৃষ্টিবান			
আল্লাহ তার বান্দা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান বান্দাদের সম্পর্কে	১৭-ইসরা	৯৬	৭২২
আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান (বান্দার কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান (মানুষের কাজের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান (বান্দাদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান (ইহুদীদের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান (মানুষের কাজ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান মানুষ যা করে সে সম্পর্কে	৪১-ফুস্সিলাত	৪০	৮৮৯
আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান (বান্দাদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৬৪-তাগাবুন	২	৯৬৬
আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
আল্লাহ দৃষ্টিবান (কাফিরদের কাজের প্রতি)	৮-আনফাল	৩৯	৬৩৫
আল্লাহ মানুষের কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ণদৃষ্টিবান	৪৯-হুজুরাত	১৮	৯২১
আল্লাহ মুমিনদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ দৃষ্টিবান	৩৩-আহযাব	৯	৮৩৪
আল্লাহ দৃষ্টিবান (সকল বিষয়ে)	৬৭-মুলক	১৯	৯৭৩
আল্লাহ দৃষ্টিবান (মুমিনদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ দৃষ্টিবান)	৪৮-ফাত্হ	২৪	৯১৮
আল্লাহ দৃষ্টিবান, মুমিনদের কাজের প্রতি	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
আল্লাহ দৃষ্টিবান, মানুষের কাজের প্রতি	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
আল্লাহ দৃষ্টিবান (মানুষের কাজের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
আল্লাহ দৃষ্টিবান (মানুষের কর্ম সম্পর্কে)	৩৪-সাবা	১১	৮৪২
আল্লাহ দৃষ্টিবান (মুমিনরা যা করে সে সম্পর্কে)	৬০-মুমতাহিনা	৩	৯৫৮
আল্লাহ দৃষ্টিবান, বনী ইসরাঈলদের কাজের প্রতি	৫-মায়িদা	৭১	৫৮৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ দৃষ্টিবান মানুষের কাজ সম্পর্কে	৩-আলে ইমরান	১৬৩	৫৫১
আল্লাহ দৃষ্টিবান (কর্ম মানুষের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ দৃষ্টিবান)	১১-হূদ	১১২	৬৭৬
প্রতিপালক দৃষ্টিবান (কাফিরদের উপর)	৮৪-ইন্শিকাক্ব	১৫	১০১৩
প্রতিপালক বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান	১৭-ইস্রা	৩০	৭১৬
দৃষ্টি (মুখ)			
পিতার দৃষ্টি নিবিষ্ট হবে অন্য ভাইদের প্রতি, ইউসুফ প্রসঙ্গ...	১২-ইউসুফ	৯	৬৭৭
দৃষ্টিশক্তি			
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মানুষকে দৃষ্টিশক্তি/ শ্রবণশক্তি/অন্তর দান	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
কেড়ে নেয়া (আল্লাহ শ্রবণ/দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলে কেউ দিতে পারে না)	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
কেড়ে নেয়া (বিদ্যুচ্চমক মুনাফিকের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়)	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
কেড়ে নেয়া (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুনাফিকদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন)	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
কেড়ে নেয়া (দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়, বিদ্যুতের ঝলক)	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
প্রখর (কিয়ামতে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হবে, উদাসীন ব্যক্তির)	৫০-ক্বাফ	২২	৯২৩
ফিরে পাবেন (পিতা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন)	১২-ইউসুফ	৯৩	৬৮৫
ফিরে পেল দৃষ্টিশক্তি (পিতা ইয়াকুব)	১২-ইউসুফ	৯৬	৬৮৬
বানানো (আল্লাহ বানিয়েছেন দৃষ্টিশক্তি)	৬৭-মুলক	২৩	৯৭৩
মানুষের দৃষ্টিশক্তি...ও অন্তর দান (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য)	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
মালিক (দৃষ্টিশক্তির মালিক কে?,মুশরিকদের কাছে নবীর প্রশ্ন)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
লোপ (দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলেন আল্লাহ, লূত সম্প্রদায়ের)	৫৪-কামার	৩৭	৯৩৮
দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন			
দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উপমা প্রসঙ্গ	১১-হূদ	২৪	৬৬৭
পরীক্ষার জন্য মানুষকে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বানানো হয়েছে	৭৬-দাহ্র	২	৯৯৫
মানুষকে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বানানো হয়েছে (পরীক্ষার জন্য)	৭৬-দাহ্র	২	৯৯৫
দৃষ্টিসম্পন্ন			
দৃষ্টিহীন (দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নকে কিয়ামতে দৃষ্টিহীন করার কারণ জিজ্ঞাসা...)	২০-ত্বা-হা	১২৫	৭৪৯
দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন সমান নয়	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
বান্দা (ইবরাহীম, ইসহাক আ.ও ইয়াকুব)	৩৮-সোয়াদ	৪৫	৮৬৮
মুত্তাকীরা দৃষ্টিসম্পন্ন হয় (শয়তানের প্ররোচনা স্পর্শ করলে)	৭-আ'রাফ	২০১	৬৩১
শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান (অন্তর-দৃষ্টিসম্পন্নদের প্রতি)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
শিক্ষা রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য (রাত দিনের পরিবর্তনে)	২৪-নূর	৪৪	৭৭৮
শিক্ষা (দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, বদরের যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
সমান নয় (দৃষ্টি সম্পন্ন ও দৃষ্টিহীন সমান না হওয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৫০	৬০০
সমান নয় (দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন সমান নয়)	৪০-মু'মিন	৫৮	৮৮৩
দৃষ্টিহীন (আরো দেখুন অন্ধ শব্দটি)			
অপরাধীদের দৃষ্টিহীন করে সমবেত করার দিন (কিয়ামতের দিন)	২০-ত্বা-হা	১০২	৭৪৭
উপমা (দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উপমা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	২৪	৬৬৭
কিয়ামতে দৃষ্টিহীন অবস্থায় উপস্থিত করার কারণ কি? (দৃষ্টিবানের জিজ্ঞাসা)	২০-ত্বা-হা	১২৫	৭৪৯
কিয়ামতে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত হবে (আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরালে)	২০-ত্বা-হা	১২৪	৭৪৯
সমান নয় (দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন সমান নয়)	৪০-মু'মিন	৫৮	৮৮৩
সমান নয় (দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন সমান নয়)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
সমান নয় (দৃষ্টি সম্পন্ন ও দৃষ্টিহীন সমান না হওয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৫০	৬০০
দেখতে চাওয়া			
কাফিরসঙ্গীকে দেখতে চাবে জান্নাতিব্যক্তি	৩৭-সাফ্ফাত	৫৪	৮৫৯
দেখতে পাওয়া			
আগুন দেখতে পেল মূসা আ. তুর পর্বতের পাশে	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
ইলাহকে দেখতে চাওয়া (মূসার ইলাহকে দেখতে চায় ফির'আউন)	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
উপস্থিত দেখতে পাবে প্রত্যেকেই তার ভাল ও মন্দ কাজ...	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
কসম (মানুষ যা দেখতে পায়না আল্লাহ তার কসম করেন)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৯	৯৮০
খিয়ানত দেখতে পাওয়া যাবে বনী ইসরাইলদের মাঝে	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
দেখতে পাবেন রাসূল স. যাদের হৃদয়ে রোগ আছে...	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু কামনা দেখতে পাওয়ার	৩-আলে ইমরান	১৪৩	৫৪৯
লিখিত দেখতে পাওয়া (তাওরাত-ইনজীলে মুহাম্মাদ স. এর নাম)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
শাস্তি দেখতে পাবে যখন জালিমরা তখন কেমন...	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
শাস্তি দেখতে পেয়ে অনুসৃতরা অনুসরণকারীদের থেকে...	২-বাক্বারা	১৬৬	৫১৮
হলদে দেখতে পায় যখন শস্য (তখন বায়ু প্রেরণ করলে...)	৩০-রূম	৫১	৮২৬
দেখতে পারা			
আল্লাহকে দেখতে না পারা (মূসা আ. প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দেখা/তাকানো			
ছামুদ জাতি কেবল তাকিয়ে দেখছিল (তাদের অসহায় অবস্থা)	৫১-যারিয়াত	৪৪	৯২৭
দেখা দেয়া			
মূসার সাথে প্রতিপালকের দেখা দেয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
দেখা/না দেখা/ভেবে দেখা/লক্ষ্য করা			
অদৃশ্য বিষয় দেখা (ওলীদ ইবনে মুগীরা প্রসঙ্গ)	৫৩-নাজম	৩৫	৯৩৪
অনুসরণ করতে দেখা (সম্প্রদায়ের অধমরা নূহের অনুসারী হওয়া)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
অন্ধকারে মুনাফিকরা দেখতে পায়না(মুনাফিকের উপমা)	২-বাক্বারা	১৭	৫০৩
অপরাধীদের দেখা (শিকলে বাঁধা অবস্থায়)	১৪-ইবরাহীম	৪৯	৬৯৭
অপরাধীদের মাথা নত করতে দেখা (প্রতিপালকের সামনে)	৩২-সাজ্দা	১২	৮৩১
অপরাধীরা দেখা ও শ্রবণ করার পর বিশ্বাস করবে (কিয়ামতে)	৩২-সাজ্দা	১২	৮৩১
অবিশ্বাসীরা দেখত না পৃথিবীতে (আখিরাতে অবিশ্বাসী)	১১-হূদ	২০	৬৬৭
অশ্রুসজল দেখা (রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন শুনে নাসারাদের চোখ)	৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
আকাশের খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে কাফির তাকে মেঘ বলে	৫২-তূর	৪৪	৯৩১
আকাশ স্তম্ভ ছাড়াই সৃষ্টি -যা মানুষ দেখতে পায়...	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
আকাশ দেখতে পায় মানুষ উঁচুতে (খুঁটি ছাড়া)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
আগুন দেখল মূসা	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
আগুন দেখা (জাহান্নামের আগুন)	৫২-তূর	১৫	৯২৯
আগুন দেখা (তূর পর্বতে মূসার আগুন দেখা, আল্লাহকে দর্শন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৭	৮০০
আগুন দেখা (মূসা আ. কর্তৃক আগুন দেখা, তুর পাহাড়ে আল্লাহকে দর্শন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১০	৭৪১
আগুন দেখতে পাবে অপরাধীরা, কিয়ামতের দিন..	১৮-কাহ্ফ	৫৩	৭২৯
আগুন যখন দেখতে পাবে কিয়ামত অস্বীকারকারীদেরকে	২৫-ফুরকান	১২	৭৮৩
আদ সম্প্রদায়কে দেখা(পতিত খেজুর গাছের গোড়ার মত ধরাশায়ী)	৬৯-হাক্কাহ্	৭	৯৭৮
আদ সম্প্রদায়ের কাউকে অবশিষ্ট না দেখা প্রসঙ্গ	৬৯-হাক্কাহ্	৮	৯৭৮
আত্মীয়কে সৎকর্মপরায়ণ দেখতে পাচ্ছে ইউসুফের ভাইয়েরা	১২-ইউসুফ	৭৮	৬৮৪
আলো দৌড়াতে দেখা যাবে যেদিন (মু'মিনদের সামনে ও ডানে)	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
আল্লাহকে দেখতে না পারা (মূসাকে আল্লাহর বলা)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
আল্লাহকে না দেখে ভয় করে যে, তকেই রাসূল স. সতর্ক করবেন	৩৬-ইয়াসীন	১১	৮৫১
আল্লাহকে দেখতে পায় না মানুষ (অথচ তিনি মানুষের নিকটতর)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৫	৯৪৭
আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখার আবদার (মূসার জাতির)	২-বাক্বারা	৫৫	৫০৬
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যাবাদীর চেহারা কালো দেখা যাবে (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৬০	৮৭৬
আল্লাহ দেখবেন অজুহাত পেশকারীদের কর্যকলাপ	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
আল্লাহ দেখবেন মানুষের কাজ-কর্ম	৯-তাওবা	১০৫	৬৫১
আলোকবর্তিকা দেখা (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা আলোকবর্তিকা...)	৬-আন্'আম	১০৪	৬০৬
আল্লাহ দেখেছেন (রাসূল স. এর চেহারা আকাশের দিকে ফিরানো)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
আল্লাহ দেখেন (অস্বীকারকারী/মুখফিরানো ব্যক্তি কি জানে না!)	৯৬-আলাক	১৪	১০২৮
আল্লাহ দেখেন (মানুষ যা করে)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
আল্লাহ দেখেন (মূসা, হারুন ও ফিরআউন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪৬	৭৪৩
আল্লাহ দেখেন (রাসূল স. সালাতে দাঁড়ালে)	২৬-শু'আরা	২১৮	৭৯৯
আসহাবে কাহফকে দেখলে ফিছনে ফিরে পলায়ন..	১৮-কাহ্ফ	১৮	৭২৫
আহলে কিতাবদের পথভ্রষ্টতা দেখা (রাসূল স. কর্তৃক)	৪-নিসা	৪৪	৫৬২
ইউসুফ আ. দেখলেন স্বপ্নে...	১২-ইউসুফ	৪	৬৭৭
ইউসুফকে সৎকর্ম পরায়ণ দেখতে পাচ্ছে (কারাবন্দী দুই যুবক)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
ইউসুফকে দেখে নারীরা তাকে মহান মনে করল এবং বলল...	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
ইবরাহীমের দেখা (পিতা ও সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৭৪	৬০৩
উঁচুস্থান দেখা যাবে না (পর্বতকে সমতল করার পর)	২০-ত্বা-হা	১০৭	৭৪৭
উচ্চ-আসনে বসে জান্নাতীরা দেখতে থাকবে	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৩	১০১২
উত্তম (দেখতে উত্তম ছিল এমন প্রজন্ম ধ্বংস...)	১৯-মারইয়াম	৭৪	৭৩৯
উদ্ভিদ শুকিয়ে হলদে দেখা যাওয়ার মত দুনিয়ার জীবনের উপমা	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
ঔজ্জ্বল্য (নেয়ামতের ঔজ্জ্বল্য জান্নাতীদের মুখমণ্ডলে দেখা যাবে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৪	১০১২
কবিদেরকে দিশেহারা হয়ে উপত্যকায় ঘুরে বেড়াতে দেখা	২৬-শু'আরা	২২৫	৭৯৯
কসম(মানুষ যা দেখতে পায় আল্লাহ তার কসম করেন)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৮	৯৮০
কাফিরদেরকে আগুনের সামনে দাঁড় করানো অবস্থায় দেখা	৬-আন্'আম	২৭	৫৯৮
কাফিররা যা দেখে না তা শয়তান দেখে (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
কাফিররা কি দেখে না (আল্লাহ তাদের যমীন সংকুচিত করে আনছেন)	১৩-রা'দ	৪১	৬৯২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাফিররা কতইনা দেখবে (কিয়ামতের দিন)	১৯-মারইয়াম	৩৮	৭৩৬
কাফিরদেরকে দেখতে থাকার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৩৭-সাফ্ফাত	১৭৫	৮৬৫
কাফিরদেরকে দেখতে থাকার নির্দেশ রাসূল স. এর প্রতি...	৩৭-সাফ্ফাত	১৭৯	৮৬৫
কাফিরদেরকে দেখা (কিয়ামতে ভীত-বিহ্বল অবস্থায়)	৩৪-সাবা	৫১	৮৪৫
কাফিররা অচিরেই দেখবে (কুফরীর ফলাফল)	৩৭-সাফ্ফাত	১৭৫	৮৬৫
কাফিররা অচিরেই দেখবে (কুফরীর ফলাফল)	৩৭-সাফ্ফাত	১৭৯	৮৬৫
কাফিরদেরকে দেখা (প্রতিপালকের সামনে কাফিরদের দাঁড় করানো)	৬-আন্'আম	৩০	৫৯৮
কাজ দেখা (মানুষ কেমন কাজ করে তা আল্লাহ দেখবেন)	১০-ইউনুস	১৪	৬৫৫
কাফিররা দেখতে পায় না (প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায়)	৩৬-ইয়াসীন	৯	৮৫১
কিতাব (মানুষ তার কিতাব বা আমলনামা উন্মুক্ত দেখতে পাবে)	১৭-ইসরা	১৩	৭১৫
কিয়ামত দেখার দিন মনে হবে এক সকাল/সন্ধ্যা অবস্থান করেছে...	৭৯-নাযি'আত	৪৬	১০০৫
কিয়ামত নিকটে দেখবে যখন কাফিররা (মুখমণ্ডল মলিন হবে)	৬৭-মুলক	২৭	৯৭৪
কিতাবপ্রাপ্তদেরকে দেখা (জিবত/তাগুতে ঈমান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
কিছুই দেখা যাচ্ছিলনা, আদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছাড়া (ধ্বংস প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	২৫	৯১০
কৌশল ক্রোধের কারণ দূর করে কিনা দেখা (হতাশ ও ক্রুদ্ধ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯
খেলা দেখে লোকেরা রাসূল স. কে রেখে ছুটে যায়	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
চন্দ্রকে উদিত হতে দেখে ইবরাহীম আ.তাকে প্রতিপালক বলল	৬-আন্'আম	৭৭	৬০৩
চিরকিশোরগণকে ছড়ানো মুক্তার মত দেখা যাবে (জান্নাতে পরিবেশনকারী)	৭৬-দাহ্র	১৯	৯৯৬
চোখ দিয়ে দেখে না (জাহান্নামী মানুষ ও জিন)	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
চোখ (মূর্তিদের কি চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখে ?)	৭-আ'রাফ	১৯৫	৬৩১
চোখের দেখায় মুমিনদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল কাফির দল	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
ছামুদ সম্প্রদায়ের পরিণাম দেখা(ষড়যন্ত্রের কারণে ধ্বংস)	২৭-নামল	৫১	৮০৪
জালিমদের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখা	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
জালিমদের ভীত-শঙ্কিত দেখা যাবে (কৃতকর্মের কারণে)	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
জালিমদেরকে দেখা (প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায়)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
জালিমদেরকে দেখা যাবে (তারা ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজবে)	৪২-শূরা	৪৪	৮৯৫
জামা পিছন দিকে ছেঁড়া দেখল আত্মীয় (ইউসুফের জামা)	১২-ইউসুফ	২৮	৬৭৯
জান্নাতে পরিবেশনকারী চিরকিশোরগণকে ছড়ানো মুক্তার মত দেখা যাবে	৭৬-দাহ্র	১৯	৯৯৬
জাহান্নাম (মানুষ অবশ্যই জাহান্নাম/জাহীম দেখবে)	১০২-তাকাছুর	৭	১০৩২
জাহান্নাম (মানুষ অবশ্যই জাহান্নাম/জাহীম দেখবে)	১০২-তাকাছুর	৬	১০৩২
জাহান্নামে তাদেরকে দেখবে না (কাফিররা যাদেরকে মন্দ বলত)	৩৮-সোয়াদ	৬২	৮৬৯
জিবরাঈলকে দেখেছেন রাসূল স. স্পষ্ট দিগন্তে	৮১-তাকভীর	২৩	১০০৯
জ্ঞান দেয়া হয়েছে যাদেরকে তারা জানে যে...	৩৪-সাবা	৬	৮৪১
তীব্র আগুন যে দেখবে তার জন্য প্রকাশ করা হবে...	৭৯-নাযি'আত	৩৬	১০০৪
দু'দল পরস্পরকে দেখে মূসার দলের ধরা পড়ার আশঙ্কা	২৬-শু'আরা	৬১	৭৯১
দূর থেকে মূসাকে দেখছিল তার বোন	২৮-কাসাস	১১	৮০৮
দ্বিগুণ দেখছিল কাফির দল মুমিনদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
ধ্বংসের আবাসে সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনা ব্যক্তিদের দেখা প্রসঙ্গ...	১৪-ইবরাহীম	২৮	৬৯৬
ধ্বংস দেখা (পূর্বের অনেক সমৃদ্ধ প্রজন্মের ধ্বংস দেখা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৬	৫৯৬
নক্ষত্রকে অস্তমিত হতে দেখে ইবরাহীম আ.বলল...	৬-আন্'আম	৭৬	৬০৩
নতজানু অবস্থায় দেখা যাবে প্রত্যেক উম্মতকে (কিয়ামতে)	৪৫-জাছিয়া	২৮	৯০৭
নমরুদকে তর্ক করতে দেখা (প্রতিপালকের ব্যাপারে)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
নিজেকে দেখল সে মদ নিংড়াচ্ছে বানাচ্ছে (দুই যুবকের একজন)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
নিদর্শন দেখে মনে হল ইউসুফকে সাময়িকের জন্য কারারুদ্ধ করবেই	১২-ইউসুফ	৩৫	৬৮০
নিদর্শন দেখা(অহংকারকারীরা প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবেনা)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
নিষেধকারীকে দেখা (রাসূল স. কি নামাজে নিষেধকারীকে দেখেছেন?)	৯৬-আলাক	৯	১০২৮
নির্বুদ্ধিতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছে সম্প্রদায়ের লোকেরা হূদকে...	৭-আ'রাফ	৬৬	৬১৯
নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় (কাফিররা)	৫৪-কামার	২	৯৩৬
নিদর্শন দেখা (কাফিররা প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবে না)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
নিদর্শন দেখা (পৃথিবীতে ও নিজেদের মাঝে)	৫১-যারিয়াত	২১	৯২৬
নিদর্শন দেখা (কাফিররা আল্লাহর নিদর্শন দেখে উপহাস করে)	৩৭-সাফ্ফাত	১৪	৮৫৭
নূহ আ.তার সম্প্রদায়কে দেখলেন এক অজ্ঞ সম্প্রদায়...	১১-হূদ	২৯	৬৬৮
নেয়ামত দেখা (জান্নাতে তাকালেই নেয়ামত ও বিশাল রাজ্য দেখা যাবে)	৭৬-দাহ্র	২০	৯৯৬
নেয়ামত দেখা(মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নেয়ামত...)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
নেশাগ্রস্তের মত দেখা যাবে মানুষকে (কিয়ামতের দিন)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
নৌযান চলতে দেখে মানুষ (সমুদ্রের বুকে)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
নৌযান (সমুদ্রের বুক চিরে নৌযান চলাচল করতে দেখা)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দেখা/না দেখা/ভেবে দেখা/লক্ষ্য করা			
পথ দেখত না অপরাধীরা (চোখ নিষ্প্রভ করে দিলে আল্লাহ)	৩৬-ইয়াসীন	৬৬	৮৫৫
পথভ্রষ্টতায় দেখতে পাচ্ছে নূহকে তার সম্প্রদায়	৭-আ'রাফ	৬০	৬১৮
পথভ্রষ্ট হতে দেখে মূসার সম্প্রদায়ের ক্ষমা ও দয়া কামনা	৭-আ'রাফ	১৪৯	৬২৬
পবিত্রজ্ঞানকারীদেরকে দেখা (যারা নিজেদেরকে পবিত্র ভাবে)	৪-নিসা	৪৯	৫৬৩
পবিত্রতা ঘোষণা করতে দেখা (আকাশ পৃথিবীর সবকিছুকে)	২৪-নূর	৪১	৭৭৮
পরিণাম দেখা (পৃথিবীতে অপরাধীদের পরিণাম দেখার নির্দেশ)	২৭-নামল	৬৯	৮০৬
পরিণাম দেখা (সতর্ককৃত/নূহ আ.সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৭৩	৬৬১
পরিণাম দেখা (জালিমদের পরিণাম, ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৮-কাসাস	৪০	৮১১
পরিণাম দেখা (কিতাবকে মিথ্যাঅভিহিতকারীর পরিণাম প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২৫	৮৯৭
পর্বতকে নিশ্চল দেখা(কিয়ামতে পর্বত চলমান হওয়া প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
পাখি দেখা (মহাশূন্যে নির্দেশাধীন উড়ন্ত পাখিদের দেখা)	১৬-নাহ্ল	৭৯	৭০৯
পাপ কাজে ধাবিত হতে দেখা যাবে তাদেরকে যারা কুফরি গোপন...	৫-মায়িদা	৬২	৫৮৮
পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখা (পৃথিবী ভ্রমণ করে)	৪০-মু'মিন	৮২	৮৮৫
পৃথিবীকে উন্মুক্তরূপে দেখা (কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্ফ	৪৭	৭২৮
প্রতিপালককে না দেখেও ভয় করে (মুত্তাকীরা)	২১-আম্বিয়া	৪৯	৭৫৩
প্রতিপালককে দেখার দাবী (মুশরিকদের)	২৫-ফুরকান	২১	৭৮৪
পথভ্রষ্ট দেখতে পাচ্ছে নারীরা (আযীযের স্ত্রীকে)	১২-ইউসুফ	৩০	৬৭৯
প্রতিশ্রুতি দেখতে পাবে যখন পথভ্রষ্টরা...	১৯-মারইয়াম	৭৫	৭৩৯
প্রতিপালকের আচরণ দেখা (হাতীওয়ালার সাথে...)	১০৫-ফীল	১	১০৩৩
প্রমাণ দেখা (ইউসুফ আ. যদি প্রতিপালকের প্রমাণ না দেখত তবে...)	১২-ইউসুফ	২৪	৬৭৯
ফিরআউন বংশকে নিমজ্জিত হতে দেখা	২-বাক্বারা	৫০	৫০৬
ফির'আউনগোষ্ঠীর দেখা (মিসরে ফির'আউনের রাজত্ব প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৫১	৮৯৯
ফেরেশতাদেরকে দেখবে যখন অপরাধীরা (কিয়ামতের দিন)	২৫-ফুরকান	২২	৭৮৪
ফেরেশতাদেরকে দেখা (আরশ ঘিরে আল্লাহর প্রশংসা করছে)	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
ফ্যাসাদসৃষ্টিকারীদের পরিণাম দেখা(ফিরআউন/সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১৪	৮০১
বক্রতা দেখা যাবে না (পর্বতকে সমতল করার পর)	২০-ত্বা-হা	১০৭	৭৪৭
বনী ইসরাঈলের প্রধানদেরকে দেখা...	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
বনী ইসরাইলদেরকে দেখা (ঘর হতে বের হয়ে যেতে...)	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
বন্ধুত্ব করতে দেখা (কাফিরদের সাথে বনী ইসরাঈলের)	৫-মায়িদা	৮০	৫৯০
বন্ধুত্ব করার বিষয় ভেবে দেখা...	৫৮-মুজাদালা	১৪	৯৫৩
বাছুরের অক্ষমতার বিষয়ে মূসার সম্প্রদায়ের দেখা...	২০-ত্বা-হা	৮৯	৭৪৬
বাহিনী না দেখা (খন্দকে আল্লাহ এমন বাহিনী পাঠান যা মুমিনগণ দেখেনি)	৩৩-আহযাব	৯	৮৩৪
বাগান দেখল যখন বাগানওয়ালারা	৬৮-ক্বালাম	২৬	৯৭৬
বিচার-বিবেচনা দেখা গেলে ইয়াতিমের সম্পদ প্রদান করতে হবে	৪-নিসা	৬	৫৫৬
বিচার দিনের অস্বীকারকারীকে কি রাসূল স. দেখেছেন ?	১০৭-মাউন	১	১০৩৪
বিনীত দেখা (পাহাড়কে বিনীত দেখা যেত, আল্লাহর ভয়ে)	৫৯-হাশর	২১	৯৫৭
বিতর্ক দেখা(মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ্ সম্বন্ধে বির্তক করে)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
বিতর্ককারীরা দেখতে পাচ্ছে (তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে...)	৮-আনফাল	৬	৬৩২
বৃষ্টি বের হতে দেখা যায় মেঘ থেকে	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
বৃষ্টি দেখা (মেঘ থেকে বৃষ্টি বের হয়ে আসতে দেখা যায়)	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
ব্যবসা দেখে লোকেরা রাসূল স. কে রেখে ছুটে যায়	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
বজ্রধ্বনি দেখা (মূসার জাতি আল্লাহকে দেখতে চাওয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৫	৫০৬
ভয় (আল্লাহকে না দেখেও ভয় করা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
ভাইদেরকে দেখতে বলল ইউসুফ, কীভাবে সে পরিমাপ পূর্ণ করে দেয়	১২-ইউসুফ	৫৯	৬৮২
ভাল কাজ অণু পরিমাণ করলেও কিয়ামতে মানুষ তা দেখতে পাবে	৯৯-যিল্যাল	৭	১০৩০
ভাঙ্গন দেখতে পাওয়া যাবে না (আল্লাহর সৃষ্টিতে)	৬৭-মুল্ক	৩	৯৭২
ভীত দেখা যাবে অপরাধীদেরকে (আমলনামা পেশ করার পর)	১৮-কাহ্ফ	৪৯	৭২৮
ভুল পথ দেখলেও অহংকারকারীরা তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করে	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
ভূমিকে শুকনো দেখা(বৃষ্টিতে উদ্ভিদ উদগত হওয়া প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
ভেবে দেখতে বললেন ইবরাহীম আ.ইসমাঈলকে (জবাই প্রসঙ্গে)	৩৭-সাফ্ফাত	১০২	৮৬২
মক্কাবাসীরা কি দেখে না (নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল যাদের উপর...)	২৫-ফুরকান	৪০	৭৮৫
মন্দ কাজ অণু পরিমাণ করলেও কিয়ামতে মানুষ তা দেখতে পাবে	৯৯-যিল্যাল	৮	১০৩০
মর্যাদা না দেখা (সাধারণ মানুষের উপর নূহের মর্যাদা দেখল না, সম্প্রদায়)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
মানুষের দেখা উচিৎ (বীর্য থেকে তাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)	৩৬-ইয়াসীন	৭৭	৮৫৬
মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখা...	১১০-নাস্র	২	১০৩৫
মানুষ কি দেখে না?	২৮-কাসাস	৭২	৮১৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষ দেখলে মারইয়াম বলবে...	১৯-মারইয়াম	২৬	৭৩৫
মানুষ দেখে না শয়তানকে	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
মানুষ দেখে (ফসল শুকিয়ে হলদে হয়, এরপর...)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
মানুষ ভেবে দেখেছে কি (আল্লাহ দিনকে অন্তহীন করলে কে বিশ্রামের জন্য আনত...)	২৮-কাসাস	৭২	৮১৪
মাদইয়ানবাসীরা শু'আইবকে দুর্বল দেখতে পায়	১১-হূদ	৯১	৬৭৪
মানুষকে নেশাগ্রস্তের মত দেখা যাবে (কিয়ামতের দিন)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
মানুষ কি দেখেনা যে আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন?	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
মানুষ কি দেখেনা? (বৃষ্টি বর্ষণ ও ফলমূল উৎপন্ন করেন আল্লাহ)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
মানুষ কি মনে করে, কেউ তাকে দেখেনি?	৯০-বালাদ	৭	১০২৩
মুনাফিকদের দেখলে তাদের শারীরিক গঠন রাসূল স. কে চমৎকৃত করত	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
মুনাফিকদেরকে ভয়-ভীতির সময় দেখা(করুণ অবস্থা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
মুনাফিকদেরকে অহঙ্কার করে মুখ ফিরাতে দেখা (ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	৫	৯৬৪
মুনাফিকদেরকে কেউ দেখে কি না (পরস্পরকে জিজ্ঞাসা)	৯-তাওবা	১২৭	৬৫৩
মুনাফিকরা কি দেখে না যে তাদেরকে পরীক্ষার ফেলা হয়...	৯-তাওবা	১২৬	৬৫৩
মুমিনদেরকে দেখতে পাবে রুকু ও সিজদাবনত অবস্থায়	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
মু'মিনদেরকে দেখে অপরাধীরা বলতো- এরাই পথভ্রষ্ট	৮৩-মুত্বাফ্ফিফীন	৩২	১০১২
মুমিনগণ দেখতে থাকবে কাফিরদেরকে (উচ্চ আসনে বসে)	৮৩-মুত্বাফ্ফিফীন	৩৫	১০১২
মুমিনরা দেখতে পায়নি (হুনাইনের যুদ্ধে অবতীর্ণ বাহিনীকে)	৯-তাওবা	২৬	৬৪২
মুমিনরা দেখেনি এমন বাহিনী দিয়ে রাসূল স. কে সাহায্য (হিজরতকালে)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
মুশরিকরা দেখবে কে বিকারগ্রস্ত	৬৮-ক্বালাম	৫	৯৭৫
মুশরিকরা দেখে না (যদিও তারা রাসূল স. এর দিকে তাকায়)	১০-ইউনুস	৪৩	৬৫৮
মূসার ইলাহকে দেখার ইচ্ছা করল ফিরআউন	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
মূসার সম্প্রদায়ের দেখা (বাছুর পূজার অসারতা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
মেহমানদেরকে (ফেরেশতাদের) দেখা যে তাদের হাত খাবারের দিকে পৌঁছে না...	১১-হূদ	৭০	৬৭২
মেঘ আসতে দেখা, উপত্যকার দিকে (আদ জাতির শাস্তি প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	২৪	৯১০
মেঘ পরিচালনা পুঞ্জীভূত করা ও বৃষ্টি বর্ষণ দেখার আহ্বান	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
যমীনকে মুশরিকদের জন্য সংকুচিত করতে দেখা...	২১-আম্বিয়া	৪৪	৭৫৩
যাওয়া (দেখেশুনে জাদুর কাছে যাওয়া, কুরআন প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩	৭৫০
যুদ্ধ থেকে অবকাশ প্রার্থনাকারীদেরকে দেখা (যুদ্ধ ফরজ হওয়া প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
যে দেখে না তার উপাসনা সম্পর্কে ইবরাহীম আ.পিতাকে বলল...	১৯-মারইয়াম	৪২	৭৩৬
রাসূল স. কি দেখেছেন?(নামাজে নিষেধকারীকে)	৯৬-আলাক	৯	১০২৮
রাসূল স. কি দেখেনি? (আদ জাতির সাথে প্রতিপালকের আচরণ)	৮৯-ফাজ্র	৬	১০২১
রাসূল দেখেছেন কি? (তাকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়)	৫৩-নাজম	৩৩	৯৩৪
রাজ্য দেখা (জান্নাতে তাকালেই নেয়ামত ও বিশাল রাজ্য দেখা যাবে)	৭৬-দাহর	২০	৯৯৬
রাজা স্বপ্নে দেখল, সাতটি মোটাতাজা গাভী...	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
রাসূল স. যা দেখেছেন তা নিয়ে বিতর্ক (মিরাজ প্রসঙ্গ)	৫৩-নাজম	১২	৯৩২
রাসূল স. যা দেখেছেন (তার অন্তর তা মিথ্যা বলেনি)	৫৩-নাজম	১১	৯৩২
রাসূল স. দেখতেন যদি কাফিরদের মৃত্যু ঘটায় যখন ফেরেশতারা	৮-আনফাল	৫০	৬৩৭
রাসূল স. দেখবেন কে বিকারগ্রস্ত	৬৮-ক্বালাম	৫	৯৭৫
রাসূল স. দেখেছিলেন (প্রতিপালকের বড় বড় কিছু নিদর্শন)	৫৩-নাজম	১৮	৯৩২
রাসূল স. এর দেখা (আয়াত সম্বন্ধে অনর্থক কথায় লিপ্ত দেখা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৬৮	৬০২
রাসূল স. এর দেখা (আহলে কিতাবদের ঈমান আনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
রাসূল স. এর দেখা (মুনাফিকরা রাসূল স. কে উপেক্ষা করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬১	৫৬৪
রাসূল স. হৃদয়ে ব্যধিগ্রস্তদের দেখতে পেলেন মৃত্যুভয়ে ভীত	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
রাসূল স. কে দেখতে বলছেন আল্লাহ তাদেরকে যারা...	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
রাসূল স. কে দেখতে বলছেন আল্লাহ (জালিমদের উপমা)	২৫-ফুরকান	৯	৭৮২
রাসূল স. কে দেখাতে বলা (আয়াত অবিশ্বাসকারীকে)	১৯-মারইয়াম	৭৭	৭৩৯
রাসূল স. কে দেখাতে বলা (তাদের প্রতি যাদেরকে কিতাবের অংশ...)	৩-আলে ইমরান	২৩	৫৩৮
রাসূল স. কে দেখাতে বলা তাদেরকে যারা প্রবৃত্তিকে ইলাহ মনে...	২৫-ফুরকান	৪৩	৭৮৫
রাসূল স. কে দেখে উপহাসের পাত্র হিসেবে গ্রহণ করে (মক্কাবাসীরা)	২৫-ফুরকান	৪১	৭৮৫
রাসূল স. কে দেখে কাফিররা উপহাস হিসাবে গ্রহণ করে	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
রাসূল স. কে ভেবে দেখার আহ্বান (কাফিরদের নিকট শয়তান প্রেরণ...)	১৯-মারইয়াম	৮৩	৭৩৯
রাসূল স. জিবরাঈলকে আরেকবার দেখেছিলেন (সিদরাতুল মুনতাহায়)	৫৩-নাজম	১৩	৯৩২
রৌদ্র না দেখা(জান্নাতীরা জান্নাতে রৌদ্র ও প্রচন্ড শীত দেখবে না)	৭৬-দাহর	১৩	৯৯৫
লাঠিকে দেখতে পেল মূসা আ. সাপের মত ছুটোছুটি করতে	২৮-কাসাস	৩১	৮১০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দেখা/না দেখা/ভেবে দেখা/লক্ষ্য করা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
লাঠিকে সাপের মত ছোটাছুটি করতে দেখে মূসার পিছন দিকে পলায়ন	২৭-নামল	১০	৮০০
লূত সম্প্রদায় কর্তৃক দেখে-শুনে অশ্লীল কাজ করা	২৭-নামল	৫৪	৮০৪
শত্রু দল দেখে মুমিনদের ঈমান/আনুগত্য বৃদ্ধি (খন্দকে)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
শয়তান ও তার দল দেখে মানুষদেরকে	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
শয়তান দেখে যা কাফিররা দেখে না (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
শরীকরা দেখে না (যদিও তাকিয়ে থাকে)	৭-আ'রাফ	১৯৮	৬৩১
শরীকদের দেখে মুশরিক কিয়ামতে বলবে, আমি একেই ডাকতাম!	১৬-নাহল	৮৬	৭১০
শরীকদেরকে রাসূল স. এর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা	৭-আ'রাফ	১৯৮	৬৩১
শস্য থেকে মানুষ ও পশুর খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে ভেবে দেখা...	৩২-সাজদা	২৭	৮৩২
শাস্তি দেখা (জালিম শাস্তি দেখার পর তা হালকা করা/ অবকাশ দেয়া হবে না)	১৬-নাহল	৮৫	৭১০
শাস্তি দেখা (আল্লাহ কাফিরদের শাস্তিকে নিকটবর্তী দেখতে পাচ্ছেন)	৭০-মা'আরিজ	৭	৯৮১
শাস্তি দেখার পর জালিমরা ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজবে	৪২-শূরা	৪৪	৮৯৫
শাস্তি দেখার পর মুশরিকরা জানতে পারবে কে পথভ্রষ্ট	২৫-ফুরকান	৪২	৭৮৫
শাস্তি দেখে জালিমরা অনুতাপ গোপন করবে	১০-ইউনুস	৫৪	৬৫৯
শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গ ঈমান আনবেনা	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না (নিদর্শন আসলেও)	১০-ইউনুস	৯৭	৬৬৩
শাস্তিকে দূরে দেখছে কাফিররা (অবধারিত শাস্তিকে)	৭০-মা'আরিজ	৬	৯৮১
শিকলে বাঁধা অবস্থায় অপরাধীদের দেখা যাবে(কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৯	৬৯৭
শীত না দেখা (জান্নাতীরা জান্নাতে রৌদ্র ও প্রচন্ড শীত দেখবে না)	৭৬-দাহর	১৩	৯৯৫
শু'আইব আ.দেখছেন (মাদইয়ানবাসীকে সম্পদশালীরূপে)	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
সঙ্গীকে দেখা (কাফির সঙ্গীকে জান্নাতিরা তীব্র আগুনে দেখতে পাবে)	৩৭-সাফফাত	৫৫	৮৫৯
সঠিকপথ দেখলেও অহংকারকারীরা তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করেনা	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
সম্প্রদায় দেখেনি যা সামিরী দেখেছিল (জিবরাঈলের পদচিহ্ন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৯৬	৭৪৭
সাবার রানীর দেখা(সুলাইমানের কাছে উপহার প্রেরণ প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৩৫	৮০২
সাবার রানী সুলাইমানের স্ফটিকনির্মিত প্রাসাদকে দেখে জলাশয় ভেবেছিল	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
সামিরী এমন কিছু দেখেছিল যা অন্যরা দেখেনি (জিবরাঈলের পদচিহ্ন...)	২০-ত্বা-হা	৯৬	৭৪৭
সুলাইমান আ. সাবার রানীর সিংহাসনকে নিজের কাছে দেখল...	২৭-নামল	৪০	৮০৩
সুলাইমান আ. কর্তৃক হুদহুদ পাখির বক্তব্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই করে দেখা	২৭-নামল	২৭	৮০২
সুপারিশকারীদের না দেখা (কিয়ামতে মুশরিকদের প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	৯৪	৬০৫
সুলাইমানের দেখা(আকৃতি পরিবর্তনের পর সাবার রানী সিংহাসন চেনে কিনা)	২৭-নামল	৪১	৮০৩
সূর্যকে চলে যেতে দেখা গুহার ডান পাশ দিয়ে, যখন উদিত হয়..	১৮-কাহফ	১৭	৭২৫
সূর্যকে উদিত হতে দেখে ইবরাহীম আ.তাকে প্রতিপালক বললেন	৬-আন'আম	৭৮	৬০৩
সৃষ্টিতে অসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যাবে না	৬৭-মুলক	৩	৯৭২
সিজদাবনত দেখল ইউসুফ আ. (চন্দ্র-সূর্য ও এগার নক্ষত্রকে)	১২-ইউসুফ	৪	৬৭৭
স্বপ্নে দেখলেন ইবরাহীম- 'ইসমাঈলকে জবাই করছেন'	৩৭-সাফফাত	১০২	৮৬২
স্বপ্নে দেখল দুই যুবকের অপরজন (সে মাথায় রুটি বহন করছে)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
'হারাম'কে নিরাপদ স্থান বানানোর বিষয় কি মানুষ দেখে না !	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
হারুনের দেখা (বনী ইসরাঈল বাছুর পূজার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৯২	৭৪৭
হাতীওয়ালাদের সাথে প্রতিপালকের আচরণ দেখা...	১০৫-ফীল	১	১০৩৩
হাত দেখতে পায় না অন্ধকারে (কাফিরদের কাজের উপমা...)	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
হুদহুদকে সুলাইমান আ. কর্তৃক দেখতে না পাওয়া (পাখিদের খোঁজকালে)	২৭-নামল	২০	৮০১
হূদ আ. সম্প্রদায়কে অজ্ঞ হিসেবে দেখলেন (শাস্তি প্রসঙ্গ)	৪৬-আহকাফ	২৩	৯১০
দেখানো			
অল্প করে দেখিয়েছিলেন আল্লাহ কাফিরদের সংখ্যা (মু'মিনদেরকে)	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দেখানোর দাবী (বনী ইসরাঈলের)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সৃষ্টি থাকলে তা দেখানোর চ্যালেঞ্জ	৩১-লুকমান	১১	৮২৭
আল্লাহর দেখানো পথ অনুসারে ফয়সালার নির্দেশ (রাসূল স. কে...)	৪-নিসা	১০৫	৫৭০
আল্লাহ মানুষকে নিদর্শন দেখান	৪০-মু'মিন	১৩	৮৭৯
ইবরাহীমকে আকাশ-পৃথিবীর কর্তৃত্ব দেখান (আল্লাহ)	৬-আন'আম	৭৫	৬০৩
কর্মসমূহ দেখাবেন আল্লাহ পরিতাপরূপে...	২-বাকারা	১৬৭	৫১৮
কাফিরদের পরিণতি রাসূল স. কে দেখানো	৪০-মু'মিন	৭৭	৮৮৪
কাবিলকে দেখানো- কিভাবে কাক গোপন করল ভাইয়ের দেহ	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
কাজ দেখানো (সেদিন মানুষ বিভক্ত হবে -যাতে কাজ দেখানো যায়...)	৯৯-যিলযাল	৬	১০৩০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাফিররা দেখিয়ে দিতে চায় এমন ব্যক্তিকে যে সংবাদ দেয়...	৩৪-সাবা	৭	৮৪১
দেবতাদের অবদান/ক্ষমতা থাকলে তা দেখাতে বলা (মুশরিকদের)	৪৬-আহকাফ	৪	৯০৮
দেখানো (মানুষের অনুধাবনের জন্য আল্লাহ নিদর্শন দেখান)	২-বাকারা	৭৩	৫০৮
নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন আল্লাহ মানুষকে	৪০-মু'মিন	৮১	৮৮৫
নিদর্শনাবলি দেখানো (আল্লাহ দিগন্তসমূহে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখাবেন)	৪১-ফুসসিলাত	৫৩	৮৯০
নিদর্শন দেখানো (ফিরআউনকে মূসা আ. কর্তৃক)	৭৯-নাযি'আত	২০	১০০৪
নিদর্শন দেখানোর বিষয়ে আল্লাহকে তাড়াতাড়ি করতে না বলা	২১-আম্বিয়া	৩৭	৭৫২
নিদর্শন দেখানো (আল্লাহ মানুষকে শীঘ্রই নিদর্শন দেখাবেন)	২৭-নামল	৯৩	৮০৭
নিয়ম-কানুন দেখিয়ে দেয়ার প্রার্থনা (ইবরাহীম আ.ও ইসমাঈলের)	২-বাকারা	১২৮	৫১৪
নিদর্শনাবলি দেখানো(সমুদ্রে নৌযানের চলাচল প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
নিদর্শন আল্লাহ দেখিয়েছেন ফির'আউনকে (পূর্ববর্তীর চেয়ে বড়)	৪৩-যুখরুফ	৪৮	৮৯৯
পথভ্রষ্টকারীদেরকে দেখিয়ে দেয়ার জন্য কাফিরদের প্রার্থনা	৪১-ফুসসিলাত	২৯	৮৮৮
পথ দেখানো (বাছুর পথ দেখাতে পারে না)	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
পথ দেখানো (আল্লাহ, রাসূলগণকে)	১৪-ইবরাহীম	১২	৬৯৪
পাপাচারীদের বাসস্থান দেখাবেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
প্রতিশ্রুত শাস্তি যদি দেখান প্রতিপালক (রাসূল স. কে)	২৩-মু'মিনূন	৯৩	৭৭১
প্রতিশ্রুতি দেখানো (শাস্তির প্রতিশ্রুতি রাসূল স. কে দেখাতে আল্লাহ সক্ষম)	২৩-মু'মিনূন	৯৫	৭৭২
প্রচেষ্টা দেখানো (মানুষের প্রচেষ্টা দেখানো তাকে হবে, কিয়ামতে)	৫৩-নাজম	৪০	৯৩৪
ফিরআউনকে আল্লাহর নিদর্শন দেখানো হয়েছিল	২০-ত্বা-হা	৫৬	৭৪৪
ফির'আউনকে দেখাতে চাইলেন আল্লাহ (যা তাদের আশংকা ছিল)	২৮-কাসাস	৬	৮০৮
বিদ্যুৎ দেখানো আল্লাহর নিদর্শন	৩০-রূম	২৪	৮২৩
বিজয় দেখানোর পরেও (নির্দেশ অমান্য করল মুমিনরা)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
বিজলী দেখানো (আল্লাহ বিজলী দেখান মানুষকে, ভয় ও আশাস্বরূপ)	১৩-রা'দ	১২	৬৮৯
ব্যবসা দেখানো (মুমিনদেরকে এমন ব্যবসা দেখিয়ে দেয়া যা...)	৬১-সাফফ	১০	৯৬০
মানুষকে দেখানো (মুনাফিকের নামাজ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
মানুষকে দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয় করার পরিণাম	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
মানুষকে দেখিয়েছেন আল্লাহ দু'টি পথ	৯০-বালাদ	১০	১০২৩
মানুষকে যাতে কাজ দেখানো যায় (কিয়ামতে মানুষ বিভক্ত হওয়া)	৯৯-যিলযাল	৬	১০৩০
মূসার বোনের দেখিয়ে দেয়া (শিশু মূসার তত্ত্বাবধানের ভার প্র...)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মূসাকে আল্লাহর বড় বড় নিদর্শন দেখানো প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	২৩	৭৪২
মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি দেখানো (ইবরাহীম আ.প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	২৬০	৫৩১
মৃত্যুর বিষয়টি দেখিয়ে দিল মাটির পোকা (সুলাইমানের মৃত্যু)	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
রাসূল স. কে আল্লাহর নিদর্শন দেখানোর জন্য ভ্রমণ করানো...	১৭-ইসরা	১	৭১৪
রাসূল স. কে যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে তা মানুষের পরীক্ষার জন্য...	১৭-ইসরা	৬০	৭১৯
রাসূল স. কে আল্লাহ বেশি করে দেখাতেন যদি কাফিরদের সংখ্যা...	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
রাসূল স. কে দেখিয়ে দিতেন আল্লাহ চাইলে (হৃদয়ে ব্যধিগ্রস্তদেরকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩০	৯১৪
রাসূল স. কে দেখানো (প্রতিশ্রুত শাস্তির কিছু অংশ)	১৩-রা'দ	৪০	৬৯২
রাসূল স. কে যদি দেখানো হয়!(মুশরিকদের শাস্তির কিছুটা)	১০-ইউনুস	৪৬	৬৫৮
লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য পোশাক অপসারণ (আদম ও হাওয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
লোক দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয়ের উপমা	২-বাকারা	২৬৪	৫৩১
শয়তানের দেখানো (আদমকে শয়তান কর্তৃক অমরত্বের বৃক্ষ দেখানো...)	২০-ত্বা-হা	১২০	৭৪৮
শরীকরা কি সৃষ্টি করেছে তা দেখাও (মুশরিকদেরকে আহবান)	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
শরীকদেরকে দেখাতে বলবেন আল্লাহ কিয়ামতে (মুশরিকদেরকে)	৩৪-সাবা	২৭	৮৪৩
স্বপ্নে দেখিয়েছেন আল্লাহ রাসূল স. কে (কাফিরদের সংখ্যা অল্প)	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
দেখা (ভেবে দেখা)			
আকাশ-পৃথিবীতে যা আছে তা নিয়ে ভেবে দেখা	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
কুরআনের মতবিরোধকারীর ব্যাপারে ভেবে দেখতে হবে যে...	৪১-ফুসসিলাত	৫২	৮৯০
বীজ বপণ সম্বন্ধে ভেবে দেখার আহবান	৫৬-ওয়াকিয়াহ	৬৩	৯৪৬
সম্প্রদায়কে ভেবে দেখতে বলল শু'আইব...	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
দেখা (লক্ষ্য করা)			
আয়াত নিয়ে বিতর্ককারীকে দেখা	৪০-মু'মিন	৬৯	৮৮৪
মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য দেখা, যারা কাফির ভাইদেরকে বলে...	৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
দেবী (নারী)			
আল্লাহর পরিবর্তে নারী/দেবীকে ডাকা, মুশরিক প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১১৭	৫৭২
দেবতা (দেখুন বায়াল/ওয়াদ্দ শব্দটি)			
দেয়া/না দেয়া			
অঙ্গীকার দেয়া ছাড়া তাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে পাঠাবেন না ইয়াকুব	১২-ইউসুফ	৬৬	৬৮৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দেয়া/না দেয়া (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
অঙ্গীকার দেয়া (ভাইয়েরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার দিল যখন...)	১২-ইউসুফ	৬৬	৬৮৩
অনুগ্রহ দেয়া (দাউদকে অনুগ্রহ দিয়েছিলেন আল্লাহ)	৩৪-সাবা	১০	৮৪২
অপবাদ না দেয়ার বাইয়াত গ্রহণ (মুমিন নারীদের)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
অবিশ্বাসীকে দেয়া হবে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (পুনরুত্থান হলে)	১৯-মারইয়াম	৭৭	৭৩৯
আত্মীয়-স্বজনকে কিছু না দেয়ার কসম করা নিষেধ	২৪-নূর	২২	৭৭৬
আনন্দ দেয়া (জান্নাতীদেরকে আল্লাহ আনন্দ ও উৎফুল্লতা দিবেন)	৭৬-দাহর	১১	৯৯৫
আমলনামা ডান হাতে দেয়া (কিয়ামতের দিন)	৬৯-হাক্কাহ্	১৯	৯৭৯
আমলনামা যার বামহাতে দেয়া হবে, সে বলবে...	৬৯-হাক্কাহ্	২৫	৯৭৯
আমলনামা যদি না-ই দেয়া হত!(বামহাতে আমলনামাপ্রাপ্ত বলবে)	৬৯-হাক্কাহ্	২৫	৯৭৯
আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে যাকে তার হিসাব সহজ হবে	৮৪-ইনশিকাক্	৭	১০১৩
আমলনামা দেয়া (পিঠের দিক থেকে আমলনামা দেয়া হবে যাকে...)	৮৪-ইনশিকাক্	১০	১০১৩
আয়াত দেয়া (আল্লাহ আয়াত দেয়ার পর যে তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে)	৭-আ'রাফ	১৭৫	৬২৯
আলো দেয়া (মানুষের মধ্যে চলার জন্য আল্লাহ যাকে আলো দেন)	৬-আন্'আম	১২২	৬০৮
আল্লাহ ও রাসূল স. যা দেন তাতে সন্তুষ্ট থাকত যদি তারা যারা...	৯-তাওবা	৫৯	৬৪৬
আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহে আহলে কিতাবদের হিংসা	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
আল্লাহর দেয়া কিছু পেয়ে উৎফুল্ল না হওয়া	৫৭-হাদীদ	২৩	৯৫০
আল্লাহর দেয়া বস্তু পিছনে ফেলে আসা (মুশরিকদের)	৬-আন্'আম	৯৪	৬০৫
আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে দাসদেরকে দেয়া	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
আল্লাহর দেয়া সুস্থসন্তান সম্পর্কে পিতা-মাতার শরীক করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৯০	৬৩০
আল্লাহ বনীইসরাঈলকে যা দিয়েছেন তা শক্তভাবে ধারণ...	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
আল্লাহর বান্দা বনী ইসরাঈলদেরকে মূসার নিকট পৌঁছে দেয়ার আহ্বান...	৪৪-দুখান	১৮	৯০২
আল্লাহ মানুষকে যে অনুগ্রহ দিয়েছেন তা গোপন করার পরিণাম	৪-নিসা	৩৭	৫৬২
আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন যা কিছু তারা চেয়েছে (অকৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৩৪	৬৯৬
আল্লাহ যা দিয়েছেন তা দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করতে চান	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
আল্লাহ যা দিয়েছেন তাকে যেন কল্যাণকর মনে না করে কৃপণরা	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
আল্লাহ যা দিয়েছেন তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৬৬	৮২১
আল্লাহ যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি ব্যয় করা চাপিয়ে দেন না (তালাক প্রাপ্ত প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
আল্লাহ যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখিরাতের আবাস তালাশ...	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
আল্লাহ যা দিয়েছেন তা অবিশ্বাস করার জন্য শিরক করা...	৩০-রূম	৩৪	৮২৪
আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে তালাকপ্রাপ্তার জন্য ব্যয় করা	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
আল্লাহ যা দিয়েছেন শহীদদেরকে তাতে তারা উৎফুল্ল	৩-আলে ইমরান	১৭০	৫৫২
আহলে কিতাবদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা ঈমানদারদেরকেও...	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
ইনজীল (ঈসাকে ইনজীল দিয়েছেন আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
ইবরাহীমকে আল্লাহ সঠিক পথ দিয়েছিলেন	২১-আম্বিয়া	৫১	৭৫৩
ইবরাহীমকে আল্লাহ যুক্তি-প্রমাণ দেন (সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়)	৬-আন্'আম	৮৩	৬০৩
ইয়াতীম নারীদের দেয়া হয়না (তাদের জন্য নির্ধারিত প্রাপ্য)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
ঈমানদারদেরকে দেয়া হতে পারে যা দেয়া হয়েছে আহলে কিতাবদেরকে...	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
ঈসা ইবনে মারইয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
ঈসা ইবনে মারইয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণ দান	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
ঈসাকে দেয়া বিষয়ে ঈমান (কিতাব ও মুজিযা)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
ঈসাকে দেয়া হয়েছে ইনজীল	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
উৎফুল্লতা দেয়া হবে (জান্নাতীদেরকে আল্লাহ আনন্দ ও উৎফুল্লতা দিবেন)	৭৬-দাহর	১১	৯৯৫
উন্মুক্ত সহীফা দেয়া হোক প্রত্যেককে (অপরাধীদের কামনা)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৫২	৯৯২
উপদেশ দেয়া (কাফিরদেরকে উপদেশ দিয়েছেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৭১	৭৭০
উষ্ট্রী দেয়া (ছামূদ সম্প্রদায়কে নিদর্শনস্বরূপ উষ্ট্রী দেয়া হয়েছিল	১৭-ইসরা	৫৯	৭১৯
কাফিরদেরকে রাসূল স. এর মত নিদর্শন দেয়ার দাবী প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
কারূনকে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি দেয়া হত!...	২৮-কাসাস	৭৯	৮১৫
কিতাব দেয়া (আল্লাহ কি মুশরিকদের কোন কিতাব দিয়েছেন?)	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
কিতাব ও হিকমাত দিয়েছেন আল্লাহ নবীদেরকে...	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
কিতাব দান (প্রদত্ত কিতাব যথাযথভাবে পাঠকারীরা ঈমান আনে)	২-বাক্বারা	১২১	৫১৪
কিতাব দিয়েছিলেন আল্লাহ যাদেরকে, তারা উৎফুল্ল হয়...	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
কিতাব দিয়েছেন আল্লাহ মূসাকে	২৫-ফুরকান	৩৫	৭৮৫
কিতাব দিয়েছেন আল্লাহ (মারইয়াম পুত্র ঈসাকে)	১৯-মারইয়াম	৩০	৭৩৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কিতাব দান করেছেন আল্লাহ মূসা আ. ও হারূনকে ..	৩৭-সাফ্‌ফাত	১১৭	৮৬২
কিতাব দেয়া (আহলে কিতাব নারীদেরকে বিয়ে করা মুমিনদের জন্য বৈধ হওয়া প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
কিতাব দেয়া (পথনির্দেশিকা/দয়াস্বরূপমূসাকে কিতাব/তাওরাত দেয়া)	৬-আন্'আম	১৫৪	৬১১
কিতাব দেয়ার পর মতপার্থক্য (বিদ্বেষবশত)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
কিতাব দেয়া হয়নি পূর্বে (মক্কার কাফিরদেরকে)	৩৪-সাবা	৪৪	৮৪৫
কিতাব দেয়া হয় মূসাকে (বনী ইসরাঈলের পথনির্দেশিকাস্বরূপ)	৩২-সাজ্‌দা	২৩	৮৩২
কিতাব দেয়া হয়েছিল যাদেরকে তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
কিতাব দেয়া হয়েছিল যাদের/ আহলে কিতাবদের বিভক্তি প্রসঙ্গ	৯৮-বায়্যিনাহ্	৪	১০২৯
কিতাব দেয়া হয়েছিল যাদেরকে তাদেরকে তাকওয়ার নির্দেশ	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের খাদ্য হালাল (মুমিনদের জন্য)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তারা কুরআনকে চেনে...	৬-আন্'আম	২০	৫৯৭
কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে/আহলে কিতাব প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের থেকে কষ্টদায়ক কথা...	৩-আলে ইমরান	১৮৬	৫৫৪
কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তারা মত পার্থক্য করেছে...	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তারা জানে কিবলা পরিবর্তন সত্য	২-বাক্বারা	১৪৬	৫১৬
কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের কোন দলের আনুগত্য...	৩-আলে ইমরান	১০০	৫৪৫
কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের আত্মসমর্পণ প্রসঙ্গ	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তারা জানে (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৬-আন্'আম	১১৪	৬০৭
কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের মধ্যে যারা...	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
কিতাব যাদেরকে আল্লাহ দেন তাদের কতক এতে ঈমান আনে	২৯-আনকাবূত	৪৭	৮২০
কিতাব/হিকমাত দেয়া (ইবরাহীমের বংশধরকে)	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
কিতাব (পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল যাদেরকে তারা কুরআনে ঈমান আনে...)	২৮-কাসাস	৫২	৮১২
কিতাব (পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল মু'মিনরা যেন তাদের মত না হয়)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
কিতাব দেয়া হয়েছে যাদেরকে তাদের মধ্যে যারা দ্বীনকে তামাশা...	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
কিতাবের কিছু অংশ দেয়ার পর আহলে কিতাবের পথভ্রষ্টতা	৪-নিসা	৪৪	৫৬২
কিতাবের অংশ আহলে কিতাবদের দেয়ার পরও তাগুতে ঈমান	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
কিতাব দেয়া (মূসাকে কিতাব দিয়েছেন আল্লাহ)	১১-হূদ	১১০	৬৭৫
কিতাব দেয়া (মূসাকে কিতাব দিয়েছিলেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৪৯	৭৬৯
কিতাব দেয়া (মূসাকে কিতাব দিয়েছিলন অল্লাহ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৫	৮৮৯
কিতাব দেয়া (মুসাকে কিতাব দিয়েছিলেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৪৩	৮১১
কিতাব দেয়া (মূসা আ. কে দিয়েছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্‌রা	২	৭১৪
কুরআন দেয়া হয়েছে(মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানীর পক্ষ থেকে)	২৭-নামল	৬	৮০০
চোখ-কান-হৃদয় দিয়েছেন আল্লাহ (আদ জাতিকে)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৬	৯১০
ছুরি দেয়া (নারীদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল, আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
জগতসমূহের কাউকে দেয়া হয়নি যা দেয়া হয়েছে মূসার সম্প্রদায়কে...	৫-মায়িদা	২০	৫৮৩
জান্নাতীদেরকে আল্লাহ আনন্দ ও উৎফুল্লতা দিবেন	৭৬-দাহর	১১	৯৯৫
জিজিয়া দেয়া পর্যন্ত যুদ্ধের নির্দেশ তাদের সাথে যারা...	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
জ্ঞান দেয়া হয়েছে যাদেরকে তারা জানে যে...	৩৪-সাবা	৬	৮৪১
জ্ঞান দেয়া (আল্লাহ লূতকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দেন)	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
জ্ঞান দেয়া (আল্লাহ দাউদ আ. ও সুলাইমানকে জ্ঞান দিয়েছেন)	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
জ্ঞান দেয়া হয়েছে যাদেরকে তারা বলল, দুর্ভোগ তোমাদের	২৮-কাসাস	৮০	৮১৫
জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে যাদেরকে তারা বলবে...	৩০-রূম	৫৬	৮২৬
জ্ঞান দেয়া (যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট রাসূল স. কে বিদ্রূপ)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৬	৯১৩
জ্ঞান দেয়া (যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের জানা যে কুরআন...)	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
জ্ঞান দেয়া (যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের জন্য কুরআন স্পষ্ট নিদর্শন)	২৯-আনকাবূত	৪৯	৮২০
জ্ঞান দেয়া (মানুষকে সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে)	১৭-ইস্‌রা	৮৫	৭২১
ডান হাতে আমলনামা দেয়া (কিয়ামতের দিন)	৬৯-হাক্কাহ্	১৯	৯৭৯
ডান হাতে দেয়া হবে যার কিতাব (আমলনামা) সে তা পাঠ করবে	১৭-ইস্‌রা	৭১	৭২০
দাউদ আ. কে আল্লাহ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছেন	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
দাউদ আ. কে আল্লাহ যাবুর কিতাব দিয়েছেন	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
দাউদ আ. কে যাবুর দিয়েছেন আল্লাহ	১৭-ইস্‌রা	৫৫	৭১৮
দুঃখের পর দুঃখ দিলেন আল্লাহ মুমিনদেরকে (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
নবীদেরকে দেয়া বিষয়ে ঈমান (কিতাব ও মুজিযা)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
নিদর্শন দেয়া (হিজরবাসীকে নিদর্শন দিয়েছিলেন আল্লাহ)	১৫-হিজর	৮০	৭০২
নিদর্শন দিয়েছেন আল্লাহ বনী ইসরাঈলদেরকে	২-বাক্বারা	২১১	৫২৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দেয়া/না দেয়া (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নিদর্শন দিয়েছিলেন আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে (পরীক্ষাস্বরূপ)	৪৪-দুখান	৩৩	৯০৩
নেয়ামত দেয়া হয় জ্ঞানের কারণে (মানুষের ভুল ধারণা)	৩৯-যুমার	৪৯	৮৭৫
পরীক্ষা (আল্লাহ যা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষা)	৬-আন্'আম	১৬৫	৬১২
পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী (আল্লাহ দুনিয়ায় যা দিয়েছেন)	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
পারিশ্রমিক দেয়া (তালাকপ্রাপ্তা কর্তৃক সদ্যপ্রসূতকে দুধপান করানোর বিনিময়ে)	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
পুরস্কার দেন আল্লাহ (যে দুনিয়ার পুরস্কার চায় তাকে)	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
পুরস্কার (আখিরাতের পুরস্কার দেন আল্লাহ, যে চায় তাকে)	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
পূর্ববর্তীদের যা দেয়া হয়েছিল তাতে উৎফুল্ল হওয়ার পর পাকড়াও	৬-আন্'আম	৪৪	৫৯৯
পূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছিলেন আল্লাহ (শক্তি ও সম্পদ)	৩৪-সাবা	৪৫	৮৪৫
প্রজ্ঞা দেয়া (আল্লাহ লূতকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দেন)	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
প্রজ্ঞা দেয়া (আল্লাহ দাউদ আ. ও সুলাইমানকে প্রজ্ঞা দিয়েছেন)	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
প্রতিদান দেয়া (আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়ে সৎকাজের প্রতিদান দু'বার দেয়া)	৩৩-আহযাব	৩১	৮৩৬
প্রতিদান দেয়া (আল্লাহর পথে যুদ্ধকারীকে মহাপ্রতিদান দেয়া হবে)	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
প্রতিদান দেয়া (দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে তাদেরকে যারা...)	২৮-কাসাস	৫৪	৮১২
প্রতিদান দিয়েছিলেন আল্লাহ (যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
প্রতিদান দেয়া(ইবরাহীমকে দুনিয়ায়ও প্রতিদান দেয়া হয়)	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
প্রতিদান দেয়া (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎকাজ করলে প্রতিদান দেয়া হবে)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
প্রতিদান দেয়া (আল্লাহ-রাসূলে ঈমানের প্রতিদান)	৪-নিসা	১৫২	৫৭৬
প্রতিপালকের দেয়া নিয়ামত মুত্তাকীরা উপভোগ করবে(জান্নাতে)	৫২-তূর	১৮	৯৩০
প্রতিপালকের দেয়া সামগ্রী (মুত্তাকীরা উপভোগ করবে)	৫১-যারিয়াত	১৬	৯২৫
প্রাচুর্য দেয়া হয়নি তালূতকে (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
প্রতিদান দেয়া হবে (ইহুদিরা ঈমান আনলে)	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
প্রতিদান দেয়া (ঈমান ও তাকওয়ার প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৬	৯১৫
প্রাপ্য (আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরকে প্রাপ্য দিয়ে দেয়া...)	১৭-ইস্রা	২৬	৭১৬
ফকীর/গরীবদেরকে গোপনে দেয়া সবচেয়ে ভালো	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
ফল দিয়েছিল বাগান দু'টি (দুই ব্যক্তির উপমা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৩৩	৭২৭
ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গকে দুনিয়ার সৌন্দর্য ও সম্পদ দেয়া হয়েছে	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
ফুরকান ও তাওরাত দেয়া হয় (মূসা আ. ও হারূনকে)	২১-আম্বিয়া	৪৮	৭৫৩
বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করা	৭-আ'রাফ	১৭১	৬২৮
বনীইসরাঈলকে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা(তাওরাত) শক্তভাবে ধরা	২-বাক্বারা	৬৩	৫০৭
বাগ্মিতা দাউদকে আল্লাহ দিয়েছিলেন (হিকমত ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা)	৩৮-সোয়াদ	২০	৮৬৭
বাগান দেয়া (একজনকে দুটি আঙ্গুর বাগান দেন আল্লাহ)...	১৮-কাহ্ফ	৩২	৭২৭
বিধান পরিবর্তন করে দেয়া হলে গ্রহণ করতে বলে ইহুদী পন্ডিতরা	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
বিধান পরিবর্তন করে না দেয়া হলে বর্জন করতে বলে ইহুদী পন্ডিতরা	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
বিচার-বিবেচনা দিয়েছেন আল্লাহ ইয়াহইয়াকে (শৈশবে)	১৯-মারইয়াম	১২	৭৩৪
বিজয় দিবেন আল্লাহ শীঘ্রই (মুমিনদেরকে)	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ ওলীদ বিন মুগীরাকে	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১২	৯৯০
ভোগ্যসামগ্রী যা দেয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার জীবনের...	২৮-কাসাস	৬০	৮১৩
মুনাফিকদের মহাপ্রতিদান দেয়া হবে (তাওবা ও সংশোধনের জন্য)	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
মূসাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	১৪৪	৬২৫
মূসাকে আল্লাহ কর্তৃক দেয়া (মূসার দোয়া অনুসারে...)	২০-ত্বা-হা	৩৬	৭৪৩
মূসাকে আল্লাহ কিতাব দেন	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
মূসাকে দেয়া বিষয়ে ঈমান (কিতাব ও মুজিযা)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
মূসাকে দেয়া বিষয়ের উপর ঈমান	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
মূসাকে দিয়েছেন আল্লাহ নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন	১৭-ইস্রা	১০১	৭২৩
মূসাকে কিতাব দেয়া হয় (বনী ইসরাঈলের পথনির্দেশিকাস্বরূপ)	৩২-সাজদা	২৩	৮৩২
মূসাকে কিতাব/ফুরকান দেয়া হয় (সঠিকপথ অবলম্বনের জন্য)	২-বাক্বারা	৫৩	৫০৬
মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল রাসূল স. কে সেরূপ দেয়া হলো না কেন...	২৮-কাসাস	৪৮	৮১২
মূসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়া হয়	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
মূসার সম্প্রদায়কে দিয়েছেন এমন কিছু যা তিনি কাউকে দেননি	৫-মায়িদা	২০	৫৮৩
মূসা আ. ও হারূনকে ফুরকান/তাওরাত দেয়া হয়	২১-আম্বিয়া	৪৮	৭৫৩
যাকাত দেয়া (যে যাকাত দেয়া হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাই বৃদ্ধি পায়)	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
যাকাত দেয়ার আদেশ দান করা হয় (আহলে কিতাবদের)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৯
যাকাত না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয় (মুখে ঈমানের দাবি করে যারা)	৯-তাওবা	৫৮	৬৪৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
যাকাত দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয় (মুখে ঈমানের দাবি করে যারা)	৯-তাওবা	৫৮	৬৪৬
যাকাত প্রদানকারীর জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও সুসংবাদ	২৭-নামল	৩	৮০০
রাসূল স. কে যে নিদর্শন দেয়া হয়েছিল কাফিরদেরকে সেরকম...	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
রাজত্বের সামান্য অংশও কাউকে দিবেনা (আহলেকিতাব)	৪-নিসা	৫৩	৫৬৩
রাজত্ব দেয়া (ইবরাহীমের বংশধরকে)	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
রাজত্ব দেয়া (নমরুদকে আল্লাহ কর্তৃক রাজত্ব দেয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
রাসূল স. কে সেরূপ দেয়া হলো না কেন যেরূপ দেয়া হয়েছিল মূসাকে...	২৮-কাসাস	৪৮	৮১২
রাসূল স. কে দিয়েছেন আল্লাহ সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন	১৫-হিজর	৮৭	৭০২
রিযিক (দাসকে কেউ এতটা রিযিক দিয়ে দেয়না যাতে তার সমান হয়)	১৬-নাহ্ল	৭১	৭০৮
লাঞ্ছনার শাস্তি দেয়া হবে (আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য কথা বলায়)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
লূতকে আল্লাহ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দেন	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
শাস্তি দেয়া (দ্বিগুণ শাস্তি প্রার্থনা করবে পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের জন্য)	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
সঠিকপথ দেয়া(আল্লাহ ইবরাহীমকে সঠিক পথ দিয়েছিলেন)	২১-আম্বিয়া	৫১	৭৫৩
সম্পদ দেয়া (আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে দাসদেরকে দেয়া)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
সাবাবাসীকে দেয়া বস্তুর চেয়ে সুলাইমানকে আল্লাহর দেয়া বস্তু উত্তম	২৭-নামল	৩৬	৮০২
সাক্ষ্য দেয়ার নিকটতর পদ্ধতি, যথাযথ সাক্ষ্য দেয়ার (অন্য দুজনের সাক্ষী গ্রহণ...)	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
সাবার রানীকে সবকিছু দেয়া হয়েছিল(হুদহুদের উক্তি)	২৭-নামল	২৩	৮০১
সাদৃশ্যপূর্ণ ফল দেয়া হবে জান্নাতীদের রিযিক হিসাবে (দুনিয়ার ফলের মত)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
সুলাইমানকে সবকিছু দেয়া হয়েছিল (পাখির ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১৬	৮০১
সুলাইমানকে আল্লাহর দেয়া বস্তু উত্তম (সাবাবাসীকে দেয়া বস্তুর চেয়ে)	২৭-নামল	৩৬	৮০২
সুলাইমানকে আল্লাহ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছেন	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছেন আল্লাহ পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
স্ত্রীদেরকে দেয়া মোহর নিয়ে নেয়া হালাল নয়...	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
স্ত্রীগণকে রাসূল স. যা দিবেন তাতে তারা সন্তুষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
স্ত্রীকে দেয়া সম্পদ নেয়ার উদ্দেশ্যে জ্বালাতন করা যাবে না	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
স্ত্রীকে দেয়া সম্পদ বিপুল পরিমাণ হলেও ফেরৎ নেয়া যাবে না	৪-নিসা	২০	৫৫৯
স্থায়ী আবাস দিয়েছেন আল্লাহ (জান্নাতীদের)	৩৫-ফাতির	৩৫	৮৪৯
হক (অধিকার) দিয়ে দেয়ার নির্দেশ (আত্মীয়-স্বজনকে)	৩০-রূম	৩৮	৮২৫
দেয়া (আসা)			
ফল দেয়া/আসা (বর্ষণে বাগানে দ্বিগুণ ফল দেয়া/আসা)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
দেয়া/এনে দেয়া			
পানি (প্রবাহমান পানি কে এনে দেবে? পানি গভীরে চলে গেলে)	৬৭-মুল্ক	৩০	৯৭৪
সত্য এনে দিয়েছেন আল্লাহ (কাফিরদের নিকট)	২৩-মু'মিনূন	৯০	৭৭১
দেয়া (করা)			
কানে আঙ্গুল দেয় নূহের সম্প্রদায় তার (নূহের আহ্বান শুনে)	৭১-নূহ্	৭	৯৮৪
দেয়া (পেশ)			
দৃষ্টান্ত দেয়া (আল্লাহ কাফিরদেরকে নূহের স্ত্রী/লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন)	৬৬-তাহ্রীম	১০	৯৭১
দৃষ্টান্ত দেয়া (দয়াময়ের দৃষ্টান্ত দেয় মুশরিকরা, কন্যা সন্তান প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	১৭	৮৯৭
দৃষ্টান্ত দেয়া (আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দেন)	৬৬-তাহ্রীম	১১	৯৭১
দেয়া (ফিরিয়ে দেয়া)			
কাফিরদেরকে ফিরিয়ে দেয়া (মুমিন নারীদের মোহরানা...)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
দেয়া/দিয়ে রাখা			
মাথার কাপড় ফেলে রাখবে মু'মিন নারীরা তাদের গলদেশে	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
দেয়া (বানানো)			
অন্তর দেয়া (আল্লাহ মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অন্তর দিয়েছেন)	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
দৃষ্টিশক্তি দেয়া (আল্লাহ মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য দৃষ্টিশক্তি দেন)	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
শ্রবণশক্তি দেয়া (আল্লাহ মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য শ্রবণশক্তি দেন)	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
দেয়ালে ঠেকানো			
কাঠ (মুনাফিকদের অবস্থা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের মত)	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
দেশত্যাগ (আরো দেখুন হিজরত শব্দটি)			
প্রতিপালকের নির্দেশিত গন্তব্যের দিকে ইবরাহীমের দেশত্যাগ	২৯-আনকাবূত	২৬	৮১৮
দেশ			
মূসা আ. ও তাঁর অনুসারীদেরকে উৎখাতের ইচ্ছা ফিরআউনের	১৭-ইস্রা	১০৩	৭২৩
মূসা আ. জাদু দ্বারা দেশ থেকে বের করতে চায়, ফির'আউনের উক্তি	২৬-শু'আরা	৩৫	৭৮[illegible]
মূসা আ. ফিরআউনকে দেশ/যমীন থেকে বের করতে চায়!	৭-আ'রাফ	১১০	৬[illegible]

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দেহ			
আসনের উপর একটি দেহ রেখে (সুলাইমানকে পরীক্ষা)	৩৮-সোয়াদ	৩৪	৮৬৮
ফিরআউনের দেহটি নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধার করা হয়	১০-ইউনুস	৯২	৬৬৩
দেহবিশিষ্ট			
নবীগণ এমন দেহবিশিষ্ট ছিলনা যে খাবার খেতে হতনা	২১-আম্বিয়া	৮	৭৫০
দেহাকৃতি			
প্রশস্ততা (দেহার প্রশস্ততা বাড়িয়ে দিয়েছেন তালুতকে)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
প্রশস্ততা (দেহার প্রশস্ততা বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ আদ জাতির)	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
বাছুরের দেহাকৃতি তৈরি (সামিরী কর্তৃক বাছুরের মূর্তি তৈরি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৮	৭৪৬
বাছুরের দেহাকৃতি (মূসার সম্প্রদায়ের বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
মুনাফিকদের দেহা রাসূল স. কে চমৎকৃত করবে	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
দৈহিক মিলন			
ইউসুফকে দৈহিক মিলনে প্ররোচিত করল আযীযের স্ত্রী	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
ইউসুফকে দৈহিক মিলনে প্ররোচনা দিয়েছিল আযীযের স্ত্রী...	১২-ইউসুফ	২৬	৬৭৯
ইউসুফকে দৈহিক মিলনে প্ররোচনা দিয়েছিল নারীরা	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
ইউসুফকে দৈহিক মিলনে প্ররোচিত করেছে (আযীযের স্ত্রীর স্বীকৃতি)	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
ইউসুফ দৈহিক মিলনে প্ররোচনা দেয় (আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	৩০	৬৭৯
প্ররোচিত (আযীযের স্ত্রী ইউসুফকে দৈহিক মিলনে প্ররোচিত করেছে)	১২-ইউসুফ	৩২	৬৭৯
দোদুল্যমান			
মুনাফিকরা দোদুল্যমান (না এদিকে, না ওদিকে)	৪-নিসা	১৪৩	৫৭৫
দোজখ (দেখুন জাহান্নাম শব্দটি)			
দোয়া (বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্ট-৩)			
ইবরাহীম আ. এর দোয়া (তওবা, দোয়া, ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া (রব্বী যিদনী ঈলমা)	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
নূহ আ. এর দোয়া	৭১-নূহ	২৮	৯৮৫
পরীক্ষার পাত্র না বানানোর দোয়া (জালিমদের পরীক্ষার পাত্র)	১০-ইউনুস	৮৫	৬৬২
প্রতিপালকের নিকট দোয়া করার জন্য মূসা আ.-কে অনুরোধ	৭-আ'রাফ	১৩৪	৬২৪
বক্ষ প্রশস্ত করার জন্য প্রতিপালকের কাছে মূসা আ. এর দোয়া	২০-ত্বা-হা	২৫	৭৪২
মাতা-পিতার জন্য দোয়া করার নির্দেশ (রাব্বিরহাম হুমা...)	১৭-ইসরা	২৪	৭১৬
মূসা আ. ও হারূন আ. এর দোয়া কবুল হল	১০-ইউনুস	৮৯	৬৬২
যানবাহনে আরোহণের দোয়া	৪৩-যুখরুফ	১৩	৮৯৬
রাসূল স. এর দোয়া প্রশান্তিদায়ক	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
রাসূল স. দোয়া করবেন অপরাধ স্বীকারকারীদের জন্য	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
দোয়া ইউনুস			
লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
দোষ			
অন্ধের দোষ নেই (যুদ্ধে অংশ না নিলে)	৪৮-ফাত্‌হ	১৭	৯১৭
অন্ধের দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
আহার করাতে দোষ নেই (বন্ধুদের ঘরে)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
খোঁড়ার দোষ নেই (যুদ্ধে অংশ না নিলে)	৪৮-ফাত্‌হ	১৭	৯১৭
খোঁড়ার দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
দুর্বল ও পীড়িতদের কোন দোষ নেই (যুদ্ধে না যাওয়ায়)	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯
প্রবেশ করাতে দোষ নেই (যে ঘরে বসবাস করা হয় না...)	২৪-নূর	২৯	৭৭৬
বিধিসম্মত কাজে নবীর জন্য দোষ নেই (আল্লাহ কর্তৃক বিধিসম্মত)	৩৩-আহযাব	৩৮	৮৩৬
মার্জনা (মানুষের দোষ মার্জনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৯	৫৭৬
রোগীর দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
রোগীর দোষ নেই (যুদ্ধে অংশ না নিলে)	৪৮-ফাত্‌হ	১৭	৯১৭
দোষ অনুসন্ধান না করা			
মুমিনদের জন্য নিষেধ পরস্পরের দোষ অনুসন্ধান	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
দোষ না দেয়া			
মুমিনদের জন্য পরস্পরকে দোষ দেয়া নিষেধ	৪৯-হুজুরাত	১১	৯২১
দোষারোপ			
নিজকে দোষারোপ করতে বলবে শয়তান অনুসারীকে (কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
রাসূল স. কে দোষারোপ (যাকাত বন্টনের বিষয়ে)	৯-তাওবা	৫৮	৬৪৬
শয়তানকে দোষারোপ না করতে বলবে (শয়তান অনুসারীদেরকে)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্বতঃস্ফূর্ত দানকারীকে দোষারোপ করার শাস্তি (সদকার ব্যাপারে...)	৯-তাওবা	৭৯	৬৪৮
দৌড় প্রতিযোগিতা			
ভাইয়েরা দৌড় প্রতিযোগিতায় গেল (ইউসুফকে রেখে)	১২-ইউসুফ	১৭	৬৭৮
দৌড়াদৌড়ির বয়স			
ইসমাঈলের দৌড়াদৌড়ির বয়স হওয়া (জবাই প্রসঙ্গ)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১০২	৮৬২
দৌড়ানো/দৌড়ে আসা/দৌড়ে যাওয়া			
অন্ধ ব্যক্তি দৌড়ে আসা (রাসূল স. এর কাছে দৌড়ে আসল)...	৮০-আবাসা	৮	১০০৬
আলো দৌড়ানো (কিয়ামতে মুমিনদের সামনে ও ডানে আলো দৌড়াবে)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
আলো দৌড়াতে থাকবে (মু'মিন নর-নারীদের সামনে ও ডানে)	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
আহ্বানকারীর দিকে দৌড়ে আসবে কাফিররা (কিয়ামতে)	৫৪-কামার	৮	৯৩৬
ঘোড়া বা উট দৌড়ায়নি মুমিনগণ 'ফাই' এর জন্য	৫৯-হাশর	৬	৯৫৫
জালিমরা মাথা উপরে উঠিয়ে দৌড়াতে থাকবে(কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৩	৬৯৭
দড়ি ও লাঠি দৌড়ানো (জাদুকরদের জাদুর প্রভাবে)	২০-ত্বা-হা	৬৬	৭৪৫
পাখিগুলো দৌড়ে ইবরাহীমের দিকে আসবে (মৃতকে জীবিত করা)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
লূতের নিকট দৌড়িয়ে আসল লূতের সম্প্রদায়	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
শহরের প্রান্ত হতে দৌড়ে আসা (দৌড়িয়ে আসল এক ব্যক্তি)	২৮-কাসাস	২০	৮০৯
সাপ হয়ে মূসার লাঠির দৌড়ানো প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	২০	৭৪২
দৌড়ানো			
ঘোড়া (কসম সে ঘোড়ার যা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়)	১০০-'আদিয়াত	১	১০৩০
দৌড়ে আসা			
কাফিররা দৌড়ে আসছে রাসূল স. এর দিকে...	৭০-মা'আরিজ	৩৬	৯৮২
দৌড়ে যাওয়া			
দরজার দিকে দৌড়ে গেল (ইউসুফ আ. ও আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
দ্রব্য সামগ্রী			
মুমিনরা অস্ত্র/দ্রব্য সম্পর্কে অসতর্ক হলে কাফিরদের আক্রমণ	৪-নিসা	১০২	৫৭০
দ্রব্য সামগ্রী খুলে দেখতে পেল, পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
দ্রব্য-সামগ্রীর ঘরে প্রবেশে কোন দোষ নেই	২৪-নূর	২৯	৭৭৬
নবীপত্নীদের কাছে দ্রব্যসামগ্রী পর্দার পেছন থেকে চাওয়া	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
পাওয়া (দ্রব্যসামগ্রী যার কাছে পাওয়া গেল...)	১২-ইউসুফ	৭৯	৬৮৪
দ্রষ্টা			
আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও পূর্ণ অবগত (বান্দাদের সম্পর্কে)	৩৫-ফাতির	৩১	৮৪৪
আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বদ্রষ্টা	১৭-ইসরা	১	৭১৪
আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা (মানুষ-জীব-আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা	২২-হাজ্জ	৬১	৭৬৩
আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা (কিয়ামতের দিন)	৪০-মু'মিন	২০	৮৭৯
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (ছওয়াব প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৪	৫৭৪
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (মানব সৃষ্টি ও পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২৮	৮২৯
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা	২২-হাজ্জ	৭৫	৭৬৫
আল্লাহ কতই না সুন্দর দ্রষ্টা (আসহাবে কাহাফ প্রসঙ্গে)	১৮-কাহ্‌ফ	২৬	৭২৬
প্রতিপালক সর্বদ্রষ্টা	২৫-ফুরকান	২০	৭৮৩
দ্রুত			
কল্যাণকর কাজে দ্রুতধাবিত (মুমিনগণ)	২৩-মু'মিনূন	৬১	৭৬৯
কাফিররা দ্রুত গতিতে আক্রমণ করলে আল্লাহ সাহায্য করবেন	৩-আলে ইমরান	১২৫	৫৪৮
পলায়ন (দ্রুত পলায়ন করবে মুনাফিক/কাফিররা)	৯-তাওবা	৫৭	৬৪৬
প্রতিপালক শাস্তিদানে দ্রুত (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
বের হবে (কিয়ামতে কবর থেকে দ্রুত বেগে বের হবে মানুষ)	৭০-মা'আরিজ	৪৩	৯৮৩
মানুষ দ্রুত বের হয়ে আসবে, কিয়ামতে যখন যমীন ফেটে যাবে	৫০-ক্বাফ	৪৪	৯২৪
রাধ দ্রুত গতিতে দিনকে অনুসরণ করে	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
শাস্তি দানে দ্রুত (প্রতিপালক)	৬-আন্'আম	১৬৫	৬১২
হিসাব গ্রহণে দ্রুত (আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
হিসাব (দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ)	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
হিসাব (দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২০২	৫২৩
হিসাব (আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী)	৪০-মু'মিন	১৭	৮৭৯
হিসাব (আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
হিসাব গ্রহণকারী (আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী)	১৩-রা'দ	৪১	৬৯২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দ্রুত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
হিসাব গ্রহণকারী (আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী)	১৪-ইবরাহীম	৫১	৬৯৭
হিসাব গ্রহণকারী (আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী)	৬-আন্'আম	৬২	৬০১
হিসাবগ্রহণকারী (আল্লাহ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী)	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
দ্রুতগতি			
কিয়ামতের দিন পর্বত দ্রুত গতিতে চলবে	৫২-তূর	১০	৯২৯
দ্রুততর			
আল্লাহ কৌশল অবলম্বনে দ্রুততর	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
দ্রুত ধাবিত হওয়া			
ইহুদী ও নাসরাদের দিকে দ্রুত ধাবিত হয় তারা যাদের হৃদয়ে রোগ...	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় (আহলে কিতাবদের একদল)	৩-আলে ইমরান	১১৪	৫৪৭
কুফরির দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া যেন রাসূল স. কে দুশ্চিন্তায় না ফেলে	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১৩৩	৫৪৮
পাপ কাজে দ্রুত ধাবিত হতে দেখা যায় তাদেরকে যারা...	৫-মায়িদা	৬২	৫৮৮
দ্রুত বেগ			
অগ্রসর, ফেরেশতাদের (রূহ গ্রহণ করতে)...	৭৯-নাযি'আত	৪	১০০৩
দ্বীন			
অনুসরণ (দ্বীনের অনুসরণ না করলে তাকে বিশ্বাস করা নিষেধ...)	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
অসুবিধা নেই (দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ অসুবিধা আরোপ করেননি)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
আল্লাহর (দ্বীন আল্লাহর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ)	৮-আনফাল	৩৯	৬৩৫
আল্লাহর (দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ...)	২-বাক্বারা	১৯৩	৫২১
আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে করুণা না করা (ব্যভিচারের শাস্তি প্রসঙ্গ)	২৪-নূর	২	৭৭৪
আল্লাহর নিকট দ্বীন হল ইসলাম	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
আল্লাহর জন্য দ্বীনকে নির্দিষ্ট করে ডাকে(মানুষকে তরঙ্গ আচ্ছন্ন করলে)	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
আল্লাহর জন্য দ্বীনকে নির্দিষ্ট করে তার ইবাদত করা	৩৯-যুমার	২	৮৭১
আল্লাহর জন্য দ্বীনকে নির্দিষ্ট করে ডাকে (সমুদ্রযাত্রীরা)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
আল্লাহর জন্য দ্বীনকে নির্দিষ্ট করে ইবাদত করার নির্দেশ	৩৯-যুমার	১১	৮৭২
আল্লাহর জন্য দ্বীনকে নির্দিষ্ট করে নবী ইবাদত করেন	৩৯-যুমার	১৪	৮৭২
আহলে কিতাবের দ্বীনের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ (নামাজ, যাকাত...)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৯
ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করবেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
ইসলাম ছাড়া দ্বীন তালাশ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না	৩-আলে ইমরান	৮৫	৫৪৪
উত্তম (ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণকারী দ্বীনের দিক থেকে উত্তম)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
উপহাস (দ্বীনের প্রতি উপহাসবশতঃ ইহুদীরা জিহবা বাঁকা করে বলে)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
একনিষ্ঠ করা (দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করার প্রতিদান)	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
একত্ববাদী (দ্বীনের জন্য একত্ববাদী হয়ে চেহারাকে স্থাপন...)	৩০-রূম	৩০	৮২৪
কাফিরদের জন্য কাফিরদের দ্বীন...	১০৯-কাফিরূন	৬	১০৩৫
কামনা (আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য দিন কামনা...)	৩-আলে ইমরান	৮৩	৫৪৪
খেল-তামাশারূপে দ্বীনকে গ্রহণ করার পরিণাম	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
খেল-তামাশা (দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে কাফিররা)	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
জোর-জবরদস্তি (দ্বীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই)	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
জ্ঞান (দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনে বের হওয়া...)	৯-তাওবা	১২২	৬৫৩
জ্ঞান দান (আল্লাহকে কাফিরদের দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান দান?)	৪৯-হুজুরাত	১৬	৯২১
ঠাট্টা (দ্বীনকে ঠাট্টা হিসাবে গ্রহণ করেছে যারা)	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
তিরস্কার (দ্বীনের ব্যাপারে তিরস্কার করলে যুদ্ধ...)	৯-তাওবা	১২	৬৪১
নির্দিষ্ট করা (দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকে ডাকার নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	২৯	৬১৫
নির্দিষ্ট করা (দ্বীনকে কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা)	৪০-মু'মিন	৬৫	৮৮৩
নির্দিষ্ট করা (দ্বীনকে এক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা)	৪০-মু'মিন	১৪	৮৭৯
নির্দিষ্ট করা (নৌযানে আল্লাহর জন্য দ্বীনকে নির্দিষ্ট করে তাকে ডাকে)	২৯-আনকাবূত	৬৫	৮২১
নির্দিষ্ট করা (সমুদ্রযাত্রীরা দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে ডাকে)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
নির্দেশ (দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ইবরাহীম/মূসা/ঈসা/নূহ/ মুহাম্মদকে)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
পূর্ণতা (দ্বীনের পূর্ণতা দিলেন আল্লাহ আজ, বিদায় হজ্জের দিন)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
প্রবেশ (সাহায্য/বিজয় এলে মানুষ দলে দলে দ্বীনে প্রবেশ করবে)	১১০-নাস্র	২	১০৩৫
প্রতিষ্ঠা (দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ইবরাহীম/মূসা/ঈসা/নূহ/ মুহাম্মদকে)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
প্রতিষ্ঠিত করা (দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য)	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
প্রতিষ্ঠিত দ্বীন হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফিরে যায় যারা দ্বীন থেকে তাদের স্থলে আল্লাহ আনবেন...	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
ফিরানো (দ্বীন থেকে না ফিরানো পর্যন্ত কাফিরা যুদ্ধ চালিয়ে...)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
ফিরে যাওয়া (দ্বীন থেকে ফিরে যাবে যারা)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
বাড়াবাড়ি (দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায় বাড়বাড়ি করা নিষেধ...)	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
বাড়াবাড়ি (আহলে কিতাবকে দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
বিধিবদ্ধ (শরীকরা কি দ্বীন বিধিবদ্ধ করেছে যার অনুমতি...?)	৪২-শূরা	২১	৮৯৩
বিধিবদ্ধ (মুহাম্মদ স.এর জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এমন দ্বীন..)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
বিজয়ী করা (সত্য দ্বীনকে জয়ী করার জন্য রাসূল স. প্রেরণ)	৯-তাওবা	৩৩	৬৪৩
বিভক্ত করা (দ্বীন বিভক্তকারীদের বিষয়টি আল্লাহর নিকট)	৬-আন্'আম	১৫৯	৬১২
বিভক্ত করা (দ্বীনকে বিভক্ত করেছে যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া)	৩০-রূম	৩২	৮২৪
বিশুদ্ধ দ্বীন (ইবাদত) কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
ভাই (দ্বীনি ভাই হবে মুশরিকরা যদি ঈমান আনে ও...)	৯-তাওবা	১১	৬৪১
ভাই (পিতৃপরিচয় জানা না গেলে পালকপুত্ররা দ্বীনি ভাই)	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
মতভেদ (দ্বীনের বিষয়ে মতভেদ করা যাবেনা)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
মনোনীত করা (আল্লাহ কর্তৃক দ্বীনকে মনোনীত করা)	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
মিশ্রিত করা (দ্বীনকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
মিথ্যা রচনা (দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা রচনা...)	৩-আলে ইমরান	২৪	৫৩৮
মু'মিনদের দ্বীন প্রতারিত করেছে মু'মিনদেরকে (মুনাফিকরা বলে)	৮-আনফাল	৪৯	৬৩৭
মুহাম্মদ স.এর জন্য বিধিবদ্ধ দ্বীন –যা ছিল মূসা/ঈসার প্রতি...	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
মূসা আ. দ্বীন পরিবর্তন করে দেবে (ফিরআউনের আশঙ্কা)	৪০-মু'মিন	২৬	৮৮০
যুদ্ধ (দ্বীনের ব্যাপারে যারা যুদ্ধ করেছে মুমিনদের সাথে...)	৬০-মুমতাহিনা	৯	৯৫৯
যুদ্ধ (দ্বীনের ব্যাপারে যারা মুমিনদের সাথে যুদ্ধ করেনি...)	৬০-মুমতাহিনা	৮	৯৫৯
রাসূল স. এর জন্য রাসূল স. এর দ্বীন...	১০৯-কাফিরূন	৬	১০৩৫
সঠিক দ্বীন (পবিত্র মাস ও মাসের সংখ্যা প্রসঙ্গ...)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
সঠিক দ্বীন (ইবরাহীমের আদর্শ/মিল্লাত একটি সঠিক দ্বীন)	৬-আন্'আম	১৬১	৬১২
সঠিক দ্বীন (একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত, নামাজ, যাকাত...)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৯
সঠিক দ্বীন সম্পর্কে মানুষ জানে না	৩০-রূম	৩০	৮২৪
সঠিক দ্বীনের জন্য চেহারাকে সোজা করার নির্দেশ	৩০-রূম	৪৩	৮২৫
সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না যারা তাদেরবিরুদ্ধে যুদ্ধ	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
সত্য দ্বীন ও পথনির্দেশিকা ও সত্য দ্বীনসহ রাসূল স. প্রেরণ	৬১-সাফ্ফ	৯	৯৬০
সত্য দ্বীনসহ রাসূল স. প্রেরণ (সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করার জন্য)	৪৮-ফাত্হ	২৮	৯১৯
সত্য দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপরে জয়ী করার জন্য রাসূল স. প্রেরণ...	৬১-সাফ্ফ	৯	৯৬০
সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন আল্লাহ রাসূল স. কে	৯-তাওবা	৩৩	৬৪৩
সন্দেহ (রাসূল স. আনীত দ্বীনে সন্দেহ থাকলে...)	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
সাহায্য (দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করলে...)	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
সোজা করা (রাসূল স. এর চেহারাকে দ্বীনের জন্য সোজা করার নির্দেশ)	১০-ইউনুস	১০৫	৬৬৪
হতাশ (দ্বীনের ব্যাপারে কাফিররা হতাশ হয়েছে আজ)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
দ্বীন (আনুগত্য)			
নিরবচ্ছিন্ন দ্বীন/আনুগত্য আল্লাহরই জন্য	১৬-নাহ্ল	৫২	৭০৭
দ্বীনি ভাই			
পালক পুত্ররা দ্বীনি ভাই/বন্ধু (পিতৃপরিচয় জানা না গেলে)	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
দ্বিগুণ			
আঘাত (দ্বিগুণ আঘাত করেছিল মুমিনরা কাফিরদেরকে (বদর যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৬৫	৫৫২
ফল (প্রবল বর্ষণে উঁচু ভূমির বাগানে দ্বিগুণ ফল দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
মুমিনদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল কাফির দল	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
শাস্তি (দ্বিগুণ শাস্তি দিতেন আল্লাহ রাসূল স. কে, পদস্খলন ঘটলে)	১৭-ইস্রা	৭৫	৭২০
শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে (আখিরাতে অবিশ্বাসীদের)	১১-হূদ	২০	৬৬৭
শাস্তি (নবীর স্ত্রীরা অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে দ্বিগুণ শাস্তি)	৩৩-আহযাব	৩০	৮৩৫
শাস্তি (দ্বিগুণ শাস্তি প্রত্যেকের জন্য, পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের)	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
শাস্তি (দ্বিগুণ শাস্তি প্রার্থনা করবে পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের জন্য)	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
শাস্তি (দ্বিগুণ শাস্তি হবে কিয়ামতে, তাদের যারা...)	২৫-ফুরকান	৬৯	৭৮৭
শাস্তি (পরকালে দ্বিগুণ শাস্তি দিতেন আল্লাহ রাসূল স. কে, পদস্খলন ঘটলে)	১৭-ইস্রা	৭৫	৭২০
শাস্তি (অনুসৃতদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি প্রার্থনা করবে অনুসারীরা)	৩৮-সোয়াদ	৬১	৮৬৯
শাস্তি (কাফিরদের নেতাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি কামনা)	৩৩-আহযাব	৬৮	৮৩৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ			
দ্বিগুণ-বহুগুণ			
দ্বিগুণ-বহুগুণ সুদ খাওয়া নিষিদ্ধ	৩-আলে ইমরান	১৩০	৫৪৮
দ্বিতীয়			
দু'জনের দ্বিতীয় জন ছিলেন রাসূল স. (হিজরতকালে পাহাড়ের গুহায়)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
দ্বিধা			
মুনাফিকদের মনে রাসূল স. এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দ্বিধা	৪-নিসা	৬৫	৫৬৫
অনেক মানুষ দ্বিধার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব			
সন্দেহের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রয়েছে তারা যারা ঈমান আনেনি	৯-তাওবা	৪৫	৬৪৫
ধন			
মূলধন গ্রহণ তাওবাকারীর জন্য বৈধ (সুদ থেকে তওবা করলে)	২-বাক্বারা	২৭৯	৫৩৩
ধনভাণ্ডার			
অর্পণ (ধনভাণ্ডার অর্পণ করা হয় না কেন রাসূল স. এর প্রতি)	২৫-ফুরকান	৮	৭৮২
আকাশ-পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আল্লাহরই	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
আল্লাহর ধনভাণ্ডার রাসূল স. এর নিকট নেই	৬-আন্'আম	৫০	৬০০
আল্লাহর ধনভাণ্ডার নূহের কাছে থাকার দাবী তিনি করেননি	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
ইয়াতিম বালকদ্বয়ের ধনভাণ্ডার (প্রাচীরের নিচে)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
দান (ধনভাণ্ডার দান করেছিলেন আল্লাহ কারুনকে)	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
পৃথিবী ও আকাশের ধনভাণ্ডার আল্লাহরই	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
প্রাচীরের নীচে ধনভাণ্ডার (শহরের দুই ইয়াতীম বালকের)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
বের করা (ফির'আউন গোষ্ঠীকে ধনভাণ্ডার থেকে বের করে দেয়া)	২৬-শু'আরা	৫৮	৭৯১
মিসরের ধনভাণ্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করতে বলেন ইউসুফ আ. নিজেকে	১২-ইউসুফ	৫৫	৬৮২
রাসূল স. কে ধন-ভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন? কাফির বলে	১১-হূদ	১২	৬৬৬
ধন-সম্পত্তি			
রেখে যাওয়া (ধন-সম্পত্তি রেখে গেলে মৃত্যুকালে ওসিয়ত)	২-বাক্বারা	১৮০	৫২০
ধন-সম্পদ			
অধিকারী (ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী ব্যক্তি)	৬৮-ক্বালাম	১৪	৯৭৫
অধিকার রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতের (মুত্তাকীদের ধন-সম্পদে)	৫১-যারিয়াত	১৯	৯২৬
অধিক ধন-সম্পদের অধিকারী (বিত্তবানরা বলত)	৩৪-সাবা	৩৫	৮৪৪
আদমের বংশধরের ধন-সম্পদে শরীক হবে ইবলিস	১৭-ইস্রা	৬৪	৭১৯
আবু লাহাবের ধন-সম্পদ কাজে আসেনি	১১১-লাহাব	২	১০৩৫
ইয়াতিমের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী না হওয়ার নির্দেশ	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
ইয়াতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ প্রদানের নির্দেশ	৪-নিসা	২	৫৫৬
ইয়াতীমের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী হওয়াও নিষেধ	১৭-ইস্রা	৩৪	৭১৭
ইয়াতিমের সম্পদ প্রদান (তাদের মধ্যে বিচার-বিবেচনা দেখা গেলে)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
উড়িয়ে দেয়া (মানুষ বলে- 'আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়েছি')	৯০-বালাদ	৬	১০২৩
উত্তরাধিকারী(মুমিনদের শত্রুর সম্পদের উত্তরাধিকারী করা,খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৭	৮৩৫
উপকারে আসবে না পুনরুত্থানের দিন (সন্তান ও ধন-সম্পদ)	২৬-শু'আরা	৮৮	৭৯২
কম ধন-সম্পদ (বাগানওয়ালার চেয়ে তার সাথীর, বাগানওয়ালা মনে করে)	১৮-কাহ্ফ	৩৯	৭২৭
কাজে আসবে না কাফিরদের ধন-সম্পদ (কিয়ামতে)	৩-আলে ইমরান	১০	৫৩৬
কাজে আসবে না কাফিরদের ধন-সম্পদ (শাস্তির বিপরীতে)	৩-আলে ইমরান	১১৬	৫৪৭
কাজে আসবে না ধন-সম্পদ (বাম হাতে কিতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির)	৬৯-হাক্কাহ্	২৮	৯৭৯
কাজে আসবে না (মুনাফিকদের ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না)	৫৮-মুজাদালা	১৭	৯৫৪
কৃপণের সম্পদ (ধ্বংসের সময় তার কাজে আসবে না)	৯২-লাইল	১১	১০২৫
ক্ষতি (নূহের সম্প্রদায় অনুসরণ করে, যার ধন-সম্পদ ক্ষতি বৃদ্ধি করে)	৭১-নূহ্	২১	৯৮৫
ক্ষয়-ক্ষতি (ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা...)	২-বাক্বারা	১৫৫	৫১৭
গ্রাস (সম্পদ গ্রাস করা নিষেধ, বাতিল পন্থায়)	২-বাক্বারা	১৮৮	৫২১
গ্রাস (সম্পদের অংশ গ্রাস করার জন্য বিচারকের নিকট পেশ...)	২-বাক্বারা	১৮৮	৫২১
গ্রাস (ইহুদিরা বাতিল পন্থায় সম্পদ গ্রাস করার পরিণাম)	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
চাওয়া (নূহ আ.সম্প্রদায়ের কাছে ধন-সম্পদ চাননি...)	১১-হূদ	২৯	৬৬৮
জিহাদ (ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ বসে থাকার সমান নয়)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
জিহাদ করেছে ধন-সম্পদ দিয়ে রাসূল স. ও ঈমানদারগণ	৯-তাওবা	৮৮	৬৪৯
জিহাদ (ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদকারীদের শ্রেষ্ঠত্ব)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
জিহাদ (ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদের নির্দেশ)	৯-তাওবা	৪১	৬৪৪
জিহাদ (ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ অপছন্দ করেন আল্লাহ, তাদের যারা...)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
জিহাদ (ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেছে যারা...	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
জিহাদ (ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি...)	৯-তাওবা	৪৪	৬৪৪
জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ	৯-তাওবা	২০	৬৪২
জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা	৬১-সাফ্ফ	১১	৯৬১
জীবন ও ধন-সম্পদের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে (মুমিনদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৮৬	৫৫৪
দেয়া (অবিশ্বাসীকে ধন-সম্পদ দেয়া হবে, পুনরুত্থান হলে)	১৯-মারইয়াম	৭৭	৭৩৯
পরীক্ষা মাত্র (মুমিনদের সন্তান ও ধন-সম্পদ)	৬৪-তাগাবুন	১৫	৯৬৭
পুনরুত্থানের দিন সন্তান ও সম্পদ কোন উপকারে আসবে না	২৬-শু'আরা	৮৮	৭৯২
পুরুষের ধন-সম্পদ নারীর জন্য ব্যয় (পুরুষের কর্তৃত্ব প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
পূর্ববর্তীদের ধন-সম্পদ অধিক ছিল (মুনাফিকদের চেয়ে)	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
প্রতিদান (সম্পদ ব্যয় করার প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে)	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
প্রাচুর্য (ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেয়া হয়নি তালুতকে)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
প্রদান(ইয়াতিমকে তার ধন-সম্পদ প্রদান করার সময় সাক্ষী রাখা)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
বনী ইসরাঈলকে ধনসম্পদ দিয়ে পুনরায় বিজয়ী করা...	১৭-ইস্রা	৬	৭১৪
বাতিল পন্থায় অপরের সম্পদ খাওয়া/গ্রহণ করা যাবে না	৪-নিসা	২৯	৫৬০
বিপুল ধন সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ ওলীদ বিন মুগীরাকে	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১২	৯৯০
বিয়ে ধন-সম্পদের বিনিময়ে (যেসব নারীকে ধন-সম্পদের বিনিময়ে বিয়ে করা বৈধ)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
ব্যয় (আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
ব্যয় (আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের পর খোঁটা না দেয়া)	২-বাক্বারা	২৬২	৫৩১
ব্যয় (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সম্পদ ব্যয়ের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
ব্যয় (লোক দেখানোর জন্য ধন-সম্পদ ব্যয়ের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
ব্যস্ত রেখেছে ধন-সম্পদ (বেদুঈনদের ধন-সম্পদ তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে)	৪৮-ফাত্হ	১১	৯১৭
ব্যয় (দিন, রাত প্রকাশ্যে ও গোপনে দানকারীর প্রতিদান)	২-বাক্বারা	২৭৪	৫৩২
ব্যয় (ধন-সম্পদ ব্যয় করে কাফিররা, আল্লাহর পথ থেকে বিরত...)	৮-আনফাল	৩৬	৬৩৫
ব্যয় (মানুষকে দেখানোর জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করার পরিণাম)	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
ভালবাসা (মানুষ ধন-সম্পদকে অত্যন্ত ভালবাসে)	৮৯-ফাজ্র	২০	১০২২
ভালবাসা (ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের ভালবাসা প্রবল!)	১০০-'আদিয়াত	৮	১০৩০
নিকটবর্তী না করা (মানুষের ধন-সম্পদ তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে না)	৩৪-সাবা	৩৭	৮৪৪
পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীরা বাতিল পন্থায় মানুষের ধন-সম্পদ ভোগ করে...	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
বৃদ্ধি (মানুষের ধন-সম্পদের বৃদ্ধির পাওয়ার জন্য সুদভিত্তিক বিনিয়োগ...)	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
মাদইয়ানবাসীরা তাদের ধন-সম্পদের ব্যাপারে যা করে...	১১-হূদ	৮৭	৬৭৩
মুনাফিক/কাফিরদের ধন-সম্পদ যেন রাসূল স. কে মুগ্ধ না করে	৯-তাওবা	৫৫	৬৪৫
মুমিনদের ধন-সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন আল্লাহ	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
মু'মিনদের ধন-সম্পদ পরীক্ষা স্বরূপ	৮-আনফাল	২৮	৬৩৪
মুমিনদের সন্তান ও ধন-সম্পদ যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে না রাখে	৬৩-মুনাফিকূন	৯	৯৬৫
মুনাফিকদের ধন-সম্পদ যেন রাসূল স. কে মুগ্ধ না করে	৯-তাওবা	৮৫	৬৪৯
মুমিনদের সন্তান ও ধন-সম্পদ পরীক্ষা মাত্র	৬৪-তাগাবুন	১৫	৯৬৭
লালসা (ধন-সম্পদের লালসায় মুনাফিকরা মুমিনদের কাছে আসে)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
লাভ (দুনিয়ার জীবন ধন-সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতা...)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
সন্তান-সন্ততির ও ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি...	৬৮-ক্বালাম	১৪	৯৭৫
সমৃদ্ধ করা (ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়ে সমৃদ্ধ করবেন...)	৭১-নূহ্	১২	৯৮৪
সাহায্য (আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করলে মানুষ মনে করে...)	২৩-মু'মিনুন	৫৫	৭৬৯
সুলাইমানকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য(সাবার রানীর উপহার প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৩৬	৮০২
সৌন্দর্য স্বরূপ (দুনিয়ার জীবনের ধন-সম্পদ)	১৮-কাহ্ফ	৪৬	৭২৮
ধন-সম্পদ (রেখে যাওয়া বস্তু)			
আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে নারী-পুরুষের অংশ আছে	৪-নিসা	৭	৫৫৭
ধনী (আরো দেখুন বিত্তবান/সম্পদের অধিকারী শব্দটি)			
আল্লাহ ধনী-গরীব সকলের নিকটজন	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
বিরত থাকা উচিৎ, ধনী অভিভাবকের (ইয়াতিমের সম্পদ গ্রহণ থেকে)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
রাসূল স. কে আল্লাহ ধনী করেন (অসচ্ছল অবস্থা থেকে)	৯৩-দুহা	৮	১০২৬
ধমক			
মাতা-পিতাকে ধমক দেয়া নিষেধ	১৭-ইস্রা	২৩	৭১৬
মেঘমালাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে বেড়ায় ফেরেশতারা	৩৭-সাফ্ফাত	২	৮৫৭
সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক না দেয়ার নির্দেশ	৯৩-দুহা	১০	১০২৬
ধমকানো			
নূহকে ধমকানো হয়েছিল (তার সম্প্রদায় কর্তৃক)	৫৪-কামার	৯	৯৩৬

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ধমনী/জীবন ধমনী			
রাসূল স. বানিয়ে বললে আল্লাহ তার ধমনী কেটে দিতেন	৬৯-হাক্কাহ্	৪৬	৯৮০
রাসূল স. এর ধমনী আল্লাহ কেটে দিতেন (বানিয়ে কথা বললে)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৬	৯৮০
মানুষের ধমনী অপেক্ষা অধিক নিকট রয়েছেন আল্লাহ	৫০-ক্বাফ	১৬	৯২৩
ধরন			
আকাশের পানি দ্বারা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৫৩	৭৪৪
আট ধরনের পশু আল্লাহর সৃষ্টি (ছাগল/ভেড়া/উট/গরু প্র.)	৬-আন্'আম	১৪৩	৬১০
উৎকৃষ্ট ধরনের উদ্ভিদ আল্লাহ উদগত করেন	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
উৎকৃষ্ট ধরনের উদ্ভিদ উদগত হওয়া প্রসঙ্গ (পৃথিবীতে)	২৬-শু'আরা	৭	৭৮৮
বৃষ্টির পানিতে সব ধরনের উদ্ভিদ উদ্গত হওয়া প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
ধরা (আরো দেখুন পাকড়াও শব্দটি)			
আল্লাহকে পিছনে ফেলে রেখেছে (মাদইয়ানবসীরা)	১১-হূদ	৯২	৬৭৪
কিতাব ধরার নির্দেশ (ইয়াহইয়াকে)	১৯-মারইয়াম	১২	৭৩৪
পাপী ও বামহাতে আমলনামাপ্রাপ্তকে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ	৬৯-হাক্কাহ্	৩০	৯৭৯
পাপীকে ধরে তীব্র আগুনের দিকে টেনে নেয়ার নির্দেশ	৪৪-দুখান	৪৭	৯০৪
মাথা ও চুল ধরা (হারুনকে মাথা ও চুল ধরে মূসার দিকে টেনে আনা)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
মূসাকে সাপ/লাঠি ধরার নির্দেশ (আল্লাহ কর্তৃক)	২০-ত্বা-হা	২১	৭৪২
শক্তভাবে ধরা (ফলক/তাওরাতকে শক্তভাবে ধরার নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
হারূনের দাড়ি ও চুল না ধরার অনুরোধ (মূসাকে)	২০-তা-হা	৯৪	৭৪৭
হাত ধরা (মূর্তিদের কি হাত আছে যা দিয়ে তারা ধরে ?)	৭-আ'রাফ	১৯৫	৬৩১
মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে পর্যায়ক্রমে ধরা (আয়াতকে মিথ্যা...)	৭-আ'রাফ	১৮২	৬২৯
ধরা (গ্রেফতার)			
আক্রমণকারীদেরকে ধরা/গ্রেফতার ও হত্যা করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
মুনাফিকদেরকে ধরা ও হত্যা করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
ধরা পড়া			
মূসার সঙ্গীদের ধরা পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ	২৬-শু'আরা	৬১	৭৯১
ধরাশায়ী			
আদ জাতি ঝড়ো হাওয়ায় ধরাশায়ী হয় (খেজুর গাছের গোড়ার মত)	৬৯-হাক্কাহ্	৭	৯৭৮
ধরে আনা			
শিকারী প্রাণীর ধরে আনা শিকার খাওয়া বৈধ...	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
ধরে নিয়ে যাওয়া			
মানুষ ধরে নিয়ে যাবে, এমন আশঙ্কা ছিল যখন মু'মিনদের	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪
ধরে ফেলা			
ডান হাতে আল্লাহ রাসূল স. কে ধরে ফেলতেন (রাসূল স. বানিয়ে বললে!)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৫	৯৮০
ধরে রাখা			
আকাশ-পৃথিবীকে আল্লাহ ছাড়া আর কে ধরে রাখবে?	৩৫-ফাতির	৪১	৮৫০
আল্লাহ ধরে রাখলে (কাফিরদের রিযিক কে দেবে)	৬৭-মুল্ক	২১	৯৭৩
দয়ার ভান্ডার ধরে রাখত কাফিররা (ব্যয় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়)	১৭-ইসরা	১০০	৭২২
দাম্পত্য সম্পর্ক ধরে রাখা নিষেধ (কাফির নারীদের সাথে...)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
পাখিদের ধরে রাখেন দয়াময় আল্লাহ (আকাশে)	৬৭-মুল্ক	১৯	৯৭৩
ধর্ম (উম্মত)			
একই উম্মত/ধর্ম (এই উম্মত/ধর্ম একই উম্মত/ধর্ম...)	২১-আম্বিয়া	৯২	৭৫৬
পিতৃপুরুষকে মুশরিকরা যে উম্মত/ধর্মের উপর পায় তাই মানে	৪৩-যুখরুফ	২২	৮৯৭
পিতৃপুরুষের উম্মত/ধর্মের অনুসারী (সকলযুগের বিত্তবানরা)	৪৩-যুখরুফ	২৩	৮৯৭
মানুষকে এক উম্মত/ধর্মভুক্ত করতেন (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন)	১৬-নাহ্ল	৯৩	৭১১
ধর্মাদর্শ			
ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা আসহাবে কাহফকে (শহরবাসীদের ধর্মাদর্শে)	১৮-কাহ্ফ	২০	৭২৫
শেষ ধর্মাদর্শেও এক ইলাহের কথা শোনেনি (কাফিররা)	৩৮-সোয়াদ	৭	৮৬৬
ধর্মাদর্শ (মিল্লাত)			
ফিরে যাওয়া (শু'আইব সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শে ফিরে যাওয়া অযৌক্তিক)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
ফিরে আসা (শু'আইবকে সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শ/মিল্লাতে ফিরে আসার চাপ)	৭-আ'রাফ	৮৮	৬২১
ধসিয়ে দেয়া			
স্থলভাগ ধসিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কি মুশরিকরা নিরাপদ?	১৭-ইসরা	৬৮	৭২০
ধসে পড়া			
ষড়যন্ত্রকারীদের উপর তাদের উপর থেকে ছাদ ধসে পড়েছিল	১৬-নাহ্ল	২৬	৭০৫
ধাওয়া			

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কুকুরকে ধাওয়া করলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপায় (উপমা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
ধাঁধানো			
যখন চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, কিয়ামত প্রসঙ্গ	৭৫-কিয়ামাহ্	৭	৯৯৩
ধাক্কা			
এক ধাক্কায় যমীন ও পর্বতকে সমতল করা হবে (কিয়ামতে)	৬৯-হাক্কাহ্	১৪	৯৭৮
যে দিন ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের দিকে নেয়া হবে	৫২-তূর	১৩	৯২৯
ধাত্রী			
ধাত্রীদেরকে নিষিদ্ধ করে দিলেন আল্লাহ, মূসার জন্য	২৮-কাসাস	১২	৮০৮
ধাবমান			
প্রবলভাবে ধাবমানদের...	৭৭-মুরসালাত	২	৯৯৭
ধাবিত			
আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হওয়া (জুমআর নামাজের আহবানে)	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার আহবান (মানুষকে)	৫১-যারিয়াত	৫০	৯২৮
কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হত (যাকারিয়া আ. ও ইয়াহ্ইয়া)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
কুফরীর দিকে ধাবিত হয় যারা তারা যেন রাসূল স. কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত...	৩-আলে ইমরান	১৭৬	৫৫৩
বাপ-দাদাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল জালিমরা	৩৭-সাফফাত	৭০	৮৬০
বেদীর দিকে ধাবিত হওয়ার ন্যায় দ্রুত বের হবে মানুষ	৭০-মা'আরিজ	৪৩	৯৮৩
যাকারিয়া আ. ও ইয়াহ্ইয়া কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হত	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
ধারণ			
তাওরাতকে ধারণ (তাকওয়া অবলম্বনের জন্য)	৭-আ'রাফ	১৭১	৬২৮
বনীইসরাঈলের ধারণ করা (আল্লাহ প্রদত্ত তাওরাত প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৩	৫০৭
শক্তভাবে ধারণের নির্দেশ (আল্লাহ ইহুদীদেরকে যা দিয়েছেন)	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
শোভাধারণ (ভূমি যখন শোভাধারণ করে ও আকর্ষণীয় হয়...)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
হাতল দৃঢ়ভাবে ধারণ করে (চেহারাকে আল্লাহর দিকে সমর্পণকারী)	৩১-লুকমান	২২	৮২৮
ধারণকারিণী			
পৃথিবীকে আল্লাহ ধারণকারিণী বানান জীবিত ও মৃতদের কে...	৭৭-মুরসালাত	২৫	৯৯৮
ধারণ (দৃঢ়ভাবে)			
ওহীকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৪৩-যুখরুফ	৪৩	৮৯৯
কিতাব (দৃঢ়ভাবে ধারণের মত কিতাব কি মুশরিকদের আছে?)	৪৩-যুখরুফ	২১	৮৯৭
কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারীর কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না	৭-আ'রাফ	১৭০	৬২৮
মজবুত হাতল ধারণ করল (তাগুতকে অস্বীকারকারী)	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
ধারণা (আরো দেখুন অনুমান শব্দটি)			
অজ্ঞতামূলক ধারণা করছিল আল্লাহ সম্পর্কে (মুনাফিকরা)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
অনুসরণ (অধিকাংশ মানুষ ধারণার অনুসরণ করে)	৬-আন্'আম	১১৬	৬০৭
অমরত্বের ধারণা (সম্পদ অমর করে রাখবে বলে জমাকারীর ধারণা)	১০৪-হুমাযা	৩	১০৩৩
অসত্য ধারণা করছিল মুনাফিকরা আল্লাহ সম্পর্কে	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
আপতিত হওয়ার ধারণা (মেরুদন্ডভাঙ্গা আচরণ আপতিত হওয়ার ধারণা, কিয়ামতে)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৫	৯৯৪
আল্লাহ সম্পর্কে মুমিনদের নানা রকম ধারণা প্রসঙ্গ (খন্দক যুদ্ধে)	৩৩-আহযাব	১০	৮৩৪
আল্লাহর শত্রুদের ধারণা- 'প্রতিপালক কৃতকর্ম সম্পর্কে জানে না।'	৪১-ফুস্সিলাত	২৩	৮৮৭
আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণকারী মুনাফিকদের শাস্তি	৪৮-ফাত্হ	৬	৯১৬
ইউনুসের (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া দেশত্যাগ করলেও শাস্তি না দেয়ার ধারণা)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
ইলাহ হিসেবে যাদেরকে ধারণা করেছে তাদেরকে ডাকা...	১৭-ইসরা	৫৬	৭১৮
উপাস্য ধারণা করেছে যাদেরকে মুশরিকরা তাদেরকে ডাকুক	৩৪-সাবা	২২	৮৪৩
কাফিরদের ধারণা (আকাশ ও পৃথিবী অনর্থক সৃষ্টি)	৩৮-সোয়াদ	২৭	৮৬৭
কাফিরদের সম্পর্কে ধারণা করা যাবে না যে তারা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে	২৪-নূর	৫৭	৭৮০
কাফিরদের অমূলক ধারণা (পুনরুত্থান সম্পর্কে)	৬৪-তাগাবুন	৭	৯৬৬
কিয়ামত সম্পর্কে ধারণা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীদের)	১০-ইউনুস	৬০	৬৬০
জগতসমূহের প্রতিপালক সম্পর্কে ধারণা কী? (ইবরাহীমের প্রশ্ন)	৩৭-সাফফাত	৮৭	৮৬১
জিনদের ধারণা (জিনরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না)	৭২-জিন্	১২	৯৮৬
দাউদ আ. ধারণা করল (দু'প্রতিপক্ষের প্রবেশ আল্লাহর পরীক্ষা)	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হবে না (কাফিরদের ধারণা)	১৮-কাহ্ফ	৪৮	৭২৮
পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফিরদের অমূলক ধারণা	৬৪-তাগাবুন	৭	৯৬৬
প্রতিপালক সম্পর্কে আল্লাহর শত্রুদের ধারণা তাদের ধ্বংসের কারণ	৪১-ফুস্সিলাত	২৩	৮৮৭
ভাল ধারণা (মু'মিনরা ভাল ধারণা করল না কেন...)	২৪-নূর	১২	৭৭৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ধারণা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মন্দ ধারণা (রাসূল স. ও মুমিনদের সম্পর্কে বেদুঈনদের মন্দ ধারণা)	৪৮-ফাত্হ	১২	৯১৭
মুক্তির (ইউসূফ যার ব্যাপারে মুক্তি পাওয়ার ধারণা করল)	১২-ইউসুফ	৪২	৬৮০
মুমিনরা ধারণা করবে তারা কবরে সমান্য সময় অবস্থান করেছিল	১৭-ইস্রা	৫২	৭১৮
মুশরিকদের ধারণা (যাদেরকে মুশরিকরা শরীক ধারণা করত তাদের প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	২২	৫৯৭
মুত্তাকীদেরকে ধারণাতীত উৎস থেকে আল্লাহ রিযিক দান করেন	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
মুশরিকদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ ও শরীকদের জন্য অংশ নির্ধারণ	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
মুশরিকদের ধারণা অনুযায়ী কতক গবাদি পশুর পিঠ হারাম	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
মূসা আ. ধারণা করেন ফিরআউন ধ্বংসপ্রাপ্ত	১৭-ইস্রা	১০২	৭২৩
শরীক ধারণা (মানুষ শরীক ধারণা করত যাদেরকে...)	২৮-কাসাস	৬২	৮১৩
শরীক ধারণা করত যাদেরকে আল্লাহর সাথে তাদেরকে ডাকার নির্দেশ !	১৮-কাহ্ফ	৫২	৭২৯
শরীক ধারণা করত যাদেরকে তাদেরকে ডাকবেন আল্লাহ কিয়ামতে	২৮-কাসাস	৭৪	৮১৪
শরীক ধারণা করা (মুশরিকদের প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯৪	৬০৫
সত্য প্রমাণ (ধারণা সত্য প্রমাণ করল ইবলিস, সাবাবাসীদের উপর)	৩৪-সাবা	২০	৮৪৩
ধিক্			
ইবরাহীমের সম্প্রদায়কে ধিক্(আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করায়)	২১-আম্বিয়া	৬৭	৭৫৪
ধীরে ধীরে			
গুটিয়ে আনা (ছায়াকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৪৬	৭৮৫
ধুনিত পশম			
মহাপ্রলয়ের দিন পর্বতসমূহ ধুনিত পশমের মত হয়ে যাবে	১০১-ক্বারি'আ	৫	১০৩১
পর্বত ধুনিত পশমের মত হবে (কিয়ামতের দিন)	৭০-মা'আরিজ	৯	৯৮১
ধূর্ত			
জিন (সাবার রানীর সিংহাসন তুলে আনতে ধূর্ত জিনের আগ্রহ প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৩৯	৮০৩
ধূলা			
প্রভাতে আক্রমণকারী/ধূলা উড়ানো ঘোড়ার কসম	১০০-'আদিয়াত	৪	১০৩০
ধূলিকণা			
বিক্ষিপ্ত ধূলিকাণায় পরিণত হবে পর্বতমালা (কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬	৯৪৩
বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন আল্লাহ, অপরধীদের...	২৫-ফুরকান	২৩	৭৮৪
ধূলিময়			
চেহারা (কিয়ামতে কিছু চেহারা ধুলিময় হবে)	৮০-আবাসা	৪০	১০০৭
ধূসর			
আবর্জনা (ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন আল্লাহ চারণভূমিকে)	৮৭-আ'লা	৫	১০১৮
ধৈর্য			
অধিকারী (মন্দকে উত্তম দ্বারা প্রতিহত করতে পারে যারা ধৈর্যের অধিকারী)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৫	৮৮৮
অহঙ্কারীদের বিচলিত হওয়া ও ধৈর্য ধারণ উভয়ই সমান(কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
আয়ত্তহীন বিষয়ে মূসা আ. কিভাবে ধৈর্য ধারণ করবে ?	১৮-কাহ্ফ	৬৮	৭৩০
আল্লাহর শত্রুরা ধৈর্যধারণ করলেও আগুনই হবে তাদের আবাস	৪১-ফুস্সিলাত	২৪	৮৮৭
আল্লাহর সাহায্যেই রাসূল স. এর ধৈর্যধারণ...	১৬-নাহ্ল	১২৭	৭১৩
আহ্বান (ধৈর্যধারণের আহ্বান)	২৫-ফুরকান	২০	৭৮৩
আহ্বানকারীদের সাথে (আল্লাহকে আহ্বানকারীদের সাথে ধৈর্য সহকারে নিজকে রাখা)	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
ঈমানদারদেরকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	২০০	৫৫৫
ঈমানদারদের ধৈর্যের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ (কিয়ামতে)	২৩-মু'মিনূন	১১১	৭৭৩
উত্তম (মুমিন দাসীকে বিয়ে করার চেয়ে ধৈর্যধারণ করা উত্তম)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
উত্তম হতো, যদি মুমিনরা রাসূল স. আসা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করতো.	৪৯-হুজুরাত	৫	৯২০
উত্তম (ধৈর্যধারণই উত্তম, ইয়াকুব আ.বললেন)	১২-ইউসুফ	৮৩	৬৮৪
উত্তম (ধৈর্য ধারণ উত্তম, শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১২৬	৭১৩
উত্তম ধৈর্য অবলম্বন করলেন ইয়াকুব আ.(ইউসুফকে হারিয়ে)	১২-ইউসুফ	১৮	৬৭৮
উপদেশ (ধৈর্যের উপদেশদানকারীগণ ক্ষতির মধ্যে নেই)	১০৩-আস্র	৩	১০৩২
উপদেশ (পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ প্রদান)	৯০-বালাদ	১৭	১০২৩
কর্মফল (ধৈর্যধারণকারীর কর্মফল নষ্ট করেন না আল্লাহ)	১২-ইউসুফ	৯০	৬৮৫
কষ্টে ধৈর্য ধারণ করার ওয়াদা (রাসূলগণের)	১৪-ইবরাহীম	১২	৬৯৪
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (ধৈর্য ধারণ/সৎকাজের জন্য)	১১-হূদ	১১	৬৬৬
জাদুকরদের ধৈর্য ধারণের শক্তি প্রার্থনা (ঈমান আনার পর)	৭-আ'রাফ	১২৬	৬২৩
জান্নাতীদের ধৈর্যের কারণে ফেরেশতাদের সালাম	১৩-রা'দ	২৪	৬৯০
তাকওয়া অবলম্বন ও ধৈর্যধারণ দৃঢ়সংকল্পের বিষয়...	৩-আলে ইমরান	১৮৬	৫৫৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দৃঢ় সংকল্পের কাজ (জুলুমের বিপরীতে ধৈর্যধারণ ও ক্ষমা)	৪২-শূরা	৪৩	৮৯৪
দৃঢ়সংকল্পসম্পন্ন রাসূলগণের মত ধৈর্যধারণ করা প্রসঙ্গ (মুহাম্মদ স. এর)	৪৬-আহ্কাফ	৩৫	৯১১
নবীকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ (শুভ পরিণামের জন্য)	১১-হূদ	৪৯	৬৭০
নির্যাতিত হয়ে হিজরত/জিহাদ/ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তার প্রতি...	১৬-নাহ্ল	১১০	৭১২
পুরস্কার (ধৈর্যশীল ও আল্লাহর উপর ভরসাকারীর পুরস্কার প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৫৯	৮২১
প্রতিদান (জান্নাতের কক্ষ প্রতিদান দেয়া হবে, ধৈর্যধারণকারীকে)	২৫-ফুরকান	৭৫	৭৮৭
প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ উত্তম	১৬-নাহ্ল	১২৬	৭১৩
প্রতিপালকের হুকুমের জন্য ধৈর্যধারণের আহ্বান	৬৮-ক্বালাম	৪৮	৯৭৭
প্রতিপালকের হুকুমের জন্য ধৈর্য ধারণের উপদেশ (রাসূল স. কে)	৭৬-দাহ্র	২৪	৯৯৬
প্রতিদান (ধৈর্য ও আল্লাহর উপর ভরসার জন্য হিজরত, প্রতিদান)	১৬-নাহ্ল	৪২	৭০৬
প্রতিপালকের নির্দেশের জন্য রাসূল স. এর ধৈর্যধারণ...	৫২-তূর	৪৮	৯৩১
প্রতিদান (ধৈর্য ধারণ/সৎকাজের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান)	১১-হূদ	১১	৬৬৬
প্রতিদান (ধৈর্যধারণের কারণে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে)	২৮-কাসাস	৫৪	৮১২
প্রতিদান (ধৈর্য ধারণের প্রতিদান, কাজের চেয়েও উত্তম)	১৬-নাহ্ল	৯৬	৭১১
প্রার্থনা (ধৈর্য প্রার্থনা, প্রতিপালকের নিকট, তালূত বাহিনীর)	২-বাক্বারা	২৫০	৫২৯
ফয়সালার জন্য ধৈর্যধারণ (আল্লাহর ফয়সালা, শু'আইব প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৭	৬২০
বনী ইসরাঈলের ধৈর্য ধারণ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
বনী ইসরাঈলের একরকম খাদ্যের উপর ধৈর্য না ধরা	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
বনী ইসরাঈলের নেতাদের ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাস প্রসঙ্গ	৩২-সাজ্দা	২৪	৮৩২
বহু ইলাহের উপর ধৈর্যধারণের জন্য কাফির নেতাদের নির্দেশ	৩৮-সোয়াদ	৬	৮৬৬
বিপদে ধৈর্যধারণ দৃঢ় সংকল্পের ব্যাপার (পুত্রকে লোকমানের উপদেশ)	৩১-লুকমান	১৭	৮২৮
বিনিময় (হিজরত/জিহাদ/ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা...)	১৬-নাহ্ল	১১০	৭১২
বুদ্ধিমানরা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
মুশরিকরা ধৈর্যধারণ না করলে রাসূল স. তাদেরকে...	২৫-ফুরকান	৪২	৭৮৫
মুহাম্মদের স. ধৈর্যধারণ(দৃঢ়সংকল্পসম্পন্ন রাসূলদের ধৈর্যধারণের মত)	৪৬-আহ্কাফ	৩৫	৯১১
মুমিনরা ধৈর্যধারণ ও তাকওয়া অবলম্বন করলে...	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭
মুমিনরা ধৈর্যধারণ করলে ও তাকওয়া অবলম্বন করলে...	৩-আলে ইমরান	১২৫	৫৪৮
মু'মিনদেরকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ	৮-আনফাল	৪৬	৬৩৬
মূসা আ. ধৈর্য ধারণ করতে না পারা (খিজিরের সাথে)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
মূসা আ. ধৈর্য ধারণে সক্ষম ছিল না যে সব কাজে (খিজিরের সাথে)	১৮-কাহ্ফ	৭৮	৭৩১
মূসার সম্প্রদায়কে ধৈর্য ধারণ করতে বলা	৭-আ'রাফ	১২৮	৬২৩
মূসার ধৈর্যধারণ করতে না পারা (খিজিরের সাথে)	১৮-কাহ্ফ	৭২	৭৩০
মূসার ধৈর্য্য ধারণ করতে না পারা (খিজিরের সাথে)	১৮-কাহ্ফ	৭৫	৭৩১
রাসূল স. এর ধৈর্যধারণ আল্লারই মাধ্যমে/সাহায্যে...	১৬-নাহ্ল	১২৭	৭১৩
রাসূল স. এর ধৈর্যধারণ (প্রতিপালকের নির্দেশের জন্য)	৫২-তূর	৪৮	৯৩১
রাসূল স. কে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ	৪০-মু'মিন	৭৭	৮৮৪
রাসূল স. কে ধৈর্যধারণের নির্দেশ	৭০-মা'আরিজ	৫	৯৮১
রাসূল স. কে ধৈর্যধারণের নির্দেশ (প্রতিপালকের জন্য)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৭	৯৯০
রাসূল স. কে ধৈর্যধারণের নির্দেশ (কাফিরদের কথায়)	৩৮-সোয়াদ	১৭	৮৬৭
রাসূল স. কে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ	৩০-রূম	৬০	৮২৬
রাসূল স. কে ধৈর্যধারণের নির্দেশ	১১-হূদ	১১৫	৬৭৬
রাসূল স. কে ধৈর্যধারণের আহ্বান (মুশরিকদের কথায়)	৫০-ক্বাফ	৩৯	৯২৪
রাসূল স. কে মানুষের কথায় ধৈর্য ধারনের নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
রাসূল স. কে ধৈর্যধারণ করতে আল্লাহর উপদেশ	৪০-মু'মিন	৫৫	৮৮২
রাসূল স. কে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ (কাফিরদের কথায়)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১০	৯৮৮
রাসূল স. কে প্রতিপালকের হুকুমের জন্য ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ	৭৬-দাহ্র	২৪	৯৯৬
রাসূলগণের ধৈর্যধারণ (মিথ্যাবাদী বলার পরও)	৬-আন্'আম	৩৪	৫৯৯
রাসূল স. এর ধৈর্যধারণ (আল্লাহ ফয়সালা না করা পর্যন্ত রাসূল স. এর ধৈর্যধারণ)	১০-ইউনুস	১০৯	৬৬৪
শুভ পরিণামের জন্য নবীকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ	১১-হূদ	৪৯	৬৭০
সক্ষম হবে না মূসা, ধৈর্যধারণ করতে (খিজিরের আশঙ্কা)	১৮-কাহ্ফ	৬৭	৭৩০
সাহায্যপ্রার্থনা (ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৪৫	৫০৫
সাহায্য প্রার্থনা (ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৫৩	৫১৭
সুসংবাদ (বিপদে আক্রান্ত হয়ে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ)	২২-হাজ্জ	৩৫	৭৬১
হিজরতকারীদের ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর উপর ভরসা (প্রতিদান প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৪২	৭০৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ধৈর্যশীল			
উত্তম পুরস্কারের অধিকারী হবে ধৈর্যশীলরা	২৮-কাসাস	৮০	৮১৫
আগুনের শাস্তির ব্যাপারে কতইনা ধৈর্যশীল তারা যারা...	২-বাক্বারা	১৭৫	৫১৭
আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন	৮-আনফাল	৪৬	৬৩৬
আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন	২-বাক্বারা	১৫৩	৫১৭
আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
ইদরিস ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন	২১-আম্বিয়া	৮৫	৭৫৫
ইসমাঈল ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন	২১-আম্বিয়া	৮৫	৭৫৫
ইসমাঈলকে ধৈর্যশীল পাবেন পিতা (জবাই করার সময়)	৩৭-সাফফাত	১০২	৮৬২
উত্তম, ধৈর্যশীলদের জন্য (শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১২৬	৭১৩
জেনে নিবেন আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৪২	৫৪৯
জেনে নিবেন (আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে পরীক্ষা করে জেনে নিবেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩১	৯১৪
নিদর্শন (আল্লাহর দিনগুলো ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য নিদর্শনস্বরূপ)	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩
নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীলদের জন্য (সাবাবাসীদের পরিণতিতে)	৩৪-সাবা	১৯	৮৪২
নিদর্শন (ধৈর্যশীলদের জন্য নৌযানের চলাচলে নিদর্শন রয়েছে)	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
নিদর্শন, ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য (সমুদ্র-পৃষ্ঠে নিশ্চল জাহাজ)	৪২-শূরা	৩৩	৮৯৪
বান্দা (আইউব ধৈর্যশীল বান্দা ছিলেন)	৩৮-সোয়াদ	৪৪	৮৬৮
বিশজন ধৈর্যশীল বিজয়ী হবে দুইশত জনের উপরে	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
বেহিসাব প্রতিদান দেয়া হবে (ধৈর্যশীলদেরকে)	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
ভালবাসেন আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
মুত্তাকীরা ধৈর্যশীল	৩-আলে ইমরান	১৭	৫৩৭
মু'মিন (ধৈর্যশীল একশত মু'মিন বিজয়ী হবে দুইশত কাফিরের উপর)	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
মূসা আ. ধৈর্যশীল থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন খিজিরকে	১৮-কাহ্ফ	৬৯	৭৩০
যুল কিফল ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন	২১-আম্বিয়া	৮৫	৭৫৫
সুসংবাদ (ধৈর্যশীলদের জন্য সুসংবাদ, যারা বিপদে...)	২-বাক্বারা	১৫৫	৫১৭
ধৈর্যশীলতা			
ধৈর্যশীলতার প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ জান্নাত দিবেন	৭৬-দাহ্র	১২	৯৯৫
ধৈর্যশীল নারী			
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (ধৈর্যশীল নারী-পুরুষের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
ধৈর্যশীল পুরুষ			
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (ধৈর্যশীল নারী-পুরুষের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
ধৈর্যের প্রতিযোগিতা			
ঈমানদারদেরকে ধৈর্যের প্রতিযোগিতার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	২০০	৫৫৫
ধৈর্য ধারণকারী			
অভাব-অনটনে ধৈর্য ধারণকারী প্রকৃত সত্যবাদী ও মুত্তাকী	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণকারী প্রকৃত সত্যবাদী ও মুত্তাকী	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণকারী প্রকৃত সত্যবাদী ও মুত্তাকী	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
ধৌত করা			
মুখমন্ডল ধৌত করার নির্দেশ (অজুতে)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
ধোঁকা			
আল্লাহকে ধোকা দিতে চায় (মুনাফিকরা)	২-বাক্বারা	৯	৫০২
আল্লাহকে ধোকা দেয় বলে ভাবে মুনাফিকরা	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
কাফিররা ধোকা দিতে চায় যদি রাসূল স. কে (সন্ধি প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৬২	৬৩৮
দ্বীনের বিষয়ে মিথ্যা রচনা ধোঁকায় ফেলে রেখেছে তাদেরকে যারা...	৩-আলে ইমরান	২৪	৫৩৮
নিজকেই ধোকা দেয় (মুনাফিকরা)	২-বাক্বারা	৯	৫০২
মুনাফিকদেরকে আল্লাহই ধোকা দেন (নামাজ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
মুমিনদেরকে ধোকা দিতে চায় (মুনাফিকরা)	২-বাক্বারা	৯	৫০২
ধোঁয়া			
আকাশ ছিল ধোঁয়া (সৃষ্টির সূচনা পর্ব প্রসঙ্গ)	৪১-ফুস্সিলাত	১১	৮৮৬
ধোঁয়াচ্ছন্ন			
আকাশ ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে আসবে (কিয়ামতে)	৪৪-দুখান	১০	৯০২
ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা			
জিনকে আল্লাহ ধোঁয়াহীন অগ্নি শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন	৫৫-রাহমান	১৫	৯৩৯
ধোঁয়ার কুন্ডলী			
জিনের প্রতি ধোঁয়ার কুন্ডলী প্রেরণ(সীমা অতিক্রম করতে গেলে)	৫৫-রাহমান	৩৫	৯৪০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষের প্রতি ধোঁয়ার কুন্ডলী প্রেরণ(সীমা অতিক্রম করতে গেলে)	৫৫-রাহমান	৩৫	৯৪০
ধ্বংস (আরো দেখুন চূর্ণ-বিচূর্ণ শব্দটি)			
অধিকৃত অংশ ধ্বংস করা (বনী ইসরাইল প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্রা	৭	৭১৪
অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক	৫১-যারিয়াত	১০	৯২৫
অপরাধের কারণে ধ্বংস করলেন প্রতিপালক ফিরআউন বংশ...	৮-আনফাল	৫৪	৬৩৭
অপরাধের কারণে পূর্ববর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করা হয়	৬-আন্'আম	৬	৫৯৬
অবশিষ্টদের ধ্বংস করলেন আল্লাহ (লূত-পরিবার ছাড়া)	৩৭-সাফফাত	১৩৬	৮৬৩
অর্জন/কৃতকর্মের কারণে মানুষের ধ্বংস প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
আকাশ-পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত, যদি সত্যদের প্রবৃত্তির অনুগামী হত	২৩-মু'মিনূন	৭১	৭৭০
আকাশ-পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত (বহু ইলাহ থাকলে)	২১-আম্বিয়া	২২	৭৫১
আগুনের অধিবাসীদের জন্য ধ্বংস	৬৭-মুল্ক	১১	৯৭২
আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস (প্রতিপালককে অবিশ্বাস করায়)	১১-হূদ	৬০	৬৭১
আদ সম্প্রদায়কে আল্লাহ ধ্বংস করেন (হূদকে মিথ্যাবাদী বলায়)	২৬-শু'আরা	১৩৯	৭৯৫
আদ সম্প্রদায়কে আল্লাহ ধ্বংস করেছিলেন	৫৩-নাজম	৫০	৯৩৪
আবু লাহাবের দুই হাত ও সে নিজে ধ্বংস হোক!	১১১-লাহাব	১	১০৩৫
আবাস (অকৃতজ্ঞতা ও সম্প্রদায়কে ধ্বংসের আবাসে নামিয়ে আনা)	১৪-ইবরাহীম	২৮	৬৯৬
আল্লাহ ধ্বংস করতে চান যদি- মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ও...	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
আল্লাহ ধ্বংস করেছেন কারুনের চেয়ে শক্তিশালী প্রজন্ম	২৮-কাসাস	৭৮	৮১৫
আল্লাহ ধ্বংস করুন তাদেরকে যারা পূর্ববর্তী কাফিরদের অনুকরণ করেছিল	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
আল্লাহর শত্রুদের ধ্বংসের কারণ- প্রতিপালক সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা	৪১-ফুস্সিলাত	২৩	৮৮৭
আল্লাহ যদি ধ্বংস করেন রাসূল স. ও তার সাথীদেরকে...	৬৭-মুল্ক	২৮	৯৭৪
আল্লাহ যাদের ধ্বংস করবেন তাদেরকে উপদেশ দানের যৌক্তিকতা	৭-আ'রাফ	১৬৪	৬২৮
আহ্বান (ধ্বংস আহ্বান করবে কাফিররা, কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	১৪	৭৮৩
আহ্বান (ধ্বংস আহ্বান করার নির্দেশ, কাফিরদেরকে)	২৫-ফুরকান	১৪	৭৮৩
ইচ্ছা (প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পূর্বেই ধ্বংস করতে পারতেন, মূসা আ.প্র)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
ঈমান না আনার কারণে জনপদ ধ্বংস হওয়া প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৬	৭৫০
উম্মত (সকল উম্মতকে একের পর এক ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৪৪	৭৬৮
ওয়ালিদ বিন মুগীরার ধ্বংস (সিদ্ধান্তের জন্য)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২০	৯৯১
ওয়ালিদ বিন মুগীরার ধ্বংস (সিদ্ধান্তের জন্য)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৯	৯৯১
কাফিররা নিজেদের বাড়ীঘর নিজেরাই ধ্বংস করল	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
কিয়ামতে বিশ্বাস না করলে ধ্বংস হওয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১৬	৭৪১
কৃপণ ব্যক্তির ধ্বংসের সময় তার সম্পদ কাজে আসবে না	৯২-লাইল	১১	১০২৫
গর্তওয়ালাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল	৮৫-বুরূজ	৪	১০১৫
ছামুদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয় (সালিহকে হত্যার ষড়যন্ত্র করায়)	২৭-নামল	৫১	৮০৪
ছামুদ জাতির ধ্বংসের ন্যায় মাদইয়ানবাসীও ধ্বংস হল	১১-হূদ	৯৫	৬৭৪
ছামূদ সম্প্রদায়কে বজ্রধ্বনি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল	৬৯-হাক্কাহ্	৫	৯৭৮
ছামূদ জাতির ধ্বংস (প্রতিপালককে অবিশ্বাস করায়)	১১-হূদ	৬৮	৬৭২
ছামুদ জাতিকে ধ্বংস করলেন প্রতিপালক (তাদের পাপের কারণে)	৯১-শাম্স	১৪	১০২৪
জনপদকে ধ্বংস (জুলুমের জন্য)...	১৮-কাহ্ফ	৫৯	৭২৯
জনপদকে রাজাগণ ধ্বংস করে (জনপদে প্রবেশ করলে)	২৭-নামল	৩৪	৮০২
জনপদ ধ্বংস (জুলুমের কারণে আল্লাহ কত জনপদ ধ্বংস করেছেন)	২২-হাজ্জ	৪৫	৭৬২
জনপদ ধ্বংস করা হয়েছে (কিতাবে লিপিবদ্ধ নির্ধারিত সময়ে)	১৫-হিজর	৪	৬৯৮
জনপদ ধ্বংস করেছেন আল্লাহ...	৭-আ'রাফ	৪	৬১৩
জনপদ ধ্বংস করেছেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৫৮	৮১৩
জনপদ ধ্বংস করেন আল্লাহ (পাপাচারের কারণে)	১৭-ইস্রা	১৬	৭১৫
জনপদ ধ্বংস করেন না আল্লাহ (সতর্ককারী না পাঠিয়ে)	২৬-শু'আরা	২০৮	৭৯৮
জনপদ ধ্বংস (চারপাশের জনপদ ধ্বংস ও আয়াত বর্ণনা)	৪৬-আহ্কাফ	২৭	৯১০
জনপদ(ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের অধিবাসীরা ফিরে আসবে না)	২১-আম্বিয়া	৯৫	৭৫৬
জনপদ ধ্বংস (প্রতিপালক অন্যায়ভাবে কোন জনপদ ধ্বংস করেন না)	১১-হূদ	১১৭	৬৭৬
জনপদবাসীকে ধ্বংস (ফেরেশতা কর্তৃক লূত সম্প্রদায়কে ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩১	৮১৮
জনপদের অধিবাসীদের ঈমান না আনার ফলে ধ্বংস হওয়া	২১-আম্বিয়া	৬	৭৫০
জনপদ ধ্বংসে (আল্লাহ কোন জনপদ ধ্বংসের ইচ্ছা করলে...)	১৭-ইস্রা	১৬	৭১৫
জনগোষ্ঠী ধ্বংসে (কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	৩৮-সোয়াদ	৩	৮৬৬
জনপদ ধ্বংস (রাসূল স. এর জনপদের চেয়ে শক্তিশালী জনপদ ধ্বংস...)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৩	৯১৩
জান্নাতিকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছিল জাহান্নামি ব্যক্তি (দুনিয়াতে)	৩৭-সাফফাত	৫৬	৮৫৯
জালিমদের ধ্বংস প্রসঙ্গে রাসূলগণের প্রতি ওহী...	১৪-ইবরাহীম	১৩	৬৯৪
জালিমদের ধ্বংস বৃদ্ধির জন্য নূহের দোয়া	৭১-নূহ্	২৮	৯৮৫

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নম্বর ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ধ্বংস(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জাহাজ ধ্বংস করতে পারেন আল্লাহ (মানুষের কৃতকর্মের কারণে)	৪২-শূরা	৩৪	৮৯৪
জালিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হবে (আল্লাহর শাস্তি আসলে)	৬-আন্'আম	৪৭	৬০০
জালিম সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস (আদ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	৪১	৭৬৮
জালিম সম্প্রদায়ের ধ্বংস কামনা (নূহের প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
জালিমদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন	২১-আম্বিয়া	৯	৭৫০
ঝড়ো হাওয়া দ্বারা আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়	৬৯-হাক্কাহ্	৬	৯৭৮
তুব্বা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ	৪৪-দুখান	৩৭	৯০৩
দল ধ্বংস (মক্কার কাফিরদের ন্যায় অনেক দল ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	৫৪-কামার	৫১	৯৩৮
দেখা (পূর্বের অনেক সমৃদ্ধ প্রজন্মের ধ্বংস দেখা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৬	৫৯৬
ধ্বংস হবে স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
ধ্বংস হবে যে সে ধ্বংস হবে স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ (জালিমদের ধ্বংসের)	১৮-কাহ্ফ	৫৯	৭২৯
নির্বোধদের কাজের কারণে সবাইকে ধ্বংস না করার দোয়া (মূসার)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
নিক্ষেপ (ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করা, নিজ হাতে নিজেকে)	২-বাক্বারা	১৯৫	৫২২
নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে, যারা কসম করে মিথ্যা বলছে...	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
নিজেদেরকে ধ্বংস করে কাফিররা (কুরআন থেকে দূরে থেকে)	৬-আন্'আম	২৬	৫৯৮
পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হবে	৪৬-আহ্কাফ	৩৫	৯১১
পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছেন আল্লাহ (অপরাধের জন্য)	৭৭-মুরসালাত	১৬	৯৯৭
পূর্ববর্তীদের ধ্বংস না আসা পর্যন্ত (ঈমান না আনা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৫৫	৭২৯
পূর্ববর্তী প্রজন্ম ধ্বংসের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন আছে	২০-ত্বা-হা	১২৮	৭৪৯
পূর্ববর্তী কাফিরদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন	৪৭-মুহাম্মাদ	১০	৯১২
পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত যদি আল্লাহ কতক মানুষকে প্রতিহত না করতেন...	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
প্রজন্ম ধ্বংস (আল্লাহ কত প্রজন্ম ধ্বংস করেছেন)	১৯-মারইয়াম	৯৮	৭৪০
প্রজন্ম ধ্বংস (আল্লাহ বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছেন...)	১৯-মারইয়াম	৭৪	৭৩৯
প্রজন্ম ধ্বংস (জুলুমের কারণে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করা হয়েছে)	১০-ইউনুস	১৩	৬৫৫
প্রজন্ম ধ্বংস (নূহের পরেও কত প্রজন্ম ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্রা	১৭	৭১৫
প্রজন্ম ধ্বংস (পূর্ববর্তী প্রজন্মের ধ্বংসও কি পথপ্রদর্শন করে না?)	৩২-সাজদা	২৬	৮৩২
প্রজন্ম ধ্বংস (পূর্ববর্তী প্রজন্ম ধ্বংস করলেন আল্লাহ, ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৮-কাসাস	৪৩	৮১১
প্রজন্ম ধ্বংস (পূর্বের অনেক প্রজন্মকে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	৫০-ক্বাফ	৩৬	৯২৪
প্রজন্ম ধ্বংস (বহু প্রজন্মকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন ইতপূর্বে..)	৩৬-ইয়াসীন	৩১	৮৫৩
প্রজন্ম ধ্বংস (বহু প্রজন্ম ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৩৯	৭৮৫
প্রতিপালকের নির্দেশে শাস্তির বায়ু ধ্বংস করেছিল (হূদ জাতিকে)	৪৬-আহ্কাফ	২৫	৯১০
প্রবল শক্তিধর জনগোষ্ঠীকেও আল্লাহ অতীতে ধ্বংস করেছেন	৪৩-যুখরুফ	৮	৮৯৬
ফল-ফসল ধ্বংস করতে চায় যারা...	২-বাক্বারা	২০৫	৫২৩
ফিরআউনের শিল্প ও প্রাসাদ ধ্বংস করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
বংশ ধ্বংস করতে চায় যারা...	২-বাক্বারা	২০৫	৫২৩
বংশধরদেরকে ধ্বংস (বাতিলপন্থী পিতৃপুরুষদের কাজের কারণে)	৭-আ'রাফ	১৭৩	৬২৯
বাগান, ধ্বংস হবে না (মালিক মনে করল)	১৮-কাহ্ফ	৩৫	৭২৭
বৃদ্ধি (জালিমদের ধ্বংস বৃদ্ধির জন্য নূহের দোয়া)	৭১-নূহ্	২৮	৯৮৫
বৃদ্ধি (ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি...)	১১-হূদ	১০১	৬৭৫
ব্যবসায়ের ধ্বংস নেই -এমন ব্যবসার আশা করে নেককারগণ	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
বজ্রধ্বনি দ্বারা ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল	৬৯-হাক্কাহ্	৫	৯৭৮
মসজিদ ধ্বংস করার চেষ্টা করলে তার পরিণতি	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
মাদইয়ানবাসী ধ্বংস হলো ছামূদ জাতির ন্যায়	১১-হূদ	৯৫	৬৭৪
মানুষের ('সময়ই মানুষকে ধ্বংস করে' -কাফিরদের অমূলক ধারণা)	৪৫-জাছিয়া	২৪	৯০৭
মানুষ ধ্বংস হোক (সে কতইনা অকৃতজ্ঞ!)...	৮০-আবাসা	১৭	১০০৬
মিথ্যা অভিহিতকারী (ফিরআউন) সম্প্রদায়কে ধ্বংস	২৫-ফুরকান	৩৬	৭৮৫
মিথ্যার (সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করায় মিথ্যার ধ্বংস)	২১-আম্বিয়া	১৮	৭৫১
মুশরিকদের ধ্বংস সাধন (সন্তান হত্যা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
মুনাফিকদের (আল্লাহ মুনাফিকদের ধ্বংস করুন!)	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
মূর্তিপূজা ধ্বংস হওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৩৯	৬২৫
রাসূল স. প্রেরণের পূর্বে কাফিরদের শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হলে বক্তব্য...	২০-ত্বা-হা	১৩৪	৭৪৯
লূত সম্প্রদায়ের লোকদের ধ্বংস প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	১৭২	৭৯৬
শত্রু ধ্বংস করবেন আল্লাহ (মূসা আ. তার সম্প্রদায়কে বলল)	৭-আ'রাফ	১২৯	৬২৪
শস্যক্ষেত ধ্বংস করার উপমা (কাফিরদের ব্যয় প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নম্বর ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শাস্তি দ্বারা আল্লাহ ধ্বংস করবেন (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীদের)	২০-ত্বা-হা	৬১	৭৪৪
ষড়যন্ত্রকারীদের ইমারতের ভিত্তি আল্লাহ ধ্বংস করেন	১৬-নাহ্ল	২৬	৭০৫
সতর্ককারী না পাঠিয়ে আল্লাহ জনপদ ধ্বংস করেন না	২৬-শু'আরা	২০৮	৭৯৮
সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস (ঈমান আনে না যে সম্প্রদায় তাদের জন্য ধ্বংস)	২৩-মু'মিনূন	৪৪	৭৬৮
সালিহের পরিবারের ধ্বংস ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ করা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৪৯	৮০৪
ধ্বংসকারী			
আল্লাহ জনপদবাসীর ধ্বংসকারী নন (তারা অনবহিত থাকাবস্থায়)	৬-আন্'আম	১৩১	৬০৯
আল্লাহ ধ্বংস করবেন সকল জনপদ (কিয়ামতের পূর্বে)	১৭-ইস্রা	৫৮	৭১৯
জনপদ ধ্বংস করেন না প্রতিপালক (অধিবাসীরা জালিম না হলে)	২৮-কাসাস	৫৯	৮১৩
জনপদ ধ্বংস করেন না প্রতিপালক, রাসূল স. না পাঠিয়ে	২৮-কাসাস	৫৯	৮১৩
ধ্বংসপ্রাপ্ত			
ইয়াকুব আ. ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ইউসুফকে স্মরণ করতেই থাকবে	১২-ইউসুফ	৮৫	৬৮৫
মুশরিকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি	২৫-ফুরকান	১৮	৭৮৩
ফিরআউন সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হল	২৩-মু'মিনূন	৪৮	৭৬৯
ফিরআউন ধ্বংসপ্রাপ্ত, মূসার ধারণা	১৭-ইস্রা	১০২	৭২৩
ধ্বংসমুখী			
বেদুঈনরা ছিল এক ধ্বংসমুখী সম্প্রদায় (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	১২	৯১৭
ধ্বংস (মৃত্যু)			
ধ্বংস আহ্বান করবে সে, যার আমলনামা...	৮৪-ইন্শিকাক	১১	১০১৩
কিয়ামত অস্বীকারকারীরা ধ্বংস মৃত্যু আহ্বান করবে	২৫-ফুরকান	১৩	৭৮৩
ধ্বংসশীল			
সবই ধ্বংসশীল (পৃথিবী/ভূ-পৃষ্ঠের সবই ধ্বংসশীল)	৫৫-রাহ্মান	২৬	৯৪০
সবকিছু ধ্বংসশীল (আল্লাহর সত্তা ছাড়া)	২৮-কাসাস	৮৮	৮১৫
ধ্বংসস্তূপ			
জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া (উযায়ের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
জুলুমের কারণে জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৪৫	৭৬২
বাগান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল (অকৃতজ্ঞতার কারণে)	১৮-কাহ্ফ	৪২	৭২৮
ধ্বংসস্থল			
শরীক ও মুশরিকদের মাঝে এক ধ্বংসস্থল আল্লাহ বানাবেন	১৮-কাহ্ফ	৫২	৭২৯
ধ্বনি (পদধ্বনি)			
পদধ্বনি ছাড়া দয়াময়ের সামনে কোন শব্দ শোনা যাবে না	২০-ত্বা-হা	১০৮	৭৪৮
ধ্বস			
পর্বত ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয় (কাফিরদের কথায়)	১৯-মারইয়াম	৯০	৭৪০
ধ্বসিয়ে দেয়া			
ভূমি ধ্বসিয়ে দিলেন আল্লাহ (কারুন ও তার প্রাসাদসহ)	২৮-কাসাস	৮১	৮১৫
ভূমি ধ্বসিয়ে দিতেন আল্লাহ (অনুগ্রহ না করলে)	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিয়ে কতক অপরাধীকে পাকড়াও করা হয়	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
ভূমি ধ্বসিয়ে দিতে পারেন আল্লাহ (কাফিরদের সহ)	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
মানুষসহ যমীন ধ্বসিয়ে দেয়ার ব্যাপারে মানুষ কি নিরাপদ	৬৭-মুল্ক	১৬	৯৭৩
ষড়যন্ত্রকারীদেরসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেয়া/শাস্তি প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্ল	৪৫	৭০৬
নক্ষত্র			
আকাশে নক্ষত্র বুরুজ বানিয়েছেন আল্লাহ	১৫-হিজর	১৬	৬৯৮
ইবরাহীম আ. রাতে একটি নক্ষত্র দেখে তাকে প্রতিপালক বলল	৬-আন্'আম	৭৬	৬০৩
উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত কাঁচের আবরণ (আল্লাহর জ্যোতির উপমা...)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
এগার নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্যকে ইউসুফ তার প্রতি সেজদাবনত দেখল...	১২-ইউসুফ	৪	৬৭৭
কসম (আল্লাহ ভ্রাম্যমান নক্ষত্রের কসম করেছেন)	৮১-তাকভীর	১৬	১০০৮
ঝরে পড়া (কিয়ামতে নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে)	৮২-ইনফিতার	২	১০১০
নক্ষত্রপুঞ্জ বিশিষ্ট আকাশের কসম	৮৫-বুরূজ	১	১০১৫
পথ চলা (মানুষ পথ চলার ক্ষেত্রে নক্ষত্রের সাহায্য নেয়)	১৬-নাহ্ল	১৬	৭০৪
সৌন্দর্য (নক্ষত্রের সৌন্দর্য দ্বারা আকাশকে সুসজ্জিত করেছেন)	৩৭-সাফ্ফাত	৬	৮৫৭
নখযুক্ত (পশু)			
ইহুদীদের জন্য নখযুক্ত পশু ও হালাল পশুর চর্বি হারাম করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
নগণ্য জীবন			
তুচ্ছ সম্পদ গ্রহণ, নগণ্য জীবনের (কিতাবের উত্তরাধিকারীদের)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
নগদ			
ব্যবসা (নগদ ব্যবসা পরিচালনার লেনদেন লেখা জরুরী নয়)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪

বিষয়/প্রসঙ্গ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নগদ (দুনিয়ার জীবন)			
কামনা (নগদ তথা দুনিয়ার জীবন কামনা করলে আল্লাহ দুনিয়াতেই...)	১৭-ইস্‌রা	১৮	৭১৫
ভালবাসা(মানুষ নগদ/দুনিয়াকে ভালবাসে ও কঠিন দিনকে ছেড়ে দিচ্ছে)	৭৬-দাহ্‌র	২৭	৯৯৬
ভালবাসা (মানুষ নগদ/দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসে)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	২০	৯৯৪
নগদ প্রদান			
দুনিয়ার জীবন কামনা করলে আল্লাহ দুনিয়াতেই নগদ প্রদান করেন...	১৭-ইস্‌রা	১৮	৭১৫
নগর/নগরী			
অধিবাসী (রাসূল স. মক্কা নগরের অধিবাসী)	৯০-বালাদ	২	১০২৩
অবতরন(বনী ইসরাঈলকে নগরে অবতরনের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
উপস্থিত (নগরবাসী উল্লসিত হয়ে লূতের কাছে উপস্থিত হল)	১৫-হিজর	৬৭	৭০১
কসম (আল্লাহ নিরাপদ নগর/মক্কার কসম করেছেন)	৯৫-তীন	৩	১০২৭
কসম (মক্কা নগরের কসম)	৯০-বালাদ	১	১০২৩
ঘুরা (নগরে ঘুরে বেড়াত এমন অনেক প্রজন্মকে ধ্বংস করা হয়েছে)	৫০-ক্বাফ	৩৬	৯২৪
নিরাপদ নগর বানানোর দোয়া (মক্কাকে)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
নিরাপদ নগর/মক্কার কসম করেছেন আল্লাহ	৯৫-তীন	৩	১০২৭
বিচরণ (নগরে কাফিরদের অবাধ বিচরণ রাসূল স. কে যেন...)	৪০-মু'মিন	৪	৮৭৮
বিচরণ (নগরে কাফিরদের বিচরণ যেন রাসূল স. কে বিচলিত না করে)	৩-আলে ইমরান	১৯৬	৫৫৫
ভার বহন (মানুষের পৌঁছতে কষ্ট হয় এমন নগরে পশু ভারবহন করে...)	১৬-নাহ্‌ল	৭	৭০৩
লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর প্রতিষ্ঠিত রাস্তার পাশেই বিদ্যমান	১৫-হিজর	৭৬	৭০১
সীমালঙ্ঘন (ফির'আউনরা নগরে নগরে সীমালঙ্ঘন করেছিল)	৮৯-ফাজ্‌র	১১	১০২১
সৃষ্টি হয়নি (নগরসমূহে ইরামের তুল্য কোন জাতি সৃষ্টি করা হয়নি)	৮৯-ফাজ্‌র	৮	১০২১
উৎকৃষ্ট নগরী (সাবা নগরী প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল (রাসূলদের পক্ষে)	৩৬-ইয়াসীন	২০	৮৫২
প্রতিপালক(রাসূল স. কে মক্কা নগরীর প্রতিপালকের ইবাদত করার নির্দেশ)	২৭-নামল	৯১	৮০৭
বসবাস (যারা মদীনা নগরীতে বসবাস করেছে, আনসার প্রসঙ্গ)	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
নগর (মক্কা)			
নিরাপদ(মক্কা নগরকে নিরাপদ করার জন্য ইবরাহীমের দোয়া)	১৪-ইবরাহীম	৩৫	৬৯৬
নগ্ন			
জান্নাতে নগ্ন না থাকা (আদম আ. প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১১৮	৭৪৮
নজর (দেখুন তাকানো শব্দটি)			
নত			
দাউদ আ. নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল (আল্লাহর পরীক্ষা বুঝতে পেরে)	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
দৃষ্টি নত ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে (সৃষ্টিতে ভাঙ্গন খুঁজে পাবে না)	৬৭-মুলক	৪	৯৭২
মাথা নত করবে অপরাধীরা (কিয়ামতে প্রতিপালকের সামনে)	৩২-সাজ্‌দা	১২	৮৩১
নতজানু			
জালিমদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামে রেখে দিবেন আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৭২	৭৩৯
প্রত্যেক উম্মত নতজানু অবস্থায় থাকবে (কিয়ামতে)	৪৫-জাছিয়া	২৮	৯০৭
মানুষ ও শয়তানদেরকে নতজানু অবস্থায় উপস্থিত করা হবে...	১৯-মারইয়াম	৬৮	৭৩৮
নতশির (সিজদাবনত)			
প্রবেশ (নতশিরে দরজা দিয়ে প্রবেশের নির্দেশ, বনী ইসরাঈলকে)	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
নতিস্বীকার			
নবী ও রব্বানীগণ নতিস্বীকার করেনি আল্লাহর পথে আপতিত বিপদে	৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
নতুন			
উপদেশ (প্রতিপালকের পক্ষ হতে আসা নতুন উপদেশ খেলাচ্ছলে শ্রবণ)	২১-আম্বিয়া	২	৭৫০
উপদেশ (দয়াময়ের পক্ষ থেকে নতুন উপদেশ আসলে মুখ ফিরায়)	২৬-শু'আরা	৫	৭৮৮
সৃষ্টি (মৃত্যুর পর নতুন সৃষ্টি কাফিরদের নিকট বিস্ময়কর)	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
সৃষ্টি (মাটিতে মেশার পর নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থানে কাফিরের সংশয়)	৩২-সাজ্‌দা	১০	৮৩০
সৃষ্টি(আল্লাহ চাইলে মানুষকে সরিয়ে নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন)	১৪-ইবরাহীম	১৯	৬৯৫
সৃষ্টি (নতুন করে সৃষ্টির ব্যাপারে কাফিরদের সন্দেহ)	৫০-ক্বাফ	১৫	৯২৩
সৃষ্টি (নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থান (হাড্ডিতে পরিণত হওয়ার পর...)	১৭-ইস্‌রা	৯৮	৭২২
সৃষ্টি (নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থান হবে? কাফিরদের জিজ্ঞাসা)	১৭-ইস্‌রা	৪৯	৭১৮
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষের স্থলে নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন)	৩৫-ফাতির	১৬	৮৪৭
সৃষ্টি (ছিন্নভিন্ন হওয়ার পর নতুন সৃষ্টি)	৩৪-সাবা	৭	৮৪১
নতুন চাঁদ			
নতুন চাঁদ সম্পর্কে রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১

বিষয়/প্রসঙ্গ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সময় নির্দেশক (নতুন চাঁদ সময় নির্দেশক)	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
নফল			
তাহাজ্জুদ নফল (রাসূল স. এর জন্য একটি অতিরিক্ত অপরিহার্য কাজ)	১৭-ইস্‌রা	৭৯	৭২০
নফস (দেখুন আত্মা শব্দটি)			
নফস (দেখুন আত্মা শব্দটি)	০	০	০
নবী			
অঙ্গীকার (নবীদের থেকে আল্লাহ দৃঢ় অঙ্গীকার নেন)	৩৩-আহযাব	৭	৮৩৩
অঙ্গীকার (নবীদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন আল্লাহ...)	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
অনুগ্রহ (নবীর প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন)	৩৩-আহযাব	৫৬	৮৩৮
অনুসারী (নবীর অনুসারী মু'মিনগণ নবীর জন্য যথেষ্ট)	৮-আনফাল	৬৪	৬৩৮
অনুমতিপ্রার্থনা(অব্যাহতির জন্য খন্দকের মুনাফিক কর্তৃক নবীর কাছে...)	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
অপমানিত করবেন না আল্লাহ (কিয়ামতের দিন নবী/ মুমিনদেরকে)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
আকাঙ্ক্ষা(নবী-রাসূলদের আকাঙ্ক্ষা ও শয়তানের...নিক্ষেপ...)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
আত্মসাৎ করা কোন নবীর জন্য সংগত নয়	৩-আলে ইমরান	১৬১	৫৫১
আনুগত্য (কাফির/মুনাফিকের আনুগত্য না করতে নবীকে নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	১	৮৩৩
আল্লাহ ও মু'মিনগণ নবীর জন্য যথেষ্ট	৮-আনফাল	৬৪	৬৩৮
আসা (নবীর নিকট মুমিন নারীরা বাইয়াতের জন্য আসলে...)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
ইসহাক আ.নবী ও সৎকর্মপরায়ণ হবেন (ইবরাহীমকে সুসংবাদ)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১১২	৮৬২
ইসমাঈল নবী ও রাসূল ছিল	১৯-মারইয়াম	৫৪	৭৩৭
ঈমান (নবীগণের উপর ঈমান আনা প্রকৃত পূণ্য)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
ঈমান (নবীদেরকে দেয়া বিষয়ের উপর ঈমান)	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
ঈমান (আল্লাহ, নবী ও কিতাবে ঈমান আনলে কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব নয়)	৫-মায়িদা	৮১	৫৯০
উদ্বুদ্ধ করবেন নবী মু'মিনদেরকে (যুদ্ধের জন্য)	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
উম্মী নবীর অনুসরণ ও তাওরাত-ইনজীলে তাঁর উল্লেখ প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
উম্মী/নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
ওহী (আল্লাহ নূহ আ.ও তার পরবর্তী নবীদেরকে ওহী করেছেন)	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
ওহী (মানুষকে নবী হিসাবে প্রেরণ ও ওহী অবতীর্ণ)	২১-আম্বিয়া	৭	৭৫০
কণ্ঠস্বর (নবীর কণ্ঠস্বরের উপর মুমিনদের কণ্ঠস্বর উঁচু করা নিষেধ)	৪৯-হুজুরাত	২	৯২০
কষ্ট দেয়া (নবীর ঘরে কথাবার্তায় মশগুল থেকে কষ্ট দেয়া যাবেনা)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
কাফিরদের বিষয়ে রাসূল স. এর কিছু করার নেই	৩-আলে ইমরান	১২৮	৫৪৮
কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ নবী/ মুমিনদেরকে অপমানিত করবেন না	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
কিয়ামতে নবী ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
খাবার খাওয়া (নবীদের মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮	৭৫০
গোপনে কথা বলা (স্ত্রীর সাথে নবীর গোপনে কথা বলা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	৩	৯৭০
ঘর (অনুমতি ছাড়া নবীর ঘরে প্রবেশ করা যাবে না)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
চাওয়া (মুমিনা নিজকে দান করলে নবী চাইলে বিয়ে করতে পারেন)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
জিহাদ (নবীকে জিহাদ করার নির্দেশ কাফির ও মুনাফিক...)	৯-তাওবা	৭৩	৬৪৭
জিহাদের নির্দেশ, নবীকে (কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে)	৬৬-তাহ্‌রীম	৯	৯৭১
ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে পূর্ববর্তী জাতিরা (নবী /রাসূলদের সাথে)	৪৩-যুখরুফ	৭	৮৯৬
তওবা (নবী, মুহাজির ও আনসারদের তওবা কবুল করেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
তালাক (স্ত্রী তালাকের সময় ইদ্দতের প্রতি নবীর লক্ষ্য রাখার নির্দেশ)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
দায়িত্ব নয় (মানুষকে হেদায়াত দান নবীর দায়িত্ব নয়)	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
দেয়া (নবীদেরকে দেয়া বিষয়ের প্রতি ঈমান)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
দোষ না থাকা(আল্লাহ কর্তৃক বিধিসম্মত কাজে নবীর জন্য দোষ নেই)	৩৩-আহযাব	৩৮	৮৩৬
কষ্ট দেয়া (নবীকে কষ্ট দেয় যারা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
নিকটজন (নবী মুমিনদের কাছে নিজেদের চেয়ে নিকটজন)	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
নিকটতর (নবী মুহাম্মদ স. ইবরাহীমের অধিক নিকটতর)	৩-আলে ইমরান	৬৮	৫৪২
নেয়ামত দান (নবীদের প্রতি নেয়ামত দান করেছেন আল্লাহ)	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
প্রতিপালক (ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রতিপালক গ্রহণ...)	৩-আলে ইমরান	৮০	৫৪৩
প্রেরণ (পূর্ববর্তীদের মাঝে আল্লাহ অনেক নবী প্রেরণ করেছেন)	৪৩-যুখরুফ	৬	৮৯৬
প্রেরণ (জনপদে নবী প্রেরণ ও দুঃখ-কষ্ট/অভাব দ্বারা পাকড়াও প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯৪	৬২১
প্রেরণ (আল্লাহ নবীগণকে প্রেরণ করেছেন)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
বনী ইসরাঈলদের নবী বললেন- 'তালুতের রাজত্বের নিদর্শন...)	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
বনী ইসরাঈলদের নবী বললেন (বাদশাহ প্রেরণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
বানানো (বহুনবী বানিয়েছেন আল্লাহ মূসার সম্প্রদায় থেকে)	৫-মায়িদা	২০	৫৮৩
বনী ইসরাঈলরা তাদের নবীকে বলল (একজন বাদশাহ পাঠাতে...)	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
বানানো (নবী বানালেন আল্লাহ ইয়াকুব আ.ও ইসহাককে)	১৯-মারইয়াম	৪৯	৭৩৭

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত	পৃষ্ঠা
নবী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বানানো (নবী বানিয়েছেন আল্লাহ, মারইয়াম পুত্র ঈসাকে)	১৯-মারইয়াম	৩০	৭৩৬
বিচার ফয়সালা করতেন নবীগণ তাওরাতের বিধান দ্বারা	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
বিয়ে হালাল (যাদেরকে বিয়ে করা নবীর জন্য হালাল...)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
মর্যাদা (নবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দান)	১৭-ইস্রা	৫৫	৭১৮
মূসা আ. নবী ছিলেন	১৯-মারইয়াম	৫১	৭৩৭
যুদ্ধবন্দি রাখা নবীর জন্য উচিত নয় (শত্রুকে পরাভূত না করে)	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮
যুদ্ধ করেছেন কত নবী...	৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
শত্রু বানানো (মানুষ/জ্বীন শয়তানকে নবীর শত্রু বানানো)	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
শত্রু (প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানানো...)	২৫-ফুরকান	৩১	৭৮৪
শেষ নবী (মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল স. ও শেষ নবী)	৩৩-আহযাব	৪০	৮৩৭
সংগত নয় নবীর জন্য (মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা)	৯-তাওবা	১১৩	৬৫২
সঙ্গী (নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণগণ উত্তম সঙ্গী)	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
সৎকর্মশীল নবী হবে ইয়াহইয়া...	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
সত্যবাদী নবী ছিলেন ইবরাহীম	১৯-মারইয়াম	৪১	৭৩৬
সত্যবাদী নবী ছিলেন ইদরিস	১৯-মারইয়াম	৫৬	৭৩৭
সতর্ককারী হিসাবে আল্লাহ নবীকে পাঠিয়েছেন	৩৩-আহযাব	৪৫	৮৩৭
সাহায্যকারী (নবীর সাহায্যকারী জিবরাঈল ও...)	৬৬-তাহ্রীম	৪	৯৭০
সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ নবীকে পাঠিয়েছেন	৩৩-আহযাব	৪৫	৮৩৭
সুসংবাদদাতা হিসাবে আল্লাহ নবীকে পাঠিয়েছেন	৩৩-আহযাব	৪৫	৮৩৭
স্ত্রী (নবীর স্ত্রীগণকে আল্লাহর ভয় করার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
স্ত্রী (নবীর স্ত্রীদের তালাক দেয়ার সময় ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখা)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
স্ত্রী (নবীর স্ত্রীদের দুনিয়ার জীবন/চাকচিক্য চাওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৮	৮৩৫
স্ত্রী (নবীর স্ত্রীরা অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে দ্বিগুণ শাস্তি)	৩৩-আহযাব	৩০	৮৩৫
স্ত্রীর সাথে নবীর গোপনে কথা বলা প্রসঙ্গ	৬৬-তাহ্রীম	৩	৯৭০
স্ত্রী-কন্যা (নবীর স্ত্রী-কন্যাদের চাদর ঝুলিয়ে পর্দা করার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
হত্যা (ইহুদী কর্তৃক নবীদেরকে হত্যা করা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৯১	৫১০
হত্যা (বনী ইসরাঈল কর্তৃক অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
হত্যা (বনী ইসরাঈল কর্তৃক অন্যায়ভাবে নবী হত্যা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
হত্যা (নবীদের হত্যা করার বিষয় লিখে রাখবেন আল্লাহ, ইহুদীদের)	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
হত্যা (নবীদের হত্যাকারীর জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি...)	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
হত্যা (নবী হত্যার কারণে দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা, আহলে কিতাবদের)	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
হাতে (নবীর হাতে যুদ্ধবন্দিদের প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
হারুনকে নবী করে মূসাকে দয়া করলেন আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৫৩	৭৩৭
হারাম করা (আল্লাহর হালাল করা বিষয় নবীর স্ত্রীর জন্য হারাম করা)	৬৬-তাহ্রীম	১	৯৭০
নবী-পরিবার			
অপবিত্রতা দূর করতে চান, আল্লাহ (নবী পরিবারের)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
নবী (মুহাম্মদ)			
সরল-সঠিক পথেই আছেন (নবী মুহম্মদ স.)	৪৩-যুখরুফ	৪৩	৮৯৯
নবুয়ত			
আল্লাহ মানুষকে নবুওয়ত দান করলে,সঙ্গত নয় যে...	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
নবীদেরকে কিতাব, নবুয়ত ও বিচার-বিবেচনা দান করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৮৯	৬০৪
নূহ আ.ও ইবরাহীমের বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত নির্ধারণ	৫৭-হাদীদ	২৬	৯৫১
ইবরাহীমের বংশধরের জন্য কিতাব/নবুয়ত নির্ধারণ	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
বনী ইসরাঈলকে নবুয়ত দান করেছিলেন আল্লাহ	৪৫-জাছিয়া	১৬	৯০৬
নবুয়ত			
নূহের প্রতি প্রতিপালকের দয়া/নবুয়ত দান প্রসঙ্গ	১১-হূদ	২৮	৬৬৮
নমনীয়			
রাসূল স. নমনীয় হলে মিথ্যা অভিহিতকারীরাও নমনীয় হবে	৬৮-ক্বালাম	৯	৯৭৫
নম্র (আরো দেখুন বিনয়ী শব্দটি)			
কথা (মূসা/হারুনকে ফিরআউনের সাথে নম্র কথা বলার নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	৪৪	৭৪৩
রাসূল স. নম্র হয়েছিলেন মুমিনদের প্রতি (আল্লাহর দয়ায়)	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
নয়/নয়টি/নয়জন			
ছামূদ সম্প্রদায়ের ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী নয়জন পরিবারপ্রধান	২৭-নামল	৪৮	৮০৪
নির্দশন(ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত নয়টি নিদর্শন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১২	৮০০
বছর বৃদ্ধি করেছে আহলে কিতাব (তিনশত বছরের চেয়ে)	১৮-কাহ্ফ	২৫	৭২৬
মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	১০১	৭২৩

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত	পৃষ্ঠা
নয়ন (আরো দেখুন চক্ষু/চোখ শব্দটি)			
আনত নয়না হুর জান্নাতে (জিন/মানুষ যাদেরকে স্পর্শ করেনি)	৫৫-রাহ্মান	৫৬	৯৪১
ডাগরনয়না হূরদের সাথে আল্লাহ মুত্তাকীদের বিয়ে দিবেন	৫২-তূর	২০	৯৩০
তৃপ্ত হওয়া (জান্নাতে নয়ন তৃপ্ত হওয়ার মত উপকরণ থাকবে)	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
নর			
অজানা মুমিন নর-নারী পদদলিত হওয়ার আশঙ্কা (মক্কা বিজয়)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
অসহায় নর-নারী-শিশুর জন্য আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
দু'জন থেকে আল্লাহ বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন	৪-নিসা	১	৫৫৬
বীর্য থেকে আল্লাহ যুগল নর ও নারী বানান	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৯	৯৯৪
স্রষ্টা (কসম তার যিনি নর-নারীর স্রষ্টা)	৯২-লাইল	৩	১০২৫
নরম (আরো দেখুন কোমল শব্দটি)			
মুত্তাকীর ত্বক/দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে নরম হয়	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন আল্লাহ (দাউদের জন্য)	৩৪-সাবা	১০	৮৪২
নষ্ট (আরো দেখুন বিনষ্ট শব্দটি)			
কর্মফল নষ্ট করেন না আল্লাহ (সংশোধনকারীদের কর্মফল)	৭-আ'রাফ	১৭০	৬২৮
দান নষ্ট না করার নির্দেশ (খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
প্রতিদান নষ্ট করেন না আল্লাহ সুন্দরভাবে কাজ সম্পাদনকারীর	১৮-কাহ্ফ	৩০	৭২৭
মুমিনদের ঈমান নষ্ট করেন না আল্লাহ	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
মুমিনদের প্রতিদান আল্লাহ নষ্ট করেন না	৩-আলে ইমরান	১৭১	৫৫২
সম্পদ (ফিরআউনের সম্পদ নষ্ট করে দিতে মূসার দোয়া)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না	১২-ইউসুফ	৯০	৬৮৫
সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না	১২-ইউসুফ	৫৬	৬৮২
সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না	১১-হূদ	১১৫	৬৭৬
সালাত নষ্ট করল মনোনীত বান্দাদের উত্তরসূরীরা	১৯-মারইয়াম	৫৯	৭৩৮
সূতা পাকাবার পর তা নষ্ট করা (শপথ ভঙ্গের উপমা)	১৬-নাহ্ল	৯২	৭১০
নহর			
কক্ষের (জান্নাতের) নীচে নহর প্রবাহিত	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত (মুমিনদের পুরস্কার...)	২৯-আনকাবূত	৫৮	৮২১
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৫-মায়িদা	৮৫	৫৯১
জান্নাতের নীচে নহর প্রবাহিত (সৎকর্মশীল মুমিন প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
জান্নাতে নহর প্রবাহিত হবে (মুমিনদের জন্য)	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
জান্নাতে নহরের মাঝে মুত্তাকীরা থাকবে	৫৪-কামার	৫৪	৯৩৮
জান্নাতের নীচে নহর প্রবাহিত (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
জান্নাতের নীচে নহর প্রবাহিত থাকবে	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
জান্নাতের নীচে নহর প্রবাহিত(সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য)	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
জান্নাতের নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে	৪-নিসা	১২২	৫৭২
জান্নাতের নীচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৪৮-ফাত্হ	৫	৯১৬
জান্নাতের নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত	৪৮-ফাত্হ	১৭	৯১৭
জান্নাতের তলদেশে নহর প্রবাহিত	৮৫-বুরূজ	১১	১০১৫
জান্নাতের তলদেশে নহর প্রবাহিত	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
জান্নাতের তলদেশে নহর প্রবাহিত	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহমান	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৬১-সাফফ	১২	৯৬১
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত...	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৩-আলে ইমরান	১৯৮	৫৫৫
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৯-তাওবা	৮৯	৬৪৯
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত...	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৩-আলে ইমরান	১৩৬	৫৪৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নহর (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত...	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
জান্নাতের নিচে নহর প্রবাহিত	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত থাকবে(ঈমানদার সৎকর্মশীলের জন্য)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
জান্নাতের নিচে নহর প্রবাহিত (পরিশুদ্ধদের জন্য)	২০-ত্বা-হা	৭৬	৭৪৫
জান্নাতের নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে (মুত্তাকীদের জন্য)	১৬-নাহ্ল	৩১	৭০৫
দুধের নহর রয়েছে জান্নাতে (যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
নহর জান্নাতে প্রবাহিত হবে (মুমিনদের নীচে)....	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
নিয়োজিত (নহরকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন)	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
নূহ আ.সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ নহর বানাবেন (ক্ষমা প্রার্থনা করলে)	৭১-নূহ্	১২	৯৮৪
পরীক্ষা (নহরে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ তালুত বাহিনীকে)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
পাথর থেকে নহর প্রবাহিত হওয়া ও কঠিন হৃদয়...	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
পানির নহর (নির্মল পানির নহর রয়েছে জান্নাতে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
পৃথিবীতে নহর স্থাপন/সৃষ্টি (চলাচলের পথ হিসাবে)	১৬-নাহ্ল	১৫	৭০৪
পৃথিবীর মাঝে আল্লাহ নহর প্রবাহিত করেছেন	২৭-নামল	৬১	৮০৫
প্রবাহিত, দুই বাগানের ফাঁকে (দুই ব্যক্তি উপমা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৩৩	৭২৭
প্রবাহিত নহর (মিসরে ফির'আ উনের রাজত্ব প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৫১	৮৯৯
প্রবাহিত (নহর প্রবাহিত হওয়ার দাবী খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানে)	১৭-ইস্রা	৯১	৭২১
প্রবাহিত (পূর্ববর্তী প্রজন্মের বসতির নিচে নহর প্রবাহিত)	৬-আন্'আম	৬	৫৯৬
বাগানের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	২৫-ফুরকান	১০	৭৮৩
বাগানের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত, উপমা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
বানানো (পৃথিবীতে নহর বানিয়েছেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
মধুর নহর (পরিশুদ্ধ মধুর নহর রয়েছে জান্নাতে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
মুমিনদের জন্য জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
সূরার নহর রয়েছে জান্নাতে যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
নাক			
নাকের বদলে নাক (কিসাস প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
নাগাল			
কাঁদি (খেঁজুর গাছের মাথি থেকে নাগালে থাকা কাঁদি উৎপন্ন)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
চাঁদের নাগাল পাওয়া, সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয়	৩৬-ইয়াসীন	৪০	৮৫৪
জান্নাতীদের নাগালে আনা হবে (জান্নাতের ফল-মূল)	৭৬-দাহ্র	১৪	৯৯৫
জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে থাকবে (দুই উদ্যানের ফল)	৫৫-রাহ্মান	৫৪	৯৪১
দূরবর্তী স্থান থেকে ঈমানের নাগাল পাবে কি করে...	৩৪-সাবা	৫২	৮৪৫
ফল(দুই উদ্যানের ফল জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	৫৪	৯৪১
ফল-মূল জান্নাতীদের নাগালে আনা হবে (জান্নাতে)	৭৬-দাহ্র	১৪	৯৯৫
ফলমূল নাগালের মধ্যে থাকবে (জান্নাতে)	৬৯-হাক্কাহ্	২৩	৯৭৯
মুমিনদেরকে নাগালে পেলে শত্রু হয়ে যাবে মক্কার কাফিররা	৬০-মুমতাহিনা	২	৯৫৮
মূসার নাগাল ফিরআউন পাবে-এ আশঙ্কা না করার নির্দেশ (মূসাকে)	২০-ত্বা-হা	৭৭	৭৪৫
মৃত্যু নাগাল পাবেই (মানুষ সুউচ্চ দূর্গে অবস্থান করলেও)	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
মৃত্যু হিজরতকারীর নাগাল পেলে তার প্রতিদানের ভার আল্লাহর উপর	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
যুদ্ধে নাগালে পেলে চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে...	৮-আনফাল	৫৭	৬৩৭
শিকার হাত বা বর্শার নাগালে আসা (ইহরাম অবস্থায়)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
না জায়েয (দেখুন অবৈধ শব্দটি)			
নাড়া দেয়া			
খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দেয়ার নির্দেশ (মরিয়মকে)	১৯-মারইয়াম	২৫	৭৩৫
নাড়ানো			
মাথা নাড়াবে কাফিররা (পুনরুত্থান অবিশ্বাস করে)	১৭-ইস্রা	৫১	৭১৮
নাড়ি-ভুঁড়ি			
জাহান্নামীদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবে উত্তপ্ত পানি	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
নানান			
নানান রঙের সৃষ্টিতে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য নিদর্শন আছে	১৬-নাহ্ল	১৩	৭০৪
মৌমাছির পেট থেকে নানান রঙের পানীয় বের হয়	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
নাম			
আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ (দেখুন পরিশিষ্ট-৫)			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহর নামে নূহের নৌকার গতি ও স্থিতি (প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪১	৬৬৯
আল্লাহর নামের বিচ্যুতি ঘটানোর কৃতকর্মের প্রতিফল	৭-আ'রাফ	১৮০	৬২৯
আল্লাহর নামে সাবার রানীর কাছে সুলাইমানের পত্র	২৭-নামল	৩০	৮০২
আল্লাহর নাম উল্লেখ (শিকারী প্রাণির শিকার জবেহ কালে)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
আল্লাহর নাম স্মরণ করার নির্দেশ (মসজিদে)	২৪-নূর	৩৬	৭৭৮
আল্লাহর নাম স্মরণ করে পশু জবাই ও পশুর গোশত খাওয়া প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১১৮	৬০৭
আল্লাহর নাম স্মরণ না করা (গবাদি পশু জবাইকালে)	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
আল্লাহর নাম স্মরণ প্রসঙ্গ (পশু কুরবানীর সময়)	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
আল্লাহর নাম স্মরণবিহীন জবাইকৃত পশু খাওয়া নিষিদ্ধ	৬-আন্'আম	১২১	৬০৮
আল্লাহর নাম স্মরণ (হজ্জের সময় নির্দিষ্ট দিন গুলিতে)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
আল্লাহর নাম স্মরণে জবাইকৃত পশু না খাওয়া প্রসঙ্গ!	৬-আন্'আম	১১৯	৬০৭
আল্লাহর নাম স্মরণে বাধা দানকারী জালিম (পরিণতি...)	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
আল্লাহর নাম স্মরণের স্থান মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়া প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
ইয়াহইয়া নাম পূর্বে রাখা হয়নি (ইয়াহইয়া আ. এর পূর্বে)	১৯-মারইয়াম	৭	৭৩৪
উপাসনা (এমন নামের উপাসনা করে মানুষ যে নাম রেখেছে নিজেরা ও...)	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
জানানো (আদম আ. কর্তৃক ফেরেশতাদেরকে নামসমূহ জানানো)	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
নারীবাচক নাম (ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দেয় অবিশ্বাসীরা)	৫৩-নাজম	২৭	৯৩৩
পবিত্রতা ঘোষণা (প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	৮৭-আ'লা	১	১০১৮
পবিত্রতা ঘোষণা(প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা)	৬৯-হাক্কাহ্	৫২	৯৮০
পাপ নামে ডাকা (ঈমান আনার পর পাপ নামে ডাকা কতইনা মন্দ!)	৪৯-হুজুরাত	১১	৯২১
পুত্রের নাম (যাকারিয়ার পুত্রের নাম হবে ইয়াহইয়া)	১৯-মারইয়াম	৭	৭৩৪
প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণার নিদেশ	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৪	৯৪৬
প্রতিপালকের নামে পড়ার নির্দেশ... (যিনি সৃষ্টি করেছেন)	৯৬-আলাক	১	১০২৮
প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করার নির্দেশ	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯৬	৯৪৭
প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা	৬৯-হাক্কাহ্	৫২	৯৮০
প্রতিপালকের নাম বরকতময় -যিনি মহিমাময় ও মর্যাদাবান	৫৫-রাহ্মান	৭৮	৯৪২
প্রতিপালকের নাম স্মরণ (সকালে ও সন্ধ্যায়)	৭৬-দাহ্র	২৫	৯৯৬
প্রতিপালকের নাম স্মরণ করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৮	৯৮৮
প্রতিমাদের নাম রাখে মুশরিকরা অনুমান ও প্রবৃত্তির চাহিদা মত	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
ফেরেশতাদের কাছে সবকিছুর নাম পেশ (আদম আ. কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৩১	৫০৪
বাণীর নাম মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম...	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
বিতর্ক (এমন নাম নিয়ে বিতর্ক করে হূদের সম্প্রদায় যে নাম...)	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
রাসূল স. এর (ঈসার পরে আগমনকারী রাসূল স. এর নাম হবে আহমাদ)	৬১-সাফ্ফ	৬	৯৬০
সবকিছুর নাম জানানোর জন্য আদমকে নির্দেশ	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
সালসাবীল নামের একটি ঝর্ণা জান্নাতে থাকবে	৭৬-দাহ্র	১৮	৯৯৬
সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহরই	২০-ত্বা-হা	৮	৭৪১
সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহরই	৫৯-হাশর	২৪	৯৫৭
সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহরই	৭-আ'রাফ	১৮০	৬২৯
সুন্দরতম নামসমূহ আল্লহরই	১৭-ইস্রা	১১০	৭২৩
স্মরণ (পশু কুরবানীর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
স্মরণ (হজ্জের সময় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম স্মরণ)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
স্মরণ (সকালে ও সন্ধ্যায় প্রতিপালকের নাম স্মরণ)	৭৬-দাহ্র	২৫	৯৯৬
স্মরণ(আল্লাহর নাম স্মরণের স্থান মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়া প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
স্মরণ (পশু কুরবানীর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
স্মরণ (প্রতিপালকের নাম স্মরণ করবে যে, সে সফল)	৮৭-আ'লা	১৫	১০১৮
নামকরণ করা			
শরীকদের নামকরণ করতে বলা (কাফিরদেরকে)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
নাম দেয়া			
ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দেয় (অবিশ্বাসীরা)	৫৩-নাজম	২৭	৯৩৩
নাম রাখা			
নিজেরা ও পিতৃপুরুষরা যে নাম রেখেছে তার উপাসনা করে মানুষ	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
নিজেদের ও পিতৃপুরুষদের রাখা নাম নিয়ে বিতর্ক (আদ সম্প্রদায়ের)	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
প্রতিমাদের নাম রাখার ব্যাপারে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
মারইয়াম নাম রাখল ইমরানের স্ত্রী (সন্তানের)	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
মুসলিম নাম রেখেছেন জাতির পিতা ইবরাহীম	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
নামায (দেখুন সালাত শব্দটি)			

বিষয় প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নামিয়ে আনা			
ধ্বংসের আবাসে সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনা (অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে)	১৪-ইবরাহীম	২৮	৬৯৬
বনু কুরায়জাকে দুর্গ থেকে নামিয়ে আনা প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	২৬	৮৩৫
নামিয়ে দেয়া			
বোঝা ও বেড়ি/শৃঙ্খল নবী নামিয়ে দেন (মানুষের উপর থেকে)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
রাসূল স. এর বোঝা আল্লাহ নামিয়ে দিয়েছেন	৯৪-ইন্শিরাহ্	২	১০২৭
নাযিল (দেখুন অবতীর্ণ শব্দটি)			
নারী			
অংশ (এক পুরুষ/পুত্রের অংশ দুই নারী/কন্যার সমান)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
অংশ (পিতামাতা/আত্মীয়স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে নারীর অংশ)	৪-নিসা	৭	৫৫৭
অংশ (নারীরা যা অর্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ)	৪-নিসা	৩২	৫৬১
অধিকার ও কর্তব্য (নারীর)	২-বাকারা	২২৮	৫২৬
অবস্থা (নারীদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করতে বলল ইউসুফ, বার্তাবাহককে)	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
অশ্লীলতা (নারীর অশ্লীলতা/ব্যভিচার প্রমাণের প্রক্রিয়া)	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
অসহায় নর-নারী-শিশুর জন্য আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
অসহায় নারী-পুরুষ-শিশুদের জন্য জাহান্নাম নয় (হিজরত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯৮	৫৬৯
আকাঙ্ক্ষা (নারীদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা শোভনীয় করা হয়েছে মানুষের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
ইয়াতিম নারীদের ব্যাপারে আল্লাহর ফতওয়া	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
উত্তরাধিকারী (বলপূর্বক নারী/স্ত্রীর উত্তরাধীকারী হওয়া অবৈধ)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
উত্তরাধিকার (সম্পদে নারী উত্তরাধিকার)	৪-নিসা	৭০	৫৫৭
কালালার ভাই ও বোন(নারী) থাকলে পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
গর্ভধারণ ও প্রসব করে না কোন নারী (আল্লাহর অজ্ঞাতে)	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
গর্ভধারণ করে না কোন নারী (আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতসারে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৭	৮৯০
গর্ভধারণ (নারী যা গর্ভে ধারণ করে আল্লাহ্ তা জানেন)	১৩-রা'দ	৮	৬৮৯
গোপন অঙ্গ (নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালকের নিকট...)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
চরিত্রের হেফাজতকারীনি	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
ছড়িয়ে দেয়া (দু'জন থেকে আল্লাহ বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন)	৪-নিসা	১	৫৫৬
জীবিত রাখত ফিরআউন (মূসার সম্প্রদায়ের নারীদের)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
জীবিত রাখা (ফিরআউন কর্তৃক বনী ইসরাঈলদের নারী জীবিত রাখা)	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
জীবিত রাখা (ফিরআউন কর্তৃক বনীইসরাইলের নারীদের জীবিত রাখা...)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
জীবিত রাখা (বনী ইসরাঈলের নারীদের ফিরআউন জীবিত রাখত)	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
জীবিত (নারীদের জীবিত রাখত ফির'আউন, অধিবাসীদের একদলের)	২৮-কাসাস	৪	৮০৮
ডাকা (খৃস্টানদের নারীদেরকে ডাকার আহ্বান, মুবাহালার জন্য)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
ডাকা (নারীদেরকে ডাকবেন রাসূল, মুবাহালার জন্য)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
দুধপান করানোর দায়িত্ব অন্য নারীকে দেয়া (তালাকপ্রাপ্তার সন্তানের)	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
দেখতে পেল মূসা আ. দুই নারীকে (পশুদেরকে আগলে রাখছে)	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
নবীর স্ত্রীগণ অন্য নারীর মত নয়	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
পছন্দমত বিয়ের অধিকার	২-বাকারা	২৩২	৫২৬
পরিচালক (পুরুষরা নারীদের পরিচালক এ কারণে যে আল্লাহ ...)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
পর্দা (নবীর স্ত্রীদের সাথে নারীদের পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
পিতৃ-পুরুষের বিয়েকৃতা নারীকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২২	৫৫৯
পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে নারীদের উপর	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
পুরুষ ও নারী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৫৩-নাজম	৪৫	৯৩৪
পোশাক/আবরণ স্বরূপ (স্বামীর জন্য)	২-বাকারা	১৮৭	৫২১
প্রতিদান (সৎকর্মশীল মুমিন নারী-পুরুষকে উত্তম প্রতিদান/উত্তম জীবন)	১৬-নাহ্‌ল	৯৭	৭১১
প্রশান্তি (নারী স্বামীর জন্য প্রশান্তি স্বরূপ)	৩০-রূম	২১	৮২৩
প্রস্তাব (নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ায় কোন অপরাধ নেই...)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দেয় (অবিশ্বাসীরা)	৫৩-নাজম	২৭	৯৩৩
ফেরেশতাদেরকে কি আল্লাহ নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন?	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৫০	৮৬৪
ফেরেশতাকে নারী গণ্য করে মুশরিকরা (সাক্ষ্য/জিজ্ঞাসাবাদ)	৪৩-যুখরুফ	১৯	৮৯৭
বনী ইসরাঈলের নারীদেরকে ফিরআউন জীবিত রাখত	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
বানানো (বীর্য থেকে আল্লাহ যুগল নর ও নারী বানান)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৯	৯৯৪
বিদ্রূপ (নারীদের জন্য পরস্পরকে বিদ্রূপ করা নিষেধ)	৪৯-হুজুরাত	১১	৯২১
বিয়ে (দুই, তিন বা চার জন নারীকে বিয়ে করার বৈধতা)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
বিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
বিয়ে বৈধ (আহলি কিতাব নারীদেরকে)	৫-মায়েদা	৫	৫৮১
বৃদ্ধা নারী অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখায় দোষ নেই	২৪-নূর	৬০	৭৮০
বন্ধু (মুমিন নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু)	৯-তওবা	৭১	৬৪৭
মারইয়ামকে নারীদের উপর মনোনীত করেছেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৪২	৫৪০
মু'মিন নারীরা নারীদের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশে দোষ নেই	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
মুমিন নারী নিজকে দান করলে নবী চাইলে বিয়ে করতে পারেন	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
মুমিন নারীদের পর্দা দ্বারা চেনা যাবে (হিজাব প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
মুমিন নর-নারী পদদলিত হওয়ার আশংকা (মক্কা বিজয় প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
মূসার সাথে ঈমান আনয়নকারীদের নারীদেরকে জীবিত রাখা	৪০-মু'মিন	২৫	৮৮০
মাহরিম (বিয়ে নিষিদ্ধ)	৪-নিসা	২২	৫৫০
মাহরিম (বিয়ে নিষিদ্ধ)	৪-নিসা	২৩	৫৫০
যুগল (বীর্য থেকে আল্লাহ যুগল নর ও নারী বানান)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৯	৯৯৪
রাসূল স. এর জন্য যে সব নারী বিয়ে করা হালাল নয়...	৩৩-আহযাব	৫২	৮৩৮
রাজত্ব (সাবায় নারীর রাজত্ব, সাবার রানী বিলকিস প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২৩	৮০১
লূত সম্প্রদায়ের কামনা চরিতার্থ করতে নারীকে ছেড়ে পুরুষের কাছে গমন	৭-আ'রাফ	৮১	৬২০
লূতের সম্প্রদায় কর্তৃক নারীর পরিবর্তে পুরুষের কাছে গমন...	২৭-নামল	৫৫	৮০৪
হত্যা (নারীর বদলে নারীকে হত্যা করা হবে, কিসাস প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
শস্যক্ষেত.স্বরূপ (স্বামীর জন্য)	২-বাকারা	২২৩	৫২৫
শহরের নারীরা বলল-আযীযের স্ত্রী দাসকে দৈহিক মিলনে প্ররোচনা...	১২-ইউসুফ	৩০	৬৭৯
সৎকর্মশীল মুমিন পুরুষ ও নারীকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে	৪-নিসা	১২৪	৫৭২
সৎকর্মশীল মুমিন নারী-পুরুষকে উত্তম প্রতিদান/উত্তম জীবন দান	১৬-নাহ্‌ল	৯৭	৭১১
সৎকর্মশীলা মু'মিন নারী (জান্নাতে প্রবেশ করবে)	৪০-মু'মিন	৪০	৮৮১
সন্তান প্রসব করে না কোন নারী (আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতসারে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৭	৮৯০
সন্তান/পিতামাতাহীন নারীর ভাইবোনের মীরাস প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১২	৫৫৮
সম্পদ অর্জনের অধিকার	৪-নিসা	৩২	৫৬১
সৃষ্টি (পুরুষ নারীর মত নয়...)	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
সৃষ্টি (এক নারী ও এক পুরুষ থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন আল্লাহ্)	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
স্রষ্টা (কসম তার যিনি নর-নারীর স্রষ্টা)	৯২-লাইল	৩	১০২৫
সাক্ষ্য (নারীর সাক্ষ্য)	২-বাকারা	২৮২	৫৩৪
সাক্ষী (দু'জন পুরুষ না পেলে নারীকেও আংশিক সাক্ষী রাখা যাবে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
স্বাধীন মুমিন নারীকে বিয়েতে অক্ষম হলে দাসীকে বিয়ে বৈধ	৪-নিসা	২৫	৫৬০
নারী (ইয়াতিম)			
ইয়াতিম নারীদের ব্যাপারে আল্লাহর ফতওয়া	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
নারী (কন্যা)			
অংশ (মৃতের এক কন্যা থাকলে সম্পদের অর্ধেক পাবে)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
ইমরানের স্ত্রীর নারী/কন্যা সন্তান প্রসব	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
দুই নারী/কন্যার অংশের সমান (এক পুরুষ/পুত্রের অংশ)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
মুশরিক নারী/কন্যা প্রসবের সংবাদ শুনলে মুখ কালো করে	১৬-নাহ্‌ল	৫৮	৭০৭
সংবাদ (মুশরিক নারী/কন্যা প্রসবের সংবাদ শুনলে মুখ কালো করে)	১৬-নাহ্‌ল	৫৮	৭০৭
নারী চোর			
নারী চোরের হাত কেটে দেয়ার বিধান	৫-মায়িদা	৩৮	৫৮৫
নারী (দেবী)			
আল্লাহ্‌র পরিবর্তে নারী/দেবীকে ডাকা, মুশরিক প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১১৭	৫৭২
নারী (বিবাহে আবদ্ধ)			
অন্যের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারীকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৪	৫৬০
নারী বিমুখ			
ইয়াহইয়া আ. নারী বিমুখ, নেতা ও নবী হবে...	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
নাসর			
নূহ আ.সম্প্রদায়ের উপাস্য নাসরকে পরিত্যাগ না করা	৭১-নূহ্	২৩	৯৮৫
নাসারা			
অঙ্গীকার গ্রহণ (নাসারাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ...)	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
আল্লাহর পুত্র বলে নাসারারা ও ইহুদীরা (নিজেদেরকে)	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
ইবরাহীম/ইসমাঈল... ইহুদি-নাসারা ছিল কিনা আল্লাহই জানেন	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
ইবরাহীম আ.নাসারা ছিলেন না, ইহুদীও নন	৩-আলে ইমরান	৬৭	৫৪২
ঈমান (নাসারাদের ঈমান ও সৎ কাজের প্রতিদান)	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নাসারা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নেই (ইহুদীরা বলে নাসারারা কোন কিছুর উপর নেই)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
প্রতিদান (নাসারাদের ঈমান ও সৎ কাজের প্রতিদান)	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
ফয়সালা (আল্লাহ কিয়ামতে নাসারা...দের ফয়সালা করবেন)	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
বন্ধুরূপে গ্রহণ (ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা নিষেধ)	৫-মায়িদা	৫১	৫৮৭
বলা (নাসারারা বলে- 'মাসীহ আল্লাহর পুত্র')	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
বলা (নাসারারা বলে ইহুদীরা কোন কিছুর উপর নেই)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
বিশ্বাস করে যেসব নাসারা আল্লাহ ও আখিরাতে	৫-মায়িদা	৬৯	৫৮৯
মিথ্যা আশা (ইহুদী-নাসারাদের মিথ্যা আশা, জান্নাতে প্রবেশ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১১১	৫১৩
সন্তুষ্ট না হওয়া (নবী নাসারা ধর্ম অনুসরণ না করলে সন্তুষ্ট হবেনা)	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
হওয়া (নাসারা হলে সঠিক পথ পাবে ! তারা বলে)	২-বাক্বারা	১৩৫	৫১৫
হৃদ্যতা (মুমিনদের প্রতি নাসারাদের হৃদ্যতা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
নাসী (হারাম মাস)			
বাড়াবাড়ি (নাসী বা হারাম মাসকে পিছিয়ে দেয়া বাড়াবাড়ি...)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
নিংড়ানো			
ফল নিংড়াবে মানুষ, এমন এক বছর আসবে (কঠিন সাত বছর পর)	১২-ইউসুফ	৪৯	৬৮১
মদ নিংড়াতে বানাতে দেখল নিজেকে (দুই যুবকের একজন)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
নিঃশেষ			
ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাবে (বাম হাতে কিতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির)	৬৯-হাক্বাহ	২৯	৯৭৯
জাহান্নামীরা নিজেদের নিঃশেষ করার প্রার্থনা করবে	৪৩-যুখরুফ	৭৭	৯০১
জ্ঞান নিঃশেষ (আখিরাত সম্পর্কে জ্ঞান নিঃশেষ হওয়া, মুশরিকদের)	২৭-নামল	৬৬	৮০৫
সমুদ্র নিঃশেষ হবে (প্রতিপালকের বাণী লিখতে)	১৮-কাহফ	১০৯	৭৩৩
সুখ-শান্তি দুনিয়াতে নিঃশেষ করে (কাফিররা)	৪৬-আহ্কাফ	২০	৯১০
নিঃসন্তান (আরো দেখুন কালালা শব্দটি)			
আল্লাহ নিঃসন্তানের সম্পদ বন্টন সম্পর্কে ফতওয়া দিচ্ছেন	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে মা তিন ভাগের এক ভাগ পাবে	৪-নিসা	১১	৫৫৭
নিঃস্ব (আরো দেখুন অসহায় শব্দটি)			
তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে (অপব্যয় করলে)	১৭-ইসরা	২৯	৭১৬
নিকট (আরো দেখুন কাছে শব্দটি)			
ইউসুফের ভাইদের নিকট রাসূল স. ছিলেন না (ষড়যন্ত্রের সময়)	১২-ইউসুফ	১০২	৬৮৬
উপস্থিত করা হবে সবাইকে, আল্লাহর নিকট (কিয়ামতে)	৩৬-ইয়াসীন	৫৩	৮৫৫
জান্নাতীদের নিকটে জান্নাতের ছায়া থাকবে	৭৬-দাহর	১৪	৯৯৫
প্রতিবেশী (নিকট প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
প্রান্ত (উপত্যকার নিকট প্রান্তে ছিল মু'মিনরা) ন্ত	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
মানুষের ধমনীর চেয়ে অধিক নিকটে আছেন আল্লাহ	৫০-ক্বাফ	১৬	৯২৩
সঠিক পথ প্রদর্শনের আশা (আল্লাহর নিকট রাসূল স. এর)	১৮-কাহ্ফ	২৪	৭২৬
নিকট আত্মীয়			
বোঝা নিকটাত্মীয়ও বহন করবে না (কিয়ামতে)	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
সতর্ক করা (নবীর নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করার নির্দেশ)	২৬-শু'আরা	২১৪	৭৯৯
নিকটজন (আরো দেখুন আপনজন শব্দটি)			
আল্লাহ নিকটজন (ধনী-গরীব সকলের)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
নবী মুমিনদের কাছে নিজেদের চেয়ে নিকটজন	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
নিকটতম			
সাক্ষ্য দিবে নিকটতম দুজন হকদার কসম করে (ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
নিকটতর			
আত্মীয়রা মীরাসপ্রাপ্তিতে মুমিন মুহাজিরের চেয়ে নিকটতর	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
আল্লাহ মানুষের চেয়েও নিকটতর (প্রাণ কণ্ঠাগত ব্যক্তির)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৫	৯৪৭
ইবরাহীমের অধিক নিকটতর (তার অনুসারীরা)	৩-আলে ইমরান	৬৮	৫৪২
উপকারের দিক থেকে পিতা নাকি সন্তান বেশি নিকটতর সে প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১১	৫৫৭
ক্ষতি নিকটতর(শরীকদের উপকারের চেয়ে ক্ষতি নিকটতর)	২২-হাজ্জ	১৩	৭৫৯
সাক্ষ্য দেয়ার নিকটতর পদ্ধতি (অন্য দুজনের সাক্ষী গ্রহণ...)	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
নিকট প্রতিবেশী			
নিকট প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
নিকটবর্তী			
অন্যদেরকে নিকটবর্তী করা (লাঠির আঘাতে নীলনদ বিভক্ত হওয়া)	২৬-শু'আরা	৬৪	৭৯১
অশ্লীলতার নিকটবর্তী হওয়া যাবেনা (প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার)	৬-আন'আম	১৫১	৬১১
আদম আ. ও তার স্ত্রীকে একটি গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ	৭-আ'রাফ	১৯	৬১৪
আল্লাহ অতি নিকটবর্তী	৩৪-সাবা	৫০	৮৪৫
আল্লাহ নিকটবর্তী করে না মানুষকে তার ধন-সম্পদ	৩৪-সাবা	৩৭	৮৪৪
ইয়াতিমের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী না হওয়ার নির্দেশ	৬-আন'আম	১৫২	৬১১
কাফির (নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ...)	৯-তাওবা	১২৩	৬৫৩
কিয়ামত/সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হলে কাফিরের চোখ স্থির হয়ে যাবে	২১-আম্বিয়া	৯৭	৭৫৬
কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে	৫৩-নাজম	৫৭	৯৩৫
কিয়ামত নিকটবর্তী সময়েই হবে	১৭-ইসরা	৫১	৭১৮
কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে	৫৪-কামার	১	৯৩৬
কিয়ামত চোখের পলকের মত, বরং তার চেয়ে নিকটবর্তী	১৬-নাহ্ল	৭৭	৭০৯
কিয়ামত নিকটবর্তী	৪২-শূরা	১৭	৮৯২
কিয়ামত নিকটবর্তী (মানুষের জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৬৩	৮৩৯
কুফরীর নিকটবর্তী মুনাফিকরা (ঈমানের চেয়ে)	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
গনিমতের সামগ্রী নিকটবর্তী হলে (মুমিনদের অনুসরণ করত...)	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে (কিয়ামতে)	৮১-তাকভীর	১৩	১০০৮
জিবরাঈল নিকটবর্তী হলো (রাসূল স. এর)	৫৩-নাজম	৮	৯৩২
তওবা নিকটবর্তী সময়ে করলে আল্লাহ কবুল করেন (ভুলের পরই)	৪-নিসা	১৭	৫৫৮
তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী (মার্জনা করা, মোহর প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
তাকওয়ার নিকটবর্তী (ন্যায়বিচার করা)	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
দয়া নিকটবর্তী (আল্লাহর দয়া সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী)	৭-আ'রাফ	৫৬	৬১৮
ধন-সম্পদের (ইয়াতীমের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী হওয়াও নিষেধ)	১৭-ইসরা	৩৪	৭১৭
নামাজের নিকটবর্তী হওয়া নিষিদ্ধ (নেশাগ্রস্ত অবস্থায়)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে হুদহুদের অবস্থান নেয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	২২	৮০১
নির্দিষ্ট সময় নিকটবর্তী (আয়াত মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৮৫	৬৩০
প্রতিপালক মানুষের অতি নিকটবর্তী	১১-হূদ	৬১	৬৭১
প্রতিপালকের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে যাদেরকে ইলাহ মনে করে...	১৭-ইসরা	৫৭	৭১৮
প্রতিশ্রুত শাস্তি নিকটবর্তী নাকি মেয়াদ রয়েছে...	৭২-জিন্	২৫	৯৮৭
প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী (পুনরুত্থানের সময়)	২৭-নামল	৭২	৮০৬
বিজয় নিকটবর্তী (মুমিনদেরকে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্হ	১৮	৯১৭
বিজয় নিকটবর্তী (নিকটবর্তী বিজয় মুমিনরা ভালবাসে)	৬১-সাফ্ফ	১৩	৯৬১
বিজয় নিকটবর্তী (নিকটবর্তী বিজয় দান করেছেন আল্লাহ, মুমিনদেরকে)	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হওয়া যাবে না	১৭-ইসরা	৩২	৭১৬
ভূখণ্ড (নিকটবর্তী ভূখণ্ডে রোমানরা পরাজিত হল)	৩০-রূম	৩	৮২২
মূসাকে নিকটবর্তী করলেন আল্লাহ (একান্ত কথায়)	১৯-মারইয়াম	৫২	৭৩৭
শাস্তি (মানুষকে কিয়ামতের আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্কবাণী)	৭৮-নাবা	৪০	১০০২
শাস্তি (আল্লাহ কাফিরদের শাস্তিকে নিকটবর্তী দেখতে পাচ্ছেন)	৭০-মা'আরিজ	৭	৯৮১
শাস্তি নিকটবর্তী (আল্লাহর উষ্ট্রীর ক্ষতি করলে, ছামূদ জাতি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
শাস্তি নিকটবর্তী (প্রতিশ্রুত শাস্তি নিকটবর্তী না দূরবর্তী তা রাসূল স. জানেননা)	২১-আম্বিয়া	১০৯	৭৫৭
সত্য প্রতিশ্রুতি/কিয়ামত নিকটবর্তী হলে কাফিরের চোখ স্থির হয়ে যাবে	২১-আম্বিয়া	৯৭	৭৫৬
সময় (জালিমরা নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অবকাশ চাইবে, কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
সময় (যুদ্ধ থেকে নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
সময় (মৃত্যুকালে নিকটবর্তী সময়ের প্রার্থনা, দান/সৎকর্ম প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	১০	৯৬৫
সাহায্য নিকটবর্তী (আল্লাহর সাহায্য)	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
সীমার নিকটবর্তী (আল্লাহর সীমার নিকটবর্তী হওয়াও নিষেধ)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
স্ত্রীদের নিকটবর্তী হওয়ার নিষেধ (মাসিক চলাকালে)	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
স্থান (নিকটবর্তী স্থান হতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে কিয়ামতে)	৫০-ক্বাফ	৪১	৯২৪
স্থান (নিকটবর্তী স্থান থেকে কাফিরদেরকে পাকড়াও করা হবে)	৩৪-সাবা	৫১	৮৪৫
হিসাব (মানুষের জন্য তাদের হিসাব নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ...)	২১-আম্বিয়া	১	৭৫০
হৃদ্যতায় সবচেয়ে নিকটবর্তী পাওয়া (নাসারাদেরকে মুমিনদের প্রতি)	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
নিকট (আরো দেখুন কাছে শব্দটি)			
আল্লাহ অতি নিকটে আছেন	২-বাক্বারা	১৮৬	৫২০
কিয়ামত নিকটে দেখবে যখন কাফিররা (মুখমণ্ডল মলিন হবে)	৬৭-মুল্ক	২৭	৯৭৪
নিকটে আনা			
জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটে আনা হবে (আখিরাতে)	২৬-শু'আরা	৯০	৭৯২
জান্নাত নিকটে আনা হবে (মুত্তাকীদের)	৫০-ক্বাফ	৩১	৯২৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিকটে আসা			
জিবরাঈল নিকটে আসল (রাসূল স. এর)	৫৩-নাজম	৮	৯৩২
মসজিদে হারামের নিকটে আসবে না মুশরিকরা	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
নিকটে যাওয়া			
গাছের নিকটে না যেতে নির্দেশ, আদমকে(জান্নাতের বিশেষ গাছ)	২-বাক্বারা	৩৫	৫০৫
নিকটে রাখা			
অতিথিদের নিকটে রাখল হৃষ্ট-পুষ্ট বাছুর ভাজা (খাওয়ার জন্য)	৫১-যারিয়াত	২৭	৯২৬
নিকৃষ্ট (আরো দেখুন মন্দ শব্দটি)			
অবস্থানস্থল (নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল জাহান্নাম)	২৫-ফুরকান	৬৬	৭৮৭
অবস্থানস্থল (জাহান্নাম নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল)	৩৮-সোয়াদ	৬০	৮৬৯
অবস্থানগত দিক থেকে নিকৃষ্ট ভাবল ইউসুফ আ. (ভাইদেরকে)	১২-ইউসুফ	৭৭	৬৮৪
আবাস (জালিমদের আবাস হবে নিকৃষ্ট)	৪০-মু'মিন	৫২	৮৮২
আবাস্থল (জাহান্নাম নিকৃষ্ট স্থায়ী আবাস্থল!)	১৪-ইবরাহীম	২৯	৬৯৬
আবাস (নিকৃষ্ট আবাস, সম্পর্ক ছিন্নকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীর জন্য)	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
আবাস (মুনাফিক ও মুশরিকদের জন্য নিকৃষ্ট আবাস)	৪৮-ফাত্হ	৬	৯১৬
আবাসস্থল (নিজের প্রতি জুলুমকারীর জন্য জাহান্নাম নিকৃষ্ট আবাস...)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
আবাসস্থল (নিকৃষ্ট আবাসস্থল জালিমদের)	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
আবাস (নিকৃষ্ট আবাস জাহান্নাম)	২-বাক্বারা	২০৬	৫২৩
আবাসস্থল (অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট!)	১৬-নাহ্ল	২৯	৭০৫
আবাসস্থল (অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট!)	৩৯-যুমার	৭২	৮৭৭
আবাসস্থল (জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল)	৪০-মু'মিন	৭৬	৮৮৪
ঈমানের নির্দেশ নিকৃষ্ট (বনী ইসরাইলের ঈমান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
উৎপন্ন করে না ফসল, নিকৃষ্ট জমি (কঠিন পরিশ্রম ছাড়া)	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
উপমা (আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা আখ্যাদাতার উপমা খুবই নিকৃষ্ট!)	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
কাজ (মুত্তাকীদের নিকৃষ্ট কাজ আল্লাহ মোচন করবেন)	৩৯-যুমার	৩৫	৮৭৪
কাজ (ইহুদিরা যে মন্দ কাজ করত তা নিকৃষ্ট কাজ)	৫-মায়িদা	৭৯	৫৯০
কাজ (নিকৃষ্ট কাজ, আহলে কিতাবরা যা করছে)	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
কাজ (নিকৃষ্ট কাজ করে তারা যারা কুফরি গোপন করে)	৫-মায়িদা	৬২	৫৮৮
কাজ (নিকৃষ্ট কাজ, মুশরিকরা যা করে)	৯-তাওবা	৯	৬৪০
কাজ (নিকৃষ্ট কাজ, যা তারা করে)	৫-মায়িদা	৬৩	৫৮৮
কৃতকর্ম (বনী ইসরাঈল যা অগ্রে পাঠিয়েছে/কৃতকর্ম নিকৃষ্ট)	৫-মায়িদা	৮০	৫৯০
গন্তব্য (নিকৃষ্ট গন্তব্য জাহান্নাম)	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
গন্তব্যস্থল (আগুন নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল, কাফিরদের জন্য)	২৪-নূর	৫৭	৭৮০
গন্তব্যস্থল (জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!)	৬৭-মুলক	৬	৯৭২
গন্তব্যস্থল (জাহান্নাম নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল)	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
গন্তব্যস্থল (নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল জাহান্নাম)	৩-আলে ইমরান	১৬২	৫৫১
গন্তব্যস্থল (কাফিরদের জন্য নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল, জাহান্নাম)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
গন্তব্যস্থল (কাফিরদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল)	৬৬-তাহরীম	৯	৯৭১
গন্তব্যস্থল (কাফিরদের জন্য জাহান্নাম নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল)	৬৪-তাগাবুন	১০	৯৬৭
গন্তব্যস্থল(আগুন নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল, কাফিরদের প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
গন্তব্যস্থল (নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল, মুনাফিক ও কাফিরদের)	৫৭-হাদীদ	১৫	৯৪৯
গন্তব্যস্থল (নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল জাহান্নাম)	৯-তাওবা	৭৩	৬৪৭
জীব (নিকৃষ্ট জীব আল্লাহর নিকট সেই সব বধির ও বোবা...)	৮-আনফাল	২২	৬৩৪
নিকৃষ্ট নারীদের জন্য নিকৃষ্ট পুরুষরা	২৪-নূর	২৬	৭৭৬
নিকৃষ্ট পুরুষদের জন্য নিকৃষ্ট নারীরা	২৪-নূর	২৬	৭৭৬
পথ (পিতৃ-পুরুষের স্ত্রীকে বিয়ে করা নিকৃষ্ট পথ ও ঘৃণ্য)	৪-নিসা	২২	৫৫৯
পথ (ব্যভিচার অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ)	১৭-ইসরা	৩২	৭১৬
পানীয় (জাহান্নামে) জালিমদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে (নিকৃষ্ট পানীয়)	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
পুরস্কার (নিকৃষ্ট পুরস্কার দেয়া হবে, মাদইয়ানবাসীকে)	১১-হূদ	৯৯	৬৭৮
প্রতিফল (নিকৃষ্ট প্রতিফলের সংবাদ দিবেন রাসূল স. পাপচারীদেরকে)	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
প্রতিফল (কাফিরদের কৃতকর্মের নিকৃষ্টতম প্রতিফল দিবেন আল্লাহ)	৪১-ফুসসিলাত	২৭	৮৮৮
প্রবেশ (কত নিকৃষ্ট প্রবেশ, যেখানে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে)	১১-হূদ	৯৮	৬৭৮
প্রতিনিধিত্ব (মূসার অনুপস্থিতিতে তার নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
প্রভু/রক্ষক (আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য নিকৃষ্ট প্রভু/রক্ষক)	২২-হাজ্জ	১৩	৭৫৯
প্রত্যাবর্তনস্থল (নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৫৫	৮৬৯
বদলানো (উত্তম খাদ্য দিয়ে নিকৃষ্ট খাদ্য বদলে নেয়া...)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
বিশ্রামস্থল (নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল জাহান্নাম)	১৩-রা'দ	১৮	৬৯০
বিশ্রামস্থল (নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল জাহান্নাম)	৩-আলে ইমরান	১২	৫৩৭
বিশ্রামস্থল (নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল জাহান্নাম)	৩-আলে ইমরান	১৯৭	৫৫৫
বিনিময় (কাফিররা যার বিনিময়ে নিজেদের বিক্রি করে তা নিকৃষ্ট)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
বিনিময় (জালিমদের জন্য নিকৃষ্ট বিনিময়)	১৮-কাহ্ফ	৫০	৭২৮
বিশ্রামস্থল (জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল)	৩৮-সোয়াদ	৫৬	৮৬৯
বিশ্রামস্থল (জাহান্নাম জালিমদের জন্য নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল...)	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
বিচার (মন্দকর্মশীল ও সৎকর্মশীল মুমিনের জীবন ও মৃত্যু প্রসঙ্গ)	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
বিচার (মুশরিকদের বিচার কতই না নিকৃষ্ট)	৬-আন'আম	১৩৬	৬০৯
বিচার (মুশরিকের বিচার নিকৃষ্ট,কন্যাকে জীবন্ত পুতে ফেলা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৫৯	৭০৭
বিচার (আল্লাহকে ছাড়িয়ে যাবে এমন ধারণাকারীদের বিচার নিকৃষ্ট)	২৯-আনকাবূত	৪	৮১৬
বিক্রয়ের বিনিময় কতই না নিকৃষ্ট ! (জাদু প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
বৃষ্টি (নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল যাদের উপর...)	২৫-ফুরকান	৪০	৭৮৫
বৃষ্টি (লূত সম্প্রদায়ের উপর বর্ষিত হয় নিকৃষ্ট পাথরের বৃষ্টি)	২৬-শু'আরা	১৭৩	৭৯৭
বৃষ্টি(লূতের সম্প্রদায়ের উপর পাথরের নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষণ)	২৭-নামল	৫৮	৮০৪
বোঝা (কিয়ামতে কাফির যে পাপের বোঝা বহন করবে তা নিকৃষ্ট)	১৬-নাহ্ল	২৫	৭০৪
বোঝা বহন (নিকৃষ্ট বোঝা বহন, আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা বলায়)	৬-আন'আম	৩১	৫৯৮
বোঝা (কিয়ামতের দিনের পাপের বোঝা কতইনা নিকৃষ্ট !)	২০-ত্বা-হা	১০১	৭৪৭
মর্যাদায় নিকৃষ্ট কে পথভ্রষ্টরা তা জানতে পারবে...	১৯-মারইয়াম	৭৫	৭৩৯
মর্যাদায় নিকৃষ্ট (পাপাচারীরা)	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
মর্যাদা (পথভ্রষ্টরা মর্যাদায় নিকৃষ্ট)	২৫-ফুরকান	৩৪	৭৮৪
মূল্য (কত নিকৃষ্ট মূল্য যা আহলে কিতাবরা গ্রহণ করত)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
শাস্তি (আয়াত অস্বীকারকারীর জন্য নিকৃষ্ট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪৫-জাছিয়া	১১	৯০৫
শাস্তি দিবেন প্রতিপালক...(জালিমকে নিকৃষ্ট শাস্তি)	১৮-কাহ্ফ	৮৭	৭৩২
শাস্তি (আল্লাহর আয়াত থেকে মুখ ফিরানোয় নিকৃষ্ট শাস্তি)	৬-আন'আম	১৫৭	৬১২
শাস্তি (আল্লাহ-রাসূল স. এর নির্দেশ অমান্য করায় নিকৃষ্ট হিসাব শাস্তি)	৬৫-তালাক	৮	৯৬৯
শাস্তি (ফিরআউন সম্প্রদায়কে নিকৃষ্ট শাস্তি প্রদান)	৪০-মু'মিন	৪৫	৮৮১
শাস্তি (নিকৃষ্ট শাস্তি তাদের জন্য যারা আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা চালায়)	৩৪-সাবা	৫	৮৪১
শাস্তি (মূসার সম্প্রদায়কে ফিরআউন সম্প্রদায় নিকৃষ্ট শাস্তি দিত)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
শাস্তি (আখিরাতে অবিশ্বাসীদের জন্য নিকৃষ্ট শাস্তি)	২৭-নামল	৫	৮০০
শাস্তি (জালিমরা কিয়ামতে নিকৃষ্ট শাস্তি চেহারা দিয়ে ঠেকাবে)	৩৯-যুমার	২৪	৮৭৩
শাস্তি (ইহুদিদের একটি গোষ্ঠীকে কিয়ামত পর্যন্ত নিকৃষ্ট শাস্তি দান...)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
শাস্তি (বনী ইসরাঈলকে ফিরআউন বংশ নিকৃষ্ট শাস্তি চাপিয়ে দিত)	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
শাস্তি (বনী ইসরাঈলের উপর ফিরআউন বংশের নিকৃষ্ট শাস্তি)	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
সম্পদ বদল ইয়াতিমের পবিত্র সম্পদের সাথে নিকৃষ্ট সম্পদ বদল নিষেধ	৪-নিসা	২	৫৫৬
সম্প্রদায় (নূহের সম্প্রদায়)	২১-আম্বিয়া	৭৭	৭৫৫
সম্প্রদায়(লূত সম্প্রদায় ছিল নিকৃষ্ট ও পাপাচারী সম্প্রদায়)	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
সহচর (আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যরা নিকৃষ্ট সহচর)	২২-হাজ্জ	১৩	৭৫৯
সহচর (শয়তান মানুষের নিকৃষ্ট সহচর)	৪৩-যুখরুফ	৩৮	৮৯৮
হিসাব (নিকৃষ্ট হিসাবকে ভয় করে, বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২১	৬৯০
হিসাব (নিকৃষ্ট হিসাব তাদের জন্য, যারা প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়নি)	১৩-রা'দ	১৮	৬৯০
নিকৃষ্টতম			
আহলে কিতাবের কাফির/মুশরিকরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
নিকৃষ্টতম জীব আল্লাহর নিকট তারাই যারা কুফরি করেছে	৮-আনফাল	৫৫	৬৩৭
নিকৃষ্ট বস্তু			
নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয়ের ইচ্ছা না করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
শাস্তি (জালিমরা নিকৃষ্ট শাস্তির জন্য মুক্তিপণ দিতে চাবে, কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৪৭	৮৭৫
শাস্তি (ঠেকানো (জালিম কিয়ামতে নিকৃষ্ট শাস্তি চেহারা দিয়ে ঠেকাবে)	৩৯-যুমার	২৪	৮৭৩
নিক্ষেপ (আরো দেখুন ছুঁড়ে ফেলা শব্দটি)			
অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য নিক্ষেপ করত দুনিয়াতে (কাফিররা)	৩৪-সাবা	৫৩	৮৪৫
অস্বীকারকারীকে নিক্ষেপ করা হবে সংকীর্ণ স্থানে	২৫-ফুরকান	১৩	৭৮৩
আগুনে(বামহাতে আমলনামাপ্রাপ্তকে তীব্র আগুনে নিক্ষেপ)	৬৯-হাক্কাহ্	৩১	৯৭৯
আগুনে নিক্ষেপের পরিকল্পনা (ইবরাহীমকে)	৩৭-সাফ্ফাত	৯৭	৮৬১
আবাসভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ (লূত সম্প্রদায়ের)	৫৩-নাজম	৫৩	৯৩৫
আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন (বদরযুদ্ধে কংকর নিক্ষেপ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩
ইউসুফকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে বলল (ভাইদের একজন)	১২-ইউসুফ	১০	৬৭৭
ইউনুসকে নিক্ষেপ করলেন আল্লাহ তৃণহীন প্রান্তরে	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৫	৮৬৪
ইউনুস আ.কে নিক্ষেপ করা হত, প্রতিপালকের নেয়ামত না পৌঁছলে	৬৮-ক্বালাম	৪৯	৯৭৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিক্ষেপ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কলম নিক্ষেপ করা (মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে)	৩-আলে ইমরান	৪৪	৫৪০
কিতাব নিক্ষেপ করল পিছনে (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
চুক্তি নিক্ষেপ করার নির্দেশ তাদের দিকে যাদের থেকে...	৮-আনফাল	৫৮	৬৩৭
জাদুকরদের জাদু নিক্ষেপ করতে বলা (মূসা আ. জাদুকরদের বলল)	২৬-শু'আরা	৪৩	৭৯০
জাদুকরদেরকে জাদু নিক্ষেপ করতে বললেন মূসা	১০-ইউনুস	৮০	৬৬২
জাদুকররা প্রথমে জাদু নিক্ষেপ করবে নাকি মূসা...	২০-ত্বা-হা	৬৫	৭৪৪
জাদুকররা যখন নিক্ষেপ করল (মূসা আ. ও ফিরআউন প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৮১	৬৬২
জাদু নিক্ষেপ করতে বলল মূসা আ. (ফিরআউনের জাদুকরদের)	১০-ইউনুস	৮০	৬৬২
জাদু নিক্ষেপ করতে বলা (মূসা আ. ফির'আউনের জাদুকরদের বলল)	২৬-শু'আরা	৪৩	৭৯০
জাদু নিক্ষেপ (ফিরআউনের জাদুকরদের)	৭-আ'রাফ	১১৬	৬২৩
জাদুকরদের জাদু নিক্ষেপ (ফিরআউনের জাদুকর প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৬	৬২৩
জাদুকরদের জাদু নিক্ষেপ (মূসা আ. ও ফিরআউন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৬৬	৭৪৫
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (উদ্ধত কাফিরকে)	৫০-ক্বাফ	২৪	৯২৩
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে যাদেরকে তারা...	৬৭-মুলক	৭	৯৭২
তীরে নিক্ষেপ (শিশু মূসার সিন্দুককে সমুদ্র তীরে নিক্ষেপ করবে)	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
দড়ি নিক্ষেপ (জাদুকররা জাদুর দড়ি নিক্ষেপ করল)	২৬-শু'আরা	৪৪	৭৯০
দলকে নিক্ষেপ (কোন এক দলকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে...)	৬৭-মুলক	৮	৯৭২
ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করা (নিজ হাতে নিজেকে)	২-বাক্বারা	১৯৫	৫২২
পাথর নিক্ষেপের জন্য ফেরেশতা প্রেরণ (লূত সম্প্রদায়ের উপর)	৫১-যারিয়াত	৩৩	৯২৭
পাথর নিক্ষেপ (হাতীওয়ালাদের উপর পোড়ামাটির পাথর নিক্ষেপ)	১০৫-ফীল	৪	১০৩৩
পিছনে নিক্ষেপ (আহলেকিতাব কর্তৃক আল্লাহর কিতাবকে)	২-বাক্বারা	১০১	৫১১
পৃথিবী বাইরে নিক্ষেপ করবে তার অভ্যন্তরের বস্তু (কিয়ামতে)	৮৪-ইন্‌শিকাক্	৪	১০১৩
প্রতিপালক নিক্ষেপ করেন (সত্যকে মিথ্যার উপর)	৩৪-সাবা	৪৮	৮৪৫
ফির'আউন ও তার বাহিনীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৪০	৮১১
ফির'আউন ও তার বাহিনীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন আল্লাহ	৫১-যারিয়াত	৪০	৯২৭
বনী ইসরাঈলের অলঙ্কারের বোঝা নিক্ষেপ (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৭	৭৪৬
মূসাকে সমুদ্রে নিক্ষেপের নির্দেশ (কোন আশঙ্কা করলে)	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
মূসা আ. কর্তৃক নিক্ষেপ (ফিরআউনের জাদুকরদের প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৫	৬২৩
মূসার লাঠি নিক্ষেপ (জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৪৫	৭৯০
মূসার লাঠি নিক্ষেপ প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	২০	৭৪২
মূসা আ. প্রথমে জাদু নিক্ষেপ করবে নাকি ফিরআউনের জাদুকররা...	২০-ত্বা-হা	৬৫	৭৪৪
মূসার ডান হাতের লাঠি নিক্ষেপ প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৬৯	৭৪৫
রহিত করা (শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা রহিত করেন)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
রাসূল স. নিক্ষেপ করেছিলেন যখন (বদরযুদ্ধে কংকর নিক্ষেপ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩
রাসূল স. নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন (বদরযুদ্ধে কংকর নিক্ষেপ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩
লাঠি নিক্ষেপ (জাদুকররা জাদুর লাঠি নিক্ষেপ করল)	২৬-শু'আরা	৪৪	৭৯০
লাঠি নিক্ষেপ (ফিরআউনের জাদু ও মূসার লাঠি প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৭	৬২৩
লাঠি নিক্ষেপ (মূসার লাঠি নিক্ষেপ ও অজগারে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০৭	৬২২
লাঠি নিক্ষেপ করতে বললেন আল্লাহ মূসাকে	২৮-কাসাস	৩১	৮১০
লাঠি নিক্ষেপ করতে মূসাকে আল্লাহর নির্দেশ	২৭-নামল	১০	৮০০
লাঠি নিক্ষেপ করামাত্রই তা অজগারে পরিণত হল (মূসা আ. প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৩২	৭৮৯
লাঠি নিক্ষেপ করার নির্দেশ (মূসাকে আল্লাহর নির্দেশ)	২০- ত্বা হা	১৯	৭৪২
শয়তানের নিক্ষেপ করা অন্তরে রোগাক্রান্তদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ	২২-হাজ্জ	৫৩	৭৬৩
শয়তানের নিক্ষেপ (নবী-রাসূলদের আকাঙ্ক্ষায়)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
শয়তানের প্রতি সব দিক থেকে উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করা হয়	৩৭-সাফফাত	৮	৮৫৭
শাস্তিতে (কঠিন শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে আল্লাহর সাথে ইলাহ বানালে)	৫০-ক্বাফ	২৬	৯২৩
সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ (মিথ্যার ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১৮	৭৫১
সাকারে নিক্ষেপ করল কিসে (পাপীদেরকে জান্নাতিদের জিজ্ঞাসা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪২	৯৯২
সাগরে নিক্ষেপের ঘোষণা (সামিরীর ইলাহ/উপাস্য/বাছুরকে)	২০-ত্বা-হা	৯৭	৭৪৭
সামিরীর মাটি নিক্ষেপ (বাছুরের মূর্তি তৈরি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৯৬	৭৪৭
সামিরীর অলঙ্কারের বোঝা নিক্ষেপ (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৭	৭৪৬
সুলাইমানের পত্র সাবার রানীর কাছে নিক্ষেপ (হুদহুদ পাখি মারফত)	২৭-নামল	২৮	৮০২
হাতীওয়ালাদের উপর পোড়ামাটির পাথর নিক্ষেপ...	১০৫-ফীল	৪	১০৩৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হুতামায় নিক্ষেপ করা হবে (নিন্দাকারী ও সম্পদ জমাকারীকে)	১০৪-হুমাযা	৪	১০৩৩
নিক্ষেপ (অধোমুখী করে)			
বিপথগামীদেরকে অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে	২৬-শু'আরা	৯৪	৭৯৩
নিক্ষেপ করা (ভঙ্গ)			
অঙ্গীকার ভঙ্গ নিক্ষেপ (অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইহুদীদের স্বভাব)	২-বাক্বারা	১০০	৫১১
নিক্ষেপকারী			
জাদুকররাই জাদু নিক্ষেপকারী (ফিরআউনের জাদুকরদের প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৫	৬২৩
নিক্ষেপের উপকরণ			
প্রদীপমালাকে নিক্ষেপের উপকরণ বানানো (শয়তানের জন্য)	৬৭-মুলক	৫	৯৭২
নিক্ষিপ্ত			
আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে (আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারীরা)	১৬-নাহ্‌ল	৬২	৭০৭
আগুনে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি উত্তম নাকি নিরাপদ ব্যক্তি? (কিয়ামতে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪০	৮৮৯
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণ করলে)	১৭-ইস্‌রা	৩৯	৭১৭
নিখুঁত			
গাভী (বনী ইসরাঈলকে নিখুঁত গাভী জবাই করার নির্দেশ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭১	৫০৮
নিচ			
আগুনের আচ্ছাদন থাকবে (জাহান্নামীদের নিচে)	৩৯-যুমার	১৬	৮৭২
আরোহী দল নিচে ছিল (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
উপরকে নিচ বানিয়ে উল্টিয়ে দিলেন আল্লাহ লূতের জনপদকে	১১-হূদ	৮২	৬৭৩
কক্ষের (জান্নাতের) নীচে নহর প্রবাহিত	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
কাফিরদের পায়ের নিচ ও উপর থেকে শাস্তি আচ্ছন্ন করা	২৯-আনকাবূত	৫৫	৮২০
গাছের নিচে রাসূল স. এর নিকট মুমিনদের বাইয়াত গ্রহণ	৪৮-ফাত্‌হ	১৮	৯১৭
জনপদ উপর-নিচ করে দিলেন আল্লাহ (লূতের জনপদ)	১৫-হিজর	৭৪	৭০১
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত (মুমিনদের পুরস্কার...)	২৯-আনকাবূত	৫৮	৮২১
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৩-আলে ইমরান	১৯৮	৫৫৫
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত (মুমিনদের জন্য)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
জান্নাতীদের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
জান্নাতের নীচে নহর প্রবাহিত থাকবে	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
জান্নাতের নীচে নহর প্রবাহিত (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
জান্নাতের নীচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
জান্নাতের নীচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৬১-সাফফ	১২	৯৬১
জান্নাতের নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত	৫-মায়িদা	৮৫	৫৯১
জান্নাতের নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
জান্নাতের নীচে নহর প্রবাহিত (সৎকর্মশীল মুমিন প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
জান্নাতের নীচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৪৮-ফাত্‌হ	৫	৯১৬
জান্নাতের নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে	৪-নিসা	১২২	৫৭২
জান্নাতের নিচে নহর প্রবাহিত (পরিশুদ্ধদের জন্য)	২০-ত্বা-হা	৭৬	৭৪৫
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহমান	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৩-আলে ইমরান	১৩৬	৫৪৯
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত থাকবে (ঈমানদার সৎকর্মশীলের জন্য)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৯-তাওবা	৮৯	৬৪৯
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
জান্নাতের তলদেশে নহর প্রবাহিত	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
নহর প্রবাহিত পূর্ববর্তী প্রজন্মের বসতির নিচে নহর প্রবাহিত	৬-আন্'আম	৬	৫৯৬
নহর প্রবাহিত মুমিনদের নীচে (জান্নাতে)	১৮-কাহ্‌ফ	৩১	৭২৭
পায়ের নিচ থেকে আহার করত আহলে কিতাবরা যদি...	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
বাগানের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত	২৫-ফুরকান	১০	৭৮৩
বাগানের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত (উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
মারইয়ামের নিচে পানির প্রবাহ বানিয়ে দিয়েছেন (প্রতিপালক)	১৯-মারইয়াম	২৪	৭৩৫

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিচ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মারইয়ামের নিচে ঝরণার প্রবাহ বানিয়ে দিলেন আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	২৪	৭৩৫
শাস্তি (আল্লাহ মানুষের পায়ের নিচ থেকে শাস্তি পাঠাতে সক্ষম)	৬-আন্‘আম	৬৫	৬০২
নিচু			
কণ্ঠস্বর নিচু করার উপদেশ (লোকমানপুত্রকে)	৩১-লুকমান	১৯	৮২৮
কণ্ঠস্বর নিচু করে যারা রাসূল স. এর সামনে,তাদের প্রতিদান...	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
বাহু নিচু করা/সদয় হওয়া (রাসূল স. এর অনুসরণকারী মুমিনদের প্রতি)	২৬-শু‘আরা	২১৫	৭৯৯
সালাতে স্বর নিচু করা নিষেধ (অতি নিচু স্বরে কিরাআত নিষেধ)	১৭-ইসরা	১১০	৭২৩
নিচুকারী			
ঘটনাটি (কিয়ামত) কাউকে নিচু করবে	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩	৯৪৩
নিচু স্বরে কথা বলা			
বাগানওয়ালারা নিচু স্বরে কথা বলতে বলতে চলতে লাগল	৬৮-ক্বালাম	২৩	৯৭৬
নিচুস্বরে বলা			
অপরাধীরা নিচুস্বরে বলবে (দুনিয়ায় দশদিন অবস্থান ছিল)	২০-ত্বা-হা	১০৩	৭৪৭
নিজ			
অংশীদারিত্বে নিজেদেরকে ভয় করা...	৩০-রূম	২৮	৮২৪
অকল্যাণ নিজের পক্ষ থেকেই আসে (নবী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৯	৫৬৭
অগ্রিম প্রেরণ (নিজের জন্য অগ্রিম প্রেরণ করলে...)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
অগ্রে পাঠানো (পূণ্য অর্জন) নিজেদের জন্য	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
অপরাধীরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে(আল্লাহ করেননি)	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
অভিযোগ উত্থাপনকারীর নিজেকে ছাড়া সাক্ষী না থাকলে (স্ত্রীর ব্যভিচার প্রসঙ্গ)	২৪-নূর	৬	৭৭৪
অস্বীকারকারীদের নিজেদের মধ্যেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলি দেখাবেন	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫৩	৮৯০
আদম সন্তানদের নিজেদের বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৭২	৬২৯
আবশ্যক করা (দয়া করাকে প্রতিপালক নিজের জন্য আবশ্যক করেছেন)	৬-আন্‘আম	৫৪	৬০০
আল্লাহ নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন (দয়া করাকে)	৬-আন্‘আম	১২	৫৯৭
আল্লাহ নিজের ব্যাপারে মুমিনদেরকে সাবধান করছেন	৩-আলে ইমরান	২৮	৫৩৮
আল্লাহ নিজের ব্যাপারে সাবধান করছেন	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
ইউসুফকে নিজের জন্য নিযুক্ত করতে চাইলেন আযীয	১২-ইউসুফ	৫৪	৬৮২
ইউসুফ আ. নিজেকে নির্দোষ মনে করে না	১২-ইউসুফ	৫৩	৬৮২
ইসরাঈল নিজের উপরে যে খাবার হারাম করেছিল...	৩-আলে ইমরান	৯৩	৫৪৫
ঈমানদারদেরকে নিজেদের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ (সঠিক পথপ্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৫	৫৯৩
উদ্বিগ্ন (নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করছিল মুমিনদের অন্য দল মুনাফিকরা)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
উপকার (নিজেদের উপকার করতে সক্ষম নয় যারা...)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
উম্মতের নিজেদের মধ্য থেকে সাক্ষী উত্থিত হবে (কিয়ামতে)	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
কল্যাণ (নিজ কল্যাণের জন্যই মানুষ সৎকাজ করে)	৪৫-জাছিয়া	১৫	৯০৬
কল্যাণ(নিজের কল্যাণেই মানুষ সঠিকপথ অবলম্বন করে)	২৭-নামল	৯২	৮০৭
কল্যাণকর (নিজেদের জন্য কল্যাণকর যা আগে পাঠানো হয়...)	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
কল্যাণ (মানুষ নিজের কল্যাণের জন্যই সঠিকপথ অবলম্বন করে)	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪
কল্যাণ (মানুষ সঠিকপথ অবলম্বন করে নিজ কল্যাণের জন্য)	৩৯-যুমার	৪১	৮৭৪
কল্যাণ (যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণেই করে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৬	৮৮৯
কল্যাণ (যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে নিজেরই জন্য)	২৭-নামল	৪০	৮০৩
কাফিরদের নিজেদের কল্যাণের জন্য অবকাশ দেয়া হয় না	৩-আলে ইমরান	১৭৮	৫৫৩
কাফিররা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (মৃত্যুকালে)	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
কাফিররা নিজেদের উপর জুলুম করেছে	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
কুফরির সাক্ষ্য দেয় যারা নিজেদের বিরুদ্ধে	৯-তাওবা	১৭	৬৪১
কৃপণতা মানুষ নিজের প্রতি কৃপণতা করে...	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
কৃতজ্ঞতা (যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা নিজের জন্যই করে)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
ক্ষতি (কিয়ামতের দিন নিজের ক্ষতিসাধনকারীই ক্ষতিগ্রস্ত)	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
ক্ষতি (নিজের ক্ষতিকারীরা ঈমান আনবে না)	৬-আন্‘আম	১২	৫৯৭
ক্ষতি (নিজ/পরিজনের ক্ষতিসাধনকারীই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত)	৩৯-যুমার	১৫	৮৭২
ক্ষতি (নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা যাদের পাল্লা হালকা হবে)	২৩-মু'মিনূন	১০৩	৭৭২
ক্ষতি (নিজেদের ক্ষতি করেছে কাফিররা)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
ক্ষতি (নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা, যাদের পাল্লা হাল্কা হবে)	৭-আ'রাফ	৯	৬১৩
ক্ষতি (নিজেদের ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয় উপাস্যরা)	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
ক্ষতি (নিজের ক্ষতিকারীরা ঈমান আনবে না)	৬-আন্‘আম	২০	৫৯৭
খেয়ানত (নিজের সাথে খেয়ানতকারীর পক্ষে বিতর্ক করা নিষেধ)	৪-নিসা	১০৭	৫৭০

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
খেয়ানত, নিজের উপর (রোজার রাতে যৌন-সম্ভোগ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
চিন্তা (নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা করে না, অধিকাংশ মানুষ)	৩০-রূম	৮	৮২২
জিহাদ নিজের কল্যাণের জন্যই করে (জিহাদকারী)	২৯-আনকাবূত	৬	৮১৬
জুলুম (নিজের উপর জুলুম করেছে মূসা)	২৮-কাসাস	১৬	৮০৯
জুলুম (নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে)	৩-আলে ইমরান	১৩৫	৫৪৮
জুলুম (নিজের উপর জুলুম, স্ত্রীদেরকে আটকে রাখা...)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
জুলুম (নিজের উপরে জুলুম করেছিল পূর্ববর্তীরা)	৩০-রূম	৯	৮২২
জুলুম নিজের প্রতি (কিতাবের কতক উত্তরাধিকারী করেছে)	৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
জুলুম (নিজের প্রতি জুলুম করা অবস্থায় মুনাফিকদের মৃত্যু হওয়া প্র.)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
জুলুম (নিজের প্রতি জুলুম করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা)	৪-নিসা	১১০	৫৭১
জুলুম (বনীইসরাঈল নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল)	২-বাক্বারা	৫৭	৫০৬
জুলুম (বনী ইসরাঈল নিজদের উপর জুলুম করেছিল)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
জুলুমকারী (নিজেদের প্রতি জুলুমকারী, ইবরাহীম আ.ও ইসহাকের...)	৩৭-সাফফাত	১১৩	৮৬২
জুলুম (কাফিরকে আল্লাহ জুলুম করেননি,সে নিজের প্রতি জুলুম করেছে)	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
জুলুম (কাফির নিজের প্রতি জুলুমরত থাকাবস্থায় ফেরেশতা মৃত্যু ঘটায়)	১৬-নাহ্‌ল	২৮	৭০৫
জুলুম (ইহুদিরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল,হারাম বস্তু প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১১৮	৭১৩
জুলুম (মুনাফিকরা নিজের প্রতি জুলুমের পর ক্ষমাপ্রার্থনা করলে...)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
জুলুম (মূসার সম্প্রদায় কর্তৃক নিজের উপর জুলুম)	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
জুলুম(সাবার রানীর নিজের প্রতি জুলুম, আল্লাহর কাছে দোয়া)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
জুলুম (তালাকের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন নিজের প্রতি জুলুম...)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
জুলুম (নিজেদের উপর জুলুমকারী সম্প্রদায়ের উপমা কতইনা মন্দ!)	৭-আ'রাফ	১৭৭	৬২৯
জুলুম (নিজেদের উপর জুলুমকারীদের শস্যক্ষেত্রে বায়ুর আঘাত) '	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
জুলুম (নিজেদের উপর জুলুম করেছে আদম আ. ও তার স্ত্রী)	৭-আ'রাফ	২৩	৬১৪
জুলুম(নিজেদের প্রতি জুলুমকারীদের সাথে আল্লাহর আচরণ প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৪৫	৬৯৭
জুলুম (মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে)	১০-ইউনুস	৪৪	৬৫৮
জুলুম (নিজেদের উপর জুলুম করেছিল সাবাবাসীরা)	৩৪-সাবা	১৯	৮৪২
জুলুম (নিজেদের উপর জুলুম করেছে ধ্বংসপ্রাপ্তরা)	১১-হূদ	১০১	৬৭৫
জুলুম (নিজেদের উপর জুলুম করেছিল পূর্ববর্তীরা)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
জুলুম (নিজেদের প্রতি জুলুম না করা...)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
ডাকা (নাসারাদের নিজেদেরকে মুবাহালায় ডাকার আহ্বান)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
ডাকা (নিজেদেরকে মুবাহালায় ডাকবেন রাসূল)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
দানকারীর নিজের কল্যাণের জন্যই সে সম্পদ ব্যয় করে	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
দান (মুমিন নারী নিজকে দান করলে নবী বিয়ে করতে পারেন)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
দেখা (আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা আলোকবর্তিকা নিজ কল্যাণার্থে দেখা)	৬-আন্‘আম	১০৪	৬০৬
দোষ (নিজেদের আহার করাতে কোন দোষ নেই)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
দোষারোপ নিজকে করতে বলবে শয়তান অনুসারীকে (কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
ধৈর্যসহকারে রাখা নিজেকে তাদের সাথে যারা প্রতিপালককে ডাকে ..	১৮-কাহ্‌ফ	২৮	৭২৬
ধোকা (মুনাফিকরা নিজকেই ধোকা দেয়)	২-বাক্বারা	৯	৫০২
ধ্বংস (নিজেদেরকে ধ্বংস করছে তারা যারা কসম করে মিথ্যা বলছে...)	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
ধ্বংস (কুরআন থেকে দূরে থেকে কাফির নিজেকে ধ্বংস করে)	৬-আন্‘আম	২৬	৫৯৮
নবী নিজের মধ্যে যা গোপন করেন আল্লাহ তার প্রকাশকারী	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
নবী নিজ থেকে কুরআন পরিবর্তনের অধিকার রাখেন না	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
নিদর্শন দেখার আহ্বান (নিজেদের মধ্যে)	৫১-যারিয়াত	২১	৯২৬
নির্বোধ বানায়, নিজেকে (ইবরাহীমের মিল্লাত থেকে অনাগ্রহী ব্যক্তি)	২-বাক্বারা	১৩০	৫১৫
পছন্দ (নিজেদেরকে বেশি পছন্দ করা সঙ্গত নয় রাসূল স. এর জীবনের চেয়ে)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
পথভ্রষ্ট করা (নিজেকে পথভ্রষ্ট করে, যে রাসূল স. কে পথভ্রষ্ট করতে চায়)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
পথভ্রষ্ট করা (নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করে আহলে কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	৬৯	৫৪২
পবিত্রতা (নিজেদের পবিত্রতা দাবী করা যাবে না)	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
পবিত্র মনে করা (নিজেদেরকে পবিত্র মনে করা...)	৪-নিসা	৪৯	৫৬৩
পরিশুদ্ধ করা নিজেকে (নিজেরই কল্যাণের জন্য)	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
পাপ (অর্জিত পাপ নিজেরই বিরুদ্ধে)	৪-নিসা	১১১	৫৭১
প্রতীক্ষা (নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে তিন মাস, তালাকপ্রাপ্তারা)	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
প্রস্তুত করা (মূসাকে আল্লাহ নিজের জন্য প্রস্তুত করা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা হা	৪১	৭৪৩
ফিরে যাওয়া(ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের নিজেদের দিকে ফিরে যাওয়া)	২১-আম্বিয়া	৬৪	৭৫৪
বনী ইসরাঈলের নিজেদের জন্য যা অগ্রে পাঠানো হয়েছে...	৫-মায়িদা	৮০	৫৯০
বাঁচানো (মুমিনের নিজ/পরিবারকে আগুন থেকে বাচানোর নির্দেশ)	৬৬-তাহরীম	৬	৯৭০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিজ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বিতর্ক (কিয়ামতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে বিতর্ক করবে)	১৬-নাহ্‌ল	১১১	৭১২
বিরুদ্ধে (মানুষের বাড়াবাড়ি মূলত তার নিজেরই বিরুদ্ধে...)	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬
বিরত রাখে যে নিজকে কুপ্রবৃত্তি থেকে(আল্লাহর ভয়ে)...	৭৯-নাযি'আত	৪০	১০০৫
বিক্রয় (কাফিররা যার বিনিময়ে নিজেদেরকে বিক্রি করে তা নিকৃষ্ট)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
বিক্রয় (জাদুর বিনিময়ে নিজেদেরকে বিক্রয়...)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
বিক্রি (নিজেকে বিক্রি করে যে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে)	২-বাক্বারা	২০৭	৫২৩
বের করা (নিজদের আবাসচ্যুত না করার অঙ্গীকার,বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৮৪	৫০৯
ভালকাজ নিজেদের জন্যই (বনী ইসরাইল প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্‌রা	৭	৭১৪
ভুলিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ নিজেদেরকে, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে	৫৯-হাশর	১৯	৯৫৭
ভুলে যাওয়া (পূণ্যের নির্দেশদানকারী নিজেকে ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৪৪	৫০৫
মনে করা (মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে)	৯৬-আলাক	৭	১০২৮
মানুষের নিজেদের থেকেই আল্লাহ মানুষের জোড়া বানিয়েছেন	১৬-নাহ্‌ল	৭২	৭০৮
মানুষের নিজেদের মধ্যে পতিত বিপর্যয় পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা...	৫৭-হাদীদ	২২	৯৫০
মানুষের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের জোড়া সৃষ্টি	৩০-রূম	২১	৮২৩
মানুষের নিজেদের মধ্য থেকে উপমা পেশ করেন আল্লাহ	৩০-রূম	২৮	৮২৪
মানুষ নিজেই হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট (আমলনামা পেয়ে)	১৭-ইস্‌রা	১৪	৭১৫
মানুষ নিজের বিরুদ্ধে নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী	৭৫-কিয়ামাহ্‌	১৪	৯৯৩
মানুষ নিজের কল্যাণের জন্যই সঠিক পথ অবলম্বন করে	১৭-ইস্‌রা	১৫	৭১৫
মু'নাফিকরা নিজেদের মাঝে রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে বলে...	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
মু'মিনদের নিজেদের চেয়ে নবী তাদের কাছে নিকটজন	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
মু'মিনদের নিজেদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ	৪-নিসা	২৯	৫৬০
মু'মিনদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছেন	৯-তাওবা	১২৮	৬৫৩
মু'মিনদের নিজেদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
মুহাজিররা নিজেদের উপর আনসারদেরকে অগ্রাধিকার দেয়	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
মুশরিকরা নিজেদের ব্যাপারে অহংকার করেছে	২৫-ফুরকান	২১	৭৮৪
মুশরিকদের নিজেদের ব্যাপারে মিথ্যা বলা (কিয়ামতে)	৬-আন্‌'আম	২৪	৫৯৮
মু'মিনরা নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা করল না কেন...	২৪-নূর	১২	৭৭৫
মু'মিনদের বিপদ, উহুদ যুদ্ধে (নিজেদের কারণে)	৩-আলে ইমরান	১৬৫	৫৫২
মুনাফিকরা নিজেদের মাঝে কিছু বিষয় গোপন রাখে	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
মুনাফিকরা নিজেদেরকে ফিতনায় ফেলেছিল (দুনিয়াতে)	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
মুনাফিকদের নিজেদেরকে/একে অপরকে হত্যার বিধান দেয়া হলে...	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
মুনাফিকদের নিজেদের ব্যাপারে মর্মস্পর্শী কথা বলার নির্দেশ (নবীকে)	৪-নিসা	৬৩	৫৬৫
মূসা আ. নিজের ও ভাইয়ের উপরে ছাড়া অন্যের উপর ক্ষমতা রাখেন না	৫-মায়িদা	২৫	৫৮৩
মৃত্যুকে নিজেদের থেকে প্রতিহত করুক মুনাফিকরা...	৩-আলে ইমরান	১৬৮	৫৫২
রাসূল স. নিজের জন্যই পথভ্রষ্ট (যদি পথভ্রষ্ট হয়)	৩৪-সাবা	৫০	৮৪৫
রাসূল স. এর নিজের উপকার বা ক্ষতির মালিক তিনি নন	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
রাসূল স. এর নিজের জন্যই শুধু তাকে দায়ী করা হবে (জিহাদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
রাসূল স. নিজের ভাল-মন্দেরও মালিক নন তিনি	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
ষড়যন্ত্র (অপরাধীরা নিজেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে)	৬-আন্‌'আম	১২৩	৬০৮
সঞ্চয় (নিজেদের জন্য যা সঞ্চয় করত তা দিয়ে দাগ দেয়া হবে...)	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩
সমর্পণ (সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ উত্তম)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করলে...	৮-আনফাল	৫৩	৬৩৭
সাহায্য (শরীকরা নিজেকেও সাহায্য করতে পারে না)	৭-আ'রাফ	১৯৭	৬৩১
সাহায্য করা (শরীকরা নিজেদেরকে সাহায্য করতেও সক্ষম নয়)	৭-আ'রাফ	১৯২	৬৩০
সাহায্য (উপাস্যরা নিজেদেরকেই সাহায্য করতে সক্ষম নয়)	২১-আম্বিয়া	৪৩	৭৫৩
সাক্ষ্যদান (নিজের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় সাক্ষ্য দান করা)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
সাক্ষ্য (কাফিররা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে)	৬-আন্‌'আম	১৩০	৬০৯
সীমালঙ্ঘনকারী নিজের প্রতি (আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়োনা)	৩৯-যুমার	৫৩	৮৭৫
সুদৃঢ় করা (নিজকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্যয়ের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
সুখশয্যা (সৎকাজ যে করেছে সে নিজের জন্যই সুখ-শয্যা...)	৩০-রূম	৪৪	৮২৫
সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ নিজেদেরকে (মানুষকে) জোড়ায় জোড়ায়	৩৬-ইয়াসীন	৩৬	৮৫৪
স্ত্রী নিজেকে প্রতীক্ষা করাবে, স্বামীর মৃত্যু হলে (চার মাস দশ...)	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
স্ত্রীরা নিজে থেকে বের হয়ে গেলে অপরাধ নেই স্বামী পক্ষের (স্বামীর মৃত্যুর পার)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
স্ত্রীর নিজের বিয়ের সিদ্ধান্তে অপরাধ নেই (ইদ্দতের পর)	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে মানুষ (নিজেকে)	৯৬-আলাক	৭	১০২৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হত্যা! (মানুষ ঈমান না আনায় মনোকষ্টে মুহাম্মদ স. আত্মহত্যা...)	২৬-শু'আরা	৩	৭৮৮
হত্যা (নিজেদেরকে হত্যা করতে মূসার সম্প্রদায়কে নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
হত্যা (বনী ইসরাঈল কর্তৃক নিজেদেরকে হত্যা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
হত্যা করবে হয়তো রাসূল স. নিজেকে (মুশরিকরা ঈমান না আনলে..)	১৮-কাহ্‌ফ	৬	৭২৪
হিংসা (আহলে কিতাবের নিজেদের হিংসার কারণে...)	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
নিজ (জীবন)			
মুমিনদেরকে জীবন ও ধন সম্পদের মাঝে পরীক্ষা করা হবে	৩-আলে ইমরান	১৮৬	৫৫৪
নিঝুম			
রাত (রাতের কসম যখন তা নিঝুম হয়)	৯৩-দুহা	২	১০২৬
নিথর নিস্তব্ধ			
বিকট শব্দে কাফির জনপদবাসী নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল	৩৬-ইয়াসীন	২৯	৮৫৩
নিদর্শন (আরো দেখুন আয়াত শব্দটি)			
অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য মেঘমালায় নিদর্শন রয়েছে	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
অনুধাবনকারীদের জন্য নিদর্শন (রাত-দিন/বৃষ্টি/জীবন-মৃত্যু/বায়ুতে)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
অনুধাবনকারীদের জন্য নিদর্শন (বিদ্যুৎ চমকানো ও বৃষ্টি বর্ষণ)	৩০-রূম	২৪	৮২৩
অনুধাবনকারীদের জন্য নিদর্শন (চন্দ্র/সূর্য/তারকা/রাত/দিনের মধ্যে)	১৬-নাহ্‌ল	১২	৭০৩
অনুধাবনকারীদের জন্য নিদর্শন (খেজুর/আঙ্গুর থেকে মাদক/রিযিক)	১৬-নাহ্‌ল	৬৭	৭০৮
অবমাননা (আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবমাননা নিষেধ)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
অবতীর্ণ (নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? কাফিরদের প্রশ্ন)	১৩-রা'দ	৭	৬৮৮
অবতীর্ণ (রাসূল স. এর উপর নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? কাফিররা বলে)	১৩-রা'দ	২৭	৬৯১
অবিশ্বাস (কিয়ামত হলে নিদর্শনে অবিশ্বাসীর সাথে এক জীবের কথা বলা)	২৭-নামল	৮২	৮০৬
অবিশ্বাস(আল্লাহর নিদর্শন/সাক্ষাতে অবিশ্বাসী তার দয়া থেকে হতাশ)	২৯-আনকাবূত	২৩	৮১৭
অবিশ্বাস (আল্লাহর নিদর্শন অবিশ্বাসের প্রতিফল জাহান্নাম)	১৭-ইস্‌রা	৯৮	৭২২
অস্বীকার (আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকারকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত)	৩৯-যুমার	৬৩	৮৭৬
অস্বীকার (আল্লাহর কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে মানুষ)	৪০-মু'মিন	৮১	৮৮৫
অস্বীকার (আদ জাতি প্রতিপালকের নির্দশন অস্বীকার করত)	১১-হূদ	৫৯	৬৭১
অস্বীকার (আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করত আদ জাতি)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৫	৮৮৭
অস্বীকার (ফির'আউন বংশ নিদর্শন অস্বীকার করল)	৫৪-কামার	৪২	৯৩৮
অস্বীকার (ফিরআউন কর্তৃক জুলুম/ঔদ্ধত্যবশত নিদর্শন অস্বীকার)	২৭-নামল	১৪	৮০১
অস্বীকার (নিদর্শনাবলিকে জালিমরাই অস্বীকার করে)	২৯-আনকাবূত	৪৯	৮২০
অস্বীকার(সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে...অকৃতজ্ঞ আয়াত অস্বীকার করে)	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
আইকাবাসীর শাস্তি মানুষের জন্য নিদর্শনস্বরূপ	২৬-শু'আরা	১৯০	৭৯৭
আকাশ থেকে আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করতেন (তিনি ইচ্ছা করলে)	২৬-শু'আরা	৪	৭৮৮
আকাশ ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে...	১২-ইউসুফ	১০৫	৬৮৬
আকাশ-পৃথিবীর সকল সৃষ্টি মুত্তাকীদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু নিদর্শন, তাদের জন্য যারা চিন্তা করে	৪৫-জাছিয়া	১৩	৯০৬
আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিতে মুমিনদের জন্য নিদর্শন আছে	২৯-আনকাবূত	৪৪	৮১৯
আকাশের নিদর্শন থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়	২১-আম্বিয়া	৩২	৭৫২
আকাশের খণ্ড ফেলার মধ্যে নিদর্শন (প্রত্যাবর্তনশীল বান্দার জন্য)	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
আঙ্গুর (বৃষ্টির মাধ্যমে আঙ্গুর উৎপন্ন হওয়া চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্‌ল	১১	৭০৩
আঙ্গুর ও খেজুর থেকে মাদক তৈরি ও উত্তম রিযিক গ্রহণ নিদর্শন	১৬-নাহ্‌ল	৬৭	৭০৮
আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ঘটনা নিদর্শন	২৬-শু'আরা	১৩৯	৭৯৫
আনা (পূর্ববর্তীদের মত নিদর্শন আনার দাবী, রাসূল স. এর প্রতি)	২১-আম্বিয়া	৫	৭৫০
আরোগ্য নির্দশন (মধুতে মানুষের জন্য আরোগ্যের উপকরণ থাকাটা নিদর্শন)	১৬-নাহ্‌ল	৬৯	৭০৮
আকাশ ও পৃথিবীর দাঁড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শন...	৩০-রূম	২৫	৮২৩
আকাশের শূন্যে উড়ন্ত পাখি মুমিনদের জন্য নিদর্শন	১৬-নাহ্‌ল	৭৯	৭০৯
আসহাবে কাহাফের ঘটনা আল্লাহর নিদর্শন	১৮-কাহ্‌ফ	১৭	৭২৫
আল্লাহর নিদর্শনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে (মুশরিকরা)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
আল্লাহর নিদর্শনসহ মূসাকে প্রেরণ করা হয়	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩
আল্লাহর নিদর্শনাবলি অবিশ্বাস করে আহলে কিতাবরা	৩-আলে ইমরান	৯৮	৫৪৫
আল্লাহরই ইখতিয়ারে (নিদর্শন দেয়ার ইখতিয়ার)	৬-আন্‌'আম	১০৯	৬০৬
আল্লাহর নির্দশনসহ মূসা/হারুনের ফিরআউনের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৪২	৭৪৩
আল্লাহর নিদর্শন দেখানো (মানুষের ত্বরাপ্রবণতা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩৭	৭৫২
আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা বিজয়ী হবে মূসা, হারুন ও অনুসারীরা	২৮-কাসাস	৩৫	৮১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিদর্শন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহর নিদর্শন বিশ্বাসী যারা রাসূল স. তাদেরকে শুনাতে পারবে	৩০-রূম	৫৩	৮২৬
মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন	৩০-রূম	২০	৮২৩
মানুষের মধ্য থেকে তাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন	৩০-রূম	২১	৮২৩
সম্মানপ্রদর্শন (আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মানপ্রদর্শন হৃদয়ের তাকওয়া থেকে)	২২-হাজ্জ	৩২	. ৭৬১
আল্লাহরই নিকট নিদর্শন (অবতীর্ণ করা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৫০	৮২০
আসা (নিদর্শন আসলেও শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না)	১০-ইউনুস	৯৭	৬৬৩
আসা (অজ্ঞদের কাছে নিদর্শন আসে না কেন ?)	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
আহারের মাঝে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন আছে	২০-ত্বা-হা	৫৪	৭৪৪
ইবরাহীমের ঘটনা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন (রিযিকপ্রসারিত করা ও পরিমাপ করার মধ্যে)	৩০-রূম	৩৭	৮২৪
ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন (এক ব্যক্তি থেকে মানুষ সৃষ্টি)	৬-আন্'আম	৯৮	৬০৫
ঈমান (প্রতিপালকের নিদর্শনে জাদুকরদের ঈমান)	৭-আ'রাফ	১২৬	৬২৩
ঈমান(আল্লাহর নিদর্শনে ঈমানদারই মুসলিম ও ওহীর প্রকৃত শ্রোতা)	২৭-নামল	৮১	৮০৬
ঈসা আ.জগতের জন্য নিদর্শন(রূহ থেকে মারইয়ামের পুত্র ঈসার জন্ম প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
ঈসা আ.ও তার মাকে নিদর্শন করেছেন আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	৫০	৭৬৯
উদ্ভিদ উদগত হওয়ার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে	২৬-শু'আরা	৮	৭৮৮
উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য নিদর্শন (নানান রঙের সৃষ্টিতে)	১৬-নাহ্ল	১৩	৭০৪
উপেক্ষা (নিদর্শন উপেক্ষা করল হিজরবাসীরা)	১৫-হিজর	৮১	৭০২
উপেক্ষা (কাফিররা প্রতিপালকের নিদর্শন উপেক্ষা করতো)	৩৬-ইয়াসীন	৪৬	৮৫৪
উপস্থিত (নিদর্শন উপস্থিত করেন না রাসূলগণ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া)	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
উপস্থিত করা (নিদর্শন উপস্থিত করতে পারে না কোন রাসূল...)	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
উপহাস (কাফিররা আল্লাহর নিদর্শন দেখে উপহাস করে)	৩৭-সাফ্ফাত	১৪	৮৫৭
উপহাস (কাফিররা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে উপহাস করায় শাস্তি)	৪৫-জাছিয়া	৩৫	৯০৭
উযাইর মানুষের জন্য নিদর্শন(একশ বছর পর পুনর্জীবন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
উষ্ট্রী (আল্লাহর নিদর্শন এক উষ্ট্রী, ছামুদ জাতির জন্য)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
উষ্ট্রী (ছামূদ জাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ আল্লাহ সালিহকে উষ্ট্রী দেন)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
কাহ্ফ ও রাকীমের অধিবাসীরা আল্লাহর নিদর্শন..	১৮-কাহ্ফ	৯	৭২৪
কাজে না আসা (নিদর্শন অবিশ্বাসীদের কাজে আসে না)	১০-ইউনুস	১০১	৬৬৩
কুরআন সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে অবতীর্ণ(সঠিকপথ প্রদর্শন প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৬	৭৫৯
কুরবানীর পশু আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
কৃতজ্ঞের জন্য সমুদ্রে নৌযানের চলাচলে নিদর্শন রয়েছে	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন (সমুদ্র-পৃষ্ঠে নিশ্চল জাহাজ)	৪২-শূরা	৩৩	৮৯৪
খেজুর গাছ (বৃষ্টির মাধ্যমে খেজুর গাছ উৎপন্ন হওয়া নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
খেজুর ও আঙ্গুর থেকে মাদক তৈরি ও উত্তম রিযিকগ্রহণ নিদর্শন	১৬-নাহ্ল	৬৭	৭০৮
চন্দ্র (অনুধাবনকারীদের জন্য চন্দ্র নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ নিদর্শন বর্ণনা করেন	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন (বৃষ্টি দ্বারা ফল-ফসল উৎপন্ন হওয়া)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন আছে (মৃত্যু/ঘুমে প্রাণহীন হওয়ায়)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টির মধ্যে)	৩০-রূম	২১	৮২৩
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (মৌমাছির মধু প্রস্তুত প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দশন রয়েছে (মৌমাছির বাসা তৈরি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে (পৃথিবী, পর্বত নহর...)	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
ছামূদ জাতির জন্য আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ উষ্ট্রী প্রেরণ	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
ছামুদ সম্প্রদায়ের শাস্তিতে নিদর্শন (মানুষের জন্য)	২৬-শু'আরা	১৫৮	৭৯৬
জগতের জন্য নিদর্শন (নূহের নৌকা ও প্লাবণ প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	১৫	৮১৭
জগতের জন্য নিদর্শন (মারইয়াম ও তার পুত্র ঈসা)	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
জাদু বলা (নিদর্শন দেখলে কাফিররা বলে চিরাচরিত জাদু)	৫৪-কামার	২	৯৩৬
জাদু বলা (ফিরআউনের প্রতি আল্লাহর আলোকপ্রদ নিদর্শন এলে)	২৭-নামল	১৩	৮০১
জাহান্নামীদের বিষয় একটি নিদর্শন (কিন্তু অধিকাংশই মুমিন নয়)	২৬-শু'আরা	১০৩	৭৯৩
জাহাজ (পর্বত সদৃশ জাহাজ আল্লাহর নিদর্শন)	৪২-শূরা	৩২	৮৯৪
জাদু করার জন্য নিদর্শন আনা (মূসার বিরুদ্ধে ফিরআউনের অভিযোগ)	৭-আ'রাফ	১৩২	৬২৪
জীব-জন্তু আল্লাহর নিদর্শন	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
জুলুম করা (নিদর্শনের প্রতি জুলুম করার পরিণাম, ফিরআউন প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০৩	৬২২
জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বর্ণনা (তারকা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯৭	৬০৫
জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে (ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্যে)	৩০-রূম	২২	৮২৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ (চাঁদ-সূর্য প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন (ছামূদ সম্প্রদায়ের শাস্তির মধ্যে)	২৭-নামল	৫২	৮০৪
জ্ঞানীদের বক্ষে কুরআন স্পষ্ট নিদর্শন	২৯-আনকাবূত	৪৯	৮২০
তারকারাজি (অনুধাবনকারীদের জন্য তারকারাজি নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
দিন (অনুধাবনকারীদের জন্য দিন নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
দিন রাতের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য	৩-আলে ইমরান	১৯০	৫৫৪
দিনকে আলোকোজ্জ্বল/রাতকে বিশ্রামের সময়বানানো নিদর্শন	১০-ইউনুস	৬৭	৬৬০
দিন মুমিনদের জন্য নিদর্শন (একে আলোকপ্রদ বানানো প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৮৬	৮০৭
দিনের নিদর্শন বা সূর্যকে আলোকপ্রদ করেছেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
দেখানো (আল্লাহ মানুষকে নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন)	৪০-মু'মিন	৮১	৮৮৫
দেখানো (আল্লাহই মানুষকে নিদর্শন দেখান)	৪০-মু'মিন	১৩	৮৭৯
দেখানো (মূসাকে বড় বড় নিদর্শন দেখানো প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	২৩	৭৪২
দেখানো (রাসূল স. কে আল্লাহর নিদর্শন দেখানো, মিরাজ প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্রা	১	৭১৪
দেখানো (আল্লাহ নিদর্শনাবলি দেখাবেন, সত্যকে সুস্পষ্ট করতে)	৪১-ফুস্সিলাত	৫৩	৮৯০
দেখানো (আল্লাহ মানুষকে শীঘ্রই নিদর্শন দেখাবেন)	২৭-নামল	৯৩	৮০৭
দেখানো (আল্লাহ মানুষকে নিদর্শন দেখাবেন...)	২১-আম্বিয়া	৩৭	৭৫২
দেখানো (মানুষের অনুধাবনের জন্য আল্লাহ নিদর্শন দেখান)	২-বাক্বারা	৭৩	৫০৮
দেখা (নিদর্শন দেখে মনে হল ইউসুফকে সাময়িকের জন্য কারারুদ্ধ...)	১২-ইউসুফ	৩৫	৬৮০
দেহ নিদর্শন (ফিরআউনের দেহ পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন)	১০-ইউনুস	৯২	৬৬৩
দেয়া (বনী ইসরাঈলদেরকে নিদর্শন দিয়েছেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২১১	৫২৩
দেখানো (ফিরআউনকে আল্লাহর নিদর্শন দেখানো হয়েছিল)	২০-ত্বা-হা	৫৬	৭৪৪
দেখা (অহংকারকারীরা প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবেনা)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
দেখা (কাফিররা প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবে না)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
ধৈর্যশীলদের জন্য সমুদ্রে নৌযানের চলাচলে নিদর্শন রয়েছে	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দিনগুলো নিদর্শনস্বরূপ	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩
ধৈর্যশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে (সাবাবাসীদের পরিণতিতে)	৩৪-সাবা	১৯	৮৪২
ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য নিদর্শন (সমুদ্র-পৃষ্ঠে নিশ্চল জাহাজ)	৪২-শূরা	৩৩	৮৯৪
ধ্বংস নিদর্শন স্বরূপ (পূর্ববর্তী প্রজন্মের ধ্বংস বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন)	২০-ত্বা-হা	১২৮	৭৪৯
ধ্বংস নিদর্শন স্বরূপ (পূর্ববর্তী প্রজন্মের ধ্বংস মানুষের জন্য নিদর্শনস্বরূপ)	৩২-সাজ্দা	২৬	৮৩২
নিয়ে আসা (নিদর্শন নিয়ে আসল মূসা আ. সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে)	২৮-কাসাস	৩৬	৮১১
নিয়ে আসা (নিদর্শন নিয়ে আসলেও রাসূল স. এর কিবলা অনুসরণ...)	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
মিথ্যা অভিহিত করা (নিদর্শনকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল ফিরআউন বংশ ও...)	৮-আনফাল	৫৪	৬৩৭
নিয়ে আসা (রাসূল স. নিদর্শন নিয়ে আসলে কাফিররা বলবে...)	৩০-রূম	৫৮	৮২৬
নিয়ে আসা (রাসূল স. সবর না করলে নিদর্শন নিয়ে আসতে বলা)	৬-আন্'আম	৩৫	৫৯৯
নূহের নৌযানকে নিদর্শন করে রেখেছেন আল্লাহ	৫৪-কামার	১৫	৯৩৬
নূহ সম্প্রদায়কে নিদর্শন বানালেন আল্লাহ (মানবজাতির জন্য)	২৫-ফুরকান	৩৭	৭৮৫
নূহের সম্প্রদায়কে প্লাবনে নিমজ্জিত করার ঘটনা নিদর্শন	২৬-শু'আরা	১২১	৭৯৪
নূহের বন্যায় নিদর্শন রয়েছে	২৩-মু'মিনূন	৩০	৭৬৭
নৌযানে আরোহণ করানো আল্লাহর নিদর্শন (নূহের বংশধরকে)	৩৬-ইয়াসীন	৪১	৮৫৪
নৌযান নিদর্শন (কৃতজ্ঞ/ধৈর্যশীলের জন্য সমুদ্রে নৌযানের চলাচলে নিদর্শন)	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
পঙ্গপাল/প্লাবন/উকুন/ব্যাঙ/রক্ত ফিরআউন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন	৭-আ'রাফ	১৩৩	৬২৪
পশু চরানোর মাঝে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন আছে	২০-ত্বা-হা	৫৪	৭৪৪
পাকড়াও করার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে (লুত-সম্প্রদায়কে)	১৫-হিজর	৭৫	৭০১
পাকড়াও করার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে (তার জন্য যে...)	১১-হূদ	১০৩	৬৭৫
পানি নিদর্শন (বৃষ্টি দ্বারা মৃতভূমি জীবিত করা শ্রবণকারীদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	৬৫	৭০৮
পাখি নিদর্শন (আকাশে উড়ন্ত পাখি মুমিনদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	৭৯	৭০৯
পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে, নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য	৫১-যারিয়াত	২০	৯২৬
পোশাক আল্লাহর নিদর্শন	৭-আ'রাফ	২৬	৬১৫
প্রতিপালকের নিদর্শন কামনা করলেন যাকারিয়া...	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
প্রতিপালকের নিদর্শন উপেক্ষা করত কাফিররা..	৩৬-ইয়াসীন	৪৬	৮৫৪
প্রতিপালকের নিদর্শনসহ মূসা/হারুন ফিরআউনের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩
প্রতিপালকের নিদর্শনাবলিতে ঈমান আনে যারা...	২৩-মু'মিনূন	৫৮	৭৬৯
প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ করা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৫০	৮২০
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল স. কে নিদর্শন নিয়ে আসতে বলা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১৩৩	৭৪৯
প্রতিপালকের নিদর্শন আসার অপেক্ষা ! (কাফিরদের)	৬-আন্'আম	১৫৮	৬১২
প্রতিপালকের নিদর্শন নিয়ে এসেছেন ঈসা আ.বনী ইসরাঈলের প্রতি...	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিদর্শন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিপালকের নিদর্শন নিয়ে এসেছেন ঈসা...	৩-আলে ইমরান	৫০	৫৪১
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নবীর উপর নিদর্শন অবতীর্ণ প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৩৭	৫৯৯
প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন দেখেছিলেন রাসূল	৫৩-নাজম	১৮	৯৩২
প্রেরণ (নিদর্শন প্রেরণ থেকে আল্লাহকে বিরত রাখে কেবল...)	১৭-ইস্রা	৫৯	৭১৯
প্রেরণ (নিদর্শন প্রেরণ করেন আল্লাহ্ ভীতি প্রদর্শনের জন্য)	১৭-ইস্রা	৫৯	৭১৯
প্রশ্নকারীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ইউসুফ আ. ও তার ভাইদের ঘটনায়	১২-ইউসুফ	৭	৬৭৭
ফল নিদর্শন (বৃষ্টির মাধ্যমে ফল উৎপন্ন হওয়া চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
ফির'আ উন সম্প্রদায়কে আল্লাহ বড় নিদর্শন দেখিয়েছেন	৪৩-যুখরুফ	৪৮	৮৯৯
ফিরআউন সম্প্রদায়কে দেয়া নয়টি নিদর্শন(হাত উজ্জ্বল হওয়া প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১২	৮০০
ফিরআউনের দেহ নিদর্শন (পরবর্তীদের জন্য)	১০-ইউনুস	৯২	৬৬৩
ফির'আউনের কাছে নিদর্শনসহ মূসা আ. ও হারুনের যাওয়ার নির্দেশ	২৬-শু'আরা	১৫	৭৮৮
বড় নিদর্শন আল্লাহ ফির'আ উন সম্প্রদায়কে দেখিয়েছেন	৪৩-যুখরুফ	৪৮	৮৯৯
বড় বড় নিদর্শন মূসাকে দেখানো	২০-ত্বা-হা	২৩	৭৪২
বদর যুদ্ধে সম্মুখীন দু'টি দল মুমিনদের জন্য নিদর্শন	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষাস্বরূপ নিদর্শন দেয়া প্রসঙ্গ	৪৪-দুখান	৩৩	৯০৩
বর্ণনা (বুঝসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বর্ণনা)	৬-আন্'আম	৯৮	৬০৫
বর্ণনা (মানুষের বুঝার জন্য আল্লাহ নির্দশন বর্ণনা করেন)	৬-আন্'আম	৬৫	৬০২
বর্ণনা (মু'মিনদের বুঝার জন্য নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	১৭	৯৪৯
বর্ণনা (নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ, কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য)	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
বর্ণনা করা (আল্লাহ নিদর্শন বর্ণনা করার পরও মুখ ফিরিয়ে নেয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
বর্ণনা (নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ, অনুধাবনকারীদের জন্য)	৩০-রূম	২৮	৮২৪
বায়ু (সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ আল্লাহর নিদর্শন...)	৩০-রূম	৪৬	৮২৫
বাসভূমিতে নিদর্শন রয়েছে (সাবার অধিবাসীদের বাসভূমি)	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
বিনত হওয়া (নিদর্শনের প্রতি মানুষের ঘাড় বিনত হওয়া...)	২৬-শু'আরা	৪	৭৮৮
বিশ্বাস (বনী ইসরাঈলের নেতারা নিদর্শনে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিল)	৩২-সাজদা	২৪	৮৩২
বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন (মানুষের সৃষ্টি ও জীবজন্তু ছড়িয়ে দেয়ায়)	৪৫-জাছিয়া	৪	৯০৫
বিস্ময়কর নিদর্শন (গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৯	৭২৪
বিতর্ক (আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ককারীদের নিষ্কৃতি নেই)	৪২-শূরা	৩৫	৮৯৪
বিতর্ক (আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করা ঘৃণ্য কাজ)	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন(আহার করা/পশু চরানোর মাঝে)	২০-ত্বা-হা	৫৪	৭৪৪
বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (লূত জাতির ধ্বংস)	২৯-আনকাবূত	৩৫	৮১৯
বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন আছে (পূর্ববর্তী প্রজন্ম ধ্বংসের মধ্যে)	২০-ত্বা-হা	১২৮	৭৪৯
বৃষ্টি দ্বারা ফল-ফসল উৎপন্ন হওয়া(চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
বেছে নেয়া (রাসূল স. নিদর্শন নিয়ে আসলে তা থেকে বেছে নিতে বলা)	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
বেখবর (নিদর্শন সম্পর্কে বেখবর ব্যক্তির আশ্রয়স্থল আগুন)	১০-ইউনুস	৭	৬৫৪
বেখবর (মানুষের অনেকেই আল্লাহর নির্দশন সম্পর্কে বেখবর)	১০-ইউনুস	৯২	৬৬৩
মধু তৈরি প্রক্রিয়ার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য নির্দশন রয়েছে	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
মাদক নিদর্শন (খেজুর/আঙ্গুর থেকে মাদক তৈরি/উত্তম রিযিক গ্রহণ নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	৬৭	৭০৮
মানুষের জন্য নিদর্শন বানাবেন আল্লাহ (মারইয়ামের পুত্র হওয়ার বিষয়টিকে)	১৯-মারইয়াম	২১	৭৩৫
মানুষের জন্য নিদর্শন হওয়া (কুরআন সম্পর্কে ইসরাঈলী জ্ঞানীদের জানা)	২৬-শু'আরা	১৯৭	৭৯৮
মারইয়াম জগতের জন্য নিদর্শন (সতীত্ব রক্ষা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
মিথ্যা বলা (আল্লাহর নিদর্শনকে মিথ্যা বলায় কর্ম বিফল হওয়া)	৭-আ'রাফ	১৪৭	৬২৫
মিথ্যা অভিহিতকারীদের কিয়ামতে সমবেত করা হবে (নিদর্শনকে মিথ্যা...)	২৭-নামল	৮৩	৮০৭
মিথ্যা অভিহিতকারী (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীদের নিকৃষ্ট...)	২৫-ফুরকান	৩৬	৭৮৫
মিথ্যা অভিহিত করা (নির্দশনকে মিথ্যা অভিহিত করার ফল...)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
মিথ্যা অভিহিত করা, নিদর্শনকে (ফিরআউন সম্প্রদায়ের)	৭-আ'রাফ	১৩৬	৬২৪
মিথ্যা অভিহিত করা (নিদর্শনকে মিথ্যা অভিহিত/অহঙ্কার করে কাফিররা)	৩৯-যুমার	৫৯	৮৭৬
মিথ্যা অভিহিত করা,আল্লাহর নিদর্শনকে(নূহের সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৭৭	৭৫৫
মিথ্যা অভিহিত করা (জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব না করেই নিদর্শনকে মিথ্যা...)	২৭-নামল	৮৪	৮০৭
মুখ ফিরানো (আয়াত থেকে মুখ ফিরানো কাফিরদের অভ্যাস)	৬-আন্'আম	৪	৫৯৬
মুমিনদের জন্য নিদর্শন (বৃষ্টি দ্বারা ফল-ফসল উৎপন্ন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
মুমিনদের জন্য নিদর্শন (মক্কা বিজয় প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	২০	৯১৮
মু'মিনদের জন্য নিদর্শন (ঈসার মুজেযাসমূহ)	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
মুত্তাকীদের জন্য নিদর্শন (রাত-দিনের পরিবর্তন ও সৃষ্টির মাঝে)	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
মুমিনদের জন্য নিদর্শন (লূত-সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ঘটনায়)	১৫-হিজর	৭৭	৭০১
মুমিনদের জন্য রাত ও দিন নিদর্শন(বিশ্রামের উপযোগী/আলোকপ্রদ করা)	২৭-নামল	৮৬	৮০৭
মুমিনদের জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে	৪৫-জাছিয়া	৩	৯০৫
মূসা-ফির'আউনের ঘটনা নিদর্শন (নীলনদ থেকে উদ্ধার ও নিমজ্জন)	২৬-শু'আরা	৬৭	৭৯১
মূসার হাত উজ্জ্বল হওয়া নিদর্শনস্বরূপ (কাখ থেকে বের করা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	২২	৭৪২
মূসা-হারুনকে নিদর্শনসহ প্রেরণ (ফিরআউনের কাছে)	১০-ইউনুস	৭৫	৬৬১
মূসা আ. নিদর্শন নিয়ে আসলে পেশ করার আহ্বান (ফিরআউনের)	৭-আ'রাফ	১০৬	৬২২
মূসা আ. ও হারুনকে নিদর্শনসহ প্রেরণ করলেন আল্লাহ...	২৩-মু'মিনূন	৪৫	৭৬৮
মূসা আ. কে নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলেন আল্লাহ	৪০-মু'মিন	২৩	৮৭৯
মূসা আ. ফিরআউনকে বড় নিদর্শন দেখালেন	৭৯-নাযি'আত	২০	১০০৪
মূসাকে নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফির'আউনের নিকট পাঠানো	১১-হূদ	৯৬	৬৭৪
মূসাকে নিদর্শনসহ প্রেরণ (ফির'আ উন ও তার পারিষদদের কাছে)	৪৩-যুখরুফ	৪৬	৮৯৯
মূসাকে নিদর্শনসহ প্রেরণ	৭-আ'রাফ	১০৩	৬২২
মৃত ভূমিকে জীবিত করে তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেন আল্লাহ	৩৬-ইয়াসীন	৩৩	৮৫৩
মৌমাছির বাসা তৈরি/মধু তৈরি প্রক্রিয়ার মধ্যে নির্দশন রয়েছে	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
মৌমাছির মধু প্রস্তুত প্রক্রিয়া চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
যায়তুন (বৃষ্টিতে যায়তুন উৎপন্ন হওয়া চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
যাকারিয়ার জন্য নিদর্শন (তিন রাত কথা বলতে পারবে না	১৯-মারইয়াম	১০	৭৩৪
যাকারিয়ার নিদর্শন এই যে, তিন দিন কথা বলতে পারবে না...	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
রঙ বেরঙের সৃষ্টিতে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য নিদর্শন আছে	১৬-নাহ্ল	১৩	৭০৪
রাত নিদর্শন (অনুধাবনকারীদের জন্য রাত নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
রাত একটি নিদর্শন, তা থেকে দিন অপসারিত করেন আল্লাহ ...	৩৬-ইয়াসীন	৩৭	৮৫৪
রাত ও দিন দু'টি নিদর্শন	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
রাত মুমিনদের জন্য নিদর্শন (বিশ্রামের উপযোগী বানানো প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৮৬	৮০৭
রাত-দিনের পরিবর্তনে মুত্তাকীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
রাত, দিন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শন	৪১-ফুসসিলাত	৩৭	৮৮৯
রাতকে বিশ্রামের সময় ও দিনকে আলোকোজ্জ্বল বানানোর নিদর্শন	১০-ইউনুস	৬৭	৬৬০
রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিলেন (ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রজন্মের কাছে)	১০-ইউনুস	১৩	৬৫৫
রাসূলগণ নিদর্শন/প্রমাণ আনলেও লোকেরা তাতে ঈমান আনেনি	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
রাজত্বের নিদর্শন (তালুতের রাজত্বের নিদর্শন...)	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
রাতের নিদর্শন চাঁদকে আলোহীন করেছেন আল্লাহ (চাঁদের নিজের আলো নেই)	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
রাসূল স. এর কাছে নিদর্শন আসে না কেন (মুশরিকদের প্রশ্ন)	১০-ইউনুস	২০	৬৫৬
রাসূল স. এর কাছে নিদর্শন আসলে কাফিররা বলে... (ঈমান প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
রিযিক প্রসারিত ও পরিমাপ করার মধ্যে মুমিনের জন্য নিদর্শন আছে	৩৯-যুমার	৫২	৮৭৫
রিযিক (খেজুর ও আঙ্গুর থেকে মাদক তৈরি ও উত্তম রিযিকগ্রহণ নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	৬৭	৭০৮
লূত সম্প্রদায়ের উপর বর্ষিত পাথরের বৃষ্টি নিদর্শনস্বরূপ	২৬-শু'আরা	১৭৪	৭৯৭
লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে (তাদের জন্য যারা...)	৫১-যারিয়াত	৩৭	৯২৭
শস্য(বৃষ্টির মাধ্যমে শস্য উৎপন্ন হওয়া চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
শস্যক্ষেত ধ্বংস প্রসঙ্গ (চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
শস্যক্ষেত্র, বাগান ও রকমারি ফলের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
শুকনো ভূমি (বৃষ্টি বর্ষণ করে শুকনো ভূমি স্ফীত করা একটি নিদর্শন)	৪১-ফুসসিলাত	৩৯	৮৮৯
শ্রবণকারীদের জন্য নিদর্শন (রাতের ঘুম ও দিনের...)	৩০-রূম	২৩	৮২৩
শ্রবণকারীদের জন্য নিদর্শন (রাতে বিশ্রাম/দিন আলোকোজ্জ্বল...)	১০-ইউনুস	৬৭	৬৬০
শ্রবণকারীদের জন্য নিদর্শন (মৃত ভূমিকে বৃষ্টি দ্বারা জীবিত করা)	১৬-নাহ্ল	৬৫	৭০৮
সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হবে (খাদ্য অবতরণ...)	৫-মায়িদা	১১৪	৫৭৪
সমুদ্রে চলমান পর্বত সদৃশ জাহাজ আল্লাহর নিদর্শন	৪২-শূরা	৩২	৮৯৪
সম্মান (আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান প্রদর্শন হৃদয়ের তাকওয়া থেকে)	২২-হাজ্জ	৩২	৭৬১
সরিয়ে নেয়া (অন্যায়ভাবে অহংকারকারীদের নিদর্শন থেকে সরিয়ে নেয়া)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
সালিহকে নিদর্শন নিয়ে আসার দাবি (ছামুদ সম্প্রদায়ের)	২৬-শু'আরা	১৫৪	৭৯৬
সিন্দুক আসার মধ্যে মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে...	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
সূর্য নিদর্শন (অনুধাবনকারীদের জন্য সূর্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
সৃষ্টি নিদর্শন (নানান রঙের সৃষ্টিতে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য নিদর্শন আছে)	১৬-নাহ্ল	১৩	৭০৪
সৃষ্টি নিদর্শন (সব সৃষ্টির মাঝে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য)	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
স্পষ্ট নিদর্শন (মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্রা	১০১	৭২৩
স্পষ্ট নিদর্শনাবলি মাকামে ইবরাহীম আ.(বাক্কায় স্থাপিত ঘরে)	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
হাসি-ঠাট্টা, ফির'আউন সম্প্রদায় কর্তৃক (মূসার নিদর্শন নিয়ে)	৪৩-যুখরুফ	৪৭	৮৯৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিদ্রা (আরো দেখুন ঘুম শব্দটি)			
আল্লাহকে নিদ্রা স্পর্শ করে না	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
প্রাণ হরণ করেন আল্লাহ (মানুষের মৃত্যু ও নিদ্রার সময়)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
রাতের সামান্য অংশ নিদ্রায় অতিবাহিত করত মুত্তাকীরা (দুনিয়াতে)	৫১-যারিয়াত	১৭	৯২৫
নিদ্রাস্থল			
নিদ্রাস্থল থেকে কাফিরদের কে উঠাল কিয়ামতে ?	৩৬-ইয়াসীন	৫২	৮৫৫
নিদ্রিত			
আসহাবে কাহফ নিদ্রিত (যদিও দেখলে মনে হতো জাগ্রত!)	১৮-কাহ্ফ	১৮	৭২৫
নির্দ্বিধায়			
নির্দ্বিধায় জিজিয়া দেয়া পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
নিন্দাকারী			
নিন্দাকারীর আনুগত্য করা যাবে না	৬৮-ক্বালাম	১১	৯৭৫
পিছনে ও সামনে নিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ...	১০৪-হুমাযা	১	১০৩৩
নিন্দিত			
ইউনুসকে নিন্দিত অবস্থায় নিক্ষেপ করা হত যদি...	৬৮-ক্বালাম	৪৯	৯৭৭
ইবলিসকে নিন্দিত অবস্থায় বের হয়ে যেতে বললেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	১৮	৬১৪
দুনিয়া কামনাকারী নিন্দিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে	১৭-ইস্রা	১৮	৭১৫
বসে পড়বে নিন্দিত অবস্থায় (আল্লাহর সাথে ইলাহ নির্ধারণ করলে)	১৭-ইস্রা	২২	৭১৬
নিপীড়ন			
প্রতিশোধগ্রহণ ন্যায়ভাবে করার পর পুননিপীড়িত হলে আল্লাহর সাহায্য	২২-হাজ্জ	৬০	৭৬৩
প্রতিশোধ (নিপীড়নের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ...)	২২-হাজ্জ	৬০	৭৬৩
নিপীড়িত (আরো দেখুন নির্যাতিত শব্দটি)			
ন্যায়ানুগ প্রতিশোধ নেয়ার পর পুননিপীড়িত হলে আল্লাহর সাহায্য	২২-হাজ্জ	৬০	৭৬৩
লিখিত			
ইল্লিয়্যূন একটি লিখিত কিতাব	৮৩-মুতাফফিফীন	২০	১০১২
সিজ্জীন বা আমলনামা হল একটি লিখিত কিতাব	৮৩-মুতাফফিফীন	৯	১০১১
নির্বুদ্ধিতা বশতঃ			
নির্বুদ্ধিতাবশতঃ সন্তানদেরকে হত্যাকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত	৬-আন্'আম	১৪০	৬১০
নিবারণ			
আগুন নিবারণ করতে বলবে দূর্বলরা অহংকারীদেরকে	৪০-মু'মিন	৪৭	৮৮২
নিবিষ্ট			
পিতার দৃষ্টি নিবিষ্ট হবে অন্য ভাইদের প্রতি, ইউসুফকে...	১২-ইউসুফ	৯	৬৭৭
নিবিষ্ট চিত্তে			
ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ঘটনা নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ	৫০-ক্বাফ	৩৭	৯২৪
নিবৃত্ত			
'আল্লাহ তিন জনের তৃতীয় জন'- বলা থেকে নিবৃত্ত না হলে...	৫-মায়িদা	৭৩	৫৮৯
উপাস্য থেকে নিবৃত্ত করতেই কি হূদ আ. এসেছেন? (সম্প্রদায়ের প্রশ্ন)	৪৬-আহ্কাফ	২২	৯১০
নূহ আ. নিবৃত্ত না হলে পাথরের আঘাত করার হুমকি (সম্প্রদায় কর্তৃক)	২৬-শু'আরা	১১৬	৭৯৪
বনী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত করেছিলেন আল্লাহ ঈসা আ.থেকে	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
ব্যভিচারীকে শাস্তি দেয়া থেকে নিবৃত্ত থাকা(তওবা/সংশোধন করলে)	৪-নিসা	১৬	৫৫৮
মানুষের হাতকে নিবৃত্ত করিয়েছেন আল্লাহ (মুমিনদের থেকে)	৪৮-ফাত্হ	২০	৯১৮
মিসকিন নিবৃত্ত করতে সক্ষম হবে মনে করল (বাগানওয়ালারা)	৬৮-ক্বালাম	২৫	৯৭৬
লূত নিবৃত্ত না হলে তাকে বহিষ্কারের হুমকি (সম্প্রদায়ের)	২৬-শু'আরা	১৬৭	৭৯৬
শাস্তি নিবৃত্ত করা হয়না (অপরাধী সম্প্রদায়ের শাস্তি)	৬-আন্'আম	১৪৭	৬১১
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি নিবৃত্ত করা যায় না)	১২-ইউসুফ	১১০	৬৮৭
হাত (কাফির ও মুমিনদের হাত পরস্পর থেকে নিবৃত্ত করান আল্লাহ)	৪৮-ফাত্হ	২৪	৯১৮
হাত নিবৃত্ত করলেন আল্লাহ এক সম্প্রদায়ের (মুমিনদের থেকে)	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
নিবেদিতা			
হুরগণ নিবেদিতা ও সমবয়সী (ডানের সাথীদের জন্য)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩৭	৯৪৪
নিভিয়ে দেয়া			
আলো নিভিয়ে দিতে চায় কাফিররা (আল্লাহর আলো)	৯-তাওবা	৩২	৬৪৩
আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায় জালিমরা (ফুঁ দিয়ে)	৬১-সাফ্ফ	৮	৯৬০
আল্লাহ নিভিয়ে দিয়েছেন (যুদ্ধের আগুন, যতবার ইহুদীরা...)	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
নিমজ্জিত			
অন্যদের/ফির'আউনবাহিনীকে আল্লাহ নিমজ্জিত করেন	২৬-শু'আরা	৬৬	৭৯১
অপরাধীদের কতককে নিমজ্জিত করার মাধ্যমে পাকড়াও করা হয়	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
কাফিরদেরকে নিমজ্জিত করতে পারেন আল্লাহ (ইচ্ছা করলে)	৩৬-ইয়াসীন	৪৩	৮৫৪
কুফরীর কারণে নিমজ্জিত করতে পারেন আল্লাহ (মুশরিকদেরকে)	১৭-ইস্রা	৬৯	৭২০
জালিমরা নিমজ্জিত হবে (নূহের বন্যা প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
নূহের পুত্র নিমজ্জিত হয়েছিল (মহাপ্লাবনে)	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
নূহের সম্প্রদায়ের সকলকে আল্লাহ নিমজ্জিত করেন	২১-আম্বিয়া	৭৭	৭৫৫
নূহের সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করলেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৩৭	৭৮৫
নূহ আ.সম্প্রদায়ের জালিমরা নিমজ্জিত হওয়া প্রসঙ্গ	১১-হূদ	৩৭	৬৬৯
নূহ আ.সম্প্রদায়ের নূহ ও মুমিন ছাড়া সবাইকে নিমজ্জিত করা	২৬-শু'আরা	১২০	৭৯৪
পাপের কারণে নূহ সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করা প্রসঙ্গ	৭১-নূহ্	২৫	৯৮৫
ফির'আউন ও তার সাথীদেরকে আল্লাহ নিমজ্জিত করলেন	১৭-ইস্রা	১০৩	৭২৩
ফির'আউন সম্প্রদায়কে আল্লাহ নিমজ্জিত করেন	৪৩-যুখরুফ	৫৫	৮৯৯
ফিরআউন বংশকে আল্লাহ নিমজ্জিত করলেন	৮-আনফাল	৫৪	৬৩৭
ফির'আউন বাহিনী নিমজ্জিত হবে (সমুদ্রে)	৪৪-দুখান	২৪	৯০৩
ফিরআউনের সম্প্রদায়কে আল্লাহ সমুদ্রে নিমজ্জিত করলেন	৭-আ'রাফ	১৩৬	৬২৪
ফিরআউন বংশকে নিমজ্জিত করা প্রসঙ্গ (নীল নদে)	২-বাক্বারা	৫০	৫০৬
মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে নিমজ্জিত করলেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৬৪	৬১৮
সকলকে নিমজ্জিত করা (নূহ আ.এবং তার অনুসারী ব্যতীত)	৩৭-সাফফাত	৮২	৮৬১
নিম্ন			
খন্দকের যুদ্ধে নিম্ন অঞ্চল থেকে শত্রু বাহিনী আসা প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	১০	৮৩৪
নিম্নতম			
মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে	৪-নিসা	১৪৫	৫৭৫
নিম্নভূমি			
নিম্নভূমির মরীচিকার মত, কাফিরদের কাজ	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
নিম্নশ্রেণী (অধম)			
নিম্নশ্রেণীর লোক নূহকে অনুসরণ করেছে,সম্প্রদায়ের উক্তি	২৬-শু'আরা	১১১	৭৯৩
নূহ আ.সম্প্রদায়ের নিম্ন শ্রেণীর লোকরা নূহের অনুসারী ছিল (মন্তব্য)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
নিযুক্ত			
অপরাধীদের জনপদে নিযুক্ত করা হয় (ষড়যন্ত্র করার জন্য)	৬-আন্'আম	১২৩	৬০৮
ইউসুফ আ. নিজেকে মিসরের ধনভাণ্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করতে বলল	১২-ইউসুফ	৫৫	৬৮২
মজলুমের জন্য অভিভাবক ও সাহায্যকারী নিযুক্তির দোয়া	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
মূসার পরিবারের মধ্য থেকে সাহায্যকারী নিযুক্তির দোয়া	২০-ত্বা-হা	২৯	৭৪২
নিয়ন্তা			
আল্লাহ সর্ব নিয়ন্তা	৫৯-হাশর	২৩	৯৫৭
নিয়ন্ত্রণ			
আকাশ-পৃথিবীর সকল বিষয় আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন	৩২-সাজদা	৫	৮৩০
আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন (সকল বিষয়)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
আল্লাহই সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
নৌযান (সমুদ্রে পর্বতের মত উচু নৌযান প্রতিপালকের নিয়ন্ত্রণে)	৫৫-রাহমান	২৪	৯৪০
সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন? (মুশরিকদের কাছে নবীর প্রশ্ন)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
নিয়ন্ত্রক			
আল্লাহ সকল জীব-জন্তুর নিয়ন্ত্রক	১১-হূদ	৫৬	৬৭০
প্রতিপালকের ভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রক কি অবিশ্বাসীরাই?	৫২-তূর	৩৭	৯৩১
নিয়ন্ত্রণকারী			
রাসূল স. নিয়ন্ত্রণকারী নন (একজন উপদেশদাতা মাত্র)	৮৮-গাশিয়াহ্	২২	১০২০
নিয়ম			
উম্মতের জন্য কুরবানীর নিয়ম নির্ধারণ প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে	২২-হাজ্জ	৬৭	৭৬৪
হজ্জের নিয়ম কানুন দেখিয়ে দেয়ার দোয়া (ইবরাহীম- ইসমাঈলের)	২-বাক্বারা	১২৮	৫১৪
নিয়ম-নীতি			
আল্লাহর নিয়ম-নীতিতে কোন রূপান্তর নেই	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
আল্লাহর নিয়ম-নীতিতে কোন পরিবর্তন নেই	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
পূর্ববর্তীদের নিয়ম-নীতির প্রতীক্ষা করে ? (মুশরিকরা)	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
নিয়মাধীন			
চন্দ্র ও সূর্যকে আল্লাহ নিয়মাধীন করেছেন	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়মাধীণ করেছেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
সূর্য ও চন্দ্রকে আল্লাহই নিয়মাধীন করেছেন	২৯-আনকাবূত	৬১	৮২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিয়ে আসা			
আয়াত নিয়ে আসা (রহিত আয়াতের স্থলে উত্তম আয়াত)	২-বাক্বারা	১০৬	৫১২
আলো এনে দিবে কে (আল্লাহ রাতকে অন্তহীন করলে)	২৮-কাসাস	৭১	৮১৪
আল্লাহ নিয়ে আসবেন শাস্তি, ইচ্ছা করলে (নূহ আ.প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৩৩	৬৬৮
আল্লাহ নিয়ে আসবেন সবাইকে কিয়ামতের দিন	২-বাক্বারা	১৪৮	৫১৬
আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে আসবে (যে যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে)	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
আল্লাহ তার নির্দেশ নিয়ে না আসা পর্যন্ত মার্জনা/উপেক্ষা...	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
আল্লাহ এনে দিবেন সবই একত্রে (ইয়াকুবের আশা)	১২-ইউসুফ	৮৩	৬৮৪
ইউসুফকে নিয়ে আসতে বলল রাজা (কারাগার থেকে)	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
ইউসুফকে তার কাছে নিয়ে আসতে বলল রাজা (আত্মীয়)	১২-ইউসুফ	৫৪	৬৮২
কল্যাণ নিয়ে আসা (বোবাকে কোথাও পাঠালে সে কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না)	১৬-নাহ্‌ল	৭৬	৭০৯
কাফিররা এমন কোন দৃষ্টান্ত নিয়ে আসে না যার সত্য ও সুন্দর...	২৫-ফুরকান	৩৩	৭৮৪
কিতাব (কাফিরদেরকে এমন কিতাব নিয়ে আসতে বলা যা...)	২৮-কাসাস	৪৯	৮১২
কিয়ামতের দিন নিয়ে আসবেন আল্লাহ সবাইকে	২-বাক্বারা	১৪৮	৫১৬
কিতাব নিয়ে আসার নির্দেশ (অপবাদ আরোপকারীদেরকে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৫৭	৮৬৪
কিতাব নিয়ে এসেছিলেন কাফিরদের নিকট...	৭-আ'রাফ	৫২	৬১৭
কুরবানী নিয়ে আসার জন্য রাসূল স. এর প্রতি ইহুদীদের দাবী	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
কুরআন (নবীকে অন্য কুরআন নিয়ে আসার দাবী মুশরিকদের)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
ক্রোধ নিয়ে আসা (আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে এসেছে আহলে কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
খবর নিয়ে আসবে মূসা আ., পরিবার-পরিজনের জন্য	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
খাদ্য নিয়ে আসার জন্য আসহাবে কাহাফের একজনকে শহরে প্রেরণ	১৮-কাহ্‌ফ	১৯	৭২৫
ঘোড়াগুলো নিয়ে আসা হলো (সুলাইমানের ঘটনা)	৩৮-সোয়াদ	৩৩	৮৬৮
জনসম্মুখে নিয়ে আসার দাবী (ইবরাহীমকে)	২১-আম্বিয়া	৬১	৭৫৪
জাদু নিয়ে আসা (ফিরআউন কর্তৃক মূসার অনুরূপ জাদু নিয়ে আসার ঘোষণা)	২০-ত্বা-হা	৫৮	৭৪৪
জাদু নিয়ে আসা (ফিরআউনের জাদুকর প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৬	৬২৩
জাদুকররা যা নিয়ে এসেছে তা জাদু (মূসার উক্তি)	১০-ইউনুস	৮১	৬৬২
জাদুকরদের ফিরআউনের নিকট নিয়ে আসার নির্দেশ	১০-ইউনুস	৭৯	৬৬২
জাদুকরদের ফিরআউনের কাছে নিয়ে আসা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১১২	৬২২
জাদুকর নিয়ে আসার জন্য শহরে লোক পাঠানো (ফির'আউনের)	২৬-শু'আরা	৩৭	৭৯০
তাওরাত নিয়ে আসার আহ্বান (বনী ইসরাঈলদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	৯৩	৫৪৫
দলিল নিয়ে আসা (ফির'আউনের নিকট মূসা আ. কর্তৃক সুস্পষ্ট দলিল...)	২৬-শু'আরা	৩০	৭৮৯
নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন আল্লাহ,ইচ্ছা করলে(মানুষকে সরিয়ে)	১৪-ইবরাহীম	১৯	৬৯৫
নতুন সৃষ্টি আল্লাহ নিয়ে আসতে পারেন (মানুষের স্থলে)	৩৫-ফাতির	১৬	৮৪৭
নবীকে সাক্ষী হিসাবে নিয়ে আসা হবে (প্রত্যেক উম্মতের বিরুদ্ধে)	৪-নিসা	৪১	৫৬২
নিদর্শন নিয়ে আসা (রাসূল স. সবর না করলে নিদর্শন নিয়ে আসতে বলা)	৬-আন্'আম	৩৫	৫৯৯
নিদর্শন নিয়ে এসেছেন ঈসা আ.(প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৩-আলে ইমরান	৫০	৫৪১
নিদর্শন নিয়ে এসেছেন ঈসা আ.বনী ইসরাঈলদের প্রতি...	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
নিদর্শন নিয়ে আসলেও রাসূল স. এর কিবলা অনুসরণ করবে না...	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
নিদর্শন নিয়ে আসলে পেশ করার আহবান (ফিরআউনের)	৭-আ'রাফ	১০৬	৬২২
নিদর্শন নিয়ে আসা, জাদু করার জন্য (মূসার বিরুদ্ধে অভিযোগ)	৭-আ'রাফ	১৩২	৬২৪
নিদর্শন নিয়ে আসা (মূসা আ. ফিরআউনের নিকট যাওয়া প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩
নিদর্শন নিয়ে আসার দাবি (ছামুদ সম্প্রদায়ের)	২৬-শু'আরা	১৫৪	৭৯৬
নিদর্শন নিয়ে আসা (সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে মূসা আ. নিদর্শন নিয়ে আসল যখন)	২৮-কাসাস	৩৬	৮১১
নিদর্শন নিয়ে আসা (রাসূল স. সবর না করলে নিদর্শন নিয়ে আসতে বলা)	৬-আন্'আম	৩৪	৫৯৯
নিদর্শন নিয়ে আসা (রাসূল স. নিদর্শন নিয়ে আসলে তা থেকে বেছে নিতে বলা)	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
নিদর্শন নিয়ে আসা (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল স. কে নিদর্শন নিয়ে আসতে বলা)	২০-ত্বা-হা	১৩৩	৭৪৭
পণ্যমূল্য (অল্প পণ্যমূল্য নিয়ে এসেছে ইউসুফের ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
পথনির্দেশনা নিয়ে কে এসেছে আল্লাহ তা জানেন	২৮-কাসাস	৩৭	৮১১
পথনির্দেশিকা যা নবীগণ নিয়ে আসেন, মুশরিক তা অস্বীকার করে	৪৩-যুখরুফ	২৪	৮৯৭
পথনির্দেশিকা নিয়ে এসেছে কে (প্রতিপালক ভাল জানেন)	২৮-কাসাস	৮৫	৮১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পরিবারের সবাইকে নিয়ে আসতে বললেন ইউসুফ আ. (ভাইদেরকে)	১২-ইউসুফ	৯৩	৬৮৫
প্রতিশ্রুত শাস্তি নিয়ে আসতে বলল আদ জাতি হূদ আ. কে	৭-আ'রাফ	৭০	৬১৯
প্রতিশ্রুত বিষয় নিয়ে আসার দাবী সম্প্রদায়ের (নূহের প্রতি)	১১-হূদ	৩২	৬৬৮
প্রমাণ নিয়ে আসা (হূদ কোন প্রমাণ নিয়ে আসেননি সম্প্রদায়ের অভিযোগ)	১১-হূদ	৫৩	৬৭০
প্রমাণ নিয়ে আসে না কেন ? কাফির সম্প্রদায় (বহু ইলাহ সম্পর্কে)	১৮-কাহ্‌ফ	১৫	৭২৫
প্রমাণ নিয়ে আসা (ইহুদী-নাসারাদের জান্নাতে প্রবেশের পক্ষে)	২-বাক্বারা	১১১	৫১৩
প্রমাণ নিয়ে আসা রাসূলদের সম্ভব নয় (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া)	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
ফলমূল নিয়ে আসা হয় রিযিক স্বরূপ (আল্লাহর পক্ষ থেকে)	২৮-কাসাস	৫৭	৮১৩
ফেরেশতা নিয়ে আসার দাবি কাফিরদের (রাসূল স. সত্যবাদী হলে)	১৫-হিজর	৭	৬৯৮
বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে না আসলে (ইউসুফের নিকট...)	১২-ইউসুফ	৬০	৬৮২
ভয়ের বিষয়/শাস্তি নিয়ে আসতে বলে (হূদ আ.কে তার সম্প্রদায়)	৪৬-আহ্‌কাফ	২২	৯১০
ভাইদেরকে নিয়ে আসা (ইউসুফের ভাইদেরকে নিয়ে এসেছেন প্রতিপালক)	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
ভাইকে নিয়ে আসতে বলল ইউসুফ আ. (বৈমাত্রেয় ভাইকে)	১২-ইউসুফ	৫৯	৬৮২
ভালকাজ নিয়ে আসবে যে তার জন্য উত্তম প্রতিদান	২৮-কাসাস	৮৪	৮১৫
ভালকাজ নিয়ে আসলে কিয়ামতে উত্তম প্রতিদান আছে	২৭-নামল	৮৯	৮০৭
ভাল কাজ নিয়ে আসলে তাকে দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে	৬-আন্'আম	১৬০	৬১২
ভাজা বাছুর নিয়ে আসলেন ইবরাহীম আ.(মেহমানদের জন্য)	১১-হূদ	৬৯	৬৭২
মন্দকাজ নিয়ে আসলে কাজের প্রতিফল দেয়া হবে	২৮-কাসাস	৮৪	৮১৫
মন্দকাজ নিয়ে আসলে কিয়ামতে অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ	২৭-নামল	৯০	৮০৭
মন্দ কাজ নিয়ে আসলে তাকে অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে	৬-আন্'আম	১৬০	৬১২
মানুষের কতককে সরিয়ে অন্যদের নিয়ে আসতে আল্লাহ সক্ষম	৪-নিসা	১৩৩	৫৭৩
মিথ্যা রচনা করে নিয়ে এসেছে এক দল মু'মিন (ইফক)	২৪-নূর	১১	৭৭৫
মিথ্যার অবতারণা করেছে এক সম্প্রদায় (কুরআন রচনা প্রসঙ্গ)	২৫-ফুরকান	৪	৭৮২
মূসাকে প্রতিপালকের স্বপক্ষে দলিল নিয়ে আসতে বলা	২৬-শু'আরা	৩১	৭৮৯
মূসার কিতাব নিয়ে আসা (মানুষের জন্য আলো/পথনির্দেশনাস্বরূপ)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
রাসূলগণ বনীইসরাঈলের মনের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু নিয়ে আসা	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
রাসূল স. নিয়ে আসলেন স্পষ্ট প্রমাণ	৬১-সাফ্‌ফ	৬	৯৬০
রাত এনে দেবে কে (আল্লাহ দিনকে অন্তহীন করলে...)	২৮-কাসাস	৭২	৮১৪
শাস্তি নিয়ে আসার আহবান (সালিহ আ.প্রেরিত রাসূল স. হয়ে থাকলে)	৭-আ'রাফ	৭৭	৬২০
শাস্তি নিয়ে আসার প্রার্থনা (কুরআন অস্বীকারকারীদের)	৮-আনফাল	৩২	৬৩৫
শাস্তি নিয়ে আসা (লুতকে আল্লাহর শাস্তি নিয়ে আসতে বলা, সম্প্রদায় কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
সংবাদ নিয়ে আসলে কোন পাপাচারী (তা যাচাই করার নির্দেশ)	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
সংবাদ নিয়ে আসা(হুদহুদ কর্তৃক সুলাইমানের নিকট সাবার সংবাদ)	২৭-নামল	২২	৮০১
সত্য নিয়ে আসা (ইবরাহীম আ.কি সম্প্রদায়ের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে ?)	২১-আম্বিয়া	৫৫	৭৫৩
সত্য নিয়ে আসা (রাসূল স. প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন)	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
সত্য নিয়ে মূসার আসা (বনী ইসরাঈলের গাভী জবাই প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৭১	৫০৮
সত্য ও সুন্দর ব্যাখ্যা নিয়ে আসেন আল্লাহ কাফিরদের উপমার	২৫-ফুরকান	৩৩	৭৮৪
সবাইকে একই জনসমষ্টিতে নিয়ে আসবেন আল্লাহ (কিয়ামতে)	১৭-ইসরা	১০৪	৭২৩
সাক্ষী নিয়ে আসা হবে (প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে)	৪-নিসা	৪১	৫৬২
সাক্ষী নিয়ে আসার দাবী...	২৪-নূর	১৩	৭৭৫
সাবার রাণীর সিংহাসন নিয়ে আসা প্রসঙ্গ(সুলাইমানের পারিষদবর্গের)	২৭-নামল	৩৮	৮০৩
সাবার রানীর সিংহাসন সুলাইমানের পলক ফেলার আগেই নিয়ে আসা	২৭-নামল	৪০	৮০৩
সাক্ষী হিসাবে নবীকে নিয়ে আসা হবে (প্রত্যেক উম্মতের বিরুদ্ধে)	৪-নিসা	৪১	৫৬২
সামনে নিয়ে আসার দাবি (আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে)	১৭-ইসরা	৯২	৭২২
সুসংবাদ নিয়ে আসল মেহমান (ফেরেশতা), ইবরাহীমের জন্য...	১১-হূদ	৬৯	৬৭২
সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে হুদহুদ না আসলে সুলাইমান আ. কর্তৃক শাস্তির হুমকি	২৭-নামল	২১	৮০১
সুলাইমানের বাহিনী নিয়ে আসা(যার মোকাবেলার শক্তি সাবাবাসীর নেই)	২৭-নামল	৩৭	৮০৩
সূরা নিয়ে আসতে বলা,মুশরিকদেরকে (কুরআনের মত সূরা)	১০-ইউনুস	৩৮	৬৫৮
সূরা নিয়ে আসা নির্দেশ (অবতীর্ণ কুরআনে সন্দেহ থাকলে অনুরূপ সূরা...)	২-বাক্বারা	২৩	৫০৩
নিয়ে আসা (উদয়)			
সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে নিয়ে আসা/উদয় ঘটানো (আল্লাহ কর্তৃক)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে আসতে/উদয় ঘটাতে বলা (নমরুদকে)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
নিয়ে আসা (এনে দেয়া)			
সাবার রানীর সিংহাসন এনে দেয়ার আগ্রহ প্রসঙ্গ(জিনের)	২৭-নামল	৩৯	৮০৩

শব্দ　বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিয়ে নেয়া			
আল্লাহ চাইলে যা ওহী করেছেন তা নিয়ে নিতে পারেন	১৭-ইসরা	৮৬	৭২১
নিয়ে নেয়া হালাল নয়, তালাকপ্রাপ্তার মোহর	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
মাটি থেকে বৃষ্টির পানি নিয়ে যেতে সক্ষম আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	১৮	৭৬৭
নিয়ে ফিরে আসা			
আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরে আসা, বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
নিয়ে যাওয়া			
ইউসুফকে নিয়ে গেল ভাইয়েরা (খেলাধুলা করতে)	১২-ইউসুফ	১৫	৬৭৮
ইউসুফকে খেলতে নিয়ে যাওয়া (পিতাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে)	১২-ইউসুফ	১৩	৬৭৮
মারইয়ামকে প্রসব-বেদনা খেজুর গাছের কাছে নিয়ে গেল	১৯-মারইয়াম	২৩	৭৩৫
মুত্তাকীদেরকে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
রাসূল স. কে যদি আল্লাহ নিয়ে যান তবু প্রতিশোধ নিবেন যাদের..	৪৩-যুখরুফ	৪১	৮৯৮
নিয়ে যাওয়া (চারণভূমিতে)			
গবাদি পশু পালকে বিশ্রামে নিয়ে আসা ও চারণভূমিতে নেয়ার মধ্যে সৌন্দর্য	১৬-নাহ্‌ল	৬	৭০৩
নিয়োজিত			
আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু মানবকল্যাণে নিয়োজিত	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
কুরবানীর পশু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
চন্দ্র ও সূর্য মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত	১৬-নাহ্‌ল	১২	৭০৩
চন্দ্র ও সূর্য মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত	১৪-ইবরাহীম	৩৩	৬৯৬
দিন ও রাত মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত	১৬-নাহ্‌ল	১২	৭০৩
নহরসমূহকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
নৌযান মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
পর্বতকে আল্লাহ দাউদের সাথে নিয়োজিত করেছেন	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
পর্বতমালাকে নিয়োজিত করেছেন আল্লাহ (পবিত্রতা ঘোষণার...)	৩৮-সোয়াদ	১৮	৮৬৭
পাখিকে আল্লাহ দাউদের সাথে নিয়োজিত করেছেন	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
প্রহরী নিয়োজিত (আল্লাহ সামনে-পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন, গায়েব প্রসঙ্গ)	৭২-জ্বিন	২৭	৯৮৭
বাতাসকে নিয়োজিত করেছিলেন আল্লাহ (সুলাইমানের কল্যাণে)	৩৮-সোয়াদ	৩৬	৮৬৮
মানুষের কল্যাণে আল্লাহ সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন	১৬-নাহ্‌ল	১৪	৭০৪
মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত (চতুষ্পদ জন্তু ও যানবাহন)	৪৩-যুখরুফ	১৩	৮৯৬
মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত (চন্দ্র,সূর্য,রাত ও দিন)	১৬-নাহ্‌ল	১২	৭০৩
মানবকল্যাণে নিয়োজিত (কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত)	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
মানবকল্যাণে নিয়োজিত (পৃথিবীর সবকিছু)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
মানবকল্যাণে নিয়োজিত করা হয়েছে (কুরবানীর পশুকে)	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
মানবকল্যাণে আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু নিয়োজিত	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
রাত ও দিন মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত	১৪-ইবরাহীম	৩৩	৬৯৬
শয়তান নিয়োজিত করা হয় (আল্লাহর স্মরণবিমুখ ব্যক্তির জন্য)	৪৩-যুখরুফ	৩৬	৮৯৮
সবকিছু (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত)	৪৫-জাছিয়া	১৩	৯০৬
সবকিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত (পৃথিবীর সবকিছু)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
সমুদ্রকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন	৪৫-জাছিয়া	১২	৯০৫
সমুদ্রকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন	১৬-নাহ্‌ল	১৪	৭০৪
সেবায় নিয়োজিত করার সুযোগ সৃষ্টি (মর্যাদার পার্থক্যের মাধ্যমে)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
নিরক্ষর (আরো দেখুন উম্মী শব্দটি)			
আমানত (নিরক্ষরদের আমানত ফেরত দানে বাধ্যবধকতা নেই, কতক লোকের ধারণা...	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
ইহুদীদের নিরক্ষর লোকদের কিতাবের জ্ঞান না থাকা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৭৮	৫০৯
জিজ্ঞাসা (নিরক্ষরদের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা)	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
নবী (উম্মী/নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদের অনুসরণকারী সফল)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
নবী (উম্মী/নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
রাসূল স. পাঠানো (নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজনকে)	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
নিরপত্তাবিধায়ক			
আল্লাহ নিরাপত্তাবিধায়ক	৫৯-হাশর	২৩	৯৫৭
নিরবিচ্ছিন্ন (আরো দেখুন অবিরাম শব্দটি)			
নিরবচ্ছিন্ন দ্বীন/আনুগত্য আল্লাহরই জন্য	১৬-নাহ্‌ল	৫২	৭০৭
নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কারস্বরূপ ভাগ্যবানরা জান্নাতেই থাকবে	১১-হূদ	১০৮	৬৭৫
নিরস্ত্র			
নিরস্ত্র দলটি মু'মিনদের হোক, মু'মিনরা কামনা করছিল	৮-আনফাল	৭	৬৩২
নিরানব্বই (৯৯)			
দুম্বা (৯৯ দুম্বার মালিক ১ দুম্বার মালিককে কথায় পরাস্ত করেছে)	৩৮-সোয়াদ	২৩	৮৬৭
নিরাপত্তা			
আল্লাহ নিরাপত্তা দিবেন ঈমানদারদেরকে (ভয়ভীতির পরিবর্তে)	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
ঈমানদারদের জন্য নিরাপত্তা (যারা জুলুম/শিরক মিশ্রিত করেনি)	৬-আন'আম	৮২	৬০৩
কুরাইশদেরকে আল্লাহ ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন	১০৬-কুরাইশ	৪	১০৩৪
ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন আল্লাহ (কুরাইশদের)	১০৬-কুরাইশ	৪	১০৩৪
মুমিনদের কাছ থেকে নিরাপত্তা চাওয়া (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
সংবাদ (মুনাফিকরা নিরাপত্তা/ভীতির সংবাদ প্রচার করে)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিরাপত্তা চাওয়া (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
হকদার (নিরাপত্তার বেশি হকদার যে দল, ইবরাহীম আ.প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	৮১	৬০৩
নিরাপত্তাস্থল			
কাবাঘরকে মানব জাতির জন্যে নিরাপত্তাস্থল বানানো	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
নিরাপদ			
আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ মনে করা (ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের)	৭-আ'রাফ	৯৯	৬২২
আল্লাহকে স্মরণ (নিরাপদ অবস্থায় সালাত আদায়...)	২-বাক্বারা	২৩৯	৫২৮
কা'বা ঘরে প্রবেশ করে যে সে নিরাপদ...	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
কাফিররা কি নিরাপদ (পাথর বহনকারী ঝড় প্রেরণের ব্যাপারে)	৬৭-মুল্‌ক	১৭	৯৭৩
কিয়ামতের দিন যে নিরাপদ সেই উত্তম	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪০	৮৮৯
ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের নিরাপদ মনে করা (আল্লাহর কৌশল থেকে)	৭-আ'রাফ	৯৯	৬২২
ঘর (নিরাপদ ঘর নির্মাণ করত হিজরবাসীরা পাহাড় কেটে)	১৫-হিজর	৮২	৭০২
ছেড়ে দেয়া (ছামুদ সম্প্রদায়কে নিরাপদ অবস্থায় পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়া)	২৬-শু'আরা	১৪৬	৭৯৫
জনপদ (নিরাপদ অথচ নেয়ামত অস্বীকারকারী জনপদের দৃষ্টান্ত)	১৬-নাহ্‌ল	১১২	৭১২
নগর (আল্লাহ নিরাপদ নগর/মক্কার কসম করেছেন)	৯৫-তীন	৩	১০২৭
নগর(মক্কাকে নিরাপদ নগর করার জন্য ইবরাহীমের দোয়া)	১৪-ইবরাহীম	৩৫	৬৯৬
নগর (মক্কাকে নিরাপদ নগরে পরিণত করার দোয়া)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
পৌঁছা (নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে হজ্জের আগে ওমরা...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
প্রবেশ (নিরাপদে প্রবেশ করানোর জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা)	১৭-ইস্‌রা	৮০	৭২১
প্রবেশ (জান্নাতে প্রবেশ করবে মুত্তাকীগণ নিরাপদে)	১৫-হিজর	৪৬	৭০০
বের করা (নিরাপদে বের করার জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা...)	১৭-ইস্‌রা	৮০	৭২১
ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকবে (ভালকাজকারীগণ)	২৭-নাম্‌ল	৮৯	৮০৭
ভূমি ধ্বস/শাস্তি থেকে কি ষড়যন্ত্রকারীরা নিরাপদ হয়েছে!	১৬-নাহ্‌ল	৪৫	৭০৬
ভ্রমণ (নিরাপদে দৃশ্যমান জনপদে ভ্রমণের নির্দেশ, সাবাবাসীকে)	৩৪-সাবা	১৮	৮৪২
মসজিদে হারামে প্রবেশ নিরাপদ (আল্লাহর ইচ্ছায়)	৪৮-ফাত্‌হ	২৭	৯১৯
মানুষ কি সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করে	১২-ইউসুফ	১০৭	৬৮৭
মিসরে নিরাপদে প্রবেশ (ইউসুফের ভাই ও পিতামাতা প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	৯৯	৬৮৬
মুত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে থাকবে	৪৪-দুখান	৫১	৯০৪
মুশরিকরা কি নিরাপদ মনে করছে যে আল্লাহ তাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে...	১৭-ইস্‌রা	৬৮	৭২০
মূসা আ. নিরাপদ (আল্লাহ জানালেন মূসাকে)	২৮-কাসাস	৩১	৮১০
শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করা (জনপদের অধিবাসী প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯৭	৬২১
শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করা (জনপদের অধিবাসী প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯৮	৬২১
শাস্তি থেকে কেউ নিরাপদ নয় (প্রতিপালকের শাস্তি থেকে)	৭০-মা'আরিজ	২৮	৯৮২
শাস্তি/ভূমি ধ্বস থেকে কি ষড়যন্ত্রকারীরা নিরাপদ হয়েছে!	১৬-নাহ্‌ল	৪৫	৭০৬
ষড়যন্ত্রকারীরা কি ভূমি ধ্বস/শাস্তি থেকে নিরাপদ হয়েছে!	১৬-নাহ্‌ল	৪৫	৭০৬
সুউচ্চ কক্ষে নিরাপদে থাকবে সৎকর্মশীলগণ	৩৪-সাবা	৩৭	৮৪৪
স্থানে রাখেন (তুচ্ছ পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে রাখেন)	৭৭-মুরসালাত	২১	৯৯৮
স্থান (নিরাপদ স্থানে বীর্য স্থাপন, মাতৃগর্ভে মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	১৩	৭৬৬
'হারাম'কে নিরাপদ স্থান বানানোর বিষয় কি মানুষ দেখে না !	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
হারাম (নিরাপদ হারাম প্রতিষ্ঠা করেছেন আল্লাহ...)	২৮-কাসাস	৫৭	৮১৩
নিরাপদ নগর (মক্কা)			
আল্লাহ নিরাপদ নগর/মক্কার কসম করেছেন	৯৫-তীন	৩	১০২৭
নিরাপদ প্রবেশ			
নিরাপদে প্রবেশ করানোর জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা	১৭-ইস্‌রা	৮০	৭২১
নিরাপদ বোধ করা			
নিরাপদ বোধ করলে পূর্ণাঙ্গ নামাজ কায়েম, যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১০৩	৫৭০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিরাপদ স্থান			
নিরাপদস্থানে পৌছে দেয়া, আশ্রয়প্রার্থী মুশরিককে	৯-তাওবা	৬	৬৪০
নিরাপদ হওয়া			
মানুষ কি নিরাপদ হয়েছে (মানুষসহ যমীন ধ্বসিয়ে দেয়ার ব্যাপারে)	৬৭-মুল্ক	১৬	৯৭৩
মুশরিকরা কি নিরাপদ আরেকবার সমুদ্রে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে?	১৭-ইস্রা	৬৯	৭২০
নিরাপদে বের করা			
নিরাপদে বের করার জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা...	১৭-ইস্রা	৮০	৭২১
নিরাময়/নিরাময়কারী (আরো দেখুন আরোগ্য শব্দটি)			
কুরআন মানুষের বক্ষের বিষয়ের নিরাময়কারী	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
জন্মান্ধকে নিরাময় করতেন ঈসা আ.(আল্লাহর ইচ্ছায়)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
প্রতিপালকের প্রদত্ত কুরআন মানুষের বক্ষের বিষয়ের নিরাময়কারী	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
বক্ষের বিষয়ের নিরাময়কারী কুরআন (মানুষের জন্য)	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
কুরআন নিরাময়কারী (যারা ঈমান আনে তাদের জন্য)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৪	৮৮৯
নিরাশ (আরো দেখুন হতাশ শব্দটি)			
আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হওয়া যাবেনা (তিনি ক্ষমাশীল/দয়ালু)	৩৯-যুমার	৫৩	৮৭৫
ইবরাহীমকে নিরাশ হতে নিষেধ করল অতিথি (ফেরেশতা)	১৫-হিজর	৫৫	৭০০
দয়া হতে (আল্লাহর দয়া হতে নিরাশ হয় না, কাফির ছাড়া কেউ)	১২-ইউসুফ	৮৭	৬৮৫
প্রতিপালকের দয়া থেকে নিরাশ হয় কেবল পথভ্রষ্টরা	১৫-হিজর	৫৬	৭০০
ভাইয়েরা যখন নিরাশ হল (বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মুক্তির ব্যাপারে)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
মানুষ হতাশ ও নিরাশ হয় দুঃখ দুর্দশা স্পর্শ করলে	৪১-ফুস্সিলাত	৪৯	৮৯০
মানুষ নিরাশ হওয়ার পর আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন (দয়া প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	২৮	৮৯৩
মানুষ নিরাশ হয় (অকল্যাণ আঘাত করলে)	৩০-রূম	৩৬	৮২৪
মুমিনরা কি নিরাশ হয়নি যে, যে আল্লাহ চাইলে সবাইকে সঠিক পথ...	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
রাসূলগণ যখন নিরাশ হল এবং মনে করল যে তাদেরকে অস্বীকার...	১২-ইউসুফ	১১০	৬৮৭
নির্গত			
মানুষ কি নির্গত বীর্যের একটি বিন্দু ছিল না ?	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৭	৯৯৪
মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্য হতে নির্গত পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি	৮৬-তারিক	৭	১০১৭
নির্জন			
ইউসুফের ভাইয়েরা নির্জনে পরামর্শ করল...	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
নির্জীব (মৃত)			
উপাস্যরা নির্জীব/মৃত (পুনরুত্থান সম্পর্কে অনুভব করতে পারেনা)	১৬-নাহ্ল	২১	৭০৪
নির্ণয়			
অবস্থানকাল নির্ণয়ে অধিক সঠিক দল (আসহাবে কাহাফ প্র.)	১৮-কাহ্ফ	১২	৭২৪
ইদ্দতের সংখ্যা নির্ণয়ের নির্দেশ (তালাকের ক্ষেত্রে)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
ছোট-বড় সব কাজ নির্ণয় করবে আমল নামা (কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্ফ	৪৯	৭২৮
নেয়ামতের সংখ্যা গণনা করে নির্ণয় করা যায় না আল্লাহর	১৬-নাহ্ল	১৮	৭০৪
নির্দয়			
ফেরেশতা (জাহান্নামের দায়িত্বে থাকবে নির্দয় স্বভাবের ফেরেশতা)	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
নির্দিষ্ট			
আল্লাহর জন্য দ্বীনকে নির্দিষ্ট করে ডাকে(মানুষকে তরঙ্গ আচ্ছন্ন করলে)	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
সময় (গণনাযোগ্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আল্লাহ শাস্তি বিলম্বিত করেন)	১১-হূদ	১০৪	৬৭৫
চল্লিশ রাত মূসার জন্য নির্দিষ্ট করা (বাছুর পূজা প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৫১	৫০৬
দয়ার জন্য আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করেন	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
দিন(হজ্জের সময় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম স্মরণ)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
দিন (নির্দিষ্ট দিনে ফির'আউনের জাদুকরদেরকে একত্র করা হল)	২৬-শু'আরা	৩৮	৭৯০
দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নৌযানের আরোহীরা তাকে ডাকে	২৯-আনকাবূত	৬৫	৮২১
দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকে ডাকার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	২৯	৬১৫
দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে ডাকে(মানুষকে তরঙ্গ আচ্ছন্ন করলে)	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তার ইবাদত করা	৩৯-যুমার	২	৮৭১
দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা	৪০-মু'মিন	৬৫	৮৮৩
দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে ইবাদত করার নির্দেশ	৩৯-যুমার	১১	৮৭২
দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নবী ইবাদত করেন	৩৯-যুমার	১৪	৮৭২
দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকে ডাকার নির্দেশ	৪০-মু'মিন	১৪	৮৭৯
পরিমাণ (প্রত্যেক বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	১৫-হিজর	২১	৬৯৯
পরিমাণ পর্যন্ত (তুচ্ছ পানিকে রাখেন নিরাপদ স্থানে)	৭৭-মুরসালাত	২২	৯৯৮
পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট (গবাদি পশুর পেটের বাচ্চা প্রসঙ্গে)	৬-আন্'আম	১৩৯	৬০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মনযিল (চাঁদের মনযিল, বছর গণনা ও সময় হিসাবের জন্য)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
মাস (হজ্জের মাস নির্দিষ্ট কয়েকটি)	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
সময় (চন্দ্র-সূর্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
সময় (চাঁদ ও সূর্য পরিভ্রমণ করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত)	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
সময় (নির্দিষ্ট/মৃত্যুর সময়কে মানুষ ত্বরান্বিত করতে পারবে না)	১৬-নাহ্ল	৬১	৭০৭
সময় (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তিকে বিলম্বিত করলে কাফির বলে...)	১১-হূদ	৮	৬৬৬
সময় (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চন্দ্র-সূর্য প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে)	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
সময় (নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত ইবলিসকে অবকাশ)	১৫-হিজর	৩৮	৭০০
সময় (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আকাশ-পৃথিবী ও সবকিছুর সৃষ্টি)	৪৬-আহ্কাফ	৩	৯০৪
সময় (নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত ইবলিস অবকাশ প্রাপ্ত)	৩৮-সোয়াদ	৮১	৮৭০
সময় (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহ মানুষকে অবকাশ দেন)	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
সময় (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঋণের লেনদেন লিখে রাখার বিধান)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
সময়(নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কুরবানীর পশুতে মানুষের উপকার থাকা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৩	৭৬১
সময় (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি)	৩০-রূম	৮	৮২২
সময় (ঘুমন্তকে আল্লাহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রাণ ফিরিয়ে দেন)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
সময় (কাফিরদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
সময় (আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসলে বিলম্বিত করা হয় না)	৭১-নূহ্	৪	৯৮৪
সময়(আল্লাহর ইচ্ছায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে ভ্রূণের অবস্থান)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
সময় (আল্লাহ মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন)	৬-আন্'আম	২	৫৯৬
সময় (শাস্তির সময় নির্দিষ্ট না থাকলে তা এসেই যেত)	২৯-আনকাবূত	৫৩	৮২০
সময় (প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের দিকে চলছে, চন্দ্র-সূর্য প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
সময় (প্রতিপালকের দেয়া নির্দিষ্ট সময় না থাকলে শাস্তি অপরিহার্য হত)	২০-ত্বা-হা	১২৯	৭৪৯
নির্দিষ্ট অবস্থান			
সূর্য চলাচল করে তার নির্দিষ্ট অবস্থানে (একটি নিদর্শন)	৩৬-ইয়াসীন	৩৮	৮৫৪
আল্লাহর জন্য দ্বীনকে নির্দিষ্ট করে সমুদ্রযাত্রীরা তাকে ডাকে	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
আল্লাহর জন্য শস্য ও গবাদি পশুর অংশ নির্দিষ্ট করা	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
ত্রিশ রাত (মূসার জন্য প্রতিপালক কর্তৃক ত্রিশ রাত নির্দিষ্ট করা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে সমুদ্রযাত্রীরা তাকে ডাকে	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
পরিমাণ নির্ধারণ (আল্লাহ সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
নির্দিষ্ট সময়			
অবস্থান (আদম-হাওয়া/শয়তানের পৃথিবীতে নির্দিষ্ট সময়ের অবস্থান)	২-বাক্বারা	৩৬	৫০৫
আল্লাহর নির্দিষ্ট সময় আসবেই(আল্লাহর সাক্ষাৎ প্রত্যাশাকারী প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৫	৮১৬
আসা (কোন উম্মতের নির্দিষ্ট সময় আসলে তা বিলম্বিত হবে না)	৭-আ'রাফ	৩৪	৬১৫
উৎসবের দিনকে মূসা/ফিরআউনের জাদুর জন্য নির্দিষ্ট করা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৫৯	৭৪৪
উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে (প্রত্যেক উম্মতের)	৭-আ'রাফ	৩৪	৬১৫
এগিয়ে আনতে পারবে না কোন উম্মত তার নির্দিষ্ট সময়	২৩-মু'মিনূন	৪৩	৭৬৮
এগিয়ে আনতে বা বিলম্বিত করতে পারে না কোন জাতি (নির্ধারিত সময়)	১৫-হিজর	৫	৬৯৮
ধ্বংসের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন আল্লাহ (জালিমদের জনপদ)	১৮-কাহ্ফ	৫৯	৭২৯
নিকটবর্তী হওয়া (নির্দিষ্ট সময় নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কে লক্ষ্য করা)	৭-আ'রাফ	১৮৫	৬৩০
নির্ধারণ করা হবে না মনে করত কাফেররা (নির্দিষ্ট সময়...)	১৮-কাহ্ফ	৪৮	৭২৮
পৌছা (নির্দিষ্ট সময়ে পৌছে যখন, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ)	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
পৌছা (নির্দিষ্ট সময়ে পৌছে স্ত্রীর বিয়ের সিদ্ধান্ত...)	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
পৌছানো (ফিরআউন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌছানো, শাস্তি প্র.)	৭-আ'রাফ	১৩৫	৬২৪
বিধান বা ইদ্দত নির্দিষ্ট সময়ে পৌছা পর্যন্ত বিবাহের সংকল্প না করা	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
শাস্তি প্রদানের নির্দিষ্ট সময় থেকে পালাতে পারবে না জালিমরা	১৮-কাহ্ফ	৫৮	৭২৯
সামিরীর জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকা যার ব্যতিক্রম হবেনা	২০-ত্বা-হা	৯৭	৭৪৭
স্ত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ে পৌছা (তালাকের পর)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
নির্দিষ্ট সময় (ইদ্দত)			
পৌছা (ইদ্দতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের শেষে পৌছালে...,তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
নির্দেশ (আরো দেখুন উপদেশ শব্দটি)			
অধীন (তারকারাজি আল্লাহর নির্দেশের অধীন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
অধীন (চন্দ্র, সূর্য ও তারকা আল্লাহর নির্দেশের অধীন)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
অবতীর্ণ (আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় পৃথিবীতে, শক্তি/জ্ঞান প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
অবাধ্য হওয়া (প্রতিপালকের নির্দেশের অবাধ্য হওয়া, ছামূদ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৭৭	৬২০
অমান্য করবে না মূসা (খিজিরের)	১৮-কাহ্ফ	৬৯	৭৩০
অমান্য (জাহান্নামের ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না)	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
অশ্লীলতার নির্দেশ দেয় শয়তান (মানুষকে)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নির্দেশ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না আল্লাহ	৭-আ'রাফ	২৮	৬১৫
অসৎকাজের নির্দেশ দেয় মুনাফিক নারী ও পুরুষ	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
অহঙ্কারীরা নির্দেশ দিত দুর্বলদেরকে (আল্লাহকে অবিশ্বাস করতে...)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
ভুলে যাওয়া (আদমের আল্লাহর নির্দেশ ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১১৫	৭৪৮
আপোসের জন্য নির্দেশ দানের মধ্যে কল্যাণ আছে	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত মার্জনা/উপেক্ষা (আহলেকিতাবকে)	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
আল্লাহর নির্দেশে কুরআন অবতীর্ণ	২-বাক্বারা	৯৭	৫১১
আল্লাহ তাঁর নির্দেশ (ওহী) অবতীর্ণ করেন (যার প্রতি ইচ্ছা)	৪০-মু'মিন	১৫	৮৭৯
আল্লাহর নির্দেশ/শাস্তি আসলে হূদ/মুমিনদের শাস্তি থেকে উদ্ধার	১১-হূদ	৫৮	৬৭১
আল্লাহর নির্দেশ যখন আসল...	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
আল্লাহর নির্দেশ (মীরাসের সম্পত্তি বন্টন প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
আল্লাহর নির্দেশ (মুমিন ও কাফিরের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ঘর (মসজিদ) সমুন্নত রাখতে	২৪-নূর	৩৬	৭৭৮
আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন (সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার জন্য)	১৩-রা'দ	২১	৬৯০
আল্লাহর নির্দেশ (ন্যায়বিচার/সদাচরণ/আত্মীয়কে দান করার)	১৬-নাহ্‌ল	৯০	৭১০
আল্লাহর নির্দেশ পর্যন্ত অপেক্ষার নির্দেশ, তাদেরকে যারা...	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
আল্লাহর নির্দেশ/প্লাবন থেকে রক্ষাকারী নেই (নূহ আ.পুত্রের প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
আল্লাহর নির্দেশ মত স্ত্রীদের নিকট গমন (মাসিক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন (বনী ইসরাঈলের নেতা প্রসঙ্গ)	৩২-সাজদা	২৪	৮৩২
আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে কাজ করে(ফেরেশতা/রাসূলগণ)	২১-আম্বিয়া	২৭	৭৫১
আল্লাহর নির্দেশের অধীন (তারকারাজি)	১৬-নাহ্‌ল	১২	৭০৩
আল্লাহর নির্দেশের ওহীসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ(মানুষকে সতর্ক করতে)	১৬-নাহ্‌ল	২	৭০৩
আল্লাহর নির্দেশের জন্য স্থগিত (তিন জনের বিষয়, তাবুকযুদ্ধ)	৯-তাওবা	১০৬	৬৫১
আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত যুদ্ধের আদেশ...	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে বিস্ময়! (ইবরাহীমের স্ত্রীর গর্ভধারণ...)	১১-হূদ	৭৩	৬৭২
আল্লাহর নির্দেশে রাসূল এর আনুগত্য (রাসূল স. প্রেরণের উদ্দেশ্য)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রে নৌযান চলাচল প্রসঙ্গ	৪৫-জাছিয়া	১২	৯০৫
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (মুমিন ও আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার...	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল স. কে বিশ্বাস না করতে (ইহুদীরা বলে)	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন অশ্লীল কাজের (তারা বলে যারা...)	৭-আ'রাফ	২৮	৬১৫
আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করার	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
আল্লাহ নির্দেশ দিলে ইবলিসকে বাধা দিল কিসে	৭-আ'রাফ	১২	৬১৩
আল্লাহ ঈসাকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন	১৯-মারইয়াম	৩১	৭৩৬
আল্লাহর নির্দেশ দানকালে মুশরিকদের উপস্থিতি (পুরুষ/মাদী পশু প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	১৪৪	৬১০
আল্লাহর নির্দেশ দিনে বা রাতে আসল (শস্যক্ষেত ধ্বংসের)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
আল্লাহর নির্দেশ একটি নির্ধারিত নির্ধারণ...	৩৩-আহযাব	৩৮	৮৩৬
আল্লাহর নির্দেশ (শাস্তি) আসলে শু'আইবকে উদ্ধার করলেন আল্লাহ	১১-হূদ	৯৪	৬৭৪
আল্লাহর নির্দেশ (শাস্তি) আসার পর সালিহ আ.ও মুমিনদেরকে উদ্ধার	১১-হূদ	৬৬	৬৭১
আল্লাহর নির্দেশ সম্বলিত রূহ (কুরআন) প্রেরণ	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
আল্লাহর নির্দেশ স্পষ্ট হল, সত্য আসার পর (তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৮	৬৪৫
আল্লাহর নির্দেশ (হকদারকে আমানত ফেরত দিতে)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
আল্লাহর নির্দেশানুসারে মানুষকে সঠিকপথ প্রদর্শন (ইসহাক/ইয়াকুব...)	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
আল্লাহর নির্দেশক্রমে ফেরেশতা রাসূল স. এর উপর ওহী করেন	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
আল্লাহর নির্দেশ আসলে চুলা উথলে উঠল (নূহের বন্যা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত মুনাফিকদেরকে প্রতারিত করেছিল...	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
আল্লাহর নির্দেশ (উপদেশ গ্রহণের জন্য)	৬-আন'আম	১৫২	৬১১
আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় পৃথিবীতে (আল্লাহর শক্তি/জ্ঞান প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ (তালাক ও ইদ্দত প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না (জাহান্নামের ফেরেশতা...)	৬৬-তাহরীম	৬	৯৭০
আল্লাহর নির্দেশ আসবেই (তা ত্বরান্বিত করতে চাওয়া ঠিক নয়)	১৬-নাহ্‌ল	১	৭০৩
আল্লাহর নির্দেশে আকাশ ও পৃথিবী দাঁড়িয়ে থাকা (নিদর্শন)	৩০-রূম	২৫	৮২৩
আল্লাহর নির্দেশে কাফিরদেরকে হত্যা করেছিল মুমিনরা (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
আল্লাহর নির্দেশে নৌযান সমুদ্রে চলাচল করে	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
আল্লাহর নির্দেশে নৌযান সমুদ্রে চলাচল করে	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঈসাকে তিনি তাই বলেছেন...	৫-মায়িদা	১১৭	৫৯৫
আল্লাহর আদেশ একবার মাত্র (চোখের এক পলকের মতো)	৫৪-কামার	৫০	৯৩৮
আসা (আল্লাহর নির্দেশ আসলে লূতের জনপদ উল্টিয়ে দেয়া হল)	১১-হূদ	৮২	৬৭৩
আসা (আল্লাহর নির্দেশ আসবেই,তা ত্বরান্বিত করতে চাওয়া ঠিক নয়)	১৬-নাহ্‌ল	১	৭০৩
আহলে কিতাবদের নির্দেশ দেয়া হয় (তাওহীদ, নামাজ, যাকাত...)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৯
ইবরাহীম আ.এর প্রতি দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
ইবাদতের নির্দেশ দেয় অজ্ঞরা (আল্লাহ ছাড়া অন্যের)	৩৯-যুমার	৬৪	৮৭৬
ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয় (আহলে কিতাবদের)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৯
ঈমানের নির্দেশ নিকৃষ্ট (বনী ইসরাইলের ঈমান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
ঈসার প্রতি দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
উত্তম উপদেশ গ্রহণের নির্দেশ দানের জন্য মূসাকে নির্দেশ	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ	৪-নিসা	১১	৫৫৭
ওহী (বান্দার প্রতি আল্লাহর নির্দেশের ওহীসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ)	১৬-নাহ্‌ল	২	৭০৩
ওহী করা (নির্দেশ ওহী করেছেন আল্লাহ্ প্রত্যেক আকাশে)	৪১-ফুসসিলাত	১২	৮৮৬
কুফরীর নির্দেশ দিবে না কিতাবপ্রাপ্ত নবী...	৩-আলে ইমরান	৮০	৫৪৩
কৃপণতার নির্দেশ দান করে যারা	৫৭-হাদীদ	২৪	৯৫০
কৃপণতার নির্দেশ দানকারীর পরিণাম	৪-নিসা	৩৭	৫৬২
গাভী জবাই করার নির্দেশ (মূসার সম্প্রদায়কে)	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
তালাক ও ইদ্দত প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
তাকওয়ার নির্দেশ দানকারী বান্দা সম্পর্কে ভেবে দেখা	৯৬-আলাক	১২	১০২৮
তাগুতকে অস্বীকার করতে নির্দেশ (আহলেকিতাবকে)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
তাকওয়া অবলম্বনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশ দান	৬-আন'আম	১৫৩	৬১১
তাওহীদের নির্দেশ দেয়া হয় (আহলে কিতাবদের)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৯
দানের নির্দেশ দেন আল্লাহ (আত্মীয়-স্বজনকে দান)	১৬-নাহ্‌ল	৯০	৭১০
দান-খয়রাতের নির্দেশ দানের মধ্যে কল্যাণ আছে	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
দাসত্ব না করার নির্দেশ	৩৬-ইয়াসীন	৬০	৮৫৫
দ্বীনে প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ইবরাহীম/মূসা/ঈসা/নূহ/মুহাম্মদকে	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয় (আহলে কিতাবদের)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৯
নামাজের নির্দেশ দেয়ার আদেশ(রাসূল স. এর পরিবারবর্গকে)	২০-ত্বা-হা	১৩২	৭৪৯
নির্দেশ (উদ্ধত ও স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করত আদ জাতি)	১১-হূদ	৫৯	৬৭১
নির্দেশ (ফির'আউনের নির্দেশ অনুসরণ করল তার পারিষদবর্গ)	১১-হূদ	৯৭	৬৭৪
নূহের প্রতি দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
ন্যায়ের নির্দেশদাতাদের হত্যাকারীর শাস্তি...	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেন আল্লাহ (মানুষকে)	১৬-নাহ্‌ল	৯০	৭১০
ন্যায় বিচারের নির্দেশদানকারী ও বোবা ব্যক্তির উপমা	১৬-নাহ্‌ল	৭৬	৭০৯
পবিত্র রাখার নির্দেশ (ইবরাহীম-ইসমাঈলকে কাবাঘর পবিত্র রাখতে)	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
পরিবার-পরিজনকে নির্দেশ দিত ইসমাঈল (সালাত ও যাকাতের)	১৯-মারইয়াম	৫৫	৭৩৭
পশুর কান ছিদ্র করার নির্দেশ (শয়তান কর্তৃক)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
পালন করা (বনীইসরাঈলের গাভী জবাই সম্পর্কে নির্দেশ পালন করা)	২-বাক্বারা	৬৮	৫০৮
পালন করেনি মানুষ (আল্লাহর নির্দেশ)...	৮০-আবাসা	২৩	১০০৭
পালন (ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টি তাই করে যা আল্লাহ নির্দেশ দেন)	১৬-নাহ্‌ল	৫০	৭০৭
পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
পুণ্যের নির্দেশদানকারী নিজেকে ভুলে যায় (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৪৪	৫০৫
পৃথক (আল্লাহর নির্দেশক্রমে পৃথক করা হয় সব প্রজ্ঞাময় বিষয়)	৪৪-দুখান	৫	৯০২
প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন (ন্যায়বিচার করতে)	৭-আ'রাফ	২৯	৬১৫
প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন (অন্য কারো ইবাদত না করতে)	১৭-ইসরা	২৩	৭১৬
প্রতিপালকগ্রহণের নির্দেশ দিবে না কিতাবপ্রাপ্ত মানুষ (ফেরেশতা ও...)	৩-আলে ইমরান	৮০	৫৪৩
প্রতিপালকের নির্দেশ আসলে অন্য উপাস্যদেরকে ডাকা কাজে আসেনি	১১-হূদ	১০১	৬৭৫
প্রতিপালকের নির্দেশ ছাড়া ফেরেশতা অবতরণ করেন না	১৯-মারইয়াম	৬৪	৭৩৮
প্রতিপালকের নির্দেশের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা (মূসার সম্প্রদায়ের)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
প্রতিপালকের নির্দেশে শাস্তির বায়ু সবকিছু ধ্বংস করেছিল (হূদ জাতি)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৫	৯১০
প্রতিপালকের নির্দেশ নিয়ে ফেরেশতাদের অবতরণ (কদর রাতে)	৯৭-কাদর	৪	১০২৯
প্রতিপালকের নির্দেশের অবাধ্য হওয়া (ছামূদ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৭৭	৬২০
প্রতিপালকের নির্দেশ এসে গেছে, লূত সম্প্রদায়ের প্রতি	১১-হূদ	৭৬	৬৭২
ফির'আউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না	১১-হূদ	৯৭	৬৭৪
ফেরত দানের নির্দেশ (হকদারকে আমানত ফেরত দান)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নির্দেশ(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বণ্টনকারী (নির্দেশ বণ্টনকারী ফেরেশতাদের কসম)	৫১-যারিয়াত	৪	৯২৫
বাস্তবায়িত(আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে নূহের নৌকা থামে)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
বিকৃতির নির্দেশ (আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃতির নির্দেশ, শয়তান কর্তৃক)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
বিচ্যুত (নির্দেশ থেকে বিচ্যুত জিনের শাস্তি, সুলাইমান আ. প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
বিরোধিতা (আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতাকারীরা যেন শাস্তির ব্যাপারে...)	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
বুদ্ধিমত্তা কি কাফিরদেরকে কুফরীর বিষয়ে নির্দেশ দেয়?	৫২-তূর	৩২	৯৩০
মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ (পিতামাতার প্রতি সদাচারণের)	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
মুমিনদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ (হারামকৃত বিষয় সম্পর্কে)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
মূসার প্রতি দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
মূসার নির্দেশ হারুন কর্তৃক অমান্য করা	২০-ত্বা-হা	৯৩	৭৪৭
যাকাত দানের নির্দেশ দেয়া হয় (আহলে কিতাবদের)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৭
যুক্ত রাখার নির্দেশ(আল্লাহ যে সম্পর্ক যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করা)	২-বাক্বারা	২৭	৫০৪
রাসূলগণ লিখিত নির্দেশাবলি (যাবুর)সহ এসেছিলেন	৩৫-ফাতির	২৫	৮৪৮
রাসূল স. নির্দেশ দিলে যুদ্ধের জন্য বের হবে (মুনাফিকরা বলে)	২৪-নূর	৫৩	৭৭৯
রাসূল স. এর নির্দেশের ব্যাপারে মতবিরোধ করল মুমিনরা	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
রাসূল স. নির্দেশ দেন যাকে সিজদা করতে কাফিররা তাকে...	২৫-ফুরকান	৬০	৭৮৬
লূত পরিবারকে যেখানে যেতে নির্দেশ দেয়া হয় সেখানে চলে যাবে	১৫-হিজর	৬৫	৭০১
শয়তান নির্দেশ দেয় অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের	২৪-নূর	২১	৭৭৫
শয়তান নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের	২-বাক্বারা	১৬৯	৫১৮
শয়তানের নির্দেশ (গবাদি পশুর কান ছিদ্র করার)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
শু'আইবকে তার সালাত কি এই নির্দেশ দেয় যে...	১১-হূদ	৮৭	৬৭৩
সৎকাজের নির্দেশ দেয় মুমিনরা	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
সৎকাজের নির্দেশ দেয়া উত্তম উম্মতের দায়িত্ব	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
সৎকাজের নির্দেশদানের নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৭-আ'রাফ	১৯৯	৬৩১
সৎকাজের নির্দেশ দানের মধ্যে কল্যাণ আছে	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
সৎকাজের নির্দেশ দিতে পুত্রকে লোকমানের উপদেশ	৩১-লুকমান	১৭	৮২৮
সৎকাজের নির্দেশ দেন উম্মী নবী ...	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
সৎকাজের নির্দেশ দেয়ার জন্য একটি দল থাকা উচিত	৩-আলে ইমরান	১০৪	৫৪৬
সৎকাজের নির্দেশ দেয় আহলে কিতাবদের একদল	৩-আলে ইমরান	১১৪	৫৪৭
সদয় ব্যবহারের নির্দেশ মানুষকে (পিতা-মাতার প্রতি)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
সদাচরণের নির্দেশ দেন আল্লাহ (মানুষকে)	১৬-নাহ্ল	৯০	৭১০
সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ (মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি)	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
সহজ করবেন আল্লাহ নির্দেশকে (ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য)	১৮-কাহ্ফ	৮৮	৭৩২
সাবার রানীর নির্দেশ (সুলাইমান আ. এর পত্র বিষয়ে)	২৭-নামল	৩৩	৮০২
সীমালঙ্ঘনকারীদের নির্দেশের আনুগত্য না করা (ছামুদ জাতি প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৫১	৭৯৫
সৃষ্টি ও নির্দেশ সবই আল্লাহর	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
হারুনের নির্দেশের আনুগত্য (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৯০	৭৪৬
নির্দেশক			
সূর্যকে নির্দেশক বানিয়েছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৪৫	৭৮৫
নির্দেশ দানকারী			
সৎকাজের নির্দেশ দানকারী (মুমিনরা)	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
নির্দেশ দানের অধিকারী (দায়িত্বশীল)			
গোচরীভূত করা, নির্দেশ দানের অধিকারীদের (নিরাপত্তা/ ভীতির সংবাদ)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
নির্দেশ দানের অধিকারীর আনুগত্য করার নির্দেশ	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
নির্দেশ (ফয়সালা)			
আল্লাহরই (পূর্বের ও পরের সব নির্দেশ/ফয়সালা আল্লাহরই)	৩০-রূম	৪	৮২২
নির্দেশ (শাস্তি)			
প্রতীক্ষা (কাফিররা কি প্রতিপালকের নির্দেশ/শাস্তির প্রতীক্ষা করছে?)	১৬-নাহ্ল	৩৩	৭০৫
প্রতিপালকের নির্দেশ/শাস্তির জন্য কি কাফিররা প্রতীক্ষা করছে ?	১৬-নাহ্ল	৩৩	৭০৫
নির্দেশাধীন			
পাখি মহাশূন্যে নির্দেশাধীন পাখি মুমিনদের জন্য নিদর্শন	১৬-নাহ্ল	৭৯	৭০৯
মেঘ নির্দেশাধীন মেঘমালার আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নির্দোষ			
ইউসুফ আ. নির্দোষ মনে করে না নিজেকে	১২-ইউসুফ	৫৩	৬৮২
পাপ/অপরাধ নির্দোষের প্রতি আরোপ করলে অপবাদ/পাপের বোঝা বহন	৪-নিসা	১১২	৫৭১
নির্ধারণ			
অংশ (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের অংশ মিথ্যা উপাস্যের জন্য নির্ধারণ)	১৬-নাহ্ল	৫৬	৭০৭
অন্বেষণ (আল্লাহর নির্ধারণ অন্বেষণ, রোজার রাতে যৌন...)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
আবাস (আখিরাতের আবাস তাদের জন্য নির্ধারণ করেন যারা...)	২৮-কাসাস	৮৩	৮১৫
আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন মূসার সম্প্রদায়ের জন্য পবিত্র ভূমি	৫-মায়িদা	২১	৫৮৩
আল্লাহ নির্ধারণ করেন রাত ও দিনের পরিমাণ	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া মুমিনদেরকে আঘাত করেনি	৯-তাওবা	৫১	৬৪৫
আল্লাহর নির্দেশ নির্ধারিত নির্ধারণ	৩৩-আহযাব	৩৮	৮৩৬
আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে (মুশরিকরা)	১৬-নাহ্ল	৫৭	৭০৭
আল্লাহ সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
আল্লাহর (সবকিছুর জন্য আল্লাহ নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
ইবাদতের নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে (প্রত্যেক উম্মতের জন্য)	২২-হাজ্জ	৬৭	৭৬৪
ইলাহ (আল্লাহর সাথে ইলাহ নির্ধারণে নিষেধাজ্ঞা)	১৭-ইস্রা	২২	৭১৬
ইলাহ (আল্লাহর সাথে ইলাহ নির্ধারণ না করা ওহীকৃত প্রজ্ঞা...)	১৭-ইস্রা	৩৯	৭১৭
ইলাহ নির্ধারণ (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণ)	১৫-হিজর	৯৬	৭০২
কন্যা! (মুশরিকরা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে)	১৬-নাহ্ল	৫৭	৭০৭
কল্যাণ নির্ধারণের দোয়া, মূসার (দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
কিতাব/নবুয়ত নির্ধারণ (ইবরাহীমের বংশধরদের জন্য)	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
কুরবানীর নিয়ম নির্ধারণ (প্রত্যেক উম্মতের জন্য)	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
খাদ্য সামগ্রী (পৃথিবীতে খাদ্য সামগ্রী নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্সিলাত	১০	৮৮৬
জাহান্নাম নির্ধারিত করেন আল্লাহ দুনিয়ার জীবন কামনাকারীর জন্য	১৭-ইস্রা	১৮	৭১৫
নবুয়ত/কিতাব নির্ধারণ (ইবরাহীমের বংশধরদের জন্য)	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
নবুয়ত নির্ধারণ (নূহ আ.ও ইবরাহীমের বংশধরদের মধ্যে)	৫৭-হাদীদ	২৬	৯৫১
নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হবে না (কাফেরদের ধারণা)..	১৮-কাহ্ফ	৪৮	৭২৮
পরিমাণ নির্ধারণ (আল্লাহ সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
পরিমাণ নির্ধারণ (মানুষের পরিমিত গঠন প্রসঙ্গে)	৭৭-মুরসালাত	২৩	৯৯৮
বংশ নির্ধারণ করল..! (আল্লাহ ও জিনজাতির মধ্যে...)	৩৭-সাফ্ফাত	১৫৮	৮৬৪
ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করা (বরকতময় জনপদে)	৩৪-সাবা	১৮	৮৪২
মনযিল নির্ধারণ (চাঁদের জন্য বিভিন্ন নির্ধারণ মনযিল করেছেন আল্লাহ)	৩৬-ইয়াসীন	৩৯	৮৫৪
মহাপ্রতাপশালীর নির্ধারণ ,নির্দিষ্ট অবস্থানে সূর্যের চলাচল	৩৬-ইয়াসীন	৩৮	৮৫৪
মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞানীর নির্ধারণ (চন্দ্র-সূর্য ও রাত প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯৬	৬০৫
মেয়াদ নির্ধারণ (প্রতিশ্রুত শাস্তির মেয়াদ কি প্রতিপালক নির্ধারণ করবেন?...)	৭২-জিন্	২৫	৯৮৭
মোহর নির্ধারণের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দেয়া...	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
মোহর (নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে, যদি...)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
মোহর (নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে, যদি স্পর্শ...)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
লূতের স্ত্রীর ব্যাপারে নির্ধারণ এই যে, সে পিছনে থেকে যাবে	১৫-হিজর	৬০	৭০১
লূতের স্ত্রীকে আল্লাহ পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে নির্ধারণ করেন	২৭-নামল	৫৭	৮০৪
শনিবার পালনের বিষয়টি শুধু ইহুদিদের জন্য নির্ধারণ করা হয়	১৬-নাহ্ল	১২৪	৭১৩
শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
শরীক নির্ধারণ করা (মুশরিকরা জ্বীনকে আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করে)	৬-আন্'আম	১০০	৬০৬
শরীক (আল্লাহর সাথে বহু শরীক নির্ধারণ করেছে কাফিররা)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
শরীক নির্ধারণ (সুস্থ সন্তান লাভের পর আল্লাহর শরীক নির্ধারণ)	৭-আ'রাফ	১৯০	৬৩০
সময় ও স্থান নির্ধারণ করা (ফিরআউনের জাদুর জন্য)	২০-ত্বা-হা	৫৮	৭৪৪
সমকক্ষ নির্ধারণ (আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ না করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
সময় নির্ধারিত রয়েছে কাফিরদের জন্য	১৭-ইস্রা	৯৯	৭২২
সমকক্ষ নির্ধারণ(আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করার পরিণাম আগুন)	১৪-ইবরাহীম	৩০	৬৯৬
সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ (আকাশ সৃষ্টি ও তার রক্ষণাবেক্ষণ)	৪১-ফুস্সিলাত	১২	৮৮৬
সহচর নির্ধারণ (আল্লাহর শত্রুদের জন্য সহচর নির্ধারণ করে দেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্সিলাত	২৫	৮৮৮
স্থান নির্ধারণ(ইবরাহীমের জন্য ঘর/কা'বার স্থান নির্ধারণ করা)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নির্ধারণকারী			
উত্তম নির্ধারণকারী,আল্লাহ (মানুষের পরিমিত গঠন প্রসঙ্গ)	৭৭-মুরসালাত	২৩	৯৯৮
নির্ধারণ			
শাস্তি নির্ধারণ না করার ধারণা (ইউনুস আ. এর)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
নির্ধারিত			
অংশ (পরিত্যাক্ত সম্পদে নারী-পুরুষের জন্য নির্ধারিত অংশ)	৪-নিসা	৭	৫৫৭
অংশ (আল্লাহর বান্দার নির্ধারিত অংশকে শয়তান তার অনুসারী করবে)	৪-নিসা	১১৮	৫৭২
অধিকার নির্ধারিত, সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের, যাদের সম্পদে...)	৭০-মা'আরিজ	২৪	৯৮২
আল্লাহর দয়া নির্ধারিত করা (ঈমানদার/মুত্তাকী/যাকাতদাতার জন্য)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
আল্লাহর নির্দেশ নির্ধারিত...	৩৩-আহযাব	৩৮	৮৩৬
ইয়াতীম নারীদের জন্য নির্ধারিত প্রাপ্য তাদেরকে দেয়া হয়না	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
কিতাবে নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেক জনপদ ধ্বংস করা হয়েছে	১৫-হিজর	৪	৬৯৮
দিন (নির্ধারিত দিনে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে...)	৩৪-সাবা	৩০	৮৪৩
দিন (নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে সকলকে একত্রিত করা হবে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫০	৯৪৫
দিন (নির্ধারিত দিনে সালিহের উষ্ট্রীর পানি পান, ছামুদ জাতির নিদর্শন)	২৬-শু'আরা	১৫৫	৭৯৬
নিহত হওয়া নির্ধারিত থাকলে মৃত্যুস্থানের উদ্দেশ্যে বের হত...	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
ফয়সালার দিন নির্ধারিত রয়েছে (সকলের জন্য)	৪৪-দুখান	৪০	৯০৪
মৃত্যু নির্ধারিত করে রেখেছেন আল্লাহ	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬০	৯৪৬
মেয়াদ (নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়া, রাত-দিন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৬০	৬০১
রিযিক নির্ধারিত (আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দাদের জন্য)	৩৭-সাফফাত	৪১	৮৫৮
শাস্তি (নির্ধারিত শাস্তি ভোর বেলায় আসল, লূত সম্প্রদায়ের উপর)	৫৪-কামার	৩৮	৯৩৮
শাস্তি নির্ধারিত হয়ে আছে (হূদ বলল তার সম্প্রদায়কে)	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
শাস্তির নির্ধারিত সময় কিয়ামত (কাফিরদের জন্য)	৫৪-কামার	৪৬	৯৩৮
সময় (আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে উপনীত হওয়া, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
সময় (আল্লাহর কাছে একটি নির্ধারিত সময়/কিয়ামত রয়েছে)	৬-আন্'আম	২	৫৯৬
সময় (নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌছে মানুষ)	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
সময় (নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মানুষকে অবকাশ,চূড়ান্ত ফয়সালা প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
সময় (নির্ধারিত সময় পর্যন্ত নেককারকে উত্তম ভোগ্যসামগ্রী দান)	১১-হূদ	৩	৬৬৫
স্থান (প্রত্যেক ফেরেশতার জন্য স্থান নির্দিষ্ট)	৩৭-সাফফাত	১৬৪	৮৬৫
নির্ধারিত অংশ (মোহরানা)			
বিয়েতে নির্ধারিত অংশ/মোহরানা প্রদান প্রসঙ্গ	৪-নিসা	২৪	৫৬০
নির্ধারিত সময়			
আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে উপনীত হওয়া, কিয়ামত প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
নির্ধরিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ্যসামগ্রী দান...	১১-হূদ	৩	৬৬৫
প্রত্যেক সংবাদের জন্য নির্ধারিত সময় আছে	৬-আন্'আম	৬৭	৬০২
ফয়সালার দিন একটি নির্ধারিত সময় ...	৭৮-নাবা	১৭	১০০০
ফির'আউনের জাদুকরদেরকে নির্ধারিত সময়ে একত্র করা	২৬-শু'আরা	৩৮	৭৯০
মু'মিনরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছতে ব্যর্থ হতো (বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
মূসার জন্য প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত পূর্ণ হওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
মূসা আ. কর্তৃক সত্তর জনকে নির্ধারিত সময়ের জন্য	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
মূসা আ. নির্ধারিত সময়ে উপনীত হওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
মূসা আ. নির্ধারিত সময়ে এসে পৌছানো প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
নির্বংশ (শেকড় কাটা)			
বিদ্বেষপোষণকারীরাই নির্বংশ (রাসূল স. এর প্রতিবিদ্বেষপোষণকারী)	১০৮-কাওছার	৩	১০৩৪
নির্বাপিত আগুন			
জালিমদের অবস্থা নির্বাপিত আগুনের মত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর্তনাদ	২১-আম্বিয়া	১৫	৭৫১
নির্বাসন			
আল্লাহ নির্বাসন লিখে দিয়েছেন কাফিরদের জন্য	৫৯-হাশর	৩	৯৫৫
নির্বুদ্ধিতা			
হূদকে নির্বুদ্ধিতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছে সম্প্রদায়ের লোকেরা...	৭-আ'রাফ	৬৬	৬১৯
হূদের মাঝে নির্বুদ্ধিতা নেই...	৭-আ'রাফ	৬৭	৬১৯
নির্বোধ			
অনাগ্রহী ব্যক্তি নির্বোধ (ইবরাহীমের মিল্লাত/ধর্মাদর্শ থেকে...)	২-বাকারা	১৩০	৫১৫
আল্লাহ সম্পর্কে নির্বোধ জিনদের অবাস্তব কথা প্রসঙ্গ	৭২-জিন্	৪	৯৮৬
ঋণগ্রহীতা নির্বোধ/দুর্বল হলে অভিভাবক লেখার বিষয় বলে দিবে	২-বাকারা	২৮২	৫৩৪
নির্বোধ লোকেরা বলবে কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গ	২-বাকারা	১৪২	৫১৬
নির্বোধদের কাজের ফলে সবাইকে ধ্বংস না করার দোয়া মূসার	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
নির্বোধদের হাতে সম্পদ প্রদান না করার নির্দেশ	৪-নিসা	৫	৫৫৬
মুমিনদেরকে মুনাফিকরা নির্বোধ বলে (ঈমান প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	১৩	৫০৩
মুনাফিকরা নির্বোধ; ঈমানদারগণ নয়	২-বাকারা	১৩	৫০৩
নির্মাণ			
আকাশ নির্মাণ মানুষ সৃষ্টির চেয়ে কঠিনতর ...	৭৯-নাযি'আত	২৭	১০০৪
আকাশ যিনি নির্মাণ করেছেন তার কসম	৯১-শাম্স	৫	১০২৪
আকাশ নির্মাণ করেছেন আল্লাহ (নিজ ক্ষমতাবলে)	৫১-যারিয়াত	৪৭	৯২৮
আকাশ নির্মাণ করেছেন আল্লাহ	৫০-ক্বাফ	৬	৯২২
আকাশ নির্মাণ (সাতটি সুদৃঢ় আকাশ নির্মাণ করেছেন আল্লাহ)	৭৮-নাবা	১২	১০০০
ইমারত নির্মাণ (ফিরআউন উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিল)	৪০-মু'মিন	৩৬	৮৮১
কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ (উঁচুস্থানে অনর্থক কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ আদ সম্প্রদায়ের)	২৬-শু'আরা	১২৮	৭৯৪
গৃহনির্মাণ (পাহাড় কেটে ছামূদ সম্প্রদায়ের গৃহনির্মাণ)	২৬-শু'আরা	১৪৯	৭৯৫
ঘর নির্মাণ (জান্নাতে ঘর নির্মাণের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর দোয়া)	৬৬-তাহরীম	১১	৯৭১
ঘরের ভিত্তি নির্মাণের কারণে মুনাফিকদের হৃদয়ে সন্দেহ থেকে যাবে	৯-তাওবা	১১০	৬৫১
নৌকা নির্মাণের জন্য নূহকে ওহী করলেন আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
নৌকা নির্মাণের নির্দেশ (নূহের প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৩৭	৬৬৯
প্রাচীর নির্মাণ.. (জুলকারনাইন কর্তৃক)	১৮-কাহ্ফ	৯৫	৭৩২
প্রাসাদকে আদ জাতি এভাবে নির্মাণ করে যেন তারা তাতে স্থায়ী হবে	২৬-শু'আরা	১২৯	৭৯৪
প্রাসাদ নির্মাণ করত ছামূদ সম্প্রদায় সমতল ভূমিতে	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
প্রাসাদ ও ভাস্কর্য নির্মাণ করত জিনেরা (সুলাইমানের ইচ্ছা মত)	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
প্রাচীর নির্মাণ (জুলকারনাইন কর্তৃক)	১৮-কাহ্ফ	৯৪	৭৩২
বর্মনির্মাণ শিক্ষা দান দাউদকে (যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য)	২১-আম্বিয়া	৮০	৭৫৫
সৌধ নির্মাণের প্রস্তাব (আসহাবে কাহফের উপর)	১৮-কাহ্ফ	২১	৭২৬
স্থাপনা নির্মাণ (ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপের জন্য)	৩৭-সাফ্ফাত	৯৭	৮৬১
নির্মাণকারী			
প্রাসাদ নির্মাণকারী শয়তানদেরকে সুলাইমানের অধীন করে দেয়া	৩৮-সোয়াদ	৩৭	৮৬৮
নির্মিত			
মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতে বহু নির্মিত কক্ষ থাকবে	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
নির্যাতন			
পারিষদের (ফিরআউনের পারিষদের নির্যাতনের ভয়ে কম লোকের ঈমান)	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
ফিরআউন নির্যাতন করত অধিবাসীদের এক দলকে	২৮-কাসাস	৪	৮০৮
ফিরআউনের নির্যাতনের আশঙ্কায় কম লোকই ঈমান আনে	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
মুমিনদেরকে নির্যাতন করেছে যারা (তাদের শাস্তি জাহান্নাম)	৮৫-বুরূজ	১০	১০১৫
মুমিনদেরকে নির্যাতন করেছিল কেবল ঈমানের কারণে	৮৫-বুরূজ	৮	১০১৫
নির্যাতিত (আরো দেখুন নিপীড়িত শব্দটি)			
অনুগ্রহ (নির্যাতিতদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৫	৮০৮
আল্লাহর পথে নির্যাতিতদের পাপ মোচন করবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
নির্যাতিত সম্প্রদায়কে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
নির্যাতিত হয়ে হিজরত/জিহাদ/ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ...	১৬-নাহ্ল	১১০	৭১২
বনী ইসরাঈল নির্যাতিত হয়েছিল (মূসার আগমনের আগে ও পরে)	৭-আ'রাফ	১২৯	৬২৪
মু'মিনদের নির্যাতিত অবস্থার কথা স্মরণ করার নির্দেশ	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪
নির্যাস			
কাদামাটির নির্যাস থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	১২	৭৬৬
তুচ্ছ পানির নির্যাস হতে মানব বংশধর সৃষ্টি	৩২-সাজদা	৮	৮৩০
নিশ্চয়তাদানকারী			
অপরাধীদের নিশ্চয়তাদানকারী কে?	৬৮-ক্বালাম	৪০	৯৭৭
নিশ্চল			
পর্বতকে নিশ্চল মনে হলেও তা কিয়ামতে মেঘের মত চলমান হবে	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজ নিদর্শনস্বরূপ	৪২-শূরা	৩৩	৮৯৪
নিশ্চিত			
কাফিররা নিশ্চিত নয় (কিয়ামত হওয়ার ব্যাপারে)	৪৫-জাছিয়া	৩২	৯০৭
কুরআন নিশ্চিত সত্য	৬৯-হাক্কাহ্	৫১	৯৮০
তীব্র আগুনের দহন নিশ্চিত সত্য	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯৫	৯৪৭
নিশ্চিত যে ইহুদীরা মারইয়াম পুত্র ঈসাকে হত্যা করেনি	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
হুদহুদ কর্তৃক সুলাইমানের কাছে সাবার নিশ্চিত সংবাদ আনা...	২৭-নামল	২২	৮০১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিশ্চিত জ্ঞান			
নিশ্চিত জ্ঞান জানলে মানুষ প্রাচুর্যের বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন হত না	১০২-তাকাছুর	৫	১০৩২
রাসূল স. নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে আহ্বান করছেন (আল্লাহর দিকে)	১২-ইউসুফ	১০৮	৬৮৭
নিশ্চিত বিশ্বাস			
আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস (মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য)	২-বাক্বারা	৪	৫০২
আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী সৎকর্মপরায়ণদের প্রসঙ্গ	৩১-লুকমান	৪	৮২৭
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস...	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
বিধান (নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে সম্প্রদায়...)	৫-মায়িদা	৫০	৫৮৬
রাসূল স. কে যেন উদ্বিগ্ন না করে তারা (যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী নয়)	৩০-রূম	৬০	৮২৬
নিশ্চিত বিশ্বাসী			
নিদর্শন (পৃথিবীতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে)	৫১-যারিয়াত	২০	৯২৬
প্রতিপালকের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাসী হওয়া (ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২৪	৭৮৯
নিশ্চিত হওয়া			
অন্তর নিশ্চিত হয়েছিল ফিরআউন/সম্প্রদায়ের(নিদর্শন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১৪	৮০১
নিশ্চিন্ত			
চলাচল (ফেরেশতারা পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে চলাচল করত যদি তবে...)	১৭-ইস্‌রা	৯৫	৭২২
জনপদ (নিশ্চিন্ত অথচ নেয়ামত অস্বীকারকারী এক জনপদের দৃষ্টান্ত)	১৬-নাহ্‌ল	১১২	৭১২
মুত্তাকীরা নিশ্চিন্তে ফলমূল আনতে বলবে জান্নাতে	৪৪-দুখান	৫৫	৯০৪
নিশ্চিহ্ন			
আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করেন যা ইচ্ছা	১৩-রা'দ	৩৯	৬৯২
কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৪১	৫৪৯
কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করা (বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১২৭	৫৪৮
সুদকে আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করেন	২-বাক্বারা	২৭৬	৫৩৩
নিষিদ্ধ/নিষেধ/নিষিদ্ধ করা (আরো দেখুন হারাম শব্দটি)			
'অবিশ্বাস' নিষেধ করেছে! (তাদের আল্লাহর পথের ব্যয়গ্রহণ করতে)	৯-তাওবা	৫৪	৬৪৫
অবাধ্যতা (নিষেধের অবাধ্য হওয়ায় ঘৃণীত বানর হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৬	৬২৮
অশ্লীলতা/অসৎকাজ/সীমালঙ্ঘন করতে আল্লাহর নিষেধ করেছেন	১৬-নাহ্‌ল	৯০	৭১০
অসৎকাজে নিষেধকারীদেরকে আল্লাহ উদ্ধার করেন	৭-আ'রাফ	১৬৫	৬২৮
অসৎকাজে নিষেধ করে আহলে কিতাবদের এক দল	৩-আলে ইমরান	১১৪	৫৪৭
অসৎকাজে নিষেধ করেন (উম্মী নবী)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে মুমিনরা	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
অসৎকাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করতে পুত্রকে লোকমানের উপদেশ	৩১-লুকমান	১৭	৮২৮
অসৎকাজ হতে মুমিন নিষেধ করে (পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলে)	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
অসৎকাজে নিষেধ করা উত্তম উম্মতের দায়িত্ব	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
অসৎ কাজে নিষেধ করার একটি দল থাকা উচিত	৩-আলে ইমরান	১০৪	৫৪৬
আল্লাহ নিষেধ করেন (অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন)	১৬-নাহ্‌ল	৯০	৭১০
আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইবাদত নিষেধ	৪০-মু'মিন	৬৬	৮৮৩
ইবাদত (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করা রাসূল স. এর জন্য নিষেধ)	৬-আন্‌'আম	৫৬	৬০১
উপাসনা (সালিহ আ. কি দেবতার উপাসনা করতে নিষেধ করেন!)	১১-হূদ	৬২	৬৭১
কুরআন শ্রবণে নিষেধ করা (কাফির অন্যকে করে)	৬-আন্‌'আম	২৬	৫৯৮
গবাদি পশু ও ক্ষেতের ফসল নিষিদ্ধ (মুশরিকদের ইচ্ছানুযায়ী)	৬-আন্‌'আম	১৩৮	৬০৯
গোপনে কথা বলতে নিষেধ করার পরও যারা সে দিকে ফিরে যায়...	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
গোপনে কথা বলা থেকে নিষেধ করার পর সেদিকে ফিরে যায় যারা	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
জান্নাত নিষিদ্ধ (অপরাধীদের জন্য)	২৫-ফুরকান	২২	৭৮৪
জান্নাত নিষেধ ও নিষিদ্ধ (অপরাধীদের জন্য)	২৫-ফুরকান	২২	৭৮৪
ধাত্রীদেরকে নিষিদ্ধ করে দিলেন আল্লাহ (মূসার জন্য)	২৮-কাসাস	১২	৮০৮
ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদবাসীর ফিরে আসা নিষিদ্ধ (পৃথিবীতে)	২১-আম্বিয়া	৯৫	৭৫৬
নামাজে (যে নামাজে নিষেধ করে রাসূল স. কি তাকে দেখেছেন?)	৯৬-আলাক	৯	১০২৮
পবিত্র ভূমি নিষিদ্ধ করা হল মূসার সম্প্রদায়ের জন্য...	৫-মায়িদা	২৬	৫৮৩
পরিমাপ (বরাদ্দ) নিষেধ করা হয়েছে ইউসুফের ভাইদের জন্য	১২-ইউসুফ	৬৩	৬৮২
পুনরাবৃত্তি (কাফির নিষিদ্ধ কাজের পুনরাবৃত্তি করবে)	৬-আন্‌'আম	২৮	৫৯৮
প্রতিপালক নিষেধ করেছে গাছের নিকট যেতে এ কারণে যে...	৭-আ'রাফ	২০	৬১৪
প্রতিপালক কি নিষেধ করেননি আদম আ. ও তার স্ত্রীকে...	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
ফলমূল নিষিদ্ধ হবে না (জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩৩	৯৪৪
ফ্যাসাদ নিষেধ করার মত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিল না...	১১-হূদ	১১৬	৬৭৬
ফিরে আসা নিষিদ্ধ (ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদবাসী প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯৫	৭৫৬
বন্ধুত্ব করা নিষেধ করেন আল্লাহ তাদের সাথে যারা...	৬০-মুমতাহিনা	৯	৯৫৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিরত থাকা(যে কাজ/কবীরা গুনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে)	৪-নিসা	৩১	৫৬১
মন্দকাজ থেকে নিষেধ করত না (ইহুদীরা একে অপরকে)	৫-মায়িদা	৭৯	৫৯০
মুশরিকরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করত না (আল্লাহ চাইলে)	১৬-নাহ্‌ল	৩৫	৭০৫
রাসূল স. যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
রাব্বানী ও পন্ডিতগণ নিষেধ করে না কেন পাপ কথা, অবৈধ...	৫-মায়িদা	৬৩	৫৮৮
লূতকে নিষেধ করল তার সম্প্রদায় (লোকদের রক্ষা করতে)	১৫-হিজর	৭০	৭০১
শু'আইব আ. যা নিষেধ করছেন তার বিপরীত করতে চান না...	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
সৎকাজে নিষেধ করে মুমিন নারী ও পুরুষ	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
সদাচার নিষেধ করেন না আল্লাহ তাদের সাথে যারা...	৬০-মুমতাহিনা	৮	৯৫৯
সীমালঙ্ঘন/অশ্লীলতা/অসৎকাজ আল্লাহর নিষেধ করেছেন	১৬-নাহ্‌ল	৯০	৭১০
সুদ গ্রহণ নিষেধ ছিল (ইহুদিদের জন্য)	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
স্ত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ (গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে)	৬-আন্‌'আম	১৩৯	৬০৯
নিষেধকারী			
অসৎকাজ থেকে নিষেধকারী	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
নিষ্কৃতি (আরো দেখুন মুক্তি শব্দটি)			
আযাব হতে নিস্কৃতির পথ আছে কি? (কাফিরদের প্রশ্ন)	৪০-মু'মিন	১১	৮৭৮
নিষ্পত্তি (আরো দেখুন মিটানো/আপোস শব্দটি)			
বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি করলে প্রতিদান আল্লাহর কাছে	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
সাবার রানী পারিষদবর্গকে সাথে নিয়ে বিষয়াদির নিষ্পত্তি করা	২৭-নামল	৩২	৮০২
নিষ্প্রভ			
চোখ নিষ্প্রভ করে দিতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে (অপরাধীদের)	৩৬-ইয়াসীন	৬৬	৮৫৫
তারকারাজি নিষ্প্রভ করা হবে (প্রতিশ্রুত কিয়ামতের দিন)	৭৭-মুর্‌সালাত	৮	৯৯৭
নিষ্পাপ			
মূসার দৃষ্টিতে খিজির কর্তৃক নিষ্পাপ বালক হত্যা	১৮-কাহ্‌ফ	৭৪	৭৩০
নিষ্ফল (আরো দেখুন বাতিল শব্দটি)			
আল্লাহ কাফিরদের কর্ম নিস্ফল করে দেন	৪৭-মুহাম্মাদ	৮	৯১২
আল্লাহর পথে নিহতদের কর্ম নিষ্ফল করা হবে না	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
কাফিরদের কর্ম আল্লাহ নিষ্ফল করে দিবেন	৪৭-মুহাম্মাদ	১	৯১২
জাদু নিস্ফল করবেন আল্লাহ (ফিআউনের জাদুকরদের)	১০-ইউনুস	৮১	৬৬২
দুনিয়ার জীবনে কাফিরদেও প্রচেষ্টা নিস্ফল	১৮-কাহ্‌ফ	১০৪	৭৩৩
নিহত			
অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহ...	১৭-ইস্‌রা	৩৩	৭১৬
আল্লাহর পথে নিহতদের পাপ মোচন করবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
আল্লাহর পথে নিহতদের আল্লাহ উৎকৃষ্ট রিযিক দিবেন (জান্নাতে)	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
আল্লাহর পথে নিহতদেরকে মৃত বলা নিষেধ	৩-আলে ইমরান	১৬৯	৫৫২
আল্লাহর পথে নিহতদেরকে মৃত বলা নিষেধ...	২-বাক্বারা	১৫৪	৫১৭
আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তির কর্ম নিষ্ফল করবেন না আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
আল্লাহর পথে নিহত হলে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া লাভ...	৩-আলে ইমরান	১৫৭	৫৫১
আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিকে মহাপ্রতিদান দেয়া হবে	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
নির্ধারিত (নিহত হওয়া নির্ধারিত থাকলে মৃত্যুস্থানের উদ্দেশ্যে...)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
প্রতিদান (আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিহত হলে মহাপ্রতিদান দান)	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
মর্যাদা (আল্লাহর পথে নিহতদের মর্যাদা ও পুরস্কার)	৩-আলে ইমরান	১৬৯	৫৫২
মু'মিনরা নিহত হত না মুনাফিকদের অনুসরণ করলে...	৩-আলে ইমরান	১৬৮	৫৫২
মু'মিনরা নিহত হয় (যুদ্ধ ক্ষেত্রে)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
মু'মিনরা নিহত হলে আল্লাহর কাছেই সমবেত করা হবে	৩-আলে ইমরান	১৫৮	৫৫১
মুহাম্মদ স. যদি নিহত হন অথবা মারা যান	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা নিহত হত না! (কাফিরদের সাথে থাকলে...)	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
যুদ্ধের ব্যাপারে এখতিয়ার থাকলে নিহত হত না (মুনাফিকরা বলে)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
রিযিক(আল্লাহর পথে নিহতদের আল্লাহ উৎকৃষ্ট রিযিক দিবেন জান্নাতে)	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
নীচতম			
মানুষকে আল্লাহ নীচুদের নীচতম স্তরে ফিরিয়ে আনেন	৯৫-তীন	৫	১০২৭
নীচু			
কথা নিচু করে দিলেন আল্লাহ (কাফিরদের কথা)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
নূহ সম্প্রদায় যাদেরকে নিচু ভাবে তাদের কল্যাণ প্রসঙ্গ	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
স্তর (মানুষকে আল্লাহ নীচুদের নীচতম স্তরে ফিরিয়ে আনেন)	৯৫-তীন	৫	১০২৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নীতি (সুন্নত)			
আল্লাহর সুন্নাত/নীতি (পূর্ববর্তী নবীদের প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৮	৮৩৬
আল্লাহর সুন্নাত/নীতিতে পরিবর্তন পাওয়া যাবে না	৩৩-আহযাব	৬২	৮৩৯
আল্লাহর নীতিতে কোন পরিবর্তন পাওয়া যাবে না	৪৮-ফাত্হ	২৩	৯১৮
আল্লাহর নীতিতে (সুন্নতে) কোন পরিবর্তন নেই	১৭-ইস্রা	৭৭	৭২০
আল্লাহর নীতি যা পূর্বেই গত হয়ে গেছে	৪৮-ফাত্হ	২৩	৯১৮
পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে আল্লাহর সুন্নাত/নীতি	৩৩-আহযাব	৬২	৮৩৯
পূর্ববর্তীদের সুন্নত/নীতি আল্লাহ প্রদর্শন করতে চান	৪-নিসা	২৬	৫৬০
নুইয়ে দেয়া			
রাসূল স. এর পিঠকে যে বোঝা নুইয়ে দিচ্ছিল তা আল্লাহ...	৯৪-ইন্শিরাহ্	৩	১০২৭
নূহ			
অঙ্গীকার (নূহের কাছ থেকে আল্লাহ দৃঢ় অঙ্গীকার নেন)	৩৩-আহযাব	৭	৮৩৩
অদৃশ্য জানেন না নূহ	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
অবকাশ (সম্প্রদায় কর্তৃক নূহকে অবকাশ না দেয়া প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
অবতরণ (নৌকা থেকে অবতরণের নির্দেশ নূহকে শান্তি ও...)	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
অবস্থান (নূহের অবস্থান যদি জাতির কাছে দুঃসহ মনে হয়...)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
অবিশ্বাস(নূহআদছামূদ প্রভৃতি জাতির রিসালাতে অবিশ্বাস)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
অভিযোগ (সম্প্রদায়ের অমান্যতার অভিযোগ নূহের)	৭১-নূহ্	২১	৯৮৫
অরোহন (আদমের বংশধরদেরকে নূহের সাথে আরোহন...)	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
আনুগত্য (নূহের আনুগত্য করার আহ্বান সম্প্রদায়ের প্রতি)	৭১-নূহ্	৩	৯৮৪
আরোহণ (নূহ আ. যখন নৌযানে আরোহণ করবে তখন বলবে...)	২৩-মু'মিনূন	২৮	৭৬৭
আহবান (নূহ আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে আল্লাহর ভয় করার আহবান)	২৬-শু'আরা	১০৬	৭৯৩
আহ্বান (নূহ আ. ডেকেছিলেন আল্লাহকে)	৩৭-সাফ্ফাত	৭৫	৮৬০
আহ্বান (নূহ আ. সম্প্রদায়কে গোপনে আহ্বান করেন)	৭১-নূহ্	৯	৯৮৪
আহ্বান (নূহ আ. সম্প্রদায়কে প্রকাশ্যে আহ্বান করেন)	৭১-নূহ্	৮	৯৮৪
আহ্বান (নূহ আ. সম্প্রদায়কে দিনে ও রাতে আহ্বান করেছিল)	৭১-নূহ্	৫	৯৮৪
আহ্বান (নূহের সম্প্রদায় তার আহ্বানে কানে আঙ্গুল দেয়)	৭১-নূহ্	৭	৯৮৪
আহ্বান(সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য নূহের আহবানে আল্লাহর সাড়া)	২১-আম্বিয়া	৭৬	৭৫৫
উদ্ধার (মহাসংকট থেকে নূহ আ. ও তার পরিবারকে)	৩৭-সাফ্ফাত	৭৬	৮৬০
উদ্ধার (নূহ আ. ও তার পরিবারকে মহাসংকট হতে উদ্ধার)	২১-আম্বিয়া	৭৬	৭৫৫
উপদেশ (আল্লাহর আয়াতের মাধ্যমে নূহের উপদেশ দান...)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
ওহী (লোকদের ঈমান না আনা প্রসঙ্গে নূহের প্রতি ওহী)	১১-হূদ	৩৬	৬৬৯
ওহী (নূহকে ওহী করলেন আল্লাহ নৌকা নির্মাণের জন্য)	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
ওহী (আল্লাহ নূহ আ. ও তার পরবর্তী নবীদেরকে ওহী করেছেন)	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন নূহ আ.	১৭-ইস্রা	৩	৭১৪
ক্ষতিগ্রস্ত হবেন নূহ! (আল্লাহ তাকে ক্ষমা/ দয়া না করলে)	১১-হূদ	৪৭	৬৭০
ঘর (নূহের ঘরে মুমিন হয়ে প্রবেশকারীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা)	৭১-নূহ্	২৮	৯৮৫
জাতি (নূহ আ. এর জাতির ন্যায় দুর্দিনের আশঙ্কা ফিরআউনদের উপর)	৪০-মু'মিন	৩১	৮৮০
ডাকা (নূহ আ. তার প্রতিপালককে ডেকেছিল পুত্রের ব্যাপারে)	১১-হূদ	৪৫	৬৬৯
ডাকা (পুত্রকে নূহ আ. তার নৌকায় আরোহন করতে ডাকল)	১১-হূদ	৪২	৬৬৯
দোয়া (কাফিরদের কাউকে ছেড়ে না দেয়ার জন্য নূহের দোয়া)	৭১-নূহ্	২৬	৯৮৫
দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ছিল (নূহ আ. এর প্রতি)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
নির্দেশ (যে দ্বীনের নির্দেশ নূহের প্রতি ছিল মুহাম্মদকেও তা..)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
নৌকা (নূহের সাথে নৌকায় অরোহণকারীদের বংশধর)	১৭-ইস্রা	৩	৭১৪
নৌযানে আরোহণ করালেন আল্লাহ (নূহ আ. কে)	৫৪-কামার	১৩	৯৩৬
পরিবার (নূহের পুত্র তার পরিবারভুক্ত নয় মর্মে আল্লাহর ঘোষণা)	১১-হূদ	৪৬	৬৭০
পরিবার (নূহ আ. ও তার পরিবারকে মহাসংকট হতে উদ্ধার)	২১-আম্বিয়া	৭৬	৭৫৫
পাথরের আঘাত করার হুমকি (দাওয়াতী কাজ থেকে নূহ আ. নিবৃত্ত না হলে)	২৬-শু'আরা	১১৬	৭৯৪
পুত্র (নূহের পুত্র তার পরিবারভুক্ত নয় মর্মে আল্লাহর ঘোষণা)	১১-হূদ	৪৬	৬৭০
পুত্রকে নূহ আ. তার নৌকায় আরোহন করতে ডাকলেন	১১-হূদ	৪২	৬৬৯
প্রজন্ম (নূহের পরেও কত প্রজন্ম ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্রা	১৭	৭১৫
প্রতিপালককে ডাকলেন নূহ আ. বদলা নেয়ার জন্য	৫৪-কামার	১০	৯৩৬
প্রতিপালক (নূহ আ. তার প্রতিপালককে ডেকেছিলেন পুত্রের ব্যাপারে)	১১-হূদ	৪৫	৬৬৯
প্রেরণ (নূহ আ. কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ)	২৩-মু'মিনূন	২৩	৭৬৭
প্রেরণ (নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	১৪	৮১৭
প্রেরণ (নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ)	৭১-নূহ্	১	৯৮৪
প্রেরণ (নূহকে প্রেরণ করেছিলেন আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	২৬	৯৫১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রেরণ (নূহকে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ তার সম্প্রদায়ের নিকট)	৭-আ'রাফ	৫৯	৬১৮
প্রেরণ(নূহকে সতর্ককারীরূপে সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ)	১১-হূদ	২৫	৬৬৮
বিদ্রূপ (নূহের নৌকা তৈরির জন্য সম্প্রদায় প্রধানরা বিদ্রূপ করত!)	১১-হূদ	৩৮	৬৬৯
বিতর্ক (নূহ আ. বেশি বিতর্ক করেছে মর্মে সম্প্রদায়ের অভিযোগ)	১১-হূদ	৩২	৬৬৮
মনোনীত (নূহকে মনোনীত করেছেন আল্লাহ...)	৩-আলে ইমরান	৩৩	৫৩৯
মিথ্যাবাদী বলা(নূহকে তার সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২২-হাজ্জ	৪২	৭৬২
রাসূল (নূহ আ. তার সম্প্রদায়ের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল ছিলেন)	২৬-শু'আরা	১০৭	৭৯৩
শান্তি বর্ষিত হোক নূহ আ.এর উপর	৩৭-সাফ্ফাত	৭৯	৮৬০
সংবাদ (মুশরিকদের কাছে নূহের সংবাদ পাঠের নির্দেশ রাসূল স. কে)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
সঙ্গী (নূহের সঙ্গীদের অল্প সংখ্যকই ঈমান এনেছিল)	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ নূহকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
সতর্ককারীরূপে নূহকে সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ	১১-হূদ	২৫	৬৬৮
সতর্ককারী (সম্প্রদায়ের জন্য নূহ আ. সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছিলেন)	৭১-নূহ্	২	৯৮৪
সম্প্রদায় (নূহের সম্প্রদায় আয়াত অস্বীকার করেছিল)	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
সম্প্রদায় (নূহের সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি আপতিত হয়েছিল)	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
সম্প্রদায় (নূহের সম্প্রদায় রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২৬-শু'আরা	১০৫	৭৯৩
সম্প্রদায় (নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৩৭	৭৮৫
সম্প্রদায় (নূহের সম্প্রদায় জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী ছিল)	৫৩-নাজম	৫২	৯৩৪
সম্প্রদায় (নূহ সম্প্রদায়ের পরিণতির সংবাদ আসেনি কি)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
সম্প্রদায় (নূহ সম্প্রদায়ের পরে আদ সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
সম্প্রদায় (নূহকে তার সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২২-হাজ্জ	৪২	৭৬২
সম্প্রদায় (নূহের সম্প্রদায় রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	৩৮-সোয়াদ	১২	৮৬৬
সম্প্রদায় (নূহের সম্প্রদায় ছিল পাপাচারী)	৫১-যারিয়াত	৪৬	৯২৮
সম্প্রদায় (নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ)	৭১-নূহ্	১	৯৮৪
সম্প্রদায় (নূহকে তার সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল)	৫৪-কামার	৯	৯৩৬
সম্প্রদায় (নূহ আ. প্রসঙ্গে তার সম্প্রদায়ের মন্তব্য)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
সম্প্রদায় (নূহ আ. কে সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল)	৫০-ক্বাফ	১২	৯২২
সম্প্রদায় (নূহের সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	২২	৯৮৫
সাহায্য (নূহকে আল্লাহ সাহায্য করেন)	২১-আম্বিয়া	৭৭	৭৫৫
স্ত্রী (কাফিরদের জন্য নূহ ও লূত আ.এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত)	৬৬-তাহরীম	১০	৯৭১
নেক			
সন্তান (নেক সন্তানের জন্য যাকারিয়ার প্রার্থনা...)	৩-আলে ইমরান	৩৮	৫৩৯
নেকড়ে (বাঘ)			
ইউসুফকে নেকড়ে খেয়ে ফেললে ভাইয়েরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে...	১২-ইউসুফ	১৪	৬৭৮
খেয়ে ফেলবে ইউসুফকে নেকড়ে বাঘ (পিতার আশঙ্কা)	১২-ইউসুফ	১৩	৬৭৮
খেয়ে ফেলল ইউসুফকে নেকড়ে বাঘ (ভাইয়েরা পিতাকে বলল)	১২-ইউসুফ	১৭	৬৭৮
নেকীর পাল্লা			
ভারী (নেকীর পাল্লা ভারী হলে সন্তুষ্ট জীবন লাভ প্রসঙ্গ)	১০১-ক্বারি'আ	৬	১০৩১
নেতা			
আনুগত্য(নেতাদের আনুগত্য করায় কাফিরদের পথভ্রষ্ট হওয়া)	৩৩-আহযাব	৬৭	৮৩৯
ইয়াকুব আ. ও ইসহাককে আল্লাহ নেতা বানান	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
ইয়াহইয়া আ. নেতা ও নারী বিমুখ ও নবী হবে...	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
ইসহাক আ. ও ইয়াকুবকে আল্লাহ নেতা বানান	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে আল্লাহ নেতা বানিয়েছিলেন	৩২-সাজ্দা	২৪	৮৩২
বার জন নেতা পাঠালেন আল্লাহ বনী ইসাইলদের মধ্য থেকে	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
বানানো (নেতা বানাতে চাইলেন আল্লাহ নির্যাতিতদেরকে)	২৮-কাসাস	৫	৮০৮
বানানো (নেতা বানিয়েছিলেন আল্লাহ ফির'আউন সম্প্রদায়কে...)	২৮-কাসাস	৪১	৮১১
মানব জাতির নেতা বানাবেন আল্লাহ (ইবরাহীমকে)	২-বাক্বারা	১২৪	৫১৪
নেতৃবর্গ/দায়িত্বশীল			
গোচরীভূত করা নেতৃবৃন্দ/দায়িত্বশীলের (নিরাপত্তা/ ভীতির সংবাদ)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
নেমে আসা			
যখন শাস্তি নেমে আসবে সতর্ককৃতদের আঙিনায়	৩৭-সাফ্ফাত	১৭৭	৮৬৫
নেমে যাওয়া			
ইবলিসকে নেমে যেতে বললেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	১৩	৬১৩
জান্নাত থেকে নেমে যাওয়া (আদম আ. ও শয়তান প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১২৩	৭৪৯
জান্নাত থেকে নেমে যাওয়া (আদম-হাওয়া ও শয়তানের)	২-বাক্বারা	৩৮	৫০৫
জান্নাত থেকে নেমে যাওয়ার নির্দেশ (আদম-হাওয়া/শয়তানকে)	২-বাক্বারা	৩৬	৫০৫
প্রতিপালক নেমে যেতে বললেন (আদম আ. ও তার স্ত্রীকে)	৭-আ'রাফ	২৪	৬১৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নেয়া (আরো দেখুন গ্রহণ শব্দটি)			
অঙ্গীকার নেয়া (রক্তপাত আবাস থেকে বের না করার অঙ্গীকার)	২-বাক্বারা	৮৪	৫০৯
অঙ্গীকার নেয়া (শিরক/সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বনীইসরাঈলের অঙ্গীকার)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
অঙ্গীকার নেয়া (স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর অঙ্গীকার গ্রহণ)	৪-নিসা	২১	৫৫৯
অঙ্গীকার (নবীদের থেকে আল্লাহ দৃঢ় অঙ্গীকার নেন)	৩৩-আহযাব	৭	৮৩৩
অঙ্গীকার নেয়া (আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন)	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
অঙ্গীকার নেয়া (ইহুদিরা আল্লাহ সম্পর্কে সত্য বলার বিষয়ে অঙ্গীকার নেয়া)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
আলো নিতে চাবে মুনাফিকরা মু'মিনদের থেকে (কিয়ামতে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
চারটি পাখি নিয়ে পোষ মানাতে ইবরাহীমকে আল্লাহর নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
তৃণ আটি নিয়ে আইউবের স্ত্রীকে আঘাত করার নির্দেশ	৩৮-সোয়াদ	৪৪	৮৬৮
পিতা অঙ্গীকার নিয়েছেন (বৈমাত্রেয় ভাইকে ফিরিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
প্রতিশ্রুতি নেয়া(আল্লাহর কাছ থেকে কি ইহুদীরা প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
যুদ্ধবন্দিদের থেকে যা নেয়া হয়েছে তার চেয়ে ভাল কিছু দেয়া...	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ নেয়ার উদ্দেশ্যে জ্বালাতন করা যাবে না	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
নেয়ামত			
অকৃতজ্ঞতা (আল্লাহর নেয়ামতে অকৃতজ্ঞ হওয়া প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
অপ্রকাশ্য নেয়ামত (আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অপ্রকাশ্য নেয়ামত পূর্ণ করেছেন)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
অবিশ্বাস (আল্লাহর নেয়ামতকে অবিশ্বাসস্বামী-স্ত্রীসন্তানরিযিক প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৭২	৭০৮
অস্বীকার (আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার, রিযিক প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৭১	৭০৮
অস্বীকার (কাফির আল্লাহর নেয়ামত চিনেও তা অস্বীকার করে)	১৬-নাহ্ল	৮৩	৭০৯
অস্বীকার (আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণতি...)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
আনুগত্যকারীর উপর আল্লাহর নেয়ামত (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্য)	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন (নবীদের প্রতি)	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন যাদের উপর	৫-মায়িদা	২৩	৫৮৩
আল্লাহর (মানুষের কাছে যে নেয়ামত আছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে)	১৬-নাহ্ল	৫৩	৭০৭
আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার (রিযিক প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৭১	৭০৮
আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করায় ক্ষুধা ও ভীতি...	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ মুমিনরা ফিরে আসল (উহুদ থেকে)	৩-আলে ইমরান	১৭৪	৫৫২
আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে শহীদরা আনন্দিত	৩-আলে ইমরান	১৭১	৫৫২
আল্লাহর নেয়ামতকে অকৃতজ্ঞতার দ্বারা প্রতিস্থাপন...	১৪-ইবরাহীম	২৮	৬৯৬
আল্লাহর নেয়ামত গণনা করলে এর সংখ্যা নির্ণয় করা যাবেনা	১৪-ইবরাহীম	৩৪	৬৯৬
আল্লাহর নেয়ামতে অকৃতজ্ঞ হওয়া প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ	১৬-নাহ্ল	১১৪	৭১২
আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য কামনা করে দোয়া	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
আল্লাহর নেয়ামতের জন্য ইবরাহীম আ. কৃতজ্ঞ ছিল	১৬-নাহ্ল	১২১	৭১৩
আল্লাহর নেয়ামতের সংখ্যা গণনা করে নির্ণয় করা যাবে না	১৬-নাহ্ল	১৮	৭০৪
আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য নেয়ামত (সঠিক পথ অবলম্বন)	৪৯-হুজুরাত	৮	৯২০
আল্লাহর নিয়ামত ছিল ঈসা আ. এর প্রতি	৪৩-যুখরুফ	৫৯	৯০০
আল্লাহ যার উপর নেয়ামত করেছেন (যায়েদ বিন হারেছার প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
আল্লাহ্ যখন নেয়ামত দান করেন মানুষ তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়	৪১-ফুস্সিলাত	৫১	৮৯০
আল্লাহর নেয়ামত (লূত পরিবারকে শাস্তি থেকে রক্ষা করা)	৫৪-কামার	৩৪	৯৩৭
আল্লাহর নেয়ামতে সমুদ্রে নৌযান চলাচল করে	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
আস্বাদন (মানুষকে নিয়ামত আস্বাদন করালে অহঙ্কারী/উৎফুল্ল হয়)	১১-হূদ	১০	৬৬৬
ঈসা আ. এর প্রতি আল্লাহর নেয়ামত ছিল	৪৩-যুখরুফ	৫৯	৯০০
ঔজ্জ্বল্য (নেয়ামতের ঔজ্জ্বল্য দেখা যাবে জান্নাতীদের মুখমণ্ডলে)	৮৩-মুতাফফিফীন	২৪	১০১২
কৃতজ্ঞতা (সুলাইমান/তার পিতা-মাতাকে আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা)	২৭-নামল	১৯	৮০১
কৃতজ্ঞতা (আল্লাহর নেয়ামতের জন্য ইবরাহীম আ. কৃতজ্ঞ ছিল)	১৬-নাহ্ল	১২১	৭১৩
কৃতজ্ঞতা (আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য লাভের দোয়া)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
কৃতজ্ঞতা (আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	১১৪	৭১২
গণনা (আল্লাহর নেয়ামতের সংখ্যা গণনা করে নির্ণয় করা যাবে না)	১৬-নাহ্ল	১৮	৭০৪
চেনা (কাফির আল্লাহর নেয়ামত চিনেও তা অস্বীকার করে)	১৬-নাহ্ল	৮৩	৭০৯
জান্নাতে তাকালেই নেয়ামত ও বিশাল রাজ্য দেখা যাবে	৭৬-দাহ্র	২০	৯৯৬
জান্নাত (নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে থাকবে নৈকট্যপ্রাপ্তরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১২	৯৪৩
জান্নাতে (মুত্তাকীরা নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে থাকবে)	৫২-তূর	১৭	৯২৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জিজ্ঞাসা (কিয়ামতে মানুষকে নেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে)	১০২-তাকাছুর	৮	১০৩২
নৌযান (আল্লাহর নেয়ামতে সমুদ্রে নৌযান চলাচল করে)	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
পরিবর্তন (আল্লাহর নেয়ামত পরিবর্তন...)	২-বাক্বারা	২১১	৫২৩
পরীক্ষাস্বরূপ হলেও মানুষ নেয়ামতকে জ্ঞানলব্ধ অর্জন ভাবে	৩৯-যুমার	৪৯	৮৭৫
পরিবর্তনকারী (নেয়ামত পরিবর্তনকারী নন যা দান করেছেন...	৮-আনফাল	৫৩	৬৩৭
পুণ্যবানগণ নেয়ামতের মধ্যে থাকবে	৮২-ইনফিতার	১৩	১০১০
পুণ্যবানগণ নেয়ামতের মধ্যে থাকবে (জান্নাতে)	৮৩-মুতাফফিফীন	২২	১০১২
পূর্ণ করা (নেয়ামত পূর্ণ করবেন প্রতিপালক ইউসুফের উপর ও...)	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
পূর্ণ করা (নেয়ামত পূর্ণ করে দিলেন আল্লাহ মুমিনদের উপর)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
পূর্ণ করা (নেয়ামত পূর্ণ করবেন আল্লাহ মুমিনদের প্রতি)	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
পূর্ণ করা (নেয়ামত পূর্ণ করকে চান আল্লাহ মুমিনদের উপর)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
পূর্ণ (আল্লাহ তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করবেন রাসূল স. এর উপর)	৪৮-ফাত্হ	২	৯১৬
পূর্ণ করা (আল্লাহ মানুষের প্রতি নেয়ামত পূর্ণ করেন...)	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
প্রতিপালকের নেয়ামতকে স্মরণ (যানবাহনে আরোহণ প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	১৩	৮৯৬
প্রতিপালকের নেয়ামত যে রাসূল স. পাগল নন	৬৮-ক্বালাম	২	৯৭৫
প্রতিপালকের নেয়ামত না পৌঁছলে ইউনুস আ. কে নিক্ষেপ করা হত	৬৮-ক্বালাম	৪৯	৯৭৭
প্রতিপালকের নেয়ামত না থাকলে জান্নাতি ব্যক্তি জাহান্নামি হত	৩৭-সাফফাত	৫৭	৮৫৯
প্রতিদান (যে দান করে –কারো নেয়ামতের প্রতিদানস্বরূপ নয়)	৯২-লাইল	১৯	১০২৫
প্রকাশ্য নেয়ামত (আল্লাহ্ মানুষের প্রতি প্রকাশ্য নেয়ামত পূর্ণ করেছেন)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
প্রতিপালকের নেয়ামতে মুহাম্মদ স. গণক/পাগল নন	৫২-তূর	২৯	৯৩০
বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত স্মরণের নির্দেশ	২-বাক্বারা	৪০	৫০৫
বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত স্মরণের নির্দেশ	২-বাক্বারা	৪৭	৫০৬
মানুষের দুঃখের পর তাকে নেয়ামত দান করলে সে ভুলে যায়	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
মানুষকে নেয়ামত দিলে মুখ ফিরিয়ে নেয়	১৭-ইস্রা	৮৩	৭২১
মুত্তাকীরা নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের মধ্যে থাকবে	৫২-তূর	১৭	৯২৯
মুনাফিকদেরকে আল্লাহ নেয়ামত দিয়েছেন বলে অমূলক ধারণা	৪-নিসা	৭২	৫৬৫
মূসাকে নেয়ামত দান করেছেন প্রতিপালক	২৮-কাসাস	১৭	৮০৯
মূসার সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করা...	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
রাসূল স. যার উপর নেয়ামত করেছেন (যায়েদ বিন হারেছার প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
সংখ্যা নির্ণয় (আল্লাহর নেয়ামত সংখ্যা গণনা করে নির্ণয় করা যায় না)	১৬-নাহ্ল	১৮	৭০৪
সংখ্যা নির্ণয় করা যাবেনা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করলে	১৪-ইবরাহীম	৩৪	৬৯৬
সুলাইমান ও তার পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা	২৭-নামল	১৯	৮০১
স্থায়ী নেয়ামত জান্নাতে	৯-তাওবা	২১	৬৪২
স্মরণ করানো (মূসার প্রতি ফির'আউনের নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দেয়া...)	২৬-শু'আরা	২২	৭৮৯
স্মরণ (নেয়ামত স্মরণ করার নির্দেশ মু'মিনদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
স্মরণ (নেয়ামত স্মরণ করতে বললেন মূসা আ. নিজ সম্প্রদায়কে)	৫-মায়িদা	২০	৫৮৩
স্মরণ (নেয়ামত স্মরণ করা নির্দেশ, মু'মিনদের প্রতি)	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
স্মরণ (নেয়ামত স্মরণ করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
স্মরণ (নেয়ামত স্মরণ করার আহ্বান মু'মিনকে)	৫-মায়িদা	৭	৫৮১
স্মরণ (নেয়ামত স্মরণ করতে বললেন আল্লাহ, ঈসাকে)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
স্মরণ (বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত নেয়ামত স্মরণের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১২২	৫১৪
স্মরণ (মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণের নির্দেশ)	৩৫-ফাতির	৩	৮৪৬
স্মরণ (মুমিনদের প্রতি নেয়ামত স্মরণের নির্দেশ, খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৯	৮৩৪
নেয়ামতপূর্ণ			
জান্নাত (নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৯	৯৪৭
জান্নাত (সৎকর্মশীল মুমিন নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত লাভ করবে)	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
জান্নাত (সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য নেয়ামত পূর্ণ জান্নাত)	৩১-লুকমান	৮	৮২৭
জান্নাতে মুখোমুখি আসনে আসীন হবে (জান্নাতিরা)	৩৭-সাফ্ফাত	৪৩	৮৫৯
জান্নাত নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ...)	৫-মায়িদা	৬৫	৫৮৮
জান্নাত (নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি মুত্তাকীদের জন্য)	৬৮-ক্বালাম	৩৪	৯৭৬
জান্নাত (নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ কাফিরদের প্রত্যাশা)	৭০-মা'আরিজ	৩৮	৯৮৩
জান্নাত (নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করার জন্য ইবরাহীমের দোয়া)	২৬-শু'আরা	৮৫	৭৯২
জান্নাত (ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে থাকবে)	২২-হাজ্জ	৫৬	৭৬৩
নেশা			
নেশায় দিশেহারা ছিল লূত সম্প্রদায়	১৫-হিজর	৭২	৭০১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নেশাগ্রস্ত			
কিয়ামতের দিন মানুষকে নেশাগ্রস্তের মত দেখা যাবে যদিও...	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
নামাজ (নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত/নামাজ নিষিদ্ধ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
নৈকট্য			
আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় তাঁর পথে ব্যয় করা...	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
আল্লাহর নৈকট্য লাভের মর্যাদা রয়েছে দাউদের জন্য	৩৮-সোয়াদ	২৫	৮৬৭
আল্লাহর নিকট নৈকট্যের মর্যাদা রয়েছে (সুলাইমানের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৪০	৮৬৮
আল্লাহর নৈকট্যের আশায় মুশরিকরা উপাস্যের উপাসনা করে	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
নৈকট্যপ্রাপ্ত			
অগ্রবর্তীরাই নৈকট্যপ্রাপ্ত	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১১	৯৪৩
আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত ঈসা-মাসীহ	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
জাদুকররা বিজয়ী হলে ফির'আউনের নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে	২৬-শু'আরা	৪২	৭৯০
পান করবে (নৈকট্যপ্রাপ্তরা তাসনীমের ঝরনা থেকে...)	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	২৮	১০১২
প্রত্যক্ষ করবে (নৈকট্যপ্রাপ্তরা আমলনামা প্রত্যক্ষ করবে)	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	২১	১০১২
ফিরআউনের নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে জাদুকররা (বিজয়ী হলে)	৭-আ'রাফ	১১৪	৬২৩
ফেরেশতা (নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা বান্দা হওয়া লজ্জাজনক মনে না করা)	৪-নিসা	১৭২	৫৭৯
মানুষ যদি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৮	৯৪৭
নৈকট্য লাভ			
আল্লাহর নৈকট্যলাভের নির্দেশ রাসূল স. কে (সিজদার মাধ্যমে)	৯৬-আলাক	১৯	১০২৮
নৌকা			
আরোহণ (মূসা আ. ও খিজিরের)	১৮-কাহ্‌ফ	৭১	৭৩০
ছিনিয়ে নিত রাজা (খিজির কর্তৃক নৌকা ছিদ্র প্র.)	১৮-কাহ্‌ফ	৭৯	৭৩১
জুদী পর্বতে নৌকা স্থির হল (নূহের প্লাবন শেষ হলে)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
তৈরি (নৌকা তৈরির জন্য সম্প্রদায় প্রধানরা নূহকে বিদ্রুপ করত!)	১১-হূদ	৩৮	৬৬৯
নিদর্শন (নূহের নৌকা জগতের জন্য নিদর্শন)	২৯-আনকাবূত	১৫	৮১৭
নির্মাণ (নূহ আ. কে নৌকা নির্মাণের নির্দেশ)	১১-হূদ	৩৭	৬৬৯
নির্মাণ (নৌকা নির্মাণের জন্য নূহকে ওহী করলেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
নূহের নৌকার স্থিতি ও গতি আল্লাহর নামে...	১১-হূদ	৪১	৬৬৯
নূহের নৌকার সাথীদের আল্লাহ উদ্ধার করেন	২৯-আনকাবূত	১৫	৮১৭
মিসকিনদের (খিজির কর্তৃক ছিদ্রকৃত নৌকাটি)..	১৮-কাহ্‌ফ	৭৯	৭৩১
সাথী (নূহের নৌকার সাথীদের আল্লাহ উদ্ধার করেন)	২৯-আনকাবূত	১৫	৮১৭
নৌযান (আরো দেখুন জাহাজ শব্দটি)			
আরোহন (নূহকে নৌযানে আরোহণ করালেন আল্লাহ)	৫৪-কামার	১৩	৯৩৬
আরোহণ(পানি সীমা ছাড়ানোর পর নূহকে নৌযানে আরোহণ করানো)	৬৯-হাক্কাহ্	১১	৯৭৮
আরোহণ করান আল্লাহ বোঝাই নৌযানে (নূহের বংশধরকে)	৩৬-ইয়াসীন	৪১	৮৫৪
আরোহণ (নৌযানে আরোহণ ও সমুদ্রভ্রমণের বিপদ প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
আরোহণ (নূহ আ. যখন নৌযানে আরোহণ করবে তখন বলবে...)	২৩-মু'মিনূন	২৮	৭৬৭
আরোহণ (নৌযানে আরোহণ করে মানুষ আল্লাহকে ডাকে)	২৯-আনকাবূত	৬৫	৮২১
উদ্ধার (আল্লাহ নূহ আ. ও তার নৌযানের সঙ্গীদের উদ্ধার করলেন)	১০-ইউনুস	৭৩	৬৬১
চলাচল (আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রে নৌযান চলাচল করে)	৪৫-জাছিয়া	১২	৯০৫
চলাচল (আল্লাহর নির্দেশে নৌযান সমুদ্রে চলাচল করে)	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
চলমান নৌযান নিদর্শন...	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
চলাচল (নৌযান চলাচল করে, আল্লাহর নির্দেশে)	৩০-রূম	৪৬	৮২৫
নিদর্শন (সমুদ্রে নৌযানের চলাচল কৃতজ্ঞ/ধৈর্যশীলের জন্য নিদর্শন...)	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
নিয়ন্ত্রণ(সমুদ্রে পর্বতের মত সুউচ্চ নৌযানসমূহ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে)	৫৫-রাহ্‌মান	২৪	৯৪০
নূহকে নৌযানে উঠিয়ে উদ্ধার করলেন আল্লাহ (সঙ্গীদেরসহ)	৭-আ'রাফ	৬৪	৬১৮
পরিচালনা (প্রতিপালক সমুদ্রে নৌযান পরিচালনা করেন)	১৭-ইসরা	৬৬	৭১৯
বহন (নৌযানের উপর বহন করা হয় মানুষকে)	২৩-মু'মিনূন	২২	৭৬৭
বহন করা (মানুষকে নৌযানে বহন করা হয়)	৪০-মু'মিন	৮০	৮৮৫
বোঝাই নৌযানে পৌছল ইউনুস (পলায়ন করে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৪০	৮৬৩
বোঝাই নৌযানে উঠিয়ে নূহ আ. ও মুমিনদের উদ্ধার করা হয়	২৬-শু'আরা	১১৯	৭৯৪
সমুদ্রে পর্বতের মত সুউচ্চ নৌযানসমূহ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে	৫৫-রাহ্‌মান	২৪	৯৪০
সমুদ্রে নৌযান চলাচল করে (আল্লাহর নির্দেশে)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
সমুদ্রে নৌযান চলাচল (মানুষের জন্য সমুদ্র সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১৪	৭০৪
সমুদ্রের বুকে নৌযান চলে (আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানে)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
সৃষ্টি (মানুষের আরোহণের জন্য নৌযানের সৃষ্টি)	৪৩-যুখরুফ	১২	৮৯৬
ন্যস্ত			
আল্লাহর কাছেই ন্যস্ত কিয়ামতের জ্ঞান	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৭	৮৯০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহর উপর ন্যস্ত (হিজরত করে মৃত্যুবরণকারীর প্রতিদানের ভার)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
ন্যায্য			
সৎকর্মশীলদেরকে ন্যায্য প্রতিদান দিতে পুনরুত্থান	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
ন্যায্যভাবে			
ওজন দেয়া (ন্যায্যভাবে পুরোপুরি ওজন দেয়ার নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
পরিমাপ (ন্যায্যভাবে পরিমাপ করার নির্দেশ...)	৫৫-রাহ্‌মান	৯	৯৩৯
ফয়সালা ন্যায্যভাবে করা হবে জালিমদের মাঝে (কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	৫৪	৬৫৯
ন্যায়/অন্যায়			
অহংকার অন্যায়ভাবে (অন্যায়ভাবে অহংকার করার শাস্তি কাফিরদের)	৪৬-আহ্‌কাফ	২০	৯১০
আপোস (বিবদমান মুমিনদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে আপোসের নির্দেশ)	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
কিয়ামতে ন্যায় বিচার করা হবে সকলের সাথে	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখা (মৃত্যুর সময় ওসিয়ত কালে)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
নবীদেরকে ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করার শাস্তি...	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যার কারণে দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা..	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
নবীদের ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করা (ইহুদী প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
নির্দেশ (ন্যায় নির্দেশদাতাদের হত্যাকারীর শাস্তি...)	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
ফয়সালা (কিয়ামতে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করা হবে জুলুম করা হবেনা)	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
ফয়সালা ন্যায়ের সাথে করা হয় মানুষের মাঝে (রাসূল স. আসার পর)	১০-ইউনুস	৪৭	৬৫৯
বাড়াবাড়ি (পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করার জন্য শাস্তি)	৪২-শূরা	৪২	৮৯৪
বিচার (ন্যায় বিচার করবেন রাসূল স. বিচার-ফয়সালা করলে...)	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫
বিচার (ন্যায়ের সাথে বিচারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
বিচার (দাউদের নিকট বিবাদকারীদের ন্যায়বিচার প্রার্থনা)	৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
বিচার (দাউদকে মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
মাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করা	১১-হূদ	৮৫	৬৭৩
মুমিনদের প্রতি (বিবদমান মুমিনদের মাঝে ন্যায়বিচারের নির্দেশ..)	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
সম্পাদন (ন্যায়ের সাথে কাজ সম্পাদনের জন্য মীযান অবতীর্ণ)	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
সাক্ষ্যদান (আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকার নির্দেশ)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
সাক্ষ্যদান (ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকার নির্দেশ...)	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
ন্যায়নীতি			
ইয়াতিম নারীদের ব্যাপারে ন্যায়নীতি কায়েম (বিয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
প্রতিষ্ঠিত (ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিতরা সাক্ষী- আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই)	৩-আলে ইমরান	১৮	৫৩৭
ন্যায়পরায়ণ			
ফয়সালা (দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ফয়সালা ইহরামে পশু হত্যা প্র.)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
সাক্ষী (তালাকের ক্ষেত্রে দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখা)	৬৫-তালাক	২	৯৬৪
ন্যায়পরায়ণতা			
পরিপূর্ণ (সত্য ও ন্যায় পরায়নতায় প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ)	৬-আন্'আম	১১৫	৬০৭
ন্যায়বিচার			
আদিষ্ট (রাসূল স. মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছেন)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
ইয়াতিম মেয়ের প্রতি ন্যায়বিচার না করার আশঙ্কা হলে...(বিয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
কথা বলার ক্ষেত্রেও ন্যায় বিচার/ন্যায় কথা বলা	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
নির্দেশ (ন্যায় বিচারের নির্দেশদানকারী ও বোবা ব্যক্তির উপমা)	১৬-নাহ্‌ল	৭৬	৭০৯
নির্দেশ (ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিপালক)	৭-আ'রাফ	২৯	৬১৫
নির্দেশ(আল্লাহ ন্যায়বিচার/সদাচরণ/দান করার নির্দেশ দেন)	১৬-নাহ্‌ল	৯০	৭১০
নিষেধ নয় (ন্যায় বিচার নিষেধ করেন না আল্লাহ তাদের সাথে যারা...)	৬০-মুমতাহিনা	৮	৯৫৯
প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা (ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
প্ররোচিত (ন্যায়বিচার না করতে প্ররোচিত না করা...)	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
মানদন্ড/মীযান (কিয়ামতে ন্যায়বিচারের মীযান/মানদন্ড স্থাপন করা হবে)	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
মুমিনদেরকে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ...	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
মূসার সম্প্রদায়ের একটি উম্মতের ন্যায়বিচার/সত্য দ্বারা পথ দেখানো	৭-আ'রাফ	১৫৯	৬২৭
সত্য দ্বারা ন্যায়বিচারকারী উম্মত প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৮১	৬২৯
ন্যায়বিচারকারী			
আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদেরকে ভালবাসেন	৬০-মুমতাহিনা	৮	৯৫৯
আল্লাহ ভালবাসেন, বিবদমান মুমিনদের মাঝে ন্যায়বিচারকারীকে	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
ন্যায় বিচারকারীকে পছন্দ করেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ন্যায়সঙ্গত			
অধিকার (ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে স্ত্রীদের...)	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত (ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ঠিক করা)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
ওসিয়ত (ন্যায়সঙ্গত ওসিয়তের বিধান, সম্পদ রেখে গেলে)	২-বাক্বারা	১৮০	৫২০
কথা (ন্যায়সঙ্গত কথা ও আনুগত্য মুনাফিকদের জন্য কল্যাণকর)	৪৭-মুহাম্মাদ	২১	৯১৪
কথা (ন্যায়সঙ্গত কথা বলা, ইদ্দত চলাকালীন বিয়ের প্রস্তাব...)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
কারণ (ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম)	১৭-ইস্রা	৩৩	৭১৬
খাওয়া (ইয়াতিমের সম্পদ ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়া গরীবের...)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
পিতৃ-পরিচয়ে পালকপুত্রকে ডাকা ন্যায়সঙ্গত	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
প্রদেয় (ন্যায়সঙ্গত প্রদেয় দিয়ে দুধ পান করানো...)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
ফয়সালা (ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হল যখন আল্লাহর আদেশ আসল)	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
বলা (অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে ঋণের বিষয় বলে দিবে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
বিয়ের ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে অপরাধ নেই স্ত্রীর (ইদ্দতের পর)	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
ভোগ্যসামগ্রী (ন্যায়সঙ্গত ভোগ্যসামগ্রী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে...)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
ভোগ্যসামগ্রী (তালাকপ্রাপ্তাকে ন্যায়সঙ্গত ভোগ্যসামগ্রী দেয়া...)	২-বাক্বারা	২৪১	৫২৮
মোহরানা ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদান করে মুমিন দাসীকে বিয়ে করা	৪-নিসা	২৫	৫৬০
লিখে দেয়া (ঋণের বিষয় লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দিবে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
স্ত্রীগণ ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু করলে (অপরাধ নেই স্বামীপক্ষের)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
হত্যা! (ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা হারাম করেছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৬৮	৭৮৭
হত্যা! (ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করা হারাম)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
পকেট (বুক)			
মূসার পকেট (বুকে) হাত রাখার পর তা উজ্জ্বল হওয়া	২৭-নামল	১২	৮০০
পক্ষ			
আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকস্বরূপ ফলমূল নিয়ে আসা	২৮-কাসাস	৫৭	৮১৩
পক্ষপাতিত্ব			
আশঙ্কা (পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা থাকলে ওসিয়তকারী থেকে)	২-বাক্বারা	১৮২	৫২০
পঙ্গপাল			
নিদর্শনস্বরূপ ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রতি পঙ্গপাল প্রেরণ	৭-আ'রাফ	১৩৩	৬২৪
বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় কাফিররা কবর থেকে বের হবে...	৫৪-কামার	৭	৯৩৬
পঙ্কিল			
জলাশয়ে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখল জুলকারনাইন..	১৮-কাহ্ফ	৮৬	৭৩২
পছন্দ/অপছন্দ			
অপরাধীরা যা পছন্দ করে তা কি তাদের কিতাবে রয়েছে	৬৮-ক্বালাম	৩৮	৯৭৭
অশ্লীলতার বিস্তার পছন্দ করে যারা...	২৪-নূর	১৯	৭৭৫
আল্লাহ পছন্দ করেন মানুষের কৃতজ্ঞ হওয়াকে	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
আল্লাহ পছন্দ করেন না অপচয়কারীকে	৭-আ'রাফ	৩১	৬১৫
আল্লাহর পছন্দ নয় (বান্দার কুফরী)	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
আল্লাহর পছন্দনীয় সৎকাজ করার জন্য সামর্থ্য কামনা	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তির কথা ছাড়া কারো সুপারিশ কাজে লাগবেনা	২০-ত্বা-হা	১০৯	৭৪৮
আল্লাহর পছন্দনীয় সৎকাজ করার সামর্থ্যদানের জন্য সুলাইমানের দোয়া	২৭-নামল	১৯	৮০১
ঈমানদারদের জন্য পছন্দ করেছেন যে দ্বীন তা প্রতিষ্ঠিত করবেন	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
কন্যা পছন্দ করেছেন আল্লাহ! (পুত্রের পরিবর্তে!)	৩৭-সাফ্ফাত	১৫২	৮৬৪
কিবলা (পছন্দ করা কিবলার দিকে রাসূল স. এর চেহারা ফিরিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
ক্ষমা (প্রাচুর্যবানরা কি আল্লাহর ক্ষমা লাভ করা পছন্দ করে না)	২৪-নূর	২২	৭৭৬
গোশত (জান্নাতীদেরকে পছন্দের গোশ্ত দেয়া হবে)	৫২-তূর	২২	৯৩০
গোশত খাওয়া (মৃত ভায়ের গোশত খাওয়া কোন মুমিন পছন্দ করে না)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
জালিমদের পছন্দ করেন না আল্লাহ	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
নিজেদেরকে বেশি পছন্দ করা সঙ্গত নয় রাসূল স. এর জীবনের চেয়ে	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
প্রবেশস্থল (শহীদ ও হিজরতকারীদের পছন্দের প্রবেশস্থল)	২২-হাজ্জ	৫৯	৭৬৩
প্রতিপালক যা পছন্দ করেন তাই সৃষ্টি করেন	২৮-কাসাস	৬৮	৮১৪
ফলমূল পছন্দ করে নিবে জান্নাতিরা (কিশোরদের থেকে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২০	৯৪৪
ফলমূল (জান্নাতীদেরকে পছন্দের ফলমূল দেয়া হবে)	৫২-তূর	২২	৯৩০
বাসস্থান (পছন্দ করা বাসস্থান প্রিয় হলে-আল্লাহ ও রাসূল স.)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
পছন্দের অবকাশ			
মুমিনের পছন্দের অবকাশ নেই(আল্লাহ-রাসূল স. সিদ্ধান্ত নিলে)	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
পঞ্চমবার			
লা'নত (পঞ্চমবার আল্লাহর লা'নত কামনা করবে স্বামী...)	২৪-নূর	৭	৭৭৪
স্ত্রী পঞ্চমবার বলবে তার উপর আল্লাহর ক্রোধ যদি স্বামী...)	২৪-নূর	৯	৭৭৪
পঞ্চাশ			
পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর নূহের অবস্থান	২৯-আনকাবূত	১৪	৮১৭
পঞ্চাশ হাজার			
আখিরাতের এক দিনের পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছর	৭০-মা'আরিজ	৪	৯৮১
পঠন-পাঠন			
অবতীর্ণ কিতাবের পঠন-পাঠন সম্পর্কে বেখবর	৬-আন্'আম	১৫৬	৬১২
পঠিত/বারবার পঠিত			
বারবার পঠিত কিতাবরূপে কুরআন অবতীর্ণ	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
পড়া			
আকাশ থেকে পড়া (শরীককারীদের উপমা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
আমলনামা ডানহাতে প্রাপ্ত ব্যক্তি অন্যকে তা পড়ে দেখতে বলবে	৬৯-হাক্কাহ্	১৯	৯৭৯
কিতাব বা আমলনামা প্রত্যেককে পড়তে বলা হবে (কিয়ামতে)	১৭-ইস্রা	১৪	৭১৫
কুরআন পড়া হলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণের নির্দেশ	৭-আ'রাফ	২০৪	৬৩১
কুরআন পড়া হলে সে পাঠের অনুসরণের নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৮	৯৯৩
পাতাও পড়ে না (আল্লাহর অজ্ঞাতসারে)	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
প্রতিপালকের নামে পড়ার নির্দেশ... (যিনি সৃষ্টি করেছেন)	৯৬-আলাক	১	১০২৮
প্রতিপালকের নামে পড়া (প্রতিপালক বড়ই মহানুভব)	৯৬-আলাক	৩	১০২৮
পড়ানো/পাঠ করানো			
রাসূল স. কে ওহী পাঠ করাবেন আল্লাহ	৮৭-আ'লা	৬	১০১৮
পড়ার উপক্রম			
পড়ার উপক্রম পাহাড়ের প্রান্তে বানানো ঘরের দৃষ্টান্ত	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
পড়া (লুটিয়ে পড়া)			
সিজদায় পড়ে যায় মুমিনগণ (আয়াত দ্বারা উপদেশ দেয়া হলে)	৩২-সাজ্দা	১৫	৮৩১
পড়া (হয়ে পড়া)			
সিজদাবনত হয়ে পড়ল (ফির'আউনের জাদুকররা)	২৬-শু'আরা	৪৬	৭৯০
পড়িয়ে দেয়া			
কুরআন পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব প্রসঙ্গ	৭৫-কিয়ামাহ্	১৭	৯৯৩
পড়ে থাকা			
উপুড় হয়ে আবাস্থলে পড়ে রইল (শু'আইব সম্প্রদায়ের ভূমিকম্প প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯১	৬২১
ফিতনায় পড়ে আছে তারা যারা অনুমতি চায়...	৯-তাওবা	৪৯	৬৪৫
পড়ে যাওয়া			
আকাশ যাতে পৃথিবীর উপর না পড়ে(আকাশকে স্থির রাখা)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
কুরবানীর পরে পশু কাত হয়ে পড়ে গেলে তা খাওয়া ও খাওয়ানো	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
পর্বত ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয় (কাফিরদের কথায়)	১৯-মারইয়াম	৯০	৭৪০
মূসা আ. সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া (তূর পর্বতে)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
সুলাইমান আ. পড়ে গেল (পোকা লাঠি খেয়ে ফেললে)	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
পণ্য			
ইউসুফকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল যাত্রীদল	১২-ইউসুফ	১৯	৬৭৮
পণ্যমূল্য			
অল্প পণ্যমূল্য নিয়ে এসেছে ইউসুফের ভাইয়েরা (আযীযের নিকট)	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
ইউসুফ পণ্যমূল্য ভাইদের ব্যাগে রেখে দিতে বলল (ভৃত্যদেরকে)	১২-ইউসুফ	৬২	৬৮২
ফেরত (পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে ইউসুফের ভাইদেরকে)	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
পণ্য-সামগ্রী এনে দেয়া			
পরিবার পরিজনকে পণ্য-সামগ্রী এনে দিব (ইয়াকুবের পুত্ররা বলল)	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
পতঙ্গ (আরো দেখুন পোকা শব্দটি)			
বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হবে মানুষ (মহাপ্রলয়ের দিন)	১০১-ক্বারি'আ	৪	১০৩১
পতন			
কাফিরদের জন্য পতন নির্ধারিত	৪৭-মুহাম্মাদ	৮	৯১২
জালিমদের পতন না হওয়ার ব্যাপারে তাদের কসম	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
পতনস্থল			
নক্ষত্রসমূহের পতনস্থলের কসম	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৫	৯৪৬
পতনোন্মুখ			
প্রাচীর ঠিক করা (খিজির কর্তৃক)	১৮-কাহ্ফ	৭৭	৭৩১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পতিত			
আগুনে পতিত হবে অপরাধীরা (কিয়ামতের দিন)..	১৮-কাহ্ফ	৫৩	৭২৯
খেজুরগাছ(পতিত খেজুর গাছের গোড়ার মত আদ এর ধ্বংস প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	৭	৯৭৮
ঘর পতিত অবস্থায় থাকা (ছামূদ সম্প্রদায়ের জুলুমের কারণে)	২৭-নামল	৫২	৮০৪
জাহান্নামের আগুনে পতিত হওয়া ঘর...	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
তারকা যখন পতিত হয় তার কসম	৫৩-নাজম	১	৯৩২
পর্বত পতিত হবে মনে করা (বনী ইসরাঈলের)	৭-আ'রাফ	১৭১	৬২৮
পাথর আল্লাহর ভয়ে পতিত হয়	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
বিপর্যয় পতিত হওয়ার পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	২২	৯৫০
সীমালঙ্ঘনের কারণে আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হলে সে পতিত হয়	২০-ত্বা-হা	৮১	৭৪৬
পতি (স্বামী)			
পাওয়া (পতিকে দরজার নিকটে পেল আযীযের স্ত্রী ও ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
পত্র			
সুলাইমানের পত্র সাবার রানীর কাছে অর্পণ (হুদহুদ পাখি মারফত)	২৭-নামল	২৮	৮০২
সুলাইমানের পক্ষ থেকে সাবার রানীকে সম্মানজনক পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গ	২৭-নামল	২৯	৮০২
সুলাইমানের পক্ষ থেকে সাবার রানীর নিকট পত্র প্রেরণ	২৭-নামল	৩০	৮০২
পথ (আরো দেখুন সরল পথ শব্দটি)			
অজ্ঞদের পথ অনুসরণ না করার নির্দেশ (মূসা আ. ও হারূনকে)	১০-ইউনুস	৮৯	৬৬২
অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথে পরিচালিত করার প্রার্থনা (আল্লাহর অনুগ্রহ)	১-ফাতিহা	৬	৫০১
অনুসরণ (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তকারীর পথ অনুসরণের নির্দেশ)	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
অনুসরণ (আল্লাহর পথ অনুসরণকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা...)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
অনুসরণ (জুলকারনাইনের)	১৮-কাহ্ফ	৯২	৭৩২
অনুসরণ করল (জুলকারনাইন)...	১৮-কাহ্ফ	৮৯	৭৩২
অনুসরণ করলেন জুলকারনাইন..(এক পথ)	১৮-কাহ্ফ	৮৫	৭৩১
অনুসরণ (অজ্ঞদের পথ অনুসরণ না করার নির্দেশমূসা/ হারূন আ.কে)	১০-ইউনুস	৮৯	৬৬২
অনুসরণ(মৌমাছিকে প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণের নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
অনুসরণ (বিভিন্ন পথ অনুসরণ না করার নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৫৩	৬১১
অন্য পথ অনুসরণ করলে জাহান্নাম (মুমিনদের পথ ছাড়া...)	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
অপরাধীদের পথ স্পষ্ট করার জন্য আয়াত বর্ণনা করা...	৬-আন্'আম	৫৫	৬০১
অবিচল থাকা (জিন সত্যপথে অবিচল থাকলে প্রচুর পানি পান করানো হত)	৭২-জিন্	১৬	৯৮৭
আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে কেউ কেউ কৃপণতা করে	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
আকাশ (বহুপথ বিশিষ্ট আকাশের কসম)	৫১-যারিয়াত	৭	৯২৫
আকাশের পথে পৌঁছার ইচ্ছা ফিরআউনের	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
আকাশের পথে পৌঁছার জন্য প্রাসাদ বানাতে বলল ফিরআউন	৪০-মু'মিন	৩৬	৮৮১
আখিরাতে অন্ধ ও অধিক পথভ্রষ্ট সেই যে দুনিয়াতে অন্ধ	১৭-ইসরা	৭২	৭২০
'আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাচ্ছি' ফিরআউন বলল	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
আযাব হতে নিষ্কৃতির পথ সন্ধান করবে কাফিররা (কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	১১	৮৭৮
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তকারীর পথ অনুসরণের নির্দেশ	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য মানুষ শিরক করে	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হলে কঠিন শাস্তি (কিয়ামতে)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হবে (প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে (বিভিন্ন পথের অনুসরণ)	৬-আন্'আম	১৫৩	৬১১
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার কারণে মন্দ পরিণতি আস্বাদন	১৬-নাহ্ল	৯৪	৭১১
আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে পণ্ডিত ও সংসার...	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
আল্লাহকে ভয় করলে আল্লাহ তার বের হওয়ার পথ করে দেন	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
আল্লাহর পথে হিজরতকারীকে আল্লাহ উৎকৃষ্ট রিযিক দিবেন	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব নয়...	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
আল্লাহর পথে হিজরতকারী পৃথিবীতে আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে ধন-সম্পদ ব্যয় করে কাফিররা...	৮-আনফাল	৩৬	৬৩৫
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে (আখিরাতে অবিশ্বাসী)	১১-হূদ	১৯	৬৬৭
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে মুশরিকগণ	৯-তাওবা	৯	৬৪০
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা অধিক গুরুতর	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও বসে থাকা মুমিন সমান নয়	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা প্রত্যাশা করে আল্লাহর দয়া	২-বাক্বারা	২১৮	৫২৪
আল্লাহর পথে যাকাত ব্যয়...	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহর পথে যুদ্ধ ও বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ...	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর (মুনাফিকদেরক বলা হয়েছিল...)	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৪৪	৫২৮
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা (অসহায় নর-নারী-শিশুর জন্য)	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ (নবীকে)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
আল্লাহর পথে সফরকালে কেউ সালাম দিলে 'মুমিন নও' বলা যাবে না	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের উপমা	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের পর খোঁটা না দেয়া	২-বাক্বারা	২৬২	৫৩১
আল্লাহ পথে কিছু না দেয়ার কসম করা নিষেধ	২৪-নূর	২২	৭৭৬
আল্লাহ পথে যুদ্ধ করছিল মুমিনদের দল (বদর যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
আল্লাহ পথে যুদ্ধ করতে চাইল বনী ইসরাঈলরা...	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
আল্লাহর পথকে উপহাস করলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
আল্লাহর পথচ্যুত হবেন নবী (অধিকাংশের আনুগত্য করলে)	৬-আন্'আম	১১৬	৬০৭
আল্লাহর পথ থেকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক...	২২-হাজ্জ	৯	৭৫৯
আল্লাহর পথ থেকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ	১৪-ইবরাহীম	৩০	৬৯৬
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি...	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তির কর্ম নিষ্ফল করবেন না আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
আল্লাহর পথে নিহতদেরকে মৃত বলা নিষেধ	২-বাক্বারা	১৫৪	৫১৭
আল্লাহর পথে নিহতদেরকে মৃত বলা নিষেধ	৩-আলে ইমরান	১৬৯	৫৫২
আল্লাহর পথে নির্যাতিতদের পাপ মোচন করবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
আল্লাহর পথে নিহতদের আল্লাহ উৎকৃষ্ট রিযিক দিবেন (জান্নাতে)	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
আল্লাহর পথে তৃষ্ণা ক্লান্তি ও ক্ষুধা স্পর্শ করে মুমিনদেরকে	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
আল্লাহর পথে জিহাদের সমান নয় মসজিদে হারামের আবাদ	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
আল্লাহর পথে জিহাদের নির্দেশ	৫-মায়িদা	৩৫	৫৮৪
আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হওয়া (মক্কা বিজয়ের জন্য)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
আল্লাহর পথে জিহাদ (জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে)	৯-তাওবা	২০	৬৪২
আল্লাহর পথে জিহাদ করবে সেই সম্প্রদায় যাদেরকে...	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে যারা ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে...	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে যে সব ঈমানদার	৮-আনফাল	৭৪	৬৩৯
আল্লাহর পথে জিহাদ করে মুমিনগণ (জীবন ও সম্পদ দিয়ে)	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা প্রিয় হলে- পিতা সন্তান ও...	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
আল্লাহর পথে জিহাদ উত্তম (যদি মুমিনরা জানে)	৯-তাওবা	৪১	৬৪৪
আল্লাহর পথে জিহাদ করা	৬১-সাফ্ফ	১১	৯৬১
আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ ফকীরকে দান করা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
আল্লাহর পথে আপতিত বিপদে হীনবল হয়নি (নবী ও...)	৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
আল্লাহর পথে জিহাদ অপছন্দ করেন আল্লাহ (তাদের যারা...)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
আল্লাহর পথ হতে বিরত না রাখা (শু'আইবের দাওয়াত প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
আল্লাহর পথ প্রদর্শন করা হয় -যে তাঁর উদ্দেশ্যে জিহাদ/প্রচেষ্টা করে	২৯-আনকাবূত	৬৯	৮২১
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখত জালিমরা...	৭-আ'রাফ	৪৫	৬১৭
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখছে ঈমানদারকে (আহলে কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	৯৯	৫৪৫
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে যারা	৮-আনফাল	৪৭	৬৩৬
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায় কাফিরের শাস্তি...	১৬-নাহ্ল	৮৮	৭১০
আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখা (কাফিরদের কাজ)	৪৭-মুহাম্মাদ	১	৯১২
আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার পরিণাম (ইহুদিদের)	৪-নিসা	১৬০	৫৭৭
আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখে (কাফিররা)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩২	৯১৫
আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখে যারা...	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৪	৯১৫
আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখে (মুনাফিকরা)	৬৩-মুনাফিকূন	২	৯৬৪
আল্লাহর পথ থেকে যারা বিরত রাখে তারা পথভ্রষ্ট	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
আল্লাহর পথ থেকে যারা বিরত রাখে তারা পথভ্রষ্ট	৪-নিসা	১৬৭	৫৭৮
আল্লাহর পথে যুদ্ধ (কাফিরদের বিরুদ্ধে)	২-বাক্বারা	১৯০	৫২১
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে মুমিনদের এক দল (রাত্রি জাগরণ প্রসঙ্গ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যারা আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন	৬১-সাফ্ফ	৩	৯৬০
আল্লাহর পথে ব্যয় না করে স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে যারা...	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
আল্লাহর পথে মুমিনরা যুদ্ধ করে	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে (দুনিয়ার জীবন বিক্রিকারী)	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে মুমিনরা	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
আল্লাহর পথে নিহত হলে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া লাভ...	৩-আলে ইমরান	১৫৭	৫৫১
আল্লাহর পথে পরিচালনা করেন রাসূল স.	৪২-শূরা	৫৩	৮৯৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পথ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহর পথে পরিচালিত হওয়ায় জান্নাত (সৎকর্মশীল মুমিনকে)	২২-হাজ্জ	২৪	৭৬০
আল্লাহর পথে বের হওয়ার নির্দেশ (ঈমানদারদের প্রতি)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
আল্লাহর পথে ব্যয় করা	২-বাক্বারা	১৯৫	৫২২
আল্লাহর পথে ব্যয় না করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
আল্লাহর পথে ব্যয় করে যা মু'মিনরা আল্লাহ তার পুরোপুরি প্রতিদান...	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিকে মহাপ্রতিদান দেয়া হবে	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
আল্লাহ পথ করে না দেয়া পর্যন্ত ব্যভিচারীনিকে ঘরে আবদ্ধ রাখা	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
উপাসকরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল কিনা (আল্লাহর জিজ্ঞাসা)	২৫-ফুরকান	১৭	৭৮৩
কাফিরদের পথ অনুসরণের আহ্বান মুমিনদেরকে (কাফির কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	১২	৮১৭
কাফিররা অধিক পথভ্রষ্ট	২৫-ফুরকান	৩৪	৭৮৪
কে বিচ্যুত? (প্রতিপালক জানেন)	৬৮-ক্বালাম	৭	৯৭৫
খোঁজ (পথ খুঁজত আরশের মালিকের দিকে আরও ইলাহ থাকলে)	১৭-ইস্রা	৪৩	৭১৭
খোঁজ (অবাধ্য স্ত্রী অনুগত হলে তার বিরুদ্ধে পথ খোঁজা যাবেনা)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
গ্রহণ (অহংকারকারীরা ভুলপথকে পথ হিসাবে গ্রহণ করে)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
গ্রহণ (অহংকারকারীরা সঠিকপথকে পথ হিসাবেগ্রহণ করেনা)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
গ্রহণ (প্রতিপালকের দিকে পথ গ্রহণ করার আহ্বান)	২৫-ফুরকান	৫৭	৭৮৬
গ্রহণ (রাসূলদের পথ ছাড়া ভিন্ন পথ গ্রহণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫০	৫৭৬
জানা (কে পথভ্রষ্ট তা মুশরিকরা জানতে পারবে)	২৫-ফুরকান	৪২	৭৮৫
জাহান্নামের পথ ছাড়া পথ না পাওয়া (কাফির ও জালিমদের)	৪-নিসা	১৬৯	৫৭৮
জুলুমকারী/বাড়াবাড়িকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের পথ আছে	৪২-শূরা	৪২	৮৯৪
তাগুতের পথে কাফিররা যুদ্ধ করে	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
দেখতে পেত না অপরাধীরা (আল্লাহ চোখ নিষ্প্রভ করে দিলে)	৩৬-ইয়াসীন	৬৬	৮৫৫
দেখানো (আল্লাহই রাসূলগণকে পথ দেখিয়েছেন)	১৪-ইবরাহীম	১২	৬৯৪
দেখানো (ইবরাহীম আ. পিতাকে সরল-সঠিক পথ দেখাবেন...)	১৯-মারইয়াম	৪৩	৭৩৭
দেখানো (বাছুর পথ দেখাতে পারে না)	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
নিকৃষ্ট (ব্যভিচার করা নিকৃষ্ট পথ)	১৭-ইস্রা	৩২	৭১৬
নিকৃষ্ট পথ (পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা নিকৃষ্ট পথ ও ঘৃণ্য)	৪-নিসা	২২	৫৫৯
পথভ্রষ্ট জালিমের কোন পথ নেই	৪২-শূরা	৪৬	৮৯৫
পরিচালিত করা (জালিম ও সহচরদেরকে তীব্র আগুনের পথে...)	৩৭-সাফফাত	২৩	৮৫৮
পরিচালিত করা (প্রতাপশালী আল্লাহর পথে পরিচালিত করে...)	৩৪-সাবা	৬	৮৪১
পাওয়া (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য পথ পাবে না)	৪-নিসা	১৪৩	৫৭৫
পাওয়া (আল্লাহ কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তার জন্য পথ পাওয়া যাবেনা)	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮
পাওয়া (পথ পাবে না জালিমরা)	১৭-ইস্রা	৪৮	৭১৮
পাওয়া (যারা হিজরতের পথ ও উপায় পায়না...)	৪-নিসা	৯৮	৫৬৯
পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষের চলার পথ তৈরী করেছেন	২০-ত্বা-হা	৫৩	৭৪৪
পৃথিবীতে পথ স্থাপন/সৃষ্টি (গন্তব্যে পৌঁছার পথ হিসাবে)	১৬-নাহ্ল	১৫	৭০৪
প্রকাশ্য পথের পাশে ধ্বংসস্তূপ (লূত ও শুআইবের সম্প্রদায়ের)	১৫-হিজর	৭৯	৭০১
প্রতিপালকের পথ থেকে ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গ মানুষকে বিচ্যুত করে	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ করার নির্দেশ (মৌমাছির প্রতি)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
প্রদর্শন(আল্লাহই মানুষকে পথ প্রদর্শন করেন...)	৭৬-দাহ্র	৩	৯৯৫
প্রদর্শন (আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
প্রতিপালকের পথ ছেড়ে বিপদগামী হওয়া	১৬-নাহ্ল	১২৫	৭১৩
প্রতিপালকের পথ অবলম্বন (মানুষের ইচ্ছাধীন)	৭৬-দাহ্র	২৯	৯৯৬
প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করতে পারে মানুষ চাইলে	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৯	৯৮৯
প্রতিপালকের পথ ছেড়ে কে পথভ্রষ্ট হয় তা তিনি জানেন	৬-আন'আম	১১৭	৬০৭
প্রতিষ্ঠিত রাস্তার পাশেই বিদ্যমান (লূত-সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ)	১৫-হিজর	৭৬	৭০১
প্রদর্শন (মুনাফিকদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন)	৪-নিসা	৬৮	৫৬৫
প্রদর্শন (বারবার কুফরীকারীকে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না)	৪-নিসা	১৩৭	৫৭৪
প্রতিপালকের নির্দেশিত সরল-সঠিক পথ ইসলাম	৬-আন'আম	১২৬	৬০৮
ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজবে জালিমরা	৪২-শূরা	৪৪	৮৯৫
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ না করার নির্দেশ (হারূনকে)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
বদলা গ্রহণকারীকে দোষ দেয়ার কোন পথ নেই(জুলুমের বদলা)	৪২-শূরা	৪১	৮৯৪
বসে থাকা (ঈমানদারকে ভয় দেখাতে পথে বসে না থাকা, শু'আইব...)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
বিভক্ত (জিনরা বিভিন্ন পথে বিভক্ত থাকা প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১১	৯৮৬
বিচ্যুত (আল্লাহ জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত)	৫৩-নাজম	৩০	৯৩৩
বিরত রাখা (শয়তান মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিরত রাখে)	৪৩-যুখরুফ	৩৭	৮৯৮
বিরত রাখা (সঠিক পথ থেকে বিরত রাখাকে শোভনীয় করা...)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
বিচ্যুত (ফিরআউন ও তার পারিষদ মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
ব্যবস্থা গ্রহণের পথ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তবান...	৯-তাওবা	৯৩	৬৪৯
ভুলপথকে পথ হিসাবে গ্রহণ করে (অহংকারকারীরা)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
ভ্রষ্ট (কতক আহলেকিতাব চায় যে মুমিনরা পথভ্রষ্ট হোক)	৪-নিসা	৪৪	৫৬২
মধ্যপন্থা (কিরায়াতে মধ্যপন্থা অবলম্বন)	১৭-ইস্রা	১১০	৭২৩
মহাপ্রতাপশালী ও অতি প্রশংসনীয় প্রতিপালকের পথের দিকে...	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
মানুষ যাতে পথ পায় তাই আল্লাহ পৃথিবীতে বহু পথ বানিয়েছেন	৪৩-যুখরুফ	১০	৮৯৬
মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে (মুনাফিকরা)	৫৮-মুজাদালা	১৬	৯৫৪
মুমিনদের বিরুদ্ধে আল্লাহ কাফিরদের পথ রাখেননি	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
মুশরিকরা পথভ্রষ্ট (গবাদিপশুর চেয়ে অধিক)	২৫-ফুরকান	৪৪	৭৮৫
মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করলে জাহান্নাম	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
রাখা (শান্তিপ্রস্তাব দানকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ কোন পথ রাখেননি)	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
রাসূল স. এর পথ এটাই যে দিকে রাসূল স. আহ্বান করছেন...	১২-ইউসুফ	১০৮	৬৮৭
রাসূল স. এর পথগ্রহণ না করায় জালিমদের আফসোস কিয়ামতে	২৫-ফুরকান	২৭	৭৮৪
শান্তিপ্রস্তাব দানকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ কোন পথ রাখেননি	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
শান্তির পথ প্রদর্শন করেন আল্লাহ তাদেরকে যারা...	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
শুকনো পথ (মূসার লাঠির আঘাতে বনী ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রে পথ)	২০-ত্বা-হা	৭৭	৭৪৫
শ্রেষ্ঠ পথ (অনুসারীদের পথকে ফিরআউন কর্তৃক শ্রেষ্ঠ পথ বলা)	২০-ত্বা-হা	৬৩	৭৪৪
সক্ষম (পথ ধরতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য কা'বা ঘরের হজ্জ...)	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
সক্ষম (পথ পেতে সক্ষম হবে না জালিমরা)	২৫-ফুরকান	৯	৭৮২
সঠিক পথকে পথ হিসাবে গ্রহণ করেনা (অহংকারকারীরা)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
সঠিক পথ দেখাবেন না আল্লাহ (জালিম ও কাফিরদের)	৪-নিসা	১৬৮	৫৭৮
সঠিক পথ দেখাতে চাইলেন মু'মিন ব্যক্তি (নিজ সম্প্রদায়কে)	৪০-মু'মিন	৩৮	৮৮১
সঠিক পথে কে রয়েছে তা প্রতিপালক ভাল জানেন	১৭-ইস্রা	৮৪	৭২১
সঠিকপথে কাফিররা রয়েছে! (মুমিনদের চেয়ে)	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
সঠিক পথে পরিচালনার জন্য দাউদের নিকট প্রার্থনা	৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন আল্লাহ মূসা আ. ও হারূনকে	৩৭-সাফফাত	১১৮	৮৬২
সঠিকপথের অধিকারী/সঠিকপথ অবলম্বনকারী সম্পর্কে জানা	২০-ত্বা-হা	১৩৫	৭৪৯
সঠিক পথে পরিচালিত করা হবে (আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে)	৩-আলে ইমরান	১০১	৫৪৫
সঠিকপথে রয়েছে মুত্তাকীরা (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	২-বাক্বারা	৫	৫০২
সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে পথ নেই (ব্যবস্থা গ্রহণের...)	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯
সমতল পথ আল্লাহ বানিয়েছেন (যাতে মানুষ গন্তব্যের পথ পেতে পারে)	২১-আম্বিয়া	৩১	৭৫২
সমতল পথে মানুষের চলাচলের জন্য পৃথিবীকে...	৭১-নূহ	২০	৯৮৫
সমুদ্রে পথ করে নিল মাছ (ফাঁক দিয়ে)	১৮-কাহ্ফ	৬১	৭২৯
সমুদ্রে পথ (মাছ সমুদ্রে পথ করে নিল...)	১৮-কাহ্ফ	৬৩	৭৩০
সরল পথ (আল্লাহর ইবাদত করা)	৩৬-ইয়াসীন	৬১	৮৫৫
সরল পথ (আল্লাহর নিকট পৌঁছার সরল পথ এটাই...)	১৫-হিজর	৪১	৭০০
সরল পথ থেকে পথভ্রষ্ট যে সম্প্রদায়...	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
সরল পথ থেকে বিচ্যুত (আখিরাতে অবিশ্বাসীরা)	২৩-মু'মিনূন	৭৪	৭৭০
সরল পথ থেকে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট (পাপাচারীরা)	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
সরল পথ দেখাবেন প্রতিপালক মূসাকে, মূসার আশা	২৮-কাসাস	২২	৮০৯
সরল পথ হারানো (ঈমান দিয়ে কুফরী বদল করলে)	২-বাক্বারা	১০৮	৫১২
সরল পথ হারাবে সে যে আল্লাহর সাথে কুফরি করবে	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
সরল পথ হারিয়েছে সে যে আল্লাহ ও মুমিনদের শত্রুদের সাথে...	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
সরল-সঠিক পথে আল্লাহ পরিচালনা করেন (মুমিনদেরকে)	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
সরল-সঠিক পথেই আছেন (রাসূল স.)	৪৩-যুখরুফ	৪৩	৮৯৯
সরল-সঠিক পথে থাকা ব্যক্তি ও বোবার উপমা...	১৬-নাহ্ল	৭৬	৭০৯
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন আল্লাহ তাদেরকে যারা...	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	২৪-নূর	৪৬	৭৭৯
সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন (মুনাফিকদের প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬৮	৫৬৫
সরল-সঠিক পথ প্রার্থনা (আল্লাহর নিকট)	১-ফাতিহা	৫	৫০১
সরল সঠিক পথে আছেন (হূদ আ. এর প্রতিপালক)	১১-হূদ	৫৬	৬৭০
সরল-সঠিক পথে আল্লাহ পরিচালিত করেছিলেন (ইবরাহীমকে)	১৬-নাহ্ল	১২১	৭১৩
সরল-সঠিক পথে আল্লাহ পরিচালিত করেছেন (রাসূল স. কে)	৬-আন'আম	১৬১	৬১২
সরল পথের দিকে আহ্বান করেন রাসূল স. (কাফিরদেরকে)	২৩-মু'মিনূন	৭৩	৭৭০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পথ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সরল পথে পরিচালিত করা রাসূল স. কর্তৃক (কিতাব দ্বারা)	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত (রাসূল মুহাম্মদ স.)	৩৬-ইয়াসীন	৪	৮৫১
সরল-সঠিক পথ অনুসরণ করার নির্দেশ (আল্লাহর পথ)	৪৩-যুখরুফ	৬১	৯০০
সরল-সঠিক পথ (আল্লাহর ইবাদত করা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৬৪	৯০০
সরল-সঠিক পথ (আল্লাহর ইবাদত ও রাসূল স. এর আনুগত্য)	৩-আলে ইমরান	৫১	৫৪১
সরল-সঠিক পথ (আল্লাহর সরল-সঠিক পথকে অনুসরণ করা)	৬-আন্'আম	১৫৩	৬১১
সরল-সঠিক পথ (এক আল্লাহর ইবাদত করা)	১৯-মারইয়াম	৩৬	৭৩৬
সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন আল্লাহ (রাসূল স. কে)	৪৮-ফাত্হ	২	৯১৬
সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন আল্লাহ মুমিনদেরকে	৪৮-ফাত্হ	২০	৯১৮
সরল-সঠিক পথে সোজা হয়ে চলে যে সেই কি সঠিক পথ প্রাপ্ত...	৬৭-মুলক	২২	৯৭৩
সরল-সঠিকপথে রাখেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	৬-আন্'আম	৩৯	৫৯৯
সরল-সঠিক-পথে পরিচালিত করেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	২-বাক্বারা	১৪২	৫১৬
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত (নবী/পিতৃপুরুষ/ভাই/বংশধর)	৬-আন্'আম	৮৭	৬০৪
সরল-সঠিক পথে বসে থাকবে ইবলিস	৭-আ'রাফ	১৬	৬১৪
সরল-সঠিক পথে মুহাম্মদ সা. প্রতিষ্ঠিত	২২-হাজ্জ	৬৭	৭৬৪
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	১০-ইউনুস	২৫	৬৫৬
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে কুরআন (একদল জিনের উক্তি)	৪৬-আহ্কাফ	৩০	৯১১
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করা (ঈমানদারদেরকে)	৪-নিসা	১৭৫	৫৭৯
সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহ (মানুষের পথ)	৮০-আবাসা	২০	১০০৭
পথ অতিক্রমকারী (আরো দেখুন মুসাফির শব্দটি)			
তায়াম্মুম দ্বারা পথ অতিক্রমকারী পবিত্রতা অর্জন প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
পথ অনুসরণ			
কাফিররা সঠিকপথ অনুসরণ করেনি (কুরআন দ্বারা)	৪৬-আহ্কাফ	১১	৯০৯
পথ অবলম্বন			
দুঃখ-দুর্দশা দূর করার পর মানুষ এমন পথ অবলম্বন করে যেন..	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
পথ (গহীন গিরিপথ)			
গহীন গিরিপথ থেকে মানুষের হজ্জে আসা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	২৭	৭৬০
পথ চলা			
অধোমুখী হয়ে পথ চলে যে সেই কি সবচেয়ে সঠিক পথে...	৬৭-মুলক	২২	৯৭৩
নক্ষত্রের সাহায্য (মানুষ পথ চলার ক্ষেত্রে নক্ষত্রের সাহায্য নেয়)	১৬-নাহ্ল	১৬	৭০৪
বিদ্যুতের আলোতে পথ চলা (মুনাফিকের উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
সোজা হয়ে চলে যে সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত না কি যে অধোমুখী...	৬৭-মুলক	২২	৯৭৩
পথ দেখানো			
অন্ধকে পথ দেখাতে পারেন না রাসূল স. (মুশরিক প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৪৩	৬৫৮
ইবরাহিমকে সঠিকপথ দেখাবেন প্রতিপালক	৩৭-সাফ্ফাত	৯৯	৮৬১
ইবরাহীম আ. পথ দেখাবেন পিতাকে (তার অনুসরণ করলে)	১৯-মারইয়াম	৪৩	৭৩৭
ফিরআউন তার জাতিকে কেবল সঠিক পথই দেখাচ্ছেন	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
মানুষই কি পথ দেখাবে? (রাসূল স. আসলে কাফিররা বলত)	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
মূসাকে পথ দেখাবেন প্রতিপালক (মূসার আশা)	২৮-কাসাস	২২	৮০৯
শরীকদেরকে পথ না দেখালে পথ পায় না (আনুগত্য প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
সত্য দ্বারা পথ দেখানো (মূসার সম্প্রদায়ের একদলের)	৭-আ'রাফ	১৫৯	৬২৭
সত্য দ্বারা পথ প্রদর্শনকারী উম্মত প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৮১	৬২৯
পথনির্দেশ			
আল্লাহর পথনির্দেশ ছাড়া প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যে...	২৮-কাসাস	৫০	৮১২
আলো ও পথনির্দেশ স্বরূপ ঈসাকে ইনজীল দেয়া হয়েছে	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
ইনজীল পথ নির্দেশ ও উপদেশ	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
কুরআন মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ/দয়াস্বরূপ	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
তাওরাতে রয়েছে পথনির্দেশ ও আলো	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
রাসূল স. প্রেরণ করেছেন আল্লাহ পথনির্দেকিশসহ	৪৮-ফাত্হ	২৮	৯১৯
পথনির্দেশক			
বনী ইসরাইলদের জন্য পথ নির্দেশক (মূসাকে দেয়া কিতাব)	১৭-ইস্রা	২	৭১৪
পথনির্দেশনা			
আগুনের নিকট মূসার পথনির্দেশনা পাওয়ার আশা	২০-ত্বা-হা	১০	৭৪১
আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে পথ নির্দেশনা দান করতেন	৩২-সাজ্দা	১৩	৮৩১
গোপন করা (অবতীর্ণ পথনির্দেশনা গোপন করা...)	২-বাক্বারা	১৫৯	৫১৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিয়ে আসা (পথ নির্দেশনা নিয়ে এসেছে কে আল্লাহ তা জানেন)	২৮-কাসাস	৩৭	৮১১
বাড়ানো (পথ নির্দেশনা বাড়িয়ে দেন আল্লাহ তাদেরকে যারা...)	১৯-মারইয়াম	৭৬	৭৩৯
বাড়িয়ে দেন আল্লাহ (আসহাবে কাহফের মুমিন যুবকদের)	১৮-কাহ্ফ	১৩	৭২৫
বিতর্ক(কতক মানুষ পথনির্দেশনা ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে)	২২-হাজ্জ	৮	৭৫৮
বুদ্ধিমানদের জন্য পথনির্দেশনা (মূসার উপর অবতীর্ণ কিতাব)	৪০-মু'মিন	৫৪	৮৮২
বৃদ্ধি (মুমিনদের পথনির্দেশনা বৃদ্ধি করে দেন আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৭	৯১৩
মানুষের জন্য পথনির্দেশনা স্বরূপ ছিল তাওরাত	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
মানুষের কেউ কেউ পথনির্দেশনা ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে	৩১-লুকমান	২০	৮২৪
পথনির্দেশনা (কুরআন)			
ঈমান (পথনির্দেশনা/কুরআন শুনে জিনদের ঈমান প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬
শোনা (পথনির্দেশনা/কুরআন শুনে জিনদের ঈমান প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬
পথনির্দেশনা (হেদায়াত)			
আল্লাহর পথ নির্দেশনা/হেদায়াত দ্বারা সঠিকপথ প্রদর্শন	৬-আন্'আম	৮৮	৬০৪
পথনির্দেশিকা			
অনুসরণ(পথনির্দেশিকা অনুসরণকারীদের ভয়/দুশ্চিন্তা নেই)	২-বাক্বারা	৩৮	৫০৫
অনুসরণ (আল্লাহর পথনির্দেশিকা অনুসরণ করলে পথভ্রষ্ট হবেনা)	২০-ত্বা-হা	১২৩	৭৪৯
অস্বীকার (নবীগণ আনীত পথনির্দেশিকা মুশরিকের অস্বীকার)	৪৩-যুখরুফ	২৪	৮৯৭
আয়াত (প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য)	৩১-লুকমান	৩	৮২৭
আল্লাহর পথনির্দেশিকা অনুসরণ করলে পথভ্রষ্ট হবেনা/দুর্ভোগ পোহাবেনা	২০-ত্বা-হা	১২৩	৭৪৯
আল্লাহর পথনির্দেশিকাই হল সত্যিকার পথনির্দেশিকা...	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
আল্লাহর পথনির্দেশিকাই প্রকৃত পথ নির্দেশিকা	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
আল্লাহর পক্ষ থেকে পথনির্দেশিকা আসবে (আদম-হাওয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩৮	৫০৫
আসা (পথনির্দেশিকা আসলে মানুষকে ঈমান থেকে বিরত রাখে...)	১৭-ইস্রা	৯৪	৭২২
আসার (শাস্তি আসার অপেক্ষায় কাফিররা ঈমান আনে না)	১৮-কাহ্ফ	৫৫	৭২৯
কিতাব/কুরআন বর্ণনা/পথনির্দেশিকা/দয়া/সুসংবাদস্বরূপ অবতীর্ণ	১৬-নাহ্ল	৮৯	৭১০
কিতাব (রাসূল স. এর উপর কিতাব অবতীর্ণ দয়া ও পথনির্দেশিকাস্বরূপ)	১৬-নাহ্ল	৬৪	৭০৮
কুরআন পথ নির্দেশিকা (যারা ঈমান আনে তাদের জন্য)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৪	৮৮৯
কুরআন মানুষের জন্য পথনির্দেশিকাস্বরূপ	৪৫-জাছিয়া	১১	৯০৫
কুরআন মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশিকা	২-বাক্বারা	২	৫০২
কুরআন মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশিকা	৩-আলে ইমরান	১৩৮	৫৪৯
কুরআন মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকা	২৭-নামল	২	৮০০
কুরআন মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া	২৭-নামল	৭৭	৮০৬
কুরআন মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ ও পথনির্দেশিকা	১৬-নাহ্ল	১০২	৭১১
কুরআন পথ নির্দেশিকা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭
কুরআন আল্লাহর পথনির্দেশিকা	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
জগতসমূহের জন্য পথনির্দেশিকা বাক্কায় স্থাপিত প্রথম ঘর	৩-আলে ইমরান	৯৬	৫৪৫
তাওরাতকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশিকা বানানো হয়	৩২-সাজ্দা	২৩	৮৩২
তাওরাত পথনির্দেশিকাস্বরূপ দান করা হয় (মূসাকে)	৬-আন্'আম	১৫৪	৬১১
দয়া (পথনির্দেশিকা ও দয়াস্বরূপ কিতাব নিয়ে এসেছিলেন আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	৫২	৬১৭
নিয়ে আসা (পথনির্দেশিকা নিয়ে এসেছে কে তা প্রতিপালক জানেন)	২৮-কাসাস	৮৫	৮১৫
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পথনির্দেশিকা এসেছে (কুরআন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পথনির্দেশিকা এসেছে	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
ফলক/তাওরাত প্রতিপালককে ভয়কারীর জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া	৭-আ'রাফ	১৫৪	৬২৬
বনী ইসরাঈলের জন্য তাওরাতকে পথনির্দেশিকা বানানো হয়	৩২-সাজ্দা	২৩	৮৩২
বিরত রাখা (পথনির্দেশিকা থেকে দুর্বলদেরকে বিরত রাখা ও অস্বীকার প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	৩২	৮৪৪
বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও দয়া	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়াস্বরূপ (কুরআন)	৪৫-জাছিয়া	২০	৯০৬
মানুষের জন্য পথ নির্দেশিকা স্বরূপ (তাওরাত ও ইনজীল অবতীর্ণ)	৩-আলে ইমরান	৪	৫৩৬
মানুষের জন্য পথনির্দেশিকাস্বরূপ (মূসার কিতাব)	২৮-কাসাস	৪৩	৮১১
মানুষের জন্য পথনির্দেশিকা (কুরআন)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
মুসলিমদের জন্য কিতাব/কুরআন পথনির্দেশিকাস্বরূপ অবতীর্ণ	১৬-নাহ্ল	৮৯	৭১০
মুসলিমদের জন্য কুরআন সুসংবাদ ও পথনির্দেশিকা	১৬-নাহ্ল	১০২	৭১১
মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকাস্বরূপ রাসূল স. এর উপর কিতাব অবতীর্ণ	১৬-নাহ্ল	৬৪	৭০৮
মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকা (কুরআন)	২৭-নামল	২	৮০০
মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকা (কুরআন)	২-বাক্বারা	৯৭	৫১১
মুত্তাকীদের জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা	২-বাক্বারা	২	৫০২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পথনির্দেশিকা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুমিনদের জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও দয়া	২৭-নামল	৭৭	৮০৬
মূসা আ. কে পথনির্দেশিকা দান	৪০-মু'মিন	৫৩	৮৮২
রাসূল স. কে পথনির্দেশিকা ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৯-তাওবা	৩৩	৬৪৩
সত্য দ্বীন ও পথনির্দেশিকাসহ রাসূল স. প্রেরণ	৬১-সাফ্ফ	৯	৯৬০
পথ-পদ্ধতি			
উৎকৃষ্ট ব্যক্তি কিয়ামতে বলবে (দুনিয়ায় অবস্থান ছিল একদিনের)	২০-ত্বা-হা	১০৪	৭৪৭
পথ পাওয়া			
ঈমান (পথ পাওয়ার জন্য ঈমান আনয়নের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৮৬	৫২০
তারকার মাধ্যমে স্থল/সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাওয়া	৬-আন্'আম	৯৭	৬০৫
পথপ্রদর্শিত পথ পায় (আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন সে)	৭-আ'রাফ	১৭৮	৬২৯
পৃথিবীতে মানুষ যাতে পথ পায় এ জন্য নহর ও পথ সৃষ্টি	১৬-নাহ্ল	১৫	৭০৪
পৃথিবীতে মানুষ যাতে পথ পায় তাই আল্লাহ বহু পথ বানিয়েছেন	৪৩-যুখরুফ	১০	৮৯৬
মানুষ যাতে গন্তব্যের পথ পেতে পারে সে জন্য পথ সৃষ্টি	২১-আম্বিয়া	৩১	৭৫২
শরীকদেরকে পথ না দেখালে পথ পায় না (আনুগত্য প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
স্থল/সমুদ্রের অন্ধকারে তারকার মাধ্যমে পথ পাওয়া	৬-আন্'আম	৯৭	৬০৫
পথপ্রাপ্ত			
মুশরিকরা সঠিক পথ প্রাপ্ত! (পিতৃপুরুষের অনুসরণকারীর দাবী)	৪৩-যুখরুফ	২২	৮৯৭
পথপ্রদর্শক			
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার পথপ্রদর্শক নেই	৩৯-যুমার	৩৬	৮৭৪
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার পথ প্রদর্শক নেই	৭-আ'রাফ	১৮৬	৬৩০
প্রতিপালক পথপ্রদর্শক হিসেবে যথেষ্ট	২৫-ফুরকান	৩১	৭৮৪
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক আছে	১৩-রা'দ	৭	৬৮৮
মূসার কিতাব পথপ্রদর্শক ও দয়াস্বরূপ ছিল	৪৬-আহ্কাফ	১২	৯০৯
মূসার কিতাব (তাওরাত)পথ প্রদর্শক ও দয়া স্বরূপ ছিল	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তার পথপ্রদর্শক নেই	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তার পথপ্রদর্শক নেই	৪০-মু'মিন	৩৩	৮৮০
পথপ্রদর্শন			
অন্ধকারে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন (স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে)	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
আল্লাহই মানুষকে পথ প্রদর্শন করেন... (হেদায়াত প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্র	৩	৯৯৫
আল্লাহই মানুষকে পথ প্রদর্শন করেন (সঠিকপথ প্রদর্শন প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৯	৭০৩
আল্লাহ কিভাবে পথ প্রদর্শন করবেন তাদেরকে যারা...	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
আল্লাহ পথপ্রদর্শন করবে না জালিম সম্প্রদায়কে	৫-মায়িদা	৫১	৫৮৭
আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন (সবকিছুকে)	৮৭-আ'লা	৩	১০১৮
আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন তাঁর আলোর দিকে (যাকে ইচ্ছা)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেন না কাফির সম্প্রদায়কে	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন তাদেরকে যারা অনুগামী হয় তাঁর...	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন সে সঠিকপথ প্রাপ্ত	১৭-ইস্রা	৯৭	৭২২
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	১৬-নাহ্ল	৯৩	৭১১
আল্লাহর পথ প্রদর্শন করা হয় -যে তাঁর উদ্দেশ্যে জিহাদ/প্রচেষ্টা করে	২৯-আনকাবূত	৬৯	৮২১
আল্লাহর পরে কে সঠিক পথ দেখাবে? (প্রবৃত্তি পূজারী প্রসঙ্গ)	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
আল্লাহর নির্দেশানুসারে মানুষকে সঠিকপথ প্রদর্শন(ইসহাক/ইয়াকুব...)	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন (বনী ইসরাঈলের নেতা প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্দা	২৪	৮৩২
আল্লাহর দায়িত্বে (সঠিকপথ প্রদর্শন)	৯২-লাইল	১২	১০২৫
আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন অনেককে (রাসূল স. পাঠানো প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৩৬	৭০৬
আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না(যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন)	১৬-নাহ্ল	৩৭	৭০৬
আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছেন যেভাবে সেভাবে আল্লাহকে স্মরণ	২-বাক্বারা	১৯৮	৫২২
আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন যাকে ইচ্ছা	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না পাপাচারী সম্প্রদায়কে	৬১-সাফ্ফ	৪	৯৬০
ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈলের বংশধরদেরকে পথ প্রদর্শন...	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
ইবরাহীমকে প্রতিপালক পথ প্রদর্শন করেন	২৬-শু'আরা	৭৮	৭৯২
ঈমান না আনলে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না (আয়াতে ঈমান)	১৬-নাহ্ল	১০৪	৭১১
ঈমানের কারণে আল্লাহ মুমিনদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
ঈমানের দিকে পথপ্রদর্শন করে ধন্য করেছেন আল্লাহ মুমিনদেরকে	৪৯-হুজুরাত	১৭	৯২১
উৎসাহী (রাসূল স. পথপ্রদর্শনে উৎসাহী হলেও তা পারেন না যদি আল্লাহ...)	১৬-নাহ্ল	৩৭	৭০৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উত্তরাধিকারীদেরকে পথপ্রদর্শন করা (পৃথিবীর উত্তরাধিকারী প্র.)	৭-আ'রাফ	১০০	৬২২
কাফির সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না	১৬-নাহ্ল	১০৭	৭১২
কিতাবের দ্বারা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
কুরআন পথ প্রদর্শন করে (সরল-সঠিক পথের দিকে)	১৭-ইস্রা	৯	৭১৪
কুফরীকারীকে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না (বারবার কুফরীকারী)	৪-নিসা	১৩৭	৫৭৪
কুরআন সঠিক পথ প্রদর্শন করে	৭২-জিন্	২	৯৮৬
ছামুদ জাতিকে পথ প্রদর্শন করলেন আল্লাহ	৪১-ফুস্সিলাত	১৭	৮৮৭
জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ	২৮-কাসাস	৫০	৮১২
জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
জালিমদেরকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ	৪৬-আহ্কাফ	১০	৯০৮
ধ্বংসের ঘটনার মাধ্যমে পথপ্রদর্শন (পূর্ববর্তী প্রজন্মের ধ্বংস)	৩২-সাজ্দা	২৬	৮৩২
পথ প্রদর্শনের পর হৃদয় বাঁকা করে না দেয়ার জন্য প্রার্থনা...	৩-আলে ইমরান	৮	৫৩৬
পথ পাওয়া (আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন সেই পথ পায়)	৭-আ'রাফ	১৭৮	৬২৯
পাপাচারী মুনাফিকদের আল্লাহ পথ প্রদর্শন করবেন না	৬৩-মুনাফিকূন	৬	৯৬৪
প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে পথ প্রদর্শন করেছেন	২০-ত্বা-হা	৫০	৭৪৪
ফিরআউনকে পথ প্রদর্শন, আল্লাহর দিকে (মূসা আ. কর্তৃক)...	৭৯-নাযি'আত	১৯	১০০৪
মশার উপমা দ্বারা আল্লাহ অনেককে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
মানুষকে আল্লাহই পথ প্রদর্শন করেন... (হেদায়াত প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্র	৩	৯৯৫
মুমিনের হৃদয়কে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন	৬৪-তাগাবুন	১১	৯৬৭
মুমিনদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	৫	৯১২
মূসাকে প্রতিপালক পথ প্রদর্শন করবেন (ফির'আউন বাহিনী থেকে রক্ষা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৬২	৭৯১
রাসূল স. কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন (পথহারা অবস্থায়)	৯৩-দুহা	৭	১০২৬
সঠিক পথ প্রদর্শন করতে চাইল মু'মিন ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়কে	৪০-মু'মিন	৩৮	৮৮১
সঠিক পথ প্রদর্শনের আশা (প্রতিপালকের নিকট রাসূল স. এর)	১৮-কাহ্ফ	২৪	৭২৬
সঠিক পথ প্রদর্শন করে কুরআন	৭২-জিন্	২	৯৮৬
পথপ্রদর্শনকারী			
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শনকারী নেই	১৮-কাহ্ফ	১৭	৭২৫
কিতাব (অধিক পথপ্রদর্শনকারী কিতাব আনতে বলা...)	২৮-কাসাস	৪৯	৮১২
রাসূল স. পথপ্রদর্শনকারী নয় (অন্ধদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে)	৩০-রূম	৫৩	৮২৬
পথ-প্রান্তর			
পথে-প্রান্তরে বিচরণ করার জন্য যমীনকে সুগম...	৬৭-মুল্ক	১৫	৯৭৩
পথপ্রাপ্ত			
রাসূল স. পথপ্রাপ্ত হবেননা (মুশরিকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে)	৬-আন্'আম	৫৬	৬০১
পথভ্রষ্ট			
অকল্যাণের জন্যই মানুষ পথভ্রষ্ট হয়	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪
অধিক পথভ্রষ্ট (যে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে ডাকে)	৪৬-আহ্কাফ	৫	৯০৮
অনুসরণ (পথভ্রষ্ট করেছে যে সম্প্রদায় তাদের অনুসরণ নিষেধ)	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
অপরাধী ইবলিসের বাহিনী পথভ্রষ্ট করেছিল (জাহান্নামীরা বলবে)	২৬-শু'আরা	৯৯	৭৯৩
অবিশ্বাসকারীরা পথভ্রষ্ট (আল্লাহ/রাসূল/কিতাব/আখিরাতে অবিশ্বাস)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
অভিভাবক নেই (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার)	১৮-কাহ্ফ	১৭	৭২৫
অমান্যকারী (আল্লাহ ও রাসূল স. এর অমান্যকারীরা পথভ্রষ্ট)	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
আখিরাতে অন্ধ ও অধিক পথভ্রষ্ট সেই যে দুনিয়াতে অন্ধ	১৭-ইস্রা	৭২	৭২০
আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন সীমালঙ্ঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা (সম্প্রদায়ের ভাষায় রাসূল স. প্রেরণ করে...)	১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন যাকে ইচ্ছা	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
আল্লাহ পথভ্রষ্ট করলে অভিভাবক পাওয়া যাবে না	১৭-ইস্রা	৯৭	৭২২
আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন না কোন সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শনের পর...	৯-তাওবা	১১৫	৬৫২
আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন যাকে ইচ্ছা	১৩-রা'দ	২৭	৬৯১
আল্লাহ কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তার জন্য পথ পাওয়া যাবেনা	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই	৩৯-যুমার	৩৬	৮৭৪
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ নেই	৪২-শূরা	৪৬	৮৯৫
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করবে তাকে সঠিকপথ প্রদর্শন করবে কে?	৩০-রূম	২৯	৮২৪
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য পথ পাবেনা	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পথভ্রষ্ট (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন অভিভাবক নেই	৪২-শূরা	৪৪	৮৯৫
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন সাহায্যকারী নেই	১৬-নাহ্‌ল	৩৭	৭০৬
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন)	১৬-নাহ্‌ল	৯৩	৭১১
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (যাকে ইচ্ছা আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন)	৬-আন্‌'আম	৩৯	৫৯৯
আল্লাহর পথ থেকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক...	২২-হাজ্জ	৯	৭৫৯
আহার (পথভ্রষ্ট অস্বীকারকারীরা যাক্কুম গাছ আহার করবে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৫১	৯৪৫
ইচ্ছা (প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
ইবরাহীমের পিতা পথভ্রষ্ট (পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৮৬	৭৯২
ঈমানের পর কুফরী করেছে যারা তারা পথভ্রষ্ট...	৩-আলে ইমরান	৯০	৫৪৪
উপাসকরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল কিনা (আল্লাহর জিজ্ঞাসা)	২৫-ফুরকান	১৭	৭৮৩
উপাস্যরা পথভ্রষ্ট করেছে কিনা উপাসকদেরকে (আল্লাহর জিজ্ঞাসা)	২৫-ফুরকান	১৭	৭৮৩
কাফিররা অধিক পথভ্রষ্ট	২৫-ফুরকান	৩৪	৭৮৪
কাফিরদেরকে তাদের নেতা ও সম্ভ্রান্তরা পথভ্রষ্ট করেছে	৩৩-আহযাব	৬৭	৮৩৯
কাফিরদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন	৪০-মু'মিন	৭৪	৮৮৪
কাফিরদেরকে পথভ্রষ্টকারী জিন ও মানুষকে পদদলিত করার ইচ্ছা	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৯	৮৮৮
কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয় নাসী বা হারাম মাস পিছিয়ে দিয়ে	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
কুরআন অস্বীকার করার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে?	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫২	৮৯০
ক্ষতিগ্রস্ত (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন সে ক্ষতিগ্রস্ত)	৭-আ'রাফ	১৭৮	৬২৯
ক্ষতি করতে পারবে না পথভ্রষ্টরা সঠিকপথপ্রাপ্তদের	৫-মায়িদা	১০৫	৫৯৩
চাওয়া (শয়তান আহলেকিতাবকে পথভ্রষ্ট করতে চায়)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
জানা (কে পথভ্রষ্ট মুশরিকরা জানতে পারবে)	২৫-ফুরকান	৪২	৭৮৫
জানা (পথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে প্রতিপালক বেশী জানেন)	৬-আন্‌'আম	১১৭	৬০৭
জানা (পথভ্রষ্ট/পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে প্রতিপালক বেশি জানেন)	১৬-নাহ্‌ল	১২৫	৭১৩
জালিমদের পূর্ববর্তীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট হয়েছিল	৩৭-সাফ্‌ফাত	৭১	৮৬০
জালিমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে (তাই তারা কোন পথ পাবে না)	১৭-ইস্‌রা	৪৮	৭১৮
জালিমরা পথভ্রষ্ট হয়েছে	২৫-ফুরকান	৯	৭৮২
জালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের বন্ধু	২৫-ফুরকান	২৯	৭৮৪
জালিমদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন	১৪-ইবরাহীম	২৭	৬৯৬
জালিমরা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে (নূহের সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্‌	২৪	৯৮৫
দলকে (শয়তান বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছিল)	৩৬-ইয়াসীন	৬২	৮৫৫
নিজ অকল্যাণের জন্যই মানুষ পথভ্রষ্ট হয়	৩৯-যুমার	৪১	৮৭৪
নিজেদেরকে পথভ্রষ্ট করে (যারা রাসূল স. কে পথভ্রষ্ট করতে চায়)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করে আহলে কিতাবদের একদল	৩-আলে ইমরান	৬৯	৫৪২
নিরাশ হয় পথভ্রষ্টরা (প্রতিপালকের দয়া থেকে)	১৫-হিজর	৫৬	৭০০
পথ পাওয়া (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য পথ পাবে না)	৪-নিসা	১৪৩	৫৭৫
পথ প্রদর্শক নেই (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার)	৭-আ'রাফ	১৮৬	৬৩০
পথ (পথভ্রষ্টদের পথ থেকে বাঁচার প্রার্থনা)	১-ফাতিহা	৭	৫০১
পথনির্দেশিকা অনুসরণ করলে পথভ্রষ্ট হবেনা (আল্লাহর পথনির্দেশিকা)	২০-ত্বা-হা	১২৩	৭৪৯
পথভ্রষ্ট (সরল পথ থেকে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট)	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
পশুর চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট (যারা কান দিয়ে শোনেনা চোখ দিয়ে...)	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
পাপের বোঝা (পথভ্রষ্টের পাপেরবোঝা পথভ্রষ্টকারীকেও বহন করতে হবে)	১৬-নাহ্‌ল	২৫	৭০৪
পূর্ববর্তীরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল (পরবর্তীরা বলবে)	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
প্রবৃত্তির অনুসারী সর্বাধিক পথভ্রষ্ট	২৮-কাসাস	৫০	৮১২
প্রবৃত্তি দ্বারা পথভ্রষ্ট করা প্রসঙ্গ (জ্ঞানহীনতার কারণে)	৬-আন্‌'আম	১১৯	৬০৭
প্রবৃত্তি পূজারীকে আল্লাহ জেনেবুঝে পথভ্রষ্ট করেন	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
ফাসিকদের আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন (মশার উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
বক্ষ (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষ সংকীর্ণ/কঠোর করেন)	৬-আন্‌'আম	১২৫	৬০৮
বনী ইসরাঈল বাছুর পূজার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৯২	৭৪৭
বাগানওয়ালারা পথভ্রষ্ট মনে করল নিজেদেরকে	৬৮-ক্বালাম	২৬	৯৭৬
বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়েছিল জালিমরা	৩৭-সাফ্‌ফাত	৬৯	৮৬০
বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে (কাফিরদেরকে ছেড়ে দিলে)	৭১-নূহ্‌	২৭	৯৮৫
বান্দাদের পথভ্রষ্ট করার চ্যালেঞ্জ শয়তানের	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
বিরতকারী পথভ্রষ্ট (যারা আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে তারা)	৪-নিসা	১৬৭	৫৭৮
ব্যক্তি তার নিজের অকল্যাণের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়	১৭-ইস্‌রা	১৫	৭১৫
মশার উপমা দ্বারা আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষ পথভ্রষ্ট হয় নিজের অকল্যাণের জন্য	১৭-ইস্‌রা	১৫	৭১৫
মানুষ পথভ্রষ্ট হলে (তার জন্য উত্তপ্ত পানির আপ্যায়ন ও...)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৯২	৯৪৭
মানুষ নিজের অকলাণের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪
মানুষকে পথভ্রষ্ট করা (মূর্তিগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করে)	১৪-ইবরাহীম	৩৬	৬৯৬
মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা	৬-আন্‌'আম	১৪৪	৬১০
মানুষ পথভ্রষ্ট হয় নিজ অকল্যাণের জন্য	৩৯-যুমার	৪১	৮৭৪
মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ও কালালাহর বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
মুমিনরা পথভ্রষ্ট ছিল (আল্লাহ পথ দেখানোর পূর্বে)	২-বাক্বারা	১৯৮	৫২২
মুমিনরা পথভ্রষ্ট ছিল (ইতোপূর্বে)	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
মুমিনরা পথভ্রষ্ট হোক(কতক আহলেকিতাব কামনা করে)	৪-নিসা	৪৪	৫৬২
মুশরিকরা পথভ্রষ্ট (গবাদিপশুর চেয়ে অধিক)	২৫-ফুরকান	৪৪	৭৮৫
মুমিনদেরকে পথভ্রষ্ট করার কামনা একদল আহলে কিতাব	৩-আলে ইমরান	৬৯	৫৪২
মুমিনদেরকে পথভ্রষ্ট বলত অপরাধীরা (দুনিয়াতে)	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	৩২	১০১২
মূর্তিগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করে	১৪-ইবরাহীম	৩৬	৬৯৬
মূসার সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্ট হতে দেখা এবং ক্ষমা/দয়া কামনা	৭-আ'রাফ	১৪৯	৬২৬
যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই	৪০-মু'মিন	৩৩	৮৮০
যাকে ইচ্ছা আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
রাসূল স. পথভ্রষ্ট হলে তার পরিণাম রাসূল স. এর নিজের	৩৪-সাবা	৫০	৮৪৫
রাসূল স. পথভ্রষ্ট হবেন (মুশরিকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে)	৬-আন্‌'আম	৫৬	৬০১
রাসূল স. কে পথভ্রষ্ট করতে চাওয়া প্রসঙ্গ (মুনাফিকদের)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
রাসূল (মুহাম্মদ) স. পথভ্রষ্ট নন	৫৩-নাজম	২	৯৩২
শয়তান তার বন্ধুদের পথভ্রষ্ট করে...	২২-হাজ্জ	৪	৭৫৮
শরীককারী (আল্লাহর সাথে শরীককারী সুদূর পথভ্রষ্ট)	৪-নিসা	১১৬	৫৭২
সতর্ককারী (পথভ্রষ্টদের জন্য রাসূল স. সতর্ককারী)	২৭-নামল	৯২	৮০৭
সন্তান হত্যাকারী ও আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে হারাম গণ্যকারী পথভ্রষ্ট	৬-আন্‌'আম	১৪০	৬১০
সম্প্রদায়কে ফিরআউন পথভ্রষ্ট করেছিল	২০-ত্বা-হা	৭৯	৭৪৬
সম্প্রদায় (ইবরাহীমের পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা)	৬-আন্‌'আম	৭৭	৬০৩
সম্প্রদায় (পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছিল জাহান্নামীরা দুনিয়াতে)	২৩-মু'মিনূন	১০৬	৭৭২
সম্প্রদায় (পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা নিষেধ)	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
সরল পথ থেকে পথভ্রষ্ট যে সম্প্রদায়...	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
সামিরী কর্তৃক বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করা (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৫	৭৪৬
সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট (আল্লাহ-রাসূল স. এর অমান্যকারী পথভ্রষ্ট)	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
সুদূর পথভ্রষ্ট (আল্লাহর সাথে শরীককারী সুদূর পথভ্রষ্ট)	৪-নিসা	১১৬	৫৭২
সুদূর পথভ্রষ্ট (আল্লাহ/রাসূল/কিতাব/আখিরাতে অবিশ্বাসকারী)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
পথভ্রষ্টকারী			
নেই (আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন তার পথভ্রষ্টকারী নেই)	৩৯-যুমার	৩৭	৮৭৪
শয়তান পথভ্রষ্টকারী ও সুস্পষ্ট শত্রু	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেন নি আল্লাহ পথভ্রষ্টদেরকে	১৮-কাহ্‌ফ	৫১	৭২৮
পথভ্রষ্টতা			
অন্ধদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে পথপ্রদর্শনকারী নয় রাসূল	৩০-রূম	৫৩	৮২৬
অবকাশ (পথভ্রষ্টদেরকে প্রচুর অবকাশ দেয়ার প্রার্থনা...)	১৯-মারইয়াম	৭৫	৭৩৯
অবধারিত (পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়েছে এক দলের উপর)	৭-আ'রাফ	৩০	৬১৫
অবাধ্যরা পথভ্রষ্টতায় ছিল (শয়তান বলবে)	৫০-ক্বাফ	২৭	৯২৩
আল্লাহর স্মরণ বিমূখ কঠিন হৃদয় ব্যক্তি পথভ্রষ্টতায় আছে	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩
ইবলিসের বাহিনী পথভ্রষ্টতার মধ্যে থাকার বিষয় স্বীকার করবে	২৬-শু'আরা	৯৭	৭৯৩
ক্রয় (মুনাফিক সঠিক পথের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে)	২-বাক্বারা	১৬	৫০৩
ক্রয় (আহলে কিতাবদের পথভ্রষ্টতা ক্রয় করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৪	৫৬২
ক্রয় (পথভ্রষ্টতা ক্রয় সঠিক পথের বিনিময়ে...)	২-বাক্বারা	১৭৫	৫১৯
চরম পথভ্রষ্টতা (কাফিরদের কাজের উপমা প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
চরম পথভ্রষ্টতা (আল্লাহর পথে বক্রতা অন্বেষা .. দুনিয়াকেপ্রাধান্য দান...)	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
ছামূদ জাতি পথভ্রষ্ট হবে বলে মনে করল (নবীর অনুসরণ করলে!)	৫৪-কামার	২৪	৯৩৭
জালিমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে	৩১-লুকমান	১১	৮২৭
নিরক্ষর আরবগণ রাসূল স. আসার আগে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
বক্রতা অন্বেষণ, আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা ও দুনিয়াকে প্রাধান্য দান চরম পথভ্রষ্টতা	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
বাপ-দাদার প্রথভ্রষ্টতা (ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের বাপ-দাদারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায়...)	২১-আম্বিয়া	৫৪	৭৫৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পথভ্রষ্টতা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বৃদ্ধি (জালিমদের পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধির জন্য নূহ আ. এর দোয়া)	৭১-নূহ	২৪	৯৮৫
মুশরিকরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট অথবা মুমিনরা	৩৪-সাবা	২৪	৮৪৩
শিরক করা সুদূর পথভ্রষ্টতা (আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকা ...)	২২-হাজ্জ	১২	৭৫৯
সঠিকপথ প্রদর্শন(পথভ্রষ্টতা থেকে অন্ধকে সঠিকপথ প্রদর্শন)	২৭-নামল	৮১	৮০৬
সত্য হওয়া (রাসূল স. আসার পরও অনেকের উপর পথভ্রষ্টতা সত্য হয়)	১৬-নাহ্‌ল	৩৬	৭০৬
সতর্ককারীরা বড় পথভ্রষ্টতায় রয়েছে (জাহান্নামিরা বলত)	৬৭-মুল্‌ক	৯	৯৭২
সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় দেখতে পাচ্ছে নূহকে তার সম্প্রদায়	৭-আ'রাফ	৬১	৬১৮
সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় দেখতে পাচ্ছে নারীরা (আযীযের স্ত্রীকে)	১২-ইউসুফ	৩০	৬৭৯
সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে (আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩২	৯১১
সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে জালিমরা (দুনিয়াতে)	১৯-মারইয়াম	৩৮	৭৩৬
সুদূর পথভ্রষ্টতা(আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকা যে অপকার/উপকারে অক্ষম)	২২-হাজ্জ	১২	৭৫৯
সুদূর পথভ্রষ্টতা (শয়তান আহলেকিতাবের সুদূর পথভ্রষ্টতা চায়)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় কে রয়েছে (মুমিনরা তা জানতে পারবে)	৬৭-মুল্‌ক	২৯	৯৭৪
সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় কে রয়েছে প্রতিপালক তা জানেন	২৮-কাসাস	৮৫	৮১৫
সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় থাকা ব্যক্তিকে সঠিকপথে আনা যায় না	৪৩-যুখরুফ	৪০	৮৯৮
সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় দেখতে পাচ্ছে সম্প্রদায় নূহকে	৭-আ'রাফ	৬০	৬১৮
স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় (আযর ও তার সম্প্রদায়)	৬-আন্‌'আম	৭৪	৬০৩
পথ (সঠিক পথ)			
ফিরআউনকে সঠিক পথ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
মানুষ নিজের কল্যাণের জন্যই সঠিকপথ অবলম্বন করে	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪
সঠিকপথ থেকে শয়তান সাবাবাসীকে বিরত রাখে	২৭-নামল	২৪	৮০২
সঠিকপথ থেকে শয়তান আদ/ছামূদকে বিরত রেখেছিল	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
পথহারা			
মূসার পথহারা অবস্থায় কিবতি হত্যা প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	২০	৭৮৯
রাসূল স. সঠিকপথ হারা ছিলেন (আল্লাহ সঠিকপথ দেখান)	৯৩-দুহা	৭	১০২৬
পদ			
দৃঢ়পদ রাখার প্রার্থনা প্রতিপালকের নিকট তালুত বাহিনীর...	২-বাক্বারা	২৫০	৫২৯
পদচারী			
পদচারী অবস্থায় সালাত আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা...	২-বাক্বারা	২৩৯	৫২৮
পদচিহ্ন			
জিবরাঈলের পদচিহ্নের একমুষ্টি মাটি নিয়ে সামিরী কর্তৃক বাছুর তৈরি	২০-ত্বা-হা	৯৬.	৭৪৭
ফিরে এল মূসা আ. ও তার সঙ্গীরা (পদচিহ্ন অনুসরণ করে?)	১৮-কাহ্‌ফ	৬৪	৭৩০
পদদলিত			
পথভ্রষ্টকারীদেরকে পদদলিত করার ইচ্ছা (কাফিরদের)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৯	৮৮৮
মুমিন নর-নারীদের পদদলিত হওয়ার আশংকা (না জেনে)	৪৮-ফাত্‌হ	২৫	৯১৮
পদধ্বনি (ধ্বনি)			
শোনা (পদধ্বনি ছাড়া দয়াময়ের সামনে কোন আওয়াজ শোনা যাবে না)	২০-ত্বা-হা	১০৮	৭৪৮
পদস্খলন			
রাসূল স. এর পদস্খলন ঘটানোর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল (ওহী থেকে)	১৭-ইস্‌রা	৭৩	৭২০
পদাঙ্ক			
পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুশরিকরা	৪৩-যুখরুফ	২৩	৮৯৭
পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ (মুশরিকদের)	৪৩-যুখরুফ	২২	৮৯৭
বাপ-দাদাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল জালিমরা	৩৭-সাফ্‌ফাত	৭০	৮৬০
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৬৮	৫১৮
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা নিষেধ	২-বাক্বারা	২০৮	৫২৩
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার নির্দেশ (আল্লাহর)	৬-আন্‌'আম	১৪২	৬১০
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে যে...	২৪-নূর	২১	৭৭৫
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা নিষেধ (মু'মিনদের জন্য)	২৪-নূর	২১	৭৭৫
পদাতিক			
অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী হাকাবে ইবলিস	১৭-ইস্‌রা	৬৪	৭১৯
পদার্থ বিজ্ঞান প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
পদার্পণ			
মুমিনরা যেখানেই পদার্পণ করে তা কাফিরদের মনে ক্রোধের...	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
যে ভূমিতে মুমিনরা পদার্পণ করেনি তার উত্তরাধিকারী করা	৩৩-আহযাব	২৭	৮৩৫
পদার্পণস্থল			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুমিনরা যে পদার্পণ স্থলেই পদার্পণ করে তা কাফিরদের মনে...	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
পদ্ধতি			
কাজ করে প্রত্যেকেই (নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী)	১৭-ইস্‌রা	৮৪	৭২১
পন্ডিত			
পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে প্রতিপালক রূপে...	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
বিচার-ফায়সালা করত পন্ডিতগণ (ইহুদীদের)	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
রব্বানী ও পন্ডিতগণ নিষেধ করে না কেন পাপ কথা অবৈধ...	৫-মায়িদা	৬৩	৫৮৮
সংসার-বিরাগী ও পন্ডিতরা মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভোগ করে	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
পবিত্র			
অভিবাদন জানানো পবিত্র ও বরকতময় আল্লাহর পক্ষ থেকে	২৪-নূর	৬১	৭৮১
আল্লাহ পবিত্র (আদম আ. সৃষ্টিকালে ফেরেশতাদের উক্তি)	২-বাক্বারা	৩২	৫০৪
আল্লাহ পবিত্র ইলাহ (তিনি ছাড়া ইলাহ নেই দোয়া ইউনুস...)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
আল্লাহ পবিত্র (এটি এক গুরুতর অপবাদ ইফক প্রসঙ্গ)	২৪-নূর	১৬	৭৭৫
আল্লাহ পবিত্র ও ফেরেশতাদের বন্ধু	৩৪-সাবা	৪১	৮৪৪
আল্লাহ পবিত্র ও শরীক থেকে উর্ধ্বে	২৮-কাসাস	৬৮	৮১৪
আল্লাহ পবিত্র ও শরীক থেকে উর্ধ্বে	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭
আল্লাহ পবিত্র (কন্যা সন্তান গ্রহণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৫৭	৭০৭
আল্লাহ পবিত্র করেন (যাকে ইচ্ছা)	৪-নিসা	৪৯	৫৬৩
আল্লাহ পবিত্র (জগতের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র)	২৭-নামল	৮	৮০০
আল্লাহ পবিত্র (জান্নাতীদের বক্তব্য 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র')	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
আল্লাহ পবিত্র (তারা যাকে শরীক করে তা থেকে)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
আল্লাহ পবিত্র (মানুষ যা শরীক করে তা থেকে)	১৬-নাহ্‌ল	১	৭০৩
আল্লাহ পবিত্র (মুশরিকরা যা বলে/সন্তান গ্রহণ থেকে)	৪৩-যুখরুফ	৮২	৯০১
আল্লাহ পবিত্র (মুশরিকরা যা শরীক করে তা হতে)	৫২-তূর	৪৩	৯৩১
আল্লাহ পবিত্র (যার হাতে রয়েছে প্রতিটি বিষয়ের কর্তৃত্ব)	৩৬-ইয়াসীন	৮৩	৮৫৬
আল্লাহ পবিত্র যিনি বাহনকে মানুষের অধীন/কল্যাণে রত রেখেছেন	৪৩-যুখরুফ	১৩	৮৯৬
আল্লাহ পবিত্র যিনি রাসূল স. কে ভ্রমণ করিয়েছেন (মেরাজ প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্‌রা	১	৭১৪
আল্লাহ পবিত্র (শরীক থেকে)	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
আল্লাহ পবিত্র (শরীক থেকে)	১৭-ইস্‌রা	৪৩	৭১৭
আল্লাহ পবিত্র (শরীক থেকে)	৩০-রূম	৪০	৮২৫
আল্লাহ পবিত্র (সন্তান গ্রহণ থেকে)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৪
আল্লাহ পবিত্র (সন্তান গ্রহণ থেকে)	২-বাক্বারা	১১৬	৫১৩
আল্লাহ পবিত্র (সন্তান গ্রহণ থেকে)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
আল্লাহ পবিত্র (সন্তান গ্রহণ করা থেকে)	১৯-মারইয়াম	৩৫	৭৩৬
আল্লাহ পবিত্র (সন্তান গ্রহণ থেকে)	২১-আম্বিয়া	২৬	৭৫১
আল্লাহ পবিত্র (সন্তান গ্রহণ ও শরীক থেকে)	২৩-মু'মিনূন	৯১	৭৭১
আল্লাহ পবিত্র (সন্তান গ্রহণ থেকে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৫৯	৮৬৪
আল্লাহ পবিত্র (সন্তান গ্রহণ থেকে)	৩৯-যুমার	৪	৮৭১
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান, মহাপ্রতাপশালী পবিত্র ও মালিক	৬২-জুমু'আ	১	৯৬২
আল্লাহ পবিত্র (মুশরিকরা আল্লাহর যে গুণ বর্ণনা করে তা হতে)	৬-আন্‌'আম	১০০	৬০৬
আল্লাহ পবিত্র	১২-ইউসুফ	১০৮	৬৮৭
আল্লাহ পবিত্র	৫৯-হাশর	২৩	৯৫৭
আল্লাহ পবিত্র...	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
আল্লাহ পবিত্র (মুশরিকদের শিরক থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র)	২১-আম্বিয়া	২২	৭৫১
আল্লাহ পবিত্র (যিনি প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন)	৩৬-ইয়াসীন	৩৬	৮৫৪
আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করলেন মূসা আ. (জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে উপাস্যরা	২৫-ফুরকান	১৮	৭৮৩
আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ	২৫-ফুরকান	৫৮	৭৮৬
আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ (বিকালে ও সকালে)	৩০-রূম	১৭	৮২৩
আহার (হালাল ও পবিত্রবস্তু আহার করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৬৮	৫১৮
ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই তিনি পবিত্র, দোয়া ইউনুস...)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
উপত্যকা (পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আল্লাহর সাথে মূসার সাক্ষাৎ)	২০-ত্বা-হা	১২	৭৪১
উপত্যকা (পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় মূসাকে ডেকে বললেন প্রতিপালক...)	৭৯-নাযি'আত	১৬	১০০৩
কন্যাগণ পবিত্র (লূত সম্প্রদায়ের মন্দকাজ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
কা'বাকে পবিত্র রাখার নির্দেশ (ইবাদতকারীদের জন্য)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
গণিমত পবিত্র ও হালাল	৮-আনফাল	৬৯	৬৩৯
গ্রন্থ (আল্লাহর রাসূল স. পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেন)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	২	১০২৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পবিত্র (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)	.		
ঘর (ইবরাহীমের স্ত্রী-পুত্রের পবিত্র ঘরের কাছে বসতি স্থাপন)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
ঘর (পবিত্র ঘর কা'বা মানুষের জীবনধারণের উপকরণস্বরূপ)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
ঘর (পবিত্র ঘরের যাত্রীদের অবমাননা নিষেধ)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
নবী পরিবারকে আল্লাহ পবিত্র করতে চান	৩৩-আহযাবে	৩৩	৮৩৬
পবিত্র নারীদের জন্য পবিত্র পুরুষরা	২৪-নূর	২৬	৭৭৬
পবিত্র পুরুষদের জন্য পবিত্র নারীরা	২৪-নূর	২৬	৭৭৬
পরিশুদ্ধ (পবিত্র ও পরিশুদ্ধ পন্থা ঈমানদারদের জন্য...)	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
পুত্র (মারইয়ামকে পুত্র সন্তান প্রদান করতে প্রতিপালক রাসূল...)	১৯-মারইয়াম	১৯	৭৩৫
প্রতিপালক পবিত্র	১৭-ইস্‌রা	৯৩	৭২২
প্রতিপালক পবিত্র (আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
প্রতিপালক (মুশরিকদের সব মিথ্যা বর্ণনা থেকে মুক্ত)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৮০	৮৬৫
প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করে (জ্ঞানপ্রাপ্তরা)	১৭-ইস্‌রা	১০৮	৭২৩
বদল (ইয়াতিমের পবিত্র সম্পদের সাথে নিকৃষ্ট সম্পদ বদল নিষেধ)	৪-নিসা	২	৫৫৬
বাণী (পবিত্র বাণী আল্লাহর দিকে উত্তোলিত হয়)	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
ভূমি (পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে বললেন মূসা আ. তার সম্প্রদায়কে)	৫-মায়িদা	২১	৫৮৩
মাটি (পানি না পেলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
মাটি দিয়ে তায়াম্মুমের বিধান পানি না পেলে	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
মুত্তাকীরা পবিত্র থাকাবস্থায় ফেরেশতারা মৃত্যু ঘটায়...	১৬-নাহ্‌ল	৩২	৭০৫
রিযিক (আদম-সন্তানকে পবিত্র রিযিক দান)	১৭-ইস্‌রা	৭০	৭২০
রিযিক (আল্লাহ মানুষকে পবিত্র বস্তু থেকে রিযিক দান করেছেন)	১৬-নাহ্‌ল	৭২	৭০৮
রিযিক (পবিত্র রিযিক আহারের নির্দেশ ঈমানদারদেরকে)	২-বাক্বারা	১৭২	৫১৯
রিযিক (পবিত্র রিযিক তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে)	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
রিযিক (পবিত্র রিযিক দান করেছেন আল্লাহ্)	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
রিযিক (রিযিক থেকে পবিত্রবস্তু আহার করার নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
রিযিক (হালাল ও পবিত্র রিযিক খাওয়ার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৮৮	৫৯১
রিযিক (বনী ইসরাঈলকে পবিত্র রিযিক দান)	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
রিযিক (বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ পবিত্র রিযিক দিয়েছিলেন)	৪৫-জাছিয়া	১৬	৯০৬
রিযিক (বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত পবিত্র রিযিক আহারের নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	৮১	৭৪৬
রিযিক (বনী ইসরাঈলকে পবিত্র রিযিক আহারের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৫৭	৫০৬
রিযিক (আল্লাহ্‌র দেয়া হালাল ও পবিত্র রিযিক আহার ও কৃতজ্ঞতা...)	১৬-নাহ্‌ল	১১৪	৭১২
লূত নিজেকে পবিত্র রাখতে চায় (সম্প্রদায়ের উপহাস)	২৭-নামল	৫৬	৮০৪
সঙ্গী-সঙ্গিনী (জান্নাতে মুমিন সৎকর্মশীলদের পবিত্র সঙ্গী-সঙ্গিনী প্র.)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
সঙ্গী-সঙ্গিনী (ঈমানদার সৎকর্মশীলের জন্য জান্নাতে পবিত্র সঙ্গী-সঙ্গিনী থাকবে)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
সদকা প্রদান পবিত্রতম (রাসূল স. এর সাথে গোপনে কথা বলার পূর্বে)	৫৮-মুজাদালা	১২	৯৫৩
স্ত্রী (পবিত্র সঙ্গী/সঙ্গিনীরা রয়েছে তাকওয়া অবলম্বনকারী...)	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
স্ত্রীরা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী না হওয়া	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
স্ত্রীগণ পবিত্র হলে তাদের নিকট গমন (মাসিক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
স্পর্শ (পবিত্ররা ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করে না)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৯	৯৪৭
হালাল (পবিত্রবস্তু হালাল করা হয়েছে মুমিনদের জন্য)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
পবিত্র করা/রাখা			
অপরাধ স্বীকারকারীদের পবিত্র করবেন রাসূল স. যাকাতের মাধ্যমে	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
ঈসাকে পবিত্র করবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
পোশাক (রাসূল স. কে পোশাক পবিত্র রাখার নির্দেশ)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৪	৯৯০
মারইয়ামকে পবিত্র করেছেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৪২	৫৪০
মুমিনদেরকে পবিত্র করতে চান আল্লাহ	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
মু'মিনদেরকে পবিত্র করার জন্য আকাশ থেকে পানি (বদরযুদ্ধ)	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
হৃদয় (হৃদয় পবিত্র করতে চাননি আল্লাহ যাদের)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
পবিত্রতম			
নবীপত্নীদের হৃদয়ের জন্য পবিত্রতম পন্থা (পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
মুমিনদের হৃদয়ের জন্য পবিত্রতম পন্থা (পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
পবিত্রতা			
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে (আকাশ ও পৃথিবীর সবই)	৫৭-হাদীদ	১	৯৪৮
উত্তম (হত্যাকৃত বালকটির চেয়ে পবিত্রতায় উত্তম সন্তানপ্রতিস্থাপন)	১৮-কাহ্‌ফ	৮১	৭৩১
দান (ইয়াহইয়াকে পবিত্রতা দান করেছিলেন আল্লাহ্)	১৯-মারইয়াম	১৩	৭৩৪
নামের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ (মহান প্রতিপালকের)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯৬	৯৪৭
নিজেদের পবিত্রতা দাবী করা নিষেধ	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ (তার প্রশংসাসহ)	১৫-হিজর	৯৮	৭০২
প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করল বাগানওয়ালারা...	৬৮-ক্বালাম	২৯	৯৭৬
প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ (রাতে ও সালাতের পরে)	৫০-ক্বাফ	৪০	৯২৪
প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ (সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে)	৫০-ক্বাফ	৩৯	৯২৪
প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা (ঘুম থেকে ওঠার সময়)	৫২-তূর	৪৮	৯৩১
প্রতিপালকের (প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করে...)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা (সাহায্য/বিজয় এলে)	১১০-নাস্‌র	৩	১০৩৫
প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ	৮৭-আ'লা	১	১০১৮
প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৪	৯৪৬
প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা(তারকা অস্তমিত হওয়ার পর)	৫২-তূর	৪৯	৯৩১
প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ (রাসুলকে)	৪০-মু'মিন	৫৫	৮৮২
প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা (আয়াত শুনে...)	৩২-সাজ্‌দা	১৫	৮৩১
রাতে ঘোষণা(প্রতিপালকের পবিত্রতা রাতে ঘোষণার নির্দেশ)	৫২-তূর	৪৯	৯৩১
সকাল-সন্ধ্যা পবিত্রতা বর্ণনার জন্য ইশারা করল যাকারিয়া...	১৯-মারইয়াম	১১	৭৩৪
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ..	৪৮-ফাত্‌হ	৯	৯১৬
পবিত্রতা অর্জন			
ভালবাসে পবিত্রতা অর্জনকে (তাকওয়ার উপর স্থাপিত মসজিদের লোকেরা)	৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
মুমিনদেরকে পবিক্রতা অর্জনের নির্দেশ (অপবিত্র হলে)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
পবিত্রতা অর্জনকারী			
পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন	৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
পবিত্রতা অর্জনকারীকে পছন্দ করেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
পবিত্রতা ঘোষণা/বর্ণনা			
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে সপ্ত আকাশ পৃথিবী এবং...	১৭-ইস্‌রা	৪৪	৭১৭
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু	৬১-সাফ্‌ফ	১	৯৬০
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে বজ্রের গর্জন	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা (মূসা আ. ও হারুন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৩৩	৭৪২
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে না এমনকিছু নেই	১৭-ইস্‌রা	৪৪	৭১৭
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে সৃষ্টিকুল (মানুষ বুঝতে পারে না)	১৭-ইস্‌রা	৪৪	৭১৭
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করত পর্বত ও পাখি(দাউদ আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে ফেরেশতারা	২১-আম্বিয়া	২০	৭৫১
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু	২৪-নূর	৪১	৭৭৮
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা হয় সকাল-সন্ধ্যায় (মসজিদে)	২৪-নূর	৩৬	৭৭৮
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু	৫৯-হাশর	১	৯৫৫
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে (আকাশ-পৃথিবীর সবই)	৬২-জুমু'আ	১	৯৬২
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু)	৬৪-তাগাবুন	১	৯৬৬
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু	৫৯-হাশর	২৪	৯৫৭
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ (সকাল-সন্ধ্যায়)	৩৩-আহযাব	৪২	৮৩৭
আল্লাহর পবিত্রতা ফেরেশতারা ঘোষণা করেন (আদম আ. সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে বলল মধ্যপন্থী ব্যক্তি...	৬৮-ক্বালাম	২৮	৯৭৬
জানা (সৃষ্টিকুল পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি জেনে নিয়েছে)	২৪-নূর	৪১	৭৭৮
দিনের প্রান্তসমূহে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
দিনে ও রাতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে ক্লান্ত না হওয়া...	২১-আম্বিয়া	২০	৭৫১
প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ	৬৯-হাক্কাহ্	৫২	৯৮০
প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করে ফেরেশতারা	৪২-শূরা	৫	৮৯১
প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ নবীকে(সূর্যোদয়/সূর্যাস্তের পূর্বে)	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা (রাত্রির দীর্ঘ সময়)	৭৬-দাহ্‌র	২৬	৯৯৬
প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছে ফেরেশতা...	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করে ফেরেশতারা (দিনে ও রাতে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৮	৮৮৯
প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করে (ফেরেশতারা)	৭-আ'রাফ	২০৬	৬৩১
ফেরেশতাগণ (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৬৬	৮৬৫
রাতের কিছু অংশে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
রাতে ও দিনে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে ক্লান্ত না হওয়া...	২১-আম্বিয়া	২০	৭৫১
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে (পর্বতমালা)	৩৮-সোয়াদ	১৮	৮৬৭
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৪২	৮৩৭
সকাল-সন্ধ্যা পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ (যাকারিয়াকে)	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
সূর্যাস্তের পূর্বে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পবিত্র থাকতে চাওয়া			
লূত ও তার অনুসারীরা পবিত্র থাকতে চাওয়া (সম্প্রদায়ের উক্তি)	৭-আ'রাফ	৮২	৬২০
পবিত্রবস্তু			
ইহুদিদের জুলুমের কারণে পবিত্র বস্তু হারাম করা হয়	৪-নিসা	১৬০	৫৭৭
পবিত্র বস্তু আহার করার জন্য রাসূলদেরকে নির্দেশ	২৩-মু'মিনূন	৫১	৭৬৯
পবিত্র বস্তু ব্যয় করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
পবিত্র বস্তু থেকে রিযিক দান মু'মিনদেরকে	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪
রাসূল স. মানুষের জন্য পবিত্র বস্তুকে হালাল করেন	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
হারাম না করা (আল্লাহ যে পবিত্রবস্তু হালাল করেছেন তা)	৫-মায়িদা	৮৭	৫৯১
হালাল করা হল পবিত্র বস্তু (মুমিনদের জন্য)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
পবিত্র বিধান			
পবিত্র বিধানের সম্মান করা আল্লাহর কাছে উত্তম গণ্য	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
পবিত্র মনে করা			
নিজেদেরকে পবিত্র মনে করলেই পবিত্র !	৪-নিসা	৪৯	৫৬৩
পবিত্র রাখা			
কাবা ঘর পবিত্র রাখার নির্দেশ (ইবরাহীম-ইসমাঈলকে)	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
পয়গাম (রিসালাত)			
আল্লাহর পয়গাম/রিসালাত পৌছে দেয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৩৯	৮৩৭
প্রতিপালকের রিসালাত/পয়গাম পৌছানো (সালিহ আ. কর্তৃক)	৭-আ'রাফ	৭৯	৬২০
প্রতিপালকের রিসালাত/পয়গাম শু'আইবের সম্প্রদায়কে পৌছানো	৭-আ'রাফ	৯৩	৬২১
মনোনীত করা (আল্লাহ পয়গাম দ্বারা মূসাকে মনোনীত করেছেন)	৭-আ'রাফ	১৪৪	৬২৫
পরকাল (আরো দেখুন আখিরাত শব্দটি)			
আল্লাহই পরকালের মালিক	৯২-লাইল	১৩	১০২৫
ইহকাল ও পরকাল আল্লাহর	৫৩-নাজম	২৫	৯৩৩
দুনিয়া ও আখিরাতে দ্বিগুণ শাস্তি দিতেন রাসূলকে পদস্খলন ঘটলে	১৭-ইসরা	৭৫	৭২০
নবীর জন্য ইহকালের চেয়ে পরকাল উত্তম	৯৩-দুহা	৪	১০২৬
পরকাল সম্পর্কে হতাশ তারা যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ	৬০-মুমতাহিনা	১৩	৯৫৯
পরকালে আল্লাহর প্রশংসা	২৮-কাসাস	৭০	৮১৪
পরকালের আবাস উত্তম তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
ফিরআউনকে পরকালের শাস্তিতে পাকড়াও...	৭৯-নাযি'আত	২৫	১০০৪
পরকীয়া (উপপতি গ্রহণ)			
মুমিন দাসী পরকীয়ায় লিপ্ত/উপপতি গ্রহণকারীনি হবেনা	৪-নিসা	২৫	৫৬০
পরখ			
কৃতকর্ম পরখ করে নিবে প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	৩০	৬৫৭
পরবর্তী			
অতীত ইতিহাস/দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্য (ফির'আ উনের ঘটনা)	৪৩-যুখরুফ	৫৬	৮৯৯
অনুগামী করা পরবর্তীদেরকে (পূর্ববর্তীদের জন্য)	৭৭-মুরসালাত	১৭	৯৯৭
অনেক সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মাঝে (ডানের সাথী)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪০	৯৪৫
অবিশ্বাস(নূহ/আদ/ছামুদ/পরবর্তী জাতির রিসালাতে অবিশ্বাস)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
অল্পসংখ্যক (পরবর্তীদের অল্পসংখ্যক হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১৪	৯৪৩
আনন্দোৎসব হবে পরবর্তী ও সমসাময়িক ও (খাদ্য অবতরণ...)	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
ইবরাহীমের স্মৃতি স্মরণীয় রাখা (পরবর্তীদের মাঝে)	৩৭-সাফ্ফাত	১০৮	৮৬২
ইবরাহীমকে পরবর্তীদের মাঝে সত্যভাষীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৪	৭৯২
ইলইয়াসের স্মৃতি অব্যাহত রাখা (পরবর্তীদের মাঝে)	৩৭-সাফ্ফাত	১২৯	৮৬৩
জানা (আল্লাহ জানেন পরবর্তী আগমনকারীদেরকে)	১৫-হিজর	২৪	৬৯৯
দৃষ্টান্ত/অতীত ইতিহাস পরবর্তীদের জন্য (ফির'আ উনের ঘটনা)	৪৩-যুখরুফ	৫৬	৮৯৯
দৃষ্টান্ত (বানর হওয়ার ঘটনা পরবর্তী লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত)	২-বাক্বারা	৬৬	৫০৭
নিদর্শন (ফিরআউনের দেহ পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন)	১০-ইউনুস	৯২	৬৬৩
নূহের পরবর্তী নবীদেরকেও আল্লাহ ওহী করেন	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
পুনরুত্থান (পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের পুনরুত্থান হবে কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪৯	৯৪৫
পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে পরবর্তীরা প্রতিপালককে বলবে...	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে আমাদের উপর তোমাদের মর্যাদা..	৭-আ'রাফ	৩৯	৬১৬
প্রতিশ্রুতি (পরবর্তী প্রতিশ্রুতি যখন আসল, বনী ইসরাইল প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্রা	৭	৭১৪
স্থায়ী বাণী হিসাবে পরবর্তীদের জন্য ইবরাহীম আ. রেখে গেছেন	৪৩-যুখরুফ	২৮	৮৯৭
স্মরণীয় করে রেখেছেন মূসা ও হারুন আ.কে পরবর্তীদের মাঝে	৩৭-সাফ্ফাত	১১৯	৮৬২
স্মরণীয় রাখা (নূহ আ.কে পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রাখা)	৩৭-সাফ্ফাত	৭৮	৮৬০
পরবর্তী (দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুঁ)			
অনুসরণ করবে প্রকম্পনকারীকে (প্রথম শিঙ্গা ফুঁ-কে...)	৭৯-নাযি'আত	৭	১০০৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পররাষ্ট্র নীতি			
চুক্তি	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
পরস্পর			
গীবত (মুমিনদের জন্য পরস্পরের গীবত করা নিষেধ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
জালিমরা পরস্পরকে প্রতারণাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেয়	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
দোষ (মুমিনদের জন্য পরস্পরের দোষ অনুসন্ধান নিষেধ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
দোষ অনুসন্ধান (মুমিনদের জন্য পরস্পরের দোষ অনুসন্ধান নিষেধ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
পরস্পর বিরোধী			
শরীকরা পরস্পর বিরোধী (দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত)	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
পরাক্রমশালী (আরো দেখুন প্রতাপশালী শব্দটি)			
আল্লাহ (এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ অতি পবিত্র)	৩৯-যুমার	৪	৮৭১
আল্লাহর সামনে বের হবে যেদিন পরিবর্তিত করা হবে আকাশ -যমীনকে)	১৪-ইবরাহীম	৪৮	৬৯৭
আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী	৪০-মু'মিন	১৬	৮৭৯
আল্লাহ মহারাক্রমশালী	৩৮-সোয়াদ	৬৫	৮৬৯
আল্লাহ (পরাক্রমশালী এক আল্লাহ উত্তম না বিভিন্ন প্রতিপালক?)	১২-ইউসুফ	৩৯	৬৮০
ফিরআউন বনী ঈসরাইলের উপর পরাক্রমশালী	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
পরাজয়			
রোমানরা পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে	৩০-রূম	৩	৮২২
পরাজিত			
কাফিররা পরাজিত হবে এবং (জাহান্নামে সমবেত করা হবে)	৩-আলে ইমরান	১২	৫৩৭
কাফিররা পরাজিত হবে	৮-আনফাল	৩৬	৬৩৫
ছোট দল পরাজিত করে বড় দলকে (আল্লাহর ইচ্ছায়)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
জালুত বাহিনীকে পরাজিত করল তালুত বাহিনী (আল্লাহর ইচ্ছায়)	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
দল (কুরাইশদের দল পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে)	৫৪-কামার	৪৫	৯৩৮
ফিরআউনের দলবল পরাজিত ও অপদস্ত হল (জাদু প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৯	৬২৩
বাহিনী (কাফিরদের বাহিনী পরাজিত হবে)	৩৮-সোয়াদ	১১	৮৬৬
রোমানরা পরাজিত হল	৩০-রূম	২	৮২২
লটারীতে পরাজিত হলেন ইউনুস (পলায়ন পথে)	৩৭-সাফ্ফাত	১৪১	৮৬৩
পরানো			
বেড়ি পরিয়েছেন আল্লাহ (কাফিরদের গলায় চিবুক পর্যন্ত)	৩৬-ইয়াসীন	৮	৮৫১
পরা (পরিধান)			
অলঙ্কার পরা (সমুদ্র থেকে অলঙ্কার/মুক্তা আহরণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১৪	৭০৪
মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র পরে মুখোমুখি বসবে (মুত্তাকীরা)	৪৪-দুখান	৫৩	৯০৪
পরাভূত			
কাফিরদেরকে পরাভূত করার পর বন্দী করা	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
শত্রুকে পরাভূত না করে যুদ্ধবন্দি রাখা উচিত নয় (নবীর জন্য)	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮
পরামর্শ			
কাজকর্মে পরামর্শ করার নির্দেশ রাসূল স. কে (মুমিনদের সাথে)	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
কাজ (মুমিনরা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে)	৪২-শূরা	৩৮	৮৯৪
তালাকপ্রাপ্তার সাথে সন্তানের দুধপান সম্পর্কে পরামর্শ	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
নির্জনে পরামর্শ করল ইউসুফ আ.এর ভাইয়েরা...	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে দুধ ছাড়ানোতে অপরাধ নেই	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
পরিষদবর্গ পরামর্শ করল মূসা আ.কে হত্যা করার	২৮-কাসাস	২০	৮০৯
ফির'আউনকে লোকদের পরামর্শ দান (মূসার জাদু/মু'জিযা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৩৫	৭৮৯
ফিরআউনের পরামর্শ গ্রহণ (মূসার ব্যাপারে)	৭-আ'রাফ	১১০	৬২২
মুনাফিকদের রাতের গোপন পরামর্শ আল্লাহ জানেন	৪-নিসা	১০৮	৫৭১
পরামর্শ (রাতে)			
মুনাফিকদের একদল রাতে পরামর্শ করে (রাসূল স. এর কথার বিপরীত)	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
লিখে রাখা (মুনাফিকদের রাতের পরামর্শ আল্লাহ লিখে রাখেন)	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
পরাস্ত			
নূহ আ. তার সম্প্রদায় কর্তৃক পরাভুত হয়ে প্রতিপালককে ডাকলেন	৫৪-কামার	১০	৯৩৬
পরাস্ত করা			
কথায় (দুম্বার মালিককে কথায় পরাস্ত করেছে ৯৯টির মালিক)	৩৮-সোয়াদ	২৩	৮৬৭
পরিচয়			
জান্নাতের পরিচয় দিয়ে রেখেছেন আল্লাহ (শহীদদেরকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৬	৯১২
পরিচালক			
পুরুষরা নারীদের পরিচালক এ কারণে যে...	৪-নিসা	৩৪	৫৬১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পরিচালনা			
নগদ ব্যবসা পরিচালনার লেনদেন লেখা জরুরী নয়	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
নৌযান পরিচালনা করেন আল্লাহ (সমুদ্রে)	১৭-ইস্‌রা	৬৬	৭১৯
বায়ুর পরিচালনায় নিদর্শন রয়েছে	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
সকল বিষয় আল্লাহ পরিচালনা করেন	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
পরিচালনাকারী			
আল্লাহ মুমিনদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালনাকারী	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
পরিচালিত করা			
আল্লাহই সত্যের দিকে পরিচালিতকারী (আনুগত্য প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
আল্লাহ তাঁর দিকে পরিচালিত করেন -যে তাঁর অভিমুখী	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
আল্লাহর পথে পরিচালিত করে অবতীর্ণ সত্য	৩৪-সাবা	৬	৮৪১
আল্লাহ পরিচালিত করেন যাকে ইচ্ছা (সরল-সঠিক পথে)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
আল্লাহ পরিচালিত করেন সঠিক পথে (যাকে ইচ্ছা)	২৪-নূর	৪৬	৭৭৯
আল্লাহ নিজের দিকে তাকেই পরিচালিত করেন যে তার অভিমুখী হয়	১৩-রা'দ	২৭	৬৯১
ইবরাহীম আ.কে আল্লাহ সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন	১৬-নাহ্‌ল	১২১	৭১৩
জালিম ও তার সহচরদেরকে তীব্র আগুনের পথে পরিচালিত	৩৭-সাফ্‌ফাত	২৩	৮৫৮
প্রশংসনীয় আল্লাহর পথে পরিচালিত হওয়ায় সৎকর্মশীল মুমিনকে জান্নাত	২২-হাজ্জ	২৪	৭৬০
ভাল কথার দিকে পরিচালিত হওয়ায় জান্নাত (সৎকর্মশীল মুমিনকে)	২২-হাজ্জ	২৪	৭৬০
মেঘমালাকে আল্লাহ মৃতভূমির দিকে পরিচালিত করেন	৩৫-ফাতির	৯	৮৪৬
মেঘ পরিচালনা করেন আল্লাহ	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
মেঘ পরিচালিত করেন আল্লাহ মৃত ভূমির দিকে	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
শরীকরা সত্যের দিকে পরিচালিত করে না	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
শাস্তির দিকে পরিচালিত করে (শয়তান তার বন্ধুদেরকে)	২২-হাজ্জ	৪	৭৫৮
সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য দাউদের নিকট প্রার্থনা	৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
সঠিক পথে পরিচালিত করা হবে (আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে)	৩-আলে ইমরান	১০১	৫৪৫
সত্যের দিকে পরিচালিত করে কুরআন (একদল জ্বিনের উক্তি)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩০	৯১১
সত্যের দিকে পরিচালিতকারী আল্লাহর আনুগত্য প্রসঙ্গ	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
সত্যের দিকে পরিচালিত করে এমন কোন শরীক কি আছে?	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	১০-ইউনুস	২৫	৬৫৬
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করার প্রার্থনা (আল্লাহর নিকট)	১-ফাতিহা	৫	৫০১
সরল-সঠিক পথে আল্লাহ পরিচালিত করেছিলেন (ইবরাহীম আ.কে)	১৬-নাহ্‌ল	১২১	৭১৩
সরল পথে পরিচালিত করেন রাসূল স. (কিতাব দ্বারা)	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	২-বাক্বারা	১৪২	৫১৬
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন আল্লাহ তাদেরকে যারা...	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে কুরআন (একদল জ্বিনের উক্তি)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩০	৯১১
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত (মনোনীত নবীদেরকে)	৬-আন্'আম	৮৭	৬০৪
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন আল্লাহ (রাসূল স. কে)	৬-আন্'আম	১৬১	৬১২
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করা (ঈমানদারদেরকে)	৪-নিসা	১৭৫	৫৭৯
পরিজন			
আইয়ুব আ. কে তার পরিবার-পরিজন ফেরত দান করলেন আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	৪৩	৮৬৮
ক্ষতি (কিয়ামতের দিন পরিজনের ক্ষতিসাধনকারীই ক্ষতিগ্রস্ত)	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
পরিণত			
'আলাকা'কে 'মুদগা'য় পরিণত করা (মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া)	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
উৎপাটিত শস্যে পরিণত করেন আল্লাহ (ফসল ভরা ক্ষেতকে)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
উদ্ভিদশূণ্য ভূমিতে পরিণত হবে (বাগান)...	১৮-কাহ্‌ফ	৪০	৭২৭
উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পরিণত করবেন আল্লাহ (পৃথিবীকে)	১৮-কাহ্‌ফ	৮	৭২৪
খড়কুটায় পরিণত করতে পারেন আল্লাহ (ফসল)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬৫	৯৪৬
খড়-কুটোয় পরিণত করেন আল্লাহ (সতেজ ফসলকে)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
চারণভূমিকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন আল্লাহ	৮৭-আ'লা	৫	১০১৮
ধূলিকণা (বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন আল্লাহ অপরাধীদের...)	২৫-ফুরকান	২৩	৭৮৪
নিরাপদ নগরে পরিণত করার দোয়া (মক্কাকে)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
বীর্যকে 'আলাকা' বা ভ্রূণে পরিণত করা	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
সত্যে পরিণত করেছেন প্রতিপালক (আমার স্বপ্ন)	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
সাত আকাশে পরিণত করলেন আল্লাহ (আকাশমণ্ডলীকে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১২	৮৮৬
পরিণত বয়স			
কোলে থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে কথা বলবে ঈসা আ. ...	৩-আলে ইমরান	৪৬	৫৪০
কোলে থাকতে ও পরিণত বয়সে কথা বলেছেন ঈসা আ. ...	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
পৌঁছানো (মানুষের পরিণত বয়সে পৌঁছানো প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পরিণত বয়স্কা			
গাভী (এমন গাভী যা কুমারী নয় এবং পরিণত বয়স্কাও নয়)	২-বাক্বারা	৬৮	৫০৮
পরিণতি			
পূর্ববর্তীদের পরিণতি দেখতে পৃথিবীতে ভ্রমণ করা...	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৯
পরিণাম			
অপরাধীদের পরিণাম লক্ষ্য করা (লূত সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৪	৬২০
অপরাধীদের (পৃথিবীতে অপরাধীদের পরিণাম দেখার নির্দেশ)	২৭-নামল	৬৯	৮০৬
অপেক্ষা (পরিণামের জন্য অপেক্ষা করছে যারা দ্বীনকে খেল-তামাশা...)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
আখিরাতের শুভ পরিণাম কাদের জন্য (কাফিররা জানতে পারবে)	১৩-রা'দ	৪২	৬৯২
আখিরাতের শুভ পরিণাম কার জন্য তা আল্লাহ জানেন	২৮-কাসাস	৩৭	৮১১
আগুন হবে পরিণাম (বনু নাযীর ও মুনাফিকদের)	৫৯-হাশর	১৭	৯৫৭
আবাস (শুভ পরিণামের আবাস বুদ্ধিমানদের জন্য)	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
আবাসের শুভ পরিণাম কতই না উত্তম! (জান্নাতীদের)	১৩-রা'দ	২৪	৬৯০
আল্লাহর ইখতিয়ারে (সকল কাজের পরিণাম)	৩১-লুকমান	২২	৮২৮
উৎকৃষ্ট পরিণাম (সঠিক পাল্লায় ওজন করার পরিণাম উৎকৃষ্ট)	১৭-ইস্‌রা	৩৫	৭১৭
উৎকৃষ্ট (মতবিরোধপূর্ণ বিষয় আল্লাহর দিকে ফিরানো পরিণামে উৎকৃষ্ট)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
উত্তম (আল্লাহই উত্তম সৎকাজের পরিণাম নির্ধারণে)..	১৮-কাহ্‌ফ	৪৪	৭২৮
উত্তম (মতবিরোধপূর্ণ বিষয় আল্লাহর দিকে ফিরানো পরিণামে উত্তম)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
কাজের পরিণাম আল্লাহর নিকট	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
কাফিররা পৃথিবী ভ্রমণ করলে পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখতে পেত	৪০-মু'মিন	৮২	৮৮৫
কাফিরদের পরিণাম আগুন	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
কাফিরদের পরিণাম (পূর্ববর্তীদের মত ধ্বংস)	৪৭-মুহাম্মাদ	১০	৯১২
কিতাবকে মিথ্যাঅভিহিতকারী	৪৩-যুখরুফ	২৫	৮৯৭
ক্ষতি (নির্দেশ অমান্যকারী জনপদের কাজের পরিণাম শুধুই ক্ষতি)	৬৫-তালাক	৯	৯৬৯
ছামুদ সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রের পরিণাম ধ্বংস (সালিহ আ.কে হত্যার ষড়যন্ত্র)	২৭-নামল	৫১	৮০৪
জালিমদের পরিণাম (ওহীকে মিথ্যা অভিহিত করার কারণে)	১০-ইউনুস	৩৯	৬৫৮
জালিমদের পরিণাম দেখার নির্দেশ	২৮-কাসাস	৪০	৮১১
তাকওয়া অবলম্বনকারীদের পরিণাম জান্নাত	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
পরোয়া করেন না আল্লাহ (ছামূদ জাতির ধ্বংসের পরিণামের)	৯১-শাম্‌স	১৫	১০২৪
পূর্ববর্তীদের পরিণাম (আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	১০	৯১২
পূর্ববর্তীদের পরিণাম (ভ্রমণ করলে মুশরিকরা লক্ষ্য করত)	৩৫-ফাতির	৪৪	৮৫০
পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখার জন্য পৃথিবী ভ্রমণের নির্দেশ	৩০-রূম	৪২	৮২৫
পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল মানুষ কি তা লক্ষ্য করেনি?	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম লক্ষ্য করা (মাদায়েনবাসী প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম (ফিরআউন প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০৩	৬২২
ফ্যাসাদসৃষ্টিকরীদের পরিণাম(ফিরআউন/সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১৪	৮০১
মন্দকাজে পরিণাম হয়েছিল মন্দ (পূর্ববর্তীদের)	৩০-রূম	১০	৮২২
মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম লক্ষ্য করার আহ্বান	৩-আলে ইমরান	১৩৭	৫৪৯
মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম দেখার জন্য পৃথিবী ভ্রমণ	১৬-নাহ্‌ল	৩৬	৭০৬
মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম লক্ষ্য করা	৬-আন্'আম	১১	৫৯৭
মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণাম (নবীকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ)	১১-হূদ	৪৯	৬৭০
লক্ষ্য (পরিণাম লক্ষ্য করেনি কি মক্কার কাফিররা পূর্ববর্তীদের)	৩০-রূম	৯	৮২২
শুভ পরিণাম কার জন্য তা জানতে পারা (জালিম প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৩৫	৬০৯
সতর্ককৃতদের পরিণাম দেখা (নূহ আ. সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৭৩	৬৬১
সতর্ককৃতদের পরিণাম লক্ষ্য করার নির্দেশ	৩৭-সাফ্‌ফাত	৭৩	৮৬০
পরিণাম (শুভ পরিণাম)			
তাকওয়া/মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণাম	২০-ত্বা-হা	১৩২	৭৪৯
পরিণাম (হয়ে যাওয়া)			
আদ জাতির পরিণাম ধ্বংস (বসতি ছাড়া কিছুই ছিলনা)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৫	৯১০
পরিতাপ (আরো দেখুন আফসোস শব্দটি)			
কর্মসমূহকে পরিতাপরূপে দেখাবেন আল্লাহ...	২-বাক্বারা	১৬৭	৫১৮
কুরআন পরিতাপের কারণ (কাফিরদের)	৬৯-হাক্কাহ্	৫০	৯৮০
দিন (পরিতাপের দিন সম্পর্কে জালিমদেরকে সতর্ক করা)	১৯-মারইয়াম	৩৯	৭৩৬
পরিতুষ্ট			
চমকপ্রদ কথায় পরিতুষ্ট হওয়া (আখিরাতে অবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১১৩	৬০৭
প্রতিপালক পরিতুষ্ট করেন (মানুষকে)	৫৩-নাজম	৪৮	৯৩৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পরিতৃপ্ত			
দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট/তৃপ্ত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল আগুন	১০-ইউনুস	৭	৬৫৪
পরিত্যক্ত			
কুরআনকে পরিত্যাক্তরূপে গ্রহণ করেছে রাসূল স. এর সম্প্রদায়	২৫-ফুরকান	৩০	৭৮৪
কূপ (পরিত্যাক্ত কূপ ধ্বংস হওয়া নবীকে মিথ্যাবাদী বলায়...)	২২-হাজ্জ	৪৫	৭৬২
মারইয়াম যদি পরিত্যক্ত হয়ে যেত! (মারইয়ামের আফসোস...)	১৯-মারইয়াম	২৩	৭৩৫
পরিত্যাগ (আরো দেখুন বর্জন/ত্যাগ শব্দটি)			
আখিরাতকে মানুষ পরিত্যাগ করে ও দুনিয়াকে ভালবাসে	৭৫-কিয়ামাহ্	২১	৯৯৪
আল্লাহ পরিত্যাগ করলে মুমিনদেরকে সাহায্য করবে কে?	৩-আলে ইমরান	১৬০	৫৫১
ইয়াউককে পরিত্যাগ না করা (নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপাস্য প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	২৩	৯৮৫
ইয়াগুছকে পরিত্যাগ না করা (নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপাস্য প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	২৩	৯৮৫
উপাস্য পরিত্যাগে অসম্মত আদ সম্প্রদায় (হূদের কথায়)	১১-হূদ	৫৩	৬৭০
উপাস্যদের পরিত্যাগ প্রসঙ্গ (মূসা আ. কর্তৃক ফিরআউনের উপাস্যদের)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ না করা (নূহ আ. সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	২৩	৯৮৫
ওয়াদ্দকে পরিত্যাগ না করা (নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপাস্য প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	২৩	৯৮৫
ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ (জুমার নামাজের আযান হলে)	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
প্রতিপালক মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করেননি	৯৩-দুহা	৩	১০২৬
মুহাম্মদকে প্রতিপালক পরিত্যাগ করেননি	৯৩-দুহা	৩	১০২৬
সুওয়াআকে পরিত্যাগ না করা (নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপাস্য প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	২৩	৯৮৫
স্ত্রী পরিত্যাগ করে পুরুষের সাথে যৌনকর্ম (লূত সম্প্রদায়ের)	২৬-শু'আরা	১৬৬	৭৯৬
স্রষ্টাকে ত্যাগ করে 'বা'আল'কে ডাকত ইলইয়াস সম্প্রদায়!	৩৭-সাফ্ফাত	১২৫	৮৬৩
পরিত্রাণ (আরো দেখুন উদ্ধার শব্দটি)			
সময় (অতীতের বহু জনগোষ্ঠী পরিত্রাণের সময় পায়নি)	৩৮-সোয়াদ	৩	৮৬৬
পরিধান			
অলংকার পরিধান (পরিধানের অলংকার আহরণ সমুদ্র থেকে)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
পোশাক পরিধান করবে জান্নাতীরা (সবুজ মিহি ও পুরো রেশমের)	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
পরিপক্ক			
ফলের পরিপক্কতা লাভ নিদর্শনস্বরূপ	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
মূসা আ. পরিপক্ক হলে আল্লাহ তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলেন	২৮-কাসাস	১৪	৮০৯
পরিপূর্ণ			
অগ্নিশিখায় আকাশ পরিপূর্ণ থাকা সম্পর্কে জিনদের উক্তি	৭২-জিন্	৮	৯৮৬
আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয়ে যেত আসহাবে কাহাফদের দেখলে..	১৮-কাহ্ফ	১৮	৭২৫
প্রজ্ঞা (পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা বা কুরআন কাফিরদের উপকারে আসেনি)	৫৪-কামার	৫	৯৩৬
প্রবেশ (পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশের নির্দেশ...)	২-বাক্বারা	২০৮	৫২৩
প্রতিপালকের বাণী (সত্য ও ন্যায় পরায়নতায় পরিপূর্ণ)	৬-আন্'আম	১১৫	৬০৭
পরিবর্তন			
অঙ্গীকার পরিবর্তন করেনি মুমিনরা (খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৩	৮৩৫
অন্তর ও দৃষ্টি পরিবর্তন করবেন আল্লাহ (মুশরিকদের)	৬-আন্'আম	১১০	৬০৬
অপরাধীদের পরিবর্তন করতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে	৩৬-ইয়াসীন	৬৭	৮৫৫
আল্লাহ পরিবর্তন করেন না (কোন সম্প্রদায়ের কাছে যা আছে তা...)	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
আল্লাহর সুন্নাতে পরিবর্তন পাওয়া যাবে না	৩৩-আহযাব	৬২	৮৩৯
আল্লাহর নিয়ম-নীতিতে কোন পরিবর্তন নেই	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
উদ্যান দুটি পরিবর্তন করে দিলেন আল্লাহ (বিস্বাদ ফল দিয়ে)	৩৪-সাবা	১৬	৮৪২
ওসিয়ত পরিবর্তনের পাপ বর্তাবে পরিবর্তনকারীর উপর	২-বাক্বারা	১৮১	৫২০
ওসিয়ত পরিবর্তনের পাপ (পরিবর্তনকারীর উপরেই বর্তাবে)	২-বাক্বারা	১৮১	৫২০
কথা পরিবর্তন (বনী ইসরাঈল কথা পরিবর্তন করায় আকাশ থেকে শাস্তি)	৭-আ'রাফ	১৬২	৬২৭
কথা পরিবর্তন করায় বনী ইসরাঈল জালিম হল	২-বাক্বারা	৫৯	৫০৭
কথা (আল্লাহর কথার রদবদল হয় না)	৫০-ক্বাফ	২৯	৯২৩
কুরআন পরিবর্তনের দাবী মুশরিকদের (নবীর প্রতি)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
ডান ও বামদিকে পাশ পরিবর্তন (আসহাবে কাহফকে)	১৮-কাহ্ফ	১৮	৭২৫
দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে (মুত্তাকীদের জন্য)	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
দিন রাতের পরিবর্তনের মাঝে শিক্ষা রয়েছে	২৪-নূর	৪৪	৭৭৮
দ্বীন পরিবর্তন করে দেবে মূসা আ. (ফিরআউনের আশঙ্কা)	৪০-মু'মিন	২৬	৮৮০
নিয়ামত পরিবর্তন (আল্লাহর নিয়ামত পরিবর্তন...)	২-বাক্বারা	২১১	৫২৩
নীতিতে (আল্লাহর নীতিতে কোন পরিবর্তন পাওয়া যাবে না)	৪৮-ফাত্হ	২৩	৯১৮
পাওয়া (আল্লাহর সুন্নতে পরিবর্তন পাওয়া যাবে না)	১৭-ইস্রা	৭৭	৭২০
পাপকে পবিবর্তন করে দিবেন পূণ্য দ্বারা তাদেরকে	২৫-ফুরকান	৭০	৭৮৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বাণী (আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায় বেদুঈনরা)	৪৮-ফাত্হ	১৫	৯১৭
বাণীর কোন পরিবর্তন নেই (মুত্তাকীদেরকে আল্লাহর সুসংবাদ প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৬৪	৬৬০
বায়ুর পরিবর্তনে নিদর্শন আছে (অনুধাবনকারীদের জন্য)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
মুমিনরা অঙ্গীকার পরিবর্তন করেনি (খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৩	৮৩৫
রাত দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন	৩-আলে ইমরান	১৯০	৫৫৪
সম্প্রদায় নিজেরা পরিবর্তন না করলে আল্লাহ পরিবর্তন করেন না...	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
সম্প্রদায় পরিবর্তন না করলে (নিজেদের মধ্যে যা আছে...)	৮-আনফাল	৫৩	৬৩৭
সৃষ্টিতে (আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই)	৩০-রূম	৩০	৮২৪
পরিবর্তনকারী			
আল্লাহ পরিবর্তনকারী নন কোন নেয়ামতের যা দান করেছেন...	৮-আনফাল	৫৩	৬৩৭
আল্লাহর বাণীর পরিবর্তনকারী নেই	৬-আন্'আম	৩৪	৫৯৯
প্রতিপালকের বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই	৬-আন্'আম	১১৫	৬০৭
বাণী (প্রতিপালকের বাণী পরিবর্তনরী কেউ নেই)	১৮-কাহ্ফ	২৭	৭২৬
পরিবর্তিত করা			
যমীনকে অন্য যমীনে এবং আকাশসমূহকেও (কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৮	৬৯৭
পরিবর্তে			
আল্লাহর পরিবর্তে (বান্দাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ)	১৮-কাহ্ফ	১০২	৭৩৩
বর্তমান স্ত্রীদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দিবেন আল্লাহ নবীকে যদি...	৬৬-তাহ্রীম	৫	৯৭০
স্ত্রীর পরিবর্তে রাসূল স. এর অন্য স্ত্রী গ্রহণ বৈধ না হওয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৫২	৮৩৮
পরিবার			
আইয়ুব আ.এর পরিবারকে আল্লাহ দয়াস্বরূপ কাছে ফিরিয়ে দেন	২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
আবু জাহলের পরিবারের নিকট দম্ভভরে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গ	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৩	৯৯৪
আযীযের স্ত্রীর পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্যদান করল	১২-ইউসুফ	২৬	৬৭৯
ইবরাহীমের পরিবারের উপর আল্লাহর দয়া ও বরকত	১১-হূদ	৭৩	৬৭২
উদ্ধার (আল্লাহ লূত আ. এর পরিবারকে উদ্ধার করলেন)	২৬-শু'আরা	১৭০	৭৯৬
ক্ষতি (কিয়ামতের দিন পরিবারের ক্ষতিসাধনকারীই ক্ষতিগ্রস্ত)	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
দাউদ আ. পরিবারকে কাজ করার নির্দেশ (কৃতজ্ঞতার সাথে)	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
ধ্বংস (সালিহের পরিবারের ধ্বংসে ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ করা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৯	৮০৪
নামাজের আদেশ দান (রাসূল স. এর পরিবার প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৩২	৭৪৯
নিহতের পরিবারকে রক্তপণ প্রদান করা (যদি মাফ না করে)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
নূহ আ. এর পরিবারকে উদ্ধার (মহাসঙ্কট থেকে)	৩৭-সাফ্ফাত	৭৬	৮৬০
নূহ আ. এর পরিবারভূক্ত নয় তার পুত্র (আল্লাহর ঘোষণা)	১১-হূদ	৪৬	৬৭০
নূহ আ.এর পরিবারকে মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার (আল্লাহর)	২১-আম্বিয়া	৭৬	৭৫৫
নূহ আ.এর পরিবারভূক্ত হিসেবে নিজ পুত্রকে রক্ষার আবেদন	১১-হূদ	৪৫	৬৬৯
ফিরে যাওয়া (আবু জাহল পরিবারের নিকট দম্ভভরে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৩	৯৯৪
ফিরিয়ে দেয়া (দয়াস্বরূপ আল্লাহ আইয়ুবের কাছে পরিবারকে ফিরিয়ে দেন)	২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
ফিরতে পারবে না পরিবারের নিকট কাফিররা (কিয়ামত হলে)	৩৬-ইয়াসীন	৫০	৮৫৪
বাসিন্দা (পরিবার মসজিদে হারামের বাসিন্দা না হলে...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
বাঁচানো (মুমিনের নিজ/পরিবারকে আগুন থেকে বাচানোর নির্দেশ)	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
মূসা আ.এর পরিবারকে অপেক্ষায় রেখে তুর পাহাড়ে যাওয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১০	৭৪১
মূসা আ.এর পরিবারের জন্য আগুন/খবর আনা(তূর পর্বতে আল্লাহকে দর্শন)	২৭-নামল	৭	৮০০
মূসা আ.এর পরিবারের রেখে যাওয়া অবশিষ্ট রয়েছে সিন্দুকে...	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
রক্তপণ প্রদান করা নিহতের পরিবারকে (যদি মাফ না করে)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
রাসূল স. পরিবারের কাছে ফিরে আসবে না (বেদুঈনদের ধারণা)	৪৮-ফাত্হ	১২	৯১৭
লূত আ.এর পরিবারকে উদ্ধার (পাথর বহনকারী ঝড় হতে)	৫৪-কামার	৩৪	৯৩৭
লূত-পরিবারের নিকট আসল প্রেরিত ফেরেশতারা	১৫-হিজর	৬১	৭০১
লূত পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করবেন ফেরেশতারা (স্ত্রী ব্যতীত)	১৫-হিজর	৫৯	৭০১
লূতের পরিবারকে আল্লাহ শাস্তি থেকে উদ্ধার করেন (স্ত্রী ছাড়া)	২৭-নামল	৫৭	৮০৪
লূতের পরিবারকে উদ্ধার করেছেন আল্লাহ (বৃদ্ধা স্ত্রী ব্যতীত)	৩৭-সাফ্ফাত	১৩৪	৮৬৩
লূতের পরিবারকে জনপদ থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত	২৭-নামল	৫৬	৮০৪
লূতের পরিবারকে রক্ষার প্রার্থনা (সম্প্রদায়ের অপকর্ম থেকে)	২৬-শু'আরা	১৬৯	৭৯৬
সন্ধান (পরিবারের সন্ধান দিল মূসার বোন মূসার তত্ত্বাবধানের জন্য)	২৮-কাসাস	১২	৮০৮
সালিহের পরিবার-পরিজনকে ছামূদ সম্প্রদায়ের আক্রমণ প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৪৯	৮০৪
স্ত্রীর পরিবার থেকে সালিশ নিয়োগ (বিরোধের আশঙ্কা থাকলে)	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
স্বামীর পরিবার থেকে সালিশ নিয়োগ (বিরোধের জিনিস নিষ্পত্তির জন্য)	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
হারুন আ.এর পরিবারে রেখে যাওয়া অবশিষ্ট রয়েছে সিন্দুকে	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পরিবার-পরিজন			
অবস্থান করতে বলল মূসা আ. পরিবার পরিজনকে	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
ইউসুফ আ.এর ভাইদের পরিবার-পরিজনকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করেছে	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
ইউসুফ আ.এর ভাইয়েরা পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে পণ্যমূল্য ফেরৎ দেখতে পাবে	১২-ইউসুফ	৬২	৬৮২
ইয়াকুব আ.এর পরিবার-পরিজনের উপর নিয়ামত পূর্ণ করবেন আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
ইসমাঈল আ.এর পরিবার-পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত	১৯-মারইয়াম	৫৫	৭৩৭
উদ্ধার (লূত আ.এর পরিবার-পরিজনকে উদ্ধারের আশ্বাস ফেরেশতার)	২৯-আনকাবূত	৩২	৮১৮
ক্ষতি (নিজ/পরিজনের ক্ষতিসাধনকারীই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত)	৩৯-যুমার	১৫	৮৭২
খাদ্যসামগ্রী এনে দিব আমাদের পরিবার-পরিজনকে	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
খেতে দেয়া (পরিজনকে খেতে দেয়া খাদ্যের সমমানের খাদ্য মিসকিনকেও...)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
জান্নাতীরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শঙ্কিত অবস্থায় ছিল (দুনিয়ায়)	৫২-তূর	২৬	৯৩০
নিয়ে আসতে বললেন ইউসুফ (ভাইদের পরিবার পরিজনকে)	১২-ইউসুফ	৯৩	৬৮৫
নূহ আ.এর পরিবার-পরিজনকে নৌকায় উঠিয়ে নেয়ার নির্দেশ	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
নূহ আ. এর পরিবার পরিজনকে নৌকায় উঠানো...	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
বেদুঈনদের পরিবার-পরিজন তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে	৪৮-ফাত্হ	১১	৯১৭
মারইয়াম আ. পরিবার-পরিজন থেকে পৃথক হয়ে গেল	১৯-মারইয়াম	১৬	৭৩৫
মূসা আ.এর পরিবারের মধ্য থেকে সাহায্যকারী নিযুক্তির দোয়া	২০-ত্বা-হা	২৯	৭৪২
মূসা আ. পরিবার-পরিজনসহ যাত্রা করল	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
রাসূল পরিবার পরিজন থেকে ভোরে বের হলেন	৩-আলে ইমরান	১২১	৫৪৭
লূত আ.কে পরিবার-পরিজনসহ রাতে বের হওয়ার নির্দেশ	১৫-হিজর	৬৫	৭০১
লূত আ.এর পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ উদ্ধার করেন (স্ত্রীকে ছাড়া)	৭-আ'রাফ	৮৩	৬২০
লূতের পরিবার-পরিজনসহ রাতে বের হওয়ার পরামর্শ	১১-হূদ	৮১	৬৭৩
পরিবার প্রধান			
ছামূদ সম্প্রদায়ের নয়জন পরিবারপ্রধান যারা সংশোধন করতনা...	২৭-নামল	৪৮	৮০৪
পরিবেশ			
পরিবেশ বিপর্যয় (ফ্যাসাদ)	৩০-রূম	৪১	৮২৫
পরিবেশবিদ্যা প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
পরিবেশন			
চিরকিশোরগণ জান্নাতে পরিবেশন করবে	৭৬-দাহ্র	১৯	৯৯৬
জান্নাতে ঘুরে ঘুরে রৌপ্য পাত্র ও স্ফটিক গ্লাস পরিবেশন করা হবে	৭৬-দাহ্র	১৫	৯৯৫
পরিবেষ্টন			
অপরাধে পরিবেষ্টিত ব্যক্তি আগুনের অধিবাসী হবে	২-বাক্বারা	৮১	৫০৯
আকাশ-পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে (আল্লাহর কুরসী)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন কিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ	৪৮-ফাত্হ	২১	৯১৮
আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন (রাসূলদের কাছে যা কিছু আছে)	৭২-জিন্	২৮	৯৮৭
আল্লাহ জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন আল্লাহ পেছন থেকে	৮৫-বুরূজ	২০	১০১৬
কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবে (কিয়ামত সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ)	৪৫-জাছিয়া	৩৩	৯০৭
কাফিরদেরকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রাখেন	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
কাফিরকে পরিবেষ্টন করবে শাস্তি (যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত)	১১-হূদ	৮	৬৬৬
কাফিরদের পরিবেষ্টন করে আছে জাহান্নাম	২৯-আনকাবূত	৫৪	৮২০
কাফিরদের পরিবেষ্টন করল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত	৪০-মু'মিন	৮৩	৮৮৫
কাফিরদের পরিবেষ্টন করল তা-ই যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত	১৬-নাহ্ল	৩৪	৭০৫
খবর জুলকারনাইনের (আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন..)	১৮-কাহ্ফ	৯১	৭৩২
জালিমদের পরিবেষ্টন করবে (যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত	৩৯-যুমার	৪৮	৮৭৫
জালিমদের পরিবেষ্টন করবে আগুন....	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
জাহান্নাম কাফিরদের পরিবেষ্টন করে আছে	২৯-আনকাবূত	৫৪	৮২০
জ্ঞান দ্বারা মানুষ আল্লাহকে পরিবেষ্টন করতে পারে না	২০-ত্বা-হা	১১০	৭৪৮
জ্ঞানে (আল্লাহ সবকিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন)	২০-ত্বা-হা	৯৮	৭৪৭
জ্ঞানে পরিবেষ্টন (প্রতিপালক সবকিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করেছেন)	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করেছিল (যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল)	৬-আন্'আম	১০	৫৯৬
দয়া ও জ্ঞান (প্রতিপালকের দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
পরিবেষ্টন (প্রতিপালক সবকিছু জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করে (যা নিয়ে বিদ্রূপ করেছিল)	২১-আম্বিয়া	৪১	৭৫২
মন্দকাজের ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন প্রতিপালক	১৭-ইস্রা	৬০	৭১৯
শাস্তি পরিবেষ্টন করল ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী আদ জাতিকে	৪৬-আহ্কাফ	২৬	৯১০
সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে (আল্লাহর দয়া)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন প্রতিপালক	৪১-ফুস্সিলাত	৫৪	৮৯০
হুতামা পরিবেষ্টন করবে (নিন্দাকারী/সম্পদ জমাকারীকে)	১০৪-হুমাযা	৮	১০৩৩
পরিবেষ্টনকারী			
আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন কাফিরদের কাজ	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭
আল্লাহ পরিবেষ্টনকারী (মুনাফিকদের কার্যক্রম)	৪-নিসা	১০৮	৫৭১
আল্লাহ পরিবেষ্টনকারী (তাদের কাজ যারা...)	৮-আনফাল	৪৭	৬৩৬
আল্লাহ সবকিছুর পরিবেষ্টনকারী (আকাশ-পৃথিবীর)	৪-নিসা	১২৬	৫৭২
জাহান্নাম পরিবেষ্টনকারী (কাফিরদেরকে পরিবেষ্টনকারী)	৯-তাওবা	৪৯	৬৪৫
দিন (সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশংকা শোয়াইব আ.এর সম্প্রদায়ের জন্য)	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
প্রতিপালক পরিবেষ্টনকারী (মাদইয়ানবাসীদের কৃতকর্ম)	১১-হূদ	৯২	৬৭৪
পরিবেষ্টিত			
তরঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার আশঙ্কা (সমুদ্রযাত্রীদের)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
পরিবহন (দেখুন বহন শব্দটি)			
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চাঁদ ও সূর্য পরিভ্রমণ করে	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চন্দ্র-সূর্য প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
পরিমাণ			
অণু পরিমাণ জুলুমও আল্লাহ করেন না	৪-নিসা	৪০	৫৬২
অণু পরিমাণ জিনিসও অগোচর নয় আল্লাহর কাছে	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
অণু পরিমাণ কিছুই আল্লাহর অগোচরে নয়	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
অণু পরিমাণ ভাল কাজ করলেও মানুষ তা কিয়ামতে দেখবে	৯৯-যিল্যাল	৭	১০৩০
অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলেও মানুষ তা কিয়ামতে দেখবে	৯৯-যিল্যাল	৮	১০৩০
অণু পরিমাণের মালিক নয় (ধারণাকৃত ইলাহগণ)	৩৪-সাবা	২২	৮৪৩
জ্ঞানের (আল্লাহ বিমুখদের জ্ঞানের পরিমাণ...)	৫৩-নাজম	৩০	৯৩৩
দিন (আখিরাতের এক দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর)	৭০-মা'আরিজ	৪	৯৮১
দিনের (...যে দিনের পরিমাণ মানুষের গণনায় হাজার বছর)	৩২-সাজ্দা	৫	৮৩০
নির্দিষ্ট পরিমাণ অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (প্রত্যেক বস্তু)	১৫-হিজর	২১	৬৯৯
নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত তুচ্ছ পানিকে রাখেন (নিরাপদ স্থানে)	৭৭-মুরসালাত	২২	৯৯৮
নির্ধারণ (আল্লাহ সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
ন্যায্যভাবে পুরোপুরি পরিমাণ ও ওজন দেয়ার নির্দেশ	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
পানি (পরিমাণমত পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ আকাশ থেকে)	২৩-মু'মিনূন	১৮	৭৬৭
প্লাবিত (উপত্যকা পপিমাণমত প্লাবিত হয় বৃষ্টিতে)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
রিযিক (আল্লাহ যে পরিমাণ ইচ্ছা রিযিক অবতীর্ণ করেন)	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
সরিষা দানার পরিমাণ কাজও কিয়ামতে উপস্থিত করা হবে	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
সরিষার দানা পরিমাণ ক্ষুদ্র বস্তুও আল্লাহ উপস্থিত করবেন	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
পরিমাপ (আরো দেখুন ওজন/মাপ শব্দটি)			
আল্লাহ পরিমাপ করেছেন সবকিছু	২৫-ফুরকান	২	৭৮২
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন রিযিক পরিমাপ করে দেন	১৩-রা'দ	২৬	৬৯১
উট বোঝাই পরিমাপ (বরাদ্দ) বৃদ্ধি করে নেবে (ইউসুফ আ.এর ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
নিষিদ্ধ (পরিমাপ নিষিদ্ধ ইউসুফ আ.এর ভাইদের জন্য)	১২-ইউসুফ	৬৩	৬৮২
নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (সবকিছু)	৫৪-কামার	৪৯	৯৩৮
ন্যায্যভাবে পরিমাপ করার নির্দেশ...	৫৫-রাহমান	৯	৯৩৯
পূর্ণ করা (পরিমাপ পূর্ণ করে দেয় ইউসুফ আ.)	১২-ইউসুফ	৫৯	৬৮২
পূর্ণ (পরিমাপ পূর্ণ করে দিতে বলল ইউসুফের ভাইয়েরা...)	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
বরাদ্দ (পরিমাপ বরাদ্দ থাকবে না বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে না আসলে)	১২-ইউসুফ	৬০	৬৮২
বস্তু (প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর নিকট নির্দিষ্ট পরিমাপে রয়েছে)	১৩-রা'দ	৮	৬৮৯
বুননে পরিমাপ রক্ষার নির্দেশ (বর্ম তৈরী প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১১	৮৪২
বৈমাত্রেয় ভাইকে পাঠানোর অনুরোধ পিতাকে (পরিমাপ বরাদ্দ পেতে)	১২-ইউসুফ	৬৩	৬৮২
মাপ পূর্ণ করা (পরিমাপের সময়)	১৭-ইস্রা	৩৫	৭১৭
রিযিক পরিমাপ করে দেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
রিযিক পরিমাপ করে দেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	৪২-শূরা	১২	৮৯২
রিযিক পরিমাপ করে দেন প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা	৩৪-সাবা	৩৬	৮৪৪
রিযিক পরিমাপ করে দেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	৩০-রূম	৩৭	৮২৪
রিযিক পরিমাপ/প্রসারিত করার মধ্যে মুমিনের জন্য নিদর্শন আছে	৩৯-যুমার	৫২	৮৭৫
রিযিক পরিমাপ করে দেন প্রতিপালক (যার জন্য ইচ্ছা)	৩৪-সাবা	৩৯	৮৪৪
রিযিক পরিমাপ করে দেন প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা	১৭-ইস্রা	৩০	৭১৬
রিযিক (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক পরিমাপ করে দেন)	২৯-আনকাবূত	৬২	৮২১
পরিমাপ যন্ত্র (মীযান)			
স্থাপন (দয়াময় আল্লাহ মীযান/পরিমাপ যন্ত্র স্থাপন করেছেন)	৫৫-রাহমান	৭	৯৩৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পরিমিত			
আল্লাহ পরিমিত করে দিয়েছেন (সবকিছু)	৮৭-আ'লা	৩	১০১৮
পানি (আল্লাহই আকাশ থেকে পরিমিত পরিমাণে পানি বর্ষণ করেন)	৪৩-যুখরুফ	১১	৮৯৬
মানুষকে সৃষ্টির পর পরিমিত করেছেন আল্লাহ	৮০-আবাসা	১৯	১০০৬
পরিশুদ্ধ (আরো দেখুন সংশোধন শব্দটি)			
অন্ধ ব্যক্তিটি হয়তো পরিশুদ্ধ হত! ...	৮০-আবাসা	৩	১০০৬
অপরাধ স্বীকারকারীদের পরিশুদ্ধ করবেন রাসূল স. যাকাতের মাধ্যমে	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
আল্লাহ পরিশুদ্ধ করতে পারেন হৃদয়ের বিষয়	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
আল্লাহ পরিশুদ্ধ করবেন না তাদেরকে যারা...	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
আল্লাহ পরিশুদ্ধ করেন যাকে ইচ্ছা	২৪-নূর	২১	৭৭৫
কিতাব গোপনকারীদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না আল্লাহ কিয়ামতে	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
নিজেকে পরিশুদ্ধ করে মানুষ নিজেরই কল্যাণের জন্য	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
পবিত্র ও পরিশুদ্ধ পন্থা (ঈমানদারদের জন্য)	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
প্রতিদান (পরিশুদ্ধদের প্রতিদান স্থায়ী জান্নাত)	২০-ত্বা-হা	৭৬	৭৪৫
ফিরআউনের পরিশুদ্ধ হওয়ার আগ্রহ জানতে মূসা আ.কে নির্দেশ	৭৯-নাযি'আত	১৮	১০০৩
মধুর নহর (জান্নাতে রয়েছে পরিশুদ্ধ মধুর নহর)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
মুমিনদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৪১	৫৪৯
মুমিনদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন রাসূল	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
মু'মিনরা পরিশুদ্ধ হতে পারত না (আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে)	২৪-নূর	২১	৭৭৫
রাসূল স. পরিশুদ্ধ করবেন (মানুষকে)	২-বাক্বারা	১২৯	৫১৪
রাসূল স. পরিশুদ্ধ করবেন মানুষদেরকে	২-বাক্বারা	১৫১	৫১৭
রাসূল স. মানুষদেরকে পরিশুদ্ধ করেন	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
সফল (যে নিজেকে পবিত্র করে সেই সফল)	৯১-শাম্স	৯	১০২৪
সফল (যে পরিশুদ্ধ হবে সেই সফল হবে)	৮৭-আ'লা	১৪	১০১৮
সম্পদ দান (পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সম্পদ দান)	৯২-লাইল	১৮	১০২৫
স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি (রাসূল স. এর কোন দায়িত্ব নেই)	৮০-আবাসা	৭	১০০৬
পরিশুদ্ধতম			
খাদ্য (পরিশুদ্ধতম খাদ্য দেখে নিয়ে আসা শহর থেকে)..	১৮-কাহ্ফ	১৯	৭২৫
ফিরে যাওয়াই পবিত্রম পন্থা (ফিরে যেতে বলা হলে)	২৪-নূর	২৮	৭৭৬
মু'মিনদের জন্য পবিত্রতম (সংযত দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানের হেফাজত)	২৪-নূর	৩০	৭৭৬
পরিশোধ			
দিয়াত পরিশোধ করতে হবে (সঠিকভাবে)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
পরিশ্রম			
মানুষ সৃষ্টি পরিশ্রমের মধ্যে	৯০-বালাদ	৪	১০২৩
পরিহার			
অনুমান পরিহার করার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
অশ্লীল কাজ পরিহার (মুমিনের গুণ)	৪২-শূরা	৩৭	৮৯৪
উপদেশ বর্জন করে কেবল দুর্ভাগারা	৮৭-আ'লা	১১	১০১৮
কবীরা গুনাহ পরিহার (মুমিনের গুণ)	৪২-শূরা	৩৭	৮৯৪
কিতাব পরিহার করে মুখ ফিরিয়ে নিল একদল...	৩-আলে ইমরান	২৩	৫৩৮
তাগুত (রাসূলরা আল্লাহর ইবাদত করতে/তাগুত পরিহারের নির্দেশ দেন)	১৬-নাহ্ল	৩৬	৭০৬
তাগুতের উপাসনা পরিহারকারী বান্দাদের জন্য সুসংবাদ	৩৯-যুমার	১৭	৮৭২
বড় বড় পাপ পরিহার করা	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
মদ জুয়া মূর্তিপুজার বেদী ভাগ্য নির্ণায়ক তীর পরিহারের নির্দেশ	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
পরীক্ষা			
অন্তর (মুমিনদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য আল্লাহর পরীক্ষা...)	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
অন্তরে রোগাক্রান্তদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ (শয়তানের নিক্ষেপ করা)	২২-হাজ্জ	৫৩	৭৬৩
আল্লাহর (শপথের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন)	১৬-নাহ্ল	৯২	৭১০
আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান মানুষকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
আল্লাহ পরীক্ষা করতে পারেন বক্ষে যা আছে	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
ইবরাহীম আ.কে পরীক্ষা (প্রতিপালকের কয়েকটি বাণী দ্বারা)	২-বাক্বারা	১২৪	৫১৪
ইবরাহীম আ. এর জন্য পরীক্ষা (পুত্র কুরবানীর আদেশ)	৩৭-সাফ্ফাত	১০৬	৮৬২
একজনকে অপর জনের দ্বারা পরীক্ষা করেন আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
কল্যাণ ও অকল্যাণ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করা হয়	৭-আ'রাফ	১৬৮	৬২৮
কাজে কে উত্তম তা পরীক্ষার জন্য আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি	১১-হূদ	৭	৬৬৬
কাফিরদের জন্য পরীক্ষা (জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাফিরদেরকে (মক্কাবাসীদেরকে) পরীক্ষায় ফেলা (আল্লাহর পরীক্ষা)	৬৮-ক্বালাম	১৭	৯৭৫
গোপন বিষয় পরীক্ষা করা হবে (কিয়ামতে)	৮৬-তারিক	৯	১০১৭
ছামূদ সম্প্রদায়কে পরীক্ষা (অমঙ্গল প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৭	৮০৪
ছামুদ জাতিকে পরীক্ষা (উটনী প্রেরণ করে)	৫৪-কামার	২৭	৯৩৭
জালিমদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ যাক্কুম বৃক্ষ বানিয়েছেন আল্লাহ	৩৭-সাফ্ফাত	৬৩	৮৬০
জিনদেরকে আল্লাহর পরীক্ষা প্রসঙ্গ	৭২-জিন্	১৭	৯৮৭
তালুত বাহিনীকে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ এক নহরে...	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
দাউদকে পরীক্ষা (আল্লাহর পক্ষ থেকে)	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
নেয়ামত পরীক্ষাস্বরূপ কিন্তু মানুষ একে নিজ জ্ঞানলব্ধ অর্জন ভাবে	৩৯-যুমার	৪৯	৮৭৫
পাষাণহৃদয় লোকদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ (শয়তানের নিক্ষেপ করা)	২২-হাজ্জ	৫৩	৭৬৩
পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল (ঈমান সম্পর্কে)	২৯-আনকাবূত	৩	৮১৬
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের জন্য ...	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
প্রতিপালকের পরীক্ষা (মূসা আ.এর সম্প্রদায়কে ভূমিকম্প দ্বারা ধ্বংস প্র.)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
ফির'আউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলেন (আল্লাহ)	৪৪-দুখান	১৭	৯০২
বনী ইসরাঈলের জন্যে পরীক্ষা (ফিরআউন কর্তৃক পুত্র সন্তানদের জবাই...)	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করার জন্য (নিদর্শন দেয়া)	৪৪-দুখান	৩৩	৯০৩
বনী ইসরাঈলকে বাছুরের মাধ্যমে পরীক্ষা(হারূন আ.এর উক্তি)	২০-ত্বা-হা	৯০	৭৪৬
বাগানওয়ালাদের পরীক্ষায় ফেলা (আল্লাহর পরীক্ষা)	৬৮-ক্বালাম	১৭	৯৭৫
বানানো (পরীক্ষা বানিয়েছেন আল্লাহ পরস্পরকে পরস্পরের জন্য)	২৫-ফুরকান	২০	৭৮৩
ভাল-মন্দ দ্বারা আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন	২১-আম্বিয়া	৩৫	৭৫২
ভোগ্যসামগ্রী দ্বারা পরীক্ষা (দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী)	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯
মর্যাদা (পরীক্ষার জন্য আল্লাহ কতককে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন)	৬-আন্'আম	১৬৫	৬১২
মহাপরীক্ষা (বনী ইসরাঈলের জন্য প্রতিপালকের পরীক্ষা)	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
মানুষের কতকের দ্বারা কতককে পরীক্ষা করা হয়	৬-আন্'আম	৫৩	৬০০
মানুষকে পরীক্ষার জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৌন্দর্যস্বরূপ বানিয়েছেন..	১৮-কাহ্ফ	৭	৭২৪
মানুষকে পরীক্ষার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি	৬৭-মুলক	২	৯৭২
মানুষকে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ ভয়-ভীতি দিয়ে	২-বাক্বারা	১৫৫	৫১৭
মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য দৃষ্টি/শ্রবণশক্তিসম্পন্ন বানানো হয়েছে	৭৬-দাহর	২	৯৯৫
মানুষকে পরীক্ষা করেন প্রতিপালক (রিযিক সঙ্কুচিত করে দিয়ে)	৮৯-ফাজ্র	১৬	১০২১
মানুষকে পরীক্ষা করেন প্রতিপালক (অনুগ্রহ দান করে)	৮৯-ফাজ্র	১৫	১০২১
মানুষকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে না (ঈমান প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	২	৮১৬
মুমিনদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ (সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ)	৬৪-তাগাবুন	১৫	৯৬৭
মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা হবে (তাদের সম্পদ ও জীবনের মধ্যে)	৩-আলে ইমরান	১৮৬	৫৫৪
মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা উত্তম পরীক্ষা	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩
মুমিনদেরকে আল্লাহর পরীক্ষা (ইহরামে শিকার প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
মুনাফিকদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করে জেনে নিবেন ..	৪৭-মুহাম্মাদ	৩১	৯১৪
মুনাফিকদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয় প্রতি বছর দুই একবার...	৯-তাওবা	১২৬	৬৫৩
মুনাফিকদের খবরাদি আল্লাহ পরীক্ষা করবেন	৪৭-মুহাম্মাদ	৩১	৯১৪
মুমিন নারীদের পরীক্ষা করা (হিজরত করে মুমিনদের কাছে আসলে)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
মুশরিকদের জন্য পরীক্ষা/জীবনোপভোগ প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	১১১	৭৫৭
মুমিনদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (সরিয়ে দিলেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল (খন্দকের যুদ্ধে)	৩৩-আহযাব	১১	৮৩৪
মূসা আ.কে আল্লাহ পরীক্ষার মত পরীক্ষা করেন	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মূসা আ.এর সম্প্রদায়কে পরীক্ষা (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৫	৭৪৬
শনিবারওয়ালাদেরকে পরীক্ষা (মাছ শিকার প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
শপথের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন	১৬-নাহ্ল	৯২	৭১০
সংবাদ (পাপাচারী কর্তৃক আনিত সংবাদ পরীক্ষা করার নির্দেশ)	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ (মুমিনদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ)	৬৪-তাগাবুন	১৫	৯৬৭
সন্তান-সন্ততি (মু'মিনদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ)	৮-আনফাল	২৮	৬৩৪
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (মুমিনদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ)	৬৪-তাগাবুন	১৫	৯৬৭
সালাম দাতাকে পরীক্ষা করে নেয়া ('মুমিন নও' বলা যাবেনা)	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
সুলায়মানকে আল্লাহর পরীক্ষা (তার আসনে একটি দেহ রেখে)	৩৮-সোয়াদ	৩৪	৮৬৮
সুলাইমানকে আল্লাহর পরীক্ষা (কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ হওয়ার ব্যাপারে)	২৭-নামল	৪০	৮০৩
হারূত-মারূত আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা (জাদু প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পরীক্ষাকারী			
আল্লাহ পরীক্ষাকারী (কাফির সম্প্রদায়কে)	২৩-মু'মিনূন	৩০	৭৬৭
পরীক্ষা (ফিতনা)			
ফিতনা/পরীক্ষা আসলে দ্বিধার সাথে ইবাদতকারী মুখ ফিরায়	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৭
পরীক্ষার পাত্র			
জালিমদের পরীক্ষার পাত্র না বানানোর জন্য দোয়া (মূসার জাতির)	১০-ইউনুস	৮৫	৬৬২
পরে			
ঈসা আ. এর পরে রাসূল স. এর আগমনের সুসংবাদ	৬১-সাফ্ফ	৬	৯৬০
উত্তরসূরীরা যারা পরে আসল (তারা সালাত নষ্ট করল ও...)	১৯-মারইয়াম	৫৯	৭৩৮
মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে পরে পাঠিয়েছেন আল্লাহ...	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
যাকারিয়ার পরে উত্তরাধিকারীর জন্য প্রার্থনা	১৯-মারইয়াম	৫	৭৩৪
রাসূল স. কে উৎখাত করার পরে কাফিররা সামান্যই টিকে থাকত	১৭-ইসরা	৭৬	৭২০
সূর্যের পর যখন চাঁদ আবির্ভূত হয় তার কসম	৯১-শামস্	২	১০২৪
পর্দা (আরো দেখুন আচ্ছাদন/পোশাক শব্দটি)			
অন্তরাল (পর্দার অন্তরাল ছাড়া আল্লাহ মানুষের সাথে কথা বলেন না)	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
অল্পবয়স্কদের পর্দা	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পর্দা	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
উত্যক্ত হওয়া, কষ্ট পাওয়া থেকে রক্ষা (পর্দা করলে)	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
কথা বলার ক্ষেত্রে পর্দা	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
ঘরে অবস্থান করা (পর্দার উদ্দেশ্যে)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
চাদর গায়ের উপর ঝুলিয়ে দেয়া	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
চোখের উপর আল্লাহ পর্দা এঁটে দিয়েছেন (প্রবৃত্তি পূজারীর চোখে)	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদের মাঝে পর্দা থাকবে...	৭-আ'রাফ	৪৬	৬১৭
দৃষ্টি সংযত রাখা (পুরুষের)	২৪-নূর	৩০	৭৭৬
দৃষ্টি সংযত রাখা (নারীর)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
নারীর পর্দা	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
নারীর পর্দা	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
পেছন (নবীপত্নীর কাছে চাইলে পর্দার পেছন থেকে চাইতে হবে)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দেন আল্লাহ অবিশ্বাসী ও রাসূল স. এর মাঝে...	১৭-ইসরা	৪৫	৭১৭
পুরুষের পর্দা	২৪-নূর	৩০	৭৭৬
বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পর্দা	২৪-নূর	৬০	৭৮০
মাহ্‌রামদের পর্দা	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
মাথার কাপড়ের কিছু অংশ দ্বারা গলদেশ ঢেকে রাখা	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
মারইয়াম পর্দা গ্রহণ করল (পরিবার থেকে আড়াল হওয়ার জন্য)	১৯-মারইয়াম	১৭	৭৩৫
যাদের সাথে পর্দা করার প্রয়োজন নেই (মাহ্‌রাম)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
যাদের সাথে দেখা করা বৈধ	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
লজ্জাস্থানের হেফাযত করা (পুরুষের)	২৪-নূর	৩০	৭৭৬
লজ্জাস্থানের হেফাযত করা (নারীর)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা প্রসঙ্গ	২৪-নূর	৩৯	৭৭৭
সৌন্দর্য প্রদর্শনের সীমা	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পা না ফেলা	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না বেড়ানো	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
পর্বত (আরো দেখুন পাহাড় শব্দটি)			
অবতীর্ণ (কুরআন যদি পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হত)	৫৯-হাশর	২১	৯৫৭
অসম্মতি (আমানত বহনে আকাশ-পৃথিবী-পর্বতের অসম্মতি প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৭২	৮৪০
আশ্রয় (নূহ আ. পুত্র প্লাবন থেকে রক্ষা পেতে পর্বতে আশ্রয় নেয়)	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
উচ্চতায় পর্বত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না মানুষ	১৭-ইসরা	৩৭	৭১৭
উঠানো (পর্বতমালা ও যমীনকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে)	৬৯-হাক্কাহ্	১৪	৯৭৮
উৎপাটন (পর্বতমালাকে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করবেন)	২০-ত্বা-হা	১০৫	৭৪৭
উৎপাটন করা হবে (কিয়ামতের দিন)	৭৭-মুরসালাত	১০	৯৯৭
কসম (আল্লাহ সিনাই পর্বতের কসম করেছেন)	৯৫-তীন	২	১০২৭
চলমান (নিশ্চল পর্বত কিয়ামতে মেঘের মত চলমান হবে)	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
চলা (কিয়ামতের দিন পর্বত দ্রুত গতিতে চলবে)	৫২-তূর	১০	৯২৯
চালিত করবেন আল্লাহ পর্বতকে (কিয়ামতের দিন)..	১৮-কাহ্ফ	৪৭	৭২৮
চালিত করা (কিয়ামতের দিন পর্বতকে চালিত করা হবে)	৮১-তাকভীর	৩	১০০৮
চালিত করা হবে পর্বতকে (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন)	৭৮-নাবা	২০	১০০১
চূর্ণ বিচূর্ণ হবে পর্বতমালা (কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫	৯৪৩
জাহাজ (সমুদ্রে চলমান পর্বত সমান জাহাজ আল্লাহর নিদর্শন)	৪২-শূরা	৩২	৮৯৪
টলে যাওয়া (জালিমরা পর্বত টলে যাওয়ার মত ষড়যন্ত্র করল)	১৪-ইবরাহীম	৪৬	৬৯৭
তুলে ধরা (বনী ইসরাঈলের উপরে পর্বতকে তুলে ধরা)	৭-আ'রাফ	১৭১	৬২৮
দাউদের সাথে পর্বতকে নিয়োজিত করেছেন আল্লাহ	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
দাউদের সাথে পাখি/পর্বতকে আল্লাহ নিয়োজিত করেছেন	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
ধুনিত পশমের মত হবে পর্বত (কিয়ামতের দিন)	৭০-মা'আরিজ	৯	৯৮১
ধুনিত পশমের মত হয়ে যাবে পর্বতসমূহ (মহাপ্রলয়ের দিন)	১০১-ক্বারি'আ	৫	১০৩১
ধ্বসে পড়া (পর্বত ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয় কাফিরদের কথায়)	১৯-মারইয়াম	৯০	৭৪০
নিশ্চল পর্বত কিয়ামতে মেঘের মত চলমান হবে	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
নৌযান(সমুদ্রে পর্বতের মত উঁচু নৌযান প্রতিপালকের নিয়ন্ত্রণে)	৫৫-রাহ্মান	২৪	৯৪০
পশম (মহাপ্রলয়ের দিন পর্বতসমূহ ধুনিত পশমের মত হয়ে যাবে)	১০১-ক্বারি'আ	৫	১০৩১
পৃথিবীতে সুদৃঢ় ও সুউচ্চ পর্বতমালা বানিয়েছেন আল্লাহ	৭৭-মুরসালাত	২৭	৯৯৮
পৃথিবীতে আল্লাহ পর্বত স্থাপন করেছেন	২৭-নামল	৬১	৮০৫
পৃথিবীতে পর্বত সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তা আন্দোলিত না হয়	২১-আম্বিয়া	৩১	৭৫২
পৃথিবীতে পর্বত স্থাপন করা হয়েছে যেন তা আন্দোলিত না হয়	১৬-নাহ্ল	১৫	৭০৪
পেরেক (আল্লাহ পর্বতকে পেরেক বানিয়েছেন)	৭৮-নাবা	৭	১০০০
প্রকম্পিত (পর্বত প্রকম্পিত হবে কিয়ামতের দিন)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৪	৯৮৮
বানানো (পৃথিবীতে পর্বত বানিয়েছেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
বালুকা (পর্বত বহমান বালুকায় পরিণত হবে কিয়ামতে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৪	৯৮৮
বিশাল পর্বতের মত হল (বিভক্ত নীলনদের প্রত্যেক ভাগ)	২৬-শু'আরা	৬৩	৭৯১
মধ্যবর্তী স্থান পর্বতের লৌহখণ্ড দ্বারা পূর্ণ করা (জুলকারনাইনের)	১৮-কাহ্ফ	৯৬	৭৩২
সিজদা (পর্বত আল্লাহকে সিজদা করে)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
সিনাই পর্বতের কসম করেছেন আল্লাহ	৯৫-তীন	২	১০২৭
সিনাই পর্বতে এক প্রকার গাছ (যায়তুন গাছ) উৎপন্ন হয়	২৩-মু'মিনূন	২০	৭৬৭
স্থাপন (পর্বত কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত...)	৮৮-গাশিয়াহ্	১৯	১০২০
স্থাপন (পর্বতমালা স্থাপন করেছেন আল্লাহ যমীনে)	৫০-ক্বাফ	৭	৯২২
স্থাপন (পৃথিবীতে পর্বত স্থাপন করা হয়েছে যেন তা আন্দোলিত না হয়)	১৬-নাহ্ল	১৫	৭০৪
স্থাপন (পৃথিবী যাতে আন্দোলিত না হয় সেজন্য পর্বত স্থাপন...)	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
পর্বত (তূর)			
কসম (তূর পর্বতের কসম)	৫২-তূর	১	৯২৯
পর্বতমালা			
তাসবীহ (পর্বতমালাকে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ)	৩৪-সাবা	১০	৮৪২
পবিত্রতা ঘোষণার জন্য আল্লাহ পর্বতমালাকে নিয়োজিত করেছেন	৩৮-সোয়াদ	১৮	৮৬৭
স্থাপন (পর্বতমালা স্থাপন করেছেন আল্লাহ পৃথিবীতে)	১৫-হিজর	১৯	৬৯৯
স্থাপন (আল্লাহ পৃথিবীতে পর্বতমালাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন)	৭৯-নাযি'আত	৩২	১০০৪
পর্বতমালা (মেঘ)			
শিলাবৃষ্টি বর্ষণ (আকাশ থেকে)	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
পর্বতসদৃশ			
ঢেউ (পর্বতসদৃশ ঢেউয়ের মধ্যে নূহ আ.এর নৌকা চলতে থাকল)	১১-হূদ	৪২	৬৬৯
পর্যটক (যাত্রীদল)			
যাত্রী/মুমিনের জন্য সমুদ্রের শিকার খাওয়া হালাল	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
পর্যবেক্ষক			
আল্লাহ পর্যবেক্ষক (প্রতিটি প্রাণ যা অর্জন করে তার উপর)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
আল্লাহ সবকিছুর উপর পর্যবেক্ষক	৩৩-আহযাব	৫২	৮৩৮
আল্লাহ মানুষের উপর পর্যবেক্ষক	৪-নিসা	১	৫৫৬
আল্লাহই পর্যবেক্ষক মানুষের কার্যকলাপের...	৫-মায়িদা	১১৭	৫৯৫
প্রস্তুত (মানুষের কথা সংরক্ষণের জন্য একজন পর্যবেক্ষক প্রস্তুত)	৫০-ক্বাফ	১৮	৯২৩
পর্যবেক্ষণ			
সম্প্রদায়কে পর্যবেক্ষণ করতে বললেন শু'আইব আ.	১১-হূদ	৯৩	৬৭৪
পর্যবেক্ষণকারী			
নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণকারীদের জন্য (লূত জাতির ঘটনায়)	১৫-হিজর	৭৫	৭০১
শু'আইব আ. নিজেও পর্যবেক্ষণকারী	১১-হূদ	৯৩	৬৭৪
পর্যায়ক্রমে			
আল্লাহ পর্যায়ক্রমে ধরবেন (কুরআনকে মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে)	৬৮-ক্বালাম	৪৪	৯৭৭
কুরআন পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ (রাসূল স. এর প্রতি)	৭৬-দাহর	২৩	৯৯৬
সৃষ্টি (মাতৃগর্ভে তিন ধরনের অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি)	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন)	৭১-নূহ্	১৪	৯৮৪
পার্শ্ব			
আল্লাহকে স্মরণ করা (পার্শ্বের উপর শুয়ে...)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
তূর পর্বতের পাশে রাসূল ছিলেন না (মূসাকে আহ্বানের সময়)	২৮-কাসাস	৪৬	৮১২
দাগ (কপাল পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে তাদেরকে...)	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩
মুমিনের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয় (তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গ)	৩২-সাজদা	১৬	৮৩১
পার্শ্ববর্তী			
সঙ্গী (পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
সদ্ব্যবহার (পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
পলক			
চোখের এক পলকের মত আল্লাহর আদেশ (মাত্র একবার)	৫৪-কামার	৫০	৯৩৮
চোখের পলকের মত কিয়ামত বরং তার চেয়ে নিকটবর্তী	১৬-নাহ্ল	৭৭	৭০৯
সুলাইমানের পলক ফেলার পূর্বে সাবার রানীর সিংহাসন আনা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৪০	৮০৩
পলায়ন (আরো দেখুন পালানো শব্দটি)			
আসহাবে কাহফ থেকে পলায়ন (ভয়ে)	১৮-কাহ্ফ	১৮	৭২৫
ইউনুস আ. পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌঁছল	৩৭-সাফ্ফাত	১৪০	৮৬৩
উপকারে না আসা(মৃত্যু/হত্যা থেকে পলায়ন খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৬	৮৩৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পলায়ন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জালিমদের পলায়ন...(আল্লাহর শাস্তি অনুভব করার পর)	২১-আম্বিয়া	১২	৭৫০
জালিমদের পলায়ন শাস্তি দেখে	২১-আম্বিয়া	১৩	৭৫০
জিনরা পৃথিবী থেকে পালিয়েও আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না	৭২-জিন্	১২	৯৮৬
দ্রুত পলায়ন করবে মুনাফিক/কাফিররা	৯-তাওবা	৫৭	৬৪৬
ভাই থেকে মানুষ পালাবে (কিয়ামতের দিন)...	৮০-আবাসা	৩৪	১০০৭
মুনাফিকরা পলায়ন করতে চেয়েছিল (খন্দক যুদ্ধে)	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
মৃত্যু/হত্যার ভয়ে পলায়ন উপকারে না আসা (খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৬	৮৩৪
মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে চাইলেও তা মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করবে	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২
হত্যার ভয়ে পলায়ন উপকারে না আসা (খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৬	৮৩৪
পলায়নপর			
সিংহ থেকে পলায়নপর গাধার ন্যায় তারা, যারা উপদেশ থেকে...	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫১	৯৯২
পলায়ন প্রবণতা			
নূহের সম্প্রদায়ের পলায়ন প্রবণতা বৃদ্ধি করেছিল (নূহের আহ্বান)	৭১-নূহ্	৬	৯৮৪
বৃদ্ধি (নূহের আহ্বান সম্প্রদায়ের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছিল)	৭১-নূহ্	৬	৯৮৪
পশম			
গবাদি পশুর পশম/লোম/চুলে মানুষের আসবাবপত্রের উপকরণ	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
ধুনিত পশমের মত হয়ে যাবে পর্বতসমূহ (মহাপ্রলয়ের দিন)	১০১-ক্বারি'আ	৫	১০৩১
পশু (আরো দেখুন জন্তু শব্দটি)			
আট প্রকার গৃহ পালিত পশু দিয়েছেন আল্লাহ মানুষকে	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
আহার (গবাদি পশুতে মানুষের জন্য আহারের ব্যবস্থা রয়েছে)	১৬-নাহ্ল	৫	৭০৩
আহার (গবাদি পশুতে মানুষের জন্য আহারের ব্যবস্থা রয়েছে)	১৬-নাহ্ল	৫	৭০৩
কান (গবাদিপশুর কান ছিদ্র করা শয়তানের মিথ্যা আশা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
কাফফারা (ইহরামে পশু হত্যার কাফফারাস্বরূপ অনুরূপ গবাদি পশু...)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
খাদ্য গ্রহণ (গবাদিপশু শস্য থেকে খাদ্য গ্রহণ করে)	৩২-সাজ্দা	২৭	৮৩২
চামড়া (গবাদি পশুর চামড়া দিয়ে মানুষের ঘর/তাবু বানানো)	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
জোড়া (আল্লাহ গবাদিপশু জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
পথভ্রষ্ট (যারা পশুর চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট...)	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
বিভিন্ন রঙের গৃহপালিত পশু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
ভারবাহী ও ছোট গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৬-আন্'আম	১৪২	৬১০
পশু (কুরবানীর)			
গলায় মালা পরানো কুরবানীর পশু	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
জীবনধারণের উপকরণ (কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
নিদর্শন (কুরবানীর পশু আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন)	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
পশ্চাৎ (আরো দেখুন পিছন শব্দটি)			
অনুসরণ (পরিবার-পরিজনের পশ্চাদনুসরণের নির্দেশ লূতকে)	১৫-হিজর	৬৫	৭০১
পশ্চাদগামী			
আল্লাহ জানেন পরবর্তী আগমনকারীদেরকে	১৫-হিজর	২৪	৬৯৯
পশ্চাদগামী নক্ষত্র			
কসম (আল্লাহ পশ্চাদগামী নক্ষত্রের কসম করেছেন)	৮১-তাকভীর	১৫	১০০৮
পশ্চাদ্ধাবন			
বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করল ফিরআউন ও বাহিনী	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
বনী ইসরাঈলদের পশ্চাদ্ধাবন করা প্রসঙ্গ (ফিরআউনবাহিনী কর্তৃক)	২০-ত্বা-হা	৭৮	৭৪৬
মূসা আ. ও তার সাথীদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে (রাতে বের হলে)	৪৪-দুখান	২৩	৯০৩
মূসা আ.এর পশ্চাদ্ধাবন করা হবে জানিয়ে ওহী (ফির'আউন কর্তৃক)	২৬-শু'আরা	৫২	৭৯০
শত্রু সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে হীনবল না হওয়া (ওহুদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
শয়তানের (জ্বলন্ত অগ্নিশিখা শয়তানের পশ্চাদ্ধাবন করে)	৩৭-সাফ্ফাত	১০	৮৫৭
সূর্যোদয়কালে মূসা/বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন (ফির'আউন কর্তৃক)	২৬-শু'আরা	৬০	৭৯১
পশ্চাদ্ধাবনকারী			
দুর্বল (পশ্চাদ্ধাবনকৃত ও পশ্চাদ্ধাবনকারী উভয়েই দুর্বল...)	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
পশ্চিম			
আল্লাহর (পূর্ব-পশ্চিম সব দিক আল্লাহরই)	২-বাক্বারা	১১৫	৫১৩
দিক (পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে পূণ্য নেই...)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানানো (বনী ইসরাঈলকে)	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
প্রতিপালক (পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক আল্লাহ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৯	৯৮৮
প্রতিপালক (পূর্ব-পশ্চিমের প্রতিপালকই মানুষের প্রতিপালক...)	২৬-শু'আরা	২৮	৭৮৯
প্রান্ত (পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না রাসূল স. মূসাকে ওহী করার সময়)	২৮--কাসাস	৪৪	৮১২
মালিক (পশ্চিম পূর্বের মালিক আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১৪২	৫১৬
সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় ঘটাতে বলা (নমরূদকে)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
পশ্চিম দিকে			
যায়তুন গাছটি পশ্চিম দিকেরও নয় পূর্ব দিকেরও নয়...)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
পা			
অপরাধীদের মাথার ঝুটি/পা ধরে পাকড়াও করা হবে	৫৫-রাহ্মান	৪১	৯৪১
অপরাধীদের পা পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে (কিয়ামতে)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৯	৯৯৪
আঘাত (পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করার নির্দেশ আইউব আ.কে)	৩৮-সোয়াদ	৪২	৮৬৮
কর্তন (ঈমান আনায় জাদুকরদের হাত-পা কর্তনের হুমকি ফিরআউনের)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
কাটা (জাদুকরদেরকে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কাটার হুমকি)	৭-আ'রাফ	১২৪	৬২৩
কাটা (ফির'আউনের জাদুকরদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটা...)	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
কাফিরদের পায়ের নিচ ও উপর থেকে শাস্তি আচ্ছন্ন করা	২৯-আনকাবূত	৫৫	৮২০
ঘোড়াগুলোর পা কেটে ফেলা... (সুলাইমান আ.এর ঘটনা)	৩৮-সোয়াদ	৩৩	৮৬৮
চলা (দু পায়ে চলে কিছু জীব)	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
চলা (মূর্তিদের কি পা আছে যা দিয়ে তারা চলে ?)	৭-আ'রাফ	১৯৫	৬৩১
জড়ানো (কিয়ামতে পাপীদের পা পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৯	৯৯৪
দৃঢ় করা (মুমিনদের অবস্থান দৃঢ় করবে আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৭	৯১২
দৃঢ় করা (মু'মিনদের পা দৃঢ় করা বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
দৃঢ় (পা সুদৃঢ় রাখার জন্য প্রার্থনা রব্বানীদের)	৩-আলে ইমরান	১৪৭	৫৪৯
ধৌত (পা ধৌত করার নির্দেশ অজু প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
নিচ (পায়ের নিচ থেকে আহার করত আহলে কিতাবরা যদি...)	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
পিছলানো (পা স্থির হওয়ার পর পিছলানো (শপথকে প্রবঞ্চনা বানালে)	১৬-নাহ্ল	৯৪	৭১১
প্রসারিত করে রেখেছিল গুহাদ্বারে (আসহাবে কাহফের কুকুর)	১৮-কাহ্ফ	১৮	৭২৫
ফেলা (পা ফেলবে না কোন নারী সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
মুমিন নারীর পা-হাতের মাঝখান (পেট) এর বিষয়ে অপবাদ...	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
শাস্তি (আল্লাহ মানুষের পায়ের নিচ থেকে শাস্তি পাঠাতে সক্ষম)	৬-আন্'আম	৬৫	৬০২
সাক্ষ্য দিবে পা (কিয়ামতে)	২৪-নূর	২৪	৭৭৬
সাক্ষ্য দিবে কিয়ামতের দিন (কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৩৬-ইয়াসীন	৬৫	৮৫৫
স্থির হওয়ার পর পা পিছলানো (শপথকে প্রবঞ্চনা বানালে)	১৬-নাহ্ল	৯৪	৭১১
হাত ও পা কেটে ফেলা হবে যমীনে ফ্যাসাদকারীদের	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
পাওয়া (দেখতে পাওয়া)			
অন্যদেরকে মুমিনরা পাবে যারা নিরাপত্তা পেতে চায়...	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
অভিভাবক (মন্দকাজকারী আল্লাহ ছাড়া কাউকে অভিভাবকরূপে পাবেনা)	৪-নিসা	১২৩	৫৭২
অভিভাবক পাবে না (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার)	১৮-কাহ্ফ	১৭	৭২৫
অভিভাবক পাবে না মুনাফিকরা (আল্লাহ ছাড়া কাউকে)	৩৩-আহযাব	১৭	৮৩৪
অভিভাবক পাবেনা অহংকারীরা (আল্লাহ ছাড়া কাউকে)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না কাফিরা	৩৩-আহযাব	৬৫	৮৩৯
অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না কাফিররা (যুদ্ধ করলে)	৪৮-ফাত্হ	২২	৯১৮
অভিভাবক পাওয়া যাবে না আল্লাহ পথভ্রষ্ট করলে	১৭-ইস্রা	৯৭	৭২২
অসচ্ছল অবস্থায় রাসূল স. কে পেয়ে আল্লাহ তাকে ধনী করেন	৯৩-দুহা	৮	১০২৬
অসঙ্গতি (কুরআনে অসঙ্গতি পাওয়া যেত আল্লাহ ছাড়া কারো হলে)	৪-নিসা	৮২	৫৬৭
আইউব আ.কে পেয়েছেন আল্লাহ (ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে)	৩৮-সোয়াদ	৪৪	৮৬৮
আকাশকে কঠোর প্রহরী/অগ্নিশিখাপূর্ণ অবস্থায় পাওয়া (জিন প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	৮	৯৮৬
আক্রমণকারীকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা এবং ...	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
আগ্রহী হিসাবে ইহুদীদের পাওয়া (জীবনের প্রতি বেশি আগ্রহী)	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
আদমকে আল্লাহ দৃঢ়সংকল্প পাননি (নিষিদ্ধ ফল খাওয়া প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১১৫	৭৪৮
আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু হিসাবে পাওয়া	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু হিসেবে পাওয়া (ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১০	৫৭১
আল্লাহর নিকট পাওয়া যাবে যা অগ্রিম প্রেরণ করবে (নিজের জন্য)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৮৯৮
আল্লাহ পাবেন না অধিকাংশ মানুষকে কৃতজ্ঞ হিসাবে...	৭-আ'রাফ	১৭	৬১৪
আল্লাহকে পাবে কাফিররা তাদের মরীচিকাতুল্য কাজের নিকট	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
আল্লাহর নিকট পাবে (কল্যাণকর কাজের প্রতিদান)	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
আশ্রয়স্থল (হিজরতকারী পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
আশ্রয় (আল্লাহ ছাড়া কারো আশ্রয় রাসূল স. পাবেন না)	৭২-জিন্	২২	৯৮৭
আশ্রয়স্থল পেলে দ্রুত পলায়ন করবে মুনাফিক/কাফিররা	৯-তাওবা	৫৭	৬৪৬
আশ্রয় পাবেনা রাসূল স. আল্লাহ ছাড়া কারো...	১৮-কাহ্ফ	২৭	৭২৬
আহলে কিতাবদের যেখানেই পাওয়া যাবে তাদের সাথে লাঞ্ছনা...	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
ইয়াতীম অবস্থায় রাসূল স. কে পেয়ে আল্লাহ আশ্রয় দান করেন	৯৩-দুহা	৬	১০২৬
ইসমাঈল আ.কে ধৈর্যশীল পাবেন পিতা (জবাই করার সময়)	৩৭-সাফ্ফাত	১০২	৮৬২
ইহুদি-মুশরিকদেরকে মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় কঠোররূপে পাওয়া	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
কঠোরতা দেখতে পায় যেন কাফিররা মুমিনদের মাঝে	৯-তাওবা	১২৩	৬৫৩
কাফফারার সামগ্রী না পেলে রোযা রাখা (কসম ভঙ্গ প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাওয়া (দেখতে পাওয়া) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কাফিরদের অধিকাংশকে পাপাচারী হিসাবে পাওয়া	৭-আ'রাফ	১০২	৬২২
কাফিরদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী হিসাবে না পাওয়া	৭-আ'রাফ	১০২	৬২২
কাফিরদেরকে যেখানে পাওয়া (হত্যার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৯১	৫২১
কিছুই পায় না পিপাসার্ত ব্যক্তি মরীচিকার কাছে এসে	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
কুরবানীর পশু পাওয়া না গেলে রোযা রাখতে হবে…	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
ঘরে কাউকে না পাওয়া গেলে প্রবেশ নিষেধ…	২৪-নূর	২৮	৭৭৬
ঘর (মুসলিমদের মাত্র একটি ঘর পেয়েছিল লূত আ.এর সম্প্রদায়ের মাঝে)	৫১-যারিয়াত	৩৬	৯২৭
ঘ্রাণ (ইউসুফ আ.এর ঘ্রাণ পাচ্ছেন পিতা ইয়াকুব আ.)	১২-ইউসুফ	৯৪	৬৮৫
তত্ত্বাবধায়ক পাবে না মুশরিকরা	১৭-ইস্‌রা	৬৮	৭২০
তত্ত্বাবধায়ক পাবেন না রাসূল স. (আল্লাহ ওহী নিয়ে নিলে)	১৭-ইস্‌রা	৮৬	৭২১
দশমাংশ (পূর্ববর্তীদের শক্তি ও সম্পদের এক দশমাংশও পায়নি…	৩৪-সাবা	৪৫	৮৪৫
দাস পায় না যে, সে একাধারে রোজা রাখবে	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
দু'জন নারীকে দেখতে পেল মূসা আ. (পশুদেরকে আগলে রাখছে)	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন পিতা (ইয়াকুব আ.)	১২-ইউসুফ	৯৩	৬৮৫
দ্রব্যসামগ্রী যার কাছে পেয়েছি তার স্থলে অন্যকে রাখলে আমরা…	১২-ইউসুফ	৭৯	৬৮৪
নারী যা পায়/অর্জন করে তাতে তার অংশ রয়েছে	৪-নিসা	৩২	৫৬১
নাসারাদেরকে মুমিনদের প্রতি হৃদ্যতায় সবচেয়ে নিকটবর্তী পাওয়া	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
পণ্যমূল্য (দ্রব্যসামগ্রী খুলে তাতে পণ্যমূল্য দেখতে পাইল)	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
পতিকে দরজার নিকটে পাইল (আযীযের স্ত্রী ও ইউসুফ আ.)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
পথ পাওয়া (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য পথ পাবে না)	৪-নিসা	১৪৩	৫৭৫
পথ পাওয়া যাবেনা (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য)	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮
পথ পাওয়া (যারা হিজরতের পথ ও উপায় পায়না…)	৪-নিসা	৯৮	৫৬৯
পথনির্দেশনা (আগুনের নিকট মূসা আ.এর পথনির্দেশনা পাওয়ার আশা)	২০-ত্বা-হা	১০	৭৪১
পথহারা অবস্থায় রাসূল স. কে আল্লাহ পান ও তাকে সঠিকপথ দেখান	৯৩-দুহা	৭	১০২৬
পরিবর্তন পাওয়া যাবে না (আল্লাহ সুন্নতে পরিবর্তন)	১৭-ইস্‌রা	৭৭	৭২০
পরিবর্তন পাবেনা মানুষ (আল্লাহর নিয়ম-নীতিতে)	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
পরিবর্তন (আল্লাহর নীতিতে কোন পরিবর্তন পাওয়া যাবে না)	৪৮-ফাত্‌হ	২৩	৯১৮
পরিবর্তন (আল্লাহর সুন্নাতে পরিবর্তন পাওয়া যাবে না)	৩৩-আহযাব	৬২	৮৩৯
পালানোর জায়গা পাবেনা মুশরিকরা (জাহান্নাম থেকে)	৪-নিসা	১২১	৫৭২
পালানোর পথ পাবে না কাফিররা (শাস্তির নির্ধারিত সময়ে)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৮	৭২৯
পাপাচারী হিসাবে পাওয়া (কাফিরদের অধিকাংশকে)	৭-আ'রাফ	১০২	৬২২
পানপাত্র যার ব্যাগে পাওয়া যাবে সে নিজেই তার প্রতিফল	১২-ইউসুফ	৭৫	৬৮৪
পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
পানি না পেলে তায়াম্মুমের বিধান (পবিত্রতা অর্জনের জন্য)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
পিতৃপুরুষকে যে ধর্মের উপর পায়, মুশরিক তারই অনুসারী	৪৩-যুখরুফ	২৩	৮৯৭
পিতৃপুরুষকে যে ধর্মের উপর পায় মুশরিক তারই অনুসারী	৪৩-যুখরুফ	২২	৮৯৭
পিতৃপুরুষদেরকে মুশরিকরা যে ধর্মের উপর পায় …	৪৩-যুখরুফ	২৪	৮৯৭
পুরুষ যা পায়/অর্জন করে তাতে তার অংশ রয়েছে	৪-নিসা	৩২	৫৬১
প্রতিশ্রুত উত্তম বিষয় যে পাবে, সে কি তার মত যাকে…	২৮-কাসাস	৬১	৮১৩
প্রাচুর্য (হিজরতকারী পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
বাহন পাননি রাসূল স. যাদের জন্য (তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৯২	৬৪৯
বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়েছিল (জালিমারা)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৬৯	৮৬০
বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছে এরই উপর (তারা বলে যারা…)	৭-আ'রাফ	২৮	৬১৫
বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছে মুশরিকরা (শিরকের উপরে)	২-বাক্বারা	১৭০	৫১৯
বাপদাদাদেরকে মূর্তির উপাসক হিসাবে পাওয়া (ইবরাহীম আ.)	২৬-শু'আরা	৭৪	৭৯২
বাপ-দাদাদেরকে যার উপর পেয়েছে তাই যথেষ্ট কাফিরদের জন্য	৫-মায়িদা	১০৪	৫৯৩
বাপ-দাদাকে যার উপর পায় মুশরিক তার অনুসরণ করে	৩১-লুকমান	২১	৮২৮
বাপ-দাদাকে ফিরআউন যার উপর পেয়েছে মূসা আ. কি তা থেকে…	১০-ইউনুস	৭৮	৬৬১
বাপ-দাদাকে মূর্তির উপাসক হিসাবে পাওয়া (ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের)	২১-আম্বিয়া	৫৩	৭৫৩
বাঁচারপথ পাবে না অপরাধীরা (আগুন থেকে)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৩	৭২৯
বান্দাকে (খিজির আ. এর সাথে মূসা আ.এর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্‌ফ	৬৫	৭৩০
বিয়ের উপায়-উপকরণ পায় না যে, সে বিরত থাকবে…	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
ব্যয় করার মত কিছু পায় না যারা, তাদের দোষ নেই	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯
ব্যয় করার মত কিছু না পাওয়ার দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে গেল যারা…	৯-তাওবা	৯২	৬৪৯
মুনাফিকদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা এবং …	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
মুনাফিকদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে	৩৩-আহযাব	৬১	৮৩৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুশরিকদেরকে যেখানে পাওয়া যায় হত্যার নির্দেশ (চুক্তি ভঙ্গ করলে)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
মুনাফিকদের জন্য সাহায্যকারী পাওয়া যাবেনা	৪-নিসা	১৪৫	৫৭৫
মুমিন দাস পাওয়া না গেলে একাধারে দু'মাস রোযা (মুমিন হত্যা প্র.)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
মূর্তির উপাসক হিসাবে বাপ-দাদাকে পাওয়া (ইবরাহীম আ. এর সম্প্রদায়ের)	২১-আম্বিয়া	৫৩	৭৫৩
রাসূল স. কে ইয়াতীম অবস্থায় পেয়ে আল্লাহ আশ্রয় দান করেন	৯৩-দুহা	৬	১০২৬
রাসূল স. কে আল্লাহ পথহারা অবস্থায় পান ও তাকে সঠিকপথ দেখান	৯৩-দুহা	৭	১০২৬
রিযিক দেখতে পেতেন যাকারিয়া আ. (মারইয়ামের কক্ষে)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
রূপান্তর পাবেনা মানুষ (আল্লাহর নিয়ম-নীতিতে)	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
লেখক পাওয়া না গেলে ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধকীবস্তু হস্তগত রাখা	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
লোক (একদল লোক পেল মূসা আ., মাদইয়ানের কূপের নিকট)	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
লোক (দু'জন লোককে দেখতে পেল মূসা আ. তারা সংঘর্ষে লিপ্ত…)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
সৎকর্মশীল পাবে মূসা আ. মেয়ে দু'টির পিতাকে	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
সত্য হিসাবে পেয়েছে কি আগুনের অধিবাসীরা প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
সত্য হিসাবে পেয়েছে জান্নাতিরা প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি…	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
সদকা করার জন্য কিছু পায় না যারা (নিজের শ্রম ছাড়া)	৯-তাওবা	৭৯	৬৪৮
সম্প্রদায় (আল্লাহ বিশ্বাসী মধ্যে পাওয়া যাবে না যারা…)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
সাহায্যকারী পাওয়া যাবেনা (মুনাফিকদের জন্য)	৪-নিসা	১৪৫	৫৭৫
সাহায্যকারী পাওয়া যাবে না (আল্লাহর লানতপ্রাপ্তের জন্য)	৪-নিসা	৫২	৫৬৩
সাহায্যকারী পাবেনা অহংকারীরা (আল্লাহ ছাড়া কাউকে)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
সাহায্যকারী পাবে না মুনাফিকরা (আল্লাহ ছাড়া কাউকে)	৩৩-আহযাব	১৭	৮৩৪
সাহায্যকারী পাবে না মুশরিকরা (আল্লাহ নিমজ্জিত করলে)	১৭-ইস্‌রা	৬৯	৭২০
সাহায্যকারী পায়নি নূহ আ. সম্প্রদায় (আল্লাহ ছাড়া কাউকে)	৭১-নূহ্‌	২৫	৯৮৫
সাহায্যকারী পেতেন না রাসূল স. (কাফিরদের দিকে ঝুঁকে পড়লে)	১৭-ইস্‌রা	৭৫	৭২০
সাবার রানী/সম্প্রদায়কে সূর্যের সিজদারত অবস্থায় পাওয়া	২৭-নামল	২৪	৮০২
সাবার রানীকে হুদহুদ পাখি পেল (বিলকিসের রাজত্ব প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২৩	৮০১
সাহায্যকারী (মন্দকাজকারী আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাহায্যকারী পাবেনা)	৪-নিসা	১২৩	৫৭২
সাদকা করার কিছু না পাওয়া (রাসূল স. এর সাথে গোপনে কথা বলা…)	৫৮-মুজাদালা	১২	৯৫৩
হারাম কিছু না পাওয়া (শূকর/মৃত জন্তু/প্রবাহিত রক্ত ছাড়া)	৬-আন্‌'আম	১৪৫	৬১০
পাঁচজন			
আসহাবে কাহ্‌ফ এর সংখ্যা পাঁচজন (কারো কারো ধারণা)	১৮-কাহ্‌ফ	২২	৭২৬
পাঁচব্যক্তি			
গোপন কথা (পাঁচব্যক্তির গোপন কথায় ষষ্ঠজন থাকেন আল্লাহ)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
পাঁচ হাজার			
ফেরেশতা (পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য…)	৩-আলে ইমরান	১২৫	৫৪৮
পাঁজর			
মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্য হতে নির্গত পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি	৮৬-তারিক	৭	১০১৭
পাকড়াও (আরো দেখুন ধরা শব্দটি)			
অপরাধের কারণে আল্লাহ প্রত্যেককে পাকড়াও করেছেন	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
অপরাধের কারণে পাকড়াও করলেন আল্লাহ ফিরআউন বংশকে	৩-আলে ইমরান	১১	৫৩৬
অপরাধী সম্প্রদায়কে কঠোরভাবে পাকড়াও	৬৯-হাক্কাহ্‌	১০	৯৭৮
অপরাধীদের পাকড়াও করা হবে (মাথার ঝুঁটি ও পা ধরে)	৫৫-রাহ্‌মান	৪১	৯৪১
অভাব-অনটন ও দুঃখ কষ্ট দিয়ে পাকড়াও (পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে)	৬-আন্‌'আম	৪২	৫৯৯
আইকাবাসীকে ছায়াময় দিনের শাস্তি পাকড়াও করেছিল	২৬-শু'আরা	১৮৯	৭৯৭
আদ সম্প্রদায়কে পাকড়াও করল (বিকট শব্দ)	২৩-মু'মিনূন	৪১	৭৬৮
আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে লূত আ.এর সম্প্রদায়কে সর্তক করা	৫৪-কামার	৩৬	৯৩৭
আল্লাহর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন	১১-হূদ	১০২	৬৭৫
আল্লাহ পাকড়াও করবেন না অসার কসমের জন্য	২-বাক্বারা	২২৫	৫২৫
আল্লাহ পাকড়াও করবেন হৃদয় যা অর্জন করেছে তার জন্য	২-বাক্বারা	২২৫	৫২৫
আল্লাহ পাকড়াও করেছিলেন অপরাধের কারণে (ফিরআউন বংশকে)	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
উৎফুল্ল হওয়ার পর হঠাৎ পাকড়াও (উপদেশ ভুলে যাওয়ায়)	৬-আন্‌'আম	৪৪	৫৯৯
কঠোরভাবে পাকড়াও (ফিরআউন ও অপরাধী সম্প্রদায়কে)	৬৯-হাক্কাহ্‌	১০	৯৭৮
কসমের ব্যাপারে (অসার কসমের ব্যাপারে আল্লাহ পাকড়াও করবেন না)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
কাফিরদেরকে পাকড়াও করেছিলেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	৩২	৬৯১
কাফিরদেরকে পাকড়াও করা হবে নিকটবর্তী স্থান থেকে	৩৪-সাবা	৫১	৮৪৫
কাফিরদেরকে পাকড়াও করবেন আল্লাহ প্রবলভাবে (কিয়ামতে)	৪৪-দুখান	১৬	৯০২
কাফিরদেরকে অবকাশ দেয়ার পর পাকড়াও (নবীকে মিথ্যাবাদী বলায়)	২২-হাজ্জ	৪৪	৭৬২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাকড়াও (আরো দেখুন ধরা শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কাফিরদেরকে পাকড়াও করেছিলেন আল্লাহ	৩৫-ফাতির	২৬	৮৪৮
কাফিরদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন আল্লাহ...	২৩-মু'মিনূন	৭৬	৭৭০
কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করা হলে কেউ রেহাই পেত না	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ পাকড়াও করলে শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন..	১৮-কাহ্ফ	৫৮	৭২৯
চলাফেরা করা অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীদেরকে পাকড়াও করা...	১৬-নাহ্ল	৪৬	৭০৬
ছামূদ জাতিকে পাকড়াও করল বজ্রপাত	৫১-যারিয়াত	৪৪	৯২৭
ছামূদ জাতিকে ভয়াবহ দিনের শাস্তি পাকড়াও করবে (উষ্ট্রীকে কষ্ট দিলে)	২৬-শু'আরা	১৫৬	৭৯৬
ছামূদ সম্প্রদায়কে শাস্তি পাকড়াও করল (উষ্ট্রী হত্যার কারণে)	২৬-শু'আরা	১৫৮	৭৯৬
জনপদকে পাকড়াও (জালিম জনপদকে অবকাশ দেয়ার পর)	২২-হাজ্জ	৪৮	৭৬২
জালিমদেরকে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেন	৭-আ'রাফ	১৬৫	৬২৮
জালিমদেরকে (মাদইয়ানবাসীকে) পাকড়াও করল প্রচন্ড শব্দ	১১-হূদ	৯৪	৬৭৪
দুঃখ-কষ্ট/অভাব-অনটন দ্বারা পাকড়াও (নবী প্রেরিত জনপদকে)	৭-আ'রাফ	৯৪	৬২১
দৃঢ় কসমের ব্যাপারে আল্লাহ পাকড়াও করবেন	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
পূর্ববর্তীদেরকে পাকড়াও করেছেন আল্লাহ (অপরাধের জন্য)	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৭
প্রতিপালক পাকড়াও করেন জালিম জনপদকে	১১-হূদ	১০২	৬৭৫
প্রতিপালক পাকড়াও এমনই হয় (মাদইয়ানবাসীদের ন্যায়)	১১-হূদ	১০২	৬৭৫
প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন	৮৫-বুরূজ	১২	১০১৫
প্রচণ্ড শব্দ পাকড়াও করল জালিমদেরকে (ছামূদ জাতির শাস্তি ...)	১১-হূদ	৬৭	৬৭২
প্লাবন নূহ আ. সম্প্রদায়কে পাকড়াও করেছিল (জুলুমের কারণে)	২৯-আনকাবূত	১৪	৮১৭
ফির'আউন ও সৈন্যবাহিনীকে পাকড়াও করলেন আল্লাহ	৫১-যারিয়াত	৪০	৯২৭
ফির'আউন বংশকে পাকড়াও করলেন আল্লাহ	৫৪-কামার	৪২	৯৩৮
ফির'আ জনগোষ্ঠীকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও...	৪৩-যুখরুফ	৪৮	৮৯৯
ফিরআউনের বংশকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পাকড়াও	৭-আ'রাফ	১৩০	৬২৪
ফিরআউনকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিতে পাকড়াও করলেন...	৭৯-নাযি'আত	২৫	১০০৪
ফিরআউনকে পাকড়াও করলেন আল্লাহ	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৬	৯৮৮
ফির'আউন ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৪০	৮১১
ফিরআউন ও অপরাধী সম্প্রদায়কে কঠোরভাবে পাকড়াও	৬৯-হাক্কাহ্	১০	৯৭৮
বনীইসরাঈলকে বজ্রধ্বনির পাকড়াও (আল্লাহকে দেখতে চাওয়ায়)	২-বাক্বারা	৫৫	৫০৬
বিকট শব্দ কোন কোন অপরাধীকে পাকড়াও করেছিল	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
বিকট শব্দ(প্রথম শিঙা ফুঁ) পাকড়াও করবে কাফিরদেরকে	৩৬-ইয়াসীন	৪৯	৮৫৪
বিত্তবান কাফিরদের পাকড়াও করেন আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	৬৪	৭৭০
বজ্রধ্বনি দ্বারা বনী ইসরাঈলকে পাকড়াও (জুলুমের কারণে)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীদের পাকড়াও করতে পারেন আল্লাহ	১৬-নাহ্ল	৪৭	৭০৬
ভুলের জন্য পাকড়াও না করার প্রার্থনা (মুমিনদের)	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
ভুলে যাওয়ায় (উপদেশ ভুলে যাওয়ায় আল্লাহর পাকড়াও)	৬-আন্'আম	৪৪	৫৯৯
ভূমিকম্প দ্বারা ছামূদ সম্প্রদায়কে পাকড়াও (অবাধ্যতার কারণে)	৭-আ'রাফ	৭৮	৬২০
ভূমিকম্প পাকড়াও করায় শু'আইব আ. এর সম্প্রদায় উপুড় হয়ে পড়ে রইল	৭-আ'রাফ	৯১	৬২১
ভূমিকম্প দ্বারা পাকড়াও (মূসা আ.এর সম্প্রদায়ের মনোনীত লোকজনকে)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
ভূমিকম্প দ্বারা মাদইয়ানবাসীদের পাকড়াও (নবীকে মিথ্যাবাদী বলায়)	২৯-আনকাবূত	৩৭	৮১৯
মিথ্যাবাদী বলায় পাকড়াও (নবীদের মিথ্যাবাদী বলায়)	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
মুনাফিকদেরকে পাকড়াও করা (যেখানেই পাওয়া যাবে)	৩৩-আহযাব	৬১	৮৩৯
মূসা আ.কে ভুলের জন্য পাকড়াও না করার অনুরোধ (খিজিরের প্রতি)	১৮-কাহ্ফ	৭৩	৭৩০
রাসূলগণকে পাকড়াও করতে চেয়েছিল (পূর্ববর্তী জাতিরা)	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
লূত আ. এর সম্প্রদায়কে পাকড়াও করল এক বিকট শব্দ	১৫-হিজর	৭৩	৭০১
শত্রুকে পাকড়াও করতে চাইল মূসা আ. (উভয়ের শত্রুকে)	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
শাস্তি পাকড়াও করবে ছামূদ জাতিকে (আল্লাহর উষ্ট্রীকে...)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
শাস্তি (উষ্ট্রীর ক্ষতি করলে ছামূদ জাতিকে শাস্তি পাকড়াও করবে)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
ষড়যন্ত্রকারীদেরকে পাকড়াও করা (চলাফেরা করা অবস্থায়)	১৬-নাহ্ল	৪৬	৭০৬
ষড়যন্ত্রকারীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করতে পারেন (আল্লাহ)	১৬-নাহ্ল	৪৭	৭০৬
সম্প্রদায়কে (নূহ আ. ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে আল্লাহর পাকড়াও)	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
হঠাৎ পাকড়াও করেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৯৫	৬২১
পাকানো			
রশি (আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় পাকানো রশি থাকবে)	১১১-লাহাব	৫	১০৩৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সূতা পাকাবার পর তা নষ্ট করা (শপথ ভঙ্গের উপমা)	১৬-নাহ্ল	৯২	৭১০
পাকাপোক্ত			
শপথ পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ না করার নির্দেশ	১৬-নাহ্ল	৯১	৭১০
পাখাবিশিষ্ট (আরো দেখুন ডানা শব্দটি)			
ফেরেশতা (আল্লাহ পাখাবিশিষ্ট ফেরেশতাকে বাণীবাহক করেন)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
পাখি			
আকৃতি (পাখির আকৃতি সৃষ্টি করেন ঈসা আ. কাদামাটি দিয়ে...)	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
আল্লাহর ইচ্ছায় পাখি হয়ে যেত কাদামাটির তৈরী পাখির আকৃতি...	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
উম্মত (পাখিরাও একটি উম্মত)	৬-আন্'আম	৩৮	৫৯৯
ওড়া (ডানার সাহায্যে ওড়া পাখিরাও একটি উম্মত)	৬-আন্'আম	৩৮	৫৯৯
কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরী করেন ঈসা আ.	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
খাচ্ছে পাখি (মাথায় বহন করা রুটি থেকে অপর যুবকের স্বপ্ন)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
খোঁজ (সুলাইমান আ. কর্তৃক পাখিদের খোঁজ নেয়া হুদহুদ প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২০	৮০১
গোশত (আকাঙ্ক্ষামত পাখির গোশত থাকবে জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২১	৯৪৪
চারটি পাখি নিয়ে পোষ মানাতে ইবরাহীম আ.কে আল্লাহর নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
ছোঁ মারা (পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যায় মুশরিকের উপমা...)	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ (হাতীওয়ালাদের প্রতি)	১০৫-ফীল	৩	১০৩৩
ডানা বিস্তারকারী পাখি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে	২৪-নূর	৪১	৭৭৮
তাসবীহ (পাখির প্রতি তাসবীহ পাঠের নির্দেশ)	৩৪-সাবা	১০	৮৪২
দাউদ আ.এর সাথে পাখি/পর্বতকে আল্লাহ নিয়োজিত করেছেন	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
দৌড়ে আসা (ইবরাহীম আ.এর ডাকে মৃত পাখি দৌড়ে আসবে)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
নির্দেশাধীন (মহাশূন্যে নির্দেশাধীন পাখিদের দেখা)	১৬-নাহ্ল	৭৯	৭০৯
নিয়োজিত (পাখি/পর্বতকে আল্লাহ দাউদের সাথে নিয়োজিত করেছেন)	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
নিদর্শন (মহাশূন্যে নির্দেশাধীন পাখি মুমিনদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	৭৯	৭০৯
ভাষা (সুলাইমান আ.কে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল)	২৭-নামল	১৬	৮০১
মাটির তৈরী পাখি আল্লাহর ইচ্ছায় পাখি হয়ে যায় ঈসা আ. ফুঁ দিলে	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
মাথা খাবে পাখি (ইউসুফ আ.এর কারাসঙ্গীর, যাকে শুলবিদ্ধ করা হবে)	১২-ইউসুফ	৪১	৬৮০
লক্ষ্য করা (পাখিদের ব্যাপারে ভেবে দেখার আহ্বান)	৬৭-মুল্ক	১৯	৯৭৩
লক্ষ্য করা (মহাশূন্যে নির্দেশাধীন পাখিদের দেখা)	১৬-নাহ্ল	৭৯	৭০৯
সমবেত পাখিরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে	৩৮-সোয়াদ	১৯	৮৬৭
সুলাইমান আ.এর জন্য জিন/মানুষ/পাখি সমবেত করা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	১৭	৮০১
স্থির রাখা (মহাশূন্যে উড়ন্ত পাখিদের আল্লাহই স্থির রাখেন)	১৬-নাহ্ল	৭৯	৭০৯
পাখির ভাষা			
সুলাইমান আ.কে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল	২৭-নামল	১৬	৮০১
পাগল			
কবি (পাগল কবি বলত মুশরিকরা রাসূল স. কে)	৩৭-সাফফাত	৩৬	৮৫৮
কুরআন যার উপর অবতীর্ণ কাফিররা তাকে পাগল বলে	১৫-হিজর	৬	৬৯৮
নূহ আ.কে পাগল বলল তার সম্প্রদায়	৫৪-কামার	৯	৯৩৬
মুহাম্মদ স. পাগল নন (আল্লাহর অনুগ্রহে)	৫২-তূর	২৯	৯৩০
মূসা আ.কে জাদুকর অথবা পাগল বলল ফির'আউন	৫১-যারিয়াত	৩৯	৯২৭
রাসূল আসলেই তাকে পাগল বা জাদুকর বলেছে (পূর্ববর্তীরা)	৫১-যারিয়াত	৫২	৯২৮
রাসূল কে পাগল বলে কাফিররা (উপদেশ শ্রবণ করলে)	৬৮-ক্বালাম	৫১	৯৭৭
রাসূল এর পাগল না হওয়া প্রতিপালকের নেয়ামত	৬৮-ক্বালাম	২	৯৭৫
রাসূল মূসাকে ফির'আউন কর্তৃক পাগল আখ্যা দান প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	২৭	৭৮৯
রাসূল পাগল নন	৮১-তাকভীর	২২	১০০৯
শয়তানের স্পর্শে পাগল হওয়া ব্যক্তির মত দাড়াবে সুদখোর	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
'শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল' বলেছে কাফিররা (রাসূল স. কে)	৪৪-দুখান	১৪	৯০২
পাগল মনে করা			
পিতাকে পাগল মনে না করলে (তিনি ইউসুফ আ.এর ঘ্রাণ পাচ্ছেন)	১২-ইউসুফ	৯৪	৬৮৫
পাগলামী			
নূহ আ.এর মধ্যে পাগলামী রয়েছে (সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল)	২৩-মু'মিনূন	২৫	৭৬৭
রাসূল এর মাঝে পাগলামী নেই	৩৪-সাবা	৪৬	৮৪৫
রাসূল এর মধ্যে পাগলামী রয়েছে	৩৪-সাবা	৮	৮৪১
রাসূল এর মধ্যে পাগলামী নেই	৭-আ'রাফ	১৮৪	৬৩০
রাসূল এর মধ্যে পাগলামী রয়েছে (কাফিররা বলে...)	২৩-মু'মিনূন	৭০	৭৭০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাঠ (আরো দেখুন তিলাওয়াত শব্দটি)			
অনুসরণ (কুরআন পাঠের অনুসরণের নির্দেশ রাসূল স. এর প্রতি)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৮	৯৯৩
আয়াত পাঠের জন্য রাসূল স.মাদইয়ানবাসীর নিকট ছিলেন না	২৮-কাসাস	৪৫	৮১২
আয়াত পাঠ (রাসূল স. মানুষের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করেন)	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
আয়াত পাঠ করা সত্ত্বেও কুফরী...	৩-আলে ইমরান	১০১	৫৪৫
আয়াত পাঠ করলে (পাপিষ্ঠরা বলে পূর্ববর্তীদের উপকথা)	৮৩-মুতাফফিফীন	১৩	১০১১
আয়াত পাঠ করার পর কাফিরদের অহংকার...	৪৫-জাছিয়া	৩১	৯০৭
আয়াত পাঠ করা হলে আয়াত অবিশ্বাসকারীরা সত্যকে 'জাদু' বলে	৪৬-আহ্কাফ	৭	৯০৮
আয়াত পাঠ করা হলে ঈমান বৃদ্ধি পায় (মু'মিনদের)	৮-আনফাল	২	৬৩২
আয়াত পাঠ করছেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট সত্যসহ	৩-আলে ইমরান	১০৮	৫৪৬
আয়াত পাঠ করবেন রাসূল স. মুমিনদের নিকট	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
আয়াত (দয়াময়ের আয়াত পাঠে সেজদায় লুটিয়ে পড়ত যারা...)	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
আয়াত (মুশরিকদের নিকট আয়াত পাঠ করা হলে বলে...)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
আয়াত (আল্লাহর আয়াত পাঠ ও কাফিরদের ঈমান না আনা প্রসঙ্গ)	৪৫-জাছিয়া	৬	৯০৫
আয়াত (আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হলে অহঙ্কারে মুখ ফিরানো)	৩১-লুকমান	৭	৮২৭
আয়াত (আল্লাহর আয়াত পাঠ করে আহলে কিতাবদের এক দল)	৩-আলে ইমরান	১১৩	৫৪৭
আয়াত/হিকমত পাঠ (নবীর ঘরে পাঠকৃত আয়াত/হিকমত প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
আয়াত (সুস্পষ্ট আয়াত পাঠ করা হলে কাফিররা বলে...)	১৯-মারইয়াম	৭৩	৭৩৯
আয়াত পাঠ করা হলে কাফিররা পিছনে সরে পড়ত	২৩-মু'মিনূন	৬৬	৭৭০
আয়াত পাঠ করা হলে কাফিররা বলে...	৮-আনফাল	৩১	৬৩৫
আয়াত পাঠ করা হলে কাফিরদের মুখমণ্ডলে অস্বীকৃতি দেখা যায়	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
আয়াত পাঠ করা হলে জালিমরা বলত...	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
আয়াত পাঠ করা হলে তার বিরুদ্ধে কাফিরদের কোন যুক্তি থাকে না	৪৫-জাছিয়া	২৫	৯০৭
আয়াত পাঠ করা হলে মিথ্যা অভিহিত করত কাফিররা	২৩-মু'মিনূন	১০৫	৭৭২
আয়াত পাঠ করেন আল্লাহ রাসূল এর নিকট সত্যসহ	২-বাক্বারা	২৫২	৫২৯
আয়াত পাঠ করে শুনাবেন রাসূল স. (জনপদ ধ্বংসের আগে)	২৮-কাসাস	৫৯	৮১৩
আয়াত পাঠ করে শুনাবেন (রাসূল)	২-বাক্বারা	১২৯	৫১৪
আল্লাহর আয়াত পাঠ (অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
আল্লাহর আয়াত পাঠ শুনেও অহংকারী হয়ে অটল থাকায় শাস্তি	৪৫-জাছিয়া	৮	৯০৫
ইবরাহীম আ.এর সংবাদ পাঠ করে শুনানোর নির্দেশ (রাসূল স. কে)	২৬-শু'আরা	৬৯	৭৯১
কাফিররা পাঠ করবে (রাসূল আকাশ থেকে কিতাব অবতীর্ণ করলে)	১৭-ইসরা	৯৩	৭২২
কিতাব (আমলনামা) পাঠ করবে (যাদের ডানহাতে তা দেয়া হবে)	১৭-ইসরা	৭১	৭২০
কিতাব/ওহী পাঠ করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
কিতাব যথাযথভাবে পাঠকারীরা এতে ঈমান আনে	২-বাক্বারা	১২১	৫১৪
কিতাব পাঠকারীদেরকে জিজ্ঞাসাকুরআন সম্পকে (পূর্ববর্তী কিতাব)	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
কিতাব পাঠ (কুরআনের পূর্বে রাসূল স. কোন কিতাব পাঠ করেননি)	২৯-আনকাবূত	৪৮	৮২০
কিতাব পাঠ (বনী ইসরাঈল কর্তৃক আল্লাহর কিতাব পাঠ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৪৪	৫০৫
কিতাব পাঠ (ইহুদী-নাসারারা কিতাব পাঠ করার পরও বলে...)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
কিতাব পাঠ করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	১৮-কাহফ	২৭	৭২৬
কিতাব পাঠকারী আশা করে এমন ব্যবসার যার ধ্বংস নেই	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
কুরআন পাঠ (আল্লাহর একজন সাক্ষী কুরআন পাঠ করে)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
কুরআন পাঠ করতেন না রাসূল স. (আল্লাহ যদি চাইতেন)	১০-ইউনুস	১৬	৬৫৫
কুরআন পাঠ করবেন রাসূল স. মানুষের কাছে (থেমে থেমে)	১৭-ইসরা	১০৬	৭২৩
কুরআন জ্ঞানপ্রাপ্তদের নিকট পাঠ করলে (তারা সিজদাবনত হয়)	১৭-ইসরা	১০৭	৭২৩
কুরআন (রাসূল স. কুরআন থেকে যা-ই পাঠ করুক আল্লাহ দেখেন)	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
কুরআন রাসূল স. কর্তৃক পাঠ (নিদর্শন হিসাবে যথেষ্ট)	২৯-আনকাবূত	৫১	৮২০
কুরআন পাঠ করা হলে ঈমান আনে পূর্ববর্তী ঈমানদাররা	২৮-কাসাস	৫৩	৮১২
কুরআন পাঠ করা হলে কাফিররা সিজদা করে না	৮৪-ইনশিকাক্ব	২১	১০১৪
কুরআন পাঠ করার নির্দেশ মুমিনদেরকে (যা সহজসাধ্য)	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
কুরআন পাঠ করেছেন আল্লাহ ধীরে ধীরে (রাসূল স. এর নিকট)	২৫-ফুরকান	৩২	৭৮৪
কুরআন পাঠকালে রাসূল স. ও অবিশ্বাসীদের মাঝে পর্দা টেনে দেন...	১৭-ইসরা	৪৫	৭১৭
কুরআন পাঠ (রাসূল স. কে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ)	২৭-নামল	৯২	৮০৭
কুরআন পাঠের শুরুতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা (শয়তান থেকে)	১৬-নাহ্ল	৯৮	৭১১
কুরআন পাঠের অনুসরণের নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৮	৯৯৩
কুরআন পাঠের নির্দেশ রাসূল স. কে (তারতীলের সাথে)	৭৩-মুযযাম্মিল	৪	৯৮৮
কুরআন আজমী ব্যক্তি পাঠ করলেও আরবরা বিশ্বাস করতনা	২৬-শু'আরা	১৯৯	৭৯৮
কুরআনের যতটুকু সহজসাধ্য তা পাঠ করার নির্দেশ...	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
তাওরাত পাঠ করার আহ্বান (বনী ইসরাঈলদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	৯৩	৫৪৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নূহের সংবাদ পাঠের নির্দেশ রাসূল স. কে (মুশরিকদের কাছে)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেন (আল্লাহর নিকট হতে আসা রাসূল)	৯৮-বায়্যিনাহ্	২	১০২৯
প্রতিপালকের আয়াত পাঠ করে শুনাতে রাসূল এসেছেন	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
মুমিনদের নিকট যা পাঠ করা হয় তা ছাড়া গবাদি পশু হালাল	৫-মায়িদা	১	৫৮০
যথাযথভাবে কিতাব পাঠকারীরা এতে ঈমান আনে	২-বাক্বারা	১২১	৫১৪
যিকর পাঠেরত ফেরেশতাদের শপথ	৩৭-সাফফাত	৩	৮৫৭
রাসূল স. কে পাঠ করার নির্দেশ (আদমের দুই পুত্রের সংবাদ)	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
রাসূল স. পাঠ করবেন আল্লাহর আয়াত (মানুষের মাঝে)	২-বাক্বারা	১৫১	৫১৭
রাসূল স. পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেন	৯৮-বায়্যিনাহ্	২	১০২৯
রাসূল স. এর নিকট পাঠ করছেন আল্লাহ আয়াত ও প্রজ্ঞাময় উপদেশ	৩-আলে ইমরান	৫৮	৫৪১
শয়তানদের (সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
সংবাদ (রাসূল স. এর নিকট সত্যসহ সংবাদ পাঠ করছেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৩	৮০৮
হারামকৃত বিষয় রাসূল স. কর্তৃক পাঠ করে শোনানো	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
হারাম জন্তুর বিধান পাঠ করা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
পাঠ করে শোনানো			
ওহী পাঠ করে শুনানোর জন্য রাসূল স. কে প্রেরণ করা হয়েছে	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
কিতাব পাঠ করে শোনানো (ইয়াতিম নারী ও শিশুর ব্যাপারে)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
কুরআন পাঠ করে শুনানো হয় রাসূল স. কে (কাফিররা বলে!)	২৫-ফুরকান	৫	৭৮২
জুলকারনাইন সম্পর্কে (রাসূল স. কর্তৃক)..	১৮-কাহ্ফ	৮৩	৭৩১
সংবাদ পাঠ করে শোনানো (আয়াতপ্রাপ্ত হয়ে তা থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির)	৭-আ'রাফ	১৭৫	৬২৯
পাঠকারী			
আক্রমণ (কাফিররা আয়াত পাঠকারীকে আক্রমণে উদ্যত হয়)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
আয়াত পাঠকারীকে আক্রমণে উদ্যত হয় (কাফিররা)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
পাঠানো			
অপরাধীদেরকে পাঠানো হয়নি মু'মিনদের সংরক্ষণকারী করে	৮৩-মুতাফফিফীন	৩৩	১০১২
আল্লাহ পাঠালেন একটি কাক (মৃতদেহ গোপন করা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
আল্লাহ পাঠালেন বনী ইসরাঈলের প্রতি (প্রচণ্ড শক্তিধর বান্দাদেরকে)	১৭-ইসরা	৫	৭১৪
ইউসুফ আ.এর নিকট পাঠাতে বলল নিজেকে (মুক্তি পাওয়া ব্যক্তি)	১২-ইউসুফ	৪৫	৬৮১
ইউসুফ আ.কে পাঠাতে বলল ভাইয়েরা পিতাকে (তাদের সাথে)	১২-ইউসুফ	১২	৬৭৮
ঈসা আ. কে পাঠিয়েছেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
উম্মতের মধ্যে (আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছেন)	১৬-নাহ্ল	৩৬	৭০৬
ডেকে পাঠাল আযীযের স্ত্রী (শহরের নারীদেরকে)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
তালূতকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ (বাদশাহ হিসাবে)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
নবীগণকে আল্লাহ পাঠান (সুসংবাদদাতা/সতর্ককারীরূপে)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
নেতা (বার জন নেতা পাঠালেন আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের থেকে)	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
বাদশাহ পাঠাতে বললেন বনী ইসরাঈলরা, তাদের নবীকে	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
বৈমাত্রেয় ভাইকে পাঠানোর জন্য বলল ভাইয়েরা (পিতার নিকট)	১২-ইউসুফ	৬৩	৬৮২
বোবাকে যেখানেই পাঠানো হয় কল্যাণ আনতে পারে না (উপমা)	১৬-নাহ্ল	৭৬	৭০৯
ভাইকে (তাদের পিতা পাঠাবে না তাদের ভাইকে প্রতিশ্রুতি ছাড়া)	১২-ইউসুফ	৬৬	৬৮৩
মানুষকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন আল্লাহ (কাফিরদের বিস্ময়)	১৭-ইসরা	৯৪	৭২২
মূসা আ.কে ফির'আউনের নিকট পাঠালেন আল্লাহ	১১-হূদ	৯৬	৬৭৪
মূসা আ.কে নিদর্শনসহ পাঠানো (ফিরআউনের নিকট)	৭-আ'রাফ	১০৩	৬২২
রাসূল পাঠানো (আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল স. পাঠিয়েছেন)	১৬-নাহ্ল	৩৬	৭০৬
রাসূল পাঠানো (নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজনকে)	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
রাসূল পাঠানো (মূসা আ. এর পর পর্যায়ক্রমে আরো রাসূল পাঠানো হয়)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আল্লাহ শাস্তি দেন না	১৭-ইসরা	১৫	৭১৫
রাসূল পাঠানোর জন্য ইবরাহীম আ. এর দোয়া	২-বাক্বারা	১২৯	৫১৪
রাসূল কে প্রেরণ করেননি আল্লাহ (মানুষের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে)	১৭-ইসরা	৫৪	৭১৮
রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ (নূহ ও ইবরাহীম আ.এর পথ ধরে)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
রাসূল কে আল্লাহ রক্ষক করে পাঠাননি	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
রাসূল করে পাঠিয়েছেন আল্লাহ এই ব্যক্তিকে (মক্কাবাসীরা বলে)	২৫-ফুরকান	৪১	৭৮৫
শহরে শহরে জাদুকর সংগ্রহের জন্য লোক পাঠিয়ে দেয়া	২৬-শু'আরা	৩৬	৭৯০
শাস্তিদানকারী পাঠানো (কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদিদের একদলকে শাস্তি প্র.)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
শাস্তি (আল্লাহ মানুষের পায়ের নিচ থেকে শাস্তি পাঠাতে সক্ষম)	৬-আন্'আম	৬৫	৬০২
সতর্ককারী পাঠাতেন আল্লাহ প্রত্যেক জনপদে (ইচ্ছা করলে)	২৫-ফুরকান	৫১	৭৮৬
সালিস পাঠানো (স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উভয় পরিবার থেকে)	৪-নিসা	৩৫	৫৬১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাতা			
উন্মুক্ত পাতায় লিখিত কিতাব-এর কসম	৫২-তূর	৩	৯২৯
জান্নাতের পাতা দিয়ে আদম-হাওয়ার লজ্জাস্থান আবৃত করা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১২১	৭৪৮
জান্নাতের পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান আবৃত করতে লাগল	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
পড়া (আল্লাহর অজ্ঞাতসারে পাতাও পড়ে না)	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
বানানো (মূসা আ.এর কিতাবকে পাতা বানানো/লিপিবদ্ধ করা)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
ভেড়ার জন্য মূসার লাঠি দিয়ে পাতা ফেলা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১৮	৭৪২
পাত্র			
নির্মাণ (জিনেরা পাত্র নির্মাণ করত সুলাইমান আ.এর ইচ্ছা মত)	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
পাপের পাত্র হয়ে গেলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে (ওসিয়ত প্রসঙ্গ...)	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
রৌপ্য পাত্র ও স্ফটিক গ্লাস পরিবেশন করা হবে (জান্নাতে)	৭৬-দাহ্র	১৫	৯৯৫
পাথর			
আঘাত (মূসার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত ও ঝর্ণা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
আঘাত (মূসার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করায় ঝরনা তৈরি)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
ইন্ধন (মানুষ ও পাথর জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন)	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
ইন্ধন (মানুষ ও পাথর আগুনের ইন্ধন, সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গ...)	২-বাক্বারা	২৪	৫০৪
কঠিন (বনী ইসরাঈলের হৃদয় পাথরসম বা তার চেয়ে কঠিন)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
কাটা (পাথর কেটে গৃহনির্মাণ করত ছামুদ জাতি)	৮৯-ফাজ্র	৯	১০২১
কাফিরদেরকে পাথর অথবা লোহা হয়ে যেতে বলা...	১৭-ইস্রা	৫০	৭১৮
নহর (পাথর থেকে প্রবল বেগে নহর প্রবাহিত হওয়া)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
নিক্ষেপ (হাতীওয়ালাদের উপর পোড়ামাটির পাথর নিক্ষেপ...)	১০৫-ফীল	৪	১০৩৩
নিক্ষেপ (লূত সম্প্রদায়ের উপর পাথর নিক্ষেপের জন্য...)	৫১-যারিয়াত	৩৩	৯২৭
বর্ষণ (পাথর বর্ষণ করলেন আল্লাহ লূত সম্প্রদায়ের উপর)	১১-হূদ	৮২	৬৭৩
বর্ষণ (পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ লূত আ.এর সম্প্রদায়ের উপর)	১৫-হিজর	৭৪	৭০১
বিশ্রাম পাথরের উপরে (মূসা আ. ও তার সঙ্গীর)	১৮-কাহ্ফ	৬৩	৭৩০
বৃষ্টি (পাথরের বৃষ্টি বর্ষণের প্রার্থনা কুরআন অস্বীকারকারীদের)	৮-আনফাল	৩২	৬৩৫
পাথর নিক্ষেপ			
আসহাবে কাহফকে পাথর নিক্ষেপ করবে শহরবাসী..	১৮-কাহ্ফ	২০	৭২৫
ইবরাহীম আ.কে পাথর নিক্ষেপ করবে পিতা (বিরত না হলে)	১৯-মারইয়াম	৪৬	৭৩৭
মূসা আ.কে প্রস্তর নিক্ষেপ করা থেকে প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাওয়া	৪৪-দুখান	২০	৯০৩
পাথর বহনকারী ঝড়			
অপরাধীদের কতককে পাথরবাহী ঝড় দিয়ে পাকড়াও করা হয়	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
প্রেরণ (লূত সম্প্রদায়ের শাস্তির জন্য প্রাথর বহনকারী ঝড় প্রেরণ)	৫৪-কামার	৩৪	৯৩৭
প্রেরণ (পাথর বহনকারী ঝড় প্রেরণের ব্যাপারে কি মুশরিকরা নিরাপদ)	১৭-ইস্রা	৬৮	৭২০
প্রেরণ (পাথর বহনকারী ঝড় প্রেরণ থেকে কি কাফিররা নিরাপদ)	৬৭-মুল্ক	১৭	৯৭৩
পাথর মারা			
শুআইব আ.কে পাথর মারত মাদইয়ানবাসীরা (জ্ঞাতি-গোষ্ঠী না থাকলে)	১১-হূদ	৯১	৬৭৪
পাথরের আঘাতপ্রাপ্ত			
নূহ আ.কে আঘাতপ্রাপ্ত হবে মর্মে নূহ আ.কে তার সম্প্রদায়ের হুমকি	২৬-শু'আরা	১১৬	৭৯৪
পাথেয়			
তাকওয়া উত্তম পাথেয় (হজ্জ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
পাদ্রী			
মুমিনদের প্রতি নাসারা পাদ্রীদের হৃদ্যতা প্রসঙ্গ	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
পান করা			
উত্তপ্ত পানি পান করবে পথভ্রষ্ট অস্বীকারকারীরা	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৪	৯৪৫
কাফুর পান করবে পূণ্যবানগণ (জান্নাতে)	৭৬-দাহ্র	৫	৯৯৫
জান্নাতের ঝর্ণা থেকে আল্লাহর নেক বান্দারা পান করবে	৭৬-দাহ্র	৬	৯৯৫
ঝর্ণা থেকে (আল্লাহর নেক বান্দারা জান্নাতের ঝর্ণা থেকে পান করবে)	৭৬-দাহ্র	৬	৯৯৫
তৃপ্তির সাথে আহার ও পান করতে বলা হবে জান্নাতীদের	৬৯-হাক্কাহ্	২৪	৯৭৭
তৃপ্তির সাথে আহার করবে মুত্তাকীরা (জান্নাতে)	৭৭-মুরসালাত	৪৩	৯৯৯
তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় পানি পান করবে পথভ্রষ্টরা (জাহান্নামে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৫	৯৪৫
তৃপ্তির সাথে পান করা জান্নাতে (মুত্তাকীদের কাজের পুরস্কার)	৫২-তূর	১৯	৯৩০
নহর থেকে পান করল তালুত বাহিনী (অল্প সংখ্যক ব্যতীত)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
নহর থেকে পান করবে যে, সে তালুতের দলভুক্ত নয়...	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে তাসনীমের ঝরনা থেকে	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৮	১০১২
পানি (মানুষ যে পানি পান করে সে ব্যাপারে ভেবে দেখার আহ্বান)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬৮	৯৪৬
পূণ্যবানগণ জান্নাতে কাফুর পান করবে	৭৬-দাহ্র	৫	৯৯৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফুটন্ত ঝর্নার পানি পান করানো হবে (কিয়ামতের দিন)	৮৮-গাশিয়াহ্	৫	১০১৯
বনী আদমকে আহার করার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	৩১	৬১৫
মরিয়মকে পান করার নির্দেশ...	১৯-মারইয়াম	২৬	৭৩৫
রাসূল তাই পান করে তোমরা যা পান কর! (আদ জাতি প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮
রিযিক (বনীইসরাঈলকে আল্লাহর রিযিক পানের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
রোযায় আহার করা যাবে ফজরের সাদা রেখা স্পষ্ট...	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
পান করানো			
জান্নাতীদের যানজাবিল (আদা) মিশ্রিত পানীয় পান করানো হবে	৭৬-দাহ্র	১৭	৯৯৬
জান্নাতীদেরকে পান করানো হবে সীল করা বিশুদ্ধ পানীয়	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৫	১০১২
জান্নাতীদের বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন (প্রতিপালক)	৭৬-দাহ্র	২১	৯৯৬
জিনদের প্রচুর পানি পান করানো হত (সত্যপথে অবিচল থাকলে)	৭২-জিন্	১৬	৯৮৭
দুধ পান করান আল্লাহ (গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে)	১৬-নাহ্ল	৬৬	৭০৮
পানি (সুপেয় পানি পান করিয়েছেন আল্লাহ (মানুষকে)	৭৭-মুরসালাত	২৭	৯৯৮
পানি (জিনরা সত্যপথে অবিচল থাকলে প্রচুর পানি পান করানো হত)	৭২-জিন্	১৬	৯৮৭
পানি (আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি পান করান আল্লাহ)	১৫-হিজর	২২	৬৯৯
পুঁজের পানি পান করানো হবে জাহান্নামে (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীকে)	১৪-ইবরাহীম	১৬	৬৯৪
ফুটন্তপানি পান করানো হবে (জাহান্নামে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
বিশুদ্ধ পানীয় জান্নাতীদের পান করাবেন (প্রতিপালক)	৭৬-দাহ্র	২১	৯৯৬
মদ পান করাবে প্রভুকে (ইউসুফ আ.এর কারাগারের সঙ্গীদ্বয়ের একজন)	১২-ইউসুফ	৪১	৬৮০
মানুষকে পান করান আল্লাহ গবাদিপশুর পেট থেকে (দুধ)	২৩-মু'মিনূন	২১	৭৬৭
মানুষ ও জীবজন্তুকে পান করান (বৃষ্টির পানি)	২৫-ফুরকান	৪৯	৭৮৫
যানজাবিল (আদা) মিশ্রিত পানীয় জান্নাতীদের পান করানো হবে	৭৬-দাহ্র	১৭	৯৯৬
পানকারী			
সুরা (পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর রয়েছে জান্নাতে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
সুস্বাদু (জান্নাতের সুরা পানকারীর জন্য সুস্বাদু)	৩৭-সাফ্ফাত	৪৬	৮৫৯
সুস্বাদু (গবাদি পশুর ওলানের দুধ পানকারীদের জন্য সুস্বাদু)	১৬-নাহ্ল	৬৬	৭০৮
পানপাত্র			
আদান-প্রদান (জান্নাতীরা পানপাত্র আদান-প্রদান করতে থাকবে)	৫২-তূর	২৩	৯৩০
পরিবেশন (সুরাপূর্ণ পানপাত্র পরিবেশন করা হবে জান্নাতে)	৩৭-সাফ্ফাত	৪৫	৮৫৯
পান (পূণ্যবানগণ জান্নাতে পানপাত্র থেকে কাফুর পান করবে)	৭৬-দাহ্র	৫	৯৯৫
পূর্ণ পানপাত্র রয়েছে (মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতে)	৭৮-নাবা	৩৪	১০০১
প্রস্তুত (পানপাত্র প্রস্তুত থাকবে জান্নাতে)	৮৮-গাশিয়াহ্	১৪	১০১৯
যানজাবিল (আদা) মিশ্রিত পানপাত্র জান্নাতীদের পানের জন্য দেয়া হবে	৭৬-দাহ্র	১৭	৯৯৬
রাজার পানপাত্র ইউসুফ আ.এর সহোদর ভাইয়ের ব্যাগে রেখে দিল	১২-ইউসুফ	৭০	৬৮৩
রাজার পানপাত্র হারিয়েছে বলে জানাল তারা (কাফেলাকে)	১২-ইউসুফ	৭২	৬৮৩
সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে ঘুরাফেরা করবে চির-কিশোরেরা	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১৮	৯৪৩
পানি			
অবতীর্ণ (পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ আকাশ থেকে...)	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
অবতীর্ণ (পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ আকাশ থেকে)	১৫-হিজর	২২	৬৯৯
অবতীর্ণ (পানি অবতীর্ণ করে শুকনো ভূমিকে স্ফীত করা...)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৯	৮৮৯
অবতীর্ণ (পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ মেঘ থেকে...)	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
অবতীর্ণ (আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ কনে আল্লাহ)	৩০-রূম	২৪	৮২৩
অবতীর্ণ (পানি দ্বারা আল্লাহ ফলমূল উৎপন্ন করেন)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
অবতীর্ণ (আকাশ থেকে আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করেছেন)	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
অবতীর্ণ (আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
অবতীর্ণ করা (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
অবতীর্ণ (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন)	৪৩-যুখরুফ	১১	৮৯৬
অবতীর্ণ (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
অবতীর্ণ (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করে উদ্ভিদ উৎপন্ন)	১৬-নাহ্ল	১০	৭০৩
অবতীর্ণ (আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন...)	১৬-নাহ্ল	৬৫	৭০৮
আকাশের পানির মাধ্যমে আল্লাহ উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদগত করেন	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
আকাশের পানির মাধ্যমে আল্লাহ বাগান উৎপন্ন করেন	২৭-নামল	৬০	৮০৫
আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে বৃষ্টি বর্ষণ (নূহের প্লাবন)	৫৪-কামার	১১	৯৩৬
আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির মত দুনিয়ার জীবনের উপমা	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
আকাশ থেকে আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করেন	২২-হাজ্জ	৬৩	৭৬৪
আকাশ থেকে আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করেন	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
আকাশ থেকে আল্লাহ পানি বর্ষণ করেন (উদ্ভিদ উৎপন্ন প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১০	৭০৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পানি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আকাশ থেকে আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করেন (উদ্ভিদ উৎপন্ন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৫৩	৭৪৪
আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করে আল্লাহ ভূমিকে জীবিত করেন	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ পরিমাণমত	২৩-মু'মিনূন	১৮	৭৬৭
আকাশ থেকে পানি বর্ষণ ও পার্থিব জীবনের উপমা	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
আকাশ থেকে পানি/বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
আকাশ থেকে বরকতময় পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ	৫০-ক্বাফ	৯	৯২২
আরশ পানির উপর ছিল (আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির সময়)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
উত্তপ্ত পানি পান করতে দেয়া হবে (জাহান্নামীদেরকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
একই পানি থেকে সিঞ্চিত হয় (ভিন্ন ভিন্ন বাগান ও শস্যক্ষেত্র)	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
কমে যাওয়া (নূহের প্লাবনের পানি কমে যাওয়া...)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
গভীর (পানি গভীরে চলে গেলে কে এনে দেবে প্রবাহমান পানি?)	৬৭-মুলক	৩০	৯৭৪
গভীরে চলে যাবে বাগানের পানি (বাগানওয়ালার সাথীর আশঙ্কা)	১৮-কাহ্ফ	৪১	৭২৮
গ্রাস করতে বলা হলো পৃথিবীকে (নূহের প্লাবনের পানি)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
ঘুরতে থাকা (অপরাধীরা জাহান্নাম/ফুটন্ত পানির মাঝে ঘুরতে থাকবে)	৫৫-রাহমান	৪৪	৯৪১
ঘুরতে থাকা (অপরাধীরা জাহান্নাম/উত্তপ্ত পানির মাঝে ঘুরতে থাকবে)	৫৫-রাহমান	৪৪	৯৪১
জিনদের প্রচুর পানি পান করানো হত (সত্যপথে অবিচল থাকলে)	৭২-জিন	১৬	৯৮৭
জীবিত বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করা প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
জীব (সকল জীব সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পানি বা বীর্য থেকে)	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
ঢেলে দিতে বলবে পানি (আগুনের অধিবাসীরা বলবে জান্নাতীদেরকে)	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
দু'হাত পানির দিকে সম্পসারণকারীর দৃষ্টান্ত	১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯
নিয়ে যাওয়া (বৃষ্টির পানি নিয়ে যেতেও সক্ষম আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	১৮	৭৬৭
নির্যাস (তুচ্ছ পানির নির্যাস হতে মানব বংশধর সৃষ্টি)	৩২-সাজদা	৮	৮৩০
নির্মল পানির নহর রয়েছে জান্নাতে (মুত্তাকীদের জন্য)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
পান (সুপেয় পানি পান করিয়েছেন আল্লাহ (মানুষকে)	৭৭-মুরসালাত	২৭	৯৯৮
পানি (মানুষ যে পানি পান করে সে সম্পর্কে ভেবে দেখার আহ্বান)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬৮	৯৪৬
পাওয়া (পানি না পেলে তায়াম্মুমের বিধান- পবিত্রতা অর্জনের জন্য)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
পাওয়া (পানি না পেলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
পুঁজের পানি পান করানো হবে জাহান্নামে (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীকে)	১৪-ইবরাহীম	১৬	৬৯৪
প্রবাহিত (উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উৎপন্ন করা)	৩২-সাজদা	২৭	৮৩২
প্রবাহমান পানি কে এনে দেবে? পানি গভীরে চলে গেলে	৬৭-মুলক	৩০	৯৭৪
প্রবাহমান (জান্নাতে প্রবাহমান পানিতে থাকবে ডানের সাথীরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩১	৯৪৪
ফুটন্ত তেলের ন্যায় পানি জালিমদেরকে দেয়া হবে	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
বন্টন (পালাক্রমে পানি বন্টন করা হবে ছামুদ সম্প্রদায়ের মধ্যে)	৫৪-কামার	২৮	৯৩৭
বর্ষণ করেন আল্লাহ প্রচুর পরিমাণে...	৮০-আবাসা	২৫	১০০৭
বিশুদ্ধ (পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ আকাশ থেকে)	২৫-ফুরকান	৪৮	৭৮৫
বের করেছেন আল্লাহ (পৃথিবী থেকে)	৭৯-নাযি'আত	৩১	১০০৪
বের হওয়া (পাথর ফেটে পানি বের হওয়া কঠিন হৃদয় প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
মনে করা (মরীচিকাকে পানি মনে করে পিপাসার্ত ব্যক্তি)	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পানি (বীর্য) থেকে	২৫-ফুরকান	৫৪	৭৮৬
মিলিত (সব পানি মিলিত হল অবধারিত বন্যার জন্য)	৫৪-কামার	১২	৯৩৬
মৃত ভূমিকে বৃষ্টির পানি দ্বারা আল্লাহ সঞ্জীবিত করেন	৪৩-যুখরুফ	১১	৮৯৬
মেঘমালা থেকে (আল্লাহ প্রচুর পানি অবতীর্ণ করেন)	৭৮-নাবা	১৪	১০০০
শুকনো ভূমিতে বৃষ্টির পানি অবতীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
সংগ্রহ (প্রত্যেক দিনের পানি সংগ্রহ করা, ছামুদ জাতি প্রসঙ্গ)	৫৪-কামার	২৮	৯৩৭
সবেগে নির্গত পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে	৮৬-তারিক	৬	১০১৭
সমুদ্রের পানি (একটির পানি সুমিষ্ট ও অপরটির লোনা)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
সীমা ছাড়ানো (পানি সীমা ছাড়ানোর পর নূহ আ.কে নৌযানে উঠানো হয়)	৬৯-হাক্কাহ্	১১	৯৭৮
সুমিষ্ট ও লোনা (দু'টি সমুদ্রের পানি)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
পানি (উত্তপ্ত)			
মাথায় উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে (কাফির/আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর)	২২-হাজ্জ	১৯	৭৬০
পানি/কূপ (আরো দেখুন জলাশয় শব্দটি)			
মাদইয়ানের পানির কূপের নিকট পৌছল যখন মূসা...	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
পানি চাওয়া			
মূসা আ.এর সম্প্রদায়ের পানি চাওয়া ও লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
পানিতে ভাসা			
মাছ পানিতে ভেসে আসা (শনিবারে মাছ শিকার প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পানি পান			
উটনীর পানি পানের ব্যাপারে ছামুদ জাতিকে সতর্ক করা	৯১-শাম্স	১৩	১০২৪
পানি পান করানো			
পশুদের পানিপান করাতে পারছে না নারীরা জানাল মূসা আ.কে	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
পশুদেরকে পানি পান করাতে দেখল মূসা আ. একদল লোককে...	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
পারিশ্রমিক (পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দিতে মূসা আ.কে ডাকছেন)	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
মূসা আ. পানিপান করাল পশুদেরকে (নারীদের পক্ষ হয়ে)	২৮-কাসাস	২৪	৮১০
হাজীদেরকে পানি পান করানো ঈমান আনার সমান নয়	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
পানি পানের স্থান			
গোত্রের পানি পানের স্থান চিনে নেওয়া (বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্রের)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
চিনে নেওয়া (বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্রের পানি পানের স্থান)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
জানা (বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক গোত্র পানি পানের স্থান জেনে নিল)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
পানি প্রার্থনা			
মূসা আ.এর পানি প্রার্থনা (বনী ইসরাঈলদের জন্য)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
পানি (প্লাবন)			
পানি/প্লাবন থেকে রক্ষা পেতে পর্বতে আশ্রয় নেয় নূহ আ.এর পুত্র	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
পানির অংশ			
উষ্ট্রীর জন্য পানির অংশ এবং ছামুদ সম্প্রদায়ের জন্য পানির অংশ	২৬-শু'আরা	১৫৫	৭৯৬
পানির প্রবাহ			
বানানো (পানির প্রবাহ বানিয়ে দিয়েছেন প্রতিপালক...)	১৯-মারইয়াম	২৪	৭৩৫
পানি সংগ্রহকারী			
প্রেরণ (পানি সংগ্রহকারী প্রেরণ ও ইউসুফকে কূপ থেকে উত্তোলন)	১২-ইউসুফ	১৯	৬৭৮
পানীয়			
আকাশের পানিতে পানীয় মানুষের জন্য রয়েছে	১৬- নাহল	১০	৭০৩
আস্বাদন করবে না কোন পানীয় জাহান্নামে (সীমালঙ্ঘনকারীরা)	৭৮-নাবা	২৪	১০০১
ইবরাহীম আ.কে প্রতিপালক পানীয় দান করেন	২৬-শু'আরা	৭৯	৭৯২
উত্তপ্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবিশ্বাসীর জন্য (পরকালে)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
উত্তপ্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (কুফরীর কারণে)	৬-আন'আম	৭০	৬০২
উযায়েরের আ.এর পানীয় একশ বছর পরও বাসী না হওয়া	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
গবাদিপশুর মধ্যে পানীয় (দুধ) রয়েছে মানুষের জন্য	৩৬-ইয়াসীন	৭৩	৮৫৬
চাওয়া (জান্নাতে পানীয় চাবে মুত্তাকীরা)	৩৮-সোয়াদ	৫১	৮৬৯
জান্নাতে পুণ্যবানগণ কাফুর মিশ্রিত পানীয় পান করবে	৭৬-দাহর	৫	৯৯৫
নিকৃষ্ট পানীয় দেয়া হবে (জালিমদেরকে)..	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
বিশুদ্ধ পানীয় জান্নাতীদের পান করাবেন (প্রতিপালক)	৭৬-দাহর	২১	৯৯৬
বৃষ্টির পানিতে পানীয় মানুষের জন্য রয়েছে	১৬- নাহল	১০	৭০৩
মধু (রঙ বেরঙের পানীয়) বের হয় মৌমাছির পেট থেকে	১৬-নাহল	৬৯	৭০৮
শীতল পানীয় (আইউব আ.এর রোগ মুক্তি প্রসঙ্গ)	৩৮-সোয়াদ	৪২	৮৬৮
পাপ (আরো দেখুন অপরাধ/গোনাহ শব্দটি)			
অনুমান (কোন কোন অনুমান পাপ)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
অর্জন (পাপ অর্জন করে তা নির্দোষের প্রতি আরোপ করলে...)	৪-নিসা	১১২	৫৭১
অর্জন (পাপ অর্জনকারী ব্যক্তি আগুনের অধিবাসী)	২-বাক্বারা	৮১	৫০৯
অর্জন (ব্যক্তি যে পাপ অর্জন করেছে তা তারই)	২৪-নূর	১১	৭৭৫
অর্জিত পাপ নিজেরই বিরুদ্ধে	৪-নিসা	১১১	৫৭১
আপোস-নিষ্পত্তিকারীর কোন পাপ হবে না (ওসিয়ত প্রসঙ্গ...)	২-বাক্বারা	১৮২	৫২০
আরোপ (নির্দোষের প্রতি পাপ আরোপ করলে অপবাদ/পাপের বোঝা বহন)	৪-নিসা	১১২	৫৭১
আশঙ্কা (পাপের আশঙ্কা থাকলে অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে...)	২-বাক্বারা	১৮২	৫২০
উদ্ভাবন (শিরককারী মহাপাপ উদ্ভাবন করে)	৪-নিসা	৪৮	৫৬৩
ওসিয়ত পরিবর্তনের পাপ বর্তাবে পরিবর্তনকারীর উপর	২-বাক্বারা	১৮১	৫২০
কথা (পাপের কথা নিষেধ করে না কেন রব্বানী ও পণ্ডিতগণ)	৫-মায়িদা	৬৩	৫৮৮
কাবিলের পাপ বহন করবে কাবিল (হাবিলকে হত্যার কারণে)	৫-মায়িদা	২৯	৫৮৪
ক্ষমা (মু'মিন জাদুকরদের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন বলে আশা করা)	২৬-শু'আরা	৫১	৭৯০
ক্ষমা (পাপ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর আহ্বান...)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
ক্ষমা (নূহ আ. এর সম্প্রদায় ইবাদত করলে পাপ ক্ষমা করা হবে)	৭১-নূহ	৪	৯৮৪
খেয়ে ফেলা (ইয়াতিমের সম্পদ খেয়ে ফেলা মহাপাপ)	৪-নিসা	২	৫৫৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পানি (আরো দেখুন অপরাধ/গোনাহ্ শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
গুরতর পাপ (মদ ও জুয়া গুরুতর পাপ.....)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
গোপনে কথা বলে যারা (পাপ কাজে)	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
গোপনে কথা বলা নিষেধ (পাপ কাজে)	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩
ঘোরতর পাপ কাজে লেগে থাকত বামের সাথীরা	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪৬	৯৪৫
জ্ঞান দান (পাপ কাজ সম্পর্কে মানুষকে জ্ঞান দান)	৯১-শাম্‌স	৮	১০২৪
ঝুকে পড়া (পাপের দিকে ঝুকে না পড়ে হারাম খেতে বাধ্য হলে)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
তাড়াতাড়িতে পাপ নেই (মিনায় অবস্থান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
নাম (ঈমান আনার পর পাপ নামে ডাকা নিষেধ)	৪৯-হুজুরাত	১১	৯২১
পরিবর্তন (পাপকে পবিবর্তন করে দিবেন পূণ্য দ্বারা...)	২৫-ফুরকান	৭০	৭৮৭
পরিণতি (পাপের পরিণতিতে নূহ আ. এর সম্প্রদায়ের নিমজ্জন/আগুন প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	২৫	৯৮৫
পাত্র (পাপের পাত্র হয়ে গেলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
প্ররোচিত (পাপে প্ররোচিত করে যাকে তার আত্মসম্মান...)	২-বাক্বারা	২০৬	৫২৩
প্রতিফল (পাপ অর্জনকারীদের প্রতিফল দান প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১২০	৬০৭
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ বর্জনের নির্দেশ	৬-আন্‌'আম	১২০	৬০৭
বড় পাপ/ কবীরা গুনাহ মুমিন পরিহার করে	৪২-শূরা	৩৭	৮৯৪
বড় (উপকারিতার চেয়ে পাপ বড়, মদ ও জুয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
বর্জন (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ বর্জনের নির্দেশ)	৬-আন্‌'আম	১২০	৬০৭
বহন (মুমিনের কষ্টদাতারা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ বহন করে)	৩৩-আহযাব	৫৮	৮৩৯
বিরত থাকা (বড় বড় পাপ পরিহার করা)	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
বিলম্বে পাপ নেই (মিনায় অবস্থান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
বৃদ্ধি (পাপ বৃদ্ধির জন্য কাফিরদেরকে অবকাশ দেয়া হয়)	৩-আলে ইমরান	১৭৮	৫৫৩
মহাপাপ উদ্ভাবন করে (শিরককারী)	৪-নিসা	৪৮	৫৬৩
মার্জনা (আল্লাহ তার বান্দাদের পাপ মার্জনা করেন)	৪২-শূরা	২৫	৮৯৩
মিথ্যা রচনা পাপ (আল্লাাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা স্পষ্ট পাপ)	৪-নিসা	৫০	৫৬৩
মোচন (সৎকর্মশীল মুমিনদের পাপ আল্লাহ মোচন করবেন)	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
মোচন (মুমিনরা খাঁটি তাওবা করলে আল্লাহ্ পাপ মোচন করবেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
মোচন (যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ তাদের পাপ মোচন করে দেবেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২
মোচন (পাপ মোচন করবেন আল্লাহ বনী ইসরাইলদের)	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
মোচন (পাপ মোচন করে দিবেন আল্লাহ্ ঈমানদারদের যদি...)	৮-আনফাল	২৯	৬৩৪
মোচন (পাপ মোচন করে দিবেন আল্লাহ্ ঈমান এনে তাকওয়া...)	৫-মায়িদা	৬৫	৫৮৮
মোচন (পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫
মোচন (আল্লাহ ঈমানদার সৎকর্মশীলের পাপ মোচন করবেন)	২৯-আনকাবূত	৭	৮১৬
মোচন (আল্লাহকে ভয় করবে যে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করবেন)	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
মোচন (আল্লাহ দানের বিনিময়ে পাপ মোচন করেন)	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
মোচন (আল্লাহ মুমিন নর-নারীদের পাপ মোচন করে দিবেন)	৪৮-ফাত্‌হ	৫	৯১৬
মোচন করে দেন আল্লাহ তার পাপ যে আল্লাহকে ভয় করে	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
মোচন (পাপ মোচন করবেন আল্লাহ যাদের...)	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
সন্তান হত্যা করা বড় অপরাধ	১৭-ইস্‌রা	৩১	৭১৬
সম্পদ পাপের সাথে গ্রাস করা (জেনে শুনে)	২-বাক্বারা	১৮৮	৫২১
সহযোগিতা (বনী ইসরাঈল পাপে একে অপরকে সহযোগিতা করে)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
সীমালঙঘন (পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করা নিষেধ	৫-মায়িদা	২	৫৮০
সীমালঙ্ঘন ও পাপ কাজে দ্রুত ধাবিত হয় যারা কুফরি গোপন...	৫-মায়িদা	৬২	৫৮৮
সুস্পষ্ট পাপ হিসাবে স্ত্রী থেকে সম্পদ গ্রহণ অবৈধ	৪-নিসা	২০	৫৫৯
স্পষ্ট পাপ (আল্লাাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা স্পষ্ট পাপ)	৪-নিসা	৫০	৫৬৩
হারাম খাওয়ায় পাপ নেই (খেতে বাধ্য হলে...)	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
হাবিলের পাপ বহন করবে কাবিল (হাবিলকে হত্যার কারণে)	৫-মায়িদা	২৯	৫৮৪
পাপ (কবীরা গুনাহ্)			
বিরত থাকা (কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে সগীরা গুনাহ্ মাফ হবে)	৪-নিসা	৩১	৫৬১
পাপ কাজ			
জান্নাতে পাপকাজ হবে না	৫২-তূর	২৩	৯৩০
শুনবে না (জান্নাতিরা কোন পাপ কাজের ঘটনা শুনবে না)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৫	৯৪৪
হারাম (পাপকাজ হারাম করেছেন প্রতিপালক)	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫
পা (পদ)			
কাফিররা পদদলিত করতে চাবে পথভ্রষ্টকারীদেরকে (কিয়ামতে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৯	৮৮৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাপবশতঃ			
উৎসর্গ (পাপবশতঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে উৎসর্গ করা পশু হারাম)	৬-আন্‌'আম	১৪৫	৬১০
পাপ (সগীরা গুনাহ্)			
মোচন (কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে সগীরা গুনাহ মোচন হবে)	৪-নিসা	৩১	৫৬১
পাপাচার			
অপ্রিয় করেছেন আল্লাহ্ পাপাচারকে (মুমিনদের নিকট)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
আশ্রয়স্থল (পাপাচারকারীর আশ্রয়স্থল হবে আগুন)	৩২-সাজ্‌দা	২০	৮৩১
কাফিরদের পাপাচারের কারণে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে	৪৬-আহ্‌কাফ	২০	৯১০
ঋণের লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা পাপাচার	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
খাওয়া পাপাচার (আল্লাহর নাম স্মরণ ছাড়া জবাইকৃত পশু)	৬-আন্‌'আম	১২১	৬০৮
তীরের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ, বেদীতে জবাই এসবই পাপাচার	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
বিত্তবানরা পাপাচারে লিপ্ত হয় (আল্লাহ্ ধ্বংস করতে চাইলে)	১৭-ইস্‌রা	১৬	৭১৫
ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায় (মানুষ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৫	৯৯৩
শনিবারওয়ালাদের পাপাচার (মাছ শিকার প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
শাস্তি (জালিমদের পাপাচারের কারণে কঠিন শাস্তি)	৭-আ'রাফ	১৬৫	৬২৮
শাস্তি (লূত সম্প্রদায়ের পাপাচারের কারণে আকাশের শাস্তি অবতীর্ণ)	২৯-আনকাবূত	৩৪	৮১৯
শাস্তি (বনী ইসরাঈলের পাপাচারের কারণে শাস্তি অবতীর্ণ)	২-বাক্বারা	৫৯	৫০৭
শাস্তি (পাপাচারের কারণে শাস্তি স্পর্শ করবে)	৬-আন্‌'আম	৪৯	৬০০
হজ্জে পাপাচার নিষিদ্ধ	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
পাপাচারী (আরো দেখুন ফাসিক শব্দটি)			
অধিকাংশ (নূহ ও ইবরাহীম আ.এর বংশধরদের অধিকাংশই পাপাচারী)	৫৭-হাদীদ	২৬	৯৫১
অধিকাংশ (বৈরাগ্যবাদ প্রবর্তনকারীদের অধিকংশই পাপাচারী)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
অধিকাংশ পাপাচারী (কাফিরদের প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০২	৬২২
অধিকাংশ (পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের অধিকাংশই পাপাচারী)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
অপমানিত (পাপাচারী ইহুদীদের অপমানিত করার জন্য তাদের খেজুর...	৫৯-হাশর	৫	৯৫৫
অবতীর্ণ বিষয় দ্বারা বিচার করে না যারা তারা পাপাচারী...	৫-মায়িদা	৪৭	৫৮৬
অবিশ্বাস (পাপাচারীরাই কেবল আয়াত অবিশ্বাস করে)	২-বাক্বারা	৯৯	৫১১
অভিযোগ উত্থাপনকারীরা পাপাচারী	২৪-নূর	৪	৭৭৪
আল্লাহকে ভুলে গেছে যারা তারা পাপাচারী	৫৯-হাশর	১৯	৯৫৭
আহলে কিতাবদের অধিকাংশই পাপাচারী...	৫-মায়িদা	৫৯	৫৮৭
আহলে কিতাবদের অধিকাংশ পাপাচারী	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
কুফরী করে যারা তারা পাপাচারী ফাসিক	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
ধ্বংস (পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হবে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩৫	৯১১
নূহ আ.এর সম্প্রদায় ছিল পাপাচারী	৫১-যারিয়াত	৪৬	৯২৮
পথ প্রদর্শন করবেন না আল্লাহ (পাপাচারী মুনাফিকদের)	৬৩-মুনাফিকূন	৬	৯৬৪
পথভ্রষ্ট করা (আল্লাহ্ ফাসিকদের পথভ্রষ্ট করেন)	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
বনী ইসরাঈলের অধিকাংশই পাপাচারী (কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব প্র.)	৫-মায়িদা	৮১	৫৯০
বাসস্থান (আল্লাহ পাপাচারীদের বাসস্থান দেখাবেন)	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
মানুষ অধিকাংশই পাপাচারী	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
মুমিনের সমান নয় পাপাচারী ব্যক্তি	৩২-সাজ্‌দা	১৮	৮৩১
মুশরিকদের অধিকাংশই পাপাচারী	৯-তাওবা	৮	৬৪০
মুখ ফিরিয়ে নেয় যারা, তারা পাপচারী	৩-আলে ইমরান	৮২	৫৪৪
মুনাফিকরা পাপাচারী	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
মুনাফিকরা পাপাচারী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে	৯-তাওবা	৮৪	৬৪৯
সংবাদ (পাপাচারীর সংবাদ পরীক্ষা করার নির্দেশ)	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
সম্প্রদায়কে (পাপাচারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না)	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
সম্প্রদায় (পাপাচারী সম্প্রদায়কে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না)	৬১-সাফ্‌ফ	৪	৯৬০
সম্প্রদায় (পাপাচারী সম্প্রদায় ছিল ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গ)	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
সম্প্রদায় (পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না...)	৯-তাওবা	৯৬	৬৫০
সম্প্রদায় (ফিরআউনের সম্প্রদায় ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়)	২৭-নামল	১২	৮০০
সম্প্রদায় (ফির'আ উন সম্প্রদায় পাপাচারী ছিল)	৪৩-যুখরুফ	৫৪	৮৯৯
সম্প্রদায় (লূত সম্প্রদায় ছিল নিকৃষ্ট ও পাপাচারী সম্প্রদায়)	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
সম্প্রদায় (আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
সম্প্রদায় (পাপাচারী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ প্রার্থনা মূসা আ.এর)	৫-মায়িদা	২৫	৫৮৩
সম্প্রদায় (পাপাচারী সম্প্রদায়ের ব্যয়গ্রহণ করবেন না আল্লাহ)	৯-তাওবা	৫৩	৬৪৫
সম্প্রদায় (পাপাচারী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করতে নিষেধ মূসা আ.কে)	৫-মায়িদা	২৬	৫৮৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাপিষ্ঠ			
ভালবাসা (খিয়ানতকারী/পাপিষ্ঠকে আল্লাহ ভালবাসেন না)	৪-নিসা	১০৭	৫৭০
ভালবাসা (অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠকে আল্লাহ ভালবাসেন না)	২-বাক্বারা	২৭৬	৫৩৩
শয়তান অবতীর্ণ হয় (মিথ্যাবাদী ও পাপীষ্ঠের উপর)	২৬-শু'আরা	২২২	৭৯৯
সঙ্গী-সাথী (মিথ্যাচারী/অপরাধী সঙ্গী-সাথীকে আহবান করুক!)	৯৬-আলাক	১৭	১০২৮
সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠরাই বিচার দিনকে মিথ্যা অভিহিত করে	৮৩-মুতাফফিফীন	১২	১০১১
পাপী (আরো দেখুন অপরাধী শব্দটি)			
আনুগত্য (পাপীর আনুগত্য করতে নিষেধাজ্ঞা রাসূল স. এর প্রতি)	৭৬-দাহ্র	২৪	৯৯৬
আনুগত্য (পাপীর আনুগত্য করা যাবে না)	৬৮-ক্বালাম	১২	৯৭৫
ঈমান আনবে না পাপীরা (আল্লাহর এ বাণী সত্য হয়েছে)	১০-ইউনুস	৩৩	৬৫৭
কিতাব/আমলনামা (পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৭	১০১১
খাদ্য (পাপীর খাদ্য যাক্কুম বৃক্ষ)	৪৪-দুখান	৪৪	৯০৪
চেহারা ধূলিময় হবে (কিয়ামতের দিন)...	৮০-আবাসা	৪২	১০০৭
জন্মদান (কাফিরদের ছেড়ে দিলে তারা পাপী/কাফিরই জন্ম দিবে)	৭১-নূহ্	২৭	৯৮৫
জাহান্নামে থাকবে পাপীরা	৮২-ইনফিতার	১৪	১০১০
দুর্ভোগ (পাপী মিথ্যাবাদীর জন্য দুর্ভোগ)	৪৫-জাছিয়া	৭	৯০৫
সমান নয় (পাপীরা মুত্তাকীদের সমান নয়)	৩৮-সোয়াদ	২৮	৮৬৭
সাক্ষ্য গোপন করলে পাপী হবে	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
হৃদয় পাপী (সাক্ষ্য গোপনকারীর হৃদয় পাপী, ঋণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
পায়ের গোছা			
উন্মোচন (পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে যেদিন কিয়ামতে)	৬৮-ক্বালাম	৪২	৯৭৭
পায়ের নলা			
সাবার রানীর পায়ের নলা উন্মোচন (সুলাইমান আ.এর প্রাসাদকে জলাশয় ভেবে)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
পায়ে হাটা			
হজ্জে আসা (পায়ে হেটে মানুষের হজ্জে আসা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২৭	৭৬০
পার করা			
বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ সমুদ্র পার করালেন	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
সমুদ্র পার করা (আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করান)	৭-আ'রাফ	১৩৮	৬২৪
সমুদ্র (বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ সমুদ্র পার করালেন)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
পার পাওয়া			
শাস্তি থেকে পার পাবে মনে করা নিষেধ (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৮৮	৫৫৪
পারা/না পারা			
অবিশ্বাসীরা শুনতে পারে না (আখিরাতে অবিশ্বাসী)	১১-হূদ	২০	৬৬৭
ইবলিস যাকে পারে প্ররোচিত করবে	১৭-ইস্রা	৬৪	৭১৯
চলাচল করতে না পারা/অক্ষমদেরকে দান প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
পৌঁছাতে পারা (মানুষ প্রাণান্ত কষ্টে পৌঁছাতে পারে এমন নগর...)	১৬-নাহ্ল	৭	৭০৩
রাসূল পারলে আকাশে সিঁড়ি/ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খোঁজ করা	৬-আন্'আম	৩৫	৫৯৯
রোধ (কাফিররা আগুন রোধ করতে পারবে না)	২১-আম্বিয়া	৪০	৭৫২
সরিয়ে দিতে পারবে না মুশরিকরা (শাস্তি)	২৫-ফুরকান	১৯	৭৮৩
সামনে চলতে পারত না অপরাধীরা (আকৃতি পরিবর্তন করলে)	৩৬-ইয়াসীন	৬৭	৮৫৫
সূরা রচনার জন্য যাকে পারে ডাকুক মুশরিকরা (আল্লাহ ছাড়া)	১০-ইউনুস	৩৮	৬৫৮
পারা (রক্ষা করতে)			
রক্ষা করতে পারবে না কেউ (আল্লাহর শাস্তি থেকে)	৪৬-আহ্কাফ	৮	৯০৮
পারিশ্রমিক			
তালাকপ্রাপ্তাকে সদ্যপ্রসূত সন্তানকে দুগ্ধপান করানোর পারিশ্রমিক	৬৫-তালাক	৬	৯৬৪
দেয়াল ঠিক করে পারিশ্রমিক না নেয়ায় (মূসা আ.এর জিজ্ঞাসা খিজির আ.কে)	১৮-কাহ্ফ	৭৭	৭৩১
পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দিতে মূসা আ.কে ডাকছেন নারীদের পিতা	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
প্রাপ্য (মোহরানা)			
অবশ্য পালনীয় হিসাবে সহবাসকৃতাকে মোহরানা প্রদান	৪-নিসা	২৪	৫৬০
ন্যায়সঙ্গতভাবে মোহরানা প্রদান করে মুমিন দাসীকে বিয়ে করা	৪-নিসা	২৫	৫৬০
প্রদান (মোহরানা প্রদান করে সচ্চরিত্রা নারীদেরকে বিয়ে করা...)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
প্রদান (মোহরানা প্রদান করে মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করা...)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
স্ত্রীকে (যে স্ত্রীকে নবী মোহরানা দিয়েছেন তা নবীর জন্য হালাল)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পারিষদ			
অভিমত জানতে চাইলেন রাজা পরিষদবর্গের কাছে (স্বপ্নের ব্যাপারে)	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
অভিমত (সুলাইমান আ.এর পত্রের বিষয়ে সাবার রানীর পারিষদবর্গের অভিমত)	২৭-নামল	৩২	৮০২
পরামর্শ (পরিষদবর্গ পরামর্শ করল মূসা আ.কে হত্যা করার)	২৮-কাসাস	২০	৮০৯
ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট মূসা আ.কে পাঠানো	১১-হূদ	৯৭	৬৭৪
ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে মূসা আ. ও হারুনকে প্রেরণ	২৩-মু'মিনূন	৪৬	৭৬৯
ফির'আউনের পারিষদবর্গের কাছে মূসা আ.কে জাদুকর আখ্যা দেয়া	২৬-শু'আরা	৩৪	৭৮৯
ফিরআউনের পারিষদবর্গকে দুনিয়ার সৌন্দর্য/সম্পদ দান	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
ফিরআউনের পারিষদবর্গের কাছে মূসাকে প্রেরণ	৭-আ'রাফ	১০৩	৬২২
ফির'আ উনের পারিষদবর্গের নিকট মূসা আ.কে নিদর্শনসহ প্রেরণ	৪৩-যুখরুফ	৪৬	৮৯৯
ফিরআউনের পারিষদের নির্যাতনের ভয়ে কম লোক ঈমান আনে	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
ফির'আউন পরিষদবর্গকে বলল...	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
ফিরআউনের পারিষদদের কাছে মূসা/হারুনকে নির্দেশনসহ প্রেরণ	১০-ইউনুস	৭৫	৬৬১
ফির'আউন ও পরিষদবর্গের প্রতি দলিল প্রমাণ...	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
সাবার রানীর পারিষদবর্গকে সুলাইমানের পত্রের সংবাদ দান	২৭-নামল	২৯	৮০২
সুলাইমানের পারিষদবর্গের সাবার রাণীর সিংহাসন তুলে আনা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৩৮	৮০৩
পার্থক্য			
আল্লাহ ও রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য না করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৫২	৫৭৬
আল্লাহ ও রাসূল এর মধ্যে পার্থক্য করাও কুফরী	৪-নিসা	১৫০	৫৭৬
নবীদের মধ্যে পার্থক্য না করা...	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
নবী-রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করে না (মুমিনগণ)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করেনা (মুমিনগণ)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
পার্থক্যকারী			
ঈমানদারদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকরার শক্তি দিবেন আল্লাহ	৮-আনফাল	২৯	৬৩৪
কুরআন পার্থক্যকারী (সত্য ও মিথ্যার)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
পার্থক্য (সত্য-মিথ্যার)			
সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের দিন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন...	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
পালক পুত্র			
পুত্র নয় (আল্লাহ পালক পুত্রকে আসল পুত্র বানাননি)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
স্ত্রী (পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে বৈধ হওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
পালঙ্ক			
কাফিরদের ঘরে রূপার পালঙ্ক দান পার্থিব প্রাচুর্য প্রসঙ্গ	৪৩-যুখরুফ	৩৪	৮৯৮
পালন করা/না করা			
আদেশ পালন করতে বললেন ইসমাঈল আ. পিতাকে	৩৭-সাফ্ফাত	১০২	৮৬২
দায়িত্ব (ইবরাহীম আ. দায়িত্ব পালন করেছিলেন)	৫৩-নাজম	৩৭	৯৩৪
নির্দেশ (আল্লাহর) পালন করেনি মানুষ ..	৮০-আবাসা	২৩	১০০৭
বৈরাগ্যবাদও যথাযথভাবে পালন করেনি (ঈসার অনুসারীরা)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
পালনীয় (অবশ্য পালনীয়)			
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্য পালনীয় বিধান (মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
মোহরনা অবশ্য পালনীয় হিসাবে প্রদান (সহবাসকৃতা স্ত্রীকে)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
স্ত্রী/দাসীদের বিষয়ে মুমিনদের পালনীয়/আবশ্যিক বিষয়	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
পালানো (আরো দেখুন পলায়ন শব্দটি)			
কাফিররা পালাতেও পারবে না (ভীত-বিহ্বল অবস্থায়)	৩৪-সাবা	৫১	৮৪৫
পিছন দিকে মূসার পলায়ন (লাঠি সাপের মত ছোটাছুটি করায়)	২৭-নামল	১০	৮০০
মুশরিকদের পালাবার কোন উপায় নেই (কিয়ামতে)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৮	৮৯০
মূসা আ. ফির'আউনের ভয়ে পলায়ন করলেন (কিবতি হত্যা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২১	৭৮৯
পালানোর জায়গা			
অহঙ্কারীদের পালানোর জায়গা নেই (কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
জাহান্নাম থেকে পালানোর জায়গা পাবেনা (মুশরিকরা)	৪-নিসা	১২১	৫৭২
ধ্বংসপ্রাপ্তদের (পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্তদের পালানোর জায়গা ছিল না)	৫০-ক্বাফ	৩৬	৯২৪
বিতর্ককারীদের পালানোর জায়গা নেই (আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক)	৪২-শূরা	৩৫	৮৯৪
পালানোর পথ			
পাবে না কাফিররা (নির্দিষ্ট সময়ে)	১৮-কাহ্ফ	৫৮	৭২৯
পালানোর স্থান			
কিয়ামতের দিন মানুষ বলবে 'পালানোর স্থান কোথায়?'	৭৫-কিয়ামাহ্	১০	৯৯৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাল্লা			
নেকীর পাল্লা ভারী হলে সন্তুষ্ট জীবন লাভ করবে	১০১-ক্বারি'আ	৬	১০৩১
নেকীর পাল্লা হালকা হলে হাবিয়া দোযখে স্থান হবে	১০১-ক্বারি'আ	৮	১০৩১
পূণ্যের পাল্লা ভারী হবে যার কিয়ামতে...	৭-আ'রাফ	৮	৬১৩
ভারী (নেকীর পাল্লা ভারী হলে সন্তুষ্ট জীবন লাভ করবে)	১০১-ক্বারি'আ	৬	১০৩১
ভারী (পাল্লা ভারী হবে যাদের তারা সফলকাম)	২৩-মু'মিনূন	১০২	৭৭২
সঠিক পাল্লায় ওজন করার নির্দেশ	১৭-ইস্‌রা	৩৫	৭১৭
হাল্কা (পাল্লা হাল্কা হবে যার কিয়ামতে পূণ্যের পাল্লা...)	৭-আ'রাফ	৯	৬১৩
হালকা (পাল্লা হালকা হবে যাদের, তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে)	২৩-মু'মিনূন	১০৩	৭৭২
হালকা (নেকীর পাল্লা হালকা হলে হাবিয়া দোযখে স্থান হবে)	১০১-ক্বারি'আ	৮	১০৩১
পাশ			
তুর পর্বতের ডান পাশে বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি...	২০-ত্বা-হা	৮০	৭৪৬
তূর পর্বতের পাশে আগুন দেখতে পেল মূসা	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
সরে যায় (মানুষ পাশে সরে যায় আল্লাহ নেয়ামত দিলে)	১৭-ইস্‌রা	৮৩	৭২১
পাশ কেটে থাকা			
মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে পাশ কেটে থাকে মানুষ	৫০-ক্বাফ	১৯	৯২৩
পাশ (তীর)			
সমুদ্রের পাশের জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (শনিবার প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
পাষাণহৃদয়			
পরীক্ষা (শয়তানের নিক্ষিপ্ত বস্তু পাষাণহৃদয় লোকদের জন্য পরীক্ষা)	২২-হাজ্জ	৫৩	৭৬৩
পাহাড় (আরো দেখুন পর্বত শব্দটি)			
আশ্রয় (পাহাড়ের আশ্রয়, মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত)	১৬-নাহ্‌ল	৮১	৭০৯
কাটা (পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করত হিজরবাসীরা)	১৫-হিজর	৮২	৭০২
কাটা (পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করত ছামুদ সম্প্রদায়)	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
গৃহনির্মাণ (দক্ষতার সাথে পাহাড় কেটে ছামুদ জাতির গৃহনির্মাণ)	২৬-শু'আরা	১৪৯	৭৯৫
চালিত করা (কুরআন দ্বারা যদি পাহাড় চালিত করা যেত...)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
জ্যোতির প্রকাশ (প্রতিপালক পাহাড়টিতে জ্যোতির প্রকাশ করলেন)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
পাখীর অংশগুলো পাহাড়ে রাখতে ইবরাহীম আ.কে নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
বাসা (পাহাড়/গাছে মাচায় বাসা বাঁধতে মৌমাছির প্রতি ওহী/ইঙ্গিত)	১৬-নাহ্‌ল	৬৮	৭০৮
বিভিন্ন রঙের পাহাড় রয়েছে (লাল, কালো ও সাদা)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
লক্ষ্য করা (মূসা আ.কে পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করতে বলা)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
পাহাড়ী পথ			
চলাচল (পাহাড়ী পথে মানুষের চলাচলের জন্য পৃথিবীকে...)	৭১-নূহ্‌	২০	৯৮৫
মানুষের গন্তব্যের পথ পাওয়ার জন্য পাহাড়ী পথ সৃষ্টি	২১-আম্বিয়া	৩১	৭৫২
পিঁপড়া			
উপত্যকা (পিঁপড়ার উপত্যকায় সুলায়মান আ. বাহিনীর আগমণ)	২৭-নামল	১৮	৮০১
কথা (পিঁপড়ার কথায় সুলাইমানের মৃদু হাসা...)	২৭-নামল	১৯	৮০১
ঘর (সুলাইমানের বাহিনীর আগমণে পিঁপড়াদের ঘরে প্রবেশের নির্দেশ)	২৭-নামল	১৮	৮০১
বলা (একটি পিঁপড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ করতে বলা...)	২৭-নামল	১৮	৮০১
পিছন (আরো দেখুন পশ্চাৎ শব্দটি)			
অবস্থান (সিজদা সম্পন্ন হলে নামাজী যোদ্ধারা পিছনে অবস্থান নিবে)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
আহ্বান (পিছন থেকে রাসূল স. আহ্বান করছিলেন মুমিনদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
কাফিরদেরকে পেছন থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন আল্লাহ	৮৫-বুরূজ	২০	১০১৬
কাফিরদের পেছন থেকে আগুনকে বিরত করতে পারবে না	২১-আম্বিয়া	৩৯	৭৫২
কুরআনের পিছন থেকে ও সামনে থেকে বাতিল আসতে পারে না	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪২	৮৮৯
ঘরের পেছন থেকে যারা রাসূল স. কে ডাকে ... অনুধাবন করে না	৪৯-হুজুরাত	৪	৯২০
ছোটা (লাঠি সাপের মত ছোটাছুটি করায় মূসা আ.এর পিছন দিকে ছোটা)	২৭-নামল	১০	৮০০
জানা (পিছনে ও সামনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ জানেন)	২১-আম্বিয়া	২৮	৭৫১
জামার পিন ছিড়ে ফেলল আযীযের স্ত্রী (ইউসুফের জামার পিছনে)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
জামা পিছন দিক ছেঁড়া দেখল আযীয (ইউসুফের জামা)	১২-ইউসুফ	২৮	৬৭৯
জামার পিছন ছেঁড়া হলে ইউসুফ সত্যবাদী...	১২-ইউসুফ	২৭	৬৭৯
জানা (আল্লাহ মানুষের সামনে-পিছনের বিষয় জানেন)	২০-ত্বা-হা	১১০	৭৪৮
জানা (আল্লাহ মানুষের সামনে-পিছনের সবই জানেন)	২২-হাজ্জ	৭৬	৭৬৫
নিক্ষেপ (আহলেকিতাব কর্তৃক আল্লাহর কিতাব পিছনে নিক্ষেপ)	২-বাক্বারা	১০১	৫১১
নিক্ষেপ (পিছনে নিক্ষেপ করল কিতাব আহলে কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
পর্দার পেছন থেকে কিছু চাওয়া (নবীর স্ত্রীর কাছে চাইতে হলে)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
পিছনে আঘাত করে ফেরেশতারা কাফিরদের মৃত্যু ঘটানোর সময়	৮-আনফাল	৫০	৬৩৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পিছনে থাকাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা, নাগালে পাওয়াদের মাধ্যমে...	৮-আনফাল	৫৭	৬৩৭
পিঠের পিছন দিক থেকে আমলনামা দেয়া হবে যাকে...	৮৪-ইন্‌শিকাক্‌	১০	১০১৩
প্রবেশ (পিছন দিক থেকে ঘরে প্রবেশে পূণ্য নেই)	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
প্রাচীর স্থাপন করেন আল্লাহ (কাফিরদের সামনে ও পিছনে)	৩৬-ইয়াসীন	৯	৮৫১
প্রহরী (আল্লাহ সামনে-পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন গায়েব প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্‌	২৭	৯৮৭
ফিরে যাওয়া (পেছনে ফিরে যাবে যে...)	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
ফিরে যাওয়া (সঠিক পথ স্পষ্ট হওয়ার পর পিছনে ফিরে যাওয়া)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৫	৯১৪
ফিরে গেল (পিছনে ফিরে গেল মুমিনরা হুনাইনের যুদ্ধে)	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
ফিরিয়ে দেয়া (চেহারাকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বে ঈমান)	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
ফিরিয়ে নেয়া (পেছনে ফিরিয়ে নিবে মুমিনদেরকে কাফিরগণ)	৩-আলে ইমরান	১৪৯	৫৫০
ফিরে যাওয়া (পিছন দিকে ফিরে যাওয়া কিবলা পরিবর্তনের পর)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
ফিরে যাওয়া (পিছনে ফিরে যেতে নিষেধ করলেন মূসা আ. এর সম্প্রদায়কে)	৫-মায়িদা	২১	৫৮৩
ফিরে যাওয়া (পিছনে ফিরে গেল মূসা আ. লাঠিকে সাপের ন্যায়...)	২৮-কাসাস	৩১	৮১০
ফিরে যাওয়া (পেছনে ফিরে যাবে কি মুমিনরা যদি রাসূল...)	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
ফিরিয়ে নেয়া (সঠিকপথ প্রদর্শনের পর পিছন দিকে ফিরিয়ে নেয়া)	৬-আন্‌'আম	৭১	৬০২
ফিরে যাওয়া (কিয়ামতে মানুষ পিছন ফিরে পালাতে চাবে)	৪০-মু'মিন	৩৩	৮৮০
ফেলে আসা (আল্লাহ প্রদত্ত বস্তু পিছনে ফেলে আসা মুশরিকদের)	৬-আন্‌'আম	৯৪	৬০৫
ফেরেশতাদের সামনে ও পিছনে যা আছে সবই প্রতিপালকের	১৯-মারইয়াম	৬৪	৭৩৮
মানুষের পিছনে ও সামনে সংরক্ষণকারী ফেরেশতা রয়েছে	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
মানুষের পিছনের সব বিষয় আল্লাহ জানেন	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
মুনাফিকদেরকে পিছনে ফিরে যেতে বলবে মু'মিনরা (আলোর নিতে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
মুশরিকদের পিছনে ঘুরে রাসূল স. নিজেকে ধ্বংস!	১৮-কাহ্‌ফ	৬	৭২৪
মূসার পিছনে তার সম্প্রদায় (তুর পাহাড়ে গমণে মূসার তাড়াহুড়া প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৪	৭৪৬
যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা বেদুঈনদের অজুহাত পেশ	৪৮-ফাত্‌হ	১১	৯১৭
রাখা (আল্লাহকে পিছনে ফেলে রেখেছে মাদইয়ানবসীরা)	১১-হূদ	৯২	৬৭৪
রাসূলগ এসেছিলেন সামনে থেকে ও পিছন থেকে...	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৪	৮৮৭
লিখে রাখেন আল্লাহ মানুষের পিছনে রেখে আসা কাজ	৩৬-ইয়াসীন	১২	৮৫১
শহীদদের পিছনে যারা এখনো শহীদ হয়নি তাদের জন্য আনন্দিত	৩-আলে ইমরান	১৭০	৫৫২
সরে পড়া (পিছনে সরে পড়ত কাফিররা আয়াত পাঠ করা হলে)	২৩-মু'মিনূন	৬৬	৭৭০
সরে পড়া (শয়তান সরে পড়ল কাফিরদের (বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
সাবধান হওয়ার আহবান সামনে পিছন যা আছে সে সম্পর্কে..	৩৬-ইয়াসীন	৪৫	৮৫৪
সামনে ও পিছনের সবকিছু শোভনীয় করা (আল্লাহর শত্রুদের)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৫	৮৮৮
সামনে ও পিছনের সবকিছু নিয়ে ভেবে দেখা...	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
পিছন ফিরানো			
রাত যখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সে সময়ের কসম	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৩	৯৯১
পিছনে অবস্থানকারী			
লূত আ.এর স্ত্রী পিছনে অবস্থানকারী (শাস্তি প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৭১	৭৯৬
লূত আ.এর স্ত্রী পিছনে অবস্থানকারী ছিল (উদ্ধার করা হল না)	৭-আ'রাফ	৮৩	৬২০
লূত আ.এর পিছনে অবস্থানকারী বৃদ্ধা স্ত্রীকে উদ্ধার করেননি আল্লাহ	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৩৫	৮৬৩
পিছনে ছুটা			
বিলাস-সামগ্রীর পেছনে ছুটেছিল তারা, যারা জুলুম করেছিল	১১-হূদ	১১৬	৬৭৬
পিছনে তাকানো			
মুমিনরা পিছনে তাকাচ্ছিল না উহুদ যুদ্ধে (রাসূল স. এর আহ্বানে)	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
পিছনে থেকে যাওয়া			
উৎফুল্ল বোধ করল পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা (তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
পিছনে থেকে যাবে (লূত আ. এর স্ত্রী)	১৫-হিজর	৬০	৭০১
বিত্তবানরা পিছনে থাকা লোকদের সাথে থাকতেই সন্তুষ্ট...	৯-তাওবা	৯৩	৬৪৯
বেদুঈন (যুদ্ধে পিছিয়ে থাকা বেদুঈরা গণিমত সংগ্রহকালে বলবে...)	৪৮-ফাত্‌হ	১৫	৯১৭
বেদুঈন (পিছনে থাকা বেদুইনদেরকে যুদ্ধে ডাকা হবে)	৪৮-ফাত্‌হ	১৬	৯১৭
মুনাফিকদেরকে পিছনে থাকা লোকদের সাথে বসে থাকার নির্দেশ	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
রাসূলের এর পিছনে থেকে যাওয়া সঙ্গত নয় (মদীনাবাসী ও...)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
লূতে আ.এর স্ত্রী পিছনে থেকে যাওয়াদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৩২	৮১৮
লূত আ.এর স্ত্রী পছনে থেকে যাওয়াদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৩৩	৮১৮
লূত আ.এর স্ত্রীকে আল্লাহ পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে নির্ধারণ করেন	২৭-নামল	৫৭	৮০৪
শক্তি-সামর্থের অধিকারীরা পিছে থাকা লোকদের সাথে থাকতেই...	৯-তাওবা	৮৭	৬৪৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পিছনে নিন্দাকারী			
দুর্ভোগ পিছনে নিন্দাকারীর জন্য	১০৪-হুমাযা	১	১০৩৩
পিছনে (পরে)			
নুহ ও ইবরাহীম আ.এর পরে রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
পিছনে পিছনে যাওয়া			
মূসা আ.এর পিছনে পিছনে যেতে বলল মূসা আ.এর বোনকে...	২৮-কাসাস	১১	৮০৮
পিছনে ফিরা			
আসহাবে কাহফকে দেখলে পিছনে ফিরে পলায়ন..	১৮-কাহ্ফ	১৮	৭২৫
ওয়ালিদ বিন মুগীরা পিছনে ফিরে গেল	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৩	৯৯১
ফিরআউন পেছন ফিরে (ষড়যন্ত্রে) সচেষ্ট হল মূসা আ.এর বিরুদ্ধে	৭৯-নাযি'আত	২২	১০০৪
পিছনে ফেলে রাখা			
তিনজন যাদেরকে পিছনে ফেলে রাখা হয়েছিল (তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
পিছনের দিক			
মানুষের পিছনের দিক থেকে আসবে ইবলিস	৭-আ'রাফ	১৭	৬১৪
পিছনে রাখা			
ইবরাহীম আ.কে পিছনে রেখে (ইবরাহীম আ.এর পরিজন চলে গেল)	৩৭-সাফ্ফাত	৯০	৮৬১
প্রত্যেকে জানবে কি পেছনে রেখেছে! (কিয়ামতে)	৮২-ইনফিতার	৫	১০১০
বাগান ও ঝর্ণা পিছনে রেখে গিয়েছিল (ফিরাউনের বাহিনী)	৪৪-দুখান	২৫	৯০৩
সংবাদ (মানুষ যা পিছনে রেখে গেছে তার সংবাদ কিয়ামতে দেয়া হবে)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৩	৯৯৩
পিছনে লাগা			
শয়তান পিছনে লাগে (আয়াত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নকারীর পিছনে)	৭-আ'রাফ	১৭৫	৬২৯
পিছনে লেগে থাকা			
মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে লেগে থাকে (যাদের হৃদয়ে বক্রতা...)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
পিছলানো			
পা পিছলানো স্থির হওয়ার পর (শপথকে প্রবঞ্চনা বানালে)	১৬-নাহ্ল	৯৪	৭১১
পিছিয়ে পড়া			
আল্লাহ পিছিয়ে পড়ার নন (উত্তম আকৃতি প্রতিস্থাপন করতে)	৭০-মা'আরিজ	৪১	৯৮৩
আল্লাহ পিছিয়ে পড়ার নন (মানুষের মত অন্য জাতি সৃষ্টিতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬০	৯৪৬
পিছিয়ে যাওয়া			
যে ইচ্ছা করবে সে পিছিয়ে যাবে	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৭	৯৯২
পিছু ধাওয়া			
জ্বলন্ত শিখা পিছু ধাওয়া করে তাকে যে চুরি করে শুনতে চায়...	১৫-হিজর	১৮	৬৯৯
পিছে লাগানো			
আল্লাহর লা'নত মাদইয়ানবাসীর পিছে লাগিয়ে দেয়া হল	১১-হূদ	৯৯	৬৭৪
পিঠ			
আঘাত (পিঠ ও চেহারায় আঘাত করে মৃত্যু ঘটানো...)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৭	৯১৪
আদমসন্তানের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৭২	৬২৯
কাফিরদের পিঠে পাপের বোঝা (আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা বলায়)	৬-আন্'আম	৩১	৫৯৮
গবাদি পশুর পিঠ হারাম (মুশরিকদের ধারণা অনুযায়ী)	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
গরু ও ভেড়ার পিঠের সাথে লেগে থাকা চর্বি ইহুদীদের জন্য হালাল ছিল	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
চর্বি (গরু ও ভেড়ার পিঠের সাথে লেগে থাকা চর্বি ইহুদীদের জন্য হালাল)	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
পিছন (আমলনামা পিঠের পিছন দিক থেকে দেয়া হবে যাকে...)	৮৪-ইন্শিকাক্	১০	১০১৩
রাসূল স. এর পিঠকে যে বোঝা নুইয়ে দিচ্ছিল তা...	৯৪-ইন্শিরাহ্	৩	১০২৭
পিতা			
অঙ্গীকার (পিতার অঙ্গীকার নেয়ার কথা স্মরণ করালেন বড় ভাই)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
অনুমতি (পিতার অনুমতি ব্যতীত মিসর ত্যাগ করবে না বড় ভাই)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
আদেশ (পিতা যেভাবে আদেশ করেছিলেন পুত্ররা সেভাবে প্রবেশ করল)	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
ইউসুফ আ. পিতাকে বলল- এটাই আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
ইউসুফ আ. পিতাকে বললেন (স্বপ্ন প্রসঙ্গে)	১২-ইউসুফ	৪	৬৭৭
ইউসুফ আ.এর ঘ্রাণ পাচ্ছেন (পিতা ইয়াকুব)	১২-ইউসুফ	৯৪	৬৮৫
ইউসুফ আ.এর ভাইয়েরা পিতাকে বলল- আর কি প্রত্যাশা করতে পারি...?	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
ইউসুফ আ.এর ভাইয়েরা পিতাকে বলল (ইউসুফকে খেলতে নেয়া প্রসঙ্গে)	১২-ইউসুফ	১১	৬৭৭
ইউসুফ আ.এর ভাইয়েরা পিতাকে বলল- 'আমাদের জন্য পরিমাপ নিষিদ্ধ'	১২-ইউসুফ	৬৩	৬৮২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইউসুফ আ.এর ভাইয়েরা পিতার নিকট রাতে আসল (কাঁদতে কাঁদতে)	১২-ইউসুফ	১৬	৬৭৮
ইউসুফ আ.এর ভাইয়েরা পিতার কাছে ফিরে আসল	১২-ইউসুফ	৬৩	৬৮২
ইউসুফ আ.এর পিতাকে স্বপ্ন প্রসঙ্গে বললেন ইউবুফ...	১২-ইউসুফ	৪	৬৭৭
ইবরাহিম আ.এর পিতাকে উপাসনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন..	৩৭-সাফ্ফাত	৮৫	৮৬১
ইবরাহিম আ.এর পিতা আযরকে সে শিরক সম্পর্কে বলেছিল	৬-আন্'আম	৭৪	৬০৩
ইবরাহিম আ.এর পিতাকে ক্ষমার জন্য দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৬	৭৯২
ইবরাহিম আ.এর পিতার কাছে ঘোষণা (দেবতার উপাসনা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২৬	৮৯৭
ইবরাহিম আ.এর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা একটি প্রতিশ্রুতি মাত্র	৯-তাওবা	১১৪	৬৫২
ইবরাহিম আ.এর পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
ইবরাহিম আ.এর পিতার মূর্তির উপাসনা প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	৭০	৭৯১
ইবরাহিম আ.এর পিতার শাস্তির আশঙ্কা করল ইবরাহীম আ.	১৯-মারইয়াম	৪৫	৭৩৭
ইবরাহিম আ.এর পিতা/সম্প্রদায়কে মূর্তিপূজা সম্পর্কে প্রশ্ন	২১-আম্বিয়া	৫২	৭৫৩
ইবরাহীম আ. পিতাকে বলল (উপাসনা প্রসঙ্গে)	১৯-মারইয়াম	৪২	৭৩৬
ইবরাহীম আ. পিতাকে বলল (তার অনুসরণ করতে)	১৯-মারইয়াম	৪৩	৭৩৭
ইবরাহীম আ. পিতাকে শয়তানের উপাসনা করতে নিষেধ করল	১৯-মারইয়াম	৪৪	৭৩৭
ইবরাহীম আ. (মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
ইসমাঈল আ. পিতাকে আল্লাহর আদেশ পালন করতে বললেন	৩৭-সাফ্ফাত	১০২	৮৬২
ক্ষতিপূরণকারী (কিয়ামতে সন্তান পিতার পক্ষে ক্ষতিপূরণকারী হবে না)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
ক্ষতিপূরণ দিবে না (কিয়ামতে সন্তানের পক্ষে) ...	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
ক্ষমা প্রার্থনা (ইবরাহিম আ.এর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা)	২৬-শু'আরা	৮৬	৭৯২
ঘর (পিতার ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
চেহারা (পিতার চেহারায় জামা রাখতে বলল ইউসুফ আ.)	১২-ইউসুফ	৯৩	৬৮৫
দৃষ্টি (পিতার দৃষ্টি নিবিষ্ট করার চেষ্টা ইবরাহিম আ.এর ভাইদের)	১২-ইউসুফ	৯	৬৭৭
নারীদের পিতা মূসা আ.কে ডাকছেন (পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য)	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
নাম (পিতার নাম জানা না গেলে পালকপুত্ররা দ্বীনি ভাই/বন্ধু)	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
নারীরা পিতাকে বলল মূসাকে মজুর নিয়োগ করতে	২৮-কাসাস	২৬	৮১০
নিকটতর (সন্তান নাকি পিতা উপকারের দিক থেকে নিকটতর)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
পর্দা (পিতা, পুত্র, ভাইদের সাথে নবীর স্ত্রীদের পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
পলায়ন পিতা থেকে সন্তানের (কিয়ামতের দিন)	৮০-আবাসা	৩৫	১০০৭
পালক পুত্রকে পিতার নামে ডাকা অধিক ন্যায় সঙ্গত	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
পুত্ররা পিতা ইয়াকুবকে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলল	১২-ইউসুফ	৯৭	৬৮৬
প্রিয় (ইউসুফ আ. ও তার ভাই পিতার নিকট বেশি প্রিয় অন্যদের চেয়ে)	১২-ইউসুফ	৮	৬৭৭
প্রিয় (পিতা প্রিয় হলে- আল্লাহ জিহাদের চেয়ে রাসূল...)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
ফিরে যাও পিতার নিকট এবং বল (বড় ভাই অন্যদেরকে বলল)	১২-ইউসুফ	৮১	৬৮৪
বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না ঈমানদারগণ পিতাকেও যদি...	৯-তাওবা	২৩	৬৪২
বিভ্রান্তিতে (পিতা ইয়াকুব আ. সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছেন!)	১২-ইউসুফ	৮	৬৭৭
বৃদ্ধ (নারীদের পিতা অতি বৃদ্ধ, নারীরা মূসা আ.কে বলল)	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
বৃদ্ধ পিতার বিষয়টি ইউসুফ আ.এর ভাইয়েরা আযীযকে জানাল...	১২-ইউসুফ	৭৮	৬৮৪
ভাইয়েরা পিতাকে জানাল... (ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে এসে)	১২-ইউসুফ	১৭	৬৭৮
ভালবাসা (মু'মিন ভালবাসে না আল্লাহবিরোধী পিতাকে)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
মারইয়ামের পিতা মন্দ লোক ছিল না	১৯-মারইয়াম	২৮	৭৩৬
মুহাম্মদ স. কোন পুরুষের পিতা নন	৩৩-আহযাব	৪০	৮৩৭
মু'মিন নারীদের পিতার নিকট সৌন্দর্য প্রকাশে দোষ নেই	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
রাজি করানোর চেষ্টা করবে পিতা ইয়াকুব আ.কে	১২-ইউসুফ	৬১	৬৮২
সৎকর্মশীল দুই ইয়াতিম বালকের পিতা (খিজির এবং মূসা আ. প্র.)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
সন্তানের জন্য পিতাকে কষ্ট দেয়া যাবে না	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
হে পিতা আপনার পুত্র চুরি করেছে (ভাইয়েরা পিতাকে বলল)	১২-ইউসুফ	৮১	৬৮৪
পিতা-মাতা			
অংশ (পিতা-মাতা অংশীদার হলে মাতা এক তৃতীয়াংশ পাবে যদি...)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
অংশ (পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ যদি...)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
অনুগ্রহ (পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
ইউসুফ আ. তার পিতা-মাতাকে তার নিকটে আশ্রয় দিল	১২-ইউসুফ	৯৯	৬৮৬
ইউসুফ আ. পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসাল	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
ইয়াহইয়া আ. পিতামাতার অবাধ্য ছিল না	১৯-মারইয়াম	১৪	৭৩৫
উত্তরাধিকারী (পিতামাতার রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী)	৪-নিসা	৩৩	৫৬১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পিতা-মাতা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ওসিয়ত (পিতামাতার জন্য অসিয়ত করা মৃত্যুকালে...)	২-বাক্বারা	১৮০	৫২০
কৃতজ্ঞতা (পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ)	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
ক্ষমা প্রার্থনা ইবরাহীম আ.এর (পিতামাতার জন্য...)	১৪-ইবরাহীম	৪১	৬৯৭
ক্ষমা (পিতামাতার জন্য প্রতিপালকের কাছে নূহ আ.এর ক্ষমা প্রার্থনা)	৭১-নূহ্	২৮	৯৮৫
বনী আদমের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল শয়তান	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
বিরক্তি প্রকাশ পিতা-মাতার প্রতি কাফিরের! (ঈমানের আহবান...)	৪৬-আহ্কাফ	১৭	৯০৯
ব্যয় (পিতা-মাতার জন্য ব্যয় করা উত্তম)	২-বাক্বারা	২১৫	৫২৪
মু'মিন ছিল (হত্যাকৃত বালকের পিতা-মাতা)..	১৮-কাহ্ফ	৮০	৭৩১
সৎকর্মশীল পিতামাতাও জান্নাতে প্রবেশ করবে	১৩-রা'দ	২৩	৬৯০
সদাচরণ (পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ)	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
সদয় ব্যবহার (পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
সদ্ব্যবহার (মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
সদ্ব্যবহার (পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
সদ্ব্যবহার (পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারে বনীইসরাইলের অঙ্গীকার)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
সদ্ব্যবহার (পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
সম্পদ (পিতামাতার রেখে যাওয়া সম্পদে পুরুষের অংশ আছে)	৪-নিসা	৭	৫৫৭
সাক্ষ্যদান (পিতা-মাতার বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় সাক্ষ্য দান করা)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
সুলাইমান আ.এর পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা	২৭-নামল	১৯	৮০১
পিতা-মাতা/সন্তানহীন			
ভাইবোন (সন্তান/পিতামাতাহীনের ভাইবোনের মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
পিতৃপুরুষ			
অজানা (আহলে কিতাবের পিতৃপুরুষের অজানা বিষয়ে শিক্ষা দান)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
অনুসরণ (পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুশরিকরা)	৪৩-যুখরুফ	২৩	৮৯৭
ইউসুফের পিতৃপুরুষ ইবরাহীম আ. ইসহাক আ. ও ইয়াকুব	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
ইবাদাত (আদ জাতির পিতৃপুরুষ যার ইবাদত করত...)	৭-আ'রাফ	৭০	৬১৯
ইয়াকুবের পিতৃপুরুষ (ইবরাহীম/ইসমাঈল/ইসহাকের ইলাহ্ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
উপাস্য (পিতৃপুরুষের উপাস্যদের উপাসনা থেকে বিরত রাখা প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
উপাসনা (পিতৃপুরুষদের মত উপাসনা করে মুশরিকরা...)	১১-হূদ	১০৯	৬৭৫
উপাসনা (পিতৃপুরুষ যার উপাসনা করত সালিহ আ. কি তা নিষেধ করেন!)	১১-হূদ	৬২	৬৭১
উপাসনা (পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করত তা থেকে বিরত...)	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
উপস্থিত (পিতৃপুরুষদেরকে উপস্থিত করার দাবী কাফিরদের)	৪৪-দুখান	৩৬	৯০৩
উপস্থিত করা (পিতৃপুরুষদের উপস্থিত করার দাবি করে কাফির)	৪৫-জাছিয়া	২৫	৯০৭
উম্মত/ধর্ম (মুশরিকরা পিতৃপুরুষের উম্মত/ধর্মের অনুসারী)	৪৩-যুখরুফ	২৩	৮৯৭
কাফিরদের পিতৃপুরুষ মাটি হওয়ার পর পুনরুত্থানের বিষয়ে সন্দেহ	২৭-নামল	৬৮	৮০৫
জীবনোপভোগ (মুশরিকদের/পিতৃ-পুরুষকে জীবনোপভোগ করতে দেয়া)	২১-আম্বিয়া	৪৪	৭৫৩
জীবনোপভোগ করার সুযোগ (মুশরিকদের পিতৃপুরুষদেরকে)	৪৩-যুখরুফ	২৯	৮৯৮
জ্ঞান নেই মুশরিকদের পিতৃপুরুষদের যারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন!	১৮-কাহ্ফ	৫	৭২৪
ধর্ম/উম্মত (মুশরিকরা পিতৃপুরুষের ধর্ম অনুসরণ করে)	৪৩-যুখরুফ	২২	৮৯৭
নবীদের কয়েকজন পিতৃপুরুষ সরল-সঠিক পথে পরিচালিত	৬-আন্'আম	৮৭	৬০৪
নাম রেখেছে নিজেরা ও পিতৃপুরুষরা (যে নামের উপাসনা করে মানুষ)	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
নিজেদের ও পিতৃপুরুষদের রাখা নাম নিয়ে বিতর্ক (আদ সম্প্রদায়ের)	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
পথ (মুশরিকদের পিতৃপুরুষের পথের চেয়ে উত্তম পথ প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২৪	৮৯৭
প্রতিপালক (ফির'আউনের পিতৃপুরুষদের প্রতিপালক প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২৬	৭৮৯
ফির'আউন সম্প্রদায় পিতৃপরুষদের নিকট শোনেনি...	২৮-কাসাস	৩৬	৮১১
মাটিতে পরিণত পিতৃ-পুরুষদের (কাফিরদের প্রশ্ন)	২৭-নামল	৬৭	৮০৫
মাদইয়ানবাসীদেরকে পিতৃপুরুষদের উপাস্যকে বর্জন করার নির্দেশ	১১-হূদ	৮৭	৬৭৩
মুশরিক ও তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ্য সামগ্রী দান (দুনিয়াতে)	২৫-ফুরকান	১৮	৭৮৩
মুশরিক ও তাদের পিতৃপুরুষরা প্রতিমাদের নাম রেখেছে	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
মুশরিকদের/পিতৃ-পুরুষকে আল্লাহ জীবনোপভোগ করতে দেন	২১-আম্বিয়া	৪৪	৭৫৩
মুশরিকদের পিতৃপুরুষ শিরক করত না (আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	৬-আন্'আম	১৪৮	৬১১
মুশরিকদের পিতৃপুরুষরা শিরক করতনা আল্লাহ চাইলে! (উদ্ভট যুক্তি)	১৬-নাহ্ল	৩৫	৭০৫
মু'মিনদের (পিতৃপুরুষকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর প্রার্থনা)	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
শরীক করা (পিতৃপুরুষরা শরীক করার কারণে বংশধরদেরকে ধ্বংস!)	৭-আ'রাফ	১৭৩	৬২৯
সতর্ক করা হয়নি যে সম্প্রদায়ের পিতৃ-পুরুষদেরকে...	৩৬-ইয়াসীন	৬	৮৫১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্ত্রী (পিতৃ-পুরুষের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২২	৫৫৯
স্পর্শ করা (পিতৃপুরুষদেরকেও দুঃখ-কষ্ট ও সুখভোগ স্পর্শ করেছে)	৭-আ'রাফ	৯৫	৬২১
স্মরণ (পিতৃপুরুষদের ন্যায় আল্লাহকে স্মরণ করা)	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
পিতৃপুরুষদ্বয়			
ইউসুফ আ.এর দুই পিতৃপুরুষের উপর নিয়ামত পূর্ণ করেছিলেন আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
পিপাসার্ত (আরো দেখুন তৃষ্ণার্ত উট শব্দটি)			
অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে...	১৯-মারইয়াম	৮৬	৭৪০
জান্নাতে পিপাসার্ত না হওয়া (আদম আ. প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১১৯	৭৪৮
মনে করে (পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে মরীচিকাকে)	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
পিষে ফেলা			
সুলাইমান আ.এর বাহিনী কর্তৃক অজান্তে পিপড়াদের পিষে ফেলার ভয়	২৭-নামল	১৮	৮০১
পীড়িত			
দোষ নেই পীড়িতদের (যুদ্ধে না যাওয়ায়)	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯
পুঁজ			
আস্বাদন করবে সীমালঙ্ঘনকারীরা (জাহান্নামে)	৭৮-নাবা	২৫	১০০১
খাদ্য (ক্ষত নিঃসৃত পুঁজই হবে জাহান্নামীদের খাদ্য)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৬	৯৭৯
পানি (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীকে জাহান্নামে পুঁজের পানি পান করানো হবে)	১৪-ইবরাহীম	১৬	৬৯৪
স্বাদ গ্রহণ (সীমালংঘনকারীরা পুঁজের স্বাদ গ্রহণ করবে)	৩৮-সোয়াদ	৫৭	৮৬৯
পুঁজি (দেখুন মূলধন শব্দটি)			
পুঞ্জীভূত			
মেঘ (আকাশের খণ্ড ভেঙে পড়লে কাফির বলে এটা পুঞ্জীভূত মেঘ)	৫২-তূর	৪৪	৯৩১
মেঘ পঞ্জীভূত করেন আল্লাহ	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
পুণ্য কাজ			
বৃদ্ধি (পুণ্য কাজকে আল্লাহ বহুগুণ বৃদ্ধি করেন)	৪-নিসা	৪০	৫৬২
পুণ্যবান			
ইয়াহইয়া আ. পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন	৬-আন্'আম	৮৫	৬০৪
ইলয়াস আ. পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন	৬-আন্'আম	৮৫	৬০৪
ঈসা আ. পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন	৬-আন্'আম	৮৫	৬০৪
কিতাব (পুণ্যবানদের কিতাব/আমলনামা ইল্লীয়্যীনে থাকবে)	৮৩-মুতাফফিফীন	১৮	১০১২
নেয়ামতের মধ্যে থাকবে পুণ্যবানগণ (জান্নাতে)	৮৩-মুতাফফিফীন	২২	১০১২
নেয়ামতের মধ্যে থাকবে পুণ্যবানগণ	৮২-ইনফিতার	১৩	১০১০
যাকারিয়া আ. পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন	৬-আন্'আম	৮৫	৬০৪
পুতে ফেলা			
কন্যা শিশুকে মাটিতে জীবন্ত পুতে ফেলা প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্ল	৫৯	৭০৭
পুত্র (আরো দেখুন ছেলে শব্দটি)			
আল্লাহর পুত্র বলে ইহুদীরা উযাইর আ. কে	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
আল্লাহর জন্য পুত্র-কন্যা উদ্ভাবন (জ্ঞান ছাড়াই)	৬-আন্'আম	১০০	৬০৬
আল্লাহ কি পুত্রের পরিবর্তে কন্যা পছন্দ করলেন?	৩৭-সাফ্ফাত	১৫৩	৮৬৪
আল্লাহর পুত্র বলে নাসারারা মাসীহকে	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
আল্লাহর পুত্র বলে নিজেদেরকে ইহুদী ও নাসারারা	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
ইউসুফ আ.কে পুত্ররূপে গ্রহণ করতে পারে আযীয	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
ইবরাহীম আ.এর পুত্রদের মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখার জন্য দোয়া	১৪-ইবরাহীম	৩৫	৬৯৬
ইয়াকুব আ. পুত্রদেরকে বললেন- তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
ইয়াকুব আ. পুত্রদেরকে বলল- তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান কর	১২-ইউসুফ	৮৭	৬৮৫
ইয়াকুব আ. পুত্র ইউসুফ আ.কে বললেন (স্বপ্ন সম্পর্কে...)	১২-ইউসুফ	৫	৬৭৭
উপদেশ লোকমান আ.এর পুত্রকে(সৎকাজের নির্দেশ / অসৎকাজে নিষেধ)	৩১-লুকমান	১৭	৮২৮
কাফিরদের জন্য পুত্র আর আল্লাহর জন্য কন্যা?	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৯	৮৬৪
চুরি করেছে আপনার পুত্র (ইউসুফ আ.এর ভাইয়েরা পিতাকে বলল)	১২-ইউসুফ	৮১	৬৮৪
জ্ঞানী পুত্র সন্তান ইসহাক আ.এর জন্মের সুসংবাদ (ইবরাহীম আ.কে)	৫১-যারিয়াত	২৮	৯২৬
দান (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন)	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
দান (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা ও পুত্র উভয়ই দান করেন)	৪২-শূরা	৫০	৮৯৫
নিদর্শন (মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ. জগতের জন্য নিদর্শন)	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পুত্র (আরো দেখুন ছেলে শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নূহের পুত্রকে তার পরিবারভুক্ত হিসেবে রক্ষার আবেদন	১১-হূদ	৪৫	৬৬৯
নূহের পুত্রকে নৌকায় আরোহনের জন্য আহবান (প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪২	৬৬৯
নূহের পুত্র তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল... (প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪২	৬৬৯
পর্দা (নবীর স্ত্রীদের পুত্রদের সাথে পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
পালক পুত্র সত্যিকার পুত্র নয় (আল্লাহ বানাননি)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
ভালবাসা (মু'মিন ভালবাসে না আল্লাহবিরোধী পুত্রকে)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ.কে প্রমাণ দান/জিবরাঈল দ্বারা সাহায্য	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ.কে আল্লাহ বলবেন কিয়মতে- 'তুমি কি...'	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ.এর প্রার্থনা (আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ পাত্র)	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ.	১৯-মারইয়াম	৩৪	৭৩৬
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা ও দাউদ আ. কর্তৃক লা'নত (বনী ইসরাঈলের কাফিরদের)	৫-মায়িদা	৭৮	৫৯০
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ. আল্লাহর রাসূল স. (বনী ইসরাঈলদের প্রতি)	৬১-সাফ্ফ	৬	৯৬০
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ.কে পরে পাঠিয়েছেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
মারইয়াম আ.এর পুত্র ও তার মাকে নিদর্শন করেছেন আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	৫০	৭৬৯
মারইয়াম আ.এর পুত্র মাসীহ আ.কে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
মানুষের জোড়া থেকে আল্লাহ তার পুত্র-পৌত্রাদি বানিয়েছেন	১৬-নাহ্ল	৭২	৭০৮
মারইয়াম আ.এর পুত্র মাসীহকে যারা আল্লাহ বলে তারা কুফরি করেছে	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
মারইয়াম আ.এর পুত্র মাসীহ রাসূল ছাড়া কিছু নয়	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
মারইয়াম আ.এর পুত্র মাসীহকে ধ্বংস করতে চান যদি আল্লাহ...	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
মারইয়াম আ.এর পুত্র সন্তান কেমন করে জন্ম হবে?	১৯-মারইয়াম	২০	৭৩৫
মারইয়াম আ.এর পুত্র সন্তান প্রদান করতে প্রতিপালক রাসূল...	১৯-মারইয়াম	১৯	৭৩৫
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ.এর দৃষ্টান্ত ও মুশরিকদের শোরগোল	৪৩-যুখরুফ	৫৭	৮৯৯
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ.কে পাঠিয়েছেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ. থেকে আল্লাহ দৃঢ় অঙ্গীকার নেন	৩৩-আহযাব	৭	৮৩৩
মারইয়াম আ.এর পুত্র (আল্লাহই মারইয়ামের পুত্র মসীহ)	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ.কে স্পষ্ট প্রমাণ দান	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ. জগতের জন্য নিদর্শন	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ.কে আল্লাহ বললেন- নেয়ামত স্মরণ করতে	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ. আল্লাহর বাণী ও তার রাসূল	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা-মসীহ	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসা আ. হাওয়ারীদেরকে বললেন...	৬১-সাফ্ফ	১৪	৯৬১
মারইয়াম আ.এর পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছে মর্মে ইহুদিদের উক্তি প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
মুশরিকদের জন্য পুত্র সন্তান!	৫৩-নাজম	২১	৯৩৩
মুশরিকদের জন্য পুত্র আর আল্লাহর জন্য কন্যা ?	৫২-তূর	৩৯	৯৩১
মুশরিকদেরকে পুত্র সন্তান দ্বারা বিশেষায়িত করা হয়েছে?	৪৩-যুখরুফ	১৬	৮৯৭
মু'মিন নারীদের পুত্রের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশে দোষ নেই	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
মূসার সাথে ঈমান আনয়নকারীদের পুত্র সন্তানদের হত্যা	৪০-মু'মিন	২৫	৮৮০
যাকারিয়া আ. পুত্র জন্মের ব্যাপারে প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করলেন	৩-আলে ইমরান	৪০	৫৪০
যাকারিয়ার পুত্র সন্তান কি করে হবে (প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা)	১৯-মারইয়াম	৮	৭৩৪
যাকারিয়াকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন প্রতিপালক	১৯-মারইয়াম	৭	৭৩৪
লুকমানের পুত্রকে উপদেশ দান প্রসঙ্গ	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
লুকমানের পুত্রকে শিরক না করতে উপদেশ	৩১-লুকমান	১৩	৮২৮
লোকমানের পুত্রকে উপদেশ (সৎকাজের নির্দেশ/অসৎকাজে বাধা/ধৈর্যধারণ)	৩১-লুকমান	১৭	৮২৮
সুসংবাদ (ইবরাহীম আ.কে জ্ঞানী পুত্র লাভের সুসংবাদ...)	১৫-হিজর	৫৩	৭০০
সুসংবাদ (ইবরাহীম আ.কে পুত্রের সুসংবাদ)	৩৭-সাফ্ফাত	১০১	৮৬১
স্ত্রী (পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
হত্যা (ফিরআউন কর্তৃক বনী ইসরাঈলের পুত্রদেরকে হত্যা)	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
হত্যা (ফিরআউন কর্তৃক বনী ইসরাইলের পুত্রদের হত্যা করার ঘোষণা)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
হে বৎস আমি স্বপ্নে দেখি আমি তোমাকে জবাই করছি	৩৭-সাফ্ফাত	১০২	৮৬২
পুত্র (পালক পুত্র)			
পুত্র নয় (আল্লাহ পালক পুত্রকে আসল পুত্র বানাননি)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
পুত্রবধু			
বিয়ে (পুত্রবধুকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
পুত্রসন্তান			
কাফিরদেরকে কি পুত্র সন্তানের জন্য মনোনীত করেছেন প্রতিপালক?	১৭-ইস্রা	৪০	৭১৭
জবাই (পুত্রসন্তানদের জবাই করত ফির'আউন একদল অধিবাসীর)	২৮-কাসাস	৪	৮০৮
জবাই (ফিরাআউন বংশ কর্তৃক বনী ইসরাঈলের পুত্রদের জবাই)	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
পুত্রের স্ত্রী			
বিয়ে (পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
পুনঃপুনঃ			
সাতটি আয়াত (পুনঃপুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত রাসূল স. কে দান)	১৫-হিজর	৮৭	৭০২
পুনরাবৃত্তি			
আল্লাহ পুনরায় অস্তিত্ব দান করবেন	৮৫-বুরূজ	১৩	১০১৫
ইফ্কের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করার নির্দেশ (মু'মিনদের প্রতি)	২৪-নূর	১৭	৭৭৫
কসমের পুনরাবৃত্তির করবে সাক্ষীগণ (মিথ্যা সাক্ষী দিতে...)	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
কাফিররা কুফরির পুনরাবৃত্তি করলে...	৮-আনফাল	৩৮	৬৩৫
কাফিরদের কুফরীর পুনরাবৃত্তি (দুনিয়ায় ফেরানো হলে)	৬-আন্'আম	২৮	৫৯৮
প্রতিশোধ (মুহরিম অবস্থায় পশু হত্যার পুনরাবৃত্তি করলে প্রতিশোধ...)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
বাতিল পুনরাবৃত্তি করতে পারে না কোন কিছুই	৩৪-সাবা	৪৯	৮৪৫
সুদ খাওয়ার পুনরাবৃত্তি করলে আগুনের অধিবাসী হবে	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি আল্লাহ কিভাবে করেন তা ভেবে দেখা...	২৯-আনকাবূত	১৯	৮১৭
সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি আল্লাহই করেন	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করেন আল্লাহ	৩০-রূম	১১	৮২২
সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করবেন আল্লাহ	৩০-রূম	২৭	৮২৪
পুনরাবৃত্তি (সৃষ্টির)			
আল্লাহ সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করবেন (প্রতিদান ও শাস্তির জন্য)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটানোর মত কোন শরীক কি আছে?	১০-ইউনুস	৩৪	৬৫৭
সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন আল্লাহই	১০-ইউনুস	৩৪	৬৫৭
পুনরায়			
তাকানো (পুনরায় তাকালেও কোন ভাঙ্গন দেখতে পাওয়া যাবে না)	৬৭-মুল্ক	৩	৯৭২
প্রার্থনা (পুনরায় প্রেরণের জন্য প্রার্থনা প্রতিপালকের নিকট)	২৩-মু'মিনূন	৯৯	৭৭২
পুনরুত্থান			
জাদু! (মৃত্যুর পর কাফিররা পুনরুত্থানকে সুস্পষ্ট জাদু বলে)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
দিবস (পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত ইবলিসকে অবকাশ)	১৫-হিজর	৩৬	৬৯৯
দিবস (পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সামনে থাকবে বারযাখ...)	২৩-মু'মিনূন	১০০	৭৭২
দিবস (পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত মাছের পেটেই অবস্থান করত...)	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৪	৮৬৪
দিন (পুনরুত্থানের দিন অপমানিত না করার জন্য ইবরাহীমের দোয়া)	২৬-শু'আরা	৮৭	৭৯২
দিন (পুনরুত্থানের দিন এটাই কিয়ামতে বলা হবে)	৩০-রূম	৫৬	৮২৬
দিন (পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত ইবলিসের অবকাশ প্রার্থনা)	৩৮-সোয়াদ	৭৯	৮৭০
দিন (পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবস্থান আল্লাহর কিতাব অনুসারে)	৩০-রূম	৫৬	৮২৬
দিন (পুনরুত্থিত করবেন যেদিন আল্লাহ সবাইকে...)	৫৮-মুজাদালা	৬	৯৫২
বিকট শব্দ (পুনরুত্থান একটি বিকট শব্দ)	৩৭-সাফ্ফাত	১৯	৮৫৭
মরে যাওয়ার পর পুনরুত্থানে কাফিরদের বিস্ময়	৩৭-সাফ্ফাত	১৬	৮৫৭
মরে গিয়ে হাড় ও মাটি হওয়ার পরও পুনরুত্থান?	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪৭	৯৪৫
মানুষের সকলের পুনরুত্থান একটি প্রাণের পুনরুত্থানের অনুরূপ	৩১-লুকমান	২৮	৮২৯
সন্দেহ(পুনরুত্থানে মানুষের সন্দেহ ও মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবা)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
পুনরুত্থিত			
আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন না (মানুষ/জিনদের ধারণা)	৭২-জিন্	৭	৯৮৬
উপাস্যরা পুনরুত্থিত হওয়া সম্পর্কে অনুভব করতে পারেনা	১৬-নাহ্ল	২১	৭০৪
কবরবাসীদের আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন	২২-হাজ্জ	৭	৭৫৮
কাফিররা পুনরুত্থিত হবে না (তাদের ধারণা)	৬-আন্'আম	২৯	৫৯৮
কাফিররা পুরুত্থিত হবে না (কাফির প্রধানদের বক্তব্য)	২৩-মু'মিনূন	৩৭	৭৬৮
কাফিরের পুনরুত্থিত হওয়া নিয়ে সংশয়!	৪৬-আহ্কাফ	১৭	৯০৯
কাফিরদের পুনরুত্থিত করা হবেনা বলে অমূলক ধারণা	৬৪-তাগাবুন	৭	৯৬৬
কাফিরদের অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে	৬৪-তাগাবুন	৭	৯৬৬
চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার পর পুনরুত্থান (নতুন সৃষ্টিরূপে)	১৭-ইস্রা	৪৯	৭১৮
জীবিত পুনরুত্থিত হওয়ার দিন (ইয়াহইয়ার উপর সালাম)	১৯-মারইয়াম	১৫	৭৩৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পুনরুত্থিত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জীবিত পুনরুত্থিত হওয়ার দিন ঈসা আ.এর প্রতি সালাম	১৯-মারইয়াম	৩৩	৭৩৬
দিন পুনরুত্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করল ইবলিস	৭-আ'রাফ	১৪	৬১৪
দিন (পুনরুত্থানের দিন সবাইকে সমবেত করা হবে)	৫৮-মুজাদালা	১৮	৯৫৪
নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থান (চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার পর)	১৭-ইসরা	৯৮	৭২২
মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে (কিয়ামতের দিন)	২৩-মু'মিনূন	১৬	৭৬৬
মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়া (হাড় ও মাটিতে পরিণত হওয়ার পর)	২৩-মু'মিনূন	৮২	৭৭১
মৃতদেরকে আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন	৬-আন'আম	৩৬	৫৯৯
সত্য মনে করে না পুনরুত্থানকে (যারা ওজনে কম দেয়)	৮৩-মুতাফফিফীন	৪	১০১১
সময় (আকাশ-পৃথিবীর কেউ তার পুনরুত্থিত করার সময় জানেনা)	২৭-নামল	৬৫	৮০৫
পুনর্গঠন			
আঙ্গুলের অগ্রভাগ (মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পুনর্গঠনে আল্লাহ সক্ষম)	৭৫-কিয়ামাহ্	৪	৯৯৩
সক্ষম (মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পুনর্গঠন করতে আল্লাহ সক্ষম)	৭৫-কিয়ামাহ্	৪	৯৯৩
পুনর্জীবন			
আল্লাহর দিকেই পুনর্জীবন	৬৭-মুলক	১৫	৯৭৩
আশা (পুনর্জীবনের আশা করে না মক্কাবাসীরা)	২৫-ফুরকান	৪০	৭৮৫
উপমা (পুনর্জীবন মৃতভূমিকে পানি দ্বারা জীবিত করার মতই)	৩৫-ফাতির	৯	৮৪৬
দিনকে পুনর্জীবন বানিয়েছেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	২৫-ফুরকান	৪৭	৭৮৫
মালিক নয় পুনর্জীবনের (অন্য উপাস্যরা)	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
পুনর্জীবিত			
অবিশ্বাস (কাফির পুনরুত্থিতকরণকে অবিশ্বাস করে...)	১৬-নাহ্ল	৩৮	৭০৬
দিনে মানুষকে পুনর্জীবিত করেন (আল্লাহ)	৬-আন'আম	৬০	৬০১
বনী ইসরাঈলকে পুনর্জীবিত করা (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	৫৬	৫০৬
মানুষকে আল্লাহ যখন ইচ্ছা পুনর্জীবিত করবেন মৃত্যুর পর	৮০-আবাসা	২২	১০০৭
মৃত ভূমিকে আল্লাহ সঞ্জীবিত করেন (বৃষ্টির আপনি দ্বারা)	৪৩-যুখরুফ	১১	৮৯৬
মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবে না (কাফিররা বলে)	৪৪-দুখান	৩৫	৯০৩
পুরনো			
বিভ্রান্তি (পুরনো বিভ্রান্তিতে রয়েছেন পিতা ইয়াকুব আ.এর পুত্ররা বলল)	১২-ইউসুফ	৯৫	৬৮৫
মিথ্যাচার (কুরআনকে কাফিররা পুরনো মিথ্যাচার বলে)	৪৬-আহ্কাফ	১১	৯০৯
পুরস্কার (আরো দেখুন কর্মফল)/প্রতিদান শব্দটি			
আখিরাতের পুরস্কার যে চায় আল্লাহ তাকে দেন	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
আল্লাহর পুরস্কার উত্তম	২৮-কাসাস	৮০	৮১৫
আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার (ক্ষমা ও জান্নাত)	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
উত্তম (আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দাতা সৎকাজের)...	১৮-কাহ্ফ	৪৪	৭২৮
উত্তম (পুরস্কার ও প্রতিদান হিসাবে উত্তম স্থায়ী সৎকাজ)	১৯-মারইয়াম	৭৬	৭৩৯
উত্তম পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর নিকট (তাদের জন্য যারা...)	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
কৃতকর্মের পুরস্কার দেয়া হল কি (কাফিরদেরকে)?	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৩৬	১০১২
জান্নাত (সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত প্রদান)	৫-মায়িদা	৮৫	৫৯১
দান (আখিরাতের উত্তম পুরস্কার দান করলেন আল্লাহ...)	৩-আলে ইমরান	১৪৮	৫৫০
দুনিয়ার পুরস্কার যে চায় আল্লাহ তাকে দেন	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
দুনিয়ার পুরস্কার দান করবেন আল্লাহ রব্বানীদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৪৮	৫৫০
নিকটবর্তী বিজয় পুরস্কার দিলেন আল্লাহ (মুমিনদেরকে)	৪৮-ফাত্হ	১৮	৯১৭
নিকৃষ্ট পুরস্কার দেয়া হবে মাদইয়ানবাসীদেরকে	১১-হূদ	৯৯	৬৭৪
নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কারস্বরূপ ভাগ্যবানরা জান্নাতেই স্থায়ীভাবে থাকবে	১১-হূদ	১০৮	৬৭৫
পুরস্কার (যে পুরস্কার দেয়া হবে তা কত নিকৃষ্ট)	১১-হূদ	৯৯	৬৭৪
সৎকাজের উত্তম পুরস্কার প্রতিপালকের নিকট	১৮-কাহ্ফ	৪৬	৭২৮
সুন্দর পুরস্কার মুমিনদের জন্য(জান্নাতে)	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
পুরস্কার (ছওয়াব)			
উত্তম পুরস্কার (ঈমান ও তাকওয়ার জন্য উত্তম পুরস্কার)	২-বাকারা	১০৩	৫১২
চাওয়া (যে দুনিয়ার ছওয়াব/পুরস্কার চায় তার জানা উচিত যে...)	৪-নিসা	১৩৪	৫৭৪
দুনিয়া ও আখিরাতের ছওয়াব/পুরস্কার আল্লাহর কাছে	৪-নিসা	১৩৪	৫৭৪
পুরস্কৃত			
মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ যেভাবে পুরস্কৃত করেন (জান্নাত প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৩১	৭০৫
পুরাতন			
খেজুর ডালের আকার ধারণ করে চাঁদ (শেষ মনযিলে)	৩৬-ইয়াসীন	৩৯	৮৫৪
পুরু রেশম			
জান্নাতীদের উপর সবুজ মিহি ও পুরু রেশমী পোশাক থাকবে	৭৬-দাহ্র	২১	৯৯৬
পোশাক (পরানো হবে জান্নাতীদের)	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পুরু রেশমীবস্ত্র			
পরিধান (মুত্তাকীরা জান্নাতে পুরু রেশম পরিধান করবে)	৪৪-দুখান	৫৩	৯০৪
পুরুষ			
অংশ (পিতামাতার রেখে যাওয়া সম্পদে নারী-পুরুষের অংশ আছে)	৪-নিসা	৭	৫৫৭
অংশ (পুরুষের জন্য অংশ রয়েছে যা তারা অর্জন করে তাতে)	৪-নিসা	৩২	৫৬১
অংশ (পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশের সমান অংশ)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
অংশ (এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান, কালালাহ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
অসহায় পুরুষ- নারী-শিশুদের জন্য জাহান্নাম নয় (হিজরত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯৮	৫৬৯
কর্মশীল কোন পুরুষের কাজ বিনষ্ট করেন না আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
কালালার ভাই (পুরুষ)ও বোন থাকলে পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
গমণ (লূত সম্প্রদায় যৌনকাজে পুরুষের নিকট গমন করত)	২৬-শু'আরা	১৬৫	৭৯৬
গমন (লূত সম্প্রদায়ের কামনা চরিতার্থ করতে পুরুষের কাছে গমন)	৭-আ'রাফ	৮১	৬২০
নারীর মত নয় পুরুষ...	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে	২-বাকারা	২২৮	৫২৬
নারী ও পুরুষ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৫৩-নাজম	৪৫	৯৩৪
নির্দিষ্ট (গবাদি পশুর পেটের বাচ্চা মুশরিক পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করা)	৬-আন'আম	১৩৯	৬০৯
পরিচালক (পুরুষরা নারীদের পরিচালক এ কারণে যে আল্লাহ ...)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
পিতা (মুহাম্মদ স. কোন পুরুষের পিতা নন)	৩৩-আহযাব	৪০	৮৩৭
প্রতিদান (সৎকর্মশীল মুমিন নারী-পুরুষকে উত্তম প্রতিদান/উত্তম জীবন)	১৬-নাহ্ল	৯৭	৭১১
বিদ্রূপ (পুরুষদের জন্য পরস্পরকে বিদ্রূপ করা নিষেধ)	৪৯-হুজুরাত	১১	৯২১
মারা যাওয়া (পুরুষ কালালাহ মারা গেলে সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
মু'মিন নারীরা যৌন কামনা রহিত পুরুষদের নিকট সৌন্দর্য...	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
মু'মিন ও সৎকর্মশীল পুরুষ (জান্নাতে প্রবেশ করবে)	৪০-মু'মিন	৪০	৮৮১
যৌন কামনা চরিতার্থ করতে পুরুষের কাছে গমন (লূত আ.এর সম্প্রদায়)	২৭-নামল	৫৫	৮০৪
সৎকর্মশীল মুমিন নারী-পুরুষকে উত্তম প্রতিদান/উত্তম জীবন দান	১৬-নাহ্ল	৯৭	৭১১
সৎকর্মশীল মুমিন পুরুষ ও নারীকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে	৪-নিসা	১২৪	৫৭২
সন্তান/পিতামাতাহীন পুরুষের ভাইবোনের মীরাস প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১২	৫৫৮
সমকামিতা (লূত সম্প্রদায়ের পুরুষদের সমকামিতা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
সাক্ষী (দু'জন পুরুষ না পেলে এক পুরুষ ও দু'নারী সাক্ষী রাখা)	২-বাকারা	২৮২	৫৩৪
সাক্ষী (ঋণের লেনদেনে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখা)	২-বাকারা	২৮২	৫৩৪
সৃষ্টি (একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে মানুষ সৃষ্টি করা হয়)	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
স্পর্শ করেনি কোন পুরুষ মাইয়ামকে	৩-আলে ইমরান	৪৭	৫৪০
স্পর্শ (মারইয়ামকে স্পর্শ করেনি কোন পুরুষ)	১৯-মারইয়াম	২০	৭৩৫
পুরুষ পশু			
হারাম করা (উট ও গরুর পুরুষ পশু হারাম করা প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	১৪৪	৬১০
হারাম করা (ভেড়া ও ছাগলের পুরুষ পশু হারাম করা প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	১৪৩	৬১০
পুরোপুরি			
ওজন দেয়া (ন্যায্যভাবে পুরোপুরি ওজন দেয়ার নির্দেশ)	৬-আন'আম	১৫২	৬১১
দেয়া (সম্পদ ব্যয়কারীর প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে)	২-বাকারা	২৭২	৫৩২
পরিমাণ (ন্যায্যভাবে পুরোপুরি পরিমাণ ও ওজন দেয়ার নির্দেশ)	৬-আন'আম	১৫২	৬১১
প্রতিপালক পুরোপুরি প্রদান করবেন মুশরিকদের কর্মসমূহ (কর্মফল)	১১-হূদ	১১১	৬৭৫
প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে (কিয়ামতের দিন)	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে প্রত্যেককে (বিচার দিনে)	২-বাকারা	২৮১	৫৩৩
প্রতিদান পুরোপুরি দিবেন আল্লাহ ঈমানদার সৎকর্মশীলদেরকে	৩-আলে ইমরান	৫৭	৫৪১
প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে (আল্লাহর পথে যা ব্যয় করে তার)	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
প্রাপ্য প্রতিদান পুরোপুরি দিবেন আল্লাহ	২৪-নূর	২৫	৭৭৬
প্রতিদান (আল্লাহ ঈমান ও সৎকাজের পুরোপুরি প্রতিদান দিবেন)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
ফল (কিয়ামতে প্রত্যেকের কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি দেয়া হবে)	১৬-নাহ্ল	১১১	৭১২
বহন (কিয়ামতের দিন কাফিরদের পাপের বোঝা পুরোপুরি বহন)	১৬-নাহ্ল	২৫	৭০৪
ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেয়া হবে যা সে অর্জন করেছে	৩-আলে ইমরান	২৫	৫৩৮
ব্যক্তিকে পুরো করে দেয়া হবে যা সে অর্জন করেছে	৩-আলে ইমরান	১৬১	৫৫১
মাপ পুরোপুরি দেয়া (পরিমাপ করার সময়)	১৭-ইসরা	৩৫	৭১৭
মাপ/ওজন পুরোপুরি দেয়া মু'মিদের জন্য কল্যাণকর (শু'আইব আ. প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
মাপে পুরোপুরি দিতে শুআইব আ.এর আহবান (আইকাবাসীর প্রতি)	২৬-শু'আরা	১৮১	৭৯৭
মুশরিকদের প্রাপ্য শাস্তির অংশ পুরোপুরি দিবেন আল্লাহ	১১-হূদ	১০৯	৬৭৫
হিসাব (পুরোপুরি হিসাব নিবেন আল্লাহ কাফিরদের কাজের)	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পুষ্ট			
অঙ্কুর পুষ্ট হয় বীজ থেকে বের হওয়ার পর... (মুমিনদের দৃষ্টান্ত)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
জাহান্নামিদেরকে পুষ্ট করবে না (তাদের খাদ্য)	৮৮-গাশিয়াহ্	৭	১০১৯
পুস্তক (আরো দেখুন গ্রন্থ/কিতাব শব্দটি)			
বহনকারী (তাওরাতের ভারবহন করেনি যারা পুস্তকবাহী গাধার মত)	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
পূজা			
মূর্তি পূজা থেকে ইবরাহীম আ.এর পুত্রদের দূরে রাখার জন্য দোয়া	১৪-ইবরাহীম	৩৫	৬৯৬
পূণ্য			
ঈমান প্রকৃত পূণ্য (পূর্ব বা পশ্চিমে মুখ করা পূণ্য নয়)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
গোপনে কথা বলা পূণ্যকাজে	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩
তাকওয়া (পূণ্য ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য করা)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
তাকওয়া (পূণ্য হল তাকওয়া অর্জন)	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
নির্দেশ (বনী ইসরাঈল কর্তৃক মানুষকে পূণ্যের নির্দেশ দান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৪৪	৫০৫
পাপকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন আল্লাহ...	২৫-ফুরকান	৭০	৭৮৭
প্রবেশ (ঘরে প্রবেশে পূণ্য নেই পিছন দিক থেকে)	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
মুখ ফিরানোতে পূণ্য নেই (পূর্ব ও পশ্চিমে...)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
লাভ (পূণ্য লাভ করা যাবে না, ভালবাসার জিনিস ব্যয় না করলে...)	৩-আলে ইমরান	৯২	৫৪৫
পূণ্য কাজ			
বিরত (পূর্ণকাজ থেকে বিরত থাকতে আল্লাহর কসমকে ঢাল...)	২-বাক্বারা	২২৪	৫২৫
পূণ্যবান			
উত্তম (পূণ্যবানদের জন্য উত্তম আল্লাহর নিকট যা আছে)	৩-আলে ইমরান	১৯৮	৫৫৫
পানীয় (পূণ্যবানগণ জান্নাতে কাফুর মিশ্রিত পানীয় পান করবে)	৭৬-দাহ্র	৫	৯৯৫
মৃত্যু (পূন্যবানদের সাথে মৃত্যু কামনা)	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫
পূণ্যবানের বৈশিষ্ট্য			
ইয়াতীম/অভাবগ্রস্ত/বন্দীকে খাদ্য খাওয়ানো/দান পুণ্যবানের বৈশিষ্ট্য	৭৬-দাহ্র	৯	৯৯৫
খাদ্য দান (পুণ্যবাণগণ অভাবগ্রস্ত/ইয়াতীম/বন্দীকে খাদ্য দান করে)	৭৬-দাহ্র	৮	৯৯৫
মানত পূর্ণ করা ও ক্ষতির দিন/কিয়ামতকে ভয় করা প্রসঙ্গ	৭৬-দাহ্র	৭	৯৯৫
পূতপবিত্র			
সহীফা (পবিত্র সহীফায় কুরআন লিপিবদ্ধ আছে)	৮০-আবাসা	১৪	১০০৬
পূর্ণ			
অঙ্গীকার পূর্ণ করা (আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার)	৩-আলে ইমরান	৭৬	৫৪৩
অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৪০	৫০৫
অঙ্গীকার পূর্ণকারীর ফল মহাপুরস্কার (আল্লাহ দিবেন)	৪৮-ফাত্হ	১০	৯১৬
আল্লাহ পূর্ণ করবেন তার আলো (যদিও কাফিররা অপছন্দ করে)	৬১-সাফ্ফ	৮	৯৬০
আলো (কিয়ামতে মুমিনগণ আলো পূর্ণ করার জন্য দোয়া করবে)	৬৬-তাহরীম	৮	৯৭০
আল্লাহ অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন (বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৪০	৫০৫
উদর পূর্ণ করবে জালিমরা (যাক্কুম বৃক্ষ দ্বারা)	৩৭-সাফ্ফাত	৬৬	৮৬০
কাজ (আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীর কাজ পূর্ণ করেন)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
চল্লিশ রাত পূর্ণ হওয়া (মূসা আ.এর জন্য প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
চুক্তিসমূহ পূর্ণ করার নির্দেশ (ঈমানদারদেরকে)	৫-মায়িদা	১	৫৮০
চুক্তি পূর্ণ করার নির্দেশ তাদের সাথে যারা ত্রুটি করেনি	৯-তাওবা	৪	৬৪০
জাহান্নাম পূর্ণ করা হবে (মানুষ ও জ্বিন দ্বারা)	৩২-সাজদা	১৩	৮৩১
জাহান্নাম পূর্ণ হয়েছে কিনা- (জিজ্ঞাসা করবেন আল্লাহ)	৫০-ক্বাফ	৩০	৯২৩
জাহান্নাম পূর্ণ করবেন আল্লাহ তাকে দিয়ে যে...	৭-আ'রাফ	১৮	৬১৪
জাহান্নাম পূর্ণ করবেন প্রতিপালক (জিন ও মানুষ দ্বারা)	১১-হূদ	১১৯	৬৭৬
জাহান্নাম পূর্ণ করা (ইবলিস ও তার অনুসারীদের দিয়ে)	৩৮-সোয়াদ	৮৫	৮৭০
জীবনকাল পূর্ণ করেছে মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ (খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৩	৮৩৫
দশ বছর পূর্ণ করা মূসার ইচ্ছাধীন	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
দশ রোযা পূর্ণ করা (হজ্জ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
দশ দ্বারা পূর্ণ করা ((ত্রিশ রাতের সাথে আরো দশ দ্বারা পূর্ণ করা)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
দুধ পান পূর্ণ করতে চাইলে (পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
দুই বছর (পূর্ণ দুই বছর মায়েরা সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
দ্বীনের পূর্ণতা দিলেন আল্লাহ আজ (বিদায় হজ্জের দিন)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
নিয়ামত পূর্ণ করবেন আল্লাহ (রাসূল স. এর প্রতি)	৪৮-ফাত্হ	২	৯১৬
নিয়ামত পূর্ণ করবেন প্রতিপালক ইউসুফের উপর ও...	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
নিয়ামত পূর্ণ করেছিলেন প্রতিপালক ইবরাহীম আ. ও ইসহাকের উপর	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নেয়ামত (আল্লাহ মানুষের প্রতি নেয়ামত পূর্ণ করেন...)	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
নেয়ামত (আল্লাহ্ মানুষের প্রতি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নেয়ামত পূর্ণ করেছেন)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
নেয়ামত পূর্ণ করতে চান আল্লাহ মুমিনদের উপর	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
নেয়ামত পূর্ণ করবেন আল্লাহ (মুমিনদের প্রতি)	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
নেয়ামত পূর্ণ করে দিলেন আল্লাহ মুমিনদের উপর	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
পরিমাপ পূর্ণ করে দেয় ইউসুফ (ভাইদেরকে বলল)	১২-ইউসুফ	৫৯	৬৮২
পরিমাপ (বরাদ্দ) পূর্ণ করে দিতে বলল ইউসুফের ভাইয়েরা...	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
পানপাত্র রয়েছে জান্নাতে (মুত্তাকীদের জন্য)	৭৮-নাবা	৩৪	১০০১
পূর্ণ (প্রতিপালকের বাণী পূর্ণ হবেই)	১১-হূদ	১১৯	৬৭৬
পৃথককারী (পূর্ণরূপে পৃথককারীদের কসম...)	৭৭-মুরসালাত	৪	৯৯৭
পেট (যাক্কুম গাছ থেকে পেট পূর্ণ করবে পথভ্রষ্টরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৩	৯৪৫
প্রতিদান (জাহান্নাম পূর্ণ প্রতিদান ইবলিসের অনুসারীদের জন্য)	১৭-ইস্‌রা	৬৩	৭১৯
প্রতিদান (সৎকর্মশীলদের আল্লাহ পূর্ণ প্রতিদান দিবেন)	৩৫-ফাতির	৩০	৮৪৮
প্রয়োজন (গবাদি পশু ও নৌযান থেকে প্রয়োজন পূর্ণ করা)	৪০-মু'মিন	৮০	৮৮৫
প্রয়োজন (মনের প্রয়োজন পূর্ণ করেছিল ইয়াকুব আ....)	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
প্রতিফল (প্রচেষ্টার পূর্ণ প্রতিফল মানুষকে দেয়া হবে)	৫৩-নাজম	৪১	৯৩৪
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ	১৭-ইস্‌রা	৩৪	৭১৭
প্রতিশ্রুতি (মুমিনদের আল্লাহর নামে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	৯১	৭১০
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ (আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি)	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
বাণী পূর্ণ হওয়া (বনী ইসরাঈল সম্পর্কে প্রতিপালকের কল্যাণময় বাণী)	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
বিস্তারকারী (পূর্ণরূপে বিস্তারকারীদের কসম...)	৭৭-মুরসালাত	৩	৯৯৭
মধ্যবর্তী স্থান দুই পাহাড়ের লৌহখণ্ড দ্বারা (যুলকারনাইন প্র.)	১৮-কাহ্ফ	৯৬	৭৩২
মানত পূর্ণ করা (নেক বান্দারা মানত পূর্ণ করা প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্র	৭	৯৯৫
মানত পূর্ণ করা (হজ্জের সময় তাওয়াফের পূর্বে)	২২-হাজ্জ	২৯	৭৬০
মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আহ্বান (শোয়াইবের সম্প্রদায়কে)	১১-হূদ	৮৫	৬৭৩
মেয়াদ (দুটি মেয়াদের একটি পূর্ণ করবেন মূসা...)	২৮-কাসাস	২৮	৮১০
মেয়াদ পূর্ণ করল যখন মূসা আ.	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
মেয়াদ পূর্ণ হওয়া (রাত-দিন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৬০	৬০১
রোযা পূর্ণ করা রাত পর্যন্ত (ফজরের সাদা রেখা হতে)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
রৌপ্য নির্মিত স্ফটিকে পূর্ণ করে রাখা হবে (জান্নাতে)	৭৬-দাহ্র	১৬	৯৯৫
শক্তিপ্রাপ্ত (চল্লিশ বছরে উপনীত পূর্ণশক্তিপ্রাপ্ত মুমিনের দোয়া)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে (কাজা রোযার সংখ্যা)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
হজ্জ পূর্ণ করার নির্দেশ (আল্লাহর উদ্দেশ্যে)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
পূর্ণকারী			
অঙ্গীকার পূর্ণকারীরা প্রকৃত সত্যবাদী ও মুত্তাকী	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
অঙ্গীকার পূর্ণকারী কে আছে? আল্লাহর চেয়ে অধিক...	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী			
উপেক্ষা (কিয়ামতে পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীকে উপেক্ষা হবে)	৮১-তাকভীর	৪	১০০৮
পূর্ণতা			
আলোর পূর্ণতা ছাড়া সবকিছু অস্বীকার করেন আল্লাহ	৯-তাওবা	৩২	৬৪৩
ইয়াতীমের পূর্ণতায় পৌঁছা পর্যন্ত তাদের ধন-সম্পদের উত্তমপদ্ধতি...	১৭-ইস্‌রা	৩৪	৭১৭
ইয়াতিম শক্তি ও বয়সে পূর্ণতায় পৌঁছা (সম্পদ প্রদান প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
পৌঁছা (ইউসুফ আ. যখন বয়সের পূর্ণতায় পৌঁছল...)	১২-ইউসুফ	২২	৬৭৮
পৌঁছা (পূর্ণতায় পৌঁছল যখন মূসা...)	২৮-কাসাস	১৪	৮০৯
পূর্ণতাপ্রাপ্ত			
চাঁদ (পূর্ণতাপ্রাপ্ত চাঁদের কসম)	৮৪-ইনশিকাক্ব	১৮	১০১৪
পূর্ণতা (শক্তি ও বয়সে)			
পৌঁছা (ইয়াতীম বালকদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রতিপালকের)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
পূর্ণ প্রতিফল			
কাজের (আল্লাহ প্রত্যেকের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন)	৪৬-আহ্কাফ	১৯	৯০৯
দুনিয়ায় পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হয় (দুনিয়া কামনাকারীর কাজের)	১১-হূদ	১৫	৬৬৭
পূর্ণ মাত্রায় নেয়া			
ওজন করে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়া...	৮৩-মুতাফফিফীন	২	১০১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পূর্ণাঙ্গ			
মানবাকৃতি (পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতি ধারণ করল জিবরাঈল আ.)	১৯-মারইয়াম	১৭	৭৩৫
সৎকর্মীর জন্য পূর্ণাঙ্গ করা (তাওরাতকে)	৬-আন্'আম	১৫৪	৬১১
পূর্ব			
আল্লাহর (পূর্ব-পশ্চিম সব দিক আল্লাহরই)	২-বাক্বারা	১১৫	৫১৩
দিক (পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে পূণ্য নেই...)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
ধ্বংস (অপরাধের কারণে পূর্ববর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করা হয়)	৬-আন্'আম	৬	৫৯৬
পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানানো (বনী ইসরাঈলকে)	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
প্রতিপালক (পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক আল্লাহ)	৭৩-মুযযাম্মিল	৯	৯৮৮
প্রতিপালক (পূর্ব-পশ্চিমের প্রতিপালকই মানুষের প্রতিপালক...)	২৬-শু'আরা	২৮	৭৮৯
মালিক (পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১৪২	৫১৬
যায়তুন গাছটি পূর্ব দিকেরও নয় পশ্চিম দিকেরও নয়...)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে নিয়ে আসা/উদয় ঘটানো (আল্লাহ কর্তৃক)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
স্থান (পূর্ব দিকের এক স্থানে পৃথক হয়ে গেল মারইয়াম আ.)	১৯-মারইয়াম	১৬	৭৩৫
পূর্বঘোষণা			
প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে মতপার্থক্যের মীমাংসা হত!	১০-ইউনুস	১৯	৬৫৬
পূর্ব থেকে চলে আসা			
জাদু (কুরআনকে পূর্ব থেকে চলে আসা জাদু বলল ওয়ালীদ বিন...)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৪	৯৯১
পূর্বপুরুষ			
ইলইয়াস সম্প্রদায় ও পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক আল্লাহ	৩৭-সাফ্ফাত	১২৬	৮৬৩
উপকথা (পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি পূর্ব পুরুষদের উপকথা)	২৩-মু'মিনূন	৮৩	৭৭১
কাফিরদের পূর্বপুরুষদের নিকট যে কথা আসেনি এমন কথা কি...	২৩-মু'মিনূন	৬৮	৭৭০
নূহের সম্পদায় পূর্বপুরুষদের নিকট শোনেনি...	২৩-মু'মিনূন	২৪	৭৬৭
পুনরুত্থান (পূর্বপুরুষদের পুনত্থানে কাফিরদের বিস্ময়)	৩৭-সাফ্ফাত	১৭	৮৫৭
পুনরুত্থান (কাফিরদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের পুনরুত্থান)	৫৬-ওয়াক্বিয়াহ্	৪৮	৯৪৫
প্রতিপালক (আল্লাহ পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক)	৪৪-দুখান	৮	৯০২
ফির'আউনের পূর্বপুরুষবদের প্রতিপালক (প্রতিপালক প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২৬	৭৮৯
পূর্ববর্তী			
অর্জন (পূর্ববর্তী জালিমদের অর্জন উপকারে আসেনি)	৩৯-যুমার	৫০	৮৭৫
আকৃতি (সাপকে মূসার লাঠির পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া)	২০-ত্বা-হা	২১	৭৪২
ইলইয়াস সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদর প্রতিপালক আল্লাহ	৩৭-সাফ্ফাত	১২৬	৮৬৩
উপকথা (পুনরুত্থানকে পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে কাফিরদের মন্তব্য)	২৭-নামল	৬৮	৮০৫
উপকথা (কাফিররা কুরআনকে পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে)	১৬-নাহ্‌ল	২৪	৭০৪
উপকথা (কাফিররা কুরআনকে পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
উপকথা (পূর্ববর্তীদের উপকথা পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি...)	২৩-মু'মিনূন	৮৩	৭৭১
উপকথা (পূর্ববর্তীদের উপকথা কুরআন কাফিররা বলে...)	৮-আনফাল	৩১	৬৩৫
উপকথা (পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে আয়াত পাঠ করলে)	৮৩-মুতাফফিফীন	১৩	১০১১
উপকথা (পূর্ববর্তীদের উপকথা কুরআন কাফিররা বলে)	২৫-ফুরকান	৫	৭৮২
উম্মত (ইবারহীমের উম্মত আ.এর পূর্ববর্তীরা রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছে)	২৯-আনকাবূত	১৮	৮১৭
উম্মত (পূর্ববর্তী উম্মতের কাছে রাসূল স. প্রেরণ ও শয়তান...)	১৬-নাহ্‌ল	৬৩	৭০৮
একত্র করবেন আল্লাহ পূর্ববর্তীদেরকে ফয়সালার দিন	৭৭-মুরসালাত	৩৮	৯৯৮
ওহী পূর্ববর্তীদের প্রতিও অবতীর্ণ হয় (শিরক সম্পর্কে)	৩৯-যুমার	৬৫	৮৭৬
কথা (পূর্ববর্তীদের কথা বহু ইলাহ গ্রহণ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
কথা (পূর্ববর্তীরা অনুরূপ কথা বলত অজ্ঞদের অনুরূপ...)	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
কল্পকাহিনী (কুরআন পূর্ববর্তীদের উপকথা! কাফিরদের মন্তব্য)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৭	৯০৯
কাফিরদের পূর্বপুরুষদের নিকট যে কথা আসেনি এমন কথা কি...	২৩-মু'মিনূন	৬৮	৭৭০
কাফিরদের পূর্ববর্তীরাও ষড়যন্ত্র করেছিল	১৩-রা'দ	৪২	৬৯২
কাফিরদের পূর্ববর্তীরাও মৃত্যুর ফেরেশতা/শাস্তি আসার প্রতীক্ষা করত	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
কাফিররা পূর্ববর্তীদের মতই (আখিরাত অস্বীকার করে)	২৩-মু'মিনূন	৮১	৭৭১
কিতাব (কুরআন সম্বন্ধে পূর্ববর্তী যাবুর/লিখিত কিতাবে উল্লেখ আছে)	২৬-শু'আরা	১৯৬	৭৯৮
কিতাব (পূর্ববর্তীদের থেকে উপদেশ কাফিরদের নিকট থাকলে...)	৩৭-সাফ্ফাত	১৬৮	৮৬৫
কিতাব (পূর্ববর্তী কিতাব পাঠকারীদেরকে জিজ্ঞাসা কুরআন সম্পর্কে)	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
কিতাব (পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ঈসা আ.)	৬১-সাফ্‌ফ	৬	৯৬০
কিতাব (পূর্ববর্তী কিতাবেও ঈমান আনবে না কাফিররা)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
কিতাব (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী কুরআন)	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কিতাব (শিরকের পক্ষে পূর্ববর্তী কোন কিতাব নেই)	৪৬-আহ্‌কাফ	৪	৯০৮
কিতাব (কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩০	৯১১
কিতাব (কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী)	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
কিতাব (কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী)	৬-আন্'আম	৯২	৬০৪
কিতাব (কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী)	৩৫-ফাতির	৩১	৮৪৮
চাপিয়ে দেয়া (পূর্ববর্তীদেরকে চাপিয়ে দেয়া বোঝা হতে অব্যাহতি প্রার্থনা)	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
জনপদ (ঈমান না আনার কারণে পূর্ববর্তী জনপদ ধ্বংস হওয়া)	২১-আম্বিয়া	৬	৭৫০
জানা (আল্লাহ জানেন পূর্ববর্তীদেরকে)	১৫-হিজর	২৪	৬৯৯
জালিমদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যাবাদী বলায় শাস্তি দেয়া হয়	৩৯-যুমার	২৫	৮৭৩
জালিমদের পূর্ববর্তীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট ছিল	৩৭-সাফ্ফাত	৭১	৮৬০
দিন (কাফিররা কি পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দিনের অপেক্ষা করছে?)	১০-ইউনুস	১০২	৬৬৪
দৃষ্টান্ত (পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অতীত হয়েছে -যারা প্রবল শক্তিধর)	৪৩-যুখরুফ	৮	৮৯৬
ধ্বংস পূর্ববর্তীদের (অপরাধের জন্য)	৭৭-মুরসালাত	১৬	৯৯৭
নবী প্রেরণ (পূর্ববর্তীদের মাঝে আল্লাহ অনেক নবী প্রেরণ করেছেন)	৪৩-যুখরুফ	৬	৮৯৬
নবী (পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের উপরও আল্লাহ ওহী নাযিল করেন)	৪২-শূরা	৩	৮৯১
নিয়মনীতি (পূর্ববর্তীদের নিয়মনীতির প্রতীক্ষা করে মুশরিকরা?)	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
নিদর্শনকে পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক মিথ্যা অভিহিত করাই আল্লাহকে...	১৭-ইসরা	৫৯	৭১৯
পরিণাম (পূর্ববর্তীদের পরিণাম হল ধ্বংস)	৪৭-মুহাম্মাদ	১০	৯১২
পরিণাম (পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল...)	৪০-মু'মিন	৮২	৮৮৫
পরীক্ষা (পূর্ববর্তীগণকে ঈমানের পরীক্ষা করা হয়েছিল)	২৯-আনকাবূত	৩	৮১৬
পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে প্রতিপালককে বলবে...	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
পরিণাম (পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখতে পেত কাফিররা...)	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৯
পরিণাম (ভ্রমণ করলে মুশরিকরা পূর্ববর্তীদের পরিণাম লক্ষ্য করত)	৩৫-ফাতির	৪৪	৮৫০
পরবর্তীদেরকে পূর্ববর্তীরা বলবে আমাদের উপর তোমাদের মর্যাদা..	৭-আ'রাফ	৩৯	৬১৬
পিতৃপুরুষ (পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের নিকট শোনেনি...)	২৮-কাসাস	৩৬	৮১১
পুনরুত্থান (পূর্বপুরুষদের পুনত্থানে কাফিরদের বিস্ময়)	৩৭-সাফ্ফাত	১৭	৮৫৭
পুনরুত্থান (পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের পুনরুত্থান হবে কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াক্বিয়াহ্	৪৯	৯৪৫
পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে আল্লাহর আয়াতকে...	৬৮-ক্বালাম	১৫	৯৭৫
প্রজন্ম (পূর্ববর্তী প্রজন্মের অবস্থা কি হবে?ফিরআউনের প্রশ্ন)	২০-ত্বা-হা	৫১	৭৪৪
প্রজন্ম (পূর্ববর্তী প্রজন্ম ধ্বংস করলেন আল্লাহ ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৮-কাসাস	৪৩	৮১১
প্রজন্ম (আইকাবাসীর পূর্ববর্তী প্রজন্মকে সৃষ্টিকারী আল্লাহকে ভয়)	২৬-শু'আরা	১৮৪	৭৯৭
ফিরআউনের পূর্ববর্তী পাপাচারে লিপ্ত সম্প্রদায় প্রসঙ্গ	৬৯-হাক্কাহ্	৯	৯৭৮
বহুসংখ্যক (পূর্ববর্তীদের বহুসংখ্যক হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত)	৫৬-ওয়াক্বিয়াহ্	১৩	৯৪৩
বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মাঝে (ডানের সাথী)	৫৬-ওয়াক্বিয়াহ্	৩৯	৯৪৪
বিধিবদ্ধ (রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল পূর্ববর্তীদের উপরও)	২-বাক্বারা	১৮৩	৫২০
মিথ্যা অভিহিত করা (পূর্ববর্তীরাও ওহীকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল)	১০-ইউনুস	৩৯	৬৫৮
মুশরিকদের পূর্ববর্তীরাও এরূপ করত (শিরকের পক্ষে উদ্ভট যুক্তিপ্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৩৫	৭০৫
মুশরিকদের পূর্ববর্তীরা শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত নবীকে মিথ্যাবাদী বলে	৬-আন্'আম	১৪৮	৬১১
রাসূল (পূর্ববর্তী রাসূলদের মত নিদর্শন আনার আহবান মুহাম্মদের প্রতি)	২১-আম্বিয়া	৫	৭৫০
রাসূল (পূর্ববর্তী রাসূলগণকে যা বলা হত মুহাম্মদ স. কে বলা হয়)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৩	৮৮৯
সতর্কীকরণ পূর্ববর্তী সতর্কীকরণের ন্যায় মুহাম্মদ স. এর সতর্কীকরণ	৫৩-নাজম	৫৬	৯৩৫
রীতি (পূর্ববর্তীদের রীতি গত হয়েছে ঈমান না আনার ব্যাপারে)	১৫-হিজর	১৩	৬৯৮
ষড়যন্ত্রকারী (পূর্ববর্তী ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণতি)	১৬-নাহ্‌ল	২৬	৭০৫
সম্প্রদায় (মুহাম্মদ স. এর পূর্ববর্তী নূহ, আদ, ছামুদ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
সম্প্রদায় (লূত সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তীরা অশ্লীলকাজ/সমকামিতা করেনি)	২৯-আনকাবূত	২৮	৮১৮
সম্প্রদায় (পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল প্রেরণ)	১৫-হিজর	১০	৬৯৮
সহীফা (পূর্ববর্তীদের সহীফায় আখিরাতের উৎকৃষ্টতা বর্ণিত আছে)	৮৭-আ'লা	১৮	১০১৮
সহীফা (রাসূল এর ব্যাপারে পূর্ববর্তী সহীফায় উল্লেখিত প্রমাণ আসা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৩৩	৭৪৯
সুন্নত (পূর্ববর্তী কাফিরদের ব্যাপারে সুন্নত অতিক্রান্ত হয়েছে)	৮-আনফাল	৩৮	৬৩৫
সুন্নত/নীতি (আল্লাহ পূর্ববর্তীদের সুন্নত প্রদর্শন করতে চান)	৪-নিসা	২৬	৫৬০
সুন্নত (পূর্ববর্তী সুন্নত না আসা পর্যন্ত কাফিররা ঈমান আনে না)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৫	৭২৯
সৃষ্টি (পূর্ববর্তীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২১	৫০৩
স্বভাব (পূর্ববর্তীদের স্বভাব, হূদ আ.এর উপদেশ প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৩৭	৭৯৫

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পূর্বাবস্থা			
ফিরিয়ে আনা (মৃত্যুর পর পূর্বাবস্থায়) আনার বিষয়ে কাফিরদের অবিশ্বাস	৭৯-নাযি'আত	১০	১০০৩
ফিরে যাওয়া (ইবরাহীম আ.এর সম্প্রদায় পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬৫	৭৫৪
মুনাফিকদেরকে আল্লাহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮
পূর্বাহ্ন			
কসম (পূর্বাহ্নের কসম)	৯৩-দুহা	১	১০২৬
শাস্তি আসা (পূর্বাহ্নে খেলায় মগ্ন থাকা অবস্থায় শাস্তি আসা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯৮	৬২১
সমবেত করা (পূর্বাহ্নে লোকদেরকে সমবেত করা, জাদু প্রদর্শনের দিন)	২০-ত্বা-হা	৫৯	৭৪৪
পূর্বে			
ঈমান (নবীর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন/পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
উম্মত (পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে অভাব-অনটন/দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও)	৬-আন্'আম	৪২	৫৯৯
কুরআনের পূর্বে রাসূল স. কোন কিতাব পাঠ করেননি	২৯-আনকাবূত	৪৮	৮২০
গত (পূর্বে গত লোকদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সুন্নাত, মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৬২	৮৩৯
গোপনে কথা বলার পূর্বে সাদকা করার নির্দেশ (রাসূল স. এর সাথে)	৫৮-মুজাদালা	১২	৯৫৩
দল (পূর্বের দু'টি দলের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হওয়া)	৬-আন্'আম	১৫৬	৬১২
নবী (পূর্বের নবীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সুন্নাত প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৮	৮৩৬
ফিরাউনের অনুমতির পূর্বে জাদুকরদের ঈমান আনা	৭-আ'রাফ	১২৩	৬২৩
বিজয়ের (মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে যুদ্ধ ও অর্থব্যয়ের তুলনা)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
রাসূল স. এর পূর্বে মূসা আ.কে যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিল	২-বাক্বারা	১০৮	৫১২
রাসূল স. এর সাথে গোপনে কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদানে ভয় পাওয়া	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
লিপিবদ্ধ (বিপর্যয় পতিত হওয়ার পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেন আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	২২	৯৫০
লূত সম্প্রদায়ের পূর্বে কেউ করেনি এমন অশ্লীল কাজ (সমকামিতা প্র.)	৭-আ'রাফ	৮০	৬২০
পৃথক (আরো দেখুন আলাদা শব্দটি)			
অপরাধীদেরকে পৃথক হতে নির্দেশ দিবেন আল্লাহ (কিয়ামতে)	৩৬-ইয়াসীন	৫৯	৮৫৫
আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীকে পৃথক (পরস্পর থেকে)	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
আল্লাহ পৃথক করবেন মন্দদেরকে ভালদের থেকে...	৮-আনফাল	৩৭	৬৩৫
আহলে কিতাবদের কাফির/মুশরিকরা পৃথক হতে প্রস্তুত ছিলনা...	৯৮-বায়্যিনাহ	১	১০২৯
ইবরাহীম আ. পৃথক হচ্ছে (পিতা ও তার উপাস্যদের থেকে)	১৯-মারইয়াম	৪৮	৭৩৭
ইবরাহীম আ. পৃথক হয়ে গেল মুশরিকদের থেকে এবং...	১৯-মারইয়াম	৪৯	৭৩৭
কাফিরদেরকে শাস্তি দিতেন আল্লাহ (মুমিনদের থেকে পৃথক থাকলে)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
কুরআন পৃথক করেছেন আল্লাহ (বিভিন্ন অংশে)	১৭-ইস্রা	১০৬	৭২৩
নূহ আ.এর পুত্র তার থেকে পৃথক ছিল... (প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪২	৬৬৯
প্রজ্ঞাময় বিষয় পৃথক করা হয় (মোবারক রাতে)	৪৪-দুখান	৪	৯০২
ফির'আউন সম্প্রদায়কে পৃথক থাকতে বলল মূসা আ. (বিশ্বাস না করলে)	৪৪-দুখান	২১	৯০৩
ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে পৃথক হতে প্রস্তুত ছিলনা (আহলে কিতাব মুশরিক..)	৯৮-বায়্যিনাহ	১	১০২৯
মন্দকে ভাল থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত মুমিনদেরকে ছেড়ে...	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
মারইয়াম দূরবর্তী স্থানে পৃথক হয়ে গেল (সন্তান প্রসবের জন্য)	১৯-মারইয়াম	২২	৭৩৫
মারইয়াম পৃথক হয়ে গেল (পরিবার-পরিজন থেকে)	১৯-মারইয়াম	১৬	৭৩৫
শরীক ও মুশরিককে পৃথক করা হবে (কিয়ামতের দিন)	১০-ইউনুস	২৮	৬৫৭
শরীক ও শরীককারীদের থেকে পৃথক আসহাবে কাহফের যুবককরা	১৮-কাহফ	১৬	৭২৫
স্ত্রীকে পৃথক রাখা (রাসূল স. এর স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ (মাসিক চলাকালে)	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
স্বামী-স্ত্রীকে উত্তমভাবে পৃথক করা (তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
স্বামী-স্ত্রী পৃথক হলে প্রত্যেককে আল্লাহ অভাবমুক্ত করবেন	৪-নিসা	১৩০	৫৭৩
পৃথককারী			
কসম (পূর্ণরূপে পৃথককারীদের কসম...)	৭৭-মুরসালাত	৪	৯৯৭
পৃথকভাবে			
আহার (পৃথকভাবে আহার করাতে কোন দোষ নেই...)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
পৃথিবী (আরো দেখুন জমিন শব্দটি)			
অক্ষম করতে পারে না কেউ পৃথিবীতে (আল্লাহর ইচ্ছাকে)	৪৬-আহ্কাফ	৩২	৯১১
অক্ষম (মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না)	৪২-শূরা	৩১	৮৯৪
অক্ষম করা (মানুষ আল্লাহকে আকাশ-পৃথিবীতে অক্ষম করতে পারেনা)	২৯-আনকাবূত	২২	৮১৭
অক্ষম করা (জিনরা আল্লাহকে পৃথিবীতে অক্ষম করতে পারে না)	৭২-জিন্	১২	৯৮৬
অক্ষম করতে পারেনি পৃথিবীতে আল্লাহকে (অবিশ্বাসী)	১১-হূদ	২০	৬৬৭
অগোচর নয় (পৃথিবীতেও কোন কিছু অগোচর নয়, আল্লাহর কাছে)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অজানা (আল্লাহ ছাড়া আকাশ-পৃথিবীর সকলের কাছে অদৃশ্য অজানা)	২৭-নামল	৬৫	৮০৫
অণু (আকাশের অণু পরিমাণের মালিক নয় ধারণাকৃত ইলাহগণ)	৩৪-সাবা	২২	৮৪৩
অণু পরিমাণ/এর চেয়ে ছোট/বড় বস্তুও (আল্লাহর গোচরীভূত)	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই (আসহাবে কাহাফ প্রসঙ্গে)	১৮-কাহ্ফ	২৬	৭২৬
অদৃশ্য বিষয় (পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
অদৃশ্য বিষয় (আল্লাহ অবগত)	৩৫-ফাতির	৩৮	৮৪৯
অদৃশ্য (পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই আছে)	১৬-নাহ্ল	৭৭	৭০৯
অদৃশ্য বিষয় (আকাশ-পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন)	৪৯-হুজুরাত	১৮	৯২১
অদৃশ্য (আকাশ-পৃথিবীর সব অদৃশ্য বিষয় সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত)	২৭-নামল	৭৫	৮০৬
অধিপতি (পৃথিবীর অধিপতি বরকতময় আল্লাহ)	৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
অধিবাসী (পৃথিবীতে যারা আছে তারা আল্লাহর কাছেই চায়)	৫৫-রাহমান	২৯	৯৪০
অপরাধ (পৃথিবীতে অপরাধ না করার আহ্বান মাদইয়ানবাসীকে)	১১-হূদ	৮৫	৬৭৩
অপরাধ (বনী ইসরাঈলকে পৃথিবীতে অপরাধ করতে নিষেধাজ্ঞা)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
অবস্থান (আদম-হাওয়া ও শয়তানের পৃথিবীতে অবস্থান)	২-বাক্বারা	৩৬	৫০৫
অবস্থান (পৃথিবীতে অবস্থানকাল সম্পর্কে পথভ্রষ্টদেরকে জিজ্ঞাসা...)	২৩-মু'মিনূন	১১২	৭৭৩
অবস্থান (পৃথিবীতে অবস্থান ও জীবনোপভোগ রয়েছে...)	৭-আ'রাফ	২৪	৬১৪
অবস্থা (প্রবল প্রকম্পনের পর পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে মানুষের প্রশ্ন...)	৯৯-যিলযাল	৩	১০৩০
অভিভাবক (পৃথিবীতে কাফির ও মুনাফিকদের অভিভাবক নেই)	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
অশ্রুপাত করেনি আকাশ ও পৃথিবী (ফির'আউন নিমজ্জিত হওয়ায়)	৪৪-দুখান	২৯	৯০৩
অসহায় (মুনাফিকদের পৃথিবীতে অসহায় থাকার অজুহাত)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
অসম্মতি (আমানত বহনে আকাশ-পৃথিবী-পর্বতের অসম্মতি প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৭২	৮৪০
অহংকার (পৃথিবীতে অহংকারকারীদের নিদর্শন থেকে সরিয়ে নেয়া)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
অহংকার (কারুন/ফিরআউন/হামান পৃথিবীতে অহংকার করত)	২৯-আনকাবূত	৩৯	৮১৯
অহংকার (পৃথিবীতে অহংকার করার শাস্তি কাফিরদের দেয়া হবে)	৪৬-আহ্কাফ	২০	৯১০
অহংকার (পৃথিবীতে অহংকার করত আদ জাতি)	৪১-ফুস্সিলাত	১৫	৮৮৭
অহংকার করল পৃথিবীতে ফির'আউন ও তার বাহিনী	২৮-কাসাস	৩৯	৮১১
আকাশ ও পৃথিবীকে আসতে বললেন আল্লাহ (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়)	৪১-ফুস্সিলাত	১১	৮৮৬
আকাশ পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের রাজত্ব আল্লাহর	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহ জানেন	৩-আলে ইমরান	২৯	৫৩৮
আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা প্রতিপালক ভালভাবে জানেন	১৭-ইস্রা	৫৫	৭১৮
আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই	১১-হূদ	১২৩	৬৭৬
আকাশ ও পৃথিবীর আলো আল্লাহ	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ছয় দিনে	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
আকাশ-পৃথিবীতে কেউ নেই যে দয়াময়ের বান্দা হিসেবে উপস্থিত...	১৯-মারইয়াম	৯৩	৭৪০
আকাশ-পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত যদি সত্য...	২৩-মু'মিনূন	৭১	৭৭০
আকাশ পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে	২৪-নূর	৪১	৭৭৮
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুর প্রতিপালক আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৬৫	৭৩৮
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে	৬১-সাফ্ফ	১	৯৬০
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে	৫৯-হাশর	১	৯৫৫
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ জানেন	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমান জান্নাতের প্রশস্ততা	৩-আলে ইমরান	১৩৩	৫৪৮
আকাশ-পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়	৩-আলে ইমরান	৫	৫৩৬
আনুগত্য (পৃথিবীর অধিকাংশের আনুগত্য করলে নবী পথচ্যুত হবেন)	৬-আন্'আম	১১৬	৬০৭
আন্দোলিত (পৃথিবীতে পর্বত স্থাপন যেন তা আন্দোলিত না হয়)	১৬-নাহ্ল	১৫	৭০৪
আল্লাহ (আকাশ-পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ)	৬-আন্'আম	৩	৫৯৬
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীতে যারা আছে তারা আল্লাহর)	২১-আম্বিয়া	১৯	৭৫১
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর)	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর)	৬-আন্'আম	১২	৫৯৭
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহরই)	১৬-নাহ্ল	৫২	৭০৭
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর)	৪-নিসা	১৩২	৫৭৩
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর)	৪২-শূরা	৪	৮৯১
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর)	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহর)	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
আল্লাহর (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর)	২২-হাজ্জ	৬৪	৭৬৪
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর প্রত্যেকে আল্লাহর অনুগত)	২-বাক্বারা	১১৬	৫১৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পৃথিবী (আরো দেখুন জমিন শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহর)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীমধ্যবর্তী/ভূগর্ভের সবই আল্লাহর)	২০-ত্বা-হা	৬	৭৪১
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর)	১০-ইউনুস	৫৫	৬৫৯
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর)	৪-নিসা	১২৬	৫৭২
আল্লাহর (আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহর)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
আল্লাহরই (আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহরই)	৩১-লুকমান	২৬	৮২৯
আল্লাহর হাতের মুঠোয় থাকবে পৃথিবী (কিয়ামতের দিন)	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭
আল্লাহর (পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর)	১০-ইউনুস	৬৬	৬৬০
আল্লাহর পৃথিবী সৎকর্মশীল মুত্তাকীদের জন্য প্রশস্ত	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না (আকাশ-পৃথিবীর কিছুই)	৩৫-ফাতির	৪৪	৮৫০
আল্লাহর রাজত্ব (আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব)	৩-আলে ইমরান	১৮৯	৫৫৪
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু	৫৯-হাশর	২৪	৯৫৭
আশ্রয়স্থল (হিজরতকারী পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
ইলাহ (আকাশ-পৃথিবীতে বহু ইলাহ থাকলে উভয়টি ধ্বংস হয়ে যেত)	২১-আম্বিয়া	২২	৭৫১
ইলাহ (পৃথিবীতে আল্লাহই একমাত্র ইলাহ)	৪৩-যুখরুফ	৮৪	৯০১
ঈমানদারদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করবেন আল্লাহ	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
উৎফুল্ল (কাফিররা উৎফুল্ল অসত্য নিয়ে...)	৪০-মু'মিন	৭৫	৮৮৪
উত্তরাধিকারী (পূর্ববর্তী অধিবাসীদের পরে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হওয়া)	৭-আ'রাফ	১০০	৬২২
উত্তরাধিকারী (আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানান)	২৭-নামল	৬২	৮০৫
উত্তরাধিকারী (পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	৭-আ'রাফ	১২৮	৬২৩
উত্তরাধিকার (আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহরই)	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
উত্তরাধিকারী (বনী ইসরাঈলকে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করা)	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
উদ্গত হওয়া (পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট ধরনের উদ্ভিদ উদ্গত হওয়া)	২৬-শু'আরা	৭	৭৮৮
উদ্ভাবক (পৃথিবীর উদ্ভাবক আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১১৭	৫১৩
উদ্ভাবক (পৃথিবীর উদ্ভাবক আল্লাহ)	৬-আন্'আম	১০১	৬০৬
উদ্ধত ছিল ফিরআউন (পৃথিবীতে)	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
উন্মুক্তরূপে দেখবে পৃথিবীকে (কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্ফ	৪৭	৭২৮
উপাস্য গ্রহণ (পৃথিবী থেকে মুশরিকদের উপাস্য গ্রহণ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২১	৭৫১
একত্রীকরণ (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী ও সকলকে একত্র করতে সক্ষম)	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
ওহী (প্রতিপালক পৃথিবীকে ওহী করায় কিয়ামতে খবর বর্ণনা করবে)	৯৯-যিলযাল	৫	১০৩০
কর্তৃত্ব (আল্লাহ ইবরাহীম আ.কে আকাশ-পৃথিবীর কর্তৃত্ব দেখান)	৬-আন্'আম	৭৫	৬০৩
কর্তৃত্ব (আকাশ-পৃথিবীর কর্তৃত্ব সম্পর্কে লক্ষ্য করা)	৭-আ'রাফ	১৮৫	৬৩০
কথা (আকাশ-পৃথিবীর সমস্ত কথা প্রতিপালক জানেন)	২১-আম্বিয়া	৪	৭৫০
কল্যাণ (জনপদবাসীরা ঈমান আনলে পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করা হত)	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
কাফিররা পৃথিবীতে অক্ষম করতে পারবে না (আল্লাহকে)	২৪-নূর	৫৭	৭৮০
ক্ষমা প্রার্থনা (পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা)	৪২-শূরা	৫	৮৯১
খবর (কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার খবরসমূহ বর্ণনা করবে)	৯৯-যিলযাল	৪	১০৩০
খেজুর গাছ ও ফলমূল আছে পৃথিবীতে (আবরণযুক্ত খেজুর গাছ)	৫৫-রাহ্মান	১১	৯৩৯
গাছ(পৃথিবীর সমস্ত গাছ কলম হলেও আল্লাহর বাণী লেখা শেষ হবেনা)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
গোপন নয় (পৃথিবী ও আকাশের কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়)	১৪-ইবরাহীম	৩৮	৬৯৬
গোপন বিষয় (পৃথিবীর গোপন বিষয় যিনি জানেন তিনি...)	২৫-ফুরকান	৬	৭৮২
চলা (পৃথিবীতে চলে রহমানের বান্দারা বিনম্রী হয়ে)	২৫-ফুরকান	৬৩	৭৮৬
চলাচল (পৃথিবীতে চলাচল করতে না পারা/অক্ষমদেরকে দান)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
চাবিকাঠি (আকাশ-পৃথিবীর চাবিকাঠি আল্লাহর কাছে)	৩৯-যুমার	৬৩	৮৭৬
চাবিকাঠি (আকাশ-পৃথিবীর চাবিকাঠি আল্লাহরই)	৪২-শূরা	১২	৮৯২
চূর্ণবিচূর্ণ হবে পৃথিবী (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজ্র	২১	১০২২
ছড়িয়ে পড়া (নামাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া)	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
ছয় দিনে সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের সবকিছু)	৫০-ক্বাফ	৩৮	৯২৪
জানা (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ জানেন)	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
জানা (আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহ জানেন)	৬৪-তাগাবুন	৪	৯৬৬
জানা (আকাশ-পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহ জানেন)	২২-হাজ্জ	৭০	৭৬৪
জানা (আকাশ-পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ জানেন)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
জীবজন্তু (পৃথিবীর জীব-জন্তু ও ফেরেশতারা আল্লাহকে সিজদা করে)	১৬-নাহ্ল	৪৯	৭০৭
জীবিত করা (পৃথিবীকে জীবিত করেন আল্লাহ মৃত্যুর পর)	৩০-রূম	১৯	৮২৩
জীবিত করা (মৃত পৃথিবীকে বৃষ্টি দ্বারা জীবিত করা নিদর্শনস্বরূপ)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জ্ঞান (পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব জানেন আল্লাহ)	৪৯-হুজুরাত	১৬	৯২১
টিকে থাকা (আকাশ-পৃথিবী যত দিন থাকবে দুর্ভাগারা আগুনেই...)	১১-হূদ	১০৭	৬৭৫
টিকে থাকা (আকাশ-পৃথিবী যতদিন থাকবে ভাগ্যবানরা জান্নাতে...)	১১-হূদ	১০৮	৬৭৫
টুকরো (পৃথিবী টুকরো টুকরো করার আকাঙ্ক্ষা কুরআন দ্বারা...)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
দাঁড়িয়ে থাকা (পৃথিবীর দাঁড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শন)	৩০-রূম	২৫	৮২৩
দৃষ্টান্ত (আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত আল্লাহর)	৩০-রূম	২৭	৮২৪
ধন-ভাণ্ডার (আকাশ-পৃথিবীর ধন-ভান্ডার আল্লাহরই)	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
ধরে রাখেন আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীকে (যাতে স্থানচ্যুত না হয়)	৩৫-ফাতির	৪১	৮৫০
ধারণকারিণী (পৃথিবীকে আল্লাহ ধারণকারিণী বানান..)	৭৭-মুরসালাত	২৫	৯৯৮
ধ্বংস (পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত যদি আল্লাহ প্রতিহত না করতেন...)	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
ধ্বংস (পৃথিবীর সবাইকে ধ্বংস করতে চান যদি আল্লাহ...)	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
নিজের অংশ ভুলে যাওয়া	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
নিদর্শন (মুমিনদের জন্য আকাশ-পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে)	৪৫-জাছিয়া	৩	৯০৫
নির্যাতিত পৃথিবীতে নির্যাতিত ছিল যখন মু'মিনরা...	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪
নিদর্শন (আকাশ ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে...)	১২-ইউসুফ	১০৫	৬৮৬
নিদর্শন (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন)	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
নিদর্শন (পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য)	৫১-যারিয়াত	২০	৯২৬
নিয়ন্ত্রণ (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন)	৩২-সাজদা	৫	৮৩০
নির্যাতিত (পৃথিবীতে যাদেরকে নির্যাতন করা হত তাদেরকে...)	২৮-কাসাস	৫	৮০৮
নিয়োজিত (পৃথিবীর সবকিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
নিয়োজিত (পৃথিবীর সবকিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
পড়া (আল্লাহই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে পৃথিবীর উপর না পড়ে)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
পথ (আল্লাহ পৃথিবীতে বহু পথ বানিয়েছেন)	৪৩-যুখরুফ	১০	৮৯৬
পবিত্রতা ঘোষণা (পৃথিবীর সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে)	৬২-জুমু'আ	১	৯৬২
পবিত্রতা ঘোষণা (পৃথিবীর সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে)	৬৪-তাগাবুন	১	৯৬৬
পবিত্রতা ঘোষণা আল্লাহর (আকাশ ও পৃথিবীর সবই)	৫৭-হাদীদ	১	৯৪৮
পরিবেষ্টন (আল্লাহর কুরসী আকাশ-পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
পর্বত (পৃথিবীতে পর্বত স্থাপন করা হয়েছে যেন তা আন্দোলিত না হয়)	১৬-নাহ্ল	১৫	৭০৪
পর্বত (পৃথিবী যাতে আন্দোলিত না হয় সেজন্য পর্বতমালা স্থাপন করা)	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
পর্বত সৃষ্টি (পৃথিবীতে পর্বত সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তা আন্দোলিত না হয়)	২১-আম্বিয়া	৩১	৭৫২
পাপ কাজ শোভনীয় করবে ইবলিস মানুষের জন্য (পৃথিবীতে)	১৫-হিজর	৩৯	৭০০
পূর্ববর্তীরা পৃথিবীতে প্রবলতর ছিল	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৯
পূর্ববর্তীরা পৃথিবীতে সংখ্যায় বেশি ছিল	৪০-মু'মিন	৮২	৮৮৫
পৃথক করা (আকাশ-পৃথিবীকে আল্লাহ পৃথক করলেন)	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
ভাবা (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু নিয়ে ভেবে দেখা...)	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব)	২৪-নূর	৪২	৭৭৮
ফ্যাসাদ (পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছে ইহুদীরা)	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
প্রাচুর্য (হিজরতকারী পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
প্রতিনিধি (আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন)	৬-আন্'আম	১৬৫	৬১২
প্রতিনিধি (আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
প্রকম্পিত হবে পৃথিবী প্রবলভাবে (কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪	৯৪৩
প্রকম্পিত হবে পৃথিবী প্রবলভাবে (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৯৯-যিলযাল	১	১০৩০
প্রতিপালক (পৃথিবীর প্রতিপালক আল্লাহ)	৩৭-সাফফাত	৫	৮৫৭
প্রতিপালক (পৃথিবীর প্রতিপালক সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র)	৪৩-যুখরুফ	৮২	৯০১
প্রতিপালক (পৃথিবীর প্রতিপালকই আসহাবে কাহফের প্রতিপালক)	১৮-কাহ্ফ	১৪	৭২৫
প্রতিপালক (পৃথিবীর প্রতিপালকই জগতের প্রতিপালক)	২৬-শু'আরা	২৪	৭৮৯
প্রতিপালক (পৃথিবীর প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)	৪৫-জাছিয়া	৩৬	৯০৭
প্রতিপালক (পৃথিবীর প্রতিপালক দয়াময় আল্লাহ ...)	৭৮-নাবা	৩৭	১০০১
প্রতিপত্তি (পৃথিবীতে প্রতিপত্তিলাভের জন্য মূসা/হারূন এসেছে?)	১০-ইউনুস	৭৮	৬৬১
প্রতিপালক (আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালক কে? কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
প্রতিপালক (আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালক এসব অবতীর্ণ করেছেন)	১৭-ইস্রা	১০২	৭২৩
প্রতিপালক (আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের কসম)	৫১-যারিয়াত	২৩	৯২৬
প্রতিপালক (আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালকই মানুষের প্রতিপালক)	২১-আম্বিয়া	৫৬	৭৫৪
প্রতিপালক (আল্লাহ পৃথিবীর প্রতিপালক)	৩৮-সোয়াদ	৬৬	৮৬৯
প্রশংসা (আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লহরই প্রশংসা)	৩০-রূম	১৮	৮২৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পৃথিবী (আরো দেখুন জমিন শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রশস্ততা (আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত জান্নাতের প্রশস্ততা)	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
প্রতিষ্ঠিত (পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন নির্যাতিতদেরকে)	২৮-কাসাস	৬	৮০৮
প্রতিষ্ঠিত (পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আল্লাহ মানুষকে)	৭-আ'রাফ	১০	৬১৩
প্রতিষ্ঠিত (পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আল্লাহ ছামুদ জাতিকে)	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
প্রতিষ্ঠিত করা (পূর্ববর্তী প্রজন্মকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়)	৬-আন্'আম	৬	৫৯৬
প্রতিষ্ঠিত করা (মুমিনদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত ...)	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
প্রতিষ্ঠিত করেন আল্লাহ জুলকারনাইনকে (পৃথিবীতে...)	১৮-কাহ্ফ	৮৪	৭৩১
প্রতিনিধি (দাউদকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বানানো)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
প্রতিনিধি (পৃথিবীতে ফেরেশতাকে প্রতিনিধি করা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৬০	৯০০
প্রতিনিধি বানানো (পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
প্রভাবশালী হিসেবে পৃথিবীতে ফিরআউন বংশের রাজত্ব...	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
প্রশস্ত (আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত সুতরাং তারই ইবাদত কর)	২৯-আনকাবূত	৫৬	৮২১
প্রশস্ত (আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত হিজরতকারীদের জন্য)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
প্রতিপালক (আল্লাহ পৃথিবীর প্রতিপালক)	৪৪-দুখান	৭	৯০২
ফলমূল ও আবরণযুক্ত খেজুর গাছ আছে পৃথিবীতে	৫৫-রাহমান	১১	৯৩৯
ফাসাদ (পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে যারা...)	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
ফাসাদ (পৃথিবীতে ফাসাদ চাওয়া নিষেধ)	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
ফাসাদ সৃষ্টিকারী পৃথিবীতে (ইয়াজুজ মাজুজ)	১৮-কাহ্ফ	৯৪	৭৩২
ফিতনা (পৃথিবীতে ফিতনা ও ফ্যাসাদের সৃষ্টি হবে যদি মু'মিনরা	৮-আনফাল	৭৩	৬৩৯
ফির'আউন পৃথিবীতে উদ্ধত হয়েছিল	২৮-কাসাস	৪	৮০৮
ফেরেশতারা পৃথিবীতে যদি নিশ্চিন্তে চলাচল করত তবে...	১৭-ইস্রা	৯৫	৭২২
ফ্যাসাদ (পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা...)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
ফ্যাসাদ (পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি/অপরাধ না করতে শুআইবের আহবান)	২৬-শু'আরা	১৮৩	৭৯৭
ফ্যাসাদ (পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চায়না যারা...)	২৮-কাসাস	৮৩	৮১৫
ফ্যাসাদ (মূসা আ. ও বনী ইসরাঈল কর্তৃক পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশঙ্কা!)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
ফ্যাসাদ (পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি নিষিদ্ধ)	৭-আ'রাফ	৫৬	৬১৮
ফ্যাসাদ (পৃথিবীতে ফ্যাসাদ নিষেধ করার লোক ছিল না...)	১১-হূদ	১১৬	৬৭৬
ফ্যাসাদ (পৃথিবীতে ফ্যাসাদের প্রচেষ্টা চালায় যারা তাদের প্রতিফল)	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
ফ্যাসাদ (পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশা মুনাফিকদের)	৪৭-মুহাম্মাদ	২২	৯১৪
ফ্যাসাদ (পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চায় যারা...)	২-বাক্বারা	২০৫	৫২৩
ফ্যাসাদ (পৃথিবীতে ফ্যাসাদকারীর আনুগত্য না করা ছামুদ প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৫২	৭৯৫
ফ্যাসাদ (পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে নিষেধাজ্ঞা ছামুদ সম্প্রদায়কে)	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী (পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের মত নয় মুমিনগণ)	৩৮-সোয়াদ	২৮	৮৬৭
ফ্যাসাদ সৃষ্টি (পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করার নির্দেশ শুআইব আ. কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	৩৬	৮১৯
ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করা পৃথিবীতে (মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১১	৫০২
ফ্যাসাদ সৃষ্টি (পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত)	২-বাক্বারা	২৭	৫০৪
বনী ইসরাঈলকে পৃথিবীতে বহু উম্মত/দলে বিভক্ত করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৬৮	৬২৮
বর্ণনা (কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার খবরসমূহ বর্ণনা করবে)	৯৯-যিল্যাল	৪	১০৩০
বলা (পৃথিবীকে নূহের প্লাবনের পানি গ্রাস করতে বলা...)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
বসবাসকারী (পৃথিবীতে বসবাসকারী কাফিরদের ছেড়ে না দেয়ার দোয়া)	৭১-নূহ	২৬	৯৮৫
বাড়াবাড়ি (রিযিক বৃদ্ধি করলে বান্দারা পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি করত)	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
বানানো (পৃথিবীকে আল্লাহ সৃষ্ট জীবের জন্য বানিয়েছেন)	৫৫-রাহ্মান	১০	৯৩৯
বাড়াবাড়ি (বিপদমুক্তির পর পৃথিবীতে মানুষের বাড়াবাড়ি)	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬
বাড়াবাড়ি (পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করার জন্য শাস্তি)	৪২-শূরা	৪২	৮৯৪
বাহিনী (পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহর)	৪৮-ফাত্হ	৭	৯১৬
বাহিনী (আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই)	৪৮-ফাত্হ	৪	৯১৬
বাসযোগ্য করা (আল্লাহ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছেন)	২৭-নামল	৬১	৮০৫
বাসযোগ্য (আল্লাহ পৃথিবীকে বাসযোগ্য বানিয়েছেন)	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
বিচরণ (পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ নিষেধ লোকমানপুত্র প্র.)	৩১-লুকমান	১৮	৮২৮
বিচরণশীল জীব (পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল জীবের রিযিক...)	১১-হূদ	৬	৬৬৬
বিচরণ (পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ নিষিদ্ধ)	১৭-ইস্রা	৩৭	৭১৭
বিচরণশীল জীব (পৃথিবীতে বিচরণশীল জীবও একটি উম্মত)	৬-আন্'আম	৩৮	৫৯৯
বিছানা (আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন)	৪৩-যুখরুফ	১০	৮৯৬
বিছানা (আল্লাহ পৃথিবীকে মানুষের জন্য বিছানাস্বরূপ বানিয়েছেন)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিছানা (আল্লাহ মানুষের জন্য পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন)	৭১-নূহ	১৯	৯৮৫
বিপর্যয় (পৃথিবীতে দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে বনী ইসরাঈলরা)	১৭-ইস্রা	৪	৭১৪
বিপর্যয় (পৃথিবীতে বিপর্যয় পতিত হওয়ার পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা...)	৫৭-হাদীদ	২২	৯৫০
বিস্তার (পৃথিবীতে মানুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৭৯	৭৭১
বিস্তার ঘটানো (পৃথিবীতে মানুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন আল্লাহ)	৬৭-মুল্ক	২৪	৯৭৩
বিস্তৃত করেছেন আল্লাহ পৃথিবীকে	৭৯-নাযি'আত	৩০	১০০৪
বিস্তৃত (পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন আল্লাহ)	১৫-হিজর	১৯	৬৯৯
বিস্তৃত (পৃথিবী কীভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত...)	৮৮-গাশিয়াহ্	২০	১০২০
বিস্তৃত (পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
বিনিময় (পুরো পৃথিবীটাই মুক্তিপণ হিসাবে দিতে চাবে জালিম)	৩৯-যুমার	৪৭	৮৭৫
বিনিময় (পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময়ে মুক্তি কামনা করবে অপরাধীরা)	৭০-মা'আরিজ	১৪	৯৮১
বিছিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পৃথিবীকে	৫১-যারিয়াত	৪৮	৯২৮
বিপর্যয় (সংস্কারের পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি না করার নির্দেশ শু'আইব আ.এর)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
বের করা (কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার বোঝা বের করে দিবে)	৯৯-যিল্যাল	২	১০৩০
বোঝা (কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার বোঝা বের করে দিবে)	৯৯-যিল্যাল	২	১০৩০
ব্যয় (পৃথিবীর সবকিছু ব্যয় করলেও হৃদয়ের বন্ধন সৃষ্টি...)	৮-আনফাল	৬৩	৬৩৮
ভয়ঙ্কর ঘটনা (কিয়ামত হবে আকাশ-পৃথিবীর এক ভয়ঙ্কর ঘটনা)	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
ভর্তি (পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণগ্রহণ করা হবে না তাদের থেকে যারা...)	৩-আলে ইমরান	৯১	৫৪৪
ভীত হওয়া (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন পৃথিবীর সবাই ভীত হবে)	২৭-নামল	৮৭	৮০৭
ভূখন্ড (পৃথিবীতে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড রয়েছে)	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
ভেবে দেখা (পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট ধরনের উদ্ভিদ উদ্গত হওয়ার বিষয়)	২৬-শু'আরা	৭	৭৮৮
ভোগ্যসামগ্রী (মিথ্যা রচনাকারীকে পৃথিবীর ভোগ্যসামগ্রী দান)	১০-ইউনুস	৭০	৬৬১
ভ্রমণ (অপরাধীদের পরিণাম দেখার জন্য পৃথিবী ভ্রমণের নির্দেশ)	২৭-নামল	৬৯	৮০৬
ভ্রমণ (পৃথিবীতে চার মাস ভ্রমণের অবকাশ মুশরিকদেরকে)	৯-তাওবা	২	৬৪০
ভ্রমণ (পৃথিবীতে ভ্রমণ করলে পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখতে পেত)	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৯
ভ্রমণ (পৃথিবীতে ভ্রমণরত অবস্থায় নামাজ কসর/সংক্ষিপ্ত করা)	৪-নিসা	১০১	৫৭০
ভ্রমণ (পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না কি মক্কার কাফিররা)	৩০-রূম	৯	৮২২
ভ্রমণ (পৃথিবীতে ভ্রমণ ও পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখা)	৪৭-মুহাম্মাদ	১০	৯১২
ভ্রমণ (পৃথিবী ভ্রমণ করে সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে লক্ষ্য করা)	২৯-আনকাবূত	২০	৮১৭
ভ্রমণ (পৃথিবী ভ্রমণ করে পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখা)	৪০-মু'মিন	৮২	৮৮৫
ভ্রমণ (পৃথিবী ভ্রমণ করে মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম লক্ষ্য করা)	৬-আন্'আম	১১	৫৯৭
ভ্রমণ (পৃথিবীতে ভ্রমণের আহ্বান ও মিথ্যা অভিহিতকারীর পরিণাম ...)	৩-আলে ইমরান	১৩৭	৫৪৯
ভ্রমণ (পৃথিবীতে ভ্রমণ ও পূর্ববর্তীদের পরিণাম...)	৩০-রূম	৪২	৮২৫
ভ্রমণ (পৃথিবী ভ্রমণ করলে মুশরিকরা পূর্ববর্তীদের পরিণাম লক্ষ্য করত)	৩৫-ফাতির	৪৪	৮৫০
ভ্রমণ (পৃথিবী ভ্রমণ করে মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম দেখা)	১৬-নাহ্ল	৩৬	৭০৬
ভ্রমণ (মানুষ কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি পূর্ববর্তীদের...)	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
ভ্রমণরত (পৃথিবীতে ভ্রমণরত ভাইদেরকে কাফিররা বলে...)	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
মালিক (আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক আল্লাহ)	৩০-রূম	২৬	৮২৪
মালিক (আকাশ-পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে তার মালিক আল্লাহ)	১৪-ইবরাহীম	২	৬৯৩
মালিক (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুর মালিক আল্লাহ)	৪২-শূরা	৫৩	৮৯৫
মালিক (পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক আল্লাহ)	৩৪-সাবা	১	৮৪১
মালিক (পৃথিবীর সবকিছুর মালিক আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১০৯	৫৪৬
মালিকানা (আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আল্লাহর)	৫৩-নাজম	৩১	৯৩৩
মালিকানা (পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
মালিকানা (পৃথিবীর মালিকানা কার? কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা)	২৩-মু'মিনূন	৮৪	৭৭১
মালিকানা আল্লাহর (পৃথিবীতে যা কিছু আছে)	৩-আলে ইমরান	১২৯	৫৪৮
মিশে থাকা (আকাশ-পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল...)	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
মুশরিকদের ঔদ্ধত্য পৃথিবীতে (মন্দকাজের ষড়যন্ত্রের কারণে)	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
মুক্তিপণ (পৃথিবীর সবকিছু মুক্তিপণ দিয়ে শাস্তি থেকে মুক্তি চাওয়া!)	১০-ইউনুস	৫৪	৬৫৯
মূসার সম্প্রদায় পৃথিবীতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে	৫-মায়িদা	২৬	৫৮৩
মূসা আ. পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করবে (ফিরআউনের আশঙ্কা)	৪০-মু'মিন	২৬	৮৮০
রাজত্ব (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী আল্লাহর রাসূল)	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
রাজত্ব (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই)	৪৮-ফাত্হ	১৪	৯১৭
রাজত্ব (আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব)	৫-মায়িদা	৪০	৫৮৫
রাজত্ব (আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৩৯-যুমার	৪৪	৮৭৫
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৯-তাওবা	১১৬	৬৫২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পৃথিবী (আরো দেখুন জমিন শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
রাজত্ব (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই)	২-বাক্বারা	১০৭	৫১২
রাজত্ব (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
রাজত্ব (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই)	৪৫-জাছিয়া	২৭	৯০৭
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৫-মায়িদা	১২০	৫৯৫
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব কি কাফিরদের?)	৩৮-সোয়াদ	১০	৮৬৬
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৮৫-বুরূজ	৯	১০১৫
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	২৫-ফুরকান	২	৭৮২
রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৫৭-হাদীদ	২	৯৪৮
রাজত্ব (পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
রাজত্ব (পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৫৭-হাদীদ	৫	৯৪৮
রিযিক দান (আল্লাহ পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন)	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
রিযিক (পৃথিবী থেকে) আল্লাহ ছাড়া দেয়ার কেউ আছে কি?	৩৫-ফাতির	৩	৮৪৬
রিযিক (পৃথিবী থেকে মানুষকে কে রিযিক দেন?)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
রিযিক (পৃথিবী থেকে রিযিক দেন আল্লাহ)	৩৪-সাবা	২৪	৮৪৩
রিযিক (পৃথিবীর রিযিকের মালিক নয় যারা, তাদের উপাসনা!)	১৬-নাহ্‌ল	৭৩	৭০৯
লক্ষ্য করা (আকাশ-পৃথিবীতে কী আছে তা লক্ষ্য করার নির্দেশ)	১০-ইউনুস	১০১	৬৬৩
লুকায়িত বস্তু (পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে আল্লাহ বের করে আনেন)	২৭-নামল	২৫	৮০২
শাস্তি (পৃথিবীতেই শাস্তি দিতেন আল্লাহ কাফিরদেরকে যদি...)	৫৯-হাশর	৩	৯৫৫
শ্রেষ্ঠত্ব (পৃথিবীতে আল্লাহরই শ্রেষ্ঠত্ব)	৪৫-জাছিয়া	৩৭	৯০৭
সংবাদ (তারা কি পৃথিবীর কোন সংবাদ দেয় যা আল্লাহর অজানা)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
সংকুচিত (পৃথিবী সংকুচিত হয়েছিল তাদের জন্য যাদেরকে পিছনে...)	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
সংকুচিত (পৃথিবী সংকুচিত হয়ে এসেছিল মুমিনদের জন্য (হুনাইনে)	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
সংবাদ (কাফিররা কি পৃথিবির এমন সংবাদ দেয় যা আল্লাহ জানেন না!)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
সংজ্ঞাহীন হবে পৃথিবীর সকলে প্রথম শিঙ্গার ফুঁতে	৩৯-যুমার	৬৮	৮৭৭
সকলে (আল্লাহ ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সবাই ঈমান আনত)	১০-ইউনুস	৯৯	৬৬৩
সপ্ত আকাশ পৃথিবী ও এতদুভয়ের সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা...	১৭-ইস্রা	৪৪	৭১৭
সবাই (পৃথিবীর সবাই অকৃতজ্ঞ হলেও আল্লাহর কিছু এসে যায় না)	১৪-ইবরাহীম	৮	৬৯৩
সবকিছু (পৃথিবী/ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল)	৫৫-রাহ্‌মান	২৬	৯৪০
সবকিছু (পৃথিবীর সবকিছু ও তার সমপরিমাণের বিনিময়ে মুক্তি চাবে...)	১৩-রা'দ	১৮	৬৯০
সবকিছু (পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময়েও কাফিররা মুক্তি পাবে না...	৫-মায়িদা	৩৬	৫৮৫
সবকিছু (পৃথিবীর সবকিছু আত্মসমর্পন করেছে আল্লাহর নিকট)	৩-আলে ইমরান	৮৩	৫৪৪
সবকিছু (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত)	৪৫-জাছিয়া	১৩	৯০৬
সবকিছু (আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর)	২৪-নূর	৬৪	৭৮১
সবুজ-শ্যামল হওয়া (বৃষ্টির পানিতে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে)	২২-হাজ্জ	৬৩	৭৬৪
সমুদ্র (পৃথিবীর সমুদ্রগুলোকে কালি বানালেও আল্লাহর বাণী শেষ হবে না)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
সিজদা (পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহকে সিজদা করে)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
সিজদাবনত (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত)	১৩-রা'দ	১৫	৬৮৯
সীমা (আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রমে মানুষ/জিন অক্ষম)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৩	৯৪০
সীমালঙ্ঘনকারী (পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘনকারী অনেক মানুষ...)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
সৃষ্টি (আল্লাহ সত্যসহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	২৯-আনকাবূত	৪৪	৮১৯
সৃষ্টি (আল্লাহই আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
সৃষ্টি (আল্লাহ সত্যসহ সঠিক লক্ষ্যে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্‌'আম	৭৩	৬০২
সৃষ্টিকর্তা (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্রা	৯৯	৭২২
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি)	৪৪-দুখান	৩৮	৯০৩
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় কাজ)	৪০-মু'মিন	৫৭	৮৮৩
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ছয় দিনে)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবী ও অন্যান্য সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি)	৩২-সাজ্‌দা	৪	৮৩০
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্‌'আম	১	৫৯৬
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৩৬-ইয়াসীন	৮১	৮৫৬
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশের অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন)	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
সৃষ্টি (সবার কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি)	৪৫-জাছিয়া	২২	৯০৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সৃষ্টি (পৃথিবীর নানান রঙের সৃষ্টিতে আল্লাহ নিদর্শন রেখেছেন)	১৬-নাহ্‌ল	১৩	৭০৪
সৃষ্টি (পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে)	২-বাক্বারা	২৯	৫০৪
সৃষ্টি (পৃথিবীর সৃষ্টিকারী কে জিজ্ঞাসা করলে বলবে 'আল্লাহ')	২৯-আনকাবূত	৬১	৮২১
সৃষ্টি (পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে নিদর্শন রয়েছে)	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
সৃষ্টি (পৃথিবীর সৃষ্টিকারী আল্লাহ শরীকদের চেয়ে উত্তম)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
সৃষ্টি (পৃথিবীর সৃষ্টি সঠিক লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩	৯০৮
সৃষ্টি (পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৪৩-যুখরুফ	৯	৮৯৬
সৃষ্টি (পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
সৃষ্টিকর্তা (পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ইউসুফের অভিভাবক)	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
সৃষ্টিকর্তা (পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
সৃষ্টিতে (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিতে ক্লান্তি বোধ করেননি)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩৩	৯১১
সৃষ্টি (দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৯	৮৮৬
সৃষ্টি (কে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন প্রশ্ন করলে কাফির বলে 'আল্লাহ')	৩১-লুকমান	২৫	৮২৯
সৃষ্টি (অযথা সৃষ্টি করেননি আল্লাহ আকাশ পৃথিবী ও উভয়ের...)	১৫-হিজর	৮৫	৭০২
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অনর্থক নয়)	৩৮-সোয়াদ	২৭	৮৬৭
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৩০-রূম	৮	৮২২
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে নিদর্শন)	৩-আলে ইমরান	১৯০	৫৫৪
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবীর সকল সৃষ্টি মুত্তাকীদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ)	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন)	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ছয় দিনে)	২৫-ফুরকান	৫৯	৭৮৬
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে মাস বারটি)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
সৃষ্টি (আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন)	৩০-রূম	২২	৮২৩
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ/সঠিক লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন)	১৬-নাহ্‌ল	৩	৭০৩
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি)	২১-আম্বিয়া	১৬	৭৫১
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ সঠিক লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন)	৬৪-তাগাবুন	৩	৯৬৬
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন)	১৪-ইবরাহীম	১৯	৬৯৫
সৃষ্টির সাক্ষী বানান নি আল্লাহ কাউকে ..	১৮-কাহ্‌ফ	৫১	৭২৮
সৃষ্টি (পৃথিবীকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
সৃষ্টি (পৃথিবীতে দেবতারা কী সৃষ্টি করেছে ? কিছুই নয়)	৪৬-আহ্‌কাফ	৪	৯০৮
সৃষ্টি (পৃথিবীতে শরীকরা কি সৃষ্টি করেছে ?)	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
সৃষ্টি (অবিশ্বাসীরা কি পৃথিবী সৃষ্টি করেছে?)	৫২-তূর	৩৬	৯৩১
সৌন্দর্যস্বরূপ বানিয়েছেন পৃথিবীর সবকিছু মানুষকে পরীক্ষার জন্য	১৮-কাহ্‌ফ	৭	৭২৪
স্থলাভিষিক্ত (বনী ইসরাঈলকে পৃথিবীতে ফিরআউনের স্থলাভিষিক্ত করা)	৭-আ'রাফ	১২৯	৬২৪
স্থলাভিষিক্ত হয়েছে পৃথিবীতে (বর্তমান প্রজন্ম পূর্ববর্তীদের...)	১০-ইউনুস	১৪	৬৫৫
স্রষ্টা (ইবরাহীম আ.এর চেহারাকে আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টার দিকে ফেরানো)	৬-আন্‌'আম	৭৯	৬০৩
স্রষ্টা (আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টার পক্ষ থেকে কুরআনের অবতারণ)	২০-ত্বা-হা	৪	৭৪১
স্রষ্টা (আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ অভিভাবক গ্রহণ প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৪	৫৯৭
স্রষ্টা (আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা)	৩৯-যুমার	৪৬	৮৭৫
স্রষ্টা (পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ!)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
স্বেচ্ছাচারী (পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চায় কি মূসা...)	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
স্বত্বাধিকারী (পৃথিবীর স্বত্বাধিকারী আল্লাহ)	১৯-মারইয়াম	৪০	৭৩৬
হতবুদ্ধি করা (যাকে শয়তান পৃথিবীতে হতবুদ্ধি করে প্ররোচিত করে)	৬-আন্‌'আম	৭১	৬০২
হালাল ও পবিত্র (পৃথিবীর হালাল ও পবিত্রবস্তু আহারের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৬৮	৫১৮
পৃথিবীবাসী			
অমঙ্গল (পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল চাওয়া হয়েছে নাকি মঙ্গল...)	৭২-জিন্‌	১০	৯৮৬
ক্ষমা প্রার্থনা (পৃথিবীবাসীদের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা)	৪২-শূরা	৫	৮৯১
মঙ্গল (প্রতিপালক পৃথিবীবাসীর মঙ্গল চাওয়া প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্‌	১০	৯৮৬
পৃষ্ঠ			
কাফিরদের দল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৫৪-কামার	৪৫	৯৩৮
দাগ (কপাল পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে তাদেরকে...)	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩
প্রদর্শন (খন্দক যুদ্ধে মুনাফিকদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার অঙ্গীকার)	৩৩-আহযাব	১৫	৮৩৪
প্রদর্শন (পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে পাপাচারীরা মুমিনদের সাথে যুদ্ধ করলে)	৩-আলে ইমরান	১১১	৫৪৬
মুনাফিকরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (কাফিরদেরকে সাহায্য করলেও)	৫৯-হাশর	১২	৯৫৬
মু'মিনরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না (যুদ্ধ থেকে...)	৮-আনফাল	১৫	৬৩৩
যুদ্ধ কৌশল হিসাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা...	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজ নিদর্শনস্বরূপ	৪২-শূরা	৩৩	৮৯৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পৃষ্ঠপ্রদর্শন			
অবিশ্বাসীরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে একক প্রতিপালকের উল্লেখ করলে	১৭-ইসরা	৪৬	৭১৮
কাফিরদের দল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৫৪-কামার	৪৫	৯৩৮
কাফিররা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করলে	৪৮-ফাত্হ	২২	৯১৮
কাফিররা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায় (রাসূল স. এর আহ্বানে)	৩০-রূম	৫২	৮২৬
চলে যাওয়া (পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গেলে বধিরকে শোনানো যায় না)	২৭-নামল	৮০	৮০৬
বনী ইসরাঈলরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল (যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হলে)	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
মুনাফিকরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (কাফিরদেরকে সাহায্য করলেও)	৫৯-হাশর	১২	৯৫৬
মু'মিনরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না (যুদ্ধ থেকে...)	৮-আনফাল	১৫	৬৩৩
মু'মিনরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না (যুদ্ধ থেকে...)	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীর জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	৪৮-ফাত্হ	১৭	৯১৭
যুদ্ধ করলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে পাপাচারীরা (মুমিনদের সাথে)	৩-আলে ইমরান	১১১	৫৪৬
শাস্তি (যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্হ	১৬	৯১৭
সত্য থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে যে লেলিহান অগ্নিশিখা তাকে ডাকবে	৭০-মা'আরিজ	১৭	৯৮১
সম্মুখীন হওয়ার দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৫৫	৫৫১
পেঁচানো কথা			
ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে পেঁচানো কথা বলা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
পেঁয়াজ			
উৎপাদন (পেঁয়াজ উৎপাদনের জন্য বনী ইসরাঈলের অনুরোধ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
পেট			
আগুন (ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা পেটে আগুন ভরার মত)	৪-নিসা	১০	৫৫৭
উথলাবে (ফুটন্ত তেলের মত পেটে উথলাবে জাহান্নামিদের খাদ্য)	৪৪-দুখান	৪৫	৯০৪
গবাদিপশুর পেট থেকে আল্লাহ মানুষকে দুধ পান করান	২৩-মু'মিনূন	২১	৭৬৭
গবাদি পশুর পেটে গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে দুধ...	১৬-নাহ্ল	৬৬	৭০৮
গবাদি পশুর পেটের বাচ্চা মুশরিক পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করা	৬-আন্'আম	১৩৯	৬০৯
গলানো (উত্তপ্ত পানি কাফির/ বিতর্ককারীর পেটের সবকিছু গলিয়ে দিবে)	২২-হাজ্জ	২০	৭৬০
দুধ (গবাদি পশুর পেটে গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে দুধ...)	১৬-নাহ্ল	৬৬	৭০৮
পানীয় (মৌমাছির পেট থেকে রঙবেরঙের পানীয়/মধু বের হয়)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
পূর্ণ (যাক্কুম গাছ থেকে পেট পূর্ণ করবে পথভ্রষ্টরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৩	৯৪৫
ভর (পেটে ভর দিয়ে চলে কিছু জীব)	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
ভর্তি (পেটে আগুন ভর্তি করে- যারা কিতাবের বিনিময়ে...)	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
মাছের পেটেই অবস্থান করত ইউনুস আল্লাহর তাসবীহ না...	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৪	৮৬৪
মৌমাছির পেট থেকে রঙবেরঙের পানীয় (মধু) বের হয়	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
পেট (গর্ভ)			
ইমরানের স্ত্রী পেটের (গর্ভের) সন্তান মানত করলেন...	৩-আলে ইমরান	৩৫	৫৩৯
পেতে থাকা			
কান পাতা (ওহী শোনার জন্য শয়তানরা কান পেতে থাকে)	২৬-শু'আরা	২২৩	৭৯৯
পেয়ে বসা			
করুণা যেন পেয়ে না বসে মু'মিনদেরকে (ব্যভিচারের শাস্তিদানে...)	২৪-নূর	২	৭৭৪
পেরেক			
তক্তা ও পেরেক নির্মিত নৌযানে নূহকে আরোহণ করানো	৫৪-কামার	১৩	৯৩৬
পর্বতমালাকে আল্লাহ পেরেক স্বরূপ বানিয়েছেন	৭৮-নাবা	৭	১০০০
পেরেকওয়ালা			
অধিপতি (বহু শিবিরের অধিপতি ছিল ফিরআউন)	৩৮-সোয়াদ	১২	৮৬৬
ফিরআউন (পেরেকওয়ালা ফির'আউনের সাথে প্রতিপালকের আচরণ)	৮৯-ফাজ্র	১০	১০২১
পেশ (আরো দেখুন উপস্থাপন শব্দটি)			
অজুহাত পেশ (মানুষের অজুহাত পেশ কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৫	৯৯৩
আমানত পেশ (আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি)	৩৩-আহযাব	৭২	৮৪০
আমলনামা পেশ করা হবে সকলের (হাশর মাঠে)	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
আমলনামা পেশ করা হলে অপরাধীদের ভীত দেখা যাবে (কিয়ামতে)	১৮-কাহ্ফ	৪৯	৭২৮
ঈসার দৃষ্টান্ত পেশ করা হলে মুশরিকরা শোরগোল করে...	৪৩-যুখরুফ	৫৭	৮৯৯
উপমা পেশ (আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা পেশ করেন)	২৯-আনকাবূত	৪৩	৮১৯
উপমা (রাসূল স. সম্পর্কে কাফিররা কেমন উপমা পেশ করে...)	১৭-ইসরা	৪৮	৭১৮
উপমা/সমকক্ষ (আল্লাহর জন্য উপমা/সমকক্ষ পেশ না করা...)	১৬-নাহ্ল	৭৪	৭০৯
উপমা পেশ (মানুষের কাছে অন্য উপাস্যদের অক্ষমতা প্রসঙ্গে উপমা)	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
উপমা পেশ (রিযিক পেয়েও নেয়ামত অস্বীকারকারী জনপদের...)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
উপমা (জালিমদের উপমা পেশ করা...)	১৪-ইবরাহীম	৪৫	৬৯৭
উপমা (মালিকানাধীন এক দাসের উপমা পেশ)	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
উপমা পেশ (ন্যায়বিচারের নির্দেশদানকারী ও বোবার উপমা)	১৬-নাহ্ল	৭৬	৭০৯
উপমা পেশ করছেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
উপমা পেশ করতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেননা (তুচ্ছ বস্তুর উপমা)	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
উপমা পেশ করেছে মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে...	৩৬-ইয়াসীন	৭৮	৮৫৬
উপমা পেশ করে জালিমরা	২৫-ফুরকান	৯	৭৮২
উপমা পেশ করেন আল্লাহ মানুষের জন্য	৫৯-হাশর	২১	৯৫৭
উপমা পেশ করেন আল্লাহ (ভাল বাণী ভাল গাছের মত)	১৪-ইবরাহীম	২৪	৬৯৫
উপমা পেশ করেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	৩০-রূম	২৮	৮২৪
উপমা পেশ করেন আল্লাহ (সত্য মিথ্যার)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
উপমা পেশ করেন আল্লাহ (উপদেশ গ্রহণের জন্য)	১৪-ইবরাহীম	২৫	৬৯৫
এক/অনেক প্রভূর অধীন দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আল্লাহ পেশ করেছেন	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
কুরবানী পেশ করল যখন আদমের দুই পুত্র	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
জাহান্নামের সামনে পেশ/উপস্থিত করা হবে (জালিমদেরকে)	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
দৃষ্টান্ত (দু'ব্যক্তির ঈমান ও কুফরীর দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে)	১৮-কাহ্ফ	৩২	৭২৭
দৃষ্টান্ত (আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দেন)	৬৬-তাহ্রীম	১১	৯৭১
দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন আল্লাহ কুরআনে (সব ধরণের দৃষ্টান্ত)	৩০-রূম	৫৮	৮২৬
দৃষ্টান্ত পেশ জনপদের অধিবাসীদের (অবিশ্বাসীদের নিকট)	৩৬-ইয়াসীন	১৩	৮৫১
দৃষ্টান্ত পেশ করেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩	৯১২
দৃষ্টান্ত পেশ কুরআনে (মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য)	৩৯-যুমার	২৭	৮৭৩
দৃষ্টান্ত (আল্লাহ কাফিরদেরকে নূহের স্ত্রী/লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন)	৬৬-তাহ্রীম	১০	৯৭১
নিদর্শন পেশ করার আহবান ফিরআউনের (মূসা আ. নিদর্শন নিয়ে আসলে)	৭-আ'রাফ	১০৬	৬২২
প্রমাণ পেশ করা (শিরকের ব্যাপারে মুশরিকরা সত্যবাদী হলে)	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
ফেরেশতাদের কাছে সবকিছুর নাম পেশ (আদম আ. কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৩১	৫০৪
বিতন্ডার উদ্দেশ্যে ঈসা আ.এর দৃষ্টান্ত পেশ করে মুশরিকরা	৪৩-যুখরুফ	৫৮	৯০০
বিচারকের নিকট সম্পদ পেশ করা (গ্রাস করার লক্ষ্যে)	২-বাক্বারা	১৮৮	৫২১
সালাম পেশকারীকে দুনিয়ার সম্পদের লোভে 'মুমিন নও' বলা যাবে না	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
পোকা (আরো দেখুন পতঙ্গ শব্দটি)			
মাটির পোকা দেখিয়ে দিল সুলাইমান আ.এর মৃত্যুর বিষয়	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
পোড়ানো			
ইবরাহীম আ.কে পোড়ানোর দাবী (মূর্তি ভাঙ্গার কারণে)	২১-আম্বিয়া	৬৮	৭৫৪
পোড়ামাটি			
পাথর (হাতীওয়ালাদের উপর পোড়ামাটির পাথর নিক্ষেপ)	১০৫-ফীল	৪	১০৩৩
পাথর (পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ লূত সম্প্রদায়ের উপর)	১১-হূদ	৮২	৬৭৩
পাথর (পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ লূত সম্প্রদায়ের উপর)	১৫-হিজর	৭৪	৭০১
মানুষ সৃষ্টি (পোড়া মাটির মতো শুকনো মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি)	৫৫-রাহ্মান	১৪	৯৩৯
পোশাক (আরো দেখুন আচ্ছাদন শব্দটি)			
অপসারিত (পোশাক অপসারিত করেছিল শয়তান আদম আ. ও...)	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
অবতীর্ণ (পোশাক অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	২৬	৬১৫
আগুনের পোশাক (কাফির ও আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য)	২২-হাজ্জ	১৯	৭৬০
ইয়াতিমকে পোষাক-আশাক দেয়া (তার সম্পদ থেকে)	৪-নিসা	৫	৫৫৬
খুলে রাখা (দুপুরে পোশাক খুলে রাখার সময় অনুমতি গ্রহণ)	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
গোশতের পোশাক হাড়ের উপর পরানো (উযায়ের আ. প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
জান্নাতীদের সবুজ মিহি ও পুরু রেশমী পোশাক থাকবে	৭৬-দাহ্র	২১	৯৯৬
জান্নাতে সৎকর্মশীল মুমিনের পোশাক হবে রেশমের	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
তাকওয়ার পোশাক উত্তম	৭-আ'রাফ	২৬	৬১৫
তাপ নিরোধক পোষাক আল্লাহ বানিয়েছেন (নেয়ামত প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
পবিত্র রাখা (রাসূল স. কে পোশাক পবিত্র রাখার নির্দেশ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪	৯৯০
পুরুষ পোশাক সদৃশ (স্ত্রীদের জন্য)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
প্রতিদান (ধৈর্যশীলতার প্রতিদান জান্নাত ও রেশমী পোশাক)	৭৬-দাহ্র	১২	৯৯৫
ভীতির পোশাক (নেয়ামত অস্বীকারকারীদের ক্ষুধা/ভীতির শাস্তি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
যুদ্ধের পোষাক আল্লাহ বানিয়েছেন (নেয়ামত প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
রেশমী পোশাক (জান্নাতীদের সবুজ মিহি/পুরু রেশমী পোশাক থাকবে)	৭৬-দাহ্র	২১	৯৯৬
রেশমী পোশাক (ধৈর্যশীলতার প্রতিদান জান্নাত ও রেশমী পোশাক)	৭৬-দাহ্র	১২	৯৯৫
রেশমের পোশাক (জান্নাতের পোশাক হবে রেশমের)	৩৫-ফাতির	৩৩	৮৪৯
রেশমের পোশাক (সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য জান্নাতে)	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পোশাক (আরো দেখুন আচ্ছাদন শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সবুজ পোশাক পরানো হবে (মুমনদেরকে জান্নাতে)	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
স্ত্রীগণ পোশাক সদৃশ (পুরুষদের জন্য)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
পোষণ			
কাফিররা যা অন্তরে পোষণ করে আল্লাহ তা ভাল জানেন	৮৪-ইন্শিকাক্	২৩	১০১৪
মায়ের ভরণ-পোষণ সন্তানের পিতার দায়িত্ব	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
পোষ মানানো			
পাখি পোষ মানাতে ইবরাহীম আ.কে আল্লাহর নির্দেশ (চারটি পাখি)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
পৌছা			
অঙ্গীকার জালিমদের কাছে পৌছাবে না (আল্লাহর অঙ্গীকার)	২-বাক্বারা	১২৪	৫১৪
আকাশের পথে পৌছার জন্য প্রাসাদ বানাতে বলল ফিরআউন	৪০-মু'মিন	৩৬	৮৮১
আগুন (হুতামা/প্রজ্জ্বলিত আগুন অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে)	১০৪-হুমাযা	৭	১০৩৩
আল্লাহর কাছে কুরবানীদাতার তাকওয়া পৌছে	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
আল্লাহর অংশ শরীকদের কাছে পৌছে	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
ইদ্দত পালনের শেষ সময়ে পৌছালে...(তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
ইয়াতিম পূর্ণতায় পৌছা (শক্তি ও বয়সে) সম্পদ প্রদান প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
ইয়াতিম বিয়ের বয়সে পৌছানো (সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
ইয়াতিমের বয়সের পূর্ণতায় পৌছা (ইয়াতীমের সম্পদ প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্রা	৩৪	৭১৭
উদয়াচলে পৌছলেন (জুলকারনাইন)	১৮-কাহ্ফ	৯০	৭৩২
উপদেশ পৌছানো (সুদ সম্পর্কে প্রতিপালকের উপদেশ পৌছানো)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
ওহী (হুদ আ. ওহীর বাণী সম্প্রদায়ের কাছে পৌছে দিয়েছেন)	১১-হূদ	৫৭	৬৭১
ওহী/কিতাব পৌছে দেন হুদ আ. (আদ জাতির কাছে)	৪৬-আহ্কাফ	২৩	৯১০
কন্ঠাগত (মৃত্যুকালে প্রাণ যখন মানুষের কন্ঠাগত হয়...)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৩	৯৪৭
কথা (কুরআন) পৌছে দিয়েছেন আল্লাহ (উপদেশ গ্রহণের জন্য)	২৮-কাসাস	৫১	৮১২
কষ্ট (মানুষের পৌছাতে কষ্ট হয় এমন স্থানে পশু তার বহন করে...)	১৬-নাহ্ল	৭	৭০৩
কুরআন যার কাছে পৌছাবে তাকে এর মাধ্যমে সতর্ক করা	৬-আন্'আম	১৯	৫৯৭
কুরবানীর পশু কা'বায় পৌছানো (ইহরামে পশু হত্যার কাফফারা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
কুরবানীর পশুর রক্ত ও গোশত আল্লাহর কাছে পৌছে না	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
কুরবানীর পশু নির্দিষ্ট স্থানে পৌছা পর্যন্ত মাথামুন্ডন...	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
ক্রোধ/লাঞ্ছনা পৌছবে (বাছুর পূজারীদের উপর)	৭-আ'রাফ	১৫২	৬২৬
খাবারের দিকে পৌছে না মেহমানদের (ফেরেশতাদের) হাত	১১-হূদ	৭০	৬৭২
তাকওয়া আল্লাহর কাছে পৌছে (রক্ত/ গোশত পৌছে না)	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
দয়া (আল্লাহ দয়া পৌছান তার প্রতি যাকে ইচ্ছা করেন)	১২-ইউসুফ	৫৬	৬৮২
নিরাপদস্থানে পৌছে দেয়ার নির্দেশ (আশ্রয়প্রার্থী মুশরিকদেরকে)	৯-তাওবা	৬	৬৪০
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌছানো (ফিরআউন সম্প্রদায়ের শাস্তি প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৩৫	৬২৪
নির্দিষ্ট সময় বা ইদ্দত পর্যন্ত পৌছা পর্যন্ত বিবাব বন্ধন...	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
নির্দিষ্ট সময়ে পৌছে যখন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
নির্দিষ্ট সময়ে পৌছে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে স্ত্রী...	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
নিদিষ্ট সময়ে পৌছা (স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার পর)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌছে মানুষের জীবনকাল	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
নূহ আ. পৌছে দেয় প্রতিপালকের রিসালাত	৭-আ'রাফ	৬২	৬১৮
নেয়ামত (প্রতিপালকের নেয়ামত না পৌছলে ইউনুস আ.কে ...)	৬৮-ক্বালাম	৪৯	৯৭৭
পর্বত পর্যন্ত পৌছতে পারবে না মানুষ উচ্চতার দিক থেকে	১৭-ইস্রা	৩৭	৭১৭
পরিণত বয়সে পৌছানো প্রসঙ্গ (মানুষের জীবন প্রবাহ)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
পানি (মুখে পানি পৌছানোর জন্য পানির দিকে দুহাত প্রসারিত করা)	১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯
পানি মুখে পৌছবে না এমন জায়গা থেকে দু'হাত প্রসারত করা...	১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯
পূর্ণতায় (ইয়াতীম বালকদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রতিপালকের)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
পূর্ণতায় (বয়সের পূর্ণতায় পৌছল যখন ইউসুফ...)	১২-ইউসুফ	২২	৬৭৮
পূর্ণতায় (মূসা আ. যখন পূর্ণতায় পৌছল ও পরিপক্ক হল)	২৮-কাসাস	১৪	৮০৯
পৌছে দেয়া রাসূল স. এর দায়িত্ব	৫-মায়িদা	৯৯	৫৯২
পৌছে দেয়ার নির্দেশ যা অবতীর্ণ করা হয়েছে...	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
প্রাপ্ত বয়সে পৌছলে ঘরে প্রবেশে অনুমতি নিবে (সন্তানেরা)	২৪-নূর	৫৯	৭৮০
প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে (জুলকারনাইন)	১৮-কাহ্ফ	৯৩	৭৩২
বাণী পৌছানো রাসূল স. এর কাজ	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
বাণী পৌছে দেয়া রাসূল স. এর দায়িত্ব	৬৪-তাগাবুন	১২	৯৬৭
বাণী পৌছে দেয়া রাসূল স. এর দায়িত্ব	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
বাধা (কুরবানীর পশুকে যথাস্থানে পৌছতে বাধা প্রদান...)	৪৮-ফাতহ	২৫	৯১৮
বার্ধক্যে পৌছেছেন যাকারিয়া আ. (পুত্র হবে কিভাবে...)	৩-আলে ইমরান	৪০	৫৪০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বার্ধক্যে পৌছেছেন যাকারিয়া আ. (কি করে সন্তান হবে?)	১৯-মারইয়াম	৮	৭৩৪
বার্ধক্যে (মাতা-পিতা অথবা তাদের একজন বার্ধক্যে পৌছলে...)	১৭-ইস্রা	২৩	৭১৬
বৃত্তান্ত (সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত রাসূল স. এর নিকট পৌছা প্রসঙ্গ)	৮৫-বুরূজ	১৭	১০১৬
বৃত্তান্ত রাসূল স. এর কাছে (মূসা আ.এর)...	৭৯-নাযি'আত	১৫	১০০৩
মাদইয়ানের পানির কূপের নিকট পৌছল যখন মূসা...	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
মূসার নিকট পৌছতে পারবে না ফির'আউন সম্প্রদায়	২৮-কাসাস	৩৫	৮১১
মেহমানদের নিকট পৌছতে পারবে না (লূত সম্প্রদায়)	১১-হূদ	৮১	৬৭৩
রক্ত ও গোশত আল্লাহর কাছে পৌছে না (কুরবানীর পশুর)	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
রাসূল স. এর দায়িত্ব কেবল পৌছে দেয়া	৫-মায়িদা	৯২	৫৯২
রিযিকের অংশ পৌছবে দুনিয়ার জীবনে তাদের নিকট যারা...	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
রিসালাত পৌছাওনি বলে গণ্য হবে যদি...	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
রিসালাত পৌছে দেয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৩৯	৮৩৭
রিসালাত পৌছিয়ে দেন হুদ আ.	৭-আ'রাফ	৬৮	৬১৯
রিসালাত পৌছানো, রাসূল স. কর্তৃক	৭২-জিন্	২৮	৯৮৭
রিসালাত শু'আইবের সম্প্রদায়ের কাছে পৌছানো প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	৯৩	৬২১
রিসালাত (সালিহ আ. কর্তৃক প্রতিপালকের রিসালাত/ পয়গাম পৌছানো)	৭-আ'রাফ	৭৯	৬২০
শরীকদের অংশ আল্লাহর কাছে পৌছেনা	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
সত্য (আল্লাহ সত্য পৌছালেও জাহান্নামিরা সত্য অপছন্দকারী ছিল)	৪৩-যুখরুফ	৭৮	৯০১
সংবাদ (বিবাদকারীদের সংবাদ রাসূল স. এর নিকট পৌছা)	৩৮-সোয়াদ	২১	৮৬৭
সংযোগস্থলে পৌছল (মূসা আ. ও তার সঙ্গী)	১৮-কাহ্ফ	৬১	৭২৯
সংযোগস্থলে (সমুদ্রের সংযোগস্থলে না পৌছা পর্যন্ত (মূসা আ. থামবে না)	১৮-কাহ্ফ	৬০	৭২৯
সুস্পষ্ট প্রচার (রাসূল স. এর দায়িত্ব)	২৪-নূর	৫৪	৭৭৯
সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়াই রাসূল স. এর দায়িত্ব	১৬-নাহ্ল	৩৫	৭০৫
সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়াই রাসূল স. এর দায়িত্ব	২৯-আনকাবূত	১৮	৮১৭
সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া রাসূলগণের দায়িত্ব	১৬-নাহ্ল	৮২	৭০৯
সূর্যের অস্তাচলে (জুলকারনাইন পৌছল)..	১৮-কাহ্ফ	৮৬	৭৩২
স্পষ্টভাবে পৌছে দেয়াই রাসূলদের দায়িত্ব	৩৬-ইয়াসীন	১৭	৮৫২
হীনতম বয়সে (বার্ধক্যে) পৌছানো হয় কোন কোন মানুষকে	১৬-নাহ্ল	৭০	৭০৮
হীনতম/বৃদ্ধ বয়সে পৌছানো প্রসঙ্গ (মানুষের জীবন প্রবাহ)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
পৌছে যাওয়া			
চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে পৌছে যাওয়া (যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
মুমিনদের হৃদয় কন্ঠে পৌছে গিয়েছিল (খন্দক যুদ্ধে)	৩৩-আহযাব	১০	৮৩৪
পৌছবার যোগ্য			
বিতর্ককারীরা তাদের অহংকার পর্যন্ত পৌছবার যোগ্য নয়	৪০-মু'মিন	৫৬	৮৮২
পৌত্র			
মানুষের জোড়া থেকে আল্লাহ তার পুত্র-পৌত্রাদি বানিয়েছেন	১৬-নাহ্ল	৭২	৭০৮
পৌত্র (অতিরিক্ত)			
ইবরাহীমকে অতিরিক্ত/পৌত্রস্বরূপ দান (ইয়াকুবকে)	২১-আম্বিয়া	৭২	৭৫৪
প্রকম্পন			
আকাশের (যেদিন আকাশ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে)	৫২-তূর	৯	৯২৯
কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভীষণ ব্যাপার	২২-হাজ্জ	১	৭৫৮
প্রকম্পনকারী (প্রথম শিঙ্গা ফুঁ)			
প্রকম্পিত করবে যে দিন (প্রথম শিঙ্গা ফুঁ)...	৭৯-নাযি'আত	৬	১০০৩
প্রকম্পিত			
আকাশ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে যেদিন (কিয়ামতের দিন)	৫২-তূর	৯	৯২৯
খন্দকের যুদ্ধে মুমিনদেরকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিল	৩৩-আহযাব	১১	৮৩৪
পূর্ববর্তীদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল...	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৯৯-যিল্যাল	১	১০৩০
পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে (কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪	৯৪৩
প্রকম্পনকারী (প্রথম শিঙ্গা ফুঁ) যে দিন...	৭৯-নাযি'আত	৬	১০০৩
মুমিনদেরকে খন্দকের যুদ্ধে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিল	৩৩-আহযাব	১১	৮৩৪
যমীন (পৃথিবী) প্রকম্পিত হবে কিয়ামতের দিন	৭৩-মুযযাম্মিল	১৪	৯৮৮
প্রকার			
আট প্রকার গৃহপালিত পশু অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ মানুষকে	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
দুই প্রকার (জান্নাতে প্রত্যেক ফলের দুটি প্রকার থাকবে)	৫৫-রাহমান	৫২	৯৪১
প্রত্যেক প্রকারের উদ্ভিদ উদগত করেছেন আল্লাহ	৫০-ক্বাফ	৭	৯২২
ফলের প্রকার (জান্নাতে প্রত্যেক ফলের দুটি প্রকার থাকবে)	৫৫-রাহমান	৫২	৯৪১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রকাশ			
অদৃশ্যের সকল বিষয় আল্লাহ্ কাউকে প্রকাশ করেন না	৭২-জিন্	২৬	৯৮৭
আগুনকে বিপথগামীদের জন্য প্রকাশ করা হবে (আখিরাতে)	২৬-শু'আরা	৯১	৭৯২
আল্লাহ নবীর কাছে প্রকাশ করলেন (স্ত্রীর সাথে নবীর গোপনকথা)	৬৬-তাহ্রীম	৩	৯৭০
আল্লাহ্ জানেন (মানুষ যা গোপন ও প্রকাশ করে)	১৪-ইবরাহীম	৩৮	৬৯৬
আল্লাহ্ জানেন (মুশরিকরা যা প্রকাশ করে)	৩৬-ইয়াসীন	৭৬	৮৫৬
আল্ল্যাহ্ প্রকাশ করেছেন যেসব কথা (ইহুদীদের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৬	৫০৯
ইউসুফ আ. প্রকাশ করল না প্রকৃত ব্যাপার..	১২-ইউসুফ	৭৭	৬৮৪
কথা প্রকাশ করা বা গোপন করা আল্লাহর কাছে সমান	১৩-রা'দ	১০	৬৮৯
কথা (মানুষ কথা প্রকাশ করুক বা গোপন করুক, আল্লাহ তা জানেন)	৬৭-মুল্ক	১৩	৯৭৩
কষ্ট দেয় (প্রকাশ করলে কষ্ট হবে এমন প্রশ্ন করা নিষেধ...)	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
কিতাব/তাওরাতের কিছু অংশ প্রকাশ করা (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
কিয়ামতের সময় আল্লাহ ছাড়া কেউ প্রকাশ করতে পারবে না	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
কুরআন অবতরণের সময় প্রশ্ন করা হলে তা প্রকাশ করা ...	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
গোপন বিষয় প্রকাশ পাওয়া (কিয়ামতে)	৬-আন্'আম	২৮	৫৯৮
গোপন রাখা লজ্জাস্থান প্রকাশ করার জন্য কুমন্ত্রণা দিল শয়তান	৭-আ'রাফ	২০	৬১৪
জানা (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় আল্লাহ জানেন)	২৭-নামল	২৫	৮০২
জানা (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সবই আল্লাহ্ জানেন)	৬৪-তাগাবুন	৪	৯৬৬
জানা (মানুষ যা প্রকাশ করে তা আল্লাহ্ জানেন)	২-বাক্বারা	৩৩	৫০৪
জালিমের মন্দকাজসমূহ কিয়ামতে প্রকাশ হয়ে পড়বে	৩৯-যুমার	৪৮	৮৭৫
তীব্র আগুন প্রকাশ করা হবে (কিয়ামতের দিন)	৭৯-নাযি'আত	৩৬	১০০৪
নবীর কাছে প্রকাশ (নবীর গোপনকথা এক স্ত্রী অন্য স্ত্রীকে বলা...)	৬৬-তাহ্রীম	৩	৯৭০
পরিচয় প্রকাশ করে দিত মূসার মা যদি...	২৮-কাসাস	১০	৮০৮
বক্ষের বিষয় প্রকাশ বা গোপন যাই হোক আল্লাহ্ তা জানেন	৩-আলে ইমরান	২৯	৫৩৮
বক্ষের বিষয় প্রকাশ করা হবে (কিয়ামতে)	১০০-'আদিয়াত	১০	১০৩০
বক্ষ যা প্রকাশ করে ও গোপন করে আল্লাহ তা জানেন	২৮-কাসাস	৬৯	৮১৪
বিদ্বেষ প্রকাশ করে দিতেন, আল্লাহ ...	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৭	৯১৫
বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে (কাফিরদের মুখ থেকে)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
বিদ্বেষ (মুনাফিকদের হৃদয়ের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দিবেন আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৯	৯১৪
বিপথগামীদের জন্য আগুনকে প্রকাশ করা হবে (আখিরাতে)	২৬-শু'আরা	৯১	৭৯২
ভালকাজ প্রকাশ অথবা গোপন করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৪৯	৫৭৬
মনের প্রকাশ করা বিষয়ের হিসাব আল্লাহ্ নিবেন	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
মন্দ কথা প্রকাশ করা আল্লাহ্ ভালবাসেন না (মজলুম ছাড়া কারো)	৪-নিসা	১৪৮	৫৭৬
মন্দকাজ (কিয়ামতের দিন কাফিরদের মন্দকাজ প্রকাশ হবে)	৪৫-জাছিয়া	৩৩	৯০৭
মানুষ যা প্রকাশ করে আল্লাহ্ তা জানেন	২৪-নূর	২৯	৭৭৬
মিথ্যা সাক্ষ্য প্রকাশ পেয়ে গেলে (ওসিয়ত প্রসঙ্গ...)	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
মুমিনরা যা প্রকাশ করে (আল্লাহ্ তা সবচেয়ে বেশি জানেন)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
মুনাফিকরা প্রকাশ করে না কিছু বিষয় (রাসূল স. এর নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
রাসূল স. প্রকাশ করে দিবেন আহলে কিতাবরা যা গোপন করত	৫-মায়িদা	১৫	৫৮২
লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল উভয়ের কাছে (আদম আ. ও তার স্ত্রী)	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
লজ্জাস্থান প্রকাশ (আদম-হাওয়া নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পর)	২০-ত্বা-হা	১২১	৭৪৮
শত্রুতা প্রকাশ পেল ইবরাহীম আ. ও তার সম্প্রদায়ের মাঝে	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
সত্য (এখন সত্য প্রকাশ পেয়েছে- আযীযের স্ত্রী বলল)	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
সদকা প্রকাশ করাও ভালো তবে গোপনে করা বেশী ভালো	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
সৌন্দর্য প্রকাশ দুষণীয় নয় (যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না মু'মিন নারীরা	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
প্রকাশকারী			
আল্লাহ্ নবীর গোপন বিষয় প্রকাশকারী (যায়েদ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের হত্যা সংক্রান্ত গোপন বিষয় প্রকাশকারী	২-বাক্বারা	৭২	৫০৮
কিয়ামত প্রকাশকারী কেউ নেই (আল্লাহ্ ছাড়া)	৫৩-নাজম	৫৮	৯৩৫
প্রকাশিত			
জালিমদের কল্পনাতীত বিষয় প্রকাশিত হবে কিয়ামতে	৩৯-যুমার	৪৭	৮৭৫
দিন (দিনের কসম যখন তা প্রকাশিত হয়)	৯২-লাইল	২	১০২৫
ফাসাদ প্রকাশিত হয়েছে স্থলে ও সমুদ্রে (মানুষের কৃতকর্মের জন্য)	৩০-রূম	৪১	৮২৫
প্রকাশ্য (আরো দেখুন বাহ্যিক শব্দটি)			
অশ্লীলতা (প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার নিকটবর্তী হওয়া যাবেনা)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
অশ্লীলতা (প্রকাশ্য অশ্লীলতা হারাম করেছেন প্রতিপালক)	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্ প্রকাশ্য	৫৭-হাদীদ	৩	৯৪৮
আল্লাহ্ জানেন প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়	৮৭-আ'লা	৭	১০১৮
আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দেখানোর দাবী (বনী ইসরাঈলের)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
আহ্বান (নূহ্ আ. সম্প্রদায়কে প্রকাশ্যে আহ্বান করেন)	৭১-নূহ্	৮	৯৮৪
কথা (আল্লাহ্ মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য কথা জানেন)	২১-আম্বিয়া	১১০	৭৫৭
জানা (মানুষ যা প্রকাশ করে ও যা গোপন রাখে তা আল্লাহ্ জানেন)	৫-মায়িদা	৯৯	৫৯২
জানা (আল্লাহ্ জানেন মানুষ যা গোপন করে ও যা প্রকাশ করে)	১১-হূদ	৫	৬৬৫
জানা (আল্লাহ ইহুদীদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়াবলি জানেন)	২-বাক্বারা	৭৭	৫০৯
জানা (আল্লাহ্ মানুষের প্রকাশ্য বিষয় জানেন)	৬-আন্'আম	৩	৫৯৬
জানা (আল্লাহ্ মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য কথা জানেন)	২১-আম্বিয়া	১১০	৭৫৭
জানা (প্রতিপালক মানুষের গোপন-প্রকাশ্য বিষয় জানেন)	২৭-নামল	৭৪	৮০৬
জানা (মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় আল্লাহ্ জানেন)	৩৩-আহযাব	৫৪	৮৩৮
জানা (মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ্ জানেন)	১৬-নাহ্ল	১৯	৭০৪
জানা (মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ্ জানেন)	১৬-নাহ্ল	২৩	৭০৪
দান (গোপন-প্রকাশ্যে সম্পদ দানের প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	২৭৪	৫৩২
দেখা (বনী ইসরাঈল কর্তৃক আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখার আবদার)	২-বাক্বারা	৫৫	৫০৬
নেয়ামত (আল্লাহ্ মানুষের প্রতি প্রকাশ্য নেয়ামত পূর্ণ করেছেন)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
পথ (প্রকাশ্য পথের পাশে লূত ও শুআইব (আ)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ)	১৫-হিজর	৭৯	৭০১
পাপ (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ বর্জনের নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১২০	৬০৭
ব্যয় (রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয়)	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
ব্যয় (গোপন ও প্রকাশ্যে রিযিক ব্যয়/দান করার নির্দেশ)	১৪-ইবরাহীম	৩১	৬৯৬
ব্যয় (গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয় আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে)	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
ব্যয় (উত্তম রিযিকপ্রাপ্ত ও গোপন/প্রকাশ্যে ব্যয়/দানকারীর উপমা)	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ্ জানেন	১৬-নাহ্ল	১৯	৭০৪
মানুষের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় আল্লাহ্ জানেন	১৬-নাহ্ল	২৩	৭০৪
শত্রু (শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু)	১৭-ইস্রা	৫৩	৭১৮
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি প্রকাশ্যে আসলে জালিমদের ধ্বংস)	৬-আন্'আম	৪৭	৬০০
প্রকাশ্য বিচরণ			
দিনে প্রকাশ্যে বিচরণকারী ও রাতে আত্মগোপনকারী আল্লাহ নিকট সমান	১৩-রা'দ	১০	৬৮৯
প্রকৃত			
কাফির (আল্লাহ-রাসূলদের অবিশ্বাস/পার্থক্যকারী প্রকৃত কাফির)	৪-নিসা	১৫১	৫৭৬
মু'মিন (প্রকৃত মু'মিন তারাই যারা সালাত কায়েম করে ও...)	৮-আনফাল	৪	৬৩২
মুমিমন (প্রকৃত মু'মিন তারাই যার...)	৮-আনফাল	৭৪	৬৩৯
রাসূল স. এর স্বপ্ন প্রকৃতই সত্যে পরিণত করবেন আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
প্রখর			
দৃষ্টিশক্তি (কিয়ামতে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হবে, উদাসীন ব্যক্তির)	৫০-ক্বাফ	২২	৯২৩
প্রচণ্ড			
ঝড়ো হাওয়া (প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া দ্বারা আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা)	৬৯-হাক্কাহ্	৬	৯৭৮
প্রতিশোধ (আল্লাহ্ প্রচণ্ড প্রতিশোধ গ্রহণকারী)	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
বাতাসের ছাইকে উড়িয়ে নিয়ে যায় (কাফিরদের কাজের উপমা)	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
শক্তি (সাবাবাসীরা প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হওয়া প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৩৩	৮০২
শক্তি (লোহাতে প্রচণ্ড শক্তি ও বহু উপকারিতা রয়েছে)	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
শক্তিধর (প্রচণ্ড শক্তিধর বান্দাদেরকে প্রেরণ, বনী ইসরাঈলের প্রতি...)	১৭-ইস্রা	৫	৭১৪
শক্তিধর (প্রচণ্ড শক্তিধরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ডাকা হবে বেদুঈনদেরকে)	৪৮-ফাত্হ	১৬	৯১৭
শীত ও রৌদ্র থাকবে না জান্নাতে	৭৬-দাহ্র	১৩	৯৯৫
প্রচার			
আদিষ্ট বিষয় প্রচারের নির্দেশ (রাসূল স. কে)	১৫-হিজর	৯৪	৭০২
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচারই রাসূল স. এর দায়িত্ব	৭২-জিন্	২৩	৯৮৭
দায়িত্ব (রাসূলদের দায়িত্ব স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া)	৩৬-ইয়াসীন	১৭	৮৫২
ভীতির সংবাদ প্রচার (মুনাফিকরা করে)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
রাসূল স. এর দায়িত্ব হল প্রচার করা	১৩-রা'দ	৪০	৬৯২
প্রচুর			
ধন-সম্পদ ('আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়েছি'- মানুষ বলে)	৯০-বালাদ	৬	১০২৩
পানি (মেঘ থেকে অবতীর্ণ করেন, আল্লাহ্)	৭৮-নাবা	১৪	১০০০
পানি (জিনরা সত্যপথে অবিচল থাকলে প্রচুর পানি পান করানো হত)	৭২-জিন্	১৬	৯৮৭
ফলমূলের মাঝে (জান্নাতিরা থাকবে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩২	৯৪৪
রিযিক (যে জনপদে প্রচুর রিযিক আসত, নেয়ামত অস্বীকার প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রচুর (বৃষ্টি)			
বর্ষণ (আদ সম্প্রদায় তওবা করলে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের আশ্বাস!)	১১-হূদ	৫২	৬৭০
প্রচেষ্টা (আরো দেখুন চেষ্টা শব্দটি)			
অগ্রাহ্য করা হবে না (সৎকর্মশীল মুমিনের কর্মপ্রচেষ্টা)	২১-আম্বিয়া	৯৪	৭৫৬
দেখানো (মানুষের প্রচেষ্টা দেখানো তাকে হবে, কিয়ামতে)	৫৩-নাজম	৪০	৯৩৪
নিষ্ফল, কাফিরদের (দুনিয়ার জীবনে)	১৮-কাহ্ফ	১০৪	৭৩৩
প্রশংসাযোগ্য (জান্নাতীদের প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য...)	৭৬-দাহ্র	২২	৯৯৬
ফ্যাসাদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছে ইহুদীরা, পৃথিবীতে	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
ফ্যাসাদের প্রচেষ্টা চালায় যারা পৃথিবীতে (তাদের প্রতিফল...)	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
বিভিন্ন ধরনের (মানুষের প্রচেষ্টা)	৯২-লাইল	৪	১০২৫
ব্যর্থ করার (আল্লাহর আয়াতকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা)	৩৪-সাবা	৫	৮৪১
ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা চালায় যারা (আল্লাহর আয়াতকে)	৩৪-সাবা	৩৮	৮৪৪
মানুষ যে প্রচেষ্টা চালায় তাই পায়	৫৩-নাজম	৩৯	৯৩৪
মানুষের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের	৯২-লাইল	৪	১০২৫
মুমিনদের প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য (আখিরাতের জন্য)	১৭-ইসরা	১৯	৭১৫
মুমিন ব্যক্তির প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য	১৭-ইসরা	১৯	৭১৫
মুমিনের (সৎকর্মশীল মুমিনের কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করা হবে না)	২১-আম্বিয়া	৯৪	৭৫৬
সন্তুষ্ট (অনেক চেহারায় তাদের প্রচেষ্টার সাফল্যে সন্তুষ্ট হবে)	৮৮-গাশিয়াহ্	৯	১০১৯
সৎকর্মশীল মুমিনের কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করা হবে না	২১-আম্বিয়া	৯৪	৭৫৬
প্রচ্ছন্ন			
পর্দা (প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দেন আল্লাহ অবিশ্বাসী ও রাসূল স. এর মাঝে...)	১৭-ইসরা	৪৫	৭১৭
প্রজ্জ্বলিত			
আগুনে পোড়ানোর শাস্তি (মুমিনদের নির্যাতনকারীদের জন্য)	৮৫-বুরূজ	১০	১০১৫
আগুন (হুতামা হলো আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন)	১০৪-হুমাযা	৬	১০৩৩
জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হবে (কিয়ামতে)	৮১-তাকভীর	১২	১০০৮
প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত করা হয় (বরকতময় যায়তুন দ্বারা)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
প্রজ্জ্বলিত আগুন (আরো দেখুন তীব্র/জ্বলন্ত আগুন/জাহান্নাম শব্দটি)			
শাস্তি (কাফির প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করবে...)	২২-হাজ্জ	২২	৭৬০
শাস্তি (প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করবে ইহুদীরা)	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
শাস্তি (প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে...)	৮-আনফাল	৫০	৬৩৭
শিকল ও প্রজ্জ্বলিত আগুন রয়েছে আল্লাহর নিকট	৭৩-মুযযাম্মিল	১২	৯৮৮
প্রজন্ম			
অতীত হয়েছে বহু প্রজন্ম! (পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীর মন্তব্য)	৪৬-আহ্কাফ	১৭	৯০৯
ধ্বংস (অপরাধের কারণে পূর্ববর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করা হয়)	৬-আন্'আম	৬	৫৯৬
ধ্বংস (কারুনের চেয়ে প্রবলদেরকে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৭৮	৮১৫
ধ্বংস (কোন প্রজন্ম ধ্বংস করার সময় তাদের আর্তনাদ)	৩৮-সোয়াদ	৩	৮৬৬
ধ্বংস করা (শক্তিতে প্রবল অনেক প্রজন্মকে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	৫০-ক্বাফ	৩৬	৯২৪
ধ্বংস করেছেন আল্লাহ, বহু প্রজন্মকে (যারা ফিরে আসবে না)	৩৬-ইয়াসীন	৩১	৮৫৩
ধ্বংস (নূহের পরেও কত প্রজন্ম ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	১৭-ইসরা	১৭	৭১৫
ধ্বংস (জুলুমের কারণে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করা হয়েছে)	১০-ইউনুস	১৩	৬৫৫
ধ্বংস (বহু প্রজন্ম ধ্বংস করেছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৩৮	৭৮৫
ধ্বংস (বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ...)	১৯-মারইয়াম	৭৪	৭৩৯
ধ্বংস (আল্লাহ কত প্রজন্ম ধ্বংস করেছেন)	১৯-মারইয়াম	৯৮	৭৪০
ধ্বংস (পূর্ববর্তী প্রজন্মের ধ্বংস মানুষের জন্য নিদর্শনস্বরূপ)	৩২-সাজ্দা	২৬	৮৩২
ধ্বংস (পূর্ববর্তী প্রজন্মের ধ্বংস বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন)	২০-ত্বা-হা	১২৮	৭৪৯
ধ্বংস (পূর্ববর্তী প্রজন্ম ধ্বংস করলেন আল্লাহ, ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৮-কাসাস	৪৩	৮১১
পূর্ববর্তী প্রজন্মের অবস্থা কি হবে? (ফিরআউনের প্রশ্ন)	২০-ত্বা-হা	৫১	৭৪৪
পূর্ববর্তী প্রজন্মসমূহে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিল না?...	১১-হূদ	১১৬	৬৭৬
পূর্ববর্তী প্রজন্ম (আইকাবাসী/পূর্ববর্তী প্রজন্মের সৃষ্টি আল্লাহকে ভয়)	২৬-শু'আরা	১৮৪	৭৯৭
সৃষ্টি (অন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ, আদ জাতির পরে)	২৩-মু'মিনূন	৪২	৭৬৮
সৃষ্টি (অনেক প্রজন্ম সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৪৫	৮১২
সৃষ্টি (আল্লাহ অন্য এক প্রজন্ম সৃষ্টি করলেন)	২৩-মু'মিনূন	৩১	৭৬৮
সৃষ্টি (আল্লাহ পূর্ববর্তী প্রজন্ম ধ্বংস করে অপর প্রজন্ম সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	৬	৫৯৬
প্রজ্ঞা (আরো দেখুন হিকমত শব্দটি)			
ইউসুফ আ. কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলেন আল্লাহ)	১২-ইউসুফ	২২	৬৭৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইবরাহীম আ. কে প্রজ্ঞা দান করার জন্য প্রতিপালকের কাছে দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৩	৭৯২
ঈসা আ. আগমন করেছিলেন (প্রজ্ঞা ও স্পষ্ট প্রমাণসহ)	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
ওহী করা (প্রজ্ঞা ওহী করেছেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট)	১৭-ইসরা	৩৯	৭১৭
দাউদ আ. কে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা (কুরআন) কাফিরদের উপকারে আসেনি	৫৪-কামার	৫	৯৩৬
প্রজ্ঞা দান করলেন আল্লাহ মূসাকে (পরিপক্ক হলে)	২৮-কাসাস	১৪	৮০৯
মূসা আ. কে প্রতিপালক কর্তৃক প্রজ্ঞা দান	২৬-শু'আরা	২১	৭৮৯
লূত আ. কে আল্লাহ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দেন	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
সুলাইমান আ. কে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
প্রজ্ঞাবান			
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী	৬৪-তাগাবুন	১৮	৯৬৭
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান (মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়া প্রসঙ্গ)	৩৫-ফাতির	২	৮৪৬
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাময়	৫৯-হাশর	১	৯৫৫
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (রাসূল প্রেরণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী/মহাপ্রজ্ঞাবান (ঈসা আ. কে তুলে নেয়া প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৮	৫৭৭
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী	৬২-জুমু'আ	৩	৯৬২
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী (পাপ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১১	৫৭১
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী	৪৫-জাছিয়া	৩৭	৯০৭
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী	৬৪-তাগাবুন	১৮	৯৬৭
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী	৫-মায়িদা	৩৮	৫৮৫
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৩-আলে ইমরান	৬২	৫৪২
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী (মুমিন হত্যার কাফফারা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
আল্লাহ প্রজ্ঞাবান	২৪-নূর	১০	৭৭৪
আল্লাহ (প্রজ্ঞাবান আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব অবতারণ)	৪৬-আহ্কাফ	২	৯০৮
আল্লাহ (প্রজ্ঞাবান আল্লাহ নবী-রাসূলদের উপর ওহী নাযিল করেন)	৪২-শূরা	৩	৮৯১
আল্লাহ প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী	৪৩-যুখরুফ	৮৪	৯০১
আল্লাহ প্রজ্ঞাময়	৯-তাওবা	১৫	৬৪১
আল্লাহ (আকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহরই)	৪৮-ফাত্হ	৭	৯১৬
আল্লাহ (আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান)	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
আল্লাহ প্রজ্ঞাবান	৮-আনফাল	৬৩	৬৩৮
আল্লাহ প্রজ্ঞাবান	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮
আল্লাহ (পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতা...)	১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাপ্রজ্ঞাবান (অভাব দূর করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩০	৫৭৩
আল্লাহ মহা প্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	২-বাকারা	২৬০	৫৩১
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৩-আলে ইমরান	৬	৫৩৬
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	১৬-নাহ্ল	৬০	৭০৭
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৫৭-হাদীদ	১	৯৪৮
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৯-তাওবা	৯৭	৬৫০
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী	২৪-নূর	১৮	৭৭৫
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৬১-সাফ্ফ	১	৯৬০
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৯-তাওবা	১০৬	৬৫১
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৯-তাওবা	১১০	৬৫১
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	১২-ইউসুফ	৮৩	৬৮৪
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	২৪-নূর	৫৯	৭৮০
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৮-আনফাল	৪৯	৬৩৭
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৫৯-হাশর	২৪	৯৫৭
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	২-বাকারা	২২৮	৫২৬
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৮-আনফাল	১০	৬৩২
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৮-আনফাল	৭১	৬৩৯
আল্লাহ (মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহর নিকট থেকে কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ)	৪৫-জাছিয়া	২	৯০৫
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৩৪-সাবা	২৭	৮৪৩
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান, মহাপ্রতাপশালী, পবিত্র ও মালিক	৬২-জুমু'আ	১	৯৬২
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান (সৎকর্মশীল মুমিনকে জান্নাত দান প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৯	৮২৭
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৩৪-সাবা	১	৮৪১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রজ্ঞাবান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৪৮-ফাত্হ	৪	৯১৬
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী	৩-আলে ইমরান	১২৬	৫৪৮
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী	৬-আন্'আম	১৩৯	৬০৯
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৫-মায়িদা	১১৮	৫৯৫
আল্লাহ (মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব)	৩৯-যুমার	১	৮৭১
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী	২৯-আনকাবূত	৪২	৮১৯
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী (তাঁর বাণী প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৩০-রূম	২৭	৮২৪
আল্লাহ (মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহর নিকট থেকে কুরআন অবতীর্ণ)	৪১-ফুস্সিলাত	৪২	৮৮৯
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	২-বাক্বারা	২০৯	৫২৩
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৩-আলে ইমরান	১৮	৫৩৭
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	২৭-নামল	৯	৮০০
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	২-বাক্বারা	১২৯	৫১৪
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান (ফেরেশতাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৩২	৫০৪
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
আল্লাহ সমুন্নত ও প্রজ্ঞাবান	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৬-আন্'আম	১৮	৫৯৭
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (কসম অবসান প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	২	৯৭০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৩৩-আহযাব	১	৮৩৩
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৪-নিসা	২৬	৫৬০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (অনুগ্রহ ও নিয়ামত প্রসঙ্গে)	৪৯-হুজুরাত	৮	৯২০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান	৭৬-দাহ্র	৩০	৯৯৬
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (তওবা কবুল প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭	৫৫৮
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (বিয়ের বিধান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (জিহাদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
কুরআন (মহাপ্রজ্ঞাবানের পক্ষ হতে রাসূল স. কে কুরআন দেয়া হয়েছে)	২৭-নামল	৬	৮০০
প্রতিপালক (আল্লাহ) মহাপ্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী	৫১-যারিয়াত	৩০	৯২৬
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	২৯-আনকাবূত	২৬	৮১৮
প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী (মর্যাদা দান প্রসঙ্গে)	৬-আন্'আম	৮৩	৬০৩
প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাবান	৬০-মুমতাহিনা	৫	৯৫৮
বর্ণনা (প্রজ্ঞাবানের পক্ষ থেকে বিস্তারিত বর্ণনা, আলিফ-লাম-রা)	১১-হূদ	১	৬৬৫
মহাপ্রজ্ঞাময় (আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
প্রজ্ঞাময়			
আল্লাহ প্রজ্ঞাময়	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাময়	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাময়	৪৮-ফাত্হ	১৯	৯১৮
উপদেশ (প্রজ্ঞাময় উপদেশ পাঠ করছেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট)	৩-আলে ইমরান	৫৮	৫৪১
কিতাব (আলিফ-লাম-রা। এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত)	১০-ইউনুস	১	৬৫৪
কিতাব (প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত)	৩১-লুকমান	২	৮২৭
কুরআন (প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম)	৩৬-ইয়াসীন	২	৮৫১
কুরআন/উম্মুল কিতাব প্রজ্ঞাময় ও সমুন্নত	৪৩-যুখরুফ	৪	৮৯৬
প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাময়	১৫-হিজর	২৫	৬৯৯
বিষয় (প্রজ্ঞাময় বিষয় পৃথক করা হয়, মোবারক রাতে)	৪৪-দুখান	৪	৯০২
প্রজ্ঞা (হিকমত)			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইবরাহীম আ. এর বংশধরকে কিতাব ও হিকমাত দান	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
কল্যাণ (যাকে হিকমত দেয়া হয় তাকে বহু কল্যাণ দান করা হয়)	২-বাক্বারা	২৬৯	৫৩২
দাওয়াত (হিকমত/প্রজ্ঞা দ্বারা আল্লাহর পথে দাওয়াত)	১৬-নাহ্ল	১২৫	৭১৩
দান (কাউকে হিকমত/প্রজ্ঞা দান আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	২-বাক্বারা	২৬৯	৫৩২
পাঠকৃত হিকমত স্মরণ রাখার নির্দেশ (নবী পরিবারকে)	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যা প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
প্রতাপশালী (আরো দেখুন পরাক্রমশালী শব্দটি)			
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রতাপশালী	২৭-নামল	৭৮	৮০৬
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান,মহাপ্রতাপশালী, পবিত্র ও মালিক	৬২-জুমু'আ	১	৯৬২
আল্লাহ প্রতাপশালী (ইহরামে পশু হত্যা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
আল্লাহ প্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৮-আনফাল	১০	৬৩২
আল্লাহ (প্রতাপশালী আল্লাহর নিকট থেকে কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ)	৪৫-জাছিয়া	২	৯০৫
আল্লাহ (প্রতাপশালী আল্লাহ নবী-রাসূলদের উপর ওহী নাযিল করেন)	৪২-শূরা	৩	৮৯১
আল্লাহ (প্রতাপশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব অবতারণ)	৪৬-আহ্কাফ	২	৯০৮
আল্লাহ (প্রতাপশালী আল্লাহর নিকট থেকে কুরআন অবতীর্ণ)	৩৬-ইয়াসীন	৫	৮৫১
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৫৯-হাশর	১	৯৫৫
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী	১৪-ইবরাহীম	৪৭	৬৯৭
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাশক্তিধর	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৫৯-হাশর	২৪	৯৫৭
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	২৭-নামল	৯	৮০০
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (রাসূল স. প্রেরণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৮-আনফাল	৬৩	৬৩৮
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৩-আলে ইমরান	৬	৫৩৬
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	৩২-সাজ্দা	৬	৮৩০
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৩৪-সাবা	২৭	৮৪৩
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৪৮-ফাত্হ	১৯	৯১৮
আল্লাহ (মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৪৩-যুখরুফ	৯	৮৯৬
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী (সৎকর্মশীল মুমিনকে জান্নাত দান প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৯	৮২৭
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৫৭-হাদীদ	১	৯৪৮
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী	৬২-জুমু'আ	৩	৯৬২
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রতাপশালী	৪৮-ফাত্হ	৭	৯১৬
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৩০-রূম	২৭	৮২৪
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৫-মায়িদা	৩৮	৫৮৫
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৬৪-তাগাবুন	১৮	৯৬৭
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী	৩৯-যুমার	৩৭	৮৭৪
আল্লাহ (মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব)	৩৯-যুমার	১	৮৭১
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও ক্ষমাশীল	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৮৫-বুরূজ	৮	১০১৫
আল্লাহ (মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব...)	৪০-মু'মিন	২	৮৭৮
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী (মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়া প্রসঙ্গ)	৩৫-ফাতির	২	৮৪৬
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৩-আলে ইমরান	৬২	৫৪২
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাবান	২-বাক্বারা	২০৯	৫২৩
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৪৫-জাছিয়া	৩৭	৯০৭
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী/মহাপ্রজ্ঞাবান (ঈসা আ. কে তুলে নেয়া প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৮	৫৭৭
আল্লাহ মহা প্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
আল্লাহ (মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ...)	৪১-ফুস্সিলাত	১২	৮৮৬
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৫-মায়িদা	১১৮	৫৯৫
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৫৮-মুজাদালা	২১	৯৫৪
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও শক্তিশালী	৪২-শূরা	১৯	৮৯২
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	২৯-আনকাবূত	৪২	৮১৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতাপশালী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী	২২-হাজ্জ	৭৪	৭৬৫
আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী	৩৩-আহযাব	২৫	৮৩৫
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী (পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
আল্লাহ (মহাপ্রতাপশালী)	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
আল্লাহ মহা প্রতাপশালী ও পরম ক্ষমাশীল	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	১৬-নাহ্‌ল	৬০	৭০৭
আল্লাহ মহা প্রতাপশালী	৮-আনফাল	৪৯	৬৩৭
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৬১-সাফ্‌ফ	১	৯৬০
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	৪৪-দুখান	৪২	৯০৪
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (তাঁর বাণী প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
আল্লাহ, মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর দিকে আহ্বান প্রসঙ্গ	৪০-মু'মিন	৪২	৮৮১
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৩০-রূম	৫	৮২২
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৫৯-হাশর	২৩	৯৫৭
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী (ইবরাহীম আ. এর দোয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১২৯	৫১৪
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৩-আলে ইমরান	১২৬	৫৪৮
আল্লাহ মহা প্রতাপশালী	৩-আলে ইমরান	১৮	৫৩৭
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী	৬৭-মুল্‌ক	২	৯৭২
আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী	৩-আলে ইমরান	৪	৫৩৬
জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কি আল্লাহর চেয়ে বেশি প্রতাপশালী? (শু'আইব আ. প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৯২	৬৭৪
নির্ধারণ, মহাপ্রতাপশালীর (নির্দিষ্ট অবস্থানে সূর্যের চলাচল)	৩৬-ইয়াসীন	৩৮	৮৫৪
নির্ধারণ, মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞানীর নির্ধারণ,চন্দ্র-সূর্য প্রসঙ্গ	৬-আন্‌'আম	৯৬	৬০৫
পথ (প্রতাপশালী আল্লাহর পথে পরিচালিত করে...)	৩৪-সাবা	৬	৮৪১
পাকড়াও (মহাপ্রতাপশালীর ন্যায় পাকড়াও, ফির'আউন বংশকে)	৫৪-কামার	৪২	৯৩৮
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	৯	৭৮৮
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	২৯-আনকাবূত	২৬	৮১৮
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	১৯১	৭৯৭
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	৬৮	৭৯১
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	১৭৫	৭৯৭
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও অতি প্রশংসনীয়	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী	৩৮-সোয়াদ	৬৬	৮৬৯
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	১৪০	৭৯৫
প্রতিপালক মহাশক্তিশালী (ছামুদ জাতির শাস্তি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৬	৬৭১
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	১০৪	৭৯৩
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	১২২	৭৯৪
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু	২৬-শু'আরা	১৫৯	৭৯৬
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী	৬০-মুমতাহিনা	৫	৯৫৮
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী	৩৮-সোয়াদ	৯	৮৬৬
ভরসার নির্দেশ মহাপ্রতাপশালী পরম দয়ালুর উপর	২৬-শু'আরা	২১৭	৭৯৯
শু'আইব আ. প্রতাপশালী নয় (তার সম্প্রদায়ের উপর)	১১-হূদ	৯১	৬৭৪
প্রতারক			
প্রতারিত যেন না করে প্রতারক (শয়তান), (মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
প্রতারিত করেছিল মুনাফিকদেরকে মহাপ্রতারক	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
প্রতারিত করতে না পারে যেন শয়তান (আল্লাহ সম্পর্কে)	৩৫-ফাতির	৫	৮৪৬
শয়তান এক মহাপ্রতারক মানুষের জন্য	২৫-ফুরকান	২৯	৭৮৪
প্রতারণা (আরো দেখুন প্রবঞ্চনা শব্দটি)			
ইবলিস প্রতারণার মাধ্যমে অধঃপতিত করল আদম আ. ও...	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
কাফিররা প্রতারণার মধ্যে রয়েছে	৬৭-মুল্‌ক	২০	৯৭৩
প্রতিশ্রুতি (শয়তান যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়)	১৭-ইস্‌রা	৬৪	৭১৯
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ/নবীর প্রতিশ্রুতিকে মুনাফিক কর্তৃক প্রতারণা বলা)	৩৩-আহযাব	১২	৮৩৪
শয়তানের প্রতারণা (শয়তানের প্রতিশ্রুতি শুধুই প্রতারণা)	৪-নিসা	১২০	৫৭২
শয়তানের (চমকপ্রদ কথার মাধ্যমে শয়তানের প্রতারণা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১১২	৬০৭
সামগ্রী (দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সামগ্রী (প্রতারণার সামগ্রী, দুনিয়ার জীবন)	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
প্রতারণাপূর্ণ			
প্রতিশ্রুতি (জালিমরা পরস্পরকে প্রতারণাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেয়)	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
প্রতারিত			
আল্লাহ সম্পর্কে শয়তান যেন প্রতারিত করতে না পারে	৩৫-ফাতির	৫	৮৪৬
দুনিয়ার জীবন যেন মানুষকে প্রতারিত করতে না পারে	৩৫-ফাতির	৫	৮৪৬
দুনিয়ার জীবন মানুষকে...	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
দুনিয়ার জীবন প্রতারিত করেছে কাফিরদেরকে যারা...	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
দুনিয়ার জীবন প্রতারিত করে যাদেরকে তাদের পরিণাম	৬-আন্‌'আম	৭০	৬০২
দুনিয়ার জীবন কাফিরদেরকে প্রতারিত করেছিল	৪৫-জাছিয়া	৩৫	৯০৭
দুনিয়ার জীবন কাফিরদেরকে প্রতারিত করেছিল	৬-আন্‌'আম	১৩০	৬০৯
দ্বীন প্রতারিত করেছে (মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে বলে)	৮-আনফাল	৪৯	৬৩৭
মহাপ্রতারক প্রতারিত করেছিল মুনাফিকদেরকে (আল্লাহ সম্পর্কে)	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
মানুষকে প্রতারিত করল কিসে? (প্রতিপালক সম্বন্ধে)	৮২-ইনফিতার	৬	১০১০
মানুষকে প্রতারিত যেন না করে প্রতারক (শয়তান) আল্লাহ সম্পর্কে ...	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
মুনাফিকদেরকে তাদের মিথ্যা আশা প্রতারিত করেছিল (দুনিয়াতে)	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
রাসূল কে যেন প্রতারিত না করে (কাফিরদের নগরে বিচরণ)	৩-আলে ইমরান	১৯৬	৫৫৫
রাসূল কে যেন প্রতারিত না করে (নগরে কাফিরদের বিচরণ...)	৪০-মু'মিন	৪	৮৭৮
প্রতিক্রিয়া			
সাবার রানীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা (সুলাইমানের পত্র পেয়ে)	২৭-নামল	২৮	৮০২
প্রতিটি			
নিদর্শন (কাফিররা প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবে না)	৬-আন্‌'আম	২৫	৫৯৮
নিদর্শন (অহংকারকারীরা প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবেনা)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
পথ (ঈমানদারদের ভয় দেখাতে প্রতিটি পথে বসে না থাকা)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
পরিবেষ্টন করা (আল্লাহর দয়া প্রতিটি জিনিসকে পরিবেষ্টন করে আছে)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
প্রতিদান (আরো দেখুন কর্মফল/পুরস্কার/প্রতিফল শব্দটি)			
অকৃতজ্ঞতার প্রতিদান (সাবাবাসী অকৃতজ্ঞদের প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১৭	৮৪২
অকৃতজ্ঞতার প্রতিদান (উদ্যান পরিবর্তন প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১৭	৮৪২
অঙ্গীকার পূর্ণকারীকে বিরাট প্রতিদান দিবেন আল্লাহ	৪৮-ফাত্‌হ	১০	৯১৬
অফুরন্ত (মুমিন ও সৎকর্মশীলদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৮	৮৮৬
অফুরন্ত প্রতিদান (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য)	৮৪-ইন্‌শিকাক্ব	২৫	১০১৪
অফুরন্ত প্রতিদান (সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য)	৯৫-তীন	৬	১০২৭
আখিরাতের প্রতিদান শ্রেষ্ঠ (অত্যাচারিত হয়ে হিজরতকারীর প্রতিদান)	১৬-নাহ্‌ল	৪১	৭০৬
আপোসকারীর প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর (বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে)	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!	৩৯-যুমার	৭৪	৮৭৭
আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের প্রতিদান	৪-নিসা	১৫২	৫৭৬
আল্লাহ মহাপ্রতিদান দেন (মুত্তাকীকে)	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
আল্লাহ মহাপ্রতিদান দিবেন তাদেরকে যারা তাকে ভয়...	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপ্রতিদান	৯-তাওবা	২১	৬৪২
আল্লাহর নিকট মহাপ্রতিদান (মুমিনদের সন্তান/সম্পদ প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	১৫	৯৬৭
আল্লাহর নিকট মহাপ্রতিদান রয়েছে (মু'মিনদের জন্য)	৮-আনফাল	২৮	৬৩৪
আল্লাহর পক্ষ থেকে পূণ্য কাজের জন্য মহাপ্রতিদান দেয়া হয়	৪-নিসা	৪০	৫৬২
আল্লাহর নিকট প্রতিদান আছে (হূদ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৫১	৬৭০
আল্লাহর কাছে নূহ আ. এর প্রতিদান (মানুষের কাছে নয়)	১১-হূদ	২৯	৬৬৮
ইবরাহীম আ. কে দুনিয়ায়ও প্রতিদান দেয়া হয়েছিল	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
ঈমানদার সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ পুরোপুরি	৩-আলে ইমরান	৫৭	৫৪১
ঈমানদার সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ	৩৪-সাবা	৪	৮৪১
ঈমানদার সৎকর্মীর প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে	২-বাক্বারা	২৭৭	৫৩৩
ঈমানদারদের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ (ধৈর্য্যের কারণে)	২৩-মু'মিনূন	১১১	৭৭৩
ঈমানদারদের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ তার অনুগ্রহ থেকে	৩০-রূম	৪৫	৮২৫
ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের (উত্তম পুরস্কার)	১৮-কাহ্‌ফ	৮৮	৭৩২
ঈমানদার ও সম্পদ ব্যয়কারীর জন্য (মহাপ্রতিদান)	৫৭-হাদীদ	৭	৯৪৮
ঈমান এনেছিল যারা, তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছিলেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
ঈমান ও সৎকাজের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান	৩৫-ফাতির	৭	৮৪৬
ঈমান ও সৎকাজের প্রতিদান (ইহুদি,খৃস্টান ও সাবেয়ী প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
ঈমান ও তাকওয়ার জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিদান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ঈমান ও তাকওয়ার প্রতিদান দিবেন আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৬	৯১৫
ঈমানের প্রতিদান (ইহুদিরা ঈমান আনলে...)	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
ঈমানের প্রতিদান (আহলে কিতাবদের ঈমানের প্রতিদান...)	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
উত্তম কাজ ও তাকওয়ার জন্য মহাপ্রতিদান (উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৭২	৫৫২
উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া কিছু নয়	৫৫-রাহ্‌মান	৬০	৯৪২
উত্তম কাজের প্রতিদান আল্লাহ দিবেন (মুমিনকে)	২৯-আনকাবূত	৭	৮১৬
উত্তম প্রতিদান ও উত্তম/পবিত্র জীবন (সৎকাজের কারণে)	১৬-নাহ্‌ল	৯৭	৭১১
উত্তম (প্রতিদান ও পুরস্কার হিসাবে স্থায়ী সৎকাজ উত্তম)	১৯-মারইয়াম	৭৬	৭৩৯
উত্তম প্রতিদান (কর্মশীলদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৩৬	৫৪৯
উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে ধৈর্য ধারণের জন্য (কাজের চেয়ে উত্তম)	১৬-নাহ্‌ল	৯৬	৭১১
উত্তম প্রতিদান দিবেন আল্লাহ তাদের কাজের যারা...	২৪-নূর	৩৮	৭৭৮
উপযুক্ত প্রতিদান সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য.. (জাহান্নামে)	৭৮-নাবা	২৬	১০০১
কক্ষ (জান্নাতের কক্ষ প্রতিদান দেয়া হবে, ধৈর্যধারণকারীদেরকে)	২৫-ফুরকান	৭৫	৭৮৭
কাজের (জান্নাতিদের কাজের প্রতিদান)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	২৪	৯৪৪
কিয়ামতের দিন কেউ কারো পক্ষে প্রতিদান দিবেনা	২-বাক্বারা	৪৮	৫০৬
কিয়ামতের দিন কেউ কারো পক্ষে প্রতিদান দিবে না	২-বাক্বারা	১২৩	৫১৪
কৃতজ্ঞদেরকে প্রতিদান দিবেন আল্লাহ (অচিরেই)	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ (অচিরেই)	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিদান দেন আল্লাহ	৫৪-কামার	৩৫	৯৩৭
কৃতকর্মের প্রতিদান চিরস্থায়ী জান্নাত (মুমিনদের জন্য)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৪	৯০৯
কৃতকর্মের (সবার কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি)	৪৫-জাছিয়া	২২	৯০৬
ক্ষমা (মুমিনদের প্রতিদান প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাত...)	৩-আলে ইমরান	১৩৬	৫৪৯
চাওয়া (নূহ আ. সম্প্রদায়ের কাছে প্রতিদান চান না)	১০-ইউনুস	৭২	৬৬১
চাওয়া (নূহ আ. সম্প্রদায়ের কাছে প্রতিদান চান না)	২৬-শু'আরা	১০৯	৭৯৩
চাওয়া (প্রতিদান চান না রাসূল)	১২-ইউসুফ	১০৪	৬৮৬
চায় না (যারা প্রতিদান চায় না তাদেরকে অনুসরণের আহ্বান..	৩৬-ইয়াসীন	২১	৮৫২
চাওয়া (রাসূল স. কাফিরদের নিকট যে প্রতিদান চান তা...)	৩৪-সাবা	৪৭	৮৪৫
চাওয়া (রাসূল স. কি প্রতিদান চান, আল্লাহর পথে আহ্বানের জন্য)	৬৮-ক্বালাম	৪৬	৯৭৭
চাওয়া (রাসূল স. প্রতিদান চান না, সতর্ক করার জন্য)	২৫-ফুরকান	৫৭	৭৮৬
চাওয়া (রাসূল স. মানুষের কাছে কোন প্রতিদান চান না)	৩৮-সোয়াদ	৮৬	৮৭০
চাওয়া (রাসূল স. মানুষের কাছে প্রতিদান চান না, সঠিকপথ প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯০	৬০৪
জাদুকরদের বিজয়ী হওয়ার প্রতিদান সম্পর্কে ফির'আউনকে বলা	২৬-শু'আরা	৪১	৭৯০
জাদুকরদের প্রতিদান প্রার্থনা (ফিরআউনের নিকট)	৭-আ'রাফ	১১৩	৬২২
জান্নাত (পরিশুদ্ধদের প্রতিদান স্থায়ী জান্নাত)	২০-ত্বা-হা	৭৬	৭৪৫
জান্নাত (মুমিন সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান -স্থায়ী জান্নাত)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	৮	১০২৯
জান্নাতীদের প্রতিদান প্রসঙ্গ	৭৬-দাহ্‌র	২২	৯৯৬
জান্নাত (ধৈর্যশীলতার প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ জান্নাত দিবেন)	৭৬-দাহ্‌র	১২	৯৯৫
জাহান্নাম (ইবলিসের অনুসারীদের প্রতিদান জাহান্নাম)	১৭-ইস্‌রা	৬৩	৭১৯
দানকারীর প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে (কষ্ট/খোঁটা না দিলে)	২-বাক্বারা	২৬২	৫৩১
দানের বিনিময়ে নেককারগণ মানুষের কাছে প্রতিদান চান না	৭৬-দাহ্‌র	৯	৯৯৫
দানের প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে	২-বাক্বারা	২৭৪	৫৩২
দুনিয়ায়ও ইবরাহীম আ. কে প্রতিদান দেয়া হয়েছিল	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে তাদেরকে যারা...	২৮-কাসাস	৫৪	৮১২
দুইবার আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি অনুগত হয়ে সৎকাজের জন্য প্রতিদান)	৩৩-আহযাব	৩১	৮৩৬
ধৈর্য ধারণ ও সৎকাজের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান	১১-হূদ	১১	৬৬৬
ধৈর্য ধারণের প্রতিদান (কাজের চেয়েও উত্তম দেয়া হবে)	১৬-নাহ্‌ল	৯৬	৭১১
ধৈর্যশীলতার প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ জান্নাত দিবেন	৭৬-দাহ্‌র	১২	৯৯৫
ধৈর্যশীলদেরকে বেহিসাব প্রতিদান দেয়া হবে	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
নষ্ট করেন না আল্লাহ (ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের প্রতিদান)	১৮-কাহ্‌ফ	৩০	৭২৭
নারীর প্রতিদান (মুসলিম/মুমিন/অনুগত/সত্যবাদী/বিনীতা/দানশীলা)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
নিহত বা বিজয়ীর প্রতিদান (আল্লাহর পথে যুদ্ধে)	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
নূহ আ. এর প্রতিদান আল্লাহর কাছে	১০-ইউনুস	৭২	৬৬১
নূহ আ. এর প্রতিদান জগতের প্রতিপালকের নিকট	২৬-শু'আরা	১০৯	৭৯৩
নূহ আ. কে আল্লাহর প্রতিদান (নৌযানে আরোহণ করিয়ে উদ্ধার)	৫৪-কামার	১৪	৯৩৬
নেয়ামতের (যে দান করে –কারো নেয়ামতের প্রতিদানস্বরূপ নয়)	৯২-লাইল	১৯	১০২৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পরিশুদ্ধদের প্রতিদান স্থায়ী জান্নাত	২০-ত্বা-হা	৭৬	৭৪৫
পানি পান করানোর প্রতিদান দিতে মূসা আ. কে ডাকছেন নারীদের পিতা	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
পুরোপুরি প্রতিদান আল্লাহ দিবেন (ঈমান ও সৎকাজের)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
পুরুষের প্রতিদান (মুসলিম/মুমিন/অনুগত/সত্যবাদী/বিনীত/দানশীল)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
পুরোপুর (প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে, কিয়ামতের দিন)	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
পূর্ণ প্রতিদান (সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহ দিবেন)	৩৫-ফাতির	৩০	৮৪৪
প্রতিশ্রুতি (মুমিনদেরকে মহাপ্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	২৯	৯১৯
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে.. (মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতে)	৭৮-নাবা	৩৬	১০০১
প্রতিপালকের নিকট নূহ আ. এর প্রতিদান (জগতের প্রতিপালক)	২৬-শু'আরা	১০৯	৭৯৩
প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান (আল্লাহর জন্য সমর্পণকারীর)	২-বাক্বারা	১১২	৫১৩
প্রতিপালকের নিকট লূত আ. এর প্রতিদান (জগতের প্রতিপালক)	২৬-শু'আরা	১৬৪	৭৯৬
প্রতিপালকের নিকট হূদ আ. এর প্রতিদান (জগতের প্রতিপালক)	২৬-শু'আরা	১২৭	৭৯৪
প্রতিপালকের নিকট শুআইবের প্রতিদান (জগতের প্রতিপালক)	২৬-শু'আরা	১৮০	৭৯৭
প্রতিপালকের নিকট সালিহের প্রতিদান (জগতের প্রতিপালক)	২৬-শু'আরা	১৪৫	৭৯৫
প্রতিশ্রুতি (মহাপ্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ মুমিন...)	৫-মায়িদা	৯	৫৮১
ফল প্রত্যেককে দেয়া হবে (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৪০-মু'মিন	১৭	৮৭৯
বড় প্রতিদান (প্রতিপালককে না দেখে ভয় করার জন্য)	৬৭-মুল্‌ক	১২	৯৭২
বড় প্রতিদানের সুসংবাদ দেয় কুরআন সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে	১৭-ইস্‌রা	৯	৭১৪
বেহিসাব প্রতিদান দেয়া হবে (ধৈর্যশীলদেরকে)	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
বেদুঈনদেরকে সুন্দর প্রতিদান দিবেন আল্লাহ...	৪৮-ফাত্‌হ	১৬	৯১৭
মদীনাবাসীদেরকে প্রতিদান দেয়ার জন্য লিখে রাখা হয় তাদের...	৯-তাওবা	১২১	৬৫৩
মহাপ্রতিদান (আল্লাহর উপদেশ মানলে মহাপ্রতিদান দান করা হত)	৪-নিসা	৬৭	৫৬৫
মহা প্রতিদান (রাসূল স. এর সামনে কণ্ঠস্বর নিচু করার)	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
মহান প্রতিদান (অগ্রিম প্রেরণের)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২০	৯৮৭
মানুষের চেষ্টার প্রতিদান দেয়া জন্য কিয়ামত আসবেই...	২০-ত্বা-হা	১৫	৭৪১
মাটিতে পরিণত হওয়ার পর আবার প্রতিদান দেয়া হবে!	৩৭-সাফ্‌ফাত	৫৩	৮৫৯
মার্জনাকারীর প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর (বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে)	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
মুত্তাকীকে আল্লাহ মহাপ্রতিদান দেন	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
মুত্তাকীদের প্রতিদান (স্থায়ী জান্নাত)	২৫-ফুরকান	১৫	৭৮৩
মুমিনদের জন্য মহাপ্রতিদান আল্লাহর কাছে (সন্তান/সম্পদ প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	১৫	৯৬৭
মুমিনদের প্রতিদান আল্লাহ নষ্ট করেন না	৩-আলে ইমরান	১৭১	৫৫২
মুমিনদের প্রতিদান (মুনাফিকদের তাওবা ও সংশোধন প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
মুমিনের কৃতকর্মের চক্ষু শীতলকারী প্রতিদান	৩২-সাজ্‌দা	১৭	৮৩১
মুশরিকদেরই জন্য উত্তম প্রতিদান (মুশরিকদের মিথ্যা মিথ্যাদাবী)	১৬-নাহ্‌ল	৬২	৭০৭
মুমিনের (মুমিন/সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান পুরস্কার -স্থায়ী জান্নাত)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	৮	১০২৯
মুমিন ও সৎকর্মশীলদেরকে ন্যায্য প্রতিদান দিতে পুনরুত্থান	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
মু'মিনদের জন্য রয়েছে প্রতিদান	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
মু'মিনদের জন্য (সুন্দর প্রতিদানের সুসংবাদ)	১৮-কাহ্‌ফ	২	৭২৪
মুহাজিরের প্রতিদান আল্লাহর দায়িত্বে (যদি মৃত্যুও ঘটে)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
রাসূল স. এর প্রতিদান আল্লাহর নিকট	৩৪-সাবা	৪৭	৮৪৫
রাসূল স. এর জন্য অফুরন্ত প্রতিদান	৬৮-ক্বালাম	৩	৯৭৫
রাসূল স. কি প্রতিদান চান যে কাফিররা ঋণভারে ভারাক্রান্ত ভাবে?	৫২-তূর	৪০	৯৩১
রাসূল স. প্রতিদান চান না (আত্মীয়তার হৃদ্যতা ছাড়া কিছু)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
লূতের প্রতিদান জগতের প্রতিপালকের নিকট	২৬-শু'আরা	১৬৪	৭৯৬
শুআইবের প্রতিদান জগতের প্রতিপালকের নিকট	২৬-শু'আরা	১৮০	৭৯৭
শ্রেষ্ঠ (অত্যাচারিত হয়ে হিজরতকারীর আখিরাতের প্রতিদান শ্রেষ্ঠ)	১৬-নাহ্‌ল	৪১	৭০৬
শ্রেষ্ঠত্ব (প্রতিদানের দিক দিয়ে জিহাদকারীদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান...)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
সৎকর্মশীল মুমিন নারী-পুরুষকে উত্তম প্রতিদান/উত্তম জীবন দান	১৬-নাহ্‌ল	৯৭	৭১১
সৎকর্মশীলদের জন্য (উত্তম পুরস্কার দিবেন প্রতিপালক)	৫৩-নাজম	৩১	৯৩৩
সৎকাজ/ধৈর্য ধারণের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান	১১-হূদ	১১	৬৬৬
সৎকর্মপরায়ণদের আল্লাহ প্রতিদান দেন যেভাবে...	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দেন আল্লাহ ..	৩৭-সাফ্‌ফাত	১২১	৮৬৩
সৎকর্মপরায়ণদের জন্য প্রতিদান (নবীর স্ত্রীদের প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৯	৮৩৫
সৎকর্মশীলের (সৎকর্মশীল/মুমিনের প্রতিদান -স্থায়ী জান্নাত)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	৮	১০২৯
সৎকাজ/আপোষের প্রতিদান (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় যা করা হয়)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম	২৯-আনকাবূত	৫৮	৮২১
সৎকর্মশীলদের বহুগুণ প্রতিদান (তাদের কাজের জন্য)	৩৪-সাবা	৩৭	৮৪৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিদান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	১৪	৮০৯
সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দেন আল্লাহ	১২-ইউসুফ	২২	৬৭৮
সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান জান্নাত (নাসারা মুমিনগণ প্র.)	৫-মায়িদা	৮৫	৫৯১
সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান (আল্লাহর কাছে যা চাবে তাই পাবে)	৩৯-যুমার	৩৪	৮৭৪
সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দেন আল্লাহ	৩৭-সাফ্‌ফাত	১০৫	৮৬২
সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দেন আল্লাহ	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৩১	৮৬৩
সৎকর্মপরায়নদেরকে, বেহেশতে (তৃপ্তির সাথে পানাহার..)	৭৭-মুরসালাত	৪৪	৯৯৯
সৎকর্মপরায়নদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন আল্লাহ	৩৭-সাফ্‌ফাত	৮০	৮৬০
সৎকর্মপরায়নদের প্রতিদান দেন আল্লাহ	৩৭-সাফ্‌ফাত	১১০	৮৬২
সত্যবাদিতার জন্য আল্লাহর প্রতিদান (খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
সদকাকারীদের প্রতিদান দেন আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
সম্মানজনক প্রতিদান দিবেন আল্লাহ (উত্তম কর্জ দানের)	৫৭-হাদীদ	১১	৯৪৯
সম্মানজক প্রতিদান আল্লাহ মু'মিনদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন	৩৩-আহযাব	৪৪	৮৩৭
সম্মানজনক (আল্লাহকে কর্জ দানকারীর সম্মানজনক প্রতিদান)	৫৭-হাদীদ	১৮	৯৫০
সালিহের প্রতিদান জগতের প্রতিপালকের নিকট	২৬-শু'আরা	১৪৫	৭৯৫
সুন্দর কাজের প্রতিদান আল্লাহ দিবেন (মুত্তাকীদের)	৩৯-যুমার	৩৫	৮৭৪
সুসংবাদ মানজনক প্রতিদানের, সতর্কবাণী বিশ্বাসীদের জন্য	৩৬-ইয়াসীন	১১	৮৫১
হিজরতকারীর আখিরাতের প্রতিদান শ্রেষ্ঠ (দুনিয়াতেও উত্তম আবাস)	১৬-নাহ্‌ল	৪১	৭০৬
হুদ আ. এর প্রতিদান জগতের প্রতিপালকের নিকট	২৬-শু'আরা	১২৭	৭৯৪
হুদ আ. প্রতিদান চাননি তার সম্প্রদায়ের কাছে	১১-হূদ	৫১	৬৭০
প্রতিদান (অংশ)			
আখিরাতে প্রতিদান/অংশ নেই (জাদু শিক্ষাকারীর)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
প্রতিদানদাতা			
আল্লাহ (বান্দার সৎকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দান প্রসঙ্গ)	৩৫-ফাতির	৩০	৮৪৮
আল্লাহ প্রতিদান দাতা (ভাল কাজের)	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
আল্লাহ পরম প্রতিদানদাতা (কর্জে হাসানা প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭
আল্লাহ পরম প্রতিদানদাতা ও অতি ক্ষমাশীল	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
আল্লাহ পরম প্রতিদানদাতা ও সর্বজ্ঞানী	৪-নিসা	১৪৭	৫৭৫
প্রতিপালক আল্লাহ পরম প্রতিদানদাতা ও ক্ষমাশীল	৩৫-ফাতির	৩৪	৮৪৯
প্রতিদিন			
কাজে রত (প্রতিপালক প্রতিদিন কাজে রত...)	৫৫-রাহ্‌মান	২৯	৯৪০
প্রতিনিধি			
দাঊদ আ. কে প্রতিনিধি বানিয়েছেন আল্লাহ (পৃথিবীতে)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানানো প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
পৃথিবীতে ফেরেশতাকে প্রতিনিধি করা প্রসঙ্গ	৪৩-যুখরুফ	৬০	৯০০
পৃথিবীর প্রতিনিধি (আল্লাহ মানুষকে বানিয়েছেন)	৬-আন্'আম	১৬৫	৬১২
ফেরেশতাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করা প্রসঙ্গ	৪৩-যুখরুফ	৬০	৯০০
মানুষকে আল্লাহ প্রতিনিধি করেছেন (পৃথিবীতে)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
প্রতিনিধিত্ব			
নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব (মূসা আ. এর অনুপস্থিতিতে হারুন আ. এর)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
মূসা আ. এর সম্প্রদায়ের মধ্যে হারুন আ. এর প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
প্রতিপক্ষ			
অভ্যন্তর (প্রতিপক্ষের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়া ঘোড়ার কসম)	১০০-'আদিয়াত	৫	১০৩০
উপাস্যরা প্রতিপক্ষ হবে উপাসকদের (কিয়ামতে)	১৯-মারইয়াম	৮২	৭৩৯
কাফির ও আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারী দু'টি প্রতিপক্ষ	২২-হাজ্জ	১৯	৭৬০
প্রতিপত্তি			
মূসা ও হারুন কি পৃথিবীর প্রতিপত্তিলাভের জন্যই এসেছে?	১০-ইউনুস	৭৮	৬৬১
প্রতিপালক (আরো দেখুন রব/প্রভু শব্দটি)			
অকৃতজ্ঞ (শয়তান প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ)	১৭-ইসরা	২৭	৭১৬
অগোচরে নয় প্রতিপালকের (অণু পরিমাণ/ছোট/বড় বস্তু)	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা)	৫৫-রাহমান	৫৩	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা)	৫৫-রাহমান	৬৫	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম...)	৫৫-রাহ্‌মান	৬১	৯৪২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সবই ধ্বংসশীল কিন্তু আল্লাহ...)	৫৫-রাহ্‌মান	২৮	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা)	৫৫-রাহ্‌মান	৬৯	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে সবুজ গদি ও গালিচা...)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৭	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: মানুষ ও জ্বীন সৃষ্টি যথাক্রমে...)	৫৫-রাহ্‌মান	১৬	৯৩৯
অনুগ্রহ(প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে নেক স্ত্রীর বর্ণনা)	৫৫-রাহ্‌মান	৭১	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: দুটি জান্নাত আল্লাহ ভীরুদের জন্য)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৭	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সমুদ্র, মুক্তা ও নৌযান...)	৫৫-রাহ্‌মান	৩২	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে হুর এর বর্ণনা, ইয়াকুত ও প্রবার সমতুল্য)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৯	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: অপরাধীদের পাকড়াও...)	৫৫-রাহ্‌মান	৪২	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর কাছে চায়...)	৫৫-রাহ্‌মান	৩০	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: ফলমূল-শস্যদানা, গুল্ম...)	৫৫-রাহ্‌মান	১৩	৯৩৯
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানি...)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৫	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সমুদ্রে মুক্তা ও প্রবাল...)	৫৫-রাহ্‌মান	২৩	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাত ও ঝরণাধারা...)	৫৫-রাহ্‌মান	৬৭	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৫	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাত ও ঝরণাধারা...)	৫৫-রাহ্‌মান	৬৩	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে স্ত্রী ও হুরের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৩	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাত ও ঝর্ণাধারার বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্‌মান	৫১	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সীমা অতিক্রম করতে চাইলে অগ্নিশিখা ও ধোঁয়ার কুন্ডলী...)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৬	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাত ও ডাল-পালার বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৯	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: দুই সমুদ্রের ধারা...)	৫৫-রাহ্‌মান	২১	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: যখন আকাশ ফেটে যাবে...)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৮	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম...)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৪	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: আনত নয়না হুরের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৭	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: মানুষ ও জ্বীনকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে...)	৫৫-রাহ্‌মান	৪০	৯৪১
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: সমুদ্রে নৌযানের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্‌মান	২৫	৯৪০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: জান্নাতে স্ত্রী ও হুরের বর্ণনা...)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৫	৯৪২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ! প্রসঙ্গ: দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল...)	৫৫-রাহ্‌মান	১৮	৯৩৯
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের দয়া থেকে নিরাশ হয় পথভ্রষ্টরা)	১৫-হিজর	৫৬	৭০০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করাতে অপরাধ নেই)	২-বাক্বারা	১৯৮	৫২২
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করার জন্য...)	১৭-ইসরা	১২	৭১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ)	৫৩-নাজম	৫৫	৯৩৫
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাদের প্রতি যারা বিপদে...)	২-বাক্বারা	১৫৭	৫১৭
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের অনুগ্রহে মুহাম্মদ স. গণক/পাগল নন)	৫২-তূর	২৯	৯৩০
অনুগ্রহ (প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার নির্দেশ)	৯৩-দুহা	১১	১০২৬
অনুগ্রহ (সুলাইমানকে প্রতিপালকের অনুগ্রহ,সাবার সিংহাসন আনা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪০	৮০৩
অনুগ্রহ (মুত্তাকীদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা প্রতিপালকের অনুগ্রহ)	৪৪-দুখান	৫৭	৯০৪
অনুগ্রহশীল (প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, অথচ মানুষ অকৃতজ্ঞ)	২৭-নামল	৭৩	৮০৬
অনুগ্রহশীল (প্রতিপালক অনুগ্রহশীল ও দয়ালু, পশু সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৭	৭০৩
অনুমতি (প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সৎকর্মী মুমিন জান্নাতী হবে)	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
অনুমতি, প্রতিপালকের অনুমতিতে জিন কাজ করত...	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
অনুমতি (প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে উত্তম গাছ ফল দান করে)	১৪-ইবরাহীম	২৫	৬৯৫
অনুরক্ত (প্রতিপালকের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার নির্দেশ, রাসূল স. কে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৮	৯৮৮
অপরাধীদের মাথা নত করা, প্রতিপালকের সামনে	৩২-সাজ্দা	১২	৮৩১
অবকাশ প্রার্থনা জালিমদের, প্রতিপালকের কাছে	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
অবকাশ প্রার্থনা (প্রতিপালকের কাছে যুদ্ধ থেকে অবকাশ প্রার্থনা)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
অবগত (আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কথা প্রতিপালকের অবগত)	২১-আম্বিয়া	৪	৭৫০
অবগত (প্রতিপালক মানুষের বিষয়ে অবগত থাকবেন, কিয়ামতে)	১০০-'আদিয়াত	১১	১০৩০
অবতীর্ণ(জগতসমূহের প্রতিপালকর হতে কুরআন অবতীর্ণ)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৩	৯৮০
অবতীর্ণ (প্রতিপালক যা অবতীর্ণ করেছেন তা অবাধ্যতা বৃদ্ধি...)	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
অবতীর্ণ (প্রতিপালক যা অবতীর্ণ করেছেন তা কায়েম করা)	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
অবতীর্ণ (প্রতিপালকের অবতীর্ণ কুরআনকে কাফিররা উপকথা বলে)	১৬-নাহ্ল	২৪	৭০৪
অবতীর্ণ (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিষয়ের অনুসরণ)	৭-আ'রাফ	৩	৬১৩
অবতীর্ণ (প্রতিপালক যা অবতীর্ণ করেছেন তা কায়েম করত যদি...)	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
অবতীর্ণ (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিষয় পৌঁছানো...)	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
অবতীর্ণ (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
অবতীর্ণ (প্রতিপালকের অবতীর্ণ বিধানের অনসুরণ)	৩৯-যুমার	৫৫	৮৭৬
অবতীর্ণ (প্রতিপালক মহাকল্যাণ অবতীর্ণ করেছিলেন, মুত্তাকীরা বলবে)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
অবসর (প্রতিপালক মানুষ/জিনের হিসাবের জন্য অবসর হবেন)	৫৫-রাহ্মান	৩১	৯৪০
অবস্থান (প্রতিপালকের অবস্থানকে ভয়কারীর জন্য দু'টি জান্নাত)	৫৫-রাহ্মান	৪৬	৯৪১
অবস্থান (প্রতিপালকের অবস্থানকে ভয় করলে, আশ্রয়স্থল জান্নাত)	৭৯-নাযি'আত	৪০	১০০৫
অবস্থানস্থল হবে প্রতিপালকের নিকট (কিয়ামতের দিন)	৭৫-কিয়ামাহ্	১২	৯৯৩
অবশিষ্ট থাকবে (কেবল প্রতিপালকের চেহারা/সত্তা)	৫৫-রাহ্মান	২৭	৯৪০
অবিশ্বাস (প্রতিপালককে অবিশ্বাস করেছিল ছামুদ জাতি...)	১১-হূদ	৬৮	৬৭২
অবিশ্বাস (প্রতিপালককে অবিশ্বাস করায় আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস)	১১-হূদ	৬০	৬৭১
অবিশ্বাস (প্রতিপালককে অবিশ্বাসকারীর উপমা, বাতাসে ওড়া ছাই...)	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
অবিশ্বাস (প্রতিপালককে অবিশ্বাস করে যারা তাদের গলায় বেড়ি...)	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
অবিশ্বাসী (প্রতিপালককে অবিশ্বাসকারীর জন্য জাহান্নামের শাস্তি)	৬৭-মুল্ক	৬	৯৭২
অভিমুখী (প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন ও আত্মসমর্পণ কর)	৩৯-যুমার	৫৪	৮৭৬
অভিমুখী (প্রতিপালকের অভিমুখী হল বাগানওয়ালারা)	৬৮-ক্বালাম	৩২	৯৭৬
অভিযোগ, প্রতিপালকের কাছে (রাসূল স. না পাঠিয়ে কাফিরকে ধ্বংস করা হলে)	২০-ত্বা-হা	১৩৪	৭৪৯
অমান্য (প্রতিপালক ও রাসূল এর অবাধ্যতার শাস্তি)	৬৫-তালাক	৮	৯৬৯
অমান্য (প্রতিপালককে অমান্য করলে নবীর শাস্তির ভয়)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
অমান্য (প্রতিপালককে অমান্য করলে শাস্তির ভয়, নবীর)	৩৯-যুমার	১৩	৮৭২
অমান্য (প্রতিপালককে অমান্য করলে রাসূলও শাস্তির ভয় করেন)	৬-আন্'আম	১৫	৫৯৭
অমান্য করা (আদম আ. প্রতিপালককে অমান্য করল, নিষিদ্ধ গাছ)	২০-ত্বা-হা	১২১	৭৪৮
অমুখাপেক্ষী (প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী ও দয়াশীল)	৬-আন্'আম	১৩৩	৬০৯
অমুখাপেক্ষী (প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী,মানুষের অকৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪০	৮০৩
অসহায় নর-নারী-শিশুর জন্য আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
অসন্তুষ্টি (কাফিরের কুফরী প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
আকাশের প্রতিপালক সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র	৪৩-যুখরুফ	৮২	৯০১
আকাশের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা	৪৫-জাছিয়া	৩৬	৯০৭
আকাশের প্রতিপালকই জগতের প্রতিপালক (ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২৪	৭৮৯
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুর প্রতিপালক আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৬৫	৭৩৮
আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এসব অবতীর্ণ করেছেন...	১৭-ইস্রা	১০২	৭২৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের সবকিছুর প্রতিপালক (আল্লাহ)	৪৪-দুখান	৭	৯০২
আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মাঝে সব কিছুর প্রতিপালক (আল্লাহ)	৭৮-নাবা	৩৭	১০০১
আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালক কে? (কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালকই মানুষের প্রতিপালক	২১-আম্বিয়া	৫৬	৭৫৪
আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকই (আসহাবে কাহ্ফের পতিপালক)	১৮-কাহ্ফ	১৪	৭২৫
আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক আল্লাহ	৩৭-সাফ্ফাত	৫	৮৫৭
আচরণ (আদ জাতির সাথে প্রতিপালকের আচরণ)	৮৯-ফাজ্র	৬	১০২১
আচরণ (হাতীওয়ালাদের সাথে প্রতিপালকের আচরণ...)	১০৫-ফীল	১	১০৩৩
আদম আ. ও তার স্ত্রী প্রতিপালককে বলল...	৭-আ'রাফ	২৩	৬১৪
আদেশ (আকাশের প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে)	৮৪-ইন্শিকাক্	২	১০১৩
আদেশ (কদর রাতে প্রতিপালকের নির্দেশসহ ফেরেশতা অবতরণ)	৯৭-কাদর	৪	১০২৯
আদেশ, প্রতিপালকের (অমান্য করল ইবলিস)	১৮-কাহ্ফ	৫০	৭২৮
আদেশ (প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে পৃথিবী)	৮৪-ইন্শিকাক্	৫	১০১৩
আদেশ (রূহ প্রতিপালকের আদেশ)	১৭-ইস্রা	৮৫	৭২১
আদমের প্রতিপালকের কাছ থেকে তওবার বাণী শেখা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৩৭	৫০৫
আবশ্যক করা (দয়া করাকে প্রতিপালক নিজের জন্য আবশ্যক করেছেন)	৬-আন্'আম	৫৪	৬০০
আয়াত (প্রতিপালকের আয়াতে ঈমান না আনলে দৃষ্টিহীন অবস্থায় হাশর)	২০-ত্বা-হা	১২৭	৭৪৯
আয়াত (প্রতিপালকের আয়াত থেকে জালিম মুখ ফিরায়)..	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
আয়াত (প্রতিপালকের আয়াত অস্বীকারের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪৫-জাছিয়া	১১	৯০৫
আয়াত (প্রতিপালকের আয়াত দ্বারা উপদেশ দেয়া হলে মুখফিরানো জুলুম)	৩২-সাজ্দা	২২	৮৩১
আয়াত (প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে...)	২৫-ফুরকান	৭৩	৭৮৭
আয়াত (প্রতিপালকের আয়াত পাঠ করে শুনাতে রাসূল এসেছেন?)	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
আয়াত (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কিতাবের আয়াত অবতীর্ণ)	১৩-রা'দ	১	৬৮৮
আয়াত, প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসলেই কাফিররা মুখ ফিরায়	৬-আন্'আম	৪	৫৯৬
আয়াত ও সাক্ষাৎ অস্বীকার, (কাফিরদের)	১৮-কাহ্ফ	১০৫	৭৩৩
আয়াত (কাফির দুনিয়ায় ফিরলে প্রতিপালকের আয়াতকে মিথ্যা বলত না)	৬-আন্'আম	২৭	৫৯৮
আরশ (কিয়ামতে ৮ ফেরেশতা প্রতিপালকের 'আরশ' বহন করবে)	৬৯-হাক্কাহ্	১৭	৯৭৮
আরাফবাসীদের প্রার্থনা প্রতিপালকের নিকট	৭-আ'রাফ	৪৭	৬১৭
আলো (প্রতিপালকের আলোতে অবস্থানকারী ব্যক্তি প্রসঙ্গ)	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩
আলোকবর্তিকা (কুরআন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আলোকবর্তিকা)	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
আলোকবর্তিকা (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আলোকবর্তিকা আসা)	৬-আন্'আম	১০৪	৬০৬
আল্লাহ ইলইয়াস সম্প্রদায়েরও প্রতিপালক	৩৭-সাফ্ফাত	১২৬	৮৬৩
আল্লাহ (আল্লাহ মানুষের প্রতিপালক)	১৯-মারইয়াম	৩৬	৭৩৬
আল্লাহ (আল্লাহ ঈসার প্রতিপালক)	১৯-মারইয়াম	৩৬	৭৩৬
আল্লাহ (প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত, ঈসা আ. এর আহবান)	৪৩-যুখরুফ	৬৪	৯০০
আল্লাহ প্রতিপালক (তিনি সবকিছুর স্রষ্টা)	৪০-মু'মিন	৬২	৮৮৩
আল্লাহ প্রতিপালক (নবী ও অন্য সকলের)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
আল্লাহ প্রতিপালক (মানুষের)	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
আল্লাহ প্রতিপালক (সব মানুষের)	২৩-মু'মিনূন	৫২	৭৬৯
আল্লাহ (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রশংসা...)	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক এবং রাজত্ব তারই	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
আল্লাহই প্রতিপালক (মুমিন ও ইহুদী-নাসারাদের)	২-বাক্বারা	১৩৯	৫১৫
আল্লাহই মানুষের সত্য প্রতিপালক	১০-ইউনুস	৩২	৬৫৭
আল্লাহই মানুষের প্রতিপালক (তিনি ছাড়া ইলাহ নেই)	৬-আন্'আম	১০২	৬০৬
আল্লাহই মানুষের প্রতিপালক (সুতরাং তার ইবাদত কর)	২১-আম্বিয়া	৯২	৭৫৬
আল্লাহকে প্রতিপালক বলায় মূসা আ. কে হত্যার হুমকি ফিরআনের	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
আল্লাহকে প্রতিপালক বলায় মক্কার মুসলিমদেরকে বহিস্কার	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
আল্লাহকে প্রতিপালক বলে অতে অবিচল ব্যক্তিরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না	৪৬-আহ্কাফ	১৩	৯০৯
আল্লাহ মানুষের প্রতিপালক	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
আল্লাহ মানুষের প্রতিপালক যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
আল্লাহ সব কিছুর প্রতিপালক	৬-আন্'আম	১৬৪	৬১২
আশ্রয় প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট, শয়তানের উপস্থিতি থেকে)	২৩-মু'মিনূন	৯৮	৭৭২
আশ্রয় প্রার্থনা, প্রতিপালকের নিকট (মারইয়ামের জন্য)	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
আশ্রয় প্রার্থনা, প্রতিপালকের নিকট (শয়তানের প্ররোচনা থেকে)	২৩-মু'মিনূন	৯৭	৭৭২
আশ্রয় প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট মূসা আ. এর আশ্রয় প্রার্থনা)	৪৪-দুখান	২০	৯০৩
আশ্রয় প্রার্থনা (মানুষের প্রতিপালকের নিকট)	১১৪-নাস	১	১০৩৬
আসহাবে কাহফের (যিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক)	১৮-কাহ্ফ	১৪	৭২৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আসা (প্রতিপালক আসার জন্য কাফিরদের অপেক্ষা !)	৬-আন্'আম	১৫৮	৬১২
আসা (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সত্য এসেছে)	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪
আসা (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ/পথনির্দেশিকা/দয়া এসেছে)	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
আহ্বান (প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করার নির্দেশ রাসূল কে)	২৮-কাসাস	৮৭	৮১৫
আহ্বান (প্রতিপালককে আহ্বান করে মূসা আ. বলল...)	৪৪-দুখান	২২	৯০৩
আহ্বান (প্রতিপালককে আহ্বান করবে ইবরাহীম আ.)	১৯-মারইয়াম	৪৮	৭৩৭
আহ্বান (প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়া)	৪২-শূরা	৪৭	৮৯৫
আহ্বান (গরু জবাই প্রসঙ্গে প্রতিপালককে আহ্বান করার অনুরোধ, মূসা আ. কে)	২-বাক্বারা	৬৮	৫০৮
আহ্বান (গরু জবাই প্রসঙ্গে প্রতিপালককে আহ্বান করার অনুরোধ, মূসা আ. কে)	২-বাক্বারা	৬৯	৫০৮
আহ্বান (গরু জবাই প্রসঙ্গে প্রতিপালককে আহ্বান করার অনুরোধ, মূসা আ. কে)	২-বাক্বারা	৭০	৫০৮
আহবান (প্রতিপালকের দিকে আহবানের নির্দেশ, রাসূল এর প্রতি)	২২-হাজ্জ	৬৭	৭৬৪
আহবান (মুমিনরা প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়)	৪২-শূরা	৩৮	৮৯৪
ইউসুফ আ. এর প্রতিপালক আল্লাহ (সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
ইউসুফ আ. এর প্রতিপালক আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	১২-ইউসুফ	৫৩	৬৮২
ইউসুফ আ. এর প্রতিপালক যা শিখিয়েছেন (স্বপ্নের ব্যাখ্যা তারই অন্তর্ভুক্ত)	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
ইউসুফ আ. এর প্রতিপালক স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছেন	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
ইউসুফ আ. প্রতিপালককে বলল-'আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন'	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
ইউসুফ আ. প্রতিপালককে বলল (আমার নিকট কারাগারই বেশি প্রিয়...)	১২-ইউসুফ	৩৩	৬৭৯
ইঙ্গিত (পাহাড়/গাছে..বাসা বাঁধতে মৌমাছিকে প্রতিপালকের ইঙ্গিত)	১৬-নাহ্ল	৬৮	৭০৮
ইচ্ছা (প্রতিপালকের ইচ্ছায় মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করতে...)	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
ইচ্ছা (প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তাই করেন)	১১-হূদ	১০৭	৬৭৫
ইচ্ছা (প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পূর্বেই ধ্বংস করতে পারতেন, মূসা আ. প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
ইচ্ছা (প্রতিপালক অন্য ইচ্ছা না করলে, ভাগ্যবানরা জান্নাতেই থাকবে)	১১-হূদ	১০৮	৬৭৫
ইচ্ছা (প্রতিপালক ইচ্ছা করলে মানুষকে এক উম্মত করতে পারতেন)	১১-হূদ	১১৮	৬৭৬
ইচ্ছা (প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সবাই ঈমান আনত)	১০-ইউনুস	৯৯	৬৬৩
ইচ্ছা (প্রতিপালক অন্য ইচ্ছা না করলে দুর্ভাগারা আগুনেই থাকবে)	১১-হূদ	১০৭	৬৭৫
ইচ্ছা (প্রতিপালকের ইচ্ছা ও শয়তানের প্রতারণা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
ইচ্ছা (প্রতিপালকের ইচ্ছায় ফসল উৎপন্ন হয়)	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
ইচ্ছা (প্রতিপালকের ইচ্ছা ছাড়া কেউ ইবরাহীম আ. এর ক্ষতি করতে না পারা)	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
ইচ্ছা (প্রতিপালকের ইচ্ছা ছাড়া শু'আইব আ. এর সম্প্রদায়ের ধর্মে ফেরা অসঙ্গত)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
ইবরাহীম আ. এর দোয়া প্রতিপালকের নিকট (মূর্তি পূজা প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৩৬	৬৯৬
ইবরাহীম আ. প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে (পিতার জন্য)	১৯-মারইয়াম	৪৭	৭৩৭
ইবরাহীম আ. প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত (বিশুদ্ধ চিত্তে)	৩৭-সাফফাত	৮৪	৮৬১
ইবরাহীম আ. এর প্রতিপালক কয়েকটি বাণী দ্বারা তাকে পরীক্ষা করলেন	২-বাক্বারা	১২৪	৫১৪
ইবরাহীম আ. এর দোয়া প্রতিপালকের নিকট (বংশধরদের জন্য)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
ইবরাহীম আ. এর দোয়া প্রতিপালকের নিকট (মূর্তি পূজা প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৩৫	৬৯৬
ইব্রাহীম আ. এর অনুরোধ প্রতিপালকের কাছে (মৃতকে জীবিত করতে)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
ইব্রাহীম আ. এর প্রতিপালক জীবন-মৃত্যু দান করেন	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
ইবলিস প্রতিপালকের কাছে মানুষকে বিপথগামী করার প্রতিজ্ঞা করল	১৫-হিজর	৩৯	৭০০
ইবলিস প্রতিপালকের নিকট অবকাশ প্রার্থনা করল	১৫-হিজর	৩৬	৬৯৯
ইবলিস প্রতিপালকের নিকট অবকাশ প্রার্থনা করল...	৩৮-সোয়াদ	৭৯	৮৭০
ইবাদত (প্রতিপলকের ইবাদত করার নির্দেশ, মৃত্যু আসা পর্যন্ত)	১৫-হিজর	৯৯	৭০২
ইবাদত (আল্লাহই মানুষের প্রতিপালক, সুতরাং তার ইবাদত কর)	২১-আম্বিয়া	৯২	৭৫৬
ইবাদত (সফল হওয়ার জন্য প্রতিপালকের ইবাদতের নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	৭৭	৭৬৫
ইবাদত (মক্কা নগরীর প্রতিপালকের ইবাদত করার নির্দেশ)	২৭-নামল	৯১	৮০৭
ইবাদত (প্রতিপালকের ইবাদত করার আহ্বান, ঈসা আ. এর)	৪৩-যুখরুফ	৬৪	৯০০
ইবাদত (প্রতিপালকের ইবাদতের মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন)	২-বাক্বারা	২১	৫০৩
ইবাদত (ফেরেশতা প্রতিপালকের ইবাদত থেকে বিরত থাকেনা)	৭-আ'রাফ	২০৬	৬৩১
ইমরানের স্ত্রী প্রতিপালকের জন্য মানত করলেন	৩-আলে ইমরান	৩৫	৫৩৯
ইমরানের স্ত্রী প্রতিপালককে বলল...	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইলইয়াস সম্প্রদায় ও পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক আল্লাহ	৩৭-সাফফাত	১২৬	৮৬৩
ইহুদী-নাসারাদের প্রতিপালক আল্লাহ	২-বাক্বারা	১৩৯	৫১৫
ঈমান (ফির'আউনের জাদুকরদের প্রতিপালকে ঈমান আনার ঘোষণা)	২৬-শু'আরা	৪৭	৭৯০
ঈমানদাররা বিতর্ক করবে আহলি কিতাবদের সামনে...	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
ঈমান এনেছিল প্রতিপালকের প্রতি (আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা)	১৮-কাহ্ফ	১৩	৭২৫
ঈমান (প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমানের ঘোষণা)	২০-ত্বা-হা	৭৩	৭৪৫
ঈমান (প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা এক ব্যক্তির)	৩৬-ইয়াসীন	২৫	৮৫৩
ঈমান (প্রতিপালকের প্রতি ঈমানের আহ্বান)	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫
ঈমান (প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনার জন্য রাসূল স. এর আহ্বান)	৫৭-হাদীদ	৮	৯৪৮
ঈমান (প্রতিপালকের প্রতি মুমিনের ক্ষতি/অন্যায়ের আশঙ্কা নেই)	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬
ঈমান (প্রতিপালকের প্রতি ঈমান)	৩-আলে ইমরান	১৬	৫৩৭
ঈমান (প্রতিপালকের প্রতি নাসারাদের ঈমান)	৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
ঈমান (হারূন/মূসার প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমান)	২০-ত্বা-হা	৭০	৭৪৫
ঈসা আ. এর প্রতিপালক আল্লাহ	৫-মায়িদা	১১৭	৫৯৫
ঈসা আ. এর প্রতিপালক আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৫১	৫৪১
ঈসা আ. প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলেন খাদ্যপূর্ণ পাত্র...	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
উচ্চ মর্যাদা (মুমিনদের জন্য প্রতিপালকের কাছে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে)	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
উৎপাটন করা (প্রতিপালক পর্বতকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করবেন)	২০-ত্বা-হা	১০৫	৭৪৭
উত্তম (পবিত্র বিধানের সম্মান করা প্রতিপালকের কাছে উত্তম)	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
উত্তম (প্রতিপালকের নিকট উত্তম, স্থায়ী সৎকাজ...)	১৯-মারইয়াম	৭৬	৭৩৯
উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থলের আশা প্রতিপালকের নিকট ! (বাগানওয়ালার)	১৮-কাহ্ফ	৩৬	৭২৭
উদয়াচল ও অস্তাচলের প্রতিপালকের কসম করছেন আল্লাহ	৭০-মা'আরিজ	৪০	৯৮৩
উদয়স্থলসমূহের প্রতিপালক (আল্লাহ)	৩৭-সাফফাত	৫	৮৫৭
উদ্ধার (জালিম থেকে উদ্ধারের দোয়া, প্রতিপালকের কাছে)	৬৬-তাহরীম	১১	৯৭১
উপস্থিত করা হবে মানুষকে, প্রতিপালকের নিকট (সারিবদ্ধভাবে)	১৮-কাহ্ফ	৪৮	৭২৮
উপস্থিত (অপরাধী হয়ে প্রতিপালকের নিকট আসলে জাহান্নাম)	২০-ত্বা-হা	৭৪	৭৪৫
উপস্থিত হবেন প্রতিপালক (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজ্র	২২	১০২২
উপদেশ (প্রতিপালকের পক্ষ হতে আসা নতুন উপদেশ খেলাচ্ছলে শ্রবণ)	২১-আম্বিয়া	২	৭৫০
উপদেশ (প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এক ব্যক্তি উপর)	৭-আ'রাফ	৬৩	৬১৮
উপদেশ (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ আসা)	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
উপদেশ (সুদ সম্পর্কে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
উপদেশ (কুরআন মানুষের জন্য প্রতিপালকের উপদেশ)	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
উল্লেখ (কুরআনে রাসূল স. যখন একক প্রতিপালকের উল্লেখ করেন...)	১৭-ইসরা	৪৬	৭১৮
একত্র করবেন প্রতিপালক (মুমিন ও মুশরিকদেরকে)	৩৪-সাবা	২৬	৮৪৩
একত্রিত করবেন প্রতিপালক, মানুষ ও শয়তানদেরকে...	১৯-মারইয়াম	৬৮	৭৩৮
একদিন (প্রতিপালকের একটি দিন মানুষের হাজার বছরের সমান)	২২-হাজ্জ	৪৭	৭৬২
এসে যায় না কিছু প্রতিপালকের (তাকে না ডাকলে)	২৫-ফুরকান	৭৭	৭৮৭
ওজর পেশ (প্রতিপালকের কাছে ওজর পেশ করার জন্য উপদেশ দান !)	৭-আ'রাফ	১৬৪	৬২৮
ওহী করলেন প্রতিপালক, ফেরেশতাদের প্রতি (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
ওহী (প্রতিপালক পৃথিবীকে ওহী করায় কিয়ামতে খবর বর্ণনা করবে)	৯৯-যিল্যাল	৫	১০৩০
ওহী (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা ওহী করা হয় তার অনুসরণ)	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
ওহী করলেন রাসূলগণের প্রতি (জালিমদের ধ্বংস প্রসঙ্গে)	১৪-ইবরাহীম	১৩	৬৯৪
ওহী করেন প্রতিপালক রাসূল স. কে (সঠিক পথ অনুসরণের জন্য)	৩৪-সাবা	৫০	৮৪৫
ওহী (পাহাড়/গাছে..বাসা বাঁধতে মৌমাছিকে প্রতিপালকের ওহী/ইঙ্গিত)	১৬-নাহ্ল	৬৮	৭০৮
ওহী (রাসূল স. কে প্রতিপালকের ওহী অনুসরণ করার নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১০৬	৬০৬
ওহী (রাসূল স. কে প্রতিপালকের ওহী অনুসরণ করার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	২	৮৩৩
কঠোর (প্রতিপালক শাস্তিদানে কঠোর)	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
কথা (প্রতিপালকের কথা কাফিরদের বিরুদ্ধে সত্য হবে)	৩৭-সাফফাত	৩১	৮৫৮
কথা বলা (মূসা আ. এর সাথে প্রতিপালকের কথা বলা)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
কন্যা প্রতিপালকের জন্য, আর পুত্র কাফিরদের জন্য!	৩৭-সাফফাত	১৪৯	৮৬৪
কল্যাণ (মুমিনদের প্রতি প্রতিপালকের কল্যাণ অবতীর্ণ হওয়া)	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
কসম (কাফিররা প্রতিপালকের কসম করে কিয়ামতে বলবে...)	৬-আন্'আম	৩০	৫৯৮
কসম (প্রতিপালকের কসম! পুনরুত্থান ও শাস্তি অবশ্যই সত্য)	১০-ইউনুস	৫৩	৬৫৯
কসম (প্রতিপালকের কসম! মুনাফিকদের ঈমান আনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬৫	৫৬৫
কসম (প্রতিপালকের কসম, কিয়ামত আসবে)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
কসম প্রতিপালকের (কাফিরদের স্বীকৃতি, কিয়ামত/শাস্তির সত্যতা...)	৪৬-আহ্কাফ	৩৪	৯১১
কসম প্রতিপালকের (কাফিররা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে)	৬৪-তাগাবুন	৭	৯৬৬
কসম (আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের কসম)	৫১-যারিয়াত	২৩	৯২৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কাফিরদের প্রার্থনা প্রতিপালকের নিকট (শাস্তি দূর করার জন্য)	৪৪-দুখান	১২	৯০২
কাফিররা প্রতিপালককে বলবে- 'দুর্ভাগ্য আমাদের উপর বিজয়ী...'	২৩-মু'মিনূন	১০৬	৭৭২
কাফিররা প্রতিপালককে বলবে- পথভ্রষ্টকারীদেরকে দেখিয়ে দিন	৪১-ফুস্সিলাত	২৯	৮৮৮
কাফিররা প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হল না...	২৩-মু'মিনূন	৭৬	৭৭০
কাফিররা প্রতিপালকের কাছে অপরাধ স্বীকার করবে (কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	১১	৮৭৮
কাফিররা প্রতিপালকের বিরুদ্ধে সাহায্য করে	২৫-ফুরকান	৫৫	৭৮৬
কামনা (প্রতিপালকের নিকট হিসাবের পূর্বেই প্রাপ্য কামনা)	৩৮-সোয়াদ	১৬	৮৬৬
কাফিরদেরকে কি প্রতিপালক পুত্র সন্তানের জন্য মনোনীত করেছেন?	১৭-ইস্রা	৪০	৭১৭
কাফিরদের প্রতিপালক (যিনি হূদ আ.এর প্রতিপালক)	১১-হূদ	৫৬	৬৭০
কাফিরদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য কল্যাণই রয়েছে...	৪১-ফুস্সিলাত	৫০	৮৯০
কাফিরদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা (নেতাদের দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার)	৩৩-আহযাব	৬৮	৮৩৯
কিতাব (প্রতিপালকের কিতাব পাঠ করার নির্দেশ রাসূল স. কে)	১৮-কাহ্ফ	২৭	৭২৬
কিতাব (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ)	৬-আন্'আম	১১৪	৬০৭
কিতাব (প্রতিপালকের কিতাবের সত্যতার স্বীকৃতিদান, মারইয়ামের)	৬৬-তাহ্রীম	১২	৯৭১
কিতাব (জগতের প্রতিপালকের নিকট হতে কিতাব অবতরণ)	৩২-সাজ্দা	২	৮৩০
কুরআন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য...	২-বাকারা	১৪৪	৫১৬
কুরআন (জগতসমূহের প্রতিপালকর হতে কুরআন অবতীর্ণ)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৩	৯৮০
কুরআন, প্রতিপালকের কাছ থেকে জিবরাঈল মারফত অবতীর্ণ	১৬-নাহ্ল	১০২	৭১১
কুরআন, প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে অবতীর্ণ	২-বাকারা	১৪৯	৫১৬
কুরআনকে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য বলে বিশ্বাস করে...	২৮-কাসাস	৫৩	৮১২
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য কামনা (প্রতিপালকের নিকট)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
ক্রোধ প্রতিপালকের, বাছুর পূজারীদের উপর দুনিয়ার জীবনে	৭-আ'রাফ	১৫২	৬২৬
ক্রোধ (প্রতিপালকের ক্রোধ,বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজার কারণে)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
ক্ষমা (বিচার দিনে প্রতিপালকের ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা, ইবরাহীম আ. এর)	২৬-শু'আরা	৮২	৭৯২
ক্ষমা (মু'মিন জাদুকররা প্রতিপালকের ক্ষমা প্রত্যাশা করে)	২৬-শু'আরা	৫১	৭৯০
ক্ষমা প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ...)	১১-হূদ	৯০	৬৭৪
ক্ষমা প্রার্থনা (প্রতিপালকের কাছে নূহ জাতির ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	১০	৯৮৪
ক্ষমা প্রার্থনা (তওবাকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে...)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
ক্ষমা প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট নূহ আ. এর ক্ষমা প্রার্থনা)	৭১-নূহ্	২৮	৯৮৫
ক্ষমা প্রার্থনা (প্রতিপালকের কাছে, ইবরাহীম আ. এর, নিজের জন্য...)	১৪-ইবরাহীম	৪১	৬৯৭
ক্ষমা প্রার্থনা (প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা...)	১১-হূদ	৩	৬৬৫
ক্ষমা প্রার্থনা (সাহায্য/বিজয় এলে প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা)	১১০-নাস্র	৩	১০৩৫
ক্ষমা (প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হওয়ার নির্দেশ	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
ক্ষমা (প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা)	৬০-মুমতাহিনা	৫	৯৫৮
ক্ষমা (প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহওয়ালারা)	৩-আলে ইমরান	১৪৭	৫৪৯
ক্ষমা (প্রতিপালক ব্যাপক ক্ষমার মালিক)	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
ক্ষমা (প্রতিপালকের ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা, মূসা আ. ও হারুন আ. এর)	৭-আ'রাফ	১৫১	৬২৬
ক্ষমা (প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাত মুমিনদের প্রতিদান...)	৩-আলে ইমরান	১৩৬	৫৪৯
ক্ষমা (প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার নির্দেশ)	৩-আলে ইমরান	১৩৩	৫৪৮
ক্ষমার জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা	২-বাকারা	২৮৬	৫৩৫
ক্ষমাশীল (প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল)	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
ক্ষমাশীল প্রতিপালক	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
ক্ষমাশীল প্রতিপালক (অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করলে তাওবাকারীর প্রতি)	১৬-নাহ্ল	১১৯	৭১৩
ক্ষমাশীল (প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু, হারাম খাওয়া প্র.)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
ক্ষমাশীল (প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৬-আন্'আম	১৬৫	৬১২
ক্ষমাশীল (প্রতিপালক ক্ষমাশীল এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতা)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৩	৮৮৯
ক্ষমাশীল (প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়ালু)	১২-ইউসুফ	৯৮	৬৮৬
ক্ষমাশীল (প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, নূহ জাতির ক্ষমা প্রার্থনা...)	৭১-নূহ্	১০	৯৮৪
ক্ষমাশীল (ধৈর্য/হিজরত/জিহাদ করলে প্রতিপালক ক্ষমাশীল/দয়ালু)	১৬-নাহ্ল	১১০	৭১২
ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু প্রতিপালক (তওবাকারী জন্য)	৭-আ'রাফ	১৫৩	৬২৬
ক্ষমাশীল ও প্রতিদানদাতা (প্রতিপালক আল্লাহ)	৩৫-ফাতির	৩৪	৮৪৯
ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু প্রতিপালক (নূহের নৌকারোহন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪১	৬৬৯
ক্ষমাশীল ও দয়ালু (শাস্তি ত্বরান্বিত না করার ব্যাপারে)	১৮-কাহ্ফ	৫৮	৭২৯
ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান প্রতিপালকের কাছে (আদ সম্প্রদায়কে)	১১-হূদ	৫২	৬৭০
ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ (প্রতিপালকের কাছে)	২৩-মু'মিনূন	১১৮	৭৭৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ক্ষমা (জান্নাতে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা, মুত্তাকীদের জন্য)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
ক্ষমা করেছেন (হাবিব নাজ্জার নামক মুমিনকে)	৩৬-ইয়াসীন	২৭	৮৫৩
ক্ষমা (কিয়ামতে প্রতিপালকের কাছে মুমিনদের ক্ষমা প্রার্থনা)	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
খোঁজ করা (আল্লাহ ছাড়া অন্য প্রতিপালক খোঁজ করা)	৬-আন্'আম	১৬৪	৬১২
গন্তব্যস্থল (প্রতিপালকের নিকটই গন্তব্যস্থল)	২-বাকারা	২৮৫	৫৩৪
গ্রহণ (আল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রতিপালক গ্রহণ নয়)	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
গ্রহণ (ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রতিপালক গ্রহণ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	৮০	৫৪৩
ঘোষণা (প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা হয়ে গেছে...)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৫	৮৮৯
ঘোষণা (কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গে প্রতিপালকের ঘোষণা)	১৪-ইবরাহীম	৭	৬৯৩
ঘোষণা, প্রতিপালকের (কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদিদের একদলকে শাস্তি প্র.)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
চন্দ্রকে প্রতিপালক বলা (ইবরাহীম আ. কর্তৃক)	৬-আন্'আম	৭৭	৬০৩
চাওয়া (প্রতিপালকের কাছে আকাশ-পৃথিবীর সবাই)	৫৫-রাহ্মান	২৯	৯৪০
চাওয়া (প্রতিপালকের নিকট জান্নাতীরা যা চাবে তাই পাবে)	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
চাইলেন (বালক দু'টি বয়ঃপ্রাপ্ত হোক)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
চাপিয়ে দেয়া (বোঝা চাপিয়ে দেয়া হতে প্রতিপালকের কাছে মুক্তি প্রার্থনা)	২-বাকারা	২৮৬	৫৩৫
চিহ্নিত পাথর, প্রতিপালকের নিকট (সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য)	৫১-যারিয়াত	৩৪	৯২৭
চিহ্নিত (প্রতিপালকের চিহ্নিত পাথর লূত সম্প্রদায়ের উপর বর্ষণ)	১১-হূদ	৮৩	৬৭৩
চূড়ান্ত জ্ঞান (কিয়ামতের) কেবল প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে	৭৯-নাযি'আত	৪৪	১০০৫
চেহারা/সত্তা(প্রতিপালকের চেহারা/সত্তাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	২৭	৯৪০
ছুটে আসবে কবর থেকে প্রতিপালকের দিকে (শিঙ্গায় ফুঁ দিলে)	৩৬-ইয়াসীন	৫১	৮৫৪
জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল নূহ আ.	৭-আ'রাফ	৬১	৬১৮
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রশংসা...	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে শয়তান	৫৯-হাশর	১৬	৯৫৭
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা	৪৫-জাছিয়া	৩৬	৯০৭
জগতসমূহের প্রতিপালক সম্পর্কে ধারণা কী? (ইবরাহীমের প্রশ্ন)	৩৭-সাফ্ফাত	৮৭	৮৬১
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ বরকতময়	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি আত্মসমর্পণে আদিষ্ট রাসূল	৪০-মু'মিন	৬৬	৮৮৩
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে হাবিল	৫-মায়িদা	২৮	৫৮৪
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ মূসা আ. ডাকলেন (গাছ থেকে)	২৮-কাসাস	৩০	৮১০
জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে কিতাব অবতরণ	৩২-সাজ্দা	২	৮৩০
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা	১-ফাতিহা	১	৫০১
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা	৬-আন্'আম	৪৫	৬০০
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা	৪০-মু'মিন	৬৫	৮৮৩
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ (কুরআন)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮০	৯৪৭
জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কুরআন অবতীর্ণ	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
জগতসমূহের প্রতিপালকর হতে কুরআন অবতীর্ণ	৬৯-হাক্কাহ্	৪৩	৯৮০
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের নির্দেশ	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
জগতসমূহের প্রতিপালক কী? (ফির'আউনের প্রশ্ন)	২৬-শু'আরা	২৩	৭৮৯
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ	৮১-তাকভীর	২৯	১০০৯
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ	৩৭-সাফ্ফাত	১৮২	৮৬৫
জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে মানুষ (কিয়ামতে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৬	১০১১
জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল হূদ আ.	৭-আ'রাফ	৬৭	৬১৯
জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল ছিলেন মূসা আ.	৪৩-যুখরুফ	৪৬	৮৯৯
জগতের প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমান	৭-আ'রাফ	১২১	৬২৩
জগতের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র	২৭-নামল	৮	৮০০
জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সালাত/কুরবাণী/ জীবন/ মরণ সবই	৬-আন্'আম	১৬২	৬১২
জগতের প্রতিপালক আল্লাহ ছাড়া সবাই ইবরাহীম আ. এর শত্রু	২৬-শু'আরা	৭৭	৭৯২
জগতের প্রতিপালকের নিকট সালিহের প্রতিদান	২৬-শু'আরা	১৪৫	৭৯৫
জগতের প্রতিপালকের নিকট নূহের প্রতিদান	২৬-শু'আরা	১২৭	৭৯৪
জগতের প্রতিপালকের নিকট নূহের প্রতিদান	২৬-শু'আরা	১০৯	৭৯৩
জগতের প্রতিপালকের নিকট শুআইবের প্রতিদান	২৬-শু'আরা	১৮০	৭৯৭
জগতের প্রতিপালকের নিকট সাবার রানীর আত্মসমর্পণ	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
জগতের প্রতিপালকের নিকট লূতের প্রতিদান	২৬-শু'আরা	১৬৪	৭৯৬
জগতের প্রতিপালকের নিকট ইবরাহীম আ. এর আত্মসমর্পণ	২-বাকারা	১৩১	৫১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কুরআন অবতীর্ণ	২৬-শু'আরা	১৯২	৭৯৮
জানা (আইকাবাসীর কাজ সম্পর্কে প্রতিপালক বেশি জানেন)	২৬-শু'আরা	১৮৮	৭৯৭
জানা (প্রতিপালক মানুষের সম্পর্কে ভাল জানেন)	১৭-ইস্‌রা	৫৪	৭১৮
জানা (প্রতিপালক মানুষের গোপন-প্রকাশ্য বিষয় জানেন)	২৭-নামল	৭৪	৮০৬
জানা (প্রতিপালক জানেন মানুষের বক্ষে যা গোপন করে ও...)	২৮-কাসাস	৬৯	৮১৪
জানা (প্রতিপালক জানেন, রাসূল এর দাঁড়িয়ে সালাত আদায়...)	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
জানা (প্রতিপালক ভাল জানেন কে পথনির্দেশিকা নিয়ে এসেছে)	২৮-কাসাস	৮৫	৮১৫
জানা (ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে প্রতিপালক জানেন)	১০-ইউনুস	৪০	৬৫৮
জানা (সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে প্রতিপালক সবচেয়ে বেশী জানেন)	৬-আন্‌'আম	১১৯	৬০৭
জালিমদের প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা হলে...	১১-হূদ	১৮	৬৬৭
জানা (পথভ্রষ্ট/পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে প্রতিপালক বেশি জানেন)	১৬-নাহ্‌ল	১২৫	৭১৩
জানা (পথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের সম্পকে প্রতিপালক বেশী জানেন)	৬-আন্‌'আম	১১৭	৬০৭
জানেন (আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে)	১৮-কাহ্‌ফ	২১	৭২৬
জানেন (আসহাবে কাহফ এর সংখ্যা)	১৮-কাহ্‌ফ	২২	৭২৬
জানেন (আসহাবে কাহফ এর অবস্থানকাল সম্পর্কে)	১৮-কাহ্‌ফ	১৯	৭২৫
জানেন (প্রতিপালক জানেন মানুষের অন্তরের বিষয়)	১৭-ইস্‌রা	২৫	৭১৬
জানেন (প্রতিপালক ভাল জানেন নারীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে)	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
জানেন (প্রতিপালক সবচেয়ে বেশি জানেন কে সঠিক পথে রয়েছে)	১৭-ইস্‌রা	৮৪	৭২১
জানেন (প্রতিপালক জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত)	৫৩-নাজম	৩০	৯৩৩
জানেন (প্রতিপালক জানেন কে বিচ্যুত আর কে সঠিকপথ প্রাপ্ত)	৬৮-ক্বালাম	৭	৯৭৫
জানেন (মানুষ যা গোপন ও প্রকাশ করে প্রতিপালক তা জানেন)	১৪-ইবরাহীম	৩৮	৬৯৬
জানেন (রাসূলগণ জনপদবাসীদের নিকট প্রেরিত হয়েছে)	৩৬-ইয়াসীন	১৬	৮৫২
জালিমেদেরকে প্রতিপালকের সমানে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখলে...	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
জাহান্নামীরা প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করবে (আগুন থেকে...)	২৩-মু'মিনূন	১০৭	৭৭২
জিজ্ঞাসা করলেন প্রতিপালককে ইয়াহ্‌ইয়া আ. (পুত্র জন্মের ব্যাপারে)	৩-আলে ইমরান	৪০	৫৪০
জিজ্ঞাসা, প্রতিপালককে (দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নকে কিয়ামতে দৃষ্টিহীন করার কারণ)	২০-ত্বা-হা	১২৫	৭৪৯
জীবন দান (প্রতিপালক আল্লাহ জীবন দান করেন)	৪৪-দুখান	৮	৯০২
জুলুম করবেন না, প্রতিপালক (কারো প্রতি)	১৮-কাহ্‌ফ	৪৯	৭২৮
জুলুম করেন না প্রতিপালক, বান্দাদের প্রতি	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৬	৮৮৯
জ্ঞান (প্রতিপালক সবকিছু জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
জ্ঞান (প্রতিপালকের কিতাবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের অবস্থার জ্ঞান আছে)	২০-ত্বা-হা	৫২	৭৪৪
জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রতিপালকের কাছে দোয়া করার নির্দেশ (রাসূল কে)	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
জ্ঞানী (প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী)	৬-আন্‌'আম	১২৮	৬০৮
জ্ঞানী (প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী, মর্যাদা দান প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৮৩	৬০৩
জ্ঞান (কিয়ামতের জ্ঞান কেবল প্রতিপালকের কাছেই আছে)	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
জ্যোতি (প্রতিপালকের জ্যোতিতে যমীন উদ্ভাসিত হবে)	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
জ্যোতির প্রকাশ (প্রতিপালক পাহাড়টিতে জ্যোতির প্রকাশ করলেন)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
ডাক (প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় যারা, তাদের জন্য কল্যাণ)	১৩-রা'দ	১৮	৬৯০
ডাকা (আইউব আ. কষ্টে পড়ে প্রতিপালককে ডাকলেন)	৩৮-সোয়াদ	৪১	৮৬৮
ডাকা (দু:খ-দুর্দশায় পড়ে আইয়ুব আ. প্রতিপালককে ডেকেছিল)	২১-আম্বিয়া	৮৩	৭৫৫
ডাকা (নূহ আ. তার প্রতিপালককে ডাকলেন- বদলা নেয়ার জন্য)	৫৪-কামার	১০	৯৩৬
ডাকা (নূহ আ. তার প্রতিপালককে ডেকেছিল, পুত্রের ব্যাপারে)	১১-হূদ	৪৫	৬৬৯
ডাকা (প্রতিপালককে ডাকার নির্দেশ বিনীত ভাবে গোপনে)	৭-আ'রাফ	৫৫	৬১৮
ডাকা (প্রতিপালককে ডাকে মানুষ, দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে)	৩০-রূম	৩৩	৮২৪
ডাকা (প্রতিপালককে ডাকলে তিনি সাড়া দিবেন)	৪০-মু'মিন	৬০	৮৮৩
ডাকা (প্রতিপালককে ডেকে দুর্ভাগা হননি, যাকারিয়া)	১৯-মারইয়াম	৪	৭৩৪
ডাকা (প্রতিপালককে যারা সর্বদা ডাকে তাদের বিতাড়িত করা যাবেনা)	৬-আন্‌'আম	৫২	৬০০
ডাকা (প্রতিপালককে রাতে ডাকা, তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্‌দা	১৬	৮৩১
ডাকা (প্রতিপালককে সংগোপনে ডাকল যাকারিয়া)	১৯-মারইয়াম	৪	৭৩৪
ডাকা (প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় যারা ডাকে তাদের সাথে ধৈর্য)	১৮-কাহ্‌ফ	২৮	৭২৬
ডাকা (মানুষকে দুঃখ স্পর্শ করলে প্রতিপালককে ডাকে)	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
ডাকা (প্রতিপালক ডাকলেন আদম আ. ও তার স্ত্রীকে...)	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
ডাকা (প্রতিপালক মূসা আ. কে ডাকলেন, ফির'আউনের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১০	৭৮৮
ডাকা (যাকারিয়া আ. ডাকল তার প্রতিপালককে)	১৯-মারইয়াম	৩	৭৩৪
ডাকা (যাকারিয়া আ. প্রতিপালককে ডেকেছিল, সন্তান প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৯	৭৫৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ডাকা (রাসূল স. শুধু প্রতিপালককেই ডাকেন; অন্য কাউকে নয়)	৭২-জিন্‌	২০	৯৮৭
ডেকে বললেন মূসাকে, তুওয়া উপত্যকায়...	৭৯-নাযি'আত	১৬	১০০৩
তর্ক (প্রতিপালকের ব্যাপারে ইবরাহীম আ. এর সাথে নমরুদের তর্ক)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
তালুত বাহিনী প্রতিপালকের নিকট ধৈর্য প্রার্থনা করল...	২-বাক্বারা	২৫০	৫২৯
তাওবা কবুলকারী (প্রতিপালক তাওবা কবুলকারী)	১১০-নাস্‌র	৩	১০৩৫
তাকানো (উজ্জ্বল মুখবিশিষ্টরা কিয়ামতে প্রতিপালকের দিকে তাকাবে)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	২৩	৯৯৪
তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য প্রতিপালকের নিকট জান্নাত...	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
দয়াশীল (প্রতিপালক ব্যাপক দয়াশীল কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি ...)	৬-আন্‌'আম	১৪৭	৬১১
দয়ালু (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	৬৮	৭৯১
দয়ালু (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	৯	৭৮৮
দয়ালু (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	১৪০	৭৯৫
দয়াশীল (প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী ও দয়াশীল)	৬-আন্‌'আম	১৩৩	৬০৯
দয়ালু (প্রতিপালক পরম দয়ালু)	১১-হূদ	৯০	৬৭৪
দয়ালু (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	১৭৫	৭৯৭
দয়ালু (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	১৯১	৭৯৭
দয়ালু (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	১০৪	৭৯৩
দয়ালু (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	১৫৯	৭৯৬
দয়ালু (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	১২২	৭৯৪
দয়া করেন যাকে প্রতিপালক, তাকে ছাড়া অন্যকে মন কুমন্ত্রণা দেয়	১২-ইউসুফ	৫৩	৬৮২
দয়া/ক্ষমা (প্রতিপালক দয়া/ক্ষমা না করলে বনী ইসরাঈল ক্ষতিগ্রস্ত হবে)	৭-আ'রাফ	১৪৯	৬২৬
দয়া ছড়িয়ে দিবেন (গুহায় আশ্রয়গ্রহণকারী আসহাবে কাহাফের জন্য)	১৮-কাহ্‌ফ	১৬	৭২৫
দয়া (প্রতিপালক তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন তাদেরকে যারা ঈমান...)	৪৫-জাছিয়া	৩০	৯০৭
দয়া/নবুয়ত (প্রতিপালকের দয়া/নবুয়ত, নূহ আ. এর প্রতি)	১১-হূদ	২৮	৬৬৮
দয়া (প্রতিপালক দয়া করবেন বনী ইসরাইলরা অনুতপ্ত হলে...)	১৭-ইস্‌রা	৮	৭১৪
দয়া (প্রতিপালকের ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা, মূসা আ. ও হারুন আ. এর)	৭-আ'রাফ	১৫১	৬২৬
দয়া, প্রতিপালকের (জুলকারনাইনের প্রতি..)	১৮-কাহ্‌ফ	৯৮	৭৩২
দয়া (প্রতিপালকের দয়া, যাকারিয়ার প্রতি)	১৯-মারইয়াম	২	৭৩৪
দয়াময় প্রতিপালকই রাসূল/বান্দার সহায়স্থল (মুশরিক প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১১২	৭৫৭
দয়া (রাসূল এর প্রতি প্রতিপালকের দয়া...)	২৮-কাসাস	৪৬	৮১২
দয়ালু (প্রতিপালক পরম স্নেহশীল ও অশেষ দয়ালু)	১৬-নাহ্‌ল	৪৭	৭০৬
দয়াস্বরূপ, প্রতিপালকের (ইয়াতীম বালকদ্বয়ের প্রতি)	১৮-কাহ্‌ফ	৮২	৭৩১
দয়ালু (ধৈর্য/হিজরত/জিহাদ করলে প্রতিপালক ক্ষমাশীল/দয়ালু)	১৬-নাহ্‌ল	১১০	৭১২
দয়ালু প্রতিপালক (অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করে তাওবাকারীর প্রতি)	১৬-নাহ্‌ল	১১৯	৭১৩
দয়ালু (প্রতিপালক অতি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু, পশুসৃষ্টি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৭	৭০৩
দয়ালু (প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)	৬-আন্‌'আম	১৬৫	৬১২
দয়ালু (প্রতিপালক অসীম দয়াময়, বনী ইসরাঈলকে হারুন)	২০-ত্বা-হা	৯০	৭৪৬
দয়া করাকে প্রতিপালক নিজের জন্য আবশ্যক করেছেন	৬-আন্‌'আম	৫৪	৬০০
দয়া (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ রাসূল প্রেরণ)	৪৪-দুখান	৬	৯০২
দয়া (প্রতিপালকের দয়া, রাসূল এর প্রতি কিতাব অবতরণ)	২৮-কাসাস	৮৬	৮১৫
দয়া (প্রতিপালকের দয়ার উদ্দেশ্যে হকদার থেকে মুখ ফিরাতে হলে...)	১৭-ইস্‌রা	২৮	৭১৬
দয়া (প্রতিপালকের দয়া লাভের জন্য গুহাবাসীর প্রার্থনা)	১৮-কাহ্‌ফ	১০	৭২৪
দয়া (প্রতিপালকের দয়া কি সত্য অস্বীকারকারীরা বন্টন করে?)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
দয়া (প্রতিপালকের দয়া রয়েছে রাসূল স. এর প্রতি)	১৭-ইস্‌রা	৮৭	৭২১
দয়া (প্রতিপালকের দয়া ব্যতীত মানুষ মতভেদ করতেই থাকবে)	১১-হূদ	১১৯	৬৭৬
দয়া (প্রতিপালকের দয়া আশা করে অনুগত সিজদাকারী)	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
দয়া (প্রতিপালকের দয়া ও দন্ডহ্রাস, কিসাস প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
দয়া (মানুষ যা জমা করে তার চেয়ে প্রতিপালকের দয়া উত্তম)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
দর্শন (প্রতিপালকের দর্শন হতে বঞ্চিত হবে পাপিষ্ঠরা কিয়ামতে)	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	১৫	১০১১
দলিল-প্রমাণ (মানুষের কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসেছে)	৪-নিসা	১৭৪	৫৭৯
দাউদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
দাঁড় করানো (কাফিরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো)	৬-আন্‌'আম	৩০	৫৯৮
দাতা (প্রতিপালক পরম দাতা)	৩-আলে ইমরান	৯	৫৩৬
দান (প্রতিপালকের দান সীমাবদ্ধ নয়)	১৭-ইস্‌রা	২০	৭১৫
দান করেন (প্রতিপালক প্রদান করেন তার দান থেকে)	১৭-ইস্‌রা	২০	৭১৫
দান করবেন, প্রতিপালক বাগানের চেয়ে উত্তম কিছু (বন্ধুর কামনা)	১৮-কাহ্‌ফ	৪০	৭২৭
দান (প্রতিপালকের দানই উত্তম, রাসূল এর জন্য)	২৩-মু'মিনূন	৭২	৭৭০
দান (প্রজ্ঞা দান করার জন্য প্রতিপালকের কাছে ইবরাহীমের দোয়া)	২৬-শু'আরা	৮৩	৭৯২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দান (রাসূল কে প্রতিপালকের এমন দান যে তিনি সন্তুষ্ট হবেন)	৯৩-দুহা	৫	১০২৬
দান (মুত্তাকীরা জান্নাতে প্রতিপালকের দান উপভোগ করবে)	৫২-তূর	১৮	৯৩০
দান (মূসা আ. কে প্রতিপালক কর্তৃক প্রজ্ঞা দান...)	২৬-শু'আরা	২১	৭৮৯
দৃষ্টি রাখেন (প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন)	৮৯-ফাজ্‌র	১৪	১০২১
দৃষ্টিবান (কাফিরদের উপর প্রতিপালক দৃষ্টি রাখছেন)	৮৪-ইন্‌শিকাক্ব	১৫	১০১৩
দেখা দেয়া (প্রতিপালককে দেখা দিতে অনুরোধ মূসার)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
দেখা (প্রতিপালককে দেখার দাবী, মুশরিকদের)	২৫-ফুরকান	২১	৭৮৪
দেয়া (নবী স্ত্রীকে তালাক দিলে আল্লাহ্‌ তাকে উত্তম স্ত্রী দিবেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৭০
দেয়া (নবীদেরকে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেয়া বিষয়ে ঈমান)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
দেশত্যাগ (প্রতিপালক নির্দেশিত গন্তব্যের দিকে ইবরাহীমের..)	২৯-আনকাবূত	২৬	৮১৮
দোয়া (মূসা আ. কেপ্রতিপালকের নিকট দোয়া করার অনুরোধ)	৭-আ'রাফ	১৩৪	৬২৪
দোয়া, প্রতিপালকের কাছে (মক্কাকে নিরাপদ নগর বানানোর)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
দোয়া, প্রতিপালকের কাছে (মূসা আ. এর জাতির মুমিন/মুসলিমদের)	১০-ইউনুস	৮৫	৬৬২
দোয়া প্রতিপালকের কাছে, নামাজ কায়েমকারী বানানোর জন্য	১৪-ইবরাহীম	৪০	৬৯৭
দোয়া (প্রতিপালকের নিকট পূর্ববর্তীদের ও নিজেদের জন্য দোয়া...)	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬
দোয়া (প্রতিপালকের কাছে ইবরাহীম-ইসমাঈলের দোয়া)	২-বাক্বারা	১২৮	৫১৪
দোয়া (ইবরাহীম-ইসমাঈল থেকে কবুলের জন্য প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	১২৭	৫১৪
দোয়া (ইবরাহীম আ. এর বংশধরদের জন্য প্রতিপালকের নিকট দোয়া)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
দ্রুত (প্রতিপালক শাস্তিদানে দ্রুত, বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
দ্রুত (প্রতিপালক শাস্তি দানে দ্রুত)	৬-আন্‌'আম	১৬৫	৬১২
দ্রষ্টা (প্রতিপালক সর্বদ্রষ্টা)	২৫-ফুরকান	২০	৭৮৩
ধারণা (প্রতিপালক সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা- আল্লাহর শত্রুদের...)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৩	৮৮৭
ধৈর্যধারনের শক্তি প্রার্থনা, প্রতিপালকের কাছে (জাদুকররা ঈমান আনার পর)	৭-আ'রাফ	১২৬	৬২৩
ধ্বংস করা (জনপদবাসীরা অনবহিত থাকাবস্থায় আল্লাহ ধ্বংস করেননা)	৬-আন্‌'আম	১৩১	৬০৯
ধ্বংস করা (প্রতিপালক বনী ইসরাঈলের শত্রু ধ্বংস করবেন)	৭-আ'রাফ	১২৯	৬২৪
ধ্বংস করেন না প্রতিপালক কোন জনপদ (অন্যায়ভাবে)	১১-হূদ	১১৭	৬৭৬
ধ্বংস করেন না প্রতিপালক কোন জনপদ, রাসূল না পাঠিয়ে	২৮-কাসাস	৫৯	৮১৩
ধ্বংস করলেন প্রতিপালক (ছামূদ জাতিকে, তাদের পাপের কারণে)	৯১-শাম্‌স	১৪	১০২৪
নক্ষত্রকে প্রতিপালক মনে করা (ইবরাহীম আ. প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৭৬	৬০৩
নবীকে প্রতিপালক উত্তম স্ত্রী দিবেন (স্ত্রীকে তালাক)	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৭০
নবীর প্রতিপালক আল্লাহ	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
নবীর প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ/কুরবানীর নির্দেশ	১০৮-কাওছার	২	১০৩৪
নবীদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেয়া বিষয়ের প্রতি ঈমান	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
নাম (সকালে ও সন্ধ্যায় প্রতিপালকের নাম স্মরণ)	৭৬-দাহ্‌র	২৫	৯৯৬
নাম (প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৯৬	৯৪৭
নাম (প্রতিপালকের নামে পড়ার নির্দেশ...)	৯৬-আলাক	১	১০২৮
নাম (প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৭৪	৯৪৬
নাম (প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা)	৬৯-হাক্বাহ্‌	৫২	৯৮০
নাম (প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	৮৭-আ'লা	১	১০১৮
নাম (প্রতিপালকের নাম স্মরণ করবে যে, সে সফল হবে)	৮৭-আ'লা	১৫	১০১৮
নাম (প্রতিপালকের নাম বরকতময় -যিনি মহিমাময়/মর্যাদাবান)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৮	৯৪২
নাম (প্রতিপালকের নাম স্মরণ করার নির্দেশ, রাসূল স. কে)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	৮	৯৮৮
নাযিলকৃত (প্রতিপালকের নাযিলকৃত সকল বিষয়ে ঈমান...)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
নিকটবর্তী (প্রতিপালক মানুষের অতি নিকটবর্তী)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
নিক্ষেপ করেন প্রতিপালক সত্যকে মিথ্যার উপর	৩৪-সাবা	৪৮	৮৪৫
নিদর্শন (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নবীর উপর নিদর্শন অবতীর্ণ প্র.)	৬-আন্‌'আম	৩৭	৫৯৯
নিদর্শন (প্রতিপালকের নিদর্শন নিয়ে এসেছেন ঈসা...)	৩-আলে ইমরান	৫০	৫৪১
নিদর্শন (প্রতিপালকের নিদর্শন আসার জন্য কাফিরদের অপেক্ষা !)	৬-আন্‌'আম	১৫৮	৬১২
নিদর্শন (প্রতিপালকের নিদর্শনকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল...)	৮-আনফাল	৫৪	৬৩৭
নিদর্শন (প্রতিপালকের নিদর্শন আসার পরের ঈমান উপকারে না আসা)	৬-আন্‌'আম	১৫৮	৬১২
নিদর্শন (আদ জাতি প্রতিপালকের নির্দশন অস্বীকার করত)	১১-হূদ	৫৯	৬৭১
নিদর্শন (প্রতিপালকের ভয়ে ভীত-শঙ্কিত যারা...)	২৩-মু'মিনূন	৫৮	৭৬৯
নিদর্শন (প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৫০	৮২০
নিদর্শন (প্রতিপালকের নিদর্শনসহ মূসা আ. ও হারুন আ. এর ফিরআউনের কাছে যাওয়া)	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩
নিদর্শন (প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন দেখেছিলেন রাসূল)	৫৩-নাজম	১৮	৯৩২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিদর্শন (প্রতিপালকের নিদর্শনে জাদুকরদের ঈমান)	৭-আ'রাফ	১২৬	৬২৩
নিদর্শন (প্রতিপালকের) আসলে উপেক্ষা করতো কাফিররা..	৩৬-ইয়াসীন	৪৬	৮৫৪
নিদর্শন (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল কে নিদর্শন নিয়ে আসতে বলা)	২০-ত্বা-হা	১৩৩	৭৪৯
নিদর্শন (প্রতিপালকের নিদর্শন রাসূল স. এর কাছে আসে না কেন?...)	১০-ইউনুস	২০	৬৫৬
নিদর্শন (প্রতিপালকের নিদর্শন নিয়ে এসেছেন ঈসা আ. বনী...)	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
নিদর্শন (প্রতিপালকের নিদর্শন কামনা করলেন যাকারিয়া আ.)	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
নিয়ন্ত্রণ (সমুদ্রে পর্বতের মত সুউচ্চ নৌযানসমূহ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে)	৫৫-রাহ্‌মান	২৪	৯৪০
নিয়ামত (বাহনে প্রতিপালকের নিয়ামত স্মরণ করে পড়ার দোয়া)	৪৩-যুখরুফ	১৩	৮৯৬
নির্দেশ (ইবরাহীম আ. কে প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৩১	৫১৫
নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিপালক (অন্য কারো ইবাদত না করতে)	১৭-ইস্‌রা	২৩	৭১৬
নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিপালক (ন্যায়বিচার করতে)	৭-আ'রাফ	২৯	৬১৫
নির্দেশ (প্রতিপালক ও রাসূল এর অবাধ্যতার শাস্তি)	৬৫-তালাক	৮	৯৬৯
নির্দেশ (প্রতিপালকের হুকুমের জন্য ধৈর্যধারণের আহ্বান)	৬৮-ক্বালাম	৪৮	৯৭৭
নির্দেশ (প্রতিপালকের নির্দেশ আসলে অন্য উপাস্যদেরকে ডাকা...)	১১-হূদ	১০১	৬৭৫
নির্দেশ (প্রতিপালকের নির্দেশের অবাধ্য হওয়া, ছামুদ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৭৭	৬২০
নির্দেশ (প্রতিপালকের নির্দেশে বাতাস হূদ জাতিকে ধ্বংস করেছিল)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৫	৯১০
নির্দেশ (প্রতিপালকের নির্দেশের জন্য রাসূল এর ধৈর্যধারণ)	৫২-তূর	৪৮	৯৩১
নির্দেশ (প্রতিপালকের নির্দেশের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা, মূসা আ. এর সম্প্রদায়ের)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
নির্ধারিত সময় (মূসা আ. এর জন্য প্রতিপালকের নির্ধারিত সময়/চল্লিশ রাত প্র.)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
নির্মাণ (জান্নাতে ঘর নির্মাণের দোয়া, প্রতিপালকের কাছে)	৬৬-তাহ্‌রীম	১১	৯৭১
নির্দেশ (প্রতিপালকের নির্দেশ ছাড়া ফেরেশতা অবতরণ করেন না)	১৯-মারইয়াম	৬৪	৭৩৮
নির্দেশ (কাফিররা কি প্রতিপালকের নির্দেশ/শাস্তির প্রতীক্ষা করছে?)	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
নিষেধ করেছে প্রতিপালক গাছের নিকট যেতে, এ কারণে যে...	৭-আ'রাফ	২০	৬১৪
নিহতরা (শহীদরা) জীবিত (প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৬৯	৫৫২
নূহ আ. এর প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	১১-হূদ	৪৭	৬৭০
নূহ আ. এর প্রতিপালককে ডেকে নূহ আ. পুত্রকে রক্ষার আবেদন করেন	১১-হূদ	৪৫	৬৬৯
নূহ আ. এর প্রতিপালকের নিকট দোয়া প্রসঙ্গ	৭১-নূহ	৫	৯৮৪
নূহ আ. এর প্রতিপালকের নিকট দোয়া (সম্প্রদায় কর্তৃক মিথ্যাবাদী বলা)	২৬-শু'আরা	১১৭	৭৯৪
নূহ আ. প্রতিপালকের নিকট বরকতময় অবতরণ প্রার্থনা করলেন	২৩-মু'মিনূন	২৯	৭৬৭
নূহ আ. প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল...	২৩-মু'মিনূন	২৬	৭৬৭
নূহ আ. প্রতিপালকের নিকট দোয়া করেন (সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্‌	২১	৯৮৫
নূহ আ. প্রতিপালকের নিকট দোয়া (কাফিরদের ছেড়ে না দিতে)	৭১-নূহ	২৬	৯৮৫
নেয়ামত (প্রতিপালকের নেয়ামত যে, রাসূল স. পাগল নন)	৬৮-ক্বালাম	২	৯৭৫
নেয়ামত (প্রতিপালকের নেয়ামত না পৌঁছলে ইউনুস আ. কে...)	৬৮-ক্বালাম	৪৯	৯৭৭
নেয়ামত না থাকলে জাহান্নামে উপস্থিত হত (জান্নাতীরা বলবে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৫৭	৮৫৯
নেয়ামত দান করেছেন প্রতিপালক মূসাকে	২৮-কাসাস	১৭	৮০৯
নৈকট্য (প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ করে...	১৭-ইস্‌রা	৫৭	৭১৮
পথ দেখাবেন প্রতিপালক মূসা আ. কে (মূসা আ. এর আশা)	২৮-কাসাস	২২	৮০৯
পথ (প্রতিপালকের পথে ডাক, প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে)	১৬-নাহ্‌ল	১২৫	৭১৩
পথ (প্রতিপালকের দিকে পথ গ্রহণ করার আহ্বান)	২৫-ফুরকান	৫৭	৭৮৬
পথ (প্রতিপালকের নির্দেশিত সরল-সঠিক পথ ইসলাম)	৬-আন্‌'আম	১২৬	৬০৮
পথ (প্রতিপালকের পথ অবলম্বন মানুষের ইচ্ছাধীন)	৭৬-দাহ্‌র	২৯	৯৯৬
পথ (প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করতে পারে, মানুষ চাইলে)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	১৯	৯৮৯
পথ (প্রতিপালকের পথ থেকে ফিরআউনগোষ্ঠী মানুষকে বিচ্যুত করে)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
পথ (প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ করার নির্দেশ, মৌমাছিকে)	১৬-নাহ্‌ল	৬৯	৭০৮
পথ (সৎকর্মপরায়ণগণ প্রতিপালকের সঠিক পথে রয়েছে)	৩১-লুকমান	৫	৮২৭
পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিপালক যথেষ্ট	২৫-ফুরকান	৩১	৭৮৪
পথনির্দেশিকা এসেছে (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
পথপ্রদর্শন (ফিরআউনকে প্রতিপালকের দিকে, মূসা আ. কর্তৃক!)	৭৯-নাযি'আত	১৯	১০০৪
পথের উপর রয়েছে মুত্তাকীগণ (প্রতিপালকের)	২-বাক্বারা	৫	৫০২
পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
পবিত্র (প্রতিপালক পবিত্র)	১৭-ইস্‌রা	৯৩	৭২২
পবিত্র (মুশরিকদের সকল মিথ্যা বর্ণনা থেকে পবিত্র)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৮০	৮৬৫
পবিত্রতা ঘোষণা (রাসূল কে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
পবিত্রতা ঘোষণা (প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা)	৬৯-হাক্বাহ্‌	৫২	৯৮০
পবিত্রতা ঘোষণা (আরশ বহনকারীরা প্রতিপালকের পবিত্রতা...)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পবিত্রতা (ঘুম থেকে ওঠার সময় প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা)	৫২-তূর	৪৮	৯৩১
পবিত্রতা (প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করল বাগানওয়ালারা...)	৬৮-ক্বালাম	২৯	৯৭৬
পবিত্রতা (প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণায় ফেরেশতারা ক্লান্ত হয় না)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৮	৮৮৯
পবিত্রতা (প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করে ফেরেশতারা)	৪২-শূরা	৫	৮৯১
পবিত্রতা (প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	১৫-হিজর	৯৮	৭০২
পবিত্রতা (প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ রাসূল এর প্রতি)	৫০-ক্বাফ	৩৯	৯২৪
পবিত্রতা (প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	৪০-মু'মিন	৫৫	৮৮২
পবিত্রতা (প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছে ফেরেশতা)	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
পবিত্রতা (প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করে, জ্ঞানপ্রাপ্তরা)	১৭-ইস্‌রা	১০৮	৭২৩
পবিত্রতা (মুমিন প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে)	৩২-সাজ্‌দা	১৫	৮৩১
পরবর্তীরা প্রতিপালককে বলবে পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে...	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
পরিচালনা করেন (প্রতিপালক সমুদ্রে নৌযান পরিচালনা করেন)	১৭-ইস্‌রা	৬৬	৭১৯
পরিচালিত করা (প্রতিপালক নবীকে সরলসঠিক পথে পরিচালিত করেছেন)	৬-আন্‌'আম	১৬১	৬১২
পরিচালিত করা (প্রতিপালক মুমিনকে সঠিকপথে পরিচালিত করেন)	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
পরিত্যাগ (প্রতিপালক মুহাম্মদ স. কে পরিত্যাগ করেননি)	৯৩-দুহা	৩	১০২৬
পরিবেষ্টন (প্রতিপালক সবকিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন)	৬-আন্‌'আম	৮০	৬০৩
পরিবেষ্টন (মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন প্রতিপালক)	১৭-ইস্‌রা	৬০	৭১৯
পরিবেষ্টন করে আছেন প্রতিপালক (মাদইয়ানবাসীদের কৃতকর্ম)	১১-হূদ	৯২	৬৭৪
পরীক্ষা করেন (প্রতিপালক মানুষকে অনুগ্রহ দান করে পরীক্ষা করেন)	৮৯-ফাজ্‌র	১৫	১০২১
পরীক্ষা (ফিরআউনের নির্যাতন প্রতিপালকের পরীক্ষাস্বরূপ ছিল)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
পরীক্ষা (বনী ইসরাঈলের জন্য প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মহাপরীক্ষা)	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
পরীক্ষা (বনী ইসরাঈলের জন্য প্রতিপালকের পরীক্ষা)	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
পাকড়াও করেন প্রতিপালক (জালিম জনপদকে)	১১-হূদ	১০২	৬৭৫
পাকড়াও (প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন)	৮৫-বুরূজ	১২	১০১৫
পাকড়াও না করার জন্য প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
পান করানো (প্রতিপালক জান্নাতীদের বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন)	৭৬-দাহ্‌র	২১	৯৯৬
পুরোপুরি প্রদান করবেন প্রতিপালক, মুশরিকদের কর্মসমূহ (কর্মফল)	১১-হূদ	১১১	৬৭৫
পুরস্কার (প্রতিপালকের নিকট উত্তম পুরস্কার স্থায়ী সৎকাজের জন্য)	১৮-কাহ্‌ফ	৪৬	৭২৮
পূর্ণ করা (প্রতিপালকের কাছে মুমিনগণের আলো পূর্ণ করার দোয়া)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক (আল্লাহ্‌) ছাড়া ইলাহ নেই	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	৯	৯৮৮
পূর্বঘোষণা (প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে ...!)	১০-ইউনুস	১৯	৬৫৬
পূর্ব-পশ্চিমের প্রতিপালকই মানুষের প্রতিপালক (ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২৮	৭৮৯
পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক (ফির'আউন সম্প্রদায়ের প্রতিপালক প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২৬	৭৮৯
পৃথিবীর প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা	৪৫-জাছিয়া	৩৬	৯০৭
পৃথিবীর প্রতিপালক ওহী করায় সে কিয়ামতে খবর বর্ণনা করবে...	৯৯-যিল্‌যাল	৫	১০৩০
পৃথিবীর প্রতিপালক সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র	৪৩-যুখরুফ	৮২	৯০১
প্রজ্ঞা ওহী করেছেন রাসূল এর প্রতিপালক	১৭-ইস্‌রা	৩৯	৭১৭
প্রজ্ঞাবান (প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী)	৬-আন্‌'আম	১২৮	৬০৮
প্রজ্ঞাবান (প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী, মর্যাদা দান প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৮৩	৬০৩
প্রতাপশালী (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী, ছামুদ জাতির শাস্তি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৬	৬৭১
প্রতাপশালী (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	১৫৯	৭৯৬
প্রতাপশালী (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	৬৮	৭৯১
প্রতাপশালী (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	১০৪	৭৯৩
প্রতাপশালী (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	২৯-আনকাবূত	২৬	৮১৮
প্রতাপশালী (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	৯	৭৮৮
প্রতিদান (আল্লাহর জন্য সমর্পণকারীর প্রতিপালকের নিকট)	২-বাক্বারা	১১২	৫১৩
প্রতিদান (ঈমানদার সৎকর্মীর প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	২৭৭	৫৩৩
প্রতিদান (ঈমান ও সৎ কাজের প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে	২-বাক্বারা	২৬২	৫৩১
প্রতিদান (দানের প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	২৭৪	৫৩২
প্রতিদান (মুমিন/সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার প্রতিপালকের নিকট)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	৮	১০২৯
প্রতিদান (প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে তাদের জন্য যারা...)	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
প্রতিদান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতে)	৭৮-নাবা	৩৬	১০০১
প্রতিপালককে বিশ্বাস করায় রাসূল ও মুমিনদেরকে বের করে দেয়া	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
প্রতিপালককে আহ্বান করে দুর্ভাগা হননি ইবরাহীম	১৯-মারইয়াম	৪৮	৭৩৭
প্রতিপালক ভাল জানেন (আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে)	১৭-ইস্‌রা	৫৫	৭১৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসার আহ্বান (প্রশান্ত আত্মাকে)	৮৯-ফাজ্‌র	২৮	১০২২
প্রতিশ্রুতি সত্য, প্রতিপালকের (ইয়াজুজ মাজুজ প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্‌ফ	৯৮	৭৩২
প্রতিষ্ঠিত করেন ... (জুলকারনাইনকে)	১৮-কাহ্‌ফ	৯৫	৭৩২
প্রত্যাবর্তন (জাদুকররা প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কথা বলল)	৭-আ'রাফ	১২৫	৬২৩
প্রত্যাবর্তন (প্রতিপালকের নিকট সকলের প্রত্যাবর্তন)	৪৩-যুখরুফ	১৪	৮৯৭
প্রত্যাবর্তন (প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন, ফির'আউনের জাদুকর প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৫০	৭৯০
প্রত্যাবর্তন (প্রতিপালকের দিকেই মানুষের প্রত্যাবর্তন)	৯৬-আলাক	৮	১০২৮
প্রত্যাবর্তিত করা হবে জালিমকে (প্রতিপালকের নিকট)..	১৮-কাহ্‌ফ	৮৭	৭৩২
প্রত্যাশা (প্রতিপালক সৎকর্মশীলদের সাথী করবেন -এমন প্রত্যাশা)	৫-মায়িদা	৮৪	৫৯১
প্রতাপশালী (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	১৭৫	৭৯৭
প্রতাপশালী (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	১৯১	৭৯৭
প্রতাপশালী (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	১২২	৭৯৪
প্রতাপশালী (প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু)	২৬-শু'আরা	১৪০	৭৯৫
প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল ছামূদ জাতি	৫১-যারিয়াত	৪৪	৯২৭
প্রতিপালকের রিসালাত পৌঁছে দেন হূদ আ.	৭-আ'রাফ	৬৮	৬১৯
প্রতিশ্রুতি (প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য হিসাবে পেয়েছে কি...)	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
প্রতিশ্রুতি (প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি, মুত্তাকীদের জন্য)	২৫-ফুরকান	১৬	৭৮৩
প্রতিশ্রুতি (বনী ইসরাইলকে প্রতিপালকের উত্তম প্রতিশ্রুতি)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
প্রতিশ্রুতি (প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে)	১৭-ইস্‌রা	১০৮	৭২৩
প্রতিশ্রুতি (প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য হিসাবে পেয়েছে জান্নাতিরা)	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
প্রত্যাবর্তনস্থল (প্রতিপালকের দিকে সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল)	৬-আন্‌'আম	১৬৪	৬১২
প্রত্যাবর্তনস্থল (প্রতিপালকের দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল)	৬-আন্‌'আম	১০৮	৬০৬
প্রত্যাবর্তনস্থল গ্রহণ করুক প্রতিপালকের দিকে (যার ইচ্ছা)	৭৮-নাবা	৩৯	১০০২
প্রত্যাবর্তনস্থল (মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল প্রতিপালকের নিকট)	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
প্রত্যক্ষদর্শী (প্রতিপালক সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫৩	৮৯০
প্রতিস্থাপন করবেন (হত্যাকৃত বালকটির চেয়ে পবিত্র সন্তান..)	১৮-কাহ্‌ফ	৮১	৭৩১
প্রদর্শন করবেন (নিকটতর সঠিক পথ)	১৮-কাহ্‌ফ	২৪	৭২৬
প্রবেশ করাবেন (প্রতিপালক যাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন...)	৩-আলে ইমরান	১৯২	৫৫৪
প্রভাতের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাওয়া (অনিষ্ট থেকে)	১১৩-ফালাক	১	১০৩৬
প্রমাণ (কুরআন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ...)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
প্রমাণ (প্রতিপালকের প্রমাণ না দেখলে ইউসুফ আ.)	১২-ইউসুফ	২৪	৬৭৯
প্রমাণ (প্রতিপালকের প্রমাণ মাদইয়ানবাসীর নিকট আসা, শু'আইব আ. প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
প্রমাণ (প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর রয়েছে যে...)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৪	৯১৩
প্রমাণ (মূসা আ. প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রমাণসহ আগমন)	৭-আ'রাফ	১০৫	৬২২
প্রমাণ (সালিহ আ. যদি প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকেন!)	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
প্রশংসা (মুমিন প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে)	৩২-সাজ্‌দা	১৫	৮৩১
প্রশংসা (ঘুম থেকে ওঠার সময় প্রতিপালকের প্রশংসা/পবিত্রতা)	৫২-তূর	৪৮	৯৩১
প্রশংসা (জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রশংসা...)	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
প্রশংসা (সাহায্য/বিজয় এলে প্রতিপালকের প্রশংসা/পবিত্রতা ঘোষণা)	১১০-নাস্‌র	৩	১০৩৫
প্রশান্তি (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রশান্তি- বনী ইসরাঈলের সিন্দুকে)	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
প্রসারিত করে দেন প্রতিপালক, রিযিক (যাকে ইচ্ছা)	৩৪-সাবা	৩৬	৮৪৪
প্রসারিত করেন প্রতিপালক রিযিক (যার জন্য ইচ্ছা...)	৩৪-সাবা	৩৯	৮৪৪
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে কিছু মানুষ...)	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট ইবরাহীম আ. এর সন্তান প্রার্থনা)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১০০	৮৬১
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট মুমিনদের প্রার্থনা, অপরাধ ক্ষমার...)	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা, জালিমদের অন্তর্ভুক্ত...)	২৩-মু'মিনূন	৯৪	৭৭২
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট হাওয়ারীদের প্রার্থনা)	৩-আলে ইমরান	৫৩	৫৪১
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট কল্যাণ প্রার্থনা, দুনিয়া ও...)	২-বাক্বারা	২০১	৫২২
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা, প্রতিশ্রুত বিষয় প্রদানের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৯৪	৫৫৫
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনার নির্দেশ রসুলকে)	১৭-ইস্‌রা	৮০	৭২১
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করার অনুরোধ...)	৪০-মু'মিন	৪৯	৮৮২
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা, চক্ষু শীতলকারী...)	২৫-ফুরকান	৭৪	৭৮৭
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা, হৃদয় বাঁকা না করার জন্য)	৩-আলে ইমরান	৮	৫৩৬
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণের প্রার্থনা)	২৩-মু'মিনূন	৯৯	৭৭২
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা রহমানের বান্দাদের...)	২৫-ফুরকান	৬৫	৭৮৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রার্থনা (মুমিনদেরকে কাফিরদের ফিতনা না বানানোর প্রার্থনা)	৬০-মুমতাহিনা	৫	৯৫৮
প্রার্থনা শ্রবণকারী প্রতিপালক (ইবরাহীম আ. প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৩৯	৬৯৭
প্রার্থনা (সদকা করার জন্য প্রতিপালকের কাছে অবকাশ প্রার্থনা)	৬৩-মুনাফিকূন	১০	৯৬৫
প্রার্থনা (সুস্থ সন্তানের জন্য প্রতিপালকের কাছে আদম-হাওয়া আ. এর প্রার্থনা)	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
প্রার্থনা (দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা...)	৩৮-সোয়াদ	৬১	৮৬৯
প্রেরিত (সালিহ আ. তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল)	৭-আ'রাফ	৭৫	৬১৯
প্রেরিত (প্রতিপালকের প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে ঈমানদারগণ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩	৯১২
প্রেরিত (মুহাম্মদ স. এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য)	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২
ফয়সালা (মতবিরোধের বিষয়ে প্রতিপালক ফয়সালা করবেন...)	৪৫-জাছিয়া	১৭	৯০৬
ফয়সালা (সত্যের সাথে ফয়সালার জন্য আল্লাহর কাছে রাসূল স. এর দোয়া)	২১-আম্বিয়া	১১২	৭৫৭
ফয়সালা (প্রতিপালক কিয়ামতে মতবিরোধের বিষয়ে ফয়সালা করবেন)	৩২-সাজদা	২৫	৮৩২
ফয়সালা (প্রতিপালক বনী ইসরাঈলের মতভেদের ফয়সালা করবেন)	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
ফায়সালা (প্রতিপালকের ফায়সালা চূড়ান্ত)	১৯-মারইয়াম	৭১	৭৩৯
ফিরআউন নিজেকে সর্বোচ্চ প্রতিপালক ঘোষণা করল...	৭৯-নাযি'আত	২৪	১০০৪
ফির'আউন সম্প্রদায়ের প্রতিপালক (আল্লাহ প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২৬	৭৮৯
ফিরিয়ে নেয়া (মৃত্যুর পর সকলকে প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে)	৩২-সাজদা	১১	৮৩০
ফিরিয়ে নেয়া (প্রতিপালকের দিকে সবাইকে ফিরিয়ে নেয়া হবে)	৪৫-জাছিয়া	১৫	৯০৬
ফিরে যাওয়া (প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার ভয়ে দান...)	২৩-মু'মিনূন	৬০	৭৬৯
ফিরে আসা (প্রতিপালকের কাছে ফিরে আসা, অনুতপ্ত হয়ে...)	১১-হূদ	৩	৬৬৫
ফিরিয়ে নেয়া হবে প্রতিপালকের কাছেই (সবাইকে)	১১-হূদ	৩৪	৬৬৮
ফেরেশতা প্রেরণ করতেন প্রতিপালকের ইচ্ছা করলে...	৪১-ফুস্সিলাত	১৪	৮৮৭
ফেরেশতাদেরকে প্রতিপালক কর্তৃক পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানানো প্রসঙ্গে	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
ফেরেশতাদের প্রতিপালকের নিকট মু'মিনদের জন্য প্রার্থনা	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
বনী ইসরাঈলদের প্রতিপালক আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৫১	৫৪১
বনী ইসরাঈলের প্রতিপালক ও মসীহ এর প্রতিপালকও আল্লাহ...	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
বরকতময় প্রতিপালকের নাম! -যিনি মহিমাময় ও মর্যাদাবান	৫৫-রাহ্মান	৭৮	৯৪২
বলা (মাতা-পিতার জন্য প্রতিপালককে বলা- 'হে প্রতিপালক...	১৭-ইস্রা	২৪	৭১৬
বলা (কাফিররা প্রতিপালককে বলবে, নেতারা তাদের পথভ্রষ্ট করেছে)	৩৩-আহযাব	৬৭	৮৩৯
বাণী (মারইয়াম প্রতিপালকের বাণীর সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছিল)	৬৬-তাহরীম	১২	৯৭১
বাণী (বনী ইসরাঈল সম্পর্কে প্রতিপালকের কল্যাণময় বাণী...)	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
বাণী (প্রতিপালকের বাণী গত হয়ে না থাকলে মীমাংসা হয়ে যেত...)	১১-হূদ	১১০	৬৭৫
বাণী (প্রতিপালকের বাণী পূর্ণ হবেই)	১১-হূদ	১১৯	৬৭৬
বাণী, প্রতিপালকের (শেষ হবার নয়, সমুদ্র কালি হলেও)	১৮-কাহ্ফ	১০৯	৭৩৩
বাণী (প্রতিপালকের বাণী সত্য হয়েছে,'পাপীরা ঈমান আনবে না')	১০-ইউনুস	৩৩	৬৫৭
বাণী (প্রতিপালকের বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে যে...)	৪০-মু'মিন	৬	৮৭৮
বাণী (শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী গত না হলে শাস্তি অপরিহার্য হত)	২০-ত্বা-হা	১২৯	৭৪৯
বাণী (সত্য ও ন্যায়পরায়নতায় প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ)	৬-আন্'আম	১১৫	৬০৭
বাণী (নির্দিষ্ট সময়ের অবকাশের বিষয়ে প্রতিপালকের বাণী গত ...)	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
বাণী (প্রতিপালকের বাণী সত্য হয়েছে যাদের উপর...)	১০-ইউনুস	৯৬	৬৬৩
বানানো (আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন)	৬-আন্'আম	১৬৫	৬১২
বাদানুবাদ করবে মানুষ কিয়ামতে (প্রতিপালকের সামনে)	৩৯-যুমার	৩১	৮৭৩
বান্দাদের একদল প্রতিপালককে বলত- হে প্রতিপালক...	২৩-মু'মিনূন	১০৯	৭৭২
বান্দারা প্রতিপালকের জন্য সিজদাবনত অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে	২৫-ফুরকান	৬৪	৭৮৭
বাহিনী (প্রতিপালকের বাহিনীর সংখ্যা কেউ জানে না)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
বিচার (প্রতিপালক তার হুকুমানুযায়ী বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিচার করবেন)	২৭-নামল	৭৮	৮০৬
বিচার (মতপার্থক্য/'শনিবার' বিষয়ে প্রতিপালক কিয়ামতে বিচার করবেন)	১৬-নাহ্ল	১২৪	৭১৩
বিনিময় দিবেন প্রতিপালক, বাগানওয়ালাদেরকে (উত্তম বিনিময়)	৬৮-ক্বালাম	৩২	৯৭৬
বিপথগামীরা প্রতিপালককে বলবে	২৮-কাসাস	৬৩	৮১৩
বিনয়াবনত (প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত মুমিন জান্নাতি হবে)	১১-হূদ	২৩	৬৬৭
বিরত রাখে, প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা থেকে..	১৮-কাহ্ফ	৫৫	৭২৯
বিশ্বাস (আরশ বহনকারী ফেরেশতারা প্রতিপালককে বিশ্বাস করে)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
বিশ্বাসী (অপরাধীরা প্রতিপালকের দৃঢ় বিশ্বাসী হবে ও সৎকাজ...)	৩২-সাজদা	১২	৮৩১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিতর্ক (প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য আগুনের পোশাক)	২২-হাজ্জ	১৯	৭৬০
বিধান এসে পড়েছে, প্রতিপালকের (লূত সম্প্রদায়ের)	১১-হূদ	৭৬	৬৭২
বিপদসংকুল দিনের ভয় করে নেককারগণ (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৭৬-দাহ্র	১০	৯৯৫
বিভিন্ন প্রতিপালক উত্তম না এক আল্লাহ?	১২-ইউসুফ	৩৯	৬৮০
বিপর্যয় (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিপর্যয় হানা দিল বাগানের উপর)	৬৮-ক্বালাম	১৯	৯৭৬
বেখবর নন (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রতিপালক বেখবর নন)	৬-আন্'আম	১৩২	৬০৯
বেখবর নন (প্রতিপালক মানুষের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন)	২৭-নামল	৯৩	৮০৭
বেখবর (রাসূল স. এর প্রতিপালক কৃতকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন)	১১-হূদ	১২৩	৬৭৬
বের করা (প্রতিপালক আদম সন্তানের পিঠ থেকে বংশধরদের বের করেন)	৭-আ'রাফ	১৭২	৬২৯
ভয় (ফেরেশতা/অন্যান্য সৃষ্টি প্রতিপালককে ভয় করে/তার আদেশ মানে)	১৬-নাহ্ল	৫০	৭০৭
ভয় (মুত্তাকীরা প্রতিপালককে না দেখেও ভয় করে)	২১-আম্বিয়া	৪৯	৭৫৩
ভয় (প্রতিপালককে ভয়কারীর জন্য জান্নাতে বহু কক্ষ আছে)	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
ভয় (প্রতিপালককে ভয়কারীর দেহ কুরআন পাঠে কেঁপে ওঠে)	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
ভয় (প্রতিপালককে ভয়কারীর জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া)	৭-আ'রাফ	১৫৪	৬২৬
ভয় (প্রতিপালকের ভয়ে ভীত-শঙ্কিত যারা...)	২৩-মু'মিনূন	৫৭	৭৬৯
ভয় (প্রতিপালককে ভয় করে, যারা তাদের জন্য জান্নাত)	৩-আলে ইমরান	১৯৮	৫৫৫
ভয় (প্রতিপালককে ভয় করলে তার সন্তুষ্টি ও পুরস্কার -জান্নাত)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
ভয় (প্রতিপালককে ভয় করার জন্য মানুষের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
ভয় (যে প্রতিপালককে ভয় করে তাকেই সতর্ক করা সম্ভব)	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
ভয় (যারা প্রতিপালককে ভয় করে তারা জান্নাতে যাবে)	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
ভয় (আমানত ফেরত দানের ব্যাপারে প্রতিপালক আল্লাহকে ভয়)	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
ভয় করা (প্রতিপালককে না দেখে ভয় করা)	৬৭-মুল্ক	১২	৯৭২
ভয় করতে প্রতিপালককে (মুমিনদের প্রতি নির্দেশ)	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
ভয় (তালাক প্রসঙ্গে প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
ভয় (প্রতিপালককে ভয়, ঋণের লেনদেন লিখে দেয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
ভয় (প্রতিপালককে ভয় করার নির্দেশ, মানুষের প্রতি)	৪-নিসা	১	৫৫৬
ভয় করে (বুদ্ধিমানরা প্রতিপালককে ভয় করে)	১৩-রা'দ	২১	৬৯০
ভয় (প্রতিপালককে ভয় করার নির্দেশ, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১	৭৫৮
ভরসা (নবী তার প্রতিপালক আল্লাহর উপরই ভরসা করেন)	৪২-শূরা	১০	৮৯১
ভরসা (প্রতিপালকের উপর হূদ আ. এর ভরসা)	১১-হূদ	৫৬	৬৭০
ভরসা (প্রতিপালকের উপর ভরসাকারীর উপর শয়তানের ক্ষমতা নেই)	১৬-নাহ্ল	৯৯	৭১১
ভরসা (প্রতিপালকের উপর ভরসা করে মু'মিনগণ)	৮-আনফাল	২	৬৩২
ভরসা (প্রতিপালকের উপর ভরসাকারীর জন্য উত্তম জিনিস...)	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
ভরসা (প্রতিপালকের উপর ভরসা, ইবরাহীম আ. ও তার সাথীদের)	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
ভরসা(প্রতিপালকের উপর ভরসাকারীর পুরস্কার প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৫৯	৮২১
ভরসা (প্রতিপালকের উপর ভরসার জন্য, হিজরতকারীর প্রতিদান)	১৬-নাহ্ল	৪২	৭০৬
ভাণ্ডার (প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের মালিক হলেও কাফিররা তা...)	১৭-ইস্রা	১০০	৭২২
ভাণ্ডার (প্রতিপালকের ভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রক কি অবিশ্বাসীরাই?)	৫২-তূর	৩৭	৯৩১
ভুলে না যাওয়া (প্রতিপালক ভুলে যান না)	২০-ত্বা-হা	৫২	৭৪৪
ভুল না করা (প্রতিপালক ভুল করেন না)	২০-ত্বা-হা	৫২	৭৪৪
ভুলে যান না প্রতিপালক (কোন কিছু)	১৯-মারইয়াম	৬৪	৭৩৮
মঙ্গল চাওয়া (প্রতিপালক পৃথিবীবাসীর মঙ্গল চাওয়া প্রসঙ্গ)	৭২-জ্বিন্	১০	৯৮৬
মনোনিবেশ (প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশের নির্দেশ, নবীকে)	৯৪-ইন্শিরাহ্	৮	১০২৭
মনোনীত করলেন প্রতিপালক মাছওয়ালা ইউনুস আ. কে (পুনরায়)	৬৮-ক্বালাম	৫০	৯৭৭
মনোনীত করা (আল্লাহ আদমকে মনোনীত করলেন)	২০-ত্বা-হা	১২২	৭৪৮
মনোনীত করবেন ইউসুফ আ. কে (তার প্রতিপালক)	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
মন্দ কাজগুলো প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য	১৭-ইস্রা	৩৮	৭১৭
মর্যাদা (প্রতিপালকের মর্যাদা উর্ধ্বে, তিনি স্ত্রী/সন্তান গ্রহণ করেননি)	৭২-জিন্	৩	৯৮৬
মর্যাদা (প্রতিপালকের নিকট মর্যাদা রয়েছে মু'মিনদের)	৮-আনফাল	৪	৬৩২
মর্যাদাবান প্রতিপালকের চেহারা/সত্তাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে	৫৫-রাহ্মান	২৭	৯৪০
মর্যাদাবান (প্রতিপালক মহিমাময় ও মর্যাদাবান)	৫৫-রাহ্মান	৭৮	৯৪২
মসীহ এর প্রতিপালক ও বনী ইসরাঈলের প্রতিপালক আল্লাহ..	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
মহানুভব (প্রতিপালক বড়ই মানুভব, পড়ার নির্দেশ প্রসঙ্গ)	৯৬-আলাক	৩	১০২৮
মহান (প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯৬	৯৪৭
মহিমাময় (প্রতিপালক মহিমাময় ও মর্যাদাবান)	৫৫-রাহ্মান	৭৮	৯৪২
মহিমাময় প্রতিপালকের চেহারা/সত্তাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে	৫৫-রাহ্মান	২৭	৯৪০
মহাপ্রতাপশালী ও মহান দাতা (প্রতিপালক)	৩৮-সোয়াদ	৯	৮৬৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মহাপ্রতাপশালী ও পরম ক্ষমাশীল (আকশ-পৃথিবীর প্রতিপালক)	৩৮-সোয়াদ	৬৬	৮৬৯
মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্	৪১-ফুস্‌সিলাত	৯	৮৮৬
মহাপ্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী প্রতিপালক (আল্লাহ)	৫১-যারিয়াত	৩০	৯২৬
মহানুভব (প্রতিপালক মহানুভব, মানুষের অকৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪০	৮০৩
মানুষকে প্রতিপালক পরীক্ষা করেন (রিযিক সংকুচিত করে দিয়ে)	৮৯-ফাজ্‌র	১৬	১০২১
মানুষকে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে প্রতারিত করল কিসে?	৮২-ইনফিতার	৬	১০১০
মানুষ সৃষ্টি (প্রতিপালক মানুষ সৃষ্টি করবেন কাদামাটি থেকে)	৩৮-সোয়াদ	৭১	৮৭০
মানুষ সৃষ্টির কথা বললেন প্রতিপালক (ফেরেশতাদেরকে)	১৫-হিজর	২৮	৬৯৯
মানুষের প্রতিপালক আল্লাহই (যিনি আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
মানুষের প্রতিপালক আল্লাহ	৫-মায়িদা	১১৭	৫৯৫
মানুষের প্রতিপালক আল্লাহরই রাজত্ব (তিনি একমাত্র ইলাহ)	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
মানুষের প্রতিপালক (মানুষ প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ)	১০০-'আদিয়াত	৬	১০৩০
মানুষের প্রতিপালক যখন মানুষকে অনুগ্রহ করে, তখন সে বলে...	৮৯-ফাজ্‌র	১৫	১০২১
মানুষের প্রতিপালক (যিনি আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালক)	২১-আম্বিয়া	৫৬	৭৫৪
মারইয়ামের প্রতিপালকের নিকট সহজ (মাইয়ামের পুত্র হওয়া)	১৯-মারইয়াম	২১	৭৩৫
মারইয়ামের প্রতিপালক পানির প্রবাহ বানিয়ে দিয়েছেন...	১৯-মারইয়াম	২৪	৭৩৫
মারইয়াম প্রতিপালককে বলল কিভাবে সন্তান হবে অথচ...	৩-আলে ইমরান	৪৭	৫৪০
মারইয়ামকে প্রতিপালক উত্তম রূপে কবুল করলেন	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
'মালিক' ফেরেশতাকে প্রতিপালকের কাছে দোয়া করতে বলা	৪৩-যুখরুফ	৭৭	৯০১
মিথ্যারোপ (প্রতিপালকের বিরুদ্ধে জালিমদের মিথ্যারোপ)	১১-হূদ	১৮	৬৬৭
মীমাংসা (শু'আইব/জাতির মাঝে মীমাংসার জন্য প্রতিপালকের কাছে দোয়া)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
মুক্তি কামনা করবে জাহান্নামী কাফিররা (প্রতিপালকের নিকট)	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
মুশরিকদের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম	৬-আন্'আম	২৩	৫৯৮
মুত্তাকীরা প্রতিপালকের দেয়া সামগ্রী উপভোগ করবে	৫১-যারিয়াত	১৬	৯২৫
মুমিনদের প্রতিপালক আল্লাহ	২-বাক্বারা	১৩৯	৫১৫
মুমিনদের প্রতিপালক আল্লাহ	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩০	৮৮৮
মু'মিনরাই প্রতিপালকের নিকট শহীদ ও সিদ্দিক	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
মুত্তাকীদের জন্য প্রতিপালকের নিকট আখিরাত	৪৩-যুখরুফ	৩৫	৮৯৮
মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত	৬৮-ক্বালাম	৩৪	৯৭৬
মুশরিকদের প্রতিপালকের কাছে শরীক সম্পর্কে অভিযোগ (কিয়ামতে)	১৬-নাহ্‌ল	৮৬	৭১০
মুহাম্মদ স. এর প্রতিপালক তাকে পরিত্যাগ করেননি	৯৩-দুহা	৩	১০২৬
মূসা আ. প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
'মূসা আ. তার প্রতিপালককে ডাকুক' ফিরআউন বলল	৪০-মু'মিন	২৬	৮৮০
মূসা আ. ও হারুন আ. এর প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন...	২০-ত্বা-হা	৫০	৭৪৪
মূসা আ. এর প্রতিপালক জানেন কে পথনির্দেশনা নিয়ে এসেছে	২৮-কাসাস	৩৭	৮১১
মূসা আ. এর প্রতিপালক (তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে মূসার সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১২	৭৪১
মূসা আ. এর প্রতিপালক পথ দেখাবেন (ফির'আউন বাহিনী থেকে রক্ষা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৬২	৭৯১
মূসা আ. প্রতিপালক যিনি, তিনিই ফির'আউনদেরও প্রতিপালক	৪৪-দুখান	২০	৯০৩
মূসা আ. এর প্রতিপালকের উপর জাদুকরদের ঈমান	৭-আ'রাফ	১২২	৬২৩
মূসা আ. এর প্রতিপালকের কাছে দোয়া(ফিরআউনের সম্পদ ধ্বংস প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
মূসা আ. এর প্রতিপালকের কাছে ভূমিজ দ্রব্যের জন্য আহবানের অনুরোধ	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
মূসা আ. এর প্রতিপালকের কাছে দোয়ার অনুরোধ (ফির'আ উনগোষ্ঠীর)	৪৩-যুখরুফ	৪৯	৮৯৯
মূসা আ. এর প্রতিপালকের কাছে বক্ষ প্রশস্ত করার জন্য দোয়া	২০-ত্বা-হা	২৫	৭৪২
মূসা আ. এর প্রতিপালকের কাছে আশঙ্কা প্রকাশ (ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১২	৭৮৮
মূসা আ. এর প্রতিপালকের দলিল-প্রমাণ (লাঠি ও শুভ্রোজ্জ্বল হাত)	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
মূসা আ. এর প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা (অহংকারী ব্যক্তি হতে)	৪০-মু'মিন	২৭	৮৮০
মূসা আ. এর প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমান আনার ঘোষণা	২৬-শু'আরা	৪৮	৭৯০
মূসা আ. প্রতিপালককে বলল (এক ব্যক্তির হত্যার বিষয়...)	২৮-কাসাস	৩৩	৮১১
মূসা আ. প্রতিপালককে বললেন- 'আমি ক্ষমতা রাখি না আমার ও...)	৫-মায়িদা	২৫	৫৮৩
মূসা আ. প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন	৪০-মু'মিন	২৭	৮৮০
মূসা আ. প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করল...	২৮-কাসাস	২৪	৮১০
মূসা আ. প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল (জুলুমের জন্য)	২৮-কাসাস	১৬	৮০৯
মূসা আ. প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করল (উদ্ধারের জন্য)	২৮-কাসাস	২১	৮০৯
মূসা আ. ও তার প্রতিপালককে বলল যুদ্ধে যেতে ((মূসার সম্প্রদায়)	৫-মায়িদা	২৪	৫৮৩
মূসা আ. ও হারুনের প্রতিপালকের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ	২০-ত্বা-হা	৪৫	৭৪৩
মূসা আ. ও হারুনের প্রতিপালক কে ? (ফিরআউনের জিজ্ঞাসা)	২০-ত্বা-হা	৪৯	৭৪৩
মেয়াদ (প্রতিশ্রুত শাস্তির মেয়াদ কি প্রতিপালক নির্ধারণ করবেন?...)	৭২-জিন্	২৫	৯৮৭
যথেষ্ট (বান্দাদের অভিভাবক হিসেবে প্রতিপালক যথেষ্ট)	১৭-ইস্‌রা	৬৫	৭১৯
যথেষ্ট (বান্দার অপরাধের খবর রাখার ব্যাপারে প্রতিপালক যথেষ্ট)	১৭-ইস্‌রা	১৭	৭১৫
যাকারিয়া আ. প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেন	১৯-মারইয়াম	৬	৭৩৪
যাকারিয়া আ. এর প্রতিপালকের নিকট (নিদর্শন প্রার্থনা...)	১৯-মারইয়াম	১০	৭৩৪
যাকারিয়া আ. এর প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা (নেক সন্তানের জন্য)	৩-আলে ইমরান	৩৮	৫৩৯
যাকারিয়া আ. এর প্রতিপালকের নিকট সন্তানের জন্য ডাকা/দোয়া...	২১-আম্বিয়া	৮৯	৭৫৬
যাকারিয়া আ. প্রতিপালকের নিকট জানতে চাইল কীভাবে সন্তান হবে...	১৯-মারইয়াম	৮	৭৩৪
যাত্রা (প্রতিপালকের দিকে যাত্রার সময়, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩০	৯৯৪
যুক্তি-প্রমাণ (ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রতিপালকের কাছে যুক্তি-প্রমাণ দেয়া)	২-বাক্বারা	৭৬	৫০৯
যুক্তি-প্রমাণ প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার (তাঁর সম্পর্কে বিতর্ককারীর)	৪২-শূরা	১৬	৮৯২
রক্ষা (প্রতিপালক মুত্তাকীদের আগুন থেকে রক্ষা করবেন)	৫২-তূর	১৮	৯৩০
রাসূল (প্রতিপলকের রাসূল, লূতের মেহমানগণ)	১১-হূদ	৮১	৬৭৩
রাসূল প্রতিপালককে বলবেন (জালিমদের কুরআন ত্যাগের ব্যাপারে)	২৫-ফুরকান	৩০	৭৮৪
রাসূল (প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্যসহ এসেছিলেন...)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
রাসূল(প্রতিপালকের রাসূল স. কে অমান্য করায় অপরাধীদের ধ্বংস)	৬৯-হাক্কাহ্	১০	৯৭৮
রাসূল (প্রতিপালকের রাসূল জিবরাঈল, মারইয়ামের নিকট)	১৯-মারইয়াম	১৯	৭৩৫
রাসূল প্রেরণ করতেন যদি প্রতিপালক তবে...	২৮-কাসাস	৪৭	৮১২
রাসূল (মূসা আ. জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল)	৭-আ'রাফ	১০৪	৬২২
রাসূল পাঠানোর জন্য প্রতিপালকের নিকট দোয়া	২-বাক্বারা	১২৯	৫১৪
রাসূলগণ প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ এসেছিলেন	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
রাসূল এর কথা, প্রতিপালকের প্রতি (সম্প্রদায়ের ঈমান প্রসঙ্গ..)	৪৩-যুখরুফ	৮৮	৯০১
রাসূল এর প্রতিপালক এমন দান করবেন যে তিনি সন্তুষ্ট হবেন	৯৩-দুহা	৫	১০২৬
রাসূল এর প্রতিপালক দয়াময় আল্লাহ তাকে ছাড়া কোন ইলাহ নেই	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
রাসূল এর প্রতিপালক যা অবতীর্ণ করেছেন তাকে সত্য...	৩৪-সাবা	৬	৮৪১
রাসূল এর প্রতিপালক রাসূল কে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন	১৭-ইস্‌রা	৭৯	৭২০
রাসূল এর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা...	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
রাসূল এর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন...	১৩-রা'দ	২৭	৬৯১
রাসূল এর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ তাকে সত্য জানা	১৩-রা'দ	১৯	৬৯০
রাসূল এর প্রতিপালকের কসম (তিনি অবশ্যই প্রশ্ন করবেন কাফিরদেরকে)	১৫-হিজর	৯২	৭০২
রাসূল এর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?...	১৩-রা'দ	৭	৬৮৮
রাসূল এর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে	৪০-মু'মিন	৬৬	৮৮৩
রাসূল (মূসা আ. ও হারুন আ. এর প্রতিপালকের রাসূল...)	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩
রাসূল (মূসা আ. ও হারুন আ. এর প্রতিপালকের রাসূল, ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৬	৭৮৮
রাসূল কে প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য্য ধারণ করার নির্দেশ	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৭	৯৯০
রাসূল কে তার প্রতিপালকঘর থেকে বের করলেন	৮-আনফাল	৫	৬৩২
রাসূল কে যদি দেখান প্রতিপালক (প্রতিশ্রুত শাস্তি...)	২৩-মু'মিনূন	৯৩	৭৭১
রিসালাত (রাসূল কর্তৃক প্রতিপালকের রিসালাত পৌঁছানো প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	২৮	৯৮৭
রিসালাত (প্রতিপালকের রিসালাত শু'আইব আ. এর সম্প্রদায়কে পৌঁছানো)	৭-আ'রাফ	৯৩	৬২১
রিসালাত (প্রতিপালকের রিসালাত পৌঁছে দেয় নূহ আ.)	৭-আ'রাফ	৬২	৬১৮
রিযিক (প্রতিপালক প্রদত্ত আখিরাতের রিযিক উত্তম ও চিরস্থায়ী)	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯
রিযিক (প্রতিপালকের রিযিক আহার করার নির্দেশ, সাবাবাসীকে)	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
রিযিক প্রসারিত ও পরিমাপ করে দেন প্রতিপালক	১৭-ইস্‌রা	৩০	৭১৬
রিসালাত (সালিহ আ. কর্তৃক প্রতিপালকের রিসালাত পৌঁছানো)	৭-আ'রাফ	৭৯	৬২০
লূত আ. এর দোয়া (প্রতিপালকের কাছে জাতির অপকর্ম থেকে রক্ষার জন্য)	২৬-শু'আরা	১৬৯	৭৯৬
শক্তিমান (প্রতিপালক সর্বশক্তিমান)	২৫-ফুরকান	৫৪	৭৮৬
শক্তিশালী (প্রতিপালক মহাশক্তিশালী ও মহাপ্রতাপশালী, শাস্তি দান)	১১-হূদ	৬৬	৬৭১
শয়তান প্রতিপালককে বলবে-'আমি তাকে অবাধ্য করিনি'	৫০-ক্বাফ	২৭	৯২৩
শরীক করে না কাউকে প্রতিপালকের সাথে (বাগানওয়ালার সাথী)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৮	৭২৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
শরীক না করার নির্দেশ, প্রতিপালকের ইবাদতে..	১৮-কাহ্ফ	১১০	৭৩৩
শরীক না করার ঘোষণা (প্রতিপালকের সাথে)..	১৮-কাহ্ফ	৩৮	৭২৭
শরীক (প্রতিপালকের সাথে শরীক করে না যারা...)	২৩-মু'মিনূন	৫৯	৭৬৯
শরীক (প্রতিপালকের সাথে শরীক করে একদল মানুষ)	৩০-রূম	৩৩	৮২৪
শরীক (প্রতিপালকের সাথে শরীক না করার ওয়াদা, মুমিন জিনদের)	৭২-জিন্	২	৯৮৬
শরিক করার জন্য অনুশোচনা, প্রতিপালকের সাথে (বাগানওয়ালার)	১৮-কাহ্ফ	৪২	৭২৮
শাস্তির চাবুক মারলেন প্রতিপালক (আদ, ছামুদ ও ফির'আউনদেরকে)	৮৯-ফাজ্র	১৩	১০২১
শাস্তি (কাফিররা কি প্রতিপালকের নির্দেশ/শাস্তির প্রতীক্ষা করছে?)	১৬-নাহ্ল	৩৩	৭০৫
শাস্তি (প্রতিপালকের শাস্তির ফুৎকার স্পর্শ করা,জালিমদের দুর্ভোগ)	২১-আম্বিয়া	৪৬	৭৫৩
শাস্তি (প্রতিপালকের শাস্তি ভয় করার মত)	১৭-ইস্রা	৫৭	৭১৮
শাস্তি (প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যই সংঘটিত হবে)	৫২-তূর	৭	৯২৯
শাস্তি (প্রতিপালকের শাস্তি থেকে কেউ নিরাপদ নয়)	৭০-মা'আরিজ	২৮	৯৮২
শাস্তি (প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত যারা ...)	৭০-মা'আরিজ	২৭	৯৮২
শাস্তি (প্রতিপালকের শাস্তি নির্ধারিত হয়ে আছে, হুদ আ. বললেন...)	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
শাস্তির আবাস (উপদেশগ্রহণকারীদের জন্য প্রতিপালকের কাছে...)	৬-আন্'আম	১২৭	৬০৮
শি'রা নক্ষত্রের প্রতিপালক (আল্লাহ)	৫৩-নাজম	৪৯	৯৩৪
শিরক (দুঃখ-দুর্দশা দূর হলে মানুষ প্রতিপালকের সাথে শিরক করে)	১৬-নাহ্ল	৫৪	৭০৭
শেষ গন্তব্য প্রতিপালকের নিকট (সবকিছুর)	৫৩-নাজম	৪২	৯৩৪
শ্রেষ্ঠত্ব (প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার নির্দেশ, রাসূল স. কে)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩	৯৯০
শ্রবণকারী (প্রতিপালক প্রার্থনা শ্রবণকারী)	৩-আলে ইমরান	৩৮	৫৩৯
সংরক্ষক (প্রতিপালক সবকিছুর সংরক্ষক)	১১-হূদ	৫৭	৬৭১
সংরক্ষক (প্রতিপালক সবকিছুর সংরক্ষক)	৩৪-সাবা	২১	৮৪৩
সকলের প্রতিপালক আল্লাহ	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
সক্ষম হবেন কি প্রতিপালক খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ করতে...	৫-মায়িদা	১১২	৫৯৪
সঠিকপথ দেখাবেন ইবরাহিম আ. কে (ইবরাহীম আ. এর প্রত্যাশা)	৩৭-সাফ্ফাত	৯৯	৮৬১
সঠিকপথ প্রদর্শন (ইবরাহীম আ. এর প্রতিপালক সঠিকপথ প্রদর্শন করা প্র.)	৬-আন্'আম	৭৭	৬০৩
সৎকর্মপরায়ণগণ প্রতিপালকের নিকট যা চাবে তাই পাবে	৩৯-যুমার	৩৪	৮৭৪
সত্য (রাসূলগণ প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন)	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
সত্য বলেছেন প্রতিপালক...	৩৪-সাবা	২৩	৮৪৩
সত্য (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য, মশার উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
সত্য (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য)	৩-আলে ইমরান	৬০	৫৪১
সত্য (কুরআন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সত্য)	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
সত্য (কিতাব/কুরআন প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত সত্য)	৩২-সাজ্দা	৩	৮৩০
সত্য (কুরআন) এসেছে প্রতিপালকের নিকট থেকে ...	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
সত্য (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল স. এর কাছে সত্য/কুরআনএসেছে)	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
সত্য (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য, নাযিলকৃত কিতাব)	২-বাক্বারা	১৪৭	৫১৬
সন্তোষভাজন (প্রতিপালকের সন্তোষভাজন ছিল ইসমাঈল আ.)	১৯-মারইয়াম	৫৫	৭৩৭
সন্তুষ্টি প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করে (বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
সন্তুষ্টি (প্রতিপালকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাড়াহুড়া, মূসার তূর পর্বতে গমন)	২০-ত্বা-হা	৮৪	৭৪৬
সন্তুষ্টি (প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দান)	৯২-লাইল	২০	১০২৫
সন্তুষ্টি (প্রতিপালকের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ কামনা...)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
সমকক্ষ নির্ধারণ (প্রতিপালকের সমকক্ষ নির্ধারণ প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৫০	৬১১
সমকক্ষ (ইবলিসকে প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করা...)	২৬-শু'আরা	৯৮	৭৯৩
সমকক্ষ নির্ধারণ (কাফিররা প্রতিপালকের সমকক্ষ নির্ধারণ করে)	৬-আন্'আম	১	৫৯৬
সমবেত করবেন প্রতিপালক (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে)	১৫-হিজর	২৫	৬৯৯
সমবেত করা (প্রতিপালকের দিকে সবকিছুকে সমবেত করা হবে)	৬-আন্'আম	৩৮	৫৯৯
সমবেত করা (প্রতিপালকের সামনে সমবেত হবার ভয় করে যারা)	৬-আন্'আম	৫১	৬০০
সম্প্রসারিত করেন (প্রতিপালক ছায়া সম্প্রসারিত করেন)	২৫-ফুরকান	৪৫	৭৮৫
সরল-সঠিক পথে আছেন প্রতিপালক (হূদের প্রতিপালক)	১১-হূদ	৫৬	৬৭০
সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী (প্রতিপালক)	৪৪-দুখান	৬	৯০২
সহায়স্থল (দয়াময় প্রতিপালকই রাসূল/বান্দার সহায়স্থল)	২১-আম্বিয়া	১১২	৭৫৭
সহজ (প্রতিপালকের জন্য সহজ, যাকারিয়া আ. কে সন্তান দান)	১৯-মারইয়াম	৯	৭৩৪
সাক্ষাৎ (প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস...)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
সাক্ষাৎ (প্রতিপালকের সাক্ষাৎপ্রত্যাশীর জন্য সাহায্যপ্রার্থনা কঠিন নয়)	২-বাক্বারা	৪৬	৫০৫
সাক্ষাত (প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করলে সৎকাজ করাতে হবে..)	১৮-কাহ্ফ	১১০	৭৩৩
সাক্ষাত (প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ কাফিরদের)	৪১-ফুস্সিলাত	৫৪	৮৯০
সাক্ষাত (প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে মানুষ অবিশ্বাসী)	৩০-রূম	৮	৮২২
সাক্ষাত (প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে ঈমান)	৬-আন্'আম	১৫৪	৬১১
সাক্ষাত (মানুষ প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভের জন্য সাধনা করে)	৮৪-ইন্শিকাক্	৬	১০১৩
সাক্ষাত (মুমিনরা প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে)	১১-হূদ	২৯	৬৬৮
সাক্ষ্য দেয়া (আল্লাহ মানুষের প্রতিপালক হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া)	৭-আ'রাফ	১৭২	৬২৯
সাড়াদানকারী (প্রতিপালক সাড়াদানকারী, মানুষের ডাকে)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
সাড়া দিলেন প্রতিপালক (ইউসুফ আ. এর ডাকে)	১২-ইউসুফ	৩৪	৬৮০
সাড়া দিলেন প্রতিপালক মুমিনদের ডাকে	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
সাবাবাসীদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা...	৩৪-সাবা	১৯	৮৪২
সালাম প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (জান্নাতীদেরকে)	৩৬-ইয়াসীন	৫৮	৮৫৫
সাহায্য করবেন প্রতিপালক পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে	৩-আলে ইমরান	১২৫	৫৪৮
সাক্ষাৎ (কাফিররা প্রতিপালকের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে)	৩২-সাজ্দা	১০	৮৩০
সাহায্য করেন প্রতিপালক তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে (বদর যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১২৪	৫৪৮
সাহায্য (প্রতিপালকের সাহায্য প্রার্থনা করলেন হূদ আ.)	২৩-মু'মিনূন	৩৯	৭৬৮
সাহায্য (প্রতিপালকের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল যখন মু'মিনরা...)	৮-আনফাল	৯	৬৩২
সাহায্য (প্রতিলকের সাহায্য আসলে মুনাফিক বলে...)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
সাহায্য প্রার্থনা (প্রতিপালকের কাছে লূত আ. এর সাহায্য প্রার্থনা)	২৯-আনকাবূত	৩০	৮১৮
সিজদা (প্রতিপালককে সিজদা করার নির্দেশ, মারইয়ামের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	৪৩	৫৪০
সুস্পষ্ট প্রমাণ (প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমানের উপরে শু'আইব আ.)	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
সুক্ষ্মদর্শী প্রতিপালক (ইউসুফ আ. ও তার ভাইদের প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
সুসংবাদ দিচ্ছেন প্রতিপালক (ঈমানদার, হিজরাতকারী ও...)	৯-তাওবা	২১	৬৪২
সুলাইমান আ. এর প্রতিপালকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য প্রার্থনা	২৭-নামল	১৯	৮০১
সুলাইমান আ. এর প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা	৩৮-সোয়াদ	৩৫	৮৬৮
সূর্যকে প্রতিপালক বলা (ইবরাহীম আ. কর্তৃক)	৬-আন্'আম	৭৮	৬০৩
সৃষ্টি করেননি প্রতিপালক, আকাশ ও পৃথিবী (বাতিল হিসেবে)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
সৃষ্টি করেন প্রতিপালক যা ইচ্ছা	২৮-কাসাস	৬৮	৮১৪
সৃষ্টি (প্রতিপালকের নামে পড়ার নির্দেশ –যিনি সৃষ্টি করেছেন)	৯৬-আলাক	১	১০২৮
সৃষ্টি (প্রতিপালকের সৃষ্ট নারী পরিত্যাগ করে পুরুষের সাথে যৌনকর্ম...)	২৬-শু'আরা	১৬৬	৭৯৬
স্থলাভিষিক্ত করবেন প্রতিপালক (আদ জাতির স্থলে অন্যকে)	১১-হূদ	৫৭	৬৭১
স্নেহশীল (প্রতিপালক পরম স্নেহশীল ও অশেষ দয়ালু)	১৬-নাহ্ল	৪৭	৭০৬
স্নেহশীল ও দয়ালু প্রতিপালক	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬
স্পষ্ট প্রমাণ (রাসূল প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত)	৬-আন্'আম	৫৭	৬০১
স্পষ্ট প্রমাণ (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে...)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
স্মরণ (প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় ভয় ও বিনয়ের সাথে স্মরণ)	৭-আ'রাফ	২০৫	৬৩১
স্মরণ (প্রতিপালককে স্মরণ করার নির্দেশ, যাকারিয়া আ. কে)	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
স্মরণ (প্রতিপালকের স্মরণ থেকে সম্পদকে বেশি ভালবাসা)	৩৮-সোয়াদ	৩২	৮৬৮
স্মরণ (প্রতিপালকের স্মরণবিমুখ লোকের দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ)	৭২-জিন্	১৭	৯৮৭
স্মরণ করা, প্রতিপালককে (ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলে)	১৮-কাহ্ফ	২৪	৭২৬
স্মরণ (কাফিররা প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়)	২১-আম্বিয়া	৪২	৭৫৩
স্রষ্টা (প্রতিপালক সবকিছুর স্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী)	১৫-হিজর	৮৬	৭০২
হারুন আ. ও মূসা আ. এর প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমান	২০-ত্বা-হা	৭০	৭৪৫
হারুন আ. এর প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমান আনার ঘোষণা	২৬-শু'আরা	৪৮	৭৯০
হারুন আ. এর প্রতিপালকের উপর জাদুকরদের ঈমান	৭-আ'রাফ	১২২	৬২৩
হারামকৃত বিষয় (প্রতিপালকের হারামকৃত বিষয় রাসূল কর্তৃক পাঠ)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
হারাম করেছেন প্রতিপালক অশ্লীলতা	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫
হিসাবের দায়িত্ব প্রতিপালকের উপর (মুমিনদের হিসাব)	২৬-শু'আরা	১১৩	৭৯৩
হিসাব (প্রতিপালকের কাছে তার হিসাব যে অন্য উপাস্যকে ডাকে)	২৩-মু'মিনূন	১১৭	৭৭৩
হুকুম (প্রতিপালক তার হুকুমানুযায়ী বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিচার করবেন)	২৭-নামল	৭৮	৮০৬
হুকুম (রাসূল স. কে প্রতিপালকের হুকুমের জন্য ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ)	৭৬-দাহ্র	২৪	৯৯৬
প্রতিপালন (আরো দেখুন লালন-পালন শব্দটি)			
উদ্ভিদের মত প্রতিপালন করেন আল্লাহ মানুষকে (যমীনে)	৭১-নূহ্	১৭	৯৮৫
মারইয়ামকে প্রতিপালন করলেন প্রতিপালক (উত্তমরূপে)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
মাতা-পিতা প্রতিপালন করেছেন সন্তানকে (শৈশবে)	১৭-ইস্রা	২৪	৭১৬
প্রতিপালিত			
মূসা আ. আল্লাহর চোখের সামনে প্রতিপালিত হওয়া (ফির'আউনের ঘরে)	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিফল (আরো দেখুন কর্মফল/পুরস্কার/প্রতিদান শব্দটি)			
অকৃতজ্ঞের প্রতিফল (জাহান্নামের আগুন)	৩৫-ফাতির	৩৬	৮৪৯
অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতিফল (আদ জাতি প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	২৫	৯১০
অপরাধী সম্প্রদায়কে আল্লাহ ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিফল দেন	১০-ইউনুস	১৩	৬৫৫
অপরাধীদের প্রতিফল দেন আল্লাহ...	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
অবিশ্বাসের প্রতিফল জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন	১৭-ইস্রা	৯৮	৭২২
অবাধ্যতার কারণে ইহুদীদের প্রতিফল/শাস্তি (চর্বি হারাম করা প্র.)	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
অর্জনের প্রতিফল জাহান্নাম (তাবুকযুদ্ধে অজুহাত পেশকারীদের)	৯-তাওবা	৯৫	৬৫০
অর্জনের প্রতিফল স্বরূপ বেশি বেশি কাঁদবে (মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৮২	৬৪৮
অর্জনের প্রতিফল (হাত কেটে দেয়া, চোর ও নারী চোরের)	৫-মায়িদা	৩৮	৫৮৫
আখিরাতের প্রতিফল উত্তম (ঈমানদার মুত্তাকীদের জন্য)	১২-ইউসুফ	৫৭	৬৮২
আগুন (আল্লাহর শত্রুদের প্রতিফল আগুন)	৪১-ফুস্সিলাত	২৮	৮৮৮
আগুন (আল্লাহর আয়াত অস্বীকারের প্রতিফল আগুন)	৪১-ফুস্সিলাত	২৮	৮৮৮
আয়াতে ঈমান না আনলে প্রতিফল (দৃষ্টিহীন অবস্থায় হাশর হবে)	২০-ত্বা-হা	১২৭	৭৪৯
ঈমানের পর কুফরীর প্রতিফল লা'নত (আল্লাহ, ফেরেশতা ও...	৩-আলে ইমরান	৮৭	৫৪৪
কঠিন শাস্তি (হত্যা/উচ্ছেদ/কিতাবের কিছু অংশে ঈমানের প্রতিফল)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে প্রত্যেককে (কিয়ামতের দিন)	৩৬-ইয়াসীন	৫৪	৮৫৫
কাজের পূর্ণ প্রতিফল দুনিয়ায় দেয়া হয় (দুনিয়া কামনাকারীকে)	১১-হূদ	১৫	৬৬৭
কাজের প্রতিফল ছাড়া অন্য কিছুই কাফিরদেরকে দেয়া হবে না	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
কাজের প্রতিফল দেয়া হবে আজ (কিয়ামতের দিন)	৪৫-জাছিয়া	২৮	৯০৭
কাজের প্রতিফল দেয়া হবে (মন্দ কাজ করলে)	২৮-কাসাস	৮৪	৮১৫
কাজের প্রতিফল পাবে কাফিরগণ (কিয়ামতে)	৩৭-সাফ্ফাত	৩৯	৮৫৮
কাজ অনুযায়ী প্রতিফল (নিদর্শন/আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলা প্র.)	৭-আ'রাফ	১৪৭	৬২৫
কাফিরদের প্রতিফল লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (অহংকারের কারণে)	৪৬-আহ্কাফ	২০	৯১০
কাফিরদের প্রতিফল (হুনাইনে কাফিরদের পরাজয় প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	২৬	৬৪২
কাফিরদের কৃতকর্মের প্রতিফল কিয়ামতে দেয়া হবে	৬৬-তাহ্রীম	৭	৯৭০
কুকর্ম করতে চাওয়ার প্রতিফল কী হতে পারে? (আযীযের স্ত্রী প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
কৃতকর্মের (কাফিরদের কৃতকর্মের নিকৃষ্টতম প্রতিফল দিবেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্সিলাত	২৭	৮৮৮
কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে (আল্লাহর নামের বিচ্যুতি ঘটালে)	৭-আ'রাফ	১৮০	৬২৯
কৃতকর্মের প্রতিফল প্রত্যেককে দেয়া হবে (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৭০	৮৭৭
কৃতকর্মের প্রতিফল যাতে আল্লাহ লোকদেরকে দিতে পারেন...	৪৫-জাছিয়া	১৪	৯০৬
কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ জাহান্নামে প্রবেশ (অস্বীকারকারীদের)	৫২-তূর	১৬	৯২৯
চক্ষু শীতলকারী প্রতিফল (মুমিনের কৃতকর্মের বিনিময়ে)	৩২-সাজ্দা	১৭	৮৩১
চুরির (পানপাত্র যার কাছে পাওয়া যাবে তার প্রতিফল সে নিজেই)	১২-ইউসুফ	৭৫	৬৮৪
জালিমদের প্রতিফল (আগুনে স্থায়ী হওয়া)	৫৯-হাশর	১৭	৯৫৭
জালিমদের প্রতিফল দেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৪১	৬১৬
জাহান্নাম (মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর প্রতিফল জাহান্নাম)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
জাহান্নাম (জালিম নিজকে ইলাহ দাবী করার প্রতিফল জাহান্নাম)	২১-আম্বিয়া	২৯	৭৫২
জাহান্নাম (কুফরী করার প্রতিফল)	১৮-কাহ্ফ	১০৬	৭৩৩
জাহান্নাম (অস্বীকারকারীদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ...)	৫২-তূর	১৬	৯২৯
জালিমের প্রতিফল জাহান্নাম (নিজকে ইলাহ দাবী করায়)	২১-আম্বিয়া	২৯	৭৫২
জালিমদের অর্জনের প্রতিফলস্বরূপ স্থায়ী শাস্তি দেয়া হবে	১০-ইউনুস	৫২	৬৫৯
জালিদের প্রতিফল (আগুনের অধিবাসী হওয়া)	৫-মায়িদা	২৯	৫৮৪
দুনিয়া কামনাকারীকে কাজের পূর্ণ প্রতিফল দুনিয়ায় দেয়া হয়	১১-হূদ	১৫	৬৬৭
নিকৃষ্ট প্রতিফলের সংবাদ দিবেন রাসূল স. পাপচারীদরকে	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
নিজে (যার ব্যাগে পানপাত্র পাওয়া যাবে সে নিজেই তার প্রতিফল)	১২-ইউসুফ	৭৫	৬৮৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাপের প্রতিফল প্রসঙ্গ (পাপ অর্জনকারীদের প্রতিফল দান)	৬-আন্'আম	১২০	৬০৭
পুরোপুরি দিবেন আল্লাহ প্রাপ্য প্রতিফল	২৪-নূর	২৫	৭৭৬
প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল আল্লাহ দিবেন	১৪-ইবরাহীম	৫১	৬৯৭
মন্দ কাজের বিনিময়ে অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে	৬-আন্'আম	১৬০	৬১২
মন্দকাজের প্রতিফল কাজ অনুযায়ী দেয়া হবে	৫৩-নাজম	৩১	৯৩৩
মন্দ কাজের প্রতিফল দেয়া প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১২৩	৫৭২
মন্দ কাজের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ (অপমান/আগুন...)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
মন্দকাজের প্রতিফল (অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ...)	২৭-নামল	৯০	৮০৭
মন্দ কাজের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ	৪০-মু'মিন	৪০	৮৮১
মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
মানুষকে তার প্রচেষ্টার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে	৫৩-নাজম	৪১	৯৩৪
মিথ্যাবাদীর (কাফেলা মিথ্যাবাদী হলে, তার প্রতিফল কি হবে)	১২-ইউসুফ	৭৪	৬৮৩
মিথ্যা রচনার প্রতিফল (মুশরিকদের শাস্তি স্বরূপ)	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
মিথ্যা রচনাকারীদের প্রতিফল (প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা)	৭-আ'রাফ	১৫২	৬২৬
মুখ ফিরানোর (আল্লাহর আয়াত থেকে মুখ ফিরানোর প্রতিফল)	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
মুশরিকদের প্রতিফল (গবাদি পশুর পেটের বাচ্চা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৩৯	৬০৯
যুদ্ধের প্রতিফল হত্যা করা (মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ)	২-বাক্বারা	১৯১	৫২১
যুদ্ধ করার (আল্লাহ রাসূল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিফল)	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
সীমালঙ্ঘনের প্রতিফল দৃষ্টিহীন অবস্থায় হাশর	২০-ত্বা-হা	১২৭	৭৪৯
হত্যাকারীর প্রতিফল জাহান্নাম (মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা...)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
প্রতিবেদন			
পাঠ করে শুনাবেন, রাসূল স. (জুলকারনাইন সম্পর্কে)..	১৮-কাহ্ফ	৮৩	৭৩১
প্রতিবেশী			
দূর প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
নিকট প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
রাসূল স. এর প্রতিবেশীরূপে মুনাফিকরা সামান্য সময় থাকবে (মদীনায়)	৩৩-আহযাব	৬০	৮৩৯
প্রতিমা (দেখুন মূর্তি শব্দটি)			
প্রতিযোগিতা			
কল্যাণকর কাজের প্রতিযোগিতার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৪৮	৫১৬
কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে	১০২-তাকাছুর	১	১০৩২
প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিৎ (জান্নাতের পানীয় লাভে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৬	১০১২
প্রতিযোগী			
প্রতিযোগিতা করা উচিৎ প্রতিযোগীদের (জান্নাতের পানীয় লাভে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৬	১০১২
প্রতিরোধ			
কিয়ামতের দিন প্রতিরোধ করার নয়	৩০-রূম	৪৩	৮২৫
দিন (অপ্রতিরোধ্য দিন/কিয়ামত আসার পূর্বেই আল্লাহর ডাকে সাড়া)	৪২-শূরা	৪৭	৮৯৫
মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করে (বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
মন্দকে প্রতিরোধ করত ভাল দ্বারা (পূর্ববর্তী ঈমানদাররা)	২৮-কাসাস	৫৪	৮১২
মৃত্যুকে প্রতিরোধ কর নিজেদের থেকে (সত্যবাদী হলে)	৩-আলে ইমরান	১৬৮	৫৫২
প্রতিরোধকারী			
শাস্তি প্রতিরোধ করার কেউ নেই (কাফিরদের জন্য)	৭০-মা'আরিজ	২	৯৮১
শাস্তি (প্রতিপালকের শাস্তি প্রতিরোধকারী কেউ নেই)	৫২-তূর	৮	৯২৯
প্রতিশ্রুত (আরো দেখুন সংকল্প শব্দটি)			
জাহান্নাম প্রতিশ্রুত স্থান (ইবলিসের অনুসারীদের জন্য)	১৫-হিজর	৪৩	৭০০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিশ্রুত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দিন (প্রতিশ্রুত দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত কাফিররা...)	৭০-মা'আরিজ	৪২	৯৮৩
দিন (প্রতিশ্রুত দিনের/কিয়ামতের কসম)	৮৫-বুরূজ	২	১০১৫
শাস্তি (প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে...)	৭২-জিন্	২৪	৯৮৭
প্রতিশ্রুত স্থান			
আগুন (কিতাবে অবিশ্বাসকারীর জন্য আগুনই প্রতিশ্রুত স্থান)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
প্রতিশ্রুতি (আরো দেখুন অঙ্গীকার শব্দটি)			
অসম্ভব (মৃত্যুর পর বের করে আনার প্রতিশ্রুতি অসম্ভব)	২৩-মু'মিনূন	৩৬	৭৬৮
আকাশে (যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা আকাশে রয়েছে)	৫১-যারিয়াত	২২	৯২৬
আখিরাতের প্রতিশ্রুতি আসবে যখন...	১৭-ইসরা	১০৪	৭২৩
আগুনের প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ কাফিরদেরকে আগুনের প্রতিশ্রুতি দেন)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
আগুনের শাস্তির প্রতিশ্রুতি (কাফিরদের আগুনের শাস্তি প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	৩৫	৯১১
আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুমিন নর-নারীদেরকে (জান্নাতের)	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মু'মিনদেরকে	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুমিনদেরকে (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের)	৪৮-ফাত্হ	২০	৯১৮
আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন মু'মিনদেরকে (দুটিদলের একটির ব্যাপারে)	৮-আনফাল	৭	৬৩২
আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে...	৫-মায়িদা	৯	৫৮১
আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুনাফিক নারী-পুরুষদেরকে...	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য	৩০-রূম	৬০	৮২৬
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করা (মুমিনদের সাথে)	৩৯-যুমার	৭৪	৮৭৭
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য (ক্ষমা ও জান্নাত প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	১৬	৯০৯
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য	৪০-মু'মিন	৫৫	৮৮২
আল্লাহর প্রতিশ্রুত সত্য (কিয়ামত সম্পর্কে)	১৮-কাহ্ফ	২১	৭২৬
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ কাফিরদেরকে আগুনের প্রতিশ্রুতি দেন)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আসা পর্যন্ত বিপর্যয় আপতিত হতেই থাকবে	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ রাসূল কে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নন)	১৪-ইবরাহীম	৪৭	৬৯৭
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আসবেই	১৯-মারইয়াম	৬১	৭৩৮
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, শাস্তি প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪৭	৭৬২
আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে মুনাফিক কর্তৃক প্রতারণা বলা	৩৩-আহযাব	১২	৮৩৪
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (খন্দক যুদ্ধে শত্রু দল প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (তুর পর্বতে বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি)	২০-ত্বা-হা	৮০	৭৪৬
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (মুত্তাকীদের জান্নাত দেয়ার বিষয়টি)	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
আল্লাহর নামে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ	১৬-নাহ্ল	৯১	৭১০
আল্লাহর নিদর্শনের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হওয়া প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৩৮	৭৫২
আল্লাহর করণীয় প্রতিশ্রুতি (সৃষ্টিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৪	৭৫৭
আল্লাহর (আল্লাহ মুমিনদের ক্ষমা/অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন)	২-বাকারা	২৬৮	৫৩২
আল্লাহ সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (শয়তান বলবে)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি কি ইহুদীরা নিয়েছে (আগুনের স্পর্শ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম নেই	৩০-রূম	৬	৮২২
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য (পুনরুত্থান সম্পর্কে)	১৬-নাহ্ল	৩৮	৭০৬
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য (পুনরুত্থান/শাস্তি প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৫৫	৬৫৯
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য (নূহের প্রাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৫	৬৬৯
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য (পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি(সত্য প্রতিশ্রুতি, জান্নাত দান প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৯	৮২৭
আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সামান্য মূল্যগ্রহণ না করা	১৬-নাহ্ল	৯৫	৭১১
আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও শপথের বিনিময়ে মূল্যগ্রহণ...	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
আসা (মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা আসবেই)	৬-আন্'আম	১৩৪	৬০৯
আসা (অপরাধীদের উপর প্রতিশ্রুত শাস্তি আসা)	২৬-শু'আরা	২০৬	৭৯৮
ইবরাহীম আ. প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পিতাকে (ক্ষমা প্রার্থনার)	৯-তাওবা	১১৪	৬৫২
ইবলিস প্রতিশ্রুতি দিবে আদমের বংশধরদেরকে	১৭-ইস্রা	৬৪	৭১৯
উত্তম প্রতিশ্রুতি (বনী ইসরাইলকে প্রতিপালকের উত্তম প্রতিশ্রুতি)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
উত্তম প্রতিশ্রুত দিয়েছেন আল্লাহ যাকে সে তা পাবে	২৮-কাসাস	৬১	৮১৩
কল্যাণের প্রতিশ্রুতি (জিহাদকারী ও বসে থাকা মুমিনদেরকে)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে যারা...	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
কার্যকর (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে)	১৭-ইস্রা	৫	৭১৪
কাফিরদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রাসূল কে দেখাতে সক্ষম আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	৯৫	৭৭২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের প্রতিশ্রুতি (সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
ক্ষমা প্রার্থনা (পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ইবরাহীমের প্রতিশ্রুতি)	৯-তাওবা	১১৪	৬৫২
গোপন প্রতিশ্রুতি নিষিদ্ধ (বিধবা নারীর বিয়ে প্রসঙ্গ...)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
ঘটবে (কিয়ামত প্রসঙ্গে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই ঘটবে)	৭৭-মুরসালাত	৭	৯৯৭
জাহান্নামের (কাফিরদের প্রতি আল্লাহর)	৩৬-ইয়াসীন	৬৩	৮৫৫
জান্নাতের (মু'মিনদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি...)	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে মুমিনদের জন্য (কিয়ামতে)	৪১-ফুস্সিলাত	৩০	৮৮৮
জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ (তার অভিমুখীদের জন্য)	৫০-ক্বাফ	৩২	৯২৩
দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে যে, সে ছাড়া কেউ...	১৯-মারইয়াম	৮৭	৭৪০
দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে কি অবিশ্বাসীরা...	১৯-মারইয়াম	৭৮	৭৩৯
দয়াময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁর বান্দাদেরকে (স্থায়ী জান্নাতের)	১৯-মারইয়াম	৬১	৭৩৮
দয়াময় আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন (দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুঁ)	৩৬-ইয়াসীন	৫২	৮৫৫
দিন (প্রতিশ্রুত কিয়ামতের দিন এটাই)	৭০-মা'আরিজ	৪৪	৯৮৩
দিন (প্রতিশ্রুত দিন/কিয়ামতের সম্মুখীন হওয়া..)	৪৩-যুখরুফ	৮৩	৯০১
দিন (ফেরেশতার বলা, এ সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল)	২১-আম্বিয়া	১০৩	৭৫৭
দিনের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সে দিনকে অবিশ্বাস...	৫১-যারিয়াত	৬০	৯২৮
দীর্ঘ হওয়া (বনী ইসরাঈলের নিকট আল্লাহর প্রতিশ্রুতি দীর্ঘ হওয়া)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
দেখা (প্রতিশ্রুতি দেখতে পাবে যখন পথভ্রষ্টরা...)	১৯-মারইয়াম	৭৫	৭৩৯
দেখানো (প্রতিশ্রুত শাস্তি যদি দেখান প্রতিপালক, রাসূল স. কে)	২৩-মু'মিনূন	৯৩	৭৭১
নবীর প্রতিশ্রুতিকে মুনাফিক কর্তৃক প্রতারণা বলা	৩৩-আহযাব	১২	৮৩৪
নিকটবর্তী (প্রতিশ্রুত শাস্তি নিকটবর্তী নাকি)	৭২-জিন্	২৫	৯৮৭
নিকটবর্তী হওয়া (প্রতিশ্রুতি/কিয়ামত নিকটবর্তী হলে কাফিরের চোখ স্থির...)	২১-আম্বিয়া	৯৭	৭৫৬
নূহের (নূহ আ. জাতিকে যে প্রতিশ্রুতি দেন তা নিয়ে আসার দাবী)	১১-হূদ	৩২	৬৬৮
পরবর্তী প্রতিশ্রুতি যখন আসল, বনী ইসরাইল প্রসঙ্গ	১৭-ইস্রা	৭	৭১৪
পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি (কাফিরদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে)	২৭-নামল	৬৮	৮০৫
পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? (কাফিরদের প্রশ্ন)	২৭-নামল	৭১	৮০৬
পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতিকে পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে (কাফিররা)	২৩-মু'মিনূন	৮৩	৭৭১
পূর্ণ করা (আল্লাহর নামে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	৯১	৭১০
পূর্ণ করা (আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
পূর্ণ করা (প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ)	১৭-ইস্রা	৩৪	৭১৭
প্রতিপালকের উত্তম প্রতিশ্রুতি (বনী ইসরাইলকে)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, কিয়ামত বাস্তবায়িত হবে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৮	৯৮৯
প্রশ্ন (প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, কিয়ামতে)	১৭-ইস্রা	৩৪	৭১৭
প্রতারণা (আল্লাহ/নবীর প্রতিশ্রুতিকে মুনাফিক কর্তৃক প্রতারণা বলা)	৩৩-আহযাব	১২	৮৩৪
প্রতারণাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেয় (জালিমরা একে অপরকে)	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য হিসাবে পেয়েছে জান্নাতিরা	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি (মূসা আ. ও ফির'আ উনগোষ্ঠী প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৪৯	৮৯৯
প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত বিষয় দান করার জন্য মুমিনদের প্রার্থনা	৩-আলে ইমরান	১৯৪	৫৫৫
প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে	১৭-ইস্রা	১০৮	৭২৩
প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাস্তি অপসারনে মুসা আ. কে অনুরোধ	৭-আ'রাফ	১৩৪	৬২৪
প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য হিসাবে পেয়েছে কি আগুনের অধিবাসীরা	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি, মুত্তাকীদের জন্য...	২৫-ফুরকান	১৬	৭৮৩
প্রতিশ্রুতির কেয়ামতের (সময়), কাফিররা জানতে চায়	৩৬-ইয়াসীন	৪৮	৮৫৪
বনী ইসরাইলদের প্রথম প্রতিশ্রুতি যখন আসল...	১৭-ইস্রা	৫	৭১৪
বাস্তবায়ন (প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে কখন, মুশরিকরা বলে)	৩৪-সাবা	২৯	৮৪৩
ব্যতিক্রম (ইহুদীদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যার ব্যতিক্রম হবেনা !)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
ব্যতিক্রম (প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না আল্লাহ)	৩০-রূম	৬	৮২২
ব্যতিক্রম (প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না আল্লাহ)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
ব্যতিক্রম (প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না প্রতিপালক)	৩-আলে ইমরান	৯	৫৩৬
ব্যতিক্রম (প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৯৪	৫৫৫
ব্যতিক্রম (আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না)	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
ব্যতিক্রম (আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, শাস্তি প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪৭	৭৬২
ভঙ্গ (বনী ইসরাঈলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ স্বেচ্ছায় নয়, বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৭	৭৪৬
ভঙ্গ (বনী ইসরাঈলের প্রতিশুতি ভঙ্গ, বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
ভঙ্গ করেছিল শয়তান (অনুসারীদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
ভঙ্গ (আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরিণাম)	২-বাক্বারা	২৭	৫০৪
মিথ্যা নয় এমন প্রতিশ্রুতি (ছামূদ জাতির শাস্তি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৫	৬৭১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিশ্রুতি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুমিনদের অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ (আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি)	১৬-নাহ্‌ল	৯১	৭১০
মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
মুত্তাকীদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে (স্থায়ী জান্নাতের)	২৫-ফুরকান	১৫	৭৮৩
মুত্তাকীদেরকে প্রতিশ্রুত জান্নাতের উপমা- এর নিচ দিয়ে নহর...	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
মুমিনদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করা (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
রক্ষাকারী (মুমিনগণ প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী)	২৩-মু'মিনূন	৮	৭৬৬
রক্ষা (প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে যারা...)	৭০-মা'আরিজ	৩২	৯৮২
রাসূল কে প্রতিশ্রুত বিষয় দেখানো অথবা...	৪০-মু'মিন	৭৭	৮৮৪
রাসূল প্রতিশ্রুতি দেয় মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের (আদ জাতি প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	৩৫	৭৬৮
রাসূল এর প্রতিশ্রুতি (খন্দক যুদ্ধে শত্রু দল প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
শয়তানের প্রতিশ্রুতি (মানুষকে শয়তান প্রতিশ্রুতি দেয়)	৪-নিসা	১২০	৫৭২
শয়তানের প্রতিশ্রুতি শুধুই প্রতারণা	৪-নিসা	১২০	৫৭২
শয়তান যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়	১৭-ইস্‌রা	৬৪	৭১৯
শাস্তি (প্রতিশ্রুত শাস্তি নিয়ে আসতে বলল আদ জাতি হুদ আ. কে)	৭-আ'রাফ	৭০	৬১৯
শাস্তি (প্রতিশ্রুত শাস্তি নিকটবর্তী না দূরবর্তী তা রাসূল স. জানেননা)	২১-আম্বিয়া	১০৯	৭৫৭
শাস্তির প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে? (কাফিরদের জিজ্ঞাসা)	৬৭-মুল্‌ক	২৫	৯৭৩
শাস্তির প্রতিশ্রুতি (ছামুদ সম্প্রদায়কে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়...)	৭-আ'রাফ	৭৭	৬২০
শাস্তির (মুশরিকদের জন্য আল্লাহ যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন..)	১০-ইউনুস	৪৬	৬৫৮
শাস্তির যে প্রতিশ্রুতি অপরাধীদের দেয়া হয়েছে তা কখন আসবে?	১০-ইউনুস	৪৮	৬৫৯
শাস্তির প্রতিশ্রুতির অংশ বিশেষ রাসূল স. কে দেখাতে পারেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	৪০	৬৯২
শাস্তির প্রতিশ্রুতিকে ভয়কারীদের যমীনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে	১৪-ইবরাহীম	১৪	৬৯৪
সত্যেপরিণতকারী (প্রতিশ্রুতি সত্যেপরিণতকারী ছিলেন ইসমাঈল আ.)	১৯-মারইয়াম	৫৪	৭৩৭
সত্য (আল্লাহ সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,শয়তান বলবে)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
সত্য (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, (ক্ষমা ও জান্নাত প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৬	৯০৯
সত্য (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	২৮-কাসাস	১৩	৮০৯
সত্য (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি , কিয়ামত সম্পর্কে)	১৮-কাহ্‌ফ	২১	৭২৬
সত্য (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য,পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
সত্য (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	৩০-রূম	৬০	৮২৬
সত্য (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	৪০-মু'মিন	৭৭	৮৮৪
সত্য (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিয়ামত সম্পর্কে)	৪৫-জাছিয়া	৩২	৯০৭
সত্য (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	৫১-যারিয়াত	৫	৯২৫
সত্য (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
সত্য (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৭	৯০৯
সত্য (নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	৩৫-ফাতির	৫	৮৪৬
সত্য প্রতিশ্রুতি/কিয়ামত নিকটবর্তী হলে কাফিরের চোখ স্থির হয়ে যাবে	২১-আম্বিয়া	৯৭	৭৫৬
সত্য প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি,মুমিনদের জান্নাত দানের)	৪-নিসা	১২২	৫৭২
সত্য প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা নয় (ছামূদ জাতির শাস্তি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৫	৬৭১
সত্য প্রতিশ্রুতি যা আল্লাহর পালনীয়	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
সত্যে পরিণত করা (আল্লাহ প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন)	২১-আম্বিয়া	৯	৭৫০
সত্য (কিয়ামত প্র.)...	১৮-কাহ্‌ফ	৯৮	৭৩২
সমতল করে দিবে জুলকরনাইনের প্রাচীর (ইয়াজুজ মাজুজ প্র.)	১৮-কাহ্‌ফ	৯৮	৭৩২
হিসাব দিনের জন্য (মুত্তাকীদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি)	৩৮-সোয়াদ	৫৩	৮৬৯
প্রতিশ্রুতি (পালনকারী)			
কাফিরদের অধিকাংশের প্রতিশ্রুতি পালনকারী না হওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১০২	৬২২
ফির'আউন সম্প্রদায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে	৪৩-যুখরুফ	৫০	৮৯৯
ফেরাউন সম্প্রদায়ের, শাস্তির দূর করলে	৭-আ'রাফ	১৩৫	৬২৪
প্রতিশ্রুতি (শাস্তির)			
শাস্তির প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দিয়েছিলেন আল্লাহ	৫০-ক্বাফ	২৮	৯২৩
শাস্তির প্রতিশ্রুতি বর্ণনা	২০-ত্বা-হা	১১৩	৭৪৮
ভয় (শাস্তির প্রতিশ্রুতিকে যে ভয় করে তাকে উপদেশ প্রদান)	৫০-ক্বাফ	৪৫	৯২৪
প্রতিষ্ঠা করা (আরো দেখুন কায়েম শব্দটি)			
হারাম (নিরাপদ হারাম প্রতিষ্ঠা করেছেন আল্লাহ...)	২৮-কাসাস	৫৭	৮১৩
প্রতিষ্ঠিত			
আদজাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এমন ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে আর কেউ হয়নি	৪৬-আহ্‌কাফ	২৬	৯১০
ইউসুফ আ. প্রতিষ্ঠিত হল (আযীযের নিকট)	১২-ইউসুফ	৫৪	৬৮২
ইউসুফ আ. কে প্রতিষ্ঠিত করলেন আল্লাহ যমীনে	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইউসুফ আ. কে প্রতিষ্ঠিত করলেন আল্লাহ মিসরে	১২-ইউসুফ	৫৬	৬৮২
ইবরাহীম আ. কে সত্যভাষী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৪	৭৯২
জুলকারনাইনকে প্রতিষ্ঠিত করেন (আল্লাহ)	১৮-কাহ্‌ফ	৯৫	৭৩২
জুলকারনাইনকে,পৃথিবীতে (উপায়-উপকরণ দ্বারা)	১৮-কাহ্‌ফ	৮৪	৭৩১
দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ রাসূল (দীনের উপর)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ (ইবরাহীম/ ঈসা/নূহ/ মূসার প্রতি)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
দ্বীন (প্রতিষ্ঠিত দ্বীন হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করা)	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
নবীদেরকে যমীনে কাফিরদের পর (আল্লাহ কর্তৃক)	১৪-ইবরাহীম	১৪	৬৯৪
ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিতরা সাক্ষী (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই)	৩-আলে ইমরান	১৮	৫৩৭
পরবর্তী প্রজন্মকে পূর্ববর্তীদের মত প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি (পৃথিবীতে)	৬-আন্‌'আম	৬	৫৯৬
পূর্ববর্তী প্রজন্মকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় যা...	৬-আন্‌'আম	৬	৫৯৬
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আল্লাহ মানুষকে	৭-আ'রাফ	১০	৬১৩
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন আল্লাহ (নির্যাতিতদেরকে)	২৮-কাসাস	৬	৮০৮
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আল্লাহ ছামুদ সম্প্রদায়কে	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
পৃথিবীতে পূর্ববর্তী প্রজন্মকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় যা...	৬-আন্‌'আম	৬	৫৯৬
পৃথিবীতে পরবর্তী প্রজন্মকে পূর্ববর্তীদের মত প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি	৬-আন্‌'আম	৬	৫৯৬
মুমিনদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত/যাকাত/সৎকাজ...	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
শরীয়তের উপর রাসূল স. কে প্রতিষ্ঠিত করা	৪৫-জাছিয়া	১৮	৯০৬
সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া (মূসা আ. এর লাঠি নিক্ষেপ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৮	৬২৩
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন আল্লাহ	৮-আনফাল	৭	৬৩২
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আল্লাহ	৮-আনফাল	৮	৬৩২
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আল্লাহ (তার বাণী দ্বারা)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আল্লাহ (তার বাণী দ্বারা)	১০-ইউনুস	৮২	৬৬২
সত্যভাষী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইবরাহীম আ. এর দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৪	৭৯২
প্রতিস্থাপন			
আকৃতি (কাফিরদের চেয়ে উত্তম আকৃতি প্রতিস্থাপন করতে)	৭০-মা'আরিজ	৪১	৯৮৩
আকৃতি (আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের আকৃতি প্রতিস্থাপন...)	৭৬-দাহ্‌র	২৮	৯৯৬
আয়াত (এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত প্রতিস্থাপন...)	১৬-নাহ্‌ল	১০১	৭১১
উত্তম সন্তান প্রতিস্থাপন করবেন প্রতিপালক (হত্যাকৃত বালকের চেয়ে)	১৮-কাহ্‌ফ	৮১	৭৩১
কল্যাণ প্রতিস্থাপন করেন আল্লাহ (অকল্যাণের স্থানে)	৭-আ'রাফ	৯৫	৬২১
চামড়া প্রতিস্থাপন (কাফিরের এক চামড়া দগ্ধ হলে অন্যটি)	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
নিরাপত্তা প্রতিস্থাপন করে দিবেন আল্লাহ (ঈমানদারদের জন্য...)	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
নেয়ামতকে অকৃতজ্ঞতার দ্বারা প্রতিস্থাপনের পরিণাম...	১৪-ইবরাহীম	২৮	৬৯৬
মন্দকাজের পর ভালকাজ প্রতিস্থাপন করলে আল্লাহর ক্ষমা (জুলুমের পর)	২৭-নামল	১১	৮০০
মানুষের আকৃতি প্রতিস্থাপন করতে পারেন আল্লাহ	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬১	৯৪৬
প্রতিহত			
আল্লাহ প্রতিহত না করতেন যদি কতককে কতকের দ্বারা তবে...	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
আল্লাহ কিছু মানুষ দ্বারা অন্যকে প্রতিহত না করলে ধর্মীয় স্থান ধ্বংস হত	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
মন্দকে প্রতিহত করা (উত্তম দ্বারা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৪	৮৮৮
মন্দকে প্রতিহত করা উত্তম দিয়ে	২৩-মু'মিনূন	৯৬	৭৭২
যুদ্ধ অথবা প্রতিহত করার আহ্বান (মুনাফিকদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
প্রতীক্ষমান			
কাফিররা প্রতীক্ষমান (ফায়সালার দিনের জন্য)	৪৪-দুখান	৫৯	৯০৪
মুমিনরাও প্রতীক্ষমান (মুনাফিক/কাফিরদের শাস্তির জন্য)	৯-তাওবা	৫২	৬৪৫
প্রতীক্ষা			
কল্যাণের জন্য প্রতীক্ষা (মুমিনদের দুটি কল্যাণের একটির জন্য...)	৯-তাওবা	৫২	৬৪৫
কাফিররা কি শাস্তি/মৃত্যুর ফেরেশতা আসার প্রতীক্ষা করছে?	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
কাফিরদের প্রতিক্ষা, (রাসূল স. এর ব্যাপারে কালের বিবর্তন/মৃত্যুর)	৫২-তূর	৩১	৯৩০
কাফিরদের প্রতীক্ষা (মুমিনদের অকল্যাণের জন্য)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
কাফির/মুশরিকদের প্রতীক্ষা (নিদর্শন/কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৫৮	৬১২
কাফিরদেরকে প্রতীক্ষা করতে বলা (সঠিকপথ/সঠিকপথ অবলম্বন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৩৫	৭৪৯
কিছু সময় প্রতিক্ষা করতে বলল (নূহ আ. এর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ)	২৩-মু'মিনূন	২৫	৭৬৭
চার মাস প্রতীক্ষা (স্ত্রীদের সাথে 'ইলা' করলে...)	২-বাক্বারা	২২৬	৫২৫
তালাকপ্রাপ্তারা প্রতীক্ষা করবে তিন মাসিক পর্যন্ত	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
নির্দেশের (আল্লাহর নির্দেশের প্রতীক্ষা করুক তারা যারা...	৯-তাওবা	২৪	৬৪২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতীক্ষা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পূর্ববর্তীদের নিয়ম-নীতির প্রতীক্ষা করে মুশরিকরা ?	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
প্রত্যেকের প্রতীক্ষা করা (সঠিক পথ এবং সঠিকপথ অবলম্বন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৩৫	৭৪৯
ফেরেশতার (কাফিররা মৃত্যুর ফেরেশতার আগমনের প্রতীক্ষা করা)	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
বেদুইনরা প্রতীক্ষা করে মুমিনদের মন্দ অবস্থার জন্য...	৯-তাওবা	৯৮	৬৫০
মুমিনদের কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে (খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৩	৮৩৫
মুমিনদের প্রতীক্ষা (মুনাফিক/কাফিরদের শাস্তির জন্য)	৯-তাওবা	৫২	৬৪৫
মুশরিকদের প্রতীক্ষা (রাসূল স. এর কাছে নিদর্শন আসা প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	২০	৬৫৬
মুনাফিক/কাফিররা প্রতীক্ষা করুক (মুমিনদের কল্যাণের জন্য)	৯-তাওবা	৫২	৬৪৫
মুনাফিকরা প্রতীক্ষা করেছিল দুনিয়াতে (মু'মিনদের দুর্ভাগ্যের জন্য)	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
মৃত্যু ফেরেশতার আগমনের প্রতীক্ষা (কাফির প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
রাসূল এর প্রতীক্ষা (নিদর্শন ও মুশরিকদের প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	২০	৬৫৬
রাসূল এর ব্যাপারে কালের বিবর্তন/মৃত্যুর প্রতিক্ষা, কাফিরদের	৫২-তূর	৩১	৯৩০
রাসূল ও মুমিনদের প্রতীক্ষা (নিদর্শন/কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	১৫৮	৬১২
রাসূল কে প্রতীক্ষা করার নির্দেশ (ফায়সালার দিনের জন্য)	৪৪-দুখান	৫৯	৯০৪
শাস্তির (কাফিররা কি শাস্তি আসার প্রতীক্ষা করছে?)	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
স্ত্রী প্রতীক্ষা করবে চার মাস দশ দিন (স্বামীর মৃত্যু হলে)	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
প্রতীক্ষাকারী			
রাসূলও মৃত্যুর জন্য প্রতিক্ষাকারী (কাফিরদের প্রতিক্ষার সাথে)	৫২-তূর	৩১	৯৩০
প্রত্যক্ষ			
আমলনামা প্রত্যক্ষ করবে (নৈকট্যপ্রাপ্তরা)	৮৩-মুতাফফিফীন	২১	১০১২
আয়াত প্রত্যক্ষ করেও অবিশ্বাস করে আহলি কিতাবরা	৩-আলে ইমরান	৭০	৫৪২
আল্লাহর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নূহ আ. কে নৌকা তৈরির নির্দেশ	১১-হূদ	৩৭	৬৬৯
আল্লাহ দৃষ্টিসমূহ প্রত্যক্ষ করেন	৬-আন'আম	১০৩	৬০৬
কসম (প্রত্যক্ষ করা হয় যা, তার কসম)	৮৫-বুরূজ	৩	১০১৫
কিয়ামতের প্রকম্পন প্রত্যক্ষ করা (গর্ভপাত ও শিশুকে ভোলা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
কুরআন পাঠ (ফজরের কুরআন পাঠ প্রত্যক্ষ করা হয়)	১৭-ইস্‌রা	৭৮	৭২০
কৃতকর্ম (মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে কিয়ামতে)	৭৮-নাবা	৪০	১০০২
দৃষ্টিসমূহ আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারেনা	৬-আন'আম	১০৩	৬০৬
ধ্বংস প্রত্যক্ষ না করা (সালিহকে ছামুদ সম্প্রদায়ের আক্রমণ প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৯	৮০৪
পুনরুত্থান প্রত্যেক্ষ করবে (অবিশ্বাসীরা)	৩৭-সাফফাত	১৯	৮৫৭
ফেরেশতাদের নারীরূপ সৃষ্টি কি কাফিররা প্রত্যক্ষ করেছিল?	৩৭-সাফফাত	১৫০	৮৬৪
বিচার প্রত্যক্ষ করা (আল্লাহ দাউদ আ. ও সুলাইমান আ. এর বিচার প্রত্যক্ষ করেন)	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
রমজান মাস প্রত্যক্ষ করবে যে, সে রোজা রাখবে	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
রাসূল কে প্রত্যক্ষ করানো (আল্লাহবিমুখ লোকদের শাস্তি)	৪৩-যুখরুফ	৪২	৮৯৮
শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে যখন তখন অনুতাপ গোপন করবে...	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
শাস্তি (প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে...)	৭২-জিন্‌	২৪	৯৮৭
শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে শরীককারীরা	২৮-কাসাস	৬৪	৮১৩
শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান আনা	৪০-মু'মিন	৮৪	৮৮৫
শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর ঈমানের ঘোষণা উপকারে আসেনি	৪০-মু'মিন	৮৫	৮৮৫
শাস্তি প্রত্যেক্ষ করার দিন (কাফিররা যেদিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে...)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩৫	৯১১
শাস্তি প্রত্যক্ষ করে পৃথিবীতে একবার প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা	৩৯-যুমার	৫৮	৮৭৬
শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত অপরাধীদের ঈমান না আনা	২৬-শু'আরা	২০১	৭৯৮
শাস্তি (ব্যাভিচারের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে একদল মু'মিন)	২৪-নূর	২	৭৭৪
সৃষ্টি (মুশরিকরা কি ফেরেশতাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে?)	৪৩-যুখরুফ	১৯	৮৯৭
প্রত্যক্ষকারী			
আল্লাহ সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষকারী	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
কসম (প্রত্যক্ষকারীর কসম)	৮৫-বুরূজ	৩	১০১৫
মুমিনদের সাথে কৃত অত্যাচার প্রত্যক্ষ করছিল (গর্তওয়ালা)	৮৫-বুরূজ	৭	১০১৫
প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান			
আল্লাহর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নূহ আ. কে নৌকা নির্মাণের আদেশ	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
আল্লাহর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নূহ আ. এর নৌযান চলত	৫৪-কামার	১৪	৯৩৬
প্রত্যক্ষদর্শী			
আল্লাহ সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষকারী	৮৫-বুরূজ	৯	১০১৫
আল্লাহ প্রত্যক্ষদর্শী (আহলে কিতাবদের কাজের)	৩-আলে ইমরান	৯৮	৫৪৫
আল্লাহ প্রত্যক্ষদর্শী (মুশরিকদের কাজ সম্পর্কে)	১০-ইউনুস	৪৬	৬৫৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষদর্শী	৪-নিসা	৩৩	৫৬১
আল্লাহ সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষদর্শী	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
আল্লাহ প্রত্যক্ষদর্শী (রাসূল ও মানুষের সব কাজের)	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
আল্লাহ প্রত্যক্ষদর্শী (সকল বিষয়ে)	৫৮-মুজাদালা	৬	৯৫২
আল্লাহ প্রত্যক্ষদর্শী (সকল বিষয়ে)	৩৪-সাবা	৪৭	৮৪৫
আল্লাহ প্রত্যক্ষদর্শী (সবকিছুর)	৫-মায়িদা	১১৭	৫৯৫
প্রতিপালক আল্লাহ (সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫৩	৮৯০
মানুষ নিজের বিরুদ্ধে নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী	৭৫-কিয়ামাহ্‌	১৪	৯৯৩
প্রত্যাবর্তন			
অত্যাচারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে তারা জানবে	২৬-শু'আরা	২২৭	৭৯৯
আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে (যারা মুখ ফিরায় ও কুফরী করে)	৮৮-গাশিয়াহ্‌	২৫	১০২০
আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন (মুশরিকদের প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৪৬	৬৫৮
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন...	৪০-মু'মিন	৪৩	৮৮১
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীকে আল্লাহ তাঁর দিকে পরিচালিত করেন	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন (সকল বিষয়ের)	৪২-শূরা	৫৩	৮৯৫
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য সুসংবাদ	৩৯-যুমার	১৭	৮৭২
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তকারীর পথ অনুসরণের নির্দেশ	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন (মূসা আ. এর কল্যাণ প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
আল্লাহর দিকে প্রত্যার্তনকারীই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে	৪০-মু'মিন	১৩	৮৭৯
ক্ষতিকর (পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের জন্য)	৭৯-নাযি'আত	১২	১০০৩
জালিমদের প্রত্যাবর্তন তীব্র আগুনের দিকে	৩৭-সাফফাত	৬৮	৮৬০
জাদুকরদের প্রত্যাবর্তন (প্রতিপালকের দিকে)	৭-আ'রাফ	১২৫	৬২৩
জাহান্নামীদের প্রত্যাবর্তন থাকলে মুমিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা!	২৬-শু'আরা	১০২	৭৯৩
দাউদ আ. প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করল	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
পৃথিবীতে একবার প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা (শাস্তি প্রত্যক্ষ করে)	৩৯-যুমার	৫৮	৮৭৬
প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্তন	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
প্রতিপালকের দিকেই মানুষের প্রত্যাবর্তন	৯৬-আলাক	৮	১০২৮
প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন ও আত্নসমর্পণ করা	৩৯-যুমার	৫৪	৮৭৬
প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কথা বলল জাদুকররা	৭-আ'রাফ	১২৫	৬২৩
প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করা	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন (ফির'আউনের মুমিন জাদুকর প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৫০	৭৯০
প্রতিপালকের নিকট সকলের প্রত্যাবর্তন	৪৩-যুখরুফ	১৪	৮৯৭
মানুষকে (আল্লাহ্‌ মানুষকে প্রত্যাবর্তন করাতে সক্ষম)	৮৬-তারিক	৮	১০১৭
মুনাফিকরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে অপমানিতদের বের করবে...	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
সুদূর পরাহত প্রত্যাবর্তন (মৃত্যুর পরের প্রত্যাবর্তন)	৫০-ক্বাফ	৩	৯২২
প্রত্যাবর্তনকারী			
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ	৩০-রূম	৩১	৮২৪
প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে মানুষ তাকে ডাকে (বিপদে)	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে তাকে ডাকে মানুষ...	৩০-রূম	৩৩	৮২৪
প্রত্যাবর্তনকারী বান্দার জন্য দৃষ্টি উন্মোচনকারী ও উপদেশস্বরূপ...	৫০-ক্বাফ	৮	৯২২
বান্দা (প্রত্যার্তনশীল বান্দার জন্য নিদর্শন, আকাশের খণ্ড...)	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
হৃদয়, প্রত্যাবর্তনকারী হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হওয়া	৫০-ক্বাফ	৩৩	৯২৪
প্রত্যাবর্তনস্থল			
অত্যাচারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে তারা জানবে	২৬-শু'আরা	২২৭	৭৯৯
আগুন (মুশরিকদের প্রত্যাবর্তনস্থল আগুন)	১৪-ইবরাহীম	৩০	৬৯৬
আল্লাহর দিকেই মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল	৬-আন'আম	৬০	৬০১
আল্লাহর দিকে সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল	১১-হূদ	৪	৬৬৫
আল্লাহর নিকট উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
আল্লাহরই দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল (সকলের)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
আল্লাহর কাছে সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল...	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনস্থল	৫-মায়িদা	১০৫	৫৯৩
আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনস্থল (কাফিরদের)	৩১-লুকমান	২৩	৮২৮
আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনস্থল	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনস্থল (মিথ্যা রচনাকারীদের)	১০-ইউনুস	৭০	৬৬১
আল্লাহর কাছে মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য	৩৮-সোয়াদ	৪৯	৮৬৯
উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছে সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য	১৩-রা'দ	২৯	৬৯১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রত্যাবর্তনস্থল (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল সুলাইমান আ. এর জন্য	৩৮-সোয়াদ	৪০	৮৬৮
উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল (দাউদ আ. এর জন্য আল্লাহর নিকট)	৩৮-সোয়াদ	২৫	৮৬৭
জাহান্নাম প্রত্যাবর্তনস্থল (সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য)	৭৮-নাবা	২২	১০০১
নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনস্থল (সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৫৫	৮৬৯
প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনস্থল গ্রহণ করুক (যার ইচ্ছা)	৭৮-নাবা	৩৯	১০০২
প্রতিপালকের দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল	৬-আন্‌'আম	১০৮	৬০৬
প্রতিপালকের দিকে সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল	৬-আন্‌'আম	১৬৪	৬১২
প্রতিপালকের নিকট উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থলের আশা! (বাগানওয়ালার)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৬	৭২৭
মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল প্রতিপালকের নিকট	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল আল্লাহর কাছেই	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬
রাসূল কে প্রত্যাবতনস্থলে ফিরিয়ে আনবেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৮৫	৮১৫
সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল আল্লাহর কাছে	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
প্রত্যাবর্তিত			
আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে আনা হবে অহংকারী কাফিরদেরকে	৪০-মু'মিন	৭৭	৮৮৪
আল্লাহর দিকে প্রত্যেকেই প্রত্যাবর্তিত হবে	২১-আম্বিয়া	৯৩	৭৫৬
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত (সব বিষয়)	৫৭-হাদীদ	৫	৯৪৮
কাফির পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তিত হলে নিষিদ্ধ কাজের পুনরাবৃত্তি করবে	৬-আন্‌'আম	২৮	৫৯৮
প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তীত হলেও কাফিরদের জন্য রয়েছে...	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫০	৮৯০
প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে (জালিম)	১৮-কাহ্‌ফ	৮৭	৭৩২
প্রত্যাশা (আরো দেখুন আকাঙ্ক্ষা/আশা শব্দটি)			
আ'রাফবাসীরা প্রত্যাশা করছে জান্নাতে প্রবেশের	৭-আ'রাফ	৪৬	৬১৭
আল্লাহকে প্রত্যাশা করে যে তার জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে...	৬০-মুমতাহিনা	৬	৯৫৮
আল্লাহর দিনগুলোর প্রত্যাশা করে না যারা তাদের প্রতি ক্ষমা	৪৫-জাছিয়া	১৪	৯০৬
ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা পিতাকে বলল- আর কি প্রত্যাশা করতে পারি...?	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
কাফিরদের প্রত্যাশা (জান্নাতে প্রবেশের)	৭০-মা'আরিজ	৩৮	৯৮৩
ক্ষমার (মু'মিন জাদুকররা প্রতিপালকের ক্ষমা প্রত্যাশা করে)	২৬-শু'আরা	৫১	৭৯০
ক্ষমার (ইবরাহীম আ. আখিরাতে প্রতিপালকের ক্ষমার প্রত্যাশা করেন)	২৬-শু'আরা	৮২	৭৯২
ডাকা (মুমিন প্রতিপালককে রাতে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশার সাথে)	৩২-সাজ্‌দা	১৬	৮৩১
দয়া প্রত্যাশা (আল্লাহর দয়া প্রত্যাশা করে যারা...)	২-বাক্বারা	২১৮	৫২৪
নাসারা মুমিনদের প্রত্যাশা (সৎকর্মশীলদের সাথী করা প্রসঙ্গে)	৫-মায়িদা	৮৪	৫৯১
প্রতিপালকের দয়া প্রত্যাশা করে যাদেরকে ইলাহ মনে করা হয় তারা	১৭-ইস্‌রা	৫৭	৭১৮
প্রতিপালকের দয়া প্রত্যাশা করে অনুগত সিজদাকারী	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
বাড়িয়ে দেয়ার প্রত্যাশা করে ওয়ালিদ বিন মুগীরার	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৫	৯৯০
বিদ্যুৎ (ভয় ও প্রত্যাশা স্বরূপ বিদ্যুৎ দেখান আল্লাহ)	৩০-রূম	২৪	৮২৩
মুমিনদের প্রত্যাশা (ইহুদীরা মুমিনদেরকে বিশ্বাস করবে এ প্রত্যাশা)	২-বাক্বারা	৭৫	৫০৮
শেষ দিনের প্রত্যাশা করার আহবান (শু'আইব আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে)	২৯-আনকাবূত	৩৬	৮১৯
সাক্ষাৎ (আল্লাহর সাক্ষাৎ প্রত্যাশাকারীর নির্দিষ্ট সময় আসবেই)	২৯-আনকাবূত	৫	৮১৬
প্রত্যাশী			
আল্লাহর প্রতি প্রত্যাশী থাকা...	৯-তাওবা	৫৯	৬৪৬
প্রত্যাহার			
উপদেশবাণী সীমালঙ্ঘনকারীদের নিকট থেকে প্রত্যাহার...	৪৩-যুখরুফ	৫	৮৯৬
দয়া আস্বাদন করানোর পর তা প্রত্যাহার করলে মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়	১১-হূদ	৯	৬৬৬
প্রত্যেক			
অকৃতজ্ঞ (প্রত্যেক অকৃতজ্ঞের প্রতিফল জাহান্নামের আগুন)	৩৫-ফাতির	৩৬	৮৪৯
অভাবমুক্ত করা (স্বামী-স্ত্রীকে প্রত্যেককে আল্লাহ অভাবমুক্ত করবেন)	৪-নিসা	১৩০	৫৭৩
অর্জন (প্রত্যেক ব্যক্তির অর্জন তার উপরই বর্তায়)	৬-আন্‌'আম	১৬৪	৬১২
আকাঙ্ক্ষা (প্রত্যেক ইহুদীর হাজার বছরের আয়ুর আকাঙ্ক্ষা)	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
আকাশ-পৃথিবীর প্রত্যেকে আল্লাহর অনুগত	২-বাক্বারা	১১৬	৫১৩
ঈমান (মুমিনগণ ও রাসূল স. প্রত্যেকে ঈমান আনে আল্লাহ, কিতাব...)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী ব্যর্থ ও রাসূলগণের বিজয় কামনা...	১৪-ইবরাহীম	১৫	৬৯৪
উম্মত (প্রত্যেক উম্মতের নির্দিষ্ট সময় আছে)	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
উম্মত (প্রত্যেক উম্মতের কাছে নিজ কাজকে শোভনীয় করা হয়েছে)	৬-আন্‌'আম	১০৮	৬০৬
উম্মতের প্রত্যেককে কিতাবের প্রতি আহবান করা হবে (কিয়ামতে)	৪৫-জাছিয়া	২৮	৯০৭
কল্যাণের প্রতিশ্রুতি (জিহাদকারী/বসে থাকা মুমিন প্রত্যেককে)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
কৃতকর্ম পরখ করে নিবে প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	৩০	৬৫৭
কৃতকর্মের প্রতিফল প্রত্যেককে দেয়া হবে (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৭০	৮৭৭
গোত্র (বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক গোত্র পানি পানের স্থান জেনে নিল)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
গোত্র (বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক গোত্র পানি পানের স্থান চিনে নেয়া প্র)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
চাঁদ,সূর্য প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
জালিমদের প্রত্যেকেই মুক্তিপণ দিয়ে শাস্তি থেকে বাচতে চাইত!	১০-ইউনুস	৫৪	৬৫৯
জাদুকর (প্রত্যেক বিজ্ঞ জাদুকরদেরকে ফিরআউনের কাছে নিয়ে আসা)	৭-আ'রাফ	১১২	৬২২
প্রত্যেক উম্মতকে (কিয়ামতে)	৪৫-জাছিয়া	২৮	৯০৭
নবী (প্রত্যেক নবীর জন্য শয়তানকে শত্রু বানানো প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১১২	৬০৭
নিদর্শন (প্রত্যেকটি নিদর্শন আসলেও ঈমান আনবে না...)	১০-ইউনুস	৯৭	৬৬৩
পাহাড় (চারটি পাখীর অংশগুলো প্রত্যেক পাহাড়ে রাখা)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ যদি...	৪-নিসা	১১	৫৫৭
পুণ্যবান (প্রত্যেক নবী পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত)	৬-আন্‌'আম	৮৫	৬০৪
পুরোপুরি প্রতিদান প্রত্যেককে দেয়া হবে (বিচার দিনে)	২-বাক্বারা	২৮১	৫৩৩
প্রতিফল (আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন)	১৪-ইবরাহীম	৫১	৬৯৭
প্রতিদান (প্রত্যেকের চেষ্টার প্রতিদান দেয়া জন্য কিয়ামত...)	২০-ত্বা-হা	১৫	৭৪১
ফল (জান্নাতে প্রত্যেক ফলের দুটি প্রকার থাকবে)	৫৫-রাহ্‌মান	৫২	৯৪১
ব্যক্তির কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি	৪৫-জাছিয়া	২২	৯০৬
ভাইবোনের প্রত্যেকে ১/৬ অংশ পাবে (সন্তান/পিতামাতাহীনের)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
ভাগ (বিভক্ত নীলনদের প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হওয়া)	২৬-শু'আরা	৬৩	৭৯১
ভেবে দেখুক প্রত্যেকেই সে আগামী দিনের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে	৫৯-হাশর	১৮	৯৫৭
মর্যাদা (প্রত্যেকের কৃতকর্ম অনুযায়ী মর্যাদা রয়েছে)	৬-আন্‌'আম	১৩২	৬০৯
মর্যাদা দান (প্রত্যেক নবীকে জগতের উপর মর্যাদা দান করা হয়)	৬-আন্‌'আম	৮৬	৬০৪
শীষ (প্রত্যেকটি শীষ একশ শস্যদানা উৎপন্ন করে, দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
সংবাদ (প্রত্যেক সংবাদের জন্য নির্ধারিত সময় আছে)	৬-আন্‌'আম	৬৭	৬০২
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৬-আন্‌'আম	৮৪	৬০৪
সমুদ্র (প্রত্যেকটি সমুদ্রে খাদ্য ও অলংকার পাওয়া যায়)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
প্রত্যেকে			
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চন্দ্র-সূর্য প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
প্রথম			
অগ্রগামী (প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারদের প্রতি আল্লাহ...)	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
অস্বীকারকারী (বনী ইসরাঈল কুরআনের প্রথম অস্বীকারকারী হওয়া...)	২-বাক্বারা	৪১	৫০৫
আত্মসমর্পণকারী (রাসূল প্রথম আত্মসমর্পণকারী হতে আদিষ্ট হয়েছেন)	৬-আন্‌'আম	১৪	৫৯৭
আদ সম্প্রদায় (প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা)	৫৩-নাজম	৫০	৯৩৪
আল্লাহ প্রথম (অনাদি)	৫৭-হাদীদ	৩	৯৪৮
ইবাদতকারী (দয়াময়ের সন্তান থাকলে রাসূল হতেন প্রথম উপাসক)	৪৩-যুখরুফ	৮১	৯০১
ঘর (মানবজাতির জন্য প্রথম ঘর যা বাক্কায় স্থাপিত...)	৩-আলে ইমরান	৯৬	৫৪৫
জাদু নিক্ষেপ (জাদুকররা প্রথমে জাদু নিক্ষেপ করবে)	২০-ত্বা-হা	৬৫	৭৪৪
দিন (প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদ তাকওয়ার উপর স্থাপিত)	৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
প্রথম প্রতিশ্রুতি যখন আসল (বনী ইসরাইলদের বিপর্যয় সৃষ্টি...)	১৭-ইস্‌রা	৫	৭১৪
বার (মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টির মত আল্লাহর কাছে একাকী আসা)	৬-আন্‌'আম	৯৪	৬০৫
মু'মিন (মূসা আ. প্রথম মু'মিন হওয়ার ঘোষণা দেন)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
মু'মিন (প্রথম মু'মিন হিসাবে জাদুকরদের ক্ষমা লাভের প্রত্যাশা)	২৬-শু'আরা	৫১	৭৯০
মুসলিম (প্রথম মুসলিম প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৬৩	৬১২
মুসলিম (প্রথম মুসলিম হওয়ার নির্দেশ ,নবীকে)	৩৯-যুমার	১২	৮৭২
মৃত্যু (দুনিয়ার জীবনের মৃত্যু ছাড়া আর মৃত্যু নেই জান্নাতে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৫৯	৮৫৯
মৃত্যু (প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়)	৪৪-দুখান	৩৫	৯০৩
মৃত্যু (প্রথম মৃত্যুর পর আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না মুত্তাকীরা)	৪৪-দুখান	৫৬	৯০৪
যুদ্ধ (প্রথমবার যুদ্ধ শুরু করেছিল কাফিররাই)	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
সমাবেশ (প্রথম সমাবেশেই বের করে দিলেন আল্লাহ কাফিরদেরকে)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
সৃষ্টি (প্রথমবার যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পুনরুত্থান করবেন)	১৭-ইস্‌রা	৫১	৭১৮
সৃষ্টি(প্রথম সৃষ্টির সূচনার মত ফিরিয়ে আনা, আকাশকে গুটানো প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৪	৭৫৭
সৃষ্টি (প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পেরেছে মানুষ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৬২	৯৪৬
প্রথমবার			
ঈমান (মুশরিকদের প্রথমবার কুরআনে ঈমান না আনা)	৬-আন্‌'আম	১১০	৬০৬
প্রবেশ (প্রথমবারের ন্যায় দ্বিতীয়বার বনী ইসরাইলদের মসজিদে প্রবেশ)	১৭-ইস্‌রা	৭	৭১৪
বসে থাকা (প্রথমবার বসে থাকা পছন্দ করেছিল মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
যুদ্ধ (প্রথমবার যুদ্ধ শুরু করেছিল কাফিররাই)	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
সৃষ্টি (প্রথমবার সৃষ্টি করেই কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন আল্লাহ?)	৫০-ক্বাফ	১৫	৯২৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রথমবার (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সৃষ্টি (মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টির মত আল্লাহর কাছে একাকী আসা)	৬-আন্‌'আম	৯৪	৬০৫
সৃষ্টি (যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২১	৮৮৭
সৃষ্টি করার ন্যায় (উপস্থিত করবেন আল্লাহ, সকলকে)	১৮-কাহ্‌ফ	৪৮	৭২৮
সৃষ্টি করেছেন যিনি, তিনিই পুনরায় জীবিত করবেন..	৩৬-ইয়াসীন	৭৯	৮৫৬
প্রথমভাগ			
দিনের প্রথম ভাগে বিশ্বাস ও শেষভাগে অবিশ্বাস করতে বলে...	৩-আলে ইমরান	৭২	৫৪২
প্রথমাংশ			
রাতের প্রথমাংশে সালাত কায়েম করার নির্দেশ	১১-হূদ	১১৪	৬৭৬
প্রদক্ষিণ (আরো দেখুন তাওয়াফ শব্দটি)			
সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ করায় কোন অপরাধ নেই	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
প্রদর্শন/প্রদর্শনকারী/প্রদর্শিত			
কাফির-জালিমদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না	৪-নিসা	১৬৮	৫৭৮
জাহিলী যুগের প্রদর্শনের মত প্রদর্শন না করা (নবীর স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
দয়া প্রদর্শন করবে না আল্লাহ (জাহান্নামীরা জান্নাতীদের ব্যাপারে বলত)	৭-আ'রাফ	৪৯	৬১৭
পথ(সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন আল্লাহ,রাসূল স. কে)	৪৮-ফাত্‌হ	২	৯১৬
পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহর (মানুষকে সঠিকপথ প্রদর্শন প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৯	৭০৩
পথ (আল্লাহই মানুষকে পথ প্রদর্শন করেন...)	৭৬-দাহ্‌র	৩	৯৯৫
পথ প্রদর্শন (কাফির-জালিমদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না)	৪-নিসা	১৬৮	৫৭৮
পথ প্রদর্শন (আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
পৃষ্ঠ প্রদর্শন(খন্দক যুদ্ধে মুনাফিকদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার অঙ্গীকার)	৩৩-আহযাব	১৫	৮৩৪
সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন (মুনাফিকদের প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬৮	৫৬৫
সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন আল্লাহ মুমিনদেরকে	৪৮-ফাত্‌হ	২০	৯১৮
সরল পথে পরিচালনা করেছিলেন আল্লাহ (মূসা আ. ও হারুনকে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১১৮	৮৬২
সুন্নত/নীতি প্রদর্শন করতে চান আল্লাহ (পূর্ববর্তীদের সুন্নত)	৪-নিসা	২৬	৫৬০
সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী না হওয়া অতিরিক্ত কাপড় খুলে	২৪-নূর	৬০	৭৮০
আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ	৬-আন্‌'আম	৭১	৬০২
প্রদান/প্রদানকারী			
অংশ (যাদের সাথে অঙ্গীকার দৃঢ় হয়েছে তাদের অংশ প্রদান)	৪-নিসা	৩৩	৫৬১
অনুগ্রহ প্রদান করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
ইয়াতিমকে তার ধন-সম্পদ প্রদান করার সময় সাক্ষী রাখতে হবে	৪-নিসা	৬	৫৫৬
ইয়াতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ প্রদানের নির্দেশ	৪-নিসা	২	৫৫৬
কল্যাণ প্রদানের জন্য প্রার্থনা (দুনিয়া ও আখিরাতে)	২-বাক্বারা	২০১	৫২২
কিতাবের অংশ প্রদান করা হয়েছে যাদেরকে	৩-আলে ইমরান	২৩	৫৩৮
ক্ষমতা প্রদান (আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ক্ষমতা প্রদান)	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
গণিমত প্রদান (তাদেরকে যাদের স্ত্রী চলে গিয়েছে, মোহরের পরিমাণ)	৬০-মুমতাহিনা	১১	৯৫৯
দুনিয়াতে প্রদান (দুনিয়াতে কল্যাণ প্রদানের জন্য প্রার্থনা...)	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
ধন-সম্পদ ইয়াতিমকে প্রদান করা (বিচার-বিবেচনা যাচাই করে)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
ধন-সম্পদ ইয়াতিমকে প্রদান করার সময় সাক্ষী রাখতে হবে	৪-নিসা	৬	৫৫৬
প্রাপ্য /মোহরানা প্রদান (নবীর স্ত্রীদের প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
পুত্র (মারইয়ামকে পুত্র সন্তান প্রদান করতে প্রতিপালকের...)	১৯-মারইয়াম	১৯	৭৩৫
প্রতিপালক প্রদান করেন (দুনিয়া ও আখিরাতকামী উভয়কে)	১৭-ইস্‌রা	২০	৭১৫
ফসলের হক/উশর প্রদানের নির্দেশ (ফসল সংগ্রহের দিন)	৬-আন্‌'আম	১৪১	৬১০
মহাপ্রতিদান প্রদান করা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে (পূণ্য কাজের জন্য)	৪-নিসা	৪০	৫৬২
মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করেছে আনসারগণ সেজন্য তারা অন্তরে...	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
মোহরানা প্রদান করে মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করাতে দোষ নেই...	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
মোহরানা প্রদান করে সচ্চরিত্রা নারীদেরকে বিয়ে করা...	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
মোহরানা প্রদান (স্ত্রীকে খুশি মনে মোহরানা প্রদানের নির্দেশ)	৪-নিসা	৪	৫৫৬
মোহরনা প্রদান অপরিহার্য (সহবাসকৃতা স্ত্রীকে)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
যাকাত প্রদানকারীর জন্য আল্লাহ দয়া নির্ধারিত করেন	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
যাকাত প্রদানকারীর প্রতিদান প্রতিপালকের নিকট	২-বাক্বারা	২৭৭	৫৩৩
যাকাত প্রদান করে মুমিনরা	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
যাকাত প্রদান করে (মুমিনরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলে)	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
যাকাত প্রদান করে যদি মুশরিকরা তওবা করার পর তবে...	৯-তাওবা	১১	৬৪১
যাকাত প্রদান করে, যারা ঈমান এনেছে	৫-মায়িদা	৫৫	৫৮৭
যাকাত প্রদান করতে ইসহাক/ইয়াকুবের প্রতি ওহী করা হয়	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
যাকাত প্রদান করতে নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
যাকাত প্রদান করলে বনী ইসরাঈলদের পাপ ক্ষমা...	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
যাকাত প্রদান করলে (মুশরিকদের তওবা প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
যাকাত প্রদান করা প্রকৃত পূণ্য কাজ	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
যাকাত প্রদান করার নির্দেশ (মু'মিনদের প্রতি)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
যাকাত প্রদান করার নির্দেশ (যুদ্ধ ফরজ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
যাকাত (সৎকর্মপরায়ণরা কায়েম করে ও যাকাত দেয়...)	৩১-লুকমান	৪	৮২৭
যাকাত (মুশরিকরা যাকাত প্রদান করে না)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৭	৮৮৬
যাকাত প্রদানের নির্দেশ...	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
যাকাত প্রদানের ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
যাকাত প্রদানকারীরাই মসজিদ আবাদ করবে	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
যাকাত প্রদান থেকে ভুলিয়ে রাখে না যাদেরকে ব্যবসায়	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
যাকাত প্রদানের জন্য নবীর স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
যাকাত প্রদানের নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৪৩	৫০৫
যাকাত প্রদান করার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২০	৯৮৯
যাকাত প্রদান করার নির্দেশ	২৪-নূর	৫৬	৭৮০
রক্তপণ প্রদান করা, নিহতের পরিবারকে (যদি মাফ না করে)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
রাসূল স. যা দেন তাই গ্রহণ করার নির্দেশ মুমিনদের প্রতি	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
রাজত্ব প্রদান করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
সম্পদ নির্বোধদের হাতে প্রদান না করার নির্দেশ (ইয়াতিম প্র.)	৪-নিসা	৫	৫৫৬
সামান্য কিছু দান করার পর বন্ধ করে দেয়া	৫৩-নাজম	৩৪	৯৩৪
সাদকা প্রদানে ভয় (রাসূল স. এর সাথে গোপনে কথা বলার পূর্বে)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
সাদকা প্রদানের নির্দেশ (রাসূল স. এর সাথে গোপনে কথা বলার পূর্বে)	৫৮-মুজাদালা	১২	৯৫৩
সুদের ভিত্তিতে যা প্রদান (বিনিয়োগ করা হয় তা বৃদ্ধি পায় না)	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
যাকাত প্রদানকারী মুমিন ইহুদিদেরকে মহাপ্রতিদান দান	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
প্রদীপ (আরো দেখুন আলোকবর্তিকা শব্দটি)/প্রদীপমালা			
আকাশে প্রদীপ বানিয়েছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৬১	৭৮৬
উজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য) বানিয়েছেন আল্লাহ..	৭৮-নাবা	১৩	১০০০
কাঁচের অবরণের মধ্যে একটি প্রদীপ (আল্লাহর আলোর উপমা...)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
দীপ্তিমান প্রদীপ হিসাবে নবী প্রেরণ	৩৩-আহযাব	৪৬	৮৩৭
দীপাধারে মধ্যে প্রদীপ (আল্লাহর আলোর উপমা...)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
দুনিয়ার আকাশকে সুশোভিত করেছেন আল্লাহ প্রদীপমালা দ্বারা	৪১-ফুস্‌সিলাত	১২	৮৮৬
সূর্যকে আল্লাহ প্রদীপ বানিয়েছেন	৭১-নূহ্‌	১৬	৯৮৫
দুনিয়ার আকাশ আকাশ প্রদীপমালা দ্বারা	৬৭-মুল্‌ক	৫	৯৭২
প্রদেয় (পারিশ্রমিক)			
ন্যায়সঙ্গ ভাবে পারিশ্রমিক দিয়ে সন্তানকে দুধ পান করানো...	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
প্রধান			
অহংকারকারী প্রধানদের হুমকি (শু'আইবের সম্প্রদায়ের)	৭-আ'রাফ	৮৮	৬২১
কাফিরদের প্রধান ব্যক্তিরা নূহ আ. সম্পর্কে বলল, এ তো...	২৩-মু'মিনূন	২৪	৭৬৭
কাফিরদের প্রধানরা বলল হূদকে...	৭-আ'রাফ	৬৬	৬১৯
কাফির প্রধানদের সাথে যুদ্ধ (দ্বীনের ব্যাপারে তিরস্কার করলে)	৯-তাওবা	১২	৬৪১
কাফির প্রধানরা সরে পড়ল (ইলাহদের উপর ধৈর্যধারণ করতে বলে)	৩৮-সোয়াদ	৬	৮৬৬
ছামুদ সম্প্রদায়ের অহংকারকারী প্রধানদের প্রশ্ন প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	৭৫	৬১৯
জাদুকরদের প্রধান আখ্যা দান(মূসাকে, ফির'আউন কর্তৃক)	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
জাদুকরদের প্রধান মনে করল ফিরআউন (মূসাকে)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
দায়িত্ব (অভিযোগ উত্থাপনের প্রধান দায়িত্ব যে নিয়েছে তার জন্য...)	২৪-নূর	১১	৭৭৫
ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানদের উক্তি (মূসা আ. বিজ্ঞ জাদুকর)	৭-আ'রাফ	১০৯	৬২২
ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানদের মন্তব্য (মূসা আ. সম্পর্কে)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
বনী ইসরাঈলের প্রধানদেরকে দেখা...	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
শু'আইবের সম্প্রদায়ের কাফির প্রধান/নেতাদের হুমকি	৭-আ'রাফ	৯০	৬২১
সম্প্রদায়ের প্রধানগণ সম্প্রদায়কে বলল (প্রেরিত রাসূল স. সম্পর্কে)	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮
সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা নূহকে মিথ্যাবাদী মনে করল	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
সম্প্রদায় প্রধানরা নূহকে বিদ্রূপ করত (নৌকা নির্মাণ করায়)	১১-হূদ	৩৮	৬৬৯
সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল নূহকে; নিশ্চয় নই পথভ্রষ্টতায়...	৭-আ'রাফ	৬০	৬১৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রফুল্ল (আরো দেখুন আনন্দ শব্দটি)			
চেহারা (কিছু চেহারা প্রফুল্ল হবে কিয়ামতের দিন) ...	৮০-আবাসা	৩৯	১০০৭
প্রবঞ্চনা (আরো দেখুন প্রতারণা শব্দটি)			
শপথকে প্রবঞ্চনার জন্য ব্যবহার করা যাবে না	১৬-নাহ্ল	৯২	৭১০
শপথকে প্রবঞ্চনা হিসাবে গ্রহণ না করা (শাস্তি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৯৪	৭১১
প্রবর্তন			
বৈরাগ্যবাদ প্রবর্তন করেছিল ঈসার অনুসারীরাই	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
প্রবল/প্রবলতর/প্রবলভাবে			
ধাবমান (প্রবলভাবে ধাববানদের কসম...)	৭৭-মুরসালাত	২	৯৯৭
পানি (প্রবল পানি বর্ষণ, আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে...)	৫৪-কামার	১১	৯৩৬
ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের ভালবাসা প্রবল!	১০০-'আদিয়াত	৮	১০৩০
শক্তিতে প্রবল জনগোষ্ঠীকেও আল্লাহ ধ্বংস করেছেন	৪৩-যুখরুফ	৮	৮৯৬
শক্তিতে প্রবলতর ছিল পূর্ববর্তীরা (মক্কার কাফিরদের চেয়ে)	৩০-রূম	৯	৮২২
শক্তিধর (আল্লাহ প্রবল শক্তিধর ও শাস্তি দানে কঠোর)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
শক্তিতে প্রবল ছিল পূর্ববর্তীরা...	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
শক্তিতে প্রবল অনেক প্রজন্মকে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ	৫০-কাফ	৩৬	৯২৪
শক্তিতে প্রবল (কারুনের চেয়ে শক্তিতে প্রবল প্রজন্ম ধ্বংস...)	২৮-কাসাস	৭৮	৮১৫
শক্তিতে আল্লাহই প্রবল, আদ জাতির কি তা ভেবে দেখেনি?	৪১-ফুস্সিলাত	১৫	৮৮৭
শক্তিতে ও কৃর্তিতে প্রবল ছিল পূর্ববর্তীরা	৪০-মু'মিন	৮২	৮৮৫
শক্তিতে কে তাদের চেয়ে প্রবল? (আদ জাতি বলেছিল)	৪১-ফুস্সিলাত	১৫	৮৮৭
শক্তিতে ও কীর্তিতে প্রবলতর ছিল পূর্ববর্তীরা	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৯
প্রবল বর্ষণ			
দ্বিগুন ফল (উঁচু ভূমির বাগানে প্রবল বর্ষণে দ্বিগুন ফল দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
বাগানে প্রবল বর্ষণে দ্বিগুন ফল দানের উপমা (উঁচু ভূমির বাগান)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
প্রবল বেগে উৎসারিত/প্রবাহিত			
ঝর্ণা(উভয় জান্নাতে প্রবল বেগে উৎসারিত দু'টি ঝর্ণা থাকবে)	৫৫-রাহমান	৬৬	৯৪২
ঝর্ণা (জান্নাতীদের পান করার জন্য প্রবল বেগে প্রবাহিত ঝর্ণা প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্র	৬	৯৯৫
প্রকম্পিত (পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে,কিয়ামতে)	৯৯-যিল্যাল	১	১০৩০
প্রবহমান			
ঝরণা (প্রবাহমান ঝরনা থাকবে জান্নাতে)	৮৮-গাশিয়াহ্	১২	১০১৯
ঝর্ণা(আল্লাহর অবস্থানকে ভয়কারীর জান্নাতে প্রবহমান ঝর্ণা আছে)	৫৫-রাহমান	৫০	৯৪১
পানি (জান্নাতে প্রবাহমান পানিতে থাকবে ডানের সাথীরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩১	৯৪৪
পানি (প্রবাহমান পানি কে এনে দেবে? পানি গভীরে চলে গেলে)	৬৭-মুল্ক	৩০	৯৭৪
প্রবাল			
উৎপন্ন (উভয় সমুদ্র থেকে প্রবাল ও মুক্তা উৎপন্ন হয়)	৫৫-রাহমান	২২	৯৪০
হুর (জান্নাতের আনত নয়না হুরগণ ইয়াকুত/প্রবালের মত)	৫৫-রাহমান	৫৮	৯৪১
প্রবাহ			
পানির প্রবাহ বের করলেন আল্লাহ (নূহের বন্যা প্রসঙ্গ)	৫৪-কামার	১২	৯৩৬
প্রবাহিত			
আকাশের পানিকে ভুমিতে ঝরনারূপে প্রবাহিত করেন (আল্লাহ)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
আট দিন ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়(আদ জাতির উপর)	৬৯-হাক্কাহ্	৭	৯৭৮
জান্নাতের নীচে নহর প্রবাহিত (সৎকর্মশীল মুমিন প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
জান্নাতের নিচে মুত্তাকীদের জন্য নহর প্রবাহিত থাকবে	১৬-নাহ্ল	৩১	৭০৫
জান্নাতের তলদেশে নদ-নদী প্রবাহিত (মুত্তাকীদের জন্য)	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত (মুমিনদের জন্য)	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
জান্নাতের নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
ঝড়ো হাওয়া লাগাতার আট দিন প্রবাহিত হয়(আদ জাতির উপর)	৬৯-হাক্কাহ্	৭	৯৭৮
ঝর্ণা (জান্নাতীরা প্রবল বেগে প্রবাহিত ঝর্ণা থেকে পান করবে)	৭৬-দাহ্র	৬	৯৯৫
ঝর্না (তামার ঝর্না প্রবাহিত করেছিরেন আল্লাহ, সুলাইমানের জন্য)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
নদ-নদী জান্নাতে প্রবাহিত(মুমিন/সৎকর্মশীলগণের জন্য)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নিচ দিয়ে...)	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
নহর প্রবাহিত (মিসরে ফির'আ উনের রাজত্ব প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৫১	৮৯৯
নহর প্রবাহিত বাগান বানাতে পারেন আল্লাহ রাসূল স. এর জন্য	২৫-ফুরকান	১০	৭৮৩
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নিচ দিয়ে)	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
নহর প্রবাহিত থাকবে (জান্নাতের নিচে)	৪-নিসা	১২২	৫৭২
নহর প্রবাহিত থাকবে জান্নাতের নিচ দিয়ে (ঈমানদার সৎকর্মশীলের জন্য)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নহর প্রবাহিত (পূর্ববর্তী প্রজন্মের বসতির নিচে নহর প্রবাহিত)	৬-আন্'আম	৬	৫৯৬
নহরসমূহ প্রবাহিত (জান্নাতের নিচে)	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
নহরসমূহ প্রবাহিত (জান্নাতের নীচ দিয়ে)	৪৮-ফাত্হ	১৭	৯১৭
নহর(মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতের নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে)	১৬-নাহ্ল	৩১	৭০৫
নহর প্রবাহিত(সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য জান্নাতের নীচে নহর প্রবাহিত)	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
নহর প্রবাহিত হবে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানে (কাফিরদের দাবী)	১৭-ইসরা	৯১	৭২১
নহর প্রবাহিত হবে মুনিদের নীচে (জান্নাতে)	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
নহর বাগানের নিচ দিয়ে প্রবাহিত (উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
নহর প্রবাহিত (আল্লাহ পৃথিবীতে নহর প্রবাহিত করেছেন)	২৭-নামল	৬১	৮০৫
নহর প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়া (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
নহর প্রবাহমান (জান্নাতের নিচ দিয়ে)	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নিচ দিয়ে)	৩-আলে ইমরান	১৯৮	৫৫৫
নহর প্রবাহিত, জান্নাতের নীচে (সৎকর্মশীল মুমিন প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নীচে)	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নিচ দিয়ে)	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নিচ দিয়ে)	৯-তাওবা	৮৯	৬৪৯
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নিচ দিয়ে...)	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নিচ দিয়ে)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
নহর প্রবাহিত, জান্নাতের নীচ দিয়ে...	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নীচ দিয়ে)	৬১-সাফ্ফ	১২	৯৬১
নহর প্রবাহিত, জান্নাতের নীচে (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নীচ দিয়ে)	৪৮-ফাত্হ	৫	৯১৬
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত)	২৯-আনকাবূত	৫৮	৮২১
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নিচে)	২০-ত্বা-হা	৭৬	৭৪৫
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নিচ দিয়ে)	৩-আলে ইমরান	১৩৬	৫৪৯
নহর প্রবাহিত জান্নাতের নিচ দিয়ে	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
নহর প্রবাহিত (জান্নাতের নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত)	৫-মায়িদা	৮৫	৫৯১
নহর প্রবাহিত জান্নাতের নিচ দিয়ে	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
নহর (জান্নাতের তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে)	৮৫-বুরুজ	১১	১০১৫
নহর (জান্নাতের তলদেশে নহর প্রবাহিত)	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
নহর (জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত)	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
নহর (জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে)	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
নহর (জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে)	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
নহর, উভয় বাগানের ফাঁকে ফাঁকে (দুই ব্যক্তির উপমা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৩৩	৭২৭
পানি (উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উৎপন্ন করা)	৩২-সাজ্দা	২৭	৮৩২
প্রবল বেগে প্রবাহিত ঝর্ণা থেকে জান্নাতীরা পান করবে	৭৬-দাহ্র	৬	৯৯৫
বন্যা প্রবাহিত করলেন আল্লাহ (সাবাবাসীদের উপর)	৩৪-সাবা	১৬	৮৪২
বাতাস প্রবাহিত হওয়া (সুলাইমানের আদেশে)	৩৮-সোয়াদ	৩৬	৮৬৮
বায়ু প্রবাহিত হয়ে বরকতের যমীন/অঞ্চলে যেত (সুলাইমানের আদেশে)	২১-আম্বিয়া	৮১	৭৫৫
রক্ত প্রবাহিত না করার অঙ্গীকার (বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৮৪	৫০৯
রক্ত (শূকরের গোশত/মৃত জন্তু/প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
সমুদ্রকে (পরস্পর মিলিত দুই সমুদ্রকে আল্লাহ প্রবাহিত করেছেন)	৫৫-রাহমান	১৯	৯৪০
সমুদ্র (দুই সমুদ্র পাশাপাশি প্রবাহিত করেছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৫৩	৭৮৬
প্রবৃত্তি			
অনুসরণ (রাসূল মুশরিকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেননা)	৬-আন্'আম	৫৬	৬০১
অনুসরণ (রাসূল কে মুশরিকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার নির্দেশ)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
অনুসরণ (সত্য যদি কাফিরদের প্রবৃত্তি অনুসরণ করত তবে...)	২৩-মু'মিনূন	৭১	৭৭০
অনুসরণ (ইহুদী-নাসারাদের প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণাম...)	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
অনুসরণ (আখিরাতে ঈমানহীনদের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা)	৬-আন্'আম	১৫০	৬১১
অনুসরণ (প্রবৃত্তি যা চায় তারই অনুসরণ করে মুশরিকরা)	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
অনুসরণ (প্রবৃত্তির অনসরণ করে যারা...)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৬	৯১৩
অনুসরণ (প্রবৃত্তির অনুসরণকারী যেন মূসাকে বিরত রাখতে না পারে...)	২০-ত্বা-হা	১৬	৭৪১
অনুসরণ (প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কাফিররা...)	২৮-কাসাস	৫০	৮১২
অনুসরণ (প্রবৃত্তির অনুসরণকারীই সর্বাধিক পথভ্রষ্ট)	২৮-কাসাস	৫০	৮১২
অনুসরণ (প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, যারা জুলুম করেছে)	৩০-রূম	২৯	৮২৪
অনুসরণ (প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে কাফিররা)	৫৪-কামার	৩	৯৩৬
অনুসরণ (প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে, জালিম হবেন রাসূল)	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রবৃত্তি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
অনুসরণ (প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি তার মত নয় যে...)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৪	৯১৩
অনুসরণ (প্রবৃত্তির অনুসরণকারীর উপমা, কুকুরের মত)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
অনুসরণকারী (প্রবৃত্তির অনুসরণকারীর আনুগত্য না করার নির্দেশ)	১৮-কাহ্‌ফ	২৮	৭২৬
অনুসরণ (কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করতে রাসূল কে নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
অনুসরণ (দাউদকে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে আল্লাহর নিষেধ)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
অনুসরণ (পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা নিষেধ)	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
অনুসরণ (ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
অনুসরণ (অজ্ঞ লোকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবেনা)	৪৫-জাছিয়া	১৮	৯০৬
ইলাহ (প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে যে)	২৫-ফুরকান	৪৩	৭৮৫
ইলাহ বানানো (প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানালে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন)	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে রাসূল স. এর কোন অভিভাবক ও...	১৩-রা'দ	৩৭	৬৯২
কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা নিষেধ	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
কাবিলের প্রবৃত্তি প্ররোচিত করল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করতে	৫-মায়িদা	৩০	৫৮৪
পথভ্রষ্ট করা (জ্ঞানহীনতার কারণে প্রবৃত্তি দ্বারা পথভ্রষ্ট করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১১৯	৬০৭
মানুষের প্রবৃত্তি মানুষকে কি কুমন্ত্রণা দেয় আল্লাহ তা জানেন	৫০-ক্বাফ	১৬	৯২৩
লালসা (মানুষের প্রবৃত্তিতে লালসা উপস্থিত করা হয়েছে)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
প্রবেশ			
অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	৪৮-ফাত্‌হ	২৫	৯১৮
অনুমতি ছাড়া কোন ঘরে প্রবেশ নিষেধ...	২৪-নূর	২৭	৭৭৬
আগুনে প্রবেশ করানো হবে (জুলুমবশত সম্পদ গ্রাস/হত্যা করলে)	৪-নিসা	৩০	৫৬১
আগুনে প্রবেশ করানো হল (নূহ আ. সম্প্রদায়ের পাপের কারণে)	৭১-নূহ্‌	২৫	৯৮৫
আগুনে প্রবেশ করানো হবে (আল্লাহ-রাসূল স. এর অমান্যকারীকে)	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
আগুনে প্রবেশ করাবেন যাকে প্রতিপালক, তাকে...	৩-আলে ইমরান	১৯২	৫৫৪
আগুনে প্রবেশ করবে উপদেশ বর্জনকারী দূর্ভাগারা...	৮৭-আ'লা	১২	১০১৮
আগুনে প্রবেশ (আয়াতে অবিশ্বাসীদের জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ)	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
আগুনে প্রবেশ করতে বলা হবে কাফিরদেরকে...	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
আগুনে (নূহ আ. ও লূতের স্ত্রীদের আগুনে প্রবেশ প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহরীম	১০	৯৭১
আগুনে প্রবেশ করাবে ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে	১১-হূদ	৯৮	৬৭৪
আগুনে প্রবেশ (চরম দুর্ভাগা ছাড়া কেউ আগুনে প্রবেশ করবে না)	৯২-লাইল	১৫	১০২৫
আ'রাফবাসীরা প্রবেশ করেনি জান্নাতে কিন্তু প্রত্যাশা করছে	৭-আ'রাফ	৪৬	৬১৭
ইউসুফের ভাইয়েরা প্রবেশ করল ইউসুফের নিকট	১২-ইউসুফ	৬৯	৬৮৩
ইউসুফের ভাইয়েরা আত্মীয়ের নিকট প্রবেশ করল...	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল তার ভাইয়েরা	১২-ইউসুফ	৫৮	৬৮২
ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল (পিতামাতা ও ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৯৯	৬৮৬
ইবরাহীমের নিকট প্রবেশ করল অতিথি (ফেরেশতা)	১৫-হিজর	৫২	৭০০
ইবরাহীমের নিকট প্রবেশ করল সম্মানিত অতিথি (ফেরেশতা)	৫১-যারিয়াত	২৫	৯২৬
ইসমাঈলকে আল্লাহ তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলেন	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
ইসলামে প্রবেশের নির্দেশ (ঈমানদারদেরকে)	২-বাক্বারা	২০৮	৫২৩
ঈমান (বেদুঈনদের হৃদয়ে এখনো ঈমান প্রবেশ করেনি...)	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
উট (সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশের ন্যায় অসম্ভব জান্নাতে প্রবেশ...)	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
উত্তপ্ত আগুনে প্রবেশ করবে (কিয়ামতের দিন)	৮৮-গাশিয়াহ্‌	৪	১০১৯
এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না- ইয়াকুব আ. পুত্রদেরকে বললেন	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
কারাগারে প্রবেশ করল দুই যুবক ইউসুফের সাথে	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
কুফরি নিয়েই প্রবেশ করেছে মুনাফিকরা	৫-মায়িদা	৬১	৫৮৮
গিরিপথে প্রবেশ করেনি (মানুষ)	৯০-বালাদ	১১	১০২৩
ঘরে প্রবেশের সময় স্বজনদেরকে সালাম দেয়া...	২৪-নূর	৬১	৭৮১
ঘরে প্রবেশে পূণ্য নেই, পিছন দিক থেকে	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
ঘরে প্রবেশ নিষেধ (কাউকে না পাওয়া গেলে)	২৪-নূর	২৮	৭৭৬
ঘরে প্রবেশ (নূহের ঘরে মুমিন হয়ে প্রবেশকারীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা)	৭১-নূহ	২৮	৯৮৫
ঘরে প্রবেশ করে যে সে নিরাপদ (বাক্কায় স্থাপিত কা'বা ঘরে)	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
জনপদে প্রবেশ করলে রাজাগণ সম্মানিতদের অপমানিত করে	২৭-নামল	৩৪	৮০২
জান্নাতে (মুমিন খাঁটি তওবা করলে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে)	৬৬-তাহরীম	৮	৯৭০
জান্নাতে (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হবে মুত্তাকীদের	৫০-ক্বাফ	৩৪	৯২৪
জান্নাতে প্রবেশ করবে না (ইহুদী-নাসারা ছাড়া কেউ!)	২-বাক্বারা	১১১	৫১৩
জান্নাতে প্রবেশ করবে না তারা যারা আয়াত থেকে অহংকার করে...	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
জান্নাতে প্রবেশ করবে ঈমানদাররা অভাব ও বিপদ স্পর্শ ব্যতীত?	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জান্নাতে প্রবেশ করবে যারা ঈমানের পর সৎকাজ করে	১৯-মারইয়াম	৬০	৭৩৮
জান্নাতে প্রবেশ করবে (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারী)	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে (কাফিরদের প্রত্যেকের প্রত্যাশা...)	৭০-মা'আরিজ	৩৮	৯৮৩
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে (সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে)	৪-নিসা	১২২	৫৭২
জান্নাতে প্রবেশ করবে বুদ্ধিমানরা এবং তাদের সৎকর্মশীল পিতামাতারা	১৩-রা'দ	২৩	৬৯০
জান্নাতে প্রবেশ করবে (সৎকর্মশীল মু'মিন নরনারীগণ)	৪০-মু'মিন	৪০	৮৮১
জান্নাতে প্রবেশ করবে মুত্তাকীরা (আল্লাহর পুরস্কারস্বরূপ)	১৬-নাহ্‌ল	৩১	৭০৫
জাহান্নামে প্রবেশ করবে (দুনিয়া কামনাকারী)	১৭-ইস্‌রা	১৮	৭১৫
জাহান্নামে প্রবেশ করবে (সীমালঙ্ঘনকারীরা)	৩৮-সোয়াদ	৫৬	৮৬৯
জাহান্নামে প্রবেশ করবে (সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠরা)	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	১৬	১০১১
জান্নাতে (মু'মিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য প্রার্থনা...)	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
জান্নাতে প্রবেশের কথা মনে করা (জিহাদ ও ধৈর্য ছাড়া...)	৩-আলে ইমরান	১৪২	৫৪৯
জান্নাতে প্রবেশের নির্দেশ-প্রশান্ত আত্মাকে	৮৯-ফাজ্‌র	৩০	১০২২
জান্নাতে প্রবেশ (মুত্তাকীদের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ)	১৬-নাহ্‌ল	৩২	৭০৫
জান্নাতে প্রবেশ (আয়াতে বিশ্বাসী মুসলিমের জান্নাতে প্রবেশ)	৪৩-যুখরুফ	৭০	৯০০
জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হবে মুত্তাকীদের (স্থায়ীভাবে)	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হবে আরাফবাসীদেরকে	৭-আ'রাফ	৪৯	৬১৭
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ যাদেরকে...	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হল (এক মুমিনকে)	৩৬-ইয়াসীন	২৬	৮৫৩
জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হবে মুত্তাকীদেরকে	১৫-হিজর	৪৬	৭০০
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে (সৎকর্মশীল মুমিন পুরুষ ও নারীকে)	৪-নিসা	১২৪	৫৭২
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যাকে সে সফল	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের)	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ ঈমান এনে তাকওয়া...	৫-মায়িদা	৬৫	৫৮৮
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (আল্লাহর পথে নিহতদেরকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৬	৯১২
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ বনী ইসরাইলদেরকে যদি...	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (আনুগত্যকারীকে)	৪৮-ফাত্‌হ	১৭	৯১৭
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (মুমিন নর-নারীদেরকে)	৪৮-ফাত্‌হ	৫	৯১৬
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (সৎকর্মশীল মুমিনকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (তার পথে জিহাদকারীদের)	৬১-সাফ্‌ফ	১২	৯৬১
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ(সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে)	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
জান্নাতে (সৎকর্মশীল মুমিনদের আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
জান্নাতে(সৎকর্মশীল মুমিনগণকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে)	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
জাহান্নমে প্রবেশ করবে মুনাফিকরা	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশের নির্দেশ(জালিম কাফিরদের)	১৬-নাহ্‌ল	২৯	৭০৫
জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বলা হবে কাফিরকে	৩৯-যুমার	৭২	৮৭৭
জাহান্নামে! (আল্লাহ ছাড়া অন্যরা ইলাহ হলে জাহান্নামে প্রবেশ করত না)	২১-আম্বিয়া	৯৯	৭৫৭
জাহান্নামে প্রবেশ করতে বলা হবে অহংকারী কাফিরদেরকে	৪০-মু'মিন	৭৬	৮৮৪
জাহান্নামে প্রবেশ করবে (ইবাদতবিমুখ অহঙ্কারীরা)	৪০-মু'মিন	৬০	৮৮৩
জাহান্নামে প্রবেশকারীদের জন্য তা নিকৃষ্ট স্থায়ী অবস্থানস্থল	১৪-ইবরাহীম	২৯	৬৯৬
জাহান্নামে প্রবেশ করবে (শরীক-মুশরিক সবাই)	২১-আম্বিয়া	৯৮	৭৫৬
জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে (মুমিনদের বিপরীত পথের অনুসারীকে)	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
জাহান্নামে প্রবেশ করবে পাপীরা (বিচারের দিনে)	৮২-ইনফিতার	১৫	১০১০
জাহান্নামে প্রবেশের নির্দেশ কাফিরদের প্রতি(কিয়ামতের দিন)	৩৬-ইয়াসীন	৬৪	৮৫৫
জাহান্নামে প্রবেশ (কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ)	৫২-তূর	১৬	৯২৯
জাহান্নামে প্রবেশের সর্বাধিক উপযুক্ত কে (আল্লাহ তা জানেন)	১৯-মারইয়াম	৭০	৭৩৯
জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে (ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাসকারী)	৪-নিসা	১০	৫৫৭
জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে তারা, যাদের আমলনামা...	৮৪-ইনশিকাক্‌	১২	১০১৩
দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশের নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
দরজায় প্রবেশ করলেই বিজয়ী হবে মূসার সম্প্রদায় (দুই ব্যক্তি বলল)	৫-মায়িদা	২৩	৫৮৩
দরজা দিয়ে জনপদে প্রবেশের নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৫৮	৫০৬
দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বললেন দুই ব্যক্তি মূসার সম্প্রদায়কে	৫-মায়িদা	২৩	৫৮৩
দয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলেন (ইদরিসকে আল্লাহ)	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
দয়ার মধ্যে প্রবেশ করানো (ইসমাইল/ইদরিস/যুলকিফলকে)	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
দয়ার মধ্যে (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান)	৪২-শূরা	৮	৮৯১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রবেশ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাতে আল্লাহর কাছে মূসার প্রার্থনা	৭-আ'রাফ	১৫১	৬২৬
দয়ার মধ্যে প্রবেশ করানো হয় লূতকে (আল্লাহর দয়া)	২১-আম্বিয়া	৭৫	৭৫৫
দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (সৎকর্মশীল যারা ঈমান এনেছে)	৪৫-জাছিয়া	৩০	৯০৭
দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (তার পথে ব্যয়কারীকে)	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
দয়ায় (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান)	৭৬-দাহ্‌র	৩১	৯৯৬
দল (একদল আগুনে প্রবেশ করে অন্য দলকে লা'নত করবে)	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
দাউদের নিকট প্রবেশ করল (দু'জন প্রতিপক্ষ)	৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
দিনকে প্রবেশ করান আল্লাহ রাতের ভিতর	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
দিনকে রাতে প্রবেশ করান.(আল্লাহ)	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
দিনকে রাতের মধ্যে আল্লাহ্ প্রবেশ করান	২২-হাজ্জ	৬১	৭৬৩
দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	৬	৯৪৮
দিনের মধ্যে আল্লাহ রাতকে প্রবেশ করান	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
দুর্ভাগার প্রবেশ (চরম দুর্ভাগা ছাড়া কেউ আগুনে প্রবেশ করবে না)	৯২-লাইল	১৫	১০২৫
দোষ নেই প্রবেশ করাতে সেই ঘরে যাতে বসবাস করা হয় না	২৪-নূর	২৯	৭৭৬
দ্বীনে প্রবেশ করবে মানুষ (আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এলে)	১১০-নাস্‌র	২	১০৩৫
নবীর ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যাবে না	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
নিকৃষ্ট প্রবেশস্থল যেখানে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে	১১-হূদ	৯৮	৬৭৪
নিরাপদে প্রবেশ করানোর জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা...	১৭-ইসরা	৮০	৭২১
নূহের ঘরে মুমিন হয়ে প্রবেশকারীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা	৭১-নূহ্	২৮	৯৮৫
পছন্দের প্রবেশস্থলে প্রবেশ করানো হবে(শহীদ ও মুহাজিরদের)	২২-হাজ্জ	৫৯	৭৬৩
পিঁপড়াদের ঘরে প্রবেশের নির্দেশ(সুলাইমানের বাহিনীর আগমণে)	২৭-নামল	১৮	৮০১
পুত্ররা প্রবেশ করল পিতা ইয়াকুব আ. যেভাবে আদেশ করেছিলেন	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
প্রাসাদে প্রবেশ (সুলাইমানের প্রাসাদে সাবার রানীর প্রবেশ)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
ফিরআউন বংশকে প্রবেশ করানো হবে কঠিন শাস্তিতে...	৪০-মু'মিন	৪৬	৮৮২
ফেরেশতা প্রবেশ করবে জান্নাতীদের নিকট (প্রত্যেক দরজা দিয়ে)	১৩-রা'দ	২৩	৬৯০
বনী ইসরাইলের দরজা দিয়ে প্রবেশ (সিজদাবনত হয়ে)	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
বনী ইসরাঈলের জনপদে প্রবেশ প্রসঙ্গ	২-বাকারা	৫৮	৫০৬
বাগানে প্রবেশ নিজের প্রতি জুলুম করা অবস্থায় (বাগানওয়ালার)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৫	৭২৭
বাগানে কোন মিসকিন যেন কিছুতেই প্রবেশ না করে	৬৮-ক্বালাম	২৪	৯৭৬
বাগানে প্রবেশ, মাশা আল্লাহ না বলে (বাগানওয়ালা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৯	৭২৭
বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বললেন ইয়াকুব আ. (পুত্রদেরকে)	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
ভূমিতে (পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে বললেন মূসা, সম্প্রদায়কে)	৫-মায়িদা	২১	৫৮৩
ভূমিতে যা কিছু প্রবেশ করে তা আল্লাহ জানেন	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
মসজিদুল হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে (মুমিনগণ)	৪৮-ফাত্‌হ	২৭	৯১৯
মসজিদে প্রবেশ সঙ্গত নয়, ভীত না হয়ে (জালিমদের)	২-বাকারা	১১৪	৫১৩
মসজিদে (বনী ইসরাইলদের মসজিদে আল্লাহর বান্দাদের প্রবেশ...)	১৭-ইসরা	৭	৭১৪
মিসরে প্রবেশ করতে বলল ইউসুফ আ. (পিতামাতা ও ভাইদেরকে)	১২-ইউসুফ	৯৯	৬৮৬
মুত্তাকীদের জান্নাতে প্রবেশ (কৃতকর্মের বিনিময়ে)	১৬-নাহ্‌ল	৩২	৭০৫
মুত্তাকীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে (আল্লাহর পুরস্কারস্বরূপ)	১৬-নাহ্‌ল	৩১	৭০৫
মুমিনদেরকে আল্লাহ দয়া/অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন	৪-নিসা	১৭৫	৫৭৯
মূসার সম্প্রদায় প্রবেশ করবে না পবিত্র ভূমিতে...	৫-মায়িদা	২৪	৫৮৩
মূসার সম্প্রদায় প্রবেশ করবে না শক্তিধর সম্প্রদায় বের না হলে	৫-মায়িদা	২২	৫৮৩
যমিনে যা প্রবেশ করে তা আল্লাহ জানেন	৩৪-সাবা	২	৮৪১
যাকারিয়া আ. যখনই প্রবেশ করেন (মাইয়ামের কক্ষে...)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
যুলকিফলকে আল্লাহ তার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলেন	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
রাতকে প্রবেশ করান আল্লাহ দিনের ভিতর	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
রাতের মধ্যে আল্লাহ দিনকে প্রবেশ করান	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
রাতকে দিনের মধ্যে আল্লাহ্ প্রবেশ করান	২২-হাজ্জ	৬১	৭৬৩
রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	৬	৯৪৮
রাতকে দিনে প্রবেশ করান (আল্লাহ)	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
লূতকে আল্লাহর দয়ার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়	২১-আম্বিয়া	৭৫	৭৫৫
লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে (আবু লাহাব)	১১১-লাহাব	৩	১০৩৫
শত্রুরা মদীনায় প্রবেশ করলে বিদ্রোহে মুনাফিকদের সহযোগিতা প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	১৪	৮৩৪
শহরে প্রবেশ করল মূসা আ. (যখন অধিবাসীরা ছিল বেখবর)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
শাস্তিতে (প্রতিপালকের স্মরণবিমুখ লোকের দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ)	৭২-জিন্	১৭	৯৮৭
সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করবে মুমিন (কবীরা গুনাহ বর্জন করলে)	৪-নিসা	৩১	৫৬১
সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সাকারে (জাহান্নামে) প্রবেশ করাবেন আল্লাহ ওয়ালিদ বিন মুগীরাকে	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	২৬	৯৯১
সিজদাবনত হয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ (বনী ইসরাইলের)	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
সিজদাবনত হয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশের নির্দেশ, (বনী ইসরাঈলকে)	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশকারীদের স্বর্ণ,মুক্তা ও রেশম ...	৩৫-ফাতির	৩৩	৮৪৯
প্রবেশকারী			
আগুনে প্রবেশকারীই কেবল আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হবে	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৬৩	৮৬৫
আগুনে প্রবেশকারীদের সাথে নূহ আ. ও লূতের স্ত্রীর প্রবেশ প্রসঙ্গ	৬৬-তাহ্‌রীম	১০	৯৭১
জাহান্নামে প্রবেশকারী (সীমালঙ্ঘনকারীদের অনুসারী একদল)	৩৮-সোয়াদ	৫৯	৮৬৯
জাহান্নামে প্রবেশ করবে না (অবাধ্যদের মধ্যে এমন কেউ নেই)	১৯-মারইয়াম	৭১	৭৩৯
মূসার সম্প্রদায় প্রবেশ করবে পবিত্র ভূমিতে যদি আমালিকা...	৫-মায়িদা	২২	৫৮৩
প্রবেশমুখ			
পা প্রসারিত করে রেখেছিল কুকুর (আসহাবে কাহাফ প্র.)	১৮-কাহ্‌ফ	১৮	৭২৫
প্রবেশস্থল			
নিকৃষ্ট প্রবেশস্থল যেখানে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে	১১-হূদ	৯৮	৬৭৪
পছন্দের প্রবেশস্থলে প্রবেশ করানো হবে (শহীদ ও মুহাজিরদের)	২২-হাজ্জ	৫৯	৭৬৩
পলায়ন করবে মুনাফিক/কাফিররা প্রবেশস্থল পেলে	৯-তাওবা	৫৭	৬৪৬
প্রভাত (আরো দেখুন সকাল শব্দটি)			
অতিক্রম (প্রভাতে ও রাতে, লূত জাতির ধ্বংসাবশেষ)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৩৭	৮৬৩
আক্রমণ (প্রভাতে অতর্কিতে আক্রমণকারী ঘোড়ার কসম)	১০০-'আদিয়াত	৩	১০৩০
কসম প্রভাতের (যখন আলোকোজ্জ্বল হয়)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৩৪	৯৯১
ডাকা (বাগানওয়ালারা প্রভাতে একে অপরকে ডাকল)	৬৮-ক্বালাম	২১	৯৭৬
ধূলা উড়ানো (প্রভাতে আক্রমণকারী/ধূলা উড়ানো ঘোড়ার কসম)	১০০-'আদিয়াত	৪	১০৩০
প্রতিপালক (প্রভাতের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাওয়া)	১১৩-ফালাক	১	১০৩৬
প্রতিপক্ষের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়া ঘোড়ার কসম...(প্রভাতে)	১০০-'আদিয়াত	৫	১০৩০
ফল কর্তন (প্রভাতে ফল কর্তন করতে বাগানওয়ালাদের কসম)	৬৮-ক্বালাম	১৭	৯৭৫
কসম প্রভাতের (যখন তা শ্বাস নেয়)	৮১-তাকভীর	১৮	১০০৮
সতর্ককৃতদের প্রভাত কত মন্দ হবে (শাস্তি নেমে আসলে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৭৭	৮৬৫
প্রভাত রশ্মি			
উন্মেষক (আল্লাহই প্রভাত রশ্মির উন্মেষক)	৬-আন্'আম	৯৬	৬০৫
প্রভাব			
লক্ষ্য করা (আল্লাহর দয়ার প্রভাব লক্ষ্য করার আহ্বান)	৩০-রূম	৫০	৮২৬
প্রভাবশালী			
পৃথিবীতে ফিরআউন বংশের রাজত্ব প্রভাবশালী হিসেবে...	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
প্রভু (আরো দেখুন প্রতিপালক/রক্ষক শব্দটি)			
আল্লাহ প্রভু মুমিনদের	৯-তাওবা	৫১	৬৪৫
আল্লাহই সত্য/প্রকৃত প্রভু (প্রত্যেকের প্রত্যাবর্তন তার কাছে)	১০-ইউনুস	৩০	৬৫৭
উত্তম প্রভু আল্লাহ	৮-আনফাল	৪০	৬৩৫
কাফিরদের প্রভু নেই (দুনিয়া ও আখিরাতে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১১	৯১২
ফিরে যাওয়া (প্রভুর কাছে ফিরে যেতে বলল ইউসুফ আ. বার্তাবাহককে)	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
বোঝা (বোবা ব্যক্তি প্রভুর জন্য বোঝাস্বরূপ,দু' ব্যক্তির উপমা)	১৬-নাহ্‌ল	৭৬	৭০৯
মুমিনদের প্রভু আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৫০	৫৫০
মুমিনদের প্রভু আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	১১	৯১২
মু'মিনদের প্রভু আল্লাহ	৮-আনফাল	৪০	৬৩৫
সত্য প্রভু আল্লাহর দিকে ফিরানো হয় সবাইকে (মৃত্যুর পর)	৬-আন্'আম	৬২	৬০১
সত্য/প্রকৃত প্রভু আল্লাহই (প্রত্যেকের প্রত্যাবর্তন তার কাছে)	১০-ইউনুস	৩০	৬৫৭
প্রভু (আযীয)			
ইউসুফের প্রভু আযীয তার আবাসের সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
ইউসুফের কথা প্রভুকে বলতে ভুলিয়ে দিল শয়তান (মুক্ত ব্যক্তিকে)	১২-ইউসুফ	৪২	৬৮০
প্রভু (রক্ষক)			
আল্লাহ মুমিনদের প্রভু (রক্ষক)	২-বাকারা	২৮৬	৫৩৫
আল্লাহ প্রভু/রক্ষক (কসম অবসান প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	২	৯৭০
আল্লাহই মানুষের প্রভু/রক্ষক	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
আল্লাহ নবীর প্রভু (নবীর গোপন কথা এক স্ত্রী অন্যকে বলা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	৪	৯৭০
উত্তম প্রভু/রক্ষক (আল্লাহ)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
নিকৃষ্ট প্রভু/রক্ষক (আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৩	৭৫৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রভু (শরীক)			
এক/অনেক প্রভুর অধীন দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আল্লাহ পেশ করেছেন	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
প্রমাণ			
অবতীর্ণ (আল্লাহ প্রতিমার পক্ষে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি)	৫৩-নাজম	২৩	৯৩৩
অবতীর্ণ (আল্লাহ মানুষের উপর স্পষ্ট প্রমাণ অবতীর্ণ করেন...)	১৬-নাহল	৪৪	৭০৬
অবতীর্ণ (প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ যেসব নামের ব্যাপারে...)	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
অবতীর্ণ (প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ, কল্পিত নামের উপাসনার পক্ষে)	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
অবতীর্ণ (প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন কি আল্লাহ, শিরকের পক্ষে)	৩০-রূম	৩৫	৮২৪
অবতীর্ণ (প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ, শিরকের পক্ষে)	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
অবতীর্ণ (প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ শিরকের সমর্থনে)	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫
অবতীর্ণ প্রমাণাদি গোপন করা...	২-বাক্বারা	১৫৯	৫১৭
আয়াতকে সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে পাঠ করা হলে কাফির...	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ থাকার পক্ষে প্রমাণ থাকলে পেশের নির্দেশ	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
আসা (প্রমাণাদি আসার পর ঈমান থেকে বিচ্যুতি)	২-বাক্বারা	২০৯	৫২৩
আসা (প্রমাণ আসার পর কেউ ঈমান আনল আর কেউ...)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
আসা (প্রমাণ না আসা পর্যন্ত আহলে কিতাব পৃথক হতে প্রস্তুত নয়...)	৯৮-বায়্যিনাহ্	১	১০২৯
আসা (রাসূল স. এর ব্যাপারে পূর্ববর্তী সহীফায় উল্লেখিত প্রমাণ আসা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৩৩	৭৪৯
আসা (স্পষ্ট প্রমাণসহ রাসূল স. আসার পরও ঈমান না আনা)	৭-আ'রাফ	১০১	৬২২
আসা (সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই আহলে কিতাব বিভক্ত হয়!)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৪	১০২৯
ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দান (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
ঈসা আ.আগমন করেছিলেন (প্রজ্ঞা ও স্পষ্ট প্রমাণসহ)	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
ঈসা আ. প্রমাণ নিয়ে এসেছিল যখন বনী ইসরাঈলদের নিকট...	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
উপাসনার(এমন কারো উপাসনা যে সম্পর্কে প্রমাণ অবতীর্ণ হয়নি)	২২-হাজ্জ	৭১	৭৬৪
উপস্থিত না করা (বাতিল উপাস্যদের পক্ষে)	১৮-কাহ্ফ	১৫	৭২৫
উপস্থিত (স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করলেন মূসা, বনী ইসরাঈলের নিকট)	৪৪-দুখান	১৯	৯০৩
কিতাবের স্পষ্ট প্রমাণের উপর কি জালিমরা নির্ভর করে?	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
দান করেছেন আল্লাহ ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণাদি	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
নিয়ে আসা (ইহুদী-নাসারাদের জান্নাতে প্রবেশের প্রমাণ নিয়ে আসা!)	২-বাক্বারা	১১১	৫১৩
প্রতিপালকের প্রমাণ না দেখলে দৈহিক মিলনের মনস্থ করত ইউসুফ	১২-ইউসুফ	২৪	৬৭৯
প্রতিপালকের প্রমাণ মাদইয়ানবাসীর নিকট আসা (শু'আইব প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণ (নূহ আ. এর প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	২৮	৬৬৮
প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর সালিহ আ. যদি প্রতিষ্ঠিত থাকেন!	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ/কুরআন এর উপর রয়েছে যে ব্যক্তি	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণাদি এসেছে	৪০-মু'মিন	৬৬	৮৮৩
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসেছে (কুরআন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রমাণসহ মূসা আ. এসেছেন	৭-আ'রাফ	১০৫	৬২২
প্রাধান্য (প্রমাণের উপর ফিরআউনকে প্রাধান্য না দেয়া, জাদুকরদের)	২০-ত্বা-হা	৭২	৭৪৫
বনী ইসরাঈলের কাছে প্রমাণ আসার পরও বাছুর পূজা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
বিতর্ক (আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে প্রমাণ বিহীন বিতর্ক)	৪০-মু'মিন	৫৬	৮৮২
মুশরিকদের প্রমাণ নেই (আল্লাহ সন্তান গ্রহণের ব্যাপারে)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
মূসা আ. স্পষ্ট প্রমাণসহ কারুন/ফিরআউন/হামানের কাছে এসেছিল	২৯-আনকাবূত	৩৯	৮১৯
মূসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করা হয়	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ আসলেও কাফিররা অস্বীকার করত	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
রাসূলদের পক্ষে প্রমাণ আনা অসম্ভব (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া)	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
সন্তানগ্রহণের ব্যাপারে মুশরিকদের প্রমাণ নেই (আল্লাহর সন্তান!)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
সুস্পষ্ট প্রমাণ (বনী ইসরাঈলকে দ্বীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান)	৪৫-জাছিয়া	১৭	৯০৬
সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক (কাফিরদের গোপন শ্রোতা প্রসঙ্গ)	৫২-তূর	৩৮	৯৩১
সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করার দাবি মুশরিকদের (রাসূলগণের কাছে)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শনসহ মূসাকে ফির'আউনের নিকট পাঠানো	১১-হূদ	৯৬	৬৭৪
সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পূর্ববর্তী রাসূলগণ এসেছিলেন	৩৫-ফাতির	২৫	৮৪৮
সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা আ. ও হারুনকে প্রেরণ...	২৩-মু'মিনূন	৪৫	৭৬৮
সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে আয়াতকে পাঠ করা হলে কাফিররা তাকে জাদু বলে	৪৬-আহ্কাফ	৭	৯০৮
স্পষ্ট প্রমাণসহ আল্লাহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলেন	৪০-মু'মিন	২৩	৮৭৯
স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ (ফির'আউনের নিকট)	৫১-যারিয়াত	৩৮	৯২৭
স্পষ্ট প্রমাণ (মূসা আ. স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন)	২-বাক্বারা	৯২	৫১০
স্পষ্ট প্রমাণ (নিজের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ, কাফিরকে বন্ধুগ্রহণ প্রস.)	৪-নিসা	১৪৪	৫৭৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হূদ কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসেনি (আদ সম্প্রদায়ের অভিযোগ)	১১-হূদ	৫৩	৬৭০
প্রমাণ (কারণ)			
সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে হুদহুদ না আসলে সুলাইমান আ. কর্তৃক শাস্তির হুমকি	২৭-নামল	২১	৮০১
প্রয়োজন			
আনসারগণ প্রয়োজন বোধ করে না....	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
ইয়াকুবের মনের প্রয়োজন পূরণ করেছিল ইয়াকুব...	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
পূর্ণ করা (গবাদি পশু থেকে মানুষ প্রয়োজন পূর্ণ করে)	৪০-মু'মিন	৮০	৮৮৫
মূসার লাঠি দ্বারা অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো প্রসঙ্গ	২০- ত্বা-হা	১৮	৭৪২
যায়েদ প্রয়োজন শেষ করার পর তার স্ত্রীর সাথে নবীর বিয়ে প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
প্ররোচনা/প্ররোচিত			
আযীযের স্ত্রী প্ররোচনা দিয়েছে ইউসুফকে (দৈহিক মিলনে)	১২-ইউসুফ	৩২	৬৭৯
ইউসুফকে প্ররোচনা দিয়েছিল আযীযের স্ত্রী (ইউসুফ আ. বলল)	১২-ইউসুফ	২৬	৬৭৯
ইউসুফকে প্ররোচনা দিয়েছিল (নারীরা)	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
ইউসুফকে প্ররোচিত করেছে বলে আযীযের স্ত্রীর স্বীকৃতি	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
ইউসুফকে প্ররোচিত করল (যার ঘরে সে ছিল সেই নারী)	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
ইবলিস প্ররোচিত করবে আদমের বংশধরকে	১৭-ইস্রা	৬৪	৭১৯
দাসকে প্ররোচনা দেয় আযীযের স্ত্রী দৈহিক মিলনে (নারীরা বলল)	১২-ইউসুফ	৩০	৬৭৯
পাপ কাজে প্ররোচিত করে যাকে তার আত্মসম্মান...	২-বাক্বারা	২০৬	৫২৩
প্রবৃত্তি প্ররোচিত করল কাবিলকে তার ভাই হাবিলকে হত্যা করতে	৫-মায়িদা	৩০	৫৮৪
বিদ্বেষ যেন প্ররোচিত না করে মুমিনদেরকে ন্যায়বিচার না করতে	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
বিদ্বেষ যেন সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে মুমিনদেরকে...	৫-মায়িদা	২	৫৮০
'মন প্ররোচিত করেছে তোমাদেরকে' ইয়াকুব আ. পুত্রদেরকে বললেন	১২-ইউসুফ	৮৩	৬৮৪
মন প্ররোচিত করেছে ইউসুফের ভাইদেরকে এমন কাজে...	১২-ইউসুফ	১৮	৬৭৮
রাসূল স. কে শয়তানের প্ররোচনা প্ররোচিত করলে...	৭-আ'রাফ	২০০	৬৩১
শয়তান প্ররোচনা দেয় (মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির)	১৭-ইস্রা	৫৩	৭১৮
শয়তান প্ররোচিত করে তাদেরকে, যারা পিছনে ফিরে যায়	৪৭-মুহাম্মাদ	২৫	৯১৪
শয়তান প্ররোচিত করলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা	৪১-ফুস্সিলাত	৩৬	৮৮৮
শয়তান যাকে হতবুদ্ধি করে প্ররোচিত করে (পৃথিবীতে)	৬-আনআম	৭১	৬০২
শয়তানের প্ররোচনা (ইউসুফ আ. ও তার ভাইদের মাঝে)	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা	৪১-ফুস্সিলাত	৩৬	৮৮৮
শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা	৭-আ'রাফ	২০০	৬৩১
শয়তানের প্ররোচনা থেকে প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা	২৩-মু'মিনূন	৯৭	৭৭২
সম্প্রদায়কে যেন প্ররোচিত না করে (শোয়াইবের সাথে বিরোধ)	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
সামিরীকে তার মন প্ররোচিত করেছি ল (বাছুরের মূর্তি তৈরি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৯৬	৭৪৭
স্পর্শ (শয়তানের প্ররোচনা স্পর্শ করলে মুত্তাকী আল্লাহকে স্মরণ করে)	৭-আ'রাফ	২০১	৬৩১
প্ররোচনা (ওহী)			
প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথার মাধ্যমে শয়তান ওহী করে	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
বিতর্ক করতে ওহী/প্ররোচিত করে শয়তান (মুমিনদের সাথে বিতর্ক)	৬-আন্'আম	১২১	৬০৮
প্রলয়			
মিথ্যা বলা (আদ ও ছামুদ মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল)	৬৯-হাক্কাহ্	৪	৯৭৮
প্রলুব্ধ			
ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়ের লোক নারীর কোমলকণ্ঠে প্রলুব্ধ হয়...	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
প্রশংসনীয়			
আল্লাহ প্রশংসনীয়	৬০-মুমতাহিনা	৬	৯৫৮
আল্লাহ প্রশংসনীয়	৮৫-বুরূজ	৮	১০১৫
আল্লাহ (প্রশংসনীয় আল্লাহর নিকট থেকে কুরআন অবতীর্ণ)	৪১-ফুস্সিলাত	৪২	৮৮৯
আল্লাহ প্রশংসনীয় এবং তিনিই অভিভাবক	৪২-শূরা	২৮	৮৯৩
আল্লাহ প্রশংসনীয় ও অমুখাপেক্ষী	৩৫-ফাতির	১৫	৮৪৭
আল্লাহ প্রশংসনীয় ও অমুখাপেক্ষী (মানুষের অকৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও অতিপ্রশংসনীয়	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও অতি প্রশংসনীয়	১৪-ইবরাহীম	৮	৬৯৩
আল্লাহ অতি প্রশংসনীয় ও অভাবমুক্ত(আকাশ-পৃথিবীর সবই আল্লাহর)	৩১-লুকমান	২৬	৮২৯
আল্লাহ অতি প্রশংসনীয় ও মহামর্যাদাবান (ইবরাহীমের প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৭৩	৬৭২
আল্লাহ অতিপ্রশংসনীয় ও অভাবমুক্ত	২২-হাজ্জ	৬৪	৭৬৪
আল্লাহ অতি প্রশংসনীয় ও অমুখাপেক্ষী (ভয় করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
আল্লাহ অতি প্রশংসনীয় ও অভাবমুক্ত	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রশংসনীয় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পথ (প্রশংসনীয় আল্লাহর পথে পরিচালিত করে...)	৩৪-সাবা	৬	৮৪১
পথ(অতি প্রশংসনীয়-র পথে পরিচালিত হওয়ায় সৎকর্মশীলকে জান্নাত)	২২-হাজ্জ	২৪	৭৬০
প্রতিপালক মহাপ্রতাপশালী ও অতি প্রশংসনীয়	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
প্রশংসা			
আল্লাহর প্রশংসা -যিনি আকাশ-পৃথিবী ও জগতসমূহের প্রতিপালক	৪৫-জাছিয়া	৩৬	৯০৭
আল্লাহরই প্রশংসা ইহকালে ও পরকালে	২৮-কাসাস	৭০	৮১৪
আল্লাহর (সকল প্রশংসা আল্লাহর অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না)	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
আল্লাহর (সকল প্রশংসা আল্লাহর, নিদর্শন দেখানো প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৯৩	৮০৭
আল্লাহর (যিনি বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন)	১৮-কাহ্ফ	১	৭২৪
আল্লাহর প্রশংসা যিনি প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন	৩৯-যুমার	৭৪	৮৭৭
আল্লাহর (আখিরাতে সকল প্রশংসা আল্লাহর)	৩৪-সাবা	১	৮৪১
আল্লাহরই সকল প্রশংসা (অধিকাংশ কাফির তা জানে না)	৩১-লুকমান	২৫	৮২৯
আল্লাহরই সকল প্রশংসা (এক/অনেক প্রভূর অধীন দুজনের দৃষ্টান্ত)	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
আল্লাহরই প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীতে	৩০-রূম	১৮	৮২৩
আল্লাহর প্রশংসা করার নির্দেশ নূহকে (নৌকায় আরোহণের পর)	২৩-মু'মিনূন	২৮	৭৬৭
আল্লাহর প্রশংসা (জান্নাতীদের শেষ বক্তব্য...)	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
আল্লাহর প্রশংসা (দাউদ আ. ও সুলাইমানকে মর্যাদা দান করায়)	২৭-নামল	১৫	৮০১
আল্লাহর প্রশংসা (বার্ধক্যে ইবরাহীমকে সন্তান দানের কারণে)	১৪-ইবরাহীম	৩৯	৬৯৭
আল্লাহর প্রশংসা যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন	৬-আন্'আম	১	৫৯৬
আল্লাহর প্রশংসা যিনি আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
আল্লাহর প্রশংসা যিনি দুঃখ দূর করেছেন (জান্নাতীরা বলবে)	৩৫-ফাতির	৩৪	৮৪৯
আল্লাহর প্রশংসা (যিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান, রাজত্ব তারই)	৬৪-তাগাবুন	১	৯৬৬
আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়া, প্রশংসার সাথে (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্রা	৫২	৭১৮
আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা (যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক)	৬-আন্'আম	৪৫	৬০০
আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা	১৭-ইস্রা	১১১	৭২৩
আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক	১-ফাতিহা	১	৫০১
আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা (বৃষ্টিবর্ষণ ও ভূমি জীবিত প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা (যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক)	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক	৪০-মু'মিন	৬৫	৮৮৩
আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক	৩৭-সাফ্ফাত	১৮২	৮৬৫
আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা	৩৪-সাবা	১	৮৪১
আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করেন ফেরেশতারা (আদম আ. সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে না এমনকিছু নেই	১৭-ইস্রা	৪৪	৭১৭
আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে বজ্রের গর্জন	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা নির্দেশ	২৫-ফুরকান	৫৮	৭৮৬
আল্লাহর (সকল প্রশংসা আল্লাহর...)	২৭-নামল	৫৯	৮০৪
দাউদ/সুলাইমান আ. কর্তৃক আল্লাহর প্রশংসা (মর্যাদা দান করায়)	২৭-নামল	১৫	৮০১
প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা (আয়াত শুনে...)	৩২-সাজ্দা	১৫	৮৩১
প্রতিপালকের প্রশংসা করছে ফেরেশতা (আরশের চারপাশে)	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ(রাসূল স. কে)	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে ফেরেশতারা	৪২-শূরা	৫	৮৯১
প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৫০-ক্বাফ	৩৯	৯২৪
প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা...	৫২-তূর	৪৮	৯৩১
প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ	১৫-হিজর	৯৮	৭০২
প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা (সাহায্য/বিজয় এলে)	১১০-নাস্র	৩	১০৩৫
প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৪০-মু'মিন	৫৫	৮৮২
প্রতিপালকের (প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা...)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
প্রশংসাকারী			
মুমিনরা প্রশংসাকারী	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
প্রশংসাযোগ্য			
প্রচেষ্টা (আখিরাতের জন্য মুমিনদের প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য)	১৭-ইস্রা	১৯	৭১৫
প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য (জান্নাতীদের প্রসঙ্গ...)	৭৬-দাহ্র	২২	৯৯৬
প্রশংসিত			
আল্লাহ প্রশংসিত	৫৭-হাদীদ	২৪	৯৫০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভালবাসা (প্রশংসিত হতে ভালবাসে, আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৮৮	৫৫৪
স্থান (মাকামে মাহমুদে রাসূল স. কে অধিষ্ঠিত করবেন প্রতিপালক)	১৭-ইস্রা	৭৯	৭২০
প্রশমিত			
ক্রোধ প্রশমিত হলে মূসার ফলক তুলে নেয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৫৪	৬২৬
প্রশস্ত (আরো দেখুন বিস্তৃত শব্দটি)			
আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত (সৎকর্মশীল মুত্তাকীদের জন্য)	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
ইসলামের জন্য আল্লাহ যার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন...	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩
কুফরীর জন্য বক্ষ প্রশস্তকারীর উপর আল্লাহর ক্রোধ...	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
পৃথিবী প্রশস্ত (হিজরতকারীদের জন্য আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
পৃথিবী (আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত, সুতরাং তারই ইবাদত কর)	২৯-আনকাবূত	৫৬	৮২১
বক্ষপ্রশস্ত করা (যার বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন)	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
বক্ষ (রাসূল স. এর বক্ষকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছেন)	৯৪-ইন্শিরাহ্	১	১০২৭
বক্ষ প্রশস্ত করার জন্য প্রতিপালকের কাছে মূসার দোয়া	২০-ত্বা-হা	২৫	৭৪২
মু'মিনদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন আল্লাহ...	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
রিযিক প্রশস্ত করেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
স্থান প্রশস্ত করার নির্দেশ মু'মিনদের প্রতি (মজলিসে)	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
স্থান প্রশস্ত করার নির্দেশ মজলিসে (মুনিদের প্রতি)	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
পৃথিবী (হিজরতকারীদের জন্য আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
প্রশস্ততা			
জান্নাতের প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
জান্নাতের প্রশস্ততা (আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমান)	৩-আলে ইমরান	১৩৩	৫৪৮
জ্ঞান ও দেহের প্রশস্ততা বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালুতকে	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
দেহাকৃতির প্রশস্ততা বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ আদ জাতির	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
প্রশান্ত			
আত্মা ('প্রশান্ত আত্মা' বলে কিয়ামতে আল্লাহর আহ্বান)	৮৯-ফাজ্র	২৭	১০২২
ইবরাহীমের হৃদয়কে প্রশান্ত করা(মৃতকে পুনর্জীবিত করা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
ঈমানে প্রশান্ত হৃদয় বাধ্য হয়ে কুফরী করলে শাস্তি নেই	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
কল্যাণ আসলে প্রশান্ত হয়(দ্বিধার সাথে ইবাদাতকারী প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
বক্ষ প্রশান্ত করবেন আল্লাহ মুমিনদের	৯-তাওবা	১৪	৬৪১
হৃদয় প্রশান্ত করার জন্য ফেরেশতার সাহায্য ঘোষণা	৩-আলে ইমরান	১২৬	৫৪৮
হৃদয় প্রশান্ত হবে হাওয়ারীদের (আকাশ থেকে অবতীর্ণ খাদ্য খেয়ে)	৫-মায়িদা	১১৩	৫৯৪
হৃদয় প্রশান্ত হয় আল্লাহর স্মরণে (মুমিনদের হৃদয়)	১৩-রা'দ	২৮	৬৯১
হৃদয় (ঈমানে প্রশান্ত হৃদয় বাধ্য হয়ে কুফরী করলে শাস্তি নেই)	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
প্রশান্তি (আরো দেখুন শান্তি শব্দটি)			
অবতীর্ণ (প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ রাসূল স. এর উপর, হিজরত প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
বাইয়াত গ্রহণকারীদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	১৮	৯১৭
মুমিনদের হৃদয়ে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	৪	৯১৬
অবতীর্ণ (প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ মুমিনদের উপর, হুনাইনে)	৯-তাওবা	২৬	৬৪২
আল্লাহ প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন (রাসূল স. ও মুমিনদের উপর)	৪৮-ফাত্হ	২৬	৯১৮
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি স্বরূপ মু'মিনদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন...	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
জোড়ার (স্ত্রীর) নিকট প্রশান্তি পাবে মানুষ	৩০-রূম	২১	৮২৩
তন্দ্রারূপ প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন (মুমিনদের উপর,উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
দোয়া (রাসূল স. এর দোয়া প্রশান্তিদায়ক)	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
সিন্দুকে প্রশান্তি রয়েছে (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে...)	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
স্ত্রী/স্বামী/জোড়া থেকে প্রশান্তি লাভ (আদম-হাওয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য সাহায্যের সুসংবাদ (বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	১০	৬৩২
হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে (আল্লাহর স্মরণে)	১৩-রা'দ	২৮	৬৯১
প্রশ্ন (আরো দেখুন জিজ্ঞাসা শব্দটি)			
অপরাধীদেরকে প্রশ্ন করা হবে না (অপরাধ সম্পর্কে)	২৮-কাসাস	৭৮	৮১৫
আল্লাহকে তার কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না	২১-আম্বিয়া	২৩	৭৫১
ঈমানদারেদের জন্য প্রশ্ন করা নিষেধ (এমন বিষয়ে যা...)	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
কিয়ামতের দিন কখন হবে সে সম্পর্কে মানুষ প্রশ্ন করে	৭৫-কিয়ামাহ্	৬	৯৯৩
কৃতকর্ম সম্পর্কে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে	১৬-নাহ্ল	৯৩	৭১১
খিজিরকে প্রশ্ন করতে পারবে না (তাকে অনুসরণ করলে মূসা..)	১৮-কাহ্ফ	৭০	৭৩০
খিজিরকে মূসা আ. প্রশ্ন করলে , মূসার আপত্তি থাকবে না সঙ্গী না করলে	১৮-কাহ্ফ	৭৬	৭৩১
জনপদবাসীকে প্রশ্ন করতে বললেন পিতাকে (যেখানে তারা ছিল)	১২-ইউসুফ	৮২	৬৮৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রশ্ন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জালিম ও সহচরদেরকে প্রশ্ন করা হবে (জাহান্নামে নেয়ার সময়)	৩৭-সাফ্‌ফাত	২৪	৮৫৮
জুলকারনাইন সম্পর্কে (রাসূল স. কে)..	১৮-কাহ্‌ফ	৮৩	৭৩১
সেই শাস্তি সম্পর্কে যা সংঘটিত হবে...	৭০-মা'আরিজ	১	৯৮১
প্রতিপালক অবশ্যই প্রশ্ন করবেন (কাফিরদের সকলকে)	১৫-হিজর	৯২	৭০২
প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, কিয়ামত	১৭-ইস্‌রা	৩৪	৭১৭
বনী ইসরাঈলকে প্রশ্ন করা (ফিরআউন ও মূসার সম্পর্কে)	১৭-ইস্‌রা	১০১	৭২৩
মানুষকে তার কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে	২১-আম্বিয়া	২৩	৭৫১
মিথ্যা রচনা সম্পর্কে কাফিরকে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে	২৯-আনকাবূত	১৩	৮১৭
মিথ্যা রচনা সম্পর্কে মুশরিকদের অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে	১৬-নাহ্‌ল	৫৬	৭০৭
মুনাফিকদেরকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে- আমরা অনর্থক কথা ও...	৯-তাওবা	৬৫	৬৪৬
মুশরিকদের মিথ্যা রচনা সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে	১৬-নাহ্‌ল	৫৬	৭০৭
মূসাকে যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেভাবে রাসূল স. কে প্রশ্ন	২-বাক্বারা	১০৮	৫১২
রাসূল স. কে প্রশ্ন (রূহ সম্পর্কে)	১৭-ইস্‌রা	৮৫	৭২১
রাসূল স. কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা যেন তিনি এর জ্ঞান রাখেন!	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
রাসূল স. এর কাছে প্রশ্ন করা(মূসার নিকট প্রশ্ন করার মত)	২-বাক্বারা	১০৮	৫১২
সম্প্রদায় (পূর্বে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছিল)	৫-মায়িদা	১০২	৫৯৩
প্রশ্নকারী			
নিদর্শন রয়েছে প্রশ্নকারীদের জন্য ইউসুফ আ. ও তার ভাইদের ঘটনায়	১২-ইউসুফ	৭	৬৭৭
প্রশ্ন করল প্রশ্নকারী (সেই শাস্তি সম্পর্কে যা সংঘটিত হবে)	৭০-মা'আরিজ	১	৯৮১
সৃষ্টিতথ্য উপস্থাপন করছেন আল্লাহ প্রশ্নকারীদের জন্য	৪১-ফুস্‌সিলাত	১০	৮৮৬
প্রশ্বাস (ধ্বনি)			
জাহান্নামের প্রশ্বাস (ধ্বনি) শুনতে পাবে (জাহান্নামে নিক্ষিপ্তরা)	৬৭-মুল্‌ক	৭	৯৭২
প্রসব			
ইমরানের স্ত্রী প্রসব করল কন্যাসন্তান...	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
কষ্টের সাথে সন্তান প্রসব করেন সন্তানের মা	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
তালাকপ্রাপ্তার জন্য গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত ব্যয়...	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
নারীর প্রসব আল্লাহর অজ্ঞাতসারে হয় না	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
মারইয়মকে প্রসব করল যখন ইমরানের স্ত্রী...	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
সন্তান প্রসব পর্যন্ত গর্ভবতীর ইদ্দত	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
প্রসব-বেদনা			
মারইয়ামকে প্রসব-বেদনা খেজুর গাছের কাছে নিয়ে গেল	১৯-মারইয়াম	২৩	৭৩৫
প্রসারিত (আরো দেখুন সম্প্রসারিত শব্দটি)			
চোখ প্রসারিত না করার নির্দেশ, রাসূল স. কে (ভোগ্যসামগ্রীপ্রাপ্তের প্রতি)	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯
দু'চোখ (রাসূল স. এর দু'চোখ প্রসারিত করা নিষেধ কাফিরদের ভোগ্যসামগ্রীর প্রতি)	১৫-হিজর	৮৮	৭০২
পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত (আসহাবে কাহফের কুকুরের)	১৮-কাহ্‌ফ	১৮	৭২৫
রিযিক প্রসারিত করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	৩০-রূম	৩৭	৮২৪
রিযিক প্রসারিত করেন প্রতিপালক (যার জন্য ইচ্ছা...)	৩৪-সাবা	৩৯	৮৪৪
রিযিক (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করে দেন)	২৯-আনকাবূত	৬২	৮২১
রিযিক প্রসারিত/পরিমাপ করার মধ্যে মুমিনের জন্য নিদর্শন আছে	৩৯-যুমার	৫২	৮৭৫
রিযিক প্রসারিত করলে বান্দারা পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি করত	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
রিযিক প্রসারিত ও পরিমাপ করে দেন প্রতিপালক	১৭-ইস্‌রা	৩০	৭১৬
রিযিক প্রসারিত করে দেন প্রতিপালক (যাকে ইচ্ছা)	৩৪-সাবা	৩৬	৮৪৪
রিযিক প্রসারিত করে দেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২৪৫	৫২৮
রিযিক প্রসারিত করেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	২৬	৬৯১
রিযিক প্রসারিত করেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	৪২-শূরা	১২	৮৯২
হাত ও জিহ্বা প্রসারিত করবে কাফিররা মুমিনদের প্রতি (অনিষ্টসহ)	৬০-মুমতাহিনা	২	৯৫৮
হাত (আল্লাহর দু'হাত প্রসারিত)	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
হাত প্রসারিত করে যদি কাবিল হাবিলকে হত্যার জন্য	৫-মায়িদা	২৮	৫৮৪
হাত সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করা নিষেধ (অপব্যয় প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্‌রা	২৯	৭১৬
হাত প্রসারিত করবে না হাবিল কাবিলকে হত্যার জন্য	৫-মায়িদা	২৮	৫৮৪
প্রস্তরাঘাত			
রাসূলদেরকে প্রস্তরাঘাত করার হুমকি.. (কাফিরদের)	৩৬-ইয়াসীন	১৮	৮৫২
প্রস্তাব			
নারীকে প্রস্তাব দেয়ায় কোন অপরাধ নেই (বিধবা নারী)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
শান্তিপ্রস্তাব দানকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ কোন পথ রাখেননি	৪-নিসা	৯০	৫৬৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শান্তির প্রস্তাব না দিলে আক্রমণকারী মুনাফিকদের বিরুদ্ধে...	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
প্রস্তুত (আরো দেখুন তৈরি শব্দটি)			
আগুন প্রস্তুত রাখা হয়েছে (কাফিরদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৩১	৫৪৮
আগুন প্রস্তুত করেছেন আল্লাহ (জালিমদের জন্য)	১৮-কাহ্‌ফ	২৯	৭২৬
আগুন প্রস্তুত (কাফিরদের জন্য)	২-বাক্বারা	২৪	৫০৪
আগুন (জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য)	৪৮-ফাত্‌হ	১৩	৯১৭
আগুন (কাফিরদের জন্য আল্লাহ জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছেন)	৩৩-আহযাব	৬৪	৮৩৯
আগুন (অকৃতজ্ঞের জন্য শিকল, বেড়ি ও আগুন প্রস্তুত -আখিরাতে)	৭৬-দাহ্‌র	৪	৯৯৫
আমলনামা প্রস্তুত (সঙ্গী ফেরেশতা বলবে কিয়ামতে)	৫০-ক্বাফ	২৩	৯২৩
আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন কঠিন শাস্তি (মুনাফিকদের জন্য)	৫৮-মুজাদালা	১৫	৯৫৩
আসন (নারীদের জন্য আসন প্রস্তুত করল, আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
কাফিরদের জন্য আল্লাহ জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছেন	৩৩-আহযাব	৬৪	৮৩৯
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন যাদের জন্য...	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
জাহান্নাম প্রস্তুত (আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণাকারীদের জন্য)	৪৮-ফাত্‌হ	৬	৯১৬
জাহান্নাম (প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ, কাফিরদের জন্য)	১৮-কাহ্‌ফ	১০২	৭৩৩
জান্নাত প্রস্তুত করেছেন আল্লাহ (মুহাজির ও আনসার ও...)	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
জান্নাত প্রস্তুত করেছেন আল্লাহ (রাসূল স. ও ঈমানদারদের জন্য)	৯-তাওবা	৮৯	৬৪৯
জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে (তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে)	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য	৩-আলে ইমরান	১৩৩	৫৪৮
জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ কিয়ামত অস্বীকারকারীর জন্য	২৫-ফুরকান	১১	৭৮৩
পর্যবেক্ষক (মানুষের কথা সংরক্ষণের জন্য একজন পর্যবেক্ষক প্রস্তুত)	৫০-ক্বাফ	১৮	৯২৩
পানপাত্রসমূহ প্রস্তুত থাকবে জান্নাতে	৮৮-গাশিয়াহ্‌	১৪	১০১৯
প্রতিদান(সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ প্রতিদান প্রস্তুত করেছেন)	৩৩-আহযাব	২৯	৮৩৫
বেড়ি (অকৃতজ্ঞের জন্য শিকল, বেড়ি ও আগুন প্রস্তুত -আখিরাতে)	৭৬-দাহ্‌র	৪	৯৯৫
মূসাকে আল্লাহ নিজের জন্য প্রস্তুত করা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা হা	৪১	৭৪৩
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত (মন্দকাজকারী/কাফিরের জন্য)	৪-নিসা	১৮	৫৫৯
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা আছে	৩৩-আহযাব	৮	৮৩৩
রিযিক প্রস্তুত করেছেন আল্লাহ (আল্লাহর অনুগতদের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩১	৮৩৬
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি কাফিরের জন্য প্রস্তুত(অনুগ্রহ গোপন/কৃপণতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৭	৫৬২
শক্তি প্রস্তুত করার নির্দেশ মু'মিনদেরকে, সাধ্যমত	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
শাস্তি (আল্লাহ-রাসূল স. কে কষ্টদাতার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত)	৩৩-আহযাব	৫৭	৮৩৮
শাস্তি (জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত রাখা হয়েছে, শয়তানদের জন্য)	৬৭-মুল্‌ক	৫	৯৭২
শাস্তি (অমান্যকারীর জন্য আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করেছেন)	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
শাস্তি (আল্লাহ জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন)	৭৬-দাহ্‌র	৩১	৯৯৬
শাস্তি প্রস্তুত (ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিনকে হত্যাকারীর জন্য)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
শাস্তি প্রস্তুত (কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
শাস্তি প্রস্তুত (কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত)	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
শাস্তি প্রস্তুত (কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত)	৪-নিসা	১৫১	৫৭৬
শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ জালিমদের জন্য	২৫-ফুরকান	৩৭	৭৮৫
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত, আখিরাতে অবিশ্বাসীদের জন্য)	১৭-ইস্‌রা	১০	৭১৫
শিকল (অকৃতজ্ঞের জন্য শিকল, বেড়ি ও আগুন প্রস্তুত -আখিরাতে)	৭৬-দাহ্‌র	৪	৯৯৫
সম্মানজক প্রতিদান আল্লাহ মু'মিনদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন	৩৩-আহযাব	৪৪	৮৩৭
সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, বের হওয়ার ইচ্ছা করলে (তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৬	৬৪৫
প্রস্তুতি			
খাবারের প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে নবীর ঘরে প্রবেশ নিষেধ	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
প্রস্থান			
আরাফাত থেকে প্রস্থান করার পর আল্লাহকে স্মরণ...	২-বাক্বারা	১৯৮	৫২২
মাশআরুল হারাম থেকে প্রস্থান (আনুষ্ঠানিকতা শেষে)	২-বাক্বারা	১৯৯	৫২২
যাত্রীদল প্রস্থান করল (মিসর থেকে)	১২-ইউসুফ	৯৪	৬৮৫
রাসূল স. এর প্রস্থানের পর উৎফুল্ল বোধ করল পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
প্রহরী (আরো দেখুন রক্ষী শব্দটি)			
আগুনের প্রহরী বানিয়েছেন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৩১	৯৯১
কঠোর প্রহরী আকাশে থাকা সম্পর্কে জিনদের উক্তি	৭২-জিন্‌	৮	৯৮৬
জাহান্নামের প্রহরীদের আল্লাহ আহ্বান করবেন (মিথ্যাচারীর জন্য)	৯৬-আলাক	১৮	১০২৮
জাহান্নামের প্রহরীদেরকে জাহান্নামবাসীদের অনুরোধ...	৪০-মু'মিন	৪৯	৮৮২
পিছনে (আল্লাহ সামনে-পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন, গায়েব প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্‌	২৭	৯৮৭
সামনে (আল্লাহ সামনে-পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন, গায়েব প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্‌	২৭	৯৮৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রহার (মৃদু)			
স্ত্রীকে (অবাধ্য স্ত্রীকে মৃদু প্রহার করা যাবে তবে...)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
প্রহারে মৃত			
পশু (প্রহারে মৃত পশু হারাম)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
প্রাচীন ঘর (আরো দেখুন কা'বা শব্দটি)			
তাওয়াফ করা(হজ্জে প্রাচীন ঘর/কা'বা তাওয়াফ করা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২৯	৭৬০
পশু কুরবানীর স্থান কা'বা/প্রাচীন ঘরের নিকট(হজ্জ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৩	৭৬১
প্রাচীর			
ইয়াতীম বালকদের প্রাচীর, শহরে(খিজির ও মূসার ভ্রমণ প্র.)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
জুলকারনাইন দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছল..	১৮-কাহ্ফ	৯৩	৭৩২
নির্মাণ (জুলকারনাইন কর্তৃক)	১৮-কাহ্ফ	৯৫	৭৩২
নির্মাণের অনুরোধ.. (জুলকারনাইনকে)	১৮-কাহ্ফ	৯৪	৭৩২
পতনোন্মুখ প্রাচীর ঠিক করে দিল (খিজির)	১৮-কাহ্ফ	৭৭	৭৩১
পিছনে (কাফিরদের পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেন আল্লাহ)	৩৬-ইয়াসীন	৯	৮৫১
সামনে (কাফিরদের সামনে প্রাচীর স্থাপন করেন আল্লাহ)	৩৬-ইয়াসীন	৯	৮৫১
সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা	৬১-সাফফ	৩	৯৬০
স্থাপিত (মুনাফিকদের মাঝে প্রাচীর স্থাপিত হবে, কিয়ামতে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
প্রাচীর ডিঙানো			
মেহরাবের প্রাচীর ডিঙিয়ে আসল (বিবাদকারীরা)	৩৮-সোয়াদ	২১	৮৬৭
প্রাচুর্য			
আল্লাহর প্রাচুর্য দ্বারা অভাবমুক্ত করা (স্বামী-স্ত্রীর তালাক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩০	৫৭৩
তালুতকে প্রাচুর্য দেয়া হয়নি (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
নবী প্রেরণের পর প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়া জনপদ প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	৯৫	৬২১
পৃথিবীতে অনেক প্রাচুর্য রয়েছে (হিজরতকারীর জন্য)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
হিজরতকারীর জন্য পৃথিবীতে অনেক প্রাচুর্য রয়েছে	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
প্রাচুর্য (প্রাচুর্যের অধিকারী)			
কসম (প্রাচুর্যের অধিকারীরা যেন কসম না করে কিছু না দেয়ার)	২৪-নূর	২২	৭৭৬
প্রাচুর্যময়			
আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাপ্রজ্ঞাবান (অভাব দূর করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩০	৫৭৩
প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা			
দুনিয়ার জীবন প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
মোহাচ্ছন্ন (প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করেছে)	১০২-তাকাছুর	১	১০৩২
প্রাণ (আরো দেখুন জীবন শব্দটি)			
অর্জন (প্রতিটি প্রাণ যা অর্জন করে আল্লাহ তার উপর পর্যবেক্ষক)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
কণ্ঠাগত (কিয়ামতের দিন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে)	৪০-মু'মিন	১৮	৮৭৯
কণ্ঠাগত (যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে...কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৬	৯৯৪
কণ্ঠাগত (মৃত্যুকালে প্রাণ যখন মানুষের কণ্ঠাগত হয়...)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৩	৯৪৭
জালিমদের প্রাণ বের করতে বলবে মৃত্যুর ফেরেশতারা	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
নবীর প্রাণ যেন চলে না যায় (পথভ্রষ্টদের জন্য আফসোস করে)	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
প্রাণের বদলে প্রাণ হত্যা করা হবে (কিসাস প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
হরণ (আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন মৃত্যু ও নিদ্রার সময়)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
প্রাণান্ত			
কষ্ট (মানুষ প্রাণান্ত কষ্টে পৌছতে পারে এমন স্থানে পশু ভারবহন করে)	১৬-নাহ্ল	৭	৭০৩
প্রাধান্য (আরো দেখুন অগ্রাধিকার শব্দটি)			
অন্ধত্বকে প্রধান্য দিল ছামুদ জাতি, সঠিক পথের পরিবর্তে	৪১-ফুস্সিলাত	১৭	৮৮৭
ইউসুফকে প্রাধান্য দিয়েছেন আল্লাহ (ভাইদের উপর)	১২-ইউসুফ	৯১	৬৮৫
ইলাহ (এক ইলাহ প্রাধান্য বিস্তার করত অন্য ইলাহ এর উপর...)	২৩-মু'মিনূন	৯১	৭৭১
কুফরিকে প্রাধান্য (ঈমানের উপর কুফরকে প্রাধান্য)	৯-তাওবা	২৩	৬৪২
দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়ায় শাস্তি	১৬-নাহ্ল	১০৭	৭১২
দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের তুলনায় পথভ্রষ্টতা...	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় মানুষ	৮৭-আ'লা	১৬	১০১৪
ফিরআউনকে প্রতিপালকের উপর প্রাধান্য না দেয়ার ঘোষণা (জাদুকরদের)	২০-ত্বা-হা	৭২	৭৪৫
প্রান্ত			
আকাশের প্রান্তে থাকবে ফেরেশতাগণ(আরশ বহন প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	১৭	৯৭৮
গর্তের প্রান্ত (আগুনের গর্তের প্রান্তে ছিল মুমিনগণ)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
দূর প্রান্ত (উপত্যকার দূর প্রান্তে ছিল কাফিররা, বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল (রাসূলদের পক্ষে)	৩৬-ইয়াসীন	২০	৮৫২
পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না রাসূল স. (মূসাকে ওহী করার সময়)	২৮-কাসাস	৪৪	৮১২
পাহাড়ের প্রান্তে ঘরের ভিত্তিস্থাপন যা পড়ার উপক্রম...	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
মু'মিনরা ছিল উপত্যকার নিকট প্রান্তে	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
শহরের প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে আসল	২৮-কাসাস	২০	৮০৯
প্রান্ত (ভাগ)			
দিনের প্রান্ত/ভাগসমূহে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
প্রান্তর (তৃণহীন)			
নিক্ষেপ (ইউনুসকে তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলেন আল্লাহ)	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৫	৮৬৪
প্রাপ্য			
দিয়ে দেয়া (আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরকে প্রাপ্য দিয়ে দেয়া...)	১৭-ইস্রা	২৬	৭১৬
প্রতিদান (প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন আল্লাহ)	২৪-নূর	২৫	৭৭৬
হিসাবের দিনের পূর্বেই প্রাপ্য কামনা (কাফিরদের)	৩৮-সোয়াদ	১৬	৮৬৬
প্রাপ্যবস্তু			
কম দেয়া (লোকদের প্রাপ্য বস্তু কম না দিতে শু'আইবের আহবান)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
কম না দেয়া (প্রাপ্য কম না দেয়ার নির্দেশ,আইকাবাসীকে শুআইব)	২৬-শু'আরা	১৮৩	৭৯৭
প্রাপ্ত বয়স			
সন্তান-সন্ততি প্রাপ্ত বয়স্ক হলে ঘরে প্রবেশে অনুমতি নিবে	২৪-নূর	৫৯	৭৮০
প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া			
অনুমতি গ্রহণ করবে অপ্রাপ্তরাও, তিনবার (ঘরে প্রবেশের জন্য)	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
প্রাপ্ত হওয়া			
সম্পদপ্রাপ্ত হয়েছে জ্ঞানের কারণে (কারুন বলল)	২৮-কাসাস	৭৮	৮১৫
প্রাপ্তি			
কুরআন প্রাপ্তির ব্যাপারে রাসূল স. এর সন্দেহ না করা প্রসঙ্গ	৩২-সাজ্দা	২৩	৮৩২
প্রার্থনা (আরো দেখুন আকাঙ্ক্ষা/চাওয়া/ইচ্ছা/কামনা শব্দটি)			
অকল্যাণ প্রার্থনা করে মানুষ কল্যাণ প্রার্থনা করার মত	১৭-ইস্রা	১১	৭১৫
আশ্রয় (যে বিষয়ের জ্ঞান নেই তার প্রার্থনা থেকে নূহ আ. আশ্রয় চান)	১১-হূদ	৪৭	৬৭০
কবুল (ইবরাহীমের প্রার্থনা কবুল করার জন্য প্রতিপালকের কাছে দোয়া)	১৪-ইবরাহীম	৪০	৬৯৭
কল্যাণ প্রার্থনা করার মত অকল্যাণ প্রার্থনা করে মানুষ	১৭-ইস্রা	১১	৭১৫
কল্যাণ প্রার্থনায় মানুষ ক্লান্ত হয় না	৪১-ফুস্সিলাত	৪৯	৮৯০
কাফিরদের প্রার্থনা ভ্রষ্টই হয়	৪০-মু'মিন	৫০	৮৮২
জাহান্নামীদেরকে প্রহরীরা বলবে, 'তোমরাই প্রার্থনা কর'	৪০-মু'মিন	৫০	৮৮২
দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে প্রার্থনা (মানুষের বৈশিষ্ট্য)	৪১-ফুস্সিলাত	৫১	৮৯০
নূহকে এমন বিষয়ে প্রার্থনা করতে নিষেধ যার জ্ঞান তার নেই	১১-হূদ	৪৬	৬৭০
সুস্থ সন্তান লাভের জন্য, প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
বেখবর দেবতারা (তাদের কাছে যে প্রার্থনা করা হয় সে সম্বন্ধে)	৪৬-আহ্কাফ	৫	৯০৮
মাছওয়ালা ইউনুসের প্রার্থনা (দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায়)	৬৮-ক্বালাম	৪৮	৯৭৭
মুনাফিকদের জন্য প্রার্থনা করা নিষেধ (রাসূল স. এর প্রতি)	৯-তাওবা	৮৪	৬৪৯
মুসাকে প্রতিপালকের কাছে দোয়ার অনুরোধ (ফির'আ উনগোষ্ঠীর)	৪৩-যুখরুফ	৪৯	৮৯৯
যাকারিয়ার প্রার্থনা, নেক সন্তানের জন্য (প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	৩৮	৫৩৯
শাস্তি লাঘবের জন্য প্রার্থনা করতে জাহান্নামীদের অনুরোধ...	৪০-মু'মিন	৪৯	৮৮২
শ্রবণকারী (প্রতিপালক প্রার্থনা শ্রবণকারী)	৩-আলে ইমরান	৩৮	৫৩৯
শ্রবণকারী (প্রতিপালক প্রার্থনা শ্রবণকারী)	১৪-ইবরাহীম	৩৯	৬৯৭
প্রার্থনা (পানি প্রার্থনা)			
মূসার পানি প্রার্থনা (বনী ইসরাঈলদের জন্য)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
প্রার্থনা (সাহায্য প্রার্থনা)			
আল্লাহর কাছে মাতা-পিতার সাহায্য প্রার্থনা (সন্তানের কুফরী প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	১৭	৯০৯
প্রার্থিত			
প্রতিশ্রুতি (প্রার্থিত প্রতিশ্রুতি, মুত্তাকীদের জন্য)	২৫-ফুরকান	১৬	৭৮৩
প্রাহায্য প্রার্থী			
দান (সাহায্যপ্রার্থীকে দান করা প্রকৃত পূণ্য)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
প্রাসাদ			
ধ্বসিয়ে দিলেন আল্লাহ কারুনের প্রাসাদসহ ভূমি	২৮-কাসাস	৮১	৮১৫
ধ্বংস (ফিরআউনের শিল্প ও প্রাসাদ ধ্বংস করা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
ধ্বংস(জুলুমের কারণে জনপদের সুউচ্চ প্রাসাদ ধ্বংস করা হয়)	২২-হাজ্জ	৪৫	৭৬২
নির্মাণ (প্রাসাদ নির্মাণ করত ছামুদ সম্প্রদায় সমতল ভূমিতে)	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯

শব্দ বিষয়বস্তু	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রাসাদ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নির্মাণ (ফিরআউন উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিল)	৪০-মু'মিন	৩৬	৮৮১
নির্মাণ (জিনেরা প্রসাদ নির্মাণ করত, সুলাইমানের ইচ্ছা মত)	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
প্রবেশ (সুলাইমানের প্রাসাদে সাবার রানীর প্রবেশ)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
বানানো (প্রাসাদ বানানোর নির্দেশ, হামানকে)	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
রাসূল স. এর জন্য প্রাসাদ বানাতে পারেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে	২৫-ফুরকান	১০	৭৮৩
সুউচ্চ প্রাসাদ ধ্বংস করা প্রসঙ্গ(জুলুমের কারণে জনপদের প্রাসাদ)	২২-হাজ্জ	৪৫	৭৬২
স্বচ্ছ স্ফটিকনির্মিত প্রাসাদকে সাবার রানী জলাশয় ভাবা (সুলাইমানের...)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
স্ফুলিঙ্গ(জাহান্নাম প্রাসাদতুল্য স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপ করবে)	৭৭-মুরসালাত	৩২	৯৯৮
প্রিয়			
আল্লাহ ও রাসূল স. অপ্রে প্রিয় হলে- পিতা, সন্তান ও...	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
ইউসুফ আ. ও তার ভাই বেশি প্রিয়, পিতার নিকট (অন্যদের চেয়ে)	১২-ইউসুফ	৮	৬৭৭
ঈমানকে প্রিয় করেছেন আল্লাহ (সাহাবীদের নিকট)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
কারাগার বেশি প্রিয় (ইউসুফের নিকট...)	১২-ইউসুফ	৩৩	৬৭৯
প্রিয়পাত্র			
আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে নিজেদেরকে ইহুদী ও নাসারারা	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
প্রেম			
আসক্ত (দাসকে প্রেমে আসক্ত করেছে আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	৩০	৬৭৯
প্রেমিকা গ্রহণ (আরো দেখুন গোপন প্রেমিকা শব্দটি)			
গ্রহণ (গোপন প্রেমিকা গ্রহণ করা যাবে না)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
প্রেরণ			
অকল্যাণকর বায়ু প্রেরণ (আদ সম্প্রদায়ের উপর)	৫১-যারিয়াত	৪১	৯২৭
অগ্নিশিখা প্রেরণ(মানুষ/জিন সীমা অতিক্রম করতে চাইলে...)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৫	৯৪০
অপরাধী (লূত) সম্প্রদায়ের প্রতি ফেরেশতারা প্রেরিত হয়েছে	৫১-যারিয়াত	৩২	৯২৭
নিদর্শন প্রেরণ করেন আল্লাহ ভীতি প্রদর্শনের জন্য	১৭-ইস্‌রা	৫৯	৭১৯
মুহাম্মদ স. এর পূর্বে প্রেরণ করা রাসূলদের ক্ষেত্রোত হওয়া সুন্নত নীতি	১৭-ইস্‌রা	৭৭	৭২০
ইউনুসকে প্রেরণ এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৪৭	৮৬৪
উটনী (আল্লাহ উটনী প্রেরণ করবেন, ছামুদ জাতির পরীক্ষাস্বরূপ)	৫৪-কামার	২৭	৯৩৭
উপহার প্রেরণ (সুলাইমানের কাছে সাবার রানীর উপহার প্রেরণ)	২৭-নামল	৩৫	৮০২
মুহাম্মদ স. কে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে জগতের জন্য	২১-আম্বিয়া	১০৭	৭৫৭
ঝড়ো বাতাস প্রেরণ (আদ জাতির বিরুদ্ধে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৬	৮৮৭
ঝড় (পাথর বহনকারী ঝড় প্রেরণের ব্যাপারে কি মুশরিকরা নিরাপদ)	১৭-ইস্‌রা	৬৮	৭২০
ঝড় (পাথর বহনকারী ঝড় প্রেরণ, লূত সম্প্রদায়ের প্রতি)	৫৪-কামার	৩৪	৯৩৭
ঝড়োবাতাস (আদ সম্প্রদায়ের প্রতি বিরামহীন ঝড়োবাতাস প্রেরণ)	৫৪-কামার	১৯	৯৩৭
ঝড়োবাতাস প্রেরণ (অপরাধের শাস্তি স্বরূপ)	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
ধোয়ার কুন্ডলী প্রেরণ(মানুষ/জিন সীমা অতিক্রম করতে চাইলে...)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৫	৯৪০
নবীকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ	৩৩-আহ্‌যাব	৪৫	৮৩৭
নবী প্রেরণ (পূর্ববর্তীদের মাঝে আল্লাহ অনেক নবী প্রেরণ করেছেন	৪৩-যুখরুফ	৬	৮৯৬
নবী প্রেরণ (জনপদে নবী প্রেরণ ও দুঃখ-কষ্ট/অভাব দ্বারা পাকড়াও প্র.)	৭-আ'রাফ	৯৪	৬২১
নবী (আল্লাহ্ যে নবী/রাসূল স. প্রেরণ করেছেন তাদের আকাঙ্ক্ষায় শয়তান...)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
নিদর্শন প্রেরণ থেকে আল্লাহকে বিরত রাখে পূর্ববর্তীরা...	১৭-ইস্‌রা	৫৯	৭১৯
নূহ আ. ও ইবরাহীমকে প্রেরণ করেছিলেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	২৬	৯৫১
নূহ আ. কে প্রেরণ (তার সম্প্রদায়ের প্রতি)	২৩-মু'মিনূন	২৩	৭৬৭
নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	১৪	৮১৭
নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ	৭১-নূহ্	১	৯৮৪
নূহকে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ তার সম্প্রদায়ের নিকট	৭-আ'রাফ	৫৯	৬১৮
নূহকে সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারীরূপে প্রেরণ প্রসঙ্গ	১১-হূদ	২৫	৬৬৮
পঙ্গপাল/প্লাবন/উকুন/ব্যাঙ/রক্ত নিদর্শনস্বরূপ প্রেরণ (ফিরআউন প্র.)	৭-আ'রাফ	১৩৩	৬২৪
পাথর বহনকারী ঝড় প্রেরণের ব্যাপারে কাফিররা কি নিরাপদ	৬৭-মুল্‌ক	১৭	৯৭৩
পানি সংগ্রহকারী প্রেরণ (ইউসুফকে কূপ থেকে উত্তোলন প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	১৯	৬৭৮
পাখি প্রেরণ (হাতীওয়ালাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ)	১০৫-ফীল	৩	১০৩৩
পূর্ববর্তী উম্মতদের কাছে রাসূল স. প্রেরণ প্রসঙ্গ	৬-আন্‌'আম	৪২	৫৯৯
প্রচণ্ড শব্দ (ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রচন্ড শব্দ প্রেরণ)	৫৪-কামার	৩১	৯৩৭
ফিরআউনের পারিষদদের কাছে মূসা/হারূনকে নির্দশনসহ প্রেরণ	১০-ইউনুস	৭৫	৬৬১
ফেরেশতারা প্রেরিত হয়েছে অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি	১৫-হিজর	৫৮	৭০০
ফেরেশতা প্রেরণ করেন আল্লাহ সত্যসহ (তখন অবকাশ পাবে না...)	১৫-হিজর	৮	৬৯৮

শব্দ বিষয়বস্তু	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বনী ইসরাঈলকে মূসা আ. ও হারুনের সাথে প্রেরণের অনুরোধ	২৬-শু'আরা	১৭	৭৮৮
বনী ইসরাঈলকে মূসার সাথে প্রেরণের আহবান	৭-আ'রাফ	১০৫	৬২২
বনী ইসরাঈলকে শর্তসাপেক্ষে মূসার সাথে প্রেরণের আশ্বাস	৭-আ'রাফ	১৩৪	৬২৪
বনী ইসরাঈলকে মূসার সাথে প্রেরণ করার আহবান (ফিরআউনের প্রতি)	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩
বায়ু (গর্জনকারী বায়ু প্রেরণের ব্যাপারে মুশরিকরা কি নিরাপদ?)	১৭-ইস্‌রা	৬৯	৭২০
বায়ু প্রেরণ করেন আল্লাহ (মেঘ সঞ্চালনের জন্য)	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
বায়ু প্রেরণ করেন আল্লাহ সুসংবাদরূপে (বৃষ্টির পূর্বে)	২৫-ফুরকান	৪৮	৭৮৫
বায়ু প্রেরণ করেন আল্লাহ	৩০-রূম	৫১	৮২৬
বায়ু প্রেরণ করেন আল্লাহ যা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে	৩৫-ফাতির	৯	৮৪৬
বাতাস প্রেরণ করেন আল্লাহ সুসংবাদবাহীরূপে...	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
বাতাস (মেঘ বহনকারী বাতাস প্রেরণ করেন আল্লাহ)	১৫-হিজর	২২	৬৯৯
বাতাস (বৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ সুসংবাদস্বরূপ বাতাস প্রেরণ করেন)	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
বাতাস ও ফেরেশতা প্রেরণ (খন্দক যুদ্ধে মুমিনদের জন্য)	৩৩-আহ্‌যাব	৯	৮৩৪
বাহিনী প্রেরণ করেননি (আল্লাহ), আকাশ থেকে..	৩৬-ইয়াসীন	২৮	৮৫৩
বাহিনী প্রেরণের দরকার ছিল না আল্লাহর ,সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে	৩৬-ইয়াসীন	২৮	৮৫৩
বায়ু (সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ)	৩০-রূম	৪৬	৮২৫
বৃষ্টি (আদ সম্প্রদায় তওবা করলে প্রচুর বৃষ্টি প্রেরণ/বর্ষণের আশ্বাস!)	১১-হূদ	৫২	৬৭০
বৃষ্টি প্রেরণ (পূর্ববর্তীদেরকে আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি প্রেরণ)	৬-আন্‌'আম	৬	৫৯৬
বজ্র প্রেরণ করেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
বজ্রপাত প্রেরণ আকাশ থেকে (বাগানে)...	১৮-কাহ্‌ফ	৪০	৭২৭
মানুষকে নবী হিসাবে প্রেরণ ও ওহী অবতীর্ণ	২১-আম্বিয়া	৭	৭৫০
মানুষ প্রেরণ (মানুষকেই রাসূল স. বানানো/ওহী প্রেরণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৪৩	৭০৬
মানুষ (রাসূল স. এর পূর্বেও মানুষকেই রাসূলরূপে প্রেরণ...)	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
মুহাম্মদ স.কে জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে	২১-আম্বিয়া	১০৭	৭৫৭
মূসাকে প্রেরণ করেছেন (নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ)	৪০-মু'মিন	২৩	৮৭৯
মূসাকে প্রেরণ, স্পষ্ট প্রমাণসহ, ফির'আউনের নিকট	৫১-যারিয়াত	৩৮	৯২৭
মূসাকে নিদর্শনসহ প্রেরণ (ফির'আউন/তার পারিষদদের কাছে)	৪৩-যুখরুফ	৪৬	৮৯৯
মূসা-হারূনকে নিদর্শনসহ প্রেরণ (ফিরআউনের কাছে)	১০-ইউনুস	৭৫	৬৬১
মূসা আ. ও হারুনকে প্রেরণ করলেন আল্লাহ...	২৩-মু'মিনূন	৪৫	৭৬৮
রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে মুহাম্মদ স.কে(জগতের জন্য)	২১-আম্বিয়া	১০৭	৭৫৭
রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
আদ জাতির প্রতি রাসূল স. প্রেরণ করলেন আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	৩২	৭৬৮
রাসূল প্রেরণ (সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৬	৭২৯
রাসূল প্রেরণ (নূহ আ.এর পর অনেক রাসূল প্রেরণ করা হয়...)	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
রাসূল প্রেরণ (পূর্ববর্তী উম্মতের কাছে রাসূল প্রেরণ ও শয়তান প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৬৩	৭০৮
রাসূল স. হিসাবে প্রেরণ (মুহাম্মাদ স.কে মানুষের জন্য)	৪-নিসা	৭৯	৫৬৭
রাসূল (দু'জন রাসূল স. প্রেরণ জনপদবাসীদের নিকট)	৩৬-ইয়াসীন	১৪	৮৫২
রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ	৬-আন্‌'আম	৪৮	৬০০
রাসূল (রাসূল কে সাক্ষীস্বরূপ প্রেরণ করেছেন আল্লাহ)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	১৫	৯৮৮
রাসূল (পূর্বে যে রাসূল প্রেরণ করেছেন তারাও খাবার খেত...)	২৫-ফুরকান	২০	৭৮৩
রাসূল প্রেরণ ও অন্য ইলাহের ইবাদতের অসারতা প্রসঙ্গ	৪৩-যুখরুফ	৪৫	৮৯৯
রাসূল প্রেরণ (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই -এ ওহীসহ রাসূল প্রেরণ)	২১-আম্বিয়া	২৫	৭৫১
রাসূল প্রেরণ করতেন যদি প্রতিপালক তবে...	২৮-কাসাস	৪৭	৮১২
রাসূল প্রেরণ করবেন না আল্লাহ ইউসুফ আ. এর পরে	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল যাদের প্রতি তাদেরকে জিজ্ঞাসা...	৭-আ'রাফ	৬	৬১৩
রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ (মানুষের মাঝে, মানুষদের থেকে)	২-বাক্বারা	১৫১	৫১৭
রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ (পথনির্দেশিকা ও সত্য দীনসহ)	৪৮-ফাত্‌হ	২৮	৯১৯
রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ সাক্ষীসরূপ	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	১৫	৯৮৮
রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ (মুহম্মদ এর পূর্বে)	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ রাসূল এর পূর্বেও	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ একের পর এক	২৩-মু'মিনূন	৪৪	৭৬৮
রাসূল প্রেরণের পূর্বে কাফিরদের শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হলে বলে...	২০-ত্বা-হা	১৩৪	৭৪৯
রাসূল প্রেরণ না করে কোন জনপদ ধ্বংস করেন না প্রতিপালক	২৮-কাসাস	৫৯	৮১৩
রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য (আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ (বনী ইসরাঈলদের নিকট)	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ পথনির্দেশিকা ও সত্য দ্বীনসহ	৯-তাওবা	৩৩	৬৪৩
রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ, পথনির্দেশিকা ও সত্য দ্বীনসহ	৬১-সাফ্‌ফ	৯	৯৬০
রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ মুমিনদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রেরণ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
রাসূল কে এমন উম্মতের নিকট প্রেরণ যার পূর্বে বহু উম্মত গত...	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
রাসূল (ওহীবাহক ফেরেশতা) প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ ওহী করেন	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
রাসূল কে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ মানবজাতির জন্য	৩৪-সাবা	২৮	৮৪৩
রাসূল কে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে	২৫-ফুরকান	৫৬	৭৮৬
রাসূল কে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে	১৭-ইস্রা	১০৫	৭২৩
রাসূল কে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ (সাক্ষী, সতর্ককারী ও...)	৪৮-ফাত্হ	৮	৯১৬
রাসূল কে সংরক্ষক হিসাবে প্রেরণ করা হয়নি (মানুষের জন্য)	৪-নিসা	৮০	৫৬৭
রাসূলগণকে প্রেরণ (কিতাবসহ)	৪০-মু'মিন	৭০	৮৮৪
রাসূল (আল্লাহ সম্প্রদায়ের ভাষায় রাসূল প্রেরণ করেছেন)	১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
রাসূল(আল্লাহ যে নবী/রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের আকাঙ্ক্ষায় শয়তান...)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
রাসূল (অনেক রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ রাসূল এর পূর্বে)	৩০-রূম	৪৭	৮২৫
রূহ (জিবরাঈলকে) প্রেরণ করলেন আল্লাহ মারইয়ামের নিকট	১৯-মারইয়াম	১৭	৭৩৫
শয়তান প্রেরণ করেন আল্লাহ কাফিরদের নিকট	১৯-মারইয়াম	৮৩	৭৩৯
শহরে প্রেরণ খাদ্য কেনার জন্য...(আসহাবে কাহাফ প্র.)	১৮-কাহ্ফ	১৯	৭২৫
শাস্তি প্রেরণ (বনী ইসরাঈল কথা পরিবর্তন করায় আকাশ থেকে শাস্তি)	৭-আ'রাফ	১৬২	৬২৭
সংগ্রহকারীদেরকে শহরে প্রেরণ (জাদুকর সংগ্রহ করার জন্য)	৭-আ'রাফ	১১১	৬২২
সংগ্রহকারী (মূসাকে ধরতে শহরে শহরে সংগ্রহকারী/সৈন্য প্রেরণ)	২৬-শু'আরা	৫৩	৭৯০
সংরক্ষণকারী প্রেরণ করেন আল্লাহ (বান্দার আমলনামার)	৬-আন্'আম	৬১	৬০১
সতর্ককারী প্রেরণ করলেই জনপদের বিত্তবানরা বলত...	৩৪-সাবা	৩৪	৮৪৪
সতর্ককারী প্রেরণ করা হয়নি পূর্বে (মক্কার কাফিরদের প্রতি)	৩৪-সাবা	৪৪	৮৪৫
সতর্ককারী প্রেরণ (জনপদের বিত্তবানদের গোমরাহি প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২৩	৮৯৭
সতর্ককারী প্রেরণ (পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষদের জন্য)	৩৭-সাফ্ফাত	৭২	৮৬০
সত্যসহ রাসূল কে প্রেরণ (সুসংবাদদাতা/সতর্ককারীরূপে)	২-বাক্বারা	১১৯	৫১৩
সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত রাসূল মূসা আ. কে ফির'আউন কর্তৃক পাগল আখ্যা	২৬-শু'আরা	২৭	৭৮৯
সালিহ আ. কে ছামূদ জাতির কাছে প্রেরণ (ইবাদতের নির্দেশসহ)	২৭-নামল	৪৫	৮০৩
সালিহকে যা সহ প্রেরণ করা হয়েছে তাতে মু'মিনদের বিশ্বাস	৭-আ'রাফ	৭৫	৬১৯
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে রাসূল স. কে প্রেরণ	৩৫-ফাতির	২৪	৮৪৮
হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণের জন্য মূসার প্রার্থনা	২৮-কাসাস	৩৪	৮১১
হারুনের প্রতি ওহী প্রেরণ (মূসার ফির'আউনের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৩	৭৮৮
প্রেরণকারী			
নেই (আল্লাহ যা আটকে রাখেন তা প্রেরণ করার কেউ নেই)	৩৫-ফাতির	২	৮৪৬
রাসূল প্রেরণকারী আল্লাহ (মাদইয়ানবাসী প্রসঙ্গ)	২৮-কাসাস	৪৫	৮১২
রাসূল (আল্লাহ রাসূল প্রেরণকারী)	৪৪-দুখান	৫	৯০২
প্রেরিত			
আপছন্দ (প্রেরিত হওয়া অপছন্দ করেন আল্লাহ তাদেরকে যারা...)	৯-তাওবা	৪৬	৬৪৫
ওহী/কিতাব (প্রেরিত ওহী/কিতাব জাতির কাছে পৌছে দেন হূদ আ.)	৪৬-আহ্কাফ	২৩	৯১০
কসম (কল্যাণরূপে প্রেরিতদের কসম...)	৭৭-মুরসালাত	১	৯৯৭
ফেরেশতা (প্রেরিত ফেরেশতার উদ্দেশ্য কী? ইবরাহীমের প্রশ্ন)	৫১-যারিয়াত	৩১	৯২৭
বান্দা (রাসূলদের জন্য আল্লাহর সাহায্যের কথা পূর্বনির্ধারিত)	৩৭-সাফ্ফাত	১৭১	৮৬৫
মিথ্যাবাদী বলেছিল হিজরবাসীরা তাদের রাসূল কে	১৫-হিজর	৮০	৭০২
মেহমান (ফেরেশতাগণ) প্রেরিত (লূত সম্প্রদায়ের প্রতি...)	১১-হূদ	৭০	৬৭২
রাসূল কে কাফিররা বলে 'তুমি প্রেরিত রাসূল নও'	১৩-রা'দ	৪৩	৬৯২
রাসূল (পূর্বে প্রেরিত রাসূলদের মত নিদর্শন আনার আহবান, নবীর প্রতি)	২১-আম্বিয়া	৫	৭৫০
রাসূলগণ যাসহ প্রেরিত তাদের জাতি তা অস্বীকার করল	৪১-ফুস্সিলাত	১৪	৮৮৭
রাসূলগণ যা নিয়ে প্রেরিত তাতে অবিশ্বাস (নূহ/আদ/ছামূদ...প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
রাসূল (জনপদবাসীদের নিকট তিন জন রাসূল স. প্রেরিত হয়)	৩৬-ইয়াসীন	১৬	৮৫২
রাসূল স. (জনপদবাসীদের নিকট তিন জন রাসূল স. প্রেরিত হয়..)	৩৬-ইয়াসীন	১৪	৮৫২
শু'আইব যা নিয়ে প্রেরিত তার উপর ঈমান...	৭-আ'রাফ	৮৭	৬২০
সতর্ককারীগণ যা নিয়ে প্রেরিত মুশরিকরা তা অস্বীকার করে	৪৩-যুখরুফ	২৪	৮৯৭
সতর্ককারী যা নিয়ে প্রেরিত তা অবিশ্বাস করত বিত্তবানরা	৩৪-সাবা	৩৪	৮৪৪
সালিহ আ. প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন	৭-আ'রাফ	৭৫	৬১৯
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে (রাসূলগণ)	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯
হূদ প্রেরিত হয়েছেন যা নিয়ে তা জাতিকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন	১১-হূদ	৫৭	৬৭১
প্রেরিত (ফেরেশতা)			
ব্যাপার জিজ্ঞাসা করল ইবরাহীম আ. (প্রেরিত ফেরেশতাদেরকে)	১৫-হিজর	৫৭	৭০০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রেরিত (রাসূল)			
জবাব (রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছিল, কিয়ামতে জিজ্ঞাসা...)	২৮-কাসাস	৬৫	৮১৩
জিজ্ঞাসা (প্রেরিত রাসূলগণকে জিজ্ঞাসা করবে আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	৬	৬১৩
মিথ্যাবাদী বলা (ছামূদ জাতিও রাসূল কে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২৬-শু'আরা	১৪১	৭৯৫
সালিহ আ. প্রেরিত রাসূল হয়ে থাকলে শাস্তি আনার আহবান	৭-আ'রাফ	৭৭	৬২০
প্লাবন (আরো দেখুন বন্যা শব্দটি)			
নিদর্শনস্বরূপ ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রতি প্লাবন প্রেরণ	৭-আ'রাফ	১৩৩	৬২৪
নূহের প্লাবন (প্রবল পানি বর্ষণের মাধ্যমে)	৫৪-কামার	১১	৯৩৬
পাকড়াও (জুলুমের কারণে প্লাবন নূহ আ. এর সম্প্রদায়কে পাকড়াও করেছিল)	২৯-আনকাবূত	১৪	৮১৭
বহন করা (প্লাবন ফেনা বহন করে নিয়ে যায়)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
রক্ষা (পানি/প্লাবন থেকে রক্ষা পেতে পর্বতে আশ্রয় নেয় নূহের পুত্র)	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
প্লাবিত			
উপত্যকা প্লাবিত হয় (আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
ফকির			
অভাবমুক্ত (ফকীরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন আল্লাহ...)	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
'আল্লাহ ফকির ও আমরা অভাবমুক্ত'-ইহুদীরা বলে	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
আহার করানো (দুঃস্থ ও ফকীরকে আহার করানোর নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
দান (ফকীর/গরীবদেরকে গোপনে দান সবচেয়ে ভালো)	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
দান (আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ফকীরকে দান, যাকে সচ্ছল মনে হয়)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
নিকটজন (আল্লাহ ধনী-গরীব/ফকীর সকলের নিকটজন)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
'ফাই' এর সম্পদ ফকীরদের জন্য	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
মানুষ ফকীর(আল্লাহর পথে ব্যয় প্রসঙ্গে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
যাকাত ফকীরদের জন্য...	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
লক্ষণ দেখে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ফকীরদের চিনতে পারা	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
ফজর			
আবির্ভাব (কদর রাতে ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত শান্তি বর্ষিত হয়)	৯৭-কাদর	৫	১০২৯
কাল রেখা (ফজরের কাল রেখা হতে সাদা রেখা স্পষ্ট হওয়া)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
কুরআন পাঠ (ফজরে কুরআন পাঠ বা ফজরের সালাতের নির্দেশ)	১৭-ইস্রা	৭৮	৭২০
কুরআন পাঠ (ফজরের কুরআন পাঠ প্রত্যক্ষ করা হয়)	১৭-ইস্রা	৭৮	৭২০
সালাত (ফজরের সালাতের পূর্বে ঘরে প্রবেশে অনুমতি নিবে)	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
ফতওয়া			
ইয়াতিম নারীদের ব্যাপারে আল্লাহর ফতওয়া	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
ইয়াতিম নারীদের ব্যাপারে মানুষ ফতওয়া জানতে চায়	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
কালালাহ সম্পর্কে আল্লাহ ফতওয়া দিচ্ছেন	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
রাসূল স. এর কাছে কালালাহ/সন্তান-পিতা-মাতাহীন সম্পর্কে ফতওয়া চাওয়া	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
ফয়সালা (আরো দেখুন আপোস-নিষ্পত্তি/মীমাংসা/বিচার-ফয়সালা শব্দটি)			
অগ্নিপূজকদের বিষয়ে আল্লাহ কিয়ামতে ফয়সালা করবেন	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
আল্লাহ কোন ফায়সালা না করা পর্যন্ত মিসর ত্যাগ করবে না বড় ভাই	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
আল্লাহ ফয়সালা না করা পর্যন্ত রাসূল স. কে ধৈর্যধারণের উপদেশ	১০-ইউনুস	১০৯	৬৬৪
আল্লাহর ফয়সালার জন্য ধৈর্যধারণ (শু'আইব প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৭	৬২০
আল্লাহর ফায়সালা (মুমিন ও কাফিরের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
আল্লাহ যখন ফায়সালা করেন কোন বিষয়ের, তখন বলেন 'হও'...	১৯-মারইয়াম	৩৫	৭৩৬
ইহুদিদের বিষয়ে আল্লাহ কিয়ামতে ফয়সালা করবেন	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
কিয়ামতের দিন প্রতিপালক ফয়সালা করবেন (মতবিরোধের বিষয়ে)	৩২-সাজদা	২৫	৮৩২
কিয়ামতের দিন ফায়সালা করে দিবেন আল্লাহ মানুষের মাঝে	৬০-মুমতাহিনা	৩	৯৫৮
খৃষ্টানদের বিষয়ে আল্লাহ কিয়ামতে ফয়সালা করবেন	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
চূড়ান্ত ফায়সালা (প্রতিপালকের ফায়সালা চূড়ান্ত)	১৯-মারইয়াম	৭১	৭৩৯
জানতে চাওয়া বিষয়ের ফায়সালা হয়ে গেল...	১২-ইউসুফ	৪১	৬৮০
জিজ্ঞাসা (বিজয়/কিয়ামত সম্পর্কে কাফিরদের জিজ্ঞাসা)	৩২-সাজদা	২৮	৮৩২
দিন (কিয়ামত ফায়সালার দিন)	৩৭-সাফ্ফাত	২১	৮৫৮
দিন (ফয়সলার দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে যেসব...)	৭৭-মুরসালাত	১৩	৯৯৭
দিন (ফয়সালার দিন একটি নির্ধারিত সময়)	৭৮-নাবা	১৭	১০০০
দিন (ফায়সালার দিন সকলের জন্য নির্ধারিত)	৪৪-দুখান	৪০	৯০৪
দিন (ফায়সালার দিন কাফিরদের ঈমান উপকারে আসবে না)	৩২-সাজদা	২৯	৮৩২

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফয়সালা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দিন (ফয়সালার দিন মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে একত্র করবেন..)	৭৭-মুরসালাত	৩৮	৯৯৮
দিন (ফয়সালার দিন সম্পর্কে জানানো...)	৭৭-মুরসালাত	১৪	৯৯৭
দুনিয়াতেই শুধু ফিরআউন ফয়সালা করতে পারে (জাদুকরদের উক্তি)	২০-ত্বা-হা	৭২	৭৪৫
নবীগণ ফায়সালা করতেন মানুষের মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ের	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করা হবে কিয়ামতে, জুলুম করা হবেনা	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করা হয় মানুষের মাঝে (রাসূল স. আসার পর)	১০-ইউনুস	৪৭	৬৫৯
ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করা হল, যখন আল্লাহর নির্দেশ আসল	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
ন্যায়পরায়ণ দু'ব্যক্তির ফয়সালা (ইহরামে পশু হত্যা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
ন্যায্যভাবে ফয়সালা করা হবে জালিমদের মাঝে (কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	৫৪	৬৫৯
প্রতিপালক বনী ইসরাঈলের মতভেদের ফয়সালা করবেন (কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
ফিরআউনের যা ফয়সালা করার তা করা (ফিরআউনকে জাদুকরের উক্তি)	২০-ত্বা-হা	৭২	৭৪৫
বাণী (ফয়সালার বাণী পূর্বঘোষিত না থাকলে মীমাংসা হয়েই যেত!)	৪২-শূরা	২১	৮৯৩
বিষয় (সকল বিষয় ফায়সালার দিন সম্পর্কে সতর্ক করা)	১৯-মারইয়াম	৩৯	৭৩৬
বিচার কাজের ফয়সালার পরে শয়তান বলবে (প্রতিশ্রুতি/কর্তৃত্ব/শিরক)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যেত (ফেরেশতা নাযিল করলে)	৬-আন'আম	৮	৫৯৬
বিষয়টির ফয়সালা হয়েই যেত (যদি তা রাসূল স. এর কাছে থাকত)	৬-আন'আম	৫৮	৬০১
মতপার্থক্যের বিষয়ে ফয়সালা করবেন আল্লাহ (বান্দার)	৩৯-যুমার	৪৬	৮৭৫
মতবিরোধের বিষয়ে প্রতিপালক কিয়ামতের দিন ফয়সালা করবেন	৩২-সাজদা	২৫	৮৩২
মতপার্থক্যকৃত বিষয়ের ফায়সালা করবেন আল্লাহ কিয়ামতে	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
মতবিরোধের বিষয়ে প্রতিপালক ফয়সালা করবেন (কিয়ামতের দিন)	৪৫-জাছিয়া	১৭	৯০৬
মুশরিকদের বিষয়ে আল্লাহ কিয়ামতে ফয়সালা করবেন	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
মুমিনদের বিষয়ে আল্লাহ কিয়ামতে ফয়সালা করবেন	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
রাসূলগণের (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর ব্যর্থতার জন্য...)	১৪-ইবরাহীম	১৫	৬৯৪
সত্যের সাথে ফয়সালার জন্য আল্লাহর কাছে রাসূল স. এর দোয়া(ইলাহ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১১২	৭৫৭
সাবিয়ীদের বিষয়ে আল্লাহ কিয়ামতে ফয়সালা করবেন	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
হয়ে যাওয়া (আল্লাহ/ফেরেশতা আসলে ফয়সালা হয়ে যাওয়া)	২-বাক্বারা	২১০	৫২৩
ফয়সালাকারী (আরো দেখুন মীমাংসাকারী শব্দটি)			
আল্লাহ উত্তম ফয়সালাকারী	৬-আন'আম	৫৭	৬০১
আল্লাহ উত্তম ফায়সালাকারী	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
আল্লাহ উত্তম ফয়সালাকারী	১০-ইউনুস	১০৯	৬৬৪
উত্তম ফয়সালাকারী আল্লাহ (শু'আইব প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৭	৬২০
বাগ্মিতা (ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দাউদকে দিয়েছেন আল্লাহ)	৩৮-সোয়াদ	২০	৮৬৭
ফয়সালাকৃত			
বিষয় (মারইয়ামের পুত্র হওয়া একটি ফায়সালাকৃত বিষয়)	১৯-মারইয়াম	২১	৭৩৫
ফয়সালার দিন			
ঈমান (ফায়সালার দিন কাফিরদের ঈমান উপকারে আসবে না)	৩২-সাজদা	২৯	৮৩২
নির্ধারিত সময় (ফয়সালার দিন একটি নির্ধারিত সময়)	৭৮-নাবা	১৭	১০০০
ফয়সালা (হুকুম)			
প্রতিপালকের হুকুম/ফয়সালার জন্য রাসূল স. এর ধৈর্যধারণ...	৫২-তূর	৪৮	৯৩১
ফরয (বিধিবদ্ধ)			
নামাজ কায়েম মুমিনদের উপর নির্ধারিত ফরজ	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
যুদ্ধ কেন বিধিবদ্ধ/ফরজ করা হলো ? (যুদ্ধ থেকে অবকাশ প্রার্থনা)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
যুদ্ধ ফরজ করা হলে অনেকে মানুষকে ভয় পাচ্ছিল...	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
হজ্জ করা (কাবা ঘরের হজ্জ করা ফরজ, সামর্থবানদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
হত্যার বিধান ফরয করা হলে (মুনাফিকদের একে অপরকে হত্যা প্র.)	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
ফরিয়াদ			
আল্লাহর কাছে মানুষ ফরিয়াদ করে (দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে)	১৬-নাহল	৫৩	৭০৭
কাফিররা ফরিয়াদ করে (শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলে...)	২৩-মু'মিনূন	৬৪	৭৭০
কাফিরদেরকে ফরিয়াদ করতে নিষেধ করছেন আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	৬৫	৭৭০
ফল			
আবরণ থেকে বের হয় না কোন ফল (আল্লাহর অজ্ঞাতসারে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৭	৮৯০
উৎপন্ন (আল্লাহ বৃষ্টির পানির মাধ্যমে ফল উৎপন্ন করেন)	১৬-নাহল	১১	৭০৩
উদ্যানের ফল জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে থাকবে	৫৫-রাহমান	৫৪	৯৪১
কাজের মন্দ ফল ভোগ (ইহরামে পশু হত্যার কাফফারা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ (অমান্যকারী জনপদের কৃতকর্মের ফল)	৬৫-তালাক	৯	৯৬৯

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
খাওয়া (মৌমাছিকে বিভিন্ন ফল/ফুল থেকে খাওয়ার নির্দেশ,মধু প্রসঙ্গ)	১৬-নাহল	৬৯	৭০৮
খাওয়া (গাছ ফলবান হলে তার ফল খাওয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	১৪১	৬১০
খেজুর গাছের ফল নিদর্শন (মাদক তৈরি/উত্তম রিযিকগ্রহণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহল	৬৭	৭০৮
খেজুর গাছের ফল থেকে মাদক তৈরি/উত্তম রিযিকগ্রহণ নিদর্শন	১৬-নাহল	৬৭	৭০৮
জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে থাকবে (দুই উদ্যানের ফল)	৫৫-রাহমান	৫৪	৯৪১
জান্নাতীদের জন্য ফলফলাদি থাকবে জান্নাতে..	৩৬-ইয়াসীন	৫৭	৮৫৫
জোড়ায় জোড়ায় ফল সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (পৃথিবীতে)	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
দান করে ভাল গাছ আল্লাহর ইচ্ছায় (উত্তম বাণীর উপমা...)	১৪-ইবরাহীম	২৫	৬৯৫
দান, দুই বাগানই ফল দান করে (দুই ব্যক্তির উপমা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৩	৭২৭
দ্বিগুন ফল (উঁচু ভূমির বাগানে প্রবল বর্ষণে দ্বিগুন ফল দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
নিদর্শন (বৃষ্টি দ্বারা ফল উৎপন্ন হওয়া চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহল	১১	৭০৩
প্রত্যেক ফল থেকে মৌমাছিকে কিছু কিছু খাওয়ার নির্দেশ (মধু প্রসঙ্গ)	১৬-নাহল	৬৯	৭০৮
প্রকার (জান্নাতে প্রত্যেক ফলের দুটি প্রকার থাকবে)	৫৫-রাহমান	৫২	৯৪১
বাগান ওয়ালার বাগানে (অনেক ফল হল)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৪	৭২৭
বিস্বাদ ফল দিয়ে উদ্যান দুটির পরিবর্তন করে দিলেন আল্লাহ	৩৪-সাবা	১৬	৮৪২
মর্যাদা দান (কিছু ফলকে কিছু ফলের উপরে মর্যাদা দান)	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
রিযিক হিসেবে ফল দেয়া হবে জান্নাতীদের	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
লক্ষ্য করা (ফলের দিকে যখন তা ফলবান হয়	৬-আন'আম	৯৯	৬০৫
সাদৃশ্যপূর্ণ ফল দেয়া হবে জান্নাতে(দুনিয়ার ফলের সাদৃশ্যপূর্ণ)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
স্থায়ী (জান্নাতের ফলসমূহ স্থায়ী)	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
ফলক			
উপদেশ (ফলকে/তাওরাতে মূসার জন্য সকল বিষয়ের উপদেশ)	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
তুলে নেয়া (মূসার ফলক তুলে নেয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫৪	৬২৬
ফেলে দেয়া (মূসা আ. ক্রুদ্ধ হয়ে ফলক ফেলে দিল ও হারুনকে...)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
সংরক্ষিত ফলকে সম্মানিত কুরআন লিপিবদ্ধ আছে	৮৫-বুরূজ	২২	১০১৬
ফলপ্রসূ			
উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দানের নির্দেশ	৮৭-আ'লা	৯	১০১৮
ফল-ফসল			
ক্ষতি (ফিরআউনের বংশকে দুর্ভিক্ষ/ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা)	৭-আ'রাফ	১৩০	৬২৪
ধ্বংস (ফল-ফসল ধ্বংস করতে চায় যারা...)	২-বাক্বারা	২০৫	৫২৩
বিনষ্ট হয়ে গেল (কাফির বাগানওয়ালার)..	১৮-কাহ্‌ফ	৪২	৭২৮
ফলবান			
গাছ ফলবান হলে তার ফল খাওয়া প্রসঙ্গ	৬-আন'আম	১৪১	৬১০
ফলের ফলবান হওয়া/পরিপক্কতা লাভের প্রতি লক্ষ্য করা	৬-আন'আম	৯৯	৬০৫
ফল (মন্দফল)			
কৃতকর্মের (কাফিরদের কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ)	৬৪-তাগাবুন	৫	৯৬৬
ফলমূল			
আকাঙ্খা (আকাঙ্খিত ফল-মূলের মাঝে মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে)	৭৭-মুরসালাত	৪২	৯৯৯
আহার (মানুষ আহার করে, বাগানের ফলমূল)	২৩-মু'মিনূন	১৯	৭৬৭
আহারের জন্য বাগান বানিয়েছেন আল্লাহ (মৃত ভূমিতে..)	৩৬-ইয়াসীন	৩৫	৮৫৩
উৎপন্ন(ফলমূল উৎপন্ন করার জন্য আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করেন)	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
উৎপন্ন করেন আল্লাহ (যমীনে) ভোগ্যসামগ্রীরূপে...	৮০-আবাসা	৩১	১০০৭
উৎপন্ন (বৃষ্টির পানিতে মানুষের রিযিকস্বরূপ ফল-মূল উৎপন্ন হয়)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
উৎপন্ন (বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা আল্লাহ ফলমূল উৎপন্ন করেন)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
ক্ষয়-ক্ষতি (ফল-মূলের ক্ষয়-ক্ষতি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা...)	২-বাক্বারা	১৫৫	৫১৭
চাওয়া (জান্নাতে ফল চাবে মুত্তাকীরা)	৩৮-সোয়াদ	৫১	৮৬৯
জান্নাতে ফলমূল, খেজুর ও আনার থাকবে	৫৫-রাহমান	৬৮	৯৪২
জান্নাতীদেরকে পছন্দের ফলমূল সরবরাহ করা হবে	৫২-তূর	২২	৯৩০
জান্নাতে প্রচুর ফলমূল খাবে মুত্তাকীরা	৪৩-যুখরুফ	৭৩	৯০১
জান্নাতে রয়েছে সব ধরনের ফলমূল	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
নাগালের মধ্যে থাকবে (জান্নাতের ফলমূল)	৬৯-হাক্কাহ্	২৩	৯৭৯
নাগালে আনা (জান্নাতের ফলমূল জান্নাতীদের নাগালে আনা হবে)	৭৬-দাহ্‌র	১৪	৯৯৫
পছন্দ করা (ফলমূল থেকে পছন্দ করে নিবে জান্নাতিরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২০	৯৪৪
পৃথিবীতে ফলমূল ও আবরণযুক্ত খেজুর গাছ আছে	৫৫-রাহমান	১১	৯৩৯
প্রশান্তচিত্তে ফলমূল আনতে বলবে মুত্তাকীরা (জান্নাতে)	৪৪-দুখান	৫৫	৯০৪
প্রচুর ফলমূলের মাঝে থাকবে ডানের সাথীরা (জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩২	৯৪৪
বাছাইকৃত বান্দাদের জন্য রয়েছে ফল-মূল (কিয়ামতে)	৩৭-সাফফাত	৪২	৮৫৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফলমূল (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বাগানে ফলমূল রয়েছে যা মানুষ আহার করে	২৩-মু'মিনূন	১৯	৭৬৭
বের করা (ফল-মূল বের করেন আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করে)	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
রিযিকস্বরূপ নিয়ে আসা হয় (আল্লাহর পক্ষ থেকে)	২৮-কাসাস	৫৭	৮১৩
রিযিক (বিশ্বাসীদেরকে ফলমূলের রিযিক দানের দোয়া, ইবরাহীমের)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
রিযিক (ইবরাহীমের বংশধরকে রিযিকস্বরূপ ফলমূল দেয়ার দোয়া)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
সব রকমে ফলমূল (বাগানের উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
ফসল			
আখিরাতের ফসল যে চায় আল্লাহ তার ফসল বর্ধিত করেন	৪২-শূরা	২০	৮৯৩
উৎপন্ন (ফসল উৎপন্ন হয় আল্লাহর ইচ্ছায়)	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
উৎপন্ন (ঝর্ণার পানি দ্বারা আল্লাহ ফসল উৎপন্ন করেন)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
দুনিয়ার ফসল চাইলে সে দুনিয়ায় কিছু পায়, আখিরাতে কিছু পাবে না	৪২-শূরা	২০	৮৯৩
বৃদ্ধি (আখিরাতের ফসল কামনাকারীর ফসল আল্লাহ বৃদ্ধি করেন)	৪২-শূরা	২০	৮৯৩
ফসল কর্তনকারী			
বাগানওয়ালাদের ফসল কর্তনের জন্য সকালে ক্ষেতে গমন	৬৮-ক্বালাম	২২	৯৭৬
ফসল সংগ্রহ			
দিন (ফসল সংগ্রহের দিন ফসলের হক প্রদানের নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
ফাই			
আল্লাহ রাসূল স. কে যে 'ফাই' দিয়েছেন তা...	৫৯-হাশর	৬	৯৫৫
আল্লাহ ফাই দান করেছেন রাসূল স. কে (ইহুদী জনপদবাসী থেকে)	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
নবীকে ফাই হিসাবে প্রদত্ত দাসীদের বিয়ে প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
ফাঁক			
সমুদ্রে নেমে গেল মাছ ,ফাঁক দিয়ে	১৮-কাহ্ফ	৬১	৭২৯
ফাঁকাস্থান			
গুহার ফাঁকাস্থানে আসহাবে কাহাফের অবস্থান ...	১৮-কাহ্ফ	১৭	৭২৫
ফাঁকে ফাঁকে			
বাগানের ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত হওয়ার দাবী (কাফিরদের)	১৭-ইস্রা	৯১	৭২১
ফাটল			
আকাশে ফাটল নেই (কাফিররা কি তা লক্ষ্য করে না)	৫০-ক্বাফ	৬	৯২২
ফাটা			
পাথর ফেটে পানি বের হওয়া (বনী ইসরাঈলের কঠিন হৃদয় প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
ফাটানো			
আকাশ ফাটিয়ে দেয়া হবে (কিয়ামতের দিন)	৭৭-মুরসালাত	৯	৯৯৭
যমীন ফাটিয়ে পানির প্রবাহ বের করা (নূহের বন্যা প্রসঙ্গ)	৫৪-কামার	১২	৯৩৬
ফাসিক (আরো দেখুন পাপাচারী শব্দটি)			
বনী ইসরাঈলের অধিকাংশই ফাসিক (কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৮১	৫৯০
সম্প্রদায় (ফাসিক সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ)	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
ফাহেশা (দেখুন অশ্লীল শব্দটি)			
ফিতনা			
আশঙ্কা (কাফিরদের ফিতনার আশঙ্কায় নামাজ কসর/সংক্ষিপ্ত করা যাবে)	৪-নিসা	১০১	৫৭০
উদ্দেশ্য (ফিতনার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে লেগে...)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
উদ্দেশ্য (ফিতনার উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি করত সন্দেহকারীরা যুদ্ধে প্রেরিত)	৯-তাওবা	৪৭	৬৪৫
কামনা (ফিতনা কামনা করেছিল পূর্বেও, তারাই যারা ঈমান আনে না...)	৯-তাওবা	৪৮	৬৪৫
গুরুতর (ফিতনা গুরুতর, হত্যার চেয়েও)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
নিজেদেরকে ফিতনায় ফেলেছিল মুনাফিকরা (দুনিয়াতে)	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
পড়ে থাকা (ফিতনায় পড়ে আছে তারা, যারা অনুমতি চায়...)	৯-তাওবা	৪৯	৬৪৫
পৃথিবীতে ফিতনা ও ফ্যাসাদের হবে মু'মিনরা পরস্পরের বন্ধু না হলে	৮-আনফাল	৭৩	৬৩৯
ফিরানো (মুনাফিকদেরকে ফিতনার দিকে ফিরানো হলে ফিরে যায়)	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
ভয় (ফিতনাকে ভয় করার নির্দেশ যা কেবল জালিমদেরকেই...)	৮-আনফাল	২৫	৬৩৪
মারাত্মক (ফিতনা মারাত্মক, হত্যার চেয়ে)	২-বাক্বারা	১৯১	৫২১
মুক্তি (ফিতনা বা যুদ্ধে যাওয়া থেকে মুক্তি কামনা, তাবুক প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৯	৬৪৫
মুশরিকদের ফিতনা (আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	২৩	৫৯৮
যুদ্ধ (ফিতনা না থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৯৩	৫২১
যুদ্ধ (ফিতনা না থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ)	৮-আনফাল	৩৯	৬৩৫
ফিতনা/নির্যাতন			
মানুষের ফিতনা/নির্যাতনকে মুনাফিক আল্লাহর শাস্তি ভাবে	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
ফিতনা (পরীক্ষা)			
আল্লাহ ফিতনায় ফেলতে চান যাকে তার জন্য রাসূল স. এর কোন ক্ষমতা নেই	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
মুখ ফিরানো(ফিতনা/পরীক্ষা আসলে দ্বিধার সাথে ইবাদতকারী মুখ ফিরায়)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
ফিতনা (পরীক্ষার পাত্র)			
বানানো (মুমিনদেরকে কাফিরদের জন্য ফিতনা না বানানোর প্রার্থনা)	৬০-মুমতাহিনা	৫	৯৫৮
ফিতনা (বিদ্রোহ)			
মুনাফিকরা ফিতনা করত (খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৪	৮৩৪
ফিতনা (বিপর্যয়)			
বনী ইসরাঈলরা মনে করেছিল তাদের বিপর্যয় হবে না...	৫-মায়িদা	৭১	৫৮৯
ফিতনায় ফেলা			
শয়তান যেন ফিতনায় না ফেলে বনী আদমকে	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
ফিতরাত			
আল্লাহর ফিতরতের উপরেই মানুষের সৃষ্টি...	৩০-রূম	৩০	৮২৪
ফিদিয়া			
জবাই করার পশু ফিদিয়া দিলেন আল্লাহ (ইবরাহীমকে)	৩৭-সাফফাত	১০৭	৮৬২
জাহান্নাম (মুনাফিক ও কাফিরদের)	৫৭-হাদীদ	১৫	৯৪৯
মাথা মুন্ডনের কারণে ফিদিয়া (হজ্জে প্রসঙ্গ...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
সক্ষম ব্যক্তি ফিদিয়া দিবে (কষ্টের কারণে রোযা না রাখলে)	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
ফির'আউন			
অনুমতি (ফিরাউনের অনুমতির পূর্বে জাদুকরদের ঈমান আনা)	৭-আ'রাফ	১২৩	৬২৩
অপরাধে লিপ্ত ফিরআউনের ধ্বংস প্রসঙ্গ	৬৯-হাক্কাহ্	৯	৯৭৮
অপরাধী (ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী)	২৮-কাসাস	৮	৮০৮
অমান্য করল ফিরআউন রাসূল (মূসা আ.) কে	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৬	৯৮৮
অহঙ্কার করল ফির'আউন ও তার বাহিনী (পৃথিবীতে)	২৮-কাসাস	৩৯	৮১১
ইজ্জত (ফির'আউনের ইজ্জতের কসম, জাদুকরদের বিজয়ী হওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৪৪	৭৯০
উদ্ধত সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভূক্ত ফির'আউন	৪৪-দুখান	৩১	৯০৩
উদ্ধত ছিল ফিরআউন (পৃথিবীতে)	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
উদ্ধত (ফির'আউন উদ্ধত হয়েছিল পৃথিবীতে)	২৮-কাসাস	৪	৮০৮
উদ্ধার (ফিরআউনের মন্দকাজ থেকে উদ্ধারের জন্য স্ত্রীর দোয়া)	৬৬-তাহরীম	১১	৯৭১
ক্রোধ (ফির'আউনদের ক্রোধ উদ্রেককারী মূসার সঙ্গীরা)	২৬-শু'আরা	৫৫	৭৯১
ক্ষোভ (জাদুকররা ঈমান আনায় ফিরআউনের ক্ষোভ প্রকাশ)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
ঘোষণা, ফির'আ উনের ("মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়?")	৪৩-যুখরুফ	৫১	৮৯৯
চারপাশ (ফির'আউনের চারপাশের লোকদের কাছে মূসাকে জাদুকর বলা)	২৬-শু'আরা	৩৪	৭৮৯
চারপাশ (ফির'আউনের চারপাশের লোকদের প্রতিপালক সম্পর্কে বলা)	২৬-শু'আরা	২৫	৭৮৯
জাদুকরদের ফিরআউনের নিকট নিয়ে আসার নির্দেশ	১০-ইউনুস	৭৯	৬৬২
জাদুকর (ফির'আউনের নিকট জাদুকর আনার জন্য শহরে লোক পাঠানো)	২৬-শু'আরা	৩৭	৭৯০
ডুবে যাওয়া (ডুবে যাওয়ার সময় ফিরআউন ঈমান আনল)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
দলিল-প্রমাণ (ফির'আউনের প্রতি প্রতিপালকের দলিল-প্রমাণ)	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
দেখাতে চাইলেন আল্লাহ ফির'আউনকে (যা তাদের আশঙ্কা ছিল)	২৮-কাসাস	৬	৮০৮
ধ্বংসপ্রাপ্ত (ফিরআউন ধ্বংসপ্রাপ্ত, মূসার ধারণা)	১৭-ইস্রা	১০২	৭২৩
ধ্বংস (অহংকারের দরুন ফিরআউনের ধ্বংস)	২৯-আনকাবূত	৩৯	৮১৯
নিমজ্জিত ফির'আউন ও তার সাথীদেরকে আল্লাহ নিমজ্জিত করলেন	১৭-ইস্রা	১০৩	৭২৩
নির্যাতন (ফিরআউনের নির্যাতনের ভয়ে কম লোক ঈমান আনে)	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
নিদর্শন (ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত নয়টি নিদর্শন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১২	৮০০
সঠিক পথ দেখাচ্ছেন নিজ সম্প্রদায়কে ফিরআউনের দাবী	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
নির্দেশ (ফিরআউন হামানকে উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিল)	৪০-মু'মিন	৩৬	৮৮১
নির্দেশ (ফির'আউনের নির্দেশ অনুসরণ করল তার পরিষদবর্গ)	১১-হূদ	৯৭	৬৭৪
নির্দেশ (ফির'আউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না)	১১-হূদ	৯৭	৬৭৪
পথভ্রষ্ট করা (ফিরআউন কর্তৃক সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করা)	২০-ত্বা-হা	৭৯	৭৪৬
পরিষদবর্গকে ফির'আউন বলল...	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
পশ্চাদ্ধাবন (ফিরআউনবাহিনী কর্তৃক বনী ইসরাঈলদের পশ্চাদ্ধাবন)	২০-ত্বা-হা	৭৮	৭৪৬
পশ্চাদ্ধাবন (ফিরআউন কর্তৃক বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
পাকড়াও করলেন আল্লাহ ফির'আউন ও তার বাহিনীকে	৫১-যারিয়াত	৪০	৯২৭
পাকড়াও (ফির'আউন ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৪০	৮১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফির'আউন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পাকড়াও (ফিরআউনকে পাকড়াও করলেন আল্লাহ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৬	৯৮৮
পারিষদ (ফিরআউন/পারিষদকে দুনিয়ার সৌন্দর্য/সম্পদ দান)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
পারিষদ (ফিরআউনের পারিষদদের ভয়ে কম লোকই ঈমান আনে)	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
পারিষদ (ফির'আ উনের পারিষদবর্গের নিকট মূসাকে প্রেরণ)	৪৩-যুখরুফ	৪৬	৮৯৯
পেরেক ওয়ালা ফির'আউনের প্রতি কি আচরণ করেছেন প্রতিপালক	৮৯-ফাজর	১০	১০২১
প্রতিদান প্রার্থনা (ফিরাউনের কাছে জাদুকরদের প্রতিদান প্রার্থনা)	৭-আ'রাফ	১১৩	৬২২
প্রেরণ (মূসাকে ধরতে শহরে শহরে সংগ্রহকারী/সৈন্য প্রেরণ)	২৬-শু'আরা	৫৩	৭৯০
প্রেরণ (ফিরআউনের কাছে মূসা-হারুনকে নিদর্শনসহ প্রেরণ)	১০-ইউনুস	৭৫	৬৬১
প্রশ্ন (ফির'আউনের প্রশ্ন, জগতসমূহের প্রতিপালক কী?)	২৬-শু'আরা	২৩	৭৮৯
প্রাধান্য (প্রমাণের উপর ফিরআউনকে প্রাধান্য না দেয়া, জাদুকরদের)	২০-ত্বা-হা	৭২	৭৪৫
প্রেরণ (মূসাকে ফিরআউন/পরিষদবর্গের কাছে প্রেরণ)	৭-আ'রাফ	১০৩	৬২২
ফাসাদ সৃষ্টিকারী ছিল ফির'আউন	২৮-কাসাস	৪	৮০৮
ফিরআউন বংশ ও তার পূর্ববর্তীরা মিথ্যা অভিহিত করেছিল...	৮-আনফাল	৫৪	৬৩৭
ফিরে যাওয়া (ফিরআউন ফিরে গিয়ে কৌশলসমূহ জমা করল)	২০-ত্বা-হা	৬০	৭৪৪
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী (ফিরআউন ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ছিল)	১০-ইউনুস	৯১	৬৬৩
বংশ (ফিরআউন বংশকে নিমজ্জিত করা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫০	৫০৬
বংশ (ফিরআউন বংশকে নিমজ্জিত করলেন আল্লাহ)	৮-আনফাল	৫৪	৬৩৭
বংশ (ফিরআউন বংশ থেকে বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার)	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
বংশ (ফিরআউন বংশ হতে বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার)	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
বংশ (ফিরআউনের বংশকে দুর্ভিক্ষ/ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পাকড়াও)	৭-আ'রাফ	১৩০	৬২৪
বংশ (ফিরআউন বংশের অভ্যাসের ন্যায়, আয়াত অস্বীকার...)	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
বংশ (ফিরআউন বংশের এক ব্যক্তির ঈমান গোপন রাখা)	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
বংশ (ফির'আউন বংশের নিকট সতর্কীকরণ এসেছিল)	৫৪-কামার	৪১	৯৩৮
বংশ (ফির'আউন বংশের লোকেরা মূসাকে কুড়িয়ে নিল)	২৮-কাসাস	৮	৮০৮
বংশ (ফিরআউন বংশকে কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ করানো হবে)	৪০-মু'মিন	৪৬	৮৮২
বলা (মূসা আ. তাঁর রিসালাত সম্পর্কে প্রতিপালককে বলা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০৪	৬২২
বলা (জাদুকররা বিজয়ী হওয়ার প্রতিদান সম্পর্কে ফির'আউনকে বলা)	২৬-শু'আরা	৪১	৭৯০
বৃত্তান্ত (ফিরআউন বাহিনীর বৃত্তান্ত রাসূল স. এর নিকট পৌঁছা)	৮৫-বুরূজ	১৮	১০১৬
মন্দ কাজকে ফিরআউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
মিথ্যাবাদী বলেছিল ফিরআউন	৫০-ক্বাফ	১৩	৯২২
মূসাকে ফির'আ উনের নিকট প্রেরণ (আল্লাহর নিদর্শনসহ)	৪৩-যুখরুফ	৪৬	৮৯৯
মূসাকে ফির'আউনের নিকট প্রেরণ (স্পষ্ট প্রমাণসহ)	৫১-যারিয়াত	৩৮	৯২৭
মূসাকে ফির'আউনের নিকট পাঠানো (সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শনসহ)	১১-হূদ	৯৭	৬৭৪
মূসা আ. কে হত্যার অভিপ্রায় ফিরআউনের	৪০-মু'মিন	২৬	৮৮০
মূসা আ. ও হারুনকে ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ	২৩-মু'মিনূন	৪৬	৭৬৯
মূসাকে ফিরআউনের নিকট প্রেরণ	৪০-মু'মিন	২৪	৮৭৯
মূসা আ. ফিরআউনের কাছে আসল	১৭-ইসরা	১০১	৭২৩
মূসা আ. ফির'আউন ও তার স্ত্রীর চক্ষুশীতলকারী	২৮-কাসাস	৯	৮০৮
যাওয়া (মূসা আ. ও হারুনকে ফির'আউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ)	২৬-শু'আরা	১৬	৭৮৮
রাসূল (ফিরআউনের নিকট রাসূল প্রেরণ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৫	৯৮৮
রাজত্ব (মিসরে ফির'আ উনের রাজত্ব প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৫১	৮৯৯
শিল্প-প্রাসাদ (আল্লাহ ফিরআউনের শিল্প-প্রাসাদ ধ্বংস করেছেন)	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
শ্রেষ্ঠ! (ফির'আ উন নিজকে মূসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে)	৪৩-যুখরুফ	৫২	৮৯৯
ষড়যন্ত্র (ফিরআউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল)	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
সংবাদ (ফির'আউন ও মূসার সংবাদ পাঠ করছেন আল্লাহ...)	২৮-কাসাস	৩	৮০৮
সম্প্রদায় (ফিরআউন বংশকে শাস্তি ঘিরে ফেলল)	৪০-মু'মিন	৪৫	৮৮১
সম্প্রদায় (ফিরআউন বংশের অভ্যাসের ন্যায় কাফিরদের অভ্যাস)	৩-আলে ইমরান	১১	৫৩৬
সম্প্রদায় (ফিরআউন সম্প্রদায় রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	৩৮-সোয়াদ	১২	৮৬৬
সম্প্রদায় (ফির'আউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলেন আল্লাহ)	৪৪-দুখান	১৭	৯০২
সম্প্রদায় (ফির'আউনের সম্প্রদায়ের কাছে মূসাকে যেতে নির্দেশ)	২৬-শু'আরা	১১	৭৮৮
সম্প্রদায় (ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা মূসাকে জাদুকর বলল)	৭-আ'রাফ	১০৯	৬২২
সম্প্রদায় (ফিরআউনের সম্প্রদায়ের প্রধানদের মন্তব্য)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
সম্পদ দেয়া (ফিরআউনকে দুনিয়ার জীবনে সম্পদ দেয়া হয়েছে)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
সম্প্রদায়(মূসার সম্প্রদায়কে ফিরআউন সম্প্রদায় নিকৃষ্ট শাস্তি দিত)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
সীমালঙ্ঘনের কারণে মূসা/হারুনকে ফিরআউনের কাছে প্রেরণ	২০-ত্বা-হা	৪৩	৭৪৩
সীমালঙ্ঘনকারী (ফিরআউন সীমালঙ্ঘনকারী ছিল)	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
সীমালঙ্ঘন করায় (মূসাকে তার কাছে যাওয়ার নির্দেশ)	৭৯-নাযি'আত	১৭	১০০৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সীমালঙ্ঘন/বাড়াবাড়ি করে ফিরআউন বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করে	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
সীমালঙ্ঘন(ফিরআউন সীমালঙ্ঘন করায় মূসাকে তার কাছে যেতে নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	২৪	৭৪২
সৈন্যবাহিনী (ফিরআউনের সৈন্যবাহিনীর বাড়াবাড়ি...)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
স্ত্রী (ফিরআউনের স্ত্রীর জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধারের দোয়া)	৬৬-তাহ্রীম	১১	৯৭১
ফির'আউন (শত্রু)			
মূসা আ. এর শত্রু ফিরআউন কর্তৃক মূসা আ. কে সাগর থেকে উঠিয়ে নেয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
ফিরদাউস			
ঈমানদারদের আপ্যায়ন (ফিরদাউসের উদ্যানে)	১৮-কাহ্ফ	১০৭	৭৩৩
উত্তরাধিকারী (মু'মিনগণ ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী)	২৩-মু'মিনূন	১১	৭৬৬
ফিরানো			
অজুহাত পেশকারীদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে তাঁর নিকট যিনি...	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
আইয়ুবের কাছে তার পরিবার পরিজনকে আল্লাহ ফিরিয়ে দেন	২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
আল্লাহ ফিরিয়ে দিবেন (পথভ্রষ্ট যে দিকে ফিরে যায়)	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে (সকলকে)	২৮-কাসাস	৮৮	৮১৫
আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে সবাইকে	১০-ইউনুস	৫৬	৬৫৯
আল্লাহর দিকে ফিরানো হয় সবাইকে (মৃত্যুর পর)	৬-আন্'আম	৬২	৬০১
আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে	২৮-কাসাস	৭০	৮১৪
আল্লাহর দিকেই সকলকে ফিরিয়ে নেয়া হবে	৩-আলে ইমরান	৮৩	৫৪৪
আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে (জাহান্নামিদেরকে)	৪১-ফুস্সিলাত	২১	৮৮৭
আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে সকল বিষয়	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে (সকল বিষয়)	৩-আলে ইমরান	১০৯	৫৪৬
আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে মানুষকে	২-বাক্বারা	২৪৫	৫২৮
আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে (মানুষকে)	৩০-রূম	১১	৮২২
আল্লাহর দিকে সকলকে ফিরিয়ে নেয়ার দিন	২-বাক্বারা	২৮১	৫৩৩
আল্লাহর দিকে মৃতদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে	৬-আন্'আম	৩৬	৫৯৯
আল্লাহর দিকে মানুষকে ফিরিয়ে নেয়া হবে	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
আল্লাহর দিকে মানুষকে ফিরিয়ে নেয়া -যিনি দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২
আল্লাহর নিকট মানুষকে ফিরিয়ে নেয়া হবে	৩৯-যুমার	৪৪	৮৭৫
আল্লাহর নিকট সকল বিষয় ফিরিয়ে নেয়া হবে	২২-হাজ্জ	৭৬	৭৬৫
আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে সব মানুষকে	৩৬-ইয়াসীন	৮৩	৮৫৬
ঈমানদারদেরকে কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিবে...	৩-আলে ইমরান	১০০	৫৪৫
কথা ফিরিয়ে দিবে জালিমরা পরস্পরকে (বাদানুবাদ করবে)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
কণ্ঠাগত প্রাণ ফিরায় না কেন মানুষ (সত্যবাদী হলে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৭	৯৪৭
কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার কামনা (আহলে কিতাবদের)	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
কাফিরদেরকে আল্লাহ ক্রোধসহ ফিরিয়ে দেন (খন্দকে)	৩৩-আহযাব	২৫	৮৩৫
কাফিরদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে কি (দুনিয়াতে...)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
কাফিরদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিলে আয়াতকে মিথ্যা বলতনা	৬-আন্'আম	২৭	৫৯৮
কিবলা থেকে ফিরিয়ে দিল কিসে? (কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৪২	৫১৬
চেহারা (রাসূল স. এর চেহারা আকাশের দিকে ফিরানো আল্লাহ দেখেছেন)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
চেহারা ফিরানোর নির্দেশ (মসজিদে হারামের দিকে)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
চেহারা ফিরিয়ে দিবেন আল্লাহ রাসূল এর পছন্দনীয় কিবলার দিকে...	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
চেহারা ফিরিয়ে দেয়া (রাসূল স. এর পছন্দিত কিবলার দিকে...)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
চেহারা মসজিদে হারামের দিকে ফিরানোর নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
চেহারাকে আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টার দিকে ফেরানো (ইবরাহীমের)	৬-আন্'আম	৭৯	৬০৩
চেহারাকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বে ঈমান	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
জাহান্নামে ফিরিয়ে নেয়া হবে (কাফির সেখান থেকে বের হতে চাইলে)	২২-হাজ্জ	২২	৭৬০
দীর্ঘায়ু লাভকারীকে, পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেন আল্লাহ	৩৬-ইয়াসীন	৬৮	৮৫৬
দৃষ্টি (আল্লাহকে সন্তুষ্টকারীদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে না নেয়া..)	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে যখন আ'রাফবাসীদের (আগুনের...)	৭-আ'রাফ	৪৭	৬১৭
দৃষ্টি (বার বার দৃষ্টি ফিরালেও সৃষ্টিতে কোন ভঙ্গন দেখা যাবে না)	৬৭-মুলক	৪	৯৭২
দ্বীন থেকে ফিরানো পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে কাফিররা	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
ধর্মাদর্শে (গুহাবাসীকে শহরবাসীদের ধর্মাদর্শে ফিরিয়ে নেয়ার আশংকা)	১৮-কাহ্ফ	২০	৭২৫
পণ্যমূল্য ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে (ইউসুফের ভাইদেরকে)	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
পরিবার পরিজনকে আল্লাহ আইয়ুবের কাছে ফিরিয়ে দেন	২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
পাপাচারীকে আগুনে ফিরিয়ে দেয়া হবে (পালাতে চাইলে)	৩২-সাজদা	২০	৮৩১
পিছন দিকে ফিরিয়ে নেয়া (সঠিকপথ প্রদর্শনের পর)	৬-আন্'আম	৭১	৬০২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফিরানো(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পূর্ববর্তী অবস্থায় সাপকে ফিরিয়ে দেয়া (মূসার লাঠি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	২১	৭৪২
পেছনে (পূর্বাবস্থায়) ফিরিয়ে নিবে কাফিরগণ মুমিনদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৪৯	৫৫০
প্রতিপালকের কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে সবাইকে	১১-হূদ	৩৪	৬৬৮
প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে সবকিছুকে (মৃত্যুর পর)	৩২-সাজ্দা	১১	৮৩০
প্রতিপালকের দিকে সবাইকে ফিরিয়ে নেয়া হবে	৪৫-জাছিয়া	১৫	৯০৬
প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হলে (বাগানওয়ালার আশা!..)	১৮-কাহ্ফ	৩৬	৭২৭
প্রাণগুলো ফিরিয়ে দেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (যাদের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত হয়নি)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
ফিতনার দিকে মুনাফিকদেরকে ফিরানো হলে ফিরে যায়	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
ফিরিয়ে নেয়া হবে আল্লাহর নিকট সকল বিষয়	২-বাক্বারা	২১০	৫২৩
মতবিরোধপূর্ণ বিষয় আল্লাহ ও রাসুল স. এর দিকে ফিরিয়ে দেয়া	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
মানুষকে যমীনে ফিরিয়ে নিবেন আল্লাহ (প্রতিপালনের পর)	৭১-নূহ্	১৮	৯৮৫
মানুষকে ফিরিয়ে নেয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর নিকট	৯-তাওবা	১০৫	৬৫১
মানুষকে ফিরিয়ে নেয়া হবে যেদিন (আল্লাহর কাছে)	২৪-নূর	৬৪	৭৮১
মানুষকে আল্লাহরই দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে	২-বাক্বারা	২৮	৫০৪
মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া -যিনি দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২
মুখ ফিরানো(ফিতনা/পরীক্ষা আসলে দ্বিধার সাথে ইবাদতকারী মুখ ফিরায়)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
মুখ ফিরাবেন মসজিদে হারামের দিকে যেখান থেকেই বের...	২-বাক্বারা	১৪৯	৫১৬
মুখ (মানুষের প্রতি অহঙ্কারে মুখ না ফিরানোর উপদেশ, লোকমানপুত্রকে)	৩১-লুকমান	১৮	৮২৮
মুনাফিকদেরকে ফিতনার দিকে ফিরানো হলে ফিরে যায়	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
মুনাফিকদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে মহাশাস্তির দিকে	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
মুখ ফিরানোতে পূণ্য নেই (পূর্ব ও পশ্চিমে...)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
মূসাকে মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেয়া (চোখ জুড়ানোর জন্য)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মূসাকে ফিরিয়ে দিবেন আল্লাহ তার মায়ের কাছে	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
মূসাকে ফিরিয়ে দিলেন আল্লাহ মায়ের নিকট	২৮-কাসাস	১৩	৮০৯
মৃত্যুর পর সকলকে প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে	৩২-সাজ্দা	১১	৮৩০
যমীনে (প্রতিপালনের পর আল্লাহ মানুষকে যমীনে ফিরিয়ে নিবেন)	৭১-নূহ্	১৮	৯৮৫
যমীনে (মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষকে মাটিতে ফিরিয়ে নেয়া)	২০-ত্বা-হা	৫৫	৭৪৪
শাস্তি ফিরানো হবে না -যেদিন কাফিরদের কাছে তা আসবে	১১-হূদ	৮	৬৬৬
শাস্তির দিকে ফিরিয়ে নেয়া (কিয়ামতের দিন বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
শ্রবণ/দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারেনা কেউ (আল্লাহ কেড়ে নিলে)	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
সকল বিষয় আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে	৩৫-ফাতির	৪	৮৪৬
সমুদ্রে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে মুশরিকরা কি নিরাপদ?	১৭-ইস্রা	৬৯	৭২০
স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য স্বামীই অধিক হকদার...	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
স্রষ্টার নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে ,তাই তাঁর ইবাদত করতে হবে	৩৬-ইয়াসীন	২২	৮৫৩
ফিরিয়ে আনা			
আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা হবে (প্রত্যেক প্রাণকে)	২৯-আনকাবূত	৫৭	৮২১
আল্লাহর দিকেই মানুষকে ফিরিয়ে আনা হবে	২৯-আনকাবূত	২১	৮১৭
আল্লাহর নিকট প্রত্যেককেই ফিরিয়ে আনা হবে	২১-আম্বিয়া	৩৫	৭৫২
আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে সবকিছু	১৯-মারইয়াম	৪০	৭৩৬
আল্লাহর কাছে প্রত্যেককে ফিরিয়ে আনা হবে(কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	৩০	৬৫৭
জ্বিন দলকে ফিরিয়ে আনা (কুরআন পাঠকারী/নবীর দিকে)	৪৬-আহ্কাফ	২৯	৯১১
পথভ্রষ্টদেরকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে না (তারা মনে করে)	২৩-মু'মিনূন	১১৫	৭৭৩
পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কাফিরদের অবিশ্বাস	৭৯-নাযি'আত	১০	১০০৩
ফির'আউনদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে না (তারা মনে করল)	২৮-কাসাস	৩৯	৮১১
রাসূল স. কে ফিরিয়ে আনবেন আল্লাহ প্রত্যবর্তনস্থলে (জন্মভূমিতে)	২৮-কাসাস	৮৫	৮১৫
রাসূল স. কে ফিরিয়ে আনেন যদি আল্লাহ (মুনাফিকদের নিকট)	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
সর্বনিম্ন স্তরে (মানুষকে ফিরিয়ে আনেন আল্লাহ)	৯৫-তীন	৫	১০২৭
সৃষ্টিকে (প্রথম সৃষ্টির সূচনার মত ফিরিয়ে আনা,আকাশকে গুটানো প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৪	৭৫৭
ফিরে আসা (আরো দেখুন প্রত্যাবর্তন শব্দটি)			
অপরাধীরা পিছনে ফিরে আসতনা (আকৃতি পরিবর্তন করলে)	৩৬-ইয়াসীন	৬৭	৮৫৫
অপরাধীরা ফিরে আসত উৎফুল্ল হয়ে আপনজনের নিকট	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৩১	১০১২
আয়াত বর্ণনা (যাতে মানুষ ফিরে আসতে পারে...)	৪৬-আহ্কাফ	২৭	৯১০
আয়াত বর্ণনা (যাতে মানুষ ফিরে আসতে পারে)	৭-আ'রাফ	১৭৪	৬২৯
আল্লাহ ফিরে আসবেন শাস্তি দিতে (যদি কাফিররা...)	৮-আনফাল	১৯	৬৩৩
আল্লাহ ফিরে আসবেন শাস্তিতে (যদি বনী ইসরাইলরা পাপ কাজে...)	১৭-ইস্রা	৮	৭১৪
আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না কি তারা যারা কুফরী করেছে...	৫-মায়িদা	৭৪	৫৮৯
আল্লাহর দিকে ফিরে আসল (যে তওবা করল)	২৫-ফুরকান	৭১	৭৮৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইউসুফের ভাইয়েরা ফিরে আসতে পারে (ইউসুফের কাছে)	১২-ইউসুফ	৬২	৬৮২
ইউসুফের ভাইয়েরা যাদের সাথে ফিরে এসেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা...	১২-ইউসুফ	৮২	৬৮৪
ইবরাহীমের উত্তরসূরীদের ফিরে আসা (আল্লাহর দিকে)	৪৩-যুখরুফ	২৮	৮৯৭
'ইলা' থেকে ফিরে অসলে আল্লাহ ক্ষমাশীল	২-বাক্বারা	২২৬	৫২৫
ঈমানদাররা যাতে ফিরে আসে পূর্বের ধর্মে সেজন্য...	৩-আলে ইমরান	৭২	৫৪২
কাফিরের ধর্মাদর্শে ফিরে না আসলে রাসূলগণকে দেশান্তর...	১৪-ইবরাহীম	১৩	৬৯৪
কাফেলা ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল তোমরা কি হারিয়েছ?	১২-ইউসুফ	৭১	৬৮৩
কাফিররা যুদ্ধের দিকে ফিরে আসলে...	৮-আনফাল	১৯	৬৩৩
জালিমদের বাসস্থান ও বিলাস-সামগ্রীর দিকে ফিরে আসা	২১-আম্বিয়া	১৩	৭৫০
জ্ঞান অর্জনের পর ফিরে এসে সতর্ক করবে নিজ সম্প্রদায়কে	৯-তাওবা	১২২	৬৫৩
দূত ফিরে আসা(সুলাইমানের কাছে সাবার রানীর উপহার প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৩৫	৮০২
দৃষ্টি ফিরে আসবে নত ও ক্লান্ত হয়ে (সৃষ্টিতে ভাঙ্গন খুঁজে পাবে না)	৬৭-মুলক	৪	৯৭২
ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রজন্ম ফিরে আসবে না ,কাফিরদের মাঝে...	৩৬-ইয়াসীন	৩১	৮৫৩
ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদবাসীর ফিরে আসা নিষিদ্ধ (পৃথিবীতে)	২১-আম্বিয়া	৯৫	৭৫৬
নির্দেশের দিকে (আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসলে আপোষের নির্দেশ..)	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
নির্দেশের দিকে (আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত যুদ্ধের আদেশ)	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
নির্ধারিত স্থানে (মূসা আ. এবং তার সঙ্গী পদচিহ্ন ধরে ফিরে আসল)	১৮-কাহ্ফ	৬৪	৭৩০
পরিবারের নিকট ফিরতে পারবে না কাফিররা (কিয়ামত হলে)	৩৬-ইয়াসীন	৫০	৮৫৪
পরীক্ষা (বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয় যেন ফিরে আসে)	৭-আ'রাফ	১৬৮	৬২৮
পিছনে ফেলে রাখা তিনজন যাতে ফিরে আসে...	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
পিতার কাছে ফিরে আসল (ইউসুফের ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৬৩	৬৮২
প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসার আহ্বান (প্রশান্ত আত্মাকে)	৮৯-ফাজ্র	২৮	১০২২
প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসার নির্দেশ (মাদইয়ানবাসীকে)	১১-হূদ	৯০	৬৭৪
প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসতে অপরাধ নেই...	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
ফির'আ উন সম্প্রদায়ের ফিরে আসার উদ্দেশ্যে শাস্তি দান)	৪৩-যুখরুফ	৪৮	৮৯৯
ফিরে আসা (অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসা প্রতিপালকের কাছে...)	১১-হূদ	৩	৬৬৫
বড় মূর্তির দিকে ফিরে আসা(ইবরাহীম আ. কর্তৃক মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৫৮	৭৫৪
বনী ইসরাইলরা যদি আবার ফিরে আসে পাপ কাজে	১৭-ইস্রা	৮	৭১৪
বাসস্থান ও বিলাস-সামগ্রীর দিকে জালিমদের ফিরে আসা	২১-আম্বিয়া	১৩	৭৫০
বিলাস-সামগ্রী ও বাসস্থানের দিকে জালিমদের ফিরে আসা	২১-আম্বিয়া	১৩	৭৫০
মানুষ যাতে ফিরে আসে সেজন্য কৃতকর্মের কিছু আস্বাদন করাবেন	৩০-রূম	৪১	৮২৫
মুমিনরা ফিরে আসলে অজুহাত পেশকারীরা কসম করে বলবে...	৯-তাওবা	৯৫	৬৫০
মুমিনরা ফিরে আসল আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ (উহুদ থেকে)	৩-আলে ইমরান	১৭৪	৫৫২
মুমিনরা ফিরে আসলে অজুহাত পেশ করবে যারা ঘরে বসেছিল...	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
মূসার ফিরে আসা পর্যন্ত বাছুর পূজা (বনী ইসরাঈলের)	২০-ত্বা-হা	৯১	৭৪৭
মূসার ফিরে আসা (সম্প্রদায়ের কাছে ক্রুদ্ধ ও মনক্ষুন্ন অবস্থায়)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
যিহার থেকে ফিরে আসা (স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর)	৫৮-মুজাদালা	৩	৯৫২
যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে না রাসূল স. ও মুমিনগণ (বেদুঈনদের ধারণা)	৪৮-ফাত্হ	১২	৯১৭
রাসূল স. এর সাথে যারা ফিরে এসেছে তাদেরকেও অবিচল থাকার নির্দেশ	১১-হূদ	১১২	৬৭৬
শাস্তি ভোগের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে দুনিয়ায়ছোট শাস্তি দেয়া হয়	৩২-সাজ্দা	২১	৮৩১
শু'আইবের (সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শে ফিরে আসার জন্য শু'আইবকে চাপ)	৭-আ'রাফ	৮৮	৬২১
সঠিক পথে ফিরে আসবেনা মুনাফিকরা	২-বাক্বারা	১৮	৫০৩
সুলাইমানের দিকে পলক ফিরে আসার পূর্বে সাবার সিংহাসন আনা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৪০	৮০৩
হজ্জ থেকে ফিরে এসে সাত দিন রোযা...	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
ফিরে আসা (অনুতপ্ত হয়ে)			
আল্লাহর দিকে ফিরে আসার নির্দেশ (মু'মিন নরনারীকে)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
ফিরে আসা (তাওবা)			
আদ সম্প্রদায়কে অনুতপ্ত হয়ে/তাওবা করে ফিরে আসার আহবান	১১-হূদ	৫২	৬৭০
আল্লাহর দিকে ফিরে আসা (নবীর গোপনকথা ও দুই স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহরীম	৪	৯৭০
নবীর স্ত্রীদের আল্লাহর দিকে তাওবা/ ফিরে আসা	৬৬-তাহরীম	৪	৯৭০
প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসা (ছামূদ জাতি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
ফিরে তাকানো			
পিছনে ফিরে তাকাবে না একজনও (লূত পরিবারের চলে যাওয়া)	১৫-হিজর	৬৫	৭০১
মূসা আ. ফিরে তাকাল না (লাঠিকে সাপের ন্যায় ছুটতে দেখে...)	২৮-কাসাস	৩১	৮১০

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফিরে পাওয়া			
দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল পিতা (ইউসুফের জামা চেহারায় রাখার পর)	১২-ইউসুফ	৯৬	৬৮৬
ফিরে পালানো			
পিছনে ফিরে পালাতে লাগল মূসা আ. (লাঠিকে সাপের ন্যায় দেখে)	২৮-কাসাস	৩১	৮১০
ফিরে যাওয়া			
অশ্রু বিগলিত চোখে ফিরে গেল যারা তাদের দোষ নেই (তাবুক যুদ্ধ)	৯-তাওবা	৯২	৬৪৯
আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে	২-বাকারা	১৫৬	৫১৭
আল্লাহর কাছে (সকল বিষয় আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে)	১১-হূদ	১২৩	৬৭৬
ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের নিজেদের দিকে ফিরে যাওয়া(মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬৪	৭৫৪
ইয়াছরিববাসীদের খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে যেতে বলা (মুনাফিকদের)	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
কারামুক্ত ব্যক্তি ফিরে যাবে লোকদের কাছে (স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
কাফিররা ফিরে যাবে না, প্রতিপালকের নিকট (তারা ভাবত)	৮৪-ইনশিকাক	১৪	১০১৩
কাফিররা ফিরে যায় ব্যর্থ হয়ে (বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১২৭	৫৪৮
ছায়ার দিকে ফিরে গেল মূসা...	২৮-কাসাস	২৪	৮১০
জালিম হবে জাহান্নামীরা (দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে কুফরী করলে...)	২৩-মু'মিনূন	১০৭	৭৭২
দম্ভভরে পরিবারের নিকট ফিরে যাওয়া(আবু জাহল প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৩	৯৯৪
দূতদের সাবার রানীর নিকট ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৩৭	৮০৩
দ্বীন থেকে ফিরে যায় যারা তাদের স্থলে আল্লাহ আনবেন...	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
দ্বীন থেকে ফিরে যাবে যারা (মুরতাদ প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	২১৭	৫২৪
নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে ফিরে যায় যারা নিষেধ করার পরেও...	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
পথভ্রষ্ট যে দিকে ফিরে যায় আল্লাহ সে দিকেই ফিরিয়ে দিবেন	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
পথ (শাস্তি দেখার পর জালিমরা ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজবে)	৪২-শূরা	৪৪	৮৯৫
পরিবারের নিকট দম্ভভরে ফিরে যাওয়া (আবু জাহল প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৩	৯৯৪
পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে পণ্যমূল্য দেখে চিনতে পারবে (ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৬২	৬৮২
পিছনে ফিরে যেতে চাইবে মানুষ (কিয়ামতেশাস্তি থেকে)	৪০-মু'মিন	৩৩	৮৮০
পিছনে (কুফরিতে) ফিরে যেতে নিষেধ করলেন মূসা আ. সম্প্রদায়কে	৫-মায়িদা	২১	৫৮৩
পিছন দিকে ফিরে যায় কে... (কিবলা পরিবর্তনের পর)	২-বাকারা	১৪৩	৫১৬
পিতার নিকট ফিরে যেতে বলল বড় ভাই অন্যদেরকে	১২-ইউসুফ	৮১	৬৮৪
পূর্বাবস্থায় ফিরে ফিরে যাবে কাফিররা (শাস্তি দূর করা হলে)	৪৪-দুখান	১৫	৯০২
পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া(ইবরাহীমের সম্প্রদায়, মূর্তিভাঙ্গার বিষয়ে)	২১-আম্বিয়া	৬৫	৭৫৪
পেছনে ফিরে যাবে কি মুমিনরা (মুহাম্মদ স. মারা গেলে...)	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
পেছনে ফিরে যাবে কি মুমিনরা, রাসূল স. মারা গেলে	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবে -যারা এরূপ মনে করে...	২-বাকারা	৪৬	৫০৫
প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার ভয়ে দান করে যারা...	২৩-মু'মিনূন	৬০	৭৬৯
প্রভুর কাছে ফিরে যেতে বলল ইউসুফ আ. (বার্তাবাহককে)	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
ফিরআউনের দলবল ফিরে গেল (পরাজিত ও অপদস্ত হয়ে)	৭-আ'রাফ	১১৯	৬২৩
ফিরআউন ফিরে গিয়ে কৌশল/জাদুসমূহ জমা করল	২০-ত্বা-হা	৬০	৭৪৪
ফিতনার দিকে ফিরে যায় (মুনাফিকদেরকে ফিরানো হলে)	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
মানুষ ফিরে যাবে যেভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	২৯	৬১৫
মুমিনরা ফিরে গেল পিছন দিকে (হুনাইনের দিন)	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
মু'মিনরা ফিরে যাবে যখন ফিরে যেতে বলা হয়...	২৪-নূর	২৮	৭৭৬
মুনাফিকদেরকে পিছনে ফিরে যেতে বলবে মু'মিনরা (আলোর নিতে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
মূসা আ. ক্রুদ্ধ/ মনক্ষুন্ন হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাওয়া (বাছুর পূজা...)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
রাসূল স. এর নিকট থেকে ফিরে গিয়ে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি...	২-বাকারা	২০৫	৫২৩
শু'আইবের (সম্প্রদায়ের ধর্মে ফিরে যাওয়া শু'আইবের জন্য অযৌক্তিক)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
সতর্ককারীরূপে জ্বিনরা সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়েছিল	৪৬-আহকাফ	২৯	৯১১
সম্প্রদায়ের ধর্মে/মিল্লাতে ফিরে যাওয়া শু'আইবের জন্য অযৌক্তিক	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
স্বজনদের নিকট সানন্দে ফিরে যাবে তারা, যারা ডান হাতে...	৮৪-ইনশিকাক	৯	১০১৩
পিছনে ফিরে যাওয়া (সঠিক পথ স্পষ্ট হওয়ার পর)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৫	৯১৪
ফুঁ (আরো দেখুন ফুৎকার শব্দটি) ফুঁ দেয়া			
ঈসা আ. ফুঁ দিতেন কাদামাটির তৈরী পাখির আকৃতিতে...	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন রাজত্ব আল্লাহরই	৬-আন'আম	৭৩	৬০২
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া (কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্ফ	৯৯	৭৩৩
শিঙ্গায় ফুঁ দিলে কবর থেকে ছুটে আসবে, প্রতিপালকের দিকে	৩৬-ইয়াসীন	৫১	৮৫৪
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন আকাশ-পৃথিবীর সবাই ভীত হবে	২৭-নামল	৮৭	৮০৭
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন (অপরাধীদের দৃষ্টিহীন করে সমবেত করা হবে)	২০-ত্বা-হা	১০২	৭৪৭

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শিঙ্গার প্রথম ফুঁ-তে সকলে সংজ্ঞাহীন হবে, দ্বিতীয় ফুঁতে দাড়াবে	৩৯-যুমার	৬৮	৮৭৭
শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে (শাস্তির প্রতিশ্রুতির দিন)	৫০-ক্বাফ	২০	৯২৩
আগুনে লোহা উত্তপ্ত করার জন্য...	১৮-কাহ্ফ	৯৬	৭৩২
ঈসা আ. ফুঁ দিলে পাখি হয়ে যায় মাটির তৈরী পাখি	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে যখন (কিয়ামতের দিন)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৮	৯৯০
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে যখন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না	২৩-মু'মিনূন	১০১	৭৭২
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হলে মানুষ দলে দলে উপস্থিত হবে	৭৮-নাবা	১৮	১০০১
ফুঁকে দেয়া			
রূহ ফুঁকে দেয়া (মারইয়াম ও তার পুত্র ঈসা আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
রূহ ফুঁকে দিলেন আল্লাহ আদমের ভিতরে	১৫-হিজর	২৯	৬৯৯
রূহ ফুঁকে দেয়া (মারইয়াম প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহরীম	১২	৯৭১
রূহ ফুঁকে দিলেন আল্লাহ (মাটির তৈরী আদমের ভিতরে)	৩৮-সোয়াদ	৭২	৮৭০
রূহ ফুঁকে দেয়া (মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন)	৩২-সাজদা	৯	৮৩০
ফুঁ দানকারিণী			
গিরায় ফুঁ দানকারিণীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা...	১১৩-ফালাক	৪	১০৩৬
ফুটন্ত			
ঝর্ণার পানি (ঝর্ণার ফুটন্ত পানি পান করানো হবে...)	৮৮-গাশিয়াহ্	৫	১০১৯
ফুটন্ত তেল			
আকাশ ফুটন্ত তেলের মত হবে (কিয়ামতের দিন)	৭০-মা'আরিজ	৮	৯৮১
উথলাবে (ফুটন্ত তেলের উথলাবে জাহান্নামিদের খাদ্য)	৪৪-দুখান	৪৫	৯০৪
পানীয় (ফুটন্ত তেলের ন্যায় পানীয় জাহান্নামীদের দেয়া হবে)	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
ফুটন্ত পানি			
কিতাবকে মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে উত্তপ্ত পানিতে টেনে নেয়া...	৪০-মু'মিন	৭২	৮৮৪
ঘুরতে থাকবে (অপরাধীরা জাহান্নাম/ফুটন্ত পানির মাঝে)	৫৫-রাহমান	৪৪	৯৪১
ফুৎকার (আরো দেখুন ফুঁ শব্দটি)			
একটি মাত্র ফুৎকারের মাধ্যমে কিয়ামত সংঘটন প্রসঙ্গ	৬৯-হাক্কাহ্	১৩	৯৭৮
শাস্তির ফুৎকার (প্রতিপালকের শাস্তির ফুৎকার স্পর্শ করা, জালিমদের...)	২১-আম্বিয়া	৪৬	৭৫৩
শিঙ্গার একটি মাত্র ফুৎকারের মাধ্যমে কিয়ামত সংঘটন প্রসঙ্গ	৬৯-হাক্কাহ্	১৩	৯৭৮
ফুফু			
কন্যা (ফুফুর কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
ঘর (ফুফুর ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
বিয়ে (ফুফুকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
ফুরকান			
অবতীর্ণ (ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন বরকতময় আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	১	৭৮২
মূসা আ. ও হারুনকে ফুরকান/তাওরাত দান	২১-আম্বিয়া	৪৮	৭৫৩
মূসাকে ফুরকান দান (সঠিকপথ অবলম্বনের জন্য)	২-বাকারা	৫৩	৫০৬
অবতীর্ণ (ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৪	৫৩৬
ফুলকি (আগুনের)			
ক্ষুরাঘাতে আগুনের ফুলকি ঝরানো ঘোড়ার কসম...	১০০-'আদিয়াত	২	১০৩০
ফেটে পড়া			
জাহান্নাম (ফেটে পড়ার উপক্রম হবে)	৬৭-মুলক	৮	৯৭২
ফেটে যাওয়া			
আকাশ ফেটে যাবে ও তেলের মত লালচে হবে (কিয়ামতে)	৫৫-রাহমান	৩৭	৯৪০
আকাশ ফেটে যাবে ও বিক্ষিপ্ত হবে(মহাপ্রলয়ের/কিয়ামতের দিন)	৬৯-হাক্কাহ্	১৬	৯৭৮
আকাশ ফেটে যাবে মেঘপুঞ্জসহ (কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	২৫	৭৮৪
আকাশ ফেটে যাবে যখন (কিয়ামতের দিন)	৮৪-ইনশিকাক	১	১০১৩
চন্দ্র ফেটে গিয়েছে	৫৪-কামার	১	৯৩৬
যমীন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয় (কাফিরদের কথায়)	১৯-মারইয়াম	৯০	৭৪০
যমীন (যমীন ফেটে যাবে কিয়ামতে, কবর থেকে বের হওয়ার জন্য)	৫০-ক্বাফ	৪৪	৯২৪
ফেনা			
ধাতু উত্তপ্ত করার সময় উৎপন্ন ফেনা (সত্য মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা...)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
বহন (ফেনা বহন করে নিয়ে যায় প্লাবন)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
শুকিয়ে যায় (বৃষ্টি পানির ফেনা শুকিয়ে যাওয়া- সত্যমিথ্যার দৃষ্টান্ত...)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
ফেরত			
অপরাধীদের দুনিয়ায় ফেরৎ পাঠানোর আকাঙ্ক্ষা! (সৎকাজের জন্য)	৩২-সাজদা	১২	৮৩১
আমানত হকদারকে ফেরত দিতে আল্লাহর নির্দেশ	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
আমানত ফেরত দানের নির্দেশ	২-বাকারা	২৮৩	৫৩৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফেরত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
এক দীনার আমানত ফেরত দেয় না অনেক আহলে কিতাব	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
দুনিয়ায় ফেরৎ পাঠানোর আকাঙ্ক্ষা, অপরাধীদের! (সৎকাজের জন্য)	৩২-সাজ্দা	১২	৮৩১
বিপুল পরিমাণ আমানতও ফেরত দেয় অনেক আহলে কিতাব	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
হিজরতকারী নারীদেরকে ফেরত দেয়া যাবে না মুমিনা হলে...	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৭
ফেরেশতা			
অনুগ্রহ প্রার্থনা(নবীর জন্য ফেরেশতারা অনুগ্রহ প্রার্থনা করে)	৩৩-আহযাব	৫৬	৮৩৮
অনুগ্রহ প্রার্থনা (মুমিনদের জন্য ফেরেশতারা অনুগ্রহ প্রার্থনা করে)	৩৩-আহযাব	৪৩	৮৩৭
অবতীর্ণ (জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতা অবতীর্ণ)	৪১-ফুস্সিলাত	৩০	৮৮৮
অবতীর্ণ (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রূহসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন)	১৬-নাহ্ল	২	৭০৩
অবতীর্ণ করা (ফেরেশতা অবতীর্ণ করবেন আল্লাহ পর্যায়ক্রমে)	২৫-ফুরকান	২৫	৭৮৪
অবতীর্ণ (ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়ার দাবী, অবিশ্বাসীদের)	২৫-ফুরকান	২১	৭৮৪
অবতীর্ণ (ফেরেশতা অবতীর্ণ করলেও মুশরিকরা ঈমান আনবে না)	৬-আন্'আম	১১১	৬০৭
অবতীর্ণ (ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলে কাফিরদের অবকাশ দেয়া হত না)	৬-আন্'আম	৮	৫৯৬
অবতীর্ণ (ফেরেশতা অবতীর্ণ করতেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	২৩-মু'মিনূন	২৪	৭৬৭
অবতীর্ণ (ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন রাসূল স. এর সাথে...)	২৫-ফুরকান	৭	৭৮২
অবতরণ (কদর রাতে ফেরেশতা/রূহ অবতরণ করে)	৯৭-কাদর	৪	১০২৯
অবতীর্ণ (কাফিরদের ফেরেশতা অবতীর্ণ করার দাবী)	৬-আন্'আম	৮	৫৯৬
অবিশ্বাস (ফেরেশতাকে অবিশ্বাসকারী সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
অবতীর্ণ (প্রতিপালক ইচ্ছা করলে ফেরেশতা অবতীর্ণ করতেন)	৪১-ফুস্সিলাত	১৪	৮৮৭
আকাশের প্রান্তে থাকবে ফেরেশতাগণ(আরশ বহন প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ	১৭	৯৭৮
আগমন (কাফিররা কি মৃত্যুর ফেরেশতার আগমনের প্রতীক্ষা করছে?)	১৬-নাহ্ল	৩৩	৭০৫
আড়াল (মেঘের আড়াল থেকে ফেরেশতা আসবেন...!)	২-বাক্বারা	২১০	৫২৩
আদম আ. ও তার স্ত্রী ফেরেশতা হয়ে যাবে (ইবলিসের প্রতারণা...)	৭-আ'রাফ	২০	৬১৪
আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন- আদমকে সিজদা করতে...	১৭-ইস্রা	৬১	৭১৯
আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছে ফেরেশতা	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
রাসূল স. এর সাথে ফেরেশতা আসল না কেন?, কাফির বলে	১১-হূদ	১২	৬৬৬
আসা (ফেরেশতা আসার জন্য কাফিরদের অপেক্ষা !)	৬-আন্'আম	১৫৮	৬১২
ইউসুফকে দেখে ফেরেশতা মনে করল (শহরের নারীরা)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
ইবাদাত (ফেরেশতাদের ইবাদাত করত কিনা মুশরিকরা...)	৩৪-সাবা	৪০	৮৪৪
ঈমান (ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা প্রকৃত পূণ্য)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
ঈমান (রাসূল স. ও মুমিনগণ ফেরেশতার প্রতি ঈমান এনেছে)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
উর্ধ্বগামী (ফেরেশতাগণ ও জিবরাঈল উর্ধ্বগামী হয়...)	৭০-মা'আরিজ	৪	৯৮১
এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা প্রতিপালকের সাহায্য (বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	৯	৬৩২
ওহী (ফেরেশতাদের প্রতি ওহী করলেন প্রতিপালক, বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
কঠোর ফেরেশতা (জাহান্নামের দায়িত্বে থাকবে)	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
কন্যা (ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ! ভয়ানক কথা)	১৭-ইস্রা	৪০	৭১৭
জাহান্নামের ফেরেশতা 'মালিক'কে চিৎকার করে ডেকে বলবে জাহান্নামীরা...	৪৩-যুখরুফ	৭৭	৯০১
জাহান্নামের দায়িত্বে থাকবে নির্দয় ও কঠোর ফেরেশতা	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
দাঁড়াবে (কিয়ামতের দিন সারিবদ্ধভাবে...)	৭৮-নাবা	৩৮	১০০২
দেখা (ফেরেশতাদেরকে দেখবে যখন অপরাধীরা, কিয়ামতের দিন)	২৫-ফুরকান	২২	৭৮৪
নবী ফেরেশতা নন (রাসূল স. প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৫০	৬০০
ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দেয়, অবিশ্বাসীরা)	৫৩-নাজম	২৭	৯৩৩
নারী গণ্য করা (মুশরিকরা ফেরেশতাকে নারী গণ্য করে)	৪৩-যুখরুফ	১৯	৮৯৭
নারী (আল্লাহ কি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন ?)	৩৭-সাফ্ফাত	১৫০	৮৬৪
নিয়ে আসা (ফেরেশতা নিয়ে আসার দাবি কাফিরদের)	১৫-হিজর	৭	৬৯৮
নির্দয় ফেরেশতা (জাহান্নামের দায়িত্বে থাকবে)	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
নূহ আ. ফেরেশতা হওয়ার দাবী করেন নি (নূহ আ. প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৩১	৬৬৮
নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা আল্লাহর বান্দা হওয়াকে লজ্জাজনক মনে করেনা	৪-নিসা	১৭২	৫৭৭
পবিত্রতা বর্ণনা (ফেরেশতারাও ভয়ে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে)	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
পবিত্রতা ঘোষণা করে ফেরেশতারা (প্রতিপালকের)	৪২-শূরা	৫	৮৯১
পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করবেন প্রতিপালক	৩-আলে ইমরান	১২৫	৫৪৮
পৃথিবীতে ফেরেশতা যদি নিশ্চিন্তে চলাচল করত তবে...	১৭-ইস্রা	৯৫	৭২২
পেশ (আদম আ. কর্তৃক ফেরেশতাদের কাছে সবকিছুর নাম পেশ)	২-বাক্বারা	৩১	৫০৪
প্রশ্ন (জুলুমকারীদেরকে মৃত্যুদানের সময় ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করেন...)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
প্রেরণ (ফেরেশতা প্রেরণ করেন আল্লাহ সত্যসহ)	১৫-হিজর	৮	৬৯৮
প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন (মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গে)	৩৮-সোয়াদ	৭১	৮৭০
প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন (মানুষ সৃষ্টির কথা)	১৫-হিজর	২৮	৬৯৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক (ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রতিপালক গ্রহণ...)	৩-আলে ইমরান	৮০	৫৪৩
প্রতিনিধি (পৃথিবীতে ফেরেশতাকে প্রতিনিধি করা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৬০	৯০০
প্রবেশ (ফেরেশতা প্রবেশ করবে, জান্নাতীদের নিকট)	১৩-রা'দ	২৩	৬৯০
প্রতীক্ষা (কাফিররা কি মৃত্যুর ফেরেশতার আগমনের প্রতীক্ষা করছে?)	১৬-নাহ্ল	৩৩	৭০৫
প্রহরী (ফেরেশতাদেরকে আগুনের প্রহরী বানিয়েছেন আল্লাহ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
প্রেরিত ফেরেশতারা লূত-পরিবারের নিকট আসল	১৫-হিজর	৬১	৭০১
ফেরেশতা ডাকল যাকারিয়াকে...	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
বলা (আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদম আ. সৃষ্টি প্রসঙ্গে বললেন...)	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
বলা (আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদমের জন্য সিজদা করতে নির্দেশ দেন)	২-বাক্বারা	৩৪	৫০৫
বহন করবে ফেরেশতারা এক সিন্দুক (বনী ইসরাইল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
বান্দা (ফেরেশতাগণ দয়াময় আল্লাহর বান্দা, কন্যা নয়)	৪৩-যুখরুফ	১৯	৮৯৭
বার্তাবাহক(ফেরেশতার মধ্য থেকে আল্লাহ বার্তাবাহক মনোনীত করেন)	২২-হাজ্জ	৭৫	৭৬৫
বাণীবাহক (পাখাবিশিষ্ট ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ করেছেন)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
মারইয়ামকে ফেরেশতারা বললেন...	৩-আলে ইমরান	৪২	৫৪০
মারইয়ামকে ফেরেশতারা বলল (আল্লাহ তাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন...)	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
মৃত্যু ঘটায় যখন ফেরেশতারা কাফিরদের...	৮-আনফাল	৫০	৬৩৭
মূসার সঙ্গীরূপে ফেরেশতা না পাঠানো ও ফির'আউনের উক্তি	৪৩-যুখরুফ	৫৩	৮৯৯
মৃত্যু ঘটাবে ফেরেশতারা মুনাফিকদের চেহারা ও পিঠে আঘাত করে	৪৭-মুহাম্মাদ	২৭	৯১৪
মৃত্যুর (মুত্তাকীরা পবিত্র থাকাবস্থায় ফেরেশতা মৃত্যু ঘটায়...)	১৬-নাহ্ল	৩২	৭০৫
মৃত্যুর (ফেরেশতা জালিমের মৃত্যু ঘটানোর সময় জালিম বলে...)	১৬-নাহ্ল	২৮	৭০৫
মৃত্যুর ফেরেশতা সকলের মৃত্যুর পর আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নিবে	৩২-সাজ্দা	১১	৮৩০
রাসূল হিসাবে ফেরেশতাকেই অবতীর্ণ করতেন আল্লাহ যদি...	১৭-ইস্রা	৯৫	৭২২
রাসূল বানানো (ফেরেশতাকে রাসূল বানালে মানুষরূপেই বানানো হত)	৬-আন্'আম	৯	৫৯৬
রাসূল স. এর সাথে ফেরেশতা আসল না কেন? (কাফির বলে)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
লা'নত ফেরেশতাদের লা'নত, কাফির অবস্থায় মৃত্যু...	২-বাক্বারা	১৬১	৫১৮
লা'নত (ফেরেশতার লা'নত তাদের উপর যারা...)	৩-আলে ইমরান	৮৭	৫৪৪
শত্রু (যে ফেরেশতার শত্রু আল্লাহ সেই কাফিরের শত্রু)	২-বাক্বারা	৯৮	৫১১
সাক্ষ্য দিচ্ছে ফেরেশতারা (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই)	৩-আলে ইমরান	১৮	৫৩৭
সাক্ষাৎ (জান্নাতীর সাথে সাক্ষাৎ করে ফেরেশতা বলবে, এ সেই দিন...)	২১-আম্বিয়া	১০৩	৭৫৭
সামনে আনা (ফেরেশতাদেরকে সামনে আনার দাবি, কাফিরদের)	১৭-ইস্রা	৯২	৭২২
সারিবদ্ধ অবস্থায় থাকবে ফেরেশতাগণ (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজর	২২	১০২২
সাহায্যকারী (জিবরাঈল/সৎকর্মী মুমিন/ফেরেশতা নবীর সাহায্যকারী)	৬৬-তাহরীম	৪	৯৭০
সাহায্য (ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন আল্লাহ বদর যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১২৪	৫৪৮
সাক্ষ্য (কুরআন জ্ঞানের ভিত্তিতে অবতীর্ণের বিষয়ে ফেরেশতাদের সাক্ষ্য)	৪-নিসা	১৬৬	৫৭৮
সিজদা করল ফেরেশতারা আদমকে	১৫-হিজর	৩০	৬৯৯
সিজদা করল ফেরেশতারা আদমকে	৩৮-সোয়াদ	৭৩	৮৭০
সিজদা (আকাশ-পৃথিবীর সবাই ও ফেরেশতারা আল্লাহকে সিজদা করে)	১৬-নাহ্ল	৪৯	৭০৭
সিজদার নির্দেশ (আদমকে সিজদা করতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	১১৬	৭৪৪
সিজদার নির্দেশ ফেরেশতাদেরকে (আদমকে সিজদার জন্য)	৭-আ'রাফ	১১	৬১৩
সিজদার নির্দেশ ফেরেশতাদের প্রতি(আদমের জন্য)	১৮-কাহ্ফ	৫০	৭২৮
সুপারিশ (ফেরেশতার সুপারিশ কাজে আসবে না...)	৫৩-নাজম	২৬	৯৩৩
হারূত-মারূত ফেরেশতার উপর অবতীর্ণ বিষয় (জাদু প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
হাত বাড়ানো (জালিমের মৃত্যুর সময় ফেরেশতা হাত বাড়িয়ে বলবে)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
ফেরেশতা (রাসূল)			
আসা (ফেরেশতা আসায় লূত চিন্তিত হয়ে পড়লেন)	১১-হূদ	৭৭	৬৭২
ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদসহ ফেরেশতা আসা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৩১	৮১৮
ইবরাহীমের কাছে ফেরেশতা আসা (সন্তানের সুসংবাদ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৯	৬৭২
মৃত্যু ঘটায় (মৃত্যু আসলে রাসূল/ফেরেশতারা মৃত্যু ঘটায়)	৬-আন্'আম	৬১	৬০১
লিখে রাখে ফেরেশতা (মুশরিকদের ষড়যন্ত্র)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
লিপিবদ্ধ করে রাসূল/ফেরেশতাগণ (মানুষের সবকিছু)	৪৩-যুখরুফ	৮০	৯০১
লূতের কাছে রাসূল/ফেরেশতা আসা(সম্প্রদায়ের ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩৩	৮১৮
ফেলা			
আকাশের খণ্ড ফেলতে পারেন আল্লাহ (ইচ্ছা করলে)	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
আকাশ খণ্ড খণ্ড করে কাফিরদের উপর ফেলার দাবি (রাসূল স. এর কাছে)	১৭-ইস্রা	৯২	৭২২
খেজুর ফেলবে মরিয়মের জন্য (কান্ডে নাড়া দিলে)	১৯-মারইয়াম	২৫	৭৩৫
পা ফেলবে না কোন নারী (সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফেলে আসা			
পিছনে ফেলে আসা, মুশরিকদের (আল্লাহ প্রদত্ত বস্তু)	৬-আন্'আম	৯৪	৬০৫
ফেলে দেয়া			
আকাশের খন্ড ফেলে দেয়া আইকাবাসীর উপর (শুআইব সত্যবাদী হলে)	২৬-শু'আরা	১৮৭	৭৯৭
ইউসুফকে কুপে ফেলে দেয়ার চিন্তা	১২-ইউসুফ	৯	৬৭৭
গর্ভ (কিয়ামতের প্রকম্পন দেখে গর্ভবতী তার গর্ভ ফেলে দিবে)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
ফলক ফেলে দেয়া (মূসা আ. ক্রুদ্ধ হয়ে ফলক ফেলে দিল ও হারুনকে...)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
মূসাকে সিন্দুকের মধ্যে ফেলে দেয়ার নির্দেশ (শৈশবে...)	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
সিন্দুককে সাগরে ফেলে দেয়া (শিশু মুসার সিন্দুককে)	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
ফেলে রাখা			
স্ত্রীকে ঝুলন্তের মত ফেলে রাখা যাবেনা	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
ফ্যাসাদ (আরো দেখুন বিশৃঙ্খলা শব্দটি)			
কাফেলা ফাসাদ সৃষ্টি করতে মিসরে আসেনি	১২-ইউসুফ	৭৩	৬৮৩
ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চাওয়া নিষেধ, কারুনের প্রতি	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
ছামূদ সম্প্রদায়ের ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী নয়জন পরিবার প্রধানপ্রসঙ্গ	২৭-নামল	৪৮	৮০৪
নিষেধ (ফ্যাসাদ নিষেধ করার লোক ছিল না, পূর্ববর্তীদের মাঝে...)	১১-হূদ	১১৬	৬৭৬
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চায়না যারা তাদের জন্য...	২৮-কাসাস	৮৩	৮১৫
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা...	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছে ইহুদীরা	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে নিষেধাজ্ঞা, ছামুদ সম্প্রদায়কে	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করার আহ্বান (মাদইয়ানবাসীকে)	১১-হূদ	৮৫	৬৭৩
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চায় যারা...	২-বাক্বারা	২০৫	৫২৩
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করার নির্দেশ (মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে)	২-বাক্বারা	১১	৫০২
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশা (মুনাফিকদের)	৪৭-মুহাম্মাদ	২২	৯১৪
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি নিষিদ্ধ	৭-আ'রাফ	৫৬	৬১৮
পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে যারা...	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
পৃথিবীতে ফিতনা ও ফ্যাসাদের সৃষ্টি হবে, যদি মু'মিনরা.....	৮-আনফাল	৭৩	৬৩৯
পৃথিবীতে মানুষ ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে (ফেরেশতাদের আশঙ্কা)	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত	২-বাক্বারা	২৭	৫০৪
প্রকাশিত (ফাসাদ প্রকাশিত হয়েছে স্থলে ও সমুদ্রে...)	৩০-রূম	৪১	৮২৫
প্রচেষ্টা (পৃথিবীতে ফ্যাসাদের প্রচেষ্টা চালায় যারা, তাদের প্রতিফল)	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
ভালবাসেন না (আল্লাহ ফ্যাসাদ ভালবাসেন না)	২-বাক্বারা	২০৫	৫২৩
মূসা/বনী ইসরাঈলের ফ্যাসাদের আশঙ্কা (ফিরআউন সম্প্রদায়ের)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
শাস্তি (ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণে কাফিরদের শাস্তি...)	১৬-নাহ্ল	৮৮	৭১০
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী			
আনুগত্য (ফ্যাসাদসৃষ্টিকারীর আনুগত্য না করার আহবান, ছামুদকে)	২৬-শু'আরা	১৫২	৭৯৫
ইয়াজুজ-মাজুজ (পৃথিবীতে)	১৮-কাহ্ফ	৯৪	৭৩২
কাজ (ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ আল্লাহ সংশোধন করেন না)	১০-ইউনুস	৮১	৬৬২
জানা (ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে প্রতিপালক জানেন)	১০-ইউনুস	৪০	৬৫৮
জানা (ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ জানেন)	৩-আলে ইমরান	৬৩	৫৪২
পথ (হারুনকে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ না করার নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
পরিণাম(ফ্যাসাদসৃষ্টিকরীদের পরিণাম, ফিরআউন/সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১৪	৮০১
পরিণাম (ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম লক্ষ্য করা, ফিরআউন প্র.)	৭-আ'রাফ	১০৩	৬২২
পরিণাম (ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম লক্ষ্য করা, শু'আইব. প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হতে নিষেধ (বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী না হওয়ার আহবান (শুআইব কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	৩৬	৮১৯
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ও সৎকর্মশীল মুমিনরা সমান নয়	৩৮-সোয়াদ	২৮	৮৬৭
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে অপরাধ না করতে শুআইবের আহবান	২৬-শু'আরা	১৮৩	৭৯৭
ফির'আউন ফাসাদ সৃষ্টিকারী ছিল	২৮-কাসাস	৪	৮০৮
ফিরআউন ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ছিল	১০-ইউনুস	৯১	৬৬৩
ভালবাসেন না আল্লাহ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
ভালবাসেন না আল্লাহ ফাসাদকারীকে	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
মুনাফিকরা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী (কিন্তু তারা অনুভব করেনা)	২-বাক্বারা	১২	৫০২
সম্প্রদায়(ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লূতের সাহায্য প্রার্থনা)	২৯-আনকাবূত	৩০	৮১৮
বংশ (আরো দেখুন উম্মত/জাতি শব্দটি)			
আল্লাহ ও জিনজাতির মধ্যে বংশ নির্ধারণ করল.. !	৩৭-সাফ্ফাত	১৫৮	৮৬৪
আল্লাহ নিমজ্জিত করলেন ফিরআউন বংশকে	৮-আনফাল	৫৪	৬৩৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইয়াকুবের বংশের উত্তরাধিকারী হওয়ার মত অনুগামী প্রার্থনা	১৯-মারইয়াম	৬	৭৩৪
ধ্বংস (বংশ ধ্বংস করতে চায় যারা...)	২-বাক্বারা	২০৫	৫২৩
ফিরআউনের বংশ থেকে মূসার সম্প্রদায়কে উদ্ধার...	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
ফিরআউনের বংশ হতে বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার...	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
ফিরআউনের বংশকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পাকড়াও	৭-আ'রাফ	১৩০	৬২৪
ফিরআউন বংশ থেকে বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
ফিরআউন বংশের অভ্যাসের ন্যায় কাফিরদের অভ্যাস	৩-আলে ইমরান	১১	৫৩৬
ফির'আউন বংশের লোকেরা মূসাকে কুড়িয়ে নিল	২৮-কাসাস	৮	৮০৮
ফিরআউন বংশের এক মু'মিন ব্যক্তি যে ঈমান গোপন রাখত	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
ফির'আউন বংশের নিকট সতর্ককারী এসেছিল	৫৪-কামার	৪১	৯৩৮
ফিরআউন বংশের অভ্যাসের ন্যায় (আল্লাহর আয়াত অস্বীকার)	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
ফিরআউন বংশ কঠিন শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে (কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	৪৬	৮৮২
ফিরআউন বংশকে নিমজ্জিত করা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৫০	৫০৬
ফিরআউন বংশকে ঘিরে ফেলল (নিকৃষ্ট শাস্তি)	৪০-মু'মিন	৪৫	৮৮১
বংশ (ফিরআউন বংশ ও তার পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত...)	৮-আনফাল	৫৪	৬৩৭
সৃষ্টি (তুচ্ছ পানি হতে মানব বংশ সৃষ্টি)	৩২-সাজ্দা	৮	৮৩০
বংশগত সম্পর্ক			
বানানো (বংশগত সম্পর্ক বানিয়েছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৫৪	৭৮৬
বংশগতিবিদ্যা প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
বংশধর			
আদমসন্তানের বংশধরদের তাদের পিঠ থেকে বের করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৭২	৬২৯
আদম, নূহ, ইবরাহীম আ. ও ইমরান একে অপরের বংশধর	৩-আলে ইমরান	৩৪	৫৩৯
আদমের বংশধরকে বশীভূত করে ফেলবে ইবলিস	১৭-ইস্রা	৬২	৭১৯
আদমের বংশধর নবীদের প্রতি নেয়ামত দান করেছেন আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
আরোহণ করান আল্লাহ, বোঝাই নৌযানে (নূহের বংশধরকে)	৩৬-ইয়াসীন	৪১	৮৫৪
ইবরাহীমের বংশধরদের বসবাস শস্যহীন উপত্যকায়...	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
ইবরাহীমের বংশধরদের জন্য কিতাব ও নবুয়ত নির্ধারণ	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
ইবরাহীমের বংশধরকে মনোনীত করেছেন আল্লাহ...	৩-আলে ইমরান	৩৩	৫৩৯
ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব,হিকমাত ও রাজত্ব দান	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈলের বংশধরদেরকে পথ প্রদর্শন...	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
ইবরাহীম আ. ও ইসহাকের বংশের কিছু সৎ ও কিছু জুলুমকারী	৩৭-সাফ্ফাত	১১৩	৮৬২
ইবরাহীমের বংশধরকে নামাজ কায়েমকারী বানানোর দোয়া	১৪-ইবরাহীম	৪০	৬৯৭
ইবরাহীম-ইসমাঈলের বংশধর থেকে আত্মসমর্পণকারী উম্মত...	২-বাক্বারা	১২৮	৫১৪
ইমরানের বংশধরকে মনোনীত করেছেন আল্লাহ...	৩-আলে ইমরান	৩৩	৫৩৯
দোয়া (ইবরাহীমের বংশধরদের জন্য প্রতিপালকের নিকট দোয়া)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
ধ্বংস (পিতৃপুরুষরা শরীক করার কারণে বংশধরদেরকে ধ্বংস!)	৭-আ'রাফ	১৭৩	৬২৯
নবীদের কয়েকজন বংশধর সরল-সঠিক পথে পরিচালিত	৬-আন্'আম	৮৭	৬০৪
নূহের সাথে নৌকায় আরোহীদের বংশধর	১৭-ইস্রা	৩	৭১৪
নূহের বংশধর অবশিষ্ট রেখেছেন আল্লাহ	৩৭-সাফ্ফাত	৭৭	৮৬০
নূহের বংশধরের মধ্য থেকে যাদেরকে সঠিকপথ প্রদর্শন করা হয়	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
নূহ আ. ও ইবরাহীমের বংশধরদের মধ্যে (নবুয়ত নির্ধারণ)	৫৭-হাদীদ	২৬	৯৫১
মারইয়ামের বংশধরের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
শয়তানের বংশধরকে (অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ!)	১৮-কাহ্ফ	৫০	৭২৮
সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে মানুষকে স্থলাভিষিক্ত করা	৬-আন্'আম	১৩৩	৬০৯
বংশবিস্তার			
মানুষের বংশবিস্তার আল্লাহ ঘটান	৪২-শূরা	১১	৮৯২
বক্তব্য			
শেষ বক্তব্য, জান্নাতীদের (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য...)	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
বক্র করা			
হৃদয় বক্র হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল এক দলের...	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
বক্রতা			
অন্বেষণ (আল্লাহর পথে বক্রতা অন্বেষণ না করা, শু'আইব প্র.)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
অন্বেষণ (বক্রতা অন্বেষণ করত জালিমরা)	৭-আ'রাফ	৪৫	৬১৭
অন্বেষণ (বক্রতা অন্বেষণ করে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা...)	৩-আলে ইমরান	৯৯	৫৪৫
অন্বেষণ(যারা আল্লাহর পথে বক্রতা অন্বেষণ করে তারা পথভ্রষ্ট)	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
অন্বেষণ (আখিরাতে অবিশ্বাসীদের বক্রতা অনুসন্ধান...)	১১-হূদ	১৯	৬৬৭
কুরআনে কোন বক্রতা রাখেননি আল্লাহ ..	১৮-কাহ্ফ	১	৭২৪
কুরআনে বক্রতা নেই	৩৯-যুমার	২৮	৮৭৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বক্রতা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সমতলভূমিতে বক্রতা দেখা যাবে না (পর্বতকে সমতল করার পর)	২০-ত্বা-হা	১০৭	৭৪৭
হৃদয়ে বক্রতা আছে যাদের তারা মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে...	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
বক্ষ			
অহংকার (আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্ককারীর বক্ষে অহংকার)	৪০-মু'মিন	৫৬	৮৮২
আনসারগণ বক্ষে প্রয়োজন বোধ করে না....	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
আল্লাহ জানেন (মানুষের বক্ষসমূহে যা আছে)	৩৫-ফাতির	৩৮	৮৪৯
ইসলামের জন্য আল্লাহ যার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন...	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩
ঈমানদারদের বক্ষ থেকে বিদ্বেষ দূর করাবেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
কঠোর করা (আল্লাহ পথভ্রষ্ট করতে চাইলে বক্ষ কঠোর করে দেন)	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
কাফিররা তাদের বক্ষের ধারণা মত যে কোন বড় সৃষ্টি হয়ে যাক	১৭-ইস্রা	৫১	৭১৮
কুফরীর জন্য বক্ষ প্রশস্তকারীর উপর আল্লাহর ক্রোধ/শাস্তি..	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
গোপন (কাফিররা বক্ষে যা গোপন করে তা আরও গুরুতর)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
গোপন (বক্ষের গোপন বিষয় আল্লাহ জানেন)	৪০-মু'মিন	১৯	৮৭৭
জগতসমূহের বক্ষের বিষয়াদি সম্পর্কে আল্লাহই বেশি জানেন	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
জানা (বক্ষে যা আছে তা আল্লাহ জানেন)	৫-মায়িদা	৭	৫৮১
জানা (বক্ষে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবে জানেন)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
জানা (মানুষের বক্ষে যা আছে তা আল্লাহ জানেন)	৩১-লুকমান	২৩	৮২৮
জানা (মানুষের বক্ষে যা আছে তা আল্লাহ ভালভাবে জানেন)	৬৪-তাগাবুন	৪	৯৬৬
জানেন (আল্লাহ মানুষের বক্ষস্থিত বিষয়াবলি জানেন)	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
জানা (বক্ষের বিষয় ভালভাবে জানেন আল্লাহ)	১১-হূদ	৫	৬৬৫
জানা (আল্লাহ মানুষের বক্ষের গোপন বিষয় জানেন)	২৭-নামল	৭৪	৮০৬
জানা (আল্লাহ বক্ষের বিষয় সম্পর্কে ভালো জানেন)	৫৭-হাদীদ	৬	৯৪৮
জ্ঞানীর বক্ষে কুরআন স্পষ্ট নিদর্শন	২৯-আনকাবূত	৪৯	৮২০
নিরাময়কারী (কুরআন মানুষের বক্ষের বিষয়ের নিরাময়কারী)	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
প্রশান্ত করবেন আল্লাহ (মুমিনদের বক্ষ)	৯-তাওবা	১৪	৬৪১
প্রশস্ত (কুফরীর জন্য বক্ষ প্রশস্তকারীর উপর আল্লাহর ক্রোধ)	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
প্রশস্ত করা (বক্ষ প্রশস্ত করার জন্য মূসার দোয়া)	২০-ত্বা-হা	২৫	৭৪২
প্রশস্ত করা (যার বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন)	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
প্রশস্ত করা (আল্লাহ রাসূল স. এর বক্ষকে প্রশস্ত করেছেন)	৯৪-ইন্শিরাহ্	১	১০২৭
বিষয় (মানুষের বক্ষের মধ্যে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে)	১০০-'আদিয়াত	১০	১০৩০
বিদ্যমান (কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন পূরণে গবাদিপশু ও নৌযান)	৪০-মু'মিন	৮০	৮৮৫
বিদ্বেষ দূর করে দিবেন আল্লাহ, জান্নাতিদের বক্ষ থেকে	১৫-হিজর	৪৭	৭০০
বিষয় (বক্ষ বা অন্তরের বিষয় আল্লাহ জানেন)	৬৭-মুল্ক	১৩	৯৭৩
বিষয় (বক্ষস্থ বিষয় জানেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
বিষয় (বক্ষে যা আছে তা পরীক্ষা করতে পারেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
বিষয় (বক্ষের বিষয় আল্লাহ জানেন)	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
বিষয় (বক্ষের বিষয় গোপন করলেও আল্লাহ তা জানেন)	৩-আলে ইমরান	২৯	৫৩৮
বিষয় (বক্ষের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানী আল্লাহ)	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
ভাঁজ (বক্ষ ভাজ করে যারা, রাসূল স. থেকে গোপন করার জন্য...)	১১-হূদ	৫	৬৬৫
মানুষের বক্ষ যা গোপন করে ও প্রকাশ করে আল্লাহ তা জানেন	২৮-কাসাস	৬৯	৮১৪
মানুষের বক্ষে প্ররোচনাদানকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	১১৪-নাস	৫	১০৩৬
মুনাফিকদের বক্ষে মুমিনগণ বেশি আতঙ্কজনক (আল্লাহর চেয়ে)	৫৯-হাশর	১৩	৯৫৬
মূসার বক্ষ সঙ্কুচিত হওয়া (ফির'আউনের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৩	৭৮৮
রাসূল স. এর বক্ষে যেন সংকীর্ণতা না থাকে (কিতাবের ব্যাপারে)	৭-আ'রাফ	২	৬১৩
রাসূল স. এর বক্ষকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছেন	৯৪-ইন্শিরাহ্	১	১০২৭
রাসূল স. এর বক্ষ সংকুচিত হবে! (কাফিরদের কথার কারণে)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
সংকুচিত (যাদের বক্ষ মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সংকুচিত হয়)	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
সংকুচিত (রাসূল স. এর অন্তর সংকুচিত হয় কাফিরদের বক্তব্যে)	১৫-হিজর	৯৭	৭০২
সংকীর্ণ করা (আল্লাহ পথভ্রষ্ট করতে চাইলে বক্ষ সংকীর্ণ করে দেন)	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
সঙ্কুচিত হওয়া,মূসার বক্ষ (ফির'আউনের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৩	৭৮৮
হৃদয় (বক্ষে অবস্থিত; হৃদয় অন্ধ হয়)	২২-হাজ্জ	৪৬	৭৬২
বগল (বাহুর দিকে)			
মূসার বগলে হাত রাখার পর তা উজ্জ্বল হওয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	২২	৭৪২
বছর			
অবস্থান (কয়েক বছর মূসার মাদইয়ানে অবস্থান)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
আট বছর কাজ করলে এক মেয়ের সাথে মূসার বিয়ে দিবেন...	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
একশ বছর পর উযায়েরকে পুনর্জীবিত করা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
কয়েক বছর কারাগারে অবস্থান করল ইউসুফ	১২-ইউসুফ	৪২	৬৮০
কয়েক বছরের মধ্যেই রোমানরা বিজয়ী হবে	৩০-রূম	৪	৮২২
গণনা (বছর ও সময় গণনা/হিসাবের জন্য চাঁদের মনযিল ...)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
চল্লিশ বছর নিষিদ্ধ, মূসার সম্প্রদায়ের জন্য, পবিত্র ভূমি	৫-মায়িদা	২৬	৫৮৩
চল্লিশ বছরে উপনীত পূর্ণশক্তিপ্রাপ্ত মুমিন দোয়া করে...	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
জীবনোপভোগ (বহু বছর জীবনোপভোগ করলেও তা কাজে না আসা)	২৬-শু'আরা	২০৫	৭৯৮
তিনশত নয় বছর (আসহাবে কাহফের গুহায় অবস্থান)	১৮-কাহ্ফ	২৫	৭২৬
দুই একবার (বছরে দুই একবার পরীক্ষায় ফেলা হয় মুনাফিকদেরকে)	৯-তাওবা	১২৬	৬৫৩
দুই বছরে সন্তানের দুধ ছাড়ানো প্রসঙ্গ	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর নূহের অবস্থান	২৯-আনকাবূত	১৪	৮১৭
পঞ্চাশ হাজার বছর (আখিরাতের একদিনের পরিমাণ)	৭০-মা'আরিজ	৪	৯৮১
বহু বছর গুহায় আসহাবে কাহাফের কানে পর্দা স্থাপন করেন আল্লাহ	১৮-কাহ্ফ	১১	৭২৪
বৃষ্টির বছর (এমন এক বছর আসবে যাতে মানুষকে বৃষ্টি দেয়া হবে)	১২-ইউসুফ	৪৯	৬৮১
ভোগ্যসামগ্রী (এক বছর ভোগ্যসামগ্রী প্রদানের ওসিয়ত, স্ত্রীদেরকে)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
মুশরিকরা এ বছরের পর মসজিদে হারামের নিকটে আসবে না	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
মূসার জীবনের বহু বছর ফির'আউন সম্প্রদায়ের মাঝে অবস্থান	২৬-শু'আরা	১৮	৭৮৯
সংখ্যা (বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানার জন্য চাঁদ সৃষ্টি)	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
সংখ্যা (কত বছর পৃথিবীতে অবস্থান করেছে পথভ্রষ্টরা)	২৩-মু'মিনূন	১১২	৭৭৩
সাত বছর একাধারে চাষ করবে	১২-ইউসুফ	৪৭	৬৮১
হাজার বছরের সমান দিন (আল্লাহর কাছে সকল বিষয় উত্থিত প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্দা	৫	৮৩০
হাজার বছর আয়ুর আকাঙ্ক্ষা (ইহুদীদের)	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
হাজার বছর(পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর নূহের অবস্থান)	২৯-আনকাবূত	১৪	৮১৭
হাজার বছরের সমান প্রতিপালকের একটি দিন (শাস্তি প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪৭	৭৬২
হালাল করে নেয় কোন বছর হারাম মাসকে (কাফিররা)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
বজায় রাখা			
সীমা বজায় রাখতে পারবে মনে করা (তালাক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
সীমা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা করা (স্বামী ও স্ত্রীর)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
বজ্রের গর্জন			
পবিত্রতা ঘোষণা (বজ্রের গর্জন আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে)	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
মৃত্যুর ভয় (বজ্রের গর্জনের কারণে মুনাফিকের মৃত্যুর ভয় প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
বঞ্চিত			
অধিকার (বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে যাদের সম্পদে...)	৭০-মা'আরিজ	২৫	৯৮২
অধিকার রয়েছে বঞ্চিতদের (মুত্তাকীদের ধন-সম্পদে)	৫১-যারিয়াত	১৯	৯২৬
প্রতিপালকের দর্শন হতে বঞ্চিত হবে পাপিষ্ঠরা কিয়ামতে	৮৩-মুতাফফিফীন	১৫	১০১১
বাগান মালিকরা বঞ্চিত	৬৮-ক্বালাম	২৭	৯৭৬
মানুষ বলবে- 'আমরা বঞ্চিত' (ফসল খড়-কুটায় পরিণত হলে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬৭	৯৪৬
বড়			
অপরাধী (বড় অপরাধীদের ষড়যন্ত্র করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১২৩	৬০৮
আখিরাত বড় (সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে)	১৭-ইস্রা	২১	৭১৫
ঋণের পরিমাণ ছোট- বড় যা হোক তা লিখে রাখা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
কাজ(বড় মূর্তিটি মূর্তি ভাঙ্গার কাজ করেছে ইবরাহীমের যুক্তি...)	২১-আম্বিয়া	৬৩	৭৫৪
ঘৃণ্য কাজ (আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে বিতর্ক করা বড় ঘৃণ্য কাজ)	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
ঘৃণ্য কাজ (বড়ই ঘৃণ্য কাজ আল্লাহর কাছে- যা কর না তা বলা)	৬১-সাফ্ফ	৩	৯৬০
চাওয়া (আহলে কিতাব মূসার কাছে বড় কিছু চেয়েছিল)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
ছোট বড় সবই লিপিবদ্ধ আছে (আমলনামায়)	৫৪-কামার	৫৩	৯৩৮
জাদু (ফিরআউনের জাদুকরদের বড় রকমের জাদু নিয়ে আসা)	৭-আ'রাফ	১১৬	৬২৩
জুলুম (শিরক অতি বড় জুলুম)	৩১-লুকমান	১৩	৮২৮
দল (বড় দলকে পরাজিত করে ছোট দল, আল্লাহর ইচ্ছায়)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
নিদর্শন (মূসাকে বড় বড় নিদর্শন দেখানো)	২০-ত্বা-হা	২৩	৭৪২
নিদর্শন (ফির'আ উনগোষ্ঠীকে আল্লাহ বড় নিদর্শন দেখিয়েছেন)	৪৩-যুখরুফ	৪৮	৮৯৯
নিদর্শন (ফিরআউনকে মূসা আ. বড় নিদর্শন দেখালেন)	৭৯-নাযি'আত	২০	১০০৪
পথভ্রষ্টতা (সতর্ককারীরা বড় পথভ্রষ্টতায় রয়েছে, জাহান্নামিরা বলত)	৬৭-মুল্ক	৯	৯৭২
পাপ বড়, উপকারিতার চেয়ে পাপ বড় (মদ ও জুয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
পাপ (বড় পাপ/ কবীরা গুনাহ মুমিন পরিহার করে)	৪২-শূরা	৩৭	৮৯৪
পাপ (সন্তান হত্যা করা বড় অপরাধ)	১৭-ইস্রা	৩১	৭১৬
প্রতিদান (বড় প্রতিদানের সুসংবাদ দেয় কুরআন সৎকর্মশীলদের)	১৭-ইস্রা	৯	৭১৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বড় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন দেখেছিলেন রাসূল স. (মিরাজে)	৫৩-নাজম	১৮	৯৩২
প্রতিদান (মহাপ্রতিদান, ঈমানদার ও সম্পদ ব্যয়কারীর জন্য)	৫৭-হাদীদ	৭	৯৪৮
ফিরে আসা(ইবরাহীমের সম্প্রদায় বড় মূর্তির দিকে ফিরে আসা)	২১-আম্বিয়া	৫৮	৭৫৪
বাদ দিবে না ছোট-বড় কোন কাজ (অপারাধীদের আমলনামা)	১৮-কাহ্ফ	৪৯	৭২৮
বিপদ (সাকার একটি বড় বিপদ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৫	৯৯১
ব্যয় (ছোট বা বড় ব্যয় লিখে রাখা হয়, প্রতিদান দেয়ার জন্য)	৯-তাওবা	১২১	৬৫৩
ভাই (বড় ভাই পিতার সাথে কৃত অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিল)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
মূর্তি (বড় মূর্তিটি মূর্তি ভাঙ্গার কাজ করেছে, ইবরাহীমের যুক্তি)	২১-আম্বিয়া	৬৩	৭৫৪
মূর্তি (ইবরাহীমের সম্প্রদায় বড় মূর্তির দিকে ফিরে আসা)	২১-আম্বিয়া	৫৮	৭৫৪
শাস্তি (আল্লাহ বড় শাস্তি দিবেন, কুফরী করলে ও মুখ ফিরিয়ে নিলে)	৮৮-গাশিয়াহ্	২৪	১০২০
শাস্তি (জাহান্নামের বড় শাস্তির পূর্বে দুনিয়ায় ছোট শাস্তি আস্বাদন করা)	৩২-সাজ্দা	২১	৮৩১
ষড়যন্ত্র (বড় ষড়যন্ত্র, নূহের সম্প্রদায় প্রসঙ্গে)	৭১-নূহ্	২২	৯৮৫
সন্তুষ্টি (সবচেয়ে বড় আল্লাহর সন্তুষ্টি)	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
সূর্য সবচেয়ে বড় হওয়ায় ইবরাহীম আ. কর্তৃক প্রতিপালক বলা	৬-আন্'আম	৭৮	৬০৩
সৃষ্টি (কাফিরদেরকে ইচ্ছামত যে কোন বড় সৃষ্টি হয়ে যেতে বলা)	১৭-ইস্রা	৫১	৭১৮
হজ্জ (বড় হজ্জের দিনে মানুষের প্রতি আল্লাহ রাসূল স. এর ঘোষণা)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
বড় কাজ			
মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় কাজ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি	৪০-মু'মিন	৫৭	৮৮৩
বড় পাপ (কবিরা গুনাহ) (আরো দেখুন ছোট পাপ শব্দটি)			
বিরত থাকা (কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে সগীরা গুনাহ মাফ হবে)	৪-নিসা	৩১	৫৬১
বড় বড় পাপ			
পরিহার করলে (ছোট পাপ ক্ষমা করা হবে)	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
বড় হয়ে যাওয়া			
ইয়াতিম বড় হয়ে যাচ্ছে এ ভয়ে তার সম্পদ খেয়ে ফেলা যাবে না	৪-নিসা	৬	৫৫৬
বন্টন			
অসঙ্গত বন্টন মুশরিকদের- 'কন্যা আল্লাহর আর পুত্র তাদের'	৫৩-নাজম	২২	৯৩৩
জীবিকা (দুনিয়ার জীবনে মানুষের জীবিকা বন্টন করেন আল্লাহ)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
দয়া (প্রতিপালকের দয়া কি সত্য অস্বীকারকারীরা বন্টন করে?)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
পানি বন্টন করা হবে পালাক্রমে (ছামুদ জাতির মধ্যে)	৫৪-কামার	২৮	৯৩৭
মীরাস বন্টনকালে উপস্থিত আত্নীয়/ইয়াতিম/অভাবগ্রস্তকে সম্পদ দান	৪-নিসা	৮	৫৫৭
বন্টনকারী			
নির্দেশ বণ্টনকারী ফেরেশতাদের কসম	৫১-যারিয়াত	৪	৯২৫
বন্টিত			
অংশ বণ্টিত আছে (জাহান্নামের প্রত্যেক দরজার জন্য)	১৫-হিজর	৪৪	৭০০
বদমেজাজী			
আনুগত্য (বদমেজাজী ব্যক্তির আনুগত্য করা যাবে না)	৬৮-ক্বালাম	১৩	৯৭৫
বদর			
সাহায্য (বদরযুদ্ধে সাহায্য করেছিরেন আল্লাহ মুমিনদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১২৩	৫৪৮
বদল			
কুফরী বদলে নেয়া (ঈমান দিয়ে)	২-বাক্বারা	১০৮	৫১২
পবিত্র বস্তুর সাথে নিকৃষ্ট বস্তু বদল(ইয়াতিমের সম্পদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২	৫৫৬
বদলা			
কাফিরদের থেকে বদলা নিতে পারতেন আল্লাহ (ইচ্ছা করলে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
প্রতিপালকের নিকট বদলা নেয়ার জন্য নূহের প্রার্থনা...	৫৪-কামার	১০	৯৩৬
বদলাতে চাওয়া			
উত্তম খাদ্য দিয়ে নিকৃষ্ট খাদ্য বদলাতে চাওয়া (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
অত্যাচরিত হওয়ার পর বদলা/প্রতিশোধ নেয়া (কবিদের প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২২৭	৭৯৯
জুলুমের বদলা নেয়া দূষণীয় নয়	৪২-শূরা	৪১	৮৯৪
বাড়াবাড়ির করলেই শুধু বদলা নেয় মুমিনরা...	৪২-শূরা	৩৯	৮৯৪
বদ্ধমূল করা			
মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদের হৃদয়ে	৯-তাওবা	৭৭	৬৪৮
বধির			
আচরণ না করা বধিরের ন্যায় (আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে)	২৫-ফুরকান	৭৩	৭৮৭
বনী ইসরাঈলরা বধির হয়ে রইল...	৫-মায়িদা	৭১	৫৮৯
সমবেত করা হবে বধির করে কিয়ামতে (পথভ্রষ্টদেরকে)	১৭-ইস্রা	৯৭	৭২২
উপমা (বধির ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উপমা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	২৪	৬৬৭
কাফিররা বধির, বোবা ও অন্ধ	২-বাক্বারা	১৭১	৫১৯
নিকৃষ্ট জীব সেই সব বধির ও বোবা যারা অনুধাবন করে না...	৮-আনফাল	২২	৬৩৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বনী ইসরাঈলরা অন্ধ ও বধির হয়ে রইল...	৫-মায়িদা	৭১	৫৮৯
মিথ্যা অভিহিতকারী বধির, বোবা... (আয়াতকে মিথ্যাঅভিহিতকারী)	৬-আন্'আম	৩৯	৫৯৯
মুনাফিকরা বধির (সুতরাং তারা সঠিক পথে ফিরে আসবেনা)	২-বাক্বারা	১৮	৫০৩
মুনাফিকদেরকে আল্লাহ বধির করেছেন	৪৭-মুহাম্মাদ	২৩	৯১৪
শোনানো যায় না বধিরকে (ভাল কথা)	৪৩-যুখরুফ	৪০	৮৯৮
শোনানো (রাসূল স. কি বধির/মুশরিককে শোনাতে পারবেন?)	১০-ইউনুস	৪২	৬৫৮
শোনানো (মৃত ও বধিরকে আহবান শোনানো যায় না)	২৭-নামল	৮০	৮০৬
শোনানো (বধিরকে আহ্বান শোনাতে পারবে না রাসূল)	৩০-রূম	৫২	৮২৬
সর্তক করা (বধিরকে সতর্ক করা হলে সতর্কবাণী শোনে না)	২১-আম্বিয়া	৪৫	৭৫৩
বধিরতা			
কানে (অবিশ্বাসীদের কানে বধিরতা রয়েছে যাতে কুরআন...)	১৭-ইস্রা	৪৬	৭১৮
কাফিরদের কানে বধিরতা (ঈমান না আনা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
কানে (আয়াত থেকে এভাবে মুখ ফিরায়যেন কানে বধিরতা আছে)	৩১-লুকমান	৭	৮২৭
কানে (কুরআনে ঈমান আনে না যারা তাদের কানে রয়েছে বধিরতা)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৪	৮৮৯
কানে (বধিরতা তৈরী করে দিয়েছেন আল্লাহ জালিমদের হৃদয়ে)	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
কানে বধিরতা (মুশরিকদের কানে বধিরতা...)	৪১-ফুস্সিলাত	৫	৮৮৬
বনি আদম (আরো দেখুন আদম-সন্তান শব্দটি)			
পোশাক অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ বনী আদমের জন্য...	৭-আ'রাফ	২৬	৬১৫
রাসূল আসে যদি বনী আদমের কাছে...	৭-আ'রাফ	৩৫	৬১৬
শয়তান যেন বনী আদমকে ফিতনায় না ফেলে	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
সুস্পষ্ট শত্রু, শয়তান (বনী আদমের জন্য)	৩৬-ইয়াসীন	৬০	৮৫৫
সৌন্দর্যগ্রহণের নির্দেশ বনী আদমকে প্রত্যেকবার সিজদার সময়...	৭-আ'রাফ	৩১	৬১৫
বনি ইসরাঈল (আরো দেখুন ইহুদি শব্দটি)			
অঙ্গীকার (বনী ইসরাঈলদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ...)	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
অঙ্গীকার (শিরক/সদ্ব্যবহার... সম্পর্কে বনীইসরাঈলের অঙ্গীকার)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
আবাসন (বনী ইসরাইলের জন্য যথাযথ আবাসনের ব্যবস্থা...)	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
ঈমান (বনী ইসরাইলের ঈমানের মত ঈমান ফিরআউনও আনে!)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
ঈসাকে বনী ইসরাঈলদের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
ঈসা আ. বনী ইসআঈলদের প্রতি আল্লাহর রাসূল	৬১-সাফ্ফ	৬	৯৬০
ঈসা আ. থেকে বনী ইসরাঈলকে নিবৃত করেছিলেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
উত্তরাধিকারী করা হয় বনী ইসরাঈলকে (ঝর্না/উদ্যান/ধন/আকর্ষণীয় স্থানের)	২৬-শু'আরা	৫৯	৭৯১
উদ্ধার (বনী ইসরাইলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে উদ্ধার)	৪৪-দুখান	৩০	৯০৩
উদ্ধার (বনী ইসরাঈলকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার)	২০-ত্বা-হা	৮০	৭৪৬
এক বনী ইসরাঈলি সাক্ষীর সাক্ষ্য, (কুরআন তাওরাতের মত ওহী)	৪৬-আহ্কাফ	১০	৯০৮
এক দল (বনী ইসরাঈলের এক দল ঈমান আনল)	৬১-সাফ্ফ	১৪	৯৬১
কিতাবের উত্তরাধিকারী করা (বনী ইসরাঈলকে)	৪০-মু'মিন	৫৩	৮৮২
জিজ্ঞাসা (বনী ইসরাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ...)	২-বাক্বারা	২১১	৫২৩
জ্ঞানী (বনী ইসরাঈলের জ্ঞানীদের কুরআন সম্পর্কে জানা ও নিদর্শন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৯৭	৭৯৮
জ্ঞান বনী ইসরাইলের কাছে আসার পরই মতভেদ করেছিল	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
দান, বনী ইসরাঈলকে (কিতাব,বিধান, নবুয়ত ও জগাতের শ্রেষ্ঠত্ব)	৪৫-জাছিয়া	১৬	৯০৬
দাস বানানো (বনী ইসরাঈলকে ফির'আউন কর্তৃক দাস বানানো)	২৬-শু'আরা	২২	৭৮৯
দৃষ্টান্ত (বনী ইসরাঈলের জন্য ঈসা আ. দৃষ্টান্ত ছিলেন)	৪৩-যুখরুফ	৫৯	৯০০
নেতা (বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে আল্লাহ নেতা বানিয়েছিলেন)	৩২-সাজ্দা	২৪	৮৩২
নেয়ামত (বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত নেয়ামত স্মরণের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১২২	৫১৪
নেতা (বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে বার জন নেতা পাঠানো)	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
নেয়ামত দান (বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর নেয়ামত দান)	২-বাক্বারা	৪০	৫০৫
নেয়ামত দান (বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর নেয়ামত দান)	২-বাক্বারা	৪৭	৫০৬
পথনির্দেশিকা বানানো হয় বনী ইসরাঈলের জন্য (তাওরাতকে)	৩২-সাজ্দা	২৩	৮৩২
পথনির্দেশক (বনী ইসরাঈলের পথ নির্দেশক, মূসাকে দেয়া কিতাব)	১৭-ইস্রা	২	৭১৪
পার করা (আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করান)	৭-আ'রাফ	১৩৮	৬২৪
বিধিবদ্ধ করা হল বনী ইসরাইলের উপর (হত্যা সম্পর্কিত বিধান)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
মতপার্থক্য(কুরআন বনী ইসরাঈলের মতপার্থক্যের বিষয়ে বর্ণনা করে)	২৭-নামল	৭৬	৮০৬
মতভেদ (জ্ঞান আসার পরই বনী ইসরাইল মতভেদ করেছিল)	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
মাসীহ বনী ইসরাঈলকে বলেছিল আল্লাহর ইবাদত করতে...	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
মান্না-সালওয়া (বনী ইসরাঈলদের জন্য মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ)	২০-ত্বা-হা	৮০	৭৪৬
মূসার সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দেয়ার আহবান	৭-আ'রাফ	১০৫	৬২২
রিযিক (বনী ইসরাঈলকে পবিত্র রিযিক দান করা হয়েছিল)	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
লা'নত (বনী ইসরাঈলের কাফিররা অমান্য/সীমালঙ্ঘন করায় লা'নত)	৫-মায়িদা	৭৮	৫৯০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বনী ইসরাঈল (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সমুদ্র পার (আল্লাহ বনী ইসরাইলকে সমুদ্র পার করালেন...)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
স্মরণ(বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর নেয়ামত স্মরণের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৪৭	৫০৬
স্মরণ(বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর নেয়ামত স্মরণের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৪০	৫০৫
হালাল (বনী ইসরাঈলের জন্য সব খাবারই হালাল ছিল)	৩-আলে ইমরান	৯৩	৫৪৫
বন্দী			
একদল শত্রুকে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক বন্দী করা(বনু কুরায়জা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৬	৮৩৫
খাদ্য দান (বন্দীকে খাদ্য খাওয়ানো/দান পুণ্যবানের বৈশিষ্ট্য)	৭৬-দাহ্‌র	৮	৯৯৫
মুশিরিকদেরকে বন্দী করার নির্দেশ (চুক্তি ভঙ্গ করলে)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
রাসূল স. কে বন্দী করার ষড়যন্ত্র করে তারা যারা কুফরি করেছে	৮-আনফাল	৩০	৬৩৪
বন্ধ			
দরজা বন্ধ করে দিল (আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
দান করা বন্ধ করে দেয়া (ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রসঙ্গ)	৫৩-নাজম	৩৪	৯৩৪
বর্ষণ (আকাশকে বর্ষণ বন্ধ করতে বলা, নূহের প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
বন্ধকী বস্তু			
হস্তগত রাখা (ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধকীবস্তু হস্তগত রাখা)	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
বন্ধন			
আল্লাহর বন্ধনের ন্যায় বন্ধনে কেউ বাঁধতে পারবে না (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজর	২৬	১০২২
বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করা নিষিদ্ধ (ইদ্দত চলা কালে)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
বিবাহ বন্ধন যার হাতে সে পূর্ণ মোহর দিয়ে দিলে...	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
মেঘের বন্ধন সৃষ্টি করেন আল্লাহ	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
বন্ধন সৃষ্টি			
মু'মিনদের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৮-আনফাল	৬৩	৬৩৮
হৃদয়ে বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন আল্লাহ মু'মিনদের	৮-আনফাল	৬৩	৬৩৮
হৃদয়ে বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন আল্লাহ (মুমিনদের হৃদয়ে)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
হৃদয়ের বন্ধন সৃষ্টি করতে পারতেন না রাসূল স. (পৃথিবীর সবকিছু ব্যয়...)	৮-আনফাল	৬৩	৬৩৮
বন্ধু			
অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে শত্রু ব্যক্তি (মন্দকে উত্তম দ্বারা প্রতিহত করলে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৪	৮৮৮
অন্তরঙ্গ বন্ধু কিয়ামতে থাকবেনা (ইবলিসের বাহিনীর)	২৬-শু'আরা	১০১	৭৯৩
আল্লাহ, রাসূল স. ও ঈমানদারদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ	৫-মায়িদা	৫৬	৫৮৭
আল্লাহর বন্ধু (ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর বন্ধু মনে করে)	৬২-জুমু'আ	৬	৯৬২
আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয়/দুশ্চিন্তা নেই	১০-ইউনুস	৬২	৬৬০
আল্লাহর (ইবরাহীমকে আল্লাহ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু আর জালিমরা একে অপরের বন্ধু	৪৫-জাছিয়া	১৯	৯০৬
ইবরাহীমকে আল্লাহ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
ইহুদী ও নাসরাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা নিষেধ...	৫-মায়িদা	৫১	৫৮৭
ইহুদী ও নাসারা পরস্পরে বন্ধু	৫-মায়িদা	৫১	৫৮৭
ঈমানদাররা অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করবে না (নিজেদেরকে ছাড়া)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
কাজে আসবে না কিয়ামতে (এক বন্ধু অপর বন্ধুর)	৪৪-দুখান	৪১	৯০৪
কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ, মুমিনকে রেখে (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৯	৫৭৪
কাফিরকে বন্ধুরূপেগ্রহণ নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গ (মুমিনকে বাদ দিয়ে)	৪-নিসা	১৪৪	৫৭৫
কাফিরকে বন্ধুরূপেগ্রহণ করতনা (বনী ইসরাঈলের ঈমান থাকলে)	৫-মায়িদা	৮১	৫৯০
কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা নিষেধ	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না মুমিনরা	৩-আলে ইমরান	২৮	৫৩৮
কাফিররা পরস্পরে বন্ধু	৮-আনফাল	৭৩	৬৩৯
কিয়ামতে এক বন্ধুর কাজে আসবে না অন্য বন্ধু	৪৪-দুখান	৪১	৯০৪
গ্রহণ (বন্ধু গ্রহণের কারণে জালিমদের দুর্ভোগ)	২৫-ফুরকান	২৮	৭৮৪
গ্রহণ (বন্ধুরূপেগ্রহণ করবে না ঈমানদারগণ পিতাকেও যদি...)	৯-তাওবা	২৩	৬৪২
গ্রহণ (মুনাফিকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ নিষিদ্ধ)	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
ঘরে (বন্ধুদের ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
জাহান্নামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না(বিচারের দিন)	৬৯-হাক্কাহ্‌	৩৫	৯৭৯
জালিমরা একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু	৪৫-জাছিয়া	১৯	৯০৬
জিজ্ঞাসা করবে না কোন বন্ধু তার বন্ধুকে (কিয়ামতে)	৭০-মা'আরিজ	১০	৯৮১
জ্বীনদের মানুষ বন্ধুদের কতকের লাভবান হওয়া প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
পালকপুত্ররা বন্ধু/দ্বীনি ভাই (পিতৃ-পরিচয় জানা না গেলে)	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
পিতা ও ভাইকে বন্ধুরূপেগ্রহণ করলে জালিম হবে যদি তারা...	৯-তাওবা	২৩	৬৪২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফেরেশতাদের বন্ধু আল্লাহ	৩৪-সাবা	৪১	৮৪৪
মুনাফিকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ নিষিদ্ধ	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
মুমিনদের বন্ধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল	৫-মায়িদা	৫৫	৫৮৭
মুমিনদের বন্ধু ফেরেশতারা (দুনিয়া ও আখিরাতে)	৪১-হা-মীমসাজদা	৩১	৮৮৮
মুমিনরা একে অপরের বন্ধু	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
রাসূল স. কে বন্ধু হিসাবেগ্রহণ করতো (মিথ্যা বলাতে পারলে...)	১৭-ইস্‌রা	৭৩	৭২০
শত্রুকে বন্ধুরূপেগ্রহণ করা নিষেধ (আল্লাহর ও মুমিনদের শত্রুকে)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
শত্রু হবে (কিয়ামতের দিন বন্ধুরা শত্রু হবে, মুত্তাকীরা ছাড়া)	৪৩-যুখরুফ	৬৭	৯০০
শয়তানের বন্ধু হয়ে যেতে পারে ইবরাহীমের পিতা	১৯-মারইয়াম	৪৫	৭৩৭
শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ (মুমিনদের)	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
শয়তানের বন্ধুদের সে ওহী করে করে (মুমিনদের সাথে বিতর্ক করতে)	৬-আন্'আম	১২১	৬০৮
শয়তান বন্ধুদের ভয় দেখায় মুমিনদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৭৫	৫৫৩
হিজরতকারী ও সাহায্যকারীরা পরস্পরে বন্ধু	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
বন্ধুত্ব			
কাফিরদের সাথে বনী ইসরাঈলদের বন্ধুত্ব প্রসঙ্গ	৫-মায়িদা	৮০	৫৯০
কিয়ামতের দিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না(দান/নামাজ প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৩১	৬৯৬
কিয়ামতের দিন বন্ধুত্ব কাজে আসবে না	২-বাক্বারা	২৫৪	৫৩০
নিষেধ (মুমিনদের বন্ধুত্ব নিষেধ, তাদের সাথে যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ)	৬০-মুমতাহিনা	১৩	৯৫৯
মুমিনদের বন্ধুত্ব নিষেধ তাদের সাথে যারা দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করে	৬০-মুমতাহিনা	৯	৯৫৯
মু'মিনদের বন্ধুত্ব করা, তাদের সাথে যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ	৫৮-মুজাদালা	১৪	৯৫৩
শয়তানের সাথে বন্ধুত্বকারী পথভ্রষ্ট হবে ও আগুনের শাস্তি...	২২-হাজ্জ	৪	৭৫৮
বন্ধু-বান্ধব			
আনুকূল্য (বন্ধুর প্রতি মীরাসে আনুকূল্য করা বৈধ হওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
বন্ধ্যা			
দম্পতি (আল্লাহ যে দম্পতিকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন)	৪২-শূরা	৫০	৮৯৫
বৃদ্ধার বন্ধ্যার পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ (ইবরাহীমের স্ত্রীর)	৫১-যারিয়াত	২৯	৯২৬
স্ত্রী বন্ধ্যা (যাকারিয়ার স্ত্রী বন্ধ্যা, কি করে সন্তান হবে?)	১৯-মারইয়াম	৮	৭৩৪
স্ত্রী বন্ধ্যা (যাকারিয়ার স্ত্রী বন্ধ্যা)	১৯-মারইয়াম	৫	৭৩৪
স্ত্রী (যাকারিয়ার স্ত্রী বন্ধ্যা, পুত্র হবে কিভাবে...)	৩-আলে ইমরান	৪০	৫৪০
বন্ধ্যা (কিয়ামতের দিন)			
দিন (বন্ধ্যা দিনের শাস্তি আসা, কাফিরদের সন্দেহ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫৫	৭৬৩
বন্যপশু			
একত্রিত করা (কিয়ামতে বন্যপশুকে একত্রিত করা হবে)	৮১-তাকভীর	৫	১০০৮
বন্যা (আরো দেখুন প্লাবন শব্দটি)			
প্রবাহিত (বন্যা প্রবাহিত করলেন আল্লাহ, সাবাবাসীদের উপর)	৩৪-সাবা	১৬	৮৪২
বপণ			
বীজ বপণ সম্বন্ধে ভেবে দেখার আহ্বান	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৬৩	৯৪৬
বয়স			
পরিণত বয়স (মানুষের পরিণত বয়সে পৌছানো প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
হীনতম বয়সে/বার্ধক্যে পৌছানো হয় কোন কোন মানুষকে	১৬-নাহ্‌ল	৭০	৭০৮
বয়স্ক ব্যক্তি (আরো দেখুন বৃদ্ধ শব্দটি)			
আয়ু (বয়স্ক ব্যক্তির আয়ু হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টি কিতাবে লিখিত)	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
বয়ে যাওয়া			
অকল্যাণকর বায়ু যার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই...	৫১-যারিয়াত	৪২	৯২৭
বরকত			
অবতরণ(বরকত/কল্যাণসহ নূহকে নৌকা থেকে অবতরণের নির্দেশ)	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
আল্লাহর বরকতময় স্থানের উত্তরাধিকারী করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
ইবরাহীমের পরিবারের উপর আল্লাহর দয়া ও বরকত	১১-হূদ	৭৩	৬৭২
ইবরাহীম আ. ও ইসহাককে বরকত দান করেছেন আল্লাহ	৩৭-সাফফাত	১১৩	৮৬২
জগতের জন্য বরকতময় দেশে লূত/ইবরাহীমকে নিয়ে যাওয়া	২১-আম্বিয়া	৭১	৭৫৪
জনপদের প্রতি বরকত দান...	৩৪-সাবা	১৮	৮৪২
পৃথিবীতে বরকত দিয়েছেন আল্লাহ	৪১-ফুস্‌সিলাত	১০	৮৮৬
যমীন (সুলাইমানের আদেশে বায়ু প্রবাহিত হয়ে বরকতময় যেত)	২১-আম্বিয়া	৮১	৭৫৫
বরকতময়			
অবতরণস্থল (বরকতময় অবতরণস্থলে নূহের অবতরণ প্রার্থনা)	২৩-মু'মিনূন	২৯	৭৬৭
অভিবাদন (বরকতময় অভিবাদন আল্লাহর পক্ষ থেকে)	২৪-নূর	৬১	৭৮১

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বরকতময় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আগুনের মধ্যে/চারপাশের লোকেরা বরকতময় (মূসার আল্লাহ দর্শন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৮	৮০০
আল্লাহ বরকতময়	২৫-ফুরকান	১০	৭৮৩
আল্লাহ বরকতময় ও সর্বোত্তম স্রষ্টা	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
আল্লাহ বরকতময় তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
আল্লাহ বরকতময় (যার হাতে রাজত্ব)	৬৭-মুল্ক	১	৯৭২
আল্লাহ বরকতময় যিনি আকাশে বুরুজ বানিয়েছেন	২৫-ফুরকান	৬১	৭৮৬
আল্লাহ বরকতময় যিনি আকাশ-পৃথিবীর অধিপতি	৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
আল্লাহ বরকতময় যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
আল্লাহ বরকতময় যিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন	২৫-ফুরকান	১	৭৮২
উপদেশ (বরকতময় উপদেশ কুরআন অস্বীকার প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৫০	৭৫৩
কিতাব (আল্লাহ বরকতময় কিতাব অবতীর্ণ করেছেন)	৬-আন'আম	১৫৫	৬১১
কিতাব (রাসূল স. এর প্রতি বরকতময় কিতাব অবতীর্ণ)	৩৮-সোয়াদ	২৯	৮৬৭
কিতাব (বরকতময় কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ করা প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	৯২	৬০৪
গাছ (বরকতময় যায়তুন গাছ যা পূর্ব দিকেরও নয় পশ্চিম...)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
ঘর (বরকতময় ঘর যা মানবজাতির জন্য প্রথম স্থাপিত...)	৩-আলে ইমরান	৯৬	৫৪৫
চারপাশ বরকতময় করেছেন আল্লাহ (মসজিদে আকসার)	১৭-ইস্রা	১	৭১৪
নাম(প্রতিপালকের নাম বরকতময় -যিনি মহিমাময়/মর্যাদাবান)	৫৫-রাহমান	৭৮	৯৪২
পানি (বরকতময় পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ আকাশ থেকে)	৫০-ক্বাফ	৯	৯২২
প্রতিপালকের নাম বরকতময় -যিনি মহিমাময়/মর্যাদাবান	৫৫-রাহমান	৭৮	৯৪২
বানানো (বরকতময় বানিয়েছেন আল্লাহ মারইয়ামপুত্র ঈসাকে)	১৯-মারইয়াম	৩১	৭৩৬
স্থান (বরকতময় স্থানে অবস্থিত তূর পর্বতের উপত্যকা)	২৮-কাসাস	৩০	৮১০
বর্জন (আরো দেখুন পরিত্যাগ/ত্যাগ শব্দটি)			
অপবিত্রতা বর্জন করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫	৯৯০
অপবিত্রতা বর্জন করার নির্দেশ (মূর্তিপূজার অপবিত্রতা)	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
আদর্শ (তাদের আদর্শ বর্জন করলেন ইউসুফ আ. যারা আল্লাহকে...)	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
ইলাহদের বর্জন করব পাগল কবির কথায়? (মুশরিকরা বলত)	৩৭-সাফফাত	৩৬	৮৫৮
ওহী (রাসূল স. কি তার উপর অবতীর্ণ ওহীর কিছু বর্জন করবেন!)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
কাফিরদেরকে বর্জন করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১০	৯৮৮
পিতৃপুরুষদের উপাস্যদেরকে বর্জনের নির্দেশ দেয়া...	১১-হূদ	৮৭	৬৭৩
পাপ বর্জন (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ বর্জনের নির্দেশ)	৬-আন'আম	১২০	৬০৭
পিতাকে বর্জন করার জন্য ইবরাহীমের প্রতি পিতার নির্দেশ	১৯-মারইয়াম	৪৬	৭৩৭
পিতৃপুরুষ যার ইবাদত করত তা বর্জন করার উদ্দেশ্যে হুদ আ. এসেছেন	৭-আ'রাফ	৭০	৬১৯
বিধান বর্জন করতে বলে ইহুদী পন্ডিতরা (পরিবর্তন করে না দিলে)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
বিচ্যুতিকারীকে বর্জন (আল্লাহর নামের বিচ্যুতিকারী)	৭-আ'রাফ	১৮০	৬২৯
মিথ্যা কথা বর্জন করার নির্দেশ (হজ্জের বিধান প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
মূর্তিপূজার অপবিত্রতা বর্জন করার নির্দেশ	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
শয্যায় বর্জন (অবাধ্য স্ত্রীকে)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
বর্ণ			
বৈচিত্র (ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য আল্লাহর নিদর্শন)	৩০-রূম	২২	৮২৩
বর্ণনা (আরো দেখুন ব্যাখ্যা শব্দটি)			
অনুগ্রহের কথা (প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার নির্দেশ)	৯৩-দুহা	১১	১০২৬
আয়াত বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করার জন্য আল্লাহর আহ্বান	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
আয়াত বর্ণনা (জ্বীন ও মানুষকে রাসূল স. কর্তৃক আয়াত বর্ণনা)	৬-আন'আম	১৩০	৬০৯
আয়াত বর্ণনা (নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াত বর্ণনা)	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
আয়াত বর্ণনা (মানুষের চিন্তার জন্য আল্লাহর আয়াত বর্ণনা)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ (মানুষের অনুধাবনের জন্য)	২-বাক্বারা	২৪২	৫২৮
আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য	৯-তাওবা	১১	৬৪১
আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ	২৪-নূর	৬১	৭৮১
আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ	২৪-নূর	৫৯	৭৮০
আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ (যেন মানুষ ফিরে আসে)	৪৬-আহ্কাফ	২৭	৯১০
আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
আয়াত বর্ণনা করে যদি রাসূল স. এসে (বনী আদমের কাছে)	৭-আ'রাফ	৩৫	৬১৬
আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন আল্লাহ (যাতে মানুষ সঠিক পথ পায়)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে (এই কিতাবের)	৪১-ফুস্সিলাত	৩	৮৮৬
আয়াত বর্ণণা করেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	২৪-নূর	১৮	৭৭৫
আয়াত বর্ণনা (আল্লাহ আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন)	৭-আ'রাফ	১৭৪	৬২৯
আয়াত বর্ণনা (আল্লাহ উপদেশগ্রহণকারীদের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন)	৬-আন'আম	১২৬	৬০৮
আয়াত বর্ণনা (আল্লাহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন)	৬-আন'আম	১০৫	৬০৬
আয়াত বর্ণনা (আল্লাহ বিভিন্নভাবে আয়াত বর্ণনা করেন)	৬-আন'আম	১০৫	৬০৬

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আয়াত বর্ণনা (আল্লাহর আয়াত বর্ণনা যেন মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
আয়াত বর্ণনা করছেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
আয়াত বর্ণনা করছেন আল্লাহ (অনুধাবনের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
আয়াত বর্ণনা করা... (অপরাধীদের পথ স্পষ্ট করার জন্য)	৬-আন'আম	৫৫	৬০১
আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ (চিন্তা করার জন্য)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
আল্লাহ বর্ণনা করেন (ধ্বংসপ্রাপ্তদের কাহিনী)	৭-আ'রাফ	৭	৬১৩
আল্লাহর বাণী বর্ণনা করছেন রাসূল স. আহলে কিতাবদের জন্য	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন (কালালাহ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
উপমা বর্ণনা করা হয়েছে সবকিছুর (কুরআনে)	১৮-কাহ্ফ	৫৪	৭২৯
কাহিনী বর্ণনা (চিন্তা করার জন্য)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
কাহিনী (সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করছেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট)	১২-ইউসুফ	৩	৬৭৭
কিতাব বর্ণনা করেছিলেন আল্লাহ জেনে বুঝে	৭-আ'রাফ	৫২	৬১৭
কিতাব বর্ণনার সুবিধার্থে সম্প্রদায়ের ভাষায় রাসূল স. প্রেরণ...	১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
কিতাব/কুরআন বর্ণনা/পথনির্দেশিকা/দয়া/সুসংবাদস্বরূপ অবতীর্ণ	১৬-নাহল	৮৯	৭১০
কুরআনে বহু বিষয় বর্ণনা করেছেন আল্লাহ (উপদেশগ্রহণের জন্য)	১৭-ইস্রা	৪১	৭১৭
কুরআন বর্ণনা করে (বনী ইসরাঈলের মতপার্থক্যের বিষয়ে)	২৭-নামল	৭৬	৮০৬
'কুরআন বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়নি'- কাফিররা বলত যদি...	৪১-ফুস্সিলাত	৪৪	৮৮৯
কুরআন বিস্তারিত বর্ণনা (প্রত্যেক বিষয়ের)	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭
খবর (কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার খবরসমূহ বর্ণনা করবে)	৯৯-যিলযাল	৪	১০৩০
গাভীর ধরন সম্পর্কে বর্ণনা (মূসার সম্প্রদায়ের গরু জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৮	৫০৮
গাভীর ধরন সম্পর্কে বর্ণনা (মূসার সম্প্রদায়ের গরু জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭০	৫০৮
গাভীর রং বর্ণনা করা প্রসঙ্গ (মূসাকে বনী ইসরাঈলের অনুরোধ)	২-বাক্বারা	৬৯	৫০৮
গুণ বর্ণনা (আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা গুণ বর্ণনার কারণে দুর্ভোগ)	২১-আম্বিয়া	১৮	৭৫১
ঘটনা বর্ণনা করল মূসা আ. (নারীদের পিতার নিকট)	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
দয়ার বর্ণনা (প্রতিপালকের দয়ার বর্ণনা, যাকারিয়ার প্রতি)	১৯-মারইয়াম	২	৭৩৪
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলেন আল্লাহ সকল প্রজন্মের জন্য	২৫-ফুরকান	৩৯	৭৮৫
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন আল্লাহ মানুষের জন্য (কুরআনে)	১৭-ইস্রা	৮৯	৭২১
নির্দশন বর্ণনা (মানুষের বুঝার জন্য আল্লাহ নির্দশন বর্ণনা করেন)	৬-আন'আম	৬৫	৬০২
নিদর্শন বর্ণনা (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য)	৬-আন'আম	৯৭	৬০৫
নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ (অনুধাবনকারীদের জন্য)	৩০-রূম	২৮	৮২৪
নিদর্শন বর্ণনা চিন্তাশীলদের জন্য (শস্যক্ষেত ধ্বংস প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ (মু'মিনদের বুঝার জন্য)	৫৭-হাদীদ	১৭	৯৪৯
নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ মানুষের জন্য	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ (কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য)	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
নিদর্শন বর্ণনা (বুঝসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য)	৬-আন'আম	৯৮	৬০৫
নিদর্শন/আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
নিদর্শন (আল্লাহ নিদর্শন বর্ণনা করার পরও মুখ ফিরিয়ে নেয়া)	৬-আন'আম	৪৬	৬০০
নিদর্শন (আল্লাহ জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন বর্ণনা করেন)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	১৫৯	৫১৭
প্রমাণাদি বর্ণনা করলে আল্লাহ তওবা কবুল করবেন...	২-বাক্বারা	১৬০	৫১৮
প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনাস্বরূপ কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ	১৬-নাহ্ল	৮৯	৭১০
ভাইদের বর্ণনা ইউসুফ আ. সম্পর্কে...	১২-ইউসুফ	১৮	৬৭৮
ভাইয়েরা যা বর্ণনা করছে ইউসুফ আ. সম্পর্কে, আল্লাহ তা ভাল জানেন	১২-ইউসুফ	৭৭	৬৮৪
মিথ্যা বর্ণনা (জালিমদের জিহ্বা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা করে)	১৬-নাহ্ল	১১৬	৭১৩
মিথ্যা বর্ণনা করে মুশরিকদের জিহবা (উত্তম প্রতিদান প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬২	৭০৭
মুশরিকদের সকল মিথ্যা বর্ণনা থেকে আল্লাহ পবিত্র	৩৭-সাফফাত	১৮০	৮৬৫
মুশরিকরা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র ..	৩৭-সাফফাত	১৫৯	৮৬৪
মুশরিকদের বর্ণনার বিপরীতে প্রতিপালকই রাসূল/বান্দার সহায়স্থল	২১-আম্বিয়া	১১২	৭৫৭
রাসূল স. এর (অনেক রাসূলের কথা বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রাসূল স. কে)	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
শাস্তির প্রতিশ্রুতি বর্ণনা (কুরআনে)	২০-ত্বা-হা	১১৩	৭৪৮
সংবাদ বর্ণনা (আল্লাহ জনপদের সংবাদ বর্ণনা করেন, ঈমান প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০১	৬২২
সংবাদ বর্ণনা (আল্লাহ নবীকে বিগত হওয়া সংবাদ বর্ণনা করেন)	২০-ত্বা-হা	৯৯	৭৪৭
সংবাদ বর্ণনা (পূর্ববর্তী রাসূলগণের সংবাদ বর্ণনা রাসূল স. এর কাছে)	১১-হূদ	১২০	৬৭৬
সংবাদ (আসহাবে কাহফের যুবকদের, যারা ঈমান এনেছিল..)	১৮-কাহ্ফ	১৩	৭২৫
সংবাদ (জনপদসমূহের সংবাদ রাসূল স. এর নিকট বর্ণনা)	১১-হূদ	১০০	৬৭৫
সত্য ও মিথ্যার বর্ণনা দেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
সত্য বর্ণনা করেন আল্লাহ	৬-আন'আম	৫৭	৬০১
সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
সবকিছুর বর্ণনাস্বরূপ তাওরাত অবতীর্ণ	৬-আন'আম	১৫৪	৬১১
সীমা বর্ণনা করেন আল্লাহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
স্বপ্ন বর্ণনা করতে নিষেধ করলেন ইয়াকুব আ. ইউসুফকে	১২-ইউসুফ	৫	৬৭৭
হারাম বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন	৬-আন'আম	১১৯	৬০৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বর্তমান			
রাজত্ব পৃথিবীতে বর্তমানে (মূসা আ. ও ফিরআউন প্রসঙ্গ)	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
বর্ধিত করা			
কল্যাণ বর্ধিত করেন আল্লাহ (ভালকাজের জন্য)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
দানকে আল্লাহ বর্ধিত করেন	২-বাক্বারা	২৭৬	৫৩৩
ফসল (আখিরাতের ফসল চাইলে আল্লাহ তা বর্ধিত করেন)	৪২-শূরা	২০	৮৯৩
বর্ম			
নির্মাণ (দাউদকে বর্মনির্মাণ শিক্ষা দান প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮০	৭৫৫
লোহা দিয়ে বর্ম তৈরির নির্দেশ (দাউদকে)	৩৪-সাবা	১১	৮৪২
বর্শা			
নাগালে আসা (ইহরাম অবস্থায় শিকার হাত/বর্শার নাগালে আসা)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
বর্ষণ			
আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন আল্লাহ (ক্ষমা প্রার্থনা করলে)	৭১-নূহ	১১	৯৮৪
পাথর (পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ, লূত সম্প্রদায়ের উপর)	১৫-হিজর	৭৪	৭০১
পাথর বর্ষণ করলেন আল্লাহ (লূত সম্প্রদায়ের উপর)	১১-হূদ	৮২	৬৭৩
পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ (লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য)	৭-আ'রাফ	৮৪	৬২০
পানি বর্ষণ করেন আল্লাহ (প্রচুর পরিমাণে)	৮০-আবাসা	২৫	১০০৭
পানি (আকাশ থেকে পানি বর্ষণ ও পার্থিব জীবনের উপমা)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
প্রবল বর্ষণে বাগানে দ্বিগুন ফল দানের উপমা (উঁচু ভূমির বাগান)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
বৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ক্ষমাপ্রার্থনা করলে)	৭১-নূহ	১১	৯৮৪
মসৃণ পাথরে বর্ষণ (দানের পর খোঁটা দেয়ার উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
লূত সম্প্রদায়ের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ (শাস্তি স্বরূপ)	২৬-শু'আরা	১৭৩	৭৯৭
লূতের সম্প্রদায়ের উপর পাথরের নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষণ	২৭-নামল	৫৮	৮০৪
হালকা বর্ষণেও উঁচু ভূমির বাগানে ফল হওয়ার উপমা	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
বর্ষিত			
বৃষ্টি (নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল যাদের উপর...)	২৫-ফুরকান	৪০	৭৮৫
বলপূর্বক			
উত্তরাধিকারী হওয়া (বলপূর্বক স্ত্রীর উত্তরাধীকারী হওয়া অবৈধ)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
বলপ্রয়োগ			
নৌকা ছিনিয়ে নিত রাজা , বল প্রয়োগ করে ...	১৮-কাহফ	৭৯	৭৩১
বল প্রয়োগকারী			
রাসূল স. বলপ্রয়োকারী নন (কাফিরদের উপর)	৫০-ক্বাফ	৪৫	৯২৪
বলবৎ			
কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোন অঙ্গীকার আছে কি (অপরাধীদের)	৬৮-ক্বালাম	৩৯	৯৭৭
বলা			
অসহায় নর-নারী-শিশুদের মুক্তির জন্য বলা...	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
'আগামীকাল করব' বলা নিষেধ (ইনশাআল্লাহ প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	২৩	৭২৬
আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদম আ. সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেন...	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
আল্লাহকে প্রতিপালক বলে যারা অটল থাকে তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না	৪৬-আহ্কাফ	১৩	৯০৯
আল্লাহর বলা (গাভীর বর্ণনা প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৬৮	৫০৮
আল্লাহর বলা(পানির জন্য পাথরে মূসার লাঠির আঘাত প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
আল্লাহর বলা (বনী ইসরাঈলের গাভীর রং প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৯	৫০৮
আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা মানুষ জানে না	৭-আ'রাফ	২৮	৬১৫
আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া না বলার নির্দেশ (আহলে কিতাবদের)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
আল্লাহর (আল্লাহ 'হও' বললে হয়ে যায়)	২-বাক্বারা	১১৭	৫১৩
আসহাবে কাহাফ বলল, আকাশ -পৃথিবীর প্রতিপালকই তাদের প্রতিপালক	১৮-কাহ্ফ	১৪	৭২৫
ইউসুফের কথা প্রভুর কাছে উল্লেখ করতে বলল (যে মুক্তি পাচ্ছে তাকে)	১২-ইউসুফ	৪২	৬৮০
ইবরাহীম আ. বলে ডাকা হয়(ইবরাহীম আ. কর্তৃক মূর্তির সমালোচনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬০	৭৫৪
ইবরাহীমের বলা (প্রতিপালক জীবন ও মৃত্যু দান করেন)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
ইবরাহীমের বলা (মক্কাকে নিরাপদ নগর বানানো প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
ইবরাহীমের বলা (মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি দেখাতে বলা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
ইহুদি-নাসারাদের বলা (ইবরাহীম, ইসমাঈল.... প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
ইহুদীদের বলা (আগুনের স্পর্শ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
ইহুদীদের বলা...(শব্দের স্থান থেকে বিকৃত করে)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ইহুদীরা না জেনেই আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলে (আগুনের স্পর্শ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
ইহুদীরা বলে- 'উযাইর আ. আল্লাহর পুত্র'।	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
ইহুদী-নাসারারা বলে (আল্লাহর সন্তান গ্রহণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১১৬	৫১৩
ইহুদী-নাসারারা বলে (পরস্পরকে দোষারোপ করে)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
ইহুদী-নাসারাগণ বলে (জান্নাতে প্রবেশ প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	১১১	৫১৩
ঈসা আ. যদি বলে থাকে নিজেকে ও তার মাকে ইলাহ...	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
ঈসা আ. কি করে বলবেন, যে বিষয়ে অধিকার তার নেই...	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
'উনযুরনা' বলার নির্দেশ (রাসূল স. কে ডাকা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০৪	৫১২
কথা (সম্মানজনক কথা বলার নির্দেশ, মাতা-পিতার সাথে)	১৭-ইসরা	২৩	৭১৬
কবিরা এমন কিছু বলে যা তারা করে না	২৬-শু'আরা	২২৬	৭৯৯
কাফির কুরআন সম্পর্কে বলে (এটা এক পুরনো মিথ্যাচার!)	৪৬-আহকাফ	১১	৯০৯
কাফিররা যা বলে তাতে রাসূল স. এর অন্তর সংকুচিত হয়	১৫-হিজর	৯৭	৭০২
কাফিররা বলে প্রতিশ্রুতি কখন? (কিয়ামত প্রসঙ্গে)	৩৬-ইয়াসীন	৪৮	৮৫৪
কাফিররা বলে ফেরেশতা নাযিল হল না কেন?	৬-আন'আম	৮	৫৯৬
কাফিররা মুমিনদের বলে... (রিযিক থেকে ব্যয় প্রসঙ্গে)	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
কাফিরদের বলা (কুরআনকে পূর্ববর্তীদের উপকথা বলা)	৬-আন'আম	২৫	৫৯৮
ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের মত বলা	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
গোপন কথা বলে দেয়া প্রসঙ্গ (নবীর এক স্ত্রী অন্য স্ত্রীকে)	৬৬-তাহরীম	৩	৯৭০
ঘৃণ্য কাজ (যা করে না তা বলা আল্লাহর কাছে বড়ই ঘৃণ্য কাজ)	৬১-সাফফ	৩	৯৬০
তিন (কেউ বলে আসহাবে কাহাফের সংখ্যা তিন..)	১৮-কাহফ	২২	৭২৬
ধারণা অনুযায়ী মুশরিকরা বলে (শস্য ও গবাদি পশুর অংশ প্র.)	৬-আন'আম	১৩৬	৬০৯
ধারণা অনুসারে মুশরিকদের বলা (পশু/ক্ষেতের ফসল খাওয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন'আম	১৩৮	৬০৯
নক্ষত্রকে প্রতিপালক বলা ইবরাহীমের	৬-আন'আম	৭৬	৬০৩
নমরূদের বলা (জীবন ও মৃত্যুদান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
পাঁচ (কেউ বলে আসহাবে কাহাফের সংখ্যা পাঁচ...)	১৮-কাহফ	২২	৭২৬
'প্রেরিত' বলেছিল নিজেদেরকে, জনপদবাসীদের নিকট..	৩৬-ইয়াসীন	১৪	৮৫২
ফির'আউনকে বলা (মূসা আ. ও হারুন আ. প্রতিপালকের রাসূল)	২৬-শু'আরা	১৬	৭৮৮
ফিরআউন যা মনে করে জাতিকে তাই বলছে...	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
ফেরেশতারা আদম আ. সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহকে বলেন...	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
বনী ইসরাঈল কর্তৃক মূসাকে বলা (গাভী জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
বনী ইসরাঈলের বলা (একরকম খাদ্যের উপর ধৈর্য না ধরা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
বনী ইসরাঈল মূসাকে বলল (গরু জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৮	৫০৮
বনী ইসরাঈল মূসাকে বলল (গাভী প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৭০	৫০৮
বনী ইসরাঈলকে যা বলা হয়নি এমন কথা দ্বারা পরিবর্তন...	২-বাক্বারা	৫৯	৫০৭
বেদুঈনরা বলে, তারা ঈমান এনেছে, প্রকৃত পক্ষে তারা ঈমান আনেনি!	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
বুঝা (নেশাগ্রস্ত নিজের কথা বুঝতে না পারা পর্যন্ত নামাজ নিষিদ্ধ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
মাতা-পিতার জন্য এ কথা বলা- হে আমার প্রতিপালক...	১৭-ইসরা	২৪	৭১৬
'মানুষ ' বলেছিল জনপদবাসীরা(প্রেরিত তিন রাসূল কে)	৩৬-ইয়াসীন	১৫	৮৫২
মিথ্যা (যারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন)	১৮-কাহফ	৫	৭২৪
মুনাফিক ইহুদীরা বলে... (পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হলে)	২-বাক্বারা	৭৬	৫০৯
মুনাফিকরা বলবে- আমরা অনর্থক কথা ও খেলায় লিপ্ত ছিলাম	৯-তাওবা	৬৫	৬৪৬
মুনাফিকরা বলে রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে (নিজেদের মাঝে...)	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
মুনাফিকদের বলা (আনুগত্য প্রসঙ্গে)	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
মুনাফিকদের বলা (আল্লাহ/আখিরাতে ঈমান আনার কথা!)	২-বাক্বারা	৮	৫০২
মুনাফিকদের বলা (মুমিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আসলে)	৪-নিসা	৭৩	৫৬৬
মুমিনরা কেন তা বলে যা তারা করে না	৬১-সাফফ	২	৯৬০
মুনাফিকরা যা বলে সেজন্য আল্লাহ শাস্তি দেন না কেন? (তারা বলে)	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
মূসার বলা (জাতিকে গাভী জবাই প্রসঙ্গে বলা)	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
মূসার বোনের বলা (শিশু মূসার তত্ত্বাবধানের ভার প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মূসার সম্প্রদায় কর্তৃক উপহাসের কথা বলা(গরু জবাই প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
মূসা আ. ও হারুনকে ফিরআউনের সাথে নমনীয় কথা বলার নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	৪৪	৭৪৩
রাসূল স. বলেননা যে, তারকাছে আল্লাহর ভান্ডার আছে...	৬-আন'আম	৫০	৬০০
রাসূল স. কে তাই বলা হয় যা পূর্ববর্তী রাসূলগণকে যা বলা হত	৪১-ফুস্সিলাত	৪৩	৮৮৯
রাসূল স. এর বলা/কথার কসম (সম্প্রদায় ঈমান না আনা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৮৮	৯০১
'রাইনা' না বলার নির্দেশ (রাসূল স. কে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০৪	৫১২
রিযিক থেকে ব্যয় করতে বললে কাফিররা মুমিনদের বলে...	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
রুকু করতে বলা হলে, রুকু করে না, মিথ্যা অভিহিতকারীরা	৭৭-মুরসালাত	৪৮	৯৯৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বলা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
শরীক প্রসঙ্গে মুশরিকদেরকে বলা (কিয়ামতে)	৬-আন্'আম	২২	৫৯৭
শিরকের অসারতা সম্পর্কে বলা (অন্য উপাস্যকে ডাকা প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	৪	৯০৮
শু'আইব আ. যা বলে তা বুঝে না তার সম্প্রদায়	১১-হূদ	৯১	৬৭৪
সঠিক বলবে (যে কথা বলার অনুমতি পাবে, কিয়ামতের দিন)	৭৮-নাবা	৩৮	১০০২
সঠিক পথ প্রদর্শনের আশা করতে বলা (রাসূল স. কে ...)	১৮-কাহ্ফ	২৪	৭২৬
সত্য বলার অঙ্গীকার, ইহুদি থেকে (আল্লাহ সম্পর্কে)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
সত্য বলা (আল্লাহ সম্পর্কে মূসার সত্য বলা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০৫	৬২২
সন্তান গ্রহণ! (মুশরিকরা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছে !)	১৮-কাহ্ফ	৪	৭২৪
সালাম বলা হবে, প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (জান্নাতীদের)	৩৬-ইয়াসীন	৫৮	৮৫৫
সাবধান হতে বলা হতো কাফিরদেরকে (দয়াপ্রাপ্তির জন্য ..)	৩৬-ইয়াসীন	৪৫	৮৫৪
সাত (কেউ বলে আসহাবে কাহাফের সংখ্যা সাত..)	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
সুন্দর কথা বলার অঙ্গীকার, বনী ইসরাঈলের (মানুষের সাথে)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
'হও' আল্লাহ বলেন আর তখনই তা হয়ে যায়(কিছুর ইচ্ছা করলে)	১৬-নাহ্ল	৪০	৭০৬
'হও' আল্লাহ বলেন (কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে)	৩-আলে ইমরান	৪৭	৫৪০
'হও' (আল্লাহ কোন বিষয়ে ' হও' বললে তা হয়ে যায়)	৩৬-ইয়াসীন	৮২	৮৫৬
'হও' বললেই যেদিন কিয়ামত হয়ে যাবে	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
'হও' বললেন আল্লাহ (মাটি দিয়ে আদম আ. সৃষ্টি করে...)	৩-আলে ইমরান	৫৯	৫৪১
বশীভূত			
ইবলিস বশীভূত করে ফেলবে আদমের বংশধরকে	১৭-ইস্রা	৬২	৭১৯
গবাদিপশুকে আল্লাহ বশীভূত করে দিয়েছেন মানুষদের	৩৬-ইয়াসীন	৭২	৮৫৬
গাভী (বনী ইসরাঈল কর্তৃক এমন গাভী জবাই করা যা বশীভূত নয়)	২-বাক্বারা	৭১	৫০৮
বসবাস			
আদম আ. ও তার স্ত্রীকে জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ	২-বাক্বারা	৩৫	৫০৫
আদম আ. ও তাঁর স্ত্রীকে বসবাস করতে বললেন আল্লাহ, জান্নাতে	৭-আ'রাফ	১৯	৬১৪
আবাসস্থলে যেন বসবাস করেনি (শু'আইবের সম্প্রদায়ের ভূমিকম্প.প্র.)	৭-আ'রাফ	৯২	৬২১
আবাসসমূহে যেন তারা বসবাসই করেনি (মাদইয়ানবাসীর পরিণতি)	১১-হূদ	৯৫	৬৭৪
ইবরাহীমের বংশধরদের কাবার কাছে শস্যহীন উপত্যকায় বসবাস	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
ঘরে (যে ঘরে বসবাস করা হয় না তাতে প্রবেশে দোষ নেই)	২৪-নূর	২৯	৭৭৬
ছামূদ জাতি যেন বসবাস করেনি! (ধ্বংস প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৮	৬৭২
ছামূদ জাতিকে যমীনে বসবাস করতে দিয়েছেন আল্লাহ	১১-হূদ	৬১	৬৭১
জনপদে বাস করার নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ (আদম আ. ও তার স্ত্রীকে)	২-বাক্বারা	৩৫	৫০৫
জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবে (জান্নাতীরা)	৩৯-যুমার	৭৪	৮৭৭
নগরীতে (যারা মদীনা নগরীতে বসবাস করেছে, আনসার প্রসঙ্গ)	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
বাগান (বসবাসের বাগান শেষ প্রান্তের কুল বৃক্ষের নিকটে অবস্থিত)	৫৩-নাজম	১৫	৯৩২
যমীনে বসবাস করতে বললেন আল্লাহ (বনী ইসরাঈলকে)	১৭-ইস্রা	১০৪	৭২৩
সৌহার্দের সাথে বসবাসের নির্দেশ (মুশরিক পিতামাতার সাথে...)	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
বসবাসকারী			
কাফির (পৃথিবীতে বসবাসকারী কাফিরদের ছেড়ে না দেয়ার দোয়া, নূহের)	৭১-নূহ্	২৬	৯৮৫
পৃথিবীতে বসবাসকারী কাফিরদের ছেড়ে না দেয়ার জন্য নূহের দোয়া	৭১-নূহ্	২৬	৯৮৫
বসা			
আল্লাহকে স্মরণ করা (বসা অবস্থায়...)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
উপরিভাগে বসার দোয়া (চতুষ্পদ জন্তু ও যানবাহনের উপর)	৪৩-যুখরুফ	১৩	৮৯৬
কাফিরদের মজলিসে বসা নিষেধ (আয়াতে অবিশ্বাস/বিদ্রূপ করা হলে)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসা রাসূল স. এর জন্য নিষেধ	৬-আন্'আম	৬৮	৬০২
জিনদের বসা,সংবাদ শোনার জন্য (আকাশের বিভিন্ন অবস্থানে)	৭২-জিন্	৯	৯৮৬
ডাকা (মানুষ বিপদে আল্লাহকে দাঁড়িয়ে,বসে ও শুয়ে ডাকে)	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে (অপব্যয় করলে)	১৭-ইস্রা	২৯	৭১৬
দু'জন তথ্য সংগ্রহকারী ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে উপবিষ্ট	৫০-ক্বাফ	১৭	৯২৩
নিন্দিত অবস্থায় বসে পড়বে (আল্লাহর সাথে ইলাহ নির্ধারণ করলে)	১৭-ইস্রা	২২	৭১৬
স্মরণ (দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণের নির্দেশ)	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
বসে থাকা			
ইবলিস বসে থাকবে (আল্লাহর সরল সঠিক পথে)	৭-আ'রাফ	১৬	৬১৪
উৎফুল্ল (বসে থাকতে উৎফুল্ল বোধ করল যারা, তাবুক যুদ্ধ)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
ঘাটিতে বসে থাকার নির্দেশ (মুশরিকদের জন্য)	৯-তাওবা	৫	৬৪০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পথে না বসা (ঈমানদারদের ভয় দেখানোর জন্য)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
পিছনে থাকা লোকদের সাথে বসে থাকার নির্দেশ মুনাফিকদেরকে	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
বসে থাকা লোকদের সাথে বসে থাকতে বলা হয়েছে তাদেরকে যারা...	৯-তাওবা	৪৬	৬৪৫
মর্যাদা (জিহাদকারীকে মর্যাদায় বসে থাকা মুমিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
মুনাফিকরা যারা ঘরে বসেছিল তারা যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে বলে...	৩-আলে ইমরান	১৬৮	৫৫২
মুমিন (ঘরে বসে থাকা মুমিন ও জিহাদকারী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
মূসার সম্প্রদায় বসে থাকবে (মূসাকে যুদ্ধ করতে বলে...)	৫-মায়িদা	২৪	৫৮৩
যুদ্ধে না গিয়ে বসে রইল যারা (তবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৯০	৬৪৯
সন্তুষ্ট (বসে থাকতেই সন্তুষ্ট ছিল মুনাফিকরা, তবুক যু দ্ধ...)	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
সমান নয় (আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও বসে থাকা মুমিন)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
বসে থাকা লোক			
বসে থাকার অনুমতি চায় বসে থাকা লোকদের সাথে (যুদ্ধে না গিয়ে)	৯-তাওবা	৮৬	৬৪৯
বসে থাকতে বলা হয়েছে বসে থাকা লোকদের সাথে, তাদেরকে যারা...	৯-তাওবা	৪৬	৬৪৫
বস্তু (আরো দেখুন জিনিস শব্দটি)			
আকৃতি দান (প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ আকৃতি দান করেন)	২০-ত্বা-হা	৫০	৭৪৪
কম না দেয়া (মানুষকে তার প্রাপ্য বস্তু কম না দেয়ার আহ্বান)	১১-হূদ	৮৫	৬৭৩
পথ প্রদর্শন(প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে পথপ্রদর্শন করেছেন)	২০-ত্বা-হা	৫০	৭৪৪
পরিমাপ (প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর নিকট নির্দিষ্ট পরিমাপে রয়েছে)	১৩-রা'দ	৮	৬৮৯
ভারসাম্যপূর্ণ বস্তু উৎপাদন করেছেন আল্লাহ পৃথিবীতে	১৫-হিজর	১৯	৬৯৯
সৃষ্টি (প্রত্যেক বস্তু নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৫৪-কামার	৪৯	৯৩৮
সৃষ্টি (কোন বস্তু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ?)	৮০-আবাসা	১৮	১০০৬
স্রষ্টা (আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
বস্ত্র			
আবৃত (নূহের আহ্বান শুনে সম্প্রদায় নিজকে বস্ত্রাবৃত করে)	৭১-নূহ্	৭	৯৮৪
মিসকিনকে বস্ত্র দান (দশজন মিসকিনকে বস্ত্র দান, কসমের কাফ্ফারা)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
বস্ত্রাবৃত			
রাসূল স. কে বস্ত্রাবৃত বলে সম্বোধন করেছেন আল্লাহ	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১	৯৯০
বহন			
অপবাদ বহন (মুমিনের কষ্টদাতারা অপবাদ বহন করে)	৩৩-আহযাব	৫৮	৮৩৯
অস্বীকার (আকাশ আমানত বহন করতে অস্বীকার করল)	৩৩-আহযাব	৭২	৮৪০
আদম-সন্তানকে স্থলে ও সমুদ্রে বহন করেছেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	৭০	৭২০
আমানত বহন করতে সম্মত হল মানুষ (আল্লাহর আমানত)	৩৩-আহযাব	৭২	৮৪০
আরশ(কিয়ামতে আটজন ফেরেশতা 'আরশ' বহন করে রাখবে)	৬৯-হাক্কাহ্	১৭	৯৭৮
আরশ (আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা...)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
কাফির মুমিনদের অপরাধ বহন করবে না (যদিও আশ্বাস দেয়)	২৯-আনকাবূত	১২	৮১৭
কাবিল বহন করবে নিজের ও হাবিলের পাপ	৫-মায়িদা	২৯	৫৮৪
জুলুম বহনকারী হাশরে ব্যর্থ হবে	২০-ত্বা-হা	১১১	৭৪৮
তাওরাতের দায়িত্বভার বহন করেনি যারা তাদের উপমা গাধার মত	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
নৌযানে (মানুষকে নৌযানে বহন করা হয়)	৪০-মু'মিন	৮০	৮৮৫
পাপের বোঝা (কিয়ামতে কাফিরদের পাপের বোঝা বহন)	১৬-নাহ্ল	২৫	৭০৪
পাপের বোঝা বহন করার আশ্বাস (কাফির কর্তৃক মুমিনদের)	২৯-আনকাবূত	১২	৮১৭
পাপ বহন (মুমিনের কষ্টদাতারা সুস্পষ্ট পাপ বহন করে)	৩৩-আহযাব	৫৮	৮৩৯
পুস্তক বহনকারী গাধার মত (যারা তাওরাতের দায়িত্ব বহন করেনি)	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
ফেনা বহন করে নিয়ে যায় প্লাবন	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
ফেরেশতা বহন করে আনবে এক সিন্দুক (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
বাতাস বহন করে ভারী মেঘমালা	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
বোঝা (অন্যর বোঝা বহন করবে না কোন বহনকারী)	৫৩-নাজম	৩৮	৯৩৪
বোঝা (আহবান করা হলে কেউ অন্যের বোঝা বহনে রাজী হবে না)	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
বোঝা বহন করবে না কেউ (অন্যের বোঝা)	৬-আন্'আম	১৬৪	৬১২
বোঝা বহন (কাফির মিথ্যা রচনার বোঝা বহন করবে)	২৯-আনকাবূত	১৩	৮১৭
বোঝা বহনে সামর্থ্য নেই এমন বোঝা না চাপানোর প্রার্থনা	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
বোঝা বহন (নির্দোষকে অপবাদ দিলে আরোপকারী সে বোঝা বহন করবে)	৪-নিসা	১১২	৫৭১
বোঝা বহন (নিকৃষ্ট বোঝা বহন, আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা বলায়)	৬-আন্'আম	৩১	৫৯৮
বোঝা বহন কেউ করবেনা কিয়ামতে (অন্যের বোঝা)	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
বোঝা বহন কেউ করবেনা কিয়ামতে (অন্যের বোঝা)	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
বোঝা বহন (কুরআন থেকে মুখফিরালে কিয়ামতে পাপের বোঝা বহন)	২০-ত্বা-হা	১০০	৭৪৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বহন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ভার বহন (মানুষের পৌঁছতে কষ্ট হয় এমন নগরে পশু ভারবহন করে...)	১৬-নাহল	৭	৭০৩
মানুষকে বহন করা হয় চতুষ্পদ জন্তু এবং নৌযানের উপর	২৩-মু'মিনূন	২২	৭৬৭
রিযিক(অনেক জীব-জন্তু রিযিক বহন করে না, আল্লাহ রিযিক দেন)	২৯-আনকাবূত	৬০	৮২১
রুটি (দুই যুবকের অপরজন স্বপ্নে দেখল, সে মাথায় রুটি বহন করছে)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
সন্তান বহন করে মারইয়াম সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল	১৯-মারইয়াম	২৭	৭৩৫
বহনকারী			
বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না	১৭-ইসরা	১৫	৭১৫
বোঝা বহনকারীর কসম (মেঘ বহনকারী)	৫১-যারিয়াত	২	৯২৫
বহনকারীনি			
কাঠ বহনকারীনীরূপে আবু লাহাবের স্ত্রী আগুনে প্রবেশ করবে	১১১-লাহাব	৪	১০৩৫
বহন (বোঝা)			
নিকৃষ্ট (কিয়ামতে কাফির যে পাপের বোঝা বহন করবে তা নিকৃষ্ট)	১৬-নাহল	২৫	৭০৪
বহিরাগত			
মসজিদুল হারামে অবস্থানকারী ও বহিরাগত সমান	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
বহিষ্কৃত/বহিষ্কার (আরো দেখুন উচ্ছেদ শব্দটি)			
আবাস থেকে বহিষ্কৃতদের পাপ মোচন করবেন আল্লাহ...	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে না (মুত্তাকীরা)	১৫-হিজর	৪৮	৭০০
লূতকে বহিষ্কারের হুমকি সম্প্রদায়ের (লূত নিবৃত্ত না হলে)	২৬-শু'আরা	১৬৭	৭৯৬
রাসূল স. কে বহিস্কারের মনস্থ করেছিল কাফিররা	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
বহু			
দল (শয়তান বনী আদমের বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছিল)	৩৬-ইয়াসীন	৬২	৮৫৫
মানুষ (মূর্তিগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করে)	১৪-ইবরাহীম	৩৬	৬৯৬
বহুগুণ			
আল্লাহ বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন তাকে উত্তম কর্জ দিলে	৫৭-হাদীদ	১৮	৯৫০
উত্তম কর্জের প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	১১	৯৪৯
দান বহুগুণে বৃদ্ধি করেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	২-বাকারা	২৬১	৫৩১
প্রতিদান (সৎকর্মশীলদের বহুগুণ প্রতিদান তাদের কাজের জন্য)	৩৪-সাবা	৩৭	৮৪৪
সুদ (বহুগুণ সুদ খাওয়া নিষিদ্ধ)	৩-আলে ইমরান	১৩০	৫৪৮
বহুগুণ বৃদ্ধি			
কর্জে হাসানা (এর প্রতিদানকে) আল্লাহ বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন...	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭
পূণ্য কাজকে আল্লাহ বহুগুণ বৃদ্ধি করেন	৪-নিসা	৪০	৫৬২
বহুবিবাহ			
বৈধতা (দুই তিন বা চার জনকে বিয়ে করার বৈধতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
বহুসংখ্যক			
পরবর্তীদের মাঝে বহুসংখ্যক হবে (ডানের সাথী)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪০	৯৪৫
পূর্ববর্তীদের বহুসংখ্যক হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১৩	৯৪৩
পূর্ববর্তীদের মাঝে বহুসংখ্যক হবে (ডানের সাথী)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩৯	৯৪৪
বাইতুল্লাহ (দেখুন কা'বা ঘর শব্দটি)			
বাইয়াত			
আল্লাহর নিকটই বাইয়াত করে যে রাসূল স. এর নিকট বাইয়াত করে	৪৮-ফাতহ	১০	৯১৬
রাসূল স. কে বাইয়াত গ্রহণের নির্দেশ (মুমিন নারীরা বাইয়াতের জন্য আসলে)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
রাসূল স. এর নিকট বাইআত মূলত আল্লাহর নিকটই বাইয়াত	৪৮-ফাতহ	১০	৯১৬
রাসূল স. এর নিকট মুমিনদের বাইয়াত গ্রহণ (গাছের নিচে)	৪৮-ফাতহ	১৮	৯১৭
বাইবেল (দেখুন ইনজীল শব্দটি)			
বাইরে চলে যাওয়া			
মূসাকে বাইরে চলে যেতে বলল শহর থেকে (কল্যাণকামী ব্যক্তি)	২৮-কাসাস	২০	৮০৯
বাঁকা করা			
জিহবা বাঁকা করা (ইহুদীরা জিহবা বাঁকা করে বলে...)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
জিহ্বা বাঁকা করে কিতাব পাঠ করে আহলে কিতাবদের এক দল...	৩-আলে ইমরান	৭৮	৫৪৩
হৃদয় বাঁকা করে না দেয়ার প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	৮	৫৩৬
হৃদয় বাঁকা করে দিলেন আল্লাহ (মূসার সম্প্রদায়ের)	৬১-সাফফ	৪	৯৬০
বাঁকা পথ			
প্রদর্শন (পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহর কিছু বাঁকা পথও আছে!)	১৬-নাহল	৯	৭০৩
বাঁকা পথ অবলম্বন			
মূসার সম্প্রদায় যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন...	৬১-সাফফ	৪	৯৬০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বাঁচা			
জাহান্নামে বাঁচবেও না মরবেও না (দুর্ভাগা ব্যক্তি)	৮৭-আ'লা	১৩	১০১৮
জাহান্নামে মরবেও না বাঁচবেও না (অপরাধীরা)	২০-ত্বা-হা	৭৪	৭৪৫
দুনিয়ায় বাঁচা-মরাই মানুষের চূড়ান্ত সত্য; পরকাল নেই (কাফির বলে)	৪৫-জাছিয়া	২৪	৯০৭
মরা ও বাঁচা কেবল দুনিয়ার জীবনেই (কাফির প্রধানদের বক্তব্য)	২৩-মু'মিনূন	৩৭	৭৬৮
বাঁচানো			
আগুন থেকে (মুমিনের নিজ/পরিবারকে আগুন থেকে বাচানোর)	৬৬-তাহ্রীম	৬	৯৭০
বাঁচার পথ			
আগুন থেকে বাঁচারপথ পাবে না (অপরাধীরা)..	১৮-কাহ্ফ	৫৩	৭২৯
বাঁধন খুলে দেয়া			
সহজভাবে পূণ্যবানদের রূহের (ফেরেশতারা)...	৭৯-নাযি'আত	২	১০০৩
বাঁধভাঙ্গা			
বন্যা (বাঁধভাঙ্গ বন্যা প্রবাহিত করলেন আল্লাহ সাবাবাসীদের উপর	৩৪-সাবা	১৬	৮৪২
বাঁধা			
কাফিরদেরকে যুদ্ধে পরাভূত করার পর শক্ত করে বাঁধা	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
বাসা (পাহাড়/গাছেমাচায় বাসা বাঁধতে মৌমাছির প্রতি ওহী/ইঙ্গিত)	১৬-নাহল	৬৮	৭০৮
শিকলে বাঁধা অবস্থায় অপরাধীদের দেখা যাবে(কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৯	৬৯৭
'সিজদা করতে বাধা দিল কিসে'-ইবলিসকে?	৩৮-সোয়াদ	৭৫	৮৭০
বাক-বিতণ্ডা			
কিয়ামত সম্পর্কে বাক-বিতন্ডাকারীরা ভ্রষ্ট	৪২-শূরা	১৮	৮৯২
পাকড়াও করবে বিকট শব্দ (কাফিরদের বাক-বিতণ্ডাকালে)	৩৬-ইয়াসীন	৪৯	৮৫৪
মুশরিকদের (বাক-বিতন্ডার উদ্দেশ্যে ঈসার দৃষ্টান্ত পেশ)	৪৩-যুখরুফ	৫৮	৯০০
বাকশক্তি প্রদান			
আল্লাহ বাকশক্তি দিবেন কান চোখ ও ত্বককে (কিয়ামতে)	৪১-ফুস্সিলাত	২১	৮৮৭
আল্লাহ বাকশক্তি দিয়েছেন (সবকিছুকে)	৪১-ফুস্সিলাত	২১	৮৮৭
বাকী (আরো দেখুন অবশিষ্ট শব্দটি)			
আল্লাহ বাকি রাখেননি (আদ নূহ আ. ও ছামূদ সম্প্রদায়ের কাউকে)	৫৩-নাজম	৫১	৯৩৪
সুদের অংশ ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	২-বাক্বারা	২৭৮	৫৩৩
বাক্যালাপ (আরো দেখুন কালিমাচ্ছন্ন শব্দটি)			
মনোনীত করা (আল্লাহ বাক্যালাপ দ্বারা মূসাকে মনোনীত করেছেন)	৭-আ'রাফ	১৪৪	৬২৫
বাক্কা (মক্কা)			
স্থাপিত (বাক্কায় স্থাপিত মানবজাতির জন্য প্রথম ঘর)	৩-আলে ইমরান	৯৬	৫৪৫
বাগান (আরো দেখুন উদ্যান শব্দটি)			
আংগুরের বাগান রয়েছে পৃথিবীতে	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান বানিয়েছেন আল্লাহ (মৃত ভূমিতে)	৩৬-ইয়াসীন	৩৪	৮৫৩
আঙ্গুরের বাগান উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টি দ্বারা)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
আঙ্গুরের বাগান (দুই ব্যক্তি উপমা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৩২	৭২৭
আদ সম্প্রদায়কে আল্লাহ বাগানের মাধ্যমে সাহায্য করেন	২৬-শু'আরা	১৩৪	৭৯৫
আনন্দিত (বাগানে আনন্দিত হবে ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ)	৩০-রূম	১৫	৮২৩
উঁচু ভূমির বাগানে প্রবল বর্ষণে দ্বিগুন ফলনের উপমা (দান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
উৎপন্ন করেন আল্লাহ (যমীনে) ভোগ্যসামগ্রীরূপে...	৮০-আবাসা	৩০	১০০৭
উৎপন্ন (আকাশের পানির মাধ্যমে আল্লাহ বাগান উৎপন্ন করেন)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
উত্তম (বাগানের চেয়ে উত্তম কিছু কামনা (আল্লাহর নিকট বন্ধুর)	১৮-কাহ্ফ	৪০	৭২৭
খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানের উপমা	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
ছেড়ে দেয়া (ছামূদ সম্প্রদায়কে নিরাপদ অবস্থায় বাগানে ছেড়ে দেয়া...)	২৬-শু'আরা	১৪৭	৭৯৫
জান্নাতের বাগানে থাকবে (সৎকর্মশীল মুমিনগণ)	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
দুটি আঙ্গুরের বাগান (দুই ব্যক্তির উপমা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৩৩	৭২৭
দেখা (বাগান দেখল যখন বাগানওয়ালারা...)	৬৮-ক্বালাম	২৬	৯৭৬
পিছনে ফেলে রেখে গেল কত বাগান (ফিরাউনের বাহিনী)	৪৪-দুখান	২৫	৯০৩
প্রবেশ বাগানে মাশা আল্লাহ না বলে (বাগানওয়ালা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৩৯	৭২৭
প্রবেশ করল বাগানের মালিক (নিজের প্রতি জুলুম করা অবস্থায়)	১৮-কাহ্ফ	৩৫	৭২৭
বসবাসের বাগান (জান্নাতুল মাওয়া) শেষ প্রান্তের কুল বৃক্ষের নিকটে	৫৩-নাজম	১৫	৯৩২
বজ্রপাত প্রেরণ করতে পারেন আল্লাহ বাগানে (বন্ধুর কামনা)	১৮-কাহ্ফ	৪০	৭২৭
মাচাযুক্ত ও মাচাবিহীন বৃক্ষলতা সম্বলিত বাগান সৃষ্টি	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
মালিক (বাগানওয়ালাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা)	৬৮-ক্বালাম	১৭	৯৭৫
মুত্তাকীরা বাগান ও ঝর্ণার মাঝে থাকবে	৪৪-দুখান	৫২	৯০৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বাগান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
রাসূল স. এর জন্য বাগান না হওয়া পর্যন্ত কাফিররা ঈমান আনবে না	১৭-ইসরা	৯১	৭২১
রাসূল স. এর জন্য বাগান বানাতে পারেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে	২৫-ফুরকান	১০	৭৮৩
রাসূল স. এর জন্য বাগান হওয়ার দাবী (কাফিরদের)	২৫-ফুরকান	৮	৭৮২
সৃষ্টি (বাগান সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ বৃষ্টির পানির মাধ্যমে)	২৩-মু'মিনুন	১৯	৭৬৭
বাগানওয়ালা			
পরীক্ষায় ফেলা (বাগানওয়ালাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা)	৬৮-ক্বালাম	১৭	৯৭৫
বাগ্মিতা			
ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দাউদকে দিয়েছেন আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	২০	৮৬৭
বাছাই			
ইবরাহিম ইসহাক আ. ও ইয়াকুবকে বাছাই করে নিয়েছিলেন আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	৪৬	৮৬৮
বাছাইকৃত			
বাছাইকৃত বান্দা হতো কাফিররা (পূর্বের মত কিতাব থাকলে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৬৯	৮৬৫
বান্দা (বাছাইকৃত বান্দাদের ছাড়া অন্যদেরকে পিপথগামী করবে ইবলিস)	১৫-হিজর	৪০	৭০০
বান্দা (বাছাইকৃত বান্দাদের পথভ্রষ্ট করতে পারবে না ইবলিস)	৩৮-সোয়াদ	৮৩	৮৭০
বান্দা (বাছাইকৃত বান্দারা অপবাদ আরোপ করে না)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৬০	৮৬৪
বান্দা (ইউসুফ আ. আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত)	১২-ইউসুফ	২৪	৬৭৯
বান্দা (আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দারা শাস্তিযোগ্য নয়)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৪০	৮৫৮
বান্দা (আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দাদের পরিণাম স্বতন্ত্র)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৭৪	৮৬০
বান্দা (আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১২৮	৮৬৩
মূসা আ. বাছাইকৃত বান্দা ছিল	১৯-মারইয়াম	৫১	৭৩৭
বাছুর			
অলংকার দ্বারা বাছুর বানানো মূসার সম্প্রদায়ের	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
উপাস্যরূপে গ্রহণ বাছুরকে (বনী ইসরাইলদের)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
উপাস্যরূপে গ্রহণ বাছুরকে (বনী ইসরাইলদের)	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
উপাস্যরূপে গ্রহণ বাছুরকে (বনী ইসরাইলদের)	২-বাক্বারা	৫১	৫০৬
উপাস্যরূপে গ্রহণ বাছুরকে (বনী ইসরাইলদের)	৭-আ'রাফ	১৫২	৬২৬
উপাস্যরূপে বাছুরকে গ্রহণ প্রসঙ্গ (ইহুদীদের)	২-বাক্বারা	৯২	৫১০
তৈরি (সামিরী কর্তৃক বাছুরের অবয়ব/মূর্তি তৈরি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৮	৭৪৬
ভাজা বাছুর নিয়ে আসলেন ইবরাহীম আ. (মেহমানদের জন্য)	১১-হূদ	৬৯	৬৭২
হৃষ্ট-পুষ্ট বাছুর ভেজে নিয়ে আসল ইবরাহীম আ. (অতিথিদের জন্য)	৫১-যারিয়াত	২৬	৯২৬
বাছুর প্রীতি			
বনী ইসরাঈলের হৃদয়ে বাছুর প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
বাজার			
চলাফেরা (বাজারে চলাফেরা করত পূর্বে প্রেরিত রাসূলগণও)	২৫-ফুরকান	২০	৭৮৩
বাজে কথা			
শুনবে না (জান্নাতিরা বাজে কথা শুনতে পাবে না জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৫	৯৪৪
বাড়ানো			
অবাধ্যতা (আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন মানুষের অবাধ্যতা বাড়ায়)	১৭-ইসরা	৬০	৭১৯
ক্ষতি বাড়ায় কুরআন জালিমদের জন্য	১৭-ইসরা	৮২	৭২১
বিনয় বাড়িয়ে দেয় বিনয় (জ্ঞানপ্রাপ্তদের)	১৭-ইসরা	১০৯	৭২৩
রাতের এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বাড়ানো (নামাজের সময়...)	৭৩-মুযযাম্মিল	৪	৯৮৪
হাত বাড়ানো (জালিমের মৃত্যুর সময় ফেরেশতা হাত বাড়িয়ে বলবে)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
হাত বাড়ানোর মনস্থ করেছিল এক সম্প্রদায় (মুমিনদের প্রতি...)	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
বাড়াবাড়ি			
অন্যায় বাড়াবাড়ি হারাম করেছেন প্রতিপালক	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫
অভিভাবক (নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যেন বাড়াবাড়ি না করে)	১৭-ইসরা	৩৩	৭১৬
কাফিরদের বাড়াবাড়ি বশতঃ কিতাব অস্বীকার	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
কার্যকলাপ (প্রবৃত্তির অনুসরণকারীর কার্যকলাপ বাড়াবাড়ি)	১৮-কাহফ	২৮	৭২৬
কারুন বাড়বাড়ি করেছিল সম্প্রদায়ের উপর	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
কুফরিতে বাড়াবাড়ি (নাসী বা হারাম মাসকে পিছিয়ে দেয়া)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
দ্বীনি জ্ঞান আসার পরও বাড়াবাড়ি করে বনী ইসরাঈল	৪৫-জাছিয়া	১৭	৯০৬
দ্বীনের ব্যাপারে আহলে কিতাবকে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ (আহলে কিতাবদেরকে)	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করার জন্য শাস্তি	৪২-শূরা	৪২	৮৯৪
পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি করত –আল্লাহ তার বান্দাদের রিযিক বাড়ালে	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
পৃথিবীতে মানুষ বাড়াবাড়ি করে (বিপদ থেকে উদ্ধারের পর)	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফিরআউনের (বাড়াবাড়ি করে ফিরআউন বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করে)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
বদলা (মুমিন বাড়াবাড়ির বদলা/প্রতিশোধই শুধু নেয়)	৪২-শূরা	৩৯	৮৯৪
মানুষের বাড়াবাড়ি মূলত তার নিজেরই বিরুদ্ধে...	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬
মুমিনদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে করণীয়..	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
যুদ্ধ করার নির্দেশ বাড়াবাড়ি করা দলের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না..	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
সৈন্যবাহিনীর (ফিরআউনের সৈন্যবাহিনীর বাড়াবাড়ি ...)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
বাড়িয়ে দেয়া			
অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন আল্লাহ (সৎকর্মশীল মুমিনদের প্রতি)	৪২-শূরা	২৬	৮৯৩
অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন (সৎকর্মশীল মুমিনদের প্রতি আল্লাহর..)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
অনুগ্রহ বাড়িয়ে দিবেন আল্লাহ তাদেরকে যারা...	২৪-নূর	৩৮	৭৭৮
অন্যায় (জিনের কাছে মানুষ আশ্রয় চাওয়ায় তারা অন্যায় বাড়াতো)	৭২-জিন	৬	৯৮৬
নেয়ামত আল্লাহ বাড়িয়ে দেন (কৃতজ্ঞের জন্য...)	১৪-ইবরাহীম	৭	৬৯৩
পথনির্দেশনা বাড়িয়ে দেন আল্লাহ (সঠিক পথ অবলম্বনকারীদেরকে)	১৯-মারইয়াম	৭৬	৭৩৯
পথনির্দেশনা বাড়িয়ে দেন আল্লাহ (যারা সঠিক পথ অবলম্বন করে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৭	৯১৩
প্রতিদান (আল্লাহ যাদেরকে প্রতিদান বাড়িয়ে দিবেন...)	৩৫-ফাতির	৩০	৮৪৮
প্রশস্ততা বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালূতকে (জ্ঞান ও দেহের)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
প্রশস্ততা বাড়িয়ে দিয়েছেন দেহাকৃতিতে (আদ জাতি প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
প্রত্যাশা (সম্পদ বাড়িয়ে দেয়ার প্রত্যাশা করে ওয়ালিদ বিন মুগীরা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৫	৯৯০
রোগ (আল্লাহ মুনাফিকদের হৃদয়ে রোগ বাড়িয়ে দেন)	২-বাক্বারা	১০	৫০২
সৎকর্মপরায়ণদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ বৃদ্ধি(বনীইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৮	৫০৬
সৎকর্মপরায়ণদেরকে আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
হেদায়াত বাড়িয়ে দেন আল্লাহ (আসহাবে কাহফের যুবকদেরকে)	১৮-কাহফ	১৩	৭২৫
বাড়ী-ঘর (আরো দেখুন ঘরবাড়ি শব্দটি)			
ধ্বংস (কাফিররা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেরাই ধ্বংস করল)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
বাণী (আরো দেখুন কালিমাহ/কথা শব্দটি)			
আল্লাহর বাণী (আল্লাহ নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
আল্লাহর বাণী (ঈসা আ. আল্লাহর বাণী ও তার রাসূল)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
আল্লাহর বাণী গত হওয়া (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের বিষয়ে)	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
আল্লাহর বাণী বিকৃত করা (ইহুদীদের একদল কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৭৫	৫০৮
আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই(মুত্তাকীদের সুসংবাদ প্রসঙ্গে)	১০-ইউনুস	৬৪	৬৬০
আল্লাহর বাণী গত হয়েছে যে রসূলগণ সাহায্যপ্রাপ্ত হবে	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৭১	৮৬৫
আল্লাহর বাণীতে ঈমান আনলে রাসূল স. এর প্রতিও ঈমান আনার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
আল্লাহর বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন	১০-ইউনুস	৮২	৬৬২
আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী হবে ইয়াহইয়া...	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
আল্লাহর বাণী শোনার উদ্দেশ্যে মুশরিকদেরকে আশ্রয়দান...	৯-তাওবা	৬	৬৪০
আল্লাহ তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন	৮-আনফাল	৭	৬৩২
খারাপ বাণীর উপমা খারাপ গাছের মত	১৪-ইবরাহীম	২৬	৬৯৫
তওবার বাণী শেখা প্রসঙ্গ (প্রতিপালকের কাছ থেকে আদমের)	২-বাক্বারা	৩৭	৫০৫
তাওহীদের বাণীর দিকে আহলে কিতাবদেরকে আহ্বান	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
তাকওয়ার বাণীতে মুমিনদেরকে সুদৃঢ় করলেন আল্লাহ	৪৮-ফাত্‌হ	২৬	৯১৮
পবিত্র বাণীসমূহ আল্লাহর দিকে উত্তোলিত হয়	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
পরীক্ষা (কয়েকটি বাণী দ্বারা আল্লাহ ইবরাহীমকে পরীক্ষা করেন)	২-বাক্বারা	১২৪	৫১৪
পরিবর্তন করতে চায় বেদুঈনরা আল্লাহর বাণী	৪৮-ফাত্‌হ	১৫	৯১৭
পরিবর্তনকারী নেই আল্লাহর বাণীর	৬-আন্'আম	৩৪	৫৯৯
পরিবর্তনকারী নেই (প্রতিপালকের বাণীর)..	১৮-কাহফ	২৭	৭২৬
পরিবর্তন নেইআল্লাহর বাণীর (মুত্তাকীদের সুসংবাদ প্রসঙ্গে)	১০-ইউনুস	৬৪	৬৬০
পরিবর্তনকারী নেই (প্রতিপালকের বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই)	৬-আন্'আম	১১৫	৬০৭
পরিপূর্ণ (সত্য ও ন্যায় পরায়নতায় প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ)	৬-আন্'আম	১১৫	৬০৭
পূর্ণ হবেই প্রতিপালকের বাণী	১১-হূদ	১১৯	৬৭৬
প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা হয়ে গেছে (অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৫	৮৮৭
প্রতিপালকের কল্যাণময় বাণী পূর্ণ হওয়া (বনী ঈসরাইল সম্পর্কে)	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
প্রতিপালকের বাণী (পূর্বনির্ধারিত) না থাকলে মীমাংসা হয়ে যেত	১১-হূদ	১১০	৬৭৫
ফয়সালার বাণী পূর্বঘোষিত না থাকলে মীমাংসা হয়েই যেত!	৪২-শূরা	২১	৮৯৩
ভাল বাণী ভাল গাছের মত ...	১৪-ইবরাহীম	২৪	৬৯৫
লেখা শেষ হবে না আল্লাহর বাণী (সব গাছ কলম/সাত সাগর কালি হলেও)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বাণী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে (কাফিরদের প্রতি)	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে যার উপর তাকে রক্ষার কেউ নেই	৩৯-যুমার	১৯	৮৭২
শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী গত না হলে শাস্তি অপরিহার্য হত	২০-ত্বা-হা	১২৯	৭৪৯
শেষ হবে না প্রতিপালকের বাণীর সমুদ্রের কালি শিষ হয়ে যাবে	১৮-কাহ্ফ	১০৯	৭৩৩
সত্য (প্রতিপালকের বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে যে...)	৪০-মু'মিন	৬	৮৭৮
সত্য হয়েছে আল্লাহর বাণী 'পাপীরা ঈমান আনবে না'	১০-ইউনুস	৩৩	৬৫৭
সত্য হয়েছে যাদের উপর প্রতিপালকের বাণী...	১০-ইউনুস	৯৬	৬৬৩
সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছিল মারইয়াম প্রতিপালকের বাণীর	৬৬-তাহরীম	১২	৯৭১
সুসংবাদ (একটি বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহ মারইয়ামকে)	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
স্থায়ী বাণী ইবরাহীমের উত্তরসুরীদের জন্য (শিরক প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২৮	৮৯৭
বাণীবাহক			
ফেরেশতা (পাখাবিশিষ্ট ফেরেশতাকে আল্লাহ বাণীবাহক করেন)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
বাণীবাহক (রাসূল)			
ফেরেশতার মধ্য থেকে আল্লাহ রাসূল/বার্তাবাহক মনোনীত করেন	২২-হাজ্জ	৭৫	৭৬৫
মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ রাসূল/বার্তাবাহক মনোনীত করেন	২২-হাজ্জ	৭৫	৭৬৫
বাতাস (আরো দেখুন বায়ু শব্দটি)			
অনুকূল বাতাসে চলতে থাকা নৌযানে তরঙ্গাঘাত...	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
উড়িয়ে নিয়ে যায় (চূর্ণ-বিচূর্ণ শুকনো উদ্ভিদ ....)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
ঝড়ো বাতাস প্রেরণ করে আদ সম্প্রদায়কে শাস্তি দান	৫৪-কামার	১৯	৯৩৭
ঝড়ো বাতাস প্রেরণ (আদ জাতির বিরুদ্ধে)	৪১-ফুস্সিলাত	১৬	৮৮৭
ঝড়ের দিনের বাতাসে ওড়া ছাইয়ের মত (কাফিরের কাজ)	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
থামানো (আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন)	৪২-শূরা	৩৩	৮৯৪
মেঘ বহনকারী বাতাস প্রেরণ করেন আল্লাহ	১৫-হিজর	২২	৬৯৯
শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে আল্লাহ বাতাস পাঠান (খন্দক যুদ্ধে)	৩৩-আহযাব	৯	৮৩৪
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছিল বাতাসে আদ জাতির শাস্তি প্রসঙ্গ)	৪৬-আহকাফ	২৪	৯১০
সুলাইমানের জন্য বাতাসকে নিয়োজিত করা	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
সুলাইমানের অধীন করে দিয়েছেলেন আল্লাহ বাতাসকে	৩৮-সোয়াদ	৩৬	৮৬৮
সুসংবাদবাহীরূপে বাতাস প্রেরণ করেন আল্লাহ...	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
সুসংবাদস্বরূপ বাতাস প্রেরণ করেন আল্লাহ (বৃষ্টির প্রাক্কালে)	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
বাতিল (আরো দেখুন নিষ্ফল শব্দটি)			
অনুসরণ (যারা কুফরী করে তারা বাতিলের অনুসরণ করে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩	৯১২
উচ্ছেদ (বাতিলকে উচ্ছেদ করবেন আল্লাহ)	৮-আনফাল	৮	৬৩২
উপাস্য (আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয় তারা ...)	৩১-লুকমান	৩০	৮২৯
কৃতকর্ম (দুনিয়া কামনাকারীদের কৃতকর্ম আখিরাতে বাতিল হবে)	১১-হূদ	১৬	৬৬৭
গ্রাস (ইহুদিদের বাতিল পন্থায় সম্পদ গ্রাস করার পরিণাম)	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
বিতর্ক কাফিরদের বাতিল দ্বারা (সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য)	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯
ভোগ (বাতিল পন্থায় ভোগ করে মানুষের ধন-সম্পদ পন্ডিত ও...)	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
মূর্তি পূজার কাজ বাতিল হওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৩৯	৬২৫
সূচনা (বাতিল সূচনা করতে পারে না কোন কিছুই)	৩৪-সাবা	৪৯	৮৪৫
সৃষ্টি (বাতিল হিসেবে সৃষ্টি করেননি প্রতিপালক আকাশ ও পৃথিবী)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
বাতিলকারী			
সন্দেহ (বাতিলকারীরা সন্দেহ করত রাসূল স. লেখা-পড়া জানলে)	২৯-আনকাবূত	৪৮	৮২০
বাতিল (নষ্ট)			
দান নষ্ট না করার নির্দেশ (খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
বাতিল পন্থা			
সম্পদ গ্রাস (বাতিল পন্থায় সম্পদ গ্রাস করা নিষেধ)	২-বাক্বারা	১৮৮	৫২১
সম্পদ খাওয়া(বাতিল পন্থায় অপরের সম্পদ খাওয়া যাবে না)	৪-নিসা	২৯	৫৬০
বাতিলপন্থি			
কাজ (বাতিলপন্থীদের কাজের কারণে ধ্বংস প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৭৩	৬২৯
ক্ষতিগ্রস্ত (কিয়ামতে বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে)	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাতিলপন্থিরা (কিয়ামতে)	৪৫-জাছিয়া	২৭	৯০৭
রাসূল স. কে বাতিলপন্থী বলবে কাফিররা (নিদর্শন নিয়ে আসলে)	৩০-রূম	৫৮	৮২৬
বাতিল (মিথ্যা)			
কুরআনের কাছে বাতিল (মিথ্যা) আসতে পারে না	৪১-ফুস্সিলাত	৪২	৮৮৯
জাদুকরদের জাদু বাতিল/মিথ্যা হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১১৮	৬২৩
ডাকা (মুশরিকরা যাকে ডাকে তা মিথ্যা/বাতিল)	২২-হাজ্জ	৬২	৭৬৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিতর্ক (বাতিল বিতর্কে লিপ্ত ছিল পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়রা)	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
মিশ্রিত করা (সত্যকে বাতিলের সাথে মিশ্রিত না করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৪২	৫০৫
বাদ দেয়া			
আল্লা.কে বাদ দিয়ে শয়তানকে (অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ!)	১৮-কাহ্ফ	৫০	৭২৮
আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করতো তাদেরকে...	৩৭-সাফ্ফাত	২৩	৮৫৮
বাদশাহ (আরো দেখুন রাজা শব্দটি)			
তালূতকে বাদশাহ হিসাবে প্রেরণ (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
পাঠানো (বাদশা পাঠাতে বলল বনী ইসরাঈলরা তাদের নবীকে)	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
মানুষের মালিক/বাদশাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা	১১৪-নাস	২	১০৩৬
বাদানুবাদ			
আগুনের অধিবাসীদের বাদানুবাদ সত্য	৩৮-সোয়াদ	৬৪	৮৬৯
ঊর্দ্ধজগতের বাদানুবাদ সম্পর্কে রাসূল স. এর কোন জ্ঞান ছিল না	৩৮-সোয়াদ	৬৯	৮৭০
জালিরা বাদানুবাদ করবে (প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান অবস্থায়)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
প্রতিপালকের সামনে মানুষ বাদানুবাদ করবে (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৩১	৮৭৩
মারইয়ামের তত্ত্বাবধানে বাদানুবাদকালে রাসূল স. উপস্থিত ছিলেন না	৩-আলে ইমরান	৪৪	৫৪০
বাধাগ্রস্ত			
হজ্জ পালনে বাধাগ্রস্ত হলে...	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
বাধা			
অনতিক্রম্য বাঁধা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (দুই সমুদ্রের মাঝে)	২৫-ফুরকান	৫৩	৭৮৬
ইবলিসকে বাধা দিল কিসে? (আদমকে সিজদা করতে)	৭-আ'রাফ	১২	৬১৩
বিয়ে করতে বাধা না দেয়া (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে)	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণে বাধা দানকারী জালিম	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
হারুনকে কিসে বাধা দিল ? (বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৯২	৭৪৭
বাধাদানকারী			
কল্যাণকর কাজে বাধাদানকারীকে শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে)	৫০-ক্বাফ	২৫	৯২৩
কল্যাণকাজে বাধাদানকারী...	৬৮-ক্বালাম	১২	৯৭৫
যুদ্ধে বাধাদানকারী মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ জানেন	৩৩-আহযাব	১৮	৮৩৪
বাধ্য করা/বাধ্য হওয়া			
আগুনের শাস্তিতে বাধ্য করা প্রসঙ্গ (কাফিরদেরকে)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
ঈমান আনতে বাধ্য করবেন না নূহ সম্প্রদায়ের কাফিরদেরকে	১১-হূদ	২৮	৬৬৮
কাফিরদেরকে শাস্তি ভোগে বাধ্য করা হবে(জীবনোপভোগের পর)	৩১-লুকমান	২৪	৮২৯
কুফরীতে (ঈমানে প্রশান্ত হৃদয় বাধ্য হয়ে কুফরী করলে শাস্তি নেই)	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
ক্ষমা (বাধ্য হয়ে হারাম খেলে ক্ষমা করা হবে)	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
জাদুকরদের জাদু করতে ফিরআউন কর্তৃক বাধ্য করা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৭৩	৭৪৫
ব্যভিচারে বাধ্য করা নিষেধ (দাসীদেরকে)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
ব্যভিচারে বাধ্য করে যারা (দাসীদেরকে)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
ব্যভিচারে বাধ্যকৃত দাসীদের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
মুমিন হতে বাধ্য না করার নির্দেশ(কোন মানুষকে)	১০-ইউনুস	৯৯	৬৬৩
শাস্তি ভোগে বাধ্য করা হবে কাফিরদের (জীবনোপভোগের পর)	৩১-লুকমান	২৪	৮২৯
হারাম খেতে বাধ্য হলে (ক্ষুধার তাড়নায়...)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
হারাম খেতে বাধ্য হলে কোন পাপ নেই...	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
হারাম খেতে বাধ্য হওয়া প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১১৯	৬০৭
হারাম খাওয়া (আগ্রহী/সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে বরং বাধ্য হয়ে)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
বাধ্যবাধকতা			
ফেরত দানে বাধ্যবধকতা নেই (নিরক্ষরদের আমানত)	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
বানর			
ঘৃণিত বানর হওয়া (শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৫	৫০৭
ঘৃণীত বানর হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গ (নিষেধের অবাধ্য হওয়ায়)	৭-আ'রাফ	১৬৬	৬২৮
পাপাচারীদেরকে বানর ও শুকর বানিয়েছেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
বানানো			
অতীত ইতিহাস/দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্য (ফির'আ উনের ঘটনা)	৪৩-যুখরুফ	৫৬	৮৯৯
অন্তর (আল্লাহ মানবদেহে কান-চোখ-অন্তর বানিয়েছেন)	৩২-সাজদা	৯	৮৩০
আকাশকে ছাদস্বরূপ বানিয়েছেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
আকাশকে আল্লাহ সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছেন	২১-আম্বিয়া	৩২	৭৫২
আত্মসমর্পণকারী উম্মত বানানোর দোয়া (ইবরাহীমের বংশ থেকে)	২-বাক্বারা	১২৮	৫১৪
আলো (আল্লাহ কিতাবকে আলো বানিয়েছেন হিদায়াতের জন্য)	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
আলো (আল্লাহ চন্দ্রকে আলো বানিয়েছেন)	৭১-নূহ	১৬	৯৮৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বানানো (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আলো (আল্লাহ চন্দ্র-সূর্যকে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল আলো বানিয়েছেন)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
আলো-অন্ধকার আল্লাহ বানিয়েছেন	৬-আন'আম	১	৫৯৬
আল্লাহ বানাননি বাহীরা সাইবা ওয়াসীলা ও হাম...	৫-মায়িদা	১০৩	৫৯৩
আল্লাহ বানিয়েছেন মানুষের দুটি চোখ একটি জিহবা এবং দুটি ঠোঁট	৯০-বালাদ	৮	১০২৩
আশ্রয় (আল্লাহ মানুষের জন্য পাহাড়ে আশ্রয় বানিয়েছেন)	১৬-নাহল	৮১	৭০৯
আসবাবপত্রের উপকরণ বানানো (পশুর পশম/লোম/চুলকে)	১৬-নাহল	৮০	৭০৯
ইবরাহীমকে মানব জাতির নেতা বানানো	২-বাক্বারা	১২৪	৫১৪
ইমাম (মুত্তাকীদের ইমাম বানানোর জন্য প্রার্থনা)	২৫-ফুরকান	৭৪	৭৮৭
ইয়াকুব আ. ও ইসহাককে নবী বানালেন	১৯-মারইয়াম	৪৯	৭৩৭
ইলাহ (আল্লাহর সাথে ইলাহ বানালে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে)	৫০-ক্বাফ	২৬	৯২৩
ইলাহ (ইবাদত পাওয়ার যোগ্য অন্য ইলাহ আল্লাহ বানাননি..)	৪৩-যুখরুফ	৪৫	৮৯৯
ইলাহ বানিয়ে দেয়ার অনুরোধ মূসাকে (বনী ইসরাঈলের)	৭-আ'রাফ	১৩৮	৬২৪
ঈসা আ.কে দৃষ্টান্ত বানানো হয়েছিল (বনী ইসরাঈলের জন্য)	৪৩-যুখরুফ	৫৯	৯০০
উত্তম কিছু বানাতে পারেন আল্লাহ রাসূল স. এর জন্য	২৫-ফুরকান	১০	৭৮৩
উত্তরাধিকারী বানাতে চাইলেন আল্লাহ (নির্যাতিতদেরকে)	২৮-কাসাস	৫	৮০৮
উত্তরাধিকারী বানানো(পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনেররেখে যাওয়া সম্পদের)	৪-নিসা	৩৩	৫৬১
উদ্যান বানাবেন আল্লাহ নূহ আ. সম্প্রদায়ের জন্য (ক্ষমা প্রার্থনা করলে)	৭১-নূহ্	১২	৯৮৪
উপাস্য (আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য বানানো নিষেধ)	৫১-যারিয়াত	৫১	৯২৮
উপরকে নিচ বানালেন আল্লাহ (লূত সম্প্রদায়ের জনপদকে)	১১-হূদ	৮২	৬৭৩
একটি প্রাণ/আদম আ. থেকে বানানো হয়েছে তার স্ত্রীকে	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
এক উম্মত (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে এক উম্মতভুক্ত বানাতেন)	৪২-শূরা	৮	৮৯১
কর্তিত শস্যের মত বানানোর পূর্ব পর্যন্ত জালিমদের আর্তনাদ	২১-আম্বিয়া	১৫	৭৫১
কান (আল্লাহ মানবদেহে কান-চোখ-অন্তর বানিয়েছেন)	৩২-সাজ্দা	৯	৮৩০
কাবাঘরকে মানব জাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল বানানো	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
কাহিনী বানিয়ে রেখেছেন আল্লাহ অতীত উম্মতদেরকে	২৩-মু'মিনূন	৪৪	৭৬৮
কাহিনী বানিয়ে দিলেন আল্লাহ (সাবাবাসীদেরকে)	৩৪-সাবা	১৯	৮৪২
কিবলা বানানো (মূসা/তার অনুসারীদের ঘরকে)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
কুরআনকে আরবি ভাষায় বানানো হয়েছে অনুধাবনের জন্য	৪৩-যুখরুফ	৩	৮৯৬
কুরবানীর পশুকে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানানো...	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
কুরআন (আল্লাহ যদি অনারবি কুরআন বানাতেন তবে তারা বলত...)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৪	৮৮৯
খলিফা (মানুষকে সম্পদের খলিফা/মালিক বানানো)	৫৭-হাদীদ	৭	৯৪৮
খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান বানিয়েছেন আল্লাহ (মৃত ভূমিতে)	৩৬-ইয়াসীন	৩৪	৮৫৩
গবাদিপশু বানিয়েছেন আল্লাহ আরোহণ ও ভক্ষণ করার জন্য	৪০-মু'মিন	৭৯	৮৮৫
গবাদি পশুর পশম/লোম/চুলে মানুষের আসবাবপত্রের উপকরণ	১৬-নাহল	৮০	৭০৯
গোত্র (মানুষকে বিভিন্ন গোত্র বানিয়েছেন যাতে পরস্পরকে চিনতে পারে)	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
ঘর (আল্লাহ মানুষের জন্য ঘরকে বিশ্রামের স্থান বানিয়েছেন)	১৬-নাহল	৮০	৭০৯
চন্দ্র-সূর্যকে আল্লাহ গণনার জন্য বানিয়েছেন	৬-আন'আম	৯৬	৬০৫
চন্দ্রকে আল্লাহ আলো বানিয়েছেন	৭১-নূহ্	১৬	৯৮৫
চাঁদকে আল্লাহ স্নিগ্ধ আলো বানিয়েছেন	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
চুলপাকা বানানো হবে কিশোরকে (কিয়ামতে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৭	৯৮৮
চোখ (আল্লাহ মানবদেহে কান-চোখ-অন্তর বানিয়েছেন)	৩২-সাজ্দা	৯	৮৩০
ছায়া (সৃষ্টির মাধ্যমে ছায়া বানানো মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত)	১৬-নাহল	৮১	৭০৯
ছাদ (কাফিরদের জন্য রৌপ্যের ছাদ বানানো পার্থিব প্রাচুর্য ...)	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
ছাদ বানানো (আকাশকে আল্লাহ সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছেন)	২১-আম্বিয়া	৩২	৭৫২
জাতি (মানুষকে বিভিন্ন জাতি বানিয়েছেন যাতে পরস্পরকে চিনতে পারে)	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
জাহান্নামকে বানিয়েছেন আল্লাহ কাফিরদের কারাগার	১৭-ইস্রা	৮	৭১৪
জীবিত বস্তুকে আল্লাহ পানি থেকে বানিয়েছেন	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
জোড়া (মানুষের নিজেদের থেকেই আল্লাহ মানুষের জোড়া বানিয়েছেন)	১৬-নাহল	৭২	৭০৮
জোড়া জোড়া বানিয়েছেন আল্লাহ (মানুষকে)	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
জোড়া বানানো (আদম আ. থেকে তার জোড়া/হাওয়াকে বানানো প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
জোড়া বানিয়েছেন আল্লাহ (মানুষ ও জীবজন্তুর)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
ঢাল (আল্লাহকে ঢাল বানানো নিষেধ কসম প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২৪	৫২৫
তাওরাতকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশিকা বানানো হয়	৩২-সাজ্দা	২৩	৮৩২
তাবু/ঘর (আল্লাহ পশুর চামড়া দিয়ে মানুষের ঘর/তাবু বানিয়েছেন)	১৬-নাহল	৮০	৭০৯
দিনকে আল্লাহ কর্মব্যস্ত বানিয়েছেন	৭৮-নাবা	১১	১০০০
দিনকে আল্লাহ বানিয়েছেন আলোকোজ্জ্বলরূপে	১০-ইউনুস	৬৭	৬৬০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দু'টি হৃদয় বানাননি আল্লাহ (মানুষের অভ্যন্তরে)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
দৃষ্টান্ত বানানো হয়েছিল ঈসা আ.কে (বনী ইসরাঈলের জন্য)	৪৩-যুখরুফ	৫৯	৯০০
দৃষ্টান্ত বানানো (সমকালীন ও পরবর্তীদের জন্য বানর প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৬	৫০৭
দৃষ্টান্ত/অতীত ইতিহাস পরবর্তীদের জন্য (ফির'আ উনের ঘটনা)	৪৩-যুখরুফ	৫৬	৮৯৯
দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন (মানুষকে পরীক্ষার জন্য দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বানানো হয়েছে)	৭৬-দাহ্র	২	৯৯৫
ধ্বংসস্থল বানাবেন আল্লাহ (শরীক ও মুশরিকদের মাঝে)	১৮-কাহ্ফ	৫২	৭২৯
নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি (মানুষের অন্ধকারে পথ দেখার জন্য)	৬-আন'আম	৯৭	৬০৫
নবী বানিয়েছেন আল্লাহ (মারইয়াম পুত্র ঈসাকে)	১৯-মারইয়াম	৩০	৭৩৬
নবী বানিয়েছেন আল্লাহ মূসার সম্প্রদায় থেকে	৫-মায়িদা	২০	৫৮৩
নহর বানাবেন আল্লাহ নূহ আ. সম্প্রদায়ের জন্য (ক্ষমা প্রার্থনা করলে)	৭১-নূহ্	১২	৯৮৪
নামাজ কায়েমকারী বানানোর দোয়া (ইবরাহীম আ. ও বংশধরকে)	১৪-ইবরাহীম	৪০	৬৯৭
নিদর্শন বানানো (উযায়েরের ঘটনা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
নিদর্শন বানানো (নূহের নৌকা ও প্লাবণকে)	২৯-আনকাবূত	১৫	৮১৭
নিদর্শন বানাবেন আল্লাহ (মাইয়ামের পুত্র হওয়ার বিষয়টি)	১৯-মারইয়াম	২১	৭৩৫
নিদর্শন বানালেন আল্লাহ নূহের সম্প্রদায়কে (মানবজাতির জন্য)	২৫-ফুরকান	৩৭	৭৮৫
নির্বাপিত আগুনের মত বানানোর পূর্ব পর্যন্ত জালিমদের আর্তনাদ	২১-আম্বিয়া	১৫	৭৫১
নির্দেশক বানিয়েছেন আল্লাহ সূর্যকে	২৫-ফুরকান	৪৫	৭৮৫
নেতা বানাতে চাইলেন আল্লাহ (নির্যাতিতদেরকে)	২৮-কাসাস	৫	৮০৮
নেতা বানানো(আল্লাহ ইসহাক আ. ও ইয়াকুবকে নেতা বানান)	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
নেতা বানিয়েছিলেন আল্লাহ ফির'আউন সম্প্রদায়কে যারা...	২৮-কাসাস	৪১	৮১১
নেতা (বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে আল্লাহ নেতা বানিয়েছিলেন)	৩২-সাজদা	২৪	৮৩২
পথ (মানুষের গন্তব্যের পথ পাওয়ার জন্য সমতল পথ বানানো)	২১-আম্বিয়া	৩১	৭৫২
পথ নির্দেশক (মূসাকে দেয়া কিতাবকে পথ নির্দেশক বানানো...)	১৭-ইস্রা	২	৭১৪
পথনির্দেশিকা বানানো হয় বনী ইসরাঈলের জন্য (মূসার কিতাবকে)	৩২-সাজ্দা	২৩	৮৩২
পরীক্ষার পাত্র (জালিমদের পরীক্ষার পাত্র না বানানোর জন্য দোয়া)	১০-ইউনুস	৮৫	৬৬২
পরীক্ষা বানিয়েছেন আল্লাহ (পরস্পরকে পরস্পরের জন্য)	২৫-ফুরকান	২০	৭৮৩
পর্বতমালা বানিয়েছেন আল্লাহ পৃথিবীতে (সুদৃঢ় ও সুউচ্চ)	৭৭-মুরসালাত	২৭	৯৯৮
পর্বতমালা বানিয়েছেন আল্লাহ...	৪১-ফুস্সিলাত	১০	৮৮৬
পর্বত বানানো (পৃথিবীতে পর্বত বানানো হয়েছে যাতে আন্দোলিত না হয়)	২১-আম্বিয়া	৩১	৭৫২
পর্বত (পৃথিবীতে পর্বত বানিয়েছেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
পানি থেকে সকল জীবিত বস্তুকে আল্লাহ বানিয়েছেন	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
পালক পুত্রকে আল্লাহ আসল পুত্র বানাননি	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
পাতা বানানো/লিপিবদ্ধ করা প্রসঙ্গ (মূসার কিতাবকে)	৬-আন'আম	৯১	৬০৪
পানির প্রবাহ বানিয়ে দিয়েছেন প্রতিপালক (মারইয়ামের নিচে)	১৯-মারইয়াম	২৪	৭৩৫
পুত্র (মানুষের জোড়া থেকে আল্লাহ পুত্র-পৌত্রাদি বানিয়েছেন)	১৬-নাহল	৭২	৭০৮
পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ বানিয়েছেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
পৃথিবীকে আল্লাহ ধারণকারিণী বানান..	৭৭-মুরসালাত	২৫	৯৯৮
পৃথিবীকে আল্লাহ সৃষ্ট জীবের জন্য বানিয়েছেন	৫৫-রাহ্মান	১০	৯৩৯
পৃথিবীকে আল্লাহ মানুষের জন্য বিছানা বানিয়েছেন	৭১-নূহ্	১৯	৯৮৫
পৃথিবীকে আল্লাহ মানুষের জন্য বিছানা বানিয়েছেন	২০-ত্বা-হা	৫৩	৭৪৪
পোশাক (আল্লাহ যুদ্ধ/তাপ থেকে রক্ষাকারী পোষাক বানিয়েছেন)	১৬-নাহল	৮১	৭০৯
পৌত্র (মানুষের জোড়া থেকে আল্লাহ পুত্র-পৌত্রাদি বানিয়েছেন)	১৬-নাহল	৭২	৭০৮
প্রমাণ (আল্লাহর জন্য স্পষ্ট প্রমাণ বানানো কাফিরকে বন্ধুগ্রহণ প্র.)	৪-নিসা	১৪৪	৫৭৫
প্রদীপ বানিয়েছেন আল্লাহ (সূর্যকে)	৭১-নূহ্	১৬	৯৮৫
প্রদীপ বানিয়েছেন আল্লাহ আকাশে	২৫-ফুরকান	৬১	৭৮৬
প্রাসাদ (হামানকে প্রাসাদ নানানোর নির্দেশ)	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
প্রাসাদ বানাতে পারেন আল্লাহ (রাসূলের জন্য)	২৫-ফুরকান	১০	৭৮৩
প্রতিনিধি বানানো (আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন)	৬-আন'আম	১৬৫	৬১২
প্রতিনিধি বানানো ফেরেশতাকে (পৃথিবীতেআল্লাহ চাইলে...)	৪৩-যুখরুফ	৬০	৯০০
প্রতিনিধি বানানোর ঘোষণা (পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
প্রতিনিধি বানানোর যৌক্তিকতা (পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
প্রতিনিধি বানিয়েছেন আল্লাহ দাউদকে (পৃথিবীতে)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
প্রদীপ (উজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য) বানিয়েছেন আল্লাহ)	৭৮-নাবা	১৩	১০০০
ফল সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ জোড়ায় জোড়ায়	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
ফিতনা (মুমিনদেরকে কাফিরদের জন্য ফিতনা না বানানোর প্রার্থনা)	৬০-মুমতাহিনা	৫	৯৫৮
বংশধর (তুচ্ছ পানি হতে মানুষের বংশধর বানানো)	৩২-সাজদা	৮	৮৩০
বরুজ বানিয়েছেন আল্লাহ আকাশে	২৫-ফুরকান	৬১	৭৮৬
বরকতময় বানিয়েছেন আল্লাহ মারইয়ামপুত্র ঈসাকে	১৯-মারইয়াম	৩১	৭৩৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বানানো (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানানো আশ্চর্য ব্যাপার	৩৮-সোয়াদ	৫	৮৬৬
বানর ও শুকর বানিয়েছেন আল্লাহ পাপাচারীদেরকে	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
বাছুর বানানো (মূসার সম্প্রদায়ের অলংকার দ্বারা বাছুর বানানো প্র.)	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
বিছানা (আল্লাহ মানুষের জন্য পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন)	৭১-নূহ	১৯	৯৮৫
বিছানা বানিয়েছেন আল্লাহ যমীনকে	৭৮-নাবা	৬	১০০০
বিছানা (আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন)	৪৩-যুখরুফ	১০	৮৯৬
বিশ্রাম বানিয়েছেন আল্লাহ ঘুমকে ...	৭৮-নাবা	৯	১০০০
বিশ্রামের স্থান (আল্লাহ মানুষের জন্য ঘরকে বিশ্রামের স্থান বানিয়েছেন)	১৬-নাহল	৮০	৭০৯
বুরুজ (নক্ষত্র) বানিয়েছেন আল্লাহ আকাশে	১৫-হিজর	১৬	৬৯৮
ভোগ্যসামগ্রী (পশুর পশম/লোম/চুলে মানুষের ভোগ্যসামগ্রী বানানো)	১৬-নাহল	৮০	৭০৯
মসজিদ বানানোর প্রস্তাব জয়ী (আসহাবে কাহফের স্থানে)	১৮-কাহফ	২১	৭২৬
মসজিদ বানিয়েছে যারা ক্ষতিসাধনের জন্য	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
মানুষরূপেই বানানো হত (ফেরেশতাকে রাসূল স. বানালে)	৬-আন'আম	৯	৫৯৬
মানুষকে পরীক্ষার জন্য দৃষ্টি/শ্রবণশক্তিসম্পন্ন বানানো হয়েছে	৭৬-দাহর	২	৯৯৫
মূসাকে রাসূল বানাবেন আল্লাহ...	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
যাক্কুম বৃক্ষ বানিয়েছেন আল্লাহ জালিমদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ	৩৭-সাফফাত	৬৩	৮৬০
যুগল (বীর্য থেকে আল্লাহ যুগল নর ও নারী বানান)	৭৫-কিয়ামাহ	৩৯	৯৯৪
রাত ও দিন বানিয়েছেন আল্লাহ (পরস্পরের অনুগামী)	২৫-ফুরকান	৬২	৭৮৬
রাতকে আল্লাহ বানিয়েছেন (বিশ্রামের জন্য)	১০-ইউনুস	৬৭	৬৬০
রাতকে আল্লাহ আবরণ স্বরূপ বানিয়েছেন	৭৮-নাবা	১০	১০০০
রাত বানিয়েছেন আল্লাহ বিশ্রামের জন্য	৪০-মু'মিন	৬১	৮৮৩
রাসূল ফেরেশতাকে বানালে মানুষরূপেই বানানো হত	৬-আন'আম	৯	৫৯৬
শত্রু বানানো (মানুষ/জ্বীন শয়তানকে নবীর শত্রু বানানো)	৬-আন'আম	১১২	৬০৭
শত্রু (প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানানো...)	২৫-ফুরকান	৩১	৭৮৪
শস্যক্ষেত্র (বাগানের মধ্যবর্তীস্থানে....)	১৮-কাহফ	৩২	৭২৭
শ্রবণশক্তিসম্পন্ন (মানুষকে পরীক্ষার জন্য শ্রবণশক্তিসম্পন্ন বানানো হয়েছে)	৭৬-দাহর	২	৯৯৫
শ্রবণশক্তি (আল্লাহ মানুষের শ্রবণশক্তি বানিয়েছেন)	৬৭-মুলক	২৩	৯৭৩
সংরক্ষক (আল্লাহ রাসূল স. কে মুশরিকদের সংরক্ষক বানাননি)	৬-আন'আম	১০৭	৬০৬
সঠিক (আসহাবে কাহফের জন্য কাজকে সঠিক বানানোর দোয়া)	১৮-কাহফ	১০	৭২৪
সৎকর্মশীল(ইসহাক আ. ও ইয়াকুব আ. উভয়কেই আল্লাহ সৎকর্মশীল বানান)	২১-আম্বিয়া	৭২	৭৫৪
সন্তোষভাজন (উত্তরাধিকারীকে সন্তোষভাজন বানানোর প্রার্থনা)	১৯-মারইয়াম	৬	৭৩৪
সমকক্ষ (আল্লাহ সমকক্ষ বানানোর নির্দেশ দিত অহংকারীরা...)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
সম্পদকে জীবন ধারনের উপকরণ বানিয়েছেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	৪-নিসা	৫	৫৫৬
সাক্ষী (আল্লাহকে সাক্ষী বানানো শপথ ভঙ্গ না করা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহল	৯১	৭১০
সাহায্যকারী বানিয়েছেন আল্লাহ হারুনকে মূসার জন্য	২৫-ফুরকান	৩৫	৭৮৫
সিঁড়ি (কাফিরদের জন্য রৌপ্যের সিঁড়ি বানানো পার্থিব প্রাচুর্য ..)	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
সূর্যকে আল্লাহ প্রদীপ বানিয়েছেন	৭১-নূহ	১৬	৯৮৫
সূর্যকে আল্লাহ উজ্জ্বল আলো বানিয়েছেন	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
সৌন্দর্যস্বরূপ বানিয়েছেন পৃথিবীর সবকিছু মানুষকে পরীক্ষার জন্য	১৮-কাহফ	৭	৭২৪
স্ত্রীকে আল্লাহ মাতা বানাননি (যিহার প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
স্থির (ছায়াকে স্থির বানাতে পারতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	২৫-ফুরকান	৪৫	৭৮৫
স্মারক বানানো(নূহের প্লাবনের ঘটনাকে আল্লাহ স্মারক বানিয়েছেন)	৬৯-হাক্কাহ	১২	৯৭৮
স্বেচ্ছাচারী বানাননি আল্লাহ ঈসাকে	১৯-মারইয়াম	৩২	৭৩৬
বানানো (নির্ধারণ করা)		.	
অংশ (আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ/সন্তান সাব্যস্ত করা)	৪৩-যুখরুফ	১৫	৮৯৭
বানিয়ে বলা			
আল্লাহর কথা রাসূল স. বানিয়ে বললে আল্লাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন!	৬৯-হাক্কাহ	৪৪	৯৮০
রাসূল স. এর 'বানানো কথা'আখ্যা দেয়া (কুরআনকে!)	৫২-তূর	৩৩	৯৩০
বান্দা			
অংশ (আল্লাহর বান্দার একটি অংশকে শয়তান তার অনুসারী করবে)	৪-নিসা	১১৮	৫৭২
অধিপতি (আল্লাহ বান্দার উপর একচ্ছত্র অধিপতি)	৬-আন'আম	১৮	৫৯৭
অধিপতি (আল্লাহ তার বান্দাদের উপর একচ্ছত্র অধিপতি)	৬-আন'আম	৬১	৬০১
অনুগ্রহ (আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দেন)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
অনুগ্রহ (আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ করেন)	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অপরাধ (বান্দার অপরাধ সম্পর্কে খবর রাখতে প্রতিপালক যথেষ্ট)	১৭-ইসরা	১৭	৭১৫
অপরাধ (বান্দার অপরাধের খবর রাখতে আল্লাহ যথেষ্ট)	২৫-ফুরকান	৫৮	৭৮৬
অবিচার (বান্দার উপর অবিচার করেন না আল্লাহ)	৫০-ক্বাফ	২৯	৯২৩
অভিভাবক ! কাফিরদের ধারণা (আল্লাহর পরিবর্তে)	১৮-কাহফ	১০২	৭৩৩
আইউব আ. কত উত্তম বান্দা ছিলেন	৩৮-সোয়াদ	৪৪	৮৬৮
আফসোস বান্দাদের জন্য্য!(যারা রাসূলদেরকে ঠাট্টা করত)	৩৬-ইয়াসীন	৩০	৮৫৩
আয়াত অবতীর্ণ করেন আল্লাহ তার বান্দা রাসূল স. এর উপর	৫৭-হাদীদ	৯	৯৪৮
আল্লাহরই বান্দা মানুষ (তিনি শাস্তি দিলেও)	৫-মায়িদা	১১৮	৫৯৫
আল্লাহ বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিবান	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন	৮-আনফাল	৫১	৬৩৭
আল্লাহ বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিবান	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল	২-বাক্বারা	২০৭	৫২৩
আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন (অহংকারীরা বলবে)	৪০-মু'মিন	৪৮	৮৮২
আল্লাহ বান্দাদের ব্যাপারে অত্যন্ত স্নেহশীল	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান	১৭-ইসরা	৯৬	৭২২
আল্লাহ বান্দার প্রতি জুলুম করতে চান না	৪০-মু'মিন	৩১	৮৮০
আল্লাহ তার বান্দা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখেন	৪০-মু'মিন	৪৪	৮৮১
আল্লাহ তার বান্দার উপর যা নাযিল করেছেন বদরযুদ্ধের দিন...	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
আল্লাহ তার বান্দার প্রতি অতি দয়ালু	৪২-শূরা	১৯	৮৯২
আল্লাহর সম্মানিত বান্দা (আল্লাহর সন্তান গ্রহণ! প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৬	৭৫১
আল্লাহর (কোলের শিশু ঈসা আ. নিজেকে আল্লাহর বান্দা ঘোষণা করল)	১৯-মারইয়াম	৩০	৭৩৬
আল্লাহর অপরাধী বান্দারা যেন তার দয়া থেকে নিরাশ না হয়	৩৯-যুমার	৫৩	৮৭৫
আল্লাহর নেক বান্দারা জান্নাতের ঝর্ণা থেকে পান করবে	৭৬-দাহর	৬	৯৯৫
আল্লাহর বান্দা আইউব আ.	৩৮-সোয়াদ	৪১	৮৬৮
আল্লাহর বান্দা ছিলেন ঈসা আ. (অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা)	৪৩-যুখরুফ	৫৯	৯০০
আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দারা যমীনের উত্তরাধিকারী (জান্নাত প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৫	৭৫৭
আল্লাহ বান্দাদের জন্য সৌন্দর্য-সামগ্রী বের করেছেন	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
আল্লাহ বান্দাদের প্রতি (জুলুমকারী নন)	৩-আলে ইমরান	১৮২	৫৫৩
আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না	৩৭-সাফফাত	১২৮	৮৬৩
আল্লাহর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ (প্রশান্ত আত্মাকে)	৮৯-ফাজ্‌র	২৯	১০২২
আল্লাহর বান্দাদের উপরে শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই	১৭-ইসরা	৬৫	৭১৯
আল্লাহর বান্দাদের এক দল বলত- হে প্রতিপালক...	২৩-মু'মিনূন	১০৯	৭৭২
আল্লাহর বান্দা নূহকে মিথ্যাবাদী বলল তার সম্প্রদায়	৫৪-কামার	৯	৯৩৬
আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান...	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করা হয়	৭-আ'রাফ	১২৮	৬২৩
আল্লাহর বান্দাদেরকে উত্তম কথা বলার নির্দেশ	১৭-ইসরা	৫৩	৭১৮
আল্লাহর বান্দাদের দিয়ে দেয়া (মূসা আ. এর নিকট বনী ইসরাঈলদেরকে)	৪৪-দুখান	১৮	৯০২
আল্লাহর বান্দাদের নিয়ে রাতে বের হওয়ার নির্দেশ (মূসা আ. কে)	৪৪-দুখান	২৩	৯০৩
আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
আল্লাহর সুন্নত বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে	৪০-মু'মিন	৮৫	৮৮৫
আল্লাহর মুমিন বান্দাদের জন্য পৃথিবী প্রশস্ত (ইবাদত প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৫৬	৮২১
আল্লাহর বান্দা/মুহাম্মদ স. আল্লাহকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া	৭২-জিন	১৯	৯৮৭
আল্লাহর বান্দা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত ও সর্বদ্রষ্টা	৩৫-ফাতির	৩১	৮৪৮
আল্লাহর বান্দা হওয়াকে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা লজ্জাজনক মনে করেনা	৪-নিসা	১৭২	৫৭৯
আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যাদের প্রতি ইচ্ছা বৃষ্টি আপতিত করেন	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
আল্লাহ তাঁর বান্দা মুহাম্মদ স. এর উপর ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন	২৫-ফুরকান	১	৭৮২
আল্লাহর প্রচণ্ড শক্তিধর বান্দাদেরকে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরণ...	১৭-ইসরা	৫	৭১৪
ঈসা আ. আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন	৪৩-যুখরুফ	৫৯	৯০০
উত্তম (সুলাইমান আ. কতই না উত্তম বান্দা)	৩৮-সোয়াদ	৩০	৮৬৮
ওহী (আল্লাহ তার যে বান্দার প্রতি ইচ্ছা ওহী অবতীর্ণ করেন)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
ওহী অবতরণ করেন আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা	৪০-মু'মিন	১৫	৮৭৯
ওহী (আল্লাহ যে বান্দাকে ইচ্ছা ওহী সহ ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন)	১৬-নাহল	২	৭০৩
ওহী করলেন আল্লাহ বান্দার (রাসূল স. এর প্রতি)	৫৩-নাজম	১০	৯৩২
কম সংখ্যক বান্দাই কৃতজ্ঞ হয়	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (বান্দা মুহাম্মদ স. এর প্রতি)	১৮-কাহফ	১	৭২৪
কুফরী (বান্দার কুফরী আল্লাহ পছন্দ করেন না)	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
কৃতকর্ম (বান্দার কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান)	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বান্দা(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন নূহ আ.	১৭-ইসরা	৩	৭১৪
খিজির আ. (আল্লাহর এক বান্দা ছিলেন)..	১৮-কাহ্ফ	৬৫	৭৩০
জানানো (বান্দাকে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া সম্পর্কে)	১৫-হিজর	৪৯	৭০০
জিজ্ঞাসা (বান্দা জিজ্ঞাসা করে রাসূল স. কে আল্লাহ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	১৮৬	৫২০
জুলুম করেন না (প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৬	৮৮৯
জুলুম (আল্লাহ বান্দার প্রতি জুলুমকারী নন)	২২-হাজ্জ	১০	৭৫৯
জ্ঞানী বান্দারাই আল্লাহকে ভয় করে	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
তওবা (বান্দাদের তওবা কবুল করেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	১০৪	৬৫১
তাকওয়াবান বান্দাদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী করবেন আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৬৩	৭৩৮
তাগুত পরিহারকারী বান্দাদেরকে সুসংবাদ দানের নির্দেশ	৩৯-যুমার	১৭	৮৭২
তাওবা (আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেন)	৪২-শূরা	২৫	৮৯৩
দয়াময় বান্দাদেরকে স্থায়ী জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন	১৯-মারইয়াম	৬১	৭৩৮
দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাগণ (কন্যা নয়)	৪৩-যুখরুফ	১৯	৮৯৭
দয়াময়ের বান্দা হিসাবে উপস্থিত হবে না এমন কেউ নেই	১৯-মারইয়াম	৯৩	৭৪০
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না কিয়ামতে (মুত্তাকী বান্দারা)	৪৩-যুখরুফ	৬৮	৯০০
নামাজ (বান্দা/নবীর নামাজে নিষেধকারী/আবু জাহল প্রসঙ্গ)	৯৬-আলাক	১০	১০২৮
নূহ ও লূত আ. আল্লাহর দুই সৎকর্মশীল বান্দা (স্ত্রীদের শাস্তি প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	১০	৯৭১
পথভ্রষ্ট করা (কাফিরদের ছেড়ে দিলে বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে)	৭১-নূহ্	২৭	৯৮৫
পাপ (আল্লাহ তার বান্দাদের পাপ মার্জনা করেন)	৪২-শূরা	২৫	৮৯৩
পান করা (আল্লাহর নেক বান্দারা জান্নাতের ঝর্ণা থেকে পান করবে)	৭৬-দাহ্র	৬	৯৯৫
প্রত্যাবর্তনশীল বান্দার জন্য নিদর্শন (আকাশের খণ্ড ফেলার মধ্যে)	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
প্রত্যাবর্তনকারী বান্দার জন্য উপদেশস্বরূপ ভূমির বিস্তার ও...	৫০-ক্বাফ	৮	৯২২
প্রেরিত বান্দাগণ সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (এ বাক্য পূর্বনির্ধারিত)	৩৭-সাফ্ফাত	১৭১	৮৬৫
প্রতিপালক বান্দাদের যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করেন	৩৪-সাবা	৩৯	৮৪৪
প্রতিপালক বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান	১৭-ইসরা	৩০	৭১৬
ফয়সালা (বান্দাদের মতপার্থক্যের ফয়সালা আল্লাহ করবেন)	৩৯-যুমার	৪৬	৮৭৫
ফেরেশতাগণ দয়াময় আল্লাহর বান্দা কন্যা নয়	৪৩-যুখরুফ	১৯	৮৯৭
বাছাইকৃত বান্দা হতো কাফিররা (পূর্বের মত কিতাব থাকলে)	৩৭-সাফ্ফাত	১৬৯	৮৬৫
বাছাইকৃত বান্দারা (আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে না)	৩৭-সাফ্ফাত	১৬০	৮৬৪
বাছাইকৃত বান্দাদেরকে ইবলিস পথভ্রষ্ট করতে পারে না	৩৮-সোয়াদ	৮৩	৮৭০
বাছাইকৃত (আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দারা শাস্তিযোগ্য নয়)	৩৭-সাফ্ফাত	৪০	৮৫৮
বাছাইকৃত (আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দাদের পরিণাম স্বতন্ত্র)	৩৭-সাফ্ফাত	৭৪	৮৬০
বাছাইকৃত (ইউসুফ আ. আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত)	১২-ইউসুফ	২৪	৬৭৯
বাছাইকৃত বান্দাদের ছাড়া অন্যদেরকে বিপথগামী করবে ইবলিস	১৫-হিজর	৪০	৭০০
বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা নেই শয়তানের (আল্লাহর বান্দাদের উপর)	১৫-হিজর	৪২	৭০০
বের হওয়া (আল্লাহর বান্দাদেরসহ মূসা আ. এর রাতে মিসর থেকে বের হওয়া)	২০-ত্বা-হা	৭৭	৭৪৫
ভয় করার নির্দেশ বান্দার প্রতি (আল্লাহকে)	৩৯-যুমার	১৬	৮৭২
ভয় প্রদর্শন করেন আল্লাহ বান্দাদেরকে (আগুনের মাধ্যমে)	৩৯-যুমার	১৬	৮৭২
ভ্রমণ (আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন মেরাজ প্রসঙ্গ)	১৭-ইসরা	১	৭১৪
মনোনীত বান্দা (আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম)	২৭-নামল	৫৯	৮০৪
মনোনীত বান্দাদেরকে আল্লাহ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন	৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
মানুষকে নিজের বান্দা হতে বলতে পারে না (নবুওয়্যত প্রাপ্ত মানুষ)	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
মুত্তাকী বান্দারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না (কিয়ামতে)	৪৩-যুখরুফ	৬৮	৯০০
মুমিন বান্দা (ইবরাহীম আ. ছিলেন একজন মুমিন বান্দা)	৩৭-সাফ্ফাত	১১১	৮৬২
মুমিন বান্দা ছিলেন (ইলিয়াস আ.)	৩৭-সাফ্ফাত	১৩২	৮৬৩
মুমিন বান্দা ছিলেন (মূসা ও হারুন আ.)	৩৭-সাফ্ফাত	১২২	৮৬৩
মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন নূহ আ.	৩৭-সাফ্ফাত	৮১	৮৬০
মুমিন বান্দাদের উপর দাউদ/সুলাইমান আ. কে মর্যাদা দেয়ায় আল্লাহর প্রশংসা	২৭-নামল	১৫	৮০১
মুমিন বান্দাদের নামাজ কায়েম ও দানের নির্দেশ	১৪-ইবরাহীম	৩১	৬৯৬
মু'মিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ	২৯-আনকাবূত	৫৬	৮২১
মুমিন বান্দার প্রতি নির্দেশ (আল্লাহকে ভয় করতে)	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
যথেষ্ট (বান্দার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট)	৩৯-যুমার	৩৬	৮৭৪
যাকারিয়া আ. (আল্লাহর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি আল্লাহর দয়া)	১৯-মারইয়াম	২	৭৩৪
রহমানের বান্দারা পৃথিবীতে বিনয়ী হয়ে চলে	২৫-ফুরকান	৬৩	৭৮৬
রাতে বের হওয়া (বান্দাদের নিয়ে মূসা আ. কে রাতে বের হতে নির্দেশ)	২৬-শু'আরা	৫২	৭৯০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রিযিক(আল্লাহ বান্দার রিযিক প্রসারণকারী ও পরিমাপকারী)	২৯-আনকাবূত	৬২	৮২১
রিযিক (আল্লাহ বান্দার রিযিক প্রসারিত করলে মানুষ বাড়াবাড়ি করত)	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
রিযিক দান (আল্লাহ তার বান্দার মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন)	৪২-শূরা	১৯	৮৯২
রিযিক (বান্দাদের রিযিক প্রশস্ত করে দেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা)	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
রিযিক (বান্দার রিযিকস্বরূপ সুউচ্চ খেজুর গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর)	৫০-ক্বাফ	১১	৯২২
লূত ও নূহ আ. আল্লাহর দুই সৎকর্মশীল বান্দা (স্ত্রীদের শাস্তি প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	১০	৯৭১
শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী বান্দা (ইবরাহীম ইসহাক ও ইয়াকুব আ.)	৩৮-সোয়াদ	৪৫	৮৬৮
শক্তিশালী (আল্লাহর শক্তিশালী বান্দা ছিলেন দাউদ আ.)	৩৮-সোয়াদ	১৭	৮৬৭
শরীকরাও মুশরিকদের মত বান্দা	৭-আ'রাফ	১৯৪	৬৩১
শিরক (আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর অংশ সাব্যস্ত করা)	৪৩-যুখরুফ	১৫	৮৯৭
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ যে বান্দাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৬-আন্'আম	৮৮	৬০৪
সৎকর্মশীল বান্দারা যমীনের উত্তরাধিকারী হবে (জান্নাত প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৫	৭৫৭
সৎকর্মশীল বান্দা লূত ও নূহ আ. (স্ত্রীদের শাস্তি প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	১০	৯৭১
সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করার দোয়া (সুলাইমান আ. এর)	২৭-নামল	১৯	৮০১
সম্মানিত বান্দা আল্লাহর (আল্লাহর সন্তান গ্রহণ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৬	৭৫১
সাক্ষাৎ (আল্লাহর বান্দা খিজির আ. এর সাক্ষাত পেলেন মূসা আ.)	১৮-কাহ্ফ	৬৫	৭৩০
সুসংবাদ (সৎকর্মশীল মুমিন বান্দাদের জন্য কল্যাণ বৃদ্ধির সুসংবাদ)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
বান্দা (মুহাম্মদ)			
অবতীর্ণ (বান্দার উপর অবতীর্ণ কুরআনে সন্দেহকারীকে অনুরূপ সূরা আনার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৩	৫০৩
বাপ-দাদা			
অনুসরণ (বাপ-দাদার পথের অনুসরণ মুশরিকদের শিরক প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২১	৮২৮
ইবরাহীম আ. আরে বাপ-দাদাদের মূর্তির উপাসনা প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	৭৬	৭৯২
উপাসক (ইবরাহীম আর. এর সম্প্রদায়ের বাপ-দাদাকে মূর্তির উপাসক হিসাবে)	২১-আম্বিয়া	৫৩	৭৫৩
কাফিররা বাপ-দাদাদেরকে যার উপর পেয়েছে তাই যথেষ্ট...	৫-মায়িদা	১০৪	৫৯৩
পথভ্রষ্ট (জালিমরা বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছিল পথভ্রষ্ট)	৩৭-সাফ্ফাত	৬৯	৮৬০
পথভ্রষ্টতা (ইবরাহীম আ. এর সম্প্রদায়ের বাপ-দাদা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায়...)	২১-আম্বিয়া	৫৪	৭৫৩
অশ্লীল কাজের উপর বাপ-দাদাকে পাওয়া (কাফেরদের উক্তি...)	৭-আ'রাফ	২৮	৬১৫
পাওয়া (বাপ-দাদাদেরকে মূর্তির উপাসক হিসাবে পাওয়া ইবরাহীম...)	২৬-শু'আরা	৭৪	৭৯২
ফিরআউন বাপ-দাদাকে যার উপর পেয়েছে মূসা আ. কি তা থেকে...	১০-ইউনুস	৭৮	৬৬১
মুশরিকরা বাপ-দাদাদেরকে যার উপর পেয়েছে তার অনুসরণ...	২-বাক্বারা	১৭০	৫১৯
বাম/বাম দিক/বাম হাত			
অস্বীকারকারীরা (আয়াত অস্বীকারকারীরা বাম দিকের লোক)	৯০-বালাদ	১৯	১০২৩
আমলনামা যার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে...	৬৯-হাক্কাহ্	২৫	৯৭৯
উদ্যান (বাম দিকে দুটি উদ্যান সাবার অধিবাসীদের)	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
গুহার বামপাশ কেটে চলে যায় সূর্য যখন অস্ত যায় ...	১৮-কাহ্ফ	১৭	৭২৫
ঢলে পড়া (সৃষ্টির ছায়া ডানে/বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়)	১৬-নাহ্ল	৪৮	৭০৬
পরিবর্তন (আসহাবে কাহাফকে বাম দিকে পাশ পরিবর্তন)..	১৮-কাহ্ফ	১৮	৭২৫
মানুষের বাম দিক থেকে আসবে ইবলিস	৭-আ'রাফ	১৭	৬১৪
মানুষের ডানে ও বামে উপবিষ্ট আছে দু'জন সংগ্রহকারী (ফেরেশতা)	৫০-ক্বাফ	১৭	৯২৩
রাসূল স. এর ডান ও বাম দিক থেকে দলে দলে আসে কাফিররা...	৭০-মা'আরিজ	৩৭	৯৮২
লোক (আয়াত অস্বীকারকারীরা বাম দিকের লোক)	৯০-বালাদ	১৯	১০২৩
সাথী (বামের সাথী)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪১	৯৪৫
সাথী (বামের সাথী)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯	৯৪৩
বায়তুল মা'মূর			
কসম (বায়তুল মা'মূরের কসম)	৫২-তূর	৪	৯২৯
বায়াল (দেবতা)			
ডাকা ('বা'আল' দেবতাকে ডাকে, ইলিয়াসের সম্প্রদায়)	৩৭-সাফ্ফাত	১২৫	৮৬৩
বায়ু (আরো দেখুন বাতাস শব্দটি)			
অকল্যাণকর বায়ু প্রেরণ (আদ সম্প্রদায়ের উপর)	৫১-যারিয়াত	৪১	৯২৭
উড়িয়ে নেয়া (বায়ু মুশরিককে দূরবর্তী স্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায়)	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
উদ্দাম বায়ু সুলাইমানের আদেশে প্রবাহিত হত	২১-আম্বিয়া	৮১	৭৫৫
পরিবর্তন (বায়ুর পরিবর্তনে অনুধাবনকারীদের জন্য নিদর্শন আছে)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
পরিচালনা (বায়ুর পরিচালনায় নিদর্শন রয়েছে)	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বায়ু (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রেরণ (গর্জনকারী বায়ু প্রেরণের ব্যাপারে মুশরিকরা কি নিরাপদ?)	১৭-ইসরা	৬৯	৭২০
প্রেরণ (বায়ু প্রেরণ করেন আল্লাহ)	৩০-রূম	৫১	৮২৬
প্রেরণ (বায়ু প্রেরণ করেন আল্লাহ যা মেঘকে সঞ্চালিত করে)	৩৫-ফাতির	৯	৮৪৬
প্রেরণ (বায়ু প্রেরণ করেন আল্লাহ মেঘ সঞ্চালনের জন্য)	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
প্রেরণ (বায়ু প্রেরণ করেন আল্লাহ সুসংবাদরূপে বৃষ্টির পূর্বে)	২৫-ফুরকান	৪৮	৭৮৫
শীতল বায়ু শস্য ক্ষেত্রে আঘাত করার ন্যায় কাফিরদের ব্যয়ের উপমা	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ	৩০-রূম	৪৬	৮২৫
বারবার/বারবার পাঠ করা			
দৃষ্টি (বার বার দৃষ্টি ফিরালেও সৃষ্টিতে কোন ভাঙ্গন দেখা যাবে না)	৬৭-মুলক	৪	৯৭২
সন্দেহ (ইউসুফ আ. এর আনীত বিষয়ে বারবার সন্দেহ পোষণ)	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
কিতাব (বারবার পঠিত কিতাবরূপে কুরআন অবতীর্ণ)	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
তাসবীহ (পর্বতমালাকে বার বার তাসবীহ পাঠের নির্দেশ)	৩৪-সাবা	১০	৮৪২
বারযাখ (অন্তরাল)			
সামনে (যার মৃত্যু এসে গেছে তার সামনে রয়েছে বারযাখ...)	২৩-মু'মিনূন	১০০	৭৭২
বারো			
গোত্র (মূসা আ. এর সম্পদায়কে বারোটি গোত্রে বিভক্ত করা)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
ঝরনা (বনীইসরাঈলের বারো গোত্রের জন্য বারোটি ঝরনা দান)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
ঝর্ণা (মূসা আ. এর লাঠির আঘাতে বারটি ঝর্ণা উৎসারিত)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
নেতা (বারোজন নেতা পাঠালেন আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের থেকে)	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
প্রথমবার মুশরিকদের ঈমান না আনা (কুরআনে)	৬-আন'আম	১১০	৬০৬
শনিবারে মাছ পানিতে ভেসে আসত (মাছ শিকার প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
সংখ্যা (মাসের সংখ্যা বারোটি)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
বার্তা			
কুরআন মানুষের জন্য বার্তা	১৪-ইবরাহীম	৫২	৬৯৭
মানুষের জন্য বার্তা (কুরআন)	১৪-ইবরাহীম	৫২	৬৯৭
বার্তাবাহক (আরো দেখুন বাণীবাহক/রাসূল স. শব্দটি)			
আসল (ইউসুফ আ. এর নিকট বার্তাবাহক আসলে তিনি বললেন...)	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
বার্ধক্য			
আক্রান্ত (বার্ধক্যে আক্রান্ত ব্যক্তির দুর্বল সন্তান উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
পৌঁছা (মাতা-পিতা অথবা তাদের একজন বার্ধক্যে পৌঁছলে...)	১৭-ইসরা	২৩	৭১৬
মানুষকে বার্ধক্য দিয়েছেন আল্লাহ (শক্তি দানের পর)	৩০-রূম	৫৪	৮২৬
যাকারিয়া আ. বার্ধক্যে পৌঁছেছেন (পুত্র হবে কিভাবে...)	৩-আলে ইমরান	৪০	৫৪০
যাকারিয়ার আ. এর বার্ধক্য হেতু মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে	১৯-মারইয়াম	৪	৭৩৪
শেষ প্রান্ত (বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে যাকারিয়া আ.)	১৯-মারইয়াম	৮	৭৩৪
সন্তান দান (ইবরাহীম আ. এর বার্ধক্যে সন্তান দান করায় প্রশংসা)	১৪-ইবরাহীম	৩৯	৬৯৭
স্পর্শ করা (ইবরাহীম আ. কে বার্ধক্য স্পর্শ করেছে)	১৫-হিজর	৫৪	৭০০
বালক			
ইয়াতীম বালকের প্রাচীর (খিজির এবং মূসা আ. প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
পিতা মাতা মুমিন ছিল (বালকটির...)	১৮-কাহ্ফ	৮০	৭৩১
মু'মিন নারীরা বালকের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশে দোষ নেই	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
হত্যা করা (খিজির কর্তৃক বালককে)	১৮-কাহ্ফ	৭৪	৭৩০
বালতি			
নামিয়ে দেয়া (কুপের ভিতর বালতি নামিয়ে দিল ইউসুফ আ. প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	১৯	৬৭৮
বালা			
অলংকৃত (স্বর্ণের বালা ও মুক্তা দ্বারা জান্নাতীদের অলংকৃত করা হবে)	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
রৌপ্য নির্মিত বালা দ্বারা জান্নাতীরা অলংকৃত হবে	৭৬-দাহর	২১	৯৯৬
স্বর্ণ নির্মিত বালা (জান্নাতবাসীদের পরানো হবে)	৩৫-ফাতির	৩৩	৮৪৯
স্বর্ণের বালা ও মুক্তা দ্বারা জান্নাতীদের অলংকৃত করা হবে	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
স্বর্ণের বালা দ্বারা অলংকৃত করা হবে (জান্নাতীদের)	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
বালা (স্বর্ণের)			
সোনার বালা মূসা আ. কে দেয়া হল না কেন? (ফির'আ উনের প্রশ্ন)	৪৩-যুখরুফ	৫৩	৮৯৯
বালুকা			
পর্বত বহমান বালুকায় পরিণত হবে কিয়ামতে	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৪	৯৮৮
বাস করা/বাস করতে দেয়া			
জালিমদের বাসভূমিতে বসবাসকারী মুমিনদের প্রসঙ্গ	১৪-ইবরাহীম	৪৫	৬৯৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সামর্থ্যানুসারে নিজের মত তালাকপ্রাপ্তাকেও বাস করতে দেয়া	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
সামান্য সংখ্যক লোকই বাস করেছে উদ্ধতদের বাসস্থানে	২৮-কাসাস	৫৮	৮১৩
বাসগৃহ			
পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করত ছামুদ সম্প্রদায়	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
বাসভূমি (আরো দেখুন আবাসস্থল শব্দটি)			
জালিমদের বাসভূমিতে বসবাসকারী মুমিনদের প্রসঙ্গ	১৪-ইবরাহীম	৪৫	৬৯৭
নিদর্শন (বাসভূমিতে নিদর্শন রয়েছে সাবার অধিবাসীদের)	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
বাসযোগ্য			
পৃথিবীকে আল্লাহ বাসযোগ্য করেছেন	২৭-নামল	৬১	৮০৫
পৃথিবীকে বাসযোগ্য বানিয়েছেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
ভূমি (বাসযোগ্য উঁচুভূমিতে ঈসা আ. ও তার মাকে আশ্রয়দান)	২৩-মু'মিনূন	৫০	৭৬৯
বাসস্থান (আরো দেখুন আবাস শব্দটি)			
আদ জাতির বাসস্থান ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হওয়া প্রসঙ্গ	৪৬-আহ্কাফ	২৫	৯১০
আদ/ছামূদ জাতির বাসস্থান তাদের ধ্বংসের প্রমাণ বহন করে	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
উৎকৃষ্ট বাসস্থান জান্নাত	২৫-ফুরকান	৭৬	৭৮৭
উত্তম বাসস্থান রয়েছে (চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে)	৬১-সাফফ	১২	৯৬১
উত্তম বাসস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
উদ্ধতদের বাসস্থানে সামান্যই বসবাস করেছে মানুষ	২৮-কাসাস	৫৮	৮১৩
চলাফেরা (বাসস্থানে চলাফেরা করত এমন প্রজন্ম ধ্বংস...)	৩২-সাজ্দা	২৬	৮৩২
নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল জাহান্নাম	২৫-ফুরকান	৬৬	৭৮৭
পাপাচারীদের বাসস্থান দেখাবেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
প্রমাণ (আদ/ছামূদ জাতির বাসস্থান তাদের ধ্বংসের প্রমাণ বহন করে)	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
প্রিয় (বাসস্থান প্রিয় হলে- আল্লাহ রাসূল স. ও জিহাদ অপেক্ষা...)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
ফিরে আসা (জালিমদের বাসস্থানের দিকে ফিরে আসা)	২১-আম্বিয়া	১৩	৭৫০
বাসস্থান গড়া			
ইউসুফ আ. বাসস্থান গড়তে পারবেন মিসরের যেখানে ইচ্ছা	১২-ইউসুফ	৫৬	৬৮২
বাসা			
গাছপাহাড়মাচায় বাসা বাঁধতে মৌমাছির প্রতি ওহী/ইঙ্গিত	১৬-নাহ্ল	৬৮	৭০৮
বাসিন্দা (আরো দেখুন অধিবাসী শব্দটি)			
ঘরের বাসিন্দাদেরকে সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ...	২৪-নূর	২৭	৭৭৬
মসজিদে হারামের বাসিন্দা না হলে (হজ্জ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
বাসী			
খাবার-পানীয় বাসী না হওয়া (উযায়ের আ. প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
বাস্তবায়িত (আরো দেখুন কার্যকর শব্দটি)			
আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে নূহ আ. এর নৌকা জুদী পর্বতে থামল	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
কিয়ামত বাস্তবায়িত হবে	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৮	৯৮৯
বাহন			
গবাদিপশু (কিছু সংখ্যক পশু মানুষের বাহন স্বরূপ)	৩৬-ইয়াসীন	৭২	৮৫৬
বাহন দেয়া			
পাওয়া (বাহন পাননি রাসূল স. যাদের জন্য তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৯২	৬৪৯
বাহিনী			
অপরাধী (ফির'আউন হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী)	২৮-কাসাস	৮	৮০৮
অবতীর্ণ (বাহিনী অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ হুনাইনের যুদ্ধে)	৯-তাওবা	২৬	৬৪২
অহঙ্কার করল ফির'আউন ও তার বাহিনী	২৮-কাসাস	৩৯	৮১১
আকাশ ও পৃথিবীর বাহিনী (আল্লাহর)	৪৮-ফাত্হ	৭	৯১৬
আল্লাহর বাহিনীরাই বিজয়ী হবে (এ কথা পূর্ব নির্ধারিত)	৩৭-সাফফাত	১৭৩	৮৬৫
আল্লাহরই (আকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই)	৪৮-ফাত্হ	৪	৯১৬
আসা (খন্দকে মুমিনদের বিরুদ্ধে শত্রু বাহিনী আসা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৯	৮৩৪
ইবলিসের বাহিনীর সবাইকে অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে	২৬-শু'আরা	৯৫	৭৯৩
উপস্থিত করা হবে ভ্রান্ত ইলাহদেরকে মুশরিকদের বাহিনীরূপে	৩৬-ইয়াসীন	৭৫	৮৫৬
কাফিরদের কোন বাহিনী নেই সাহায্যের জন্য (আল্লাহ ছাড়া)	৬৭-মুলক	২০	৯৭৩
জালূত বাহিনীকে মোকাবেলার শক্তি নেই, তালূত বাহিনী বলল	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
জালূত বাহিনীর বিরুদ্ধে বের হল যখন তালূত...	২-বাক্বারা	২৫০	৫২৯
তালূত বাহিনীসহ বের হলেন (জালূতের বিরুদ্ধে)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
দুর্বল (বাহিনী হিসাবে দুর্বলকে পথভ্রষ্টরা তা জানতে পারবে)	১৯-মারইয়াম	৭৫	৭৩৯
দেখাতে চাইলেন আল্লাহ ফির'আউনের বাহিনীকে (যা তাদের আশঙ্কা)	২৮-কাসাস	৬	৮০৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বাহিনী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পরাজিত (কাফিরদের বাহিনী পরাজিত হবে)	৩৮-সোয়াদ	১১	৮৬৬
প্রতিপালকের বাহিনীর সংখ্যা কেউ জানে না	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
প্রেরণ (খন্দকে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৯	৮৩৪
প্রেরণ করেন নি আল্লাহ আকাশ থেকে কোন বাহিনী..	৩৬-ইয়াসীন	২৮	৮৫৩
ফিরআউনের বাহিনী কর্তৃক মূসা/বনী ইরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন	২০-ত্বা-হা	৭৮	৭৪৬
ফির'আউন ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৪০	৮১১
ফিরাউনের বহিনী সমুদ্রে নিমজ্জিত হবার প্রসঙ্গ	৪৪-দুখান	২৪	৯০৩
বৃত্তান্ত (সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত রাসূল স. এর নিকট পৌঁছা প্রসঙ্গ)	৮৫-বুরূজ	১৭	১০১৬
সাহায্য (এমন বাহিনী দিয়ে রাসূল স. কে সাহায্য যাদেরকে দেখা যায়নি)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
সুলাইমানের জন্য জিন/মানুষ/পাখি সমবেত করা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	১৭	৮০১
সুলাইমানের বাহিনীকে মোকাবেলার শক্তি সাবাবাসীদের না থাকা	২৭-নামল	৩৭	৮০৩
সুলাইমানের বাহিনীর আগমণে পিঁপড়াদের ঘরে প্রবেশের নির্দেশ	২৭-নামল	১৮	৮০১
বাহির			
প্রাচীরের বাইরে থাকবে শাস্তি (মুনাফিকদের মাঝে নির্মিত প্রাচীরের)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
বাহীরা			
বানানো (আল্লাহ বাহীরা বানাননি)	৫-মায়িদা	১০৩	৫৯৩
বাহু			
জড়িয়ে নেয়া (বাহু জড়িয়ে নিতে বললেন আল্লাহ মূসাকে)	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
নিচু করা (রাসূল স. এর অনুসরণকারী মুমিনদের প্রতি বাহু নিচু করা)	২৬-শু'আরা	২১৫	৭৯৯
বিনয়ের বাহু অবনমিত করার নির্দেশ (মাতা-পিতার প্রতি)	১৭-ইস্রা	২৪	৭১৬
রাসূল স. এর বাহু অবনমিত করার নির্দেশ (মুমিনদের জন্য)	১৫-হিজর	৮৮	৭০২
শক্তিশালী করা (মূসা আ. এর বাহু শক্তিশালী করবেন আল্লাহ...)	২৮-কাসাস	৩৫	৮১১
বাহ্যিক (আরো দেখুন প্রকাশ শব্দটি)			
কথা (আল্লাহকে সংবাদ দিতে চাওয়া কি কাফিরদের বাহ্যিক কথা?)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিক জানে কাফিররা	৩০-রূম	৭	৮২২
বাহ্যিক দৃষ্টি			
নিম্নশ্রেণী (বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিম্নশ্রেণীর লোকরা নূহের অনুসারী...)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
বিকট শব্দ			
অপেক্ষা (বিকট শব্দের অপেক্ষা করছে যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল...)	৩৮-সোয়াদ	১৫	৮৬৬
উপস্থিত করা হবে সবাইকে আল্লাহর নিকট বিকট শব্দের পর	৩৬-ইয়াসীন	৫৩	৮৫৫
নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল (জনপদবাসী) বিকট এক শব্দে	৩৬-ইয়াসীন	২৯	৮৫৩
পাকড়াও করবে কাফিরদেরকে (যার অপেক্ষা করছে তারা)	৩৬-ইয়াসীন	৪৯	৮৫৪
পাকড়াও (বিকট শব্দ দ্বারা পাকড়াও ছামূদ জাতির যারা জুলুম...)	১১-হূদ	৬৭	৬৭২
পাকড়াও (বিকট শব্দ পাকড়াও করল আদ জাতিকে)	২৩-মু'মিনূন	৪১	৭৬৮
পুনরুত্থান এক বিকট শব্দের ব্যাপার মাত্র (দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুঁ)	৭৯-নাযি'আত	১৩	১০০৩
পুনরুত্থান একটি বিকট শব্দ	৩৭-সাফ্ফাত	১৯	৮৫৭
শুনতে পাওয়া (বিকট শব্দ শুনতে পাবে মানুষ কিয়ামতের দিন)	৫০-ক্বাফ	৪২	৯২৪
বিকারগ্রস্ত			
কে বিকারগ্রস্ত (রাসূল স. দেখবেন এবং মুশরিকরাও দেখবে)	৬৮-ক্বালাম	৬	৯৭৫
বিকৃত			
আল্লাহর বাণী বিকৃত করা (ইহুদীদের একদল কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৭৫	৫০৮
চেহারা বিকৃত করার পূর্বে ঈমান আনার আহবান (আহলে কিতাবকে)	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
শব্দ বিকৃত করে ইহুদীরা বলত (ছামিনা/আসাইনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
শব্দ বিকৃত করে স্থানচ্যুত করে (ইহুদীরা)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
সৃষ্টির বিকৃতি (আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃতির নির্দেশ শয়তান কর্তৃক)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
বিক্রয়/বিক্রি			
ইউসুফকে বিক্রয় করল যাত্রীদল (স্বল্প মূল্যে)	১২-ইউসুফ	২০	৬৭৮
কাফিররা নিজেদের বিক্রি করে যার বিনিময়ে তা নিকৃষ্ট	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রয়ের প্রতিদান	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
নিজেকে বিক্রি করে যে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য	২-বাক্বারা	২০৭	৫২৩
নিজেদেরকে বিক্রয় নিকৃষ্ট বিনিময়ে (জাদু প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
বিক্ষিপ্ত			
আকাশ (কিয়ামতের দিন আকাশ ফেটে যাবে ও বিক্ষিপ্ত হবে)	৬৯-হাক্কাহ্	১৬	৯৭৮
ধুলিকণা (বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা বানাবেন আল্লাহ অপরাধীদের কাজকে)	২৫-ফুরকান	২৩	৭৮৪
ধূলিকণা (বিক্ষিপ্ত ধূলিকাণায় পরিণত হবে পর্বতমালা কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬	৯৪৩
নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে (কিয়ামতে)	৮২-ইনফিতার	২	১০১০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পঙ্গপাল (বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় কাফিররা কবর থেকে...)	৫৪-কামার	৭	৯৩৬
পতঙ্গ (মহাপ্রলয়ের দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হবে)	১০১-ক্বারি'আ	৪	১০৩১
বহমান বালুকায় পরিণত হবে পর্বত (কিয়ামতে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৪	৯৮৮
বিক্ষিপ্তকারী			
কসম (প্রবলভাবে বিক্ষিপ্তকারীদের কসম)	৫১-যারিয়াত	১	৯২৫
বিগলিত			
অশ্রু বিগলিত চোখে যারা ফিরে গেল তাদের দোষ নেই (তবুক যুদ্ধ)	৯-তাওবা	৯২	৬৪৯
হৃদয় (মু'মিনদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার কি আসেনি?)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
বিচক্ষণতা (আরো দেখুন বুদ্ধিমত্তা শব্দটি)			
আসহাবে কাহাফের বিচক্ষণতা.. (শহর থেকে খাদ্য আনার সময়)	১৮-কাহ্ফ	১৯	৭২৫
বিচরণ			
আবাসভূমিতে বিচরণকারী পূর্ববর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১২৮	৭৪৯
উদ্ভ্রান্ত হয়ে বিচরণের অবকাশ (সীমালংঘনের ক্ষেত্রে...)	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
উদ্ধতভাবে (পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ নিষেধ লোকমান প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	১৮	৮২৮
কাফিরদের (কাফিরদের অবাধ বিচরণ রাসূল স. কে যেন...)	৪০-মু'মিন	৪	৮৭৮
কাফিরদের নগরে বিচরণ (রাসূল স. কে যেন প্রতারিত না করে)	৩-আলে ইমরান	১৯৬	৫৫৫
দম্ভভরে (পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ নিষিদ্ধ)	১৭-ইস্রা	৩৭	৭১৭
পথে-প্রান্তরে বিচরণ করার জন্য যমীনকে সুগম করেছেন আল্লাহ	৬৭-মুল্ক	১৫	৯৭৩
বিচরণশীল জীব/প্রাণী			
ছড়িয়ে দেয়া (বিচরণশীল প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
পৃথিবীতে বিচরণশীল জীবও একটি উম্মত	৬-আন্'আম	৩৮	৫৯৯
রিযিক (পৃথিবীতে বিচরণশীল জীবদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর)	১১-হূদ	৬	৬৬৬
বিচলিত			
অহঙ্কারীদের বিচলিত হওয়া ও ধৈর্য্যধারণ উভয়ই সমান (কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
মানুষ বিচলিত হয় (অকল্যাণ স্পর্শ করলে)	৭০-মা'আরিজ	২০	৯৮২
বিচার			
অপরাধীরা যা বিচার করছে (তাদের জন্য কি তাই রয়েছে)?	৬৮-ক্বালাম	৩৯	৯৭৭
অস্বীকার (কাফিররা বিচার দিনকে অস্বীকার করে)	৮২-ইনফিতার	৯	১০১০
আল্লাহ বিচার করবেন (মুশরিকদের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে)	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকা হয় তারা বিচার করতে পারে না	৪০-মু'মিন	২০	৮৭৯
আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন (অহংকারীরা বলবে)	৪০-মু'মিন	৪৮	৮৮২
আল্লাহরই কর্তৃত্বে সকল বিচার ফায়সালা (কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	১২	৮৭৯
আল্লাহর (বিচার করার ক্ষমতা আল্লাহর)	২৮-কাসাস	৮৮	৮১৫
আল্লাহই কর্তৃত্বে বিচার...	৬-আন্'আম	৬২	৬০১
আহবান (মু'মিনদেরকে বিচারের জন্য আহবান করা হলে...)	২৪-নূর	৫১	৭৭৯
কাফিরদের মাঝে আল্লাহ বিচার করবেন (কিয়ামতের দিন)	২২-হাজ্জ	৫৬	৭৬৩
কিতাবের মাধ্যমে বিচার করার জন্য আহবান করা হলে...	৩-আলে ইমরান	২৩	৫৩৮
কিয়ামতের দিন আল্লাহ মতপার্থক্য/'শনিবার' বিষয়ে বিচার করবেন	১৬-নাহ্ল	১২৪	৭১৩
কিয়ামতের দিন আল্লাহ বিচার করবেন (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
কেমন বিচার করছে (অপরাধীরা)	৬৮-ক্বালাম	৩৬	৯৭৬
ডাকা (বিচারের জন্য ডাকা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মুনাফিকরা)	২৪-নূর	৪৮	৭৭৯
দাউদ আ. ও সুলাইমান আ. এর করা বিচার(শস্যক্ষেতে ভেড়া চলে যাওয় প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
দিন (ইবলিসকে বিচার দিন পর্যন্ত আল্লাহর অভিশাপ)	৩৮-সোয়াদ	৭৮	৮৭০
দিন (বিচারের দিন অবশ্যই সংঘটিত হবে)	৫১-যারিয়াত	৬	৯২৫
দিন (বিচারের দিনকে মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	১১	১০১১
দিন (বিচারের দিনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে যারা...)	৭০-মা'আরিজ	২৬	৯৮২
দিন (বিচারের দিন সম্পর্কে কাফিরদের জিজ্ঞাসা)	৫১-যারিয়াত	১২	৯২৫
দিন (বিচারের দিন সম্পর্কে কিসে জানাবে রাসূল স. কে?)	৮২-ইনফিতার	১৮	১০১০
দিন (বিচারের দিন সম্পর্কে কিসে জানাবে রাসূল স. কে?)	৮২-ইনফিতার	১৭	১০১০
দিন (পাপীরা বিচারের দিনে জাহান্নামে প্রবেশ করবে)	৮২-ইনফিতার	১৫	১০১০
দিন (বিচারের দিনে অস্বীকারকারীদের আপ্যায়ন, যাক্কুম গাছ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৬	৯৪৫
দিন (বিচার দিনকে মিথ্যা অভিহিত করত জাহান্নামিরা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪৬	৯৯২
দিন (বিচার দিনে প্রতিপালকের ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা ইবরাহীম আ. এর)	২৬-শু'আরা	৮২	৭৯২
দিন (বিচার দিনের মালিক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)	১-ফাতিহা	৩	৫০১
দিবস (পুনরুত্থানের পর কাফিররা বলবে 'এটাই বিচার দিন')	৩৭-সাফ্ফাত	২০	৮৫৮
নিকৃষ্ট বিচার (আল্লাহকে ছাড়িয়ে যাবে এমন ধারণাকারীদের বিচার)	২৯-আনকাবূত	৪	৮১৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিচার(পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নিকৃষ্ট বিচার (মন্দকর্মশীল ও সৎকর্মশীল মুমিনের জীবন/মৃত্যু প্রসঙ্গ)	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
নিকৃষ্ট বিচার (মুশরিকদের বিচার কতই না নিকৃষ্ট)	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
নিকৃষ্ট (মুশরিকের বিচার নিকৃষ্টকন্যাকে জীবন্ত পুতে ফেলা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৫৯	৭০৭
ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দাউদকে (মানুষের মাঝে)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
ন্যায়ের সাথে বিচার করা হবে (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৭৫	৮৭৭
ন্যায়ের সাথে বিচারের নির্দেশ (মানুষের মাঝে)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
প্রত্যক্ষ করা (আল্লাহ দাউদ ও সুলাইমান আ. এর বিচারপ্রত্যক্ষ করেন)	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
প্রার্থনা (দাউদের নিকট বিবাদকারীদের ন্যায়বিচার প্রার্থনা)	৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
প্রতিপালক তার হুকুমানুযায়ী বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিচার করবেন	২৭-নামল	৭৮	৮০৬
মতভেদ/পুনরুত্থানের বিষয়ে বিচার আল্লাহর নিকট	৪২-শূরা	১০	৮৯১
মতপার্থক্যের বিষয়ে আল্লাহ বিচার করবেন (কিয়ামতে)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
মতপার্থক্যের বিচার কিয়ামতের দিন করা হবে (ইবাদতের নিয়ম প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৬৯	৭৬৪
মতপার্থক্য 'শনিবার' বিষয়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন বিচার করবেন	১৬-নাহ্ল	১২৪	৭১৩
মানুষের মাঝে ন্যায়ের সাথে বিচারের নির্দেশ	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
মুশরিকদের বিচার/সিদ্ধান্ত! (অন্য ইলাহদের আনুগত্য প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
মুশরিকদের কেমন বিচার যে পুত্র তাদের আর কন্যা আল্লাহর!	৩৭-সাফফাত	১৫৪	৮৬৪
লা'নত (বিচারের দিন পর্যন্ত ইবলিসের উপর লা'নত)	১৫-হিজর	৩৫	৬৯৯
শস্যক্ষেতে ভেড়া চলে যাওয়ার বিচার (দাউদ/সুলাইমান আ. কর্তৃক)	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
সত্যসহ (আল্লাহ সত্যসহ বিচার করেন)	৪০-মু'মিন	২০	৮৭৯
সুলাইমান ও দাউদ আ. এর করা বিচার (শস্যক্ষেতে ভেড়া চলে যাওয় প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
বিচারক			
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক	৯৫-তীন	৮	১০২৭
খোঁজ করা (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিচারক খোঁজার অসারতা!)	৬-আন্'আম	১১৪	৬০৭
পেশ (বিচারকের নিকট পেশ করা সম্পদ গ্রাস করার লক্ষ্যে)	২-বাক্বারা	১৮৮	৫২১
শ্রেষ্ঠ বিচারক (আল্লাহ)	৯৫-তীন	৮	১০২৭
শ্রেষ্ঠ (সকল বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক আল্লাহ নূহের প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৫	৬৬৯
বিচার কাজ (বিষয়)			
ফয়সালা (যখন বিষয়টি/বিচার কাজ ফয়সালা হয়ে যাবে!)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
বিচার দিন/প্রার্থনা			
অবিশ্বাসী (মানুষকে বিচার দিনে অবিশ্বাসী বানায় কিসে?)	৯৫-তীন	৭	১০২৭
অস্বীকার (বিচার দিনকে অস্বীকারকারীকে কি রাসূল স. দেখেছেন?)	১০৭-মাউন	১	১০৩৪
ক্ষমা (বিচার দিনে প্রতিপালকের ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা ইবরাহীমের)	২৬-শু'আরা	৮২	৭৯২
তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করতে চায় (আহলে কিতাব)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
বিচার-ফয়সালা (আরো দেখুন আপোস-নিষ্পত্তি/ মীমাংসা/ ফয়সালা শব্দটি)			
অবতীর্ণ বিধান দ্বারা বিচার মীমাংসার নির্দেশ (মানুষের মাঝে)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
অবতীর্ণ বিষয় দিয়ে বিচার ফায়সালা করার নির্দেশ...	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করে না যারা তারা জালিম	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয় দ্বারা বিচার করে না যারা তারা ফাসিক...	৫-মায়িদা	৪৭	৫৮৬
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দিয়ে বিচার ফায়সালা করে না যারা	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
ইঞ্জীলের ধারকরা যেন ফায়সালা করে আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ...	৫-মায়িদা	৪৭	৫৮৬
কিতাব দ্বারা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালার নির্দেশ	৪-নিসা	১০৫	৫৭০
নবীগণ বিচার ফায়সালা করতেন তাওরাতের বিধান দ্বারা	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
রাসূল স. বিচার ফয়সালা করতে পারেন (মুনাফিকরা আসলে)	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫
রাসূল স. বিচার-ফায়সালা করলে ন্যায় বিচার করবেন...	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫
বিচার-বিবেচনা			
আল্লাহ মানুষকে বিচার বিবেচনা দান করলে সংগত নয় যে...	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
ইয়াতিমের বিচার-বিবেচনা যাচাই (সম্পদ তার হাতে দেয়ার আগে)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
দান (ইয়াহইয়া আ. কে বিচার-বিবেচনা দিয়েছেন আল্লাহ শৈশবে)	১৯-মারইয়াম	১২	৭৩৪
নবীদেরকে কিতাব/নবুয়ত/বিচার-বিবেচনা দান করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৮৯	৬০৪
বনী ইসরাঈলকে বিচার-বিবেচনা দান করেছিলেন আল্লাহ	৪৫-জাছিয়া	১৬	৯০৬
বিচারের ভার অর্পণ			
ঝগড়া-বিবাদের বিচারের ভার রাসূল স. এর উপর অর্পণ (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬৫	৫৬৫
রাসূল স. কে বিচারের ভার অর্পণ করে	৫-মায়িদা	৪৩	৫৮৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিচ্যুত			
আদম-হাওয়া আ. কে শয়তান জান্নাত থেকে বিচ্যুত করল	২-বাক্বারা	৩৬	৫০৫
আয়াতে বিচ্যুতি ঘটায় যারা তারা আল্লাহর নিকট গোপন নয়	৪১-ফুস্সিলাত	৪০	৮৮৯
আল্লাহর পথবিচ্যুত হবেন নবী (অধিকাংশের আনুগত্য করলে)	৬-আন্'আম	১১৬	৬০৭
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য মানুষ শিরক করে	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে তাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ	১৪-ইবরাহীম	৩০	৬৯৬
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় যারা তাদের জন্য কঠিন শাস্তি	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে (প্রবৃত্তির অনুসরণ)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে চিত্তবিনোদনমূলক কথা ক্রয়...	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
ইসলাম থেকে বিচ্যুত হলে (প্রমাণ আসার পর)	২-বাক্বারা	২০৯	৫২৩
জানা (প্রতিপালক জানেন কে বিচ্যুত আর কে সঠিকপথ প্রাপ্ত)	৬৮-ক্বালাম	৭	৯৭৫
দৃষ্টি (খন্দক যুদ্ধে মুমিনদের দৃষ্টি বিচ্যুত হওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১০	৮৩৪
দৃষ্টি বিচ্যুত মনে করবে জাহান্নামীরা মুমিনদেরকে সেখানে না দেখে	৩৮-সোয়াদ	৬৩	৮৬৯
দৃষ্টিবিচ্যুতি ঘটেনি (রাসূল স. এর)	৫৩-নাজম	১৭	৯৩২
নির্দেশ থেকে বিচ্যুত জিনকে আগুনের শাস্তি (সুলাইমান আ. প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
সরল পথ থেকে বিচ্যুত আখেরাত অবিশ্বাসীরা	২৩-মু'মিনূন	৭৪	৭৭০
পথ থেকে তা বিচ্যুত প্রতিপালক জানেন)	৫৩-নাজম	৩০	৯৩৩
পিতৃপুরুষের পথ থেকে ফিরআউনকে বিচ্যুত করতে মূসা আ. এসেছে?	১০-ইউনুস	৭৮	৬৬১
রাসূল স. কে যেন বিচ্যুত করতে না পারে অবতীর্ণ বিষয় থেকে...	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
শব্দ বিচ্যুত করে বনী ইসরাইলরা (আল্লাহর কিতাবের)	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
বিচ্যুতি ঘটানো			
নামের বিচ্যুতি ঘটানোর প্রতিফল (আল্লাহর নাম)	৭-আ'রাফ	১৮০	৬২৯
মসজিদুল হারামে বিচ্যুতি ঘটালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি...	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
শয়তান বিচ্যুতি ঘটাতে চেয়েছিল যাদের (দু'দল সম্মুখীন হওয়ার দিন)	৩-আলে ইমরান	১৫৫	৫৫১
বিচ্ছিন্ন			
আয়াত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নকারীর সংবাদ পাঠ (আয়াতপ্রাপ্ত হয়ে)	৭-আ'রাফ	১৭৫	৬২৯
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে (বিভিন্ন পথের অনুসরণ)	৬-আন্'আম	১৫৩	৬১১
খেলার দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া (রাসূল স. কে রেখে)	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
মুমিনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত রাসূল স. কঠিন হৃদয়ের হলে...	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
রাসূল স. কে রেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া (তামাশার দিকে)	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
রাসূল স. এর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত সাহাবীদের জন্য ব্যয়...	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
শয়তান ওহী শ্রবণ থেকে বিচ্ছিন্ন	২৬-শু'আরা	২১২	৭৯৯
হাতল (এমন হাতল ধারণ যা বিচ্ছিন্ন করার নয়)	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
বিচ্ছেদ			
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ (জাদুর মাধ্যমে)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
বিছানা (আরো দেখুন শয্যা শব্দটি)			
আলাদা (বিছানা থেকে দেহ আলাদা হওয়া তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গ)	৩২-সাজদা	১৬	৮৩১
জাহান্নামে আগুনের বিছানা রয়েছে অপরাধীদের জন্য	৭-আ'রাফ	৪১	৬১৬
পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ বানিয়েছেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
পৃথিবীকে আল্লাহ মানুষের জন্য বিছানা বানিয়েছেন	৭১-নূহ	১৯	৯৮৫
পৃথিবীকে আল্লাহ বিছানা বানিয়েছেন	৪৩-যুখরুফ	১০	৮৯৬
পৃথিবীকে আল্লাহ মানুষের জন্য বিছানা বানিয়েছেন	২০-ত্বা-হা	৫৩	৭৪৪
যমীনকে আল্লাহ বিছানা বানিয়েছেন	৭৮-নাবা	৬	১০০০
রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে (জান্নাতীরা)	৫৫-রাহমান	৫৪	৯৪১
হেলান দিয়ে বসবে জান্নাতীরা (রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায়)	৫৫-রাহমান	৫৪	৯৪১
বিছানাকারী			
কতই না উত্তম বিছানাকারী (আল্লাহ)	৫১-যারিয়াত	৪৮	৯২৮
বিছানো/বিছিয়ে দেয়া			
গালিচা বিছানো থাকবে জান্নাতে	৮৮-গাশিয়াহ্	১৬	১০১৯
পৃথিবী বিছিয়ে দিয়েছেন যিনি তার কসম	৯১-শাম্স	৬	১০২৪
ভূপৃষ্ঠকে বিছিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ	৫১-যারিয়াত	৪৮	৯২৮
বিজয়			
আসা (যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে...)	১১০-নাস্র	১	১০৩৫
দিবেন (বিজয় দিবেন আল্লাহ শীঘ্রই মুমিনদেরকে)	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
নিকটবর্তী বিজয় (মক্কা বিজয়) দান করেন আল্লাহ মুমিনদেরকে	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
নিকটবর্তী বিজয় (মুমিনরা ভালবাসে)	৬১-সাফ্ফ	১৩	৯৬১
নিকটবর্তী বিজয় পুরস্কার দিলেন আল্লাহ মুমিনদেরকে	৪৮-ফাত্হ	১৮	৯১৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিজয় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মক্কা বিজয়ের পূর্বে আর পরে যুদ্ধ ও অর্থব্যয় এক সমান নয়	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
মুমিনদের বিজয় হলে মুনাফিকরা তাদের পক্ষে ছিল বলে দাবী করে	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছেন আল্লাহ রাসূল স. কে (হুদাইবিয়ার সন্ধি প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	১	৯১৬
বিজয় কামনা			
কাফিরদের বিরুদ্ধে কিতাবের সাহায্যে বিজয় কামনা	২-বাক্বারা	৮৯	৫১০
বিজয় দান			
রাসূল স. কে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছেন আল্লাহ (হুদাইবিয়ার সন্ধি প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	১	৯১৬
বিজয়ী (আরো দেখুন জয়ী শব্দটি)			
আল্লাহ বিজয়ী (নিজ কর্ম সম্পাদনে বিজয়ী)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
আল্লাহর পথে যুদ্ধে বিজয়ী ব্যক্তিকে মহাপ্রতিদান দেয়া হবে	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
আল্লাহ ও তার রাসূলগণ বিজয়ী হবেন (আল্লাহ লিখে রেখেছেন)	৫৮-মুজাদালা	২১	৯৫৪
আল্লাহর বাহিনীরাই বিজয়ী হবে (এ কথা পূর্ব নির্ধারিত)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৭৩	৮৬৫
আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে	৫-মায়িদা	৫৬	৫৮৭
একশত জন বিজয়ী হবে এক হাজার কাফিরের উপরে	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
কাফিরদের উপর মুমিনদেরকে বিজয়ী করা (মক্কা বিজয় প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	২৪	৯১৮
জাদুকররা বিজয়ী হওয়ার প্রতিদান সম্পর্কে ফির'আউনকে জিজ্ঞাসা	২৬-শু'আরা	৪১	৭৯০
জাদুকররা বিজয়ী হলে প্রতিদান দেয়ার দাবী (ফিরআউনের কাছে)	৭-আ'রাফ	১১৩	৬২২
জাদুকরদের বিজয়ী হওয়ার চ্যালেঞ্জ (ফির'আউনের ইজ্জতের কসম করে)	২৬-শু'আরা	৪৪	৭৯০
দল (মক্কার কাফিররা নিজেদেরকে বিজয়ী দল বলে)	৫৪-কামার	৪৪	৯৩৮
দুর্ভাগ্য বিজয়ী হয়েছিল আমাদের উপর, জাহান্নামীরা বলবে	২৩-মু'মিনূন	১০৬	৭৭২
ধৈর্যশীল বিশজন বিজয়ী হবে দুইশত জনের উপরে	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে (রোমানরা)	৩০-রূম	৩	৮২২
প্রতিদান (আল্লাহর পথে যুদ্ধে বিজয়ী হলে মহাপ্রতিদান)	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
প্রবেশ করলেই বিজয়ী হবে মূসা আ. এর সম্প্রদায় (দুই ব্যক্তি বলল)	৫-মায়িদা	২৩	৫৮৩
ফির'আউনের জাদুকররা বিজয়ী হলে তাদেরকে অনুসরণ প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	৪০	৭৯০
বনী ইসরাইলদেরকে বিজয়ী করলেন আল্লাহ (প্রথম বিপর্যয়ের পর)	১৭-ইস্‌রা	৬	৭১৪
মানুষ বিজয়ী হতে পারবে না (কাফিরদেরকে শয়তানের আশ্বাস...)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
মু'মিন (একশত ধৈর্যশীল মু'মিন বিজয়ী হবে দুইশত কাফিরের উপর)	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
মুমিরাই বিজয়ী হল (বনী ইসরাঈলদের মুমিনরা)	৬১-সাফ্‌ফ	১৪	৯৬১
মুমিনদের উপর বিজয়ী হবে না কেউ (আল্লাহ সাহায্য করলে)	৩-আলে ইমরান	১৬০	৫৫১
মুনাফিকদের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্র. (কাফিরদেরকে মুনাফিকরা)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
মুমিনরাই হবে বিজয়ী (প্রকৃত মুমিন হলে)	৩-আলে ইমরান	১৩৯	৫৪৯
মুমিনরাই বিজয়ী হবে..	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৫	৯১৫
মুমিনদেরকে বিজয়ী করবেন আল্লাহ (কাফিরদের বিরুদ্ধে)	৯-তাওবা	১৪	৬৪১
মুশরিকরা বিজয়ী হবে কি ? (কখনো হবে না)	২১-আম্বিয়া	৪৪	৭৫৩
মূসা আ. বিজয়ী হবেন বলে আল্লাহর অভয়বাণী (জাদু প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৬৮	৭৪৫
মূসা আ.এর সম্প্রদায় বিজয়ী হয়েছিল (আল্লাহর সাহায্যে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১১৬	৮৬২
মূসা ও হারুন আ. আর ও তাদের অনুসারীরা বিজয়ী হবে	২৮-কাসাস	৩৫	৮১১
শয়তান বিজয়ী হয়েছে মুনাফিকদের উপর	৫৮-মুজাদালা	১৯	৯৫৪
বিজলী			
দেখানো (আল্লাহ বিজলী দেখান মানুষকে ভয় ও আশাস্বরূপ)	১৩-রা'দ	১২	৬৮৯
বিজ্ঞ			
ইউসুফ আ. বিজ্ঞ ও সংরক্ষণকারী	১২-ইউসুফ	৫৫	৬৮২
জাদুকর (ফির'আউন কর্তৃক মূসা আ. কে বিজ্ঞ জাদুকর বলা...)	২৬-শু'আরা	৩৪	৭৮৯
জাদুকর (বিজ্ঞ জাদুকর ফির'আউনের নিকট নিয়ে আসা)	২৬-শু'আরা	৩৭	৭৯০
জাদুকর (ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা মূসা আ. কে বিজ্ঞ জাদুকর বলল)	৭-আ'রাফ	১০৯	৬২২
জাদুকর (বিজ্ঞ জাদুকরদেরকে ফিরআউনের কাছে নিয়ে আসা)	৭-আ'রাফ	১১২	৬২২
জাদুকর (বিজ্ঞ জাদুকরদের ফিরআউনের নিকট নিয়ে আসার নির্দেশ)	১০-ইউনুস	৭৯	৬৬২
বিজ্ঞান প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
বিতণ্ডা			
আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক (দলিল প্রমাণ ছাড়া)	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
মুশরিকদের (বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যে ঈসা আ. এর দৃষ্টান্ত পেশ)	৪৩-যুখরুফ	৫৮	৯০০
বিতণ্ডাকারী			
খিয়ানতকারীদের জন্য বিতণ্ডাকারী হতে নিষেধ নিষেধাজ্ঞা	৪-নিসা	১০৫	৫৭০
মানুষ সুস্পষ্ট বিতণ্ডাকারী (অথচ বীর্য থেকে তার সৃষ্টি)	৩৬-ইয়াসীন	৭৭	৮৫৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সম্প্রদায় (বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য কুরআন...)	১৯-মারইয়াম	৯৭	৭৪০
সম্প্রদায় (মুশরিকরা এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়)	৪৩-যুখরুফ	৫৮	৯০০
সুস্পষ্ট বিতণ্ডাকারী (বীর্য থেকে সৃষ্টির পর মানুষ সুস্পষ্ট বিতণ্ডাকারী হয়)	১৬-নাহ্‌ল	৪	৭০৩
বিতরণ করা			
পানি বিতরণ করেন আল্লাহ উপদেশ গ্রহণের জন্য	২৫-ফুরকান	৫০	৭৮৬
বিতর্ক (আরো দেখুন তর্ক শব্দটি)			
আগুনের মধ্যে দূর্বল ও অহংকারীদের বিতর্ক	৪০-মু'মিন	৪৭	৮৮২
আয়াত নিয়ে (আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্ক করে যারা)	৪০-মু'মিন	৬৯	৮৮৪
আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ককারীদের পালানোর জায়গা নেই	৪২-শূরা	৩৫	৮৯৪
আল্লাহর ব্যাপারে ইহুদী-নাসারাদের বিতর্ক	২-বাক্বারা	১৩৯	৫১৫
আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে (মানুষ)	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
আল্লাহ সম্পর্কে কতক মানুষ বিতর্ক করে (জ্ঞান ছাড়াই)	২২-হাজ্জ	৩	৭৫৮
আল্লাহ সম্পর্কে ইবরাহীমের সাথে সম্প্রদায়ের বিতর্ক	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর যুক্তি-প্রমাণ তাঁর দৃষ্টিতে অসার	৪২-শূরা	১৬	৮৯২
আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক (জ্ঞান/কিতাব/পথনির্দেশনা ছাড়াই)	২২-হাজ্জ	৮	৭৫৮
আসহাবে কাহাফের ব্যাপারে স্পষ্ট বিতর্ক ছাড়া বিতর্ক না করা..	১৮-কাহ্‌ফ	২২	৭২৬
আসহাবে কাহাফের সংখ্যার ব্যাপারে বিতর্ক না করার নির্দেশ	১৮-কাহ্‌ফ	২২	৭২৬
আহলে কিতাবদের বিতর্ক (যে বিষয়ে কিছু জ্ঞান আছে)	৩-আলে ইমরান	৬৬	৫৪২
আহলে কিতাবদের বিতর্ক (যে বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই)	৩-আলে ইমরান	৬৬	৫৪২
আহলে কিতাবদের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া বিতর্ক করা যাবে না	২৯-আনকাবূত	৪৬	৮২০
ইবরাহীম আ. এর বিতর্ক (লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে)	১১-হূদ	৭৪	৬৭২
ইবরাহীম আ. এর ব্যাপারে বিতর্ক (আহলে কিতাবদের)	৩-আলে ইমরান	৬৫	৫৪২
ঈমানদাররা বিতর্ক করবে আহলে কিতাবদের সাথে...	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
কন্যা সন্তান বিতর্কে সুস্পষ্ট নয় (আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করা)	৪৩-যুখরুফ	১৮	৮৯৭
কাফিররা বিতর্ক করে আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে	৪০-মু'মিন	৪	৮৭৮
কাফিরদের বিতর্ক (রাসূল.স. এর সাথে)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
কিয়ামতের দিন মুনাফিকদের পক্ষে কে বিতর্ক করবে ?	৪-নিসা	১০৯	৫৭১
কিয়ামতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে বিতর্ক করবে	১৬-নাহ্‌ল	১১১	৭১২
কিতাব/জ্ঞান/পথনির্দেশনা ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক	২২-হাজ্জ	৮	৭৫৮
খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ক করতে নিষেধ	৪-নিসা	১০৭	৫৭০
জ্ঞান ছাড়াই কতক মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে	২২-হাজ্জ	৩	৭৫৮
জ্ঞান/কিতাব/পথনির্দেশনা ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক	২২-হাজ্জ	৮	৭৫৮
দুনিয়ায় মুনাফিকদের পক্ষে মুমিনদের বিতর্ক	৪-নিসা	১০৯	৫৭১
নূহ আ. বেশি বিতর্ক করেছে মর্মে সম্প্রদায়ের অভিযোগ	১১-হূদ	৩২	৬৬৮
পথনির্দেশনা/কিতাব/জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক	২২-হাজ্জ	৮	৭৫৮
পেশ (কিয়ামতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে বিতর্ক করবে)	১৬-নাহ্‌ল	১১১	৭১২
প্রমাণবিহীন বিতর্ক করে যারা (আল্লাহর আয়াত নিয়ে)	৪০-মু'মিন	৫৬	৮৮২
প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য আগুনের পোশাক	২২-হাজ্জ	১৯	৭৬০
বাতিল বিতর্কে লিপ্ত ছিল (নূহ আ. সম্প্রদায় ও পরবর্তীরা)	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
বেশি বিতর্ক করেছে নূহ আ. (সম্প্রদায়ের অভিযোগ)	১১-হূদ	৩২	৬৬৮
মিথ্যা/বাতিল দ্বারা বিতর্ক করে (কাফিররা)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৬	৭২৯
মুমিনদের সাথে বিতর্ক করতে শয়তান বন্ধুদেরকে ওহী/প্ররোচিত করে	৬-আন্'আম	১২১	৬০৮
রাসূল স. যা দেখেছেন তা নিয়ে বিতর্ক (মিরাজ প্রসঙ্গ)	৫৩-নাজম	১২	৯৩২
রাসূল স. এর সাথে বিতর্ক (সত্য নিয়ে)	৮-আনফাল	৬	৬৩২
রাসূল স. এর সাথে বিতর্ক করলে রাসূল স. বলবেন...	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
আহলে কিতাব ও নিরক্ষরদের সাথে বিতর্কের নীতিমালা	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
রাসূল স. এর সাথে বিতর্ক (বিভিন্ন উম্মতের ইবাদতের নিয়ম নিয়ে)	২২-হাজ্জ	৬৮	৭৬৪
রাসূল স. এর সাথে বিতর্ক (এক মহিলার স্বামী সম্পর্কে বিতর্ক)	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
রাসূল স. এর সাথে যে বিতর্ক করে জ্ঞান আসার পর	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
লূত আ. এর সম্প্রদায় সম্পর্কে ইবরাহীমের বিতর্ক...	১১-হূদ	৭৪	৬৭২
সম্প্রদায়ের বিতর্ক (আল্লাহ সম্পর্কে ইবরাহীম আ. এর সাথে...)	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
সম্প্রদায় বিতর্ক করছে হুদ আ. এর সাথে এমন নামের ব্যাপারে যা...	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
সুন্দর পন্থায় তর্ক/বিতর্ক (আল্লাহর পথে ডাকা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১২৫	৭১৩
বিতর্ক প্রবণ			
মানুষ (সবচেয়ে বেশী) বিতর্ক প্রবণ	১৮-কাহ্‌ফ	৫৪	৭২৯
বিতাড়ন			
শয়তানদের বিতাড়নের জন্য উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করা হয়	৩৭-সাফ্‌ফাত	৯	৮৫৭
বিতাড়িত			
আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনাকারীকে বিতাড়িত করা যাবেনা	৬-আন্'আম	৫২	৬০০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিতাড়িত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ইবলিস বিতাড়িত হয়েছে আল্লাহর নিকট থেকে	৩৮-সোয়াদ	৭৭	৮৭০
ইবলিস বিতাড়িত হল (আদমকে সিজদা না করায়)	১৫-হিজর	৩৪	৬৯৯
ইবলিসকে বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যেতে বললেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	১৮	৬১৪
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে বিতাড়িত অবস্থায় (অন্য ইলাহ নির্ধারণ করলে)	১৭-ইস্রা	৩৯	৭১৭
জালিম (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনাকারীকে বিতাড়িত করলে জালিম)	৬-আন্'আম	৫২	৬০০
দুনিয়া কামনাকারী নিন্দিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে	১৭-ইস্রা	১৮	৭১৫
ভূমি (আবাসভূমি) থেকে বিতাড়িত করা হবে তাদেরকে যারা...	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
শয়তান (বিতাড়িত শয়তান হতে মারইয়াম বংশের জন্য আশ্রয়...)	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
শয়তান (বিতাড়িত শয়তান থেকে আকাশকে সুরক্ষা...)	১৫-হিজর	১৭	৬৯৮
শয়তান (কুরআন পাঠের সময় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া)	১৬-নাহ্ল	৯৮	৭১১
শয়তান এর কথা নয় কুরআন	৮১-তাকভীর	২৫	১০০৯
বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত			
অবিশ্বাসীদের হৃদয় বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হয় (আল্লাহর কথা বলা হলে)	৩৯-যুমার	৪৫	৮৭৫
বিত্তবান (আরো দেখুন ধনী/সম্পদের অধিকারী শব্দটি)			
অনুমতি (বিত্তবান হয়েও যারা অনুমতি চায় তাবুক যুদ্ধ...)	৯-তাওবা	৯৩	৬৪৯
আবর্তিত (ফাই যাতে কেবল বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়...	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
জনপদের বিত্তবানদের আদেশ করেন আল্লাহ (সৎকাজের)	১৭-ইস্রা	১৬	৭১৫
জনপদের বিত্তবানরা সতর্ককারী প্রেরণ করলেই বলত...	৩৪-সাবা	৩৪	৮৪৪
জনপদের ব্যক্তিদের গোমরাহি প্রসঙ্গ	৪৩-যুখরুফ	২৩	৮৯৭
পাকড়াও (বিত্তবান কাফিরদের পাকড়াও করেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৬৪	৭৭০
ব্যয় (তালাকপ্রাপ্তার জন্য বিত্তবান ব্যক্তি সামর্থানুযায়ী ব্যয় করবে)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
সামর্থ্য (তালাকপ্রাপ্তার জন্য বিত্তবান ব্যক্তি সামর্থানুযায়ী ব্যয় করবে)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
বিদায়			
মনে করা (কিয়ামতকে বিদায় মুহূর্ত মনে করা প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৮	৯৯৪
বিদীর্ণ			
জমিন (বিদীর্ণ জমিনের কসম)	৮৬-তারিক	১২	১০১৭
পাহাড় বিদীর্ণ হত আল্লাহর ভয়ে তার উপর কুরআন নাযিল হলে	৫৯-হাশর	২১	৯৫৭
যমীনকে আল্লাহ বিদীর্ণ করেন যথার্থরূপে	৮০-আবাসা	২৬	১০০৭
বিদ্যুৎ-চমক			
কেড়ে নেয়া (বিদ্যুৎ-চমকে মুনাফিকের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়)	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
মৃত্যুর ভয় (বিদ্যুৎ-চমকের কারণে মুনাফিকের মৃত্যুর ভয় প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
বিদূরিত করা			
শাস্তি বিদূরিত করার পর ফির'আ উন সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ	৪৩-যুখরুফ	৫০	৮৯৯
বিদ্যা (দেখুন জ্ঞান শব্দটি)			
বিদ্যমান			
জনপদসমূহের কিছু এখনো বিদ্যমান (ধ্বংসপ্রাপ্তদের)	১১-হূদ	১০০	৬৭৫
প্রতিষ্ঠিত রাস্তার পাশেই বিদ্যমান (লূত আ. এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ)	১৫-হিজর	৭৬	৭০১
বিদ্যুৎ			
ঝলক (বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবার উপক্রম হয়)	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
দেখানো (আল্লাহ বিদ্যুৎ দেখান ভয় ও প্রত্যাশা স্বরূপ)	৩০-রূম	২৪	৮২৩
বিদ্রূপ (আরো দেখুন ঠাট্টা শব্দটি)			
আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করা হলে কাফিরদের মজলিসে বসা নিষেধ	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
আল্লাহ বিদ্রূপ করেন তাদেরকে যারা সদকার ব্যাপারে বিদ্রূপ করে...	৯-তাওবা	৭৯	৬৪৮
কাফিররা বিদ্রূপ করছে (রাসূল স. কে)	৩৭-সাফফাত	১২	৮৫৭
নূহকে সম্প্রদায় প্রধানরা বিদ্রূপ করত (নৌকা নির্মাণ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৩৮	৬৬৯
নূহও বিদ্রূপ করবেন যেভাবে তাকে নৌকার জন্য করা হয়!	১১-হূদ	৩৮	৬৬৯
পারস্পরকে বিদ্রূপ করা মুমিনদের জন্য নিষেধ	৪৯-হুজুরাত	১১	৯২১
সদকার ব্যাপারে বিদ্রূপ করে যারা (মুমিনদেরকে)	৯-তাওবা	৭৯	৬৪৮
বিদ্রূপকারী			
পরিবেষ্টন (ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়/শাস্তি বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করে)	২১-আম্বিয়া	৪১	৭৫২
যথেষ্ট (আল্লাহ রাসূল স. এর জন্য যথেষ্ট বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে)	১৫-হিজর	৯৫	৭০২
বিদ্রোহাচরণ			
বালকের বিদ্রোহাচরণ পিতামাতাকে কষ্ট দেয়ার আশংকা খিজির আ. এর..	১৮-কাহ্ফ	৮০	৭৩১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিদ্রোহী			
শয়তান (কতক মানুষ বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে)	২২-হাজ্জ	৩	৭৫৮
শয়তান থেকে আকাশকে সুরক্ষা করেছেন আল্লাহ	৩৭-সাফফাত	৭	৮৫৭
শয়তান (মুশরিকরা বিদ্রোহী শয়তানকে ডাকে)	৪-নিসা	১১৭	৫৭২
বিদ্বেষ			
অন্তরে বিদ্বেষ না রাখার প্রার্থনা (মুমিনদের ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে)	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬
আহলে কিতাবদের বিদ্বেষবশত মতভেদ (জ্ঞান আসার পর)	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
কিতাব প্রাপ্তরা বিদ্বেষবশত মতপার্থক্য করল	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
দূর করা (ঈমানদারদের বক্ষ থেকে বিদ্বেষ দূর করবেন আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
দূর (বিদ্বেষ দূর করে দিবেন আল্লাহ জান্নাতিদের বক্ষ থেকে)	১৫-হিজর	৪৭	৭০০
ন্যায় বিচার না করতে বিদ্বেষ যেন প্ররোচিত না করে (মুমিনদেরকে)	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
প্রকাশ (শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেল ইবরাহীম আ. ও তার...)	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
প্রকাশ করে দিবেন আল্লাহ (মানুষের বিদ্বেষভাব)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৭	৯১৫
প্রকাশ (মুনাফিকদের হৃদয়ের বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৯	৯১৪
প্রকাশ (বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে কাফিরদের মুখ থেকে)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
মতপার্থক্য (বিদ্বেষবশত মতপার্থক্য কিতাবপ্রাপ্তদের)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
মদ/জুয়ার মাধ্যমে শয়তান শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়	৫-মায়িদা	৯১	৫৯১
শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করেছেন আল্লাহ ইহুদীদের মাঝে...	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
সঞ্চার (বিদ্বেষ সঞ্চার করেছেন আল্লাহ নাসারাদের মাঝে)	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে...	৫-মায়িদা	২	৫৮০
বিদ্বেষ পোষণকারী			
নির্বংশ (রাসূল স. এর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীরা নির্বংশ)	১০৮-কাওছার	৩	১০৩৪
বিধান (আরো দেখুন হুকুম/নির্দেশ/আদেশ শব্দটি)			
আল্লাহর বিধান রয়েছে তাওরাতে	৫-মায়িদা	৪৩	৫৮৫
উত্তম (বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে আছে?)	৫-মায়িদা	৫০	৫৮৬
কুরআনে সঠিক বিধি-বিধান থাকা প্রসঙ্গ	৯৮-বায়্যিনাহ্	৩	১০২৯
কুরআন বিধানরূপে অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	৩৭	৬৯২
জাহিলী যুগের বিধান কামনা করে (মুনাফিকরা)	৫-মায়িদা	৫০	৫৮৬
তালাকের বিধান (তালাকের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিধান)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
পৌঁছা (বিধান বা ইদ্দত নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছা পর্যন্ত বিবাহ না)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
বিয়ে সম্পর্কে আল্লাহর বিধান	৪-নিসা	২৪	৫৬০
রাজার বিধানে ইউসুফকে নিজের কাছে রাখতে পারত না ইউসুফ	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
সঠিক বিধি-বিধান (কুরআন প্রসঙ্গে)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৩	১০২৯
বিধান (পবিত্র বিধান)			
সম্মান (পবিত্র বিধানের সম্মান করা আল্লাহর কাছে উত্তম গণ্য)	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
বিধান বর্ণনা			
কসম অবসানের বিধান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন	৬৬-তাহ্রীম	২	৯৭০
বিধান (শরীয়ত)			
রাসূল স. কে বিধান/শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করা (দ্বীনের বিষয়ে)	৪৫-জাছিয়া	১৮	৯০৬
বিধিবদ্ধ			
আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেছেন প্রাণের বদলে প্রাণ	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
দীন বিধিবদ্ধ কি শরীকরা করেছে -যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?	৪২-শূরা	২১	৮৯৩
দ্বীন (মুহাম্মদ স. এর জন্য বিধিবদ্ধ দীন -যা ছিল মূসা/ ঈসা আ.)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
বনী ইসরাইলের উপর বিধিবদ্ধ করা (মানুষ হত্যা সম্পর্কিত বিধান)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
বৈরাগ্যবাদ বিধিবদ্ধ করেননি আল্লাহ (ঈসা আ. এর অনুসারীদের উপর)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা (বনী ইসরাঈলদের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হলে (বনী ইসরাঈলদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন)	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
শয়তানের জন্য বিধিবদ্ধকৃত (বন্ধুদের পথভ্রষ্ট করা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪	৭৫৮
বিধিবদ্ধ (ফরয)			
ওসিয়ত বিধিবদ্ধ করা হয়েছে (মৃত্যুকালে সম্পদ রেখে গেলে)	২-বাক্বারা	১৮০	৫২০
কিসাস বিধিবদ্ধ/ফরয করা হয়েছে ঈমানদারদের উপর	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
যুদ্ধ বিধিবদ্ধ/ফরজ করা হলে অনেকে মানুষকে ভয় পাচ্ছিল	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
যুদ্ধ কেন বিধিবদ্ধ/ফরজ করা হলো ? (যুদ্ধ থেকে অবকাশ প্রার্থনা)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
যুদ্ধ বিধিবদ্ধ/ফরয করা হয়েছে (অপছন্দনীয় হলেও)	২-বাক্বারা	২১৬	৫২৪
রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ঈমানদারদের উপর	২-বাক্বারা	১৮৩	৫২০
হত্যার বিধান বিধিবদ্ধ করা (মুনাফিকদের একে অপরকে হত্যা প্র.)	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিধি-বিধান			
কুরআনে সঠিক বিধি-বিধান থাকা প্রসঙ্গ	৯৮-বায়্যিনাহ্	৩	১০২৯
বিয়ে (তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীদের নতুন স্বামী গ্রহণ প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
বিধিসম্মত			
নবীর জন্য আল্লাহ যা বিধিসম্মত করেছেন তা করায় দোষ নেই	৩৩-আহযাব	৩৮	৮৩৬
বিধ্বস্ত			
ইহুদিদের উপাসনালয় বিধ্বস্ত হত (আল্লাহ প্রতিহত না করলে)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
খৃষ্টান সংসারবিরাগীদের আশ্রম বিধ্বস্ত হত (আল্লাহ প্রতিহত না করলে)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
গির্জা বিধ্বস্ত হত (আল্লাহ প্রতিহত না করলে)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
মসজিদ বিধ্বস্ত হত (আল্লাহ প্রতিহত না করলে)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
বিনত			
নিদর্শনের প্রতি মানুষের ঘাড় বিনত হওয়া...	২৬-শু'আরা	৪	৭৮৮
বিনয় (আরো দেখুন কাকুতি-মিনতি শব্দটি)			
বাহু (বিনয়ের বাহু অবনমিত করার নির্দেশ মাতা-পিতার প্রতি)	১৭-ইস্রা	২৪	৭১৬
বাড়িয়ে দেয় বিনয় (জ্ঞানপ্রাপ্তদের)	১৭-ইস্রা	১০৯	৭২৩
স্মরণ (প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় ভয় ও বিনয়ের সাথে স্মরণ)	৭-আ'রাফ	২০৫	৬৩১
বিনয়াবনত			
প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত মুমিন জান্নাতি হবে	১১-হূদ	২৩	৬৬৭
বিনয়ী (আরো দেখুন নম্র শব্দটি)			
অন্তর যেন সত্যের প্রতি বিনয়ী হয় (যারা জ্ঞানবান...)	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়ে ঈমান আনে যেসব আহলে কিতাব	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
পৃথিবীতে বিনয়ী হয়ে চলে রহমানের বান্দারা	২৫-ফুরকান	৬৩	৭৮৬
মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হবে (মুরতাদদের স্থলাভিষিক্ত সম্প্রদায়)	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
সত্যের প্রতি অন্তর যেন বিনয়ী হয় (যারা জ্ঞানবান...)	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
সালাতে বিনয়ী মুমিনগণ সফলকাম	২৩-মু'মিনূন	২	৭৬৬
সুসংবাদ বিনয়ীদের জন্য (আল্লাহর নামে কুরবানী প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
বিনয়ী (ভিক্ষাপ্রার্থী)			
আহার করানো (বিনয়ী ভিক্ষাপ্রার্থীকে কুরবানীর গোশত আহার করানো)	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
বিনষ্ট (আরো দেখুন নষ্ট শব্দটি)			
কর্মসমূহ বিনষ্ট কর না (ঈমানদারদেরকে আল্লাহ বলছেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৩	৯১৫
কাজ বিনষ্ট করেন না আল্লাহ কোন কর্মশীলের	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
ফল-ফসল, বাগানের (প্রতিপালকের সাথে শরীক করার কারণে)	১৮-কাহ্ফ	৪২	৭২৮
বিনাশ			
লূত আ. এর সম্প্রদায়কে সমূলে বিনাশ করা হবে (ভোরে)	১৫-হিজর	৬৬	৭০১
বিনিময়			
উত্তম বিনিময় দিবেন প্রতিপালক (বাগানওয়ালাদের আশা)	৬৮-ক্বালাম	৩২	৯৭৬
গ্রহণ (কিয়ামতে সবকিছু দিলেও তা বিনিময়রূপে গ্রহণ করা হবে না)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
গ্রহণ (কিয়ামতে কারো বিনিময় গৃহীত হবে নাবনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৪৮	৫০৬
গ্রহণ (কিয়ামতের দিন কারো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না)	২-বাক্বারা	১২৩	৫১৪
গ্রহণ করা হবে না বিনিময় তাদের থেকে যারা কাফির অবস্থায়...	৩-আলে ইমরান	৯১	৫৪৪
জালিমদের বিনিময় অত্যন্ত নিকৃষ্ট...	১৮-কাহ্ফ	৫০	৭২৮
তালাক (বিনিময় নিয়ে খোলা তালাক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
দেয়া (কিয়ামতে সবকিছু দিলেও তা বিনিময়রূপে গ্রহণ করা হবেনা)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
যুদ্ধবন্দীদেরকে বিনিময় গ্রহণ করে মুক্তি দান	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
সন্তান স্ত্রী ও ভাইয়ের বিনিময়ে মুক্তি কামনা করবে অপরাধীরা	৭০-মা'আরিজ	১১	৯৮১
বিনিময় (মুক্তিপণ)			
পৃথিবীর সবকিছু বিনিময় দিয়েও মুক্তি পাবে না কিয়ামতে যারা...	৫-মায়িদা	৩৬	৫৮৫
পৃথিবীর সবকিছু ও তার সমপরিমাণের বিনিময়ে মুক্তি চাবে যারা...	১৩-রা'দ	১৮	৬৯০
বিনীত			
আল্লাহর নিকট বিনীত ছিল (ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া আ.)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
আসা (কিয়ামতে সবাই আল্লাহর নিকট বিনীত অবস্থায় আসবে)	২৭-নামল	৮৭	৮০৭
ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া আ. আল্লাহর নিকট বিনীত ছিল	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
ঈমানদাররা বিনীত হয়ে সালাত আদায় করে	৫-মায়িদা	৫৫	৫৮৭
কাফিররা বিনীত হলো না (প্রতিপালকের প্রতি)	২৩-মু'মিনূন	৭৬	৭৭০
ডাকা (বিনীত ভাবে ডাকার নির্দেশ প্রতিপালককে)	৭-আ'রাফ	৫৫	৬১৮
ডাকা (বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে বিনীতভাবে আল্লাহকে ডাকা)	৬-আন্'আম	৬৩	৬০১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাহাড়কে বিনীত দেখা যেত তার উপর কুরআন নাযিল হলে	৫৯-হাশর	২১	৯৫৭
যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আ. আল্লাহর নিকট বিনীত ছিল	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
রাসূল স. এর কাছে বিনীতভাবে আসে (প্রাপ্য অধিকার থাকলে)	২৪-নূর	৪৯	৭৭৯
সাহায্যপ্রার্থনা বিনীতের জন্য কঠিন নয় (ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে)	২-বাক্বারা	৪৫	৫০৫
সিজদাবনত (আল্লাহর সৃষ্টির ছায়া প্রতি বিনীতভাবে সিজদাবনত হয়)	১৬-নাহ্ল	৪৮	৭০৬
বিনীত নারী/পুরুষ			
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (বিনীত নারীর পুরুষের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
বিন্দু			
মানুষ কি নির্গত বীর্যের একটি বিন্দু ছিল না?	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৭	৯৯৪
বিন্যস্ত			
আকাশকে সাতটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২৯	৫০৪
আকাশকে আল্লাহ সুবিন্যস্ত করেছেন...	৭৯-নাযি'আত	২৮	১০০৪
মুমিনদেরকে বিন্যস্ত করা যুদ্ধের অবস্থানে (উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১২১	৫৪৭
বিপথগামিতা			
উদাসীন (বিপথগামিতায় উদাসীনরা ধ্বংস হোক)	৫১-যারিয়াত	১১	৯২৫
বিপথগামী			
অনুসরণ (কবিদের অনুসরণ করে বিপথগামীরাই...)	২৬-শু'আরা	২২৪	৭৯৯
অনুসরণ (শয়তানের অনুসরণ করবে বিভ্রান্তরা)	১৫-হিজর	৪২	৭০০
আগুনে নিক্ষেপ (বিপথগামীদের অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ...)	২৬-শু'আরা	৯৪	৭৯৩
আগুনকে বিপথগামীদের জন্য প্রকাশ করা হবে (আখিরাতে)	২৬-শু'আরা	৯১	৭৯২
আল্লাহ বিপথগামী করতে চাইলে উপদেশ উপকারে আসে না...	১১-হূদ	৩৪	৬৬৮
ইবলিসকে বিপথগামী করা...	৭-আ'রাফ	১৬	৬১৪
ইবলিস বিপথগামী করবে মানুষকে	১৫-হিজর	৩৯	৭০০
জালিম নেতারা বিপথগামী ছিল	৩৭-সাফ্ফাত	৩২	৮৫৮
প্রতিপালক বিপথগামী করল ইবলিসকে (ইবলিসের বক্তব্য)	১৫-হিজর	৩৯	৭০০
মানুষকে বিপথগামী করার জন্য ইবলিসের কসম	৩৮-সোয়াদ	৮২	৮৭০
রাসূল (মুহাম্মদ স.) বিপথগামী নন	৫৩-নাজম	২	৯৩২
শয়তান কর্তৃক বিপথগামী করা (আয়াত থেকে বিচ্ছিন্নকারীকে)	৭-আ'রাফ	১৭৫	৬২৯
শরীকরা বিপথগামী করেছিল...	২৮-কাসাস	৬৩	৮১৩
সহচরদেরকে বিপথগামী করেছিল জালিম নেতারা	৩৭-সাফ্ফাত	৩২	৮৫৮
সুস্পষ্ট বিপথগামী বলল মূসা আ. (সাহায্যপ্রার্থীকে)	২৮-কাসাস	১৮	৮০৯
বিপদ			
আঘাত (বিপদ আঘাত করল মুমিনদেরকে উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৬৫	৫৫২
আপতিত হওয়া (কৃতকর্মের জন্য বিপদ আপতিত হওয়া)	২৮-কাসাস	৪৭	৮১২
আপতিত (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না)	৬৪-তাগাবুন	১১	৯৬৭
উদ্ধার (বিপদ থেকে আল্লাহ উদ্ধার করেন তবু তারা শিরক করে)	৬-আন্'আম	৬৪	৬০১
দূরীভূত করা (আল্লাহ বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন)	২৭-নামল	৬২	৮০৫
ধৈর্য (বিপদে ধৈর্যধারণ দৃঢ় সংকল্পের ব্যাপার, পুত্রকে লোকমানের উপদেশ)	৩১-লুকমান	১৭	৮২৮
মুনাফিকদের বিপদ আসলে...(কৃতকর্মের কারণে)	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
মুমিনদের পরাজয় কেন (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৬৫	৫৫২
মৃত্যুর বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হলে (সফররত অবস্থায়...)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
বিপদ (আক্রান্ত)			
ধৈর্য ধারণ (বিপদে আক্রান্ত হয়ে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ)	২২-হাজ্জ	৩৫	৭৬১
বিপদ-আপদ			
অর্জন/কৃতকর্মেরই ফল (মানুষকে যে বিপদ-আপদ আক্রান্ত করে)	৪২-শূরা	৩০	৮৯৪
আঘাত (বিপদ-আপদ আঘাত করলে যারা বলে...)	২-বাক্বারা	১৫৬	৫১৭
মানুষ বিপদ-আপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকে	৩৯-যুমার	৪৯	৮৭৫
মুমিনদের বিপদ-আপদ আসলে মুনাফিকরা বলে...	৪-নিসা	৭২	৫৬৫
বিপদগ্রস্ত			
সাড়া (আল্লাহ বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন)	২৭-নামল	৬২	৮০৫
বিপদ-মুসিবত			
স্পর্শ (পূর্ববর্তীদেরকে স্পর্শ করেছিল অভাব-অনটন...)	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
বিপদসঙ্কুল			
দিন (নেককাররা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিপদসংকুল দিনের ভয় করে)	৭৬-দাহ্র	১০	৯৯৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিপরীত			
কাটা (জাদুকরদেরকে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কাটার হুমকি)	৭-আ'রাফ	১২৪	৬২৩
কাটা (ফির'আউনের জাদুকরদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটা...)	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
নিষেধের বিপরীত কিছু করতে চান না শু'আইব আ.	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
রাসূল স. এর কথার বিপরীত (মুনাফিকদের রাতের পরামর্শ)	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে তাদের যারা...	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
বিপরীত দিক			
হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তনের হুমকি (ফিরআউনের)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
বিপর্যয়			
আপতিত (বিপর্যয় আপতিত হতেই থাকবে কাফিরদের উপর...)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
আপতিত (বিপর্যয় আপতিত হবে আদেশের বিরোধিতাকারীদের উপর)	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে বনী ইসরাঈলরা (দুইবার)	১৭-ইসরা	৪	৭১৪
লিপিবদ্ধ (বিপর্যয় পতিত হওয়ার পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা...)	৫৭-হাদীদ	২২	৯৫০
সংস্কারের পর বিপর্যয় সৃষ্টি না করতে শু'আইবের আহবান	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
হানা (বাগানের উপর বিপর্যয় হানা দিল প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৬৮-ক্বালাম	১৯	৯৭৬
বিপুল			
আমানত (বিপুল আমানতও ফেরত দেয় অনেক আহলে কিতাব)	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
ধনসম্পদ (বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ ওলীদ বিন মুগীরাকে)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১২	৯৯০
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (বিপুল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিলেন আল্লাহ মুমিনদেরকে)	৪৮-ফাত্হ	১৯	৯১৮
বিপুল পরিমাণ			
স্ত্রীকে দেয়া সম্পদ বিপুল পরিমাণ হলেও ফেরৎ নেয়া যাবে না	৪-নিসা	২০	৫৫৯
বিফল (আরো দেখুন ব্যর্থ শব্দটি)			
আখিরাতে বিফল হবে (দুনিয়া কামনাকারীদের কাজ)	১১-হূদ	১৬	৬৬৭
কর্ম (মুনাফিকদের কর্ম বিফল করা আল্লাহর পক্ষে সহজ)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
কর্ম বিফল হবে তাদের যারা কসম করে বলত-	৫-মায়িদা	৫৩	৫৮৭
কর্ম বিফল তাদের যারা কুফরির সাক্ষ্য দেয় নিজেদের বিরুদ্ধে	৯-তাওবা	১৭	৬৪১
কর্ম বিফল (কাফিরদের)	১৮-কাহ্ফ	১০৫	৭৩৩
কর্ম বিফল (নিদর্শন/আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলায়)	৭-আ'রাফ	১৪৭	৬২৫
কর্ম বিফল (পূর্ববর্তীদের যারা অনর্থক কথায় লিপ্ত থাকত)	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
কর্ম বিফল হবে আয়াত অস্বীকারকারী ও নবী হত্যাকারীদের	৩-আলে ইমরান	২২	৫৩৮
কর্ম বিফল হবে কাফির অবস্থায় মারা গেলে (দুনিয়া ও...)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
কর্ম (ঈমান আনতে অস্বীকার করে যারা তাদের কর্ম বিফল)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
কর্ম বিফল হবে মুমিনদের (নবীর সাথে উচ্চস্বরে কথা বললে)	৪৯-হুজুরাত	২	৯২০
কাজ (দুনিয়া কামনাকারীদের কাজ আখিরাতে বিফল হবে)	১১-হূদ	১৬	৬৬৭
কাজ বিফল হবে (শিরককারীদের)	৩৯-যুমার	৬৫	৮৭৬
কাজ (কাফিরদের কাজ আল্লাহ বিফল করে দিবেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩২	৯১৫
কাফিরদের কর্ম (আল্লাহ নষ্ট করে দিবেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	৯	৯১২
কৃতকর্ম বিফল হওয়া প্রসঙ্গ (শিরকের কারণে)	৬-আন্'আম	৮৮	৬০৪
মুনাফিকদের কর্ম বিফল করবেন আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	২৮	৯১৪
বিবর্তন (মৃত্যু)			
রাসূল স. এর ব্যাপারে কালের বিবর্তন/মৃত্যুর অপেক্ষা, কাফিরদের	৫২-তূর	৩০	৯৩০
বিবাদ (আরো দেখুন ঝগড়া শব্দটি)			
ইবাদতের নিয়মের ব্যাপারে রাসূল স. এর সাথে অন্যরা যেন বিবাদ না করে	২২-হাজ্জ	৬৭	৭৬৪
মু'মিনদের পরস্পরে বিবাদ করা নিষেধ	৮-আনফাল	৪৬	৬৩৬
বিবাদকারী			
সংবাদ (বিবাদকারীদের সংবাদ রাসূল স. কে পৌঁছানো)	৩৮-সোয়াদ	২১	৮৬৭
বিবাদমান			
ছামূদ সম্প্রদায় বিবাদমান দু'টি দলে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৪৫	৮০৩
বিবাহ (আরো দেখুন বিয়ে শব্দটি)			
নবীপত্নীদের বিবাহ করা মুমিনদের জন্য বৈধ নয়	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
বন্ধন (বিবাহ বন্ধন যার হাতে সে পূর্ণ মোহর দিয়ে দিলে...)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
বন্ধন (বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করা নিষিদ্ধ ইদ্দত চলা কালে)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ			
দাসী (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দাসীর যেনার শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
বিবাহযোগ্য			
ইয়াতিম বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত যাচাই (সম্পদ প্রদান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬	৫৫৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিবাহে আবদ্ধ নারী			
বিয়ে (অন্যের বিবাহে আবদ্ধ নারীকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
বিভক্ত			
অবতীর্ণ বিভক্তদের উপর (তাওরাত-ইনজিল)	১৫-হিজর	৯০	৭০২
আল্লাহর শত্রুদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে (কিয়ামতে)	৪১-ফুস্সিলাত	১৯	৮৮৭
আহলে কিতাব বিভক্ত হয় (প্রমাণ আসার পরই)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৪	১০২৯
কুরআনকে বিভক্ত করেছে আহলে কিতাবরা (বিভিন্ন মন্তব্য করে)	১৫-হিজর	৯১	৭০২
জিনদের বিভিন্ন পথে বিভক্ত থাকা প্রসঙ্গ	৭২-জিন্	১১	৯৮৬
দ্বীনের বিষয়কে বিভক্ত করা (এক উম্মত/আল্লাহ প্রতিপালক হলেও)	২১-আম্বিয়া	৯৩	৭৫৬
দ্বীন বিভক্তকারীদের বিষয়টি আল্লাহর নিকট	৬-আন্'আম	১৫৯	৬১২
দ্বীনকে বিভক্ত করেছে যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিষেধ	৩০-রূম	৩২	৮২৪
প্রমাণ আসার পরে বিভক্ত হয়েছে যারা তাদের মত হওয়া নিষেধ	৩-আলে ইমরান	১০৫	৫৪৬
প্রমাণ আসার পরই বিভক্ত হয় (আহলে কিতাবের বিভক্তি প্রসঙ্গ)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৪	১০২৯
বহু উম্মত/দলে বিভক্ত করা হয় (বনী ইসরাঈলকে)	৭-আ'রাফ	১৬৮	৬২৮
বারটি গোত্রে বিভক্ত করা (মূসা আ. এর সম্প্রদায়কে)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
বিষয় (দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়কে বিভক্ত করে নিয়েছে মানুষ)	২৩-মু'মিনূন	৫৩	৭৬৯
মানুষ বিভক্ত হবে কিয়ামতে (মুমিন ও কাফির)	৩০-রূম	১৪	৮২৩
মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে কিয়ামতে (জান্নাতে ও জাহান্নামে)	৩০-রূম	৪৩	৮২৫
মানুষ (কিয়ামতের দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে বের হবে)	৯৯-যিল্যাল	৬	১০৩০
মিথ্যা অভিহিতকারীদের কিয়ামতে বিভক্ত করা হবে (নিদর্শনকে মিথ্যা...)	২৭-নামল	৮৩	৮০৭
মুমিনদেরকে বিভক্ত না হওয়ার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
সক্ষম (আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে সক্ষম)	৬-আন্'আম	৬৫	৬০২
সমুদ্র/নীল নদকে বিভক্ত করা (মূসা আ. এর সম্প্রদায়ের জন্য)	২-বাক্বারা	৫০	৫০৬
সমুদ্র/নীলনদ বিভক্ত হওয়া (মূসা আ. এর লাঠির আঘাতে)	২৬-শু'আরা	৬৩	৭৯১
সুলাইমান আ. এর বাহিনী (জিন মানুষ ও পাখির সমন্বয়ে গঠিত)	২৭-নামল	১৭	৮০১
বিভিন্ন			
অন্তর (মুনাফিকদের অন্তর বিভিন্ন ঐক্যবদ্ধ মনে হলেও)	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
উদ্ভিদ (আকাশের পানি দ্বারা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৫৩	৭৪৪
কথা (মানুষ বিভিন্ন রকম কথা-বার্তায় লিপ্ত)	৫১-যারিয়াত	৮	৯২৫
কাফিরদের বিভিন্ন শ্রেণীর ভোগ-সম্পদের দিকে না তাকানো...	১৫-হিজর	৮৮	৭০২
দরজা (বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বললেন ইয়াকুব আ. এর পুত্রদেরকে)	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
প্রতিপালক (বিভিন্ন প্রতিপালক উত্তম না এক আল্লাহ)	১২-ইউসুফ	৩৯	৬৮০
প্রচেষ্টা (মানুষের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের)	৯২-লাইল	৪	১০২৫
ফসল (আল্লাহ পানি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন করেন)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
রঙ (বৃষ্টি দ্বারা আল্লাহ বিভিন্ন রঙের ফলমূল উৎপন্ন করেন)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
রঙ (পৃথিবীতে বিভিন্ন রঙের পাহাড় রয়েছে)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
রঙ (বিভিন্ন রঙের মানুষজন্তুগৃহপালিত পশু সৃষ্টি)	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
শাস্তি (বিভিন্ন রকম শাস্তি রয়েছে জাহান্নামে)	৩৮-সোয়াদ	৫৮	৮৬৯
স্বাদ (বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য শস্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
বিভেদ (আরো দেখুন মতপার্থক্য শব্দটি)			
বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আশঙ্কা (হারুন আ. এর)	২০-ত্বা-হা	৯৪	৭৪৭
মসজিদ বানানো (ক্ষতিসাধন কুফরি ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য)	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
বিভ্রম			
কাফিরদের বিভ্রম (ফেরেশতাকে রাসূল স. বানানো প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯	৫৯৬
রাসূল স. এর বিষয়ে কাফিরদের বিভ্রম প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৯	৫৯৬
বিভ্রান্ত			
অনুকরণকারীদেরকে বিভ্রান্ত করা (পূর্ববর্তী কাফিরদের অনুকরণ...)	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
অপরাধীদেরকে বিভ্রান্ত করা হত (দুনিয়াতে)	৩০-রূম	৫৫	৮২৬
অস্বীকারকারীকে বিভ্রান্ত করা হয় (আল্লাহর আয়াত)	৪০-মু'মিন	৬৩	৮৮৩
আল্লাহর বিষয়ে মানুষকে কিভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?	২৯-আনকাবূত	৬১	৮২১
আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে না মুশরিকরা ...	৩৭-সাফ্ফাত	১৬২	৮৬৪
আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে (সকলে)	৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
কিভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে মানুষকে?	৬-আন্'আম	৯৫	৬০৫
বিভ্রান্ত (কিয়ামত সম্পর্কে যাকে বিভ্রান্ত করা হয়)	৫১-যারিয়াত	৯	৯২৫
বিভ্রান্ত (কিয়ামত সম্পর্কে যাকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে)	৫১-যারিয়াত	৯	৯২৫
মানুষ কীভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে? (আল্লাহকে স্রষ্টা স্বীকার করেও...)	৪৩-যুখরুফ	৮৭	৯০১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিভ্রান্ত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মানুষ কিভাবে বিভ্রান্ত হয় অথচ আল্লাহ ছাড়া রিযিকদাতা নেই?	৩৫-ফাতির	৩	৮৪৬
মানুষ কিভাবে বিভ্রান্ত হয় অথচ আল্লাহ তাদের প্রতিপালক	৪০-মু'মিন	৬২	৮৮৩
মানুষদেরকে কিভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে তা লক্ষ্য করার আহ্বান...	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
মুনাফিকরা কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে!	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
মুশরিকরা কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে? (শিরক প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৩৪	৬৫৭
বিভ্রান্তি			
পিতা ইয়াকুব আ. সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছেন (ইউসুফ আ. এর ভাইদের মন্তব্য)	১২-ইউসুফ	৮	৬৭৭
পুরনো বিভ্রান্তিতে রয়েছেন পিতা (ইয়াকুব আ. এর পুত্ররা বলল)	১২-ইউসুফ	৯৫	৬৮৫
সন্দেহ (বিভান্তিকর সন্দেহের মধ্যে ছিল কাফিররা)	৩৪-সাবা	৫৪	৮৪৫
বিভ্রান্তিকর			
সন্দেহ (আহলে কিতাবরা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে আছে)	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
সন্দেহ (বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, কুরআনে অবিশ্বাসীরা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৫	৮৮৯
সন্দেহ (বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে মুশরিকরা)	১১-হূদ	১১০	৬৭৫
সন্দেহে (রাসূলগণের আহবান সম্পর্কে কাফিররা)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
সন্দেহ (তাওহীদের বিষয়ে সালিহ আ. এর জাতির বিভ্রান্তিকর সন্দেহ)	১১-হূদ	৬২	৬৭১
বিভ্রান্তিমূলক			
ঈসা আ. কে হত্যার বিষয়টি বিভ্রান্তিমূলক (ইহুদি কর্তৃক ক্রুশবিদ্ধ প্র.)	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
বিমর্ষ			
হারানোর জন্য (কোন কিছু হারানোর জন্য বিমর্ষ না হওয়া)	৫৭-হাদীদ	২৩	৯৫০
বিমুখ			
আল্লাহর স্মরণবিমুখ ব্যক্তির জন্য শয়তান নিয়োজিত করা হয়	৪৩-যুখরুফ	৩৬	৮৯৮
আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে বিমুখ হলে...	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
প্রতিপালকের স্মরণবিমুখ লোকের দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ	৭২-জিন্‌	১৭	৯৮৭
সত্য বিমুখতায় অটল (কাফিররা)	৬৭-মুল্‌ক	২১	৯৭৩
বিমুখতা			
কাফিরদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল কুরআনের বর্ণনা	১৭-ইস্‌রা	৪১	৭১৭
বৃদ্ধি (নবীর আগমন মুশরিকদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল)	৩৫-ফাতির	৪২	৮৫০
বৃদ্ধি (বিমুখতা বৃদ্ধি পায় কাফিরদের রাহমানকে সিজদা না করায়)	২৫-ফুরকান	৬০	৭৮৬
বিয়ে (আরো দেখুন বিবাহ শব্দটি)			
অন্য স্বামীকে বিয়ে না করা পর্যন্ত তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী হালাল হবে না...	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
অভিভাবকের অনুমতিক্রমে মুমিন দাসীকে বিয়ে করা বৈধ	৪-নিসা	২৫	৫৬০
আয়্যিমদেরকে বিয়ে দেয়ার নির্দেশ	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
আশা (বিয়ের আশা রাখে না এমন বৃদ্ধার অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখা)	২৪-নূর	৬০	৭৮০
আহলে কিতাব নারীকে বিয়ে করা প্রসঙ্গ	৫-মায়েদা	৫	৫৮১
ইদ্দত পালন ও দ্বিতীয় বিয়ে	২-বাকারা	২৩২	৫২৬
ইয়াতীম নারীদের বিয়ে (প্রাপ্য প্রদান ছাড়া)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
ইহুদী ও খ্রিষ্টান নারীকে বিয়ে করা প্রসঙ্গ	৫-মায়েদা	৫	৫৮১
উৎসাহ দান (বিয়ের প্রতি)	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
উপায়-উপকরণ (বিয়ের উপায়-উপকরণ পায় না যে...)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
একজন নারীকে বিয়ে করাই ভাল (সমতা রক্ষা করতে না পারলে)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
একাধিক বিয়ে	৪-নিসা	৩	৫৫৬
কাফির (অবিশ্বাসী) নারীকে বিয়ে করা অবৈধ	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
খ্রিষ্টান ও ইহুদী নারীকে বিয়ে করা প্রসঙ্গ	৫-মায়েদা	৫	৫৮১
চার জন নারীকে বিয়ে করার বৈধতা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৩	৫৫৬
ডাগরনয়না হূরদের সাথে বিয়ে (আল্লাহ মুত্তাকীদের দিবেন জান্নাতে)	৫২-তূর	২০	৯৩০
তিন জন নারীকে বিয়ে করার বৈধতা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৩	৫৫৬
তালাক প্রাপ্তা মহিলার বিয়ে	২-বাকারা	২৩২	৫২৬
দাস-দাসীদের বিয়ে দেয়া	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
দুইজন নারীকে বিয়ে করার বৈধতা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৩	৫৫৬
দোষ নেই (মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করাকে দোষ নেই...)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
নবী বিয়ে করতে চাইলে নিজেকে দানকারীনি মুমিনাকে করতে পারেন	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
নবীকে পালকপুত্র যায়েদের স্ত্রীর সাথে বিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
নিষিদ্ধ (বিয়ে নিষিদ্ধ মুশরিক নারীকে...)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
নিষিদ্ধ/হারাম (যাদেরকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২২	৫৫৯
পছন্দের স্বাধীনতা (নারীর)	২-বাকারা	২৩২	৫২৬
পবিত্র নারী-পুরুষের বিয়ে	২৪-নূর	২৪	৭৭৬
পিতৃ-পুরুষের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২২	৫৫৯
প্রস্তাব পাঠানো প্রসঙ্গ	২-বাকারা	২৩৫	৫২৭
বহু বিবাহ	৪-নিসা	৩	৫৫৬
বাধা (বিয়ে করতে বাধা না দেয়া তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে)	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ব্যভিচারী বিয়ে করবে কেবল ব্যভিচারিণীকে অথবা...	২৪-নূর	৩	৭৭৪
ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করবে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক	২৪-নূর	৩	৭৭৪
ব্যাভিচারী-ব্যাভিচারীনীর বিয়ে	২৪-নূর	৩	৭৭৪
মালিকানাধীন দাসীকে বিয়ে করার বৈধতা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৩	৫৫৬
মাহরাম (যাদেরকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২২	৫৫৯
মুত্তাকীদের বিয়ে দিবেন আল্লাহ ডাগর নয়না হুরদের সাথে	৪৪-দুখান	৫৪	৯০৪
মুত্তাকীদের ডাগরনয়না হূরদের সাথে বিয়ে দিবেন আল্লাহ (জান্নাতে)	৫২-তূর	২০	৯৩০
মুমিন নারীকে বিয়ের পর স্পর্শের পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত নেই	৩৩-আহযাব	৪৯	৮৩৭
মুশরিক নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
মুশরিক পুরুষকে বিয়ে করা অবৈধ	২-বাকারা	২২১	৫২৫
মুমিন দাসীর অভিভাবকের অনুমতিক্রমে দাসীকে বিয়ে করা বৈধ	৪-নিসা	২৫	৫৬০
মূসা আ. কে বিয়ে দিতে চাইলেন এক কন্যার সাথে (কন্যাদ্বয়ের পিতা)	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
মোহরানা	৪-নিসা	৪	৫৫৬
মোহরানা	৪-নিসা	২৪	৫৬০
সামর্থ না তাকলে	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
স্বাধীন মুমিন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে দাসীকে বিয়ে	৪-নিসা	২৫	৫৬০
হারাম (পিতৃ-পুরুষের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২২	৫৫৯
হিলা বিয়ে (প্রকৃত বিধানের অপপ্রয়োগ)	২-বাকারা	২৩০	৫২৬
বিয়ের বিধান			
মুমিনদের বিয়ের বিধান (যাদেরকে বিয়ে করা হালাল...)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
বিরক্তি (উহ্‌)			
পিতা-মাতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ কাফিরের! (ঈমানের আহবান প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৭	৯০৯
বিরত			
অশ্লীল/মন্দকাজ থেকে নামাজ বিরত রাখে	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
অসার কথা থেকে বিরত থাকে (মুমিনগণ)	২৩-মু'মিনূন	৩	৭৬৬
আগুন প্রতিরোধ করতে পারবে না কাফিররা (মুখ ও পেছন থেকে)	২১-আম্বিয়া	৩৯	৭৫২
আয়াত থেকে যেন বিরত না রাখে কাফিররা (রাসূল স. কে)	২৮-কাসাস	৮৭	৮১৫
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে (আখিরাতে অবিশ্বাসী)	১১-হূদ	১৯	৬৬৭
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার কারণে মন্দ পরিণতি আস্বাদন	১৬-নাহ্‌ল	৯৪	৭১১
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায় কাফিরের শাস্তি...	১৬-নাহ্‌ল	৮৮	৭১০
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে মুশরিকগণ	৯-তাওবা	৯	৬৪০
আল্লাহর পথ হতে বিরত না রাখা (শু'আইব আ. এর দাওয়াত প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
আল্লাহর পথ থেকে যারা বিরত রাখে তারা পথভ্রষ্ট	১৪-ইবরাহীম	৩	৬৯৩
আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখে (মুনাফিকরা)	৬৩-মুনাফিকূন	২	৯৬৪
আল্লাহর পথ থেকে যারা বিরত রাখে তারা পথভ্রষ্ট	৪-নিসা	১৬৭	৫৭৮
আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার পরিণাম (ইহুদিদের)	৪-নিসা	১৬০	৫৭৭
আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখে যারা...	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৪	৯১৫
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি...	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে কাফিররা (মানুষকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩২	৯১৫
আল্লাহকে বিরত রাখার মত কেউ নেই (কথা বানানো প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্‌	৪৭	৯৮০
আল্লাহ বিরত রেখেছেন তাদেরকে যারা... (তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৬	৬৪৫
আল্লাহর ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে অন্য কেউ বিরত থাকে না	২১-আম্বিয়া	১৯	৭৫১
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা (কাফিরদের কাজ)	৪৭-মুহাম্মাদ	১	৯১২
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখছে ঈমানদারকে (আহলে কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	৯৯	৫৪৫
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখত জালিমরা...	৭-আ'রাফ	৪৫	৬১৭
আহলে কিতাবের কেউ কেউ বিরত ছিল (ঈমান থেকে)	৪-নিসা	৫৫	৫৬৪
ইবরাহীম আ. বিরত না হলে পিতা তাকে পাথর নিক্ষেপ করবে	১৯-মারইয়াম	৪৬	৭৩৭
ইবাদত থেকে বিরত থাকেনা (ফেরেশতরা)	৭-আ'রাফ	২০৬	৬৩১
ইবরাহীম আ. কে বিরত থাকার নির্দেশ লূত আ. এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে	১১-হূদ	৭৬	৬৭২
ইয়াতিমের সম্পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিৎ (ধনী অভিভাবকের)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
ঈমান আনা থেকে মানুষকে বিরত রাখে কেবল এই যে- তারা বলে...	১৭-ইস্‌রা	৯৪	৭২২
উপাসনা থেকে, পিতৃপুরুষের উপাস্যদের ...	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে সগীরা গুনাহ মোচন করা হবে	৪-নিসা	৩১	৫৬১
কল্যাণকর (ইলাহ তিনজন বলা থেকে বিরত থাকা কল্যাণকর)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
কাফিররা বিরত হবে (দ্বীনের ব্যাপারে তিরস্কার করতে)	৯-তাওবা	১২	৬৪১
কাফিররা বিরত হলে (আল্লাহ তাদের কাজকর্ম দেখবেন)	৮-আনফাল	৩৯	৬৩৫
কাফিররা বিরত হলে ক্ষমা করা হবে তাদের অতীত	৮-আনফাল	৩৮	৬৩৫
কাফিররা বিরত হলে...(মসজিদুল হারামে যুদ্ধ করা থেকে...)	২-বাক্বারা	১৯২	৫২১
কাফিরা বিরত হলে (যুদ্ধ থেকে) কোন সীমালঙ্ঘন নেই	২-বাক্বারা	১৯৩	৫২১
কাফিরা বিরত হলে- যুদ্ধ থেকে (তাদের জন্য কল্যাণকর)	৮-আনফাল	১৯	৬৩৩
কিয়ামতে বিশ্বাস থেকে যেন বিরত রাখতে না পারে (মূসা আ. প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৬	৭৪১
কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে যে (প্রতিপালকের ভয়ে)...	৭৯-নাযি'আত	৪০	১০০৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিরত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ক্ষমা প্রার্থনা হতে বিরত (শাস্তি না আসা পর্যন্ত)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৫	৭২৯
জালিমদেরকে বিরত রাখতে চায় রাসূল স. (পূর্বপুরুষদের উপাস্য থেকে)	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
'দাওয়াত' থেকে বিরত না হলে রাসূলরা প্রস্তরাঘাতের হুমকি...	৩৬-ইয়াসীন	১৮	৮৫২
নামায/আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে শয়তান (মদ/জুয়ার মাধ্যমে)	৫-মায়িদা	৯১	৫৯১
নিদর্শন প্রেরণ থেকে বিরত রাখে (পূর্ববর্তীদের মিথ্যা অভিহিত করা)	১৭-ইসরা	৫৯	৭১৯
নিষেধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ (রাসূল স. যা নিষেধ করেন তা থেকে)	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
পথ (আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা অধিক গুরুতর পাপ)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
পথনির্দেশিকা থেকে দুর্বলদেরকে বিরত রাখা...	৩৪-সাবা	৩২	৮৪৪
পথ থেকে (আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে ধন-সম্পদ ব্যয়...)	৮-আনফাল	৩৬	৬৩৫
পথ থেকে (শয়তান মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিরত রাখে)	৪৩-যুখরুফ	৩৭	৮৯৮
পথ (আল্লাহর পথ থেকে যারা বিরত রাখে তাদের মত না হওয়ার নির্দেশ)	৮-আনফাল	৪৭	৬৩৬
প্রদানে (মুনাফিক গৃহস্থালী ছোট জিনিস প্রদানে বিরত থাকে)	১০৭-মাঊন	৭	১০৩৪
বিয়ে থেকে বিরত থাকবে (সামর্থ না থাকলে...)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
বৃদ্ধার বিরত থাকা উত্তম (অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখা থেকে)	২৪-নূর	৬০	৭৮০
মদ/জুয়া থেকে বিরত হওয়ার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৯১	৫৯১
মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখেন আল্লাহ ইউসুফ আ. কে	১২-ইউসুফ	২৪	৬৭৯
মসজিদুল হারাম থেকে বিরত রাখায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
মসজিদুল হারাম হতে বিরত রাখে কাফিররা (মুমিনদেরকে)	৪৮-ফাত্‌হ	২৫	৯১৮
মসজিদে হারাম থেকে বিরত রাখা (বিদ্বেষবশত)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
মসজিদে হারাম থেকে লোকদেরকে বিরত রাখায় শাস্তি...	৮-আনফাল	৩৪	৬৩৫
মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে (মুনাফিকরা)	৫৮-মুজাদালা	১৬	৯৫৪
মিথ্যাচারী বিরত না হলে চুলের গোছা ধরে হেঁচড়িয়ে নেয়া হবে...	৯৬-আলাক	১৫	১০২৮
মুনাফিক/হৃদয়ে ব্যাধিগ্রস্ত/গুজব রটনাকারীরা বিরত না হলে শাস্তি	৩৩-আহযাব	৬০	৮৩৯
লোকদেরকে বিরত রাখে আল্লাহর পথ থেকে পণ্ডিত ও সংসার...	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
শয়তান যেন বিরত রাখতে না পারে... (সরল পথ থেকে)	৪৩-যুখরুফ	৬২	৯০০
শোচনীয় (সঠিক পথ থেকে বিরত রাখা শোচনীয় কাফিরদের জন্য)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
সঠিক পথ থেকে শয়তান আদ/ছামূদকে বিরত রেখেছিল	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
সঠিক পথ থেকে শয়তান সাবাবাসীকে বিরত রেখেছিল	২৭-নামল	২৪	৮০২
সরল পথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল (ফিরআউনকে)	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
সাবার রানীকে শরীকরা সত্য থেকে বিরত রেখেছিল	২৭-নামল	৪৩	৮০৩
সুদ হতে বিরত ব্যক্তির বিষয়টি আল্লাহর উপর সমর্পিত	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
বিরতি			
রাসূল প্রেরণের বিরতির পর রাসূল স. এসেছেন	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
বিরাট			
অনুগ্রহ (আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য বিরাট অনুগ্রহ)	৩৩-আহযাব	৪৭	৮৩৭
অনুগ্রহ (রাসূল স. এর প্রতি প্রতিপালকের বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে)	১৭-ইসরা	৮৭	৭২১
কসম (বিরাট কসমটা কী মানুষ যদি জানত!)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৭৬	৯৪৬
পরীক্ষা (ফিরআউনের নির্যাতন বনী ইসরাঈলের জন্য বিরাট পরীক্ষা)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
প্রতিদান (অঙ্গীকার পূর্ণকারীকে বিরাট প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	১০	৯১৬
শাস্তি (বিরাট শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ জালিমকে)	২৫-ফুরকান	১৯	৭৮৩
সাফল্য (মুনাফিকদের বিরাট সাফল্য লাভ করার আকাঙ্ক্ষা)	৪-নিসা	৭৩	৫৬৬
সিংহাসন (সাবার রানীর বিরাট সিংহাসন থাকা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২৩	৮০১
বিরামহীন			
আট দিন বিরামহীনভাবে ঝড়ো হাওয়া বয় (আদ জাতির উপর)	৬৯-হাক্কাহ্‌	৭	৯৭৮
ঝড়োবাতাস (আদ সম্প্রদায়ের প্রতি বিরামহীন ঝড়োবাতাস প্রেরণ)	৫৪-কামার	১৯	৯৩৭
বিরুদ্ধাচরণ			
আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি (স্থায়ী জাহান্নাম)	৯-তাওবা	৬৩	৬৪৬
আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণকারীরা লাঞ্ছিত	৫৮-মুজাদালা	২০	৯৫৪
আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে	৫৮-মুজাদালা	৫	৯৫২
আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণকারীকে ভালবাসে এমন মু'মিন পাওয়া যাবে না	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণ করলে জাহান্নাম	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
বিরুদ্ধে			
কাফিরদের বিরুদ্ধে মুনাফিকরা বের হবে না	৫৯-হাশর	১২	৯৫৬
বিরূপ			
প্রতিপালক বিরূপ নন (রাসূল স. এর প্রতি)	৯৩-দুহা	৩	১০২৬
বিরোধ			
আশঙ্কা (স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের আশঙ্কা থাকলে উভয় পরিবার থেকে সালিশ)	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
শোয়াইব আ. এর সাথে বিরোধ যেন সম্প্রদায়কে প্ররোচিত না করে	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
বিরোধিতা			
আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরোধিতার কারণে (আগুনের শাস্তি)	৫৯-হাশর	৪	৯৫৫
আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরোধিতা করেছে কাফিররা (বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	১৩	৬৩৩
আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরোধিতা করার শাস্তি কঠোর	৫৯-হাশর	৪	৯৫৫
আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরোধিতা করে যে...	৮-আনফাল	১৩	৬৩৩
মুনাফিকদের পারস্পরিক বিরোধিতা তীব্রতর	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
রাসূল স. এর বিরোধিতা (সঠিক পথ পরিস্কার হওয়ার পর)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩২	৯১৫
বিরোধী			
রাসূল স. এর প্রচন্ড বিরোধী তারা যারা আল্লাহকে সাক্ষী...	২-বাক্বারা	২০৪	৫২৩
বিতর্ক			
আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মানুষ বিতর্ক করে (জ্ঞান/কিতাব/পথনির্দেশনা ছাড়াই)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
জ্ঞান/কিতাব/পথনির্দেশনা ছাড়াই আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মানুষ বিতর্ক করে	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
বিলম্ব			
ইবরাহীম আ. বিলম্ব করলেন না, ভাজা বাছুর নিয়ে আসতে (মেহমানদের জন্য)	১১-হূদ	৬৯	৬৭২
পাপ (বিলম্বে পাপ নেই মিনায় অবস্থান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
বিকট শব্দ সংঘটিত হতে কোন বিলম্ব হবে না	৩৮-সোয়াদ	১৫	৮৬৬
বিলম্বিত			
নির্দিষ্ট সময়কে বিলম্বিত করতে পারবে না কেউ...	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
নির্দিষ্ট/মৃত্যুর সময়কে মানুষ বিলম্বিত করতে পারবে না	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিলম্বিত করেন আল্লাহ আখিরাতের শাস্তি	১১-হূদ	১০৪	৬৭৫
নির্দিষ্ট সময় বিলম্বিত করতে পারবে না (কোন উম্মত)	২৩-মু'মিনূন	৪৩	৭৬৮
নির্ধারিত সময় বিলম্বিত করতে পারে না কোন জাতি	১৫-হিজর	৫	৬৯৮
মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না (প্রতিশ্রুত দিন)	৩৪-সাবা	৩০	৮৪৩
মুহূর্ত (এক মহূর্ত বিলম্বিত হবে না কোন উম্মতের নির্দিষ্ট সময়)	৭-আ'রাফ	৩৪	৬১৫
রাসূল স. এর কোন স্ত্রীকে বিলম্বিত করা রাসূল স. এর ইচ্ছাধীন	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
শাস্তি (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তিকে বিলম্বিত করলে কাফির বলে...)	১১-হূদ	৮	৬৬৬
সময় (আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসলে বিলম্বিত করা হয় না)	৭১-নূহ্‌	৪	৯৮৪
বিলাস-উপকরণ			
আনন্দ (যে সব বিলাস-উপকরণ নিয়ে আনন্দ পেত ফির'আউন...)	৪৪-দুখান	২৭	৯০৩
বিলাস-সামগ্রী			
দুনিয়ার জীবনে বিলাস-সামগ্রী দান (আদ-সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮
পিছনে ছুটা (জুলুমকারীরা বিলাস সামগ্রীর পিছনে ছুটেছিল)	১১-হূদ	১১৬	৬৭৬
ফিরে আসা (জালিমদের বিলাস-সামগ্রীর দিকে ফিরে আসা)	২১-আম্বিয়া	১৩	৭৫০
বিলুপ্ত			
মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়া (সত্যের আঘাতে)	২১-আম্বিয়া	১৮	৭৫১
বিশ			
ধৈর্যশীল বিশজন বিজয়ী হবে দুইশত জনের উপরে	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
বিকাল			
পবিত্রতা বর্ণনা (বিকালে ও সকালে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ)	৩০-রূম	১৭	৮২৩
পর্বত (বিভক্ত নীলনদের প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হল)	২৬-শু'আরা	৬৩	৭৯১
রাজ্য (জান্নাতে তাকালেই নেয়ামত ও বিশাল রাজ্য দেখা যাবে)	৭৬-দাহ্‌র	২০	৯৯৬
রাজত্ব (ইবরাহীমের বংশধরকে বিশাল রাজত্ব দান)	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
বিশিষ্টজন (মানুষ/জিন)			
হিসাব (বিশিষ্টজন/মানুষ-জিনের হিসাবের জন্য আল্লাহ অবসর হবেন)	৫৫-রাহ্‌মান	৩১	৯৪০
বিশুদ্ধ			
চিত্ত (বিশুদ্ধ চিত্তে প্রতিপালকের নিকট ইবরাহীম আ. এর উপস্থিতি)	৩৭-সাফফাত	৮৪	৮৬১
দ্বীন (বিশুদ্ধ দ্বীন/ইবাদত কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য)	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
পানি (বিশুদ্ধ পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ আকাশ থেকে)	২৫-ফুরকান	৪৮	৭৮৫
পানীয় (আল্লাহ জান্নাতীদের বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন)	৭৬-দাহ্‌র	২১	৯৯৬
হৃদয় (বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে আসা ব্যক্তির সন্তান / সম্পদ প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৮৯	৭৯২
বিশুদ্ধ অন্তর			
ইবাদত (বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ আহলে কিতাবকে)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	৫	১০২৯
বিশুদ্ধ পানীয়			
জান্নাতীদেরকে বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	২৫	১০১২
বিশৃঙ্খলা (আরো দেখুন ফ্যাসাদ শব্দটি)			
বৃদ্ধি (ফির'আউনরা বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করেছিল নগরে নগরে)	৮৯-ফাজ্‌র	১২	১০২১
বিশেষ			
কিয়ামতে বিশেষ করে তাদের জন্য পবিত্র রিযিক যারা ঈমান...	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
বিশেষজ্ঞ (আরো দেখুন গবেষণা- চিন্তা শব্দটি)			
জিজ্ঞাসা (বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ আল্লাহ সম্পর্কে)	২৫-ফুরকান	৫৯	৭৮৬
বিশেষায়িত			
পুত্র সন্তান দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে? (মুশরিকদেরকে)	৪৩-যুখরুফ	১৬	৮৯৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিশ্রাম			
ঘুমকে বিশ্রাম বানিয়েছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৪৭	৭৮৫
পাথরের উপর বিশ্রাম (মূসা আ. ও তার সঙ্গীর)	১৮-কাহ্‌ফ	৬৩	৭৩০
বিশ্রাম স্বরূপ বানিয়েছেন আল্লাহ	৭৮-নাবা	৯	১০০০
রাত (আল্লাহ মানুষের বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্‌'আম	৯৬	৬০৫
রাতে (আল্লাহ রাত সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য)	১০-ইউনুস	৬৭	৬৬০
রাত সৃষ্টি (আল্লাহ কর্তৃক মানুষের বিশ্রামের জন্য)	২৭-নামল	৮৬	৮০৭
রাত বিশ্রাম নেয়ার জন্য বানিয়েছেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৭৩	৮১৪
রাত (বিশ্রামের জন্য রাত এনে দিবে কে?)	২৮-কাসাস	৭২	৮১৪
রাতের সৃষ্টি (আল্লাহ বিশ্রামের জন্য রাত বানিয়েছেন)	৪০-মু'মিন	৬১	৮৮৩
বিশ্রামরত (দুপুরে)			
শাস্তি (দুপুরে বিশ্রামরত অবস্থায় শাস্তি জনপদ ধ্বংস প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৪	৬১৩
বিশ্রামস্থল			
উৎকৃষ্ট বিশ্রামস্থল জান্নাত (মুমিন ও সৎকর্মীদের জন্য)	১৮-কাহ্‌ফ	৩১	৭২৭
জাহান্নাম নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল (সীমালংঘনকারীদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৫৬	৮৬৯
জীবের বিশ্রামস্থল আল্লাহ জানেন	১১-হূদ	৬	৬৬৬
নিদর্শন (মানুষের বিশ্রামস্থল নিদর্শনস্বরূপ)	৬-আন্‌'আম	৯৮	৬০৫
নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল (জাহান্নাম) জালিমদের জন্য..	১৮-কাহ্‌ফ	২৯	৭২৬
নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল জাহান্নাম	১৩-রা'দ	১৮	৬৯০
নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল জাহান্নাম	৩-আলে ইমরান	১২	৫৩৭
নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল জাহান্নাম	৩-আলে ইমরান	১৯৭	৫৫৫
নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল জাহান্নাম	২-বাক্বারা	২০৬	৫২৩
সুন্দর বিশ্রামস্থল জান্নাতের অধিবাসীদের	২৫-ফুরকান	২৪	৭৮৪
বিশ্রামে আনা			
গবাদি পশু পালকে বিশ্রামে আনা/চারণভূমিতে নেয়ার মধ্যে সৌন্দর্য	১৬-নাহ্‌ল	৬	৭০৩
বিশ্রামের স্থান			
মানুষের জন্য ঘরকে আল্লাহ বিশ্রামের স্থান বানিয়েছেন	১৬-নাহ্‌ল	৮০	৭০৯
বিশ্বস্ত			
ইউসুফ আ. বিশ্বস্ত হল (আযীযের নিকট)	১২-ইউসুফ	৫৪	৬৮২
কল্যাণকামী ও বিশ্বস্ত (হূদ আ. প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৬৮	৬১৯
জ্বিন (সাবার রানীর সিংহাসন তুলে আনার ব্যাপারে বিশ্বস্ত জ্বিন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৩৯	৮০৩
বিশ্বস্ত রাসূল (হূদ আ. প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১২৫	৭৯৪
মজুর (শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত মজুর উত্তম)	২৮-কাসাস	২৬	৮১০
রাসূল (লূত আ. এর সম্প্রদায়ের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল ছিলেন)	২৬-শু'আরা	১৬২	৭৯৬
রাসূল (নূহ আ. তার সম্প্রদায়ের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল ছিলেন)	২৬-শু'আরা	১০৭	৭৯৩
রাসূল (সালিহ আ. সম্প্রদায়ের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল ছিলেন)	২৬-শু'আরা	১৪৩	৭৯৫
রাসূল (বিশ্বস্ত রাসূল মূসা আ.)	৪৪-দুখান	১৮	৯০২
রাসূল (শুআইব আ. সম্প্রদায়ের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল ছিলেন)	২৬-শু'আরা	১৭৮	৭৯৭
রূহ (কুরআন নিয়ে বিশ্বস্ত রূহ/জিবরাঈল আ. এর অবতরণ)	২৬-শু'আরা	১৯৩	৭৯৮
বিশ্বাস (আরো দেখুন ঈমান শব্দটি)			
অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না যে কিয়ামত আসবে	৪০-মু'মিন	৫৯	৮৮৩
অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না (বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	১০০	৫১১
অপরাধীদের বিশ্বাস/ঈমান প্রসঙ্গ (শাস্তি আসার পর)	১০-ইউনুস	৫১	৬৫৯
আকাশে আরোহণকে বিশ্বাস করবে না কাফিররা (কিতাব অবতীর্ণ)	১৭-ইসরা	৯৩	৭২২
আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী সৎকর্মপরায়ণদের প্রসঙ্গ	৩১-লুকমান	৪	৮২৭
আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস করা মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য	২-বাক্বারা	৪	৫০২
আখিরাতে বিশ্বাস করে না যারা তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত	২৩-মু'মিনূন	৭৪	৭৭০
আখিরাতে বিশ্বাস করে না যারা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি...	১৭-ইসরা	১০	৭১৫
আখিরাতে বিশ্বাস করে না যারা তারা ফেরেশতাদেরকে...	৫৩-নাজম	২৭	৯৩৩
আল্লাহকে বিশ্বাস করে না যারা তাদের আদর্শ বর্জন করলেন ইউসুফ	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
আল্লাহকে বিশ্বাস করার কারণে মুমিনদেরকে নির্যাতন	৮৫-বুরূজ	৮	১০১৫
আল্লাহকে বিশ্বাস করে যে সম্প্রদায় তারা ভালবাসে না ...	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
আল্লাহকে বিশ্বাস করে না অধিকাংশ মানুষ বরং তারা মুশরিক	১২-ইউসুফ	১০৬	৬৮৬
ইবরাহীম আ. এর বিশ্বাস (মৃতকে জীবিত করা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
ইয়াকুব আ. যেমন বিশ্বাস করেছিলেন ইউসুফের ক্ষেত্রে এবারও কি...	১২-ইউসুফ	৬৪	৬৮২
কিয়ামতে বিশ্বাস থেকে যেন বিরত রাখতে না পারে (মূসা আ. প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৬	৭৪১
কিয়ামতে বিশ্বাস করে না যারা তারাই এর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে	৪২-শূরা	১৮	৮৯২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কুরআনে (কেউ কুরআন বিশ্বাস করে আবার কেউ করে না)	১০-ইউনুস	৪০	৬৫৮
কুরআনে (কেউ কুরআন বিশ্বাস করে না আবার কেউ করে)	১০-ইউনুস	৪০	৬৫৮
কুরআনে বিশ্বাস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (আকাশ-পৃথিবী...)	৫২-তূর	৩৬	৯৩১
কুরআনে বিশ্বাস করে না (যারা বলে কুরআন নবীর বানানো কথা)	৫২-তূর	৩৩	৯৩০
জাদুকরদের বিশ্বাস (মূসা আ. এর প্রতি বিশ্বাস করায় ফিরআউনের ক্ষোভ)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
জালিমরা বিশ্বাস করে না (ফায়সালার দিন সম্পর্কে)	১৯-মারইয়াম	৩৯	৭৩৬
দিনের প্রথমভাগে বিশ্বাস ও শেষভাগে অবিশ্বাস করতে বলে...	৩-আলে ইমরান	৭২	৫৪২
দ্বীনের অনুসরণ না করলে তাকে বিশ্বাস করা নিষেধ...	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
নিদর্শনে (কিয়ামত হলে নিদর্শনে অবিশ্বাসীর সাথে এক জীবের কথা বলা)	২৭-নামল	৮২	৮০৬
নিদর্শন (আল্লাহর নিদর্শন বিশ্বাস করে যারা তাদেরকে...)	৩০-রূম	৫৩	৮২৬
নূহ আ. কে বিশ্বাসে সম্প্রদায়ের খোঁড়া অজুহাত পেশ	২৬-শু'আরা	১১১	৭৯৩
পিতা বিশ্বাস করছে না ইউসুফের ব্যাপারে তার ভাইদেরকে	১২-ইউসুফ	১১	৬৭৭
পিতা বিশ্বাস করবে না (ইউসুফের ভাইয়েরা সত্যবাদী হলেও)	১২-ইউসুফ	১৭	৬৭৮
পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান (সন্তানের প্রতি)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৭	৯০৯
ফিরআউন বিশ্বাস করে না (মূসা/হারুন আ. কে)	১০-ইউনুস	৭৮	৬৬১
বিচারের দিনে অবিশ্বাসী ব্যক্তি হতে মূসা আ. এর আশ্রয় প্রার্থনা...	৪০-মু'মিন	২৭	৮৮০
বিচারের দিনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে যারা...	৭০-মা'আরিজ	২৬	৯৮২
মিথ্যাতে বিশ্বাস ও আল্লাহর নেয়ামতকে অবিশ্বাস...	১৬-নাহ্‌ল	৭২	৭০৮
মু'মিনগণ যাতে বিশ্বাস করে অহংকারকারীরা তাতে অবিশ্বাসী (ছামুদ প্র.)	৭-আ'রাফ	৭৬	৬২০
মুমিনদেরকে ইহুদীরা বিশ্বাস করবে এ প্রত্যাশা	২-বাক্বারা	৭৫	৫০৮
মুমিনরা বিশ্বাস করবে না অজুহাত পেশকারীদেরকে (তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
মুমিনদেরকে বিশ্বাস করেন নবী স.	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
মূসা/হারুন আ. কে বিশ্বাস করে না (ফিরআউন)	১০-ইউনুস	৭৮	৬৬১
মূসা আ. এর নিদর্শন বিশ্বাস না করার ঘোষণা (ফিরআউন সম্প্রদায়ের)	৭-আ'রাফ	১৩২	৬২৪
মূসা আ. এর কথায় বনীইসরাঈলের বিশ্বাস না করা (আল্লাহকে দেখা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৫	৫০৬
মূসা আ. কে বিশ্বাস করার ওয়াদাশাস্তি অপসারিত করলে (ফিরআউন প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৩৪	৬২৪
রাসূল স. কে বিশ্বাস না করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন (ইহুদীরা বলে)	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
রাসূল স. ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পর্দা টেনে দেয়া (কুরআন পাঠে কালে)	১৭-ইসরা	৪৫	৭১৭
শরীক বিশ্বাস করত কাফিররা (কিয়ামতে আল্লাহ বলবেন)	৪০-মু'মিন	১২	৮৭৯
বিশ্বাস (অবিশ্বাস)			
আখিরাতে অবিশ্বাসীর কাজকে আল্লাহ শোভনীয় করেছেন	২৭-নামল	৪	৮০০
বিশ্বাসঘাতক			
অস্বীকার (বিশ্বাসঘাতক আয়াত অস্বীকার করে সমুদ্র থেকে রক্ষা প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
ষড়যন্ত্র সফল করেন না আল্লাহ (খেয়ানতকারীদের)	১২-ইউসুফ	৫২	৬৮১
বিশ্বাস ঘাতকতা/খেয়ানত			
ইউসুফ আ. খেয়ানত করেনি (আযীযের অনুপস্থিতিতে)	১২-ইউসুফ	৫২	৬৮১
বিশ্বাসভাজন			
জিবরাঈল আ. বিশ্বাসভাজন	৮১-তাকভীর	২১	১০০৯
বিশ্বাসী (আরো দেখুন ঈমানদার/মুমিন শব্দটি)			
আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসীর জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও সুসংবাদ	২৭-নামল	৩	৮০০
আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী ইহুদিদেরকে মহাপ্রতিদান দান	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
আল্লাহর উপর বিশ্বাসী হলে তাকে ভয় করে চলার নির্দেশ	৬০-মুমতাহিনা	১১	৯৫৯
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী (তাকে ভয় করা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৮৮	৫৯১
ইবরাহীমআ. কে নিশ্চিত বিশ্বাসী করতে আকাশ-পৃথিবীর কর্তৃত্ব দেখানো হয়	৬-আন্‌'আম	৭৫	৬০৩
ইহুদি (আল্লাহ/আখিরাতে বিশ্বাসী ইহুদিদেরকে মহাপ্রতিদান দান)	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
কাফিররা বিশ্বাসী নয় হূদ আ. এর উপর (আদ জাতি প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	৩৮	৭৬৮
কিয়ামতে বিশ্বাসীরা কিয়ামতকে ভয় করে	৪২-শূরা	১৮	৮৯২
কিতাবে/কুরআনে বিশ্বাসী (যারা স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
কুরআনে বিশ্বাসী হতনা আরবরা (আজমীর উপর অবতীর্ণ করলেও)	২৬-শু'আরা	১৯৯	৭৯৮
নিদর্শন নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য (মানুষ সৃষ্টি/জীবজন্তু ছড়িয়ে দেয়ায়)	৪৫-জাছিয়া	৪	৯০৫
পথনির্দেশিকা ও দয়াস্বরূপ কুরআন (বিশ্বাসীদের জন্য)	৪৫-জাছিয়া	২০	৯০৬
প্রতিপালকের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাসী হওয়া (ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২৪	৭৮৯
প্রতিপালকের উপর নিশ্চিত বিশ্বাসী	৪৪-দুখান	৭	৯০২
মু'মিনগণ বিশ্বাসী (সালিহআ. কে যা সহ প্রেরণ করা হয়েছে তাতে)	৭-আ'রাফ	৭৫	৬১৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিশ্বাসী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুশরিকরা বিশ্বাসী ছিল জিনদের প্রতি (উপাস্যরূপে)	৩৪-সাবা	৪১	৮৪৪
মূসা আ. এর মা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত	২৮-কাসাস	১০	৮০৮
সম্প্রদায় (কুরআন বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া)	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
সম্প্রদায় (নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াত বর্ণনা)	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
হূদ আ. এর প্রতি বিশ্বাসী নয় আদ সম্প্রদায়	১১-হূদ	৫৩	৬৭০
বিষণ্ণ			
মুমিনরা যাতে বিষণ্ণ না হয় (হারানো বিজয় ও আপতিত বিপদে)	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
বিষয়			
অনুসন্ধান (নিরাপত্তা বা ভীতির সংবাদের বিষয়ে অনুসন্ধান)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
অবধারিত বিষয়ের জন্য সব পানি মিলিত হল (নূহ আ. এর জমানায় বন্যা)	৫৪-কামার	১২	৯৩৬
'আগামীকাল করব' বলা নিষেধ যে কোন বিষয়ে (ইনশাআল্লাহ প্র.)	১৮-কাহ্ফ	২৩	৭২৬
আনুগত্য (অধিকাংশ বিষয়ে রাসূল স. মুমিনদের আনুগত্য করলে!..)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
আল্লাহর মালিকানাধীন সকল বিষয়	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
আল্লাহর এখতিয়ারে সকল বিষয়	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে সকল বিষয়	২-বাক্বারা	২১০	৫২৩
আল্লাহ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে বলেন 'হও' তাতেই হয়ে যায়	৩-আলে ইমরান	৪৭	৫৪০
আল্লাহ কোন বিষয়ে ' হও' বললেই তা হয়ে যায়	৩৬-ইয়াসীন	৮২	৮৫৬
ইউসুফ আ. এর বিষয়ে একমত হওয়ার সময় রাসূল স. উপস্থিত ছিলেন না	১২-ইউসুফ	১০২	৬৮৬
ঈমান আনার বিষয়ে ফায়সালা হয়ে যাবে (আল্লাহ...)	২-বাক্বারা	২১০	৫২৩
উত্থিত (সকল বিষয় আল্লাহর কাছে একদিনে উত্থিত হয়)	৩২-সাজদা	৫	৮৩০
কর্তৃত্ব (প্রতিটি বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে)	৩৬-ইয়াসীন	৮৩	৮৫৬
কাফিরদের বিষয়ে রাসূল স. এর কিছু করার নেই	৩-আলে ইমরান	১২৮	৫৪৮
কিয়ামতের বিষয় তো চোখের পলকের মত বরং তার চেয়ে...	১৬-নাহল	৭৭	৭০৯
কোন কোন বিষয়ে মুমিনদের অনুসরণ করে মুনাফিকরা	৪৭-মুহাম্মাদ	২৬	৯১৪
গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করেছে (কাফিররা...)	১৯-মারইয়াম	৮৯	৭৪০
জয়ী (আসহাবে কাহ্ফের স্মৃতি রক্ষা বিষয়ে মসজিদ নির্মানের প্রস্তাব)	১৮-কাহ্ফ	২১	৭২৬
জানেন (আল্লাহ সকল বিষয় জানেন)	৫৭-হাদীদ	৩	৯৪৮
(দৃঢ়সংকল্পের বিষয়-তাকওয়া অবলম্বন ও ধৈর্যধারণ)	৩-আলে ইমরান	১৮৬	৫৫৪
দ্বীন বিভক্তকারীদের বিষয়টি আল্লাহর নিকট	৬-আন্'আম	১৫৯	৬১২
নিয়ন্ত্রণ (আল্লাহই সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
নিয়ন্ত্রণ করা (আল্লাহ সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
নিজেদের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুনাফিক/কাফিররা বলে	৯-তাওবা	৫০	৬৪৫
নিষ্পত্তি (সাবার রানী পারিষদবর্গকে সাথে নিয়ে বিষয়াদির নিষ্পত্তি করা)	২৭-নামল	৩২	৮০২
পরিচালনা (আল্লাহ সকল বিষয় পরিচালনা করেন)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
প্রত্যাবর্তন (আল্লাহর নিকট সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে)	২২-হাজ্জ	৭৬	৭৬৫
প্রজ্ঞাময় বিষয় পৃথক করা হয় (মোবারক রাতে)	৪৪-দুখান	৪	৯০২
প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশসহ ফেরেশতা অবতরণ (কদর রাতে)	৯৭-কাদর	৪	১০২৯
প্রত্যাবর্তিত (সব বিষয় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়)	৫৭-হাদীদ	৫	৯৪৮
প্রশ্ন করা (এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা নিষেধ যা প্রকাশ করা হলে...)	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
ফয়সালা (বিষয়টি রাসূল স. এর কাছে থাকলে তার ফয়সালা হয়েই যেত)	৬-আন্'আম	৫৮	৬০১
ফয়সালা (ফেরেশতা অবতীর্ণ করলে বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যেত)	৬-আন্'আম	৮	৫৯৬
ফায়সালাকৃত বিষয় (মারইয়ামের পুত্র হওয়া ফায়সালাকৃত বিষয়)	১৯-মারইয়াম	২১	৭৩৫
ফায়সালা (কোন বিষয়ের ফায়সালা করতে আল্লাহ বলেন 'হও')	১৯-মারইয়াম	৩৫	৭৩৬
ফায়সালা (জানতে চাওয়া বিষয়ের ফায়সালা হয়ে গেল...)	১২-ইউসুফ	৪১	৬৮০
ফায়সালা (সকল বিষয় ফায়সালার দিন সম্পর্কে সতর্ক করা)	১৯-মারইয়াম	৩৯	৭৩৬
ফিরে যাবে (সকল বিষয় আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে)	১১-হূদ	১২৩	৬৭৬
ফিরিয়ে নেয়া হবে সকল বিষয় (আল্লাহর দিকে)	৩-আলে ইমরান	১০৯	৫৪৬
ফিরিয়ে নেয়া হবে সকল বিষয় আল্লাহর দিকে	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
ফিরিয়ে নেয়া (সকলবিষয় আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে)	৩৫-ফাতির	৪	৮৪৬
মতবিরোধ আসহাবে কাহ্ফের স্মৃতি রক্ষা বিষয়ে শহরবাসীদের মধ্যে	১৮-কাহ্ফ	২১	৭২৬
যুদ্ধের বিষয়ে আমাদের এখতিয়ার আছে কি? (মুনাফিকরা বলে)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
যুদ্ধের বিষয়ে এখতিয়ার থাকলে নিহত হতাম না (মুনাফিকরা বলে)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
যুদ্ধের বিষয়ে মতবিরোধ করত মু'মিনগণ যদি...	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
সকল বিষয়ের উপর আল্লাহ সর্বশক্তিমান	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
সকল বিষয়ের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকে	৪২-শূরা	৫৩	৮৯৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সম্পন্ন (একটি বিষয় সম্পন্ন করবেন আল্লাহ যা ঘটার ছিল)	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
সম্প্রদায়ের বিনাশ করার বিষয় জানিয়ে দিলেন আল্লাহ (লূত আ. কে)	১৫-হিজর	৬৬	৭০১
সম্পন্ন (আল্লাহ এক বিষয় সম্পন্ন করলেন যা ঘটার ছিল)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
সাবার রানীর বিষয়ে পারিষদবর্গের অভিমত আহ্বান (সুলাইমান আ. প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৩২	৮০২
সিদ্ধান্ত (আল্লাহ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের পর বলেন 'হও' ....)	২-বাক্বারা	১১৭	৫১৩
সিদ্ধান্ত (আল্লাহ-রাসূল স. কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে মুমিনের ভিন্নমত...)	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
সুদ বর্জনকারীর বিষয়টি আল্লাহর উপর সমর্পিত	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
সুলাইমান আ. এর পত্রের বিষয়ে সাবাবাসীদের করণীয় প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৩৩	৮০২
স্থিরকৃত (প্রতিটি বিষয় স্থিরকৃত)	৫৪-কামার	৩	৯৩৬
বিষয় (দ্বীন)			
অনুসরণ (রাসূল স. যে শরীয়তে প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের বিষয়ে তার অনুসরণ)	৪৫-জাছিয়া	১৮	৯০৬
প্রমাণ দান (বনী ইসরাঈলকে দ্বীনের বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান)	৪৫-জাছিয়া	১৭	৯০৬
বিভক্ত (দ্বীনের বিষয়কে বিভিন্ন কিতাবে বিভক্ত করে নিয়েছে মানুষ)	২৩-মু'মিনূন	৫৩	৭৬৯
বিভক্ত করা, দ্বীনের বিষয়কে (এক উম্মত/আল্লাহ প্রতিপালক হলেও)	২১-আম্বিয়া	৯৩	৭৫৬
বিষয় (বিচারের কাজ)			
ফয়সালা (যখন বিষয়টি/বিচার ফয়সালা হয়ে যাবে!)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
বিস্তার/বিস্তারকারী			
অশ্লীলতার বিস্তার পছন্দ করে যারা...	২৪-নূর	১৯	৭৭৫
কসম (পূর্ণরূপে বিস্তারকারীদের...)	৭৭-মুরসালাত	৩	৯৯৭
দয়া বিস্তার করেন আল্লাহ	৪২-শূরা	২৮	৮৯৩
মানুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন আল্লাহ পৃথিবীতে	৬৭-মুলক	২৪	৯৭৩
মানুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন আল্লাহ পৃথিবীতে	২৩-মু'মিনূন	৭৯	৭৭১
বিস্তারিত			
কিতাব বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ	৬-আন্'আম	১১৪	৬০৭
আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে (প্রজ্ঞাবান আল্লাহর পক্ষ...)	১১-হূদ	১	৬৬৫
কিতাবের (কুরআন কিতাব/বিধি-বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা)	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
ফলকে/তাওরাতে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা লেখা...	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
বিস্তৃত (আরো দেখুন প্রশস্ত শব্দটি)			
পৃথিবী বিস্তৃত করা হয়েছে কীভাবে সেদিকে দৃষ্টিপাতের উপদেশ	৮৮-গাশিয়াহ্	২০	১০২০
পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও সংকুচিত হয়ে এসেছিল (হুনাইনে)	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও সংকুচিত হয়ে পড়েছিল যাদের জন্য...	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
পৃথিবীকে আল্লাহ বিস্তৃত করেছেন	৭৯-নাযি'আত	৩০	১০০৪
পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন আল্লাহ	১৫-হিজর	১৯	৬৯৯
পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
যমীনকে বিস্তৃত করেছেন আল্লাহ	৫০-ক্বাফ	৭	৯২২
বিস্ময়কর (আরো দেখুন আশ্চর্য শব্দটি)			
কাফিরদের বিস্ময়কর কথা (মাটি হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে সৃষ্টি!)	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
কুরআন (একদল জিনের 'বিস্ময়কর' কুরআন শ্রবণ প্রসঙ্গ!)	৭২-জিন্	১	৯৮৬
নিদর্শনাবলি (গুহা ও রাকীমের অধিবাসীদের ঘটনা...)	১৮-কাহ্ফ	৯	৭২৪
পথ করে নিল মাছ বিস্ময়করভাবে (সমুদ্রে)	১৮-কাহ্ফ	৬৩	৭৩০
বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হওয়া বিস্ময়কর (ইবরাহীম আ. এর স্ত্রীর সন্তান...)	১১-হূদ	৭২	৬৭২
সতর্ককারী আসা বিস্ময়কর ব্যাপার (কাফিরদের নিকট)	৫০-ক্বাফ	২	৯২২
সন্তান হওয়া বিস্ময়কর (বৃদ্ধবয়সে ইবরাহীম আ. এর স্ত্রীর...)	১১-হূদ	৭২	৬৭২
বিস্ময়বোধ			
আল্লাহর কাজে বিস্ময়বোধ! (ইবরাহীম আ. এর স্ত্রীর গর্ভধারণ...)	১১-হূদ	৭৩	৬৭২
কাফিরদের বিস্ময়বোধ (সতর্ককারী আসার কারণে)	৩৮-সোয়াদ	৪	৮৬৬
রাসূল স. বিস্ময়বোধ করছেন (কাফিররা বিদ্রূপ করায়)	৩৭-সাফ্ফাত	১২	৮৫৭
বিস্মিত			
কাফিররা বিস্মিত (তাদের থেকে তাদের নিকট সতর্ককারী আসায়)	৫০-ক্বাফ	২	৯২২
কাফিরদের বিস্ময় (কিয়ামতের কথায়)	৫৩-নাজম	৫৯	৯৩৫
রাসূল স. বিস্মিত হলে... (বিস্ময়ের ব্যাপার হল কাফিরদের কথা...)	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
বিস্মৃত			
মারইয়াম যদি বিস্মৃত হয়ে যেত! (মারইয়ামের আফসোস...)	১৯-মারইয়াম	২৩	৭৩৫
বিস্বাদ			
পানি (বিস্বাদ পানির সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৫৩	৭৮৬
ফল (বিস্বাদ ফলমূল দিয়ে উদ্যান দুটির পরিবর্তন)	৩৪-সাবা	১৬	৮৪২

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিস্ফোরিত			
সমুদ্র বিস্ফোরিত হবে (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৮২-ইনফিতার	৩	১০১০
বীজ			
অঙ্কুর (বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর তা পুষ্ট হওয়া... মুমিনদের দৃষ্টান্ত)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
অঙ্কুরিতকারী (আল্লাহই বীজ অঙ্কুরিতকারী)	৬-আন্'আম	৯৫	৬০৫
বপন (বীজ বপণ সম্বন্ধে ভেবে দেখার আহ্বান)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬৩	৯৪৬
বীতশ্রদ্ধ			
লূত আ. তার সম্প্রদায়ের অপকর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ	২৬-শু'আরা	১৬৮	৭৯৬
বীভৎস			
জাহান্নামিরা বীভৎস চেহারায় থাকবে	২৩-মু'মিনূন	১০৪	৭৭২
বীর্য			
'আলাকা' (বীর্যকে 'আলাকা' বা ভ্রূণে পরিণত করা)	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
নিরাপদ স্থানে বীর্য স্থাপন (মাতৃগর্ভে মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	১৩	৭৬৬
নির্গত বীর্যবিন্দু থেকে মানুষ সৃষ্টি	৫৩-নাজম	৪৬	৯৩৪
নির্গত (মানুষ কি নির্গত বীর্যের একটি বিন্দু ছিল না?)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৭	৯৯৪
বিন্দু (মানুষ কি নির্গত বীর্যের একটি বিন্দু ছিল না?)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৭	৯৯৪
মানুষ সৃষ্টি (বীর্য থেকে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন)	৩৬-ইয়াসীন	৭৭	৮৫৬
মানুষ সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন)	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
সৃষ্টি (আল্লাহ বীর্যবিন্দু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন)	৮০-আবাসা	১৯	১০০৬
সৃষ্টি (মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টির পর সে সুস্পষ্ট বিতণ্ডাকারী হয়)	১৬-নাহ্ল	৪	৭০৩
বীর্যপাত			
ভেবে দেখার আহ্বান (বীর্যপাত সম্পর্কে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৮	৯৪৫
বীর্যবিন্দু			
মানুষকে বির্যবিন্দু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
মানুষের সৃষ্টি বীর্য থেকে ...	১৮-কাহ্ফ	৩৭	৭২৭
মানুষ বীর্যবিন্দু থেকে সৃষ্টি	৫৩-নাজম	৪৬	৯৩৪
সৃষ্টিপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গ (মাটিবীর্যআলাকামুদগা -এভাবে ক্রমান্বয়ে)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
সৃষ্টি (মানুষকে সংমিশ্রিত বীর্যবিন্দু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে)	৭৬-দাহ্র	২	৯৯৫
বুঝতে পারা			
কুরআন বুঝতে না পারার জন্য হৃদয়ে আবরণ...	১৭-ইস্রা	৪৬	৭১৪
তিনজন বুঝতে পেরেছিল কোন আশ্রয়স্থল নেই আল্লাহ থেকে বাঁচার	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজের কথা বুঝতে না পারা পর্যন্ত নামাজ নিষিদ্ধ!	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
ভাইয়েরা বুঝতে পারবে না (যখন ইউসুফ আ. ভাইদের এই কাজ...)	১২-ইউসুফ	১৫	৬৭৮
মানুষ বুঝতে পারে না যে সৃষ্টিকুল আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে	১৭-ইস্রা	৪৪	৭১৭
মুশরিকরা বুঝতে পারবে কিয়ামতে যে পালাবার কোন উপায় নেই	৪১-ফুস্সিলাত	৪৮	৮৯০
বুঝা			
আল্লাহকে বুঝা (তিনি সর্বশক্তিমান/তার জ্ঞানে সবকিছু পরিবেষ্টিত)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
আসহাবে কাহফ সম্পর্কে বুঝতে না দেয়া (শহরবাসীদেরকে)	১৮-কাহ্ফ	১৯	৭২৫
কথা বুঝাত না (দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানের সম্প্রদায়)	১৮-কাহ্ফ	৯৩	৭৩২
কথা (মূসা আ. এর কথা যাতে ফিরআউন বুঝতে পারে সে জন্য দোয়া)	২০-ত্বা-হা	২৮	৭৪২
কথা বুঝতে না পারা (মুনাফিকরা কেন কথা বুঝতে পারে না?)	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
কাফিররা কুরআন বুঝতে পারে না (হৃদয়ে আবরণ থাকায়)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
কাফির সম্প্রদায় কিছু বুঝে না	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
কুরআন বুঝাতে পারেনা জালিমরা হৃদয়ের আবরণের কারণে	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
নিদর্শন বর্ণনা (বুঝসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য)	৬-আন্'আম	৯৮	৬০৫
নির্দশন বর্ণনা করেন আল্লাহ (যেন মানুষ বুঝতে পারে)	৬-আন্'আম	৬৫	৬০২
বসে থাকতেই সন্তুষ্ট যারা তারা বুঝে না	৯-তাওবা	৮৭	৬৪৯
মুনাফিক সম্প্রদায় কিছু বুঝে না	৯-তাওবা	১২৭	৬৫৩
মুনাফিকরা এমন সম্প্রদায় যারা কিছু বুঝে না	৫৯-হাশর	১৩	৯৫৬
মুনাফিকরা যদি বুঝত যে জাহান্নামের আগুন অধিক উত্তপ্ত	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
শু'আইবের সম্প্রদায় বুঝে না শু'আইব আ. যা বলে	১১-হূদ	৯১	৬৭৪
হৃদয় দিয়ে বোঝেনা (জাহান্নামী মানুষ ও জ্বিন)	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
বুঝিয়ে দেয়া			
পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দিয়ে দুধ পান করানোতে অপরাধ নেই	২-বাকারা	২৩৩	৫২৭
সুলাইমান আ. কে আল্লাহ মীমাংসার বিষয় বুঝিয়েছেন	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
বুদ্ধি			
উপদেশ গ্রহণ করে কেবল বুদ্ধিমানরা	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বুদ্ধিমত্তা (আরো দেখুন বিচক্ষণতা শব্দটি)			
নির্দেশ (বুদ্ধিমত্তা কি কাফিরদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেয়?)	৫২-তূর	৩২	৯৩০
বুদ্ধিমান			
উত্তম কথা শ্রবণকারী ও এর অনুসারীরা বুদ্ধিমান	৩৯-যুমার	১৮	৮৭২
উপদেশ গ্রহণ করে কেবল বুদ্ধিমানরা	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
উপদেশ গ্রহণ করে বুদ্ধিমানরাই	১৩-রা'দ	১৯	৬৯০
উপদেশ গ্রহণ (কেবল বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে)	২-বাকারা	২৬৯	৫৩২
উপদেশ (বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ রয়েছে আইউব আ. এর ঘটনায়)	৩৮-সোয়াদ	৪৩	৮৬৮
উপদেশ রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য (ফসলের বিভিন্ন রূপান্তরে)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
উপদেশগ্রহণ (বুদ্ধিমানদের উপদেশগ্রহণের জন্য কুরআন অবতীর্ণ)	১৪-ইবরাহীম	৫২	৬৯৭
উপদেশগ্রহণ (বুদ্ধিমানদের উপদেশগ্রহণের জন্য কিতাব নাযিল)	৩৮-সোয়াদ	২৯	৮৬৭
কসম রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য (এ সকল বস্তুতে)	৮৯-ফাজ্র	৫	১০২১
তাকওয়া (বুদ্ধিমানদের তাকওয়া অর্জনের জন্য কিসাস...)	২-বাকারা	১৭৯	৫২০
নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য (দিন রাতের আবর্তনে)	৩-আলে ইমরান	১৯০	৫৫৪
নিদর্শন (পূর্ববর্তী প্রজন্মের ধ্বংস বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন)	২০-তা-হা	১২৮	৭৪৯
নিদর্শন (আহার করা/পশু চরানোর মাঝে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন)	২০-ত্বা-হা	৫৪	৭৪৪
পথ নির্দেশ ও উপদেশ বুদ্ধিমানদের জন্য (মূসার কিতাব)	৪০-মু'মিন	৫৪	৮৮২
বুদ্ধিমান লোক উপদেশ গ্রহণ করে (জ্ঞানী/জ্ঞানহীন প্রসঙ্গ)	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
ভয় করা (বুদ্ধিমানরা আল্লাহকে ভয় করে)	৫-মায়িদা	১০০	৫৯৩
ভয় করা (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ বুদ্ধিমানদের প্রতি)	২-বাকারা	১৯৭	৫২২
মুমিনরা বুদ্ধিমান (তাদের আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
শিক্ষা (বুদ্ধিমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলীতে)	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭
বুনন			
বর্ম বুননে পরিমাপ রক্ষার নির্দেশ	৩৪-সাবা	১১	৮৪২
বুরুজ (নক্ষত্রপুঞ্জ)			
আকাশে বুরুজ বানিয়েছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৬১	৭৮৬
বানানো (আকাশে বুরুজ বা নক্ষত্র বানিয়েছেন আল্লাহ)	১৫-হিজর	১৬	৬৯৮
বৃক্ষ (আরো দেখুন গাছ শব্দটি)			
অমরত্বদানকারী বৃক্ষ/অক্ষয় রাজ্য বিষয়ে আদম আ. কে শয়তানের কুমন্ত্রণা	২০-ত্বা-হা	১২০	৭৪৮
নিচে (বৃক্ষের নিচে মুমিনদের বাইয়াত গ্রহণ)	৪৮-ফাত্হ	১৮	৯১৭
যাক্কুম বৃক্ষ (পাপীর খাদ্য)	৪৪-দুখান	৪৩	৯০৪
যাক্কুম বৃক্ষ উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তলদেশে	৩৭-সাফফাত	৬৪	৮৬০
যাক্কুম বৃক্ষ উত্তম আপ্যায়ন না কি জান্নাত?	৩৭-সাফফাত	৬২	৮৬০
সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন তৈরী করেন আল্লাহ...	৩৬-ইয়াসীন	৮০	৮৫৬
বৃক্ষ-লতা (মাচাবিহীন)			
সৃষ্টি (আল্লাহ মাচাবিহীন বৃক্ষলতা সম্বলিত বাগান সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
বৃক্ষ-লতা (মাচাযুক্ত)			
সৃষ্টি (আল্লাহ মাচাযুক্ত বৃক্ষলতা সম্বলিত বাগান সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
বৃত্তান্ত			
অতিথিদের (ইবরাহীম আ. এর অতিথিদের বৃত্তান্ত রাসূল স. এর নিকট আসা)	৫১-যারিয়াত	২৪	৯২৬
আসা (রাসূল স. এর কাছে এসেছে কি? সর্বগ্রাসী কিয়ামতের বৃত্তান্ত)	৮৮-গাশিয়াহ্	১	১০১৯
মূসা আ. এর বৃত্তান্ত কি রাসূল স. এর কাছে এসেছে? (আল্লাহর জিজ্ঞাসা)	২০-ত্বা-হা	৯	৭৪১
মূসা আ. এর বৃত্তান্ত রাসূল স. এর কাছে পৌছা প্রসঙ্গ...	৭৯-নাযি'আত	১৫	১০০৩
সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত রাসূল স. এর নিকট পৌঁছা প্রসঙ্গ	৮৫-বুরূজ	১৭	১০১৬
বৃদ্ধ (আরো দেখুন বয়স্ক ব্যক্তি শব্দটি)			
ইবরাহীম আ. বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের সুসংবাদ লাভ করেন	১১-হূদ	৭২	৬৭২
পিতা (বৃদ্ধ পিতার বিষয়টি ইউসুফের ভাইয়েরা আযীযকে জানাল...)	১২-ইউসুফ	৭৮	৬৮৪
পিতা (নারীদের পিতা অতি বৃদ্ধ নারীরা মূসা আ. কে বলল)	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
যৌবনের পর বৃদ্ধ হয় মানুষ	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
বৃদ্ধ (বার্ধক্যে আক্রান্ত)			
উপমা (বৃদ্ধ বাগান মালিকের দুর্বল সন্তান উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
বৃদ্ধা			
ইবরাহীম আ. এর বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ	৫১-যারিয়াত	২৯	৯২৬
ইবরাহীম আ. এর বৃদ্ধা স্ত্রীকে সন্তান লাভের সুসংবাদ দান	১১-হূদ	৭২	৬৭২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বৃদ্ধা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নারী (বৃদ্ধা নারী অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখায় দোষ নেই)	২৪-নূর	৬০	৭৮০
পিছনে অবস্থানকারী (লূত আ. এর বৃদ্ধা স্ত্রীর শাস্তি প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৭১	৭৯৬
লূত আ. এর বৃদ্ধা স্ত্রী ছাড়া সবাইকে উদ্ধার করা	৩৭-সাফ্ফাত	১৩৫	৮৬৩
বৃদ্ধি			
অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে তাদের যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে	৯-তাওবা	১২৫	৬৫৩
অবাধ্যতা বৃদ্ধি করবে আহলে কিতাবদের প্রতিপালক যা…	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯
অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি (কাফিরদের কুফরী আল্লাহর অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
আনুগত্য বৃদ্ধি (খন্দকে শত্রু দেখে মুমিনদের আনুগত্য বৃদ্ধি)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না (সুদভিত্তিক বিনিয়োগকৃত সম্পদ)	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
ঈমান (মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধির জন্য প্রশান্তি নাযিল করেন আল্লাহ)	৪৮-ফাতহ	৪	৯১৬
ঈমান (কার ঈমান বৃদ্ধি করল অবতীর্ণ সূরা- কাফিররা বলে)	৯-তাওবা	১২৪	৬৫৩
ঈমান বৃদ্ধি পায় মু'মিনদের (আয়াত পাঠ করা হলে)	৮-আনফাল	২	৬৩২
ঈমান বৃদ্ধি করেছে তাদের যারা ঈমান এনেছে…	৯-তাওবা	১২৪	৬৫৩
ঈমান বৃদ্ধি (খন্দকে শত্রু দেখে মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
ঈমান বৃদ্ধি করল মুমিনদের (উহুদ যুদ্ধে লোকজন জমা হয়ে)	৩-আলে ইমরান	১৭৩	৫৫২
কর্জে হাসানা (এর প্রতিদানকে) আল্লাহ বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন…	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭
কুফরী ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি করবে ইহুদীদের যা অবতীর্ণ…	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
ক্ষতি (সালিহ্ আল্লাহর অবাধ্য হলে তার ক্ষতিই শুধু বৃদ্ধি পাবে!)	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
ক্ষতি বৃদ্ধি (কাফিরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে)	৩৫-ফাতির	৩৯	৮৪৯
ক্ষতি (নূহ আ. এর সম্প্রদায় অনুসরণ করে যার ধন/সন্তান ক্ষতি বৃদ্ধি করে)	৭১-নূহ্	২১	৯৮৫
জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রতিপালকের কাছে দোয়া করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
জ্বলন্ত আগুন বৃদ্ধি করবেন আল্লাহ (জাহান্নাম যখনই স্তিমিত হবে)	১৭-ইস্রা	৯৭	৭২২
ধন-সম্পদের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ…	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি…	১১-হূদ	১০১	৬৭৫
ধ্বংস (জালিমদের ধ্বংস বৃদ্ধির জন্য নূহ আ. এর দোয়া)	৭১-নূহ্	২৮	৯৮৫
নয় বছর বৃদ্ধি করেছে আহলে কিতাব (তিনশত বছরের চেয়ে)	১৮-কাহ্ফ	২৫	৭২৬
পথভ্রষ্টতা (জালিমদের পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধির জন্য নূহ আ. এর দোয়া)	৭১-নূহ্	২৪	৯৮৫
পরিমাপ (বরাদ্দ) বৃদ্ধি করব এক উট বোঝাই (ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা বলল)	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
পলায়ন প্রবণতা বৃদ্ধি করে (নূহ আ. এর আহ্বান তার সম্প্রদায়ের)	৭১-নূহ্	৬	৯৮৪
পাপ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কাফিরদেরকে অবকাশ দেয়া হয়	৩-আলে ইমরান	১৭৮	৫৫৩
পুণ্য কাজকে আল্লাহ বহুগুণ বৃদ্ধি করেন	৪-নিসা	৪০	৫৬২
বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন আল্লাহ কর্জে হাসানাকে	২-বাক্বারা	২৪৫	৫২৮
বিমুখতা বৃদ্ধি পায় কাফিরদের (রাহমানকে সিজদা না করায়)	২৫-ফুরকান	৬০	৭৮৬
বিমুখতা (কাফিরদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল কুরআনের বর্ণনা)	১৭-ইস্রা	৪১	৭১৭
বিমুখতা বৃদ্ধি করল মুশরিকদের (সতর্ককারীর আগমন)	৩৫-ফাতির	৪২	৮৫০
বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করেছিল ফির'আউনরা (নগরে নগরে)	৮৯-ফাজর	১২	১০২১
মাদইয়ানবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধির জন্য (জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
শক্তি বৃদ্ধির আশ্বাস! (আদ সম্প্রদায় তওবা করে ফিরে এলে)	১১-হূদ	৫২	৬৭০
শাস্তি (নবীর স্ত্রীরা অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে শাস্তি বৃদ্ধি)	৩৩-আহযাব	৩০	৮৩৫
শাস্তি বৃদ্ধি (আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায় কাফিরের শাস্তি বৃদ্ধি)	১৬-নাহ্ল	৮৮	৭১০
শাস্তি (সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি বৃদ্ধি করবেন আল্লাহ)	৭৮-নাবা	৩০	১০০১
শাস্তি (অনুসৃতদের শাস্তি বৃদ্ধির জন্য অনুসারীদের প্রার্থনা)	৩৮-সোয়াদ	৬১	৮৬৯
সর্বনাশ বৃদ্ধি করত সন্দেহকারীরা বের হলে (তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৭	৬৪৫
সৃষ্টিতে (আল্লাহ সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
বৃদ্ধিকারী			
সম্পদ বৃদ্ধিকারী তারাই যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত দেয়	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত			
উম্মত (এক উম্মত অন্য উম্মত থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াশপথ ভঙ্গ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৯২	৭১০
বৃষ্টি			
অবতীর্ণ করেন আল্লাহ (গায়েব প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
আকাশ (বৃষ্টিবাহী আকাশের কসম)	৮৬-তারিক	১১	১০১৭
আকাশ থেকে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন (ক্ষমা প্রার্থনা করলে)	৭১-নূহ্	১১	৯৮৪
উপমা (দুনিয়ার জীবনের উপমা সেই বৃষ্টির ন্যায় যা…)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উপমা (আকাশ থেকে বর্ষিত মুষলধারে বৃষ্টি মুনাফিকের উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
কষ্ট (যুদ্ধক্ষেত্রে বৃষ্টির কারণে নামাজে কষ্ট হলে অস্ত্র রেখে দেয়া)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
নিকৃষ্ট পাথরের বৃষ্টি (লূত আ. এর সম্প্রদায়ের উপর বর্ষিত হয়)	২৬-শু'আরা	১৭৩	৭৯৭
নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল যাদের উপর…	২৫-ফুরকান	৪০	৭৮৫
নিকৃষ্ট বৃষ্টি (লূত আ. এর সম্প্রদায়ের উপর পাথরের নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষণ)	২৭-নামল	৫৮	৮০৪
পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ (লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য)	৭-আ'রাফ	৮৪	৬২০
পাথরের বৃষ্টি(লূতের সম্প্রদায়ের উপর পাথরের নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষণ)	২৭-নামল	৫৮	৮০৪
বছর (এমন এক বছর আসবে যাতে মানুষকে বৃষ্টি দেয়া হবে)	১২-ইউসুফ	৪৯	৬৮১
বর্ষণ (মানুষ নিরাশ হওয়ার পর আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন)	৪২-শূরা	২৮	৮৯৩
বৃষ্টি প্রেরণ (পূর্ববর্তী প্রজন্মকে আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি প্রেরণ)	৬-আন্'আম	৬	৫৯৬
মেঘ থেকে বৃষ্টি বের হতে দেখা যায়	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
মেঘ থেকে বৃষ্টি বের হয়ে আসতে দেখা যায়	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
লূত আ. এর সম্প্রদায়ের উপর পাথরের নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষণ	২৭-নামল	৫৮	৮০৪
লূত আ. এর সম্প্রদায়ের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ (শাস্তি স্বরূপ)	২৬-শু'আরা	১৭৩	৭৯৭
বৃষ্টি (প্রচুর)			
বর্ষণ (আদ সম্প্রদায় তওবা করলে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের আশ্বাস!)	১১-হূদ	৫২	৬৭০
বৃষ্টি বর্ষণ			
পাথরের বৃষ্টি বর্ষণের প্রার্থনা কুরআন অস্বীকারকারীদের	৮-আনফাল	৩২	৬৩৫
মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করবে বলে ধারণা (আদ জাতির শাস্তি প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	২৪	৯১০
বৃষ্টিবাহী			
আকাশ (বৃষ্টিবাহী আকাশের কসম)	৮৬-তারিক	১১	১০১৭
বৃষ্টির পানি			
বাগান সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (বৃষ্টির পানির মাধ্যমে)	২৩-মু'মিনূন	১৯	৭৬৭
বৃহত্তর			
অণুর চেয়ে বৃহত্তর কোন কিছুই অগোচর নয় (আল্লাহর কাছে)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
অণুর চেয়ে বৃহত্তর/ক্ষুদ্রতর কিছু প্রতিপালকের আগোচরে নয়	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
বেইজ্জত (দেখুন অপমান শব্দটি)			
বেঁচে থাকা			
পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার জ্ঞান দান (মানুষকে)	৯১-শাম্স	৮	১০২৪
বেখবর			
অধিবাসীরা বেখবর অবস্থায় মূসা আ. শহরে প্রবেশ করলেন	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
আখিরাত সম্পর্কে বেখবর অধিকাংশ মানুষ	৩০-রূম	৭	৮২২
আল্লাহ বেখবর নন মানুষের কাজ সম্পর্কে	২-বাক্বারা	১৪৯	৫১৬
আল্লাহ বেখবর নন (আহলে কিতাবদের কাজ সম্পর্কে)	৩-আলে ইমরান	৯৯	৫৪৫
আল্লাহ বেখবর নন (কিতাবপ্রাপ্তদের কাজ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
আল্লাহ বেখবর নন (জালিমদের কাজ সম্পর্কে)	১৪-ইবরাহীম	৪২	৬৯৭
আল্লাহ বেখবর নন (মানুষের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
আল্লাহ বেখবর নন (বনী ইসরাঈলের কাজ কর্ম প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
আল্লাহ বেখবর নন (বনী ইসরাঈলের কাজ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
কাফিররা কিয়ামত সম্পর্কে বেখবর (কিয়ামত আসা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯৭	৭৫৬
দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারী বেখবর…	১৬-নাহ্ল	১০৮	৭১২
নিদর্শন সম্পর্কে (অনেক মানুষ আল্লাহর নির্দশন সম্পর্কে বেখবর)	১০-ইউনুস	৯২	৬৬৩
নিদর্শন সম্পর্কে বেখবর থাকার পরিণাম আগুন	১০-ইউনুস	৭	৬৫৪
নিদর্শন সম্পর্কে বেখবর (ফিরআউনের সম্প্রদায়)	৭-আ'রাফ	১৩৬	৬২৪
নির্দশন সম্পর্কে বেখবর (অহংকারকারীরা)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
পঠন-পাঠন সম্পর্কে বেখবর (অবতীর্ণ কিতাবের)	৬-আন্'আম	১৫৬	৬১২
পথভ্রষ্ট ব্যক্তি বেখবর (জ্বিন ও মানুষ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
পিতৃপুরুষরা বেখবর ছিল (সতর্ক না করার কারণে)	৩৬-ইয়াসীন	৬	৮৫১
প্রতিপালক (রাসূল স. এর প্রতিপালক কৃতকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন)	১১-হূদ	১২৩	৬৭৬
প্রার্থনা সম্বন্ধে দেবতারা বেখবর (শিরকের অসারতা প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	৫	৯০৮
প্রতিপালকের বিষয়ে বেখবর থাকার অজুহাত না থাকা…	৭-আ'রাফ	১৭২	৬২৯
প্রতিপালক বেখবর নন (মানুষের কাজকর্ম সম্পর্কে)	২৭-নামল	৯৩	৮০৭
প্রতিপালক বেখবর নন (মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৬-আন্'আম	১৩২	৬০৯
ভাইয়েরা বেখবর থাকবে ইউসুফ আ. সম্পর্কে (পিতা বলল)	১২-ইউসুফ	১৩	৬৭৮
মানুষ বেখবর হয়ে হিসাব/জবাবদিহিতাকে উপেক্ষা করছে	২১-আম্বিয়া	১	৭৫০
রাসূল স. বেখবর ছিলেন (সর্বোত্তম কাহিনী সম্পর্কে)	১২-ইউসুফ	৩	৬৭৭
শরীকরা বেখবর… (মুশরিকদের ইবাদত সম্পর্কে)	১০-ইউনুস	২৯	৬৫৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বেখবর (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর নন আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	১৭	৭৬৬
হওয়া (রাসূল স. কে বেখবর না হওয়ার নির্দেশ আল্লাহকে স্মরণ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	২০৫	৬৩১
হিসাব/জবাবদিহি সম্পর্কে বেখবর হয়ে মানুষ উপেক্ষা করছে	২১-আম্বিয়া	১	৭৫০
বেছে নেয়া			
নিদর্শন বেছে নেয়ার আহবান (রাসূল স. কে নিজের পক্ষ থেকে)	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
সঠিক পথ (মুসলিম জিনরা সঠিক পথ বেছে নেয়)	৭২-জিন্	১৪	৯৮৭
বেজোড়			
কসম (জোড় ও বেজোড়ের কসম)	৮৯-ফাজ্‌র	৩	১০২১
বেড়ানো			
একজনের কথা অন্যজনকে বলে বেড়ানো...	৬৮-ক্বালাম	১১	৯৭৫
বেড়ি			
অকৃতজ্ঞের জন্য শিকল বেড়ি ও আগুন প্রস্তুত -আখিরাতে	৭৬-দাহ্‌র	৪	৯৯৫
গলায় বেড়ি পরাবেন আল্লাহ (কাফিরদের)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া হবে কৃপণদের (যা নিয়ে কৃপণতা...)	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
গলায় (কাফিরদের গলায় বেড়ি পরিয়েছেন আল্লাহ..)	৩৬-ইয়াসীন	৮	৮৫১
গলায় (তাদের গলায় বেড়ি থাকবে যারা প্রতিপালককে অবিশ্বাস করে)	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
গলায় বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে (কিতাবকে মিথ্যা অভিহিতকারীদের)	৪০-মু'মিন	৭১	৮৮৪
প্রস্তুত (অকৃতজ্ঞের জন্য শিকল বেড়ি ও আগুন প্রস্তুত -আখিরাতে)	৭৬-দাহ্‌র	৪	৯৯৫
বেড়ি পরানো			
পাপী/বামহাতে আমলনামাপ্রাপ্তকে বেড়ি পরিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ	৬৯-হাক্কাহ্	৩০	৯৭৯
বেড়ি (শৃঙ্খল)			
আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় পাকানো রশি (বেড়ি/শিকড়) থাকবে	১১১-লাহাব	৫	১০৩৫
নামিয়ে দেয়া (নবী মানুষের বোঝা ও বেড়ি/শৃঙ্খল নামিয়ে দেন !)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
বেড়ে ওঠা			
অলংকারের মধ্যে বেড়ে ওঠে কন্যা সন্তান (শিরক প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	১৮	৮৯৭
কন্যা সন্তান অলংকারের মধ্যে বেড়ে ওঠে (শিরক প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	১৮	৮৯৭
বেড়ে যাওয়া			
কুফরীতে বেড়ে গেলে আল্লাহ ক্ষমা করেন না (বারবার কুফরীকারী)	৪-নিসা	১৩৭	৫৭৪
কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে যারা তাদের তওবা...	৩-আলে ইমরান	৯০	৫৪৪
বেত্রাঘাত			
অভিযোগ উত্থাপনকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত (ব্যভিচার প্রসঙ্গ)	২৪-নূর	৪	৭৭৪
আশিটি বেত্রাঘাত (ব্যভিচারের অপবাদ দাতাকে...)	২৪-নূর	৪	৭৭৪
ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীকে একশত বেত্রাঘাত...	২৪-নূর	২	৭৭৪
বেদী			
জবাই (বেদীতে জবাই করা পশু হারাম)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
ধাবিত (বেদীর দিকে ধাবিত হওয়ার ন্যায় দ্রুত বের হবে মানুষ)	৭০-মা'আরিজ	৪৩	৯৮৩
বেদী (মূর্তি পূজার)			
শয়তানের কাজ (মদ জুয়া মূর্তিপূজার বেদী ভাগ্য নির্ণায়ক তীর)	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
বেদুঈন			
অজুহাত পেশকারী বেদুইনরা আসল তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ	৯-তাওবা	৯০	৬৪৯
অজুহাত (বেদুঈনদের যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকার অজুহাত)	৪৮-ফাত্‌হ	১১	৯১৭
অবস্থান (মুনাফিকদের মরুভূমিতে বেদুঈনদের সাথে অবস্থানের কামনা)	৩৩-আহযাব	২০	৮৩৫
ঈমান আনে বেদুইনদের কেউ কেউ আল্লাহ ও আখিরাতে	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
ঈমান আনার দাবি বেদুঈনদের (প্রকৃত পক্ষে তারা ঈমান আনেনি)	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
গ্রহণ করে বেদুইনরা আল্লাহর পথের ব্যয়কে (অর্থদন্ডরূপে)	৯-তাওবা	৯৮	৬৫০
পিছনে পড়া বেদুঈনদেরকে বল...	৪৮-ফাত্‌হ	১৬	৯১৭
মদীনার চার পাশের বেদুইনদের জন্যও সংগত নয় যে তারা...	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
মুনাফিকী ও কুফরীতে বেদুইনরা কঠোরতর	৯-তাওবা	৯৭	৬৫০
মুনাফিক (বেদুইনদের মাঝে মুনাফিক রয়েছে)	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
বের করা			
অঙ্কুর (বীজ অঙ্কুর বের করার পর তার পূর্ণতা প্রাপ্তি মুমিনদের দৃষ্টান্ত)	৪৮-ফাত্‌হ	২৯	৯১৯
অনুগামীদেরকে বের করে আনেন আল্লাহ অন্ধকার থেকে...	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য আয়াত পাঠ	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করা (মূসার সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩
অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করার জন্য আয়াত অবতীর্ণ	৫৭-হাদীদ	৯	৯৪৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহ আলোতে নিয়ে যান	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোতে বের করার জন্য কিতাব অবতীর্ণ	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
অপমানিতদের বের করবে সম্মানিতরা (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
আগুন থেকে বের করার জন্য জাহান্নামীদের প্রার্থনা...	২৩-মু'মিনূন	১০৭	৭৭২
আগুন থেকে বের করা হবে না কাফিরদেরকে (কিয়ামতের দিন)	৪৫-জাছিয়া	৩৫	৯০৭
আদম-হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করল শয়তান	২-বাক্বারা	৩৬	৫০৫
আবাস থেকে বের না করার অঙ্গীকার (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৮৪	৫০৯
আবাস থেকে যাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে 'ফাই' তাদের জন্য	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
আবাস থেকে অন্যায়ভাবে বের করা (মক্কার মুসলিমদের)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
আলোর দিকে বের করা, অন্ধকার থেকে (মূসার সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩
আলো থেকে বের করে তাগুত অন্ধকারে নিয়ে যায়	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
আল্লাহ বের করেছেন সৌন্দর্য-সামগ্রী বান্দাদের জন্য	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
আল্লাহ বের করে দিয়েছেন আবাস থেকে (বনু নযীর গোত্রকে)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
আল্লাহ মানুষকে মাতৃগর্ভ থেকে বের করেছেন	১৬-নাহ্‌ল	৭৮	৭০৯
ইউসুফ আ. এর ভাইয়ের ব্যাগ থেকে পানপাত্রটি বের করল (অন্য ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
উদ্যানরাজী থেকে বের করে দেয়া (ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৫৭	৭৯১
উপায় বের করা (আল্লাহ উপায় বের করে দিবেন তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
কাফিদেরকে বের করে দেয়া (মুমিনদেরকে বের করে দেয়ায়)	২-বাক্বারা	১৯১	৫২১
কাফিররা বের করে দিয়েছিল যখন রাসূল স. কে (হিজরত প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
কিতাব বা আমলনামা বের করা হবে কিয়ামতের দিন	১৭-ইস্‌রা	১৩	৭১৫
চারণভূমি ও পানি বের করেছেন আল্লাহ (পৃথিবী থেকে)	৭৯-নাযি'আত	৩১	১০০৪
জনপদ থেকে শু'আইব আ./মু'মিনদেরকে বের করে দেয়ার হুমকি	৭-আ'রাফ	৮৮	৬২১
জরায়ু থেকে মানুষকে শিশুরূপে বের করা	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
জান্নাত থেকে আদম আ. কে ইবলিস যেন বের করতে না পারে (সতর্কবাণী)	২০-ত্বা-হা	১১৭	৭৪৮
জান্নাত থেকে বের করেছিল শয়তান বনী আদমের পিতামাতাকে	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
জালিম জনপদ হতে বের করার জন্য মজলুমের আর্তনাদ!	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
জীবিত বের করা হবে মানুষকে মৃত্যুর পর? (মানুষের প্রশ্ন)	১৯-মারইয়াম	৬৬	৭৩৮
জীবিত থেকে মৃত/মৃত থেকে জীবিত বের করেন (আল্লাহ)	৬-আন্'আম	৯৫	৬০৫
জীবিতকে বের করেন আল্লাহ মৃত থেকে	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
জীবিতকে বের করেন আল্লাহ মৃত হতে	৩০-রূম	১৯	৮২৩
জীবিতকে মৃত থেকে আল্লাহই বের করেন	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
জ্ঞান (মুশরিকদের কাছে (কিতাবের) জ্ঞান থাকলে বের করার নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৪৮	৬১১
ঝর্না থেকে বের করে দেয়া (ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৫৭	৭৯১
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ঘর থেকে বের না করা (ইদ্দত চলাকালে)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
দিবালোক বের করেছেন আল্লাহ ...	৭৯-নাযি'আত	২৯	১০০৪
দেশ থেকে মূসা আ. জাদু দ্বারা বের করতে চায় (ফির'আউনের উক্তি)	২৬-শু'আরা	৩৫	৭৮৯
নিরাপদে বের করার জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা...	১৭-ইস্‌রা	৮০	৭২১
নিরাপদে বের করে আনার জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা...	১৭-ইস্‌রা	৮০	৭২১
পশুদের (রাখালরা পশুদের বের করে না নিয়ে আমরা...)	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
পিঠ থেকে আদমসন্তানের বংশধরদের বের করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৭২	৬২৯
পৃথিবী থেকেই বের করা হবে (বনী আদমকে)	৭-আ'রাফ	২৫	৬১৪
প্রাণ বের করতে বলবে জালিমদের (মৃত্যুর ফেরেশতা)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
ফল-মূল বের করেন আল্লাহ পানি অবতীর্ণ করে	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
ফিরআউনকে দেশ/যমীন থেকে বের করতে চায়! (মূসা আ.)	৭-আ'রাফ	১১০	৬২২
ফিরআউন বাহিনীকে মূসা আ. এর জাদু দ্বারা যমীন থেকে বের করতে চাওয়া	২০-ত্বা-হা	৬৩	৭৪৪
ফিরআউনকে মূসা আ. এর জাদু দ্বারা যমীন/দেশ থেকে বের করা!	২০-ত্বা-হা	৫৭	৭৪৪
কাল থেকে মূসা আ. এর হাত বের করার পর তা উজ্জ্বল হওয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	২২	৭৪২
বনী ইসরাঈলের একে অন্যকে আবাস থেকে বের করা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
বনী ইসরাঈলদেরকে বের করে দেয়া (আবাস ও...)	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
বাছুরের দেহাকৃতি তৈরি (সামিরী কর্তৃক বাছুরের মূর্তি তৈরি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৮	৭৪৬
বোঝা (কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার বোঝা বের করে দিবে)	৯৯-যিল্‌যাল	২	১০৩০
মাটি হওয়ার পর কাফিরদের/পিতৃপুরুষদের বের করা/পুনরুত্থান	২৭-নামল	৬৭	৮০৫
মাতৃগর্ভ থেকে আল্লাহ মানুষকে বের করেছেন	১৬-নাহ্‌ল	৭৮	৭০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বের করা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর বের করে আনা	২৩-মু'মিনূন	৩৫	৭৬৮
মানুষকে বের করা হবে কিয়ামতে (পৃথিবীকে জীবিত করার ন্যায়)	৩০-রূম	১৯	৮২৩
মানুষকে বের করা হয় শিশুরূপে (মাতৃগর্ভ থেকে)	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
মানুষকে যমীন থেকে আরেকবার বের করা (পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৫৫	৭৪৪
মানুষকে শিশুরূপে বের করা (মাতৃগর্ভ থেকে)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
মানুষকে কবর থেকে বের করা মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করার মত	৪৩-যুখরুফ	১১	৮৯৬
মানুষকে আল্লাহ যমীন থেকে বের করবেন (পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	১৮	৯৮৫
মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য কিতাব অবতীর্ণ	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে উত্তম উম্মত	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
মুমিনদেরকে বের করে নেয়া (লূত আ. এর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে)	৫১-যারিয়াত	৩৫	৯২৭
মৃতকে জীবিত হতে বের করেন আল্লাহ	৩০-রূম	১৯	৮২৩
মৃতকে জীবিত থেকে আল্লাহই বের করেন	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
মৃতকে বের করতেন ঈসা আ. (কবর থেকে জীবিত করে...)	৫-মায়িদা	১১০	৫৭৪
মৃতকে বের করে আনবেন আল্লাহ...	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
মৃত থেকে জীবিত/জীবিত থেকে মৃত বের করেন (আল্লাহ)	৬-আন্'আম	৯৫	৬০৫
যমীন থেকে রাসূলগণকে (কাফিরের ধর্মাদর্শে না ফিরলে...)	১৪-ইবরাহীম	১৩	৬৯৪
যমীন থেকে এক জীবকে বের করা হবে (কিয়ামত আপতিত হলে)	২৭-নামল	৮২	৮০৬
যমীন থেকে মানুষকে আরেকবার বের করা (পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৫৫	৭৪৪
যমীন থেকে আল্লাহ মানুষকে বের করবেন (পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	১৮	৯৮৫
রাসূল স. কে বের করে দিয়েছে রাসূলের জনপদ	৪৭-মুহাম্মাদ	১৩	৯১৩
রাসূল স. কে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে তারা যারা কুফরি করেছে	৮-আনফাল	৩০	৬৩৪
রাসূল স. কে বের করলেন প্রতিপালক (ঘর থেকে)	৮-আনফাল	৫	৬৩২
রাসূল স. কে বের করার চেষ্টা (কাফিরদের)	১৭-ইসরা	৭৬	৭২০
লুকায়িত বস্তু (আকাশ-পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে আল্লাহ বের করেন)	২৭-নামল	২৫	৮০২
লূত আ. এর/অনুসারীদেরকে জনপদ থেকে বের করে দিতে সম্প্রদায়ের উক্তি	৭-আ'রাফ	৮২	৬২০
লূত আ. এর পরিবারকে জনপদ থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত	২৭-নামল	৫৬	৮০৪
শিশুরূপে জরায়ু থেকে বের করা (মানুষের জন্ম প্রক্রিয়া...)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
ষড়যন্ত্র (শহরবাসীদেরকে বের করার জন্য শহরে বসে মূসা আ. এর ষড়যন্ত্র!)	৭-আ'রাফ	১২৩	৬২৩
সাবাবাসীকে অপমানিত অবস্থায় বের করার ঘোষণা (সুলাইমান আ. কর্তৃক)	২৭-নামল	৩৭	৮০৩
স্ত্রীদেরকে বের করে না দেয়ার ওসিয়ত (স্বামীর মৃত্যুকালে...)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
স্ত্রীকে ইদ্দত চলাকালে বের করা যাবেনা (অশ্লীলতায় লিপ্ত না হলে)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
হারাম (বনীইসরাঈলের একে অপরকে আবাস থেকে বের করা)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
হাত বের করলে দেখতে পায় না (কাফিরদের কাজের উপমা)	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
বের করা (পুনউত্থিত)			
কাফিরকে কবর থেকে বের করার বিষয়ে সংশয়!	৪৬-আহ্‌কাফ	১৭	৯০৯
বের করে আনা			
মুমিনদেরকে আল্লাহ অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন	৩৩-আহযাব	৪৩	৮৩৭
বের করে দেয়া			
কাফিরদেরকে বের করে দেয়া হলেও (মুনাফিকরা বের হবে না)	৫৯-হাশর	১২	৯৫৬
কাফিরদেরকে বের করে দিলে মুনাফিকরাও সাথে বের হয়ে যাবে	৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
মসজিদে হারামের অধিবাসীদেরকে বের করে দেয়া গুরুতর পাপ	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
মুমিনদেরকে বের করে দেয়ার কাজে সাহায্যকারীদের সাথে বন্ধুত্ব ...	৬০-মুমতাহিনা	৯	৯৫৯
মুমিনদেরকে বের করে দেয়নি যারা তাদের সাথে সদাচার	৬০-মুমতাহিনা	৮	৯৫৯
মুমিনদেরকে বের করে দিয়েছে যারা (আবাস থেকে)	৬০-মুমতাহিনা	৯	৯৫৯
রাসূল স. ও মুমিনদেরকে বের করে দিয়েছে সত্যে অবিশ্বাসীরা	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
বের হওয়া			
অন্ধকার হতে যে বের হবার নয় এমন ব্যক্তির উপমা	৬-আন্'আম	১২২	৬০৮
আগুন থেকে বের হতে চাইলে পাপাচারীকে আগুনে ফিরানো হবে	৩২-সাজ্দা	২০	৮৩১
আগুন থেকে বের হতে চাবে কাফিররা কিয়ামতে	৫-মায়িদা	৩৭	৫৮৫
আগুন থেকে বের হতে পারবে না (আল্লাহর সমকক্ষ স্থিরকারীরা)	২-বাক্বারা	১৬৭	৫১৮
আনুগত্য থেকে প্রতিপালকের (ইবলিস)..	১৮-কাহ্ফ	৫০	৭২৮
আবরণ থেকে বের হয় না কোন ফল (আল্লাহর অজ্ঞাতসারে)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৭	৮৯০
আবাস থেকে বের হয়েছে যারা দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য	৮-আনফাল	৪৭	৬৩৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আবাস থেকে বের হয়ে যাওয়া (মৃত্যু ভয়ে বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
আল্লাহর সামনে বের হবে মানুষ (কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৮	৬৯৭
ইউসুফ আ. কে নারীদের সামনে বের হতে বলল (আযীযের স্ত্রী)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
ইচ্ছা (বের হওয়ার ইচ্ছা করলে সরঞ্জাম প্রস্তুত করত তাবুকযুদ্ধে...)	৯-তাওবা	৪৬	৬৪৫
ইবলিসকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশ	৩৮-সোয়াদ	৭৭	৮৭০
ইবলিসকে বের হয়ে যেতে বললেন আল্লাহ...	৭-আ'রাফ	১৮	৬১৪
ইবলিসকে বের হয়ে যেতে বললেন আল্লাহ (সিজ্দা না করায়)	১৫-হিজর	৩৪	৬৯৯
ইবলিসকে বের হয়ে যেতে বললেন আল্লাহ...	৭-আ'রাফ	১৩	৬১৩
ঈমানদারদেরকে বের হওয়ার নির্দেশ (আল্লাহর পথে)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
একসঙ্গে যুদ্ধে বের হওয়ার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	৪-নিসা	৭১	৫৬৫
কবর থেকে বের হয়ে আসার দিন (বিকট শব্দ শুনতে পাবে মানুষ)	৫০-ক্বাফ	৪২	৯২৪
কবর থেকে দ্রুত বেগে বের হবে মানুষ (কিয়ামতে)	৭০-মা'আরিজ	৪৩	৯৮৩
কবর থেকে বের হবে কাফিররা (বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো)	৫৪-কামার	৭	৯৩৬
কারূন বের হল সম্প্রদায়ের সামনে (জাঁকজমক সহকারে)	২৮-কাসাস	৭৯	৮১৫
কাফিররা বের হতে চাবে আগুন থেকে (কাফিররা)	৫-মায়িদা	৩৭	৫৮৫
কাফিররা বের হয়ে যাবে মুমিনরা তা মনে করেনি	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
কিয়ামতের দিনে মানুষ বের হবে (কবর থেকে)	৪০-মু'মিন	১৬	৮৭৯
ঘরবাড়ি থেকে মুনাফিকদের বের হওয়ার নির্দেশ প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
জাহান্নাম থেকে কাফির বের হতে চাইলে সেখানে ফিরিয়ে নেয়া হবে	২২-হাজ্জ	২২	৭৬০
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা ঘর থেকে বের না হওয়া (ইদ্দত চলাকালে)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
তাপের মধ্যে বের হতে নিষেধ করে মুনাফিকরা (তাবুক যুদ্ধ...)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
তালুত বের হলেন তার বাহিনীসহ (জালুতের বিরুদ্ধে)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
তালুত বাহিনী বের হল যখন জালূত বাহিনীর উদ্দেশ্যে	২-বাক্বারা	২৫০	৫২৯
দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে বের হওয়ার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	৪-নিসা	৭১	৫৬৫
দলের একটি অংশ বের হয় না কেন দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনে...	৯-তাওবা	১২২	৬৫৩
পানীয় (মৌমাছির পেট থেকে রঙবেরঙের পানীয়/মধু বের হয়)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
পানি বের হয় পাথর থেকে (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
বৃষ্টি বের হয় মেঘ থেকে	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
বৃষ্টি বের হয়ে আসতে দেখা যায় (মেঘ থেকে)	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
ভূমি থেকে যা কিছু বের হয় আল্লাহ তা জানেন	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
মানুষ বিভক্ত হয়ে বের হবে (কিয়ামতের দিন)	৯৯-যিল্‌যাল	৬	১০৩০
মুনাফিরাও কাফিরদের সাথে বের হয়ে যাবে বলে যদি...	৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
মুনাফিকরা বের হবে না (কাফিরদেরকে বের করে দেয়া হলেও)	৫৯-হাশর	১২	৯৫৬
মুনাফিকরা বের হয়েছে কুফরি নিয়ে	৫-মায়িদা	৬১	৫৮৮
মুখ থেকে বের হওয়া কথা, যারা বলে আল্লাহ সন্তানগ্রহণ করেছেন!	১৮-কাহ্ফ	৫	৭২৪
মুমিনরা বের না হলে শাস্তি (আল্লাহর পথে বের হওয়া প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৩৯	৬৪৪
মুমিনদের সবাই জ্ঞানার্জনে বের হওয়া সম্ভব নয়...	৯-তাওবা	১২২	৬৫৩
মুমিনদের বের হওয়া (আল্লাহর পথে জিহাদে মক্কা বিজয় প্রসঙ্গ)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
মুনাফিকদেরকে বের হতে নিষেধ করবেন রাসূল স. ((যুদ্ধের জন্য)	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
মূসা আ. এর হাত পকেট/বুকে রাখলে তা শুভ্র-উজ্জ্বল হয়ে বের হওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	১২	৮০০
মূসা আ. বের হয়ে গেল ভীত শতর্ক অবস্থায় (শহর থেকে)	২৮-কাসাস	২১	৮০৯
মৃত্যুস্থানের উদ্দেশ্যে বের হত (নিহত হওয়া নির্ধারিত থাকলে)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
যমীন থেকে বের হয়ে আসবে মানুষ (যখন আল্লাহ ডাকবেন)	৩০-রূম	২৫	৮২৩
যমীন থেকে যা বের হয় তা আল্লাহ জানেন	৩৪-সাবা	২	৮৪১
যাকারিয়া আ. বের হয়ে গেল তার সম্প্রদায়ের নিকট	১৯-মারইয়াম	১১	৭৩৪
যুদ্ধের জন্য বের হবে রাসূল স. নির্দেশ দিলে (মুনাফিকরা বলে)	২৪-নূর	৫৩	৭৭৯
যুদ্ধে বের হওয়ার অনুমতি চায় যদি মুনাফিকরা (রাসূল স. এর নিকট)	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
রাতে বের হওয়ার নির্দেশ মূসা আ. কে (আল্লাহর বান্দাদের নিয়ে)	৪৪- দুখান	২৩	৯০৩
রাসূল স. বের হয়ে আসা পর্যন্ত মুমিনরা ধৈর্য ধারণ করলে উত্তম হতো	৪৯-হুজুরাত	৫	৯২০
রাসূল স. যেখান থেকেই বের হন মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাবেন	২-বাক্বারা	১৪৯	৫১৬
রাসূল স. যেদিক থেকেই বের হবেন মুখ ফিরাবেন কিবলার দিকে	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
রাসূল স. এর নিকট থেকে বের হয়ে যাওয়া (কথা শোনার পর)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৬	৯১৩
শক্তিধর সম্প্রদায় বের না হওয়া পর্যন্ত প্রবেশ করবে না মূসার আ. এর...	৫-মায়িদা	২২	৫৮৩
শক্তিধর (আমালিকা) সম্প্রদায় বের হয়ে গেলে প্রবেশ করবে মূসার আ. এর...	৫-মায়িদা	২২	৫৮৩
শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে বের হবে মূসা আ. এর হাত (বুকে রাখার পর)	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
সক্ষম (বের হতে সক্ষম হলে অবশ্যই বের হত তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বের হওয়া (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সন্দেহকারীরা বের হলে সর্বনাশ বৃদ্ধি করত (তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৭	৬৪৫
স্ত্রী বের হয়ে গেলে কোন অপরাধ হবে না (স্বামীর মৃত্যুর পর)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
হালকা অথবা ভারি ভাবে বের হওয়ার নির্দেশ (জিহাদের জন্য)	৯-তাওবা	৪১	৬৪৪
হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে মৃত্যুবরণ করলে...	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
বের হওয়া (পুনরুত্থান)			
মৃত ভূমিকে জীবিত করার মতই হবে পুনরুত্থান	৫০-ক্বাফ	১১	৯২২
বের হওয়ার পথ			
আল্লাহকে ভয় করলে আল্লাহ তার বের হওয়ার পথ করে দেন	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
বের হয়ে আসা			
আল্লাহর সামনে সবাই (কিয়ামতের দিন)...	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
বেশি			
অংশ (পরিত্যাক্ত সম্পদে নারী-পুরুষের অংশ; কম বা বেশি হোক)	৪-নিসা	৭	৫৫৭
আল্লাহর অসন্তুষ্টি বেশি হবে (কিয়ামতে) কাফিরদের চেয়ে...	৪০-মু'মিন	১০	৮৭৮
আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ (মুমিনগণকে)	৩৩-আহযাব	৪১	৮৩৭
কাঁদা (বেশি কাঁদবে মুনাফিকরা আখিরাতে...)	৯-তাওবা	৮২	৬৪৮
ধনসম্পদে বন্ধুর চেয়ে সমৃদ্ধশালী (বাগানওয়ালার উক্তি)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৪	৭২৭
পবিত্রতা ঘোষণা (মূসা আ. কর্তৃক বেশি বেশি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা...)	২০-ত্বা-হা	৩৩	৭৪২
পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠি সংখ্যায় বেশি ছিল...	৪০-মু'মিন	৮২	৮৮৫
বির্তকপ্রবণ (মানুষ)...	১৮-কাহ্‌ফ	৫৪	৭২৯
বিতর্ক (বেশি বিতর্ক করেছে নূহ আ., সম্প্রদায়ের অভিযোগ)	১১-হূদ	৩২	৬৬৮
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার চেয়েও মানুষকে বেশি ভয় করা যুদ্ধপ্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
মুমিনগণ আল্লাহর চেয়ে বেশি আতঙ্কজনক (মুনাফিকদের নিকট)	৫৯-হাশর	১৩	৯৫৬
রাসূল স. কে বেশি করে দেখাতেন যদি কাফিরদের সংখ্যা	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
সংখ্যা কম হলেও আল্লাহ উপস্থিত (গোপন কথা বলার সময়)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
স্মরণ (আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ মূসা ও হারুন আ. প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৩৪	৭৪২
স্মরণ (আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করার মাধ্যমে সফল হওয়া)	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
স্মরণ (আল্লাহকে বেশি স্মরণকারীর জন্য রাসূল স. এর মধ্যে উত্তম আদর্শ)	৩৩-আহযাব	২১	৮৩৫
স্মরণ (আল্লাহকে বেশি স্মরণ করা)	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
স্মরণ (যে সব কবি আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে...)	২৬-শু'আরা	২২৭	৭৯৯
স্মরণ (বেশি করে স্মরণ করার নির্দেশ আল্লাহকে যুদ্ধের ময়দানে)	৮-আনফাল	৪৫	৬৩৬
বেশি পাওয়ার আশা			
অনুগ্রহ (বেশি পাওয়ায় আশায় অনুগ্রহ করা নিষেধ)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৬	৯৯০
বেষ্টন			
খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টন (আঙ্গুরের বাগান)	১৮-কাহ্‌ফ	৩২	৭২৭
বেহেশ্‌ত (দেখুন জান্নাত শব্দটি)			
বেহিসাব (আরো দেখুন অনেক শব্দটি)			
প্রতিদান (ধৈর্যশীলদের বেহিসাব প্রতিদান দেয়া হবে)	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
রিযিক (জান্নাতে বেহিসাব রিযিক দেয়া হবে)	৪০- মু'মিন	৪০	৮৮১
রিযিক (বেহিসাব রিযিক দান করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
রিযিক (বেহিসাব রিযিক দান করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা)	২৪-নূর	৩৮	৭৭৮
রিযিক (বেহিসাব রিযিক দেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা)	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
রিযিক (বেহিসাব রিযিক দান করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা)	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
সম্পদ বেহিসাব দান করা বা না করা সুলাইমান আ. এর ইচ্ছা	৩৮-সোয়াদ	৩৯	৮৬৮
বৈশিষ্ট্য			
পুণ্যবানের বৈশিষ্ট্য (অভাবগ্রস্ত/ইয়াতীম/বন্দীকে খাদ্য দান প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্‌র	৮	৯৯৫
পুণ্যবানের বৈশিষ্ট্য (মানত পূর্ণ/কিয়ামতকে ভয় করা প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্‌র	৭	৯৯৫
পুণ্যবানের বৈশিষ্ট্য (ইয়াতীম/অভাবগ্রস্ত/বন্দীকে খাদ্য খাওয়ানো/দান)	৭৬-দাহ্‌র	৯	৯৯৫
বৈচিত্র্য			
ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য (আল্লাহর নিদর্শন)	৩০-রূম	২২	৮২৩
বৈবাহিক সম্পর্ক			
বানানো (বৈবাহিক সম্পর্ক বানিয়েছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৫৪	৭৮৬
বৈমাত্রেয় ভাই			
ইউসুফ আ. তাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে আসতে বলল...	১২-ইউসুফ	৫৯	৬৮২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বৈরাগ্যবাদ			
প্রবর্তন (বৈরাগ্যবাদ প্রবর্তন করেছিল ঈসার অনুসারীরাই)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
বোকা বানানো			
সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে তাদের আনুগত্যলাভ (ফির'আ উনের)	৪৩-যুখরুফ	৫৪	৮৯৯
বোকামী (দেখুন নির্বুদ্ধিতা শব্দটি)			
বোঝা			
অন্যের বোঝা বহন করবে না কোন বহনকারী	৫৩-নাজম	৩৮	৯৩৪
অন্যের বোঝা বহন করবে না কোন বোঝা বহনকারী	১৭-ইস্‌রা	১৫	৭১৫
অন্যের বোঝা কেউ বহন করবে না কিয়ামতে	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
অন্যের বোঝা কেউ বহন করবে না	৬-আন্‌'আম	১৬৪	৬১২
অন্যের বোঝা কেউ বহন করবে না কিয়ামতে	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
অলঙ্কারের বোঝা মূসা আ. এর সম্প্রদায়ের উপর চাপানো (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৭	৭৪৬
কাফির বোঝা বহন করবে (মিথ্যা রচনার কারণে)	২৯-আনকাবূত	১৩	৮১৭
কিয়ামতে কাফির নিজের বোঝাসহ আরো বোঝা বহন করবে	২৯-আনকাবূত	১৩	৮১৭
চাপিয়ে দেয়া (পূর্ববর্তীদেরকে চাপিয়ে দেয়া বোঝা হতে অব্যাহতি প্রার্থনা)	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
নামানো (রাসূল স. এর বোঝা আল্লাহ নামিয়ে দিয়েছেন)	৯৪-ইন্‌শিরাহ্‌	২	১০২৭
নামিয়ে দেয়া (নবী মানুষের বোঝা ও বেড়ি নামিয়ে দেন !)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
নিকৃষ্ট বোঝা (কিয়ামতের দিনের পাপের বোঝা)	২০-ত্বা-হা	১০১	৭৪৭
নিকৃষ্ট বোঝা বহন (কাফিররা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা বলায়)	৬-আন্‌'আম	৩১	৫৯৮
পৃথিবীর (কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার বোঝা বের করে দিবে)	৯৯-যিল্‌যাল	২	১০৩০
বহন (কুরআন থেকে মুখফিরালে কিয়ামতে পাপের বোঝা বহন করবে)	২০-ত্বা-হা	১০০	৭৪৭
বহন (নিকৃষ্ট বোঝা বহন কাফিররা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা বলায়)	৬-আন্‌'আম	৩১	৫৯৮
বহনকারী (মেঘের বোঝা বহনকারীর কসম)	৫১-যারিয়াত	২	৯২৫
বহন (কাফির মিথ্যা রচনার বোঝা বহন করবে)	২৯-আনকাবূত	১৩	৮১৭
বেদুঈনরা খুব কমই উপলব্ধি করে..	৪৮-ফাত্‌হ	১৫	৯১৭
বের করা (কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার বোঝা বের করে দিবে)	৯৯-যিল্‌যাল	২	১০৩০
বোবা লোক মনিবের জন্য বোঝাস্বরূপ (দু' ব্যক্তির উপমা)	১৬-নাহ্‌ল	৭৬	৭০৯
রাসূল স. এর বোঝা আল্লাহ নামিয়ে দিয়েছেন	৯৪-ইন্‌শিরাহ্‌	২	১০২৭
বোঝাই			
উট (এক উট বোঝাই মাল তার জন্য যে পানপাত্র এনে দিবে)	১২-ইউসুফ	৭২	৬৮৩
নৌযান (বোঝাই নৌযানে উঠিয়ে নূহ/মুমিনদের উদ্ধার করা হয়)	২৬-শু'আরা	১১৯	৭৯৪
নৌযানে আরোহণ করান আল্লাহ (নূহের বংশধরকে..)	৩৬-ইয়াসীন	৪১	৮৫৪
নৌযান (ইউনুস পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌঁছল)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৪০	৮৬৩
বোঝানো			
রাসূল স. কে কিসে বুঝাবে ? (মুশরিকদের ঈমান না আনা সম্পর্কে)	৬-আন্‌'আম	১০৯	৬০৬
বোঝা (পাপের)			
পথভ্রষ্টের পাপের বোঝা পথভ্রষ্টকারীকেও বহন করতে হবে (কিয়ামতে)	১৬-নাহ্‌ল	২৫	৭০৪
বহন (কিয়ামতের দিন কাফিরদের পাপের বোঝা বহন)	১৬-নাহ্‌ল	২৫	৭০৪
বোঝা বহন			
অন্যের বোঝা কেউ বহন করবে না	১৭-ইস্‌রা	১৫	৭১৫
অন্যের বোঝা কেউ বহন করবেনা কিয়ামতে	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
অন্যের বোঝা কেউ বহন করবেনা কিয়ামতে	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
অপবাদের বোঝা বহন করবে (নির্দোষের প্রতি পাপ আরোপকারী)	৪-নিসা	১১২	৫৭১
বোঝা বহনকারী			
অন্যের বোঝা বহন করবে না (কোন বোঝা বহনকারী)	৬-আন্‌'আম	১৬৪	৬১২
বহন (বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না)	৫৩-নাজম	৩৮	৯৩৪
বহন করবেনা বোঝা বহনকারী (অন্যের বোঝা)	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
বহন করবেনা বোঝা বহনকারী (অন্যের বোঝা)	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
বোধ করা			
প্রয়োজন বোধ করে না আনসারগণ মুহাজিরদেরকে যা দিয়েছে...	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
বোন			
অংশ (কালালাহর এক বোন থাকলে সে সম্পদের অর্ধেক অংশ পাবে)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
কালালাহর এক বোন থাকলে সে সম্পদের অর্ধেক পাবে	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
ঘর (বোনের ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
বিয়ে (বোনকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বোন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মূসা আ. এর বোনকে তার মা বলল (মূসার পিছনে পিছনে যেতে...)	২৮-কাসাস	১১	৮০৮
মূসা আ. এর বোন শিশু মূসার তত্ত্বাবধানকারী সম্পর্কে বলা	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মেয়ে (বোনের মেয়েকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
হারূনের বোন মারইয়াম...	১৯-মারইয়াম	২৮	৭৩৬
বোন (এক)			
ছয় ভাগের একভাগ পাবে (এক বোন/এক ভাই থাকলে)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
বোন (দুইবোন)			
বিয়ে (দুইবোনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
বোন (দুধবোন)			
দুধবোনকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
বোন (পূর্ববর্তী নিদর্শন)			
নিদর্শনের বোন! (ফির'আ উনগোষ্ঠীকে বড় নিদর্শন দেখানো...)	৪৩-যুখরুফ	৪৮	৮৯৯
বোনের পুত্র (আরো দেখুন ভাগ্নে শব্দটি)			
সৌন্দর্য প্রকাশে দোষ নেই বোনের পুত্রের নিকট	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
বোনের মেয়ে			
বিয়ে (বোনের মেয়েকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
বোবা			
অন্ধ বোবা ও বধির করে সমবেত করা হবে কিয়ামতে (পথভ্রষ্টদেরকে)	১৭-ইস্‌রা	৯৭	৭২২
উপমা (ন্যায় বিচারের নির্দেশদানকারী ও বোবা উপমা)	১৬-নাহ্‌ল	৭৬	৭০৯
কাফিররা বোবা বধির ও অন্ধ	২-বাক্বারা	১৭১	৫১৯
নিকৃষ্ট জীব সেই সব বধির ও বোবা যারা অনুধাবন করে না...	৮-আনফাল	২২	৬৩৪
বোঝা (বোবা মনিবের জন্য বোঝাস্বরূপ, দু'ব্যক্তির উপমা)	১৬-নাহ্‌ল	৭৬	৭০৯
মিথ্যা অভিহিতকারী বধির বোবা... (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী)	৬-আন্'আম	৩৯	৫৯৯
মুনাফিকরা বোবা (সুতরাং তারা সঠিক পথে ফিরে আসবেনা)	২-বাক্বারা	১৮	৫০৩
ব্যক্ত			
নবী স্ত্রীর সাথে গোপন কথা সম্পর্কে কিছু ব্যক্ত করলেন	৬৬-তাহ্‌রীম	৩	৯৭০
ব্যক্তি			
অনেক প্রভূর অধীন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আল্লাহ পেশ করেছেন	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
অনুগ্রহ (যে দান করে –কোন ব্যক্তির নেয়ামতের প্রতিদানস্বরূপ নয়)	৯২-লাইল	১৯	১০২৫
অর্জন (প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে আল্লাহ তা জানেন)	১৩-রা'দ	৪২	৬৯২
অর্জন (প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা তারই)	২৪-নূর	১১	৭৭৫
অর্জন (প্রত্যেক ব্যক্তির অর্জন তার উপরই বর্তায়)	৬-আন্'আম	১৬৪	৬১২
অর্জন (ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা তাকে পুরো করে দেয়া হবে)	৩-আলে ইমরান	১৬১	৫৫১
অর্জন (ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা পুরোপুরি দেয়া হবে)	৩-আলে ইমরান	২৫	৫৩৮
আমানত (কোন ব্যক্তি কারো নিকট আমানত রাখলে...)	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
আল্লাহ চাপিয়ে দেন না কাউকে সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব	৭-আ'রাফ	৪২	৬১৬
আল্লাহ ব্যক্তি ও তার হৃদয়ের মাঝখানে থাকেন	৮-আনফাল	২৪	৬৩৪
ঈমান (নিদর্শন আসার পর ব্যক্তির ঈমান উপকারে না আসা)	৬-আন্'আম	১৫৮	৬১২
উপমা (ন্যায় বিচারের নির্দেশদানকারী/বোবা ব্যক্তির উপমা)	১৬-নাহ্‌ল	৭৬	৭০৯
উপস্থিত (প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে কিয়ামতে)	৫০-ক্বাফ	২১	৯২৩
এক প্রভূর অধীন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আল্লাহ পেশ করেছেন	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
এক ব্যক্তি (আদম আ.) থেকে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
এক ব্যক্তি থেকে মানুষ সৃষ্টি	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
এক ব্যক্তি থেকে সকল মানুষ সৃষ্টি	৬-আন্'আম	৯৮	৬০৫
এক ব্যক্তি থেকে সকল মানুষ সৃষ্টি (আল্লাহ করেছেন)	৪-নিসা	১	৫৫৬
এক ব্যক্তির অনুরূপ (সকল মানুষের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান...)	৩১-লুকমান	২৮	৮২৯
এক ব্যক্তির মালিকানাধীন/অনেক প্রভূর অধীন ব্যক্তি সমান নয়	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
কাজ (ব্যক্তি তার ভাল ও মন্দ কাজ উপস্থিত দেখতে পাবে...)	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
কাফিরদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু এসে পড়লে বলে...	২৩-মু'মিনূন	৯৯	৭৭২
কামনা (অপরাধীদের প্রত্যেক ব্যক্তি উন্মুক্ত সহীফা কামনা করে)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫২	৯৯২
ছুটে আসল নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি (রাসূলদের সমর্থনে)	৩৬-ইয়াসীন	২০	৮৫২
জানে না (কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে...)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
জালিম ব্যক্তিরা মুক্তিপণ দিয়ে শাস্তি থেকে বাচতে চাইত!	১০-ইউনুস	৫৪	৬৫৯
জানতে পারবে প্রত্যক ব্যক্তি সে কী উপস্থিত করেছে	৮১-তাকভীর	১৪	১০০৮
জানবে (প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে কী সে আগে পাঠিয়েছে...)	৮২-ইনফিতার	৫	১০১০
জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ (অবিশ্বাসীরা বলে)	১৭-ইস্‌রা	৪৭	৭১৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছে মানুষ (জালিমরা বলে)	২৫-ফুরকান	৮	৭৮২
দায়ী (নিজ অর্জনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি দায়ী)	৫২-তূর	২১	৯৩০
দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া যাবে না কাউকে (তার সাধ্যাতীত)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
দায়গ্রস্ত (প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়গ্রস্ত)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৮	৯৯২
দুই ব্যক্তির উপমা (ন্যায় বিচারের নির্দেশদানকারী ও বোবা)	১৬-নাহ্‌ল	৭৬	৭০৯
দেখিয়ে দেয়া (কাফিররা দেখিয়ে দিতে চায় এমন এক ব্যক্তি...)	৩৪-সাবা	৭	৮৪১
দৌড়িয়ে আসল এক ব্যক্তি (শহরের প্রান্ত হতে)	২৮-কাসাস	২০	৮০৯
নিষ্পাপ ব্যক্তি হত্যার ব্যাপারে (খিজিরকে মূসা আ. এর জিজ্ঞাসাবাদ)	১৮-কাহ্‌ফ	৭৪	৭৩০
নূহ আ. এমন ব্যক্তি যার মধ্যে পাগলামী রয়েছে (সম্প্রদায় বলল)	২৩-মু'মিনূন	২৫	৭৬৭
পথনির্দেশনা (আল্লাহ চাইলে সকল ব্যক্তিকে পথ নির্দেশনা দিতেন)	৩২-সাজ্‌দা	১৩	৮৩১
প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে (বিচার দিনে)	২-বাক্বারা	২৮১	৫৩৩
প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান তাকে দেয়া হবে	৪০-মু'মিন	১৭	৮৭৯
প্রতিদান (প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টার প্রতিদান দেয়ার জন্য কিয়ামত...)	২০-ত্বা-হা	১৫	৭৪১
প্রত্যাশা (কাফিরদের প্রত্যেকে ব্যক্তির প্রত্যাশা জান্নাতে প্রবেশের)	৭০-মা'আরিজ	৩৮	৯৮৩
প্রতিদান (ব্যক্তির কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি)	৪৫-জাছিয়া	২২	৯০৬
'মহান ব্যক্তির' উপর কুরআন কেন আসল না? (দুই জনপদের)	৪৩-যুখরুফ	৩১	৮৯৮
মিথ্যা রচনা করেছে এই ব্যক্তি (রাসূল সম্পর্কে আদ জাতির মন্তব্য)	২৩-মু'মিনূন	৩৮	৭৬৮
মূসা আ. কে হত্যা করার ব্যাপারে এক (মু'মিন) ব্যক্তির বক্তব্য	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
মৃত্যুবরণ করতে পারে না কোন ব্যক্তি (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া)	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
মৃত্যু (প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে)	২১-আম্বিয়া	৩৫	৭৫২
মৃত্যু (প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে)	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী (প্রত্যেক প্রাণ)	২৯-আনকাবূত	৫৭	৮২১
যুক্তি (কিয়ামতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে বিতর্ক করবে)	১৬-নাহ্‌ল	১১১	৭১২
সংরক্ষণকারী (প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সংরক্ষণকারী আছে)	৮৬-তারিক	৪	১০১৭
সঠিকপথপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তিও ছিল না (লুত সম্প্রদায়ের মধ্যে)	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির উপর প্রতিপালকের উপদেশ...	৭-আ'রাফ	৬৩	৬১৮
সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির উপর উপদেশ আসা...	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে অপমানিত করা (সাবার রানীর আশঙ্কা)	২৭-নামল	৩৪	৮০২
সাধ্যাতীত (ব্যক্তিকে সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৬২	৭৬৯
সামর্থ্য (ব্যক্তির সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা না চাপানোর জন্য দোয়া)	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
হত্যা (মূসা আ. কর্তৃক এক ব্যক্তিকে হত্যা করা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
হত্যা (মূসা আ. কে এক ব্যক্তিকে গতকাল হত্যা করেছে)	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
হত্যা করা (অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
হত্যা (ফির'আউন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে মূসা আ.)	২৮-কাসাস	৩৩	৮১১
হত্যা (বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তিকে গোপনে হত্যা)	২-বাক্বারা	৭২	৫০৮
হত্যা (কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া)	১৭-ইস্‌রা	৩৩	৭১৬
হত্যা (ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে না যারা)	২৫-ফুরকান	৬৮	৭৮৭
ব্যক্তি (একজন)			
ওহী প্রেরণ (মক্কার মানুষদের মধ্যে একজনের কাছে ওহী প্রেরণ)	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
ব্যক্তি (কারো)			
ঈমান আনার সাধ্য কারো নেই (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া)	১০-ইউনুস	১০০	৬৬৩
ব্যক্তি (কেউ)			
কিয়ামতের দিন কেউ কারো পক্ষে প্রতিদান দিবেনা	২-বাক্বারা	৪৮	৫০৬
গোপন রাখা প্রতিদান সম্পর্কে মুমিন ব্যক্তি জানে না	৩২-সাজ্‌দা	১৭	৮৩১
প্রতিদান (কিয়ামতের দিন কেউ কারো পক্ষে প্রতিদান দিবেনা)	২-বাক্বারা	৪৮	৫০৬
ব্যতিক্রম			
আদেশের (আল্লাহর আদেশের বিরোধিতাকারীরা যেন শাস্তির ব্যাপারে...)	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
আহ্বানকারীর অনুসরণে ব্যতিক্রম হবে না (হাশরে)	২০-ত্বা-হা	১০৮	৭৪৮
জিনদের কিছু সংখ্যক সৎকর্মশীল ও কিছু সংখ্যক এর ব্যতিক্রম	৭২-জিন্	১১	৯৮৬
নির্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রম না হওয়া (সামিরী প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৯৭	৭৪৭
নির্দিষ্ট সময়/স্থানের ব্যতিক্রম না করা (ফিরআউনের জাদু প্রদর্শনের)	২০-ত্বা-হা	৫৮	৭৪৪
প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না (আল্লাহ)	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না আল্লাহ	৩০-রূম	৬	৮২২
প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না আল্লাহ	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না প্রতিপালক	৩-আলে ইমরান	৯	৫৩৬
প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৯৪	৫৫৫
প্রতিশ্রুতির (আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না শাস্তি প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪৭	৭৬২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ব্যতিক্রম (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিশ্রুতির (ইহুদীদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যার ব্যতিক্রম হবে না!)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
ফল কর্তনে ব্যতিক্রম না করার কসম	৬৮-ক্বালাম	১৮	৯৭৬
ব্যবধান			
দুই ধনুকের কম ব্যবধান ছিল (জিবরাঈল ও রাসূল স. এর মধ্যে)	৫৩-নাজম	৯	৯৩২
ব্যবসা			
উত্তম নয় (আল্লাহর কাছে যা আছে তা ব্যবসার চেয়ে উত্তম)	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
দেখিয়ে দেয়া (মুমিনদেরকে এমন ব্যবসা দেখিয়ে দেয়া যা...)	৬১-সাফফ	১০	৯৬০
দেখা (ব্যবসা দেখে লোকেরা রাসূল স. কে রেখে ছুটে যায়)	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
ধ্বংস নেই -এমন ব্যবসার প্রত্যাশী (দানশীল নামাজীগণ)	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
নগদ ব্যবসা লিখে না রাখাতে দোষ নেই	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে ব্যবসা করা বৈধ	৪-নিসা	২৯	৫৬০
প্রিয় (ব্যবসা প্রিয় হলে- আল্লাহ রাসূল স. ও জিহাদ অপেক্ষা...)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
ভুলিয়ে রাখে না যাদের ব্যবসা ও বেচাকেনা (আল্লাহর স্মরণ থেকে)	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
মুনাফিকদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি (পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৬	৫০৩
ব্যবস্থা			
অবস্থানের নিকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছে অনুসৃতরা অনুসারীদের জন্য	৩৮-সোয়াদ	৬০	৮৬৯
আরাম (গুহাবাসীদের কাজে আরামের ব্যবস্থা করবেন আল্লাহ)	১৮-কাহ্‌ফ	১৬	৭২৫
ওয়ালিদ বিন মুগীরার জন্য সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	১৪	৯৯০
জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষের ব্যবস্থা করা হবে (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের)	২৯-আনকাবূত	৫৮	৮২১
জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ (মানুষ ও সকল জীবের)	১৫-হিজর	২০	৬৯৯
শাস্তির ব্যবস্থাকারী নেতাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি প্রার্থনা অনুসারীদের	৩৮-সোয়াদ	৬১	৮৬৯
সামগ্রী (ভাইদের জন্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	৭০	৬৮৩
সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল ইউসুফ আ. (ভাইদেরকে)	১২-ইউসুফ	৫৯	৬৮২
ব্যবস্থাপনা			
কর্ম ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের কসম (রূহ প্র.)	৭৯-নাযি'আত	৫	১০০৩
ব্যবহার			
ইয়াতীমদের সাথে রূঢ় ব্যবহার নিষিদ্ধ	৯৩-দুহা	৯	১০২৬
প্রবঞ্চনা করার জন্য উম্মতের শপথের অপব্যবহার প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্‌ল	৯২	৭১০
ব্যভিচার			
আশঙ্কা (ব্যভিচারের আশঙ্কা থাকলে মুমিন দাসীকে বিয়ে করা বৈধ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
দাসীর (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দাসীর যেনার শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
নিকটবর্তী (ব্যভিচারের নিকটবর্তী হওয়াও নিষেধ)	১৭-ইস্‌রা	৩২	৭১৬
বাধ্য করা (ব্যভিচারে বাধ্য করা নিষেধ দাসীদেরকে)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
বাইয়াত (ব্যভিচার না করার জন্য বাইয়াত গ্রহণ মুমিন নারীদের)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
রহমানের বান্দারা ব্যভিচার করে না	২৫-ফুরকান	৬৮	৭৮৭
শাস্তি (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দাসীর যেনার শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
ব্যভিচার (অশ্লীলতা)			
সাক্ষী তলব (অশ্লীলতা/ব্যভিচার প্রমাণে চারজন সাক্ষী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
ব্যভিচারী			
বিয়ে (ব্যভিচারী না হয়ে মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করা বৈধ)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
বিয়ে (ব্যভিচারী বিয়ে করবে ব্যভিচারিণী অথবা...)	২৪-নূর	৩	৭৭৪
বেত্রাঘাত (ব্যভিচারিকে একশত বেত্রাঘাত...)	২৪-নূর	২	৭৭৪
মুমিনগণ ব্যভিচারী হবে না (মোহর দিয়ে বিয়ে করবে)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
ব্যভিচারীনি			
দাসী (বিবাহিতা দাসী ব্যভিচারীনি না হওয়া প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
বিয়ে (ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করবে ব্যভিচারী অথবা...)	২৪-নূর	৩	৭৭৪
বিয়ে (ব্যভিচারিণী কেবল ব্যভিচারীকেই বিয়ে করবে অথবা...	২৪-নূর	৩	৭৭৪
বেত্রাঘাত (ব্যভিচারিণীকে একশত বেত্রাঘাত...)	২৪-নূর	২	৭৭৪
মারইয়াম ব্যভিচারিণী নয়	১৯-মারইয়াম	২০	৭৩৫
মারইয়ামের মাতা ব্যভিচারিণী ছিল না	১৯-মারইয়াম	২৮	৭৩৬
ব্যয় (আরো দেখুন খরচ শব্দটি)			
অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যয় করে অবিশ্বাসীরা (আল্লাহর পথে)	৯-তাওবা	৫৪	৬৪৫
অপচয় (ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় করে না রহমানের বান্দারা)	২৫-ফুরকান	৬৭	৭৮৭
আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের পর খোঁটা না দেয়া	২-বাক্বারা	২৬২	৫৩১
আল্লাহর পথের ব্যয়কে অর্থদন্ডরূপে গ্রহণ করে বেদুইনরা	৯-তাওবা	৯৮	৬৫০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয়ের উপমা	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
আল্লাহর পথে ব্যয় করার মত কিছু না পেয়ে ফিরে গেল যারা...	৯-তাওবা	৯২	৬৪৯
আল্লাহর পথে ব্যয় করা	২-বাক্বারা	১৯৫	৫২২
আল্লাহর পথে ব্যয় করে যা মু'মিনরা আল্লাহ তার পুরোপুরি প্রতিদান...	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
আল্লাহর পথে ব্যয়কে তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে গ্রহণ	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
আল্লাহর পথে ব্যয় গ্রহণ করবেন না আল্লাহ (মুনাফিক/কাফিরদের ব্যয়)	৯-তাওবা	৫৩	৬৪৫
আল্লাহর পথে ব্যয় করতে যারা কৃপণতা করে তারা...	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
আল্লাহর পথে ব্যয় না করে স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে যারা...	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
আল্লাহর পথে ব্যয় না করা প্রসঙ্গে আল্লাহর জিজ্ঞাসা	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
উত্তম ব্যয় পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য	২-বাক্বারা	২১৫	৫২৪
কল্যাণের জন্য (মুমিনদের নিজের কল্যাণের জন্য আল্লাহর পথে ব্যয়)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
কাফিরদের ব্যয়ের উপমা (হিমশীতল বায়ু যা শস্যক্ষেত্র ধ্বংস...)	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
কাফিররা যা ব্যয় করেছে (মুমিন নারীদের মোহরানা স্বরূপ)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
গোপন-প্রকাশ্যে সম্পদ ব্যয়ের প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে	২-বাক্বারা	২৭৪	৫৩২
গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয় (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে)	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয়কারীর উপমা (উত্তম রিযিক থেকে)	১৬-নাহ্‌ল	৭৫	৭০৯
গ্রহণ (মুনাফিক/কাফিরদের ব্যয় গ্রহণ করা নিষেধ করেছে তাদের অবিশ্বাস)	৯-তাওবা	৫৪	৬৪৫
ছোট বা বড় যাই ব্যয় করে তা লিখে রাখা হয় প্রতিদান দেয়ার জন্য	৯-তাওবা	১২১	৬৫৩
জানা (মানুষের ব্যয় সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	২৭০	৫৩২
জিজ্ঞাসা (ব্যয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা রাসূল স. কে)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
জিজ্ঞাসা (রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা ব্যয় করা প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	২১৫	৫২৪
তালাকপ্রাপ্তার জন্য গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত ব্যয়...	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
দয়ার ভান্ডার ব্যয় হয়ে যাওয়ার আশংকায় ধরে রাখত কাফিররা	১৭-ইস্‌রা	১০০	৭২২
দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয় করার পরিণাম (মানুষকে দেখানো)	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
ধন-সম্পদ ব্যয় আফসোসের কারণ হবে (কাফিরদের জন্য)	৮-আনফাল	৩৬	৬৩৫
ধন-সম্পদ ব্যয় করে কাফিররা (আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে)	৮-আনফাল	৩৬	৬৩৫
ধন-সম্পদ ব্যয় (পুরুষের ধন-সম্পদ নারীর জন্য ব্যয় কর্তৃত্ব প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
ধন-সম্পদ ব্যয়ের পর কষ্ট ও খোঁটা না দেয়া	২-বাক্বারা	২৬২	৫৩১
নিজেদের কল্যাণের জন্য সম্পদ ব্যয়	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয়ের ইচ্ছা না করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
পবিত্র বস্তু ব্যয় করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
পাওয়া (ব্যয় করার মত কিছু পায় না যারা তাদের দোষ নেই)	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯
পৃথিবীর সবকিছু ব্যয় করলেও (হৃদয়ের বন্ধন সৃষ্টি...)	৮-আনফাল	৬৩	৬৩৮
প্রতিদান (সম্পদ ব্যয়ের প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	২৭৪	৫৩২
বাগানে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাত চাপড়াল (বাগানওয়ালা)	১৮-কাহ্‌ফ	৪২	৭২৮
বিজয়ের পূর্বে যুদ্ধ ও অর্থ ব্যয়কারীর সমান নয় পরবর্তীরা	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
বিত্তবান যেন সামর্থ্য অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্তার জন্য ব্যয় করে	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
ব্যয় করেন আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
ভালবাসার জিনিস ব্যয় না করা পর্যন্ত পূণ্য লাভ করা যাবে না	৩-আলে ইমরান	৯২	৫৪৫
মদীনাবাসী ও চারপাশের বেদুঈনরা যা ব্যয় করে তা লিখে রাখা হয়	৯-তাওবা	১২১	৬৫৩
মহাপ্রতিদান (ঈমান আনলে ও সম্পদ ব্যয় করলে)	৫৭-হাদীদ	৭	৯৪৮
মানুষের ব্যয় সম্পর্কে আল্লাহ জানেন	২-বাক্বারা	২৭০	৫৩২
মানুষ যা ব্যয় করে আল্লাহ তা জানেন	৩-আলে ইমরান	৯২	৫৪৫
মানুষ যা ব্যয় করে তার ক্ষতিপূরণ আল্লাহ দিবেন	৩৪-সাবা	৩৯	৮৪৪
মৃত্যু আসার পূর্বেই রিযিক থেকে ব্যয়ের নির্দেশ...	৬৩-মুনাফিকূন	১০	৯৬৫
মোহরের ব্যয় গণিমত থেকে প্রদান (যাদের স্ত্রী কাফিরদের নিকট...)	৬০-মুমতাহিনা	১১	৯৫৯
মোহরের ব্যয় চেয়ে নিবে কাফিররা (মুমিন স্ত্রীদের নিকট থেকে)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
মোহরের ব্যয় ফেরত চাবে মু'মিনগণ (কাফির স্ত্রীদের নিকট...)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
রাসূল স. এর সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করতে নিষেধ করে (মুনাফিকরা)	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
রিযিক ব্যয় (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৯	৫৬২
রিযিক (গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করার নির্দেশ)	১৪-ইবরাহীম	৩১	৬৯৬
রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয়কারীর উপমা	১৬-নাহ্‌ল	৭৫	৭০৯
রিযিক থেকে ব্যয় করত পূর্ববর্তী ঈমানদাররা	২৮-কাসাস	৫৪	৮১২
রিযিক থেকে ব্যয় করতে বললে কাফিররা বলে...	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
রিযিক থেকে ব্যয় করা মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য	২-বাক্বারা	৩	৫০২
রিযিক থেকে ব্যয় করে মু'মিনগণ	৩২-সাজদা	১৬	৮৩১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ব্যয় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
রিযিক থেকে ব্যয়ের নির্দেশ (মু'মিনদের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৫৪	৫৩০
রিযিক থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী দরিদ্র ব্যয় করবে (তালাকপ্রাপ্তার জন্য)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
রিযিক থেকে ব্যয় করে মু'মিনগণ	৮-আনফাল	৩	৬৩২
রিযিক থেকে ব্যয় করে যে মু'মিন...	৪২-শূরা	৩৮	৮৭৪
রিযিক থেকে ব্যয়কারীদের জন্য সুসংবাদ	২২-হাজ্জ	৩৫	৭৬১
রিযিক থেকে ব্যয় (মৃত্যু আসার পূর্বেই)	৬৩-মুনাফিকূন	১০	৯৬৫
লোক দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয়ের উপমা	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করা...	৩-আলে ইমরান	১৩৪	৫৪৮
সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করার নির্দেশ (আল্লাহর সন্তুষ্টি)	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
সন্তুষ্টি কামনায় ব্যয় (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সম্পদ ব্যয়)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তার জন্য ব্যয়...	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
সম্পদ ব্যয় করার প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
সম্পদ ব্যয়/দান সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
সম্পদ (মালিকানাধীন সম্পদ হতে ব্যয় করার নির্দেশ)	৫৭-হাদীদ	৭	৯৪৮
ব্যর্থ (আরো দেখুন বিফল শব্দটি)			
আয়াতকে ব্যর্থ করা প্রচেষ্টা চালায় যারা	৩৪-সাবা	৩৮	৮৪৪
আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা কারীরা তীব্র আগুনের অধিবাসী হবে	২২-হাজ্জ	৫১	৭৬৩
আল্লাহর আয়াতকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা	৩৪-সাবা	৫	৮৪১
উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীরাসূলগণের বিজয় কামনা করলে...	১৪-ইবরাহীম	১৫	৬৯৪
কাফিররা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় (বদর যুদ্ধ শেষে)	৩-আলে ইমরান	১২৭	৫৪৮
কাবিল ব্যর্থ হলো কাকের মত হতে...	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
চেষ্টা (আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টাকারীরা তীব্র আগুনের অধিবাসী হবে)	২২-হাজ্জ	৫১	৭৬৩
জুলুম বহনকারী হাশরে ব্যর্থ হবে	২০-ত্বা-হা	১১১	৭৪৮
মিথ্যা রচনাকারীরা ব্যর্থ (আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৬১	৭৪৪
মু'মিনরা ব্যর্থ হত সময় নির্ধারণ করলে (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল (ফিরআউনের)	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই (যারা মন্দ কাজের ষড়যন্ত্র করে)	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য মিথ্যা বিতর্কে লিপ্ত হওয়া	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য বিতর্ক করে (কাফিররা)	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯
সেই ব্যর্থ যে নিজেকে কলুষিত করে	৯১-শাম্স	১০	১০২৪
ব্যস্ত			
কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে ব্যস্ত থাকবে নিজকে নিয়ে	৮০-আবাসা	৩৭	১০০৭
বেদুঈনদের ব্যস্ত থাকার অজুহাত (যুদ্ধে না যাওয়া প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	১১	৯১৭
ব্যাখ্যা (আরো দেখুন বর্ণনা শব্দটি)			
কুরআন ব্যাখ্যার দায়িত্ব প্রসঙ্গ...	৭৫-কিয়ামাহ্	১৯	৯৯৪
ঘটনাবলির...(খিজির আ. এর সাথে মূসা আ. এর ভ্রমণকালে)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
জানা (ব্যাখ্যা জানে না কেউ মুতাশাবিহ আয়াতের)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
মুতাশাবিহ আয়াতের অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে লেগে থাকা...	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
মূসা আ. কে খিজির আ. এর ব্যাখ্যা (বালক হত্যা নৌকা ছিদ্র ও প্রাচীর ঠিক করার)	১৮-কাহ্ফ	৭৮	৭৩১
সুন্দর ব্যাখ্যা নিয়ে আসেন আল্লাহ (কাফিরদের উপমার)	২৫-ফুরকান	৩৩	৭৮৪
'স্বপ্নের ব্যাখ্যায় আমরা অভিজ্ঞ নই'-পরিষদবর্গ বলল	১২-ইউসুফ	৪৪	৬৮১
স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিলেন আল্লাহ (ইউসুফ আ. কে)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন প্রতিপালক (ইউসুফ আ. কে)	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে চাইল মুক্তি পাওয়া ব্যক্তি	১২-ইউসুফ	৪৫	৬৮১
স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারলে রাজা ব্যাখ্যা চান পরিষদবর্গের কাছে	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে বলল কারাবন্দীদ্বয় (ইউসুফ আ. কে)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
স্বপ্নের (যুবকদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাবে ইউসুফ আ.)	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন প্রতিপালক ইউসুফ আ. কে	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
স্বপ্নের ব্যাখ্যা (সকলে সিজদাবনত হওয়া ইউসুফ আ. এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা)	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
ব্যাগ			
ইউসুফ আ. এর ভাইয়ের ব্যাগ থেকে পাত্রটি বের করল (অন্য ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
নিজেদের ব্যাগ আগে তল্লাশি শুরু করল (ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
ভাইদের ব্যাগসমূহে পণ্যমূল্য রেখে দিতে বলল ইউসুফ আ. ...	১২-ইউসুফ	৬২	৬৮২
সহোদর ভাইয়ের ব্যাগে পানপাত্র রেখে দিল ইউসুফ আ.	১২-ইউসুফ	৭০	৬৮৩
ব্যাঙ			
নিদর্শনস্বরূপ ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যাঙ প্রেরণ	৭-আ'রাফ	১৩৩	৬২৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ব্যাধি (আরো দেখুন রোগ শব্দটি)			
হৃদয়ে ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের প্রলুব্ধ হওয়া (নবীর স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
হৃদয়ে ব্যাধি আছে মুনাফিকদের	৮-আনফাল	৪৯	৬৩৭
হৃদয়ে ব্যাধি আছে যাদের তাদের অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে...	৯-তাওবা	১২৫	৬৫৩
হৃদয়ে ব্যাধি আছে যাদের তারা মনে করে ...	৪৭-মুহাম্মাদ	২৯	৯১৪
হৃদয়ের (ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়ের লোকদের উক্তি খন্দকের যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১২	৮৩৪
হৃদয়ে ব্যাধিগ্রস্তরা জাহান্নামের প্রহরী সম্পর্কে বলে...	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
হৃদয়ে ব্যাধিগ্রস্তরা মৃত্যুভয়ে ভীত হয় (যুদ্ধের সূরা অবতীর্ণ হলে)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
হৃদয়ে ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের বিরুদ্ধে রাসূল স. এর ব্যবস্থাগ্রহণ প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৬০	৮৩৯
ব্যাপক			
ক্ষমা (প্রতিপালক ব্যাপক ক্ষমার মালিক)	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
ক্ষতি (নেক বান্দারা এমন দিনের ভয় করে যার ক্ষতি হবে ব্যাপক)	৭৬-দাহ্র	৭	৯৯৫
দয়াশীল (প্রতিপালক ব্যাপক দয়াশীল কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি ...)	৬-আন্'আম	১৪৭	৬১১
ব্যাপার/বিষয়			
আশ্চর্য ব্যাপার (বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানানো)	৩৮-সোয়াদ	৫	৮৬৬
ইবাদতের নিয়মের ব্যাপারে রাসূল স. এর সাথে অন্যরা যেন বিবাদ না করে	২২-হাজ্জ	৬৭	৭৬৪
জিজ্ঞাসা (নারীদের পশু আগলে রাখার ব্যাপার জিজ্ঞাসা করল মূসা আ.)	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
দৃঢ় সংকল্পের ব্যাপার(সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে বাধা ও ধৈর্যধারণ)	৩১-লুকমান	১৭	৮২৮
নারীদের ব্যাপার কি ছিল? (ইউসুফ আ. কে প্ররোচিত করার সময়)	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
ফেরেশতাদের ব্যাপার কী? (ইবরাহীম আ. জিজ্ঞাসা করলেন)	১৫-হিজর	৫৭	৭০০
বিস্ময়কর ব্যাপার (কাফিরদের নিকট সতর্ককারী আসা)	৫০-ক্বাফ	২	৯২২
মু'মিন ব্যক্তিটি তার ব্যাপার আল্লাহর নিকট সমর্পন করল...	৪০-মু'মিন	৪৪	৮৮১
সমষ্টিগত ব্যাপারে অনুমতি ছাড়া চলে যায় না মু'মিনগণ...	২৪-নূর	৬২	৭৮১
সামিরীর ব্যাপার সম্পর্কে মূসা আ. এর জিজ্ঞাসা (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৯৫	৭৪৭
সিদ্ধান্ত (মুশরিকরা কি কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে?)	৪৩-যুখরুফ	৭৯	৯০১
ব্যাপী			
আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
ব্যাবিলন			
হারূত-মারূতকে ব্যাবিলনে প্রেরণ (জাদু অবতীর্ণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
বজ্র			
প্রেরণ (আল্লাহ্ বজ্র প্রেরণ করেন)	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
বজ্রধ্বনি			
আদ জাতির ন্যায় বজ্রধ্বনি হতে পারে (মুখ ফিরিয়ে নিলে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৩	৮৮৭
ধ্বংস (বজ্রধ্বনি দ্বারা ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল)	৬৯-হাক্কাহ্	৫	৯৭৮
পাকড়াও (জুলুমের কারণে বনী ইসরাঈলকে বজ্রধ্বনি দ্বারা পাকড়াও)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
পাকড়াও, বজ্রধ্বনি দ্বারা (আল্লাহকে দেখতে চাওয়ায়)	২-বাক্বারা	৫৫	৫০৬
মৃত্যুর ভয় (বজ্রধ্বনির কারণে মুনাফিকের মৃত্যুর ভয় প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
শাস্তির বজ্রধ্বনি ছামূদ জাতিকে আঘাত করল	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৭	৮৮৭
সতর্ক করা (মুখ ফিরিয়ে নিলে বজ্রধ্বনির ব্যাপারে সতর্ক করা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৩	৮৮৭
বজ্রপাত			
পাকড়াও (বজ্রপাত পাকড়াও করল ছামূদ জাতিকে)	৫১-যারিয়াত	৪৪	৯২৭
প্রেরণ করতে পারেন আল্লাহ বাগানে (বন্ধুর আশঙ্কা)	১৮-কাহ্ফ	৪০	৭২৭
ভক্ষণ (আরো দেখুন উপভোগ/ভোগ শব্দটি)			
অবৈধ ভক্ষণ করে যারা কুফরি গোপন রাখে	৫-মায়িদা	৬২	৫৮৮
অবৈধ ভক্ষণ নিষেধ করে না কেন রব্বানী ও পণ্ডিতগণ	৫-মায়িদা	৬৩	৫৮৮
গবাদিপশু ভক্ষণ করে মানুষ	৪০-মু'মিন	৭৯	৮৮৫
ভক্ষণকারী			
অবৈধ ভক্ষণকারী	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫
ভঙ্গ			
অঙ্গীকার ভঙ্গ ও অন্যান্য অপরাধ প্রসঙ্গ (বনী ইসরাঈলের)	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল মুনাফিকরা (আল্লাহর সাথে)	৯-তাওবা	৭৭	৬৪৮
অঙ্গীকার ভঙ্গ করে যারা (আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করার পর)	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে লা'নত করেছেন আল্লাহ (বনী...)	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
চুক্তি ভঙ্গ করে না (বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২০	৬৯০
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল শয়তান (অনুসারীদের সাথে)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরিণাম)	২-বাক্বারা	২৭	৫০৪

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভঙ্গ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ফির'আউন সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ (শাস্তি দূর হওয়ার পর)	৪৩-যুখরুফ	৫০	৮৯৯
বনী ইসরাঈলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
বনী ইসরাঈলের স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার ভঙ্গ না করা (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৭	৭৪৬
বাইয়াত ভঙ্গ করে যে তার পরিণাম তার নিজের উপরই	৪৮-ফাত্হ	১০	৯১৬
বাইয়াত ভঙ্গের পরিণাম নিজের উপরই বর্তাবে	৪৮-ফাত্হ	১০	৯১৬
রাসূল স. এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছে যারা প্রত্যেকবার...	৮-আনফাল	৫৬	৬৩৭
শপথ পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ না করার নির্দেশ	১৬-নাহ্ল	৯১	৭১০
শপথ ভঙ্গ করলে মুশরিক প্রধানদের সাথে যুদ্ধ	৯-তাওবা	১২	৬৪১
শপথ ভঙ্গকারী কাফিরদের বিরুদ্ধে মু'মিনদের যুদ্ধ যুদ্ধ...	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
ভঙ্গকারী			
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নন আল্লাহ (রাসূলদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি)	১৪-ইবরাহীম	৪৭	৬৯৭
ভঙ্গি			
কথার ভঙ্গিতে চিনতে পারবেন রাসূল স. (হৃদয়ে ব্যধিগ্রস্তদেরকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩০	৯১৪
ভবিষ্যত			
ত্রুটি (রাসূল স. এর ভবিষ্যতের ত্রুটি মার্জনা করবেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্হ	২	৯১৬
পাপাচার (মানুষ ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়)	৭৫-কিয়ামাহ্	৫	৯৯৩
ভয় (আরো দেখুন ভীতি শব্দটি)			
অংশীদারিত্বের ভয় (দাস-দাসীকে অংশীদারিত্বের ভয়...)	৩০-রূম	২৮	৮২৪
অন্যায়ের ভয় করে মুনাফিকরা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর পক্ষ থেকে)	২৪-নূর	৫০	৭৭৯
অপরাধ নেই (আল্লাহকে ভয় করলে পূর্বের হারামে অপরাধ নেই মদপ্র.)	৫-মায়িদা	৯৩	৫৯২
অবস্থান (প্রতিপালকের অবস্থানকে ভয় করলে আশ্রয়স্থল জান্নাত)	৭৯-নাযি'আত	৪০	১০০৫
আখিরাতকে ভয় করে অনুগত ও রাতে সিজদাকারীগণ	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
আখিরাতের ভয় করে না অপরাধীরা	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫৩	৯৯২
আগুনকে ভয় করার নির্দেশ (যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত)	৩-আলে ইমরান	১৩১	৫৪৮
আগুনকে ভয় করার নির্দেশ কাফিরদেরকে (কুরআনে সন্দেহ প্রসঙ্গ)	২-বাকারা	২৪	৫০৪
আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে ভয়/সতর্কতার নির্দেশ	৪-নিসা	১	৫৫৬
আদ জাতিকে যার ভয় দেখানো হয়েছিল হূদ আ. কে তা নিয়ে আসতে বলা	৪৬-আহ্কাফ	২২	৯১০
আরাফবাসীদের ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না	৭-আ'রাফ	৪৯	৬১৭
আল্লাকে ভয় করার নির্দেশ	৫-মায়িদা	২	৫৮০
আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করেন না (রাসূলগণ)	৩৩-আহযাব	৩৯	৮৩৭
আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না যারা তারাই মসজিদ আবাদ...	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
আল্লাহকে ভয় করলে আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
আল্লাহকে ভয় করলে আল্লাহ তার বের হওয়ার পথ করে দেন	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
আল্লাহকে ভয় করতে বললেন লূত আ. (তার সম্প্রদায়কে)	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
আল্লাহকে ভয় করতে বলা হলে...	২-বাকারা	২০৬	৫২৩
আল্লাহকে ভয় করা/তাকওয়া অবলম্বন (স্বামী-স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
আল্লাহকে ভয় করা নির্দেশ (মু'মিনদেরকে)	৮-আনফাল	৬৯	৬৩৯
আল্লাহকে ভয় করা (মু'মিনদের নিজেদের মধ্যে আপোষের ক্ষেত্রে)	৪৯-হুজুরাত	১০	৯২১
আল্লাহকে ভয় করলে সফল হতে পারবে	৫-মায়িদা	১০০	৫৯৩
আল্লাহকে ভয় করা (আমানত ফেরত দানের ব্যাপারে)	২-বাকারা	২৮৩	৫৩৪
আল্লাহকে ভয় করা (ঋণ চুক্তি সম্পাদনে)	২-বাকারা	২৮২	৫৩৪
আল্লাহকে ভয় করা ও ঈসার অনুসরণ করার আহ্বান	৩-আলে ইমরান	৫০	৫৪১
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (মু'মিনদের উদ্দেশ্যে)	৬-আন'আম	৭২	৬০২
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (বান্দাদের প্রতি)	৩৯-যুমার	১৬	৮৭২
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	২-বাকারা	১৯৬	৫২২
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	৪-নিসা	১	৫৫৬
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (গীবত ও অনুমান প্রসঙ্গে)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	৫৯-হাশর	১৮	৯৫৭
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (মু'মিনদেরকে)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	২-বাকারা	১৫০	৫১৭
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (যায়েদের স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ...	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (মু'মিন হলে)	৫-মায়িদা	১১২	৫৯৪
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (মু'মিন হলে)	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (সকলের প্রতি)	২৩-মু'মিনূন	৫২	৭৬৯
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (হালাল রিযিক খাওয়া প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৮৮	৫৯১

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহকে ভয় করার আহবান (নূহ আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১০৬	৭৯৩
আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান (হূদ আ. কর্তৃক তার সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১২৪	৭৯৪
আল্লাহকে ভয় করার আহবান (লূত আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১৬১	৭৯৬
আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান (শুআইব আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১৭৭	৭৯৭
আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান (নূহ আ. কর্তৃক তার সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১১০	৭৯৩
আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান (নূহ আ. কর্তৃক তার সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১০৮	৭৯৩
আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান (হূদ আ. কর্তৃক তার সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১২৬	৭৯৪
আল্লাহকে ভয় করার জন্য সম্প্রদায়ের প্রতি শুআইব আ. এর আহ্বান	২৬-শু'আরা	১৭৯	৭৯৭
আল্লাহকে ভয় করার জন্য লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি লূত আ. এর আহ্বান	২৬-শু'আরা	১৬৩	৭৯৬
আল্লাহকে ভয় করার জন্য নবীর স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
আল্লাহকে ভয় করার জন্য ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি সালিহের আহ্বান	২৬-শু'আরা	১৫০	৭৯৫
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৪৯-হুজুরাত	১	৯২০
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (ঈমানদারদেরকে)	৩-আলে ইমরান	২০০	৫৫৫
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ মুমিনদের প্রতি	৫৯-হাশর	১৮	৯৫৭
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (মীরাস বন্টন ও ইয়াতিম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯	৫৫৭
আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
আল্লাহকে যথাযথ ভয় করার নির্দেশ (ঈমানদারদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	১০২	৫৪৫
আল্লাহকে যে ভয় করে সেই উপদেশ গ্রহণ করে	৮৭-আ'লা	১০	১০১৮
আল্লাহকে রাসূলগণ ভয় করেন	৩৩-আহযাব	৩৯	৮৩৭
আল্লাহকে ভয় করে কেবল জ্ঞানী বান্দারাই	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
আল্লাহকে ভয় করে না তারা (যারা রাসূল স. এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছে)	৮-আনফাল	৫৬	৬৩৭
আল্লাহকে ভয় করে যদি ঈমানদাররা তবে...	৮-আনফাল	২৯	৬৩৪
আল্লাহকে ভয় করার মত মানুষকে ভয় করা (যুদ্ধ ফরজ হলে)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
আল্লাহকে ভয় করা (সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে...)	২-বাকারা	১৯৪	৫২২
আল্লাহকে ভয় করে অন্ধ ব্যক্তিটি (ইবনু উম্মে মাকতুম প্রসঙ্গ)	৮০-আবাসা	৯	১০০৬
আল্লাহকে ভয় করে এমন ব্যক্তিদের দুইজনে বলল...	৫-মায়িদা	২৩	৫৮৩
আল্লাহকে ভয়কারীর পাপ মোচন ও মহাপ্রতিদান	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
আল্লাহকে ভয় করে যারা তারা সফল	২৪-নূর	৫২	৭৭৯
আল্লাহকে ভয় করে যে তার জন্য শিক্ষা ফিরআউনের ঘটনায়	৭৯-নাযি'আত	২৬	১০০৪
আল্লাহকে ভয়কারীর জন্য কুরআন স্মারকস্বরূপ	২০-ত্বা-হা	৩	৭৪১
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (মুমিন ও আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩১	৫৭৩
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	১২৩	৫৪৮
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	২-বাকারা	১৮৯	৫২১
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (বুদ্ধিমানদের প্রতি)	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (ইহরাম অবস্থায় শিকার প্রসঙ্গে)	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	২-বাকারা	২০৩	৫২৩
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (সফল হওয়ার জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৩০	৫৪৮
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	৬০-মুমতাহিনা	১১	৯৫৯
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	২-বাকারা	২৩১	৫২৬
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	২-বাকারা	২২৩	৫২৫
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (মু'মিনদের প্রতি)	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	৩০-রূম	৩১	৮২৪
আল্লাহকেই ভয় করা (তিনিই একমাত্র ইলাহ অন্য ইলাহ নেই)	১৬-নাহ্ল	৫১	৭০৭
আল্লাহকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	৫৬	৬১৪
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (ইবরাহীম আ. কর্তৃক তাঁর সম্প্রদায়কে)	২৯-আনকাবূত	১৬	৮১৭
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ ঈমানদারদের প্রতি	৯-তাওবা	১১৯	৬৫২
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (বুদ্ধিমানদের প্রতি)	২-বাকারা	১৯৭	৫২২
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৭	৫৮১
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনে)	৮-আনফাল	১	৬৩২
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৩৩-আহযাব	১	৮৩৩
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	২-বাকারা	২৩৩	৫২৭
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভয় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)				
	আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে	৫-মায়িদা	৩৫	৫৮৪
	আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (নূহ আ. কর্তৃক তাঁর সম্প্রদায়কে)	৭১-নূহ	৩	৯৮৪
	আল্লাহকে ভয় করতে ঈসার আহবান	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
	আল্লাহকে ভয় করতে নবীর স্ত্রীদের নির্দেশ (পুরুষের সাথে কথা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
	আল্লাহকে ভয় করতে ফিরআউনের প্রতি মূসা আ. এর আহবান প্রসঙ্গ	৭৯-নাযি'আত	১৯	১০০৪
	আল্লাহকে ভয় করার আহবান (আদ সম্প্রদায়ের প্রতি)	২৬-শু'আরা	১৩২	৭৯৪
	আল্লাহকে ভয় করার আহবান (আদ জাতির প্রতি)	২৩-মু'মিনূন	৩২	৭৬৮
	আল্লাহকে ভয় করার আহবান জানালেন লূত আ. তার সম্প্রদায়কে	১৫-হিজর	৬৯	৭০১
	আল্লাহকে ভয় করার আহবান (সালিহ আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে)	২৬-শু'আরা	১৪২	৭৯৫
	আল্লাহকে ভয় করার উদ্দেশ্যে উপদেশ প্রেরণ	৭-আ'রাফ	৬৩	৬১৮
	আল্লাহকে ভয় করার চেয়েও বেশি ভয় করা মানুষকে (যুদ্ধ ফরজ হলে)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
	আল্লাহকে ভয় করার জন্য ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি সালিহ আ. এর আহবান	২৬-শু'আরা	১৪৪	৭৯৫
	আল্লাহকে ভয় করার জন্য আদ সম্প্রদায়ের প্রতি হূদ আ. এর আহবান	২৬-শু'আরা	১৩১	৭৯৪
	আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (সুদ প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	২৭৮	৫৩৩
	আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৩৩-আহযাব	৭০	৮৪০
	আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিয়ে ফেরেশতা অবতীর্ণ	১৬-নাহল	২	৭০৩
	আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
	আল্লাহর নিকট রাসূলগণ ভয় পায় না (মূসা আ. প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১০	৮০০
	আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ (যেভাবে ভয় করা উচিত)	৩-আলে ইমরান	১০২	৫৪৫
	আল্লাহর ভয়ে পাথর পতিত হয় (বনী ইসরাঈলের কঠিন হৃদয় প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
	আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হত পাহাড় তার উপর কুরআন নাযিল হলে	৫৯-হাশর	২১	৯৫৭
	আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত (রাসূল/ফেরেশতারা)	২১-আম্বিয়া	২৮	৭৫১
	আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয়/দুশ্চিন্তা নেই	১০-ইউনুস	৬২	৬৬০
	আল্লাহর শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য (শক্তি প্রস্তুত করা..)	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
	আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখানো (রাসূল স. কে)	৩৯-যুমার	৩৬	৮৭৪
	আল্লাহর অবস্থানকে ভয়কারীদের যমীনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে	১৪-ইবরাহীম	১৪	৬৯৪
	আল্লাহকে ভয় করার জন্য সম্প্রদায়ের প্রতি নূহের আহবান	২৩-মু'মিনূন	২৩	৭৬৭
	আল্লাহকে ভয় না করা (ফির'আউনের সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১১	৭৮৮
	আল্লাহকে ভয় পাওয়ার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১৭৫	৫৫৩
	আল্লাহকে না দেখেও ভয় (ইহরামে শিকার প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
	আল্লাহকে কি ভয় করবে না? (হুদ এর জিজ্ঞাসা সম্প্রদায়কে)	৭-আ'রাফ	৬৫	৬১৮
	আল্লাহকে (মানুষ কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করে অথচ আনুগত্য...)	১৬-নাহল	৫২	৭০৭
	আল্লাহকেই ভয় করার নির্দেশ (বনী ইসরাঈলের প্রতি)	২-বাক্বারা	৪১	৫০৫
	আল্লাহকেই ভয় করার নির্দেশ (বনী ইসরাঈলের প্রতি)	২-বাক্বারা	৪০	৫০৫
	আল্লাহকে অধিক ভয় করবে মুমিনগণ (ঈমানদার হলে)	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
	আসা (ভয়-ভীতি আসলে মুনাফিকদের করুণ অবস্থা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
	ইবরাহীম আ. এর ভয় দূর হওয়া (আগত ফেরেশতাদের ব্যাপারে)	১১-হূদ	৭৪	৬৭২
	ইবরাহীম আ. এর ভয় না করা(ফেরেশতাগণের পরিচয় দান প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৭০	৬৭২
	ইবরাহীম আ. কে ভয় করতে নিষেধ করলেন অতিথি (ফেরেশতা)	১৫-হিজর	৫৩	৭০০
	ইবরাহীম আ. কে 'ভয় পাবেন না' বললেন (ফেরেশতারা)	৫১-যারিয়াত	২৮	৯২৬
	ইয়াতিমের ব্যাপারে ভয় করা (নিজ সন্তান অসহায় থাকা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯	৫৫৭
	ঈমান আনলে ও সংশোধন হলে ভয় নেই	৬-আন্'আম	৪৮	৬০০
	ঈমানদার সৎকর্মশীলগণের ভয় নেই	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
	উপদেশ (আল্লাহকে ভয় করার জন্য)	৭-আ'রাফ	১৬৪	৬২৮
	উপদেশ দেয়া কর্তব্য যাতে জালিমরা আল্লাহকে ভয় করতে পারে	৬-আন্'আম	৬৯	৬০২
	কসমের (অন্য সাক্ষীদের কসমের ভয় করবে সাক্ষীগণ...)	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
	কাফিরদেরকে ভয় করে কি মুমিনরা	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
	কাফিরদেরকে ভয় না করা	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
	কিয়ামতের দিনকে ভয় করে যেদিন দৃষ্টি ওলটপালট...	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
	কিয়ামতকে যে ভয় করে রাসূল স. কেবল তার সতর্ককারী	৭৯-নাযি'আত	৪৫	১০০৫
	চলে যাওয়া (ভয় চলে গেলে মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
	জালিমদেরকে ভয় না করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
	ডাকা (মুমিন প্রতিপালককে রাতে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশার সাথে)	৩২-সাজদা	১৬	৮৩১
	তিরস্কারকে ভয় পাবে না (মুরতাদদের স্থলাভিষিক্ত সম্প্রদায়...)	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
	দয়াময়কে যে ভয় করে শুধু তাকেই রাসূল স.সর্তক করবেন	৩৬-ইয়াসীন	১১	৮৫১
	দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করার পুরস্কার জান্নাত	৫০-ক্বাফ	৩৩	৯২৪

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
	দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করা নিষিদ্ধ	১৭-ইস্রা	৩১	৭১৬
	দারিদ্র্যের ভয় দেখায় শয়তান	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
	দানকারীর ভয় নেই (গোপনে ও প্রকাশ্যে দানকারীর)	২-বাক্বারা	২৭৪	৫৩২
	দানকারী ভয় নেই (দানের পর কষ্ট/খোঁটা না দিলে)	২-বাক্বারা	২৬২	৫৩১
	দাউদকে ভয় করতে নিষেধ করলেন দু'প্রতিপক্ষ...	৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
	দিনকে (নেক বান্দারা এমন দিনকে ভয় করে যার ক্ষতি হবে ব্যাপক)	৭৬-দাহর	৭	৯৯৫
	দিনকে (সেদিনের ভয় যেদিন সুপারিশ/বিনিময় কাজে আসবে না)	২-বাক্বারা	১২৩	৫১৪
	দুশ্চিন্তা ও ভয় নেই তাদের যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে	৫-মায়িদা	৬৯	৫৮৯
	নবী শাস্তির ভয় করেন (যদি তিনি প্রতিপালককে অমান্য করেন!)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
	নেই (আল্লাহকে প্রতিপালক বলে তাতে অবিচল ব্যক্তিদের ভয় নেই)	৪৬-আহ্কাফ	১৩	৯০৯
	পথনির্দেশিকার অনুসরণকারীদের ভয় নেই	২-বাক্বারা	৩৮	৫০৫
	পরিণামের পরোয়া করেন না আল্লাহ (ছামূদ জাতির ধ্বংসের পরিণাম)	৯১-শাম্স	১৫	১০২৪
	পুনরুত্থিত হওয়ার ভয় নেই কাফিরদের	৪৬-আহ্কাফ	১৭	৯০৯
	প্রতিপালকের সামনে সমবেত হবার ভয় করে যারা...	৬-আন্'আম	৫১	৬০০
	প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় করে যাদেরকে ইলাহ মনে করা হয় তারা	১৭-ইস্রা	৫৭	৭১৮
	প্রতিপালককে না দেখে ভয়কারীকে সতর্ক করা যায়	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
	প্রতিপালককে না দেখেও ভয় করে (মুত্তাকীরা)	২১-আম্বিয়া	৪৯	৭৫৩
	প্রতিপালককে ভয় (ঋণের লেনদেন লিখে দেয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
	প্রতিপালককে ভয় করলে তার সন্তুষ্টি ও প্রতিদান জান্নাত লাভ...	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
	প্রতিপালককে ভয় করা (না দেখে)	৬৭-মুল্ক	১২	৯৭২
	প্রতিপালককে ভয় করার নির্দেশ (মানুষকে)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
	প্রতিপালককে ভয় করার নির্দেশ (সৃষ্টিকর্তা হিসেবে)	৪-নিসা	১	৫৫৬
	প্রতিপালককে ভয় করার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
	প্রতিপালককে ভয় করার নির্দেশ (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১	৭৫৮
	প্রতিপালককে ভয় করে (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু ও ফেরেশতারা)	১৬-নাহল	৫০	৭০৭
	প্রতিপালককে ভয় করে (বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২১	৬৯০
	প্রতিপালককে ভয় করে যারা তাদের জন্য জান্নাত	৩-আলে ইমরান	১৯৮	৫৫৫
	প্রতিপালককে ভয় করে যারা তারা জান্নাতে যাবে	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
	প্রতিপালককে ভয়কারীর পুরস্কার (জান্নাত)	৩৯-যুমার	২০	৮৭৩
	প্রতিপালককে ভয়কারীর দেহ কুরআন পাঠে কেঁপে ওঠে	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
	প্রতিপালককে ভয়কারীর জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া (মূসা আ. এর ফলক)	৭-আ'রাফ	১৫৪	৬২৬
	প্রতিপালকের অবস্থানকে যে ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত	৫৫-রাহমান	৪৬	৯৪১
	প্রতিপালকের ভয়ে ভীত-শঙ্কিত যারা...	২৩-মু'মিনূন	৫৭	৭৬৯
	ফিতনাকে ভয় করার নির্দেশ যা কেবল জালিমদেরকেই আঘাত...	৮-আনফাল	২৫	৬৩৪
	ফির'আউনের ভয়ে মূসা আ. এর পালানো (কিবতি হত্যা প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২১	৭৮৯
	ফিরআউনকে ভয় না করার জন্য মূসা আ. এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	৪৬	৭৪৩
	ফিরাআউন ভয় করতে পারে (মূসা আ. এর কথা শোনার পর)	২০-ত্বা-হা	৪৪	৭৪৩
	ফেরেশতারা ভয়ে আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে	১৩-রা'দ	১৩	৬৮৯
	বনী আদমের ভয় নেই তাকওয়া অবলম্বন করে সংশোধিত...	৭-আ'রাফ	৩৫	৬১৬
	বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন আল্লাহ (আগুনের মাধ্যমে)	৩৯-যুমার	১৬	৮৭২
	বিদ্যুৎ (ভয় ও প্রত্যাশা স্বরূপ বিদ্যুৎ দেখান আল্লাহ)	৩০-রূম	২৪	৮২৩
	বিচারের দিনকে ভয় করার নির্দেশ (সুদ ও ঋণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮১	৫৩৩
	বিপদসংকুল দিনের ভয় করে নেককারগণ (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৭৬-দাহর	১০	৯৯৫
	ভয় করার মাধ্যমে দয়াপ্রাপ্ত হওয়া (আল্লাহকে ভয়)	৬-আন্'আম	১৫৫	৬১১
	ভয়াবহ দিনের শাস্তির ভয় রাসূল স. এর (প্রতিপালককে অমান্য করলে)	৩৯-যুমার	১৩	৮৭২
	মহাদিনের শাস্তির ভয়- তাদের জন্য যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়...	১১-হূদ	৩	৬৬৫
	মানুষকে ভয় করা আল্লাহকে ভয় করার মত (যুদ্ধ ফরজ হলে)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
	মানুষকে ভয় পাওয়া নিষেধ	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
	মানুষকে ভয়স্বরূপ বিজলী দেখান আল্লাহ...	১৩-রা'দ	১২	৬৮৯
	মুমিন সৎকর্মশীল সালাত ও যাকাত প্রতিষ্ঠাকারীর ভয় নেই	২-বাক্বারা	২৭৭	৫৩৩
	মুমিনদের ভয় থাকবে না মসজিদে হারামে প্রবেশকালে	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
	মুনাফিকের মৃত্যুর ভয় (বিদ্যুৎ-চমক ও বজ্রপাতের শব্দে)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
	মূসা আ. কে ভয় না করার নির্দেশ(ফিরআউনের জাদুকরদের জাদু প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৬৮	৭৪৫
	মূসা আ. এর ভয় না পাওয়ার নির্দেশ (বনী ইসরাঈলসহ মিসর ত্যাগকালে)	২০-ত্বা-হা	৭৭	৭৪৫
	মুশরিকরা কি তবু তাকওয়া অবলম্বন করবে না?	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
	মুত্তাকী বান্দাদের ভয় নেই (কিয়ামতে)	৪৩-যুখরুফ	৬৮	৯০০

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভয় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মূসা আ. কে ভয় পেতে নিষেধ করলেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৩১	৮১০
মূসা আ. কে ভয় পেতে নিষেধ করলেন (নারীদের পিতা)	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
মূসা আ. এর (লাঠি সাপের মত ছোটাছুটি করায় মূসার ভয় প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১০	৮০০
মূসা আ. এর ভয় (ফিরআউনের শাস্তি ত্বরান্বিত/সীমালঙ্ঘন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪৫	৭৪৩
মূসা আ. এর মাকে ভয় ও দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
মূসা আ. কে ভয়ের কারণে বাহু জড়িয়ে নিতে বললেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
মৃত্যুর ভয় (বিদ্যুৎ-চমকের কারণে মুনাফিকের মৃত্যুর ভয় প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
মৃত্যুভয়ে বের হয়ে যাওয়া (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
যথাসাধ্য ভয় করার নির্দেশ মুমিনদের প্রতি (আল্লাহকে)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
যাকারিয়া আ. ভয় করছেন উত্তরাধিকারীর ব্যাপারে	১৯-মারইয়াম	৫	৭৩৪
যোগ্য (ভয়ের যোগ্য আল্লাহ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫৬	৯৯২
রাসূলগণ আল্লাহর নিকট ভয় পান না (মূসা আ. প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১০	৮০০
লূত আ. কে ভয় না করার আহ্বান (ফেরেশতা কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	৩৩	৮১৮
লোকজনকে ভয় করছিলেন রাসূল স. (যায়দের স্ত্রীকে বিয়ে প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
লোকদেরকে ভয় করতে বলল মুনাফিকরা মুমিনদেরকে (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৭৩	৫৫২
শয়তান ভয় করে আল্লাহকে...	৫৯-হাশর	১৬	৯৫৭
শয়তান ভয় দেখায় মানুষকে (দারিদ্র্যের ভয়)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
শয়তান ভয় পায় আল্লাহকে (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
শয়তান মুমিনদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়	৩-আলে ইমরান	১৭৫	৫৫৩
শয়তানের বন্ধুদেরকে ভয় না করার আহ্বান (মুমিনদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	১৭৫	৫৫৩
শরীক করতে ভয় করে না (ইবরাহীমের সম্প্রদায়)	৬-আন্'আম	৮১	৬০৩
শরীককে ইবরাহীম আ. ভয় না করা (ইবরাহীমের সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৮১	৬০৩
শরীককে ভয় না করা (ইবরাহীম আ. এর)	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
শহীদদের ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না	৩-আলে ইমরান	১৭০	৫৫২
শাস্তিকে (আখিরাতের শাস্তিকে যে ভয় করে তার জন্য নিদর্শন...)	১১-হূদ	১০৩	৬৭৫
শাস্তি (প্রতিপালকের শাস্তি ভয় করার মত)	১৭-ইস্রা	৫৭	৭১৮
শাস্তির প্রতিশ্রুতির ভয়কারীদের যমীনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে	১৪-ইবরাহীম	১৪	৬৯৪
শাস্তির ভয় করেন রাসূল স. ভয়াবহ দিনের (প্রতিপালককে অমান্য করলে)	৬-আন্'আম	১৫	৫৯৭
শাস্তির ভয় করে যারা তাদের জন্য নিদর্শন (লূত আ. এর সম্প্রদাযের ধ্বংস)	৫১-যারিয়াত	৩৭	৯২৭
শাস্তির ভয় (নবী স. যদি প্রতিপালকের অবাধ্য হন!)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
শাস্তির ভয় রাসূল স. এর- যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের জন্য...	১১-হূদ	৩	৬৬৫
শাস্তির প্রতিশ্রুতিকে যে ভয় করে তাকে উপদেশ দেয়ার নির্দেশ	৫০-ক্বাফ	৪৫	৯২৪
শাস্তির (নূহ আ. সম্প্রদায়ের যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির ভয়...)	১১-হূদ	২৬	৬৬৮
শেষ বিচারের দিনকে ভয় করার নির্দেশ (মানুষকে)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
সন্তান অসহায় রেখে মারা যাওয়ার ভয় (ইয়াতিম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯	৫৫৭
সমর্পণকারীর ভয় নেই (আল্লাহর জন্য নিজেকে সমর্পণকারীর)	২-বাক্বারা	১১২	৫১৩
সম্প্রদায়কে ভয় করার আহবান জানালেন ইলইয়াস আ.	৩৭-সাফ্ফাত	১২৪	৮৬৩
সাপকে ভয় করতে নিষেধ করলেন আল্লাহ (মূসা আ. কে)	২০-ত্বা-হা	২১	৭৪২
সাদকা প্রদানে ভয় (রাসূল স. এর সাথে গোপনে কথা বলার পূর্বে)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
সেদিনের ভয় করা যেদিন বিনিময়/সুপারিশ গৃহীত হবে না	২-বাক্বারা	৪৮	৫০৬
স্মরণ (প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় ভয় ও বিনয়ের সাথে স্মরণ)	৭-আ'রাফ	২০৫	৬৩১
স্রষ্টাকে ভয় করতে শুআইব আ. এর আহবান (আইকাবাসীকে)	২৬-শু'আরা	১৮৪	৭৯৭
হকদার (আল্লাহই রাসূল স. এর ভয় পাওয়ার অধিক হকদার)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
হাবিল ভয় করে আল্লাহকে যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক	৫-মায়িদা	২৮	৫৮৪
হিসাবকে (নিকৃষ্ট হিসাবকে ভয় করে বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২১	৬৯০
হৃদয় থেকে ভয় দূর করা হবে যখন তখন পরস্পরকে বলবে...	৩৪-সাবা	২৩	৮৪৩
ভয়কারী			
কিয়ামতকে ভয় করে (কিয়ামতে বিশ্বাসীরা)	৪২-শূরা	১৮	৮৯২
ভয়ঙ্কর ঘটনা			
কিয়ামত হবে আকাশ-পৃথিবীর এক ভয়ঙ্কর ঘটনা	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
ভয়-ভীতি			
নিরাপদ (ভাল কাজকারীগণ ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকবে)	২৭-নামল	৮৯	৮০৭
নিরাপত্তা (কুরাইশদেরকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান)	১০৬-কুরাইশ	৪	১০৩৪
পরিবর্তন (ভয়-ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা দিবেন আল্লাহ...)	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
পরীক্ষা (ভয়-ভীতি দিয়ে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ মানুষকে)	২-বাক্বারা	১৫৫	৫১৭

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভয়ানক			
কথা (ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলা ভয়ানক কথা)	১৭-ইস্রা	৪০	৭১৭
ষড়যন্ত্র (নারীদের ষড়যন্ত্র ভয়ানক)	১২-ইউসুফ	২৮	৬৭৯
ভয়াবহ			
আগুন (ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে দুর্ভাগারা)	৮৭-আ'লা	১২	১০১৮
কিয়ামত অত্যন্ত ভয়াবহ ও তিক্ত	৫৪-কামার	৪৬	৯৩৮
কিয়ামত (ভয়াবহ কিয়ামতের দিকে কাফিরদেরকে আহ্বান)	৫৪-কামার	৬	৯৩৬
দিন (আল্লাহকে অমান্য করলে রাসূল স. ভয়াবহ দিনের শাস্তির ভয় করেন)	৬-আন্'আম	১৫	৫৯৭
দিন (আদ সম্প্রদায়ের উপর ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা)	২৬-শু'আরা	১৩৫	৭৯৫
দিন (ভয়াবহ দিনে উপস্থিতকালে কাফিরদের দুর্ভোগ কিয়ামতে)	১৯-মারইয়াম	৩৭	৭৩৬
দিন (ভয়াবহ দিনের শাস্তি আইকাবাসীকে পাকড়াও করেছিল)	২৬-শু'আরা	১৮৯	৭৯৭
দিন (ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছেন নূহ আ. সম্প্রদায়ের জন্য)	৭-আ'রাফ	৫৯	৬১৮
দিন (ছামুদকে ভয়াবহ দিনের শাস্তি পাকড়াও করবে, উষ্ট্রীকে কষ্ট দিলে)	২৬-শু'আরা	১৫৬	৭৯৬
শাস্তি (জাতির উপর মহাদিবসের শাস্তির আশংকা হূদ আ. এর)	৪৬-আহ্কাফ	২১	৯১০
শাস্তি (ভয়াবহ দিনের শাস্তির ভয় রাসূল স. এর প্রতিপালককে অমান্য করলে)	৩৯-যুমার	১৩	৮৭২
ভয়াবহ দিন			
শাস্তির ভয় (অমান্য বিষয়ে নবীর ভয়াবহ দিনের শাস্তির ভয়)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
ভর			
লাঠিতে (মূসার লাঠিতে মূসা আ. ভর দেয়া প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৮	৭৪২
ভরণ-পোষণ			
ইয়াতিমের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা (তাদের সম্পদ থেকে)	৪-নিসা	৫	৫৫৬
মায়ের ভরণ-পোষণ সন্তানের পিতার দায়িত্ব	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
ভরসা			
আল্লাহর উপর ভরসা করতে বলল মূসা আ. এর সম্প্রদায়কে	৫-মায়িদা	২৩	৫৮৩
আল্লাহর উপর ভরসা করলেন ইয়াকুব আ.	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত মু'মিনদের	৫৮-মুজাদালা	১০	৯৫৩
আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য নবীর প্রতি নির্দেশ	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত (মু'মিনদের)	৬৪-তাগাবুন	১৩	৯৬৭
আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য রাসূল স. কে নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৩	৮৩৩
আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ (সন্ধি প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৬১	৬৩৮
আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত (ভরসাকারীদের)	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ রাসূল স. কে	১১-হূদ	১২৩	৬৭৬
আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য রাসূল স. কে নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৪৮	৮৩৭
আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
আল্লাহর উপর ভরসা শোয়াইব আ. এর	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
আল্লাহর উপর ভরসা (মূসা আ. এর জাতির মু'মিন/ মুসলিমদের)	১০-ইউনুস	৮৫	৬৬২
আল্লাহর উপর ভরসা (শুয়াইব আ. ও তার অনুসারীদের)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
আল্লাহর উপর ভরসা করে (ভরসাকারীরা)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
আল্লাহর উপর ভরসাকারীর তিনিই যথেষ্ট	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
আল্লাহর উপর ভরসা না করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই	১৪-ইবরাহীম	১২	৬৯৪
আল্লাহর উপর ভরসা (নূহ আ. এর)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত মু'মিনদের	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	২৭-নামল	৭৯	৮০৬
আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ মূসা আ. এর (মু'মিন/মুসলিমকে)	১০-ইউনুস	৮৪	৬৬২
আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত মুমিনদের	৯-তাওবা	৫১	৬৪৫
আল্লাহর উপর ভরসা করে যে...	৮-আনফাল	৪৯	৬৩৭
আল্লাহর উপর ভরসা করে যেন মুমিনরা	৩-আলে ইমরান	১৬০	৫৫১
আল্লাহর উপরই ভরসা করেন (নবী)	৪২-শূরা	১০	৮৯১
আল্লাহর উপরই মুমিনগণের ভরসা করা উচিত	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
আল্লাহর উপর ভরসা (হূদ আ. এর)	১১-হূদ	৫৬	৬৭০
চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ (কাফিরদেরকে)	২৫-ফুরকান	৫৮	৭৮৬
দয়াময় আল্লাহর উপর ভরসা করা	৬৭-মুল্ক	২৯	৯৭৪
প্রতিপালকের উপর ভরসা ও ধৈর্যের জন্য হিজরতকারীর প্রতিদান	১৬-নাহ্ল	৪২	৭০৬
প্রতিপালকের উপর ভরসাকারীদের উপর শয়তানের কর্তৃত্ব নেই	১৬-নাহ্ল	৯৯	৭১১
প্রতিপালকের উপর ভরসাকারীর জন্য উত্তম জিনিস আল্লাহর কাছে	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভরসা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিপালকের উপর ভরসা ইবরাহীম আ. ও তার সাথীদের	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
প্রতিপালকের উপর ভরসা করে মু'মিনগণ	৮-আনফাল	২	৬৩২
প্রতিপালকের উপর ভরসাকারীর পুরস্কার প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৫৯	৮২১
ভরসা (রাসূল স. ভরসা করেন প্রতিপালকের উপর)	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালুর উপর ভরসার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	২৬-শু'আরা	২১৭	৭৯৯
মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত	৬৪-তাগাবুন	১৩	৯৬৭
মুমিনদের ভরসা করা উচিত আল্লাহর উপর	৩-আলে ইমরান	১২২	৫৪৭
রাসূল স. ভরসা করেন আল্লাহর উপর	৯-তাওবা	১২৯	৬৫৩
ভরসাকারী			
আল্লাহর উপর ভরসা করে (ভরসাকারীরা)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত (ভরসাকারীদের)	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
ভরসা (ভরসাকারীদের আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত)	১৪-ইবরাহীম	১২	৬৯৪
ভর্তি			
আগুনে পেট ভর্তি করা হয় (ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করলে)	৪-নিসা	১০	৫৫৭
পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণ গ্রহণ করা হবে না (তাদের থেকে যারা...)	৩-আলে ইমরান	৯১	৫৪৪
ভর্তি (আহার)			
আগুন ভর্তি করে পেটে (যারা কিতাবের বিনিময়ে...)	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
ভস্মীভূত			
বাগান ভস্মীভূত হওয়া উপমা প্রসঙ্গ (ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
ভাই			
অগ্রবর্তী (ঈমানে অগ্রগামী ভাইদের জন্য পরবর্তীদের ক্ষমা প্রার্থনা)	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬
আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছিলেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৬৫	৬১৮
আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হুদ আ. কে প্রেরণ	১১-হূদ	৫০	৬৭০
আদ সম্প্রদায়ের এর ভাই হুদ আ. কে সতর্ককারীরূপে প্রেরণ	৪৬-আহ্কাফ	২১	৯১০
আপোষ (মুমিনদেরকে নিজেদের ভাইদের মধ্যে আপোষের নির্দেশ)	৪৯-হুজুরাত	১০	৯২১
ইউসুফের ভাইয়ের ক্ষেত্রেও কি বিশ্বাস করবেন ইয়াকুব আ. যেমন...	১২-ইউসুফ	৬৪	৬৮২
ইউসুফের ভাইয়ের ব্যাগ থেকে পানপাত্রটি বের করল (অন্য ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
ইউসুফ আ. ও তার ভাইয়ের সন্ধান করতে বলল ইয়াকুব আ. (পুত্রদেরকে)	১২-ইউসুফ	৮৭	৬৮৫
ইউসুফ আ. ও তার ভাইদের মাঝে শয়তানের প্ররোচনা	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
ইউসুফ আ. ও তার ভাই পিতার নিকট বেশি প্রিয় (অন্যদের চেয়ে)	১২-ইউসুফ	৮	৬৭৭
ইউসুফের সহোদর ভাইকে নিজের কাছে আশ্রয় দিল ইউসুফ	১২-ইউসুফ	৬৯	৬৮৩
ইউসুফের সহোদর ভাইয়ের জিন-ব্যাগে পানপাত্র রেখে দিল...	১২-ইউসুফ	৭০	৬৮৩
ইউসুফ আ. এর ভাই ও ইউসুফ আ. এর সাথে বৈমাত্রেয় ভাইদের আচরণ	১২-ইউসুফ	৮৯	৬৮৫
ইউসুফ আ. এর ভাইদের নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করতে নিষেধ করলেন ইয়াকুব	১২-ইউসুফ	৫	৬৭৭
ইউসুফ আ. এর ভাইদের নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করতে নিষেধ করলেন ইয়াকুব	১২-ইউসুফ	৭	৬৭৭
ইউসুফ আ. এর ভাই (বিন ইয়ামিন)	১২-ইউসুফ	৯০	৬৮৫
ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা আসল এবং ইউসুফ আ. এর নিকট প্রবেশ করল	১২-ইউসুফ	৫৮	৬৮২
ইউসুফ আ. সহোদর ভাইকে বলল- আমি তোমার ভাই	১২-ইউসুফ	৬৯	৬৮৩
ইউসুফ আ. তার ভাইকে নিজের কাছে রাখতে পার তা (কৌশল না করলে)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
ইয়াতীমরা ভাই (মুমিনদের)	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
এক ভাইয়ের নিরানব্বই দুম্বা অপর ভাইয়ের একটি	৩৮-সোয়াদ	২৩	৮৬৭
কাফির ভাইদেরকে বলে মুনাফিকরা...	৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
গোশত (মৃত ভায়ের গোশত খাওয়ার ন্যায়, গীবত...)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
ঘর (ভাইয়ের ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
চুরি করেছিল ওর ভাইও (ইউসুফ আ. এর সহোদর সম্পর্কে অন্য ভাইদের...)	১২-ইউসুফ	৭৭	৬৮৪
ছামূদ জাতির ভাই সালিহ আ. কে প্রেরণ (ইবাদতের নির্দেশসহ)	২৭-নামল	৪৫	৮০৩
ছামূদ জাতির ভাই সালিহ আ. কে তাদের কাছে প্রেরণ	১১-হূদ	৬১	৬৭১
ছামূদ জাতির ভাই সালিহ আ. কর্তৃক অন্যদেরকে আল্লাহর ভয় করতে বলা	২৬-শু'আরা	১৪২	৭৯৫
ছামূদ সম্প্রদায়ের ভাই সালেহ আ. কে তাদের নিকট প্রেরণ	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
দেহ (ভাইয়ের দেহ গোপন করার উপায় দেখিয়ে দিল কাক)	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
দ্বীনি ভাই (পিতৃ-পরিচয় জানা না গেলে পালকপুত্ররা দ্বীনি ভাই)	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
দ্বীনি ভাই হবে মুশরিকরা যদি ঈমান আনে সালাত কায়েম ও...	৯-তাওবা	১১	৬৪১
নবীদের কয়েকজন ভাই সরল-সঠিক পথে পরিচালিত	৬-আন'আম	৮৭	৬০৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিজের ও ভাইয়ের উপরে ছাড়া অন্যের উপর ক্ষমতা রাখেন না মূসা আ.	৫-মায়িদা	২৫	৫৮৩
নিহতের ভাই কিছু মাফ করে দিলে (রক্তপণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
পর্দা (পিতা, পুত্র, ভাইদের সাথে নবীর স্ত্রীদের পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
পলায়ন (মানুষ তার ভাই থেকে পালাবে কিয়ামতের দিন)	৮০-আবাসা	৩৪	১০০৭
পাঠানো (বৈমাত্রেয় ভাইকে পাঠানোর জন্য বলল ভাইয়েরা পিতাকে)	১২-ইউসুফ	৬৩	৬৮২
প্রিয় (ভাই প্রিয় হলে- আল্লাহ রাসূল স. ও জিহাদ অপেক্ষা...)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না ঈমানদারগণ পিতাকেও যদি...	৯-তাওবা	২৩	৬৪২
বলা (মুনাফিকরা তাদের ভাইদেরকে বলে 'আমাদের সঙ্গে এসো')	৩৩-আহযাব	১৮	৮৩৪
বিনিময় (ভাইয়ের বিনিময়ে মুক্তি কামনা করবে অপরাধীরা)	৭০-মা'আরিজ	১২	৯৮১
বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে আসতে বলল ইউসুফ আ. (ভাইদেরকে)	১২-ইউসুফ	৫৯	৬৮২
ব্যাগ (ইউসুফ আ. এর ভাইয়ের ব্যাগ থেকে পাত্রটি বের করল...)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
ভালবাসা (মু'মিন ভালবাসে না আল্লাহবিরোধী ভাইকে)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
ভ্রমণরত অথবা যুদ্ধরত ভাইদেরকে কাফিররা বলে...	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
মাদইয়ানবাসীদের ভাই শু'আইব আ. কে সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
মাদইয়ানবাসীদের ভাই শু'আইবকে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৩৬	৮১৯
মাদইয়ানবাসীদের ভাই শু'আইব আ. কে তাদের নিকট প্রেরণ	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
মু'মিনদের (নিজেদের ভাইদের মধ্যে মু'মিনদেরকে আপোষ করার নির্দেশ)	৪৯-হুজুরাত	১০	৯২১
মু'মিন নারীদের ভাইয়ের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশে দোষ নেই	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
মু'মিন ভাইদের যুদ্ধে নিহত হওয়া সম্পর্কে মুনাফিকরা বলে...	৩-আলে ইমরান	১৬৮	৫৫২
মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই (বিবদমান মু'মিনদের মধ্যে আপোষ প্রসঙ্গ)	৪৯-হুজুরাত	১০	৯২১
মূসা আ. এর ভাই হারুন আ. এর মাধ্যমে মূসা আ. কে শক্তিশালী করার দোয়া	২০-ত্বা-হা	৩০	৭৪২
মূসা আ. এর ভাই হারুন আ. কে দ্বারা মূসা আ. এর বাহু শক্তিশালী করা...	২৮-কাসাস	৩৫	৮১১
মূসা আ. এর ভাই হারুনকে নবী করে (মূসা আ. কে দয়া করলেন আল্লাহ)	১৯-মারইয়াম	৫৩	৭৩৭
মূসা আ. এর ভাই হারুন আ. কে সাহায্যকারী বানানো (মূসার জন্য)	২৫-ফুরকান	৩৫	৭৮৫
মূসা আ. এর ভাই হারুন আ. কে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করতে বলা	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
মূসা আ. এর ভাই হারুন স্পষ্টভাষী	২৮-কাসাস	৩৪	৮১১
মূসা আ. এর ভাই হারুনকে ক্ষমা/দয়া করার জন্য মূসা আ. এর প্রার্থনা	৭-আ'রাফ	১৫১	৬২৬
মূসা আ. এর ভাই ও মূসা আ. কে নিদর্শনসহ ফিরআউনের কাছে যেতে নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	৪২	৭৪৩
মূসা আ. এর ভাই ও মূসা আ. কে সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর তৈরির নির্দেশ	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
মূসা আ. এর ভাই ও মূসার বিষয়টি স্থগিত রেখে জাদুকর সংগ্রহের উদ্যোগ	৭-আ'রাফ	১১১	৬২২
মূসা আ. এর ভাইকে মাথা/চুল ধরে টানা (মূসা আ. কর্তৃক)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
মূসা আ. এর ভাইয়ের বিষয় স্থগিত রেখে জাদুকর সংগ্রহের জন্য লোক পাঠানো	২৬-শু'আরা	৩৬	৭৯০
মূসা আ. ও তার ভাই হারুনকে প্রেরণ করলেন আল্লাহ...	২৩-মু'মিনূন	৪৫	৭৬৮
মৃত ভায়ের গোশত খাওয়ার ন্যায় (গীবত...)	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
মৃতদেহ (ভাইয়ের মৃতদেহ গোপন করতে ব্যর্থ হল কাবিল	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
রক্ষণাবেক্ষণ (আমরা আমাদের ভাইকে রক্ষণাবেক্ষণ করব)	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
লূত আ. এর ভাইয়েরা মিথ্যাবাদী বলেছিল	৫০-ক্বাফ	১৩	৯২২
শয়তানের (অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই)	১৭-ইস্রা	২৭	৭১৬
সম্প্রদায়ের ভাই নূহ আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে আল্লাহর ভয় করার আহবান	২৬-শু'আরা	১০৬	৭৯৩
সম্প্রদায়ের ভাই লূত আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে আল্লাহর ভয় করতে বলা	২৬-শু'আরা	১৬১	৭৯৬
সম্প্রদায়ের ভাই হূদ আ. কর্তৃক আল্লাহকে ভয় করার আহবান	২৬-শু'আরা	১২৪	৭৯৪
হত্যা (ভাইকে হত্যায় প্ররোচিত করল কাবিলকে তার প্রবৃত্তি)	৫-মায়িদা	৩০	৫৮৪
ভাই			
শয়তানের ভাইরা ভুলপথে সাহায্য করতে কমতি করেনা	৭-আ'রাফ	২০২	৬৩১
ছয় ভাগের একভাগ পাবে(এক বোন/এক ভাই থাকলে)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
ভাই বোন			
কালালাহর ভাই-বোন উভয়ই থাকা অবস্থায় সম্পদ বন্টন	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
মৃত ব্যক্তির ভাইবোন থাকলে মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে	৪-নিসা	১১	৫৫৭
ভাই ভাই			
মুমিনগণ ভাই ভাই হয়ে গেল (আল্লাহর অনুগ্রহে)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
মুত্তাকীরা ভাই ভাই হয়ে মুখোমুখী আসনে সমাসীন হবে	১৫-হিজর	৪৭	৭০০

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভাইয়ের পুত্র (আরো দেখুন ভাতিজা শব্দটি)				
	নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশে দোষ নেই ভাইয়ের পুত্রের নিকট	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
ভাইয়ের মেয়ে				
	বিয়ে (ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
ভাঁজ				
	বক্ষ ভাজ করে রাখে (নিজেকে নবীর কাছে গোপন করতে)	১১-হূদ	৫	৬৬৫
ভাগ				
	বিভক্ত নীলনদের প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হওয়া...	২৬-শু'আরা	৬৩	৭৯১
ভাগ্নে (আরো দেখুন বোনের পুত্র শব্দটি)				
	পর্দা (নবীর স্ত্রীদের ভাগ্নের সাথে পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
ভাগ্য				
	আল্লাহর নিকট/নিয়ন্ত্রণাধীন সবার ভাগ্য (মূসা আ. ও ফিরআউন প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৩১	৬২৪
	ভোগ (প্রাপ্য ভোগ করেছে পূর্ববর্তীরা)	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
ভাগ্য নির্ণায়ক তীর				
	শয়তানের কাজ (মদ জুয়া মূর্তিপুজার বেদী ভাগ্য নির্ণায়ক তীর)	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
ভাগ্য নির্ধারণ				
	তীর নিক্ষেপে ভাগ্য নির্ধারণ হারাম	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
ভাগ্যবান				
	কারুন মহাভাগ্যবান (দুনিয়ার জীবন প্রত্যাশিদের ধারণা)	২৮-কাসাস	৭৯	৮১৫
	জান্নাতে (ভাগ্যবানরা জান্নাতে স্থায়ীভাবে থাকবে)	১১-হূদ	১০৮	৬৭৫
	মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত করার যোগ্যতার অধিকারী মহাভাগ্যবানরাই	৪১-ফুসসিলাত	৩৫	৮৮৮
	মানুষের মধ্যে কেউ হবে ভাগ্যবান আর কেউ দুর্ভাগা (আখিরাতে)	১১-হূদ	১০৫	৬৭৫
ভাঙ্গন				
	সৃষ্টিতে (আল্লাহর সৃষ্টিতে ভাঙ্গন দেখা যাবে না)	৬৭-মুল্ক	৩	৯৭২
ভাঙ্গা				
	আকাশের খন্ড ভেঙে পড়লেও কাফির বলে এটা পুঞ্জীভূত মেঘ	৫২-তূর	৪৪	৯৩১
ভাজা				
	বাছুর (ইবরাহীম আ. ভাজা বাছুর আনলেন মেহমানদের জন্য...)	১১-হূদ	৬৯	৬৭২
ভাণ্ডার				
	আল্লাহর কাছে সব বস্তুর ভাণ্ডার	১৫-হিজর	২১	৬৯৯
	দয়ার ভাণ্ডার (প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের মালিক কাফিররা হলে...)	১৭-ইস্রা	১০০	৭২২
	প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভান্ডার কি কাফিরদের নিকট?	৩৮-সোয়াদ	৯	৮৬৬
	প্রতিপালকের ভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রক কি অবিশ্বাসীরাই?	৫২-তূর	৩৭	৯৩১
ভাণ্ডার রক্ষক				
	পানির ভাণ্ডার রক্ষাকারী নয় মানুষ	১৫-হিজর	২২	৬৯৯
ভাতিজা (আরো দেখুন ভাইয়ের পুত্র শব্দটি)				
	পর্দা (নবীর স্ত্রীদের ভাতিজার সাথে পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
ভাবা				
	কাফিররা ভাবেনি এমন দিক থেকে শাস্তি নিয়ে আসলেন আল্লাহ	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
ভার				
	ঋণভারে জর্জরিত মিথ্যা অভিহিতকারীরা!...	৬৮-ক্বালাম	৪৬	৯৭৭
	বহন (মানুষের পৌঁছাতে কষ্ট হয় এমন নগরে পশু ভারবহন করে...)	১৬-নাহ্ল	৭	৭০৩
ভারবাহী পশু				
	আল্লাহ ছোট ও ভারবাহী পশু সৃষ্টি করেছেন	৬-আন্'আম	১৪২	৬১০
ভারসাম্যপূর্ণ				
	প্রত্যেক ভারসাম্যপূর্ণ বস্তু উৎপাদন করেছেন আল্লাহ পৃথিবীতে	১৫-হিজর	১৯	৬৯৯
	মানুষকে ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৮২-ইনফিতার	৭	১০১০
ভারাক্রান্ত (জর্জরিত)				
	ঋণের ভারে ভারাক্রান্ত/জর্জরিত ভাবা (রাসূল স. এর প্রতিদান চাওয়া প্রসঙ্গ)	৫২-তূর	৪০	৯৩১
ভারাক্রান্ত ব্যক্তি				
	কিয়ামতে কেউ ভারাক্রান্ত ব্যক্তির বোঝা বহন করবেনা	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
ভারী				
	কথা (ভারী কথা অর্পণ করবেন আল্লাহ রাসূল স. এর প্রতি)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৫	৯৮৮
	গর্ভ ভারী হওয়া (আদম আ. ও হাওয়ার সন্তান লাভ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
	পাল্লা ভারী হলে সুখী জীবন লাভ করবে (নেকীর পাল্লা)	১০১-ক্বারি'আ	৬	১০৩১

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
	পাল্লা (পূণ্যের পাল্লা ভারী হবে যার কিয়ামতে...)	৭-আ'রাফ	৮	৬১৩
	পাল্লা ভারী হবে যাদের তারা সফলকাম	২৩-মু'মিনূন	১০২	৭৭২
	বাতাস ভারী মেঘমালা বহন করে	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
	বের হওয়া (ভারিভাবে বের হওয়া, জিহাদের জন্য)	৯-তাওবা	৪১	৬৪৪
	মেঘ (ভারী মেঘ সৃষ্টি করেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	১২	৬৮৭
ভাল				
	আল্লাহ যদি ভাল কিছু আছে বলে জানতেন তবে তাদেরকে শোনাতেন...	৮-আনফাল	২৩	৬৩৪
	আহলে কিতাবদের জন্য ভাল হত (যদি ঈমান আনত)	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
	ইহুদীদের জন্য ভাল হতো (উনযুরনা বললে)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
	একটি ভাল বাণী একটি ভাল গাছের মত (আল্লাহ প্রদত্ত উপমা)	১৪-ইবরাহীম	২৪	৬৯৫
	উপদেশ মানা মুনাফিকদের জন্য ভাল ও মজবুত হত	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
	কথা (ভাল কথার দিকে তারা পরিচালিত হয়েছিল)	২২-হাজ্জ	২৪	৭৬০
	কথা (ইয়াতিমের সাথে ভাল কথা বলার নির্দেশ)	৪-নিসা	৫	৫৫৬
	কাজ (ভাল ও মন্দ কাজ উপস্থিত দেখতে পাবে প্রত্যেকেই)	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
	কাজ (অণু পরিমাণ ভাল কাজ করলেও মানুষ তা কিয়ামতে দেখবে)	৯৯-যিল্যাল	৭	১০৩০
	কাফির ও মুনাফিকদের জন্য ভাল যদি তারা তওবা করে...	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
	গোপনে দান সবচেয়ে ভালো (ফকীর/গরীবদেরকে)	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
	ধারণা (ভাল ধারণা করল না কেন মু'মিনরা ইফক প্রসঙ্গ)	২৪-নূর	১২	৭৭৫
	নিজের জন্য ভাল কিছু অগ্রিম প্রেরণ করলে আল্লাহর নিকট পাবে	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
	পরীক্ষা (আল্লাহ মানুষকে ভাল-মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করেন)	২১-আম্বিয়া	৩৫	৭৫২
	প্রকাশ্যে সদকা করাও ভালো তবে গোপনে....বেশী ভালো	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
	মন্দকে ভালর থেকে পৃথক করবেন আল্লাহ	৮-আনফাল	৩৭	৬৩৫
	মন্দ (ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৪	৮৮৮
	মন্দকে ভাল থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত মুমিনদেরকে ছেড়ে...	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
	মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করত (পূর্ববর্তী ঈমানদাররা)	২৮-কাসাস	৫৪	৮১২
	মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করে বুদ্ধিমানরা	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
	মুনাফিকদের জন্য ভাল ও মজবুত হত (উপদেশ মানা)	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
	রাসূল স. এর নিজের ভাল-মন্দেরও মালিক নন তিনি	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
	সমান নয় (মন্দ ও ভাল সমান নয়)	৫-মায়িদা	১০০	৫৯৩
	সুপারিশ (ভাল সুপারিশকারী তার অংশ পাবে)	৪-নিসা	৮৫	৫৬৭
	হৃদয়ে ভাল কিছু আছে বলে যদি জানেন আল্লাহ (যুদ্ধবন্দিদের হৃদয়ে)	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
ভালকাজ				
	ইচ্ছা (ভালকাজের ইচ্ছা করলে রোযা রাখাই উত্তম)	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
	উৎকৃষ্ট আবাস আখিরাতে ও দুনিয়ায় (ভালকাজের জন্য)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
	উত্তম প্রতিদান(ভালকাজকারীর জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে)	২৭-নামল	৮৯	৮০৭
	কল্যাণ (ভালকাজ করলে দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখিরাতে উৎকৃষ্ট আবাস)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
	কল্যাণ (ভাল কাজের জন্য আল্লাহ কল্যাণ বাড়িয়ে দিবেন)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
	গোপন (ভালকাজ প্রকাশ অথবা গোপন করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৯	৫৭৬
	জানা (ভাল কাজ করলে তা আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
	দুনিয়ায় ভালকাজ করলে তার জন্য কল্যাণ আছে	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
	নিয়ে আসা (ভালকাজ নিয়ে আসলে উত্তম প্রতিদান)	২৮-কাসাস	৮৪	৮১৫
	নিজেদের জন্য ভালকাজ করা (বনী ইসরাইল প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্রা	৭	৭১৪
	প্রকাশ (ভালকাজ প্রকাশ অথবা গোপন করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৯	৫৭৬
	প্রতিদান (ভালকাজের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
	প্রতিদান (ভালকাজের প্রতিদান কল্যাণজান্নাত ও ...)	১০-ইউনুস	২৬	৬৫৬
	প্রতিদান (ভাল কাজের বিনিময়ে দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে)	৬-আন্'আম	১৬০	৬১২
	প্রতিস্থাপন (জুলুমের পর ভালকাজ প্রতিস্থাপন করলে আল্লাহ ক্ষমাশীল)	২৭-নামল	১১	৮০০
	বনী ইসরাইলরা ভাল কাজ করলে তা (নিজেদের জন্য ভাল)	১৭-ইস্রা	৭	৭১৪
	ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়	১১-হূদ	১১৪	৬৭৬
	মুমিনদেরকে ভালকাজ করার নির্দেশ (সফলতার জন্য)	২২-হাজ্জ	৭৭	৭৬৫
	উত্তমকে সত্য বলে স্বীকৃতিদানকারীর জন্য ভালকাজকে সহজ করা হয়	৯২-লাইল	৭	১০২৫
ভালবাসা				
	অপচয়কারীকে আল্লাহ ভালবাসেন না	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
	অবিশ্বাসীকে আল্লাহ ভালবাসেন না	২-বাক্বারা	২৭৬	৫৩৩
	অস্তমিতদের ইবরাহীম আ. ভালবাসেন না	৬-আন্'আম	৭৬	৬০৩
	অহংকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন না	১৬-নাহ্ল	২৩	৭০৪
	অহঙ্কারীকে আল্লাহ ভালবাসেন না (পুত্রের প্রতি লুকমানের উপদেশ)	৩১-লুকমান	১৮	৮২৮

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভালবাসা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)				
আকাঙ্ক্ষা (ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা শোভনীয় করা হয়েছে মানুষের জন্য)		৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
আল্লাহ উদ্ধত অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না (পুত্রের প্রতি লুকমানের উপদেশ)		৩১-লুকমান	১৮	৮২৮
আল্লাহ ভালবাসেন ন্যায়বিচারকারীদেরকে		৬০-মুমতাহিনা	৮	৯৫৯
আল্লাহ ভালবাসেন না কাফিরদেরকে		৩-আলে ইমরান	৩২	৫৩৯
আল্লাহ ভালবাসেন না খিয়ানতকারীদেরকে		৮-আনফাল	৫৮	৬৩৭
আল্লাহ ভালবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে		৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
আল্লাহ ভালবাসেন ভরসাকারীদেরকে		৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
আল্লাহ ভালবাসেন মুত্তাকীদেরকে		৯-তাওবা	৪	৬৪০
আল্লাহ ভালবাসেন মুত্তাকীদেরকে		৩-আলে ইমরান	৭৬	৫৪৩
আল্লাহ ভালবাসবেন (রাসূল স. এর অনুসরণ করলে)		৩-আলে ইমরান	৩১	৫৩৯
আল্লাহ ভালবাসবেন সেই সম্প্রদায়কে যাদেরকে নিয়ে আসবেন...		৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে		৬১-সাফ্ফ	৩	৯৬০
আল্লাহ ভালবাসেন না (উদ্ধত ও অহংকারীকে)		৫৭-হাদীদ	২৩	৯৫০
আল্লাহ ভালবাসেন না উৎফুল্লদেরকে		২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
আল্লাহ ভালবাসেন মুত্তাকীদেরকে		৯-তাওবা	৭	৬৪০
আল্লাহ ভালবাসেন সৎকর্মপরায়নদেরকে		৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
আল্লাহ ফ্যাসাদকারীদেরকে ভালবাসেন না		২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
আল্লাহ ভালবাসেন করেন ন্যায় বিচারকারীকে		৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫
আল্লাহর ভালবাসা (অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠকে আল্লাহ ভালবাসেন না)		২-বাক্বারা	২৭৬	৫৩৩
আল্লাহর ভালবাসা (আল্লাহ উদ্ধত/অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না)		৪-নিসা	৩৬	৫৬১
আল্লাহর (মন্দ কথা প্রকাশ করা আল্লাহ ভালবাসেননা)		৪-নিসা	১৪৮	৫৭৬
আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণকারীকে ভালবাসে এমন মু'মিন পাওয়া যাবে না		৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
আল্লাহকে ভালবাসতে হলে রাসূল স. কে অনুসরণ করতে হবে		৩-আলে ইমরান	৩১	৫৩৯
আল্লাহকে ভালবাসবে সেই সম্প্রদায় আল্লাহ যাদেরকে...		৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
আল্লাহর ভালবাসা (আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন)		৫-মায়িদা	৯৩	৫৯২
আল্লাহ খিয়ানতকারী/অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না		২২-হাজ্জ	৩৮	৭৬১
আল্লাহ খিয়ানতকারী/পাপিষ্ঠকে আল্লাহ ভালবাসেন না		৪-নিসা	১০৭	৫৭০
ঈমানদাররা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে ভালবাসে		২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
উদ্ধতকে আল্লাহ ভালবাসেন না (পুত্রের প্রতি লুকমানের উপদেশ)		৩১-লুকমান	১৮	৮২৮
উপদেশদানকারীকে ছামুদ সম্প্রদায় ভালবাসেনি (সালিহ আ. প্র.)		৭-আ'রাফ	৭৯	৬২০
কাফিররা মুমিনদেরকে ভালবাসে না		৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
কাফিরদেরকে ভালবাসেন না আল্লাহ		৩০-রূম	৪৫	৮২৫
কেউ কেউ আল্লাহর সমকক্ষকে আল্লাহর মত ভালবাসে		২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
ক্ষতিকর হতে পারে ভালবাসার বিষয়ও		২-বাক্বারা	২১৬	৫২৪
খাদ্যের প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান (নেক বান্দা...)		৭৬-দাহ্‌র	৮	৯৯৫
খিয়ানতকারী/পাপিষ্ঠকে আল্লাহ ভালবাসেন না		৪-নিসা	১০৭	৫৭০
জালিমদেরকে ভালবাসেন না আল্লাহ		৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
জালিমদেরকে ভালবাসেন না আল্লাহ		৩-আলে ইমরান	৫৭	৫৪১
তওবাকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন		২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
দুনিয়ার জীবন/নগদকে মানুষ ভালবাসে		৭৫-কিয়ামাহ্‌	২০	৯৯৪
দুনিয়াকে মানুষ ভালবাসে ও কঠিন দিনকে ছেড়ে দেয়/উপেক্ষা করে		৭৬-দাহ্‌র	২৭	৯৯৬
ধন-সম্পদকে অত্যন্ত ভালবাসে মানুষ		৮৯-ফাজ্‌র	২০	১০২২
ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন		৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
নগদ/দুনিয়ার জীবনকে মানুষ ভালবাসে		৭৫-কিয়ামাহ্‌	২০	৯৯৪
পবিত্রতা ভালবাসে তাকওয়ার উপর স্থাপিত মসজিদের লোকেরা		৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
পবিত্রতা অর্জনকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন		২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
পাপিষ্ঠকে আল্লাহ ভালবাসেন না		২-বাক্বারা	২৭৬	৫৩৩
প্রশংসিত হতে ভালবাসে (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)		৩-আলে ইমরান	১৮৮	৫৫৪
ফ্যাসাদ ভালবাসেন না আল্লাহ		২-বাক্বারা	২০৫	৫২৩
ব্যয় (ভালবাসার জিনিস ব্যয় না করা পর্যন্ত পূণ্য লাভ...)		৩-আলে ইমরান	৯২	৫৪৫
ভালবাসেন না আল্লাহ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের		৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
মুমিনরা যা ভালবাসে তা (বিজয়) দেখানোর পর নির্দেশ অমান্য করল		৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
মুমিনরা ভালবাসে আল্লাহর সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়		৬১-সাফ্ফ	১৩	৯৬১
মুমিনরা ভালবাসে কাফিরদেরকে কিন্তু তারা ভালবাসেন না		৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
মুহাজিরদেরকে ভালবাসে (নআনসারগণ যারা..)		৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
মুসার প্রতি ফিরআউনের ভালবাসা আল্লাহ ঢেলে দেন (শৈশবে)		২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাসূল স. ভালবাসলেই তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন না		২৮-কাসাস	৫৬	৮১৩
সৎকর্মপরায়নদেরকে ভালবাসেন আল্লাহ		৩-আলে ইমরান	১৩৪	৫৪৮
সৎকর্মপরায়নদেরকে ভালবাসেন আল্লাহ		৩-আলে ইমরান	১৪৮	৫৫০
সৎকর্মপরায়ণদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন		২-বাক্বারা	১৯৫	৫২২
সম্পদকে প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বেশি ভালবাসা		৩৮-সোয়াদ	৩২	৮৬৮
সম্পদের ভালবাসা (সম্পদের প্রতি মানুষের ভালবাসা প্রবল!)		১০০-'আদিয়াত	৮	১০৩০
সম্পদের প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও সম্পদ দান করা প্রকৃত পূণ্য		২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
সম্পদের প্রতি মানুষের ভালবাসা প্রবল!		১০০-'আদিয়াত	৮	১০৩০
সীমালঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন না		৫-মায়িদা	৮৭	৫৯১
সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না আল্লাহ		৭-আ'রাফ	৫৫	৬১৮
সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না		২-বাক্বারা	১৯০	৫২১
সুবিচারকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন (দু'দলের মাঝে আপোষ প্রসঙ্গে)		৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
সৃষ্টি (ভালবাসা সৃষ্টি করবেন দয়াময় মুমিনদের জন্য)		১৯-মারইয়াম	৯৬	৭৪০
ভালভাবে				
ভরণ-পোষণ (ভালভাবে মায়ের ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব)		২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
ভাষা				
আরবি ভাষায় অবতীর্ণ এ কুরআনে বক্রতা নেই		৩৯-যুমার	২৮	৮৭৩
আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ (মুশরিকদের অপবাদ প্রসঙ্গ)		১৬-নাহ্‌ল	১০৩	৭১১
আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ		৪৬-আহ্‌কাফ	১২	৯০৯
আরবি ভাষা (সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ)		২৬-শু'আরা	১৯৫	৭৯৪
ঈসার ভাষায় লা'নত করা (বনী ইসরাঈলের কাফিরদেরকে)		৫-মায়িদা	৭৮	৫৯০
কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ (মুশরিকদের অপবাদ প্রসঙ্গ)		১৬-নাহ্‌ল	১০৩	৭১১
তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে মুনাফিকরা (মুমিনদেরকে)		৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
দাউদের ভাষায় লা'নত করা (বনী ইসরাঈলের কাফিরদেরকে)		৫-মায়িদা	৭৮	৫৯০
পাখির ভাষা সুলাইমানকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল		২৭-নামল	১৬	৮০১
বৈচিত্র (ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য আল্লাহর নিদর্শন)		৩০-রূম	২২	৮২৩
রাসূল স. এর ভাষায় কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ		১৯-মারইয়াম	৯৭	৭৪০
শিক্ষাদানকারীর (রাসূল স. কে কুরআন শিক্ষাদানকারীর ভাষা আরবি নয়!)		১৬-নাহ্‌ল	১০৩	৭১১
সত্যভাষী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইবরাহীমের দোয়া		২৬-শু'আরা	৮৪	৭৯২
সম্প্রদায়ের ভাষায় রাসূল স. প্রেরণ (কিতাব বর্ণনার সুবিধার্থে)		১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
সহজ ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ (উপদেশ গ্রহনের জন্য)		৪৪-দুখান	৫৮	৯০৪
ভাসা				
পানিতে ভেসে মাছ আসা (শনিবারওয়ালাদের মাছ শিকার প্রসঙ্গ)		৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
ভাস্কর্য				
নির্মাণ (জিনেরা ভাস্কর্য নির্মাণ করত সুলাইমানের ইচ্ছা মত)		৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
ভিক্ষাপ্রার্থী (বিনয়ী)				
আহার করানো(বিনয়ী ভিক্ষাপ্রার্থীকে কুরবানীর গোশত আহার করানো)		২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
ভিখারী				
কল্যাণের ভিখারী মূসা আ. (প্রতিপালক যে কল্যাণই অবতীর্ণ করেন)		২৮-কাসাস	২৪	৮১০
ভিড়				
জিনদের (রাসূল স. সালাতে দাড়ালে জিনদের ভিড় করা প্রসঙ্গ)		৭২-জিন্	১৯	৯৮৭
ভিতর				
প্রাচীরের ভিতরে থাকবে দয়া (মুনাফিকদের মাঝে নির্মিত প্রাচীরের)		৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
ভিত্তি				
ইমারতের (ষড়যন্ত্রকারীদের ইমারতের ভিত্তি আল্লাহ ধ্বংস করেন)		১৬-নাহ্‌ল	২৬	৭০৫
কাবাঘরের ভিত্তি উত্তোলন (ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল কর্তৃক)		২-বাক্বারা	১২৭	৫১৪
ঘরের ভিত্তি স্থাপন (পড়ার উপক্রম পাহাড়ের প্রান্তে)		৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
ঘরের ভিত্তি মুনাফিকদের হৃদয়ে সন্দেহ হয়ে থাকবে		৯-তাওবা	১১০	৬৫১
তাকওয়ার উপর যে ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে...		৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
তাকওয়াকে ভিত্তি করে যে মসজিদ সেটিই অধিক হকদার...		৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
ভীত				
কিয়ামতে সবাই ভীত হবে (যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে)		২৭-নামল	৮৭	৮০৭
দাউদ আ. ভীত হলেন (দু'জন প্রতিপক্ষের প্রবেশ করায়)		৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
মসজিদে ভীত অবস্থায় প্রবেশ করাই সঙ্গত (জালিমদের প্রসঙ্গ)		২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
মুমিনদেরকে ভীত না হওয়ার আহ্বান (ফেরেশতা কর্তৃক)		৪১-ফুস্‌সিলাত	৩০	৮৮৮
মূসা আ. ভীত ও সতর্ক অবস্থায় শহরে উপনীত হল		২৮-কাসাস	১৮	৮০৯

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভীত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মূসা আ. ভীত সতর্ক অবস্থায় বের হয়ে গেল (শহর থেকে)	২৮-কাসাস	২১	৮০৯
হৃদয় ভীত হয় মু'মিনদের (আল্লাহকে স্মরণ করা হলে)	৮-আনফাল	২	৬৩২
হৃদয় (ভীত হৃদয়ে দান প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার ভয়ে...)	২৩-মু'মিনূন	৬০	৭৬৯
হৃদয়(আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় ভীত হয় তাদের জন্য সুসংবাদ)	২২-হাজ্জ	৩৫	৭৬১
ভীত-বিহ্বল			
কাফিররা ভীত-বিহ্বল অবস্থায় পালাতেও পারবে না	৩৪-সাবা	৫১	৮৪৫
মুখমন্ডল (ভীত-বিহ্বল হবে অনেক মুখমন্ডল কিয়ামতের দিন)	৮৮-গাশিয়াহ্	২	১০১৯
ভীত-শঙ্কিত			
অপরাধীরা (আমলনামা পেশ করা হলে কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্ফ	৪৯	৭২৮
জালিমরা ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে (কৃতকর্মের কারণে)	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
প্রতিপালকের ভয়ে ভীত-শঙ্কিত যারা...	২৩-মু'মিনূন	৫৭	৭৬৯
মুত্তাকীগণকিয়ামত সম্পর্কে ভীতশঙ্কিত থাকে	২১-আম্বিয়া	৪৯	৭৫৩
ভীত-সন্ত্রস্ত			
আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত (রাসূল/ফেরেশতারা)	২১-আম্বিয়া	২৮	৭৫১
গাধা (ভীত-সন্ত্রস্ত গাধা যারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫০	৯৯২
পাকড়াও (ষড়যন্ত্রকারীদের ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও ...)	১৬-নাহ্ল	৪৭	৭০৬
শাস্তি সম্পর্কে (প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে যারা ভীত-সন্ত্রস্ত)	৭০-মা'আরিজ	২৭	৯৮২
ভীতি (আরো দেখুন ভয় শব্দটি)			
ইবরাহীমের মনে ভীতির সঞ্চার হল (ফেরেশতারা না খাওয়াতে)	১১-হূদ	৭০	৬৭২
কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
ডাকা (আল্লাহকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকা যাকারিয়া আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
পোশাক (নেয়ামত অস্বীকারকারীদের ভীতির পোশাক/শাস্তি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১১২	৭১২
মহাভীতি জান্নাতীদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না (হাশর প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৩	৭৫৭
মুসার অন্তরে ভীতি অনুভব করা (জাদু দেখে)	২০-ত্বা-হা	৬৭	৭৪৫
সংবাদ (মুনাফিকরা নিরাপত্তা/ভীতির সংবাদ প্রচার করে)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
সঞ্চার (ইবরাহীমের মনে ভীতি সঞ্চার হল মেহমান না খাওয়াতে)	৫১-যারিয়াত	২৮	৯২৬
সঞ্চার (কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন আল্লাহ)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
সঞ্চার (খন্দকে শত্রুকে সাহায্যকারী বনুকুরায়জার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার)	৩৩-আহযাব	২৬	৮৩৫
হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে দিবেন আল্লাহ কাফিরদের (বদরযুদ্ধ)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
ভীতি প্রদর্শন			
ঈমানদারদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য পথে বসে থাকা (শু'আইবপ্র)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
নির্দশন প্রেরণ করেন আল্লাহ ভীতি প্রদর্শনের জন্য	১৭-ইস্রা	৫৯	৭১৯
মানুষকে (আল্লাহ মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করেন)	১৭-ইস্রা	৬০	৭১৯
শাস্তির ভীতি প্রদর্শন (আল্লাহ বিমুখদেরকে)	৪৩-যুখরুফ	৪২	৮৯৮
ভীতু			
সম্প্রদায় (ভীতু সম্প্রদায় মুনাফিক/কাফিররা)	৯-তাওবা	৫৬	৬৪৬
ভীষণ			
প্রকম্পন (কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভীষণ ব্যাপার)	২২-হাজ্জ	১	৭৫৮
ভীষণভাবে			
ঝুঁকে পড়া(কামনার অনুসারী চায় অন্যেও তাতে ভীষণভাবে ঝুঁকে পড়ুক)	৪-নিসা	২৭	৫৬০
প্রকম্পিত (খন্দকের যুদ্ধে মুমিনদের ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হয়)	৩৩-আহযাব	১১	৮৩৪
ভুল (আরো দেখুন ত্রুটি শব্দটি)			
পথ (অহংকারকারীরা ভুলপথকে পথ হিসাবে গ্রহণ করে)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
পাকড়াও না করার অনুরোধ খিজিরের প্রতি মূসার ভুলের জন্য...	১৮-কাহ্ফ	৭৩	৭৩০
পালক পুত্রকে ডাকার ব্যাপারে ভুল করলে তা অপরাধ নয়	৩৩-আহযাব	৫	৮৩৩
পাকড়াও (ভুলের জন্য পাকড়াও না করার জন্য প্রার্থনা)	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
প্রতিপালক ভুল করেন না (মূসা আ. ও ফিরআউন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৫২	৭৪৪
ভুলপথ			
সাহায্য (শয়তানের ভাইরা ভুলপথে সাহায্য করতে কমতি করেনা)	৭-আ'রাফ	২০২	৬৩১
স্পষ্ট হওয়া (ভুল পথ থেকে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়েছে)	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
ভুল পথে পরিচালনা			
ফিরআউনমানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ভুল পথে পরিচালনা করে	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
ভুলবশত			
হত্যা (ভুলবশত ছাড়া মুমিন হত্যা সঙ্গত নয়)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
হত্যা (ভুলবশত মুমিন হত্যার কাফফারা)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভুলিয়ে দেয়া			
আয়াত (আল্লাহ ভুলিয়ে দেয়া আয়াতের স্থলে উত্তম আয়াত আনেন)	২-বাক্বারা	১০৬	৫১২
আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল জাহান্নামিদেরকে (তাদের ঠাট্টা)	২৩-মু'মিনূন	১১০	৭৭২
নিজেদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে	৫৯-হাশর	১৯	৯৫৭
শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছে মুনাফিকদেরকে (আল্লাহর স্মরণ)	৫৮-মুজাদালা	১৯	৯৫৪
শয়তান ভুলিয়ে দিল মূসার সঙ্গীকে (মাছের কথা)	১৮-কাহ্ফ	৬৩	৭৩০
শয়তান ইউসুফের কথা বলতে ভুলিয়ে দিল মুক্ত ব্যক্তিকে	১২-ইউসুফ	৪২	৬৮০
শয়তান রাসূল স. কে ভুলিয়ে দিলে... (আয়াত সম্বন্ধে অনর্থক কথাপ্র.)	৬-আন্'আম	৬৮	৬০২
ভুলিয়ে রাখা			
আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রাখে না তাদের (ব্যবসা ও...)	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
মুমিনদের সম্পদ/সন্তান যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে না ভোলায়	৬৩-মুনাফিকূন	৯	৯৬৫
সন্তান/সম্পদ যেন মুমিনদের আল্লাহর স্মরণ থেকে না ভোলায়	৬৩-মুনাফিকূন	৯	৯৬৫
ভুলে থাকা			
আল্লাহ ভুলে থাকবেন কাফিরদেরকে (কিয়ামতের দিন)	৪৫-জাছিয়া	৩৪	৯০৭
সাক্ষাৎ (কিয়ামতের দিনের সাক্ষাতকে কাফিররা ভুলে ছিল)	৪৫-জাছিয়া	৩৪	৯০৭
ভুলে পতিত হওয়া			
আদম আ. নিষিদ্ধ ফল খাওয়ায় ভুলে পতিত হয়	২০-ত্বা-হা	১২১	৭৪৮
ভুলে যাওয়া			
অংশ (প্রাপ্য অংশ ভুলে যাওয়া নিষেধ)	২৮-কাসাস	৭৭	৮১৪
অনুগ্রহ (পারস্পরিক অনুগ্রহের বিষয় ভুলে না যাওয়া...)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
আদমের আল্লাহর নির্দেশ ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১১৫	৭৪৮
আয়াত ভুলে যাওয়ায় আল্লাহও আজ/কিয়ামতে তাদেরকে ভুলে যাবেন	২০-ত্বা-হা	১২৬	৭৪৯
আল্লাহ ভুলে গেছেন মনাফিকদেরকে	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
আল্লাহ ভুলে যাবেন কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
আল্লাহ কাফিরদের ভুলে থাকবেন কিয়ামতে (কারণ...)	৩২-সাজদা	১৪	৮৩১
আল্লাহকে ভুলে গেছে মুনাফিকরা	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
আল্লাহকে ভুলে গেছে যারা তাদের মত না হওয়ার আহ্বান	৫৯-হাশর	১৯	৯৫৭
ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলে আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ	১৮-কাহ্ফ	২৪	৭২৬
উপদেশ ভুলে যাওয়ায় আল্লাহর পাকড়াও	৬-আন্'আম	৪৪	৫৯৯
উপদেশ ভুলে যাওয়ায় কঠিন শাস্তি	৭-আ'রাফ	১৬৫	৬২৮
উপদেশ ভুলে গিয়েছিল মুশরিকরা দুনিয়াতে...	২৫-ফুরকান	১৮	৭৮৩
উপদেশের অংশ বিশেষ ভুলে গেছে বনী ইসরাইলরা	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
উপদেশের একটি অংশ ভুলে গেছে নাসারারা	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
কাফিররা ভুলে গিয়েছিল (কিয়ামতের এই সাক্ষাৎ...)	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
কৃতকর্ম ভুলে গেছে সবাই	৫৮-মুজাদালা	৬	৯৫২
কৃতকর্ম যে ভুলে যায় সে বড় জালিম..	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে মা (কিয়ামতের দিন)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
নিজেদেরকে ভুলে গিয়ে অন্যকে পূণ্যের নির্দেশ দেয়া প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৪৪	৫০৫
পরিণামের কথা ভুলে গিয়েছেল যারা তাদের পরিণাম যখন আসবে...	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
পাকড়াও (ভুলে যাওয়ার কারণে পাকড়াও না করার জন্য প্রার্থনা)	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
প্রতিপালক ভুলে যান না (মূসা আ. ও ফিরআউন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৫২	৭৪৪
প্রতিপালক ভুলে যান না	১৯-মারইয়াম	৬৪	৭৩৮
মানুষ ভুলে যায় (দুঃখের সময় আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের পর)	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
মাছের কথা ভুলে গিয়েছিল মূসার খাদেম	১৮-কাহ্ফ	৬৩	৭৩০
মাছের কথা ভুলে গেল (মূসা আ. এবং তার খাদেম)	১৮-কাহ্ফ	৬১	৭২৯
মানুষকে কিয়ামতে ভুলে যাওয়া হবে(আয়াত ভুলে যাওয়ার কারণে)	২০-ত্বা-হা	১২৬	৭৪৯
মুসা তার 'ইলাহ' বাছুরকে ভুলে গেছে (সামিরীর উক্তি)	২০-ত্বা-হা	৮৮	৭৪৬
রাসূল স. ওহী ভুলে যাবেন না (আল্লাহ পাঠ করাবেন বিধায়)	৮৭-আ'লা	৬	১০১৮
শরীকদের কথা ভুলে যাওয়া (মুশরিকদের)	৬-আন্'আম	৪১	৫৯৯
সাক্ষাতের কথা ভুলে যাওয়া, কাফিরের (কিয়ামতের দিনের সাক্ষাৎ)	৩২-সাজদা	১৪	৮৩১
সাক্ষী ভুলে গেলে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
সৃষ্টিকে (মানুষ তার সৃষ্টিকে ভুলে গেছে...)	৩৬-ইয়াসীন	৭৮	৮৫৬
হিসাবের দিনকে ভুলে থাকার জন্য কঠিন শাস্তি (কিয়ামতে)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
ভূখন্ডে			
নিকটবর্তী ভূখন্ডে রোমানরা পরাজিত হল	৩০-রূম	৩	৮২২
ভূগর্ভ			
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীমধ্যবর্তী/ভূগর্ভের সবই আল্লাহর)	২০-ত্বা-হা	৬	৭৪১
সুড়ঙ্গ খোঁজ করা (রাসূল স. কে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খোঁজ করতে বলা)	৬-আন্'আম	৩৫	৫৯৯
ভূগোল/ভূ-তত্ত্ব বিদ্যা প্রসঙ্গ			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভূপৃষ্ঠ			
জীব (পাকড়াও করা হলে ভূ-পৃষ্ঠের কোন জীব বাদ যেত না)	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
ভূমি (আরো দেখুন জমি শব্দটি)			
অধিকারী (ভূমির অধিকারী ফসল আহরণ/ভোগে সক্ষম ভাবে!)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
আকর্ষণীয় হওয়া (ভূমি যখন শোভাধারণ করে/আকর্ষণীয় হয়)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
উৎপাদন (ভূমি যা উৎপাদন করে তা পাবার দোয়া বনীইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
উৎপন্ন (ভূমিতে উৎপন্ন ফসল থেকে পবিত্র বস্তু দানের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল উৎপন্ন হয় আল্লাহর ইচ্ছায়	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
উদ্ভিদ (পানির সংমিশ্রণে ভূমিজাত উদ্ভিদ সতেজ হয়)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
উদ্ভিদশূন্য (পৃথিবী উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পরিণত করব)	১৮-কাহ্ফ	৮	৭২৪
উদ্ভিদশূন্য (বাগানকে উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পরিণত করা)	১৮-কাহ্ফ	৪০	৭২৭
উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উৎপন্ন করা	৩২-সাজদা	২৭	৮৩২
জীবিত করেন আল্লাহ মৃত ভূমিকে (বৃষ্টির পানি দ্বারা)	৩৫-ফাতির	৯	৮৪৬
জীবিত করা (আল্লাহ আকাশের পানি দ্বারা ভূমিকে জীবিত করেন)	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
জীবিত করা (ভূমিকে জীবিত করেন আল্লাহ মত্যুর পর)	৩০-রূম	২৪	৮২৩
জীবিত করা (ভূমিকে জীবিত করেন আল্লাহ মত্যুর পর)	৩০-রূম	৫০	৮২৬
জীবিত (ভূমিকে জীবিত করেছেন আল্লাহ আকাশ থেকে পানি...)	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
জীবিত (ভূমিকে বৃষ্টি দ্বারা জীবিত করা শ্রবণকারীদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	৬৫	৭০৮
জোড়ায় জোড়ায় আল্লাহ ভূমি যা উৎপন্ন করে	৩৬-ইয়াসীন	৩৬	৮৫৪
ঝরনা (আল্লাহ ভূমিতে ঝরনারূপে পানি প্রবাহিত করেন)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
ঝর্ণা (ভূমি থেকে ঝর্ণা উৎসারিত না করা পর্যন্ত কাফিররা ঈমান আনবে না)	১৭-ইস্রা	৯০	৭২১
ধ্বসিয়ে দিতে পারেন আল্লাহ ভূমিকে (কাফিরদের সহ)	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
ধ্বসিয়ে দেয়া(ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিয়ে কতক অপরাধীকে পাকড়াও)	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
ধ্বস (ভূমি ধ্বস/শাস্তি থেকে কি ষড়যন্ত্রকারীরা নিরাপদ হয়েছে!)	১৬-নাহ্ল	৪৫	৭০৬
ধ্বস (ভূমি ধ্বসিয়ে দিলেন আল্লাহ কারুন ও তার প্রাসাদসহ)	২৮-কাসাস	৮১	৮১৫
পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে বললেন মূসা আ. তার সম্প্রদায়কে	৫-মায়িদা	২১	৫৮৩
প্রবেশ (ভূমিতে যা কিছু প্রবেশ করে তা আল্লাহ জানেন)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
মৃত ভূমিকে আল্লাহ বৃষ্টির পানি দ্বারা সঞ্জীবিত করেন	৪৩-যুখরুফ	১১	৮৯৬
মৃতভূমিকে বৃষ্টি দিয়ে জীবিত করেন আল্লাহ	৫০-ক্বাফ	১১	৯২২
মৃত ভূমিকে জীবিত করেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	১৭	৯৪৯
মৃত ভূমিকে জীবিত করে তা থেকে শস্য উৎপন্ন এক নিদর্শন	৩৬-ইয়াসীন	৩৩	৮৫৩
মৃত ভূমিকে বৃষ্টি দ্বারা জীবিত করা শ্রবণকারীদের জন্য নিদর্শন	১৬-নাহ্ল	৬৫	৭০৮
মৃতভূমির দিকে আল্লাহ মেঘমালাকে পরিচালিত করেন	৩৫-ফাতির	৯	৮৪৬
মৃত ভূমির দিকে মেঘ পরিচালিত করেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
মৃত ভূমি জীবিত করেন আল্লাহ (বৃষ্টি বর্ষণ করে)	২৫-ফুরকান	৪৯	৭৮৫
শুকনো ভূমিতে বৃষ্টির পানি অবতীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
শুকনো ভূমিকে বৃষ্টি বর্ষণ করে স্ফীত করা একটি নিদর্শন	৪১-ফুস্সিলাত	৩৯	৮৮৯
শোভা (ভূমি যখন শোভাধারণ করে ও আকর্ষণীয় হয়...)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
ভূমি/উঁচু ভূমি (আবাস)			
বিতাড়িত (আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা হবে তাদেরকে যারা...)	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
বাগান (প্রবল বর্ষণে উঁচু ভূমির বাগানে দ্বিগুন ফল দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
ভূমিকম্প			
পাকড়াও (অবাধ্যতার কারণে ছামুদ সম্প্রদায়কে ভূমিকম্প দ্বারা পাকড়াও)	৭-আ'রাফ	৭৮	৬২০
পাকড়াও ভূমিকম্প দ্বারা(মাদইয়ানবাসীরা নবীকে মিথ্যাবাদী বলায়)	২৯-আনকাবূত	৩৭	৮১৯
পাকড়াও (ভূমিকম্প পাকড়াও করায় শু'আইবের জাতি উপুড় হয়ে পড়ল)	৭-আ'রাফ	৯১	৬২১
পাকড়াও (মূসার সম্প্রদায়ের মনোনীত লোকদের ভূমিকম্প দ্বারা পাকড়াও)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
ভূমি (তৃণহীন)			
সমতল ভূমিরূপে আল্লাহ পর্বতকে রেখে দিবেন (কিয়ামতে)	২০-ত্বা-হা	১০৬	৭৪৭
ভূমি (যমীন)			
উত্তরাধিকারী করা(মুমিনদের শত্রু ভূমির উত্তরাধিকারী করাখন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৭	৮৩৫
ভৃত্য (আরো দেখুন চাকর শব্দটি)			
ইউসুফ আ. ভৃত্যদেরকে বলল- পণ্যমূল্য ভাইদের ব্যাগসমূহে রেখে দিতে	১২-ইউসুফ	৬২	৬৮২
ভেঙ্গে পড়া			
আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়... (উপর থেকে)	৪২-শূরা	৫	৮৯১
আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় (কাফিরদের কথায়)	১৯-মারইয়াম	৯০	৭৪০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভেঙ্গে যাওয়া			
আকাশ ভেঙ্গে যাবে (কিয়ামতে)	৮২-ইনফিতার	১	১০১০
আকাশ ভেঙ্গে যাবে (কিয়ামতের দিন)	৭৩-মুযযাম্মিল	১৮	৯৮৯
ভেজা বস্তু			
যমীনের অন্ধকারের কোন ভেজা বস্তুও সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
ভেড়া			
গরু ও ভেড়ার চর্বি ইহুদীদের জন্য হারাম করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
দুই ধরনের ভেড়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন(পুরুষ ও মাদী)	৬-আন্'আম	১৪৩	৬১০
মূসার ভেড়ার জন্য লাঠি দিয়ে পাতা ফেলা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১৮	৭৪২
শস্যক্ষেতে ভেড়া প্রবেশ নিয়ে দাউদ আ. ও সুলাইমানের করা বিচার	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
ভেবে দেখা			
অপরাধীদের ভেবে দেখা (রাতে/দিনে শাস্তি আসার বিষয়টি)	১০-ইউনুস	৫০	৬৫৯
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু মানব কল্যাণে নিয়োজিত -তা দেখা	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
আকাশ-পৃথিবী সম্পর্কে কাফিরদের ভেবে দেখা	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
আগুন জ্বালানোর বিষয় ভেবে দেখা	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭১	৯৪৬
আদমকে ইবলিসের উপর সম্মানিত করার বিষয় ভেবে দেখা...	১৭-ইস্রা	৬২	৭১৯
আদ জাতি কি ভেবে দেখেনি যে আল্লাহ তাদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল...	৪১-ফুস্সিলাত	১৫	৮৮৭
আল্লাহ সম্পর্কে ভেবে দেখা (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি/মৃতকে জীবনদান)	৪৬-আহ্কাফ	৩৩	৯১১
আল্লাহ সব জানেন- এ বিষয় ভেবে দেখা...	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পানির মাধ্যমে শস্য উৎপন্ন করা ভেবে দেখা	৩২-সাজ্দা	২৭	৮৩২
ওয়ালিদ বিন মুগীরা আবার ভেবে দেখল	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২১	৯৯১
ওহী/কুরআন সম্পর্কে ভেবে দেখা (যদি তা আল্লাহর বাণী হয়...)	৪৬-আহ্কাফ	১০	৯০৮
কাফিরদের ভেবে দেখতে নির্দেশ (শ্রবণশক্তি/দৃষ্টিশক্তি প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
কাফিরদের ভেবে দেখা (আল্লাহর শাস্তি/কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৪০	৫৯৯
ছায়া সম্প্রসারিত করার বিষয় ভেবে দেখার আহ্বান (রাসূল স. কে)	২৫-ফুরকান	৪৫	৭৮৫
জালিমরা ভেবে দেখত যদি- যখন শাস্তি দেখতে পাবে তখন...	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
জীবনোপভোগ কাজে না আসা (বহু বছর জীবনোপভোগ করলেও...)	২৬-শু'আরা	২০৫	৭৯৮
তাকওয়ার নির্দেশ দানকারী বান্দা সম্পর্কে ভেবে দেখা	৯৬-আলাক	১১	১০২৮
দেবতাদের ক্ষমতার বিষয়ে ভেবে দেখা (শিরকের অসারতা প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	৪	৯০৮
ধ্বংস (পূর্ববর্তী বহু প্রজন্মের ধ্বংস কি তারা ভেবে দেখেনি?..)	৩৬-ইয়াসীন	৩১	৮৫৩
নূহ আ. সম্পর্কে তার সম্প্রদায়কে ভেবে দেখতে বলা প্রসঙ্গ	১১-হূদ	২৮	৬৬৮
নৌযান (সমুদ্রে নৌযানের চলাচল ভেবে দেখার, নিদর্শন প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
পাখিদের ব্যাপারে ভেবে দেখার আহ্বান	৬৭-মুল্ক	১৯	৯৭৩
পানি গভীরে চলে যাওয়ার বিষয় ভেবে দেখার আহ্বান	৬৭-মুল্ক	৩০	৯৭৪
পানি (মানুষ যে পানি পান করে সে সম্পর্কে ভেবে দেখার আহ্বান)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬৮	৯৪৬
পৃথিবীর সবকিছু মানবকল্যাণে নিয়োজিত থাকা সম্পর্কে ভেবে দেখা	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
পৃথিবীর ব্যাপারে ভেবে দেখা (উৎকৃষ্ট ধরনের উদ্ভিদ উদ্গত...)	২৬-শু'আরা	৭	৭৮৮
প্রত্যেকে ভেবে দেখুক সে আগামী দিনের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে	৫৯-হাশর	১৮	৯৫৭
বীর্যপাত সম্পর্কে ভেবে দেখার আহ্বান	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৮	৯৪৫
বৃষ্টির পানিতে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠা প্রসঙ্গে ভেবে দেখা	২২-হাজ্জ	৬৩	৭৬৪
মানুষ কি ভেবে দেখেছে যে উপাস্যরা ক্ষতি দূর করতে পারেনা	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
মানুষ কি দেখেনি যে আল্লাহ রিযিক প্রসারিত করেন যাকে ইচ্ছা	৩০-রূম	৩৭	৮২৪
মানুষ? (দিন রাতের আবর্তন ভেবে দেখা...)	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
মানুষ! ভেবে দেখেনি (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন)	১৪-ইবরাহীম	১৯	৬৯৫
মানুষ ভেবে দেখেছে কি আল্লাহ রাতকে অন্তহীন করে দিলে...	২৮-ক্বাসাস	৭১	৮১৪
মিথ্যাবাদী বলা ও মুখ ফিরানো ব্যক্তি/আবু জাহল সম্পর্কে ভেবে দেখা	৯৬-আলাক	১৩	১০২৮
মুমিনদেরকে ভেবে দেখার আহ্বান...	৬৭-মুল্ক	২৮	৯৭৪
মুখ ফিরানো ও মিথ্যাবাদী বলা ব্যক্তি/আবু জাহল সম্পর্কে ভেবে দেখা	৯৬-আলাক	১৩	১০২৮
মূর্তির উপাসনা সম্পর্কে ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের ভেবে দেখা	২৬-শু'আরা	৭৫	৭৯২
রাত-দিনের মাঝে আল্লাহর নিদর্শন থাকা সম্পর্কে ভেবে দেখা	২৭-নামল	৮৬	৮০৭
রিযিক সম্পর্কে ভেবে দেখা (হালাল রিযিক হারাম করা প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
'লাত' ও 'উয্যা' সম্বন্ধে ভেবে দেখার আহ্বান	৫৩-নাজম	১৯	৯৩২
শরীকদের (দেবদেবী) বিষয়ে মানুষ ভেবে দেখেছে কি?	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
শাস্তি সম্পর্কে ভেবে দেখা (জালিমদের ধ্বংস করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৪৭	৬০০
সঠিক পথে থাকা বান্দা প্রসঙ্গে ভেবে দেখা...	৯৬-আলাক	১১	১০২৮
সাবার রানীর ভেবে দেখা (সুলাইমানের পত্রের বিষয়ে)	২৭-নামল	৩৩	৮০২

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভেবে দেখা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সালিহ আ. সম্প্রদায়কে ভেবে দেখার আহ্বান (নবুয়ত প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
সিজদা প্রসঙ্গে ভেবে দেখা(সবকিছুই আল্লাহকে সিজদা করে)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
সৃষ্টির সূচনা/পুনরাবৃত্তি আল্লাহ কিভাবে করেন তা ভেবে দেখা	২৯-আনকাবূত	১৯	৮১৭
সৃষ্টির ব্যাপারে ভেবে দেখা যে তারা আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়	১৬-নাহ্‌ল	৪৮	৭০৬
ভোগ (আরো দেখুন উপভোগ/ভক্ষণ শব্দটি)			
অকৃতজ্ঞ কর্তৃক আল্লাহর দান ভোগ (মুশরিকদের প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৫৫	৭০৭
কাফির উম্মতকে আল্লাহ জীবনোপভোগ করতে দেন	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
কাফিরদেরকে ভোগ করার জন্য অবকাশ দেয়া	১৫-হিজর	৩	৬৯৮
কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ করেছে যারা মুনাফিকদের উপমা...	৫৯-হাশর	১৫	৯৫৬
কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ (অমান্যকারী জনপদের কৃতকর্মের ফল)	৬৫-তালাক	৯	৯৬৯
ছামূদ জাতিকে ভোগ করার জন্য বলা হয়েছিল (নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত)	৫১-যারিয়াত	৪৩	৯২৭
দান (অকৃতজ্ঞ কর্তৃক আল্লাহর দান ভোগ মুশরিকদের প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৫৫	৭০৭
ধন-সম্পদ ভোগ করে পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীরা বাতিল পন্থায়	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
ফল (কাজের মন্দ ফল ভোগ ইহ্‌রামে পশু হত্যার কাফফারা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
ভাগ্য (ভোগ করেছে কাফির ও মুনাফিকরাও)	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
ভাগ্য ভোগ করেছে পূর্ববর্তীরা	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
ভাগ্য ভোগ করেছে পূর্ববর্তীরা	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
মন্দফল (কাফিরদের কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ)	৬৪-তাগাবুন	৫	৯৬৬
মানুষকে ভোগ করার সুযোগ দেন আল্লাহ	৩০-রূম	৩৪	৮২৪
মুশরিকদের ভোগ করার অবকাশ (পার্থিব জীবনে)	১৪-ইবরাহীম	৩০	৬৯৬
মুশরিকদের ভোগবিলাসে মত্ত থাকা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৬৬	৮২১
মুশরিকরা ভোগ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	৩৭-সাফ্‌ফাত	৩৮	৮৫৮
লাঞ্ছনা ভোগ (অস্বীকারকারী জালিমদের দুনিয়ার জীবনে)	৩৯-যুমার	২৬	৮৭৩
শাস্তি ভোগ (আয়াত অবিশ্বাসকারীদের শাস্তি ভোগ)	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল (মুশরিক...)	৬-আন্‌'আম	১৪৮	৬১১
শাস্তি ভোগ করতে বলা হবে কাফিরদেরকে (অর্জনের কারণে)	৭-আ'রাফ	৩৯	৬১৬
সামান্য আহার ও ভোগের অবকাশ (অপরাধীদের দুনিয়ায়)	৭৭-মুরসালাত	৪৬	৯৯৯
সামান্য জীবনোপভোগ করতে দেয়া হবে(যুদ্ধ থেকে পলাতককে)	৩৩-আহযাব	১৬	৮৩৪
সুখ-শান্তি উপভোগ করে কাফিররা (দুনিয়ার জীবনে)	৪৬-আহ্‌কাফ	২০	৯১০
ভোগ-বিলাস			
ইউনুস সম্প্রদায়কে ভোগ-বিলাসের সুযোগ (একটি সময় পর্যন্ত)	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
কাফিররা ভোগ-বিলাস করছে	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
বামের বাহুর সাথীরা ভোগ-বিলাসে মগ্ন ছিল (দুনিয়াতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৪৫	৯৪৫
ভোগ (শাস্তি)			
শাস্তি ভোগ করতে হবে কিয়ামতে (সীমালঙ্ঘনকারীদের)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৩১	৮৫৮
ভোগ্য সামগ্রী			
উত্তম ভোগ্যসামগ্রী দিবেন আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থনা করলে ও অনুতপ্ত ...	১১-হূদ	৩	৬৬৫
কাফিরদের ভোগ্য-সামগ্রীর দিকে রাসূল স. এর চোখ প্রসারিত করা নিষেধ	১৫-হিজর	৮৮	৭০২
কাফিরদেরকেও সামান্য ভোগ্য সামগ্রী দান (দুনিয়ায়)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
গবাদি পশুর পশম/লোম/চুলে মানুষের ভোগ্যসামগ্রী	১৬-নাহ্‌ল	৮০	৭০৯
তালাকপ্রাপ্তাকে ভোগ্যসামগ্রী দেয়া মুত্তাকীদের কর্তব্য	২-বাক্বারা	২৪১	৫২৮
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু ভোগ্যসামগ্রী দেয়ার নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৪৯	৮৩৭
দুনিয়ার জীবন ভোগ্য-সামগ্রী মাত্র (আখিরাতের তুলনায়)	১৩-রা'দ	২৬	৬৯১
দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য-সামগ্রী (নারী সন্তান স্বর্ণরৌপ্য ঘোড়া...)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
দুনিয়ার ভোগ্য-সামগ্রী দিয়েছেন আল্লাহ যাকে...	২৮-কাসাস	৬১	৮১৩
দুনিয়ার ভোগ্যসামগ্রী সামান্য (যুদ্ধ ফরজ হওয়া প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী ভোগ্যসামগ্রী মাত্র	৪০-মু'মিন	৩৯	৮৮১
দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী ও মানুষের বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গ	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬
দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য-সামগ্রী (কাফিরদের পার্থিব প্রাচুর্য প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৩৫	৮৯৮
দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী (মানুষকে যা দেয়া হয়েছে)	২৮-কাসাস	৬০	৮১৩
ন্যায়সঙ্গত ভোগ্যসামগ্রী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দিবে স্বামী	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
পরীক্ষা স্বরূপ দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসামগ্রী দেয়া হয়	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯
পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
পৃথিবীতে ভোগ্য সামগ্রী রয়েছে (মিথ্যা রচনাকারীদের জন্য)	১০-ইউনুস	৭০	৬৬১
ফলমূল তৃণলতা মানুষ ও গবাদি পশুর ভোগ্য সামগ্রী...	৮০-আবাসা	৩২	১০০৭

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফলমূল তৃণলতা মানুষ ও গবাদি পশুর ভোগ্য সামগ্রী (পানি চারণভূমি পর্বত-পৃথিবী..)	৭৯-নাযি'আত	৩৩	১০০৪
মিথ্যা রচনাকারীদেরকে পৃথিবীতে কিছু ভোগ্যসামগ্রী দান	১০-ইউনুস	৭০	৬৬১
মুশরিকদেরকে ভোগ্য সামগ্রী দিয়েছিলেন আল্লাহ (দুনিয়াতে)	২৫-ফুরকান	১৮	৭৮৩
যাত্রী/মুমিনদের জন্য ভোগ্যসামগ্রী (সমুদ্রের শিকার)	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
রাসূল স. এর স্ত্রীদের ভোগ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা (তারা দুনিয়ার জীবন চাইলে)	৩৩-আহযাব	২৮	৮৩৫
সামান্য ভোগ্য সামগ্রী দুনিয়াতে (কাফিরদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৯৭	৫৫৫
সামান্যই (ইচ্ছামত হালাল-হারাম করায় সামান্য ভোগ্যসামগ্রী...)	১৬-নাহ্‌ল	১১৭	৭১৩
স্ত্রীদেরকে ভোগ্যসামগ্রী দেয়া (তালাকের পর...)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
স্ত্রীদেরকে ভোগ্যসামগ্রী দেয়ার ওসিয়ত (স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ...)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
ভোর			
আসল (ভোরে আসল নির্ধারিত শাস্তি লূত সম্প্রদায়ের উপর)	৫৪-কামার	৩৮	৯৩৮
পাকড়াও (ভোর বেলায় হিজরবাসীকে পাকড়াও করল বিকট শব্দ)	১৫-হিজর	৮৩	৭০২
বিনাশ (লূত-সম্প্রদায়কে ভোর বেলায় সমূলে বিনাশ করার হবে)	১৫-হিজর	৬৬	৭০১
শাস্তি (ভোর বেলায় নির্ধারিত শাস্তি আসল লূত সম্প্রদায়ের উপরে)	৫৪-কামার	৩৮	৯৩৮
ভোরে বের হওয়া			
রাসূল স. ভোরে বের হলেন পরিবার-পরিজন থেকে...	৩-আলে ইমরান	১২১	৫৪৭
ভ্রূণবিদ্যা প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
ভ্রমণ (আরো দেখুন সফর শব্দটি)			
গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণে কুরাইশদের আসক্তি রয়েছে	১০৬-কুরাইশ	২	১০৩৪
জনপদে ভ্রমণ করার নির্দেশ (সাবাবাসী প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১৮	৮৪২
জনপদে ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ (সাবাবাসীদের জন্য)	৩৪-সাবা	১৮	৮৪২
দিন (মানুষ ভ্রমণের দিনে/মুকিম অবস্থায় তাবুকে হালকা মনে করে)	১৬-নাহ্‌ল	৮০	৭০৯
পৃথিবীতে ভ্রমণ ও পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখা..	৪৭-মুহাম্মাদ	১০	৯১২
পৃথিবীতে ভ্রমণ করলে পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখত (কাফিররা)	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৯
পৃথিবীতে ভ্রমণ করার নির্দেশ (অপরাধীদের পরিণাম দেখার জন্য)	২৭-নামল	৬৯	৮০৬
পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না কি (মক্কাবাসী কাফিররা)?	৩০-রূম	৯	৮২২
পৃথিবীতে ভ্রমণ করে মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম দেখার নির্দেশ	১৬-নাহ্‌ল	৩৬	৭০৬
পৃথিবীতে ভ্রমণ করে সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে লক্ষ্য করা	২৯-আনকাবূত	২০	৮১৭
পৃথিবীতে ভ্রমণরত অবস্থায় কসর নামাজ (শত্রুর ফিতনার আশঙ্কায়)	৪-নিসা	১০১	৫৭০
পৃথিবীতে ভ্রমণরত ভাইদেরকে কাফিররা বলে...	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
পৃথিবী ভ্রমণ করলে মুশরিকরা পূর্ববর্তীদের পরিণাম লক্ষ্য করত	৩৫-ফাতির	৪৪	৮৫০
পৃথিবী ভ্রমণ করে পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখা	৪০-মু'মিন	৮২	৮৮৫
পৃথিবী ভ্রমণ করে মিথ্যা অভিহিতকারীর পরিণাম লক্ষ্য করার নির্দেশ	৬-আন্‌'আম	১১	৫৯৭
পৃথিবীতে ভ্রমণের আহ্বান (মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম দেখতে	৩-আলে ইমরান	১৩৭	৫৪৯
পৃথিবীতে ভ্রমণের নির্দেশ (পূর্ববর্তী মুশরিকদের পরিণাম...)	৩০-রূম	৪২	৮২৫
পৃথিবীতে চার মাস ভ্রমণের অবকাশ (মুশরিকদেরকে)	৯-তাওবা	২	৬৪০
পৃথিবী (মানুষ কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি পূর্ববর্তীদের...)	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
মুমিনদের কেউ যমীনে ভ্রমণ করে (আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
যমীনে ভ্রমনের মাধ্যমে অনুধাবনের মত হৃদয়/শোনার মত কান অর্জন	২২-হাজ্জ	৪৬	৭৬২
শীতকালীন ভ্রমণে কুরাইশদের আসক্তি রয়েছে	১০৬-কুরাইশ	২	১০৩৪
সমুদ্রে ভ্রমণ করান আল্লাহ (মানুষকে)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
স্থলে ভ্রমণ করান আল্লাহ (মানুষকে)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
ভ্রমণ করানো			
রাসূল স. কে ভ্রমণ করিয়েছেন আল্লাহ (মসজিদে হারাম থেকে...)	১৭-ইসরা	১	৭১৪
ভ্রমণকারী			
উপকারী (আগুন ভ্রমণকারীদের জন্য উপকারী)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৭৩	৯৪৬
মুমিনরা ভ্রমণকারী	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
ভ্রমণকারীনি			
স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে ভ্রমণকারিণী স্ত্রী দান করতে পারেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৭০
ভ্রমণ (রাতে ভ্রমণ)			
মূসার মিসর থেকে ভ্রমণ/বের হওয়া প্রসঙ্গ (বনী ইসরাঈলসহ)	২০-ত্বা-হা	৭৭	৭৪৫
ভ্রষ্টতা			
কাফিরদের ষড়যন্ত্র ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হবেই	৪০-মু'মিন	২৫	৮৮০
অপরাধীরা ভ্রষ্টতা ও উন্মত্ততার মধ্যে রয়েছে	৫৪-কামার	৪৭	৯৩৮
কাফিরদের প্রার্থনা কেবল ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হয়	৪০-মু'মিন	৫০	৮৮২
কিয়ামত সম্পর্কে বিতন্ডাকারী ভ্রষ্টতায় অনেক দূরে চলে গেছে	৪২-শূরা	১৮	৮৯২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভ্রষ্টতা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুমিনগণ ভ্রষ্টতায় রয়েছে (ব্যয় প্রসঙ্গে কাফিরদের দাবি)	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
সত্যের পরে ভ্রষ্টতা ছাড়া কী আছে? (মুশরিক প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৩২	৬৫৭
সুদূর ভ্রষ্টতায় রয়েছে (আখিরাত বিশ্বাস করে না যারা)	৩৪-সাবা	৮	৮৪১
স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় পড়বে.. (আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ গ্রহণ করলে)	৩৬-ইয়াসীন	২৪	৮৫৩
স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় রয়েছে মুমিনগণ (ব্যয় প্রসঙ্গে কাফিরদের দাবি)	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
হাতীওয়ালাদের ষড়যন্ত্র প্রতিপালক ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত করেন	১০৫-ফীল	২	১০৩৩
ভ্রু কুঁচকানো			
অন্ধলোকটিকে দেখে রাসূল স. ভ্রু কুঁচকালেন...	৮০-আবাসা	১	১০০৬
ভ্রূণ			
মাতৃগর্ভে ভ্রূণ রূপে ছিল মানুষ	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
ভ্রূকুঞ্চিত			
ওয়ালিদ বিন মুগীরা ভ্রুকুঞ্চিত করল	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২২	৯৯১
মওসুম			
ফলদান করে ভাল গাছ আল্লাহর ইচ্ছায় প্রত্যেক মৌসুমে ...	১৪-ইবরাহীম	২৫	৬৯৫
মক্কা/উম্মুল করা / নিরাপদ নগর			
উপত্যকা (মক্কা উপত্যকায় কাফির ও মুমিনদের হাত নিবৃত রাখা...)	৪৮-ফাত্হ	২৪	৯১৮
নিরাপদ নগরে পরিণত করার দোয়া (মক্কাকে)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
সতর্ক করা (মক্কার লোকদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল)	৪২-শূরা	৭	৮৯১
কসম (আল্লাহ নিরাপদ নগর/মক্কার কসম করেছেন)	৯৫-তীন	৩	১০২৭
মক্কাবাসী (জনপদের মা)			
সতর্ক করা (কুরআন দ্বারা জনপদের মা/মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করা)	৬-আন্'আম	৯২	৬০৪
মক্কা (হারাম)			
নিরাপদ করা(আল্লাহ হারাম/মক্কাকে নিরাপদ করেছেন)	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
মগ্ন (আরো দেখুন মশগুল শব্দটি)			
আনন্দে মগ্ন থাকবে জান্নাতীরা (কিয়ামতের দিন)	৩৬-ইয়াসীন	৫৫	৮৫৫
মঙ্গল (আরো দেখুন কল্যাণ শব্দটি)			
পৃথিবীবাসীর (প্রতিপালক পৃথিবীবাসীর মঙ্গল চাওয়া প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১০	৯৮৬
প্রতিরোধ করতে পারে না কেউ আল্লাহ মঙ্গল করার ইচ্ছা করলে	৪৮-ফাত্হ	১১	৯১৭
মজবুত (আরো দেখুন শক্ত/সুদৃঢ় শব্দটি)			
মুনাফিকদের জন্য ভাল ও মজবুত হত (উপদেশ মানা)	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
সূতা মজবুত করে পাকানোর পর তা নষ্ট করা (শপথ ভঙ্গের উপমা)	১৬-নাহ্ল	৯২	৭১০
হাতল (চেহারাকে আল্লাহর দিকে সমর্পণকারী মজবুত হাতল ধরে...)	৩১-লুকমান	২২	৮২৮
হাতল (তাগুতকে অস্বীকারকারী মজবুত হাতল ধারণ করল)	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
মজবুত (দৃঢ়)			
অন্তর (রাসূল স. এর অন্তর দৃঢ় করার জন্য পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল)	২৫-ফুরকান	৩২	৭৮৪
মজলিস			
গর্হিত কাজ (লুত সম্প্রদায় মজলিসে গর্হিত কাজ করা)	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
সুন্দর (মজলিস হিসাবে কোনটি অধিক সুন্দর কাফিররা বলে...)	১৯-মারইয়াম	৭৩	৭৩৯
স্থান প্রশস্ত করার নির্দেশ মজলিসে (মুনিদের প্রতি)	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
মজলুম (আরো দেখুন অত্যাচারিত শব্দটি)			
মন্দ কথা (মজলুম ছাড়া কেউ মন্দ কথা প্রকাশ করবেনা)	৪-নিসা	১৪৮	৫৭৬
মজুদ			
মানুষ যা মজুদ করে ঈসা আ. তা জানিয়ে দেন	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
মজুর নিয়োগ করা			
উত্তম (মজুর নিয়োগের ক্ষেত্রে সে উত্তম যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত)	২৮-কাসাস	২৬	৮১০
মূসাকে মজুর নিয়োগ করতে নারীরা পিতাকে বলল	২৮-কাসাস	২৬	৮১০
মণিমুক্তা			
গিলমান(কিশোর ভৃত্যরা) হবে সুরক্ষিত মণি-মুক্তার মত জান্নাতে	৫২-তূর	২৪	৯৩০
সুরক্ষিত মণি-মুক্তার মত গিলমান থাকবে জান্নাতে	৫২-তূর	২৪	৯৩০
মত (অনুরূপ)			
আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ কিছু কি শরীকরা সৃষ্টি করেছে?	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
কাফিরদের মত হওয়া (আয়াত অবিশ্বাস/বিদ্রূপের পরও সাথে থাকলে...)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
কুরআনের মত সূরা রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ (কাফিরদেরকে)	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
জনপদবাসীদের মতই রাসূলরা মানুষ! (কাফিরদের উক্তি)	৩৬-ইয়াসীন	১৫	৮৫২
মানুষের মত এক একটি উম্মত (বিচরণশীল জীব ও পাখি)	৬-আন্'আম	৩৮	৫৯৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষের মত (নবী সাধারণ মানুষের মত একজন মানুষ)	২১-আম্বিয়া	৩	৭৫০
মতপার্থক্য (আরো দেখুন বিভেদ শব্দটি)			
ঈসাকে হত্যার ব্যাপারে মতপার্থক্য ও অনুমান প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
কাফির-মুশরিকদের মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ বিচার করবেন	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
কিতাব প্রাপ্তরা মতপার্থক্য করেছে জ্ঞান আসার পর...	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
কিতাব প্রাপ্তদের মতপার্থক্য (বিদ্বেষবশত)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
কিতাবে মতপার্থক্য করেছে যারা তারা...	২-বাক্বারা	১৭৬	৫১৯
কিতাবে (মূসার কিতাবে মতপার্থক্য করা হয়েছিল)	১১-হূদ	১১০	৬৭৫
জানানো (মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ সকলকে জানাবেন)	৬-আন্'আম	১৬৪	৬১২
প্রমাণ আসার পর মতপার্থক্য করেছে যারা, তাদের মত হওয়া নিষেধ	৩-আলে ইমরান	১০৫	৫৪৬
প্রমাণ আসার পর পরস্পর মতপার্থক্য	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
ফয়সালা (বান্দাদের মতপার্থক্যের ফয়সালা আল্লাহ করবেন)	৩৯-যুমার	৪৬	৮৭৫
ফয়সালা আল্লাহ করবেন বনী ইসরাঈলের মতপার্থক্যের (কিয়ামতে)	৪৫-জাছিয়া	১৭	৯০৬
ফয়সালা (মতবিরোধের বিষয়ে ফয়সালা করা হবে কিয়ামতে)	৩২-সাজ্দা	২৫	৮৩২
ফায়সালা (মতপার্থক্যের ফায়সালা করবেন আল্লাহ কিয়ামতে)	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
বনী ইসরাইলদের মতপার্থক্যের বিষয়ে কুরআন বর্ণনা করে	২৭-নামল	৭৬	৮০৬
বনী ইসরাঈলের কাছে দ্বীনি জ্ঞান আসার পরও মতপার্থক্য ও বাড়াবাড়ি	৪৫-জাছিয়া	১৭	৯০৬
বিচার (ইহুদী-নাসারাদের মতপার্থক্যের বিচার আল্লাহ করবেন)	২-বাক্বারা	১১৩	৫১৩
বিচার করা (ইবাদতের নিয়ম নিয়ে মতপার্থক্যের বিষয়ে কিয়ামতে বিচার)	২২-হাজ্জ	৬৯	৭৬৪
মহাসংবাদ (কিয়ামত) সম্পর্কে মতবিরোধে লিপ্ত (মানুষ)	৭৮-নাবা	৩	১০০০
মানুষের মতপার্থক্যের ফায়সালা করতেন নবীগণ	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
মানুষ যা নিয়ে মতপার্থক্য করত তা জানিয়ে দেয়া হবে (কিয়ামতে)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
মীমাংসা(মতপার্থক্যের বিষয়ে মীমাংসা হয়ে যেত! পূর্বঘোষণা...)	১০-ইউনুস	১৯	৬৫৬
সঠিক পথ প্রদর্শন (মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে সঠিক পথ প্রদর্শন...)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
স্পষ্ট করা (কিয়ামতে আল্লাহ মানুষের মতপার্থক্যের বিষয় স্পষ্ট করবেন)	১৬-নাহ্ল	৯২	৭১০
স্পষ্ট করা (মতভেদের বিষয়টি স্পষ্ট করতে ঈসার আগমন)	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
স্পষ্ট (মতপার্থক্যের বিষয় স্পষ্ট করতে রাসূল স. এর উপর কিতাব অবতীর্ণ)	১৬-নাহ্ল	৬৪	৭০৮
মতবিরোধ (আরো দেখুন মতভেদ শব্দটি)			
ইহুদি-নাসারাগণ মতবিরোধে লিপ্ত থাকে (ঈমান না আনা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৩৭	৫১৫
ঈসা আ. সম্পর্কে মতবিরোধ করল বিভিন্ন দল	১৯-মারইয়াম	৩৭	৭৩৬
কাফির (মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে কাফিররা)	৩৮-সোয়াদ	২	৮৬৬
কাফিরদের মতবিরোধের বিষয় সুস্পষ্ট করার জন্য পুনরুত্থান	১৬-নাহ্ল	৩৯	৭০৬
কুরআন নিয়ে মতবিরোধকারীই সবচেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট	৪১-ফুস্সিলাত	৫২	৮৯০
জালিমরা সুদূর মতবিরোধে লিপ্ত আছে	২২-হাজ্জ	৫৩	৭৬৩
ফিরআউনের নিজেদের করণীয় বিষয়ে মতবিরোধ প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৬২	৭৪৪
ফিরিয়ে দেযা (মতবিরোধপূর্ণ বিষয় আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
মুমিনরা মতবিরোধ করল (রাসূল স. এর নির্দেশের ব্যাপারে)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
মু'মিনগণ মতবিরোধ করত যুদ্ধের বিষয়ে যদি...	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
শরীকদের সম্পর্কে মতবিরোধ (কিয়ামতে কাফিরদের প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	২৭	৭০৫
শহরবাসীদের মধ্যে (আসহাবে কাহফের বিষয়ে মতবিরোধ)..	১৮-কাহ্ফ	২১	৭২৬
সদূর মতবিরোধে রয়েছে যারা কিতাবে মতপার্থক্য করেছে	২-বাক্বারা	১৭৬	৫১৯
মতভেদ (আরো দেখুন মতবিরোধ শব্দটি)			
আহলিকিতাবরা বিদ্বেষবশত মতভেদ করে (জ্ঞান আসার পর)	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
জ্ঞান আসার পরই বনী ইসরাইল মতভেদ করেছিল	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
দলের মতভেদ (বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন দলের মতভেদ...)	৪৩-যুখরুফ	৬৫	৯০০
দ্বীনে মতভেদ করা নিষেধ (দীন প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
ফয়সালা (বনী ইসরাইলের মতভেদের ফয়সালা কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
বনী ইসরাইল মতভেদ করেছিল (জ্ঞান আসার পর)	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
বিচার ('শনিবার' বিষয়ে মত পার্থক্য কিয়ামতে বিচার করবেন)	১৬-নাহ্ল	১২৪	৭১৩
বিচার (মতভেদ/পুনরুত্থানের বিষয়ে বিচার আল্লাহর নিকট)	৪২-শূরা	১০	৮৯১
মানুষ মতভেদ করতেই থাকবে	১১-হূদ	১১৮	৬৭৬
মূসার কিতাবে মতভেদ করা হয়েছিল	৪১-ফুস্সিলাত	৪৫	৮৮৯
শনিবারের বিষয়ে ইহুদিদের মতপার্থক্য প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্ল	১২৪	৭১৩
মতামত (আরো দেখুন অভিমত শব্দটি)			
ইউসুফের মতামত জানতে চাইল কারামুক্ত ব্যক্তি (রাজার স্বপ্ন সম্পর্কে)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
মদ (আরো দেখুন মাদক শব্দটি)			
জিজ্ঞাসা (মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মদ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নিংড়ানো (মদ নিংড়াতে দেখল নিজেকে দুই যুবকের একজন)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
পান (প্রভুকে মদপান করাবে ইউসুফের কারাসঙ্গীদ্বয়ের একজন)	১২-ইউসুফ	৪১	৬৮০
শত্রুতা (মদ/জুয়ার মাধ্যমে শয়তান শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়)	৫-মায়িদা	৯১	৫৯১
শয়তানের কাজ (মদ জুয়া মূর্তিপুজার বেদী ভাগ্য নির্ণায়ক তীর)	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
মদীনা			
অধিবাসী (মদীনার অধিবাসীদের কেউ কেউ মুনাফিকীতে অনড়)	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
অধিবাসী (মদীনার অধিবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় যে তারা...)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
গুজব রটনাকারী (মদীনায় গুজব রটনাকারীরা নবীর প্রতিবেশী হওয়া)	৩৩-আহযাব	৬০	৮৩৯
প্রত্যাবর্তন (মুনাফিকরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে অপমানিতদের...)	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
মধু			
নহর (জান্নাতে রয়েছে পরিশুদ্ধ মধুর নহর)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
মধ্য			
মেঘের মধ্য থেকে বৃষ্টি বের হয়ে আসতে দেখা যায়	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
মধ্যপন্থা			
সালাতের কিরায়াতে মধ্যপন্থা অবলম্বন	১৭-ইসরা	১১০	৭২৩
হেটে চলায় মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ (লোকমানপুত্রকে)	৩১-লুকমান	১৯	৮২৮
মধ্যপন্থী			
উদ্ধারের পর(সমুদ্র তরঙ্গ থেকে উদ্ধার পেয়ে কিছু লোক মধ্যপন্থী হয়)	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
উম্মত(মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছেন আল্লাহ মুমিনদেরকে)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
উম্মত (মধ্যপন্থী উম্মত রয়েছে আহলে কিতাবদের মধ্যে)	৫-মায়িদা	৬৬	৫৮৮
কিতাবের কতক উত্তরাধিকারী মধ্যপন্থী	৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
বাগানওয়ালাদের মধ্যপন্থী ব্যক্তি সকলকে আল্লাহর পবিত্রতা ...	৬৮-ক্বালাম	২৮	৯৭৬
ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থী (রহমানের বান্দারা)	২৫-ফুরকান	৬৭	৭৮৭
মধ্যবর্তী			
সালাত (মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়ার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৩৮	৫২৭
মধ্যম মান			
খাদ্য (মিসকিনকে মধ্যম মানের খাদ্য দান হিসেবে কসম ভঙ্গের কাফফারা)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
মধ্যে			
আগুনের মধ্যে দেখতে পাবে জান্নাতি ব্যক্তি তার কাফির সঙ্গীকে	৩৭-সাফফাত	৫৫	৮৫৯
মেঘের মধ্য থেকে বৃষ্টি বের হয়	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
মন			
আকাঙ্ক্ষা (মনের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু নিয়ে রাসূল...)	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
আকাঙ্ক্ষা (বনী ইসরাঈলের মনের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু...)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
আল্লাহর মনে কি আছে তা ঈসা আ. জানে না...	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
ইউসুফের ভাইদের মন তাদেরকে প্ররোচিত করেছে (এমন কাজে...)	১২-ইউসুফ	১৮	৬৭৮
ইউসুফের মনে প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখল ইউসুফ...	১২-ইউসুফ	৭৭	৬৮৪
ইয়াকুবের মনের প্রয়োজন পূর্ণ করেছিল ইয়াকুব...	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
ঈসার মনে যা আছে আল্লাহ তা জানেন...	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
কামনা (জান্নাতীদের মন যা কামনা করবে তাই পাবে স্থায়ীভাবে)	২১-আম্বিয়া	১০২	৭৫৭
গোপন (মনে গোপন রাখায় অপরাধ নেই (বিয়ের প্রস্তাব...)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
চাওয়া (জান্নাতে মন যা চায় তার সবই আছে)	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
জান্নাতে মন যা চায় তার সবই আছে	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
জান্নাতীদের মন যা কামনা করবে তাই ভোগ করবে (স্থায়ীভাবে)	২১-আম্বিয়া	১০২	৭৫৭
দ্বিধা থাকা (রাসূল স. এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মুনাফিকদের মনে দ্বিধা না থাকা)	৪-নিসা	৬৫	৫৬৫
প্ররোচিত করেছে তোমাদেরকে তোমাদের মন (ইয়াকুব আ. বললেন)	১২-ইউসুফ	৮৩	৬৮৪
মানুষের মনের বিষয় আল্লাহ জানেন	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
মানুষের মন মন্দ কাজের কুমন্ত্রণা দেয়	১২-ইউসুফ	৫৩	৬৮২
মুমিনদের মন যা কামনা করবে তাই দেয়া হবে (জান্নাতে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩১	৮৮৮
সামিরীর মন তাকে প্ররোচিত করেছিল (বাছুরের মূর্তি তৈরি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৯৬	৭৪৭
স্মরণ(প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় ভয়-বিনয়ের সাথে মনের মধ্যে স্মরণ)	৭-আ'রাফ	২০৫	৬৩১
হিসাব (মনের প্রকাশ্য-গোপন বিষয়ের হিসাব আল্লাহ নিবেন)	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মনঃক্ষুণ্ণ			
মূসা আ. মনক্ষুন্ন হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাওয়া (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
মূসা আ. মনক্ষুন্ন হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসা (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
রাসূল স. কে মনঃক্ষুণ্ন না হওয়ার নির্দেশ (কাফিরদের ষড়যন্ত্রে)	২৭-নামল	৭০	৮০৬
রাসূল স. কে মনঃক্ষুণ্ন না হতে নির্দেশ (ষড়যন্ত্রের জন্য)	১৬-নাহল	১২৭	৭১৩
মনগড়া (আরো দেখুন ইচ্ছাকৃত শব্দটি)			
কথা (রাসূল স. মনগড়া কথা বলেন না)	৫৩-নাজম	৩	৯৩২
কথা (মুশরিকরা মনগড়া কথা বলে)	৬-আন'আম	১৪৮	৬১১
বিষয় (এক ইলাহ এর ধারণা একটি মনগড়া বিষয় কাফেরদের ধারণা)	৩৮-সোয়াদ	৭	৮৬৬
মনযিল			
চাঁদের জন্য বিভিন্ন মনযিল নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ ...	৩৬-ইয়াসীন	৩৯	৮৫৪
চাঁদের মনযিল নির্দিষ্ট (বছর গণনা/সময় হিসাবের জন্য)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
মনস্থ করা			
আযীযের স্ত্রী মনস্থ করেছিল (ইউসুফের সাথে দৈহিক মিলনের)	১২-ইউসুফ	২৪	৬৭৯
ইউসুফও মনস্থ করত দৈহিক মিলনের যদি...	১২-ইউসুফ	২৪	৬৭৯
পাকড়াও করতে মনস্থ করেছিল প্রত্যক উম্মত তাদের রাসূল স. কে...	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
বহিস্কারের মনস্থ করেছিল কাফিররা রাসূল স. কে	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
মুনাফিকরা মনস্থ করেছিল (যা লাভ করতে পারেনি...)	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
রাসূল স. কে পথভ্রষ্ট করতে মনস্থ করা (মুনাফিকদের)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
হাত বাড়ানোর মনস্থ করেছিল এক সম্প্রদায় মুমিনদের প্রতি	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
মনিব/প্রভু			
পান (প্রভুকে মদপান করাবে ইউসুফের কারাসঙ্গীদ্বয়ের একজন)	১২-ইউসুফ	৪১	৬৮০
মনে করা			
অভিভাবক মনে করে বান্দাকে (কাফির)	১৮-কাহ্‌ফ	১০২	৭৩৩
আল্লাহর শত্রুরা মনে করে 'আল্লাহ কৃতকর্ম সম্পর্কে জানেন না'	৪১-ফুস্‌সিলাত	২২	৮৮৭
আল্লাহর বন্ধু (ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর বন্ধু মনে করে)	৬২-জুমু'আ	৬	৯৬২
আল্লাহ সাহায্য করবেন না বলে যে মনে করে...	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯
আল্লাহকে বেখবর মনে না করা (জালিমদের কাজ সম্পর্কে)	১৪-ইবরাহীম	৪২	৬৯৭
ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর বন্ধু মনে করে	৬২-জুমু'আ	৬	৯৬২
ঈমানদাররা কি মনে করে যে তারা জান্নাতে প্রবেশ...	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
উত্তম (মন্দকাজকে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি উত্তম মনে করে)	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
কম(অন্যকে ধন সম্পদ ও সন্তানে কম মনে করে বাগানওয়ালা)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৯	৭২৭
কাফিরা যেন মনে না করে তারা ছাড়িয়ে গেছে (আল্লাহকে)	৮-আনফাল	৫৯	৬৩৭
কাফিররা যেন মনে না করে যে তাদেরকে যে অবকাশ...	৩-আলে ইমরান	১৭৮	৫৫৩
কাফিররা মনে করত (তারা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে না)	৮৪-ইনশিকাক	১৪	১০১৩
কাফিররা মনে করেছিল তাদের দুর্গ তাদেররকে রক্ষা করবে...	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
কিতাবের অংশ মনে করে অথচ তা কিতাবের অংশ নয়	৩-আলে ইমরান	৭৮	৫৪৩
কিয়ামত সংঘটিত হবে না (কাফিররা মনে করে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫০	৮৯০
কিয়ামত সংঘটিত হবে মনে করে না(বাগানওয়ালা)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৬	৭২৭
কৃপণরা যেন মনে না করে- আল্লাহ যা দিয়েছেন তা কল্যাণকর...	৩-আলে ইমরান	১৮০	৫৫৩
ক্ষতিকর মনে না করা (ঐ মু'মিনদেরকে যারা মিথ্যা...)	২৪-নূর	১১	৭৭৫
চিরকিশোরগণকে ছড়ানো মুক্তা মনে করবে (জান্নাতে)	৭৬-দাহ্‌র	১৯	৯৯৬
ছড়ানো মুক্তা মনে করবে (জান্নাতের চিরকিশোরগণকে)	৭৬-দাহ্‌র	১৯	৯৯৬
জাগ্রত মনে করা (নিদ্রিত কাহাফবাসীদেরকে)	১৮-কাহ্‌ফ	১৮	৭২৫
জাদুগ্রস্ত মনে করল ফিরআউন মূসাকে	১৭-ইস্‌রা	১০১	৭২৩
জান্নাতে প্রবেশের কথা মনে করা (জিহাদ ও ধৈর্য ছাড়া...)	৩-আলে ইমরান	১৪২	৫৪৯
জিন মনে করেছে যে আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন না	৭২-জিন্‌	৭	৯৮৬
ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র মনে করত জাহান্নামীরা (মুমিনদেরকে)	৩৮-সোয়াদ	৬৩	৮৬৯
তরঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত মনে করে সমুদ্রযাত্রীরা আল্লাহকে ডাকে	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
ধ্বংস হবে না (বাগান) মনে করল বাগানওয়ালা...	১৮-কাহ্‌ফ	৩৫	৭২৭
পথভ্রষ্টরা কি মনে করে (তাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে?)	২৩-মু'মিনূন	১১৫	৭৭৩
পর্বতকে নিশ্চল মনে করা(কিয়ামতে পর্বত চলমান হওয়া প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
পানি মনে করে মরীচিকাকে (পিপাসার্ত ব্যক্তি)	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে -যারা এরূপ মনে করে...	২-বাক্বারা	৪৬	৫০৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মনেকরা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবে -যারা এরূপ মনে করে...	২-বাক্বারা	৪৬	৫০৫
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মনে না করা (আল্লাহকে)	১৪-ইবরাহীম	৪৭	৬৯৭
ফির'আউনরা মনে করল তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে না...	২৮-কাসাস	৩৯	৮১১
ফিরআউন মনে করে- মূসা আ. মিথ্যাবাদী	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
ফিরআউন মনে করে সে জাতিকে সঠিক পথ দেখাচ্ছেন	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
বনী ইসরাঈলের মনে করা (পর্বত পতিত হবে)	৭-আ'রাফ	১৭১	৬২৮
বনী ইসরাঈলরা মনে করেছিল তাদের বিপর্যয় হবে না...	৫-মায়িদা	৭১	৫৮৯
বিদায়মুহূর্ত (কিয়ামতকে বিদায় মুহূর্ত মনে করা প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৮	৯৯৪
বিস্ময়কর নিদর্শন মনে করেন রাসূল স. (কাহফবাসীর ঘটনা)	১৮-কাহ্ফ	৯	৭২৪
মন্দকাজকারীরা কি মনে করে যে সে আল্লাহকে ছাড়িয়ে যাবে ?	২৯-আনকাবূত	৪	৮১৬
মানুষ মনে করে আল্লাহ তাদের জন্য কল্যাণ ত্বরান্বিত করছেন...	২৩-মু'মিনূন	৫৫	৭৬৯
মানুষ মনে করেছে যে আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন না	৭২-জিন্	৭	৯৮৬
মানুষ কি মনে করে 'ঈমান এনেছি' বললেই ছেড়ে দেয়া হবে?	২৯-আনকাবূত	২	৮১৬
মানুষ কি মনে করে কেউ তাকে দেখেনি?	৯০-বালাদ	৭	১০২৩
মানুষ কি মনে করে তার উপর ক্ষমতাবান কেউ নেই?	৯০-বালাদ	৫	১০২৩
মানুষ কি মনে করে যে তার হাড়সমূহকে একত্র করা হবে না!	৭৫-কিয়ামাহ্	৩	৯৯৩
মানুষ কি মনে করে যে তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৬	৯৯৪
মিথ্যাবাদী মনে করে ফির'আউন মূসাকে	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
মিথ্যাবাদী মনে করল নূহ আ. কে (সম্প্রদায়ের লোকেরা)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
মিথ্যাবাদী মনে করা (শুআইবকে আইকাবাসী কর্তৃক মনে করা)	২৬-শু'আরা	১৮৬	৭৯৭
মিথ্যবাদী মনে করছে হূদকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা	৭-আ'রাফ	৬৬	৬১৯
মুনাফিকরা মনে করেছিল যে শত্রু দল চলে যায়নি(খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২০	৮৩৫
মুনাফিকরা মনে করে তারা কোন কিছুর উপরে রয়েছে	৫৮-মুজাদালা	১৮	৯৫৪
মুমিন জিনরা মনে করত (আল্লাহ সম্বন্ধে কেউ মিথ্যা বলবেনা...)	৭২-জিন্	৫	৯৮৬
মুনাফিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করলেও তাদের অন্তর বিভিন্ন	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
মুমিনরা মনে করেনি যে কাফিররা বের হবে	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
মুশরিকরা কি মনে করে? (গোপন বিষয় আল্লাহর জানা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৮০	৯০১
মুমিনরা কি মনে করে যে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে...	৯-তাওবা	১৬	৬৪১
মুনাফিকরা প্রতিটি শব্দকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
মৃত মনে করা নিষেধ (আল্লাহর পথে নিহতদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৬৯	৫৫২
রাসূলগণ যখন মনে করল যে তাদেরকে অস্বীকার করা হবে...	১২-ইউসুফ	১১০	৬৮৭
রাসূল স. কি মনে করে যে মুশরিকরা শোনে ও অনুধাবন করে	২৫-ফুরকান	৪৪	৭৮৫
শব্দকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে (মুনাফিকরা)	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
শাস্তি থেকে পার পাবে মনে করা নিষেধ তাদের ব্যাপারে যারা	৩-আলে ইমরান	১৮৮	৫৫৪
শাস্তি থেকে পার পাবে মনে করা নিষেধ (আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৮৮	৫৫৪
সক্ষম মনে করা ভূমির মালিককে (ফসল আহরণ/ভোগে!)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
সচ্ছল মনে করা (অজ্ঞরা যেসব ফকীরকে সচ্ছল মনে করে...)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
সঠিক পথপ্রাপ্ত মনে করে নিজকে (আল্লাহর স্মরণবিমুখ লোকরা)	৪৩-যুখরুফ	৩৭	৮৯৮
সঠিক পথপ্রাপ্ত মনে করে (যারা শয়তানকে অভিভাবক গ্রহণ করেছে)	৭-আ'রাফ	৩০	৬১৫
সত্য মনে করে না পুনরুত্থানকে (যারা ওজনে কম দেয়)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৪	১০১১
সুন্দর কাজ করছে মনে করে কাফিররা..!	১৮-কাহ্ফ	১০৪	৭৩৩
সমান মনে করা (মন্দকর্মশীল ও সৎকর্মশীল মুমিনের জীবন/মৃত্যুকে)	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
সাবার রানী সুলাইমানের প্রাসাদকে জলাশয় মনে করা	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
সাক্ষাতের কথা মনে করে যারা (আল্লাহর সাথে)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
সাধারণ একজন মানুষ মনে করল নূহকে (সম্প্রদায়ের লোকরা)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
স্বামী-স্ত্রী মনে করে যদি তারা সীমা বজায় রাখতে পারবে...	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে মানুষ (নিজেকে)	৯৬-আলাক	৭	১০২৮
হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে মনে করা(আখিরাতে জবাবদিহি প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	২০	৯৭৯
হৃদয়ে ব্যাধি আছে যাদের তারা মনে করে...	৪৭-মুহাম্মাদ	২৯	৯১৪
মনে হওয়া			
নিদর্শন দেখে মনে হল ইউসুফকে কিছু সময়ের জন্য কারারুদ্ধ করবেই	১২-ইউসুফ	৩৫	৬৮০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মূসার মনে হওয়া (জাদুকরদের জাদুর প্রভাবে দড়ি/লাঠি দৌড়াচ্ছে)	২০-ত্বা-হা	৬৬	৭৪৫
মনোকষ্ট			
হত্যা (রাসূল স. নিজেকে হয়তো হত্যা করে ফেলবে মনোকষ্টে..)	১৮-কাহ্ফ	৬	৭২৪
মনোনিবেশ			
আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২৯	৫০৪
আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন আল্লাহ	৪১-ফুস্সিলাত	১১	৮৮৬
প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করার নির্দেশ(নবীকে)	৯৪-ইন্শিরাহ্	৮	১০২৭
মানুষ যে কাজেই মনোনিবেশ করে আল্লাহ তার প্রত্যক্ষদর্শী	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
মনোনীত			
আদমকে আল্লাহ মনোনীত করলেন	২০-ত্বা-হা	১২২	৭৪৮
আল্লাহ মনোনীত করেছেন আদম নূহ আ. ও...	৩-আলে ইমরান	৩৩	৫৩৯
আল্লাহ মনোনীত করেন রাসূলদের থেকে যাকে ইচ্ছা	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর জন্য মনোনীত করেন	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতেন সন্তানগ্রহণ করতে চাইলে)	৩৯-যুমার	৪	৮৭১
ইউসুফকে মনোনীত করবেন প্রতিপালক	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈলের বংশধর থেকে মনোনীত করা...	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
ইবরাহীমকে আল্লাহ মনোনীত করেছিলেন...	১৬-নাহ্ল	১২১	৭১৩
ইবরাহীমকে (আল্লাহ ইবরাহীমকে দুনিয়ায় মনোনীত করেন)	২-বাক্বারা	১৩০	৫১৫
ইসলামকে মনোনীত করেন আল্লাহ দ্বীন হিসাবে	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
জিহাদের জন্য আল্লাহ মুমিনদেরকে মনোনীত করেছেন	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
তালুতকে মনোনীত করেছেন আল্লাহ বাদশাহ হিসাবে	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
দয়ার জন্য মনোনীত করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	৩-আলে ইমরান	৭৪	৫৪৩
দ্বীনকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
নবীদেরকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন	৬-আন্'আম	৮৭	৬০৪
প্রতিপালক কি কাফিরদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য মনোনীত করেছেন	১৭-ইস্রা	৪০	৭১৭
বনী ইসরাঈলদেরকে বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করেছিলেন আল্লাহ	৪৪-দুখান	৩২	৯০৩
বার্তাবাহক মনোনীত করা (ফেরেশতা/মানুষের মধ্য থেকে)	২২-হাজ্জ	৭৫	৭৬৫
বান্দা (মনোনীত বান্দাদের কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে)	৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
বান্দা (আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম)	২৭-নামল	৫৯	৮০৪
ইউনুসকে মনোনীত করলেন প্রতিপালক (পুনরায়)	৬৮-ক্বালাম	৫০	৯৭৭
মারইয়ামকে মনোনীত করেছেন আল্লাহ নারীদের উপর	৩-আলে ইমরান	৪২	৫৪০
মারইয়ামকে মনোনীত করেছেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৪২	৫৪০
মূসাকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন (মানুষের উপর)	৭-আ'রাফ	১৪৪	৬২৫
মূসাকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন (ওহী প্রেরণ প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৩	৭৪১
মূসার সম্প্রদায়ের সত্তরজন লোককে মনোনীত করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
শ্রেষ্ঠজন মনোনীত (ইবরাহীম ইসহাক আ. ও ইয়াকুব)	৩৮-সোয়াদ	৪৭	৮৬৯
মনোবিজ্ঞান প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
মনোযোগ			
রাসূল স. এর মনোযোগ (স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তির প্রতি!)	৮০-আবাসা	৬	১০০৬
কুরআন পড়া হলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণের নির্দেশ	৭-আ'রাফ	২০৪	৬৩১
মনোরম			
উদ্ভিদ (মনোরম উদ্ভিদ উদগত করেছেন আল্লাহ)	৫০-ক্বাফ	৭	৯২২
বাগান (আকাশের পানির মাধ্যমে আল্লাহ মনোরম বাগান উৎপন্ন করেন)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
মন্দ (আরো দেখুন নিকৃষ্ট শব্দটি)			
প্রতিফল (মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ)	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
আঘাত (মন্দ অবস্থা আঘাত করবে বলে আশঙ্কা করে তারা...)	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
আধিক্য (মন্দের আধিক্য মুগ্ধ করলেও মন্দ ও ভাল সমান নয়)	৫-মায়িদা	১০০	৫৯৩
আল্লাহ যাকে মন্দ (শাস্তি) থেকে রক্ষা করবেন তাকে...	৪০-মু'মিন	৯	৮৭৮
আস্বাদন (আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায় মন্দ পরিণতি আস্বাদন)	১৬-নাহ্ল	৯৪	৭১১
ইউসুফ আ. সম্পর্কে মন্দ কিছু জানে না (নারীরা জানালো রাজাকে)	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
উপেক্ষা (মন্দ কাজ উপেক্ষা করেন আল্লাহ সৎকর্মশীল মুমিনদের)	৪৬-আহ্কাফ	১৬	৯০৯
জুলুমকারী (নিজেদের উপর জুলুমকারী সম্প্রদায়ের উপমা কতইনা মন্দ!)	৭-আ'রাফ	১৭৭	৬২৯
উপমা (যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের জন্য মন্দ উপমা)	১৬-নাহ্ল	৬০	৭০৭

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মন্দ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
উষ্ট্রীকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ/ক্ষতি করলে শাস্তি (ছামুদ জাতির প্রতি)	২৬-শু'আরা	১৫৬	৭৯৬
কথা (মজলুম ছাড়া কেউ মন্দ কথা প্রকাশ করবেনা)	৪-নিসা	১৪৮	৫৭৬
কন্যা শিশুর মন্দের কারণে সম্প্রদায় থেকে মুশরিকের আত্মগোপন	১৬-নাহ্‌ল	৫৯	৭০৭
কাজ (অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলেও মানুষ তা কিয়ামতে দেখবে)	৯৯-যিল্‌যাল	৮	১০৩০
কাজ (ফিরআউনের নিকট মন্দকাজকে আকর্ষণীয় করা)	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
কাজ (মন্দ কাজ আকর্ষণীয় করা হয়েছে কাফিরদের জন্য)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
কাজ (মন্দ কাজ আকর্ষণীয় করা হয়েছে যার জন্য সে...)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৩	৯১৩
কাজ (মন্দকাজের সাথে সৎকাজকে মিশানো)	৯-তাওবা	১০২	৬৫১
কাজ (মন্দকাজ করে তওবা করলে প্রতিপালকের ক্ষমা ও দয়া)	৭-আ'রাফ	১৫৩	৬২৬
কাজ (মন্দকাজ প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য)	১৭-ইসরা	৩৮	৭১৭
কাজ (মন্দ কাজ যা করেছে তাও উপস্থিত দেখতে পাবে...)	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
কাজ (মন্দ কাজের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ)	৪০-মু'মিন	৪০	৮৮১
কৃতকর্মের জন্য মানুষকে মন্দ/বিপদ আঘাত করলে সে অকৃতজ্ঞ হয়	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
কৃতকর্ম (মুনাফিকদের কৃতকর্ম কতই না মন্দ!)	৬৩-মুনাফিকূন	২	৯৬৪
কৃতকর্ম (মুনাফিকদের কৃতকর্ম মন্দ)	৫৮-মুজাদালা	১৫	৯৫৩
গন্তব্যস্থল (জাহান্নাম মন্দ গন্তব্যস্থল)	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
গাছ (মন্দ বাণীর উপমা মন্দ গাছের মত)	১৪-ইবরাহীম	২৬	৬৯৫
ধারণা (রাসূল স. ও মুমিনদের সম্পর্কে বেদুঈনদের মন্দ ধারণা)	৪৮-ফাত্‌হ	১২	৯১৭
ধারণা (আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধরণাকারীকে শাস্তি দিবেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	৬	৯১৬
পরীক্ষা (আল্লাহ মানুষকে ভাল-মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করেন)	২১-আম্বিয়া	৩৫	৭৫২
প্রতিরোধ (মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করে বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
প্রতিফল(মন্দকাজের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ অপমান/আগুন...)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
প্রতিফল (মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ)	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
প্রতিহত (মন্দকে উত্তম দিয়ে প্রতিহত করা)	২৩-মু'মিনূন	৯৬	৭৭২
প্রতিহত করা (মন্দকে উত্তম দ্বারা প্রতিহত করা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৪	৮৮৮
প্রভাত (কত মন্দ হয়েছিল সতর্ককৃতদের প্রভাত)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৭৭	৮৬৫
বাণী (মন্দ বাণীর উপমা মন্দ গাছের মত)	১৪-ইবরাহীম	২৬	৬৯৫
বেদুইনদের উপরেই মন্দ অবস্থা আসবে	৯-তাওবা	৯৮	৬৫০
ভাল থেকে মন্দকে পৃথক না করা পর্যন্ত মুমিনদেরকে ছেড়ে...	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
ভালদের থেকে মন্দদেরকে পৃথক করবেন আল্লাহ	৮-আনফাল	৩৭	৬৩৫
ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ করত (পূর্ববর্তী ঈমানদাররা)	২৮-কাসাস	৫৪	৮১২
ভাল ও মন্দ সমান নয়	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৪	৮৮৮
মু'মিনকে মন্দ (শাস্তি) থেকে রক্ষার জন্য ফেরেশতাদের প্রার্থনা	৪০-মু'মিন	৯	৮৭৮
রাসূল স. এর নিজের ভাল-মন্দেরও মালিক নন তিনি	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
লোক (মারইয়ামের পিতা মন্দ লোক ছিল না)	১৯-মারইয়াম	২৮	৭৩৬
লোক (জাহান্নামীরা দুনিয়াতে মন্দ লোক গণ্য করত যাদেরকে...)	৩৮-সোয়াদ	৬২	৮৬৯
শয়তান মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়	২-বাক্বারা	১৬৯	৫১৮
সংবাদ (কাফিরদের জন্য আগুনের মন্দ সংবাদ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
সঙ্গী (শয়তান কতই না মন্দ সঙ্গী!)	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
সমান নয় (মন্দ ও ভাল সমান নয়)	৫-মায়িদা	১০০	৫৯৩
সুপারিশ (মন্দ সুপারিশকারীর তাতে দায়-দায়িত্ব থাকবে)	৪-নিসা	৮৫	৫৬৭
স্তুপীকৃত (মন্দদেরকে স্তুপীকৃত করবেন আল্লাহ)	৮-আনফাল	৩৭	৬৩৫
স্পর্শ (মন্দ দ্বারা স্পর্শ করা নিষেধ আল্লাহর উষ্ট্রী প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
স্পর্শ (ছামুদ জাতির উষ্ট্রীকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ না করতে নির্দেশ)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
বেদুইনদের উপরেই আসবে মন্দ অবস্থা	৯-তাওবা	৯৮	৬৫০
মন্দ অবস্থা মুনাফিকদের জন্য	৪৮-ফাত্‌হ	৬	৯১৬
মুমিনদের মন্দ অবস্থার জন্য বেদুইনরা প্রতীক্ষা করে...	৯-তাওবা	৯৮	৬৫০
কাফিররা মন্দ কথা বলতে বলতে পিছনে সরে যেত (আয়াত পাঠ...)	২৩-মু'মিনূন	৬৭	৭৭০
সমান নয় মন্দকর্মশীল ও সৎকর্মশীল মুমিনের জীবন ও মৃত্যু	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
মন্দ কাজ (আরো দেখুন অসৎকাজ শব্দটি)			
অকল্যাণ (মন্দ কাজের অকল্যাণ মানুষ নিজেই ভোগ করবে)	৪৫-জাছিয়া	১৫	৯০৬

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অজ্ঞতাবশত মন্দকাজকারীর তওবা আল্লাহ্‌ কবুল করেন	৪-নিসা	১৭	৫৫৮
অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজের পর তওবা/সংশোধন করলে আল্লাহর ক্ষমা	৬-আন্‌'আম	৫৪	৬০০
অস্বীকার (মৃত্যুকালে জালিমরা মন্দ কাজ অস্বীকার করবে)	১৬-নাহ্‌ল	২৮	৭০৫
আকর্ষণীয় (মন্দ কাজকে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে যার জন্য...)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৪	৯১৩
আকর্ষণীয় (মন্দকাজ পথভ্রষ্টদের কাছে উত্তম ও আকর্ষণীয়)	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
আমৃত্যু মন্দকাজকারীর তওবা কবুল হয়না	৪-নিসা	১৮	৫৫৯
কাফিরদের মন্দকাজ প্রকাশ হবে (কিয়ামতের দিন)	৪৫-জাছিয়া	৩৩	৯০৭
কুমন্ত্রণা (মন্দ কাজের কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের মন)	১২-ইউসুফ	৫৩	৬৮২
ক্ষমা প্রার্থনা (জুলুম/মন্দকাজের পর)	৪-নিসা	১১০	৫৭১
ছাড়িয়ে যাওয়া (মন্দকাজকারী কি মনে করে যে সে আল্লাহকে ছাড়িয়ে যাবে)	২৯-আনকাবূত	৪	৮১৬
জালিমের অর্জিত মন্দকাজসমূহ কিয়ামতে প্রকাশিত হবে	৩৯-যুমার	৪৮	৮৭৫
জালিমদের (মৃত্যুকালে জালিমরা মন্দ কাজ অস্বীকার করবে)	১৬-নাহ্‌ল	২৮	৭০৫
জালিমদের অর্জিত মন্দকাজ তাদেরকে আঘাত করেছিল	৩৯-যুমার	৫১	৮৭৫
জালিমদের অর্জিত মন্দকাজ তাদেরকে আঘাত করবে	৩৯-যুমার	৫১	৮৭৫
নিজেদের (মন্দ কাজ নিজেদের জন্যই বনী ইসরাইল প্রসঙ্গ)	১৭-ইসরা	৭	৭১৪
নির্দেশ (মন্দকাজের নির্দেশ দেয় শয়তান)	২৪-নূর	২১	৭৭৫
নিক্ষেপ (মন্দকাজকারীকে কিয়ামতে অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ)	২৭-নামল	৯০	৮০৭
নিয়ে আসা (মন্দকাজ নিয়ে আসলে মন্দ প্রতিফল)	২৮-কাসাস	৮৪	৮১৫
নিষেধ করা (ইহুদীরা মন্দকাজ থেকে পরস্পরকে নিষেধ করত না)	৫-মায়িদা	৭৯	৫৯০
পরিণাম (মন্দকাজে পরিণাম মন্দ)	৩০-রূম	১০	৮২২
প্রতিফল (মন্দকাজের প্রতিফল মন্দঅপমান/আগুন...)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
প্রতিফল (মন্দ কাজের প্রতিফলভোগ করতে হবে)	৪-নিসা	১২৩	৫৭২
প্রতিফল (মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল দেয়া হবে)	২৮-কাসাস	৮৪	৮১৫
প্রতিফল (মন্দ কাজ করলে অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে)	৬-আন্‌'আম	১৬০	৬১২
প্রতিদান (মন্দকাজের প্রতিদান কাজ অনুযায়ী দেয়া হবে)	৫৩-নাজম	৩১	৯৩৩
প্রতিস্থাপন (মন্দকাজের পর ভালকাজ প্রতিস্থাপন করলে আল্লাহর ক্ষমা)	২৭-নামল	১১	৮০০
ফল (মন্দ কাজের দায় তারই যে মন্দকাজ করে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৬	৮৮৯
বিরত (মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন আল্লাহ ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	২৪	৬৭৯
বিরত রাখা (নামাজ মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
মিটিয়ে দেয় (ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়)	১১-হূদ	১১৪	৬৭৬
মুশরিকদের মন্দকাজের ষড়যন্ত্রের কারণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
ষড়যন্ত্র (মন্দকাজের ষড়যন্ত্র করলে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি)	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
ষড়যন্ত্র (মন্দকাজের ষড়যন্ত্র এর উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে)	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
সমান নয় -যে মন্দকাজ করে ও যে সৎকাজ করে তাদের জীবন/মৃত্যু	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
সহজ করা হয় মন্দকাজ/কঠিনকে (উত্তমকে অস্বীকারকারীর জন্য)	৯২-লাইল	১০	১০২৫
লুতের সম্প্রদায় মন্দকাজে (সমকামিতায়) অভ্যস্ত ছিল	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
মন্দ ফল			
কাজের মন্দ ফল ভোগ (ইহরামে পশু হত্যার কাফফারা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
কাফিরদের কাজের মন্দফল তাদেরকে আঘাত করেছিল(শাস্তি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৩৪	৭০৫
কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ করেছে যারা মুনাফিকরা তাদের মত...	৫৯-হাশর	১৫	৯৫৬
কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ (অমান্যকারী জনপদের কৃতকর্মের ফল)	৬৫-তালাক	৯	৯৬৯
মন্দা			
ব্যবসায় মন্দার আশঙ্কা	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
মমতা			
মাতা-পিতার প্রতি মমতাবশে বিনয়ের বাহু অবনমিত করা...	১৭-ইসরা	২৪	৭১৬
ময়দান			
উপস্থিত হবে (পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীরা) হাশরের খোলা ময়দানে...	৭৯-নাযি'আত	১৪	১০০৩
মরণশীল			
নবী ও সকল মানুষ মরণশীল	৩৯-যুমার	৩০	৮৭৩
সকল মানুষ ও নবী মরণশীল	৩৯-যুমার	৩০	৮৭৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মরা			
কাফিররা মরুক মুমিনদের প্রতি ক্রোধের কারণে...	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
জাহান্নামে মরবেও না বাঁচবেও না (দুর্ভাগা ব্যক্তি)	৮৭-আ'লা	১৩	১০১৮
জাহান্নামে মরবেও না বাঁচবেও না (অপরাধীরা)	২০-ত্বা-হা	৭৪	৭৪৫
দুনিয়ায় মরা-বাঁচাই মানুষের চূড়ান্ত সত্য; পরকাল নেই (কাফির বলে)	৪৫-জাছিয়া	২৪	৯০৭
বাঁচা ও মরা কেবল দুনিয়ার জীবনেই (কাফির প্রধানদের বক্তব্য)	২৩-মু'মিনূন	৩৭	৭৬৮
হাড় ও মাটি (মরে গিয়ে হাড় ও মাটি হওয়ার পর পুনরুত্থান?)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪৭	৯৪৫
মরিচা			
হৃদয়ে (সীমালঙ্ঘনকারীদের কৃতকর্মের কারণে হৃদয়ে মরিচা)	৮৩-মুত্বাফ্ফীফিন	১৪	১০১১
মরীচিকা			
কাজ (মরীচিকার মত কাজ কাফিরদের)	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
পর্বতসমূহ মরীচিকার মত হবে (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন)	৭৮-নাবা	২০	১০০১
মরু			
ইউসুফের ভাইদেরকে মরু অঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছেন প্রতিপালক	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
মরুভূমিতে অবস্থান			
মুনাফিকদের মরুভূমিতে বেদুইনদের সাথে অবস্থানের কামনা	৩৩-আহযাব	২০	৮৩৫
মরে যাওয়া			
কাফিরদের মরে যাওয়ার পর পুনরুত্থানে বিস্ময়	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৬	৮৫৭
পুনরুত্থান (মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর কি পুনরুত্থান হবে?)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৫৩	৮৫৯
বনী ইসরাঈলদেরকে মরে যেতে বললেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
মাটি (মৃত্যুর পর মাটিতে পরিণত হওয়া)	৫০-ক্বাফ	৩	৯২২
মারইয়াম যদি মরে যেত! (মারইয়ামের আফসোস...)	১৯-মারইয়াম	২৩	৭৩৫
মর্মস্পর্শী			
কথা (মুনাফিকদের প্রতি মর্মস্পর্শী কথা বলতে রাসূল স. কে নির্দেশ)	৪-নিসা	৬৩	৫৬৫
মর্যাদা (আরো দেখুন ইজ্জত/সম্মান শব্দটি)			
আত্মীয়তা ও চুক্তির মর্যাদা দেয় না মুশরিকরা (মুমিনদের সাথে)	৯-তাওবা	১০	৬৪১
আত্মীয়তা ও চুক্তির মর্যাদা দিবে না মুশরিকরা জয়ী হলে	৯-তাওবা	৮	৬৪০
আদম আ. সন্তানকে মর্যাদা দান (অধিকাংশ সৃষ্টির উপরে)	১৭-ইস্‌রা	৭০	৭২০
আল্লাহর মর্যাদা না দেয়ার পক্ষে নূহ আ. সম্প্রদায়ের কী যুক্তি আছে?	৭১-নূহ্	১৩	৯৮৪
আল্লাহ একজনের উপর অপর জনের মর্যাদা দান করেছেন	৪-নিসা	৩২	৫৬১
উচ্চ মর্যাদা (সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য উচ্চ মর্যাদা জান্নাতে)	২০-ত্বা-হা	৭৫	৭৪৫
উচ্চ মর্যাদা মুমিনদের জন্য (প্রতিপালকের নিকট)	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
উত্তম (দু'দলের কোনটি মর্যাদায় উত্তম? কাফিররা মুমিনদেরকে বলে)	১৯-মারইয়াম	৭৩	৭৩৯
উন্নীত (আল্লাহ কতককে মর্যাদায় অন্যদের উপর উন্নীত করেন)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
উন্নীত (আল্লাহ মর্যাদা উন্নীত করেন যাকে ইচ্ছা তার)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
উন্নীত করা (আল্লাহ কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন)	৬-আন্‌'আম	১৬৫	৬১২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উন্নীত (মর্যাদায় উন্নীত করবেন আল্লাহ তাদেরকে যাদেরকে জ্ঞান...)	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
উন্নীত করা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করেন)	৬-আন্‌'আম	৮৩	৬০৩
উপাস্যরা মুশরিকদেরকে মর্যাদায় আল্লাহর নৈকট্য দিবে	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
এক দলের উপর অন্য দলের মর্যাদা দান লক্ষ্য করা	১৭-ইস্‌রা	২১	৭১৫
কতক রসূলকে আল্লাহ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
কাজ অনুসারে মর্যাদা (আল্লাহ প্রত্যেককে দিবেন)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৯	৯০৯
কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রত্যেকের মর্যাদা রয়েছে	৬-আন্‌'আম	১৩২	৬০৯
চাওয়া (নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপর মর্যাদা চাচ্ছে প্রধানরা বলল)	২৩-মু'মিনূন	২৪	৭৬৭
জগতসমূহের উপর নবীদেরকে মর্যাদা দান প্রসঙ্গ	৬-আন্‌'আম	৮৬	৬০৪
জিহাদকারীদের মর্যাদা বসে থাকা লোকদের চেয়ে বেশি	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
দাউদকে মুমিন বান্দাদের উপর মর্যাদা দেয়ায় আল্লাহর প্রশংসা	২৭-নামল	১৫	৮০১
নবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দান করেছেন আল্লাহ	১৭-ইস্‌রা	৫৫	৭১৮
নিকৃষ্ট (পথভ্রষ্টরা মর্যাদায় নিকৃষ্ট)	২৫-ফুরকান	৩৪	৭৮৪
নিকৃষ্ট (পথভ্রষ্টরা তা জানতে পারবে মর্যাদায় নিকৃষ্ট কে)?	১৯-মারইয়াম	৭৫	৭৩৯
নিকৃষ্ট (মর্যাদায় নিকৃষ্ট পাপাচারীরা)	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
নূহের মর্যাদা দেখতে পেলনা নিজেদের উপরে (কাফির নেতারা)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে নারীদের উপর	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
পুরুষের মর্যাদা নারীদের উপর আল্লাহ দিয়েছেন (কর্তৃত্ব প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
পূর্ববর্তীদের উপর পরবর্তীদের কোন মর্যাদা নেই	৭-আ'রাফ	৩৯	৬১৬
প্রতিপালকের নিকট মর্যাদা রয়েছে তাদের যারা...	৮-আনফাল	৪	৬৩২
প্রতিপালকের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে (স্ত্রী/সন্তান গ্রহণ না করা প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	৩	৯৮৬
ফলকে (কিছু ফলকে কিছু ফলের উপরে মর্যাদা দান)	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
বড় (আখিরাত সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে বড়)	১৭-ইস্‌রা	২১	৭১৫
বনী ইসরাঈলকে মর্যাদা দিয়েছিলেন আল্লাহ (জগতের মধ্যে)	৪৫-জাছিয়া	১৬	৯০৬
বনী ইসরাঈলকে জগত/মানবগোষ্ঠীর উপর মর্যাদা দান	২-বাক্বারা	৪৭	৫০৬
বনী ইসরাঈলকে জগতের উপর মর্যাদা দান	২-বাক্বারা	১২২	৫১৪
বনী ইসরাঈলকে জগতের উপর মর্যাদা দান প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৪০	৬২৫
মর্যাদাবানকে আল্লাহ মর্যাদা দান করবেন	১১-হূদ	৩	৬৬৫
মানুষের মর্যাদা এমন নয় যে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
মানুষের বিভিন্ন মর্যাদা রয়েছে (আল্লাহর নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৬৩	৫৫১
রাসূলগণের এক জনের উপর অন্যজনের মর্যাদা	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
রিযিকে যাকে মর্যাদা দেয়া হয় সে দাসকে এতটা রিযিক দেয় না...	১৬-নাহ্‌ল	৭১	৭০৮
রিযিকের ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকে কারো উপর মর্যাদা দেন	১৬-নাহ্‌ল	৭১	৭০৮
শ্রেষ্ঠ মর্যাদা আল্লাহর নিকট তাদের জন্য যারা...	৯-তাওবা	২০	৬৪২
শ্রেষ্ঠ মর্যাদা তাদের যারা মক্কা বিজয়ের আগে যুদ্ধ ও ব্যয় করেছে	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
শ্রেষ্ঠত্ব (মর্যাদার দিক দিয়ে জিহাদকারীদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান...)	৪-নিসা	৯৬	৫৬৯
সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ	৪০-মু'মিন	১৫	৮৭৯
সুলাইমানকে মুমিন বান্দাদের উপর মর্যাদা দেয়ায় আল্লাহর প্রশংসা	২৭-নামল	১৫	৮০১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মর্যাদাপূর্ণ			
কুরআন সম্মানিত (সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ)	৮৫-বুরূজ	২১	১০১৬
কুরআন (মর্যাদাপূর্ণ কুরআনের কসম)	৫০-ক্বাফ	১	৯২২
মর্যাদাবান			
আল্লাহ অতি প্রশংসনীয় ও মহামর্যাদাবান (ইবরাহীমের প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৭৩	৬৭২
আল্লাহ সম্মানিত	৮৫-বুরূজ	১৫	১০১৫
দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদাবান (ঈসা আ. ইবনে মারইয়াম)	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
প্রতিপালক মর্যাদাবান ও মহিমাময়	৫৫-রাহ্‌মান	৭৮	৯৪২
প্রতিপালক (মর্যাদাবান প্রতিপালকের সত্তাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে)	৫৫-রাহ্‌মান	২৭	৯৪০
মর্যাদা (প্রত্যেক মর্যাদাবানকে আল্লাহ মর্যাদা দান করবেন)	১১-হূদ	৩	৬৬৫
মূসা আ. আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান	৩৩-আহযাব	৬৯	৮৩৯
মর্যাদাসম্পন্ন			
জিবরাঈল মর্যাদাসম্পন্ন (আরশের মালিকের নিকট)	৮১-তাকভীর	২০	১০০৯
সহীফায় (মর্যাদাপর্ণ সহীফাসমূহে কুরআন লিপিবদ্ধ আছে)	৮০-আবাসা	১৩	১০০৬
মলিন/মলিনতা			
মুখমণ্ডল মলিন হবে কাফিরদের (কিয়ামত নিকটে দেখে)	৬৭-মুল্ক	২৭	৯৭৪
আচ্ছন্ন করবে কাফিরের চেহারা (কিয়ামতের দিন)	৮০-আবাসা	৪১	১০০৭
আচ্ছন্ন করা (ভাল কাজকারীর চেহারা মলিনতা আচ্ছন্ন করবে না)	১০-ইউনুস	২৬	৬৫৬
মশগুল (আরো দেখুন মগ্ন শব্দটি)			
কথাবার্তায় মশগুল না হওয়ার নির্দেশ (রাসূল স. এর ঘরে)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
মসজিদ			
আবাদ (মসজিদ আবাদ করবে তারাই যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ...)	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
আবাদ (মসজিদ আবাদ মুশরিকদের অধিকার নয়)	৯-তাওবা	১৭	৬৪১
আল্লাহর (মসজিদসমূহ আল্লাহরই, অন্য কাউকে ডাকা যাবে না)	৭২-জিন্	১৮	৯৮৭
আল্লাহর মসজিদে তাঁর নাম স্মরণে বাধা দানকারীর শাস্তি	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
ই'তিকাফ (মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় সহবাস নিষেধ)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
প্রবেশ (মসজিদে হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে মুমিনগণ)	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
প্রবেশ (বনী ইসরাঈলদের মসজিদে আল্লাহর বান্দাদের প্রবেশ...)	১৭-ইস্রা	৭	৭১৪
বানানো (মসজিদ বানিয়েছে যারা ক্ষতিসাধনের জন্য)	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
বানানো (আসহাবে কাহাফের আশ্রয়স্থলে মসজিদ বানানোর প্রস্তাব)	১৮-কাহ্ফ	২১	৭২৬
বিরত রাখা (মসজিদে হারাম থেকে মুমিনদেরকে বিরত রাখা)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
বিধ্বস্ত হওয়া (আল্লাহ প্রতিহত না করলে মসজিদ বিধ্বস্ত হত)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
ভিত্তি (যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়া সেটিই অধিক হকদার যে...)	৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
হারাম (মসজিদে হারামের দিকে চেহারা ফিরানোর নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
মসজিদুল হারাম			
আবাদ (মসজিদে হারামকে আবাদ করা ঈমানের সমান নয়)	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
চুক্তি (মসজিদে হারামের কাছে চুক্তি সম্পাদন)	৯-তাওবা	৭	৬৪০
দিক (মসজিদে হারামের দিকে চেহারা ফিরানো)	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
দিকে (মসজিদে হারামের দিকে চেহারা ফিরানোর নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
দিকে (মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৪৯	৫১৬
নিকটে আসবে না মুশরিকরা (মসজিদে হারমের...)	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
প্রবেশ (নিরাপদে প্রবেশ করবে মুমিনগণ মসজিদুল হারামে)	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
বাসিন্দা (মসজিদে হারামের বাসিন্দা না হলে, হজ্জ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
বিরত রাখা (মসজিদে হারাম থেকে লোকদেরকে...)	৮-আনফাল	৩৪	৬৩৫
বিরত রাখা(মসজিদুল হারাম থেকে বিরত রাখায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
বিরত রাখা (মসজিদে হারাম থেকে বিরত রাখা, বিদ্বেষ বশত)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
বিরত রাখা (মসজিদে হারাম থেকে মুমিনদেরকে বিরত রাখা)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
বের করে দেয়া অধিক গুরুতর (মসজিদে হারাম থেকে...)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
ভ্রমণ (মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা ভ্রমণ, মেরাজ প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্রা	১	৭১৪
যুদ্ধ (মসজিদুল হারামে যুদ্ধ করা নিষেধ)	২-বাক্বারা	১৯১	৫২১
মসজিদে আকসা (আরো দেখুন আকসা শব্দটি)			
মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রাসূল স. এর ভ্রমণ...	১৭-ইস্রা	১	৭১৪
মসজিদে দারার			
ক্ষতিসাধনের জন্য মসজিদ (মসজিদে দারার প্রসঙ্গ...)	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
মসৃণ			
দান করে খোঁটা (মসৃণ পাথরে বর্ষণ, দান করে খোঁটা দেয়ার উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
পাথরকে মসৃণ অবস্থায় রেখে যাওয়া (লোক দেখানো দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মহা			
অনুগ্রহ (সৎকর্মশীল মুমিনদের প্রতি আল্লাহর বড় অনুগ্রহ)	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
অনুগ্রহশীল (আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল)	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
পরীক্ষা(প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের জন্য মহাপরীক্ষা)	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
পরীক্ষা (বনী ইসরাঈলের জন্য প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মহাপরীক্ষা)	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
পাপ (শিরককারী মহাপাপ উদ্ভাবন করে)	৪-নিসা	৪৮	৫৬৩
প্রতিদান (প্রতিপালককে না দেখে ভয় করার জন্য, মহা প্রতিদান)	৬৭-মুল্ক	১২	৯৭২
প্রতিদান (মহাপ্রতিদানের দিক দিয়ে জিহাদকারীদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
প্রতিদান (আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিহত বা বিজয়ী ব্যক্তির মহাপ্রতিদান)	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
প্রতিদান (আল্লাহর উপদেশ মানলে মহাপ্রতিদান দান করা হত)	৪-নিসা	৬৭	৫৬৫
প্রতিদান (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সৎকাজ করলে মহাপ্রতিদান)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
প্রতিদান (মুনাফিকদের তাওবা ও সংশোধনের জন্য মহাপ্রতিদান)	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
প্রতিদান (আখিরাতের মুমিন ইহুদিদেরকে মহাপ্রতিদান দান)	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
প্রতিদান (রাসূল স. এর সামনে কণ্ঠস্বর নিচু করে যারা তাদের জন্য প্রতিদান)	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
মু'মিনদের জন্য মহাসাফল্য (আখিরাতের শাস্তি হতে রক্ষা)	৪০-মু'মিন	৯	৮৭৮
শাস্তি (আল্লাহর নাম স্মরণে বাধা দানকারীর জন্য কঠোর শাস্তি)	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
শাস্তি (মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর জন্য মহাশাস্তি)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
সাফল্য (মু'মিনদের জন্য মহা সাফল্য, জান্নাতে স্থায়ী হওয়া)	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
সাফল্য (জান্নাত লাভ মহাসাফল্য)	৩৭-সাফফাত	৬০	৮৫৯
সাফল্য (আল্লাহর কাছে মুমিনদের মহাসাফল্য...)	৪৮-ফাত্হ	৫	৯১৬
মহাঅনুগ্রহ			
আল্লাহর মহাঅনুগ্রহ (কিতাবের যোগ্য উত্তরাধিকারীদের প্রতি)	৩৫-ফাতির	৩২	৮৪৯
মহাকাল (আরো দেখুন যুগ/সময়/কাল শব্দটি)			
সময় (মহাকালের মধ্য থেকে এমন সময় অতিবাহিত হওয়া যখন..)	৭৬-দাহ্র	১	৯৯৫
মহান			
অনুগ্রহ (নবীর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ মহান)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
আরশ (মহান আরশ এর অধিপতি আল্লাহ)	২৭-নামল	২৬	৮০২
আরশ (মহান আরশের অধিপতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা...)	২৩-মু'মিনূন	৮৬	৭৭১
আরশ (মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ)	৯-তাওবা	১২৯	৬৫৩
আল্লাহ মহান	২৩-মু'মিনূন	১১৬	৭৭৩
আল্লাহ(মহান আল্লাহয় ঈমান না রাখায় জাহান্নামের কঠিন শাস্তি...)	৬৯-হাক্বাহ্	৩৩	৯৭৯
আল্লাহ মহান	৪০-মু'মিন	১২	৮৭৯
আল্লাহ মহান	৩৪-সাবা	২৩	৮৪৩
আল্লাহ মহান ও সর্বোচ্চ	৩১-লুকমান	৩০	৮২৯
আল্লাহ মহান ও প্রকৃত মালিক	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
আল্লাহ মহান ও শ্রেষ্ঠ (নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
আল্লাহ মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান	১৩-রা'দ	৯	৬৮৯
আল্লাহ সুমহান (তিনিই সত্য, শরীকরা মিথ্যা)	২২-হাজ্জ	৬২	৭৬৪
আল্লাহ সুউচ্চ ও সুমহান (আয়াতুল কুরসী)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
ইউসুফকে দেখে তাকে মহান মনে করল নারীরা এবং বলল...	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
কুরআন (মহান কুরআন বা সূরা ফাতিহা দিয়েছেন আল্লাহ রাসূল স. কে)	১৫-হিজর	৮৭	৭০২
চরিত্র (রাসূল স. মহান চরিত্রের অধিকারী)	৬৮-ক্বালাম	৪	৯৭৫
প্রতিপালক (মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯৬	৯৪৭
প্রতিপালক (মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৪	৯৪৬
প্রতিপালক (মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দান)	৯২-লাইল	২০	১০২৫
প্রতিদান (অগ্রিম প্রেরণের প্রতিদান অতি মহান)	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
প্রতিপালক(মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা)	৬৯-হাক্বাহ্	৫২	৯৮০
ব্যক্তি (কুরআন কেন 'মহান ব্যক্তিদের' উপর অবতীর্ণ হল না?)	৪৩-যুখরুফ	৩১	৮৯৮
মহানুভব			
প্রতিপালক আল্লাহ মহানুভব	৮২-ইনফিতার	৬	১০১০
প্রতিপালক মহানুভব (মানুষের অকৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪০	৮০৩
প্রতিপালক বড়ই মানুভব (পড়ার নির্দেশ প্রসঙ্গ)	৯৬-আলাক	৩	১০২৮
মহাপ্রলয়			
কিয়ামত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা (মহাপ্রলয় কী ?)	১০১-ক্বারি'আ	২	১০৩১
কিয়ামত প্রসঙ্গ (এটি মহাপ্রলয়স্বরূপ)	১০১-ক্বারি'আ	১	১০৩১
জানানো (মহাপ্রলয়/কিয়ামত সম্পর্কে রাসূল স. কে কিসে জানাবে?)	১০১-ক্বারি'আ	৩	১০৩১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মহাভীতি			
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না জান্নাতীদের(হাশরের মহাভীতি...)	২১-আম্বিয়া	১০৩	৭৫৭
মহাশাস্তি			
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার কারণে মহাশাস্তি	১৬-নাহ্ল	৯৪	৭১১
উপহাসের জন্য(আয়াতকে উপহাসের বিষয় বানানোর জন্য মহাশাস্তি)	৪৫-জাছিয়া	১০	৯০৫
কাফিরদের জন্য মহাশাস্তি (হৃদয় ও কানে মোহর প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭	৫০২
কুফরীর (ঈমানের পর কুফরীর জন্য আল্লাহর ক্রোধ/মহাশাস্তি)	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
মুনাফিকদেরকে মহাশাস্তির দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
স্পর্শ (মু'মিনদেরকে স্পর্শ করত মহাশাস্তি যদি...)	২৪-নূর	১৪	৭৭৫
মহাসংকট			
উদ্ধার (নূহ/তার পরিবারকে মহাসংকট হতে উদ্ধার)	২১-আম্বিয়া	৭৬	৭৫৫
মহাসংবাদ			
কিয়ামত সংঘটন এক মহাসংবাদ	৩৮-সোয়াদ	৬৭	৮৬৯
মহাসাফল্য			
আল্লাহর বন্ধু/মুমিন-মুত্তাকীদের জন্য মহাসাফল্য (ভয়/দুশ্চিন্তা নেই)	১০-ইউনুস	৬৪	৬৬০
জান্নাতে প্রবেশ ও স্থায়ী হওয়াই মহাসাফল্য	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
জান্নাতে প্রবেশ মহাসাফল্য	৬১-সাফ্ফ	১২	৯৬১
জান্নাতে প্রবেশ করাটাই মহাসাফল্য	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
জান্নাত লাভ মহাসাফল্য (মুমিন ও সৎকর্মশীলদের জন্য)	৮৫-বুরূজ	১১	১০১৫
প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভ করা মহাসাফল্য	৪৪-দুখান	৫৭	৯০৪
শাস্তি হতে রক্ষা (আখিরাতে মু'মিনদের জন্য মহাসাফল্য)	৪০-মু'মিন	৯	৮৭৮
সত্যবাদীদের মহাসাফল্য (জান্নাতে স্থায়ী হওয়া)	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
মহিমা			
নারীরা বলল 'মহিমা আল্লাহর' আমরা ইউসুফ আ. সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
নারীরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করল (ইউসুফকে দেখে)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
আল্লাহর মহিমা ফেরেশতারা ঘোষণা করেন (আদম আ. সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
মহিমান্বিত			
আল্লাহ মহিমান্বিত	১৭-ইস্রা	৪৩	৭১৭
আল্লাহ মহিমান্বিত	৫৯-হাশর	২৩	৯৫৭
মহিমাময়			
প্রতিপালক মহিমাময় ও মর্যাদাবান	৫৫-রাহ্মান	৭৮	৯৪২
প্রতিপালক(মহিমাময় প্রতিপালকের সত্তাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	২৭	৯৪০
মা (আরো দেখুন মাতা শব্দটি)			
ঈসা আ. ও তার মাকে নিদর্শন করেছেন আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	৫০	৭৬৯
ঈসা আ. ও তার মাকে প্রদত্ত নেয়ামত স্মরণকরার নির্দেশ...	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
ঈসা আ. নিজেকে ও তার মাকে ইলাহ হিসাবেগ্রহণ করতে বলেছিল কি?	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
কষ্ট (মাকে কষ্ট দেয়া যাবে না সন্তানের জন্য)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
গর্ভ (মানুষ মাতৃগর্ভে ভ্রূণ রূপে ছিল)	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
গর্ভধারণ (সন্তানকে মা কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেন)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
গর্ভধারণ করেছে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে, মা...	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
গর্ভ (আল্লাহ মানুষকে মাতৃগর্ভ থেকে বের করেছেন)	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
ছেলে (হারুনের মায়ের ছেলে/সহোদর মূসার কাছে অনুরোধ)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
জনপদের মা/মক্কাবাসীদেরকে কুরআন দ্বারা সতর্ক করা	৬-আন্'আম	৯২	৬০৪
জন্মদান করেছেন যিনি তিনিই মা	৫৮-মুজাদালা	২	৯৫২
দুধ পান করাবে মায়েরা সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
ভরণ-পোষণ (মায়ের ভরণ-পোষণ সন্তানের পিতার দায়িত্ব)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
মাসীহ এর মাকে ধ্বংস করতে চান যদি আল্লাহ...	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
মাসীহ এর মা সত্যবাদী (মারইয়াম)	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
মুমিনদের মা (নবীর স্ত্রীগণ মুমিনদের মা)	৩৩-আহ্যাব	৬	৮৩৩
মূসার মায়ের নিকট তাকে ফিরিয়ে দেয়া (চোখ জুড়ানোর জন্য)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মূসার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলেন আল্লাহ মূসাকে...	২৮-কাসাস	১৩	৮০৯
মূসার মায়ের অন্তর শূন্য হয়ে পড়ল	২৮-কাসাস	১০	৮০৮
মূসার মাকে ওহী করলেন আল্লাহ (মূসাকে দুধপান করানোর জন্য)	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
স্ত্রীরা মা হয়ে যায় না (যিহার করলেই)	৫৮-মুজাদালা	২	৯৫২
হারুনের মায়ের ছেলে মূসাকে হারুনের অনুরোধ (চুল/দাড়ি না ধরতে)	২০-ত্বা-হা	৯৪	৭৪৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মাংস (আরো দেখুন গোশত শব্দটি)			
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পশুর মাংস খাওয়া হারাম...	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
শূকরের মাংস খাওয়া হারাম	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
মাকড়সা			
উপমা(আল্লাহ বাদে অন্যকে অভিভাবকগ্রহণের উপমা, মাকড়সার মত)	২৯-আনকাবূত	৪১	৮১৯
ঘর (মাকড়সার ঘরই দুর্বলতম ঘর)	২৯-আনকাবূত	৪১	৮১৯
মাকামে ইবরাহীম			
নিদর্শন (স্পষ্ট নিদর্শনাবলী মাকামে ইবরাহীম, মক্কায় স্থাপিত ঘরে)	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ (মাকামে ইবরাহীমকে)	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
মাকামে মাহমুদ			
রাসূল স. কে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন প্রতিপালক	১৭-ইস্রা	৭৯	৭২০
মাখলুকাত (দেখুন জীব শব্দটি)			
মাচা/মাচাবিহীন/মাচাযুক্ত			
বাসা (পাহাড়/গাছে,মাচায় বাসা বাঁধতে মৌমাছির প্রতি ওহী/ইঙ্গিত)	১৬-নাহ্ল	৬৮	৭০৮
বাগান (মাচাযুক্ত ও মাচাবিহীন বৃক্ষলতা সম্বলিত বাগান সৃষ্টি)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
বাগান (মাচাযুক্ত ও মাচাবিহীন বৃক্ষলতা সম্বলিত বাগান সৃষ্টি)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
মাছ			
গিলে ফেলল (ইউনুসকে এক মাছ গিলে ফেলল)	৩৭-সাফ্ফাত	১৪২	৮৬৩
ভুলে যাওয়া (মাছের কথা ভুলে গেল মূসার সঙ্গী)	১৮-কাহ্ফ	৬৩	৭৩০
রাসূল স. কে মাছওয়ালার (ইউনুসের) মত অধৈর্য না হওয়ার নির্দেশ	৬৮-ক্বালাম	৪৮	৯৭৭
শনিবারে মাছ আসা (শনিবারওয়ালাদের মাছ শিকার প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
সমুদ্রে নেমে গেল মাছ (বিস্ময়করভাবে)...	১৮-কাহ্ফ	৬৩	৭৩০
সমুদ্রে চলে গেল মাছ.....	১৮-কাহ্ফ	৬১	৭২৯
রাসূল স. কে মাছওয়ালার (ইউনুসের) মত অধৈর্য না হওয়ার নির্দেশ	৬৮-ক্বালাম	৪৮	৯৭৭
মাছ (গোশত)			
আহার (সমুদ্র থেকে তাজা গোশত/মাছ আহার প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
তাজা গোশত/মাছ আহার প্রসঙ্গ (সমুদ্র থেকে)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
মাছি			
ছিনিয়ে নেয়া(মাছি কিছু ছিনিয়ে নিলে তা উদ্ধারেও উপাস্যরা অক্ষম)	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
সৃষ্টি (অন্যান্য উপাস্যরা মাছি সৃষ্টিতেও সক্ষম নয়)	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
মা (জনপদের মা মক্কা)			
'জনপদের মা'/মক্কার লোকদের সতর্ক করার জন্য কুরআন নাযিল	৪২-শূরা	৭	৮৯১
মাজূজ			
খুলে দেয়া (কিয়ামতের পূর্বে ইয়াজুজ-মাজুজকে খুলে দেয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯৬	৭৫৬
ফাসাদ সৃষ্টিকারী, ইয়াজূজ-মাজুজ (পৃথিবীতে)	১৮-কাহ্ফ	৯৪	৭৩২
মাজুস (দেখুন অগ্নিপূজক শব্দটি)			
মাঝামাঝি			
গাভী (কুমারী এবং পরিণত বয়স্কার মাঝামাঝি বয়সের গাভী)	২-বাক্বারা	৬৮	৫০৮
মাঝে			
আকাশ-পৃথিবীর মধ্যবর্তী সব কিছুর অধিপতি আল্লাহ	৪৩-যুখরুফ	৮৫	৯০১
আকাশ-পৃথিবীর মাঝে সব কিছুর প্রতিপালক (আল্লাহ)	৭৮-নাবা	৩৭	১০০১
মাটি			
আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	৬১	৭১৯
আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ...	৩-আলে ইমরান	৫৯	৫৪১
আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	১২	৬১৩
কাফির মাটি হওয়ার আকাঙ্খা করবে (কিয়ামতের দিন)	৭৮-নাবা	৪০	১০০২
কাফিরদের পিতৃপুরুষ মাটি হওয়ার পর পুনরুত্থানের বিষয়ে সন্দেহ	২৭-নামল	৬৭	৮০৫
ক্ষয় করে (মাটি মৃতদেহের কতটুকু ক্ষয় করে আল্লাহ তা জানেন)	৫০-ক্বাফ	৪	৯২২
দানা (মাটির নিচের সরিষার দানা পরিমাণও আল্লাহ উপস্থিত করবেন)	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা (পানি না পেলে)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম (পানি না পেলে)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
পরিণত (মরে মাটিতে পরিণত হওয়ার পর প্রতিদান দেয়া হবে!)	৩৭-সাফ্ফাত	৫৩	৮৫৯
পরিণত হওয়া (মাটিতে পরিণত হওয়ারপর পুনরুত্থান!, কাফিরদের বিস্ময়)	৩৭-সাফ্ফাত	১৬	৮৫৭
পরিণত (হাড় ও মাটি হওয়ার পর পুনরুত্থান?)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪৭	৯৪৫
পানি (মাটিতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	১৮	৭৬৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মাটি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পাথরের উপরের মাটি বর্ষণে ধুয়ে যাওয়া (লোক দেখানো দান...)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
পাখি (কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরী করেন ঈসা...)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
পুতে ফেলা (কন্যা শিশুকে মাটিতে জীবন্ত পুতে ফেলা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৫৯	৭০৭
পোড়ামাটির পাথর নিক্ষেপ (হাতীওয়ালাদের উপর)	১০৫-ফীল	৪	১০৩৩
পোকা (মাটির পোকা দেখিয়ে দিল সুলাইমানের মৃত্যুর বিষয়)	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যাবর্তন (বিস্ময়কর ব্যাপার)	৫০-ক্বাফ	৩	৯২২
মানুষ সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন)	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আঠালো মাটি থেকে	৩৭-সাফ্‌ফাত	১১	৮৫৭
মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গ(মাটি,বীর্য,আলাকা,মুদগা -এভাবে ক্রমান্বয়ে)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
মানুষ সৃষ্টি, মাটি থেকে (দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্র.)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৭	৭২৭
মানুষ মাটি হতে সৃষ্টি	৩০-রূম	২০	৮২৩
মানুষ মাটি হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে সৃষ্টিতে কাফিরদের বিস্ময়	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
মিশে যাওয়া (কিয়ামতে কাফির মাটির সাথে মিশে যেতে কামনা করবে)	৪-নিসা	৪২	৫৬২
মৃত্যুর পর মাটিতে পরিণত হওয়ার পর বের করে আনা	২৩-মু'মিনূন	৩৫	৭৬৮
সৃষ্টি (মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রসঙ্গ(মাটি,বীর্য,আলাকা,মুদগা -এভাবে ক্রমান্বয়ে)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
সৃষ্টি (মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে)	৬-আন্‌'আম	২	৫৯৬
হাড় ও মাটিতে পরিণত হওয়ার পর পুনরুত্থান	২৩-মু'মিনূন	৮২	৭৭১
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টির সূচনা কাদামাটি থেকে)	৩২-সাজ্‌দা	৭	৮৩০
মানুষ সৃষ্টি (পোড়া মাটির মতো শুকনো মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি)	৫৫-রাহ্‌মান	১৪	৯৩৯
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, ছামুদ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
মাটি (শুকনো মাটি)			
মানুষ সৃষ্টি (পোড়া মাটির মতো শুকনো মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি)	৫৫-রাহ্‌মান	১৪	৯৩৯
মাঠ (দেখুন ময়দান শব্দটি)			
মাতা (আরো দেখুন মা শব্দটি)			
অংশ (মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে মাতা এক তৃতীয়াংশ পাবে)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
অংশ (মৃত ব্যক্তির ভাইবোন থাকলে মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
ঈসার মাতার প্রতি সদয় বানিয়েছেন আল্লাহ ঈসাকে	১৯-মারইয়াম	৩২	৭৩৬
ঘর (মাতার ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
পলায়ন, মাতা থেকে সন্তানের (শেষ বিচারের দিনে)	৮০-আবাসা	৩৫	১০০৭
বিয়ে (মাতাকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
মারইয়ামের মাতা ব্যভিচারিণী ছিল না	১৯-মারইয়াম	২৮	৭৩৬
মূসার মাকে আল্লাহর ওহী (শৈশবে ফিরআউনের ঘরে প্রতিপালন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৩৮	৭৪৩
স্ত্রীকে আল্লাহ মাতা বানাননি (যিহার প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
মাতা (দুধমাতা)			
বিয়ে (দুধমাতাকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
মাতা-পিতা			
অংশ(পিতা-মাতা অংশীদার হলে মাতা এক তৃতীয়াংশ পাবে যদি...)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
অংশ (পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ যদি...)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
অনুগ্রহ (পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
বিরক্তি প্রকাশ, পিতা-মাতার প্রতি কাফিরের! (ঈমানের আহবান...)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৭	৯০৯
সদয় ব্যবহার (পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
সদ্ব্যবহার (পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
সদ্ব্যবহার (মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা আল্লাহর আদেশ)	১৭-ইস্‌রা	২৩	৭১৬
সম্পদ (পিতামাতার রেখে যাওয়া সম্পদে নারী-পুরুষের অংশ আছে)	৪-নিসা	৭	৫৫৭
মাতাল			
জান্নাতিরা মাতাল হবে না (সুরা পান করে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৪৭	৮৫৯
জান্নাতিরা মাতাল হবে না (সুরা পান করে)	৫৬-ওয়াক্বিয়াহ্‌	১৯	৯৪৩
মাতৃগর্ভ			
অন্ধকার (মাতৃগর্ভের তিন ধরনের অন্ধকারে মানুষের সৃষ্টি)	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
আকৃতি গঠন (মাতৃগর্ভে মানুষের আকৃতি গঠন...)	৩-আলে ইমরান	৬	৫৩৬
জ্ঞান (মাতৃগর্ভে কী আছে তা আল্লাহ জানেন)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
বের করা (আল্লাহ মানুষকে মাতৃগর্ভ থেকে বের করেছেন)	১৬-নাহ্‌ল	৭৮	৭০৯
মানুষ মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিল	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
মাথা			
উত্তপ্ত পানি মাথায় ঢালা হবে (কাফির/আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর)	২২-হাজ্জ	১৯	৭৬০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উপরে (মাথার উপরে রুটি বহন করতে দেখল স্বপ্নে)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
কষ্ট (মাথায় কষ্টের কারণে মাথামুন্ডন করে ফেললে (হজ্জ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
খাওয়া (পাখি মাথা খাবে তার, যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে...)	১২-ইউসুফ	৪১	৬৮০
জালিমরা মাথা উপরে উঠিয়ে দৌড়াতে থাকবে(কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৩	৬৯৭
ঝাকুনি (রাসূল স. এর কাছে আসতে বললে মুনাফিকরা মাথা ঝাকুনি দেয়)	৬৩-মুনাফিকূন	৫	৯৬৪
নত (অপরাধীরা কিয়ামতে প্রতিপালকের সামনে মাথা নত করবে)	৩২-সাজ্‌দা	১২	৮৩১
নাড়ানো (কাফিররা মাথা নাড়াবে, পুনরুত্থান অবিশ্বাস করে)	১৭-ইস্‌রা	৫১	৭১৮
পাপীদের মাথার উপর উত্তপ্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে	৪৪-দুখান	৪৮	৯০৪
মাসেহ (মাথা মসেহ করার নির্দেশ, অজু প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
মুন্ডন (মাথা মুন্ডন না করা, হজ্জে বাধাগ্রস্ত হলে...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
মুন্ডিত (মাথা মুন্ডিত অবস্থায় মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে মুমিনগণ)	৪৮-ফাত্‌হ	২৭	৯১৯
শয়তানের মাথার ন্যায় যাক্কুম বৃক্ষের মোচা	৩৭-সাফ্‌ফাত	৬৫	৮৬০
সাদা (মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, যাকারিয়ার রাঃ দোয়া)	১৯-মারইয়াম	৪	৭৩৪
মাথা (চুল)			
হারূনের চুল না ধরার অনুরোধ (মূসাকে)	২০-ত্বা-হা	৯৪	৭৪৭
হারূনের মাথা/চুল ধরে টেনে আনা (মূসার)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
মাথাব্যথা			
জান্নাতিদের মাথাব্যাথা হবে না (সুরা পান করে)	৫৬-ওয়াক্বিয়াহ্‌	১৯	৯৪৩
মাথার কাপড়			
ফেলে রাখা (মাথার কাপড় ফেলে রাখবে গলদেশে পর্দা প্রসঙ্গ...)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
মাথার ঝুঁটি			
অপরাধীদের মাথার ঝুটি/পা ধরে পাকড়াও করা হবে	৫৫-রাহ্‌মান	৪১	৯৪১
মাথি			
খেজুর গাছের ঝুলন্ত কাঁদি বৃষ্টির মাধ্যমে উৎপন্ন করা	৬-আন্‌'আম	৯৯	৬০৫
মাদইয়ান			
অধিবাসী (মাদইয়ানবাসীদের নিকট রাসূল স. উপস্থিত ছিলেন না)	২৮-কাসাস	৪৫	৮১২
অধিবাসী(মাদইয়ানের অধিবাসীরা তাদের নবীকে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২২-হাজ্জ	৪৪	৭৬২
অধিবাসী (মাদইয়ানের অধিবাসীদের সংবাদ আসেনি কি)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
অবস্থান (কয়েক বছর মূসার মাদইয়ানে অবস্থান)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
অভিমুখে (মাদইয়া অভিমুখে যাত্রা করল মূসা)	২৮-কাসাস	২২	৮০৯
ধ্বংস (মাদইয়ানবাসী ধ্বংস হলো ছামুদ জাতির ন্যায়)	১১-হূদ	৯৫	৬৭৪
পানির কূপ (মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছল যখন মূসা...)	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
শু'আইবকে মাদইয়ানে প্রেরণ	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
শু'আইবকে মাদইয়ানবাসীদের কাছে প্রেরণ	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
শুআইবকে মাদইয়ানবাসীদের কাছে প্রেরণ প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৩৬	৮১৯
মাদক (আরো দেখুন মদ শব্দটি)			
আঙ্গুর/খেজুর থেকে মাদক/উত্তম রিযিক গ্রহণ নিদর্শন	১৬-নাহ্‌ল	৬৭	৭০৮
মাদী পশু			
গর্ভ (মাদী পশুর গর্ভের বাচ্চাও কি হারাম ?)	৬-আন্‌'আম	১৪৩	৬১০
গর্ভ (মাদী পশুর গর্ভের বাচ্চাও কি হারাম ?)	৬-আন্‌'আম	১৪৪	৬১০
হারাম করা (উট ও গরুর মাদী পশুও কি হারাম করা হয়েছে ?)	৬-আন্‌'আম	১৪৪	৬১০
হারাম করা (ভেড়া ও ছাগলের মাদী পশুও কি হারাম করা হয়েছে ?)	৬-আন্‌'আম	১৪৩	৬১০
মানত			
জানা (মানুষের মানত সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	২৭০	৫৩২
পূর্ণ করা (নেক বান্দারা তাদের মানত পূর্ণ করে, জান্নাত প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্‌র	৭	৯৯৫
পূর্ণ করা (হজ্জের সময় তাওয়াফের পূর্বে মানত পূর্ণ করা)	২২-হাজ্জ	২৯	৭৬০
প্রতিপালকের জন্য মানত করলেন (ইমরানের স্ত্রী)	৩-আলে ইমরান	৩৫	৫৩৯
মানুষের মানত সম্পর্কে আল্লাহ জানেন	২-বাক্বারা	২৭০	৫৩২
রোজা রাখা বা কথা বলা থেকে বিরত থাকার মানত (মারইয়ামের)	১৯-মারইয়াম	২৬	৭৩৫
মানদণ্ড (মীযান)			
ন্যায়বিচারের মীযান/মানদন্ড স্থাপন করা হবে (কিয়ামতে)	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
স্থাপন (কিয়ামতে ন্যায়বিচারের মীযান/মানদন্ড স্থাপন করা হবে)	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
মানব (আরো দেখুন মানুষ শব্দটি)			
জিবরাঈল মানবাকৃতি ধারণ করল (মারইয়ামের নিকট)	১৯-মারইয়াম	১৭	৭৩৫
সৃষ্টি (মানব সৃষ্টির সূচনা কাদামাটি থেকে)	৩২-সাজ্‌দা	৭	৮৩০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানবগোষ্ঠী (জগত)			
মর্যাদা দান(বনী ইসরাঈলকে জগত/মানবগোষ্ঠীর উপর মর্যাদা দান)	২-বাক্বারা	৪৭	৫০৬
মানব জাতি			
কুরআন মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা	৩-আলে ইমরান	১৩৮	৫৪৯
ঘর (মানবজাতির জন্য প্রথম ঘর যা বাক্কায়/মক্কা স্থাপিত...)	৩-আলে ইমরান	৯৬	৫৪৫
নিদর্শন (মানবজাতির জন্য নিদর্শন বানালেন আল্লাহ, নূহ আ. সম্প্রদায়কে)	২৫-ফুরকান	৩৭	৭৮৫
নিরাপত্তাস্থল (কাবাঘর মানবজাতির জন্য নিরাপত্তাস্থল)	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
নেতা (আল্লাহ কর্তৃক ইবরাহীমকে মানব জাতির নেতা বানানো)	২-বাক্বারা	১২৪	৫১৪
প্রতিহত করা(আল্লাহ মানুষকে প্রতিহত না করলে ধর্মীয় স্থান ধ্বংস হত)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
মাটি হতে সৃষ্ট মানব জাতি ছড়িয়ে আছে পৃথিবী জুড়ে	৩০-রূম	২০	৮২৩
মিলনকেন্দ্র (কাবাঘর মানবজাতির জন্য মিলনকেন্দ্র)	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসূল স. কে প্রেরণ	৩৪-সাবা	২৮	৮৪৩
সাক্ষী (মুমিনগণ সাক্ষী হবে মানবজাতির উপর)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
সাক্ষী (মুমিনগণ মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
মানা			
মুনাফিকরা কারো কথা মানবে না (কাফিরদের সাথে বের হয়ে যাওয়ার...)	৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
মানাত			
তৃতীয় প্রতিমা 'মানাত' সম্পর্কে ভেবে দেখার আহ্বান	৫৩-নাজম	২০	৯৩২
মানানসই			
মূসার জন্য মানানসই (আল্লাহ সম্পর্কে মূসার সত্য বলা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০৫	৬২২
মানা/না মানা			
অপরাধী মিথ্যাচারীকে মানা যাবে না (রাসূল স. এর প্রতি নির্দেশ)	৯৬-আলাক	১৯	১০২৮
মিথ্যাচারী অপরাধীকে মানা যাবে না (রাসূল স. এর প্রতি নির্দেশ)	৯৬-আলাক	১৯	১০২৮
মানানো/শোভা পাওয়া			
রাসূল স. এর জন্য মানায় না (কবিতা শিখা)	৩৬-ইয়াসীন	৬৯	৮৫৬
শয়তানের পক্ষে কুরআন অবতীর্ণের কাজ মানায় না	২৬-শু'আরা	২১১	৭৯৮
মানুষ (আরো দেখুন মানব শব্দটি)			
অকল্যাণ (মানুষের অকল্যাণকে আল্লাহ যদি ত্বরান্বিত করতেন!)	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
অকৃতজ্ঞ হয় মানুষ (দয়া আস্বাদনের পর প্রত্যাহার করলে...)	১১-হূদ	৯	৬৬৬
অকৃতজ্ঞ (মানুষ অকৃতজ্ঞ অথবা কৃতজ্ঞ হবে,হেদায়াত প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্‌র	৩	৯৯৫
অকৃতজ্ঞ (মানুষ অবশ্যই অতি অকৃতজ্ঞ)	২২-হাজ্জ	৬৬	৭৬৪
অকৃতজ্ঞ (মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ)	১০০-'আদিয়াত	৬	১০৩০
অকৃতজ্ঞ (মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ)	১৭-ইস্‌রা	৬৭	৭১৯
অকৃতজ্ঞ (মানুষ সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ,শিরক প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	১৫	৮৯৭
অকৃতজ্ঞ (কৃতকর্মের জন্য মন্দ/বিপদ আসলে মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়)	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
অকৃতজ্ঞ (আল্লাহ অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ)	১০-ইউনুস	৬০	৬৬০
অক্ষম(আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রমে মানুষ/জিন অক্ষম)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৩	৯৪০
অজুহাত পেশ(মানুষের অজুহাত পেশ, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	১৫	৯৯৩
অধিকাংশ মানুষই জানে না যে কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না যে কিয়ামত আসবে	৪০-মু'মিন	৫৯	৮৮৩
অনুগ্রহশীল(আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
অনুগ্রহশীল (আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল)	১০-ইউনুস	৬০	৬৬০
অনুগ্রহ...(প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল,অথচ মানুষ অকৃতজ্ঞ)	২৭-নামল	৭৩	৮০৬
অনুগ্রহ (মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ মিল্লাতে ইবরাহীম)	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
অনুসরণ(কতক মানুষ বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে)	২২-হাজ্জ	৩	৭৫৮
অনুসরণ (মানুষকে অনুসরণ করতে ছামুদ সম্প্রদায়ের আপত্তি)	৫৪-কামার	২৪	৯৩৭
অনুগামী (মানুষকে জ্বীন শয়তানদের অনুগামী করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১২৮	৬০৮
অপরাধ(সেদিন মানুষের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৯	৯৪১
অবতীর্ণ (আল্লাহ মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেননি! ইহুদীদের দাবি)	৬-আন্‌'আম	৯১	৬০৪
অবিশ্বাস(আল্লাহর নিদর্শনে মানুষের নিশ্চিত বিশ্বাস না থাকা)	২৭-নামল	৮২	৮০৬
অবিশ্বাসী (মানুষকে বিচার দিনে অবিশ্বাসী বানায় কিসে?)	৯৫-তীন	৭	১০২৭
অবিশ্বাসী (মানুষ প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে অবিশ্বাসী)	৩০-রূম	৮	৮২২
অভ্যন্তর (মানুষের অভ্যন্তরে আল্লাহ দুটি হৃদয় বানাননি)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
অর্জন (মানুষের অর্জনের জন্য ফাসাদ প্রকাশিত, স্থলে ও সমুদ্রে)	৩০-রূম	৪১	৮২৫
অস্বীকার (মানুষ অস্বীকার করল সব কিছুই- কুফরী ছাড়া)	২৫-ফুরকান	৫০	৭৮৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৩	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৩০	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৯	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৮	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	১৩	৯৩৯
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৪	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৩৬	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৬৯	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৬১	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৫	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৪২	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৪৭	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৯	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৬৭	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৭	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	২৮	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৬৫	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৩	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৪০	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	২৫	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	২৩	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৫	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	১৬	৯৩৯
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৭১	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	১৮	৯৩৯
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৫১	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৫	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৭	৯৪১
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৩২	৯৪০
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	৬৩	৯৪২
অস্বীকার(প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে জিন/মানুষ!)	৫৫-রাহ্‌মান	২১	৯৪০
অস্বীকার করল অধিকাংশ মানুষ (কুফরী ছাড়া সবকিছু)	১৭-ইস্‌রা	৮৯	৭২১
অহঙ্কারী হয় মানুষ (দুঃখের পর নিয়ামত আস্বাদন করালে)	১১-হূদ	১০	৬৬৬
আকাঙ্ক্ষা (মানুষ যা আকাঙ্ক্ষা করে তার সব পায় না)	৫৩-নাজম	২৪	৯৩৩
আকৃতি (আল্লাহ মানুষের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন)	৬৪-তাগাবুন	৩	৯৬৬
আখিরাতের আবাস যদি সব মানুষ বাদে ইহুদীদের জন্য হয়!	২-বাক্বারা	৯৪	৫১১
আগ্রহী (ইহুদীরা সব মানুষের চেয়ে জীবনের প্রতি বেশি আগ্রহী)	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
আঙ্গুলের অগ্রভাগ (মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পুনর্গঠনে আল্লাহ সক্ষম)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	৪	৯৯৩
আনুগত্য (মানুষের আনুগত্য করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কাফিররা বলল)	২৩-মু'মিনূন	৩৪	৭৬৮
আপোষ-নিষ্পত্তি (মানুষের মাঝে আপোষ-নিষ্পত্তি...)	২-বাক্বারা	২২৪	৫২৫
আপোষ-নিষ্পত্তি (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের মাঝে আপোষ-নিষ্পত্তি)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
আবৃত করবে (মানুষকে ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশ আবৃত করবে)	৪৪-দুখান	১১	৯০২
আয়াত (মানুষের জন্য আয়াত বর্ণনা করছেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
আরোগ্য (মধুতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে)	১৬-নাহ্‌ল	৬৯	৭০৮
আলোকবর্তিকা (কুরআন মানুষের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ)	৪৫-জাছিয়া	২০	৯০৬
আলো (তাওরাত মানুষের জন্য আলোস্বরূপ ছিল)	৬-আন্‌'আম	৯১	৬০৪
আলোকবর্তিকা (মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা, মূসার কিতাব)	২৮-কাসাস	৪৩	৮১১
আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল	৪০-মু'মিন	৬১	৮৮৩
আল্লাহর দয়া (মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়াকে স্মরণের নির্দেশ)	৩৫-ফাতির	৩	৮৪৬
আল্লাহ মানুষকে যেদিন ডাকবেন আমলনামাসহ...	১৭-ইস্‌রা	৭১	৭২০
আশ্রয় চাওয়া (কিছু মানুষ জিনের কাছে আশ্রয় চাওয়ায় অন্যায় বৃদ্ধি)	৭২-জিন্‌	৬	৯৮৬
আশ্চর্যের বিষয় মানুষের জন্য (মুহাম্মদ স. এর প্রতি ওহী প্রেরণ)	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
আসা (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সত্য এসেছে)	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪
আস্বাদন (মানুষকে নিয়ামত আস্বাদন করালে অহঙ্কারী/উৎফুল্ল হয়)	১১-হূদ	১০	৬৬৬
আস্বাদন (দয়া আস্বাদন করালে মানুষ ষড়যন্ত্র করে)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষ (আরো দেখুন মানব শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আহার (ভূমিজাত উদ্ভিদ মানুষ/গবাদিপশু আহার করে)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
আহার (মানুষকে আহার করার নির্দেশ, হালাল ও পবিত্র বস্তু)	২-বাকারা	১৬৮	৫১৮
ইউসুফকে দেখে নারীরা বলল 'এ তো মানুষ নয়...)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
ইন্ধন (মানুষ ও পাথর আগুনের ইন্ধন, সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গ...)	২-বাকারা	২৪	৫০৪
ইন্ধন (মানুষ ও পাথর জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন)	৬৬-তাহরীম	৬	৯৭০
ইবরাহীম আ. মানুষের পক্ষে তাদের অধিক নিকটতর যারা তার অনুসরণ করেছে	৩-আলে ইমরান	৬৮	৫৪২
ইবাদত (অনেক মানুষ দ্বিধার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
ইবাদত (মানুষকে প্রতিপালকের ইবাদত করার নির্দেশ)	২-বাকারা	২১	৫০৩
ইলাহ/উপাস্য(মানুষের ইলাহ/উপাস্যের কাছে আশ্রয় চাওয়া)	১১৪-নাস	৩	১০৩৬
ইহুদী ও নাসারারাও মানুষ যাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
ঈমান (অধিকাংশ মানুষ কিতাবে/কুরআনে বিশ্বাস করে না)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
ঈমান আনা থেকে মানুষকে বিরত রাখে কেবল এই যে- তারা বলে...	১৭-ইস্রা	৯৪	৭২২
ঈমান আনে না অধিকাংশ মানুষ (অবতীর্ণ সত্যের উপর)	১৩-রা'দ	১	৬৮৮
ঈমান (মানুষের/মুনাফিকের ঈমান আনার মিথ্যা দাবী)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
ঈমান (মানুষকে ঈমানের আহ্বান)	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
ঈমানের পরীক্ষা (আল্লাহ মানুষের ঈমান পরীক্ষা করবেন)	২৯-আনকাবূত	২	৮১৬
ঈমান (কতক মানুষ/মুনাফিক ঈমানের মিথ্যা ঘোষণা দেয়.)	২-বাকারা	৮	৫০২
ঈসা আ. মানুষের সাথে কথা বলেছেন, কোলে থাকতে	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
ঈসা আ. কি মানুষকে বলেছিল-'আমাকে এবং আমার মাকে ইলাহ...)	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
উঠানো (উৎপাটিত খেজুর গাছের মত আদ জাতিকে উঠিয়ে নিক্ষেপ)	৫৪-কামার	২০	৯৩৭
উৎফুল্ল হয় মানুষ (দুঃখের পর নিয়ামত আস্বাদন করালে..)	১১-হূদ	১০	৬৬৬
উৎফুল্ল (আল্লাহর দয়া আস্বাদন করানো হলে মানুষ উৎফুল্ল হয়)	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
উদাসীন (অনেক মানুষ আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন)	১০-ইউনুস	৯২	৬৬৩
উপদেশ (সাকার মানুষের জন্য উপদেশ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
উপমা দান(মানুষের কাছে অন্য উপাস্যদের অক্ষমতা প্রসঙ্গে উপমা দান)	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
উপকারী (মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে চলে নৌযান...)	২-বাকারা	১৬৪	৫১৮
উপকারী (মানুষের জন্য উপকারী অংশ জমিতে থেকে যায়...)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
উপকারিতা (মানুষের জন্য উপকারিতা রয়েছে মদ ও জুয়ায়)	২-বাকারা	২১৯	৫২৫
উপকারিতা (লোহাতে মানুষের জন্য বহু উপকারিতা রয়েছে)	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
উপদেশ (কুরআন মানুষের জন্য প্রতিপালকের উপদেশ)	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
উপমা (মানুষের জন্য উপমা পেশ করেন আল্লাহ)	৫৯-হাশর	২১	৯৫৭
উপমা (মানুষের জন্য উপমা পেশ করছেন আল্লাহ)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
উপেক্ষা (মানুষ বেখবর হয়ে হিসাব/জবাবদিহিকে উপেক্ষা করছে)	২১-আম্বিয়া	১	৭৫০
উপদেশগ্রহণের জন্য উপমা পেশ করেন আল্লাহ মানুষের জন্য	১৪-ইবরাহীম	২৫	৬৯৫
উপদেশ গ্রহণ মানুষ যেন করে সেজন্য কুরআনে দৃষ্টান্ত পেশ	৩৯-যুমার	২৭	৮৭৩
উপমা পেশ (আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা পেশ করেন)	২৯-আনকাবূত	৪৩	৮১৯
উম্মত (পূর্বে অনেক মানুষ উম্মতের উপর আল্লাহর কথা সত্য হয়েছে)	৪১-ফুস্সিলাত	২৫	৮৮৮
উম্মত (মানুষের মধ্যে যে সব উম্মত অতীত হয়েছে...)	৪৬-আহ্কাফ	১৮	৯০৯
উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না মানুষ (এমন সময় কি অতিবাহিত হয়েছে?)	৭৬-দাহর	১	৯৯৫
এক জাতিভুক্ত ছিল মানুষ (মতপার্থক্যের পূর্ব পর্যন্ত)	১০-ইউনুস	১৯	৬৫৬
এক উম্মত বানাতে পারতেন মানুষকে (প্রতিপালক ইচ্ছে করলে)	১১-হূদ	১১৮	৬৭৬
এক উম্মত (মানুষ একই উম্মত)	২-বাকারা	২১৩	৫২৪
এক উম্মত হওয়ার আশঙ্কা, মানুষের (সত্য প্রত্যাখ্যানে)	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
একত্রিত (মানুষকে একত্রিত করার দিন আখিরাত)	১১-হূদ	১০৩	৬৭৫
কথা বলা (দয়াময় আল্লাহ মানুষকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন)	৫৫-রাহমান	৪	৯৩৯
কথা (মানুষের কথা রাসূল স. কে মুগ্ধ করে...)	২-বাকারা	২০৪	৫২৩
কথা (মানুষের সাথে কথা বলবে ঈসা আ. কোলে থাকা অবস্থায় ও...)	৩-আলে ইমরান	৪৬	৫৪০
কথা (মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলার অঙ্গীকার, বনী ইসরাঈলের)	২-বাকারা	৮৩	৫০৯
কথা (কুরআন মানুষের কথা, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার উক্তি)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৫	৯৯১
কথা বলা (যাকারিয়া আ. মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না)	১৯-মারইয়াম	১০	৭৩৪
কথা বলা (মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না যাকারিয়া...)	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
কম দেয়া (মানুষকে ওজনে কম দেয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা)	১১-হূদ	৮৫	৬৭৩
কর্তব্য (কা'বাঘরের হজ্জ করা মানুষের উপর অবশ্য কর্তব্য...)	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
কল্যাণে (মানুষের কল্যাণে বের করা হয়েছে উত্তম উম্মত)	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
কসম (মানুষের এবং যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন তার কসম)	৯১-শাম্স	৭	১০২৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাফির (সৃষ্টির পর মানুষের মধ্যে কেউ কাফির হয়)	৬৪-তাগাবুন	২	৯৬৬
কাজ (মানুষ বিভক্ত হয়ে বের হবে -যাতে তাদের কাজ দেখানো যায়)	৯৯-যিল্যাল	৬	১০৩০
কিতাব (মানুষের কাজ তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে)	১৭-ইস্রা	১৩	৭১৫
কিতাব (আল্লাহ মানুষের জন্য সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন)	৩৯-যুমার	৪১	৮৭৪
কিতাব (আল্লাহ ওয়ালা মানুষের বৈশিষ্ট্য)	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
কুরআন পাঠ মানুষের কাছে করবেন রাসূল স. (থেমে থেমে)	১৭-ইস্রা	১০৬	৭২৩
কুরআনের অনুরূপ আনতে পারবে না জিন ও মানুষ একত্র হয়েও	১৭-ইস্রা	৮৮	৭২১
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অধিকাংশ মানুষ (আল্লাহর প্রতি)	৪০-মু'মিন	৬১	৮৮৩
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অধিকাংশ মানুষ	২-বাকারা	২৪৩	৫২৮
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অধিকাংশ মানুষ	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
কৃপণ (মানুষ অতি কৃপণ)	১৭-ইস্রা	১০০	৭২২
কৃপণতার নির্দেশ (মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দানকারীর পরিণাম)	৪-নিসা	৩৭	৫৬২
কৃতজ্ঞ (মানুষ অকৃতজ্ঞ অথবা কৃতজ্ঞ হবে,হেদায়াত প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহর	৩	৯৯৫
ক্লান্ত হয় না (কল্যাণ প্রার্থনায় মানুষ ক্লান্ত হয় না)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৯	৮৯০
ক্ষতি (নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে)	১০৩-আস্র	২	১০৩২
ক্ষমাশীল (মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, মুমিনগণ)	৩-আলে ইমরান	১৩৪	৫৪৮
গঠন (আল্লাহ মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন)	৯৫-তীন	৪	১০২৭
গোপন (মুনাফিকরা মানুষের কাছে গোপন করতে চায়)	৪-নিসা	১০৮	৫৭১
গ্রহণ করে মানুষ আল্লাহর সমকক্ষ (আল্লাহকে ছাড়া)	২-বাকারা	১৬৫	৫১৮
ঘোষণা (মানুষের প্রতি ঘোষণা, আল্লাহ ও রাসূল স. এর পক্ষ থেকে)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
চলা (মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপমা)	৬-আন্'আম	১২২	৬০৮
চাওয়া (আত্মমর্যাদার কারণে যারা মানুষের কাছে চায় না...)	২-বাকারা	২৭৩	৫৩২
চিন্তা (মানুষের চিন্তা করার জন্য কুরআন ও ওহী অবতীর্ণ)	১৬-নাহ্ল	৪৪	৭০৬
জনসম্মুখে (ইবরাহীমকে মানুষের চোখের সামনে জনসম্মুখে নিয়ে আসার দাবী)	২১-আম্বিয়া	৬১	৭৫৪
ছেড়ে দেয়া (মানুষকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে না...)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৬	৯৯৪
জাদু শিক্ষা দেয়া (শয়তানরা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত)	২-বাকারা	১০২	৫১২
জানে না অধিকাংশ মানুষ (সঠিক দ্বীন সম্পর্কে)	৩০-রূম	৩০	৮২৪
জানেনা অধিকাংশ মানুষ (রিযিক প্রদান প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	৩৬	৮৪৪
জানে না অধিকাংশ মানুষ (আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না)	৩০-রূম	৬	৮২২
জানে না অধিকাংশ মানুষ (আল্লাহ নিজ কাজ সম্পাদনে বিজয়ী)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
জানে না (কিয়ামত সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ জানে না)	৪৫-জাছিয়া	২৬	৯০৭
জানে না (অধিকাংশ মানুষ জানে না রাসূল (স.) সুসংবাদ দাতা)	৩৪-সাবা	২৮	৮৪৩
জানেনা(অধিকাংশ মানুষই জানে না যে পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি সত্য)	১৬-নাহ্ল	৩৮	৭০৬
জানে না (অধিকাংশ মানুষ জানে না প্রতিষ্ঠিত দ্বীন সম্পর্কে)	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
জানে না (অধিকাংশ মানুষ জানে না, ইয়াকুব সম্পর্কে)	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
জানে না (মানুষ জানে না যে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি...)	৪০-মু'মিন	৫৭	৮৮৩
জালিম (মানুষ অত্যন্ত জালিম ও খুবই অকৃতজ্ঞ)	১৪-ইবরাহীম	৩৪	৬৯৬
জাহান্নাম পূর্ণ করা হবে (মানুষ ও জ্বিন দ্বারা)	৩২-সাজ্দা	১৩	৮৩১
জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবেন প্রতিপালক	১১-হূদ	১১৯	৬৭৬
জিজ্ঞাসা (সেদিন মানুষ/জিনের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না)	৫৫-রাহ্মান	৩৯	৯৪১
জিজ্ঞাসা (কিয়ামতে মানুষকে নেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে)	১০২-তাকাছুর	৮	১০৩২
জিজ্ঞাসা (কিয়ামত কখন ঘটবে সে সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসা)	৩৩-আহযাব	৬৩	৮৩৯
জীবন রক্ষা (সব মানুষের জীবন রক্ষা করল, যে একজনের জীবন রক্ষা করল)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
জীবনধারণের উপকরণ (কা'বা/হারাম মাস..., মানুষের জন্য)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
জুলুম (আল্লাহ মানুষের প্রতি জুলুম করেন না)	১০-ইউনুস	৪৪	৬৫৮
জুলুম (মানুষের উপর জুলুমকারীর জন্য শাস্তি)	৪২-শূরা	৪২	৮৯৪
জ্ঞান (অনেক মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে)	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
জ্বিন-মানুষের দলের মাঝে আগুনে প্রবেশ করতে বলা হবে...	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
ডাকা (বিপদ-আপদে পড়লে মানুষ আল্লাহকে ডাকে)	৩৯-যুমার	৪৯	৮৭৫
ডাকা (মানুষ বিপদে আল্লাহকে দাঁড়িয়ে,বসে ও শুয়ে ডাকে)	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
ত্বরা প্রবণ (মানুষ ত্বরাপ্রবণ)	১৭-ইস্রা	১১	৭১৫
ত্বরা প্রবণতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে	২১-আম্বিয়া	৩৭	৭৫২
দয়া (আল্লাহ মানুষকে দয়া করলে আটকানোর কেউ নেই)	৩৫-ফাতির	২	৮৪৬
দলিল-প্রমাণ (মানুষের কাছেপ্রতিপালকের পক্ষ থেকেপ্রমাণ এসেছে)	৪-নিসা	১৭৪	৫৭৯
দল (জ্বীন ও মানুষের দলকে রাসূল স. এর আগমন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা)	৬-আন্'আম	১৩০	৬০৯
দিনসমূহের আবর্তন মানুষের মাঝে (আল্লাহ ঘটান)	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষ (আরো দেখুন মানব শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দুনিয়ার জীবন যেন মানুষকে প্রতারিত না করে	৩৫-ফাতির	৫	৮৪৬
দুর্বল (মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে)	৪-নিসা	২৮	৫৬০
দু:খ-দুর্দশায় মানুষ আল্লাহকে দাঁড়িয়ে,বসে ও শুয়ে ডাকে	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
দৃষ্টান্ত পেশ করেন আল্লাহ মানুষের জন্য	৪৭-মুহাম্মাদ	৩	৯১২
দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন আল্লাহ মানুষের জন্য (কুরআনে)	৩০-রূম	৫৮	৮২৬
দৃষ্টান্ত (মানুষের জন্য প্রত্যেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৪	৭২৯
দেখানো (মুনাফিকের নামাজ মানুষকে দেখানোর জন্য)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
দেখানো (মানুষ বিভক্ত হয়ে বের হবে –যাতে তার কাজ দেখানো যায়)	৯৯-যিল্‌যাল	৬	১০৩০
দেয়া (আহলে কিতাব রাজত্বের সামান্য অংশও মানুষকে দিবেনা)	৪-নিসা	৫৩	৫৬৩
দেখানো (মানুষকে দুটি পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ)	৯০-বালাদ	১০	১০২৩
দেখানো (মানুষকে দেখানোর জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করার ফল)	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
দেখা উচিৎ মানুষের (বীর্য থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৩৬-ইয়াসীন	৭৭	৮৫৬
দেখা (মানুষ দেখলে মারইয়াম বলবে...)	১৯-মারইয়াম	২৬	৭৩৫
ধন-সম্পদ (মানুষের ধন-সম্পদ বাতিল পন্থায় ভোগ করে...)	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
ধন-সম্পদ (মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সুদভিত্তিক বিনিয়োগ...)	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
ধ্বংস হোক (সে মানুষ কতইনা অকৃতজ্ঞ!)...	৮০-আবাসা	১৭	১০০৬
নবী সাধারণ একজন মানুষ(মুহাম্মদ স. সম্পর্কে জালিমদের উক্তি)	২১-আম্বিয়া	৩	৭৫০
নিরাময় (কুরআন মানুষের বক্ষের বিষয়ের নিরাময়কারী)	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
নির্দেশ (মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দান করে যারা)	৫৭-হাদীদ	২৪	৯৫০
নির্দেশ (মানুষকে ন্যায় নির্দেশ দেয় যারা তাদেরকে হত্যা...)	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
নির্দেশ(মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
নির্দেশ (মানুষকে পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ)	৩১-লুকমান	১৪	৮২৮
নিজের প্রতি মানুষ জুলুম করে (আল্লাহ জুলুম করেন না)	১০-ইউনুস	৪৪	৬৫৮
নিকটবর্তী (মানুষের জন্য তাদের হিসাব নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ...)	২১-আম্বিয়া	১	৭৫০
নির্দেশ (বনী ইসরাঈল কর্তৃক মানুষকে পুণ্যের নির্দেশ দান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৪৪	৫০৫
নিদর্শন (মানুষের জন্য নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
নিদর্শন (মানুষের জন্য নিদর্শন, উযায়েরের ঘটনা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
নিদর্শন (মানুষের জন্য নিদর্শন, মাইয়ামের পুত্র হওয়া)	১৯-মারইয়াম	২১	৭৩৫
নূহ আ. কে সাধারণ মানুষ মনে করল (সম্প্রদায়)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
নূহকে তাদের মতই মানুষ বলল, (সম্প্রদায়ের লোকেরা)	২৩-মু'মিনূন	২৪	৭৬৭
নেয়ামত (মানুষকে নেয়ামত দিলে মুখ ফিরিয়ে নেয়)	১৭-ইস্‌রা	৮৩	৭২১
নেশাগ্রস্তের মত হয়ে যাবে মানুষ (কিয়ামতের দিন)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
ন্যায়ের সাথে কাজ সম্পাদনের জন্য মীযান অবতীর্ণ...	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
পথভ্রষ্টকারী মানুষ ও জিনদেরকে দেখিয়ে দেয়ার প্রার্থনা (কাফিরদের)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৯	৮৮৮
পথভ্রষ্ট করে(মূর্তিগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করে)	১৪-ইবরাহীম	৩৬	৬৯৬
পথভ্রষ্ট করা (মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা)	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
পথনির্দেশিকা (মানুষের জন্য পথ নির্দেশিকা স্বরূপ তাওরাত ও...)	৩-আলে ইমরান	৪	৫৩৬
পথনির্দেশনা (তাওরাত মানুষের জন্য পথনির্দেশনা স্বরূপ ছিল)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
পথনির্দেশিকা (কুরআন মানুষের জন্য পথনির্দেশিকা)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
পথ প্রদর্শন (আল্লাহই মানুষকে পথ প্রদর্শন করেন)	৭৬-দাহ্‌র	৩	৯৯৫
পথ দেখানো (রাসূল স. আসলে কাফিররা বলত,মানুষই কি পথ দেখাবে?)	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
পরীক্ষা (প্রতিপালক মানুষকে পরীক্ষা করেন, অনুগ্রহ দান করে)	৮৯-ফাজ্‌র	১৫	১০২১
পরীক্ষা (আল্লাহ মানুষের ঈমান পরীক্ষা করবেন)	২৯-আনকাবূত	২	৮১৬
পরীক্ষা (মানুষকে পরীক্ষার জন্য দৃষ্টি/শ্রবণশক্তিসম্পন্ন বানানো হয়েছে)	৭৬-দাহ্‌র	২	৯৯৫
পরীক্ষা(মানুষের পরীক্ষা/নির্যাতনকে মুনাফিক আল্লাহর শাস্তি ভাবে)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
পরীক্ষা (মানুষের পরীক্ষার জন্য রাসূল স. কে স্বপ্ন দেখানো এবং...	১৭-ইস্‌রা	৬০	৭১৯
পরিবেষ্টন (মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন প্রতিপালক)	১৭-ইস্‌রা	৬০	৭১৯
পাকড়াও করা হলে কৃতকর্মের জন্য (কোন মানুষ বাদ যেতনা)	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
পালাবার স্থান খুঁজবে মানুষ (কিয়ামতের দিন)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	১০	৯৯৩
পালাবে (কিয়ামতের দিন নিজ ভাই থেকে)	৮০-আবাসা	৩৪	১০০৭
পাপাচার (মানুষ ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	৫	৯৯৩
পাপাচারী (অধিকাংশ মানুষ পাপাচারী)	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
প্রচেষ্টা (মানুষের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের)	৯২-লাইল	৪	১০২৫
প্রচেষ্টা (মানুষ যে প্রচেষ্টা চালায় তাই পায়)	৫৩-নাজম	৩৯	৯৩৪
প্রেরণ(মানুষ সীমা অতিক্রম করতে চাইলে অগ্নিশিখা/ধোঁয়া প্রেরণ)	৫৫-রাহমান	৩৫	৯৪০
প্রার্থনা করে কিছু মানুষ- 'হে আমাদের প্রতিপালক...'	২-বাক্বারা	২০০	৫২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালকের ভয় করার নির্দেশ (মানুষের প্রতি নির্দেশ)	৪-নিসা	১	৫৫৬
প্রত্যক্ষদর্শী (মানুষ নিজের বিরুদ্ধে নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	১৪	৯৯৩
প্রতিপালন (আল্লাহ মানুষকে উদ্ভিদের মত যমীনে প্রতিপালন করেন)	৭১-নূহ্‌	১৭	৯৮৫
প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে মানুষ (কিয়ামতের দিন)	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	৬	১০১১
প্রবেশ (সাহায্য/বিজয় এলে মানুষ দলে দলে দ্বীনে প্রবেশ করবে)	১১০-নাস্‌র	২	১০৩৫
প্রমাণাদি ও পথ নির্দেশনা বর্ণনা করেছেন আল্লাহ (কিতাবে)	২-বাক্বারা	১৫৯	৫১৭
প্ররোচনাদানকারী (মানুষের মধ্য থেকে ও জিনদের মধ্য থেকে)	১১৪-নাস	৬	১০৩৬
প্রত্যক্ষ করবে নিজের কৃতকর্ম (কিয়ামতের দিন)	৭৮-নাবা	৪০	১০০২
প্রতিহত (মানুষকে প্রতিহত না করতেন যদি আল্লাহ তবে...)	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
প্রত্যাবর্তন (মানুষকে প্রত্যাবর্তন করাতে সক্ষম আল্লাহ)	৮৬-তারিক	৮	১০১৭
প্রকাশ্য শত্রু (মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান)	১৭-ইস্‌রা	৫৩	৭১৮
প্রতিপালক মানুষের বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকবেন (কিয়ামতে)	১০০-'আদিয়াত	১১	১০৩০
প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
প্রতিপালক (মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাওয়া)	১১৪-নাস	১	১০৩৬
প্রতিপালককে ডাকে মানুষ (দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে)	৩০-রূম	৩৩	৮২৪
প্রেরণ (রাসূল স. এর পূর্বেও মানুষকেই রাসূলরূপে প্রেরণ...)	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
প্রেরণ (রাসূল স. হিসাবে মানুষকেই প্রেরণ/ওহী প্রেরণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৪৩	৭০৬
প্রতিপালক সম্বন্ধে মানুষকে প্রতারিত করল কিসে?	৮২-ইনফিতার	৬	১০১০
ফয়সালা (মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালার জন্য কিতাব অবতীর্ণ)	৪-নিসা	১০৫	৫৭০
ফিরাউন সম্প্রদায়ের ন্যায় দু'জন মানুষ মূসা আ. ও হারুন	২৩-মু'মিনূন	৪৭	৭৬৯
ফিরিয়ে আনা (আল্লাহ মানুষকে নীচতম স্তরে ফিরিয়ে আনেন)	৯৫-তীন	৫	১০২৭
ফেরেশতাকে মানুষরূপেই পাঠানো হত (তাকে রাসূল স. বানালে)	৬-আন্'আম	৯	৫৯৬
বক্ষ(মানুষের বক্ষে প্ররোচনাদানকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা)	১১৪-নাস	৫	১০৩৬
বন্ধু (জ্বীনদের মানুষ বন্ধুদের কতকের লাভবান হওয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
বন্ধু (মানুষের মধ্যে কেবল ইহুদিরাই আল্লাহর বন্ধু -এমন ধারণা!)	৬২-জুমু'আ	৬	৯৬২
বর্ণনা (মানুষের জন্য কিতাব সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার অঙ্গীকার...)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
পৃথিবী (প্রবল প্রকম্পনের পর মানুষ বলবে,পৃথিবীর কী হল?)	৯৯-যিল্‌যাল	৩	১০৩০
বহন (মানুষ আল্লাহর আমানত বহনে সম্মত হওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৭২	৮৪০
বাড়াবাড়ি (বিপদ থেকে উদ্ধারের পর মানুষ বাড়াবাড়ি করে)	১০-ইউনুস	২৩	৬৫৬
বান্দা (মানুষকে নিজের বান্দা হতে বলা সংগত নয় কোন নবুওয়্যত...)	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
বাধ্য করা (মানুষকে মুমিন হতে বাধ্য না করার নির্দেশ)	১০-ইউনুস	৯৯	৬৬৩
বার্তাবাহক(মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ বার্তাবাহক মনোনীত করেন)	২২-হাজ্জ	৭৫	৭৬৫
বার্তা (মানুষের জন্য কুরআন এক বার্তা...)	১৪-ইবরাহীম	৫২	৬৯৭
বিক্রি করে যে মানুষ নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য	২-বাক্বারা	২০৭	৫২৩
বিতর্ক(মানুষ জ্ঞান/কিতাব/পথনির্দেশনা ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে)	৩১-লুকমান	২০	৮২৮
বিতর্কপ্রবণ (মানুষ সবচেয়ে বেশী বিতর্ক প্রবণ...)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৪	৭২৯
বিপদে মানুষ আল্লাহকে ডাকে ও অনুগ্রহ লাভের পর ভুলে যায়	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
বিভিন্ন রঙের মানুষ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
বিচার (দাউদকে মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচারের নির্দেশ)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
বিশ্বাস করে না অধিকাংশ মানুষ বরং তারা নিদর্শন উপেক্ষা...	১২-ইউসুফ	১০৬	৬৮৬
বিভক্ত (কিয়ামতের দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে বের হবে)	৯৯-যিল্‌যাল	৬	১০৩০
বিভক্ত (মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে, কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৭	৯৪৩
বিতর্ক(কতক মানুষ পথনির্দেশনা ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে)	২২-হাজ্জ	৮	৭৫৮
বিতর্ক(কতক মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে)	২২-হাজ্জ	৩	৭৫৮
বিচার (মানুষের মাঝে ন্যায়ের সাথে বিচারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হবে, মানুষ (মহাপ্রলয়ের দিনে)	১০১-ক্বারি'আ	৪	১০৩১
বিরত থাকে ক্ষমা প্রার্থনা থেকে(শাস্তি আসা পর্যন্ত)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৫	৭২৯
বিরত রাখে ঈমান থেকে (শাস্তির আসা পর্যন্ত)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৫	৭২৯
বীর্য বিন্দু থেকে মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গ	৭৫-কিয়ামাহ্‌	৩৭	৯৯৪
বীর্য (মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টির পর সে সুস্পষ্ট বিতণ্ডাকারী হয়)	১৬-নাহ্‌ল	৪	৭০৩
বৃষ্টি দেয়া হবে মানুষকে, এমন এক বছর আসবে (কঠিন সাত বছর পর)	১২-ইউসুফ	৪৯	৬৮১
বের হওয়া (কিয়ামতের দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে বের হবে)	৯৯-যিল্‌যাল	৬	১০৩০
বের করা(মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার জন্য কিতাব)	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
বেখবর (মানুষ বেখবর হয়ে হিসাব/জবাবদিহিকে উপেক্ষা করছে)	২১-আম্বিয়া	১	৭৫০
ভবিষ্যত (মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	৫	৯৯৩
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার মত মানুষকে ভয় করা, যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষ (আরো দেখুন মানব শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ভয়(প্রতিপালককে ভয় করার নির্দেশ, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১	৭৫৮
ভয় (মানুষকে ভয় পাওয়া নিষেধ)	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
ভয় করার নির্দেশ মানুষের প্রতি (প্রতিপালক/কিয়ামতকে)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
ভালবাসা (ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের ভালবাসা প্রবল!)	১০০-'আদিয়াত	৮	১০৩০
মতপার্থক্য (মানুষের মতপার্থক্যের ফায়সালা করতেন নবীগণ)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
মনে করা (মানুষ কি মনে করে তার হাড়সমূহ একত্র করা হবে না)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩	৯৯৩
মনে করা (মানুষ কি মনে করে যে তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৬	৯৯৪
মনে করা (মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে)	৯৬-আলাক	৭	১০২৮
মনে করা(মানুষ মনে করে 'ঈমান এনেছি' বললেই ছেড়ে দেয়া হবে)	২৯-আনকাবূত	২	৮১৬
মনোনীত করা (আল্লাহ মূসাকে মানুষের উপর মনোনীত করেছেন)	৭-আ'রাফ	১৪৪	৬২৫
মর্যাদা,মানুষের (এতটা নয় যে আল্লাহ কথা বলবেন)	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
মানুষ অকল্যাণ প্রার্থনা করে কল্যাণ প্রার্থনা করার মত	১৭-ইস্‌রা	১১	৭১৫
মানুষ উৎফুল্ল হয় (দয়া আস্বাদন করালে)	৩০-রূম	৩৬	৮২৪
মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন আল্লাহ (কুরআনে)	১৭-ইস্‌রা	৮৯	৭২১
মালিক(মানুষের মালিক/বাদশাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা)	১১৪-নাস	২	১০৩৬
মারইয়াম মানুষের সাথে কথা বলবে না, ঈসার জন্ম প্রসঙ্গ	১৯-মারইয়াম	২৬	৭৩৫
মানুষ বিজয়ী হতে পারবে না আজ কাফিরদের উপর (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
মানুষকে সমবেতকারী প্রতিপালক (কিয়ামতের দিন)	৩-আলে ইমরান	৯	৫৩৬
মিথ্যা বলা (মানুষ আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলবেনা – জিনদের ধারণা)	৭২-জিন্	৫	৯৮৬
মুখ না ফিরাতে মানুষের দিকে অহঙ্কারভরে (পুত্রকে উপদেশ)	৩১-লুকমান	১৮	৮২৮
মুখাপেক্ষী (মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী)	৩৫-ফাতির	১৫	৮৪৭
মু'মিনদেরকে ধরে নিয়ে যাবে মানুষ, এমন আশঙ্কা মু'মিনদের)	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪
মুমিন হতে মানুষকে বাধ্য না করার নির্দেশ	১০-ইউনুস	৯৯	৬৬৩
মুমিন (সৃষ্টির পর মানুষের মধ্যে কেউ মুমিন হয়)	৬৪-তাগাবুন	২	৯৬৬
মুখ ফিরিয়ে নেয় মানুষ (আল্লাহ অনুগ্রহ করলে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫১	৮৯০
মুমিন নয় অধিকাংশ মানুষ (রাসূল স. আগ্রহী হলেও)	১২-ইউসুফ	১০৩	৬৮৬
মৃত্যুর পর মানুষকে জীবিত বের করা হবে? (মানুষের প্রশ্ন)	১৯-মারইয়াম	৬৬	৭৩৮
মৃত্যু (মানুষের মৃত্যুর পর ফেরেশতা সকলকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে.)	৩২-সাজ্‌দা	১১	৮৩০
মোহাচ্ছন্ন (প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করেছে)	১০২-তাকাছুর	১	১০৩২
যুক্তি-প্রমাণ (রাসূল স. আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের যুক্তি না থাকা)	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
রশি (মানুষের রশি ছাড়া আহলে কিতাবদের যেখানেই পাওয়া...)	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
রাসূল স. (মুহাম্মাদ সা.কে মানুষের জন্য রাসূল স. হিসাবে প্রেরণ)	৪-নিসা	৭৯	৫৬৭
রাসূল স. একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয় (জালিমরা বলত...)	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
রাসূল স. (সাধারণ একজন মানুষ, তবে তাঁর নিকট ওহী আসে)	১৮-কাহ্‌ফ	১১০	৭৩৩
রাসূল স. মানুষ মাত্র	১৭-ইস্‌রা	৯৩	৭২২
রাসূল স. মানুষ (অন্য মানুষের মত)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৬	৮৮৬
রাসূল স. হিসেবে মানুষকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ (কাফিরদের বিস্ময়)	১৭-ইস্‌রা	৯৪	৭২২
রাসূলগণ সাধারণ মানুষের মতই মানুষ (কাফিরদের মন্তব্য)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
রাসূল স. তাদের মতই মানুষ (আদ জাতি বলল, রাসূল স. সম্পর্কে...)	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮
রাসূলরা জনপদবাসীদের মত মানুষ (কাফিরদের উক্তি)	৩৬-ইয়াসীন	১৫	৮৫২
রাসূল স. (মুহাম্মাদ স. সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর রাসূল)	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
রাসূল স. কে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
রাসূলগণও মানুষ তবে তারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
লক্ষ্য করা উচিত মানুষের ,তার খাদ্যের প্রতি...	৮০-আবাসা	২৪	১০০৭
লক্ষ্য করুক মানুষ (কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে)	৮৬-তারিক	৫	১০১৭
লা'নত (মানুষের লা'নত তাদের উপর যারা...)	৩-আলে ইমরান	৮৭	৫৪৪
লা'নত (সব মানুষের লা'নত, কাফির অবস্থায় মৃত্যু...)	২-বাক্বারা	১৬১	৫১৮
শক্তি ও সাহায্যকারী থাকবে না মানুষের (কিয়ামতের দিন)	৮৬-তারিক	১০	১০১৭
শত্রু (কিয়ামতের দিন দেবতারা মানুষের শত্রু হবে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৬	৯০৮
শত্রু (মানুষের সুস্পষ্ট শত্রু শয়তান)	১২-ইউসুফ	৫	৬৭৭
শত্রুতা (মানুষের মধ্যে ইহুদি-মুশরিকই মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় কঠোর)	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
শয়তান মানুষকে বলে 'কুফরি কর'	৫৯-হাশর	১৬	৯৫৭
শয়তান (মানুষ/জ্বীন শয়তানকে নবীর শত্রু বানানো)	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
শয়তান মানুষের জন্য এক মহাপ্রতারক	২৫-ফুরকান	২৯	৭৮৪
শাস্তি (মানুষের সীমালঙ্ঘনের শাস্তি দুনিয়াতেই দেয়া হলে...)	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শিখানো (একটি মানুষ রাসূল স. কে কুরআন শিখায় মর্মে অপবাদ)	১৬-নাহ্‌ল	১০৩	৭১১
শিক্ষাদান(আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন -যা সে জানত না)	৯৬-আলাক	৫	১০২৮
শিক্ষা দান (দয়াময় আল্লাহ মানুষকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন)	৫৫-রাহ্‌মান	৪	৯৩৯
শুআইব আইকাবাসীর মত সাধারণ মানুষ (আইকাবাসীর উক্তি)	২৬-শু'আরা	১৮৬	৭৯৭
শোভনীয় করা হয়েছে মানুষের জন্য (ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
সংবাদ (কিয়ামতে মানুষের পূর্বাপর কাজ সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হবে)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৩	৯৯৩
সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন আল্লাহ সব মানুষকে (ইচ্ছা করলে)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
সতর্ককারী (মুহাম্মাদ সা. মানুষের জন্য কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী)	২২-হাজ্জ	৪৯	৭৬২
সতর্ক করা (মানুষকে সতর্ক করার জন্য রাসূল স. এর প্রতি ওহী ..)	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
সতর্ক করা (শাস্তি আসার দিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা)	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
সতর্ককারী (সাকার মানুষের জন্য সতর্ককারী)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৩৬	৯৯২
সদয় ব্যবহারের নির্দেশ মানুষকে (মাতা-পিতার প্রতি)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
সন্দেহ (রাসূল স. আনীত দীনে মানুষের সন্দেহ থাকলে...)	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
সন্দেহ (পুনরুত্থানে মানুষের সন্দেহ ও মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবা)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
সমবেত করা (সুলাইমানের জন্য জিন/মানুষ/পাখি সমবেত করা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১৭	৮০১
সময় নির্দেশক (মানুষের জন্য সময় নির্দেশক, নতুন চাঁদ)	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
সম্পদ (মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় গ্রাস করার পরিণাম)	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
সম্পদ (মানুষের সম্পদগ্রাস করার জন্য বিচারকের নিকট পেশ...)	২-বাক্বারা	১৮৮	৫২১
সম্বোধন (পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে মানুষকে সুলাইমানের সম্বোধন)	২৭-নামল	১৬	৮০১
সরানো (আল্লাহ মানুষের কতককে সরিয়ে অন্যদের আনতে সক্ষম)	৪-নিসা	১৩৩	৫৭৩
সাধনায় রত (মানুষ প্রতিপালকের সাক্ষাতের জন্য সাধনায় রত)	৮৪-ইন্‌শিকাক্	৬	১০১৩
সাক্ষী (মানুষ নিজেই তার অকৃতজ্ঞতার সাক্ষী)	১০০-'আদিয়াত	৭	১০৩০
সালিহ আ. অন্যদের মতই মানুষ (ছামুদ সম্প্রদায়ের উক্তি)	২৬-শু'আরা	১৫৪	৭৯৬
সিজদা (অনেক মানুষ আল্লাহকে সিজদা করে)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
সীমালঙ্ঘন (মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে)	৯৬-আলাক	৬	১০২৮
সীমালঙ্ঘন (মানুষের সীমালঙ্ঘনের শাস্তি দুনিয়াতেই দেয়া হলে...)	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
সুগঠিত করছেন মানুষকে আল্লাহ (সৃষ্টির পর)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৭	৭২৭
সুগঠিত করা (আল্লাহ মানুষকে সুগঠিত করেছেন...)	৩২-সাজ্‌দা	৯	৮৩০
সুন্দরতম গঠনে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন	৯৫-তীন	৪	১০২৭
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় কাজ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি)	৪০-মু'মিন	৫৭	৮৮৩
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ, ফিতরতের উপরে)	৩০-রূম	৩০	৮২৪
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ কাদামাটির নির্যাস থেকে)	২৩-মু'মিনূন	১২	৭৬৬
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৪৯	৭৮৫
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ কাদামাটির শুকনো খণ্ড থেকে)	১৫-হিজর	৩৩	৬৯৯
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ যখন সে কিছুই ছিল না)	১৯-মারইয়াম	৬৭	৭৩৮
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টি পরিশ্রমের মধ্যে)	৯০-বালাদ	৪	১০২৩
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টির কথা বললেন প্রতিপালক, ফেরেশতাদেরকে)	১৫-হিজর	২৮	৬৯৯
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পানি বা বীর্য থেকে)	২৫-ফুরকান	৫৪	৭৮৬
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থিরচিত্তরূপে)	৭০-মা'আরিজ	১৯	৯৮২
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে)	৩৮-সোয়াদ	৭১	৮৭০
সৃষ্টি (এক নারী ও এক পুরুষ থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন আল্লাহ)	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
সৃষ্টি (অনেক জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে)	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
সৃষ্টি (মানুষকে আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করতে পারেন যা সে জানে না)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬১	৯৪৬
সৃষ্টি (মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টির পর সে সুস্পষ্ট বিতণ্ডাকারী হয়)	১৬-নাহ্‌ল	৪	৭০৩
সৃষ্টি (মানুষকে ত্বরা প্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে)	২১-আম্বিয়া	৩৭	৭৫২
সৃষ্টি (মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)	৫০-ক্বাফ	১৬	৯২৩
সৃষ্টি (পোড়া মাটির মতো শুকনো মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি)	৫৫-রাহ্‌মান	১৪	৯৩৯
সৃষ্টি (বীর্য বিন্দু থেকে মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৭	৯৯৪
সৃষ্টি (তুচ্ছ পানির নির্যাস হতে মানব বংশধর সৃষ্টি)	৩২-সাজ্‌দা	৮	৮৩০
সৃষ্টি (জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তার ইবাদাতের জন্য)	৫১-যারিয়াত	৫৬	৯২৮
সৃষ্টি (মানুষের সৃষ্টিতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন আছে)	৪৫-জাছিয়া	৪	৯০৫
সৃষ্টি (কাদা মাটির শুকনো খণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি)	১৫-হিজর	২৬	৬৯৯
সৃষ্টি (অসীম দয়াময় আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন)	৫৫-রাহ্‌মান	৩	৯৩৯
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন)	৯৫-তীন	৪	১০২৭
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে আলাক থেকে সৃষ্টি করেছেন)	৯৬-আলাক	২	১০২৮
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন)	৭১-নূহ্	১৪	৯৮৪
স্থায়িত্ব (আল্লাহ মানুষকে স্থায়িত্ব/অমরত্ব দেননি)	২১-আম্বিয়া	৩৪	৭৫২

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষ (আরো দেখুন মানব শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
স্পর্শ(মানুষ স্পর্শ করেনি -এমন আনত নয়না হুর থাকবে জান্নাতে)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৬	৯৪১
স্পর্শ(মানুষ স্পর্শ করেনি -এমন আনত নয়না হুর থাকবে জান্নাতে)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৪	৯৪২
স্পর্শ(দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর মানুষকে নিয়ামত দিলে...)	১১-হূদ	১০	৬৬৬
স্পষ্ট করা (মানুষের জন্য স্পষ্ট করতে কুরআন ও ওহী অবতীর্ণ)	১৬-নাহ্‌ল	৪৪	৭০৬
স্মরণ করবে (মানুষ স্মরণ করবে, কিয়ামতে)	৮৯-ফাজ্‌র	২৩	১০২২
স্মরণ করবে যে চেষ্টা মানুষ দুনিয়াতে করেছিল ...	৭৯-নাযি'আত	৩৫	১০০৪
স্মরণ (মানুষ স্মরণ করে না যে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন...)	১৯-মারইয়াম	৬৭	৭৩৮
স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে মানুষ (নিজেকে)	৯৬-আলাক	৭	১০২৮
হজ্জের ঘোষণা(ইবরাহীমকে মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দিতে নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	২৭	৭৬০
হতাশ হয় মানুষ (দয়া আস্বাদনের পর প্রত্যাহার করলে...)	১১-হূদ	৯	৬৬৬
হত্যা (সব মানুষকে যেন হত্যা করল, যে একজনকে হত্যা করল...)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
হত্যা (মানুষ হত্যার মত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
হত্যা (মানুষ হত্যা, হত্যা বা ফ্যাসাদ সৃষ্টির মত কারণ ছাড়া)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
হাত (মানুষের হাতকে সংবরণ করিয়েছেন আল্লাহ মুমিনদের থেকে)	৪৮-ফাত্‌হ	২০	৯১৮
হারামের চারপাশের মানুষ ছিনতাইয়ের শিকার হওয়া প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
হাড় (মানুষ কি মনে করে তার হাড়সমূহ একত্র করা হবে না)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	৩	৯৯৩
হিসাব(বিশিষ্টজন/মানুষ-জিনের হিসাবের জন্য আল্লাহ অবসর হবেন)	৫৫-রাহ্‌মান	৩১	৯৪০
হিসাব (মানুষের জন্য তাদের হিসাব নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ...)	২১-আম্বিয়া	১	৭৫০
হিংসা (মানুষকে দেয়া আল্লাহর অনুগ্রহে আহলে কিতাবের হিংসা)	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
নবী (মানুষকে নবী হিসাবে প্রেরণ ও ওহী অবতীর্ণ)	২১-আম্বিয়া	৭	৭৫০
সৃষ্টি (মানব সৃষ্টির সূচনা কাদামাটি থেকে)	৩২-সাজ্‌দা	৭	৮৩০
সৃষ্টি (মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ)	২৩-মু'মিনূন	১২	৭৬৬
মানুষ (লোক)			
দেখানো (লোক দেখানো দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
প্রাপ্যবস্তু (লোকদেরকে প্রাপ্যবস্তু কম না দিতে শুআইবের আহবান)	২৬-শু'আরা	১৮৩	৭৯৭
প্রস্থান (মাশআরুল হারাম থেকে লোকের প্রস্থান, আনুষ্ঠানিকতা শেষে)	২-বাক্বারা	১৯৯	৫২২
মান্না			
অবতীর্ণ (বনী ইসরাঈলের জন্য মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
অবতীর্ণ (বনী ইসরাঈলের উপর মান্না অবতীর্ণ)	২-বাক্বারা	৫৭	৫০৬
বনী ইসরাঈলদের জন্য মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ	২০-ত্বা-হা	৮০	৭৪৬
মান্য করা			
অঙ্গীকার শোনা ও মান্য করা (আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার)	৫-মায়িদা	৭	৫৮১
মান্য করা (আতা'না)			
বলা (ইহুদীদের মান্য করলাম/আতা'না বলা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
মান্যবর			
জিবরাঈল মান্যবর ও বিশ্বাসভাজন	৮১-তাকভীর	২১	১০০৯
মাপ (আরো দেখুন ওজন/পরিমাপ শব্দটি)			
কম (মাপে কম না দেয়ার আহ্বান, মাদইয়ানবাসীকে)	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
পুরোপুরি মাপদেয়ার নির্দেশ (শু'আইব সম্প্রদায়কে)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
পুরোপুরি দেয়া (মাপ পুরোপুরি দেয়ার নির্দেশ)	১৭-ইস্‌রা	৩৫	৭১৭
পুরোপুরি দেয়া (মাপে পুরোপুরি দিতে আইকাবাসীকে শুআইবের আহবান)	২৬-শু'আরা	১৮১	৭৯৭
পূর্ণ (মাপ পূর্ণ করার আহ্বান, শোয়াইবের সম্প্রদায়কে)	১১-হূদ	৮৫	৬৭৩
মাপে কম দানকারী			
আইকাবাসীকে মাপে কম দানকারী না হতে শুআইবের আহবান	২৬-শু'আরা	১৮১	৭৯৭
মা (প্রধান)			
জনপদ (প্রধান জনপদে রাসূল স. প্রেরণ না করে তা ধ্বংস...)	২৮-কাসাস	৫৯	৮১৩
মাফ (আরো দেখুন ক্ষমা শব্দটি)			
ভাই মাফ করে দিলে (রক্তপণ মাফ করে দেয়া...)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
মাফ (সদকা)			
রক্তপণ সদকা/মাফ করতে পারে (নিহতের পরিবার)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
মামা			
কন্যা (মামার কন্যাকে বিয়ে করা হালাল)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
ঘর (মামার ঘরে আহার করাতে কোন দোষ নেই)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
মা'মূর (বাইতুল)			
কসম (বায়তুল মা'মূরের কসম)	৫২-তূর	৪	৯২৯

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মা (মূল)			
কিতাবের মা/মূল (কুরআন মূল কিতাব/উম্মুল কিতাবে রক্ষিত)	৪৩-যুখরুফ	৪	৮৯৬
মায়া (দেখুন মমতা শব্দটি)			
মারইয়াম			
অনুগত (মারইয়ামকে প্রতিপালকের অনুগত হওয়ার নির্দেশ)	৩-আলে ইমরান	৪৩	৫৪০
অনুগত (মারইয়াম প্রতিপালকের প্রতি অনুগত বান্দা ছিল)	৬৬-তাহ্‌রীম	১২	৯৭১
অপবাদ (মারইয়ামের বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের অপবাদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৬	৫৭৭
অর্পণ (ঈসা আ. আল্লাহর কালিমাহ যা তিনি মারইয়ামের প্রতি অর্পণ করেন)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
আশ্রয় প্রার্থনা, মারইয়ামের জন্য (প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
জিজ্ঞাসা (মারইয়ামকে রিযিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা...)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
তত্ত্বাবধান (মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে কলম নিক্ষেপ)	৩-আলে ইমরান	৪৪	৫৪০
তত্ত্বাবধান (মারইয়ামের তত্ত্বাবধান করলেন যাকারিয়া)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
নাম (মারইয়াম নাম রাখল ইমরানের স্ত্রী, সন্তানের)	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
পুত্র (আল্লাহই মারইয়ামের পুত্র মসীহ)	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
পুত্র (বনী ইসরাঈলের কাফিরদের মারইয়ামের পুত্র ঈসার ভাষায় লা'নত)	৫-মায়িদা	৭৮	৫৯০
পুত্র (মারইয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র মাসীহকে ধ্বংস করতে চান যদি আল্লাহ...)	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে আল্লাহ বললেন- নেয়ামত স্মরণ...)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ঈসা আ. হাওয়ারীদেরকে বললেন...)	৬১-সাফ্‌ফ	১৪	৯৬১
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র মাসীহকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ)	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
পুত্র (মারইয়াম পুত্র ঈসা আ. থেকে আল্লাহ দৃঢ় অঙ্গীকার নেন)	৩৩-আহযাব	৭	৮৩৩
পুত্র (মারইয়ামপুত্র ঈসাকে আল্লাহ বলবেন কিয়ামতে- 'তুমি কি...')	৫-মায়িদা	১১৬	৫৯৫
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ঈসা আ. মাসীহ আল্লাহর রাসূল)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ও তার মাকে নিদর্শন করেছেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৫০	৭৬৯
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ঈসার দৃষ্টান্ত ও মুশরিকদের শোরগোল)	৪৩-যুখরুফ	৫৭	৮৯৯
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে পরে পাঠিয়েছেন আল্লাহ)	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ঈসা আ. বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহর রাসূল)	৬১-সাফ্‌ফ	৬	৯৬০
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ঈসা-মসীহ)	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ঈসার প্রার্থনা (আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ...)	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র মাসীহকে যারা আল্লাহ বলে তারা কুফরি...)	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে প্রমাণ দান/ জিবরাঈল দ্বারা সাহায্য)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ঈসা আ.)	১৯-মারইয়াম	৩৪	৭৩৬
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দান)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছে মর্মে ইহুদিদের উক্তি)	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র মাসীহ রাসূল স. ছাড়া কিছু নয়)	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
প্রসব করল মারইয়ামকে ইমরানের স্ত্রী	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
ফেরেশতারা মারইয়ামকে বললেন...	৩-আলে ইমরান	৪২	৫৪০
মারইয়ামের পরিবার থেকে পৃথক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ	১৯-মারইয়াম	১৬	৭৩৫
রূহ ফুঁকে দেয়া (মারইয়ামের মধ্যে আল্লাহর রূহ ফুঁকে দেয়া)	৬৬-তাহরীম	১২	৯৭১
লজ্জাস্থান(মারইয়ামের লজ্জাস্থান/সতীত্ব সুরক্ষিত রাখা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
সতীত্ব(মারইয়ামের লজ্জাস্থান/সতীত্ব সুরক্ষিত রাখা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
সতীত্ব রক্ষা (মারইয়ামের লজ্জাস্থান সুরক্ষা/সতীত্ব রক্ষা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহরীম	১২	৯৭১
সম্প্রদায় মারইয়ামকে বলল- 'তুমি এক অদ্ভুত কান্ড করেছ')	১৯-মারইয়াম	২৭	৭৩৫
সুসংবাদ (মারইয়ামকে সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহ...)	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
সুরক্ষিত রাখা(মারইয়ামের লজ্জাস্থান/সতীত্ব সুরক্ষিত রাখা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
স্বীকৃতি (মারইয়াম আল্লাহর কিতাব/বাণীর সত্যতার স্বীকৃতি দেয়)	৬৬-তাহ্‌রীম	১২	৯৭১
মারইয়াম-পুত্র (ঈসা)			
দৃষ্টান্ত (মারইয়াম পুত্র ঈসার দৃষ্টান্ত ও মুশরিকদের শোরগোল)	৪৩-যুখরুফ	৫৭	৮৯৯
মারওয়া			
নিদর্শন (সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন)	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
মারা			
চাবুক (শাস্তির চাবুক মারলেন আল্লাহ আদ, ছামূদ ও ফির'আউন...)	৮৯-ফাজ্‌র	১৩	১০২১
মারাত্মক			
ফিতনা মারাত্মক (হত্যার চেয়ে)	২-বাক্বারা	১৯১	৫২১

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মারা যাওয়া				
	ইউসুফ আ. মারা যাওয়ার পর কাফিররা বলল...	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
	কালালাহ/নিঃসন্তান পুরুষের মৃত্যু হলে সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
	নিঃসন্তান/কালালাহ পুরুষের মৃত্যু হলে সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
	ফিরে গিয়ে (দ্বীন থেকে ফিরে গিয়ে মারা যাওয়া)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
	মুহাম্মদ স. যদি মারা যায় অথবা নিহত হয়...	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
মারূত				
	ফেরেশতা (হারূত-মারূত ফেরেশতাকে ব্যবিলনে প্রেরণ)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
মার্জনা				
	অসহায়দেরকে আল্লাহ মার্জনা করবেন (হিজরত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯৯	৫৬৯
	আত্মীয়-স্বজন, ফকীর ও মিসকীনদেরকে মার্জনা করার নির্দেশ	২৪-নূর	২২	৭৭৬
	আল্লাহ মানুষের অনেক কিছুই মার্জনা করে দেন	৪২-শূরা	৩০	৮৯৪
	আল্লাহ মার্জনা করেছেন (উহুদ যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীকে)	৩-আলে ইমরান	১৫৫	৫৫১
	আল্লাহ মার্জনা করেছেন (রোযার রাতে যৌনসম্ভোগ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
	আল্লাহ মার্জনা করেছেন (ইহরাম অবস্থায় শিকার প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
	আল্লাহ মার্জনা করেছেন মুমিনদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
	আল্লাহ মার্জনা করেছেন অতীতে প্রশ্ন করার বিষয়...	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
	আল্লাহ মার্জনা করেছেন রাসূল স. কে (তবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৩	৬৪৪
	আল্লাহ মার্জনা করেন (অনেককিছুই)	৪২-শূরা	৩৪	৮৯৪
	আহলে কিতাবদেরকে মার্জনা করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
	তাকওয়া (মার্জনা তাকওয়ার নিকটবর্তী, মোহর প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
	ত্রুটি (রাসূল স. এর অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটি মার্জনা করবেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্হ	২	৯১৬
	দোষ মার্জনা প্রসঙ্গ (আল্লাহ মার্জনাকারী ও সর্বশক্তিমান)	৪-নিসা	১৪৯	৫৭৬
	পাপ (আল্লাহ তার বান্দাদের পাপ মার্জনা করেন)	৪২-শূরা	২৫	৮৯৩
	প্রতিপালকের কাছে মার্জনার জন্য প্রার্থনা (মুমিনদের)	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
	প্রতিদান (বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে মার্জনা করলে প্রতিদান আল্লাহর কাছে)	৪২-শূরা	৪০	৮৯৪
	বনী ইসাঈলদেরকে মার্জনা ও উপেক্ষা করার নির্দেশ	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
	বনী ইসরাইলকে মার্জনা (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
	বনী ইসরাঈলকে মার্জনা (আল্লাহর কৃতজ্ঞতার উদ্দেশ্যে)	২-বাক্বারা	৫২	৫০৬
	মু'মিনদেরকে মার্জনা করার জন্য রাসূল স. কে নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
	মুনাফিকদের একদলকে মার্জনা করলে অন্য দলকে শাস্তি...	৯-তাওবা	৬৬	৬৪৬
	স্ত্রী-সন্তানকে মার্জনা করলে আল্লাহও তার জন্য ক্ষমাশীল ও দয়ালু	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
	স্ত্রী মার্জনা করে দিলে (মোহরে প্রাপ্য অংশ মার্জনা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
	স্বামী মার্জনা করলে (পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়া, স্পর্শ না করা স্ত্রীকে)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
মার্জনাকারী				
	আল্লাহ মার্জনাকারী	৫৮-মুজাদালা	২	৯৫২
	আল্লাহ মার্জনাকারী ও অতি ক্ষমাশীল	২২-হাজ্জ	৬০	৭৬৩
	আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল (হিজরতে অক্ষমদের প্রতি)	৪-নিসা	৯৯	৫৬৯
	আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল (তায়াম্মুম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
	আল্লাহ মার্জনাকারী ও সর্বশক্তিমান (দোষ মার্জনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৯	৫৭৬
মালপত্র				
	ভাইদের মালপত্রের নিকট ইউসুফকে রেখে দৌড় প্রতিযোগিতায় গেল	১২-ইউসুফ	১৭	৬৭৮
মালিক				
	অণু পরিমাণের মালিক নয় (ধারণাকৃত ইলাহগণ)	৩৪-সাবা	২২	৮৪৩
	অস্তাচলের মালিক আল্লাহ (দুই অস্তাচলের মালিক)	৫৫-রাহ্মান	১৭	৯৩৯
	আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান,মহাপ্রতাপশালী, পবিত্র ও মালিক	৬২-জুমু'আ	১	৯৬২
	আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহরা কিছুর মালিক নয়	৩৯-যুমার	৪৩	৮৭৫
	আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুর মালিক	৪২-শূরা	৫৩	৮৯৫
	আল্লাহ মালিক	২৩-মু'মিনূন	১১৬	৭৭৩
	আল্লাহ মালিক	৫৯-হাশর	২৩	৯৫৭
	আল্লাহ মালিক ও সত্য (রাসূল স. এর উপর ওহী/কুরআন প্রেরণ প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
	আল্লাহ (দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির মালিক আল্লাহ)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
	উদয়াচলের মালিক আল্লাহ (দুই উদয়াচলের মালিক)	৫৫-রাহ্মান	১৭	৯৩৯
	উপকারের মালিক নন রাসূল স. (নিজের উপকার বা ক্ষতির)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
	কাবাঘরের মালিককের ইবাদত করতে নির্দেশ (কুরাইশদের প্রতি)	১০৬-কুরাইশ	৩	১০৩৪
	ক্ষতি বা সঠিকপথ দেয়ার মালিক রাসূল স. নন	৭২-জিন্	২১	৯৮৭
	ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয় যারা তাদের ইবাদাত...	৫-মায়িদা	৭৬	৫৯০

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
	ক্ষতির মালিক নন রাসূল স. (নিজের উপকার বা ক্ষতির)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
	ক্ষতির মালিক নয় উপাস্যরা (নিজেদের ক্ষতির)	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
	চাবির মালিক (ঘরের) হয়ে থাকলে আহার করাতে দোষ নেই	২৪-নূর	৬১	৭৮১
	ডানহাত মালিক যাদের (দাস-দাসী)	৩০-রূম	২৮	৮২৪
	ডানহাত মালিক যাদের... (দাসীদের সাথে যৌনাচার প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	৬	৭৬৬
	ডানহাত যার মালিক হয়েছে/দাস-দাসীকে রিযিক দান প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্ল	৭১	৭০৮
	ডান হাত মালিক যাদের তাদের মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে...	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
	ডান হাত যাদের মালিক (লজ্জাস্থানের হেফাজত প্রসঙ্গে)	৭০-মা'আরিজ	৩০	৯৮২
	দুঃখ দূর করার মালিক নয়, যাদেরকে ইলাহধারণা করা হয়েছে)	১৭-ইস্রা	৫৬	৭১৮
	দৃষ্টি/শ্রবণশক্তির মালিক আল্লাহ (মুশরিকদের স্বীকৃতি)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
	দৃষ্টিশক্তির মালিক কে? (মুশরিকদের নিকট রাসূল স. এর প্রশ্ন)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
	বিচার দিনের মালিক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা	১-ফাতিহা	৩	৫০১
	মৃত্যু ও জীবনের মালিক নয় (অন্য উপাস্যরা)	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
	রাসূল স. নিজের ভাল-মন্দেরও মালিক নন...	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
	রাজত্বের মালিক আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
	রিযিকের মালিক আল্লাহ; মূর্তিরা নয়	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
	রিযিকের (আকাশের রিযিকের মালিক নয় এমন কারো উপাসনা)	১৬-নাহ্ল	৭৩	৭০৯
	শ্রবণশক্তির মালিক কে? (মুশরিকদের নিকট রাসূল স. এর প্রশ্ন)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
	সঠিকপথের (মানুষের সঠিকপথ দেয়ার মালিক রাসূল স. নন)	৭২-জিন্	২১	৯৮৭
	সান্নিধ্যে (মহাশক্তিমান মালিকের সান্নিধ্যে থাকবে মুত্তাকীরা)	৫৪-কামার	৫৫	৯৩৮
মালিকানাধীন				
	এক ব্যক্তির মালিকানাধীন/অনেক প্রভুর অধীন ব্যক্তি সমান নয়	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
	দাসী (মালিকানাধীন মুমিন দাসীকে বিয়ে করার বৈধতা)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
	দাস (আল্লাহ মালিকানাধীন এক দাসের উপমা পেশ করেন)	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
	জাহান্নামের ফেরেশতা 'মালিক'কে দোয়া করতে বলা, জাহান্নামদের	৪৩-যুখরুফ	৭৭	৯০১
	বাগানের মালিকদেরকে (পরীক্ষায় ফেলা)	৬৮-ক্বালাম	১৭	৯৭৫
	মানুষের মালিক/বাদশাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা	১১৪-নাস	২	১০৩৬
	ভান্ডারের (প্রতিপালকের দয়ার ভান্ডারের মালিক হত যদি কাফিররা)	১৭-ইস্রা	১০০	৭২২
মালিকানাধীন (দাস-দাসী)				
	পর্দা (নবীর স্ত্রীদের সাথে দাস-দাসীদের পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৫	৮৩৮
	সদ্ব্যবহার (মালিকানাধীন দাস-দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
মালিকানাধীন দাসী				
	বিয়ে(মালিকানাধীন দাসীকে বিয়ে করার বৈধতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩	৫৫৬
	বিয়ে(মালিকানাধীন দাসীকে বিয়ে করার ব্যাপারে পালনীয় বিষয়)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
	বিয়ে (মালিকানাধীন দাসীকে বিয়ে করা নবীর জন্য বৈধ হওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
	রাসূল স. এর জন্য মালিকানাধীন দাসী হালাল হওয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৫২	৮৩৮
মালিকানাধীন (যুদ্ধ বন্দিনী)				
	বিয়ে (মালিকানাধীন যুদ্ধবন্দিনীরা সধবা হলেও বিয়ে করা বৈধ)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
মাশআরুল হারাম				
	আল্লাহকে স্মরণ (মাশআরুল হারামের কাছে)	২-বাক্বারা	১৯৮	৫২২
মা-শা-আল্লাহ				
	বলা (বাগানে প্রবেশের সময় মা-শা-আল্লাহ বলা)	১৮-কাহ্ফ	৩৯	৭২৭
মাস				
	চার মাস ১০ দিন প্রতীক্ষা করবে স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যু হলে	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
	চার মাস প্রতিক্ষা (স্ত্রীদের সাথে 'ইলা' করলে...)	২-বাক্বারা	২২৬	৫২৫
	চার মাস ভ্রমণের অবকাশ, মুশরিকদেরকে)	৯-তাওবা	২	৬৪০
	তিনমাস (রক্তস্রাবের সম্ভাবনা শেষ হয়েছে এমন স্ত্রীদের ইদ্দত)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
	ত্রিশ মাস (গর্ভে ধারণ ও দুধদানের সময় ত্রিশ মাস)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
	দু'মাস একাধারে রোযা পালন (মুমিন হত্যার কাফফারা)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
	হজ্জের মাস (হজ্জের মাস নির্দিষ্ট)	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
	প্রত্যক্ষ করা (রমজান মাস প্রত্যক্ষ করবে যে সে রোজা রাখবে)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
	রমজান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
	সংখ্যা (মাসের সংখ্যা বারটি)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
	সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করাত বাতাস (সুলাইমান আ. প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
	হারাম মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে হত্যার নির্দেশ...	৯-তাওবা	৫	৬৪০
	হারাম মাস মানুষের জীবনধারণের উপকরণস্বরূপ	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
	হারাম মাস সম্পর্কে রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মাস (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
হারাম মাসের অবমাননা নিষেধ	৫-মায়িদা	২	৫৮০
হারাম মাসের বদলে হারাম মাস (যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯৪	৫২২
হাজার মাসের চেয়ে কদর রাত উত্তম	৯৭-কাদর	৩	১০২৯
রোযা (একাধারে দুই মাস রোযা রাখা, যিহারের কাফফারা প্রসঙ্গ)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
মাসিক (আরো দেখুন রক্তস্রাব শব্দটি)			
জিজ্ঞাসা (মাসিক রক্তস্রাব সম্পর্কে রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা)	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
তিন মাসিক পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে, তালাকপ্রাপ্তারা	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
স্ত্রীর (এখনো মাসিক হয়নি এমন স্ত্রীর ইদ্দত তিনমাস)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
স্ত্রীদের মাসিক চলাকালে তাদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
হতাশ (মাসিক হবার ব্যাপারে হতাশ স্ত্রীদের ইদ্দত তিন মাস)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
মাসীহ			
'আল্লাহই মারইয়ামের পুত্র মসীহ'- কুফরি করেছে বনী ইসরাইল...	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
ঈসা আ. মাসীহ আল্লাহর রাসূল স. ও তার কালিমাহ	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
ঈসা-মাসীহ ইবনে মারইয়াম	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৪০
নাসারারা মাসীহকে আল্লাহর পুত্র বলে	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
পুত্র (মারইয়ামের পুত্র মাসীহকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ)	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
বনী ইসরাঈলকে মাসীহ বলেছিল আল্লাহর ইবাদত করতে...	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
বান্দা (মাসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে লজ্জাজনক মনে করেন না)	৪-নিসা	১৭২	৫৭৯
মারইয়ামের পুত্র মাসীহকে যারা আল্লাহ বলে তারা কুফরি করেছে	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
মারইয়ামের পুত্র মাসীহকে ধ্বংস করতে চান যদি আল্লাহ...	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
মারইয়ামের পুত্র মাসীহ রাসূল স. ছাড়া কিছু নয়	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
হত্যা! (বনী ইসরাঈল ঈসা আ. মাসীহকে হত্যা করেছে বলে দাবী করা)	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
মাসেহ			
মাথা মসেহ করার নির্দেশ (অজু প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
মুখমন্ডল মাসেহ করা (তায়াম্মুম প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
মুখমন্ডল মাসেহ করা, মাটি দ্বারা (তায়াম্মুম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
হাত মাসেহ করা, মাটি দ্বারা (তায়াম্মুম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
মা (স্থান)			
হাবিয়া দোযখ (নেকীর পাল্লা হালকা হলে তার মা/স্থান হাবিয়া)	১০১-ক্বারি'আ	৯	১০৩১
মিটানো (আরো দেখুন নিস্পত্তি শব্দটি)			
ক্ষুধা মিটাবে না (জাহান্নামিদের খাদ্য)	৮৮-গাশিয়াহ্	৭	১০১৯
মিটিয়ে দেয়া			
ভালকাজ মিটিয়ে দেয় মন্দকাজকে	১১-হূদ	১১৪	৬৭৬
মিথ্যাবাদী বলা			
মুশরিকদেরকে মিথ্যাবাদী বলবে তাদের উপাস্যরা	২৫-ফুরকান	১৯	৭৮৩
মিথ্যা (আরো দেখুন অসত্য শব্দটি)			
অবতারণা (মিথ্যার অবতারণা করেছে এক সম্প্রদায়...)	২৫-ফুরকান	৪	৭৮২
আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ (সম্প্রদায়ের ধর্মে শু'আইব ফিরে গেলে!)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা (মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে)	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
আল্লাহ সম্বন্ধে মানুষ/জিন মিথ্যা বলবেনা (মুমিন জিনদের ধারণা)	৭২-জিন্	৫	৯৮৬
আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনাকারী জালিম	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারচনাকারী (সবচেয়ে বড় জালিম)	১৮-কাহ্ফ	১৫	৭২৫
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে আহলে কিতাবরা (জেনেবুঝে)	৩-আলে ইমরান	৭৫	৫৪৩
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে যে সে সবচেয়ে বড় জালিম	৩৯-যুমার	৩২	৮৭৪
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, জেনে বুঝে (আহলে কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	৭৮	৫৪৩
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীরা সফল হবে না	১০-ইউনুস	৬৯	৬৬১
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপকারীর চেহারা কালো হবে (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৬০	৮৭৬
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে হূদ আ. (কাফিরদের অপবাদ)	২৩-মু'মিনূন	৩৮	৭৬৮
ইলাহ (মিথ্যা ইলাহ চাওয়া, আল্লাহর পরিবর্তে)	৩৭-সাফ্ফাত	৮৬	৮৬১
ঈমান (তবে কি মানুষ মিথ্যাতেই ঈমান আনবে !)	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
উদ্ভাবিত মিথ্যা বলত জালিমরা কুরআনকে	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
কথা (স্ত্রীর সাথে যিহার এক প্রকার মিথ্যা কথা)	৫৮-মুজাদালা	২	৯৫২
কসম (মিথ্যা কসম করে মুনাফিকরা, জেনেবুঝে)	৫৮-মুজাদালা	১৪	৯৫৩
কাফিররা তাদের মিথ্যা থেকে বলে...	৩৭-সাফ্ফাত	১৫১	৮৬৪
ঘটনা (কিয়ামত) সংঘটনে কোন মিথ্যা নেই	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২	৯৪৩
চলে যায় (মিথ্যা চলে গেছে)	১৭-ইসরা	৮১	৭২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
তৈরি (মিথ্যা তৈরি ও মূর্তির উপাসনা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
দায় (মিথ্যার দায় মূসার উপরেই, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়)	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
ধ্বংস (সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করায় মিথ্যার ধ্বংস)	২১-আম্বিয়া	১৮	৭৫১
নিক্ষেপ (সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ,মিথ্যার ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১৮	৭৫১
প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা নয় (ছামূদ জাতির শাস্তি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৫	৬৭১
প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলা (জালিমদের)	১১-হূদ	১৮	৬৬৭
প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা (জালিমদের)	১১-হূদ	১৮	৬৬৭
বর্জন(মিথ্যা কথা বর্জনের নির্দেশ, হজ্জের বিধান প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
বর্ণনা (জালিমদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে,আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা...)	১৬-নাহ্ল	১১৬	৭১৩
বর্ণনা (মুশরিকদের মিথ্যা বর্ণনা, উত্তম প্রতিদান প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬২	৭০৭
বর্ণনা (সত্য ও মিথ্যার বর্ণনা দেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
বলা (যারা বলে আল্লাহ সন্তানগ্রহণ করেছেন তারা মিথ্যা বলে)	১৮-কাহ্ফ	৫	৭২৪
বিতর্ক কাফিরদের মিথ্যার দ্বারা (সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য)	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯
বিশ্বাস (মিথ্যাতে বিশ্বাস ও আল্লাহর নেয়ামতকে অবিশ্বাস...)	১৬-নাহ্ল	৭২	৭০৮
বিলুপ্ত (সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করায় মিথ্যা বিলুপ্ত হয়)	২১-আম্বিয়া	১৮	৭৫১
মুছে দেয়া (আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
রক্ত (মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে আসল ভাইয়েরা, ইউসুফের জামায়)	১২-ইউসুফ	১৮	৬৭৮
রচনা (আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনা না করার আহবান, ফিরআউনকে)	২০-ত্বা-হা	৬১	৭৪৪
রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী সর্বাধিক জালিম)	৬১-সাফ্ফ	৭	৯৬০
রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীরা সফল হবে না)	১৬-নাহ্ল	১১৬	৭১৩
রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীদের কিয়ামতের ধারণা কী?)	১০-ইউনুস	৬০	৬৬০
রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী জালিম)	৬-আন্'আম	২১	৫৯৭
রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীরা সফল হবে না)	১০-ইউনুস	৬৯	৬৬১
রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী বড় জালিম)	১০-ইউনুস	১৭	৬৫৫
রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে যারা তারা জালিম)	৩-আলে ইমরান	৯৪	৫৪৫
রচনা (হালাল-হারাম নিজের ইচ্ছামত বলা আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা রচনা)	১৬-নাহ্ল	১১৬	৭১৩
রচনা (যে আল্লাহর আয়াতে ঈমান আনে না সেই মিথ্যা রচনা করে)	১৬-নাহ্ল	১০৫	৭১২
রচনা (রাসূল স. মিথ্যা রচনা করেছে, কাফিররা বলে)	৩৪-সাবা	৮	৮৪১
রচনা (মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা)	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
রচনা (মিথ্যা রচনা করেছে কাফিররা, আল্লাহ সম্পর্কে)	৫-মায়িদা	১০৩	৫৯৩
রচনা (মিথ্যা রচনাকারী অধিক জালিম, আল্লাহ সম্পর্কে)	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
রচনা (আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনাকারী জালিম)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা স্পষ্ট পাপ)	৪-নিসা	৫০	৫৬৩
রচনা (কুরআন মিথ্যা রচনা, কাফিররা বলে)	২৫-ফুরকান	৪	৭৮২
শুনবে না মুত্তাকীরা কোন মিথ্যা কথা (জান্নাতে)	৭৮-নাবা	৩৫	১০০১
শ্রবণকারী (মিথ্যা শ্রবণকারী)	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫
শ্রবণকারী (ইহুদীরা মিথ্যা শ্রবণকারী)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে আহলি কিতাবরা	৩-আলে ইমরান	৭১	৫৪২
সাক্ষ্য (মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না যারা...)	২৫-ফুরকান	৭২	৭৮৭
মিথ্যা অভিহিত			
আয়াত পাঠ করা হলে মিথ্যা অভিহিত করত কাফিররা	২৩-মু'মিনূন	১০৫	৭৭২
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীর উপমা	৭-আ'রাফ	১৭৭	৬২৯
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করতনা কাফিররা (আবার দুনিয়ায় পাঠালে)	৬-আন্'আম	২৭	৫৯৮
আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করত (সীমালঙ্ঘনকারীরা)	৭৮-নাবা	২৮	১০০১
আয়াত (আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীরা তীব্র আগুনের অধিবাসী)	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করার পরিণাম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি	২২-হাজ্জ	৫৭	৭৬৩
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী বধির, বোবা, অন্ধকারে নিমজ্জিত	৬-আন্'আম	৩৯	৫৯৯
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীরা জালিম	৬-আন্'আম	২১	৫৯৭
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করেছে যারা তাদেরকে শাস্তিতে...	৩০-রূম	১৬	৮২৩
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল পূর্ববর্তীরা	৩০-রূম	১০	৮২২
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল যারা...	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী ও কাফির আগুনের অধিবাসী	২-বাক্বারা	৩৯	৫০৫
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল যারা (আদ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৭২	৬১৯
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীর প্রবৃত্তির অনুসরণ না করতে নবীকে নির্দেশ	৬-আন্'আম	১৫০	৬১১
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল ফিরআউন বংশ	৩-আলে ইমরান	১১	৫৩৬
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করার পরিণাম	৭-আ'রাফ	১৮২	৬২৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মিথ্যা অভিহিত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করায় কাফির তীব্র আগুনের অধিবাসী হবে	৫-মায়িদা	৮৬	৫৯১
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারীর উপমা কুকুরের উপমার মত	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করেছে যারা...	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করেছে যারা...	৭-আ'রাফ	৩৬	৬১৬
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী সম্প্রদায়ের উপমা কতই না নিকৃষ্ট	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করায় শাস্তি	৬-আন্'আম	৪৯	৬০০
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী কাফির আগুনের অধিবাসী হবে	৬৪-তাগাবুন	১০	৯৬৭
আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করেছে যারা...	৫-মায়িদা	১০	৫৮১
আল্লাহর নিদর্শনকে মিথ্যা অভিহিত করা (নূহের সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৭৭	৭৫৫
আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী সবচেয়ে বড় জালিম	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
ঈমান (প্রমাণ আসার পরও মিথ্যা অভিহিতকৃত বিষয়ে ঈমান না আনা)	৭-আ'রাফ	১০১	৬২২
উত্তমকে মিথ্যা অভিহিতকারীর জন্য মন্দকে সহজ করা হয়	৯২-লাইল	৯	১০২৫
উপদেশকে মিথ্যা অভিহিত করা (কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৬	৭৮৮
ওহীকে মিথ্যা অভিহিত করা হয়েছিল পূর্বেও (জ্ঞান ছাড়াই)	১০-ইউনুস	৩৯	৬৫৮
কাফিররা মিথ্যা অভিহিত করায় লিপ্ত রয়েছে	৮৫-বুরূজ	১৯	১০১৬
কাফিররা মিথ্যা অভিহিত করে (কুরআনকে)	৮৪-ইন্শিকাক্	২২	১০১৪
কিতাবকে মিথ্যা অভিহিত করার পরিণাম জানতে পারবে...	৪০-মু'মিন	৭০	৮৮৪
কুরআনকে মিথ্যা অভিহিত করা (জ্ঞান আয়ত্ত না করেই)	১০-ইউনুস	৩৯	৬৫৮
কুরআনকে যারা মিথ্যা অভিহিত করে (আল্লাহ তাদেরকে ধরবেন)	৬৮-ক্বালাম	৪৪	৯৭৭
নির্দশনকে মিথ্যা অভিহিত করায় সমূদ্রে নিমজ্জন (ফিরআউন প্র.)	৭-আ'রাফ	১৩৬	৬২৪
নির্দশনকে মিথ্যা অভিহিত করার ফল...	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
নিদর্শনাবলিকে ফিরআউন মিথ্যা অভিহিত করেছিল	২০-ত্বা-হা	৫৬	৭৪৪
নিমজ্জিত (মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে নিমজ্জিত করলেন আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	৬৪	৬১৮
নিদর্শনকে মিথ্যা অভিহিত করা (জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব না করেই)	২৭-নামল	৮৪	৮০৭
নিদর্শনকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল ফিরআউন বংশ ও...	৮-আনফাল	৫৪	৬৩৭
নিদর্শনকে মিথ্যা অভিহিতকারীদের কিয়ামতে সমবেত করা হবে	২৭-নামল	৮৩	৮০৭
নিদর্শনকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল কাফিররা	৩৯-যুমার	৫৯	৮৭৬
পরিণাম (মিথ্যা অভিহিত করার পরিণাম, আবু জাহল প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩২	৯৯৪
পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শনকে মিথ্যা অভিহিত করাই আল্লাহকে...	১৭-ইস্রা	৫৯	৭১৯
ফয়সালার দিনকে মিথ্যা অভিহিতকারীদের শাস্তি...	৭৭-মুর্সালাত	২৯	৯৯৮
বিচার দিনকে মিথ্যা অভিহিত করত জাহান্নামিরা	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪৬	৯৯২
বিচার দিনকে মিথ্যা অভিহিত করে পাপিষ্ঠ সীমালঙ্ঘনকারীরা	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	১২	১০১১
বিচারদিনকে মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	১১	১০১১
রাসূলদের নিদর্শন/প্রমাণকে মিথ্যা বলে অভিহিত করা হয়	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
শাস্তি (মিথ্যা অভিহিত করার জন্য আসবে অপরিহার্য শাস্তি)	২৫-ফুরকান	৭৭	৭৮৭
শাস্তিকে (আগুনের শাস্তিকে মিথ্যা অভিহিত করত জালিমরা)	৩৪-সাবা	৪২	৮৪৪
শাস্তি (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করায় লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	২২-হাজ্জ	৫৭	৭৬৩
সত্যকে মিথ্যা অভিহিত করে (কাফিররা)	৬-আন্'আম	৫	৫৯৬
সত্য আসার পর তাকে মিথ্যা অভিহিতকারী বড় জালিম	২৯-আনকাবূত	৬৮	৮২১
সত্য/কুরআনকে মিথ্যা অভিহিত করা (সম্প্রদায় কর্তৃক)	৬-আন্'আম	৬৬	৬০২
সতর্কীকরণ মিথ্যা অভিহিত করেছিল লূত সম্প্রদায়	৫৪-কামার	৩৩	৯৩৭
সতর্কীকরণকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল ছামুদ সম্প্রদায়	৫৪-কামার	২৩	৯৩৭
সম্প্রদায় (মিথ্যা অভিহিতকারী সম্প্রদায়ের নিকট মূসা আ. ও....)	২৫-ফুরকান	৩৬	৭৮৫
স্পষ্ট প্রমাণকে মুশরিকরা মিথ্যা অভিহিত করে	৬-আন্'আম	৫৭	৬০১
মিথ্যা অভিহিতকারী			
আনুগত্য (মিথ্যা অভিহিতকারীদের আনুগত্য করা নিষেধ)	৬৮-ক্বালাম	৮	৯৭৫
আল্লাহ ও মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে ছেড়ে দেয়া (শাস্তির ব্যাপারে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১১	৯৮৮
কিতাবকে মিথ্যাঅভিহিতকারীর পরিণাম ও আল্লাহর প্রতিশোধ	৪৩-যুখরুফ	২৫	৮৯৭
কুরআন সম্পর্কে মিথ্যাঅভিহিতকারী কেউ কেউ(আল্লাহ জানেন)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৯	৯৮০
দুর্ভোগ কিয়ামতকে মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	১০	১০১১
দুর্ভোগ রয়েছে মিথ্যা অভিহিতকারীদের (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	২৪	৯৯৮
দুর্ভোগ রয়েছে মিথ্যা অভিহিতকারীদের (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৩৪	৯৯৮
দুর্ভোগ রয়েছে মিথ্যা অভিহিতকারীদের (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৪৫	৯৯৯
দুর্ভোগ (সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য)	৫২-তূর	১১	৯২৯
দুর্ভোগ রয়েছে মিথ্যা অভিহিতকারীদের (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৩৭	৯৯৮
দুর্ভোগ রয়েছে মিথ্যা অভিহিতকারীদের (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	১৯	৯৯৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দুর্ভোগ রয়েছে মিথ্যা অভিহিতকারীদের (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	১৫	৯৯৭
দুর্ভোগ রয়েছে মিথ্যা অভিহিতকারীদের (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৪০	৯৯৯
দুর্ভোগ রয়েছে মিথ্যা অভিহিতকারীদের (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৪৯	৯৯৯
দুর্ভোগ রয়েছে মিথ্যা অভিহিতকারীদের (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	২৮	৯৯৮
দুর্ভোগ রয়েছে মিথ্যা অভিহিতকারীদের (ফয়সালার দিন)	৭৭-মুরসালাত	৪৭	৯৯৯
পরিণাম (মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম লক্ষ্য করার আহ্বান)	৩-আলে ইমরান	১৩৭	৫৪৯
পরিণাম (ভ্রমণ করে মিথ্যা অভিহিতকারীর পরিণাম লক্ষ্য করা)	৬-আন্'আম	১১	৫৯৭
পরিণাম (পৃথিবী ভ্রমণ করে মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম দেখা)	১৬-নাহ্ল	৩৬	৭০৬
পরিণাম (কিতাবকে মিথ্যাঅভিহিতকারীর পরিণাম প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২৫	৮৯৭
মানুষ মিথ্যা অভিহিতকারী হলে (উত্তপ্ত পানির আপ্যায়ন ও...)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯২	৯৪৭
মিথ্যা আশা			
নিরক্ষর ইহুদীদের মিথ্যা আশা (কিতাব প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৮	৫০৯
শয়তানের মিথ্যা আশা (গবাদিপশুর কান ছিদ্র করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
শয়তানের (বান্দাদেরকে শয়তান মিথ্যা আশা দেয়)	৪-নিসা	১২০	৫৭২
মিথ্যাচার			
নিয়ে এসেছে (নবীর স্ত্রী সম্পর্কে মিথ্যাচার নিয়ে এসেছে একদল মু'মিন)	২৪-নূর	১১	৭৭৫
পুরনো মিথ্যাচার (কুরআন সর্ম্পকে কাফিরদের মন্তব্য)	৪৬-আহ্কাফ	১১	৯০৯
মুশরিকদের মিথ্যাচার (আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের জন্য অন্য ইলাহগ্রহণ)	৪৬-আহ্কাফ	২৮	৯১০
সুস্পষ্ট মিথ্যাচার বলল না কেন মু'মিনরা (ইফকের ঘটনাকে)	২৪-নূর	১২	৭৭৫
মিথ্যাচারী			
চুলের গোছা ধরে মিথ্যাচারী ও অপরাধীকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (দোযখে)	৯৬-আলাক	১৬	১০২৮
সঙ্গী-সাথী (মিথ্যাচারী/অপরাধী সঙ্গী-সাথীকে আহবান করুক!)	৯৬-আলাক	১৭	১০২৮
মিথ্যা প্রতিপন্নকারী			
আয়াতকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী সবচেয়ে বড় জালিম	১০-ইউনুস	১৭	৬৫৫
মিথ্যা বলা			
অন্তর (রাসূল স. এর অন্তর মিথ্যা বলেনি, যা সে দেখেছে)	৫৩-নাজম	১১	৯৩২
আদের(মহাপ্রলয়কে আদ ও ছামুদ মিথ্যা বলেছিল)	৬৯-হাক্কাহ্	৪	৯৭৮
আয়াতকে মিথ্যা বললে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে	১০-ইউনুস	৯৫	৬৬৩
আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল (নূহ আ. সম্প্রদায়)	১০-ইউনুস	৭৩	৬৬১
আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে মিথ্যা বলেছিল যারা...	৯-তাওবা	৯০	৬৪৯
আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা আখ্যা দানকারী ক্ষতিগ্রস্ত	১০-ইউনুস	৪৫	৬৫৮
কাফির প্রধানরা মিথ্যা বলল (আখিরাতের সাক্ষাৎকে)	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮
কিয়ামতকে মিথ্যা বলে কাফিররা	২৫-ফুরকান	১১	৭৮৩
ছামুদের(মহাপ্রলয়কে আদ ও ছামুদ মিথ্যা বলেছিল)	৬৯-হাক্কাহ্	৪	৯৭৮
জামার পিছন ছেঁড়া হলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে	১২-ইউসুফ	২৭	৬৭৯
নিদর্শন/আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলার কর্ম বিফল...	৭-আ'রাফ	১৪৭	৬২৫
ফিরআউন (মূসা আ. এর নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছিল)	৭৯-নাযি'আত	২১	১০০৪
মহাপ্রলয়কে আদ ও ছামুদ সম্প্রদায় মিথ্যা বলেছিল	৬৯-হাক্কাহ্	৪	৯৭৮
মুশরিকরা শুধু মিথ্যাই বলে ও অনুমানের অনুসরণ করে	১০-ইউনুস	৬৬	৬৬০
মুনাফিকরা মিথ্যা বলত (অঙ্গীকার ভঙ্গ করা প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৭৭	৬৪৮
মুশরিকদের নিজেদের ব্যাপারে মিথ্যা বলা (কিয়ামতে)	৬-আন্'আম	২৪	৫৯৮
রাসূলরা মিথ্যা বলছে! (জনপদবাসী কাফিরদের অভিযোগ)	৩৬-ইয়াসীন	১৫	৮৫২
শাস্তি (মিথ্যা বলার জন্যে মুনাফিকদের শাস্তি)	২-বাক্বারা	১০	৫০২
শাস্তিকে (পাপাচারী যে আগুনের শাস্তিকে মিথ্যা বলত তা ভোগ করবে)	৩২-সাজ্দা	২০	৮৩১
সত্যকে মিথ্যা বলে যে সে সবচেয়ে বড় জালিম	৩৯-যুমার	৩২	৮৭৪
সাক্ষাৎকে (যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত)	৬-আন্'আম	৩১	৫৯৮
মিথ্যা (বাতিল)			
জাদুকরদের জাদু বাতিল/মিথ্যা হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১১৮	৬২৩
ডাকা (মুশরিকরা যাকে ডাকে তা মিথ্যা/বাতিল)	২২-হাজ্জ	৬২	৭৬৪
মিশ্রিত করা (সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত না করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৪২	৫০৫
মিথ্যাবাদী			
আয়াতে অবিশ্বাসকারীই মিথ্যাবাদী (আল্লাহর আয়াত)	১৬-নাহ্ল	১০৫	৭১২
আল্লাহ জানেন তারা মিথ্যাবাদী (যারা কসম করে বলছে)	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী (অভিযোগ উত্থাপনকারীরা)	২৪-নূর	১৩	৭৭৫
আল্লাহ মিথ্যাবাদীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
ইউসুফ আ. মিথ্যাবাদী (জামার সামনে ছেঁড়া হলে)	১২-ইউসুফ	২৬	৬৭৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মিথ্যাবাদী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
উম্মত মিথ্যাবাদী বলেছে কোন রাসূল স. আসলেই (অতীতে)	২৩-মু'মিনূন	৪৪	৭৬৮
কাফির যেন জানতে পারে যে সে মিথ্যাবাদী এ জন্য পুনরুত্থান	১৬-নাহ্‌ল	৩৯	৭০৬
কাফিররা মিথ্যাবাদী	২৩-মু'মিনূন	৯০	৭৭১
কাফিররা মিথ্যাবাদী (নিষিদ্ধ কাজের পুনরাবৃত্তিকরণ প্র.)	৬-আন্‌'আম	২৮	৫৯৮
কাফিররা মিথ্যাবাদী (মুমিনের পাপের বোঝা বহন প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	১২	৮১৭
কে মিথ্যাবাদী মাদইয়ানবাসীরা তাও জানতে পারবে	১১-হূদ	৯৩	৬৭৪
জেনে নেয়া (মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নিবেন রাসূল, তবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৩	৬৪৪
জেনে নেয়া(সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী কে তা আল্লাহ্‌ জেনে নিবেন)	২৯-আনকাবূত	৩	৮১৬
দাম্ভিক ও মিথ্যাবাদী কে, তা আগামীকাল জানবে ছামুদ সম্প্রদায়	৫৪-কামার	২৬	৯৩৭
দুর্ভোগ (পাপী মিথ্যাবাদীর জন্য দুর্ভোগ)	৪৫-জাছিয়া	৭	৯০৫
নূহ আ. কে মিথ্যাবাদী মনে করল (সম্প্রদায়ের লোকেরা)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
প্রতিফল কি হবে (কাফেলা মিথ্যবাদী হলে)	১২-ইউসুফ	৭৪	৬৮৩
মনে করা (ফিরআউন মূসাকে মিথ্যাবাদী মনে করে)	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
মনগড়া মন্তব্যকারীরা যারা বলে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৫২	৮৬৪
মসজিদে দারার নির্মাণকারীরা মিথ্যাবাদী	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী (আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন)	৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী (আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, রাসূল স. প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
মুনাফিকরাই মিথ্যাবাদী	৫৮-মুজাদালা	১৮	৯৫৪
মুশরিকদের মিথ্যাবাদী বলবে শরীকরা (কিয়ামতে)	১৬-নাহ্‌ল	৮৬	৭১০
মূসা আ. মিথ্যাবাদী হলে সে জন্য মূসাই দায়ী হবে	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
মূসাকে মিথ্যাবাদী মনে করে ফিরাউন	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
মূসা আ. কে মিথ্যাবাদী বলল (ফিরআউন, হামান ও কারূন)	৪০-মু'মিন	২৪	৮৭৯
রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে (রাসূল স. এর পূর্বেও)	৩-আলে ইমরান	১৮৪	৫৫৪
রাসূল স. কে কাফিররা মিথ্যাবদী জাদুকর বলে	৩৮-সোয়াদ	৪	৮৬৬
রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল পূর্ববর্তীরা	৩৪-সাবা	৪৫	৮৪৫
লা'নত (মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর লা'নত...)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
শয়তান অবতীর্ণ হয় (মিথ্যাবাদী ও পাপীষ্ঠের উপর)	২৬-শু'আরা	২২২	৭৯৯
শয়তানদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী	২৬-শু'আরা	২২৩	৭৯৯
শুআইবকে মিথ্যাবাদী মনে করা (আইকাবাসী কর্তৃক)	২৬-শু'আরা	১৮৬	৭৯৭
সঠিক পথ প্রদর্শন করেননা আল্লাহ (মিথ্যাবাদী কাফিরকে)	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
সালিহকে দাম্ভিক মিথ্যাবাদী বলল (ছামুদ সম্প্রদায়)	৫৪-কামার	২৫	৯৩৭
স্বামী মিথ্যাবাদী হলে আল্লাহর লা'নত (স্ত্রীর ব্যাভিচার প্রসঙ্গ...)	২৪-নূর	৭	৭৭৪
স্বামীকে মিথ্যাবাদী বলে সাক্ষ্য দিবে স্ত্রী...	২৪-নূর	৮	৭৭৪
হুদহুদ মিথ্যাবাদী নাকি সত্যবাদী তা সুলাইমান আ. কর্তৃক যাচাই	২৭-নামল	২৭	৮০২
হূদকে মিথ্যবাদী মনে করছে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা	৭-আ'রাফ	৬৬	৬১৯
মিথ্যাবাদী বলা			
আইকাবাসীরা রাসূল/ শুআইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল	২৬-শু'আরা	১৭৬	৭৯৭
আদ সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল (হূদকে)	৫৪-কামার	১৮	৯৩৭
ইবরাহীমের জাতি কর্তৃক ইবরাহীমকে মিথ্যাবাদী বলা	২৯-আনকাবূত	১৮	৮১৭
ইলিয়াসকে মিথ্যাবাদী বলল তার সম্প্রদায়	৩৭-সাফ্‌ফাত	১২৭	৮৬৩
কাফিররা রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলে ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে	৫৪-কামার	৩	৯৩৬
দুর্ভাগা (যে রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় সে দুর্ভাগা)	৯২-লাইল	১৬	১০২৫
ধৈর্যধারণ (পূর্ববর্তী রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলার পরও ধৈর্যধারণ)	৬-আন্‌'আম	৩৪	৫৯৯
নূহ আ. কে তার সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল	১০-ইউনুস	৭৩	৬৬১
নূহকে মিথ্যাবাদী বলায় (প্রতিপালকের সাহায্য প্রার্থনা)	২৩-মু'মিনূন	২৬	৭৬৭
নূহকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তার সম্প্রদায়	৭-আ'রাফ	৬৪	৬১৮
নূহকে সম্প্রদায় কর্তৃক মিথ্যাবাদী বলা (নূহের দোয়া)	২৬-শু'আরা	১১৭	৭৯৪
পাকড়াও (অর্জন/নবীদের মিথ্যাবাদী বলায় পাকড়াও)	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
পূর্ববর্তী মুশরিকরা রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল	৬-আন্‌'আম	১৪৮	৬১১
পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলা...(আদ,ছামূদ...)	২২-হাজ্জ	৪২	৭৬২
ফিরাউন সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলল মূসা আ. ও হারুনকে	২৩-মু'মিনূন	৪৮	৭৬৯
বনী ইসরাঈলরা মিথ্যাবাদী বলেছে রাসূলগণের একদলকে	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
ভেবে দেখা (মুখ ফিরানো ও মিথ্যাবাদী বলা আবু জাহল সম্পর্কে)	৯৬-আলাক	১৩	১০২৮
মিথ্যাবাদী বলেছিল (নূহ আ. ও ছামুদের সম্প্রদায় এবং রাস্‌বাসী)	৫০-ক্বাফ	১২	৯২২
মুহম্মদ সা. কে মিথ্যাবাদী বলা (মক্কাবাসী কর্তৃক)	২২-হাজ্জ	৪২	৭৬২
মুহাম্মদ স.কে মিথ্যাবাদী বলা (পূর্ববর্তীদেরকেও বলা হয়েছিল)	৩৫-ফাতির	৪	৮৪৬
মুহম্মদ স.কে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে পূর্ববর্তীদের মত	৩৫-ফাতির	২৫	৮৪৮
মূসাকে তার সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল	২২-হাজ্জ	৪৪	৭৬২
মূসাকে মিথ্যাবাদী বলবে ফির'আউন (মূসার আশঙ্কা)	২৮-কাসাস	৩৪	৮১১
মূসাকে ফির'আউন সম্প্রদায় কর্তৃক মিথ্যাবাদী বলা	২৬-শু'আরা	১২	৭৮৮
রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছে (ইবারহীমের উম্মতের পূর্ববর্তীরা)	২৯-আনকাবূত	১৮	৮১৭
রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলল (নূহ আ. সম্প্রদায়)	২৫-ফুরকান	৩৭	৭৮৫
রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল	৬-আন্‌'আম	৩৪	৫৯৯
রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল পূর্বের বহু জাতি	৩৮-সোয়াদ	১২	৮৬৬
রাসূলদেরকে মিথ্যা বলেছিল মক্কার কাফিরদের পূর্ববতীরাও	৩৪-সাবা	৪৫	৮৪৫
রাসূলগণকে মুহাম্মাদ এর পূর্বেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল	৩৫-ফাতির	৪	৮৪৬
রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহ আ. সম্প্রদায় ও...	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল (অনেক সম্প্রদায়)	৩৮-সোয়াদ	১৪	৮৬৬
রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল (হিজরবাসীরা)	১৫-হিজর	৮০	৭০২
রাসূলগণকে পূর্ববর্তীরাও মিথ্যাবাদী বলেছিল	৩৫-ফাতির	২৫	৮৪৮
রাসূলগণকে আ'দ সম্প্রদায় কর্তৃক মিথ্যাবাদী বলা প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	১২৩	৭৯৪
রাসূল কে মিথ্যাবাদী বলায় জালিমদের শাস্তি প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্‌ল	১১৩	৭১২
রাসূল কে মিথ্যাবাদী বলেছিল (লূতের সম্প্রদায়)	২৬-শু'আরা	১৬০	৭৯৬
রাসূল কে মিথ্যাবাদী বলেছিল (ছামুদ জাতি)	২৬-শু'আরা	১৪১	৭৯৫
রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলা মূলত আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার	৬-আন্‌'আম	৩৩	৫৯৮
রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলা (ইহুদী কর্তৃক)	৬-আন্‌'আম	১৪৭	৬১১
রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল (তুব্বা সম্প্রদায় ও আইকাহবাসী)	৫০-ক্বাফ	১৪	৯২২
রাসূল স. কে নূহ আ. সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল	২৬-শু'আরা	১০৫	৭৯৩
রাসূলদের একদলকে মিথ্যাবাদী বলা (বনী ইসরাঈল কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
রাসূল স. কে যদি মিথ্যাবাদী বলে (ইহুদীরা)	৩-আলে ইমরান	১৮৪	৫৫৪
রাসূল স. কে যদি মিথ্যাবাদী বললে তাদেরকে বলতে হবে...	১০-ইউনুস	৪১	৬৫৮
শাস্তি (মিথ্যা বলার শাস্তি কেমন ছিল, পুর্ববর্তীদের)	৬৭-মুল্‌ক	১৮	৯৭৩
শাস্তি (পূর্ববর্তী জালিমরা মিথ্যাবাদী বলায় শাস্তি দেয়া হয়)	৩৯-যুমার	২৫	৮৭৩
শাস্তি (রাসূল স. কে মিথ্যবাদী বলার কারণে শাস্তি)	২০-ত্বা-হা	৪৮	৭৪৩
শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলায় ক্ষতিগ্রস্ত (মাদইয়ানবাসী প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯২	৬২১
শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলার পরিণতি (ভূমিকম্প প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯২	৬২১
শুয়াইবকে আইকাবাসীরা মিথ্যাবাদী বলার শাস্তি	২৬-শু'আরা	১৮৯	৭৯৭
শুয়াইবকে মিথ্যাবাদী বলায় ভূমিকম্প দ্বারা মাদইয়ানবাসীদের পাকড়াও	২৯-আনকাবূত	৩৭	৮১৯
সতর্ককারীকে মিথ্যাবাদী বলেছিল জাহান্নামিরা (দুনিয়াতে)	৬৭-মুল্‌ক	৯	৯৭২
হূদকে মিথ্যাবাদী বলায় আল্লাহ আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন	২৬-শু'আরা	১৩৯	৭৯৫
হূদ আ.কে মিথ্যাবাদী বলায় প্রতিপালকের সাহায্য প্রার্থনা	২৩-মু'মিনূন	৩৯	৭৬৮
মিথ্যা রচনা			
আয়াতে অবিশ্বাসকারীই মিথ্যা রচনা করে (আল্লাহর আযাত)	১৬-নাহ্‌ল	১০৫	৭১২
আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনা না করা আহবান (ফিরআউনকে)	২০-ত্বা-হা	৬১	৭৪৪
আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনাকারীদের শাস্তি দ্বারা ধ্বংস (ফিরআউন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৬১	৭৪৪
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা (হালাল-হারাম নিজেদের ইচ্ছামত বলা)	১৬-নাহ্‌ল	১১৬	৭১৩
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীরা সফল হবে না	১৬-নাহ্‌ল	১১৬	৭১৩
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারচনাকারী (সবচেয়ে বড় জালিম)	১৮-কাহ্‌ফ	১৫	৭২৫
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করার অপবাদ (রাসূল স.কে)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলানোর চেষ্টা (রাসূল স. কে দ্বারা)	১৭-ইস্‌রা	৭৩	৭২০
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী বড় জালিম	২৯-আনকাবূত	৬৮	৮২১
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী বড় জালিম	১০-ইউনুস	১৭	৬৫৫
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা (হালাল রিযিককে হারাম করা প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে (মুশরিকরা)	৬-আন্‌'আম	১৪০	৬১০
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা (জবাইকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করা)	৬-আন্‌'আম	১৩৮	৬০৯
উধাও (মিথ্যা রচনা উধাও হয়ে যাবে, কিয়ামতে)	২৮-কাসাস	৭৫	৮১৪
উধাও (মিথ্যা রচনা উধাও হয়ে যাবে কিয়ামতে, কাফিরদের)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
উধাও হওয়া (মুশরিকদের মিথ্যা রচনা কিয়ামতে উধাও হবে)	৬-আন্‌'আম	২৪	৫৯৮
উধাও হবে (মুশরিকের মিথ্যা রচনা কিয়ামতে উধাও হবে...)	১৬-নাহ্‌ল	৮৭	৭১০
উধাও হয়ে যাবে মিথ্যা রচনা (কিয়ামতের দিন)	১১-হূদ	২১	৬৬৭
কাফিরদের মিথ্যা রচনা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে	২৯-আনকাবূত	১৩	৮১৭
ছেড়ে দেয়া (মিথ্যা রচনাকারীদেরকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ নবীকে)	৬-আন্‌'আম	১১২	৬০৭
ছেড়ে দেয়া (মিথ্যা রচনার উপর মুশরিকদেরকে ছেড়ে দেয়া)	৬-আন্‌'আম	১৩৭	৬০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মিথ্যা রচনা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা রচনা ধোকা ফেলে রেখেছে…	৩-আলে ইমরান	২৪	৫৩৮
প্রতিফল (মুশরিকদের মিথ্যা রচনার প্রতিফল)	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
প্রশ্ন (মুশরিকদের মিথ্যা রচনা সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে)	১৬-নাহ্ল	৫৬	৭০৭
প্রশ্ন (কাফিরদের মিথ্যা রচনা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে)	২৯-আনকাবূত	১৩	৮১৭
মুশরিকদের মিথ্যা রচনা সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে	১৬-নাহ্ল	৫৬	৭০৭
হারিয়ে যাবে (মুশরিকের উদ্ভাবিত মিথ্যা/শরীক, কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	৩০	৬৫৭
হালাল-হারাম নিজেদের ইচ্ছামত বলা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা	১৬-নাহ্ল	১১৬	৭১৩
মিথ্যা রচনাকারী			
আদ সম্প্রদায় মিথ্যা রচনাকারী!	১১-হূদ	৫০	৬৭০
প্রতিফল (মিথ্যা রচনাকারীদের প্রতিফল প্রতিপালকের ক্রোধ/লাঞ্ছনা)	৭-আ'রাফ	১৫২	৬২৬
রাসূল স. কে মিথ্যা রচনাকারী বলে মুশরিকরা (আয়াত মানসুখ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১০১	৭১১
মিলনকেন্দ্র			
কাবাঘর মানবজাতির জন্য মিলনকেন্দ্র	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
মিলমিশ			
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহ মিলমিশ করে দিবেন (সালিশ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
মিলানো			
সংখ্যা মিলিয়ে নেয় কাফিররা হালাল মাসকে হারাম করে…	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
মিলিত			
ঈমানদারদের সাথে মিলিত হলে বলে 'আমরা ঈমান এনেছি'	৩-আলে ইমরান	১১৯	৫৪৭
জান্নাতে মুমিন পিতা-মাতার সাথে সন্তান-সন্ততির মিলিত হবে	৫২-তূর	২১	৯৩০
দলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন (যুদ্ধ ক্ষেত্রে)	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
নিরক্ষর আরবদের অন্যান্য যারা এখনো মিলিত হয়নি (রাসূল স. প্রসঙ্গ)	৬২-জুমু'আ	৩	৯৬২
পানি (সব পানি মিলিত হল অবধারিত বন্যা ঘটানোর জন্য)	৫৪-কামার	১২	৯৩৬
মুনাফিকেরা(তীক্ষ্ণ ভাষাসহ মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
মুনাফিকরা শয়তান সঙ্গীদের সাথে মিলিত হলে বলে, আমরা তোমাদের…	২-বাক্বারা	১৪	৫০৩
মুনাফিক/ইহুদীরা নির্জনে মিলিত হলে পরস্পরে বলে….	২-বাক্বারা	৭৬	৫০৯
শহীদদের সাথে এখনো মিলিত হয়নি যারা তাদের জন্য আনন্দিত	৩-আলে ইমরান	১৭০	৫৫২
সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত করার জন্য ইবরাহীমের দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৩	৭৯২
সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত করার জন্য ইউসুফের প্রার্থনা	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
সমুদ্র (পরস্পর মিলিত দুই সমুদ্রকে আল্লাহ প্রবাহিত করেছেন)	৫৫-রাহ্মান	১৯	৯৪০
স্বামী-স্ত্রী মিলিত হওয়া (তালাক প্রসঙ্গে)	৪-নিসা	২১	৫৫৯
মিল্লাত (ধর্মাদর্শ)			
ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	৯৫	৫৪৫
ইবরাহীমের মিল্লাত/আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	১৬-নাহ্ল	১২৩	৭১৩
ইবরাহীমের মিল্লাত/আদর্শ অনুসরণকারী উত্তম (দ্বীনের দিক থেকে)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
ইবরাহীমের মিল্লাত/ধর্মাদর্শই একত্ববাদী মিল্লাত/ধর্মাদর্শ	২-বাক্বারা	১৩৫	৫১৫
ইবরাহীমের মিল্লাত/ধর্মাদর্শ থেকে অনাগ্রহী ব্যক্তি নির্বোধ…	২-বাক্বারা	১৩০	৫১৫
ইবরাহীমের মিল্লাত (মুসলিম জাতি)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
ইবরাহীমের আদর্শ/মিল্লাত একটি সঠিক দ্বীন	৬-আন্'আম	১৬১	৬১২
ইহুদী-নাসারাদের মিল্লাত/ধর্মাদর্শ অনুসরণ না করা পর্যন্ত তারা সন্তুষ্ট হবে না	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
ফিরে আসা (শু'আইবকে সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শ/মিল্লাতে ফিরে আসার চাপ)	৭-আ'রাফ	৮৮	৬২১
ফিরে না আসলে কাফিরের মিল্লাতে, রাসূল স. কে যমীন থেকে বের করে…	১৪-ইবরাহীম	১৩	৬৯৪
ফিরে যাওয়া (শু'আইব সম্প্রদায়ের মিল্লাতে ফিরে যাওয়া অযৌক্তিক)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
মিশানো			
সৎকাজকে মন্দ কাজের সাথে মিশিয়েছে ফেলেছে যারা	৯-তাওবা	১০২	৬৫১
মিশে থাকা			
আকাশ-পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, পরে পৃথক করা হয়	২১-আম্বিয়া	৩০	৭৫২
হাড়ের সাথে মিশে থাকা চর্বি ইহুদীদের জন্য হারাম ছিলনা	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
মিশে যাওয়া			
মাটির সাথে মিশে যেতে কামনা করবে কিয়ামতে (কাফির)	৪-নিসা	৪২	৫৬২
মিশ্রণ			
আদার মিশ্রণযুক্ত পানপাত্র জান্নাতীদের দেয়া হবে	৭৬-দাহ্র	১৭	৯৯৬
উত্তপ্ত পানির মিশ্রণ থাকবে জালিমদের জন্য (জাহান্নামে)	৩৭-সাফ্ফাত	৬৭	৮৬০
কাফুর (জান্নাতে পুণ্যবানদের পানীয়ের মিশ্রণ হবে কাফুরের)	৭৬-দাহ্র	৫	৯৯৫
তাসনীমের মিশ্রণ থাকবে (জান্নাতের পানীয়তে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৭	১০১২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মিশ্রিত			
ঈমানের সাথে জুলুম/শিরক মিশ্রিত না করার কারণে নিরাপত্তা	৬-আন্'আম	৮২	৬০৩
দ্বীনকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করা (সন্তান হত্যা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে আহলি কিতাবরা	৩-আলে ইমরান	৭১	৫৪২
সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত না করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	৪২	৫০৫
মিষ্টি			
সুপেয় মিষ্টি পানির সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৫৩	৭৮৬
মিসক			
সিল হবে মিসকের (জান্নাতের পানীয়ের সিল)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৬	১০১২
মিসকিন (আরো দেখুন অভাবগ্রস্ত শব্দটি)			
ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য গনিমত…	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
খাবার (মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো, রোজার ফিদিয়া)	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
খাদ্য দান, মিসকিনকে (ইহরামে পশু হত্যার কাফফারা)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
খাদ্যদান (মিসকিনকে খাদ্য দান করত না জাহান্নামিরা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪৪	৯৯২
খাদ্য দান (দশজন মিসকিনকে খাদ্য/বস্ত্র দান, কসমের কাফফারা)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
খাদ্য দানে উৎসাহ দেয়না বিচারদিনের অস্বীকারকারী (মিসকীনকে)	১০৭-মাউন	৩	১০৩৪
খাদ্য দান (মিসকিনকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত না করা)	৮৯-ফাজ্র	১৮	১০২২
খাদ্যদান (খাদ্যের প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্যদান)	৭৬-দাহ্র	৮	৯৯৫
খাদ্যদানে(অভাবগ্রস্ত/মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ না দেয়ায় শাস্তি)	৬৯-হাক্কাহ্	৩৪	৯৭৯
খাওয়ানো (ষাটজন মিসকিন খাওয়াবে যিহারকারী, রোযা না রাখলে)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
দান (মিসকিনকে দান করা প্রকৃত পূণ্য)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
দুর্দশাগ্রস্ত মিসকিনকে খাদ্য দান- গিরিপথ অর্থ	৯০-বালাদ	১৬	১০২৩
দেয়া (মিসকনিকে কিছু না দেয়ার কসম…)	২৪-নূর	২২	৭৭৬
নৌকা (খিজির কর্তৃক ছিদ্রকৃত নৌকাটি ছিল মিসকিনদের)..	১৮-কাহফ	৭৯	৭৩১
প্রবেশ (বাগানে মিসকিন প্রবেশ করতে না দেয়া)	৬৮-ক্বালাম	২৪	৯৭৬
প্রাপ্য দিয়ে দেয়ার নির্দেশ (মিসকীনকে)	১৭-ইসরা	২৬	৭১৬
'ফাই' মিসকিনদের জন্য	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
ব্যয় (মিসকিনদের জন্য ব্যয় করা উত্তম)	২-বাক্বারা	২১৫	৫২৪
মিসকিনের হক বা অধিকার দিয়ে দেয়ার নির্দেশ	৩০-রূম	৩৮	৮২৫
যাকাত মিসকীনদের জন্য	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
সদ্ব্যবহার (মিসকিনের প্রতি সদ্ব্যবহারে বনীইসরাইলের অঙ্গীকার)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
সদ্ব্যবহার (মিসকিনের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
মিসর			
এক ব্যক্তি (মিসরের এক ব্যক্তি ইউসুফকে ক্রয় করল)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
ঘর তৈরি (মূসা/অনুসারীদের জন্য মিসরে ঘর তৈরির নির্দেশ)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
প্রবেশ (মিসরে প্রবেশ করতে বলল ইউসুফ আ. (পিতামাতা ও ভাইদেরকে)	১২-ইউসুফ	৯৯	৬৮৬
রাজত্ব (মিসরে ফির'আউনের রাজত্ব প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৫১	৮৯৯
মিহি রেশম			
পোশাক (জান্নাতবাসীরা পরিধান করবে)	১৮-কাহফ	৩১	৭২৭
মিহি রেশমী বস্ত্র			
পরিধান (মুত্তাকীরা জান্নাতে মিহি রেশম পরিধান করবে)	৪৪-দুখান	৫৩	৯০৪
মীকাঈল			
শত্রু (যে রাসূল স. এর শত্রু আল্লাহ সেই কাফিরেরও শত্রু)	২-বাক্বারা	৯৮	৫১১
মীমাংসা (আরো দেখুন আপোস-নিষ্পত্তি/বিচার-ফয়সালা/ফয়সালা শব্দটি)			
এসে গেছে মীমাংসা (বদরযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়)	৮-আনফাল	১৯	৬৩৩
জালিমদের মাঝে মীমাংসা হয়েই যেত! (ফয়সালার বাণী না থাকলে)	৪২-শূরা	২১	৮৯৩
নূহ আ. ও তার সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য দোয়া	২৬-শু'আরা	১১৮	৭৯৪
নূহ আ. ও তার সম্প্রদায়ের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করার জন্য দোয়া	২৬-শু'আরা	১১৮	৭৯৪
প্রতিপালক মীমাংসা করবেন (মুমিন ও মুশরিকদের মাঝে)	৩৪-সাবা	২৬	৮৪৩
মতপার্থক্যের বিষয়ে মীমাংসা হয়েই যেত!(পূর্বঘোষণা না থাকলে)	১০-ইউনুস	১৯	৬৫৬
মতভেদকারীদের মাঝে মীমাংসা হয়ে যেত (অবকাশ না থাকলে)	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
মতভেদের মীমাংসা হয়ে যেত (পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৫	৮৮৯
মুশরিকদের মাঝে মীমাংসা হয়ে যেত, যদি প্রতিপালকের বাণী…	১১-হূদ	১১০	৬৭৫
শু'আইবের সম্প্রদায় ও তাঁর মাঝে মীমাংসার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মীমাংসাকারী (আরো দেখুন ফয়সালাকারী শব্দটি)			
আল্লাহ মীমাংসাকারী	৩৪-সাবা	২৬	৮৪৩
উত্তম মীমাংসাকারী (আল্লাহই উত্তম মীমাংসাকারী, শু'আইব প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
মীমাংসা চাওয়া			
কাফিররা মীমাংসা চাইলে (মীমাংসা তো এসেই গেছে...)	৮-আনফাল	১৯	৬৩৩
মীযান			
অবতীর্ণ (আল্লাহ মীযান অবতীর্ণ করেছেন)	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
কম দেয়া (মীযানে কম না দেয়ার নির্দেশ...)	৫৫-রাহ্মান	৯	৯৩৯
ন্যায়বিচারের মীযান/মানদন্ড স্থাপন করা হবে (কিয়ামতে)	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
সীমালঙ্ঘন (মীযান/পরিমাপ যন্ত্রে সীমালঙ্ঘন না করার নির্দেশ)	৫৫-রাহ্মান	৮	৯৩৯
স্থাপন (কিয়ামতে ন্যায়বিচারের মীযান/মানদন্ড স্থাপন করা হবে)	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
স্থাপন (দয়াময় আল্লাহ মীযান/পরিমাপ যন্ত্র স্থাপন করেছেন)	৫৫-রাহ্মান	৭	৯৩৯
মীরাস (আরো দেখুন অংশ শব্দটি)			
কালালাহর মীরাস সংক্রান্ত বিধান	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
মুক্ত			
অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত ব্যক্তিগণই সফলকাম	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন প্রতিপালক ইউসুফকে	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
কার্পণ্য থেকে (অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত ব্যক্তিগণই সফলকাম)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
দাস মুক্তকরণ (গিরি পথ অর্থ)	৯০-বালাদ	১৩	১০২৩
দাসমুক্ত করা (স্ত্রীর সাথে যিহারের কাফফারা)	৫৮-মুজাদালা	৩	৯৫২
মুমিন দাস মুক্ত করা (ভুলবশত মুমিন হত্যার জন্য)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
সচ্চরিত্রবানরা তা থেকে মুক্ত মিথ্যাবাদীরা যা বলে	২৪-নূর	২৬	৭৭৬
সম্প্রদায় থেকে দায়মুক্ত ইবরাহীম আ. ও তার সাথীরা	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
মুক্তা			
অলংকৃত(স্বর্ণের বালা ও মুক্তা দ্বারা জান্নাতীদের অলংকৃত করা হবে)	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
উৎপন্ন (উভয় সমুদ্র থেকে প্রবাল ও মুক্তা উৎপন্ন হয়)	৫৫-রাহ্মান	২২	৯৪০
ছড়ানো মুক্তার মত চিরকিশোরগণ জান্নাতে পরিবেশন করবে	৭৬-দাহ্র	১৯	৯৯৬
জান্নাতীরা মুক্তা ও স্বর্ণ দ্বারা অলংকৃত হবে	৩৫-ফাতির	৩৩	৮৪৯
সুরক্ষিত (সুরক্ষিত মুক্তার মত জান্নাতের হুরগণ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৩	৯৪৪
আহরণ (সমুদ্র থেকে অলঙ্কার/মুক্তা আহরণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
মুক্তি (আরো দেখুন নিষ্কৃতি শব্দটি)			
কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার ধারণা করল যার ব্যাপারে (ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	৪২	৬৮০
কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তি স্মরণ করল ইউসুফকে...	১২-ইউসুফ	৪৫	৬৮১
কাফিররা মুক্তি পাবে না ,আল্লাহ নিমজ্জিত করলে..	৩৬-ইয়াসীন	৪৩	৮৫৪
জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য কাফিররা চিৎকার করবে	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
তালাকপ্রাপ্তাকে সুন্দরভাবে মুক্তি/বিদায় দেয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৪৯	৮৩৭
দাস মুক্তি (দৃঢ় কসম ভঙ্গের কাফফারা দশজন দাসমুক্তি)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
দুঃখ থেকে মূসাকে মুক্তি দান (মানুষ হত্যা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
নবীর স্ত্রীদের সুন্দরভাবে মুক্তি দেয়া ...!(দুনিয়ার চাকচিক্য চাইলে)	৩৩-আহযাব	২৮	৮৩৫
পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময়ে যদি অপরাধীকে মুক্তিদান করত!	৭০-মা'আরিজ	১৪	৯৮১
ফিরআউন সম্প্রদায়কে মুক্তির দিকে আহ্বান (মু'মিন ব্যক্তির)	৪০-মু'মিন	৪১	৮৮১
মূসাকে দুঃখ থেকে মুক্তি দান (মানুষ হত্যা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মূসাকে আল্লাহ মুক্তি দান করেন	৩৩-আহযাব	৬৯	৮৩৯
সুন্দরভাবে মুক্তি/তালাক দেয়া (নবীর স্ত্রীরা দুনিয়ার চাকচিক্য চাইলে)	৩৩-আহযাব	২৮	৮৩৫
সুন্দরভাবে মুক্তি দেয়া (স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
সুন্দরভাবে মুক্তি দেয়া (স্ত্রীদেরকে আটকে না রেখে...)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
সুন্দরভাবে মুক্তি/বিদায় দেয়াপ্রসঙ্গ (স্পর্শের পূর্বে তালাকের ক্ষেত্রে)	৩৩-আহযাব	৪৯	৮৩৭
স্ত্রীর মুক্তি লাভ/তালাক গ্রহণে অপরাধ না থাকাপ্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
মুক্তিপণ			
জুলুমের শাস্তির জন্য মুক্তিপণ দিতে চাবে জালিম (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৪৭	৮৭৫
পৃথিবীর সবই মুক্তিপণ দিতে চাইত জালিম! (শাস্তি থেকে বাঁচতে)	১০-ইউনুস	৫৪	৬৫৯
যুদ্ধ বন্দী থেকে মুক্তিপণ আদায় (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
মুখ			
অধোমুখী হয়ে পথ চলে যে সেই কি সবচেয়ে সঠিক পথে...	৬৭-মুলক	২২	৯৭৩
'ঈমান এনেছি' মুখে বলে কিন্তু হৃদয় ঈমান আনেনি (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
কথা(পালক পুত্রকে পুত্র বলা মানুষের মুখের কথা মাত্র)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
কথা (মুখনিঃসৃত কথা, যারা বলে আল্লাহ সন্তানগ্রহণ করেছেন বলা)	১৮-কাহ্ফ	৫	৭২৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কথা (মুখের কথা, ইহুদী ও নাসারাদের, আল্লাহর পুত্র প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৩০	৬৪৩
কাফিরদের মুখ থেকে বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে (মুমিনদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
জালিমেরা মুখ (ফুঁ) দিয়ে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়	৬১-সাফফ	৮	৯৬০
নিক্ষেপ (মন্দকাজকারীকে কিয়ামতে অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ)	২৭-নামল	৯০	৮০৭
পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির করে সমবেত...	১৭-ইস্রা	৯৭	৭২২
পানি মুখে পৌঁছানোর জন্য পানির দিকে দুহাত প্রসারিত করা...	১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯
ফিরানো (অহঙ্কারভরে মানুষের দিকে মুখ না ফিরাতে পুত্রকে উপদেশ)	৩১-লুকমান	১৮	৮২৮
ফিরিয়ে নেয়া(ফিতনা/পরীক্ষা আসলে দ্বিধার সাথে ইবাদতকারী মুখ ফিরায়)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
ফিরানো (মুখ ফিরানোতে পূর্ণ নেই পূর্ব ও পশ্চিমে...)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
ফু (মুখের ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায় কাফিররা আল্লাহর আলো)	৯-তাওবা	৩২	৬৪৩
বেদুঈনরা মুখে যা বলে তাদের হৃদয়ে তা নেই...	৪৮-ফাতহ	১১	৯১৭
মুনাফিকরা মুখে বলে যুদ্ধে যাওয়ার কথা যা তাদের অন্তরে নেই	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
মুশরিকরা মুখে সন্তুষ্ট করে মুমিনদেরকে	৯-তাওবা	৮	৬৪০
মোহর মেরে দেয়া হবে মুখে, অপরাধীদের(কিয়ামতের দিন)	৩৬-ইয়াসীন	৬৫	৮৫৫
হাত রাখা(রাসূলগণ প্রমাণসহ এলে কাফিররা মুখে হাত রেখে বলত)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
ছড়ানো (মুখে মুখে ছড়াচ্ছিল ইফকের ঘটনা, একদল মু'মিন)	২৪-নূর	১৫	৭৭৫
মুখ ফিরানো			
অন্ধলোকটিকে দেখে রাসূল স. মুখ ফিরিয়ে নিলেন ...	৮০-আবাসা	১	১০০৬
অপরাধী অবস্থায় মুখ ফিরাতে নিষেধ (আদ সম্প্রদায়কে)	১১-হূদ	৫২	৬৭০
আকাশের নিদর্শন থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়	২১-আম্বিয়া	৩২	৭৫২
আনুগত্য থেকে (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরানো...)	৬৪-তাগাবুন	১২	৯৬৭
আনুগত্য থেকে মুখ ফিরালে জেনে রাখা (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্য)	৫-মায়িদা	৯২	৫৯২
আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে...	৩-আলে ইমরান	৩২	৫৩৯
আয়াত থেকে এমনভাবে মুখ ফিরানো যেন তা শুনতে পায়নি	৩১-লুকমান	৭	৮২৭
আয়াত থেকে মুখ ফিরায় (সবচেয়ে বড় জালিম ব্যক্তি)	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
আয়াত থেকে মুখ ফিরানোর প্রতিফল (নিকৃষ্ট শাস্তি)	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
আয়াত থেকে মুখ ফিরানো (কাফিরদের প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৪	৫৯৬
আল্লাহ শুনালেও মুখ ফিরিয়ে নিত তারা যারা বলে...	৮-আনফাল	২৩	৬৩৪
আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরালে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত হবে	২০-ত্বা-হা	১২৪	৭৪৯
আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরায় (দুনিয়ার জীবন কামনাকারী)	৫৩-নাজম	২৯	৯৩৩
আল্লাহর আয়াতকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তারা বড় জালিম	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরানো	৫৩-নাজম	৩৩	৯৩৪
আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া নিষেধ মু'মিনদের জন্য...	৮-আনফাল	২০	৬৩৩
আহ্বান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় যারা...	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
ইবরাহীমের আদর্শ থেকে মুখ ফিরায় যে...	৬০-মুমতাহিনা	৬	৯৫৮
ইয়াকুব আ. মুখ ফিরিয়ে নিলেন (পুত্রদের থেকে)	১২-ইউসুফ	৮৪	৬৮৫
ইহুদি-নাসারাগণ ঈমান থেকে মুখ ফিরালে...	২-বাক্বারা	১৩৭	৫১৫
ঈমানের ঘোষণা দেয়ার পর মুখ ফিরিয়ে নিল একদল (মুনাফিক)	২৪-নূর	৪৭	৭৭৯
উপদেশ (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কাফিররা	২৩-মু'মিনূন	৭১	৭৭০
উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় যারা	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪৯	৯৯২
উপদেশ থেকে মুখ ফিরানো (আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন উপদেশ আসলে)	২৬-শু'আরা	৫	৭৮৮
উপদেশ থেকে মুখ ফিরানো বড় জুলুম (আয়াত দ্বারা উপদেশ)	৩২-সাজদা	২২	৮৩১
ওহী হতে মুখ ফিরালে আদ জাতির স্থলে অন্যকে স্থলাভিষিক্ত...	১১-হূদ	৫৭	৬৭১
কাফির ও মুনাফিকরা মুখ ফিরিয়ে নিল (দান করা থেকে)	৯-তাওবা	৭৬	৬৪৮
কাফির ও মুনাফিকরা মুখ ফিরিয়ে নিলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
কাফিরদের মুখ ফিরানো (সতর্ককৃত বিষয় থেকে)	৪৬-আহ্কাফ	৩	৯০৮
কাফির মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৫৪-কামার	৬	৯৩৬
কাফিরদের থেকে মুখ ফিরাতে হলে (প্রতিপালকের দয়ার উদ্দেশ্যে)	১৭-ইস্রা	২৮	৭১৬
কাফিররা মুখ ফিরিয়ে নিলে...	৮-আনফাল	৪০	৬৩৫
কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল একদল...	৩-আলে ইমরান	২৩	৫৩৮
কিতাবপ্রাপ্তরা ও নিক্ষররা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়...	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
কুরআন হতে মুখ ফিরায় অধিকাংশ মানুষ	৪১-ফুস্সিলাত	৪	৮৮৬
কুরআন থেকে মুখফিরালে কিয়ামতে পাপের বোঝা বহন করবে	২০-ত্বা-হা	১০০	৭৪৭
জালিমরা দাওয়াত থেকে মুখ ফিরালে তার জন্য রাসূল স. দায়ী নন	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
তাওহীদ থেকে মুখ ফিরানোর শাস্তি প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	১০৯	৭৫৭
দল (মুখ ফিরিয়ে নেয় একদল, বিচারের জন্য ডাকা হলে)	২৪-নূর	৪৮	৭৭৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুখ ফিরানো (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দুর্ভাগা (যে রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় সে দুর্ভাগা)	৯২-লাইল	১৬	১০২৫
নিদর্শন বর্ণনা করার পরও কাফিরদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
নিদর্শন দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয় (কাফিররা)	৫৪-কামার	২	৯৩৬
নূহ আ. জাতি মুখ ফিরালে...(নূহ আ. তাদের কাছে প্রতিদান চাননা)	১০-ইউনুস	৭২	৬৬১
পরিণাম (মুখ ফিরানোর পরিণাম, আবু জাহল প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩২	৯৯৪
পাপাচারী (মুখ ফিরিয়ে নেয় যারা তারা ফাসিক)	৩-আলে ইমরান	৮২	৫৪৪
পূর্ব-পশ্চিম যে দিকে মুখ ফিরানো হয় সে দিকেই আল্লাহ	২-বাক্বারা	১১৫	৫১৩
প্রতিফল (আয়াত থেকে মুখ ফিরানোর প্রতিফলস্বরূপ)	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
ফির'আউন মুখ ফিরিয়ে নিল দলবলসহ	৫১-যারিয়াত	৩৯	৯২৭
বনী ইসরাইলের মুখ ফিরানো (আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার থেকে)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
বনী ঈসরাইলের মুখ ফিরানো(আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার পরও)	২-বাক্বারা	৬৪	৫০৭
বজ্রধ্বনির ব্যাপারে সতর্ক করছেন রাসুল (মুখ ফিরিযে নিলে)	৪১-ফুস্সিলাত	১৩	৮৮৭
ভেবে দেখা (মুখ ফিরানো ও মিথ্যাবাদী বলা আবু জাহল সম্পর্কে)	৯৬-আলাক	১৩	১০২৮
মানুষ মখি ফিরিয়ে নেয় (আল্লাহ যখন নেয়ামত দেন)	১৭-ইস্রা	৮৩	৭২১
মানুষ যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় (রাসূল স. থেকে)	৯-তাওবা	১২৯	৬৫৩
মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয় (দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধারের পর)	১৭-ইস্রা	৬৭	৭১৯
মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ যখন তার প্রতি নেয়ামত দান করেন	৪১-ফুস্সিলাত	৫১	৮৯০
মুনাফিকদের অহঙ্কার করে মুখ ফিরানো (রাসূল স. এর ক্ষমাপ্রার্থনা প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	৫	৯৬৪
মুনাফিকরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে...	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
মুনাফিকরা মুখ ফিরিয়ে নিলে (দায়দায়িত্ব তাদের)	২৪-নূর	৫৪	৭৭৯
মুনাফিকরা মুখ ফিরিয়ে নিল	৫-মায়িদা	৪৩	৫৮৫
মুনাফিকদের (হিজরত করা থেকে মুনাফিকরা মুখ ফিরালে...)	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
মুশরিকরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুক যে...	৯-তাওবা	৩	৬৪০
যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়...	৫৭-হাদীদ	২৪	৯৫০
যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশা (মুনাফিকদের)	৪৭-মুহাম্মাদ	২২	৯১৪
রাসূল স. থেকে মুখ ফিরানো (রাসূল স. মানুষের সংরক্ষক নন)	৪-নিসা	৮০	৫৬৭
রাসূল স. থেকে মুখ ফিরানোর কারণে শাস্তি ভোগ...	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
রাসূল স. থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কাফিররা	৪৪-দুখান	১৪	৯০২
রাসূল স. এর আহবান থেকে মুখ ফিরালে তার জন্য রাসূল স. দায়মুক্ত	১৬-নাহ্ল	৮২	৭০৯
শাস্তি (মুখ ফিরানো লোকদের জন্য মহাদিনের শাস্তির ভয়...)	১১-হূদ	৩	৬৬৫
শাস্তি (যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কুফরী করে, তার জন্য বড় শাস্তি)	৮৮-গাশিয়াহ্	২৩	১০২০
শাস্তি (কুফরী ও মুখ ফিরানোর কারণে শাস্তি ভোগ...)	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
শাস্তি (রাসূলে আহবান থেকে মুখ ফিরানোর কারণে শাস্তি)	২০-ত্বা-হা	৪৮	৭৪৩
শু'আইবের মুখ ফিরানো (নিজ সম্প্রদায়থেকে)	৭-আ'রাফ	৯৩	৬২১
সত্য থেকে মুখ ফিরায় যারা (তারা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী)	৩-আলে ইমরান	৬৩	৫৪২
সত্য থেকে মুখ ফিরিয়েছে যে লেলিহান অগ্নিশিখা তাকে ডাকবে...	৭০-মা'আরিজ	১৭	৯৮১
সাবাবাসীরা মুখ ফিরিয়ে নিল (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে)	৩৪-সাবা	১৬	৮৪২
সালিহ আ. এর মুখ ফিরানো (ছামুদ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে)	৭-আ'রাফ	৭৯	৬২০
স্মরণ থেকে মুখ ফিরানো (প্রতিপালকের স্মরণ)	২১-আম্বিয়া	৪২	৭৫৩
মুখ বিকৃত করা			
ওয়ালিদ বিন মুগীরা মুখ বিকৃত করল	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২২	৯৯১
মুখমণ্ডল			
অস্বীকৃতি(আয়াত পাঠ হলে কাফিরদের মুখমণ্ডলে অস্বীকৃতি লক্ষ্য করা)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
উজ্জ্বল হওয়া (কিয়ামতের দিন মুমিনদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে)	৭৫-কিয়ামাহ্	২২	৯৯৪
উল্টে দেয়া (কাফিরদের মুখমণ্ডল আগুনে উল্টে দেয়া হবে)	৩৩-আহযাব	৬৬	৮৩৯
কালিমাচ্ছন্ন (বনী ইসরাইলদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করা...)	১৭-ইস্রা	৭	৭১৪
কালো হওয়া (কন্যার জন্ম সংবাদে মুশরিকদের মুখমণ্ডল কালো হয়)	১৬-নাহ্ল	৫৮	৭০৭
কাফিরদের মুখমণ্ডলে অস্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায় (আয়াত পাঠ হলে)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
কাফিরদের মুখমণ্ডল মলিন হবে (কিয়ামত নিকটে দেখে)	৬৭-মুল্ক	২৭	৯৭৪
চাপড়ানো (মুখমণ্ডল চাপড়িয়ে বলল ইবরাহীমে স্ত্রী...)	৫১-যারিয়াত	২৯	৯২৬
ঝলসে দেবে (আগুন ঝলসে দেবে জাহান্নামিদের মুখমণ্ডল)	২৩-মু'মিনূন	১০৪	৭৭২
ধৌত (মুখমণ্ডল ধৌত করার নির্দেশ, অজুতে...)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
মন্দকাজকারীকে অধোমুখী করে কিয়ামতে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে	২৭-নামল	৯০	৮০৭
মাসেহ করা (মাটি দ্বারা মুখমন্ডল মাসেহ করা, তায়াম্মুম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
মাসেহ (মুখমণ্ডল মাসেহ করা, তায়াম্মুম প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুশরিকদের মুখমণ্ডল কালো হয় (কন্যার জন্ম সংবাদে)	৪৩-যুখরুফ	১৭	৮৯৭
ম্লান হওয়া (কিয়ামতে কাফিরদের মুখমণ্ডল ম্লান হবে...)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৪	৯৯৪
সিজদার চিহ্ন (রাসূল স. ও তার সাথীদের মুখমন্ডলে)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
আগুন (কাফিররা মুখমণ্ডল থেকে আগুনকে বিরত করতে পারবে না)	২১-আম্বিয়া	৩৯	৭৫২
মুখ (মুখে মখে)			
বলা (মু'মিনরা মুখে বলছিল যে, এ ব্যাপারে তাদের জ্ঞান নেই...)	২৪-নূর	১৫	৭৭৫
মুখাপেখী/অমুখাপেক্ষী			
আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন মানুষের	৩৯-যুমার	৭	৮৭১
মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী	৩৫-ফাতির	১৫	৮৪৭
মুখোমুখি			
আসন (মুখোমুখি আসনে আসীন হবে বাছাইকৃত বান্দারা)	৩৭-সাফ্ফাত	৪৪	৮৫৯
বসবে (জান্নাতিরা স্বর্ণখচিত আসনে হেলান মুখোমুখি দিয়ে বসবে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১৬	৯৪৩
মুত্তাকীরা মুখোমুখি থাকবে জান্নাতে	৪৪-দুখান	৫৩	৯০৪
সমাসীন (মুখোমুখী সমাসীন হবে মুত্তাকীগণ জান্নাতের আসনে)	১৫-হিজর	৪৭	৭০০
মুগ্ধ			
মুশরিক নারী মুগ্ধ করলেও মুমিন দাসী উত্তম (বিয়ে প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
মুশরিক পুরুষ মুগ্ধ করলেও মুমিন দাস উত্তম (বিয়ে প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
রাসূল স. কে মুগ্ধ করে (মানুষের কথা!)	২-বাক্বারা	২০৪	৫২৩
রাসূল স. কে নারীর সৌন্দর্য মুগ্ধ করলে ও যাদের বিয়ে করা হালাল নয়	৩৩-আহযাব	৫২	৮৩৮
সংখ্যাধিক্য মুগ্ধ করেছিল মুমিনদেরকে (হুনাইনের দিন)	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
কৃষকদেরকে মুগ্ধ করে বৃষ্টিতে উৎপন্ন ফসল (দুনিয়ার জীবন প্রসঙ্গ)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
মন্দের আধিক্য মুগ্ধ করলেও মন্দ ও ভাল সমান নয়	৫-মায়িদা	১০০	৫৯৩
রাসূল স. কে যেন মুগ্ধ না করে অবিশ্বাসীদের ধন-সম্পদ ও...	৯-তাওবা	৫৫	৬৪৫
রাসূল স. কে যেন মুগ্ধ না করে মুনাফিকদের ধন-সম্পদ ও সন্তান...	৯-তাওবা	৮৫	৬৪৯
মুছে দেয়া			
মিথ্যাকে মুছে দেন আল্লাহ	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
মুজাহিদ (আরো দেখুন জিহাদকারী শব্দটি)			
ক্ষমাশীল (প্রতিপালক ধৈর্যশীল মুহাজির মুজাহিদের প্রতি ক্ষমাশীল)	১৬-নাহ্ল	১১০	৭১২
জেনে নিবেন (আল্লাহ মুজাহিদদেরকে পরীক্ষা করে জেনে নিবেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩১	৯১৪
শ্রেষ্ঠত্ব (প্রতিদানের দিক দিয়ে মুজাহিদদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান...)	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
মুজিযা			
ঈসার মুজিযা সমূহের বর্ণনা	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
মুঠো			
আল্লাহর হাতের মুঠোয় থাকবে পৃথিবী (কিয়ামতের দিন)	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭
মুণ্ডন			
মাথা মুণ্ডিত অবস্থায় মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে মুমিনগণ	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
মাথা (হজ্জে মাথামুন্ডন না করা, যতক্ষণ না কুরবানীর পশু...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
মুতাশাবিহ			
আয়াত (মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে লেগে থাকে, যাদের হৃদয়ে...)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
আয়াত (কুরআনের কিছু আয়াত মুতাশাবিহ)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
মুত্তাকী (আরো দেখুন আল্লাহ ওয়ালা/রব্বানী শব্দটি)			
আখিরাত (মুত্তাকীদের জন্য আখিরাত,আল্লাহর নিকট)	৪৩-যুখরুফ	৩৫	৮৯৮
আবাস (আখিরাতে মুত্তাকীদের জন্য উত্তম আবাস)	১৬-নাহ্ল	৩০	৭০৫
আলো (মুত্তাকীদের জন্য তাওরাত আলোস্বরূপ ছিল)	২১-আম্বিয়া	৪৮	৭৫৩
আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে জানেন	৩-আলে ইমরান	১১৫	৫৪৭
আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন	২-বাক্বারা	১৯৪	৫২২
আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন	৯-তাওবা	১২৩	৬৫৩
আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
ইমাম (মুত্তাকীদের ইমাম বানানোর জন্য প্রার্থনা)	২৫-ফুরকান	৭৪	৭৮৭
উত্তম (আখিরাতের আবাস মুত্তাকীদের জন্য উত্তম)	৬-আন্'আম	৩২	৫৯৮
উত্তম (আখিরাতের আবাস মুত্তাকীদের জন্য উত্তম)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
উত্তম (মুত্তাকীদের জন্য আখিরাত উত্তম, জিহাদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
উদ্ধার (মুত্তাকীদের আল্লাহ কিয়ামতের দিন উদ্ধার করবেন)	৩৯-যুমার	৬১	৮৭৬
উদ্ধার(ছামূদ সম্প্রদায়কে দেয়া শাস্তি থেকে মুমিন-মুত্তাকীদের উদ্ধার)	২৭-নামল	৫৩	৮০৪
উপদেশ(শনিবারে সীমালঙ্ঘনের ঘটনা মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ)	২-বাক্বারা	৬৬	৫০৭
উপদেশ (মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ আয়াত অবতীর্ণ)	২৪-নূর	৩৪	৭৭৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুত্তাকী (আরো দেখুন আল্লাহ ওয়ালা/রব্বানী শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
উপদেশ (মুত্তাকীদের জন্য তাওরাত উপদেশস্বরূপ ছিল)	২১-আম্বিয়া	৪৮	৭৫৩
কবুল (মুত্তাকীর পক্ষ থেকে কবুল করেন আল্লাহ)	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
কর্তব্য (মুত্তাকীদের কর্তব্য- ওসিয়ত করে যাওয়া...)	২-বাক্বারা	১৮০	৫২০
কর্তব্য (মুত্তাকীদের কর্তব্য, তালাকপ্রাপ্তাকে ভোগ্যসামগ্রী দেয়া)	২-বাক্বারা	২৪১	৫২৮
কুরআন পথনির্দেশনা ও উপদেশ (মুত্তাকীদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৩৮	৫৪৯
ছায়া ও ঝর্ণার মাঝে থাকবে (জান্নাতে মুত্তাকীর)	৭৭-মুরসালাত	৪১	৯৯৯
জালিমদের হিসাবের কিছুই মুত্তাকীদের উপর নয়	৬-আন্'আম	৬৯	৬০২
জান্নাতে ও নিয়ামতের মধ্যে থাকবে (মুত্তাকীগণ)	৫২-তূর	১৭	৯২৯
জানা (মুত্তাকীদেরকে জানেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	৪৪	৬৪৪
জান্নাতে ঝর্ণাসমূহের মাঝে থাকবে মুত্তাকীগণ	১৫-হিজর	৪৫	৭০০
জান্নাতে নহরের মাঝে মুত্তাকীরা থাকবে	৫৪-কামার	৫৪	৯৩৮
জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে মুত্তাকীদেরকে (দলে দলে)	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
জান্নাত (মুত্তাকীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহর পুরস্কারস্বরূপ)	১৬-নাহ্ল	৩১	৭০৫
জান্নাত মুত্তাকীদের নিকটে আনা হবে (কিয়ামতে)	৫০-ক্বাফ	৩১	৯২৩
জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে	৩-আলে ইমরান	১৩৩	৫৪৮
জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মাঝে মুত্তাকীরা থাকবে	৫১-যারিয়াত	১৫	৯২৫
তত্ত্বাবধায়ক (মুত্তাকীরাই তত্ত্বাবধায়ক মসজিদে হারামের)	৮-আনফাল	৩৪	৬৩৫
দয়া (মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহ দয়া নির্ধারিত করেন)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
দূরে রাখা (মুত্তাকীকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে)	৯২-লাইল	১৭	১০২৫
নিয়ামতের মধ্যে থাকবে মুত্তাকীগণ (জান্নাতে)	৫২-তূর	১৭	৯২৯
নিরাপদ স্থানে থাকবে (মুত্তাকীরা)	৪৪-দুখান	৫১	৯০৪
নিদর্শন (দিন ও রাতের পরিবর্তন মুত্তাকীদের জন্য নিদর্শন)	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
নিকটে আনা (আখিরাতে জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটে আনা হবে)	২৬-শু'আরা	৯০	৭৯২
নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য (প্রতিপালকের নিকট)	৬৮-ক্বালাম	৩৪	৯৭৬
পথনির্দেশিকা (কুরআন মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশিকা)	২-বাক্বারা	২	৫০২
পথনির্দেশ (মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ ছিল ইঞ্জীল)	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
পাপীদের মত করবেন না আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে	৩৮-সোয়াদ	২৮	৮৬৭
পাপ মোচন ও মহাপ্রতিদান (মুত্তাকীর জন্য)	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
পুরস্কার (আল্লাহ মুত্তাকীদের যেভাবে পুরস্কৃত করেন...জান্নাত প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৩১	৭০৫
প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে (স্থায়ী জান্নাতের)	২৫-ফুরকান	১৫	৭৮৩
প্রতিশ্রুতি (জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
প্রতিশ্রুত (মুত্তাকীদেরকে প্রতিশ্রুত জান্নাতের উপমা...)	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
প্রত্যাবর্তনস্থল (উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল মুত্তাকীদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৪৯	৮৬৯
বন্ধু (আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু)	৪৫-জাছিয়া	১৯	৯০৬
বন্ধু (কিয়ামতে মুত্তাকী ছাড়া সকল বন্ধু শত্রু হবে)	৪৩-যুখরুফ	৬৭	৯০০
বৈশিষ্ট্য (আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস, মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য)	২-বাক্বারা	৪	৫০২
বৈশিষ্ট্য (ঈমান/সালাত...মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য)	২-বাক্বারা	৩	৫০২
ভালবাসা (মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	৪	৬৪০
ভালবাসা (আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন)	৯-তাওবা	৭	৬৪০
ভালবাসেন আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে	৩-আলে ইমরান	৭৬	৫৪৩
যে সত্য নিয়ে এসেছে/যে সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারা মুত্তাকী	৩৯-যুমার	৩৩	৮৭৪
শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য	২৮-কাসাস	৮৩	৮১৫
শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য (মূসার সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১২৮	৬২৩
শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য (নবীকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ)	১১-হূদ	৪৯	৬৭০
শুভ পরিণাম তাকওয়া/মুত্তাকীদের জন্য	২০-ত্বা-হা	১৩২	৭৪৯
সত্যবাদী ও মুত্তাকী তারাই যারা...	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
সমবেত (মুত্তাকীদেরকে সমবেত করবেন আল্লাহ)	১৯-মারইয়াম	৮৫	৭৪০
সাফল্য রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য (আখিরাতে)	৭৮-নাবা	৩১	১০০১
সাথী (আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন)	১৬-নাহ্ল	১২৮	৭১৩
সুসংবাদ (মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য কুরআন সহজ...)	১৯-মারইয়াম	৯৭	৭৪০
স্মারক (কুরআন মুত্তাকীদের জন্য স্মারক)	৬৯-হাক্বাহ্	৪৮	৯৮০
হওয়া (আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করলে মুত্তাকী হতাম!)	৩৯-যুমার	৫৭	৮৭৬
মুদগা			
'আলাকা'কে 'মুদগা'য় পরিণত করা...	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রসঙ্গ(মাটি,বীর্য,আলাকা,মুদগা -এভাবে ক্রমান্বয়ে)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হাড় ('মুদগা'কে হাড়ে পরিণত করা...)	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
মুদ্রা			
আসহাবে কাহাফের একজনকে মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ (খাদ্য কেনার জন্য)	১৮-কাহ্ফ	১৯	৭২৫
মুনাফিক			
অহঙ্কার (মুনাফিকরা অহঙ্কার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়...)	৬৩-মুনাফিকূন	৫	৯৬৪
আনুগত্য (রাসূল স. এর প্রতি মুনাফিকের আনুগত্য না করার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৪৮	৮৩৭
আনুগত্য (কাফির/মুনাফিকের আনুগত্য না করতে নবীকে নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	১	৮৩৩
আশঙ্কা (মুনাফিকরা আশঙ্কা করে এমন সূরা অবতীর্ণের যা...)	৯-তাওবা	৬৪	৬৪৬
আসা (মুনাফিকরা রাসূল স. এর কাছে আসলে বলে,'তুমি আল্লাহর রাসূল)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
উপলব্ধি করে না মুনাফিকরা (আকাশ-পৃথিবীর ধন-ভান্ডার আল্লাহর)	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
উপেক্ষা (মুনাফিকদের রাসূল স. এর দিকে আসতে বললে উপেক্ষা করে)	৪-নিসা	৬১	৫৬৪
উহুদযুদ্ধে মুনাফিকদের অবস্থা	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
একত্র করা (আল্লাহ কাফির-মুনাফিককে জাহান্নামে একত্র করবেন)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
কাফিরদের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ রাসূল স. কে	৯-তাওবা	৭৩	৬৪৭
কুফরীর নিকটবর্তী মুনাফিকরা ঈমানের চেয়ে	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
জাহান্নাম (মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে)	৪-নিসা	১৪৫	৫৭৫
জানেনা (মুনাফিকরা জানে না যে সম্মান আল্লাহরই জন্য...)	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
জানা (আল্লাহ মুনাফিকদেরকে জানেন)	২৯-আনকাবূত	১১	৮১৬
জিহাদ (নবীকে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ)	৬৬-তাহ্রীম	৯	৯৭১
জেনে নিবেন আল্লাহ মুনাফিকদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
তাওবা কবুল (মুনাফিকের তাওবা কবুল/শাস্তি আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
দেখা (মুনাফিকদেরকে দেখা, যারা কাফিরদেরকে বলে...)	৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
ধোকা (মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দেয় বলে ভাবে)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
পাপাচারী (মুনাফিকরা পাপাচারী)	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
প্রতিবেশীরূপে মুনাফিকরা রাসূল স. এর পাশে সামান্য সময় থাকা	৩৩-আহযাব	৬০	৮৩৯
ফিরিয়ে দেয়া (আল্লাহ মুনাফিকদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন)	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮
বলা (আল্লাহ/রাসূল স. এর প্রতিশ্রুতিকে মুনাফিক কর্তৃক 'প্রতারণা' বলা)	৩৩-আহযাব	১২	৮৩৪
বেদুইনদের মাঝে মুনাফিক রয়েছে	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
বৈশিষ্ট্য (ঈমান আনার দাবীকারী মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য)	২-বাক্বারা	৮	৫০২
মিথ্যাবাদী (আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
মু'মিনদের দলভুক্ত নয় এবং কাফিরদের দলভুক্ত নয় (মুনাফিকরা)	৫৮-মুজাদালা	১৪	৯৫৩
মুমিন (মুনাফিক/কাফিররা মুমিন বলে নিজেদেরকে)	৯-তাওবা	৫৬	৬৪৬
মৃত্যুবরণ (মুনাফিকরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের জন্য প্রার্থনা করা নিষেধ)	৯-তাওবা	৮৪	৬৪৯
শত্রু (মুনাফিকরাই মুমিনদের শত্রু)	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
শপথ (মুনাফিকরা শপথকে ঢাল হিসাবে গ্রহণ করে)	৬৩-মুনাফিকূন	২	৯৬৪
শাস্তি (মুনাফিকদের তাওবা কবুল/শাস্তি প্রদান আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
শাস্তি (বারবার কুফরীর কারণে মুনাফিকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪-নিসা	১৩৮	৫৭৪
সাক্ষ্য (মুনাফিকরা মৌখিক সাক্ষ্য দেয় যে মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
হৃদয় (মুনাফিকদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে)	৮-আনফাল	৪৯	৬৩৭
হৃদয় (ঈমানের পর কুফরী করায় মুনাফিকের হৃদয়ে মোহর মারা...)	৬৩-মুনাফিকূন	৩	৯৬৪
মুনাফিক নারী			
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ মুনাফিক নারী ও পুরুষদেরকে	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
মু'মিনদেরকে অপেক্ষা করতে বলবে মুনাফিক নারীরা (কিয়ামতে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী পরস্পরের অংশ...	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
শাস্তি দিবেন আল্লাহ (মুনাফিক নারীদেরকে)	৪৮-ফাত্হ	৬	৯১৬
শাস্তি (মুনাফিক নারীদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন)	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
মুনাফিক পুরুষ			
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারীদেরকে	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
মু'মিনদেরকে অপেক্ষা করতে বলবে মুনাফিক পুরুষরা (কিয়ামতে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
মুনাফিক নারী ও মুনাফিক পুরুষ পরস্পরের অংশ...	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
শাস্তি (মুনাফিক পুরুষদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন)	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
শাস্তি দিবেন আল্লাহ মুনাফিক পুরুষদেরকে	৪৮-ফাত্হ	৬	৯১৬
মুনাফিকী			
অনড় (মদীনার অধিবাসীদের কেউ কেউ মুনাফিকীতে অনড়)	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
কঠোরতর (মুনাফিকী ও কুফরীতে কঠোরতর, বেদুইনরা)	৯-তাওবা	৯৭	৬৫০
বদ্ধমূল (মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন আল্লাহ মুনাফিকদের হৃদয়ে)	৯-তাওবা	৭৭	৬৪৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য			
লোকদেখানো কাজ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য (উদাসীন নামাজী প্রসঙ্গ)	১০৭-মাউন	৬	১০৩৪
মুবাহালাহ			
নাসারাদের প্রতি মুবাহালার আহ্বান (রাসূল স. কর্তৃক)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
মু'মিন			
অঙ্গীকার (খন্দকে মুমিনরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছিল)	৩৩-আহযাব	২৩	৮৩৫
অতিক্রম করতে পারতনা মুমিনরা কাফিরদের(কুরআনে ঈমান প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	১১	৯০৯
অধিকাংশ মানুষ মু'মিন নয় (মূসা-ফির'আউনের ঘটনা...)	২৬-শু'আরা	৬৭	৭৯১
অধিকাংশ মানুষ মু'মিন নয় (উদ্ভিদ এর মধ্যে নিদর্শন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৮	৭৮৮
অধিকাংশ মানুষ মুমিন নয় (ছামূদ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৫৮	৭৯৬
অধিকাংশ মানুষ মুমিন নয় (আইকাবাসী প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৯০	৭৯৭
অধিকাংশ মানুষ মুমিন নয় (লূতের সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৭৪	৭৯৭
অধিকাংশ মানুষ মুমিন নয় (আদ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৩৯	৭৯৫
অনুসরণ (মুমিনদেরকে অনুসরণ করে যদি তাদের সন্তানেরা ঈমানের সাথে...)	৫২-তূর	২১	৯৩০
অনুসরণ (শয়তানের অনুসরণ নিষিদ্ধ...)	২৪-নূর	২১	৭৭৫
অনুগ্রহ (মুমিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, তাদের ঈমান)	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
অনুমান পরিহার করার নির্দেশ মুমিনদেরকে...	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
অনুগ্রহ প্রার্থনা (নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনার নির্দেশ, মুমিনদেরকে)	৩৩-আহযাব	৫৬	৮৩৮
অন্তরে (মুমিনদের অন্তরে মুমিনদের ব্যাপারে বিদ্বেষ না রাখার প্রার্থনা)	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬
অন্তরঙ্গ বন্ধু (আল্লাহ, রাসূল ও মুমিন ছাড়া অন্তরঙ্গ বন্ধু...)	৯-তাওবা	১৬	৬৪১
অপরাধ নেই (মু'মিনদের অপরাধ নেই পূর্বে যে মদ খেয়েছে...)	৫-মায়িদা	৯৩	৫৯২
অপরাধীরা মুমিনদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত (দুনিয়ায়)	৮৩-মুতাফফিফীন	২৯	১০১২
অপেক্ষা করতে বলবে মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে (কিয়ামতে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
অভিভাবক (মুমিনদের অভিভাবক আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৬৮	৫৪২
অবিচল থাকা (ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকার নির্দেশ মুমিনদেরকে)	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
অশ্লীলতা (মু'মিনদের মাঝে অশ্লীলতার বিস্তার পছন্দ করে যারা)	২৪-নূর	১৯	৭৭৫
অসুবিধা (পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়েতে অসুবিধা না হয়)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
আঘাত (মুমিনদেরকে আঘাত করেছিল আল্লাহর ইচ্ছাতেই, উহুদে)	৩-আলে ইমরান	১৬৬	৫৫২
আত্মীয়তা (মুমিনদের সাথে আত্মীয়তার মর্যাদা দেয় না মুশরিকরা)	৯-তাওবা	১০	৬৪১
আদ সম্প্রদায় মু'মিন ছিল	৭-আ'রাফ	৭২	৬১৯
আদেশ (রাসূল মু'মিন হওয়ার আদেশ, রাসূল স. কে)	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
আনুগত্যের নির্দেশ মু'মিনদেরকে (আল্লাহ ও রাসূলের...)	৮-আনফাল	১	৬৩২
আপ্যায়ন (মুমিনদেরকে আপ্যায়ন জান্নাতুল মাওয়া দিয়ে)	৩২-সাজ্দা	১৯	৮৩১
আল্লাহ ও রাসূলে ঈমান আনে যারা তারাই মু'মিন...	২৪-নূর	৬২	৭৮১
আল্লাহর উপর মু'মিনদের ভরসা করা উচিত	৫৮-মুজাদালা	১০	৯৫৩
আলো স্থাপন করবেন আল্লাহ (মু'মিনদের জন্য)	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
আল্লাহকে ভয় করতে হবে (মুমিন হয়ে থাকলে)	৩-আলে ইমরান	১৭৫	৫৫৩
আল্লাহ, রাসূল স. ও মুমিনগণ দেখবেন মানুষের কাজ-কম	৯-তাওবা	১০৫	৬৫১
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, মুমিন হলে	৫-মায়িদা	৫৭	৫৮৭
আল্লাহকে বেশি স্মরণ করার নির্দেশ, মুমিনগণকে	৩৩-আহযাব	৪১	৮৩৭
আল্লাহ মুনিদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট (জিহাদের বাইয়াত গ্রহণে)	৪৮-ফাত্হ	১৮	৯১৭
আল্লাহ মু'মিনদের সাথে আছেন	৮-আনফাল	১৯	৬৩৩
আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
আল্লাহর আহ্বান মুমিনদেরকে (শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণের ব্যাপারে)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
আশঙ্কা (দুর্দিন আশঙ্কা করছেন মু'মিন ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের জন্য)	৪০-মু'মিন	৩০	৮৮০
আশঙ্কা (ক্ষতির আশঙ্কা নেই হাসরে সৎকর্মশীল মুমিনের)	২০-ত্বা-হা	১১২	৭৪৮
আহলে কিতাবদের মাঝে কিছু মুমিন আছে	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
আহবান (সৎকর্মশীল মুমিনদের আহবানে আল্লাহ সাড়া দেন)	৪২-শূরা	২৬	৮৯৩
ইবাদতের নির্দেশ, মুমিনদের প্রতি (সফলতার জন্য)	২২-হাজ্জ	৭৭	৭৬৫
ইবরাহীম আ. ছিলেন একজন মুমিন বান্দা	৩৭-সাফফাত	১১১	৮৬২
ইহুদীদের ঈমান প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
ইহুদিদের মধ্যকার মুমিনদের ঈমান ও প্রতিদান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
ঈমান আনার নির্দেশ, মুমিনদেরকে (আল্লাহ, রাসূল কিতাবও...)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
ঈমান আনার অঙ্গীকার গ্রহণ মু'মিনদের থেকে	৫৭-হাদীদ	৮	৯৪৮
ঈমান এনেছে যারা আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি অতপর...	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঈমান (রাসূল স. ও মুমিনগণ ঈমান এনেছে কিতাবের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
উঠানো (মুমিনদেরকে নূহের নৌকায় উঠানোর নির্দেশ)	১১-হূদ	৪০	৬৬৯
উৎফুল্ল (মুমিনগণ উৎফুল্ল হবে, রোমানরা বিজয়ী হলে)	৩০-রূম	৪	৮২২
উত্তম (মুনিনদেরেরর জন্য উত্তম আল্লাহর নিকট যা আছে)	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
উত্তম (আল্লাহর দেয়া অবশিষ্টই উত্তম মুমিনদের জন্য)	১১-হূদ	৮৬	৬৭৩
উত্তম সৃষ্টি (তারাই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৭	১০২৯
উদ্ধার (মুমিনদেরকে উদ্ধার করেন আল্লাহ, ইউনুস প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৮	৭৫৬
উদ্ধার (মুমিনদেরকে আল্লাহ উদ্ধার করা আল্লাহর দায়িত্ব)	১০-ইউনুস	১০৩	৬৬৪
উদ্ধার (মহাপ্লাবন থেকে উদ্ধারের জন্য নূহের দোয়া)	২৬-শু'আরা	১১৮	৭৯৪
উদ্বুদ্ধ করা (মুমিনদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ, রাসূলকে)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
উদ্ধার (ছামূদ সম্প্রদায়কে দেয়া শাস্তি থেকে মুমিন-মুত্তাকীদের উদ্ধার)	২৭-নামল	৫৩	৮০৪
উপদেশ (মু'মিনদের জন্য উপদেশ স্বরূপ কিতাবের অবতরণ)	৭-আ'রাফ	২	৬১৩
উপদেশ মু'মিনদের প্রতি (ইফকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করার...)	২৪-নূর	১৭	৭৭৫
উপদেশ ও সাবধান বাণী এসেছে (মুমিনদের জন্য)	১১-হূদ	১২০	৬৭৬
উপকারে আসে (উপদেশ মুমিনদের জন্য উপকারে আসে)	৫১-যারিয়াত	৫৫	৯২৮
ঋণের লেনদেন বিষয়ে মুমিনদেরকে দিক নির্দেশনা	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
এক মু'মিন ব্যক্তির বক্তব্য (মূসাকে হত্যা করা প্রসঙ্গে)	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
কথা (মু'মিনদের কথা হবে শুনলাম ও আনুগত্য করলাম)	২৪-নূর	৫১	৭৭৯
কল্যাণকর (মু'মিদের জন্য কল্যাণকর ওজন পুরোপুরি দেয়া)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
কষ্টদাতা (মুমিনের কষ্টদাতারা সুস্পষ্ট পাপ বহন করে)	৩৩-আহযাব	৫৮	৮৩৯
কাফিরদের মুমিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা (দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিলে)	৬-আন্'আম	২৭	৫৯৮
কাফিররা মুমিনদেরকে বলে (সুস্পষ্ট আয়াত পাঠ করা হলে)	১৯-মারইয়াম	৭৩	৭৩৯
কাফিররা মুমিন বলবে নিজেদেরকে (কিয়ামতে)	৪৪-দুখান	১২	৯০২
কিতাবপ্রাপ্তরা এবং মুমিনরা যেন সন্দেহ পোষণ না করে...	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
কুরআন মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও দয়াস্বরূপ	১৭-ইসরা	৮২	৭২১
কৃতকর্ম (মুমিনের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতুল মাওয়া...)	৩২-সাজ্দা	১৯	৮৩১
ক্ষতি (মানুষ ক্ষতির মধ্যে -মুমিন ছাড়া সকলেই)	১০৩-আস্‌র	৩	১০৩২
ক্ষমা (মুমিনদের প্রতি ক্ষমার নির্দেশ, যারা আল্লাহর দিনের ...)	৪৫-জাছিয়া	১৪	৯০৬
ক্ষমা (রাসূল স. কে মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৯	৯১৩
ক্ষমতা (শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই মুমিনদের উপর)	১৬-নাহ্ল	৯৯	৭১১
ক্ষমা প্রার্থনা (ইবরাহীমের, ক্ষমা প্রার্থনা মুমিনদের জন্য)	১৪-ইবরাহীম	৪১	৬৯৭
ক্ষমা (ঈমান ও সৎকাজের প্রতিদান)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
ক্ষমা (সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক)	২২-হাজ্জ	৫০	৭৬৩
ক্ষমা প্রার্থনা (মুমিনদের জন্য নূহ আ. এর ক্ষমা প্রার্থনা)	৭১-নূহ্	২৮	৯৮৫
ক্ষমা প্রার্থনা করে ফেরেশতারা (মুমিনদের জন্য)	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
গোপনে কথা বলা (রাসূল স. এর সাথে মু'মিনদের...)	৫৮-মুজাদালা	১২	৯৫৩
গোপনে কথা বলা (মু'মিনদের গোপনে কথা বলা প্রসঙ্গে)	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩
ছেড়ে দিবেন না আল্লাহ মুমিনদেরকে তাদের অবস্থার উপর	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
জান্নাত নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে থাকবে ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ	২২-হাজ্জ	৫৬	৭৬৩
জাহান্নামীদের মুমিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা (প্রত্যাবর্তন থাকলে)	২৬-শু'আরা	১০২	৭৯৩
জান্নাত প্রস্তুত (তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে)	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে	৪-নিসা	১২২	৫৭২
জান্নাত (সৎকর্মশীল মুমিনকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
জান্নাত পাবে ঈমানের কারণে সৎকর্মশীল মু'মিন	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
জান্নাত (সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য জান্নাত)	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
জান্নাত (সৎকর্মশীল মুমিন পুরুষ ও নারীর জান্নাতে প্রবেশ)	৪-নিসা	১২৪	৫৭২
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
জান্নাতে যাবে (সৎকর্মশীল মু'মিন নর-নারীগণ)	৪০-মু'মিন	৪০	৮৮১
জালিমরা সহচরদেরকে বলবে তোমরা মুমিন ছিলে না	৩৭-সাফফাত	২৯	৮৫৮
জীবন (মুমিনদের জীবন ক্রয় করে নিয়েছেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
জুমআর নামাজে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ (আযান হলে)	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
জেনে নিবেন আল্লাহ প্রকৃত মুমিনদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৬৬	৫৫২
তালাক/বিয়ে সংক্রান্ত বিধান (মুমিনদের জন্য)	৩৩-আহযাব	৪৯	৮৩৭
তাড়ানো (মুমিনদের তাড়িয়ে দেয়া নূহ আ. এর কাজ নয়)	১১-হূদ	২৯	৬৬৮
তাড়িয়ে দেয়া (মুমিনদের তাড়িয়ে দেয়া নূহের কাজ নয়)	২৬-শু'আরা	১১৪	৭৯৪
দয়া (কুরআন দয়া ও পথনির্দেশ স্বরূপ, মু'মিনদের জন্য)	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মু'মিন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দয়া (কুরআন দয়া ও পথনির্দেশিকা, মুমিনদের জন্য)	২৭-নামল	৭৭	৮০৬
দয়া (মু'মিনদের জন্য দয়াস্বরূপ রাসূলের উপর কিতাব...)	১৬-নাহ্‌ল	৬৪	৭০৮
দয়াময় মুমিনদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করবেন (কিয়ামতে)	১৯-মারইয়াম	৯৬	৭৪০
দয়ালু (আল্লাহ্ পরম দয়ালু মুমিনদের প্রতি)	৩৩-আহ্‌যাব	৪৩	৮৩৭
দল (মু'মিনদের একদল অপছন্দ করছিল, ঘর থেকে বের হওয়া)	৮-আনফাল	৫	৬৩২
দল (মুমিনদের একদল ছাড়া সাবাবাসী সবাই ইবলিসের...)	৩৪-সাবা	২০	৮৪৩
দাস (মুমিন দাস উত্তম মুশরিক পুরুষের চেয়ে...)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
দাসী (মুমিন দাসী উত্তম, মুশরিক নারীর চেয়ে)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
দাস (মুমিন দাস মুক্ত করা ভুর বশত মু'মিন হত্যার কাফফারা)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
দুর্বলরা মুমিন হত অহংকারীরা না থাকলে (দুর্বলরা বলবে)	৩৪-সাবা	৩১	৮৪৩
দৃঢ় করা (মুমিনদের দৃঢ় করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ)	১৬-নাহ্‌ল	১০২	৭১১
দেখা (শত্রু দেখে মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি, খন্দকে...)	৩৩-আহ্‌যাব	২২	৮৩৫
দেখিয়ে দেয়া (মুমিনদেরকে দেখিয়ে দেয়া এমন ব্যবসা যা...)	৬১-সাফ্‌ফ	১০	৯৬০
ধন-সম্পদ (মুমিনদের ধন-সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
ধোকা (মুনাফিকরা ধোকা দিতে চায় মুমিনদেরকে)	২-বাক্বারা	৯	৫০২
নবী হত্যা (ইহুদীরা মুমিন হলে নবীদের হত্যা করেছিল কেন?)	২-বাক্বারা	৯১	৫১০
নবী মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন যুদ্ধের জন্য	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
নামাজ (নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মুমিনদের নামাজ ও পবিত্রতা অর্জন প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
নারী (মুমিনদের নারীদের চাদর ঝুলিয়ে পর্দা করা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহ্‌যাব	৫৯	৮৩৯
নারী (মুমিন নারী নিজকে দান করলে নবী চাইলে বিয়ে করতে পারেন)	৩৩-আহ্‌যাব	৫০	৮৩৭
নারী (সৎকর্মশীল মুমিন নারী-পুরুষকে উত্তম প্রতিদান...)	১৬-নাহ্‌ল	৯৭	৭১১
নিদর্শন (মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে আকাশ-পৃথিবীতে)	৪৫-জাছিয়া	৩	৯০৫
নিদর্শন(মুমিনদের জন্য নিদর্শন রাত ও দিন...)	২৭-নামল	৮৬	৮০৭
নিদর্শন মুমিনের জন্য (রিযিক প্রসারিত ও পরিমাপ করা)	৩৯-যুমার	৫২	৮৭৫
নিদর্শন (মু'মিনদের জন্য নিদর্শন, ঈসার মুজেযাসমূহ)	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
নিদর্শন (মুমিনদের জন্য নিদর্শন, লূত-জাতির ধ্বংস)	১৫-হিজর	৭৭	৭০১
নিদর্শন (মুমিনদের জন্য নিদর্শন, বনী ইসরাঈলদের সিন্দুক)	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
নিষেধ (রাসূল স. কে 'রাইনা' নিষেধ, মুমিনদেরকে)	২-বাক্বারা	১০৪	৫১২
নিদর্শনে ঈমান প্রসঙ্গ (মানুষের অধিকাংশই মুমিন নয়)	২৬-শু'আরা	১০৩	৭৯৩
নিদর্শন (মহাশূন্যে উড়ন্ত পাখি নিদর্শন মুমিনের জন্য)	১৬-নাহ্‌ল	৭৯	৭০৯
নিদর্শন (বৃষ্টি দ্বারা ফল-ফসল উৎপন্ন করা নিদর্শন মুমিনদের জন্য)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
নিকটজন (নবী মুমিনদের নিকটজন নিজেদের চেয়েও)	৩৩-আহ্‌যাব	৬	৮৩৩
নিদর্শন (ইবরাহীম আ. এর ঘটনা মুমিনদের জন্য নিদর্শন)	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
নিদর্শন (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি, মুমিনদের জন্য নিদর্শন)	৪৮-ফাত্‌হ	২০	৯১৮
নির্যাতন (মুমিনদের নির্যাতন প্রত্যক্ষ করা)	৮৫-বুরূজ	৭	১০১৫
নিকটতর (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় মীরাসে নিকটতর মুমিন/মুহাজির হতে)	৩৩-আহ্‌যাব	৬	৮৩৩
নিদর্শন (আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিতে মুমিনদের জন্য নিদর্শন)	২৯-আনকাবূত	৪৪	৮১৯
নিরাশ (মুমিনরা কি এই ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে আল্লাহ চাইলে...)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
নূহ সম্প্রদায়ের অধিকাংশই মুমিন নয় (প্লাবন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১২১	৭৯৪
নেয়ামত (স্মরণের নির্দেশ মু'মিনদের প্রতি)	৩৩-আহ্‌যাব	৯	৮৩৪
পথনির্দেশিকা (কুরআন মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকা)	২-বাক্বারা	৯৭	৫১১
পথনির্দেশিকা (কুরআন মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকা ও...)	২৭-নামল	৭৭	৮০৬
পথনির্দেশিকা (কুরআন মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকা)	২৭-নামল	২	৮০০
পথনির্দেশ ও নিরাময়কারী কুরআন (মুমিনদের জন্য)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৪	৮৮৯
পথনির্দেশ (কুরআন মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ/দয়াস্বরূপ)	১০-ইউনুস	৫৭	৬৫৯
পথ রাখা (আল্লাহ মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের পথ রাখেননি)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
পথ (মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করলে জাহান্নাম)	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
পথ (মুমিনদের চেয়ে সঠিকপথে রয়েছে কাফিররা...)	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
পথ প্রদর্শন (সৎকর্মশীল মুমিনকে সঠিকপথ প্রদর্শন করা হবে)	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
পথনির্দেশিকাস্বরূপ রাসূল স. এর উপর কিতাব অবতীর্ণ (মুমিনদের জন্য)	১৬-নাহ্‌ল	৬৪	৭০৮
পরিহার করার নির্দেশ মুমিনদেরকে (মদ, জুয়া, মূর্তি, বেদী ও তীর)	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
পরীক্ষা (মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা, উত্তম পরীক্ষা)	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩
পরীক্ষা (খন্দকের যুদ্ধে মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়)	৩৩-আহ্‌যাব	১১	৮৩৪
পরীক্ষা (ইহরামে শিকার দ্বারা মুমিনদেরকে আল্লাহর পরীক্ষা)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
পরিশুদ্ধ (মুমিনদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৪১	৫৪৯
পুরুষ (সৎকর্মশীল মুমিন নারী-পুরুষকে উত্তম প্রতিদান/উত্তম জীবন)	১৬-নাহ্‌ল	৯৭	৭১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রচেষ্টা (মুমিন ব্যক্তির প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য)	১৭-ইস্‌রা	১৯	৭১৫
প্রতিদান (মুমিন সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান –স্থায়ী জান্নাত)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
প্রতিফল (যারা ঈমান এনেছে তাদের উত্তম প্রতিফল)	১২-ইউসুফ	৫৭	৬৮২
প্রথম মু'মিন হওয়ার ঘোষণা মূসার (তূর প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
প্রথম মু'মিন হিসাবে জাদুকরদের ক্ষমালাভের প্রত্যাশা...)	২৬-শু'আরা	৫১	৭৯০
প্রত্যক্ষ করবে একদল মু'মিন (ব্যভিচারের শাস্তি)	২৪-নূর	২	৭৭৪
প্রবেশ (নূহের ঘরে প্রবেশকারী মু'মিনদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা)	৭১-নূহ্	২৮	৯৮৫
প্রশান্তি (মুমিনদের উপর প্রশান্তি নাযিল, হুনাইনে)	৯-তাওবা	২৬	৬৪২
প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ মুমিনদের উপর (হুদায়বিয়া)	৪৮-ফাত্‌হ	২৬	৯১৮
প্রচেষ্টা (সৎকর্মশীল মুমিনের কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করা হবে না)	২১-আম্বিয়া	৯৪	৭৫৬
প্রকৃত মু'মিন তারাই যারা...	৮-আনফাল	৭৪	৬৩৯
প্রকৃত মু'মিন তারাই যারা সালাত কায়েম করে ও...	৮-আনফাল	৪	৬৩২
প্রতিদান (অফুরন্ত প্রতিদান ঈমানদার সৎকর্মশীলদের)	৮৪-ইন্‌শিকাক্	২৫	১০১৪
প্রতিদান (আল্লাহ মুমিনদেরকে অচিরেই প্রতিদান দিবেন)	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
প্রতিদান (মুমিনদের প্রতিদান দেয়ার জন্য পুনরুত্থান ...)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
প্রতিদান (মুমিন ও সৎকর্মশীলদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৮	৮৮৬
প্রতিদান (মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৭১	৫৫২
প্রতিদান দিয়েছিলেন আল্লাহ (ঈমানদারদেরকে)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
প্রশ্ন (নেতাদের প্রশ্ন সালিহ আ. -এর সম্প্রদায়ের মু'মিনদেরকে)	৭-আ'রাফ	৭৫	৬১৯
প্রতিদান (সৎকর্মশীল মুমিন নারী-পুরুষকে উত্তম প্রতিদান)	১৬-নাহ্‌ল	৯৭	৭১১
প্রতিদান (সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান)	৯৫-তীন	৬	১০২৭
প্রত্যাশা (মুমিনরা প্রত্যাশা করে আল্লাহর দয়া)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
প্রবেশ (নবীর ঘরে প্রবেশের বিধান মুমিনদের জন্য)	৩৩-আহ্‌যাব	৫৩	৮৩৮
ফয়সালা (মু'মিনদের বিষয়ে ফয়সালা করবেন আল্লাহ, কিয়ামতে	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
ফরজ (মুমিনদের উপর নির্ধারিত ফরজ নামাজ কায়েম)	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
ফিরে আসবে না রাসূল স. ও মুমিনগণ (বেদুঈনদের ধারণা)	৪৮-ফাত্‌হ	১২	৯১৭
ফিরআউন বংশের এক মুমিনের আহ্বান, নিজ সম্প্রদায়কে	৪০-মু'মিন	৩৮	৮৮১
বন্ধুগ্রহণ (মুমিনদের জন্য কাফিরকে বন্ধুগ্রহণ নিষেধ)	৪-নিসা	১৪৪	৫৭৫
বন্ধু (কাফিরকে বন্ধু বানানো, মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৯	৫৭৪
বন্ধু (মুমিনরা বন্ধু রূপেগ্রহণ করবে না মুমিনদের ছাড়া)	৩-আলে ইমরান	২৮	৫৩৮
বন্ধু (মুমিনরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না কাফিরদেরকে)	৩-আলে ইমরান	২৮	৫৩৮
বন্ধুত্ব (মুমিনদের বন্ধুত্ব নিষেধ, তাদের সাথে যাদের...)	৬০-মুমতাহিনা	১৩	৯৫৯
বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে যেসব মুমিন ইহুদী ও নাসারাদেরকে...	৫-মায়িদা	৫১	৫৮৭
বলা (মুমিনগণ কিয়ামতে জালিমদের ক্ষতি সম্পর্কে বলবে...)	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
বলা (মুমিনরা কেন তা বলে যা তারা করে না)	৬১-সাফ্‌ফ	২	৯৬০
বলা (মু'মিনদেরকে খোঁটা দিয়ে বলে কাফিররা, ব্যয় প্রসঙ্গ)	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
বসে থাকা মুমিনের উপর জিহাদকারীকে শ্রেষ্ঠত্ব দান	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
বান্দা (মুমিন বান্দাদেরকে নামাজ কায়েম ও দানের নির্দেশ)	১৪-ইবরাহীম	৩১	৬৯৬
বাধ্য করা (মানুষকে মুমিন হতে বাধ্য না করার নির্দেশ)	১০-ইউনুস	৯৯	৬৬৩
বাহু অবনমিত করার নির্দেশ রাসূল স. কে মুমিনদের জন্য	১৫-হিজর	৮৮	৭০২
বান্দা (মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন নূহ আ.)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৮১	৮৬০
বান্দা (মুমিন বান্দার উপর দাউদ/সুলাইমানকে মর্যাদা দেয়ায়)	২৭-নামল	১৫	৮০১
বান্দা (মুমিন বান্দা ছিল মূসা আ. ও হারুন)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১২২	৮৬৩
বান্দা (ইলিয়াস আল্লাহর মুমিন বান্দা ছিল)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৩২	৮৬৩
বিনয়ী (মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হবে সেই সম্প্রদায় যাদেরকে...)	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
বিভেদ (মুনিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য মসজিদ বানানো)	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
বিজয়ী করা (মুমিনদেরকে বিজয়ী করবেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	১৪	৬৪১
বিজয়ী (মুমিনরাই বিজয়ী হবে, প্রকৃত মুমিন হলে)	৩-আলে ইমরান	১৩৯	৫৪৯
বিন্যস্ত (মুমিনদেরকে বিন্যস্ত করছিলেন রাসূল, উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১২১	৫৪৭
বিশ্বাস (মুমিনদেরকে বিশ্বাস করেন নবী স.)	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
বুদ্ধিমান –যারা ঈমান এনেছে (তাদের আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
বের করা (মুমিনদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করা...)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
বের করা (লূত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে মুমিনদেরকে বের করা)	৫১-যারিয়াত	৩৫	৯২৭
বের হওয়া (জ্ঞানার্জনে বের হওয়া সম্ভব নয় সব মুমিনদের...)	৯-তাওবা	১২২	৬৫৩
ব্যয় (মুমিনদের প্রতি পবিত্র বস্তু ব্যয় করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৬৭	৫৩২
ব্যয় (মুমিনদের রিযিক থেকে ব্যয় করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৫৪	৫৩০
ভয় (মুমিনগণ ভয় করবে আল্লাহকে, সর্বাধিক পরিমান)	৯-তাওবা	১৩	৬৪১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মু'মিন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ভয় (আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ মুমিনদের প্রতি)	৫৯-হাশর	১৮	৯৫৭
ভয় করা (মুমিনদের প্রতি প্রতিপালককে ভয় করার নির্দেশ)	৩৯-যুমার	১০	৮৭২
ভয় করবে মুমিনগণ আল্লাহকে	৫-মায়িদা	১১২	৫৯৪
ভরসা করবে মুমিনরা আল্লাহর উপর	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
ভরসা করে যেন মুমিনরা আল্লাহর উপর	৩-আলে ইমরান	১৬০	৫৫১
ভরসা (মুমিনদের ভরসা করা উচিত আল্লাহর উপর)	৩-আলে ইমরান	১২২	৫৪৭
ভরসা (মুমিনরা ভরসা করবে আল্লাহর উপর)	৯-তাওবা	৫১	৬৪৫
ভরসা (মুমিনরা যেন আল্লাহর উপরই ভরসা করে)	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
ভরসা (মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত)	৬৪-তাগাবুন	১৩	৯৬৭
ভাই ভাই (মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, আপোষ প্রসঙ্গে)	৪৯-হুজুরাত	১০	৯২১
মর্যাদায় উন্নীত করবেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে এবং যাদেরকে...	৫৮-মুজাদালা	১১	৯৫৩
মর্যাদা (সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য উচ্চ মর্যাদা, জান্নাতে)	২০-ত্বা-হা	৭৫	৭৪৫
মাতা-পিতা মুমিন ছিল (খিজির কর্তৃক হত্যাকৃত বালকের পিতা)	১৮-কাহফ	৮০	৭৩১
মানুষ (অধিকাংশ মানুষ মুমিন নয়, রাসূল স. আগ্রহী হলেও)	১২-ইউসুফ	১০৩	৬৮৬
মা (নবীর স্ত্রীগণ মুমিনদের মা)	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
মানুষকে মুমিন হতে বাধ্য না করার নির্দেশ	১০-ইউনুস	৯৯	৬৬৩
মানুষের মধ্যে কেউ মুমিন আবার কেউ কাফির	৬৪-তাগাবুন	২	৯৬৬
মুনাফিকরা মু'মিনদের দলভুক্ত নয়	৫৮-মুজাদালা	১৪	৯৫৩
মুনাফিকরা মুমিন নয়	৫-মায়িদা	৪৩	৫৮৫
মুনাফিক/কাফিররা মুমিন বলে নিজেদেরকে	৯-তাওবা	৫৬	৬৪৬
মুনাফিক/কাফিররা মুমিন নয়	৯-তাওবা	৫৬	৬৪৬
মুখ ফিরিয়ে নিল যারা তারা মু'মিন নয় (মুনাফিক)	২৪-নূর	৪৭	৭৭৯
মুমিন নারীরা হিজরত করে মুমিনদের কাছে আসলে তাদেরকে...	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
মুহরিম অবস্থায় মুমিন কর্তৃক শিকার হত্যার কাফফারা	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
মূসার সম্প্রদায় মুমিন হলে আল্লাহর প্রতি ভরসা করতে বলা হল	৫-মায়িদা	২৩	৫৮৩
যথেষ্ট (মু'মিনগণ নবীর জন্য যথেষ্ট)	৮-আনফাল	৬৪	৬৩৮
যথেষ্ট (যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট)	৩৩-আহযাব	২৫	৮৩৫
যুদ্ধে লিপ্ত (মু'মিনরা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হলে আপোসের নির্দেশ)	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
যুদ্ধ (মুমিনরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে)	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
রক্ষা (আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করেন)	২২-হাজ্জ	৩৮	৭৬১
রক্ষা (মুমিনদের আল্লাহ্ রক্ষা করলেন)	৪১-ফুস্সিলাত	১৮	৮৮৭
রক্ষা (সফল কাফিরদেরকে মুমিনদের থেকে রক্ষা, মুনাফিকদের)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
রাসূল স. কে মু'মিনদের দ্বারা সাহায্য করেছেন আল্লাহ	৮-আনফাল	৬২	৬৩৮
রাসূল স. কে মুমিন হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
রাসূল স. ও মুমিনদেরকে বের করে দিয়েছে অবিশ্বাসীরা	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
রাসূল স. এর অনুসরণকারী মুমিনদের প্রতি বাহু নিচু করা	২৬-শু'আরা	২১৫	৭৯৯
রাসূল স. মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল	৯-তাওবা	১২৮	৬৫৩
রাসূল স. মুমিনদেরকে আল্লাহর সাহায্যের আশ্বাস দিলেন (বদরযুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১২৪	৫৪৮
রিযিক (সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক)	২২-হাজ্জ	৫০	৭৬৩
শত্রুতা (মানুষের মধ্যে ইহুদি-মুশরিকই মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় কঠোর)	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
শত্রু সম্প্রদায়ের মুমিন ব্যক্তি হত্যার কাফফারা...	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
সঙ্গী (তওবাকারী মুনাফিকরা মুমিনদের সঙ্গী হবে)	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
সঙ্গত নয় (মুমিনের জন্য মুমিন হত্যা সঙ্গত নয়)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
সঠিক কথা বলা (আল্লাহর ভয়/সঠিক কথা বলার নির্দেশ, মুমিনদেরকে)	৩৩-আহযাব	৭০	৮৪০
সৎকাজ (আল্লাহ মুমিনের সৎকাজের লিপিবদ্ধকারী)	২১-আম্বিয়া	৯৪	৭৫৬
সৎকাজ (সৎকাজ করলে মুমিন নারী-পুরুষকে উত্তম জীবন)	১৬-নাহল	৯৭	৭১১
সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য রয়েছে আনন্দ ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল	১৩-রা'দ	২৯	৬৯১
সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য রয়েছে জান্নাত	৮৫-বুরূজ	১১	১০১৫
সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে কুরআন সুসংবাদ দেয়...	১৭-ইসরা	৯	৭১৪
সতর্ককারী (রাসূল স. মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
সতর্কতাগ্রহণ (মুমিনদের সতর্কতাগ্রহণ/অবলম্বন, যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭১	৫৬৫
সদকা (খোঁটা দিয়ে মুমিনদের দান-সদকা বাতিল না করা)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
সন্তান (মুমিনদের সন্তান ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করলে...)	৫২-তূর	২১	৯৩০
সন্তুষ্ট করবে মুমিনগণ কেবল আল্লাহকে	৯-তাওবা	৬২	৬৪৬
সন্তান (স্ত্রী ও সন্তানদের কেউ কেউ মুমিনদের শত্রু...)	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সফল (মু'মিনগণ সফল হবে আল্লাহর নিকট ফিরে আসলে)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
সফল (মুমিনগণ সফল হয়েছে)	২৩-মু'মিনূন	১	৭৬৬
সফল হওয়ার জন্য মুমিনদের মদ/জুয়া/মূর্তিবেদী/তীর পরিহার করা	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
সমান নয় (পাপাচারী মুমিনের সমান নয়)	৩২-সাজদা	১৮	৮৩১
সম্মান আল্লাহ, রাসূল স. ও মুমিনদের জন্য...	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
সম্পদ/সন্তান যেন মুমিনদের আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে না রাখে	৬৩-মুনাফিকূন	৯	৯৬৫
সম্পদ (মুমিনদের পক্ষে অন্যের সম্পদ বাতিল পন্থায়গ্রহণ বৈধ নয়)	৪-নিসা	২৯	৫৬০
সম্প্রদায় মুমিন হত, রাসূল প্রেরণ করলে (সম্প্রদায় বলবে)	২৮-কাসাস	৪৭	৮১২
সম্প্রদায় (মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য কুরআন দয়া ও উপদেশস্বরূপ)	২৯-আনকাবূত	৫১	৮২০
সম্প্রদায় (মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও দয়া)	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭
সম্প্রদায় (মুমিন সম্প্রদায়ের বক্ষ প্রশান্ত করবেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	১৪	৬৪১
সরল পথ (আল্লাহ মুমিনদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালনাকারী)	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
সাক্ষাৎ (মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ হলে মুনাফিকরা ঈমান আনার দাবী করে)	২-বাক্বারা	১৪	৫০৩
সাক্ষাৎ (মুমিনদের সাথে মুনাফিক ইহুদীদের সাক্ষাৎ হলে বলে...)	২-বাক্বারা	৭৬	৫০৯
সালামদাতাকে 'মুমিন নও' বলা যাবে না (পরীক্ষা করতে হবে)	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
সাহায্য (আল্লাহ মু'মিনদেরকে সাহায্য করবেন...)	৪০-মু'মিন	৫১	৮৮২
সাহায্যকারী (জিবরাঈল ও সৎকর্মশীল মুমিন নবীর সাহায্যকারী)	৬৬-তাহরীম	৪	৯৭০
সাহায্য (মুমিনদেরকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব)	৩০-রূম	৪৭	৮২৫
সাহায্য (মুমিনদেরকে সাহায্য করলেন আল্লাহ শত্রুর বিরুদ্ধে)	৬১-সাফফ	১৪	৯৬১
সাহায্যকারী (মুমিনদেরকে আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়ার আহ্বান)	৬১-সাফফ	১৪	৯৬১
সুন্দর প্রতিদান (সৎকর্মশীল মুমিনদের)	১৮-কাহফ	২	৭২৪
সুসংবাদ (মুমিনদেরকে সুসংবাদ দানের নির্দেশ, রাসূল স. কে)	৬১-সাফফ	১৩	৯৬১
সুসংবাদ (মুমিনদেরকে সুসংবাদ দানের নির্দেশ)	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
সুসংবাদ (মূসা/হারুন/বনী ইসরাইল এর মুমিনদের প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
সুসংবাদ (মুমিনদেরকে সুসংবাদ দানের নির্দেশ, রাসূল স. কে)	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
সুসংবাদ (মুমিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের সুসংবাদ)	৩৩-আহযাব	৪৭	৮৩৭
সুসংবাদ (কুরআন মুমিনদের জন্য সুসংবাদ)	২৭-নামল	২	৮০০
সুদ ছাড়া (মুমিনদেরকে সুদের বাকী ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৭৮	৫৩৩
সুসংবাদদাতা (রাসূল স. মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
স্ত্রী (মুমিনদের স্ত্রীদের সাথে জীবনযাপন সংক্রান্ত বিধান)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
স্ত্রী ও সন্তানদের কেউ কেউ মুমিনদের শত্রু...	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
স্থায়ী মুমিনদেররের জন্য (আল্লাহর নিকট যা আছে)	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
স্বতঃস্ফূর্ত দানকারী মুমিনদেরকে দোষারোপ (সদকার ব্যাপারে...)	৯-তাওবা	৭৯	৬৪৮
হত্যা (ভুলবশত মুমিন হত্যার কাফফারা)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
হত্যা (মুমিন হত্যা সঙ্গত নয় ভুলবশত ছাড়া)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
হত্যা (ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিনকে হত্যা করার পরিণাম)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
হাত (মুমিনদের হাতে কাফিরদের ঘরবাড়ি ধ্বংস...)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
হালাল (মুমিনদের জন্য হালাল- কিতাবপ্রাপ্তদের খাদ্য...)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
হারাম (মু'মিনদের জন্য হারাম, ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করা)	২৪-নূর	৩	৭৭৪
হারাম না করে যেন মুমিনরা (আল্লাহ যা হালাল করেছেন)	৫-মায়িদা	৮৭	৫৯১
হাসি-ঠাট্টা করবে মুমিনগণ কাফিরদেরকে নিয়ে (কিয়ামতে)	৮৩-মুতাফফিফীন	৩৪	১০১২
হৃদ্যতা (মুমিনদের প্রতি নাসারা পাদ্রীদের হৃদ্যতা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
হৃদয় ভীত হয় মু'মিনদের (আল্লাহকে স্মরণ করা হলে)	৮-আনফাল	২	৬৩২
হৃদয়ে (মুমিদের হৃদয়ে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্হ	৪	৯১৬
হৃদয় (মুমিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয় আল্লাহর স্মরণে)	১৩-রা'দ	২৮	৬৯১
হৃদয় (মু'মিনদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি?)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
মু'মিন দাসী			
বিয়ে (স্বাধীন মুমিন নারী না পেলে মুমিন দাসীকে বিয়ে বৈধ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
মু'মিন নয় (মুনাফিক)			
নয় (ঈমান আনার দাবী করলেও মুমিন নয় মুনাফিকরা)	২-বাক্বারা	৮	৫০২
মু'মিন (নারী)			
আসা (মুমিন নারীরা নবীর নিকট বাইয়াতের জন্য আসলে...)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
কষ্টদাতা (মুমিন নারীর কষ্টদাতা অপবাদ/সুস্পষ্ট পাপ বহন করে)	৩৩-আহযাব	৫৮	৮৩৯
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (মুমিন নারীদের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
ক্ষমা প্রার্থনা (মুমিন নারীদের জন্য নূহ আ. এর ক্ষমা প্রার্থনা)	৭১-নূহ	২৮	৯৮৫
ক্ষমা প্রার্থনা (রাসূল স. কে মুমিন নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৯	৯১৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মু'মিন (নারী) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জান্নাত (মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (মুমিন নারীদেরকে)	৪৮-ফাত্হ	৫	৯১৬
তালাক (মুমিন নারীকে স্পর্শের পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত নেই)	৩৩-আহযাব	৪৯	৮৩৭
তাওবা (মুমিন নারী-পুরুষের তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন)	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
দান (মুমিন নারী নিজকে দান করলে নবী বিয়ে করতে পারেন)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
দৃষ্টি (মু'মিন নারীরা দৃষ্টি সংযত রাখবে)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
নির্যাতন (মুমিন নারীদের নির্যাতনের শাস্তি জাহান্নাম)	৮৫-বুরূজ	১০	১০১৫
পছন্দের অবকাশ মুমিন নারীর নেই (আল্লাহ-রাসূল স. সিদ্ধান্ত দিলে)	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
পদদলিত হওয়ার আশঙ্কা, অজানা মুমিন নারী (মক্কা বিজয়)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
বন্ধু (মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু)	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
ভাল ধারণা (মু'মিন নারীরা ভাল ধারণা করল না কেন...)	২৪-নূর	১২	৭৭৫
মুমিনদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে আসলে তাদেরকে...	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
সচ্চরিত্র মু'মিন নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ	২৪-নূর	২৩	৭৭৬
সচ্চরিত্রা মুমিন নারী বিয়ে করা হালাল (মুমিনদের জন্য)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
সামনে ও ডানে আলো দৌড়াবে যেদিন (মু'মিন নারীদের)	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
স্ত্রী (আল্লাহর পথে ভ্রমণকারিণী স্ত্রী নবীকে দান করতে পারেন)	৬৬-তাহ্রীম	৫	৯৭০
হালাল নয় (মুমিন নারী হালাল নয় কাফিরদের জন্য)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
হালাল নয় (কাফিররা হালাল নয় মুমিন নারীদের জন্য)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
হিজরতকারী নারীরা মুমিনা হলে তাদেরকে ফেরত দেয়া যাবে না...	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
মু'মিন নারী (স্বাধীন)			
বিয়ে (স্বাধীন মুমিন নারীকে বিয়ে করতে না পারলে দাসীকে বিয়ে)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
মু'মিন (পুরুষ)			
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (মুমিন পুরুষের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ (মুমিন পুরুষদেরকে)	৪৮-ফাত্হ	৫	৯১৬
জান্নাত (মুমিন পুরুষদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি)	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
তাওবা (মুমিন নারী-পুরুষের তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন)	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
দৃষ্টি সংযত রাখবে মু'মিন পুরুষরা	২৪-নূর	৩০	৭৭৬
নির্যাতন (মুমিন পুরুষদের নির্যাতনের শাস্তি জাহান্নাম)	৮৫-বুরূজ	১০	১০১৫
পছন্দের অবকাশ মুমিন পুরুষের নেই (আল্লাহ ও রাসূল স. সিদ্ধান্ত দিলে)	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
পদদলিত হওয়ার আশঙ্কা, অজানা মুমিন পুরুষ (মক্কা বিজয়)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
বন্ধু (মুমিন পুরুষরা একে অপরের বন্ধু)	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
ভাল ধারণা (মু'মিন পুরুষরা ভাল ধারণা করল না কেন...)	২৪-নূর	১২	৭৭৫
সামনে ও ডানে আলো দৌড়াবে যেদিন (মু'মিন পুরুষদের)	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
মু'মিনের গুণাবলি			
ভরসা/গোনাহ-অশ্লীলতাবর্জন,ক্ষমা,নামাজ, পরামর্শ/ব্যয়...	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
মুরুব্বি (দেখুন অভিভাবক শব্দটি)			
মুশরিক			
অন্তর্ভুক্ত (মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার নির্দেশ রাসূল স. কে)	১০-ইউনুস	১০৫	৬৬৪
অপছন্দ (মুশরিকরা অপছন্দ করলেও আল্লাহ সত্য দ্বীনকে জয়ী...)	৬১-সাফ্ফ	৯	৯৬০
অপছন্দ (মুশরিকরা অপছন্দ করে সত্য দ্বীনের বিজয়)	৯-তাওবা	৩৩	৬৪৩
অপবিত্র (মুশরিকরা অপবিত্র...)	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
অবস্থান (শরীক ও মুশরিককে স্বস্থানে অবস্থানের নির্দেশ, হাশরে)	১০-ইউনুস	২৮	৬৫৭
আগ্রহী (ইহুদীরা মুশরিকদের চেয়েও জীবনের প্রতি বেশি আগ্রহী)	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত	৯-তাওবা	৩	৬৪০
আশ্রয় প্রার্থনা (মুশরিকরা আশ্রয় প্রার্থনা করলে আশ্রয় দান...)	৯-তাওবা	৬	৬৪০
আহলে কিতাবের মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
ইবরাহীম আ. মুশরিক ছিলেন না	৩-আলে ইমরান	৯৫	৫৪৫
ইবরাহীম আ. মুশরিক ছিল না (তার আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	১২৩	৭১৩
ইবরাহীম আ. মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না	২-বাক্বারা	১৩৫	৫১৫
ইবরাহীম আ. মুশরিক ছিলেন না, তিনি একত্ববাদী ছিলেন	৬-আন্'আম	১৬১	৬১২
ইবরাহীম আ. মুশরিক ছিলেন না	৩-আলে ইমরান	৬৭	৫৪২
ইবরাহীম আ. মুশরিক ছিল না (একত্ববাদী আদর্শ ছিল...)	১৬-নাহ্ল	১২০	৭১৩
ইবরাহীম আ. মুশরিক ছিলেন না	৬-আন্'আম	৭৯	৬০৩
উপেক্ষা (মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করে চলার নির্দেশ, রাসূল স. কে)	১৫-হিজর	৯৪	৭০২
উপেক্ষা (রাসূল স. এর প্রতি মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১০৬	৬০৬
উপেক্ষা (সত্যের জ্ঞান না থাকার কারণে অধিকাংশ মুশরিক উপেক্ষা করে)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
কামনা (মুশরিকরা মুমিনদের কল্যাণ কামনা করে না)	২-বাক্বারা	১০৫	৫১২
ক্ষমতা (শয়তানের কর্তৃত্ব/ক্ষমতা মুশরিকদের উপর...)	১৬-নাহ্ল	১০০	৭১১
ক্ষমা প্রার্থনা (মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সংগত নয়)	৯-তাওবা	১১৩	৬৫২
চুক্তি (মুশরিকদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া...)	৯-তাওবা	৪	৬৪০
চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা	৯-তাওবা	১	৬৪০
জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে (আহলে কিতাবের মুশরিক)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
থাকা (মুশরিকরা কসম করে বলবে যে তারা মুশরিক ছিল না)	৬-আন্'আম	২৩	৫৯৮
দুর্বহ (রাসূল স. এর আহ্বান মুশরিকদের কাছে দুর্বহ)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য (ওহী অস্বীকার করার কারণে)	৪১-ফুস্সিলাত	৬	৮৮৬
দেখা (শরীককে দেখে মুশরিক বলবে, আমি একেই ডাকতাম!)	১৬-নাহ্ল	৮৬	৭১০
নিকৃষ্টতম সৃষ্টি (আহলে কিতাবের কাফির/মুশরিকরা)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
পূর্ববর্তীদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক	৩০-রূম	৪২	৮২৫
পৃথক হতে প্রস্তুত ছিল না (আহলে কিতাবের কাফির/ মুশরিকরা)...	৯৮-বায়্যিনাহ্	১	১০২৯
ফয়সালা (আল্লাহ কিয়ামতে মুশরিকদের বিষয়ে ফয়সালা করবেন)	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
বলা (কিয়ামতে মুশরিকদেরকে শরীক উপস্থিত করতে বলা হবে)	৬-আন্'আম	২২	৫৯৭
বলা (মুশরিকরা বলে-প্রথম মৃত্যু ছাড়া মৃত্যু নেই...)	৪৪-দুখান	৩৪	৯০৩
বলা (মুশরিকরা বলে যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা শিরক করত না)	৬-আন্'আম	১৪৮	৬১১
ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করবে না	২৪-নূর	৩	৭৭৪
মসজিদ আবাদ মুশরিকদের অধিকার নয়	৯-তাওবা	১৭	৬৪১
মানুষকে মুশরিক না হওয়ার নির্দেশ	৩০-রূম	৩১	৮২৪
মুশরিকদের চুক্তি থাকবে কিভাবে (আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে)	৯-তাওবা	৭	৬৪০
মুমিন দাস মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম (বিয়ে প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
মুমিনগণ মুশরিক হবে (শয়তানকে অনুসরণ করলে)	৬-আন্'আম	১২১	৬০৮
মুমিনগণ মুশরিকদের থেকে কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে	৩-আলে ইমরান	১৮৬	৫৫৪
যুদ্ধ (মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ, সর্বাত্মকভাবে)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
যুক্তি (শিরকের পক্ষে মুশরিকদের উদ্ভট যুক্তি! আল্লাহ ইচ্ছা করলে...)	১৬-নাহ্ল	৩৫	৭০৫
রাসূল স. মুশরিক নন	১২-ইউসুফ	১০৮	৬৮৭
রাসূল স. কে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হতে নিষেধ	২৮-কাসাস	৮৭	৮১৫
শত্রুতা (মানুষের মধ্যে ইহুদী-মুশরিকই মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় কঠোর)	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
শোভনীয় করা (সন্তান হত্যাকে করেছে শোভনীয় করেছে শরীক মুশরিকদের কাছে)	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
হত্যা (মুশরিকদেরকে হত্যার নির্দেশ, হারাম মাস অতিবাহিত হলে)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
মুশরিক (নারী)			
বিয়ে (মুশরিক নারীকে বিয়ে করা নিষেধ)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
বিয়ে (মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে ব্যভিচারী অথবা...)	২৪-নূর	৩	৭৭৪
বিয়ে (মুশিরিক নারী বিয়ে করা নিষেধ)	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম	২-বাক্বারা	২২১	৫২৫
শাস্তি (মুশরিক নারীদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন)	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
শাস্তি দিবেন আল্লাহ মুশরিক নারীদেরকে	৪৮-ফাত্হ	৬	৯১৬
মুশরিক পুরুষ			
শাস্তি দিবেন আল্লাহ, মুশরিক পুরুষদেরকে	৪৮-ফাত্হ	৬	৯১৬
শাস্তি (মুশরিক পুরুষদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন)	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
মুসলিম (আরো দেখুন আত্মসমর্পণকারী শব্দটি)			
আদিষ্ট (নূহ আ. মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছেন)	১০-ইউনুস	৭২	৬৬১
আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী/মুসলিম (উম্মতে মুহাম্মদী)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
আল্লাহর নিদর্শনে ঈমানদারই মুসলিম ও ওহীর প্রকৃত শ্রোতা	২৭-নামল	৮১	৮০৬
ইয়াকুবের সন্তানগণ ইলাহের প্রতি মুসলিম ছিল	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
একত্ববাদী মুসলিম ছিলেন	৩-আলে ইমরান	৬৭	৫৪২
ওহী (এক ইলাহ প্রসঙ্গে ওহী নাযিল ও মানুষের মুসলিম হওয়া...)	২১-আম্বিয়া	১০৮	৭৫৭
কাফিররা মুসলিম হওয়ার কামনা করবে একদিন...	১৫-হিজর	২	৬৯৮
কাফিরদেরকে মুসলিম হওয়ার আহবান (কুরআন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	১৪	৬৬৬
কিতাব প্রাপ্তরা পূর্বেও মুসলিম ছিল	২৮-কাসাস	৫৩	৮১২
কুফরীর নির্দেশ দিবে না মুসলিমকে (কিতাবপ্রাপ্ত নবী)	৩-আলে ইমরান	৮০	৫৪৩
কুরআন মুসলিমের জন্য সুসংবাদ, দয়া, পথনির্দেশিকা...	১৬-নাহ্ল	৮৯	৭১০
গণ্য করবেন না আল্লাহ মুসলিমদেরকে (অপরাধীদের মত)	৬৮-ক্বালাম	৩৫	৯৭৬
ঘর (মুসলিমদের একটি মাত্র ঘর ছিল, লূত সম্প্রদায়ের মাঝে)	৫১-যারিয়াত	৩৬	৯২৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুসলিম (আরো দেখুন আত্মসমর্পণকারী শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ঘোষণা (নিজেকে মুসলিম বলে ঘোষণা করা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৩	৮৮৮
জান্নাতে প্রবেশ করবে (মুসলিম ও মু'মিনরা)	৪৩-যুখরুফ	৬৯	৯০০
জিন (জিনদের কতক মুসলিম ও কতক অন্যায়কারী)	৭২-জিন্	১৪	৯৮৭
নামকরণ (ইবরাহীম আ. মুসলিম নামকরণ করেছেন)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
পথনির্দেশিকা (কুরআন মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশিকা ও সুসংবাদ)	১৬-নাহ্‌ল	১০২	৭১১
প্রথম মুসলিম (ইব্রাহীম প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৬৩	৬১২
প্রথম মুসলিম হওয়ার নির্দেশ (নবীকে)	৩৯-যুমার	১২	৮৭২
ফিরআউন নিজেকে মুসলিম ঘোষণা দিল (যখন ডুবতে লাগল)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
বিশ্বাস (আল্লাহর আয়াতকে যারা বিশ্বাস করে তারা মুসলিম)	৩০-রূম	৫৩	৮২৬
ভরসা (মূসার জাতিকে আল্লাহতে ভরসা করতে বলা-মুসলিম হলে)	১০-ইউনুস	৮৪	৬৬২
মুমিনদেরকে মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করতে নিষেধ...	৩-আলে ইমরান	১০২	৫৪৫
মুমিন (পরিণত বয়সে উপনীত মুমিনের মুসলিম হওয়া প্রসঙ্গ)	৪৬-আহকাফ	১৫	৯০৯
মৃত্যুবরণ (মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ না করা)	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
মৃত্যু (জাদুকরদের মুসলিমরূপে মৃত্যু কামনা)	৭-আ'রাফ	১২৬	৬২৩
মৃত্যু (মুসলিমরূপে মৃত্যু, ইউসুফের কামনা)	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
সাবার রানীকে মুসলিম হয়ে সুলাইমানের কাছে আসার আহবান	২৭-নামল	৩১	৮০২
সাবাবাসীরা মুসলিম হয়ে সুলাইমানের কাছে আসার পূর্বে রানীর সিংহাসন আনা	২৭-নামল	৩৮	৮০৩
সাবার রানী ও তার সম্প্রদায় মুসলিম হওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৪২	৮০৩
সাক্ষী (আহলি কিতাবরা মুসলিমদের ব্যাপারে সাক্ষী)	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
সুসংবাদ (কুরআন মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশিকা ও সুসংবাদ)	১৬-নাহ্‌ল	১০২	৭১১
সুসংবাদ (কুরআন মুসলিমের জন্য সুসংবাদ, দয়া, পথনির্দেশিকা...)	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
হাওয়ারীরা মুসলিম (ঈসা আ. তার সাক্ষী)	৩-আলে ইমরান	৫২	৫৪১
হাওয়ারীরা মুসলিম (এ ব্যাপারে আল্লাহ সাক্ষী...)	৫-মায়িদা	১১১	৫৯৪
মুসলিম (নারী)			
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (মুসলিম নারীদের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে মুসলিমা স্ত্রী দান করতে পারেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৭০
মুসলিম (পুরুষ)			
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (মুসলিম পুরুষদের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
মুসল্লী (নামাজী)			
কৃপণ হয় না মুসল্লীগণ (কল্যাণ স্পর্শ করলে)	৭০-মা'আরিজ	২২	৯৮২
জাহান্নামিরা মুসল্লী (নামাজ আদায়কারী) ছিল না	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৪৩	৯৯২
দুর্ভোগ (উদাসীন মুসল্লিদের জন্য)	১০৭-মাউন	৪	১০৩৪
মুসাফির (আরো দেখুন পথ অতিক্রমকারী শব্দটি)			
ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য গনিমত...	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
দান (মুসাফিরকে দান করা প্রকৃত পূণ্য)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
পবিত্রতা (তায়াম্মুম দ্বারা মুসাফিরের পবিত্রতা অর্জন প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
প্রাপ্য দিয়ে দেয়ার নির্দেশ (মুসাফিরকে)	১৭-ইস্‌রা	২৬	৭১৬
'ফাই' সম্বলহীন মুসাফিরের জন্য	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
ব্যয় (মুসাফিরের জন্য ব্যয় করা উত্তম)	২-বাক্বারা	২১৫	৫২৪
মুসাফিরের হক বা অধিকার দিয়ে দেয়ার নির্দেশ	৩০-রূম	৩৮	৮২৫
যাকাত মুসাফিরের জন্য ব্যয়...	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
সদ্ব্যবহার (মুসাফিরের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
মুসিবত (দেখুন বিপদ শব্দটি)			
মুহকাম			
আয়াত (কুরআনের কিছু আয়াত মুহকাম)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
মুহরিম			
শিকার হত্যা (মুহরিম অবস্থায় মুমিন কর্তৃক শিকার হত্যার কাফফারা)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
মুহাজির (আরো দেখুন হিজরতকারী শব্দটি)			
তওবা (নবী, মুহাজির ও আনসারদের তওবা কবুল করেন আল্লাহ)	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
নিকটতর (মুমিন/মুহাজির হতে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় মীরাসে নিকটতর)	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
'ফাই' এর সম্পদ মুহাজিরদের জন্য	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
মুহাম্মদ স. (আরো দেখুন আহমাদ শব্দটি)			
অবসর (মুহাম্মদ স. অবসর পেলেই ইবাদতের নির্দেশ)	৯৪-ইন্‌শিরাহ্	৭	১০২৭
অবতীর্ণ (মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান)	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
অস্বচ্ছল মুহাম্মদকে আল্লাহ ধনী করেন	৯৩-দুহা	৮	১০২৬
আত্মহত্যা! (মানুষ ঈমান না আনায় মনোকষ্টে মুহাম্মদ স. আত্মহত্যা...)	২৬-শু'আরা	৩	৭৮৮
আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ স. (আল্লাহ জানেন, মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ স. (মুনাফিকদের সাক্ষ্য)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
আশ্রয় দান (মুহাম্মদকে আল্লাহ আশ্রয় দান করেন)	৯৩-দুহা	৬	১০২৬
ইবাদত (কাফির যার ইবাদত করে মুহাম্মদ স. তার ইবাদতকারী নন)	১০৯-কাফিরূন	৪	১০৩৫
ইবাদত (কাফির যার ইবাদত করে মুহাম্মদ স. তার ইবাদত করেন না)	১০৯-কাফিরূন	২	১০৩৫
ইবাদত (মুহাম্মদ স. যার ইবাদত করেন কাফির তার ইবাদতকারী নয়)	১০৯-কাফিরূন	৫	১০৩৫
ইবাদত (মুহাম্মদ স. যার ইবাদত করেন কাফির তার ইবাদতকারী নয়)	১০৯-কাফিরূন	৩	১০৩৫
ইয়াতীম মুহাম্মদকে আল্লাহ আশ্রয় দান করেন	৯৩-দুহা	৬	১০২৬
উত্তম (মুহাম্মদ স. এর জন্য ইহকালের চেয়ে পরকাল উত্তম)	৯৩-দুহা	৪	১০২৬
উপদেশ (কুরআন মুহাম্মদ স. ও তার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ)	৪৩-যুখরুফ	৪৪	৮৯৯
উল্লেখ (রাসূল স. এর উল্লেখকে আল্লাহ সমুন্নত করেছেন)	৯৪-ইন্‌শিরাহ্	৪	১০২৭
কবি (মুহাম্মদ স. একজন কবি, কুরআন রচনা সম্পর্কে কাফিরের অপবাদ)	২১-আম্বিয়া	৫	৭৫০
কাওছার (মুহাম্মদকে কাওছার দান করেছেন আল্লাহ)	১০৮-কাওছার	১	১০৩৪
কুরবানী (মুহাম্মদকে প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে কুরবানীর নির্দেশ)	১০৮-কাওছার	২	১০৩৪
গণক ও পাগল নন, মুহাম্মদ স. (প্রতিপালকের অনুগ্রহে)	৫২-তূর	২৯	৯৩০
জিহ্বা (কুরআন মুখস্ত করার জন্য মুহাম্মদ স. এর জিহ্বা সঞ্চালন প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৬	৯৯৩
দান (মুহাম্মদ স.কে আল্লাহর এমন দান যে তিনি সন্তুষ্ট হবেন)	৯৩-দুহা	৫	১০২৬
দ্বীন (মুহাম্মদ-এর জন্য তাঁর দীন ও কাফিরদের জন্য তাদের দ্বীন)	১০৯-কাফিরূন	৬	১০৩৫
নামাজ (মুহাম্মদকে প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ ও কুরবানীর নির্দেশ)	১০৮-কাওছার	২	১০৩৪
পথহারা মুহাম্মদ স.কে আল্লাহ সঠিকপথ দেখান	৯৩-দুহা	৭	১০২৬
পরিত্যাগ (মুহাম্মদকে প্রতিপালক পরিত্যাগ করেন নি)	৯৩-দুহা	৩	১০২৬
পাগল ও গণক নন, মুহাম্মদ স. (প্রতিপালকের অনুগ্রহে)	৫২-তূর	২৯	৯৩০
পাগলামী নেই (কুরাইশদের সহচর ও মুহাম্মদের মাঝে)	৭-আ'রাফ	১৮৪	৬৩০
পিঠ (মুহাম্মদ স.এর পিঠকে যে বোঝা নুইয়ে দিচ্ছিল...)	৯৪-ইন্‌শিরাহ্	৩	১০২৭
প্রতিপালক (মুহাম্মদ স. কে প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশের নির্দেশ)	৯৪-ইন্‌শিরাহ্	৮	১০২৭
প্রতিপালক (মুহাম্মদ স. এর প্রতিপালক তার প্রতি বিরূপ নন...)	৯৩-দুহা	৩	১০২৬
প্রশস্ত করা (আল্লাহ মুহাম্মদ স. এর বক্ষকে প্রশস্ত করেছেন)	৯৪-ইন্‌শিরাহ্	১	১০২৭
প্রতিক্ষা (কাফিরদের সাথে মুহাম্মদ স. ও মৃত্যুর প্রতিক্ষা করেন)	৫২-তূর	৩১	৯৩০
প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার নির্দেশ (মুহাম্মদকে)	৯৩-দুহা	১১	১০২৬
বক্ষ (মুহাম্মদ স. এর বক্ষকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছেন)	৯৪-ইন্‌শিরাহ্	১	১০২৭
বোঝা (মুহাম্মদ স. এর বোঝা আল্লাহ নামিয়ে দিয়েছেন)	৯৪-ইন্‌শিরাহ্	২	১০২৭
মনোনিবেশ (মুহাম্মদকে প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশের নির্দেশ)	৯৪-ইন্‌শিরাহ্	৮	১০২৭
মানুষ (মুহাম্মদ স. সাধারণ মানুষের মত একজন মানুষ)	২১-আম্বিয়া	৩	৭৫০
মিথ্যাবাদী বলা (মুহম্মদ সা. কে মিথ্যাবাদী বলা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪২	৭৬২
রহমত (মুহাম্মদ স.কে জগতের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে)	২১-আম্বিয়া	১০৭	৭৫৭
রাসূল (মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল)	৪৮-ফাত্‌হ	২৯	৯১৯
রাসূল (মুহাম্মদ স. একজন রাসূল স. ছাড়া কিছু নয়)	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
রাসূল (মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল; কোন পুরুষের পিতা নন)	৩৩-আহযাব	৪০	৮৩৭
শিখানো (রাসূল স. কে কুরআন শিখায় একজন মানুষ অপবাদ)	১৬-নাহ্‌ল	১০৩	৭১১
শেষ নবী (মুহাম্মদ স. শেষ নবী ও আল্লাহর রাসূল)	৩৩-আহযাব	৪০	৮৩৭
সঠিকপথ প্রদর্শন (মুহাম্মদ স.কে আল্লাহ সঠিকপথ দেখান)	৯৩-দুহা	৭	১০২৬
সমুন্নত করা (রাসূল স. এর উল্লেখকে আল্লাহ সমুন্নত করেছেন)	৯৪-ইন্‌শিরাহ্	৪	১০২৭
সরল-সঠিক পথে মুহাম্মাদ সা. প্রতিষ্ঠিত	২২-হাজ্জ	৬৭	৭৬৪
মুহূর্ত			
অবস্থান (এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে দুনিয়াতে, অপরাধীরা বলবে)	৩০-রূম	৫৫	৮২৬
অবস্থান (মুহূর্তকাল অবস্থান ছিল পৃথিবীতে, কিয়ামতে কাফিরা ভাববে)	৪৬-আহকাফ	৩৫	৯১১
ত্বরান্বিত (নির্দিষ্ট সময়কে মানুষ এক মুহূর্ত ত্বরান্বিত করতে পারবে না)	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
ত্বরা (নির্দিষ্ট সময়কে এক মুহূর্তও ত্বরান্বিত করা যায় না)	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
নির্দিষ্ট সময় এক মুহূর্তও বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত হবে না	৭-আ'রাফ	৩৪	৬১৫
বিলম্ব (নির্দিষ্ট সময়কে এক মুহূর্তও বিলম্বিত করা যায় না)	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
বিলম্বিত (নির্দিষ্ট সময়কে মানুষ এক মুহূর্ত বিলম্বিত করতে পারবে না)	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
মুহূর্তকাল			
দিনের মুহূর্তকাল অবস্থান ছিল পৃথিবীতে (কিয়ামতে মুশরিক ভাববে)	১০-ইউনুস	৪৫	৬৫৮
বিলম্বিত (মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না, প্রতিশ্রুত দিন)	৩৪-সাবা	৩০	৮৪৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মূর্ছিত			
মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির ন্যায় তাকায় মুনাফিকরা (যুদ্ধের নির্দেশ হলে)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির মত মুনাফিক তাকায় (যুদ্ধে)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
মূর্তি			
ইলাহ হিসাবে মূর্তিকে গ্রহণ (ইবরাহীমের পিতা আযর প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৭৪	৬০৩
উপাসনা (মূর্তির উপাসনা ইব্রাহীমের পিতা কর্তৃক)	২৬-শু'আরা	৭১	৭৯১
উপাসনা (ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের মূর্তির উপাসনা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
কথা বলা (মূর্তি কথা বলতে পারে না, ইবরাহীম আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬৫	৭৫৪
কৌশল অবলম্বন (মূর্তির বিরুদ্ধে ইবরাহীমের কৌশল অবলম্বন)	২১-আম্বিয়া	৫৭	৭৫৪
গ্রহণ (আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণের পরিণাম)	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
চূর্ণ-বিচূর্ণ(ইবরাহীম আ. কর্তৃক মূর্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা)	২১-আম্বিয়া	৫৮	৭৫৪
জিজ্ঞাসা (মূর্তিভাঙ্গা সম্পর্কে মূর্তিদেরকে জিজ্ঞাসা করা)	২১-আম্বিয়া	৬৩	৭৫৪
পূজা (মূর্তি পূজা থেকে ইবরাহীমের পুত্রদের দূরে রাখার জন্য দোয়া)	১৪-ইবরাহীম	৩৫	৬৯৬
বড় মূর্তির দিকে ফিরে আসা (ইবরাহীমের সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৫৮	৭৫৪
লেগে থাকা (মূর্তিদের উপাসনায় লেগে থাকা জাতি প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৩৮	৬২৪
লেগে থাকা মূর্তির প্রতি লেগে থাকা (ইবরাহীমের পিতা ও সম্প্রদায়ের)	২১-আম্বিয়া	৫২	৭৫৩
মূর্তিপূজা			
অপবিত্রতা (মূর্তিপূজার অপবিত্রতা বর্জন করার নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
দূরে রাখা (পুত্রদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখতে ইবরাহীমের দোয়া)	১৪-ইবরাহীম	৩৫	৬৯৬
মূর্তিপূজার বেদী			
শয়তানের কাজ (মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক তীর)	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
মূল			
কাটা (জালিম সম্প্রদায়ের মূল কেটে দেয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৪৫	৬০০
কিতাব (মূল কিতাব আল্লাহর নিকট)	১৩-রা'দ	৩৯	৬৯২
কেটে দিবেন (মূল কেটে দিবেন আল্লাহ কাফিরদের)	৮-আনফাল	৭	৬৩২
খেজুর গাছের মূলের উপর যেগুলো স্থির রেখেছে মুমিনরা...	৫৯-হাশর	৫	৯৫৫
জালিম সম্প্রদায়ের মূল কেটে দেয়া প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৪৫	৬০০
বিনাশ (সমূলে বিনাশ করা হবে ভোরে, লূত-সম্প্রদায়কে)	১৫-হিজর	৬৬	৭০১
মূল কেটে দিলেন আল্লাহ হূদ সম্প্রদায়ের	৭-আ'রাফ	৭২	৬১৯
সুদৃঢ় (ভাল বাণী ভাল গাছের মত যার মূল সুদৃঢ়)	১৪-ইবরাহীম	২৪	৬৯৫
মূল কিতাব			
কুরআন মূল কিতাবে রক্ষিত (আল্লাহর নিকট)	৪৩-যুখরুফ	৪	৮৯৬
মূলধন			
তাওবাকারীর জন্য মূলধন গ্রহণ বৈধ (সুদ থেকে তওবা করলে)	২-বাক্বারা	২৭৯	৫৩৩
মূল (মা)			
কিতাবের মূল (মুহকাম আয়াতগুলো)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
মূল্য			
গ্রহণ (সামান্য মূল্য গ্রহণ, কিতাবের বিনিময়ে...)	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
গ্রহণ (স্বরচিতকে আল্লাহর কিতাব বলে সামান্য মূল্য গ্রহণ)	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
গ্রহণ (মূল্য গ্রহণ না করার কসম, ওসিয়তের সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
সমান্য মূল্য গ্রহণ নিষেধ (আয়াতের বিনিময়ে)	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
সামান্য মূল্য গ্রহণ (স্বরচিতকে আল্লাহর কিতাব বলে)	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
সামান্য মূল্য গ্রহণ না করা (আয়াতের বিনিময়ে)	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
সামান্য মূল্য গ্রহণ (আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে)	৯-তাওবা	৯	৬৪০
সামান্য মূল্য গ্রহণ (আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও শপথের বিনিময়ে)	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
সামান্য মূল্য গ্রহণ (আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের বিনিময়ে)	১৬-নাহ্ল	৯৫	৭১১
সামান্য মূল্য গ্রহণ কিতাবের বিনিময়ে (আহলে কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
সামান্য মূল্য গ্রহণ না করা (আয়াতের বিনিময়ে)	২-বাক্বারা	৪১	৫০৫
স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করল যাত্রীদল (ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	২০	৬৭৮
মূল্য গ্রহণ			
আয়াতের বিনময়ে মূল্য গ্রহণ করে না যেসব আহলে কিতাব...	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
নিকৃষ্ট মূল্য গ্রহণ করত আহলে কিতাবরা (কিতাবের বিনিময়ে)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
সাক্ষ্যদানের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ না করার কসম (ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
সামান্য মূল্য গ্রহণ করে যারা (প্রতিশ্রুতি ও শপথের বিনিময়ে)	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
সামান্য মূল্য গ্রহণ করে মুশরিকরা আয়াতের বিনিময়ে	৯-তাওবা	৯	৬৪০
সামান্য মূল্য গ্রহণ করল কিতাবের বিনিময়ে (আহলে কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
মূল্যায়ন			
আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন তারা করেনি (তিনি পবিত্র ও মহান)	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহকে যথাযথ মূল্যায়ন করেনি (আহলে কিতাবরা)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
আল্লাহকে তার যথাযথ মূল্যায়ন করেনি মানুষ	২২-হাজ্জ	৭৪	৭৬৫
যথাযথ (আল্লাহকে) মূল্যায়ন করেনি আহলে কিতাব	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
মূসা			
অকৃতজ্ঞ মূসা আ. (কিবতি হত্যা প্রসঙ্গে ফির'আউনের উক্তি)	২৬-শু'আরা	১৯	৭৮৯
অঙ্গীকার (মূসার কাছ থেকে আল্লাহ দৃঢ় অঙ্গীকার নেন)	৩৩-আহযাব	৭	৮৩৩
অনুগ্রহ (মূসার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন)	৩৭-সাফ্ফাত	১১৪	৮৬২
অনুগ্রহ, মূসার প্রতি (শৈশবে ফিরআউনের ঘরে প্রতিপালন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৩৭	৭৪৩
অবিশ্বাস (মূসার কথায় বনীইসরাঈলের অবিশ্বাস, আল্লাহকে দেখা...)	২-বাক্বারা	৫৫	৫০৬
অভয় দান মূসাকে, আল্লাহ কর্তৃক (লাঠি সাপের মত করা...)	২৭-নামল	১০	৮০০
আগুন দেখা (তূর পর্বতে মূসার আগুন দেখা, আল্লাহকে দর্শন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৭	৮০০
আশঙ্কা (মূসার আশঙ্কা, ফির'আউন তাকে মিথ্যাবাদী বলবে)	২৬-শু'আরা	১২	৭৮৮
আসা (মূসা আ. সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন)	২-বাক্বারা	৯২	৫১০
আসা (মূসা আ. এসেছিল স্পষ্ট প্রমাণসহ কারুন/ফিরআউন/ হামানের কাছে)	২৯-আনকাবূত	৩৯	৮১৯
আহবান (মূসার প্রতিপালকের কাছে ভূমিজ দ্রব্য আহবানের অনুরোধ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
আহবান (মূসার আহ্বান ফিরআউনের প্রতি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনা না করতে, ফিরআউনকে)	২০-ত্বা-হা	৬১	৭৪৪
ইলাহ (মূসার ইলাহকে দেখতে চায় ফির'আউন)	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১
ইলাহ (মূসার ইলাহকে দেখার বাসনা ফিরআউনের)	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
ইলাহ (সামিরী কর্তৃক বাছুরকে মূসার ইলাহ বলা)	২০-ত্বা-হা	৮৮	৭৪৬
ঈমান (মূসাকে দেয়া বিষয়ের উপর ঈমান)	৩-আলে ইমরান	৮৪	৫৪৪
ঈমান (মূসার প্রতি ঈমান আনে তার সম্প্রদায়ের অল্প লোকই)	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
উক্তি (মূসার উক্তি,'জাদুকররা যা নিয়ে এসেছে তা জাদু')	১০-ইউনুস	৮১	৬৬২
উক্তি, মূসার (মানুষের অকৃতজ্ঞতা/আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতা সম্পর্কে)	১৪-ইবরাহীম	৮	৬৯৩
উদ্ধার (আল্লাহ মূসাকে ও তার সঙ্গীদেরকে উদ্ধার করেন)	২৬-শু'আরা	৬৫	৭৯১
উপনীত হওয়া (মূসা আ. নির্ধারিত সময়ে উপনীত হওয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
উল্লেখ (কিতাবে মূসার কথা উল্লেখ করার নির্দেশ)	১৯-মারইয়াম	৫১	৭৩৭
ওহ (বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগের জন্য মূসার প্রতি ওহী)	২০-ত্বা-হা	৭৭	৭৪৫
ওহী করা (মূসা আ. কে ওহী করার সময় রাসূল স. ছিলেন না)	২৮-কাসাস	৪৪	৮১২
ওহী (পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করার জন্য মূসা আ. এর প্রতি ওহী)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
ওহী (মুমিনদের নিয়ে রাতে মিসর ত্যাগ করতে মূসার প্রতি ওহী)	২৬-শু'আরা	৫২	৭৯০
ওহী, মূসার প্রতি (লাঠির আঘাতে নীল নদে পথ সৃষ্টি)	২৬-শু'আরা	৬৩	৭৯১
ওহী (মূসার লাঠি নিক্ষেপ করার জন্য আল্লাহর ওহী)	৭-আ'রাফ	১১৭	৬২৩
ওহী (মূসা হারুন আ. এর প্রতি ওহী মিসরে ঘর তৈরি ও সালাত কায়েম...)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
কথা বলা (মূসার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন)	৪-নিসা	১৬৪	৫৭৮
কষ্ট (মূসাকে কষ্ট দানকারীর মত না হওয়ার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৬৯	৮৩৯
কিতাব (মূসার কিতাব পথপ্রদর্শক ও দয়াস্বরূপ ছিল)	৪৬-আহ্কাফ	১২	৯০৯
কিতাব (মূসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও দয়াস্বরূপ ছিল)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
কিতাব দিয়েছেন আল্লাহ মূসাকে	২৫-ফুরকান	৩৫	৭৮৫
কিতাব দান (পথনির্দেশিকা/দয়াস্বরূপ মূসাকে কিতাব/তাওরাত দান)	৬-আন্'আম	১৫৪	৬১১
কিতাব দান(সঠিকপথ অবলম্বনের জন্য মূসাকে কিতাব দান)	২-বাক্বারা	৫৩	৫০৬
কিতাব দান (মূসা আ. কে কিতাব দিয়েছিলেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৫	৮৮৯
কিতাব দান (মূসা আ. কে তাওরাত কিতাব দান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
কিতাব (মূসা আ. কে দিয়েছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্রা	২	৭১৪
কিতাব (মূসাকে কিতাব দিয়েছিলেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৪৩	৮১১
কিতাব (মূসাকেও আল্লাহ কিতাব/তাওরাত দেন...)	৩২-সাজ্দা	২৩	৮৩২
কিতাব (মূসাকে কিতাব দিয়েছিলেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৪৯	৭৬৯
কিতাব (মূসাকে কিতাব দিয়েছেন আল্লাহ)	১১-হূদ	১১০	৬৭৫
কিতাব (মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশনাস্বরূপ মূসার কিতাব আনা)	৬-আন্'আম	৯১	৬০৪
কুড়িয়ে নিল মূসা আ. কে (ফির'আউন বংশের লোকেরা)	২৮-কাসাস	৮	৮০৮
কুলক্ষণ মনে করা (মূসা আ. ও তাঁর সঙ্গীদেরকে)	৭-আ'রাফ	১৩১	৬২৪
ক্রোধ (মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলে ফলক তুলে নেয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৫৪	৬২৬
ক্ষমা (প্রতিপালকের ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা, মূসা ও হারুন আ. এর)	৭-আ'রাফ	১৫১	৬২৬
ঘুষি মারল মূসা আ. (শত্রুদলের লোকটিকে)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
চাওয়া (আহলে কিতাব মূসার কাছে বড় কিছু চেয়েছিল)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
চাওয়া (মূসা আ.এর চাওয়া আল্লাহ কর্তৃক কবুল)	২০-ত্বা-হা	৩৬	৭৪৩
ছেড়ে দেয়া (মূসা আ. কে ছেড়ে দিলে ফাসাদ/উপাস্য পরিত্যাগের আশঙ্কা)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মূসা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জাদুকরদের প্রধান আখ্যা দান, মূসা আ. কে (ফির'আউন কর্তৃক)	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
জাদুকর (ফির'আউন কর্তৃক মূসা আ. কে বিজ্ঞ জাদুকর বলা...)	২৬-শু'আরা	৩৪	৭৮৯
জাদুকরদের প্রধান মূসা আ. (ফিরআউন মনে করল)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
জাদুকর (মূসা আ. কে বিজ্ঞ জাদুকর বলল ফিরআউনরা)	৭-আ'রাফ	১০৯	৬২২
জাদুগ্রস্ত (মূসা আ. কে জাদুগ্রস্ত মনে করল ফিরআউন)	১৭-ইসরা	১০১	৭২৩
জাদু নিক্ষেপ করতে বলল মূসা আ. (ফিরআউনের জাদুকরদের)	১০-ইউনুস	৮০	৬৬২
জাদু নিক্ষেপ করতে বলল (মূসা আ. ফির'আউনের জাদুকরদেরকে)	২৬-শু'আরা	৪৩	৭৯০
জাদু নিক্ষেপ (মূসা আ. প্রথমে জাদু নিক্ষেপ করতে বলল জাদুকরদেরকে)	২০-ত্বা-হা	৬৫	৭৪৪
জাদু (মূসা আ. এর জাদু দ্বারা ফিরআউনকে যমীন থেকে বের করা!)	২০-ত্বা-হা	৫৭	৭৪৪
জিজ্ঞাসা (মূসা জিজ্ঞাসা খিজিরকে) বালক হত্যার ব্যাপারে..	১৮-কাহ্ফ	৭৪	৭৩০
ডাকা (মূসাকে গাছ থেকে ডাকলেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৩০	৮১০
ডাকা (মূসাকে ডাকছেন নারীদের পিতা, পারিশ্রমিক দিতে)	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
ডাকা (আল্লাহ মূসাকে ডাকেন তূর পাহাড়ে আগুন আনতে গেলে)	২০-ত্বা-হা	১১	৭৪১
ডাকা (প্রতিপালক কর্তৃক মূসা আ. কে ডাকা, ফির'আউনের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১০	৭৮৮
তত্ত্বাবধান (মূসা আ. এর তত্ত্বাবধানের জন্য এক পরিবারের সন্ধান...)	২৮-কাসাস	১২	৮০৮
তাড়াহুড়া (সম্প্রদায়ের বিষয়ে মূসার তাড়াহুড়া, তূর পর্বত প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৩	৭৪৬
থামবেন না (দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত)	১৮-কাহ্ফ	৬০	৭২৯
দুধপান করানো (মূসাকে দুধ পান করাতে মায়ের প্রতি ওহী)	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
দুধপান করানো (মূসাকে দুধপান করাতে মায়ের প্রতি ওহী)	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
দেয়া (মূসাকে দেয়া বিষয়ের প্রতি ঈমান)	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
দেয়া (মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল রাসূল স. কে সেরূপ...)	২৮-কাসাস	৪৮	৮১২
দোয়া (মূসাকে প্রতিপালকের নিকট দোয়া করার অনুরোধ)	৭-আ'রাফ	১৩৪	৬২৪
দোয়া (ফিরআউনের সম্পদ ধ্বংসের জন্য মূসার দোয়া)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ছিল (মূসা আ. এর প্রতি)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
নির্দিষ্ট করা (মূসার জন্য চল্লিশ রাত নির্দিষ্ট করা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫১	৫০৬
নির্দিষ্ট করা (মূসার জন্য প্রতিপালক কর্তৃক ত্রিশ রাত নির্দিষ্ট করা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
নির্দেশ (যে দীনের নির্দেশ মূসার প্রতি ছিল মুহাম্মদকেও তা..)	৪২-শূরা	১৩	৮৯২
নিক্ষেপ (মূসা আ. কর্তৃক নিক্ষেপ, ফিরআউনের জাদুকরদের প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৫	৬২৩
নিক্ষেপ (মূসাকে সমুদ্রে নিক্ষেপের নির্দেশ, কোন আশঙ্কা করলে)	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
নিদর্শন (মূসাকে দিয়েছেন আল্লাহ নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন)	১৭-ইসরা	১০১	৭২৩
নিয়ে আসা (নিদর্শন নিয়ে আসল মূসা আ. সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে)	২৮-কাসাস	৩৬	৮১১
পথহারা অবস্থায় মূসা আ. কর্তৃক কিবতি হত্যা প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	২০	৭৮৯
পথনির্দেশিকা (মূসাকে পথনির্দেশ দান)	৪০-মু'মিন	৫৩	৮৮২
পরে (মূসার পরে অবতীর্ণ কিতাব/কুরআন পাঠ শোনা, জ্বিনদের)	৪৬-আহকাফ	৩০	৯১১
পরিবার (মূসার পরিবারের রেখে যাওয়া অবশিষ্ট...)	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
পাঠানো (মূসাকে ফির'আউনের নিকট পাঠালেন আল্লাহ)	১১-হূদ	৯৬	৬৭৪
পানি প্রার্থনা (বনী ইসরাইলের জন্য মূসার পানি প্রার্থনা)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
পিছনে (মূসার পিছনে পিছনে তার বোনকে যেতে বললেন মা)	২৮-কাসাস	১১	৮০৮
পুত্র (মূসাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে চাইল ফির'আউনের স্ত্রী)	২৮-কাসাস	৯	৮০৮
পূর্ণ করল মূসা আ. (মেয়াদ)	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
পৌঁছানো (মূসা আ. নির্ধারিত সময়ে এসে পৌঁছানো প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
প্রজ্ঞা দান (মূসাকে প্রজ্ঞা দান করেন প্রতিপালক...)	২৬-শু'আরা	২১	৭৮৯
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলেন আল্লাহ মূসাকে (পরিপক্ক হলে)	২৮-কাসাস	১৪	৮০৯
প্রতিপালক (হারুন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমান)	২০-ত্বা-হা	৭০	৭৪৫
প্রতিপালককে মূসা আ. বলল (এক ব্যক্তির হত্যার বিষয়...)	২৮-কাসাস	৩৩	৮১১
প্রমাণ দান (মূসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করা হয়)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
প্রশ্ন (মূসাকে যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেভাবে রাসূল স. কে প্রশ্ন)	২-বাক্বারা	১০৮	৫১২
প্রস্তুত করা (মূসাকে আল্লাহ নিজের জন্য প্রস্তুত করা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা হা	৪১	৭৪৩
প্রেরণ (নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ)	৪০-মু'মিন	২৩	৮৭৯
প্রেরণ (ফির'আ উন ও তার পারিষদদের কাছে মূসাকে প্রেরণ)	৪৩-যুখরুফ	৪৬	৮৯৯
প্রেরণ (ফিরআউনের কাছে মূসা ও হারুন আ. কে নিদর্শনসহ প্রেরণ)	১০-ইউনুস	৭৫	৬৬১
প্রতিপালক (মূসার প্রতিপালক পথ দেখাবেন, ফির'আউন থেকে রক্ষায়)	২৬-শু'আরা	৬২	৭৯১
প্রতিপালক (মূসার প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমান)	২৬-শু'আরা	৪৮	৭৯০
প্রতিপালক (মূসার প্রতিপালকের উপর জাদুকরদের ঈমান)	৭-আ'রাফ	১২২	৬২৩
প্রতিপালক (মূসার প্রতিপালক জানেন কে পথনির্দেশনা নিয়ে এসেছে)	২৮-কাসাস	৩৭	৮১১
প্রতিপালক (মূসা ও হারুনের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দিয়েছেন)	২০-ত্বা-হা	৫০	৭৪৪
প্রেরণ (মূসা ও হারুন আ. কে প্রেরণ করলেন আল্লাহ...)	২৩-মু'মিনূন	৪৫	৭৬৮
প্রেরণ (মূসাকে আল্লাহর নিদর্শনসহ প্রেরণ করা হয়)	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রেরণ (মূসাকে ফির'আউনের নিকট প্রেরণের মধ্যে নিদর্শন)	৫১-যারিয়াত	৩৮	৯২৭
প্রেরণ (মূসাকে ফিরআউন ও পরিষদবর্গের কাছে প্রেরণ)	৭-আ'রাফ	১০৩	৬২২
প্রতিপালক (মূসা ও হারুনের প্রতিপালক কে? ফিরআউনের প্রশ্ন)	২০-ত্বা-হা	৪৯	৭৪৩
প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন মূসা আ.	৪০-মু'মিন	২৭	৮৮০
ফিরে যাওয়া (ক্রুদ্ধ ও মনক্ষুন্ন হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে মূসার ফিরে যাওয়া)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
ফির'আউন ছাড়া অন্যকে ইলাহ গ্রহণ করলে মূসাকে কারারুদ্ধ করার হুমকি	২৬-শু'আরা	২৯	৭৮৯
ফিরআউন মূসাকে হত্যার ঘোষণা দিল	৪০-মু'মিন	২৬	৮৮০
ফিরআউনকে মূসা আ. বলল, 'জাদুকররা সফল হয় না'	১০-ইউনুস	৭৭	৬৬১
ফিরে আসা (ক্রুদ্ধ ও মনক্ষুন্ন হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে মূসার ফিরে আসা)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
ফিরিয়ে দিলেন আল্লাহ মূসাকে তার মায়ের নিকট	২৮-কাসাস	১৩	৮০৯
ফিরিয়ে দিবেন আল্লাহ মূসাকে তার মায়ের কাছে	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
ফিরে তাকাল না মূসা আ. (লাঠিকে সাপের ন্যায় ছুটতে দেখে...)	২৮-কাসাস	৩১	৮১০
ফিরে আসা (মূসা আ. না ফেরা পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজা)	২০-ত্বা-হা	৯১	৭৪৭
ফুরকান/তাওরাত প্রদান (মূসা ও হারুন আ. কে)	২১-আম্বিয়া	৪৮	৭৫৩
ফুরকান দান (সঠিকপথ অবলম্বনের জন্য মূসাকে ফুরকান দান)	২-বাক্বারা	৫৩	৫০৬
বনী ইসরাঈলরা মূসার পরে তাদের এক নবীকে বলল...	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
বলা (গাভীর বর্ণনা প্রসঙ্গে মূসা আ. তার সম্প্রদায়কে বলল)	২-বাক্বারা	৬৮	৫০৮
বলা (মূসা আ. তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে বলল)	৭-আ'রাফ	১২৮	৬২৩
বিজয়ী (মূসা আ. বিজয়ী হবেন বলে আল্লাহর অভয়বাণী)	২০-ত্বা-হা	৬৮	৭৪৫
বৃত্তান্ত (মূসার বৃত্তান্ত রাসূল স. এর কাছে পৌঁছা প্রসঙ্গ)	৭৯-নাযি'আত	১৫	১০০৩
বৃত্তান্ত (মূসার সংবাদ কি রাসূল স. এর কাছে এসেছে?, আল্লাহর জিজ্ঞাসা)	২০-ত্বা-হা	৯	৭৪১
বের করা (মূসা আ. জাদু দ্বারা দেশ থেকে বের করতে চায়, ফির'আউনের উক্তি)	২৬-শু'আরা	৩৫	৭৮৯
ভাই (মূসার ভাইয়ের বিষয় স্থগিত রেখে জাদুকর সংগ্রহে লোক পাঠানো)	২৬-শু'আরা	৩৬	৭৯০
ভীতি অনুভব (জাদু দেখে মূসা আ. অন্তরে ভীতি অনুভব করল)	২০-ত্বা-হা	৬৭	৭৪৫
ভুল স্বীকার করলেন মূসা আ. (খিজিরকে প্রশ্ন করার জন্য)	১৮-কাহ্ফ	৭৩	৭৩০
মজুর (মূসাকে মজুর নিয়োগ করতে নারীরা পিতাকে বলল)	২৮-কাসাস	২৬	৮১০
মনোনীত করা (মূসা আ. কর্তৃক সত্তর জন লোককে মনোনীত করা প্র.)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
মনোনীত করা (আল্লাহ মূসাকে মানুষের উপর মনোনীত করেছেন)	৭-আ'রাফ	১৪৪	৬২৫
মা (মূসার মায়ের অন্তর শুন্য হয়ে পড়ল)	২৮-কাসাস	১০	৮০৮
মিথ্যাবাদী বলা(মূসাকে তার সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২২-হাজ্জ	৪৪	৭৬২
মূসার সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে (পিছনে ফিরে গেলে)	৫-মায়িদা	২২	৫৮৩
মেয়াদ পূর্ণ করবেন মূসা আ. (দু'টি মেয়াদের একটি)	২৮-কাসাস	২৮	৮১০
যাওয়া (নিদর্শনসহ মূসাকে ফিরআউনের কাছে যেতে নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	৪২	৭৪৩
রাসূল স. (মূসা ও হারুন আ. এর প্রতিপালকের রাসূল)	২৬-শু'আরা	১৬	৭৮৮
রাসূল (মূসা আ. জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল)	৭-আ'রাফ	১০৪	৬২২
রাসূল (মূসাকে রাসূল বানাবেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
রাসূল (মূসা আ. জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল ছিলেন)	৪৩-যুখরুফ	৪৬	৮৯৯
লালন-পালন (মূসাকে শৈশবে ফির'আউন কর্তৃক লালন-পালন)	২৬-শু'আরা	১৮	৭৮৯
লাঠি (মূসার লাঠি নিক্ষেপ করতে আল্লাহর নির্দেশ)	২৭-নামল	১০	৮০০
লাঠি (মূসার লাঠি নিক্ষেপ করতে আল্লাহর নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	১৯	৭৪২
লাঠি (মূসার লাঠির আঘাতে নীল নদে পথ সৃষ্টি)	২৬-শু'আরা	৬৩	৭৯১
লাঠি নিক্ষেপ (মূসার লাঠি নিক্ষেপ ও অজগরে পরিণত...)	৭-আ'রাফ	১০৭	৬২২
লাঠি নিক্ষেপ (মূসার লাঠি নিক্ষেপ ও জাদুর সাপগুলোকে খাওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৪৫	৭৯০
লাঠি (মূসা আ. লাঠি নিক্ষেপ করামাত্রই তা অজগরে পরিণত হল)	২৬-শু'আরা	৩২	৭৮৯
শত্রু ব্যক্তি মূসাকে বলল- তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও?	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
শান্তি বর্ষিত হোক (মূসা ও হারুন আ. এর প্রতি)	৩৭-সাফফাত	১২০	৮৬২
শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলেন (খিযির থেকে)	১৮-কাহ্ফ	৬৬	৭৩০
সংজ্ঞাহীন হওয়া (মূসা আ. তূর পর্বতে সংজ্ঞাহীন হওয়া...)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
সংবাদ (মূসা আ. ও ফির'আউনের সংবাদ পাঠ করছেন আল্লাহ...)	২৮-কাসাস	৩	৮০৮
সঙ্গী (আল্লাহ মূসার সঙ্গীদেরকে উদ্ধার করেন)	২৬-শু'আরা	৬৫	৭৯১
সঙ্গীকে সকালের খাবার আনতে বললেন মূসা আ. ...	১৮-কাহ্ফ	৬২	৭৩০
সঙ্গী (মূসার সঙ্গীদের ধরা পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ)	২৬-শু'আরা	৬১	৭৯১
সঙ্গী (ফেরেশতাকে মূসার সঙ্গী না করা ও ফির'আউনের উক্তি)	৪৩-যুখরুফ	৫৩	৮৯৯
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ মূসাকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
সম্প্রদায় (মূসার সম্প্রদায়কে আল্লাহর নেয়ামত স্মরণের আহবান)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
সম্প্রদায় (মূসার সম্প্রদায়ের অলঙ্কার দ্বারা বাছুর তৈরি প্র)	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
সম্প্রদায় (মূসা আ. তার সম্প্রদায়কে বললেন...)	৬১-সাফ্ফ	৪	৯৬০
সম্প্রদায় (মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল কারুন)	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মূসা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সম্প্রদায় (মূসার সম্প্রদায়ের একটি দলের ন্যায়বিচার/সত্য দ্বারা পথ...)	৭-আ'রাফ	১৫৯	৬২৭
সম্প্রদায়কে মূসার বলা (বাছুর পূজা প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
সম্প্রদায় মূসা আ. ও তার প্রতিপালককে বলল যুদ্ধে যেতে...	৫-মায়িদা	২৪	৫৮৩
সম্প্রদায় (মূসার সম্প্রদায় মুমিন হলে আল্লাহর প্রতি ভরসা...)	৫-মায়িদা	২৪	৫৮৩
সম্প্রদায়কে বললেন মূসা আ. আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করতে	৫-মায়িদা	২০	৫৮৩
সম্প্রদায়কে মূসার নির্দেশ (আল্লাহর উপর ভরসা করতে)	১০-ইউনুস	৮৪	৬৬২
সম্বোধন (মূসাকে আল্লাহর সম্বোধন, আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান)	২৭-নামল	৯	৮০০
সহীফা (মূসার সহীফায় আখিরাতের উৎকৃষ্টতা বর্ণিত আছে)	৮৭-আ'লা	১৯	১০১৮
সহীফা (মূসার সহীফা সম্পর্কে সংবাদ দেয়া...)	৫৩-নাজম	৩৬	৯৩৪
সাহায্যপ্রার্থীকে মূসা আ. বলল (তুমি সুস্পষ্ট বিপথগামী)	২৮-কাসাস	১৮	৮০৯
সিন্দুকে রেখে শিশু মূসাকে সাগরে ফেলে দেয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
স্থগিত রাখা (মূসা ও হারুনের বিষয়টি স্থগিত রেখে জাদুকর সংগ্রহ)	৭-আ'রাফ	১১১	৬২২
হত্যা (মূসাকে হত্যা করতে নিষেধ করল ফির'আউনের স্ত্রী)	২৮-কাসাস	৯	৮০৮
হত্যা (মূসাকে হত্যার পরামর্শ করল পরিষদবর্গ)	২৮-কাসাস	২০	৮০৯
হাত (মূসার ডান হাতের লাঠি সম্পর্কে আল্লাহর প্রশ্ন)	২০-ত্বা-হা	১৭	৭৪২
হাত (মূসার হাত টেনে বের করলে শুভ্র-উজ্জ্বল দেখানো)	২৬-শু'আরা	৩৩	৭৮৯
হীন! (মূসাকে হীন ও নিজকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে ফির'আউন)	৪৩-যুখরুফ	৫২	৮৯৯
মূসা আ. ও হারুন			
বিজয়ী (মূসা ও হারুন আ. বিজয়ী হবে আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা)	২৮-কাসাস	৩৫	৮১১
মূসার মা			
অন্তর (মূসার মায়ের অন্তর শূন্য হয়ে পড়ল)	২৮-কাসাস	১০	৮০৮
ওহী করলেন আল্লাহ মূসার মায়ের প্রতি (মূসাকে দুধপান...)	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
মূসাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিবেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
হৃদয় (মূসার মায়ের হৃদয় দৃঢ় করে দিলেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	১০	৮০৮
মৃত			
আল্লাহর পথে নিহতদেরকে মৃত মনে করা নিষেধ	৩-আলে ইমরান	১৬৯	৫৫২
কথা বলা (মৃতরা কথা বললেও মুশরিকরা ঈমান আনবে না)	৬-আন্'আম	১১১	৬০৭
কথা বলানো (মৃতকে কথা বলানোর আকাঙ্ক্ষা, কুরআন দ্বারা)	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
জান্নাতবাসীরা আর মৃত হবে না (মারা যাবে না)	৩৭-সাফ্ফাত	৫৮	৮৫৯
জীবিত করা (মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি দেখাতে বলা, ইবরাহীমের)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
জীবিত করা (বনী ইসরাঈলের মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা)	২-বাক্বারা	৭৩	৫০৮
জীবিত করেন আল্লাহ মৃতকে (নিদর্শন প্রসঙ্গে)	৩৬-ইয়াসীন	১২	৮৫১
জীবিত করা (মৃত্যুর পর যাকে আল্লাহ জীবিত করেছেন তার উপমা)	৬-আন্'আম	১২২	৬০৮
জীবিত করা (আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন)	২২-হাজ্জ	৬	৭৫৮
জীবিত করা (আল্লাহ মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম)	৪৬-আহ্কাফ	৩৩	৯১১
জীবিত (আল্লাহ কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন ?)	৭৫-কিয়ামাহ্	৪০	৯৯৪
জীবিতের সমান নয় মৃত (উপমা)	৩৫-ফাতির	২২	৮৪৮
জীবিত (মৃতকে জীবিত করেন আল্লাহ)	৩০-রূম	৫০	৮২৬
জীবিত (মৃতকে জীবিত করেন ঈসা আ. আল্লাহর ইচ্ছায়)	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
জীবিত করেন আল্লাহ (মৃতকে)	৪২-শূরা	৯	৮৯১
জীবিতকে মৃত হতে বের করেন আল্লাহ	৩০-রূম	১৯	৮২৩
জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
জীবনদানকারী (মৃতকে জীবনদানকারী তিনিই যিনি...)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৯	৮৮৯
ধারণকারিণী, মৃতদের (পৃথিবী)	৭৭-মুর্সালাত	২৬	৯৯৮
নিহত (আল্লাহর পথে নিহতদেরকে মৃত বলা নিষেধ)	২-বাক্বারা	১৫৪	৫১৭
পুনরুত্থিত করা (আল্লাহ মৃতদেরকে পুনরুত্থিত করবেন)	৬-আন্'আম	৩৬	৫৯৯
বাচ্চা (পশুর মৃত বাচ্চার অংশীদার হওয়ার ভুল ধারণা, মুশরিকদের)	৬-আন্'আম	১৩৯	৬০৯
বের করা (মৃতকে বের করে আনবেন আল্লাহ...)	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
বের করা (মৃতকে বের করতেন ঈসা, কবর থেকে জীবিত করে...)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
বের করা (মৃত থেকে কে জীবিতকে বের করেন?)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
বের করা (জীবিত থেকে মৃতকে কে বের করেন?)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
বের করা (আল্লাহ জীবিত থেকে মৃত ও মৃত থেকে জীবিত বের করেন)	৬-আন্'আম	৯৫	৬০৫
ভায়ের গোশত খাওয়ার মত অপছন্দনীয়, গীবত	৪৯-হুজুরাত	১২	৯২১
ভূমিকে জীবিত করে তা থেকে শস্য উৎপন্ন, এক নিদর্শন	৩৬-ইয়াসীন	৩৩	৮৫৩
ভূমি (বৃষ্টির পানি দ্বারা আল্লাহ মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন)	৪৩-যুখরুফ	১১	৮৯৬
ভূমি (মৃতভূমিকে বৃষ্টি দিয়ে জীবিত করেন আল্লাহ)	৫০-ক্বাফ	১১	৯২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভূমি (মৃত ভূমির দিকে মেঘ পরিচালিত করেন আল্লাহ)	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
ভূমি (মৃতভূমির দিকে মেঘমালা পরিচালিত করেন আল্লাহ)	৩৫-ফাতির	৯	৮৪৬
ভূমি (মৃত ভূমি জীবিত করেন আল্লাহ, বৃষ্টি বর্ষণ করে)	২৫-ফুরকান	৪৯	৭৮৫
মানুষ মৃত/প্রাণহীণ ছিল (এর পর আল্লাহ জীবন দিয়েছেন)	২-বাক্বারা	২৮	৫০৪
শোনানো (মৃত ও বধিরকে আহ্বান শোনানো যায় না)	২৭-নামল	৮০	৮০৬
শোনানো (মৃতকে শোনাতে পারবে না রাসূল)	৩০-রূম	৫২	৮২৬
হারাম (মৃতপশু হারাম করা হয়েছে, মুমিনদের জন্য)	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
হারাম (মৃত পশু হারাম...)	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
মৃত (জন্তু)			
হারাম (মৃত জন্তু, শূকরের গোশত ও প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
মৃতদেহ			
গোপন করা (মৃতদেহ গোপন করা- কাক দেখিয়ে দিল)	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
গোপন (মৃতদেহ গোপন করতে পারল না কাবিল, কাকের ন্যায়)	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
মৃত (নির্জীব)			
উপাস্যরা মৃত (পুনরুত্থান সম্পর্কে অনুভব করতে পারেনা)	১৬-নাহ্ল	২১	৭০৪
মৃত পশু			
হারাম (মৃত পশু হারাম)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
মৃত্যু			
আকাঙ্ক্ষা (ইহুদীরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করুক!, আল্লাহর বন্ধু প্রসঙ্গ)	৬২-জুমু'আ	৬	৯৬২
আকাঙ্ক্ষা (ইহুদীরা সত্যবাদী হলে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করুক)	২-বাক্বারা	৯৪	৫১১
আকাঙ্ক্ষা (কৃতকর্মের কারণে ইহুদীরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে না)	৬২-জুমু'আ	৭	৯৬২
আকাঙ্ক্ষা (মৃত্যুর বা শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা...)	৩-আলে ইমরান	১৪৩	৫৪৯
আল্লাহই মানুষের মৃত্যু ঘটান	২২-হাজ্জ	৬৬	৭৬৪
আল্লাহই মৃত্যু ঘটান ও জীবিত করেন	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
আল্লাহর পথে মৃত্যু বরণ করলে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া লাভ...	৩-আলে ইমরান	১৫৭	৫৫১
আল্লাহর জন্য (সালাত, কুরবাণী, জীবন ও মরণ সবই আল্লাহর)	৬-আন্'আম	১৬২	৬১২
আল্লাহ মৃত্যু ঘটান ও জীবন দান করেন	১০-ইউনুস	৫৬	৬৫৯
আল্লাহ মৃত্যু নির্ধারিত করে রেখেছেন	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬০	৯৪৬
আসা (মৃত্যু আসলে রাসূল (ফেরেশতারা) মৃত্যু ঘটায়	৬-আন্'আম	৬১	৬০১
আসা (মৃত্যু আসার পূর্বেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ)	৬৩-মুনাফিকূন	১০	৯৬৫
আসা (মৃত্যু আসা পর্যন্ত বিচার দিবসকে অস্বীকার করত জাহান্নামিরা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪৭	৯৯২
আসা (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর কাছে মৃত্যু আসবে কিন্তু মরবে না)	১৪-ইবরাহীম	১৭	৬৯৪
আস্বাদন (মৃত্যু আস্বাদন করবে না জান্নাতিরা প্রথম মৃত্যুর পর)	৪৪-দুখান	৫৬	৯০৪
আস্বাদন (মুত্তাকীরা মৃত্যু আস্বাদন করবে না জান্নাতে)	৪৪-দুখান	৫৬	৯০৪
আহলে কিতাবের মৃত্যুর পূর্বে ঈসার উপর ঈমান আনা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৫৯	৫৭৭
ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সন্তানদের প্রতি ওসিয়ত	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
ইয়াহইয়ার মৃত্যুর দিন (তার প্রতি সালাম)	১৯-মারইয়াম	১৫	৭৩৫
উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী জাহান্নামে মরবে না (মৃত্যু আসলেও...)	১৪-ইবরাহীম	১৭	৬৯৪
উপস্থিত (মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পর তওবা করলে কবুল হবে না)	৪-নিসা	১৮	৫৫৯
উপস্থিত (মৃত্যু উপস্থিত হলে ওসিয়তের সময় সাক্ষী রাখা...)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
উপস্থিত (মৃত্যু উপস্থিত হলে ওসিয়তের বিধান...)	২-বাক্বারা	১৮০	৫২০
উযায়েরকে একশ বছরের জন্য মৃত্যু দান প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
কাফিরদের মৃত্যু জুলুমরত অবস্থায় (ফেরেশতা ঘটায়...)	১৬-নাহ্ল	২৮	৭০৫
কাফিরদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু এসে পড়লে বলে...	২৩-মু'মিনূন	৯৯	৭৭২
কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণকারীদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৪	৯১৫
কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যারা তাদের উপর লা'নত...	২-বাক্বারা	১৬১	৫১৮
কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে যারা...	৩-আলে ইমরান	৯১	৫৪৪
ঘটানো (মৃত্যু ঘটানো হলে ঘুমন্তের প্রাণহরণের পর আটক রাখা হয়)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
চিরঞ্জীব আল্লাহ যার মৃত্যু নেই তার উপর ভরসা করার নির্দেশ	২৫-ফুরকান	৫৮	৭৮৬
জনপদের মৃত্যুর পর কিভাবে জীবিত করা হবে? (উযায়েরের প্রশ্ন)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
জাহান্নামে মৃত্যু হবে না (কাফির ও অকৃতজ্ঞের)	৩৫-ফাতির	৩৬	৮৪৯
জান্নাতে মৃত্যু নেই...	৩৭-সাফ্ফাত	৫৯	৮৫৯
জুলুমরত অবস্থায় ফেরেশতা কাফিরদের মৃত্যু ঘটায়...	১৬-নাহ্ল	২৮	৭০৫
তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে মৃত্যুর দিকে তাদেরকে যারা বিতর্ক করছে...	৮-আনফাল	৬	৬৩২
দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন প্রতিপালক (কিয়ামতে কাফিররা বলবে)	৪০-মু'মিন	১১	৮৭৮
দূর্গেও মৃত্যু মানুষের নাগাল পাবে	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
নমরুদ মৃত্যুদানে সক্ষম বলে দাবী করল	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
পলায়ন (মানুষ মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে চাইলেও তা আসবে)	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মৃত্যু (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পলায়ন (মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন উপকারে আসবে না, খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৬	৮৩৪
পুনরুত্থান (মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে কাফিরদের অবিশ্বাস)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
পুনর্জীবিত করা (কাফির বলে, আল্লাহ মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত করবেন না)	১৬-নাহ্‌ল	৩৮	৭০৬
পৃথিবীর মৃত্যুর পরে বৃষ্টি দ্বারা জীবিত করার মধ্যে নিদর্শন	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
পৃথিবীকে মত্যুর পর জীবিত করেন আল্লাহ	৩০-রূম	১৯	৮২৩
মানুষকে মৃত্যু দান করেন প্রতিপালক	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয় (কাফিররা বলে)	৪৪-দুখান	৩৫	৯০৩
প্রতিহত (মৃত্যুকে প্রতিরোধ করুক মুনাফিকরা, নিজেদের থেকে)	৩-আলে ইমরান	১৬৮	৫৫২
ফেরেশতা (মৃত্যুর ফেরেশতা সকলের মৃত্যুর পর আল্লাহর দিকে...)	৩২-সাজদা	১১	৮৩০
বনী ইসরাঈলকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৫৬	৫০৬
বার্ধক্যের পূর্বে কাউকে কাউকে মৃত্যু দেয়া হয়	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
বিপদ (মৃত্যুর বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হলে, সফররত অবস্থায়...)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেও মৃত্যু হয় অনেকের	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
ব্যভিচারীনিকে আমৃত্যু ঘরে আবদ্ধ করে রাখা	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
ভয় মৃত্যুর ভয় মুয় মুনাফিকদের (বজ্রপাতের শব্দে)	২-বাক্বারা	১৯	৫০৩
ভয় (মৃত্যুভয়ে বের হয়ে যাওয়া, বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৩	৫২৮
ভয় (মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির মত মুনাফিক)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
ভূমির মৃত্যুর পর আল্লাহ আকাশের পানি দ্বারা তাকে জীবিত করেন	২৯-আনকাবূত	৬৩	৮২১
ভূমির মৃত্যুর পর ভূমিকে বৃষ্টির মাধ্যমে জীবিত করা নিদর্শন	১৬-নাহ্‌ল	৬৫	৭০৮
ভূমির মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন আল্লাহ...	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
ভূমির মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন আল্লাহ (বৃষ্টি দ্বারা)	৩৫-ফাতির	৯	৮৪৬
ভূমিকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	১৭	৯৪৯
ভূমিকে মত্যুর পর জীবিত করেন আল্লাহ	৩০-রূম	২৪	৮২৩
ভূমিকে মত্যুর পর জীবিত করেন আল্লাহ	৩০-রূম	৫০	৮২৬
মানুষের (আল্লাহ মানুষের মৃত্যু ঘটান)	৪৫-জাছিয়া	২৬	৯০৭
মানুষের মৃত্যু আল্লাহই ঘটাবেন (জীবন দানের পর)	২-বাক্বারা	২৮	৫০৪
মানুষের মৃত্যু ঘটান আল্লাহ...	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
মানুষকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তার মৃত্যু ঘটাবেন	১৬-নাহ্‌ল	৭০	৭০৮
মালিক নয় মৃত্যু ও জীবনের (অন্য উপাস্যরা)	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
মুনাফিকরা মৃত্যুভয়ে ভীত ব্যক্তির ন্যায় তাকায় (যুদ্ধের কথা শুনলে)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
মুত্তাকীদের মৃত্যু পবিত্র অবস্থায় হওয়া প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্‌ল	৩২	৭০৫
মুসলিমরূপে মৃত্যু কামনা (জাদুকরদের)	৭-আ'রাফ	১২৬	৬২৩
মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ না করা (ইবরাহীমের ওসিয়ত)	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
যন্ত্রণা (মৃত্যুযন্ত্রণা সত্য নিয়ে আসবে)	৫০-ক্বাফ	১৯	৯২৩
যন্ত্রণা (জালিমদের মৃত্যু যন্ত্রণা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা মৃত্যুবরণ করত না (কাফিরদের সাথে থাকলে)	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
রাতে মানুষের মৃত্যু ঘটান আল্লাহ (ঘুম প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৬০	৬০১
রাসূল (ফেরেশতারা) মৃত্যু ঘটায় (মৃত্যুর সময় আসলে)	৬-আন্'আম	৬১	৬০১
রাসূল স. এর মৃত্যু ঘটুক (মুশরিকদের আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন..)	১০-ইউনুস	৪৬	৬৫৮
রাসূল স. এর মৃত্যু (মানুষ অমর না হওয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩৪	৭৫২
সময় (আল্লাহ মানুষের মৃত্যু/ঘুমের সময় প্রাণহরণ করেন)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
সমান নয় -যে মন্দকাজ করে ও যে সৎকাজ করে তাদের জীবন/মৃত্যু	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
সময় (মৃত্যুর সময় কিতাবে নির্ধারিত আছে)	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
সময় (মৃত্যুর সময় হয়নি যার তার ঘুমের সময় প্রাণহরণ...)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
সাক্ষাৎ (মৃত্যুর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে মৃত্যু কামনা)	৩-আলে ইমরান	১৪৩	৫৪৯
সাক্ষাৎ (মানুষ মৃত্যু থেকে পালাতে চাইলেও তা সাক্ষাৎ...)	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২
সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালেন যখন আল্লাহ	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
সুলাইমানের মৃত্যুর বিষয়টি দেখিয়ে দিল মাটির পোকা	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
সৃষ্টি (জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য)	৬৭-মুল্‌ক	২	৯৭২
স্বাদ (মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে প্রত্যেক ব্যক্তি)	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
স্বাদ (মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে) প্রত্যেক ব্যক্তি	২১-আম্বিয়া	৩৫	৭৫২
স্বাদ (মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে) প্রত্যেক প্রাণ	২৯-আনকাবূত	৫৭	৮২১
হিজরতকারীর মৃত্যু হলে প্রতিদানের ভার আল্লাহর উপর	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
মৃত্যু ঘটানো			
আল্লাহ মৃত্যু ঘটান	২৩-মু'মিনূন	৮০	৭৭১
আল্লাহ মৃত্যু ঘটান	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
আল্লাহই মৃত্যু ঘটান সকলের	৫০-ক্বাফ	৪৩	৯২৪
আল্লাহই মৃত্যু ঘটান (মানুষকে)	৫৩-নাজম	৪৪	৯৩৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ মৃত্যু ঘটান	১৫-হিজর	২৩	৬৯৯
আল্লাহ মৃত্যু ঘটান	৯-তাওবা	১১৬	৬৫২
ইবরাহীমের মৃত্যু ঘটান প্রতিপালক	২৬-শু'আরা	৮১	৭৯২
কাফিরদের মৃত্যু ঘটায় যখন ফেরেশতারা...	৮-আনফাল	৫০	৬৩৭
প্রতিপালক (আল্লাহ) মৃত্যু ঘটান	৪৪-দুখান	৮	৯০২
ফেরেশতা মৃত্যু ঘটানোর সময় বলবে তাদেরকে যারা...	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
ফেরেশতা সকলের মৃত্যু ঘটানোর পর আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নিবে	৩২-সাজদা	১১	৮৩০
মানুষের মৃত্যু ঘটান আল্লাহ (নির্দিষ্ট জীবনের পর...)	৮০-আবাসা	২১	১০০৭
মানুষের মত্যু ঘটাবেন আল্লাহ	৩০-রূম	৪০	৮২৫
মুনাফিকদের মৃত্যু ঘটাবে ফেরেশতারা চেহারা ও পিঠে আঘাত করে	৪৭-মুহাম্মাদ	২৭	৯১৪
রাসূল স. এর মৃত্যু ঘটাতে পারেন আল্লাহ (শাস্তি দেখানোর আগে)	১৩-রা'দ	৪০	৬৯২
রাসূল স. এর মৃত্যু ঘটানো (শাস্তি দেখানোর পূর্বে)	৪০-মু'মিন	৭৭	৮৮৪
মৃত্যু দান			
আল্লাহই মৃত্যু দান করেন	৪০-মু'মিন	৬৮	৮৮৪
আল্লাহ যখন মৃত্যুদান করলেন ঈসা আ. কে...	৫-মায়িদা	১১৭	৫৯৫
আল্লাহ মৃত্যু ঘটান	৫৭-হাদীদ	২	৯৪৮
ঈসার মৃত্যুদানকারী আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
জুলুমকারীদেরকে মৃত্যুদানের সময় ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করেন...	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
পূন্যবানদের সাথে মৃত্যু কামনা	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫
মুসলিমরূপে মৃত্যু (প্রতিপালকের নিকট ইউসুফের কামনা)	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
মৃত্যুবরণ			
আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণকারীকে তিনি উৎকৃষ্ট রিযিক দিবেন	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
কাফিররা মৃত্যুবরণ করবে কাফির অবস্থায়	৯-তাওবা	১২৫	৬৫৩
কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর তওবা কবুল হবে না	৪-নিসা	১৮	৫৫৯
দিনে (মৃত্যুর দিনে ঈসার প্রতি সালাম)	১৯-মারইয়াম	৩৩	৭৩৬
পাপাচারী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে মুনাফিকরা	৯-তাওবা	৮৪	৬৪৯
পুনরুত্থান (মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অস্বীকার...)	২৩-মু'মিনূন	৮২	৭৭১
পৃথিবীতেই মৃত্যুবরণ করবে বনী আদম	৭-আ'রাফ	২৫	৬১৪
ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতে পারে না আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
মানুষকে মৃত্যুর পর জীবিত বের করা হবে? (মানুষের প্রশ্ন)	১৯-মারইয়াম	৬৬	৭৩৮
মাটি (মৃত্যুর পর মাটিতে পরিণত হওয়ার পর বের করে আনা)	২৩-মু'মিনূন	৩৫	৭৬৮
মানুষ মৃত্যুবরণ করবে	২৩-মু'মিনূন	১৫	৭৬৬
মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করতে নিষেধ (মুমিনদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১০২	৫৪৫
মুনাফিকরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের জন্য প্রার্থনা করা নিষেধ	৯-তাওবা	৮৪	৬৪৯
মুমিনরা মত্যুবরণ করলে আল্লাহর কাছেই সমবেত করা হবে	৩-আলে ইমরান	১৫৮	৫৫১
স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করলে ওসিয়ত করবে (স্ত্রীদের জন্য)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
স্থান মৃত্যুবরণ করবে কোন স্থানে তা কেউ জানে না)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
স্বামীর মৃত্যুবরণ স্ত্রী রেখে...	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
(মৃত্যু) বিবর্তন			
রাসূল স. এর ব্যাপারে কালের বিবর্তনের (মৃত্যুর) অপেক্ষা, কাফিরদের	৫২-তূর	৩০	৯৩০
মৃত্যুযন্ত্রণা			
মৃত্যুযন্ত্রণা সত্য নিয়ে আসবে	৫০-ক্বাফ	১৯	৯২৩
মৃত্যু (সময়)			
আসা (মৃত্যুর সময় এসে গেলে আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না)	৬৩-মুনাফিকূন	১১	৯৬৫
মৃত্যুস্থান			
মুনাফিকরা মৃত্যুস্থানের দিকে বের হত (নিহত হওয়া নির্ধারিত...)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
মৃদুমন্দ			
বাতাস মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো (সুলাইমানের আদেশে)	৩৮-সোয়াদ	৩৬	৮৬৮
মেঘ			
অগ্রসরমান মেঘরূপে আদ জাতির উপর শাস্তি পাঠানো হয়েছিল	৪৬-আহ্‌কাফ	২৪	৯১০
আকাশ মেঘপুঞ্জসহ ফেটে যাবে (কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	২৫	৭৮৪
চলমান (নিশ্চল পর্বত চলমান হবে কিয়ামতে মেঘের মত)	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
ছায়া (উপর মেঘের ছায়া দান) বনী ইসরাঈলদের	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
নির্দেশাধীন মেঘমালায় আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
পরিচালনা (মেঘ পরিচালনা করেন আল্লাহ)	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
পানি (মেঘ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৬৯	৯৪৬
পানি (মেঘ থেকে প্রচুর পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	৭৮-নাবা	১৪	১০০০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মেঘ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পুঞ্জীভূত মেঘ বলে কাফির (আকাশের খন্ড ভেঙে পড়তে দেখলে)	৫২-তূর	৪৪	৯৩১
বহন (ভারী মেঘমালা বহন করে বাতাস)	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ বলে ধারণা করল আদ জাতি, শাস্তি দেখে	৪৬-আহ্কাফ	২৪	৯১০
মেঘের আড়াল থেকে আল্লাহ আসবেন...!	২-বাক্বারা	২১০	৫২৩
সঞ্চালিত (বায়ু দ্বারা মেঘকে চঞ্চালিত করেন) আল্লাহ	৩৫-ফাতির	৯	৮৪৬
সৃষ্টি (মেঘ সৃষ্টি করেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	১২	৬৮৯
মেঘ বহনকারী			
বাতাস (মেঘ বহনকারী বাতাস প্রেরণ করেন আল্লাহ)	১৫-হিজর	২২	৬৯৯
মেঘমালা			
অন্ধকার সমুদ্রকে মেঘাচ্ছন্ন করা (কাফিরদের কাজের উপমা)	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
ছায়া দান (বনী ইসরাঈলের উপর মেঘমালার ছায়া দান করা হয়)	২-বাক্বারা	৫৭	৫০৬
সঞ্চালিত (মেঘ সঞ্চালিত করেন আল্লাহ বায়ু প্রেরণ করে)	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
মেনে চলা			
উপদেশ মেনে চলা ব্যক্তিকেই রাসূল সা. সতর্ক করবেন	৩৬-ইয়াসীন	১১	৮৫১
মেনে নেয়া			
রাসূল স. এর সিদ্ধান্ত বা বিচারকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়া	৪-নিসা	৬৫	৫৬৫
মেপে দেয়া			
লোকজনকে মেপে দেয়ার সময় কম দেয়া...	৮৩-মুতাফফিফীন	৩	১০১১
মেপে নেয়া			
মানুষদের থেকে পূর্ণমাত্রায় মেপে নেয়া	৮৩-মুতাফফিফীন	২	১০১১
মেয়াদ			
কিতাব (প্রত্যেক মেয়াদের জন্য একটি কিতাব রয়েছে)	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ (তাদের সাথে যারা ত্রুটি করেনি)	৯-তাওবা	৪	৬৪০
দীর্ঘ (মুশরিকদের পিতৃ-পুরুষদের মেয়াদ দীর্ঘ করা হয়)	২১-আম্বিয়া	৪৪	৭৫৩
দীর্ঘ (মেয়াদকাল দীর্ঘ হয়েছিল, বিভিন্ন প্রজন্মের)	২৮-কাসাস	৪৫	৮১২
নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়া (রাত-দিন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৬০	৬০১
পূর্ণ করল (মেয়াদ পূর্ণ করল যখন মূসা)	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
প্রতিশ্রুত শাস্তির মেয়াদ কি প্রতিপালক নির্ধারণ করবেন?...	৭২-জিন্	২৫	৯৮৭
মানুষের মেয়াদ শেষ হত! (অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করা হলে...)	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
মেয়াদ (দুটি মেয়াদ)			
পূর্ণ করা (দুটি মেয়াদের একটি পূর্ণ করবেন মূসা)	২৮-কাসাস	২৮	৮১০
মেয়ে (আরো দেখুন কন্যা শব্দটি)			
বোনের মেয়েকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
মেয়ে (দু'টি মেয়ে)			
একজন (দুটি মেয়ের একজনের সাথে মূসার বিয়ে দিতে চাইলেন...)	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
মেরুদণ্ড			
পাঁজর ও মেরুদণ্ডের মধ্য হতে নির্গত পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি	৮৬-তারিক	৭	১০১৭
মেরুদণ্ডভাঙ্গা আচরন			
আপতিত (মেরুদন্ডভাঙ্গা আচরণ আপতিত হওয়ার ধারণা, কিয়ামতে)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৫	৯৯৪
ধারণা (মেরুদন্ডভাঙ্গা আচরণ আপতিত হওয়ার ধারণা, কিয়ামতে)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৫	৯৯৪
মেহমান (আরো দেখুন অতিথি শব্দটি)			
লুতের মেহমানদেরকে দাবী করল সম্প্রদায়ের লোকেরা	৫৪-কামার	৩৭	৯৩৮
লূতের মেহমানদের ব্যাপারে তাকে অপমানিত না করার আহ্বান...	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
মেহমানদারী (আরো দেখুন আতিথেয়তা শব্দটি)			
জনপদবাসীরা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল (মূসা আ. ও খিজিরকে)	১৮-কাহ্ফ	৭৭	৭৩১
মেহরাব			
দাউদের মেহরাবের প্রাচীর ডিঙিয়ে আসল বিবাদকারীরা	৩৮-সোয়াদ	২১	৮৬৭
যাকারিয়া আ. মেহরাব হতে বের হয়ে গেল (সম্প্রদায়ের নিকট)	১৯-মারইয়াম	১১	৭৩৪
সালাত (মেহরাবে সালাতে দন্ডায়মান অবস্থায় যাকারিয়াকে ডাকা...)	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
মোকাবেলা			
কাফিরদের মোকাবিলার সময় তাদের ঘাড়ে আঘাত করার নির্দেশ	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
সুলাইমানের বাহিনীকে মোকাবেলার শক্তি নেই সাবাবাসীদের	২৭-নামল	৩৭	৮০৩
মোচন			
নিকৃষ্ট কাজ মোচন করবেন আল্লাহ (মুত্তাকীদের)	৩৯-যুমার	৩৫	৮৭৪
পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫
পাপ মোচন করবেন আল্লাহ যাদের...	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাপ মোচন করবেন আল্লাহ বনী ইসরাইলদের	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
পাপ মোচন করা হবে (আল্লাহর প্রতি ঈমানদার সৎকর্মশীলদের)	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
পাপ মোচন করে দিবেন আল্লাহ ঈমানদারদের যদি...	৮-আনফাল	২৯	৬৩৪
পাপ মোচন করে দিবেন আল্লাহ ঈমান এনে তাকওয়া অবলম্বন...	৫-মায়িদা	৬৫	৫৮৮
পাপ মোচন করে দিবেন আল্লাহ (মুমিন নর-নারীদের)	৪৮-ফাত্হ	৫	৯১৬
পাপ মোচন করে দেবেন আল্লাহ (ঈমানদারদের)	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২
পাপ মোচন ও মহাপ্রতিদান (মুত্তাকীর জন্য)	৬৫-তালাক	৫	৯৬৮
পাপ মোচন (আল্লাহ ঈমানদার সৎকর্মশীলের পাপ মোচন করবেন)	২৯-আনকাবূত	৭	৮১৬
পাপ মোচন (দানের বিনিময়ে পাপ মোচন করেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
পাপ (মুমিনরা খাঁটি তাওবা করলে আল্লাহ পাপ মোচন করবেন)	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
সগীরা গুনাহ মোচন করা হবে (কবীরা গুনাহ বর্জন করলে)	৪-নিসা	৩১	৫৬১
মোচা			
যাক্কুম বৃক্ষের মোচা যেন শয়তানের মাথা	৩৭-সাফফাত	৬৫	৮৬০
মোটাতাজা			
গাভী (সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলল সাতটি শীর্ণকায় গাভী)	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
গাভী (সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলল সাতটি শীর্ণকায় গাভী)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
মোবারক			
রাত (মোবারক রাতে কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ	৪৪-দুখান	৩	৯০২
মোহর			
অপরাধীদের মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে, (কিয়ামতে)	৩৬-ইয়াসীন	৬৫	৮৫৫
অন্তরে (মোহর মেরেছেন আল্লাহ যাদের অন্তরে...)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৬	৯১৩
আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের হৃদয়ে যারা পিছনে...	৯-তাওবা	৯৩	৬৪৯
আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের হৃদয়ে যারা জানে না	৩০-রূম	৫৯	৮২৬
আল্লাহ মোহরাঙ্কিত করেন (অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরকে)	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
কাফিরদের হৃদয়ে ও কানে আল্লাহ মোহর মেরেছেন	২-বাক্বারা	৭	৫০২
কাফিরের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন	৭-আ'রাফ	১০১	৬২২
কানে মোহর (দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারীর কানে)	১৬-নাহ্ল	১০৮	৭১২
কানে (কাফিরদের হৃদয়ে ও কানে আল্লাহ মোহর মেরেছেন)	২-বাক্বারা	৭	৫০২
কানে ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ (প্রবৃত্তি পূজারীর)	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
কুফরীর কারণে মোহর মারা প্রসঙ্গ (বনী ইসরাঈলের হৃদয়ে)	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
চোখে মোহর (দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারীর চোখে)	১৬-নাহ্ল	১০৮	৭১২
নবীর হৃদয়েমোহর মেরে দিতে পারেন (আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
মুনাফিকের হৃদয়ে মোহর মারা হয়েছে (ঈমানের পর কুফরী করায়)	৬৩-মুনাফিকূন	৩	৯৬৪
সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
হৃদয়ে (কাফিরদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরেছেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	৭	৫০২
হৃদয়, কান ও চোখে মোহর (দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারীর)	১৬-নাহ্ল	১০৮	৭১২
হৃদয়ে মোহর করা হয়েছে (মুনাফিক ঈমানের পর কুফরী করায়)	৬৩-মুনাফিকূন	৩	৯৬৪
হৃদয়ের উপর মোহর মারা (অপরাধী প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০০	৬২২
হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাদের যারা বসে থাকতেই সন্তুষ্ট	৯-তাওবা	৮৭	৬৪৯
হৃদয়ে মোহর (সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন)	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ (প্রবৃত্তি পূজারীর)	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মারলে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে না	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
মোহরানা			
খুশীমনে মোহরানা প্রদান করতে আল্লাহর নির্দেশ	৪-নিসা	৪	৫৫৬
মোহরানা			
ন্যায়সঙ্গতভাবে মোহরানা প্রদান করে মুমিন দাসীকে বিয়ে করা	৪-নিসা	২৫	৫৬০
সহবাসকৃত স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান (অবশ্য পালনীয়)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
স্ত্রীকে (যে স্ত্রীকে নবী মোহর দিয়েছেন তা নবীর জন্য হালাল...)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
মোহাচ্ছন্ন			
মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা	১০২-তাকাছুর	১	১০৩২
মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা	১০২-তাকাছুর	১	১০৩২
মিথ্যা আশা মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে (কাফিরদের)	১৫-হিজর	৩	৬৯৮
মৌমাছি			
ওহী মৌমাছিকে প্রতিপালকের ওহী...	১৬-নাহ্ল	৬৮	৭০৮
পানীয় (মৌমাছির পেট থেকে রঙবেরঙের পানীয় (মধু) বের হয়)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
পেট (মৌমাছির পেট থেকে রঙবেরঙের পানীয় (মধু) বের হয়)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
বাসা (পাহাড়, গাছে ও মাচায় বাসা বাঁধতে মৌমাছির প্রতি ওহী	১৬-নাহ্ল	৬৮	৭০৮
মধু (মৌমাছির পেট থেকে রঙবেরঙের পানীয় (মধু) বের হয়)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ম্লান			
মুখমণ্ডল ম্লান হবে কিয়ামতের দিন (কাফিরদের প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	২৪	৯৯৪
যত্নবান			
নামাজের ব্যাপারে যত্নবানদের কুরআন দ্বারা সতর্ক করা	৬-আন্‌'আম	৯২	৬০৪
মূসার কথার প্রতি যত্নবান না হওয়ার অভিযোগের আশঙ্কা (হারুনের)	২০-ত্বা-হা	৯৪	৭৪৭
সালাত আদায়ে যত্নবান (মু'মিনগণ)	২৩-মু'মিনূন	৯	৭৬৬
সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৩৮	৫২৭
যথাযথ			
অনুসরণ (যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে, দিয়াত প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
আবাসন (বনী ইসরাঈলের জন্য যথাযথ আবাসনের ব্যবস্থা)	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
কথা (যথাযথ কথা বলার জন্য নবীর স্ত্রীদেরকে নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
জিহাদ (আল্লাহর জন্য যথাযথ জিহাদের নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
পালন (বৈরাগ্যবাদও যথাযথভাবে পালন করেনি ঈসার অনুসারীরা)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
পাঠ (যারা যথাযথভাবে কিতাব পাঠ করে তারাই এতে ঈমান আনে)	২-বাক্বারা	১২১	৫১৪
মূল্যায়ন (আল্লাহকে যথাযথ মূল্যায়ন করেনি আহলে কিতাব)	৬-আন্‌'আম	৯১	৬০৪
যথাযথভাবে			
সাক্ষ্য দেয়া (যথাযথভাবে সাক্ষ্য দেয়ার নিকটতর পদ্ধতি...)	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
যথাযথ মূল্যায়ন			
আল্লাহকে তার যথাযথ মূল্যায়ন করেনি মানুষ	২২-হাজ্জ	৭৪	৭৬৫
যথার্থ			
উপহার (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যথার্থ উপহার (মুত্তাকীদের জন্য)	৭৮-নাবা	৩৬	১০০১
সৃষ্টি (আল্লাহ চাঁদ-সূর্যকে যথার্থ কারণে সৃষ্টি করেন)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
যথাসাধ্য			
মু'মিনদেরকে যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুতের নির্দেশ	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
যথেষ্ট			
আল্লাহ যথেষ্ট তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে	৩৩-আহ্‌যাব	৪৮	৮৩৭
আল্লাহ যথেষ্ট তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে	৩৩-আহ্‌যাব	৩	৮৩৩
আল্লাহই যথেষ্ট অভিভাবক হিসাবে (মুমিনদের জন্য)	৪-নিসা	৪৫	৫৬২
আল্লাহই যথেষ্ট নবী জন্য (ইহুদি-নাসারাদের মুকাবিলায়)	২-বাক্বারা	১৩৭	৫১৫
আল্লাহই যথেষ্ট (তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে)	৪-নিসা	১৩২	৫৭৩
আল্লাহই যথেষ্ট (রাসূল স. এর জন্য)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
আল্লাহই যথেষ্ট, সর্বজ্ঞানী হিসেবে (আনুগত্যের প্রতিদান প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭০	৫৬৫
আল্লাহই যথেষ্ট (সাক্ষী হিসাবে)	৪৮-ফাত্‌হ	২৮	৯১৯
আল্লাহ যথেষ্ট (রাসূল স. এর সাক্ষী হিসাবে)	১৩-রা'দ	৪৩	৬৯২
আল্লাহ যথেষ্ট (রাসূল স. এর জন্য)	৯-তাওবা	১২৯	৬৫৩
আল্লাহ যথেষ্ট (আল্লাহর উপর ভরসাকারীর জন্য)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
আল্লাহ যথেষ্ট (উহুদ যুদ্ধে আহত মুমিনরা বলল)	৩-আলে ইমরান	১৭৩	৫৫২
আল্লাহ যথেষ্ট (গনিমত বন্টন প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৫৯	৬৪৬
আল্লাহ যথেষ্ট (তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
আল্লাহ যথেষ্ট (বান্দার অপরাধের খবর রাখতে)	২৫-ফুরকান	৫৮	৭৮৬
আল্লাহ যথেষ্ট (রাসূল স.এর বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৮	৯০৮
আল্লাহ যথেষ্ট (রাসূল স. এর জন্য)	৮-আনফাল	৬২	৬৩৮
আল্লাহ যথেষ্ট রাসূল স. এর জন্য (বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে)	১৫-হিজর	৯৫	৭০২
আল্লাহ হিসাবগ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
আল্লাহ হিসাবগ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট	৩৩-আহযাব	৩৯	৮৩৭
আল্লাহ সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট (রাসূল স. ও কাফিরদের মাঝে)	১৭-ইস্‌রা	৯৬	৭২২
কাফিরদের জন্য তাই যথেষ্ট যার উপর বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছে	৫-মায়িদা	১০৪	৫৯৩
রাসূলের কুরআন পাঠ কি যথেষ্ট নয় (নিদর্শন হিসেবে)	২৯-আনকাবূত	৫১	৮২০
জাহান্নাম যথেষ্ট (জ্বলন্ত আগুন হিসাবে জাহান্নামই যথেষ্ট)	৪-নিসা	৫৫	৫৬৪
জাহান্নাম যথেষ্ট তার জন্য যাকে তার আত্মসম্মান পাপে...	২-বাক্বারা	২০৬	৫২৩
জাহান্নাম যথেষ্ট, মুনাফিক ও কাফিরদের জন্য	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
জাহান্নাম যথেষ্ট (মুনাফিকদের শাস্তির জন্য)	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট (রাসূল স. প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
নবীর জন্য যথেষ্ট (আল্লাহ ও মু'মিনগণ)	৮-আনফাল	৬৪	৬৩৮
পাপ হিসেবে যথেষ্ট (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা)	৪-নিসা	৫০	৫৬৩
প্রতিপালক যথেষ্ট (পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে)	২৫-ফুরকান	৩১	৭৮৪
প্রতিপালক যথেষ্ট (বান্দার অপরাধ সম্পর্কে খবর রাখাতে)	১৭-ইস্‌রা	১৭	৭১৫
প্রতিপালক যথেষ্ট (বান্দাদের অভিভাবক হিসেবে)	১৭-ইস্‌রা	৬৫	৭১৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালক যথেষ্ট (সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫৩	৮৯০
বান্দার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট	৩৯-যুমার	৩৬	৮৭৪
মুমিনদের জন্য কি যথেষ্ট নয়, তিন হাজার ফেরেশতার সাহায্য	৩-আলে ইমরান	১২৪	৫৪৮
মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট (যুদ্ধ ক্ষেত্রে)	৩৩-আহ্‌যাব	২৫	৮৩৫
সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট (মুমিনদের জন্য)	৪-নিসা	৪৫	৫৬২
সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট (মুশরিক,শরীক ও ইবাদত প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	২৯	৬৫৭
সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট (মানুষ ও রাসূল স. এর মাঝে)	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট (রাসূল স. প্রেরণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৯	৫৬৭
সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট (কুরআন অবতীর্ণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬৬	৫৭৮
হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট (ইয়াতিম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
হিসাবগ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে মানুষ নিজেই যথেষ্ট (আমলনামা দেখে)	১৭-ইস্‌রা	১৪	৭১৫
যন্ত্রণা			
কাফিররাও যন্ত্রণা বোধ করে মুমিনদের যন্ত্রণার মত (ওহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
মুমিনদের যন্ত্রণার মত কাফিররাও যন্ত্রণা বোধ করে (ওহুদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
মৃত্যুযন্ত্রণা সত্য নিয়ে আসবে	৫০-ক্বাফ	১৯	৯২৩
মৃত্যু যন্ত্রণা (জালিমদের মৃত্যু যন্ত্রণা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৯৩	৬০৫
যন্ত্রণাকাতর			
জাহান্নামে যন্ত্রণাকাতর কাফির সেখান থেকে বের হতে চাইলে ফিরানো হবে	২২-হাজ্জ	২২	৭৬০
যন্ত্রণাদায়ক			
দিন (জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির দুর্ভোগ)	৪৩-যুখরুফ	৬৫	৯০০
দিন (যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির ভয় নূহ সম্প্রদায়ের...)	১১-হূদ	২৬	৬৬৮
পাকড়াও (আল্লাহর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন)	১১-হূদ	১০২	৬৭৫
রাসূলগণকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুমকি	৩৬-ইয়াসীন	১৮	৮৫২
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে জাহান্নামে)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	১৩	৯৮৮
শাস্তি (আল্লাহর সাক্ষাতে অবিশ্বাসীর জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	২৯-আনকাবূত	২৩	৮১৭
শাস্তি (আল্লাহর আয়াতে ঈমান না আনলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	১৬-নাহ্‌ল	১০৪	৭১১
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক)	১৫-হিজর	৫০	৭০০
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা রাসূল স. কে কষ্ট দেয়)	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রার্থনা, কুরআন অস্বীকারকারীদের)	৮-আনফাল	৩২	৬৩৫
শাস্তিদাতা (প্রতিপালক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৩	৮৮৯
শাস্তি (জ্বিনরা ঈমান আনলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩১	৯১১
শাস্তি (আয়াত অস্বীকারকারীর জন্য নিকৃষ্ট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪৫-জাছিয়া	১১	৯০৫
শাস্তি (আদ জাতিকে পাঠানো বাতাসে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছিল)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৪	৯১০
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে কাফিরদেরকে...)	৫-মায়িদা	৭৩	৫৮৯
শাস্তি (জন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হালাল-হারাম সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীর)	১৬-নাহ্‌ল	১১৭	৭১৩
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ, নবীদের হত্যাকারীর জন্য)	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ, জালিমদের জন্য)	২৫-ফুরকান	৩৭	৭৮৫
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দান করবেন আল্লাহ কাফির ও...)	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন মুমিনদেরকে (আল্লাহর পথে বের...)	৯-তাওবা	৩৯	৬৪৪
শাস্তি (মন্দকাজকারী/কাফিরের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪-নিসা	১৮	৫৫৯
শাস্তি(মসজিদুল হারাম থেকে বিরত রাখায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আঘাত করবে কাফিরদেরকে)	৯-তাওবা	৯০	৬৪৯
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য, যারা কিতাব গোপন...)	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে মুশরিকরা)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৩৮	৮৫৮
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে যাদের উপর...)	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা কুফরী ক্রয় করে...)	৩-আলে ইমরান	১৭৭	৫৫৩
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা কাফির অবস্থায়...)	৩-আলে ইমরান	৯১	৫৪৪
শাস্তি ((যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে ছামূদ জাতিকে...)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা বিদ্রূপ করে মুমিনদেরকে...)	৯-তাওবা	৭৯	৬৪৮
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ, তাদের জন্য যারা...)	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে মুনাফিকদের জন্য)	৫৯-হাশর	১৫	৯৫৬
শাস্তি (যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি, কিতাবের বিনিময় গ্রহণের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৮৮	৫৫৪
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা অশ্লীলতার বিস্তার...)	২৪-নূর	১৯	৭৭৫
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কাফিরদেরকে রক্ষা করবে কে?)	৬৭-মুল্‌ক	২৮	৯৭৪
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুমিনদেরকে রক্ষা করবে যে ব্যবসা...)	৬১-সাফ্‌ফ	১০	৯৬০
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কাফির উম্মতদের জন্য, নূহ আ. প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
শাস্তি (যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪৮-ফাত্‌হ	১৬	৯১৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
যন্ত্রণাদায়ক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
শাস্তি (যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের জন্য)	৪৮-ফাত্হ	১৭	৯১৭
শাস্তি (যারা শয়তানকে অভিভাবক বানায় তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	১৬-নাহ্ল	৬৩	৭০৮
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখে ফিরআউন ঈমান আনবে না)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না)	১০-ইউনুস	৯৭	৬৬৩
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা...)	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা! কুফরি করেছে)	৫-মায়িদা	৩৬	৫৮৫
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত কুরআনে অবিশ্বাস)	২৬-শু'আরা	২০১	৭৯৮
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে কাফিরদের জন্য)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় করে যারা তাদের জন্য নিদর্শন...)	৫১-যারিয়াত	৩৭	৯২৭
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা...)	৩৪-সাবা	৫	৮৪১
শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, সীমালঙ্ঘনকারীর জন্য)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
শাস্তি (সীমালঙ্ঘনকারীর জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
শাস্তি (বারবার কুফরীর কারণে মুনাফিকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪-নিসা	১৩৮	৫৭৪
শাস্তি (নূহ আ. জাতির কাছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার পূর্বে সতর্ক করা)	৭১-নূহ	১	৯৮৪
শাস্তি (কিয়ামতের দিন কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪৪-দুখান	১১	৯০২
শাস্তি (কুফরীর কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ও উত্তপ্ত পানীয়)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
শাস্তি (জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	৪২-শূরা	২১	৮৯৩
শাস্তি (জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
শাস্তি (কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
শাস্তি (কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখা আছে)	৩৩-আহযাব	৮	৮৩৩
শাস্তি (কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, ইহুদি প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
শাস্তি (কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	২-বাক্বারা	১০৪	৫১২
শাস্তি (ইবাদতকে লজ্জাজনক ভাবার কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
শাস্তি (কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতেন আল্লাহ যদি...)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
শাস্তি (কাফিরদের কৃতকর্মের মন্দফল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৬৪-তাগাবুন	৫	৯৬৬
শাস্তি (কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ)	৮৪-ইনশিকাক্	২৪	১০১৪
শাস্তি (ইউসুফকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদানের দাবী, আযীযের স্ত্রীর)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
শাস্তি (অহঙ্কার করে আয়াত থেকে মুখ ফিরালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৩১-লুকমান	৭	৮২৭
শাস্তি (অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি ও জুলুমের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪২-শূরা	৪২	৮৯৪
শাস্তি (আল্লাহ জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন)	৭৬-দাহ্র	৩১	৯৯৬
শাস্তি (আয়াত শুনেও অহংকারী হয়ে অটল থাকায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪৫-জাছিয়া	৮	৯০৫
শাস্তি (আখিরাত অবিশ্বাসীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত)	১৭-ইস্রা	১০	৭১৫
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি			
মিথ্যাচারের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (মুনাফিকদের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০	৫০২
যমীন			
অনুসন্ধান (যমীনে অনুসন্ধান করছিল কাক, কিভাবে গোপন করবে...)	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
অন্ধকার (যমীনের অন্ধকারের শস্যদানা, ভেজা ও শুষ্ক বস্তুও কিতাবে আছে)	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
আল্লাহর যমীনে উষ্ট্রীকে চরে খেতে দেয়ার নির্দেশ (ছামূদ জাতিকে)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
আল্লাহর যমীনে চরে খাওয়ার জন্য উষ্ট্রীকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
আল্লাহর যমীনে চরে খেতে দেয়ার নির্দেশ ছামূদ জাতিকে (উষ্ট্রীকে)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
উঠানো (পর্বতমালা ও যমীনকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে)	৬৯-হাক্কাহ্	১৪	৯৭৮
উৎপাটিত (যমীন থেকে উৎপাটিত খারাপ গাছের মত খারাপ বাণী)	১৪-ইবরাহীম	২৬	৬৯৫
উত্তরাধিকারী(সৎকর্মশীল বান্দারা যমীনের উত্তরাধিকারী হওয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৫	৭৫৭
কসম পৃথিবীর	৯১-শাম্স	৬	১০২৪
কিয়ামতে যমীন পরিবর্তিত হয়ে অন্য যমীন হবে	১৪-ইবরাহীম	৪৮	৬৯৭
চাষ (যমীন চাষ করত পূর্ববর্তীরা, মক্কারবাসীদের চেয়ে বেশি)	৩০-রূম	৯	৮২২
ছিঁড়ে আলাদা (যমীন ছিঁড়ে আলাদা করতে পারবে না মানুষ)	১৭-ইস্রা	৩৭	৭১৭
জান্নাতের যমীনের উত্তরাধিকারী করা হবে (মুত্তাকীদের)	৩৯-যুমার	৭৪	৮৭৭
জীব (যমীন থেকে আল্লাহ এক "জীব" বের করবেন, কিয়ামত আসলে...)	২৭-নামল	৮২	৮০৬
জীব-জন্তু (যমীনের জীব-জন্তুকেও ছাড়া হত না,মানুষের অবকাশ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬১	৭০৭
ঝেটিয়ে বিদায় করবে যমীন থেকে সঠিকপথ অনুসরণ করলে...	২৮-কাসাস	৫৭	৮১৩
ধ্বসিয়ে দেয়া (যমীন ধ্বসিয়ে দেয়া... মানুষসহ)	৬৭-মুলক	১৬	৯৭৩
পদার্পণ(মুমিনদের এমন ভূমির উত্তরাধিকারী করা যাতে পদার্পণ করেনি)	৩৩-আহযাব	২৭	৮৩৫
পরিবর্তিত (কিয়ামতে যমীন পরিবর্তিত হয়ে অন্য যমীন হবে)	১৪-ইবরাহীম	৪৮	৬৯৭
প্রকম্পিত (যমীন প্রকম্পিত হবে কিয়ামতের দিন)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৪	৯৮৮
প্রতিপালন (আল্লাহ মানুষকে উদ্ভিদের মত যমীনে প্রতিপালন করেন)	৭১-নূহ্	১৭	৯৮৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিষ্ঠিত (ইউসুফকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলেন আল্লাহ)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
প্রবেশ (যমিনে যা প্রবেশ করে তা আল্লাহ জানেন)	৩৪-সাবা	২	৮৪১
ফাটানো (যমীন ফাটিয়ে পানির প্রবাহ বের করা, নূহের বন্যা)	৫৪-কামার	১২	৯৩৬
ফিরিয়ে নেয়া (প্রতিপালনের পর আল্লাহ মানুষকে যমীনে ফিরিয়ে নিবেন)	৭১-নূহ্	১৮	৯৮৫
ফেটে যাওয়া (যমীন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়, কাফিরদের কথায়)	১৯-মারইয়াম	৯০	৭৪০
ফেটে যাবে (যমীন ফেটে যাবে কিয়ামতের দিন)	৫০-ক্বাফ	৪৪	৯২৪
বসবাস (বনী ইসরাঈলকে যমীনে বসবাস করতে বললেন আল্লাহ)	১৭-ইস্রা	১০৪	৭২৩
বিছানা (আল্লাহ যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন)	৭৮-নাবা	৬	১০০০
বিছানা (আল্লাহ যমীনকে মানুষের জন্য বিছানা বানিয়েছেন)	২০-ত্বা-হা	৫৩	৭৪৪
বিদীর্ণ (যমীনে বিদীর্ণ করেন আল্লাহ যথার্থরূপে)	৮০-আবাসা	২৬	১০০৭
বিস্তৃত করা (যমীনকে বিস্তৃত করেছেন আল্লাহ)	৫০-ক্বাফ	৭	৯২২
বের করা (মূসার জাদু দ্বারা ফিরআউনদের যমীন থেকে বের করতে চাওয়া)	২০-ত্বা-হা	৬৩	৭৪৪
বের করা (মূসার জাদু দ্বারা ফিরআউনকে যমীন থেকে বের করা!)	২০-ত্বা-হা	৫৭	৭৪৪
বের হওয়া (মানুষকে যমীন থেকে বের হওয়ার আহ্বান...)	৩০-রূম	২৫	৮২৩
ভ্রমণ (যমীনে ভ্রমণ, আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে...)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
ভ্রমণ(যমীনে ভ্রমনের মাধ্যমে অনুধাবনের হৃদয় ও শোনার কান অর্জন)	২২-হাজ্জ	৪৬	৭৬২
মানুষকে যমীন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে (পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৫৫	৭৪৪
রাসূল স. কে যমীন থেকে উৎখাতের চেষ্টা (কাফিরদের)	১৭-ইস্রা	৭৬	৭২০
লেগে থাকা (যমীনে লেগে থাকা, আল্লাহর পথে বের হতে বললে)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
শত্রুকে যমীনে পরাভূত না করে যুদ্ধবন্দি রাখা উচিত নয় (নবীর জন্য)	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮
সংকুচিত (যমীন সংকুচিত করে আনছেন আল্লাহ কাফিরদের জন্য)	১৩-রা'দ	৪১	৬৯২
সংকুচিত (যমীনকে মুশরিকদের জন্য সংকুচিত করা)	২১-আম্বিয়া	৪৪	৭৫৩
সফর (যমীনে সফর রত অবস্থায় মৃত্যু উপস্থিত হলে...)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
সম্প্রসারিত (যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে) কিয়ামতে	৮৪-ইন্শিকাক্	৩	১০১৩
সুগম (যমীনকে সুগম করেছেন আল্লাহ)	৬৭-মুল্ক	১৫	৯৭৩
হারিয়ে যাওয়া (যমীনে হারিয়ে যাওয়ার পর পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্দা	১০	৮৩০
যমীন (অঞ্চল)			
বরকতের যতমীনে বায়ু প্রবাহিত হয়ে যেত (সুলাইমানের আদেশে)	২১-আম্বিয়া	৮১	৭৫৫
যমীন (আবাসভূমি)			
প্রতিষ্ঠিত করা (কাফিরদের পর যমীনে নবীগণকে প্রতিষ্ঠিত করা)	১৪-ইবরাহীম	১৪	৬৯৪
বের করার ঘোষণা (রাসূলগণকে যমীন থেকে , কাফিরদের)	১৪-ইবরাহীম	১৩	৬৯৪
যমীন (দেশ)			
বরকতময় (যমীনে নিয়ে যান আল্লাহ লূত ও ইবরাহীমকে)	২১-আম্বিয়া	৭১	৭৫৪
বের করা (মূসা আ. ফিরআউনকে দেশ থেকে বের করতে চায়!)	৭-আ'রাফ	১১০	৬২২
বের করা (মূসা আ. জাদু দ্বারা দেশ থেকে বের করতে চায়, ফির'আউনের উক্তি)	২৬-শু'আরা	৩৫	৭৮৯
যমীন (মাটি)			
সৃষ্টি (আল্লাহ মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, ছামুদ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
যমীন (মিসর)			
ইউসুফকে মিসরে- যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলেন আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৫৬	৬৮২
ত্যাগ (মিসর ত্যাগ করবে না বড় ভাই, পিতার অনুমতি ছাড়া)	১২-ইউসুফ	৮০	৬৮৪
ধনভান্ডার (ইউসুফ আ. মিসরের ধনভাণ্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত...)	১২-ইউসুফ	৫৫	৬৮২
ফাসাদ (মিসরে ফাসাদ সৃষ্টি করতে আসেনি কাফেলা)	১২-ইউসুফ	৭৩	৬৮৩
যমীন (হাশরের মাঠ)			
উদ্ভাসিত হবে যমীন প্রতিপালকের জ্যোতিতে (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
যাওয়া			
ইউনুসের চলে যাওয়া, নিজ জনপদ থেকে	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
ইবলিসকে চলে যেতে বললেন আল্লাহ...	১৭-ইস্রা	৬৩	৭১৯
ইউনুসের চলে যাওয়া, নিজ জনপদ থেকে...	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
গনিমত গ্রহণ করতে গেলে বেদুঈনরা মুমিনদেরকে বলবে...	৪৮-ফাতহ	১৫	৯১৭
জাদুর কাছে (দেখেশুনে জাদুর কাছে যাওয়া, নবী প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩	৭৫০
দৌড় প্রতিযোগিতায় গেল ভাইয়েরা (ইউসুফকে রেখে)	১২-ইউসুফ	১৭	৬৭৮
নূহের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সম্প্রদায় প্রধানরা বিদ্রুপ করত!	১১-হূদ	৩৮	৬৬৯
পিতার নিকট জামা নিয়ে যেতে বললেন ইউসুফ আ. (ভাইদরকে)	১২-ইউসুফ	৯৩	৬৮৫
পুত্রদেরকে যেতে বললেন ইয়াকুব আ. (ইউসুফ আ. ও তার ভাইয়ের সন্ধানে)	১২-ইউসুফ	৮৭	৬৮৫
পৃথক হয়ে যেত সৃষ্টি নিয়ে, অন্য ইলাহ থাকলে	২৩-মু'মিনূন	৯১	৭৭১
ফির'আউনের কাছে মূসা আ. কে ও হারুন আ. কে যাওয়ার নির্দেশ	২৬-শু'আরা	১৬	৭৮৮
ফিরআউনের কাছে মূসা ও হারুনের যাওয়া (প্রতিপালকের নিদর্শনসহ)	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
যাওয়া (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ফিরআউনের নিকট মূসাকে যাওয়ার নির্দেশ...	৭৯-নাযি'আত	১৭	১০০৩
ফিরআউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ, মূসাও হারুন আ. কে	২৬-শু'আরা	১৫	৭৮৮
ফিরআউনের কাছে মূসাকে যেতে নির্দেশ (সীমালঙ্ঘনের কারণে)	২০-ত্বা-হা	২৪	৭৪২
ফিরআউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ (মূসা ও হারুনকে)	২০-ত্বা-হা	৪৩	৭৪৩
মূসা ও হারুনকে ফিরআউনের কাছে যেতে যাওয়ার	২০-ত্বা-হা	৪২	৭৪৩
মুমিনদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় ইশারা করত কাফিররা	৮৩-মুতাফফিফীন	৩০	১০১২
মূসা আ. ও তার প্রতিপালককে যেতে বলল তার সম্প্রদায় যুদ্ধ করতে	৫-মায়িদা	২৪	৫৮৩
মূসা ও হারুন আ. কে যেতে বললেন মিথ্যা অভিহিতকারীদের নিকট	২৫-ফুরকান	৩৬	৭৮৫
মূসার যাওয়ার জন্য প্রতিপালকের নির্দেশ (ফির'আউনের কাছে)	২৬-শু'আরা	১০	৭৮৮
শুকিয়ে যায় (বৃষ্টির পানির ফেনা শুকিয়ে যাওয়া- সত্যমিথ্যার দৃষ্টান্ত...)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
স্ত্রীর নিকট গেলেন ইবরাহীম আ. (অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য)	৫১-যারিয়াত	২৬	৯২৬
স্ত্রীদের নিকট যাওয়া (পবিত্র হওয়ার পর, মাসিক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
হুদহুদের যাওয়া (সুলাইমানের পত্রসহ সাবার রাণীর নিকট)	২৭-নামল	২৮	৮০২
যাকাত (সদকা)			
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে যাকাত দেয়া হয় তা বৃদ্ধি পায়	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
উশর (ফসলের যাকাত/হক)	৬-আনআম	১৪১	৬১০
খাত (যাকাত প্রদানের খাত ৮ টি)	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
গ্রহণ (যাকাত গ্রহণের মাধ্যমে যাকাতদাতাদের পবিত্রকরণ)	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
গ্রহণ (সাদকা গ্রহণ করেন আল্লাহ বান্দাদের)	৯-তাওবা	১০৪	৬৫১
দয়া (যাকাত প্রদানকারীর জন্য আল্লাহ দয়া নির্ধারিত করেন)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
দয়া (যাকাত প্রদানকারীকে আল্লাহ দয়া করবেন)	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
দেয়া (সৎকর্মপরায়ণরা যাকাত দেয়...)	৩১-লুকমান	৪	৮২৭
দেয়া (যাকাত থেকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়...)	৯-তাওবা	৫৮	৬৪৬
দেয়া (আহলে কিতাবদের যাকাত দেয়ার আদেশ দান করা হয়)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৯
নির্দেশ (ইসমাঈল আ. পরিবার-পরিজনকে যাকাতের নির্দেশ দিতেন)	১৯-মারইয়াম	৫৫	৭৩৭
নির্দেশ (ঈসাকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ)	১৯-মারইয়াম	৩১	৭৩৬
পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা যাকাতের মাধ্যমে	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
প্রদান (যাকাত প্রদান করার নির্দেশ, মু'মিনদের প্রতি)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
প্রদান (যাকাত প্রদান করতে ইসহাক/ইয়াকুবের প্রতি ওহী)	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
প্রদান (যাকাত প্রদান করলে, মুশরিকদের তওবা প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
প্রদান (যাকাত প্রদান করে, যারা ঈমান এনেছে)	৫-মায়িদা	৫৫	৫৮৭
প্রদান (যাকাত প্রদান করার নির্দেশ)	২৪-নূর	৫৬	৭৮০
প্রদান (যাকাত প্রদানকারীরাই মসজিদ আবাদ করবে)	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
প্রদান (যাকাত প্রদানকারীর জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও সুসংবাদ)	২৭-নামল	৩	৮০০
প্রদান (যাকাত প্রদান করার নির্দেশ, যুদ্ধ ফরজ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
প্রদান (যাকাত প্রদান করে যদি মুশরিকরা, তওবা করার পর)	৯-তাওবা	১১	৬৪১
প্রদান (যাকাত প্রদান করে মুমিনরা)	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
প্রদান (যাকাত প্রদান করলে বনী ইসরাঈলদের পাপ ক্ষমা...)	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
প্রদান (যাকাত প্রদান করার নির্দেশ, মুমিনদেরকে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
প্রদান (যাকাত প্রদানের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
প্রদান (যাকাত প্রদানের জন্য বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৪৩	৫০৫
প্রদান (যাকাত প্রদান করা প্রকৃত পূণ্য কাজ)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
প্রদান (যাকাত প্রদান থেকে ভুলিয়ে রাখে না যাদেরকে ব্যবসা ও...)	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
প্রদান (যাকাত প্রদানের ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
প্রদান (যাকাত প্রদানের জন্য নবীর স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
প্রদানকারী (যাকাত প্রদানকারী মুমিন ইহুদিদেরকে মহাপ্রতিদান দান...)	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
প্রদানকারী (যাকাত প্রদানকারীর প্রতিদান প্রতিপালকের নিকট)	২-বাক্বারা	২৭৭	৫৩৩
প্রদান (মুমিনরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলে যাকাত প্রদান করে)	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
প্রদান (মুশরিকরা যাকাত প্রদান করে না)	৪১-ফুস্সিলাত	৭	৮৮৬
ফকীর-মিসকিনের জন্য যাকাত	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
ফসলের যাকাত (উশর/হক)	৬-আনআম	১৪১	৬১০
মুমিনদেরকে যাকাত প্রদান করার নির্দেশ	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
শাস্তি (যাকাত না দেয়ার কারণে)	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩
সক্রিয় (যাকাত প্রদানে সক্রিয়, মুমিনগণ)	২৩-মু'মিনূন	৪	৭৬৬
সম্পদ বৃদ্ধি করে যাকাত	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত না দিয়ে পুঞ্জিভূত করার শাস্তি	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
যাকারিয়া			
আল্লাহর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি আল্লাহর দয়া...	১৯-মারইয়াম	২	৭৩৪
ডাকা (ফেরেশতা ডাকল যাকারিয়াকে...)	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
ডাকা (যাকারিয়া আ. প্রতিপালককে ডেকেছিল, সন্তান প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৯	৭৫৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
তত্ত্বাবধান করলেন যাকারিয়া আ. মারইয়ামের...	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
দান (ইয়াহইয়া আ. যাকারিয়ার প্রতি আল্লাহর দানস্বরূপ)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
নিদর্শন (যাকারিয়ার নিদর্শন এই যে, তিন দিন কথা বলতে...)	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
পুণ্যবান (যাকারিয়া আ. পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)	৬-আন্'আম	৮৫	৬০৪
প্রবেশ করেন যাকারিয়া আ. মারইয়ামের কক্ষে...	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
প্রার্থনা (যাকারিয়ার প্রার্থনা, নেক সন্তানের জন্য...)	৩-আলে ইমরান	৩৮	৫৩৯
সালাতে দন্ডায়মান যাকারিয়াকে ফেরেশতাদের আহ্বান	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
সুসংবাদ (যাকারিয়াকে সুসংবাদ দিলেন প্রতিপালক, পুত্র সন্তানের)	১৯-মারইয়াম	৭	৭৩৪
সৃষ্টি (যাকারিয়াকে সৃষ্টি করেছেন প্রতিপালক, যখন সে কিছুই ছিল না)	১৯-মারইয়াম	৯	৭৩৪
সুসংবাদ (যাকারিয়াকে সুসংবাদ, ইয়াহইয়ার জন্মের)	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
স্ত্রী (যাকারিয়ার স্ত্রীকে আল্লাহ সন্তান ধারনের জন্য সংশোধন করেন)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
যাকে জন্ম দিয়েছে			
কসম (যাকে জন্ম দিয়েছে তার)	৯০-বালাদ	৩	১০২৩
যাক্কুম			
গাছ (যাক্কুম গাছ আহার করবে অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫২	৯৪৫
বৃক্ষ (যাক্কুম বৃক্ষ উত্তম আপ্যায়ন, না কি জান্নাত?)	৩৭-সাফ্ফাত	৬২	৮৬০
বৃক্ষ (যাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য)	৪৪-দুখান	৪৩	৯০৪
যাচাই			
ইয়াতিমকে যাচাই করা (সম্পদ তার হাতে প্রদান করার আগে)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
যাত্রা করা			
পরিবার-পরিজনসহ যাত্রা করল মূসা...	২৮-কাসাস	২৯	৮১০
যাত্রার সময়			
প্রতিপালকের দিকে যাত্রার সময় (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩০	৯৯৪
যাত্রী			
পবিত্র ঘরের যাত্রীদের অবমাননা নিষেধ	৫-মায়িদা	২	৫৮০
যাত্রীদল			
আসল (যাত্রীদল আসল, ইউসুফকে কুপ থেকে উত্তোলন প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	১৯	৬৭৮
কুড়িয়ে নিবে যাত্রীদলের কেউ (ইউসুফকে কুপে নিক্ষেপ প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	১০	৬৭৭
প্রস্থান (যাত্রীদল প্রস্থান করল মিসর থেকে, ইউসুফ আ. প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	৯৪	৬৮৫
হালাল (যাত্রীদের জন্য হালাল সমুদ্রের শিকার খাওয়া)	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
যানজাবিল (আদা)			
মিশ্রণ (আদা ও যানজাবিলের মিশ্রণযুক্ত পানপাত্র জান্নাতীদের দেয়া হবে)	৭৬-দাহ্র	১৭	৯৯৬
যানবাহনে আরোহনের দোয়া			
দোয়া (যানবাহনে আরোহণের দোয়া)	৪৩-যুখরুফ	১৩	৮৯৬
যাবুর			
অবতীর্ণ (আল্লাহ মানুষের উপর যাবুর অবতীর্ণ করেন)	১৬-নাহ্ল	৪৪	৭০৬
দাউদকে যাবুর কিতাব দান করেছেন আল্লাহ	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
দাউদকে যাবুর দিয়েছেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	৫৫	৭১৮
বিভক্ত (দ্বীনের বিষয়কে বিভিন্ন কিতাবে বিভক্ত করে নিয়েছে মানুষ)	২৩-মু'মিনূন	৫৩	৭৬৯
যাবুর (আমলনামা)			
কৃতকর্ম আমলনামায় সংরক্ষিত আছে (সকল কৃতকর্ম)	৫৪-কামার	৫২	৯৩৮
যাবুর (লিখিত কিতাব)			
কুরআন সম্বন্ধে যাবুর (লিখিত কিতাবে) উল্লেখ আছে	২৬-শু'আরা	১৯৬	৭৯৮
রাসূলগণ যাবুর (লিখিত নির্দেশাবলি) সহ এসেছিলেন	৩৫-ফাতির	২৫	৮৪৮
রাসূলগণ যাবুর (লিখিত কিতাবসহ এসেছিলেন	৩-আলে ইমরান	১৮৪	৫৫৪
লেখা (যাবুরে লেখা আছে, সৎকর্মশীল বান্দারা যমীনের উত্তরাধিকারী)	২১-আম্বিয়া	১০৫	৭৫৭
যায়তুন			
উৎপন্ন (যায়তুন উৎপন্ন করেন আল্লাহ ভোগ্য সামগ্রীরূপে	৮০-আবাসা	২৯	১০০৭
উৎপন্ন (আল্লাহ বৃষ্টির পানির মাধ্যমে যায়তুন উৎপন্ন করেন)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
উৎপন্ন (আল্লাহ বৃষ্টি দ্বারা যায়তুন উৎপন্ন করেন)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
কসম (যায়তুন ও তীন এর কসম করেছেন আল্লাহ)	৯৫-তীন	১	১০২৭
গাছ (বরকতময় যায়তুন গাছ যা পূর্ব দিকেরও নয় পশ্চিম...)	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
নিদর্শন (বৃষ্টি দ্বারা যায়তুন উৎপন্ন হওয়া চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১১	৭০৩
সৃষ্টি (আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যায়তুন, আনার ও...)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
যায়তুন গাছ			
উৎপন্ন (যায়তুন গাছ উৎপন্ন হয় সিনাই পর্বতে)	২৩-মু'মিনূন	২০	৭৬৭
যায়িদ			
প্রয়োজন শেষ করা (স্ত্রীর সাথে যায়েদের প্রয়োজন শেষ করা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
যিকির (আরো দেখুন স্মরণ শব্দটি)			
আবরণে ঢাকা ছিল কাফিরদের চোখ (যিকির কুরআন থেকে)	১৮-কাহ্ফ	১০১	৭৩৩
পাঠ (যিকর পাঠেরত ফেরেশতাদের শপথ)	৩৭-সাফ্ফাত	৩	৮৫৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
যিকির (কুরআন)			
অবতীর্ণ (যিকর অবতীর্ণ যার প্রতি, তাকে 'পাগল' বলে কাফিররা)	১৫-হিজর	৬	৬৯৮
অবতীর্ণ (আল্লাহ মুমিনদের প্রতি যিকির/কুরআন অবতীর্ণ করেছেন)	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
কাফিররা প্রত্যাখ্যান করল কুরআন যিকির	৪১-ফুস্সিলাত	৪১	৮৮৯
দান (রাসূল স. কে আল্লাহ যিকির/কুরআন দান করেছেন)	২০-ত্বা-হা	৯৯	৭৪৭
মুমিনদের প্রতি আল্লাহ যিকির/কুরআন অবতীর্ণ করেছেন	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
সংরক্ষণকারী (যিকর বা কুরআনের সংরক্ষণকারী আল্লাহ)	১৫-হিজর	৯	৬৯৮
যিকিরধারী			
জিজ্ঞাসা (মানুষকেই ওহী করা সম্পর্কে যিকিরধারীদের কাছে জিজ্ঞাসা)	১৬-নাহ্ল	৪৩	৭০৬
যিনা (ব্যভিচার)			
নিকটবর্তী (যিনার নিকটবর্তী হওয়াও নিষেধ)	১৭-ইস্রা	৩২	৭১৬
যিহার			
স্ত্রীদের সাথে যিহার করা প্রসঙ্গ (স্ত্রীরা মাতার মত নয়!)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
স্ত্রীদের সাথে যিহার করলেই স্ত্রীরা মা হয়ে যায় না	৫৮-মুজাদালা	২	৯৫২
স্ত্রীর সাথে যিহার করে যারা...	৫৮-মুজাদালা	৩	৯৫২
যুক্ত করা			
জালিমদের অর্জনের কারণে পরস্পরকে যুক্ত করা হবে	৬-আন্'আম	১২৯	৬০৮
শরীকরূপে যুক্ত করেছে যাদেরকে তাদেরকে দেখিয়ে দেয়ার নির্দেশ	৩৪-সাবা	২৭	৮৪৩
যুক্তি			
কাফিরদের যুক্তি থাকে না (আয়াত পাঠ করা হলে তার বিরুদ্ধে)	৪৫-জাছিয়া	২৫	৯০৭
যুক্তিতর্ক			
মুমিন ও মুশরিকদের মাঝে কোন যুক্তি-তর্ক নেই (দীন প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	১৫	৮৯২
যুক্তি-প্রমাণ			
অসার (আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর যুক্তি-প্রমাণ অসার)	৪২-শূরা	১৬	৮৯২
আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের যুক্তি-প্রমাণ না থাকা (রাসূল স. প্রেরণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
ইবরাহীমকে আল্লাহ যুক্তি-প্রমাণ দেন (সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়)	৬-আন্'আম	৮৩	৬০৩
ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ দেয়া, মুমিনদের প্রতিপালকের কাছে	২-বাক্বারা	৭৬	৫০৯
চূড়ান্ত যুক্তি-প্রমাণ আল্লাহরই (সঠিকপথ প্রদর্শন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৪৯	৬১১
মানুষের যুক্তি-প্রমাণ না থাকা, আল্লাহর বিরুদ্ধে (রাসূল স. প্রেরণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
লোকদের যুক্তি-প্রমাণ যেন না থাকে (মুমিনদের বিরুদ্ধে)	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
যুগ (আরো দেখুন কাল শব্দটি)			
সীমালঙ্ঘনকারীদের বহু যুগ ধরে জাহান্নামে অবস্থান	৭৮-নাবা	২৩	১০০১
বহু যুগ ধরে চলতে থাকবে মূসা আ. (সমুদ্রের সংযোগস্থলের উদ্দেশ্য..)	১৮-কাহ্ফ	৬০	৭২৯
যুগল (আরো দেখুন জোড়া শব্দটি)			
নর-নারীর জোড়া সৃষ্টি (বীর্য থেকে)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৯	৯৯৪
যুদ্ধ			
অংশগ্রহণ (মুনাফিকরা যুদ্ধে সামান্যই অংশ নেয়, খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৮	৮৩৪
অনুমতি (যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে আক্রান্তদেরকে)	২২-হাজ্জ	৩৯	৭৬২
অবস্থান (যুদ্ধের অবস্থানে মুমিনদেরকে বিন্যস্ত করা, উহুদ যুদ্ধ)	৩-আলে ইমরান	১২১	৫৪৭
আগুন (যুদ্ধের আগুন যতবার জ্বালিয়েছে ইহুদীরা, আল্লাহ তা...)	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অসহায় নর-নারী-শিশুর জন্য	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
আল্লাহ তার রাসূল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিফল	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
আল্লাহর পথে যুদ্ধ ও বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ...	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে যারা তাদের পাপ মোচন করবেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৪৪	৫২৮
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ (নবীকে)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা (অসহায় নর-নারী-শিশুর জন্য)	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর (মুনাফিকদেরকে বলা হয়েছিল...)	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
আল্লাহ পথে যুদ্ধ করতে চাইল বনী ইসরাঈলরা...	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে (দুনিয়ার জীবন বিক্রিকারী)	৪-নিসা	৭৪	৫৬৬
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যারা, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন	৬১-সাফ্ফ	৩	৯৬০
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে মুমিনদের এক দল (রাত্রি জাগরণ প্রসঙ্গ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে মুমিনরা	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
আল্লাহর পথে যুদ্ধ (কাফিরদের বিরুদ্ধে)	২-বাক্বারা	১৯০	৫২১
আল্লাহ ও রাসূলে সাথে যুদ্ধ করেছে যারা তাদের ঘাটি সরূপ মসজিদ...	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
আল্লাহ-রাসূল স. এর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা (সুদ বর্জন না করলে)	২-বাক্বারা	২৭৯	৫৩৩
ঈমানদারদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ (নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে)	৯-তাওবা	১২৩	৬৫৩
উহুদের যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৩-আলে ইমরান	১২১-১২২	৫৪৭
উহুদের যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৩-আলে ইমরান	১৩৯-১৭৫	৫৪৯-৫৫৩
উহুদের যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৩-আলে ইমরান	১৯০	৫৫৪
উদ্বুদ্ধ করা (যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন নবী)	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
উল্লেখ (যুদ্ধের উল্লেখসহ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্খা)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
কাফিরদেরকে যুদ্ধে সাহায্য করবে বলে মুনাফিকরা	৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
কাফিরদের যুদ্ধ তাগুতের পথে	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
কাফিরদের যুদ্ধ (মুমিনদের বিরুদ্ধে)	২-বাক্বারা	১৯০	৫২১
কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ	৯-তাওবা	১৪	৬৪১
কাফিরদের বিরুদ্ধে মুমিনদের যুদ্ধ (শপথ ভঙ্গকারী কাফির...)	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে (মুনাফিকরা সাহায্য করবে না)	৫৯-হাশর	১২	৯৫৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাফিররা যুদ্ধ করলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত (হুদায়বিয়া প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	২২	৯১৮
কাফিররা যুদ্ধরত মুসলিম ভাইদেরকে বলে...	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
কাফিররা যুদ্ধ করলে (মসজিদে হারামের নিকট...)	২-বাক্বারা	১৯১	৫২১
কাফিরদের ন্যায় সর্বাত্মক যুদ্ধের নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
কাফির প্রধানদের সাথে যুদ্ধ (দ্বীনের ব্যাপারে তিরস্কার করলে)	৯-তাওবা	১২	৬৪১
খাইবার যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৪৮-ফাত্হ	১৯	৯১৮
খন্দকের/আহযাবের যুদ্ধ	৩৩-আহযাব	৯-২৪,২৭	৮৩৪-৮৩৫
ঘোষণা (সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আল্লাহ ও রাসূল এর পক্ষ থেকে)	২-বাক্বারা	২৭৯	৫৩৩
চালিয়ে যাওয়া (যুদ্ধ চালিয়ে যাবে কাফিররা যতক্ষণ না...)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
জানা (যুদ্ধ হবে জানলে অনুসরণ করতাম মুনাফিকরা বলে)	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
তায়েফ যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৪৮-ফাত্হ	২১	৯১৮
তবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৯-তওবা	৩৮	৬৪৪
তবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৯-তওবা	১২৯	৬৫৩
নবীদের যুদ্ধ (অনেক আল্লাহওয়ালাও তাদের সাথী ছিল)	৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
নাগাল পাওয়া (যুদ্ধে নাগালে পাইলে চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে...)	৮-আনফাল	৫৭	৬৩৭
পৃষ্ঠ প্রদর্শন (যুদ্ধ কৌশল হিসাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা...)	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
পোষাক (যুদ্ধের সময় রক্ষাকারী পোষাক আল্লাহ বানিয়েছেন)	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
প্রমাণ আসার পরও যুদ্ধে লিপ্ত হত না পরবর্তীরা (আল্লাহ চাইলে)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
ফিতনা না থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৯৩	৫২১
বনী কাইনুকার যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৩-আলে ইমরান	১২	৫৩৭
বনী নযীরের যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৫৯-হাশর	১	৯৫৫
বদর যুদ্ধ	৮-আনফাল	৫	৬৩২
বদর যুদ্ধ	৩-আলে ইমরান	১২৩	৪৪৮
বদর যুদ্ধ	৮-আনফাল	১	৬৩২
বাড়াবাড়িকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ যতক্ষণ না ফিরে আসে..	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
বিধিবদ্ধ/ফরজ (যুদ্ধ কেন বিধিবদ্ধ করা হলো, একদল মানুষের প্রশ্ন)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
বিধিবদ্ধ/ফরজ (যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হলে অনেকে ভয় পাচ্ছিল)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
বিধিবদ্ধ যুদ্ধ অমান্য করা (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
বিধিবদ্ধ (যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, অপছন্দনীয় হলেও)	২-বাক্বারা	২১৬	৫২৪
বিধিবদ্ধ (যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা, বনী ইসরাঈলদের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
বিধিবদ্ধ (যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হলে বনী ইসরাঈলদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন)	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা যুদ্ধ করেছে...	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
মসজিদে হারামের নিকটে যুদ্ধ করা নিষেধ	২-বাক্বারা	১৯১	৫২১
মু'মিনদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ (যতক্ষণ না ফিতনা থাকে)	৮-আনফাল	৩৯	৬৩৫
মুমিনদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ তাদের বিরুদ্ধে যারা ঈমান আনেনি...)	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
মুনাফিকরা মুসলিমদের সাথী হলেও সামান্যই যুদ্ধ করত (খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২০	৮৩৫
মুমিন দলটি যুদ্ধ করছিল আল্লাহর পথে	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
মুনাফিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নয়	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাদের বক্ষ সংকুচিত হয়	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত (আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
মুমিনদের সাথে যুদ্ধ করেছে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব নিষেধ	৬০-মুমতাহিনা	৯	৯৫৯
মুমিনদের সাথে যুদ্ধ করলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে পাপাচারীরা	৩-আলে ইমরান	১১১	৫৪৬
মুমিনদের সাথে যুদ্ধ করেনি যারা তাদের সাথে সদাচার...	৬০-মুমতাহিনা	৮	৯৫৯
মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ (সর্বাত্মকভাবে)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
মুমিনদের যুদ্ধ আল্লাহর পথে	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
মূসা আ. ও তার প্রতিপালককে যুদ্ধ করতে বলল (মূসার সম্প্রদায়)	৫-মায়িদা	২৪	৫৮৩
যথেষ্ট (যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট)	৩৩-আহযাব	২৫	৮৩৫
রক্ষা (যুদ্ধের সময় রক্ষাকারী পোষাক আল্লাহ বানিয়েছেন)	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
শক্তিধর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা (আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত)	৪৮-ফাত্হ	১৬	৯১৭
শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করবেন রাসূল স. মুনাফিকদেরকে	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ (মুমিনদের)	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
শেষ (যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে বেঁধে রাখা)	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাদের বক্ষ সংকুচিত হয়	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
সুরক্ষিত করা (যুদ্ধে সুরক্ষিত করার জন্য দাউদকে বর্মনির্মাণ শিক্ষা দান)	২১-আম্বিয়া	৮০	৭৫৫
হুনাইনের যুদ্ধ	৯-তওবা	২৫	৬৪২
হারাম মাসে যুদ্ধ করা গুরুতর পাপ	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
হারাম মাসে যুদ্ধ প্রসঙ্গে রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
হামরাউল আসাদ প্রসঙ্গ	৩-আলে ইমরান	১৭২-১৭৫	৫৫২-৫৫৩
যুদ্ধ কৌশল			
পৃষ্ঠ প্রদর্শন (যুদ্ধ কৌশল হিসাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা...)	৮-আনফাল	১৬	৬৩৩
যুদ্ধবন্দি			
জানা (যুদ্ধবন্দিদের হৃদয়ে ভাল কিছু আছে জানলে...)	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
নবীর জন্য যুদ্ধবন্দি রাখা উচিত নয় (শত্রুকে পরাভূত না করে)	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
যুদ্ধ বন্দিনী (মালিকানাধীন)			
বিয়ে (মালিকানাধীন যুদ্ধবন্দিনীরা সধবা হলেও বিয়ে করা বৈধ)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
যুদ্ধবন্দী			
মুক্তিপণ (যুদ্ধ বন্দী থেকে বনী ইসরাঈলের মুক্তিপণ আদায়)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (আরো দেখুন গনীমত শব্দটি)			
আল্লাহ ও রাসূলের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও রাসূল স. এর)	৮-আনফাল	১	৬৩২
গ্রহণ (মুমিনগণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণ করবে)	৪৮-ফাত্হ	২০	৯১৮
গ্রহণ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণ করতে গেলে বেদুঈনরা বলবে...)	৪৮-ফাত্হ	১৫	৯১৭
জিজ্ঞাসা (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা)	৮-আনফাল	১	৬৩২
বিপুল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পুরস্কার প্রদান	৪৮-ফাত্হ	১৯	৯১৮
যুদ্ধ শেষ			
বন্দি মুক্তির বিধান (যুদ্ধ শেষে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
যুদ্ধের ময়দান			
কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে সাক্ষাৎ হলে...	৮-আনফাল	১৫	৬৩৩
যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া			
দুই দলের (দু' দল মুমিন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলে আপোষের নির্দেশ..)	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
মুমিনদের দুই দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলে আপোষের নির্দেশ...	৪৯-হুজুরাত	৯	৯২০
যুন-নূন (আরো দেখুন ইউনুস শব্দটি)			
উদ্ধার (আল্লাহ যুন-নূনকে দুশ্চিন্তা/মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন)	২১-আম্বিয়া	৮৮	৭৫৬
ক্রুদ্ধ হওয়া (যুন-নূন/ইউনুস ক্রুদ্ধ হয়ে দেশ থেকে চলে যাওয়া)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
চলে যাওয়া(যুন-নূন/ইউনুস ক্রুদ্ধ হয়ে দেশ থেকে চলে যাওয়া)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
ধারণা, যুন-নূনের (রাগ করে দেশত্যাগের জন্য শাস্তি না দেয়ার ধারণা)	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
যুবক			
ইবরাহীম নামক যুবক কর্তৃক মূর্তির সমালোচনা প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৬০	৭৫৪
ঈমান এনেছিল (আসহাবে কাহাফের যুবকরা)	১৮-কাহ্ফ	১৩	৭২৫
গুহায় আশ্রয় নেয়ার পর (আসহাবে কাহফের দোয়া)	১৮-কাহ্ফ	১০	৭২৪
প্রবেশ (দুই যুবক ইউসুফের সাথে কারাগারে প্রবেশ করল)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
সমালোচনা (ইবরাহীম নামক যুবক কর্তৃক মূর্তির সমালোচনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬০	৭৫৪
যুবতী			
সমবয়সী নব্য যুবতী রয়েছে জান্নাতে (মুত্তাকীদের জন্য)	৭৮-নাবা	৩৩	১০০১
যুল কিফল			
উল্লেখ (যুল কিফলকে উল্লেখ করার নির্দেশ রাসূল স. এর প্রতি)	৩৮-সোয়াদ	৪৮	৮৬৯
ধৈর্যশীল (যুলকিফল ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)	২১-আম্বিয়া	৮৫	৭৫৫
সৎকর্মশীল (যুলকিফল সৎকর্মশীল ছিলেন)	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
যোগ্য			
আনুগত্যলাভের অধিক যোগ্য আল্লাহ (সত্যের পথ নির্দেশক)	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
আল্লাহই আনুগত্যলাভের অধিক যোগ্য (সত্যের পথনির্দেশক)	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
ভয়ের যোগ্য আল্লাহ	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫৬	৯৯২
রাসূল স. ও মুমিনগণ প্রশান্তির জন্য অধিকতর যোগ্য	৪৮-ফাত্হ	২৬	৯১৮
যৌথভাবে থাকা			
ইয়াতীমদের সাথে যৌথভাবে থাকা	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
যৌনকামনা রহিত পুরুষ			
মু'মিন নারীরা যৌন কামনা রহিতদের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশ...	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
যৌনসম্ভোগ			
স্ত্রীদের সাথে যৌনসম্ভোগের অনুমতি (রোযার রাতে...)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
হজ্জে যৌনসম্ভোগ নিষিদ্ধ	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
হালাল (যৌনসম্ভোগ হালাল করা হয়েছে, রোযার রাতে)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
যৌবন			
মানুষ যৌবনে উপনীত হয় (সৃষ্টির এক পর্যায়ে)	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
রং (রঙ)			
আল্লাহর রং ধারণ করে মুমিনরা	২-বাক্বারা	১৩৮	৫১৫
আল্লাহর রং সবচেয়ে সুন্দর (ইবাদতকারীদের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৩৮	৫১৫
গাভীর রং সম্পর্কে মূসাকে বনী ইসরাঈলের জিজ্ঞাসা	২-বাক্বারা	৬৯	৫০৮
হলুদ রঙের গাভী জবাই করতে বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ	২-বাক্বারা	৬৯	৫০৮
রক্ত			
কুরবানীর পশুর রক্ত ও গোশত আল্লাহর কাছে পৌছে না	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
গবাদি পশুর রক্ত ও গোবরের মধ্য থেকে দুধ তৈরি...	১৬-নাহ্ল	৬৬	৭০৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নিদর্শনস্বরূপ ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রতি রক্ত প্রেরণ	৭-আ'রাফ	১৩৩	৬২৪
প্রবাহিত করা (রক্ত প্রবাহিত না করার অঙ্গীকার, বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৮৪	৫০৯
প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে আসল ভাইয়েরা (ইউসুফের জামায়)	১২-ইউসুফ	১৮	৬৭৮
রক্ত হারাম	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
হারাম (রক্ত খাওয়া হারাম, প্রবাহিত রক্ত...)	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
হারাম (মৃতপশু হারাম করা হয়েছে, মুমিনদের জন্য)	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
হারাম (শূকরের গোশত/মৃত জন্তু/প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
রক্তপণ			
নিহতের পরিবারকে রক্তপণ প্রদান (মাফ না করলে)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
প্রদান (নিহতের পরিবারকে রক্তপণ প্রদান, মাফ না করলে)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
রক্তপাত			
পৃথিবীতে মানুষ রক্তপাত করবে (ফেরেশতাদের আশঙ্কা)	২-বাক্বারা	৩০	৫০৪
রক্ত-সম্পর্ক			
ঈমানদারদের রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় পরস্পর নিকটতর...	৮-আনফাল	৭৫	৬৩৯
রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়			
ঈমানদারদের রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় পরস্পর নিকটতর...	৮-আনফাল	৭৫	৬৩৯
নিকটতর (মুমিন ও মুহাজির হতে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় মীরাসে নিকটতর)	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
রক্তস্রাব (আরো দেখুন মাসিক শব্দটি)			
স্ত্রীর (এখনো রক্তস্রাব হয়নি এমন স্ত্রীর ইদ্দত তিন মাস)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
হতাশ (রক্তস্রাব হবার ব্যাপারে হতাশ স্ত্রীদের ইদ্দত তিন মাস)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
রক্ষক (আরো দেখুন প্রতিপালক/প্রভু শব্দটি)			
আল্লাহ প্রভু (কসম অবসান প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	২	৯৭০
আল্লাহই মানুষের প্রভু	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
আল্লাহ নবীর রক্ষক (নবীর গোপন কথা এক স্ত্রী অন্যকে বলা...)	৬৬-তাহ্রীম	৪	৯৭০
আল্লাহ মুমিনদের প্রভু (রক্ষক)	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
উত্তম প্রভু (আল্লাহ)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
নবীর রক্ষক আল্লাহ (নবীর গোপন কথা এক স্ত্রী অন্যকে বলা...)	৬৬-তাহ্রীম	৪	৯৭০
নিকৃষ্ট প্রভু (আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৩	৭৫৯
রক্ষণাবেক্ষণ			
আকাশ-পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ আল্লাহকে ক্লান্ত করে না	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
ভাইকে (আমরা আমাদের ভাইকে রক্ষণাবেক্ষণ করব)	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩
রক্ষণাবেক্ষণকারী			
আল্লাহ উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী	১২-ইউসুফ	৬৪	৬৮২
আল্লাহ শয়তান/জিনদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলেন (সুলাইমান আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮২	৭৫৫
ভাইয়েরা রক্ষণাবেক্ষণকারী ইউসুফের (ভাইয়েরা পিতাকে বলল)	১২-ইউসুফ	১২	৬৭৮
ভাইয়েরা রক্ষণাবেক্ষণকারী (বৈমাত্রেয় ভাইয়ের)	১২-ইউসুফ	৬৩	৬৮২
শয়তানদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলেন আল্লাহ (সুলাইমান আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮২	৭৫৫
রক্ষা			
অক্ষম (অন্য উপাস্যরা নিজকে ও অন্যকে রক্ষা করতে অক্ষম)	২১-আম্বিয়া	৪৩	৭৫৩
অগ্নিশিখা থেকে রক্ষা করবে না যে ছায়া (মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে)	৭৭-মুরসালাত	৩১	৯৯৮
অমঙ্গল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না (আল্লাহ চাইলে)	৩৩-আহযাব	১৭	৮৩৪
আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা...	২-বাক্বারা	২০১	৫২২
আগুনের মধ্যে যে আছে তাকে রক্ষা করার কেউ নেই	৩৯-যুমার	১৯	৮৭২
আত্মরক্ষা করতে পারেনি ছামূদ জাতি (বজ্রপাত থেকে)	৫১-যারিয়াত	৪৫	৯২৭
আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে যারা...	৭০-মা'আরিজ	৩২	৯৮২
আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি অনুসারীদেরকে অহঙ্কারীরা কিয়ামতে!	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
আল্লাহর শাস্তি থেকে মন্দকর্মশীলদের রক্ষা করারকেউ নেই	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
আল্লাহর শাস্তি থেকে রাসূল স. কে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (শাস্তি দিলে)	৭২-জিন	২২	৯৮৭
আল্লাহর শাস্তি থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেনি নূহ আ. ও লূত আ.	৬৬-তাহ্রীম	১০	৯৭১
আল্লাহ রক্ষা করেছেন মু'মিনদেরকে	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
আল্লাহ রক্ষা করবেন রাসূল স. কে (মানুষদের থেকে)	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
ইউসুফ আ. রক্ষা করেছে নিজেকে	১২-ইউসুফ	৩২	৬৭৯
কার্পণ্য থেকে যাদেরকে রক্ষা করা হয়েছে তারা সফলকাম	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
কাফিরদেরকে রক্ষা করবে কে? (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে)	৬৭-মুল্ক	২৮	৯৭৪
ক্ষতি থেকে (আল্লাহ নেককারকে কিয়ামতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন)	৭৬-দাহ্র	১১	৯৯৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রক্ষা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ছামুদ সম্প্রদায়ের মুমিন ও মুত্তাকীদের আল্লাহ রক্ষা...	৪১-ফুস্সিলাত	১৮	৮৮৭
জাহান্নামের শাস্তি হতে আল্লাহ রক্ষা করবেন (মুত্তাকীদের)	৫২-তূর	১৮	৯৩০
তাপ থেকে রক্ষার উপযোগী পোষাক আল্লাহ বানিয়েছেন	১৬-নাহ্‌ল	৮১	৭০৯
তীব্র আগুন থেকে রক্ষা করবেন আল্লাহ (মুত্তাকীদেরকে)	৪৪-দুখান	৫৬	৯০৪
নেককারকে রক্ষা করবেন আল্লাহ কিয়ামতের দিনের ক্ষতি থেকে	৭৬-দাহ্‌র	১১	৯৯৫
প্লাবন থেকে রক্ষার জন্য পর্বতে আশ্রয় (নূহের পুত্রের)	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
বাগানকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারল না মালিকরা	১৮-কাহ্‌ফ	৪৩	৭২৮
বিদ্রূপকারীদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করবে কে?	২১-আম্বিয়া	৪২	৭৫৩
মন্দ (শাস্তি) থেকে আল্লাহ যাকে রক্ষা করবেন তাকে...	৪০-মু'মিন	৯	৮৭৮
মুত্তাকীদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন আল্লাহ	৫২-তূর	১৮	৯৩০
মুমিনদেরকে রক্ষা করবে যে ব্যবসা (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে)	৬১-সাফ্‌ফ	১০	৯৬০
মুমিনদেরকে রক্ষা করলেন আল্লাহ (আগুনের গর্তের প্রান্ত থেকে)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
মুমিনদেরকে আল্লাহ রক্ষা করেন	২২-হাজ্জ	৩৮	৭৬১
মু'মিনদেরকে তীব্র আগুন থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
মু'মিন ব্যক্তিকে রক্ষা করলেন আল্লাহ (ফিরআউনের অনিষ্ট হতে)	৪০-মু'মিন	৪৫	৮৮১
মুমিনদের হাত থেকে কাফিরদের রক্ষার দাবী (মুনাফিকদের)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
যুদ্ধের সময় রক্ষাকারী পোষাক আল্লাহ বানিয়েছেন	১৬-নাহ্‌ল	৮১	৭০৯
রহমানের শাস্তি থেকে কাফিরদের রক্ষা করবে কে ?	২১-আম্বিয়া	৪২	৭৫৩
রাসূল স. কে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (আল্লাহ শাস্তি দিলে)	৭২-জিন্	২২	৯৮৭
লু হাওয়ার শাস্তি থেকে আল্লাহ জান্নাতীদের রক্ষা করেছেন	৫২-তূর	২৭	৯৩০
শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা (আগুনের শাস্তি থেকে)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
শাস্তি (লু হাওয়ার শাস্তি থেকে জান্নাতীদের রক্ষা)	৫২-তূর	২৭	৯৩০
শাস্তি থেকে মু'মিনদেরকে রক্ষা করার প্রার্থনা ফেরেশতাদের	৪০-মু'মিন	৯	৮৭৮
শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা (মুত্তাকীদের)	৩-আলে ইমরান	১৬	৫৩৭
শাস্তি থকে রক্ষা করবেন আল্লাহ (জ্বিনরা ঈমান আনলে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩১	৯১১
শাস্তি হতে আল্লাহ রক্ষা করবেন (মুত্তাকীদের)	৫২-তূর	১৮	৯৩০
সমুদ্রের বিপদ থেকে আল্লাহ রক্ষা করলে কৃতজ্ঞ হওয়ার ওয়াদা	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
স্ত্রীকে (নূহ ও লূত আ. স্ত্রীকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি)	৬৬-তাহ্‌রীম	১০	৯৭১
রক্ষা করতে পারা			
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না)	৪৬-আহ্‌কাফ	৮	৯০৮
রক্ষাকারী			
আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী (মু'মিনগণ)	২৩-মু'মিনূন	৮	৭৬৬
আযাব থেকে রক্ষাকারী থাকবে না (কিয়ামতের দিন)	৪০-মু'মিন	৩৩	৮৮০
আল্লাহর নির্দেশ, প্লাবন থেকে রক্ষাকারী নেই (নূহ আ. পুত্রের)	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষাকারী ছিল না (পূর্ববর্তীদের)	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৯
কাফিরদেরকে রক্ষা করবে তাদের দুর্গ (আল্লাহ থেকে)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
কাফিরদের রক্ষাকারী কেউ নেই (আল্লাহর শাস্তি থেকে)	১৩-রা'দ	৩৪	৬৯২
আল্লাহর নির্দেশ, প্লাবন থেকে রক্ষাকারী নেই (নূহ আ. পুত্রের)	১১-হূদ	৪৩	৬৬৯
রাসূল স. এর জন্য কোন রক্ষক থাকবে না কাফিরদের অনুসরণ করলে	১৩-রা'দ	৩৭	৬৯২
শয়তান রক্ষাকারী, কাফিরদের জন্য (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
রক্ষা/পূর্ণ করা			
অঙ্গীকার (আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করে বুদ্ধিমানরা)	১৩-রাআদ	২০	৬৯০
রক্ষা (সাহায্য)			
আল্লাহ হতে সালিহকে রক্ষা করবে কে, তাঁকে অমান্য করলে?	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
নূহকে আল্লাহ হতে রক্ষাকারী কেউ নেই যদি...	১১-হূদ	৩০	৬৬৮
রক্ষী (আরো দেখুন প্রহরী শব্দটি)			
জান্নাতের রক্ষীরা মুত্তাকীদের সালাম ও সম্ভাষণ জানাবে	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
জাহান্নামের রক্ষীরা কাফিরদেরকে প্রশ্ন করবে...	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
জাহান্নামের রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্তদেরকে	৬৭-মুল্‌ক	৮	৯৭২
রঙ (রং)			
নানা রঙের পানীয় বের হয় মৌমাছির পেট থেকে	১৬-নাহ্‌ল	৬৯	৭০৮
নিদর্শন (নানা রঙের সৃষ্টিতে উপদেশগ্রহণকারীদের জন্য নিদর্শন আছে)	১৬-নাহ্‌ল	১৩	৭০৪
বিভিন্ন রঙের মানুষ, জন্তু, গৃহপালিত পশু (আল্লাহর সৃষ্টি)	৩৫-ফাতির	২৮	৮৪৮
বিভিন্ন রঙের ফলমূল আল্লাহ উৎপন্ন করেন	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
বিভিন্ন রঙের পাহাড় রয়েছে (লাল, কালো ও সাদা)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
বিভিন্ন রঙয়ের ফসল উৎপন্ন করেন আল্লাহ (বৃষ্টির মাধ্যমে)	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
সৃষ্টি (পৃথিবীর নানান রঙের সৃষ্টিতে আল্লাহ নিদর্শন রেখেছেন)	১৬-নাহ্‌ল	১৩	৭০৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রচনা			
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীরা সফল হবে না	১৬-নাহ্‌ল	১১৬	৭১৩
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীরা সফল হবে না	১০-ইউনুস	৬৯	৬৬১
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করার অপবাদ (রাসূল স. কে)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা (হালাল-হারাম নিজেদের ইচ্ছামত বলা)	১৬-নাহ্‌ল	১১৬	৭১৩
ওহীকে নবীর রচনা বলে (কাফিররা)	১১-হূদ	৩৫	৬৬৮
কুরআন রচনার অপবাদ! (রাসূল স. এর প্রতি)	২১-আম্বিয়া	৫	৭৫০
কুরআন রাসূল স. এর রচনা নয় (যদিও মুশরিকরা বলে)	১০-ইউনুস	৩৮	৬৫৮
কুরআন রচনা করেছে রাসূল স. (কাফিররা বলে)	২৫-ফুরকান	৪	৭৮২
কুরআন রচনার অপবাদ! (রাসূল স. এর প্রতি)	৪৬-আহ্‌কাফ	৮	৯০৮
কুরআন এমন নয় যে আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করতে পারে	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
কুরআন এমন কথা নয় যা রচনা করা হয়েছে	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭
নবী যদি ওহী রচনা করেন তবে এর দায় তার উপর বর্তাবে	১১-হূদ	৩৫	৬৬৮
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা স্পষ্ট পাপ)	৪-নিসা	৫০	৫৬৩
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী জালিম)	৬-আন্'আম	২১	৫৯৭
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী বড় জালিম)	২৯-আনকাবূত	৬৮	৮২১
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী বড় জালিম)	১০-ইউনুস	১৭	৬৫৫
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্পর্কে যারা মিথ্যা রচনা করে তারা জালিম)	৩-আলে ইমরান	৯৪	৫৪৫
মিথ্যা রচনা (আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনাকারী জালিম)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
মিথ্যা রচনা (প্রতিপালকের বিরুদ্ধে জালিমদের মিথ্যা রচনা)	১১-হূদ	১৮	৬৬৭
মিথ্যা রচনা (মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা)	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
মিথ্যা রচনা করেছে এই ব্যক্তি (রাসূল স. সম্পর্কে আদ জাতির মন্তব্য)	২৩-মু'মিনূন	৩৮	৭৬৮
মিথ্যা রচনা করেছেন রাসূল স. আল্লাহ সম্পর্কে (কাফিররা বলে)	৩৪-সাবা	৮	৮৪১
মিথ্যা রচনা করেছে কাফিররা (আল্লাহ সম্পর্কে)	৫-মায়িদা	১০৩	৫৯৩
মিথ্যা রচনা করে (যে আল্লাহর আয়াতে ঈমান আনে না সে...)	১৬-নাহ্‌ল	১০৫	৭১২
মিথ্যা রচনাকারী অধিক জালিম (আল্লাহ সম্পর্কে)	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
মিথ্যা রচনা সম্পর্কে মুশরিকদের অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে	১৬-নাহ্‌ল	৫৬	৭০৭
মিথ্যা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী সর্বাধিক জালিম)	৬১-সাফ্‌ফ	৭	৯৬০
রাসূল স. এর রচনা বলা (কুরআনকে)	৩২-সাজ্‌দা	৩	৮৩০
রাসূল স. এর রচনা কুরআন! কাফিরদের অপবাদ!	৪৬-আহ্‌কাফ	৮	৯০৮
রাসূল স. এর রচনা নয় কুরআন (যদিও মুশরিকরা বলে)	১০-ইউনুস	৩৮	৬৫৮
রাসূল স. এর প্রতি কুরআন রচনার অপবাদ!	২১-আম্বিয়া	৫	৭৫০
সূরা (কাফিরদেরকে কুরআনের মত সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ)	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
রচিত			
সূরা (কাফিরদেরকে স্বরচিত দশটি সূরা আনার চ্যালেঞ্জ)	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
রটনা			
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারীদের ধারণা কী?(কিয়ামত সম্পর্কে)	১০-ইউনুস	৬০	৬৬০
রদকারী			
হুকুম (আল্লাহর হুকুম রদকারী কেউ নেই)	১৩-রা'দ	৪১	৬৯২
রব (আরো দেখুন প্রতিপালক/প্রভু শব্দটি)			
দয়া ছড়িয়ে দিবেন (গুহায় আশ্রয়গ্রহণকারী আসহাবে কাহাফের জন্য)	১৮-কাহ্‌ফ	১৬	৭২৫
রব্বানী (আরো দেখুন আল্লাহ্ ওয়ালা শব্দটি)			
নবীদের সাথী ছিল অনেক রব্বানী/আল্লাহ ওয়ালা (যুদ্ধক্ষেত্রে)	৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
পণ্ডিত ও রব্বানীগণ নিষেধ করে না কেন পাপ কথা অবৈধ...	৫-মায়িদা	৬৩	৫৮৮
বিচার-ফায়সালা করত রব্বানীগণ (ইহুদীদের)	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
মানুষকে রব্বানী হওয়ার আহ্বান জানাবেন (কিতাবপ্রাপ্ত হলে)	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
রমযান			
মাস (রমজান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
রশি (আরো দেখুন দড়ি শব্দটি)			
আল্লাহ রশি ছাড়া আহলে কিতাবদের যেখানেই পাওয়া যাবে...	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
আল্লাহর রশি আঁকড়ে ধরার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
টানানো (আকাশের দিকে রশি টানিয়ে তা কেটে ফেলা, উপমাপ্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯
পাকানো রশি (আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় পাকানো রশি থাকবে)	১১১-লাহাব	৫	১০৩৫
মানুষের রশি ছাড়া আহলে কিতাবদের যেখানেই পাওয়া যাবে...)	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
রসায়ন বিজ্ঞান প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
রসিকতা			
কুরআন রসিকতা নয়	৮৬-তারিক	১৪	১০১৭
রসুন			
উৎপাদন (রসুন উৎপাদনের জন্য বনী ইসরাঈলের অনুরোধ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রহমত (আরো দেখুন করুণা/দয়া শব্দটি)			
মুহাম্মদ স.কে জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে	২১-আম্বিয়া	১০৭	৭৫৭
রহমান			
আলোচনা (কাফিররা রহমান এর আলোচনায় অবিশ্বাসী)	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
কাফিররা রহমান সম্পর্কে বলে 'রহমান' কি?	২৫-ফুরকান	৬০	৭৮৬
ডাকা (রহমানকে ডাকা...)	১৭-ইস্রা	১১০	৭২৩
বান্দা (রহমানের বান্দারা পৃথিবীতে বিনম্রী হয়ে চলে)	২৫-ফুরকান	৬৩	৭৮৬
রক্ষা (রহমানের শাস্তি থেকে কাফিরদের রক্ষা করবে কে ?)	২১-আম্বিয়া	৪২	৭৫৩
সিজদা (রাহমানের জন্য সিজদা করতে বলা, কাফিরদেরকে)	২৫-ফুরকান	৬০	৭৮৬
রহমান (দয়াময়)			
আল্লাহ রহমান (আরশে সমাসীন হয়েছেন)	২৫-ফুরকান	৫৯	৭৮৬
রহিত			
আয়াত (রহিত আয়াতের স্থলে অনুরূপ আয়াত আনেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১০৬	৫১২
শয়তানের নিক্ষিপ্ত বস্তু আল্লাহ রহিত করেন (নবী-রাসূলদের আকাঙ্ক্ষা...)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
শাস্তি (স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি স্ত্রী সাক্ষ্য দেয়...)	২৪-নূর	৮	৭৭৪
রাইনা (থামুন)			
বলা (রাসূল স. এর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রাইনা না বলার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১০৪	৫১২
বলা (ইহুদীদের রাইনা/থামুন বলা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
রাকীম			
অধিবাসীরা (রাকিমের অধিবাসীরা বিস্ময়কর নিদর্শন আল্লাহর)	১৮-কাহ্ফ	৯	৭২৪
রাখা			
অবশিষ্ট রাখলেন আল্লাহ নূহের বংশধরকে	৩৭-সাফ্ফাত	৭৭	৮৬০
অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখা (যুদ্ধরত অবস্থায় নামাজ আদায়ের সময়)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
ইবরাহীমের স্মৃতি স্মরণীয় রাখা (পরবর্তীদের মাঝে)	৩৭-সাফ্ফাত	১০৮	৮৬২
ইলইয়াসের স্মৃতি অব্যাহত রাখা (পরবর্তীদের মাঝে)	৩৭-সাফ্ফাত	১২৯	৮৬৩
উপরে রাখবেন আল্লাহ (ঈসার অনুসরণকারীদেরকে...)	৩-আলে ইমরান	৫৫	৫৪১
একটি দেহ সুলাইমানের আসনে রেখে তাকে পরীক্ষা	৩৮-সোয়াদ	৩৪	৮৬৮
একজনের স্থলে অন্যজনকে রাখলে আমরা জালিম হয়ে যাব...	১২-ইউসুফ	৭৯	৬৮৪
জামা রাখতে বলল ইউসুফের পিতার চেহারায়	১২-ইউসুফ	৯৩	৬৮৫
কল্যাণ রাখা (কারো অপছন্দের স্ত্রীর মধ্যেও আল্লাহ কল্যাণ রাখেন)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
খেজুর গাছ (ইহুদীদের যেসব খেজুর গাছ রেখে দিয়েছে মুমিনরা...)	৫৯-হাশর	৫	৯৫৫
জামা (পিতা ইয়াকুবের চেহারা ইউসুফের জামা রাখল)	১২-ইউসুফ	৯৬	৬৮৬
রাসূল স. কে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে মুসল্লিদের ছুটে যাওয়া	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
নিদর্শন রাখা আছে অনুধাবনকারীদের জন্য (লূত জাতির ধ্বংসে)	২৯-আনকাবূত	৩৫	৮১৯
নিরাপদ স্থানে রাখা (তুচ্ছ পানি, নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত)	৭৭-মুরসালাত	২১	৯৯৮
নিদর্শন রেখেছেন আল্লাহ (লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের মধ্যে)	৫১-যারিয়াত	৩৭	৯২৭
নৌযান (নূহের নৌযানকে নিদর্শন করে রেখেছেন আল্লাহ)	৫৪-কামার	১৫	৯৩৬
পণ্যমূল্য ভাইদের ব্যাগসমূহে রেখে দিতে বলল ভৃত্যদেরকে (ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	৬২	৬৮২
পথ রাখা (আল্লাহ মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের পথ রাখেননি)	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
পথ রাখা (শান্তিপ্রস্তাব দানকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ কোন পথ রাখেননি)	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
পরবর্তীদের মাঝে নূহ আ. কে স্মরণীয় করে রাখা	৩৭-সাফ্ফাত	৭৮	৮৬০
পাখীর অংশগুলো পাহাড়ে রাখতে ইবরাহীমকে নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
বক্রতা (কুরআনে কোন বক্রতা রাখেননি আল্লাহ)	১৮-কাহ্ফ	১	৭২৪
বগলে হাত রাখার পর বের করলে তা উজ্জ্বল হওয়া(মূসা আ. প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	২২	৭৪২
বিদ্বেষ (মুমিনদের অন্তরে বিদ্বেষ না রাখার প্রার্থনা মুমিনদের ব্যাপারে)	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬
ভাইকে (অন্য এক ভাইকে রাখার অনুরোধ ইউসুফের ভাইয়ের স্থলে)	১২-ইউসুফ	৭৮	৬৮৪
ভাইকে নিজের কাছে রাখতে পারত না ইউসুফ আ. (আল্লাহ কৌশল না করলে)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
মূসা আ. ও হারুনকে পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রেখেছেন..	৩৭-সাফ্ফাত	১১৯	৮৬২
রাসূল স. কে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে মুসল্লিদের ছুটে যাওয়া	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
রিসালাত রাখার স্থান সম্পর্কে আল্লাহই বেশি জানেন	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
সম্পদ নিজের কাছে রেখে দেয়া বা দান করা সুলাইমানের ইচ্ছা	৩৮-সোয়াদ	৩৯	৮৬৮
সরল-সঠিকপথে রাখেন আল্লাহ (যাকে ইচ্ছা)	৬-আন্'আম	৩৯	৫৯৯
হাত (রাসূলগণ প্রমাণসহ এলে কাফিররা মুখে হাত রেখে বলত...)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
রাখা (জীবিত রাখা)			
সাকার জীবিতও রাখবে না আবার মৃতও ছেড়ে দেবে না	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৮	৯৯১
রাখা (প্রবেশ করানো)			
মূসার হাত পকেটে রাখার পর তা শুভ্র-উজ্জ্বল হওয়া...	২৭-নামল	১২	৮০০
হাত (জামার গলার ভেতরে হাত রাখতে বললেন আল্লাহ মূসাকে)	২৮-কাসাস	৩২	৮১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাখাল			
পশুদের রাখালরা পশুদের বের না করলে আমরা পশুদেরকে...	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
রাজত্ব			
অংশ (আহলে কিতাবদের রাজত্বের কোন অংশ দেয়া হয়নি...)	৪-নিসা	৫৩	৫৬৩
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর	৪৮-ফাত্হ	১৪	৯১৭
আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর	৫৭-হাদীদ	৫	৯৪৮
আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর	৩৯-যুমার	৪৪	৮৭৫
আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই	২-বাক্বারা	১০৭	৫১২
আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর	৫৭-হাদীদ	২	৯৪৮
আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব কি কাফিরদের?	৩৮-সোয়াদ	১০	৮৬৬
আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর	৯-তাওবা	১১৬	৬৫২
আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর	৮৫-বুরূজ	৯	১০১৫
আল্লাহর হাতে রাজত্ব	৬৭-মুল্ক	১	৯৭২
আল্লাহর (আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের রাজত্ব আল্লাহর)	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই)	৪৫-জাছিয়া	২৭	৯০৭
আল্লাহর (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৫-মায়িদা	১২০	৫৯৫
আল্লাহর (আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর)	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
আল্লাহর রাজত্ব, আকাশ ও পৃথিবীতে	২৫-ফুরকান	২	৭৮২
আল্লাহর রাজত্ব, আকাশ ও পৃথিবীতে	২৪-নূর	৪২	৭৭৮
আল্লাহর রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীতে)	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
আল্লাহর রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীতে)	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
আল্লাহর রাজত্ব, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে	৫-মায়িদা	৪০	৫৮৫
আল্লাহর রাজত্ব (কিয়ামতের দিনের)	২২-হাজ্জ	৫৬	৭৬৩
আল্লাহর (রাজত্ব নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহরই)	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
আল্লাহর রাজত্ব (পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা সে আল্লাহরই)	৬৪-তাগাবুন	১	৯৬৬
আল্লাহর রাজত্ব (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন রাজত্ব আল্লাহরই)	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
আল্লাহর রাজত্ব (আকাশ ও পৃথিবীর)	৩-আলে ইমরান	১৮৯	৫৫৪
আল্লাহরই রাজত্ব যিনি মানুষের প্রতিপালক (একমাত্র ইলাহ)	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
ইবরাহীমের বংশধরদেরকে আল্লাহ রাজত্ব দান করে ছিলেন	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
কিয়ামতের দিনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর	৪০-মু'মিন	১৬	৮৭৯
কেড়ে নেয়া (রাজত্ব কেড়ে নেন আল্লাহ যার থেকে ইচ্ছা)	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
তালূতের রাজত্ব হবে কি করে (বনী ইসরাঈলরা বলল)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
দান (রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন আল্লাহ দাউদকে)	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
দান (রাজত্ব দান করেছেন প্রতিপালক ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
দান (রাজত্ব দান করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
নমরূদকে আল্লাহ রাজত্ব দিয়েছিলেন	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
নারীর রাজত্ব (সাবার রানী বিলকিস প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২৩	৮০১
নিদর্শন (তালূতের রাজত্বের নিদর্শন...)	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
পৃথিবী ও আকাশের রাজত্ব আল্লাহর	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
প্রদান (রাজত্ব প্রদান করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা)	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
ফিরআউন সম্প্রদায়ের রাজত্ব (পৃথিবীতে প্রভাবশালী হিসেবে)	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
মালিক (রাজত্বের মালিক আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
মিসরের রাজত্ব (মিসরে ফির'আ উনের রাজত্ব প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৫১	৮৯৯
শরীক নেই (আল্লাহর রাজত্বে কোন শরীক নেই)	১৭-ইসরা	১১১	৭২৩
শরীক (রাজত্বে শরীক নেই, আল্লাহর)	২৫-ফুরকান	২	৭৮২
সত্যিকার রাজত্ব দয়াময় আল্লাহর (কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	২৬	৭৮৪
সাবার নারীর রাজত্ব (সাবার রানী বিলকিস প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২৩	৮০১
সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত (জাদু...)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
হকদার (রাজত্বের বেশি হকদার প্রধান ব্যক্তিগণ...)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
রাজা (আরো দেখুন বাদশাহ শব্দটি)			
ইউসুফকে তার কাছে নিয়ে আসতে বলল রাজা (আযীয)	১২-ইউসুফ	৫৪	৬৮২
ইউসুফকে নিয়ে আসতে বলল রাজা (কারাগার থেকে)	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
ছিনিয়ে নিত নৌকা (বল প্রয়োগ করে...)	১৮-কাহ্ফ	৭৯	৭৩১
পানপাত্র (রাজার পানপাত্র হারিয়েছে বলে জানাল তারা, কাফেলাকে)	১২-ইউসুফ	৭২	৬৮৩
প্রবেশ (রাজাগণ জনপদে প্রবেশ করলে সম্মানিতদের অপমানিত করে)	২৭-নামল	৩৪	৮০২
বিধান (রাজার বিধানে ভাইকে নিজের কাছে রাখতে পারত না ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
স্বপ্নে দেখল রাজা, সাতটি মোটাতাজা গাভী...	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাজি			
বিধিমোতাবেক রাজি হয়ে বিয়ে করবে স্ত্রীগণ স্বামীদেরকে	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
রাজী করানোর চেষ্টা			
পিতাকে রাজি করানোর চেষ্টা করবে (ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভাইকে আনার জন্য)	১২-ইউসুফ	৬১	৬৮২
রাজ্য			
অক্ষয় রাজ্যের বিষয়ে আদমকে শয়তানের কুমন্ত্রণা	২০-ত্বা-হা	১২০	৭৪৮
জান্নাতে তাকালেই নেয়ামত ও বিশাল রাজ্য দেখা যাবে	৭৬-দাহ্র	২০	৯৯৬
দাউদের রাজ্যকে সদৃঢ় করেছিলেন আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	২০	৮৬৭
প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট সুলাইমানের রাজ্য প্রার্থনা)	৩৮-সোয়াদ	৩৫	৮৬৮
রাজ্যাধিপতি			
বানানো (রাজ্যাধিপতি বানিয়েছেন আল্লাহ মূসার সম্প্রদায় থেকে)	৫-মায়িদা	২০	৫৮৩
রাত			
অংশ (রাতের এক অংশে লূতকে সপরিবারে বের হওয়ার নির্দেশ)	১৫-হিজর	৬৫	৭০১
অংশ (রাতের সামান্য অংশ নিদ্রায় অতিবাহিত করত মুত্তাকীরা)	৫১-যারিয়াত	১৭	৯২৫
অতিক্রম প্রভাতে ও রাতে লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ)	৩৭-সাফ্ফাত	১৩৭	৮৬৩
অন্তহীন (রাতকে অন্তহীন করে দেন যদি আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৭১	৮১৪
অন্ধকার (রাতকে আল্লাহ অন্ধকার করেছেন)	৭৯-নাযি'আত	২৯	১০০৪
অন্ধকার (রাতের অন্ধকারে সালাত কায়েমের নির্দেশ)	১৭-ইস্রা	৭৮	৭২০
অন্ধকার (রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত পাপী চেহারা)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
অবস্থান (রাত-দিনে যা অবস্থান করে সবই আল্লাহর)	৬-আন্'আম	১৩	৫৯৭
অর্ধেক (রাতের অর্ধেক সময় দাঁড়িয়ে রাসূল স. এর সালাত আদায়)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
আচ্ছাদিত করেন আল্লাহ রাতকে দিন দ্বারা	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
আত্মগোপনকারী (রাতে আত্মগোপনকারী ও দিনেপ্রকাশ্যে বিচরণকারী...)	১৩-রা'দ	১০	৬৮৯
আনা (রাত এনে দেবে কে? আল্লাহ দিনকে অন্তহীন করলে...)	২৮-কাসাস	৭২	৮১৪
আবর্তন (দিন-রাতের আবর্তন অনুধাবনকারীদের জন্য নিদর্শন)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
আবরণ (রাতকে আল্লাহ আবরণ স্বরূপ বানিয়েছেন)	৭৮-নাবা	১০	১০০০
আবরণ বানিয়েছেন আল্লাহ রাতকে (মানুষের জন্য)	২৫-ফুরকান	৪৭	৭৮৫
আল্লাহর নির্দেশ দিনে/রাতে আসল (শস্যক্ষেত ধ্বংসের)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
আহ্বান (নূহ আ. সম্প্রদায়কে দিনে ও রাতে আহ্বান করেছিল)	৭১-নূহ্	৫	৯৮৪
উত্তম (কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম)	৯৭-কাদর	৩	১০২৯
কদরের রাত সম্পর্কে রাসূল স. কে জানানো প্রসঙ্গ...	৯৭-কাদর	২	১০২৯
কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম	৯৭-কাদর	৩	১০২৯
কদরের রাতে আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন	৯৭-কাদর	১	১০২৯
কসম (রাত যখন গত হতে থাকে তার কসম)	৮৯-ফাজ্র	৪	১০২১
কসম (রাতের কসম যখন তা নিঝুম হয়)	৯৩-দুহা	২	১০২৬
কসম রাতের	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৩	৯৯১
কসম (অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের কসম)	৮৪-ইনশিকাক্ব	১৭	১০১৩
কসম রাতের (যখন তা আচ্ছাদিত হয়)	৯১-শাম্স	৪	১০২৪
কসম রাতের যখন তা আচ্ছাদিত করে	৯২-লাইল	১	১০২৫
কসম রাতের (যখন তার অবসান হয়)	৮১-তাকভীর	১৭	১০০৮
ঘুম (রাতের বেলায় ঘুম আল্লাহর নিদর্শন)	৩০-রূম	২৩	৮২৩
চল্লিশ রাত (মূসার জন্য নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত পূর্ণ হওয়া)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
চল্লিশ রাত মূসার জন্য নির্দিষ্ট করা (বাছুর পূজা প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৫১	৫০৬
তাহাজ্জুদ (রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের নির্দেশ, রাসূল স. কে)	১৭-ইস্রা	৭৯	৭২০
তিনরাত কথা বলতে পারবে না যাকারিয়া	১৯-মারইয়াম	১০	৭৩৪
ত্রিশ রাত (মূসার জন্য প্রতিপালক কর্তৃক ত্রিশ রাত নির্দিষ্ট করা)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
দশ রাতের কসম	৮৯-ফাজ্র	২	১০২১
দাঁড়ানো (রাতে দাঁড়ানোর নির্দেশ রাসূল স. কে, নামাজের জন্য)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২	৯৮৮
দান (দিনে/রাতে সম্পদ দানের প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	২৭৪	৫৩২
দিনকে রাতের ভিতর প্রবেশ করান আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
দিনকে আচ্ছাদিত করেন আল্লাহ রাত দ্বারা	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
দিনকে অতিক্রম করা রাতের পক্ষে সম্ভব নয় ..	৩৬-ইয়াসীন	৪০	৮৫৪
দিন দ্বারা রাতকে আচ্ছাদিত করেন (আল্লাহ)	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
দিনের মধ্যে আল্লাহ রাতকে প্রবেশ করান	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
দিন (রাত ও দিন বানিয়েছেন আল্লাহ, পরস্পরের অনুগামী)	২৫-ফুরকান	৬২	৭৮৬
দিন (রাত-দিনের আবর্তনের মাঝে নিদর্শন রয়েছে)	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
দিন (রাত ও দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন আল্লাহ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দিন (রাত-দিনের আবর্তন আল্লাহর অধিকারে)	২৩-মু'মিনূন	৮০	৭৭১
দিন রাতের পরিবর্তনের মাঝে শিক্ষা রয়েছে	২৪-নূর	৪৪	৭৭৮
নিদর্শন (অনুধাবনকারীদের জন্য রাত নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
নিদর্শন (রাত থেকে দিন অপসারিত করে অন্ধকারাচ্ছন্ন করা)	৩৬-ইয়াসীন	৩৭	৮৫৪
নিদর্শন (রাতের নিদর্শন চাঁদকে বিলুপ্ত বা আলোহীন করা)	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
নিয়োজিত (দিন-রাতকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
নিয়োজিত (রাত মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত)	১৪-ইবরাহীম	৩৩	৬৯৬
নিঝুম হওয়া (রাতের কসম যখন তা নিঝুম হয়)	৯৩-দুহা	২	১০২৬
নিদর্শন (রাত আল্লাহর নিদর্শন)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৭	৮৮৯
নিদর্শন (রাত ও দিন দু'টি নিদর্শন)	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
পবিত্রতা ঘোষণা (দিনে ও রাতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা)	২১-আম্বিয়া	২০	৭৫১
পবিত্রতা (রাত-দিন পবিত্রতা ঘোষণা করেও ক্লান্ত নয় ফেরেশতারা)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৮	৮৮৯
পবিত্রতা ঘোষণা (রাতের দীর্ঘ সময় প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা)	৭৬-দাহ্র	২৬	৯৯৬
পবিত্রতা ঘোষণা (রাতের একাংশে প্রতিপালকের পবিত্রতা)	৫০-ক্বাফ	৪০	৯২৪
পবিত্রতা ঘোষণা (রাতের কিছু অংশে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা)	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
পবিত্রতা ঘোষণা (রাতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	৫২-তূর	৪৯	৯৩১
পরিবর্তন (রাত দিনের পরিবর্তনে মুমিনদের জন্য নিদর্শন আছে)	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
পরিবর্তন (রাত দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন)	৩-আলে ইমরান	১৯০	৫৫৪
পাঠ করা (রাতের বেলা আয়াত পাঠ করে একদল আহলে কিতাব)	৩-আলে ইমরান	১১৩	৫৪৭
প্রথমাংশ (রাতের প্রথমাংশে সালাত কায়েম করার নির্দেশ)	১১-হূদ	১১৪	৬৭৬
প্রবেশ (আল্লাহ রাতকে প্রবেশ করান দিনের মধ্যে)	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
প্রবেশ করান আল্লাহ দিনকে রাতে...	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
প্রবেশ করান আল্লাহ রাতকে দিনের ভিতর	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
প্রবেশ করান আল্লাহ রাতকে দিনে ...	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
প্রবেশ করানো (দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	৬	৯৪৮
প্রবেশ করানো (আল্লাহ রাতকে দিনে/দিনকে রাতে প্রবেশ করান)	২২-হাজ্জ	৬১	৭৬৩
প্রবেশ করানো (রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	৬	৯৪৮
বিশ্রাম (আল্লাহ রাত সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য)	১০-ইউনুস	৬৭	৬৬০
বিশ্রামের জন্য আল্লাহ রাত সৃষ্টি করেছেন	৬-আন্'আম	৯৬	৬০৫
বিশ্রামের জন্য রাত বানিয়েছেন আল্লাহ	৪০-মু'মিন	৬১	৮৮৩
বিশ্রামের জন্য রাত বানিয়েছেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৭৩	৮১৪
বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করার মাঝে মুমিনদের জন্য নিদর্শন	২৭-নাম্ল	৮৬	৮০৭
বের হওয়া (লূতকে রাতে বের হয়ে যাওয়ার পরামর্শ)	১১-হূদ	৮১	৬৭৩
ভ্রমণ (রাতদিন দৃশ্যমান জনপদে ভ্রমণের নির্দেশ, সাবাবাসীকে)	৩৪-সাবা	১৮	৮৪২
ভ্রমণ (রাসূল স. কে রাতে ভ্রমণ করানো, মেরাজ প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্রা	১	৭১৪
মূসাকে রাতে বের হওয়ার নির্দেশ (আল্লাহর বান্দাদের নিয়ে)	৪৪-দুখান	২৩	৯০৩
মৃত্যু ঘটানো (আল্লাহই রাতে মানুষের মৃত্যু ঘটান, ঘুম প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৬০	৬০১
মোবারক রাতে কুরআন অবতীর্ণ	৪৪-দুখান	৩	৯০২
রক্ষা করা (রহমান থেকে দিনে ও রাতে কাফিরদের কে রক্ষা করবে ?)	২১-আম্বিয়া	৪২	৭৫৩
রোযার রাতে যৌনসম্ভোগ হালাল করা হয়েছে	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
রোযা (রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করা, ফজর থেকে)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
শাস্তি আসা (অপরাধীদের উপর রাতে/দিনে শাস্তি আসা)	১০-ইউনুস	৫০	৬৫৯
শাস্তি আসা (রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় শাস্তি আসা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯৭	৬২১
শাস্তি (রাতে শাস্তি এসেছে, জনপদ ধ্বংসের জন্য...)	৭-আ'রাফ	৪	৬১৩
ষড়যন্ত্র (অহংকারীদের রাত-দিনের ষড়যন্ত্র দুর্বলদেরকে কাফির...)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
সময় (রাতের সময় ইবাদাতের দিক থেকে অধিক কার্যকর)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৬	৯৮৮
সাত রাত বিরামহীনভাবে ঝড়ো হাওয়া বয় (আদ জাতির উপর)	৬৯-হাক্কাহ্	৭	৯৭৮
সিজদা (রাতে সিজদাকারী ও আল্লাহর দয়া প্রত্যাশীর মর্যাদা)	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
সিজদাবনত (রাতের কিছু অংশে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হওয়া)	৭৬-দাহ্র	২৬	৯৯৬
সৃষ্টি (আল্লাহ দিন-রাত ও চন্দ্র -সূর্য সৃষ্টি করেছেন)	২১-আম্বিয়া	৩৩	৭৫২
রাত অতিবাহিত করা			
বান্দারা রাত অতিবাহিত করে সিজদাবনত অবস্থায়	২৫-ফুরকান	৬৪	৭৮৭
রাত (অন্ধকার)			
অনিষ্ট (অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া...)	১১৩-ফালাক	৩	১০৩৬
রাত (প্রথম প্রহর)			
আসা (ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দিয়ে রাতে আসল ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	১৬	৬৭৮
রাতে আত্মপ্রকাশকারী			
কসম (রাতে আত্মপ্রকাশকারী উজ্জ্বল তারকার কসম)	৮৬-তারিক	১	১০১৭
কিসে জানাবে রাসূল স. কে রাতে আত্মপ্রকাশকারী সম্পর্কে?	৮৬-তারিক	২	১০১৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাতে পরামর্শ			
মুনাফিকদের রাতের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১০৮	৫৭১
লিখে রাখা (মুনাফিকদের রাতের পরামর্শ আল্লাহ লিখে রাখেন)	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
রাতে বের হওয়া			
মূসা আ.কে ওহী (মুমিনদের নিয়ে রাতে বের হওয়ার জন্য	২৬-শু'আরা	৫২	৭৯০
লূত আ. কে রাতে বের হওয়ার নির্দেশ (পরিবার-পরিজনসহ)	১১-হূদ	৮১	৬৭৩
লূতকে রাতের কোন এক অংশে সপরিবারে বের হওয়ার নির্দেশ	১৫-হিজর	৬৫	৭০১
রাতের বেলা			
আয়াত পাঠ করে রাতের বেলায়, আহলে কিতাবদের এক দল)	৩-আলে ইমরান	১১৩	৫৪৭
রাতের বেলা যাওয়া			
শস্যক্ষেতে রাতের বেলা ভেড়া চলে যাওয়ার বিচার (দাউদ/সুলাইমান...)	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
রাত্রি			
আচ্ছন্ন করা (ইবরাহীমকে রাত্রির অন্ধকার আচ্ছন্ন করা)	৬-আন্'আম	৭৬	৬০৩
রাত্রি জাগরণ (দেখুন তাহাজ্জুদ শব্দটি)			
রাষ্ট্র (দেখুন রাজ্য ও দেশ শব্দটি)			
রাস (কূপ)			
অধিবাসী (রাস্ এর অধিবাসীদের মিথ্যাবাদী বলেছিল)	৫০-কৃাফ	১২	৯২২
'রাস' এর অধিবাসীকে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৩৮	৭৮৫
রাস্বাসী			
মিথ্যাবাদী বলা (রাসবাসী মিথ্যাবাদী বলেছিল তাদের রাসূলকে)	৫০-ক্বাফ	১২	৯২২
রাসূল স. (আরো দেখুন বাণীবাহক/বার্তাবাহক শব্দটি)			
অকল্যাণকে 'রাসূল স. এর পক্ষ থেকে' বলা (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
অদৃশ্য বিষয়ের কিছু জ্ঞান আল্লাহ তার সন্তোষভাজন রাসূল স. কে দেন	৭২-জিন্	২৭	৯৮৭
অধিবাসী (রাসূল স. মক্কা নগরের অধিবাসী)	৯০-বালাদ	২	১০২৩
অনুসরণ (রাসূল স. কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে...)	১৩-রা'দ	৩৭	৬৯২
অনুসরণ (রাসূলদেরকে অনুসরণ করার আহ্বান, এক ব্যক্তির)	৩৬-ইয়াসীন	২০	৮৫২
অনুসরণ (রাসূল স. এর অনুসরণ, কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
অনুসরণ (রাসূল স. এর অনুসরণকারী সফল)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
অনুসরণ (রাসূলের অনুসরণ করেছে হাওয়ারীরা)	৩-আলে ইমরান	৫৩	৫৪১
অনুসরণ (রাসূল স. এর অনুসরণ করত যদি গণিমত নিকটবর্তী হত...)	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
অনুমতি (রাসূল স. এর অনুমতি প্রার্থনা করে যদি মুনাফিকরা...)	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
অনুসরণ (জালিমরা রাসূল স. এর অনুসরণের জন্য অবকাশ চাইবে)	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
অনুগ্রহ (রাসূল স. এর প্রতি প্রতিপালকের বিরাট অনুগ্রহ)	১৭-ইস্রা	৮৭	৭২১
অনুগত (আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়ে সৎকাজ করলে)	৩৩-আহ্যাব	৩১	৮৩৬
অন্তর (রাসূল স. এর অন্তর সংকুচিত হয় কাফিরদের কথায়)	১৫-হিজর	৯৭	৭০২
অবতীর্ণ (রাসূল স. কি অবতীর্ণ ওহীর কিছু বর্জন করবেন!)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
অবতীর্ণ (রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ আয়াত শুনে নাসারাদের অশ্রুসজল হওয়া)	৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
অবতীর্ণ (রাসূল স. এর উপর অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান আনার নির্দেশ)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
অবতীর্ণ (রাসূল স. এর উপর অবতীর্ণ বিষয়ে কিতাবপ্রাপ্তরা উৎফুল্ল...)	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
অবতীর্ণ (রাসূল স. এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য)	১৩-রা'দ	১	৬৮৮
অবিশ্বাসী ও রাসূল স. এর মাঝে পর্দা টেনে দেয়া (কুরআন পাঠ করলে)	১৭-ইস্রা	৪৫	৭১৭
অবিশ্বাস (আল্লাহ ও রাসূল স. কে অবিশ্বাস করেছে মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৮৪	৬৪৯
অবিশ্বাস (আল্লাহ ও রাসূল স. কে অবিশ্বাসকারীই প্রকৃত কাফির)	৪-নিসা	১৫০	৫৭৬
অবিশ্বাস (রাসূলগণকে অবিশ্বাসকারীরা সুদূর পথভ্রষ্ট)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
অবিশ্বাস (রাসূল স. এর প্রতি অবিশ্বাসীদের ব্যয় গ্রহণ নিষেধ)	৯-তাওবা	৫৪	৬৪৫
অভিবাদন (রাসূল স. কে অভিবাদন জানার মুনাফিকরা এমন ভাবে...)	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
অভিনব (মুহাম্মদ স. কোনো অভিনব রাসূল নন)	৪৬-আহ্কাফ	৯	৯০৮
অমান্য (রাসূল স. কে অমান্য করার ব্যাপারে গোপনে কথা বলা)	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
অমান্য (রাসূল স. কে অমান্য করার ব্যাপারে গোপনে কথা বলা নিষেধ)	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩
অমান্য (প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করায় অপরাধীদের ধ্বংস)	৬৯-হাক্কাহ্	১০	৯৭৮
অমান্য (রাসূলকে অমান্যের পরিণাম জাহান্নামের আগুন)	৭২-জিন্	২৩	৯৮৭
অমান্য (রাসূলকে অমান্যকারী মাটির সাথে মিশে যেতে কামনা করবে)	৪-নিসা	৪২	৫৬২
অমান্য (রাসূল স.কে অমান্য না করার বাইয়াত গ্রহণ, মুমিন নারীদের)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
অমান্য (আল্লাহ-রাসূল স. এর অমান্যকারীকে আগুনে প্রবেশ করানো হবে)	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
অমান্য (আদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অমান্য করেছিল)	১১-হূদ	৫৯	৬৭১
অমান্যকারী (আল্লাহ ও রাসূলে অমান্যকারী পথভ্রষ্ট)	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
অমান্য (প্রতিপালক ও রাসূলের অবাধ্যতার শাস্তি)	৬৫-তালাক	৮	৯৬৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আকাঙ্ক্ষা (নবী-রাসূলদের আকাঙ্ক্ষা ও শয়তানের...)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
আগমন (স্পষ্ট প্রমাণসহ রাসূলদের আগমন)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
আদর্শ (আল্লাহকে স্মরণকারীর জন্য রাসূল স. এর মধ্যে উত্তম আদর্শ)	৩৩-আহযাব	২১	৮৩৫
আনুগত্য (রাসূল স. এর আনুগত্য না করায় কাফিরদের অনুতাপ)	৩৩-আহযাব	৬৬	৮৩৯
আনুগত্য (রাসূলকে আনুগত্য করা মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করা)	৪-নিসা	৮০	৫৬৭
আনুগত্য (রাসূলের আনুগত্য করলে কর্ম হ্রাস করা হবে না...)	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
আনুগত্য রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ (ঈমানদারদের প্রতি)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৩	৯১৫
আনুগত্য (রাসূলের আনুগত্য, মদ/জুয়া থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯২	৫৯২
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করলে জান্নাতে প্রবেশ)	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্যকারীর উপর আল্লাহর নেয়ামত)	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
আনুগত্য (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারী মহাসাফল্য লাভ করেছে)	৩৩-আহযাব	৭১	৮৪০
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ)	৮-আনফাল	৪৬	৬৩৬
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর অনুগত্য করে মুমিন নর-নারীরা)	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্যের নির্দেশ)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ)	৮-আনফাল	১	৬৩২
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ)	৩-আলে ইমরান	৩২	৫৩৯
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ)	৬৪-তাগাবুন	১২	৯৬৭
আনুগত্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্যকারীকে জান্নাতে ...)	৪৮-ফাত্হ	১৭	৯১৭
আনুগত্য (রাসূল স. এর আনুগত্য করতে মুমিনদের প্রতি নির্দেশ)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
আনুগত্য (রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ)	২৪-নূর	৫৪	৭৭৯
আনুগত্য (নবীর স্ত্রীদেরকে আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যের নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
আয়াত বর্ণনা (জ্বীন ও মানুষকে রাসূল স. কর্তৃক আয়াত বর্ণনা)	৬-আন্'আম	১৩০	৬০৯
আয়াত শোনান রাসূল স. এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. মুমিনদের বন্ধু	৫-মায়িদা	৫৫	৫৮৭
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতিফল	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
আল্লাহ ও রাসূল স. অন্যায় করবেন (মুনাফিকদের আশঙ্কা)	২৪-নূর	৫০	৭৭৯
আল্লাহ ও রাসূল স. অভাবমুক্ত করেছেন কাফির ও মুনাফিকদেরকে	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
আল্লাহ ও রাসূল স. অপেক্ষা প্রিয় হলে- পিতা, সন্তান ও...	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
আল্লাহ ও রাসূলকে কে সাহায্য করে আল্লাহ তা জেনে নিবেন	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
আল্লাহ ও রাসূল স. কে সন্তুষ্ট করতে হবে	৯-তাওবা	৬২	৬৪৬
আল্লাহ ও রাসূল স. কে সাড়া দেয়া, যখম অবস্থায়	৩-আলে ইমরান	১৭২	৫৫২
আল্লাহ ও রাসূল স. দায়িত্বমুক্ত (মুশরিকদের থেকে)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
আল্লাহ ও রাসূল স. যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা...	৯-তাওবা	৫৯	৬৪৬
আল্লাহ ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
আল্লাহ ও রাসূল দেখবেন অজুহাত পেশকারীদের কর্মকলাপ	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
আল্লাহ ও রাসূল স. যা দেন তাতে যদি সন্তুষ্ট থাকত তারা যারা...	৯-তাওবা	৫৯	৬৪৬
আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি যারা ঈমানদার তারাই অনুমতি চায়	২৪-নূর	৬২	৭৮১
আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণকারীকে ভালবাসে এমন মু'মিন পাওয়া...	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে যারা তাদের ঘাটি...	৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
আল্লাহ ও রাসূল স. এর জন্য গনিমতের এক পঞ্চমাংশ	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
আল্লাহ ও রাসূল স. এর দিকে আহ্বান করা হলে মু'মিনরা বলবে...	২৪-নূর	৫১	৭৭৯
আল্লাহ ও রাসূল স. এর দিকে ডাকা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়...	২৪-নূর	৪৮	৭৭৯
আল্লাহ ও রাসূল স. এর পক্ষ থেকে ঘোষণা (বড় হজ্জের দিনে)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
আল্লাহ ও রাসূল স. এর কল্যাণকামী দুর্বল ও পীড়িতদের দোষ নেই...	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯
আল্লাহ ও রাসূল স. এর আহ্বানে সাড়া দেয়ার নির্দেশ...	৮-আনফাল	২৪	৬৩৪
আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্য করে যারা তারা সফল	২৪-নূর	৫২	৭৭৯
আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্যের নির্দেশ, মু'মিনদেরকে	৮-আনফাল	২০	৬৩৩
আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে মুশরিকদের চুক্তি প্রসঙ্গ	৯-তাওবা	৭	৬৪০
আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে কুফরি ক্ষমা করবেন না আল্লাহ	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে খিয়ানত করা নিষেধ	৮-আনফাল	২৭	৬৩৪
আল্লাহ, রাসূল স. ও মুমিনগণ দেখবেন মানুষের কাজ-কর্ম	৯-তাওবা	১০৫	৬৫১
আল্লাহ, রাসূল স. ও মুমিনদেরকে ছাড়া অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ...	৯-তাওবা	১৬	৬৪১
আল্লাহ, রাসূল স. ও ঈমানদারদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ	৫-মায়িদা	৫৬	৫৮৭
আল্লাহর রাসূর আসা (বনীইসরাঈলের কাছে)	২-বাক্বারা	১০১	৫১১
আল্লাহর রাসূল ঈসা আ. (বনী ইরাঈলদের প্রতি)	৬১-সাফ্ফ	৬	৯৬০
আল্লাহর রাসূল ও তার কালিমাহ (ঈসা)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
আল্লাহর রাসূল স. পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেন	৯৮-বায়্যিনাহ্	২	১০২৯
আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ স. কোন পুরুষের পিতা নন	৩৩-আহযাব	৪০	৮৩৭
আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ স. (মুনাফিকদের সাক্ষ্য)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাসূল স. (আরো দেখুন বাণীবাহক/বার্তাবাহক শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ স. (আল্লাহ জানেন, মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
আল্লাহর রাসূল স. এর অবস্থান জেনে রাখার নির্দেশ মুমিনদের প্রতি...	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
আল্লাহর রাসূল স. এর সামনে কণ্ঠস্বর নিচু করে যারা...	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
আল্লাহ রাসূল স. কে যে 'ফাই' দিয়েছেন (ইহুদীদের থেকে)	৫৯-হাশর	৬	৯৫৫
আল্লাহ রাসূল স. কে সাহায্য করেছেন	৮-আনফাল	৬২	৬৩৮
আল্লাহ রাসূল স. কে ধ্বংস অথবা দয়া করলে...	৬৭-মুল্‌ক	২৮	৯৭৪
আল্লাহ রাসূল স. কে প্রেরণ করেননি (মানুষের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে)	১৭-ইস্‌রা	৫৪	৭১৮
আল্লাহ রাসূল স. কে ফাই দান করেছেন (ইহুদী জনপদবাসী থেকে)	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
আল্লাহ রাসূল স. কে মার্জনা করেছেন (তবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৩	৬৪৪
আল্লাহ রাসূলদের থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন	৩-আলে ইমরান	১৭৯	৫৫৩
আল্লাহ রাসূল স. এর পূর্বেও রাসূল প্রেরণ করেছেন	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
আল্লাহ রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন (যার উপর ইচ্ছা)	৫৯-হাশর	৬	৯৫৫
আল্লাহ্ রাসূল স. কে স্থির না রাখলে মুশরিকদের দিকে ঝুঁকে পড়তেন...	১৭-ইস্‌রা	৭৪	৭২০
আল্লাহ রাসূল স. এর জন্য যথেষ্ট	৮-আনফাল	৬২	৬৩৮
আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয় ও রাসূল স. এর দিকে আসতে বলা হলে-	৫-মায়িদা	১০৪	৫৯৩
আল্লাহ ও রাসূল স. যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না যারা...	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
আল্লাহ রাসূল স. তাঁদের মাঝে থাকা অবস্থায় শাস্তি দিবেন না	৮-আনফাল	৩৩	৬৩৫
আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট আয়াত পাঠ করছেন সত্যসহ	৩-আলে ইমরান	১০৮	৫৪৬
আল্লাহ রাসূল স. এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমা...	৯-তাওবা	৯৭	৬৫০
আসা (স্পষ্ট প্রমাণসহ রাসূলগণ এসেছিলেন, পূর্ববর্তীদের নিকট)	৪০-মু'মিন	২২	৮৭৯
আসা (স্পষ্ট প্রমাণসহ রাসূল আসার পরও ঈমান না আনা)	৭-আ'রাফ	১০১	৬২২
আসা (সম্মানিত রাসূল এসেছিলেন ফির'আউন সম্প্রদায়ের কাছে)	৪৪-দুখান	১৭	৯০২
আসা (কোন রাসূল আসলেই উম্মত তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে)	২৩-মু'মিনূন	৪৪	৭৬৮
আসা (রাসূল এসেছেন আহলে কিতাবদের নিকট)	৫-মায়িদা	১৫	৫৮২
আসা (রাসূল এসেছেন আহলে কিতাবদের নিকট...)	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
আসা (রাসূল এসেছেন মুমিনদের মধ্য থেকে)	৯-তাওবা	১২৮	৬৫৩
আসা (রাসূলগণ এসেছিলেন সত্যসহ)	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
আসা (রাসূলগণ যখনই এসেছেন, এমন বিষয় নিয়ে যা...)	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
আসা (রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ আসলেও কাফিররা অস্বীকার করত)	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
আসা (রাসূল স. এর নিকট এসেছিল যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য...)	৯-তাওবা	৯২	৬৪৯
আসা (মুনাফিকদেরকে রাসূল স. এর দিকে আসতে বললে উপেক্ষা করে)	৪-নিসা	৬১	৫৬৪
আসা (ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রজন্মের কাছে রাসূল এসেছিল)	১০-ইউনুস	১৩	৬৫৫
আসা (রাসূল আসলেই তাকে জাদুকর বা পাগল বলেছে পূর্ববর্তীরা)	৫১-যারিয়াত	৫২	৯২৮
আসা (রাসূল আসলে মানুষের মাঝে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করা হয়)	১০-ইউনুস	৪৭	৬৫৯
আসা (রাসূল আসে যদি বনী আদমের কাছে...)	৭-আ'রাফ	৩৫	৬১৬
আসা (রাসূল এসেছিল পূর্ববর্তীদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ)	৩০-রূম	৯	৮২২
আসা (রাসূল এসেছিলেন পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের নিকট)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
অস্বীকার (রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলার শাস্তি সত্য হয়েছিল)	৩৮-সোয়াদ	১৪	৮৬৬
আহার করার নির্দেশ, রাসূলগণের প্রতি (পবিত্রবস্তু থেকে)	২৩-মু'মিনূন	৫১	৭৬৯
আহার করে রাসূল স. (কাফিরদের বিস্ময়)	২৫-ফুরকান	৭	৭৮২
আহ্বান করছিলেন রাসূল স. (মুমিনদেরকে, উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
আহ্বান করেন রাসূল স. (প্রতিপালকের উপর ঈমান আনার জন্য)	৫৭-হাদীদ	৮	৯৪৮
আহ্বান (রাসূল স. এর আহ্বানকে মু'মিনদের আহ্বানের ন্যায় গণ্য করা)	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
আহ্বান (রাসূল স. সরল পথের দিকে আহ্বান করেন, কাফিরদেরকে)	২৩-মু'মিনূন	৭৩	৭৭০
ইউনুস রাসূল ছিলেন (আল্লাহ প্রেরিত)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৩৯	৮৬৩
ইলিয়াস আল্লাহ প্রেরিত রাসূল ছিলেন	৩৭-সাফ্‌ফাত	১২৩	৮৬৩
ইসমাঈল রাসূল ও নবী ছিল	১৯-মারইয়াম	৫৪	৭৩৭
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে হাওয়ারীদের...)	৫-মায়িদা	১১১	৫৯৪
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের ঘোষণা, মুনাফিকদের)	২৪-নূর	৪৭	৭৭৯
ঈমান (আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনে ঈমান আনা)	৬৪-তাগাবুন	৮	৯৬৬
ঈমানদার ও রাসূল বললেন- (আল্লাহর সাহায্য কখন...)	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
ঈমান (রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ, ঈমানদারদেরকে)	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
ঈমান (রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ)	৫৭-হাদীদ	৭	৯৪৮
ঈমান (রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁকে অনুসরণের নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
ঈমান (রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূলদের মধ্যে ঈমানের প্রতিদান)	৪-নিসা	১৫২	৫৭৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঈমান (রাসূল স. ও মুমিনগণ রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
ঈমান (রাসূল স. ও মুমিনগণ ফেরেশতার প্রতি ঈমান এনেছে)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান রাখে যারা...)	৫৭-হাদীদ	২১	৯৫০
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূল স. এর উপরে ঈমান আনে যারা...)	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
ঈমান (আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনা)	৬১-সাফ্‌ফ	১১	৯৬১
ঈমান (রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনে না যারা তাদের জন্য...)	৪৮-ফাত্‌হ	১৩	৯১৭
ঈমান (রাসূলে ঈমান আনলে মতবিরোধের ক্ষেত্রে করণীয়)	৪-নিসা	৫৯	৫৬৪
ঈমান (রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য)	৪৮-ফাত্‌হ	৯	৯১৬
ঈমান (রাসূল স. এর প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষন করে না মুমিনরা)	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
ঈমান আনার নির্দেশ রাসূলদের প্রতি (আহলে কিতাবদেরকে)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
ঈসা আ. মাসীহ আল্লাহর রাসূল (হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
ঈসাকে রাসূল করবেন আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের প্রতি	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
ঈসা আ. আল্লাহর রাসূল ও তার কালিমাহ	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
উদ্ধার (রাসূলদেরকে আল্লাহ উদ্ধার করেন)	১০-ইউনুস	১০৩	৬৬৪
উদ্বিগ্ন করা (রাসূল স. কে যেন উদ্বিগ্ন না করে তারা, যারা...)	৩০-রূম	৬০	৮২৬
উপস্থিত ছিলেন না রাসূল স. (যখন বাদানুবাদ করছিল)	৩-আলে ইমরান	৪৪	৫৪০
উপস্থিত ছিলেন না রাসূল স. (যখন কলম নিক্ষেপ করছিল)	৩-আলে ইমরান	৪৪	৫৪০
উপহাস (কাফিররা রাসূল স. কে উপহাস হিসাবে গ্রহণ করে)	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
উপস্থিতি (রাসূল স. এর উপস্থিতি সত্তেও কুফরী...)	৩-আলে ইমরান	১০১	৫৪৫
উপহাস (রাসূল স. এর সাথে উপহাসের প্রতিফল জাহান্নাম)	১৮-কাহ্‌ফ	১০৬	৭৩৩
উম্মতের মধ্যে (আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছেন)	১৬-নাহ্‌ল	৩৬	৭০৬
একত্র করা (রাসূলগণকে একত্র করবেন যেদিন আল্লাহ...)	৫-মায়িদা	১০৯	৫৯৪
এসেছিল (জনপদবাসীদের নিকট যখন রাসূলগণ এসেছিল..)	৩৬-ইয়াসীন	১৩	৮৫১
এসেছিল (রাসূল এসেছিল স্পষ্ট প্রমাণসহ, ইহুদীদের নিকট)	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
এসেছিল (রাসূলগণ এসেছিল নিজ জাতির সামনে ও পিছন থেকে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৪	৮৮৭
এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ রাসূলগণ (কাফিরদের নিকট)	৪০-মু'মিন	৮৩	৮৮৫
এসেছে কি রাসূল স. এর কাছে, সর্বগ্রাসী কিয়ামতের বৃত্তান্ত	৮৮-গাশিয়াহ্	১	১০১৯
ওহী (রাসূল স. এর প্রতি যে ওহী করা হয় তা অনুসরণের নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	২	৮৩৩
ওহী (রাসূল স. এর প্রতি ওহী করছেন আল্লাহ, অদৃশ্যের সংবাদ)	৩-আলে ইমরান	৪৪	৫৪০
ওহী (প্রজ্ঞা ওহী করেছেন রাসূল স. এর প্রতিপালক)	১৭-ইস্‌রা	৩৯	৭১৭
কথা (কুরআন সম্মানিত এক রাসূল এর বাহিত কথা)	৬৯-হাক্কাহ্	৪০	৯৮০
কর্মব্যস্ততা (দিনের বেলা রাসূল স. এর দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	৭	৯৮৮
কষ্টদাতা (আল্লাহ ও রাসূলের কষ্টদাতাকে আল্লাহ লানত করেন)	৩৩-আহযাব	৫৭	৮৩৮
কষ্ট দেয়া (রাসূলের ঘরে কথাবার্তায় মশগুল থেকে কষ্ট দেয়া যাবেনা)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
কষ্ট (রাসূলকে কষ্ট দেয় যারা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
কাফিরদের নিয়ন্ত্রণকারী নন (রাসূল)	৮৮-গাশিয়াহ্	২২	১০২০
কাজ (রাসূলের কাজ উলট-পালট করে দিয়েছিল তারাই যারা...	৯-তাওবা	৪৮	৬৪৫
কাফিররা রাসূল স. কে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে বলে	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
কাফিররা কি তাদের রাসূল স. কে চিনেনি?	২৩-মু'মিনূন	৬৯	৭৭০
কান পাতা (বিদ্রূপ করার জন্য রাসূলের দিকে কান পেতে রাখে যে...)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৬	৯১৩
কিতাব (রাসূল স. এর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৩	৫৩৬
কুরআন রাসূল স. এর প্রতি পর্যায়ক্রমে অবতীণ	৭৬-দাহ্‌র	২৩	৯৯৬
ক্ষমা প্রার্থনা (মুনাফিকদের জন্য রাসূল স. এর ক্ষমা প্রার্থনা)	৬৩-মুনাফিকূন	৫	৯৬৪
ক্ষমাপ্রার্থনা (রাসূলও যদি মুনাফিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন...)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
খিয়ানত (রাসূল স. এর সাথে খিয়ানত করতে চায় যদি...)	৮-আনফাল	৭১	৬৩৯
গত হয়েছে অনেক রাসূল, মুহাম্মদ স. এর পূর্বে	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
গত হয়েছে অনেক রাসূল- মাসীহ এর পূর্বে	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
গোচরীভূত করা (নিরাপত্তা/ ভীতির সংবাদ রাসূল স. এর গোচরীভূত করা)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
গোপনে কথা বলা (রাসূল স. এর সাথে গোপনে কথা বলার পূর্বে সাদকা)	৫৮-মুজাদালা	১২	৯৫৩
ঘটনা বর্ণনা (কিছু রাসূলের ঘটনা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন)	৪-নিসা	১৬৪	৫৭৮
ঘটনা বর্ণনা (কিছু রাসূলের ঘটনা আল্লাহ বর্ণনা করেননি)	৪-নিসা	১৬৪	৫৭৮
ঘর (রাসূল স. এর জন্য স্বর্ণের সাজ-সজ্জা বিশিষ্ট ঘর দাবী, কাফিরদের)	১৭-ইস্‌রা	৯৩	৭২২
চাওয়া (নবীর স্ত্রীরা আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাত চাইলেন)	৩৩-আহযাব	২৯	৮৩৫
ছুঁড়ে ফেলার উপক্রম হয় রাসূল স. কে (কাফিরদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা)	৬৮-ক্বালাম	৫১	৯৭৭
জানানো (কিসে জানাবে রাসূল স. কে, গিরিপথ কী?)	৯০-বালাদ	১২	১০২৩
জানানো (রাসূলকে কদরের রাত সম্পর্কে জানানো...)	৯৭-কাদর	২	১০২৯
জানানো (রাসূল স. কে কে জানাবে সাকার কী)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	২৭	৯৯১
জালিম (রাসূল স. জালিম হবেন, প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে)	২-বাক্বারা	১৪৫	৫১৬
জিজ্ঞাসা (রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা, আল্লাহ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	১৮৬	৫২০

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাসূল স. (আরো দেখুন বাণীবাহক/বার্তাবাহক শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জিজ্ঞাসা (রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা, মাসিক রক্তস্রাব সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
জিজ্ঞাসা (রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা, হারাম মাস সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
জিজ্ঞাসা (রাসূলকে জিজ্ঞাসা, কি কি হালাল করা হয়েছে?)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
জিজ্ঞাসা (রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা, ইয়াতীম সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২২০	৫২৫
জিজ্ঞাসা (রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা, নতুন চাঁদ সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
জিজ্ঞাসা (রাসূলকে ব্যয় করা সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
জিহাদ করেছে রাসূল স. ও ঈমানদারগণ ধন-সম্পদ ও...	৯-তাওবা	৮৮	৬৪৯
জিজ্ঞাসা (রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা, ব্যয় করা প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	২১৫	৫২৪
জিজ্ঞাসা (রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা, মদ ও জুয়া সম্পর্কে)	২-বাক্বারা	২১৯	৫২৫
জিহাদ (রাসূল স. এর সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়ে সূরা...)	৯-তাওবা	৮৬	৬৪৯
জীবন (রাসূল স. এর জীবনের চেয়ে নিজেদেরকে বেশি পছন্দ করা...)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল রাসূল স. কে (পূর্ববর্তী জাতিসমূহ)	১৫-হিজর	১১	৬৯৮
ঠাট্টা-বিদ্রূপ (রাসূলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল)	২১-আম্বিয়া	৪১	৭৫২
ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত রাসূলদেরকে (সম্প্রদায়ের লোকেরা)	৩৬-ইয়াসীন	৩০	৮৫৩
ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে পূর্বের রাসূলগণকেও	১৩-রা'দ	৩২	৬৯১
ঠাট্টা-বিদ্রূপ (অতীতেও রাসূলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে)	৬-আন্'আম	১০	৫৯৬
ঠাট্টা (আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করে মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৬৫	৬৪৬
তত্ত্বাবধায়ক নন রাসূল স. (মানুষের পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪
'তোমাদের কাছে রাসূল আসেনি?' প্রহরীদের জিজ্ঞাসা...)	৪০-মু'মিন	৫০	৮৮২
ত্রুটি (রাসূল স. কে ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৯	৯১৩
ত্রুটি (রাসূলের অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটি মার্জনা)	৪৮-ফাত্হ	২	৯১৬
দল (রাসূল স. এর সাথে একদল রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়...	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
দায়িত্ব (সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই রাসূল স. এর দায়িত্ব)	২৯-আনকাবূত	১৮	৮১৭
দায়িত্ব (আল্লাহর রাসূল স. এর দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেয়া)	৫-মায়িদা	৯২	৫৯২
দায়িত্ব (রাসূলগণের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া)	১৬-নাহ্ল	৮২	৭০৯
দায়িত্বমুক্ত (রাসূলকে অমান্যকারীর বিষয়ে দায়িত্বমুক্ত)	২৬-শু'আরা	২১৬	৭৯৯
দায়িত্ব (রাসূল স. এর দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেয়া)	৫-মায়িদা	৯৯	৫৯২
দায়িত্ব (রাসূল স. এর দায়িত্ব কেবল আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া)	৬৪-তাগাবুন	১২	৯৬৭
দায়িত্ব (রাসূল স. এর দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেয়া)	২৪-নূর	৫৪	৭৭৯
দুশ্চিন্তা (রাসূলকে যেন দুশ্চিন্তায় না ফেলে, যারা কুফরির দিকে দ্রুত...)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত (রাসূলকে যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে, তারা যারা...)	৩-আলে ইমরান	১৭৬	৫৫৩
দৃঢ়সংকল্পসম্পন্ন রাসূলগণের মত ধৈর্যধারণের নির্দেশ, রাসূলকে	৪৬-আহ্কাফ	৩৫	৯১১
দেখা (রাসূলকে দেখে উপহাসের পাত্র হিসেবে, মক্কাবাসীরা)	২৫-ফুরকান	৪১	৭৮৫
দেখা (কাফিররা রাসূলকে দেখে উপহাস হিসাবে গ্রহণ করে)	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
দেখানো (প্রতিশ্রুত শাস্তির কিছু অংশ রাসূলকে দেখানো)	১৩-রা'দ	৪০	৬৯২
দেয়া (রাসূল স. যা দেন তা গ্রহণ কর)	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
দোয়া (রাসূল স. এর দোয়া লাভের উপায় আল্লাহর পথে ব্যয়)	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
দেখানো (রাসূল স. কে আল্লাহর নিদর্শন দেখানো, মেরাজে)	১৭-ইস্রা	১	৭১৪
দেখানো (আল্লাহর দেখানো পথ অনুসারে ফয়সালা করবেন রাসূল)	৪-নিসা	১০৫	৫৭০
দেখানো (রাসূলকে দেখাতেন যদি কাফিরদের সংখ্যা বেশি করে)	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
দোষারোপ (রাসূল স. কে দোষারোপ, যাকাত বন্টনের বিষয়ে)	৯-তাওবা	৫৮	৬৪৬
দ্বীন (রাসূল স. আনীত দীনে সন্দেহ থাকলে...)	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
ধন-ভাণ্ডার (রাসূল স. কে ধন-ভাণ্ডার দেয়া হলো না কেন!)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
ধৈর্যধারণ (পূর্ববর্তী রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলার পরও ধৈর্যধারণ)	৬-আন্'আম	৩৪	৫৯৯
নামাজ (রাসূল স. এর সাথে যোদ্ধাদের নামাজ/সালাতুল খাওফ)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল স. হিসাবে পাঠানো	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
নিদর্শনসহ রাসূল এসেছিল (ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রজন্মের কাছে)	১০-ইউনুস	১৩	৬৫৫
নিদর্শন উপস্থিত করতে পারে না কোন রাসূল...	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
নিদর্শন আসে না কেন রাসূল স. এর কাছে (মুশরিকদের প্রশ্ন)	১০-ইউনুস	২০	৬৫৬
নিয়ন্ত্রণকারী নন (রাসূল স. কাফিরদের নিয়ন্ত্রণকারী নন)	৮৮-গাশিয়াহ্	২১	১০২০
নিয়ে আসা (রাসূল স. প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন)	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
নির্দেশ (প্রতিপালক ও রাসূল স. এর অবাধ্যতার শাস্তি)	৬৫-তালাক	৮	৯৬৯
নিদর্শন (রাসূলদেরকে প্রদত্ত নিদর্শনের মত নিদর্শন কামনা, কাফিরদের)	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
নিদর্শন আনা রাসূল স. এর কাজ নয় (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া)	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
নিরাশ (রাসূলগণ যখন নিরাশ হল এবং মনে করল যে তাঁদেরকে...)	১২-ইউসুফ	১১০	৬৮৭
নূহ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলল	২৫-ফুরকান	৩৭	৭৮৫
নূহ আ. রাসূল প্রতিপালকের	৭-আ'রাফ	৬১	৬১৮

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পথবিচ্যুত হবেন রাসূল স. (অধিকাংশের আনুগত্য করলে)	৬-আন্'আম	১১৬	৬০৭
পথ (রাসূল স. এর পথগ্রহণ না করায় জালিমদের আফসোস, কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	২৭	৭৮৪
পথপ্রদর্শন (রাসূলকে সরল-সঠিক পথপ্রদর্শন করবেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্হ	২	৯১৬
পথ দেখানো (রাসূল কি অন্ধ/মুশরিককে পথ দেখাতে পারবেন?)	১০-ইউনুস	৪৩	৬৫৮
পাঠ (অন্ধকার থেকে বের করার জন্য রাসূল আয়াত পাঠ করেন)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
পার্থক্য (আল্লাহ ও রাসূল স. এর মধ্যে পার্থক্য ও কুফরী)	৪-নিসা	১৫০	৫৭৬
পার্থক্য (মুমিনগণ রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করে না)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
পাকড়াও (রাসূলদেরকে পাকড়াও করতে উম্মতদের ষড়যন্ত্র)	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
পাঠ করানো (রাসূল স. কে ওহী পাঠ করাবেন আল্লাহ)	৮৭-আ'লা	৬	১০১৮
পাঠানো (মূসার পর পর্যায়ক্রমে অনেক রাসূল পাঠানো)	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
পাঠানো (আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছেন)	১৬-নাহ্ল	৩৬	৭০৬
পাঠিয়েছেন আল্লাহ অনেক রাসূল (নূহ আ. ও ইবরাহীমের পরে)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
পাঠানো (রাসূল করে পাঠিয়েছেন আল্লাহ এই ব্যক্তিকে)	২৫-ফুরকান	৪১	৭৮৫
পাঠানো (রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আল্লাহ শাস্তি দেন না)	১৭-ইস্রা	১৫	৭১৫
পাঠানো (রাসূল পাঠানোর জন্য ইবরাহীম ও ইসমাঈলের দোয়া)	২-বাক্বারা	১২৯	৫১৪
পাগল নন রাসূল স. (এটা প্রতিপালকের নেয়ামত)	৬৮-ক্বালাম	২	৯৭৫
পাগল (রাসূল মূসাকে ফির'আউন কর্তৃক পাগল আখ্যা দান প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২৭	৭৮৯
পাঠ (আল্লাহর রাসূল স. পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেন)	৯৮-বায়্যিনাহ্	২	১০২৯
পিছনে (রাসূল স. এর পিছনে থেকে যাওয়া সঙ্গত নয়, মদীনাবাসী ও...)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
পূর্ববর্তী রাসূলগণকে যা বলা হত রাসূল স. কে তাই বলা হয়	৪১-ফুস্সিলাত	৪৩	৮৮৯
পোশাক (রাসূল স. কে পোশাক পবিত্র রাখার নির্দেশ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪	৯৯০
পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ রাসূল স. কে, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে...	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
পৌঁছে দেয়া (সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই রাসূল স. এর দায়িত্ব)	২৯-আনকাবূত	১৮	৮১৭
পৌঁছানো (রাসূলগণের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া)	১৬-নাহ্ল	৮২	৭০৯
পৌঁছানো (শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই রাসূলগণের দায়িত্ব)	১৬-নাহ্ল	৩৫	৭০৫
প্রতিপালক রাসূল স. কে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন	১৭-ইস্রা	৭৯	৭২০
প্রতিপালক (রাসূল স. এর জন্য প্রতিপালকের দানই উত্তম)	২৩-মু'মিনূন	৭২	৭৭০
প্রতিপালক (রাসূল স. এর প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার নির্দেশ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩	৯৯০
প্রতিপালক রাসূল স. এর মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা দান...	৩-আলে ইমরান	১৯৪	৫৫৫
প্রতিপালকের আয়াত শুনাতে ও সতর্ক করতে রাসূল স. এসেছেন?	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
প্রতিপালককে রাসূল স. বলবেন (জালিমদের কুরআন ত্যাগের ব্যাপারে)	২৫-ফুরকান	৩০	৭৮৪
প্রতারিত (রাসূলকে যেন প্রতারিত না করে, নগরে কাফিরদের...)	৪০-মু'মিন	৪	৮৭৮
প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ রাসূল স. ও মুমিনদের উপর (হুদায়বিয়া)	৪৮-ফাত্হ	২৬	৯১৮
প্রশান্তি (রাসূল স. এর উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন আল্লাহ, হুনাইনে)	৯-তাওবা	২৬	৬৪২
প্রতিশ্রুতি (রাসূলদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নন আল্লাহ)	১৪-ইবরাহীম	৪৭	৬৯৭
প্রতিশ্রুতি (রাসূল স. এর প্রতিশ্রুতিকে মুনাফিক কর্তৃক প্রতারণা বলা)	৩৩-আহযাব	১২	৮৩৪
প্রত্যেক উম্মতের জন্য রাসূল থাকা প্রসঙ্গ...	১০-ইউনুস	৪৭	৬৫৯
প্রতিপালকের জন্য রাসূল স. কে ধৈর্যধারণের নির্দেশ	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৭	৯৯০
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ ও রাসূল স. এর প্রতিশ্রুতি, খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
প্রশ্ন (মূসাকে প্রশ্ন করার ন্যায় রাসূল স. কে প্রশ্ন)	২-বাক্বারা	১০৮	৫১২
প্রশ্ন (রাসূল স. কে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন)	১৭-ইস্রা	৮৫	৭২১
প্রেরণ (নূহ আ. এর পর অনেক রাসূল প্রেরণ করা হয়...)	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
প্রেরণ (অনেক রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ রাসূল এর পূর্বে)	৩০-রূম	৪৭	৮২৫
প্রেরণ (আদ জাতির প্রতি রাসূল প্রেরণ করলেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৩২	৭৬৮
প্রেরণ (কিতাব বর্ণনার সুবিধার্থে সম্প্রদায়ের ভাষায় রাসূল প্রেরণ)	১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণের পূর্বে কাফিরদের শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হলে)	২০-ত্বা-হা	১৩৪	৭৪৯
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য, আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য)	৪-নিসা	৬৪	৫৬৫
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ রাসূল স. এর পূর্বেও)	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ সাক্ষীসরূপ)	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৫	৯৮৮
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণ করতেন যদি প্রতিপালক তবে...)	২৮-কাসাস	৪৭	৮১২
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ মুমিনদের মাঝে...)	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ, মানুষের মাঝে...)	২-বাক্বারা	১৫১	৫১৭
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ একের পর এক)	২৩-মু'মিনূন	৪৪	৭৬৮
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ পথনির্দেশিকা ও সত্য দ্বীনসহ)	৯-তাওবা	৩৩	৬৪৩
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণ না করে কোন জনপদ ধ্বংস করেন না...)	২৮-কাসাস	৫৯	৮১৩
প্রেরণ (রাসূল স. কে এমন উম্মতের নিকট প্রেরণ যার পূর্বে বহু উম্মত...)	১৩-রা'দ	৩০	৬৯১
প্রেরণ (রাসূল স. কে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ মানবজাতির জন্য)	৩৪-সাবা	২৮	৮৪৩
প্রেরণ (রাসূল স. কে প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে)	২৫-ফুরকান	৫৬	৭৮৬
প্রেরণ (রাসূল স. কে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও...)	১৭-ইস্রা	১০৫	৭২৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাসূল স. (আরো দেখুন বাণীবাহ/বার্তাবাহক শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রেরণ (রাসূল স. কে মানুষের জন্য সংরক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয়নি)	৪-নিসা	৮০	৫৬৭
প্রেরণ (রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ)	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণ ও অন্য ইলাহকে ইবাদতের অসারতা..)	৪৩-যুখরুফ	৪৫	৮৯৯
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ, পথনির্দেশিকা ও সত্য দ্বীনসহ)	৬১-সাফ্ফ	৯	৯৬০
প্রেরণ (রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ, বনী ইসরাঈলদের)	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
প্রেরণ (পূর্বে যে রাসূল প্রেরণ করেছেন তারাও খাবার খেত...)	২৫-ফুরকান	২০	৭৮৩
প্রেরণ (পথনির্দেশিকা ও সত্য দীনসহ রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	২৮	৯১৯
প্রেরণ (ফিরআউনের নিকট রাসূল স. প্রেরণ)	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	১৫	৯৮৮
প্রেরণ (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই -এ ওহীসহ রাসূল প্রেরণ)	২১-আম্বিয়া	২৫	৭৫১
প্রেরণ (ইউসুফের মৃত্যুর পর রাসূল পাঠানো হবে না!)	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করায় অপরাধীদের ধ্বংস	৬৯-হাক্কাহ্	১০	৯৭৮
প্রতিপালকের রাসূল জিবরাঈল (মারইয়ামের নিকট)	১৯-মারইয়াম	১৯	৭৩৫
প্রতিপালকের রাসূল (হুদ প্রতিপালকের রাসূল)	৭-আ'রাফ	৬৭	৬১৯
প্রচার করা রাসূল এর দায়িত্ব	১৩-রা'দ	৪০	৬৯২
প্রচার (রাসূল স. এর দায়িত্ব কেবল আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়া)	৬৪-তাগাবুন	১২	৯৬৭
প্রতিপালক বের করলেন রাসূল স. কে (ঘর থেকে)	৮-আনফাল	৫	৬৩২
প্রেরিত (রাসূলগণ যা নিয়ে প্রেরিত তাকে মিথ্যা অভিহিত করা)	৪০-মু'মিন	৭০	৮৮৪
প্রেরণ (মুহম্মদ স. এর পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ)	৪০-মু'মিন	৭৮	৮৮৪
প্রস্থান (রাসূল স. এর প্রস্থানের পর উৎফুল্ল বোধ করল...)	৯-তাওবা	৮১	৬৪৮
'ফাই' আল্লাহর রাসূল স. এর জন্য	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
ফিরিয়ে আনেন যদি আল্লাহ রাসূল স. কে (মুনাফিকদের নিকট)	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
ফিরতে পারবে না রাসূল, যুদ্ধ থেকে (বেদুঈনদের ধারণা)	৪৮-ফাত্‌হ	১২	৯১৭
ফিরআউন রাসূল (মূসা আ.) কে অমান্য করল	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	১৬	৯৮৮
ফেরেশতাকে রাসূল বানালে মানুষরূপেই বানানো হত	৬-আন্'আম	৯	৫৯৬
ফেরেশতাকেই রাসূল হিসাবে অবতীর্ণ করতেন আল্লাহ যদি...	১৭-ইস্‌রা	৯৫	৭২২
ফেরেশতা আসা (রাসূল স. এর সাথে ফেরেশতা আসল না কেন!)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
বক্ষ (রাসূল স. এর বক্ষে যেন সংকীর্ণতা না থাকে, কিতাবের ব্যাপারে)	৭-আ'রাফ	২	৬১৩
বক্ষ (কাফিরদের কথার কারণে রাসূল স. এর বক্ষ কি সংকুচিত হবে!)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
বনী ইসরাঈলের মনের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু নিয়ে রাসূলগণ আসা	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
বর্ণনা (রাসূল স. এর নিকট সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করছেন আল্লাহ)	১২-ইউসুফ	৩	৬৭৭
বর্জন (রাসূল স. কি তার উপর অবতীর্ণ ওহীর কিছু বর্জন করবেন!)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
বল প্রয়োগকারী নন রাসূল স. (কুরাইশদের উপর)	৫০-ক্বাফ	৪৫	৯২৪
বলা (রাসূল স. এর বলা/কথার কসম সম্প্রদায়ের ঈমান প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৮৮	৯০১
বলেছিলেন (আল্লাহ সম্পর্কে কি তোমাদের কোন সন্দেহ!)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
বহিস্কার (রাসূল স. কে বহিস্কারের মনস্থ করেছিল কাফিররা)	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
বাইয়াত (রাসূল স. এর নিকট বাইয়াত মূলত আল্লাহর নিকট বাইয়াত)	৪৮-ফাত্‌হ	১০	৯১৬
বিরুদ্ধাচরণ (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি)	৯-তাওবা	৬৩	৬৪৬
বিরুদ্ধাচরণ (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণকারীরা লাঞ্ছিত)	৫৮-মুজাদালা	২০	৯৫৪
বিরতির পর রাসূল প্রেরণ (আহলে কিতাবদের মাঝে)	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
বিজয়ী (আল্লাহ ও রাসূলগণ বিজয়ী, আল্লাহ লিখে রেখেছেন)	৫৮-মুজাদালা	২১	৯৫৪
বিশ্বস্ত রাসূল ছিলেন (নূহ আ.)	২৬-শু'আরা	১০৭	৭৯৩
বিশ্বস্ত রাসূল (মূসা আ.)	৪৪-দুখান	১৮	৯০২
বিশ্বাস (রাসূলকে বিশ্বাস না করতে আল্লাহর নির্দেশ (ইহুদীরা বলে)	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
বিরোধিতা করে কাফিররা রাসূলের (সঠিক পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩২	৯১৫
বিরোধিতা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরোধিতা করে যে...)	৮-আনফাল	১৩	৬৩৩
বিরোধিতা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরোধিতা করেছে কাফিররা)	৮-আনফাল	১৩	৬৩৩
বিরোধিতা (আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতার কারণে, আখিরাতের শাস্তি)	৫৯-হাশর	৪	৯৫৫
বিরুদ্ধাচরণ (রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে)	৫৮-মুজাদালা	৫	৯৫২
বিরুদ্ধাচরণ (রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণকারীর জন্য জাহান্নাম)	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
বিচারের ভার অর্পণ (বিবাদের বিচারের ভার রাসূল স. এর উপর অর্পণ)	৪-নিসা	৬৫	৫৬৫
বিচারের ভার রাসূলের উপর অর্পণ	৫-মায়িদা	৪৩	৫৮৫
বিশ্বাস (আল্লাহ ও রাসূলে ঈমান আনে যারা তারই মু'মিন...)	২৪-নূর	৬২	৭৮১
বিতর্ক (রাসূল স. এর সাথে যে বিতর্ক করে জ্ঞান আসার পর)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
বিজয় দান (রাসূল স. কে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	১	৯১৬
বের করে দিয়েছে রাসূল স. কে তাঁর জনপদ থেকে	৪৭-মুহাম্মাদ	১৩	৯১৩
বের করে দিয়েছে রাসূল স. ও মুমিনদেরকে অবিশ্বাসীরা	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
বের করে দেয়ার হুমকি রাসূলদেরকে (কাফিরের ধর্মাদর্শে না ফিরলে)	১৪-ইবরাহীম	১৩	৬৯৪
ভয় (রাসূলগণ আল্লাহর নিকট ভয় পান না, মূসা আ. প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১০	৮০০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ভাষা (রাসূল স. এর ভাষায় কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ)	১৯-মারইয়াম	৯৭	৭৪০
মর্যাদা দান (আল্লাহ কতক রসূলকে অন্যের উপর মর্যাদা দান করেছেন)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
মহান চরিত্রের অধিকারী রাসূল স.	৬৮-ক্বালাম	৪	৯৭৫
মানুষকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন আল্লাহ (কাফিরদের বিস্ময়)	১৭-ইস্‌রা	৯৪	৭২২
মানুষের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ (মুহাম্মদ সা. কে)	৪-নিসা	৭৯	৫৬৭
মানুষ (রাসূলগণ মানুষই তবে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত)	১৪-ইবরাহীম	১১	৬৯৪
মানুষ (রাসূল স. মানুষ মাত্র)	১৭-ইস্‌রা	৯৩	৭২২
মারইয়ামের পুত্র মাসীহ রাসূল ছাড়া কিছু নয়	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
মিথ্যাবাদী বলা (রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল বহু সম্প্রদায়)	৩৮-সোয়াদ	১২	৮৬৬
মিথ্যাবাদী (রাসূল স. কে যদি মিথ্যাবাদী বলে, ইহুদীরা)	৩-আলে ইমরান	১৮৪	৫৫৪
মিথ্যাবাদী (রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল পূর্ববর্তীরা)	৩৪-সাবা	৪৫	৮৪৫
মিথ্যাবাদী বলা (পূর্ববর্তী রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলার পরও ধৈর্যধারণ)	৬-আন্'আম	৩৪	৫৯৯
মিথ্যাবাদী বলা (পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল)	৩৫-ফাতির	৪	৮৪৬
মিথ্যাবাদী বলেছিল রাসূলগণকে (আইকাবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়)	৫০-ক্বাফ	১৪	৯২২
মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে রাসূলগণকে (রাসূল স. এর পূর্বেও)	৩-আলে ইমরান	১৮৪	৫৫৪
মিথ্যাবাদী বলা (রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলায় শাস্তি...)	১৬-নাহ্‌ল	১১৩	৭১২
মিথ্যা বলা (আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাথে মিথ্যা বলেছিল যারা...)	৯-তাওবা	৯০	৬৪৯
মুহাম্মদ স. একজন রাসূল	৩৬-ইয়াসীন	৩	৮৫১
মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল...	৪৮-ফাত্‌হ	২৯	৯১৯
(মুহাম্মদ স. একজন রাসূল ছাড়া কিছু নয়)	৩-আলে ইমরান	১৪৪	৫৪৯
মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল (কোন পুরুষের পিতা নন)	৩৩-আহযাব	৪০	৮৩৭
মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল (মুনাফিকদের সাক্ষ্য)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ জানেন, মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
মুগ্ধ (রাসূল স. কে মুগ্ধ করে, মানুষের কথা!)	২-বাক্বারা	২০৪	৫২৩
মুগ্ধ (রাসূল স. কে যেন মুগ্ধ না করে, মুনাফিকদের ধন-সম্পদ ও সন্তান...	৯-তাওবা	৮৫	৬৪৯
মূসা আ. রাসূল ছিলেন (জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল)	৪৩-যুখরুফ	৪৬	৮৯৯
মূসা আ.কে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করা	২৬-শু'আরা	২১	৭৮৯
মূসা আ.কে রাসূল বানাবেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
মূসা ও হারুন আ. আল্লাহর রাসূল (ফিরআউন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩
মূসা আ. রাসূল ছিল	১৯-মারইয়াম	৫১	৭৩৭
মূসা আ. প্রতিপালকের রাসূল (ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৬	৭৮৮
মূসা আ. আল্লাহর রাসূল (ফিরআউনকে দাওয়াত প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০৪	৬২২
মূসা আ. আল্লাহর রাসূল (মূসার সম্প্রদায় তা জানে)	৬১-সাফ্ফ	৪	৯৬০
মৃত্যু ঘটানো (রাসূল স. এর মৃত্যু ঘটাতে পারেন আল্লাহ...)	১৩-রা'দ	৪০	৬৯২
মৃত্যু (রাসূল স. এর মৃত্যু, মানুষ অমর না হওয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩৪	৭৫২
যুদ্ধের নির্দেশ (রাসূল স. কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
যুদ্ধ ঘোষণা (সুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসূল স. যুদ্ধ ঘোষণা)	২-বাক্বারা	২৭৯	৫৩৩
যুক্তি-প্রমাণ (রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের যুক্তি না থাকা)	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও রাসূল স. এর	৮-আনফাল	১	৬৩২
রক্ষা করবেন আল্লাহ রাসূল স. কে (মানুষদের থেকে)	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
রচনা (কুরআনকে রাসূল স. এর রচনা বলা...)	৩২-সাজদা	৩	৮৩০
রচনা (কাফিররা কুরআনকে রাসূল স. এর রচনা আখ্যা দেয়)	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
রাসূলের কিতাব বর্ণনা, পথনির্দেশিকা ও ...	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
রাসূল স. কে যেন প্রতারিত না করে (কাফিরদের নগরে বিচরণ)	৩-আলে ইমরান	১৯৬	৫৫৫
রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে)	৮-আনফাল	১	৬৩২
রাসূল (হূদ আ. তার সম্প্রদায়ের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল ছিলেন)	২৬-শু'আরা	১২৫	৭৯৪
রাসূল মুহাম্মদ স. নিঃসন্দেহে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত	২-বাক্বারা	২৫২	৫২৯
রাসূল স. নিঃন্দেহে রাসূল	২-বাক্বারা	২৫২	৫২৯
রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমানাদিসহ এসেছিল (মানুষের নিকট)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
রাসূলদের প্রতি ঈমান আনলে পাপ ক্ষমা করবেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ (পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের কাছে)	১৫-হিজর	১০	৬৯৮
রাসূল স. এর প্রতি ভারী কথা অর্পণ করবেন আল্লাহ	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	৫	৯৮৮
রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১৩২	৫৪৮
রাসূল স. এর আনুগত্য করার নির্দেশ	২৪-নূর	৫৬	৭৮০
লূত আ. রাসূলদের একজন ছিলেন	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৩৩	৮৬৩
লূত আ. তার সম্প্রদায়ের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল স. ছিলেন	২৬-শু'আরা	১৬২	৭৯৬
শত্রু (যে রাসূল স. এর শত্রু আল্লাহ সেই কাফিরের শত্রু)	২-বাক্বারা	৯৮	৫১১
শিক্ষা দেয়া (আল্লাহ রাসূল স. কে অজানা বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
শুআইব তার সম্প্রদায়ের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল ছিলেন	২৬-শু'আরা	১৭৮	৭৯৭
শোনানো (রাসূল স. কি বধির/মুশরিককে শোনাতে পারবেন?)	১০-ইউনুস	৪২	৬৫৮

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাসূল স. (আরো দেখুন বাণীবাহ/বার্তাবাহক শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সংবাদ (পূর্ববর্তী রাসূলগণের সংবাদ বর্ণনা- রাসূল স. এর কাছে)	১১-হূদ	১২০	৬৭৬
সংবাদ (নবীর কাছে পূর্ববর্তী রাসূলদের সংবাদ এসেছে)	৬-আন্'আম	৩৪	৫৯৯
সঙ্গী (মুনাফিক আল্লাহর রাসূলের সঙ্গীর জন্য ব্যয় করতে নিষেধ করে)	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারে না রাসূল স. (কাউকে ভালবাসলেই)	২৮-কাসাস	৫৫	৮১৩
সতর্ককারী (রাসূল স. একজন সতর্ককারী মাত্র)	১৩-রা'দ	৭	৬৮৮
সতর্ককারী (রাসূল স. কেবল একজন সতর্ককারী...)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
সত্যায়নকারী (রাসূল স. সত্যায়নকারী, পূর্ববর্তী কিতাবের)	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
সত্য (রাসূল স. কে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর যারা কুফরী করে...)	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
সত্যসহ এসেছিলেন রাসূলগণ (কিয়ামতে কাফিরা বলবে)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
সত্য বলেছেন রাসূলগণ, কিয়ামত সম্পর্কে (কাফিররা বলবে কিয়ামতে)	৩৬-ইয়াসীন	৫২	৮৫৫
সত্য বলা (আল্লাহ ও রাসূল স. সত্য বলেছেন, খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
সত্য নিয়ে এসেছেন এবং পূর্বের রাসূলদের স্বীকার করেছেন	৩৭-সাফ্‌ফাত	৩৭	৮৫৮
সতর্ককারী (সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রাসূল প্রেরণ)	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
সতর্ককারী (রাসূল মানবজাতির প্রতি একজন সতর্ককারী)	৩৫-ফাতির	২৩	৮৪৮
সতর্ককারী (রাসূল স. সতর্ককারী, মানব জাতির জন্য)	১১-হূদ	২	৬৬৫
সতর্ককারী (রাসূল স. তো কেবল একজন সতর্ককারী)	৪৬-আহ্‌কাফ	৯	৯০৮
সতর্ককারী (রাসূল স. মানুষের জন্য কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী)	২২-হাজ্জ	৪৯	৭৬২
সতর্ককারী (রাসূল স. সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র)	৫১-যারিয়াত	৫১	৯২৮
সতর্ককারী (রাসূল স. সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র)	৬৭-মুল্‌ক	২৬	৯৭৪
সতর্ককারী (রাসূল স. সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র)	৫১-যারিয়াত	৫০	৯২৮
সন্তোষভাজন (আল্লাহর সন্তোষভাজন রাসূলকে অদৃশ্যের কিছু জ্ঞান দান)	৭২-জিন্	২৭	৯৮৭
সন্দেহ (কুরআন প্রাপ্তির ব্যাপারে রাসূল স. এর সন্দেহ না করা প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্‌দা	২৩	৮৩২
সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল (মুহাম্মাদ সা.)	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
সময় নির্ধারণ করা হবে রাসূলদের (কিয়ামতের দিন)	৭৭-মুরসালাত	১১	৯৯৭
সম্পর্কচ্ছেদ (রাসূল স. এর সম্পর্কচ্ছেদ, মুশরিকদের সাথে)	৯-তাওবা	১	৬৪০
সম্মুখে (রাসূল স. এর সম্মুখে অগ্রণী না হওয়ার নির্দেশ, মুমিনদেরকে)	৪৯-হুজুরাত	১	৯২০
সম্মান আল্লাহ ও তার রাসূল স. এর জন্য...	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
সম্মানিত রাসূল জিবরাঈল	৮১-তাকভীর	১৯	১০০৯
সহজ করে দিবেন আল্লাহ সহজ পথ (রাসূল স. কে)	৮৭-আ'লা	৮	১০১৮
সালাত (রাসূল স. এর সালাত আদায়, রাতে দাঁড়িয়ে..)	৭৩-মুযযাম্মিল	২০	৯৮৯
সাথী (রাসূল স. এর সাথীরা কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের প্রতি ..)	৪৮-ফাত্‌হ	২৯	৯১৯
সালিহ আ. (আল্লাহর রাসূল সালিহ আ. উটনীর ব্যাপারে সতর্ক করলেন)	৯১-শাম্‌স	১৩	১০২৪
সাক্ষ্য (রাসূল স. শিরকের সাক্ষ্য দেননা....)	৬-আন্'আম	১৯	৫৯৭
সাক্ষী, সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা..	৪৮-ফাত্‌হ	৮	৯১৬
সাক্ষী (রাসূল স. মুমিনদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ)	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
সাক্ষী (রাসূল স. সাক্ষী হবেন, মুমিনদের উপর)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক (রাসূলগণের প্রতি)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৮১	৮৬৫
সাহায্য (রাসূল স. কে সাহায্য না করে যদি মুমিনরা তবে...)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
সাহায্য (রাসূল স. কে সাহায্য করবেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	৩	৯১৬
সাহায্য (রাসূল স. কে সাহায্য করেছে অন্য এক সম্প্রদায়)	২৫-ফুরকান	৪	৭৮২
সাহায্য (আল্লাহ ও রাসূল স. কে সাহায্য করে গরিব মুহাজিরগণ)	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
সাহায্য (আল্লাহ রাসূলদেরকে সাহায্য করবেন...)	৪০-মু'মিন	৫১	৮৮২
সালিহ আ. সম্প্রদায়ের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল ছিলেন	২৬-শু'আরা	১৪৩	৭৯৫
সামনে (রাসূল স. এর সামনে কন্ঠস্বর নিচু করে যারা, তাদের প্রতিদান)	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
সিদ্ধান্ত (আল্লাহ-রাসূল স. সিদ্ধান্ত দিলে মুমিনদের ইখতিয়ার থাকে না)	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
সুসংবাদ (রাসূল স. আসার সুসংবাদদাতা ঈসা আ.)	৬১-সাফ্‌ফ	৬	৯৬০
সুস্পষ্ট প্রমাণ ও কিতাবসহ পূর্বের রাসূলগণ এসেছিলেন	৩৫-ফাতির	২৫	৮৪৮
সুন্নত (পূর্ববর্তী রাসূলদের সুন্নত গত হয়েছে)	১৭-ইসরা	৭৭	৭২০
সুস্পষ্ট রাসূল স. এসেছেন (মুশরিকদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে)	৪৩-যুখরুফ	২৯	৮৯৮
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রাসূলগণকে প্রেরণ	৬-আন্'আম	৪৮	৬০০
সুসংবাদদাতা (রাসূল স. সুসংবাদ দাতা, মানব জাতির জন্য)	১১-হূদ	২	৬৬৫
সুসংবাদদাতা (সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রাসূল প্রেরণ)	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
সুস্পষ্ট রাসূল এসেছে কাফিরদের নিকট	৪৪-দুখান	১৩	৯০২
স্বপ্ন (রাসূল স. এর স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	২৭	৯১৯
স্বজাতি থেকে রাসূল আসলেও তাকে মিথ্যাবাদী বলা...	১৬-নাহ্‌ল	১১৩	৭১২
স্বপ্নে দেখিয়েছেন আল্লাহ রাসূলকে (কাফিরদের সংখ্যা অল্প)	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
হারুন ও মূসা আ. আল্লাহর রাসূল (ফিরআউন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩
হারুন প্রতিপালকের রাসূল (ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৬	৭৮৮
হিজরত (আল্লাহ ও রাসূলের দিকে হিজরত করে মৃত্যু হলে প্রতিদান..)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাসূল স. (আল্লাহর বান্দা)			
দন্ডায়মান হওয়া (রাসূলের দন্ডায়মান হওয়া আল্লাহকে ডাকার জন্য)	৭২-জিন্	১৯	৯৮৭
রাসূল (জিবরাঈল)			
পদচিহ্ন (জিবরাঈলের পদচিহ্নের একমুষ্টি মাটি নিয়ে সামিরীর বাছুর তৈরি)	২০-ত্বা-হা	৯৬	৭৪৭
রাসূল প্রেরণ			
উম্মতের কাছে (পূর্ববর্তী উম্মতের কাছে রাসূল প্রেরণ ও শয়তান...)	১৬-নাহ্‌ল	৬৩	৭০৮
রাসূল (প্রেরিত)			
মিথ্যাবাদী বলা (নূহের সম্প্রদায় রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২৬-শু'আরা	১০৫	৭৯৩
মিথ্যাবাদী বলা (আইকাবাসীরা রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২৬-শু'আরা	১৭৬	৭৯৭
মিথ্যাবাদী বলা (রাসূলকে আ'দ সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলে)	২৬-শু'আরা	১২৩	৭৯৪
মিথ্যাবাদী বলা (লূতের সম্প্রদায় রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২৬-শু'আরা	১৬০	৭৯৬
সালিহ আ. প্রেরিত রাসূল হয়ে থাকলে শাস্তি আনার আহবান	৭-আ'রাফ	৭৭	৬২০
রাসূল (ফেরেশতা)			
আসা (রাসূল বা মৃত্যুর ফেরেশতা আসা পর্যন্ত রিযিক পৌছবে...)	৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
ইবরাহীমের কাছে ফেরেশতা আসা (সন্তানের সুসংবাদ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৯	৬৭২
ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদসহ রাসূল/ফেরেশতা আসা	২৯-আনকাবূত	৩১	৮১৮
প্রেরণ (আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেন ওহী বাহক ফেরেশতার মাধ্যমে)	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
প্রতিপালকের রাসূল (লূতের মেহমানগণ প্রতিপালকের রাসূল)	১১-হূদ	৮১	৬৭৩
মৃত্যু ঘটায় রাসূলরা	৬-আন্'আম	৬১	৬০১
লিপিবদ্ধ করে রাসূল/ফেরেশতাগণ (মানুষের সবকিছু)	৪৩-যুখরুফ	৮০	৯০১
লিখে রাখে ফেরেশতাগণ (মুশরিকদের ষড়যন্ত্র)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
লূতের কাছে রাসূল/ফেরেশতা আসা(সম্প্রদায়ের ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩৩	৮১৮
রাসূল (বাণীবাহক)			
ফেরেশতার মধ্য থেকে আল্লাহ রাসূল মনোনীত করেন	২২-হাজ্জ	৭৫	৭৬৫
ফেরেশতা (পাখাবিশিষ্ট ফেরেশতাকে আল্লাহ রাসূল করেছেন)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ রাসূল মনোনীত করেন	২২-হাজ্জ	৭৫	৭৬৫
রাসূল (সাক্ষী)			
আল্লাহর একজন সাক্ষী (রাসূলের) কুরআন পাঠ	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
রাস্তা			
ছেড়ে দেয়া (রাস্তা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ, মুশরিকরা তওবা করলে)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
রাহাজানি			
লূত সম্প্রদায়ের রাহাজানি ও সমকামিতা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
রিবা (দেখুন সুদ শব্দটি)			
রিযিক (আরো দেখুন জীবনধারণের উপকরণ শব্দটি)			
অংশীদার (দাস-দাসী রিযিকে সমান অংশীদার প্রসঙ্গ...)	৩০-রূম	২৮	৮২৪
অংশ (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের অংশ মিথ্যা উপাস্যের জন্য নির্ধারণ)	১৬-নাহ্‌ল	৫৬	৭০৭
অবতীর্ণ (আকাশ থেকে রিযিক অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	৪০-মু'মিন	১৩	৮৭৯
আকাশ-পৃথিবী থেকে আল্লাহই রিযিক দেন	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
আকাশ-পৃথিবী থেকে রিযিক আল্লাহ ছাড়া কেউ দেয় না	৩৫-ফাতির	৩	৮৪৬
আকাশ থেকে আল্লাহই রিযিক দান করেন	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
আকাশ থেকে রিযিক দেন আল্লাহ	৩৪-সাবা	২৪	৮৪৩
আকাশ থেকে রিযিক (বৃষ্টি) অবতীর্ণ করেন আল্লাহ	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
আকাশে (মানুষের রিযিক আকাশে)	৫১-যারিয়াত	২২	৯২৬
আকাশের রিযিকের মালিক নয় এমন কারো উপাসনা	১৬-নাহ্‌ল	৭৩	৭০৯
আঙ্গুর ও খেজুর থেকে মাদক ও উত্তম রিযিক গ্রহণ নিদর্শন	১৬-নাহ্‌ল	৬৭	৭০৮
আল্লাহ রিযিক দেন বেহিসাব (যাকে ইচ্ছা)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
আল্লাহ রিযিক দেন বেহিসাব (যাকে ইচ্ছা)	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
আল্লাহ রিযিক দেন (সন্তানদেরকে ও তোমাদেরকে)	১৭-ইসরা	৩১	৭১৬
আল্লাহই সকলকে রিযিক দেন	২৯-আনকাবূত	৬০	৮২১
আল্লাহই রিযিক দান করেন (আকাশ ও পৃথিবী থেকে)	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
আল্লাহই রিযিক দেন মানুষকে (আকাশ ও পৃথিবী থেকে)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
আল্লাহর নিকট রিযিক প্রার্থনা....	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
আল্লাহকে ভয় করলে ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দেন	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
আল্লাহ পিতা-মাতা ও সন্তানদের রিযিক দেন (সন্তান হত্যা প্র.)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে দিতে বলবে আগুনের অধিবাসীরা	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকস্বরূপ ফলমূল নিয়ে আসা	২৮-কাসাস	৫৭	৮১৩
আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক (মারইয়ামের কক্ষে...)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯

রিযিক (আরো দেখুন জীবনধারণের উপকরণ শব্দটি) **পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে**			
আহার (চতুষ্পদ জন্তুতে প্রদত্ত রিযিক আহার করা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
আহার (বনীইসরাঈলকে পবিত্র রিযিক আহারের নির্দেশ)	২-বাকারা	৫৭	৫০৬
আহার (হালাল ও পবিত্র রিযিক আহার করার নির্দেশ)	১৬- নাহল	১১৪	৭১২
আহার (পবিত্রবস্তু আহারের নির্দেশ আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
উৎকৃষ্ট রিযিক আল্লাহ দিবেন (আল্লাহর পথে নিহত ও হিজরতকারীদের)	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
উত্তম রিযিক (খেজুর ও আঙ্গুর থেকে উত্তম রিযিক গ্রহণ নিদর্শন)	১৬-নাহল	৬৭	৭০৮
উত্তম রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয়কারীর উপমা	১৬-নাহল	৭৫	৭০৯
উত্তম করা (আল্লাহ জান্নাতীদের রিযিক উত্তম করেছেন)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
উত্তম (আখিরাতের রিযিক উত্তম ও চিরস্থায়ী)	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯
উত্তম রিযিক দান, শু'আইবকে (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
কাফিরদের রিযিক কে দেবে (আল্লাহ রিযিক ধরে রাখলে)	৬৭-মুল্ক	২১	৯৭৩
কামনা (আল্লাহর কাছেই রিযিক কামনার নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
খাওয়া (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক খাওয়ার নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৪২	৬১০
খাওয়া (আল্লাহর রিযিক থেকে খাওয়ার নির্দেশ)	৬৭-মুল্ক	১৫	৯৭৩
খেজুর ও আঙ্গুর থেকে উত্তম রিযিক গ্রহণ নিদর্শন	১৬-নাহল	৬৭	৭০৮
চতুষ্পদ জন্তুতে মানুষের জন্য রিযিক, আল্লাহর দান প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
চতুষ্পদ জন্তু যা আল্লাহ রিযিকস্বরূপ দিয়েছেন তা কুরবানী করা	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
চাওয়া (আল্লাহ রাসূল স. এর কাছে রিযিক চান না)	২০-ত্বা-হা	১৩২	৭৪৯
চাওয়া (রিযিক চান না আল্লাহ মানুষের কাছে)	৫১-যারিয়াত	৫৭	৯২৮
জান্নাতে রিযিক হিসেবে ফল দেয়া হবে	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
জীবের (পৃথিবীতে বিচরণশীল জীবদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর)	১১-হূদ	৬	৬৬৬
তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দেন	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
তাকওয়া অবলম্বন করলে আকাশ-পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত ...	৭-আ'রাফ	৯৬	৬২১
দায়িত্ব (পৃথিবীতে বিচরণশীল জীবদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর)	১১-হূদ	৬	৬৬৬
দাস-দাসীকে কেউ এতটা রিযিক দেয় না যাতে তার সমান হয়	১৬-নাহল	৭১	৭০৮
দোয়া (ইবরাহীমের বংশধরকে রিযিকস্বরূপ ফলমূল দেয়ার দোয়া)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
ধরে রাখা (আল্লাহ ধরে রাখলে কাফিরদের রিযিক কে দেবে?)	৬৭-মুল্ক	২১	৯৭৩
ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান (আল্লাহকে ভয় করলে)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
নিহতদেরকে (শহীদদেরকে, রিযিকও দেয়া হচ্ছে)	৩-আলে ইমরান	১৬৯	৫৫২
নিদর্শন (খেজুর ও আঙ্গুর থেকে উত্তম রিযিক গ্রহণ নিদর্শন)	১৬-নাহল	৬৭	৭০৮
নিয়ে আসা (আসহাবে কাহফ প্রসঙ্গ)	১৮-কাহফ	১৯	৭২৫
নির্ধারিত (রিযিক নির্ধারিত, বাছাইকৃত বান্দাদের জন্য)	৩৭-সাফফাত	৪১	৮৫৮
পবিত্র রিযিক দান করেছেন আল্লাহ (মানুষকে)	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
পবিত্র রিযিক দান (বনী ইসরাঈলকে)	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
পবিত্র রিযিক (বনীইসরাঈলকে পবিত্র রিযিক আহারের নির্দেশ)	২-বাকারা	৫৭	৫০৬
পবিত্র রিযিক তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে...	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
পবিত্র রিযিক দান করেন আল্লাহ (আদম-সন্তানকে)	১৭-ইস্রা	৭০	৭২০
পবিত্র রিযিক (আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে পবিত্র রিযিক দান করেন)	৪৫-জাছিয়া	১৬	৯০৬
পবিত্র রিযিক আহার করার নির্দেশ, ঈমানদারদেরকে	২-বাক্বারা	১৭২	৫১৯
পবিত্র রিযিক আহারের নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	২০-ত্বা-হা	৮১	৭৪৬
পবিত্রবস্তু (আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে পবিত্রবস্তু আহারের নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
পবিত্র বস্তু থেকে আল্লাহ মানুষকে রিযিক দান করেছেন	১৬-নাহল	৭২	৭০৮
পবিত্র বস্তু থেকে রিযিক দিয়েছেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪
পবিত্র ও হালাল রিযিক আহার করার নির্দেশ	১৬- নাহল	১১৪	৭১২
পরিমাপ (যাকে ইচ্ছা আল্লাহ রিযিক পরিমাপ করে দেন)	৪২-শূরা	১২	৮৯২
পরিমাপ (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক পরিমাপ করে দেন)	২৯-আনকাবূত	৬২	৮২১
পাওয়া (রিযিক দেখতে পেতেন যাকারিয়া, মারইয়ামের কক্ষে)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
পানাহার (আল্লাহর রিযিক পানাহারের নির্দেশ, বনীইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
পিতা-মাতার রিযিকও আল্লাহ দেন (সন্তান হত্যা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
পৃথিবীর রিযিকের মালিক নয় যারা তাদের ইবাদত	১৬-নাহল	৭৩	৭০৯
পৃথিবী থেকে আল্লাহই রিযিক দান করেন	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
প্রতিপালকের রিযিক আহার করার নির্দেশ (সাবাবাসীদেরকে)	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
প্রশস্ত (রিযিক প্রশস্ত করেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
প্রসারিত (বান্দার রিযিক আল্লাহ প্রসারিত করলে বাড়াবাড়ি করত)	৪২-শূরা	২৭	৮৯৩
প্রসারিত (যাকে ইচ্ছা আল্লাহ রিযিক প্রসারিত করেন)	৪২-শূরা	১২	৮৯২
প্রসারিত (রিযিক প্রসারিত করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা)	৩০-রূম	৩৭	৮২৪
প্রসারিত (রিযিক প্রসারিত করেন প্রতিপালক, যার জন্য ইচ্ছা...)	৩৪-সাবা	৩৯	৮৪৪
প্রসারিত করেন (আল্লাহ রিযিক প্রসারিত করেন)	১৩-রা'দ	২৬	৬৯১
প্রসারিত করে দেন রিযিক (প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা...)	৩৪-সাবা	৩৬	৮৪৪
প্রসারিত ও পরিমাপ করে দেন রিযিক (প্রতিপালক)	১৭-ইস্রা	৩০	৭১৬

প্রসারিত (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করে দেন)	২৯-আনকাবূত	৬২	৮২১
প্রচুর রিযিক সবদিক থেকে আসলেও নেয়ামত অস্বীকার করায় শাস্তি	১৬-নাহল	১১২	৭১২
ফল (জান্নাতে রিযিক হিসেবে ফল খেতে দেয়া হবে)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
ফল-মূল রিযিক (মানুষের রিযিকস্বরূপ ফল-মূল উৎপন্ন হয়)	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
ফলমূল রিযিকস্বরূপ দেয়ার দোয়া (ইবরাহীম আ. কর্তৃক)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
ফলমূল (রিযিকস্বরূপ ফলমূল উৎপন্ন করার জন্য পানি)	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত পবিত্র রিযিক আহারের নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	৮১	৭৪৬
বনী ইসরাঈলকে পবিত্র রিযিক দান	১০-ইউনুস	৯৩	৬৬৩
বহন (অনেক জীব-জন্তু রিযিক বহন করে না, আল্লাহ রিযিক দেন)	২৯-আনকাবূত	৬০	৮২১
বান্দাদের রিযিকস্বরূপ সু উচ্চ খেজুর গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর	৫০-ক্বাফ	১১	৯২২
বান্দাকে (আল্লাহ তার বান্দার মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন)	৪২-শূরা	১৯	৮৯২
বেহিসাব রিযিক দান করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
বেহিসাব রিযিক দান করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	২৪-নূর	৩৮	৭৭৮
বেহিসাব রিযিক দেয়া হবে (জান্নাতে)	৪০- মু'মিন	৪০	৮৮১
বৃদ্ধি (রিযিক বৃদ্ধি/প্রশস্ত করেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
বৃদ্ধি (যাকে ইচ্ছা আল্লাহ রিযিক বৃদ্ধি/প্রসারিত করেন)	৪২-শূরা	১২	৮৯২
ব্যয় (রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয়কারীর উপমা)	১৬-নাহল	৭৫	৭০৯
ব্যয় (মৃত্যু আসার পূর্বেই রিযিক থেকে ব্যয়ের নির্দেশ)	৬৩-মুনাফিকূন	১০	৯৬৫
ব্যয় (রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয়)	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
ব্যয় (রিযিক থেকে ব্যয় করত পূর্ববর্তী ঈমানদাররা)	২৮-কাসাস	৫৪	৮১২
ব্যয় (রিযিক থেকে ব্যয় করতে বললে কাফিররা বলে...)	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
ব্যয় (রিযিক থেকে ব্যয় করে মু'মিনগণ)	৮-আনফাল	৩	৬৩২
ব্যয় (রিযিক থেকে ব্যয় করা মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য)	২-বাক্বারা	৩	৫০২
ব্যয় (রিযিক ব্যয়, কিয়ামতের দিন আসার পূর্বে)	২-বাক্বারা	২৫৪	৫৩০
ব্যয় (রিযিক হতে মুমিনগণ ব্যয় করে)	৩২-সাজদা	১৬	৮৩১
ব্যয় (তালাকপ্রাপ্তার জন্য দরিদ্রের রিযিক থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয়)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
ব্যয় (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয়)	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
ব্যয় (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করে যে মুমিন...)	৪২-শূরা	৩৮	৮৯৪
ব্যয় (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৯	৫৬২
ব্যয় (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয়কারীদের জন্য সুসংবাদ)	২২-হাজ্জ	৩৫	৭৬১
ব্যয় (গোপন ও প্রকাশ্যে রিযিক ব্যয় বা দান করার নির্দেশ)	১৪-ইবরাহীম	৩১	৬৯৬
মর্যাদা দান (রিযিকের ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকে কারো উপর মর্যাদা দেন)	১৬-নাহল	৭১	৭০৮
মানুষ রিযিকের শুকরিয়ার পরিবর্তে রিযিকদাতাকে অস্বীকার করে	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮২	৯৪৭
মানুষকে রিযিক দিয়েছেন আল্লাহ	৩০-রূম	৪০	৮২৫
মালিক (মূর্তি রিযিকের মালিক নয়; আল্লাহই মালিক)	২৯-আনকাবূত	১৭	৮১৭
মীরাস বন্টনকালে আত্মীয়/ইয়াতিম/অভাবগ্রস্তকে রিযিক দান	৪-নিসা	৮	৫৫৭
মুমিনের জন্য নিদর্শন (রিযিক প্রসারিত ও পরিমাপ করা)	৩৯-যুমার	৫২	৮৭৫
মুত্তাকীদের আল্লাহ ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দেন	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
রাসূল স. কে আল্লাহ রিযিক দেন	২০-ত্বা-হা	১৩২	৭৪৯
শহীদগণকে উৎকৃষ্ট রিযিক দান প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
শেষ হবে না (জান্নাতে মুত্তাকীদের রিযিক শেষ হবে না)	৩৮-সোয়াদ	৫৪	৮৬৯
সকাল-সন্ধ্যা রিযিক দেয়া হবে জান্নাতীদেরকে	১৯-মারইয়াম	৬২	৭৩৮
সঙ্কুচিত (রিযিক সংকুচিত করে মানুষকে পরীক্ষা করেন প্রতিপালক)	৮৯-ফাজর	১৬	১০২১
সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক	২২-হাজ্জ	৫০	৭৬৩
সন্তানদের রিযিকও আল্লাহ দেন (সন্তান হত্যা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
সম্মানজনক রিযিক রয়েছে মু'মিনদের জন্য	৮-আনফাল	৪	৬৩২
সম্মানজনক রিযিক (সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক)	২২-হাজ্জ	৫০	৭৬৩
সম্মানজনক রিযিক (অনুগত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩১	৮৩৬
সম্মানজনক রিযিক রয়েছে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য	৩৪-সাবা	৪	৮৪১
সম্মানজনক রিযিক রয়েছে ঈমানদারদের জন্য	৮-আনফাল	৭৪	৬৩৯
সম্মানজনক রিযিক রয়েছে (সচ্চরিত্রবানদের জন্য)	২৪-নূর	২৬	৭৭৬
সাদৃশ্যপূর্ণ ফল দেয়া হবে জান্নাতীদের রিযিক হিসাবে (দুনিয়ার ফলের মত)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
স্থায়ী (প্রতিপালক প্রদত্ত আখিরাতের রিযিক উত্তম ও চিরস্থায়ী)	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯
হালাল রিযিককে হারাম করতে আল্লাহ কি অনুমতি দিয়েছেন?	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
হালাল ও পবিত্র রিযিক খাওয়ার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৮৮	৫৯১
হালাল ও পবিত্র রিযিক আহার করার নির্দেশ	১৬- নাহল	১১৪	৭১২
হালাল করা (রিযিককে হালাল ও হারাম করা ...)	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
হারাম করা (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে হারাম গণ্যকারী পথভ্রষ্ট)	৬-আনয়াম	১৪০	৬১০
হিজরতকারীকে উৎকৃষ্ট রিযিক দান প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রিযিকদাতা			
আল্লাহ রিযিকদাতা	৫১-যারিয়াত	৫৮	৯২৮
আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা	২৩-মু'মিনূন	৭২	৭৭০
আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা	৩৪-সাবা	৩৯	৮৪৪
আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা	৬২-জুমু'আ	১১	৯৬৩
আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
মানুষ রিযিকদাতা নয়	১৫-হিজর	২০	৬৯৯
রিসালাত (পয়গাম)			
আল্লাহর রিসালাত পৌঁছানো রাসূল স. এর দায়িত্ব	৭২-জিন	২৩	৯৮৭
আল্লাহর রিসালাত পৌঁছে দেয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৩৯	৮৩৭
পৌঁছানো (রাসূল স. কর্তৃক প্রতিপালকের রিসালাত পৌঁছানো প্রসঙ্গ)	৭২-জিন	২৮	৯৮৭
পৌঁছিয়ে দেয়া (রিসালাত পৌঁছিয়ে দেন হূদ আ.)	৭-আ'রাফ	৬৮	৬১৯
পৌঁছে দেয়া (আল্লাহর রিসালাত পৌঁছে দেয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৯	৮৩৭
প্রতিপালকের রিসালাত শু'আইবের সম্প্রদায়কে পৌঁছানো	৭-আ'রাফ	৯৩	৬২১
প্রতিপালকের রিসালাত রাসূল স. পৌঁছায়নি বলে গণ্য হবে যদি...	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
প্রতিপালকের রিসালাত/ পৌঁছানো (সালিহ আ. কর্তৃক)	৭-আ'রাফ	৭৯	৬২০
প্রতিপালকের রিসালাত পৌঁছে দেয় নূহ	৭-আ'রাফ	৬২	৬১৮
প্রতিপালকের রিসালাত পৌঁছানো প্রসঙ্গ (রাসূল স. কর্তৃক)	৭২-জিন	২৮	৯৮৭
মনোনীত করা (আল্লাহ রিসালাত দ্বারা মূসাকে মনোনীত করেছেন)	৭-আ'রাফ	১৪৪	৬২৫
রাখা (রিসালাত কোথায় রাখবেন তা আল্লাহই বেশি জানেন)	৬-আন'আম	১২৪	৬০৮
রুকু			
মারইয়ামকে রুকু করার নির্দেশ (প্রতিপালকের জন্য)	৩-আলে ইমরান	৪৩	৫৪০
মিথ্যা অভিহিতকারীরা রুকু করে না, রুকু করতে বলা হলে	৭৭-মুরসালাত	৪৮	৯৯৯
মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে রুকু করতে বলা হলে, রুকু করে না	৭৭-মুরসালাত	৪৮	৯৯৯
রাসূল স. এর সাথীগণ রুকু ও সিজদাকারী	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
রুকুকারীদের সাথে রুকু করার নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৪৩	৫০৫
সফল হওয়ার জন্য রুকু করার নির্দেশ	২২-হাজ্জ	৭৭	৭৬৫
রুকুকারী			
পবিত্র রাখা (কাবা ঘর রুকুকারীদের জন্য পবিত্র রাখা)	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
পবিত্র রাখা (কা'বাকে রুকুকারীদের জন্য পবিত্র রাখার নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
মুমিনরা রুকুকারী	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
রুকু করার নির্দেশ বনী ইসরাঈলকে (মুসলিমদের সাথে)	২-বাক্বারা	৪৩	৫০৫
রুকু করার নির্দেশ মারইয়ামকে (রুকুকারীদের সাথে)	৩-আলে ইমরান	৪৩	৫৪০
রুগ্নব্যাক্তি/রোগী			
দোষ নেই রুগ্ন ব্যক্তির...	২৪-নূর	৬১	৭৮১
রুটি			
বহন (মাথার উপরে রুটি বহন করতে দেখল স্বপ্নে, অপরজন)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
রূহুল কুদুস (জিবরাঈল)			
সাহায্য (রূহুল কুদুস এর মাধ্যমে ঈসা (আ.)-কে সাহায্য)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
রূঢ় (আরো দেখুন কঠোর শব্দটি)			
রাসূল স. রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের হলে মুমিনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
রূঢ় ব্যবহার			
ইয়াতীমদের সাথে রূঢ় ব্যবহার নিষিদ্ধ	৯৩-দুহা	৯	১০২৬
রূপ/রকম			
শাস্তি (জাহান্নামে বিভিন্ন রকম শাস্তি রয়েছে)	৩৮-সোয়াদ	৫৮	৮৬৯
রূপকার			
আল্লাহ রূপকার	৫৯-হাশর	২৪	৯৫৭
রূপান্তর			
আল্লাহর নিয়ম-নীতিতে কোন রূপান্তর নেই	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
রূহ			
অবতীর্ণ (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রূহসহ/ওহীসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন)	১৬-নাহল	২	৭০৩
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি রূহ (ওহী) অবতীর্ণ করেন	৪০-মু'মিন	১৫	৮৭৯
ঈসা আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে রুহ	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দাঁড়াবে (রূহ ও ফেরেশতা কিয়ামতের দিন সারিবদ্ধভাবে)	৭৮-নাবা	৩৮	১০০২
নির্দেশ (রূহ প্রতিপালকের নির্দেশ)	১৭-ইস্রা	৮৫	৭২১
প্রশ্ন (রূহ সম্পর্কে রাসূল স. কে প্রশ্ন)	১৭-ইস্রা	৮৫	৭২১
ফুঁকে দেয়া (মানুষকে আল্লাহ রূহ ফুঁকে দিয়েছেন)	৩২-সাজদা	৯	৮৩০
ফুঁকে দেয়া (মারইয়ামের প্রতি রূহ ফুঁকে দেয়া)	৬৬-তাহরীম	১২	৯৭১
ফুঁকে দেয়া (মারইয়ামের মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া, ঈসা আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
ফুঁকে দেয়া (রূহ ফুঁকে দিলেন আল্লাহ, আদমের ভিতরে)	১৫-হিজর	২৯	৬৯৯
ফুঁকে দেয়া (আদমের ভিতরে রূহ ফুঁকে দেয়া)	৩৮-সোয়াদ	৭২	৮৭০
বিশ্বস্ত রূহ/জিবরাঈলের কুরআন নিয়ে অবতরণ	২৬-শু'আরা	১৯৩	৭৯৮
সাহায্য (আল্লাহ মু'মিনদেরকে রুহ দ্বারা সাহায্য করেছেন)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
রূহ (ওহী)			
অবতীর্ণ (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রূহসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন)	১৬-নাহল	২	৭০৩
রূহ (কুরআন)			
প্রেরণ (নবীর কাছে আল্লাহর নির্দেশ সম্বলিত রূহ/কুরআন প্রেরণ)	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
রূহ (জিবরাঈল)			
অবতরণ (কদর রাতে রূহ/জিবরাঈল অবতরণ করে)	৯৭-কাদর	৪	১০২৯
উর্ধ্বগামী (ফেরেশতাগণ ও জিবরাঈল উর্ধ্বগামী হয়...)	৭০-মা'আরিজ	৪	৯৮১
রূহুল কুদুস (জিবরাঈল)			
ঈসাকে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) দ্বারা সাহায্য করা হয়	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
ঈসাকে রূহুল কুদস দিয়ে সাহায্য করেছেন আল্লাহ	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
কুরআন রূহুল কুদুস/জিবরাঈল কর্তৃক আনীত (আল্লাহর কাছ থেকে)	১৬-নাহল	১০২	৭১১
রেখা			
সাদা রেখা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
রেখে দেয়া			
অস্ত্র রেখে দেয়া (যোদ্ধাদের অসুস্থতার ক্ষেত্রেও সতর্কতা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
কন্যা শিশুকে জীবন্ত রেখে দেয়া/মাটিতে পুতে ফেলা প্রসঙ্গ	১৬-নাহল	৫৯	৭০৭
জালিমদেরকে জাহান্নামে রেখে দিবেন আল্লাহ (নতজানু অবস্থায়)	১৯-মারইয়াম	৭২	৭৩৯
পর্বতকে আল্লাহ সমতল ভূমিরূপে রেখে দিবেন (কিয়ামতে)	২০-ত্বা-হা	১০৬	৭৪৭
ভালভাবে রেখে দেয়া স্ত্রীদেরকে (তালাক দেয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
শস্য কাটার পর শীষসহ রেখে দেবে	১২-ইউসুফ	৪৭	৬৮১
সুন্দর ভাবে রেখে দেয়া স্ত্রীদেরকে (রেজয়ী তালাকের পর)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
স্ত্রীকে ইদ্দত শেষে উত্তমভাবে রেখে দেয়া (তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
রেখে যাওয়া			
অবশিষ্ট (মূসা আ. ও হারুন পরিবারের রেখে যাওয়া অবশিষ্ট)	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
অসহায় সন্তান রেখে মৃত্যুর কথা ভাবা (ইয়াতিম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯	৫৫৭
আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী	৪-নিসা	৩৩	৫৬১
ইউসুফকে রেখে দৌড় প্রতিযোগিতায় গেল (ভাইয়েরা বলল)	১২-ইউসুফ	১৭	৬৭৮
ধন-সম্পত্তি রেখে গেলে মৃত্যুকালে ওসিয়তের বিধান...	২-বাক্বারা	১৮০	৫২০
পাথরকে মসৃণ অবস্থায় রেখে যাওয়া (লোক দেখানো দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
পিতামাতার রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী	৪-নিসা	৩৩	৫৬১
মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ বন্টন (কালালাহ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
সম্পদ (মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
স্ত্রী রেখে স্বামীর মৃত্যুবরণ...	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করলে ওসিয়ত করবে (স্ত্রীদের জন্য)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদের ১/৪ স্বামী পাবে (সন্তান থাকলে)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদের অর্ধেক স্বামী পাবে (সন্তান না থাকলে)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
স্থায়ী বাণী হিসাবে উত্তরসূরীদের জন্য ইবরাহীম আ. রেখে গেছেন	৪৩-যুখরুফ	২৮	৮৯৭
স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদের ১/৪ পাবে স্ত্রী (সন্তান না থাকলে)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদের ১/৮পাবে স্ত্রী (সন্তান থাকলে)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
রেখে যাওয়া (সম্পদ)			
আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে নারী-পুরুষের অংশ আছে	৪-নিসা	৭	৫৫৭
পিতামাতার রেখে যাওয়া সম্পদে নারী-পুরুষের অংশ আছে	৪-নিসা	৭	৫৫৭
রেশম			
আস্তর (জান্নাতে রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে)	৫৫-রাহমান	৫৪	৯৪১
জান্নাতের পোশাক হবে রেশম দ্বারা প্রস্তুতকৃত	৩৫-ফাতির	৩৩	৮৪৯
পোশাক (রেশমের পোশাক পরিধান করবে জান্নাতবাসীরা)	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
পোশাক (জান্নাতে সৎকর্মশীল মুমিনের পোশাক হবে রেশমের)	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০

রেশম (পুরু)			
জান্নাতীদের উপর সবুজ মিহি ও পুরু রেশমী পোশাক থাকবে	৭৬-দাহ্‌র	২১	৯৯৬
রেশম (মিহি)			
পোষাক (জান্নাতীদের সবুজ মিহি/পুরু রেশমী পোশাক থাকবে)	৭৬-দাহ্‌র	২১	৯৯৬
রেশমী পোশাক			
ধৈর্যশীলতার প্রতিদান রেশমী পোশাক ও জান্নাত	৭৬-দাহ্‌র	১২	৯৯৫
রেহাই			
কেউ রেহাই পেত না (কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করা হলে)	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
রেহাই/মুক্তি			
মূসা আ. মুক্তি পেয়েছে জালিম সম্প্রদায় থেকে	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
রোগ (আরো দেখুন ব্যাধি শব্দটি)			
অন্তরে রোগাক্রান্তদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ (শয়তানের নিক্ষেপ করা)	২২-হাজ্জ	৫৩	৭৬৩
মুনাফিকদের হৃদয়ে রোগ বাড়িয়ে দেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	১০	৫০২
মুনাফিকদের হৃদয়ে রোগ রয়েছে	২-বাক্বারা	১০	৫০২
হৃদয়ে রোগ আছে যাদের, তারা দ্রুত ধাবিত হয়...	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
হৃদয়ে রোগ আছে (মুনাফিকদের)	২৪-নূর	৫০	৭৭৯
রোগাক্রান্ত (দেখুন অসুস্থ শব্দটি)			
রোগী			
দোষ নেই রোগীর (যুদ্ধে অংশ না নিলে)	৪৮-ফাত্‌হ	১৭	৯১৭
রোদ			
ছায়ার সমান নয় রোদ (উপমা)	৩৫-ফাতির	২১	৮৪৮
রোধ			
আগুন রোধ করতে পারবে না (কাফিররা)	২১-আম্বিয়া	৪০	৭৫২
ইচ্ছা (আল্লাহ ক্ষতির ইচ্ছা করলে তা রোধ করার কেউ নেই)	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
কল্যাণ/অনুগ্রহ আল্লাহ চাইলে তা রোধ করার কেউ নেই	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
জালিমদের শাস্তি রোধ করার কেউ থাকবে না (কিয়ামতে)	৪২-শূরা	৪৭	৮৯৫
রোমান			
পরাজিত (রোমানরা পরাজিত হল)	৩০-রূম	২	৮২২
রোযা			
অসুস্থায় রোযা	২-বাকারা	১৮৪	৫২০
উত্তম (রোজা রাখা উত্তম, সক্ষম ব্যক্তির জন্য...)	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
উদ্দেশ্য (রোযারা উদ্দেশ্য তাকওয়া)	২-বাকারা	১৮৩	৫২০
একাধারে দুই মাস রোযা রাখবে, দাস না পাইলে (যিহার প্রসঙ্গ)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
কসম ভঙ্গে কাফফারা হিসেবে রোযা	৫-মায়েদা	৮৯	৫৯১
কাফফারা (মুমিন হত্যার কাফফারা একাধারে দু'মাস রোযা পালন)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
কাফফারাস্বরূপ সমসংখ্যক রোযা (মুহরিমের শিকার প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
কুরবানীর পশু পাওয়া না গেলে রোযা রাখতে হবে...	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
খাবার ও পানিও থেকে রোযা অবস্থায় বিরত থাকা	২-বাকারা	১৮৪	৫২১
গর্ভবতীর রোযা	২-বাকারা	১৮৪	৫২১
তিন দিন রোযা রাখা (কসম ভঙ্গের কাফফারা)	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
দুমাস রোযা (মুমিন হত্যার কাফফারা একাধারে দু'মাস রোযা পালন)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
পূর্ণ (রোযা পূর্ণ করা, ফজর থেকে রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করা)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
ফরয (তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয....)	২-বাকারা	১৮৩	৫২০
ফিদিয়া (রোযার মাধ্যমে ফিদিয়া দিতে হবে, হজ্জে যদি...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
ফিদিয়া (কষ্টে রোযা রাখতে না পারলে.....)	২-বাকারা	১৮৩	৫২০
বিধিবদ্ধ (রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ঈমানদারদের উপর)	২-বাক্বারা	১৮৩	৫২০
মানত রোজা বা কথা বলা থেকে বিরত থাকার মানত (মারইয়ামের)	১৯-মারইয়াম	২৬	৭৩৫
মারইয়ামের রোযা	১৯-মারিয়াম	২৬	৭৩৫
যাকারিয়া কথা বলা তেকে বিরতথাকার রোযা (মারইয়ামের)	১৯-মারিয়াম	২৬	৭৩৫
যিহার এর কাফফারায় রোযা (২ মাস)	৫৮-মুজদালা	৪	৯৫২
রমজানে রোজা রাখবে যে এ মাস প্রত্যক্ষ করবে	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
রাত (রোযার রাতে যৌনসম্ভোগ হালাল করা হয়েছে)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
সময়সীমা (ফজর থেকে রাত পর্যন্ত)	২-বাকারা	১৮৭	৫২১
সফরে রোযার বিধান	২-বাকারা	১৮৪	৫২০
সফরে রোযার বিধান	২-বাকারা	১৮৫	৫২০
বৃদ্ধদের রোযা	২-বাকারা	১৮৪	৫২১
দুগ্ধ দানকারী মায়ের রোযা	২-বাকারা	১৮৪	৫২১
স্ত্রী সহবাস (রোযার রাতে)	২-বাকারা	১৮৭	৫২১
হজ্জের সময় রোযা (কুরবাণী না করলে)	২-বাকারা	১৯৬	৫২২
রোযা পালনকারী নারী			
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (রোজা পালনকারী নারীর জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
রোযা পালনকারী পুরুষ			
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (রোজা পালনকারী পুরুষের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
রৌদ্র			
জান্নাতে রৌদ্র ও প্রচণ্ড শীত থাকবে না	৭৬-দাহ্‌র	১৩	৯৯৫
রৌদ্রক্লিষ্ট			

জান্নাতে রৌদ্রক্লিষ্ট না হওয়া (আদম আ. প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১১৯	৭৪৮
রৌপ্য			
ছাদ (রৌপ্যের ছাদ, কাফিরদের পার্থিব প্রচুর্য প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
পাত্র (জান্নাতে স্ফটিক গ্লাস ও রৌপ্য পাত্র পরিবেশন করা হবে)	৭৬-দাহ্‌র	১৫	৯৯৫
বালা (রৌপ্য নির্মিত বালা দ্বারা জান্নাতীরা অলংকৃত হবে)	৭৬-দাহ্‌র	২১	৯৯৬
শোভনীয় করা হয়েছে স্তুপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য মানুষের জন্য	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
সঞ্চয় (স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে যারা, আল্লাহর পথে ব্যয় না করে)	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
সিঁড়ি (রৌপ্যের সিঁড়ি, কাফিরদের পার্থিব প্রাচুর্য প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
স্ফটিক (রৌপ্য নির্মিত স্ফটিকে পূর্ণ করে রাখা ...জান্নাতে)	৭৬-দাহ্‌র	১৬	৯৯৫
লক্ষণ			
অপরাধীদের লক্ষণ দ্বারা তাদেরকে চেনা যাবে (কিয়ামতে)	৫৫-রাহ্‌মান	৪১	৯৪১
কিয়ামতের লক্ষণসমূহ এসে পড়েছে	৪৭-মুহাম্মাদ	১৮	৯১৩
চিনতে পারা (আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ফকীরদের লক্ষণ দেখে চেনা)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
হৃদয়ে ব্যধিগ্রস্তদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবেন রাসূল	৪৭-মুহাম্মাদ	৩০	৯১৪
লক্ষ্য			
আকাশের দিকে কি লক্ষ্য করে না কাফিররা	৫০-ক্বাফ	৬	৯২২
পরিণাম লক্ষ্য করার আহ্বান (মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম)	৩-আলে ইমরান	১৩৭	৫৪৯
লক্ষ্য করা			
অপরাধীদের পরিণাম লক্ষ্য করা (লূত সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৪	৬২০
অবিশ্বাসীরা কেমন উপমা পেশ করে তা লক্ষ করার নির্দেশ (রাসূল (স.)-কে)	১৭-ইস্‌রা	৪৮	৭১৮
অস্বীকৃতি (আয়াত পাঠ হলে কাফিরদের মুখমণ্ডলে অস্বীকৃতি)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
আকাশ-পৃথিবীর কর্তৃত্ব সম্পর্কে লক্ষ্য করা	৭-আ'রাফ	১৮৫	৬৩০
আকাশের সৃষ্টি সম্পর্কে লক্ষ্য করা (স্তরে স্তরে আকাশ সৃষ্টি)	৭১-নূহ্‌	১৫	৯৮৪
আকাশ-পৃথিবীতে কী আছে তা লক্ষ্য করার নির্দেশ	১০-ইউনুস	১০১	৬৬৩
আয়াত বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করার জন্য আল্লাহর আহ্বান	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
আল্লাহ মূসার সম্প্রদায়ের কাজ লক্ষ্য করবেন	৭-আ'রাফ	১২৯	৬২৪
আল্লাহর উপমা পেশ সম্পর্কে লক্ষ্য করা (উত্তম বাণীর উপমা)	১৪-ইবরাহীম	২৪	৬৯৫
উটের দিকে দৃষ্টিপাতের উপদেশ (কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে)	৮৮-গাশিয়াহ্‌	১৭	১০১৯
কাফিররা কি লক্ষ্য করে না- আকাশ পৃথিবী যিনি সৃষ্টি...	১৭-ইস্‌রা	৯৯	৭২২
খাবার-পানীয়ের দিকে লক্ষ্য করা (উযায়ের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত (মানুষের)	৮০-আবাসা	২৪	১০০৭
গবাদিপশুর দিকে লক্ষ্য করে না? (অবিশ্বাসীরা)	৩৬-ইয়াসীন	৭১	৮৫৬
গাধার হাড়ের দিকে লক্ষ্য করা (উযায়ের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
নবীর লক্ষ্য করা (আল্লাহ জেনেবুঝে প্রবৃত্তি পূজারীকে পথভ্রষ্ট করেন)	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
নিদর্শন বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করার নির্দেশ	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
নিদর্শন বর্ণনার বিষয়টি লক্ষ্য করা	৬-আন্'আম	৬৫	৬০২
পরিণাম লক্ষ্য করা (ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম, ফিরআউন প্র.)	৭-আ'রাফ	১০৩	৬২২
পরিণাম লক্ষ্য করেনি কি মক্কার কাফিররা (পূর্ববর্তীদের)	৩০-রূম	৯	৮২২
পরিণাম লক্ষ্য করা (ওহীকে মিথ্যা অভিহিত করার পরিণাম)	১০-ইউনুস	৩৯	৬৫৮
পরিণাম (পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখার জন্য পৃথিবী ভ্রমণের নির্দেশ)	৩০-রূম	৪২	৮২৫
পরিণাম লক্ষ করা (মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম লক্ষ্য করা)	১৬-নাহ্‌ল	৩৬	৭০৬
পরিশুদ্ধতম খাদ্য লক্ষ্য করা শহরে (আসহাবে কাহাফ প্র.)	১৮-কাহ্‌ফ	১৯	৭২৫
পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করতে বলা (মূসাকে)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
পূর্ববর্তীদের পরিণাম লক্ষ্য করত মুশরিকরা (ভ্রমণ করলে)	৩৫-ফাতির	৪৪	৮৫০
পূর্ববর্তীদের পরিণাম লক্ষ্য করত কাফিররা (পৃথিবীতে ভ্রমণ করলে)	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৯
পূর্ববর্তীদের পরিণাম লক্ষ্য করা (পৃথিবীতে ভ্রমণ করে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১০	৯১২
প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা (সুলাইমানের পত্র পেয়ে সাবার রানীর প্রতিক্রিয়া)	২৭-নামল	২৮	৮০২
প্রভাব (আল্লাহর দয়ার প্রভাব লক্ষ্য করার আহ্বান)	৩০-রূম	৫০	৮২৬
ফলের ফলবান হওয়া/পরিপক্কতা লাভের প্রতি লক্ষ্য করা	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম লক্ষ্য করা (শু'আইব. প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
মর্যাদা দান লক্ষ্য করার আহ্বান (এক দলের উপর অন্য দলের)	১৭-ইস্‌রা	২১	৭১৫
মানুষ লক্ষ্য করুক তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে	৮৬-তারিক	৫	১০১৭
মানুষ কি লক্ষ্য করেনি পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?	১২-ইউসুফ	১০৯	৬৮৭
মিথ্যা অভিহিতকারীর পরিণাম লক্ষ্য করার নির্দেশ (পৃথিবী ভ্রমণ করে)	৬-আন্'আম	১১	৫৯৭
মিথ্যা রচনাকারীদেরকে লক্ষ্য করা (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা)	৪-নিসা	৫০	৫৬৩
মুশরিকদের মিথ্যাচার নবী কর্তৃক লক্ষ্য করা (কিয়ামত প্র.)	৬-আন্'আম	২৪	৫৯৮
সতর্ককৃতদের পরিণাম লক্ষ্য করার নির্দেশ	৩৭-সাফফাত	৭৩	৮৬০
সামিরীর ইলাহ/উপাস্য/বাছুরের প্রতি লক্ষ্য করা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৯৭	৭৪৭
সৃষ্টির সূচনা আল্লাহ কিভাবে করেছেন তা লক্ষ্য করা	২৯-আনকাবূত	২০	৮১৭
হাড়ের দিকে লক্ষ্য করা (উযায়েরের গাধা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
লক্ষ্য করা (উনযুরনা)			
বলা (ইহুদীদের 'লক্ষ্য কর'/উনযুরনা বলা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
লক্ষ্যভ্রষ্ট			
আহ্বান (কাফিরদের আহ্বান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়)	১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
লঙ্ঘন			
সীমা লঙ্ঘন করে যে (আল্লাহর সীমা) আল্লাহর	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
সীমা লঙ্ঘন(আল্লাহর দেয়া সীমা লঙ্ঘনের শাস্তি, মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
সীমা লঙ্ঘন না করার নির্দেশ (আল্লাহর সীমা)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
সীমালঙ্ঘন (তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহর সীমালঙ্ঘন জুলুম)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
লজ্জাজনক			
ইবাদতকে যে লজ্জাজনক মনে করে তার পরিণাম	৪-নিসা	১৭২	৫৭৯
বান্দা হওয়াকে ঈসা আ. লজ্জাজনক মনে করেন না (আল্লাহর বান্দা)	৪-নিসা	১৭২	৫৭৯
বান্দা হওয়াকে ফেরেশতারা লজ্জাজনক মনে করে না (আল্লাহর বান্দা)	৪-নিসা	১৭২	৫৭৯
লজ্জাজনক মনে করা			
ইবাদতকে লজ্জাজনক মনে করার কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
লজ্জাবোধ			
আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না (সত্যের বিষয়ে)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না (তুচ্ছ জিনিসের উপমা দিতে)	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
রাসূল স. লজ্জাবোধ করেন (সাহাবীদেরকে ঘর থেকে চলে যেতে বলতে)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
লজ্জা/লাজুক			
পায়ে (লাজুক পায়ে দু'জন নারীর একজন মূসার নিকট আসল)	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
লজ্জাস্থান			
আবৃত করা (লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য পোশাক অবতীর্ণ)	৭-আ'রাফ	২৬	৬১৫
দেখানো (লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য পোশাক অপসারণ, আদম আ. ও)	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
প্রকাশ (লজ্জাস্থান প্রকাশ করার জন্য শয়তান কুমন্ত্রণা দিল, আদম আ. ও ...)	৭-আ'রাফ	২০	৬১৪
প্রকাশ (লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল আদম আ. ও তার স্ত্রীর...)	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
প্রকাশ (নিষিদ্ধ ফল খাওয়ায় আদম ও হাওয়ার লজ্জাস্থান প্রকাশ)	২০-ত্বা-হা	১২১	৭৪৮
সুরক্ষিত রাখা (মারইয়ামের লজ্জাস্থান সুরক্ষিত/সতীত্ব রক্ষা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহরীম	১২	৯৭১
হেফাজতকারী (মুমিনগণ লজ্জাস্থান হেফাজতকারী)	২৩-মু'মিনূন	৫	৭৬৬
হেফাজত (লজ্জাস্থান হেফাজত করবে মু'মিন পুরুষরা)	২৪-নূর	৩০	৭৭৬
হেফাজতকারী (লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারী-পুরুষের প্রতিদান)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
হেফাজত (লজ্জাস্থান হেফাজত করে যারা...)	৭০-মা'আরিজ	২৯	৯৮২
হেফাজত (লজ্জাস্থান হেফাজত করবে মু'মিন নারীরা)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
লজ্জাস্থান (সতীত্ব)			
মারইয়ামের লজ্জাস্থান/সতীত্ব সুরক্ষিত রাখা প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
সুরক্ষিত রাখা (মারইয়ামের লজ্জাস্থান/সতীত্ব সুরক্ষিত রাখা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
লটারীতে অংশ গ্রহণ			
ইউনুস লটারীতে অংশ নিলেন (নৌকায়)	৩৭-সাফফাত	১৪১	৮৬৩
লতাপাতাযুক্ত গাছ			
উদ্গত (লতাপাতাযুক্ত গাছ উদগত করা, ইউনুস প্রসঙ্গ)	৩৭-সাফফাত	১৪৬	৮৬৪
লবণাক্ত			
পানি (আল্লাহ ইচ্ছা করলে পানি লবণাক্ত করতে পারেন)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭০	৯৪৬
লাইলাতুল কদর			
উত্তম (লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম)	৯৭-কাদর	৩	১০২৯
কুরআন অবতীর্ণ (লাইলাতুল কদর বা কদরের রাতে)	৯৭-কাদর	১	১০২৯
লাগিয়ে দেয়া			
দারিদ্র্য লাগিয়ে দেয়া হয়েছে আহলে কিতাবদের সাথে	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
বনী ইসরাঈলের সাথে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যকে লাগিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
লাঞ্ছনা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে আহলে কিতাবদের সাথে	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
লাঘব			
শাস্তি লাঘব করার জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ...	৪০-মু'মিন	৪৯	৮৮২
শাস্তি লাঘব করা হবে না (জাহান্নামিদের)	৪৩-যুখরুফ	৭৫	৯০১
লাঞ্ছনা			
অপরাধীদের ষড়যন্ত্রের কারণে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
কন্যা জন্মের কারণে লাঞ্ছনা (কন্যা শিশুকে মাটিতে জীবন্ত পুতে ফেলা...)	১৬-নাহ্ল	৫৯	৭০৭
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা (বাছুর পূজারীদের উপর)	৭-আ'রাফ	১৫২	৬২৬
বনী ইসরাঈলের সাথে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যকে লাগিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
ভোগ (অস্বীকারকারী জালিমদের দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ)	৩৯-যুমার	২৬	৮৭৩
লাগিয়ে দেয়া (লাঞ্ছনা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে আহলে কিতাবদের সাথে)	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শাস্তি (আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য কথা বলায় লাঞ্ছনার শাস্তি)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
লাঞ্ছনাদায়ক			
কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি	৩-আলে ইমরান	১৭৮	৫৫৩
শাস্তি (আল্লাহ-রাসূল স. এর অমান্যকারীর জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
শাস্তি (আয়াতকে উপহাসের বিষয় বানানোর জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	৪৫-জাছিয়া	৯	৯০৫
শাস্তি (কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত)	৪-নিসা	১৫১	৫৭৬
শাস্তি (কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
শাস্তি (কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
শাস্তি (লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে মুনাফিকদের জন্য)	৫৮-মুজাদালা	১৬	৯৫৪
শাস্তি (লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে অবস্থান করত না জিনেরা যদি...)	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
শাস্তি (লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে কাফিরদের জন্য)	৫৮-মুজাদালা	৫	৯৫২
শাস্তি (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করায় লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	২২-হাজ্জ	৫৭	৭৬৩
শাস্তি (আল্লাহ ও রাসূল স. কে কষ্টদাতার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত)	৩৩-আহযাব	৫৭	৮৩৮
শাস্তি (আল্লাহর পথকে উপহাস করলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
শাস্তি (লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি কাফিরের জন্য প্রস্তুত)	৪-নিসা	৩৭	৫৬২
শাস্তি (লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হবে কাফিরদের অহংকারের প্রতিফল)	৪৬-আহকাফ	২০	৯১০
শাস্তি (বনী ইসরাইলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে উদ্ধার)	৪৪-দুখান	৩০	৯০৩
লাঞ্ছিত			
আল্লাহ লাঞ্ছিত করলে তার কোন সম্মানদাতা নেই	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
ইবাদতবিমুখ অহংকারীরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে	৪০-মু'মিন	৬০	৮৮৩
কাফিরদের এক অংশকে লাঞ্ছিত করা (বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১২৭	৫৪৮
কাফিররা লাঞ্ছিত হবার পূর্বে আয়াত মেনে চলত!	২০-ত্বা-হা	১৩৪	৭৪৯
কাফিররা লাঞ্ছিত হবে কিয়ামতে (পুনরুত্থান অস্বীকার করায়)	৩৭-সাফফাত	১৮	৮৫৭
পূর্ববর্তীদের ন্যায় লাঞ্ছিত করা হবে বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে	৫৮-মুজাদালা	৫	৯৫২
প্রতিপালক অপমানিত করেছেন (রিযিক সংকুচিত হলে মানুষ বলে)	৮৯-ফাজ্র	১৬	১০২১
বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে (পূর্ববর্তীদের ন্যায়)	৫৮-মুজাদালা	৫	৯৫২
স্থায়ী (কিয়ামতে স্থায়ী হবে লাঞ্ছিত অবস্থায়, যারা...)	২৫-ফুরকান	৬৯	৭৮৭
লাঠি			
মূসার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করায় ঝরনা তৈরি	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
আঘাত (মূসার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করায় ঝরনা তৈরি)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
আঘাত (মূসার লাঠির আঘাতে নীল নদে পথ সৃষ্টি হওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৬৩	৭৯১
আঘাত (মূসার লাঠির আঘাতে বারটি ঝর্ণা উৎসারিত)	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
খাওয়া (লাঠি খাচ্ছিল মাটির পোকা, সুলাইমানের লাঠি)	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
জাদুর লাঠি দৌড়ানো (জাদুকরদের জাদুর প্রভাবে)	২০-ত্বা-হা	৬৬	৭৪৫
নিক্ষেপ (জাদুকররা জাদুর লাঠি নিক্ষেপ করল)	২৬-শু'আরা	৪৪	৭৯০
নিক্ষেপ (মূসার লাঠি নিক্ষেপ ও অজগরে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০৭	৬২২
নিক্ষেপ (মূসা আ. লাঠি নিক্ষেপ করামাত্রই তা অজগরে পরিণত হল)	২৬-শু'আরা	৩২	৭৮৯
নিক্ষেপ (লাঠি নিক্ষেপ করতে বললেন আল্লাহ মূসাকে)	২৮-কাসাস	৩১	৮১০
মূসার লাঠি সাপের মত ছোটাছুটি করা ও মূসার ভয় প্রসঙ্গ	২৭-নামল	১০	৮০০
মূসার লাঠি নিক্ষেপ ও অজগরে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১০৭	৬২২
মূসার লাঠি নিক্ষেপ ও জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলা প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	৪৫	৭৯০
মূসার লাঠি নিক্ষেপ করামাত্রই তা অজগরে পরিণত হল	২৬-শু'আরা	৩২	৭৮৯
মূসার লাঠি নিক্ষেপ করার জন্য আল্লাহর ওহী	৭-আ'রাফ	১১৭	৬২৩
মূসার লাঠিতে মূসা আ. ভর দেয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	১৮	৭৪২
লাত			
'উযযা' ও 'লাত' সম্পর্কে ভেবে দেখার আহ্বান	৫৩-নাজম	১৯	৯৩২
লা'নত (আরো দেখুন অভিশাপ শব্দটি)			
অনুগামী (লা'নত অনুগামী করলেন আল্লাহ ফির'আউন ও...)	২৮-কাসাস	৪২	৮১১
অভিযোগকারীদের উপর লা'নত (সচ্চরিত্র নারীর বিরুদ্ধে)	২৪-নূর	২৩	৭৭৬
আদ জাতির জন্য লানত (দুনিয়া ও কিয়ামতে)	১১-হূদ	৬০	৬৭১
আল্লাহর লা'নত, কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণকারীর উপর	২-বাক্বারা	১৬১	৫১৮
'আল্লাহর লা'নত জালিমদের উপর' এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
আল্লাহ লা'নত করেছেন (মুনাফিক ও মুশরিকদেরকে)	৪৮-ফাত্হ	৬	৯১৬
আল্লাহ লা'নত করেছেন মুনাফিক ও কাফিরদেরকে	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
আল্লাহ লা'নত করেছেন যাদেরকে	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
আল্লাহ-রাসূল স. কে কষ্টদাতাকে আল্লাহ লানত করেন	৩৩-আহযাব	৫৭	৮৩৮
আল্লাহর লা'নত তাদের উপর যারা প্রমাণাদি গোপন করে...	২-বাক্বারা	১৫৯	৫১৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
লা'নত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহর লা'নত বনী ইসরাইলদের উপরে যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ...	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
আল্লাহর লা'নত মাদইয়ানবাসীর পিছে লাগিয়ে দেয়া হল	১১-হূদ	৯৯	৬৭৪
আল্লাহর লা'নত, মিথ্যাবাদীর উপর (মুবাহালাহ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
আল্লাহর লা'নত যেসব আহলে কিতাবদের উপর...	৪-নিসা	৫২	৫৬৩
আল্লাহ যাকে লা'নত করেন তার সাহায্যকারী নেই	৪-নিসা	৫২	৫৬৩
আহলে কিতাবকে লানত (কুরআনে ঈমান না আনলে)	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
ইবলিসের উপর লা'নত (শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত)	১৫-হিজর	৩৫	৬৯৯
ইহুদীদের প্রতি লা'নত করা হয়েছে	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
এক দল লা'নত করবে অন্য দলকে (আগুনে প্রবেশ করে)	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
কামনা (আল্লাহর লা'নত কামনা করবে স্বামী, পঞ্চমবার)	২৪-নূর	৭	৭৭৪
কাফিরদের প্রতি আল্লাহর লা'নত (কিতাবে অবিশ্বাসের কারণে)	২-বাক্বারা	৮৯	৫১০
কাফিরদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন	৩৩-আহযাব	৬৪	৮৩৯
কাফিররা লা'নত কামনা করবে কাফিরদের নেতাদের জন্য	৩৩-আহযাব	৬৮	৮৩৯
কিয়ামতের দিন একে অপরকে লা'নত (মূর্তিপূজা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
কুফরীর কারণে লা'নত (ইহুদীদের উপর)	২-বাক্বারা	৮৮	৫১০
কুফরীর কারণে লা'নত (ইহুদীদের প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
জালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা...)	১১-হূদ	১৮	৬৬৭
নেতাদের জন্য কাফিররা লা'নত কামনা করবে	৩৩-আহযাব	৬৮	৮৩৯
প্রতিফল (ঈমানের পর কুফরীর প্রতিফল লা'নত...)	৩-আলে ইমরান	৮৭	৫৪৪
বনী ইসরাঈলকে লা'নত করা হয় (অমান্য/সীমালঙ্ঘন করায়)	৫-মায়িদা	৭৮	৫৯০
মুনাফিকদেরকে আল্লাহ লা'নত করেছেন	৪৭-মুহাম্মাদ	২৩	৯১৪
লা'নতকারীদের লা'নত (প্রমাণ গোপনকারীদের উপর)	২-বাক্বারা	১৫৯	৫১৭
শনিবার ওয়ালাদের উপর যেমন লানত করা হয়েছিল...	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
শয়তানকে আল্লাহর লা'নত করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১১৮	৫৭২
সম্পর্ক ছিন্নকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীর প্রতি লা'নত	১৩-রা'দ	২৫	৬৯০
হত্যাকারীর প্রতি আল্লাহর লা'নত (ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিনকে হত্যার জন্য)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
লা'নতকারী			
লা'নত (লা'নতকারীদের লা'নত প্রমাণ গোপনকারীদের উপর)	২-বাক্বারা	১৫৯	৫১৭
লাভ করা			
কল্যাণ লাভ (কাফিররা কল্যাণ লাভ করেনি, খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৫	৮৩৫
পূণ্য লাভ করা যাবে না (ভালবাসার জিনিস ব্যয় না করা পর্যন্ত...)	৩-আলে ইমরান	৯২	৫৪৫
বাণী লাভ (প্রতিপালকের কাছ থেকে আদমের তওবার বাণী লাভ)	২-বাক্বারা	৩৭	৫০৫
মুমিনরা যাই লাভ করে শত্রুর পক্ষ থেকে তার পরিবর্তে সৎকাজ...	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
মুনাফিকরা লাভ করতে পারেনি যা মনস্থ করেছিল...	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
লাভজনক			
ব্যবসা লাভজনক হয়নি মুনাফিকদের (পথভ্রষ্টতা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৬	৫০৩
লাভবান			
জ্বীনদের কতক মানুষ বন্ধুর লাভবান হওয়া	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
লাভ (সাফল্য)			
মহাসাফল্য লাভ করেছে (আল্লাহ ও রাসূল স. এর আনুগত্যকারী)	৩৩-আহযাব	৭১	৮৪০
লাল			
পাহাড় (পাহাড়ের মধ্যে কতক লাল রঙের রয়েছে)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৪
লালচে			
আকাশ লালচে তেলের মত লাল হবে (কিয়ামতের দিন)	৫৫-রাহমান	৩৭	৯৪০
লালন-পালন (আরো দেখুন প্রতিপালন শব্দটি)			
মূসাকে শৈশবে ফিরআউন কর্তৃক লালন-পালন প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	১৮	৭৮৯
লালসা			
ধন-সম্পদের লালসায় মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
প্রবৃত্তিতে লালসা উপস্থিত করা হয়েছে (মানুষের)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
মুমিনদের প্রতি মুনাফিকদের লালসা প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
লালিত পালিত			
কন্যা (ঘরে লালিত পালিত স্ত্রীর পূর্বস্বামীর কন্যাকে বিয়ে হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
লিখিত			
কাগজ (আকাশকে কিয়ামতে লিখিত কাগজের মত গুটানো হবে)	২১-আম্বিয়া	১০৪	৭৫৭
কিতাব (লিখিত কিতাবের কসম)	৫২-তূর	২	৯২৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত (মুহাম্মদ সা. এর কথা)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
ফলকে (তাওরাতে) লিখিত বিষয়ের মধ্যে পথনির্দেশিকা ও দয়া	৭-আ'রাফ	১৫৪	৬২৬
সৎকাজ লিখিত হয় মুমিনদের জন্য তার পরিবর্তে যা শত্রু থেকে...	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
লিখিত কিতাব (যাবুর)			
উত্তরাধিকারী প্রসঙ্গে যাবুর (লিখিত কিতাবে) আছে (সৎকর্মশীল বান্দা...)	২১-আম্বিয়া	১০৫	৭৫৭
কুরআন সম্বন্ধে যাবুর (লিখিত কিতাবে) উল্লেখ আছে	২৬-শু'আরা	১৯৬	৭৯৮
লিখিত চুক্তি			
দাস-দাসী মু'ক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে চুক্তি করা...	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
লিখে দেয়া			
ঋণের লেনদেন লিখে দিবে (কোন লেখক)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
ঋণের লেনদেন লিখে দিবে (আল্লাহ যেভাবে শিখিয়েছেন)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দেয়া (ঋণের লেনদেন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
লিখে নেয়া			
কুরআন লিখে নিয়েছে রাসূল স. (অন্য জাতি থেকে)	২৫-ফুরকান	৫	৭৮২
লিখে রাখা			
অগ্রিম এবং পিছনে রেখে আসা কাজ (লিখে রাখেন আল্লাহ)	৩৬-ইয়াসীন	১২	৮৫১
আল্লাহ লিখে রাখবেন (অবিশ্বাসীরা যা বলে)	১৯-মারইয়াম	৭৯	৭৩৯
আল্লাহ লিখে রাখবেন ইহুদীদের অসঙ্গত কথা ও নবীহত্যা...	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
আল্লাহ লিখে রেখেছেন (আল্লাহ ও তার রাসূলগণ বিজয়ী হবেন)	৫৮-মুজাদালা	২১	৯৫৪
ষড়যন্ত্র লিখে রাখে ফেরেশতারা (মুশরিকদের)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
লিপিবদ্ধ			
ঈমান লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে (মু'মিনদের হৃদয়ে)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
কসম (যা কিছু লিপিবদ্ধ করে তার কসম)	৬৮-ক্বালাম	১	৯৭৫
কিতাবে (আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ, বন্ধুর প্রতি আনুকূল্য প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
কিতাবে/আমলনামায় মানুষের কাজ লিপিবদ্ধ করেন আল্লাহ	৪৫-জাছিয়া	২৯	৯০৭
কিতাব লিপিবদ্ধ করেননি রাসূল স. (কুরআন নাযিলের পূর্বে)	২৯-আনকাবূত	৪৮	৮২০
কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে জনপদ ধ্বংস বা শাস্তির বিষয়	১৭-ইসরা	৫৮	৭১৯
ছোট বড় সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে (আমলনামায়)	৫৪-কামার	৫৩	৯৩৮
বিপর্যয় পতিত হওয়ার পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে থাকেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	২২	৯৫০
সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হবে (যারা ফেরেশতাকে নারী বলে...)	৪৩-যুখরুফ	১৯	৮৯৭
লিপিবদ্ধকারী			
আল্লাহ মুমিনের সৎকাজের লিপিবদ্ধকারী	২১-আম্বিয়া	৯৪	৭৫৬
সৎকাজের লিপিবদ্ধকারী আল্লাহ (মুমিনের সৎকাজ)	২১-আম্বিয়া	৯৪	৭৫৬
লিপ্ত			
অন্য কথায় লিপ্ত না হলে কাফিররা সাথে বসা নিষেধ...	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
অপরাধে লিপ্ত ছিল ফিরআউন (ধ্বংস প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	৯	৯৭৮
অশ্লীলতায় লিপ্ত না হলে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে বের করা যাবে না	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
অশ্লীলতায় লিপ্ত (স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত নারী/স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে নবীর স্ত্রীদের দ্বিগুণ শাস্তি	৩৩-আহযাব	৩০	৮৩৫
ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে কষ্ট দেয়া প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৬	৫৫৮
ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বিবাহিতা দাসীর শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক	৪-নিসা	২৫	৫৬০
মু'মিনরা যাতে লিপ্ত ছিল তাতে মহাশাস্তি স্পর্শ করত	২৪-নূর	১৪	৭৭৫
লুকমান			
উপদেশ (লুকমানের পুত্রকে শিরক না করতে উপদেশ)	৩১-লুকমান	১৩	৮২৮
কৃতজ্ঞতা (লুকমানকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
দান (আল্লাহ লুকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছেন)	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
পুত্র (লুকমানের পুত্রকে শিরক না করতে উপদেশ)	৩১-লুকমান	১৩	৮২৮
লুকায়িত			
আকাশ-পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে আল্লাহ বের করে আনেন	২৭-নামল	২৫	৮০২
লুকিয়ে রাখা (আরো দেখুন গোপন শব্দটি)			
ইউসুফকে লুকিয়ে রাখল যাত্রীদল (পণ্যরূপে)	১২-ইউসুফ	১৯	৬৭৮
লুটিয়ে পড়া			
দাউদ আ. নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল (আল্লাহর পরীক্ষা বুঝতে পেরে)	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
সিজদায় লুটিয়ে পড়ল জাদুকররা (প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনে)	২০-ত্বা-হা	৭০	৭৪৫
সিজদায় লুটিয়ে পড়ল জাদুকররা (পরাজিত হওয়ার পরে)	৭-আ'রাফ	১২০	৬২৩
সেজদায় লুটিয়ে পড়ত যারা (দয়াময়ের আয়াত পাঠে...)	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
লু হাওয়া			
শাস্তি (লু হাওয়ার শাস্তি থেকে রক্ষা, জান্নাতীদের)	৫২-তূর	২৭	৯৩০
লূত (আ.)			
আহ্বান (লূত আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান)	২৬-শু'আরা	১৬১	৭৯৬
ঈমান (ইবরাহীমের প্রতি লূত আ. ঈমান)	২৯-আনকাবূত	২৬	৮১৮
উদ্ধার (লূত আ. ও তার পরিবারকে শাস্তি থেকে উদ্ধার)	৫৪-কামার	৩৪	৯৩৭
উদ্ধার (লূত আ. ও তার পরিবারকে উদ্ধারের আশ্বাস, ফেরেশতার)	২৯-আনকাবূত	৩২	৮১৮
উদ্ধার (লূত আ. ও তার পরিবারকে আল্লাহ উদ্ধার করেন, স্ত্রীকে ছাড়া)	৭-আ'রাফ	৮৩	৬২০
উদ্ধার (মহা সংকট থেকে লূতকে উদ্ধার)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৩৪	৮৬৩
উদ্ধার (অপবিত্র কাজকর্মী (সমকামী) জনপদ থেকে লূতকে উদ্ধার)	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
উদ্ধার (ইবরাহীম ও লূত আ.-কে আল্লাহ উদ্ধার করেন)	২১-আম্বিয়া	৭১	৭৫৪
জ্ঞান দান (আল্লাহ লূত আ.-কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দেন)	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
দয়া (লূত আ.-কে আল্লাহর দয়ার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়)	২১-আম্বিয়া	৭৫	৭৫৫
নিবৃত্ত না হলে লূত আ.-কে বহিষ্করের হুমকি (সম্প্রদায়ের)	২৬-শু'আরা	১৬৭	৭৯৬
পরিবার (লূত আ.-এর পরিবারকে উদ্ধার করবেন ফেরেশতারা)	১৫-হিজর	৫৯	৭০১
পরিবার (লূত আ.-এর পরিবারকে শাস্তি থেকে উদ্ধার করলেন আল্লাহ)	৫৪-কামার	৩৪	৯৩৭
পরিবার (লূত-পরিবারের নিকট আসল প্রেরিত ফেরেশতারা)	১৫-হিজর	৬১	৭০১
পরিবার (লূতের পরিবারকে জনপদ থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত)	২৭-নামল	৫৬	৮০৪
প্রজ্ঞা দান (আল্লাহ লূত আ.-কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দেন)	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
ফেরেশতারা লূতের নিকট আসায় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন	২৯-আনকাবূত	৩৩	৮১৮
ফেরেশতা (লূতের কাছে ফেরেশতার আগমন)	১১-হূদ	৭৭	৬৭২
বের করা (জনপদ থেকে লূত আ.-কে বের করে দিতে সম্প্রদায়ের উক্তি)	৭-আ'রাফ	৮২	৬২০
ভাই (লূত আ.-এর ভাইয়েরা মিথ্যাবাদী বলেছিল)	৫০-ক্বাফ	১৩	৯২২
মর্যাদা দান (লূতকে জগতের উপর মর্যাদা দান করা হয়)	৬-আন্'আম	৮৬	৬০৪
মিথ্যাবাদী বলা (লূতকে তার সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২২-হাজ্জ	৪৩	৭৬২
রাসূল ছিলেন (লূত আ.)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৩৩	৮৬৩
রাসূলগণ (ফেরেশতারা) লূত আ.-কে বলল- 'আমরা প্রতিপালকের রাসূল')	১১-হূদ	৮১	৬৭৩
সৎকর্মশীল (লূত আ. সৎকর্মশীল ছিলেন)	২১-আম্বিয়া	৭৫	৭৫৫
সম্প্রদায় (লূত সম্প্রদায় কর্তৃক দেখে-শুনে অশ্লীল কাজ করা)	২৭-নামল	৫৪	৮০৪
সম্প্রদায় (লূত- সম্প্রদায় কর্তৃক রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলা...)	৩৮-সোয়াদ	১৩	৮৬৬
সম্প্রদায় (লূত আ.-কে তার সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২২-হাজ্জ	৪৩	৭৬২
সম্প্রদায় (লূত- সম্প্রদায় মাদইয়ানদের থেকে দূরে নয়)	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
সম্প্রদায় (লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে ইবরাহীমের বিতর্ক)	১১-হূদ	৭৪	৬৭২
সম্প্রদায় (লূত- সম্প্রদায়ের অপবিত্র কাজ/সমকামিতা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	২৮	৮১৮
সম্প্রদায় (লূত- সম্প্রদায়ের শাস্তির জন্য ফেরেশতা প্রেরণ)	১১-হূদ	৭০	৬৭২
সম্প্রদায় (লূত- সম্প্রদায় সতর্কীকরণকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল)	৫৪-কামার	৩৩	৯৩৭
সম্প্রদায় (লূতের সম্প্রদায় রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল)	২৬-শু'আরা	১৬০	৭৯৬
সম্প্রদায় (লূতের সম্প্রদায় দৌড়িয়ে আসল লূতের নিকট)	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
স্ত্রী (লূত আ.-এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনার নিদেশ)	৬৬-তাহ্‌রীম	১০	৯৭১
লেখক			
ঋণের দলিল লেখক পাওয়া না গেলে বন্ধকীবস্তু হস্তগত রাখা	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
ঋণের লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লেখার বিষয় বলে দেয়	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
ক্ষতিগ্রস্ত করা (ঋণের লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা পাপাচার)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
লিখে দেয়া (ঋণের বিষয় লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দিবে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ লিখে রাখেন মানুষ যা করে	৮২-ইনফিতার	১১	১০১০
হাত (সম্মানিত লেখকদের হাতে লিখিত কুরআন)	৮০-আবাসা	১৫	১০০৬
লেখা			
অদৃশ্য বিষয়ে লেখা! (কাফিরদের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান না থাকা প্রসঙ্গ)	৫২-তূর	৪১	৯৩১
অদৃশ্য বিষয় লিখছে (মিথ্যা অভিহিতকারীরা)	৬৮-ক্বালাম	৪৭	৯৭৭
ঋণের লেনদেন লিখে রাখার বিধান	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
ঋণের লেনদেন লিখে রাখার নির্দেশ (পরস্পরের মধ্যে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
কিতাব নিজ হাতে লিখে তাকে আল্লাহর কিতাব বলা	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
ছোট বা বড় ব্যয় এবং উপত্যকা অতিক্রম লিখে রাখা হয়	৯-তাওবা	১২১	৬৫৩
দুর্ভোগ (নিজে কিতাব লিখে আল্লাহর কিতাব বলায় দুর্ভোগ)	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
নগদ ব্যবসার ক্ষেত্রে লেনদেন লেখা জরুরী নয়	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
নির্বাসন লিখে দিয়েছেন আল্লাহ কাফিরদের জন্য	৫৯-হাশর	৩	৯৫৫
ফলকে (তাওরাতে) লিখা আছে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফেরেশতা লিখে রাখে (মানুষের সবকিছু)	৪৩-যুখরুফ	৮০	৯০১
যাবুরে লেখা (সৎকর্মশীল বান্দারা যমীনের উত্তরাধিকারী...)	২১-আম্বিয়া	১০৫	৭৫৭
আল্লাহ লিখে রাখেন (মুনাফিকদের রাতের পরামর্শ)	৪-নিসা	৮১	৫৬৭
রাসূল (ফেরেশতা) লিপিবদ্ধ করে (মানুষের সবকিছু)	৪৩-যুখরুফ	৮০	৯০১
লেখার বিষয় বলা			
অভিভাবক ঋণের বিষয় বলে দিবে (ঋণগ্রহীতা দুর্বল হলে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
লেখককে লেখার বিষয় বলে দেয়া (ঋণের লেনদেন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
লেগে থাকা			
পাপকাজ (ঘোরতর পাপ কাজে লেগে থাকত, বামের সাথীরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪৬	৯৪৫
পিঠ ও অন্ত্রের সাথে লেগে থাকা চর্বি ইহুদীদের জন্য হালাল...	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
বাছুরের প্রতি বনী ইসরাঈলের লেগে থাকা (মূসা আ. না ফেরা পর্যন্ত)	২০-ত্বা-হা	৯১	৭৪৭
মূর্তিদের উপাসনায় লেগে থাকা জাতি প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৩৮	৬২৪
মূর্তির প্রতি লেগে থাকা (ইবরাহীমের পিতা ও তার সম্প্রদায়...)	২১-আম্বিয়া	৫২	৭৫৩
যমীনে লেগে থাকা (আল্লাহর পথে বের হতে বলার পর...)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
সামিরীর বাছুরের প্রতি লেগে থাকা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৯৭	৭৪৭
লেগে যাওয়া			
আবৃত করতে লাগল উভয়ের লজ্জাস্থান (জান্নাতের পাতা দিয়ে)	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
লেগে যাওয়া (ইবাদতে)			
ইবাদতে লেগে যাওয়ার নির্দেশ অবসর পেলেই	৯৪-ইন্শিরাহ্	৭	১০২৭
লেনদেন (ঋণ)			
ঋণের লেনদেন লিখে রাখার নির্দেশ (পরস্পরের মধ্যে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
লেনদেন (ক্রয়-বিক্রয়)			
সাক্ষী রাখা (ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেনে সাক্ষী রাখার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
লেলিহান			
আগুন (আবু লাহাব লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে)	১১১-লাহাব	৩	১০৩৫
আগুন (আল্লাহ লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করেন)	৯২-লাইল	১৪	১০২৫
লেলিহান অগ্নিশিখা			
জাহান্নাম এক লেলিহান অগ্নিশিখা (লাজা একটি জাহান্নামের নাম)	৭০-মা'আরিজ	১৫	৯৮১
লেলিহান শিখা			
পরিবেষ্টন করবে লেলিহান অগ্নিশিখা জালিমদেরকে	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
লোক			
অপরিচিত লোক মনে করল লূত ফেরেশতাদেরকে	১৫-হিজর	৬২	৭০১
অপরিচিত লোক মনে হল সম্মানিত অতিথিদেরকে	৫১-যারিয়াত	২৫	৯২৬
আ'রাফে কিছু লোক থাকবে...	৭-আ'রাফ	৪৬	৬১৭
ইহুদীরা অন্য লোকদের (পণ্ডিতদের) কথা শ্রবণকারী	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
ঈমান (মুমিন লোকদের মত ঈমান আনার আহ্বান, মুনাফিকদেরকে)	২-বাক্বারা	১৩	৫০৩
একদল লোক পেল মূসা, মাদইয়ানের কূপের নিকট	২৮-কাসাস	২৩	৮১০
কম দেয়া (লোকদের প্রাপ্য বস্তু কম না দিতে শু'আইবের আহ্বান)	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
চোখ (লোকদের চোখগুলোকে জাদু করল) ফিরআউনের জাদুকররা	৭-আ'রাফ	১১৬	৬২৩
জাহান্নামের লোককে চিনতে পারবে আরাফবাসীরা (চিহ্ন দ্বারা?)	৭-আ'রাফ	৪৮	৬১৭
তাকওয়ার উপর স্থাপিত মসজিদের লোকেরা ভালবাসে পবিত্রতা...	৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
নির্বোধ লোকেরা বলবে (কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৪২	৫১৬
পবিত্র থাকতে চায় এমন লোক (লূত ও তার অনুসারী প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৮২	৬২০
প্রতিদান (লোকদের কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে পারেন আল্লাহ)	৪৫-জাছিয়া	১৪	৯০৬
ভুলিয়ে রাখে না যে লোকদেরকে (ব্যবসা ও ক্রয় বিক্রয়...)	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
মন্দ লোক গণ্য করত যাদেরকে (জাহান্নামীরা দুনিয়াতে)	৩৮-সোয়াদ	৬২	৮৬৯
মন্দ লোক (মারইয়ামের পিতা মন্দ লোক ছিল না)	১৯-মারইয়াম	২৮	৭৩৬
মুমিনদেরকে লোকেরা বলল 'তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন জমা...')	৩-আলে ইমরান	১৭৩	৫৫২
যুক্তি-প্রমাণ (লোকদের কোন যুক্তি-প্রমাণ না থাকা...)	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
রক্ষা (লোকদের রক্ষা করতে লূতকে নিষেধ করল তার সম্প্রদায়)	১৫-হিজর	৭০	৭০১
লূত- পরিবার এমন লোক যারা নিজেদের পবিত্র রাখতে চায়	২৭-নামল	৫৬	৮০৪
লোক দেখানোর জন্য আবাস থেকে বের হয়েছে যারা...	৮-আনফাল	৪৭	৬৩৬
সৎ লোক হয়ে যাবে ইউসুফের ভাইয়েরা (ইউসুফকে হত্যা অথবা...)	১২-ইউসুফ	৯	৬৭৭
সত্তর জন লোককে মনোনীত করা (মূসা আ. কর্তৃক)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
সমবেত হওয়ার জন্য লোকদেরকে বলা (ফিরাউনের জাদু...)	২৬-শু'আরা	৩৯	৭৯০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
লোক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সমবেত (লোকদেরকে সমবেত করা ফিরআউনের জাদুপ্রদর্শনের দিনে)	২০-ত্বা-হা	৫৯	৭৪৪
সমান (মসজিদুল হারামে অবস্থানকারী ও বহিরাগত লোক সমান)	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
লোক (কেউ)			
আফসোস করবে কেউ (আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে অবহেলার জন্য)	৩৯-যুমার	৫৬	৮৭৬
লোকজন			
জমা (লোকজন জমা হয়েছে মুমিনদের বিরুদ্ধে-মুনাফিকরা বলল)	৩-আলে ইমরান	১৭৩	৫৫২
ভয় (রাসূল স. লোকজনকে ভয় করছিলেন, পালক পুত্রের স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
মেপে নেরা (লোকজন থেকে পূর্ণ মাত্রায় নেয়া মেপে নেয়া)	৮৩-মুতাফফিফীন	২	১০১১
লোক (দু'জন লোক)			
পাওয়া (দু'জন লোককে দেখতে পেল মূসা আ. তারা সংঘর্ষে লিপ্ত...)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
লোক দেখানো			
দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য আবাস থেকে বের হওয়া...	৮-আনফাল	৪৭	৬৩৬
নামাজ (মুনাফিকের নামাজ লোক দেখানোর জন্য)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
লোক দেখানো কাজ			
নামাজে উদাসীনতা প্রসঙ্গ (লোক দেখানো কাজ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য)	১০৭-মাউন	৬	১০৩৪
মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য (লোকদেখানো কাজ, উদাসীন নামাজী প্রসঙ্গ)	১০৭-মাউন	৬	১০৩৪
লোক (মানুষ)			
অন্তর (মানুষের অন্তর ইবরাহীমের বংশধরদের প্রতি অনুরাগী করা)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
ফিরে যাবে লোকদের কাছে কারামুক্ত ব্যক্তি (স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
লোক (সম্প্রদায়)			
দুর্বল মনে করা (সম্প্রদায়ের লোকেরা হারুন আ.-কে দুর্বল মনে করা)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
লোনা			
পানি (একটি সমুদ্রের পানি লোনা)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
বিস্বাদ (লোনা বিস্বাদ পানির সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৫৩	৭৮৬
লোপ			
দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলেন আল্লাহ (লূত- সম্প্রদায়ের)	৫৪-কামার	৩৭	৯৩৮
লোম			
গবাদি পশুর পশম/লোম/চুলে মানুষের আসবাবপত্রের উপকরণ	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
লোহা			
অবতীর্ণ (লোহা অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
কাফিরদেরকে পাথর অথবা লোহা হয়ে যেতে বলা...	১৭-ইস্রা	৫০	৭১৮
নরম করা (লোহাকে নরম করা, দাউদের জন্য)	৩৪-সাবা	১০	৮৪২
হাতুড়ি (লোহার হাতুড়ি থাকবে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারী)	২২-হাজ্জ	২১	৭৬০
লৌহখন্ড			
জুলকারনাইন লৌহখন্ড আনতে বললেন (ইয়াজুজ মাজুজ প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৯৬	৭৩২
শক্ত (আরো দেখুন মজবুত/দৃঢ় শব্দটি)			
অঙ্কুরিত চারা গাছ শক্ত ও পুষ্ট হওয়া (মুমিনদের দৃষ্টান্ত)	৪৮-ফাতহ	২৯	৯১৯
কৌশল (আল্লাহর কৌশল অত্যন্ত শক্ত)	৬৮-ক্বালাম	৪৫	৯৭৭
কৌশল (আল্লাহর কৌশল অত্যন্ত শক্ত)	৭-আ'রাফ	১৮৩	৬৩০
খুঁটি (শক্ত খুঁটির আশ্রয় প্রত্যাশা করলেন লূত আ.)	১১-হূদ	৮০	৬৭৩
ধরা (কিতাব শক্তভাবে ধরার নির্দেশ, ইয়াহইয়াকে)	১৯-মারইয়াম	১২	৭৩৪
ধারণ (আল্লাহ বনীইসরাঈলকে যা দিয়েছেন তা শক্তভাবে ধারণ)	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
শক্ত করা			
কোমর শক্ত করার জন্য মূসার দোয়া (ভাই হারুনকে দিয়ে)	২০-ত্বা-হা	৩১	৭৪২
শক্ত করে			
ধারণ (তাওরাতের বিধান শক্ত করে ধারণ, বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৩	৫০৭
শক্তভাবে			
ধরা (ফলক/তাওরাতকে শক্তভাবে ধরার নির্দেশ)	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
শক্তি			
অধিক শক্তিশালী জনপদ ধ্বংস (রাসূল স. এর জনপদের চেয়ে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৩	৯১৩
আদ সম্প্রদায়ের শক্তির সাথে শক্তি বৃদ্ধি! (তওবা করলে...)	১১-হূদ	৫২	৬৭০
আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি নেই (দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৩৯	৭২৭
আল্লাহর (শক্তি সবই আল্লাহর, শাস্তি দেখে জালিমরা বুঝবে)	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
আস্বাদন (মানুষের এক দলকে অপরের শক্তি আস্বাদন...)	৬-আন্'আম	৬৫	৬০২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাফিরদের শক্তি আল্লাহ খর্ব করবেন	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
খর্ব করা (শক্তি খর্ব করবেন) আল্লাহ কাফিরদের	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
জুলকারনাইনকে (শক্তি দিয়ে সাহায্য করা, প্রাচীর নির্মাণে)	১৮-কাহ্ফ	৯৫	৭৩২
তালুত বাহিনীর শক্তি নেই (জালুতের মুকাবিলা করার)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
দাস শক্তিরাখেনা কোন কিছুর উপর এমন দাসের উপমা			
পূর্ববর্তীরা শক্তি ও কীর্তিতে অধিক প্রবল ছিল	৪০-মু'মিন	৮২	৮৮৫
প্রচন্ড শক্তিধর বান্দাদেরকে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরণ...	১৭-ইস্রা	৫	৭১৪
প্রস্তুত (শক্তি প্রস্তুতের নির্দেশ মু'মিনদেরকে, যথাসাধ্য)	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
প্রবল (শক্তিতে আমাদের চেয়ে প্রবল কে আছে? আদ জাতি বলেছিল)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৫	৮৮৭
প্রবল (শক্তিতে প্রবল অনেক প্রজন্ম ধ্বংস, কারুনের চেয়ে)	২৮-কাসাস	৭৮	৮১৫
প্রবল (শক্তিতে প্রবল অনেক প্রজন্মকে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ)	৫০-ক্বাফ	৩৬	৯২৪
প্রবল (শক্তিতে প্রবল আল্লাহ, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৫	৮৮৭
প্রবল (শক্তিতে প্রবল ছিল পূর্ববর্তীরা...)	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
প্রবলতর (শক্তিতে প্রবলতর ছিল পূর্ববর্তীরা, মক্কাবাসীদের চেয়ে)	৩০-রূম	৯	৮২২
প্রবলতর (শক্তিতে প্রবলতর ছিল পূর্ববর্তীরা)	৪০-মু'মিন	২১	৮৭৯
প্রবল শক্তিধর জনগোষ্ঠীকেও আল্লাহ ধ্বংস করেছেন	৪৩-যুখরুফ	৮	৮৯৬
বোবার কোন কিছুর উপরই শক্তি থাকে না (উপমা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৭৬	৭০৯
মানুষের কোন শক্তি থাকবে না (কিয়ামতের দিন)	৮৬-তারিক	১০	১০১৭
মানুষকে শক্তি দানের পর আবার দুর্বলতা দিয়েছেন	৩০-রূম	৫৪	৮২৬
মানুষকে শক্তি দিয়েছেন আল্লাহ (দুর্বলতার পর)	৩০-রূম	৫৪	৮২৬
মু'মিনদের শক্তি চলে যাবে পরস্পরে বিবাদ করলে	৮-আনফাল	৪৬	৬৩৬
লূত আ. এর শক্তি থাকত যদি সম্প্রদায়ের উপর...	১১-হূদ	৮০	৬৭৩
লোহাতে প্রচণ্ড শক্তি ও বহু উপকারিতা রয়েছে	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
শক্তিতে প্রবল			
মুশরিকদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল ছিল পূর্ববর্তীরা	৩৫-ফাতির	৪৪	৮৫০
শক্তিধর			
আল্লাহ প্রবল শক্তিধর ও শাস্তিদানে কঠোর	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
আল্লাহ মহাশক্তিধর ও শাস্তিদানে কঠোর	৪০-মু'মিন	২২	৮৭৯
আল্লাহ মহাশক্তিধর ও শাস্তিদানে কঠোর	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
আল্লাহ মহাশক্তিধর	৫৮-মুজাদালা	২১	৯৫৪
আল্লাহ মহাশক্তিধর	৫৯-হাশর	২৩	৯৫৭
আল্লাহ মহাশক্তিধর	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী	৩৩-আহযাব	২৫	৮৩৫
আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী	২২-হাজ্জ	৭৪	৭৬৫
জাতি (শক্তিধর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ডাকা হবে, বেদুঈনদেরকে)	৪৮-ফাতহ	১৬	৯১৭
জাতি (প্রচন্ড শক্তিধর জাতির বিরুদ্ধে ডাকা হবে বেদুঈনদেরকে)	৪৮-ফাতহ	১৬	৯১৭
প্রতিপালক মহাশক্তিশালী ও মহাপ্রতাপশালী (ছামুদ জাতির শাস্তি ...)	১১-হূদ	৬৬	৬৭১
সম্প্রদায় (শক্তিধর এক সম্প্রদায় রয়েছে পবিত্র ভূমিতে...)	৫-মায়িদা	২২	৫৮৩
শক্তিপ্রাপ্ত			
মুমিন (চল্লিশ বছরে উপনীত পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত মুমিনের দোয়া)	৪৬-আহ্‌কাফ	১৫	৯০৯
শক্তিমান			
আল্লাহ সর্বশক্তিমান	৯-তাওবা	৩৯	৬৪৪
আল্লাহ সর্বশক্তিমান	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
আল্লাহ সর্বশক্তিমান	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
আল্লাহ সর্বশক্তিমান	৩-আলে ইমরান	১৬৫	৫৫২
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (সকল বিষয়ে)	৩-আলে ইমরান	১৮৯	৫৫৪
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (সকল বিষয়ে)	৩-আলে ইমরান	২৯	৫৩৮
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (সবকিছুর উপর)	৩০-রূম	৫০	৮২৬
আল্লাহ সর্বশক্তিমান	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
আল্লাহ সর্বশক্তিমান	৫-মায়িদা	৪০	৫৮৫
আল্লাহ সর্বশক্তিমান	৬০-মুমতাহিনা	৭	৯৫৯
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (কিয়ামত ও অদৃশ্য বিষয়)	১৬-নাহ্ল	৭৭	৭০৯
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (তারই রাজত্ব ও প্রশংসা)	৬৪-তাগাবুন	১	৯৬৬
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (তিনি মৃতকে জীবিত করেন)	২২-হাজ্জ	৬	৭৫৮
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪	৬৬৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শক্তিমান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান (সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	৩০-রূম	৫৪	৮২৬
আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান (সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
আল্লাহ্ শক্তিমান	৫১-যারিয়াত	৫৮	৯২৮
আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান	৩৩-আহযাব	২৭	৮৩৫
আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান (মৃতকে জীবন দান প্রসঙ্গ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৯	৮৮৯
আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান	৫৯-হাশর	৬	৯৫৫
আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান ...	১৮-কাহ্‌ফ	৪৫	৭২৮
আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান	২৯-আনকাবূত	২০	৮১৭
আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান (সবকিছুর উপর)	৫-মায়িদা	১২০	৫৯৫
আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান (সর্ববিষয়ে)	২-বাক্বারা	১৪৮	৫১৬
আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান (মুমিনদের তাওবা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান (সর্ব বিষয়ে)	৪৮-ফাত্‌হ	২১	৯১৮
আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান (সন্তান দান করেন)	৪২-শূরা	৫০	৮৯৫
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান(মানুষের সৃষ্টি ও মৃত্যু)	১৬-নাহ্‌ল	৭০	৭০৮
পাকড়াও (মহাশক্তিমানের ন্যায় পাকড়াও, ফির'আউন বংশকে)	৫৪-কামার	৪২	৯৩৮
প্রতিপালক সর্বশক্তিমান	২৫-ফুরকান	৫৪	৭৮৬
মালিক (মহাশক্তিমান মালিকের সান্নিধ্যে থাকবে মুত্তাকীরা)	৫৪-কামার	৫৫	৯৩৮
শক্তির অধিকারী			
প্রচন্ড শক্তির অধিকারী (সাবাবাসীরা)	২৭-নামল	৩৩	৮০২
সাবাবাসীরা প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৩৩	৮০২
শক্তিশালী			
আল্লাহ্ শক্তিশালী ও মহাপ্রতাপশালী	৪২-শূরা	১৯	৮৯২
কুরআন মহাশক্তিশালী গ্রন্থ	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪১	৮৮৯
জনবলে সাথীর চেয়ে শক্তিশালী (বাগানওয়ালার উক্তি)	১৮-কাহ্‌ফ	৩৪	৭২৭
জনপদ (শক্তিশালী জনপদ ধ্বংস, রাসূলের জনপদের চেয়ে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৩	৯১৩
জিন (শক্তিশালী জিন বলল বিলকিসতের সিংহাসন তুলে আন..)	২৭-নামল	৩৯	৮০৩
জিবরাঈল শক্তিশালী	৮১-তাকভীর	২০	১০০৯
তৃতীয়জন দ্বারা দু'জনকে শক্তিশালী করেন আল্লাহ...	৩৬-ইয়াসীন	১৪	৮৫২
দল (শক্তিশালী দলের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল কারুনের চাবি বহন	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
বান্দা (দাউদ আ. ছিলেন একজন শক্তিশালী বান্দা)	৩৮-সোয়াদ	১৭	৮৬৭
বান্দা (আল্লাহর শক্তিধর বান্দাদেরকে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরণ...)	১৭-ইস্‌রা	৫	৭১৪
বান্দা (ইবরাহীম, ইসহাক আ. ও ইয়াকুব ছিলেন শক্তিশালী বান্দা)	৩৮-সোয়াদ	৪৫	৮৬৮
মজুর (শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত মজুর উত্তম)	২৮-কাসাস	২৬	৮১০
শিক্ষা দিয়েছেন রাসূল স. কে (অতিশক্তিশালী এক সত্তা)	৫৩-নাজম	৫	৯৩২
শক্তিশালী করা			
বাহু মূসার বাহু শক্তিশালী করবেন আল্লাহ্ হারুনকে দ্বারা	২৮-কাসাস	৩৫	৮১১
মু'মিনদেরকে শক্তিশালী করেছন আল্লাহ্ (কাফিরদের উপর)	৮-আনফাল	৭১	৬৩৯
শক্তিশালী (সৃষ্টিগতভাবে)			
জিবরাঈল সৃষ্টিগতভাবে শক্তিশালী	৫৩-নাজম	৬	৯৩২
শক্তি-সামর্থের অধিকারী			
অনুমতি চায় শক্তি-সামর্থের অধিকারীরা (যুদ্ধে না যাওয়ার)	৯-তাওবা	৮৬	৬৪৯
শঙ্কিত			
আমানত বহনে শঙ্কিত হল (আকাশ, পৃথিবী ও পর্বত)	৩৩-আহযাব	৭২	৮৪০
জান্নাতীরা শঙ্কিত ছিল পরিবার পরিজনের মধ্যে	৫২-তূর	২৬	৯৩০
শত			
হাজার (এক শ' হাজার লোকের প্রতি ইউনুসকে প্রেরণ)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৪৭	৮৬৪
শত্রু			
আদমের স্ত্রীর শত্রু ইবলিস (আল্লাহর ঘোষণা)	২০-ত্বা-হা	১১৭	৭৪৮
আদম আ. ও ইবলিস পরস্পরের শত্রু	২০-ত্বা-হা	১২৩	৭৪৯
আদম আ. ও তার স্ত্রী এবং ইবলিস পরস্পর শত্রু...	৭-আ'রাফ	২৪	৬১৪
আদম আ. ও তার স্ত্রীর শত্রু ইবলিস (আল্লাহর ঘোষণা)	২০-ত্বা-হা	১১৭	৭৪৮
আনন্দিত হওয়া (শত্রু আনন্দিত হয় এমন কাজ না করা)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
আল্লাহর শত্রু ফিরআউন শিশু মূসাকে সাগর থেকে উঠিয়ে....	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
আল্লাহর শত্রুদের প্রতিফল আগুন	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৮	৮৮৮
আল্লাহর শত্রু ইবরাহীমের পিতা	৯-তাওবা	১১৪	৬৫২
আল্লাহর শত্রু (কাফির প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৯৮	৫১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহর শত্রুদেরকে আগুনের নিকট সমবেত করা হবে	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৯	৮৮৭
আল্লাহর শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য শক্তি প্রস্তুত করা...	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
আল্লাহর শত্রুকে মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা নিষেধ	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
মুমিনদের শত্রু ইবলিস ও তার বংশধর	১৮-কাহ্‌ফ	৫০	৭২৮
ইবরাহীমের শত্রু (আল্লাহ ছাড়া অন্য সবাই...)	২৬-শু'আরা	৭৭	৭৯২
কাফিরদের শত্রু আল্লাহ	২-বাক্বারা	৯৮	৫১১
কাফিররা মুমিনদের স্পষ্ট শত্রু	৪-নিসা	১০১	৫৭০
জিবরাইলের শত্রু আল্লাহরও শত্রু	২-বাক্বারা	৯৮	৫১১
জিবরাঈলের শত্রুর জেনে রাখা উচিৎ...	২-বাক্বারা	৯৭	৫১১
দেবতারা মানুষের শত্রু হবে (কিয়ামতের দিন)	৪৬-আহ্‌কাফ	৬	৯০৮
ধ্বংস করা (বনী ইসরাঈলের শত্রু ধ্বংস করবেন প্রতিপালক)	৭-আ'রাফ	১২৯	৬২৪
নবীর শত্রু বানানো (মানুষ ও জ্বীন শয়তানকে)	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
নিহত ব্যক্তি শত্রু পক্ষের মুমিন ব্যক্তি হলে কাফফারা...	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
পাকড়াও (উভয়ের শত্রুকে পাকড়াও করতে চাইল মূসা)	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
প্রকাশ্য শত্রু (শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু)	১৭-ইস্‌রা	৫৩	৭১৮
প্রকাশ্য শত্রু (শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু)	৬-আন্'আম	১৪২	৬১০
ফির'আউন বংশের শত্রু ও দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে মূসা	২৮-কাসাস	৮	৮০৮
ফেরেশেতার শত্রু আল্লাহরও শত্রু	২-বাক্বারা	৯৮	৫১১
বনী ইসরাঈলকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার	২০-ত্বা-হা	৮০	৭৪৬
বনী আদমের সুস্পষ্ট শত্রু শয়তান	৩৬-ইয়াসীন	৬০	৮৫৫
বন্ধুরা শত্রু হবে কিয়ামতে (মুত্তাকীরা ছাড়া সকলে)	৪৩-যুখরুফ	৬৭	৯০০
বানানো (প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানানো...)	২৫-ফুরকান	৩১	৭৮৪
বিরুদ্ধে (শত্রুর বিরুদ্ধে মুমিনদেরকে সাহায্য করলেন আল্লাহ্)	৬১-সাফ্‌ফ	১৪	৯৬১
মানুষের সুস্পষ্ট শত্রু শয়তান	১২-ইউসুফ	৫	৬৭৭
মীকাইলের শত্রু আল্লাহরও শত্রু	২-বাক্বারা	৯৮	৫১১
মুমিনদেরকে শত্রু হয়ে যাবে মক্কার কাফিররা (নাগালে পাইলে)	৬০-মুমতাহিনা	২	৯৫৮
মুনাফিকরাই মুমিনদের শত্রু	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
মুমিনদের (স্ত্রী ও সন্তানদের কেউ কেউ মুমিনদের শত্রু...)	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
মুমিনরা শত্রুর পক্ষ থেকে যাই লাভ করে তার পরিবর্তে সৎকাজ...	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
মুমিনরা পরস্পরে শত্রু ছিল যখন তখন আল্লাহ্ বন্ধন সৃষ্টি...	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
মু'মিনদের শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য শক্তি প্রস্তুত করা...	৮-আনফাল	৬০	৬৩৮
মুমিনদের শত্রুদের সম্পর্কে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানেন	৪-নিসা	৪৫	৫৬২
মুমিনদের শত্রুকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা নিষেধ	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
মূসার শত্রুদলের একজন সংঘর্ষে লিপ্ত মূসার দলের একজনের সাথে	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
মূসার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা...	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
মূসার শত্রু ফিরআউন শিশু মূসাকে সাগর থেকে উঠিয়ে নেয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
যুদ্ধ (শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষেধ করবেন রাসূল স. মুনাফিকদেরকে)	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
রাসূল স. এর শত্রু আল্লাহরও শত্রু	২-বাক্বারা	৯৮	৫১১
শয়তান শত্রু (শয়তান মানুষের সুস্পষ্ট শত্রু)	২-বাক্বারা	১৬৮	৫১৮
শয়তান সুস্পষ্ট শত্রু (মানুষের)	২-বাক্বারা	২০৮	৫২৩
শয়তান সুস্পষ্ট শত্রু (মানুষের)	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
শয়তানকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ (মানুষকে)	৩৫-ফাতির	৬	৮৪৬
শয়তান ও আদম আ. একে অপরের শত্রু (আল্লাহর ঘোষণা)	২-বাক্বারা	৩৬	৫০৫
শয়তান (নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের শত্রু)	৩৫-ফাতির	৬	৮৪৬
সন্তান (স্ত্রী ও সন্তানদের কেউ কেউ মুমিনদের শত্রু...)	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
সুস্পষ্ট শত্রু (শয়তান মানুষের সুস্পষ্ট শত্রু)	৪৩-যুখরুফ	৬২	৯০০
সুস্পষ্ট শত্রু (শয়তান সুস্পষ্ট শত্রু ও পথভ্রষ্টকারী)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
স্পষ্ট শত্রু কাফিররা (মুমিনদের)	৪-নিসা	১০১	৫৭০
শত্রুতা			
ইহুদি-মুশরিকদের শত্রুতাই সবচেয়ে কঠোর (মুমিনদের প্রতি)	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
প্রকাশ (শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেল ইবরাহীম আ. ও তার...)	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
বন্ধুত্ব (যার সাথে শত্রুতা ছিল সে হবে অন্তরঙ্গ বন্ধু)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৪	৮৮৮
মুমিনদের সাথে শত্রুতা ছিল যাদের তাদের মাঝে হৃদ্যতা সৃষ্টি...	৬০-মুমতাহিনা	৭	৯৫৯
মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় ইহুদি-মুশরিকরাই সবচেয়ে কঠোর	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করেছেন আল্লাহ্ ইহুদীদের মাঝে...	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
শয়তান শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে	৫-মায়িদা	৯১	৫৯১
সঞ্চার (শত্রুতা সঞ্চার করেছেন আল্লাহ্ নাসারাদের মাঝে)	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শনিবার			
মতপার্থক্য (শনিবারের বিষয়ে ইহুদিদের মতপার্থক্য প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১২৪	৭১৩
মাছ শনিবারে পানিতে ভেসে আসত.........	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
মাছ আসা (শনিবার ছাড়া অন্যদিন মাছ না আসা, মাছ শিকার প্র.)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
সীমালঙ্ঘন (শনিবারে সীমালঙ্ঘনে বনী ইসরাঈলকে নিষেধাজ্ঞা প্র.)	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
সীমালঙ্ঘন (শনিবারে মাছ শিকারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
সীমালঙ্ঘন (শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকারীদের ঘৃণিত বানর হওয়া)	২-বাক্বারা	৬৫	৫০৭
শনিবার ওয়ালা			
লা'নত (শনিবার ওয়ালাদের উপর লানত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
শপথ (আরো দেখুন কসম শব্দটি)			
কাফিরদের কোন শপথ নেই	৯-তাওবা	১২	৬৪১
ঢাল (শপথকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করে মুনাফিকরা)	৬৩-মুনাফিকূন	২	৯৬৪
দৃঢ়তার সাথে শপথ করত মুশরিকরা (হেদায়াত প্রসঙ্গে)	৩৫-ফাতির	৪২	৮৫০
প্রবঞ্চনা (শপথকে প্রবঞ্চনা হিসাবে গ্রহণ না করা, শাস্তি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৯৪	৭১১
প্রবঞ্চনা করার জন্য উম্মতের শপথের অপব্যবহার প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্ল	৯২	৭১০
ভঙ্গ (চুক্তির পর শপথ ভঙ্গ করলে কাফির প্রধানদের সাথে যুদ্ধ)	৯-তাওবা	১২	৬৪১
ভঙ্গ (শপথ ভঙ্গকারী কাফিরদের বিরুদ্ধে মুমিনদের যুদ্ধ...)	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
ভঙ্গ (শপথ পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ না করার নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	৯১	৭১০
মুনাফিকরা শপথকে ঢাল হিসাবে গ্রহণ করে	৬৩-মুনাফিকূন	২	৯৬৪
মূল্য (শপথের সামান্য মূল্য গ্রহণ...)	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
শবে কদর			
উত্তম (শবে কদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম)	৯৭-কাদর	৩	১০২৯
কুরআন অবতীর্ণ (শবে কদর বা কদরের রাতে)	৯৭-কাদর	১	১০২৯
শব্দ (আরো দেখুন আওয়াজ শব্দটি)			
অপরাধীদের কতককে বিকট শব্দ দিয়ে পাকড়াও করা হয়	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
জাহান্নামের দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণতম শব্দও জান্নাতীরা শুনবে না	২১-আম্বিয়া	১০২	৭৫৭
পাকড়াও (বিকট শব্দ হিজরবাসীকে পাকড়াও করল)	১৫-হিজর	৮৩	৭০২
পাকড়াও (জালিমদেরকে বিকট শব্দ পাকড়াও করল)	১১-হূদ	৯৪	৬৭৪
পাকড়াও করল লূত সম্প্রদায়কে এক বিকট শব্দ	১৫-হিজর	৭৩	৭০১
প্রেরণ (ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রচন্ড শব্দ প্রেরণ)	৫৪-কামার	৩১	৯৩৭
প্রকট শব্দ পাকড়াও করল (ছামূদ জাতির জুলুমকারীদেরকে)	১১-হূদ	৬৭	৬৭২
বাছুরের 'হাম্বা' শব্দ (সামিরীর তৈরি করা বাছুর প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৮	৭৪৬
বিচ্যুত (শব্দ বিচ্যুত করে বনী ইসরাইলরা, আল্লাহর কিতাবের)	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
বিকৃতি (ইহুদীদের কিছুলোকের শব্দ বিকৃতি)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
বিকট শব্দ (পুনরুত্থান একটি বিকট শব্দ)	৩৭-সাফ্ফাত	১৯	৮৫৭
বিকৃত (শব্দ বিকৃত করে ইহুদীরা স্থানচ্যুত করে)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
বিরুদ্ধে মনে করা (মুনাফিকরা সব শব্দকে তাদের বিরুদ্ধে মনে করে)	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
শোনা (জাহান্নামের দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণতম শব্দও জান্নাতীরা শুনবে না)	২১-আম্বিয়া	১০২	৭৫৭
শয্যা (আরো দেখুন বিছানা শব্দটি)			
বর্জন (অবাধ্য স্ত্রীকে শয্যায় বর্জন করা যাবে)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
সুউচ্চ শয্যা থাকবে (জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩৪	৯৪৪
শয়তান (আরো দেখুন ইবলিস শব্দটি)			
অকৃতজ্ঞ (শয়তান প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ)	১৭-ইস্রা	২৭	৭১৬
অনুসরণ (আল্লাহর দয়া না থাকলে মানুষ শয়তানের অনুসরণ করত)	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
অনুসরণ(কতক মানুষ বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে)	২২-হাজ্জ	৩	৭৫৮
অপবিত্রতা (শয়তানের অপবিত্রতা দূর করা, বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
অবতীর্ণ (শয়তান কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি)	২৬-শু'আরা	২১০	৭৯৮
অবতীর্ণ হওয়া (মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়)	২৬-শু'আরা	২২১	৭৯৯
অবাধ্য (শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য)	১৯-মারইয়াম	৪৪	৭৩৭
অভিভাবক বানিয়েছেন আল্লাহ শয়তানকে তাদের জন্য যারা...	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
অভিভাবক (মুশরিকদের অভিভাবক শয়তান)	১৬-নাহ্ল	৬৩	৭০৮
অভিভাবক (শয়তানকে অভিভাবক হিসেবেগ্রহণ করেছে এক দল)	৭-আ'রাফ	৩০	৬১৫
অভিভাবকগ্রহণ (শয়তানকে অভিভাবকরূপেগ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
আল্লাহর স্মরণবিমুখ ব্যক্তির জন্য শয়তান নিয়োজিত করা	৪৩-যুখরুফ	৩৬	৮৯৮
আশ্রয় প্রার্থনা (বিতাড়িত শয়তান থেকে কুরআন পাঠের সময়)	১৬-নাহ্ল	৯৮	৭১১
আহ্বান (জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে শয়তানের আহবান)	৩১-লুকমান	২১	৮২৮
ইবাদাত (শয়তানের ইবাদাত করতে পিতাকে নিষেধ করল ইবরাহীম)	১৯-মারইয়াম	৪৪	৭৩৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উপমা (মুনাফিকদের উপমা শয়তানের উপমার মত)	৫৯-হাশর	১৬	৯৫৭
বন্ধুদেরকে ওহী করে শয়তান মুমিনদের সাথে বিতর্ক করতে	৬-আন্'আম	১২১	৬০৮
কথা নয় (কুরআন শয়তানের কথা নয়)	৮১-তাকভীর	২৫	১০০৯
কষ্ট ও শাস্তিতে ফেলেছে শয়তান (আইউব আ. কে)	৩৮-সোয়াদ	৪১	৮৬৮
কাজ (শয়তানের কাজ, মূসার অনিচ্ছাকৃত হত্যা)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
কাজ (শয়তানের কাজ মদ, জুয়া, মূর্তিপুজার বেদীও)	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
কুফরী (শয়তানরা কুফরী করেছে, সুলাইমান আ. করেনি)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
কুমন্ত্রণা (আদমকে শয়তানের কুমন্ত্রণা)	২০-ত্বা-হা	১২০	৭৪৮
কুমন্ত্রণা দিল শয়তান (আদম আ. ও হাওয়াকে...)	৭-আ'রাফ	২০	৬১৪
ক্ষমতা (মুমিনদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই...)	১৬-নাহ্ল	৯৯	৭১১
ক্ষমতা (শয়তানের কর্তৃত্ব/ক্ষমতা মুশরিকদের উপর...)	১৬-নাহ্ল	১০০	৭১১
ক্ষমতা (আল্লাহর বান্দাদের উপরে শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই)	১৭-ইস্রা	৬৫	৭১৯
গোপনে কথা বলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে	৫৮-মুজাদালা	১০	৯৫৩
চাওয়া (শয়তান চায় আহলেকিতাবকে পথভ্রষ্ট করতে)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
চাওয়া (শয়তান শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় মদ/জুয়ার মাধ্যমে)	৫-মায়িদা	৯১	৫৯১
ডুবুরী (শয়তান/জ্বীন সুলাইমানের জন্য ডুবুরীর কাজ করত)	২১-আম্বিয়া	৮২	৭৫৫
দল (শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত)	৫৮-মুজাদালা	১৯	৯৫৪
দল (শয়তানের দল মুনাফিকরা)	৫৮-মুজাদালা	১৯	৯৫৪
দাসত্ব না করার নির্দেশ (বনী আদমকে, শয়তানের)	৩৬-ইয়াসীন	৬০	৮৫৫
নিকৃষ্ট সহচর শয়তান (বিচার দিনে মানুষ বলবে)	৪৩-যুখরুফ	৩৮	৮৯৮
নিক্ষিপ্ত বস্তু (শয়তানের নিক্ষিপ্ত বস্ত পাষাণহৃদয় লোকদের জন্য পরীক্ষা)	২২-হাজ্জ	৫৩	৭৬৩
নিক্ষেপের উপকরণ বানানো শয়তানের জন্য (প্রদীপমালাকে)	৬৭-মুল্ক	৫	৯৭২
নিক্ষেপ (নবী-রাসূলদের আকাঙ্ক্ষায় শয়তানের নিক্ষেপ করা...)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
নির্দেশ (শয়তান মানুষকে অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
পদস্খলন ঘটিয়েছিল শয়তান (পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের, উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫৫	৫৫১
পদাঙ্ক (শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৪২	৬১০
পদাঙ্ক (শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৬৮	৫১৮
পদাঙ্ক (শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা নিষেধ)	২-বাক্বারা	২০৮	৫২৩
পদাঙ্ক (শয়তানের পদাঙ্ক অনসরণ করবে যে...)	২৪-নূর	২১	৭৭৫
পদাঙ্ক (শয়তানের পদাঙ্ক অনসরণ নিষেধ, মু'মিনদের জন্য)	২৪-নূর	২১	৭৭৫
পাঠ (শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বকালে যা পাঠ করত)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
পিছনে লাগে শয়তান (আয়াত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নকারীর পিছনে)	৭-আ'রাফ	১৭৫	৬২৯
প্রতিশ্রুতি (শয়তান যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়)	১৭-ইস্রা	৬৪	৭১৯
প্রতিশ্রুতি (শয়তানের প্রতিশ্রুতি শুধুই প্রতারণা)	৪-নিসা	১২০	৫৭২
প্ররোচনা দেয় শয়তান (মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির)	১৭-ইস্রা	৫৩	৭১৮
প্ররোচনা (শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা)	৭-আ'রাফ	২০০	৬৩১
প্ররোচনা (শয়তানের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ...)	২৩-মু'মিনূন	৯৭	৭৭২
প্ররোচনা (শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৬	৮৮৮
প্ররোচনা (শয়তানের প্ররোচনা ইউসুফ আ. ও ভাইদের মাঝে)	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
প্রকাশ্য শত্রু (শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু)	১৭-ইস্রা	৫৩	৭১৮
প্রেরণ (শয়তান প্রেরণ করেন আল্লাহ কাফিরদের নিকট)	১৯-মারইয়াম	৮৩	৭৩৯
প্ররোচিত করা (যাকে শয়তান পৃথিবীতে প্ররোচিত করে)	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
প্ররোচনা (শয়তানেরপ্ররোচনা স্পর্শ করলে মুত্তাকী আল্লাহকে স্মরণ করে)	৭-আ'রাফ	২০১	৬৩১
প্ররোচিত করে শয়তান তাদেরকে, যারা পিছনে ফিরে যায়	৪৭-মুহাম্মাদ	২৫	৯১৪
প্রতারক (শয়তান মানুষের জন্য এক মহাপ্রতারক)	২৫-ফুরকান	২৯	৭৮৪
প্রসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তানরাও সুলাইমানের অধীন	৩৮-সোয়াদ	৩৭	৮৬৮
ফিতনায় ফেলা (শয়তান যেন ফিতনায় না ফেলে বনী আদমকে)	৭-আ'রাফ	২৭	৬১৫
বন্ধু (শয়তানের বন্ধু হয়ে যেতে পারে ইবরাহীমের পিতা)	১৯-মারইয়াম	৪৫	৭৩৭
বন্ধু (মুমিনদেরকে শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ)	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
বলবে অনুসারীদেরকে... (যখন ফয়সলা হয়ে যাবে)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
বিদ্রোহী শয়তানকে ডাকে (মুশরিকরা)	৪-নিসা	১১৭	৫৭২
বিদ্রোহী শয়তান থেকে আকাশকে সুরক্ষা করেছেন আল্লাহ	৩৭-সাফ্ফাত	৭	৮৫৭
বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া (কুরআন পাঠের সময়)	১৬-নাহ্ল	৯৮	৭১১
বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা (মারইয়ামের বংশধরের জন্য)	৩-আলে ইমরান	৩৬	৫৩৯
বিতাড়িত শয়তান থেকে আকাশকে সুরক্ষা করেছেন আল্লাহ	১৫-হিজর	১৭	৬৯৮
বিচ্যুত করল শয়তান (জান্নাত থেকে আদম-হাওয়াকে)	২-বাক্বারা	৩৬	৫০৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শয়তান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বিরত রাখা (শয়তান সরলপথ থেকে বিরত রাখতে না পারে.)	৪৩-যুখরুফ	৬২	৯০০
বিরত রাখা (সঠিকপথ থেকে শয়তান সাবাবাসীকে বিরত রাখে)	২৭-নামল	২৪	৮০২
ভয় দেখানো (শয়তান মানুষকে দারিদ্রের ভয় দেখায়)	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
ভয় দেখায় (শয়তান মুমিনদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়)	৩-আলে ইমরান	১৭৫	৫৫৩
ভাই (অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই)	১৭-ইসরা	২৭	৭১৬
ভুলিয়ে দিল শয়তান, মুক্ত ব্যক্তিকে (ইউসুফের কথা বলতে)	১২-ইউসুফ	৪২	৬৮০
ভুলিয়ে দিয়েছে শয়তান মুনাফিকদেরকে (আল্লাহর স্মরণ)	৫৮-মুজাদালা	১৯	৯৫৪
ভুলিয়ে দিয়েছিল শয়তান মাছের কথা (মূসার সঙ্গীকে)	১৮-কাহ্ফ	৬৩	৭৩০
ভুলিয়ে দেয়া (শয়তান রাসূল স. কে ভুলিয়ে দিলে... আয়াত প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৬৮	৬০২
মন্দ সঙ্গী (শয়তান কতই না মন্দ সঙ্গী!)	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
মানুষ ও শয়তানদেরকে একত্রি করবেন প্রতিপালক...	১৯-মারইয়াম	৬৮	৭৩৮
মানুষের সুস্পষ্ট শত্রু শয়তান	১২-ইউসুফ	৫	৬৭৭
মাথা (যাক্কুম বৃক্ষের মোচা যেন শয়তানের মাথা)	৩৭-সাফ্ফাত	৬৫	৮৬০
মিলিত হওয়া (মুনাফিকরা শয়তান সঙ্গীদের সাথে মিলিত হলে বলে)	২-বাক্বারা	১৪	৫০৩
রহিত করা (শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা রহিত করেন)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
শত্রু বানানো (মানুষ ও জ্বীন শয়তানকে নবীর শত্রু বানানো)	৬-আন্'আম	১১২	৬০৭
শত্রু (শয়তানকে মানুষের শত্রু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে)	৩৫-ফাতির	৬	৮৪৬
শত্রু (শয়তান মানুষের সুস্পষ্ট শত্রু)	৪৩-যুখরুফ	৬২	৯০০
শত্রু (শয়তান সুস্পষ্ট শত্রু)	২-বাক্বারা	২০৮	৫২৩
শত্রু (শয়তান সুস্পষ্ট শত্রু ও পথভ্রষ্টকারী)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
শত্রু (শয়তান সুস্পষ্ট শত্রু, মানুষের)	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
শোভনীয় করা (সাবাবাসীদের কাজকে শয়তান শোভনীয় করেছিল)	২৭-নামল	২৪	৮০২
শোভনীয় করা (কাফিরের মন্দকাজকে শয়তান শোভনীয় করে)	৬-আন্'আম	৪৩	৫৯৯
শোভনীয় করা (মুশরিকদের কাজকর্মকে শয়তান শোভনীয় করে)	১৬-নাহ্ল	৬৩	৭০৮
শোভনীয় করেছিল শয়তান কাফিরদের কাজ (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
শোভনীয় করা (আদ/ছামুদের কাজকে শয়তান শোভনীয় করেছিল)	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
ষড়যন্ত্র (শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল)	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
স্পর্শ (সুদখোর শয়তানের স্পর্শে পাগল হওয়া ব্যক্তির মত দাড়াবে)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
হতবুদ্ধি করা (যাকে শয়তান পৃথিবীতে হতবুদ্ধি করে দেয় প্ররোচিত করে)	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
শয়তান/খান্নাস			
অনিষ্ট (প্ররোচনাদানকারী শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া)	১১৪-নাস	৪	১০৩৬
শয়তান (প্রতারক)			
প্রতারিত করতে না পারে যেন শয়তান (আল্লাহ সম্পর্কে)	৩৫-ফাতির	৫	৮৪৬
শয়তানের বন্ধু			
ভয় না পাওয়া (শয়তানের বন্ধুদেরকে ভয় না পাওয়া)	৩-আলে ইমরান	১৭৫	৫৫৩
শয়ন করানো			
পুত্রকে কপালের উপর (উপুড় করে) শয়ন করাল ইবরাহীম আ..	৩৭-সাফ্ফাত	১০৩	৮৬২
শরীক (আরো দেখুন অংশীদার শব্দটি)			
অংশ (আল্লাহর অংশ শরীকদের কাছে পৌছে...)	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
অংশ (শরীকদের জন্য শস্য ও গবাদি পশুর অংশ নির্ধারণ)	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
অক্ষম (সৃষ্টির সূচনা ও পুনরাবৃত্তিতে শরীকরা অক্ষম)	১০-ইউনুস	৩৪	৬৫৭
অপরাধীরা শরীকদের প্রতি অবিশ্বাসী হবে (কিয়ামতে)	৩০-রূম	১৩	৮২৩
অবস্থান (শরীক ও মুশরিককে স্বস্থানে অবস্থানের নির্দেশ, হাশরে)	১০-ইউনুস	২৮	৬৫৭
অস্বীকার করবে শরীকরা, মুশরিকদের ইবাদতকে (কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	২৮	৬৫৭
অস্বীকার (কিয়ামতে শরীকরা মুশরিকের উপাসনা অস্বীকার করবে)	১৬-নাহ্ল	৮৬	৭১০
অস্বীকার (শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর শরীকদেরকে প্রত্যাখ্যান)	৪০-মু'মিন	৮৪	৮৮৫
আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুশরিকরা শরীক করত না!	৬-আন্'আম	১০৭	৬০৬
আল্লাহ শরীক থেকে উর্ধ্বে	২৩-মু'মিনূন	৯২	৭৭১
আল্লাহর শরীকদের কেউ পারে কি সৃষ্টি করতে, মৃত্যু ঘটাতে ও...)	৩০-রূম	৪০	৮২৫
আল্লাহর শরীকদেরকে দেখিয়ে দেয়ার নির্দেশ (মুশরিকদের প্রতি)	৩৪-সাবা	২৭	৮৪৩
আল্লাহর শরীকদের সম্পর্কে মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা (কিয়ামতে)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৭	৮৯০
আল্লাহর বদলে যে শরীকদের ডাকা হয় সেগুলো সম্পর্কে ভাবা	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
আল্লাহর সাথে শিরক করা হারাম করেছেন প্রতিপালক	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫
আল্লাহর সাথে যাদেরকে শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
আল্লাহর সাথে যে শরীক করে শয়তানের কর্তৃত্ব তার উপর	১৬-নাহ্ল	১০০	৭১১
আল্লাহর সাথে শরীক করার জন্য ডাকা (মু'মিনকে)	৪০-মু'মিন	৪২	৮৮১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
আল্লাহর সাথে শিরক করতে বললে পিতা-মাতার আনুগত্য না করা	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
আল্লাহর সাথে শরীক না করার জন্য রাসূল স. আদিষ্ট	১৩-রা'দ	৩৬	৬৯২
আল্লাহর সাথে শরীক না করার আহ্বান (আহলি কিতাবদেরকে)	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
আল্লাহর সাথে শরীক না করার জন্য বাইয়াত (মুমিন নারীদের...)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
আল্লাহর সাথে শরীক না করতে উপদেশ (লুকমানের পুত্রকে)	৩১-লুকমান	১৩	৮২৮
আল্লাহর সাথে শরীক না করার নির্দেশ	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
আল্লাহর সাথে শরীক করা...	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
আল্লাহর সাথে শরীক করল যে তার জন্য জান্নাত হারাম...	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
আল্লাহর সাথে শরীক করে (যদিও তিনি দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন)	৬-আন্'আম	৬৪	৬০১
আল্লাহর সাথে শরীক করার উপমা প্রসঙ্গ (আকাশ থেকে পড়া)	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
আল্লাহর সাথে শরীক করাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না	৪-নিসা	১১৬	৫৭২
আল্লাহর সাথে শরীক করা মহাপাপ উদ্ভাবন...	৪-নিসা	৪৮	৫৬৩
আল্লাহর সাথে শরীক করা সমীচীন নয় (ইউসুফ আ. ও তার...)	১২-ইউসুফ	৩৮	৬৮০
আল্লাহর সাথে শরীক করে না মু'মিনরা	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
আল্লাহ পবিত্র (মুশরিকরা যা শরীক করে তা হতে)	৫২-তূর	৪৩	৯৩১
আল্লাহ শরীক থেকে উর্ধ্বে	২৮-কাসাস	৬৮	৮১৪
আল্লাহ শরীক থেকে উর্ধ্বে	৩০-রূম	৪০	৮২৫
আল্লাহর কোন শরীক নেই	৬-আন্'আম	১৬৩	৬১২
ইবলিস শরীক হবে (আদমের বংশধরের ধন-সম্পদে)	১৭-ইসরা	৬৪	৭১৯
ইবাদতে শরীক না করার নির্দেশ (আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করলে)	১৮-কাহ্ফ	১১০	৭৩৩
ইবরাহীমকে শরীক না করার নির্দেশ (আল্লাহর সাথে শরীক)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
ইবরাহীমের সম্প্রদায় কর্তৃক যাকে শরীক করা হয় তার ভয় প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৮১	৬০৩
উদ্ধার পাওয়ার পর নৌযানের আরোহীরা শরীক করে	২৯-আনকাবূত	৬৫	৮২১
উপস্থিত করা (শরীকদেরকে উপস্থিত করুক অপরাধীরা)	৬৮-ক্বালাম	৪১	৯৭৭
উপাস্যকে শরীক করা থেকে হূদ আ. মুক্ত (সম্প্রদায় যাকে শরীক করে)	১১-হূদ	৫৪	৬৭০
উর্ধ্বে (শরীকদের থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে)	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
উর্ধ্বে (মানুষ যা শরীক করে তা থেকে আল্লাহ উর্ধ্বে)	১৬-নাহ্ল	৩	৭০৩
উর্ধ্বে (মানুষ যা শরীক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র)	১৬-নাহ্ল	১	৭০৩
উর্ধ্বে (আল্লাহর সাথে যা শরীক করা হয় তিনি তার উর্ধ্বে)	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭
উর্ধ্বে (তারা যাকে শরীক করে আল্লাহর তার উর্ধ্বে)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
উর্ধ্বে (তারা যা শরীক করে তা থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে)	৭-আ'রাফ	১৯০	৬৩০
কিয়ামতে কাফিরদেরকে বলা হবে শরীকরা কোথায়	৪০-মু'মিন	৭৩	৮৮৪
ক্ষমা (শরীক করার পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না)	৪-নিসা	৪৮	৫৬৩
খোঁজ (কাফিরদের শরীক সম্পর্কে কিয়ামতে খোঁজ নেয়া হবে)	১৬-নাহ্ল	২৭	৭০৫
জ্বীনদেরকে আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করে (মুশরিকরা)	৬-আন্'আম	১০০	৬০৬
ডাকা (যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে শরীকরূপে ডাকে...)	১০-ইউনুস	৬৬	৬৬০
ডাকা (শরীককে দেখে মুশরিক বলবে, আমি একেই ডাকতাম!)	১৬-নাহ্ল	৮৬	৭১০
ডাকা (শরীকদেরকে ডাকা, রাসূল স. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৯৫	৬৩১
ডাকা (শরীকদেরকে ডাকতে বলা হবে কিয়ামতে)	২৮-কাসাস	৬৪	৮১৩
ডাকা (শরীকদেরকে ডাকবেন আল্লাহ, কিয়ামতের দিন)	২৮-কাসাস	৭৪	৮১৪
ডাকা (শরীকদেরকে ডাকবেন আল্লাহ কিয়ামতে...)	২৮-কাসাস	৬২	৮১৩
ডেকে আনতে বলবেন আল্লাহ শরীকদেরকে	১৮-কাহ্ফ	৫২	৭২৯
দায়িত্বমুক্ত (মুশরিকদের শরীক করা থেকে রাসূল স. দায়িত্বমুক্ত)	৬-আন্'আম	১৯	৫৯৭
দাস-দাসী অংশীদার না হওয়া প্রসঙ্গ...	৩০-রূম	২৮	৮২৪
দীন বিধিবদ্ধ কি শরীকরা করেছে -যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?	৪২-শূরা	২১	৮৯৩
মুশরিকরা (শরীককে দেখে বলবে, আমি একেই ডাকতাম!)	১৬-নাহ্ল	৮৬	৭১০
ধারণা করা (মুশরিকদের শরীক ধারণা করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯৪	৬০৫
ধারণা করা (মুশরিকরা যাদেরকে শরীক ধারণা করত তারা কোথায়?)	৬-আন্'আম	২২	৫৯৭
নিকৃষ্ট (আল্লাহ উত্তম ও শরীক নিকৃষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৫৯	৮০৪
নির্ধারণ (সুস্থ সন্তান লাভের পর আল্লাহর সাথে শরীক নির্ধারণ)	৭-আ'রাফ	১৯০	৬৩০
নির্ধারণ (আল্লাহর সাথে বহু শরীক নির্ধারণ করেছে কাফিররা)	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
নূহ সম্প্রদায়ের শরীকদের সাথে নিয়ে করণীয় স্থির করতে বলা	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
পরিচালিত করা (সত্যের দিকে পরিচালিতকারী কোন শরীক কি আছে?)	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
পিতৃপুরুষরা শরীক করার কারণে বংশধরদেরকে ধ্বংস !	৭-আ'রাফ	১৭৩	৬২৯
পৌছা (শরীকদের অংশ আল্লাহর কাছে পৌছে না)	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শরীক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিপালকের সাথে শরীক করে একদল মানুষ	৩০-রূম	৩৩	৮২৪
প্রতিপালকের সাথে শিরক করা (দুঃখ-দুর্দশা দূর হওয়ার পর)	১৬-নাহ্‌ল	৫৪	৭০৭
প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক না করার ওয়াদা (মুমিন জিনদের)	৭২-জিন্	২	৯৮৬
প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করে না (বাগান ওয়ালার সাথীর)..	১৮-কাহ্‌ফ	৩৮	৭২৭
প্রতিপালকের সাথে শরীক করে না যারা...	২৩-মু'মিনূন	৫৯	৭৬৯
প্রতিপালকের সাথে শরীক করায় (বাগড়ানওয়ালার অনুশোচনা)	১৮-কাহ্‌ফ	৪২	৭২৮
প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক করেন না (রাসূল)	৭২-জিন্	২০	৯৮৭
প্রভুতে শরীক আছে যার সে সেই ব্যক্তির মত নয় যার প্রভু একজন	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
প্রমাণ (শরীকদের পক্ষে প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন কি আল্লাহ)	৩০-রূম	৩৫	৮২৪
বিশ্বাস (কাফিররা শরীক বিশ্বাস করত)	৪০-মু'মিন	১২	৮৭৯
বিফল (শরীক করার কারণে কৃতকর্ম বিফল হওয়া)	৬-আন্'আম	৮৮	৬০৪
ভয় (শরীকদেরকে ইবরাহীম ভয় করে না)	৬-আন্'আম	৮১	৬০৩
ভয় (শরীকদেরকে ইবরাহীম আ. ভয় না করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
ভীতি সঞ্চার (শরীক করার কারণে হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার...)	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
ভুলে যাওয়া (মুশরিকদের শরীকদের কথা ভুলে যাওয়া)	৬-আন্'আম	৪১	৫৯৯
মতবিরোধ (যে শরীক সম্পর্কে কাফিররা মতবিরোধ করত কিয়ামতে...)	১৬-নাহ্‌ল	২৭	৭০৫
মুশরিকরা শরীক করত না ! (আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	৬-আন্'আম	১৪৮	৬১১
রাজত্বে শরীক নেই (আল্লাহর)	২৫-ফুরকান	২	৭৮২
রাজত্বে (আল্লাহর রাজত্বে কোন শরীক নেই)	১৭-ইস্‌রা	১১১	৭২৩
শয়তানকে দুনিয়ায় শরীক করার কথা শয়তান অস্বীকার করবে...	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
শোভনীয় (সন্তান হত্যাকে শোভনীয় করেছে শরীকরা, মুশরিকদের কাছে)	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
সম্প্রদায়ের শরীক করা থেকে মুক্ত (ইবরাহীম আ. প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৭৮	৬০৩
সুপারিশকারী হবে না শরীকদের কেউ (কিয়ামতে)	৩০-রূম	১৩	৮২৩
সৃষ্টবস্তুকে স্রষ্টার সাথে শরীক করা	৭-আ'রাফ	১৯১	৬৩০
হারাম (আল্লাহর সাথে শরীক করা হারাম)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
হুকুমে (নিজ হুকুমে কাউকে শরীক করেন না আল্লাহ)	১৮-কাহ্‌ফ	২৬	৭২৬
শরীককারী			
আল্লাহর সাথে শরীককারী না হয়ে মিথ্যা বর্জন (হজ্জ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
শরীয়ত			
নির্ধারণ (শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
শরীয়ত (বিধান)			
রাসূল স. কে শরীয়তের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করা (দ্বীনের বিষয়ে)	৪৫-জাছিয়া	১৮	৯০৬
শশা			
উৎপাদন (শশা উৎপাদনের জন্য বনী ইসরাঈলের অনুরোধ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
শস্য			
অংশ (শরীকদের জন্য শস্য ও গবাদি পশুর অংশ নির্ধারণ)	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
উৎপন্ন (আল্লাহ বৃষ্টির পানির মাধ্যমে শস্য উৎপন্ন করেন)	১৬-নাহ্‌ল	১১	৭০৩
উৎপন্ন (উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উৎপন্ন করা)	৩২-সাজ্‌দা	২৭	৮৩২
উৎপাটিত শস্যে পরিণত করেন আল্লাহ (ফসল ভরা ক্ষেতকে)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
উৎপাদন (আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করে শস্যদানা উৎপাদন)	৫০-ক্বাফ	৯	৯২২
কর্তিত শস্যের মত অবস্থা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জালিমদের আর্তনাদ	২১-আম্বিয়া	১৫	৭৫১
নিদর্শন (বৃষ্টি দ্বারা শস্য উৎপন্ন হওয়া চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্‌ল	১১	৭০৩
শস্যকাটা			
শীষসহ রেখে দেবে শস্য কাটার পর (ইউসুফ প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	৪৭	৬৮১
শস্যক্ষেত			
গমন (শস্যক্ষেত্রে গমন, যেভাবে ইচ্ছা, স্ত্রীসহবাস প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
ছামুদ সম্প্রদায়কে নিরাপদ অবস্থায় পৃথিবীর শস্যক্ষেতে ছেড়ে দেয়া...	২৬-শু'আরা	১৪৮	৭৯৫
দুই বাগানের মধ্যবর্তী স্থানকে (দুই ব্যক্তি উপমা প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্‌ফ	৩২	৭২৭
পিছনে রেখে গেল কত শস্য ক্ষেত (ফির'আউন সম্প্রদায়)	৪৪-দুখান	২৬	৯০৩
পৃথিবীতে শস্যক্ষেত্র রয়েছে	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
বায়ুর আঘাতে শস্য ক্ষেত্র নষ্ট হওয়া, কাফিরদের ব্যয়ের উপমা...)	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
বিচার (শস্যক্ষেত সম্পর্কে দাউদ আ. ও সুলাইমানের বিচার)	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
স্ত্রীগণ শস্যক্ষেত্র স্বরূপ	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
শস্যদানা			
অঙ্কুরিতকারী (আল্লাহই শস্যদানা অঙ্কুরিতকারী)	৬-আন্'আম	৯৫	৬০৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উৎপাদন (আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করে শস্যদানা উৎপাদন)	৫০-ক্বাফ	৯	৯২২
উৎপন্ন করেন আল্লাহ মৃত ভূমি থেকে শস্যদানা	৩৬-ইয়াসীন	৩৩	৮৫৩
উৎপন্ন (শস্য দানা উৎপন্নের জন্য পানি অবতীর্ণ করেন আল্লাহ)	৭৮-নাবা	১৫	১০০০
উৎপন্ন করেন আল্লাহ শস্যদানা ভোগ্যসামগ্রীরূপে	৮০-আবাসা	২৭	১০০৭
উপমা (আল্লাহর পথে দানের উপমা, শস্যদানার মত)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
একশত শস্যদানা প্রতি শীষে (আল্লাহর পথে দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধ গুল্ম আছে পৃথিবীতে	৫৫-রাহ্‌মান	১২	৯৩৯
ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপন্ন করা (বৃষ্টি দ্বারা)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
যমীনের অন্ধকারের শস্যদানা ও সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
শস্যহীন			
উপত্যকা (ইবরাহীমের বংশধরদের শস্যহীন উপত্যকায় বসবাস)	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
শহর			
উপনীত (শহরে সকালে উপনীত হল মূসা)	২৮-কাসাস	১৮	৮০৯
জাদুকর সংগ্রহের জন্য শহরে শহরে লোক পাঠিয়ে দেয়া	২৬-শু'আরা	৩৬	৭৯০
নারী (শহরের নারীরা বলল-আযীযের স্ত্রী দাসকে দৈহিক মিলনে...)	১২-ইউসুফ	৩০	৬৭৯
প্রেরণ (আসহাবে কাহাফের একজনকে শহরে প্রেরণ)	১৮-কাহ্‌ফ	১৯	৭২৫
প্রবেশ (শহরে প্রবেশ করল মূসা আ. যখন অধিবাসীরা বেখবর)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
প্রান্ত (শহরের প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে আসল)	২৮-কাসাস	২০	৮০৯
প্রধান (ছামুদের শহরে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী নয়জন পরিবার প্রধান প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৮	৮০৪
বালক (শহরের দুই ইয়াতীম বালকের প্রাচীর..)	১৮-কাহ্‌ফ	৮২	৭৩১
ষড়যন্ত্র (শহরবাসীদেরকে বের করার ষড়যন্ত্র করেছে মূসা, ফিরআউন বলল)	৭-আ'রাফ	১২৩	৬২৩
সংগ্রহকারী প্রেরণ (মূসাকে ধরতে শহরে শহরে সংগ্রহকারী সৈন্য প্রেরণ)	২৬-শু'আরা	৫৩	৭৯০
সংগ্রহকারীদেরকে শহরে পাঠানো (জাদুকর সংগ্রহ করার জন্য)	৭-আ'রাফ	১১১	৬২২
শহর (মদীনা)			
গুজব রটনাকারী (শহরে গুজব রটনাকারীরা নবীর প্রতিবেশী হওয়া)	৩৩-আহযাব	৬০	৮৩৯
শহীদ			
মর্যাদা (শহীদদের মর্যাদা ও পুরস্কার)	৩-আলে ইমরান	১৬৯	৫৫২
মু'মিনরাই শহীদ ও সিদ্দিক হতে পারে (প্রতিপালকের নিকট)	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
মুমিনদের থেকে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
সঙ্গী (উত্তম সঙ্গী নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণগণ)	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
শাক-সবজি			
উৎপন্ন করেন আল্লাহ (ভোগ্যসামগ্রীরূপে শাক-সবজি)	৮০-আবাসা	২৮	১০০৭
উৎপাদন (শাক-সবজি উৎপাদনের অনুরোধ, বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
শাখা			
আকাশে (উত্তম বাণী উত্তম গাছের মত যার শাখা আকাশে বিস্তৃত)	১৪-ইবরাহীম	২৪	৬৯৫
তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে চলা, মিথ্যা অভিহিতকারীদের	৭৭-মুরসালাত	৩০	৯৯৮
শাখা বিশিষ্ট			
খেজুর গাছ (শাখাবিশিষ্ট খেজুর গাছ রয়েছে, পৃথিবীতে)	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
শাখা বিহীন			
খেজুর গাছ (শাখাবিহীন খেজুর গাছ রয়েছে, পৃথিবীতে)	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
শান্তি (আরো দেখুন প্রশান্তি শব্দটি)			
আগুনকে ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তি হওয়ার নির্দেশ	২১-আম্বিয়া	৬৯	৭৫৪
আবাস (উপদেশগ্রহণকারীর জন্য প্রতিপালকের কাছে শান্তির আবাস)	৬-আন্'আম	১২৭	৬০৮
আবাস (আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন)	১০-ইউনুস	২৫	৬৫৬
আল্লাহ শান্তি	৫৯-হাশর	২৩	৯৫৭
ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক (আল্লাহ বলেছেন)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১০৯	৮৬২
ইবরাহীমের জন্য আগুনকে শান্তি হওয়ার নির্দেশ	২১-আম্বিয়া	৬৯	৭৫৪
ইলয়াসীনের উপর সালাম বর্ষিত হোক	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৩০	৮৬৩
কদর রাতে শান্তি বর্ষিত হয় (ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত)	৯৭-কাদর	৫	১০২৯
জান্নাতে শান্তির সাথে নিরাপদে প্রবেশ করতে বলা হবে মুত্তাকীদেরকে	১৫-হিজর	৪৬	৭০০
ঝুঁকে শান্তির জন্য ঝুঁকে যদি কাফিররা, (সন্ধি প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৬১	৬৩৮
নূহ আ. এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক	৩৭-সাফ্‌ফাত	৭৯	৮৬০
পথ (শান্তির পথ প্রদর্শন করেন আল্লাহ তাদেরকে যারা...)	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
প্রস্তাব (মুনাফিকরা শান্তির প্রস্তাব না দিলে...)	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
প্রস্তাব (শান্তিপ্রস্তাব দানকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ কোন পথ রাখেননি)	৪-নিসা	৯০	৫৬৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শান্তি (সালাম)			
অবতরণ (শান্তি/সালামসহ নূহকে নৌকা থেকে অবতরণের নির্দেশ)	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
বান্দার প্রতি (আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম/শান্তি)	২৭-নামল	৫৯	৮০৪
মুমিনদের উপর সালাম/শান্তি বর্ষিত হোক	৬-আন্'আম	৫৪	৬০০
মুত্তাকীদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা শান্তি (সালাম) জানাবে	১৬-নাহ্ল	৩২	৭০৫
সঠিকপথ অনুসরণকারীদের প্রতি শান্তি/সালাম (মূসা আ. প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩
শামিল			
মাদী পশুর গর্ভ যা শামিল করে/গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
শাশুড়ি			
বিয়ে (শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
শাস্তি			
অংশীদার (শয়তান ও আল্লাহবিমুখ লোক শাস্তিতে অংশীদার)	৪৩-যুখরুফ	৩৯	৮৯৮
অংশীদার (শাস্তির অংশীদার হবে জালিম নেতা ও সহচররা)	৩৭-সাফ্ফাত	৩৩	৮৫৮
অতর্কিতে শাস্তি আসার পূর্বে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা	৩৯-যুমার	৫৫	৮৭৬
অনুভব (আল্লাহর শাস্তি অনুভব করার পর জালিমদের পলায়ন...)	২১-আম্বিয়া	১২	৭৫০
অপবাদের (ব্যাভিচারীর) শাস্তি	২৪-নূর	৪	৭৭৪
অপরাধীদের (অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে চিরস্থায়ী হবে)	৪৩-যুখরুফ	৭৪	৯০১
অপরাধীদের উপর রাতে/দিনে শাস্তি আসার বিষয়টি ভেবে দেখা	১০-ইউনুস	৫০	৬৫৯
অপমানিতকারী শাস্তি আসবে (রাসূল স. এর সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৩৯-যুমার	৪০	৮৭৪
অপসারণ (নির্দিষ্ট সময় শাস্তি অপসারণ, ফিরআউন প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৩৫	৬২৪
অপসারণ (শাস্তি অপসারিত করলে মূসাকে বিশ্বাস করার ওয়াদা)	৭-আ'রাফ	১৩৪	৬২৪
অপরাধের কারণে শাস্তি দিতে চান আল্লাহ (মুনাফিকদেরকে)	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
অপরাধের কারণে আল্লাহ প্রত্যেককে শাস্তি দিয়েছেন	২৯-আনকাবূত	৪০	৮১৯
অপমানজনক শাস্তি আসবে (নূহ আ. সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৩৯	৬৬৯
অপমানজনক শাস্তি দূর (ইউনুসের সম্প্রদায় ঈমান আনায়...)	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
অপমানজনক শাস্তির বজ্রধ্বনি ছামুদ জাতিকে আঘাত করল	৪১-ফুস্সিলাত	১৭	৮৮৭
অবস্থান (শাস্তিতে অবস্থান করত না জিনেরা অদৃশ্য জানলে)	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
অবাধ্যতার কারণে ইহুদীদের প্রতিফল (চর্বি হারাম করা প্র.)	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
অবিশ্বাসীর শাস্তি জাহান্নাম	৬৭-মুল্ক	৬	৯৭২
অবিশ্বাসীদের জন্য কঠিন শাস্তি (আয়াত অবিশ্বাসকারী)	৩-আলে ইমরান	৪	৫৩৬
অবিশ্বাসীদের শাস্তি দীর্ঘায়িত করবেন আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৭৯	৭৩৯
অভিযোগ উত্থাপনকারীদের জন্য মহাশাস্তি...	২৪-নূর	২৩	৭৭৬
অভিযোগ উত্থাপনের প্রধান দায়িত্ব নিয়েছেযে তার জন্য মহাশাস্তি	২৪-নূর	১১	৭৭৫
অমান্যকারীর জন্য আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
অশ্লীলতার (নবীর স্ত্রীরা অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে দ্বিগুণ শাস্তি)	৩৩-আহযাব	৩০	৮৩৫
অস্বীকারকারীদের শাস্তি এমনভাবে এসেছিল যে তারা টের পায়নি	৩৯-যুমার	২৫	৮৭৩
আইকাবাসীকে ছায়াময় দিনের শাস্তি পাকড়াও করেছিল	২৬-শু'আরা	১৮৯	৭৯৭
আংশিক শাস্তি আপতিত হবেই (মূসা আ. সত্যবাদী হলে)	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
আকস্মিক শাস্তি আসার বিষয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা কি নিরাপদ হয়েছে?	১৬-নাহ্ল	৪৫	৭০৬
আকস্মিকভাবে শাস্তি আসবে (কাফিরের ওপর)	২৯-আনকাবূত	৫৩	৮২০
আকাশ থেকে বনী ইসরাঈলের উপর শাস্তি অবতীর্ণ	২-বাক্বারা	৫৯	৫০৭
আকাশ থেকে শাস্তি অবতীর্ণ (লূত সম্প্রদায়ের পাপাচারের কারণে)	২৯-আনকাবূত	৩৪	৮১৯
আকাশ থেকে শাস্তি প্রেরণ (বনী ইসরাঈল জুলুম করায়)	৭-আ'রাফ	১৬২	৬২৭
আখিরাতে বিরাট শাস্তি কাফিরদের জন্য	৩-আলে ইমরান	১৭৬	৫৫৩
আখিরাতে মহাশাস্তি তাদের জন্য যারা আল্লাহর...	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
আখিরাতে মহাশাস্তি তাদের জন্য যাদেরকে...	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
আখিরাতে মহাশাস্তি (মসজিদ ধ্বংসের চেষ্টাকারীর)	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
আখিরাতের শাস্তি কঠিনতম ও চিরস্থায়ী	২০-ত্বা-হা	১২৭	৭৪৯
আখিরাতের শাস্তি কঠোর (কাফিরদের জন্য)	১৩-রা'দ	৩৪	৬৯২
আখিরাতের শাস্তিকে ভয় যে করে, তার জন্য নিদর্শন...	১১-হূদ	১০৩	৬৭৫
আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে জালিমরা যদি জানত!	৩৯-যুমার	২৬	৮৭৩
আখিরাতে অবিশ্বাসীদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে	১১-হূদ	২০	৬৬৭
আখেরাতের শাস্তি কঠিনতর	৬৮-ক্বালাম	৩৩	৯৭৬
আখিরাতে শাস্তিতে থাকবে যারা ঈমান আনে না	৩৪-সাবা	৮	৮৪১
আখিরাতের শাস্তি হবে অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক (আদ জাতির জন্য)	৪১-ফুস্সিলাত	১৬	৮৮৭
আগুনের শাস্তি (আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য)	২২-হাজ্জ	৯	৭৫৯
আগুনের শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে (পাপাচারীকে)	৩২-সাজ্দা	২০	৮৩১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
আগুনের শাস্তি রয়েছে কাফিরদের জন্য (আখিরাতে)	৫৯-হাশর	৩	৯৫৫
আগুনের শাস্তি রয়েছে, কাফিরদের জন্য	৮-আনফাল	১৪	৬৩৩
আগুনের শাস্তির দিকে পরিচালিত করে (শয়তান তার বন্ধুকে)	২২-হাজ্জ	৪	৭৫৮
আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা	২-বাক্বারা	২০১	৫২২
আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা (মুত্তাকীদের)	৩-আলে ইমরান	১৬	৫৩৭
আগুনের শাস্তি আস্বাদন করবে কাফিররা	২২-হাজ্জ	২২	৭৬০
আঘাত (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দ্বারা আঘাত করেন)	৭-আ'রাফ	১৫৬	৬২৭
আচ্ছন্ন করা (কাফিরদের কাজের ফলে শাস্তি আচ্ছন্ন করবে)	২৯-আনকাবূত	৫৫	৮২০
আটকে রাখা (শাস্তি বিলম্বিত হলে কাফির বলে কে আটকে রেখেছে?)	১১-হূদ	৮	৬৬৬
আপতিত হবে শাস্তি (আদেশের বিরোধিতাকারীদের উপর)	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
আপতিত (ফিরআউন সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি আপতিত হলে)	৭-আ'রাফ	১৩৪	৬২৪
আয়াতে ঈমান না আনলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	১৬-নাহ্ল	১০৪	৭১১
আয়াত অবিশ্বাসকারীদের শাস্তি (চামড়া দগ্ধ হওয়া...)	৪-নিসা	৫৬	৫৬৪
আল্লাহ ইচ্ছা করলে অপরাধের শাস্তি দিতে পারেন	৭-আ'রাফ	১০০	৬২২
আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার কারণে মহাশাস্তি	১৬-নাহ্ল	৯৪	৭১১
আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর	৮-আনফাল	৫২	৬৩৭
আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর	৪০-মু'মিন	২২	৮৭৯
আল্লাহ শাস্তি দান করবেন কাফির ও মুনাফিকদেরকে	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
আল্লাহ শাস্তিদান করেন যাকে ইচ্ছা	৩-আলে ইমরান	১২৯	৫৪৮
আল্লাহ শাস্তি দিতে পারেন সেই তিনজনকে যারা তবুকযুদ্ধে যায়নি	৯-তাওবা	১০৬	৬৫১
আল্লাহর শাস্তি থেকে অহঙ্কারীদের অনুসারীরা রক্ষা চাইবে	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
আল্লাহর শাস্তি নিবৃত্ত করা যায় না	১২-ইউসুফ	১১০	৬৮৭
আল্লাহর শাস্তি (নূহ সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর শাস্তি)	৫৪-কামার	১৬	৯৩৬
আল্লাহর শাস্তি (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	১৫-হিজর	৫০	৭০০
আল্লাহর শাস্তির ন্যায় শাস্তি কেউ দিতে পারবে না (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজ্র	২৫	১০২২
আল্লাহর শাস্তি (আ'দ জাতির প্রতি আল্লাহর শাস্তি)	৫৪-কামার	২১	৯৩৭
আল্লাহর শাস্তি আসলে জালিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হবে	৬-আন্'আম	৪৭	৬০০
আল্লাহর শাস্তি আসলে সাহায্য করবে কে?	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
আল্লাহর শাস্তি তাদের জন্য যারা তাদের রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী...	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
আল্লাহর শাস্তি কেমন ছিল! (আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি)	৫৪-কামার	১৮	৯৩৭
আল্লাহর শাস্তি কেমন হয়েছিল (কাফিরদের জন্য)	১৩-রা'দ	৩২	৬৯১
আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে আল্লাহকে ডাকা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৪০	৫৯৯
আল্লাহর শাস্তি কঠোর (ছামুদ জাতির প্রসঙ্গ)	৫৪-কামার	৩০	৯৩৭
আল্লাহর শাস্তি কামনা (লূতের নিকট সমকামীদের)	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
আল্লাহর শাস্তি ভাবে মানুষের নির্যাতনকে (মুনাফিকরা)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
আল্লাহ শাস্তি দিবেন কুফীর করলে (খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ...)	৫-মায়িদা	১১৫	৫৯৫
আল্লাহ শাস্তি দিবেন কুফরী করলে (খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ...)	৫-মায়িদা	১১৫	৫৯৫
আল্লাহ শাস্তি দিবেন (খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতরণের পর কুফরী করলে)	৫-মায়িদা	১১৫	৫৯৫
আল্লাহ শাস্তি দিবেন না রাসূল স. তাদের মাঝে থাকা অবস্থায়	৮-আনফাল	৩৩	৬৩৫
আল্লাহ শাস্তি দিবেন না কেন যখন তারা বিরত রেখেছে...	৮-আনফাল	৩৪	৬৩৫
আল্লাহ শাস্তি দিবেন (মুনাফিক ও মুশরিকদের)	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
আল্লাহ ও রাসূল স. এর অবাধ্য জনপদের শাস্তি)	৬৫-তালাক	৮	৯৬৯
আল্লাহ শাস্তি দিবেন যাকে ইচ্ছা	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
আল্লাহ শাস্তি দিবেন যাকে ইচ্ছা	৫-মায়িদা	৪০	৫৮৫
আল্লাহ শাস্তি দেন না কেন, তাদের কথার জন্য? (মুনাফিকরা বলে)	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
আল্লাহ শাস্তি দেন (যাকে ইচ্ছা)	৪৮-ফাত্হ	১৪	৯১৭
আল্লাহ যদি শাস্তি দেন মানুষকে তবে তারা তো আল্লাহরই বান্দা	৫-মায়িদা	১১৮	৫৯৫
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন)	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি (চোর ও নারী চোরের হাত কাটা)	৫-মায়িদা	৩৮	৫৮৫
আশংকা (শাস্তির আশংকা করলেন শু'আইব, মাদইয়ানবাসীর জন্য)	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
আশঙ্কা (শাস্তির আশঙ্কা করছেন নূহ,সম্প্রদায়ের জন্য)	৭-আ'রাফ	৫৯	৬১৮
আসা (শাস্তি আসার পর জনপদের আর্তনাদ....)	৭-আ'রাফ	৫	৬১৩
আসা (শাস্তি কার উপর আসবে- মাদইয়ানবসীরা তা জানতে পারবে)	১১-হূদ	৯৩	৬৭৪
আসা (শাস্তি আসার পূর্বে প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ)	৩৯-যুমার	৫৪	৮৭৬
আসা (শাস্তি এসেছে রাতে, জনপদ ধ্বংসের জন্য...)	৭-আ'রাফ	৪	৬১৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শাস্তি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আসা (নূহ সম্প্রদায়ের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে তাদের সতর্ক করা)	৭১-নূহ্	১	৯৮৪
আসা (অনিবার্য শাস্তি আসবে লূত সম্প্রদায়ের নিকট)	১১-হূদ	৭৬	৬৭২
আস্বাদন (পাপাচারীকে আগুনের শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে)	৩২-সাজ্দা	২০	৮৩১
আস্বাদন (শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে কুফরির কারণে)	৮-আনফাল	৩৫	৬৩৫
আস্বাদন (শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ্ জালিমকে)	২৫-ফুরকান	১৯	৭৮৩
আস্বাদন (লূত সম্প্রদায়কে শাস্তি আস্বাদন করার নির্দেশ)	৫৪-কামার	৩৭	৯৩৮
আস্বাদন (লূত সম্প্রদায়কে শাস্তি আস্বাদনের নির্দেশ)	৫৪-কামার	৩৯	৯৩৮
আস্বাদন (শাস্তি আস্বাদন করাবেন, নির্দেশ থেকে বিচ্যুত জিনকে)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
আস্বাদন (কাফির প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করবে...)	২২-হাজ্জ	২২	৭৬০
আস্বাদন (জাহান্নামে কাফিরদের শাস্তি আস্বাদন)	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
আস্বাদন (কাফিররা কিয়ামতে কুফরীর শাস্তি আস্বাদন করবে)	৬-আন্'আম	৩০	৫৯৮
আস্বাদন (কুফরী করার কারণে শাস্তি আস্বাদন)	৪৬-আহ্কাফ	৩৪	৯১১
আস্বাদন (কুফরীর কারণে শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১০৬	৫৪৬
আস্বাদন (কুরআন অস্বীকারে শাস্তি আস্বাদন করেনি কাফিররা)	৩৮-সোয়াদ	৮	৮৬৬
আস্বাদন (কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাবেন আল্লাহ্ কাফিরদেরকে)	৪১-ফুস্সিলাত	৫০	৮৯০
ইউসুফকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদানের দাবী (আযীযের স্ত্রীর)	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৯
ইউনুসের সম্প্রদায়ের শাস্তি দূর করা হয় (ঈমান আনায়)	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
ইচ্ছাধীন (মানুষকে শাস্তি দেয়া ও দয়া করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	২৯-আনকাবূত	২১	৮১৭
ইহুদী ও নাসারদেরকে শাস্তি দিবেন কেন আল্লাহ- যদি তারা...	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
ঈমানদার ও কৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কি করবেন?	৪-নিসা	১৪৭	৫৭৫
উত্তপ্ত পানি মাথায় ঢেলে শাস্তি দেয়া হবে পাপীকে	৪৪-দুখান	৪৮	৯০৪
উপহাসের শাস্তি (আল্লাহর পথকে উপহাস করলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি)	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
উপহাসের শাস্তি (আয়াতকে উপহাসের বিষয়রূপে গ্রহণ করার জন্য)	৪৫-জাছিয়া	১০	৯০৫
উপহাসের শাস্তি (আয়াতকে উপহাসের বিষয়রূপে গ্রহণ করার জন্য)	৪৫-জাছিয়া	৯	৯০৫
উপস্থিত (শাস্তিতে উপস্থিত করা হবে কাফিরদেরকে)	৩০-রূম	১৬	৮২৩
উপস্থিত (শাস্তিতে উপস্থিত করা হবে তাদেরকে যারা...)	৩৪-সাবা	৩৮	৮৪৪
কঠোর (আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
কঠোর (আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর)	৫৯-হাশর	৪	৯৫৫
কঠোর (আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর)	৫৯-হাশর	৭	৯৫৫
কঠোর (প্রতিপালক শাস্তিদানে কঠোর)	১৩-রা'দ	৬	৬৮৮
কঠোর (শাস্তিদানে কঠোর, আল্লাহ)	২-বাক্বারা	২১১	৫২৩
কঠোর শাস্তি দিবেন আল্লাহ (মিথ্যারটনাকারীদেরকে)	১০-ইউনুস	৭০	৬৬১
কঠোর শাস্তি (অপরাধীদের ষড়যন্ত্রের কারণে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি)	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
কঠোর শাস্তি (আল্লাহ্ যাদের কঠোর শাস্তি দিবেন তাদের উপদেশ দান!)	৭-আ'রাফ	১৬৪	৬২৮
কঠোর শাস্তি দাতা আল্লাহ	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
কঠোর শাস্তিদাতা আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১১	৫৩৬
কঠোর (আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কুরআন নাযিল..	১৮-কাহ্ফ	২	৭২৪
কঠিন শাস্তির পূর্বে রাসূল স. একজন সতর্ককারী	৩৪-সাবা	৪৬	৮৪৫
কঠিন শাস্তি রয়েছে আখিরাতে	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
কঠিন শাস্তি হুদহুদকে সুলাইমান আ. কর্তৃক দেয়ার হুমকি	২৭-নামল	২১	৮০১
কঠিন শাস্তি (বিচার দিনকে ভুলে গেলে)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
কঠিন শাস্তি ভোগে বাধ্য করা হবে কাফিরদেরকে (জীবনোপভোগের পর)	৩১-লুকমান	২৪	৮২৯
কঠিন শাস্তি (মন্দ কাজের ষড়যন্ত্র করলে)	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
কঠিন শাস্তি থেকে হুদ আ. ও মুমিনদেরকে আল্লাহ উদ্ধার করেন	১১-হূদ	৫৮	৬৭১
কঠিন শাস্তি দিবেন আল্লাহ কাফিরদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে	৩-আলে ইমরান	৫৬	৫৪১
কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ মুনাফিকদের জন্য	৫৮-মুজাদালা	১৫	৯৫৩
কঠোর (আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর)	৪-নিসা	৮৪	৫৬৭
কঠোর (আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর)	৮-আনফাল	১৩	৬৩৩
কঠোর (আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর)	৮-আনফাল	২৫	৬৩৪
কঠোর (আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর)	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮
কঠোর (আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর)	৫-মায়িদা	৯৮	৫৯২
কঠিন শাস্তি (আল্লাহ্ ও রাসূল স. এর অবাধ্যতার জন্য)	৬৫-তালাক	৮	৯৬৯
কঠিন শাস্তি (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর সামনে আছে কঠিন শাস্তি, জাহান্নামে)	১৪-ইবরাহীম	১৭	৬৯৪
কঠিন শাস্তি (উপদেশ ভুলে যাওয়ায় কঠিন শাস্তি)	৭-আ'রাফ	১৬৫	৬২৮
কঠিন শাস্তি (কিয়ামতের দিন বনীইসরাঈলের কঠিন শাস্তি)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কঠিন শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে (আল্লাহর সাথে ইলাহ্ বানালে)	৫০-ক্বাফ	২৬	৯২৩
কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ করানো হবে ফিরআউন বংশকে	৪০-মু'মিন	৪৬	৮৮২
কঠিন (আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
কঠিন শাস্তি (আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীদের জন্য)	৪২-শূরা	১৬	৮৯২
কঠিনতম শাস্তি (আখিরাতের শাস্তি কঠিনতম ও চিরস্থায়ী)	২০-ত্বা-হা	১২৭	৭৪৯
কষ্ট ও শাস্তিতে ফেলেছে শয়তান আইউবকে	৩৮-সোয়াদ	৪১	৮৬৮
কাকুতি-মিনতি (শাস্তি আসলেও পূর্ববর্তীরা কাকুতি-মিনতি করেনি)	৬-আন্'আম	৪৩	৫৯৯
কাফিরদের কৃতকর্মের মন্দফল (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৬৪-তাগাবুন	৫	৯৬৬
কাফিরদের কৃপণতার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত	৪-নিসা	৩৭	৫৬২
কাফিরদেরকে আগুনে শাস্তি দেয়া হবে (বিচারের দিন)	৫১-যারিয়াত	১৩	৯২৫
কাফিরদেরকে শাস্তি দিতেন আল্লাহ যদি পৃথক হত (মক্কা বিজয়)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
কাফিরদেরকে শাস্তি দান করতে পারেন আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১২৮	৫৪৮
কাফিরদেরকে শাস্তি দিলেন আল্লাহ (হুনাইনের যুদ্ধে)	৯-তাওবা	২৬	৬৪২
কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন আল্লাহ্	৯-তাওবা	১৪	৬৪১
কাফিরদের জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে	৩৫-ফাতির	৭	৮৪৬
কাফিরদের জন্য (কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ)	১৪-ইবরাহীম	২	৬৯৩
কাফিরের শাস্তি বৃদ্ধি (আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায়)	১৬-নাহ্ল	৮৮	৭১০
কাফিরদের শাস্তি, অবকাশ দেয়ার পর (নবীকে মিথ্যাবাদী বলায়)	২২-হাজ্জ	৪৪	৭৬২
কাফিরদের শাস্তি ভোগে বাধ্য করা হবে জীবনোপভোগের পর	৩১-লুকমান	২৪	৮২৯
কাফিরদেরকে শাস্তি আস্বাদন করানো হবে, বিচারের দিন	৫১-যারিয়াত	১৪	৯২৫
কাফিরদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন আল্লাহ	৩৫-ফাতির	২৬	৮৪৮
কাফিরদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী শাস্তি ভোগ	৩২-সাজ্দা	১৪	৮৩১
কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে	৩-আলে ইমরান	৫৬	৫৪১
কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন আল্লাহ (কৃতকর্মের জন্য)	৪১-ফুস্সিলাত	২৭	৮৮৮
কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি	৪২-শূরা	২৬	৮৯৩
কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত	৪-নিসা	১৫১	৫৭৬
কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি	৪-নিসা	১০২	৫৭০
কাফিরদের জন্য মহাশাস্তি (হৃদয় ও কানে মোহর প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭	৫০২
কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখা আছে	৩৩-আহযাব	৮	৮৩৩
কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা	২-বাক্বারা	১০৪	৫১২
কাফির ও মুনাফিকদেরকে শাস্তি দান করবেন আল্লাহ	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
কিয়ামতের দিনের শাস্তির ভয় করেন নবী (অবাধ্যতাপ্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
কুফরীর শাস্তি আস্বাদন	৬-আন্'আম	৩০	৫৯৮
কুফরীর জন্যে আগুনের শাস্তি	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
কুফরীর কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
কুফরীর কারণে আল্লাহ্ মিথ্যারটনাকারীকে কঠোর শাস্তি দিবেন	১০-ইউনুস	৭০	৬৬১
কুফরীর (ঈমানের পর কুফরীর জন্য আল্লাহর ক্রোধ/মহাশাস্তি)	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
কুফরীর শাস্তি (ফুটন্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
ক্রয় (ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে তারাই যারা...)	২-বাক্বারা	১৭৫	৫১৯
খেলায় মগ্ন থাকা অবস্থায় শাস্তি আসা থেকে নিরাপদ মনে করা	৭-আ'রাফ	৯৮	৬২১
চুরির শাস্তি	৫-মায়েদা	৩৮	৫৮৫
চাবুক (শাস্তির চাবুক মারলেন আল্লাহ্ ফির'আউন, আদ ও ছামূদ...)	৮৯-ফাজ্র	১৩	১০২১
ছায়াময় দিনের শাস্তি আইকাবাসীকে পাকড়াও করেছিল	২৬-শু'আরা	১৮৯	৭৯৭
ছামূদ সম্প্রদায়কে শাস্তি পাকড়াও করল (উষ্ট্রী হত্যার কারণে)	২৬-শু'আরা	১৫৮	৭৯৬
ছোট শাস্তি (জাহান্নামের বড় শাস্তির পূর্বে দুনিয়ায় ছোট শাস্তি দেয়া...)	৩২-সাজ্দা	২১	৮৩১
জনপদকে কঠোর শাস্তি দিবেন অথবা ধ্বংস করবেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	৫৮	৭১৯
জালিমদের অর্জনের প্রতিফলস্বরূপ স্থায়ী শাস্তি দেয়া হবে	১০-ইউনুস	৫২	৬৫৯
জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
জালিমদের জন্য (যন্ত্রণাদয়ক দিনের শাস্তি)	৪৩-যুখরুফ	৬৫	৯০০
জালিমদের জন্য শাস্তি আছে (কিন্তু অধিকাংশ জালিম জানে না)	৫২-তূর	৪৭	৯৩১
জালিমদের জন্য আল্লাহ্ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন	৭৬-দাহ্র	৩১	৯৯৬
জালিমদের শাস্তি হালকা করা হবে না (কিয়ামতে)	১৬-নাহ্ল	৮৫	৭১০
জালিমদের শাস্তি এভাবেই দিয়ে থাকে	১২-ইউসুফ	৭৫	৬৮৪
জাহান্নাম (অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে চিরস্থায়ী হবে)	৪৩-যুখরুফ	৭৪	৯০১
জান্নাতীদেরকে আর কোন শাস্তি দেয়া হবে না	৩৭-সাফ্ফাত	৫৯	৮৫৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শাস্তি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জাহান্নামের শাস্তি (মুমিনদের নির্যাতনকারীদের জন্য)	৮৫-বুরূজ	১০	১০১৫
জালিমদেরকে শাস্তি গ্রাস করে (রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলায়)	১৬-নাহ্‌ল	১১৩	৭১২
জালিমদেরকে শাস্তি আস্বাদন করতে বলবেন আল্লাহ...	৩৪-সাবা	৪২	৮৪৪
জালিমকে শাস্তি দিবেন (জুলকারনাইন)	১৮-কাহ্‌ফ	৮৭	৭৩২
জালিমকে শাস্তি দিবেন প্রতিপালক...	১৮-কাহ্‌ফ	৮৭	৭৩২
জুলুমের শাস্তির জন্য মুক্তিপণ দিতে চাবে জালিম (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৪৭	৮৭৫
জুলুমের শাস্তি (মানুষের উপর জুলুম করার জন্য শাস্তি)	৪২-শূরা	৪২	৮৯৪
জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে শয়তানের আহবান (মুশরিক প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২১	৮২৮
তাড়াতাড়ি শাস্তি পেতে চাওয়া (অপরাধীদের)	২৬-শু'আরা	২০৪	৭৯৮
তাড়াতাড়ি করতে বলা (কাফিররা শাস্তি তাড়াতাড়ি করতে বলে)	২৯-আনকাবূত	৫৪	৮২০
তাড়াতাড়ি (শাস্তি তাড়াতাড়ি করতে বলে কাফিররা, রাসূলকে)	২৯-আনকাবূত	৫৩	৮২০
তাড়াতাড়ি (আল্লাহর শাস্তি তাড়াতাড়ি পেতে চায় কাফিররা)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৭৬	৮৬৫
তীব্র আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন আল্লাহ (মুত্তাকীদের)	৪৪-দুখান	৫৬	৯০৪
তীব্র আগুনের শাস্তি থেকে মু'মিনদেরকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা...	৪০-মু'মিন	৭	৮৭৮
ত্বরান্বিত (কাফিররা রাসূলকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে)	২২-হাজ্জ	৪৭	৭৬২
ত্বরান্বিত (শাস্তি তরান্বিত করতেন আল্লাহ, পাকড়াও...)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৮	৭২৯
দুয়ার (কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দিলেন আল্লাহ...)	২৩-মু'মিনূন	৭৭	৭৭০
দুইবার শাস্তি দিবেন আল্লাহ মুনাফিকদেরকে	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
দুনিয়ার জীবনে শাস্তি রয়েছে (কাফিরদের জন্য)	১৩-রা'দ	৩৪	৬৯২
দুঃসহ শাস্তি (আল্লাহর স্মরণবিমুখ লোকের দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ)	৭২-জিন্	১৭	৯৮৭
দূরে রাখা (দীর্ঘায়ু শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না)	২-বাক্বারা	৯৬	৫১১
দূর (শাস্তি দূর করার জন্য কিয়ামতে কাফিরদের প্রার্থনা)	৪৪-দুখান	১২	৯০২
দূর (শাস্তি দূর করা হলে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে কাফিররা)	৪৪-দুখান	১৫	৯০২
দূর (ঈমান আনায় ইউনুসের সম্প্রদায়ের দুনিয়ার শাস্তি দূর...)	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
দেখা (শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না ফিরআউন...)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
দেখা (শাস্তি দেখার পর মুশরিকরা জানতে পারবে কে পথভ্রষ্ট)	২৫-ফুরকান	৪২	৭৮৫
দেখা (শাস্তি দেখার পর জালিমরা ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজবে)	৪২-শূরা	৪৪	৮৯৫
দেখা (শাস্তি দেখে জালিমরা অনুতাপ গোপন করবে)	১০-ইউনুস	৫৪	৬৫৯
দেখা (শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না, নিদর্শন আসলেও)	১০-ইউনুস	৯৭	৬৬৩
দেখা (শাস্তি দেখতে পাবে যখন জালিমরা)	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
দেখা (শাস্তি দেখতে পেয়ে অনুসৃতরা অনুসরণকারীদের থেকে...)	২-বাক্বারা	১৬৬	৫১৮
দ্রুত (প্রতিপালক শাস্তিদানে দ্রুত)	৬-আন্'আম	১৬৫	৬১২
দ্রুত (প্রতিপালক শাস্তিদানে দ্রুত, বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
দ্বিগুণ করা হবে শাস্তি (আখিরাতে অবিশ্বাসীদের)	১১-হূদ	২০	৬৬৭
দ্বিগুণ (অনুসৃতদের শাস্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধির জন্য অনুসারীদের প্রার্থনা)	৩৮-সোয়াদ	৬১	৮৬৯
দ্বিগুণ শাস্তি হবে কিয়ামতে, তাদের যারা...	২৫-ফুরকান	৬৯	৭৮৭
দ্বিগুণ শাস্তি দাবি (নেতাদের জন্য, অনুসারী কাফির কর্তৃক)	৩৩-আহযাব	৬৮	৮৩৯
দ্বিগুণ শাস্তি (নবীর স্ত্রীরা অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে দ্বিগুণ শাস্তি)	৩৩-আহযাব	৩০	৮৩৫
দ্বিগুণ শাস্তি প্রার্থনা করবে পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের জন্য	৭-আ'রাফ	৩৮	৬১৬
ধ্বংস (রাসূল প্রেরণের পূর্বে কাফিরদের শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হলে...)	২০-ত্বা-হা	১৩৪	৭৪৯
নিবৃত্ত করা হয় না (অপরাধী সম্প্রদায় হতে আল্লাহর শাস্তি)	৬-আন্'আম	১৪৭	৬১১
নিদর্শন অবমাননার কারণে শাস্তি (ছামূদ জাতিকে)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
নিয়ে আসা (শাস্তি নিয়ে আসবেন আল্লাহ, ইচ্ছা করলে, নূহ আ. প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৩৩	৬৬৮
নিকৃষ্ট শাস্তি (আখিরাতে অবিশ্বাসীদের জন্য নিকৃষ্ট শাস্তি)	২৭-নামল	৫	৮০০
নিকৃষ্ট শাস্তি (আয়াত থেকে মুখ ফিরানোর প্রতিফলস্বরূপ)	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
নিকৃষ্ট শাস্তি চাপিয়ে দিত ফিরআউন (মূসার সম্প্রদায়কে)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
নিকৃষ্ট শাস্তি চাপিয়ে দিত (বনী ইসরাঈলকে ফিরআউন বংশ)	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
নিকৃষ্ট শাস্তি চেহারা দিয়ে ঠেকাবে জালিমরা কিয়ামতের দিন	৩৯-যুমার	২৪	৮৭৩
নিকৃষ্ট শাস্তিদানকারী লোকদের পাঠানো (একদল ইহুদির প্রতি)	৭-আ'রাফ	১৬৭	৬২৮
নিকৃষ্ট শাস্তি প্রদান (ফিরআউন সম্প্রদায়কে)	৪০-মু'মিন	৪৫	৮৮১
নিকৃষ্ট শাস্তি, বনী ইসরাঈলের উপর (ফিরআউন বংশের)	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
পরীক্ষা (মানুষের নির্যাতনকে মুনাফিক আল্লাহর শাস্তি ভাবে)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
পাকড়াও (কাফিরদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	৭৬	৭৭০
পাকড়াও (ফির'আ উনগোষ্ঠীকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও...)	৪৩-যুখরুফ	৪৮	৮৯৯
পার পাওয়া (শাস্তি থেকে পার পাওয়া, আহলে কিতাব প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৮৮	৫৫৪
পাপাচারের কারণে শাস্তি স্পর্শ করবে	৬-আন্'আম	৪৯	৬০০
পাকড়াও (শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেন আল্লাহ বিত্তবান কাফিরদের)	২৩-মু'মিনূন	৬৪	৭৭০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া শাস্তি কেমন হয়েছিল	৩৪-সাবা	৪৫	৮৪৫
পৃথিবীতেই শাস্তি দিতেন আল্লাহ কাফিরদেরকে যদি নির্বাসন...	৫৯-হাশর	৩	৯৫৫
পৃষ্ঠ প্রদর্শন (যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৪৮-ফাত্‌হ	১৬	৯১৭
পোড়ানোর শাস্তি (মুমিনদেরকে নির্যাতনকারীদের জন্য)	৮৫-বুরূজ	১০	১০১৫
প্রত্যক্ষ (শাস্তি প্রত্যক্ষ করে পৃথিবীতে একবার ফেরার আকাঙ্ক্ষা)	৩৯-যুমার	৫৮	৮৭৬
প্রত্যক্ষ (শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে শরীককারীরা)	২৮-কাসাস	৬৪	৮১৩
প্রত্যক্ষ (শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান উপকারে আসেনি)	৪০-মু'মিন	৮৫	৮৮৫
প্রত্যক্ষ (শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর ঈমানের ঘোষণা)	৪০-মু'মিন	৮৪	৮৮৫
প্রত্যক্ষ (শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে যখন তখন অনুতাপ গোপন করবে...)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
প্রস্তুত (শয়তানদের জন্য, জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত রাখা হয়েছে)	৬৭-মুল্‌ক	৫	৯৭২
প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করবে ইহুদীরা	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করতে বলা হবে কাফিরদেরকে	৮-আনফাল	৫০	৬৩৭
প্রতিপালকের শাস্তি এমনই হয় (বাগানওয়ালাদের মত)	৬৮-ক্বালাম	৩৩	৯৭৬
প্রতিপালক শাস্তি দিবেন মানুষকে (ইচ্ছা করলে)	১৭-ইস্‌রা	৫৪	৭১৮
প্রতিপালকের শাস্তি থেকে কেউ নিরাপদ নয়	৭০-মা'আরিজ	২৮	৯৮২
প্রতিপালকের শাস্তি কঠোর (অকৃতজ্ঞের জন্য)	১৪-ইবরাহীম	৭	৬৯৩
প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় করে, যাদেরকে ইলাহ মনে করা হয় তারা	১৭-ইস্‌রা	৫৭	৭১৮
প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত যারা...	৭০-মা'আরিজ	২৭	৯৮২
প্রতিপালকের শাস্তি ভয় করার মত	১৭-ইস্‌রা	৫৭	৭১৮
প্রতিপালকের শাস্তির ফুৎকার স্পর্শ করা (জালিমদের দুর্ভোগ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৪৬	৭৫৩
প্রতিরোধকারী কেউ নেই (প্রতিপালকের শাস্তির)	৫২-তূর	৮	৯২৯
প্রতিশ্রুত শাস্তি অথবা কিয়ামত দেখবে যখন পথভ্রষ্টরা...	১৯-মারইয়াম	৭৫	৭৩৯
প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যই সংঘটিত হবে	৫২-তূর	৭	৯২৯
প্রতিপালকের ক্রোধ নির্ধারিত হয়ে আছে, হূদ আ. বললেন তাঁর জাতিকে	৭-আ'রাফ	৭১	৬১৯
প্রস্তুত (অবাধ্যদের জন্য আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন)	৬৫-তালাক	১০	৯৬৯
প্রশ্ন (শাস্তি সম্পর্কে প্রশ্নকারীর প্রশ্ন,, কাফিরদের শাস্তি)	৭০-মা'আরিজ	১	৯৮১
প্রস্তুত (জালিমদের জন্য শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৩৭	৭৮৫
প্রাচীরের বাইরে থাকবে শাস্তি (মুনাফিকদের মাঝে নির্মিত প্রাচীরের)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
ফিরানো হবে না শাস্তি যেদিন কাফিরদের কাছে আসবে...	১১-হূদ	৮	৬৬৬
ফির'আ উন সম্প্রদায়ের শাস্তি দূর হওয়ার পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ	৪৩-যুখরুফ	৫০	৮৯৯
ফির'আ উনগোষ্ঠীকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও...	৪৩-যুখরুফ	৪৮	৮৯৯
ফিরআউনের শাস্তি, জাদুকরদেরকে (ঈমানের কারণে)	৭-আ'রাফ	১২৬	৬২৩
ফিরআউনের শাস্তির কঠোরতা সম্পর্কে জাদুকররা জানতে পারবে!	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
ফিরআউনকে ইহকাল-পরকালের শাস্তিতে পাকড়াও...	৭৯-নাযি'আত	২৫	১০০৪
ফুৎকার (প্রতিপালকের শাস্তির ফুৎকার স্পর্শ করা, জালিমদের দুর্ভোগ...)	২১-আম্বিয়া	৪৬	৭৫৩
ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণে কাফিরদের শাস্তি বৃদ্ধি	১৬-নাহ্‌ল	৮৮	৭১০
বড় শাস্তি (জাহান্নামের বড় শাস্তির পূর্বে দুনিয়ায় ছোট শাস্তি দেয়া...)	৩২-সাজ্‌দা	২১	৮৩১
বড় শাস্তি দিবেন আল্লাহ তাকে, যে কুফরী করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়	৮৮-গাশিয়াহ্	২৪	১০২০
বনী ইসরাঈলের উপর ফিরআউন বংশের শাস্তি (পুত্র জবাই...)	২-বাক্বারা	৪৯	৫০৬
বনী ইসরাঈলকে শাস্তি না দিতে ফিরআউনের প্রতি মূসার আহ্বান	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩
বন্ধ্যা দিনের শাস্তি আসা(কুফরীকারীদের সন্দেহ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫৫	৭৬৩
বাণী (শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে যার উপর তাকে রক্ষার কেউ নেই)	৩৯-যুমার	১৯	৮৭২
বাধ্য করা(জীবনোপভোগের পর কাফিরদের শাস্তি ভোগে বাধ্য করা হবে)	৩১-লুকমান	২৪	৮২৯
বাণী (কাফিরদের প্রতি শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে)	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
বাড়াবাড়ির শাস্তি (পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ির জন্য)	৪২-শূরা	৪২	৮৯৪
ব্যাভিচারীর শাস্তি একশ বেত্রাঘাত	২৪-নূর	২	৭৭৪
বিদ্রোহের শাস্তি	৫-মায়েদা	৩৩	৫৮৪
বিলম্বিত (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি বিলম্বিত করলে কাফির বলে...)	১১-হূদ	৮	৬৬৬
বিতর্ককারীর(আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি)	২২-হাজ্জ	৯	৭৫৯
বৃদ্ধি (আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায় কাফিরের শাস্তি বৃদ্ধি)	১৬-নাহ্‌ল	৮৮	৭১০
বৃদ্ধি করবেন আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের	৭৮-নাবা	৩০	১০০১
ব্যভিচারের শাস্তি দাসীর ক্ষেত্রে স্বাধীন নারীর অর্ধেক	৪-নিসা	২৫	৫৬০
ব্যাভিচারের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে একদল মু'মিন...	২৪-নূর	২	৭৭৪
ভয় (অমান্য বিষয়ে নবী ভয়াবহ দিনের শাস্তির ভয় করেন)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
ভয় (শাস্তির ভয় করে যারা, তাদের জন্য নিদর্শন, লূত সম্প্রদায়...)	৫১-যারিয়াত	৩৭	৯২৭
ভয় (মুখ ফিরানো লোকদের জন্য মহাদিনের শাস্তির ভয়...)	১১-হূদ	৩	৬৬৫
ভয় (নূহ আ. সম্প্রদায়ের যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির ভয়...)	১১-হূদ	২৬	৬৬৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শাস্তি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা (আদ সম্প্রদায়ের উপর)	২৬-শু'আরা	১৩৫	৭৯৫
ভয়াবহ দিনের শাস্তির ভয় করেন রাসূল স. (প্রতিপালককে অমান্য করলে)	৬-আন্'আম	১৫	৫৯৭
ভয়াবহ দিনের শাস্তি ছামুদ জাতিকে পাকড়াও করবে (উষ্ট্রীকে কষ্ট দিলে)	২৬-শু'আরা	১৫৬	৭৯৬
ভয়াবহ দিনের শাস্তি আইকাবাসীকে পাকড়াও করেছিল	২৬-শু'আরা	১৮৯	৭৯৭
ভয়ংকর শাস্তি দ্বারা আল্লাহ কাফিরদেরকে পাকড়াও করেন	৩৫-ফাতির	২৬	৮৪৮
ভোগ (শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত মুশরিকরা নবীকে মিথ্যাবাদী বলে)	৬-আন্'আম	১৪৮	৬১১
ভোগ(জীবনোপভোগের পর কাফিরদের শাস্তি ভোগে বাধ্য করা হবে)	৩১-লুকমান	২৪	৮২৯
ভোগ (মুশরিকরা ভোগ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৩৮	৮৫৮
ভোগ (শাস্তি ভোগ করতে বলা হবে, অর্জনের কারণে)	৭-আ'রাফ	৩৯	৬১৬
মতপার্থক্য করেছে ও বিভক্ত হয়েছে যারা তাদের জন্য মহাশাস্তি	৩-আলে ইমরান	১০৫	৫৪৬
মন্দকাজকারী/কাফিরের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত	৪-নিসা	১৮	৫৫৯
মসজিদে হারামে পাপ কাজ করায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
মহাশাস্তি স্পর্শ করতে মু'মিনদেরকে যদি... (ইফকের ঘটনা)	২৪-নূর	১৪	৭৭৫
মহাদিনের শাস্তির ভয় করেন রাসূল স. (মুখ ফিরানো লোকদের জন্য)	১১-হূদ	৩	৬৬৫
মহাদিনের শাস্তির ভয় রাসূল স. এর (প্রতিপালককে অমান্য করলে)	৩৯-যুমার	১৩	৮৭২
মহাদিবসের (জাতির উপর মহাদিবসের শাস্তির আশংকা হুদ আ. এর)	৪৬-আহ্‌কাফ	২১	৯১০
মানুষের সীমালঙ্ঘনের শাস্তি দুনিয়াতেই দেয়া হলে...	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
মিথ্যাবাদী বলা/মুখফিরানোর কারণে শাস্তি (মূসা/হারুন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪৮	৭৪৩
মিথ্যাচারের জন্যে শাস্তি (মুনাফিকদের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০	৫০২
মিথ্যা বলার শাস্তি কেমন ছিল (পূর্ববর্তীদের)	৬৭-মুল্‌ক	১৮	৯৭৩
মিথ্যাবাদী বলায় কাফিরদের শাস্তি (নবীকে মিথ্যাবাদী বলায়)	২২-হাজ্জ	৪৪	৭৬২
মিথ্যা রচনাকারীদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা...)	২০-ত্বা-হা	৬১	৭৪৪
মিথ্যা রচনাকারীদের শাস্তি (হালাল ও হারাম প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১১৭	৭১৩
মিথ্যাবাদী বলায় শাস্তি (রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলায় শাস্তি...)	১৬-নাহ্‌ল	১১৩	৭১২
মুনাফিকদেরকে মহাশাস্তির দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে	৯-তাওবা	১০১	৬৫০
মুক্তি (শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না কিয়ামতে, যারা কুফরি করেছে...)	৫-মায়িদা	৩৬	৫৮৫
মুক্তি (শাস্তি হতে মুক্তি কামনা সন্তান, স্ত্রী ও ভাইয়ের বিনিময়ে)	৭০-মা'আরিজ	১১	৯৮১
মুনাফিকদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
মুনাফিকদের এক দলকে শাস্তি দিবেন আল্লাহ	৯-তাওবা	৬৬	৬৪৬
মুনাফিক ও মুশরিক নর-নারীকে শাস্তি দিবেন আল্লাহ	৪৮-ফাতহ	৬	৯১৬
মুনাফিক/কাফিরদেরকে শাস্তি দিতে চান আল্লাহ (দুনিয়ার জীবনে)	৯-তাওবা	৫৫	৬৪৫
মুনাফিক/কাফিরদেরকে শাস্তি দিয়ে আঘাত করবেন আল্লাহ	৯-তাওবা	৫২	৬৪৫
মুনাফিকদের শাস্তি প্রদান/তাওবা কবুল আল্লাহর ইচ্ছাধীন	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
মুনাফিকদের শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক (বারবার কুফরীর কারণে)	৪-নিসা	১৩৮	৫৭৪
মুনাফিকদেরকে শাস্তি দিতে চান আল্লাহ দুনিয়াতে	৯-তাওবা	৮৫	৬৪৯
মুমিনদেরকে শাস্তি দিবেন আল্লাহর পথে বের না হলে	৯-তাওবা	৩৯	৬৪৪
মুশরিকদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন	৩৩-আহযাব	৭৩	৮৪০
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (সীমালঙ্ঘনকারীর জন্য...)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (হালাল-হারাম সম্পর্কে মিথ্যা রচনা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	১১৭	৭১৩
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (যারা শয়তানকে অভিভাবক বানায় তাদের জন্য)	১৬-নাহ্‌ল	৬৩	৭০৮
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে মুনাফিকদের জন্য '	৫৯-হাশর	১৫	৯৫৬
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে জাহান্নামে	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	১৩	৯৮৮
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত অপরাধীরা ঈমান না আনা	২৬-শু'আরা	২০১	৭৯৮
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিবাহী বাতাস ও মেঘ (আদ জাতির উপর)	৪৬-আহ্‌কাফ	২৪	৯১০
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (মুনাফিকদের বারবার কুফরীর কারণে)	৪-নিসা	১৩৮	৫৭৪
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে কাফিরদের জন্য	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ (কাফিরদেরকে)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ, তাদের জন্য যারা...	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (সীমালঙ্ঘনকারীর জন্য)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা...	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা অশ্লীলতার বিস্তার পছন্দ করে	২৪-নূর	১৯	৭৭৫
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন আল্লাহ (জ্বিনরা ঈমান আনলে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩১	৯১১
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কাফিরদেরকে কে রক্ষা করবে?	৬৭-মুল্‌ক	২৮	৯৭৪
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুমিনদেরকে রক্ষা করবে যে ব্যবসা...	৬১-সাফ্‌ফ	১০	৯৬০
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দান করবেন আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদেরকে	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন মুমিনদেরকে (আল্লাহর পথে বের না হলে)	৯-তাওবা	৩৯	৬৪৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন আল্লাহ (যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীকে)	৪৮-ফাতহ	১৭	৯১৭
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি - 'ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশ মানুষকে আবৃত করা'	৪৪-দুখান	১১	৯০২
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ফিরআউন ঈমান আনবে না	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিয়ে আসার প্রার্থনা (কুরআন অস্বীকারকারীদের)	৮-আনফাল	৩২	৬৩৫
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নূহ আ. সম্প্রদায়ের কাছে আসার পূর্বে সতর্ক করা	৭১-নূহ	১	৯৮৪
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে ছামুদ জাতিকে...	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদানের হুমকি রাসূলদেরকে (কাফিরদের)	৩৬-ইয়াসীন	১৮	৮৫২
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত (আখিরাতে অবিশ্বাসীদের জন্য)	১৭-ইস্‌রা	১০	৭১৫
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত (মন্দকাজকারী/কাফিরের জন্য)	৪-নিসা	১৮	৫৫৯
যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির দুর্ভোগ (জালিমদের জন্য)	৪৩-যুখরুফ	৬৫	৯০০
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (জালিমদের জন্য)	৪২-শূরা	২১	৮৯৩
যন্ত্রণাদায়ক নিকৃষ্ট শাস্তি তাদের জন্য যারা...	৩৪-সাবা	৫	৮৪১
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি ও জুলুমের জন্য)	৪২-শূরা	৪২	৮৯৪
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আঘাত করবে কাফিরদেরকে	৯-তাওবা	৯০	৬৪৯
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (আয়াত অস্বীকারকারীর জন্য)	৪৫-জাছিয়া	১১	৯০৫
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (আয়াত শুনেও অহংকারী হয়ে অটল থাকায়)	৪৫-জাছিয়া	৮	৯০৫
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (আয়াত থেকে অহঙ্কার করে মুখ ফিরালে)	৩১-লুকমান	৭	৮২৭
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ...	৩-আলে ইমরান	৯১	৫৪৪
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা কুফরী ক্রয় করে...	৩-আলে ইমরান	১৭৭	৫৫৩
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা রাসূল স. কে কষ্ট দেয়	৯-তাওবা	৬১	৬৪৬
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য যারা বিদ্রূপ করে মুমিনদেরকে...	৯-তাওবা	৭৯	৬৪৮
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য, যারা কিতাব গোপন করে...	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (আল্লাহর নিদর্শন/সাক্ষাতে অবিশ্বাসীদের)	২৯-আনকাবূত	২৩	৮১৭
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখায়)	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি)	১৫-হিজর	৫০	৭০০
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (ইবাদতকে লজ্জাজনক মনে করার কারণে)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ও উত্তপ্ত পানীয় (কুফরীর কারণে)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (কাফির উম্মতদের জন্য, নূহ আ. প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা আছে	৩৩-আহযাব	৮	৮৩৩
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (কাফিরদের কৃতকর্মের মন্দফল)	৬৪-তাগাবুন	৫	৯৬৬
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	২-বাক্বারা	১০৪	৫১২
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত)	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কিয়ামতে (তাদের জন্য যারা কুফরি করেছে)	৫-মায়িদা	৩৬	৫৮৫
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (কিতাবের বিনিময় গ্রহণের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৮৮	৫৫৪
রক্ষা (মুত্তাকীদের আল্লাহ আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন)	৫২-তূর	১৮	৯৩০
রক্ষা (লু হাওয়ার শাস্তি থেকে আল্লাহ জান্নাতীদের রক্ষা করেছেন)	৫২-তূর	২৭	৯৩০
রহিত (স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি স্ত্রী সাক্ষ্য দেয় যে...)	২৪-নূর	৮	৭৭৪
রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় শাস্তি আসা থেকে নিরাপদ মনে করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	৯৭	৬২১
লজ্জাজনক ভাবায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (ইবাদতকে লজ্জাজনক ভাবা)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হবে কাফিরদের প্রতিফল (অহংকারের কারণে)	৪৬-আহ্‌কাফ	২০	৯১০
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে মুনাফিকদের জন্য	৫৮-মুজাদালা	১৬	৯৫৪
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (কাফিরদের জন্য)	৫৮-মুজাদালা	৫	৯৫২
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (কাফিরদের জন্য)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে উদ্ধার (বনীইসরাঈলকে)	৪৪-দুখান	৩০	৯০৩
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত (কাফিরদের জন্য)	৪-নিসা	১৫১	৫৭৬
লাঞ্ছানাদায়ক শাস্তি কাফিরদের জন্যে	২-বাক্বারা	৯০	৫১০
লাঞ্ছনার শাস্তি (আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য কথা বলায়)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
লাঘব (জাহান্নামিদের শাস্তি লাঘব করা হবে না)	৪৩-যুখরুফ	৭৫	৯০১
লাঘব (শাস্তি লাঘব করার জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ...)	৪০-মু'মিন	৪৯	৮৮২
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (আল্লাহ-রাসূল স. কে কষ্টদাতার জন্য)	৩৩-আহযাব	৫৭	৮৩৮
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানো (আদ জাতিকে, দুনিয়ায়)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৬	৮৮৭
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (কাফির আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করায়)	২২-হাজ্জ	৫৭	৭৬৩
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (আল্লাহ-রাসূল স. এর অমান্যকারীর জন্য)	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (আল্লাহর পথকে উপহাস করলে)	৩১-লুকমান	৬	৮২৭
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (কাফিরদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৭৮	৫৫৩
লু হাওয়ার শাস্তি থেকে আল্লাহ জান্নাতীদের রক্ষা করেছেন	৫২-তূর	২৭	৯৩০
লূত সম্প্রদায়ের উপর ভোর বেলায় নির্ধারিত শাস্তি আসল	৫৪-কামার	৩৮	৯৩৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শাস্তি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
শয়তানকে যারা অভিভাবক বানায় তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	১৬-নাহ্‌ল	৬৩	৭০৮
শয়তানদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি রয়েছে	৩৭-সাফ্‌ফাত	৯	৮৫৭
শাস্তি স্পর্শ করবে কাফিরদেরকে- শিরক থেকে নিবৃত না হলে...	৫-মায়িদা	৭৩	৫৮৯
ষড়যন্ত্রের কারণে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি (অপরাধীদের)	৬-আন্‌'আম	১২৪	৬০৮
ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি এমনভাবে এসেছিল যে তারা টের পায়নি	১৬-নাহ্‌ল	২৬	৭০৫
ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে আকস্মিক শাস্তি আসা প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্‌ল	৪৫	৭০৬
সংঘটিত হবেই (প্রতিপালকের শাস্তি)	৫২-তূর	৭	৯২৯
সংবাদ (কাফিরদেরকে শাস্তি দেয়ার সুসংবাদ)	৮৪-ইনশিকাক্ব	২৪	১০১৪
সক্ষম (আল্লাহ মানুষের উপর/পায়ের নিচ থেকে শাস্তি পাঠাতে সক্ষম)	৬-আন্‌'আম	৬৫	৬০২
সতর্কীকরণ (কিয়ামতের নিকটবর্তী শাস্তির ব্যাপারে)	৭৮-নাবা	৪০	১০০২
সত্য হওয়া (অনেকের উপর শাস্তি সত্য হয়েছে...)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
সত্য (রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলার শাস্তি সত্য হয়েছিল)	৩৮-সোয়াদ	১৪	৮৬৬
সতর্ক করা (শাস্তি আসার দিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা)	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
সম্মুখীন (শাস্তির সম্মুখীন হবে যারা...)	২৫-ফুরকান	৬৮	৭৮৭
সরিয়ে নেয়া (শাস্তি সরিয়ে নেয়ার প্রার্থনা, রহমানের বান্দাদের)	২৫-ফুরকান	৬৫	৭৮৭
সর্বনাশা (জাহান্নামের শাস্তি সর্বনাশা)	২৫-ফুরকান	৬৫	৭৮৭
সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে কি মানুষ নিরাপদ মনে করে	১২-ইউসুফ	১০৭	৬৮৭
সামনাসামনি আসা পর্যন্ত (ঈমান আনা থেকে বিরত, কাফিরদের)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৫	৭২৯
সম্প্রদায়কে (জুলকারনাইন ইচ্ছা করলে শাস্তি)	১৮-কাহ্‌ফ	৮৬	৭৩২
সীমালঙ্ঘনের শাস্তি মানুষকে দুনিয়াতেই দেয়া হলে...	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
সুসংবাদ (শাস্তির সুসংবাদ নবী ও সৎলোকদের হত্যাকারীদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
স্থায়ী (বনী ইসরাঈলের কাফিররা শাস্তির মধ্যে স্থায়ী হবে)	৫-মায়িদা	৮০	৫৯০
স্থায়ী শাস্তি(আখিরাতের শাস্তি কঠিনতম ও অধিক স্থায়ী)	২০-ত্বা-হা	১২৭	৭৪৯
স্থায়ী শাস্তি আপতিত হবে (রাসূল স. এর সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৩৯-যুমার	৪০	৮৭৪
স্থায়ী শাস্তি দেয়া হবে জালিমদের অর্জনের প্রতিফলস্বরূপ	১০-ইউনুস	৫২	৬৫৯
স্থায়ী শাস্তি (নূহ আ. সম্প্রদায়ের বিদ্রুপের কারণে)	১১-হূদ	৩৯	৬৬৯
স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে জালিমরা	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
স্থায়ী শাস্তি ভোগ (কাফির কিয়ামতের সাক্ষাতকে ভুলে থাকায়)	৩২-সাজদা	১৪	৮৩১
স্থায়ী শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য যারা কুফরি করেছে	৫-মায়িদা	৩৭	৫৮৫
স্থায়ী শাস্তি রয়েছে (মুনাফিক ও কাফিরদের জন্য)	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
স্পর্শ (শাস্তি স্পর্শ করত মু'মিনদেরকে যদি...)	৮-আনফাল	৬৮	৬৩৮
স্পর্শ (শাস্তি স্পশ করতে পারে ইবরাহীমের পিতাকে)	১৯-মারইয়াম	৪৫	৭৩৭
স্মরণবিমুখের শাস্তি (আল্লাহর স্মরণবিমুখ লোকের জন্য দুঃসহ শাস্তি)	৭২-জিন্	১৭	৯৮৭
হত্যাকারীর জন্য শাস্তি প্রস্তুত (ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিনকে হত্যার জন্য)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
হালকা (শাস্তি হালকা করা হবে না, কাফিরদের)	২-বাক্বারা	১৬২	৫১৮
হালকা করা হবে না (আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয়কারীর শাস্তি)	২-বাক্বারা	৮৬	৫১০
হালকা করা হবে না (কিয়ামতে জালিমদের শাস্তি)	১৬-নাহ্‌ল	৮৫	৭১০
হালকা করা হবে না (জাহান্নামে কাফির/অকৃতজ্ঞদের শাস্তি)	৩৫-ফাতির	৩৬	৮৪৯
হালকা করা হবে না শাস্তি, তাদের থেকে যারা ঈমানের পর...	৩-আলে ইমরান	৮৮	৫৪৪
হুদহুদকে সুলাইমান আ. কর্তৃক কঠিন শাস্তি দেয়ার হুমকি (অনুপস্থিতির জন্য)	২৭-নামল	২১	৮০১
শাস্তি দাতা			
আল্লাহ শাস্তিদাতা নন (মানুষের ক্ষমা প্রার্থনা অবস্থায়)	৮-আনফাল	৩৩	৬৩৫
কঠোর শাস্তি দিবেন সব জনপদকে অথবা ধ্বংস করবেন আল্লাহ	১৭-ইস্‌রা	৫৮	৭১৯
প্রতিপালক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতা	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৩	৮৮৯
শাস্তিদানকারী			
আল্লাহ শাস্তি দেন না রাসূল স. না পাঠানো পর্যন্ত	১৭-ইস্‌রা	১৫	৭১৫
শাস্তি (নির্দেশ)			
প্রতীক্ষা (কাফিররা কি প্রতিপালকের নির্দেশ/শাস্তির প্রতীক্ষা করছে?)	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
প্রতিপালকের নির্দেশ/শাস্তির জন্য কি কাফিররা প্রতীক্ষা করছে ?	১৬-নাহ্‌ল	৩৩	৭০৫
শাস্তি নির্ধারণ			
ইউনুস এর শাস্তি নির্ধারণ না করার ধারণা	২১-আম্বিয়া	৮৭	৭৫৬
শাস্তিপ্রাপ্ত			
আদ সম্প্রদায় শাস্তিপ্রাপ্ত হবার নয় (সম্প্রদায়ের উক্তি)	২৬-শু'আরা	১৩৮	৭৯৫
নবী শাস্তিপ্রাপ্ত হবেন (আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকলে)	২৬-শু'আরা	২১৩	৭৯৯
শাস্তিযোগ্য			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বিত্তবানরা শাস্তিযোগ্য নয় (তারা বলত...)	৩৪-সাবা	৩৫	৮৪৪
শাস্তির প্রতিশ্রুতি			
কুরআনে শাস্তির প্রতিশ্রুতি বর্ণনা	২০-ত্বা-হা	১১৩	৭৪৮
দিন (শাস্তির প্রতিশ্রুতির দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে)	৫০-ক্বাফ	২০	৯২৩
ভয় (শাস্তির প্রতিশ্রুতির ভয়কারীদের যমীনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে)	১৪-ইবরাহীম	১৪	৬৯৪
সত্য হয়েছিল শাস্তির প্রতিশ্রুতি (আইকাবাসী ও তুব্বাদের প্রতি)	৫০-ক্বাফ	১৪	৯২২
শিং এর আঘাতে মৃত			
পশু (শিং এর আঘাতে মৃত পশু হারাম)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
শিকল			
অকৃতজ্ঞের জন্য শিকল, বেড়ি ও আগুন প্রস্তুত -আখিরাতে	৭৬-দাহ্‌র	৪	৯৯৫
আবদ্ধ (শিকলে আবদ্ধ অনেক জিন সুলাইমানের অধীন)	৩৮-সোয়াদ	৩৮	৮৬৮
আল্লাহর নিকট শিকল ও প্রজ্জ্বলিত আগুন রয়েছে	৭৩-মুযযাম্মিল	১২	৯৮৮
প্রস্তুত (অকৃতজ্ঞের জন্য শিকল, বেড়ি ও আগুন প্রস্তুত -আখিরাতে)	৭৬-দাহ্‌র	৪	৯৯৫
বাঁধা (কিয়ামতে অপরাধীদের শিকলে বাঁধা অবস্থায় দেখা যাবে)	১৪-ইবরাহীম	৪৯	৬৯৭
শৃঙ্খলিত করা হবে জাহান্নামীকে (সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে)	৬৯-হাক্কাহ্	৩২	৯৭৯
সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে শৃঙ্খলিত করা হবে জাহান্নামীকে	৬৯-হাক্কাহ্	৩২	৯৭৯
শিকল বাঁধা			
নিক্ষেপ (শিকল বাঁধা অবস্থায় নিক্ষেপ করা হবে জ্বলন্ত আগুনে)	২৫-ফুরকান	১৩	৭৮৩
শিকার			
ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর শিকার করা বৈধ	৫-মায়িদা	২	৫৮০
ইহরাম অবস্থায় শিকার হালাল মনে না করা	৫-মায়িদা	১	৫৮০
পরীক্ষা (ইহরামে শিকার দ্বারা মুমিনদেরকে আল্লাহর পরীক্ষা)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
সমুদ্রের শিকার খাওয়া হালাল (যাত্রী/মুমিনদের জন্য)	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
স্থলের শিকার খাওয়া হারাম (ইহরাম অবস্থায়)	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
হত্যা (ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যার কাফফারা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
শিকারী প্রাণী			
শিক্ষা দেয়া, শিকারী প্রাণিদেরকে (আল্লাহর শিক্ষা অনুযায়ী)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
শিক্ষা			
অজানা বিষয়ে আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন (মানুষের অজানা)	৯৬-আলাক	৫	১০২৮
অন্তর-দৃষ্টিসম্পন্নদের প্রতি শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান...	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
আদমকে আল্লাহ সব কিছুর নাম শিক্ষা দান করেন	২-বাক্বারা	৩১	৫০৪
আল্লাহ শিক্ষাদান করেছিলেন ইয়াকুবকে	১২-ইউসুফ	৬৮	৬৮৩
আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন যেভাবে (নিরাপদ অবস্থায় সালাত)	২-বাক্বারা	২৩৯	৫২৮
আল্লাহর শিক্ষা অনুযায়ী শিকারী প্রাণিদেরকে শিক্ষা দেয়া	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
আল্লাহ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে লেখা (ঋণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দান করেন (ঋণ লেনদেন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
ইউসুফকে শিক্ষা দিবেন তার প্রতিপালক (স্বপ্নের ব্যাখ্যা)	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
ইউসুফকে শিক্ষা দিলেন আল্লাহ (স্বপ্নের ব্যাখ্যা)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি	৯৬-আলাক	১	১০২৮
ঈসাকে শিক্ষাদান করেছেন আল্লাহ কিতাব ও হিকমাত	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
ঈসাকে শিক্ষা দিবেন আল্লাহ কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইঞ্জিল	৩-আলে ইমরান	৪৮	৫৪০
কথা বলা (দয়াময় আল্লাহ মানুষকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন)	৫৫-রাহমান	৪	৯৩৯
কলমের সাহায্যে আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন	৯৬-আলাক	৪	১০২৮
কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দান করেন (রাসূল)	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
কিতাব শিক্ষা দেয়ার কারণে রাব্বানী হওয়ার আহ্বান	৩-আলে ইমরান	৭৯	৫৪৩
কিতাব শিক্ষাদান (প্রেরিত রাসূল স. কর্তৃক কিতাব শিক্ষাদান)	২-বাক্বারা	১২৯	৫১৪
কিতাব শিক্ষা দিবেন রাসূল স. মুমিনদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
কুরআনের মাধ্যমে অজানা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া প্রসঙ্গ	৬-আন্‌'আম	৯১	৬০৪
কুরআন (অসীম দয়াময় আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন)	৫৫-রাহ্‌মান	২	৯৩৯
কুরআন শিক্ষা দেয় একটি মানুষ (রাসূল স. এর প্রতি অপবাদ)	১৬-নাহ্‌ল	১০৩	৭১১
গবাদিপশু গবাদিপশুতে শিক্ষা রয়েছে মানুষের জন্য	২৩-মু'মিনূন	২১	৭৬৭
গবাদি পশুর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে (মানুষের জন্য)	১৬-নাহ্‌ল	৬৬	৭০৮
জাদু (মূসা-ই জাদুকরদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে মর্মে ফির'আউনের অভিযোগ)	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
জাদু শিক্ষা দিত শয়তানরা (মানুষদেরকে)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
জাদু শিক্ষা (মূসা-ই জাদুকরদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে, ফির'আউনের উক্তি)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ (খিজিরকে)	১৮-কাহ্‌ফ	৬৫	৭৩০
দাউদকে শিক্ষা দিলেন আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
দাউদকে বর্মনির্মাণ শিক্ষা দান (যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য)	২১-আম্বিয়া	৮০	৭৫৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শিক্ষা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে (বদরের যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে (রাত দিনের পরিবর্তনে)	২৪-নূর	৪৪	৭৭৮
নাম শিক্ষা দান (আদমকে আল্লাহ সব কিছুর নাম শিক্ষা দান করেন)	২-বাক্বারা	৩১	৫০৪
পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন	৯৬-আলাক	১	১০২৮
পাখির ভাষা (সুলাইমানকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল)	২৭-নামল	১৬	৮০১
প্রতিপালক ইউসুফকে যা শিখিয়েছেন (স্বপ্নের ব্যাখ্যা তারই অন্তর্ভুক্ত)	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
প্রজ্ঞা ও কিতাব শিক্ষা দান করেন (রাসূল)	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
প্রজ্ঞা শিক্ষাদান (প্রেরিত রাসূল স. কর্তৃক প্রজ্ঞা শিক্ষাদান)	২-বাক্বারা	১২৯	৫১৪
ফিরআউনের ঘটনায়, যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য	৭৯-নাযি'আত	২৬	১০০৪
ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ যা শিক্ষা দেন তা ছাড়া তারা কিছু জানেনা	২-বাক্বারা	৩২	৫০৪
বর্মনির্মাণ শিক্ষা দান, দাউদকে (যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য)	২১-আম্বিয়া	৮০	৭৫৫
বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলীতে	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭
মানুষকে (আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন -যা সে জানত না)	৯৬-আলাক	৫	১০২৮
মূলনীতি (ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি)	৯৬-আলাক	১	১০২৮
রাসূল স. শিক্ষা দান করেন (প্রজ্ঞা ও কিতাব)	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
রাসূল স. শিক্ষা দিবেন মানুষদেরকে, যা তারা জানত না	২-বাক্বারা	১৫১	৫১৭
রাসূল স. শিক্ষা দিবেন মানুষকে যা তারা জানাত না	২-বাক্বারা	১৫১	৫১৭
রাসূল স. কে শিক্ষা দিয়েছেন (অতিশক্তিশালী এক সত্তা)	৫৩-নাজম	৫	৯৩২
রাসূল স. কে আল্লাহ অজানা বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
শিকারী প্রাণিদেরকে শিক্ষা দেয়া (আল্লাহর শিক্ষা অনুযায়ী)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
শিকারী প্রাণিদেরকে শিক্ষা দেয়া (আল্লাহর শিক্ষা অনুযায়ী)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
সঠিক বিচার-বিবেচনা (শিখতে চাইলেন মূসা আ. খিজিরের কাছে)	১৮-কাহ্‌ফ	৬৬	৭৩০
সঠিক বিচার-বিবেচনা (শিখিয়েছেন আল্লাহ খিজিরকে)	১৮-কাহ্‌ফ	৬৬	৭৩০
স্রষ্টার সৃষ্টিক্ষমতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্‌ল	১৭	৭০৪
স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন প্রতিপালক ইউসুফকে	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
হারুত-মারুত শিক্ষা দেয়ার আগে কুফরী করতে নিষেধ করত	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
শিক্ষাপ্রাপ্ত			
পাগল ('শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল'- রাসূল স. কে বলেছে কাফিররা)	৪৪-দুখান	১৪	৯০২
শিখা/অগ্নিশিখা			
অপেক্ষমাণ অগ্নিশিখা (জিনরা আকাশের সংবাদ শোনার চেষ্টা করলে)	৭২-জিন্	৯	৯৮৬
আকাশ অগ্নিশিখায় পরিপূর্ণ থাকা সম্পর্কে জিনদের উক্তি	৭২-জিন্	৮	৯৮৬
জ্বলন্ত শিখা পিছু ধাওয়া করে তাকে যে চুরি করে শুনতে চায়...	১৫-হিজর	১৮	৬৯৯
শিখানো			
কবিতা (রাসূল স. কে কবিতা শিখাননি আল্লাহ)	৩৬-ইয়াসীন	৬৯	৮৫৬
শিঙ্গা			
ফুঁ দেয়া (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন রাজত্ব আল্লাহরই)	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
ফুঁ দেয়া হবে (কিয়ামতের দিন)	১৮-কাহ্‌ফ	৯৯	৭৩৩
ফুঁ (শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, শাস্তির প্রতিশ্রুতির দিন)	৫০-ক্বাফ	২০	৯২৩
ফুঁ (শিঙ্গার প্রথম ফুঁ-তে সংজ্ঞাহীন ও দ্বিতীয়টায় দণ্ডায়মান হবে)	৩৯-যুমার	৬৮	৮৭৭
ফুঁ (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে যখন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না)	২৩-মু'মিনূন	১০১	৭৭২
ফুঁ (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন আকাশ-পৃথিবীর সবাই ভীত হবে)	২৭-নামল	৮৭	৮০৭
ফুঁ (শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁ দিলে, কবর থেকে ছুটে আসবে ..)	৩৬-ইয়াসীন	৫১	৮৫৪
ফুঁ (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হলে মানুষ দলে দলে উপস্থিত হবে)	৭৮-নাবা	১৮	১০০১
ফুঁ (শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দিন,কিয়ামতে অপরাধীদের দৃষ্টিহীন করা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১০২	৭৪৭
ফুৎকার(শিঙ্গার একটি মাত্র ফুৎকারের মাধ্যমে কিয়ামত সংঘটন)	৬৯-হাক্কাহ্	১৩	৯৭৮
শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে যখন, কিয়ামতের দিন	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৮	৯৯০
শিথিল			
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় শিথিল হয় না (আকাশ-পৃথিবীর অন্য কেউ)	২১-আম্বিয়া	২০	৭৫১
আল্লাহর স্মরণে শিথিল না হওয়ার নির্দেশ (মূসা আ. ও হারুনকে)	২০-ত্বা-হা	৪২	৭৪৩
শিরক			
অস্বীকার করবে (কিয়ামতের দিন শরীকরা শিরকের বিষয়টি)	৩৫-ফাতির	১৪	৮৪৭
আল্লাহর সাথে পিতামাতা শিরক করতে জোর করলে মানা যাবে না	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
ক্ষমা (আল্লাহর সাথে শিরক করাকে আল্লাহ ক্ষমা করেননা)	৪-নিসা	১১৬	৫৭২
জুলুম (শিরক অতি বড় জুলুম)	৩১-লুকমান	১৩	৮২৮
মানুষ যে শিরক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র	৫৯-হাশর	২৩	৯৫৭
শিরককারী			
মানুষ (অধিকাংশ মানুষ শিরক করে)	১২-ইউসুফ	১০৬	৬৮৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শিরক (জুলুম)			
মিশ্রণ (ঈমানের সাথে জুলুম/শিরক মিশ্রিত না করার কারণে নিরাপত্তা)	৬-আন্'আম	৮২	৬০৩
শিরক (শরীক)			
ক্ষতি (শিরককারীর কাজ বিফল হবে ও সে ক্ষতিগ্রস্ত)	৩৯-যুমার	৬৫	৮৭৬
শি'রা (তারকা)			
শি'রা তারকার প্রতিপালক (আল্লাহ)	৫৩-নাজম	৪৯	৯৩৪
শিলা			
বর্ষণ (আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ)	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
শিলাগর্ভ			
দানা (শিলাগর্ভের সরিষার দানা পরিমাণও আল্লাহ উপস্থিত করবেন)	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
শিশু			
অসহায় নর-নারী-শিশুর প্রতিপালকের কাছে মুক্তির প্রার্থনা	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
অসহায় শিশুদের ব্যাপারে ন্যায়নীতি কায়েম (বিয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৭	৫৭৩
অসহায় শিশু-পুরুষ-নারীদের জন্য জাহান্নাম নয় (হিজরত প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯৮	৫৬৯
কোলের শিশুর সাথে কিভাবে কথা বলবে, সম্প্রদায়...	১৯-মারইয়াম	২৯	৭৩৬
জরায়ু থেকে মানুষকে শিশুরূপে বের করা	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
বের করা (জরায়ু থেকে মানুষকে শিশুরূপে বের করা)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
ভুলে যাওয়া (স্তন্যদাত্রী কিয়ামতে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
মানুষকে শিশুরূপে বের করেন আল্লাহ (মাতৃগর্ভ থেকে)	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
মূসাকে শিশু হিসাবে ফির'আউন কর্তৃক লালন-পালন	২৬-শু'আরা	১৮	৭৮৯
শিস			
করতালি (শিস ও করতালিই কাফিরদের সালাত)	৮-আনফাল	.৩৫	৬৩৫
শীত			
জান্নাতে রৌদ্র ও প্রচণ্ড শীত থাকবে না	৭৬-দাহ্‌র	১৩	৯৯৫
শীতকালীন			
ভ্রমণ (কুরাইশদের শীতকালীন ভ্রমণে আসক্তি রয়েছে)	১০৬-কুরাইশ	২	১০৩৪
শীত নিবারক উপকরণ (উষ্ণতা)			
গবাদি পশুতে মানুষের জন্য শীত নিবারক উপকরণ/উষ্ণতা আছে	১৬-নাহ্‌ল	৫	৭০৩
শীতল (আরো দেখুন ঠাণ্ডা শব্দটি)			
আগুনকে ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তি হওয়ার নির্দেশ	২১-আম্বিয়া	৬৯	৭৫৪
ইবরাহীমের জন্য আগুনকে শীতল হওয়ার নির্দেশ	২১-আম্বিয়া	৬৯	৭৫৪
চক্ষু শীতল করার জন্য মূসাকে মায়ের ফিরিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
চক্ষু শীতল হওয়া (রাসূল স. এর স্ত্রীগণের চক্ষু শীতল হওয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
চক্ষু (মায়ের চক্ষু শীতল করার জন্য মূসাকে মায়ের নিকট ফেরত)	২৮-কাসাস	১৩	৮০৯
চোখ (মরিয়মের চক্ষু শীতল করা)	১৯-মারইয়াম	২৬	৭৩৫
ছায়া (তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়া শীতল নয়..)	৭৭-মুরসালাত	৩১	৯৯৮
ছায়া (শীতল নয় কালো ধোঁয়ার ছায়া, বামের সাথীদের জন্য)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪৪	৯৪৫
পানীয় (আইউবের রোগ মুক্তির জন্য শীতল পানীয়)	৩৮-সোয়াদ	৪২	৮৬৮
শীতলকারী			
চক্ষু শীতলকারী সন্তান-সন্ততির জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা	২৫-ফুরকান	৭৪	৭৮৭
চক্ষু শীতলকারী প্রতিদান (মুমিনের কৃতকর্মের...)	৩২-সাজদা	১৭	৮৩১
শীর্ণকায়			
গাভী (সাতটি শীর্ণকায় গাভী সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলল)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
গাভী (সাতটি শীর্ণকায় গাভী সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলল)	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
শীষ			
উৎপন্ন (একটি শীষ একশ শস্যদানা উৎপন্ন করে,দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
শস্য শীষসহ রেখে দিবে (খাওয়ার জন্য অল্প কিছু ব্যতীত)	১২-ইউসুফ	৪৭	৬৮১
সবুজ (সাতটি সবুজ শীষ, স্বপ্নে দেখলেন রাজা)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
সাতটি সবুজ শীষ ও সাতটি শুকনো শীষ স্বপ্নে দেখলেন রাজা	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
সাতটি শীষ উৎপন্ন করে একটি শস্যদানা (দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
শু'আইব			
অনুসরণ (শু'আইবকে অনুসরণ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, নেতাদের হুমকি)	৭-আ'রাফ	৯০	৬২১
আহবান (শু'আইব কর্তৃক সম্প্রদায়কে আল্লাহকে ভয় করার আহবান)	২৬-শু'আরা	১৭৭	৭৯৭
উদ্ধার (শু'আইবকে শাস্তি থেকে উদ্ধার করলেন আল্লাহ)	১১-হূদ	৯৪	৬৭৪
প্রেরণ (শু'আইবকে মাদইয়ানবাসীদের নিকট প্রেরণ)	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
বের করে দেয়ার হুমকি (শু'আইব/মু'মিনদেরকে জনপদ থেকে)	৭-আ'রাফ	৮৮	৬২১
মাদইয়ানবাসীদের ভাই শু'আইবকে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৩৬	৮১৯
মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে প্রেরণ	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শু'আইব (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মিথ্যাবাদী বলা(শুআইবকে মিথ্যাবাদী বলায় সম্প্রদায়কে পাকড়াও)	২৯-আনকাবূত	৩৭	৮১৯
মিথ্যাবাদী বলা (শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলার পরিণতি ভূমিকম্প প্র.)	৭-আ'রাফ	৯২	৬২১
মিথ্যাবাদী বলা (শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলায় ক্ষতিগ্রস্ত)	৭-আ'রাফ	৯২	৬২১
সম্প্রদায় শু'আইবকে বলল- তোমার সালাত কি নির্দেশ দেয়...	১১-হূদ	৮৭	৬৭৩
সম্প্রদায় (শোয়াইবের সম্প্রদায় বুঝে না শু'আইব আ. যা বলে)	১১-হূদ	৯১	৬৭৪
সম্প্রদায়ের উপর সংরক্ষক নন শু'আইব আ.	১১-হূদ	৮৬	৬৭৩
শুঁড় (নাক)			
দাগিয়ে দেয়া (আল্লাহ শুঁড় বা নাক দাগিয়ে দিয়ে দিবেন)	৬৮-ক্বালাম	১৬	৯৭৫
শুকনো			
পথ (মূসার লাঠির আঘাতে বনী ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রে শুকনো পথ)	২০-ত্বা-হা	৭৭	৭৪৫
ফেনা (বৃষ্টি পানির ফেনা শুকিয়ে যাওয়া- সত্য মিথ্যার দৃষ্টান্ত...)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
ভূমি(শুকনো ভূমি বৃষ্টির পানিতে সবুজ-শ্যামল হওয়া প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
ভূমি (শুকনো ভূমি বৃষ্টি বর্ষণে স্ফীত হয়)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৯	৮৮৯
শীষ (সাতটি শুকনো শীষ, স্বপ্নে দেখলেন রাজা)	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
শীষ (সাতটি শুকনো শীষ, স্বপ্নে দেখলেন রাজা)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
শুকনো-চূর্ণ			
উদ্ভিদ , পানির সাথে সংমিশ্রণের পর(উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
শুকনো মাটি			
গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	১৫-হিজর	৩৩	৬৯৯
গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি	১৫-হিজর	২৮	৬৯৯
মানুষ (গলিত কাদা মাটির শুকনো খণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি)	১৫-হিজর	২৬	৬৯৯
মানুষ সৃষ্টি (পোড়া মাটির মতো শুকনো মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি)	৫৫-রাহমান	১৪	৯৩৯
শুকর			
গোশত (শুকরের গোশত হারাম)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
গোশত (শুকরের গোশত হারাম করা হয়েছে, মুমিনদের জন্য)	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
বানর ও শুকর বানিয়েছেন আল্লাহ পাপাচারীদেরকে	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
শুকানো			
ফসল শুকিয়ে হলদে হয়,এরপর খড়-কুটোয় পরিণত হয়	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
শুকিয়ে যাওয়া			
উদ্ভিদ শুকিয়ে খড়-কুটায় পরিণত হওয়া দুনিয়ার জীবনের উপমা	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
শুনতে চাওয়া			
জিনরা আকাশের সংবাদ শুনতে চাইলে পাবে অপেক্ষমাণ অগ্নিশিখা	৭২-জিন্	৯	৯৮৬
শুনতে পাওয়া			
ক্ষীণ শব্দ (ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রজন্মের ক্ষীণ শব্দ শুনতে পান কি রাসূল?)	১৯-মারইয়াম	৯৮	৭৪০
মুমিনরা শুনতে পাবে কষ্টদায়ক কথা (আহলে কিতাব ও...)	৩-আলে ইমরান	১৮৬	৫৫৪
শুনতে পাবে (বিকট শব্দ শনতে পাবে মানুষ, কিয়ামতের দিন)	৫০-ক্বাফ	৪২	৯২৪
শুনবার লোক			
মুমিনদের কথা শুনে ফেলবে এমন লোক আছে তাদের মাঝে যারা...	৯-তাওবা	৪৭	৬৪৫
শুনানো			
আল্লাহ যদি শোনাতেন তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিত যারা বলে...	৮-আনফাল	২৩	৬৩৪
আল্লাহ শোনাতেন তাদেরকে যদি জানতেন তাদের মধ্যে...	৮-আনফাল	২৩	৬৩৪
রাসূল স. শুনাতে পারবে তাদেরকে যারা আল্লাহর নিদর্শন বিশ্বাসী	৩০-রূম	৫৩	৮২৬
শুনুন			
বলা (ইহুদীদের শুনুন বলা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
শুভ পরিণাম			
জানা (শুভ পরিণাম কার জন্য তা জানা, জালিম প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৩৫	৬০৯
মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণাম (মূসার সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১২৮	৬২৩
মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণাম	২৮-কাসাস	৮৩	৮১৫
মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণাম (নবীকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ)	১১-হূদ	৪৯	৬৭০
শুভবুদ্ধি			
লোক (পূর্ববর্তী প্রজন্যসমূহে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিল না...)	১১-হূদ	১১৬	৬৭৬
শুভাকাঙ্ক্ষী (আরো দেখুন কল্যাণকামী শব্দটি)			
ইউসুফের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে জানাল পিতাকে (ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	১১	৬৭৭
শুভ্র-উজ্জ্বল			
মূসার হাত পকেটে/বুকে রাখার পর তা শুভ্র-উজ্জ্বল হওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	১২	৮০০
মূসার হাত উজ্জ্বল হওয়া নিদর্শনস্বরূপ (কাল থেকে বের করা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	২২	৭৪২
সুরা (শুভ্র-উজ্জ্বল সুরা মুমিনদেরকে পরিবেশন করা হবে)	৩৭-সাফ্ফাত	৪৬	৮৫৯
হাত (মূসার হাত টেনে বের করলে শুভ্র-উজ্জ্বল দেখানো)	২৬-শু'আরা	৩৩	৭৮৯
হাত শুভ্র-উজ্জ্বল হয়ে বের হবে (মূসার হাত)	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
হাত দর্শকের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল হওয়া (মূসার হাত)	৭-আ'রাফ	১০৮	৬২২
শুরু			
যুদ্ধ শুরু করেছিল কাফিররাই প্রথম	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
শুরু করা			
আবৃত করতে শুরু করা (জান্নাতে আদম-হাওয়া পাতা দিয়ে আবৃত করা)	২০-ত্বা-হা	১২১	৭৪৮
তল্লাশি (নিজেদের ব্যাগ তল্লাশি শুরু করল, ইউসুফের ভাইয়েরা)	১২-ইউসুফ	৭৬	৬৮৪
শুষ্ক বস্তু			
যমীনের অন্ধকারের কোন শুষ্ক বস্তুও সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
শূকর			
গোশত (শূকরের গোশত/মৃত জন্তু/প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
মাংস (শূকরের মাংস খাওয়া হারাম)	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
হারাম (শূকরের গোশত/মৃত জন্তু/প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
হারাম (শূকরের মাংস খাওয়া হারাম)	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
শূন্য			
অন্তর শূন্য হয়ে পড়ল (মূসার মায়ের অন্তর)	২৮-কাসাস	১০	৮০৮
জালিমদের অন্তর হবে আশাশূন্য(কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৩	৬৯৭
শূন্যগর্ভ			
পৃথিবী শূন্যগর্ভ হবে (কিয়ামতের দিন)	৮৪-ইন্শিকাক্	৪	১০১৩
শূন্য (মহাশূন্য)			
আকাশের শূন্যে নির্দেশাধীন উড়ন্ত পাখি মুমিনের জন্য নিদর্শন	১৬-নাহ্ল	৭৯	৭০৯
শৃঙ্খল (বেড়ি)			
নামিয়ে দেয়া (নবী মানুষের বোঝা ও বেড়ি/শৃঙ্খল নামিয়ে দেন !)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
বেড়ী ও শৃঙ্খল থাকবে (কিতাবকে মিথ্যা অভিহিতকারীদের গলায়)	৪০-মু'মিন	৭১	৮৮৪
শৃঙ্খলিত			
জাহান্নামীকে সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে শৃঙ্খলিত করা হবে	৬৯-হাক্কাহ্	৩২	৯৭৯
সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে শৃঙ্খলিত করা হবে জাহান্নামীকে	৬৯-হাক্কাহ্	৩২	৯৭৯
হাত শৃঙ্খলিত ইহুদীদের	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
হাত শৃঙ্খলিত করে রাখা বা কৃপণতা করা নিষেধ	১৭-ইস্রা	২৯	৭১৬
শেকড় কাটা (নির্বংশ)			
বিদ্বেষপোষণকারীরাই শেকড় কাটা (নবীর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী)	১০৮-কাওছার	৩	১০৩৪
শেখা			
জাদু শেখা যা শুধু ক্ষতিই করতে পারে	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
রাসূল স. এর আয়াত শেখা (অন্য কারো কাছ থেকে!)	৬-আন্'আম	১০৫	৬০৬
হারুত-মারুত থেকে জাদু শিখত যা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটাতো	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
শেষ			
আল্লাহ শেষ (অনন্ত)	৫৭-হাদীদ	৩	৯৪৮
আল্লাহর বাণী লেখা শেষ হবেনা (সাত সাগরকে কালি বানালেও)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
ধর্মাদর্শ (শেষ ধর্মাদর্শেও এক ইলাহের কথা শুনেনি কাফিররা)	৩৮-সোয়াদ	৭	৮৬৬
নবী (মুহাম্মদ স. শেষ নবী ও আল্লাহর রাসূল)	৩৩-আহযাব	৪০	৮৩৭
প্রতিপালকের বাণী লিখে শেষ করা যাবে না,কালি শেষ হয়ে যাবে	১৮-কাহ্ফ	১০৯	৭৩৩
ফলমুল শেষ হবে না (জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩৩	৯৪৪
বক্তব্য (জান্নাতীদের শেষ বক্তব্য,'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য)	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
বাণী (সাত সাগরকে কালি বানালেও আল্লাহর বাণী লেখা শেষ হবে না)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
মানুষের সম্পদ শেষ হয়ে যাবে (আল্লাহর সম্পদ স্থায়ী)	১৬-নাহ্ল	৯৬	৭১১
মেয়াদ শেষ হত মানুষের! (অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করা হলে...)	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
যুদ্ধ শেষে বন্দি মুক্তির বিধান ..	৪৭-মুহাম্মাদ	৪	৯১২
রিযিক শেষ হবে না (জান্নাতে মুত্তাকীদের রিযিক শেষ হবে না)	৩৮-সোয়াদ	৫৪	৮৬৯
শেষ করা			
পালকপুত্ররা প্রয়োজন শেষ করার পর তাদের স্ত্রীর সাথে বিয়ে প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
যায়েদ প্রয়োজন শেষ করার পর তার স্ত্রীর সাথে নবীর বিয়ে প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শেষ (গন্তব্য)				
	প্রতিপালকের নিকট শেষ গন্তব্য (সবকিছুর)	৫৩-নাজম	৪২	৯৩৪
শেষ দিন				
	প্রত্যাশা (শু'আইব আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে শেষ দিনের প্রত্যাশার আহ্বান)	২৯-আনকাবূত	৩৬	৮১৯
শেষপ্রহর				
	ক্ষমা প্রার্থনা (রাতের শেষ প্রহরে মুত্তাকীরা ক্ষমা প্রার্থনা করে)	৫১-যারিয়াত	১৮	৯২৬
শেষপ্রান্ত				
	কুলগাছ (শেষ প্রান্তের কুল গাছের নিকট রাসূল স. জিবরাঈলকে...)	৫৩-নাজম	১৪	৯৩২
শেষপ্রান্ত (বার্ধক্যের)				
	বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে পৌছেছে যাকারিয়া আ. (কি করে সন্তান হবে?)	১৯-মারইয়াম	৮	৭৩৪
শেষভাগ				
	দিনের শেষ ভাগে অবিশ্বাস করতে বলে প্রথমভাগে বিশ্বাস করে...	৩-আলে ইমরান	৭২	৫৪২
শেষ রাত				
	উদ্ধার (লূত পরিবারকে শেষ রাতে উদ্ধার করেন আল্লাহ)	৫৪-কামার	৩৪	৯৩৭
	ক্ষমা প্রার্থনা (শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে মুত্তাকীরা)	৩-আলে ইমরান	১৭	৫৩৭
শৈথিল্য (আরো দেখুন অবহেলা শব্দটি)				
	সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় অবিশ্বাসীরা	৯-তাওবা	৫৪	৬৪৫
শৈশব				
	ইয়াহইয়াকে শৈশবে বিচার-বিবেচনার জ্ঞান দান	১৯-মারইয়াম	১২	৭৩৪
	সন্তানকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন পিতা-মাতা	১৭-ইস্রা	২৪	৭১৬
শোক				
	ইউসুফের শোকে ইয়াকুবের দুই চোখ সাদা হয়ে গেল	১২-ইউসুফ	৮৪	৬৮৫
শোনা (আরো দেখুন শ্রবণ শব্দটি)				
	অঙ্গীকারের বিষয় শোনা ও মান্য করা প্রসঙ্গ	৫-মায়িদা	৭	৫৮১
	অবিশ্বাসীরা শুনত না পৃথিবীতে (আখিরাতে অবিশ্বাসী)	১১-হূদ	২০	৬৬৭
	অসার কথা ও কোন মিথ্যা শুনবে না মুত্তাকীরা (জান্নাতে)	৭৮-নাবা	৩৫	১০০১
	অসার বাক্য শুনবে না জান্নাতে	১৯-মারইয়াম	৬২	৭৩৮
	আযীজের স্ত্রী শুনল যখন (নারীদের ষড়যন্ত্রের কথা)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
	আয়াত অবিশ্বাস/বিদ্রুপ করতে শুনলে মুমিনরা স্থান ত্যাগ করবে	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
	আয়াত থেকে এমনভাবে মুখ ফিরানো যেন তা শুনতে পায়নি	৩১-লুকমান	৭	৮২৭
	আয়াত শোনার পরও অহংকারী হয়ে অটল থাকায় শাস্তি	৪৫-জাছিয়া	৮	৯০৫
	আল্লাহ শুনেছেন (রাসূল স. ও বিতর্ককারী মহিলার কথোপকথন)	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
	আল্লাহ শুনেছেন তাদের কথা যারা বলে- 'আল্লাহ ফকির ও...)	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
	আল্লাহ শুনেছেন তার কথা যে স্বামীর ব্যাপারে রাসূল স. এর সাথে...	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
	আল্লাহ শোনেন (মূসা, হারুন ও ফিরআউন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪৬	৭৪৩
	আল্লাহ শোনেন সবকিছু	৪০-মু'মিন	২০	৮৭৯
	আল্লাহর বাণী শোনার উদ্দেশ্যে মুশরিকদেরকে আশ্রয়দান...	৯-তাওবা	৬	৬৪০
	আল্লাহর নির্দেশ শোনার পর মুখ ফিরিয়ে নেয়া নিষেধ...	৮-আনফাল	২০	৬৩৩
	আহবান (ঈমানের দিকে আহ্বান শুনেছেন মুমিনগণ)	৩-আলে ইমরান	১৯৩	৫৫৫
	ইবরাহীমকে মূর্তির সমালোচনা করতে শোনা(মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬০	৭৫৪
	ইহুদীদের না শোনার মত করে শুনুন বলা...	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
	এক ইলাহ এর ধারণা আগে শুনিনি (কাফিররা বলে)	৩৮-সোয়াদ	৭	৮৬৬
	কথা শোনার আহ্বান, নিজ সম্প্রদায়কে (মুমিন ব্যক্তির)	৩৬-ইয়াসীন	২৫	৮৫৩
	কাফিররা বলে 'আমরা শুনলাম' (আয়াত পাঠ করা হলে...)	৮-আনফাল	৩১	৬৩৫
	কাফিররা কতইনা শুনবে (কিয়ামতের দিন)	১৯-মারইয়াম	৩৮	৭৩৬
	কান থাকলেও না শোনা (জাহান্নামী মানুষ ও জ্বিন প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
	কান (মূর্তিদের কি কান আছে যা দিয়ে তারা শোনে ?)	৭-আ'রাফ	১৯৫	৬৩১
	কিতাবের পাঠ শোনা (একদল জ্বিনের নবীর কাছে আসা প্রসঙ্গ)	৪৬-আহকাফ	৩০	৯১১
	কুরআন শুনে নাসারাদের চোখ অশ্রুসজল হওয়া প্রসঙ্গ	৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
	কুরআন শোনা (একদল জ্বিন নবীর কুরআন পাঠ শুনেছিল)	৪৬-আহ্কাফ	২৯	৯১১
	কুরআন (অধিকাংশ মানুষই কুরআন শোনে না)	৪১-ফুস্সিলাত	৪	৮৮৬
	গর্জন (জ্বলন্ত আগুনের গর্জন শুনতে পাবে কিয়ামত অস্বীকারকারীরা	২৫-ফুরকান	১২	৭৮৩
	চুরি করে শুনতে চায় যে আকাশের সংবাদ...	১৫-হিজর	১৮	৬৯৯
	ছোঁ মেরে শোনার চেষ্টা করা (উর্ধ্বজগতের কথা)	৩৭-সাফ্ফাত	১০	৮৫৭
	জাহান্নামের দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণতম শব্দও জান্নাতীরা শুনবে না	২১-আম্বিয়া	১০২	৭৫৭
	জাহান্নামের প্রশ্বাস (ধ্বনি) শুনতে পাবে (জাহান্নামে নিক্ষিপ্তরা)	৬৭-মুল্ক	৭	৯৭২
	জাহান্নামে কাফির/জালিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই শুনবেনা	২১-আম্বিয়া	১০০	৭৫৭
	জিনদের (সংবাদ শোনার জন্য জ্বিনদের বিচ্ছিন্ন অবস্থানে বসা)	৭২-জিন্	৯	৯৮৬
	ডাক শোনা (কাফিরদের ডাক শোনার উপমা পশুর ন্যায়...)	২-বাক্বারা	১৭১	৫১৯
	দীর্ঘশ্বাস(জাহান্নামে কাফির/জালিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই শুনবেনা)	২১-আম্বিয়া	১০০	৭৫৭
	নিদর্শনের কথা শোনা (পূর্ববর্তী প্রজন্মের ধ্বংস প্রসঙ্গ)	৩২-সাজদা	২৬	৮৩২
	নূহের সম্প্রদায় শোনেনি পূর্বপুরুষদের কাছে...	২৩-মু'মিনূন	২৪	৭৬৭
	পথ নির্দেশনা (পথনির্দেশনা/কুরআন শুনে জিনদের ঈমান প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	১৩	৯৮৬
	পদধ্বনি ছাড়া দয়াময়ের সামনে কোন শব্দ শোনা যাবে না (হাশরের দিন)	২০-ত্বা-হা	১০৮	৭৪৮
	পূর্বপুরুষদের নিকট শোনেনি ফির'আউন সম্প্রদায়...	২৮-কাসাস	৩৬	৮১১
	বনী ইসরাঈল শোনার পর অমান্য করা (আল্লাহর নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
	বাজে কথা শুনবে না (জান্নাতে)	৮৮-গাশিয়াহ্	১১	১০১৯
	বাজে কথা শুনবে না জান্নাতে (জান্নাতিরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৫	৯৪৪
	মানুষের ডাক উপাস্যরা শুনলেও সাড়া দিবে না	৩৫-ফাতির	১৪	৮৪৭
	মানুষের ডাক উপাস্যরা শুনবেনা ও সাড়া দিবে না	৩৫-ফাতির	১৪	৮৪৭
	মানুষ কি শোনে না...	২৮-কাসাস	৭১	৮১৪
	মু'মিনরা শুনার পর কেন ভাল ধারণা করল না (নিজেদের সম্পর্কে)	২৪-নূর	১২	৭৭৫
	মুমিনদের শোনা ও আনুগত্য ঘোষণা (রসূলদের প্রতি)	২-বাক্বারা	২৮৫	৫৩৪
	মুনাফিকদের কথা শোনা (রাসূল স. এর)	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
	মু'মিনরা শুনে কেন বলল না 'এটা গুরুতর অপবাদ')	২৪-নূর	১৬	৭৭৫
	মুশরিকরা শোনে ও অনুধাবন করে (রাসূল স. কি এমন মনে করেন)	২৫-ফুরকান	৪৪	৭৮৫
	মু'মিনরা বলবে আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম	২৪-নূর	৫১	৭৭৯
	মূর্তিরা কি উপাসকদের কথা শোনে?(ইবরাহীমের প্রশ্ন)	২৬-শু'আরা	৭২	৭৯১
	যে শোনে না তার উপাসনা সম্পর্কে ইবরাহীম আ. পিতাকে বলল...	১৯-মারইয়াম	৪২	৭৩৬
	রাসূল স. এর দিকে কান পেতে শোনে (মুশরিকরা)	১০-ইউনুস	৪২	৬৫৮
	শরীকরা শুনবে না (সঠিকপথের দিকে ডাকলেও)	৭-আ'রাফ	১৯৮	৬৩১
	শুনলাম বলে শোনে না যারার তাদের মত হওয়া নিষেধ...	৮-আনফাল	২১	৬৩৪
	সক্ষম ছিল না, শুনতে (দুনিয়াতে কাফিররা)	১৮-কাহ্ফ	১০১	৭৩৩
	সতর্কবাণী (বধিরকে সতর্ক করা হলে সতর্কবাণী শোনে না)	২১-আম্বিয়া	৪৫	৭৫৩
	সতর্ককারীর কথা শুনলে জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হত না	৬৭-মুল্ক	১০	৯৭২
	সমালোচনা করতে শোনা(ইবরাহীম আ. কর্তৃক মূর্তির সমালোচনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬০	৭৫৪
	সম্প্রদায় (শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রাত/দিনে)	১০-ইউনুস	৬৭	৬৬০
	সেদিনের কথা শুন- যে দিন আহ্বানকারী নিকট থেকে আহ্বান করবে	৫০-ক্বাফ	৪১	৯২৪
শোনা (খবর রাখা)				
	গোপন বিষয় আল্লাহ শুনতে পান (মুশরিকদের)	৪৩-যুখরুফ	৮০	৯০১
শোনানো				
	বধিরকে কি রাসূল স. শোনাতে পারবেন? (সে অনুধাবন না করলেও)	১০-ইউনুস	৪২	৬৫৮
	বধিরকে শোনানো যায় না (সঠিক পথে পরিচালনা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৪০	৮৯৮
	বধির ও মৃতকে আহবান শোনানো যায় না	২৭-নামল	৮০	৮০৬
	বধিরকে আহ্বান শোনাতে পারবে না রাসূল	৩০-রূম	৫২	৮২৬
	মুমিনকেই রাসূল স. শোনাতে পারবেন	২৭-নামল	৮১	৮০৬
	মৃত ও বধিরকে আহবান শোনানো যায় না	২৭-নামল	৮০	৮০৬
	মৃতকে শোনাতে পারবে না রাসূল	৩০-রূম	৫২	৮২৬
	শোনানো যায়না কোন কবরবাসীকে (উপমা)	৩৫-ফাতির	২২	৮৪৮
শোনা (মনোযোগ দিয়ে)				
	উত্তম কথা মনোযোগসহ শোনা/অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ	৩৯-যুমার	১৮	৮৭২
শোভনীয়				
	ঈমানকে শোভনীয় করেছেন আল্লাহ (মুমিনদের হৃদয়ে)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
	কাজকর্মকে শয়তান শোভনীয় করে দেখায় (মুশরিকদের কাজকর্ম)	১৬-নাহল	৬৩	৭০৮
	কাজকর্মকে শোভনীয় করা হয়েছে (প্রত্যেক উম্মতের কাছে)	৬-আন্'আম	১০৮	৬০৬
	কাজকে শয়তান শোভনীয় করেছিল(সাবাবাসীদের প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২৪	৮০২
	কাজকে আল্লাহ শোভনীয় করেছেন (আখিরাতে অবিশ্বাসীর কাজ)	২৭-নামল	৪	৮০০
	কাজকে শয়তান শোভনীয় করেছিল(আদ ও ছামূদ প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
	কৃতকর্মকে সীমালঙ্ঘনকারীর কাছে শোভনীয় করা হয়েছে	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
	কৃতকর্মকে আল্লাহ শোভনীয় করেছেন (কাফিরদের)	৬-আন্'আম	১২২	৬০৮
	চক্রান্তকে শোভনীয় করা হয়েছে কাফিরদের নিকট	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
	পাপ কাজ শোভনীয় করবে ইবলিস পৃথিবীতে (মানুষের জন্য)	১৫-হিজর	৩৯	৭০০
	বেদুঈনদের হৃদয়ে শোভনীয় করা হয়েছিল (রাসূল স. এর ফিরে না আসা)	৪৮-ফাত্হ	১২	৯১৭

শব্দ / বিষয়প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শোভনীয় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মন্দ কাজকে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে যার জন্য সে...	৪৭-মুহাম্মাদ	১৪	৯১৩
মন্দকাজকে শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে যার জন্য	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
মন্দকাজ শোভনীয় করা হয়েছিল (ফিরআউনের নিকট)	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে (ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
মুশরিকদের কাজকর্মকে শয়তান শোভনীয় করে দেখায়	১৬-নাহ্ল	৬৩	৭০৮
শয়তান শোভনীয় করে (কাফিরের মন্দকাজকে)	৬-আন্'আম	৪৩	৫৯৯
শয়তান শোভনীয় করেছিল কাফিরদের কাজ (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
সন্তান গ্রহণ শোভনীয় নয় (দয়াময় আল্লাহর জন্য)	১৯-মারইয়াম	৯২	৭৪০
সন্তান হত্যাকে শরীকরা মুশরিকদের কাছে শোভনীয় করেছে	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
সীমালঙ্ঘনকারীর কাছে নিজ কৃতকর্মকে শোভনীয় করা হয়েছে	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
শোভা			
খচ্চর (শোভা ও বাহন হিসাবে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি)	১৬-নাহ্ল	৮	৭০৩
গাধা (শোভা ও বাহন হিসাবে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি)	১৬-নাহ্ল	৮	৭০৩
ঘোড়া (শোভা ও বাহন হিসাবে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি)	১৬-নাহ্ল	৮	৭০৩
ভূমি যখন শোভা ধারণ করে/আকর্ষণীয় হয় (বৃষ্টির পর)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
শোয়া			
ডাকা (মানুষ বিপদে আল্লাহকে দাঁড়িয়ে,বসে ও শুয়ে ডাকে)	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
স্মরণ (দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণের নির্দেশ)	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
শোরগোল			
কুরআন পাঠ কালে শোরগোল সৃষ্টি করতে বলে কাফিররা	৪১-ফুস্সিলাত	২৬	৮৮৮
মুশরিকদের শোরগোল (মারইয়াম পুত্র ঈসার দৃষ্টান্ত শুনে)	৪৩-যুখরুফ	৫৭	৮৯৯
শৌচাগার			
আসা (শৌচাগার থেকে আসলে পবিত্রতা অর্জন, তায়াম্মুম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
আসা (শৌচাগার থেকে এসে তায়াম্মুম- পানি না পেলে)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
শ্রবণ (আরো দেখুন শোনা শব্দটি)			
অপরাধীরা প্রত্যক্ষ ও শ্রবণ করার পর বিশ্বাস করবে (কিয়ামতে)	৩২-সাজ্দা	১২	৮৩১
অপরাধীরা শ্রবণ করেনা (হৃদয়ে মোহরের কারণে)	৭-আ'রাফ	১০০	৬২২
অসিয়ত শ্রবণ করার পর তা পরিবর্তন করার পাপ বর্তাবে...	২-বাক্বারা	১৮১	৫২০
অসার কথা শুনলে উপেক্ষা করত পূর্ববর্তী ঈমানদাররা	২৮-কাসাস	৫৫	৮১৩
আয়াত শ্রবণকরার পরও অহংকারী হয়ে অটল থাকায় শাস্তি	৪৫-জাছিয়া	৮	৯০৫
আল্লাহ শ্রবণ করান (যাকে ইচ্ছা করেন)	৩৫-ফাতির	২২	৮৪৮
আল্লাহর কথা শ্রবণ করার নির্দেশ...	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
আল্লাহর কথা শ্রবণের নির্দেশ (নিজের কল্যাণের জন্য)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
আল্লাহর বাণী শ্রবণ করার পর তা বিকৃত করা(ইহুদী কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৭৫	৫০৮
আল্লাহ যা দিয়েছেন তা শ্রবণ করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
উপদেশ (কুরআন) শ্রবণ করলে কাফিররা রাসূল স. কে পাগল বলে	৬৮-ক্বালাম	৫১	৯৭৭
উপদেশ (প্রতিপালকের পক্ষ হতে আসা নতুন উপদেশ খেলাচ্ছলে শ্রবণ)	২১-আম্বিয়া	২	৭৫০
ওহী মনোযোগসহ শ্রবণ করার নির্দেশ (মূসার প্রতি)	২০-ত্বা-হা	১৩	৭৪১
কান (শ্রবণ করার মত কান থাকা, জালিমদের প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৪৬	৭৬২
কুরআন শ্রবণ (একদল জিনের কুরআন শ্রবণ প্রসঙ্গ!)	৭২-জিন্	১	৯৮৬
কুরআন শ্রবণ করতে নিষেধ করে কাফিররা	৪১-ফুস্সিলাত	২৬	৮৮৮
খেলাচ্ছলে শ্রবণ (প্রতিপালকের পক্ষ হতে আসা নতুন উপদেশ...)	২১-আম্বিয়া	২	৭৫০
নিবিষ্ট চিত্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ঘটনা শ্রবণ	৫০-ক্বাফ	৩৭	৯২৪
প্রতিপালক সম্পর্কে মূসার চারপাশের লোকদের শ্রবণ	২৬-শু'আরা	২৫	৭৮৯
বিচ্ছিন্ন (শয়তান ওহী শ্রবণ থেকে বিচ্ছিন্ন)	২৬-শু'আরা	২১২	৭৯৯
মনোযোগ সহকারে শ্রবণের নির্দেশ (কুরআন পড়া হলে)	৭-আ'রাফ	২০৪	৬৩১
মুমিনদেরকে শ্রবণের নির্দেশ (রাসূল স. এর কথা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১০৪	৫১২
শয়তান শ্রবণ করতে পারে না (উর্ধ্ব জগতের কিছুই)	৩৭-সাফ্ফাত	৮	৮৫৭
সম্প্রদায় (শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন, রাতের ঘুম ও...)	৩০-রূম	২৩	৮২৩
সিঁড়িতে আরোহণ করে শ্রবণ করার মত শ্রোতা কি তাদের আছে?	৫২-তূর	৩৮	৯৩১
শ্রবণকারী			
আল্লাহ শ্রবণকারী (মূসা/হারূনের ফির'আউনের কাছে যাওয়া...)	২৬-শু'আরা	১৫	৭৮৮
ইহুদীরা অন্যলোকদের (পণ্ডিতদের) কথা শ্রবণকারী	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
প্রতিপালক শ্রবণকারী (প্রার্থনা)	৩-আলে ইমরান	৩৮	৫৩৯
প্রতিপালক প্রার্থনা শ্রবণকারী	১৪-ইবরাহীম	৩৯	৬৯৭
মিথ্যা শ্রবণকারী	৫-মায়িদা	৪২	৫৮৫

শব্দ / বিষয়প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মিথ্যা শ্রবণকারী জাতি ইহুদীরা	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
সম্প্রদায় (ভূমিকে জীবিত করা শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	৬৫	৭০৮
সাড়া দেয়া (শ্রবণকারীরাই রাসূল স. এর ডাকে সাড়া দেয়)	৬-আন্'আম	৩৬	৫৯৯
শ্রবণ (ছামি'না)			
বলা (ইহুদীদের শ্রবণ করলাম/ছামি'না বলা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
শ্রবণ (মনোযোগসহ)			
উপমা শ্রবণের নির্দেশ (অন্যান্য উপাস্যদের অক্ষমতা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
জিনদের মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ প্রসঙ্গ	৭২-জিন্	১	৯৮৬
শ্রবণশক্তি			
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মানুষকে দৃষ্টিশক্তি/শ্রবণশক্তি/অন্তর দান	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
কেড়ে নেয়া (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুনাফিকদের শ্রবণশক্তি কেড়ে নিতেন)	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
কেড়ে নেয়া (আল্লাহ শ্রবণ/দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলে কেউ দিতে পারে না)	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
বানানো (আল্লাহ বানিয়েছেন শ্রবণশক্তি)	৬৭-মুল্ক	২৩	৯৭৩
মানুষের শ্রবণশক্তি...ও অন্তর দান (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য)	১৬-নাহ্ল	৭৮	৭০৯
মালিক (শ্রবণশক্তির মালিক কে?,মুশরিকদের কাছে নবীর প্রশ্ন)	১০-ইউনুস	৩১	৬৫৭
শ্রবণশক্তিসম্পন্ন			
উপমা (বধির ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উপমা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	২৪	৬৬৭
পরীক্ষার জন্য মানুষকে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন বানানো হয়েছে	৭৬-দাহ্র	২	৯৯৫
মানুষকে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন বানানো হয়েছে (পরীক্ষার জন্য)	৭৬-দাহ্র	২	৯৯৫
শ্রম			
সদকা (শ্রম ছাড়া সদকার জন্য কিছু পায় না যারা...)	৯-তাওবা	৭৯	৬৪৮
শ্রান্ত			
মুখমণ্ডল (শ্রান্ত হবে অনেক মুখমন্ডল, কিয়ামতের দিন)	৮৮-গাশিয়াহ্	৩	১০১৯
শ্রেণী			
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে মানুষ (কিয়ামতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭	৯৪৩
মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীকে আল্লাহর দেয়া দুনিয়ার সমৃদ্ধি পরীক্ষাস্বরূপ	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯
শ্রেষ্ঠ (আরো দেখুন উত্তম শব্দটি)			
আল্লাহ মহান ও শ্রেষ্ঠ (নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
উত্তম উম্মত মুমিনগণ (মানবজাতির কল্যাণের জন্য...)	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
পথ (অনুসারীদের পথকে ফিরআউন কর্তৃক শ্রেষ্ঠ পথ বলা)	২০-ত্বা-হা	৬৩	৭৪৪
প্রতিদান (অত্যাচারিত হয়ে হিজরতকারীর আখিরাতের প্রতিদান শ্রেষ্ঠ)	১৬-নাহ্ল	৪১	৭০৬
ফির'আ উন নিজকে মূসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে	৪৩-যুখরুফ	৫২	৮৯৯
মর্যাদা (শ্রেষ্ঠ মর্যাদা আল্লাহর নিকট তাদের জন্য যারা...)	৯-তাওবা	২০	৬৪২
মর্যাদা (শ্রেষ্ঠ মর্যাদা তাদের যারা মক্কা বিজয়ের আগে যুদ্ধ ও ...)	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
শ্রেষ্ঠজন			
ইসমাঈল, আল ইয়াসা আ. ও যুল-কিফল ছিলেন শ্রেষ্ঠজন	৩৮-সোয়াদ	৪৮	৮৬৯
মনোনীত শ্রেষ্ঠজন (ইবরাহীম, ইসহাক আ. ও ইয়াকুব)	৩৮-সোয়াদ	৪৭	৮৬৯
শ্রেষ্ঠত্ব			
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা (সঠিকপথ প্রদর্শন করায়)	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার নির্দেশ	১৭-ইস্রা	১১১	৭২৩
আল্লাহরই শ্রেষ্ঠত্ব (আকাশ ও পৃথিবীতে)	৪৫-জাছিয়া	৩৭	৯০৭
ঘোষণা(আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করায় তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা)	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
জিহাদকারীকে বসে থাকা মুমিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
প্রতিদানের দিক দিয়ে মুজাহিদদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান...	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা			
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা (আল্লাহর নির্দেশিত পথে)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার নির্দেশ, রাসূল স. কে	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩	৯৯০
শ্রেষ্ঠ দয়ালু			
প্রতিপালক সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (মূসার প্রার্থনা)	৭-আ'রাফ	১৫১	৬২৬
প্রতিপালক সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (আইয়ুবের দোয়া প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮৩	৭৫৫
শ্রেষ্ঠ বিচারক			
আল্লাহ সকল বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক (নূহের পুত্র/প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৫	৬৬৯
শ্রোতা			
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	২৪-নূর	৬০	৭৮০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শ্রোতা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	২৪-নূর	২১	৭৭৫
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	২-বাক্বারা	২২৪	৫২৫
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	৩-আলে ইমরান	১২১	৫৪৭
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	৮-আনফাল	৫৩	৬৩৭
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	২-বাক্বারা	২২৭	৫২৫
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	২-বাক্বারা	১৮১	৫২০
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	৮-আনফাল	৬১	৬৩৮
আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা	২২-হাজ্জ	৬১	৭৬৩
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (মানুষ-জীব-আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা	১৭-ইস্‌রা	১	৭১৪
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী	১০-ইউনুস	৬৫	৬৬০
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা	২২-হাজ্জ	৭৫	৭৬৫
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী (আকাশ-পৃথিবীর সব কথা তিনি জানেন)	২১-আম্বিয়া	৪	৭৫০
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (ছওয়াব প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৪	৫৭৪
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	২৪৪	৫২৮
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী	৫-মায়িদা	৭৬	৫৯০
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী	৯-তাওবা	৯৮	৬৫০
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	৩৪-সাবা	৫০	৮৪৫
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	৩-আলে ইমরান	৩৪	৫৩৯
আল্লাহ সর্বশ্রোতা	৩-আলে ইমরান	৩৫	৫৩৯
আল্লাহ সর্বশ্রোতা (আযীযের স্ত্রীর ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	৩৪	৬৮০
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩
আল্লাহ কতই না সুন্দর শ্রোতা (আসহাবে কাহাফ প্রসঙ্গে)	১৮-কাহ্‌ফ	২৬	৭২৬
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা(মানব সৃষ্টি ও পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২৮	৮২৯
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশ্রোতা (রিযিক দান প্রসঙ্গে)	২৯-আনকাবূত	৬০	৮২১
প্রমাণ উপস্থিত করুক শ্রোতারা (কাফিরদের শ্রোতা প্রসঙ্গ)	৫২-তূর	৩৮	৯৩১
শ্বশুর			
মু'মিন নারীদের শ্বশুরের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশে দোষ নেই	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
শ্বাস			
সকাল বেলার শপথ (যখন তা শ্বাস নেয়)	৮১-তাকভীর	১৮	১০০৮
শ্বাসরোধে মৃত			
পশু (শ্বাসরোধ করে মৃত পশু হারাম)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
ষড়যন্ত্র (আরো দেখুন চক্রান্ত শব্দটি)			
অপরাধীদের ষড়যন্ত্রের কারণে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
অপরাধীদের ষড়যন্ত্র করার জন্য জনপদে নিযুক্ত করা হয়	৬-আন্'আম	১২৩	৬০৮
অহংকারীদের ষড়যন্ত্র (দুর্বলদেরকে অবিশ্বাস করানো...)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (সকল ষড়যন্ত্র)	১৩-রা'দ	৪২	৬৯২
ইচ্ছা (ইবরাহীমের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রের ইচ্ছা...)	২১-আম্বিয়া	৭০	৭৫৪
ইবরাহীমের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রের ইচ্ছা	২১-আম্বিয়া	৭০	৭৫৪
কাজে না আসা (যেদিন ষড়যন্ত্র কাজে আসবে না)	৫২-তূর	৪৬	৯৩১
কাফিররা কি ষড়যন্ত্র করতে চায়?	৫২-তূর	৪২	৯৩১
কাফিররা ষড়যন্ত্র করে	৮-আনফাল	৩০	৬৩৪
কাফিরদের পূর্ববর্তীরাও ষড়যন্ত্র করেছিল	১৩-রা'দ	৪২	৬৯২
কাফিরদের ষড়যন্ত্র মুমিনদের ক্ষতি করতে পারবেন না যদি...	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭
কাফিরদের ষড়যন্ত্রে রাসূল স. কে মনঃক্ষুন্ন না হওয়ার নির্দেশ	২৭-নামল	৭০	৮০৬
কাফিররা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে	৮৬-তারিক	১৫	১০১৭
কাফিরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন আল্লাহ	৮-আনফাল	১৮	৬৩৩
কাফিরদের ষড়যন্ত্র ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হবেই	৪০-মু'মিন	২৫	৮৮০
কুফরি করেছে যারা তারা ষড়যন্ত্র করে রাসূল স. এর বিরুদ্ধে	৮-আনফাল	৩০	৬৩৪
খেয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৫২	৬৮১
ছামূদ সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রের পরিণাম ধ্বংস(সালিহকে হত্যার ষড়যন্ত্র)	২৭-নামল	৫১	৮০৪
ছামূদ সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র (সালিহকে হত্যার প্রচেষ্টা)	২৭-নামল	৫০	৮০৪
জাদুকরদের ঈমানগ্রহণের বিষয়টি একটি ষড়যন্ত্র (ফিরআউনের মন্তব্য)	৭-আ'রাফ	১২৩	৬২৩
জালিমদের ষড়যন্ত্র আল্লাহর জানা আছে	১৪-ইবরাহীম	৪৬	৬৯৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জালিমরা ষড়যন্ত্র করল	১৪-ইবরাহীম	৪৬	৬৯৭
জালিমরা পর্বত টলে যাওয়ার মত ষড়যন্ত্র করল	১৪-ইবরাহীম	৪৬	৬৯৭
ধ্বংস করা (আল্লাহ ষড়যন্ত্রকারীদের ইমারতের ভিত্তি ধ্বংস করেন)	১৬-নাহ্‌ল	২৬	৭০৫
নারীদের ষড়যন্ত্র বলল আযীয (ইউসুফের বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগকে)	১২-ইউসুফ	২৮	৬৭৯
নারীদের ষড়যন্ত্র ভয়ানক (আযীয বলল স্ত্রীকে)	১২-ইউসুফ	২৮	৬৭৯
নারীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে প্রতিপালক ভাল জানেন	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
নারীদের ষড়যন্ত্রের কথা (আযীযের স্ত্রী শুনল যখন)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
নিজেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে (অপরাধীরা)	৬-আন্'আম	১২৩	৬০৮
নিদর্শনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র (মুশরিকদেরকে দয়া করার পর)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
নূহের সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গ	৭১-নূহ্‌	২২	৯৮৫
পরিণাম(ছামূদ সম্প্রদায়ের সালিহকে হত্যার ষড়যন্ত্রের পরিণাম)	২৭-নামল	৫১	৮০৪
পর্বত টলে যাওয়ার মত ষড়যন্ত্র (জালিমদের)	১৪-ইবরাহীম	৪৬	৬৯৭
ফিরআউনের ষড়যন্ত্র থেকে এক মু'মিনকে রক্ষা	৪০-মু'মিন	৪৫	৮৮১
বড় ষড়যন্ত্র (নূহের সম্প্রদায় প্রসঙ্গে)	৭১-নূহ্‌	২২	৯৮৫
বানী ইসরাঈলরা ষড়যন্ত্র করল (ঈসাকে হত্যা করার)	৩-আলে ইমরান	৫৪	৫৪১
বের করার ষড়যন্ত্র (শহরবাসীদেরকে বের করার জন্য মূসার ষড়যন্ত্র!)	৭-আ'রাফ	১২৩	৬২৩
ব্যর্থ (ফিরআউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল)	৪০-মু'মিন	৩৭	৮৮১
ব্যর্থ হবে (মন্দ কাজের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই)	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করবে ইউসুফের বিরুদ্ধে...	১২-ইউসুফ	৫	৬৭৭
ভাইদের (ইউসুফের ভাইদের ষড়যন্ত্রের সময় রাসূল স. ছিলেন না)	১২-ইউসুফ	১০২	৬৮৬
ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত করেন প্রতিপালক (হাতীওয়ালাদের ষড়যন্ত্র)	১০৫-ফীল	২	১০৩৩
মনঃক্ষুন্ন (ষড়যন্ত্রের কারণে মনঃক্ষুন্ন না হতে নির্দেশ, রাসূল স. কে)	১৬-নাহ্‌ল	১২৭	৭১৩
মন্দকাজের ষড়যন্ত্র করলে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
মন্দকাজের ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
মন্দকাজের ষড়যন্ত্রের কারণে মুশরিকরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে	৩৫-ফাতির	৪৩	৮৫০
মুশরিকদের ষড়যন্ত্র ফেরেশতাগণ লিখে রাখেন	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
রাসূল স. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার আহবান (মূর্তিদের সাহায্য নিয়ে)	৭-আ'রাফ	১৯৫	৬৩১
লিখে রাখা (মুশরিকদের ষড়যন্ত্র ফেরেশতা লিখে রাখেন)	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল	৪-নিসা	৭৬	৫৬৬
শাস্তি (অপরাধীদের ষড়যন্ত্রের কারণে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি)	৬-আন্'আম	১২৪	৬০৮
শাস্তি (হীন ষড়যন্ত্রের শাস্তি ভূমি ধ্বস ও আকস্মিক শাস্তি)	১৬-নাহ্‌ল	৪৫	৭০৬
সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র (ইবরাহীমের বিরুদ্ধে তার)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৯৮	৮৬১
সরিয়ে নেয়া (ষড়যন্ত্র সরিয়ে নেয়ার প্রার্থনা করল ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	৩৩	৬৭৯
সরিয়ে দিলেন (প্রতিপালক ইউসুফ আ. থেকে ষড়যন্ত্র সরিয়ে দিলেন)	১২-ইউসুফ	৩৪	৬৮০
সালিহ আ. এর বিরুদ্ধে ছামূদ সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র(হত্যা প্রচেষ্টা)	২৭-নামল	৫০	৮০৪
হাতীওয়ালাদের ষড়যন্ত্র প্রতিপালক ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত করেন	১০৫-ফীল	২	১০৩৩
হীন ষড়যন্ত্রের শাস্তি (ভূমি ধ্বস ও আকস্মিক শাস্তি)	১৬-নাহ্‌ল	৪৫	৭০৬
হুদ আ. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা (সম্প্রদায়কে হুদ)	১১-হূদ	৫৫	৬৭০
ষড়যন্ত্রের শিকার			
কাফিররা ষড়যন্ত্রের শিকার হবে (যদি ষড়যন্ত্র করে)	৫২-তূর	৪২	৯৩১
ষষ্ঠ			
কুকুর (আসহাবে কাহাফের কারো কারো ধারণা)	১৮-কাহ্‌ফ	২২	৭২৬
ষষ্ঠজন থাকেন আল্লাহ (পাঁচ জনের গোপন কথায়)	৫৮-মুজাদালা	৭	৯৫২
ষাট			
মিসকিন (ষাটজন মিসকিন খাওয়াবে যিহারকারী, রোযা না রাখলে)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
সংকট			
উদ্ধার (মূসা আ. ও হারুনকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১১৫	৮৬২
উদ্ধার (নূহ ও তার পরিবারকে মহাসংকট হতে উদ্ধার)	২১-আম্বিয়া	৭৬	৭৫৫
উদ্ধার (নূহ আ. ও তার পরিবারকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৭৬	৮৬০
এসে পড়বে যখন মানুষ স্মরণ করবে (নিজের প্রচেষ্টা)	৭৯-নাযি'আত	৩৪	১০০৪
কাল (সংকট কালে নবীকে অনুসরণ করেছে যারা....)	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
লূত আ. সংকটে পড়লেন (ফেরেশতাদের নিয়ে)	১১-হূদ	৭৭	৬৭২
সংকটপূর্ণ			
সংকটপূর্ণ দিন, লূতের নিকট ফেরেশতা আগমণের দিন	১১-হূদ	৭৭	৬৭২
সংকটে পড়া			
লূত সংকটে পড়া (ফেরেশতা আসা প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩৩	৮১৮

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সংকল্প (আরো দেখুন প্রতিশ্রুত শব্দটি)				
	তালাকের সংকল্প ('ইলা' দ্বারা তালাকের সংকল্প করলে...)	২-বাক্বারা	২২৭	৫২৫
	বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করা নিষিদ্ধ (ইদ্দত চলা কালে)	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭
সংকীর্ণ				
	বক্ষকে সংকীর্ণ ও কঠিন করা (আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান)	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
	সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, কিয়ামত অস্বীকারকারীকে	২৫-ফুরকান	১৩	৭৮৩
সংকীর্ণতা				
	কিতাবের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা না থাকে (রাসূল স. এর বক্ষে)	৭-আ'রাফ	২	৬১৩
সংকোচন				
	রিযিক সংকোচন করেন যখন প্রতিপালক, তখন মানুষ বলে...	৮৯-ফাজ্র	১৬	১০২১
সংক্ষিপ্ত (কসর)				
	নামাজ (কাফিরদের ফিতনার আশঙ্কায় নামাজ কসর/সংক্ষিপ্ত করা যাবে)	৪-নিসা	১০১	৫৭০
সংখ্যক				
	বহু বছর আসহাবে কাহফের কানে পর্দা স্থাপন করেন আল্লাহ	১৮-কাহফ	১১	৭২৪
সংখ্যা				
	অমান্যকারীর সংখ্যা অল্প (আল্লাহ-রাসূল স. এর অমান্যকারী)	৭২-জিন্	২৪	৯৮৭
	অল্প (শাস্তি থেকে আল্লাহ-রাসূল স. এর অমান্যকারীর সংখ্যা অল্প!)	৭২-জিন্	২৪	৯৮৭
	আসহাবে কাহফের সংখ্যা (প্রতিপালক সবচেয়ে বেশি জানেন জানেন)	১৮-কাহফ	২২	৭২৬
	গণনা (আল্লাহ প্রতিটি জিনিস সংখ্যায় গণনা করে রাখেন)	৭২-জিন্	২৮	৯৮৭
	পূর্ণ করা (সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে, কাজা রোযার সংখ্যা)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
	পূর্ণ করা (সময়কাল পূর্ণ করবে অন্য দিনে রমজানে অসুস্থ...)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
	ফেরেশতাদের সংখ্যা উল্লেখ (কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
	বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানার জন্য চাঁদ সৃষ্টি	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
	বছরের সংখ্যা (কত বছর পৃথিবীতে অবস্থান করেছে পথভ্রষ্টরা)	২৩-মু'মিনূন	১১২	৭৭৩
	মাসের সংখ্যা বারটি	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
	রোযার সংখ্যা অন্য সময় পূর্ণ করবে (অসুস্থ ও মুসাফির)	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
	হারাম মাসের সংখ্যা মিলানো হালাল মাসকে হারাম করে	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
সংখ্যাগরিষ্ঠ				
	বনী ইসরাইলদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করলেন আল্লাহ (বিপর্যয়ের পর)	১৭-ইস্রা	৬	৭১৪
সংখ্যাধিক্য				
	সংখ্যাধিক্য মুগ্ধ করেছিল মুমিনদেরকে, হুনাইনের দিন	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
সংখ্যা নির্ণয়				
	আল্লাহর নেয়ামতের সংখ্যা গণনা করে নির্ণয় করা যায় না	১৬-নাহ্ল	১৮	৭০৪
	আল্লাহ সংখ্যা নির্ণয় করে রেখেছেন (মুশরিকদের)	১৯-মারইয়াম	৯৪	৭৪০
	আল্লাহ সংখ্যা নির্ণয় করে রেখেছেন (সবার কৃতকর্মের)	৫৮-মুজাদালা	৬	৯৫২
	ইদ্দতের সংখ্যা নির্ণয়ের নির্দেশ (তালাকের ক্ষেত্রে)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
	নেয়ামতের সংখ্যা নির্ণয় করা যাবে না (আল্লাহর নেয়ামত গণনা করে...)	১৪-ইবরাহীম	৩৪	৬৯৬
সংগোপনে				
	সংগোপনে ডাকল যাকারিয়া, তার প্রতিপালককে	১৯-মারইয়াম	৩	৭৩৪
সংগ্রহ (আরো দেখুন আহরণ শব্দটি)				
	প্রত্যেক দিনের পানি সংগ্রহ করা হবে, ছামূদ জাতি প্রসঙ্গ	৫৪-কামার	২৮	৯৩৭
	মানুষের আমলের তথ্য সংগ্রহ করে দু'জন সংগ্রহকারী (ফেরেশতা)	৫০-ক্বাফ	১৭	৯২৩
সংগ্রহকারী				
	জাদুকর সংগ্রহকারী পাঠানো (শহরে শহরে)	২৬-শু'আরা	৩৬	৭৯০
	জাদুকর সংগ্রহ করার জন্য সংগ্রহকারীদেরকে শহরে প্রেরণ	৭-আ'রাফ	১১১	৬২২
	মূসাকে ধরতে শহরে শহরে সংগ্রহকারী/সৈন্য প্রেরণ	২৬-শু'আরা	৫৩	৭৯০
	সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যশীলরা সত্যবাদী ও মুত্তাকী	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
সংঘটন				
	কিয়ামত সংঘটিত হলে ফিরআউনরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে	৪০-মু'মিন	৪৬	৮৮২
	ঘটনা (কিয়ামত) সংঘটনে কোন মিথ্যা নেই	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২	৯৪৩
সংঘটিত				
	কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিন	৩০-রূম	১২	৮২২
	কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে	৪৫-জাছিয়া	২৭	৯০৭
	কিয়ামত সংঘটিত হবেনা মনে করে (বাগানওয়ালা)	১৮-কাহ্ফ	৩৬	৭২৭
	কিয়ামত সংঘটিত হবে না (কাফিররা মনে করে)	৪১-ফুস্সিলাত	৫০	৮৯০
	কিয়ামত সংঘটিত হবে যেদিন	৩০-রূম	৫৫	৮২৬

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
	কিয়ামত সংঘটিত হবে যেদিন (সেদিন মানুষ বিভক্ত হবে)	৩০-রূম	১৪	৮২৩
	জালিমদের উপর ভয়-ভীতি ও শাস্তি সংঘটিত হবে (কৃতকর্মের জন্য)	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
	বিচারের দিন অবশ্যই সংঘটিত হবে	৫১-যারিয়াত	৬	৯২৫
	মহাঘটনা সংঘটিত হবে (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্বাহ্	১৫	৯৭৮
	শাস্তি (যে শাস্তি সংঘটিত হবে তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই)	৭০-মা'আরিজ	১	৯৮১
	শাস্তি (প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যই সংঘটিত হবে)	৫২-তূর	৭	৯২৯
সংঘর্ষ				
	দু'জন লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখতে পেল মূসা...	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
সংজ্ঞাহীন				
	শিঙ্গার প্রথম ফুঁ-তে সকলে সংজ্ঞাহীন হবে, দ্বিতীয়টায় দাড়াবে	৩৯-যুমার	৬৮	৮৭৭
	সংজ্ঞাহীন হবার দিন পর্যন্ত কাফিরদের ছাড়/অবকাশ দেয়া	৫২-তূর	৪৫	৯৩১
	মূসা আ. তূর পর্বতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
সংবরণ				
	মুমিনদের হাত সংবরণের নির্দেশ, যুদ্ধ ফরজ হওয়ার আগে	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
	হাত সংবরণ না করলে মুনাফিকদেরকে গ্রেফতার ও হত্যা	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
সংবরণকারী				
	ক্রোধ সংবরণকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন	৩-আলে ইমরান	১৩৪	৫৪৮
সংবাদ				
	অজুহাত পেশকারীদের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ	৯-তাওবা	৯৪	৬৫০
	অদৃশ্যের সংবাদ রাসূল স. কে ওহী করছেন আল্লাহ (ইউসুফ আ. প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	১০২	৬৮৬
	অদৃশ্যের সংবাদ ওহী করছেন আল্লাহ (রাসূল স. এর প্রতি)	৩-আলে ইমরান	৪৪	৫৪০
	অদৃশ্যের সংবাদ ওহীর মাধ্যমে নবীকে আল্লাহ জানান	১১-হূদ	৪৯	৬৭০
	অস্পষ্ট (সকল সংবাদ অস্পষ্ট হয়ে যাবে কিয়ামতে)	২৮-কাসাস	৬৬	৮১৪
	আকাশ-পৃথিবীর সংবাদ কি তারা জানায় যা আল্লাহর অজানা!	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
	আদমের দুই পুত্রের সংবাদ পাঠের নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
	আসা (কাফিরদের নিকট সাবধানবাণী সম্বলিত সংবাদ এসেছে)	৫৪-কামার	৪	৯৩৬
	আসহাবে কাহফের যুবকদের (যারা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল...)	১৮-কাহফ	১৩	৭২৫
	ইবরাহীমের সংবাদ পাঠ করে শুনানোর নির্দেশ (রাসূল স. কে)	২৬-শু'আরা	৬৯	৭৯১
	উত্তম সংবাদ তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য (জান্নাত)	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
	কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদে মুশরিকের মুখমণ্ডল কালো হয়	১৬-নাহ্ল	৫৯	৭০৭
	কন্যার জন্ম সংবাদে মুশরিকদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায়	৪৩-যুখরুফ	১৭	৮৯৭
	কাফিরদের সংবাদ কি রাসূল স. এর কাছে এসেছে ?	৬৪-তাগাবুন	৫	৯৬৬
	কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়ে সংবাদ আসবে	২৬-শু'আরা	৬	৭৮৮
	কিয়ামত সংঘটন এক মহাসংবাদ	৩৮-সোয়াদ	৬৭	৮৬৯
	কুরআনের সংবাদ (কিছুসময় পর জানা যাবে)	৩৮-সোয়াদ	৮৮	৮৭০
	ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ (কাফিরদের সংবাদ দেওয়া)	১৮-কাহ্ফ	১০৩	৭৩৩
	গত হওয়া সংবাদ আল্লাহ তার রাসূল স. এর নিকট বর্ণনা করেন	২০-ত্বা-হা	৯৯	৭৪৭
	জনপদের সংবাদ বর্ণনা করেন আল্লাহ (ঈমান প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০১	৬২২
	জনপদসমূহের সংবাদ রাসূল স. এর নিকট বর্ণনা	১১-হূদ	১০০	৬৭৫
	জিজ্ঞাসাবাদ মহাসংবাদ (কিয়ামত) সম্পর্কে পরস্পরকে	৭৮-নাবা	২	১০০০
	নিশ্চিত সংবাদ (হুদহুদ কর্তৃক সাবার নিশ্চিত সংবাদ আনা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২২	৮০১
	নূহ,আদ,ছামূদ প্রভৃতি জাতির সংবাদ কি মুহাম্মদ স. এর কাছে আসেনি!	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
	নূহের সংবাদ পাঠের নির্দেশ রাসূল স. কে (মুশরিকদের কাছে)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
	পরীক্ষা করা (পাপাচারীর সংবাদ পরীক্ষার নির্দেশ মুমিনদেরকে)	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
	পাঠ (সংবাদ পাঠ করছেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট, সত্যসহ)	২৮-কাসাস	৩	৮০৮
	পাপাচারীর সংবাদ পরীক্ষা করে দেখার নির্দেশ মুমিনদেরকে	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
	পাঠ (আয়াতপ্রাপ্ত হয়ে তা থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সংবাদ পাঠ)	৭-আ'রাফ	১৭৫	৬২৯
	বর্ণনা (পূর্ববর্তী রাসূলগণের সংবাদ বর্ণনা- রাসূল স. এর কাছে)	১১-হূদ	১২০	৬৭৬
	বিবাদকারীদের সংবাদ রাসূল স. কে পৌঁছানো (দাউদ আ. প্রসঙ্গ)	৩৮-সোয়াদ	২১	৮৬৭
	মন্দ সংবাদ (কাফিরদের জন্য আগুনের সংবাদ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৭২	৭৬৪
	মহাসংবাদ (কিয়ামত) সম্পর্কে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ	৭৮-নাবা	২	১০০০
	মানুষকে তার পূর্বাপর কাজ সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হবে (কিয়ামতে)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৩	৯৯৩
	মুসলমানদের সংবাদ মুনাফিকের জানতে চাওয়া (খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২০	৮৩৫
	যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ (আয়াত শুনে মুখ ফিরানোর কারণে)	৩১-লুকমান	৭	৮২৭
	রাসূলগণের সংবাদ মুহাম্মদ স. এর কাছে এসেছে	৬-আন্'আম	৩৪	৫৯৯
	সংবাদ (পূর্ববর্তীদের পরিণতির সংবাদ কি আসেনি?)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
	সাবার সংবাদ (হুদহুদ কর্তৃক সাবার সংবাদ আনা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২২	৮০১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সংবাদ (কিয়ামত)			
যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত সে কিয়ামতের সংবাদ আসা	৬-আন্'আম	৫	৫৯৬
সংবাদ (ঘটনা)			
প্রত্যেক সংবাদের জন্য নির্ধারিত সময় আছে	৬-আন্'আম	৬৭	৬০২
সংবাদ দেয়া			
আল্লাহকে কি এমন সংবাদ দেয় কাফিররা পৃথিবীর এমন বিষয়ে...	১৩-রা'দ	৩৩	৬৯১
নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হবার সংবাদ দেয় যে ব্যক্তি...	৩৪-সাবা	৭	৮৪১
ভাইদের এই কাজের সংবাদ তাদেরকে বলবে ইউসুফ আ. (ভবিষ্যতে)	১২-ইউসুফ	১৫	৬৭৮
শয়তান অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে সংবাদ (মিথ্যাবাদী/পাপী প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২২১	৭৯৯
সংবাদ দিবেন কি রাসূল স. নিকৃষ্ট বিষয়ের (পাপাচারীদেরকে)	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
সংমিশ্রণ			
উদ্ভিদের সাথে আকাশের পানির সংমিশ্রণ ও জীবনের উপমা	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
উদ্ভিদের পারি সাথে (দুনিয়ার জীবনের উপমা)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
সংমিশ্রিত			
মানুষকে সংমিশ্রিত বীর্যবিন্দু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে	৭৬-দাহ্র	২	৯৯৫
সংযত			
দৃষ্টি সংযত রাখবে মু'মিন পুরুষরা	২৪-নূর	৩০	৭৭৬
দৃষ্টি সংযত রাখবে মু'মিন নারীরা	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
সংযুক্ত			
হৃদয় সংযুক্ত যাদের তাদের জন্য যাকাত ব্যয়...	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
সংযুক্ত রাখা			
আল্লাহ যে সম্পর্ক সংযুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করা	২-বাক্বারা	২৭	৫০৪
সংযোগস্থল			
সমুদ্রের সংযোগস্থলে , মূসা আ. ও সঙ্গী	১৮-কাহ্ফ	৬১	৭২৯
সমুদ্রের সংযোগস্থলে না পৌছা পর্যন্ত (থামবেন না মূসা আ.)	১৮-কাহ্ফ	৬০	৭২৯
সংযোজিত			
আত্মাসমূহ সংযোজিত করা হবে (কিয়ামতে)	৮১-তাকভীর	৭	১০০৮
সংরক্ষক			
আল্লাহ সংরক্ষক (তাঁকে ছাড়া অন্যকে অভিভাবক গ্রহণকারীর কাজের)	৪২-শূরা	৬	৮৯১
ইউসুফ আ. সংরক্ষণকারী ও বিজ্ঞ	১২-ইউসুফ	৫৫	৬৮২
পূর্ববর্তী কিতাবের সংরক্ষক কুরআন	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
প্রতিপালক সবকিছুর সংরক্ষক (হূদ আ. প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৫৭	৬৭১
রাসূল স. কে সংরক্ষক হিসাবে প্রেরণ করা হয়নি (মানুষের জন্য)	৪-নিসা	৮০	৫৬৭
রাসূল স. মানুষের সংরক্ষক নন	৬-আন্'আম	১০৪	৬০৬
রাসূল স. মানুষের সংরক্ষক নন (তার কাজ শুধু দাওয়াত পৌছানো)	৪২-শূরা	৪৮	৮৯৫
রাসূল স. কে মুশরিকদের সংরক্ষক বানাননি (আল্লাহ)	৬-আন্'আম	১০৭	৬০৬
শু'আইব আ. সম্প্রদায়ের সংরক্ষক নন	১১-হূদ	৮৬	৬৭৩
সংরক্ষণ			
কান যেন সংরক্ষণ করতে পারে(নূহ আ. এর প্লাবণ প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	১২	৯৭৮
কিতাবে সীমালঙ্ঘনকারীদের সবকিছু সংরক্ষণ করে রেখেছেন আল্লাহ	৭৮-নাবা	২৯	১০০১
প্রত্যেক জিনিস কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছেন আল্লাহ	৩৬-ইয়াসীন	১২	৮৫১
মানুষকে সংরক্ষণ করে সংরক্ষণকারী ফেরেশতা (আল্লাহর আদেশে)	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
মানুষ সংরক্ষণ করতে পারে না রাতদিনের পরিমাণ	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
সংরক্ষণ করা অল্প কিছু শস্য ছাড়া বাকী সব খেয়ে ফেলবে...	১২-ইউসুফ	৪৮	৬৮১
সংরক্ষণকারী			
অদৃশ্যের সংরক্ষণকারী নয়, ইউসুফের ভাইয়েরা	১২-ইউসুফ	৮১	৬৮৪
অপরাধীরা সংরক্ষণকারী নয় মুমিনদের জন্য	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৩৩	১০১২
আল্লাহ বান্দার আমলনামার সংরক্ষণকারী প্রেরণ করেন	৬-আন্'আম	৬১	৬০১
আল্লাহর সীমা সংরক্ষণকারী, মুমিনরা	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
প্রতিপালক সবকিছুর সংরক্ষক	৩৪-সাবা	২১	৮৪৩
প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সংরক্ষণকারী আছে	৮৬-তারিক	৪	১০১৭
মানুষের উপর সংরক্ষণকারী নিয়োজিত রয়েছে	৮২-ইনফিতার	১০	১০১০
মানুষের জন্য সংরক্ষণকারী ফেরেশতা রয়েছে (সামনে ও পিছনে)	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
যিকর বা কুরআনের সংরক্ষণকারী আল্লাহ নিজেই	১৫-হিজর	৯	৬৯৮
সংরক্ষণকারী কান যেন নূহ আ. এর ঘটনা সংরক্ষণ করতে পারে	৬৯-হাক্কাহ্	১২	৯৭৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া			
কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল যাদেরকে...	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
সংরক্ষিত			
আল্লাহর নিকট রয়েছে এক সংরক্ষিত কিতাব	৫০-ক্বাফ	৪	৯২২
সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে কুরআন	৮৫-বুরূজ	২২	১০১৬
সংলগ্ন			
পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড রয়েছে পৃথিবীতে	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
সংশয়			
কাফিররা সংশয়ে রয়ে গেছে (আগত সত্যের ব্যাপারে)	৫০-ক্বাফ	৫	৯২২
সংশয়বাদী			
সংশয়বাদীদেরকে পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
সংশোধন (আরো দেখুন পরিশুদ্ধ শব্দটি)			
অভিযোগ উত্থাপনকারীরা যদি তওবা করে, তবে...	২৪-নূর	৫	৭৭৪
ঈমানদারদের অবস্থা সংশোধন করে দিবেন আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২
কাজ সংশোধন করবেন আল্লাহ (মুত্তাকীদের)	৩৩-আহযাব	৭১	৮৪০
ছামূদ সম্প্রদায়ের নয়জন পরিবারপ্রধান যারা সংশোধন করতনা...	২৭-নামল	৪৮	৮০৪
জুলুমের পর নিজেকে সংশোধন করে ও তওবা করে যারা...	৫-মায়িদা	৩৯	৫৮৫
তওবা করে সংশোধন হলে আল্লাহ তওবা কবুল করবেন...	২-বাক্বারা	১৬০	৫১৮
তওবা করে সংশোধন হলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়	৩-আলে ইমরান	৮৯	৫৪৪
তওবার পাশাপাশি নিজকে সংশোধন (অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করলে)	১৬-নাহ্ল	১১৯	৭১৩
তাকওয়া অবলম্বন করে সংশোধিত হয় যদি বনী আদম	৭-আ'রাফ	৩৫	৬১৬
নিজকে সংশোধন ও তাওবা (অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করলে)	১৬-নাহ্ল	১১৯	৭১৩
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ আল্লাহ সংশোধন করেন না	১০-ইউনুস	৮১	৬৬২
ব্যভিচারী সংশোধন ও তওবা করলে করণীয় প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৬	৫৫৮
ভয় নেই (নিজেদেরকে সংশোধন করলে ভয়/দুশ্চিন্তা নেই)	৬-আন্'আম	৪৮	৬০০
মন্দ কাজের পর তওবা/সংশোধন করলে আল্লাহর ক্ষমা	৬-আন্'আম	৫৪	৬০০
মুনাফিকরা নিজেদেরকে সশোধন করলে মুমিনদের সঙ্গী হবে	৪-নিসা	১৪৬	৫৭৫
মুমিনদের অবস্থা সংশোধন করে দিবেন আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	৫	৯১২
যাকারিয়ার স্ত্রীকে আল্লাহ সন্তান ধারনের জন্য সংশোধন করেন	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
শু'আইব আ. চান সম্প্রদায়ের সংশোধন	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
সন্তান-সন্ততিদের সংশোধন করার জন্য মুমিনের দোয়া	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
সম্প্রদায়কে সংশোধন করতে মূসার নির্দেশ (হারূনকে)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
সীমালঙ্ঘনকারীরা পৃথিবীতে সংশোধন করেনা, ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে	২৬-শু'আরা	১৫২	৭৯৫
স্ত্রীর ব্যাপারে নিজেদেরকে সংশোধন (সমতা রক্ষা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
সংশোধনকারী			
জনপদের অধিবাসী সংশোধনকারী হলে তাদেরকে...	১১-হূদ	১১৭	৬৭৬
মুনাফিকরা সংশোধনকারী (মুনাফিকদের দাবী)	২-বাক্বারা	১১	৫০২
মূসা আ. সংশোধনকারী হতে চায় না (শত্রু ব্যক্তি বলল)	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
সংশোধনকারীদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না	৭-আ'রাফ	১৭০	৬২৮
সংসারবিরাগী			
পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীরা মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভোগ করে	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে প্রতিপালক রূপে...	৯-তাওবা	৩১	৬৪৩
মুমিনদের প্রতি নাসারা সংসারবিরাগীদের হৃদ্যতা প্রসঙ্গ	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০
সংসারবিরাগীদের আশ্রম			
আল্লাহ প্রতিহত না করলে সংসারবিরাগীদের আশ্রম বিধ্বস্ত হত	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
সংস্কার			
পৃথিবী সংস্কারের পর তাতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি নিষিদ্ধ	৭-আ'রাফ	৫৬	৬১৮
সংস্কারের পর বিপর্যয় সৃষ্টি না করতে শু'আইবের আহবান	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
সকল			
উপস্থিত করা হবে সকলকে আল্লাহর নিকট..	৩৬-ইয়াসীন	৩২	৮৫৩
নখযুক্ত পশু (সকল নখযুক্ত পশু ইহুদীদের জন্য হারাম ছিল)	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
নিমজ্জিত করা(আল্লাহ নূহের সম্প্রদায়ের সকলকে নিমজ্জিত করেন)	২১-আম্বিয়া	৭৭	৭৫৫
পাপ (আল্লাহ সকল অপরাধক্ষমা করেন তাই নিরাশ হবেনা)	৩৯-যুমার	৫৩	৮৭৫
প্রত্যাবর্তন (সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছে)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
বিষয় (সকল বিষয়ের উপর আল্লাহ সর্বশক্তিমান)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
রাসূল স. (মুহাম্মাদ স. সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর রাসূল)	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সকল (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
শরীক-মুশরিক সকলকে আল্লাহ একত্রিত করবেন(কিয়ামতে)	১০-ইউনুস	২৮	৬৫৭
সমবেত করা (সকলকে সমবেত করার দিন, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
সমবেত করা (সকলকে সমবেত করার দিন/কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	২২	৫৯৭
সমবেত করা (অহংকারী ও ইবাদতকে লজ্জাজনক চিন্তাকারী সকলকে)	৪-নিসা	১৭২	৫৭৯
সম্মান (সকল সম্মান একমাত্র আল্লাহর)	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
সুপারিশ (আল্লাহই সকল সুপারিশের মালিক)	৩৯-যুমার	৪৪	৮৭৫
সকল বিষয়			
উপদেশ (ফলকে/তাওরাতে মূসার জন্য সকল বিষয়ের উপদেশ)	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
সকল (সবাই)			
ইবলিসের বাহিনীর সবাইকে অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে	২৬-শু'আরা	৯৫	৭৯৩
উদ্ধার (আল্লাহ লূত/পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করলেন)	২৬-শু'আরা	১৭০	৭৯৬
উদ্ধার (আল্লাহ মূসা আ. ও তার সঙ্গী -সবাইকে উদ্ধার করেন)	২৬-শু'আরা	৬৫	৭৯১
জাদুকরদের সবাইকে ক্রুশবিদ্ধ করার ঘোষণা (ঈমান আনায়)	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
ফির'আ উন সম্প্রদায়ের সবাইকে আল্লাহ নিমজ্জিত করেন	৪৩-যুখরুফ	৫৫	৮৯৯
সকাল (আরো দেখুন প্রভাত শব্দটি)			
অবস্থান (এক সকাল সমান মনে হবে (কিয়ামতপূর্ব সময়কে)	৭৯-নাযি'আত	৪৬	১০০৫
ডাকা (প্রতিপালককে যারা সকালে ডাকে তাদের বিতাড়িত করা যাবেনা)	৬-আন্'আম	৫২	৬০০
ডাকা (প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে যারা...)	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
পবিত্রতা ঘোষণা (দাউদ আ. এর সাথে পর্বতমালার)	৩৮-সোয়াদ	১৮	৮৬৭
পবিত্রতা বর্ণনা (সকালে ও বিকালে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার নিদেশ)	৩০-রূম	১৭	৮২৩
পবিত্রতা ঘোষণা (সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা)	৩৩-আহযাব	৪২	৮৩৭
পবিত্রতা ঘোষণা (সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা)	৪৮-ফাত্হ	৯	৯১৬
পবিত্রতা ঘোষণা (সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে আল্লাহর পবিত্রতা...)	২৪-নূর	৩৬	৭৭৮
ফিরআউন বংশকে সকাল-সন্ধ্যা আগুনের সামনে উপস্থিত...	৪০-মু'মিন	৪৬	৮৮২
বাতাস সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত (সুলাইমান আ. প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
সন্ধ্যা (সকাল-সন্ধ্যায় প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনার উপদেশ)	৪০-মু'মিন	৫৫	৮৮২
সন্ধ্যা (সকাল-সন্ধ্যায় পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ, যাকারিয়াকে)	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
সন্ধ্যা (সকাল-সন্ধ্যায় বিযিক দেয়া হবে জান্নাতীদেরকে)	১৯-মারইয়াম	৬২	৭৩৮
সন্ধ্যা (কুরআন সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করে শুনানো হয়, রাসূল স. কে!)	২৫-ফুরকান	৫	৭৮২
সন্ধ্যা (সকাল-সন্ধ্যায় পবিত্রতা বর্ণনার জন্য ইশারা...)	১৯-মারইয়াম	১১	৭৩৪
সিজদাবনত (বস্তুর ছায়াও সকাল সন্ধ্যায় সিজদাবনত হয়)	১৩-রা'দ	১৫	৬৮৯
স্মরণ (সকালে ও সন্ধ্যায় প্রতিপালকের নাম স্মরণ)	৭৬-দাহ্র	২৫	৯৯৬
স্মরণ (প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় ভয় ও বিনয়ের সাথে স্মরণ)	৭-আ'রাফ	২০৫	৬৩১
সকালে উপনীত			
শহরে সকালে উপনীত হল মূসা আ. (ভীত ও সতর্ক অবস্থায়)	২৮-কাসাস	১৮	৮০৯
সকালে গমন			
ফসল কর্তনের জন্য সকালে ক্ষেতে গমন...	৬৮-ক্বালাম	২২	৯৭৬
বাগানওয়ালারা সকালে গমন করল বাগানে	৬৮-ক্বালাম	২৫	৯৭৬
সকালের খাবার			
সঙ্গীকে সকালের খাবার আনতে বললেন মূসা...	১৮-কাহ্ফ	৬২	৭৩০
সক্ষমতা			
আহলে কিতাবদের সক্ষমতা নেই (আল্লাহর অনুগ্রহের উপর)	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
সক্ষম নয়			
কাফিররা সক্ষম নয়, তাদের অর্জন ধরে রাখতে...	১৪-ইবরাহীম	১৮	৬৯৫
মূসা আ. সক্ষম নয়, ধৈর্যধারণে ....(খিজিরের সাথে)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
সক্ষম হওয়া/না হওয়া			
অতিক্রম ও ছিদ্র করতে সক্ষম হলনা না ইয়াজূজ - মাজুজ	১৮-কাহ্ফ	৯৭	৭৩২
অর্জিত ধনের উপর কিছু করতেও মানুষ সক্ষম নয়	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
আল্লাহ কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?	৭৫-কিয়ামাহ্	৪০	৯৯৪
আল্লাহ মজলুমকে সাহায্য করতে সক্ষম	২২-হাজ্জ	৩৯	৭৬২
আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম	৬-আন্'আম	৩৭	৫৯৯
আল্লাহ সক্ষম (শাস্তি দিতে, বিভক্ত করতে ও শক্তি আস্বাদন করাতে)	৬-আন্'আম	৬৫	৬০২
আল্লাহ সক্ষম (মানুষের কতককে সরিয়ে অন্যদের আনতে)	৪-নিসা	১৩৩	৫৭৩
আল্লাহ সক্ষম অনুরূপ সৃষ্টি করতে	১৭-ইস্রা	৯৯	৭২২
আল্লাহ সক্ষম (আকাশ-পৃথিবী ও জীব-জন্তুকে একত্রীকরণে)	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ সক্ষম (কাফিরদের চেয়ে উত্তম আকৃতি প্রতিস্থাপন করতে)	৭০-মা'আরিজ	৪০	৯৮৩
আল্লাহ সক্ষম (বৃষ্টির পানি নিয়ে যেতে)	২৩-মু'মিনূন	১৮	৭৬৭
আল্লাহ মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পুনর্গঠন করতে সক্ষম	৭৫-কিয়ামাহ্	৪	৯৯৩
আল্লাহ মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম	৪৬-আহ্কাফ	৩৩	৯১১
উপাস্যরা নিজেদেরকেই সাহায্য করতে সক্ষম নয়	২১-আম্বিয়া	৪৩	৭৫৩
উপকার (নিজেদের উপকার করতে সক্ষম নয় যারা...)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
একজন অন্য জনের জন্য কিছু করতে সক্ষম হবে না কিয়ামতে	৮২-ইনফিতার	১৯	১০১০
কাফিররা সক্ষম হলে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নেবে মুমিনদেরকে...	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
জালিমরা সক্ষম হবে না (পথ পেতে)	১৭-ইস্রা	৪৮	৭১৮
জিন অতিক্রমে সক্ষম হলে আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করুক!	৫৫-রাহ্মান	৩৩	৯৪০
জীবিত করতে আল্লাহ কি সক্ষম নন ? (মৃতকে)	৭৫-কিয়ামাহ্	৪০	৯৯৪
জীবিত করতে (আল্লাহ কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন ?)	৭৫-কিয়ামাহ্	৪০	৯৯৪
দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি ছামূদ জাতি (পাকড়াও করার ফলে)	৫১-যারিয়াত	৪৫	৯২৭
দেখাতে সক্ষম আল্লাহ রাসূল স. কে (কাফিরদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি...)	২৩-মু'মিনূন	৯৫	৭৭২
ধৈর্য ধারণে সক্ষম ছিল না মূসা আ., খিজিরের যে সব কাজে..	১৮-কাহ্ফ	৭৮	৭৩১
ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হবে না মূসা আ. (খিজিরের আশঙ্কা)	১৮-কাহ্ফ	৬৭	৭৩০
ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হবে না মূসা আ. (খিজিরের সাথে)	১৮-কাহ্ফ	৭৫	৭৩১
নিবৃত করতে সক্ষম হবে মনে করল, বাগানওয়ালারা (মিসকিনদেরকে)	৬৮-ক্বালাম	২৫	৯৭৬
পথ পেতে সক্ষম হবে না জালিমরা	২৫-ফুরকান	৯	৭৮২
পথ ধরতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য কা'বা ঘরের হজ্জ করা ফরজ	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
প্রতিপালক কি সক্ষম আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ করতে...!	৫-মায়িদা	১১২	৫৯৪
প্রত্যাবর্তন (আল্লাহ মানুষকে প্রত্যাবর্তন করাতে সক্ষম)	৮৬-তারিক	৮	১০১৭
বের হতে সক্ষম হলে অবশ্যই বের হত (তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
ভূমির অধিকারী নিজকে ফসল আহরণ/ভোগে সক্ষম মনে করে!	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
মনে করা (ভূমির অধিকারীগণ ফসল আহরণ/ভোগে সক্ষম!)	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
মানুষ অতিক্রমে সক্ষম হলে আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করুক!	৫৫-রাহ্মান	৩৩	৯৪০
মুমিনরা শাস্তি দিতে সক্ষম হওয়ার পূর্বেই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীরা তওবা...	৫-মায়িদা	৩৪	৫৮৪
মূসা আ. (ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম নয়, খিজিরের সাথে)..	১৮-কাহ্ফ	৭২	৭৩০
রোযা রাখতে সক্ষম হয়েও যারা রাখবে না তারা...	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
শয়তান কুরআন বহনে সক্ষম নয়	২৬-শু'আরা	২১১	৭৯৮
শরীকরা সক্ষম নয়(রিযিক দানে...)	১৬-নাহ্ল	৭৩	৭০৯
শরীকরা সাহায্য করতে সক্ষম নয় (কাউকে)	৭-আ'রাফ	১৯২	৬৩০
শরীকরা সাহায্য করতে সক্ষম নয় (কাউকে)	৭-আ'রাফ	১৯৭	৬৩১
শুনতে সক্ষম ছিলনা কাফিররা, দুনিয়াতে	১৮-কাহ্ফ	১০১	৭৩৩
সন্ধান পেতে , পানির (সক্ষম হবে না বাগানের মালিক)	১৮-কাহ্ফ	৪১	৭২৮
সমতা রক্ষায় সক্ষম না হওয়া (একাধিক স্ত্রীর মধ্যে)	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
সম্বোধন করতে সক্ষম (আল্লাহকে, কিয়ামতে)	৭৮-নাবা	৩৭	১০০১
সাহায্য করতে সক্ষম নয় ভ্রান্ত ইলাহরা উপাসকদেরকে	৩৬-ইয়াসীন	৭৫	৮৫৬
সিজদা করতে সক্ষম হবে না কিয়ামতের দিন (অপরাধীরা)	৬৮-ক্বালাম	৪২	৯৭৭
সীমা অতিক্রমে সক্ষম হলে মানুষ/জিন করুক!(আকাশ-পৃথিবীর সীমা)	৫৫-রাহ্মান	৩৩	৯৪০
সগীরা গুনাহ			
কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে সগীরা গুনাহ মোচন হবে	৪-নিসা	৩১	৫৬১
সঙ্কটে ফেলা			
তালাকপ্রাপ্তাদের সঙ্কটে ফেলার জন্য উত্ত্যক্ত করা যাবে না	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
সঙ্কুচিত			
অন্তর (রাসূল স. এর অন্তর সঙ্কুচিত হয় কাফিরদের কথায়)	১৫-হিজর	৯৭	৭০২
জরায়ু যা সঙ্কুচিত করে আল্লাহ তা জানেন	১৩-রা'দ	৮	৬৮৯
জীবিকা সঙ্কুচিত করা হয় (আল্লাহর স্মরণবিমুখ ব্যক্তির জীবিকা)	২০-ত্বা-হা	১২৪	৭৪৯
পৃথিবী সঙ্কুচিত হয়েছিল তাদের জন্য যাদেরকে পিছনে ফেলে রাখা...	৯-তাওবা	১১৮	৬৫২
পৃথিবী সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল মুমিনদের জন্য (হুনাইনের দিন)	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
বক্ষ সঙ্কুচিত (যাদের বক্ষ মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সংকুচিত হয়)	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
বক্ষ সঙ্কুচিত হওয়া (মূসার ফির'আউনের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৩	৭৮৮
যমীন সঙ্কুচিত করে আনছেন আল্লাহ কাফিরদের জন্য	১৩-রা'দ	৪১	৬৯২
যমীনকে মুশরিকদের জন্য সঙ্কুচিত করা	২১-আম্বিয়া	৪৪	৭৫৩
রাসূল স. এর বক্ষ সঙ্কুচিত হবে! (কাফিরদের কথার কারণে)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
রিযিক সঙ্কুচিত করে দেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২৪৫	৫২৮
হৃদয় বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হয় আল্লাহর কথায় (আখিরাতে অবিশ্বাসীর)	৩৯-যুমার	৪৫	৮৭৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সঙ্গত			
ইহুদিদের জন্য সঙ্গত হতো (উনযুরনা বললে)	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
মুমিনের জন্য সঙ্গত নয় (ভুলবশত ছাড়া মুমিন হত্যা করা)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
সঙ্গী			
আনুগত্যকারীগণের সঙ্গী নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণগণ	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
কুরাইশদের সঙ্গী (মুহাম্মদ) পথভ্রষ্ট নন	৫৩-নাজম	২	৯৩২
কুরাইশদের সঙ্গী (মুহাম্মদ) বিপথগামীও নন	৫৩-নাজম	২	৯৩২
ছামূদ সম্প্রদায়ের এক সঙ্গী উটনীকে হত্যা করল	৫৪-কামার	২৯	৯৩৭
জান্নাতী ব্যক্তির দুনিয়ার জীবনের কাফির সঙ্গী প্রসঙ্গে আলোচনা	৩৭-সাফ্ফাত	৫১	৮৫৯
নবীর সঙ্গী (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারীগণ	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
ফেরেশতাকে মূসার সঙ্গী না করা প্রসঙ্গে ফির'আ উনের উক্তি	৪৩-যুখরুফ	৫৩	৮৯৯
মন্দ সঙ্গী (শয়তান কতই না মন্দ সঙ্গী!)	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
মানুষের সঙ্গী (ফেরেশতা) কিয়ামতে আমলনামা উপস্থাপন করবে	৫০-ক্বাফ	২৩	৯২৩
মূসার সঙ্গীদেরকে কুলক্ষণ মনে করা (ফিরআউনের অনুসারীদের)	৭-আ'রাফ	১৩১	৬২৪
মূসার সঙ্গীরূপে ফেরেশতা না পাঠানো ও ফির'আ উনের উক্তি	৪৩-যুখরুফ	৫৩	৮৯৯
মূসার সঙ্গীদের ধরা পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ	২৬-শু'আরা	৬১	৭৯১
শয়তান কতই না মন্দ সঙ্গী!	৪-নিসা	৩৮	৫৬২
শহীদগণের সঙ্গী (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারীগণ)	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
সৎকর্মপরায়ণগণের সঙ্গী (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারীগণ)	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
সত্যবাদীর সঙ্গী (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারীগণ)	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
সঙ্গীদ্বয়			
কারাগারের সঙ্গীদ্বয়কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বললেন ইউসুফ	১২-ইউসুফ	৪১	৬৮০
কারাগারের সঙ্গীদ্বয়কে বলল ইউসুফ...	১২-ইউসুফ	৩৯	৬৮০
সঙ্গী-সঙ্গিনী			
পবিত্র সঙ্গী-সঙ্গীনী থাকবে জান্নাতে (মুমিন সৎকর্মশীলদের)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
পবিত্র সঙ্গী-সঙ্গিনী জান্নাতে থাকবে (মুমিন সৎকর্মশীলদের জন্য)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
পবিত্র সঙ্গী/সঙ্গিনীরা রয়েছে জান্নাতে (তাকওয়া অবলম্বনকারী...)	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
সঙ্গী-সাথী			
অপরাধী/মিথ্যাচারী তার সঙ্গী-সাথীকে আহবান করুক!	৯৬-আলাক	১৭	১০২৮
সঙ্গী (সাহাবী)			
রাসূল স. এর সাহাবী/সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করতে নিষেধ করে (মুনাফিকরা)	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
সঙ্গিনী			
আল্লাহর কোন সঙ্গিনী নেই (সন্তান কিভাবে হবে ?)	৬-আন্'আম	১০১	৬০৬
সঙ্গে রাখা			
খিজিরের সঙ্গে না রাখলে মূসার আপত্তি থাকবেনা (আবারও প্রশ্ন করলে)	১৮-কাহ্ফ	৭৬	৭৩১
সচেষ্ট			
ফিরআউন সচেষ্ট হল (মূসা আ.এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে)	৭৯-নাযি'আত	২২	১০০৪
সচ্চরিত্রবান			
সচ্চরিত্রবান থাকার উদ্দেশ্যে বিয়ে করা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	২৪	৫৬০
সচ্চরিত্রবান থেকে মোহরানা প্রদান করে বিয়ে করা...	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
সচ্চরিত্রা			
জান্নাতে সচ্চরিত্রা সুন্দরীগণ থাকবে	৫৫-রাহ্মান	৭০	৯৪২
দাসীরা সচ্চরিত্রা থাকতে চাইলে (ব্যভিচারে বাধ্য করা নিষেধ)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
ব্যভিচারের অভিযোগ (সচ্চরিত্র নারীর বিরুদ্ধে)	২৪-নূর	২৩	৭৭৬
মুমিন স্বাধীন সচ্চরিত্রা নারী না পেলে দাসীকে বিয়ে বৈধ	৪-নিসা	২৫	৫৬০
মুমিন দাসী সচ্চরিত্রা হবে (বিয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
সচ্চরিত্রা নারী			
কিতাবপ্রাপ্ত সচ্চরিত্রা নারী বিয়ে করা হালাল (মুমিনদের জন্য)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
ব্যভিচারের অপবাদ উত্থাপন (সচ্চরিত্রা নারী সম্পর্কে)	২৪-নূর	৪	৭৭৪
মুমিন সচ্চরিত্রা নারী বিয়ে করা হালাল (মুমিনদের জন্য)	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
সচ্ছল			
ফকীরকে সচ্ছল মনে করা (আত্মমর্যাদার কারণে)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
সচ্ছলতা			
ঋণগ্রহীতার সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দান	২-বাক্বারা	২৮০	৫৩৩
সজল			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
চোখ অশ্রুসজল হওয়া (রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন শুনে নাসারাদের)	৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
সঞ্চয়			
আস্বাদন (সঞ্চয় আস্বাদন করতে বলা হবে কিয়ামতে তাদেরকে...)	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩
খেয়ে ফেলা (সাত বছরের সঞ্চয় খেয়ে ফেলবে কঠিন সাত বছর)	১২-ইউসুফ	৪৮	৬৮১
নিজেদের জন্য যা সঞ্চয় করত তা দিয়ে কিয়ামতে কপালে ও...	৯-তাওবা	৩৫	৬৪৩
স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে যারা (আল্লাহর পথে ব্যয় না করে)	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
সঞ্চার			
অপরাধীদের হৃদয়ে সঞ্চার করেন আল্লাহ (রাসূলদেরকে বিদ্রূপ করা)	১৫-হিজর	১২	৬৯৮
অপরাধীদের হৃদয়ে অবিশ্বাস সঞ্চার (কুরআন অস্বীকার প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২০০	৭৯৮
ভীতি(খন্দকে শত্রুকে সাহায্যকারী বনুকুরায়জার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার)	৩৩-আহযাব	২৬	৮৩৫
ভীতি সঞ্চার করে দিলেন আল্লাহ কাফিরদের হৃদয়ে	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
ভীতির (ফেরেশতারা না খাওয়ায় ইবরাহীমের মনে ভীতির সঞ্চার হল)	১১-হূদ	৭০	৬৭২
ভীতি সঞ্চার করবেন আল্লাহ কাফিরদের হৃদয়ে	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
ভীতি সঞ্চার করে দিবেন আল্লাহ কাফিরদের হৃদয়ে (বদরযুদ্ধ)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চালিত করেছেন আল্লাহ ইহূদীদের মাঝে...	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
শত্রুতা সঞ্চার করেছেন আল্লাহ নাসারাদের মাঝে	৫-মায়িদা	১৪	৫৮২
সঞ্চালন			
জিহ্বা (কুরআন মুখস্ত করার জন্য মুহাম্মদ স. এর জিহবা সঞ্চালন প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	১৬	৯৯৩
সঞ্চালিত			
মেঘ সঞ্চালিত করেন আল্লাহ (বায়ু প্রেরণ করে)	৩০-রূম	৪৮	৮২৬
মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন আল্লাহ (বায়ুপ্রবাহ দ্বারা)	৩৫-ফাতির	৯	৮৪৬
সঠিক			
অনুসরণ (সঠিকভাবে অনুসরণ, প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও...	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
'আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাচ্ছি' ফিরআউন বলল	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
কথা (মুমিনদেরকে সঠিক কথা বলার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৭০	৮৪০
কথা (সঠিক কথা বলা, মীরাস বন্টন ও ইয়াতিম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯	৫৫৭
কাজ (সঠিক কাজ নয় নূহের জন্য পুত্রকে রক্ষার জন্য দোয়া)	১১-হূদ	৪৬	৬৭০
কাজকে সঠিক বানানোর জন্য (আসহাবে কাহফের দোয়া)	১৮-কাহ্ফ	১০	৭২৪
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (সতর্ক করার জন্য)	১৮-কাহ্ফ	২	৭২৪
দাঁড়িপাল্লা (সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজনের নির্দেশ,আইকাবাসীকে শুআইব)	২৬-শু'আরা	১৮২	৭৯৭
দ্বীন (সঠিক দ্বীন...)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
দ্বীন (কেবল আল্লাহরই ইবাদত/নামাজ/যাকাত -এটাই সঠিক দ্বীন)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৫	১০২৯
দ্বীন (ইবরাহীমের আদর্শ/মিল্লাত একটি সঠিক দ্বীন)	৬-আন্'আম	১৬১	৬১২
দ্বীন (সঠিক দ্বীন সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ জানে না)	৩০-রূম	৩০	৮২৪
নির্দেশ (ফির'আউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না)	১১-হূদ	৯৭	৬৭৪
পথ প্রদর্শনের আশা (আল্লাহর নিকট)	১৮-কাহ্ফ	২৪	৭২৬
পথ (নিজ সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখাতে চাইলেন, মু'মিন ব্যক্তি)	৪০-মু'মিন	৩৮	৮৮১
পথ (সঠিক পথে পরিচালনার জন্য দাউদের নিকট প্রার্থনা)	৩৮-সোয়াদ	২২	৮৬৭
পথ(সঠিকপথের অধিকারী/সঠিকপথ অবলম্বনকারী সম্পর্কে জানা)	২০-ত্বা-হা	১৩৫	৭৪৯
পথ (অহংকারকারীরা সঠিকপথকে পথ হিসাবে গ্রহণ করেনা)	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
পাল্লা (সঠিক পাল্লায় ওজন করার নির্দেশ)	১৭-ইস্রা	৩৫	৭১৭
বলা(যে আল্লাহর অনুমতি পাবে সে কিয়ামতে সঠিক বলবে)	৭৮-নাবা	৩৮	১০০২
বিধান (কুরআনে সঠিক বিধি-বিধান থাকা প্রসঙ্গ)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৩	১০২৯
সঠিকভাবে রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
সাক্ষ্যের জন্য সঠিক (ঋণের মেয়াদ ঠিক করা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
সঠিক পথ			
অনুসরণ সঠিক পথের অনুসরণ করলে ঝেটিয়ে বিদায় করবে...	২৮-কাসাস	৫৭	৮১৩
অনুসরণ (সঠিকপথ অনুসরণকারীর প্রতি শান্তি,মূসা আ. প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩
অনুসরণ (নবীদের সঠিকপথ অনুসরণ করতে রাসূল স. কে নির্দেশ)	৬-আন্'আম	৯০	৬০৪
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	১৬-নাহ্ল	৯৩	৭১১
আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
ইবরাহীমকে আল্লাহ সঠিক পথ দিয়েছিলেন	২১-আম্বিয়া	৫১	৭৫৩
ইহুদী/নাসারা হলে সঠিক পথ পাবে ! (তারা বলে)	২-বাক্বারা	১৩৫	৫১৫
ঈমান আনলে ইহুদি-নাসারাগণ সঠিক পথ পাবে	২-বাক্বারা	১৩৭	৫১৫
একত্র করা (আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সঠিকপথে একত্র করতেন)	৬-আন্'আম	৩৫	৫৯৯
কল্যাণ (মানুষ নিজের কল্যাণের জন্যই সঠিকপথ অবলম্বন করে)	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সঠিক পথ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কাফিররা অধিক সঠিকপথে রয়েছে! (মুমিনদের চেয়ে)	৪-নিসা	৫১	৫৬৩
কুরআনের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের সঠিক পথ পাওয়া...	৩২-সাজ্‌দা	৩	৮৩০
কে সঠিক পথে রয়েছে প্রতিপালক জানেন	১৭-ইস্‌রা	৮৪	৭২১
ক্ষমাশীল (তাওবাকারী/সঠিকপথ অবলম্বনকারীর প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাশীল)	২০-ত্বা-হা	৮২	৭৪৬
ছামুদ জাতি সঠিক পথের স্থলে ভুলপথকে প্রাধান্য দিল	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৭	৮৮৭
জানা (আল্লাহ্ জানেন, কে সঠিক পথপ্রাপ্ত)	৫৩-নাজম	৩০	৯৩৩
জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
ডাকা (জালিম কখনো সঠিক পথ পাবে না যতই ডাকা হয় সঠিকপথে)	১৮-কাহ্‌ফ	৫৭	৭২৯
ডাকা (সঠিকপথের দিকে ডাকলেও শরীকরা অনুসরণ করবে না)	৭-আ'রাফ	১৯৩	৬৩০
ডাকা (সঠিকপথের দিকে ডাকলেও শরীকরা শুনবে না)	৭-আ'রাফ	১৯৮	৬৩১
পথভ্রষ্টতা (সঠিক পথের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয়...)	২-বাক্বারা	১৭৫	৫১৯
প্রমাণ (কুরআন সঠিক পথের স্পষ্ট প্রমাণ)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
প্রতিপালকের সঠিক পথে থাকা সৎকর্মপরায়ণগণ সফল	৩১-লুকমান	৫	৮২৭
প্রদর্শন (বারবার কুফরীকারীকে আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না)	৪-নিসা	১৩৭	৫৭৪
বান্দা (সঠিক পথে থাকা বান্দা প্রসঙ্গে ভেবে দেখা...)	৯৬-আলাক	১১	১০২৮
বেছে নেয়া (মুসলিম জিনরা সঠিক পথ বেছে নেয়)	৭২-জিন্	১৪	৯৮৭
মালিক (মানুষকে সঠিকপথ দেয়ার মালিক রাসূল স. নন)	৭২-জিন্	২১	৯৮৭
মুমিনদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথে পরিচালিত করেন	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
মুনাফিকের(সঠিক পথের বিনিময়ে মুনাফিক পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে)	২-বাক্বারা	১৬	৫০৩
মুত্তাকীগণ প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সঠিকপথে রয়েছে	২-বাক্বারা	৫	৫০২
মুমিনরা সঠিক পথে আছে অথবা মুশরিকরা	৩৪-সাবা	২৪	৮৪৩
যারা সঠিক পথ থেকে পিছনে ফিরে যায়, শয়তান তাদেরকে...	৪৭-মুহাম্মাদ	২৫	৯১৪
শয়তানের সহচর 'সঠিকপথে' ডাকে !	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
সৎকর্মপরায়ণগণ প্রতিপালকের সঠিক পথে রয়েছে	৩১-লুকমান	৫	৮২৭
সম্প্রদায়ের সঠিক পথ পাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ	৩২-সাজ্‌দা	৩	৮৩০
স্পষ্ট (সঠিক পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূল স. এর বিরোধিতা)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩২	৯১৫
স্পষ্ট হওয়া (ভুল পথ থেকে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়েছে)	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
স্পষ্ট হওয়া (সঠিকপথ স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণ করার শাস্তি)	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
সঠিক পথ অনুসরণ			
কাফিররা সঠিকপথ অনুসরণ করেনি (কুরআন দ্বারা)	৪৬-আহ্‌কাফ	১১	৯০৯
রাসূল স. সঠিক পথ অনুসরণ করলে তা এ জন্য যে...	৩৪-সাবা	৫০	৮৪৫
শরীককারীরা যদি সঠিক পথ অনুসরণ করত (আফসোস)	২৮-কাসাস	৬৪	৮১৩
সঠিক পথ অনুসারী	.		
জানা (সঠিক পথ অনুসরণকারীকে আল্লাহ্ ভাল জানেন)	২৮-কাসাস	৫৬	৮১৩
সঠিক পথ অবলম্বন			
কল্যাণ (মানুষ নিজের কল্যাণের জন্যই সঠিকপথ অবলম্বন করে)	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪
কল্যাণ (নিজ কল্যাণ্যের জন্যই মানুষ সঠিকপথ অবলম্বন করে)	৩৯-যুমার	৪১	৮৭৪
কিতাব/ফুরকানের মাধ্যমে সঠিকপথ অবলম্বন(মূসা আ. প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৩	৫০৬
নিজের কল্যাণেই মানুষ সঠিকপথ অবলম্বন করে	২৭-নামল	৯২	৮০৭
নিজের কল্যাণেই সঠিক পথ অবলম্বন করে মানুষ	১৭-ইস্‌রা	১৫	৭১৫
পথভ্রষ্টরা সঠিকপথ অবলম্বনকারীদের ক্ষতি করতে পারবে না	৫-মায়িদা	১০৫	৫৯৩
পথ নির্দেশনা বাড়িয়ে দেন আল্লাহ্ সঠিক পথ অবলম্বন করলে	৪৭-মুহাম্মাদ	১৭	৯১৩
পথনির্দেশনা বাড়িয়ে দেন আল্লাহ্ সঠিক পথ অবলম্বনকারীদেরকে	১৯-মারইয়াম	৭৬	৭৩৯
ফির'আ উনগোষ্ঠীর সঠিকপথ অবলম্বন! (মূসা আ. দোয়া করলে...)	৪৩-যুখরুফ	৪৯	৮৯৯
মুমিনদের সঠিক পথ অবলম্বনের জন্য নেয়ামত পূর্ণ করবেন...	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
যে ব্যক্তি সঠিক পথ অবলম্বন করে সে নিজের কল্যাণেই করে	১৭-ইস্‌রা	১৫	৭১৫
সঠিক পথ অবলম্বনকারী			
মুমিনগণ সঠিক পথ অবলম্বনকারী (রাসূল স. এর আনুগত্য প্রসঙ্গে)	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
সঠিক পথচ্যুত			
সাবার রানীর সঠিক পথ না পাওয়া(সিংহাসনের আকৃতি পরিবর্তন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪১	৮০৩
সঠিক পথ দেখানো			
আল্লাহ্ কর্তৃক ইবরাহীমকে সঠিক পথ দেখানো প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
ইবরাহীমকে সঠিক পথ দেখানো প্রসঙ্গ (আল্লাহ্ কর্তৃক)	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
ইবরাহীমকে আল্লাহ্ শীঘ্রই সঠিক পথ দেখাবেন	৪৩-যুখরুফ	২৭	৮৯৭
ধ্বংসের ঘটনাও কি মানুষকে পথ দেখায়নি? (পূর্ববর্তী প্রজন্মের ধ্বংস)	২০-ত্বা-হা	১২৮	৭৪৯
প্রতিপালক সঠিকপথ দেখাবেন (ইবরাহীমের প্রত্যাশা)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৯৯	৮৬১
মানুষই কি সঠিকপথ দেখাবে? (রাসূল স. আসলে কাফিররা বলত)	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
সঠিক পথ পাওয়া			
আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন আল্লাহ্ সঠিক পথ পাওয়ার জন্য	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
ঈমানদারগণ সঠিকপথ পেত না (আল্লাহ্ না দেখালে)	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
কিতাবপ্রাপ্তরা ও নিরক্ষররা সঠিক পথ পেয়েছে যদি আত্মসমর্পণ...	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
জালিম কখনো সঠিক পথ পাবে না যতই ডাকা হয় সঠিকপথে	১৮-কাহ্‌ফ	৫৭	৭২৯
বনী ইসরাঈলের সঠিক পথ পাওয়া (গাভী প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৭০	৫০৮
মূসাকে কিতাব দান (সঠিক পথ পাওয়ার জন্য)	২৩-মু'মিনূন	৪৯	৭৬৯
রাসূল স. এর অনুসরণে সঠিক পথ পাওয়া	৭-আ'রাফ	১৫৮	৬২৭
রাসূল স. এর আনুগত্য করলে সঠিক পথ পাবে	২৪-নূর	৫৪	৭৭৯
সাবার রানীর সঠিক পথ পাওয়া (সিংহাসনের আকৃতি পরিবর্তন প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪১	৮০৩
সাবাবাসীরা সঠিকপথ না পাওয়া(শয়তান বিরত রাখায়)	২৭-নামল	২৪	৮০২
সঠিক পথ প্রদর্শন			
অহঙ্কারীরা, অনুসারীদেরকে! আল্লাহ্ সঠিকপথ দেখালে তাদেরকে!...	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
আইয়ুবকে আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
আদমকে আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করলেন	২০-ত্বা-হা	১২২	৭৪৮
আল্লাহ্‌র নির্দেশানুসারে মানুষকে সঠিকপথ প্রদর্শন(ইসহাক/ইয়াকুব...)	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে সঠিকপথ প্রদর্শন (ইসরাঈলী নেতা প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্‌দা	২৪	৮৩২
আল্লাহ্‌র দায়িত্বে (মানুষকে সঠিকপথ প্রদর্শনের বিষয়টি)	১৬-নাহ্‌ল	৯	৭০৩
আল্লাহর দায়িত্বে (সঠিকপথ প্রদর্শন)	৯২-লাইল	১২	১০২৫
আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন (মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা)	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন (সবাইকে সঠিকপথ প্রদর্শন করা)	৬-আন্'আম	১৪৯	৬১১
আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করবে তাকে সঠিকপথ প্রদর্শন করবে কে?	৩০-রূম	২৯	৮২৪
আল্লাহ্ যাকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন তার পথভ্রষ্টকারী নেই	৩৯-যুমার	৩৭	৮৭৪
আল্লাহ্ যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন সেই সঠিক পথ প্রাপ্ত	১৮-কাহ্‌ফ	১৭	৭২৫
আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন	২৮-কাসাস	৫৬	৮১৩
আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করলে মুত্তাকী হতাম! (কেউ বলবে)	৩৯-যুমার	৫৭	৮৭৬
আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করায় তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
আল্লাহ্ সঠিক পথপ্রদর্শনের পর পথভ্রষ্ট করেন না কোন সম্প্রদায়	৯-তাওবা	১১৫	৬৫২
আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না কাফির সম্প্রদায়কে	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
আল্লাহ্ সঠিক পথপ্রদর্শন করেন না জালিম সম্প্রদায়কে	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না(যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন)	১৬-নাহ্‌ল	৩৭	৭০৬
আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন অনেককে (রাসূল স. পাঠানো প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৩৬	৭০৬
আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন যাদেরকে...	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন ঈমানদারদেরকে	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন (মানুষকে)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না পাপাচারী সম্প্রদায়কে	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করতে চাইলে বক্ষ প্রশস্ত করে দেন	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শনের পরও বিপথে যাওয়া প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন (ইসহাক আ. ও ইয়াকুবকে)	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন না করলে	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না জালিম সম্প্রদায়কে	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না পাপাচারী সম্প্রদায়কে	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা (সম্প্রদায়ের ভাষায় রাসূল স. প্রেরণ করে...)	১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন(আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	২২-হাজ্জ	১৬	৭৫৯
ইউসূফকে আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৬-আন্'আম	৮৪·	৬০৪
ইচ্ছা (প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
ইবরাহীমের প্রতিপালক সঠিকপথ প্রদর্শন করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৭৭	৬০৩
ইয়াকুবকে আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
ইসহাককে আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
ঈমান না আনলে আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না (আয়াতে ঈমান)	১৬-নাহ্‌ল	১০৪	৭১১
উৎসাহী (রাসূল স. সঠিক পথপ্রদর্শনে উৎসাহী হলেও তা পারেন না, যদি...)	১৬-নাহ্‌ল	৩৭	৭০৬
উত্তম কথার অনুসারীকে আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন	৩৯-যুমার	১৮	৮৭২
কাফির সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না	১৬-নাহ্‌ল	১০৭	৭১২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সঠিক পথ প্রদর্শন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কাফিরদেরকে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
কিতাবের দ্বারা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
কুরআন দ্বারা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
চাওয়া (আল্লাহ কর্তৃক পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সঠিকপথ প্রদর্শন করতে চাওয়া)	৪-নিসা	৮৮	৫৬৮
জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
জালিমদেরকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ	৪৬-আহ্কাফ	১০	৯০৮
জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন না আল্লাহ	৬১-সাফ্ফ	৭	৯৬০
দলকে (সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন আল্লাহ এক দলকে)	৭-আ'রাফ	৩০	৬১৫
দাউদকে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
নবীদেরকে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেছিলেন	৬-আন্'আম	৯০	৬০৪
নূহকে সঠিকপথ প্রদর্শন করা হয়	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
পাপাচারী মুনাফিকদের আল্লাহ পথ প্রদর্শন করবেন না	৬৩-মুনাফিকূন	৬	৯৬৪
প্রবৃত্তি পূজারীকে কে সঠিক পথ দেখাবে?...	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
ফিরআউন সম্প্রদায়কে সঠিকপথ প্রদর্শন করেনি	২০-ত্বা-হা	৭৯	৭৪৬
বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৬-আন্'আম	৮৮	৬০৪
মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে...	১৩-রা'দ	৩১	৬৯১
মিথ্যাবাদী কাফিরকে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেননা	৩৯-যুমার	৩	৮৭১
মুমিনের হৃদয়কে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন	৬৪-তাগাবুন	১১	৯৬৭
মূসাকে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
রাসূল স. সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারে না (কাউকে ভালবাসলেই)	২৮-কাসাস	৫৬	৮১৩
রাসূল স. কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন (পথহারা অবস্থায়)	৯৩-দুহা	৭	১০২৬
সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
সুলাইমানকে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
হারুণকে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
সঠিক পথ প্রদর্শনকারী			
রাসূল স. অন্ধকে সঠিকপথ প্রদর্শনকারী নন!(পথভ্রষ্টতা থেকে)	২৭-নামল	৮১	৮০৬
সঠিক পথপ্রাপ্ত			
অধোমুখী সঠিক পথ প্রাপ্ত না কি যে সোজা হয়ে চলে?	৬৭-মুল্ক	২২	৯৭৩
আল্লাহ বিশ্বাসীরা সঠিক পথ প্রাপ্ত	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
আল্লাহ যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন..	১৮-কাহ্ফ	১৭	৭২৫
কাফিরদের বাপ-দাদারা সঠিকপথ প্রাপ্ত নয়...	৫-মায়িদা	১০৪	৫৯৩
কিতাব অবতীর্ণ হলে সঠিকপথপ্রাপ্ত হত (কাফিরদের প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৫৭	৬১২
জানা (সঠিক পথপ্রাপ্তদরকে সবচেয়ে বেশি জানেন প্রতিপালক)	৬৮-ক্বালাম	৭	৯৭৫
জানা (সঠিক পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে প্রতিপালক বেশি জানেন)	১৬-নাহ্ল	১২৫	৭১৩
জানা (পথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের সম্পকে প্রতিপালক বেশী জানেন)	৬-আন্'আম	১১৭	৬০৭
ধৈর্যশীলরা সঠিকপথ প্রাপ্ত, যারা বলে- আমরা আল্লাহর এবং...)	২-বাক্বারা	১৫৭	৫১৭
নূহ আ. ও ইবরাহীমের বংশধরদের মধ্যে কিছু লোক সঠিক পথপ্রাপ্ত	৫৭-হাদীদ	২৬	৯৫১
ব্যক্তি (সঠিকপথপ্রাপ্ত এক ব্যাক্তিও ছিল না লুত সম্প্রদায়ের মধ্যে)	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
ভাবা (আল্লাহর স্মরণবিমুখ লোক নিজকে সঠিক পথপ্রাপ্ত ভাবে)	৪৩-যুখরুফ	৩৭	৮৯৮
মনে করা (সঠিক পথপ্রাপ্ত মনে করে নিজেদেরকে যারা শয়তানকে...)	৭-আ'রাফ	৩০	৬১৫
মিথ্যা আখ্যা দানকারী সঠিকপথ প্রাপ্ত ছিল না (আল্লাহর সাক্ষাতকে)	১০-ইউনুস	৪৫	৬৫৮
মুনাফিকরা সঠিকপথপ্রাপ্ত নয়	২-বাক্বারা	১৬	৫০৩
মুশরিকদের সঠিক পথপ্রাপ্ত হওয়ার মিথ্যা কসম...	৩৫-ফাতির	৪২	৮৫০
মুশরিকদের বাপ-দাদারা সঠিকপথ প্রাপ্ত নয়	২-বাক্বারা	১৭০	৫১৯
মুশরিকরা সঠিকপথ প্রাপ্ত! (পিতৃপুরুষের অনুসরণকীর দাবী)	৪৩-যুখরুফ	২২	৮৯৭
যারা প্রতিদান চায় না তাদেরকে অনুসরণের আহ্বান..	৩৬-ইয়াসীন	২১	৮৫২
শিরকমুক্ত ঈমানদারগণ সঠিকপথপ্রাপ্ত	৬-আন্'আম	৮২	৬০৩
সন্তান হত্যাকারী/আল্লাহপ্রদত্ত রিযিককে হারাম গণ্যকারী সঠিকপথপ্রাপ্ত নয়	৬-আন্'আম	১৪০	৬১০
সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত যাকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন	১৭-ইস্রা	৯৭	৭২২
সঠিক পথ হারা			
রাসূল স. সঠিকপথ হারা ছিলেন (আল্লাহ সঠিকপথ দেখান)	৯৩-দুহা	৭	১০২৬
সঠিক পথে থাকা			
বান্দা (সঠিক পথে থাকা বান্দা প্রসঙ্গে ভেবে দেখা...)	৯৬-আলাক	১১	১০২৮
সঠিক পথে পরিচালনা			
অন্ধকে সঠিকপথে পরিচালিত করা যায়না	৪৩-যুখরুফ	৪০	৮৯৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করা)	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
পথভ্রষ্টকে সঠিকপথে পরিচালিত করা যায়না	৪৩-যুখরুফ	৪০	৮৯৮
রাসূল স. এর দায়িত্ব নয় (মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করা)	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
সঠিক পথের অধিকারী			
জানা(সঠিকপথের অধিকারী/সঠিকপথ অবলম্বনকারী সম্পর্কে জানা)	২০-ত্বা-হা	১৩৫	৭৪৯
সঠিক বিচার-বিবেচনা			
শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ (খিজিরকে)	১৮-কাহ্ফ	৬৬	৭৩০
সঠিকভাবে			
বস্তুকে আল্লাহ সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন	২৭-নামল	৮৮	৮০৭
সাক্ষ্য (আমলনামা কিয়ামতে সঠিকভাবে সাক্ষ্য দিবে/কথা বলবে)	৪৫-জাছিয়া	২৯	৯০৭
সঠিকরূপে			
সৃষ্টি (আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্টিকে সঠিকরূপে সৃষ্টি করেছেন)	৩২-সাজ্দা	৭	৮৩০
সঠিক লক্ষ্য			
সৃষ্টি (আল্লাহ সত্যসহ/সঠিক লক্ষ্যে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৪৫-জাছিয়া	২২	৯০৬
সঠিক লক্ষ্য (সত্য)			
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ/সঠিক লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন)	১৬-নাহ্ল	৩	৭০৩
সঠিক/সত্য			
আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সঠিক লক্ষ্যে (অযথা নয়)	১৫-হিজর	৮৫	৭০২
পথ প্রদর্শন (কুরআন সঠিক পথ প্রদর্শন করে)	৭২-জিন্	২	৯৮৬
সঠিক-সরল			
পথ (মুহম্মদ সা. সরল-সঠিক পথেই আছেন)	৪৩-যুখরুফ	৪৩	৮৯৯
পথে পরিচালনা করেছেন আল্লাহ মূসা আ. ও হারুনকে..	৩৭-সাফ্ফাত	১১৮	৮৬২
পথ (সরল-সঠিক পথ অনুসরণ করার নির্দেশ)	৪৩-যুখরুফ	৬১	৯০০
পথ (আল্লাহর ইবাদত করাই সরল-সঠিক পথ, ঈসা আ. প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৬৪	৯০০
সৎ			
ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ সুউচ্চ কক্ষে নিরাপদে থাকবে	৩৪-সাবা	৩৭	৮৪৪
কর্ম (সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে কুরআন সুসংবাদ দেয়)	১৭-ইস্রা	৯	৭১৪
কাজ (সৎকাজ করার নির্দেশ, দাউদ আ. ও তার উম্মতের প্রতি)	৩৪-সাবা	১১	৮৪২
কাজ (মুমিন সৎকাজ করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
কাজ (মুসলিমের সৎকাজ ও আল্লাহর দিকে আহ্বান প্রসঙ্গ)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৩	৮৮৮
কাজ (ঈমানের পর সৎকাজ করলে পাপ মোচন করা হবে)	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২
কাজ (সৎকাজের প্রতিদান অফুরন্ত)	৮৪-ইন্শিকাক্	২৫	১০১৪
কাজ (সৎকাজ যে করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই করে)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৬	৮৮৯
কাজ (সৎকাজ সম্পাদনকারী ও দুষ্কৃতিকারী সমান নয়)	৪০-মু'মিন	৫৮	৮৮৩
কাজ (মু'মিন সৎকাজ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে)	৪০-মু'মিন	৪০	৮৮১
প্রতিদান (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	৩৪-সাবা	৪	৮৪১
লেখক (সৎ লেখকদের হাতে লিখিত উপদেশ/কুরআন)	৮০-আবাসা	১৬	১০০৬
লোক (সৎ লোক হয়ে যাবে ইউসুফের ভাইয়েরা, ইউসুফকে...)	১২-ইউসুফ	৯	৬৭৭
সৎকর্ম (আরো দেখুন সৎকাজ শব্দটি)			
অপরাধ নেই (মুমিন সৎকর্ম করলে পূর্বের হারামে অপরাধ নেই, মদপ্র.)	৫-মায়িদা	৯৩	৫৯২
যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা জুলুম করে না	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
সৎকর্মপরায়ণ			
আত্মসমর্পণ (সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ উত্তম)	৪-নিসা	১২৫	৫৭২
আযীযকে সৎকর্মপরায়ণ দেখতে পাচ্ছে ইউসুফের ভাইয়েরা	১২-ইউসুফ	৭৮	৬৮৪
আল্লাহর দিকে যে সমর্পণ করে নিজের চেহারা ...	৩১-লুকমান	২২	৮২৮
ইউসুফকে সৎপরায়ন দেখতে পাচ্ছে (কারাবন্দী দুই যুবক)	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
ইবরাহীম আ. ও ইসহাকের কতিপয় বংশধর সৎকর্মপরায়ণ	৩৭-সাফ্ফাত	১১৩	৮৬২
কর্মফল (সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
কর্মফল (সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না)	১২-ইউসুফ	৯০	৬৮৫
কর্মফল (সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না)	১২-ইউসুফ	৫৬	৬৮২
কর্মফল (আল্লাহ সৎকর্মপরায়নদের কর্মফল নষ্ট করেন না)	১১-হূদ	১১৫	৬৭৬
কর্তব্য (সৎকর্মপরায়ণদের কর্তব্য- তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে...)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
দয়া (প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য দয়াস্বরূপ)	৩১-লুকমান	৩	৮২৭
নিকটবর্তী (আল্লাহর দয়া নিকটবর্তী সৎকর্মপরায়নদের)	৭-আ'রাফ	৫৬	৬১৮
পথনির্দেশিকা, সৎকর্মপরায়ণদের জন্য(প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত)	৩১-লুকমান	৩	৮২৭
পথ নেই সৎকর্মপরায়নদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের...	৯-তাওবা	৯১	৬৪৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সৎকর্মপরায়ণ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পুরস্কৃত করেন আল্লাহ (ইলইয়াসীন আ. প্রসঙ্গ)	৩৭-সাফ্ফাত	১৩১	৮৬৩
পূর্ণাঙ্গ করা (তাওরাতকে সৎকর্মপরায়ণের জন্য পূর্ণাঙ্গ করা)	৬-আন্'আম	১৫৪	৬১১
প্রতিদান (আল্লাহ সৎকর্মপরায়নদেরকে প্রতিদান দেন)	৩৭-সাফ্ফাত	৮০	৮৬০
প্রতিদান (আল্লাহ সৎকর্মপরায়নদের প্রতিদান দেন)	৩৭-সাফ্ফাত	১২১	৮৬৩
প্রতিদান (সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দেন আল্লাহ)	৩৭-সাফ্ফাত	১০৫	৮৬২
প্রতিদান (সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	১৪	৮০৯
প্রতিদান (সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান জান্নাত)	৫-মায়িদা	৮৫	৫৯১
প্রতিদান (সৎকর্মপরায়ণদের আল্লাহ প্রতিদান দেন যেভাবে...)	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
প্রতিদান (সৎকর্মপরায়ণের প্রতিদান প্রতিপালকের নিকট)	২-বাক্বারা	১১২	৫১৩
প্রতিদান (সৎকর্মপরায়নদের প্রতিদান দেন আল্লাহ)	৩৭-সাফ্ফাত	১১০	৮৬২
প্রতিদান(সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ প্রতিদান প্রস্তুত করেছেন)	৩৩-আহযাব	২৯	৮৩৫
প্রতিদান (সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দেন আল্লাহ)	১২-ইউসুফ	২২	৬৭৮
প্রতিদান সৎকর্মপরায়নদেরকে, বেহেশতে (তৃপ্তির সাথে পানাহার..)	৭৭-মুরসালাত	৪৪	৯৯৯
প্রতিদান (সৎকর্মপরায়ণগণ আল্লাহর কাছে যা চাবে তাই পাবে)	৩৯-যুমার	৩৪	৮৭৪
বাড়িয়ে দেয়া (আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে বাড়িয়ে দিবেন)	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
বাড়িয়ে দেয়া(সৎকর্মপরায়ণদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ বাড়িয়ে দিবেন)	২-বাক্বারা	৫৮	৫০৬
ভালবাসা (সৎকর্মপরায়নদেরকে ভালবাসেন আল্লাহ)	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
ভালবাসেন আল্লাহ সৎকর্মপরায়নদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৪৮	৫৫০
ভালবাসা (সৎকর্মপরায়ণদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন)	২-বাক্বারা	১৯৫	৫২২
ভালবাসেন আল্লাহ সৎকর্মপরায়নদেরকে	৩-আলে ইমরান	১৩৪	৫৪৮
ভালবাসা (আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন)	৫-মায়িদা	৯৩	৫৯২
মুত্তাকীরা ছিল সৎকর্মপরায়ণ (দুনিয়ার জীবনে)	৫১-যারিয়াত	১৬	৯২৫
সঙ্গী (নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণগণ উত্তম সঙ্গী)	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
সাথী (আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন)	১৬-নাহ্ল	১২৮	৭১৩
সাথী (সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আল্লাহ আছেন)	২৯-আনকাবূত	৬৯	৮২১
সুসংবাদ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য (কুরবানী প্রসঙ্গে)	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
সুসংবাদ (সৎকর্মপরায়ণদের জন্য কুরআন সুসংবাদস্বরূপ)	৪৬-আহ্কাফ	১২	৯০৯
হওয়া (শাস্তি প্রত্যক্ষকারীদের সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা)	৩৯-যুমার	৫৮	৮৭৬
সৎকর্মশীল			
অন্তর্ভুক্ত(ঈমানদারকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে)	২৯-আনকাবূত	৯	৮১৬
অবকাশ পেলে সৎকর্মশীল হওয়ার ইচ্ছা (কিয়ামতে)	৬৩-মুনাফিকূন	১০	৯৬৫
অভিভাবকত্ব (আল্লাহ সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন)	৭-আ'রাফ	১৯৬	৬৩১
আশঙ্কা নেই (সৎকর্মশীল মুমিনের হাশরে ক্ষতির আশঙ্কা নেই)	২০-ত্বা-হা	১১২	৭৪৮
আহলে কিতাবদের একদল সৎকর্মশীল	৩-আলে ইমরান	১১৪	৫৪৭
ইদরিস সৎকর্মশীল ছিলেন	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
ইবরাহীম আ. আখিরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে	২-বাক্বারা	১৩০	৫১৫
ইবরাহীম আ. আখিরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে	১৬-নাহ্ল	১২২	৭১৩
ইবরাহীম আ. আখিরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন	২৯-আনকাবূত	২৭	৮১৮
ইয়াকুব আ. ও ইসহাক আ. উভয়কেই আল্লাহ সৎকর্মশীল বানান	২১-আম্বিয়া	৭২	৭৫৪
ইসমাঈল সৎকর্মশীল ছিলেন	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
ইসহাক আ. ও ইয়াকুব আ. উভয়কেই আল্লাহ সৎকর্মশীল বানান	২১-আম্বিয়া	৭২	৭৫৪
ইসহাক আ. নবী ও সৎকর্মপরায়ন হবেন (ইবরাহীমকে সুসংবাদ)	৩৭-সাফ্ফাত	১১২	৮৬২
ঈসা আ. হবে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত	৩-আলে ইমরান	৪৬	৫৪০
কাফির ও মুনাফিকদেরকে যদি আল্লাহ অনুগ্রহ দান করেন	৯-তাওবা	৭৫	৬৪৮
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে (সৎকর্মশীল মুমিনকে)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
জিনদের কিছু সংখ্যক সৎকর্মশীল ও কিছু সংখ্যক এর ব্যতিক্রম	৭২-জিন্	১১	৯৮৬
দাস-দাসী (সৎকর্মশীল দাস-দাসীর বিয়ে দেয়া...)	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
নবী (সৎকর্মশীল নবী হবে ইয়াহইয়া...)	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
পিতা, দুই ইয়াতিম বালকের (মূসা আ. ও খিজির প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৮২	৭৩১
পুরস্কার (মুমিন সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান –স্থায়ী জান্নাত)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
প্রতিদান (সৎকর্মশীলদের ন্যায্য প্রতিদান দিতে পুনরুত্থান)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
প্রবেশ (সৎকর্মশীল মুমিনকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
বনী ইসরাঈলের একটি দল সৎকর্মশীল ও কিছু তার ব্যতিক্রম	৭-আ'রাফ	১৬৮	৬২৮
বান্দা (দুই সৎকর্মশীল বান্দার অধীন থাকলেও নূহ আ. ও লূতের স্ত্রীরা...)	৬৬-তাহ্রীম	১০	৯৭১
বান্দা (আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দারা যমীনের উত্তরাধিকারী, জান্নাত প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৫	৭৫৭
বান্দা (সৎকর্মশীল বান্দার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুলাইমানের দোয়া)	২৭-নামল	১৯	৮০১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মাছওয়ালা ইউনুসকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন প্রতিপালক	৬৮-কালাম	৫০	৯৭৭
মানুষ সৎকর্মশীল হলে (আল্লাহ ক্ষমাশীল)	১৭-ইস্রা	২৫	৭১৬
মিলিত করা (সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত করার প্রার্থনা, ইউসুফের)	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
মিলিত (সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত করার জন্য ইবরাহীমের দোয়া)	২৬-শু'আরা	৮৩	৭৯২
মুমিন (সৎকর্মশীল মুমিনগণ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের মত নয়)	৩৮-সোয়াদ	২৮	৮৬৭
যুলকিফল সৎকর্মশীল ছিলেন	২১-আম্বিয়া	৮৬	৭৫৫
লূত সৎকর্মশীল ছিলেন	২১-আম্বিয়া	৭৫	৭৫৫
(শোয়াইবকে সৎকর্মশীল পাবে মূসা আ. আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	২৮-কাসাস	২৭	৮১০
সন্তান প্রার্থনা করলেন ইবরাহীম আ. (তার প্রতিপালকের নিকট)	৩৭-সাফ্ফাত	১০০	৮৬১
সাথী (নাসারা মুমিনদের সৎকর্মশীলদের সাথী হওয়ার প্রত্যাশা)	৫-মায়িদা	৮৪	৫৯১
সাহায্যকারী (জিবরাঈল ও সৎকর্মশীলমুমিনবীর সাহায্যকারী)	৬৬-তাহ্রীম	৪	৯৭০
সৎকর্মশীল স্ত্রী			
অনুগত (সৎকর্মশীল স্ত্রীগণ অনুগত ও সচ্চরিত্রা)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
সৎকাজ (আরো দেখুন সৎকর্ম শব্দটি)			
অপরাধ নেই (মুমিন সৎকাজ করলে পূর্বের হারামে অপরাধ নেই, মদপ্র.)	৫-মায়িদা	৯৩	৫৯২
অপরাধীদের সৎকাজ করার আকাঙ্ক্ষা (কিয়ামতের দিন)	৩২-সাজ্দা	১২	৮৩১
আদেশ(মুমিনরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলে সৎকাজের আদেশ দিবে)	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
আদেশ (সৎকাজের নির্দেশ দেয়ার জন্য একটি দল থাকা উচিত)	৩-আলে ইমরান	১০৪	৫৪৬
আল্লাহর সাক্ষাত কামনাকারীকে (সৎকাজের নির্দেশ)	১৮-কাহ্ফ	১১০	৭৩৩
আহবান (যারা সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের আহবানে সাড়া দেন)	৪২-শূরা	২৬	৮৯৩
ঈমানদার যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি	৫-মায়িদা	৯	৫৮১
ঈমান এনে সৎকাজ করে যারা তাদের ভয় নেই...	৫-মায়িদা	৬৯	৫৮৯
ঈমানের পর সৎকাজ করে যারা তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে	১৯-মারইয়াম	৬০	৭৩৮
ঈমান আনার পর সৎকাজ করেছে যারা...	৭-আ'রাফ	৪২	৬১৬
ঈমান আনার পর সৎকাজ করলে, তাদের পাপ মোচন করা হবে	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২
ঈমান আনার পর সৎকাজ করলে পাপ মোচন করা হবে...	২৯-আনকাবূত	৭	৮১৬
ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ সুউচ্চ কক্ষে নিরাপদে থাকবে	৩৪-সাবা	৩৭	৮৪৪
ঈমানদার সৎকর্মশীলদেরকে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের প্রতিশ্রুতি	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে পরম আনন্দ ও উত্তম...	১৩-রা'দ	২৯	৬৯১
ঈমানদার সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি...)	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
ঈমানদার সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
ঈমান এনে সৎকাজ করে যারা (তওবা করার পর)	২৫-ফুরকান	৭০	৭৮৭
ঈমান এনে সৎকাজ করেছে যারা তাদের প্রতিদান পুরোপুরি...	৩-আলে ইমরান	৫৭	৫৪১
ঈমান আনে ও সৎকাজ করে যারা তারা জান্নাতে আনন্দিত	৩০-রূম	১৫	৮২৩
উৎকৃষ্টতম (যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে...)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৭	১০২৯
উত্তম, প্রতিপালকের কাছে (পুরস্কার হিসেবে)	১৮-কাহ্ফ	৪৬	৭২৮
উন্নীত করে সৎকাজ পবিত্রবাণীকে, (আল্লাহর নিকট)	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
কবিদের সৎকাজ (ঈমানদার কবিদের প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২২৭	৭৯৯
কল্যাণ (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সৎকাজ করার মাঝে)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
কল্যাণ (সৎকাজের কল্যাণ মানুষ নিজেই ভোগ করবে)	৪৫-জাছিয়া	১৫	৯০৬
ক্ষমাশীল (তাওবাকারী/সৎকর্মশীলের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল)	২০-ত্বা-হা	৮২	৭৪৬
ক্ষতিগ্রস্ত নয় (যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে...)	১০৩-আস্র	৩	১০৩২
ক্ষমা (সৎকাজ ও ঈমানের বিনিময়ে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক)	২২-হাজ্জ	৫০	৭৬৩
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (ঈ'মান ও সৎকাজের জন্য রয়েছে)	৩৫-ফাতির	৭	৮৪৬
ছেড়ে যাওয়া সৎকাজ করার জন্য পুনরায় প্রেরণের জন্য প্রার্থনা	২৩-মু'মিনূন	১০০	৭৭২
জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য কাফিররা সৎকাজের প্রতিশ্রুতি দিবে	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
জান্নাত(সৎকাজ ও ঈমানের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে)	২২-হাজ্জ	১৪	৭৫৯
জান্নাত(সৎকাজ ও ঈমানের কারণে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
জান্নাত (সৎকর্মশীল মুমিন নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত লাভ করবে)	১০-ইউনুস	৯	৬৫৪
জান্নাত (সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য নেয়ামত পূর্ণ জান্নাত)	৩১-লুকমান	৮	৮২৭
জান্নাত (ঈমানদারের সৎকাজের পুরস্কার জান্নাত)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
জান্নাত (ঈমান ও সৎকাজের বিনিময়ে জান্নাত)	২-বাক্বারা	৮২	৫০৯
জান্নাত (ঈমান ও সৎকাজের বিনিময়ে জান্নাত দেয়া হবে)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
জান্নাত (ঈমান ও সৎকাজের বিনিময়ে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত লাভ)	২২-হাজ্জ	৫৬	৭৬৩
জান্নাত (ঈমান ও সৎকাজের পুরস্কার)	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
জান্নাত (মুমিন পুরুষ ও নারীর সৎকাজের জন্য জান্নাতে প্রবেশ)	৪-নিসা	১২৪	৫৭২
জান্নাত (মুমিনদের সৎকাজের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে)	৪-নিসা	১২২	৫৭২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সৎকাজ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
জান্নাত (মুমিনের সৎকাজের বিনিময়ে জান্নাতুল মাওয়া দেয়া হবে)	৩২-সাজ্দা	১৯	৮৩১
জান্নাত (সৎকর্মশীল ও বিনয়ী মুমিনগণ জান্নাতি)	১১-হূদ	২৩	৬৬৭
তওবা করে সৎকাজ করে যারা...	২৫-ফুরকান	৭১	৭৮৭
নিষেধ (সৎকাজে নিষেধ করে মুমিন নারী ও পুরুষ)	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
নিজের কল্যাণের জন্যই সৎকাজ	৪১-ফুস্সিলাত	৪৬	৮৮৯
নিজের জন্য (সৎকাজ যে করেছে সে নিজের জন্য করেছে)	৩০-রূম	৪৪	৮২৫
নির্দেশ (সৎকাজের নির্দেশদানের নির্দেশ, রাসূল স. এর প্রতি)	৭-আ'রাফ	১৯৯	৬৩১
নির্দেশ (সৎকাজের নির্দেশ দেয় মুমিনরা)	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
নির্দেশ (সৎকাজের নির্দেশ দেয়া উত্তম উম্মতের দায়িত্ব)	৩-আলে ইমরান	১১০	৫৪৬
নির্দেশ (সৎকাজের নির্দেশ দেয় আহলে কিতাবদের একদল)	৩-আলে ইমরান	১১৪	৫৪৭
নির্দেশ (সৎকাজের নির্দেশ দিতে পুত্রকে লোকমানের উপদেশ)	৩১-লুকমান	১৭	৮২৮
নির্দেশ (উম্মী নবী সৎকাজের নির্দেশ দেন)	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
পছন্দনীয় সৎকাজ করার জন্য আল্লাহর কাছে সামর্থ্য কামনা	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
পাপ মোচন (সৎকাজ ও ঈমান আনলে আল্লাহ পাপ মোচন করবেন)	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
পিতামাতা (সৎকর্মশীল পিতামাতারাও জান্নাতে প্রবেশ...)	১৩-রা'দ	২৩	৬৯০
পুরস্কার (জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ, ঈমানদারের সৎকাজের জন্য)	২৯-আনকাবূত	৫৮	৮২১
পুরস্কার (ঈমান ও সৎকাজের উত্তম পুরস্কার...)	২৮-কাসাস	৮০	৮১৫
পুরস্কার (সৎকাজের পুরস্কার উত্তম...)	২৮-কাসাস	৮০	৮১৫
প্রতিদান (সৎকাজের প্রতিদান অফুরন্ত)	৮৪-ইনশিকাক	২৫	১০১৪
প্রতিদান (সৎকাজের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান)	১১-হূদ	১১	৬৬৬
প্রতিদান (সৎকাজের ন্যায্য প্রতিদান দেয়ার জন্য পুনরুত্থান..)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
প্রতিদান (সৎকাজের প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	২৭৭	৫৩৩
প্রতিদান (সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য সুন্দর প্রতিদান)	১৮-কাহ্ফ	২	৭২৪
প্রতিদান (সৎকাজের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	৩০-রূম	৪৫	৮২৫
প্রতিদান (যে মুমিন সৎকাজ করে তার জন্য অফুরন্ত প্রতিদান)	৯৫-তীন	৬	১০২৭
প্রতিদান (মুমিনের সৎকাজের প্রতিদান উত্তম জীবন ও উত্তম...)	১৬-নাহ্ল	৯৭	৭১১
প্রতিদান (মুমিন ও সৎকর্মশীলদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান)	৪১-ফুস্সিলাত	৮	৮৮৬
প্রতিদান (আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সৎকাজ করলে প্রতিদান দান)	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
প্রতিদান (ঈমান ও সৎ কাজের প্রতিদান প্রতিপালকের কাছে)	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
প্রতিদান (ঈমান ও সৎকাজের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
প্রতিদান (ঈমানদার সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	৩৪-সাবা	৪	৮৪১
প্রতিদান (আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়ে সৎকাজের প্রতিদান দুইবার দেয়া)	৩৩-আহযাব	৩১	৮৩৬
প্রতিদান, উত্তম (ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের)	১৮-কাহ্ফ	৮৮	৭৩২
প্রতিদান নষ্ট করেন না আল্লাহ সৎকর্মীদের...	১৮-কাহ্ফ	৩০	৭২৭
ফিরদাউসের উদ্যানসমূহ সৎকর্মীদের আপ্যায়নস্বরূপ	১৮-কাহ্ফ	১০৭	৭৩৩
মন্দকাজের সাথে সৎকাজকে মিশানো	৯-তাওবা	১০২	৬৫১
মর্যাদা (সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য উচ্চ মর্যাদা, জান্নাতে)	২০-ত্বা-হা	৭৫	৭৪৫
মুমিন সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে জান্নাত	৮৫-বুরূজ	১১	১০১৫
মুমিন (সৎকর্মশীল মুমিন ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী সমান গণ্য হবে না)	৩৮-সোয়াদ	২৮	৮৬৭
মুমিনের সৎকাজের বিনিময়ে জান্নাতুল মাওয়া দেয়া হবে	৩২-সাজ্দা	১৯	৮৩১
মুমিনের সৎকাজ ও আল্লাহর দিকে আহ্বান প্রসঙ্গ	৪১-ফুস্সিলাত	৩৩	৮৮৮
মুমিনের সৎকাজের পুরস্কার (জান্নাতের বাগিচা)	৪২-শূরা	২২	৮৯৩
মুমিনের সৎকাজের প্রতিদান(উত্তম/পবিত্র জীবন ও উত্তম প্রতিদান)	১৬-নাহ্ল	৯৭	৭১১
মুমিনরা সৎকাজের নির্দেশদানকারী	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
মুমিন সৎকাজ করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন	৪৭-মুহাম্মাদ	১২	৯১৩
যেসব মুমিন সৎকাজ করে তাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করবেন আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৯৬	৭৪০
রাসূল স. কে সৎকাজে অমান্য না করার বাইয়াতগ্রহণ (মুমিন নারীদের)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
রাসূলগণের প্রতি সৎকাজ করার নির্দেশ	২৩-মু'মিনূন	৫১	৭৬৯
রিযিক(সৎকাজ ও ঈমানের বিনিময়ে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক)	২২-হাজ্জ	৫০	৭৬৩
লিখিত (সৎকাজ লিখিত হয় মুমিনদের জন্য তার পরিবর্তে যা...)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
লিপিবদ্ধকারী(আল্লাহ মুমিনের সৎকাজের লিপিবদ্ধকারী)	২১-আম্বিয়া	৯৪	৭৫৬
সৎকাজ (যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা জান্নাতে)	৩০-রূম	১৫	৮২৩
সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে কুরআন সুসংবাদ দেয়...	১৭-ইস্রা	৯	৭১৪
সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাত প্রার্থনা (ফেরেশতা কর্তৃক)	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে (সৎকাজ করলে)	২৯-আনকাবূত	৯	৮১৬
সফল (তওবাকারী সৎকর্মশীল ঈমানদাররা সফল হবে)	২৮-কাসাস	৬৭	৮১৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সমান নয় -যে সৎকাজ করে ও যে মন্দকাজ করে তাদের জীবন/মৃত্যু	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
সমান নয় (সৎকর্মশীল ও দুষ্কৃতিকারী সমান নয়)	৪০-মু'মিন	৫৮	৮৮৩
সামর্থ্য (সৎকাজের সামর্থ্য দানের জন্য সুলাইমানের দোয়া)	২৭-নামল	১৯	৮০১
সাফল্য (সৎকাজ করলে সাফল্য,প্রতিপালকের দয়ার মধ্যে প্রবেশ)	৪৫-জাছিয়া	৩০	৯০৭
সুসংবাদ (যারা সৎকাজ করে ও ঈমান আনে তাদের জন্য সুসংবাদ)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
সুসংবাদ (সৎকাজের কারণে জান্নাতের সুসংবাদ)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
স্থায়ী সৎকাজ পুরস্কার ও প্রতিদান হিসাবে উত্তম...	১৯-মারইয়াম	৭৬	৭৩৯
সতর্ক (আরো দেখুন সাবধান শব্দটি)			
আল্লাহভীরু ও নামাজ কায়েমকারীকে সতর্ক করা সম্ভব	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
আহকাফবাসীদের (হূদ আ. কর্তৃক)	৪৬-আহ্কাফ	২১	৯১০
উপহাস (সতর্ককৃত বিষয়কে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে ,কাফির)	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯
উপদেশ মেনে চলা ব্যক্তিকেই (রাসূল স. সতর্ক করবেন)	৩৬-ইয়াসীন	১১	৮৫১
ওহী দ্বারাই রাসূল স. মানুষকে সতর্ক করেন	২১-আম্বিয়া	৪৫	৭৫৩
কাফিরদের সতর্ক করা না করা সমান (তারা ঈমান আনবেনা)	২-বাক্বারা	৬	৫০২
কাফিরদের (সতর্ক করার পর কাফিররা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়)	৪৬-আহ্কাফ	৩	৯০৮
কাফিরদেরকে সতর্ক করা বা না করা সমান, ঈমান আনবে না	৩৬-ইয়াসীন	১০	৮৫১
কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করা (রাসূল স. কর্তৃক)	৬-আন্'আম	১৩০	৬০৯
কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করার নির্দেশ রাসূল স. কে	৪০-মু'মিন	১৮	৮৭৯
কিয়ামতের দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে রাসূল স. কর্তৃক সতর্ক করা	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
কিয়ামত/' একত্র হওয়ার দিন' সম্পর্কে সতর্ক করা (কুরআন দ্বারা)	৪২-শূরা	৭	৮৯১
কুরআন দ্বারা মানুষকে সতর্ক করার নির্দেশ	৬-আন্'আম	১৯	৫৯৭
কুরআন দ্বারা সতর্ক করা (নামাজের ব্যাপারে যত্নবান মুমিনদের)	৬-আন্'আম	৯২	৬০৪
কুরআন দ্বারা সতর্ক করা (তাকওয়া অবলম্বনের জন্য)	৬-আন্'আম	৫১	৬০০
কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করা	১৪-ইবরাহীম	৫২	৬৯৭
জালিমদেরকে সতর্ক করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	১৯-মারইয়াম	৩৯	৭৩৬
জালিমদেরকে কুরআনের মাধ্যমে সতর্ক করা প্রসঙ্গ	৪৬-আহ্কাফ	১২	৯০৯
জীবিতদের সতর্ক করতে রাসূল স. এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়..	৩৬-ইয়াসীন	৭০	৮৫৬
দল (ফির'আউনের সৈন্য দল সতর্ক দল, ফির'আউনের উক্তি)	২৬-শু'আরা	৫৬	৭৯১
নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করার নির্দেশ (নবীর প্রতি)	২৬-শু'আরা	২১৪	৭৯৯
পরিণাম (সতর্ককৃত/নূহ আ. সম্প্রদায়ের পরিণাম...)	১০-ইউনুস	৭৩	৬৬১
পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করা (লূত সম্প্রদায়কে)	৫৪-কামার	৩৬	৯৩৭
পিতৃপুরুষকে সতর্ক করা হয়নি (যে সম্প্রদায়ের...)	৩৬-ইয়াসীন	৬	৮৫১
প্রভাত কত মন্দ হয়েছিল (যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল...)	৩৭-সাফ্ফাত	১৭৭	৮৬৫
বধিরকে সতর্ক করা হলে সতর্কবাণী শোনে না	২১-আম্বিয়া	৪৫	৭৫৩
বিরোধিতাকারীরা যেন সতর্ক থাকে (শাস্তির ব্যাপারে)	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য কুরআন সহজ করা...	১৯-মারইয়াম	৯৭	৭৪০
ভীত সতর্ক অবস্থায় মূসা আ. বের হয়ে গেল (শহর থেকে)	২৮-কাসাস	২১	৮০৯
মক্কাবাসী ও এর চারপাশের লোকদেরকে কুরআন দ্বারা সতর্ক করা	৪২-শূরা	৭	৮৯১
মানুষকে সতর্ক করার জন্য রাসূল স. এর প্রতি ওহী প্রেরণ	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
মানুষকে শাস্তি আসার দিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
মানুষকে সতর্ক করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ	১৪-ইবরাহীম	৫২	৬৯৭
মানুষকে সতর্ক করার জন্য রাসূল স. কে ওঠার নির্দেশ	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২	৯৯০
মানুষকে সতর্ক করার নির্দেশ দিয়ে ফেরেশতা অবতীর্ণ	১৬-নাহ্ল	২	৭০৩
মুনাফিকদের সম্পর্কে সতর্ক হতে নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
মুশরিকদেরকে, যারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছে !	১৮-কাহ্ফ	৪	৭২৪
মুমিনদের সতর্ক থাকার নির্দেশ! (স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে)	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
মুমিনদের সতর্ক হওয়া (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্য প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৯২	৫৯২
মূসা আ. ভীত ও সতর্ক অবস্থায় শহরে উপনীত হল	২৮-কাসাস	১৮	৮০৯
রাসূল স. সতর্ক করছেন বজ্রধ্বনির ব্যাপারে (মুখ ফিরিয়ে নিলে)	৪১-ফুস্সিলাত	১৩	৮৮৭
রাসূল স. কে মুনাফিকদের সম্পর্কে সতর্ক হতে নির্দেশ	৬৩-মুনাফিকূন	৪	৯৬৪
রাসূল স. কে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ (অবতীর্ণ বিষয় থেকে বিচ্যুত...)	৫-মায়িদা	৪৯	৫৮৬
রাসূল সতর্ক করবেন কিতাবের দ্বারা	৭-আ'রাফ	২	৬১৩
লূত সম্প্রদায়কে সতর্ক করা(পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৫৮	৮০৪
লেলিহান আগুন সম্পর্কে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেন	৯২-লাইল	১৪	১০২৫
শাস্তির (কিয়ামতের নিকটবর্তী শাস্তির ব্যাপারে)	৭৮-নাবা	৪০	১০০২
শাস্তি সম্পর্কে সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কুরআন নাযিল..	১৮-কাহ্ফ	২	৭২৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সতর্ক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
সন্তান ও স্ত্রীর ব্যাপারে মুমিনদের সতর্ক থাকা!	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
সমপ্রদায়কে সতর্ক করার জন্য রাসূল প্রেরিত হন	৩৬-ইয়াসীন	৬	৮৫১
সম্প্রদায়কে সতর্ক করা (পূর্বে যাদের মাঝে সতর্ককারী আসেনি)	৩২-সাজদা	৩	৮৩০
সম্প্রদায় যাতে সতর্ক হতে পারে সে জন্য তাদেরকে সতর্ক করবে	৯-তাওবা	১২২	৬৫৩
সম্প্রদায়কে সতর্ক করবে দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের পর ফিরে এসে	৯-তাওবা	১২২	৬৫৩
সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য উপদেশ আসা...	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
সম্প্রদায়কে (এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করা যাদের নিকট...)	২৮-কাসাস	৪৬	৮১২
সম্প্রদায়কে সতর্ক করার নির্দেশ (নূহ আ. এর প্রতি)	৭১-নূহ	১	৯৮৪
সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য উপদেশ (এক ব্যক্তির উপর)	৭-আ'রাফ	৬৩	৬১৮
সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য ওহী অবতরণ	৪০-মু'মিন	১৫	৮৭৯
স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে মুমিনদের সতর্ক থাকা!	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
সতর্ককারী			
আগমন (সতর্ককারীর আগমনে মুশরিকদের বিমুখতা বৃদ্ধি)	৩৫-ফাতির	৪২	৮৫০
আগমন (সতর্ককারীর আগমন ও মুশরিকদের হেদায়াত প্রসঙ্গ)	৩৫-ফাতির	৪২	৮৫০
আল্লাহ সতর্ককারী (কুরআন নাযিলের মাধ্যমে)	৪৪-দুখান	৩	৯০২
আসা (সতর্ককারী আসা কাফিরদের নিকট বিস্ময়কর ব্যাপার)	৫০-ক্বাফ	২	৯২২
আসা (সম্প্রদায়কে সতর্ক করা যাদের মাঝে সতর্ককারী আসেনি)	৩২-সাজদা	৩	৮৩০
আসা (সতর্ককারী আসায় কফিরদের বিস্ময়)	৩৮-সোয়াদ	৪	৮৬৬
আসা (সতর্ককারী আসা সম্পর্কে জাহান্নামিদেরকে রক্ষীদের জিজ্ঞাসা)	৬৭-মুলক	৮	৯৭২
আসা (সতর্ককারী আসা সম্পর্কে জাহান্নামিদের স্বীকারোক্তি)	৬৭-মুলক	৯	৯৭২
আসা (সতর্ককারী আসেনি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করবেন রাসূল)	২৮-কাসাস	৪৬	৮১২
কাফিরদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল (দুনিয়াতে)	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
কুরআন সতর্ককারী (সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে)	৪১-ফুস্সিলাত	৪	৮৮৬
জগতসমূহের জন্য সতর্ককারী (রাসূল স.)	২৫-ফুরকান	১	৭৮২
জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ (বিত্তবান দের গোমরাহি প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২৩	৮৯৭
জ্বিনরা সতর্ককারীরূপে সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়েছিল	৪৬-আহ্কাফ	২৯	৯১১
নবীগণকে সতর্ককারীরূপে প্রেরণ...	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
নবীকে সতর্ককারী হিসাবে আল্লাহ পাঠিয়েছেন	৩৩-আহযাব	৪৫	৮৩৭
নূহকে সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারীরূপে প্রেরণ প্রসঙ্গ	১১-হূদ	২৫	৬৬৮
নূহ আ. সুস্পষ্ট সতর্ককারী (সম্প্রদায়ের প্রতি)	২৬-শু'আরা	১১৫	৭৯৪
নূহ আ. তার সম্প্রদায়ের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছিলেন	৭১-নূহ	২	৯৮৪
পাঠানো (সতর্ককারী না পাঠিয়ে আল্লাহ জনপদ ধ্বংস করেন না)	২৬-শু'আরা	২০৮	৭৯৮
পাঠানো (সতর্ককারী পাঠাতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	২৫-ফুরকান	৫১	৭৮৬
প্রেরণ (সতর্ককারী প্রেরণ করা হয়নি পূর্বে, মক্কার কাফিরদের প্রতি)	৩৪-সাবা	৪৪	৮৪৫
প্রেরণ (সতর্ককারী প্রেরণ করলেই জনপদের বিত্তবানরা বলত...)	৩৪-সাবা	৩৪	৮৪৪
প্রেরণ (পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষদের জন্য সতর্ককারী প্রেরণ)	৩৭-সাফ্ফাত	৭২	৮৬০
ফেরেশতা সতর্ককারীরূপে রাসূল স. এর সাথে থাকার দাবী	২৫-ফুরকান	৭	৭৮২
মানুষের জন্য (সাকার মানুষের জন্য সতর্ককারী)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৬	৯৯২
মানুষের জন্য মুহাম্মাদ সা. কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী	২২-হাজ্জ	৪৯	৭৬২
মুহাম্মদ সা. মানুষের জন্য কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী	২২-হাজ্জ	৪৯	৭৬২
মুহাম্মদ স. সতর্ককারী (মানব জাতির জন্য)	১১-হূদ	২	৬৬৫
মুহাম্মদ স. কেবল একজন সতর্ককারী (কাফিরদের প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
রাসূল স. কে সতর্ককারীরূপে প্রেরণ	২-বাক্বারা	১১৯	৫১৩
রাসূল স. কে সতর্ককারীরূপেপ্রেরণ করেছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৫৬	৭৮৬
রাসূল স. কে সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	১৭-ইসরা	১০৫	৭২৩
রাসূল স. কে সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৪৮-ফাতহ	৮	৯১৬
রাসূল স. কে সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৩৫-ফাতির	২৪	৮৪৮
রাসূল (কেবল তার যে কিয়ামতকে ভয় করে)	৭৯-নাযি'আত	৪৫	১০০৫
রাসূল স. কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী	২৯-আনকাবূত	৫০	৮২০
রাসূল স. আসেনি সতর্ককারী হিসাবে...	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
রাসূল স. সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা (মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
রাসূল স. সতর্ককারী (কঠিন শাস্তির পূর্বে)	৩৪-সাবা	৪৬	৮৪৫
রাসূল স. সতর্ককারী হিসাবে এসেছেন...	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
রাসূল স. কে সতর্ককারীরূপে প্রেরণ (মানবজাতির জন্য)	৩৪-সাবা	২৮	৮৪৩
রাসূল স. যাতে সতর্ককারী হতে পারেন (কুরআন অবতীর্ণের কারণ)	২৬-শু'আরা	১৯৪	৭৯৮
রাসূলগণ প্রেরিত হন (সতর্ককারীরূপে)	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ	৬-আন'আম	৪৮	৬০০
রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
রাসূল স. স্পষ্ট সতর্ককারী, তিনি পাগল নন	৭-আ'রাফ	১৮৪	৬৩০
রাসূল স. স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র	৩৮-সোয়াদ	৭০	৮৭০
রাসূল স. সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র	৫১-যারিয়াত	৫১	৯২৮
রাসূল স. সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র	৫১-যারিয়াত	৫০	৯২৮
রাসূল স. সতর্ককারী মাত্র	৩৮-সোয়াদ	৬৫	৮৬৯
রাসূল স. পথভ্রষ্টদের জন্য সতর্ককারী	২৭-নামল	৯২	৮০৭
রাসূল স. একজন সতর্ককারী মাত্র	১৩-রা'দ	৭	৬৮৮
রাসূল স. প্রকাশ্য সতর্ককারী	১৫-হিজর	৮৯	৭০২
রাসূল স. তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র	৪৬-আহ্কাফ	৯	৯০৮
রাসূল স. একজন সতর্ককারী মাত্র (মানবজাতির প্রতি)	৩৫-ফাতির	২৩	৮৪৮
সকল উম্মতের মাঝে সতর্ককারী প্রেরিত হয়েছে	৩৫-ফাতির	২৪	৮৪৮
সুস্পষ্ট (রাসূল স. সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র)	৬৭-মুলক	২৬	৯৭৪
হূদ আ.কে আদ সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারীরূপে প্রেরণ	৪৬-আহ্কাফ	২১	৯১০
সতর্ককৃত			
পরিণাম (সতর্ককৃতদের পরিণাম লক্ষ্য করার নির্দেশ)	৩৭-সাফ্ফাত	৭৩	৮৬০
পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ (সতর্ককৃত লূত সম্প্রদায়ের উপর)	২৬-শু'আরা	১৭৩	৭৯৭
সতর্কতা			
উপদেশ অর্পণ (সতর্কতাস্বরূপ...)	৭৭-মুরসালাত	৬	৯৯৭
গ্রহণ/অবলম্বন (মুমিনদের সতর্কতাগ্রহণ/অবলম্বন, যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭১	৫৬৫
যুদ্ধক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন (নামাজ আদায় প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
যোদ্ধাদের অসুস্থতার ক্ষেত্রেও সতর্কতা (অস্ত্র রেখে দেয়া প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
সতর্ক দৃষ্টি			
প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন	৮৯-ফাজর	১৪	১০২১
সতর্ক-প্রস্তুত			
ঈমানদারদেরকে যুদ্ধের জন্য সতর্ক-প্রস্তুত থাকার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	২০০	৫৫৫
সতর্কীকরণ			
অস্বীকার (সতর্কীকরণ মিথ্যা অভিহিত করেছিল লূত সম্প্রদায়)	৫৪-কামার	৩৩	৯৩৭
আদ সম্প্রদায়কে সতর্কীকরণ কেমন ছিল!	৫৪-কামার	১৮	৯৩৭
আদ সম্প্রদায়কে সতর্কীকরণ (শাস্তির ব্যাপারে)	৫৪-কামার	২১	৯৩৭
আসা (ফির'আউন বংশের নিকট সতর্কীকরণ এসেছিল)	৫৪-কামার	৪১	৯৩৮
আস্বাদন (লূত সম্প্রদায়কে সতর্কীকরণ আস্বাদনের নির্দেশ)	৫৪-কামার	৩৯	৯৩৮
আস্বাদন (লূত সম্প্রদায়কে সতর্কীকরণ আস্বাদন করার নির্দেশ)	৫৪-কামার	৩৭	৯৩৮
কাফিরদেরকে সতর্কীকরণ তাদের কোন উপকারে আসেনি)	৫৪-কামার	৫	৯৩৬
কাজে না আসা (সতর্কীকরণ অবিশ্বাসীদের কাজে আসে না)	১০-ইউনুস	১০১	৬৬৩
ছামূদ সম্প্রদায়কে আল্লাহর সতর্কীকরণ	৫৪-কামার	৩০	৯৩৭
ছামূদ সম্প্রদায় সতর্কীকরণকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল	৫৪-কামার	২৩	৯৩৭
জানতে পারবে কাফিরা (কেমন ছিল সতর্কীকরণ)	৬৭-মুলক	১৭	৯৭৩
নূহের সম্প্রদায়কে সতর্কীকরণ	৫৪-কামার	১৬	৯৩৬
পূর্ববর্তী সতর্কীকরণের ন্যায় সতর্কীকরণ	৫৩-নাজম	৫৬	৯৩৫
সন্দেহ (সতর্কীকরণ সম্পর্কে লূত সম্প্রদায়ের সন্দেহ পোষাণ)	৫৪-কামার	৩৬	৯৩৭
সত্য (অনিবার্য)			
জানানো (অনিবার্য সত্য কিয়ামত সম্পর্কে কে জানাবে?)	৬৯-হাক্কাহ্	৩	৯৭৮
মহাপ্রলয় অনিবার্য সত্য (কিয়ামাত প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	২	৯৭৮
মহাপ্রলয় অনিবার্য সত্য (কিয়ামাত প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	১	৯৭৮
সতীত্ব রক্ষা			
মারইয়ামের লজ্জাস্থান সুরক্ষিত রাখা/সতীত্ব রক্ষা প্রসঙ্গ	৬৬-তাহরীম	১২	৯৭১
সতীত্ব (লজ্জাস্থান)			
মারইয়ামের লজ্জাস্থান/সতীত্ব সুরক্ষিত রাখা প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
সত্য (আরো দেখুন হক/অধিকার শব্দটি)			
অনিবার্য সত্য মহাপ্রলয় (কিয়ামাত প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	২	৯৭৮
অনিবার্য সত্য মহাপ্রলয় (কিয়ামাত প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	১	৯৭৮
অনুসরণ (সত্য যদি অনুসরণ করত কাফিরদের প্রবৃত্তি তবে...)	২৩-মু'মিনূন	৭১	৭৭০
অনুসরণ (যারা ঈমান এনেছে তারা সত্যের অনুসরণ করে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩	৯১২
অনুমান (সত্যের মুকাবিলায় অনুমান কাজে আসবে না)	৫৩-নাজম	২৮	৯৩৩
অপছন্দকারী (কাফিররা সত্য অপছন্দকারী)	২৩-মু'মিনূন	৭০	৭৭০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সত্য (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
অবতীর্ণ (সত্য অবতীর্ণ হওয়ায় অন্তর বিগলিত হওয়া)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
অবতীর্ণ (সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	৩	৫৩৬
অবতীর্ণ (রাসূল স. এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য)	১৩-রা'দ	১	৬৮৮
অবিশ্বাস (সত্য অবিশ্বাসকারীদের সাথে বন্ধুত্ব)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
অবিশ্বাসীরা সত্য কুরআনকে বলে 'সুস্পষ্ট জাদু'	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
অবতীর্ণ (মানুষের মধ্যে ফয়সালার জন্য সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ)	৪-নিসা	১০৫	৫৭০
অস্বীকার (সত্যকে অস্বীকারকারী সবচেয়ে বড় জালিম)	৩৯-যুমার	৩২	৮৭৪
অস্বীকার (মুশরিকদের কাছে সত্য/কুরআন আসার পর তা...)	৪৩-যুখরুফ	৩০	৮৯৮
অস্বীকার (কাফিররা সত্য অস্বীকার করেছে)	৫০-ক্বাফ	৫	৯২২
আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে আল্লাহ সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
আগুনের শাস্তি সত্য (কিয়ামতে কাফিরদের স্বীকৃতি)	৪৬-আহ্কাফ	৩৪	৯১১
আয়াত সত্যসহ পাঠ করেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট	২-বাক্বারা	২৫২	৫২৯
আয়াত সত্যসহ পাঠ করছেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট	৩-আলে ইমরান	১০৮	৫৪৬
আল্লাহ মহান, মালিক ও সত্য	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য (নূহের পুত্র ও প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৫	৬৬৯
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে)	৪৫-জাছিয়া	৩২	৯০৭
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য	৫১-যারিয়াত	২৩	৯২৬
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য (পুনরুত্থান/শাস্তি প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৫৫	৬৫৯
আল্লাহ (সকল কর্তৃত্ব তাঁরই)...	১৮-কাহ্ফ	৪৪	৭২৮
আল্লাহ সত্য	২৩-মু'মিনূন	১১৬	৭৭৩
আল্লাহ সত্য ও সর্বশক্তিমান (তিনি মৃতকে জীবিত করেন)	২২-হাজ্জ	৬	৭৫৮
আল্লাহ সম্পর্কে মূসার সত্য বলা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১০৫	৬২২
আল্লাহ সম্পর্কে সত্য বলার নির্দেশ (আহলে কিতাবদের)	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
আল্লাহর (সত্য ইলাহ হবার অধিকার আল্লাহরই)	২৮-কাসাস	৭৫	৮১৪
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (পুনরুত্থানের বিষয়ে)	৪৬-আহ্কাফ	১৭	৯০৯
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য	৪০-মু'মিন	৫৫	৮৮২
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য (সৎ/অসৎ কাজের প্রতিদান)	৩৫-ফাতির	৫	৮৪৬
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত প্রসঙ্গে)	১৮-কাহ্ফ	২১	৭২৬
আল্লাহর কথা সত্য (মানুষ ও জিন দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করা প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্দা	১৩	৮৩১
আল্লাহর কথাই সত্য	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
আল্লাহর এ বাণী সত্য হয়েছে,'পাপীরা ঈমান আনবে না'	১০-ইউনুস	৩৩	৬৫৭
আল্লাহই সত্য (অন্য উপাস্যরা মিথ্যা)	৩১-লুকমান	৩০	৮২৯
আল্লাহই সত্য, মুশরিকরা যাকে ডাকে তা মিথ্যা/বাতিল	২২-হাজ্জ	৬২	৭৬৪
আসা (সত্য আসলে আল্লাহর নির্দেশ স্পষ্ট হল)	৯-তাওবা	৪৮	৬৪৫
আসা (সত্য আসলে সম্প্রদায় বলল- মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল...)	২৮-কাসাস	৪৮	৮১২
আসা (সত্য আসার পর তাকে মিথ্যা অভিহিতকারী বড় জালিম)	২৯-আনকাবূত	৬৮	৮২১
আসা (সত্য এসেছে মিথ্যা চলে যাবে)	১৭-ইস্রা	৮১	৭২১
আসা (সত্য এসেছে রাসূলে কাছে)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
আসা (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সত্য এসেছে)	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪
আসা (রাসূল স. এর কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে)	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
আসা (মুশরিকদের কাছে রাসূল স. ও সত্য আসল)	৪৩-যুখরুফ	২৯	৮৯৮
আসা (কাফিরদের নিকট আসা সত্যকে তারা জাদু বলে)	৪৬-আহ্কাফ	৭	৯০৮
আসন (মুত্তাকীরা জান্নাতে মহাশক্তিমান মালিকের সান্নিধ্যে থাকবে)	৫৪-কামার	৫৫	৯৩৮
আসা (যে সত্য নিয়ে এসেছে/যে সত্য বলে মেনেছে তারা মুত্তাকী	৩৯-যুমার	৩৩	৮৭৪
আসা (আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য আসার পর জাদু আখ্যা দেয়া!)	১০-ইউনুস	৭৭	৬৬১
আহ্বান (সত্যের আহ্বান আল্লাহর জন্যই)	১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯
ঈমান (আগত সত্যের প্রতি নাসারাদের ঈমান আনা প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৮৪	৫৯১
উপদেশ (সত্যের উপদেশদানকারীগণ ক্ষতির মধ্যে নেই)	১০৩-আস্র	৩	১০৩২
উপলব্ধিকারীর সাক্ষ্য (সত্য উপলব্ধি/সাক্ষ্য প্রদান/সুপারিশ..)	৪৩-যুখরুফ	৮৬	৯০১
উপমা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য (মুমিনগণ বলে)	২-বাক্বারা	২৬	৫০৪
এটাই সত্য (ইবলিস ও অনুসারীদের দিয়ে জাহান্নাম পূর্তি)	৩৮-সোয়াদ	৮৪	৮৭০
এনে দেয়া (সত্য এনে দিয়েছেন আল্লাহ, কাফিরদের নিকট)	২৩-মু'মিনূন	৯০	৭৭১
এসেছে (সত্য এসেছে)	৩৪-সাবা	৪৯	৮৪৫
এসেছে (সত্য এসেছে, রাসূল স. এর কাছে)	১১-হূদ	১২০	৬৭৬
ওজন সত্য, কিয়ামতে পাপ-পুণ্যের ওজন প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	৮	৬১৩
কথা বলা (সত্য কথা বলবে কিতাব বা আমলনামা)	২৩-মু'মিনূন	৬২	৭৬৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কথা (সত্য কথা এই যে, ঈসা আ. মারইয়ামের পুত্র)	১৯-মারইয়াম	৩৪	৭৩৬
কথা (কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা যেন সত্য হয়..)	৩৬-ইয়াসীন	৭০	৮৫৬
কথা (কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিপালকের কথা সত্য হওয়া)	৩৭-সাফ্ফাত	৩১	৮৫৮
কথা (আল্লাহর শত্রুদের উপর কিয়ামতে এই কথা সত্য হবে যে...)	৪১-ফুস্সিলাত	২৫	৮৮৮
কাজে আসা (সত্যের বিপরীতে অনুমান মুশরিকের কাজে আসেনা)	১০-ইউনুস	৩৬	৬৫৭
কিয়ামতের দিন সত্য	৭৮-নাবা	৩৯	১০০২
কিয়ামত কি সত্য নয় ?(কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হবে)	৬-আন্'আম	৩০	৫৯৮
কিতাব (সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
কিতাব (সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১৭৬	৫১৯
কিতাব (রাসূল স. এর প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয় তা সত্য)	৩৫-ফাতির	৩১	৮৪৮
কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (রাসূল স. এর প্রতি)	৩৯-যুমার	২	৮৭১
কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৬-আন্'আম	১১৪	৬০৭
কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (মানুষের জন্য)	৩৯-যুমার	৪১	৮৭৪
কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
কুরআন সত্য হওয়া সত্ত্বেও ইহুদীদের অবিশ্বাস প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৯১	৫১০
কুরআন সত্য হলে পাথরের বৃষ্টি প্রার্থনা (কাফিরদের)	৮-আনফাল	৩২	৬৩৫
কুরআন সত্যসহ অবতীর্ণ (প্রতিপালকের কাছ থেকে)	১৬-নাহ্ল	১০২	৭১১
কুরআন সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে	১৭-ইস্রা	১০৫	৭২৩
কুরআন সত্য নিয়ে অবতীর্ণ (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	২-বাক্বারা	১৪৯	৫১৬
কুরআন সত্য, প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (কিতাবপ্রাপ্তরা জানে)	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
কুরআন সত্য বলে স্পষ্ট হওয়ার জন্য নিদর্শন দেখাবেন আল্লাহ	৪১-ফুস্সিলাত	৫৩	৮৯০
কুরআন সত্যসহ অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	১০৫	৭২৩
কুরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে পূর্ববর্তী ঈমানদাররা	২৮-কাসাস	৫৩	৮১২
কুরআন নিশ্চিত সত্য	৬৯-হাক্কাহ্	৫১	৯৮০
কুরআন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সত্য	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
গোপন (সত্যকে জেনে-বুঝে গোপন না করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৪২	৫০৫
গোপন (সত্য গোপন করে আহলি কিতাবরা, জেনেবুঝে)	৩-আলে ইমরান	৭১	৫৪২
গোপন (সত্য গোপন করে কিতাবপ্রাপ্তদের একটি দল...)	২-বাক্বারা	১৪৬	৫১৬
ঘটনা (সত্য ঘটনা, ঈসা আ. প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	৬২	৫৪২
জানানো (অনিবার্য সত্য কিয়ামত সম্পর্কে কে জানাবে ?)	৬৯-হাক্কাহ্	৩	৯৭৮
জানা (কুরআন শুনে নাসারাদের সত্য জানা ও অশ্রুসজল হওয়া প্র.)	৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
জানা (রাসূল স. এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়কে সত্য বলে জানা)	১৩-রা'দ	১৯	৬৯০
জাদু (সত্য আসার পর তাকে জাদু আখ্যা দেয় ফিরআউন)	১০-ইউনুস	৭৬	৬৬১
জ্ঞান (সত্যের জ্ঞান না থাকার কারণে অধিকাংশ মুশরিক উপেক্ষা করে)	২১-আম্বিয়া	২৪	৭৫১
দীন (সত্য দীনসহ রাসূল স. প্রেরণ করেছেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্হ	২৮	৯১৯
দ্বীন (সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ)	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
দ্বীন (সত্য দ্বীন ও পথনির্দেশিকা ও সত্য দীনসহ রাসূল স. প্রেরণ)	৬১-সাফ্ফ	৯	৯৬০
দ্বীন (সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন আল্লাহ রাসূল স. কে)	৯-তাওবা	৩৩	৬৪৩
নিয়ে আসা (ইবরাহীম আ. কি সম্প্রদায়ের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে ?)	২১-আম্বিয়া	৫৫	৭৫৩
নিয়ে আসা (গাভী জবাই প্রসঙ্গে মূসার সত্য নিয়ে আসা)	২-বাক্বারা	৭১	৫০৮
নিক্ষেপ (সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ,মিথ্যার ধ্বংস প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১৮	৭৫১
নিক্ষেপ করেন প্রতিপালক সত্যকে মিথ্যার উপর	৩৪-সাবা	৪৮	৮৪৫
নিয়ে আসা (লূতের নিকট সত্য নিয়ে এসেছে ফেরেশতারা)	১৫-হিজর	৬৪	৭০১
নিয়ে আসা (সত্য ও সুন্দর ব্যাখ্যা নিয়ে আসা, কাফিরদের উপমার)	২৫-ফুরকান	৩৩	৭৮৪
নিয়ে আসা (রাসূল স. প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন)	৪-নিসা	১৭০	৫৭৮
নিশ্চিত সত্য (তীব্র আগুনের দহন)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯৫	৯৪৭
পথ দেখানো (মূসার সম্প্রদায়ের একটি উম্মতের সত্য দ্বারা পথ দেখানো)	৭-আ'রাফ	১৫৯	৬২৭
পথ দেখানো (একটি দল সত্য দ্বারা পথ দেখায়/ন্যায় বিচার করে)	৭-আ'রাফ	১৮১	৬২৯
পরিচালনাকারী (সত্যের দিকে পরিচালনাকারী আল্লাহর আনুগত্য)	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
পরিচালিত করা (সত্যের দিকে পরিচালিত করেন এমন কোন শরীক কি আছে?)	১০-ইউনুস	৩৫	৬৫৭
পরিচালনা (কুরআন সত্যের দিকে পরিচালিত করে)	৪৬-আহ্কাফ	৩০	৯১১
পরিপূর্ণ (সত্য ও ন্যায় পরায়নতায় প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ)	৬-আন্'আম	১১৫	৬০৭
পাঠ (আল্লাহ তার আয়াত রাসূল স. এর কাছে সঠিকভাবে পাঠ করেন)	৪৫-জাছিয়া	৬	৯০৫
পৌঁছানো (আল্লাহ সত্য পৌঁছালেও জাহান্নামিরা অপছন্দকারী ছিল)	৪৩-যুখরুফ	৭৮	৯০১
প্রভূ (মৃত্যুর পর সত্য প্রভূ আল্লাহর দিকে ফিরানো হয়)	৬-আন্'আম	৬২	৬০১
প্রভূ (আল্লাহই সকলের সত্য/প্রকৃত প্রভূ)	১০-ইউনুস	৩০	৬৫৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সত্য (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিশ্রুতি (প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য হিসাবে পেয়েছে জান্নাতিরা)	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
প্রকাশ (এখন সত্য প্রকাশ পেয়েছে- আযীযের স্ত্রী বলল)	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
প্রতিপালক (আল্লাহই মানুষের সত্য/প্রকৃত প্রতিপালক)	১০-ইউনুস	৩২	৬৫৭
প্রতিপালক সত্য বলেছেন	৩৪-সাবা	২৩	৮৪৩
প্রতিষ্ঠিত (সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন আল্লাহ)	৮-আনফাল	৭	৬৩২
প্রতিষ্ঠিত (সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আল্লাহ)	৮-আনফাল	৮	৬৩২
প্রতিষ্ঠিত হওয়া (মূসার লাঠি নিক্ষেপ ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১১৮	৬২৩
প্রতিশ্রুতি(সত্য প্রতিশ্রুতি/কিয়ামত নিকটবর্তী হলে কাফিরের চোখ স্থির...)	২১-আম্বিয়া	৯৭	৭৫৬
প্রতিশ্রুতি সত্য, আল্লাহর (ক্ষমা ও জান্নাত প্রসঙ্গ)	৪৬-আহ্কাফ	১৬	৯০৯
প্রতিশ্রুতি সত্য হিসাবে পেয়েছে কি আগুনের অধিবাসীরা...	৭-আ'রাফ	৪৪	৬১৭
প্রতিষ্ঠিত (আল্লাহ তার বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
প্রতিষ্ঠা (অপরাধীরা অপছন্দ করলেও আল্লাহ সত্য প্রতিষ্ঠা করেন)	১০-ইউনুস	৮২	৬৬২
প্রতিশ্রুত (সত্য প্রতিশ্রুতি যা আল্লাহর পালনীয়)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
প্রতিশ্রুতি, আল্লাহর (ইয়াজুজ মাজুজ প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৯৮	৭৩২
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	২৮-কাসাস	১৩	৮০৯
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কাফিরদের শাস্তি...)	৪০-মু'মিন	৭৭	৮৮৪
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	৩০-রূম	৬০	৮২৬
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	৫১-যারিয়াত	৫	৯২৫
প্রতিশ্রুতি(আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, জান্নাত দান প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৯	৮২৭
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, পুনরুত্থান সম্পর্কে)	১৬-নাহ্ল	৩৮	৭০৬
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহ সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,শয়তান বলবে)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি,মুমিনদের জান্নাত দানের)	৪-নিসা	১২২	৫৭২
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
প্রতিশ্রুতি (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
প্রতিপালকের বাণী সত্য হয়েছে যাদের উপর...	১০-ইউনুস	৯৬	৬৬৩
প্রতিপালকের বাণী (কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হয়েছে)	৪০-মু'মিন	৬	৮৭৮
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য	৩-আলে ইমরান	৬০	৫৪১
প্রতিপালকের পক্ষ হতে (যার ইচ্ছা ঈমান আনুক/কুফরী করুক)	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য (নাযিলকৃত কিতাব)	২-বাক্বারা	১৪৭	৫১৬
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সত্য (কুরআন)	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল স. এর কাছে সত্য/কুরআন এসেছে	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সত্য এসেছে	১০-ইউনুস	১০৮	৬৬৪
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সত্য (কুরআন)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত সত্য (কুরআন প্রসঙ্গ)	৩২-সাজদা	৩	৮৩০
প্রেরণ (রাসূল স. কে সত্যসহ প্রেরণ)	২-বাক্বারা	১১৯	৫১৩
ফয়সালা (সত্যের সাথে ফয়সালার জন্য আল্লাহর কাছে রাসূল স. এর দোয়া)	২১-আম্বিয়া	১১২	৭৫৭
ফেরেশতা প্রেরণ করেন আল্লাহ সত্যসহ	১৫-হিজর	৮	৬৯৮
বর্ণনা (সত্য ও মিথ্যার বর্ণনা দেন আল্লাহ)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
বর্ণনা (আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের সংবাদ..)	১৮-কাহ্ফ	১৩	৭২৫
বর্ণনা (আল্লাহ সত্য বর্ণনা করেন)	৬-আন্'আম	৫৭	৬০১
বলা (আল্লাহ সম্পর্কে সত্য বলার অঙ্গীকার, ইহুদিদের)	৭-আ'রাফ	১৬৯	৬২৮
বলা (আল্লাহ সত্যই বলেন)	৩৮-সোয়াদ	৮৪	৮৭০
বাণী (প্রতিপালকের বাণী সত্য হয়েছে যাদের উপর...)	১০-ইউনুস	৯৬	৬৬৩
বাদানুবাদ (আগুনের অধিবাসীদের বাদানুবাদ সত্য)	৩৮-সোয়াদ	৬৪	৮৬৯
বিতর্ক (সত্য নিয়ে বিতর্ক, রাসূল স. এর সাথে)	৮-আনফাল	৬	৬৩২
বিচ্যুত (সত্য বিচ্যুত হলে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী আছে?)	১০-ইউনুস	৩২	৬৫৭
বিকট শব্দ সত্যিই পাকড়াও করল আদ জাতিকে	২৩-মু'মিনূন	৪১	৭৬৮
বিমুখ (জাহান্নামিদের অধিকাংশই সত্য অপছন্দকারী ছিল)	৪৩-যুখরুফ	৭৮	৯০১
ব্যর্থ করা (সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য বিতর্ক...)	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
ব্যর্থ করার জন্য কাফিররা বিতর্ক করে মিথ্যা দ্বারা...	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯
ভাষা (সত্যভাষী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইবরাহীমের দোয়া)	২৬-শু'আরা	৮৪	৭৯২
মিথ্যা অভিহিত করা (সত্য আসার পর মিথ্যা অভিহিত করা)	৬-আন্'আম	৫	৫৯৬
মিথ্যা অভিহিত করা (সত্য/কুরআনকে, সম্প্রদায় কর্তৃক)	৬-আন্'আম	৬৬	৬০২
মিশ্রিত না করা(সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত না করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৪২	৫০৫
মিশ্রিত (সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে আহলে কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	৭১	৫৪২
মিথ্যা অভিহিত (সত্য আসার পর তাকে মিথ্যা অভিহিতকারী জালিম)	২৯-আনকাবূত	৬৮	৮২১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মীমাংসা (শু'আইব ও সম্প্রদায়ের মাঝে সত্যসহ মীমাংসার জন্য দোয়া)	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
মীমাংসা (সত্যের সাথে মীমাংসা করবেন প্রতিপালক...)	৩৪-সাবা	২৬	৮৪৩
মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (কুরআন) সত্য	৪৭-মুহাম্মাদ	২	৯১২
মূসা আ. সত্যসহ ফিরআউনের নিকট আসলেন	৪০-মু'মিন	২৫	৮৮০
মৃত্যুযন্ত্রণা সত্য নিয়ে আসবে	৫০-ক্বাফ	১৯	৯২৩
রাসূল স. কে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর যারা কুফরী করে...	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
রাসূল স. কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৩৫-ফাতির	২৪	৮৪৮
রাসূল স. কে সত্যসহ বের করলেন প্রতিপালক (ঘর থেকে)	৮-আনফাল	৫	৬৩২
রাসূল সত্য নিয়ে এসেছেন	৩৭-সাফ্ফাত	৩৭	৮৫৮
রাসূল স্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত	২৭-নামল	৭৯	৮০৬
রাসূলগণ সত্য বলেছেন কিয়ামত সম্পর্কে (কাফিরদের স্বীকার)	৩৬-ইয়াসীন	৫২	৮৫৫
রাসূলগণ সত্যসহ এসেছিলেন (কিয়ামতে কাফিরা বলবে)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
রাসূলগণ সত্যসহ এসেছিলেন (প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৭-আ'রাফ	৪৩	৬১৬
রাসূল স. সত্য নিয়ে এসেছেন	২৩-মু'মিনূন	৭০	৭৭০
রাসূল স. এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সত্য...	৩৪-সাবা	৬	৮৪১
লজ্জাবোধ(সত্যের বিষয়ে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে (কাফিরদের প্রতি)	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে যার উপর তাকে রক্ষার কেউ নেই	৩৯-যুমার	১৯	৮৭২
শাস্তি সত্য হয়েছিল (রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলার শাস্তি)	৩৮-সোয়াদ	১৪	৮৬৬
শাস্তি/পুনরুত্থান অবশ্যই সত্য (জালিমদেরকে রাসূল স. বলেন)	১০-ইউনুস	৫৩	৬৫৯
শুনতে পাওয়া (সত্যিই শুনতে পাবে মানুষ বিকট শব্দ)	৫০-ক্বাফ	৪২	৯২৪
সংবাদ (সত্যসহ সংবাদ পাঠ করছেন আল্লাহ, রাসূল স. এর নিকট)	২৮-কাসাস	৩	৮০৮
সংবাদ সত্যসহ পাঠ করার নির্দেশ (আদমের দুই পুত্রের সংবাদ)	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
সঠিক পথ প্রদর্শন (সত্যের ব্যাপারে সঠিক পথ প্রদর্শন...)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
সাক্ষ্যদান অধিকতর সত্য (পূর্বের সাক্ষীদ্বয়ের চেয়ে...)	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
সুস্পষ্ট হওয়া (সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরও আহলে কিতাব...)	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
সুস্পষ্ট (আল্লাহ সুস্পষ্ট সত্য, কিয়ামতে মানুষ জানতে পারবে)	২৪-নূর	২৫	৭৭৬
সুসংবাদ (সত্য সুসংবাদ ইবরাহীমকে, সন্তান লাভ প্রসঙ্গে)	১৫-হিজর	৫৫	৭০০
সৃষ্টি (আল্লাহ সত্যসহ সঠিক লক্ষ্যে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
সৃষ্টি (আল্লাহ সত্যসহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	২৯-আনকাবূত	৪৪	৮১৯
সৃষ্টি (সত্যসহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৩০-রূম	৮	৮২২
সৃষ্টি, সত্যসহ (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন)	৬৪-তাগাবুন	৩	৯৬৬
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন)	১৪-ইবরাহীম	১৯	৬৯৫
সত্য অপছন্দকারী			
জাহান্নামিদের অধিকাংশই সত্য অপছন্দকারী ছিল	৪৩-যুখরুফ	৭৮	৯০১
সত্যকথা			
আল্লাহ সত্য কথাই বলেন	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
সত্যতা			
কিতাবের সত্যতার স্বীকৃতি দান করেছিল মারইয়াম	৬৬-তাহ্রীম	১২	৯৭১
বাণীর (আল্লাহর বাণীর সত্যতার স্বীকৃতি দান করেছিল মারইয়াম)	৬৬-তাহ্রীম	১২	৯৭১
সত্যপথ			
অবিচল (জিন সত্যপথে অবিচল থাকলে প্রচুর পানি পান করানো হত)	৭২-জিন্	১৬	৯৮৭
সত্য প্রমাণ			
ইবলিস সত্য প্রমাণ করল তার ধারণা (সাবাবাসীদের উপর)	৩৪-সাবা	২০	৮৪৩
সত্য বলা			
আল্লাহ ও রাসূল স. সত্য বলেছেন (খন্দকের শত্রু দল প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২২	৮৩৫
আল্লাহ সত্য বলেছেন	৩-আলে ইমরান	৯৫	৫৪৫
ঈসা আ. সত্য বলেছেন, হাওয়ারীরা জানতে পারবে (আকাশ থেকে খাদ্য...)	৫-মায়িদা	১১৩	৫৯৪
উত্তমকে (যা উত্তম তাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়া)	৯২-লাইল	৬	১০২৫
জামার সামনে ছেঁড়া হলে স্ত্রীলোকটি সত্য বলেছে...	১২-ইউসুফ	২৬	৬৭৯
জেনে নেয়া (ঈমানের ব্যাপারে কে সত্য বলে তা আল্লাহ জেনে নিবেন)	২৯-আনকাবূত	৩	৮১৬
যুদ্ধে না যাওয়ার ব্যাপারে যারা সত্য বলছে (তবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৩	৬৪৪
হুদহুদ সত্য বলেছে নাকি মিথ্যাবাদী তা সুলাইমান আ. কর্তৃক যাচাই	২৭-নামল	২৭	৮০২
সত্য বলে মানা			
সত্যকে সত্য বলে মেনেছে যারা তারাই মুত্তাকী	৩৯-যুমার	৩৩	৮৭৪
সত্যবাদিতা			
জিজ্ঞাসা (সত্যবাদীদেরকে সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা)	৩৩-আহযাব	৮	৮৩৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সত্যবাদিতা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিদান(সত্যবাদিতার জন্য আল্লাহর প্রতিদান, খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা উপকারে আসবে (কিয়ামতে...)	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
সত্যবাদী			
অপবাদ আরোপকারীরা সত্যবাদী হলে কিতাব নিয়ে আসুক...	৩৭-সাফফাত	১৫৭	৮৬৪
আয়াত পাঠকারী সত্যবাদী হলে পিতৃপুরুষদের হাযির করার দাবি...	৪৫-জাছিয়া	২৫	৯০৭
আল্লাহ (কথায় আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সত্যবাদী ?)	৪-নিসা	৮৭	৫৬৮
আল্লাহ ও রাসূল স. এর সাহায্যকারীরা সত্যবাদী	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়াই মুনাফিকদের জন্য কল্যাণকর হত	৪৭-মুহাম্মাদ	২১	৯১৪
আল্লাহ অবশ্যই সত্যবাদী (ইহুদীদেরকে অবাধ্যতার প্রতিফল প্র.)	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সত্যবাদী? (কথায়)	৪-নিসা	১২২	৫৭২
ইউসুফের ভাইয়েরা সত্যবাদী	১২-ইউসুফ	৮২	৬৮৪
ইউসুফের ভাইয়েরা সত্যবাদী হলেও (পিতা বিশ্বাস করবে না)	১২-ইউসুফ	১৭	৬৭৮
ইউসুফকে কারামুক্ত ব্যক্তি বলল- 'হে সত্যবাদী মতামত দাও...)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
ইউসুফ আ. সত্যবাদী (আযীযের স্ত্রী স্বীকার করল)	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
ইউসুফ আ. সত্যবাদী (জামার পিছন ছেঁড়া হলে)	১২-ইউসুফ	২৭	৬৭৯
ইদরিস সত্যবাদী নবী ছিল	১৯-মারইয়াম	৫৬	৭৩৭
ইবরাহীম আ. সত্যবাদী নবী ছিল	১৯-মারইয়াম	৪১	৭৩৬
ইহুদীরা দাবীতে সত্যবাদী হলে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ... (আল্লাহর বন্ধু...)	৬২-জুমু'আ	৬	৯৬২
ইহুদী-নাসারাগণ সত্যবাদী হলে প্রমাণ নিয়ে আসার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১১১	৫১৩
ইহুদীরা সত্যবাদী হলে (রাসূলদেরকে কেন হত্যা করেছিল?)	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
ইহুদীরা সত্যবাদী হলে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করুক	২-বাক্বারা	৯৪	৫১১
ঈমানদারদেরকে সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়ার নির্দেশ	৯-তাওবা	১১৯	৬৫২
ঈমান আনার পর যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে জীবন ও সম্পদ দিয়ে	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
ঈমান আনার পর যারা সন্দেহ পোষন না করে আল্লাহর পথে জিহাদ করে	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
কথায় আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সত্যবাদী?	৪-নিসা	৮৭	৫৬৮
কাফিরা সত্যবাদী হলে কুরআনের অনুরূপ কথা উপস্থিত করুক	৫২-তূর	৩৪	৯৩১
কাফির সত্যবাদী হলে দশটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসুক!	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
কাফিররা সত্যবাদী হলে (আল্লাহর শাস্তি/কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৪০	৫৯৯
কাফিররা সত্যবাদী হলে (অধিক পথ প্রদর্শনকারী কিতাব...)	২৮-কাসাস	৪৯	৮১২
কাফিররা সত্যবাদী হলে কুরআনের অনুরূপ সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ	২-বাক্বারা	২৩	৫০৩
ছামুদের নয় পরিবার প্রধানের সত্যবাদী দাবী(সালিহকে আক্রমণ প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৯	৮০৪
জিজ্ঞাসা (সত্যবাদীদেরকে সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা)	৩৩-আহযাব	৮	৮৩৩
নবীগণ (কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে)	৩৬-ইয়াসীন	৪৮	৮৫৪
নবীরা সত্যবাদী হলে প্রতিশ্রুত শাস্তির সময় জানানোর দাবী...	১০-ইউনুস	৪৮	৬৫৯
নূহ আ. সত্যবাদী হলে জাতিকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসার দাবী	১১-হূদ	৩২	৬৬৮
প্রতিদান (সত্যবাদীদেরকে আল্লাহর প্রতিদান, খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৪	৮৩৫
ফায়সালা (কিয়ামত) সম্পর্কে সত্যবাদী হলে তা কখন হবে...	৩২-সাজদা	২৮	৮৩২
ফেরেশতাগণ সত্যবাদী হলে সবকিছুর নাম বলার নির্দেশ (আদম আ. সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৩১	৫০৪
ফেরেশতারা সত্যবাদী (লূতকে জানাল ফেরেশতারা)	১৫-হিজর	৬৪	৭০১
বনী ইসরাঈল সত্যবাদী হলে তাওরাত পাঠ করুক...	৩-আলে ইমরান	৯৩	৫৪৫
মাসীহ এর মা সত্যবাদী (মারইয়াম)	৫-মায়িদা	৭৫	৫৯০
মানুষ সত্যবাদী হলে কণ্ঠাগত প্রাণ ফিরায় না কেন?	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৭	৯৪৭
মুশরিকরা সত্যবাদী হলে সূরা রচনার জন্য শরীকদের ডাকুক	১০-ইউনুস	৩৮	৬৫৮
মুশরিকরা সত্যবাদী হলে শিরকের পক্ষে প্রমাণ হাজির প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
মুমিনরা সত্যবাদী হলে (প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তায়িত হবে তা...)	৬৭-মুলক	২৫	৯৭৩
মুমিনরা সত্যবাদী হলে বলুক (প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে)	৩৪-সাবা	২৯	৮৪৩
মুমিনদেরকে ঈমানের দিকে পথপ্রদর্শন করে ধন্য করেছেন আল্লাহ...	৪৯-হুজুরাত	১৭	৯২১
মুত্তাকী ও সত্যবাদী তারাই যারা...	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
মুত্তাকীরা সত্যবাদী	৩-আলে ইমরান	১৭	৫৩৭
মুমিনগণ, যারা ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষন না করে জিহাদ করে...	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
মুনাফিকরা সত্যবাদী হলে মৃত্যুকে প্রতিহত করুক...	৩-আলে ইমরান	১৬৮	৫৫২
মুশরিকরা সত্যবাদী হলে আল্লাহকে অবহিত করার নির্দেশ	৬-আন্'আম	১৪৩	৬১০
মুশরিকরা সত্যবাদী হলে... (শরীকরা সাড়া দেয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৯৪	৬৩১
মুসা সত্যবাদী হলে প্রতিপালকের স্বপক্ষে দলিল নিয়ে আসা	২৬-শু'আরা	৩১	৭৮৯
মূসা আ. সত্যবাদী হলে শাস্তির কিছু অংশ আপতিত হবেই	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
মূসা আ. সত্যবাদী হয়ে থাকলে নিদর্শন পেশের আহবান	৭-আ'রাফ	১০৬	৬২২
রাসূল স. সত্যবাদী হওয়া (পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হওয়া প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৭১	৮০৬
রাসূল স. সত্যবাদী হলে.. (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে)	২১-আম্বিয়া	৩৮	৭৫২
রাসূল স. সত্যবাদী হলে পূর্ব পুরুষদেরকে উপস্থিত করার দাবী...	৪৪-দুখান	৩৬	৯০৩
রাসূল স. সত্যবাদী হলে (ফেরেশতা নিয়ে আসার দাবি, কাফিরদের)	১৫-হিজর	৭	৬৯৮
লূতের সত্যবাদী হওয়ার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ (সম্প্রদায় কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
শরীকদেরকে উপস্থিত করুক অপরাধীরা (সত্যবাদী হলে)	৬৮-ক্বালাম	৪১	৯৭৭
শিরকের বিষয়ে সত্যবাদী হলে তার পক্ষে প্রমাণ আনার চ্যালেঞ্জ	৪৬-আহ্কাফ	৪	৯০৮
শুআইব সত্যবাদী হলে আইকাবাসীর উপর আকাশের খন্ড ফেলা...	২৬-শু'আরা	১৮৭	৭৯৭
সঙ্গী (নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণগণ উত্তম সঙ্গী)	৪-নিসা	৬৯	৫৬৫
সত্যবাদিতা সত্যবাদীদের উপকারে আসবে (কিয়ামতে...)	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
সাক্ষ্য (সত্যবাদীতার সাক্ষ্য দিবে স্বামী, চারবার...)	২৪-নূর	৬	৭৭৪
সালিহ আ. সত্যবাদী হলে নিদর্শন নিয়ে আসার আহবান (ছামুদের)	২৬-শু'আরা	১৫৪	৭৯৬
স্বামী সত্যবাদী হলে স্ত্রীর উপর আল্লাহর ক্রোধ...	২৪-নূর	৯	৭৭৪
হূদ সত্যবাদী হলে তাঁর জাতিকে দেখানো ভয়/শাস্তি নিয়ে আসতে বলা	৪৬-আহ্কাফ	২২	৯১০
হূদ সত্যবাদী হলে প্রতিশ্রুত শাস্তি নিয়ে আসতে বলল তার জাতি	৭-আ'রাফ	৭০	৬১৯
সত্যবাদী নারী			
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (সত্যবাদী নারীর জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
সত্যবাদী পুরুষ			
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (সত্যবাদী পুরুষের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
সত্য/বাস্তব			
স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছেন প্রতিপালক (ইউসুফের স্বপ্ন)	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
সত্যভাষী			
ইবরাহীমকে সত্যভাষী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দোয়া	২৬-শু'আরা	৮৪	৭৯২
সত্য (যথার্থ)			
সৃষ্টি (আল্লাহ চাঁদ-সূর্যকে যথার্থ কারণে সৃষ্টি করেন)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
সত্য (সঠিক লক্ষ্য)			
সৃষ্টি (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ/সঠিক লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন)	১৬-নাহ্ল	৩	৭০৩
সত্য			
শাস্তি/পুনরুত্থান কি সত্যি?(রাসূল স. এর কাছে জালিমদের প্রশ্ন)	১০-ইউনুস	৫৩	৬৫৯
সত্যসহ			
অবতীর্ণ (আল্লাহ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন)	৪২-শূরা	১৭	৮৯২
সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু সত্যসহ সৃষ্টি করা হয়েছে)	৪৬-আহ্কাফ	৩	৯০৮
সৃষ্টি (আল্লাহ সত্যসহ/সঠিক লক্ষ্যে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৪৫-জাছিয়া	২২	৯০৬
সত্যসহ (সঠিক)			
বিচার (আল্লাহ সঠিক বিচার করবেন)	৪০-মু'মিন	২০	৮৭৯
সত্য স্বীকার করা			
প্রতিদান দিবসকে সত্য স্বীকার করা নিয়ে মুমিন ও কাফিরের...	৩৭-সাফফাত	৫২	৮৫৯
সত্য হওয়া			
কথা (শাস্তির কথা সত্য হয়েছে যাদের প্রতি, তারা বলবে...)	২৮-কাসাস	৬৩	৮১৩
কথা (শাস্তির কথা সত্য হয়েছে যাদের উপর...)	৪৬-আহ্কাফ	১৮	৯০৯
কথা (অধিকাংশের উপর শাস্তির কথাটি সত্য হয়েছে)	৩৬-ইয়াসীন	৭	৮৫১
পথভ্রষ্টতা (রাসূল স. আসার পরও অনেকের উপর পথভ্রষ্টতা সত্য হয়)	১৬-নাহ্ল	৩৬	৭০৬
শাস্তির কথা সত্য হয় জনপদবাসীর উপর (পাপাচারের কারণে)	১৭-ইস্রা	১৬	৭১৫
শাস্তি সত্য হয়েছিল (আইকাবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়ের প্রতি)	৫০-ক্বাফ	১৪	৯২২
সত্যায়ন			
পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী (কুরআন)	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭
মূসার সত্যতা স্বীকার করার জন্য হারুনকে প্রেরণের প্রার্থনা	২৮-কাসাস	৩৪	৮১১
সত্যায়নকারী			
ঈসা আ. সত্যায়নকারী পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের	৬১-সাফ্ফ	৬	৯৬০
কিতাবের সত্যায়নকারী (কুরআন তাওরাত-ইনজীলের সত্যায়নকারী)	২-বাক্বারা	৮৯	৫১০
কিতাবের সত্যায়নকারী কুরআন (আহলে কিতাবদের কিতাবের)	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩
কিতাবের সত্যায়নকারী রাসূল স. (পূর্ববর্তী কিতাবের)	২-বাক্বারা	১০১	৫১১
কিতাবের (পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারীরূপে কুরআন অবতরণ)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
কিতাব (কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী)	৪৬-আহ্কাফ	১২	৯০৯
কুরআন আহলে কিতাবদের কিতাবের সত্যায়নকারী	৪-নিসা	৪৭	৫৬৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সত্যায়নকারী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী	৩৫-ফাতির	৩১	৮৪৮
কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী	২-বাক্বারা	৯৭	৫১১
কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী	৬-আন্'আম	৯২	৬০৪
কুরআন সত্যায়নকারী (তাওরাত-ইনজীলের)	২-বাক্বারা	৯১	৫১০
কুরআন সত্যায়নকারী (পূর্ববর্তী কিতাবের)	৩-আলে ইমরান	৩	৫৩৬
কুরআন সত্যায়নকারী হওয়া প্রসঙ্গ (তাওরাত ও ইনজীলের)	২-বাক্বারা	৪১	৫০৫
তাওরাতের সত্যায়নকারী ঈসা আ.	৩-আলে ইমরান	৫০	৫৪১
তাওরাতের সত্যায়নকারী রূপে ঈসাকে প্রেরণ	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
তাওরাত-ইনজীলের সত্যায়নকারী (কুরআন)	২-বাক্বারা	৯১	৫১০
পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী (কুরআন)	৪৬-আহ্কাফ	৩০	৯১১
বাণী (ঈসা) এর সত্যায়নকারী হবে ইয়াহইয়া...	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
রাসূল স. সত্যায়নকারী (পূর্ববর্তী কিতাবের)	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
সত্যি			
শাস্তি/পুনরুত্থান কি সত্যি?(রাসূল স. এর কাছে জালিমদের প্রশ্ন)	১০-ইউনুস	৫৩	৬৫৯
সত্যিকার			
রাজত্ব (সত্যিকার রাজত্ব দয়াময় আল্লাহর, কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	২৬	৭৮৪
সত্যে পরিণত করা			
অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে মুমিনরা (খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৩	৮৩৫
প্রতিশ্রুতি আল্লাহ সত্যে পরিণত করেছেন	২১-আম্বিয়া	৯	৭৫০
প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন আল্লাহ (প্রশংসা তার)	৩৯-যুমার	৭৪	৮৭৭
প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছিলেন আল্লাহ (মুমিনদের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
রাসূল স. এর স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেন আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করলেন ইবরাহীম	৩৭-সাফ্ফাত	১০৫	৮৬২
সত্যেপরিণতকারী			
প্রতিশ্রুতি সত্যেপরিণতকারী ছিলেন ইসমাঈল	১৯-মারইয়াম	৫৪	৭৩৭
সত্যের স্বীকৃতি			
বিরত (সত্যের স্বীকৃতি দানে বিরত থাকার পরিণাম প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩১	৯৯৪
সত্তর			
ক্ষমা প্রার্থনা (সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও মুনাফিকদেরকে...)	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
লোক মনোনীত করা (মূসা আ. কর্তৃক সত্তর জন লোককে মনোনীত করা)	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
হাত (জাহান্নামীকে সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে শৃঙ্খলিত করা হবে)	৬৯-হাক্কাহ্	৩২	৯৭৯
সত্তা (চেহারা)			
অবশিষ্ট থাকবে (কেবল প্রতিপালকের চেহারা/সত্তা)	৫৫-রাহ্মান	২৭	৯৪০
প্রতিপালকের চেহারা/সত্তাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে	৫৫-রাহ্মান	২৭	৯৪০
সদকা (আরো দেখুন দান শব্দটি)			
অবকাশ পেলে দান-সদকা করার ইচ্ছা (কিয়ামতে)	৬৩-মুনাফিকূন	১০	৯৬৫
আযীযকে সদকা করতে বললেন ইউসুফের ভাইয়েরা	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
উত্তম (অভাবী ঋণগ্রহীতাকে সদকা/মাফ করাই উত্তম)	২-বাক্বারা	২৮০	৫৩৩
কিসাস সদকা (ক্ষমা) করে দিলে তা ক্ষমাকারীর জন্য কাফফারা	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
নষ্ট না করা (দান-সদকার পর কষ্ট/খোঁটা দিয়ে তা নষ্ট না করা)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
প্রকাশ্যে সদকা করাও ভালো গোপনে সদকা বেশী ভালো	২-বাক্বারা	২৭১	৫৩২
প্রদান (রাসূল স. এর সাথে গোপনে কথা বলারপূর্বে সাদকা প্রদানে ভয়)	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
প্রদান (সাদকা প্রদান করা, রাসূল স. এর সাথে গোপনে কথা বলার পূর্বে)	৫৮-মুজাদালা	১২	৯৫৩
ফিদিয়া (সদকার মাধ্যমে ফিদিয়া দিতে হবে, হজ্জে যদি...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
স্বতঃস্ফূর্ত দানকারী মুমিনদেরকে সদকার ব্যাপারে দোষারোপ	৯-তাওবা	৭৯	৬৪৮
সদকাকারী			
প্রতিদান (সদকাকারীদের প্রতিদান দেন আল্লাহ)	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
সদকা দেয়া			
কাফির ও মুনাফিকরা সাদকা করবে যদি আল্লাহ অনুগ্রহ দান...	৯-তাওবা	৭৫	৬৪৮
সদকা (মাফ)			
রক্তপণ সদকা/মাফ করতে পারে (নিহতের পরিবার)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
সদকা (যাকাত)			
গ্রহণ (সাদকা গ্রহণ করেন আল্লাহ বান্দাদের)	৯-তাওবা	১০৪	৬৫১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
গ্রহণ (যাকাত গ্রহণ, তাদের থেকে যারা অপরাধ স্বীকার...)	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
দেয়া (যাকাত থেকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়)	৯-তাওবা	৫৮	৬৪৬
সদয়			
পিতা মাতার প্রতি সদয় ছিল ইয়াহইয়া	১৯-মারইয়াম	১৪	৭৩৫
মাতার প্রতি সদয় বানিয়েছেন আল্লাহ ঈসাকে	১৯-মারইয়াম	৩২	৭৩৬
সম্প্রদায়ের প্রতি (সদয় হতে পারেন, জুলকারনাইন...)	১৮-কাহ্ফ	৮৬	৭৩২
সদয় ব্যবহার			
ব্যবহার (মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
সদাচরণ			
নির্দেশ (আল্লাহ ন্যায়বিচার/সদাচরণ/দান করার নির্দেশ দেন)	১৬-নাহল	৯০	৭১০
সদাচার (আরো দেখুন ইহসান শব্দটি)			
নিষেধ নয় (সদাচার নিষেধ করেন না আল্লাহ, তাদের সাথে যারা...)	৬০-মুমতাহিনা	৮	৯৫৯
সদুপদেশ			
মুনাফিকদেরকে সদুপদেশ দেয়ার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৪-নিসা	৬৩	৫৬৫
স্ত্রীকে সদুপদেশ দান করতে হবে (অবাধ্য হলে)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
সদ্ব্যবহার (আরো দেখুন ইহসান/সদাচার শব্দটি)			
অভাবগ্রস্তের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহারে বনীইসরাইলের অঙ্গীকার	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
ইয়াতিমদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
ইয়াতিমের প্রতি সদ্ব্যবহারে বনীইসরাইলের অঙ্গীকার	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
নির্দেশ (মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
নির্দেশ(মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ (মানুষকে)	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা আল্লাহর আদেশ	১৭-ইসরা	২৩	৭১৬
পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারে বনীইসরাইলের অঙ্গীকার	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ (দূর/নিকট প্রতিবেশীর)	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ...	২৯-আনকাবূত	৮	৮১৬
মিসকিনের প্রতি সদ্ব্যবহারে বনীইসরাইলের অঙ্গীকার	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
মুসাফিরের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
সঙ্গীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৪-নিসা	৩৬	৫৬১
সন্তর্পণে গমন			
ইবরাহীম আ. সন্তর্পণে গমণ করলেন (ইলাহদের নিকট)	৩৭-সাফ্ফাত	৯১	৮৬১
সন্তুষ্ট			
মুমিনদের সন্তুষ্টি জন্য কসম করবে (অজুহাত পেশকারীরা)	৯-তাওবা	৯৬	৬৫০
সন্তুষ্টি			
আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগামী হয় যারা তাদেরকে পথ প্রদর্শন...	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
প্রতিপালকের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ কামনা...	৫-মায়িদা	২	৫৮০
সন্তান			
অনুসরণ (মুমিনদের সন্তান ঈমানের সাথে অনুসরণ করলে...)	৫২-তূর	২১	৯৩০
অসহায় সন্তান রেখে মারা গেলে কেমন হত তা ভাবা! (ইয়াতিম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯	৫৫৭
আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছেন আল্লাহ	১৭-ইসরা	৭০	৭২০
আদমসন্তানের বংশধরদের তাদের পিঠ থেকে বের করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৭২	৬২৯
আদ সম্প্রদায়কে আল্লাহ সন্তানের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন	২৬-শু'আরা	১৩৩	৭৯৪
আল্লাহ পবিত্র (সন্তান গ্রহণ করা থেকে)	১৯-মারইয়াম	৩৫	৭৩৬
আল্লাহর সন্তান কিভাবে হবে? (তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই)	৬-আন্'আম	১০১	৬০৬
আল্লাহর সন্তান গ্রহণের অপবাদ	২-বাক্বারা	১১৬	৫১৩
আল্লাহ সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র	২১-আম্বিয়া	২৬	৭৫১
আল্লাহ সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র	৩৯-যুমার	৪	৮৭১
আল্লাহ সন্তান হওয়া থেকে পবিত্র	৪-নিসা	১৭১	৫৭৮
ইবরাহীমের সন্তানদের মধ্য থেকে নেতা বানানো প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	১২৪	৫১৪
ইবরাহীমের সন্তানদের প্রতি তার ওসিয়ত	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
ইয়াকুবের সন্তানগণ ইহুদী-নাসারা ছিল কিনা আল্লাহই জানেন	২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সন্তান (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতি তার ওসিয়ত (মৃত্যুকালে)	২-বাক্বারা	১৩৩	৫১৫
ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতি তার ওসিয়ত	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
ইয়াকুবের সন্তানদের উপর অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান	২-বাক্বারা	১৩৬	৫১৫
উপকারে আসবে না পুনরুত্থানের দিন (সন্তান ও সম্পদ)	২৬-শু'আরা	৮৮	৭৯২
ওসিয়ত (ইবরাহীমের সন্তানদের প্রতি তার ওসিয়ত)	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
ওসিয়ত (ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতি তার ওসিয়ত)	২-বাক্বারা	১৩২	৫১৫
কম(বাগানওয়ালার চেয়ে তার সাথীর, বাগানওয়ালা মনে করে)	১৮-কাহ্ফ	৩৯	৭২৭
কিতাবপ্রাপ্তরা সন্তানদের ন্যায় চিনে কিবলা পরিবর্তনকে	২-বাক্বারা	১৪৬	৫১৬
ক্ষতি (নূহের সম্প্রদায় অনুসরণ করে, যার ধন/সন্তান ক্ষতি বৃদ্ধি করে)	৭১-নূহ্	২১	৯৮৫
ক্ষতিপূরণকারী (কিয়ামতে সন্তান পিতার পক্ষে ক্ষতিপূরণকারী হবে না)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
ক্ষতিপূরণ (কিয়ামতে সন্তানের পক্ষে পিতা ক্ষতিপূরণ দিবে না)	৩১-লুকমান	৩৩	৮২৯
গ্রহণ (আল্লাহকে সন্তান গ্রহণের অপবাদ দেয় মুশরিকরা)	১০-ইউনুস	৬৮	৬৬০
গ্রহণ (আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেননি)	২৩-মু'মিনূন	৯১	৭৭১
গ্রহণ! (আল্লাহকে সন্তান গ্রহণের অপবাদ,মুশরিকদের)	১৮-কাহ্ফ	৪	৭২৪
গ্রহণ (দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন, কাফিররা বলে)	১৯-মারইয়াম	৮৮	৭৪০
গ্রহণ (প্রতিপালক স্ত্রী/সন্তান গ্রহণ করেননি, জিন প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	৩	৯৮৬
গ্রহণ (সন্তানগ্রহণ করা শোভনীয় নয়, দয়াময় আল্লাহর জন্য)	১৯-মারইয়াম	৯২	৭৪০
গ্রহণ (সন্তান গ্রহণ করেননি আল্লাহ)	১৭-ইস্রা	১১১	৭২৩
গ্রহণ (সন্তান গ্রহণ করেননি আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	২	৭৮২
চেনা (কিতাবপ্রাপ্তরা কুরআনকে নিজ সন্তানের মত চেনে)	৬-আন্'আম	২০	৫৯৭
ডাকা (সন্তানদেরকে ডাকতে আহ্বান, মুবাহালার জন্য)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
ডাকা (খৃস্টানদের সন্তানদেরকে ডাকতে আহ্বান, মুবাহালার জন্য)	৩-আলে ইমরান	৬১	৫৪১
দয়াময় আল্লাহর সন্তান আছে বলে দাবী (মুশরিকদের)	১৯-মারইয়াম	৯১	৭৪০
দয়াময়ের সন্তান থাকলে রাসূল স. হতেন তার প্রথম ইবাদতকারী!	৪৩-যুখরুফ	৮১	৯০১
দান (সন্তান দানের জন্য যাকারিয়ার প্রার্থনা, প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	৩৮	৫৩৯
দুধ পান (সন্তানকে দুধ পান করানো, পরিশ্রমিক দিয়ে)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
নির্দেশ (সন্তানদের মধ্যে মীরাস বন্টন সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
নিকটতর (সন্তান নাকি পিতা উপকারের দিক থেকে নিকটতর)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
পরীক্ষা মাত্র (মুমিনদের সন্তান ও ধন-সম্পদ)	৬৪-তাগাবুন	১৫	৯৬৭
পলায়ন, সন্তান থেকে পিতা-মাতার (কিয়ামতের দিনে)	৮০-আবাসা	৩৬	১০০৭
পিতাকে সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
পুনরুত্থানের দিন সন্তান ও সম্পদ কোন উপকারে আসবে না	২৬-শু'আরা	৮৮	৭৯২
পুরুষের সন্তান না থাকাবস্থায় মৃত্যু হলে সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
প্রতিপালক স্ত্রী/সন্তান গ্রহণ করেননি (জিনদের প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	৩	৯৮৬
প্রিয় (পিতা প্রিয় হলে- আল্লাহ, রাসূল স. ও জিহাদ অপেক্ষা...)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
বৃদ্ধ বাগান মালিকের দুর্বল সন্তান (উপমা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৬	৫৩২
মাকে সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
মারইয়ামের সন্তান হবে কিভাবে অথচ কোন পুরুষ তাকে স্পর্শ...	৩-আলে ইমরান	৪৭	৫৪০
মায়েরা সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে পূর্ণ দুই বছর	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
মিলিত করা হবে (মুমিন পিতা-মাতার সাথে সন্তান-সন্ততির)	৫২-তূর	২১	৯৩০
মুনাফিকদের সন্তান-সন্ততি যেন রাসূল স. কে মুগ্ধ না করে	৯-তাওবা	৮৫	৬৪৯
মুমিনদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কেউ শত্রু	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
মুমিনদের সন্তান ঈমানের সাথে তাদেরকে অনুসরণ করলে...	৫২-তূর	২১	৯৩০
মুমিনদের সন্তান ও ধন-সম্পদ পরীক্ষা মাত্র	৬৪-তাগাবুন	১৫	৯৬৭
মূসাকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করতে চাইল ফির'আউনের স্ত্রী	২৮-কাসাস	৯	৮০৮
মৃত ব্যক্তির সন্তান ও পিতা-মাতা না থাকলে সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পিতা-মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ	৪-নিসা	১১	৫৫৭
মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকলে পিতা-মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ	৪-নিসা	১১	৫৫৭
সমৃদ্ধ (ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আল্লাহ সন্তান দিয়ে সমৃদ্ধ করবেন...)	৭১-নূহ্	১২	৯৮৪
স্ত্রীর সন্তান উত্তরাধিকারীরূপে থাকলে স্বামী ১/৪ অংশ পাবে	৪-নিসা	১২	৫৫৮
স্ত্রীর সন্তান উত্তরাধিকারীরূপে না থাকলে স্বামী অর্ধেক পাবে	৪-নিসা	১২	৫৫৮
স্বামীর সন্তান উত্তরাধিকারীরূপে থাকলে স্ত্রী ১/৪ অংশ পাবে	৪-নিসা	১২	৫৫৮
স্বামীর সন্তান উত্তরাধিকারীরূপে না থাকলে স্ত্রী ১/৪ পাবে	৪-নিসা	১২	৫৫৮
হত্যা (দারিদ্র্যের কারণে সন্তান হত্যা করা হারাম)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
হত্যা (দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা নিষিদ্ধ)	১৭-ইস্রা	৩১	৭১৬
হত্যা (নির্বুদ্ধিতাবশতঃ সন্তানদেরকে হত্যাকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত)	৬-আন্'আম	১৪০	৬১০
হত্যা (সন্তান হত্যাকে শরীকরা মুশরিকদের কাছে শোভনীয় করেছে)	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
হত্যা (সন্তান হত্যা না করার জন্য বাইয়াতগ্রহণ, মুমিন নারীদের)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
সন্তান (অংশ)			
আল্লাহর অংশ/সন্তান বানানো! (আল্লাহর বান্দাদের কতককে)	৪৩-যুখরুফ	১৫	৮৯৭
সন্তান (ঈসা)			
মারইয়াম ঈসাকে বহন করে সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল	১৯-মারইয়াম	২৭	৭৩৫
সন্তান (গর্ভস্থ)			
প্রসব (গর্ভবতীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
প্রসব (সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তার জন্য ব্যয়...)	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
সন্তান জন্মদান			
বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান জন্মদান (ইবরাহীমের স্ত্রীর)	১১-হূদ	৭২	৬৭২
সন্তান/পিতা-মাতাহীন			
ভাইবোন (সন্তান/পিতামাতাহীনের ভাইবোনের মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
সন্তানপ্রসব			
সন্তান প্রসব করে না কোন নারী (আল্লাহর অজ্ঞাতসারে)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৭	৮৯০
সন্তানসন্ততি			
অধিক সন্তান-সন্ততির অধিকারী (বিত্তবানরা বলত)	৩৪-সাবা	৩৫	৮৪৪
আদমের বংশধরের সন্তান-সন্ততিতে শরীক হবে ইবলিস	১৭-ইস্রা	৬৪	৭১৯
ইয়াকুবের সন্তান-সন্ততিদেরকে আল্লাহ ওহী করেন	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
উপস্থিত সন্তান-সন্ততি দিয়েছেন আল্লাহ ওলীদ বিন মুগীরাকে	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৩	৯৯০
উপকারে আসবে না সন্তান-সন্ততি (কিয়ামতের দিন)	৬০-মুমতাহিনা	৩	৯৫৮
কাজে আসবে না (মুনাফিকদের ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না)	৫৮-মুজাদালা	১৭	৯৫৪
কাজে আসবে না কাফিরদের সন্তান-সন্ততি (শাস্তির বিপরীতে)	৩-আলে ইমরান	১১৬	৫৪৭
কাজে আসবে না কাফিরদের সন্তান-সন্ততি (কিয়ামতে)	৩-আলে ইমরান	১০	৫৩৬
চক্ষু শীতলকারী সন্তান-সন্ততির জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা	২৫-ফুরকান	৭৪	৭৮৭
দেয়া (অবিশ্বাসীকে সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে, পুরুত্থান হলে)	১৯-মারইয়াম	৭৭	৭৩৯
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী ব্যক্তি...	৬৮-ক্বালাম	১৪	৯৭৫
পূর্ববর্তীদের সন্তান-সন্ততি অধিক ছিল (মুনাফিকদের চেয়ে)	৯-তাওবা	৬৯	৬৪৭
প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান সন্ততি ঘরে প্রবেশকালে অনুমতি নিবে	২৪-নূর	৫৯	৭৮০
বনী ইসরাঈলদেরকে সন্তান-সন্ততি থেকে বের করে দেয়া...	২-বাক্বারা	২৪৬	৫২৮
বনী ইসরাইলকে ধনসম্পদ দিয়ে পুনরায় বিজয়ী করা...	১৭-ইস্রা	৬	৭১৪
বিনিময় (সন্তানের বিনিময়ে মুক্তি কামনা করবে অপরাধীরা)	৭০-মা'আরিজ	১১	৯৮১
মানুষের সন্তান-সন্ততি তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে না	৩৪-সাবা	৩৭	৮৪৪
মুনাফিক/কাফিরদের সন্তান-সন্ততি যেন রাসূল স. কে মুগ্ধ না করে	৯-তাওবা	৫৫	৬৪৫
মু'মিনদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ	৮-আনফাল	২৮	৬৩৪
মুমিনদের সন্তান/সম্পদ যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে না রাখে	৬৩-মুনাফিকূন	৯	৯৬৫
মূসার সম্প্রদায়ের কিছু সন্তানসন্ততি ছাড়া কেউ ঈমান আনেনি	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
রাসূলদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
লাভ (দুনিয়ার জীবন সন্তান-সন্ততি লাভের প্রতিযোগিতা...)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
শোভনীয় (সন্তান-সন্ততি শোভনীয় করা হয়েছে মানুষের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
সংশোধন (সন্তান-সন্ততিদের সংশোধন করার জন্য মুমিনের দোয়া)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
সৎকর্মশীল (সৎকর্মশীল সন্তান-সন্ততির জন্য জান্নাত প্রার্থনা...)	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
সৎকর্মশীল সন্তান-সন্ততিও জান্নাতে প্রবেশ করবে	১৩-রা'দ	২৩	৬৯০
সাহায্য (আল্লাহ সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করলে মানুষ মনে করে...)	২৩-মু'মিনূন	৫৫	৭৬৯
সৌন্দর্য স্বরূপ (দুনিয়ার জীবনের)	১৮-কাহ্ফ	৪৬	৭২৮
সন্তানহীন (কালালাহ)			
ফতওয়া (আল্লাহ সন্তানহীনের সম্পদ বন্টন সম্পর্কে ফতওয়া দিচ্ছেন)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
সন্তানের পিতা			
দায়িত্ব (সন্তানের পিতার দায়িত্ব মায়ের ভরণ-পোষণ)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
সন্তুষ্ট			
আল্লাহ যে রাসূল স. এর উপর সন্তুষ্ট হন তাকে অদৃশ্যের কিছু জ্ঞান দেন	৭২-জিন্	২৭	৯৮৭
আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট, তার জন্য সুপারিশ...	৫৩-নাজম	২৬	৯৩৩
আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট (রাসূল/ফেরেশতা শুধু তার জন্য সুপারিশ করে)	২১-আম্বিয়া	২৮	৭৫১
আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা	৯-তাওবা	৬২	৬৪৬
আল্লাহ ও রাসূল স. যা দেন তাতে সন্তুষ্ট থাকত যদি তারা যারা...	৯-তাওবা	৫৯	৬৪৬
আল্লাহ সন্তুষ্ট প্রথম অগ্রগামী মুহাজির, আনসার ও যারা...	৯-তাওবা	১০০	৬৫০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সন্তুষ্ট (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ সন্তুষ্ট (বাইয়াত গ্রহণকারী মুমিনদের উপর)	৪৮-ফাত্‌হ	১৮	৯১৭
আল্লাহ সন্তুষ্ট (মুমিন ও সৎকর্মশীলদের প্রতি)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
আল্লাহ সন্তুষ্ট (মু'মিনদের প্রতি)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি (তাবুক প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৯৬	৬৫০
ইহুদী-নাসারারা সন্তুষ্ট হবে না (নবী তাদের ধর্ম অনুসরণ না করলে)	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
চেষ্টার সাফল্যে সন্তুষ্ট হবে অনেক চেহারা (কিয়ামতে)	৮৮-গাশিয়াহ্	৯	১০১৯
জীবন যাপন(ডানহাতে কিতাবপ্রাপ্তগণ সন্তুষ্ট জীবন-যাপন করবে)	৬৯-হাক্কাহ	২১	৯৭৯
জীবন (নেকীর পাল্লা ভারী হলে সন্তুষ্ট জীবন লাভ করবে)	১০১-ক্বারি'আ	৭	১০৩১
দানকারী সন্তুষ্ট হবে (অচিরেই)	৯২-লাইল	২১	১০২৫
দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট/তৃপ্ত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল আগুন	১০-ইউনুস	৭	৬৫৪
নেকীর পাল্লা ভারী হলে সন্তুষ্ট জীবন লাভ করবে...	১০১-ক্বারি'আ	৭	১০৩১
পিছে থেকে যাওয়াদের সাথে থাকতেই সন্তুষ্ট (সামর্থবানরা)	৯-তাওবা	৮৭	৬৪৯
প্রতিপালকের নিকট ফিরে আসার আহ্বান (সন্তুষ্ট হয়ে)	৮৯-ফাজ্‌র	২৮	১০২২
বসে থাকতেই সন্তুষ্ট ছিল মুনাফিকরা (তাবুক যুদ্ধ...)	৯-তাওবা	৮৩	৬৪৮
বিত্তবান হয়েও সন্তুষ্ট পিছনে থাকা লোকদের সাথে থাকতে...	৯-তাওবা	৯৩	৬৪৯
মুহাজির ও আনসারগণ সন্তুষ্ট আল্লাহর উপর	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
মুমিনদেরকে সন্তুষ্ট করা জন্য আল্লাহর কসম করা	৯-তাওবা	৬২	৬৪৬
মুখ দিয়ে সন্তুষ্ট করে মুশরিকরা মুমিনদেরকে	৯-তাওবা	৮	৬৪০
মুমিন ও সৎকর্মশীলগণ সন্তুষ্ট (আল্লাহর প্রতি)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
মু'মিনরা সন্তুষ্ট আল্লাহর প্রতি	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
মুমিনরা সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না (তাবুক প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৯৬	৬৫০
মুমিনরা কি সন্তুষ্ট, দুনিয়ার জীবন নিয়ে? (আল্লাহর জিজ্ঞাসা)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
যাকাত দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয় (মুখে ঈমানের দাবি করে যারা)	৯-তাওবা	৫৮	৬৪৬
রাসূল স. এর সন্তুষ্ট হওয়া (প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
রাসূল স. সন্তুষ্ট হবেন (প্রতিপালকের দানে)	৯৩-দুহা	৫	১০২৬
সৎকর্মশীলগণ ও মুমিন সন্তুষ্ট (আল্লাহর প্রতি)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
সত্যবাদীরা সন্তুষ্ট আল্লাহর প্রতি	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
স্ত্রী (নবী যা দেন তাতে নবীর স্ত্রীরা সন্তুষ্ট থাকা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
সন্তুষ্ট হওয়া			
আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন সত্যবাদীদের প্রতি...	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
সন্তুষ্টি			
অনুসরণ (আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে যে সে তার মত নয়)	৩-আলে ইমরান	১৬২	৫৫১
আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করেছিল মুমিনগণ, উহুদ প্রসঙ্গ	৩-আলে ইমরান	১৭৪	৫৫২
আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় নিজেকে বিক্রি...	২-বাক্বারা	২০৭	৫২৩
আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সম্পদ ব্যয়ের উপমা	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সৎকাজ করলে আল্লাহ প্রতিদান দিবেন	৪-নিসা	১১৪	৫৭১
আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে রাসূল স. ও তাঁর সাথীগণ	৪৮-ফাত্‌হ	২৯	৯১৯
আল্লাহর সন্তুষ্টি অপছন্দ করে মুনাফিকরা	৪৭-মুহাম্মাদ	২৮	৯১৪
আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
আল্লাহর সন্তুষ্টি উপর ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে যে	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়ে যাকাত দেয়া হলে তা বৃদ্ধি পায়	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে গরিব মুহাজিরগণ	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইলে অধিকার দিয়ে দেয়া উত্তম...	৩০-রূম	৩৮	৮২৫
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ কাফিরদের দেয়া হবে না (কিয়ামতে)	৪৫-জাছিয়া	৩৫	৯০৭
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বৈরাগ্যবাদ বিধিবদ্ধ করেছিল ঈসার...	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে জান্নাতে (তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে আখিরাতে	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিহাদে বের হওয়া	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন/বন্দী/ইয়াতিমকে খাদ্য খাওয়ানো/দান	৭৬-দাহ্‌র	৯	৯৯৫
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দান...	৯২-লাইল	২০	১০২৫
প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনাকারীকে বিতাড়িত করা যাবেনা	৬-আন্‌'আম	৫২	৬০০
প্রতিপালকের সন্তুষ্টি, দয়া ও জান্নাতের সুসংবাদ তাদেরকে যারা...	৯-তাওবা	২১	৬৪২
প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করে (বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
প্রতিপালকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মূসার তাড়াহুড়া (তূর পর্বতে গমণ প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৪	৭৪৬
প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা তাঁকে ডাকে সকাল-সন্ধ্যায়	১৮-কাহ্‌ফ	২৮	৭২৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ব্যবসা (পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে ব্যবসা করা বৈধ)	৪-নিসা	২৯	৫৬০
স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য নবী কর্তৃক হালালকে হারাম করা	৬৬-তাহরীম	১	৯৭০
সন্তুষ্টি লাভ			
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে না (ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীরা...)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৪	৮৮৭
সন্তুষ্টিলাভের সুযোগ			
কাফিরদের সন্তুষ্টিলাভের সুযোগ দেয়া হবে না (কিয়ামতে)	১৬-নাহ্‌ল	৮৪	৭১০
সন্তোষভাজন			
উত্তরাধিকারীকে সন্তোষভাজন বানানোর যাকারিয়ার প্রার্থনা	১৯-মারইয়াম	৬	৭৩৪
প্রতিপালকের সন্তোষভাজন ছিল ইসমাঈল	১৯-মারইয়াম	৫৫	৭৩৭
প্রতিপালকের নিকট ফিরে আসার আহ্বান (সন্তোষভাজন হয়ে)	৮৯-ফাজ্‌র	২৮	১০২২
সন্ত্রস্ত			
হৃদয় সন্ত্রস্ত হবে যেদিন (কিয়ামতের দিন)	৭৯-নাযি'আত	৮	১০০৩
সন্ত্রাস (দেখুন ফ্যাসাদ, বিশৃঙ্খলা, রাহাজানি ও ছিনতাই শব্দটি)			
সন্দিহান			
উপদেশ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) কাফিররা সন্দিহান	৩৮-সোয়াদ	৮	৮৬৬
কুরআনের ব্যাপারে সন্দিহান না হওয়ার নির্দেশ (নবীকে)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
সন্দেহ			
অহংকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন না -এ বিষয়ে সন্দেহ নেই	১৬-নাহ্‌ল	২৩	৭০৪
আখিরাত সম্পর্কে সন্দেহ (কাফির/মুশরিকদের)	২৭-নামল	৬৬	৮০৫
আখিরাতে সন্দেহকারীদের থেকে ঈমানদারদেরকে জেনে নেয়া...	৩৪-সাবা	২১	৮৪৩
আল্লাহ সম্পর্কে! (মুশরিকদের...)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
ইউসুফ আ. কর্তৃক আনীত বিষয়ে সন্দেহ অব্যাহত রাখা	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
ইদ্দত সম্পর্কে সন্দেহ... (রক্তস্রাবের সম্ভাবনাহীন স্ত্রীর ইদ্দত)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
ঈসা আ. হত্যার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল (ইহুদিরা)	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
ঋণের ক্ষেত্রে সন্দেহ দূর করতে ঋণের বিষয় লিখে রাখার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
একত্রীকরণে (কিয়ামতে সকলের একত্রীকরণে সন্দেহ নেই)	৪-নিসা	৮৭	৫৬৮
'একত্রিত হওয়ার দিন'/কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ নেই	৪২-শূরা	৭	৮৯১
ওহী/কুরআনের বিষয়ে রাসূল স. সন্দেহে পড়লে!...	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
কাফিরদের সন্দেহ (বন্ধ্যা দিনের শাস্তি আসা প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৫৫	৭৬৩
কাফিররা সন্দেহ পোষণ করত পুনরুত্থানের ব্যাপারে	৪৪-দুখান	৫০	৯০৪
কাফিররা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খেলায় মগ্ন (কুরআনের ব্যাপারে)	৪৪-দুখান	৯	৯০২
কিতাব প্রাপ্তরা এবং মুমিনরা যেন সন্দেহ পোষণ না করে...	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
কিয়ামত/নির্ধারিত সময় সম্পর্কে সন্দেহ	৬-আন্‌'আম	২	৫৯৬
কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ নেই (আসহাবে কাহাফ প্র.)	১৮-কাহ্‌ফ	২১	৭২৬
কিয়ামত সংঘটনের ব্যাপারে সন্দেহ নেই	৪৫-জাছিয়া	৩২	৯০৭
কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ না করার নির্দেশ	৪৩-যুখরুফ	৬১	৯০০
কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই	৩-আলে ইমরান	২৫	৫৩৮
কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই	৩-আলে ইমরান	৯	৫৩৬
কিয়ামত আসা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই	২২-হাজ্জ	৭	৭৫৮
কিয়ামত আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই	৪০-মু'মিন	৫৯	৮৮৩
কিতাবে সন্দেহ নেই (প্রতিপালকের নিকট হতে অবতরণ প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্‌দা	২	৮৩০
কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই	৪৫-জাছিয়া	২৬	৯০৭
কিয়ামতে সকবাইকে একত্রিত করার বিষয়ে সন্দেহ নেই	৬-আন্‌'আম	১২	৫৯৭
কুরআনে কোন সন্দেহ নেই (কুরআন আল্লাহরই রচনা)	১০-ইউনুস	৩৭	৬৫৮
কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই	২-বাক্বারা	২	৫০২
কুরআন প্রাপ্তির ব্যাপারে রাসূল স. এর সন্দেহ না করা প্রসঙ্গ	৩২-সাজ্‌দা	২৩	৮৩২
কুরআনের ব্যাপারে কাফিরদের সন্দেহ থাকলে অনুরূপ সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ	২-বাক্বারা	২৩	৫০৩
কুরআন সম্পর্কে আহলিকিতাবরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে আছে	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
কোন সন্দেহ নেই যে...	৪০-মু'মিন	৪৩	৮৮১
ক্ষতিতে সন্দেহ নেই (আখিরাতে অবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	২২	৬৬৭
ক্ষতিগ্রস্ত হবে এতে সন্দেহ নেই (দুনিয়াকে প্রাধান্য দানকারী)	১৬-নাহ্‌ল	১০৯	৭১২
দীনে (রাসূল স. আনীত দীনে সন্দেহ থাকলে...)	১০-ইউনুস	১০৪	৬৬৪
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব (সন্দেহের দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছে তারা যারা ঈমান আনেনি)	৯-তাওবা	৪৫	৬৪৫
নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে সন্দেহ নেই (কাফিরদের জন্য)	১৭-ইসরা	৯৯	৭২২
পুনরুত্থানে মানুষের সন্দেহ ও মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া নিয়ে ভেবে দেখা	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
পুনরায় সৃষ্টির বিষয়ে সন্দেহ (কাফিরদের)	৫০-ক্বাফ	১৫	৯২৩
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতে সন্দেহ (কাফিরদের)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫৪	৮৯০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সন্দেহ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিপালকের অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ প্রসঙ্গ	৫৩-নাজম	৫৫	৯৩৫
বাতিলকারীরা কুরআনে সন্দেহ করত (রাসূল স. লেখা-পড়া জানলে)	২৯-আনকাবূত	৪৮	৮২০
বিভ্রান্তিকর সন্দেহ (তাওহীদের বিষয়ে সালিহ আ. এর জাতির)	১১-হূদ	৬২	৬৭১
বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে (মুশরিকরা)	১১-হূদ	১১০	৬৭৫
বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছে (অবিশ্বাসীরা)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৫	৮৮৯
বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে ছিল কাফিররা	৩৪-সাবা	৫৪	৮৪৫
মুনাফিকরা সন্দেহ পোষণ করেছিল দুনিয়াতে	৫৭-হাদীদ	১৪	৯৪৯
মুনাফিকরা সন্দেহ প্রবণ	২৪-নূর	৫০	৭৭৯
মুশরিকরাই যে সবার আগে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই	১৬-নাহ্‌ল	৬২	৭০৭
মুমিনরা (ঈমান আনার পর এবং জিহাদ করে...)	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
রাসূলগণের আহ্বান সম্পর্কে কাফিররা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে আছে	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
রাসূল স. যেন সন্দেহ না করেন (মুশরিকদের উপাস্য সম্পর্কে)	১১-হূদ	১০৯	৬৭৫
রাসূল স. ওহী/কুরআনের বিষয়ে সন্দেহে পড়লে!...	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
লূত সম্প্রদায় সন্দেহ পোষণ করত (শাস্তি প্রসঙ্গে)	১৫-হিজর	৬৩	৭০১
সতর্কবাণী সম্পর্কে লূত সম্প্রদায়ের সন্দেহ পোষণ	৫৪-কামার	৩৬	৯৩৭
সত্য কথায় সন্দেহ পোষণ করে (খ্রিস্টানরা)	১৯-মারইয়াম	৩৪	৭৩৬
সাক্ষীদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে কসম দেয়া, ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
হৃদয়ে সন্দেহ আছে যাদের তারাই অনুমতি প্রার্থনা করে	৯-তাওবা	৪৫	৬৪৫
হৃদয়ে সন্দেহ থেকে যাবে (মুনাফিকদের ঘর নির্মাণের কারণে)	৯-তাওবা	১১০	৬৫১
সন্দেহকারী			
নবীর সন্দেহকারী না হওয়া (কিতাবের প্রতি)	৬-আন্‌'আম	১১৪	৬০৭
সত্যের ব্যাপারে সন্দেহকারী না হওয়ার নির্দেশ...	২-বাক্বারা	১৪৭	৫১৬
সত্যের ব্যাপারে সন্দেহকারী না হওয়ার আহ্বান	৩-আলে ইমরান	৬০	৫৪১
সন্দেহ পোষণকারী			
কুরআনের প্রতি সন্দেহকারী না হওয়ার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
রাসূল স. কে সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার নির্দেশ (কুরআন প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৯৪	৬৬৩
শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে (সন্দেহ পোষণকারীকে)	৫০-ক্বাফ	২৫	৯২৩
সন্ধান			
আলো সন্ধান করতে বলা হবে মুনাফিকদেরকে (পিছনে গিয়ে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
পরিবারের সন্ধান দিতে চাইল মূসার বোন (মূসার তত্ত্বাবধানের জন্য)	২৮-কাসাস	১২	৮০৮
পানির সন্ধান পেতে (সক্ষম হবে না বাগানের মালিক)	১৮-কাহ্‌ফ	৪১	৭২৮
সন্ধি			
প্রস্তাব (কাফিরদের প্রতি মুমিনদের সন্ধির প্রস্তাব না করার নির্দেশ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৫	৯১৫
সন্ধ্যা			
অবস্থান (এক সন্ধ্যা সমান মনে হবে কিয়ামতপূর্ব সময়কে)	৭৯-নাযি'আত	৪৬	১০০৫
ডাকা (প্রতিপালককে যারা সন্ধ্যায় ডাকে তাদের বিতাড়িত করা যাবে না)	৬-আন্‌'আম	৫২	৬০০
ডাকা (প্রতিপালককে সকাল সন্ধ্যায়, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য)	১৮-কাহ্‌ফ	২৮	৭২৬
পবিত্রতা ঘোষণা (সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা)	৩৩-আহযাব	৪২	৮৩৭
পবিত্রতা ঘোষণা (সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে আল্লাহর পবিত্রতা...)	২৪-নূর	৩৬	৭৭৮
পবিত্রতা ঘোষণা (দাউদ আ. এর সাথে পর্বতমালার)	৩৮-সোয়াদ	১৮	৮৬৭
পবিত্রতা ঘোষণা (সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা)	৪৮-ফাত্‌হ	৯	৯১৬
পবিত্রতা বর্ণনা (সন্ধ্যায় ও দুপুরে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ)	৩০-রূম	১৮	৮২৩
বাতাস সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত (সুলাইমান আ. প্রসঙ্গ)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
সকাল-সন্ধ্যা কুরআন পাঠ করে শুনানো হয় (রাসূল স. কে!)	২৫-ফুরকান	৫	৭৮২
সকাল-সন্ধ্যা ফিরআউন বংশকে আগুনের সামনে উপস্থিত...	৪০-মু'মিন	৪৬	৮৮২
সকাল-সন্ধ্যা পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ (যাকারিয়াকে)	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
সকাল-সন্ধ্যা প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনার উপদেশ	৪০-মু'মিন	৫৫	৮৮২
সকাল-সন্ধ্যা রিযিক দেয়া হবে জান্নাতীদেরকে	১৯-মারইয়াম	৬২	৭৩৮
সকাল-সন্ধ্যা পবিত্রতা বর্ণনার জন্য ইশারা করল যাকারিয়া...	১৯-মারইয়াম	১১	৭৩৪
সিজদাবনত (বস্তুর ছায়াও সকাল সন্ধ্যায় সিজদাবনত হয়)	১৩-রা'দ	১৫	৬৮৯
সুলাইমানের সামনে সন্ধ্যায় উৎকৃষ্ট ঘোড়া উপস্থাপন	৩৮-সোয়াদ	৩১	৮৬৮
স্মরণ (সকালে ও সন্ধ্যায় প্রতিপালকের নাম স্মরণ)	৭৬-দাহ্‌র	২৫	৯৯৬
স্মরণ (প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় ভয় ও বিনয়ের সাথে স্মরণ)	৭-আ'রাফ	২০৫	৬৩১
সন্ধ্যাকালীন লালিমা			
কসম (সান্ধ্যকালীন লালিমার কসম)	৮৪-ইনশিকাক	১৬	১০১৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সফর (আরো দেখুন ভ্রমণ শব্দটি)			
আল্লাহর পথে সফরকালে কেউ সালাম দিলে 'মুমিন নও' বলা....	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
ঋণের লেখক পাওয়া না গেলে সফরে বন্ধকীবস্তু হস্তগত রাখা	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
ক্লান্ত হয়ে পড়লেন মূসা আ. সফরে (মূসা আ. ও খিজির আ. প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্‌ফ	৬২	৭৩০
তায়াম্মুম (সফরে তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
তায়াম্মুম (সফর অবস্থায় তায়াম্মুম- পানি না পেলে)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
দূরত্ব (সফরের দূরত্ব বৃদ্ধির প্রার্থনা, সাবাবাসীদের)	৩৪-সাবা	১৯	৮৪২
যমীনে সফর রত অবস্থায় মৃত্যু উপস্থিত হলে...	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
রোযা (সফরের রোযা অন্য সময় পূর্ণ করা...)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
রোযা (সফরের রোযা পরবর্তী সময়ে আদায়)	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
সহজ (সফর সহজ হলে রাসূল স. এর অনুসরণ করত...)	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
সফল			
অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত ব্যক্তিগণ সফলকাম	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
অপরাধীরা সফল হয়না (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	১৭	৬৫৫
আদ জাতি সফল হতে পারে (আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করলে)	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
আলো/কুরআন অনুসরণকারীরাই সফল	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে সফল হওয়া (বেশি বেশি স্মরণ)	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় যারা তারা সফল	৩০-রূম	৩৮	৮২৫
আসহাবে কাহাফ সফল হবে না (শহরবাসীরা জানতে পারলে)	১৮-কাহ্‌ফ	২০	৭২৫
ঈমানদারার সফল হওয়ার জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ...	৫-মায়িদা	৩৫	৫৮৪
ঈমানদার, হিজরতকারী ও জিহাদকারীরা সফল	৯-তাওবা	২০	৬৪২
ঈমানদাররা সফলকাম (ঠাট্টা-বিদ্রুপের উপর ধৈর্যের কারণে)	২৩-মু'মিনূন	১১১	৭৭৩
ঈমানদাররা সফল হওয়ার জন্য আল্লাহকে ভয় করা...	৩-আলে ইমরান	২০০	৫৫৫
কাফিররা সফল হয় না	২৮-কাসাস	৮২	৮১৫
কাফিররা সফল হয় না	২৩-মু'মিনূন	১১৭	৭৭৩
কিয়ামতে ফল সেই ব্যক্তি যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
কিয়ামতে সফল হবে (যার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে)	৭-আ'রাফ	৮	৬১৩
জাদুকরদের মধ্যে জয়ী ব্যক্তিই সফল (ফিরআউনের জাদুকর প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৬৪	৭৪৪
জাদুকররা সফল হবেনা (মূসার নিদর্শন/লাঠির সামনে)	২০-ত্বা-হা	৬৯	৭৪৫
জাদুকররা সফল হয় না (ফিরআউনকে মূসা আ. বলল)	১০-ইউনুস	৭৭	৬৬১
জালিমরা সফল হবে না (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	২১	৫৯৭
জালিমরা সফল হয় না	৬-আন্‌'আম	১৩৫	৬০৯
জালিমরা সফল হয় না	২৮-কাসাস	৩৭	৮১১
জালিমরা সফল হয় না (ইউসুফের বক্তব্য)	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
জান্নাতবাসীরা সফলকাম	৫৯-হাশর	২০	৯৫৭
তারা সফল যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
দল (আল্লাহর দল সফলকাম)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
দল (সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকারী দল সফল)	৩-আলে ইমরান	১০৪	৫৪৬
পরিশুদ্ধ (সেই সফল হবে যে পরিশুদ্ধ হবে)	৮৭-আ'লা	১৪	১০১৮
বুদ্ধিমানরা সফল হতে পারে (আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমে)	৫-মায়িদা	১০০	৫৯৩
ভয় করে যারা ও সাবধান থাকে যারা তারা সফল	২৪-নূর	৫২	৭৭৯
মানুষ সফল হতে পারে (আল্লাহকে ভয় করলে)	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
মিথ্যা রচনাকারী সফল হয়না (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী)	১৬-নাহ্‌ল	১১৬	৭১৩
মুমিনগণ সফল হতে চাইলে মদ/জুয়া/মূর্তিবেদী/তীর পরিহার করবে	৫-মায়িদা	৯০	৫৯১
মুমিনগণের সফল হওয়ার জন্য প্রতিপালকের ইবাদতের নির্দেশ	২২-হাজ্জ	৭৭	৭৬৫
মু'মিনগণ সফল হবে (আল্লাহর নিকট ফিরে আসলে)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
মুমিনগণ সফল হয়েছে	২৩-মু'মিনূন	১	৭৬৬
মুত্তাকীগণ সফল যারা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সঠিকপথে আছে	২-বাক্বারা	৫	৫০২
মুমিনদের সফল হওয়ার জন্য আল্লাহকে ভয় করা	৩-আলে ইমরান	১৩০	৫৪৮
মু'মিনরা সফল (যারা শুনে ও আনুগত্য করে)	২৪-নূর	৫১	৭৭৯
মু'মিনরা সফল হবে (আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করলে)	৮-আনফাল	৪৫	৬৩৬
রাসূল স. ও কুরআন এর অনুসরণকারীরাই সফল	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
রাসূল স. ও ঈমানদারগণই সফল	৯-তাওবা	৮৮	৬৪৯
সৎকর্মপরায়ণগণ সফল (যারা প্রতিপালকের সঠিক পথে আছে)	৩১-লুকমান	৫	৮২৭
সেই সফল, যে নিজেকে পবিত্র করে	৯১-শাম্‌স	৯	১০২৪
সফল করা			
ষড়যন্ত্র সফল করেন না আল্লাহ (খেয়ানতকারীদের)	১২-ইউসুফ	৫২	৬৮১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সফলকাম			
আশা করা যায় সফলকাম হবে তারা, যারা তওবা করে...	২৮-কাসাস	৬৭	৮১৪
পাল্লা ভারী হবে যাদের তারা সফলকাম	২৩-মু'মিনূন	১০২	৭৭২
সফলতা			
মুত্তাকীদের সফলতার কারণে আল্লাহ তাদের উদ্ধার করবেন	৩৯-যুমার	৬১	৮৭৬
সফল নয় (ব্যর্থ)			
মিথ্যা রচনাকারীরা সফল হবে না (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী)	১০-ইউনুস	৬৯	৬৬১
সব			
কল্যাণ-অকল্যাণ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
দেয়া (মানুষ যা কিছু চেয়েছে আল্লাহ তার সবই দিয়েছেন)	১৪-ইবরাহীম	৩৪	৬৯৬
ধ্বংসশীল (পৃথিবী/ভূ-পৃষ্ঠের সবই ধ্বংসশীল)	৫৫-রাহ্মান	২৬	৯৪০
নাম (আদমকে আল্লাহ সব কিছুর নাম শিক্ষা দান করেন)	২-বাক্বারা	৩১	৫০৪
সবকিছু			
আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর	৪-নিসা	১২৬	৫৭২
চারা (আল্লাহ বৃষ্টির পানিতে সবকিছুর চারা উৎপন্ন করেন)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
জানা (আল্লাহ সবকিছু জানেন, সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১০১	৬০৬
জানা (আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন)	২-বাক্বারা	২৯	৫০৪
জানা (আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন)	৪-নিসা	৩২	৫৬১
জানা (আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
আল্লাহ সবকিছু জানেন (কালালাহ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
তত্ত্বাবধায়ক (আল্লাহ সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক)	৩৯-যুমার	৬২	৮৭৬
তত্ত্বাবধায়ক (আল্লাহই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক)	৬-আন্'আম	১০২	৬০৬
তত্ত্বাবধায়ক (সবকিছুর উপর তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ)	১১-হূদ	১২	৬৬৬
দরজা (সবকিছু/প্রাচুর্যের দরজা উন্মুক্ত করার পর পাকড়াও)	৬-আন্'আম	৪৪	৫৯৯
ধ্বংস করেছিল শাস্তির বায়ু হূদ জাতির সবকিছু (আল্লাহর নির্দেশে)	৪৬-আহ্কাফ	২৫	৯১০
নিদর্শন ও মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু)	৪৫-জাছিয়া	১৩	৯০৬
পরিবেষ্টন (প্রতিপালক সবকিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন)	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
পরিবেষ্টন (আল্লাহ জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
পরিমাণ (আল্লাহ সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন)	৬৫-তালাক	৩	৯৬৮
পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে	২-বাক্বারা	২৯	৫০৪
প্রতিপালক (আল্লাহ সবকিছুর প্রতিপালক)	৬-আন্'আম	১৬৪	৬১২
বর্ণনা (সবকিছুর বর্ণনাস্বরূপ তাওরাত অবতীর্ণ)	৬-আন্'আম	১৫৪	৬১১
বিনিময়রূপে সবকিছু দিলেও তা কিয়ামতে গ্রহণ করা হবেনা	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
শক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	৪-নিসা	৮৫	৫৬৭
শক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
শক্তিমান আল্লাহ (সবকিছুর উপর)	১৮-কাহ্ফ	৪৫	৭২৮
শক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	৬-আন্'আম	১৭	৫৯৭
শক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	১১-হূদ	৪	৬৬৫
সমবেত করা (সবকিছু সমবেত করলেও মুশরিকরা ঈমান আনবে না)	৬-আন্'আম	১১১	৬০৭
সর্বশক্তিমান (আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান)	২-বাক্বারা	১০৬	৫১২
সৃষ্টি (আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	১০১	৬০৬
স্রষ্টা (আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা)	৩৯-যুমার	৬২	৮৭৬
স্রষ্টা (আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা)	৬-আন্'আম	১০২	৬০৬
হিসাব গ্রহণকারী (আল্লাহ সবকিছুর হিসাব গ্রহণকারী)	৪-নিসা	৮৬	৫৬৭
সবদিক			
মৃত্যু (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর কাছে সবদিক থেকে মৃত্যু আসবে কিন্তু...)	১৪-ইবরাহীম	১৭	৬৯৪
সবধরনের			
দৃষ্টান্ত (সবধরনের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে কুরআনে)	৩৯-যুমার	২৭	৮৭৩
সর্বোচ্চ			
আল্লাহ সর্বোচ্চ	৪০-মু'মিন	১২	৮৭৯
কথা (আল্লাহর কথা সর্বোচ্চ)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
দৃষ্টান্ত (সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত আল্লাহর, আকাশ ও পৃথিবীতে)	৩০-রূম	২৭	৮২৪
সর্বোত্তম			
কাহিনী (সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করছেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট)	১২-ইউসুফ	৩	৬৭৭
দয়ালু (প্রতিপালক সর্বোত্তম দয়ালু)	২৩-মু'মিনূন	১০৯	৭৭২
সবাই			

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
একত্র করা (আল্লাহ কাফির-মুনাফিক সবাইকে জাহান্নামে একত্র করবেন)	৪-নিসা	১৪০	৫৭৪
ক্রুশবিদ্ধ করার হুমকি (ফিরআউন কর্তৃক জাদুকরদের সবাইকে)	৭-আ'রাফ	১২৪	৬২৩
জান্নাতের সবাইকে বের করা (আদম-হাওয়া ও শয়তানকে)	২-বাক্বারা	৩৮	৫০৫
নেমে যাওয়া (আদম/স্ত্রী ও ইবলিস সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাওয়া)	২০-ত্বা-হা	১২৩	৭৪৯
পথপ্রদর্শন (আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সঠিকপথ প্রদর্শন করতেন!)	১৬-নাহ্ল	৯	৭০৩
পরিবারের সবাইকে নিয়ে আসতে বললেন ইউসুফ (ভাইদেরকে)	১২-ইউসুফ	৯৩	৬৮৫
পৃথিবীর সবাই ঈমান আনত (আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	১০-ইউনুস	৯৯	৬৬৩
পৃথিবীর সবাই অকৃতজ্ঞ হলেও আল্লাহর কিছু এসে যায় না	১৪-ইবরাহীম	৮	৬৯৩
বের হওয়া(কিয়ামতে সবাই আল্লাহর সামনে বের হয়ে আসবে)	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
সঠিকপথ প্রদর্শন করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন (সবাইকে)	৬-আন্'আম	১৪৯	৬১১
সবাই (একত্র)			
আল্লাহ সবই একত্রে এনে দিবেন (ইয়াকুবের আশা)	১২-ইউসুফ	৮৩	৬৮৪
সবাই (সকল)			
ছামূদ সম্প্রদায়ের সবাইকে ধ্বংস করা হয়(ষড়যন্ত্রের কারণে)	২৭-নামল	৫১	৮০৪
সবুজ			
গদি (সবুজ গদি/গালিচার উপর জান্নাতীরা হেলান দিয়ে বসবে)	৫৫-রাহ্মান	৭৬	৯৪২
জান্নাত (ঘন সবুজ জান্নাত দু'টি)	৫৫-রাহ্মান	৬৪	৯৪২
পোশাক পরানো হবে জান্নাতে (মিহি ও পুরো রেশমের)	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
বৃক্ষ (সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন তৈরী করেন আল্লাহ)	৩৬-ইয়াসীন	৮০	৮৫৬
রেশম (জান্নাতীদের সবুজ মিহি/পুরু রেশমী পোশাক থাকবে)	৭৬-দাহ্র	২১	৯৯৬
শীষ (সাতটি সবুজ শীষ, স্বপ্নে দেখলেন রাজা)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
শীষ (সাতটি সবুজ শীষ, স্বপ্নে দেখলেন রাজা)	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
সবুজ (উদ্ভিদ)			
উৎপন্ন (আল্লাহ বৃষ্টি দ্বারা সবুজ উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
সবুজ-শ্যামল			
পৃথিবী বৃষ্টির পানিতে সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৬৩	৭৬৪
সবেগে নির্গত			
পানি (সবেগে নির্গত পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে)	৮৬-তারিক	৬	১০১৭
সবর (দেখুন ধৈর্য শব্দটি)			
সবর (দেখুন ধৈর্য শব্দটি)	০	০	০
সমকক্ষ			
আল্লাহর সমকক্ষ গ্রহণ করে মানুষ, আল্লাহকে ছাড়া	২-বাক্বারা	১৬৫	৫১৮
আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায় মানুষ (অনুগ্রহ লাভের পর)	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায় (মুশরিকরা)	৪১-ফুস্সিলাত	৯	৮৮৬
আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করার পরিণাম আগুন	১৪-ইবরাহীম	৩০	৬৯৬
আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ না করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২২	৫০৩
প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করা (ইবলিসকে...)	২৬-শু'আরা	৯৮	৭৯৩
বানানো (আল্লাহ সমকক্ষ বানানোর নির্দেশ দিত অহংকারীরা...)	৩৪-সাবা	৩৩	৮৪৪
সমকক্ষ (উপমা)			
আল্লাহর জন্য সমকক্ষ/উপমা পেশ না করা...	১৬-নাহ্ল	৭৪	৭০৯
সমকক্ষ নির্ধারণ			
আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করা (তিনি এক ইলাহ হওয়া সত্ত্বেও)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
প্রতিপালকের সমকক্ষ নির্ধারণ প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১৫০	৬১১
প্রতিপালকের সমকক্ষ নির্ধারণ করে কাফিররা	৬-আন্'আম	১	৫৯৬
সমকামিতা			
লূতের সম্প্রদায় সমকামিতায় অভ্যস্ত ছিল	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
লূত সম্প্রদায়ের অশ্লীলকাজ/সমকামিতা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	২৮	৮১৮
সমকালীন লোক			
দৃষ্টান্ত (বানর হওয়ার ঘটনা সমকালীন লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত)	২-বাক্বারা	৬৬	৫০৭
সমগুণ সম্পন্ন			
আল্লাহর সমগুণসম্পন্ন কেউ আছে বলে রাসূল স. জানেন না	১৯-মারইয়াম	৬৫	৭৩৮
সমগ্র			
মানবজাতি (সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসূল স. কে প্রেরণ)	৩৪-সাবা	২৮	৮৪৩
সমতল			
পথ (সমতল পথে মানুষের চলাচলের জন্য পৃথিবীকে...)	৭১-নূহ্	২০	৯৮৫
পর্বতকে সমতল করা হবে কিয়ামতে (এক ধাক্কায়)	৬৯-হাক্কাহ্	১৪	৯৭৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সমতল (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পাহাড়কে সমতল করা (প্রতিপালকের জ্যোতির প্রকাশ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
পৃথিবী চুর্ণবিচুর্ণ হবে (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজ্‌র	২১	১০২২
প্রাচীর সমতল করে দিবেন প্রতিপালক (প্রতিশ্রুত সময়ে)	১৮-কাহ্‌ফ	৯৮	৭৩২
ভূমি (আল্লাহ কিয়ামতে পর্বতকে সমতল ভূমিরূপে রেখে দিবেন)	২০-ত্বা-হা	১০৬	৭৪৭
যমীনকে সমতল করা হবে কিয়ামতে (এক ধাক্কায়)	৬৯-হাক্কাহ্‌	১৪	৯৭৮
স্থান (ফিরআউনের জাদুর জন্য সমতল স্থান নির্ধারণ)	২০-ত্বা-হা	৫৮	৭৪৪
সমতল পথ			
মানুষের গন্তব্যের পথ পাওয়ার জন্য সমতল পথ সৃষ্টি	২১-আম্বিয়া	৩১	৭৫২
সমতল ভূমি			
প্রাসাদ (সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করত ছামুদ সম্প্রদায়)	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
সমতা			
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
সমতা রক্ষা			
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কা থাকলে এক বিয়ে	৪-নিসা	৩	৫৫৬
সমতূল্য			
আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই	১১২-ইখ্‌লাস	৪	১০৩৬
আল্লাহর সমতুল্য কিছুই নেই (সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
সমপরিমাণ			
পৃথিবীর সমপরিমাণ সম্পদ মুক্তিপণ দিতে চাবে জালিম	৩৯-যুমার	৪৭	৮৭৫
পৃথিবীর সবকিছু ও তার সমপরিমাণের বিনিময়ে মুক্তি চাবে যারা...	১৩-রা'দ	১৮	৬৯০
সমবয়সী			
যুবতী নারী রয়েছে (মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতে)	৭৮-নাবা	৩৩	১০০১
স্ত্রী (সমবয়সী স্ত্রীগণ জান্নাতে থাকবে মুত্তাকীদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৫২	৮৬৯
হূরগণ সমবয়সী হবে (ডানের সাথীদের জন্য)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	৩৭	৯৪৪
সমবেত			
অপরাধীদের দৃষ্টিহীন করে সমবেত করার দিন (কিয়ামতের দিন)	২০-ত্বা-হা	১০২	৭৪৭
আল্লার দিকেই সমবেত করা হবে মানুষকে	৮-আনফাল	২৪	৬৩৪
আল্লাহর শত্রুদেরকে সমবেত করা হবে (আগুনের নিকট)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১৯	৮৮৭
আল্লাহ সমবেত করবেন (যারা ইবাদতকে লজ্জাজনক মনে করে)	৪-নিসা	১৭২	৫৭৯
আল্লাহর কাছে সকলকে সমবেতর করা হবে	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
আল্লাহর দিকে সকলকে সমবেত করা হবে	৬-আন্‌'আম	৭২	৬০২
আল্লাহর নিকট সমবেত হবে মানুষ	৬৭-মুল্‌ক	২৪	৯৭৩
আল্লাহর নিকট সমবেত করা মৃত্যুর পর (মুমিনদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৫৮	৫৫১
উপাসক ও উপাস্যদেরকে সমবেত করবেন যেদিন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	১৭	৭৮৩
কাফিরদেরকে সমবেত করা হবে (জাহান্নামে)	৮-আনফাল	৩৬	৬৩৫
কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে সমবেত করবেন আল্লাহ	১৮-কাহ্‌ফ	৪৭	৭২৮
গোপন পরামর্শ (সীমালঙ্ঘন ও রাসূল স. কে অমান্য করার ব্যাপারে)	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩
জাদু প্রদর্শনের দিনে লোকদেরকে সমবেত করা (মূসা/ফিরআউনের জাদু)	২০-ত্বা-হা	৫৯	৭৪৪
জাহান্নামে সমবেত করা হবে কাফিরদেরকে (কিয়ামতে)	৩-আলে ইমরান	১২	৫৩৭
জালিমদেরকে যে দিন সমবেত করা হবে...(মুশরিক প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৪৫	৬৫৮
জালিম ও সহচরদের সমবেত করে জাহান্নামে প্রেরণের নির্দেশ	৩৭-সাফ্‌ফাত	২২	৮৫৮
দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করার কারণ প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা	২০-ত্বা-হা	১২৫	৭৪৯
দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত হবে কিয়ামতে (আল্লাহর স্মরণবিমুখ ব্যক্তি)	২০-ত্বা-হা	১২৪	৭৪৯
পথভ্রষ্টদেরকে সমবেত করবেন আল্লাহ অধোমুখী অবস্থায়...	১৭-ইস্‌রা	৯৭	৭২২
পথভ্রষ্টদেরকে সমবেত করা হবে জাহান্নামে (অধোমুখী করে)	২৫-ফুরকান	৩৪	৭৮৪
পাখি (সমবেত পাখিরাও আল্লাহ অভিমুখী)	৩৮-সোয়াদ	১৯	৮৬৭
প্রতিপালক সমবেত করবেন (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে)	১৫-হিজর	২৫	৬৯৯
প্রতিপালকের সামনে সমবেত হবার ভয় করে যারা	৬-আন্‌'আম	৫১	৬০০
প্রতিপালকের দিকে সবকিছুকে সমবেত করা হবে	৬-আন্‌'আম	৩৮	৫৯৯
মানুষকে সমবেত করার দিন মুশরিক ও দেবতাদের অবস্থা	৪৬-আহ্‌কাফ	৬	৯০৮
মানুষকে সমবেত করা হবে আল্লাহর নিকট	২৩-মু'মিনূন	৭৯	৭৭১
মানুষকে সমবেত করা হবে আল্লাহর নিকট	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
মানুষ ও শয়তানদেরকে সমবেত করবেন জাহান্নামের কাছে	১৯-মারইয়াম	৬৮	৭৩৮
মিথ্যা অভিহিতকারীদের কিয়ামতে সমবেত করা হবে(নিদর্শনকে মিথ্যা...)	২৭-নামল	৮৩	৮০৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুত্তাকীদেরকে যেদিন সমবেত করবেন আল্লাহ (দল হিসাবে)	১৯-মারইয়াম	৮৫	৭৪০
মুশরিকদেরকে সমবেত করবেন আল্লাহ (কিয়ামতে)	৩৪-সাবা	৪০	৮৪৪
লোকদেরকে সমবেত হওয়ার জন্য বলা (ফিরাউনের জাদু...)	২৬-শু'আরা	৩৯	৭৯০
সকলকে সমবেত করার দিন/কিয়ামত প্রসঙ্গ	৬-আন্‌'আম	২২	৫৯৭
সকলকে সমবেত করার দিন (কিয়ামত প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১২৮	৬০৮
সবকিছু সমবেত করলেও ঈমান আনবে না মুশরিকরা	৬-আন্‌'আম	১১১	৬০৭
সুলাইমানের জন্য জিন, মানুষ ও পাখিদের সমবেত করা	২৭-নামল	১৭	৮০১
সমবেতকারী			
মানুষকে সমবেতকারী প্রতিপালক (কিয়ামতের দিন)	৩-আলে ইমরান	৯	৫৩৬
সমমনা			
কাফিরদের সমমনাদের ক্ষেত্রেও অন্তরাল করা হয়েছিল	৩৪-সাবা	৫৪	৮৪৫
সময় (আরো দেখুন কাল/যুগ শব্দটি)			
অতিবাহিত (এমন সময় অতিবাহিত হওয়া যখন মানুষ উল্লেখযোগ্য ছিলনা)	৭৬-দাহ্‌র	১	৯৯৫
অবকাশ (আল্লাহ মানুষকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন)	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
আসা (নির্দিষ্ট সময় আসলে তা বিলম্বিত/ত্বরান্বিত করা যায় না)	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
আসা (নির্দিষ্ট সময় আসলে মানুষ ত্বরান্বিত/বিলম্বিত করতে পারে না)	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
উপেক্ষা করা কাফিরদেরকে, কিছু সময়ের জন্য ..	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৭৮	৮৬৫
উপেক্ষা)কাফিরদেরকে কিছুসময় উপেক্ষা করার নির্দেশ...)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৭৪	৮৬৫
উপনীত হওয়া (আল্লাহ নির্ধারিত সময়ে উপনীত হওয়া, কিয়ামত প্র.)	৬-আন্‌'আম	১২৮	৬০৮
উম্মতের জন্য (প্রত্যেক উম্মতের নির্দিষ্ট সময় আছে)	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
কসম (সময়ের কসম)	১০৩-আস্‌র	১	১০৩২
কিয়ামতের সময় আল্লাহ ছাড়া কেউ প্রকাশ করতে পারবে না	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
কিছু সময় পর স্মরণ করল মুক্তি পাওয়া ব্যক্তি (ইউসুফের কথা)	১২-ইউসুফ	৪৫	৬৮১
জীবনে ভোগের সুযোগ কিছুকাল (ইউনুসের উম্মতদের)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৪৮	৮৬৪
ত্বরান্বিত (নির্দিষ্ট সময় আসলে মানুষ তা ত্বরান্বিত করতে পারে না)	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
ত্বরান্বিত/বিলম্বিত করতে পারবে না কেউ (নির্দিষ্ট সময়কে)	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছিল (কিতাব প্রাপ্তদের উপর)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা (যুদ্ধ থেকে)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অবকাশ চাইবে জালিমরা (কিয়ামতে)	১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
নিকটবর্তী সময়ের জন্য মৃত্যুকালে প্রার্থনা (দান/সৎকর্ম প্রসঙ্গ...)	৬৩-মুনাফিকূন	১০	৯৬৫
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ্যসামগ্রী তাদেরকে দিবেন যারা...	১১-হূদ	৩	৬৬৫
নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত ইবলিসকে অবকাশ	১৫-হিজর	৩৮	৭০০
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ করার অবকাশ (ছামূদ জাতিকে)	৫১-যারিয়াত	৪৩	৯২৭
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঋণ লেনদেন করলে তা লিখে রাখার বিধান	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাফিরদেরকে অবকাশ	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কুরবানীর পশু থেকে মানুষের উপকার গ্রহণ প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৩৩	৭৬১
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চাঁদ ও সূর্য পরিভ্রমণ করে	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রত্যেকে (চন্দ্র-সূর্য) পরিভ্রমণ করে	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে ভ্রূণের অবস্থান (আল্লাহর ইচ্ছায়)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
নির্দিষ্ট সময় আসলে কেউ বিলম্বিত/ত্বরান্বিত করতে পারবে না	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
নির্দিষ্ট সময় আসলে...(আল্লাহ বান্দার ব্যাপারে পূর্ণ দৃষ্টিবান)	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত ইবলিসক অবকাশ প্রাপ্ত	৩৮-সোয়াদ	৮১	৮৭০
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ (মানুষের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	১৪	৮৯২
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌঁছে (অনুধাবন করার জন্য)	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
নির্ধারিত (সময় নির্ধারিত রয়েছে কাফিরদের জন্য)	১৭-ইস্‌রা	৯৯	৭২২
নির্দিষ্ট সময় না থাকলে শাস্তি অপরিহার্য হত	২০-ত্বা-হা	১২৯	৭৪৯
নির্দিষ্ট সময় (চন্দ্র-সূর্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে)	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ (নূহ আ. সম্প্রদায়ের ইবাদত প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্‌	৪	৯৮৪
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহ মানুষকে অবকাশ দেন	১৬-নাহ্‌ল	৬১	৭০৭
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহ মানুষকে অবকাশ দেন	৩৫-ফাতির	৪৫	৮৫০
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি (আকাশ-পৃথিবী ও সবকিছু)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩	৯০৮
নির্দিষ্ট সময়ের দিকে চলছে প্রত্যেকে (চন্দ্র-সূর্য প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আল্লাহ ঘুমন্ত জীবের প্রাণ ফিরিয়ে দেন	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (আকাশ ও পথিবী সৃষ্টি)	৩০-রূম	৮	৮২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সময় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তিকে বিলম্বিত করলে কাফির বলে…	১১-হূদ	৮	৬৬৬
পরিত্রাণের সময় পায়নি (অতীতের বহু জনগোষ্ঠী)	৩৮-সোয়াদ	৩	৮৬৬
পৃথিবীতে একটি সময় অবস্থান ও জীবনোপভোগ রয়েছে…	৭-আ'রাফ	২৪	৬১৪
বিলম্বিত করা হয় না (আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসলে…)	৭১-নূহ্	৪	৯৮৪
বিলম্বিত/ত্বরান্বিত করতে পারবে না কেউ (নির্দিষ্ট সময়কে)	১০-ইউনুস	৪৯	৬৫৯
বিলম্বিত (নির্দিষ্ট সময় আসলে মানুষ তা বিলম্বিত করতে পারে না)	১৬-নাহ্ল	৬১	৭০৭
বেখবর (যে সময় অধিবাসীরা বেখবর তখন মূসা আ. শহরে প্রবেশ…)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
ভোগ্যসামগ্রী, একটি সময়ের জন্য (পশুর পশম/লোম/চুলে…)	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
ভোগ-বিলাসের সুযোগ,একটি সময় পর্যন্ত(ইউনুস সম্প্রদায়কে)	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
রাসূলগণের সময় নির্ধারণ করা হবে (কিয়ামতের দিন)	৭৭-মুরসালাত	১১	৯৯৭
রাতের সময় ইবাদাতের দিক থেকে অধিক কার্যকর	৭৩-মুয্যাম্মিল	৬	৯৮৮
শাস্তির সময় নির্দিষ্ট না থাকলে তা এসেই যেত	২৯-আনকাবূত	৫৩	৮২০
সময় (নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে সকলকে একত্রিত করা হবে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫০	৯৪৫
সময় আসা			
মু'মিনদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি?	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
সময় (ইদ্দত)			
পৌছা (ইদ্দতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের শেষে পৌছালে…, তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
সময় (কাল)			
জীবনোপভোগ (কিছু সময়/কালের জন্য মানুষের জীবনোপভোগ)	২১-আম্বিয়া	১১১	৭৫৭
ধ্বংস করে! ('সময়ই মানুষকে ধ্বংস করে' -কাফিরদের ধারণা)	৪৫-জাছিয়া	২৪	৯০৭
সময় (কিয়ামত)			
নির্ধারিত সময়/কিয়ামত আল্লাহর কাছে রয়েছে	৬-আন্'আম	২	৫৯৬
সময় (নির্দিষ্ট সময়)			
জাদু প্রদর্শনের নির্দিষ্ট সময়/স্থান নির্ধারণের জন্য ফিরআউনের আহবান	২০-ত্বা-হা	৫৮	৭৪৪
সময় নির্দেশক			
নতুন চাঁদ সময় নির্দেশক	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
সময় নির্ধারণ			
যুদ্ধের সময় নির্ধারণ করত যদি মু'মিনরা (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
রাসূলগণের সময় নির্ধারণ করা হবে (কিয়ামতের দিন)	৭৭-মুরসালাত	১১	৯৯৭
সময় নির্ধারিত			
ফরজ (নামাজ কায়েম মুমিনদের উপর নির্ধারিত ফরজ)	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
সময় (নির্ধারিত সময়)			
একত্র করা (ফির'আউনের জাদুকরদেরকে নির্ধারিত সময়ে একত্র করা)	২৬-শু'আরা	৩৮	৭৯০
প্রত্যেক সংবাদের জন্য নির্ধারিত সময় আছে	৬-আন্'আম	৬৭	৬০২
সময় (মৃত্যু)			
আসা (মৃত্যুর সময় এসে গেলে আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না)	৬৩-মুনাফিকূন	১১	৯৬৫
নির্দিষ্ট করা (আল্লাহ মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন)	৬-আন্'আম	২	৫৯৬
সময় (মৃত্যুর)			
কিতাবে নির্ধারিত আছে মৃত্যুর সময়	৩-আলে ইমরান	১৪৫	৫৪৯
সমর্থ			
আল্লাহ মৃতদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ…	৩৬-ইয়াসীন	৮১	৮৫৬
ওসিয়ত করতে সমর্থ হবে না, কিয়ামতে (কাফিররা)	৩৬-ইয়াসীন	৫০	৮৫৪
সমর্থন (পরস্পরকে)			
একে অপরকে সমর্থন করে (তাওরাত ও কুরআন)	২৮-কাসাস	৪৮	৮১২
সমর্পণ (আরো দেখুন ইসলাম/মুসলিম/আত্মসমর্পণ শব্দটি)			
আল্লাহর দিকে চেহারাকে সমর্পণকারী মজবুত হাতল ধারণ করে	৩১-লুকমান	২২	৮২৮
আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পণকারীর প্রতিদান	২-বাক্বারা	১১২	৫১৩
আল্লাহর নিকট সমর্পন করল (মু'মিন ব্যক্তি তার ব্যাপার)	৪০-মু'মিন	৪৪	৮৮১
চেহারা (নিজকে) সমর্পণ করেছে রাসূল স. ও তাঁর অনুসারীরা	৩-আলে ইমরান	২০	৫৩৭
চেহারাকে আল্লাহর দিকে সমর্পণকারী মজবুত হাতল ধারণ করে	৩১-লুকমান	২২	৮২৮
নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণকারীর প্রতিদান	২-বাক্বারা	১১২	৫১৩
সমষ্টি			
একই জনসমষ্টিতে নিয়ে আসবেন আল্লাহ সবাইকে (কিয়ামতে)	১৭-ইস্রা	১০৪	৭২৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সমষ্টিগত			
ব্যাপার (সমষ্টিগত ব্যাপারে অনুমতি ছাড়া চলে যায় না মু'মিনগণ)	২৪-নূর	৬২	৭৮১
সমসংখ্যক			
রোযা (কাফফারাস্বরূপ সমসংখ্যক রোযা, মুহরিমের শিকার প্র)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
সমসাময়িক			
আনন্দোৎসব হবে সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য (খাদ্য অবতরণ…)	৫-মায়িদা	১১৪	৫৯৪
সমস্ত			
ইজ্জত (নিশ্চয় সমস্ত ইজ্জত আল্লাহর জন্য)	১০-ইউনুস	৬৫	৬৬০
ইজ্জত (সমস্ত ইজ্জত/সম্মান আল্লাহর, কাফিরকে বন্ধু বানানো প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৩৯	৫৭৪
দুঃখ-কষ্ট (সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে আল্লাহ উদ্ধার করেন)	৬-আন্'আম	৬৪	৬০১
সমান			
অংশীদার (দাস-দাসী রিযিকে সমান অংশীদার প্রসঙ্গ…)	৩০-রূম	২৮	৮২৪
অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয় (উপমা)	৩৫-ফাতির	১৯	৮৪৮
অন্ধকার ও আলো সমান নয়	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
আগুনের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়	৫৯-হাশর	২০	৯৫৭
আল্লাহর নিকট সমান নয় ঈমান আনা ও হাজীদের পানি পান…	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
আল্লাহর কাছে সমান (কথা গোপন করা বা প্রকাশ করা)	১৩-রা'দ	১০	৬৮৯
আহলে কিতাবরা সকলে সমান নয়	৩-আলে ইমরান	১১৩	৫৪৭
উপমা সমান নয়, দু'দলের (দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	২৪	৬৬৭
উপদেশ দেয়া/না দেয়া আদ জাতির জন্যসমান (হূদের উপদেশ)	২৬-শু'আরা	১৩৬	৭৯৫
এক পুরুষ/পুত্রের অংশ দুই নারী/কন্যার অংশের সমান	৪-নিসা	১১	৫৫৭
কাফির ও মুমিন সমান হয়ে যাওয়া (কাফিরদের কামনা)	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করা মুনাফিকদের জন্য সমান	৬৩-মুনাফিকূন	৬	৯৬৪
জখমের সমান জখম (কিসাস প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৪৫	৫৮৬
জানানো (রাসূল স. সকলকে সমানভাবে জানিয়েছেন, রিসালাত/শাস্তি প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৯	৭৫৭
জিহাদকারী ও বসে থাকা মুমিন সমান নয়	৪-নিসা	৯৫	৫৬৯
জীবন/মৃত্যু সমান নয় (মন্দকর্মশীল ও সৎকর্মশীল মুমিনের)	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
জীবিত ও মৃত ব্যক্তি সমান নয় (উপমা)	৩৫-ফাতির	২২	৮৪৮
ডাকা বা চুপ থাকা সমান (শরীকদেরকে)	৭-আ'রাফ	১৯৩	৬৩০
দাস ও উত্তম রিযিকপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমান নয় (উপমা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
দানকারী ও মালিকানাধীন দাস সমান নয় (উপমা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৭৫	৭০৯
দু'টি সমুদ্র সমান নয় (একটি সুমিষ্ট ও একটি লোনা)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টি সম্পন্ন সমান না হওয়া প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৫০	৬০০
দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন সমান নয়	৪০-মু'মিন	৫৮	৮৮৩
দৃষ্টি সম্পন্ন ও দৃষ্টিহীন সমান না হওয়া প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৫০	৬০০
নয় (এক/অনেক প্রভূর অধীন দু'ব্যক্তি কি সমান?)	৩৯-যুমার	২৯	৮৭৩
ন্যায়বিচারের নির্দেশদানকারী ও বোবা সমান নয় (উপমা)	১৬-নাহ্ল	৭৬	৭০৯
পাপাচারী মুমিনের সমান নয়	৩২-সাজ্দা	১৮	৮৩১
বাণী (তাওহীদের বাণী মুসলিম ও আহলি কিতাবদের মাঝে সমান)	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
বিজয়ের পূর্বে যুদ্ধ করা আর বিজয়ের পরে যুদ্ধ করা এক সমান নয়	৫৭-হাদীদ	১০	৯৪৯
বিচলিত হওয়া ও ধৈর্য্যধারণ উভয়ই সমান (অহঙ্কারীদের জন্য)	১৪-ইবরাহীম	২১	৬৯৫
বোবা ও ন্যায়বিচারের নির্দেশদানকারী সমান নয় (উপমা)	১৬-নাহ্ল	৭৬	৭০৯
ভাল ও মন্দ সমান নয়	৪১-ফুস্সিলাত	৩৪	৮৮৮
মন্দ ও ভাল সমান নয় (মন্দের আধিক্য মুগ্ধ করলেও)	৫-মায়িদা	১০০	৫৯৩
মসজিদুল হারামে অবস্থানকারী ও বহিরাগত সমান	২২-হাজ্জ	২৫	৭৬০
মুমিনের সমান নয় (পাপাচারী)	৩২-সাজ্দা	১৮	৮৩১
মুনাফিকদের জন্য সমান (ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করা)	৬৩-মুনাফিকূন	৬	৯৬৪
মৃত্যু/জীবন সমান নয় (মন্দকর্মশীল ও সৎকর্মশীল মুমিনের)	৪৫-জাছিয়া	২১	৯০৬
যারা জানে ও যারা জানে না তারা সমান নয়	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
রিযিকে সমান হয়ে যাবে -এতটা রিযিক দাস-দাসীকে কেউ দেয়না	১৬-নাহ্ল	৭১	৭০৮
সতর্ক করা (কাফিরদের সতর্ক করা না করা সমান)	২-বাক্বারা	৬	৫০২
সতর্ক করা বা না করা সমান (কাফিররা ঈমান আনবে না)	৩৬-ইয়াসীন	১০	৮৫১
সমান নয় (দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন সমান নয়)	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
সহ্য করা বা না করা সমান (জাহান্নামীদের)	৫২-তূর	১৬	৯২৯
হারাম বিষয়সমূহ সমান সমান…	২-বাক্বারা	১৯৪	৫২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সমান (অনুরূপ)			
দুই নারীর অংশের সমান (অনুরূপ) পাবে এক পুরুষ	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
সমাপ্ত			
কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলে জ্বিনরা সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল	৪৬-আহ্কাফ	২৯	৯১১
নামাজ সমাপ্ত হলে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণের নির্দেশ	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
সমাবেশ			
প্রথম সমাবেশেই বের করে দিলেন আল্লাহ (কাফিরদেরকে)	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
সহজ (আল্লাহর পক্ষে সহজ, কিয়ামতের এই মহাসমাবেশ ঘটানো)	৫০-ক্বাফ	৪৪	৯২৪
সমালোচনা (উল্লেখ)			
ইবরাহীম আ. কর্তৃক মূর্তির সমালোচনা প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৬০	৭৫৪
উপাস্যদের সমালোচনা/উল্লেখ (রাসূল স. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩৬	৭৫২
মূর্তির সমালোচনা(ইবরাহীম আ. কর্তৃক মূর্তির সমালোচনা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬০	৭৫৪
সমাসীন (আরো দেখুন উপবিষ্ট শব্দটি)			
আরশে (আল্লাহ আরশে সমাসীন)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
আরশে সমাসীন হন আল্লাহ (আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পর)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
আরশে সমাসীন হন আল্লাহ (আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পর)	৩২-সাজ্দা	৪	৮৩০
আরশে সমাসীন হয়েছেন আল্লাহ (আকাশ পৃথিবী সৃষ্টির পর)	২৫-ফুরকান	৫৯	৭৮৬
আরশে সমাসীন হয়েছেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
আরশে সমাসীন হয়েছেন (দয়াময় আল্লাহ)	২০-ত্বা-হা	৫	৭৪১
আরশে সমাসীন হয়েছেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
সমুদ্র			
অন্ধকার (সমুদ্রের অন্ধকার থেকে আল্লাহ উদ্ধার করেন)	৬-আন্'আম	৬৩	৬০১
অন্ধকার (সমুদ্রের অন্ধকারে তারকার মাধ্যমে পথ পাওয়া)	৬-আন্'আম	৯৭	৬০৫
অন্ধকার (গভীর সমুদ্রের অন্ধকারের মত কাফিরদের কাজ)	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
অন্ধকার (সমুদ্রের অন্ধকারে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন)	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
অন্তরাল(দুই সমুদ্রের মাঝে আল্লাহ অন্তরাল স্থাপন করেছেন)	২৭-নামল	৬১	৮০৫
অলঙ্কার (সমুদ্র থেকে অলঙ্কার/মুক্তা আহরণ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
আঘাত (লাঠির আঘাতে সমুদ্রে/নীলনদে পথ হওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	৬৩	৭৯১
আহার (সমুদ্র থেকে তাজা গোশত/মাছ আহার প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
কসম (স্ফীত সমুদ্রের কসম)	৫২-তূর	৬	৯২৯
কালি (পৃথিবীর সমুদ্রগুলোকে কালি বানালেও আল্লাহর বাণী শেষ হবে না)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
কালি হলেও (রবের বাণী লেখা শেষ হবে না)	১৮-কাহ্ফ	১০৯	৭৩৩
কাজ করত মিসকিনরা (নৌকার সাহায্যে, সমুদ্রে).	১৮-কাহ্ফ	৭৯	৭৩১
চলমান (সমুদ্রে চলমান পর্বত সমান জাহাজ আল্লাহর নিদর্শন)	৪২-শূরা	৩২	৮৯৪
জানা (স্থলে ও সমুদ্রে যা আছে তা আল্লাহই জানেন)	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
দুঃখ-দুর্দশা সমুদ্রে যখন মানুষকে স্পর্শ করে...	১৭-ইস্রা	৬৭	৭১৯
দু'টি সমুদ্র সমান নয় (একটির পানি সুমিষ্ট ও অপরটি লোনা)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
নিক্ষেপ (সমুদ্রে নিক্ষেপ, ফির'আউন ও তার বাহিনীকে)	৫১-যারিয়াত	৪০	৯২৭
নিক্ষেপ (শিশু মূসার সিন্দুককে সমুদ্র তীরে নিক্ষেপ করবে)	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
নিক্ষেপ (মূসাকে সমুদ্রে নিক্ষেপের নির্দেশ, কোন আশঙ্কা করলে)	২৮-কাসাস	৭	৮০৮
নিক্ষেপ (ফির'আউন ও তার বাহিনীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ)	২৮-কাসাস	৪০	৮১১
নিয়োজিত করা (আল্লাহ সমুদ্রকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
নিয়োজিত (আল্লাহ সমুদ্রকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন)	৪৫-জাছিয়া	১২	৯০৫
নিমজ্জন (নির্দশনকে মিথ্যা অভিহিত করায় সমূদ্রে নিমজ্জন)	৭-আ'রাফ	১৩৬	৬২৪
নিমজ্জিত করা (সমুদ্র কর্তৃক ফিরআউনবাহিনীকে...)	২০-ত্বা-হা	৭৮	৭৪৬
নি:শেষ হবে, তবে প্রতিপালকের বাণী লিখা শেষ হবে না	১৮-কাহ্ফ	১১০	৭৩৩
নৌযান (কৃতজ্ঞ/ধৈর্যশীলের জন্য সমুদ্রে নৌযানের চলাচলে নিদর্শন...)	৩১-লুকমান	৩১	৮২৯
নৌযান চলাচল(আল্লাহর নির্দেশে নৌযান সমুদ্রে চলাচল করে)	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
নৌযান (সমুদ্রে নৌযান পরিচালানা করেন প্রতিপালক)	১৭-ইস্রা	৬৬	৭১৯
নৌযান (সমুদ্রে পর্বতের মত সুউচ্চ নৌযানসমূহ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে)	৫৫-রাহ্মান	২৪	৯৪০
নৌযান (সমুদ্রের বুক চিরে নৌযান চলাচল প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১৪	৭০৪
নৌযান (আল্লাহর নির্দেশে নৌযান সমুদ্রে চলাচল করে)	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
পথ পাওয়া (স্থল/সমুদ্রের অন্ধকারে তারকার মাধ্যমে পথ পাওয়া)	৬-আন্'আম	৯৭	৬০৫
পথ তৈরি (মূসার লাঠির আঘাতে বনী ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রে পথ)	২০-ত্বা-হা	৭৭	৭৪৫
পার করানো (আল্লাহ বনী ইসরাইলকে সমুদ্র পার করালেন...)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
পার করা (আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করান)	৭-আ'রাফ	১৩৮	৬২৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
পাশ (সমুদ্রের পাশের জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, মাছ শিকার প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
পৃষ্ঠ (সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজ নিদর্শনস্বরূপ)	৪২-শূরা	৩৩	৮৯৪
প্রবাহিত (পরস্পর মিলিত দুই সমুদ্রকে আল্লাহ প্রবাহিত করেছেন)	৫৫-রাহ্মান	১৯	৯৪০
প্রবাল উৎপন্ন হয় (উভয় সমুদ্র থেকে)	৫৫-রাহ্মান	২২	৯৪০
ফাসাদ (স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশিত হয়েছে)	৩০-রূম	৪১	৮২৫
ফেলে দেয়া (শিশু মূসার সিন্দুককে সাগরে ফেলে দেয়া)	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
বহন (আদম-সন্তানকে স্থলে ও সমুদ্রে বহন করেছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্রা	৭০	৭২০
বিস্ফোরিত হবে সমুদ্র (কিয়ামত শুরু হলে)	৮২-ইনফিতার	৩	১০১০
ভ্রমণ (আল্লাহই মানুষকে সমুদ্রে ও স্থলে ভ্রমণ করান)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
মাছ সমুদ্রে চলে যাওয়া (আশ্চর্যজনকভাবে)	১৮-কাহ্ফ	৬৩	৭৩০
মাছ সমুদ্রে চলে যাওয়া (সংযোগস্থলে পৌছার পর)	১৮-কাহ্ফ	৬১	৭২৯
মুক্তা উৎপন্ন হয় (উভয় সমুদ্র থেকে)	৫৫-রাহ্মান	২২	৯৪০
শিকার (ইহরাম অবস্থায় সমুদ্রের শিকার খাওয়া হালাল)	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
সংযোগস্থলে না পৌছা পর্যন্ত মূসা আ. থামবে না (মূসা আ. ও খিজির প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৬০	৭২৯
সমুদ্রের(দুই সমুদ্র তাদের অন্তরায় অতিক্রম করতে পারে না)	৫৫-রাহ্মান	২০	৯৪০
সাত (সাত সমুদ্রকে কালি বানালেও আল্লাহর বাণী লেখা শেষ হবে না)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
স্থির (সমুদ্রকে স্থির থাকতে দিতে আল্লাহ বললেন মূসাকে)	৪৪-দুখান	২৪	৯০৩
স্ফীত করা হবে সমুদ্র (যখন কিয়ামত শুরু হবে)	৮১-তাকভীর	৬	১০০৮
সমুদ্র (দুই সমুদ্র)			
প্রবাহিত (দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন আল্লাহ, পাশাপাশি)	২৫-ফুরকান	৫৩	৭৮৬
সমুদ্র (নীল নদ)			
বিভক্ত করা (মূসার সম্প্রদায়ের জন্য সমুদ্র/নীল নদকে বিভক্ত করা)	২-বাক্বারা	৫০	৫০৬
সমুন্নত			
আল্লাহ সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়	৪২-শূরা	৫১	৮৯৫
আল্লাহ সমুন্নত ও সুমহান (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই তার)	৪২-শূরা	৪	৮৯১
কুরআন/উম্মুল কিতাব প্রজ্ঞাময় ও সমুন্নত	৪৩-যুখরুফ	৪	৮৯৬
ঘর (মসজিদ) সমুন্নত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ	২৪-নূর	৩৬	৭৭৮
রাসূল স. এর উল্লেখকে আল্লাহ সমুন্নত করেছেন	৯৪-ইন্শিরাহ্	৪	১০২৭
সহীফা (সমুন্নত সহীফায় কুরআন লিপিবদ্ধ আছে)	৮০-আবাসা	১৪	১০০৬
সমৃদ্ধ			
ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আল্লাহ সন্তান/সম্পদ দিয়ে সমৃদ্ধ করবেন (নূহ আ. প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	১২	৯৮৪
নূহ আ. সম্প্রদায়কে আল্লাহ সমৃদ্ধ করবেন (ক্ষমাপ্রার্থনা করলে)	৭১-নূহ্	১২	৯৮৪
সম্পত্তি			
বের করা (আবাস ও সম্পত্তি থেকে যাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে...	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
সম্পদ			
অধিকার (যাদের সম্পদে অধিকার রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতর)	৭০-মা'আরিজ	২৪	৯৮২
অমর করা (সম্পদ অমর করবে বলে জমাকারীর ধারণা)	১০৪-হুমাযা	৩	১০৩৩
আল্লাহর পথে সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করে মুমিনগণ...	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
ইয়াতিমদের সম্পদ খেয়ে না ফেলার নির্দেশ	৪-নিসা	২	৫৫৬
ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা পেটে আগুন ভরার মত	৪-নিসা	১০	৫৫৭
ঈমানদারদের সম্পদ চান না আল্লাহ	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৬	৯১৫
কারূনের সম্পদ	১৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
গণনা (সম্পদ জমা ও গণনা করার পরিণতি দূর্ভোগ)	১০৪-হুমাযা	২	১০৩৩
জমা (সম্পদ জমা ও গণনা করার পরিণতি দূর্ভোগ)	১০৪-হুমাযা	২	১০৩৩
জিহাদ (আল্লাহর পথে সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে মুমিনগণ...)	৪৯-হুজুরাত	১৫	৯২১
জীবন ধারনের উপরণ সম্পদ (মানুষের জন্য আল্লাহ বানিয়েছেন)	৪-নিসা	৫	৫৫৬
দান (পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সম্পদ দান...)	৯২-লাইল	১৮	১০২৫
দান (সম্পদ দান প্রকৃত পূণ্য, সম্পদের প্রতি ভালবাসা সত্বেও)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
দুনিয়ার সম্পদ চায় মু'মিনরা, যুদ্ধবন্দির বিনিময়ে	৮-আনফাল	৬৭	৬৩৮
দুনিয়ার সম্পদের লোভে সালামদাতাকে 'মুমিন নও' বলা যাবেনা	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
দেয়া (আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে দাসদেরকে দেয়া)	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
ধ্বংস(ফিরআউনের সম্পদ ধ্বংসের জন্য মূসার দোয়া)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
নারীর অংশ (সম্পদে)	৪-নিসা	১১-১২	৫৫৭-
নারীর অংশ (সম্পদে)	৪-নিসা	১৭৬	৫৭৯
পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে সম্পদকে যাকাত	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
পরীক্ষা মাত্র (মুমিনদের সন্তান ও ধন-সম্পদ)	৬৪-তাগাবুন	১৫	৯৬৭
পাহাড়-পর্বতের মধ্যে বরকত (সম্পদ)	৪১-হা-মিম সিজদা	১০	৮৮৬
প্রিয় (সম্পদ প্রিয় হলে- আল্লাহ, রাসূল স. ও জিহাদ অপেক্ষা...)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
ফিরআউনকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য/সম্পদ দান...	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
ফিরআউনের সম্পদ ধ্বংসের জন্য মূসার দোয়া...	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সুরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সম্পদ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বেশী ধনসম্পদ বন্ধুর চেয়ে (বাগানওয়ালার উক্তি)	১৮-কাহ্ফ	৩৪	৭২৭
ব্যয় (সম্পদ ব্যয়/দান সম্পর্কে আল্লাহ জানেন)	২-বাক্বারা	২৭৩	৫৩২
ব্যয় (নিজেদের কল্যাণের জন্যই সম্পদ ব্যয়...)	২-বাক্বারা	২৭২	৫৩২
বৃদ্ধি (সম্পদ বৃদ্ধি করে যাকাত)	৩০-রূম	৩৯	৮২৪
ভালবাসা (প্রতিপালকের স্মরণ থেকে সম্পদকে বেশি ভালবাসা)	৩৮-সোয়াদ	৩২	৮৬৮
ভালবাসা (ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের ভালবাসা প্রবল!)	১০০-'আদিয়াত	৮	১০৩০
মাদইয়ানবাসীকে সম্পদশালী দেখতে পাচ্ছেন শু'আইব	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
মুমিনদের সন্তান/সম্পদ যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে না রাখে	৬৩-মুনাফিকূন	৯	৯৬৫
মুমিনদের সন্তান ও ধন-সম্পদ পরীক্ষা মাত্র	৬৪-তাগাবুন	১৫	৯৬৭
যাকাত (সম্পদের) দেখুন যাকাত শব্দটি			
যাকাত গ্রহণের নির্দেশ তাদের সম্পদ থেকে যারা অপরাধ স্বীকার...	৯-তাওবা	১০৩	৬৫১
লালনপালনকারীর সম্পদের সাথে ইয়াতিমের সম্পদ খেয়ে না ফেলা	৪-নিসা	২	৫৫৬
সম্পদ (পরিত্যাক্ত)			
উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গ	৪-নিসা	১২	৫৫৮
সম্পদ (রেখে যাওয়া বস্ত)			
পিতামাতার রেখে যাওয়া সম্পদে নারী-পুরুষের অংশ আছে	৪-নিসা	৭	৫৫৭
সম্পদের অধিকারী (আরো দেখুন ধনী/বিত্তবান শব্দটি)			
মিথ্যা অভিহিতকারী সম্পদশালীকে ছেড়ে দেয়া (শাস্তির জন্য)	৭৩-মুযযাম্মিল	১১	৯৮৮
সম্পন্ন			
নামাজ (নামাজ সম্পন্ন হলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া)	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
পরীক্ষা সম্পন্ন করা (ইবরাহীমের পরীক্ষা)	২-বাক্বারা	১২৪	৫১৪
সম্পন্ন করা			
অনুষ্ঠান (হজ্জের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর...)	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
আল্লাহ সম্পন্ন করবেন একটি বিষয় যা ঘটার ছিল	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
আল্লাহ সম্পন্ন করলেন এমন এক বিষয় যা ঘটার ছিল	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
সম্প্রদায় (আরো দেখুন গোত্র শব্দটি)			
অজানা (সম্প্রদায়ের অজানা বিষয় ওহীর মাধ্যমে নবীকে জানানো...)	১১-হূদ	৪৯	৬৭০
অজ্ঞ সম্প্রদায় (বনী ইসরাঈল এক অজ্ঞ সম্প্রদায়)	৭-আ'রাফ	১৩৮	৬২৪
অজ্ঞ সম্প্রদায় (আদ সম্প্রদায়ের শাস্তি প্রসঙ্গে হূদ আ. এর উক্তি)	৪৬-আহ্কাফ	২৩	৯১০
অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন(লূত জাতির ধ্বংস)	২৯-আনকাবূত	৩৫	৮১৯
অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (রাত-দিন/জীবন-মৃত্যু...)	৪৫-জাছিয়া	৫	৯০৫
অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (খেজুর/আঙ্গুর হতে মাদক/রিযিক)	১৬-নাহ্ল	৬৭	৭০৮
অনুধাবনকারী সম্প্রদয়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে...	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (চন্দ্র/সূর্য/তারকা/রাত/দিন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ	৩০-রূম	২৮	৮২৪
অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (বিদ্যুৎ চমকানো ও...)	৩০-রূম	২৪	৮২৩
অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন (ব্যয় করা হতে বিমুখ হলে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
অন্ধ সম্প্রদায় ছিল নূহের সম্প্রদায়	৭-আ'রাফ	৬৪	৬১৮
অপরাধী (ফিরআউনের সম্প্রদায় ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়)	১০-ইউনুস	৭৫	৬৬১
অপরাধী (লূত) সম্প্রদায়ের প্রতি ফেরেশতাদের প্রেরণ করা হয়েছে	৫১-যারিয়াত	৩২	৯২৭
অপরাধী সম্প্রদায় কাফিররা (আয়াত পাঠের পর অহংকার করায়)	৪৫-জাছিয়া	৩১	৯০৭
অপরাধী সম্প্রদায়কে আল্লাহ ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিদান দেন	১০-ইউনুস	১৩	৬৫৫
অপরাধী সম্প্রদায়কে আল্লাহ যেভাবে প্রতিফল দেন (আদ জাতি...)	৪৬-আহ্কাফ	২৫	৯১০
অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি ফেরেশতারা প্রেরিত হয়েছে	১৫-হিজর	৫৮	৭০০
অপরাধী সম্প্রদায় মুনাফিকরা	৯-তাওবা	৬৬	৬৪৬
অপরাধী সম্প্রদায় থেকে (আল্লাহর শাস্তি নিবৃত্ত করা যায় না)	১২-ইউসুফ	১১০	৬৮৭
অপরাধী সম্প্রদায়(ফিরআউনের সম্প্রদায়)	৭-আ'রাফ	১৩৩	৬২৪
অপরাধী সম্প্রদায় হতে আল্লাহর শাস্তি নিবৃত্ত করা হয়না	৬-আন্'আম	১৪৭	৬১১
অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের কাজে আসে না নিদর্শন	১০-ইউনুস	১০১	৬৬৩
অবস্থান (সম্প্রদায়ের অবস্থান অনুসারে কাজ করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৩৫	৬০৯
অমান্যতা (সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অমান্যতার অভিযোগ, নূহের)	৭১-নূহ	২১	৯৮৫
আত্মগোপন (কন্যা জন্মের সংবাদে সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন)	১৬-নাহ্ল	৫৯	৭০৭
আদর্শ (সেই সম্প্রদায়ের আদর্শ বর্জন করলেন ইউসুফ আ. যারা...)	১২-ইউসুফ	৩৭	৬৮০
আদ সম্প্রদায় তাদের রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল	২২-হাজ্জ	৪২	৭৬২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সুরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আদ সম্প্রদায়কে নবুয়ত সম্পর্কে অনুধাবন করার আহবান	১১-হূদ	৫১	৬৭০
আদ সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দেন হুদ	১১-হূদ	৫০	৬৭০
আদ সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ বলল (প্রেরিত রাসূল স. সম্পর্কে)	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮
আদ সম্প্রদায়ের উপর সাত রাত আট দিন অবিরাম ঝড় বয়	৬৯-হাক্কাহ্	৭	৯৭৮
আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস (প্রতিপালককে অবিশ্বাস করায়)	১১-হূদ	৬০	৬৭১
আযরের সম্প্রদায় স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় (শিরক প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৭৪	৬০৩
আরবি কুরআন অবতরণ এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে	৪১-ফুস্সিলাত	৩	৮৮৬
আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ, তাদের সাথে বন্ধুত্ব নিষেধ	৬০-মুমতাহিনা	১৩	৯৫৯
আল্লাহ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মাঝে এমন পাওয়া যাবে না যারা...)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
আসহাবে কাহফের (যারা আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ গ্রহণ করেছিল)	১৮-কাহফ	১৫	৭২৫
আহ্বান (সম্প্রদায়ের প্রতি নূহের আহ্বান, আল্লাহর ইবাদতের জন্য)	২৩-মু'মিনূন	২৩	৭৬৭
ইউনুসের সম্প্রদায় ঈমান আনায় শাস্তি দূর করা হয়	১০-ইউনুস	৯৮	৬৬৩
ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় আল্লাহ যুক্তি-প্রমাণ দেন	৬-আন্'আম	৮৩	৬০৩
ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের মূর্তির উপাসনা প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	৭০	৭৯১
ইবরাহীমের সম্প্রদায় তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল	২২-হাজ্জ	৪৩	৭৬২
ইবাদতের নির্দেশ (ছামূদ সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
ইবরাহীম আ. ও তার সাথীরা তাদের সম্প্রদায়কে বলল...	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য ঘোষণা (সৎকর্মশীল যমীনের উত্তরাধিকারী)	২১-আম্বিয়া	১০৬	৭৫৭
ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের কাছে ঘোষণা (দেবতাপূজা প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	২৬	৮৯৭
ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের উত্তর (ইবরাহীমকে হত্যা/ জ্বালানো প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
ইবরাহীমের সম্প্রদায়কে উপাসনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা..	৩৭-সাফ্ফাত	৮৫	৮৬১
ইবরাহীমের সম্প্রদায় মূর্তির লেগে থাকা প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৫২	৭৫৩
ইবরাহীমের সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদত ও ভয়ের নির্দেশ	২৯-আনকাবূত	১৬	৮১৭
ইলইয়াসের সম্প্রদায়কে সাবধান করলেন ইলইয়াস	৩৭-সাফ্ফাত	১২৪	৮৬৩
ঈমান আনে না যে সম্প্রদায় তাদের জন্য ধ্বংস	২৩-মু'মিনূন	৪৪	৭৬৮
ঈমান আনে যে সম্প্রদায় তাদের জন্য কিতাব...	৭-আ'রাফ	৫২	৬১৭
ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য দয়া ও পথনির্দেশিকা (কুরআন)	১৬-নাহ্ল	৬৪	৭০৮
ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (রিযিক প্রসারিত করা ও...)	৩০-রূম	৩৭	৮২৪
ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য (সত্যসহ সংবাদ পাঠ...)	২৮-কাসাস	৩	৮০৮
ঈমানের পর কুফরী করে যে সম্প্রদায় আল্লাহ কিভাবে তাদেরকে...	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
উত্তর (ইবরাহীমকে হত্যা/ জ্বালানো প্রসঙ্গে সম্প্রদায়ের উত্তর)	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
উত্তরাধিকারী (অন্য সম্প্রদায়কেকে ফির'আউনের উত্তরাধিকারী করা)	৪৪-দুখান	২৮	৯০৩
উপমা (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী সম্প্রদায়ের উপমা)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
উপমা (আয়াতকে মিথ্যা আখ্যাদানকারী সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট উপমা)	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
উপদেশ (কুরআন মুহাম্মদ স.ও তার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ)	৪৩-যুখরুফ	৪৪	৮৯৯
উপদেশগ্রহণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (নানান রঙের সৃষ্টিতে)	১৬-নাহ্ল	১৩	৭০৪
উপদেশ গ্রহণকারী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াত বর্ণনা	৬-আন্'আম	১২৬	৬০৮
উপদেশ (এমন সম্প্রদায়কে উপদেশ যাদেরকে ধ্বংস করা হবে)	৭-আ'রাফ	১৬৪	৬২৮
কারুন সম্প্রদায়ের সামনে বের হল (জাঁকজমক সহকারে)	২৮-কাসাস	৭৯	৮১৫
কাফির সম্প্রদায় এর অন্তর্ভূক্ত ছিল (সাবার রানী)	২৭-নামল	৪৩	৮০৩
কাফির সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না	১৬-নাহ্ল	১০৭	৭১২
কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা (রব্বানীদের)	৩-আলে ইমরান	১৪৭	৫৪৯
কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা (প্রতিপালকের নিকট)	২-বাক্বারা	২৫০	৫২৯
কাফির সম্প্রদায়কেও জখম স্পর্শ করেছে (বদর যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
কাফির সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউ আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয় না	১২-ইউসুফ	৮৭	৬৮৫
কাফির সম্প্রদায় থেকে উদ্ধারের দোয়া (মূসার জাতির মুমিনদের)	১০-ইউনুস	৮৬	৬৬২
কাফির সম্প্রদায়ের জন্য শু'আইব দুঃখ না করা	৭-আ'রাফ	৯৩	৬২১
কিতাব/নবুয়ত/বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব সম্প্রদায়কে অর্পণ প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৮৯	৬০৪
কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বর্ণনা করেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৫৮	৬১৮
ক্ষতি (আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতির ইচ্ছা করলে...)	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের নিরাপদ মনে করা (আল্লাহর কৌশল থেকে)	৭-আ'রাফ	৯৯	৬২২
ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে সম্প্রদায়কে , সংবাদ পরীক্ষা না করলে	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
খিয়ানত (কোন সম্প্রদায়ের খিয়ানত বা চুক্তিভঙ্গের আশঙ্কা...)	৮-আনফাল	৫৮	৬৩৭
ঘর (সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর তৈরির নির্দেশ মূসা/হারুনকে)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে	১৩-রা'দ	৩	৬৮৮
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (মৃত্যু/ঘুমে প্রাণহীন হওয়া)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে (মৌমাছি প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সম্প্রদায় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টির মধ্যে)	৩০-রূম	২১	৮২৩
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ নিদর্শন বর্ণনা করেন	১০-ইউনুস	২৪	৬৫৬
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (বৃষ্টিতে ফল-ফসল উৎপন্ন হওয়া)	১৬-নাহ্‌ল	১১	৭০৩
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু)	৪৫-জাছিয়া	১৩	৯০৬
চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের মুমিনকে হত্যা করলে রক্তপণ প্রদান	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে যাওয়া (যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করা যাবে না মু'মিনদেরকে...	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি সালেহকে প্রেরণ	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
ছামূদ সম্প্রদায়ের জন্য সালিহকে প্রেরণ	১১-হূদ	৬১	৬৭১
ছামূদ সম্প্রদায়কে পরীক্ষা (অমঙ্গল প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৭	৮০৪
ছামূদ সম্প্রদায় তাদের রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল	২২-হাজ্জ	৪২	৭৬২
ছামুদ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে সালিহ আ. বলল ...	৭-আ'রাফ	৭৯	৬২০
ছামুদ সম্প্রদায়ের অহংকারকারী প্রধানদের প্রশ্ন প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	৭৫	৬১৯
ছামুদ সম্প্রদায়ের কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ তাড়াতাড়ি পেতে চাওয়া	২৭-নামল	৪৬	৮০৪
ছামুদ সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রের পরিণাম ধ্বংস(সালিহকে হত্যার ষড়যন্ত্র)	২৭-নামল	৫১	৮০৪
ছেড়ে দেয়া (মূসার সম্প্রদায়কে ছেড়ে দিলে ফ্যাসাদ/উপাস্য বর্জনের শঙ্কা)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
জবাব (লূতকে জনপদ থেকে বের করা প্রসঙ্গে সম্প্রদায়ের জবাব)	৭-আ'রাফ	৮২	৬২০
জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন না আল্লাহ	৬১-সাফ্‌ফ	৭	৯৬০
জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ	২৮-কাসাস	৫০	৮১২
জানা (সম্প্রদায় যদি জানত মুমিন ব্যক্তির পুরস্কার সম্পর্কে !)	৩৬-ইয়াসীন	২৬	৮৫৩
জানা (যে সম্প্রদায় জানে তাদের জন্য আয়াত বর্ণনা)	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায় বলবে অপরাধীরা নিজেদেরকে (আকাশে উঠলে...)	১৫-হিজর	১৫	৬৯৮
জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি পেয়েছে মূসা	২৮-কাসাস	২৫	৮১০
জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার প্রার্থনা করল মূসা...	২৮-কাসাস	২১	৮০৯
জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধারের দোয়া (ফিরআউনের স্ত্রীর)	৬৬-তাহ্‌রীম	১১	৯৭১
জালিম সম্প্রদায় থেকে (নূহকে উদ্ধার করলেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	২৮	৭৬৭
জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য প্রার্থনা...	২৩-মু'মিনূন	৯৪	৭৭২
জালিম সম্প্রদায়ের কাছে যেতে মূসাকে নির্দেশ (প্রতিপালকের)	২৬-শু'আরা	১০	৭৮৮
জালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী না করার জন্য আরাফবাসীদের প্রার্থনা...	৭-আ'রাফ	৪৭	৬১৭
জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ	৪৬-আহ্‌কাফ	১০	৯০৮
জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
জালিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হবে (আল্লাহর শাস্তি আসলে)	৬-আন্'আম	৪৭	৬০০
জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
জালিম সম্প্রদায়ের শস্য ক্ষেত্রে হিমশীতল বায়ুর আঘাত...	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
জালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী না করা (হারুনকে)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসা রাসূল স. এর জন্য নিষেধ	৬-আন্'আম	৬৮	৬০২
জালিম সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস (আদ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	৪১	৭৬৮
জালিম সম্প্রদায়ের পরীক্ষার পাত্র না বানানোর দোয়া (মূসার জাতির)	১০-ইউনুস	৮৫	৬৬২
জালিম সম্প্রদায়ের মূল কেটে দেয়া প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	৪৫	৬০০
জুলুমকারী সম্প্রদায়ের উপমা কতইনা মন্দ! (নিজদের উপর জুলুম)	৭-আ'রাফ	১৭৭	৬২৯
জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন আল্লাহ	৯-তাওবা	১১	৬৪১
জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ আয়াত বর্ণনা করেন	৬-আন্'আম	১০৫	৬০৬
জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য সীমা বর্ণনা করেন আল্লাহ	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ নিদর্শন বর্ণনা করেন	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দশন বর্ণনা	৬-আন্'আম	৯৭	৬০৫
জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (ছামূদ সম্প্রদায়ের শাস্তির মধ্যে)	২৭-নামল	৫২	৮০৪
জ্বিনরা সতর্ককারীরূপে সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল	৪৬-আহ্‌কাফ	২৯	৯১১
জ্বিন সম্প্রদায়কে আহ্বান (নবীর কাছে কুরআন শ্রবণকারী জ্বিনদের)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩০	৯১১
জ্বিন সম্প্রদায়ের নিকট ঈমান আনার আহ্বান	৪৬-আহ্‌কাফ	৩১	৯১১
তুব্বা সম্প্রদায় (রাসূল স. কে অস্বীকার করেছিল)	৫০-ক্বাফ	১৪	৯২২
তুব্বা ও তার পূর্ববর্তী সম্প্রদায় (অপরাধী ছিল)	৪৪-দুখান	৩৭	৯০৩
দুঃসহ (নূহের অবস্থান সম্প্রদায়ের কাছে দুঃসহ মনে হলে..)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
ধ্বংস (জালিম সম্প্রদায়ের ধ্বংস কামনা, নূহের প্লাবন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
ধ্বংসমুখী (বেদুঈনরা ছিল এক ধ্বংসমুখী সম্প্রদায়)	৪৮-ফাত্‌হ	১২	৯১৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ধ্বংস(অকৃতজ্ঞতা দ্বারা সম্প্রদায়কে ধ্বংসের আবাসে নামিয়ে আনা)	১৪-ইবরাহীম	২৮	৬৯৬
নিজ সম্প্রদায়ের জন্য দুর্দিন আশঙ্কা করছেন মু'মিন ব্যক্তি...	৪০-মু'মিন	৩০	৮৮০
নিজ সম্প্রদায়ের জন্য দুর্দিনের আশঙ্কা মু'মিন ব্যক্তির...	৪০-মু'মিন	৩১	৮৮০
নিরাপত্তা চাওয়া (মুমিনদের ও নিজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে)	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
নির্যাতিত সম্প্রদায়কে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করা (বনী ইসরাঈল প্র.)	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াত বর্ণনা	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
নিদর্শন (শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য, রাত-দিনের সৃষ্টিতে)	১০-ইউনুস	৬৭	৬৬০
নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আর্তনাদ দিনের আশঙ্কা...	৪০-মু'মিন	৩২	৮৮০
নিজ সম্প্রদায়কে সঠিকপথ অনুসরণের আহ্বান (এক মুমিনের)	৪০-মু'মিন	৩৮	৮৮১
নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিল (ফিরআউন বংশের এক মু'মিন)	৪০-মু'মিন	৩৯	৮৮১
নিকৃষ্ট সম্প্রদায়(লূত সম্প্রদায় ছিল নিকৃষ্ট ও পাপাচারী সম্প্রদায়)	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
নিকৃষ্ট সম্প্রদায়(নূহের আ. এর সম্প্রদায়)	২১-আম্বিয়া	৭৭	৭৫৫
নূহ আ. সম্প্রদায়ের প্রধানরা নৌকা তৈরির জন্য তাকে বিদ্রূপ করত!	১১-হূদ	৩৮	৬৬৯
নূহ আ. সম্প্রদায়ের প্রধান কাফিররা বলল, এ তো আমাদের মতই...	২৩-মু'মিনূন	২৪	৭৬৭
নূহ আ. সম্প্রদায়ের শরীকদের সাথে নিয়ে করণীয় স্থির করতে বলা	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
নূহ আ. সম্প্রদায়ের লোকদের অল্প সংখ্যক ঈমান আনা প্রসঙ্গ	১১-হূদ	৩৬	৬৬৯
নূহের সম্প্রদায় অজ্ঞ	১১-হূদ	২৯	৬৬৮
নূহের সম্প্রদায় কর্তৃক রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল	৩৮-সোয়াদ	১২	৮৬৬
নূহের সম্প্রদায় তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল	২২-হাজ্জ	৪২	৭৬২
নূহের সম্প্রদায় কর্তৃক তাকে মিথ্যাবাদী বলা (রবের কাছে দোয়া)	২৬-শু'আরা	১১৭	৭৯৪
নূহের সম্প্রদায় ছিল পাপাচারী	৫১-যারিয়াত	৪৬	৯২৮
নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৩৭	৭৮৫
নূহের সম্প্রদায়কে দিনে ও রাতে আহ্বান প্রসঙ্গ (নূহ আ. কর্তৃক)	৭১-নূহ্	৫	৯৮৪
নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস (পাপাচারের ফলে)	৫১-যারিয়াত	৪৬	৯২৮
নূহ আ. এর সম্প্রদায় (উপদেশ গ্রহণের আহ্বান...)	১১-হূদ	৩০	৬৬৮
নূহ আ. এর সম্প্রদায় (নূহকে অস্বীকার করা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	২৮	৬৬৮
নূহ আ. এর সম্প্রদায়ের কাছে তিনি সম্পদ চাননি	১১-হূদ	২৯	৬৬৮
নূহ আ. এর সম্প্রদায়ের মন্তব্য (নূহ আ. প্রসঙ্গে)	১১-হূদ	২৭	৬৬৮
নূহ আ. সম্প্রদায়ের পরে আদ সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করা	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
নূহের সম্প্রদায় জালিম ছিল (প্লাবণ দ্বারা পাকড়াও প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	১৪	৮১৭
নূহ আ. কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ	২৩-মু'মিনূন	২৩	৭৬৭
নূহ,আদ,ছামুদ সম্প্রদায়ের সংবাদ কি মুহাম্মদের কাছে আসেনি!	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
নূহ আ. এর সম্প্রদায় (সতর্ককারীরূপে নূহকে প্রেরণ প্রসঙ্গে)	১১-হূদ	২৫	৬৬৮
নূহ আ. এর সম্প্রদায়কে সতর্ক করার নির্দেশ (নূহের প্রতি)	৭১-নূহ্	১	৯৮৪
নূহ আ. তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদত করতে বললেন	৭-আ'রাফ	৫৯	৬১৮
নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	৫৯	৬১৮
নূহের সম্প্রদায় নূহকে দেখতে পাচ্ছে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায়	৭-আ'রাফ	৬১	৬১৮
নূহের সম্প্রদায়ের জন্য নূহ আ. সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছিলেন	৭১-নূহ্	২	৯৮৪
নূহের সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি আপতিত হয়েছিল	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
নূহের সম্প্রদায় রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল	২৬-শু'আরা	১০৫	৭৯৩
নূহের সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল	৫০-ক্বাফ	১২	৯২২
নূহের সম্প্রদায় জালিম ও অবাধ্য ছিল	৫৩-নাজম	৫২	৯৩৪
নূহের সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলেছিল (রাসূলগণকে)	৪০-মু'মিন	৫	৮৭৮
নূহের সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বলল নূহকে	৫৪-কামার	৯	৯৩৬
পথপ্রদর্শক (প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক আছে)	১৩-রা'দ	৭	৬৮৮
পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছিল জাহান্নামীরা (দুনিয়াতে)	২৩-মু'মিনূন	১০৬	৭৭২
পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা (ইবরাহীমের)	৬-আন্'আম	৭৭	৬০৩
পরীক্ষা (ছামূদ এমন সম্প্রদায় যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে,অমঙ্গল প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৪৭	৮০৪
পরিবর্তন (আল্লাহ পরিবর্তন করেন না কোন সম্প্রদায়ের কাছে...)	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
পরিবর্তন (সম্প্রদায় পরিবর্তন না করলে...)	৮-আনফাল	৫৩	৬৩৭
পাপাচারী সম্প্রদায় (ফির'আ উন সম্প্রদায় ছিল পাপাচারী)	৪৩-যুখরুফ	৫৪	৮৯৯
পাপাচারী সম্প্রদায় ছিল ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গ	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
পাপাচারী সম্প্রদায়কে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না	৬১-সাফ্‌ফ	৪	৯৬০
পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হবে	৪৬-আহ্‌কাফ	৩৫	৯১১
পানি প্রার্থনা (সম্প্রদায়ের জন্য মূসার পানি প্রার্থনা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬০	৫০৭
পাপাচারী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের প্রার্থনা করলেন মূসা	৫-মায়িদা	২৫	৫৮৩
পাপাচারী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করা নিষেধ মূসাকে	৫-মায়িদা	২৬	৫৮৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সম্প্রদায় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পাপাচারী সম্প্রদায়(ফিরআউনের সম্প্রদায় পাপাচারী ছিল)	২৭-নামল	১২	৮০০
পাপাচারী সম্প্রদায়/মুনাফিককে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান না	৬৩-মুনাফিকূন	৬	৯৬৪
পাপাচারী সম্প্রদায়(লূত সম্প্রদায় ছিল নিকৃষ্ট ও পাপাচারী সম্প্রদায়)	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের কাছে (রাসূল স. প্রেরণ করেছেন আল্লাহ)	১৫-হিজর	১০	৬৯৮
পৌঁছানো (প্রতিপালকের রিসালাত শু'আইবের সম্প্রদায়কে পৌঁছানো)	৭-আ'রাফ	৯৩	৬২১
প্রধান (ছামুদ সম্প্রদায়ের অহংকারকারী প্রধানদের প্রশ্ন প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৭৫	৬১৯
প্রধান (সম্প্রদায়ের প্রধানরা নূহকে বলল)	৭-আ'রাফ	৬০	৬১৮
প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানের সম্প্রদায়(জুলকারনাইন প্রসঙ্গ)	১৮-কাহ্ফ	৯৩	৭৩২
প্রতিনিধিত্ব করা (মূসার সম্প্রদায়ে হারূনের প্রতিনিধিত্ব করা)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
ফির'আউনের সম্প্রদায়কে (পরীক্ষা করেছিলেন আল্লাহ)	৪৪-দুখান	১৭	৯০২
ফির'আ উনের সম্প্রদায়কে বলা,'মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়?'	৪৩-যুখরুফ	৫১	৮৯৯
ফির'আউনের সম্প্রদায় অপরাধী (মূসা আ. প্রতিপালককে বলল)	৪৪-দুখান	২২	৯০৩
ফিরে যাওয়া (ক্রুদ্ধ/ মনক্ষুন্ন হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে মূসার ফিরে যাওয়া)	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
ফিরে আসা (ক্রুদ্ধ/মনক্ষুন্ন হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে মূসার ফিরে আসা)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গ ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়	২৩-মু'মিনূন	৪৬	৭৬৯
ফির'আ উন সম্প্রদায় ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়	৪৩-যুখরুফ	৫৪	৮৯৯
ফিরআউন সম্প্রদায়কে মুক্তির দিকে আহ্বান (মু'মিন ব্যক্তির)	৪০-মু'মিন	৪১	৮৮১
ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানদের মন্তব্য (মূসা আ. সম্পর্কে)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
ফিরআউন সম্প্রদায়ের (এক মু'মিন ব্যক্তির বক্তব্য...)	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানদের উক্তি (মূসা আ. বিজ্ঞ জাদুকর)	৭-আ'রাফ	১০৯	৬২২
ফিরআউনের সম্প্রদায় ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়	২৭-নামল	১২	৮০০
ফির'আ উনের সম্প্রদায়কে ডেকে ফির'আ উনের ঘোষণা...	৪৩-যুখরুফ	৫১	৮৯৯
ফির'আউনের সম্প্রদায়ের কাছে মূসাকে যেতে নির্দেশ	২৬-শু'আরা	১১	৭৮৮
ফিরআউনের সম্প্রদায়ের শিল্প ও প্রসাদ ধ্বংস প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৩৭	৬২৪
ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লূতের সাহায্য প্রার্থনা	২৯-আনকাবূত	৩০	৮১৮
বংশধর (অন্য সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে মানুষকে স্থলাভিষিক্ত করা)	৬-আন্'আম	১৩৩	৬০৯
বন্ধুত্ব করা এমন সম্প্রদায়ের সাথে যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ	৫৮-মুজাদালা	১৪	৯৫৩
বাহিনী প্রেরণ করেন নি আল্লাহ ,সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে	৩৬-ইয়াসীন	২৮	৮৫৩
বিতর্ক (আল্লাহ সম্পর্কে ইবরাহীমের সাথে সম্প্রদায়ের বিতর্ক)	৬-আন্'আম	৮০	৬০৩
বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও দয়া	৭-আ'রাফ	২০৩	৬৩১
বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও দয়াস্বরূপ	৪৫-জাছিয়া	২০	৯০৬
বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য মানুষ ও জীব-জন্তুর সৃষ্টিতে নিদর্শন আছে	৪৫-জাছিয়া	৪	৯০৫
বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য কুরআন সহজ করা...	১৯-মারইয়াম	৯৭	৭৪০
বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায় (আরবের মুশরিকদের প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৫৮	৯০০
বুঝতে না পারা (মুনাফিক সম্প্রদায় কেন কথা বুঝতে পারে না ?)	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
বুঝসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বর্ণনা	৬-আন্'আম	৯৮	৬০৫
বোঝা (সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের বোঝা চাপানো, বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-তা-হা	৮৭	৭৪৬
বোকা বানানো (ফির'আ উন কর্তৃক সম্প্রদায়কে বোকা বানানো..)	৪৩-যুখরুফ	৫৪	৮৯৯
ভাষা (প্রত্যেক রাসূলই তার সম্প্রদায়ের ভাষায় প্রেরিত হয়েছেন)	১৪-ইবরাহীম	৪	৬৯৩
ভেড়া (ক্ষেতে সম্প্রদায়ের ভেড়া যাওয়ায় দাউদ/সুলাইমানের করা বিচার)	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
মারইয়াম সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল (সন্তান নিয়ে)	১৯-মারইয়াম	২৭	৭৩৫
মিথ্যা অভিহিত করা (সত্য/কুরআনকে, সম্প্রদায় কর্তৃক)	৬-আন্'আম	৬৬	৬০২
মিথ্যা অভিহিত করা(নূহের সম্প্রদায় আল্লাহর নিদর্শনকে মিথ্যা)	২১-আম্বিয়া	৭৭	৭৫৫
মিথ্যা আখ্যাদানকারী (আয়াতকে মিথ্যা আখ্যাদানকারী সম্প্রদায়..)	৬২-জুমু'আ	৫	৯৬২
মিথ্যা অভিহিতকারী সম্প্রদায়ের উপমা (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী)	৭-আ'রাফ	১৭৭	৬২৯
মিথ্যা অভিহিতকারী সম্প্রদায়ের নিকট যেতে বললেন মূসা আ. ও....	২৫-ফুরকান	৩৬	৭৮৫
মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (দিন রাতের পরিবর্তনে...)	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
মুশরিক সম্প্রদায় প্রসঙ্গ (-যারা আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করে)	২৭-নামল	৬০	৮০৫
মুশরিক সম্প্রদায় কিছু জানে না	৯-তাওবা	৬	৬৪০
মুনাফিকরা এমন সম্প্রদায় যারা কিছু বুঝে না	৫৯-হাশর	১৩	৯৫৬
মুনাফিকরা এমন সম্প্রদায় যারা কিছু অনুধাবন করে না	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা (রাসূল)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য জন্য নিদর্শন রয়েছে (রাত ও দিনের মধ্যে)	২৭-নামল	৮৬	৮০৭
মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (বৃষ্টি দ্বারা ফল-ফসল উৎপন্ন করা)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (ইবরাহীমের ঘটনা)	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (মহাশূন্যে নির্দেশাধীন উড়ন্ত পাখি)	১৬-নাহ্ল	৭৯	৭০৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য কুরআন দয়া/ উপদেশস্বরূপ	২৯-আনকাবূত	৫১	৮২০
মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও দয়াস্বরূপ	১২-ইউসুফ	১১১	৬৮৭
মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দশন (রিযিক প্রসারিত/পরিমাপ করা)	৩৯-যুমার	৫২	৮৭৫
মুমিন সম্প্রদায়ের বক্ষ প্রশান্ত করবেন আল্লাহ	৯-তাওবা	১৪	৬৪১
মুহাম্মদের সম্প্রদায়ের শোরগোল (ঈসার দৃষ্টান্ত শুনে)	৪৩-যুখরুফ	৫৭	৮৯৯
মূসার সম্প্রদায়ের একটি উম্মতের ন্যায়বিচার/সত্য দ্বারা পথ দেখানো	৭-আ'রাফ	১৫৯	৬২৭
মূসার সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর তৈরির নির্দেশ (মূসা/হারুনকে)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
মূসার সম্প্রদায়ের কিছু সন্তানসন্ততি ছাড়া কেউ ঈমান আনেনি	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
মূসার সম্প্রদায় (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল কারুন	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
মূসার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা (বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৫	৭৪৬
মূসার সম্প্রদায়কে বাছুর পূজা সম্পর্কে মূসা আ. কর্তৃক তিরস্কার প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৮৬	৭৪৬
মূসার সম্প্রদায়কে গাভী জবাই এর নির্দেশ প্রসঙ্গে	২-বাক্বারা	৬৭	৫০৮
মূসার সম্প্রদায়কে ধৈর্য ধারণ করতে বলা	৭-আ'রাফ	১২৮	৬২৩
মূসার সম্প্রদায়ের পানি চাওয়া ও লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
মূসার সম্প্রদায়ের সত্তরজন লোককে মনোনীত করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৫৫	৬২৬
মূসার সম্প্রদায়ের বাছুর বানানো (অলঙ্কার দ্বারা)	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
মূসার সম্প্রদায়ের বিষয়ে তার তাড়াহুড়া(তূর পর্বত প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৩	৭৪৬
মূসা আ. ও হারুনের সম্প্রদায় ফিরাউন সম্প্রদায়ের দাস...	২৩-মু'মিনূন	৪৭	৭৬৯
মূসা আ. ও হারুনের সম্প্রদায়কে মহাসংকট থেকে উদ্ধার	৩৭-সাফ্ফাত	১১৫	৮৬২
মূসার সম্প্রদায়কে উপদেশ দানের নির্দেশ (মূসাকে)	৭-আ'রাফ	১৪৫	৬২৫
মূসার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনা	১৪-ইবরাহীম	৫	৬৯৩
মূসার সম্প্রদায়কে আল্লাহর নেয়ামত স্মরণের আহবান	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
মূসার সম্প্রদায়কে আল্লাহর উপর ভরসার নির্দেশ	১০-ইউনুস	৮৪	৬৬২
মূসা আ. তার সম্প্রদায়কে বলল- উৎফুল্ল হয়ো না	২৮-কাসাস	৭৬	৮১৪
মূসা আ. তার সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়...	৬১-সাফ্ফ	৪	৯৬০
মূসা আ. তার সম্প্রদায়কে বললেন...	৬১-সাফ্ফ	৪	৯৬০
যাকারিয়া আ. তার সম্প্রদায়ের নিকট বের হয়ে গেল	১৯-মারইয়াম	১১	৭৩৪
যুদ্ধ (সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাদের বক্ষ সংকুচিত হয়)	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
রাসূল স. এর সম্প্রদায় কুরআনকে পরিত্যাজ্যরূপে গ্রহণ করেছে	২৫-ফুরকান	৩০	৭৮৪
রাসূলদের অনুসরণের আহ্বান এক ব্যক্তির (নিজ সম্প্রদায়কে)	৩৬-ইয়াসীন	২০	৮৫২
রাসূল স. এর সম্প্রদায়ের ঈমান না আনা প্রসঙ্গ	৪৩-যুখরুফ	৮৮	৯০১
রাসূল স. এর সম্প্রদায় স্ব স্ব কাজের পরিণতি জানতে পারবে	৩৯-যুমার	৩৯	৮৭৪
রাসূল স. প্রেরণ (নূহের পরবর্তী সম্প্রদায়ের কাছে...)	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
রাসূলগণকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৩০-রূম	৪৭	৮২৫
লূত সম্প্রদায় মাদইয়ানদের থেকে দূরে নয়	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
লূত তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন- 'এরা আমার কন্যা এরা...	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
লূত সম্প্রদায়ের অশ্লীল কাজ প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	৮০	৬২০
লূত সম্প্রদায়ের উত্তর(লূতের পরিবারকে জনপদ থেকে বের করা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৫৬	৮০৪
লূত সম্প্রদায়ের শাস্তির জন্য ফেরেশতা প্রেরণ...	১১-হূদ	৭০	৬৭২
লূতের সম্প্রদায়ের যৌন কামনা চরিতার্থ করতে পুরুষের কাছে গমন	২৭-নামল	৫৫	৮০৪
লূতের সম্প্রদায়ের অশ্লীলকাজ/সমকামিতা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	২৮	৮১৮
লূতের সম্প্রদায়ের উত্তর (সমকামিতার শাস্তি প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	২৯	৮১৮
লূতের সম্প্রদায় রাসূল স. কে মিথ্যাবাদী বলেছিল	২৬-শু'আরা	১৬০	৭৯৬
লূত সম্প্রদায় সতর্কীকরণ অস্বীকার করেছিল	৫৪-কামার	৩৩	৯৩৭
লূত সম্প্রদায় ছিল নিকৃষ্ট ও পাপাচারী সম্প্রদায়	২১-আম্বিয়া	৭৪	৭৫৫
লূতের সম্প্রদায় কর্তৃক রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলা...	৩৮-সোয়াদ	১৩	৮৬৬
লূতের সম্প্রদায়কে শাস্তিদান সম্পর্কে ইবরাহীমের বিতর্ক	১১-হূদ	৭৪	৬৭২
লূতের সম্প্রদায় তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল	২২-হাজ্জ	৪৩	৭৬২
লূতের সম্প্রদায় দৌড়িয়ে আসল লূতের নিকট	১১-হূদ	৭৮	৬৭২
লূত সম্প্রদায় কর্তৃক দেখে-শুনে অশ্লীল কাজ করা	২৭-নামল	৫৪	৮০৪
লেগে থাকা (ইবরাহীমের পিতা/সম্প্রদায় মূর্তির প্রতি...)	২১-আম্বিয়া	৫২	৭৫৩
শত্রু সম্প্রদায়ের মুমিন ব্যক্তি হত্যার কাফফারা...	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
শত্রু সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে হীনবল না হওয়া (ওহুদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
শপথ ভঙ্গকারী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৯-তাওবা	১৩	৬৪১
শিরক (সম্প্রদায়ের শিরক করা থেকে ইবরাহীম আ. দায়িত্বমুক্ত)	৬-আন্'আম	৭৮	৬০৩
শু'আইবের সম্প্রদায়ের প্রধানদের হুমকি (বের করে দেয়ার)	৭-আ'রাফ	৮৮	৬২১

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সম্প্রদায় (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
শু'আইব আ. তার সম্প্রদায়ের উপর প্রতাপশালী নয়	১১-হূদ	৯২	৬৭৪
শু'আইব আ. সম্প্রদায়কে বললেন- 'তোমরা তোমাদের অবস্থানে...)	১১-হূদ	৯৩	৬৭৪
শু'আইবের সম্প্রদায় ও তাঁর মাঝে মীমাংসার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া	৭-আ'রাফ	৮৯	৬২১
শু'আইব আ. তার সম্প্রদায়কে ভেবে দেখতে বলল...	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
শু'আইবের সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদত...করার আহবান	২৯-আনকাবূত	৩৬	৮১৯
শু'আইবের সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদতের আহবান	৭-আ'রাফ	৮৫	৬২০
শু'আইবের সম্প্রদায়ের কাফির প্রধান/নেতাদের হুমকি	৭-আ'রাফ	৯০	৬২১
শোয়াইবের সম্প্রদায়ের প্রতি শু'আইব...	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
শোয়াইবের সম্প্রদায়কে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আহবান	১১-হূদ	৮৫	৬৭৩
শোরগোল (ঈসার দৃষ্টান্ত শুনে সম্প্রদায়ের লোকদের)	৪৩-যুখরুফ	৫৭	৮৯৯
শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (বৃষ্টি দ্বারা ভূমিকে জীবিত করা)	১৬-নাহল	৬৫	৭০৮
শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য রাত-দিনের সৃষ্টিতে নিদর্শন	১০-ইউনুস	৬৭	৬৬০
সঠিকপথ প্রদর্শন করেনি সম্প্রদায়কে (ফিরআউন)	২০-ত্বা-হা	৭৯	৭৪৬
সৎকর্মশীল সম্প্রদায়ের সাথী হওয়ার প্রত্যাশা (নাসারা মুমিনদের)	৫-মায়িদা	৮৪	৫৯১
সতর্ক করা (সম্প্রদায়কে সতর্ক করার নির্দেশ,নূহ আ. এর প্রতি)	৭১-নূহ্	১	৯৮৪
সতর্ক করা (সম্প্রদায়কে সতর্ক করা যাদের মাঝে সতর্ককারী আসেনি)	৩২-সাজদা	৩	৮৩০
সতর্ক করার জন্য সম্প্রদায়কে (রাসূল স. (সা.) প্রেরিত হন)	৩৬-ইয়াসীন	৬	৮৫১
সতর্ক করা (এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করা যাদের নিকট...)	২৮-কাসাস	৪৬	৮১২
সাহায্য (এক সম্প্রদায় সাহায্য করেছে রাসূল স. কে...)	২৫-ফুরকান	৪	৭৮২
সাহায্য (নূহকে এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করা হয় যারা...)	২১-আম্বিয়া	৭৭	৭৫৫
সাবার রানী ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক সূর্যকে সিজদা করা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	২৪	৮০২
সালিহ আ. এর সম্প্রদায়ের ভেবে দেখা (নবুয়ত প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
সালিহ আ. এর সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ উষ্ট্রী প্রেরণ	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
সালেহ আ. সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি আপতিত হয়েছিল	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় (জালিম নেতারা সহচরদেরকে বলবে)	৩৭-সাফফাত	৩০	৮৫৮
সীমলঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় থেকে উপদেশবাণী প্রত্যাহার...	৪৩-যুখরুফ	৫	৮৯৬
সীমালঙ্ঘনকারী (রাসূল স. কে অমঙ্গলের কারণ মনে করে যারা..)	৩৬-ইয়াসীন	১৯	৮৫২
সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় (লূত সম্প্রদায়)	৭-আ'রাফ	৮১	৬২০
সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় (রাসূল স. কে যারা কবি বলে...)	৫২-তূর	৩২	৯৩০
সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় (লূত সম্প্রদায়)	২৬-শু'আরা	১৬৬	৭৯৬
সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় (কাফিররা)	৫১-যারিয়াত	৫৩	৯২৮
সূর্যের অস্তাচলে (জুলকারনাইন এক সম্প্রদায়কে পেলেন)	১৮-কাহ্ফ	৮৬	৭৩২
সূর্যোদয় দেখতে পেলেন জুলকারনাইন (সম্প্রদায়ের উপর)	১৮-কাহ্ফ	৯০	৭৩২
স্থলাভিষিক্ত (আদ এর স্থলে অন্য সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করা...)	১১-হূদ	৫৭	৬৭১
স্থলাভিষিক্ত করবেন অন্য সম্প্রদায়কে (ব্যয় করা হতে বিমুখ হলে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
হারুনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা (বাছুরের মাধ্যমে)	২০-ত্বা-হা	৯০	৭৪৬
হূদের সম্প্রদায়/আদকে অপরাধী না হওয়ার আহবান	১১-হূদ	৫২	৬৭০
হুদ এর সম্প্রদায়ের কাফর প্রধানরা বলল...	৭-আ'রাফ	৬৬	৬১৯
হুদ তার সম্প্রদায়কে বলল- 'আমার মাঝে নির্বুদ্ধিতা নেই'	৭-আ'রাফ	৬৭	৬১৯
হুদ তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলল	৭-আ'রাফ	৬৫	৬১৮
হুদ সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি আপতিত হয়েছিল	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
হূদ আ. এর সম্প্রদায়কে সতর্কীকরণ	৪৬-আহ্কাফ	২১	৯১০
সম্প্রসারণকারী			
আল্লাহ আকাশের সম্প্রসারণকারী	৫১-যারিয়াত	৪৭	৯২৮
দু'হাত (পানির দিকে দু'হাত সম্প্রসারণকারীর দৃষ্টান্ত...)	১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯
সম্প্রসারিত (আরো দেখুন প্রসারিত শব্দটি)			
ছায়া সম্প্রসারিত করেন প্রতিপালক	২৫-ফুরকান	৪৫	৭৮৫
ছায়া (সম্প্রসারিত ছায়ায় থাকবে, ডানদিকের সাথীরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩০	৯৪৪
পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (কিয়ামতে)	৮৪-ইন্শিকাক্	৩	১০১৩
সম্প্রীতি			
চাওয়া (মুনাফিকদের কল্যাণ ও সম্প্রীতি চাওয়ার মিথ্যা কসম)	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
সম্প্রদায় (আরো দেখুন গোত্র শব্দটি)			
অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে...	২-বাকারা	১৬৪	৫১৮
অনুধাবন করে না সে সম্প্রদায় যারা দ্বীনকে ঠাট্টা...	৫-মায়িদা	৫৮	৫৮৭
ইবরাহীম আ. এর সম্প্রদায়ের সংবাদ আসেনি কি?	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করা নিষেধ	৫-মায়িদা	৬৮	৫৮৯

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
কাফির সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না আল্লাহ	৫-মায়িদা	৬৭	৫৮৯
কাফির সম্প্রদায় কিছু বুঝে না	৮-আনফাল	৬৫	৬৩৮
কাফির সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিক পথপ্রদর্শন করেন না	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করবে না আল্লাহ	৫-মায়িদা	৫১	৫৮৭
জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
নিশ্চিত বিশ্বাস করবে যে সম্প্রদায় তাদের জন্য বিধান...	৫-মায়িদা	৫০	৫৮৬
পথভ্রষ্ট করেন না আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শনের পর...	৯-তাওবা	১১৫	৬৫২
পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা নিষেধ	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
পাপাচারী সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না	৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪
পাপাচারী সম্প্রদায়ের ব্যয় গ্রহণ করবেন না আল্লাহ	৯-তাওবা	৫৩	৬৪৫
পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না (তবুক প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৯৬	৬৫০
পাপাচারী সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
প্রশ্ন করেছিল এক সম্প্রদায়, ফলে অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল	৫-মায়িদা	১০২	৫৯৩
ফাসিক সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আল্লাহ	৯-তাওবা	৮০	৬৪৮
বিদ্বেষ (কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন প্ররোচিত না করে...)	৫-মায়িদা	৮	৫৮১
বিদ্বেষ (কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত...)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
ভীতু সম্প্রদায় মুনাফিক/কাফিররা	৯-তাওবা	৫৬	৬৪৬
মনস্থ করেছিল এক সম্প্রদায় মুমিনদের প্রতি হাত বাড়ানোর...	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
মুরতাদদের স্থলে এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন আল্লাহ...	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
মুনাফিকরা এমন সম্প্রদায় যারা কিছু বুঝে না	৯-তাওবা	১২৭	৬৫৩
মূসা আ. সম্প্রদায়কে বললেন আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করতে	৫-মায়িদা	২০	৫৮৩
মূসা আ. তার সম্প্রদায়কে প্রবেশ করতে বললেন পবিত্র ভূমিতে	৫-মায়িদা	২১	৫৮৩
লূত সম্প্রদায়ের পরিণতির সংবাদ আসেনি কি?	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
শক্তিধর এক সম্প্রদায় রয়েছে পবিত্র ভূমিতে...	৫-মায়িদা	২২	৫৮৩
শু'আইব আ. তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদত করতে বলল	১১-হূদ	৮৪	৬৭৩
শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন (রাতের ঘুম ও দিনের...)	৩০-রূম	২৩	৮২৩
সতর্ক (নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করবে দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের...)	৯-তাওবা	১২২	৬৫৩
সম্ভব			
নাগাল পাওয়া (চাঁদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়, সূর্যের পক্ষে)	৩৬-ইয়াসীন	৪০	৮৫৪
সম্ভ্রান্ত			
আনুগত্য (সম্ভ্রান্তদের আনুগত্য করায় কাফিরদের পথভ্রষ্ট হওয়া)	৩৩-আহযাব	৬৭	৮৩৯
সম্পর্ক			
ছিন্ন (সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে অনুসৃত ও অনুসারীদের মধ্যে...)	২-বাকারা	১৬৬	৫১৮
বজায় রাখা (দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখা নিষেধ, কাফির নারীদের সাথে)	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
সম্পর্কচ্ছেদ			
আল্লাহ ও রাসূল স. এর পক্ষ থেকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ	৯-তাওবা	১	৬৪০
মূসা আ. সম্পর্কচ্ছেদের প্রার্থনা করলেন পাপাচারী সম্প্রদায়ের সাথে	৫-মায়িদা	২৫	৫৮৩
মূসা আ. ও খিজিরের মাঝে (মূসার ধৈর্য্য ধরতে না পারার কারণে)	১৮-কাহ্ফ	৭৮	৭৩১
সম্পর্ক ধরে রাখা			
স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ধরে রাখতে নবীর পরামর্শ (যায়েদ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
সম্পর্কহীন			
ইবরাহীম আ. দেবদেবীর উপাসনা থেকে সম্পর্কহীন	৪৩-যুখরুফ	২৬	৮৯৭
সম্পাদন			
আখিরাতে অবিশ্বাসীদের পাপ সম্পাদন করা প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১১৩	৬০৭
ন্যায় বিচার সম্পাদনের জন্য মীযান অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
পাপ সম্পাদন করা (আখিরাতে অবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১১৩	৬০৭
পাপ (সম্পাদনকৃত পাপের প্রতিফল দেয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১২০	৬০৭
প্রতিশ্রুতি সম্পাদন করার পর ভঙ্গ করা(আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি)	২-বাকারা	২৭	৫০৪
সম্পাদন (ভালকাজ)			
ভালকাজ সম্পাদনকারীর কল্যাণ আল্লাহ বৃদ্ধি করেন	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
সম্পূর্ণ			
ওহী সম্পূর্ণ হবার পূর্বে কুরআনপাঠে তাড়াহুড়া না করা (রাসূল স. এর)	২০-ত্বা-হা	১১৪	৭৪৮
দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ...	৮-আনফাল	৩৯	৬৩৫
সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়া			
একাধিক স্ত্রীর মধ্যে একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়া যাবেনা	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সম্মত			
পাত্র-পাত্রী পরস্পর সম্মত হওয়া প্রসঙ্গ (মোহরানা প্রদানের পর)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
সাক্ষীর ব্যাপারে পরস্পর সম্মত হওয়া (ঋণের ক্ষেত্রে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
সম্মতি			
পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে দুধ ছাড়ানোতে অপরাধ নেই	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
সম্মান (আরো দেখুন ইজ্জত/মর্যাদা শব্দটি)			
অধিকারী (সম্মানের অধিকারী আল্লাহ মিথ্যা বর্ণনা থেকে পবিত্র)	৩৭-সাফ্ফাত	১৮০	৮৬৫
আখিরাত সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে বড়	১৭-ইস্রা	২১	৭১৫
আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান প্রদর্শন হৃদয়ের তাকওয়া থেকে	২২-হাজ্জ	৩২	৭৬১
আল্লাহর (সমস্ত ইজ্জত/সম্মান আল্লাহর, কাফিরকে বন্ধু বানানো প্র..)	৪-নিসা	১৩৯	৫৭৪
আল্লাহ, রাসূল স. ও মুমিনদের জন্যই সম্মান	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
আল্লাহর জন্যই সকল সম্মান	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
ইয়াতিমকে সম্মান করে না মানুষ	৮৯-ফাজ্র	১৭	১০২১
চাওয়া (মুনাফিকরা কি কাফিরদের কাছে ইজ্জত/সম্মান চায় ?)	৪-নিসা	১৩৯	৫৭৪
চাওয়া (সম্মান যে চায় সে জেনে রাখুক,সম্মান শুধু আল্লাহর)	৩৫-ফাতির	১০	৮৪৭
পবিত্র বিধানের সম্মান করা আল্লাহর কাছে উত্তম গণ্য(হজ্জ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
মানুষকে সম্মান করে প্রতিপালক, যখন তাকে অনুগ্রহ করে...	৮৯-ফাজ্র	১৫	১০২১
মুমিন, রাসূল স. ও আল্লাহর জন্যই সম্মান	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
রাসূল, আল্লাহ ও মুমিনদের জন্যই সম্মান	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
রাসূল স. কে সম্মান করা..	৪৮-ফাত্হ	৯	৯১৬
রাসূল স. কে সম্মানকারীরা সফল	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
সম্মানজনক			
আবাস (ইউসুফের জন্য সম্মানজনক আবাসের ব্যবস্থা...)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
কথা (মাতা-পিতা সাথে সম্মানজনক কথা বলার নির্দেশ)	১৭-ইস্রা	২৩	৭১৬
পত্র (সুলাইমানের পক্ষ থেকে সাবার রানীকে সম্মানজনক পত্র প্রেরণ)	২৭-নামল	২৯	৮০২
প্রতিদান (আল্লাহকে কর্জ দানের সম্মানজনক প্রতিদান)	৫৭-হাদীদ	১১	৯৪৯
প্রতিদানের সুসংবাদ (সতর্কবাণী বিশ্বাসীদের জন)	৩৬-ইয়াসীন	১১	৮৫১
প্রতিদান (সম্মানজক প্রতিদান আল্লাহ মু'মিনদের জন্য প্রস্তুত করেছেন)	৩৩-আহ্যাব	৪৪	৮৩৭
প্রতিদান (সম্মানজনক প্রতিদান, আল্লাহকে উত্তম কর্জ দানের)	৫৭-হাদীদ	১৮	৯৫০
রিযিক (সম্মানজনক রিযিক রয়েছে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য)	৩৪-সাবা	৪	৮৪১
রিযিক (সম্মানজনক রিযিক রয়েছে ঈমানদারদের জন্য)	৮-আনফাল	৭৪	৬৩৯
রিযিক (সম্মানজনক রিযিক রয়েছে মু'মিনদেরজন্য)	৮-আনফাল	৪	৬৩২
রিযিক (সম্মানজনক রিযিক রয়েছে, সচ্চরিত্রবানদের জন্য)	২৪-নূর	২৬	৭৭৬
রিযিক (সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক)	২২-হাজ্জ	৫০	৭৬৩
রিযিক (আল্লাহ-রাসূল স. এর অনুগত সৎকর্মীর জন্য সম্মানজনক রিযিক)	৩৩-আহ্যাব	৩১	৮৩৬
সম্মানজনক স্থান			
মুমিনরা সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করবে (কবীরা গুনাহ বর্জন করলে)	৪-নিসা	৩১	৫৬১
সম্মানদাতা			
আল্লাহ লাঞ্ছিত করলে তার কোন সম্মানদাতা নেই	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
সম্মান বজায় রাখা			
গমন (সম্মান বজায় রেখে গমন করে, অসার কথার পাশ দিয়ে...)	২৫-ফুরকান	৭২	৭৮৭
সম্মানিত			
অতিথি (সম্মানিত অতিথি ইবরাহীম আ. এর নিকট প্রবেশ করল)	৫১-যারিয়াত	২৪	৯২৬
অপমানিত করা(রাজাগণ সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে অপমানিত করে)	২৭-নামল	৩৪	৮০২
আরশ (সম্মানিত আরশের অধিপতি আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	১১৬	৭৭৩
কাফিররা ((দুনিয়াতে কাফিররা ছিল সম্মানিত)	৪৪-দুখান	৪৯	৯০৪
কুরআন (সম্মানিত কুরআন এক বিরাট কসম)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৭	৯৪৬
জান্নাতে সম্মানিত হবে তারা যারা...	৭০-মা'আরিজ	৩৫	৯৮২
তাকওয়াবান (অধিক তাকওয়াবান আল্লাহর নিকট)	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
প্রতিপালক সম্মানিত করেছেন আমাকে (অনুগ্রহ পেলে মানুষ বলে)	৮৯-ফাজ্র	১৫	১০২১
ফেরেশতা (সম্মানিত ফেরেশতা মনে করল নারীরা, ইউসুফকে দেখে)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
বান্দা (আল্লাহর সম্মানিত বান্দা, আল্লাহর সন্তানগ্রহণ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	২৬	৭৫১
বান্দা (বাছাইকৃত বান্দারা আল্লাহর নিকট সম্মানিত হবে)	৩৭-সাফ্ফাত	৪২	৮৫৯
বের করা (মদীনা থেকে সম্মানিতরা অপমানিতদের বের করবে...)	৬৩-মুনাফিকূন	৮	৯৬৪
রাসূল স. (জিবরাঈল সম্মানিত রাসূল)	৮১-তাকভীর	১৯	১০০৯
রাসূল স. (সম্মানিত রাসূল স. এসেছিলেন ফির'আউন সম্প্রদায়ের কাছে)	৪৪-দুখান	১৭	৯০২
রাসূল স. (কুরআন সম্মানিত এক রাসূল স. এর বাহিত কথা)	৬৯-হাক্কাহ্	৪০	৯৮০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
লেখক (সম্মানিত লেখকদের হাতে লিখিত কুরআন)	৮০-আবাসা	১৬	১০০৬
লেখক (মানুষের উপর নিযুক্ত রয়েছে সম্মানিত লেখক)	৮২-ইনফিতার	১১	১০১০
হাবিব নাজ্জারকে সম্মানিতদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন প্রতিপালক	৩৬-ইয়াসীন	২৭	৮৫৩
সম্মানিত করা			
আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	৭০	৭২০
আদম আ. কে সম্মানিত করা (ইবলিসের উপর)	১৭-ইস্রা	৬২	৭১৯
সম্মুখ			
আল্লাহ ও রাসূল স. এর সম্মুখে অগ্রণী না হওয়ার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	৪৯-হুজুরাত	১	৯২০
মুশরিকদের সম্মুখে সবকিছু সমবেত করলেও তারা ঈমান আনবেনা	৬-আন্'আম	১১১	৬০৭
সম্মুখ (মুখমণ্ডল)			
আগুন (কাফিররা মুখমণ্ডল থেকে আগুনকে বিরত করতে পারবে না)	২১-আম্বিয়া	৩৯	৭৫২
সম্মুখীন			
ঈমানদারগণ সম্মুখীন হয় যখন কোন দলের (যুদ্ধের ময়দানে)	৮-আনফাল	৪৫	৬৩৬
কিয়ামতের দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে রাসূলগণ কর্তৃক জানানো	৬-আন্'আম	১৩০	৬০৯
কিয়ামতের দিনের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত মুশরিককে অবকাশ	৪৩-যুখরুফ	৮৩	৯০১
দিন (পরস্পরে সম্মুখীন হওয়ার দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন)	৩-আলে ইমরান	১৫৫	৫৫১
দুই দল সম্মুখীন হওয়ার দিন (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪১	৬৩৬
দু'দল সম্মুখীন হয়েছিল যেদিন উহুদ যুদ্ধে (মুমিন ও কাফির)	৩-আলে ইমরান	১৬৬	৫৫২
দু'টি দল (সম্মুখীন দু'টি দল মুমিনদের জন্য নিদর্শন (বদর যুদ্ধ...)	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
দুটি দল সম্মুখীন হল যখন (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
প্রতিশ্রুত দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত কাফিরা...	৭০-মা'আরিজ	৪২	৯৮৩
মু'মিনরা মুখোমুখি হয়েছিল কাফিরদের (বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	৪৪	৬৩৬
শাস্তির সম্মুখীন হবে যারা...	২৫-ফুরকান	৬৮	৭৮৭
সংজ্ঞাহীন হবার দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত কাফিরকে অবকাশ	৫২-তূর	৪৫	৯৩১
হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার ধারণা(আখিরাতে জবাবদিহি প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	২০	৯৭৯
সম্মোহিত			
কাফিররা সম্মোহিত হচ্ছে কীভাবে?	২৩-মু'মিনূন	৮৯	৭৭১
দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে (অপরাধী রা বলবে আকাশে উঠার পর...)	১৫-হিজর	১৫	৬৯৮
সম্বোধন			
অজ্ঞরা সম্বোধন করলে রহমানের বান্দারা বলে 'সালাম'	২৫-ফুরকান	৬৩	৭৮৬
আল্লাহকে সম্বোধন করতে নূহ আ. এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা (জালিমদের ব্যাপারে)	২৩-মু'মিনূন	২৭	৭৬৭
নূহ আ. সম্প্রদায়ের জুলুমকারীদের ব্যাপারে সুপারিশ (সম্বোধন) না করা	১১-হূদ	৩৭	৬৬৯
সক্ষম হবে না কেউ,আল্লাহকে সম্বোধনের (কিয়ামতে)	৭৮-নাবা	৩৭	১০০১
সরঞ্জাম			
প্রস্তুত (সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, বের হওয়ার ইচ্ছা করলে, তাবুকযুদ্ধ...)	৯-তাওবা	৪৬	৬৪৫
সরবরাহ			
ফলমূল ও গোশত সরবরাহ করা হবে(জান্নাতীদেরকে)	৫২-তূর	২২	৯৩০
সরল			
পথ (রাসূল স. মুহাম্মদ স. সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত)	৩৬-ইয়াসীন	৪	৮৫১
পথ (ঈমান দিয়ে কুফরী বদল করলে সরলপথ হারাবে)	২-বাক্বারা	১০৮	৫১২
পথ (সরল পথ থেকে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট, পাপাচারীরা)	৫-মায়িদা	৬০	৫৮৮
পথ (সরল পথ দেখাবেন প্রতিপালক মূসাকে, মূসার আশা)	২৮-কাসাস	২২	৮০৯
পথ (সরল পথ হারাবে সে, যে আল্লাহর সাথে কুফরি করবে)	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
পথ (সরল পথ হারিয়েছে সে, যে আল্লাহর শত্রুদের সাথে...)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
পথ (আল্লাহর ইবাদত করাই সরল পথ)	৩৬-ইয়াসীন	৬১	৮৫৫
পথ (আল্লাহর নিকট পৌছার জন্য এটাই সরল পথ...)	১৫-হিজর	৪১	৭০০
পথভ্রষ্ট (সরল পথ থেকে পথভ্রষ্ট যে সম্প্রদায়...)	৫-মায়িদা	৭৭	৫৯০
সরল পথ (আরো দেখুন পথ শব্দটি)			
কিতাব দ্বারা সরল পথে পরিচালিত করা (রাসূল স. কর্তৃক)	৪২-শূরা	৫২	৮৯৫
সরল-সঠিক			
দ্বীন (সঠিক দ্বীনের জন্য চেহারা স্থাপন করার নির্দেশ)	৩০-রূম	৪৩	৮২৫
পথ (সরল-সঠিক পথ, আল্লাহর ইবাদত ও রাসূল স. এর আনুগত্য)	৩-আলে ইমরান	৫১	৫৪১
পথ (সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা)	২-বাক্বারা	১৪২	৫১৬
পথ (সরল-সঠিক পথ, এক আল্লাহর ইবাদাত করা)	১৯-মারইয়াম	৩৬	৭৩৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সরল-সঠিক (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পথ (সরল-সঠিক পথ দেখাবেন ইবরাহীম আ. পিতাকে...)	১৯-মারইয়াম	৪৩	৭৩৭
পথ (সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন আল্লাহ তাদেরকে...)	৫-মায়িদা	১৬	৫৮২
পথ (সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা)	২৪-নূর	৪৬	৭৭৯
পথ (সরল-সঠিক পথে বসে থাকবে ইবলিস)	৭-আ'রাফ	১৬	৬১৪
পথ (সরল-সঠিক পথে সোজা হয়ে চলে যে সেই সঠিক পথ প্রাপ্ত)	৬৭-মুলক	২২	৯৭৩
পথ (আল্লাহর নিকট সরল-সঠিক পথ প্রার্থনা)	১-ফাতিহা	৫	৫০১
পথ (আল্লাহর ইবাদত করাই সরল-সঠিক পথ, ঈসা আ. প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৬৪	৯০০
পথ (নবী/পিতা/ভাই/বংশধর সরল-সঠিক পথে পরিচালিত)	৬-আন্'আম	৮৭	৬০৪
পথ (সরল পথের দেকে আহ্বান করেন রাসূল, কাফিরগণকে)	২৩-মু'মিনূন	৭৩	৭৭০
পথ (সরল-সঠিক পথ অনুসরণ করার নির্দেশ)	৪৩-যুখরুফ	৬১	৯০০
পথে পরিচালনা করেছেন আল্লাহ মূসা আ. ও হারুনকে..	৩৭-সাফ্‌ফাত	১১৮	৮৬২
পথ (ইবরাহীম আ. কে আল্লাহ সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন)	১৬-নাহ্‌ল	১২১	৭১৩
পথ (আল্লাহর সরল-সঠিক পথকে অনুসরণ করা)	৬-আন্'আম	১৫৩	৬১১
পথ (আল্লাহ রাসূল স. কে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন)	৬-আন্'আম	১৬১	৬১২
পথ (কুরআন সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৩০	৯১১
পথ (প্রতিপালকের নির্দেশিত সরল-সঠিক পথ ইসলাম)	৬-আন্'আম	১২৬	৬০৮
পথ (রাসূল স. কে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	২	৯১৬
পথ (সঠিক পথে পরিচালিত করা হবে, আল্লাহকে ধারণ করলে...)	৩-আলে ইমরান	১০১	৫৪৫
পথ (মুহম্মদ সা. সরল-সঠিক পথেই আছেন)	৪৩-যুখরুফ	৪৩	৮৯৯
পথ (মুমিনদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	২০	৯১৮
পথ (মুনাফিকদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন)	৪-নিসা	৬৮	৫৬৫
পথ প্রদর্শন (কুরআন সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করে)	১৭-ইস্‌রা	৯	৭১৪
পথ (আল্লাহ ঈমানদারদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন)	৪-নিসা	১৭৫	৫৭৯
পথ (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিকপথে রাখেন)	৬-আন্'আম	৩৯	৫৯৯
পরিচালিত করেন আল্লাহ সরল-সঠিক পথে, যাকে ইচ্ছা	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
সরল-সঠিক পথ			
অনুসরণ করার নির্দেশ (আল্লাহর পথ/সরল-সঠিক পথ)	৪৩-যুখরুফ	৬১	৯০০
আল্লাহর ইবাদত করাই সরল-সঠিক পথ (ঈসা আ. প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৬৪	৯০০
চলা (যে সরল পথে চলতে চায় কুরআন তার জন্য উপদেশ)	৮১-তাকভীর	২৮	১০০৯
ন্যায় বিচারের নির্দেশদানকারী সরল-সঠিক পথে...(উপমা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৭৬	৭০৯
পরিচালিত (ইবরাহীম আ. কে আল্লাহ সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন)	১৬-নাহ্‌ল	১২১	৭১৩
পরিচালনাকারী (আল্লাহ মুমিনদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালনাকারী)	২২-হাজ্জ	৫৪	৭৬৩
পরিচালনা (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন)	১০-ইউনুস	২৫	৬৫৬
প্রতিপালক সরল-সঠিক পথে আছেন(হুদ আ.এর প্রতিপালক)	১১-হূদ	৫৬	৬৭০
মুহাম্মাদ সা. সরল-সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত	২২-হাজ্জ	৬৭	৭৬৪
মুহম্মদ সা. সরল-সঠিক পথেই আছেন	৪৩-যুখরুফ	৪৩	৮৯৯
সরানো			
মানুষকে সরিয়ে আল্লাহ নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন (ইচ্ছা করলে)	১৪-ইবরাহীম	১৯	৬৯৫
সরাসরি কথা বলা			
মূসার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন	৪-নিসা	১৬৪	৫৭৮
সরিয়ে দেয়া			
আল্লাহ সরিয়ে দেন তাদের হৃদয়কে	৯-তাওবা	১২৭	৬৫৩
প্রতিপালক চাইলে সরিয়ে দিতে পারেন (অন্যকে স্থলাভিষিক্ত করা প্র.)	৬-আন্'আম	১৩৩	৬০৯
মানুষকে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহ নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন	৩৫-ফাতির	১৬	৮৪৭
মানুষের কতককে সরিয়ে আল্লাহ অন্যদের আনতে সক্ষম	৪-নিসা	১৩৩	৫৭৩
মুমিনদেরকে সরিয়ে দিলেন আল্লাহ (উহুদে মুমিনদের পরাজয়)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
শাস্তি সরিয়ে নেয়ার প্রার্থনা (রহমানের বান্দাদের)	২৫-ফুরকান	৬৫	৭৮৭
শাস্তি সরিয়ে দিতে পারবে না মুশরিকরা	২৫-ফুরকান	১৯	৭৮৩
শিলাবৃষ্টি সরিয়ে দেন আল্লাহ (যার থেকে ইচ্ছা)	২৪-নূর	৪৩	৭৭৮
ষড়যন্ত্র সরিয়ে দিলেন প্রতিপালক (ইউসুফ থেকে)	১২-ইউসুফ	৩৪	৬৮০
সরিয়ে নেয়া			
অহংকারকারীদের আল্লাহর নিদর্শন থেকে সরিয়ে নেয়া	৭-আ'রাফ	১৪৬	৬২৫
আয়াত নিয়ে বিতর্ককারীদেরকে সত্য থেকে সরিয়ে নেয়া হয়	৪০-মু'মিন	৬৯	৮৮৪
মানুষকে সত্য/ইলাহ থেকে কিভাবে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে?	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
শ্রেষ্ঠ পথ থেকে ফিরআউনের অনুসারীদের মূসা আ. সরিয়ে দিতে চায়...	২০-ত্বা-হা	৬৩	৭৪৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ষড়যন্ত্র সরিয়ে নেয়ার প্রার্থনা করল ইউসুফ প্রতিপালকের নিকট	১২-ইউসুফ	৩৩	৬৭৯
সত্য থেকে কীভাবে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে? (মুশরিকদের প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৩২	৬৫৭
সরিয়ে রাখা			
শাস্তি থেকে কিয়ামতের দিন যাকে সরিয়ে রাখা হবে তাকে দয়া করা হবে	৬-আন্'আম	১৬	৫৯৭
সরিষা			
দানা (সরিষা দানার পরিমাণ কাজও কিয়ামতে উপস্থিত করা হবে)	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
দানা (সরিষার দানা পরিমাণ ক্ষুদ্র বস্তুও আল্লাহ উপস্থিত করবেন)	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
সরে থাকা			
হুদহুদ পাখির সরে থাকা(রানীকে সুলাইমানের পত্র দেয়ার পর)	২৭-নামল	২৮	৮০২
সরে পড়া			
আহ্বান থেকে সরে পড়ে যারা আল্লাহ তাদেরকে জানেন	২৪-নূর	৬৩	৭৮১
উৎফুল্ল হয়ে সরে পড়ে মুনাফিক/কাফিররা (রাসূল স. এর অকল্যাণ হলে)	৯-তাওবা	৫০	৬৪৫
কাফির প্রধানরা সরে পড়ল (ইলাহদের উপর ধৈর্যধারণ করতে বলে)	৩৮-সোয়াদ	৬	৮৬৬
পিছনে সরে পড়ত কাফিররা, আয়াত পাঠ করা হলে	২৩-মু'মিনূন	৬৬	৭৭০
পিছনে সরে পড়ল শয়তান (বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	৪৮	৬৩৬
মুমিনদের থেকে সরে পরে মুনাফিকরা সূরা নাযিল হলে...	৯-তাওবা	১২৭	৬৫৩
সরে যাওয়া			
দূরে সরে যায় মানুষ (আল্লাহ তার প্রতি নেয়ামত দান করলে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫১	৮৯০
পাশে সরে যায় মানুষ (আল্লাহ নেয়ামত দিলে)	১৭-ইস্‌রা	৮৩	৭২১
মুমিনদের কাছ থেকে সরে যাওয়া (যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯০	৫৬৮
মুমিনদের থেকে মুনাফিকরা সরে না গেলে...(যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
সর্বগ্রাসী			
বৃত্তান্ত (রাসূল স. এর কাছে এসেছে কি সর্বগ্রাসী কিয়ামতের বৃত্তান্ত)	৮৮-গাশিয়াহ্‌	১	১০১৭
শাস্তি (সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে কি মানুষ নিরাপদ মনে করে)	১২-ইউসুফ	১০৭	৬৮৭
সর্বজ্ঞ			
আল্লাহ (গায়েবের জ্ঞান প্রসঙ্গ...)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাপ্রজ্ঞাবান	৬-আন্'আম	১৮	৫৯৭
আল্লাহ সর্বজ্ঞ (বান্দার অপরাধ সম্পর্কে)	২৫-ফুরকান	৫৮	৭৮৬
আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী	৬-আন্'আম	১০৩	৬০৬
আল্লাহ সর্বজ্ঞ (নবী ও তার স্ত্রীর গোপন কথা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	৩	৯৭০
আল্লাহ সকল বিষয়ে ...	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
আল্লাহ (মানুষের কর্ম ও তাকওয়া সম্পর্কে)	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
প্রতিপালক সর্বজ্ঞ (বান্দার অপরাধ সম্পর্কে)	১৭-ইস্‌রা	১৭	৭১৫
বর্ণনা (সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে বিস্তারিত বর্ণনা, আলিফ-লাম-রা)	১১-হূদ	১	৬৬৫
সংবাদ (সর্বজ্ঞ আল্লাহর মত কেউ মানুষকে দিতে পারেনা)	৩৫-ফাতির	১৪	৮৪৭
সকল বিষয়ে (আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ)	৩৪-সাবা	১	৮৪১
সর্বজ্ঞাতা			
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান	৪৩-যুখরুফ	৮৪	৯০১
সর্বজ্ঞানী			
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল (মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (মুমিন হত্যার কাফফারা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (কসম অবসান প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	২	৯৭০
আল্লাহ (সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর নির্ধারণ...)	৪১-ফুস্‌সিলাত	১২	৮৮৬
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (পাপ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১১	৫৭১
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী (ফেরেশতাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	৩২	৫০৪
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী (হুদাইবিয়ার সন্ধি প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্‌হ	৪	৯১৬
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী (সন্তান দান প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	৫০	৮৯৫
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (তওবা কবুল প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৭	৫৫৮
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১১	৫৫৭
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান (জিহাদ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
আল্লাহ সর্বব্যাপী	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
আল্লাহ মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী	৬-আন্'আম	১৩৯	৬০৯
আল্লাহ পরম প্রতিদানদাতা ও সর্বজ্ঞানী	৪-নিসা	১৪৭	৫৭৫
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী (চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৩	৫৯৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সর্বজ্ঞানী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	১৩৭	৫১৫
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী (মন্দ কথা প্রকাশ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৮	৫৭৬
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী (শয়তানের প্ররোচনা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	২০০	৬৩১
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী (পূর্ববর্তী অবাধ্য জাতির শাস্তি দান প্রসঙ্গ)	৩৫-ফাতির	৪৪	৮৫০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী (মুমিনদের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৪৯-হুজুরাত	১	৯২০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বব্যাপী	২-বাক্বারা	১১৫	৫১৩
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশ্রোতা	২৬-শু'আরা	২২০	৭৯৯
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী (শয়তানের প্ররোচনা প্রসঙ্গ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৬	৮৮৮
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশ্রোতা	১০-ইউনুস	৬৫	৬৬০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ (স্ত্রীর সাথে নবীর গোপন কথা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	৩	৯৭০
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বব্যাপী	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বব্যাপী	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী (আল্লাহর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে)	২৯-আনকাবূত	৫	৮১৬
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী (ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈলের কাবা নির্মাণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১২৭	৫১৪
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সকল বিষয়ে অবহিত	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান	১৬-নাহ্‌ল	৭০	৭০৮
আল্লাহ (সর্বজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবের অবতারণ)	৪০-মু'মিন	২	৮৭৮
আল্লাহ (সর্বজ্ঞানী আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৪৩-যুখরুফ	৯	৮৯৬
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী	৩৪-সাবা	২৬	৮৪৩
নির্ধারণ, সর্বজ্ঞানীর (সূর্যের চলাচল তার নির্দিষ্ট অবস্থানে)	৩৬-ইয়াসীন	৩৮	৮৫৪
নির্ধারণ (মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞানীর নির্ধারণ,চন্দ্র-সূর্য প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	৯৬	৬০৫
প্রতিপালক (আল্লাহ) মহাপ্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী	৫১-যারিয়াত	৩০	৯২৬
প্রতিপালক সর্বজ্ঞানী (কুরআন অবতীর্ণ প্রসঙ্গে)	৪৪-দুখান	৬	৯০২
প্রতিপালক সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
প্রতিপালক সর্বজ্ঞানী	১৫-হিজর	২৫	৬৯৯
প্রতিপালক সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী	৬-আন্‌'আম	১১৫	৬০৭
প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী (মর্যাদা দান প্রসঙ্গে)	৬-আন্‌'আম	৮৩	৬০৩
প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী	৬-আন্‌'আম	১২৮	৬০৮
মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ, যিনি সূর্যের চলাচল নির্ধারণ করেন ...	৩৬-ইয়াসীন	৩৮	৮৫৪
সর্বদা			
খিয়ানত (সর্বদা খিয়ানত দেখা যাবে সর্বদা বনী ইসরাইলদের মাঝে)	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
সর্বদ্রষ্টা			
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা	৪০-মু'মিন	৫৬	৮৮২
আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা (মূসা আ. ও হারুন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৩৫	৭৪২
আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা (মানুষ-জীব-আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা(মানব সৃষ্টি ও পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	২৮	৮২৯
আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা (ন্যায় বিচার প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
প্রতিপালক সর্বদ্রষ্টা (বান্দার অপরাধ সম্পর্কে)	১৭-ইসরা	১৭	৭১৫
সর্বনাশ			
বৃদ্ধি (সর্বনাশ বৃদ্ধি করত সন্দেহকারীরা বের হলে, তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৭	৬৪৫
মুমিনদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করে না (কাফিররা)	৩-আলে ইমরান	১১৮	৫৪৭
সর্বনাশা			
শাস্তি (জাহান্নামের শাস্তি সর্বনাশা)	২৫-ফুরকান	৬৫	৭৮৭
সর্বব্যাপী			
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বব্যাপী	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
আল্লাহ সর্বব্যাপী	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
আল্লাহ সর্বব্যাপী ও মহাজ্ঞানী	৫-মায়িদা	৫৪	৫৮৭
আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	১১৫	৫১৩
আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী	২৪-নূর	৩২	৭৭৭
আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	২৬৮	৫৩২
সর্বশক্তিমান			
আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান	৪৬-আহ্‌কাফ	৩৩	৯১১
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (সকল বিষয়ের উপর)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪	৬৬৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (তাঁরই রাজত্ব ও প্রশংসা)	৬৪-তাগাবুন	১	৯৬৬
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (জীবন ও মৃত্যুদান প্রসঙ্গে)	৫৭-হাদীদ	২	৯৪৮
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (আল্লাহ নবীর কল্যাণ করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৭	৫৯৭
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (অবাধ্য জাতির শাস্তি প্রদান প্রসঙ্গ)	৩৫-ফাতির	৪৪	৮৫০
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (সবকিছুর উপর)	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান	২-বাক্বারা	২০	৫০৩
আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান	২-বাক্বারা	১০৬	৫১২
আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান	৪-নিসা	৮৫	৫৬৭
আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান	৪২-শূরা	৯	৮৯১
আল্লাহ মার্জনাকারী ও সর্বশক্তিমান (দোষ মার্জনা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৯	৫৭৬
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (মুমিনদের তাওবা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	৮	৯৭০
আল্লাহ সর্বশক্তিমান (রাজত্ব প্রসঙ্গে)	৬৭-মুল্‌ক	১	৯৭২
সর্বশ্রেষ্ঠ			
সাক্ষ্য (আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য, রাসূল স. প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৯	৫৯৭
সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক			
আল্লাহ (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক)	৯৫-তীন	৮	১০২৭
সর্বশ্রোতা			
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (ন্যায় বিচার প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী	২-বাক্বারা	১৩৭	৫১৫
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী (মন্দ কথা প্রকাশ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৮	৫৭৬
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী (চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৩	৫৯৭
আল্লাহ সর্বশ্রোতা (ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈলের কাবা নির্মাণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১২৭	৫১৪
আল্লাহ সর্বশ্রোতা (আল্লাহর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৫	৮১৬
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা	৪০-মু'মিন	৫৬	৮৮২
আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী (শয়তানের প্ররোচনা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	২০০	৬৩১
আল্লাহ সর্বশ্রোতা (মুমিনদের কৃতকর্ম সম্পর্কে)	৪৯-হুজুরাত	১	৯২০
আল্লাহ সর্বশ্রোতা (শয়তানের প্ররোচনা প্রসঙ্গ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৬	৮৮৮
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশ্রোতা	২৬-শু'আরা	২২০	৭৯৯
প্রতিপালক সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী	৬-আন্‌'আম	১১৫	৬০৭
প্রতিপালক সর্বশ্রোতা (কুরআন অবতীর্ণ প্রসঙ্গে)	৪৪-দুখান	৬	৯০২
সর্বাত্মক			
যদ্ধ (মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের নির্দেশ)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
যুদ্ধ (কাফিরদের ন্যায় সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
সর্বোচ্চ			
আল্লাহ সর্বোচ্চ মর্যাদাবান	১৩-রা'দ	৯	৬৮৯
উপমা (আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ উপমা)	১৬-নাহ্‌ল	৬০	৭০৭
প্রতিপালক ঘোষণা করল, ফিরআউন নিজেকে	৭৯-নাযি'আত	২৪	১০০৪
মর্যাদা (আল্লাহ সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী)	৪০-মু'মিন	১৫	৮৭৯
সর্বোত্তম			
স্রষ্টা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে 'বা'আল' দেবতাকে ডাকা	৩৭-সাফ্‌ফাত	১২৫	৮৬৩
সহচর			
কুরাইশদের সহচর/মুহাম্মদের মাঝে পাগলামী নেই	৭-আ'রাফ	১৮৪	৬৩০
জালিম ও তার সহচরদেরকে সমবেত করে জাহান্নামে প্রেরণ	৩৭-সাফ্‌ফাত	২২	৮৫৮
নিকৃষ্ট সহচর (আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যরা নিকৃষ্ট সহচর)	২২-হাজ্জ	১৩	৭৫৯
নিকৃষ্ট সহচর শয়তান (বিচার দিনে মানুষ বলবে)	৪৩-যুখরুফ	৩৮	৮৯৮
নির্ধারণ (আল্লাহর শত্রুদের জন্য সহচর নির্ধারণ করে দেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্‌সিলাত	২৫	৮৮৮
মানুষের সহচর শয়তান বলবে- 'আমি মানুষকে অবাধ্য করেনি'	৫০-ক্বাফ	২৭	৯২৩
শয়তান সহচর হয় (আল্লাহর স্মরণবিমুখ ব্যক্তির)	৪৩-যুখরুফ	৩৬	৮৯৮
শয়তানের সহচরদের পথে আসার আহবান	৬-আন্‌'আম	৭১	৬০২
সহজ			
আগুনে পোড়ানো সহজ (আল্লাহর জন্য)	৪-নিসা	৩০	৫৬১
আল্লাহর জন্য সহজ (পুনরুত্থান সংঘটন/মানুষের কৃতকর্ম জানানো)	৬৪-তাগাবুন	৭	৯৬৬
আল্লাহর জন্য সহজ (বিপর্যয় পতিত হওয়ার পূর্বে তা লিপিবদ্ধ করা)	৫৭-হাদীদ	২২	৯৫০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সহজ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহর জন্য সহজ (মানুষ সৃষ্টি ও তার আয়ু হ্রাস-বৃদ্ধি)	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
আল্লাহর জন্য সহজ (সৃষ্টির সূচনা ও পুনরাবৃত্তি করা)	২৯-আনকাবূত	১৯	৮১৭
আল্লাহর পক্ষে সহজ (মুনাফিকদের কৃতকর্ম বিফল করা)	৩৩-আহযাব	১৯	৮৩৪
আল্লাহর জন্য সহজ (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু কিতাবে লিপিবদ্ধ করা)	২২-হাজ্জ	৭০	৭৬৪
আল্লাহর জন্য সহজ (কাফির-জালিমদের জাহান্নামের পথ প্রদর্শন প্র.)	৪-নিসা	১৬৯	৫৭৮
আল্লাহর জন্য সহজ (অশ্লীলতার জন্য দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া)	৩৩-আহযাব	৩০	৮৩৫
আল্লাহর জন্য সহজ (আগুনে পোড়ানো)	৪-নিসা	৩০	৫৬১
উত্তমকে সত্য বলে স্বীকৃতিদানকারীর জন্য সহজ করা হয়	৯২-লাইল	৭	১০২৫
কঠিনকে সহজ করা হয় (উত্তমকে অস্বীকারকারীর জন্য)	৯২-লাইল	১০	১০২৫
কথা বলা (হকদারদের সাথে সহজ কথা বলা)	১৭-ইস্রা	২৮	৭১৬
কাফিরদের জন্য সহজ নয় (কিয়ামতের দিন)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১০	৯৯০
কাজ সহজ করার জন্য মূসার দোয়া	২০-ত্বা-হা	২৬	৭৪২
কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ (উপদেশ গ্রহণের জন্য)	৫৪-কামার	২২	৯৩৭
কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ (উপদেশ গ্রহণের জন্য)	৫৪-কামার	১৭	৯৩৬
চলাচলকারী (সহজে চলাচলকারী নৌযানের কসম)	৫১-যারিয়াত	৩	৯২৫
নির্দেশ (সৎকর্মশীল ঈমানদারদের জন্য)	১৮-কাহ্ফ	৮৮	৭৩২
পথ (মৌমাছিকে প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণের নির্দেশ)	১৬-নাহ্ল	৬৯	৭০৮
পথ (সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহ মানুষের পথ...)	৮০-আবাসা	২০	১০০৭
পুনরাবৃত্তি (সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করবেন আল্লাহ)	৩০-রূম	২৭	৮২৪
ভাষায় (কুরআন সহজ ভাষায় অবতীর্ণ, উপদেশ গ্রহণের জন্য)	৪৪-দুখান	৫৮	৯০৪
মানুষের প্রতি সহজ করতে চান আল্লাহ (রোযা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
মাইয়ামের পুত্র হওয়া সহজ (প্রতিপালকের নিকট)	১৯-মারইয়াম	২১	৭৩৫
মুত্তাকীদের কাজ আল্লাহ সহজ করে দেন	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
যাকারিয়াকে সন্তান দান (প্রতিপালকের জন্য সহজ)	১৯-মারইয়াম	৯	৭৩৪
রাসূল স. এর জন্য সহজ (স্ত্রীদের দূরে/কাছে স্থান দেয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
সফর সহজ হলে রাসূল স. এর অনুসরণ করত...	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
সমাবেশ (কিয়ামতের সমাবেশকরণ আল্লাহর জন্য সহজ)	৫০-ক্বাফ	৪৪	৯২৪
সৃষ্টির সূচনা/পুনরাবৃত্তি করা সহজ (আল্লাহর জন্য)	২৯-আনকাবূত	১৯	৮১৭
হিসাব সহজ হবে তার যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে	৮৪-ইন্শিকাক্ব	৮	১০১৩
সহজ করা			
কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ (উপদেশ গ্রহণের জন্য)	৫৪-কামার	৪০	৯৩৮
কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ রাসূলের ভাষায়	১৯-মারইয়াম	৯৭	৭৪০
কুরআন সহজ করেছেন আল্লাহ উপদেশ গ্রহণের জন্য	৫৪-কামার	৩২	৯৩৭
সহজ পথ সহজ করে দিবেন আল্লাহ (রাসূল স. কে)	৮৭-আ'লা	৮	১০১৮
সহজ পথ			
সহজ করে দিবেন আল্লাহ সহজ পথ (রাসূল স. কে)	৮৭-আ'লা	৮	১০১৮
সহজভাবে			
বাঁধন খুলে দেয় পুণ্যবানদের রূহের (ফেরেশতারা)...	৭৯-নাযি'আত	২	১০০৩
সহজ (ভাল কাজ)			
উত্তমকে সত্য বলে স্বীকৃতিদানকারীর জন্য সহজ করা হয়	৯২-লাইল	৭	১০২৫
সহজলভ্য			
কুরবানীর পশু (সহজলভ্য পশু কুরবানী করবে...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
পশু (সহজলভ্য পশু কুরবানী করা, হজ্জে বাধাগ্রস্ত হলে...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
সহজসাধ্য			
কুরআনের যতটুকু সহজসাধ্য তা পাঠ করার নির্দেশ...	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
কুরআনের যা সহজসাধ্য তা পাঠ করার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
সহনশীল			
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল	২২-হাজ্জ	৫৯	৭৬৩
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল (মীরাস প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
আল্লাহ পরম সহনশীল ও সর্বজ্ঞানী	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
আল্লাহ পরম সহনশীল (কর্জে হাসানা প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	১৭	৯৬৭
আল্লাহ পরম সহনশীল ও অভাবমুক্ত	২-বাক্বারা	২৬৩	৫৩১
আল্লাহ পরম সহনশীল ও অতি ক্ষমাশীল	১৭-ইস্রা	৪৪	৭১৭
আল্লাহ পরম সহনশীল ও অতি ক্ষমাশীল	৩৫-ফাতির	৪১	৮৫০
আল্লাহ পরম সহনশীল	২-বাক্বারা	২৩৫	৫২৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ পরম সহনশীল	৩-আলে ইমরান	১৫৫	৫৫১
আল্লাহ পরম সহনশীল	৫-মায়িদা	১০১	৫৯৩
আল্লাহ পরম সহনশীল	২-বাক্বারা	২২৫	৫২৫
ইবরাহীম আ. ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল	৯-তাওবা	১১৪	৬৫২
ইবরাহীম আ. ছিলেন সহনশীল ও কোমল হৃদয়	১১-হূদ	৭৫	৬৭২
পুত্র (ইবরাহীম আ. কে সহনশীল পুত্রের সংসংবাদ দান)	৩৭-সাফ্ফাত	১০১	৮৬১
শু'আইব আ. সহনশীল ও সুবোধ (সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল)	১১-হূদ	৮৭	৬৭৩
সহবাস			
ই'তিকাফ অবস্থায় সহবাস নিষেধ	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
স্ত্রীসহবাস (সহবাসকৃতা স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান অবশ্য পালনীয়)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
স্ত্রীসহবাসের পর তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হলে তার পূর্বস্বামীর কন্যাকে বিয়ে হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
স্ত্রীর সাথে সহবাস করা না হলে তার পূর্বস্বামীর কন্যাকে বিয়ে বৈধ	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
সহযোগিতা			
বনী ইসরাঈলের সহযোগিতা (পাপ ও সীমালঙ্ঘনে)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
রাসূলদেরকে সহযোগিতা করলে পাপ ক্ষমা করবেন আল্লাহ...	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
সহযোগী			
কাফিরদের সহযোগী থাকলে তাকে ডেকে সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ	২-বাক্বারা	২৩	৫০৩
সহানুভূতিশীল			
রাসূল স. ও তাঁর সাথীগণ সহানুভূতিশীল (তাদের নিজেদের মধ্যে)	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
সহায়			
অবিশ্বাসীদের সহায় হওয়ার জন্য বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে	১৯-মারইয়াম	৮১	৭৩৯
সহায়স্থল			
দয়াময় প্রতিপালকই রাসূল/বান্দার সহায়স্থল(মুশরিক প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১১২	৭৫৭
সাহাস্য			
চেহারা (কিছু চেহারা সহাস্য হবে কিয়ামতের দিন)...)	৮০-আবাসা	৩৯	১০০৭
সহীফা			
ইবরাহীম আ. ও মূসার সহীফায় আখিরাতের উৎকৃষ্টতা বর্ণিত...	৮৭-আ'লা	১৯	১০১৮
উন্মুক্ত সহীফা কামনা করে প্রত্যেক অপরাধী	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫২	৯৯২
পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেন (আল্লাহর নিকট হতে আসা রাসূল)	৯৮-বায়্যিনাহ্	২	১০২৯
পূর্ববর্তীদের সহীফায় আখিরাতের উৎকৃষ্টতার বর্ণনা রয়েছে	৮৭-আ'লা	১৮	১০১৮
প্রমাণ (রাসূল স. এর ব্যাপারে পূর্ববর্তী সহীফায় উল্লেখিত প্রমাণ আসা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১৩৩	৭৪৯
মর্যাদাসম্পন্ন সহীফাসমূহে কুরআন লিপিবদ্ধ আছে	৮০-আবাসা	১৩	১০০৬
মূসার সহীফা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া (ওলীদ ইবনে মুগীরা প্রসঙ্গ)	৫৩-নাজম	৩৬	৯৩৪
সহীফা (আমলনামা)			
উন্মোচন (কিয়ামতে সহিফা/আমলনামা উন্মোচন করা হবে)	৮১-তাকভীর	১০	১০০৮
সহ্য			
জাহান্নামীদের সহ্য করা বা না করা সমান	৫২-তূর	১৬	৯২৯
সাইবা			
বানানো (আল্লাহ বাহীরা বানাননি)	৫-মায়িদা	১০৩	৫৯৩
সাংঘাতিক			
কথা (আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন বলা!)	১৮-কাহ্ফ	৫	৭২৪
সাঁতার			
কক্ষপথে সাঁতার কাটছে, চাঁদ ও সূর্য ..	৩৬-ইয়াসীন	৪০	৮৫৪
কক্ষপথে সাঁতার কাটে (সূর্য ও চন্দ্র)	২১-আম্বিয়া	৩৩	৭৫২
ফেরেশতারা, আকাশের দিকে (রূহ নিয়ে)...	৭৯-নাযি'আত	৩	১০০৩
সাকার (জাহান্নাম)			
উনিশ জন ফেরেশতা সাকারের দায়িত্বে রয়েছে	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩০	৯৯১
জানানো (সাকার সম্পর্কে রাসূল স. কে কে জানাবে)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৭	৯৯১
নিক্ষেপ (সাকারে নিক্ষেপ করল কিসে, পাপীদেরকে জিজ্ঞাসা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪২	৯৯২
প্রবেশ করানো (সাকারে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ ওয়ালিদ বিন...)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২৬	৯৯১
বিপদ (সাকার একটি বড় বিপদ)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৫	৯৯১
স্পর্শ (সাকারের স্পর্শ আস্বাদন করানো হবে, অপরাধীদেরকে)	৫৪-কামার	৪৮	৯৩৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সাক্ষাৎ			
অস্বীকার (প্রতিপালকের সাক্ষাতকে কাফিররা অস্বীকার করে)	৩২-সাজ্‌দা	১০	৮৩০
অস্বীকার (আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে যারা...)	৩০-রূম	১৬	৮২৩
আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে যারা...	৩০-রূম	১৬	৮২৩
আখিরাতের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলল (কাফির প্রধানরা)	২৩-মু'মিনূন	৩৩	৭৬৮
আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলায় কর্ম বিফল হওয়া	৭-আ'রাফ	১৪৭	৬২৫
আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকারকারীরা সঠিকপথ প্রাপ্ত ছিল না	১০-ইউনুস	৪৫	৬৫৮
আল্লাহর সাক্ষাৎ প্রত্যাশী জেনে রাখুক(নির্দিষ্ট সময় আসবেই)	২৯-আনকাবূত	৫	৮১৬
আল্লাহর সাক্ষাত ও নিদর্শনে অবিশ্বাসকারীরা তার দয়া থেকে হতাশ	২৯-আনকাবূত	২৩	৮১৭
আল্লাহর সাক্ষাতকে যারা মিথ্যা বলেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত	৬-আন্‌'আম	৩১	৫৯৮
আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করেনা যারা তাদের আশ্রয়স্থল আগুন	১০-ইউনুস	৭	৬৫৪
আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করেনা যারা তাদেরকে অবকাশ দান	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করেনা যারা (কুরআন বদলাতে চায়)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
আল্লাহর সাক্ষাতের দিন মুমিনদের প্রতি অভিবাদন হবে সালাম	৩৩-আহযাব	৪৪	৮৩৭
আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথা মনে করে যারা তারা বলল...	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয় জেনে রাখার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
ঈমানদাররা সাক্ষাৎ করবে যখন কাফিরদের সাথে (যুদ্ধের ময়দানে)	৮-আনফাল	১৫	৬৩৩
কিয়ামতের দিনের সাক্ষাতকে ভুলে থাকায় কাফিরের স্থায়ী শাস্তি ভোগ	৩২-সাজ্‌দা	১৪	৮৩১
কিয়ামতের দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে রাসূল স. কর্তৃক সর্তক করা	৩৯-যুমার	৭১	৮৭৭
কিয়ামতের দিনের সাক্ষাতকে কাফিররা ভুলে ছিল	৪৫-জাছিয়া	৩৪	৯০৭
কুকর্মের শাস্তির সাক্ষাত লাভ করবে (কামনার অনুসারীরা)	১৯-মারইয়াম	৫৯	৭৩৮
দিন (সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দেয়া...	৯-তাওবা	৭৭	৬৪৮
দিন (সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য ওহী অবতরণ)	৪০-মু'মিন	১৫	৮৭৯
দিন (সাক্ষাতের দিনের কথা ভুলে গিয়েছিল কাফিররা)	৭-আ'রাফ	৫১	৬১৭
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতে কাফিরদের সন্দেহ	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫৪	৮৯০
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে মানুষ অবিশ্বাসী	৩০-রূম	৮	৮২২
প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভের সাধনায় রত মানুষ	৮৪-ইন্‌শিকাক্‌	৬	১০১৩
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস...	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে -যারা এরূপ মনে করে...	২-বাক্বারা	৪৬	৫০৫
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে ঈমান (তাওরাত প্রসঙ্গ)	৬-আন্‌'আম	১৫৪	৬১১
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে (মুমিনরা)	১১-হূদ	২৯	৬৬৮
প্রতিপালকের সাক্ষাৎ আশা করে না যারা...	২৫-ফুরকান	২১	৭৮৪
প্রতিপালকের (সাক্ষাত অস্বীকারকারীর আমল বিফল হবে)	১৮-কাহ্‌ফ	১০৫	৭৩৩
প্রতিপালকের সাক্ষাতকে কাফিররা অস্বীকার করে	৩২-সাজ্‌দা	১০	৮৩০
প্রতিপালকের সাক্ষ্যত কামনা করলে সৎকাজ করা ও শরীক না করা	১৮-কাহ্‌ফ	১১০	৭৩৩
ফেরেশতার (জান্নাতীর সাথে সাক্ষাৎ করে ফেরেশতা বলবে,এ সেই দিন...)	২১-আম্বিয়া	১০৩	৭৫৭
বালকের সাথে (খিজির ও মূসার)..	১৮-কাহ্‌ফ	৭৪	৭৩০
মুমিনদের সাথে মুনাফিকদের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৭৬	৫০৯
মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ হলে মুনাফিকরা বলে..(ঈমান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৪	৫০৩
মৃত্যু সাক্ষাৎ করবেই (মানুষ তা থেকে পালাতে চাইলেও)	৬২-জুমু'আ	৮	৯৬২
মৃত্যুর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে মৃত্যু কামনা	৩-আলে ইমরান	১৪৩	৫৪৯
সাক্ষী			
অকৃতজ্ঞতার সাক্ষী (মানুষ নিজেই তার অকৃতজ্ঞতার সাক্ষী)	১০০-'আদিয়াত	৭	১০৩০
অভিযোগ উত্থাপনকারীর সাক্ষী না থাকলে (স্ত্রী সম্পর্কে)	২৪-নূর	৬	৭৭৪
অস্বীকার (সাক্ষ্য দিতে ডাকা হলে সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
আল্লাহকে সাক্ষী বানানো (শপথ ভঙ্গ না করা প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্‌ল	৯১	৭১০
আল্লাহকে সাক্ষী বানায় কিছু লোক (অন্তরের ব্যাপারে)	২-বাক্বারা	২০৪	৫২৩
আল্লাহকে সাক্ষী করলেন হূদ (সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে)	১১-হূদ	৫৪	৬৭০
আল্লাহকে সাক্ষী থাকতে বলল হাওয়ারীরা (তাদের ঈমানের ব্যাপারে)	৫-মায়িদা	১১১	৫৯৪
আল্লাহই সাক্ষ্য (রাসূল স. ও মুশরিকদের মাঝে)	৬-আন্‌'আম	১৯	৫৯৭
আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট (কুরআন অবতীর্ণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৬৬	৫৭৮
আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট (নবী ও মানুষের মধ্যে)	২৯-আনকাবূত	৫২	৮২০
আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট	৪৮-ফাত্‌হ	২৮	৯১৯
আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট (মুশরিক/শরীক/ইবাদত প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	২৯	৬৫৭
আল্লাহ (রাসূল স.এর বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট)	৪৬-আহ্‌কাফ	৮	৯০৮
আল্লাহ সাক্ষী (পূর্ববর্তীদের অঙ্গীকারের ব্যাপারে)	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আল্লাহ সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, রাসূল স. ও কাফিরদের মাঝে	১৭-ইস্‌রা	৯৬	৭২২
আল্লাহ সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট (কাফির ও রাসূল স. এর মাঝে)	১৩-রা'দ	৪৩	৬৯২
আহলি কিতাবরা সাক্ষী (মুসলিমদের ব্যাপারে...)	৩-আলে ইমরান	৬৪	৫৪২
আহলে কিতাবরা সাক্ষী হওয়া সত্তেও আল্লাহর পথ থেকে...	৩-আলে ইমরান	৯৯	৫৪৫
ইবরাহীম আ. সাক্ষী(আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর প্রতিপালক/স্রষ্টা)	২১-আম্বিয়া	৫৬	৭৫৪
ইয়াতিমের সম্পদ তাকে প্রদান করার সময় সাক্ষী রাখতে হবে	৪-নিসা	৬	৫৫৬
ঈসা আ. সাক্ষী (হাওয়ারীরা মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে)	৩-আলে ইমরান	৫২	৫৪১
ঈসা আ. সাক্ষী ছিলেন মানুষের ইবাদাতের (তিনি যতদিন ছিলেন)	৫-মায়িদা	১১৭	৫৯৫
উপস্থিত (চারজন সাক্ষী উপস্থিত করা, ব্যভিচারের অপবাদ...)	২৪-নূর	৪	৭৭৪
উপস্থিত করা (মুশরিদেরকে সাক্ষী উপস্থিত করার নির্দেশ)	৬-আন্‌'আম	১৫০	৬১১
উম্মতগণ সাক্ষী (অঙ্গীকারের ব্যাপারে)	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
উম্মতের নিজেদের মধ্য থেকে সাক্ষী উত্থিত হবে(কিয়ামতে)	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
ঋণের লেনদেনে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখার বিধান...	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
কিয়ামতে প্রত্যেকের সাথে একজন সাক্ষী উপস্থিত করা হবে	৫০-ক্বাফ	২১	৯২৩
কিয়ামতে প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উত্থিত করা হবে	১৬-নাহ্‌ল	৮৪	৭১০
কিয়ামতে উপস্থিত করা হবে সাক্ষী ও নবীগণকে	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
ক্ষতিগ্রস্ত করা (ঋণের লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা পাপাচার)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
চারজন সাক্ষী উপস্থিত করার শর্ত (ইফক প্রসঙ্গ)	২৪-নূর	১৩	৭৭৫
চার জন সাক্ষী উপস্থিত না করায় (অভিযোকারীরাই মিথ্যাবাদী)	২৪-নূর	১৩	৭৭৫
টেনে বের করবেন আল্লাহ একজন সাক্ষী, প্রত্যেক উম্মত থেকে	২৮-কাসাস	৭৫	৮১৪
তালাকের ক্ষেত্রে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখা	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
তাওরাতের সাক্ষী ছিল (সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্তরা)	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
দুই জন ন্যায়পরায়ণ লোক সাক্ষী রাখা (তালাক প্রসঙ্গে)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখার বিধান (ঋণের লেনদেনের ক্ষেত্রে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
দন্ডায়মান (সাক্ষী দন্ডায়মান হবে যেদিন...)	৪০-মু'মিন	৫১	৮৮২
নবীকে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ পাঠিয়েছেন	৩৩-আহযাব	৪৫	৮৩৭
নবীকে প্রত্যেক উম্মতের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে নিয়ে আসা হবে	৪-নিসা	৪১	৫৬২
ন্যায়পরায়ণ দুই জন লোক সাক্ষী রাখা (তালাক প্রসঙ্গে)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী নিয়ে আসা হবে	৪-নিসা	৪১	৫৬২
বনী ইসরাঈলের এক সাক্ষীর সাক্ষ্য (কুরআন তাওরাতের মত ওহী)	৪৬-আহ্‌কাফ	১০	৯০৮
মানুষ নিজেই তার অকৃতজ্ঞতার সাক্ষী	১০০-'আদিয়াত	৭	১০৩০
মিথ্যা রচনাকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের উক্তি...	১১-হূদ	১৮	৬৬৭
মুমিনগণ সাক্ষী হবে মানবজাতির উপর	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
মুমিনগণ মানব জাতির জন্য সাক্ষী	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
যথেষ্ট (সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, রাসূল স. প্রেরণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৯	৫৬৭
রাসূল স. কে আল্লাহ উম্মতের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে আনবেন !	১৬-নাহ্‌ল	৮৯	৭১০
রাসূল স. মুমিনদের জন্য সাক্ষী	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
রাসূল স. সাক্ষী হবেন (মুমিনদের উপর)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
রাসূল স. কে সাক্ষী রূপে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৪৮-ফাত্‌হ	৮	৯১৬
রাসূল স. কে সাক্ষীস্বরূপ প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	১৫	৯৮৮
লেনদেনের ক্ষেত্রে সন্দেহ দূর করতে সাক্ষী রাখার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
সম্প্রদায়কে সাক্ষী হতে আহ্বান (হূদের)	১১-হূদ	৫৪	৬৭০
সম্মতির ভিত্তিতে নারী/পুরুষকে সাক্ষী রাখা (ঋণের লেনদেনের ক্ষেত্রে)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
সাক্ষ্য দানকরল (আযীযের স্ত্রীর পরিবারের একজন সাক্ষী)	১২-ইউসুফ	২৬	৬৭৯
সৃষ্টির (আল্লাহ কাউকে সাক্ষী বানান নি)	১৮-কাহ্‌ফ	৫১	৭২৮
হাওয়ারীরা সাক্ষী হবে, ঈসা আ. এর সত্যবাদীতার...	৫-মায়িদা	১১৩	৫৯৪
সাক্ষী তলব			
চারজন সাক্ষী তলব (ব্যভিচারীনির শাস্তি প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫	৫৫৮
সাক্ষী রাখা			
ওসিয়তের সময় সাক্ষী রাখবে ঈমানদারগণ, মৃত্যু কালে...	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
সাক্ষী (রাসূল)			
কুরআন পাঠ (আল্লাহর একজন সাক্ষী কুরআন পাঠ করে)	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
সাক্ষ্য			
আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকার নির্দেশ	৪-নিসা	১৩৫	৫৭৪
আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই	৩-আলে ইমরান	১৮	৫৩৭
আল্লাহর সাক্ষ্য (মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী, রাসূল স. প্রসঙ্গ)	৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেয়া (তালাক প্রসঙ্গে)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সাক্ষ্য (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)				
আল্লাহর (কুরআন জ্ঞানের ভিত্তিতে অবতীর্ণের বিষয়ে আল্লাহর সাক্ষ্য)		৪-নিসা	১৬৬	৫৭৮
ঈসা আ. এর সাক্ষ্য (কিয়ামতে ঈসা আ. আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন)		৪-নিসা	১৫৯	৫৭৭
কসম করে বলবে সাক্ষীগণ এই যে, আমাদের সাক্ষ্যদান…		৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
কুফরির সাক্ষ্য দেয় যারা নিজেদের বিরুদ্ধে…		৯-তাওবা	১৭	৬৪১
কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে কান, চোখ ও ত্বক (কিয়ামতে)		৪১-ফুস্‌সিলাত	২২	৮৮৭
কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে আখিরাতে (কান, চোখ ও ত্বক)		৪১-ফুস্‌সিলাত	২০	৮৮৭
গোপন (আল্লাহর সাক্ষ্য গোপনকারী বড় জালিম)		২-বাক্বারা	১৪০	৫১৫
গোপন (সাক্ষ্য গোপন না করার নির্দেশ, ঋণ ও আমানত প্রসঙ্গ)		২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
গোপন (সাক্ষ্য গোপন না করার কসম, ওসিয়ত প্রসঙ্গ)		৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
গোপন (সাক্ষ্য গোপন না পাপ, ওসিয়ত প্রসঙ্গ)		৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
গ্রহণ (অভিযোগ উত্থাপনকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না…)		২৪-নূর	৪	৭৭৪
চারবার সাক্ষ্য দিবে অভিযোগ উত্থাপনকারী (স্ত্রীর ব্যভিচার সম্পর্কে)		২৪-নূর	৬	৭৭৪
জিহবা সাক্ষ্য দিবে কিয়ামতে…		২৪-নূর	২৪	৭৭৬
ত্বক সাক্ষ্য দিল কেন? (জাহান্নামীরা ত্বককে জিজ্ঞাসা করবে)		৪১-ফুস্‌সিলাত	২১	৮৮৭
নিকটবর্তী দু'জনের সাক্ষ্যদান অধিকতর সত্য…		৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (কাফিররা)		৬-আন্‌'আম	১৩০	৬০৯
নিজেদের বিষয়ে আদম সন্তানদের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রসঙ্গ		৭-আ'রাফ	১৭২	৬২৯
পা সাক্ষ্য দিবে (কৃতকর্ম সম্পকে (কিয়ামতের দিন)		৩৬-ইয়াসীন	৬৫	৮৫৫
প্রতিপালকের বিষয়ে (আল্লাহ মানুষের প্রতিপালক হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য)		৭-আ'রাফ	১৭২	৬২৯
ফেরেশতাদের সাক্ষ্য (কুরআন জ্ঞানের ভিত্তিতে অবতীর্ণের বিষয়ে)		৪-নিসা	১৬৬	৫৭৮
বনী ইসরাঈলের সাক্ষ্য (কৃত অঙ্গীকারের বিষয়ে)		২-বাক্বারা	৮৪	৫০৯
মুনাফিকদের মৌখিক সাক্ষ্য (নিশ্চয়ই মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল)		৬৩-মুনাফিকূন	১	৯৬৪
মুশরিকদের সাক্ষ্য (আল্লাহর সাথে অনেক ইলাহ থাকার)		৬-আন্‌'আম	১৯	৫৯৭
রাসূল স. সাক্ষ্য না দেয়া (হারাম করা বিষয়ে মুশরিকদের সাক্ষী দিলেও)		৬-আন্‌'আম	১৫০	৬১১
রাসূল স. কে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর যারা কুফরী করে…		৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
রাসূল স. শিরকের সাক্ষ্য দেন না….		৬-আন্‌'আম	১৯	৫৯৭
লিপিবদ্ধ করা হবে সাক্ষ্য (যারা ফেরেশতাকে নারী বলে…)		৪৩-যুখরুফ	১৯	৮৯৭
সঠিক সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহর জন্য (তালাক প্রসঙ্গে)		৬৫-তালাক	২	৯৬৮
সঠিক (ঋণের মেয়াদ ঠিক করা সাক্ষ্যের জন্য সঠিক…)		২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
সত্যের সাক্ষ্য,সত্য উপলব্ধিকারীদের সাক্ষ্য (সুপারিশ প্রসঙ্গ)		৪৩-যুখরুফ	৮৬	৯০১
সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য (আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য, রাসূল স. প্রসঙ্গ)		৬-আন্‌'আম	১৯	৫৯৭
স্ত্রী সাক্ষ্য দিবে আল্লাহর নামে যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী…		২৪-নূর	৮	৭৭৪
স্ত্রী সাক্ষ্য দিবে চারবার আল্লাহর নামে এই যে…		২৪-নূর	৮	৭৭৪
হারাম করার বিষয়ে মুশরিকদের সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিলেও রাসূল স. না দেয়া		৬-আন্‌'আম	১৫০	৬১১
হারাম করার বিষয়ে মুশরিকদের সাক্ষীদের সাক্ষ্য দিতে বলা		৬-আন্‌'আম	১৫০	৬১১
সাক্ষ্যদাতা				
মুশরিকদের কোন সাক্ষী থাকবে না কিয়ামতে (শরীক সম্পর্কে)		৪১-ফুস্‌সিলাত	৪৭	৮৯০
সাক্ষ্যদান				
অটল (সাক্ষ্যদানে অটল যারা…)		৭০-মা'আরিজ	৩৩	৯৮২
ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকার নির্দেশ- আল্লাহর উদ্দেশ্যে		৫-মায়িদা	৮	৫৮১
সাক্ষী সাক্ষ্যদান করল (আযীযের স্ত্রীর পরিবারের একজন সাক্ষী)		১২-ইউসুফ	২৬	৬৭৯
সাক্ষ্যদানকারী				
তালিকাভুক্ত করা (সাক্ষ্যদানকারীদের সাথে তালিকাভুক্ত করার দোয়া)		৫-মায়িদা	৮৩	৫৯১
তালিকা (সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করার প্রার্থনা, হাওয়ারীদের)		৩-আলে ইমরান	৫৩	৫৪১
সাক্ষ্য দেয়া				
আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিবে স্বামী, স্ত্রীর বিরুদ্ধে…		২৪-নূর	৬	৭৭৪
আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, 'তারা মিথ্যাবাদী, মসজিদে দারার প্রসঙ্গ)		৯-তাওবা	১০৭	৬৫১
আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী		৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
ইউসুফের ভাইয়েরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যা তারা জানতে পেরেছে		১২-ইউসুফ	৮১	৬৮৪
ইবরাহীম আ. এর ব্যাপারে সাক্ষী দেয়া (মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গ)		২১-আম্বিয়া	৬১	৭৫৪
নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে কাফিররা মৃত্যুকালে		৭-আ'রাফ	৩৭	৬১৬
বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির সাক্ষ্য (কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে)		৪৬-আহ্‌কাফ	১০	৯০৮
ব্যভিচারের বিষয়ে চার জনের সাক্ষ্য দেয়া প্রসঙ্গ		৪-নিসা	১৫	৫৫৮
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না যারা…		২৫-ফুরকান	৭২	৭৮৭
যথাযথ সাক্ষ্য দেয়ার নিকটতর পদ্ধতি…		৫-মায়িদা	১০৮	৫৯৪

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সাগর				
চলমান (সাগরে চলমান নৌযান নিদর্শন)		২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
নিক্ষেপ (সামিরীর ইলাহ/উপাস্য/বাছুরকে বিক্ষিপ্ত ভাবে সাগরে নিক্ষেপ)		২০-ত্বা-হা	৯৭	৭৪৭
সাজ-সজ্জা				
ঘর (সাজ-সজ্জা বিশিষ্ট ঘর হবে রাসূল স. এর জন্য, কাফিরদের দাবি)		১৭-ইসরা	৯৩	৭২২
দুনিয়ার জীবনের সাজসজ্জা (মানুষকে যা দেয়া হয়েছে)		২৮-কাসাস	৬০	৮১৩
সাজসজ্জা (স্বর্ণ)				
কাফিরদের জন্য স্বর্ণ (সাজ-শয্যা) পার্থিব প্রাচুর্য হিসাবে		৪৩-যুখরুফ	৩৫	৮৯৮
সাড়া				
আইয়ুবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহ দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন		২১-আম্বিয়া	৮৪	৭৫৫
আল্লাহ ও রাসূল স. কে সাড়া দেয়া , যখম অবস্থায় (উহুদ যুদ্ধপ্রসঙ্গ)		৩-আলে ইমরান	১৭২	৫৫২
আল্লাহ ও রাসূল স. এর আহ্বানে সাড়া দেয়ার নির্দেশ ঈমানদারদেরকে		৮-আনফাল	২৪	৬৩৪
আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেয়ার নির্দেশ (বান্দাদেরকে)		২-বাক্বারা	১৮৬	৫২০
আহ্বানে সাড়া দেন আল্লাহ (বান্দার আহ্বানে)		২-বাক্বারা	১৮৬	৫২০
আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া (আল্লাহর দিকে আহবানকারী জ্বিন প্রসঙ্গ)		৪৬-আহ্‌কাফ	৩১	৯১১
আহ্বান (প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়ার নির্দেশ)		৪২-শূরা	৪৭	৮৯৫
ইউনুসের ডাকে আল্লাহ সাড়া দেন(মাছের পেট থেকে উদ্ধার প্রসঙ্গ)		২১-আম্বিয়া	৮৮	৭৫৬
কাফিরদের ডাকে সাড়া না দেয় যদি সাহায্যকারীরা (কুরআন রচনা)		১১-হূদ	১৪	৬৬৬
কাফিররা যদি সাড়া না দেয় রাসূল স. এর কথায় তবে…		২৮-কাসাস	৫০	৮১২
ডাকলে সাড়া দিবেন (প্রতিপালককে)		৪০-মু'মিন	৬০	৮৮৩
ডাকে সাড়া দিবে না দেবতারা (কিয়ামত পর্যন্ত)		৪৬-আহ্‌কাফ	৫	৯০৮
ডাকে সাড়া দিবে না শরীকরা (শরীককারীরা ডাকলে…)		২৮-কাসাস	৬৪	৮১৩
ডাকে সাড়া দেয় না যারা তাদেরকে ডাকে যারা…		১৩-রা'দ	১৪	৬৮৯
ডাকে সাড়া দেয়া (মুশরিকদের অক্ষমতা প্রসঙ্গ)		৭-আ'রাফ	১৯৪	৬৩১
ডাকে সাড়া না দেয়ার পরিণতি (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে)		৪৬-আহ্‌কাফ	৩২	৯১১
নূহ আ. এর আহবানে আল্লাহর সাড়া দান(সংকট থেকে উদ্ধার প্রসঙ্গ)		২১-আম্বিয়া	৭৬	৭৫৫
প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় না যারা…		১৩-রা'দ	১৮	৬৯০
প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দানের অর্থহীন প্রতিশ্রুতি (জালিমদের)		১৪-ইবরাহীম	৪৪	৬৯৭
প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় যারা তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ		১৩-রা'দ	১৮	৬৯০
প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয় যারা		৪২-শূরা	৩৮	৮৯৪
প্রতিপালক সাড়া দিলেন মুমিনদের ডাকে		৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
প্রতিপালক সাড়া দিলেন মু'মিনদের আহ্বানে (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)		৮-আনফাল	৯	৬৩২
বিপদগ্রস্তের ডাকে আল্লাহ সাড়া দেন		২৭-নামল	৬২	৮০৫
মানুষ আল্লাহর প্রশংসা সহকারে সাড়া দিবে (কিয়ামতে)		১৭-ইসরা	৫২	৭১৮
মানুষের ডাকে অন্যান্য উপাস্যরা সাড়া দিবে না		৩৫-ফাতির	১৪	৮৪৭
যাকারিয়ার ডাকে আল্লাহ সাড়া দিয়েছিলেন(সন্তানের জন্য দোয়া)		২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
রাসূল স. এর ডাকে সাড়া দেয়ার পর আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক		৪২-শূরা	১৬	৮৯২
শয়তানের ডাকে সাড়া দেয়ার দায় শয়তান অস্বীকার করবে		১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
শরীকগণ সাড়া দিবে না (মুশরিকদের ডাকে, কিয়ামতের দিন)		১৮-কাহ্‌ফ	৫২	৭২৯
সৎকর্মশীল মুমিনদের আহবানে আল্লাহ সাড়া দেন		৪২-শূরা	২৬	৮৯৩
সাড়া (আহ্বানে)				
প্রতিপালক সাড়া দিলেন (ইউসুফের ডাকে)		১২-ইউসুফ	৩৪	৬৮০
সাড়াদানকারী				
আল্লাহ কতই না উত্তম সাড়াদানকারী (নূহ আ. এর আহ্বান প্রসঙ্গ)		৩৭-সাফফাত	৭৫	৮৬০
প্রতিপালক মানুষের ডাকে সাড়াদানকারী (ছামূদ জাতির প্রসঙ্গ)		১১-হূদ	৬১	৬৭১
সাত				
আকাশ (সাতটি সুদৃঢ় আকাশ নির্মাণ করেছেন আল্লাহ)		৭৮-নাবা	১২	১০০০
আকাশ (স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি)		৬৭-মুল্‌ক	৩	৯৭২
আকাশ (আল্লাহ আকাশকে সাত আকাশে বিন্যস্ত করলেন)		২-বাক্বারা	২৯	৫০৪
আকাশ (আল্লাহ সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন)		৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
আকাশ (আল্লাহ স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন)		৭১-নূহ্‌	১৫	৯৮৪
আকাশ (সপ্ত আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের সবকিছু পবিত্রতা…		১৭-ইসরা	৪৪	৭১৭
আকাশ (সাত আকাশের অধিপতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা…)		২৩-মু'মিনূন	৮৬	৭৭১
আকাশমন্ডলীকে সাত আকাশে পরিণত করলেন আল্লাহ		৪১-ফুস্‌সিলাত	১২	৮৮৬
গাভী (সাতটি শীর্ণকায় গাভী সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলল)		১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
গাভী (রাজা স্বপ্নে দেখল, সাতটি মোটাতাজা গাভী…)		১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সাত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
দরজা (জাহান্নামের সাতটি দরজা)	১৫-হিজর	৪৪	৭০০
পুনঃপুন পঠিত সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন দান (রাসূল স. কে)	১৫-হিজর	৮৭	৭০২
বছর (কঠিন সাত বছর আসবে, প্রথম সাত বছর পর)	১২-ইউসুফ	৪৮	৬৮১
রাত(আদ জাতির উপর অবিরাম সাত রাত আট দিন ঝড় বয়)	৬৯-হাক্কাহ্	৭	৯৭৮
রোযা (সাত দিন রোযা, হজ্জ থেকে ফিরে এসে...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
শীষ (একটি শস্যদানা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, দানের উপমা)	২-বাক্বারা	২৬১	৫৩১
শীষ (সাতটি সবুজ শীষ, স্বপ্নে দেখলেন রাজা)	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
সমুদ্র (সাত সমুদ্রকে কালি বানালেও আল্লাহর বাণী লেখা শেষ হবেনা)	৩১-লুকমান	২৭	৮২৯
সাত বছর একাধারে চাষ করবে	১২-ইউসুফ	৪৭	৬৮১
স্তর (সাত স্তর বা আকাশ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ...)	২৩-মু'মিনূন	১৭	৭৬৬
সাতজন			
আসহাবে কাহ্ফ এর সংখ্যা সাত জন (কারো কারো ধারণা)	১৮-কাহ্ফ	২২	৭২৬
সাতটি			
গাভী (সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলল সাতটি শীর্ণকায় গাভী)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
শীষ (সাতটি সবুজ শীষ, স্বপ্নে দেখলেন রাজা)	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
শীর্ণকায় সাতটি গাভী সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলল	১২-ইউসুফ	৪৬	৬৮১
সাথী			
অংশ (সাথীদের ন্যায় জালিমদেরও শাস্তির অংশ রয়েছে)	৫১-যারিয়াত	৫৯	৯২৮
আগুন সাথী হবে কাফির ও মুনাফিকদের (কিয়ামতে)	৫৭-হাদীদ	১৫	৯৪৯
ইবরাহীম আ. ও তার সাথীদের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ	৬০-মুমতাহিনা	৪	৯৫৮
কথোপকথন বাগানের মালিকের তার সাথীর সাথে...	১৮-কাহ্ফ	৩৪	৭২৭
কাফিরদের সাথী (রাসূল স. পাগল নন)	৮১-তাকভীর	২২	১০০৯
ডানের সাথী	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮	৯৪৩
ডানের সাথী কী?	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮	৯৪৩
ডানের সাথীদের ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি দায়গ্রস্ত (কৃতকর্মের জন্য)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩৯	৯৯২
ডানের সাথীদের জন্য সমবয়স্কা হূর থাকবে (জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩৮	৯৪৪
ডানের সাথীর জন্য রয়েছে শান্তি (জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯১	৯৪৭
ডান (মানুষ যদি ডানের সাথী হয় তবে তার জন্য রয়েছে শান্তি)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯১	৯৪৭
ডান দিকের সাথীরা	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৭	৯৪৪
ডান দিকের সাথীরা কী?	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৭	৯৪৪
নৌকার সাথীদের আল্লাহ উদ্ধার করেন(নূহ আ. এর প্লাবণ প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	১৫	৮১৭
পাগলামী নেই মক্কাবাসীদের সাথী রাসূল স. এর মধ্যে	৩৪-সাবা	৪৬	৮৪৫
বামের সাথী	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯	৯৪৩
বামের সাথী কী?	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯	৯৪৩
বাম দিকের সাথী কী?	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৪১	৯৪৫
বাগানওয়ালার মুমিন সাথীর উক্তি (দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্র)	১৮-কাহ্ফ	৩৭	৭২৭
রাসূল স. এর সাথীরা কাফিরদের প্রতি কঠোর,নিজেদের প্রতি সহানুভূতিশীল	৪৮-ফাত্হ	২৯	৯১৯
রাসূল স. ও তাঁর সাথে যারা আছে আল্লাহ যদি তাদেরকে ধ্বংস বা...	৬৭-মুল্ক	২৮	৯৭৪
রাসূল স. সাথীকে বললেন-'দুশ্চিন্তা করো না' (হিজরত প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
সাথী (ফির'আউনের)			
ফিরআউন ও তার সাথীদেরকে আল্লাহ নিমজ্জিত করলেন	১৭-ইস্রা	১০৩	৭২৩
সাদা			
পাহাড় (পাহাড়ের মধ্যে কতক সাদা রঙের রয়েছে)	৩৫-ফাতির	২৭	৮৪৮
রেখা (সাদা রেখা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি...)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
সাদা হওয়া			
চোখ (ইয়াকুব আ. এর দুই চোখ শোকে সাদা হয়ে গেল)	১২-ইউসুফ	৮৪	৬৮৫
মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে (যাকারিয়ার)	১৯-মারইয়াম	৪	৭৩৪
সাদৃশ্যপূর্ণ			
কিতাব (সাদৃশ্যপূর্ণ কিতাবরূপে কুরআন অবতীর্ণ)	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
গাভী সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া (বনী ইসরাঈলের নিকট)	২-বাক্বারা	৭০	৫০৮
ফল (জান্নাতীদের দুনিয়ার সাদৃশ্যপূর্ণ ফল খেতে দেয়া হবে)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
ফল (বৃষ্টি দ্বারা সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন ফল উৎপন্ন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
ফল-ফসল (আল্লাহ সাদৃশ্যপূর্ণ/সাদৃশ্যহীন ফল-ফসল সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
সাদৃশ্যহীন			
ফল-ফসল (আল্লাহ সাদৃশ্যপূর্ণ/সাদৃশ্যহীন ফল-ফসল সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ফল (বৃষ্টি দ্বারা সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন ফল উৎপন্ন প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৯৯	৬০৫
সাধনা			
মানুষ সাধনা করে (প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভের জন্য)	৮৪-ইন্শিকাক্	৬	১০১৩
সাধ্য			
অস্বচ্ছল ব্যক্তি সাধ্যমত ভোগ্যসামগ্রী দিবে (স্ত্রীকে, তালাকের পর)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
আল্লাহ সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না	৭-আ'রাফ	৪২	৬১৬
চাপিয়ে দেয়া (সাধ্যাতীত কিছু আল্লাহ কাউকে চাপিয়েদেন না)	৬-আন্'আম	১৫২	৬১১
দায়িত্ব (সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া যাবে না কাউকে)	২-বাক্বারা	২৩৩	৫২৭
ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	৬২	৭৬৯
শু'আইব আ. সাধ্যমত সংশোধন চান	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
শোয়াইবের কোন সাধ্য নেই আল্লাহ ছাড়া	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
স্বচ্ছল ব্যক্তি সাধ্যমত ভোগ্যসামগ্রী দিবে (স্ত্রীকে, তালাকের পর)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
সাধ্যাতীত			
বোঝা (সাধ্যাতীত বোঝা আল্লাহ কাউকে চাপান না)	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
সাধ্যানুযায়ী (যথাসাধ্য)			
ভয় (নিজের কল্যাণের জন্য আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় করা)	৬৪-তাগাবুন	১৬	৯৬৭
সানন্দে			
কাফিররা সানন্দেই ছিল দুনিয়াতে (স্বজনদের মধ্যে)	৮৪-ইন্শিকাক্	১৩	১০১৩
জান্নাতে সানন্দে প্রবেশ (আয়াতে বিশ্বাসী মুসলিমের)	৪৩-যুখরুফ	৭০	৯০০
ফিরে যাবে স্বজনদের নিকট সানন্দে ফিরে যাবে তারা যারা...	৮৪-ইন্শিকাক্	৯	১০১৩
সান্নিধ্য			
আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য তাকে ছাড়া অন্যকে ইলাহরূপেগ্রহণ!	৪৬-আহ্কাফ	২৮	৯১০
সাপ			
পূর্ববর্তী অবস্থায় সাপকে ফিরিয়ে দেয়া (মূসার লাঠি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	২১	৭৪২
মূসার লাঠি সাপ হয়ে দৌড়ানো প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	২০	৭৪২
মূসার লাঠি সাপের মত ছোটাছুটি করা ও মূসার ভয় প্রসঙ্গ	২৭-নামল	১০	৮০০
লাঠিকে সাপের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখল মূসা	২৮-কাসাস	৩১	৮১০
সাফল্য			
আনুগত্যকারীর (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারীর মহাসাফল্য)	৩৩-আহযাব	৭১	৮৪০
আল্লাহর বন্ধু/মুমিন-মুত্তাকীদের জন্য মহাসাফল্য (ভয়/দুশ্চিন্তা নেই)	১০-ইউনুস	৬৪	৬৬০
কাফিরদের সাফল্য হলে মুনাফিকরা বলে...	৪-নিসা	১৪১	৫৭৫
জান্নাতে স্থায়ী হওয়া মহাসাফল্য	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
জান্নাতে স্থায়ী হওয়া মহাসাফল্য	৯-তাওবা	৮৯	৬৪৯
জান্নাতে প্রবেশ ও স্থায়ী হওয়াই মহাসাফল্য	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
জান্নাতে প্রবেশ মহাসাফল্য	৬১-সাফ্ফ	১২	৯৬১
জান্নাতে প্রবেশ করাটাই মহাসাফল্য	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
জান্নাত লাভ মহাসাফল্য	৩৭-সাফ্ফাত	৬০	৮৫৯
জান্নাত লাভ মহাসাফল্য (মুমিন ও সৎকর্মশীলদের জন্য)	৮৫-বুরূজ	১১	১০১৫
প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভ করা মহাসাফল্য	৪৪-দুখান	৫৭	৯০৪
বিরাট সাফল্য লাভ করার আকাঙ্ক্ষা মুনাফিকদের	৪-নিসা	৭৩	৫৬৬
মহাসাফল্য জান্নাত লাভ ...	৩৭-সাফ্ফাত	৬০	৮৫৯
মুনাফিকদের বিরাট সাফল্য লাভ করার আকাঙ্ক্ষা	৪-নিসা	৭৩	৫৬৬
মুত্তাকীদের জন্য সাফল্য (আখিরাতে)	৭৮-নাবা	৩১	১০০১
মু'মিনদের জন্য বড় সাফল্য (জান্নাতে স্থায়ী হওয়া)	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
মু'মিনদের মহাসাফল্য	৪৮-ফাত্হ	৫	৯১৬
মু'মিনদের মহাসাফল্য (আল্লাহর সাথে ক্রয়-বিক্রয়)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
মু'মিনদের মহাসাফল্য (জান্নাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি)	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
শাস্তি হতে রক্ষা (আখিরাতে মু'মিনদের জন্য মহাসাফল্য)	৪০-মু'মিন	৯	৮৭৮
সত্যবাদীদের মহাসাফল্য (জান্নাতে স্থায়ী হওয়া)	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
সুস্পষ্ট সাফল্য (কিয়ামতে শাস্তি থেকে মাফ পাওয়া প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৬	৫৯৭
সুস্পষ্ট সাফল্য (প্রতিপালকের দয়ার মধ্যে মুমিনের প্রবেশ)	৪৫-জাছিয়া	৩০	৯০৭
সাফা			
সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
সাবউল মাসানী			
রাসূল স. কে সাবউল মাসানী দান করেছেন আল্লাহ	১৫-হিজর	৮৭	৭০২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সাবধান (আরো দেখুন সতর্ক শব্দটি)			
আল্লাহর অবাধ্যতার বিষয়ে যারা সাবধান তারা সফল	২৪-নূর	৫২	৭৭৯
সামনে ও পিছনের বিষয় সম্পর্কে সাবধান হওয়ার আহবান	৩৬-ইয়াসীন	৪৫	৮৫৪
সাবধান করা			
আল্লাহ সাবধান করছেন মুমিনদেরকে (নিজের ব্যাপারে)	৩-আলে ইমরান	২৮	৫৩৮
আল্লাহ সাবধান করছেন নিজের ব্যাপারে...	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
সাবধানতা			
বন্ধু গ্রহণে সাবধানতা অবলম্বন (কাফিরদের সাথে)	৩-আলে ইমরান	২৮	৫৩৮
সাবধানবাণী			
মুমিনদের জন্য উপদেশ ও সাবধানবাণী এসেছে	১১-হূদ	১২০	৬৭৬
সাবধানবাণী সম্বলিত সংবাদ এসেছে কাফিরদের নিকট	৫৪-কামার	৪	৯৩৬
সাবা			
সাবার অধিবাসীদের জন্য নিদর্শন, তাদের বাসভূমিতে	৩৪-সাবা	১৫	৮৪২
সাবা থেকে হুদহুদ কর্তৃক সংবাদ আনা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	২২	৮০১
সাবিয়ী			
আল্লাহ কিয়ামতে সাবিয়ী...দের বিষয়ে ফয়সালা করবেন	২২-হাজ্জ	১৭	৭৫৯
বিশ্বাস করে যেসব সাবেয়ী আল্লাহ ও আখিরাতে	৫-মায়িদা	৬৯	৫৮৯
সাবেয়ীদের ঈমান ও সৎ কাজের প্রতিদান	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
সাবেয়ীদের ঈমান ও সৎ কাজের প্রতিদান	২-বাক্বারা	৬২	৫০৭
সামগ্রী (আরো দেখুন উপকরণ শব্দটি)			
গনিমতের সামগ্রী নিকটবর্তী হলে মুনাফিকরা মুমিনদের অনুসরণ করত...	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
দুনিয়ার সামগ্রী অন্বেষণে দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা...	২৪-নূর	৩৩	৭৭৭
দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য-সামগ্রী সামান্য (আখিরাতের তুলনায়)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
প্রতারণার সামগ্রী (দুনিয়ার জীবন)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
প্রতারণার সামগ্রী (দুনিয়ার জীবন)	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
ব্যবস্থা করে দিল ইউসুফ (ভাইদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর)	১২-ইউসুফ	৫৯	৬৮২
ব্যবস্থা (ভাইদের জন্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল ইউসুফ)	১২-ইউসুফ	৭০	৬৮৩
সামনা সামনি			
জান্নাতিরা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসা করবে (অতীত...)	৫২-তূর	২৫	৯৩০
জান্নাতবাসীদের পরস্পরের মধ্যে সামনা সামনি হয়ে	৩৭-সাফ্ফাত	৫০	৮৫৯
জিজ্ঞাসাবাদ করবে জালিমরা একে অপরকে...	৩৭-সাফ্ফাত	২৭	৮৫৮
বাগানওয়ালারা সামনা সামনি হল পরস্পরকে তিরস্কার...	৬৮-ক্বালাম	৩০	৯৭৬
শাস্তি আসার অপেক্ষায় (ঈমান আনা থেকে বিরত, কাফিরদের)	১৮-কাহ্ফ	৫৫	৭২৯
সামনে (আরো দেখুন অগ্রে থাকা/আগে শব্দটি)			
আলো (মুমিনদের সামনে ও ডানে আলো দৌড়াবে কিয়ামতে)	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
আল্লাহর শত্রুদের সামনে ও পিছনের সবকিছু শোভনীয় করা	৪১-ফুস্সিলাত	২৫	৮৮৮
ইনজীল তার সামনে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারী	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
ঈসা আ. ছিলেন তাঁর সামনে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারী	৫-মায়িদা	৪৬	৫৮৬
কঠিন দিন (মানুষ তার সামনের কঠিন দিনকে ছেড়ে দেয়/উপেক্ষা করে)	৭৬-দাহ্র	২৭	৯৯৬
কিতাব (সামনের বা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী কুরআন...)	৫-মায়িদা	৪৮	৫৮৬
কুরআনের সামনে থেকে বাতিল/মিথ্যা আসতে পারে না	৪১-ফুস্সিলাত	৪২	৮৮৯
চলতে পারত না অপরাধীরা, আল্লাহ আকৃতি পরিবর্তন করলে	৩৬-ইয়াসীন	৬৭	৮৫৫
জানা (আল্লাহ মানুষের সামনে-পিছনের বিষয় জানেন)	২০-ত্বা-হা	১১০	৭৪৮
জানা (আল্লাহ মানুষের সামনে-পিছনের সবই জানেন)	২২-হাজ্জ	৭৬	৭৬৫
জাতির সামনে ও পিছন থেকে তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন	৪১-ফুস্সিলাত	১৪	৮৮৭
জানা(পিছনে ও সামনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ জানেন)	২১-আম্বিয়া	২৮	৭৫১
জামার সামনে ছেঁড়া হলে স্ত্রীলোকটি সত্য বলেছে...	১২-ইউসুফ	২৬	৬৭৯
জাহান্নাম (আখিরাতে মুশরিকদের সামনে জাহান্নাম থাকবে)	৪৫-জাছিয়া	১০	৯০৫
জাহান্নাম (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর সামনে জাহান্নাম)	১৪-ইবরাহীম	১৬	৬৯৪
নিয়ে আসা (আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে সামনে নিয়ে আসার দাবি)	১৭-ইস্রা	৯২	৭২২
প্রাচীর স্থাপন করেন আল্লাহ (কাফিরদের সামনে ও পিছনে)	৩৬-ইয়াসীন	৯	৮৫১
প্রহরী (আল্লাহ সামনে-পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন, গায়েব প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	২৭	৯৮৭
ফেরেশতাদের সামনে ও পিছনে যা আছে সবই প্রতিপালকের	১৯-মারইয়াম	৬৪	৭৩৮
ব্যক্তির সামনে রয়েছে অন্তরাল (যার মৃত্যু এসে গেছে)	২৩-মু'মিনূন	১০০	৭৭২
ভেবে দেখা (সামনে ও পিছনের সবকিছু নিয়ে ভেবে দেখা...)	৩৪-সাবা	৯	৮৪১
মানুষের সামনে ও পিছনে সংরক্ষণকারী ফেরেশতা রয়েছে	১৩-রা'দ	১১	৬৮৯
মানুষের সামনের বিষয়াবলি আল্লাহ জানেন	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুমিনদের সামনে ও ডানে আলো দৌড়াবে কিয়ামতে	৬৬-তাহ্রীম	৮	৯৭০
মু'মিন নর-নারীর সামনে ও ডানে আলো দৌড়াতে থাকবে	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
শাস্তি (উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর সামনে রয়েছে কঠিন শাস্তি, জাহান্নামে)	১৪-ইবরাহীম	১৭	৬৯৪
সাবধান হওয়ার আহবান সামনে ও পিছনে যা আছে সে সম্পর্কে..	৩৬-ইয়াসীন	৪৫	৮৫৪
সুলাইমানের সামনে জিন কাজ করত (প্রতিপালকের অনুমতিতে)	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
সামনে আসা			
ইবরাহীম আ. এর সামনে আসল তার স্ত্রী (চিৎকার করতে করতে...)	৫১-যারিয়াত	২৯	৯২৬
মূসাকে সামনে আসতে বললেন আল্লাহ	২৮-কাসাস	৩১	৮১০
সামনে নিন্দাকারী			
দুর্ভোগ সামনে নিন্দাকারীর জন্য	১০৪-হুমাযা	১	১০৩৩
সামনে (পূর্ববর্তী)			
কিতাব (কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী)	২-বাক্বারা	৯৭	৫১১
সামনের দিক			
মানুষের সামনের দিক থেকে আসবে ইবলিস	৭-আ'রাফ	১৭	৬১৪
সামর্থ্য			
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য দানের জন্য দোয়া (ইবরাহীমের)	৪৬-আহ্কাফ	১৫	৯০৯
তালাকদাতার সামর্থ্যানুসারে তালাকপ্রাপ্তাকে বাস করতে দেয়া	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
স্বাধীন মুমিন নারীকে বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে দাসীকে বিয়ে	৪-নিসা	২৫	৫৬০
বিত্তবান যেন সামর্থ্য অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্তার জন্য ব্যয় করে	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
ব্যক্তির সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা না চাপানোর জন্য দোয়া	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
ব্যয় বিত্তবান সামর্থ্য অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্তার জন্য ব্যয় করবে	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
ব্যয় সামর্থ্যানুসারে নিজের মত তালাকপ্রাপ্তাকেও বাস করতে দেয়া	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
লূত সামর্থের সংকটে পড়লেন (ফেরেশতাদের রক্ষায়)	১১-হূদ	৭৭	৬৭২
সৎকাজের সামর্থ্য দানের জন্য সুলাইমানের দোয়া	২৭-নামল	১৯	৮০১
সামর্থ্যবান			
আল্লাহ সামর্থবান (গুনাহ, তাওবা ও শাস্তি প্রসঙ্গ)	৪০-মু'মিন	৩	৮৭৮
সামাদ (স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা)			
আল্লাহ সামাদ (স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা)	১১২-ইখলাস	২	১০৩৬
সামান্য (আরো দেখুন তুচ্ছ শব্দটি)			
অংশগ্রহণ(মুনাফিকরা যুদ্ধে সামান্যই অংশ নেয়, খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৮	৮৩৪
অপেক্ষা(মুনাফিকরা সামান্যই অপেক্ষা করত,খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৪	৮৩৪
অবস্থান (কবরে সামান্য অবস্থান করেছে, মুমিনদের ধারণা)	১৭-ইস্রা	৫২	৭১৮
অবকাশ কাফিরদেরকে সামান্য অবকাশ দেয়ার নির্দেশ...	৭৩-মুযযাম্মিল	১১	৯৮৮
অবস্থান (সামান্য সময়ের অবস্থান পৃথিবীতে, পথভ্রষ্টদের...)	২৩-মু'মিনূন	১১৪	৭৭৩
আদম আ. এর বংশধরের সামান্য সংখ্যক ব্যতীত সবাইকে বশীভূত করে ফেলবে ইবলিস...	১৭-ইস্রা	৬২	৭১৯
আহার ও ভোগ (অপরাধীদের জন্য , দুনিয়ায়)	৭৭-মুরসালাত	৪৬	৯৯৯
ঈমান (মানুষ খুব সামান্যই ঈমান আনে, কুরআন প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	৪১	৯৮০
ঈমান (বনী ইসরাঈলের সামান্য সংখ্যক লোকই ঈমান আনে)	২-বাক্বারা	৮৮	৫১০
উপদেশ গ্রহণ (সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে মানুষ)	৭-আ'রাফ	৩	৬১৩
উপদেশ গ্রহণ (মানুষ সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে)	২৭-নামল	৬২	৮০৫
উপদেশ(মানুষ খুব সামান্যই উপদেশগ্রহণ করে, কুরআন প্রসঙ্গ)	৬৯-হাক্কাহ্	৪২	৯৮০
কম (রাতের অর্ধেকের সামান্য কম সময় দাঁড়িয়ে নামাজ...)	৭৩-মুযযাম্মিল	৩	৯৮৮
কমানো (রাতের অর্ধেক থেকে সামান্য কম সময় নামাজে দাঁড়ানো)	৭৩-মুযযাম্মিল	২	৯৮৮
কৃতজ্ঞতা (মানুষ সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে)	৬৭-মুল্ক	২৩	৯৭৩
কৃতজ্ঞতা (মানুষ সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে)	২৩-মু'মিনূন	৭৮	৭৭১
কৃতজ্ঞতা (চোখ/কান... দেয়ার পরও মানুষ সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে)	৩২-সাজদা	৯	৮৩০
জীবনোপভোগ(কাফিরদের সামান্য জীবনোপভোগের সুযোগ দান)	৩১-লুকমান	২৪	৮২৯
জীবনোপভোগ(যুদ্ধ থেকে পলাতক ব্যক্তি সামান্যই জীবনোপভোগ করতে পারবে)	৩৩-আহযাব	১৬	৮৩৪
জ্ঞান (সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে মানুষকে)	১৭-ইস্রা	৮৫	৭২১
টিকে থাকা (কাফিররা সামান্যই টিকে থাকত রাসূল স. কে উৎখাতের পর)	১৭-ইস্রা	৭৬	৭২০
দান (সামান্য দান করার পর বন্ধ করে দেয়া)	৫৩-নাজম	৩৪	৯৩৪
দুনিয়ার ভোগ্যসামগ্রী সামান্য (যুদ্ধ ফরজ হওয়া প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
দুনিয়ার জীবন সামান্য (আখিরাতের তুলনায়)	৯-তাওবা	৩৮	৬৪৪
পরিমাপ (এ তো সামান্য পরিমাপ, ইউসুফের ভাইয়েরা বলল)	১২-ইউসুফ	৬৫	৬৮৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সামান্য (আরো দেখুন তুচ্ছ শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
প্রতিবেশীরূপে সামান্য সময়ই থাকবে মুনাফিকরা(মদীনায়)	৩৩-আহযাব	৬০	৮৩৯
ভোগ্যসামগ্রী (ইচ্ছামত হালাল-হারাম করায় সামান্য ভোগ্যসামগ্রী...)	১৬-নাহ্‌ল	১১৭	৭১৩
ভোগ্য সামগ্রী (সামান্য ভোগ্য সামগ্রী দুনিয়াতে, কাফিরদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৯৭	৫৫৫
ভোগ্য সামগ্রী (কাফিরদের জন্যও সামান্য ভোগ্যসামগ্রী দান)	২-বাক্বারা	১২৬	৫১৪
মূল্য (স্বরচিতকে আল্লাহর কিতাব বলে সামান্য মূল্য গ্রহণ)	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
মূল্য (সমান্য মূল্য গ্রহণ নিষেধ, আয়াতের বিনিময়ে)	৫-মায়িদা	৪৪	৫৮৬
মূল্য (সামান্য মূল্য গ্রহণ, অঙ্গীকার ও শপথের বিনিময়ে)	৩-আলে ইমরান	৭৭	৫৪৩
মূল্য (সামান্য মূল্যগ্রহণ করল কিতাবের বিনিময়ে, আহলে কিতাবরা)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
মূল্য (সামান্য মূল্য গ্রহণ করে মুশরিক, আয়াতের বিনিময়ে)	৯-তাওবা	৯	৬৪০
মূল্য (সামান্য মূল্য গ্রহনের শাস্তি, কিতাবের বিনিময়ে...)	২-বাক্বারা	১৭৪	৫১৯
মূল্য (সামান্য মূল্যগ্রহণ না করার প্রতিদান, আয়াতে বিনিময়ে)	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
মূল্য (আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্যগ্রহণ)	১৬-নাহ্‌ল	৯৫	৭১১
মূল্য (আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ না করা)	২-বাক্বারা	৪১	৫০৫
যুদ্ধ করা (মুনাফিক মুসলিমের সাথী হলেও সামান্যই যুদ্ধ করত, খন্দক..)	৩৩-আহযাব	২০	৮৩৫
রাতের সামান্য অংশ নিদ্রায় অতিবাহিত করত মুত্তাকীরা (দুনিয়াতে)	৫১-যারিয়াত	১৭	৯২৫
লোক (সামান্য সংখ্যক লোকই বাস করেছে উদ্ধতদের বাসস্থানে)	২৮-কাসাস	৫৮	৮১৩
স্মরণ (মুনাফিকরা আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
সামান্য (খেজুর বীচির আবরণ পরিমাণ)			
জুলুম (সামান্য/খেজুর বীচির আবরণ পরিমাণও জুলুম করা হবে না)	৪-নিসা	১২৪	৫৭২
রাজত্বের সামান্য অংশও কাউকে দিবেনা (আহলেকিতাব)	৪-নিসা	৫৩	৫৬৩
সামান্য (খেজুর বীচির মধ্যস্থিত সূঁতা পরিমাণ)			
জুলুম (সামান্য/খেজুর বীচির মধ্যস্থিত সূতা পরিমাণও জুলুম হবেনা)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
জুলুম (খেজুর বীচির মধ্যস্থিত সূতা পরিমাণ জুলুমও করা হবেনা)	৪-নিসা	৪৯	৫৬৩
সামান্য সংখ্যক			
মানুষের সামান্য সংখ্যক ছাড়া সবাই শয়তানের অনুসরণ করত	৪-নিসা	৮৩	৫৬৭
সামিরী			
সামিরীর ব্যাপার সম্পর্কে মূসার জিজ্ঞাসা,বাছুর পূজা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৯৫	৭৪৭
সামিরী কর্তৃক অলঙ্কারের বোঝা নিক্ষেপ,বাছুর পূজা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৮৭	৭৪৬
সামিরী কর্তৃক বনীইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করা,বাছুর পূজা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৮৫	৭৪৬
সারিবদ্ধ			
আসন (জান্নাতে মুত্তাকীরা সারিবদ্ধ আসনে হেলান দিয়ে বসবে)	৫২-তূর	২০	৯৩০
আসা (জাদুকরদের জাদুসহ সারিবদ্ধভাবে আসতে ফিরআউনের আহবান)	২০-ত্বা-হা	৬৪	৭৪৪
উপস্থিত করা হবে মানুষকে (প্রতিপালকের নিকট)	১৮-কাহ্‌ফ	৪৮	৭২৮
কুরবানীর পশু সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহর নাম স্মরণ	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
দাঁড়াবে সারিবদ্ধভাবে (রূহ ও ফেরেশতা,কিয়ামতের দিন..)	৭৮-নাবা	৩৮	১০০২
পাখি (সারিবদ্ধ পাখিদের ব্যাপারে ভেবে দেখার আহ্বান)	৬৭-মুল্‌ক	১৯	৯৭৩
পাখি (ডানা বিস্তারকারী পাখি আল্লাহর পবিত্রতা...)	২৪-নূর	৪১	৭৭৮
ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান	৩৭-সাফ্‌ফাত	১৬৫	৮৬৫
ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ অবস্থায় থাকবে (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজ্‌র	২২	১০২২
ফেরেশতা (সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের শপথ)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১	৮৫৭
যুদ্ধ (আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে যারা...)	৬১-সাফ্‌ফ	৩	৯৬০
সারি সারি			
সারি সারি কুসন থাকবে জান্নাতে	৮৮-গাশিয়াহ্‌	১৫	১০১৯
সালওয়া			
বনী ইসরাঈলের জন্য মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ	৭-আ'রাফ	১৬০	৬২৭
বনী ইসরাঈলের উপর সালওয়া অবতীর্ণ	২-বাক্বারা	৫৭	৫০৬
বনী ইসরাঈলদের জন্য মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ	২০-ত্বা-হা	৮০	৭৪৬
সালসাবীল			
জান্নাতে সালসাবীল নামে একটি ঝর্ণা থাকবে	৭৬-দাহ্‌র	১৮	৯৯৬
সালাত/নামায (আরো দেখুন তাহাজ্জুদ শব্দটি)			
অঙ্গীকার (বনী ইসরাঈল থেকে সালাত কায়েমের অঙ্গীকার নেয়া)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
অবিচলিত থাকা (রাসূল স. কে সালাতে অবিচল থাকার নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	১৩২	৭৪৯
অশ্লীল/মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
আল্লাহর জন্য (সালাত/কুরবাণী/জীবন/মরণ সবই আল্লাহর জন্য)	৬-আন্‌'আম	১৬২	৬১২
আল্লাহর স্মরণের জন্য সালাত কায়েম করার নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	১৪	৭৪১
আহ্বান (জুমআর দিনে সালাতের আহ্বান করা হলে আল্লাহর স্মরণ)	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
ইবরাহীমের বংশধরগণের সালাত কায়েম এর জন্য দোয়া	১৪-ইবরাহীম	৩৭	৬৯৬
ইবরাহীম/বংশধরকে নামাজ কায়েমকারী বানানোর দোয়া	১৪-ইবরাহীম	৪০	৬৯৭
ইসমাঈল পরিবার-পরিজনকে সালাতের নির্দেশ দিত	১৯-মারইয়াম	৫৫	৭৩৭
ইসহাক/ইয়াকুব আ. এর সালাত কায়েম করতে	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
ঈশার সালাতের পরে ঘরে প্রবেশে অনুমতি গ্রহণ...	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
ঈসা আ. কে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৩১	৭৩৬
উদাসীন (সালাতের প্রতি উদাসীন মুসল্লিদের জন্য দুর্ভোগ)	১০৭-মাউন	৫	১০৩৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
উপদেশ (পুত্রকে সালাত লোকমানের উপদেশ)	৩১-লুকমান	১৭	৮২৮
উপস্থিত (সালাতে উপস্থিত হয় শৈথিল্যের সাথে, অবিশ্বাসীরা)	৯-তাওবা	৫৪	৬৪৫
ওয়াক্ত/সময় (সালাতের)	১১-হূদ	১১৪	৬৭৬
ওয়াক্ত/সময় (সালাতের)	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
ওয়াক্ত/সময় (সালাতের)	৫০-ক্বাফ	৩৯-	৯২৪
ওয়াক্ত/সময় (সালাতের)	৫২-তুর	৪৯-	৯৩১
কর্মফল (সালাত/নামায কায়েমকারীর কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না)	৭-আ'রাফ	১৭০	৬২৮
কসর সালাতের বিধান (কাফিরদের ফিতনার আশঙ্কায়)	৪-নিসা	১০১	৫৭০
কায়েমকারী (নামায কায়েমকারীর প্রতিদান প্রতিপালকের নিকট)	২-বাক্বারা	২৭৭	৫৩৩
কায়েম (নামাজ কায়েমের জন্য নবীর স্ত্রীগণকে নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩৩	৮৩৬
কায়েম (সালাত/নামায কায়েমকারীর কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না)	৭-আ'রাফ	১৭০	৬২৮
কায়েম (রাসূল স. কে নামাজ কায়েম করার নির্দেশ)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
কায়েম (সৎকর্মপরায়ণরা নামায/সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়...)	৩১-লুকমান	৪	৮২৭
কায়েম (কেবল নামায কায়েমকারীকেই সতর্ক করা সম্ভব)	৩৫-ফাতির	১৮	৮৪৭
কায়েম (নামায কায়েমকারী মুমিনের পুরস্কার প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	৩৮	৮৯৪
কায়েম (নামাযকায়েমকারী ধ্বংস নেই -এমন ব্যবসার প্রত্যাশী)	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
কায়েম(নামায কায়েম করতে ইসহাক/ইয়াকুবের প্রতি ওহী করা হয়)	২১-আম্বিয়া	৭৩	৭৫৪
কায়েম (আহলে কিতাবদের নামায প্রতিষ্ঠার আদেশ দেয়া হয়)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	৫	১০২৯
কায়েম (সালাত কায়েম করলে বনী ইসরাইলদের পাপ ক্ষমা...)	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
কায়েম (সালাত কায়েম করা)	২৪-নূর	৫৬	৭৮০
কায়েম (সালাত কায়েম করার নির্দেশ)	৩০-রূম	৩১	৮২৪
কায়েম (সালাত কায়েম করে মুমিনরা)	৯-তাওবা	৭১	৬৪৭
কায়েম (সালাত/নামাজ কায়েম ও আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ)	৬-আন্‌'আম	৭২	৬০২
কায়েম (সালাত কায়েম করার নির্দেশ, যুদ্ধ ফরজ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
কায়েম (সালাত/নামাজ কায়েমের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১১০	৫১৩
কাবা ঘরের কাছে লোকদের সালাত হল শিস ও করতালি দেয়া...	৮-আনফাল	৩৫	৬৩৫
কায়েম (সালাত কায়েম করলে পথ ছাড়তে হবে, মুশরিকদের তওবা প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
কুরআন তেলাওয়াত	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২০	
জানা (সৃষ্টিকুল সালাতের পদ্ধতি জেনে নিয়েছে)	২৪-নূর	৪১	৭৭৮
জুমআর নামাযের আহ্বান করা হলে আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হওয়া	৬২-জুমু'আ	৯	৯৬২
ডাকা (সালাতের দিকে ডাকে যখন মুমিনরা...)	৫-মায়িদা	৫৮	৫৮৭
ত্যাগ (সালাত/নামাজ ত্যাগের পরিণাম প্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্‌	৩১	৯৯৪
তাহাজ্জুদ (দেখুন তাহাজ্জুদ শব্দটি)			
দাড়ানো (সালাতে দাঁড়ানোর জন্য অজুর বিধান)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
নষ্ট করা (সালাত নষ্ট করল মনোনীত বান্দাদের উত্তরসূরীরা)	১৯-মারইয়াম	৫৯	৭৩৮
দুর্ভোগ উদাসীন সালাত আদায়কারীদের জন্য	১০৭-মাউন	৪	১০৩৪
দিনের দুই প্রান্তেসালাত কায়েম করার নির্দেশ	১১-হূদ	১১৪	৬৭৬
নিষেধ (যে নামাযে নিষেধ করে রাসূল স. কি তাকে দেখেছেন?)	৯৬-আলাক	১০	১০২৮
নির্দেশ (শুআইবের সালাত কি তাকে নির্দেশ দেয়...)	১১-হূদ	৮৭	৬৭৩
নিরাপদ অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ নামাজ কায়েম (যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত নিষিদ্ধ	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
পথনির্দেশিকা (নামাজ কায়েমকারীর জন্য কুরআন পথনির্দেশিকা ও সুসংবাদ)	২৭-নামল	৩	৮০০
পূণ্য কাজ (সালাত কায়েম করা প্রকৃত পূণ্য কাজ)	২-বাক্বারা	১৭৭	৫১৯
প্রতিদান (সালাত কায়েমকারী মুমিন ইহুদিদের প্রতিদান দান)	৪-নিসা	১৬২	৫৭৭
প্রতিদান (সালাত কায়েমকারীর প্রতিদান প্রতিপালকের নিকট)	২-বাক্বারা	২৭৭	৫৩৩
প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায়ের নির্দেশ (নবীকে)	১০৮-কাওছার	২	১০৩৪
ফজরের সালাতের পূর্বে ঘরে প্রবেশে অনুমতি নিবে	২৪-নূর	৫৮	৭৮০
ফরজ (নামাজ কায়েম মুমিনদের উপর নির্ধারিত ফরজ)	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
বনী ইসরাঈলকে নামায কায়েমের নির্দেশ	২-বাক্বারা	৪৩	৫০৫
বুদ্ধিমানরা সালাত কায়েম করে	১৩-রা'দ	২২	৬৯০
বিরত রাখা (মদ/জুয়ার মাধ্যমে শয়তান সালাত থেকে বিরত রাখে)	৫-মায়িদা	৯১	৫৯১
বিরত রাখা(সালাত অশ্লীল/মন্দকাজ থেকে থেকে বিরত রাখে)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
বিনয়ী (সালাতে বিনয়ী মুমিনগণ সফলকাম)	২৩-মু'মিনূন	২	৭৬৬
ভুলিয়ে রাখা (সালাত কায়েম থেকে ভুলিয়ে রাখে না যাদেরকে ব্যবসায় ও ক্রয়-বিক্রয়)	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়ার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৩৮	৫২৭
মন্দকাজ/ অশ্লীলতাথেকে বিরত রাখে	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
মসজিদ আবাদ করবে সালাত কায়েমকারীরাই	৯-তাওবা	১৮	৬৪১
মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্যসালাত কায়েম করা	২-বাক্বারা	৩	৫০২
মুনাফিকদের সালাত (লোক দেখানো)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
মুমিনদের নামাজ কায়েম ও দানের নির্দেশ	১৪-ইবরাহীম	৩১	৬৯৬
মু'মিনগণ সালাত কায়েম করে	৮-আনফাল	৩	৬৩২
মু'মিনগণ সালাত কায়েম করে	৫-মায়িদা	৫৫	৫৮৭
মু'মিনদের প্রতি সালাত কয়েম করার নির্দেশ	৫৮-মুজাদালা	১৩	৯৫৩
মুমিনগণকে সালাত/নামাজ কায়েমের নির্দেশ	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
মুমিনদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত কায়েম করে	২২-হাজ্জ	৪১	৭৬২
মুমিনদেরকে সালাত কায়েম করার নির্দেশ	৭৩-মুয্‌যাম্মিল	২০	৯৮৯
মুশরিকরা যদি তওবার পর সালাত কায়েম করে...	৯-তাওবা	১১	৬৪১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সালাত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
মূসাকে সালাত কায়েমের নির্দেশ	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
মুসল্লীগণ সালাত আদায়ে তৎপর	৭০-মা'আরিজ	২৩	৯৮২
যত্নবান (সালাতের ব্যাপারে যত্নবানদের কুরআন দ্বারা সতর্ক করা)	৬-আন্'আম	৯২	৬০৪
যত্নবান (মু'মিনগণ সালাত আদায়ে যত্নবান)	২৩-মু'মিনূন	৯	৭৬৬
যত্নবান (সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	২৩৮	৫২৭
যাকারিয়ার সালাত (সালাতে দণ্ডায়মান যাকারিয়াকে ফেরেশতাদের আহ্বান)	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
যুদ্ধাবস্থায় সালাত কায়েম (সালাতুল খাওফ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
যোদ্ধাদের এক দলের নামাজে অংশগ্রহণ (সশস্ত্র অবস্থায়)	৪-নিসা	১০২	৫৭০
যোদ্ধাদের একদলের রাসূল স. এর সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ	৪-নিসা	১০২	৫৭০
রাসূল স. এর দোয়া লাভের উপায় আল্লাহর পথের ব্যয়	৯-তাওবা	৯৯	৬৫০
রুকু ও সিজদা	২২-হাজ্জ	৭৭	৭৬৫
লোকদেখানো নামায (মুনাফিকের নামায লোকদেখানোর জন্য)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
সফল (সালাত পড়বে যে, সে সফল হবে)	৮৭-আ'লা	১৫	১০১৮
সমাপ্ত (সালাত সমাপ্ত হলে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ)	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
সম্পন্ন (নামাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া)	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
সুসংবাদ (সালাত/নামায কায়েমকারীদের জন্য সুসংবাদ)	২২-হাজ্জ	৩৫	৭৬১
সূর্য হেলে পড়লে সালাত কায়েমের নির্দেশ	১৭-ইস্রা	৭৮	৭২০
সালাতকায়েমকারী ধ্বংস নেই এমন ব্যবসার প্রত্যাশী	৩৫-ফাতির	২৯	৮৪৮
সাক্ষী দুজনকে সালাতের পরে অপেক্ষমাণ রাখতে হবে	৫-মায়িদা	১০৬	৫৯৩
সাহায্যপ্রার্থনা (ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৪৫	৫০৫
সাহায্য প্রার্থনা (ধৈর্য ও সালাতের মাধমে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৫৩	৫১৭
সিজদা ও রুকু	২২-হাজ্জ	৭৭	৭৬৫
স্বর উঁচু বা নিচু করা প্রসঙ্গ (সালাতে)	১৭-ইস্রা	১১০	৭২৩
হেফাজত (সালাত হেফাজত করে যারা...)	৭০-মা'আরিজ	৩৪	৯৮২
সালাতের স্থান			
মাকামে ইব্রাহীম কে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
সালাম (আরো দেখুন অভিবাদন শব্দটি)			
অতিথি সালাম জানালো (ইবরাহীম আ. এর প্রতি)	১৫-হিজর	৫২	৭০০
অনুমতি গ্রহণ ও সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ...	২৪-নূর	২৭	৭৭৬
অবতরণ (শান্তি/সালামসহ নূহ আ. নৌকা থেকে অবতরণের নির্দেশ)	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
অভিবাদন (জান্নাতে সৎকর্মশীল মুমিনগণের অভিবাদন হবে সালাম)	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
অভিবাদন (জান্নাতে মুমিনদের অভিবাদন হবে সালাম)	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
অভিবাদন হবে সালাম(আল্লাহর সাথে মুমিনদের সাক্ষাতের দিন)	৩৩-আহযাব	৪৪	৮৩৭
ইবরাহীম আ. 'সালাম' বলে অভিবাদন জানালেন অতিথিদেরকে	৫১-যারিয়াত	২৫	৯২৬
ইবরাহীম আ. পিতাকে বলল- আপনার প্রতি 'সালাম'	১৯-মারইয়াম	৪৭	৭৩৭
ইবরাহীম আ. কে 'সালাম' বলে জবাব দিলেন অতিথিগণ	৫১-যারিয়াত	২৫	৯২৬
ইবরাহীম আ. কে ফেরেশতাদের সালাম (সন্তানের সুসংবাদ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৯	৬৭২
ইয়াহইয়ার উপর সালাম (জন্ম, মৃত্যু ও কিয়ামতের দিন)	১৯-মারইয়াম	১৫	৭৩৫
ঈমানদাররা সালাম বলে অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করত...	২৮-কাসাস	৫৫	৮১৩
ঈসা আ. এর প্রতি সালাম (জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জীবিত হওয়ার দিন)	১৯-মারইয়াম	৩৩	৭৩৬
জানানো (অভিবাদন ও সালাম জানানো হবে তাদেরকে যারা...)	২৫-ফুরকান	৭৫	৭৮৭
জানানো (সালাম জানানো হলে তার চেয়ে সুন্দর বা অনুরূপ জবাব)	৪-নিসা	৮৬	৫৬৭
জান্নাতে 'সালাম' বা শান্তির বাক্য ছাড়া কিছু শুনবে না	১৯-মারইয়াম	৬২	৭৩৮
জান্নাতের অধিবাসীদেরকে 'সালাম...' বলবে আ'রাফবাসীরা	৭-আ'রাফ	৪৬	৬১৭
জান্নাতীদেরকে 'তোমাদের উপর সালাম' বলবে ফেরেশতারা	১৩-রা'দ	২৪	৬৯০
জান্নাতে মুমিনদের অভিবাদন হবে সালাম	১০-ইউনুস	১০	৬৫৫
ডানের সাথীদের জন্য রয়েছে সালাম শান্তি (জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৯১	৯৪৭
নবীর প্রতি সালাম জানানোর জন্য মুমিনদের প্রতি নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৫৬	৮৩৮
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বলা হবে সালাম(জান্নাতীদের)	৩৬-ইয়াসীন	৫৮	৮৫৫
প্রবেশ (শান্তিসহ জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হবে মুত্তাকীদেরকে)	৫০-ক্বাফ	৩৪	৯২৪
ফেরেশতাদেরকে ইবরাহীম আ. এর সালাম (সন্তানের সুসংবাদ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৯	৬৭২
বলা (সালাম বলে চলে যায় রহমানের বান্দারা, অজ্ঞরা সম্বোধন করলে)	২৫-ফুরকান	৬৩	৭৮৬
বান্দার প্রতি সালাম (আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম/শান্তি)	২৭-নামল	৫৯	৮০৪
মুত্তাকীদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা শান্তি (সালাম) জানাবে	১৬-নাহ্ল	৩২	৭০৫
মুমিনদের উপর সালাম/শান্তি বর্ষিত হোক	৬-আন্'আম	৫৪	৬০০
মুশরিকদেরকে সালাম বলা/এড়িয়ে চলার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৪৩-যুখরুফ	৮৯	৯০১
মুত্তাকীদের সালাম ও সম্ভাষণ জানাবে (জান্নাতের রক্ষী)	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মূসা আ. ও হারুনের উপর সালাম হোক	৩৭-সাফ্ফাত	১২০	৮৬২
রাসূলগণের (সালাম) শান্তি বর্ষিত হোক	৩৭-সাফ্ফাত	১৮১	৮৬৫
সঠিকপথ অনুসরণকারীদের প্রতি শান্তি/সালাম (মূসা আ. প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৪৭	৭৪৩
সফরকালে কেউ সালাম দিলে তাকে 'মুমিন নও' বলা যাবেনা	৪-নিসা	৯৪	৫৬৯
স্বজনদেরকে সালাম দেয়া (ঘরে প্রবেশের সময়)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
সালাম আর সালাম			
শুনবে (জান্নাতে কেবল সালাম আর সালাম শুনবে, জান্নাতিরা)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৬	৯৪৪
সালিশ			
স্ত্রীর পরিবার থেকে সালিশ নিয়োগ (বিরোধের আশঙ্কা থাকলে)	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
স্বামীর পরিবার থেকে সালিশ নিয়োগ (বিরোধের আশঙ্কা থাকলে)	৪-নিসা	৩৫	৫৬১
সালিহ			
আশাস্থল (নবুয়তের পূর্বে সালিহ আ. সম্প্রদায়ের আশাস্থল ছিলেন)	১১-হূদ	৬২	৬৭১
আহ্বান (সালিহ আ. কর্তৃক সম্প্রদায়কে আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান)	২৬-শু'আরা	১৪২	৭৯৫
উদ্ধার (সালিহ আ. কে উদ্ধার করেন আল্লাহ, দয়া করে)	১১-হূদ	৬৬	৬৭১
ছামূদ জাতির ভাই সালিহ আ. কে প্রেরণ(ইবাদতের নির্দেশসহ)	২৭-নামল	৪৫	৮০৩
ছামূদ জাতির ভাই সালিহ আ. কে তাদের কাছে প্রেরণ	১১-হূদ	৬১	৬৭১
ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি সালিহ আ. কে প্রেরণ	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালিহ আ. প্রেরিত কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন	৭-আ'রাফ	৭৫	৬১৯
প্রেরিত রাসূল হয়ে থাকলে সালিহ আ. কে শাস্তি আনার আহ্বান	৭-আ'রাফ	৭৭	৬২০
বলা (ছামুদ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে সালিহ আ. বলল...)	৭-আ'রাফ	৭৯	৬২০
সম্প্রদায় (সালেহ আ. সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি আপতিত হয়েছিল)	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
সাহস হারানো			
মু'মিনরা সাহস হারালো (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
মু'মিনগণ সাহস হারাবে পরস্পরে বিবাদ করলে	৮-আনফাল	৪৬	৬৩৬
মু'মিনদের দুই দল সাহস হারানোর উপক্রম হয়েছিল, উহুদ যুদ্ধে	৩-আলে ইমরান	১২২	৫৪৭
সাহস হারাত মুসলমানরা কাফিরদের সংখ্যা বেশি করে দেখালে	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬
সাহাবী (সঙ্গী)			
মুনাফিক ব্যক্তি রাসূল স. এর সাহাবী/সঙ্গীর জন্য ব্যয় করতে নিষেধ করে	৬৩-মুনাফিকূন	৭	৯৬৪
সাহায্য			
অনুসারীদের সাহায্য করতে শয়তান অক্ষম...	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
আদ সম্প্রদায়কে আল্লাহর সাহায্য প্রসঙ্গ	২৬-শু'আরা	১৩২	৭৯৪
আদ জাতিকে সাহায্য করা হবে না (আখিরাতে)	৪১-ফুস্সিলাত	১৬	৮৮৭
আল্লাহকে সাহায্য করলে তিনিও সাহায্য করবেন	৪৭-মুহাম্মাদ	৭	৯১২
আল্লাহকে সাহায্য করে গরিব মুহাজিরগণ	৫৯-হাশর	৮	৯৫৬
আল্লাহ ও রাসূল স. কে সাহায্য করে আল্লাহ তা জেনে নিবেন	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
আল্লাহ নিজ সাহায্য দ্বারা রাসূল স. কে সাহায্য করেছেন	৮-আনফাল	৬২	৬৩৮
আল্লাহ নিজ সাহায্য দ্বারা সাহায্য করেছেন মু'মিনদেরকে	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪
আল্লাহর পথে সাহায্য করেছে যারা...	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
আল্লাহ সাহায্য করবেন রাসূল স. ও মু'মিনদেরকে...	৪০-মু'মিন	৫১	৮৮২
আল্লাহ সাহায্য করবেন (যে তাকে সাহায্য করে)	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
আল্লাহ সাহায্য করলে কেউ বিজয়ী হবে না (মু'মিনদের উপর)	৩-আলে ইমরান	১৬০	৫৫১
আল্লাহ সাহায্য করলেন মু'মিনদেরকে (শত্রুর বিরুদ্ধে)	৬১-সাফ্ফ	১৪	৯৬১
আল্লাহ সাহায্য করেন (যাকে ইচ্ছা)	৩-আলে ইমরান	১৩	৫৩৭
আল্লাহ সাহায্য করেছেন রাসূল স. কে	৮-আনফাল	৬২	৬৩৮
আল্লাহ সাহায্য করেছেন মুমিনদেরকে বিভিন্ন স্থানে	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
আল্লাহ সাহায্য করেন (ন্যায়ানুগ প্রতিশোধ নেয়ার পর পুনর্নিপীড়িত হলে)	২২-হাজ্জ	৬০	৭৬৩
আল্লাহর সাহায্য আসল তখন রাসূলগণ মনে করল যে...	১২-ইউসুফ	১১০	৬৮৭
আল্লাহর সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয় (মুমিনরা ভালবাসে)	৬১-সাফ্ফ	১৩	৯৬১
আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে (রাসূল স. ও...)	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
আল্লাহর সাহায্য যখন আসবে ...	১১০-নাস্র	১	১০৩৫
আল্লাহর সাহায্যে রোমনরা বিজয়ী হলে মুমিনরা উৎফুল্ল হবে	৩০-রূম	৫	৮২২
আল্লাহর সাহায্য না আসা পর্যন্ত রাসূলগণকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল	৬-আন্'আম	৩৪	৫৯৯
আল্লাহর সাহায্য (দুনিয়া-আখিরাতে আল্লাহ সাহায্য করবেন না বলে ধারণা)	২২-হাজ্জ	১৫	৭৫৯
আল্লাহ রাসূল স. কে সাহায্য করেছেন (হিজরতকালে পাহাড়ের গুহায়)	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
আল্লাহ সক্ষম (মজলুমকে সাহায্য করতে)	২২-হাজ্জ	৩৯	৭৬২
আল্লাহর পক্ষ থেকেই সাহায্য হয় (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১০	৬৩২
আহলে কিতাব কর্তৃক খন্দকে শত্রুকে সাহায্য করা প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	২৬	৮৩৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সাহায্য (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
ইলাহরা (!) সাহায্য না করে উধাও হয়েছিল (আল্লাহর শাস্তি আসলে)	৪৬-আহ্কাফ	২৮	৯১০
ইলাহদের থেকে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ! (কাফিরদের)	৩৬-ইয়াসীন	৭৪	৮৫৬
ঈমানদারদের বিরুদ্ধে সাহায্য না করলে	৯-তাওবা	৪	৬৪০
ঈমানদারদেরকে সাহায্য করেছে যারা...	৮-আনফাল	৭৪	৬৩৯
ঈসা আ. কে সাহায্য করেছেন আল্লাহ্ রূহুল কুদস (জিবরাঈলকে) এর মাধ্যমে	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
ঈসা আ. কে রূহের (জিবরাঈলের) মাধ্যমে সাহায্য	২-বাক্বারা	৮৭	৫১০
ঈসা আ. কে আল্লাহ্ সাহায্য করেছেন (রুহুল কুদুস এর মাধ্যমে)	২-বাক্বারা	২৫৩	৫৩০
উপাস্যদের সাহায্য করার আহবান (ইবরাহীম আ. এর মূর্তিভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৬৮	৭৫৪
উপাস্যরা কি সাহায্য করতে পারে? (আল্লাহ বাদে অন্য উপাস্য)	২৬-শু'আরা	৯৩	৭৯২
কাফিরদের সাহায্যের জন্য কোন বাহিনী নেই (আল্লাহ ছাড়া)	৬৭-মুল্ক	২০	৯৭৩
কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা	২-বাক্বারা	২৮৬	৫৩৫
কাফিরদেরকে সাহায্য করা হবে না (জাহান্নামে)	২১-আম্বিয়া	৩৯	৭৫২
কাফিরদেরকে সাহায্য করা হবে না	৫৯-হাশর	১২	৯৫৬
কারূনকে সাহায্য করার কোন দল ছিল না	২৮-কাসাস	৮১	৮১৫
কিয়ামতের দিন সাহায্য করা হবে না (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১২৩	৫১৪
কিয়ামতের দিন কাউকে সাহায্য করা হবে না (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৪৮	৫০৬
কিয়ামতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না যারা...	৪৪-দুখান	৪১	৯০৪
গবাদিপশুর মাধ্যমে আল্লাহ আদ সম্প্রদায়কে সাহায্য করেছেন	২৬-শু'আরা	১৩৩	৭৯৪
জালিমদেরকে সাহায্য! (ফুটন্ত তেলের ন্যায় পানি দ্বারা)	১৮-কাহ্ফ	২৯	৭২৬
জালিমদের সাহায্য করার মত অভিভাবক থাকবে না (আল্লাহ ছাড়া)	৪২-শূরা	৪৬	৮৯৫
জালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়লে তাকে সাহায্য করা হবে না	১১-হূদ	১১৩	৬৭৬
দুনিয়ার জীবন ক্রয়কারীকে সাহায্য করা হবে না (আখিরাতে)	২-বাক্বারা	৮৬	৫১০
ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করাকে মানুষ মনে করে...	২৩-মু'মিনূন	৫৫	৭৬৯
নবীর বিরুদ্ধে তার দু'স্ত্রী পরস্পরকে সাহায্য করা প্রসঙ্গ (গোপনকথা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	৪	৯৭০
নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না শরীকরা	৭-আ'রাফ	১৯৭	৬৩১
নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না শরীকরা	৭-আ'রাফ	১৯২	৬৩০
নিজকে (উপাস্যরা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না)	২১-আম্বিয়া	৪৩	৭৫৩
নূহ আ. কে আল্লাহ্ তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন	২১-আম্বিয়া	৭৭	৭৫৫
নূহ আ. সাহায্য প্রার্থনা করল (প্রতিপালকের নিকট...)	২৩-মু'মিনূন	২৬	৭৬৭
পরস্পরকে সাহায্য না করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে...	৩৭-সাফ্ফাত	২৫	৮৫৮
পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করা নিষেধ	৫-মায়িদা	২	৫৮০
পাপাচারীরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না	৩-আলে ইমরান	১১১	৫৪৬
পূণ্য ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য করা	৫-মায়িদা	২	৫৮০
প্রতিপালক সাহায্য করবেন একহাজার ফেরেশতা দ্বারা (বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	৯	৬৩২
প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা (কাফিরদের বিরুদ্ধে)	২-বাক্বারা	২৫০	৫২৯
কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা, রব্বানীদের	৩-আলে ইমরান	১৪৭	৫৪৯
প্রতিপালকের সাহায্য প্রার্থনা করলেন হূদ আ.	২৩-মু'মিনূন	৩৯	৭৬৮
প্রতিপালকের সাহায্য আসলে মুমিনদের দলে (মুনাফিক)	২৯-আনকাবূত	১০	৮১৬
প্রতিপালক সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতার মাধ্যমে	৩-আলে ইমরান	১২৫	৫৪৮
প্রতিপালক সাহায্য করেন তিন হাজার ফেরেশতার মধ্যমে (বদর যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১২৪	৫৪৮
প্রকৃত সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়	৩-আলে ইমরান	১২৬	৫৪৮
ফির'আউন ও তার বাহিনীকে সাহায্য করা হবে না (কিয়ামতে)	২৮-কাসাস	৪১	৮১১
বাগানওয়ালাকে সাহায্য করার কোন দল ছিল না (আল্লাহ ছাড়া)	১৮-কাহ্ফ	৪৩	৭২৮
বের করে দিতে সাহায্য (মুমিনদেরকে বের করে দিতে সাহায্য করেছে যারা...)	৬০-মুমতাহিনা	৯	৯৫৯
ভুলপথে সাহায্য করতে কমতি করেনা (শয়তানের ভাইরা)	৭-আ'রাফ	২০২	৬৩১
মজলুমকে সাহায্য করতে আল্লাহ সক্ষম	২২-হাজ্জ	৩৯	৭৬২
মুনাফিকরা কাফিরদেরকে সাহায্য করলেও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে	৫৯-হাশর	১২	৯৫৬
মুনাফিকরা কাফিরদেরকে যুদ্ধে সাহায্য করবে...	৫৯-হাশর	১১	৯৫৬
মুশরিকরা সাহায্য পাবে না (কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	১৯	৭৮৩
মু'মিনদের দায়িত্ব, সাহায্য করা, দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা...	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
মুনাফিকরা সাহায্য করবে না (কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা হলে)	৫৯-হাশর	১২	৯৫৬
মু'মিনদেরকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব	৩০-রূম	৪৭	৮২৫
মু'মিনদেরকে সাহায্য করেছেন আল্লাহ নিজ সাহায্য দ্বারা	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মু'মিনদেরকে সাহায্য করেছিলেন আল্লাহ (বদরযুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১২৩	৫৪৮
মু'মিনদেরকে সাহায্য করবে কে আল্লাহ পরিত্যাগ করলে?	৩-আলে ইমরান	১৬০	৫৫১
মু'মিনদেরকে সাহায্য করেছেন আল্লাহ (রুহ দ্বারা)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
মূসার সম্প্রদায়কে সাহায্য করেছিলেন আল্লাহ	৩৭-সাফ্ফাত	১১৬	৮৬২
রাসূল স. কে সাহায্য করার ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ...	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
রাসূল স. কে আল্লাহ সাহায্য করেছেন (অভাবনীয় সাহায্য)	৪৮-ফাত্হ	৩	৯১৬
রাসূল স. কে সাহায্য করা মুমিনদের কর্তব্য..	৪৮-ফাত্হ	৯	৯১৬
রাসূল স. কে সাহায্য করেছে অন্য এক সম্প্রদায় (কুরআন রচনায়)	২৫-ফুরকান	৪	৭৮২
রাসূল স. কে সাহায্যকারীরা সফল	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
রাসূল স. কে সাহায্য না করে যদি মুমিনরা তবে...	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
লূতকে সাহায্য করার জন্য দোয়া(সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে)	২৯-আনকাবূত	৩০	৮১৮
শক্তি দিয়ে সাহায্য করার অনুরোধ.. (জুলকারনাইনকে)	১৮-কাহ্ফ	৯৫	৭৩২
শয়তানকে সাহায্য করতে অনুসারীরা অক্ষম (আখিরাতে)	১৪-ইবরাহীম	২২	৬৯৫
শাস্তি আসার পর সাহায্য করা হবে না (জালিমদেরকে)	৩৯-যুমার	৫৪	৮৭৬
শাস্তি আসলে কে সাহায্য করবে? (মু'মিন ব্যক্তির প্রশ্ন)	৪০-মু'মিন	২৯	৮৮০
ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সাহায্য করা হবে না (কিয়ামতের দিন)	৫২-তূর	৪৬	৯৩১
সক্ষম নয় (শরীকরা কোন সাহায্য করতে সক্ষম নয়)	৭-আ'রাফ	১৯২	৬৩০
সক্ষম নয় (শরীকরা কোন সাহায্য করতে সক্ষম নয়)	৭-আ'রাফ	১৯৭	৬৩১
সক্ষম নয় ভ্রান্ত ইলাহরা, উপাসকদেরকে সাহায্য করতে	৩৬-ইয়াসীন	৭৫	৮৫৬
সক্ষম (আল্লাহ মজলুমকে সাহায্য করতে সক্ষম)	২২-হাজ্জ	৩৯	৭৬২
সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আদ সম্প্রদায়কে আল্লাহ সাহায্য করেছেন	২৬-শু'আরা	১৩৩	৭৯৪
সুলাইমানকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য?(সাবার রানীর উপহার প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	৩৬	৮০২
সাহায্যকারী			
অপরাধীর সাহায্যকারী হবে না মূসা	২৮-কাসাস	১৭	৮০৯
অহংকারীরা সাহায্যকারী পাবেনা (আল্লাহ ছাড়া কাউকে)	৪-নিসা	১৭৩	৫৭৯
আল্লাহই সাহায্যকারী (আল্লাহ ছাড়া সাহায্যকারী নেই)	২-বাক্বারা	১০৭	৫১২
আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পায়নি (নূহ সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৭১-নূহ্	২৫	৯৮৫
আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই	২৯-আনকাবূত	২২	৮১৭
আল্লাহ ছাড়া সাহায্যকারী পাবে না (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৭	৮৩৪
আল্লাহ ছাড়া সাহায্যকারী নেই	৯-তাওবা	১১৬	৬৫২
আল্লাহ ছাড়া সাহায্যকারী পাবেনা (মন্দকাজকারী)	৪-নিসা	১২৩	৫৭২
আল্লাহ উত্তম সাহায্যকারী	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
আল্লাহ উত্তম সাহায্যকারী	৩-আলে ইমরান	১৫০	৫৫০
আল্লাহই মুমিনদের সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট	৪-নিসা	৪৫	৫৬২
আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়ার আহ্বান মুমিনদেরকে	৬১-সাফ্ফ	১৪	৯৬১
আল্লাহর সাহায্যকারী (হাওয়ারীগণ)	৩-আলে ইমরান	৫২	৫৪১
আল্লাহর কোন সাহায্যকারীও নেই (ধারণাকৃত ইলাহদের মধ্যে)	৩৪-সাবা	২২	৮৪৩
ঈসা আ. এর সাহায্যকারী কে হবে? (ঈসা আ. এর জিজ্ঞাসা হাওয়ারীদেরকে)	৬১-সাফ্ফ	১৪	৯৬১
ঈসা আ. এর সাহায্যকারী কে আছে (আল্লাহর দিকে)?	৩-আলে ইমরান	৫২	৫৪১
উত্তম সাহায্যকারী আল্লাহ	৮-আনফাল	৪০	৬৩৫
উত্তম সাহায্যকারী আল্লাহ	২২-হাজ্জ	৭৮	৭৬৫
কাফিরদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না (কিয়ামতের দিন)	৪৫-জাছিয়া	৩৪	৯০৭
কাফিররা সাহায্য করে (প্রতিপালকের বিরুদ্ধে)	২৫-ফুরকান	৫৫	৭৮৬
কাফিররা সাহায্যকারী পাবে না আখিরাতে	৩৩-আহযাব	৬৫	৮৩৯
কাফিররা সাহায্যকারী পেত না, যুদ্ধ করলে (হুদায়বিয়া প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	২২	৯১৮
কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর সাহায্যকারী নেই...	৩-আলে ইমরান	৯১	৫৪৪
কাফিরদের সাহায্যকারী হওয়া নিষেধ (রাসূল স. কে)	২৮-কাসাস	৮৬	৮১৫
কাফিরদের সাহায্যকারী থাকবে না , আল্লাহ নিমজ্জিত করলে	৩৬-ইয়াসীন	৪৩	৮৫৪
কাফিরদের সাহায্যকারী থাকবে না	৩-আলে ইমরান	৫৬	৫৪১
কাফির ও মুনাফিকদের সাহায্যকারী নেই পৃথিবীতে	৯-তাওবা	৭৪	৬৪৮
ক্ষমতা (সাহায্যকারী ক্ষমতা প্রার্থনা, প্রতিপালকের নিকট থেকে)	১৭-ইস্রা	৮০	৭২১
গ্রহণ (মুনাফিকদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ নিষিদ্ধ)	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
জনপদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের সাহায্যকারী কেউ ছিল না)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৪	৯১৩
জালিমদের সাহায্যকারী নেই	২-বাক্বারা	২৭০	৫৩২
জালিমদের সাহায্যকারী নেই	৩০-রূম	২৯	৮২৪
জালিমদের সাহায্যকারী নেই	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সাহায্যকারী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
জালিমদের সাহায্যকারী নেই	৩-আলে ইমরান	১৯২	৫৫৪
জালিমদের সাহায্যকারী নেই (জাহান্নামে)	৩৫-ফাতির	৩৭	৮৪৯
জালিমদের সাহায্যকারী ও অভিভাবক নেই	৪২-শূরা	৮	৮৯১
জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই	২২-হাজ্জ	৭১	৭৬৪
জিবরাঈল,সৎকর্মশীল মুমিন ও ফেরেশতা নবীর সাহায্যকারী	৬৬-তাহ্‌রীম	৪	৯৭০
দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্যকারী নেই যাদের...	৩-আলে ইমরান	২২	৫৩৮
দুর্বল সাহায্যকারী কে তা শাস্তি আসলে জানা যাবে	৭২-জিন্ন	২৪	৯৮৭
নবীর সাহায্যকারী (ফেরেশতা, সৎকর্মশীল মুমিন ও জিবরাঈল)	৬৬-তাহ্‌রীম	৪	৯৭০
নিযুক্তি (মজলুমের জন্য সাহায্যকারী নিযুক্তির দোয়া)	৪-নিসা	৭৫	৫৬৬
পথভ্রষ্টদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেন না (আল্লাহ)	১৮-কাহ্‌ফ	৫১	৭২৮
পথভ্রষ্টদের সাহায্যকারী নেই(আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন)	১৬-নাহ্‌ল	৩৭	৭০৬
পরস্পরে সাহায্যকারী হলেও কুরআনের অনুরূপ আনতে পারবে না	১৭-ইস্‌রা	৮৮	৭২১
পাওয়া (সাহায্যকারী পেতেন না রাসূল, কাফিরদের দিকে ঝুঁকে পড়লে)	১৭-ইস্‌রা	৭৫	৭২০
প্রতিপালক সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট	২৫-ফুরকান	৩১	৭৮৪
ফেরেশতা, সৎকর্মশীল মুমিন ও জিবরাঈল নবীর সাহায্যকারী	৬৬-তাহ্‌রীম	৪	৯৭০
মানুষের সাহায্যকারী থাকবে না (কিয়ামতের দিন)	৮৬-তারিক	১০	১০১৭
মুনাফিকদের জন্য সাহায্যকারী নেই (জাহান্নাম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৫	৫৭৫
মুশরিকরা সাহায্যকারী পাবে না (আল্লাহ নিমজ্জিত করলে)	১৭-ইস্‌রা	৬৯	৭২০
মূসার সাহায্যকারী বানানোর দোয়া(পরিবারের মধ্য থেকে)	২০-ত্বা-হা	২৯	৭৪২
মূসার সাহায্যকারী বানিয়েছেন আল্লাহ হারুনকে	২৫-ফুরকান	৩৫	৭৮৫
মূর্তিপূজারীদের সাহায্যকারী থাকবে না (কিয়ামতের দিন)	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
রাসূল স. এর সাহায্যকারী থাকবে না (ইহুদী-নাসারার অনুসরণ করলে)	২-বাক্বারা	১২০	৫১৪
লা'নতপ্রাপ্তের জন্য কোন সাহায্যকারী পাওয়া যাবে না	৪-নিসা	৫২	৫৬৩
সৎকর্মশীল মুমিন, জিবরাঈল ও ফেরেশতা নবীর সাহায্যকারী	৬৬-তাহ্‌রীম	৪	৯৭০
হাওয়ারীরা আল্লাহর সাহায্যকারী	৬১-সাফ্‌ফ	১৪	৯৬১
হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণের জন্য মূসার প্রার্থনা	২৮-কাসাস	৩৪	৮১১
সাহায্য চাওয়া			
জালিমরা সাহায্য চাইলে দেওয়া হবে ফুটন্ত তেলের ন্যায় পানি দেয়া হবে	১৮-কাহ্‌ফ	২৯	৭২৬
মূসার সাহায্য চেয়েছিল যে ব্যক্তি (গতকাল)	২৮-কাসাস	১৮	৮০৯
সাহায্য প্রাপ্ত			
আল্লাহর প্রেরিত বান্দাগণ (রাসূলগণ) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে	৩৭-সাফফাত	১৭২	৮৬৫
কাফিররা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না (আল্লাহর পক্ষ থেকে)	২৩-মু'মিনূন	৬৫	৭৭০
নিহতব্যক্তির অভিভাবক সাহায্যপ্রাপ্ত হবে	১৭-ইস্‌রা	৩৩	৭১৬
সাহায্যপ্রার্থনা			
আল্লাহরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও শুধু তাঁরই ইবাদত	১-ফাতিহা	৪	৫০১
আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা (মূসা আ. সম্প্রদায়কে উপদেশ দিল)	৭-আ'রাফ	১২৮	৬২৩
দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করলে মু'মিনদের দায়িত্ব...	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ	২-বাক্বারা	৪৫	৫০৫
ধৈর্য ও সালাতের মাধমে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৫৩	৫১৭
প্রতিপালকের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল যখন মু'মিনরা...	৮-আনফাল	৯	৬৩২
মূসার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল তার দলের লোক...	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
সালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ	২-বাক্বারা	৪৫	৫০৫
সাহায্য প্রার্থী			
সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে (মুত্তাকীদের ধন-সম্পদে)	৫১-যারিয়াত	১৯	৯২৬
সাহায্যপ্রার্থীদের অধিকার রয়েছে যাদের সম্পদে...	৭০-মা'আরিজ	২৫	৯৮২
সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক না দেয়ার নির্দেশ	৯৩-দুহা	১০	১০২৬
সাহায্য (রক্ষা)			
আল্লাহ হতে সালিহ আ. কে সাহায্য করবে কে, তাঁকে অমান্য করলে?	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
নূহ আ. কে আল্লাহ হতে সাহায্য/রক্ষাকারী কেউ নেই যদি...	১১-হূদ	৩০	৬৬৮
সাহায্যস্থল			
আল্লাহ ইয়াকুব আ. এর সাহায্যস্থল...	১২-ইউসুফ	১৮	৬৭৮
সিংহ			
পলায়নপর গাধা (সিংহ থেকে পলায়নপর গাধার ন্যায় তারা যারা উপদেশ/কুরআন থেকে মুখ ফিরায়)	৭৪-মুদ্দাছ্‌ছির	৫১	৯৯২
সিংহাসন			
আকৃতি পরিবর্তন (সাবার রানীর সিংহাসনের আকৃতি পরিবর্তন)	২৭-নামল	৪১	৮০৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সাবার রানীর বিরাট সিংহাসন থাকা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	২৩	৮০১
সাবার রানীকে তার সিংহাসন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা	২৭-নামল	৪২	৮০৩
সুলাইমানের পারিষদবর্গের সাবার রাণীর সিংহাসন নিয়ে আসা প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৩৮	৮০৩
সিঁড়ি			
আকাশে সিঁড়ি খোঁজ করতে বলা (রাসূল স. সবর না করলে)	৬-আন'আম	৩৫	৫৯৯
রৌপ্যের সিঁড়ি কাফিরকে দিতেন আল্লাহ (পার্থিব প্রাচুর্য প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	৩৩	৮৯৮
শ্রোতাদের (আরোহণ করে শ্রবণ করার মত সিঁড়ি, শ্রোতাদের জন্য...)	৫২-তূর	৩৮	৯৩১
সিঁড়িসমূহের অধিকারী আল্লাহ	৭০-মা'আরিজ	৩	৯৮১
সিঁড়ির অধিকারী			
আল্লাহ সিঁড়িসমূহের অধিকারী	৭০-মা'আরিজ	৩	৯৮১
সিজ্জীন			
পাপীদের কিতাব/আমলনামা সিজ্জিনে আছে	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	৭	১০১১
রাসূল স. কে সিজ্জীন সম্পর্কে জানাবে কিসে?	৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন	৮	১০১১
সিজদা			
অদমকে সিজদা করল ফেরেশতারা (ইবলিস ছাড়া)	১৮-কাহ্‌ফ	৫০	৭২৮
আকাশের সবকিছু আল্লাহকে সিজদা করে	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
আদম আ. কে সিজদা করতে কিসে বাধা দিল ইবলিসকে	৭-আ'রাফ	১২	৬১৩
আদম আ. কে সিজদা করতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	১১৬	৭৪৮
আদম আ. কে সিজদা করল সব ফেরেশতা (ইবলিস ছাড়া)	১৮-কাহ্‌ফ	৫০	৭২৮
আদম আ. কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ	৭-আ'রাফ	১১	৬১৩
আদম আ. কে সিজদা করার নির্দেশ (ফেরেশতাদের প্রতি)	৭-আ'রাফ	১১	৬১৩
আদম আ. কে সিজদার নির্দেশ (ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৩৪	৫০৫
আদম আ. কে সিজদার নির্দেশ (ফেরেশতাদের প্রতি)	১৭-ইস্‌রা	৬১	৭১৯
আল্লাহর সিজদা থেকে সাবাবাসীকে শয়তান কর্তৃক বিরত রাখা	২৭-নামল	২৫	৮০২
আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত (আকাশ পৃথিবীর সবকিছু)	১৩-রা'দ	১৫	৬৮৯
আল্লাহকে সিজদা করার নির্দেশ (যিনি চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৭	৮৮৯
আল্লাহকে সিজদা করার নির্দেশ	৫৩-নাজম	৬২	৯৩৫
আল্লাহকে সিজদা করে তার নৈকট্যলাভের নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৯৬-আলাক	১৯	১০২৮
আল্লাহকে সিজদা করে আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
আল্লাহকে সিজদা করে (আকাশ-পৃথিবীর সবাই ও ফেরেশতারা)	১৬-নাহ্‌ল	৪৯	৭০৭
আহলে কিতাবদের একদল সিজদাও করে	৩-আলে ইমরান	১১৩	৫৪৭
আহ্বান (সিজদার জন্য আহ্বান করা হত অপরাধীদেরকে, সুস্থ অবস্থায়)	৬৮-ক্বালাম	৪৩	৯৭৭
আহ্বান (সিজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে, অপরাধীদেরকে)	৬৮-ক্বালাম	৪২	৯৭৭
ইউসুফের প্রতি সেজদাবনত হল, তারা সকলে)	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
ইবলিস বলল- 'তাকে সিজদা করব যাকে মাটি থেকে সৃষ্টি...)	১৭-ইস্‌রা	৬১	৭১৯
ইবলিস সিজদা করবে না কাদামাটি থেকে সৃষ্ট আদমকে...	১৫-হিজর	৩৩	৬৯৯
কাফিররা সিজদা করে না কুরআন পাঠ করা হলে	৮৪-ইন্‌শিকাক্‌	২১	১০১৪
কাফিররা কি তাকে সিজদা করবে রাসূল স. যাকে সিজদা করতে বলে	২৫-ফুরকান	৬০	৭৮৬
গাছ-পালা ও তৃণলতা সবাই সিজদারত	৫৫-রাহ্‌মান	৬	৯৩৯
গাছপালা আল্লাহকে সিজদা করে	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
চন্দ্র-সূর্যকে সিজদা না করার নির্দেশ	৪১-ফুস্‌সিলাত	৩৭	৮৮৯
চন্দ্র আল্লাহকে সিজদা করে	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
চিহ্ন (মুমিনদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন দেখা যায়)	৪৮-ফাতহ্‌	২৯	৯১৯
জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল (পরাজিত হওয়ার পরে)	৭-আ'রাফ	১২০	৬২৩
জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল (প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনে)	২০-ত্বা-হা	৭০	৭৪৫
জীব-জন্তু আল্লাহকে সিজদা করে	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
জ্ঞানপ্রাপ্তরা সিজদাবনত হয় (কুরআন পাঠ করা হলে)	১৭-ইস্‌রা	১০৭	৭২৩
তারকা আল্লাহকে সিজদা করে	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
তৃণলতা ও গাছ-পালা সবাই সিজদারত	৫৫-রাহ্‌মান	৬	৯৩৯
পড়া (আয়াত দ্বারা উপদেশ শুনে মুমিন সিজদায় পড়ে যায়)	৩২-সাজদা	১৫	৮৩১
পর্বত আল্লাহকে সিজদা করে	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহকে সিজদা করে	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
প্রতিপালককে সিজদা করে (ফেরেশতারা)	৭-আ'রাফ	২০৬	৬৩১
প্রতিপালককে সিজদা করার নির্দেশ (মারইয়ামের প্রতি)	৩-আলে ইমরান	৪৩	৫৪০
ফেরেশতারা আদম আ. কে সিজদা করল(ইবলিস ছাড়া সকলেই)	২০-ত্বা-হা	১১৬	৭৪৮
ফেরেশতারা সিজদা করল আদম আ. কে ইবলিস ব্যতীত	১৭-ইস্‌রা	৬১	৭১৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সিজদা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
ফেরেশতারা সিজদা করল আদম আ. কে (ইবলিস ব্যতীত)	১৫-হিজর	৩০	৬৯৯
ফেরেশতারা সবাই আদম আ. এর জন্য সিজদা করল (ইবলিস ছাড়া)	২-বাক্বারা	৩৪	৫০৫
ফেরেশতারা সিজদা করল আদমকে	৩৮-সোয়াদ	৭৩	৮৭০
মানুষের অনেকেই আল্লাহকে সিজদা করে	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
যোদ্ধাদের একদলের সিজদা সম্পন্ন হলে তারা পিছনে অবস্থান নিবে	৪-নিসা	১০২	৫৭০
রাত অতিবাহিত করে সিজদাবনত অবস্থায় রহমানের বান্দারা...	২৫-ফুরকান	৬৪	৭৮৭
রাহমানের জন্য সিজদা করতে বলা হয় যখন (কাফিরদেরকে)	২৫-ফুরকান	৬০	৭৮৬
রুকূ ও সিজদারত অবস্থায় তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে	৪৮-ফাতহ	২৯	৯১৯
লুটিয়ে পড়া (সিজদায় লুটিয়ে পড়ত যারা, দয়াময়ের আয়াত পাঠে)	১৯-মারইয়াম	৫৮	৭৩৮
সফল হওয়ার জন্য সিজদা করার নির্দেশ	২২-হাজ্জ	৭৭	৭৬৫
সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ ফেরেশতাদেরকে আদম আ. এর প্রতি	১৫-হিজর	২৯	৬৯৯
সূর্য আল্লাহকে সিজদা করে	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
সূর্যকে সিজদা করা (সাবার রানী ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক)	২৭-নামল	২৪	৮০২
সিজদাকারী			
ইবলিস সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না	৭-আ'রাফ	১১	৬১৩
ইবলিস সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল	১৫-হিজর	৩১	৬৯৯
ইবলিসকে সিজদাকারী না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ	১৫-হিজর	৩২	৬৯৯
ওঠানামা (সিজদাকারীদের মাঝে রাসূল স. এর ওঠানামা আল্লাহ দেখেন)	২৬-শু'আরা	২১৯	৯৮৯
পবিত্র রাখা (কাবাঘর সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখা)	২-বাক্বারা	১২৫	৫১৪
পবিত্র রাখা(কা'বাকে সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখার নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
মু'মিনরা সিজদাকারী	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
রাসূল স. কে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ	১৫-হিজর	৯৮	৭০২
সিজদাবনত			
আদম আ. এর প্রতি সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ ফেরেশতাদেরকে	৩৮-সোয়াদ	৭২	৮৭০
আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় (ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে)	১৬-নাহ্ল	৪৮	৭০৬
ইবলিসকে সিজদা করতে বাধা দিল কিসে? আল্লাহর জিজ্ঞাসা	৩৮-সোয়াদ	৭৫	৮৭০
চন্দ্র-সূর্য ও এগার নক্ষত্রকে সিজদাবনত দেখল ইউসুফ	১২-ইউসুফ	৪	৬৭৭
জাদুকররা সিজদাবনত হয়ে পড়ল (ফির'আউনের জাদুকর)	২৬-শু'আরা	৪৬	৭৯০
দরজা দিয়ে সিজদাবনত হয়ে প্রবেশের নির্দেশ (বনীইসরাঈলকে)	২-বাক্বারা	৫৮	৫০৬
প্রবেশ (বনী ইসরাইলের সিজদাবনত হয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ)	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
রাতের কিছু অংশে সিজদাবনত হতে রাসূল স. কে আল্লাহর নির্দেশ	৭৬-দাহ্র	২৬	৯৯৬
সিজদাবনত (নতশির)			
সিজদাবনত হয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশের নির্দেশ, বনী ইসরাঈলকে	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
সিজদায়ে তেলাওয়াত (দেখুন পরিশিষ্ট-৬)			
সিজদারত			
রাতে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে যে	৩৯-যুমার	৯	৮৭২
সিজদার সময়			
চেহারা সোজা করার নির্দেশ সিজদার সময় (কিবলার দিকে)	৭-আ'রাফ	২৯	৬১৫
সৌন্দর্যগ্রহণ (সৌন্দর্যগ্রহণের নির্দেশ, প্রত্যেক সিজদার সময়)	৭-আ'রাফ	৩১	৬১৫
সিজদা (সালাত)			
সালাতের পরে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ	৫০-ক্বাফ	৪০	৯২৪
সিঞ্চিত			
একই পানি থেকে সিঞ্চিত হয় (ভিন্ন ভিন্ন বাগান ও শস্যক্ষেত্র)	১৩-রা'দ	৪	৬৮৮
বাছুর প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল (বনী ইসরাঈলের হৃদয়ে)	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
সিদরাতুল মুনতাহা			
রাসূল স. সিদরাতুল মুনতাহায় জিবরাঈলকে আরেকবার দেখেছিলেন	৫৩-নাজম	১৪	৯৩২
সিদ্ধান্ত			
আল্লাহ যখন সিদ্ধান্ত নেন কোন বিষয়ে, তখন বলেন 'হও'...	৩-আলে ইমরান	৪৭	৫৪০
আল্লাহর সিদ্ধান্ত (আল্লাহ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের পর বলেন 'হও')	২-বাক্বারা	১১৭	৫১৩
আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে কেবল বলেন 'হও'	৪০-মু'মিন	৬৮	৮৮৪
আল্লাহ-রাসূল স. সিদ্ধান্ত নিলে মু'মিনদের ভিন্নমতের অবকাশ থাকেনা	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
আল্লাহ এমন সিদ্ধান্ত দিবেন মু'মিনদেরকে যাতে মুনাফিকরা...	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
ওয়ালিদ বিন মুগীরা কেমন সিদ্ধান্ত নিল	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৯	৯৯১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ওয়ালিদ বিন মুগীরার সিদ্ধান্ত (আয়াতের প্রতি উদ্ধত হওয়ার)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	২০	৯৯১
ওয়ালিদ বিন মুগীরার সিদ্ধান্ত (আয়াতের প্রতি উদ্ধত হওয়ার)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১৮	৯৯১
চূড়ান্ত (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে মুনাফিকদের জন্য কল্যাণকর হত...)	৪৭-মুহাম্মাদ	২১	৯১৪
রাসূল স. এর সিদ্ধান্ত/বিচারকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়া	৪-নিসা	৬৫	৫৬৫
সিদ্দিক			
মু'মিনরাই সিদ্দিক ও শহীদ হতে পারে (প্রতিপালকের নিকট)	৫৭-হাদীদ	১৯	৯৫০
সিনাই			
আল্লাহ সিনাই পর্বতের কসম করেছেন	৯৫-তীন	২	১০২৭
পর্বত সিনাই পর্বতে এক প্রকার গাছ (যায়তুন গাছ) উৎপন্ন হয়	২৩-মু'মিনূন	২০	৭৬৭
সিনাই পর্বত			
যায়তুন গাছ সিনাই পর্বতে উৎপন্ন হয়	২৩-মু'মিনূন	২০	৭৬৭
সিন্দুক			
সিন্দুক তালুতের রাজত্বের নিদর্শন স্বরূপ আসবে	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
মূসাকে সিন্দুকে রেখে সাগরে ফেলে দেয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৩৯	৭৪৩
সিল			
মিসকের সিল করা হবে (জান্নাতের পানীয়ের)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৬	১০১২
সিল করা			
জান্নাতীদেরকে সিল করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৫	১০১২
সীমা			
অতিক্রম (আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রমে মানুষ/জিন অক্ষম)	৫৫-রাহ্মান	৩৩	৯৪০
আকাশ-পৃথিবীর সীমা অতিক্রমে মানুষ/জিন সক্ষম হলে করুক!	৫৫-রাহ্মান	৩৩	৯৪০
আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করলে আগুনের শাস্তি	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
আল্লাহর সীমালঙ্ঘন না করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
আল্লাহর সীমা (যিহার সম্পর্কিত বিধান)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
আল্লাহর সীমার নিকটবর্তী হওয়াও নিষেধ	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
আল্লাহর সীমা, তালাক প্রসঙ্গে (স্ত্রী অশ্লীলতায় লিপ্ত না হলে...)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
আল্লাহর সীমা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা (স্বামী ও স্ত্রীর)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
আল্লাহর সীমা বজায় রাখতে পারবে মনে করা (তালাক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
আল্লাহর নির্ধারিত সীমা (উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বন্টনে)	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
আল্লাহর সীমা সংরক্ষণকারী (মুমিনরা)	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া সীমা লঙ্ঘনের শাস্তি	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
জানা (সীমা জানে না বেদুইনরা, অবতীর্ণ বিষয়য়ের সীমা)	৯-তাওবা	৯৭	৬৫০
পৃথিবী-আকাশের সীমা অতিক্রমে মানুষ/জিন সক্ষম হলে করুক!	৫৫-রাহ্মান	৩৩	৯৪০
বর্ণনা (সীমা বর্ণনা করেন আল্লাহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য)	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
লঙ্ঘন (আল্লাহ নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করলে আগুনের শাস্তি)	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
লঙ্ঘন (আল্লাহর সীমালঙ্ঘনকারী জালিম)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
লঙ্ঘন (তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন নিজের প্রতি জুলুম...)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
সীমা ছাড়ানো			
পানি সীমা ছাড়ানোর পর নূহ আ. কে নৌযানে আরোহণ করানো হয়	৬৯-হাক্কাহ্	১১	৯৭৮
রাসূল স. এর দৃষ্টি সীমা ছাড়িয়ে যায়নি	৫৩-নাজম	১৭	৯৩২
সীমানা			
যমীনকে সীমানা থেকে মুশরিকদের জন্য সংকুচিত করা	২১-আম্বিয়া	৪৪	৭৫৩
সীমাবদ্ধ			
প্রতিপালকের দান সীমাবদ্ধ নয়	১৭-ইস্রা	২০	৭১৫
সীমালঙ্ঘন			
আহলে কিতাবরা সীমালঙ্ঘন করেছিল	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
আহারে সীমালঙ্ঘন করলে আল্লাহর ক্রোধ আপতিত (পবিত্র রিযিক...)	২০-ত্বা-হা	৮১	৭৪৬
উদ্ভ্রান্ত হয়ে বিচরণের অবকাশ (সীমালংঘনের ক্ষেত্রে...)	১০-ইউনুস	১১	৬৫৫
কাফিররা সীমালঙ্ঘন করলে মুমিনরাও সীমালঙ্ঘন করবে	২-বাক্বারা	১৯৪	৫২২
কাফিররা যতটা সীমালঙ্ঘন করবে মুমিনরাও ততটা...	২-বাক্বারা	১৯৪	৫২২
ক্ষতির উদ্দেশ্যে সীমা লঙ্ঘনের জন্য স্ত্রীদেরকে আটকে রাখা	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
ক্ষমা প্রার্থনা করে সীমালঙ্ঘনের জন্য (আল্লাহওয়ালারা)	৩-আলে ইমরান	১৪৭	৫৪৯
গোপনে কথা বলা নিষেধ (সীমালঙ্ঘনে)	৫৮-মুজাদালা	৯	৯৫৩
গোপনে কথা বলে যারা (সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে)	৫৮-মুজাদালা	৮	৯৫৩
জালিমদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন (মসজিদে হারামে যুদ্ধ)	২-বাক্বারা	১৯৩	৫২১
তীব্র আগুন আশ্রয়স্থল সীমালঙ্ঘনকারীর...	৭৯-নাযি'আত	৩৭	১০০৪
নিজের উপরসীমালঙ্ঘনকারী যেন আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ না হয়	৩৯-যুমার	৫৩	৮৭৫
নিষেধ (আল্লাহ অশ্লীলতা/অসৎকাজ/সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন)	১৬-নাহ্ল	৯০	৭১০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সীমালঙ্ঘন (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
পাপ ও সীমালঙ্ঘনে দ্রুত ধাবিত হয়, যারা কুফরি গোপন...	৫-মায়িদা	৬২	৫৮৮
প্ররোচিত (সীমালঙ্ঘনে যেন প্ররোচিত না করে মুমিনদেরকে...)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
প্রতিফল(সীমালঙ্ঘনের প্রতিফল দৃষ্টিহীন অবস্থায় হাশর হবে)	২০-ত্বা-হা	১২৭	৭৪৯
ফিরআউনের সীমালঙ্ঘন (বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
ফিরআউনের সীমালঙ্ঘনের জন্য মূসা আ. ও হারুনকে প্রেরণ	২০-ত্বা-হা	৪৩	৭৪৩
ফিরআউনের পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘনের ভয় (মূসার)	২০-ত্বা-হা	৪৫	৭৪৩
ফিরআউন সীমালঙ্ঘন করেছিল নগরে নগরে	৮৯-ফাজর	১১	১০২১
ফিরআউনের সীমালঙ্ঘনের কারণে মূসাকে তার কাছে যেতে নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	২৪	৭৪২
ফিরআউনের সীমালঙ্ঘনের কারণে মূসাকে প্রেরণ...	৭৯-নাযি'আত	১৭	১০০৩
বনী ইসরাঈলের সীমালঙ্ঘনের পরিণতি	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে (আল্লাহর সতর্কবাণী)	৯৬-আলাক	৬	১০২৮
মাপের ক্ষেত্রে যন্ত্রে সীমালঙ্ঘন না করার নির্দেশ প্রসঙ্গে	৫৫-রাহ্মান	৮	৯৩৯
মুনাফিকদের সীমালঙ্ঘনে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ...	২-বাক্বারা	১৫	৫০৩
মুমিনরাও সীমালঙ্ঘন করবে, কাফিররা সীমালঙ্ঘন করলে	২-বাক্বারা	১৯৪	৫২২
মুশরিকদের সীমালঙ্ঘন করে গালি দেয়া (আল্লাহকে)	৬-আন্'আম	১০৮	৬০৬
মূসার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না (১টি মেয়াদ পূর্ণ করলে)	২৮-কাসাস	২৮	৮১০
যুদ্ধে সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ	২-বাক্বারা	১৯০	৫২১
রাসূল স. ও তার সাথীদেরকে সীমালঙ্ঘন না করার নির্দেশ	১১-হূদ	১১২	৬৭৬
লা'নত (বনী ইসরাঈল অমান্য/সীমালঙ্ঘন করায় লা'নত করা হয়)	৫-মায়িদা	৭৮	৫৯০
শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন (মাছ শিকার প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৬৩	৬২৮
শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকারীদের ঘৃণিত বানর হওয়া প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৬৫	৫০৭
শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনে নিষেধাজ্ঞা (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৪	৫৭৬
শাস্তি (সীমালঙ্ঘনকারীর জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি...)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
শাস্তি (সীমালঙ্ঘন করে সম্পদগ্রাস/হত্যা করলে আগুনের শাস্তি)	৪-নিসা	৩০	৫৬১
শাস্তি (সীমালঙ্ঘনকারীর জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
সহযোগিতা (বনী ইসরাঈল পরস্পরকে সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করত)	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
সাহায্য না করা (পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
সাক্ষীদ্বয় সীমালঙ্ঘন করেনি (ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
সৈন্যবাহিনীর সীমালঙ্ঘন (বনী ইসরাঈল ও ফিরআউন প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
হালালকে হারাম করা প্রসঙ্গে সীমালঙ্ঘন না করার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৮৭	৫৯১
হারাম আহার প্রসঙ্গ(সীমালঙ্ঘন না করে, বাধ্য হয়ে করলে)	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
সীমালঙ্ঘনকারী			
আগুনের অধিবাসী সীমালঙ্ঘনকারীরা	৪০-মু'মিন	৪৩	৮৮১
আনুগত্য (সীমালঙ্ঘনকারীর আনুগত্য করা যাবে না)	৬৮-ক্বালাম	১২	৯৭৫
আনুগত্য (সীমালঙ্ঘনকারীদের আনুগত্য না করার আহ্বান, ছামূদকে)	২৬-শু'আরা	১৫১	৭৯৫
আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
ইবরাহীম আ. কে জালিম/সীমালঙ্ঘনকারী বলে অভিযোগ (মূর্তি ভাঙ্গা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৫৯	৭৫৪
কৃতকর্মকে সীমালঙ্ঘনকারীর কাছে শোভনীয় করা হয়েছে	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
চিহ্নিত পাথর, সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য (প্রতিপালকের নিকট)	৫১-যারিয়াত	৩৪	৯২৭
জানা (সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে প্রতিপালক সবচেয়ে বেশী জানেন)	৬-আন্'আম	১১৯	৬০৭
দুর্ভোগ সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য দুর্ভোগ (বাগানওয়ালা প্রসঙ্গ)	৬৮-ক্বালাম	৩১	৯৭৬
পথভ্রষ্ট (আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পথভ্রষ্ট করেন)	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
পাপিষ্ঠ সীমালঙ্ঘনকারীরাই বিচারদিনকে মিথ্যা অভিহিত করে	৮৩-মুতাফফিফীন	১২	১০১১
পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘনকারী অনেক মানুষ (স্পষ্ট প্রমাণের পরও)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
প্রত্যাবর্তনস্থল (জাহান্নাম সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল)	৭৮-নাবা	২২	১০০১
প্রত্যাবর্তনস্থল (নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য)	৩৮-সোয়াদ	৫৫	৮৬৯
ফির'আউন উদ্ধত সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত	৪৪-দুখান	৩১	৯০৩
ফিরআউন সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল	১০-ইউনুস	৮৩	৬৬২
ভালবাসেন না (সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না)	৭-আ'রাফ	৫৫	৬১৮
ভালবাসেন না (আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না)	২-বাক্বারা	১৯০	৫২১
ভালবাসেন না (আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না)	৫-মায়িদা	৮৭	৫৯১
মুশরিকরা সীমালঙ্ঘনকারী	৯-তাওবা	১০	৬৪১
লূত সম্প্রদায় সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়	২৬-শু'আরা	১৬৬	৭৯৬
লোক (সীমালঙ্ঘনকারী তারাই যারা স্ত্রী ও দাসী ছাড়া...)	২৩-মু'মিনূন	৭	৭৬৬
সম্প্রদায় (জালিম নেতারা সহচরদেরকে বলবে...)	৩৭-সাফ্ফাত	৩০	৮৫৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সম্প্রদায় (কাফিররা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়)	৫১-যারিয়াত	৫৩	৯২৮
সম্প্রদায় (সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় থেকে উপদেশবাণী প্রত্যাহার.)	৪৩-যুখরুফ	৫	৮৯৬
সম্প্রদায় (লূত সম্প্রদায় সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় ছিল)	৭-আ'রাফ	৮১	৬২০
সম্প্রদায় (রাসূল স. কে যারা কবি বলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়)	৫২-তূর	৩২	৯৩০
সম্প্রদায় (রাসূল স. কে অমঙ্গলের কারণ মনে করে যারা..)	৩৬-ইয়াসীন	১৯	৮৫২
সীমালঙ্ঘনকারীকে জাহান্নামের শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে	৫০-ক্বাফ	২৫	৯২৩
স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যকে খোঁজ করবে যারা তারা সীমালঙ্ঘনকারী	৭০-মা'আরিজ	৩১	৯৮২
হারাম আহার (সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে বরং অনন্যোপায় অবস্থায়)	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
হারাম ভক্ষণ বৈধ! (আগ্রহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
হারাম খাওয়ায় সীমালঙ্ঘনকারী না হলে পাপ নেই...	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
হৃদয় (সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন)	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
সীমালঙ্ঘন			
মানুষকে সীমালঙ্ঘনের কারণে শাস্তি দিলে যমীনে...	১৬-নাহ্ল	৬১	৭০৭
সীমিত করা			
আল্লাহ যার রিযিক সীমিত করেন সে সামর্থ্য মত ব্যয় করবে	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
সীসাঢালা			
সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা	৬১-সাফ্ফ	৩	৯৬০
সুউচ্চ			
আল্লাহ সুউচ্চ ও মহান	৩১-লুকমান	৩০	৮২৯
জুলুমের কারণে জনপদের সুউচ্চ প্রাসাদ ধ্বংস করা হয়	২২-হাজ্জ	৪৫	৭৬২
ডানহাতে কিতাবপ্রাপ্তদের সুউচ্চ জান্নাতে সন্তুষ্ট জীবন যাপন	৬৯-হাক্বাহ্	২২	৯৭৯
পর্বতমালা পৃথিবীতে বানিয়েছেন (আল্লাহ)	৭৭-মুরসালাত	২৭	৯৯৮
সুউচ্চ আকাশের স্রষ্টার পক্ষ থেকে কুরআনের অবতারণ	২০-ত্বা-হা	৪	৭৪১
সুউচ্চ খেজুরগাছ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর	৫০-ক্বাফ	১০	৯২২
সুউচ্চ ছাদের কসম	৫২-তূর	৫	৯২৯
সুউচ্চ জান্নাতে থাকবে, অনেক মুখমণ্ডল	৮৮-গাশিয়াহ্	১০	১০১৯
সুউচ্চ শয্যা থাকবে জান্নাতে	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩৪	৯৪৪
সুওয়াআ			
নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপাস্য সুওয়াআকে পরিত্যাগ না করা	৭১-নূহ্	২৩	৯৮৫
সুখবর			
কী সুখবর! (ইউসুফকে কূপ থেকে উঠিয়ে বলল পানি সংগ্রহকারী)	১২-ইউসুফ	১৯	৬৭৮
সুখভোগ			
স্পর্শ (পিতৃপুরুষদেরকেও দুঃখ-কষ্ট ও সুখভোগ স্পর্শ করেছে)	৭-আ'রাফ	৯৫	৬২১
সুখশয্যা			
নিজের জন্য সুখশয্যা রচনা করেছে (যে সৎকাজ করেছে)	৩০-রূম	৪৪	৮২৫
সুখ-শান্তি			
কাফিরদের সুখ-শান্তি তারা দুনিয়ায় ভোগ ও নিঃশেষ করেছে	৪৬-আহ্কাফ	২০	৯১০
সুখ (স্বস্তি)			
কষ্টের পর আল্লাহ সুখ দিবেন (তালাকপ্রাপ্তার জন্য ব্যয় প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
সুখী			
জান্নাতীদের খুশী হতে বলবে (জান্নাতের রক্ষীরা)	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
সুগঠিত			
আদম আ. কে সুগঠিত করলেন আল্লাহ	১৫-হিজর	২৯	৬৯৯
আদম আ. কে সুগঠিত করলেন আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	৭২	৮৭০
মানুষকে আল্লাহ আকৃতি দেন ও সুগঠিত করেন (গর্ভপ্রসঙ্গ)	৭৫-কিয়ামাহ্	৩৮	৯৯৪
মানুষকে আল্লাহ সুগঠিত করছেন (বীর্য থেকে সৃষ্টির পর)	১৮-কাহ্ফ	৩৭	৭২৭
মানুষকে আল্লাহ সুগঠিত করেছেন (কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্দা	৯	৮৩০
মানুষকে সুগঠিত করেছেন আল্লাহ	৮২-ইনফিতার	৭	১০১০
সুগন্ধ			
নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য রয়েছে সুগন্ধ গুল্ম (জান্নাতে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৮৯	৯৪৭
সুগন্ধ গুল্ম			
পৃথিবীতে সুগন্ধ গুল্ম সৃষ্টি (সৃষ্ট জীবের জন্য)	৫৫-রাহ্মান	১২	৯৩৯
সুগম			
যমীনকে সুগম করেছেন আল্লাহ	৬৭-মুল্ক	১৫	৯৭৩
সুড়ঙ্গ			
ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খোঁজ করতে বলা (রাসূল স. এর সবর প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৩৫	৫৯৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সুদ			
ইহুদিদের সুদ গ্রহণের পরিণাম	৪-নিসা	১৬১	৫৭৭
ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত ! (কাফিরদের উক্তি)	২-বাকারা	২৭৫	৫৩৩
চক্রবৃদ্ধি (দ্বিগুণ-বহুগুণে) সুদ হারাম	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৮
ছেড়ে দেয়া (সুদের বকেয়া ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ)	২-বাকারা	২৭৮	৫৩৩
নিশ্চিহ্ন করেন আল্লাহ সুদকে, বৃদ্ধি করেন দান/যাকাতকে	২-বাকারা	২৭৬	৫৩৩
পুনরাবৃত্তি (সুদ খাওয়ার পুনরাবৃত্তিকারী আগুনের অধিবাসী)	২-বাকারা	২৭৫	৫৩৩
বৃদ্ধি পায় না সুদ, বৃদ্ধি পায় যাকাত	৩০-রূম	৩৯	৮২৫
বর্জন (সুদ বর্জনকারীর অতীতের গোনাহ ক্ষমা করা আল্লাহর ইখতিয়ারে	২-বাকারা	২৭৫	৫৩৩
মূলধনের অতিরিক্ত গ্রহণ ও সুদ প্রসঙ্গ	২-বাকারা	২৭৯	৫৩৩
যুদ্ধের ঘোষণা, আল্লাহ- রাসূলে পক্ষ থেকে (সুদ পরিত্যাগ না করলে)	২-বাকারা	২৭৯	৫৩৩
শয়তান স্পর্শ দ্বারা সুদখোরকে পাগল করা প্রসঙ্গ	২-বাকারা	২৭৫	৫৩৩
সুদ ছেড়ে দিলে মূলধন পাবে, জুলুম নেই...	২-বাকারা	২৭৯	৫৩৩
সুদ হারাম ও ক্রয়-বিক্রয় হালাল	২-বাকারা	২৭৫	৫৩৩
হারাম (আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন)	২-বাকারা	২৭৫	৫৩৩
সুদীর্ঘ			
স্তম্ভ (নিন্দুক/সম্পদ জমাকারীকে হুতমা সুদীর্ঘ স্তম্ভে পরিবেষ্টন করবে)	১০৪-হুমাযা	৯	১০৩৩
সুদূর			
কষ্টকর সফর সদূর মনে হল তাদের নিকট যারা যুদ্ধে যায়নি	৯-তাওবা	৪২	৬৪৪
পথভ্রষ্টতা (শয়তান আহলেকিতাবের সুদূর পথভ্রষ্টতা চায়)	৪-নিসা	৬০	৫৬৪
পথভ্রষ্টতা (আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকা যে অপকার/উপকারে অক্ষম...)	২২-হাজ্জ	১২	৭৫৯
পথভ্রষ্ট (আল্লাহ/রাসূল/কিতাব/আখিরাতে অবিশ্বাসকারী সুদূর পথভ্রষ্ট)	৪-নিসা	১৩৬	৫৭৪
পথভ্রষ্ট (আল্লাহর সাথে শরীককারী সুদূর পথভ্রষ্ট)	৪-নিসা	১১৬	৫৭২
বিরুদ্ধাচরণ (কুরআনের সুদূর মতবিরোধে লিপ্ত যারা...)	৪১-ফুস্সিলাত	৫২	৮৯০
ভ্রষ্টতা (সে সুদূর ভ্রষ্টতায় ছিল-শয়তান বলবে মুশরিকদের সম্পর্কে)	৫০-ক্বাফ	২৭	৯২৩
ভ্রষ্টতা (সুদূর ভ্রষ্টতায় রয়েছে, আখিরাত বিশ্বাস করে না যারা)	৩৪-সাবা	৮	৮৪১
মতবিরোধে (সদূর মতবিরোধে রয়েছে যারা কিতাবে মতপার্থক্য...)	২-বাক্বারা	১৭৬	৫১৯
মতবিরোধ (জালিমরা সুদূর মতবিরোধে লিপ্ত আছে)	২২-হাজ্জ	৫৩	৭৬৩
সুদূর দূরত্ব কামনা করবে প্রত্যেক ব্যক্তি (মন্দ কাজ দেখে)	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
সুদূরপরাহত			
প্রত্যাবর্তন (মরে যাবার পর প্রত্যাবর্তন এক সদূর পরাহত...)	৫০-ক্বাফ	৩	৯২২
সুদৃঢ় (আরো দেখুন মজবুত/শক্ত শব্দটি)			
গঠন (আল্লাহ মানুষের গঠনকে সুদৃঢ় করেছেন)	৭৬-দাহ্র	২৮	৯৯৬
ডেগ (সুদৃঢ় ডেগ নির্মাণ করত জিনেরা, সুলাইমানের ইচ্ছা মত)	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২
তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন আল্লাহ মুমিনদেরকে (হুদায়বিয়া)	৪৮-ফাত্হ	২৬	৯১৮
পা সুদৃঢ় রাখার জন্য প্রার্থনা (রব্বানীদের)	৩-আলে ইমরান	১৪৭	৫৪৯
পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত বানানো হয়েছে যাতে তা আন্দোলিত না হয়	২১-আম্বিয়া	৩১	৭৫২
পৃথিবীতে বানিয়েছেন আল্লাহ..	৭৭-মুরসালাত	২৭	৯৯৮
রাজ্য (আল্লাহ দাউদের রাজ্যকে সদৃঢ় করেছিলেন)	৩৮-সোয়াদ	২০	৮৬৭
সাতটি সুদৃঢ় আকাশ নির্মাণ করেছেন আল্লাহ ...	৭৮-নাবা	১২	১০০০
স্থাপন (ভূপৃষ্ঠে সুদৃঢ় পর্বতমালা বানিয়েছেন আল্লাহ)	৪১-ফুস্সিলাত	১০	৮৮৬
সুনাম-সুখ্যাতি			
উচ্চ সুনাম-সুখ্যাতি দিলেন আল্লাহ ইবরাহীম আ., ইয়াকুব আ. ও ইসহাক আ. কে	১৯-মারইয়াম	৫০	৭৩৭
সুন্দর			
আকৃতি (মানুষের আকৃতি সুন্দর করেছেন আল্লাহ)	৪০-মু'মিন	৬৪	৮৮৩
আকৃতি (আল্লাহ মানুষের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন)	৬৪-তাগাবুন	৩	৯৬৬
কথা (মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলার অঙ্গীকার, বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৮৩	৫০৯
কাজ (সুন্দর কাজের পুরস্কার আল্লাহ মুত্তাকীদের দিবেন)	৩৯-যুমার	৩৫	৮৭৪
গালিচা (জান্নাতে সুন্দর গালিচার উপর হেলান দিয়ে বসবে)	৫৫-রাহ্মান	৭৬	৯৪২
জবাব (সালাম জানানো হলে তার চেয়ে সুন্দর বা অনুরূপ জবাব)	৪-নিসা	৮৬	৫৬৭
নাম (সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহর)	২০-ত্বা-হা	৮	৭৪১
পুরস্কার জান্নাতে (মুমিন-সৎকর্মীদের জন্য)	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
প্রতিদান (যুদ্ধে আনুগত্য করলে সুন্দর প্রতিদান...)	৪৮-ফাত্হ	১৬	৯১৭
প্রতিদান (সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য সুন্দর প্রতিদান)	১৮-কাহ্ফ	২	৭২৪
বিশ্রামস্থল (সুন্দর বিশ্রামস্থল, জান্নাতের অধিবাসীদের)	২৫-ফুরকান	২৪	৭৮৪
বিতর্ক (আল্লাহ দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সুন্দর পন্থায় তর্ক/বিতর্ক করা)	১৬-নাহ্ল	১২৫	৭১৩
ব্যাখ্যা (সুন্দর ব্যাখ্যা নিয়ে আসেন আল্লাহ, কাফিরদের উপমার)	২৫-ফুরকান	৩৩	৭৮৪

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মজলিস হিসাবে কোনটি সুন্দর (কাফিররা মুমিনদেরকে বলে)	১৯-মারইয়াম	৭৩	৭৩৯
রং (আল্লাহর রং সবচেয়ে সুন্দর)	২-বাক্বারা	১৩৮	৫১৫
সুন্দর করা	.		
আবাসের ব্যবস্থা সুন্দর করেছেন আযীয ইউসুফের জন্য	১২-ইউসুফ	২৩	৬৭৮
সুন্দর কাজ			
মনে করে কাফিররা , নিজের কাজকে !	১৮-কাহ্ফ	১০৪	৭৩৩
সুন্দরতম			
গঠন (আল্লাহ মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন)	৯৫-তীন	৪	১০২৭
নাম (সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহরই)	৭-আ'রাফ	১৮০	৬২৯
নাম (সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহরই)	১৭-ইস্রা	১১০	৭২৩
নাম (সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহরই)	৫৯-হাশর	২৪	৯৫৭
সুন্দরভাবে			
কাজ (সুন্দরভাবে কাজ সম্পাদনকারীর প্রতিদান নষ্ট করেন না আল্লাহ	১৮-কাহ্ফ	৩০	৭২৭
পরামর্শ (সুন্দরভাবে পরামর্শ, তালাকপ্রাপ্তার সাথে সন্তানের দুধপান)	৬৫-তালাক	৬	৯৬৮
পৃথক করা (স্ত্রীদেরকে সুন্দরভাবে পৃথক করা, তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
মুক্তি/বিদায়(তালাকপ্রাপ্তাকে সুন্দরভাবে মুক্তি/বিদায় দেয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৪৯	৮৩৭
মুক্তি (সুন্দরভাবে স্ত্রীদেরকে মুক্তি দেয়া, আটকে না রেখে)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
মুক্তি দেয়া (দুনিয়া চাইলে নবীর স্ত্রীদের সুন্দরভাবে মুক্তি দেয়া প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৮	৮৩৫
রাখা (স্ত্রীদেরকে সুন্দরভাবে রাখা, তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
রেখে দেয়া (সুন্দরভাবে রেখে দেয়া, তালাক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
রেখে দেয়া (সুন্দরভাবে স্ত্রীদেরকে রেখে দেয়া, রেজয়ী তালাকের পর)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
রেখে দেয়া (স্ত্রীদেরকে সুন্দরভাবে রেখে দেয়া...)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
সুন্দরী			
জান্নাতে সচ্চরিত্রা সুন্দরীগণ থাকবে	৫৫-রাহ্মান	৭০	৯৪২
সুন্নত (রীতিনীতি)			
অতিক্রান্ত (সুন্নত অতিক্রান্ত হয়েছে পূর্ববর্তী কাফিরদের ব্যাপারে)	৮-আনফাল	৩৮	৬৩৫
আল্লাহর সুন্নাতে পরিবর্তন পাওয়া যাবে না	৩৩-আহযাব	৬২	৮৩৯
আল্লাহর নীতি যা পূর্বেই গত হয়ে গেছে	৪৮-ফাত্হ	২৩	৯১৮
আল্লাহ সুন্নতের পরিবর্তন পাওয়া যাবে না	১৭-ইস্রা	৭৭	৭২০
আল্লাহর সুন্নত বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে	৪০-মু'মিন	৮৫	৮৮৫
আল্লাহর সুন্নাত/নীতি (পূর্ববর্তী নবীদের প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৩৮	৮৩৬
আল্লাহর নীতিতে কোন পরিবর্তন পাওয়া যাবে না	৪৮-ফাত্হ	২৩	৯১৮
গত (পূর্ববর্তীদের রীতি গত হয়েছে, ঈমান না আনার ব্যাপারে)	১৫-হিজর	১৩	৬৯৮
গত হয়েছে বহু সুন্নত (অপরাধীদের শাস্তি দানের নীতি)	৩-আলে ইমরান	১৩৭	৫৪৯
পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে আল্লাহর সুন্নাত/নীতি	৩৩-আহযাব	৬২	৮৩৯
পূর্ববর্তীদের সুন্নত না আসা পর্যন্ত (ঈমান আনয়ন না করা)	১৮-কাহ্ফ	৫৫	৭২৯
পূর্ববর্তীদের সুন্নত/নীতি আল্লাহ প্রদর্শন করতে চান	৪-নিসা	২৬	৫৬০
রাসূলদের সুন্নত (নীতি) গত হয়েছে রাসূল স. এর পূর্বে	১৭-ইস্রা	৭৭	৭২০
সুপারিশ			
অংশ (ভাল সুপারিশকারী তার অংশ পাবে)	৪-নিসা	৮৫	৫৬৭
অধিকারী (সুপারিশের অধিকারী হবে না কেবল সে ছাড়া যে...)	১৯-মারইয়াম	৮৭	৭৪০
আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট (রাসূল/ফেরেশতা শুধু তার জন্য সুপারিশ করে)	২১-আম্বিয়া	২৮	৭৫১
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সুপারিশ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
উপকারে না আসা (কিয়ামতে কারো সুপারিশ উপকারে আসবে না)	২-বাক্বারা	১২৩	৫১৪
উপকারে আসবে না সুপারিশ (জাহান্নামিদের জন্য)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪৮	৯৯২
উপকারে আসবে না কারো সুপারিশ (আল্লাহর নিকট...)	৩৪-সাবা	২৩	৮৪৩
উপকারে আসবে না (ইলাহদের সুপারিশ)	৩৬-ইয়াসীন	২৩	৮৫৩
কাজে আসবে না কারো সুপারিশ (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া)	৫৩-নাজম	২৬	৯৩৩
কাজে না আসা (আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তি ছাড়া সুপারিশ কাজে আসবে না)	২০-ত্বা-হা	১০৯	৭৪৮
কিয়ামতের দিন সুপারিশ কাজে আসবে না	২-বাক্বারা	২৫৪	৫৩০
কিয়ামতে কারো সুপারিশ গৃহীত হবে না (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৪৮	৫০৬
ক্ষমতা (সুপারিশের ক্ষমতা দেব-দেবী ও উপাস্যদের নেই)	৪৩-যুখরুফ	৮৬	৯০১
গ্রহণ (কিয়ামতে কারো সুপারিশ গৃহীত হবে না, বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৪৮	৫০৬
ভাল সুপারিশকারীর তাতে অংশ থাকবে	৪-নিসা	৮৫	৫৬৭
মন্দ সুপারিশকারীর তাতে দায়-দায়িত্ব থাকবে	৪-নিসা	৮৫	৫৬৭
মালিক (আল্লাহই সকল সুপারিশের মালিক)	৩৯-যুমার	৪৪	৮৭৫
সুপারিশকারী সুপারিশ করবে কি (কাফিরদের জন্য)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সুপারিশকারী				
	আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হবে অন্য উপাস্য(মুশরিকরা ভাবে)	১০-ইউনুস	১৮	৬৫৫
	আল্লাহ ছাড়া সুপারিশকারী থাকবে না (জালিমদের)	৬-আন্'আম	৭০	৬০২
	আল্লাহ ছাড়া সুপারিশকারী থাকবেনা	৬-আন্'আম	৫১	৬০০
	আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ	৩৯-যুমার	৪৩	৮৭৫
	আল্লাহ্ ছাড়া সুপারিশকারী নেই (মানুষের)	৩২-সাজ্দা	৪	৮৩০
	ইবলিসের বাহিনীর কোন সুপারিশকারী থাকবেনা (কিয়ামতে)	২৬-শু'আরা	১০০	৭৯৩
	কাফিরদের জন্য সুপারিশকারী আছে কি?(কাফিরদের জিজ্ঞাসা...)	৭-আ'রাফ	৫৩	৬১৭
	জালিমদের জন্যগ্রহণযোগ্য সুপারিশকারী থাকবে না (কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	১৮	৮৭৯
	মুশরিকদের সুপারিশকারীদের না দেখা (কিয়ামতে)	৬-আন্'আম	৯৪	৬০৫
	শরীকগণ সুপারিশকারী হবে না কিয়ামতে	৩০-রূম	১৩	৮২৩
	সুপারিশ (সুপারিশকারীর সুপারিশ উপকারে আসবে না...)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৪৮	৯৯২
সুপেয়				
	পানি (সুপেয় মিষ্টি পানির সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৫৩	৭৮৬
	পানি (একটি সমুদ্রের পানি সুপেয়)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
	পানি পান করিয়েছেন আল্লাহ মানুষকে (পৃথিবীতে)	৭৭-মুরসালাত	২৭	৯৯৮
সুবিচার (দেখুন ন্যায়বিচার শব্দটি)				
সুবিন্যস্ত করা				
	মানুষকে সুবিন্যস্ত করেছেন যিনি তার কসম	৯১-শাম্স	৭	১০২৪
	সৃষ্টি (সৃষ্টি করার পর তা সুবিন্যস্ত করেছেন আল্লাহ)	৮৭-আ'লা	২	১০১৮
সুবোধ				
	শু'আইব আ. সহনশীল ও সুবোধ (সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল)	১১-হূদ	৮৭	৬৭৩
সুমহান				
	আল্লাহ সুমহান ও সমুন্নত (আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুই তার)	৪২-শূরা	৪	৮৯১
	প্রতিপালক (সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা...)	৮৭-আ'লা	১	১০১৮
সুমিষ্ট				
	পানি (একটি সমুদ্রের পানি সুমিষ্ট)	৩৫-ফাতির	১২	৮৪৭
সুযোগ দেয়া				
	জুলুম করেছে যারা তাদেরকে সুযোগ দেয়া হবে না (কিয়ামতে)	৩০-রূম	৫৭	৮২৬
সুযোগপ্রাপ্ত				
	আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে না (ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীরা)	৪১-ফুস্সিলাত	২৪	৮৮৭
সুরক্ষা/সুরক্ষিত				
	আকাশকে বিদ্রোহী শয়তান থেকে সুরক্ষা করেছেন আল্লাহ	৩৭-সাফ্ফাত	৭	৮৫৭
	আকাশকে সুরক্ষা করেছেন আল্লাহ (বিতাড়িত শয়তান থেকে)	১৫-হিজর	১৭	৬৯৮
	উপাস্যদের আল্লাহর কাছ থেকে সুরক্ষিত করা হবেনা	২১-আম্বিয়া	৪৩	৭৫৩
	কিতাব (সম্মানিত কুরআন একটি সুরক্ষিত কিতাব)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৮	৯৪৬
	ছাদ (আল্লাহ আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছেন)	২১-আম্বিয়া	৩২	৭৫২
	জনপদ (সুরক্ষিত জনপদের ভিতরে ছাড়া মুনাফিকরা যুদ্ধ করবে না)	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
	ডিম (জান্নাতের হুরগণ যেন সুরক্ষিত ডিম)	৩৭-সাফ্ফাত	৪৯	৮৫৯
	দুনিয়ার আকাশকে সুরক্ষিত ও সুশোভিত...	৪১-ফুস্সিলাত	১২	৮৮৬
	মণি-মুক্তা (সুরক্ষিত মণি-মুক্তার মত গিলমান থাকবে জান্নাতে)	৫২-তূর	২৪	৯৩০
	মারইয়ামের লজ্জাস্থান/সতীত্ব সুরক্ষিত রাখা প্রসঙ্গ	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
	মুক্তা (সুরক্ষিত মুক্তার মত জান্নাতের হূরগণ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২৩	৯৪৪
	যুদ্ধে সুরক্ষিত করার জন্য দাউদকে বর্মনির্মাণ শিক্ষা দান করা হয়	২১-আম্বিয়া	৮০	৭৫৫
	লজ্জাস্থান(মারইয়ামের লজ্জাস্থান/সতীত্ব সুরক্ষিত রাখা প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৯১	৭৫৬
	লজ্জাস্থান সুরক্ষিত রাখা/সতীত্ব রক্ষা প্রসঙ্গ (মারইয়ামের)	৬৬-তাহরীম	১২	৯৭১
সুরক্ষিতা				
	তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুরথাকবে জান্নাতে	৫৫-রাহ্মান	৭২	৯৪২
	হুর (জান্নাতে তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুর থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	৭২	৯৪২
সুরা				
	নহর (জান্নাতে সুস্বাদু সুরার নহর রয়েছে, পানকারীদের জন্য)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
সুরাহি				
	চির কিশোরেরা পানপাত্র নিয়ে ঘুরাফিরা করবে	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১৮	৯৪৩
সুলাইমান				
	আত্মসমর্পণ (সাবার রানীর আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ সুলাইমানের সাথে)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
	আদেশ (সুলাইমানের আদেশে উদ্দাম বায়ু প্রবাহিত হত)	২১-আম্বিয়া	৮১	৭৫৫
	উত্তরাধিকারী (সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন)	২৭-নামল	১৬	৮০১
	ওহী করা (আল্লাহ সুলাইমানকে ওহী করেছেন)	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
	কুফরী !(সুলাইমান কুফরী করেনি, জাদু প্রসঙ্গে)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
	জ্ঞান দান (আল্লাহ সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছেন)	২৭-নামল	১৫	৮০১
	জ্ঞান দান (আল্লাহ সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেন)	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
	ডুবুরী (শয়তান/জ্বীন সুলাইমানের জন্য ডুবুরীর কাজ করত)	২১-আম্বিয়া	৮২	৭৫৫
	দাউদের জন্য পুত্ররূপে সুলায়মানকে দান	৩৮-সোয়াদ	৩০	৮৬৮
	দূত সুলাইমানের নিকট আসা (সাবার রানীর উপহারসহ)	২৭-নামল	৩৬	৮০২
	দোয়া (সৎকাজের সামর্থ্য দানের জন্য সুলাইমানের দোয়া)	২৭-নামল	১৯	৮০১
	পত্র(আল্লাহর নামে, সাবার রানীর কাছে সুলাইমানের পত্র)	২৭-নামল	৩০	৮০২
	পরীক্ষা সুলাইমানকে (তার আসনে একটি দেহ রেখে)	৩৮-সোয়াদ	৩৪	৮৬৮
	পাখির খোঁজ (সুলাইমান কর্তৃক পাখির খোঁজ নেয়া, হুদহুদ প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২০	৮০১
	পিষে ফেলা (সুলাইমানের বাহিনী অজান্তে পিপড়াদেরকে পিষে ফেলার ভয়)	২৭-নামল	১৮	৮০১
	প্রজ্ঞা দান (আল্লাহ সুলাইমানকে প্রজ্ঞা দান করেন)	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
	বাতাসকে সুলাইমানের জন্য নিয়োজিত করা...	৩৪-সাবা	১২	৮৪২
	বায়ু সুলাইমানের আদেশে প্রবাহিত হত	২১-আম্বিয়া	৮১	৭৫৫
	বিচার(শস্যক্ষেত সম্পর্কে দাউদ ও সুলাইমানের বিচার)	২১-আম্বিয়া	৭৮	৭৫৫
	বুঝানো(আল্লাহ সুলাইমানকে মীমাংসার বিষয় বুঝিয়েছেন)	২১-আম্বিয়া	৭৯	৭৫৫
	রাজত্বকাল (সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
	সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ সুলাইমানকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
	সমবেত করা (সুলাইমানের জন্য জিন/মানুষ/পাখি সমবেত করা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১৭	৮০১
সুশোভিত (আরো দেখুন চাকচিক্য শব্দটি)				
	দুনিয়ার আকাশ সুশোভিত (প্রদীপমালা দ্বারা)	৪১-ফুস্সিলাত	১২	৮৮৬
সুসংবাদ				
	অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না (কিয়ামতে)	২৫-ফুরকান	২২	৭৮৪
	আল্লাহর বন্ধুদের জন্য সুসংবাদ (দুনিয়া ও আখিরাতে)	১০-ইউনুস	৬৪	৬৬০
	ইবরাহীম আ. কে লুত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সুসংবাদ (ফেরেশতাদের)	২৯-আনকাবূত	৩১	৮১৮
	ইবরাহীম আ. কে সন্তান লাভের সুসংবাদ (বার্ধক্য সত্বেও)	১৫-হিজর	৫৪	৭০০
	ইবরাহীম আ. কে সুসংবাদ (জ্ঞানী পুত্র ইসহাক আ. এর জন্মের সুসংবাদ)	৫১-যারিয়াত	২৮	৯২৬
	ইবরাহীম আ. কে সুসংবাদ দিল ফেরেশতা (জ্ঞানী পুত্র সন্তানের)	১৫-হিজর	৫৩	৭০০
	ইবরাহীম আ. এর স্ত্রীকে সুসংবাদ দান (ইসহাক আ.ও তার পরে ইয়াকুবের)	১১-হূদ	৭১	৬৭২
	ইবরাহীম আ. এর সন্তানের সুসংবাদ (ফেরেশতাদের মাধ্যমে)	১১-হূদ	৬৯	৬৭২
	ইবরাহীম আ. কে কী সুসংবাদ দিচ্ছে ফেরেশতারা! (বার্ধক্য সত্বেও)	১৫-হিজর	৫৪	৭০০
	ইসহাক আ. এর জন্মের সুসংবাদ (ইবরাহীমকে)	৩৭-সাফ্ফাত	১১২	৮৬২
	কন্যা জন্মের সুসংবাদে মুশরিকদের মুখ কালো হয়ে যায়	৪৩-যুখরুফ	১৭	৮৯৭
	কন্যা জন্মের সুসংবাদে মুশরিকদের মুখমণ্ডল কালো হয়	১৬-নাহ্ল	৫৮	৭০৭
	কাফিরদেরকে সুসংবাদ দেয়ার নির্দেশ (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির)	৯-তাওবা	৩	৬৪০
	কিতাব/কুরআন মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ অবতীর্ণ	১৬-নাহ্ল	৮৯	৭১০
	কুরআন সুসংবাদ দেয় সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে...	১৭-ইসরা	৯	৭১৪
	কুরআন মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ ও পথনির্দেশিকা	১৬-নাহ্ল	১০২	৭১১
	কুরআন মুমিনদের জন্য সুসংবাদ	২৭-নামল	২	৮০০
	ক্রয়-বিক্রয়ের সুসংবাদ গ্রহণের আহ্বান (মুমিনদেরকে)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
	ক্ষমা ও সম্মানজনক প্রতিদানের সুসংবাদ (সতর্কবাণী বিশ্বাসীদের জন্য)	৩৬-ইয়াসীন	১১	৮৫১
	তাগুত থেকে বিরত বান্দাদেরকে সুসংবাদ দানের নির্দেশ	৩৯-যুমার	১৭	৮৭২
	তাগুত পরিহারকারী বান্দাদের জন্য সুসংবাদ	৩৯-যুমার	১৭	৮৭২
	ধৈর্যশীলদের জন্য সুসংবাদ (বিপদে ধৈর্যশীলদের জন্য)	২-বাক্বারা	১৫৫	৫১৭
	পুত্রের সুসংবাদ দিলেন আল্লাহ ইবরাহীম আ. কে	৩৭-সাফ্ফাত	১০১	৮৬১
	প্রতিপালক সুসংবাদ দিচ্ছেন ঈমানদার, হিজরতকারী ও...	৯-তাওবা	২১	৬৪২
	বাতাস (বৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ সুসংবাদস্বরূপ বাতাস প্রেরণ করেন)	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
	বিনয়ীদের জন্য সুসংবাদ (আল্লাহর নামে কুরবানী প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
	মারইয়ামকে সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহ (ঈসা আ. এর জন্ম প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	৪৫	৫৩০
	মুনাফিকদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ (বারবার কুফরীর কারণে)	৪-নিসা	১৩৮	৫৭৪
	মু'মিন নর-নারীদের জন্য সুসংবাদ	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
	মুমিনদের জন্য সুসংবাদ (কুরআন)	২৭-নামল	২	৮০০
	মুমিনদের জন্য সুসংবাদ (কুরআন)	২-বাক্বারা	৯৭	৫১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সুসংবাদ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুমিনদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ ফেরেশতার সাহায্যের ঘোষণা	৩-আলে ইমরান	১২৬	৫৪৮
মুমিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের সুসংবাদ	৩৩-আহযাব	৪৭	৮৩৭
মুমিনদের জন্য সুসংবাদ (সুন্দর প্রতিদানের)	১৮-কাহ্ফ	২	৭২৪
মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য কুরআন সহজ করা হয়েছে	১৯-মারইয়াম	৯৭	৭৪০
মুমিনদেরকে সুসংবাদ দানের নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৬১-সাফ্ফ	১৩	৯৬১
মুমিনদেরকে সুসংবাদ দানের নির্দেশ (রাসূল স. কে)	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
মুমিনদেরকে সুসংবাদ দানের নির্দেশ	৯-তাওবা	১১২	৬৫২
মুমিনদেরকে সুসংবাদ (মূসা আ. ও হারূনের সম্প্রদায়ের মুমিনদের)	১০-ইউনুস	৮৭	৬৬২
মুমিন সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ (জান্নাতের সুসংবাদ)	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ কিতাব/কুরআন অবতীর্ণ	১৬-নাহ্ল	৮৯	৭১০
মুসলিমদের জন্য কুরআন সুসংবাদ ও পথনির্দেশিকা	১৬-নাহ্ল	১০২	৭১১
মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিতে রাসূল স. এর প্রতি ওহী	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ! (আয়াতবিমুখ অহংকারীর জন্য)	৪৫-জাছিয়া	৮	৯০৫
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ (কাফিরদেরকে)	৮৪-ইনশিকাক্ব	২৪	১০১৪
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ!(আয়াত শুনে মুখ ফিরানোর কারণে)	৩১-লুকমান	৭	৮২৭
যাকারিয়াকে সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহ (ইয়াহইয়ার জন্মের...)	৩-আলে ইমরান	৩৯	৫৪০
যাকারিয়াকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন প্রতিপালক	১৯-মারইয়াম	৭	৭৩৪
শাস্তির সুসংবাদ (নবী ও সৎলোকদের হত্যাকারীদের জন্য)	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
শাস্তির (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ, তাদের জন্য যারা...)	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ (কুরবানী প্রসঙ্গে)	২২-হাজ্জ	৩৭	৭৬১
সৎকর্মশীল মুমিন বান্দাদের জন্য জন্য সুসংবাদ (কল্যাণ বৃদ্ধি প্রসঙ্গ)	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
সৎকর্মপরায়ণদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ (কুরআন)	৪৬-আহ্কাফ	১২	৯০৯
সত্য সুসংবাদ ইবরাহীম আ. কে (সন্তান লাভের সুসংবাদ)	১৫-হিজর	৫৫	৭০০
সন্তানলাভের সুসংবাদ ইবরাহীম আ. কে (বৃদ্ধ বয়সে)	১১-হূদ	৭৪	৬৭২
সাহায্যের সুসংবাদ কেবল হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১০	৬৩২
সুসংবাদরূপে বায়ু প্রেরণ করেন আল্লাহ (বৃষ্টির পূর্বে)	২৫-ফুরকান	৪৮	৭৮৫
সুন্দর প্রতিদানের সুসংবাদ (সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য)	১৮-কাহ্ফ	২	৭২৪
সুসংবাদদাতা/সুসংবাদ দানকারী			
কুরআন সুসংবাদ দানকারী (সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে)	৪১-ফুস্‌সিলাত	৪	৮৮৬
নবীকে সুসংবাদদাতা হিসেবে আল্লাহ পাঠিয়েছেন	৩৩-আহযাব	৪৫	৮৩৭
নবীগণকে সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ...	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
মুহাম্মদ স. সুসংবাদদাতা (মানব জাতির জন্য)	১১-হূদ	২	৬৬৫
রাসূল স. এসেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে...	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
রাসূল স. আসেনি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে	৫-মায়িদা	১৯	৫৮৩
রাসূলগণ (সুসংবাদদাতা রূপে প্রেরিত)	১৮-কাহ্ফ	৫৬	৭২৯
রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ	৬-আন্'আম	৪৮	৬০০
রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ	৪-নিসা	১৬৫	৫৭৮
রাসূল স. কে সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ (মানবজাতির জন্য)	৩৪-সাবা	২৮	৮৪৩
রাসূল স. সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা (মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
রাসূল স. এর আগমনের সুসংবাদ দাতা ঈসা আ.	৬১-সাফ্ফ	৬	৯৬০
রাসূল স. কে সুসংবাদদাতা রূপে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৪৮-ফাত্হ	৮	৯১৬
রাসূল স. কে সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ	৩৫-ফাতির	২৪	৮৪৮
রাসূল স. কে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ...	১৭-ইসরা	১০৫	৭২৩
রাসূল স. কে সুসংবাদদাতারূপেপ্রেরণ করেছেন আল্লাহ	২৫-ফুরকান	৫৬	৭৮৬
রাসূল স. কে সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ	২-বাক্বারা	১১৯	৫১৩
সুসংবাদ বাহক			
আসল (ইউসুফের জামা নিয়ে সুসংবাদ বাহক আসল)	১২-ইউসুফ	৯৬	৬৮৬
সুসংবাদবাহী			
বায়ু (সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ)	৩০-রূম	৪৬	৮২৫
বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন আল্লাহ...	৭-আ'রাফ	৫৭	৬১৮
সুসজ্জিত			
আকাশকে সুসজ্জিত করেছেন আল্লাহ	৫০-ক্বাফ	৬	৯২২
আকাশ (দুনিয়ার আকাশকে সুসজ্জিত করেছেন আল্লাহ)	৩৭-সাফ্ফাত	৬	৮৫৭
জীবন সুসজ্জিত (কাফিরদের দুনিয়ার জীবন কাফিদের)	২-বাক্বারা	২১২	৫২৩
বুরুজ বা নক্ষত্রকে সুশোভিত করেছেন আল্লাহ (দর্শকদের জন্য)	১৫-হিজর	১৬	৬৯৮
সুসজ্জিত ((দুনিয়ার আকাশ সুসজ্জিত প্রদীপমালা দ্বারা)	৬৭-মুল্ক	৫	৯৭২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সুস্থ/সুস্থ সন্তান			
দুনিয়াতে সুস্থ অবস্থায় সিজদার জন্য আহ্বান করা হত, অপরাধীদেরকে	৬৮-ক্বালাম	৪৩	৯৭৭
যাকারিয়া সুস্থ থেকেও তিন রাত কথা বলতে পারবে না	১৯-মারইয়াম	১০	৭৩৪
দান (সুস্থ সন্তান দান করার পর আল্লাহর সাথে শরীক করা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৯০	৬৩০
প্রার্থনা (সুস্থ সন্তানের জন্য প্রতিপালকের কাছে আদম-হাওয়ার প্রার্থনা)	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
সুস্পষ্ট			
অকৃতজ্ঞ (মানুষ সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ, শিরক প্রসঙ্গ)	৪৩-যুখরুফ	১৫	৮৯৭
অজগর (মূসা আ. লাঠি নিক্ষেপ করামাত্রই সুস্পষ্ট অজগর হল)	২৬-শু'আরা	৩২	৭৮৯
অনুগ্রহ (সুলাইমানের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, পাখির ভাষা শিক্ষাদান প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	১৬	৮০১
আয়াত (আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন)	৫৭-হাদীদ	৯	৯৪৮
আয়াত (কাফিরদের নিকট সুস্পষ্ট আয়াত পাঠ করা হলে...)	৪৫-জাছিয়া	২৫	৯০৭
আয়াত (সুস্পষ্টকারী আয়াত পাঠ, মুমিনদের অন্ধকার থেকে...)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
আয়াত (সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	২৪-নূর	১	৭৭৪
আয়াত (সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	৫৮-মুজাদালা	৫	৯৫২
আয়াত (সুস্পষ্ট আয়াত পাঠ করা হলে মুশরিকরা বলে...)	১০-ইউনুস	১৫	৬৫৫
আয়াত (সুস্পষ্ট আয়াত পাঠ করা হলে কাফিররা বলে...)	১৯-মারইয়াম	৭৩	৭৩৯
আরবি (কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় অবতীর্ণ, অপবাদ প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১০৩	৭১১
আরবি ভাষা (সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ)	২৬-শু'আরা	১৯৫	৭৯৮
কিতাব (জীবের জীবিকা/অবস্থানের বিষয়টি সুস্পষ্ট কিতাবে আছে)	১১-হূদ	৬	৬৬৬
কিতাব (তোয়া-সীন-মীম, এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত)	২৭-নামল	১	৮০০
কিতাব (অণু পরিমাণ/ছোট/বড় বস্তুও সুস্পষ্ট কিতাবে আছে)	১০-ইউনুস	৬১	৬৬০
কিতাব (আকাশ-পৃথিবীর সব অদৃশ্য বিষয় সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত)	২৭-নামল	৭৫	৮০৬
কিতাব (যমীনের অন্ধকারের দানা/ভেজা/শুষ্ক বস্তু সুস্পষ্ট কিতাবে আছে)	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
কিতাব (সুস্পষ্ট কিতাব/কুরআনের কসম করছেন আল্লাহ)	৪৪-দুখান	২	৯০২
কিতাব (সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, হরূফে মুত্তায়াত)	২৮-কাসাস	২	৮০৮
কিতাব (সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর সবকিছু)	৩৪-সাবা	৩	৮৪১
কিতাব (সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত আলিফ-লাম-রা)	১২-ইউসুফ	১	৬৭৭
কিতাব (সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত...)	২৬-শু'আরা	২	৭৮৮
কিতাব (সুস্পষ্ট কিতাবের কসম)	৪৩-যুখরুফ	২	৮৯৬
কিতাব (মূসা আ. ও হারুনকে সুস্পষ্ট কিতাব দান)	৩৭-সাফ্ফাত	১১৭	৮৬২
কুরআন সুস্পষ্ট উপদেশ (কবিতা নয়)	৩৬-ইয়াসীন	৬৯	৮৫৬
কুরআন (সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত আলিফ-লাম-রা)	১৫-হিজর	১	৬৯৮
ক্ষতি (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করার ক্ষতিই সুস্পষ্ট ক্ষতি)	৩৯-যুমার	১৫	৮৭২
ক্ষতি (ইবাদত থেকে মুখ ফিরালে দুনিয়া ও আখিরাতে সুস্পষ্ট ক্ষতি)	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
জাদু (সত্যকে স্পষ্ট জাদু বলল, ফিরআউনের সম্প্রদায়)	১০-ইউনুস	৭৬	৬৬১
জাদু (সুস্পষ্ট জাদু বলল, রাসূল স. এর নিয়ে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণকে)	৬১-সাফ্ফ	৬	৯৬০
জাদু (সুস্পষ্ট জাদু বলল কাফিরগণ, সুস্পষ্ট প্রমাণকে)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
জাদু (সুস্পষ্ট জাদু বলল জালিমরা, সত্য কুরআনকে)	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
জাদু (নিদর্শন/আয়াত দেখে কাফিররা বলে সুস্পষ্ট জাদু)	৩৭-সাফ্ফাত	১৫	৮৫৭
জাদুকর (মুহাম্মদ স. কে কাফিররা, "সুস্পষ্ট জাদুকর" বলে)	১০-ইউনুস	২	৬৫৪
জাদু (কিতাব নিজ হাতে স্পর্শ করলেও কাফির তাকে সুস্পষ্ট 'জাদু' বলে)	৬-আন্'আম	৭	৫৯৬
দলিল (ফির'আউনের নিকট মূসা আ. কর্তৃক সুস্পষ্ট দলিল আনা)	২৬-শু'আরা	৩০	৭৮৯
দলিল-প্রমাণ আছে কি? (আল্লাহর সন্তান গ্রহণ প্রসঙ্গে)	৩৭-সাফ্ফাত	১৫৬	৮৬৪
ধোঁয়া (সুস্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আসবে আকাশ, কিয়ামতে)	৪৪-দুখান	১০	৯০২
নিদর্শন (কুরআন সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে অবতীর্ণ, সঠিকপথ প্রদর্শন প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	১৬	৭৫৯
নিদর্শন (বনী ইসরাঈলদেরকে পরীক্ষা জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন দান)	৪৪-দুখান	৩৩	৯০৩
নিদর্শন (ফিরআউনের প্রতি সুস্পষ্ট আলোকপ্রদ নিদর্শন আসলে জাদু বলা)	২৭-নামল	১৩	৮০১
পথভ্রষ্টতা (আল্লাহর দিকে ডাকে সাড়া না দিলে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা)	৪৬-আহ্কাফ	৩২	৯১১
পথভ্রষ্টতা (রাসূল স. আসার আগে নিরক্ষর আরবদের সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা)	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
পথভ্রষ্টতায় (সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে জালিমরা, দুনিয়াতে)	১৯-মারইয়াম	৩৮	৭৩৬
পথভ্রষ্টতা (ইবলিসের বাহিনী সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ছিল মর্মে স্বীকৃতি দিবে)	২৬-শু'আরা	৯৭	৭৯৩
পথভ্রষ্টতা (সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় দেখতে পাচ্ছে সম্প্রদায় নূহ আ. কে)	৭-আ'রাফ	৬০	৬১৮
পথভ্রষ্টতা (সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় দেখছে নারীরা, আযীযের স্ত্রীকে)	১২-ইউসুফ	৩০	৬৭৯
পথভ্রষ্টতা (সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় কে, মুমিনরা তা জানতে পারবে)	৬৭-মুল্ক	২৯	৯৭৪
পথভ্রষ্টতা (সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় থাকা ব্যক্তিকে সঠিকপথে...)	৪৩-যুখরুফ	৪০	৮৯৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সুস্পষ্ট (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পথভ্রষ্টতা (সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় কে রয়েছে প্রতিপালক জানেন)	২৮-কাসাস	৮৫	৮১৫
পথভ্রষ্ট (সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট মুশরিকরা অথবা মুমিনরা!)	৩৪-সাবা	২৪	৮৪৩
পরীক্ষা (পুত্র কুরবানীর আদেশ ইবরাহীম আ. এর জন্য পরীক্ষা)	৩৭-সাফ্‌ফাত	১০৬	৮৬২
পাপ (মুমিনের কষ্টদাতারা সুস্পষ্ট পাপ বহন করে)	৩৩-আহযাব	৫৮	৮৩৯
পাপ (সুস্পষ্ট পাপ হিসাবে স্ত্রী থেকে সম্পদ গ্রহণ অবৈধ)	৪-নিসা	২০	৫৫৯
পৌঁছে দেয়া (সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই রাসূল স. এর দায়িত্ব)	২৯-আনকাবূত	১৮	৮১৭
পৌঁছানো (শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই রাসূলদের দায়িত্ব)	১৬-নাহ্‌ল	৩৫	৭০৫
পৌঁছানো (রাসূলগণের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া)	১৬-নাহ্‌ল	৮২	৭০৯
প্রকাশ্য সতর্ককারী (রাসূল স.)	১৫-হিজর	৮৯	৭০২
প্রমাণ (হুদহুদ সুস্পষ্ট প্রমাণ না আনলে সুলাইমান কর্তৃক শাস্তির হুমকি)	২৭-নামল	২১	৮০১
প্রমাণ (সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে আয়াতপাঠ করা হলে কাফির তা 'জাদু 'বলে)	৪৬-আহ্‌কাফ	৭	৯০৮
প্রমাণ (সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা আ. ও হারুনকে প্রেরণ...)	২৩-মু'মিনূন	৪৫	৭৬৮
প্রমাণ (সুস্পষ্ট প্রমান উপস্থিত করলেন মূসা আ. বনী ইসরাঈলের নিকট)	৪৪-দুখান	১৯	৯০৩
প্রমাণ (সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে ফির'আউনের নিকট পাঠানো)	১১-হূদ	৯৬	৬৭৪
প্রমাণ সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করার দাবি, রাসূলগণের কাছে)	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
প্রমাণ (কাফিরদের গোপন শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক)	৫২-তূর	৩৮	৯৩১
প্রচার (রাসূল স. এর দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্ট প্রচার)	২৪-নূর	৫৪	৭৭৯
বিতর্কে সুস্পষ্ট নয় কন্যা সন্তান (আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করা)	৪৩-যুখরুফ	১৮	৮৯৭
বিজয় (রাসূল স. কে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছেন আল্লাহ)	৪৮-ফাত্‌হ	১	৯১৬
বিতন্ডাকারী (বীর্য থেকে সৃষ্টির পর মানুষ সুস্পষ্ট বিতন্ডাকারী হয়)	১৬-নাহ্‌ল	৪	৭০৩
বিতণ্ডাকারী (সুস্পষ্ট বিতন্ডাকারী মানুষ)	৩৬-ইয়াসীন	৭৭	৮৫৬
বিপথগামী (সুস্পষ্ট বিপথগামী বলল মূসা)	২৮-কাসাস	১৮	৮০৯
বিভ্রান্তিতে (পিতা ইয়াকুব আ. সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছেন!)	১২-ইউসুফ	৮	৬৭৭
মতবিরোধ (কাফিরদের মতবিরোধের বিষয় সুস্পষ্ট করতে পুনরুত্থান)	১৬-নাহ্‌ল	৩৯	৭০৬
মিথ্যাচার (সুস্পষ্ট মিথ্যাচার বলল না কেন মু'মিনরা, ইফকের ঘটনাকে)	২৪-নূর	১২	৭৭৫
মুমিনদের কাছে সুস্পষ্ট (জালিমদের সাথে আল্লাহর আচরণ প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	৪৫	৬৯৭
রাসূল স. (সুস্পষ্ট রাসূল স. এসেছে কাফিরদের নিকট)	৪৪-দুখান	১৩	৯০২
রাসূল স. (মুশরিকদের কাছে সুস্পষ্ট রাসূল/মুহাম্মদ স. এর আসা)	৪৩-যুখরুফ	২৯	৮৯৮
শত্রু (মানুষের সুস্পষ্ট শত্রু শয়তান)	১২-ইউসুফ	৫	৬৭৭
শত্রু (শয়তান সুস্পষ্ট শত্রু ও পথভ্রষ্টকারী)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
শত্রু (শয়তান সুস্পষ্ট শত্রু, মানুষের)	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
শত্রু (শয়তান সুস্পষ্ট শত্রু)	২-বাক্বারা	২০৮	৫২৩
শত্রু (শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু)	৬-আন্'আম	১৪২	৬১০
শত্রু (শয়তান মানুষের সুস্পষ্ট শত্রু)	৪৩-যুখরুফ	৬২	৯০০
শত্রু (সুস্পষ্ট শত্রু শয়তান, মানুষের জন্য)	২-বাক্বারা	১৬৮	৫১৮
সত্য (রাসুল স্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত)	২৭-নামল	৭৯	৮০৬
সতর্ককারী (রাসূল স. সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র)	৫১-যারিয়াত	৫০	৯২৮
সতর্ককারী (রাসূল স. সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র)	৫১-যারিয়াত	৫১	৯২৮
সতর্ককারী (রাসূল স. সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র)	৬৭-মুল্‌ক	২৬	৯৭৪
সত্য (আল্লাহ সুস্পষ্ট সত্য, কিয়ামতে মানুষ জানতে পারবে)	২৪-নূর	২৫	৭৭৬
সতর্ককারী (নূহ আ. সম্প্রদায়ের প্রতি সুস্পষ্ট সতর্ককারী)	২৬-শু'আরা	১১৫	৭৯৪
সতর্ককারী (নূহ আ. সম্প্রদায়ের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী)	১১-হূদ	২৫	৬৬৮
সাফল্য (কিয়ামতে শাস্তি থেকে মাফ পাওয়া সুস্পষ্ট সাফল্য)	৬-আন্'আম	১৬	৫৯৭
সাফল্য (প্রতিপালকের দয়ার মধ্যে মুমিনের প্রবেশ সুস্পষ্ট সাফল্য)	৪৫-জাছিয়া	৩০	৯০৭
সুস্পষ্ট কিতাব ও আলো এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে	৫-মায়িদা	১৫	৫৮২
সুস্পষ্ট করা			
আয়াত সুস্পষ্ট করা(আল্লাহ তার আয়াতকে সুস্পষ্ট করেন)	২২-হাজ্জ	৫২	৭৬৩
আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করা হয়েছে (কুরআনের আয়াত)	১১-হূদ	১	৬৬৫
মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট করা প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
সুস্পষ্টকারী			
আয়াত (সুস্পষ্টকারী আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	২৪-নূর	৪৬	৭৭৯
সুস্পষ্ট প্রমাণ			
আয়াতকে সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে পাঠ করা হলে জালিমরা বলত...	৩৪-সাবা	৪৩	৮৪৫
আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে পাঠ করা হলে কাফির তাকে জাদু বলে	৪৬-আহ্‌কাফ	৭	৯০৮
আসা (সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই আহলি কিতাব বিভক্ত হয়!)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	৪	১০২৯
নিদর্শন নিয়ে আসল মূসা আ. সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে	২৮-কাসাস	৩৬	৮১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণের উপরে রয়েছেন শু'আইব আ.	১১-হূদ	৮৮	৬৭৩
প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি কি তার মত যে...	৪৭-মুহাম্মাদ	১৪	৯১৩
মূসা আ. সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন- এক ব্যক্তির বক্তব্য	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন	৩৫-ফাতির	২৫	৮৪৮
সুস্পষ্টভাবে			
পৌঁছে দেয়া (সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই কেবল রাসূল স. এর দায়িত্ব)	৫-মায়িদা	৯২	৫৯২
সুস্বাদু			
দুধ (পানকারীদের জন্য গবাদি পশুর ওলানের দুধ সুস্বাদু)	১৬-নাহ্‌ল	৬৬	৭০৮
পানকারীদের জন্য গবাদি পশুর ওলানের দুধ সুস্বাদু	১৬-নাহ্‌ল	৬৬	৭০৮
সুরা (জান্নাতে সুস্বাদু সুরার নহর রয়েছে, পানকারীদের জন্য)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
সুরা (সুস্বাদু সুরা পরিবেশন করা হবে পানকারীদেরকে)	৩৭-সাফ্‌ফাত	৪৬	৮৫৯
সূক্ষ্মদর্শী			
আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবগত	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবগত	২২-হাজ্জ	৬৩	৭৬৪
আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু প্রসঙ্গ)	৩১-লুকমান	১৬	৮২৮
আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ	৬-আন্'আম	১০৩	৬০৬
প্রতিপালক সূক্ষ্মদর্শী (ইউসুফ ও তার ভাইদের প্রসঙ্গ)	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ	৬৭-মুল্‌ক	১৪	৯৭৩
সূচ			
সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশের ন্যায় অসম্ভব কাফিরদের জান্নাতে প্রবেশ করা	৭-আ'রাফ	৪০	৬১৬
সূচনা			
আল্লাহ প্রথম অস্তিত্ব দান করেন	৮৫-বুরূজ	১৩	১০১৫
বাতিল সূচনা করতে পারে না কোন কিছুই	৩৪-সাবা	৪৯	৮৪৫
মানুষ সৃষ্টির সূচনা যেভাবে করেছেন আল্লাহ সেভাবেই ফিরে	৭-আ'রাফ	২৯	৬১৫
সৃষ্টির সূচনা (আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন তা ভেবে দেখা)	২৯-আনকাবূত	১৯	৮১৭
সৃষ্টির সূচনা করার মত কোন শরীক কি আছে?	১০-ইউনুস	৩৪	৬৫৭
সৃষ্টির সূচনা আল্লাহ কিভাবে করেছেন তা লক্ষ্য করা	২৯-আনকাবূত	২০	৮১৭
সৃষ্টির সূচনা আল্লাহ করেন	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
সৃষ্টির সূচনা করেন আল্লাহ	৩০-রূম	১১	৮২২
সৃষ্টির সূচনা করেন আল্লাহই	১০-ইউনুস	৩৪	৬৫৭
সৃষ্টির সূচনা করেন আল্লাহ	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
সৃষ্টির সূচনা করেন আল্লাহ	৩০-রূম	২৭	৮২৪
সৃষ্টির সূচনা (মানুষ সৃষ্টির সূচনা কাদামাটি থেকে)	৩২-সাজ্‌দা	৭	৮৩০
সৃষ্টির(প্রথম সৃষ্টির সূচনার মত ফিরিয়ে আনা,আকাশকে গুটানো প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৪	৭৫৭
সূতা			
পাকানো (সূতা পাকানোর পর তা নষ্ট করা, শপথ ভঙ্গের উপমা)	১৬-নাহ্‌ল	৯২	৭১০
সূতা পরিমাণ (সামান্য)			
জুলুম (সূতা পরিমাণ জুলুম করা হবে না)	১৭-ইস্‌রা	৭১	৭২০
সূরা			
অবতীর্ণ (সূরা অবতীর্ণ হলে কাফিররা মুমিনদেরকে বলে-)	৯-তাওবা	১২৪	৬৫৩
অবতীর্ণ (সূরা অবতীর্ণ হলে আল্লাহকে বিশ্বাস ও জিহাদের...)	৯-তাওবা	৮৬	৬৪৯
অবতীর্ণ (সূরা অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ)	২৪-নূর	১	৭৭৪
অবতীর্ণ (সূরা অবতীর্ণ হলে মুনাফিকরা একে অপরের দিকে তাকায়...)	৯-তাওবা	১২৭	৬৫৩
অবতীর্ণ (যুদ্ধের উল্লেখসহ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্খা,)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
অবতীর্ণ (যুদ্ধের উল্লেখসহ সূরা অবতীর্ণ হলে মুনাফিকরা তাকায়...)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
অবতীর্ণ (এমন সূরা অবতীর্ণের আশঙ্কা মুনাফিকদের, যা...)	৯-তাওবা	৬৪	৬৪৬
আনা (ক্ষমতা থাকলে মুশরিকরা কুরআনের মত সূরা আনুক)	১০-ইউনুস	৩৮	৬৫৮
কুরআনের মত সূরা নিয়ে আসুক মুশরিকরা (ক্ষমতা থাকলে)	১০-ইউনুস	৩৮	৬৫৮
কুরআনের অনুরূপ সূরা রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ (কাফিরদেরকে)	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
তৈরি (কাফিরদের সহযোগী থাকলে তাকে ডেকে সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ)	২-বাক্বারা	২৩	৫০৩
দশটি সূরা রচনার জন্য কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
রচনা (দশটি সূরা রচনার জন্য কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ)	১১-হূদ	১৩	৬৬৬
সূর্য			
অনুগত (চাঁদ ও সূর্যকে আল্লাহ অনুগত করেছেন)	৩৫-ফাতির	১৩	৮৪৭
অনুগত (আল্লাহ চন্দ্র-সূর্যকে অনুগত করেছেন)	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
অস্তাচলে (এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন জুলকারনাইন)	১৮-কাহ্‌ফ	৮৬	৭৩২

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সূর্য (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
অস্ত (নবীকে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
উজ্জ্বল আলো (আল্লাহ সূর্যকে উজ্জ্বল আলো বানিয়েছেন)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
উদয়াচলে (পৌছলেন জুলকারনাইন)	১৮-কাহ্ফ	৯০	৭৩২
উদিত হওয়া (সূর্যকে উদিত হতে দেখে ইবরাহীম আ. প্রতিপালক বলল)	৬-আন্'আম	৭৮	৬০৩
উদয় (নবীকে সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	১৩০	৭৪৯
একত্র করা হবে কিয়ামতে (সূর্য ও চন্দ্রকে)	৭৫-কিয়ামাহ্	৯	৯৯৩
কসম (সূর্য ও তার কিরণের কসম)	৯১-শাম্স	১	১০২৪
গণনার জন্য আল্লাহ চন্দ্র-সূর্যকে বানিয়েছেন	৬-আন্'আম	৯৬	৬০৫
গুটিয়ে নেয়া (কিয়ামতে সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে)	৮১-তাকভীর	১	১০০৮
চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়মাধীন করেছেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
চলাচল করে তার নির্দিষ্ট অবস্থানে (একটি নিদর্শন)	৩৬-ইয়াসীন	৩৮	৮৫৪
চাঁদের নাগাল পাওয়া সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয়..	৩৬-ইয়াসীন	৪০	৮৫৪
ডান পাশ দিয়ে উদিত হয় ও বাম পাশ দিয়ে অস্ত যায় ...	১৮-কাহ্ফ	১৭	৭২৫
নিয়োজিত (সূর্য মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত)	১৪-ইবরাহীম	৩৩	৬৯৬
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে চন্দ্র-সূর্য	১৩-রা'দ	২	৬৮৮
নিয়ে আসা (আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে নিয়ে আসেন)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
নিয়মাধীন (আল্লাহ চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়মাধীন করেছেন)	৩১-লুকমান	২৯	৮২৯
নির্দেশক (সূর্যকে নির্দেশক বানিয়েছেন আল্লাহ)	২৫-ফুরকান	৪৫	৭৮৫
নিয়োজিত (চন্দ্র-সূর্যকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
নিদর্শন (অনুধাবনকারীদের জন্য সূর্য নিদর্শন)	১৬-নাহ্ল	১২	৭০৩
নিদর্শন (সূর্য আল্লাহর নিদর্শন)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৭	৮৮৯
নিদর্শন স্বরূপ(চলাচল করে তার নির্দিষ্ট অবস্থানে)	৩৬-ইয়াসীন	৩৮	৮৫৪
নিয়মাধীনকারী (চন্দ্র-সূর্যকে নিয়মাধীনকারী আল্লাহ)	২৯-আনকাবূত	৬১	৮২১
নির্দেশাধীন (সূর্য আল্লাহর নির্দেশের অধীন)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
প্রদীপ (আল্লাহ সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন)	৭১-নূহ্	১৬	৯৮৫
সাঁতার কাটা (সূর্য ও চন্দ্র নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে)	২১-আম্বিয়া	৩৩	৭৫২
সিজদা (সূর্য আল্লাহকে সিজদা করে)	২২-হাজ্জ	১৮	৭৫৯
সিজদা (সূর্যকে সিজদা না করে আল্লাহকে সিজদা করার নির্দেশ)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৭	৮৮৯
সিজদা (সাবার রাণী ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক সূর্যকে সিজদা করা প্রসঙ্গ)	২৭-নামল	২৪	৮০২
সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ	৫০-ক্বাফ	৩৯	৯২৪
সেজদাবনত (চন্দ্র-সূর্য ও এগার নক্ষত্র ইউসুফের প্রতি সেজদাবনত)	১২-ইউসুফ	৪	৬৭৭
হিসাব অনুযায়ী চলছে... (চন্দ্র ও সূর্য)	৫৫-রাহমান	৫	৯৩৯
হেলে পড়া (সূর্য হেলে পড়লে সালাত কায়েমের নির্দেশ)	১৭-ইস্রা	৭৮	৭২০
সূর্যোদয়কাল			
পশ্চাদ্ধাবন (সূর্যোদয়কালে মূসা/বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন)	২৬-শু'আরা	৬০	৭৯১
পাকড়াও (সূর্যোদয়কালে লূত সম্প্রদায়কে পাকড়াও)	১৫-হিজর	৭৩	৭০১
সৃষ্ট			
উপাস্যরা নিজেরাই সৃষ্ট	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
উপাস্যরা সৃষ্ট -আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকা হয় তাদের প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্ল	২০	৭০৪
শরীক করা (সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সাথে শরীক করা)	৭-আ'রাফ	১৯১	৬৩০
সৃষ্ট জীব			
বানানো (পৃথিবীকে আল্লাহ সৃষ্ট জীবের জন্য বানিয়েছেন)	৫৫-রাহমান	১০	৯৩৯
সৃষ্টি			
অজানা সৃষ্টি (আল্লাহ এমন অনেক কিছু সৃষ্টি করেন যা মানুষ জানে না)	১৬-নাহ্ল	৮	৭০৩
অনর্থক (আল্লাহ অনর্থক সৃষ্টি করেননি, পথভ্রষ্টদেরকে)	২৩-মু'মিনূন	১১৫	৭৭৩
অনর্থক সৃষ্টি করেননি আল্লাহ (কোন কিছুই)	৩৮-সোয়াদ	২৭	৮৬৭
অনুরূপ সৃষ্টি করতে আল্লাহ সক্ষম	১৭-ইস্রা	৯৯	৭২২
অনুরূপ (আল্লাহ মৃতদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ...)	৩৬-ইয়াসীন	৮১	৮৫৬
অনিষ্ট (সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা)	১১৩-ফালাক	২	১০৩৬
অন্যদের কোন সৃষ্টি থাকলে তা দেখানোর চ্যালেঞ্জ (আল্লাহ ছাড়া)	৩১-লুকমান	১১	৮২৭
অরাজকতা সৃষ্টি করবে মূসা- ফিরআউনের আশঙ্কা	৪০-মু'মিন	২৬	৮৮০
আইকাবাসী ও পূর্ববর্তী প্রজন্মকে সৃষ্টিকারী আল্লাহকে ভয়	২৬-শু'আরা	১৮৪	৭৯৭
আকাশ (আল্লাহ স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন)	৭১-নূহ্	১৫	৯৮৪
আকাশ (আল্লাহ সাত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯
আকাশ (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ/সঠিক লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন)	১৬-নাহ্ল	৩	৭০৩
আকাশ ও পৃথিবী খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি আল্লাহ	৪৪-দুখান	৩৮	৯০৩

বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় কাজ	৪০-মু'মিন	৫৭	৮৮৩
আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ছয় দিনে	২৫-ফুরকান	৫৯	৭৮৬
আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে মাস বারটি	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
আকাশ-পৃথিবী ও মধ্যবর্তী সবই সৃষ্টি (সত্যসহ, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য)	৪৬-আহ্কাফ	৩	৯০৮
আকাশ-পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি	৫০-ক্বাফ	৩৮	৯২৪
আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি নয়	১৫-হিজর	৮৫	৭০২
আকাশ, পৃথিবী ও অন্য সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি	৩২-সাজদা	৪	৮৩০
আকাশ-পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন (ইবরাহীম আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৫৬	৭৫৪
আকাশ-পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন (সত্যসহ সঠিক লক্ষ্যে)	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
আকাশ-পৃথিবী (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি)	২১-আম্বিয়া	১৬	৭৫১
আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিকারীর দিকে ইবরাহীম আ. এর চেহারাকে ফেরানো	৬-আন্'আম	৭৯	৬০৩
আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
আকাশ-পৃথিবীর সকল সৃষ্টি মুত্তাকীদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
আকাশ-পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন জিজ্ঞাসা করলে বলবে 'আল্লাহ'	২৯-আনকাবূত	৬১	৮২১
আকাশ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (স্তম্ভ ছাড়াই)	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
আকাশ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ স্তরে স্তরে	৬৭-মুল্ক	৩	৯৭২
আকাশ সৃষ্টির মধ্যে নিদর্শন রয়েছে	২-বাক্বারা	১৬৪	৫১৮
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৩৬-ইয়াসীন	৮১	৮৫৬
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী অযথা সৃষ্টি করেননি আল্লাহ	৪৪-দুখান	৩৯	৯০৪
আকাশ (সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ স্তরে স্তরে)	৬৭-মুল্ক	৩	৯৭২
আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কে সৃষ্টি করেছেন? (আল্লাহ)	৩৯-যুমার	৩৮	৮৭৪
আকাশসমূহ ও পৃথিবী কি অবিশ্বাসীদের সৃষ্টি?	৫২-তূর	৩৬	৯৩১
আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে আল্লাহ সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন	৩৯-যুমার	৫	৮৭১
আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন প্রশ্ন করলে কাফির বলে, 'আল্লাহ'	৩১-লুকমান	২৫	৮২৯
আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টিতে আল্লাহ ক্লান্তি বোধ করেননি	৪৬-আহ্কাফ	৩৩	৯১১
আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহই	১৪-ইবরাহীম	৩২	৬৯৬
আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (ছয় দিনে)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেন আল্লাহ (ছয় দিনে)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৬-আন্'আম	১	৫৯৬
আকাশও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন	৩০-রূম	২২	৮২৩
আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (সঠিক লক্ষ্যে)	৩০-রূম	৮	৮২২
আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ)	৪৩-যুখরুফ	৯	৮৯৬
আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (সত্যসহ/সঠিক লক্ষ্যে)	৪৫-জাছিয়া	২২	৯০৬
আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ সঠিক লক্ষ্যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৬৪-তাগাবুন	৩	৯৬৬
আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ...	১৪-ইবরাহীম	১৯	৬৯৫
আকাশের সৃষ্টিকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের অবতারণ	২০-ত্বা-হা	৪	৭৪১
আকাশের সৃষ্টিকারী আল্লাহ শরীকদের চেয়ে উত্তম	২৭-নামল	৬০	৮০৫
আদ জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল	৪১-ফুস্সিলাত	১৫	৮৮৭
আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মাটি থেকে	৩৮-সোয়াদ	৭৬	৮৭০
আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ নিজ হাতে	৩৮-সোয়াদ	৭৫	৮৭০
আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মাটি থেকে...	৩-আলে ইমরান	৫৯	৫৪১
আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মাটি থেকে	৭-আ'রাফ	১২	৬১৩
আদম আ. কে সৃষ্টি (গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড থেকে)	১৫-হিজর	৩৩	৬৯৯
আরেকবার সৃষ্টি আল্লাহরই দায়িত্ব	৫৩-নাজম	৪৭	৯৩৪
আলাক থেকে (মানুষকে আল্লাহ আলাক থেকে সৃষ্টি করেছেন)	৯৬-আলাক	২	১০২৮
আল্লাহ চূড়ান্ত সৃষ্টি করবেন (সৃষ্টির সূচনা করার পর)	২৯-আনকাবূত	২০	৮১৭
আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকা হয় তারা কিছু সৃষ্টি করেনা; তারাই সৃষ্ট	১৬-নাহ্ল	২০	৭০৪
আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী (ছয় দিনে)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সবকিছু	২৫-ফুরকান	২	৭৮২
আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কাফিরদেরকে (তা থেকে যা তারা জানে না)	৭০-মা'আরিজ	৩৯	৯৮৩
আল্লাহ সৃষ্টির মধ্য থেকে মনোনীত করতেন (সন্তান চাইলে)	৩৯-যুমার	৪	৮৭১
আল্লাহ সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর নন	২৩-মু'মিনূন	১৭	৭৬৬
আল্লাহ সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন	৩-আলে ইমরান	৪৭	৫৪০
আল্লাহ সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন	৫-মায়িদা	১৭	৫৮২
আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী	১৭-ইস্রা	৯৯	৭২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সৃষ্টি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন (আকাশ-পৃথিবীকে)	৪৩-যুখরুফ	৯	৮৯৬
আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আকাশ-পৃথিবী (ছয় দিনে)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং মানুষ যা (তৈরী)করে তাও	৩৭-সাফ্ফাত	৯৬	৮৬১
আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁর ইবাদত করাই যৌক্তিক..	৩৬-ইয়াসীন	২২	৮৫৩
আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন- রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র	৪১-ফুস্সিলাত	৩৭	৮৮৯
আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন (যা ইচ্ছা করেন)	৩০-রূম	৫৪	৮২৬
আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
আল্লাহর (সৃষ্টি ও নির্দেশ আল্লাহর)	৭-আ'রাফ	৫৪	৬১৮
আল্লাহর সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ/শিরক প্রসঙ্গ	৪৩-যুখরুফ	১৬	৮৯৭
আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ ইহুদী ও নাসারারা (আল্লাহর পুত্র নয়)	৫-মায়িদা	১৮	৫৮৩
আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে লক্ষ্য করা	৭-আ'রাফ	১৮৫	৬৩০
আল্লাহর সৃষ্টির অধিকাংশের উপরে আদম সন্তানকে মর্যাদা দান	১৭-ইস্রা	৭০	৭২০
আল্লাহর সৃষ্টির মত শরীকরা কি কিছু সৃষ্টি করেছে কি?	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে একটি উম্মতের সত্য দ্বারা পথ দেখানো	৭-আ'রাফ	১৮১	৬২৯
আল্লাহ্ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন	৬-আন্'আম	১০১	৬০৬
আল্লাহর অন্যসব সৃষ্টি হতে কী মানুষ সৃষ্টি করা কঠিনতর?	৩৭-সাফ্ফাত	১১	৮৫৭
আল্লাহর (আকাশ-পৃথিবী-পর্বত-জীব-উদ্ভিদ -এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি)	৩১-লুকমান	১১	৮২৭
আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তালাকপ্রাপ্তার গর্ভে (তা গোপন করা)	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
আল্লাহ্ একাকী সৃষ্টি করেছেন যাকে (ওলীদ বিন মুগীরা)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	১১	৯৯০
আল্লাহর যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন	৪২-শূরা	৪৯	৮৯৫
আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন (মানুষ তা স্বীকার করে না)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৭	৯৪৫
ইবলিস সৃষ্টি (আগুন থেকে)	৩৮-সোয়াদ	৭৬	৮৭০
ইবরাহীম আ. কে সৃষ্টিকারী আল্লাহ্ই তাকে পথ দেখাবেন	৪৩-যুখরুফ	২৭	৮৯৭
ইবরাহীম আ. কে সৃষ্টিকারী আল্লাহ্ ছাড়া সবাই তার শত্রু	২৬-শু'আরা	৭৮	৭৯২
ইবলিসকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ আগুন থেকে...	৭-আ'রাফ	১২	৬১৩
ঈসা আ. সৃষ্টি করেন কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি...	৩-আলে ইমরান	৪৯	৫৪০
উট সৃষ্টি কীভাবে করা হয়েছে (সেদিকে দৃষ্টিপাতের উপদেশ)	৮৮-গাশিয়াহ্	১৭	১০১৯
উত্তম সৃষ্টি (ঈমানদার ও সৎকর্মশীলগণ)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৭	১০২৯
উপদেশ সৃষ্টি (কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	১১৩	৭৪৮
উপাস্যরা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না	২৫-ফুরকান	৩	৭৮২
এক ব্যক্তি থেকে মানুষ সৃষ্টি	৬-আন্'আম	৯৮	৬০৫
কঠিনতর (মানুষ সৃষ্টি কঠিনতর নাকি আকাশ?)	৭৯-নাযি'আত	২৭	১০০৪
কঠিনতর সৃষ্টি কোনটি? (মানুষ না অন্য সবকিছু)	৩৭-সাফ্ফাত	১১	৮৫৭
করুণা ও দয়া সৃষ্টি করেছিলেন আল্লাহ্ (ঈসা আ. এর অনুসারীদের হৃদয়ে)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
কাদা মাটি থেকে আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন	৬-আন্'আম	২	৫৯৬
কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ (মানুষের জন্য)	২৩-মু'মিনূন	৭৮	৭৭১
কাফিরদেরকে মনমত বড় কোন সৃষ্টি হয়ে যেতে বলা	১৭-ইস্রা	৫১	৭১৮
ক্লান্তি বোধ করেননি আল্লাহ্ (আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টিতে)	৪৬-আহ্কাফ	৩৩	৯১১
খচ্চর (শোভা ও বাহন হিসাবে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি)	১৬-নাহ্ল	৮	৭০৩
খেলাচ্ছলে (আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবী খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি)	২১-আম্বিয়া	১৬	৭৫১
গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ মানুষের জন্য..	৩৬-ইয়াসীন	৭১	৮৫৬
গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ (মানুষের উপকারার্থে)	১৬-নাহ্ল	৫	৭০৩
গাছ (মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না আগুন জ্বালানোর গাছ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭২	৯৪৬
গাধা (শোভা ও বাহন হিসাবে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি)	১৬-নাহ্ল	৮	৭০৩
গাছ (আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন আগুন জ্বালানোর গাছ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭২	৯৪৬
ঘোড়া (শোভা ও বাহন হিসাবে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি)	১৬-নাহ্ল	৮	৭০৩
চতুষ্পদ জন্তুর সৃষ্টি (মানুষের আরোহণের জন্য)	৪৩-যুখরুফ	১২	৮৯৬
চন্দ্র সৃষ্টি (আল্লাহ্ দিন-রাত ও চাঁদ-সূর্য সৃষ্টি করেছেন)	২১-আম্বিয়া	৩৩	৭৫২
চূড়ান্ত সৃষ্টি করা (আল্লাহ্ চূড়ান্ত সৃষ্টি করবেন)	২৯-আনকাবূত	২০	৮১৭
ছয় দিনে সৃষ্টি করেন আল্লাহ্ (আকাশ-পৃথিবী)	১০-ইউনুস	৩	৬৫৪
ছয়দিনে (আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
ছয় দিনে সৃষ্টি (আকাশ, পৃথিবী ও অন্যান্য সবকিছু)	৩২-সাজ্দা	৪	৮৩০
ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি)	৫৭-হাদীদ	৪	৯৪৮
ছায়া (সৃষ্টির মাধ্যমে ছায়া দান, মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত)	১৬-নাহ্ল	৮১	৭০৯
জাতি (জালিমদের ধ্বংসের পর অন্য জাতি সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১১	৭৫০
জাতি (ইরামের সমতুল্য জাতি কোথাও সৃষ্টি করা হয়নি)	৮৯-ফাজ্র	৮	১০২১
জাদুকরদের স্রষ্টার উপর ঈমান (ফিরআউনকে প্রাধান্য না দেয়া প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৭২	৭৪৫
জানা (সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি জানেন যিনি সৃষ্টি করেছেন)	৬৭-মুল্ক	১৪	৯৭৩
জানা (আল্লাহ্ প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে ভারভাবে জানেন)	৩৬-ইয়াসীন	৭৯	৮৫৬
জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি (অনেক জ্বিন ও মানুষকে)	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
জিন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ ঝলসে দেয়া আগুন থেকে	১৫-হিজর	২৭	৬৯৯
জিন সৃষ্টি(জিনকে আল্লাহ্ ধোঁয়াহীন আগুন থেকে ...)	৫৫-রাহ্মান	১৫	৯৩৯
জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ (ইবাদাতের জন্য)	৫১-যারিয়াত	৫৬	৯২৮
জীব সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ পানি থেকে	২৪-নূর	৪৫	৭৭৯
জীবজন্তু ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্	২৫-ফুরকান	৪৯	৭৮৫
জোড়া পুরুষ-নারী আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন	৫৩-নাজম	৪৫	৯৩৪
জোড়া (আল্লাহ্ সব ধরনের জোড়া সৃষ্টি করেছেন)	৪৩-যুখরুফ	১২	৮৯৬
জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ (মানুষকে)	৭৮-নাবা	৮	১০০০
জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ সবকিছুকে	৫১-যারিয়াত	৪৯	৯২৮
জোড়ায় জোড়ার সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ প্রত্যেককে	৩৬-ইয়াসীন	৩৬	৮৫৪
জোড়া সৃষ্টি (আল্লাহ্ মানুষের জোড়া সৃষ্টি করেছেন)	৪-নিসা	১	৫৫৬
জোড়া সৃষ্টি (মানুষের মধ্য থেকে)	৩০-রূম	২১	৮২৩
জ্বীনদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন (শরীক করা প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১০০	৬০৬
দিন সৃষ্টি (আল্লাহ্ দিন-রাত ও চন্দ্র -সূর্য সৃষ্টি করেছেন)	২১-আম্বিয়া	৩৩	৭৫২
দুর্বল সৃষ্টি (মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে)	৪-নিসা	২৮	৫৬০
নতুন করে সৃষ্টির ব্যাপারে কাফিররা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে	৫০-ক্বাফ	১৫	৯২৩
নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন আল্লাহ্, ইচ্ছা করলে	১৪-ইবরাহীম	১৯	৬৯৫
নতুন সৃষ্টি (ছিন্নভিন্ন হওয়ার পর নতুন সৃষ্টি)	৩৪-সাবা	৭	৮৪১
নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থান (হাড্ডিতে পরিণত হওয়ার পর)	১৭-ইস্রা	৯৮	৭২২
নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থান হবে? (কাফিরদের জিজ্ঞাসা)	১৭-ইস্রা	৪৯	৭১৮
নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন আল্লাহ্ (মানুষের স্থলে)	৩৫-ফাতির	১৬	৮৪৭
নতুন সৃষ্টি (মৃত্যুর পর নতুন সৃষ্টি কাফিরদের নিকট বিস্ময়কর)	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থানে কাফিরের সংশয় (মাটিতে মেশার পর)	৩২-সাজ্দা	১০	৮৩০
নর ও নারীকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার কসম	৯২-লাইল	৩	১০২৫
নারী ও নরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার কসম	৯২-লাইল	৩	১০২৫
নিকৃষ্টতম সৃষ্টি (আহলে কিতাবের কাফির/মুশরিকরা)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
নিয়ে যাওয়া (নিজের সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত, অন্য ইলাহ...)	২৩-মু'মিনূন	৯১	৭৭১
নিদর্শন রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে	৩-আলে ইমরান	১৯০	৫৫৪
নিদর্শন (আকাশ-পৃথিবীর সকল সৃষ্টি মুত্তাকীদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ)	১০-ইউনুস	৬	৬৫৪
নিদর্শন (নানা রঙের সৃষ্টিতে উপদেশগ্রহণকারীদের জন্য নিদর্শন আছে)	১৬-নাহ্ল	১৩	৭০৪
নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ (সবকিছু)	৫৪-কামার	৪৯	৯৩৮
নৌযানের সৃষ্টি (মানুষের আরোহণের জন্য)	৪৩-যুখরুফ	১২	৮৯৬
পরিবর্তন (সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই)	৩০-রূম	৩০	৮২৪
পর্যায়ক্রমে (আল্লাহ্ মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন)	৭১-নূহ্	১৪	৯৮৪
পানি থেকে (তুচ্ছ পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন আল্লাহ্)	৭৭-মুর্সালাত	২০	৯৯৮
পুনরাবৃত্তি (আল্লাহ্ই সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করেন)	২৭-নামল	৬৪	৮০৫
পুনরাবৃত্তি (আল্লাহ্ই সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন)	১০-ইউনুস	৩৪	৬৫৭
পুনরাবৃত্তি (আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করেন তা ভেবে দেখা)	২৯-আনকাবূত	১৯	৮১৭
পুনরাবৃত্তি (আল্লাহ্ সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করবেন,প্রতিদান দিতে)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
পৃথিবীর সব কিছু মানুষের জন্যসৃষ্টি করা হয়েছে	২-বাক্বারা	২৯	৫০৪
পৃথিবীর নানান রঙের সৃষ্টিতে আল্লাহ্ নিদর্শন রেখেছেন	১৬-নাহ্ল	১৩	৭০৪
পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন	৪২-শূরা	২৯	৮৯৩
পৃথিবীর সৃষ্টিকারী আল্লাহ্ শরীকদের চেয়ে উত্তম	২৭-নামল	৬০	৮০৫
পৃথিবীর সৃষ্টিকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের অবতারণ	২০-ত্বা-হা	৪	৭৪১
পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ (দুই দিনে)	৪১-ফুস্সিলাত	৯	৮৮৬
পৃথিবী (আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ/সঠিক লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন)	১৬-নাহ্ল	৩	৭০৩
পৃথিবী, আকাশ ও অন্য সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি	৩২-সাজ্দা	৪	৮৩০
পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন প্রশ্ন করলে কাফির বলে,'আল্লাহ্'	৩১-লুকমান	২৫	৮২৯
পৃথিবী ও আকাশ সত্যসহ সঠিক লক্ষ্যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন	৬৪-তাগাবুন	৩	৯৬৬
পৃথিবী ও আকাশসমূহ কি অবিশ্বাসীদের সৃষ্টি?	৫২-তূর	৩৬	৯৩১
পৃথিবী ও আকাশ ও সৃষ্টির সাক্ষী বানান নি আল্লাহ্ কাউকে	১৮-কাহ্ফ	৫১	৭২৮
পৃথিবী (আল্লাহ্ সাত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)	৬৫-তালাক	১২	৯৬৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সৃষ্টি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পৃথিবী ও আকাশ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন (ইবরাহীম আ. প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৫৬	৭৫৪
পৃথিবীতে দেবতারা কী সৃষ্টি করেছে? (শিরকের অসারতা প্রসঙ্গ)	৪৬-আহকাফ	৪	৯০৮
পৃথিবীতে শরীকরা কি সৃষ্টি করেছে? (কিছুই করেনি)	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
প্রথমবার যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন..	৩৬-ইয়াসীন	৭৯	৮৫৬
প্রথমবার যিনি সৃষ্টি করেছেন (তিনিই পুনরুত্থান করবেন)	১৭-ইসরা	৫১	৭১৮
প্রথমবার সৃষ্টি করেই কি আল্লাহ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন?	৫০-ক্বাফ	১৫	৯২৩
প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং তারই দিকে...	৪১-ফুস্সিলাত	২১	৮৮৭
প্রজন্ম (অনেক প্রজন্ম সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	২৮-কাসাস	৪৫	৮১২
প্রজন্ম (আল্লাহ অন্য এক প্রজন্ম সৃষ্টি করলেন)	২৩-মু'মিনূন	৩১	৭৬৮
প্রজন্ম (অন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ, আদ জাতির পরে)	২৩-মু'মিনূন	৪২	৭৬৮
প্রজন্ম সৃষ্টি (অপরাধী প্রজন্মকে ধ্বংস করে অপর প্রজন্ম সৃষ্টি)	৬-আন্'আম	৬	৫৯৬
প্রতিপালক সৃষ্টি করেছেন (সে প্রতিপালকের নামে পড়ার নির্দেশ)	৯৬-আলাক	১	১০২৮
প্রতিপালক সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা	২৮-কাসাস	৬৮	৮১৪
প্রতিপালক সৃষ্টি করেছেন কিছু মানুষ, যাদেরকে তিনি দয়া করবেন...	১১-হূদ	১১৯	৬৭৬
প্রথমবার সৃষ্টির মতই (মানুষকে উপস্থিত করা হবে)	১৮-কাহ্ফ	৪৮	৭২৮
প্রথমবার সৃষ্টির মত মানুষকে আল্লাহর কাছে একাকী আসত হবে	৬-আন্'আম	৯৪	৬০৫
প্রথম সৃষ্টির সূচনার মত ফিরিয়ে আনা হবে (আকাশকে গুটানো প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৪	৭৫৭
প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পেরেছে মানুষ	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬২	৯৪৬
ফেরেশতাদের সৃষ্টি কি মুশরিকরা প্রত্যক্ষ করেছে?	৪৩-যুখরুফ	১৯	৮৯৭
ফেরেশতাদেরকে কি আল্লাহ নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন?	৩৭-সাফ্ফাত	১৫০	৮৬৪
বাগান সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর (বৃষ্টির পানির মাধ্যমে)	২৩-মু'মিনূন	১৯	৭৬৭
বাগান সৃষ্টি (আল্লাহ বিভিন্ন ধরনের ফল-ফসলের বাগান সৃষ্টি করেছেন)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
বাতিল হিসেবে সৃষ্টি করেননি প্রতিপালক (আকাশ ও পৃথিবী)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
বিকৃতি (আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃতির নির্দেশ, শয়তান কর্তৃক)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
বীর্য সৃষ্টি করেন অল্লাহ	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৯	৯৪৬
বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (তা ভেবে দেখা উচিৎ)	৩৬-ইয়াসীন	৭৭	৮৫৬
বীর্যবিন্দু থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে	৭৬-দাহ্র	২	৯৯৫
বীর্য থেকে মানুষকে সৃষ্টির পর সে সুস্পষ্ট বিতণ্ডাকারী হয়	১৬-নাহ্ল	৪	৭০৩
বৃদ্ধি (আল্লাহ সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন)	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
ভালবাসা সৃষ্টি করবেন আল্লাহ সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য...	১৯-মারইয়াম	৯৬	৭৪০
ভুলে যায় মানুষ নিজের সৃষ্টির কথা (বীর্য থেকে সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	৩৬-ইয়াসীন	৭৮	৮৫৬
ভেবে দেখা (সৃষ্টির ব্যাপারে ভেবে দেখা যে তারা আল্লাহকে সিজদা করে)	১৬-নাহ্ল	৪৮	৭০৬
মানুষ সৃষ্টি (মাটি ও বীর্য থেকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
মানুষ সৃষ্টি (মাটি হতে)	৩০-রূম	২০	৮২৩
মানুষ সৃষ্টির কথা বললেন প্রতিপালক (ফেরেশতাদেরকে)	১৫-হিজর	২৮	৬৯৯
মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় কাজ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি	৪০-মু'মিন	৫৭	৮৮৩
মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন আল্লাহ এমন আকৃতিতে যা সে জানে না	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬১	৯৪৬
মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে কী থেকে, তা সে লক্ষ্য করুক	৮৬-তারিক	৫	১০১৭
মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (বীর্য থেকে...)	৮০-আবাসা	১৯	১০০৬
মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পানি (বীর্য থেকে)	২৫-ফুরকান	৫৪	৭৮৬
মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থিরচিত্তরূপে	৭০-মা'আরিজ	১৯	৯৮২
মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৫০-ক্বাফ	১৬	৯২৩
মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ যখন সে কিছুই ছিল না	১৯-মারইয়াম	৬৭	৭৩৮
মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৬৭-মুল্ক	২৩	৯৭৩
মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গ (মাটি, বীর্য, আলাকা, মুদগা -এভাবে ক্রমান্বয়ে)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
মানুষ সৃষ্টি (পোড়া মাটির মতো শুকনো মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি)	৫৫-রাহ্মান	১৪	৯৩৯
মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আঠালো মাটি থেকে	৩৭-সাফ্ফাত	১১	৮৫৭
মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ কাদামাটির নির্যাস থেকে	২৩-মু'মিনূন	১২	৭৬৬
মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (ফিতরাতের উপরে)	৩০-রূম	৩০	৮২৪
মানুষ সৃষ্টি করেন আল্লাহ, একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে...	৪৯-হুজুরাত	১৩	৯২১
মানুষের (সকল মানুষের সৃষ্টি এক ব্যক্তির সৃষ্টির মতই)	৩১-লুকমান	২৮	৮২৯
মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন (তার ইবাদতের নির্দেশ)	২-বাকারা	২১	৫০৩
মানুষকে আল্লাহ সুগঠিত করে সৃষ্টি করেছেন	৮২-ইনফিতার	৭	১০১০
মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন...	৭৬-দাহ্র	২৮	৯৯৬
মানুষকে এক ব্যক্তি/আদম আ. থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
মানুষকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মানুষকে ত্বরা প্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে	২১-আম্বিয়া	৩৭	৭৫২
মানুষকে (অসীম দয়াময় আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন)	৫৫-রাহ্মান	৩	৯৩৯
মানুষ (আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি কছেন কাদা মাটি থেকে)	৩৮-সোয়াদ	৭১	৮৭০
মানুষ (কাদা মাটির শুকনো খণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি)	১৫-হিজর	২৬	৬৯৯
মানুষ বীর্য সৃষ্টি করে না (আল্লাহ সৃষ্টি করেন)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৯	৯৪৬
মানুষ (মানুষকে আল্লাহ আলাক থেকে সৃষ্টি করেছেন)	৯৬-আলাক	২	১০২৮
মানুষকে সংমিশ্রিত বীর্যবিন্দু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে	৭৬-দাহ্র	২	৯৯৫
মানুষকে সৃষ্টির পর সে মুমিন বা কাফির হয়	৬৪-তাগাবুন	২	৯৬৬
মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি থেকে	৮৬-তারিক	৬	১০১৭
মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে	৪০-মু'মিন	৬৭	৮৮৪
মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৩০-রূম	৪০	৮২৫
মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (পরিশ্রমের মধ্যে)	৯০-বালাদ	৪	১০২৩
মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	১১	৬১৩
মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ দুর্বল অবস্থায়	৩০-রূম	৫৪	৮২৬
মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি (ছামূদ জাতির প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬১	৬৭১
মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টির পর সে সুস্পষ্ট বিতণ্ডাকারী হয়	১৬-নাহ্ল	৪	৭০৩
মাতৃগর্ভে তিন ধরনের অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি	৩৯-যুমার	৬	৮৭১
মাছি সৃষ্টি করতেও পারে না (অন্য উপাস্যরা)	২২-হাজ্জ	৭৩	৭৬৫
মাটি থেকে আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	১৭-ইসরা	৬১	৭১৯
মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৫৩-নাজম	৩২	৯৩৩
মানব সৃষ্টির সূচনা কাদামাটি থেকে	৩২-সাজ্দা	৭	৮৩০
মানুষের সৃষ্টিতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে	৪৫-জাছিয়া	৪	৯০৫
মাটি অতঃপর বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন আল্লাহ ..	১৮-কাহ্ফ	৩৭	৭২৭
মানুষকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন (মুশরিকদের স্বীকৃতি)	৪৩-যুখরুফ	৮৭	৯০১
মানুষকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ?	৮০-আবাসা	১৮	১০০৬
মানুষকে সৃষ্টি (এক ব্যক্তি থেকে)	৪-নিসা	১	৫৫৬
মানুষকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তার মৃত্যু ঘটাবেন	১৬-নাহ্ল	৭০	৭০৮
মানুষকে সুন্দরতম গঠনে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৯৫-তীন	৪	১০২৭
মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি (মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য)	৬৭-মুল্ক	২	৯৭২
মেঘ সৃষ্টি করেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	১২	৬৮৯
যথার্থ কারণেই সূর্য ও চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
যমীন থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে(পুনরুত্থান প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৫৫	৭৪৪
যাকারিয়াকে সৃষ্টি করেছেন প্রতিপালক (যখন সে কিছুই ছিল না)	১৯-মারইয়াম	৯	৭৩৪
যানবাহন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ,আরোহণের জন্য ...	৩৬-ইয়াসীন	৪২	৮৫৪
রঙ বেরঙের সৃষ্টিতে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য নিদর্শন আছে	১৬-নাহ্ল	১৩	৭০৪
রাত সৃষ্টি (আল্লাহ দিন-রাত ও চাঁদ-সূর্য সৃষ্টি করেছেন)	২১-আম্বিয়া	৩৩	৭৫২
শরীকরা কিছুই সৃষ্টি করেনা	৭-আ'রাফ	১৯১	৬৩০
শরীকরা কিছু সৃষ্টি করেছে কি, আল্লাহর সৃষ্টির মত?	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
শস্য ও গবাদি পশু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৬-আন্'আম	১৩৬	৬০৯
শিক্ষা (যিনি সৃষ্টি করেন ও যে করেনা তাদের উপমা থেকে শিক্ষা গ্রহণ)	১৬-নাহ্ল	১৭	৭০৪
সঠিকরূপে (আল্লাহ সৃষ্টিকে সঠিকরূপে সৃষ্টি করেছেন)	৩২-সাজ্দা	৭	৮৩০
সত্যসহ সঠিক লক্ষ্যে আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
সত্যসহ (আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন)	২৯-আনকাবূত	৪৪	৮১৯
সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে মানুষকে সৃষ্টি/স্থলাভিষিক্ত করা	৬-আন্'আম	১৩৩	৬০৯
সাত স্তর (আকাশ) সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	২৩-মু'মিনূন	১৭	৭৬৬
সুবিন্যস্ত (সৃষ্টি করার পর তা সুবিন্যস্ত করেছেন আল্লাহ)	৮৭-আ'লা	২	১০১৮
সূচনা (সৃষ্টির সূচনা আল্লাহ কিভাবে করেছেন তা লক্ষ্য করা)	২৯-আনকাবূত	২০	৮১৭
সূচনা (প্রথম সৃষ্টির সূচনার মত ফিরিয়ে আনা,আকাশকে গুটানো প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	১০৪	৭৫৭
সূচনা (সৃষ্টির সূচনা করেন আল্লাহ)	৩০-রূম	১১	৮২২
সূচনা (সৃষ্টির সূচনা করেন আল্লাহ)	৩০-রূম	২৭	৮২৪
সূচনা করা(আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন তা ভেবে দেখা)	২৯-আনকাবূত	১৯	৮১৭
সূচনা (আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন)	১০-ইউনুস	৩৪	৬৫৭
সূচনা (আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন)	১০-ইউনুস	৪	৬৫৪
সূচনা (আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন)	২৭-নাম্ল	৬৪	৮০৫
সূর্য সৃষ্টি (আল্লাহ দিন-রাত ও চাঁদ-সূর্য সৃষ্টি করেছেন)	২১-আম্বিয়া	৩৩	৭৫২
স্ত্রীদেরকে পুরুষের জন্য সৃষ্টি (লূত সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৬৬	৭৯৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সৃষ্টি (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
স্রষ্টা ব্যতীতই কি সৃষ্টি হয়েছে ?(মানুষ)	৫২-তূর	৩৫	৯৩১
স্বতন্ত্র সৃষ্টিরূপে গড়ে তোলা (বীর্যকে, মাতৃগর্ভে)	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
হাত (আল্লাহ নিজ হাতে গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছেন)	৩৬-ইয়াসীন	৭১	৮৫৬
হূদকে সৃষ্টি করেছেন যিনি (প্রতিদান তাঁর কাছেই)	১১-হূদ	৫১	৬৭০
হূরদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ (বিশেষভাবে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩৫	৯৪৪
হৃদ্যতা (আল্লাহ শত্রুদের মাঝে হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিবেন...)	৬০-মুমতাহিনা	৭	৯৫৯
সৃষ্টিকর্তা (আরো দেখুন স্রষ্টা শব্দটি)			
আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ	৪২-শূরা	১১	৮৯২
আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা	৩৫-ফাতির	১	৮৪৬
আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাই ইউসুফের অভিভাবক	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা	৫৯-হাশর	২৪	৯৫৭
আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা (আকাশ ও পৃথিবীর)	৪২-শূরা	১১	৮৯২
সৃষ্টিগত			
ফিরিয়ে নেন সৃষ্টিগত দিক দিয়ে পূর্বাবস্থায় (দীর্ঘায়ু প্রাপ্তকে)	৩৬-ইয়াসীন	৬৮	৮৫৬
সেখানে			
আল্লাহ (পূর্ব-পশ্চিম যে দিকেই মুখ ফিরানো হয় সেখানে)	২-বাক্বারা	১১৫	৫১৩
সেচ			
যে গাভী দ্বারা ক্ষেতে সেচ দেয়া হয়নি...	২-বাক্বারা	৭১	৫০৮
সেদিন			
আল্লাহ সেদিন যাকে রক্ষা করবেন তাকে দয়াই করবেন	৪০-মু'মিন	৯	৮৭৮
কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর (কিয়ামতের দিন)	৮২-ইনফিতার	১৯	১০১০
কিয়ামতের দিন প্রতিপালকের দর্শন হতে বঞ্চিত হবে পাপিষ্ঠরা	৮৩-মুতাফফিফীন	১৫	১০১১
বিচারদিনকে মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য দুর্ভোগ	৮৩-মুতাফফিফীন	১০	১০১১
সেবা			
মানুষের সেবায় নিয়োজিত করা (মর্যাদার পার্থক্যের মাধ্যমে)	৪৩-যুখরুফ	৩২	৮৯৮
সৈন্য বাহিনী			
ফিরআউনের সৈন্যবাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করে (বনী ইসরাইলের)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনীকে পাকড়াও করলেন আল্লাহ	৫১-যারিয়াত	৪০	৯২৭
বাড়াবাড়ি (ফিরআউনের সৈন্যবাহিনীর বাড়াবাড়ি ও বনী ইসরাইল প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
সীমালঙ্ঘন (ফিরআউনের সৈন্যবাহিনীর সীমালঙ্ঘন ও বনী ইসরাইল)	১০-ইউনুস	৯০	৬৬২
সোজা			
কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায় বীজ (রাসূল স. এর সাথীদের দৃষ্টান্ত)	৪৮-ফাতহ	২৯	৯১৯
চেহারা সোজা করার নির্দেশ (সঠিক দ্বীনের জন্য)	৩০-রূম	৪৩	৮২৫
চেহারাকে সোজা করার নির্দেশ (কিবলার দিকে)	৭-আ'রাফ	২৯	৬১৫
চেহারাকে স্থাপন করার নির্দেশ (দীনের জন্য)	৩০-রূম	৩০	৮২৪
দ্বীনের জন্য রাসূল স. এর চেহারাকে সোজা করার নির্দেশ	১০-ইউনুস	১০৫	৬৬৪
পথ চলা (সোজা হয়ে চলে যে সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত না কি যে...)	৬৭-মুলক	২২	৯৭৩
মুমিনদের প্রতি সোজা পথ অবলম্বন করার আহ্বান	৪১-ফুস্সিলাত	৬	৮৮৬
সোনা			
গ্লাস (জান্নাতে সোনার গ্লাসে পরিবেশন করা হবে)	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
থালা (জান্নাতে সোনার থালায় পরিবেশন করা হবে)	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
সোয়াদ			
হুরফে মুকাত্তায়াত (বিচ্ছিন্ন বর্ণ)	৩৮-সোয়াদ	১	৮৬৬
সৌধ			
নির্মাণের অভিমত (আসহাবে কাহফের আশ্রয়স্থলে)	১৮-কাহ্ফ	২১	৭২৬
সৌন্দর্য			
আল্লাহর সৌন্দর্য (যা বান্দাদের জন্য তা) কে হারাম করেছে কে?	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
গবাদি পশুর মধ্যে সৌন্দর্য রয়েছে (সকাল-সন্ধ্যায় আনা নেয়া প্রসঙ্গ)	১৬-নাহল	৬	৭০৩
গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য সজোরে পা ফেলা নিষেধ	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
গ্রহণ (বনী আদম আ. কে সৌন্দর্যগ্রহণের নির্দেশ, প্রত্যেক সালাতে)	৭-আ'রাফ	৩১	৬১৫
দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনায় সতর্ক থাকার নির্দেশ)	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
দুনিয়ার জীবনের (ধন সম্পদ ও সন্তান)	১৮-কাহ্ফ	৪৬	৭২৮
দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য/সম্পদ ফিরআউনকে দেয়া হয়েছে	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ দেয়া ভোগ্যসামগ্রী পরীক্ষাস্বরূপ	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ধন সম্পদ ও সন্তান (দুনিয়ার জীবনের...)	১৮-কাহ্ফ	৪৬	৭২৮
নক্ষত্রের সৌন্দর্য দ্বারা আকাশকে সুসজ্জিত করেছেন আল্লাহ	৩৭-সাফফাত	৬	৮৫৭
নারীর সৌন্দর্য মুগ্ধ করলেও যাদের বিয়ে করা নবীর জন্য হালাল নয়	৩৩-আহযাব	৫২	৮৩৮
পৃথিবীর সবকিছু সৌন্দর্যস্বরূপ (মানুষকে পরীক্ষার জন্য)	১৮-কাহ্ফ	৭	৭২৪
পোশাক (সৌন্দর্যের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছেন...)	৭-আ'রাফ	২৬	৬১৫
প্রকাশ (সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না মু'মিন নারীরা...)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
প্রকাশ (সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না মু'মিন নারীরা)	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
প্রদর্শনকারী (সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী না হয়ে অতিরিক্ত)	২৪-নূর	৬০	৭৮০
ফিরআউনকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য/সম্পদ দান...	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
সৌহার্দ্য			
জীবন-যাপন (স্ত্রীদের সাথে সৌহার্দ্যের সাথে জীবন যাপন)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
বসবাস সৌহার্দের সাথে (দুনিয়াতে , মুশরিক পিতামাতার সাথে)	৩১-লুকমান	১৫	৮২৮
সৌহার্দ্যপূর্ণ			
মীরাস বন্টনকালে আত্মীয়/ইয়াতিমের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা	৪-নিসা	৮	৫৫৭
কথা (কষ্টদায়ক দানের চেয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা/ক্ষমা উত্তম)	২-বাক্বারা	২৬৩	৫৩১
স্নিগ্ধ			
ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাতের স্নিগ্ধ ছায়া	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
চাঁদ (আল্লাহ চাঁদকে স্নিগ্ধ আলো বানিয়েছেন)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
স্তন্যদাত্রী			
ভুলে যাওয়া(স্তন্যদাত্রী কিয়ামতে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
শিশু (স্তন্যদাত্রী কিয়ামতে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে)	২২-হাজ্জ	২	৭৫৮
স্তব্ধ			
শব্দ স্তব্ধ হওয়া (হাশরে দয়ালু আল্লাহর সামনে শব্দ স্তব্ধ হবে)	২০-ত্বা-হা	১০৮	৭৪৮
স্তম্ভ			
অধিকারী (উচ্চ স্তম্ভের অধিকারী ছিল, ইরাম গোত্র)	৮৯-ফাজ্‌র	৭	১০২১
আকাশ সৃষ্টি (স্তম্ভ ছাড়াই আল্লাহ আকাশ সৃষ্টি করেছেন)	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
সুদীর্ঘ স্তম্ভে হুতামা পরিবেষ্টন করবে (নিন্দুক/সম্পদ জমাকারীকে)	১০৪-হুমাযা	৯	১০৩৩
স্তর			
আকাশকে আল্লাহ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন (সাত আকাশ)	৭১-নূহ্	১৫	৯৮৪
এক স্তর হতে অন্য স্তরে আরোহণ করবে মানুষ	৮৪-ইনশিকাক্ব	১৯	১০১৪
জাহান্নামের (মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে)	৪-নিসা	১৪৫	৫৭৫
মানুষ এক স্তর হতে অন্য স্তরে আরোহণ করবে	৮৪-ইনশিকাক্ব	১৯	১০১৪
সর্বনিম্ন স্তর (মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে)	৪-নিসা	১৪৫	৫৭৫
সাত আকাশ (স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৬৭-মুলক	৩	৯৭২
সৃষ্টি (সাত স্তর বা আকাশ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	২৩-মু'মিনূন	১৭	৭৬৬
স্তিমিত হওয়া			
জাহান্নাম যখনই স্তিমিত হবে (আল্লাহ জ্বলন্ত আগুন বৃদ্ধি করবেন)	১৭-ইসরা	৯৭	৭২২
স্তূপ/স্তূপীকৃত			
মন্দদেরকে (কাফিরদেরকে) স্তূপীকৃত করবেন আল্লাহ	৮-আনফাল	৩৭	৬৩৫
স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ শোভনীয় করা হয়েছে মানুষের জন্য	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
স্বর্ণ-রৌপ্য (স্তূপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য শোভনীয় করা হয়েছে মানুষের জন্য)	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
স্ত্রী			
অকুমারী স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে অকুমারী স্ত্রী দান করতে পারেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৯০
অধিকার (স্ত্রীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে...)	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
অনুগত স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে অনুগত স্ত্রী দান করতে পারেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৯০
আদম আ. ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাতে বসবাস করতে বললেন আল্লাহ	৭-আ'রাফ	১৯	৬১৪
আদম আ. এর স্ত্রী ও আদম আ. কে জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ	২-বাক্বারা	৩৫	৫০৫
আদম আ. এর স্ত্রীর শত্রু ইবলিস (আল্লাহর ঘোষণা)	২০-ত্বা-হা	১১৭	৭৪৮
আবু লাহাবের স্ত্রী আগুনে প্রবেশ করবে...	১১১-লাহাব	৪	১০৩৫
আযীযের স্ত্রী বলল- এখন সত্য প্রকাশ পেয়েছে, আমিই তাকে...	১২-ইউসুফ	৫১	৬৮১
আযীযের স্ত্রীর সাথে কুকর্ম করতে চাওয়ার প্রতিফল...	১২-ইউসুফ	২৫	৬৭৭
আযীযের স্ত্রী দাসকে দৈহিক মিলনে প্ররোচনা দেয় (নারীরা বলল)	১২-ইউসুফ	৩০	৬৭৭
আযীয তার স্ত্রীকে ইউসুফের জন্য আবাসের ব্যবস্থা করতে বলল...	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
আশঙ্কা (স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে অবজ্ঞা/উপেক্ষার আশঙ্কা)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
ইদ্দত (রক্তস্রাবের সম্ভাবনাহীন/যাদের রক্তস্রাব হয়নি/গর্ভবতী স্ত্রী)	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্ত্রী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ইবরাহীম আ. এর স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল (সন্তানের সুসংবাদ প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৭১	৬৭২
ইবরাহীম আ. এর স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে আসল	৫১-যারিয়াত	২৯	৯২৬
ইবরাহীম আ. স্ত্রীর নিকট গেলেন	৫১-যারিয়াত	২৬	৯২৬
ইবাদতকারিনী স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে ইবাদতকারিনী স্ত্রী দান করবেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৭০
ইমরানের স্ত্রীর মানত (প্রতিপালকের জন্য)	৩-আলে ইমরান	৩৫	৫৩৯
'ইলা' (স্ত্রীদের সাথে 'ইলা' করলে চার মাস প্রতীক্ষা...)	২-বাক্বারা	২২৬	৫২৫
উত্তম স্ত্রী দিতে পারেন আল্লাহ নবীকে (বর্তমান স্ত্রীদের স্থলে)	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৭০
উত্তম স্ত্রী দিবেন আল্লাহ নবীকে বর্তমান স্ত্রীদের স্থলে, যদি...	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৭০
কর্মশীল কোন নারীর কাজ বিনষ্ট করেন না আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
কুমারী স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে কুমারী স্ত্রী দান করতে পারেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৭০
গ্রহণ (প্রতিপালক স্ত্রী/সন্তান গ্রহণ করেননি, জিন প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	৩	৯৮৬
চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী ও সন্তান চেয়ে প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা	২৫-ফুরকান	৭৪	৭৮৭
জান্নাতীদের স্ত্রীরা সুশীতল ছায়ার নিচে থাকবে (কিয়ামতে)	৩৬-ইয়াসীন	৫৬	৮৫৫
জান্নাতে প্রবেশ (আয়াতে বিশ্বাসী মুসলিমের স্ত্রীসহ প্রবেশ)	৪৩-যুখরুফ	৭০	৯০০
তালাক (স্ত্রীকে তালাক দেয়া, মোহর নির্ধারণের পূর্বে)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
তালাক (স্ত্রীকে তালাক দেয়াতে অপরাধ নেই (স্পর্শ করা...)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
তালাক (স্ত্রীকে তালাক দেয়া, তৃতীয় বার)	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
তালাক (স্ত্রীদেরকে তালাক দিলে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছার পর...)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
তালাক স্ত্রীদেরকে তালাক দিলে যখন তারা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে...	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
তালাক (স্ত্রীদের তালাক দেয়ার সময় ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখা)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে বিয়ে করতে বাধা না দেয়া	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
দাসী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্যত্র লজ্জাস্থানের হেফাজত করে যারা...	৭০-মা'আরিজ	৩০	৯৮২
নবীর স্ত্রীগণের দ্বিগুণ শাস্তি (অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে)	৩৩-আহযাব	৩০	৮৩৫
নবীর স্ত্রীদেরকে কোমল কণ্ঠে কথা না বলার নির্দেশ (পর পুরুষকে)	৩৩-আহযাব	৩২	৮৩৬
নবীর স্ত্রীর সাথে গোপনে কথা বলা প্রসঙ্গ (নবী কর্তৃক)	৬৬-তাহ্‌রীম	৩	৯৭০
নবীর স্ত্রীদেরকে চাদর ঝুলিয়ে পর্দা করার নির্দেশ	৩৩-আহযাব	৫৯	৮৩৯
নবীর স্ত্রীদের তালাক দেয়ার সময় ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখা	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
নবীর স্ত্রীদের বিবাহ করা মুমিনদের জন্য ঘোরতর অপরাধ	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
নবীর স্ত্রীরা দুনিয়ার চাকচিক্য চাইলে সুন্দরভাবে মুক্তি/তালাক দেয়া	৩৩-আহযাব	২৮	৮৩৫
নবীর যে সব স্ত্রীকে মোহর/পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
নবীর স্ত্রীগণ মুমিনদের মা	৩৩-আহযাব	৬	৮৩৩
নূহ আ. এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত (আল্লাহ কাফিরদের জন্য দেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	১০	৯৭১
পরিত্যাগ (স্ত্রীদেরকে পরিত্যাগ করে পুরুষের সাথে লূত সম্প্রদায়ের যৌনকর্ম)	২৬-শু'আরা	১৬৬	৭৯৬
পলায়ন, স্ত্রী থেকে স্বামীর (কিয়ামতের দিন)	৮০-আবাসা	৩৬	১০০৭
পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা মুমিনদের জন্য বৈধ হওয়া প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
পৃথক (স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ, মাসিক চলাকালে)	২-বাক্বারা	২২২	৫২৫
প্রতিপালক স্ত্রী/সন্তান গ্রহণ করেননি (জিনদের প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	৩	৯৮৬
প্রতীক্ষা (স্ত্রী প্রতীক্ষা করবে চার মাস দশ দিন, স্বামীর মৃত্যু হলে)	২-বাক্বারা	২৩৪	৫২৭
প্রিয় (স্ত্রী প্রিয় হলে- আল্লাহ, রাসূল স. ও জিহাদ অপেক্ষা...)	৯-তাওবা	২৪	৬৪২
ফির'আউন ও তার স্ত্রীর চক্ষুশীতলকারী (শিশু মূসা)	২৮-কাসাস	৯	৮০৮
ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দেন আল্লাহ (ঈমানদারদের জন্য)	৬৬-তাহ্‌রীম	১১	৯৭১
বিচ্ছেদ (জাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানো)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
বিনিময় (স্ত্রীর বিনিময়ে মুক্তি কামনা করবে অপরাধীরা)	৭০-মা'আরিজ	১২	৯৮১
ব্যভিচারের অভিযোগ (স্ত্রীকে ব্যভিচারের অভিযোগ দেয়া...)	২৪-নূর	৬	৭৭৪
ভোগ্যসামগ্রী (স্ত্রীদেরকে ভোগ্যসামগ্রী দেয়া, তালাকের পর)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
ভোগ্যসামগ্রী দেয়ার ওসিয়ত (স্ত্রীদেরকে)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
ভ্রমণকারিণী (আল্লাহ পথে ভ্রমণকারিণী স্ত্রী নবীকে দান...)	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৭০
মা (স্ত্রীর মা/শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
মুমিনগণ স্ত্রীদের সাথে যৌনাচারের জন্য তিরস্কারযোগ্য নয়	২৩-মু'মিনূন	৬	৭৬৬
মুমিনদের স্ত্রী কাফিরদের নিকট চলে গেলে মোহরের অর্থ...)	৬০-মুমতাহিনা	১১	৯৫৯
মুমিনদের স্ত্রীদের বিষয়ে অবশ্যই পালনীয় বিষয় প্রসঙ্গ	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
মুমিনদের স্ত্রীদের মধ্যে কারো কারো স্ত্রী তাদের শত্রু	৬৪-তাগাবুন	১৪	৯৬৭
মুমিনা স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে মুমিনা স্ত্রী দান করতে পারেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৭০

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মুশরিকদের স্ত্রীদের জন্য গবাদি পশুর পেটের বাচ্চা নিষিদ্ধ !	৬-আন্'আম	১৩৯	৬০৯
মুসলিমের স্ত্রীসহ জান্নাতে প্রবেশ (আয়াতে বিশ্বাসী মুসলিমের)	৪৩-যুখরুফ	৭০	৯০০
মুসলিমা স্ত্রী (আল্লাহ নবীকে মুসলিমা স্ত্রী দান করতে পারেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	৫	৯৭০
মোহরানা প্রদান (স্ত্রীকে খুশি মনে মোহরানা প্রদানের নির্দেশ)	৪-নিসা	৪	৫৫৬
মোহর (স্ত্রীদেরকে দেয়া মোহর নিয়ে নেয়া হালাল নয়)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
যাকারিয়ার স্ত্রী বন্ধ্যা (পুত্র হবে কিভাবে...)	৩-আলে ইমরান	৪০	৫৪০
যাকারিয়ার স্ত্রী বন্ধ্যা (কি করে সন্তান হবে?)	১৯-মারইয়াম	৮	৭৩৪
যাকারিয়ার স্ত্রী বন্ধ্যা	১৯-মারইয়াম	৫	৭৩৪
যাকারিয়ার স্ত্রীকে আল্লাহ সন্তান ধারনের জন্য সংশোধন করেন	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
যায়েদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে নবীর পরামর্শ	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
যিহার (যিহারকৃতা স্ত্রীকে আল্লাহ মাতা বানাননি)	৩৩-আহযাব	৪	৮৩৩
যিহার (স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর তা থেকে ফিরে আসা...)	৫৮-মুজাদালা	৩	৯৫২
যিহার (স্ত্রীদের সাথে যিহার করলেই স্ত্রীরা মা হয়ে যায় না)	৫৮-মুজাদালা	২	৯৫২
যৌনসম্ভোগ (স্ত্রীদের সাথে যৌনসম্ভোগ হালাল, রোজার রাতে)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
রাসূলে জন্য বর্ণিত নারীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী হালাল নয়	৩৩-আহযাব	৫২	৮৩৮
রাখা (স্ত্রীদেরকে উত্তমভাবে রাখা, তালাক প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	২	৯৬৮
রাসূলদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছেন আল্লাহ	১৩-রা'দ	৩৮	৬৯২
রেখে যাওয়া (স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করলে ওসিয়ত...)	২-বাক্বারা	২৪০	৫২৮
লূত আ. এর স্ত্রী (পিছনে থেকে যাবে)	১৫-হিজর	৬০	৭০১
লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত (আল্লাহ কাফিরদের জন্য দেন)	৬৬-তাহ্‌রীম	১০	৯৭১
লূতের স্ত্রী পিছনে থেকে যাওয়াদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৩২	৮১৮
লূতের স্ত্রীকে ফেরেশতা কর্তৃক উদ্ধার না করা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	৩৩	৮১৮
লূতের স্ত্রী ছাড়া পরিবারের সবাইকে আল্লাহ শাস্তি থেকে উদ্ধার করেন	২৭-নামল	৫৭	৮০৪
লূতের স্ত্রী পিছনে অবস্থানকারী ছিল (উদ্ধার করা হল না)	৭-আ'রাফ	৮৩	৬২০
শস্যক্ষেত্র (স্ত্রীগণ শস্যক্ষেত্র স্বরূপ)	২-বাক্বারা	২২৩	৫২৫
সংশোধন (যাকারিয়ার স্ত্রীকে আল্লাহ সন্তান ধারনের জন্য সংশোধন করেন)	২১-আম্বিয়া	৯০	৭৫৬
সন্তুষ্টি (স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনায় রাসূল স. হালালকে হারাম করা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্‌রীম	১	৯৭০
সমতা (স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২৯	৫৭৩
সম্পদ (স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদে স্বামীর অংশ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১২	৫৫৮
সহবাস/স্পর্শ (স্ত্রী সহবাসের পর তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
স্থলাভিষিক্ত (এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী স্থলাভিষিক্ত করা)	৪-নিসা	২০	৫৫৯
স্পর্শ (স্ত্রীকে স্পর্শ করা বা মেহার নির্ধারণের পূর্বে তালাক)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
স্পর্শ (স্ত্রী সহবাস করে তায়াম্মুম- পনি না পেলে)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
হারিয়ে যাওয়া (কারো স্ত্রী হারিয়ে গিয়ে কাফিরদের নিকট চলে গেলে...)	৬০-মুমতাহিনা	১১	৯৫৯
স্ত্রীর মা (শাশুড়ি)			
অনুগত ও সচ্চরিত্রা (সৎকর্মশীল স্ত্রীগণ)	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
বিয়ে (স্ত্রীর মা/শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করা হারাম)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
মূসা/হারুনের বিষয়টি স্থগিত রেখে জাদুকর সংগ্রহ করার উদ্যোগ	৭-আ'রাফ	১১১	৬২২
স্থগিত			
তিন জনের বিষয় স্থগিত (আল্লাহর নির্দেশের জন্য, তাবুকযুদ্ধ...)	৯-তাওবা	১০৬	৬৫১
ফয়সালার দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে যেসব...	৭৭-মুর্‌সালাত	১২	৯৯৭
মূসা/হারুনের বিষয় স্থগিত রেখে জাদুকর সংগ্রহের জন্য লোক পাঠানো	২৬-শু'আরা	৩৬	৭৯০
স্থল/স্থলভাগ			
অন্ধকার (স্থলের অন্ধকারে তারকার মাধ্যমে পথ পাওয়া)	৬-আন্'আম	৯৭	৬০৫
অন্ধকার (স্থলের অন্ধকার থেকে আল্লাহ উদ্ধার করেন)	৬-আন্'আম	৬৩	৬০১
অন্ধকার (স্থলের অন্ধকারে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন)	২৭-নামল	৬৩	৮০৫
আয়াতের (এক আয়াতের স্থলে/স্থানে অন্য আয়াত প্রতিস্থাপন...)	১৬-নাহ্‌ল	১০১	৭১১
উদ্ধার (সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে স্থলে আনার পর শরিক প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৬৫	৮২১
উদ্ধার (সমুদ্র তরঙ্গ থেকে উদ্ধার করে স্থলে আনার পর কেউ মধ্যপন্থী হয়)	৩১-লুকমান	৩২	৮২৯
উদ্ধার করে স্থলে আনেন আল্লাহ (সমুদ্রে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে)	১৭-ইস্‌রা	৬৭	৭১৯
জানা (স্থলে ও সমুদ্রে যা আছে তা আল্লাহই জানেন)	৬-আন্'আম	৫৯	৬০১
ধ্বসিয়ে দেয়া (স্থলভাগ ধ্বসিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কি মুশরিকরা নিরাপদ?)	১৭-ইস্‌রা	৬৮	৭২০
পথ পাওয়া (স্থল/সমুদ্রের অন্ধকারে তারকার মাধ্যমে পথ পাওয়া)	৬-আন্'আম	৯৭	৬০৫
ফাসাদ (স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশিত হয়েছে)	৩০-রূম	৪১	৮২৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্থল/স্থলভাগ (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বহন (আদম-সন্তানকে স্থলে ও সমুদ্রে বহন করেছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্রা	৭০	৭২০
ভ্রমণ (আল্লাহই মানুষকে সমুদ্রে ও স্থলে ভ্রমণ করান)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
শিকার (ইহরাম অবস্থায় স্থলের শিকার হারাম)	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
স্থলাভিষিক্ত			
আদ সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত ছামুদ সম্প্রদায়...	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
আদ সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত (নূহ আ. সম্প্রদায়ের পরে)	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
আদ এর স্থলে অন্য সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করা...	১১-হূদ	৫৭	৬৭১
ঈমানদারদেরকে স্থলাভিষিক্ত করবেন আল্লাহ পৃথিবীতে	২৪-নূর	৫৫	৭৮০
এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী স্থলাভিষিক্ত করা	৪-নিসা	২০	৫৫৯
জাতি (অন্য সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করবেন আল্লাহ কার্পণ্য করলে)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৮	৯১৫
দুইজন স্থলাভিষিক্ত হবে মিথ্যা সাক্ষীদের	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রজন্মের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে (বর্তমান প্রজন্ম)	১০-ইউনুস	১৪	৬৫৫
নূহ আ. এর নৌযানের সঙ্গীদের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়	১০-ইউনুস	৭৩	৬৬১
পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত হয়েছে (বর্তমান প্রজন্ম, পূর্ববর্তীদের...)	১০-ইউনুস	১৪	৬৫৫
প্রতিপালক চাইলে কাউকে সরিয়ে অন্যকে স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন	৬-আন্'আম	১৩৩	৬০৯
বনী ইসরাঈলকে পৃথিবীতে ফিরআউনের স্থলাভিষিক্ত করা প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১২৯	৬২৪
মিথ্যা সাক্ষীদের স্থলাভিষিক্ত হবে দুইজন সাক্ষী (ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
মুমিনদের স্থলাভিষিক্ত করবেন আল্লাহ অন্য জাতিকে যদি...	৯-তাওবা	৩৯	৬৪৪
স্থান			
অকল্যাণের স্থানে আল্লাহ কল্যাণ প্রতিস্থাপন করেন	৭-আ'রাফ	৯৫	৬২১
আকর্ষণীয় (কত আকর্ষণীয় স্থান পিছনে রেখে গেল ফির'আউন ও...)	৪৪-দুখান	২৬	৯০৩
আকর্ষণীয় স্থান থেকে ফির'আউন গোষ্ঠীকে বের করে দেয়া	২৬-শু'আরা	৫৮	৭৯১
ইউসুফকে কোন স্থানে ফেলে আসার পরামর্শ	১২-ইউসুফ	৯	৬৭৭
ইউসুফের ভাইয়ের স্থলে তাদের একজনকে রেখে দিতে বলল ভাইয়েরা	১২-ইউসুফ	৭৮	৬৮৪
ইয়াছরিববাসীদের কোন স্থান না থাকা (খন্দকের মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৩	৮৩৪
উচ্চস্থানে উঠিয়েছেন আল্লাহ ইদরিসকে	১৯-মারইয়াম	৫৭	৭৩৮
কা'বা ঘরের স্থান নির্ধারণ করা (ইবরাহীম আ. এর জন্য)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
কুরবানীর পশুকে যথাস্থানে পৌঁছতে বাধা প্রদান (কাফিরদের)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
দূরবর্তী স্থানে চলে গেল মারইয়াম (সন্তান প্রসবের জন্য)	১৯-মারইয়াম	২২	৭৩৫
দূরবর্তী স্থান থেকে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য নিক্ষেপ	৩৪-সাবা	৫৩	৮৪৫
দূরবর্তী স্থান থেকে আগুন কিয়ামত অস্বীকারকারীদেরকে দখতে পাবে	২৫-ফুরকান	১২	৭৮৩
দূরবর্তী স্থান থেকে ঈমানের নাগাল পাবে কি করে...	৩৪-সাবা	৫২	৮৪৫
দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকার দৃষ্টান্ত (কাফিরদের)	৪১-ফুস্সিলাত	৪৪	৮৮৯
দূরবর্তী স্থানে উড়িয়ে নেয়া (শিরককারীর উপমা)	২২-হাজ্জ	৩১	৭৬১
নিকটবর্তীস্থান থেকে আহ্বান করবে আহ্বানকারী (কিয়ামতে)	৫০-ক্বাফ	৪১	৯২৪
নিকটবর্তী স্থান থেকে কাফিরদেরকে পাকড়াও করা হবে	৩৪-সাবা	৫১	৮৪৫
নিরাপদ স্থানে (তুচ্ছ পানি, নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত)	৭৭-মুরসালাত	২১	৯৯৮
নিরাপদ স্থানে থাকবে (মুত্তাকীরা)	৪৪-দুখান	৫১	৯০৪
নির্দিষ্ট (প্রত্যেক ফেরেশতার জন্য স্থান নির্দিষ্ট)	৩৭-সাফ্ফাত	১৬৪	৮৬৫
নিরাপদ স্থানে বীর্য স্থাপন (মাতৃগর্ভে মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গ)	২৩-মু'মিনূন	১৩	৭৬৬
নির্ধারণ (ইবরাহীম আ. এর জন্য ঘর/কা'বার স্থান নির্ধারণ করা)	২২-হাজ্জ	২৬	৭৬০
পরিবর্তন (কাফিরদেরকে নিজ স্থানেই পরিবর্তন করে দিতেন..)	৩৬-ইয়াসীন	৬৭	৮৫৫
পূর্ব দিকের এক স্থান পৃথক হয়ে গেল মারইয়াম	১৯-মারইয়াম	১৬	৭৩৫
প্রশংসিত স্থান (মাকামে মাহমুদে রাসূল স. কে অধিষ্ঠিত করা)	১৭-ইস্রা	৭৯	৭২০
বরকতময় স্থানে অবস্থিত তূর পর্বতের উপত্যকা	২৮-কাসাস	৩০	৮১০
বিচ্যুত (স্থান থেকে শব্দ বিচ্যুত করে বনী ইসরাইলরা...)	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
মুশরিকদেরকে নিজ নিজ স্থানে অবস্থানের নির্দেশ (হাশরে)	১০-ইউনুস	২৮	৬৫৭
মৃত্যুবরণের (কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে...)	৩১-লুকমান	৩৪	৮২৯
শব্দকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করা	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
শব্দের স্থান থেকে বিকৃত করে ইহুদীদের বলা...	৪-নিসা	৪৬	৫৬৩
শরীকদেরকে নিজ নিজ স্থানে অবস্থানের নির্দেশ (হাশরে)	১০-ইউনুস	২৮	৬৫৭
সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে (কিয়ামত অস্বীকারকারীকে)	২৫-ফুরকান	১৩	৭৮৩
সমতল স্থান নির্ধারণ (ফিরআউনের জাদুর জন্য)	২০-ত্বা-হা	৫৮	৭৪৪
সাহায্য (বহুস্থানে সাহায্য করেছেন আল্লাহ মুমিনদেরকে)	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
সুলাইমানের স্থান থেকে ওঠার পূর্বে সাবার রানীর সিংহাসন তুলে আনা	২৭-নামল	৩৯	৮০৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্থির থাকা (পাহাড় নিজ স্থানে স্থির থাকা, আল্লাহকে দেখা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫
স্থানচ্যুত			
আকাশ-পৃথিবীর স্থানচ্যুতি রোধে আল্লাহ সেগুলো ধরে রাখেন	৩৫-ফাতির	৪১	৮৫০
আকাশ-পৃথিবী স্থানচ্যুত হলে আল্লাহ ছাড়া তা কে ধরে রাখবে?	৩৫-ফাতির	৪১	৮৫০
স্থান দেয়া			
রাসূল স. এর কোন স্ত্রীকে নিকটে স্থান দেয়া রাসূল স. এর ইচ্ছাধীন	৩৩-আহযাব	৫১	৮৩৮
স্থান			
পৌঁছা (কুরবানীর পশু নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
হাবিয়া দোযখ (নেকীর পাল্লা হালকা হলে তার মা/স্থান হাবিয়া)	১০১-ক্বারি'আ	৯	১০৩১
স্থানান্তর			
দুঃখ-দুর্দশা স্থানান্তরের মালিক নয় তারা, যাদেরকে ইলাহ ধারণা...)	১৭-ইস্রা	৫৬	৭১৮
স্থানান্তর কামনা করবে না জান্নাতীরা (জান্নাত থেকে)	১৮-কাহ্ফ	১০৮	৭৩৩
স্থাপত্য প্রসঙ্গ (দেখুন পরিশিষ্ট-৪)			
স্থাপন			
অন্তরাল (দুই সমুদ্রের মাঝে আল্লাহ অন্তরাল স্থাপন করেছেন)	২৭-নামল	৬১	৮০৫
অপবিত্রতা স্থাপন (যারা অনুধাবন করে না তাদের উপর)	১০-ইউনুস	১০০	৬৬৩
অপবিত্রতা স্থাপন (যারা ঈমান আনেনা তাদের উপর)	৬-আন্'আম	১২৫	৬০৮
আলো স্থাপন করবেন আল্লাহ মু'মিনদের জন্য...	৫৭-হাদীদ	২৮	৯৫১
কানে (ঘুমের পর্দা/ চাদর স্থাপন আসহাবে কাহাফের কানে)	১৮-কাহ্ফ	১১	৭২৪
ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে যে পড়ার উপক্রম পাহাড়ের প্রান্তে	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
ন্যায়বিচারের মীযান/মানদন্ড স্থাপন করা হবে (কিয়ামতে)	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
পর্বতমালা স্থাপন করেছেন আল্লাহ (যমীনে)	৫০-ক্বাফ	৭	৯২২
পর্বতমালা স্থাপন করেছেন আল্লাহ পৃথিবীতে	১৫-হিজর	১৯	৬৯৯
পর্বতমালা স্থাপন (আল্লাহ পৃথিবীতে পর্বত স্থাপন করেছেন)	২৭-নামল	৬১	৮০৫
পর্বত (পৃথিবীতে পর্বত স্থাপন করা হয়েছে যেন তা আন্দোলিত না হয়)	১৬-নাহ্ল	১৫	৭০৪
পর্বত পৃথিবীতে (যাতে আন্দোলিত না হয় পৃথিবী)	৩১-লুকমান	১০	৮২৭
পর্বতমালা কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাতের উপদেশ	৮৮-গাশিয়াহ্	১৯	১০২০
পর্বতকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন আল্লাহ (পৃথিবীতে)	৭৯-নাযি'আত	৩২	১০০৪
পৃথিবীতে পর্বত স্থাপন করা হয়েছে যেন তা আন্দোলিত না হয়	১৬-নাহ্ল	১৫	৭০৪
প্রাচীর স্থাপন করেন আল্লাহ (কফিরদের সামনে ও পিছনে)	৩৬-ইয়াসীন	৯	৮৫১
ভিত্তি (ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে যে, তাকওয়ার উপর...)	৯-তাওবা	১০৯	৬৫১
মীযান স্থাপন (কিয়ামতে ন্যায়বিচারের মীযান/মানদন্ড স্থাপন করা হবে)	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
মীযান/পরিমাপ যন্ত্র (দয়াময় আল্লাহ মীযান/পরিমাপ যন্ত্র স্থাপন করেছেন)	৫৫-রাহ্মান	৭	৯৩৯
হৃদ্যতা ও দয়া স্থাপন করেছেন আল্লাহ (পুরুষ ও স্ত্রীদের মধ্যে)	৩০-রূম	২১	৮২৩
স্থাপনা			
নির্মাণ (আগুনের স্থাপনা নির্মাণ, ইবরাহীম আ. এর জন্য)	৩৭-সাফ্ফাত	৯৭	৮৬১
স্থাপিত			
প্রাচীর স্থাপিত হবে মুনাফিকদের মাঝে (কিয়ামতে)	৫৭-হাদীদ	১৩	৯৪৯
বাক্কায় স্থাপিত (মানব জাতির জন্য প্রথম ঘর)	৩-আলে ইমরান	৯৬	৫৪৫
স্থায়িত্ব			
মানুষকে আল্লাহ স্থায়িত্ব/অমরত্ব দেননি	২১-আম্বিয়া	৩৪	৭৫২
খারাপ গাছের (খারাপ বাণীর উপমা প্রসঙ্গ)	১৪-ইবরাহীম	২৬	৬৯৫
স্থায়ী			
আখিরাত স্থায়ী (দুনিয়ার জীবনের তুলনায়)	৮৭-আ'লা	১৭	১০১৮
আগুনে স্থায়ী হবে (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী ও কাফির)	২-বাক্বারা	৩৯	৫০৫
আগুনে স্থায়ী হবে কাফিররা	৩-আলে ইমরান	১১৬	৫৪৭
আগুনে স্থায়ী হবে কাফিররা	২-বাক্বারা	২৫৭	৫৩০
আগুনে স্থায়ী হবে তারা, যারা আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত...	৭-আ'রাফ	৩৬	৬১৬
আগুনে স্থায়ী হবে তারা যাদের কর্ম বিফল হবে...	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
আগুনে চিরস্থায়ী হবে (আল্লাহ ও রাসূল স. কে অমান্যকারী জাহান্নামে)	৭২-জিন্	২৩	৯৮৭
আগুনে স্থায়ী হবে (সীমালঙ্ঘনকারী/ আল্লাহ-রাসূল স. এর অমান্যকারী)	৪-নিসা	১৪	৫৫৮
আগুনে স্থায়ী হবে যারা কুফরির সাক্ষ্য দেয় নিজেদের বিরুদ্ধে	৯-তাওবা	১৭	৬৪১
আগুনে স্থায়ী হবে (যারা সুদের পুনরাবৃত্তি করে)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
আগুনে স্থায়ী হবে দুর্ভাগারা	১১-হূদ	১০৭	৬৭৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সুরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্থায়ী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আগুনে স্থায়ী হবে (পাপী ও অপরাধে পরিবেষ্টিত ব্যক্তি)	২-বাক্বারা	৮১	৫০৯
আগুনে স্থায়ী হবে (প্রতিপালককে অবিশ্বাসকারীরা)	১৩-রা'দ	৫	৬৮৮
আগুনে স্থায়ী হবে (বনু নাযীর ও মুনাফিকরা)	৫৯-হাশর	১৭	৯৫৭
আগুনে স্থায়ী হবে (মন্দকর্মশীলরা)	১০-ইউনুস	২৭	৬৫৭
আগুনে স্থায়ী হবে মুনাফিকরা	৫৮-মুজাদালা	১৭	৯৫৪
আবাস (আখিরাত স্থায়ী আবাস)	৪০-মু'মিন	৩৯	৮৮১
আবাস (আল্লাহর শত্রুদের স্থায়ী আবাস আগুন)	৪১-ফুস্সিলাত	২৮	৮৮৮
আবাস (আল্লাহ জান্নাতীদের স্থায়ী আবাস দান করেছেন)	৩৫-ফাতির	৩৫	৮৪৯
আল্লাহ উত্তম ও অধিক স্থায়ী	২০-ত্বা-হা	৭৩	৭৪৫
আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী ও উত্তম	৪২-শূরা	৩৬	৮৯৪
আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই স্থায়ী	১৬-নাহ্ল	৯৬	৭১১
উত্তম ও স্থায়ী সব কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে	২৮-কাসাস	৬০	৮১৩
কাফিররা কি স্থায়ী/অমর হবে? (যখন রাসূলই অমর নন)	২১-আম্বিয়া	৩৪	৭৫২
কাফিররা স্থায়ী হবে (লা'নতের মাঝে জাহান্নামে)	২-বাক্বারা	১৬২	৫১৮
কিয়ামতে স্থায়ী হবে লাঞ্ছিত অবস্থায়, যারা...	২৫-ফুরকান	৬৯	৭৮৭
জন্নাতে (স্থায়ী জান্নাতে থাকবে ঈমানদারগণ)	১৯-মারইয়াম	৬১	৭৩৮
জান্নাতে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করতে বলা হবে মুত্তাকীদের	৩৯-যুমার	৭৩	৮৭৭
জান্নাতে স্থায়ী হবে (মুমিন ও সৎকর্মশীলগণ)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
জান্নাতে স্থায়ী হবে মুত্তাকীরা	২৫-ফুরকান	১৬	৭৮৩
জান্নাতে স্থায়ী হবে মুমিনগণ	৩-আলে ইমরান	১৩৬	৫৪৯
জান্নাতে স্থায়ী হবে (আল্লাহ-রাসূল স. এর আনুগত্যকারীগণ)	৪-নিসা	১৩	৫৫৮
জান্নাতে স্থায়ী হবে ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ	২-বাক্বারা	২৫	৫০৪
জান্নাতে স্থায়ী হবে (ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ)	২৯-আনকাবূত	৫৮	৮২১
জান্নাতে স্থায়ী হবে (ঈমানদার সৎকর্মশীলগণ)	২-বাক্বারা	৮২	৫০৯
জান্নাতে স্থায়ী হবে জান্নাতের অধিবাসীরা	৭-আ'রাফ	৪২	৬১৬
জান্নাতে স্থায়ী হবে (তাকওয়া অবলম্বনকারীরা)	৩-আলে ইমরান	১৫	৫৩৭
জান্নাতে স্থায়ী হবে তারা যারা প্রতিপালককে ভয় করে	৩-আলে ইমরান	১৯৮	৫৫৫
জান্নাতে স্থায়ী হবেন রাসূল স. ও ঈমানদারগণ	৯-তাওবা	৮৯	৬৪৯
জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে মু'মিন নর-নারীরা	৫৭-হাদীদ	১২	৯৪৯
জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে (আয়াতে বিশ্বাসী মুসলিমগণ)	৪৩-যুখরুফ	৭১	৯০০
জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে (মুমিন ও সৎকর্মশীল)	৪-নিসা	৫৭	৫৬৪
জাহান্নামের আগুনে স্থায়ী হবে (আহলেকিতাবের কাফির/মুশরিক)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৬	১০২৯
জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে (আল্লাহর প্রতি ঈমানদার সৎকর্মশীল)	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে (সৎকর্মশীল মুমিনগণ)	৬৫-তালাক	১১	৯৬৯
জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে (মুমিন নর-নারীগণ)	৪৮-ফাত্হ	৫	৯১৬
জান্নাত (পরিশুদ্ধদের জন্য স্থায়ী জান্নাত)	২০-ত্বা-হা	৭৬	৭৪৫
জান্নাতীগণ স্থায়ীভাবে ভোগ করবে (মন যা চায়...)	২১-আম্বিয়া	১০২	৭৫৭
জান্নাত (মুত্তাকীরা স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে...)	১৬-নাহ্ল	৩১	৭০৫
জান্নাত (সৎকর্মশীলদের জন্য)	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
জান্নাতে স্থায়ীভাবে মুমিন নর-নারীরা	৯-তাওবা	৭২	৬৪৭
জান্নাতে স্থায়ী হবে (মুহাজির ও আনসার প্রসঙ্গ	৯-তাওবা	১০০	৬৫০
জান্নাতে স্থায়ী হবে (মুমিন ও সৎকর্মশীলগণ)	৪-নিসা	১২২	৫৭২
জান্নাতে স্থায়ী হবে (মু'মিনগণ)	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
জান্নাতে স্থায়ী হবে (যারা ভালকাজ করে...)	১০-ইউনুস	২৬	৬৫৬
জান্নাতে স্থায়ী হবে যারা...	২৫-ফুরকান	৭৬	৭৮৭
জান্নাতে স্থায়ী হবে (সৎকর্মশীল মুমিনগণ)	১৪-ইবরাহীম	২৩	৬৯৫
জান্নাতে স্থায়ী হবে (সৎকর্মশীল/প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী মুমিন)	১১-হূদ	২৩	৬৬৭
জান্নাতে স্থায়ী হবে সত্যবাদীরা	৫-মায়িদা	১১৯	৫৯৫
জান্নাতে স্থায়ী হবে (সৎকর্মশীল মুমিনগণ)	৩১-লুকমান	৯	৮২৭
জান্নাতে স্থায়ী হবে (সৎকর্মপরায়ণ নাসারা মুমিনগণ)	৫-মায়িদা	৮৫	৫৯১
জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ী হবে (আল্লাহ ও রাসূল স. কে অমান্যকারী)	৭২-জিন্	২৩	৯৮৭
জাহান্নামে স্থায়ী হবে আল্লাহ ও রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণকারীরা	৯-তাওবা	৬৩	৬৪৬
জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য প্রবেশ করবে অহংকারীরা	৪০-মু'মিন	৭৬	৮৮৪
জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান (কাফিরদের)	৩৯-যুমার	৭২	৮৭৭
জাহান্নামে স্থায়ী হবে যারা, মুত্তাকীরা তাদের মত নয়	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সুরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
জাহান্নামে স্থায়ী হবে (শয়তানের অনুসারীরা)	৬-আন্'আম	১২৮	৬০৮
জাহান্নামে স্থায়ী হবে (অহংকারীরা)	১৬-নাহ্ল	২৯	৭০৫
জাহান্নামে স্থায়ী হবে (মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী)	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
জাহান্নামে স্থায়ী হবে (কাফির ও জালিমরা)	৪-নিসা	১৬৯	৫৭৮
জাহান্নামে স্থায়ী হবে (অন্য ইলাহরা)	২১-আম্বিয়া	৯৯	৭৫৭
জাহান্নামে স্থায়ী হবে (আয়াতকে মিথ্যা অভিহিতকারী কাফির)	৬৪-তাগাবুন	১০	৯৬৭
জাহান্নামে স্থায়ী হবে মুনাফিক ও কাফিররা	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
জাহান্নামে স্থায়ী হবে, যাদের পাল্লা হালকা হবে	২৩-মু'মিনূন	১০৩	৭৭২
জান্নাত (মু'মিনদের জন্য স্থায়ী জান্নাত প্রার্থনা...)	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
জাহান্নামের শাস্তিতে অপরাধীরা চিরস্থায়ী হবে	৪৩-যুখরুফ	৭৪	৯০১
জান্নাত (স্থায়ী জান্নাত উত্তম না কি ধ্বংস)	২৫-ফুরকান	১৫	৭৮৩
জান্নাত (স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশকারীদের স্বর্ণ,মুক্তা ও রেশম...	৩৫-ফাতির	৩৩	৮৪৯
জান্নাত (স্থায়ী জান্নাত –মুমিন সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার)	৯৮-বায়্যিনাহ্	৮	১০২৯
জান্নাত (স্থায়ী জান্নাত, তাতে প্রবেশ করবে যারা...)	১৩-রা'দ	২৩	৬৯০
জান্নাতুল ফিরদাউসে চিরকাল থাকবে (ঈমানদারগণ)	১৮-কাহ্ফ	১০৮	৭৩৩
জ্বলন্ত আগুনে চিরস্থায়ী হবে কাফিররা	৩৩-আহযাব	৬৫	৮৩৯
দয়ার মাঝে স্থায়ী হবে, যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে	৩-আলে ইমরান	১০৭	৫৪৬
নেয়ামত (স্থায়ী নেয়ামত রয়েছে জান্নাতে)	৯-তাওবা	২১	৬৪২
নিকৃষ্ট (কতই না নিকৃষ্ট এই স্থায়ী অবস্থানস্থল)	৩৮-সোয়াদ	৬০	৮৬৯
নবীগণ স্থায়ী (অমর) ছিল না(মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৮	৭৫০
পরিশুদ্ধগণ জান্নাতে স্থায়ী হবে	২০-ত্বা-হা	৭৬	৭৪৫
পাপের বোঝা বহনে স্থায়ী হবে কিয়ামতে (কুরআন থেকে মুখ ফিরালে)	২০-ত্বা-হা	১০১	৭৪৭
প্রাসাদে স্থায়ীভাবে বাস করা (আদ সম্প্রদায়ের প্রাসাদ নির্মাণ প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১২৯	৭৯৪
ফল ও ছায়াসমূহ স্থায়ী হবে (জান্নাতে)	১৩-রা'দ	৩৫	৬৯২
বাণী, শিরক প্রসঙ্গে (ইবরাহীম আ. এর উত্তরসূরীদের জন্য স্থায়ী বাণী)	৪৩-যুখরুফ	২৮	৮৯৭
ভাগ্যবানরা স্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকবে	১১-হূদ	১০৮	৬৭৫
মুমিন সৎকর্মশীলগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
মুমিনগণ স্থায়ী হবে (জান্নাতুল ফিরদাউসে)	২৩-মু'মিনূন	১১	৭৬৬
রিযিক (প্রতিপালক প্রদত্ত আখিরাতের রিযিক উত্তম ও চিরস্থায়ী)	২০-ত্বা-হা	১৩১	৭৪৯
লা'নতের মধ্যে স্থায়ী হবে তারাই যারা...	৩-আলে ইমরান	৮৮	৫৪৪
শাস্তি (জাদুকরদের উপর ফিরআউনের স্থায়ী শাস্তির হুমকি)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
শাস্তি (আখিরাতের শাস্তি কঠিনতম ও চিরস্থায়ী)	২০-ত্বা-হা	১২৭	৭৪৯
শাস্তি (জালিমরা স্থায়ী শাস্তির মধ্যে থাকবে)	৪২-শূরা	৪৫	৮৯৫
শাস্তি (কিয়ামতের সাক্ষাৎকে ভুলে থাকায় কাফিরের স্থায়ী শাস্তি ভোগ)	৩২-সাজদা	১৪	৮৩১
শাস্তি (স্থায়ী শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য যারা কুফরি করেছে)	৫-মায়িদা	৩৭	৫৮৫
শাস্তি (স্থায়ী শাস্তি রয়েছে, মুনাফিক ও কাফিরদের জন্য)	৯-তাওবা	৬৮	৬৪৭
শাস্তি (স্থায়ী শাস্তি আপতিত হওয়া ও রাসূল স. এর সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৩৯-যুমার	৪০	৮৭৪
শাস্তি (স্থায়ী শাস্তি দেয়া হবে জালিমদের অর্জনের জন্য)	১০-ইউনুস	৫২	৬৫৯
শাস্তির মধ্যে স্থায়ী হবে (বনী ইসরাঈলের কাফিররা)	৫-মায়িদা	৮০	৫৯০
শাস্তি (নূহ আ. সম্প্রদায়ের উপর স্থায়ী শাস্তি আপতিত হবে)	১১-হূদ	৩৯	৬৬৯
সৎকাজ (স্থায়ী সৎকাজ পুরস্কার ও প্রতিদান হিসাবে উত্তম)	১৯-মারইয়াম	৭৬	৭৩৯
সৎকাজ (প্রতিপালকের কিকট পুরস্কার হিসেবে উত্তম)..	১৮-কাহ্ফ	৪৬	৭২৮
স্থিতি			
নূহ আ. এর নৌকার গতি ও স্থিতি- আল্লাহর নামে	১১-হূদ	৪১	৬৬৯
স্থির			
আকাশকে আল্লাহই স্থির রাখেন যাতে পৃথিবীর উপর না পড়ে	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
আল্লাহই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে পৃথিবীর উপর না পড়ে	২২-হাজ্জ	৬৫	৭৬৪
আল্লাহ্ স্থির না রাখলে রাসূল স. মুশরিকদের দিকে ঝুঁকে পড়তেন...	১৭-ইস্রা	৭৪	৭২০
ইবাদতের স্থিরতার দিক থেকে রাতের সময়ই অধিকতর উপযোগী	৭৩-মুযযাম্মিল	৬	৯৮৮
চোখ স্থির হওয়ার দিন পর্যন্ত জালিমদের অবকাশ	১৪-ইবরাহীম	৪২	৬৯৭
চোখ স্থির হয়ে যাবে, কিয়ামত নিকটবর্তী হলে(কাফিরের চোখ)	২১-আম্বিয়া	৯৭	৭৫৬
ছায়াকে স্থির বানাতে পারতেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে	২৫-ফুরকান	৪৫	৭৮৫
জিবরাঈল স্থির হয়েছিলেন নিজ আকৃতিতে	৫৩-নাজম	৬	৯৩২
নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হল (নূহ আ. এর প্লাবন শেষ হলে)	১১-হূদ	৪৪	৬৬৯
পাহাড় নিজ স্থানে স্থির থাকা (আল্লাহকে দেখা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪৩	৬২৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্থির (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
পাখিকে শূন্যে স্থির রাখেন আল্লাহ (মুমিনের জন্য এটি নিদর্শন)	১৬-নাহল	৭৯	৭০৯
পা স্থির হওয়ার পর পিছলানো (শপথকে প্রবঞ্চনা বানালে)	১৬-নাহল	৯৪	৭১১
মূলের উপর স্থির রেখেছে মুমিনরা ইহুদীদের যেসব খেজুর গাছ ...	৫৯-হাশর	৫	৯৫৫
সমুদ্রকে স্থির থাকতে দিতে বললেন আল্লাহ মূসাকে	৪৪-দুখান	২৪	৯০৩
সম্প্রদায়ের করণীয় স্থির করা (নূহ আ. সম্পর্কে)	১০-ইউনুস	৭১	৬৬১
স্থির হয়ে বসা			
বাহনের উপর স্থির হয়ে বসার পর পড়ার দোয়া	৪৩-যুখরুফ	১৩	৮৯৬
স্থিরাকৃত			
বিষয় (প্রতিটি বিষয় স্থিরকৃত)	৫৪-কামার	৩	৯৩৬
স্নেহপরায়ণ			
আল্লাহ স্নেহপরায়ণ	৮৫-বুরূজ	১৪	১০১৫
প্রতিপালক পরম স্নেহপরায়ন	১১-হূদ	৯০	৬৭৪
স্নেহশীল			
আল্লাহ স্নেহশীল (বান্দার প্রতি)	৫৭-হাদীদ	৯	৯৪৮
আল্লাহ স্নেহশীল (মানুষের প্রতি)	২-বাক্বারা	১৪৩	৫১৬
আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল (বান্দাদের প্রতি)	২-বাক্বারা	২০৭	৫২৩
আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু	২৪-নূর	২০	৭৭৫
আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল, বান্দাদের ব্যাপারে	৩-আলে ইমরান	৩০	৫৩৯
আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
প্রতিপালক পরম স্নেহশীল ও অশেষ দয়ালু	১৬-নাহল	৪৭	৭০৬
প্রতিপালক স্নেহশীল	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬
রাসূল স. স্নেহশীল (মুমিনদের প্রতি)	৯-তাওবা	১২৮	৬৫৩
স্পর্শ			
অকল্যাণ স্পর্শ করলে মানুষ বিচলিত হয়	৭০-মা'আরিজ	২১	৯৮২
অকল্যাণ স্পর্শ করলে মানুষ বিচলিত হয়ে পড়ে	৭০-মা'আরিজ	২০	৯৮২
অমঙ্গল স্পর্শ করবে না মুত্তাকীদের (সাফল্যের কারণে)	৩৯-যুমার	৬১	৮৭৬
আইয়ুবকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করা ও প্রতিপালকের কাছে দোয়া	২১-আম্বিয়া	৮৩	৭৫৫
আগুন স্পর্শ করবে (জালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়লে)	১১-হূদ	১১৩	৬৭৬
আগুন স্পর্শ করবে না কয়েক দিন ছাড়া (কিতাব প্রাপ্তরা বলে)	৩-আলে ইমরান	২৪	৫৩৮
আগুন স্পর্শ করবে না কয়েকটি দিন ছাড়া (ইহুদীদের দাবী)	২-বাক্বারা	৮০	৫০৯
আগুন স্পর্শ না করলেও আলো দানের উপক্রম হয়...	২৪-নূর	৩৫	৭৭৭
আল্লাহকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
আল্লাহ কাউকে কষ্ট দিয়ে স্পর্শ করলে দূরকারী কেউ নেই	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
উষ্ট্রীকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ না করতে নির্দেশ (ছামুদ জাতিকে)	১১-হূদ	৬৪	৬৭১
কল্যাণ স্পর্শ করলে দ্বিধার সাথে ইবাদাতকারী প্রশান্ত হয়	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ প্রসঙ্গ (আল্লাহ ও নবী প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৭	৫৯৭
কল্যাণ মুমিনদেরকে স্পর্শ করলে তা কাফিরদেরকে কষ্ট দেয়	৩-আলে ইমরান	১২০	৫৪৭
কষ্ট ও ক্লান্তি স্পর্শ করবে না (জান্নাতে)	৩৫-ফাতির	৩৫	৮৪৯
কষ্টের (আল্লাহ কাউকে কষ্ট দিয়ে স্পর্শ করলে দূর করার কেউ নেই)	১০-ইউনুস	১০৭	৬৬৪
কুরআন স্পর্শ করে না কেউ (পবিত্ররা ব্যতীত)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৯	৯৪৭
ক্লান্তি স্পর্শ করেনি আল্লাহকে (সবকিছু সৃষ্টি করতে)	৫০-ক্বাফ	৩৮	৯২৪
ক্ষতি স্পর্শ করলে মানুষ হতাশ হয়	১৭-ইস্রা	৮৩	৭২১
ক্ষতি দ্বারা স্পর্শ প্রসঙ্গ (আল্লাহ ও নবী প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৭	৫৯৭
ক্ষতি স্পর্শ করেনি মুমিনদেরকে (উহুদ যুদ্ধে পরবর্তী আক্রমণে)	৩-আলে ইমরান	১৭৪	৫৫২
জখম স্পর্শ করে যদি মুমিনদেরকে (উহুদযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
জখম স্পর্শ করেছে কাফির সম্প্রদায়কেও (বদর যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৪০	৫৪৯
জিন স্পর্শ করেনি -এমন আনত নয়না হুর থাকবে জান্নাতে	৫৫-রাহমান	৭৪	৯৪২
জিন স্পর্শ করেনি -এমন আনত নয়না হুর থাকবে জান্নাতে	৫৫-রাহমান	৫৬	৯৪১
তন্দ্রা স্পর্শ করে না (আল্লাহকে)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
দুঃখ-দুর্দশা (সমুদ্রে যখন দুঃখ-দুর্দশা মানুষকে স্পর্শ করে...)	১৭-ইস্রা	৬৭	৭১৯
দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে মানুষ দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়	৪১-ফুস্সিলাত	৫১	৮৯০
দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে	৪১-ফুস্সিলাত	৪৯	৮৯০
দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে মানুষ প্রতিপালককে ডাকে	৩৯-যুমার	৮	৮৭২
দুঃখ-দুর্দশা আইয়ুবকে স্পর্শ করা ও প্রতিপালকের কাছে দোয়া	২১-আম্বিয়া	৮৩	৭৫৫
দুঃখ-দুদর্শা মানুষকে স্পর্শ করলে সে আল্লাহকে ডাকে	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দুঃখ-দুদর্শা স্পর্শ করলে প্রতিপালককে ডাকে মানুষ	৩০-রূম	৩৩	৮২৪
দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর মানুষকে নিয়ামত দিলে...	১১-হূদ	১০	৬৬৬
দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করেছে ইউসুফের ভাইদের পরিবার-পরিজনকে	১২-ইউসুফ	৮৮	৬৮৫
দুঃখ স্পর্শের পর মুশরিকদেরকে দয়া ও তাদের ষড়যন্ত্র	১০-ইউনুস	২১	৬৫৬
দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করলে মানুষ আল্লাহকে ব্যাকুলভাবে ডাকে	১৬-নাহল	৫৩	৭০৭
নিদ্রা স্পর্শ করে না (আল্লাহকে)	২-বাক্বারা	২৫৫	৫৩০
প্ররোচনা স্পর্শ করলে মুত্তাকী আল্লাহকে স্মরণ করে (শয়তানের প্ররোচনা)	৭-আ'রাফ	২০১	৬৩১
ফিতনা/পরীক্ষা স্পর্শ করলে দ্বিধার সাথে ইবাদতকারী মুখ ফিরায়	২২-হাজ্জ	১১	৭৫৯
বার্ধক্য স্পর্শ করেছে ইবরাহীম আ. কে (সন্তান লাভ প্রসঙ্গ)	১৫-হিজর	৫৪	৭০০
বিপদ স্পর্শ করলে মানুষ আল্লাহকে ডাকে	৩৯-যুমার	৪৯	৮৭৫
মন্দ দ্বারা উষ্ট্রীকে স্পর্শ করলে ছামুদকে শাস্তি পাকড়াও করবে	২৬-শু'আরা	১৫৬	৭৯৬
মানুষকে দুঃখ-দুদর্শা স্পর্শ করলে সে আল্লাহকে ডাকে	১০-ইউনুস	১২	৬৫৫
মানুষ স্পর্শ করেনি -এমন আনত নয়না হুর থাকবে জান্নাতে	৫৫-রাহমান	৫৬	৯৪১
মানুষ স্পর্শ করেনি -এমন আনত নয়না হুর থাকবে জান্নাতে	৫৫-রাহমান	৭৪	৯৪২
মারইয়ামকে স্পর্শ করেনি কোন পুরুষ (পুত্র হবে কিভাবে)	১৯-মারইয়াম	২০	৭৩৫
মারইয়ামকে স্পর্শ করেনি কোন পুরুষ...	৩-আলে ইমরান	৪৭	৫৪০
রাসূল স. কে অনিষ্ট স্পর্শ করত না (তিনি অদৃশ্য জানলে)	৭-আ'রাফ	১৮৮	৬৩০
শয়তান স্পর্শ করেছে আইউবকে (কষ্ট ও শাস্তি দ্বারা)	৩৮-সোয়াদ	৪১	৮৬৮
শয়তানের স্পর্শে পাগল হওয়া ব্যক্তির মত দাড়াবে সুদখোর	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
শাস্তি স্পর্শ করত মুমিনদেরকে, ইফকের ঘটনার কারণে, যদি...	২৪-নূর	১৪	৭৭৫
শাস্তি স্পর্শ করবে তাদেরকে যারা কুফরি করবে (নূহ আ. প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৪৮	৬৭০
শাস্তি স্পর্শ করার হুমকি রাসূলদেরকে! (কাফিরদের)	৩৬-ইয়াসীন	১৮	৮৫২
শাস্তির ফুৎকার (প্রতিপালকের শাস্তির ফুৎকার স্পর্শ করা, জালিমদের...)	২১-আম্বিয়া	৪৬	৭৫৩
সাকারের স্পর্শ আস্বাদন করানো হবে (অপরাধীদেরকে)	৫৪-কামার	৪৮	৯৩৮
স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগেই যিহারের কাফফারা দিতে হবে	৫৮-মুজাদালা	৩	৯৫২
স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে দুই মাস একাধারে রোজা (যিহার প্রসঙ্গ)	৫৮-মুজাদালা	৪	৯৫২
স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে (অর্ধেক মোহর)	২-বাক্বারা	২৩৭	৫২৭
স্ত্রীকে স্পর্শ/সহবাসের পর তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
স্ত্রীকে স্পর্শের পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত নেই	৩৩-আহযাব	৪৯	৮৩৭
স্ত্রীকে তালাক দেয়াতে অপরাধ নেই (স্পর্শ করা বা মোহর ...)	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
হাত দ্বারা স্পর্শ করলেও কাফির কিতাবকে সুস্পষ্ট 'জাদু' বলে	৬-আন্'আম	৭	৫৯৬
স্পর্শ (অস্পৃশ্য)			
সামিরীর জন্য দুনিয়ায় অস্পৃশ্য হওয়ার শাস্তি (বাছুর পূজার কারণে)	২০-ত্বা-হা	৯৭	৭৪৭
স্পর্শ করা			
অবসাদ স্পর্শ করবে না (জান্নাতীদেরকে)	১৫-হিজর	৪৮	৭০০
আকাশ (তথ্য সংগ্রহের জন্য জিনদের আকাশ স্পর্শ করা প্রসঙ্গ)	৭২-জিন্	৮	৯৮৬
তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা স্পর্শ করে মুমিনদেরকে (আল্লাহর পথে)	৯-তাওবা	১২০	৬৫৩
দুঃখ-কষ্ট ও সুখভোগ স্পর্শ করেছে (নবী প্রেরিত জনপদ প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৯৫	৬২১
পূর্ববর্তীদেরকে স্পর্শ করেছিল অভাব-অনটন ও...	২-বাক্বারা	২১৪	৫২৪
মন্দ দ্বারা স্পর্শ করা নিষেধ (আল্লাহর উষ্ট্রী প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
শাস্তি স্পশ করতে পারে পিতাকে (ইবরাহীম আ. এর আশঙ্কা)	১৯-মারইয়াম	৪৫	৭৩৭
শাস্তি স্পর্শ করবে যদি এ কথা থেকে নিবৃত না হলে, 'আল্লাহ...)	৫-মায়িদা	৭৩	৫৮৯
শাস্তি স্পর্শ করবে (পাপাচারের কারণে)	৬-আন্'আম	৪৯	৬০০
শাস্তি (মু'মিনদেরকে শাস্তি স্পর্শ করত, মুক্তিপন গ্রহণ করায়)	৮-আনফাল	৬৮	৬৩৮
স্ত্রীদেরকে স্পর্শ (সহবাস) করে তায়াম্মুম (পনি না পেলে)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
স্পষ্ট			
অজগর (মূসার লাঠি সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১০৭	৬২২
অশ্লীলতা (নবীর স্ত্রীরা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে দ্বিগুণ শাস্তি)	৩৩-আহযাব	৩০	৮৩৫
অশ্লীলতা (স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত নারী/স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
অশ্লীলতা (স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত না হলে স্ত্রীকে বের করা যাবে না)	৬৫-তালাক	১	৯৬৮
আয়াত (রাসূল স. এর প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ)	২-বাক্বারা	৯৯	৫১১
আয়াত (সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছেন আল্লাহ বনী ইরাঈলকে)	২-বাক্বারা	২১১	৫২৩
আলো (প্রতিপালক মানুষের প্রতি স্পষ্ট আলো অবতীর্ণ করেন)	৪-নিসা	১৭৪	৫৭৯
উযায়েরের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া (পুনর্জীবন দান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৫৯	৫৩১
কিতাবে গণনা করে রেখেছেন আল্লাহ (প্রত্যেক জিনিস)	৩৬-ইয়াসীন	১২	৮৫১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্পষ্ট (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ক্ষমতা (আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ক্ষমতা, ধরা/হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
ক্ষতি (শয়তানকে অভিভাবক গ্রহণকারীর সুস্পষ্ট ক্ষতি)	৪-নিসা	১১৯	৫৭২
জাদু (কাফিররা পুনরুত্থানকে সুস্পষ্ট জাদু বলে)	১১-হূদ	৭	৬৬৬
জালিম (ইবরাহীম আ. ও ইসহাক আ. এর কতিপয় বংশধর)	৩৭-সাফ্ফাত	১১৩	৮৬২
দিগন্ত (রাসূল স. জিবরাঈলকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন)	৮১-তাকভীর	২৩	১০০৯
নির্দেশ (আল্লাহর নির্দেশ স্পষ্ট হল, সত্য আসলে...)	৯-তাওবা	৪৮	৬৪৫
নিদর্শন (জ্ঞানীদের বক্ষে কুরআন স্পষ্ট নিদর্শন)	২৯-আনকাবূত	৪৯	৮২০
নিদর্শন (মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছেন আল্লাহ)	১৭-ইস্‌রা	১০১	৭২৩
নিদর্শন (প্লাবন/পঙ্গপাল/উকুন/ব্যাঙ/রক্ত স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ প্রেরণ)	৭-আ'রাফ	১৩৩	৬২৪
নিদর্শন (স্পষ্ট নিদর্শনাবলী মাকামে ইবরাহীম, বাক্কায় স্থাপিত ঘরে)	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
পথভ্রষ্টতা (আল্লাহর স্মরণ বিমুখ ব্যক্তি স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আছে)	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩
পথভ্রষ্টতা (ইবরাহীম আ. এর সম্প্রদায়ের বাপ-দাদারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায়...)	২১-আম্বিয়া	৫৪	৭৫৩
পথভ্রষ্টতা (আযর ও তার সম্প্রদায় স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায়)	৬-আন্‌'আম	৭৪	৬০৩
পথভ্রষ্ট (স্পষ্ট পথভ্রষ্ট ছিল মুমিনরা, ইতোপূর্বে)	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
পথভ্রষ্টতা (জালিমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে)	৩১-লুকমান	১১	৮২৭
পথভ্রষ্ট (আল্লাহ ও রাসূল স. এর অমান্যকারী সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট)	৩৩-আহযাব	৩৬	৮৩৬
পাপ (নির্দোষকে অপরাধ আরোপকারী স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করবে)	৪-নিসা	১১২	৫৭১
পাপ (আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা স্পষ্ট পাপ)	৪-নিসা	৫০	৫৬৩
পৌছে দেওয়া (স্পষ্টভাবে পৌছে দেয়াই রাসূলদের দায়িত্ব)	৩৬-ইয়াসীন	১৭	৮৫২
প্রমাণ উপস্থিত না করা (বাতিল ইলাহদের পক্ষে)	১৮-কাহ্‌ফ	১৫	৭২৫
প্রমাণ (স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে ফির'আউনের নিকট প্রেরণ)	৫১-যারিয়াত	৩৮	৯২৭
প্রমাণ (নিজের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ, কাফিরকে বন্ধুগ্রহণ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪৪	৫৭৫
প্রমাণ (মূসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করা হয়)	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
প্রমাণ (মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ)	৪০-মু'মিন	২৩	৮৭৯
প্রচার (রাসূল স. এর দায়িত্ব কেবল আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়া)	৬৪-তাগাবুন	১২	৯৬৭
বিতর্ক ছাড়া বিতর্ক না করা (আসহাবে কাহাফের ব্যাপারে)	১৮-কাহ্‌ফ	২২	৭২৬
ভুল পথ থেকে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়েছে	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
ভ্রষ্টতায় রয়েছে মুমিনগণ (ব্যয় প্রসঙ্গে কাফিরদের দাবি)	৩৬-ইয়াসীন	৪৭	৮৫৪
ভ্রষ্টতায় পড়বে.. (আল্লাহর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করলে)	৩৬-ইয়াসীন	২৪	৮৫৩
মতভেদের বিষয় স্পষ্ট করবেন আল্লাহ (কিয়ামতে)	১৬-নাহ্‌ল	৯২	৭১০
মানুষের জন্য স্পষ্ট করতে কুরআন ও ওহী অবতীর্ণ করা হয়	১৬-নাহ্‌ল	৪৪	৭০৬
রেখা (সাদা রেখা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত পানাহার, রোযা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
শত্রু(বনী আদম আ. এর সুস্পষ্ট শত্রু ,শয়তান)	৩৬-ইয়াসীন	৬০	৮৫৫
শত্রু (কাফিররা মুমিনদের স্পষ্ট শত্রু)	৪-নিসা	১০১	৫৭০
সঠিকপথ স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূল স. এর বিরুদ্ধাচরণ করার শাস্তি	৪-নিসা	১১৫	৫৭১
সঠিক পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও কাফিররা রাসূল স. এর বিরোধিতা করে	৪৭-মুহাম্মাদ	৩২	৯১৫
সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরও আহলে কিতাব কামনা করে যে...	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
সত্য স্পষ্ট হওয়ার জন্য নিদর্শন দেখাবেন আল্লাহ...	৪১-ফুস্‌সিলাত	৫৩	৮৯০
সতর্ককারী (রাসূল স. তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র)	৪৬-আহ্‌কাফ	৯	৯০৮
সতর্ককারী (রাসূল স. কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী)	২৯-আনকাবূত	৫০	৮২০
সতর্ককারী (রাসূল স. স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র)	৩৮-সোয়াদ	৭০	৮৭০
সতর্ককারী (সম্প্রদায়ের জন্য নূহ আ. সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছিলেন)	৭১-নূহ্‌	২	৯৮৪
সতর্ককারী (মুহাম্মাদ সা. মানুষের জন্য কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী)	২২-হাজ্জ	৪৯	৭৬২
সতর্ককারী (মুহাম্মদ স. স্পষ্ট সতর্ককারী)	৭-আ'রাফ	১৮৪	৬৩০
স্পষ্ট করা			
মতভেদের বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ঈসা আ. এর আগমন	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
মতপার্থক্যের বিষয় স্পষ্ট করতে রাসূল স. এর উপর কিতাব অবতীর্ণ	১৬-নাহ্‌ল	৬৪	৭০৮
সম্প্রদায়কে স্পষ্ট করে দেন আল্লাহ কি কি তারা পরিহার করবে...	৯-তাওবা	১১৫	৬৫২
স্পষ্টকারী			
আয়াত (সুস্পষ্টকারী আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ...)	২৪-নূর	৩৪	৭৭৭
স্পষ্ট নিদর্শন			
অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন (লূত জাতির ধ্বংস)	২৯-আনকাবূত	৩৫	৮১৯
রাসূল স. স্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল (ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রজন্মের কাছে)	১০-ইউনুস	১৩	৬৫৫
রাসূল স. এসেছিল পূর্ববর্তীদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ	৩০-রূম	৯	৮২২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্পষ্ট প্রমাণ			
আসা (স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর যারা কুফরী করে...)	৩-আলে ইমরান	৮৬	৫৪৪
আসা (স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর মতপার্থক্য ও বিভক্ত হয়েছে যারা)	৩-আলে ইমরান	১০৫	৫৪৬
আসা (স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর বিদ্বেষবশত মতপার্থক্য)	২-বাক্বারা	২১৩	৫২৪
আসা (স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে, প্রতিপালকের পক্ষ থেকে)	৭-আ'রাফ	৭৩	৬১৯
আসা (প্রমাণ না আসা পর্যন্ত আহলে কিতাব পৃথক হতে প্রস্তুত নয়...)	৯৮-বায়্যিনাহ্‌	১	১০২৯
ইউসুফ আ. স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন	৪০-মু'মিন	৩৪	৮৮০
ঈসা আ.আগমন করেছিলেন (প্রজ্ঞা ও স্পষ্ট প্রমাণসহ)	৪৩-যুখরুফ	৬৩	৯০০
কিতাবের স্পষ্ট প্রমাণের উপর কি জালিমরা নির্ভর করে?	৩৫-ফাতির	৪০	৮৪৯
কুরআন স্পষ্ট প্রমাণ (মানুষের জন্য)	২-বাক্বারা	১৮৫	৫২০
জীবিত থাকবে স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
ধ্বংস হবে স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	৪২	৬৩৬
নিয়ে আসা (স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসলেন রাসূল স.)	৬১-সাফ্‌ফ	৬	৯৬০
নিয়ে আসলে রাসূলগণ... কাফিররা মুখে হাত রেখে বলত...	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
পূর্ববর্তী রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন	৪০-মু'মিন	২২	৮৭৯
প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ/কুরআন এর উপর রয়েছে যে ব্যক্তি	১১-হূদ	১৭	৬৬৭
প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর রাসূল স. প্রতিষ্ঠিত	৬-আন্‌'আম	৫৭	৬০১
প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর সালিহ আ. যদি প্রতিষ্ঠিত থাকেন!	১১-হূদ	৬৩	৬৭১
প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণ (নূহ আ. এর প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	২৮	৬৬৮
মূসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করা হয়	৪-নিসা	১৫৩	৫৭৬
রাসূল স. কি স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসেনি? (প্রহরীদের প্রশ্ন...)	৪০-মু'মিন	৫০	৮৮২
রাসূল স. স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল, ইহুদীদের নিকট	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন (সম্প্রদায়ের নিকট)	৩০-রূম	৪৭	৮২৫
রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমানাদিসহ এসেছিল (মানুষের নিকট)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন (পূর্ববর্তীদের নিকট)	৯-তাওবা	৭০	৬৪৭
রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিলেন	৪০-মু'মিন	৮৩	৮৮৫
রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ আসলেও কাফিররা অস্বীকার করত	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন (রাসূল স. এর পূর্বে)	৩-আলে ইমরান	১৮৪	৫৫৪
রাসূল স. প্রেরণ করেছেন আল্লাহ (স্পষ্ট প্রমানাদিসহ)	৫৭-হাদীদ	২৫	৯৫০
হূদ কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসেনি (আদ সম্প্রদায়ের অভিযোগ)	১১-হূদ	৫৩	৬৭০
স্পষ্ট বর্ণনা			
আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে চান (বিয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৬	৫৬০
কিতাব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার অঙ্গীকার গ্রহণ (আহলে কিতাবদের)	৩-আলে ইমরান	১৮৭	৫৫৪
মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা (কুরআন)	৩-আলে ইমরান	১৩৮	৫৪৯
স্পষ্টভাবে কথা বলা			
মূসা আ. কমই স্পষ্ট কথা বলতে পারেন (ফির'আ উনের মন্তব্য)	৪৩-যুখরুফ	৫২	৮৯৯
স্পষ্টভাষী			
মূসার ভাই হারুন স্পষ্টভাষী	২৮-কাসাস	৩৪	৮১১
স্পষ্ট (সুস্পষ্ট)			
সূরা (যুদ্ধের উল্লেখসহ স্পষ্ট সূরা অবতীর্ণ হলে মুনাফিকদের মৃত্যুভয়)	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
স্পষ্ট হওয়া			
অপরাধীদের পথ স্পষ্ট করার জন্য আয়াত বর্ণনা করা...	৬-আন্‌'আম	৫৫	৬০১
ইবরাহীম আ. এর নিকট স্পষ্ট হল তাঁর পিতা আল্লাহর শত্রু	৯-তাওবা	১১৪	৬৫২
জিনদের কাছে স্পষ্ট হল (সুলাইমানের মৃত্যুর বিষয়)	৩৪-সাবা	১৪	৮৪২
ধ্বংস(আদ/ছামূদের বাসস্থান থেকে তাদের ধ্বংসের বিষয় স্পষ্ট হয়)	২৯-আনকাবূত	৩৮	৮১৯
মুমিনদের নিকট স্পষ্ট হওয়া যে মুশরিকরা তীব্র আগুনের অধিবাসী	৯-তাওবা	১১৩	৬৫২
রাসূল স. এর নিকট স্পষ্ট হওয়া- কারা সত্য বলছে (তাবুকযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৪৩	৬৪৪
সঠিক পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও মিথ্যা আশা দেয় শয়তান	৪৭-মুহাম্মাদ	২৫	৯১৪
সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর বিতর্ক (সত্য নিয়ে)	৮-আনফাল	৬	৬৩২
স্মরণ (আরো দেখুন যিকির শব্দটি)			
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করার নির্দেশ, ছামুদ সম্প্রদায়কে)	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
অনুগ্রহ (আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করার নির্দেশ, আদ জাতিকে)	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯
অল্প সংখ্যা থেকে সংখ্যাবৃদ্ধির বিষয় স্মরণ (মাদইয়ানবাসীদের)	৭-আ'রাফ	৮৬	৬২০
আখিরাত স্মরণ (ইবরাহীম, ইসহাক আ.ও ইয়াকুবের গুণ)	৩৮-সোয়াদ	৪৬	৮৬৮
আদ সম্প্রদায়কে স্মরণ করার নির্দেশ (তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত...)	৭-আ'রাফ	৬৯	৬১৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্মরণ (আরো দেখুন যিকির শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আয়াত (আল্লাহর আয়াত স্মরণ রাখার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
আল্লাহকে স্মরণ (আরাফাত থেকে প্রস্থানের পর...)	২-বাক্বারা	১৯৮	৫২২
আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে (মুনাফিকের নামাজ প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৪২	৫৭৫
আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ (মূসা আ. ও হারুন প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৩৪	৭৪২
আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ (মুমিনগণকে)	৩৩-আহযাব	৪১	৮৩৭
আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করার নির্দেশ (যুদ্ধের ময়দানে)	৮-আনফাল	৪৫	৬৩৬
আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারীর জন্য রাসূল স. এর মধ্যে উত্তম আদর্শ	৩৩-আহযাব	২১	৮৩৫
আল্লাহর নাম স্মরণ করে পশু জবাই ও পশুর গোশত খাওয়া প্রসঙ্গ	৬-আন্'আম	১১৮	৬০৭
আল্লাহর নাম স্মরণ (পশু কুরবানী বা জবাই এর সময়)	২২-হাজ্জ	৩৪	৭৬১
আল্লাহর নাম স্মরণ না করা (গবাদি পশু জবাইকালে)	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
আল্লাহর নাম স্মরণ (পশু কুরবানীর সময়)	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
আল্লাহর নাম স্মরণে বাধাদানকারী বড় জালিম	২-বাক্বারা	১১৪	৫১৩
আল্লাহর নাম স্মরণের স্থান মসজিদ বিধ্বস্ত হত...	২২-হাজ্জ	৪০	৭৬২
আল্লাহর নাম স্মরণ (হজ্জের সময় নির্দিষ্ট দিন গুলিতে)	২২-হাজ্জ	২৮	৭৬০
আল্লাহর নাম স্মরণবিহীন জবাইকৃত পশু খাওয়া নিষিদ্ধ	৬-আন্'আম	১২১	৬০৮
আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ (আইয়ামে তাশরীক প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২০৩	৫২৩
আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ (পিতৃপুরুষদের চেয়ে বেশি)	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৫২	৫১৭
আল্লাহকে স্মরণ (মাশআরুল হারামের কাছে)	২-বাক্বারা	১৯৮	৫২২
আল্লাহকে স্মরণের নির্দেশ (দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে)	৪-নিসা	১০৩	৫৭০
আল্লাহকে স্মরণ (নিরাপদ অবস্থায় সালাত আদায়...)	২-বাক্বারা	২৩৯	৫২৮
আল্লাহকে স্মরণ করে মুমিনরা (নিজের উপর জুলুম করে ফেললে)	৩-আলে ইমরান	১৩৫	৫৪৮
আল্লাহকে স্মরণ (দাঁড়ানো, বসা ও...)	৩-আলে ইমরান	১৯১	৫৫৪
আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ, পিতৃপুরুষদের ন্যায়	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় ভীত হয়...	২২-হাজ্জ	৩৫	৭৬১
আল্লাহকে স্মরণ করা হলে মু'মিনদের হৃদয় ভীত হয়	৮-আনফাল	২	৬৩২
আল্লাহকে স্মরণ করে মুত্তাকীরা (শয়তানের প্ররোচনা স্পর্শ করলে)	৭-আ'রাফ	২০১	৬৩১
আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করার মাধ্যমে সফল হওয়া	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ (ঈমানদার কবিদের প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২২৭	৯৮৯
আল্লাহ (সম্পদ/সন্তান যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে না ভোলায়)	৬৩-মুনাফিকূন	৯	৯৬৫
আল্লাহ স্মরণ করবেন (আল্লাহকে স্মরণ করলে)	২-বাক্বারা	১৫২	৫১৭
আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ	২৯-আনকাবূত	৪৫	৮২০
আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীনদের অনুসরণ না করা..	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরায় (দুনিয়ার জীবন কামনাকারীরা)	৫৩-নাজম	২৯	৯৩৩
আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রাখে না যাদেরকে (ব্যবসা ও...)	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
আল্লাহর স্মরণ থেকে শয়তান বিরত রাখে (মদ/জুয়ার মাধ্যমে)	৫-মায়িদা	৯১	৫৯১
আল্লাহর স্মরণবিমুখ ব্যক্তি কিয়ামতে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত হবে	২০-ত্বা-হা	১২৪	৭৪৯
আল্লাহর স্মরণবিমুখ ব্যক্তির জন্য শয়তান নিয়োজিত করা হয়	৪৩-যুখরুফ	৩৬	৮৯৮
আল্লাহর স্মরণ বিমুখ কঠিন হৃদয় ব্যক্তি পথভ্রষ্টতায় আছে	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩
আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে শয়তান (মুনাফিকদেরকে)	৫৮-মুজাদালা	১৯	৯৫৪
আল্লাহর স্মরণে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে	১৩-রা'দ	২৮	৬৯১
আল্লাহর স্মরণে নামাজ (সালাত) কায়েম করার নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	১৪	৭৪১
আল্লাহর স্মরণ (মুত্তাকীর হৃদয় আল্লাহর স্মরণে নরম হয়)	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
আল্লাহর স্মরণে মুমিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয়	১৩-রা'দ	২৮	৬৯১
আল্লাহর স্মরণে মু'মিনদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি?	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
আল্লাহর স্মরণে মূসা আ. ও হারুনকে শিথিল না হওয়ার নির্দেশ	২০-ত্বা-হা	৪২	৭৪৩
আল্লাহর দয়া (মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়াকে স্মরণের নির্দেশ)	৩৫-ফাতির	৩	৮৪৬
ইবরাহীম, ইসহাক আ.ও ইয়াকুব আ. কে স্মরণ করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৩৮-সোয়াদ	৪৫	৮৬৮
ইয়াকুব আ. স্মরণ করতেই থাকবে (ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	৮৫	৬৮৫
কুরআন স্মরণ করবে যে চায়	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৫৫	৯৯২
ছামুদ সম্প্রদায় স্মরণ করুক (আদ সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত...)	৭-আ'রাফ	৭৪	৬১৯
তাওরাতের বিধান স্মরণ (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৩	৫০৭
তাওরাতের নির্দেশাবলি স্মরণের নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে)	৭-আ'রাফ	১৭১	৬২৮
দাউদের কথা স্মরণ করার নির্দেশ (রাসূল স. এর প্রতি)	৩৮-সোয়াদ	১৭	৮৬৭

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নাম স্মরণ (আল্লাহর নাম স্মরণে জবাইকৃত পশু না খাওয়া প্রসঙ্গ!)	৬-আন্'আম	১১৯	৬০৭
নাম স্মরণ (পশু কুরবানীর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ প্রসঙ্গ)	২২-হাজ্জ	৩৬	৭৬১
নাম (আল্লাহর নাম স্মরণ করার নির্দেশ, মসজিদে)	২৪-নূর	৩৬	৭৭৮
নিয়ামত (বাহনে প্রতিপালকের নিয়ামত স্মরণ করে পড়ার দোয়া)	৪৩-যুখরুফ	১৩	৮৯৬
নির্যাতিত অবস্থা স্মরণ করার নির্দেশ (মু'মিনদেরকে)	৮-আনফাল	২৬	৬৩৪
নেয়ামত স্মরণ করার নির্দেশ (মুমিনদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
নেয়ামত স্মরণের নির্দেশ (বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত নেয়ামত)	২-বাক্বারা	১২২	৫১৪
নেয়ামত স্মরণ করতে বললেন (মূসা আ. নিজ সম্প্রদায়কে)	৫-মায়িদা	২০	৫৮৩
নেয়ামত স্মরণ করতে বললেন আল্লাহ ঈসাকে	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
নেয়ামত স্মরণ করা নির্দেশ (মুমিনদের প্রতি)	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
নেয়ামত স্মরণ করার নির্দেশ (মুমিনকে)	৫-মায়িদা	৭	৫৮১
নেয়ামত স্মরণ করার নির্দেশ (আল্লাহর নেয়ামত)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
নেয়ামত (মুমিনদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণের নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৯	৮৩৪
নেয়ামত (মূসার সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে ...)	১৪-ইবরাহীম	৬	৬৯৩
নেয়ামতের কথা স্মরণের নির্দেশ (বনী ইসরাঈলের প্রতি)	২-বাক্বারা	৪০	৫০৫
নেয়ামতের কথা স্মরণের নির্দেশ (বনী ইসরাঈলের প্রতি)	২-বাক্বারা	৪৭	৫০৬
পিতৃপুরুষদের ন্যায় আল্লাহকে স্মরণ করা	২-বাক্বারা	২০০	৫২২
প্রতিপালককে স্মরণ করার নির্দেশ (যাকারিয়াকে)	৩-আলে ইমরান	৪১	৫৪০
প্রতিপালককে স্মরণ (সকাল-সন্ধ্যায় ভয় ও বিনয়ের সাথে)	৭-আ'রাফ	২০৫	৬৩১
প্রতিপালককে স্মরণ (ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলে)	১৮-কাহ্ফ	২৪	৭২৬
প্রচেষ্টা স্মরণ করবে মানুষ মহাসংকটের দিন...	৭৯-নাযি'আত	৩৫	১০০৪
প্রতিপালকের স্মরণ থেকে সম্পদকে বেশি ভালবাসা	৩৮-সোয়াদ	৩২	৮৬৮
প্রতিপালকের স্মরণ থেকে কাফিররা মুখ ফিরিয়ে নেয়	২১-আম্বিয়া	৪২	৭৫৩
প্রতিপালকের স্মরণবিমুখ লোক দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করবে	৭২-জিন্	১৭	৯৮৭
প্রতিপালকের নাম স্মরণ করার নির্দেশ (রাসূল স. কে)	৭৩-মুয্যাম্মিল	৮	৯৮৮
প্রতিপালকের নাম স্মরণ করবে যে সে সফল হবে	৮৭-আ'লা	১৫	১০১৮
প্রতিপালকের নাম স্মরণ (সকাল-সন্ধ্যায়)	৭৬-দাহ্র	২৫	৯৯৬
ফিরআউন সম্প্রদায় স্মরণ করবে মু'মিন ব্যক্তির কথা	৪০-মু'মিন	৪৪	৮৮১
বেশি বেশি স্মরণ করার মাধ্যমে সফল হওয়া (আল্লাহকে)	৬২-জুমু'আ	১০	৯৬৩
মানুষ স্মরণ করবে (কিয়ামতের দিন)	৮৯-ফাজ্র	২৩	১০২২
মানুষ স্মরণ করে না যে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন যখন সে...	১৯-মারইয়াম	৬৭	৭৩৮
মানুষের কি কাজে আসবে সেই স্মরণ (কিয়ামতে)	৮৯-ফাজর	২৩	১০২২
মুক্তি পাওয়া ব্যক্তি স্মরণ করল (ইউসুফের কথা)	১২-ইউসুফ	৪৫	৬৮১
রাসূল স. এর স্মরণ (শয়তান কর্তৃক ভুলিয়ে দেয়া বিষয় প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৬৮	৬০২
সাক্ষীদের একে অন্যকে স্মরণ করানো (ঋণে নারী সাক্ষী প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
স্মারক/কুরআন (যার ইচ্ছা সে কুরআনকে স্মরণে রাখবে)	৮০-আবাসা	১২	১০০৬
হিকমত (আল্লাহর হিকমত/প্রজ্ঞা স্মরণ রাখার নির্দেশ)	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
স্মরণ করানো			
আয়াত স্মরণ করালে (জালিমরা মুখ ফিরায়)	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করে না যারা...	২৫-ফুরকান	৭৩	৭৮৭
স্মরণ করানো (খোঁটা দেয়া)			
নেয়ামত (মূসার প্রতি ফির'আউনের নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দেয়া...)	২৬-শু'আরা	২২	৭৮৯
স্মরণকারী নারী			
আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারীর জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান (আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারীর জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
স্মরণকারী পুরুষ			
আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান(আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষের জন্য)	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
স্মরণীয়			
জান্নাতের বর্ণনা মুত্তাকীদের জন্য স্মরণীয় বিষয়	৩৮-সোয়াদ	৪৯	৮৬৯
স্মারক (আরো দেখুন'উপদেশ' শব্দটি)			
আগুন (আগুন আল্লাহর অস্তিত্বের স্মারক)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৭৩	৯৪৬
কুরআন (মুত্তাকীদের জন্য কুরআন স্মারক)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৮	৯৮০
কুরআন স্মারকস্বরূপ (আল্লাহকে ভয়কারীর জন্য)	২০-ত্বা-হা	৩	৭৪১
কুরআনের আয়াত স্মারক স্বরূপ	৭৩-মুয্যাম্মিল	১৯	৯৮৯
কুরআন একটি স্মারক (প্রতিপালকের পথ অবলম্বন প্রসঙ্গ)	৭৬-দাহ্র	২৯	৯৯৬

শব্দ　বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্মারক (আরো দেখুন 'উপদেশ' শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
কুরআন একটি স্মারক	৭৪-মুদ্দাছছির	৫৪	৯৯২
কুরআন (যার ইচ্ছা সে স্মরণে রাখবে)...	৮০-আবাসা	১১	১০০৬
নূহ আ. এর প্লাবনের ঘটনাকে আল্লাহ মানুষের জন্য স্মারক বানিয়েছেন	৬৯-হাক্কাহ্	১২	৯৭৮
মুত্তাকীদের জন্য কুরআন স্মারক	৬৯-হাক্কাহ্	৪৮	৯৮০
স্রষ্টা (আরো দেখুন সৃষ্টিকর্তা শব্দটি)			
আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ!	১৪-ইবরাহীম	১০	৬৯৪
আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ (অভিভাবক গ্রহণ প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৪	৫৯৭
আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা	৪০-মু'মিন	৬২	৮৮৩
আল্লাহ সর্বোত্তম স্রষ্টা	২৩-মু'মিনূন	১৪	৭৬৬
আল্লাহ স্রষ্টা সবকিছুর	১৩-রা'দ	১৬	৬৮৯
আল্লাহ ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই যে মানুষকে রিযিক দেয়	৩৫-ফাতির	৩	৮৪৬
আল্লাহ মহাস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞানী (পুনর্সৃষ্টি প্রসঙ্গে)	৩৬-ইয়াসীন	৮১	৮৫৬
আল্লাহ (আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা)	৩৯-যুমার	৬২	৮৭৬
আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা (অভিভাবক গ্রহণ প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	১৪	৫৯৭
আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা	৩৯-যুমার	৪৬	৮৭৫
আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা	৬-আন্'আম	১০২	৬০৬
উত্তম (স্রষ্টার নিকট উত্তম, বনী ইসরাঈলের তওবা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
তওবা (মূসার সম্প্রদায়কে স্রষ্টার কাছে তওবার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
পরিত্যাগ (স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করে 'বা'আল' দেবতাকে ডাকা)	৩৭-সাফফাত	১২৫	৮৬৩
মানুষ কি নিজেই নিজের স্রষ্টা?	৫২-তূর	৩৫	৯৩১
সৃষ্টি (মানুষ কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি!)	৫২-তূর	৩৫	৯৩১
স্রষ্টা (প্রতিপালক সবকিছুর স্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী)	১৫-হিজর	৮৬	৭০২
স্বগোত্রীয়			
যাকারিয়ার উত্তরাধিকারী (সন্তান) প্রার্থনা	১৯-মারইয়াম	৫	৭৩৪
স্বচ্ছ			
স্ফটিক (সুলাইমানের স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রাসাদকে সাবার রানীর জলাশয় ভাবা)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
স্বচ্ছল			
ব্যয় (স্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করা...)	৩-আলে ইমরান	১৩৪	৫৪৮
স্বচ্ছল ব্যক্তি সাধ্যমত ভোগ্যসামগ্রী দিবে...	২-বাক্বারা	২৩৬	৫২৭
স্বজন			
কাফিররা স্বজনদের সাথে সানন্দেই ছিল (দুনিয়াতে)	৮৪-ইন্শিকাক্	১৩	১০১৩
ফিরে যাবে (সানন্দে স্বজনদের নিকট ফিরে যাবে তারাই যারা...)	৮৪-ইন্শিকাক্	৯	১০১৩
সালাম (স্বজনদের সালাম দেয়া, ঘরে প্রবেশের সময়)	২৪-নূর	৬১	৭৮১
স্বতঃস্ফূর্ত দানকারী			
স্বতঃস্ফূর্ত দানকারীকে দোষারোপ করা...	৯-তাওবা	৭৯	৬৪৮
স্বত্বাধিকারী			
আল্লাহ স্বত্বাধিকারী হবেন অবিশ্বাসীদের (ধন-সম্পদের)	১৯-মারইয়াম	৮০	৭৩৯
স্বপ্ন			
ইউসুফের স্বপ্নের ব্যাখ্যা (সকলে সিজদাবনত হওয়া)	১২-ইউসুফ	১০০	৬৮৬
ইবরাহীম আ. স্বপ্নে দেখলেন (ইসমাঈলকে জবাই করছেন)	৩৭-সাফফাত	১০২	৮৬২
'এলোমেলো স্বপ্ন' (রাজার স্বপ্ন সম্পর্কে পরিষদবর্গের মন্তব্য)	১২-ইউসুফ	৪৪	৬৮১
এলোমেলো স্বপ্ন রাসূল স. এর (কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের উক্তি)	২১-আম্বিয়া	৫	৭৫০
কারাগারে বন্দির স্বপ্ন	১২-ইউসুফ	৩৬	৬৮০
কুরআন রাসূল স. এর এলোমেলো স্বপ্ন (কাফিরদের উক্তি)	২১-আম্বিয়া	৫	৭৫০
পরিষদবর্গ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারলে রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা চান রাজা	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
বর্ণনা (স্বপ্ন বর্ণনা করতে নিষেধ করলেন ইয়াকুব আ. ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	৫	৬৭৭
ব্যাখ্যা (স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন প্রতিপালক ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	৬	৬৭৭
ব্যাখ্যা (স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন প্রতিপালক ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	১০১	৬৮৬
ব্যাখ্যা ('স্বপ্নের ব্যাখ্যায় আমরা অভিজ্ঞ নই'- পরিষদবর্গ বলল)	১২-ইউসুফ	৪৪	৬৮১
ব্যাখ্যা (স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিলেন আল্লাহ, ইউসুফকে)	১২-ইউসুফ	২১	৬৭৮
রাসূল স. কে যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে তা মানুষের পরীক্ষার জন্য...	১৭-ইসরা	৬০	৭১৯
রাজার স্বপ্নের ব্যাপারে পরিষদবর্গের অভিমত জানতে চাইলেন	১২-ইউসুফ	৪৩	৬৮১
রাসূল স. এর স্বপ্ন সত্যে পরিণত করবেন আল্লাহ (মক্কা বিজয় প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
রাসূল স. কে স্বপ্নে দেখিয়েছেন আল্লাহ (কাফিরদের সংখ্যা অল্প)	৮-আনফাল	৪৩	৬৩৬

শব্দ　বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সত্যে পরিণত করা (ইবরাহীম আ. স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করলেন)	৩৭-সাফফাত	১০৫	৮৬২
স্বভাব			
পূর্ববর্তীদের স্বভাব (হূদ নবীর উপদেশ প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৩৭	৭৯৫
স্বয়ংসম্পূর্ণ			
আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ (কাফিরদের প্রসঙ্গ)	৬৪-তাগাবুন	৬	৯৬৬
আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা (সামাদ)	১১২-ইখলাস	২	১০৩৬
নিজেকে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে তার জন্য মন্দকে সহজ করা	৯২-লাইল	৮	১০২৫
মনে করা (মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে)	৯৬-আলাক	৭	১০২৮
মনোযোগ রাসূল স. এর (স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তির প্রতি)...	৮০-আবাসা	৫	১০০৬
মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে	৯৬-আলাক	৭	১০২৮
স্বর			
অনুচ্চস্বরে স্মরণ (আল্লাহকে)	৭-আ'রাফ	২০৫	৬৩১
স্বর্ণ			
জান্নাতীরা স্বর্ণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত হবে	৩৫-ফাতির	৩৩	৮৪৯
পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণ গ্রহণ করা হবে না, তাদের থেকে যারা...	৩-আলে ইমরান	৯১	৫৪৪
বালা (অলঙ্কৃত করা হবে জান্নাতীদেরকে)	১৮-কাহ্ফ	৩১	৭২৭
বালা (স্বর্ণের বালা ও মুক্তা দ্বারা জান্নাতীদের অলংকৃত করা হবে)	২২-হাজ্জ	২৩	৭৬০
শোভনীয় করা হয়েছে স্তুপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য মানুষের জন্য	৩-আলে ইমরান	১৪	৫৩৭
সঞ্চয় (স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে যারা,আল্লাহর পথে ব্যয় না করে)	৯-তাওবা	৩৪	৬৪৩
স্বর্ণ			
আসনে (জান্নাতবাসীরা স্বর্নখচিত আসনে বসবে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	১৫	৯৪৩
কাফিরদের জন্য স্বর্ণ (সাজ-শয্যা) পার্থিব প্রাচুর্য হিসাবে	৪৩-যুখরুফ	৩৫	৮৯৮
মূসাকে স্বর্ণের বালা দেয়া হল না কেন? (ফির'আউনের প্রশ্ন)	৪৩-যুখরুফ	৫৩	৮৯৯
স্বল্প			
মূল্য (স্বল্প-মূল্যে ইউসুফকে বিক্রয় করল যাত্রীদল)	১২-ইউসুফ	২০	৬৭৮
সংখ্যায় স্বল্প (ঈমানদার সৎকর্মশীলরা সংখ্যায় স্বল্প)	৩৮-সোয়াদ	২৪	৮৬৭
স্বস্তি			
কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে	৯৪-ইন্শিরাহ্	৫	১০২৭
কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে	৯৪-ইন্শিরাহ্	৬	১০২৭
কষ্টের পর আল্লাহ স্বস্তি দিবেন (তালাকপ্রাপ্তার জন্য ব্যয় প্রসঙ্গ)	৬৫-তালাক	৭	৯৬৯
স্বাচ্ছন্দ্য			
আহার (বনী ইসরাঈলকে স্বাচ্ছন্দ্যে আহারের নির্দেশ)	২-বাক্বারা	৫৮	৫০৬
আহার (জান্নাতে আদম আ. ও হাওয়াকে স্বাচ্ছন্দ্যে আহারের অনুমতি)	২-বাক্বারা	৩৫	৫০৫
খাওয়া (স্ত্রী খুশি হয়ে স্বামীকে মোহরানা ছাড় দিলে তা খাওয়া যাবে)	৪-নিসা	৪	৫৫৬
স্বাদ			
কাফিরদেরকে উত্তপ্ত পানির স্বাদ গ্রহণ করতে বলা হবে	৪৪-দুখান	৪৯	৯০৪
দুধের স্বাদ অপরিবর্তনীয় (জান্নাতে)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৫	৯১৩
বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য শস্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
স্বাদ গ্রহণ (আরো দেখুন আস্বাদন শব্দটি)			
আদম আ. ও তার স্ত্রী স্বাদ গ্রহণ করল নিষিদ্ধ গাছের	৭-আ'রাফ	২২	৬১৪
উত্তপ্ত পানি ও পুঁজের স্বাদ গ্রহণ করবে সীমালংঘনকারীরা	৩৮-সোয়াদ	৫৭	৮৬৯
নহরের পানির স্বাদ গ্রহণ না করলে তালূতের দলে গণ্য হবে	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে (প্রত্যেক প্রাণ)	২৯-আনকাবূত	৫৭	৮২১
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে (প্রত্যেক ব্যক্তিকে)	২১-আম্বিয়া	৩৫	৭৫২
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে প্রত্যেক ব্যক্তি	৩-আলে ইমরান	১৮৫	৫৫৪
শাস্তির স্বাদ গ্রহণের আদেশ (সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে)	৭৮-নাবা	৩০	১০০১
স্বাধীন			
হত্যা (স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
স্বাধীন নারী (মুমিন)			
বিয়ে (স্বাধীন মুমিন নারীকে বিয়েতে অক্ষম হলে দাসীকে বিয়ে বৈধ)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
শাস্তি (ব্যভিচারের শাস্তি দাসীর ক্ষেত্রে স্বাধীন নারীর অর্ধেক)	৪-নিসা	২৫	৫৬০
স্বামী			
অবজ্ঞা (স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে অবজ্ঞার আশঙ্কা)	৪-নিসা	১২৮	৫৭৩
বিতর্ক (স্বামী সম্পর্কে রাসূল স. এর সাথে এক মহিলার বিতর্ক)	৫৮-মুজাদালা	১	৯৫২
বিচ্ছেদ (জাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানো)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
বিয়ে করা (অন্য স্বামীকে বিয়ে না করা পর্যন্ত স্ত্রী হালাল...)	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
স্বামী (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
বৃদ্ধ স্বামী ইবরাহীম আ. এর স্ত্রীর সন্তান জন্মদান প্রসঙ্গ	১১-হূদ	৭২	৬৭২
মু'মিন নারীদের স্বামীর নিকট সৌন্দর্য প্রকাশে দোষ নেই	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
স্ত্রীগণ স্বামীদেরকে পছন্দমত বিয়ে করতে বাধা না দেয়া	২-বাক্বারা	২৩২	৫২৬
হকদার (স্বামীই অধিক হকদার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য...)	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
স্বামীর পুত্র			
সৌন্দর্য প্রকাশে দোষ নেই স্বামীর পুত্রের নিকট	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
স্বামী-স্ত্রী			
মু'মিনদের (সৎকর্মশীল স্বামী/স্ত্রীর জন্য জান্নাত প্রার্থনা)	৪০-মু'মিন	৮	৮৭৮
সৎকর্মশীল স্বামী-স্ত্রীরাও জান্নাতে প্রবেশ করবে	১৩-রা'দ	২৩	৬৯০
স্বীকার			
অপরাধ স্বীকার করবে কাফিররা (কিয়ামতে)	৪০-মু'মিন	১১	৮৭৮
অপরাধ স্বীকার করবে (জাহান্নামিরা)	৬৭-মুলক	১১	৯৭২
অপরাধ স্বীকার করেছে যারা...	৯-তাওবা	১০২	৬৫১
বনী ইসরাঈলের স্বীকার (কৃত অঙ্গীকারের বিষয়ে)	২-বাক্বারা	৮৪	৫০৯
মানুষ স্বীকার করে না যে, আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৫৭	৯৪৫
সত্য বলে স্বীকার করেন রাসূল স. পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে	৩৭-সাফ্ফাত	৩৭	৮৫৮
সাহায্য করতে স্বীকার করল রাসূল স. কে (পূর্ববর্তী উম্মতগণ)	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
স্বেচ্ছাচারী			
আঘাত (আদ সম্প্রদায় স্বেচ্ছাচারীর মত আঘাত হানত)	২৬-শু'আরা	১৩০	৭৯৪
ইয়াহইয়া স্বেচ্ছাচারী ছিল না	১৯-মারইয়াম	১৪	৭৩৫
ঈসা আ. কে স্বেচ্ছাচারী বানাননি আল্লাহ	১৯-মারইয়াম	৩২	৭৩৬
ব্যর্থ(উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর ব্যর্থতা ও রাসূলগণের বিজয় কামনা)	১৪-ইবরাহীম	১৫	৬৯৪
মূসা আ. কি স্বেচ্ছাচারী হতে চায়? (শত্রুব্যক্তির জিজ্ঞাসা)	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
স্বেচ্ছায় (আরো দেখুন খুশিমনে শব্দটি)			
বনী ইসরাঈলের স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার ভঙ্গ না করা(বাছুর পূজা প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৭	৭৪৬
ভালকাজ (স্বেচ্ছায় ভালকাজ করলে রোযা রাখাই উত্তম)	২-বাক্বারা	১৮৪	৫২০
ভালকাজ (স্বেচ্ছায় ভাল কাজের প্রতিদান দিবেন আল্লাহ)	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
স্বৈরাচারী			
নির্দেশ (উদ্ধত ও স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করত আদ জাতি)	১১-হূদ	৫৯	৬৭১
হৃদয় (স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন আল্লাহ)	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
স্ফটিক			
গ্লাস (জান্নাতে স্ফটিক গ্লাস ও রৌপ্য পাত্র পরিবেশন করা হবে)	৭৬-দাহ্র	১৫	৯৯৫
প্রাসাদ (সুলাইমানের স্ফটিকনির্মিত প্রাসাদকে সাবার রানী জলাশয় ভাবা)	২৭-নামল	৪৪	৮০৩
রৌপ্য নির্মিত স্ফটিকে পূর্ণ করে রাখা ... (জান্নাতে)	৭৬-দাহ্র	১৬	৯৯৫
স্ফীত			
ফেনা (স্ফীত ফেনা বহন করে নিয়ে যায় প্লাবন...)	১৩-রা'দ	১৭	৬৯০
ভূমি (শুকনো ভূমি স্ফীত হয়, বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে)	৪১-ফুস্সিলাত	৩৯	৮৮৯
ভূমি স্ফীত ও আন্দোলিত হয় (বৃষ্টির পানিতে)	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
সমুদ্রসমূহ স্ফীত করা হবে	৮১-তাকভীর	৬	১০০৮
সমুদ্র (স্ফীত সমুদ্রের কসম)	৫২-তূর	৬	৯২৯
স্ফুলিংগ			
উৎক্ষেপ করবে জাহান্নাম	৭৭-মুরসালাত	৩২	৯৯৮
'হও'			
আদম আ. হয়ে গেল (আল্লাহ 'হও' বললে...)	৩-আলে ইমরান	৫৯	৫৪১
আল্লাহ 'হও' বললেই হয়ে যায় (যা তিনি ইচ্ছা করেন)	৪০-মু'মিন	৬৮	৮৮৪
আল্লাহ 'হও' বললেই হয়ে যায় (যে কোন বিষয়)	২-বাক্বারা	১১৭	৫১৩
আল্লাহ কোন বিষয়ে ইচ্ছা করলে ' হও' বলেন , তা হয়ে যায়	৩৬-ইয়াসীন	৮২	৮৫৬
আল্লাহ কোন বিষয়ে 'হও' বললে তা হয়ে যায়	৪০-মু'মিন	৬৮	৮৮৪
আল্লাহর ইচ্ছা ' হও' বললে বাস্তবায়ন হয়ে যায়...	৩৬-ইয়াসীন	৮২	৮৫৬
'হও' বললেন আল্লাহ (মাটি দিয়ে আদম আ. সৃষ্টি করে...)	৩-আলে ইমরান	৫৯	৫৪১
বলা (কোন বিষয়ের ফায়সালা করতে আল্লাহ বলেন 'হও'...)	১৯-মারইয়াম	৩৫	৭৩৬
বলা (আল্লাহ কিছুর ইচ্ছা করলে বলেন,'হও' আর তখনই তা হয়)	১৬-নাহ্ল	৪০	৭০৬
বলা (আল্লাহ 'হও' বললেই কিয়ামত হয়ে যাবে)	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
সবকিছু হয়ে যায় (আল্লাহ 'হও' বললেই হয়ে যায়)	১৬-নাহ্ল	৪০	৭০৬

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
'হও' বললেই হয়ে যায় (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন)	৩-আলে ইমরান	৪৭	৫৪০
'হও' বললেই হয়ে যায় (আল্লাহর নির্দেশে)	২-বাক্বারা	১১৭	৫১৩
হওয়া			
অনুতপ্ত হল কাবিল	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
অনুতপ্ত হওয়া (ছামুদ সম্প্রদায় উষ্ট্রী হত্যার পর অনুতপ্ত হল)	২৬-শু'আরা	১৫৭	৭৯৬
অনুতপ্ত হতে হবে কৃতকর্মের জন্য (পাপাচারীর সংবাদ যাচাই না করলে)	৪৯-হুজুরাত	৬	৯২০
আগুনকে ইবরাহীম আ. এর জন্য শীতল ও শান্তি হওয়ার নির্দেশ	২১-আম্বিয়া	৬৯	৭৫৪
ইহুদী/নাসারা হলে সঠিক পথ পাবে ! (তারা বলে)	২-বাক্বারা	১৩৫	৫১৫
উপুড় হয়ে পড়ে থাকা (মাদইয়ানবাসীদের শাস্তি প্রসঙ্গ)	২৯-আনকাবূত	৩৭	৮১৯
কল্যাণ হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে	৪-নিসা	৭৯	৫৬৭
কল্যাণ হলে তাকে 'আল্লাহর পক্ষ থেকে' বলা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৭৮	৫৬৬
কিয়ামত হয়ে যাবে (আল্লাহ 'হও' বললেই)	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রেরিত হলে অসঙ্গতি থাকত	৪-নিসা	৮২	৫৬৭
ক্ষতিগ্রস্ত হল কাবিল (হাবিলকে হত্যা করে)	৫-মায়িদা	৩০	৫৮৪
ক্ষতিগ্রস্ত হল তারা যারা বলত...	৫-মায়িদা	৫৩	৫৮৭
ক্ষতিগ্রস্ত (আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বললে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে)	১০-ইউনুস	৯৫	৬৬৩
জাহান্নামের অধিবাসী হওয়ার জন্য শয়তান মানুষকে ডাকে	৩৫-ফাতির	৬	৮৪৬
ধুনিত পশমের মত হয়ে যাবে পর্বতসমূহ (মহাপ্রলয়ের দিন)	১০১-ক্বারি'আ	৫	১০৩১
নগদ ব্যবসা হলে লেনদেন লিখে রাখা জরুরী নয়	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
নূহ আ. এর পুত্র তার পরিবারভুক্ত নয় (আল্লাহ বললেন)	১১-হূদ	৪৬	৬৭০
পাথরের আঘাতপ্রাপ্ত হবে মর্মে নূহ আ. কে সম্প্রদায়ের হুমকি	২৬-শু'আরা	১১৬	৭৯৪
পাকানো সূতা নষ্টকারিনী নারীর মত না হওয়া (শপথের উপমা)	১৬-নাহ্ল	৯২	৭১০
পুরুষ সাক্ষী সহজলভ্য না হলে এক পুরুষ ও দু'নারী...	২-বাক্বারা	২৮২	৫৩৪
প্রথম মুসলিম হওয়ার নির্দেশ (নবীকে)	৩৯-যুমার	১২	৮৭২
প্রবল বর্ষণ না হলেও বাগানে ফল দানের উপমা (উঁচু ভূমির বাগান)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
বর্ষণ হওয়া (পাথরে প্রবল বর্ষণ হওয়ায় মাটি ধুয়ে যাওয়া, দান প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬৪	৫৩১
বলা (আল্লাহ 'হও' বললেই কিয়ামত হয়ে যাবে)	৬-আন্'আম	৭৩	৬০২
বহিষ্কৃত হওয়া (লূত নিবৃত্ত না হলে বহিষ্কৃত হবে...)	২৬-শু'আরা	১৬৭	৭৯৬
বানর হওয়া (শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬৫	৫০৭
বানর হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গ (নিষেধের অবাধ্য হওয়ায়)	৭-আ'রাফ	১৬৬	৬২৮
বিনত হওয়া (নিদর্শনের প্রতি মানুষের ঘাড় বিনত হওয়া...)	২৬-শু'আরা	৪	৭৮৮
বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হবে মানুষ (মহাপ্রলয়ের দিন)	১০১-ক্বারি'আ	৪	১০৩১
ভাই ভাই হয়ে গেল মুমিনগণ আল্লাহর অনুগ্রহে	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হবে (মহাপ্রলয়ের দিন)	১০১-ক্বারি'আ	৪	১০৩১
মুমিন হয়ে থাকলে সুদের বাকী ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ	২-বাক্বারা	২৭৮	৫৩৩
মুমিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা (জাহান্নামীদের প্রত্যাবর্তন থাকলে)	২৬-শু'আরা	১০২	৭৯৩
মুমিন না হওয়ায় মনোকষ্টে মুহাম্মদ স. আত্মহত্যা করার অবস্থা...	২৬-শু'আরা	৩	৭৮৮
মুসলিম হতে আদিষ্ট হয়েছেন (নূহ)	১০-ইউনুস	৭২	৬৬১
মুসলিম হতে রাসূল স. আদিষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	৯১	৮০৭
রাসূল স. আয়াতকে মিথ্যা আখ্যাদানকারীর অন্তর্ভুক্ত হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে	১০-ইউনুস	৯৫	৬৬৩
রাসূল স. প্রথম আত্মসমর্পণকারী হতে আদিষ্ট হয়েছেন	৬-আন্'আম	১৪	৫৯৭
শান্তি হওয়া (ইবরাহীম আ. এর জন্য আগুনকে শান্তি হওয়ার নির্দেশ)	২১-আম্বিয়া	৬৯	৭৫৪
শীতল হওয়া (ইবরাহীম আ. এর জন্য আগুনকে শীতল হওয়ার নির্দেশ)	২১-আম্বিয়া	৬৯	৭৫৪
সবুজ-শ্যামল হওয়া(বৃষ্টির পানিতে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে)	২২-হাজ্জ	৬৩	৭৬৪
সমান হয়ে যাওয়া , কাফির ও মুমিন (কাফিরদের কামনা)	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
হালকা বর্ষণ হলেও উঁচু ভূমির বাগানে ফল হওয়ার উপমা	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
হওয়া (পরিণত হওয়া)			
বাগান পরিণত হল কর্তিত ফসলে (বিপর্যয় হানা দেয়ার পরে)	৬৮-ক্বালাম	২০	৯৭৬
হক (আরো দেখুন সত্য/অধিকার শব্দটি)			
আত্মীয়-স্বজনের হক বা অধিকার দিয়ে দেয়ার নির্দেশ	৩০-রূম	৩৮	৮২৫
হক (উশর)			
প্রদান (ফসল সংগ্রহের দিন ফসলের হক/উশর প্রদানের নির্দেশ)	৬-আন্'আম	১৪১	৬১০
হকদার (আরো দেখুন 'অধিকারী' শব্দটি)			
আমানতের হকদারকে তা ফেরত দিতে আল্লাহর নির্দেশ	৪-নিসা	৫৮	৫৬৪
আল্লাহই রাসূল স. এর ভয় পাওয়ার অধিক হকদার	৩৩-আহযাব	৩৭	৮৩৬
আল্লাহ অধিক হকদার যে মুমিনরা তাকে ভয় করবে	৯-তাওবা	১৩	৬৪১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হকদার (আরো দেখুন 'অধিকারী' শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহ সর্বাধিক হকদার (আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৬২	৬৪৬
নিরাপত্তার অধিক হকদার দল সম্পর্কে জানা (ইবরাহীম আ. প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৮১	৬০৩
নিকটতম দু'জন হকদার কসম করে সাক্ষ্য দিবে (ওসিয়ত প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	১০৭	৫৯৩
রাজত্বের বেশি হকদার প্রধান ব্যক্তিগণ (বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৭	৫২৮
সালাতে দাঁড়ানোর অধিক হকদার মসজিদ যা তাকওয়ার উপর...	৯-তাওবা	১০৮	৬৫১
স্বামীই অধিক হকদার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য...	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
হজ্জ			
অবশ্য পালনীয় (হজ্জ অবশ্য পালনীয় করা, নিজের উপর)	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
কা'বাঘরের হজ্জ করা মানুষের উপর অবশ্য কর্তব্য...	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
সময় নির্দেশক (মানুষের জন্য সময় নির্দেশক, নতুন চাঁদ)	২-বাক্বারা	১৮৯	৫২১
ঘরের হজ্জ (আল্লাহর ঘরের হজ্জ পালন করবে যে...)	২-বাক্বারা	১৫৮	৫১৭
ঘোষণা (ইবরাহীম আ. কে মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দিতে নির্দেশ)	২২-হাজ্জ	২৭	৭৬০
তামাত্তু (হজ্জের আগে তামাত্তু, ওমরার মাধ্যমে...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
নিষিদ্ধ (হজ্জে নিষিদ্ধ- যৌনসম্ভোগ, পাপাচার ও ঝগড়াবিবাদ)	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
পূর্ণ (হজ্জ পূর্ণ করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
ফরজ (হজ্জ করা, কাবা ঘরের হজ্জ করা ফরজ)	৩-আলে ইমরান	৯৭	৫৪৫
বড় হজ্জের দিনে মানুষের প্রতি আল্লাহ ও রাসূল স. এর ঘোষণা	৯-তাওবা	৩	৬৪০
মাস (হজ্জের মাস নির্দিষ্ট কয়েকটি)	২-বাক্বারা	১৯৭	৫২২
রোযা (হজ্জের মধ্যে তিন দিন রোযা...)	২-বাক্বারা	১৯৬	৫২২
হাজিদের পানি পান করানো প্রসঙ্গ	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
হঠাৎ (আরো দেখুন আকস্মিক শব্দটি)			
আসা (আগুন হঠাৎ আসবে, কাফিরদের অবকাশ দেয়া হবে না)	২১-আম্বিয়া	৪০	৭৫২
আসা (কিয়ামত হঠাৎ আসলে কাফিররা আফসোস করবে)	৬-আন্'আম	৩১	৫৯৮
কিয়ামত (হঠাৎ কিয়ামত আসা থেকে নিরাপদ মনে করছে মানুষ)	১২-ইউসুফ	১০৭	৬৮৭
কিয়ামত হঠাৎ আসবে	৭-আ'রাফ	১৮৭	৬৩০
পাকড়াও (উৎফুল্ল হওয়ার পর হঠাৎ পাকড়াও)	৬-আন্'আম	৪৪	৫৯৯
পাকড়াও (আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারীদের হঠাৎ পাকড়াও করেন)	৭-আ'রাফ	৯৫	৬২১
শাস্তি (আল্লাহর শাস্তি হঠাৎ আসলে জালিমদের ধ্বংস)	৬-আন্'আম	৪৭	৬০০
হতবুদ্ধি			
মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে (ফসল খড়কুটায় পরিণত করলে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৬৫	৯৪৬
শয়তান যাকে হতবুদ্ধি করে প্ররোচিত করে (পৃথিবীতে)	৬-আন্'আম	৭১	৬০২
হতভম্ব			
কাফিরদের হতভম্ব করে দিবে (আগুন)	২১-আম্বিয়া	৪০	৭৫২
কাফির/নমরূদ হতভম্ব হয়ে গেল (ইবরাহীম আ. এর কথা শুনে)	২-বাক্বারা	২৫৮	৫৩০
হতাশ (আরো দেখুন 'নিরাশ' শব্দটি)			
অপরাধীরা হতাশ হবে (কিয়ামতের দিন)	৩০-রূম	১২	৮২২
কাফিররা হতাশ কবরের অধিবাসী সম্পর্কে	৬০-মুমতাহিনা	১৩	৯৫৯
কাফিররা হতাশ হয়েছে আজ (দ্বীনের ব্যাপারে)	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
দয়া থেকে হতাশ (আল্লাহর নিদর্শন/সাক্ষাতে অবিশ্বাসীরা)	২৯-আনকাবূত	২৩	৮১৭
পরকাল সম্পর্কে হতাশ তারা যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ	৬০-মুমতাহিনা	১৩	৯৫৯
মানুষ হতাশ (ক্ষতির স্পর্শে হতাশ হওয়া মানুষের স্বভাব)	১৭-ইসরা	৮৩	৭২১
মানুষ হতাশ হয় (আল্লাহ তার নিকট থেকে দয়া উঠিয়ে নিলে)	১১-হূদ	৯	৬৬৬
মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে (দুঃখ দুর্দশা স্পর্শ করলে)	৪১-ফুসসিলাত	৪৯	৮৯০
রজস্রাব হবার ব্যাপারে হতাশ স্ত্রীদের ইদ্দত তিন মাস	৬৫-তালাক	৪	৯৬৮
হতাশ/হতাশাগ্রস্ত			
অপরাধীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে (জাহান্নামে)	৪৩-যুখরুফ	৭৫	৯০১
আল্লাহর বান্দারা হতাশাগ্রস্ত ছিল (বৃষ্টি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে...)	৩০-রূম	৪৯	৮২৬
কাফিরগণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে কঠিন শাস্তিতে	২৩-মু'মিনূন	৭৭	৭৭০
পাকড়াও করার পর হতাশাগ্রস্ত (উপদেশ ভুলে যাওয়ার)	৬-আন্'আম	৪৪	৫৯৯
হত্যা			
অন্যায়ভাবে হত্যা (বনী ইসরাঈল কর্তৃক নবীগণকে হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
আক্রমণকারীদেরকে ধরা/গ্রেফতার ও হত্যা প্রসঙ্গ	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
আত্মহত্যা! (মানুষ ঈমান না আনায় মনোকষ্টে মুহাম্মদ স. আত্মহত্যা...)	২৬-শু'আরা	৩	৭৮৮
আল্লাহ হত্যা করেছেন কাফিরদেরকে, বদরযুদ্ধে...	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩
আশঙ্কা (মূসার আশঙ্কা ফির'আউন তাকে হত্যা করবে)	২৮-কাসাস	৩৩	৮১১
ইউসুফকে হত্যার ষড়যন্ত্র (ভাইদের)	১২-ইউসুফ	৯	৬৭৭
ইউসুফকে হত্যা করতে নিষেধ করল (ভাইদের একজন)	১২-ইউসুফ	১০	৬৭৭
ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিনকে হত্যাকারীর জন্য শাস্তি প্রস্তুত	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করার কাফফারা (ইহরাম অবস্থায়)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
ইবরাহীম আ. কে হত্যার ষড়যন্ত্র (সম্প্রদায় কর্তৃক)	২৯-আনকাবূত	২৪	৮১৮
ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যা নিষেধ	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
ঈসা আ. কে হত্যা করেছে মর্মে ইহুদিদের উক্তি	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
ঈসা আ. কে হত্যা করেনি ইহুদিরা	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
ঈসা আ. কে হত্যা করেনি ইহুদিরা (এটা নিশ্চিত)	৪-নিসা	১৫৭	৫৭৭
উটনীকে হত্যা করল ছামূদ সম্প্রদায়ের এক সঙ্গী	৫৪-কামার	২৯	৯৩৭
উটনীকে (আল্লাহর উটনীকে হত্যা করল ছামূদ জাতি)	৯১-শাম্স	১৪	১০২৪
উষ্ট্রী হত্যা (ছামূদ জাতি কর্তৃক উষ্ট্রীকে হত্যা করা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	৭৭	৬২০
উষ্ট্রী হত্যার পর ছামূদ সম্প্রদায় অনুতপ্ত হল	২৬-শু'আরা	১৫৭	৭৯৬
উষ্ট্রী হত্যা (আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ প্রেরিত উষ্ট্রী হত্যা প্রসঙ্গ)	১১-হূদ	৬৫	৬৭১
একদল শত্রুকে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক হত্যা করা (বনু কুরায়জা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	২৬	৮৩৫
কাফিরদের হত্যার নির্দেশ, যুদ্ধ প্রসঙ্গ (যেখানে পাওয়া যায়)	২-বাক্বারা	১৯১	৫২১
কাফিরদেরকে হত্যা করেছিল মুমিনরা আল্লাহর নির্দেশে (উহুদ যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১৫২	৫৫০
কাবিলকে হত্যা করতে হাবিল হাত প্রসারিত করবে না	৫-মায়িদা	২৮	৫৮৪
কাবিল হত্যা করতে চাইল হাবিলকে	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
কাবিল হত্যা করল হাবিলকে	৫-মায়িদা	৩০	৫৮৪
কাফিরদের হত্যার নির্দেশ (মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ...)	২-বাক্বারা	১৯১	৫২১
কিসাস (হত্যার ব্যাপারে কিসাস বিধিবদ্ধ করা হয়েছে)	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০
গুজব রটনাকারী মুনাফিকদেরকে হত্যা (মদীনার মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৬১	৮৩৯
জালূতকে হত্যা করল দাউদ	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
নবী হত্যা (বনী ইসরাঈল কর্তৃক অন্যায়ভাবে নবী হত্যা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৬১	৫০৭
নবী হত্যার কারণে দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা (আহলে কিতাবদের)	৩-আলে ইমরান	১১২	৫৪৬
নবীদের হত্যা (ইহুদী কর্তৃক)	২-বাক্বারা	৯১	৫১০
নবীদের হত্যা করার বিষয় লিখে রাখবেন আল্লাহ (ইহুদীদের)	৩-আলে ইমরান	১৮১	৫৫৩
নবীদেরকে হত্যা করে যারা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি...	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
নবীগণকে হত্যা (বনী ইসরাঈল কর্তৃক অন্যায়ভাবে হত্যা প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
নিজেকে রাসূল স. হয়তো হত্যা করে ফেলবে (মনোকষ্টে...)	১৮-কাহ্ফ	৬	৭২৪
নিষ্পাপ ব্যক্তি হত্যার ব্যাপারে (খিজিরকে মূসার জিজ্ঞাসাবাদ)	১৮-কাহ্ফ	৭৪	৭৩০
নির্দয়ভাবে হত্যা (মদীনার গুজব রটনাকারী মুনাফিকদের প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৬১	৮৩৯
নিষিদ্ধ (হত্যা করা নিষিদ্ধ)	১৭-ইস্রা	৩৩	৭১৬
ন্যায়পরায়নতার নির্দেশদাতাদের হত্যাকারীর শাস্তি...	৩-আলে ইমরান	২১	৫৩৮
ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করে না যারা (কোন ব্যক্তিকে)	২৫-ফুরকান	৬৮	৭৮৭
ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা হারাম	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
পলায়ন (হত্যার ভয়ে পলায়ন উপকারে আসবেনা, খন্দক প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	১৬	৮৩৪
পশু (ইহরাম অবস্থায় পশু হত্যার দন্ড অনুরূপ গবাদি পশু)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
পুত্রদেরকে হত্যা করত ফিরআউন (বনী ইসরাঈলের)	৭-আ'রাফ	১৪১	৬২৫
পুত্রদেরকে হত্যার ঘোষণা (ফিরআউন কর্তৃক বনী ইসরাঈলের)	৭-আ'রাফ	১২৭	৬২৩
প্রতিফল স্বরূপ হত্যা করা হবে তাদেরকে যারা....	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর পাপ	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
ফিতনা হত্যার চেয়ে মারাত্মক	২-বাক্বারা	১৯১	৫২১
বনী ইসরাঈল কর্তৃক একে অপরকে হত্যা (বাছুর পূজার কারণে)	২-বাক্বারা	৫৪	৫০৬
বনী ইসরাঈল কর্তৃক নিজেদেরকে হত্যা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তিকে গোপনে হত্যা প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৭২	৫০৮
বনী ইসরাঈলরা হত্যা করেছে রাসূলগণের একদলকে	৫-মায়িদা	৭০	৫৮৯
বাইয়াত (সন্তান হত্যা না করার জন্য বাইয়াত গ্রহণ, মুমিন নারীদের)	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
বালককে হত্যা (খিজির কর্তৃক)	১৮-কাহ্ফ	৭৪	৭৩০
বাড়াবাড়ি (হত্যার ক্ষেত্রে যেন অভিভাবক বাড়াবাড়ি না করে)	১৭-ইস্রা	৩৩	৭১৬
ব্যক্তিকে (ফির'আউন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে মূসা)	২৮-কাসাস	৩৩	৮১১
ভুলবশত: মুমিন হত্যার কাফফারা মুমিন দাস মুক্ত করা	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
মানুষ হত্যা করা (হত্যা বা ফ্যাসাদ সৃষ্টির মত কারণ ব্যতীত)	৫-মায়িদা	৩২	৫৮৪
মুশরিকদেরকে হত্যার নির্দেশ (হারাম মাস অতিবাহিত হলে...)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
মুনাফিকদের একে অপরকে হত্যার বিধান বিধিবদ্ধ করা হলে...	৪-নিসা	৬৬	৫৬৫
মু'মিনরা হত্যা করেনি কাফিরদেরকে (বদরযুদ্ধে...)	৮-আনফাল	১৭	৬৩৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হত্যা (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুমিনরা হত্যা করে (যুদ্ধ ক্ষেত্রে)	৯-তাওবা	১১১	৬৫২
মুমিনদের নিজেদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ	৪-নিসা	২৯	৫৬০
মুমিন হত্যার কাফফারা মুমিন দাস মুক্ত করা (ভুলবশত হত্যা)	৪-নিসা	৯২	৫৬৮
মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর জন্য শাস্তি প্রস্তুত	৪-নিসা	৯৩	৫৬৯
মূসা আ. কর্তৃক জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করা প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৪০	৭৪৩
মূসাকে হত্যা করতে নিষেধ করল ফির'আউনের স্ত্রী	২৮-কাসাস	৯	৮০৮
মূসাকে হত্যা না করার পরামর্শ (এক মু'মিন ব্যক্তির)	৪০-মু'মিন	২৮	৮৮০
মূসাকে হত্যা করার ব্যাপারে পরামর্শ করল পরিষদবর্গ	২৮-কাসাস	২০	৮০৯
মূসাকে হত্যার আশঙ্কা (ফির'আউন কর্তৃক)	২৬-শু'আরা	১৪	৭৮৮
মূসাকে হত্যার ঘোষণা দিল ফিরআউন	৪০-মু'মিন	২৬	৮৮০
মূসা আ. হত্যা করেছে গতকাল এক ব্যক্তিকে...	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
মূসার সাথে ঈমান আনয়নকারীদের পুত্র সন্তানদের হত্যা	৪০-মু'মিন	২৫	৮৮০
রাসূলদের একদলকে হত্যা করা হয় (বনী ইসরাঈল কর্তৃক)	২-বাকারা	৮৭	৫১০
রাসূলদেরকে হত্যা করেছিল ইহুদীরা (স্পষ্ট প্রমাণ আনার পরেও)	৩-আলে ইমরান	১৮৩	৫৫৩
রাসূল স. কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে তারা যারা কুফরি করেছে	৮-আনফাল	৩০	৬৩৪
শত্রুদলের লোকটিকে হত্যা করল মূসা আ. (অনিচ্ছাকৃত ঘুষিতে)	২৮-কাসাস	১৫	৮০৯
শত্রু ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায় কি মূসা?	২৮-কাসাস	১৯	৮০৯
সন্তান হত্যা করা বড় অপরাধ	১৭-ইস্রা	৩১	৭১৬
সন্তান হত্যা করা নিষিদ্ধ (দারিদ্র্যের ভয়ে)	১৭-ইস্রা	৩১	৭১৬
সন্তান হত্যাকে শরীকরা মুশরিকদের কাছে শোভনীয় করেছে	৬-আন্'আম	১৩৭	৬০৯
সন্তান হত্যা (দারিদ্র্যের কারণে সন্তান হত্যা করা হারাম)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
সন্তান হত্যা (নির্বুদ্ধিতাবশতঃ সন্তানদেরকে হত্যাকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত)	৬-আন্'আম	১৪০	৬১০
হারূনকে হত্যা করতে উদ্যত হওয়া (বনী ইসরাঈলের)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
হাবিলকে হত্যা করতে কাবিল হাত প্রসারিত করলে	৫-মায়িদা	২৮	৫৮৪
হাবিলকে হত্যা করতে প্ররোচিত করল কাবিলের	৫-মায়িদা	৩০	৫৮৪
হত্যা (কন্যাসন্তান)			
জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে কি অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল	৮১-তাকভীর	৯	১০০৪
হয়ে পড়া			
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে মুমিনরা (কাফিরদের আনুগত্য করলে)	৩-আলে ইমরান	১৪৯	৫৫০
বিষয় (আল্লাহ কোন বিষয়ে 'হও' বললে তা হয়ে যায়...)	১৯-মারইয়াম	৩৫	৭৩৬
মার্জনা (পূর্বে যা গত হয়েছে তা আল্লাহ মার্জনা করেছেন)	৫-মায়িদা	৯৫	৫৯২
হরণ			
ডুব দিয়ে প্রাণহরণকারী ফেরেশতাদের কসম...	৭৯-নাযি'আত	১	১০০৩
প্রাণ হরণ করেন আল্লাহ (মানুষের মৃত্যু ও ঘুমের সময়)	৩৯-যুমার	৪২	৮৭৪
হলদে রং			
উটের পাল (জাহান্নামের ধোঁয়ার উপমা)	৭৭-মুরসালাত	৩৩	৯৯৮
গাভী (হলদে রঙের গাভী জবাই করতে বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ)	২-বাকারা	৬৯	৫০৮
দেখা (উদ্ভিদ শুকিয়ে হলদে দেখার মত দুনিয়ার জীবনের উপমা)	৫৭-হাদীদ	২০	৯৫০
ফসল শুকিয়ে হলদে হয়,এরপর খড়-কুটোয় পরিণত হয়	৩৯-যুমার	২১	৮৭৩
শস্য হলদে হলে বায়ু প্রেরণ করলে মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে...	৩০-রূম	৫১	৮২৬
হলফ (কসম)			
মুনাফিকদের মিথ্যা হলফ (কল্যাণ ও সম্প্রীতি চাওয়ার)	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
হস্তগত			
বন্ধকীবস্তু হস্তগত রাখার বিধান (ঋণের ক্ষেত্রে)	২-বাকারা	২৮৩	৫৩৪
হাউজ			
পাত্র (হাউজ সদৃশ পাত্র নির্মাণ, সুলাইমানের ইচ্ছা মত)	৩৪-সাবা	১৩	৮৪২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হাওয়া			
ঝড়ো হাওয়ার আঘাত(অনুকূল বাতাসে চলতে থাকা নৌযানে)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
ঝড়ো হাওয়া দ্বারা আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়	৬৯-হাক্কাহ্	৬	৯৭৮
হাওয়ারী			
ঈসা আ. হাওয়ারীদেরকে বললেন, আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী কে?	৬১-সাফ্ফ	১৪	৯৬১
ঈসা আ. কে হাওয়ারীরা বলল (প্রতিপালক কি সক্ষম আকাশ থেকে খাদ্য...)	৫-মায়িদা	১১২	৫৯৪
ওহী (আল্লাহ ওহী করলেন হাওয়ারীদের প্রতি)	৫-মায়িদা	১১১	৫৯৪
সাহায্যকারী (হাওয়ারীগণ আল্লাহর সাহায্যকারী)	৩-আলে ইমরান	৫২	৫৪১
সাহায্যকারী (হাওয়ারীরা আল্লাহর সাহায্যকারী)	৬১-সাফ্ফ	১৪	৯৬১
হাঁপানো (জিহ্বা বের করে)			
কুকুর হাঁপায় (কুকুরকে ছেড়ে দিলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপায়)	৭-আ'রাফ	১৭৬	৬২৯
হাক-ডাক			
শোনা (পশুর হাক-ডাক শোনার ন্যায় কাফিরদের উপমা)	২-বাকারা	১৭১	৫১৯
হাকানো			
ইবলিসকে তার বাহিনী মানুষের পর হাকানোর অনুমতি	১৭-ইস্রা	৬৪	৭১৯
হাজার			
এক শ' হাজার (এক লক্ষ) লোকের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল ইউনুস	৩৭-সাফ্ফাত	১৪৭	৮৬৪
তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন প্রতিপালক (বদর যুদ্ধে)	৩-আলে ইমরান	১২৪	৫৪৮
পঞ্চাশ হাজার বছর (আখিরাতের এক দিনের পরিমাণ)	৭০-মা'আরিজ	৪	৯৮১
পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করবেন প্রতিপালক	৩-আলে ইমরান	১২৫	৫৪৮
প্রতিপালক সাহায্য করবেন একহাজার ফেরেশতা দ্বারা (বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	৯	৬৩২
বছর (যে দিন হাজার বছরের সমান,আল্লাহর কাছে বিষয়াদি উত্থিত প্রসঙ্গ)	৩২-সাজ্দা	৫	৮৩০
বছর (ইহুদীদের হাজার বছরের আয়ুর আকাঙ্ক্ষা)	২-বাকারা	৯৬	৫১১
মাস (হাজার মাসের চেয়ে কদর রাত উত্তম)	৯৭-কাদর	৩	১০২৯
হাজার			
বছর (পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর নূহ আ. এর অবস্থান)	২৯-আনকাবূত	১৪	৮১৭
বনী ইসরাঈলরা হাজার হাজার হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যু ভয়ে বের...	২-বাকারা	২৪৩	৫২৮
হাজী			
পানি পান (হাজীদেরকে পানি পান করানো ঈমানের সমান নয়)	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
হাটবাজার			
রাসূল স. চলাফেরা করে হাট বাজারে, কাফিরদের বিস্ময়	২৫-ফুরকান	৭	৭৮২
হাড়			
চূর্ণ-বিচূর্ণ ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর পুনরুত্থানে অবিশ্বাস	১৭-ইস্রা	৯৮	৭২২
হাত			
অগ্রীম পাঠিয়েছে যা ইহুদীদের হাত (তার কারণে শাস্তি)	৩-আলে ইমরান	১৮২	৫৫৩
অগ্রে পাঠিয়েছে যা তা ভুলে যায় জালিম (আয়াত স্মরণ করানো হলে)	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
অগ্রে পাঠিয়েছে যা কাফিরদের হাত (সে কারণেই শাস্তি)	৮-আনফাল	৫১	৬৩৭
অনিষ্টের হাত প্রসারিত করবে কাফিররা মুমিনদের প্রতি	৬০-মুমতাহিনা	২	৯৫৮
আবু লাহাবের দুই হাত ও সে নিজে ধ্বংস হোক!	১১১-লাহাব	১	১০৩৫
আল্লাহর হাত মুমিনদের হাতের উপর (বাই'আত প্রসঙ্গে)	৪৮-ফাত্হ	১০	৯১৬
আল্লাহরই হাতে অনুগ্রহ	৫৭-হাদীদ	২৯	৯৫১
আল্লাহর দু'হাত প্রসারিত	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হাত (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
আল্লাহর হাতে কল্যাণ	৩-আলে ইমরান	২৬	৫৩৮
আল্লাহর হাতে থাকবে আকাশ-পৃথিবী (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৬৭	৮৭৭
আল্লাহর হাত শৃঙ্খলিত (ইহুদীরা বলে)	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
আল্লাহর হাতে অনুগ্রহ (তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন)	৩-আলে ইমরান	৭৩	৫৪৩
ইহুদীদের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে (মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৯৫	৫১১
ইহুদীদের হাত যা অগ্রি পাঠিয়েছে (তাদের কৃতকর্ম প্রসঙ্গ)	৬২-জুমু'আ	৭	৯৬২
ইহুদীদের হাত শৃঙ্খলিত	৫-মায়িদা	৬৪	৫৮৮
কর্তৃত্ব (প্রতিটি বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে)	৩৬-ইয়াসীন	৮৩	৮৫৬
কর্তৃত্ব (কার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব? কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা)	২৩-মু'মিনূন	৮৮	৭৭১
কথা বলবে (কিয়ামতের দিন অপরাধীদের হাত কথা বলবে)	৩৬-ইয়াসীন	৬৫	৮৫৫
কর্তন (ঈমান আনায় জাদুকরদের হাত-পা কর্তনের হুমকি,ফিরআউনের)	২০-ত্বা-হা	৭১	৭৪৫
কাফির ও মুমিনদের হাত পরস্পর থেকে নিবৃত রাখা...	৪৮-ফাত্হ	২৪	৯১৮
কাটা (ফির'আউনের জাদুকরদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটা...)	২৬-শু'আরা	৪৯	৭৯০
কাটা (জাদুকরদেরকে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কাটার হুমকি)	৭-আ'রাফ	১২৪	৬২৩
কাফিরদের নিজেদের হাতেই তাদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস...	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
কাফিরদের (রাসূলগণ প্রমাণসহ এলে কাফির মুখে হাত রেখে বলত)	১৪-ইবরাহীম	৯	৬৯৪
কামড়ানো (হাত কামড়াবে জালিমরা, কিয়ামতের দিন)	২৫-ফুরকান	২৭	৭৮৪
কেটে দেয়া (চোর ও নারী চোরের হাত কেটে দেয়া)	৫-মায়িদা	৩৮	৫৮৫
কেটে ফেলা (হাত কেটে ফেলল নারীরা ইউসুফকে দেখে)	১২-ইউসুফ	৩১	৬৭৯
কেটে ফেলা হবে তাদের হাত ও পা, যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ...	৫-মায়িদা	৩৩	৫৮৪
কেটে ফেলা (হাত কেটে ফেলেছিল যারা, তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা...)	১২-ইউসুফ	৫০	৬৮১
কোষ (হাত দিয়ে এক কোষ পানি পান, তালুত প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৪৯	৫২৯
গুটিয়ে রাখা (হাত গুটিয়ে রাখে মুনাফিকরা ভালকাজ থেকে)	৯-তাওবা	৬৭	৬৪৭
চাপড়াতে লাগল বাগান মালিক (অনুশোচনায়)..	১৮-কাহ্ফ	৪২	৭২৮
ডান হাতে আমলনামা/কিতাব প্রদান (কিয়ামতের দিন)	৬৯-হাক্কাহ্	১৯	৯৭৯
তৃণ হাতে নিয়ে স্ত্রীকে আঘাত করার নির্দেশ (আইউবের প্রতি)	৩৮-সোয়াদ	৪৪	৮৬৮
তৈরী করেনি (মানুষের হাত তৈরী করেনি ফল-মূল)	৩৬-ইয়াসীন	৩৫	৮৫৩
দেখতে পায় না হাত, অন্ধকারে (কাফিরদের কাজের উপমা)	২৪-নূর	৪০	৭৭৮
ধরা (মূর্তিদের কি হাত আছে যা দিয়ে তারা ধরে ?)	৭-আ'রাফ	১৯৫	৬৩১
ধরে ফেলা (..রাসূল স. বানিয়ে বললে আল্লাহ্ ডান হাতে ধরে ফেলতেন)	৬৯-হাক্কাহ্	৪৫	৯৮০
ধৌত (হাত ধৌত করার নির্দেশ, অজু প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
নবীর হাতে যুদ্ধবন্দিদের প্রসঙ্গ	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
নাগালে আসা (ইহরাম অবস্থায় শিকার হাত/বর্শার নাগালে আসা)	৫-মায়িদা	৯৪	৫৯২
নিজ হাতে আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ	৩৮-সোয়াদ	৭৫	৮৭০
নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করা	২-বাক্বারা	১৯৫	৫২২
নিবৃত করলেন আল্লাহ এক সম্প্রদায়ের হাত (মুমিনদের থেকে)	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
প্রসারিত (হাত প্রসারিত করবে না হাবিল কাবিলকে হত্যার জন্য)	৫-মায়িদা	২৮	৫৮৪
প্রসারিত (হাত প্রসারিত করে যদি কাবিল হাবিলকে হত্যা...)	৫-মায়িদা	২৮	৫৮৪
ফেরেশতার হাত বাড়িয়ে বলা (জালিমের মৃত্যুর সময়)	৬-আন্'আম	৯৩	৬০৫
বাম হাতে আমলনামা/কিতাব প্রদান (কিয়ামতের দিন)	৬৯-হাক্কাহ্	২৫	৯৭৯
বাড়ানো (হাত বাড়ানোর মনস্থ করেছিল মুমিনদের প্রতি, এক সম্প্রদায়)	৫-মায়িদা	১১	৫৮১
মাসেহ করা (মাটি দ্বারা হাত মাসেহ করা, তায়াম্মুম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৪৩	৫৬২
মাসেহ (হাত মাসেহ করা- তায়াম্মুম প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৬	৫৮১
মানুষের হাত সংবরণ করান আল্লাহ (মুমিনদের থেকে)	৪৮-ফাত্হ	২০	৯১৮
মানুষের হাত যা অর্জন করেছে তার ফলে ফাসাদ প্রকাশিত...	৩০-রূম	৪১	৮২৫
মানুষের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে (কৃতকর্ম...)	৩০-রূম	৩৬	৮২৪
মুনাফিকদের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে তার কারণে বিপদ...	৪-নিসা	৬২	৫৬৪
মুমিন নারীর হাত-পায়ের মাঝখান (পেট) এর বিষয়ে অপবাদ...	৬০-মুমতাহিনা	১২	৯৫৯
মুমিনদের হাতে কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন আল্লাহ	৯-তাওবা	১৪	৬৪১
মুমিনদের হাতে কাফিরদের ঘরবাড়ি ধ্বংস...	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
মুমিনদের হাতে মুনাফিক/কাফিরদেরকে শাস্তি দেয়ার আপেক্ষা...	৯-তাওবা	৫২	৬৪৫
মুমিনদের হাতের উপরে আল্লাহর হাত (বাইয়াত প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	১০	৯১৬
মূসা আ. এর হাত বগলে রাখার পর তা উজ্জ্বল হওয়া প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	২২	৭৪২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মূসার হাত পকেট/বুকে রাখার পর তা শুভ্র-উজ্জ্বল হওয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	১২	৮০০
মূসার হাত টেনে বের করলে শুভ্র-উজ্জ্বল দেখানো	২৬-শু'আরা	৩৩	৭৮৯
মূসার হাত দর্শকের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল হওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১০৮	৬২২
মেহমানদের হাত খাবারের দিকে পৌঁছে না দেখে ইবরাহীম আ. এর ভয়	১১-হূদ	৭০	৬৭২
রাজত্ব আল্লাহর হাতে	৬৭-মুল্ক	১	৯৭২
রাখা (জামার গলার ভেতরে হাত রাখতে বললেন আল্লাহ মূসাকে)	২৮-কাসাস	৩২	৮১১
রাসূল স. কে সাহায্য এমন বাহিনী দিয়ে যাদেরকে দেখা যায়নি	৯-তাওবা	৪০	৬৪৪
লেখা (নিজে কিতাব লিখে আল্লাহর কিতাব বলায় দুর্ভোগ)	২-বাক্বারা	৭৯	৫০৯
লেখকদের (সম্মানিত লেখকদের হাতে লিখিত কুরআন)	৮০-আবাসা	১৫	১০০৬
শুভ্র-উজ্জ্বল (মূসার হাত টেনে বের করলে শুভ্র-উজ্জ্বল দেখানো)	২৬-শু'আরা	৩৩	৭৮৯
শৃঙ্খলিত (হাত শৃঙ্খলিত করে রাখা বা কৃপণতা করা নিষেধ)	১৭-ইস্রা	২৯	৭১৬
সংবরণ (মুমিনদের হাত সংবরণের নির্দেশ, যুদ্ধ ফরজের আগে)	৪-নিসা	৭৭	৫৬৬
সংবরণ (হাত সংবরণ না করলে মুনাফিকদেরকে গ্রেফতার ও হত্যা)	৪-নিসা	৯১	৫৬৮
সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে শৃঙ্খলিত করা হবে জাহান্নামীকে	৬৯-হাক্কাহ্	৩২	৯৭৯
সাক্ষ্য দিবে হাত (কিয়ামতে)	২৪-নূর	২৪	৭৭৬
সৃষ্টি (গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ নিজ হাতে)	৩৬-ইয়াসীন	৭১	৮৫৬
স্পর্শ (কিতাব নিজ হাতে স্পর্শ করলেও কাফির তাকে সুস্পষ্ট 'জাদু' বলে)	৬-আন্'আম	৭	৫৯৬
হাত (ডান হাত)			
মূসার ডান হাতে কি ? (মূসার লাঠি সম্পর্কে আল্লাহর প্রশ্ন)	২০-ত্বা-হা	১৭	৭৪২
মূসার ডান হাতের লাঠি নিক্ষেপ প্রসঙ্গ	২০-ত্বা-হা	৬৯	৭৪৫
লিপিবদ্ধ করা (রাসূল স. তার হাতে কোন কিতাব লিপিবদ্ধ করেননি)	২৯-আনকাবূত	৪৮	৮২০
হাততালি (দেখুন করতালি শব্দটি)			
হাতল			
মজবুত হাতল ধারণ করে(আল্লাহর দিকে সমর্পণকারী সৎকর্মপরায়ণ)	৩১-লুকমান	২২	৮২৮
মজবুত হাতল ধারণ (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারীর)	২-বাক্বারা	২৫৬	৫৩০
হাতীওয়ালা			
আচরণ (হাতীওয়ালাদের সাথে প্রতিপালকের আচরণ...)	১০৫-ফীল	১	১০৩৩
হাতীওয়ালাদের উপর পোড়ামাটির পাথর নিক্ষেপ...	১০৫-ফীল	৪	১০৩৩
ষড়যন্ত্র (প্রতিপালক ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত করেন হাতীওয়ালাদের ষড়যন্ত্র)	১০৫-ফীল	২	১০৩৩
হাতুড়ি			
লোহার হাতুড়ি থাকবে (আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারীর জন্য)	২২-হাজ্জ	২১	৭৬০
হাদী			
হাদী/কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
হানা			
ঝড়ো হাওয়া আঘাত (অনুকূল বাতাসে চলমান নৌযানে)	১০-ইউনুস	২২	৬৫৬
বিপর্যয় হানা দেয় (বাগানের উপর)	৬৮-ক্বালাম	১৯	৯৭৬
হাবিয়া			
নেকীর পাল্লা হালকা হলে পরিণাম হাবিয়া দোযখ	১০১-ক্বারি'আ	৯	১০৩১
হাবিল			
কাবিল হাবিলকে হত্যা করতে চাইল	৫-মায়িদা	২৭	৫৮৪
হত্যা কাবিলকে হত্যার জন্য হাবিল হাত প্রসারিত করবে না	৫-মায়িদা	২৮	৫৮৪
হাম			
বানানো (আল্লাহ হাম বানাননি)	৫-মায়িদা	১০৩	৫৯৩
হামান			
অহংকারের দরুন হামানের ধ্বংস	২৯-আনকাবূত	৩৯	৮১৯
দেখাতে চাইলেন (আল্লাহ হামানকে) যা তাদের আশঙ্কা ছিল	২৮-কাসাস	৬	৮০৮
ফিরআউন হামানকে নির্দেশ দিল (উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের)	৪০-মু'মিন	৩৬	৮৮১
ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী	২৮-কাসাস	৮	৮০৮
মূসা আ. কে হামানের নিকট প্রেরণ	৪০-মু'মিন	২৪	৮৭৯
হামানকে নির্দেশ দিলেন ফির'আউন প্রাসাদ তৈরির জন্য	২৮-কাসাস	৩৮	৮১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হা-মীম			
হুরূফে মুকাত্তায়াত (হা-মীম)	৪৫-জাছিয়া	১	৯০৫
হুরূফে মুকাত্তায়াত (হা-মীম)	৪৬-আহ্কাফ	১	৯০৮
হুরূফে মুকাত্তায়াত (হা-মীম)	৪২-শূরা	১	৮৯১
হুরূফে মুকাত্তায়াত (হা-মীম)	৪৩-যুখরুফ	১	৮৯৬
হাম্বা			
বাছুরের 'হাম্বা' শব্দ (মূসার সম্প্রদায় প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৪৮	৬২৬
বাছুরের 'হাম্বা' শব্দ (সামিরীর তৈরি করা বাছুর প্রসঙ্গ)	২০-ত্বা-হা	৮৮	৭৪৬
হায় (আফসোস)			
কাবিলের আফসোস- সে কাকের মতো হতে পারল না…	৫-মায়িদা	৩১	৫৮৪
জালিমদের আফসোস (কিয়ামতের দিন)	২৫-ফুরকান	২৭	৭৮৪
বন্ধু গ্রহণের ব্যাপারে আফসোস	২৫-ফুরকান	২৮	৭৮৪
মারইয়াম আফসোস করল (বাচ্চা প্রসবের পূর্বে যদি মৃত্যু হত)	১৯-মারইয়াম	২৩	৭৩৫
হায়েয (দেখুন 'মাসিক' শব্দটি)			
হার-জিত			
একত্রীকরণ (হার-জিতের দিন/কিয়ামতে সকলকে একত্রিত করা হবে	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
হার-জিতের দিন/কিয়ামতে সকলকে একত্রিত করা হবে	৬৪-তাগাবুন	৯	৯৬৬
হারানো (আরো দেখুন 'উধাও' শব্দটি)			
কি হারিয়েছে তারা (কাফেলা জানতে চাইল)	১২-ইউসুফ	৭১	৬৮৩
পথ (ঈমান দিয়ে কুফরী বদল করলে সরলপথ হারাবে)	২-বাক্বারা	১০৮	৫১২
পানপাত্র (রাজার পানপাত্র হারিয়েছে বলে জানাল তারা)	১২-ইউসুফ	৭২	৬৮৩
বিজয় (হারানো বিজয়ে যেন বিষণ্ণ না হয় মুমিনগণ)	৩-আলে ইমরান	১৫৩	৫৫০
সরল পথ হারাবে সে, যে আল্লাহর সাথে কুফরি করবে	৫-মায়িদা	১২	৫৮২
সরল পথ হারিয়েছে সে, যে আল্লাহ ও মুমিনদের শত্রুদের সাথে…	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
হারাম (আরো দেখুন 'নিষিদ্ধ' শব্দটি)			
অন্যের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারীকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৪	৫৬০
অনুমতি (আল্লাহ কি হালালকে হারাম করার অনুমতি দিয়েছেন?)	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
অপবিত্র বস্তু হারাম হওয়া প্রসঙ্গ	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
অশ্লীলতা হারাম করেছেন প্রতিপালক	৭-আ'রাফ	৩৩	৬১৫
অশ্লীলতা হারাম (প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
আল্লাহ হারাম করেছেন (মৃত পশু , রক্ত, শূকর… প্রসঙ্গ)	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
আল্লাহ হারাম করেছেন কাফিরদের জন্য…	৭-আ'রাফ	৫০	৬১৭
আল্লাহর সৌন্দর্য কে হারাম করেছে কে?	৭-আ'রাফ	৩২	৬১৫
আল্লাহর হারাম করা বিষয়কে হারাম করে না যারা তাদের বিরুদ্ধে…	৯-তাওবা	২৯	৬৪৩
আল্লাহর হারাম করা মাসকে হালাল করা	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
'আল্লাহ এটি হারাম করেছেন' (যারা হালালকে বলে…)	৬-আন্'আম	১৫০	৬১১
ইচ্ছামত হালাল-হারাম বলা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা	১৬-নাহ্ল	১১৬	৭১৩
ইসরাঈল নিজের উপর যা হারাম করেছিল…	৩-আলে ইমরান	৯৩	৫৪৫
ইহুদীদের জন্য নখযুক্ত পশু ও গরু/ভেড়ার চর্বি হারাম ছিল	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
ইহুদিদের জন্য হারামকৃত বস্তুর উল্লেখ প্রসঙ্গ	১৬-নাহ্ল	১১৮	৭১৩
উত্তরাধিকারী হওয়া হালাল নয় (বলপূর্বক, স্ত্রীর)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
কন্যাকে বিয়ে করা হারাম (নিজের কন্যা)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
কিসাস (হারাম বিষয়সমূহ সমান সমান…)	২-বাক্বারা	১৯৪	৫২২
খালাকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
খাওয়া হারাম (শূকরের গোশত/মৃত জন্তু/প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম)	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
গবাদি পশুর পিঠ হারাম (মুশরিকদের ধারণা অনুযায়ী)	৬-আন্'আম	১৩৮	৬০৯
চর্বি হারাম (গরু ও ভেড়ার চর্বি ইহুদীদের জন্য হারাম ছিল)	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
জবাই/উৎসর্গকৃত পশু হারাম (আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে…)	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
জান্নাত হারাম করেছেন আল্লাহ তার জন্য যে শরীক করল	৫-মায়িদা	৭২	৫৮৯
দুধবোনকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
দুধমাতাকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দুইবোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
নখযুক্ত পশু হারাম করা হয়েছিল (ইহুদীদের জন্য)	৬-আন্'আম	১৪৬	৬১০
নবী কর্তৃক হালালকে হারাম করা (স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য)	৬৬-তাহ্রীম	১	৯৭০
নিরাপদ করা (আল্লাহ হারাম/মক্কাকে নিরাপদ করেছেন)	২৯-আনকাবূত	৬৭	৮২১
পবিত্র বস্তু হারাম করা হয় (ইহুদিদের জুলুমের কারণে)	৪-নিসা	১৬০	৫৭৭
পুরুষ পশু হারাম করা প্রসঙ্গ (উট ও গরুর)	৬-আন্'আম	১৪৪	৬১০
পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
পুরুষ পশু হারাম করা প্রসঙ্গ (ভেড়া ও ছাগলের)	৬-আন্'আম	১৪৩	৬১০
প্রতিষ্ঠা (নিরাপদ হারাম প্রতিষ্ঠা করেছেন আল্লাহ…)	২৮-কাসাস	৫৭	৮১৩
ফুফুকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
বর্ণনা (হারাম বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন)	৬-আন্'আম	১১৯	৬০৭
বনী ইসরাঈলের কিছু হারাম বিষয় হালাল করবেন ঈসা	৩-আলে ইমরান	৫০	৫৪১
ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে	২৪-নূর	৩	৭৭৪
বিয়ে করা হারাম যাদেরকে (ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী…)	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
বিরত রাখা (মসজিদে হারাম থেকে মুমিনদেরকে বিরত রাখা)	৪৮-ফাত্হ	২৫	৯১৮
বের করা হারাম ছিল (বনীইসরাঈলের পরস্পরকে ঘর থেকে…	২-বাক্বারা	৮৫	৫১০
বোনকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
বোনের মেয়েকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
মক্কা নগরীকে আল্লাহ হারাম/সম্মানিত করেছেন	২৭-নামল	৯১	৮০৭
মসজিদে হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে মুমিনগণ	৪৮-ফাত্হ	২৭	৯১৯
মসজিদে হারামের কাছে চুক্তি সম্পাদন	৯-তাওবা	৭	৬৪০
মসজিদে হারামের দিকে চেহারা ফিরানোর নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৪৪	৫১৬
মসজিদে হারামের দিকে চেহারা ফিরানোর নির্দেশ	২-বাক্বারা	১৫০	৫১৭
মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা ভ্রমণ (মেরাজ প্রসঙ্গ)	১৭-ইস্রা	১	৭১৪
মসজিদে হারামকে আবাদ করা ঈমানের সমান নয়	৯-তাওবা	১৯	৬৪১
মসজিদে হারাম থেকে বিরত রাখা, বিদ্বেষ বশত	৫-মায়িদা	২	৫৮০
মসজিদে হারামের নিকটে আসবে না মুনাফিকরা	৯-তাওবা	২৮	৬৪২
মাস (হারাম মাস মানুষের জীবনধারণের উপকরণস্বরূপ)	৫-মায়িদা	৯৭	৫৯২
মাস (হারাম মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে হত্যার নির্দেশ…)	৯-তাওবা	৫	৬৪০
মাস (হারাম মাস সম্পর্কে রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা)	২-বাক্বারা	২১৭	৫২৪
মাস (চারটি হারাম মাস)	৯-তাওবা	৩৬	৬৪৩
মাকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
মাতা পিতার সাথে দুর্ব্যবহার হারাম	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
মাস (হারাম মাসের বদলে হারাম মাস, যুদ্ধ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১৯৪	৫২২
মাস (হারাম মাসের অবমাননা নিষেধ)	৫-মায়িদা	২	৫৮০
মুশরিকরা কিছুই হারাম করত না (আল্লাহ ইচ্ছা করলে)	৬-আন্'আম	১৪৮	৬১১
মুশরিকরা কিছুই হারাম/নিষিদ্ধ করত না, আল্লাহ চাইলে! (উদ্ভট যুক্তি)	১৬-নাহ্ল	৩৫	৭০৫
মুমিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে- মৃত পশু, রক্ত…	২-বাক্বারা	১৭৩	৫১৯
মৃত পশু খাওয়া হারাম	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
মৃত পশু হারাম করা হয়েছে	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
রক্ত খাওয়া হারাম	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
রিযিককে মুশরিকরা হারাম গণ্য করে	৬-আন্'আম	১৪০	৬১০
রিযিককে হারাম করতে আল্লাহ কি অনুমতি দিয়েছেন?	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
শিরক করা হারাম (আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
শিকার হারাম (ইহরামে থাকা অবস্থায় স্থলের শিকার)	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
শুকরের মাংস খাওয়া হারাম	১৬-নাহ্ল	১১৫	৭১২
শূকরের গোশত/মৃত জন্তু/প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম	৬-আন্'আম	১৪৫	৬১০
শাশুড়িকে বিবাহ হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
সংখ্যা (হারাম মাসের সংখ্যা মিলানো হালাল মাসকে হারাম করে)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
সন্তান হত্যা করা হারাম (দারিদ্রের কারণে)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হারাম (আরো দেখুন 'নিষিদ্ধ'শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য নবী কর্তৃক হালালকে হারাম করা	৬৬-তাহ্রীম	১	৯৭০
স্ত্রীর কন্যাগণকে বিয়ে করা হারাম	৪-নিসা	২৩	৫৫৯
হত্যা করা হারাম করেছেন আল্লাহ (ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া)	১৭-ইস্রা	৩৩	৭১৬
হত্যা করা হারাম (ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে)	৬-আন্'আম	১৫১	৬১১
হালালকে নবী কর্তৃক হারাম করা (স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য)	৬৬-তাহ্রীম	১	৯৭০
হালাল বস্তুকে হারাম না করার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৮৭	৫৯১
হত্যা করা হারাম করেছেন আল্লাহ (ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া)	২৫-ফুরকান	৬৮	৭৮৭
হালাল মাসকে হারাম করে নেয় এক বছর (কাফিররা)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
হারাম মাস (নাসী)			
বাড়াবাড়ি (নাসী বা হারাম মাসকে পিছিয়ে দেয়া বাড়াবাড়ি...)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
হারিয়ে যাওয়া			
বিমর্ষ (কোন কিছু হারানোর জন্য বিমর্ষ না হওয়া)	৫৭-হাদীদ	২৩	৯৫০
মুমিনদের স্ত্রী কাফিরদের নিকট হারিয়ে গেলে...	৬০-মুমতাহিনা	১১	৯৫৯
যমীনে হারিয়ে যাওয়ার পর নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থানে কাফিরের সংশয়	৩২-সাজ্দা	১০	৮৩০
হারুন			
অনুগ্রহ (হারুনের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন)	৩৭-সাফ্ফাত	১১৪	৮৬২
অনুরোধ (চুল/দাড়ি না ধরতে মূসাকে হারুনের অনুরোধ)	২০-ত্বা-হা	৯৪	৭৪৭
অনুসরণ (বনী ইসরাঈলকে হারুনের অনুসরণের নির্দেশ)	২০-ত্বা-হা	৯০	৭৪৬
ওহী করা (আল্লাহ হারুনকে ওহী করেছেন)	৪-নিসা	১৬৩	৫৭৭
ওহী প্রেরণ,হারুনের প্রতি (মূসার ফির'আউনের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৩	৭৮৮
নবী (হারুনকে নবী করে মূসাকে দয়া করলেন আল্লাহ)	১৯-মারইয়াম	৫৩	৭৩৭
নির্দেশ(বনী ইসরাঈলকে হারুনের নির্দেশের আনুগত্য...)	২০-ত্বা-হা	৯০	৭৪৬
পরিবার (হারুন পরিবারের রেখে যাওয়া অবশিষ্ট রয়েছে সিন্দুকে)	২-বাক্বারা	২৪৮	৫২৯
প্রতিপালক (হারুনের প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমান)	২৬-শু'আরা	৪৮	৭৯০
প্রতিপালক (হারুনের প্রতিপালকের উপর জাদুকরদের ঈমান)	৭-আ'রাফ	১২২	৬২৩
প্রতিপালক (হারুন/মূসার প্রতিপালকের প্রতি জাদুকরদের ঈমান)	২০-ত্বা-হা	৭০	৭৪৫
প্রশ্ন (হারুনের কাছে সম্প্রদায়ের বাছুর পূজা সম্পর্কে মূসার প্রশ্ন)	২০-ত্বা-হা	৯২	৭৪৭
প্রেরণ (ফিরআউনের কাছে মূসা-হারুনকে নিদর্শনসহ প্রেরণ)	১০-ইউনুস	৭৫	৬৬১
প্রতিনিধিত্ব (মূসার সম্প্রদায়ে হারুনের প্রতিনিধিত্ব)	৭-আ'রাফ	১৪২	৬২৫
ফুরকান/তাওরাত প্রদান (মূসা আ. ও হারুনকে)	২১-আম্বিয়া	৪৮	৭৫৩
বলা (সম্প্রদায়ের বাছুর পূজা সম্পর্কে হারুন মূসাকে বলল)	৭-আ'রাফ	১৫০	৬২৬
বোন (হারুনের বোন মারইয়াম...	১৯-মারইয়াম	২৮	৭৩৬
ভাই (মূসার ভাই হারুনের মাধ্যমে মূসাকে শক্তিশালী করার দোয়া)	২০-ত্বা-হা	৩০	৭৪২
মূসা আ. ও তার ভাই হারুনকে প্রেরণ করলেন আল্লাহ...	২৩-মু'মিনূন	৪৫	৭৬৮
মূসা আ. এর ভাই হারুন স্পষ্টভাষী	২৮-কাসাস	৩৪	৮১১
মূসার কাজে হারুনকে অংশীদার বানানোর দোয়া	২০-ত্বা-হা	৩২	৭৪২
রাসূল (মূসা ও হারুন আ. প্রতিপালকের রাসূল, ফির'আউন প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	১৬	৭৮৮
শান্তি বর্ষিত হোক (মূসা আ. ও হারুনের প্রতি)	৩৭-সাফ্ফাত	১২০	৮৬২
সঠিকপথ প্রদর্শন (আল্লাহ হারুনকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন)	৬-আন্'আম	৮৪	৬০৪
সাহায্যকারী (হারুনকে মূসার সাহায্যকারী বানানো)	২৫-ফুরকান	৩৫	৭৮৫
হারূত			
ফেরেশতা (হারূত-মারূত ফেরেশতাকে ব্যবিলনে প্রেরণ)	২-বাক্বারা	১০২	৫১২
হালকা			
আল্লাহ হালকা করে দিয়েছেন মু'মিনদের জন্য (মু'মিনদের বিজয়...)	৮-আনফাল	৬৬	৬৩৮
গর্ভধারণ (হালকা গর্ভ ধারণ অবস্থায় হাওয়ার চলাফেরা প্রসঙ্গ)	৭-আ'রাফ	১৮৯	৬৩০
জালিমদের শাস্তি হালকা করা হবে না (কিয়ামতে)	১৬-নাহ্ল	৮৫	৭১০
পাল্লা হালকা হবে যাদের তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে	২৩-মু'মিনূন	১০৩	৭৭২
পাল্লা হালকা হলে হাবিয়া দোযখে স্থান হবে (নেকীর পাল্লা)	১০১-ক্বারি'আ	৮	১০৩১
বের হওয়া (হালকাভাবে বের হওয়া, জিহাদের জন্য)	৯-তাওবা	৪১	৬৪৪
মানুষের জন্য আল্লাহ হালকা করতে চান (বিয়ে প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	২৮	৫৬০
শাস্তি হালকা করা হবে না (কাফিরদের)	২-বাক্বারা	১৬২	৫১৮

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
শাস্তি হালকা করা হবে না তাদের যারা (ঈমানের পর...)	৩-আলে ইমরান	৮৮	৫৪৪
শাস্তি হালকা করা হবে না কাফিরদের (জাহান্নামে)	৩৫-ফাতির	৩৬	৮৪৯
শাস্তি হালকা করা হবে না (জালিমদের)	১৬-নাহ্ল	৮৫	৭১০
শাস্তি হালকা করা হবে না (আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া কিনলে)	২-বাক্বারা	৮৬	৫১০
হালকা বর্ষণ			
বাগানে হালকা বর্ষণেও ফল হওয়ার উপমা (উঁচু ভূমির বাগান)	২-বাক্বারা	২৬৫	৫৩১
হালকা মনে করা			
তাবুকে ভ্রমণে/মুকিম অবস্থায় মানুষ হালকা মনে করে	১৬-নাহ্ল	৮০	৭০৯
হালাল			
আহার (হালাল ও পবিত্রবস্তু আহার করার নির্দেশ)	২-বাক্বারা	১৬৮	৫১৮
আহার (আল্লাহর দেয়া হালাল/পবিত্র রিযিক আহার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ)	১৬-নাহ্ল	১১৪	৭১২
ইচ্ছামত হালাল-হারাম বলা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা	১৬-নাহ্ল	১১৬	৭১৩
ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর শিকার করা বৈধ	৫-মায়িদা	২	৫৮০
কাফিররা হালাল নয় মুমিন নারীদের জন্য	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
কিতাবপ্রাপ্তদের জন্য হালাল মু'মিনদের খাদ্য	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
কিতাবপ্রাপ্তদের খাদ্য মুমিনদের জন্য হালাল	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
ক্রয়-বিক্রয়কে আল্লাহ হালাল করেছেন	২-বাক্বারা	২৭৫	৫৩৩
খাওয়া (হালাল ও পবিত্র রিযিক খাওয়ার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৮৮	৫৯১
খাবার (বনী ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল সব খাবার)	৩-আলে ইমরান	৯৩	৫৪৫
গনিমত হালাল ও পবিত্র	৮-আনফাল	৬৯	৬৩৯
গোপন করা হালাল নয় তালাকপ্রাপ্তার জন্য (গর্ভস্থ বিষয়)	২-বাক্বারা	২২৮	৫২৬
চতুষ্পদ গবাদি পশু হালাল করা হয়েছে (ঈমানদারদের জন্য)	৫-মায়িদা	১	৫৮০
চতুস্পদ জন্তু মানুষের জন্য হালাল (কয়েকটি ছাড়া)	২২-হাজ্জ	৩০	৭৬১
নবীর জন্য যে সকল নারীকে বিয়ে করা হালাল	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
নিয়ে নেয়া হালাল নয় (তালাক দেয়া স্ত্রীদের মোহর)	২-বাক্বারা	২২৯	৫২৬
পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন রাসূল	৭-আ'রাফ	১৫৭	৬২৭
বিয়ে করা হালাল(নবীর জন্য যে সকল নারীকে বিয়ে করা হালাল)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
বিয়ে করা হালাল যে সব নারীকে (নিষিদ্ধ ছাড়া সকলকে)	৪-নিসা	২৪	৫৬০
মুমিন নারী হালাল নয় কাফিরদের জন্য	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
যৌনসম্ভোগ হালাল করা হয়েছে (রোজার রাতে)	২-বাক্বারা	১৮৭	৫২১
রাসূল স. এর জন্য যে সব নারী বিয়ে করা হালাল নয়...	৩৩-আহযাব	৫২	৮৩৮
রিযিক (হালাল রিযিককে হারাম করা প্রসঙ্গ)	১০-ইউনুস	৫৯	৬৬০
রিযিক (হালাল-পবিত্র রিযিক খাওয়ার নির্দেশ)	৫-মায়িদা	৮৮	৫৯১
রিযিক (আল্লাহর দেয়া হালাল ও পবিত্র রিযিক আহার ও কৃতজ্ঞতা...)	১৬-নাহ্ল	১১৪	৭১২
শিকার হালাল (ইহরাম অবস্থায় সমুদ্রের শিকার খাওয়া হালাল)	৫-মায়িদা	৯৬	৫৯২
স্বামীর জন্য হালাল হবে তার স্ত্রী (দ্বিতীয় তালাকের পর)	২-বাক্বারা	২৩০	৫২৬
হারাম করা হয় এমন পবিত্র বস্তু যা ইহুদিদের জন্য হালাল ছিল	৪-নিসা	১৬০	৫৭৭
হারাম না করা (আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম না করা)	৫-মায়িদা	৮৭	৫৯১
হারাম করা (আল্লাহর হালাল করা বিষয় নবীর স্ত্রীর জন্য হারাম করা)	৬৬-তাহ্রীম	১	৯৭০
হালাল করা			
পবিত্রবস্তু হালাল করা হয়েছে মুমিনদের জন্য	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
পবিত্রবস্তু হালাল করা হল মুমিনদের জন্য	৫-মায়িদা	৫	৫৮১
মুমিনদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? (রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
হালাল করবেন ঈসা আ. কিছু হারাম বিষয় (বনী ইসরাঈলের জন্য)	৩-আলে ইমরান	৫০	৫৪১
হারাম মাসকে হালাল করে নেয় এক বছর (কাফিররা)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
হারাম মাসকে হালাল করা (হারাম মাস পিছিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৩৭	৬৪৪
হালাল মনে না করা			
শিকার হালাল মনে না করা (ইহরাম অবস্থায়)	৫-মায়িদা	১	৫৮০
হারাম হালাল (নয়)			
উত্তরাধিকারী হওয়া হারাম (বলপূর্বক স্ত্রীর উত্তরাধীকারী হওয়া)	৪-নিসা	১৯	৫৫৯
হাল্কা			
পাল্লা হাল্কা হবে যার (কিয়ামতে পূণ্যের পাল্লা হাল্কা হওয়া)	৭-আ'রাফ	৯	৬১৩

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হাশরের মাঠ (যমীন)			
উদ্ভাসিত হবে যমীন/হাশরের মাঠ প্রতিপালকের জ্যোতিতে (কিয়ামতে)	৩৯-যুমার	৬৯	৮৭৭
হাসা			
ইবরাহীম আ. এর স্ত্রী হেসে ফেলেন...	১১-হূদ	৭১	৬৭২
কম হাসা (কম সময় হেসে নিক দুনিয়াতে, মুনাফিকরা)	৯-তাওবা	৮২	৬৪৮
কিয়ামতের কথা শুনে হাসি ঠাট্টা করে (কাফিররা)	৫৩-নাজম	৬০	৯৩৫
সুলাইমান এর মৃদু হাসা (পিঁপড়ার উক্তি শুনে...)	২৭-নামল	১৯	৮০১
হাসানা			
কর্জে হাসানা দেয়ার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান	২-বাক্বারা	২৪৫	৫২৮
হাসানা (উত্তম)			
আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়ার নির্দেশ...	৭৩-মুয্যাম্মিল	২০	৯৮৯
হাসানো			
আল্লাহই মানুষকে হাসান	৫৩-নাজম	৪৩	৯৩৪
হাসা (মৃদু হাসা)			
সুলাইমান এর মৃদু হাসা (পিঁপড়ার উক্তি শুনে...)	২৭-নামল	১৯	৮০১
হাসি-ঠাট্টা			
অপরাধীরা হাসি-ঠাট্টা করত দুনিয়াতে (মুমিনদেরকে নিয়ে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	২৯	১০১২
ঈমানদারদেরকে হাসি-ঠাট্টা করত (পথভ্রষ্টরা)	২৩-মু'মিনূন	১১০	৭৭২
নিদর্শন নিয়ে হাসি-ঠাট্টা (ফির'আ উন সম্প্রদায় কর্তৃক)	৪৩-যুখরুফ	৪৭	৮৯৯
মুমিনরা হাসি ঠাট্টা করবে কাফিরদেরকে (কিয়ামতে)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	৩৪	১০১২
হিংসা			
আশ্রয় প্রার্থনা (হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে)	১১৩-ফালাক	৫	১০৩৬
আহলে কিতাবের হিংসার কারণে...(মুমিনদের প্রতি)	২-বাক্বারা	১০৯	৫১২
মানুষকে হিংসা আহলে কিতাবের (আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহের বিষয়ে)	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
'মুমিনরা হিংসা করছে বেদুঈনদেরকে'-বেদুঈনরা বলবে	৪৮-ফাত্হ	১৫	৯১৭
হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা...	১১৩-ফালাক	৫	১০৩৬
হিংসুক			
হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	১১৩-ফালাক	৫	১০৩৬
হিংস্র জন্তু			
হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু হারাম	৫-মায়িদা	৩	৫৮০
হিকমত (আরো দেখুন প্রজ্ঞা শব্দটি)			
অবতীর্ণ (হিকমত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ...)	২-বাক্বারা	২৩১	৫২৬
অবতীর্ণ (আল্লাহ নবীর প্রতি কিতাব/হিকমত অবতীর্ণ করেছেন)	৪-নিসা	১১৩	৫৭১
ইবরাহীম আ. এর বংশধরকে কিতাব ও হিকমত দান	৪-নিসা	৫৪	৫৬৩
ওহী করা (হিকমত ওহী করেছেন আল্লাহ রাসূল স. এর নিকট)	১৭-ইস্রা	৩৯	৭১৭
কল্যাণ (যাকে হিকমত দেয়া হয় তাকে বহু কল্যাণ দান করা হয়)	২-বাক্বারা	২৬৯	৫৩২
দাওয়াত (হিকমত ও প্রজ্ঞা দ্বারা আল্লাহর পথে দাওয়াত)	১৬-নাহ্ল	১২৫	৭১৩
দান (হিকমত দান করলেন আল্লাহ দাউদকে)	২-বাক্বারা	২৫১	৫২৯
দান (হিকমত দান করেছেন আল্লাহ নবীদেরকে...)	৩-আলে ইমরান	৮১	৫৪৪
দান (কাউকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দান আল্লাহর ইচ্ছাধীন)	২-বাক্বারা	২৬৯	৫৩২
দান (আল্লাহ দাউদকে হিকমত দান করেছিলেন)	৩৮-সোয়াদ	২০	৮৬৭
পাঠকৃত হিকমত স্মরণ রাখার নির্দেশ (নবী পরিবারকে)	৩৩-আহযাব	৩৪	৮৩৬
লুকমানকে আল্লাহ হিকমত দান করেছেন ...	৩১-লুকমান	১২	৮২৭
শিক্ষা (হিকমত শিক্ষা দিবেন রাসূল স. মুমিনদেরকে)	৩-আলে ইমরান	১৬৪	৫৫১
শিক্ষা (কিতাব শিক্ষা দিবেন রাসূল, মানুষদেরকে)	২-বাক্বারা	১৫১	৫১৭
শিক্ষাদান (হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ ঈসাকে...)	৫-মায়িদা	১১০	৫৯৪
শিক্ষাদান (প্রেরিত রাসূল স. কর্তৃক প্রজ্ঞা/হিকমত শিক্ষাদান)	২-বাক্বারা	১২৯	৫১৪
শিক্ষাদান (হিকমত শিক্ষা দিবেন আল্লাহ ঈসাকে)	৩-আলে ইমরান	৪৮	৫৪০
শিক্ষাদান (রাসূল স. মানুষকে প্রজ্ঞা/হিকমত শিক্ষা দান করেন)	৬২-জুমু'আ	২	৯৬২
হিজরত (আরো দেখুন দেশত্যাগ শব্দটি)			
আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব নয়...	৪-নিসা	৮৯	৫৬৮
ঈমান এনে হিজরত করেছে যারা	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
ঈমানদারদের যারা হিজরত করেছে ও জিহাদ করেছে	৮-আনফাল	৭৪	৬৩৯
ঈমানদারদের মধ্য থেকে যারা হিজরত করেনি তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব নেই...	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
ঈমানদার (হিজরত করেনি যেসব ঈমানদার...)	৮-আনফাল	৭২	৬৩৯
নির্যাতিত হয়ে হিজরত/জিহাদ/ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তার প্রতি...	১৬-নাহ্ল	১১০	৭১২
পৃথিবীতে হিজরত করার মত প্রশস্ততা কি ছিলনা (ফেরেশতার প্রশ্ন)	৪-নিসা	৯৭	৫৬৯
প্রাচুর্য (হিজরতকারী পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
বিনিময় (হিজরত/জিহাদ/ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা...)	১৬-নাহ্ল	১১০	৭১২
মুমিনদের পরে ঈমান এনে হিজরত ও জিহাদ করেছে যারা...	৮-আনফাল	৭৫	৬৩৯
হিজরতকারী (আরো দেখুন মুহাজির শব্দটি)			
অত্যাচারিত হয়ে হিজরতকারীর আখিরাতের প্রতিদান শ্রেষ্ঠ	১৬-নাহ্ল	৪১	৭০৬
অত্যাচারিত হয়ে হিজরতকারীর জন্য দুনিয়ায় উত্তম আবাস	১৬-নাহ্ল	৪১	৭০৬
আল্লাহর পথে হিজরতকারী পৃথিবীতে আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
আল্লাহর পথে হিজরতকারীকে আল্লাহ উৎকৃষ্ট রিযিক দিবেন	২২-হাজ্জ	৫৮	৭৬৩
আল্লাহর পথে হিজরতকারীকে কিছু না দেয়ার কসম	২৪-নূর	২২	৭৭৬
আশ্রয়স্থল (হিজরতকারী পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে)	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
পাপ মোচন (হিজরতকারীদের পাপ মোচন করবেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৯৫	৫৫৫
প্রত্যাশা (হিজরতকারীরা প্রত্যাশা করে, আল্লাহর দয়া)	২-বাক্বারা	২১৮	৫২৪
ভালবাসা (হিজরতকারীদেরকে ভালবাসে মদীনার আনসারগণ)	৫৯-হাশর	৯	৯৫৬
মর্যাদা (হিজরতকারীর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর নিকট)	৯-তাওবা	২০	৬৪২
মুমিন নারীরা হিজরত করে মুমিনদের নিকট আসলে তাদেরকে...	৬০-মুমতাহিনা	১০	৯৫৯
রাসূল স. এর সাথে দেশত্যাগ/হিজরতকারী নারী (নবীর বিয়ে প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫০	৮৩৭
হিজরতকারীর মৃত্যু হলে প্রতিদানের ভার আল্লাহর উপর	৪-নিসা	১০০	৫৬৯
হিজরবাসী			
রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল (হিজরবাসীরা)	১৫-হিজর	৮০	৭০২
হিজাব (দেখুন পর্দা শব্দটি)			
হিত্তাতুন (ক্ষমা চাওয়া)			
বনী ইসরাইলের 'হিত্তাতুন' বলে জনপদে প্রবেশ প্রসঙ্গ	২-বাক্বারা	৫৮	৫০৬
বনী ইসরাঈলকে 'হিত্তাতুন/ক্ষমা চাই' বলার নির্দেশ	৭-আ'রাফ	১৬১	৬২৭
হিমশীতল			
হিম শীতল বায়ুর আঘাত, কাফিরদের ব্যয়ের উপমা...	৩-আলে ইমরান	১১৭	৫৪৭
হিসাব			
অনুষ্ঠিত(হিসাব অনুষ্ঠিত হবার দিন ক্ষমা করার দোয়া, ইবরাহীমের)	১৪-ইবরাহীম	৪১	৬৯৭
অবাধ্যদের নিকৃষ্ট হিসাব (আল্লাহ ও রাসূল স. এর অবাধ্যদের...)	৬৫-তালাক	৮	৯৬৯
আল্লাহ হিসাব গ্রহণ করবেন (যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কুফরী করে)	৮৮-গাশিয়াহ্	২৬	১০২০
আশা করত না এ হিসাবের (সীমালঙ্ঘনকারীরা)	৭৮-নাবা	২৭	১০০১
কঠোর হিসাব (আল্লাহ-রাসূল স. এর অবাধ্য জনপদের)	৬৫-তালাক	৮	৯৬৯
জানা (বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানার জন্য চাঁদ সৃষ্টি)	১৭-ইস্রা	১২	৭১৫
জানা(বাম হাতে কিতাবপ্রাপ্ত বলবে, যদি সে তার হিসাব না জানত!)	৬৯-হাক্কাহ্	২৬	৯৭৯
জালিমদের হিসাবের কিছুই মুত্তাকীদের উপর নয়	৬-আন্'আম	৬৯	৬০২
দিন (হিসাবের দিনকে ভুলে যাওয়ার শাস্তি কঠিন)	৩৮-সোয়াদ	২৬	৮৬৭
দিন (হিসাবের দিনে অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে মূসার আশ্রয় প্রার্থনা)	৪০-মু'মিন	২৭	৮৮০
দিন (হিসাবের দিনের জন্য মুত্তাকীদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি)	৩৮-সোয়াদ	৫৩	৮৬৯
দিন (হিসাবের দিনের পূর্বেই কাফিরদের প্রাপ্য কামনা)	৩৮-সোয়াদ	১৬	৮৬৬
দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী আল্লাহ	৩-আলে ইমরান	১৯৯	৫৫৫
দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ	৪০-মু'মিন	১৭	৮৭৯
দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ	২-বাক্বারা	২০২	৫২৩
দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী (আল্লাহ)	১৪-ইবরাহীম	৫১	৬৯৭
দ্রুত (আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত)	৫-মায়িদা	৪	৫৮০
দ্রুত (আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত...)	৩-আলে ইমরান	১৯	৫৩৭
ধারণা (আখিরাতে হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার ধারণা)	৬৯-হাক্কাহ্	২০	৯৭৯
নিকৃষ্ট হিসাব তাদের জন্য, যারা প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়নি	১৩-রা'দ	১৮	৬৯০

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হিসাব (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)				
	নিকটবর্তী (মানুষের জন্য তাদের হিসাব নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ...)	২১-আম্বিয়া	১	৭৫০
	পুরোপুরি হিসাব নিবেন আল্লাহ (কাফিরদের কাজের)	২৪-নূর	৩৯	৭৭৮
	প্রতিপালকের উপর হিসাবের দায়িত্ব (মুমিনদের হিসাব)	২৬-শু'আরা	১১৩	৭৯৩
	প্রতিপালকের নিকট তার হিসাব যে অন্য উপাস্যকে ডাকে	২৩-মু'মিনূন	১১৭	৭৭৩
	প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনাকারীর হিসাব রাসূল স. এর উপর নয়	৬-আন্'আম	৫২	৬০০
	ভয় (নিকৃষ্ট হিসাবকে ভয় করে, বুদ্ধিমানরা)	১৩-রা'দ	২১	৬৯০
	মনের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ের হিসাব আল্লাহ নিবেন	২-বাক্বারা	২৮৪	৫৩৪
	মানুষের জন্য তাদের হিসাব নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ তারা বেখবর...	২১-আম্বিয়া	১	৭৫০
	রাসূল স. এর হিসাব প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনাকারীর উপর নয়	৬-আন্'আম	৫২	৬০০
	রিযিক (বেহিসাব রিযিক দান করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা)	৩-আলে ইমরান	২৭	৫৩৮
	রিযিক (বেহিসাব রিযিক দেন আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা)	৩-আলে ইমরান	৩৭	৫৩৯
	সময়ের হিসাবের জন্য চাঁদ/সূর্য/মনযিল সৃষ্টি করা হয়েছে)	১০-ইউনুস	৫	৬৫৪
	সহজ হিসাব নেয়া হবে তার যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে	৮৪-ইনশিকাক্	৮	১০১৩
	সহজ হিসাব হবে তার, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে	৮৪-ইনশিকাক্	৮	১০১৩
	সূর্য ও চন্দ্র হিসাব অনুযায়ী চলছে...	৫৫-রাহ্মান	৫	৯৩৯
হিসাব গ্রহণকারী				
	আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী	১৩-রা'দ	৪১	৬৯২
	আল্লাহ হিসাবগ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট	২১-আম্বিয়া	৪৭	৭৫৩
	আল্লাহ হিসাবগ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট	৩৩-আহ্যাব	৩৯	৮৩৭
	আল্লাহ হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট(ইয়াতিম প্রসঙ্গ)	৪-নিসা	৬	৫৫৬
	আল্লাহ সবকিছুর হিসাব গ্রহণকারী	৪-নিসা	৮৬	৫৬৭
	আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী	৬-আন্'আম	৬২	৬০১
	মানুষ নিজেই হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট	১৭-ইস্রা	১৪	৭১৫
হিসাব-নিকাশ				
	আল্লাহর উপর হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব	১৩-রা'দ	৪০	৬৯২
হীন				
	মূসাকে হীন বলে ফির'আ উন নিজকে শ্রেষ্ঠ দাবী করে	৪৩-যুখরুফ	৫২	৮৯৯
	হীন ষড়যন্ত্রের শাস্তি ভূমি ধ্বস ও আকস্মিক শাস্তি	১৬-নাহ্ল	৪৫	৭০৬
	হীন ব্যক্তির আনুগত্য করা যাবে না	৬৮-ক্বালাম	১০	৯৭৫
হীনতম				
	কিছু মানুষকে হীনতম বয়সে/বার্ধক্যে পৌছানো হয়	১৬-নাহ্ল	৭০	৭০৮
হীনতম বয়স				
	মানুষের হীনতম/বৃদ্ধ বয়সে পৌছানো প্রসঙ্গ	২২-হাজ্জ	৫	৭৫৮
হীনবল (আরো দেখুন দুর্বল শব্দটি)				
	পশ্চাদ্ধাবনে হীনবল না হওয়া (ওহুদে শত্রু সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবন)	৪-নিসা	১০৪	৫৭০
	মুমিনদের হীনবল না হওয়ার নির্দেশ (আল্লাহর)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৫	৯১৫
	মুমিনদেরকে হীনবল না হওয়ার নির্দেশ	৩-আলে ইমরান	১৩৯	৫৪৯
	যুদ্ধে হীনবল হয়নি নবী ও রব্বানীগণ	৩-আলে ইমরান	১৪৬	৫৪৯
হুকুম (আরো দেখুন নির্দেশ/আদেশ/বিধান শব্দটি)				
	আল্লাহর হুকুম রদকারী কেউ নেই	১৩-রা'দ	৪১	৬৯২
	আল্লাহর হুকুমে কাউকে তিনি শরীক করেন না...	১৮-কাহ্ফ	২৬	৭২৬
	আল্লাহ হুকুম করেন	১৩-রা'দ	৪১	৬৯২
	প্রতিপালকের হুকুমের জন্য ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ (রাসূল স. কে)	৭৬-দাহ্র	২৪	৯৯৬
	প্রতিপালকের হুকুমের জন্য ধৈর্যধারণের আহ্বান	৬৮-ক্বালাম	৪৮	৯৭৭
	প্রতিপালক তার হুকুমানুযায়ী বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিচার করবেন	২৭-নামল	৭৮	৮০৬
	হুকুমের মালিক কেবল আল্লাহ	১২-ইউসুফ	৪০	৬৮০
	হুকুম আল্লাহরই (আযাব প্রসঙ্গ)	৬-আন্'আম	৫৭	৬০১
	হুকুম বা ফয়সালার মালিক আল্লাহ)	১২-ইউসুফ	৬৭	৬৮৩
হুকুম (ফয়সালা)				
	প্রতিপালকের হুকুম/ফয়সালার জন্য রাসূল স. এর ধৈর্যধারণ...	৫২-তূর	৪৮	৯৩১

শব্দ	বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হুতামা (দোযখ)				
	নিন্দাকারী/সম্পদ জমাকারীকে হুতামায় নিক্ষেপ করা হবে	১০৪-হুমাযা	৪	১০৩৩
	হুতামা সম্পর্কে রাসূল স. কে কিসে জানাবে ?	১০৪-হুমাযা	৫	১০৩৩
হুদ				
	হুদ সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি আপতিত হয়েছিল	১১-হূদ	৮৯	৬৭৪
হুদহুদ				
	নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে হুদহুদের অবস্থান নেয়া প্রসঙ্গ	২৭-নামল	২২	৮০১
	হুদহুদকে খোঁজকালে সুলাইমান দেখতে না পাওয়া	২৭-নামল	২০	৮০১
	অনুপস্থিতির জন্য হুদহুদকে সুলাইমান কর্তৃক শাস্তির ঘোষণা	২৭-নামল	২১	৮০১
হুদায়বিয়ার সন্ধি				
	হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বাইয়াতুর রিদওয়ান প্রসঙ্গ	৪৮-ফাতহ্	১-১০	৯১৬
হুনাইন				
	হুনাইনের দিনে আল্লাহ সাহায্য করেছেন মুমিনদেরকে	৯-তাওবা	২৫	৬৪২
হুরুফে মুকাত্তায়াত (বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা)				
	আইন-সীন-কাফ	৪২-শূরা	২	৮৯১
	আলিফ লাম মীম	২-বাক্বারা	১	৫০২
	আলিফ-লাম-মীম	৩০-রূম	১	৮২২
	আলিফ-লাম-মীম	৩-আলে ইমরান	১	৫৩৬
	আলিফ-লাম-মীম	৩১-লুকমান	১	৮২৭
	আলিফ লাম মীম	২৯-আনকাবূত	১	৮১৬
	আলিফ-লাম-মীম	৩২-সাজ্দা	১	৮৩০
	আলিফ-লাম-মীম-রা	১৩-রা'দ	১	৬৮৮
	আলিফ-লাম-রা	১০-ইউনুস	১	৬৫৪
	আলিফ-লাম-রা	১২-ইউসুফ	১	৬৭৭
	আলিফ-লাম-রা	১৪-ইবরাহীম	১	৬৯৩
	আলিফ-লাম-রা	১১-হূদ	১	৬৬৫
	আলিফ-লাম-রা	১৫-হিজর	১	৬৯৮
	আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ	৭-আ'রাফ	১	৬১৩
	ইয়াসীন	৩৬-ইয়াসীন	১	৮৫১
	কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ	১৯-মারইয়াম	১	৭৩৪
	ক্বাফ	৫০-ক্বাফ	১	৯২২
	তোয়া-সীন-মীম	২৭-নামল	১	৮০০
	তোয়া-সীন-মীম	২৬-শু'আরা	১	৭৮৮
	ত্বা-হা	২০-ত্বা-হা	১	৭৪১
	ত্বা-সীন-মীম	২৮-কাসাস	১	৮০৮
	নূন	৬৮-ক্বালাম	১	৯৭৫
	হা-মীম	৪৪-দুখান	১	৯০২
	হা-মীম	৪৩-যুখরুফ	১	৮৯৬
	হা-মীম	৪০-মু'মিন	১	৮৭৮
	হা-মীম	৪৬-আহ্কাফ	১	৯০৮
	হা-মীম	৪৫-জাছিয়া	১	৯০৫
	হা-মীম	৪১-ফুস্সিলাত	১	৮৮৬
	হা-মীম	৪২-শূরা	১	৮৯১
হূদ				
	সম্প্রদায়কে সতর্ক করা প্রসঙ্গ (আদ এর ভাই হূদ আ. কর্তৃক)	৪৬-আহ্কাফ	২১	৯১০
	হূদ কর্তৃক আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান	২৬-শু'আরা	১২৪	৭৯৪
	হূদ ও মুমিনদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে উদ্ধার	১১-হূদ	৫৮	৬৭১
	হূদকে প্রেরণ, আদ জাতির কাছে...	১১-হূদ	৫০	৬৭০
	হূদকে প্রেরণ করেছিলেন আল্লাহ অদ জাতির প্রতি	৭-আ'রাফ	৬৫	৬১৮
	হূদ কোন প্রমাণ নিয়ে আসেনি -সম্প্রদায়ের অভিযোগ	১১-হূদ	৫৩	৬৭০
	হূদের সম্প্রদায় আদ এর জন্য ধ্বংস!	১১-হূদ	৬০	৬৭১
হূর				
	ইয়াকুতের মত (জান্নাতের আনত নয়না হূরগণ...)	৫৫-রাহ্মান	৫৮	৯৪১
	জান্নাতের আনত নয়না হূরগণ ইয়াকুত/প্রবালের মত	৫৫-রাহ্মান	৫৮	৯৪১
	জান্নাতে আনতনয়না হূর (জিন/মানুষ যাদেরকে স্পর্শ করেনি)	৫৫-রাহ্মান	৭৪	৯৪২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হূর (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
ডাগরনয়না হূর থাকবে (জান্নাতিদের জন্য)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	২২	৯৪৪
ডাগরনয়না হূরদের সাথে আল্লাহ মুত্তাকীদের বিয়ে দিবেন	৫২-তূর	২০	৯৩০
ডাগর নয়না হূরদের সাথে মুত্তাকীদের বিয়ে দিবেন আল্লাহ	৪৪-দুখান	৫৪	৯০৪
প্রবালের মত (জান্নাতের আনত নয়না হূরগণ...)	৫৫-রাহ্মান	৫৮	৯৪১
বিয়ে (ডাগরনয়না হূরদের সাথে আল্লাহ মুত্তাকীদের বিয়ে দিবেন)	৫২-তূর	২০	৯৩০
সুরক্ষিতা (তাঁবুতে সুরক্ষিতা হূর, জান্নাতে থাকবে)	৫৫-রাহ্মান	৭২	৯৪২
সৃষ্টি (হূরদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্	৩৫	৯৪৪
হৃদয় (আরো দেখুন অন্তর শব্দটি)			
অনুধাবনের মত হৃদয় লাভ (দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে)	২২-হাজ্জ	৪৬	৭৬২
অনুসারীদের (ঈসা আ. এর অনুসারীদের হৃদয়ে করুণা ও দয়া সৃষ্টি)	৫৭-হাদীদ	২৭	৯৫১
অপরাধীদের হৃদয়ে অবিশ্বাস সঞ্চার (কুরআন অস্বীকার প্রসঙ্গ)	২৬-শু'আরা	২০০	৭৯৮.
অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে আবরণ তৈরি করে দিয়েছেন আল্লাহ	১৭-ইস্রা	৪৬	৭১৮
অমনোযোগী -যার হৃদয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে -তার আনুগত্য নিষেধ	১৮-কাহ্ফ	২৮	৭২৬
অমনোযোগী হৃদয় (প্রতিপালকের উপদেশ খেলাচ্ছলে শ্রবণ প্রসঙ্গ)	২১-আম্বিয়া	৩	৭৫০
অর্জন (হৃদয় যা অর্জন করেছে সে জন্য পাকড়াও...)	২-বাক্বারা	২২৫	৫২৫
অস্বীকারকারী (আখিরাতে অবিশ্বাসীর হৃদয় সত্য অস্বীকারকারী)	১৬-নাহ্ল	২২	৭০৪
আখিরাতে অবিশ্বাসীদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয় (আল্লাহর কথা শুনে)	৩৯-যুমার	৪৫	৮৭৫
আখিরাতে অবিশ্বাসীর হৃদয় সত্য অস্বীকারকারী	১৬-নাহ্ল	২২	৭০৪
আচ্ছাদিত (বনী ইসরাঈলের উক্তি, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত')	৪-নিসা	১৫৫	৫৭৬
আচ্ছাদিত (ইহুদীদের হৃদয় আচ্ছাদিত)	২-বাক্বারা	৮৮	৫১০
আবরণ তৈরী করেছেন আল্লাহ (জালিমদের হৃদয়ে..)	১৮-কাহ্ফ	৫৭	৭২৯
আবরণ (মুশরিকদের হৃদয়ে আল্লাহ আবরণ তৈরি করেছেন)	৬-আন্'আম	২৫	৫৯৮
আবরণে আচ্ছাদিত মুশরিকদের হৃদয়	৪১-ফুস্সিলাত	৫	৮৮৬
আসহাবে কাহফের হৃদয় দৃঢ় করলেন আল্লাহ...	১৮-কাহ্ফ	১৪	৭২৫
ইচ্ছাকৃত ভুল(হৃদয়ের ইচ্ছাকৃত ভুল অপরাধ গণ্য হবে)	৩৩-আহ্যাব	৫	৮৩৩
ইহুদিদের হৃদয় আচ্ছাদিত	২-বাক্বারা	৮৮	৫১০
ঈমান আনেনি যাদের হৃদয় (মুনাফিক প্রসঙ্গ)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
ঈমানে প্রশান্ত হৃদয় বাধ্য হয়ে কুফরী করলে শাস্তি নেই	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
ঈমান (বেদুঈনদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি...)	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
উপদেশ রয়েছে হৃদয়বানদের জন্য (প্রজন্ম ধ্বংস করার মধ্যে)	৫০-ক্বাফ	৩৭	৯২৪
একই রকম হৃদয় (অজ্ঞদের প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	১১৮	৫১৩
ওলটপালট (হৃদয় ওলটপালট হয়ে যাবে যেদিন সেদিনের ভয় করে যারা)	২৪-নূর	৩৭	৭৭৮
কঠিন হৃদয় (বনী ইসরাঈলের হৃদয় পাথরের চেয়ে কঠিন হওয়া প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	৭৪	৫০৮
কঠিন হৃদয় (পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
কঠিন হৃদয় (ফিরআউনগোষ্ঠীর হৃদয় কঠিন করার জন্য দোয়া)	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
কঠিন হৃদয় (রাসূল স. কঠিন হৃদয়ের হলে মুমিনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত)	৩-আলে ইমরান	১৫৯	৫৫১
কঠিন (হৃদয় কঠিন করে দিয়েছেন আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের)	৫-মায়িদা	১৩	৫৮২
কঠিন হওয়া (হৃদয় কঠিন হওয়ায় পূর্ববর্তীরা কাকুতি-মিনতি করেনি)	৬-আন্'আম	৪৩	৫৯৯
কঠিন হৃদয় (আল্লাহ্ বিমুখ) লোকদের জন্য দুর্ভোগ	৩৯-যুমার	২২	৮৭৩
কাফিররা হৃদয়ে অহমিকা পোষণ করল (হুদায়বিয়া প্রসঙ্গ)	৪৮-ফাত্হ	২৬	৯১৮
কাফিরের হৃদয়ে আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন	৭-আ'রাফ	১০১	৬২২
কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে দিবেন আল্লাহ্ (বদরযুদ্ধ)	৮-আনফাল	১২	৬৩৩
কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করবেন আল্লাহ্	৩-আলে ইমরান	১৫১	৫৫০
কাফিরদের হৃদয়ে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন	২-বাক্বারা	৭	৫০২
কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন আল্লাহ্	৫৯-হাশর	২	৯৫৫
ক্ষোভ (হৃদয় থেকে ক্ষোভ দূর করবেন আল্লাহ, মুশরিকদের)	৯-তাওবা	১৫	৬৪১
গোমরাহীতে রয়েছে কাফিরদের হৃদয়	২৩-মু'মিনূন	৬৩	৭৭০
ঝুঁকে পড়া (নবীর স্ত্রীদের হৃদয় ঝুঁকে পড়া, গোপন কথা প্রসঙ্গ)	৬৬-তাহ্রীম	৪	৯৭০
তালাবদ্ধ (যাদের হৃদয় তালাবদ্ধ তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা করে না)	৪৭-মুহাম্মাদ	২৪	৯১৪
তাকওয়া (আল্লাহ্র নিদর্শনকে সম্মানপ্রদর্শন হৃদয়ের তাকওয়া থেকে)	২২-হাজ্জ	৩২	৭৬১
দুটি হৃদয় (আল্লাহ মানুষের অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় বানাননি)	৩৩-আহ্যাব	৪	৮৩৩
দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারীর হৃদয়ে মোহর	১৬-নাহ্ল	১০৮	৭১২

শব্দ বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
দৃঢ় হৃদয় দৃঢ় করে না দিলে পরিচয় প্রকাশ করে দিত মূসার মা	২৮-কাসাস	১০	৮০৮
দৃঢ় করলেন আল্লাহ (আসহাবে কাহফের হৃদয়)	১৮-কাহ্ফ	১৪	৭২৫
নবী ও তার স্ত্রীদের হৃদয়ে যা আছে তা আল্লাহ্ জানেন	৩৩-আহ্যাব	৫১	৮৩৮
নবীপত্নীদের হৃদয়ের জন্য পবিত্রতম পন্থা (পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহ্যাব	৫৩	৮৩৮
নরম হয় (মুত্তাকীর হৃদয় আল্লাহর স্মরণে নরম হয়)	৩৯-যুমার	২৩	৮৭৩
পবিত্র করা (হৃদয় পবিত্র করতে চাননি আল্লাহ যাদের)	৫-মায়িদা	৪১	৫৮৫
পরীক্ষা (মুমিনদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়েছেন আল্লাহ্ তাকওয়ার জন্য)	৪৯-হুজুরাত	৩	৯২০
পাপী হৃদয় (সাক্ষ্য গোপনকারীর হৃদয় পাপী, ঋণ প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৮৩	৫৩৪
পাষাণহৃদয় লোকদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ(শয়তানের নিক্ষেপ করা)	২২-হাজ্জ	৫৩	৭৬৩
পৌছানো (খন্দকে মুমিনদের হৃদয় কণ্ঠে পৌছানো প্রসঙ্গ)	৩৩-আহ্যাব	১০	৮৩৪
প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ্ মুমিনদের হৃদয়ে..	৪৮-ফাত্হ	৪	৯১৬
প্রশান্ত (ঈমানে প্রশান্ত হৃদয় বাধ্য হয়ে কুফরী করলে শাস্তি নেই)	১৬-নাহ্ল	১০৬	৭১২
প্রশান্তি (হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে, আল্লাহর স্মরণে)	১৩-রা'দ	২৮	৬৯১
প্রশান্তি (হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য সাহায্যের সুসংবাদ, বদরযুদ্ধে)	৮-আনফাল	১০	৬৩২
প্রশান্তি (ইবরাহীম আ. এর হৃদয়ের প্রশান্তি, পুনর্জীবন প্রসঙ্গ)	২-বাক্বারা	২৬০	৫৩১
প্রশান্ত (হৃদয় প্রশান্ত করার জন্য ফেরেশতার সাহায্য ঘোষণা)	৩-আলে ইমরান	১২৬	৫৪৮
প্রশান্ত (মুমিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয়, আল্লাহর স্মরণে)	১৩-রা'দ	২৮	৬৯১
প্রশান্ত (হৃদয় প্রশান্ত হবে হাওয়ারীদের, আকাশ থেকে অবতীর্ণ খাদ্য...)	৫-মায়িদা	১১৩	৫৯৪
প্রত্যাবর্তনকারী হৃদয় নিয়ে আসবে যে তার জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি	৫০-ক্বাফ	৩৩	৯২৪
ফিরআউনগোষ্ঠীর হৃদয়কে কঠিন করার জন্য দোয়া	১০-ইউনুস	৮৮	৬৬২
বক্ষে হৃদয় অবস্থিত (চোখ অন্ধ হয়না,সে হৃদয় অন্ধ হয়)	২২-হাজ্জ	৪৬	৭৬২
বক্রতা (হৃদয়ে বক্রতা আছে যাদের তারা মুতাশাবিহ্ আয়াতের পিছনে লেগে থাকে)	৩-আলে ইমরান	৭	৫৩৬
বক্র (হৃদয় বক্র হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল এক দলের...)	৯-তাওবা	১১৭	৬৫২
বন্ধন (হৃদয়ের বন্ধন সৃষ্টি করতে পারতেন না রাসূল...)	৮-আনফাল	৬৩	৬৩৮
বাছুর প্রীতি হৃদয়ে সিঞ্চিত হয়েছিল (বনী ইসরাঈলের)	২-বাক্বারা	৯৩	৫১১
বাঁকা করে দিলেন আল্লাহ্ (মূসার সম্প্রদায়ের হৃদয়)	৬১-সাফ্ফ	৪	৯৬০
বাঁকা (হৃদয় বাঁকা করে না দেয়ার প্রার্থনা, প্রতিপালকের নিকট)	৩-আলে ইমরান	৮	৫৩৬
বিগলিত (মু'মিনদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার কি আসেনি?)	৫৭-হাদীদ	১৬	৯৪৯
বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আল্লাহ্র কাছে আসা ব্যক্তির সন্তান/সম্পদ...	২৬-শু'আরা	৮৯	৭৯২
বিষয় (হৃদয়ে যা আছে তা আল্লাহ পরিশুদ্ধ করতে পারেন আল্লাহ)	৩-আলে ইমরান	১৫৪	৫৫০
বুঝা (অনেক জ্বিন ও মানুষের হৃদয় আছে যা দিয়ে তারা বোঝেনা)	৭-আ'রাফ	১৭৯	৬২৯
ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয় যাদের তারা যুদ্ধের নির্দেশ পেলে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়	৪৭-মুহাম্মাদ	২০	৯১৩
ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়ের লোকদের বিরুদ্ধে রাসূল স. কে আল্লাহ্র অনুপ্রেরণা	৩৩-আহ্যাব	৬০	৮৩৯
ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়ের লোকদের উক্তি, খন্দকের যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৩৩-আহ্যাব	১২	৮৩৪
ব্যাধি (হৃদয়ে ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের প্রলুব্ধ হওয়া, নবীর স্ত্রী প্রসঙ্গ)	৩৩-আহ্যাব	৩২	৮৩৬
ব্যাধি (হৃদয়ে ব্যাধি আছে মুনাফিকদের)	৮-আনফাল	৪৯	৬৩৭
ব্যাধি (হৃদয়ে ব্যাধি আছে যাদের তাদের অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে...)	৯-তাওবা	১২৫	৬৫৩
ব্যাধি (হৃদয়ে ব্যাধিগ্রস্তরা জাহান্নামের প্রহরী সম্পর্কে বলে...)	৭৪-মুদ্দাছ্ছির	৩১	৯৯১
আল্লাহ (ব্যক্তি ও তার হৃদয়ের মাধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহ্ থাকেন)	৮-আনফাল	২৪	৬৩৪
ভয় (হৃদয় থেকে ভয় দূর করা হলে পরস্পরকে বলবে...)	৩৪-সাবা	২৩	৮৪৩
ভীতি সঞ্চার (খন্দকে বনুকুরায়জার হৃদয়ে আল্লাহ ভীতি সঞ্চার করেন)	৩৩-আহ্যাব	২৬	৮৩৫
ভীত হৃদয় (প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার ভয়ে ভীত হৃদয়ে দান...)	২৩-মু'মিনূন	৬০	৭৬৯
ভীত হওয়া(আল্লাহ্র স্মরণে যার হৃদয় ভীত হয় তার জন্য সুসংবাদ)	২২-হাজ্জ	৩৫	৭৬১
মরিচা (সীমালঙ্ঘনকারীদের কৃতকর্মের কারণে হৃদয়ে মরিচা)	৮৩-মুতাফ্ফিফীন	১৪	১০১১
মরুবাসীদের হৃদয়ে সে কথা নেই যা মুখে বলে (পিছিয়ে ছিল যারা)	৪৮-ফাত্হ	১১	৯১৭
মানুষ হৃদয়ের ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী বানায়	২-বাক্বারা	২০৪	৫২৩
মুশরিকদের হৃদয় অস্বীকার করে মুখে সন্তুষ্ট করলেও	৯-তাওবা	৮	৬৪০
মুনাফিকদের হৃদয়ে নেই যুদ্ধে যাওয়ার কথা (মুখে বলে)	৩-আলে ইমরান	১৬৭	৫৫২
মুনাফিকদের হৃদয়ে বিষয় জানিয়ে দিবে এমন সূরা অবতীর্ণের আশঙ্কা	৯-তাওবা	৬৪	৬৪৬
মুমিনদের হৃদয়ে মুমিনদের ব্যাপারে বিদ্বেষ না রাখার প্রার্থনা	৫৯-হাশর	১০	৯৫৬

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হৃদয় (আরো দেখুন অন্তর শব্দটি) (পূর্ব পৃষ্ঠা থেকে)			
মুনাফিকদের হৃদয়ে সন্দেহ থেকে যাবে (ঘর নির্মাণের কারণে)	৯-তাওবা	১১০	৬৫১
মুনাফিকের হৃদয়ে মোহর করা হয়েছে (ঈমানের পর কুফরী করায়)	৬৩-মুনাফিকূন	৩	৯৬৪
মুনাফিকদের হৃদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সন্দেহ থেকে যাবে...	৯-তাওবা	১১০	৬৫১
মুনাফিকদের হৃদয়ে অনুতাপ সৃষ্টি (কাফিরদের কথা দ্বারা...)	৩-আলে ইমরান	১৫৬	৫৫১
মুনাফিকদের হৃদয়ে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন আল্লাহ...	৯-তাওবা	৭৭	৬৪৮
মুনাফিকদের হৃদয়ে যা আছে তা আল্লাহ জানেন	৪-নিসা	৬৩	৫৬৫
মুনাফিকদের হৃদয় বিভিন্ন (ঐক্যবদ্ধ মনে হলেও)	৫৯-হাশর	১৪	৯৫৬
মু'মিনদের হৃদয় দৃঢ় করা (বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গ)	৮-আনফাল	১১	৬৩৩
মু'মিনদের হৃদয় ভীত হয় (আল্লাহকে স্মরণ করা হলে)	৮-আনফাল	২	৬৩২
মু'মিনদের হৃদয়ে ঈমানকে শোভনীয় করেছেন আল্লাহ..	৪৯-হুজুরাত	৭	৯২০
মু'মিনদের হৃদয়ের জন্য পবিত্রতম পন্থা (পর্দা প্রসঙ্গ)	৩৩-আহযাব	৫৩	৮৩৮
মু'মিনদের হৃদয়ে ঈমান লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে	৫৮-মুজাদালা	২২	৯৫৪
মুমিনদের হৃদয়ে বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন আল্লাহ...	৩-আলে ইমরান	১০৩	৫৪৬
মু'মিনদের হৃদয়ে বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন আল্লাহ	৮-আনফাল	৬৩	৬৩৮
মু'মিনদের হৃদয়ের কথা আল্লাহ অবগত	৪৮-ফাত্হ	১৮	৯১৭
মু'মিনের হৃদয়কে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন	৬৪-তাগাবুন	১১	৯৬৭
মোহর (সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন)	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাদের হৃদয়ে যারা পিছনে বসে থাকতেই সন্তুষ্ট (জিহাদ প্রসঙ্গ)	৯-তাওবা	৮৭	৬৪৯
মোহর মেরে দেয়া (অহংকারী ও স্বৈরচারী ব্যক্তির অন্তরে)	৪০-মু'মিন	৩৫	৮৮১
মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ তাদের হৃদয়ে যারা...	৯-তাওবা	৯৩	৬৪৯
মোহরাঙ্কিত (যাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ...)	৪৭-মুহাম্মাদ	১৬	৯১৩
মোহর (দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দানকারীর হৃদয়ে মোহর)	১৬-নাহ্‌ল	১০৮	৭১২
মোহর (আল্লাহ ইচ্ছা করলে নবীর হৃদয়ে মোহর মেরে দিতে পারেন)	৪২-শূরা	২৪	৮৯৩
মোহর (কাফিরদের হৃদয়ে মোহর মারা হয়েছে)	২-বাক্বারা	৭	৫০২
মোহর (আল্লাহ প্রবৃত্তি পূজারীর হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন)	৪৫-জাছিয়া	২৩	৯০৬
মোহর (আল্লাহ হৃদয়ে মোহর মারলে কেউ তা ফিরিয়ে দিতে পারে না)	৬-আন্'আম	৪৬	৬০০
মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ কাফিরদের হৃদয়ে	৩০-রূম	৫৯	৮২৬
মোহর মারা (আল্লাহ কর্তৃক হৃদয়ের উপর মোহর মারা)	৭-আ'রাফ	১০০	৬২২
যাদের হৃদয় ব্যাধি আছে তারা মনে করে...	৪৭-মুহাম্মাদ	২৯	৯১৪
যুদ্ধবন্দিদের হৃদয়ে ভাল কিছু আছে বলে যদি জানেন আল্লাহ...	৮-আনফাল	৭০	৬৩৯
রাসূল স. এর হৃদয়ে কুরআন অবতীর্ণ করেন জিবরাঈল	২-বাক্বারা	৯৭	৫১১
রাসূল স. এর হৃদয় মজবুত করার জন্য পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল	২৫-ফুরকান	৩২	৭৮৪
রাসূল স. এর হৃদয়ে কুরআন অবতীর্ণ (মানুষকে সতর্ক করার জন্য)	২৬-শু'আরা	১৯৪	৭৯৮
রোগ (মুনাফিকদের হৃদয়ে রোগ রয়েছে)	২-বাক্বারা	১০	৫০২
রোগ (মুনাফিকদের হৃদয়ে রোগ আছে,)	২৪-নূর	৫০	৭৭৯
রোগ (হৃদয়ে রোগ আছে যাদের, তারা দ্রুত ধাবিত হয়...)	৫-মায়িদা	৫২	৫৮৭
শোভনীয় (বেদুঈনদের হৃদয়ে শোভনীয় করা হয়েছিল...)	৪৮-ফাত্হ	১২	৯১৭
সংযুক্ত (হৃদয় সংযুক্ত যাদের তাদের জন্য যাকাত ব্যয়...)	৯-তাওবা	৬০	৬৪৬
সন্ত্রস্ত হবে যেদিন/কিয়ামতের দিন (কতক হৃদয়...)	৭৯-নাযি'আত	৮	১০০৩
সন্দেহ (হৃদয়ে সন্দেহ আছে যাদের তারাই অনুমতি প্রার্থনা করে)	৯-তাওবা	৪৫	৬৪৫
সরিয়ে দেন আল্লাহ মুনাফিকদের হৃদয়	৯-তাওবা	১২৭	৬৫৩
সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন	১০-ইউনুস	৭৪	৬৬১
হৃদয় (অপরাধীদের হৃদয়ে বিদ্রূপ প্রবণতা সঞ্চার করেন আল্লাহ)	১৫-হিজর	১২	৬৯৮
হৃদ্যতা			
অবহিত (হৃদ্যতা অবহিত করা, আল্লাহ ও মুমিনদের শত্রুদেরকে)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
আত্মীয়তার হৃদ্যতা ছাড়া রাসূল স. মুমিনের কাছে কোন প্রতিদান চান না	৪২-শূরা	২৩	৮৯৩
আল্লাহ মুমিনদের ও শত্রুদের মাঝে হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিবেন	৬০-মুমতাহিনা	৭	৯৫৯
গোপন হৃদ্যতা (হাতিব বিন আবি বালতাআ এর চিঠি প্রসঙ্গ)	৬০-মুমতাহিনা	১	৯৫৮
দুনিয়ার জীবনে হৃদ্যতার উপায় হিসাবে মূর্তিপূজা প্রসঙ্গ	২৯-আনকাবূত	২৫	৮১৮
মু'মিনদের প্রতি হৃদ্যতায় নাসারাগণ সবচেয়ে নিকটবর্তী	৫-মায়িদা	৮২	৫৯০

শব্দ / বিষয়/প্রসঙ্গ	সূরা নং ও নাম	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে হৃদ্যতা না থাকা...	৪-নিসা	৭৩	৫৬৬
হৃদ্যতা ও দয়া স্থাপন, পুরুষ ও স্ত্রীদের মধ্যে	৩০-রূম	২১	৮২৩
হৃষ্ট-পুষ্ট			
হৃষ্ট-পুষ্ট বাছুর ভেজে নিয়ে আসলেন ইবরাহীম	৫১-যারিয়াত	২৬	৯২৬
হেঁচড়িয়ে নেয়া			
অপরাধীর চুলের গোছা ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (দোযখে)	৯৬-আলাক	১৫	১০২৮
আগুনের দিকে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে অপরাধীদেরকে	৫৪-কামার	৪৮	৯৩৮
মিথ্যাচারীর চুলের গোছা ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (দোযখে)	৯৬-আলাক	১৫	১০২৮
হেটে চলা			
হেটে চলায় মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ, লোকমান পুত্রকে	৩১-লুকমান	১৯	৮২৮
হেদায়াত			
আল্লাহর ইচ্ছাধীন (মানুষকে হেদায়াত দান করা)	৩৫-ফাতির	৮	৮৪৬
আল্লাহর পথ নির্দেশনা/হেদায়াত দ্বারা সঠিকপথ প্রদর্শন	৬-আন্'আম	৮৮	৬০৪
হেফাজত			
আল্লাহ যা হেফাজত করেছেন নেক স্ত্রী তা হেফাজত করে	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
কসম হেফাজত করার নির্দেশ	৫-মায়িদা	৮৯	৫৯১
লজ্জাস্থান হেফাজত করবে মু'মিন পুরুষরা	২৪-নূর	৩০	৭৭৬
লজ্জাস্থান হেফাজত করবে মু'মিন নারীরা	২৪-নূর	৩১	৭৭৭
সালাত হেফাজত করে যারা...	৭০-মা'আরিজ	৩৪	৯৮২
হেফাজতকারী/হেফাজতকারীনী			
জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ (হেফাজতকারীর জন্য)	৫০-ক্বাফ	৩২	৯২৩
নেক স্ত্রী অদৃশ্যের হেফাজতকারীনি	৪-নিসা	৩৪	৫৬১
লজ্জাস্থান হেফাজত করে যারা...	৭০-মা'আরিজ	২৯	৯৮২
লজ্জাস্থান হেফাজতকারী (মুমিনগণ)	২৩-মু'মিনূন	৫	৭৬৬
লজ্জাস্থান হেফাজকারী নারীর জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
লজ্জাস্থান হেফাজকারী পুরুষের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান	৩৩-আহযাব	৩৫	৮৩৬
হেয়			
চক্রান্তকারীদেরকে অপদস্ত করেছেন আল্লাহ	৩৭-সাফ্‌ফাত	৯৮	৮৬১
হেলান			
আসনে (জান্নাতবাসীরা সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে...)	১৮-কাহ্‌ফ	৩১	৭২৭
আসনে হেলান দিয়ে বসবে (জান্নাতবাসীরা, কিয়ামতে)	৩৬-ইয়াসীন	৫৬	৮৫৫
আসনে (জান্নাতে মুত্তাকীরা সারিবদ্ধ আসনে হেলান দিয়ে বসবে)	৫২-তূর	২০	৯৩০
কাফিরদের হেলান দিয়ে বসার জন্য রূপার পালঙ্ক (পার্থিব প্রাচুর্য)	৪৩-যুখরুফ	৩৪	৮৯৮
গদিতে (সবুজ গদি/গালিচার উপর জান্নাতীরা হেলান দিয়ে বসবে)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৬	৯৪২
গালিচায় (সুন্দর গালিচার উপর জান্নাতীরা হেলান দিয়ে বসবে)	৫৫-রাহ্‌মান	৭৬	৯৪২
জান্নাতের উচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে(জান্নাতিরা)	৭৬-দাহ্‌র	১৩	৯৯৫
জান্নাতিরা হেলান দিয়ে বসবে (পরস্পর মুখোমুখি হয়ে)	৫৬-ওয়াকিয়াহ্‌	১৬	৯৪৩
জান্নাতে হেলান দিয়ে বসবে মুত্তাকীরা	৩৮-সোয়াদ	৫১	৮৬৯
রেশমের বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে (জান্নাতিগণ)	৫৫-রাহ্‌মান	৫৪	৯৪১
হেলে পড়া			
সূর্য হেলে পড়লে সালাত কায়েমের নির্দেশ	১৭-ইসরা	৭৮	৭২০
হ্যাঁ			
জাদুকরদেরকে ফির'আউনের হ্যাঁ বলা (বিজয়ী হওয়ার প্রতিদান সম্পর্কে)	২৬-শু'আরা	৪২	৭৯০
হ্রাস (আরো দেখুন 'কম করা' শব্দটি)			
আয়ু হ্রাস-বৃদ্ধির হওয়ার বিষয়টি কিতাবে লিখিত আছে	৩৫-ফাতির	১১	৮৪৭
কর্মফল (মুমিনদের কর্মফল হ্রাস করবেন না আল্লাহ)	৪৭-মুহাম্মাদ	৩৫	৯১৫
কর্মফল হ্রাস করা হবেনা (মুমিনদের)	৫২-তূর	২১	৯৩০
কর্ম হ্রাস করবেন না আল্লাহ বেদুঈনদের, যদি তারা আনুগত্য করে	৪৯-হুজুরাত	১৪	৯২১
হ্রাস (দণ্ডহ্রাস)			
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কিসাসের দণ্ডহ্রাস	২-বাক্বারা	১৭৮	৫২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

২

পবিত্র কুরআন ও কুরআনের তরজমা

কুরআন তিলাওয়াতের আদবসমূহ

১ তিলাওয়াত শুরু করার পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করা। আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে বলেন- "যখন তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করবে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থণা কর"। (সূরা আন্-নাহল:৯৮)

২ তিলাওয়াত শুরু করার সময় প্রত্যেক সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলা।

৩ কুরআন তিলাওয়াতে সময় বিনয় সহকারে তিলাওয়াত করা এবং আয়াতের মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন, "তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না। নাকি তাদের অন্তরসমূহ তালাবদ্ধ হয়ে আছে"। (সূরা মুহাম্মদ:২৪)

৪ দ্রুত না পড়ে স্পষ্টভাবে (তারতীলের সাথে), সুন্দর সূর ও উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করা। আল্লাহ বলেন, "ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত কর"। (সূরা আল মুজাম্মিল-৪)

৫ টেনে টেনে কুরআন তিলাওয়াত করা। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে:
- হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিককে রাসূল (সা.)- এর তিলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি (রাসূল সা.) টেনে টেনে কুরআন পড়তেন। (বুখারী)
- অন্য একটি বর্ণনায় আছে, অতঃপর আনাস (রা.) পড়লেন, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"। তিনি বিসমিল্লাহকে টেনে পড়লেন, আর-রহমানকে টেনে পড়লেন, আর-রাহীমকে টেনে পড়লেন।
- হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.)- এর তিলাওয়াতের প্রশংসা করে বললেন, তাঁর তিলাওয়াত ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তিনি একটি একটি করে অক্ষর উচ্চরণ করতেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

৬ রহমত ও আযাবের আয়াত পড়ার সময় থেমে থেমে দোয়া করা। হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূল (সা.) এর সাথে সালাত (নামাজ) আদায় করলাম। তিনি প্রথমে সূরা বাকারা দিয়ে শুরু করলেন, এটা শেষ করে সূরা নিসা শুরু করলেন। এটা শেষ করে সূরা আলে ইমরান শুরু করলেন। এগুলো তিনি টেনে টেনে পড়লেন। যখন কোনো তাসবীহ সম্বলিত আয়াত পাঠ করতেন তখন তাসবীহ পাঠ করতেন। যখন কোন প্রশ্নবোধক আয়াত পাঠ করতেন তখন প্রশ্ন করতেন। যখন তাআউজ (আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা) সম্বলিত আয়াত পাঠ করতেন তখন 'তাআউজ' করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৭ তিলাওয়াতের সময় কাঁদা এবং প্রভাবিত হওয়া। আল্লাহ বলেন, "আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শুনে তখন তুমি তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবে; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন"। (সূরা মায়েদা: ৮৩)

৮ মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, "বল তোমরা কুরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর; যারা এর পূর্ব থেকে ইলম প্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা অবনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা ক্রন্দন করতে করতে অবনত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়"। (সূরা বনী ইসরাঈল ১০৭-১০৯)

৯ 'সিজদায়ে তিলাওয়াত'- এর আয়াত পাঠ করার সময় সিজদা আদায় করা। হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জুমার দিনে মিম্বরে উঠে সূরা নাহল তিলাওয়াত করলেন। যখন তিনি সিজদার আয়াতে পৌছলেন তখন সিজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সকল মানুষ সিজদা করল। পরবর্তী জুমায়ও ঐ সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং যখন সিজদার আয়াতে পৌছলেন তখন তিনি বললেন, হে লোকসকল, আমরা সিজদার আয়াত অতিক্রম করেছি যারা আমাদের সাথে সিজদা করেছে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত আর যারা সিজদা করে নাই তাদের কোনো গুনাহ নেই। তখন হযরত ওমর (রা.) ও সিজদা করেন নাই।

১০ তিলাওয়াত খুব উঁচু স্বরে কিংবা খুব নিচু স্বরে না করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আল্লাহ বলেন, "তুমি তোমার সালাতে (নামাযে) স্বরকে খুব উঁচু করোনা আবার নিঃশব্দেও পড়োনা বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর"। (সূরা বনী ইসরাঈল:১১০)

১১ তিলাওয়াতের সময় হাসি-ঠাট্টা, হৈ চৈ ও কথা-বার্তা সম্পূর্ণ পরিহার করা। আল্লাহ বলেন, "যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শোন এবং চুপ থাক যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়"। (আল আরাফ:২০৪)

১২ বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন খতম (সমাপ্ত) করা। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে বলেছেন, 'তুমি একমাসে কুরআন পড় (খতম কর)। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি সামর্থ রাখি। তিনি বললেন, 'তাহলে ২০ দিনে পড়।' আমি বললাম, এর চেয়েও বেশি সামর্থ রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি সাত দিনে পড়; এর চেয়ে বাড়িওনা (অর্থাৎ এর চেয়ে কম সময়ে কুরআন খতম করোনা)।

শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নিয়মাবলি (তাজওয়ীদ)

মাখরাজ: মাখরাজ শব্দের অর্থ বের হওয়ার স্থান। আরবী হরফগুলো যে যে স্থান থেকে উচ্চারিত হয় তার প্রতিটি স্থানকে মাখরাজ বলে। যেমন, হামযা হরফটি কণ্ঠনালীর নিম্নভাগ থেকে উচ্চারিত হয়। অতএব, কণ্ঠনালীর নিম্নভাগ হলো হাম্যার মাখরাজ।

মাখরাজ চেনার পদ্ধতি: কোনো হরফকে সাকিন দিয়ে তার ডানে হরকত বিশিষ্ট কোনো হরফ বসিয়ে উচ্চারণ করলে স্বর যে স্থানে থেমে যায় তা-ই হচ্ছে সে হরফের সঠিক মাখরাজ। যেমন اَبْ - اَمْ

মাখরাজের সংখ্যা: আরবী ২৯টি হরফের ১৭টি মাখরাজ রয়েছে। মাখরাজগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) জাওফ (মুখ ও কণ্ঠনালীর ভেতরের খালি জায়গা), (২) হাল্‌ক (কণ্ঠনালীর ভেতরের খালি জায়গা), (৩) লিসান (জিহ্বা), (৪) শাফাতান (দুই ঠোঁট), (৫) খায়শূম (নাসিকামূল)।

মদ্দের পরিচয়: মদ্দের অর্থ লম্বা করা, অতিরিক্ত করা। মদ্দের হরফ তিনটি (১) আলিফ, যখন সাকিন হয় এবং তার ডানে যবর থাকে যেমন قَالَ; (২) ওয়াও, যখন সাকিন হয় এবং তার ডানে পেশ থাকে। যেমন, نُوْرٌ (৩) ওয়াও- যখন সাকিন হয় এবং তার ডানে যের হয়। যেমন, قِيْلَ

মদ্দে আসলী: মদ্দের হরফের পূর্বে যদি হামযা (ء) না থাকে এবং পরেও হামযা বা সুকূন না থাকে, তাহলে এ মদ্দকে 'মদ্দে আসলী' বলে। উদাহরণ, وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

মদ্দে মুত্তাসিল: একই শব্দে মদ্দের হরফের পরে যদি হামযা (ء) আসে, তাহলে তাকে 'মদ্দে মুত্তাসিল' বলে। উদাহরণ, -سِيْٓءَ - جِيْٓئَ - شَآ - جَآ মদ্দে মুত্তাসিল দুই বা তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়।

মদ্দে মুনফাসিল: পাশাপাশি অবস্থিত দু'টো শব্দের প্রথমটির শেষ হরফ মদ্দের এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম হরফটি হামযা (ء) হলে তাকে মদ্দে মুনফাসিল বলে। উদাহরণ–قَالُوْٓا اٰمَنَّا – ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا মদ্দে মুনফাসিল চার আলিফ পরিমাণ লম্বা করা যায়।

মদ্দে আরেযী: মদ্দের হরফের পরে যদি ওয়াকৃফ করার কারণে সাকিন হয়, তবে তাকে মদ্দে আরেযী বলে। উদাহরণ, -اَلرَّحِيْمْ -اَلْعٰلَمِيْنَ মদ্দে আরেযী এক থেকে তিন আলিফ লম্বা করতে হয়।

নূন সাকিন ও তানওয়ীনের হুকুম চারটি: (১) ইযহার, (২) ইদ্‌গাম, (৩) কলব, (৪) ইখ্‌ফা।

১. **এযহার:** এর অর্থ স্পষ্ট করা। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে হালকের হরফসমূহের কোনো একটি হরফ আসলে, ওই নূন সাকিন ও তানওয়ীনকে গুন্নাহ না করে স্পষ্ট করে পড়তে হয়। হালকের হরফ ছয়টি। যথা, ء – ه – ع – ح – غ – خ
   নূন সাকিনের উদাহরণ, -اَلْاَنْهَارُ - اَنْعَمْتَ তানওয়ীনের উদাহরণ, عَلِيْمٌ - خَبِيْرٌ

২. **ইদগাম:** ইদগাম অর্থ প্রবেশ করানো। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে ইদগামের কোনো হরফ আসলে, ওই নূন সাকিন ও তানওয়ীন উচ্চারণ না করে পরবর্তী হরফের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে হরফটিকে তাশদীদ সহকারে পড়তে হয়।

   ইদগামের হরফ ছয়টি। যথা, ي – ر – م – ل – و – ن এর মধ্যে চারটি হরফে গুন্নাহ হয়।

   এ হরফ চারটি হচ্ছে, ي – ن – م – و এবং দু'টি হরফে গুন্নাহ হয় না। এগুলো ر ও ل নূন সাকিনের উদাহরণ, مَنْ يَّقُوْلُ – مِنْ نِّعْمَةٍ তানওয়ীনের উদাহরণ, وَيْلٌ لِّكُلِّ - قَوْمٌ يَّجْهَلُوْنَ

৩. **কলব:** কলব অর্থ পরিবর্তন করা। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে ب বর্ণ আসলে, সে নূন সাকিন ও তানওয়ীনকে হরফ দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহ সহকারে পড়তে হয়।

   নূন সাকিনের উদাহরণ, مِنْۢ بَعْدِ ، مَنْۢ بَخِلَ - তানওয়ীনের উদাহরণ, مَشَّاءٍۢ بِنَمِيْمٍ – زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ – سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

৪. **ইখ্‌ফা:** ইখ্‌ফা অর্থ গোপন করা। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে ইখ্‌ফার কোনো একটি হরফ আসলে ওই নূন সাকিন ও তানওয়ীনকে গুন্নাহসহকারে উচ্চারণ করতে হয়। ইখ্‌ফার হরফ পনেরটি যথা, ت – ث – ج – د – ذ – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ف – ق – ك
   নূন সাকিনের উদাহরণ, كُنْتُمْ - مَنْ ضَلَّ তানওয়ীনের উদাহরণ, كَأْسًا دِهَاقًا – صَعِيْدًا طَيِّبًا

ওয়াযিব গুন্নাহ: নূন ও মীমের উপর তাশদীদ হলে অবশ্যই সেখানে গুন্নাহ করতে হবে, একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। যেমন: اِنَّ - اَمَّا

পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিরাম চিহ্ন (ওয়াক্ফ) এর বিবরণ

পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের মাঝে বা শেষে নিম্নে উল্লেখিত বিরাম চিহ্নসমূহ রয়েছে:

م - একে 'ওয়াক্ফ লাযিম' বলে। এরূপ চিহ্নযুক্ত স্থানে ওয়াক্ফ করা জরুরী। কেননা, এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ না করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

ط - এটা 'ওয়াক্ফ মুত্লাক'। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দিয়ে পাঠ করা উত্তম।

ج - এটা 'ওয়াক্ফ জাইয'। এরূপ চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্ফ করা বা না করা উভয়ই বৈধ।

ز - এটা 'ওয়াক্ফ মাজাওওয়াজ'। এখানে বিরতি না দেয়াই উত্তম।

ص - এটা 'ওয়াক্ফ মুরাখ্খাস'। এরূপ চিহ্নযুক্ত স্থানে বিরতি না দেয়া ভাল। তবে শ্বাস ধরে রাখতে কষ্ট হলে বিরতি দেয়া বৈধ।

ق - এটা 'কীলা 'আলায়হি ওয়াক্ফ'-এর চিহ্ন। এখানে বিরতি দেয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে।

قف - এটা 'ওয়াক্ফ আম্‌র'। অর্থাৎ থামার নির্দেশ। এখানে বিরতি দেয়া উচিত।

لا - এটা 'লা ওয়াক্ফ 'আলায়হি'-এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নযুক্ত স্থানে থামা যাবে না। আয়াতের মাঝখানে এ চিহ্ন থাকলে সেখানে বিরতি দেয়া যাবে না। তবে আয়াতের শেষে গোল চিহ্ন (ওয়াক্ফ তাম) এর উপর থাকলে বিরতি দেয়া যাবে।

صل - এটা 'ওয়াক্ফ কাদ ইউসালু'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ যার অর্থ 'মিলিয়ে নেয়া হয়েছে'। এ স্থানে বিরতি দেয়া বা না দেয়া উভয়ই বৈধ। তবে বিরতি দেয়াই উত্তম।

صلے - এটা 'আল-ওয়াস্‌লু আওলা'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এরূপ স্থানে মিলিয়ে পড়াই উত্তম।

س یاسکتہ -এ স্থানে পড়া বন্ধ করে সামান্য থামতে হয়, কিন্তু দম ছাড়তে হয় না। কুরআনের আট জায়গায় এ চিহ্ন আছে।

وقفه -এ চিহ্নযুক্ত স্থানে سكتة -এর চেয়ে কিছুটা দীর্ঘ বিরতি দিতে হয়; এখানেও দম ছাড়তে হবে না।

معانقه / مع / ∴ -এ চিহ্নকে 'মু'আনাকাঃ' বলা হয়। আয়াতের বা শব্দের ডানে এবং বামে উক্ত তিন বিন্দু অথবা مع চিহ্ন থাকে। তিলাওয়াতের সময় এক স্থানে বিরতি দিলে দ্বিতীয় স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়।

ك - কুফী আয়াতে চিহ্ন, এতে মতভেদ রয়েছে, তবে বিরতি দেয়া ভাল। তবে এর উপর অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে সে অনুযায়ী পাঠ করতে হবে।

وقف النبي -কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এখানে ওয়াক্ফ করেছিলেন।

○ - আয়াতের শেষে এই চিহ্ন থাকে, এটা 'ওয়াক্ফ তাম'- এর চিহ্ন। এর অর্থ হলো পূর্ণ বিরাম। এধরনের চিহ্ন দ্বারা একটি আয়াতের শেষ বুঝায়। তবে এর উপরে অন্য কোনো বিরাম চিহ্ন থাকলে সে অনুযায়ী পাঠ করা উত্তম।

পবিত্র কুরআন

ও

কুরআনের তরজমা

পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর অনুসারে

সূরা নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নং	সূরা নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নং
১.	আল-ফাতিহা	৫০১	৫৮.	আল-মুজদালা	৯৫২
২.	আল-বাকারা	৫০২	৫৯.	আল-হাশর	৯৫৫
৩.	আলে-ইমরান	৫৩৬	৬০.	আল-মুমতাহিনা	৯৫৮
৪.	আন-নিসা	৫৫৬	৬১.	আস্-সাফ	৯৬০
৫.	আল-মায়েদা	৫৮০	৬২.	আল-জুমু'আ	৯৬২
৬.	আল-আনয়াম	৫৯৬	৬৩.	আল-মুনাফিকুন	৯৬৪
৭.	আল-আ'রাফ	৬১৩	৬৪.	আত-তাগাবুন	৯৬৬
৮.	আল-আনফাল	৬৩২	৬৫.	আত্-তালাক	৯৬৮
৯.	আত-তওবা	৬৪০	৬৬.	আত-তাহরীম	৯৭০
১০.	ইউনুস	৬৫৪	৬৭.	আল-মুলক	৯৭২
১১.	হূদ	৬৬৫	৬৮.	আল-কালাম	৯৭৫
১২.	ইউসুফ	৬৭৭	৬৯.	আল-হাক্কাহ	৯৭৮
১৩.	আর-রা'দ	৬৮৮	৭০.	আল-মা'আরিজ	৯৮১
১৪.	ইবরাহীম	৬৯৩	৭১.	নূহ	৯৮৪
১৫.	আল-হিজর	৬৯৮	৭২.	আল-জ্বিন	৯৮৬
১৬.	আন-নাহল	৭০৩	৭৩.	আল-মুয্যামমিল	৯৮৮
১৭.	বনী-ইসরাঈল বা আল-ইস্রা	৭১৪	৭৪.	আল-মুদ্দাস্সির	৯৯০
১৮.	আল-কাহাফ	৭২৪	৭৫.	আল-কিয়ামাহ	৯৯৩
১৯.	মারইয়াম	৭৩৪	৭৬.	আদ-দাহর	৯৯৫
২০.	ত্বা-হা	৭৪১	৭৭.	আল-মুরসালাত	৯৯৭
২১.	আল-আম্বিয়া	৭৫০	৭৮.	আন-নাবা	১০০০
২২.	আল-হজ্ব	৭৫৮	৭৯.	আন-নাযিআত	১০০৩
২৩.	আল-মু'মিনুন	৭৬৬	৮০.	আবাসা	১০০৬
২৪.	আননূর	৭৭৪	৮১.	আত-তাকবীর	১০০৮
২৫.	আল-ফুরকান	৭৮২	৮২.	আল-ইনফিতার	১০১০
২৬.	আশ-শু'আরা	৭৮৮	৮৩.	আল-মুতাফফিফীন	১০১১
২৭.	আন-নামল	৮০০	৮৪.	আল-ইনশিক্বাক	১০১৩
২৮.	আল-কাসাস	৮০৮	৮৫.	আল-বুরুজ	১০১৫
২৯.	আল-আন্কাবুত	৮১৬	৮৬.	আত-তারিক	১০১৭
৩০.	আর-রূম	৮২২	৮৭.	আল-আ'লা	১০১৮
৩১.	লোকমান	৮২৭	৮৮.	আল-গাশিয়া	১০১৯
৩২.	আস-সাজদা	৮৩০	৮৯.	আল-ফজর	১০২১
৩৩.	আল-আহযাব	৮৩৩	৯০.	আল-বালাদ	১০২৩
৩৪.	সাবা	৮৪১	৯১.	আশ-শামস	১০২৪
৩৫.	ফাতির	৮৪৬	৯২.	আল-লাইল	১০২৫
৩৬.	ইয়া-সীন	৮৫১	৯৩.	আদ-দোহা	১০২৬
৩৭.	আস-সাফফাত	৮৫৭	৯৪.	আল-ইনশিরাহ	১০২৭
৩৮.	সাদ	৮৬৬	৯৫.	আত-তীন	১০২৭
৩৯.	আয-যুমার	৮৭১	৯৬.	আল-আলাক	১০২৮
৪০.	আল-মু'মিন	৮৭৮	৯৭.	আল-ক্বাদর	১০২৯
৪১.	হামীম আস্-সাজদা বা ফুস্সিলাত	৮৮৬	৯৮.	আল-বাইয়িনাহ	১০২৯
৪২.	আশ-শুরা	৮৯১	৯৯.	আয-যিলযাল	১০৩০
৪৩.	আয্-যুখরুফ	৮৯৬	১০০.	আল-আদিয়াত	১০৩০
৪৪.	আদ-দুখান	৯০২	১০১.	আল-কারি'আ	১০৩১
৪৫.	আল-জাসিয়া	৯০৫	১০২.	আত-তাকাসুর	১০৩২
৪৬.	আল-আহকাফ	৯০৮	১০৩.	আল-আস্র	১০৩২
৪৭.	মুহাম্মদ	৯১২	১০৪.	আল-হুমাযাহ	১০৩৩
৪৮.	আল-ফাত্হ	৯১৬	১০৫.	আল-ফীল	১০৩৩
৪৯.	আল-হুজরাত	৯২০	১০৬.	কুরাইশ	১০৩৪
৫০.	ক্বা-ফ	৯২২	১০৭.	আলমা'উন	১০৩৪
৫১.	আয্যারিয়াত	৯২৫	১০৮.	আল-কাওসার	১০৩৪
৫২.	আত-তুর	৯২৯	১০৯.	আল-কাফিরুন	১০৩৫
৫৩.	আন্-নাযম	৯৩২	১১০.	আন-নাসর	১০৩৫
৫৪.	আল-ক্বামার	৯৩৬	১১১.	আল-লাহাব	১০৩৫
৫৫.	আর-রহমান	৯৩৯	১১২.	আল-ইখলাস	১০৩৬
৫৬.	আল-ওয়াকি'আ	৯৪৩	১১৩.	আল-ফালাক	১০৩৬
৫৭.	আল-হাদীদ	৯৪৮	১১৪.	আন-নাস্	১০৩৬

বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে

সূরার নাম	সূরা নং	পৃষ্ঠা নং	সূরার নাম	সূরা নং	পৃষ্ঠা নং
আদিয়াত	১০০	৮২০	নিসা	৪	৫৫৬
আনআম	৬	৫৯৬	নূর	২৪	৭৭৪
আনকাবুত	২৯	৮১৬	নূহ	৭১	৯৮৪
আনফাল	৮	৬৩২	ফাজ্র	৮৯	১০২১
আবাসা	৮০	১০০৬	ফাত্হ	৪৮	৯১৬
আম্বিয়া	২১	৭৫০	ফাতিহা	১	৫০১
আ'রাফ	৭	৬১৩	ফাতির	৩৫	৮৪৬
আ'লা	৮৭	১০১৮	ফালাক	১১৩	১০৩৬
আলাক্ব	৯৬	১০২৮	ফীল	১০৫	১০৩৩
আলে-ইমরান	৩	৫৩৬	ফুরকান	২৫	৭৮২
আস্র	১০৩	১০৩২	বনী ইসরাঈল বা আল-ইস্রা	১৭	৭১৪
আহ্কাফ	৪৬	১০১৭	বাকারাহ্	২	৫০২
আহ্যাব	৩৩	৮৩৩	বায়্যিনাহ	৯৮	১০২৯
ইউনুস	১০	৬৫৪	বালাদ	৯০	১০২৩
ইউসুফ	১২	৬৭৭	বুরুজ	৮৫	১০১৫
ইখ্লাস	১১২	১০৩৬	মা'আরিজ	৭০	৯৮১
ইন্ফিতার	৮২	১০১০	মাউন	১০৭	১০৩৪
ইনশিক্বাক	৮৪	১০১৩	মায়িদা	৫	৫৮০
ইন্শিরাহ্	৯৪	১০২৭	মারইয়াম	১৯	৭৩৪
ইবরাহীম	১৪	৬৯৩	মুজাদালা	৫৮	৯৫২
ইয়াসীন	৩৬	৮৫১	মুতাফ্ফিফীন	৮৩	১০১১
ওয়াকি'আ	৫৬	৯৪৩	মুদ্দাছ্ছির	৭৪	৯৯০
কাওছার	১০৮	১০৩৪	মুমতাহিনাহ্	৬০	৯৫৮
কাদ্র	৯৭	১০২৯	মুনাফিকুন	৬৩	৯৬৪
ক্বাফ	৫০	৯২২	মু'মিন	৪০	৮৭৮
কাফিরূন	১০৯	১০৩৫	মু'মিনুন	২৩	৭৬৬
ক্বামার	৫৪	৯৩৬	মুয্যাম্মিল	৭৩	৯৮৮
ক্বারি'আ	১০১	১০৩১	মুরসালাত	৭৭	৯৯৭
ক্বালাম	৬৮	৯৭৫	মুল্ক	৬৭	৯৭২
ক্বাসাস	২৮	৮০৮	মুহাম্মদ	৪৭	৯১২
কাহ্ফ	১৮	৭২৪	যারিয়াত	৫১	৯২৫
কিয়ামাহ	৭৫	৯৯৩	যিল্যাল	৯৯	১০৩০
কুরাইশ	১০৬	১০৩৪	যুখরুফ	৪৩	৮৯৬
গাশিয়া	৮৮	১০১৯	যুমার	৩৯	৮৭১
জাসিয়া	৪৫	৯০৫	রহ্মান	৫৫	৯৩৯
জ্বিন	৭২	৯৮৬	রা'দ	১৩	৬৮৮
জুমু'আ	৬২	৯৬২	রূম	৩০	৮২২
তওবা	৯	৬৪০	লাইল	৯২	১০২৫
তাকবীর	৮১	১০০৮	লাহাব	১১১	১০৩৫
তাকাছুর	১০২	১০৩২	লুকমান	৩১	৮২৭
তাগাবুন	৬৪	৯৬৬	শাম্স	৯১	১০২৪
তারিক	৮৬	১০১৭	শুআরা	২৬	৭৮৮
তালাক্ব	৬৫	৯৬৮	শূরা	৪২	৮৯১
তাহ্রীম	৬৬	৯৭০	সাজ্দা	৩২	৮৩০
ত্বা-হা	২০	৭৪১	সাদ	৩৮	৮৬৬
ত্বীন	৯৫	১০২৭	সাফ্ফ	৬১	৯৬০
তুর	৫২	৯২৯	সাফ্ফাত	৩৭	৮৫৭
দাহ্র/ইনসান	৭৬	৯৯৫	সাবা	৩৪	৮৪১
দুখান	৪৪	৯০২	সোয়াদ	৩৮	৮৬৬
দুহা	৯৩	১০২৬	হাক্কা	৬৯	৯৭৮
নাজ্ম	৫৩	৯৩২	হাজ্জ	২২	৭৫৮
নামল	২৭	৮০০	হাদীদ	৫৭	৯৪৮
নাবা	৭৮	১০০০	হামীম আস্-সাজদা বা ফুস্সিলাত	৪১	৮৮৬
নাযি'আত	৭৯	১০০৩	হাশ্র	৫৯	৯৭৮
নাস	১১৪	১০৩৬	হিজর	১৫	৬৯৮
নাস্র	১১০	১০৩৫	হুজরাত	৪৯	৯২০
নাহল	১৬	৭০৩	হূদ	১১	৬৬৫

১. সূরা আল-ফাতিহা, মাক্কী

৭ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١-سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٧، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক* আল্লাহ্‌র জন্য-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١

২। যিনি অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু-

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

৩। বিচার দিনের মালিক।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣

৪। আমরা আপনারই ইবাদত করি*, এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

৫। আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ* প্রদর্শন করুন-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥

৬। তাদের পথ, যাদের উপর আপনি নেয়ামত দান করেছেন*-

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬

৭। যারা ক্রোধনিপতিত নয়* এবং পথভ্রষ্টও নয়*।
(আমীন)*

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

* চিহ্নিত স্থানের তাফসীর সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২. সূরা আল-বাকারা, মাদানী

২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। আলিফ-লাম-মীম।

২। এটি সেই কিতাব, যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই,* (এটি) মুত্তাকীদের* জন্য পথনির্দেশিকা-

৩। যারা অদৃশ্যে* ঈমান আনে, সালাত (নামায) কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয়* করে-

৪। এবং যারা ঈমান আনে তার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমার প্রতি ও যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তোমার পূর্বে এবং তারা আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

৫। তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আসা) সঠিকপথের উপর রয়েছে এবং তারাই সফল।

৬। নিশ্চয় যারা কুফরী (অস্বীকার) করেছে তাদের জন্য সমান- তুমি তাদেরকে সতর্ক কর অথবা তাদেরকে সতর্ক না কর, তারা ঈমান আনবে না।

৭। আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন। এবং তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

৮। আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি', অথচ তারা মু'মিন (বিশ্বাসী) নয়।

৯। তারা আল্লাহ্‌কে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোকা দেয় (বলে মনে করে), অথচ তারা তাদের নিজেদেরকেই ধোকা দেয়, কিন্তু তারা অনুভব করে না।

১০। তাদের হৃদয়ে রয়েছে রোগ, এবং আল্লাহ্ তাদের রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যা বলে থাকে।

১১। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, 'আমরা কেবল সংশোধনকারী*।'

১২। জেনে রাখ, নিশ্চয় তারাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা অনুভব করে না।

٢-سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢٨٦، رُكُوْعَاتُهَا-٤٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝١

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ
وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٦

ع ١ ১ রুকূ ১

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٧

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٨

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَ
مَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ ۙ
بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝١٠

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُوْنَ ۝١١

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝١٢

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ
السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

১৩। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আন যেভাবে লোকেরা ঈমান এনেছে তখন তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনব যেভাবে নির্বোধেরা ঈমান এনেছে?' জেনে রাখ, নিশ্চয় তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾

১৪। এবং যখন তারা যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি,' আবার যখন তাদের শয়তানদের* (সঙ্গীদের) সাথে একাকী মিলিত হয় তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা কেবল (ওদের সাথে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছি।'

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

১৫। আল্লাহ্ তাদের (মুনাফিকদের) সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন এবং তাদেরকে তাদের সীমালঙ্ঘনে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে অবকাশ দেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت
تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

১৬। ওরাই তারা যারা সঠিক পথের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সঠিকপথ প্রাপ্ত নয়।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ
ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

১৭। তাদের উপমা* সে ব্যক্তির উপমার মত যে আগুন জ্বালালো, অতঃপর যখন এটি তার চারপাশ আলোকিত করল তখন আল্লাহ্ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে এমন অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন যেখানে তারা কিছুই দেখতে পায় না।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

১৮। (তারা) বধির, বোবা ও অন্ধ, সুতরাং তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসবে না-

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

১৯। অথবা (তাদের উপমা) আকাশ থেকে বর্ষিত মুষলধারে বৃষ্টির মত যাতে আছে অন্ধকার, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুৎ-চমক, বজ্রধ্বনির বিপরীতে তারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের কানে আঙ্গুল এঁটে দেয়। আর আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ
أَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

২০। বিদ্যুৎ-চমক, তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়। যখনই তা তাদেরকে আলোকিত করে তখন তারা এর মধ্যে পথ চলে, আর যখন তাদের ওপর অন্ধকার নেমে আসে তখন তারা দাঁড়িয়ে যায়। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

২১। হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার-

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا
لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

২২। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বানিয়েছেন বিছানা ও আকাশকে বানিয়েছেন ছাদ, এবং আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেছেন পানি এবং তা দিয়ে তোমাদের জন্যে রিযিকস্বরূপ ফল-মূল উৎপন্ন করেছেন, সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن
مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

২৩। আর আমি আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি সে ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহের মধ্যে থাক তাহলে এর অনুরূপ একটি সূরা (তৈরি করে) নিয়ে আস, এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমাদের সহযোগীদেরকে আহ্বান কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৪। তবে যদি তোমরা (তা) করতে না পার, এবং কখনো তোমরা (তা) করতে পারবে না, তাহলে ভয় কর সেই আগুনকে যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর, যা কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُوْدُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِیْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। আর (হে নবী!) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত। যখনই কোন ফল তাদেরকে রিযিকস্বরূপ দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, 'এটি সেটিই যা ইতঃপূর্বে আমাদেরকে রিযিকস্বরূপ দেয়া হত, এবং তাদেরকে সাদৃশ্যপূর্ণ ফল দেয়া হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গী*/সঙ্গিনীরা থাকবে এবং সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا
هٰذَا الَّذِیْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِیْهَاۤ
اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّهُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ কোন কিছুর উপমা* পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। আর যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, এটি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আসা) সত্য, পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'উপমা হিসেবে এর দ্বারা আল্লাহ্ কী চান?' এর দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট করেন এবং এর দ্বারা তিনি অনেককে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন। এবং এর দ্বারা তিনি কেবল পাপাচারীদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَحْیٖۤ اَنْ یَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا
الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَیَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا فَیَقُوْلُوْنَ مَا ذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ یُضِلُّ بِهٖ كَثِیْرًا ۙ
وَّیَهْدِیْ بِهٖ كَثِیْرًا ؕ وَمَا یُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِیْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। যারা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) প্রতিশ্রুতি* ভঙ্গ করে- তা সম্পাদন করার পর এবং আল্লাহ্ যা সংযুক্ত* রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

الَّذِیْنَ یَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِیْثَاقِهٖ ۪ وَیَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ
بِهٖۤ اَنْ یُّوْصَلَ وَیُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। তোমারা কিভাবে অল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস কর, অথচ তোমরা ছিলে মৃত, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন, এরপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে?

كَیْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْیَاكُمْ ۚ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ
ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ثُمَّ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। তিনিই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এরপর আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং একে সাত আকাশে সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی
السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿٢٩﴾

রুকু ৩

৩০। এবং যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাব।' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে বানাবেন, যে সেখানে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে, অথচ আমরা আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা (তাসবীহ) ঘোষণা করি এবং আপনার মহিমা ঘোষণা করি?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি জানি, যা তোমরা জান না।'

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْۤا
اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং তিনি আদমকে নামসমূহ সবই শিক্ষা দিলেন, এরপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, 'তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ
اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿٣١﴾

৩২। তারা বলল, 'পবিত্র আপনি, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।'

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ﴿٣٢﴾

৩৩। তিনি বললেন, 'হে আদম! তুমি তাদেরকে এগুলোর নাম জানিয়ে দাও।' অতঃপর যখন সে তাদেরকে সেগুলোর নাম জানিয়ে দিল, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় আমি জানি? এবং আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।'

قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ
قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ
وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৪। এবং যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমকে সিজদা কর', তখন তারা সিজদা করল- ইবলিস ছাড়া। সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ٝ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۴﴾

৩৫। এবং আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং এর মধ্য থেকে তোমরা দু'জন যেখান থেকে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার কর এবং এ গাছটির নিকটে যেয়ো না, তাহলে তোমরা দু'জন জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۵﴾

৩৬। অতঃপর শয়তান তাদের দু'জনকে সেখান থেকে বিচ্যুত করল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দিল।* এবং আমি বলেছিলাম*, 'তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু, এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে অবস্থান ও জীবনোপভোগ।'

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۳۶﴾

৩৭। অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট থেকে (ক্ষমা প্রার্থণার) কিছু বাণী লাভ করল এবং তিনি তার তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনিই তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۳۷﴾

৩৮। আমি বলেছিলাম, 'তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও, অতঃপর অবশ্যই যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশিকা আসবে, তখন যারা আমার পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৯। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۳۹﴾

রুকু ৪

৪০। হে বনী ইসরাঈল*! আমার নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছিলাম এবং তোমরা আমার (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করব, এবং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ﴿۴۰﴾

৪১। এবং তোমরা তাতে ঈমান আন যা আমি অবতীর্ণ করেছি তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমরা এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না, এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না, এবং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۪ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ ﴿۴۱﴾

৪২। এবং তোমরা সত্যকে বাতিলের (মিথ্যার) সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন করো না।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪৩। এবং তোমরা সালাত (নামায) কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾

৪৪। তোমরা কি মানুষকে পুণ্যের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা (আল্লাহর) কিতাব পাঠ করে থাক? তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না?

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۴۴﴾

৪৫। এবং তোমরা ধৈর্য ও সালাতের (নামাযের) মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আর নিশ্চয় তা অবশ্যই কঠিন- বিনীতদের জন্য ছাড়া-

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۴۵﴾

৪৬। যারা মনে করে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং এও যে তারা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۴۶﴾

রুকু ৫

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৭। হে বনী ইসরাঈল! আমার নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর দান করেছিলাম এবং এও যে আমি জগৎসমূহের (বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর) উপর তোমাদেরকে মর্যাদা দিয়েছিলাম।

يٰبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي
فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং সে দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো পক্ষে কিছুই প্রতিদান দিবে না এবং কারো কাছ থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شَفٰعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং যখন আমি ফিরআউনের* বংশ থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম, তারা তোমাদের উপর নিকৃষ্ট শাস্তি চাপিয়ে দিত, তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ছিল একটি মহাপরীক্ষা।

وَإِذْ نَجَّيْنٰكُم مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ الْعَذَابِ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذٰلِكُم بَلَآءٌ
مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং যখন আমি সমুদ্রকে তোমাদের জন্য বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং ফিরআউন বংশকে নিমজ্জিত করেছিলাম, যখন তোমরা (তা) দেখছিলে।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং যখন আমি মূসার জন্য চল্লিশ রাত নির্দিষ্ট করেছিলাম*, এরপর তার (প্রস্থানের) পরে তোমরা বাছুরকে* (উপাস্য হিসেবে) গ্রহণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে জালিম।

وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوسٰىٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن
بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُونَ ﴿٥١﴾

৫২। অতঃপর এরপরে আমি তোমাদেরকে মার্জনা করেছিলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা সঠিকপথ অবলম্বন করতে পার।

وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় তোমরা বাছুরকে (উপাস্য হিসেবে) গ্রহণ করে তোমাদের নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার কাছে তওবা কর এবং তোমাদের নিজেদেরকে (একে অপরকে*) হত্যা কর, তোমাদের স্রষ্টার নিকট তোমাদের জন্য এটাই উত্তম।' অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনিই তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ
الْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوٓا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা কখনো আপনাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ্কে প্রকাশ্যে দেখব', অতঃপর বজ্রধ্বনি* তোমাদেরকে পাকড়াও করল, যখন তোমরা (তা) দেখছিলে।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। এরপর তোমাদের মৃত্যুর পরে আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত* করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের উপর মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছিলাম। (এবং বলেছিলাম) আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ আহার কর। আর তারা আমার উপর জুলুম করেনি বরং তারা তাদের নিজেদের উপরই জুলুম করত।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى
كُلُوا مِن طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِن كَانُوٓا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং যখন আমি বলেছিলাম, 'তোমরা এই জনপদে প্রবেশ কর এবং এর মধ্য থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার কর এবং (জনপদের) দরজা দিয়ে সিজদাবনত হয়ে প্রবেশ কর এবং বল, 'হিত্তাতুন' (ক্ষমা চাই), আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিব। এবং শীঘ্রই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে (অনুগ্রহ) বাড়িয়ে দিব।'

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৯। অতঃপর যারা জুলুম করেছিল তারা (একে) এমন কথা* দ্বারা পরিবর্তন করল যা তাদেরকে বলা হয়নি, সুতরাং যারা জুলুম করেছিল তাদের উপর আমি আকাশ থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলাম, কারণ তারা পাপাচার করত।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

রুকু ৬

৬০। এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, তখন আমি বললাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরটিকে আঘাত কর।' অতঃপর তা থেকে বারোটি ঝর্ণা উৎসারিত হল। প্রত্যেক গোত্রই তাদের পানি পানের স্থান জেনে নিল। আল্লাহ্‌র (দেয়া) রিযিক থেকে তোমরা আহার কর ও পান কর এবং ফ্যাসাদসৃষ্টিকারী হয়ে পৃথিবীতে অপরাধ করো না।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা এক (রকম) খাদ্যের ওপর কখনো ধৈর্য ধারণ করব না, সুতরাং আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য আহ্বান করুন যেন তিনি আমাদের জন্য এমন কিছু উৎপন্ন করেন যা ভূমি উৎপাদন করে- এর শাক-শবজি, এর শশা, এর রসুন, এর ডাল এবং এর পেঁয়াজ।' সে (মূসা) বলেছিল, 'তোমরা কি যা উত্তম তা দিয়ে যা নিকৃষ্ট তা বদলে নিতে চাও? তোমরা কোন নগরে অবতরণ কর, (সেখানে) নিশ্চয় তোমাদের জন্য তা আছে যা তোমরা চেয়েছ।' আর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যকে তাদের সাথে লাগিয়ে দেয়া হল এবং তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধ (ডেকে) নিয়ে আসল। এটা একারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। এটা একারণে যে, তারা অমান্য করেছিল এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۚ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

রুকু ৭

৬২। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে ও যারা নাসারা* ও সাবেয়ী*- যারাই আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে* এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান। এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে* তোমাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম*। (এবং বলেছিলাম) 'আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা শক্ত করে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।'

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। অতঃপর এরপরে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং অবশ্যই তোমরা তাদেরকে জেনেছ যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের বিষয়ে* সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং আমি তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।'

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং আমি একে (তাদের পরিণতিকে) বানিয়েছি এর সমকালীন ও এর পরবর্তীদের জন্য এক (শাস্তির) দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য এক উপদেশ।

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا
اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী* জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন।' তারা বলল, 'আপনি কি আমাদেরকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করছেন?' সে (মূসা) বলল, 'আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ
لَّا فَارِضٌ وَّ لَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। তারা বলল, 'আপনার প্রতিপালককে আমাদের জন্য আহ্বান করুন যেন তিনি আমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন সেটি (গাভীটি) কি (ধরনের)।' সে (মূসা) বলল, 'নিশ্চয় তিনি বলছেন, নিশ্চয় এটি এমন এক গাভী যা পরিণত বয়সের নয় এবং কুমারীও নয় বরং এর মাঝামাঝি।' সুতরাং তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই কর।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا
بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। তারা বলল, 'আপনার প্রতিপালককে আমাদের জন্য আহ্বান করুন যেন তিনি আমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন সেটির রং কি?' সে (মূসা) বলল, 'নিশ্চয় তিনি বলছেন, নিশ্চয় এটি এক হলুদ রংয়ের গাভী, সেটির রং এমন উজ্জ্বল যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ
وَ اِنَّاۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। তারা বলল, 'আপনার প্রতিপালককে আমাদের জন্য আহ্বান করুন যেন তিনি আমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন সেটি (গাভীটি) কী (ধরনের), নিশ্চয় সকল গাভী আমাদের কাছে সাদৃশ্যপূর্ণ (একই রকম) মনে হয়। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে নিশ্চয় আমরা অবশ্যই সঠিক পথ পাব।'

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَ لَا تَسْقِى
الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ
فَذَبَحُوْهَا وَ مَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১। সে (মূসা) বলল, 'নিশ্চয় তিনি বলছেন, নিশ্চয় এটি এমন একটি গাভী যা বশীভূত নয় যে এটি জমি চাষ করে ও ক্ষেতে সেচ দেয়, নিখুঁত, যার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই।' তারা বলল, 'এখন আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন।' অতঃপর তারা সেটি জবাই করল, অথচ তারা তা আদৌ করতে চাচ্ছিল না*।

٨ ع ٨ ৮ রুকু ৮

وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। আর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং সে ব্যাপারে একে অপরকে অভিযুক্ত করছিলে। এবং তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশকারী,

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَ يُرِيْكُمْ
اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। অতঃপর আমি বললাম, 'এর (জবাইকৃত গাভীর) অংশ বিশেষ দিয়ে তাকে (নিহত ব্যক্তিকে) আঘাত কর।' এভাবেই আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ
قَسْوَةً ؕ وَ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَ اِنَّ مِنْهَا
لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ
اللّٰهِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। অতঃপর এরপরে তোমাদের হৃদয়সমূহ কঠিন হয়ে গেল, ফলে এগুলো হয়ে গেল পাথরের মত অথবা আরও অধিক কঠিন। আর নিশ্চয় এমন কিছু পাথর আছে যা থেকে নহরসমূহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। এবং নিশ্চয় তার মধ্য থেকে কিছু (পাথর) আছে যা ফেটে যায় এবং তা থেকে পানি বের হয়। এবং নিশ্চয় তার মধ্য থেকে কিছু (পাথর) আছে যা আল্লাহ্‌র ভয়ে পতিত হয়। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বেখবর নন।

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ
كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। তোমরা কি প্রত্যাশা কর যে, তারা তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে, অথচ তাদের মধ্য থেকে একদল আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করত, এরপর তা অনুধাবন করার পর জেনে-বুঝে তা বিকৃত করত?

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং যখন তারা যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' আবার যখন তারা (নিজেরা) একে অন্যের সাথে নির্জনে মিলিত হয় তখন বলে 'তোমরা কি তাদেরকে এমন সব কথা বলে দিচ্ছ যা আল্লাহ্ তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন* যাতে তারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে এর দ্বারা যুক্তি-প্রমাণ দিতে পারে? তোমরা কি অনুধাবন কর না?'

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭। তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে ?

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

৭৮। এবং তাদের মধ্যে কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা কিতাব (সম্পর্কে) জানে না- মিথ্যা আশা ছাড়া, এবং তারা কেবল অনুমান করে থাকে।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯। সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে, এরপর এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করার জন্য বলে, 'এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (এসেছে)।' অতএব তাদের হাত (বানিয়ে) যা লিখেছে সে কারণে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তারা যা উপার্জন করে সে কারণেও তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

৮০। এবং তারা বলে, 'আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না, গণনাযোগ্য কয়েকটি দিন ছাড়া।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নিয়েছ, সুতরাং আল্লাহ্ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করবেন না? নাকি তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না?'

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

৮১। কিন্তু হ্যাঁ, যে পাপ অর্জন করেছে এবং তার অপরাধ তাকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

ع রুকূ ৯

৮২। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩। এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম ও মিসকীনদের (অভাবগ্রস্তদের) প্রতিও এবং মানুষকে সুন্দর কথা বল, সালাত (নামায) কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর। এরপর তোমাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা (সবাই) উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা তোমাদের রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে তোমাদের আবাসসমূহ থেকে বের করে দিবে না, এরপর তোমরা স্বীকার করে নিয়েছিলে, যখন তোমরা (এর) সাক্ষ্য দিচ্ছিলে।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم
مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن
يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن
يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٨٥

৮৫। এরপর সেই তোমরাই তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করছ, তোমাদের একদলকে তাদের আবাসসমূহ থেকে বের করে দিচ্ছ, তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যকে* সহযোগিতা করে। এবং তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের (অর্থাৎ মিত্র শক্তির) কাছে আসলে তোমরা তাদেরকে মুক্তিপণ দিচ্ছ, অথচ তাদেরকে বের করে দেয়া তোমাদের জন্য হারাম ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছ এবং অন্য অংশকে অবিশ্বাস করছ? তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে যারা এটা করে তাদের প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে অপমান ছাড়া আর কী হতে পারে? এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বেখবর নন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٨٦

৮৬। ওরাই তারা যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে, সুতরাং তাদের থেকে শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

ع ১০ রুকূ ১০

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ
آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ٨٧

৮৭। আর অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলাম এবং আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলাম এবং রূহুল কুদুস (জিবরাঈল)-এর মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছিলাম। তবে এটি এমন নয় কি যে, যখনই কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে যা তোমাদের মনের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত তখন তোমরা অহংকার করেছ? অতঃপর (রাসুলদের) একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا
يُؤْمِنُونَ ٨٨

৮৮। এবং তারা বলে, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত (তাই তোমার কথা বুঝিনা)।' বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন, এবং তারা সামান্যই ঈমান এনে থাকে।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا
مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا
عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ٨٩

৮৯। আর যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন এক কিতাব আসল যা তাদের সঙ্গে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারী এবং ইতঃপূর্বে তারা (এর সাহায্যে) যারা কুফরী করেছে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করত। অতঃপর যখন তাদের নিকট তা আসল যা তারা চিনত তখন তারা তাতে অবিশ্বাস করল, অতএব কাফিরদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن
يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ
غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٩٠

৯০। তা কতই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজেদেরকে বিক্রি করেছে (এটা করে) যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অবিশ্বাস করে বাড়াবাড়ি বশতঃ* (এ কারণে) যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তাঁর অনুগ্রহ (ওহী) অবতীর্ণ করেন*। সুতরাং তারা উপর্যুপরি* (আল্লাহ্‌র) ক্রোধ (ডেকে) নিয়ে এসেছে। এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ
عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ
فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٩١

৯১। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার উপর ঈমান আন তখন তারা বলে, 'আমরা আমাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপর ঈমান আনি।' সেটি ছাড়া যা আছে তা তারা অবিশ্বাস করে, অথচ তা সত্য, যা তাদের সঙ্গে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারী। বল, ' তাহলে ইতঃপূর্বে আল্লাহ্‌র নবীদেরকে হত্যা করেছিলে কেন- যদি তোমরা মু'মিন হও?'

وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن
بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ٩٢

৯২। আর অবশ্যই তোমাদের কাছে মূসা স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল, এরপর তার (প্রস্থানের) পরে তোমরা বাছুরকে (উপাস্য রূপে) গ্রহণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে জালিম।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ
اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَأُشْرِبُوْا فِيْ
قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖٓ إِيْمَانُكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٩٣

৯৩। এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম, (এবং বলেছিলাম) 'যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা শক্ত করে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর।' তারা বলেছিল, 'আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম।' এবং তাদের কুফরীর কারণে তাদের হৃদয়ে বাছুর প্রীতি সিঞ্চিত করা হয়েছিল। বল, 'যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমাদের ঈমান যে বিষয়ের নির্দেশ দেয় তা কতই না নিকৃষ্ট!'

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ
النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٩٤

৯৪। বল, 'আল্লাহ্‌র নিকট আখিরাতের আবাস সব মানুষকে বাদ দিয়ে যদি একমাত্র তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ
بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٩٥

৯৫। আর তাদের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে সে কারণে তারা কখনোই তা আকাঙ্ক্ষা করবে না। আর আল্লাহ্‌ জালিমদের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ۚ
يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ
الْعَذَابِ أَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝٩٦

৯৬। এবং অবশ্যই তুমি তাদেরকে মানুষের মধ্যে জীবনের প্রতি সবচেয়ে বেশি আগ্রহী (দেখতে) পাবে এবং যারা শরীক করেছে তাদের চেয়েও। তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যদি তাকে হাজার বছর আয়ু দেয়া হত! অথচ সে এমন নয় যে, তার দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি থেকে দূরে রাখবে। এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

ع ১১ রুকু ১১

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٩٧

৯৭। বল, 'যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু, তবে (তার জেনে রাখা উচিত) নিশ্চয় সে (জিবরাঈল) আল্লাহ্‌রই নির্দেশে এটি (কুরআন) তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছে, এর সামনে যা আছে তার (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যায়নকারীরূপে এবং মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশিকা ও সুসংবাদ স্বরূপ।'

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَإِنَّ
اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝٩٨

৯৮। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলদের এবং জিবরাঈল ও মীকাঈলের শত্রু, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সেই কাফিরদের শত্রু।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ۝٩٩

৯৯। এবং আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, আর পাপাচারীরা ছাড়া কেউ এগুলো অবিশ্বাস করে না।

أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠٠

১০০। এটি কি (সত্য) নয় যে, যখনই তারা কোন অঙ্গীকার করেছে তখন তাদের কোন একদল তা নিক্ষেপ করেছে? বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ
فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ
كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝١٠١

১০১। এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন রাসুল আসল, যে তাদের সঙ্গে যা আছে তার (অর্থাৎ তাওরাতের) সত্যায়নকারী, তখন যাদেরকে (আসমানী) কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একটি দল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিছনে নিক্ষেপ করল যেন তারা (কিছুই) জানে না।

১০২।এবং শয়তানরা সুলাইমানের* রাজত্বকালে যা* পাঠ করত তারা (আহলে কিতাব) তা অনুসরণ করল, অথচ সুলাইমান কুফরী করেনি, কিন্তু শয়তানরা কুফরী করেছে- তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত। এবং ব্যাবিলনে* দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল (তারা তাও অনুসরণ করল)। আর তারা (ফেরেশতাদ্বয়) কাউকে শিক্ষা দিত না যতক্ষণ না বলত, 'আমরা কেবল একটি পরীক্ষা, সুতরাং তুমি কুফরী করো না।' অতঃপর তারা তাদের দু'জন থেকে এমন কিছু শিখত যা দিয়ে তারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ* ঘটাত। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া এর মাধ্যমে তারা কারো ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা এমন কিছু শিখত যা তাদের ক্ষতি করত কিন্তু কোন উপকার করত না। এবং তারা অবশ্যই জানত, যে ব্যক্তি তা (যাদুবিদ্যা) ক্রয় করে তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ (জান্নাত) নেই। আর যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে তা কতই না নিকৃষ্ট- যদি তারা জানত!

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ
وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ أُنْزِلَ
عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ أَحَدٍ
حَتّٰى يَقُوْلَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا
يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ
عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۛ وَلَبِئْسَ مَا
شَرَوْا بِهٖٓ أَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩।আর যদি তারা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে (তাদের জন্য) অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে উত্তম পুরস্কার (ছওয়াব) থাকত- যদি তারা জানত।

ع ১২ রুকু ১২

وَلَوْ أَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۗ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪।ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা 'রাইনা' (থামুন*) বলো না বরং 'উনযুরনা' (আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন) বল এবং শ্রবণ কর। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَ
اسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

১০৫।আহলে কিতাবের* মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা কামনা করে না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর দয়ার জন্য নির্দিষ্ট করেন। এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ أَنْ
يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ
يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾

১০৬।আমি যে আয়াতই রহিত* করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, আমি তার চেয়ে উত্তম অথবা তার অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান?

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَا ۗ
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

১০৭।তুমি কি জান না যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌রই? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের আর কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

১০৮।তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেভাবে প্রশ্ন করতে চাও যেভাবে ইতঃপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? আর যে ঈমান দিয়ে কুফরী বদল করে নেয়, সে অবশ্যই সরল পথ হারিয়েছে।

أَمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَسْأَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۗ
وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

১০৯।আহলে কিতাবের অনেকেই তাদের কাছে সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের হিংসার কারণে এটা কামনা করে যে, যদি তারা তোমাদের ঈমানের পরে তোমাদেরকে কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত! সুতরাং তোমরা (তাদেরকে) মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ্ (তাদের ব্যাপারে) তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَ
اصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১১০। এবং তোমরা সালাত (নামায) কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর। আর তোমাদের নিজেদের জন্য তোমরা কল্যাণকর যা কিছু (পরকালের উদ্দেশ্যে) অগ্রে পাঠাবে, তা তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে পূর্ণ দৃষ্টিবান।

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

১১১। এবং তারা বলে, 'ইহুদী অথবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এগুলো তাদের মিথ্যা আশা মাত্র। বল, 'তোমরা তোমাদের অকাট্য দলীল-প্রমাণ নিয়ে আস- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصٰرٰى ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿١١١﴾

১১২। হ্যাঁ, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে তার চেহারাকে (নিজেকে) আল্লাহ্‌র জন্য সমর্পণ করবে, তার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তার প্রতিদান এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

১৩ রুকু ১৩

بَلٰى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩। এবং ইহুদীরা বলে, 'নাসারারা কোন কিছুর উপরই নেই'। এবং নাসরারা বলে, 'ইহুদীরা কোন কিছুর উপরই নেই', অথচ তারা (সবাই) কিতাব পাঠ করে। এভাবেই যারা জানে না তারাও তাদের কথার অনুরূপ কথা বলে, সুতরাং যে বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করত সে বিষয়ে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন বিচার করে দিবেন।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

১১৪। আর তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে, যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং এগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা করে? এগুলোতে ভীত না হয়ে প্রবেশ করা তাদের জন্য সঙ্গত নয়। তাদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে অপমান এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعٰى فِي خَرَابِهَا ۚ أُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৫। এবং পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাবে সেখানেই আল্লাহ্‌র চেহারা*। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৬। এবং তারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন', পবিত্র তিনি। বরং আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। প্রত্যেকে তাঁরই অনুগত।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ سُبْحٰنَهُ ۖ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَهُ قٰنِتُونَ ﴿١١٦﴾

১১৭। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উদ্ভাবক। এবং যখন তিনি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন তখন তাকে কেবল বলেন 'হও', এবং তা হয়ে যায়।

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং যারা জানে না তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে না কেন*?' এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের কথার অনুরূপ কথা বলত। তাদের হৃদয়সমূহ একই রকম। অবশ্যই আমি আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

১১৯। নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, আর তীব্র আগুনের অধিবাসীদের সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না*।

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۙ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ
اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ
جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾

১২০। এবং ইহুদী ও নাসারারা তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ) অনুসরণ করবে। বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পথনির্দেশিকাই (প্রকৃত) পথনির্দেশিকা।' আর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তারপরও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ্‌র বিপরীতে তোমার জন্য কোন অভিভাবক থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও না।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ
بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২১। আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, যারা তা (তাদের কিতাব*) যথাযথভাবে পাঠ করে, তারাই এতে (কুরআনে) ঈমান আনে। আর যারা এতে অবিশ্বাস করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১৪ রুকু ১৪

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ
فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۲۲﴾

১২২। হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের উপর আমি যে নেয়ামত দান করেছিলাম এবং জগৎসমূহের (বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর) উপর তোমাদেরকে যে মর্যাদা* দান করেছিলাম তা স্মরণ কর।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

১২৩। এবং সেদিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো পক্ষে কিছুই প্রতিদান দিবে না এবং কারো থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং কোন সুপারিশ তার উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۲۴﴾

১২৪। এবং যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কতিপয় (আদেশ নিষেধ সম্বলিত) বাণী দ্বারা পরীক্ষা* করলেন এবং সে সেগুলো সম্পন্ন করল। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য একজন নেতা বানাব।' সে (ইবরাহীম) বলল, 'এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও?' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'আমার এ অঙ্গীকার জালিমদের নিকট পৌঁছবে না।'

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ
اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ
لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾

১২৫। এবং যখন আমি এই ঘরকে (কা'বাকে) মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল বানিয়েছিলাম। এবং (বলেছিলাম) 'ইবরাহীম এর দাঁড়ানোর স্থানকে (মাকামে ইবরাহীমকে) সালাতের (নামাযের) স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।' এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা দু'জনে আমার ঘরকে তাওয়াফকারী*, ই'তিকাফকারী* ও রুকু-সিজদাকারীদের* জন্য পবিত্র রাখ।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ
الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ
فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۲۶﴾

১২৬। এবং যখন ইবরাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! একে (মক্কাকে) নিরাপদ নগরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনবে তাদেরকে ফল-মূল থেকে রিযিক দান করুন।' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'আর যে কুফরী করবে তাকেও আমি সামান্য ভোগ্য-সামগ্রী দিব, এরপর তাকে আমি আগুনের শাস্তির দিকে বাধ্য করব।' আর কতইনা নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল!

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۷﴾

১২৭। এবং যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল এই ঘরের ভিত্তি উত্তোলন* করছিল। (তারা দোয়া করেছিল) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে (এ কাজ) কবুল করুন। নিশ্চয় আপনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَ
اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۸﴾

১২৮। হে আমাদের প্রতিপালক! এবং আপনি আমাদেরকে আপনার নিকট আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) এবং আমাদের বংশধর থেকে আপনার নিকট আত্মসমর্পণকারী এক উম্মত বানান। এবং আমাদেরকে আমাদের (হজ্জের) নিয়ম-কানুন দেখিয়ে দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনিই তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۲۹﴾

১২৯। হে আমাদের প্রতিপালক! এবং তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠান যিনি তাদের নিকট আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয় আপনিই মহা প্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।'

১৫ রুকু ১৫

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৩০। আর ইবরাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ) থেকে কে অনাগ্রহী হয় সে ছাড়া যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে? এবং অবশ্যই আমি তাকে দুনিয়াতে মনোনীত করেছিলাম, এবং নিশ্চয় সে আখিরাতে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

১৩১। যখন তার প্রতিপালক তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর', তখন সে বলল, 'আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।'

১৩২। এবং ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে সে (মিল্লাতের) ব্যাপারে ওসিয়ত করেছিল এবং ইয়াকুবও। (তারা বলেছিল) 'হে আমার সন্তানেরা! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলিম অবস্থায় না থেকে কখনো মৃত্যুবরণ করো না*।'

১৩৩। তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল? যখন সে তার সন্তানদেরকে বলেছিল, 'আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার ইবাদত করবে?' তারা বলল, 'আমরা আপনার ইলাহ্-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ্-এর ইবাদত করব যিনি এক ইলাহ্ এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)।

১৩৪। এটি সেই উম্মত যা গত হয়েছে, তার (উম্মতের) জন্য রয়েছে তাই যা সে অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য রয়েছে তাই যা তোমরা অর্জন করেছ, এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

১৩৫। এবং তারা বলে, 'ইহুদী অথবা নাসারা হয়ে যাও, তাহলে সঠিক পথ পাবে।' বল, 'বরং ইবরাহীমের মিল্লাতই (ধর্মাদর্শই) একত্ববাদী (মিল্লাত) এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

১৩৬। (হে মুসলিমরা!) তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি, যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও (ইয়াকুবের) সন্তান-সন্ততির প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রতি এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল তার প্রতি*, তাদের কারো মধ্যে আমরা পার্থক্য করি না। এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)।

১৩৭। অতএব তোমরা তার (রাসূলের) প্রতি যেমন ঈমান এনেছ তারাও যদি অনুরূপ ঈমান আনে তাহলে তারা সঠিক পথ পাবে, আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তারা কেবল মতবিরোধের মধ্যে রয়েছে, সুতরাং তাদের বিপরীতে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

১৩৮। (বল, আমরা ধারণ করেছি) আল্লাহ্‌র রং*; আল্লাহ্‌র রং-এর চেয়ে আর কার রং বেশি সুন্দর? এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।

১৩৯। বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমাদের সাথে বিতর্ক করছ, যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক? আর আমাদের কর্ম (এর প্রতিফল) আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম (এর প্রতিফল) তোমাদের জন্য, এবং আমরা তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ।'

১৪০। তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয় ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও (তার) সন্তান-সন্ততি ইহুদী অথবা নাসারা ছিল? বল, 'তোমরা বেশি জান নাকি আল্লাহ্?' তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কাছে যে সাক্ষ্য (প্রমাণ) রয়েছে তা গোপন করে? এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বেখবর নন।

১৪১। এটি সে উম্মত যা গত হয়েছে, তার (উম্মতের) জন্য রয়েছে তাই যা সে অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য রয়েছে তাই যা তোমরা অর্জন করেছ, এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ
فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾
اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾
وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ
الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾
اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ
مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ
وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾
تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا
تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٤﴾
وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ
حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾
قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ
وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى
وَعِيْسٰى وَمَاۤ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ
مِّنْهُمْ ۚۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾
فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾
صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾
قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَ
لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾
اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ
كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ
كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾
تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَ
لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-২

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾

১৪২। শীঘ্রই নির্বোধ লোকেরা বলবে, 'কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল তাদের কিবলা হতে* যার উপর তারা ছিল?' বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই*। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।'

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৩। আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী* উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পার এবং রাসূল হতে পারে তোমাদের উপর সাক্ষী। এবং আমি সেটিকে কিবলা বানিয়েছিলাম-যার উপর তুমি ছিলে*, কেবল যাতে আমি জেনে নিতে পারি (স্পষ্ট করতে পারি), কে রাসূলের অনুসরণ করে, (আর) কে তার পিছনের দিকে (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যায়। এবং তা ছিল অবশ্যই কঠিন তাদের জন্য ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ্‌ সঠিকপথ প্রদর্শন করেছেন। আর আল্লাহ্‌ এমন নন যে তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪। কখনো কখনো আমি তোমার চেহারাকে আকাশের দিকে ফিরাতে দেখেছি, তাই অবশ্যই আমি সেই কিবলার দিকে তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মসজিদে হারামের* দিকে তোমার চেহারা ফিরাও। এবং তোমরা যেখানেই থাক তার (মসজিদে হারামের) দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও। এবং নিশ্চয় যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে, এটি (কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি) তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আগত) সত্য*। এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বেখবর নন।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ۘ

১৪৫। এবং যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কাছে যদি তুমি সকল নিদর্শনও নিয়ে আস তবু তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না* এবং তুমিও তাদের কিবলার অনুসারী নও, এবং তাদের কেউ কারো কিবলার অনুসারী নয়। এবং তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পরে যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি তখন অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۗ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾ؔ

১৪৬। যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা (অর্থাৎ তাদের আলেমরা) এটি* (কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি) এমনভাবে চিনে যেভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে। এবং নিশ্চয় তাদের মধ্য থেকে একটি দল অবশ্যই জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন করে।

ع ১৭ রুকু ১

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ۧ

১৪৭। এ সত্য (কিবলা পরিবর্তন) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আগত), সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؔ ۚ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৮। আর প্রত্যেকেরই একটি দিক (কিবলা) আছে, সে তারই দিকে (তার চেহারা) ফিরায়, অতএব তোমরা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা কর। যেখানেই তোমরা থাক আল্লাহ্‌ তোমাদের সবাইকে (কিয়ামতের দিন) নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯। এবং তুমি যেখান থেকেই* বের হও, তোমার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও। এবং নিশ্চয় এটি (কিবলা পরিবর্তন) অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আগত) সত্য। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বেখবর নন।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৫০। এবং তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও। এবং তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারাসমূহ তার (মসজিদে হারামের) দিকে ফিরাও, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে (বিরোধী) লোকদের কোন যুক্তি-প্রমাণ না থাকে, তবে তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের কথা ভিন্ন। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর। এবং যাতে আমি তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করতে পারি এবং যাতে তোমরা সঠিক পথ অবলম্বন করতে পার-

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে (এমন কিছু) শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

১৫২। সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের (নামাযের) মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪। এবং যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা অনুভব কর না।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। এবং অবশ্যই আমি কিছু ভয়-ভীতি, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-মূলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। আর ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬। যারা, যখন তাদেরকে বিপদ-আপদ আঘাত করে তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব।'

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭। তাদেরই উপর রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও দয়া এবং তারাই সঠিকপথপ্রাপ্ত।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮। নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া* আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং যে (আল্লাহ্র) ঘরের হজ্জ অথবা উমরা করে তার জন্য এই দু'টিতে প্রদক্ষিণ (সাঈ) করাতে তার কোন অপরাধ নেই। এবং যে স্বেচ্ছায় কোন ভাল কাজ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম প্রতিদানদাতা ও সর্বজ্ঞানী।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

১৫৯। আমি যে স্পষ্ট প্রমাণাদি ও পথনির্দেশনা অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা বর্ণনা করার পর নিশ্চয় যারা তা গোপন করে তাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেন এবং সকল লা'নতকারীরাও তাদেরকে লা'নত করে-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৬০।তবে যারা তওবা করে এবং (নিজেদেরকে) সংশোধন করে এবং (যা গোপন করছিল তা) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, আমি তাদের তওবা কবুল করব, এবং আমিই তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولٰٓئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٠﴾

১৬১।নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ্, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের লা'নত-

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের থেকে শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾

ع ১৯ রুকূ ৩

১৬৩।এবং তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, যিনি অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু।

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾

১৬৪।নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের আবর্তনে, মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে চলমান নৌযানে, আকাশ থেকে আল্লাহ্ যে পানি অবতীর্ণ করেন অতঃপর তা দিয়ে ভূমিকে জীবিত করেন এর মৃত্যুর পর এবং সেখানে ছড়িয়ে দেন প্রত্যেক বিচরণশীল প্রাণী- তাতে, বায়ুর পরিচালনায় এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে (তাঁর) নির্দেশাধীন মেঘমালায় অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা অনুধাবন করে।

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৫।আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে (অন্যদেরকে তাঁর) সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহ্কে ভালোবাসার মত। এবং যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্র জন্য অধিক ভালবাসা পোষণকারী। আর যারা জুলুম করেছে তারা যদি ভেবে দেখে- যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে (তখন ঠিকই বুঝতে পারবে) যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্রই, এবং এও যে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۖ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّأَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

১৬৬।যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন যারা অনুসরণ করেছিল তাদের থেকে দায়মুক্ত হবে, এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে ও তাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

১৬৭।এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, 'যদি আমাদের জন্য একবার (দুনিয়াতে ফেরার) সুযোগ হত, তাহলে আমরাও তাদের থেকে দায়মুক্ত হতাম যেভাবে তারা (আজ) আমাদের থেকে দায়মুক্ত হয়েছে।' এভাবেই আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মসমূহ দেখাবেন তাদের জন্য পরিতাপরূপে। এবং তারা আগুন থেকে বের হবে না।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ۗ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

ع ২০ রুকূ ৪

১৬৮।হে মানুষ! পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র যা কিছু আছে তা থেকে আহার কর, এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

১৬৯।সে (শয়তান) কেবল তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীলতার এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন (ভিত্তিহীন) কথা বলতে যা তোমরা জান না।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর', তখন তারা বলে, 'বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি'। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই অনুধাবন করত না এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্তও ছিল না তবুও কি?

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

১৭১। এবং যারা কুফরী করেছে তাদের উপমা যেমন এক ব্যক্তি (রাখাল) এমন কিছুকে (পশুকে) চিৎকার করে ডাকে যা হাক-ডাকের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, সুতরাং তারা অনুধাবন করে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

১৭২। ওহে যারা ঈমান এনেছ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ আহার কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর- যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

১৭৩। তোমাদের উপর কেবল হারাম করা হয়েছে মৃত (পশু), রক্ত*, শুকরের গোশত এবং যা (জবাইকালে) আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু যে আগ্রহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে বাধ্য হবে, তবে তার কোন পাপ নেই*। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৪। আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন নিশ্চয় যারা তা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করে (গ্রহণ করে), তারা কেবল তাদের পেটে আগুন ভর্তি করে, এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না, এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৫। ওরাই তারা যারা সঠিক পথের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে, আগুনের (শাস্তির) ব্যাপারে তারা কতই না ধৈর্যশীল!

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

১৭৬। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ সত্যসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এবং নিশ্চয় যারা কিতাব সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছে তারা অবশ্যই এক সুদূর মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে।

٢١ ع ٧ ৫ ২১ রুকূ ৫

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭। পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানো পুণ্য নয়, বরং পুণ্য হল (তার কাজ) যে ঈমান এনেছে আল্লাহ্, আখেরাতের দিন, ফেরেশতাকুল, (আসমানী) কিতাব ও নবীদের প্রতি এবং সম্পদের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তা আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, সম্বলহীন মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীদেরকে এবং দাসমুক্তির* জন্য দান করেছে, এবং সালাত (নামায) কায়েম করেছে, যাকাত প্রদান করেছে, এবং যখন অঙ্গীকার করেছে তখন তা পূর্ণকারী*, এবং অভাব-অনটনে, দুঃখ-দুর্দশায় ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণকারী। ওরাই তারা যারা সত্যবাদী হয়েছে* এবং তারাই মুত্তাকী।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৭৮। ওহে যারা ঈমান এনেছ! হত্যার ক্ষেত্রে তোমাদের উপর কিসাস* বিধিবদ্ধ (ফরয) করা হল। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি*, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, আর নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার (নিহত ব্যক্তির) ভাইয়ের পক্ষ থেকে যাকে কিছু মাফ* করা হয় তবে (তার কর্তব্য হল) যথাযথভাবে তা অনুসরণ করা* এবং তাকে সঠিকভাবে (রক্তপণ) পরিশোধ করা। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (দণ্ড) হ্রাস ও দয়া*। কিন্তু এরপরে যে সীমালঙ্ঘন* করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৯। আর হে বুদ্ধিমানরা! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।

وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

১৮০। তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে ওসিয়ত* করে যাওয়া তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ (ফরয*) করা হল। এটি মুত্তাকীদের উপর কর্তব্য।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

১৮১। অতঃপর যে তা (ওসিয়ত) পরিবর্তন করে তা শ্রবণ করার পর, তবে তার পাপ কেবল তাদের উপরই বর্তাবে যারা তা পরিবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

১৮২। কিন্তু যে ওসিয়তকারীর পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত্ব বা পাপের আশঙ্কা করে এবং তাদের (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের) মাঝে আপোষ-নিষ্পত্তি করে দেয়, তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

১৮৩। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ (ফরয*) করা হল যেমন বিধিবদ্ধ (ফরয) করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া* অবলম্বন করতে পার-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

১৮৪। গণনাযোগ্য কয়েকটি দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ* হয়ে যাবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এই সংখ্যা পূর্ণ করবে। আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম (কিন্তু খুব কষ্ট হয়)* তারা (প্রতিটি রোযার জন্য) একজন মিসকিনের খাবার ফিদিয়া প্রদান করবে। আর যে স্বেচ্ছায় কোন ভাল কাজ করবে (অর্থাৎ ফিদিয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দিবে), তা তার জন্য উত্তম। আর রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম- যদি তোমরা জানতে।

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

১৮৫। রমযান মাস তা, যাতে কুরআন* অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষের জন্য পথনির্দেশিকা*, সঠিক পথের স্পষ্ট প্রমাণ ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) হিসেবে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাস প্রত্যেক্ষ করবে সে যেন এতে রোযা রাখে*। তবে যে অসুস্থ হয়ে যাবে অথবা সফরে থাকবে সে, অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ* করতে চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না, এবং যাতে তোমরা (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করতে পার এবং যাতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সঠিকপথ প্রদর্শন করেছেন সেজন্য তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬। আর (হে নবী!) আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে*, তবে নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া* দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে, সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথ পেতে পারে।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৮৭। রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌনসম্ভোগ তোমাদের জন্য হালাল করা হল। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ্ জেনেছেন যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের সাথে খিয়ানত করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মার্জনা করেছেন, সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন (অর্থাৎ সন্তান) তা অন্বেষণ কর। এবং তোমরা আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না তোমাদের জন্য (রাত্রির) কালো রেখা থেকে ফজরের সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না। এগুলো আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা, সুতরাং এর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮। এবং তোমরা একে অন্যের ধন-সম্পদ বাতিল পন্থায় গ্রাস করো না* এবং জেনে-বুঝে পাপের সাথে মানুষের ধন-সম্পদের কিছু অংশ গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের নিকট তা পেশ করো না।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

২৩ রুকূ ৭

১৮৯। তারা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'এটি হচ্ছে মানুষের জন্য ও হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।' এবং এতে পুণ্য নেই যে, তোমরা ঘরে প্রবেশ কর এর পিছন দিক থেকে*, কিন্তু পুণ্য রয়েছে তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা দরজা দিয়েই ঘরে প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

১৯০। এবং তোমরা আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

১৯১। এবং তাদেরকে হত্যা কর* যেখানেই তোমরা তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছিল, আর ফিতনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক, এবং মসজিদে হারামের নিকট তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা কর। এরূপই কাফিরদের প্রতিফল।

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

১৯২। কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

১৯৩। এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা* নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহ্র জন্য (নির্দিষ্ট) হয়ে যায়। কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে জালিমদের উপর ছাড়া আর কারো উপর সীমালঙ্ঘন নেই।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

١٩٤ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪। হারাম মাসের* বদলে হারাম মাস, এবং হারাম বিষয়সমূহ (ক্ষতিপূরণ ও বদলার দিক থেকে) সমান সমান (কিসাস)। অতএব কেউ (হারাম মাসে) তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করলে তোমরাও তার উপর সীমালঙ্ঘন কর যেরূপ সে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে*। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা তোমাদের হাতে (নিজেদেরকে) ধ্বংসের দিকে* নিক্ষেপ করো না এবং ইহ্‌সান* কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়নদেরকে ভালবাসেন।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۗ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۥ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

১৯৬। এবং আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য হজ্জ ও উমরা* পূর্ণ কর। আর যদি তোমরা বাধাগ্রস্থ হও, তাহলে কুরবানীর পশু থেকে যা সহজলভ্য হয় (কুরবানী কর), এবং কুরবানীর পশু তার নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হয়ে যাবে অথবা তার মাথায় কোন কষ্ট থাকবে (সে জন্য মাথা মুণ্ডন করে ফেলবে) তার ফিদিয়া* হচ্ছে, রোযা রাখা অথবা সদকা করা অথবা কুরবানী করা, অতঃপর যখন তোমরা (হজ্জের আগে মক্কায় পৌঁছে) নিরাপদ হয়ে যাবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে হজ্জ পর্যন্ত উমরার মাধ্যমে তামাত্তু (উপকার লাভ)* করতে চাইবে, তাহলে কুরবানীর পশু থেকে যা সহজলভ্য হয় (তা কুরবানী করবে)। তবে যে তা (কুরবানীর পশু) পাবে না সে রোযা রাখবে হজ্জের মধ্যে তিন দিন এবং যখন তোমরা (হজ্জ থেকে) ফিরে আসবে তখন সাত দিন- এই পুরো দশ দিন। এটি তার জন্য যার পরিবার মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

(২৪ রুকু ৮)

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

১৯৭। হজ্জ নির্দিষ্ট কয়েক মাস*, সুতরাং যে এগুলোতে হজ্জকে (নিজের উপর) অবশ্য পালনীয় করেছে সে হজ্জের মধ্যে কোন যৌনসম্ভোগ, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ করবে না। আর তোমরা যে ভাল কাজ কর আল্লাহ্ তা জানেন। এবং (হজ্জের সফরের জন্য) পাথেয় নাও, তবে নিশ্চয় সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আর হে বুদ্ধিমানরা! তোমরা আমাকে ভয় কর।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অনুগ্রহ (রিযিক) তালাশ করাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই*। অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে প্রস্থান কর তখন 'মাশআরুল হারাম'* এর কাছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর এবং তাঁকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন (শিখিয়েছেন), যদিও এরপূর্বে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾

১৯৯। এরপর লোকেরা যেখান থেকে* প্রস্থান করে তোমরাও সেখান থেকে প্রস্থান কর এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

২০০। অতঃপর যখন তোমরা তোমাদের (হজ্জের) অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করবে তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে তোমাদের স্মরণ করার মত অথবা তার চেয়ে বেশি করে স্মরণ*। আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেই প্রদান করুন', এবং তার জন্য আখিরাতে কোন (প্রাপ্য) অংশ নেই।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

২০১। এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۚ وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

২০২। তাদেরই জন্য (উভয়টিতেই*) রয়েছে একটি অংশ যা তারা অর্জন করেছে তার কারণে। আর আল্লাহ্ হিসাবে দ্রুত।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

২০৩। এবং তোমরা গণনাযোগ্য কয়েকটি দিনে* আল্লাহ্কে স্মরণ কর। তবে যে ব্যক্তি দু'দিনে* তাড়াতাড়ি করে তার জন্য কোন পাপ নেই, আর যে ব্যক্তি বিলম্ব করে তার জন্যও কোন পাপ নেই, (উভয় অবস্থাতেই পাপ নেই) তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁরই দিকে সমবেত করা হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

২০৪। আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার হৃদয়ে যা আছে সে ব্যাপারে সে আল্লাহ্কে সাক্ষী* বানায়, অথচ সে (তোমার) প্রচণ্ড বিরোধী।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

২০৫। এবং যখন সে (তোমার কাছ থেকে) ফিরে যায় তখন সে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে এবং ফল-ফসল ও (জীব-জন্তুর) বংশ ধ্বংস করতে প্রচেষ্টা চালায়। আর আল্লাহ্ ফ্যাসাদকে ভালবাসেন না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

২০৬। আর যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহ্কে ভয় কর', তখন তার আত্মসম্মান তাকে পাপ করতে প্ররোচিত করে, সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। এবং কতই না নিকৃষ্ট এ বিশ্রামস্থল!

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

২০৭। আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় তার নিজেকে বিক্রি (উৎসর্গ) করে দেয়। এবং আল্লাহ্ (এধরণের) বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

২০৮। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে* ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾

২০৯। আর যদি তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরে তোমরা বিচ্যুত হও তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١٠﴾

২১০। তারা কি কেবল অপেক্ষা করছে যে, মেঘের আড়াল থেকে আল্লাহ্ তাদের কাছে আসবেন এবং ফেরেশতারাও আসবে এবং বিষয়টি* ফয়সালা হয়ে যাবে? আর আল্লাহ্রই দিকে সকল বিষয় ফিরিয়ে নেয়া হবে।

২৫ ع ৭ ২৫ রুকূ ৯

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ۚ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

২১১। বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, কত স্পষ্ট নিদর্শন আমি তাদেরকে দিয়েছি! আর যে আল্লাহ্র নিয়ামতকে পরিবর্তন করে তার কাছে তা আসার পর, তবে (তার জেনে রাখা উচিত) নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

২১২। যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে সুসজ্জিত করা হয়েছে, এবং তারা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। কিন্তু যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা কিয়ামতের দিন (মর্যাদায়) তাদের উপরে থাকবে। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, বেহিসাব রিযিক দান করেন।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۛ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ
وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ
اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ
مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

২১৩। মানুষ একই উম্মত (ধর্মভুক্ত) ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ নবীদেরকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে। এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করলেন যাতে তা মানুষের মাঝে সে বিষয়ে ফয়সালা করতে পারে যে বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করেছে। আর যাদেরকে তা (কিতাব) দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরই তারা তাদের মাঝে বিদ্বেষ বশতঃ এর (কিতাবের) ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছে, অতঃপর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছায় তাদেরকে সে ব্যাপারে সঠিকপথ প্রদর্শন করেছেন যে সত্যের ব্যাপারে তারা মতপার্থক্য করেছে। এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى
يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ
نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ﴿٢١٤﴾

২১৪। তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের উপর তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অনুরূপ অবস্থা এখনও আসেনি? তাদেরকে স্পর্শ করেছিল অভাব-অনটন ও বিপদ-মুসিবত এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল, অবশেষে রাসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا
مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

২১৫। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে*। বল, 'উত্তম যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা*, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন (অভাবগ্রস্ত*) ও সম্বলহীন মুসাফিরের জন্য।' আর তোমরা যে উত্তম কাজই কর সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا
شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾ ع

٢٦ ع ١٠ ২৬ রুকূ ১০

২১৬। তোমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ (ফরয) করা হল, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়, কিন্তু হতে পারে কোন কিছুকে তোমরা অপছন্দ কর, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার হতে পারে কোন কিছুকে তোমরা ভালবাস, অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। এবং আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ
وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَ
اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ
وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ
اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

২১৭। তারা তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'এর মধ্যে যুদ্ধ করা গুরুতর (পাপ)। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রাখা, তাঁর সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারাম হতে বিরত রাখা এবং এর অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহ্‌র নিকট অধিক গুরুতর (পাপ), এবং ফিতনা হত্যার চেয়েও অধিক গুরুতর।' এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারে যদি তারা (তা করতে) সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে (মুরতাদ হবে) এবং কাফির অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাদের সমস্ত কর্ম বিফল হয়ে যাবে, এবং তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ
اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

২১৮। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ* করেছে তারাই আল্লাহ্‌র দয়া প্রত্যাশা করে। এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২১৯। তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'এ দু'টির মধ্যে রয়েছে গুরুতর পাপ ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা*, কিন্তু এগুলোর উপকারিতার চেয়ে এগুলোর পাপ অধিক বড়।' এবং তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তারা কী ব্যয় করবে।' বল, '(প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে।' এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার-

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ڛ قُلِ الْعَفْوَ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾

২২০। -দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে। আর তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'তাদের জন্য কল্যাণ করাই উত্তম।' এবং যদি তোমরা তাদের সাথে যৌথভাবে থাক, তাহলে তারা তোমাদেরই ভাই। এবং কল্যাণকারী থেকে (অর্থাৎ বিপরীতে) অনিষ্টকারী কে তা আল্লাহ্ জানেন। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۭ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۭ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

২২১। এবং তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। এবং অবশ্যই একজন মু'মিন দাসী একজন (স্বাধীন) মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। এবং মুশরিক পুরুষদের সাথে (তোমাদের নারীদের) বিয়ে দিয়ো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। এবং অবশ্যই একজন মু'মিন দাস একজন (স্বাধীন) মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা ডাকে আগুনের দিকে আর আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছায় (অনুগ্রহে) ডাকেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে, এবং তিনি মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

٢٨ ع ৫ ॥ ২৭ রুকূ ১১

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۭ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۭ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ښ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

২২২। এবং তারা তোমাকে মাসিক (রক্তস্রাব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'এটি একটি কষ্ট (অশুচিকর অবস্থা), সুতরাং তোমরা মাসিকের সময় স্ত্রীদের থেকে পৃথক* থাক এবং (উপভোগের উদ্দেশ্যে) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়, অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়ে যায় তখন তাদের কাছে যাও যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীদেরকে* ভালবাসেন এবং তিনি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকেও ভালবাসেন।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۭ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۗءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

২২৩। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র*। সুতরাং তোমরা যেভাবে ইচ্ছা কর তোমাদের শস্যক্ষেত্রে গমন কর এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য অগ্রে পাঠাও (অর্থাৎ ছওয়াব অর্জন কর*) এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, এবং জেনে রাখ যে, তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর (হে নবী!) মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

نِسَاۗؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۡ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

২২৪। আর পুণ্য কাজ করা, তাকওয়া অর্জন করা ও মানুষের মাঝে আপোষ-নিষ্পত্তি করে দেয়া থেকে বিরত থাকতে তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের কসমসমূহের জন্য ঢাল* বানিও না। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾

২২৫। তোমাদের অসার কসমের ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন সে (কসমের) কারণে যা তোমাদের হৃদয় অর্জন করেছে। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৬। যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে 'ইলা' (সহবাস না করার কসম) করে তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের প্রতীক্ষা*, অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَاۗءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৭। আর যদি তারা তালাকের* সংকল্প করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২২৮। আর তালাকপ্রাপ্তারা তিনটি মাসিক (পর্যন্ত) তাদের নিজেদেরকে (বিয়ে করার জন্য) প্রতীক্ষায় রাখবে*। এবং তাদের জন্য হালাল নয় যে, তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা তারা গোপন করবে, যদি তারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনে থাকে। এবং তাদের স্বামীরা এর মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিক হকদার, যদি তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চায়। এবং তাদের (স্ত্রীদের) ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে তাদের (স্ত্রীদের) উপর। আর পুরুষদের জন্য তাদের (অর্থাৎ নারীদের) উপর একটি মর্যাদা* রয়েছে। এবং আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ
يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٢٨)

২৮ ع ১২ ২৮ রুকু ১২

২২৯। তালাক দু'বার*। অতঃপর (হয়) সুন্দরভাবে রেখে দেয়া অথবা সুন্দরভাবে মুক্তি দেয়া। এবং তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কোন কিছু (ফেরত) নিয়ে নিবে এছাড়া যে, তারা দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) আশংকা করে যে, তারা দু'জন আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা* বজায় রাখতে পারবে না। আর যদি তোমরাও আশংকা কর যে, তারা দু'জন আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা বজায় রাখতে পারবে না তাহলে সে (স্ত্রী) যার বিনিময়ে* মুক্তি লাভ করে তাতে তাদের দু'জনের কোন অপরাধ নেই। এগুলো আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা, সুতরাং এগুলো লঙ্ঘন করো না। এবং যারা আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা লঙ্ঘন করে তারাই জালিম।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ
اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ
وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٢٩)

২৩০। অতঃপর যদি সে তাকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তাহলে এরপরে সে (স্ত্রী) তার জন্য হালাল নয় যে পর্যন্ত না সে তাকে ছাড়া অন্য এক স্বামীকে বিয়ে করে*। অতঃপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দেয় তাহলে দু'জন পরস্পরের দিকে ফিরে আসায় তাদের কোন অপরাধ নেই যদি তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা বজায় রাখতে পারবে। এগুলো আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা যা আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ
فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا
حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٢٣٠)

২৩১। আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে (অর্থাৎ ইদ্দত পর্যন্ত) তখন তাদেরকে (হয়) সুন্দরভাবে রেখে দাও অথবা সুন্দরভাবে মুক্তি দাও, এবং তাদেরকে ক্ষতির উদ্দেশ্যে সীমালঙ্ঘন করার জন্য আটকে রেখো না। আর যে তা করবে সে তার নিজের ওপর জুলুম করবে। এবং আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করো না। এবং তোমাদের উপর আল্লাহ্র নেয়ামত এবং তিনি তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) অবতীর্ণ করেছেন যার মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তা স্মরণ কর। এবং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ
سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ
ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ؗ وَّاذْكُرُوْا
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ
يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٢٣١)

২৯ ع ১৩ ২৯ রুকু ১৩

২৩২। আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে (অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হয়), তখন তাদেরকে বাধা দিও না যে, তারা বিয়ে করবে তাদের (পছন্দমত) স্বামীদেরকে যখন তারা তাদের মধ্যে বিধি মোতাবেক রাজি হবে। এর দ্বারা তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, যে তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনে। এটি তোমাদের জন্য পরিশুদ্ধতম ও পবিত্রতম (পন্থা)। এবং আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ
اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ
وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٢٣٢)

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

২৩৩। আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পুরো দু'বছর দুধ পান করাবে তার জন্য যে (পিতা) দুধ পান করানো পূর্ণ করতে চায়। এবং যার সন্তান তার কর্তব্য হল ভালভাবে তাদের (সন্তানদের মায়েদের) ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা*। কাউকে তার সাধ্যাতীত (দায়িত্ব) চাপিয়ে দেয়া যাবে না। কোন মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে (কষ্ট দেয়া যাবে না)। এবং উত্তরাধিকারীর উপরও অনুরূপ দায়িত্ব। কিন্তু যদি তারা দু'জন পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাতে তাদের কোন অপরাধ নেই। আর যদি তোমরা ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাতে চাও তাতেও কোন অপরাধ নেই, যখন তোমরা ন্যায়সঙ্গত প্রদেয় (পারিশ্রমিক) বুঝিয়ে দিবে। এবং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমারা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৪। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যায় তারা (তাদের স্ত্রীরা) চার মাস দশ দিন* তাদের নিজেদেরকে (বিবাহ করার জন্য) প্রতীক্ষায় রাখবে। অতঃপর যখন তারা নির্দিষ্ট সময়ে পৌছে (অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হয়) তখন তারা তাদের নিজেদের (বিয়ের) ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গতভাবে যা করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

২৩৫। (ইদ্দত পালনকারী) নারীদেরকে ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দাও অথবা তোমাদের মনে (তা) গোপন রাখ তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আল্লাহ্ জানেন যে, শীঘ্রই তোমরা তাদের সম্পর্কে আলোচনা করবে। কিন্তু ন্যায়সঙ্গত কথা বলা ছাড়া গোপনে তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ো না। এবং বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না যতক্ষণ না বিধান (অর্থাৎ ইদ্দত) তার নির্দিষ্ট সময়ে পৌছে। এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তোমাদের মনে যা রয়েছে তা জানেন, সুতরাং তাঁকে ভয় কর, এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল।

٣٠ ع ١٤ ৩০ রুকু ১৪

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٦﴾

২৩৬। তোমাদের কোন অপরাধ নেই, যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও যাদেরকে তোমরা স্পর্শ করনি অথবা তাদের জন্য কোন নির্ধারিত অংশ (মোহরানা) নির্ধারণ করনি। কিন্তু (এ ক্ষেত্রে) তাদেরকে (তালাক পরবর্তী) ভোগ্যসামগ্রী দাও, সচ্ছল ব্যক্তির উপর তার সাধ্যমত এবং অসচ্ছল ব্যক্তির উপর তার সাধ্যমত ন্যায়সঙ্গত ভোগ্যসামগ্রী (প্রদান করা কর্তব্য), এটি সৎকর্মপরায়ণদের উপর কর্তব্য।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾

২৩৭। আর যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তোমরা তাদেরকে তালাক দাও এমন অবস্থায় যে তোমরা তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ (মোহরানা) নির্ধারণ করেছ তাহলে তোমরা যা নির্ধারণ করেছ তার অর্ধেক (তারা পাবে), তবে সে (স্ত্রী) মার্জনা করে দিলে (অর্থাৎ পুরোটাই দিয়ে দিলে) কিংবা বিবাহ বন্ধন যার অধিকারে সে (স্বামী) মার্জনা করে দিলে (অর্থাৎ পুরোটাই দিয়ে দিলে) তা ভিন্ন কথা। আর মার্জনা করা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। এবং তোমরা তোমাদের মধ্যে অনুগ্রহের বিষয়টি* ভুলে যেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে পূর্ণ দৃষ্টিবান।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

২৩৮। তোমরা সালাতসমূহের (নামাযসমূহের) প্রতি এবং (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী সালাতের* প্রতি যত্নবান হও,* এবং আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) জন্য একান্ত অনুগত অবস্থায় দাঁড়াও।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾

২৩৯। কিন্তু যদি তোমরা (আক্রান্ত হওয়ার) আশংকা কর তাহলে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় (সালাত কায়েম কর), অতঃপর যখন নিরাপদ হও তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর (সালাত কায়েম কর) যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾

২৪০। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য ওসিয়ত করে যাবে (তাদেরকে) এক বছর পর্যন্ত ভোগ্যসামগ্রী দিতে*, (ঘর থেকে) বের না করে, তবে যদি তারা (নিজেরাই) বের হয়ে যায় তাহলে তারা নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গতভাবে যাই করুক তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। এবং আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

২৪১। আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে (তালাক পরবর্তী) ভোগ্যসামগ্রী দেয়া মুত্তাকীদের উপর কর্তব্য।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

২৪২। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

৩১ ع ১৫ ৩১ রুকূ ১৫

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۠ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۣ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

২৪৩। তুমি কি (বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ভুক্ত) তাদেরকে দেখনি, যারা (জিহাদের নির্দেশ আসার পর) মৃত্যুর ভয়ে তাদের আবাসসমূহ থেকে (পালিয়ে) বের হয়ে গিয়েছিল, অথচ তারা ছিল হাজার হাজার? অতঃপর আল্লাহ্ তাদের বললেন- মরে যাও*, এরপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾

২৪৪। আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

২৪৫। এমন কে আছে, যে আল্লাহ্‌কে কর্জ* দিবে- কর্জে হাসানা? তাহলে তার জন্য তিনি তা বহু গুণ (বৃদ্ধি) করে দিবেন। আর আল্লাহ্‌ই (রিযিক) সংকুচিত করেন এবং প্রসারিত করেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ۗ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ۗ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٦﴾

২৪৬। মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের প্রধানদেরকে দেখনি? যখন তারা তাদের এক নবীকে* বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ পাঠিয়ে দিন- আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করব।' তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের উপর যদি যুদ্ধ বিধিবদ্ধ (ফরয) করা হয় তাহলে এমন হবে কি যে তোমরা যুদ্ধ করবে না?' তারা বলেছিল, 'আমাদের কী (অজুহাত) আছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে আমাদের আবাসসমূহ ও সন্তান-সন্ততি থেকে?' অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ (ফরয) করা হল তখন তাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। আর আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۗ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۗ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٧﴾

২৪৭। এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ্ করে পাঠিয়েছেন।' তারা বলেছিল, 'কিভাবে আমাদের উপর তার রাজত্ব হবে, অথচ আমরা তার চেয়ে রাজত্বের অধিক হকদার, এবং তাকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যও দেয়া হয়নি?' সে (নবী) বলেছিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহাকৃতিতে প্রশস্ততা বাড়িয়ে দিয়েছেন।' আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর রাজত্ব দান করেন এবং আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৪৮। এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, 'নিশ্চয় তার (তালুতের) রাজত্বের নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তোমাদের কাছে সেই সিন্দুকটি আসবে, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য প্রশান্তি এবং (তাতে রয়েছে) মূসার পরিবার ও হারুনের পরিবার যা রেখে গেছে তার অবশিষ্টটুকু যেটি বহন করবে ফেরেশতারা। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য অবশ্যই একটি নিদর্শন রয়েছে- যদি তোমরা মু'মিন হও।'

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٢٤٨ ع

٣٢ ع ١٦ ৩২ রুকূ ১৬

২৪৯। অতঃপর তালুত যখন বাহিনীসহ বের হল তখন বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ একটি নহর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং যে তা থেকে পান করবে সে আমার (দলের) অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে নিশ্চয় আমার (দলের) অন্তর্ভুক্ত, তবে কেউ তার হাত দিয়ে এক কোষ পানি নিলে তা ভিন্ন কথা।' কিন্তু তারা তা থেকে পান করল- তাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক ছাড়া। অতঃপর যখন সে (তালুত) নিজে ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা তা (নহর) অতিক্রম করল তখন তারা (কেউ কেউ) বলল, 'আজ জালুত ও তার বাহিনীর মুকাবিলার শক্তি আমাদের নেই।' যারা মনে করছিল যে, তারা (একদিন) আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে তারা বলল, 'কত ছোট দলই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বড় দলকে পরাজিত করেছে।' এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝٢٤٩

২৫০। আর যখন তারা জালুত ও তার বাহিনীর উদ্দেশ্যে বের হল তখন বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন, এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।'

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝٢٥٠ ؕ

২৫১। অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তারা তাদেরকে (জালুত বাহিনীকে) পরাজিত করল, এবং দাউদ* জালুতকে হত্যা করল এবং আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করেন তা থেকে তাকে শিক্ষা দিলেন। আর যদি আল্লাহ্ মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ্ জগৎসমূহের (মানব জাতির) প্রতি অনুগ্রহশীল।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۫ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝٢٥١

২৫২। এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি তোমার নিকট সত্যসহ পাঠ করি। এবং নিশ্চয় তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٢٥٢

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-৩

২৫৩। এই রাসূলরা- আমি তাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি; তাদের মধ্য হতে কারো সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন এবং তাদের কতককে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। এবং আমি মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়েছিলাম এবং রূহুল কুদুস (জিবরাঈল)-এর মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছিলাম। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদের পরবর্তীরা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর পরস্পর যুদ্ধ করত না, কিন্তু (লোকদেরকে বলপূর্বক মতপার্থক্য থেকে বিরত রাখা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল না, তাই) তারা মতপার্থক্য করল, এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ ঈমান আনল এবং কেউ কুফরী করল। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে তারা পরস্পর যুদ্ধ করত না, কিন্তু আল্লাহ্ যা চান তাই করেন।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ۚ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ
وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ
بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ
مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾

٣٢ ع ٥ / ١ / ৩৩ রুকূ ১

২৫৪। ওহে যারা ঈমান এনেছ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর- সে দিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই। আর কাফিররাই জালিম।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ
يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

২৫৫। আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না এবং নিদ্রাও না। আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। এমন কে আছে, যে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তিনি জানেন যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পিছনে, এবং তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা* আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে, এবং উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। এবং তিনিই সুউচ্চ ও সুমহান।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ
اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ
بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ
وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

২৫৬। দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। অবশ্যই ভুল পথ থেকে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়েছে, সুতরাং যে তাগুতকে* অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে, সে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে ধারণ করল এমন মজবুত হাতল যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ
بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ
لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

২৫৭। আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরী করেছে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ
اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

٣٤ ع ٤ / ٢ / ৩৪ রুকূ ২

২৫৮। তুমি কি তাকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালকের ব্যাপারে তর্ক করেছিল এ জন্য যে, আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন? যখন ইবরাহীম বলল, 'আমার প্রতিপালক তিনিই যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান', তখন সে বলল,'আমিও জীবিত করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইবরাহীম বলল, 'তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ পূর্ব দিক থেকে সূর্য নিয়ে আসেন (উদয় ঘটান), সুতরাং তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে আস', তখন যে কুফরী করেছিল সে হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ
اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَ
اُمِيْتُ ۚ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৫৯। অথবা (তুমি কি দেখনি) তার দৃষ্টান্ত, যে একটি জনপদ* অতিক্রম করছিল, যখন তা ছিল ধ্বংসস্তূপে পরিণত? সে বলল, 'কিভাবে আল্লাহ্ একে (জনপদটিকে) জীবিত করবেন এর মৃত্যুর পর?' অতঃপর আল্লাহ্ তাকে একশ বছরের জন্য মৃত্যু দিলেন, এরপর তাকে উত্থিত (পুনর্জীবিত) করলেন। তিনি বললেন, 'তুমি কত সময় অবস্থান করেছ?' সে বলল, 'অবস্থান করেছি এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ।' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'বরং তুমি একশত বছর অবস্থান করেছ, এখন তোমার খাবার ও তোমার পানীয় এর দিকে লক্ষ্য কর, তা বাসী হয়নি, আর তোমার গাধার দিকেও লক্ষ্য কর (তার হাড়গুলোও খুলে গিয়েছে), আর এটি এ জন্য যাতে আমি তোমাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানাতে পারি, এবং এই হাড়গুলোর দিকে লক্ষ্য কর কিভাবে আমি এগুলোকে দাঁড় করাই, এরপর তার উপর গোশতের পোশাক পরিয়ে দেই।' অতঃপর যখন তার কাছে (এই নিদর্শন) স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন সে বলল, 'আমি জানি যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।'

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

২৬০। এবং যখন ইবরাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দিন কিভাবে আপনি মৃতদেরকে জীবিত করেন।' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস করনি?' সে বলল, 'হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু (দেখতে চাই) যাতে আমার হৃদয় প্রশান্ত হয়।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে তোমার কাছে পোষ মানিয়ে নাও, এরপর তাদের এক একটি (কর্তিত) অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রাখ এরপর তাদেরকে ডাক, তারা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ মহা প্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।'

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

৩৫ রুকূ ৩ ع ۳۵

২৬১। যারা তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের (ব্যয়ের) উপমা যেমন একটি শস্যদানা যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, যার প্রত্যেকটি শীষে থাকে একশত শস্যদানা। এবং আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন, বহুগুণ (বৃদ্ধি) করে দেন। এবং আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী।

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

২৬২। যারা তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, এরপর তারা যা ব্যয় করেছে তার জন্য খোঁটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান রয়েছে, এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

২৬৩। সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা বলা* এবং ক্ষমা করা এমন দানের চেয়ে উত্তম, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও পরম সহনশীল।

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

২৬৪। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকাসমূহকে বাতিল (নষ্ট*) করে দিও না সে ব্যক্তির মত যে নিছক লোক দেখানোর জন্য তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে, এবং সে আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনে না। সুতরাং তার (ব্যয়ের) উপমা যেমন একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি রয়েছে, অতঃপর তাতে প্রবল বর্ষণ হল, ফলে (সমস্ত মাটি ধুয়ে ফেলে) তাকে মসৃণ অবস্থায় রেখে গেল। তারা যা অর্জন করেছে তার কোন কিছুর উপরই তারা সক্ষম নয়। এবং আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

২৬৫। আর যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় ও নিজেদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের (ব্যয়ের) উপমা যেমন কোন উঁচু ভূমিতে একটি বাগান যাতে প্রবল বর্ষণ হল, ফলে এটি তার দ্বিগুণ ফল দিল, আর যদি তাতে প্রবল বর্ষণ নাও হয় তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৬৬। তোমাদের কেউ কি কামনা করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান থাকবে, যার নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, এতে তার জন্য সব রকম ফল-মূল থাকবে, এমন অবস্থায় যে বার্ধক্য তাকে আক্রান্ত করেছে এবং তার রয়েছে দুর্বল সন্তান-সন্ততি, অতঃপর এমন এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় তাতে আঘাত হানল যাতে রয়েছে আগুন, ফলে তা (বাগানটি) পুড়ে গেল? এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ
لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

২৬৭। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেরা যা অর্জন করেছ এবং ভূমি থেকে যা আমি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর, এবং তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার ইচ্ছা করো না, যখন তোমরা নিজেরা তা গ্রহণ করার নও এছাড়া যে, তাতে (অর্থাৎ তা নেয়ার সময়) তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। এবং তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও অতি প্রশংসনীয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

২৬৮। শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়, অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। এবং আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ
مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

২৬৯। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করেন, এবং যাকে হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করা হয়েছে তাকে অবশ্যই অনেক কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর বুদ্ধিমানরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

২৭০। এবং তোমরা যে ব্যয়ই ব্যয় কর অথবা যে মানতই মানত কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَ
مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

২৭১। যদি তোমরা সদকাসমূহ প্রকাশ কর, তবে তা কতই না ভাল, আর যদি তা গোপন রাখ এবং ফকিরদেরকে (গরীবদেরকে) দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল। এবং (বিনিময়ে) তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করে দিবেন। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত।

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

২৭২। তাদেরকে (অবিশ্বাসীদেরকে) সঠিকপথে পরিচালিত করা তোমার দায়িত্ব নয়। বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (হে মু'মিনরা!) তোমরা যে ধন-সম্পদ (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্যই । এবং তোমরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যয় কর। এবং তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর তা (তার বিনিময়) তোমাদেরকে পুরোপুরি দেয়া হবে, এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

২৭৩। (তোমাদের এ ব্যয়) ফকিরদের (গরীবদের) জন্য যারা আল্লাহ্‌র পথে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, পৃথিবীতে (উপার্জনের জন্য) চলাচল করতে পারে না*, (তাদের) আত্মমর্যাদাবোধের কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল মনে করে। তাদের লক্ষণ দিয়ে তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে, মানুষের কাছে তারা কাকুতি-মিনতি করে চায় না। এবং তোমরা যে সম্পদই (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

২৭৪। যারা তাদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান রয়েছে, এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৭৫। যারা সুদ* খায় তারা (কিয়ামতের দিন) কেবল সে ব্যক্তির দাঁড়ানোর ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দেয়। এটি এ কারণে যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই, অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছে গেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে যা অতীত হয়েছে তা তারই এবং তার বিষয়টি আল্লাহ্রই নিকট (সমর্পিত)। আর যারা পুনরাবৃত্তি করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

اَلَّذِيْنَ يَـاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ
عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

২৭৬। আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ্ কোন অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾

২৭৭। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত (নামায) কায়েম করেছে ও যাকাত প্রদান করেছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান রয়েছে, এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا
الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾

২৭৮। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদ থেকে যা বাকি রয়েছে তা ছেড়ে দাও- যদি তোমরা মু'মিন হও।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

২৭৯। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের ঘোষণা জেনে নাও, আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই জন্য, তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না*।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

২৮০। এবং যদি সে (ঋণগ্রহীতা) অসচ্ছল* হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর সদকা করে দেয়া তোমাদের জন্য উত্তম- যদি তোমরা জানতে।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾

ع ٣٨ ٦ | ৩৮ রুকূ ৬

২৮১। এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। এরপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে তা (তার প্রতিফল) পুরোপুরি দেয়া হবে, এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوْهُ ۭ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ
اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـــًٔا ۭ فَاِنْ كَانَ
الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۭ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ
فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاۗءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۭ وَ
لَا يَاْبَ الشُّهَدَاۗءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۭ وَلَا تَسْــَٔـمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ
كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى
اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۭ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۠
وَلَا يُضَاۗرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ڛ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۭ وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٢٨٢)

২৮২। ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (মেয়াদ নির্ধারণ করে) ঋণের লেনদেন কর তখন তা লিখে রাখ*। এবং কোন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তোমাদের মধ্যে লিখে দেয়। কোন লেখক যেন লিখে দিতে অস্বীকার না করে যেভাবে আল্লাহ্ তাকে (লেখা) শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লিখে দেয়, এবং যার উপর দায় সে (ঋণগ্রহীতা) যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং যেন তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তা থেকে কিছুই কম না করে। কিন্তু যার উপর দায় সে (ঋণগ্রহীতা) যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয় বলে দিতে না পারে, তাহলে তার অভিভাবক (প্রতিনিধি) যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লেখার বিষয় বলে দেয়। এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখ, আর যদি দু'জন পুরুষ না হয় তাহলে যাদের সাক্ষী হওয়ার ব্যপারে তোমরা সম্মত তাদের থেকে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী* হবে, যাতে তাদের একজন ভুলে গেলে তাদের একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। এবং সাক্ষীরা যেন (সাক্ষ্য দিতে) অস্বীকার না করে যখন তাদেরকে (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হবে। এবং (ঋণের পরিমাণ) ছোট হোক বা বড় হোক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (মেয়াদ নির্ধারণ করে) তা লিখতে তোমরা গড়িমসি করো না। এটি আল্লাহ্‌র কাছে অধিক ন্যায়সঙ্গত, সাক্ষ্যের জন্য অধিক সঠিক এবং তোমাদের সন্দেহ পোষণ না করার জন্য অধিক উপযোগী। তবে যে নগদ ব্যবসা তোমরা তোমাদের মধ্যে পরিচালনা করে থাক, সেগুলো না লিখাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। এবং যখন তোমরা লেনদেন কর তখন সাক্ষী রাখ। এবং কোন লেখক ও কোন সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর যদি তোমরা (তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত) কর তাহলে সেটি হবে তোমাদেরর পক্ষ থেকে পাপাচার। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেন। এবং আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰي سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِھٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۭ فَاِنْ
اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ
رَبَّهٗ ۭ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۭ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۭ وَ
اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (٢٨٣)

٣٧ ع ٤ ৩৯ রুকু ৭

২৮৩। আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং (লেখার জন্য) কোন লেখক না পাও, তাহলে বন্ধকী বস্তু* হস্তগত রাখবে। এবং যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্য কারো নিকট আমানত রাখে, তবে যার নিকট তার আমানত রাখা হয়েছে সে যেন তা (যথাযথভাবে) ফেরত দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করে। এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। আর যে তা গোপন করে, তবে নিশ্চয় তার হৃদয় পাপী। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ
اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۭ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَ
يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٨٤)

২৮৪। আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহ্‌রই। এবং তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা যদি তোমরা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদের হিসাব নিবেন। অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা করবেন ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দিবেন। এবং আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ڭ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (٢٨٥)

২৮৫। রাসূল তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনরাও। প্রত্যেকেই আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলে) 'আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে কারো মাঝে পার্থক্য করি না।' এবং তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আমরা আনুগত্য করলাম, আপনার ক্ষমা চাই, হে আমাদের প্রতিপালক! এবং গন্তব্যস্থল আপনারই দিকে।'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৮৬। আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত (কিছু) চাপিয়ে দেন না। সে (ভাল) যা অর্জন করেছে তা তারই এবং সে (মন্দ) যা অর্জন করেছে তাও তারই উপর (বর্তাবে)। (তোমরা দোয়া কর) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি, আপনি (সে জন্য) আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না, যেভাবে আপনি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা চাপিয়ে* দিয়েছিলেন। হে আমাদের প্রতিপালক! যার সামর্থ্য আমাদের নেই, তা আমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন না। এবং আমাদেরকে মার্জনা করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি আমাদের প্রভু (রক্ষক)। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন।'

ع ٤٠ ৮ ৪০ রুকূ ৮

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اكْتَسَبَتْ ۭ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ
لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا
وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ێ وَاغْفِرْ لَنَا ێ وَ
ارْحَمْنَا ێ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩. সূরা আলে ইমরান, মাদানী

২০০ আয়াত, ২০ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। আলিফ-লাম-মীম।

২। আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, (তিনি) চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

৩। তিনি তোমার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এর সামনে যা আছে তার (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যায়নকারীরূপে এবং তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইন্‌জীল-

৪। ইতঃপূর্বে মানুষের জন্য পথনির্দেশিকাস্বরূপ এবং তিনি অবতীর্ণ করেছেন ফুরকান। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এবং আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও উচিত শাস্তিদাতা।

৫। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট পৃথিবীতে কিছুই গোপন নয় এবং আকাশেও না।

৬। তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

৭। তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এর মধ্যে কিছু রয়েছে 'মুহ্‌কাম'* আয়াত, এগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ্'। আর যাদের হৃদয়ে বক্রতা রয়েছে তারাই 'মুতাশাবিহ্' এর পিছনে লেগে থাকে ফিতনার উদ্দেশ্যে ও (অপ)ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে, অথচ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। এবং যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, 'আমরা এতে ঈমান আনলাম, প্রতিটিই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (এসেছে)', আর বুদ্ধিমানরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

৮। 'হে আমাদের প্রতিপালক! সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের হৃদয়সমূহ বাঁকা করে দিবেন না এবং আপনার নিকট হতে আমাদেরকে দয়া দান করুন, নিশ্চয় আপনিই পরমদাতা।

৯। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি মানুষকে সমবেত করবেন এমন এক দিনের জন্য, যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।'

ع ৭ ১ রুকূ ৯

১০। নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে আল্লাহ্‌র (শাস্তির) বিপরীতে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কখনো তাদের কিছুই কাজে আসবে না এবং তারাই আগুনের ইন্ধন-

১১। (তাদের অভ্যাস) ফিরআউন বংশ ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত। তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদের অপরাধসমূহের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

٣-سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢٠٠، رُكُوْعَاتُهَا-٢٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ﴿٢﴾

نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ اَنْزَلَ
التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِیْلَ ﴿٣﴾

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا
بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰى عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ ﴿٥﴾

هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَیْفَ یَشَآءُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿٦﴾

هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ
الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ
فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِیْلِهٖ ۚ وَ مَا
یَعْلَمُ تَاْوِیْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ؔۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا
بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٧﴾

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ
رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

رَبَّنَاۤ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ فِیْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ
الْمِیْعَادَ ﴿٩﴾

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ
اللّٰهِ شَیْـًٔا ؕ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ﴿١٠﴾

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا ۚ
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১২। যারা কুফরী করেছে তাদেরকে বল, 'শীঘ্রই তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে।' আর কতই না নিকৃষ্ট এ বিশ্রামস্থল!

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

১৩। ইতোমধ্যেই তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল দু'টি দলের মধ্যে* - যারা পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল। একটি দল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছিল, এবং অন্যটি ছিল কাফির; এরা (কাফিররা) তাদেরকে (নিজেদেরকে) চোখের দেখায় তাদের (মু'মিনদের) দ্বিগুণ দেখছিল*। কিন্তু আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর সাহায্য দ্বারা সাহায্য করেন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾

১৪। মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে (তাদের) আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী- নারী, সন্তান-সন্ততি, স্তুপীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি ভালবাসা। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসামগ্রী, আর আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

১৫। বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এগুলোর চেয়ে উত্তম কোন কিছুর সংবাদ দেব?' যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, এবং তাদের জন্যে রয়েছে পবিত্র সঙ্গী/সঙ্গিনীরা এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্‌ বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিবান,

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۚ ﴿١٥﴾

১৬। যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন,

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ ﴿١٦﴾

১৭। (তারা) ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত ও দানশীল এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

১৮। আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, এবং ফেরেশতারা ও জ্ঞানের অধিকারীরাও (অনুরূপ সাক্ষ্য দেয়)। (তিনি) ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহা প্রজ্ঞাবান।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۚ ﴿١٨﴾

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট (গ্রহণীয়) দ্বীন হল ইসলাম। এবং যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা তাদের মাঝে বিদ্বেষবশতঃ মতপার্থক্য করেছিল। আর যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে, তবে (তার জেনে রাখা উচিত) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ হিসাবে দ্রুত।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

২০। যদি তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে তবে তুমি বল, 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট আমার চেহারাকে (নিজেকে) সমর্পণ করেছি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও।' আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বল, 'তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ?' এবং যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে নিশ্চয় তারা সঠিক পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার দায়িত্ব কেবল পৌছে দেয়া। আর আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিবান।

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۚ ﴿٢٠﴾

٢ ع ١٠ ২ রুকু ১০

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২১। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে, অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে এবং হত্যা করে তাদেরকে যারা মানুষের মধ্য থেকে ন্যায়ের নির্দেশ দেয়, তাদেরকে তুমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۱﴾

২২। ওরাই তারা যাদের কর্মসমূহ দুনিয়ায় ও আখিরাতে বিফল হবে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۲﴾

২৩। তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ* প্রদান করা হয়েছে, যখন তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের (অর্থাৎ তাওরাতের) দিকে আহ্বান করা হল তাদের (নিজেদের) মধ্যে বিচার* করার জন্য? এরপর তাদের একদল (বিচার) পরিহার করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৪। এটি এজন্য যে, তারা বলে, 'আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না গণনাযোগ্য কয়েকটি দিন ছাড়া।' এবং তারা যা মিথ্যা রচনা করত তা তাদেরকে তাদের দ্বীনের বিষয়ে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۪ وَّغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৫। অতএব (তখন) কেমন হবে যখন আমি তাদেরকে একত্র করব এমন এক দিনের জন্য, যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই? এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে তা (তার প্রতিফল) পুরোপুরি দেয়া হবে, এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۣ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৬। বল, 'হে আল্লাহ্, রাজত্বের মালিক! আপনি যাকে ইচ্ছা করেন রাজত্ব প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা করেন রাজত্ব কেড়ে নেন, এবং আপনি যাকে ইচ্ছা করেন সম্মানিত করেন এবং আপনি যাকে ইচ্ছা করেন অপমানিত করেন। আপনার হাতেই সমস্ত কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۭ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۶﴾

২৭। আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান, এবং আপনি মৃত হতে জীবিতকে বের করেন, এবং জীবিত হতে মৃতকে বের করেন, এবং আপনি যাকে ইচ্ছা করেন বেহিসাব রিযিক দান করেন।'

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾

২৮। মু'মিনরা যেন মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে, এবং যে তা করবে আল্লাহ্‌র সাথে তার কিছুই (সংশ্লিষ্টতা) থাকবে না, এছাড়া যে, তোমরা তাদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন করবে (অর্থাৎ মিশবে) সাবধানতা হিসেবে। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। এবং গন্তব্যস্থল আল্লাহ্‌রই দিকে।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۭ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸﴾

২৯। বল, 'তোমাদের বক্ষে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন কর অথবা তা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তা জানেন। এবং তিনি জানেন যা কিছু আছে আকাশসমূহে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে। এবং আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।'

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۭ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۹﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩০। যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সে যা ভাল কাজ করেছে তা উপস্থিত দেখতে পাবে এবং সে যা মন্দ কাজ করেছে (তাও দেখতে পাবে), সে কামনা করবে, যদি এগুলোর মাঝে ও তার মাঝে সুদূর দূরত্ব থাকত! আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।

ع ৩ রুকু ১১

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا ۢ بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ ۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

৩১। বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস*, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾

৩২। বল, 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও রাসূলের', আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদমকে ও নূহ্কে এবং ইবরাহীমের বংশধরকে ও ইমরানের বংশধরকে জগৎসমূহের (মানব জাতির) উপর মনোনীত করেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এরা একে অপরের বংশধর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী,

ذُرِّيَّةً ۢ بَعْضُهَا مِنْ ۢ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পেটে (গর্ভে) যা আছে নিশ্চয় আমি তা একান্তভাবে আপনার জন্য মানত করলাম, সুতরাং আপনি আমার নিকট হতে কবুল করুন, নিশ্চয় আপনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।'

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾

৩৬। অতঃপর যখন সে তাকে (মারইয়ামকে) প্রসব করল তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি নারী (কন্যা সন্তান) প্রসব করেছি।' আর সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অধিক জানেন। এবং (তার কাঙ্ক্ষিত) পুরুষটি (ছেলে সন্তানটি) তো এ নারীর (কন্যা সন্তানের) মত নয়। (ইমরানের স্ত্রী বলল) 'এবং নিশ্চয় আমি তার নাম রেখেছি 'মারইয়াম' এবং নিশ্চয় আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে তার জন্য ও তার বংশধরের জন্য আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে (মারইয়ামকে) উত্তমভাবে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমভাবে প্রতিপালন করলেন এবং যাকারিয়া তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিল। যখনই যাকারিয়া নির্দিষ্ট কক্ষে তার নিকট প্রবেশ করত তখন তার কাছে রিযিক (খাদ্য-সামগ্রী) দেখতে পেত। সে বলল, 'হে মারইয়াম! এ (সব) তোমার জন্য কোথা থেকে (আসে)?' সে বলল, 'এটি আল্লাহ্র নিকট থেকে।' নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন বেহিসাব রিযিক দান করেন।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

৩৮। সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করল, (এবং) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি আপনার পক্ষ থেকে একটি নেক সন্তান দান করুন, নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।'

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৯। অতঃপর ফেরেশতারা তাকে ডাকল, যখন সে মেহ্‌রাবে সালাতে (নামাযে) দণ্ডায়মান (এই বলে) যে, 'আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহ্‌ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (আসা) একটি বাণীর (ঈসার) সত্যায়নকারী, নেতা, নারী বিমুখ এবং সৎকর্মশীলদের মধ্য হতে একজন নবী।'

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হবে কিভাবে, যখন আমার নিকট বার্ধক্য পৌছেছে এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা?' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা করেন।'

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

৪১। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দিন।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি মানুষের সাথে তিন দিন ইশারা ছাড়া কথা বলতে পারবে না। আর তোমার প্রতিপালককে বেশি করে স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۭ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾

٤ ع ١٣ ৪ রুকু ১২

৪২। এবং যখন ফেরেশতারা বলেছিল, 'হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং জগৎসমূহের (মানব জাতির) নারীদের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। হে মারইয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।'

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এটি অদৃশ্যের সংবাদ যা আমি তোমার প্রতি ওহী করছি। আর তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা তাদের কলমসমূহ নিক্ষেপ করছিল (এটি নির্ধারণের জন্যে যে) তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের তত্ত্বাবধান করবে এবং তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা বাদানুবাদ করছিল।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۭ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۠ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। যখন ফেরেশতারা বলল, 'হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম মারইয়ামের পুত্র ঈসা-মাসীহ্, যে হবে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদাবান এবং নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত-

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ڰ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং সে মানুষের সাথে কথা বলবে কোলে থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে এবং সে হবে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান হবে কিভাবে, যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি?' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন তাকে কেবল বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۭ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং তিনি তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত (প্রজ্ঞা), তাওরাত ও ইন্‌জীল,

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং (তাকে নিযুক্ত করবেন) বনী ইসরাঈলের জন্যে একজন রাসূল (সে বলবে) যে, আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি থেকে পাখির আকৃতির মত (একটি আকৃতি) সৃষ্টি করি, অতঃপর তাতে আমি ফুঁ দেই, ফলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তা পাখি হয়ে যায়। এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করি এবং মৃতকে জীবিত করি। এবং তোমরা তোমাদের ঘরে যা আহার কর এবং যা মজুদ কর তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেই। নিশ্চয় এতে অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে- যদি তোমরা মু' মিন হও,

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْــــَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং (আমি এসেছি) আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে, আর তোমাদের জন্য যা* হারাম করা হয়েছিল তার কিছু (জিনিস) তোমাদের জন্য হালাল করার জন্য এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ
الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۣ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾

৫১। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটিই সরল-সঠিক পথ।'

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥١﴾

৫২। অতঃপর যখন (অর্থাৎ এ ঘটনাগুলো ঘটার পর) ঈসা তাদের থেকে কুফরী অনুভব করল তখন সে বলল, 'আল্লাহ্‌র দিকে কারা আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীরা বলল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি, এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।

فَلَمَّاۤ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ
قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا
مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলকে অনুসরণ করেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের সাথে তালিকাভুক্ত করুন।'

رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫ ع ١٣ ৫ রুকু ১৩

৫৪। এবং তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহ্ও কৌশল করেছিলেন। আর আল্লাহ্ (হচ্ছেন) উত্তম কৌশলী।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। যখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং আমার নিকট তোমাকে উঠিয়ে নিব এবং যারা কুফরী করেছে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব এবং যারা তোমাকে অনুসরণ করেছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত* তাদের উপরে রাখব যারা কুফরী করেছে, এরপর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, অতঃপর আমি তোমাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিব যে বিষয়ে তোমরা মতপার্থক্য করতে।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰۤى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ
مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْۤا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا
كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে আমি দুনিয়ায় ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَ
الْاٰخِرَةِ ؗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিদান পুরোপুরি দিবেন। আর আল্লাহ্ জালিমদেরকে ভালবাসেন না।'

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَ
اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এটি তা-ই যা আমি (আমার) আয়াতসমূহ ও* প্রজ্ঞাময় উপদেশ থেকে তোমার নিকট পাঠ করছি।

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মত। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, এরপর তাকে বলেছিলেন, 'হয়ে যাও', এবং সে হয়ে গেল।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ
لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾

৬০। (এটি) তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে (আগত) সত্য, সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। সুতরাং তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যারা এ বিষয়ে তোমার সাথে বিতর্ক করে তাদেরকে বল, এসো, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে, আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে, এরপর আমরা (মিলিতভাবে) ঐকান্তিক প্রার্থনা করি, এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষণ করি*।

فَمَنْ حَاۤجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا
نَدْعُ اَبْنَاۤءَنَا وَاَبْنَاۤءَكُمْ وَنِسَاۤءَنَا وَنِسَاۤءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَ
اَنْفُسَكُمْ ۣ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬২। নিশ্চয় এটি অবশ্যই সত্য ঘটনা*, এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾

ع ৬ রুকু ১৪

৬৩। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। (হে নবী!) বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা এসো এমন একটি বাণীর দিকে যা আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে সমান যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কিছুই শরীক করব না এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমাদের কেউ কাউকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করবে না।' কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম।'

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا
مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন ইবরাহীম সম্পর্কে বিতর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইন্‌জীল তার পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল? তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না?

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ
وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। ওহে তোমরাই তারা যারা বিতর্ক করেছ সে বিষয়ে যে বিষয়ে* তোমাদের কিছু জ্ঞান আছে, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন বিতর্ক করছ? এবং আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না।

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ
فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। ইবরাহীম ইহুদী ছিল না এবং নাসারাও ছিল না, বরং সে ছিল একত্ববাদী মুসলিম। এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا
مُّسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তারাই ইবরাহীমের নিকটজন যারা তাকে অনুসরণ করেছে এবং এই নবী এবং যারা ঈমান এনেছে তারাও। এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। আহলে কিতাবের একদল কামনা করে যদি তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারত, অথচ তারা কেবল নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করে, এবং তারা অনুভব করে না।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ۚ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ
اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস কর, যখন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছ?

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন কর?

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾

ع ৭ রুকু ১৫

৭২। আর আহলে কিতাবের একদল বলল, 'যারা ঈমান এনেছে তাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা দিনের প্রথমভাগে তা বিশ্বাস কর এবং এর শেষভাগে তা অবিশ্বাস কর*, হয়তো তারা (তাদের ধর্ম থেকে) ফিরে আসবে,

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ عَلَى
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭৩। এবং যে ব্যক্তি তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে তাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করো না*।' (হে নবী!) বল, 'নিশ্চয় (সত্যিকার) পথনির্দেশিকা হল আল্লাহ্‌র পথনির্দেশিকা, (ষড়যন্ত্র করছ কি এ জন্য) যে, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা (অন্য) কাউকে দেয়া হবে অথবা (এ জন্য যে) তারা (অনুরূপ কিতাবপ্রাপ্তরা) তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে*?' (হে নবী!) বল, 'নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তা প্রদান করেন। এবং আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী।'

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰۤى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۚۙ (৭৩)

৭৪। তিনি তাঁর দয়ার জন্য যাকে ইচ্ছা করেন মনোনীত করেন। এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (৭৪)

৭৫। এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন (লোক) রয়েছে যার নিকট যদি তুমি বিপুল পরিমাণ (সম্পদ) আমানত রাখ সে তা তোমার নিকট ফেরত দেবে, এবং তাদের মধ্যে এমনও (লোক) রয়েছে যার নিকট যদি তুমি একটি দীনারও আমানত রাখ সে তা তোমাকে ফেরত দেবে না, যতক্ষণ না তুমি তার (মাথার) উপর দাঁড়িয়ে থাক। এটা এ কারণে যে, তারা বলে, 'নিরক্ষরদের (সম্পদ ফেরত দেয়ার) ব্যাপারে আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই'* এবং তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (৭৫)

৭৬। কিন্তু হ্যাঁ, যে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (৭৬)

৭৭। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) প্রতিশ্রুতি এবং তাদের শপথসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে*, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই, এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (৭৭)

৭৮। এবং নিশ্চয় তাদের মধ্যে অবশ্যই একটি দল রয়েছে যারা কিতাব পাঠে তাদের জিহ্বা বাঁকা করে যাতে তোমরা তা আল্লাহ্‌র কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ তা কিতাবের অংশ নয়, এবং তারা বলে, 'তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে', অথচ তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়, এবং তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (৭৮)

৭৯। কোন মানুষের জন্য এটা (সংগত) নয় যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, বিচার-বিবেচনা ও নবুয়্যত দান করবেন এরপর সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও,' বরং (সে বলবে) 'তোমরা রাব্বানী (আল্লাহ্ ওয়ালা) হয়ে যাও,' কারণ তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়ে থাক এবং কারণ তোমরা (তা) অধ্যয়ন করে থাক-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۙ (৭৯)

৮০। এবং সে তোমাদেরকে (এই) নির্দেশও দিবে না যে, তোমরা ফেরেশতাদেরকে ও নবীদেরকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ কর। সে কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে এরপরেও যখন তোমরা মুসলিম?

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۧ (৮০)

٨ ع ٧ ١٢ ৮ রুকূ ১৬

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮১। এবং যখন আল্লাহ্ নবীদের অঙ্গিকার নিয়েছিলেন* (এই বলে যে), আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) দিব, এরপর তোমাদের কাছে আসবে একজন রাসূল যে তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী তখন অবশ্যই তোমরা (অর্থাৎ তোমরা ও তোমাদের মাধ্যমে তোমাদের অনুসারীরা) তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ
قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ
قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝٨١

৮২। অতঃপর যারা এরপরে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারাই পাপাচারী (ফাসিক)।

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٨٢

৮৩। তবে কি তারা আল্লাহ্র দ্বীন ব্যতীত (অন্য কোন দ্বীন) কামনা করছে, অথচ আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যারা আছে (সবই) ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে? আর তাঁরই দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝٨٣

৮৪। বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আমাদের উপর তার প্রতি এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তাঁর সন্তান-সন্ততির উপর তার প্রতি এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল তার প্রতি। আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَ
اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ
مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝٨٤

৮৫। আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে তার নিকট থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না, এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ
مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٨٥

৮৬। কিভাবে আল্লাহ্ সে সম্প্রদায়কে সঠিকপথ প্রদর্শন করবেন যারা কুফরী করেছে তাদের ঈমানের পর, যখন তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এ রাসূল সত্য এবং তাদের নিকট এসেছে স্পষ্ট প্রমাণাদী? আর আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ
حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٨٦

৮৭। তাদেরই প্রতিফল হচ্ছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্, ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের লা'নত-

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ
اَجْمَعِيْنَ ۝٨٧

৮৮। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের থেকে শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না-

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝٨٨

৮৯। তারা ছাড়া যারা এরপরে তওবা করেছে ও (নিজেদেরকে) সংশোধন করেছে। কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۟ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۝٨٩

৯০। নিশ্চয় যারা তাদের ঈমানের পর কুফরী করেছে এরপর কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে তাদের তওবা (অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসা) কবুল করা হবে না, এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ
تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ۝٩٠

৯১। নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের কারো নিকট থেকে কখনো পৃথিবীভরা স্বর্ণও গ্রহণ করা হবে না যদিও সে তার বিনিময়ে (মুক্তিপণ দিয়ে) মুক্তিলাভ করতে চায়। তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ
مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝٩١

৭ ع ۱۸ ৯ রুকু ১৭

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-৪

৯২। তোমরা যা ভালবাস তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না। আর তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

৯৩। বনী ইসরাঈলের জন্য সব খাবারই হালাল ছিল, তবে যা তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল তার নিজের উপর হারাম করেছিল তা ছাড়া। বল, 'তাহলে তোমরা তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। অতঃপর এরপরে যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তারাই জালিম।

فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫। বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা একত্ববাদী হয়ে ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ) অনুসরণ কর। এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۫ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। নিশ্চয় মানবজাতির জন্য স্থাপিত প্রথম ঘর হল সেটি যেটি বাক্কায় (মক্কায়* অবস্থিত, যেটি বরকতময় ও জগৎসমূহের (মানব জাতির) জন্য পথনির্দেশিকা,

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। সেখানে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী (যেমন)- মাকামে ইবরাহীম। আর যে তাতে (হারামে) প্রবেশ করে সে নিরাপদ। এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা মানুষের উপর অবশ্য কর্তব্য যে তার দিকে পথ ধরতে সক্ষম হয়। আর যে অস্বীকার করে, তবে (তার জেনে রাখা উচিত) নিশ্চয় আল্লাহ্ জগৎসমূহ (মানব জাতি) থেকে অমুখাপেক্ষী।

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۬ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অবিশ্বাস কর, অথচ তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার প্রত্যক্ষদর্শী?'

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖۗ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯। বল, 'হে আহ্‌লে কিতাব! যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে তাকে কেন আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রাখছ তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, অথচ তোমরাই (তার সত্যতার ব্যাপারে) সাক্ষী? আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বেখবর নন।'

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾

১০০। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের একটি দলের আনুগত্য কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমানের পর কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১। আর কীভাবে তোমরা কুফরী করছ, অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর রাসূল? আর যে আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে সে অবশ্যই সরল-সঠিক পথে পরিচালিত হবে।

১০ ع ১০ রুকু ১

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১০২। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলিম অবস্থায় না থেকে কখনো মৃত্যুবরণ করো না*।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০৩। এবং তোমরা সবাই একত্রে আল্লাহ্‌র রশিকে* দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং তোমরা বিভক্ত হয়ো না। এবং তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত স্মরণ কর- যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়সমূহের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন, ফলে তাঁর নেয়ামতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে, এবং তোমরা ছিলে এক আগুনের গর্তের প্রান্তে অতঃপর তিনি তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি উম্মত (দল) হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে*। এবং তারাই সফল।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। এবং তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও বিভক্ত হয়েছে এবং মতপার্থক্য করেছে। এবং তাদেরই জন্য রয়েছে মহাশাস্তি-

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾

১০৬। যেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কতক চেহারা কালো হবে, এবং যাদের চেহারা কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে), ‘তোমরা কি তোমাদের ঈমানের পর কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা যে কুফরী করতে তার কারণে শাস্তি আস্বাদন কর।’

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহ্‌র দয়ার মধ্যে থাকবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত যা আমি তোমার নিকট পাঠ করছি সত্যসহ। এবং আল্লাহ্‌ জগৎসমূহের (মানব জাতির) প্রতি জুলুম করতে চান না।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾

ع ١١ রুকু ২

১০৯। এবং আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সকল বিষয় ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

১১০। তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাকে মানবজাতির (কল্যাণের*) জন্য বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎকাজ হতে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখ। আর আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত তাহলে তাদের জন্য ভাল হত। তাদের মধ্যে কিছু মু'মিনও রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই পাপাচারী (ফাসিক)।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১১। (কিছু) কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা কখনো তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবং যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (পালাবে); এরপর তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾

১১২। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রশি (নিরাপত্তা ব্যবস্থা) ও মানুষের পক্ষ থেকে রশি ছাড়া তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই লাঞ্ছনাকে তাদের সাথে লাগিয়ে দেয়া হবে, এবং তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধকে (ডেকে) নিয়ে এসেছে এবং দারিদ্র্যকে তাদের সাথে লাগিয়ে দেয়া হবে*। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করত। এটা এজন্য যে, তারা অমান্য করেছিল এবং সীমালঙ্ঘন করত।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ
آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩। তারা (সবাই) সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে (সত্যের উপর) দাঁড়িয়ে থাকা একটি উম্মত (দল) রয়েছে, যারা রাতের বেলায় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং তারা সিজদা করে*।

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪। তারা আল্লাহ্‌ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনে, সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজ হতে নিষেধ করে এবং কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয়। এবং তারাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫। এবং তারা যে কল্যাণকর কাজই করে তা কখনো অস্বীকার করা হবে না। এবং আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ
اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

১১৬। নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র (শাস্তির) বিপরীতে কখনো তাদের কিছুই কাজে আসবে না। এবং তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ
أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ
وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

১১৭। এ দুনিয়ার জীবনে তারা যা ব্যয় করে তার উপমা এক হিমশীতল বায়ুর মত যা এমন এক সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্রে আঘাত করেছে যারা তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে এবং তা (বায়ু) একে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেননি, বরং তারা তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ
لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদেরকে বাদ দিয়ে অপর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। যা তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয় তা তারা কামনা করে। তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের বক্ষসমূহ যা গোপন করে তা আরও গুরুতর। আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি- যদি তোমরা অনুধাবন কর।

هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ
كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ
الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

১১৯। ওহে তোমরাই তারা যারা তাদেরকে ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না, অথচ তোমরা সব (আসমানী) কিতাবে ঈমান আন, এবং যখন তারা তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে,'আমরা ঈমান এনেছি,' কিন্তু যখন তারা একাকি থাকে তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধে তারা (নিজেদের) আঙুলের অগ্রভাগ দাঁতে কাটতে থাকে। বল, 'তোমাদের ক্রোধে তোমরাই মর।' বক্ষসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ভালভাবে জানেন।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

১২০। তোমাদেরকে যদি কোন কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয়; আর যদি কোন অকল্যাণ তোমাদেরকে আঘাত করে তাহলে তারা তাতে উৎফুল্ল হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তারা যা করে তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

ع ৩ রুকু ১২

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَ
اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

১২১। এবং যখন তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে খুব ভোরে বের হয়েছিলে* মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন অবস্থানে বিন্যস্ত করতে। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

১২২। যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল* সাহস হারাতে বসেছিল, অথচ আল্লাহ্‌ উভয়ের অভিভাবক ছিলেন। আর আল্লাহ্‌র উপরই মু'মিনরা যেন ভরসা করে।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১২৩। আর অবশ্যই আল্লাহ্ বদরে তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন যখন তোমরা ছিলে দুর্বল, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। যখন তুমি মু'মিনদেরকে বলেছিলে, 'এটি কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার* অবতরণকৃত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন?'

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। হাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং তারা এর চেয়ে দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর (আক্রমণ করতে) আসে তাহলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। এবং আল্লাহ্ এটি করেছেন কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ এবং যাতে তা দিয়ে তোমাদের হৃদয়সমূহকে প্রশান্ত করতে পারেন। আর সাহায্য (আসে) কেবল মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই*-

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾

১২৭। যাতে তিনি কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে পারেন, ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। (হে নবী!) এ বিষয়ে তোমার কিছুই নেই (বরং তা আল্লাহ্‌রই এখতিয়ারে*) যে, তিনি হয় তাদের তাওবা কবুল করবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন, কেননা নিশ্চয় তারা জালিম।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। আর আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন। এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

ع ١٣ — ১৩ রুকূ ৪

১৩০। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দ্বিগুণ-বহুগুণে* সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। এবং তোমরা সে আগুনকে ভয় কর যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩২। এবং তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র ও রাসূলের, যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার,

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং তোমরা দ্রুত ধাবিত হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা* হল আকাশসমূহ ও পৃথিবী, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য-

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল (উভয়) অবস্থায় (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী* এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন,

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। এবং যারা, যখন কোন অশ্লীল কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তাদের অপরাধসমূহের কারনে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্ ছাড়া কে অপরাধ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করেছে তাতে জেনে-বুঝে অটল থাকে না।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৩৬। তাদেরই প্রতিদান হচ্ছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর (সৎ) কর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম!

أُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। তোমাদের পূর্বে বহু সুন্নত (শাস্তিদানের নীতি) গত হয়েছে (বাস্তবায়িত হয়েছে), সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮। এটি (কুরআন) মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশিকা ও উপদেশ।

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯। এবং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুশ্চিন্তা করো না, এবং তোমরাই বিজয়ী হবে- যদি তোমরা মু'মিন হও।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। যদি তোমাদেরকে (উহুদে) জখম স্পর্শ করে থাকে, তাহলে সে সম্প্রদায়কেও (বদরে) অনুরূপ জখম স্পর্শ করেছিল। এবং আমি মানুষের মধ্যে এ দিনগুলোকে আবর্তিত করি*, এবং যাতে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ্ জানতে পারেন (স্পষ্ট করতে পারেন) এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ্ জালিমদেরকে ভালবাসেন না-

إِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪১। এবং যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪২। তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ এখনো জেনে নেননি তোমাদের মধ্যে যারা জিহাদ করেছে তাদেরকে এবং তিনি জেনে নেননি ধৈর্যশীলদেরকে?

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩। আর অবশ্যই তোমরা মৃত্যুর (শাহাদাতের) আকাঙ্ক্ষা করতে এর সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই। এবং তোমরা এইমাত্র তা দেখতে পেলে, যখন তোমরা তাকিয়ে ছিলে।

ع ১৪ ৫ ১৪ রুকু ৫

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَأَيْتُمُوْهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া কিছু নয়, তার পূর্বেও রাসূলরা গত হয়েছে*। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তাহলে কি তোমরা তোমাদের পিছনের দিকে (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাবে? আর যে তার পিছনের দিকে ফিরে যাবে সে কখনো আল্লাহ্র কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আর শীঘ্রই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদেরকে প্রতিদান দিবেন।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। এবং কারো জন্য (সম্ভব) নয় যে, সে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া, (মৃত্যু লিপিবদ্ধ আছে) সময় নির্ধারিত কিতাব হিসাবে। এবং যে দুনিয়ার পুরস্কার (ছওয়াব) চায় আমি তাকে তা থেকে দেই আর যে আখিরাতের পুরস্কার চায় আমি তাকে তা থেকে দেই এবং শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদেরকে প্রতিদান দিব।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। এবং কত নবীই যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে ছিল অনেক আল্লাহ্ওয়ালা লোক। আল্লাহ্র পথে তাদের উপর যা (বিপদ-আপদ) আপতিত হয়েছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নতিস্বীকারও করেনি। এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ أَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। এবং তাদের কথা ছিল কেবল এই যে, তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অপরাধসমূহ ও আমাদের কাজের ক্ষেত্রে আমাদের সীমালঙ্ঘনকে আপনি ক্ষমা করুন, আমাদের পা সুদৃঢ় করুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।'

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৪৮। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার (ছওয়াব) এবং আখিরাতের উত্তম পুরস্কার দান করলেন। এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা যারা কুফরী করেছে তাদের আনুগত্য কর তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের পিছনের দিকে (পূর্বাবস্থায়) ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা (তখন) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫০। বরং আল্লাহ্ই তোমাদের প্রভু (রক্ষক), এবং তিনি উত্তম সাহায্যকারী।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। শীঘ্রই আমি যারা কুফরী করেছে তাদের হৃদয়সমূহে ভীতির সঞ্চার করব, তারা আল্লাহ্‌র সাথে যে শরীক করেছে সে কারণে, যে ব্যাপারে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, এবং তাদের আশ্রয়স্থল হবে আগুন। আর কতই না নিকৃষ্ট জালিমদের আবাসস্থল!

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾

১৫২। এবং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্যে পরিণত করেছিলেন যখন তোমরা তাঁর নির্দেশে তাদেরকে হত্যা করছিলে, যতক্ষণ না তোমরা সাহস হারালে এবং (রাসূলের) নির্দেশ সম্বন্ধে মতবিরোধ করলে এবং তোমরা যা ভালবাস তা (বিজয়) তোমাদেরকে দেখানোর পরও তোমরা অমান্য করলে*। তোমাদের কেউ দুনিয়া (গনীমত) চায় এবং কেউ চায় আখিরাত, এরপর তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে সরিয়ে দিলেন (পরাজিত করালেন), এবং তিনি তোমাদেরকে মার্জনা করলেন। আর আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। যখন তোমরা (উহুদ পাহাড়ের) উপরের দিকে আরোহন করছিলে এবং পিছন ফিরে কারো প্রতি তাকাচ্ছিলে না, যখন রাসূল তোমাদেরকে পিছন দিক থেকে আহ্বান করছিল, ফলে (অমান্য করার কারণে) তিনি তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ দিলেন যাতে তোমরা যা (নিশ্চিত বিজয়) হারিয়েছ এবং তোমাদের উপর যা (বিপদ) আপতিত হয়েছে তার জন্য বিষণ্ন না হও। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪। এরপর দুঃখের পরে তিনি তোমাদের প্রতি তন্দ্রারূপ প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন যা তোমাদের এক দলকে (মু'মিনদেরকে) আচ্ছন্ন করছিল। আর একটি দল (মুনাফিকরা) নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করছিল আল্লাহ্ সম্বন্ধে অসত্য ধারণা করে- অজ্ঞতামূলক ধারণা। তারা বলে, 'এ বিষয়ে (যুদ্ধ বের হওয়ার বিষয়ে) আমাদের কিছু (এখতিয়ার) আছে কি?' বল, 'নিশ্চয় সকল বিষয় আল্লাহ্‌রই (এখতিয়ারে)।' তারা তাদের নিজেদের মধ্যে (এমন কিছু) গোপন রাখে যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, 'এ ব্যাপারে আমাদের কিছু (এখতিয়ার) থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের ঘরে (বসে) থাকতে তবুও নিহত হওয়া যাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছিল তারা তাদের মৃত্যুস্থানের উদ্দেশ্যে অবশ্যই বের হত।' এবং (এটা এ জন্য) যাতে আল্লাহ্ তোমাদের বক্ষে যা আছে তা পরীক্ষা করতে পারেন এবং তোমাদের হৃদয়ে যা আছে তা পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আর বক্ষসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٥٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

١٧ ع ٨ ১৬ রুকূ ৭

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٥٥﴾

১৫৫। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যারা দু'টি দলের মুখোমুখি হওয়ার দিনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, শয়তান তাদেরকে কেবল বিচ্যুত করতে চেয়েছিল তারা যা অর্জন করেছিল তার কিছুর কারণে*, এবং আল্লাহ্ তাদেরকে মার্জনা করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৬। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কুফরী করেছে এবং তাদের ভাইদেরকে বলেছে - যখন তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করত অথবা যুদ্ধে রত থাকত - 'যদি তারা আমাদের কাছে থাকত তাহলে তারা মৃত্যুবরণ করত না এবং নিহতও হত না,' যাতে আল্লাহ্ এটাকে (এ ধারণাকে) তাদের হৃদয়ে অনুতাপে পরিণত করেন। আর আল্লাহ্ই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭। এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যু বরণ কর, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (তোমাদের জন্য) রয়েছে ক্ষমা ও দয়া- যা, তারা যা জমা করে তার চেয়ে উত্তম।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮। এবং যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর অথবা নিহত হও তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্‌রই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯। এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দয়ার কারণে তুমি তাদের প্রতি নম্র হয়েছিলে, আর যদি তুমি রূঢ় (ভাষী) ও কঠিন হৃদয়ের হতে তাহলে অবশ্যই তারা তোমার চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। সুতরাং তুমি তাদেরকে মার্জনা করে দাও, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর*, এবং যখন তুমি দৃঢ়সংকল্প হও তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাঁর উপর) ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০। যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না, আর যদি তিনি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি ছাড়া এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহ্‌রই উপর মু'মিনরা যেন ভরসা করে।

وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১। এবং কোন নবীর জন্য এটি (সংগত) নয় যে, সে (কোন কিছু) আত্মসাৎ করবে*। এবং যে ব্যক্তি (কিছু) আত্মসাৎ করবে, সে যা আত্মসাৎ করেছিল কিয়ামতের দিন তা নিয়ে আসবে, এরপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে তা (তার প্রতিফল) পুরোপুরি দেয়া হবে, এবং তাদের প্রতি (কোন) জুলুম করা হবে না।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَاۤءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٢﴾

১৬২। তবে কি যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির (পথ) অনুসরণ করে সে তার মত যে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি নিয়ে এসেছে এবং যার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম? আর কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্যস্থল!

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩। আল্লাহ্‌র নিকট তারা (মানুষেরা) বিভিন্ন মর্যাদার। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

১৬৪। অবশ্যই আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদেরকে পাঠ করে শোনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেয়, যদিও তারা ইতঃপূর্বে অবশ্যই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৬৫। এমন কেন হল যে, যখন (উহুদে) তোমাদেরকে বিপদ আঘাত করল- যদিও তোমরা (বদরে) তার দ্বিগুণ* আঘাত করেছিলে, তখন তোমরা বললে, 'এটা (এ বিপদ) কিভাবে আসল?' বল, 'এটা তোমাদের নিজেদের কাছ থেকেই (রাসূলকে অমান্য করার কারণে)।' নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

أَوَلَمَّآ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ
قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٦٥

১৬৬। এবং দু'দলের মুখোমুখি হওয়ার দিন তোমাদেরকে যা আঘাত করেছিল তা হয়েছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই, এবং যাতে তিনি জেনে নিতে পারেন (স্পষ্ট করতে পারেন) মু'মিনদেরকে-

وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ
ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٦٦

১৬৭। এবং যাতে তিনি জেনে নিতে পারেন (স্পষ্ট করতে পারেন) মুনাফিকদেরকে। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা এসো- আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিহত কর।' তারা বলেছিল, 'যদি যুদ্ধ (হবে বলে) জানতাম* তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম।' সেদিন তারা ঈমানে যা ছিল তার চেয়ে কুফরীর অধিক নিকটবর্তী ছিল। তারা তাদের মুখ দিয়ে (এমন কথা) বলে যা তাদের হৃদয়ে নেই। এবং তারা যা গোপন করে আল্লাহ্ তা সবচেয়ে বেশি জানেন।

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ قَاتِلُوا۟ فِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا۟ ۖ قَالُوا۟ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّٱتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ
لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا
لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٦٧

১৬৮। যারা তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলল এবং (ঘরে) বসে রইল, 'যদি তারা আমাদের আনুগত্য করত তাহলে তারা নিহত হত না'। (তাদেরকে) বল, 'তাহলে তোমরা তোমাদের নিজেদের থেকে মৃত্যুকে প্রতিরোধ কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا۟ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟ ۗ قُلْ
فَٱدْرَءُوا۟ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٦٨

১৬৯। এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে জীবিত, তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়-

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ
عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٦٩

১৭০। আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা উৎফুল্ল এবং তাদের পিছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি (শহীদ হয়নি) তাদের ব্যপারে আনন্দিত হয় (এজন্য) যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ
لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ١٧٠

১৭১। আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দিত হয়, এবং এও যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٧١

১৭২। যারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে সাড়া দিয়েছে তাদেরকে জখম আঘাত করার পরেও*, তাদের মধ্যে যারা উত্তম কাজ করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান,

ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٢

১৭৩। যাদেরকে লোকেরা (মুনাফিকরা) বলেছিল, নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোকেরা জমা হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর, কিন্তু তা তাদেরকে ঈমানে বৃদ্ধি করল এবং তারা বলল, 'আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম তত্ত্বাবধায়ক!'

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ
فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ
ٱلْوَكِيلُ ١٧٣

১৭৪। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে আসল, কোন ক্ষতিই তাদেরকে স্পর্শ করেনি, এবং তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির (পথ) অনুসরণ করেছিল। এবং আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُوا۟
رِضْوَانَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ١٧٤

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৭৫। এটি কেবল শয়তান, যে (তোমাদেরকে) তার বন্ধুদের ভয় দেখায়, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর- যদি তোমরা মু'মিন হও।

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١٧٥)

১৭৬। এবং যারা কুফরীতে দ্রুত ধাবিত হয়, তারা (অর্থাৎ তাদের আচরণ) যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। নিশ্চয় তারা কখনো আল্লাহ্‌র কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ চান যে, তিনি আখিরাতে তাদেরকে কোন অংশ দিবেন না, এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٧٦)

১৭৭। নিশ্চয় যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে তারা কখনো আল্লাহ্‌র কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না, এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٧)

১৭৮। এবং যারা কুফরি করেছে তারা যেন কখনো মনে না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দেই তা তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য। আমি অবকাশ দেই কেবল এ জন্য যাতে তারা পাপে বৃদ্ধি পায়। এবং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (١٧٨)

১৭৯। মন্দকে (অর্থাৎ মুনাফিকদেরকে) ভাল (অর্থাৎ মু'মিনদের) থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যার উপর (যে অবস্থার উপর) রয়েছ আল্লাহ্‌ মু'মিনদেরকে তার উপর ছেড়ে দেবার নন। আবার আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করারও নন, তবে আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন মনোনীত করেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আন, এবং যদি তোমরা ঈমান আন ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٧٩)

১৮০। আর যারা কৃপণতা* করে তারা যেন কখনো মনে না করে যে, আল্লাহ্‌ তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। তারা যা নিয়ে কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন সেটিকে তাদের গলার বেড়ি* করা হবে। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহ্‌রই। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পূর্ণ অবগত।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٨٠)

১৮ ع ৭ ১৮ রুকূ ৯

১৮১। অবশ্যই আল্লাহ্‌ শুনেছেন তাদের কথা যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ফকির (গরীব) আর আমরা অভাবমুক্ত*।' তারা যা বলেছে তা এবং তাদের (কর্তৃক) নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয়টি শীঘ্রই আমি লিখে রাখব এবং বলব, 'তোমরা প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর।'

لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (١٨١)

১৮২। এটি সে কারণে যা তোমাদের হাত অগ্রে পাঠিয়েছে, এবং এও যে, আল্লাহ্‌ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (١٨٢)

১৮৩। যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমাদের নিকট এমন এক কুরবানী নিয়ে না আসেন যাকে আগুন (এসে) খেয়ে ফেলবে*। বল, 'আমার পূর্বে বহু রাসূল স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এবং তোমরা যা বলেছ তা নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছিল, তাহলে কেন তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে- যদি তোমরা সত্যবাদী হও?'

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٨٣)

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৮৪। অতঃপর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে*, তবে তোমার পূর্বেও রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, যারা স্পষ্ট প্রমাণাদি, যাবুরসমূহ (লিখিত নির্দেশাবলী) এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ
الزُّبُرِ وَ الْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾

১৮৫। প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী*। এবং কেবল কিয়ামতের দিনই তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে। অতঃপর যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে অবশ্যই সফল হবে। আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَ
مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

১৮৬। অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে তোমাদের ধন-সম্পদে এবং তোমাদের নিজেদের (জীবনের) মধ্যে। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের নিকট থেকে এবং যারা শরীক করেছে তাদের নিকট থেকে তোমরা অবশ্যই অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয় এটি হবে দৃঢ় সংকল্পের বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْۤ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۟ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَ
اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾

১৮৭। এবং যখন আল্লাহ্ তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল (এই মর্মে যে), 'তোমরা অবশ্যই তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না।' অতঃপর একে তারা তাদের পিছনে নিক্ষেপ করল (অগ্রাহ্য করল) এবং এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করল। সুতরাং তারা যে মূল্য গ্রহণ করে তা কতই না নিকৃষ্ট!

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ
وَ لَا تَكْتُمُوْنَهٗ ۫ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ
فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮। যারা (নিজেরা) যা করেছে তাতে উৎফুল্ল হয়* এবং যা তারা (নিজেরা) করেনি তার জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে তাদেরকে তুমি কখনো মনে করো না যে, তারা শাস্তি থেকে পার পেয়ে যাবে। এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَاۤ اَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا
بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَ لَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾

১৮৯। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। এবং আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾

১৯০। নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য-

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ
لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

১৯১। যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও তাদের পার্শ্বের উপর (শয়নে) এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে (এবং বলে), হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি একে বাতিল হিসেবে (অযথা) সৃষ্টি করেননি, পবিত্র আপনি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ
فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ
سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

১৯২। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি যাকে আগুনে প্রবেশ করান তাকে অবশ্যই আপনি অপমানিত করলেন। আর জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

رَبَّنَاۤ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ
اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

১৯৩। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি (এই বলে) যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন,' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন, আমাদের পাপসমূহ মোচন করুন এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে মৃত্যু দান করুন।

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদেরকে দান করুন এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

১৯৫। সুতরাং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সাড়া দিলেন (এবং বললেন) যে, আমি তোমাদের মধ্যে (সৎ) কর্মশীল কোন নর অথবা নারীর কাজকে বিনষ্ট করি না; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, তাদের আবাসমূহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে অবশ্যই আমি তাদের পাপসমূহ মোচন করব এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পুরস্কার (ছওয়াব)। আর আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

১৯৬। যারা কুফরী করেছে, নগরসমূহে তাদের (অবাধ) বিচরণ যেন কখনো তোমাকে প্রতারিত না করে।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

১৯৭। (দুনিয়ায় তাদের) ভোগ্যসামগ্রী সামান্যই; এরপর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর কতই না নিকৃষ্ট এ বিশ্রামস্থল!

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

১৯৮। কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে- আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপ্যায়ন হিসেবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা পুণ্যবানদের জন্য উত্তম।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

১৯৯। আর নিশ্চয় আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে* যারা আল্লাহ্‌র জন্য বিনয়ী হয়ে অবশ্যই ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তাদের প্রতি, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে না। তাদেরই জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তাদের প্রতিদান। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাবে দ্রুত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

২০০। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, (যুদ্ধে) ধৈর্যের ক্ষেত্রে তাদেরকে পরাজিত কর এবং (যুদ্ধের জন্য) সতর্ক-প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪. সূরা আন-নিসা, মাদানী

১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকূ

٤-سُوْرَةُ النِّسَآءِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٧٦، رُكُوْعَاتُهَا-٢٤

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন, এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাঁর (নামের) মাধ্যমে তোমরা একে অপরের নিকট (কোন কিছু) চেয়ে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধনকেও (ভয় কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ
خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

২। এবং ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ প্রদান কর এবং পবিত্র (বস্তু) দিয়ে নিকৃষ্ট (বস্তু) বদল করে নিও না। এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ খেয়ে ফেলো না। নিশ্চয় তা মহাপাপ।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَ
لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ﴿٢﴾

৩। এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, (তোমাদের অভিভাবকত্বে থাকা) ইয়াতীম মেয়েদের (বিয়ে করে তাদের) প্রতি ন্যায়বিচার* করতে পারবে না, তাহলে (অন্য) নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের খুশিমত, দুই দুই*, তিন তিন অথবা চার চার জনকে* বিয়ে কর, আর যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা সমতা রক্ষা করতে পারবে না তবে একজনকে (বিয়ে কর) অথবা তোমাদের ডানহাত যা মালিক হয়েছে তাকে (দাসীকে)। এটিই অধিক উপযোগী যে, তোমরা (অবিচারের দিকে) ঝুঁকে পড়বে না।

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا
فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ﴿٣﴾

৪। এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা* প্রদান কর খুশি মনে। আর তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু তোমাদের জন্য ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা সচ্ছন্দে খাও।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۭ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـــًٔا مَّرِيْٓـــًٔا ﴿٤﴾

৫। এবং তোমাদের ধন-সম্পদ, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জীবন ধারণের উপকরণ বানিয়েছেন, তা অবুঝদেরকে প্রদান করো না এবং তা থেকে তাদেরকে ভরণ-পোষণ দাও এবং পোশাক-আশাক দাও এবং তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা বল।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّ
ارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٥﴾

৬। এবং তোমরা ইয়াতীমদেরকে যাচাই কর যতক্ষণ না তারা বিবাহ (করার বয়স) পর্যন্ত পৌঁছে, এবং যদি তাদের মধ্যে (ভাল-মন্দের) বিচার-বিবেচনা দেখ তাহলে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে প্রদান কর এবং তোমরা তা অপচয় করে ও তাড়াতাড়ি করে খেয়ে ফেলো না যে, তারা বড় হয়ে যাচ্ছে। আর যে ধনী সে যেন বিরত থাকে, এবং যে গরীব (ফকির) সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে খায়। এবং যখন তোমরা তাদেরকে তাদের ধন-সম্পদ প্রদান করবে তখন তাদের ব্যাপারে সাক্ষী রেখো। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّ
بِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۭ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ
فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ
فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭। পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন যা (ধন-সম্পদ) রেখে যায় তাতে পুরুষের জন্য অংশ রয়েছে এবং নারীর জন্যও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা (ধন-সম্পদ) রেখে যায় তাতে অংশ* রয়েছে- তা কম হোক বা বেশি হোক- একটি নির্ধারিত অংশ।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۖ وَ لِلنِّسَآءِ
نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۚ
نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿٧﴾

৮। এবং যখন আত্মীয়-স্বজন,* ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তরা (ধন-সম্পদ) বন্টনে উপস্থিত হয় তখন তাদেরকে তা থেকে কিছু রিযিক দাও এবং তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা বল।

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ
فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٨﴾

৯। এবং তারা যেন (ইয়াতীমদের ব্যাপারে) ভয় করে যেমন ভয় করত নিজেদের অসহায় সন্তানদেরকে রেখে (মারা) গেলে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে।

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا
سَدِيْدًا ﴿٩﴾

১০। নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ জুলুম করে খায়, তারা কেবল তাদের পেটে আগুন ভর্তি করে। এবং শীঘ্রই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ
بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۚ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿١٠﴾

١ ع ١٢ ১ রুকু ১২

১১। আল্লাহ্‌ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, পুরুষের জন্য রয়েছে দুই নারীর অংশের সমান, কিন্তু যদি তারা (সবাই) নারী (কন্যা) হয়- দুই ও এর অধিক, তাহলে তাদের জন্য তার তিন ভাগের দুই ভাগ যা সে (মৃত ব্যক্তি) রেখে গেছে, এবং যদি সে (কন্যা) একজন হয় তবে তার জন্য অর্ধেক। এবং তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ যা সে রেখে গেছে তা থেকে- যদি তার (মৃত ব্যক্তির) কোন সন্তান থাকে, আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং তার পিতা-মাতা তার উত্তরাধিকারী হয় তাহলে তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ, আর যদি তার (মৃত ব্যক্তির) ভাই-বোন থাকে তাহলে তার মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ- ওসিয়ত (পূরণ) এর পর, যা সে ওসিয়ত করে অথবা ঋণ (পরিশোধের পর)। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা জান না। (এই বন্টন) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক অবশ্য পালনীয় (বিধান)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ
فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ
لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ
كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ
بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ
اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا
حَكِيْمًا ﴿١١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১২। এবং তোমাদের জন্য রয়েছে তার অর্ধেক যা রেখে গেছে তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমাদের জন্য তার চার ভাগের এক ভাগ যা তারা রেখে গেছে- ওসিয়ত (পূরণ) এর পর, যা তারা ওসিয়ত করে অথবা ঋণ (পরিশোধের পর)। এবং তাদের জন্য রয়েছে চার ভাগের এক ভাগ তা থেকে যা তোমরা রেখে যাও, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের (স্ত্রীদের) জন্য আট ভাগের এক ভাগ তা থেকে যা তোমরা রেখে যাও-ওসিয়ত (পূরণ) এর পর, যা তোমরা ওসিয়ত কর অথবা ঋণ (পরিশোধের পর)। কোন পুরুষ বা নারী যদি পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততিকে উত্তরাধিকারী হিসেবে না রেখে যায় এবং তার এক ভাই অথবা এক বোন থাকে তাহলে তাদের দু'জনের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ, আর যদি তারা একের অধিক হয় তাহলে তারা (সবাই) তিন ভাগের এক ভাগে অংশীদার হবে- ওসিয়ত (পূরণ) এর পর, যা ওসিয়ত করা হয় অথবা ঋণ (পরিশোধের পর), কোন প্রকার ক্ষতি না করে। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ। এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

১৩। এসব আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমা। এবং যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটিই মহাসাফল্য।

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

১৪। আর যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে এবং তাঁর (নির্ধারিত) সীমা লঙ্ঘন করবে তাকে তিনি আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

ع ২ রুকু ১৩

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

১৫। আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীলতা (ব্যাভিচার) করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন (সাক্ষী) তলব কর। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তাহলে তাদেরকে (ব্যাভিচারীনিদেরকে) ঘরে আটক রাখ যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদের জীবনাবসান করে অথবা আল্লাহ্‌ তাদের জন্য কোন পথ করে দেন।

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

১৬। এবং তোমাদের মধ্যে যে দু'জন তাতে (ব্যাভিচারে) লিপ্ত হবে তাদেরকে তোমরা কষ্ট দাও (অপদস্থ কর)। যদি তারা দু'জন তওবা করে এবং (নিজদেরকে) সংশোধন করে নেয় তাহলে তাদের থেকে নিবৃত্ত থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

১৭। আল্লাহ্‌র দায়িত্ব কেবল তাদের তওবা কবুল করা যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে এরপর নিকটবর্তী সময়ে তওবা করে এবং তাদের তওবাই আল্লাহ্‌ কবুল করেন। এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

১৮। আর তওবা তাদের জন্য নয়* যারা মন্দ কাজ করে, অবশেষে যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, 'নিশ্চয় আমি তওবা করছি' এবং (তওবা) তাদের জন্যও নয় যারা মৃত্যুবরণ করে কাফির অবস্থায়। তাদেরই জন্য আমি প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

১৯। ওহে যারা ঈমান এনেছ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী* হওয়া (মালিক হয়ে বসা) তোমাদের জন্য হালাল নয়। এবং তোমরা তাদেরকে (নারীদেরকে) যা দিয়েছ তার অংশ বিশেষ নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে জ্বালাতন করো না যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। এবং তাদের সাথে সৌহার্দ্যের সাথে জীবন-যাপন কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর তাহলে হতে পারে যে, তোমরা এমন কিছুকে অপছন্দ করছ ,অথচ আল্লাহ্ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

২০। এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য এক স্ত্রী স্থলাভিষিক্ত করতে চাও এবং তাদের একজনকে বিপুল পরিমাণ (মোহরানা ও যাবতীয় উপহার) দিয়ে থাক তবু তা থেকে কিছুই (ফেরত) গ্রহণ করো না*। তোমরা কি অপবাদ* ও সুস্পষ্ট পাপ হিসেবে (অন্যায়ভাবে) তা গ্রহণ করবে?

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢٠﴾

২১। আর কিভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, অথচ তোমরা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছ এবং তারা (বিবাহ বন্ধন কালে) তোমাদের নিকট থেকে নিয়েছে দৃঢ় অঙ্গীকার?

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

২২। এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ যে নারীদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা ছাড়া। নিশ্চয় তা অশ্লীল, ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পথ।

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٢٢﴾

ع ١٤ ٣ রুকু ১৪

২৩। তোমাদের জন্য (বিয়ে করা) হারাম করা হলো তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন*, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, তোমাদের মাতা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে, দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা (শাশুড়ী) ও তোমাদের যে সব স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ তাদের সে সব কন্যা যারা লালিত পালিত হয়ে তোমাদের ঘরেই আছে, কিন্তু যদি তোমরা তাদের (অর্থাৎ সেই স্ত্রীদের) সাথে সহবাস না করে থাক তবে তাদের কন্যাদের বিয়ে করাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, এবং (হারাম করা হল) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদের এবং দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা, পূর্বে যা গত হয়েছে তা ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؗ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-৫

২৪। এবং (বিয়ে করা হারাম করা হল) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারীদেরকে, তবে যা মালিক হয়েছে তোমাদের ডান হাত তাদেরকে (যুদ্ধ বন্দিনীদেরকে*) ছাড়া। (এটি) তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র বিধান। এবং এরা (এসব নারীরা) ছাড়া (অন্য) যারা রয়েছে তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদের বিনিময়ে (বিয়ে করতে) চাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করা হল, সচ্চরিত্রবান থেকে ব্যভিচারী না হয়ে। অতঃপর তাদের থেকে যাদেরকে তোমরা উপভোগ কর তাদেরকে তাদের প্রাপ্য* (মোহরানা) অবশ্য পালনীয় হিসেবে প্রদান কর। এবং নির্ধারিত অংশের (মোহরানার) পর তোমরা যে বিষয়ে পরস্পর সম্মত হও* তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তোমাদের মধ্যে যে স্বাধীন মু'মিন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না সে বিয়ে করবে তোমাদের মু'মিন দাসীদের মধ্য থেকে, যা মালিক হয়েছে তোমাদের ডানহাত। এবং আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি জানেন। তোমরা একে অপরের অংশ, সুতরাং তাদেরকে বিয়ে কর তাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে যখন তারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় এবং উপপতি গ্রহণকারিনীও (পরকীয়ায় লিপ্ত) নয় এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (মোহরানা) ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদান কর, যদি তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের জন্য স্বাধীন নারীর অর্ধেক শাস্তি*। এটা (দাসী বিয়ে করা) তার জন্য যে তোমাদের মধ্যে ব্যাভিচারের আশংকা করে। আর ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

ع ৪ রুকু ১

২৬। আল্লাহ্ চান তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নত (নীতি) প্রদর্শন করতে* এবং তোমাদের তওবা কবুল করতে। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং আল্লাহ্ তোমাদের তওবা কবুল করতে চান, আর যারা কামনার অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা (সেদিকে) ভীষণভাবে ঝুঁকে পড়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۫ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾

২৮। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (বিয়ের বিধান) হালকা করতে চান। আর মানুষকে (কামনার দিক থেকে) দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

২৯। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ বাতিল পন্থায় খেয়ে ফেলো না, তবে তোমাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে ব্যবসা সংঘটিত হওয়া (হারাম নয়)। এবং তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে (একে অপরকে) হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۫ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۚ وَكَانَ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩০। আর যে সীমালঙ্ঘন ও জুলুমবশতঃ এগুলো করবে অচিরেই আমি তাকে আগুনে প্রবেশ করাব। এবং এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ
نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩১। যদি তোমরা বড় বড় পাপ (কবীরা গোনাহ্) পরিহার কর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয় তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপ মোচন করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ
فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾

৩২। এবং তোমরা তার আকাঙ্ক্ষা করো না যা দ্বারা (অর্থাৎ মিরাসের অংশ দ্বারা) আল্লাহ্ তোমাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য একটি অংশ রয়েছে যা তারা পেয়েছে এবং নারীদের জন্য একটি অংশ রয়েছে যা তারা পেয়েছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর অনুগ্রহ থেকে চাও*। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۚ وَ
الَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى
كُلِّ شَیْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾

৫ ع ٢ ٥ রুকু ২

৩৩। এবং প্রত্যেকের জন্য আমি তাতে উত্তরাধিকার বানিয়েছি যা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যায়। আর যাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার* দৃঢ় হয়েছে তাদেরকে তাদের (প্রাপ্য) অংশ প্রদান কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষদর্শী।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى
بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۚ وَالّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ
اهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا
عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৪। পুরুষরা নারীদের পরিচালক*, এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং এ কারণেও যে, তারা (পুরুষরা) তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সৎকর্মশীল স্ত্রীরা হল অনুগতা* ও অদৃশ্যের হেফাজতকারীনি কারণ আল্লাহ্ (তাদেরকে) হেফাজত করেছেন। আর তোমরা (স্ত্রীদের মধ্যে) যাদের অবাধ্যতাকে ভয় কর (যে তারা অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়বে) তাদেরকে সদুপদেশ দাও, এবং শয্যায় তাদেরকে বর্জন কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর*। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে (অন্য) কোন পথ খোঁজ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুউচ্চ ও মহান।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا
مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং যদি তাদের দু'জনের মধ্যে মতবিরোধের আশঙ্কা কর তাহলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন সালিস ও তার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে একজন সালিস পাঠাও; যদি তারা দু'জন (সালিসদ্বয়) আপোষ-নিষ্পত্তি চায় তাহলে আল্লাহ্ তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে মিলমিশ করে দিবেন।* নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ
بِذِی الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبٰى وَ
الْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক* করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর* এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট-প্রতিবেশী*, দূর-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সঙ্গী,সম্বলহীণ মুসাফির ও তোমাদের ডানহাত যা মালিক হয়েছে তার (দাস-দাসীর) প্রতিও*। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন না যে উদ্ধত ও অহঙ্কারী-

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٣٧﴾

৩৭। যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে*। এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি,

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে না এবং আখিরাতের প্রতিও না। এবং শয়তান যার সঙ্গী হয়, সে কতই না মন্দ সঙ্গী!

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ ۗ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾

৩৯। আর তারা যদি আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনত এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করত তাহলে তাদের উপর কী (ক্ষতি আপতিত) হত? আর আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

اِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾

৪০। নিশ্চয় আল্লাহ্ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না, আর যদি তা (অণু পরিমাণ কাজ) পুণ্য কাজ হয় তাহলে তিনি তা বহুগুণ (বৃদ্ধি) করেন এবং তিনি তাঁর পক্ষ থেকে মহাপ্রতিদান প্রদান করেন।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾

৪১। আর তখন কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী নিয়ে আসব এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসব?

٢ ع ٢ ٦ রুকূ ৩

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ۗ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

৪২। যারা কুফরী করেছে এবং রাসূলকে অমান্য করেছে তারা সেদিন কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত! আর তারা আল্লাহ্র কাছে কোন কথাই গোপন করবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

৪৩। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সালাত (নামায) এর নিকটবর্তী হয়ো না, যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত থাক, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে পথ অতিক্রমকারী (মুসাফির) হলে ভিন্ন কথা। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (সহবাস কর) অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি অনুসন্ধান কর (তায়াম্মুম কর) এবং তোমাদের চেহারা ও হাত মাসেহ্ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী ও অতি ক্ষমাশীল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿٤٤﴾

৪৪। তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং তারা চায় যে তোমরাও পথভ্রষ্ট হও।

وَاللهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ۗ وَكَفٰى بِاللهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللهِ نَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

৪৫। আর আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। এবং অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৬। ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক শব্দগুলোকে তার স্থানসমূহ থেকে বিকৃত করে এবং বলে, 'ছামি'না ওয়া আসাইনা' (শ্রবন করলাম এবং অমান্য করলাম) এবং (বলে), 'শুনুন', (তাও আবার) না শুনার মত (করে বলে) এবং (এরপর) তাদের জিহ্বা বাঁকা করে বলে 'রাইনা' (অর্থাৎ থামুন)- দ্বীনের প্রতি উপহাস বশতঃ*। কিন্তু যদি তারা 'ছামি'না ওয়া আতা'না' (শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম) ও শুনুন এবং (রাইনা-এর পরিবর্তে) 'উনযুরনা' (লক্ষ্য করুন) বলত তাহলে অবশ্যই তা তাদের জন্য ভাল ও সঙ্গত হত। কিন্তু তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন। সুতরাং তারা ঈমান আনে না- অল্প সংখ্যক ছাড়া।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّۢا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ۚ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٦﴾

৪৭। ওহে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে! তোমাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে ঈমান আন- এর পূর্বে যে আমি চেহারাসমূহ বিকৃত করে দিব এবং সেগুলোকে আমি তার পিছনের* দিকে ফিরিয়ে দেব অথবা তাদেরকে আমি সেরূপ লা'নত করব যেরূপ আমি লা'নত করেছিলাম শনিবার ওয়ালাদেরকে। এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকারী হয়েই থাকে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾

৪৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, কিন্তু এটা ছাড়া যা আছে তা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ উদ্ভাবন করল।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٨﴾

৪৯। তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা তাদের নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে*? বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন পবিত্র করেন এবং তাদের প্রতি খেজুর বিচির মধ্যস্থিত সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾

৫০। লক্ষ্য কর, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কেমন মিথ্যা রচনা করে। আর সুস্পষ্ট পাপ হিসাবে এটাই যথেষ্ট।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۚ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾ ع

রুকূ ৭ / ৪

৫১। তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিব্‌ত (কুসংস্কার*) ও তাগুতের* প্রতি ঈমান আনে এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে বলে, 'এরা (কাফির কুরাইশরা) অধিক সঠিক* পথে রয়েছে তাদের চেয়ে যারা ঈমান এনেছে।'

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾

৫২। ওরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন এবং আল্লাহ্ যাকে লা'নত করেন তুমি কখনো তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।

اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾

৫৩। রাজত্বে* তাদের কোন অংশ আছে কি? সেক্ষেত্রে তারা খেজুর বীচির আবরণ পরিমাণও মানুষকে দিবে না-

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾

৫৪। আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ থেকে মানুষকে (রাসূল ও মু'মিনদেরকে) যা দিয়েছেন সে ব্যাপারে কি তারা তাদেরকে হিংসা* করে? আমি ইবরাহীমের বংশধরকেও কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল রাজত্বও দিয়েছিলাম।

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿۵۵﴾

৫৫। অতঃপর তাদের কেউ কেউ তাতে ঈমান এনেছিল এবং কেউ কেউ তা হতে বিরত রয়েছে। আর জ্বলন্ত আগুন হিসেবে জাহান্নামই যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۵۶﴾

৫৬। নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছে তাদেরকে অচিরেই আমি আগুনে প্রবেশ করাব। যখনই তাদের চামড়া দগ্ধ হবে তখন তাদেরকে আমি প্রতিস্থাপন করব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ؗ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿۵۷﴾

৫৭। এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তাদেরকে শীঘ্রই আমি প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গী/সঙ্গীনীরা থাকবে এবং তাদেরকে আমি চির স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাব।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ﴿۵۸﴾

৫৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ এগুলোর হকদারের নিকট ফেরত দিবে, এবং যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়ের সাথে বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কতই না উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿۵۹﴾

৫৯। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে* নির্দেশ দানের অধিকারীদের*, অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর তবে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও- যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনে থাক। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।

রুকূ ৫

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْۤا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْۤا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿۶۰﴾

৬০। তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে? তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থনা করতে চায়, অথচ তা অবিশ্বাস করতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং শয়তান তাদেরকে সুদূর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট করতে চায়।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿۶۱﴾

৬১। এবং যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে তারা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করছে।

فَكَيْفَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّاۤ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿۶۲﴾

৬২। সুতরাং তাদের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে সে কারণে যখন তাদের উপর কোন বিপদ আসবে তখন কেমন হবে? এরপর তারা তোমার কাছে এসে হলফ (কসম) করে বলবে, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া কিছুই চাইনি।'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬৩। ওরাই তারা যাদের হৃদয়সমূহে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে মর্মস্পর্শী কথা বল।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ
عِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

৬৪। আর আমি কোন রাসূল কেবল এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি যেন আল্লাহ্র নির্দেশে তার আনুগত্য করা হয়। এবং যখন তারা তাদের নিজেদের উপর জুলুম করেছে তখন যদি তারা তোমার নিকট আসত ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহ্কে তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু হিসেবে পেত।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ
إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

৬৫। কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের কসম! তারা ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদের বিচারের ভার তোমার উপর অর্পণ করবে, এরপর তুমি যে সিদ্ধান্ত দেবে সে ব্যাপার তাদের মনে কোন দ্বিধা থাকবে না এবং তারা সম্পূর্ণরূপে মেনে নিবে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

৬৬। আর যদি আমি তাদের উপর বিধিবদ্ধ (ফরয) করতাম যে, তোমরা তোমাদের নিজদেরকে (একে অপরকে) হত্যা কর অথবা তোমরা তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে তারা তা করত না- তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া। আর যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যদি তা করত তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য ভাল ও অধিক মজবুত হত-

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا
مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا
مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং তখন আমি আমার নিকট থেকে তাদেরকে অবশ্যই মহাপ্রতিদান দান করতাম-

وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করতাম।

وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

৬৯। এবং যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করবে তারা নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গী হবে, যাদের উপর আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, এবং তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَ
حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

৭০। এই অনুগ্রহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এবং সর্বজ্ঞানী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

٧ ع ٩ রুকু ৬

ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

৭১। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের সতর্কতা গ্রহণ কর, অতঃপর দলে দলে বিভক্ত হয়ে (যুদ্ধের জন্য) বের হও অথবা একসঙ্গে বের হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ
انْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

৭২। এবং নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন লোক আছে, যে অবশ্যই অবশ্যই গড়িমসি করে, এবং যদি তোমাদের উপর কোন বিপদ-আপদ আসে তাহলে বলে, আল্লাহ্ অবশ্যই আমাকে নিয়ামত দিয়েছেন যখন আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না।

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَ
بَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِیْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾

৭৩। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ আসে তাহলে সে অবশ্যই অবশ্যই (এমন কথা) বলে যেন তোমাদের ও তার মাঝে কোন হৃদ্যতা ছিল না (তাই তারা যুদ্ধে যায়নি)। (সে বলে) 'হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।

فَلْيُقَاتِلْ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ
نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

৭৪। সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রয় করে দেয় তারা যেন আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং নিহত হয় অথবা বিজয়ী হয় অচিরেই আমি তাকে মহা প্রতিদান দিব।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا
مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ
وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

৭৫। আর তোমাদের কী (অজুহাত) আছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবে না, অথচ অসহায় নর,নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ থেকে আপনি আমাদেরকে বের করুন যার অধিবাসীরা জালিম এবং আপনার নিকট থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত করুন এবং আপনার নিকট থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন?'

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْۤا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ
كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

১০ ع ৭ ১০ রুকূ ৭

৭৬। যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কুফরী করেছে তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْۤا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ
مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا
رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ
قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۫
وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾

৭৭। তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত সংবরণ কর, সালাত (নামায) কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর? অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ (ফরয) করা হল তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত অথবা আরও বেশি ভয় এবং বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর কেন যুদ্ধ বিধিবদ্ধ (ফরয) করলেন? আমাদেরকে একটি নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অবকাশ কেন দিলেন না?' বল, 'দুনিয়ার ভোগ্য সামগ্রী সামান্য এবং আখিরাত তার জন্য উত্তম যে তাকওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমাদের প্রতি খেজুর বীচির মধ্যস্থিত সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।'

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِیْ بُرُوْجٍ
مُّشَيَّدَةٍ ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ
تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ
فَمَالِ هٰۤؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿٧٨﴾

৭৮। তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদেরকে নাগাল পাবেই, যদিও তোমরা কোন সুউচ্চ-সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান কর। এবং যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে,' আর যদি তাদেরকে কোন অকল্যাণ আঘাত করে তখন তারা বলে, 'এটা তোমার পক্ষ থেকে।' বল, 'সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।' এ সম্প্রদায়ের কী হল যে, এরা কোন কথা একেবারেই বোঝে না!

৭৯। তোমার যে কল্যাণ হয় তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর তোমাকে যে অকল্যাণ আঘাত করে তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে। এবং তোমাকে আমি মানুষের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾

৮০। যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল এবং যে মুখ ফিরিয়ে নিল আমি তোমাকে তাদের উপর সংরক্ষক হিসেবে প্রেরণ করিনি।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾

৮১। এবং তারা বলে, 'আনুগত্য' (আমাদের কাজ)। অতঃপর যখন তারা তোমার কাছ থেকে চলে যায় তখন তাদের একদল রাতে পরামর্শ করে তুমি যা বল তার বিপরীত। এবং তারা যা রাতে পরামর্শ করে আল্লাহ্ তা লিখে রাখেন, সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। আর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ز فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٨١﴾

৮২। তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? এবং তা যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে হত তবে অবশ্যই তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি পেত।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং যখন নিরাপত্তা অথবা ভীতির কোন বিষয় তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে। কিন্তু যদি তারা তা রাসূল এবং তাদের মধ্যে নির্দেশদানের অধিকারীদের (নেতৃবর্গের) গোচরিভূত করত তাহলে তাদের মধ্যে যারা তা (তথ্য) অনুসন্ধান করে তারা অবশ্যই তা (যাচাই -বাছাই করে) জানতে পারত। আর তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তাহলে অবশ্যই অল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা (সবাই) শয়তানের অনুসরণ করতে।

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾

৮৪। সুতরাং (হে নবী!) তুমি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর, তোমাকে কেবল তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে এবং মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর, শীঘ্রই আল্লাহ্ যারা কুফরী করেছে তাদের শক্তি খর্ব করবেন। আর আল্লাহ্ প্রবল শক্তিধর ও শাস্তিদানে কঠোর।

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿٨٤﴾

৮৫। যে কোন ভাল সুপারিশ করবে তাতে তার (প্রাপ্য) অংশ থাকবে এবং যে কোন মন্দ সুপারিশ করবে তাতে তার দায়-দায়িত্ব থাকবে। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾

৮৬। আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন (সালাম*) জানানো হয়, তখন (তার জবাবে) তোমরা এর চেয়ে সুন্দর অভিবাদন জানাও অথবা অনুরূপ জবাব দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর হিসাব গ্রহণকারী।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮৭। আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন কিয়ামতের দিনে, যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্লাহ্র চেয়ে কে অধিক সত্যবাদী?

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ ؕ وَ
مَنۡ اَصۡدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيۡثًا ﴿٨٧﴾

ع ৮/১১ রুকূ ৮

৮৮। তোমাদের কী (অজুহাত) আছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে, যখন আল্লাহ্ তারা যা অর্জন করেছে সে কারণে তাদেরকে পূর্বাবস্থায় (কুফরির দিকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন? আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তোমরা কি তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে চাও? আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার জন্য কোন পথ পাবে না।

فَمَا لَكُمۡ فِى الۡمُنٰفِقِيۡنَ فِئَتَيۡنِ وَاللّٰهُ اَرۡكَسَهُمۡ بِمَا كَسَبُوۡا ؕ
اَتُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ تَهۡدُوۡا مَنۡ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَلَنۡ
تَجِدَ لَهٗ سَبِيۡلًا ﴿٨٨﴾

৮৯। তারা কামনা করে যে, যদি তোমরা কুফরী করতে যেমন তারা কুফরী করেছে, ফলে তোমরা (তাদের) সমান হয়ে যাও, সুতরাং আল্লাহ্র পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। এবং যদি তারা (হিজরত করা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে ধর ও হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে তোমরা পাও এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী হিসেবেও না-

وَدُّوۡا لَوۡ تَكۡفُرُوۡنَ كَمَا كَفَرُوۡا فَتَكُوۡنُوۡنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوۡا مِنۡهُمۡ
اَوۡلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَخُذُوۡهُمۡ وَ
اقۡتُلُوۡهُمۡ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوۡهُمۡ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوۡا مِنۡهُمۡ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيۡرًا ﴿٨٩﴾

৯০। তাদেরকে ছাড়া যারা এমন সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে যায় (আশ্রয় গ্রহণ করে) যাদের ও তোমাদের মাঝে চুক্তি রয়েছে অথবা যারা তোমাদের কাছে আসে এমন অবস্থায় যে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অথবা তাদের (নিজ) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাদের বক্ষ সংকুচিত হয়। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন এবং অবশ্যই তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, সুতরাং যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে সরে যায়, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব দেয়, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন (ব্যবস্থা গ্রহণের) পথ রাখেননি।

اِلَّا الَّذِيۡنَ يَصِلُوۡنَ اِلٰى قَوۡمٍۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُمۡ مِّيۡثَاقٌ اَوۡ
جَآءُوۡكُمۡ حَصِرَتۡ صُدُوۡرُهُمۡ اَنۡ يُّقَاتِلُوۡكُمۡ اَوۡ يُقَاتِلُوۡا
قَوۡمَهُمۡ ؕ وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمۡ عَلَيۡكُمۡ فَلَقٰتَلُوۡكُمۡ ۚ فَاِنِ
اعۡتَزَلُوۡكُمۡ فَلَمۡ يُقَاتِلُوۡكُمۡ وَاَلۡقَوۡا اِلَيۡكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا
جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سَبِيۡلًا ﴿٩٠﴾

৯১। শীঘ্রই তোমরা অন্যদেরকে পাবে যারা তোমাদের থেকে নিরাপত্তা পেতে চায় এবং তাদের (নিজ) সম্প্রদায় থেকেও নিরাপত্তা পেতে চায়। যখনই তাদেরকে ফিতনার (মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা কুফরীর) দিকে ফিরানো হয় তখনই তারা তাতে ফিরে যায়, সুতরাং যদি তারা তোমাদের (বিরুদ্ধে যুদ্ধ) থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না দেয় এবং তাদের হাত সংবরণ না করে, তবে তাদেরকে ধর ও হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে তোমরা পাও। এবং আমি তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ক্ষমতা প্রদান করলাম।

سَتَجِدُوۡنَ اٰخَرِيۡنَ يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ يَّاۡمَنُوۡكُمۡ وَيَاۡمَنُوۡا قَوۡمَهُمۡ ؕ كُلَّمَا
رُدُّوۡۤا اِلَى الۡفِتۡنَةِ اُرۡكِسُوۡا فِيۡهَا ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَعۡتَزِلُوۡكُمۡ وَيُلۡقُوۡۤا
اِلَيۡكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوۡۤا اَيۡدِيَهُمۡ فَخُذُوۡهُمۡ وَاقۡتُلُوۡهُمۡ حَيۡثُ
ثَقِفۡتُمُوۡهُمۡ ؕ وَاُولٰۤـئِكُمۡ جَعَلۡنَا لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطٰنًا مُّبِيۡنًا ﴿٩١﴾

১২ ع ৭/১২ রুকূ ৯

৯২। কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের জন্য সঙ্গত নয়, তবে ভুলবশতঃ করলে ভিন্ন কথা, কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে (তার দন্ড হচ্ছে) একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিবারকে দিয়াত (রক্তপণ*) প্রদান করা- তবে তারা (নিহতের পরিবার) সদকা (মাফ) করে দিলে ভিন্ন কথা। আর যদি সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের কেউ হয় এবং সে মু'মিন হয় (নিহত ব্যক্তি মু'মিন কিন্তু তার সম্প্রদায় কাফির হয়) তাহলে (দন্ড হচ্ছে) একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের ও তোমাদের মাঝে চুক্তি রয়েছে তাহলে (দন্ড হচ্ছে) তার পরিবার-পরিজনকে দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করা এবং একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা। আর যদি সে (কোন মু'মিন দাস) না পায় তাহলে তাকে একাধারে দু'মাস রোযা পালন করতে হবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওবা (করার নিয়ম)। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ اَنۡ يَّقۡتُلَ مُؤۡمِنًا اِلَّا خَطَـئًا ۚ وَمَنۡ قَتَلَ مُؤۡمِنًا
خَطَـئًا فَتَحۡرِيۡرُ رَقَبَةٍ مُّؤۡمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهۡلِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ
يَّصَّدَّقُوۡا ؕ فَاِنۡ كَانَ مِنۡ قَوۡمٍ عَدُوٍّ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَتَحۡرِيۡرُ رَقَبَةٍ
مُّؤۡمِنَةٍ ؕ وَاِنۡ كَانَ مِنۡ قَوۡمٍۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُمۡ مِّيۡثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ
اِلٰٓى اَهۡلِهٖ وَتَحۡرِيۡرُ رَقَبَةٍ مُّؤۡمِنَةٍ ۚ فَمَنۡ لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ
مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ﴿٩٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৯৩। আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে* তার প্রতিফল জাহান্নাম*, সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার উপর ক্রোধান্বিত হন, তাকে লা'নত করেন এবং তার জন্য প্রস্তুত করেছেন মহা শাস্তি।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ
غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

৯৪। ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা আল্লাহ্র পথে সফর করবে তখন (অপরিচিতদেরকে) পরীক্ষা করে নিবে এবং কেউ তোমাদেরকে সালাম পেশ করলে দুনিয়ার জীবনের অস্থায়ী সম্পদ (গনীমত) কামনায় তাকে বলো না, 'তুমি মু'মিন নও', কেননা আল্লাহ্র কাছে অনেক গনীমত রয়েছে। তোমরা ইতঃপূর্বে এমনই (অমুসলিম) ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَ
لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؗ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ
فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

৯৫। অক্ষম না হয়েও (ঘরে) বসে থাকা মু'মিনরা এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদকারীরা (মুজাহিদরা) সমান নয়। ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদকারীদেরকে আল্লাহ্ (ঘরে) বসে থাকাদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ মুজাহিদদেরকে (ঘরে) বসে থাকাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন মহাপ্রতিদানের দিক দিয়ে-

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ
وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾

৯৬। তাঁর পক্ষ থেকে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়ার দিক দিয়ে। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

ع ১৩ ১০ রুকূ ১০

৯৭। নিশ্চয় ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু দেয় তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করা অবস্থায় (তাদেরকে) বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'পৃথিবীতে আমরা অসহায় ছিলাম।' তারা (ফেরেশতারা) বলে, 'আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে?' সুতরাং তাদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْۤ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ
كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْۤا اَلَمْ تَكُنْ
اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ
سَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৮। অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের ছাড়া যারা (হিজরতের) কোন উপায় অবলম্বন করতে সক্ষম নয় এবং তারা কোন পথও পায় না-

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ
لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾

৯৯। সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদেরকে মার্জনা করবেন। এবং আল্লাহ্ মার্জনাকারী ও অতি ক্ষমাশীল।

فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

১০০। আর যে আল্লাহ্র পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে এবং যে তার ঘর থেকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে হিজরতকারী হয়ে বের হয় এরপর মৃত্যু তার নাগাল পায়, তাহলে অবশ্যই তার প্রতিদানের ভার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ
وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾

ع ১৪ ১১ রুকূ ১১

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ
الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

১০১। এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর তখন সালাত (নামায) সংক্ষিপ্ত (কসর) করাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, যারা কুফরী করেছে তারা তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলবে। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ
مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ
وَّرَآئِكُمْ ۖ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ
لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ
عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۚ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ
مَّرْضٰى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ
لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

১০২। আর যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে ও তাদের জন্য সালাত (নামায) কায়েম করবে তখন তাদের মধ্য থেকে একদল যেন তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র-শস্ত্র (সঙ্গে) রাখে। অতঃপর তারা যখন সিজদা করবে তখন তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান নেয়; আর অপর একদল যারা সালাত আদায় করেনি তারা যেন আসে এবং তোমার সাথে সালাত আদায় করে এবং তারা যেন তাদের সতর্কতা গ্রহণ করে ও তাদের অস্ত্র-শস্ত্র (সঙ্গে) রাখে। যারা কুফরী করেছে তারা কামনা করে যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্যসামগ্রী সম্পর্কে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের উপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর বৃষ্টির কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ থাক তাহলে অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দেয়াতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমরা তোমাদের সতর্কতা গ্রহণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى
جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

১০৩। অতঃপর যখন তোমরা সালাত (নামায) সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ করবে তখন (পূর্ণাঙ্গ) সালাত কায়েম কর, নিশ্চয় সালাত (নামায) মু'মিনদের উপর একটি সময় নির্ধারিত ফরয।

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۚ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ
يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَ
كَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

১০৪। আর (শত্রু) সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে* তোমরা হীনবল হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা বোধ কর, তবে নিশ্চয় তারাও যন্ত্রণা বোধ করে যেমন তোমরা যন্ত্রনা বোধ কর। এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তোমরা আশা কর, যা তারা আশা করে না। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১৫ ع ١٣ ১৫ রুকূ ১২

إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ
أَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

১০৫। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে আল্লাহ্ তোমাকে যা (সঠিকপথ) দেখিয়েছেন তদানুয়ায়ী মানুষের মাঝে তুমি বিচার-ফয়সালা করতে পার*। আর খিয়ানতকারীদের জন্য তুমি বিতণ্ডাকারী হয়ো না-

وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾

১০৬। এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

১০৭। এবং যারা তাদের নিজেদের সাথে খিয়ানত করে তাদের পক্ষে তুমি বিতর্ক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন না যে খিয়ানতকারী ও পাপিষ্ঠ-

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০৮। তারা মানুষের কাছে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে গোপন করতে চায় না, অথচ তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন যখন তারা রাতে পরামর্শ করে এমন কথা বলার যা আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না। আর তারা যা করে তা আল্লাহ্‌ পরিবেষ্টন করে আছেন।

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾

১০৯। ওহে তোমরাই তারা যারা দুনিয়ার জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে কে তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে অথবা কে তাদের তত্ত্বাবধায়ক হবে?

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾

১১০। আর যে কোন মন্দ কাজ করে অথবা তার নিজের প্রতি জুলুম করে এরপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহ্‌কে অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসাবে পাবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾

১১১। এবং যে পাপ অর্জন করে সে কেবল তা তার নিজের বিরুদ্ধেই অর্জন করে। আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾

১১২। এবং যে কোন অপরাধ বা পাপ অর্জন করে এরপর তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, সে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল।

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾

১৬ রুকু ১৩

১১৩। আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তাহলে তাদের একদল অবশ্যই তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে মনস্থ করত*। কিন্তু তারা কেবল তাদের নিজদেরকেই পথভ্রষ্ট করে এবং তারা তোমার কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। এবং আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এবং তোমার উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (সত্যিই) মহান।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

১১৪। তাদের অনেক গোপন কথায় কোন কল্যাণ নেই তার (গোপন কথা) ছাড়া যে দান-খয়রাত বা সৎকাজ অথবা মানুষের মাঝে আপোষ-নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয়। আর যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় তা করে অচিরেই আমি তাকে মহাপ্রতিদান দিব।

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

১১৫। আর যে ব্যক্তি তার নিকট সঠিকপথ স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে তাকে আমি যেদিকেই সে ফিরে যায় সেদিকেই ফিরিয়ে দিব এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। আর তা কতই না মন্দ গন্তব্যস্থল!

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

১৭ রুকু ১৪

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১১৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, কিন্তু এটা ছাড়া যা আছে তা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। এবং যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে অবশ্যই সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾

১১৭। তারা তাঁকে বাদ দিয়ে কেবল নারীদেরকে (দেবীদেরকে) ডাকে এবং তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানকে ডাকে-

إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ إِنٰثًا ۚ وَإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾

১১৮। যাকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, এবং সে (শয়তান) বলেছিল, 'অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে একটি নির্ধারিত অংশকে (আমার অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করব-

لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾

১১৯। এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি (তাদের হৃদয়ে) মিথ্যা আশার সৃষ্টি করব, এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব ফলে অবশ্যই অবশ্যই তারা গবাদিপশুর কান চিরে দিবে, এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব ফলে অবশ্যই অবশ্যই তারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।' আর যে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে সে সুস্পষ্টভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَّلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْأَنْعَامِ وَ
لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

১২০। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। আর শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না- প্রতারণা ছাড়া।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ إِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢٠﴾

১২১। তাদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, এবং তা থেকে তারা পালানোর জায়গা পাবে না।

أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿١٢١﴾

১২২। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তাদেরকে শীঘ্রই আমি প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। (এটি) আল্লাহ্র সত্য প্রতিশ্রুতি। আর কথায় আল্লাহ্র চেয়ে কে অধিক সত্যবাদী?

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ۚ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ
أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٢﴾

১২৩। (আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি) তোমাদের আকাঙ্ক্ষা ও আহলি কিতাবের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নয়। যে মন্দ কাজ করে তাকে এর প্রতিফল দেয়া হবে এবং সে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তার জন্য কোনো অভিভাবক পাবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও না।

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰبِ ۚ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا
يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾

১২৪। এবং পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে মু'মিন হয়ে সৎ কাজ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বিচির আবরণ পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾

১২৫। এবং দ্বীনের দিক দিয়ে তার চেয়ে উত্তম আর কে, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে তার চেহারাকে (নিজেকে) আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করেছে এবং একত্ববাদী হয়ে ইবরাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ) অনুসরণ করেছে? আর আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ
إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾

১২৬। এবং আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই। এবং আল্লাহ্ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

১৮ ع ১৫ ১৮ রুকূ ১৫

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾

১২৭। আর তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে ফতওয়া জানতে চায়। বল, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে ফতওয়া দিচ্ছেন এবং (ফতওয়া দিচ্ছে সে আয়াতসমূহও) যা কিতাবে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয় ইয়াতীম নারীদের ব্যাপারে, যাদেরকে তোমরা তা দাও না যা তাদের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী হও এবং (যা পাঠ করে শোনানো হয়) অসহায় শিশুদের ব্যাপারে এবং এ ব্যাপারে যে তোমরা ইয়াতীম নারীদের জন্য ন্যায়নীতিতে কায়েম থাকবে। আর তোমরা কল্যাণকর যে কাজই কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা ভালভাবে জানেন।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ
لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ
وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا (١٢٧)

১২৮। এবং কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে অবজ্ঞা অথবা উপেক্ষাকে ভয় করে (যে তা বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যাবে) তাহলে তারা দু'জন তাদের (নিজেদের) মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি* করাতে তাদের কোন অপরাধ নেই। আর আপোষ-নিষ্পত্তিই উত্তম। কিন্তু (মানুষের) প্রবৃত্তিতে উপস্থিত করা হয়েছে স্বার্থপরতা। আর যদি তোমরা অনুগ্রহ কর এবং (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ
الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (١٢٨)

১২৯। আর তোমরা আগ্রহী হলেও স্ত্রীদের মধ্যে কখনো সমতা রক্ষা করতে সক্ষম হবে না, অতএব তোমরা (কোন একজনের দিকে) সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং তাকে (অপর জনকে) ঝুলন্তের মত ফেলে রেখো না। আর যদি তোমরা (নিজদেরকে) সংশোধন কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَ
تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (١٢٩)

১৩০। আর যদি তারা দু'জন পৃথক হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা (তাদের) প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করে দিবেন। এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا
حَكِيْمًا (١٣٠)

১৩১। এবং আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও অবশ্যই নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর যদি তোমরা কুফরী কর, তবে নিশ্চয় আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। এবং আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী ও অতি প্রশংসনীয়।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ
تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
غَنِيًّا حَمِيْدًا (١٣١)

১৩২। এবং আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌র। এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا (١٣٢)

১৩৩। হে মানুষ! তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিতে পারেন ও অন্যদেরকে (তোমাদের জায়গায়) নিয়ে আসতে পারেন। এবং আল্লাহ্ এ ব্যাপারে পূর্ণ সক্ষম।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا (١٣٣)

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

١٧ ع ١٢ ১৯ রুকূ ১৬

১৩৪। যে দুনিয়ার পুরস্কার (ছওয়াব) চায়, তবে (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের পুরস্কার (ছওয়াব) রয়েছে। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿۱۳۴﴾

১৩৫। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকবে, যদিও তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে ধনী হোক অথবা গরীব (ফকির) হোক আল্লাহ্‌ তাদের দু'জনেরই নিকটজন। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির* অনুসরণ করো না, আর যদি তোমরা পেঁচানো কথা বল অথবা (সাক্ষ্যকে) এড়িয়ে যাও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۳۵﴾

১৩৬। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল, যে কিতাব তিনি তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছিলেন তাতে ঈমান আন। এবং যে আল্লাহ্‌, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলদেরকে এবং আখিরাতের দিনে অবিশ্বাস করে সে অবশ্যই সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿۱۳۶﴾

১৩৭। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এরপর কুফরী করেছে, এরপর ঈমান এনেছে এরপর কুফরী করেছে, এরপর কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে, আল্লাহ্‌ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকে সঠিকপথ প্রদর্শন করবেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ؕ ﴿۱۳۷﴾

১৩৮। মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি-

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ ﴿۱۳۸﴾

১৩৯। -যারা মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের (কাফিরদের) কাছে ইজ্জত (সম্মান) চায়? তাহলে নিশ্চয় সমস্ত ইজ্জত আল্লাহ্‌রই।

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ ﴿۱۳۹﴾

১৪০। আর ইতোমধ্যে কিতাবে তিনি তোমাদের প্রতি (এ মর্মে নির্দেশ) অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে- আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হবে, নিশ্চয় তোমরা তখন তাদের মত (গণ্য) হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মুনাফিক ও কাফিরদের সবাইকে জাহান্নামে একত্র করবেন-

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۙ ﴿۱۴۰﴾

১৪১।-যারা তোমাদের (পরিণতি দেখার) জন্য প্রতীক্ষা করে। অতঃপর যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের কোন বিজয় হয় তাহলে তারা বলে,'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' আর যদি কাফিরদের কোন সাফল্য হয় তাহলে তারা (কাফিরদেরকে) বলে, 'আমরা কি তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারতাম না এবং মু'মিনদের থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি*?' সুতরাং আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন। এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোনো পথ রাখেন না।

ع ৩০ ১৪ ২০ রুকূ ১৭

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿١٤١﴾

১৪২।নিশ্চয় মুনাফিকরা (মনে করে যে তারা) আল্লাহ্‌কে ধোকা দেয়, অথচ তিনি তাদেরকে ধোকা দেন*, এবং যখন তারা সালাতে (নামাযে) দাঁড়ায় তখন তারা অলসতা করে দাঁড়ায়- তারা মানুষকে দেখায়, এবং আল্লাহ্‌কে তারা সামান্যই স্মরণ করে-

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾

১৪৩। তারা এর মাঝে দোদুল্যমান- এদের দিকে না এবং ওদের দিকেও না। এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবে না।

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ وَلَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

১৪৪।ওহে যারা ঈমান এনেছ! মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি (এ কাজ করার মাধ্যমে) তোমাদের (নিজেদের) বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ বানিয়ে দিতে চাও?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

১৪৫।নিশ্চয় মুনাফিকরা আগুনের (জাহান্নামের) সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনো কোন সাহায্যকারী পাবে না-

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾

১৪৬।তবে তারা নয় যারা তাওবা করেছে, (নিজেদেরকে) সংশোধন করেছে, আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরেছে এবং তারা তাদের দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠ করেছে, তারাই মু'মিনদের সাথে থাকবে এবং মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ অচিরেই মহাপ্রতিদান দিবেন।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾

১৪৭।তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্ কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও ঈমান আন? আর আল্লাহ্ পরম প্রতিদানদাতা ও সর্বজ্ঞানী।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-৬

১৪৮। মন্দ কথা প্রকাশ করা আল্লাহ্ ভালবাসেন না, তবে যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾

১৪৯। তোমরা যদি কোন ভালকাজ প্রকাশ কর অথবা তা গোপন রাখ অথবা (কারো) দোষ মার্জনা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী ও সর্বশক্তিমান।

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾

১৫০। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা (রাসূলদের) কিছু সংখ্যকের উপর ঈমান আনি আর কিছু সংখ্যককে অবিশ্বাস করি, এবং এর মাঝে (ভিন্ন) একটি পথ গ্রহণ করতে চায়-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا
بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ﴿١٥٠﴾

১৫১। তারাই প্রকৃত কাফির, এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾

১৫২। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের মধ্য থেকে কারো মাঝে পার্থক্য করেনি, তাদেরকেই তিনি অচিরেই তাদের প্রতিদান দিবেন। এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ
اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾ ع

٣١ ع ١ — ২১ রুকূ ১

১৫৩। আহলে কিতাব তোমার কাছে চায় যে তুমি তাদের উপর আকাশ থেকে (লিখিত) একটি কিতাব অবতীর্ণ কর, আর অবশ্যই তারা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় কিছু চেয়েছিল এবং বলেছিল, 'তুমি আমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্কে দেখাও', তখন বজ্রধ্বনি তাদেরকে পাকড়াও করেছিল তাদের জুলুমের কারণে, অধিকন্তু তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরে তারা বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিল, অতঃপর আমি তা মার্জনা করেছিলাম এবং মূসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলাম।

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ
فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً
فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ
مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا
مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾

১৫৪। এবং তাদের অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য তূর পর্বতকে আমি তাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম, এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'এ দরজা দিয়ে সিজদাবনত হয়ে প্রবেশ কর,' এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না', এবং তাদের নিকট থেকে আমি দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا
غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾

১৫৫। অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে এবং আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে তাদের অবিশ্বাস করার কারণে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণে এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাদের এ উক্তির কারণে (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল)। উপরন্তু তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তাতে (তাদের হৃদয়ে) মোহর মেরে দিয়েছেন, সুতরাং তারা ঈমান আনে না- অল্প সংখ্যক ছাড়া।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿١٥٥﴾

১৫৬। এবং (অভিশপ্ত হয়েছিল) তাদের কুফরীর কারণে ও মারইয়ামের প্রতি গুরুতর অপবাদ দিয়ে উক্তির কারণে-

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿١٥٦﴾

১৫৭। এবং (অভিশপ্ত হয়েছিল) তাদের এ উক্তির কারণে- 'আমরা মারইয়ামের পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি- যে আল্লাহ্‌র রাসূল, অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি, কিন্তু তাকে (তার পরিবর্তে অন্যকে) তাদের জন্য সাদৃশ্যপূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল। আর নিশ্চয় যারা এ বিষয়ে মতপার্থক্য করেছিল, তারা অবশ্যই তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। তার ব্যাপারে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না, এবং নিশ্চিত* যে তারা তাকে হত্যা করেনি-

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَ
مَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا
فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا
قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٧﴾

১৫৮। বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾

১৫৯। এবং আহলে কিতাবের (ইহুদীদের) মধ্যে প্রত্যেকেই* তার (নিজের) মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তার (ঈসার) উপর ঈমান আনবে এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ
يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾

১৬০। এবং যারা ইহুদী হয়েছে তাদের জুলুমের কারণে আমি তাদের উপর হারাম করেছিলাম এমন পবিত্র বস্তুগুলো* যা তাদের জন্য (পূর্বে) হালাল ছিল এবং অনেককে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রাখার কারণে-

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ
بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

১৬১। এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা (গ্রহণ করতে) তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং মানুষের ধন-সম্পদ বাতিল পন্থায় গ্রাস করার কারণে। এবং তাদের মধ্য থেকে কাফিরদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

১৬২। কিন্তু তাদের (ইহুদীদের) মধ্যে জ্ঞানে গভীরতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা এবং (তাদের) মু'মিনরা যারা ঈমান আনে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তাতে, এবং সালাত (নামায) কায়েমকারীরা, যাকাত প্রদানকারীরা এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাসীরা, শীঘ্রই আমি তাদেরকে* মহাপ্রতিদান দিব।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ
اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ
الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ اُولٰٓئِكَ
سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

১৬৩। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি যেভাবে আমি ওহী করেছিলাম নূহ্ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতি এবং আমি ওহী করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও (তার) সন্তান-সন্ততি, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের প্রতি, এবং দাঊদকে দিয়েছিলাম 'যাবুর',

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ۚ وَ
اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ
وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ
زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾

১৬৪। এবং অনেক রাসূল যাদের ঘটনা আমি তোমার কাছে ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করিনি এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ সরাসরি কথা বলেছেন।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

১৬৫। এসব রাসুল (সবাই) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী, যাতে রাসূলদের (আগমণের) পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন যুক্তি-প্রমাণ না থাকে। আর আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

১৬৬। তবে আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতে অবতীর্ণ করেছেন এবং ফেরেশতারাও (এ ব্যাপারে) সাক্ষী দেয়। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾

১৬৭। নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহ্র পথ হতে বিরত রেখেছে তারা সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾

১৬৮। নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে ও জুলুম করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করারও নন-

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾

১৬৯। জাহান্নামের পথ ছাড়া, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এবং এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾

১৭০। হে মানুষ! রাসূল তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্য নিয়ে এসেছে, সুতরাং তোমরা ঈমান আন, তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি তোমরা কুফরী কর তাহলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۚ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۚ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾

১৭১। হে আহলে কিতাব! তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ছাড়া (অন্য কিছু) বলো না। মারইয়াম-পুত্র ঈসা মাসীহ্ কেবল আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর কালিমাহ্ (বাণী), যা তিনি মারইয়ামের প্রতি অর্পণ করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ্। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না যে, (ইলাহ্) 'তিনজন।' (এটা বলা থেকে) তোমরা বিরত থাক; তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ্ কেবল এক ইলাহ্। তাঁর কোন সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। আর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

২৩ রুকূ ৩

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ
الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ
فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾

১৭২। মাসীহ্ (ঈসা) আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে কখনো লজ্জাজনক মনে করে না এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও না। আর যে তাঁর 'ইবাদতকে লজ্জাজনক মনে করে এবং অহংকার করে শীঘ্রই তিনি তাদের সকলকে তাঁর কাছে সমবেত করবেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ
وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا
فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا
وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾

১৭৩। এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে তিনি তাদের প্রতিদান পুরোপুরি দিবেন এবং তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বাড়িয়ে দিবেন। আর যারা লজ্জাজনক মনে করেছে ও অহঙ্কার করেছে তাদেরকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাদের জন্য কোন অভিভাবক পাবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও না।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ
اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾

১৭৪। হে মানুষ! অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে অকাট্য দলিল-প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আলো (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ
مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

১৭৫। আর যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে ও তাঁকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরেছে তাদেরকে শীঘ্রই তিনি তাঁর পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে তাঁর দিকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا
هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَ
هُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৬। তারা তোমার কাছে ফতওয়া চায়। বল, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে কালালাহ্ (পিতা-মাতা ও সন্তান জীবিত নেই এমন ব্যক্তি) সম্পর্কে ফতওয়া দিচ্ছেন- যদি কোন পুরুষ মারা যায় যার কোন সন্তান নেই এবং তার এক বোন থাকে তাহলে সে পাবে তার অর্ধেক যা সে (মৃত ব্যক্তি) রেখে গেছে এবং সে (ভাই) তার (মৃত বোনের) উত্তরাধিকারী হবে যদি তার (মৃত বোনের) কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তারা (বোনেরা) দু'জন হয় তাহলে তাদের জন্য তার তিন ভাগের দুই ভাগ যা সে (মৃত ভাই) রেখে গেছে। আর যদি ভাই-বোন (উভয়ই) থাকে তবে পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান।' আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

٢٤ ع ٤ ২৪ রুকূ ৪

٥-سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ-مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١٢٠، رُكُوْعَاتُهَا ١٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৫. সূরা আল-মায়িদা, মাদানী
১২০ আয়াত, ১৬ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

১। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গবাদি পশু হালাল করা হল তোমাদের নিকট যা পাঠ করা হয় তা ছাড়া, ইহ্‌রাম* অবস্থায় (পশু) শিকার হালাল (মনে) না করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাই আদেশ করেন যা তিনি চান।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ②

২। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে (হজ্জের স্থানসমূহ ও অনুষ্ঠানাদিকে) অবমাননা করো না, এবং (অবমাননা করো না) পবিত্র মাসকে, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুকে, গলায় মালা পরানো* কুরবানীর পশুকে এবং তাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় পবিত্র ঘর অভিমুখী যাত্রীদেরকে। এবং যখন তোমরা (ইহ্‌রাম থেকে) হালাল হবে তখন শিকার কর। আর তোমাদেরকে মসজিদে হারাম হতে বিরত* রাখার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনো সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। এবং পুণ্য ও তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করো না। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ③

৩। তোমাদের জন্য হারাম করা হল মৃত পশু, রক্ত*, শুকরের গোশত, যা (জবাইকালে) আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তা, শ্বাসরোধে মৃত পশু, প্রহারে মৃত পশু, উপর থেকে পড়ে মৃত পশু, শিং এর আঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু - তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ছাড়া, যা বেদীতে জবাই করা হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা; এ সব পাপাচার। যারা কুফরী করেছে তারা আজ তোমাদের দ্বীন থেকে (অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণে) হতাশ হয়ে গেছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। তবে যে পাপের দিকে না ঝুঁকে তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম খেতে) বাধ্য হবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۗ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ④

৪। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে। বল, 'তোমাদের জন্য হালাল করা হল পবিত্র বস্তুসমূহ এবং (সেই শিকারী প্রাণী কর্তৃক ধৃত শিকার) যে শিকারী প্রাণীগুলোকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছ-যেগুলোকে তোমরা শিক্ষা দিয়ে থাক তা থেকে যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন; সুতরাং সেগুলো তোমাদের জন্য যা (শিকার) ধরে আনে তা আহার কর এবং তাতে আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ কর। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাবে দ্রুত।'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ؗ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ؗ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٥﴾

৫। আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। এবং যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্য* তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী (তোমাদের জন্য হালাল)- যখন তোমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (মোহরানা) প্রদান করবে সচ্চরিত্রবান থেকে; ব্যভিচারী হয়ে বা গোপন প্রেমিকা গ্রহণকারী হয়ে নয়। আর যে (আল্লাহ্‌র বিধানে) ঈমান আনতে অস্বীকার করে তার কর্ম বিফল হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ع ১/৫ ১ রুকূ ৫

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٦﴾

৬। ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা সালাতে (নামাযে) দাঁড়ানোর ইচ্ছা কর তখন তোমরা তোমাদের চেহারা ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, তোমাদের মাথা মাসেহ্‌ কর এবং তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত (ধৌত কর)। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক তাহলে পবিত্রতা অর্জন কর। এবং যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (সহবাস কর) অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি অনুসন্ধান কর (তায়াম্মুম কর), অতঃপর তা দিয়ে তোমাদের চেহারা ও হাত মাসেহ্‌ কর। আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা আরোপ করতে চান না বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖۤ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٧﴾

৭। এবং তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত এবং যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন তা স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। বক্ষসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ভালভাবে জানেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ؗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

৮। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাক; এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনো ন্যায় বিচার না করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, এটি তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٩﴾

৯। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য আল্লাহ্‌ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٠﴾

১০। আর যারা কুফরী করেছে ও আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে তারাই তীব্র আগুনের অধিবাসী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

১১। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে হাত বাড়াতে মনস্থ করেছিল, তখন তিনি তোমাদের থেকে তাদের হাত নিবৃত্ত করেছিলেন, এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর আল্লাহ্‌র উপরই মু'মিনরা যেন ভরসা করে।

ع ২/৭ ২ রুকূ ৬

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১২। আর অবশ্যই আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে আমি (আল্লাহ্) বার* জন নেতা পাঠিয়েছিলাম (নিযুক্ত করেছিলাম)।' এবং আল্লাহ্ বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা সালাত (নামায) কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন ও তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহ্কে কর্জ দাও-কর্জে হাসানা, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করব এবং অবশ্যই অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সুতরাং এরপরে তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে সে অবশ্যই সরল পথ হারাবে।'

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٢﴾

১৩। সুতরাং তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লা'নত করেছি ও তাদের হৃদয়সমূহ কঠিন করে দিয়েছি, তারা শব্দগুলোকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার একটি অংশ তারা ভুলে গেছে। আর তুমি তাদের সামান্য সংখ্যক ছাড়া তাদের (সবার) মধ্যে সর্বদা খিয়ানত দেখতে পাবে, সুতরাং তাদেরকে মার্জনা কর এবং (তাদের দোষ-ত্রুটি) উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪। এবং যারা বলে,'নিশ্চয় আমরা নাসারা', আমি তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার একটি অংশ তারাও ভুলে গেছে। সুতরাং আমি তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি। আর তারা যা করত আল্লাহ্ তাদেরকে তা অচিরেই জানিয়ে দিবেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۪ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। হে আহলে কিতাব! আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে সে তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু উপেক্ষা করে। অবশ্যই তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক আলো ও সুস্পষ্ট কিতাব-

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۬ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

১৬। যার দ্বারা আল্লাহ্ শান্তির পথ প্রদর্শন করেন তাদেরকে যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুগামী হয় এবং তাঁর ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন এবং তাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

১৭। অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ই মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্।' বল, আল্লাহ্র বিপক্ষে কিছু করার ক্ষমতা কার আছে, যদি মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্, তার মাতা, এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সবাইকে তিনি ধ্বংস করতে চান? আর আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন। এবং আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৮। এবং ইহুদী ও নাসারারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র।' বল, তবে কেন তিনি তোমাদের অপরাধসমূহের কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন? বরং তোমরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত মানুষ যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার রাজত্ব আল্লাহ্‌রই, এবং গন্তব্যস্থল তাঁরই দিকে।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾

১৯। হে আহলে কিতাব! রাসূলদের (আগমনের) বিরতির পর তোমাদের নিকট এসেছে আমার রাসূল, যে তোমাদের জন্য (তাঁর বাণীসমূহ) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যাতে তোমরা বলতে না পার, 'আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসেনি।' অতঃপর অবশ্যই তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

ع ٣ ٦ ৩ রুকূ ৭

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ؗ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۹﴾

২০। আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে বহু নবী বানিয়েছিলেন ও তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছিলেন এবং তিনি তোমাদেরকে তা দিয়েছিলেন যা তিনি জগৎসমূহের (মানবজাতির) কাউকে দেননি।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۰﴾

২১। হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি* নির্ধারণ করেছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং তোমরা তোমাদের পিছনে (কুফরীতে) ফিরে যেয়ো না, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।'

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۲۱﴾

২২। তারা বলল, 'হে মূসা! নিশ্চয় সেখানে রয়েছে এক শক্তিধর সম্প্রদায়* এবং নিশ্চয় আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করব না যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, আর যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবে নিশ্চয় আমরা প্রবেশ করব।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖۗ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿۲۲﴾

২৩। যারা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে তাদের মধ্যে দু'জন - যাদের উপর আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছিলেন - বলল, 'তোমরা তাদের কাছে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, এবং যখন তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে তখন নিশ্চয় তোমরা বিজয়ী হবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা কর- যদি তোমরা মু'মিন হও।'

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ۬ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۳﴾

২৪। তারা বলল, 'হে মূসা! নিশ্চয় আমরা কখনোই সেখানে প্রবেশ করব না যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে, সুতরাং আপনি ও আপনার প্রতিপালক যান এবং দু'জনে যুদ্ধ করুন, নিশ্চয় আমরা এখানেই বসে থাকব।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৫। সে (মূসা) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার নিজ ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো উপর ক্ষমতা রাখি না, সুতরাং আপনি আমাদের মাঝে ও পাপাচারী সম্প্রদায়ের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিন।'

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۵﴾

২৬। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'তাহলে নিশ্চয় তা চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হল, তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং তুমি পাপাচারী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।'

ع ٤ ٨ ৪ রুকূ ৮

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۶﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৭। আর তুমি তাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের সংবাদ* সত্যসহ পাঠ কর। যখন তারা দু'জন কুরবানী পেশ করল তখন তাদের দু'জনের একজন থেকে কবুল (গ্রহণ) করা হল এবং অন্যজন থেকে কবুল করা হল না। সে বলল, 'অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব।' সে (অন্যজন) বলল, 'আল্লাহ্ কেবল মুত্তাকীদের থেকে কবুল করেন।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۷﴾

২৮। যদি আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি তোমার হাত আমার দিকে প্রসারিত কর তবে তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি আমার হাত তোমার দিকে প্রসারিত করব না, নিশ্চয় আমি জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾

২৯। নিশ্চয় আমি চাই যে, তুমি আমার পাপ ও তোমার পাপ বহন কর, অতঃপর আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হও, এবং এটা জালিমদের প্রতিফল।'

اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾

৩০। কিন্তু তার প্রবৃত্তি তাকে তার ভাইকে হত্যা করতে প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল।

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۳۰﴾

৩১। অতঃপর আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন যমীনে অনুসন্ধান করতে (খনন করতে), তাকে দেখানোর জন্য কিভাবে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ গোপন করবে। সে বলল, 'হায়! আমি কি এ কাকের মত হতেও ব্যর্থ হলাম যে, আমি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ গোপন করতে পারি!' অতঃপর সে অনুতপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হল-

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

৩২। এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের উপর বিধিবদ্ধ (ফরয) করেছিলাম যে, যে ব্যক্তি কোন মানুষ হত্যা বা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া কোন মানুষকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল। আর যে কারো জীবন রক্ষা করল সে যেন সব মানুষেরই জীবন রক্ষা করল। আর অবশ্যই তাদের নিকট আমার রাসূলরা স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল, অতঃপর এরপরে নিশ্চয় তাদের মধ্যে অধিকাংশই পৃথিবীতে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿۳۲﴾

৩৩। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা চালায় তাদের প্রতিফল কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা তাদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে (আবাস) ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হবে। এটা দুনিয়াতে তাদের জন্য অপমান, আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি-

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْۤا اَوْ يُصَلَّبُوْۤا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۳۳﴾

৫ ع ৭/৫ রুকূ ৯

৩৪। তোমরা তাদের উপর সক্ষম হওয়ার পূর্বেই যারা তওবা করবে তারা ছাড়া, এবং এও জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۴﴾

৩৫। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর দিকে (নৈকট্য লাভের) উপায় তালাশ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۵﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৬। নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদের যদি পৃথিবীতে যা আছে তা সবই এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে - তার বিনিময়ে (অর্থাৎ মুক্তিপণ দিয়ে) কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য - তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না, এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ
لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيْمٌ ٣٦

৩৭। তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, অথচ তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না। এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۖ وَ
لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ٣٧

৩৮। আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তোমরা উভয়ের হাত কেটে দাও, তারা যা অর্জন করেছে তার প্রতিফল স্বরূপ - আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে*। এবং আল্লাহ্‌ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللهِ ۖ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٣٨

৩৯। অতঃপর যে তওবা করে তার জুলুমের পর ও (নিজেকে) সংশোধন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তার তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ
اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٣٩

৪০। তুমি কি জান না যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌রই? তিনি যাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। এবং আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُعَذِّبُ مَنْ
يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۖ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٤٠

৪১। হে রাসূল! যারা কুফরীতে দ্রুত ধাবিত হয় তারা (তাদের আচরণ) যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে, যারা মুখে বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি' অথচ তাদের হৃদয় ঈমান আনেনি, এবং যারা ইহুদী হয়েছে, তারা অতি মাত্রায় মিথ্যা শ্রবণকারী; তারা অতি মাত্রায় শ্রবণকারী অন্য লোকদের (অর্থাৎ তাদের পণ্ডিতদের) যারা তোমার কাছে আসেনি। তারা শব্দগুলোকে তার স্থানসমূহ থেকে বিকৃত করে, তারা (যারা আসেনি) বলে, যদি তোমাদেরকে তা (পরিবর্তিত বিধান) দেয়া হয় তাহলে তা গ্রহণ কর আর যদি তা না দেয়া হয় তাহলে তা বর্জন কর। আর আল্লাহ্‌ যাকে তাঁর ফিতনায় (পরীক্ষায়) ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহ্‌র (ইচ্ছার) বিপরীতে কখনো তুমি কিছুই করার ক্ষমতা রাখ না। ওরাই তারা যাদের হৃদয়কে আল্লাহ্‌ পবিত্র করতে চাননি। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে অপমান এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।

يٰٓأَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ
الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَمِنَ
الَّذِيْنَ هَادُوْا ۚ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ
لَمْ يَأْتُوْكَ ۖ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۚ يَقُوْلُوْنَ إِنْ
أُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَإِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ۚ وَمَنْ يُّرِدِ اللهُ
فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْـًٔا ۚ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ
اللهُ أَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَّلَهُمْ فِي
الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٤١

৪২। তারা অতি মাত্রায় মিথ্যা শ্রবণকারী; তারা অতি মাত্রায় অবৈধ ভক্ষণকারী*। সুতরাং যদি তারা তোমার নিকট আসে তাহলে তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা কর অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর। এবং যদি তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা কখনো তোমার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার-ফয়সালা কর, তবে তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা কর ন্যায়ের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ন্যায়বিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ أَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ
شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۖ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِيْنَ ٤٢

৪৩। আর কিভাবে তারা তোমার নিকট বিচারের ভার অর্পণ করবে, অথচ তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত যাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র বিধান, অতঃপর এরপরে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়*? আর তারা মু'মিনও নয়।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ
يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۖ وَمَآ أُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ٤٣

ع ৬ রুকু ১০

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ
الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا
اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا
النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَمَنْ
لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো, এর দ্বারা নবীরা - যারা আত্মসমর্পণ করেছিল - ইহুদীদের বিচার-ফায়সালা করত এবং রাব্বানীরা (আল্লাহ্ ওয়ালারা) ও পন্ডিতরাও, কারণ তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর (তাওরাতের) সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। আর আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ
قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ
أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। এবং আমি তাতে (তাওরাতে) তাদের উপর বিধিবদ্ধ (ফরয) করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমসমূহও (ক্ষতিপূরণ ও বদলার দিক থেকে) সমান সমান (কিসাস)। অতঃপর যে তা সদকা করে (বদলা না নেয়) সেটি তার (ক্ষমাকারীর) জন্য কাফ্ফারা (পাপ মোচন)। আর আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই জালিম।

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْإِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং আমি তাদের পরে মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম তার সামনে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং আমি তাকে দিয়েছিলাম ইনজীল যার মধ্যে ছিল পথনির্দেশ ও আলো এবং (তা ছিল) তার সামনে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ।

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ
بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। আর ইন্‌জীলের ধারকরা যেন আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে। এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী (ফাসিক)।

وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ
مِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং আমি তোমার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর সামনে যা আছে তার (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যায়নকারী ও এর (পূর্ববর্তী কিতাবের) সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা তুমি তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা থেকে দূরে থেকে তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই এক উম্মত (ধর্মভুক্ত) করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান, সুতরাং কল্যাণকর কাজে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌রই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল, অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন-

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَ
احْذَرْهُمْ أَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۚ وَ
إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা তুমি তাদের মাঝে বিচার-ফায়সালা কর, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, তাদের কতক অপরাধের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই অবশ্যই পাপাচারী (ফাসিক)।

ع ৭ রুকূ ১১

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ
يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধান কামনা করে? আর নিশ্চিত বিশ্বাস করে এমন সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে কে আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক উত্তম?

৫১। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। এবং তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে নিশ্চয় সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং যাদের হৃদয়ে রোগ* আছে তুমি তাদেরকে তাদের (ইহুদী ও নাসারাদের) দিকে দ্রুত ধাবিত হতে দেখবে এ বলে যে, 'আমরা আশঙ্কা করি, মন্দ অবস্থা আমাদেরকে আঘাত করবে।' শীঘ্রই আল্লাহ্ (তোমাদেরকে) বিজয় অথবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন সিদ্ধান্ত দিবেন, ফলে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল তার জন্য অনুতপ্ত হবে।

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে, এরাই কি তারা যারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করেছিল- তাদের দৃঢ় কসম যে, নিশ্চয় তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আছে? তাদের কর্মসমূহ বিফল হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে যে তার দ্বীন হতে ফিরে যাবে (মুরতাদ হবে), অচিরেই আল্লাহ্ (তার স্থলে) এমন এক সম্প্রদায়কে আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসে; তারা মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা দান করেন এবং আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে তারা- যারা বিনীত হয়ে সালাত (নামায) কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾

ع ١٢ ৮ রুকূ ১২

৫৬। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, তবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী হবে।

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেলা হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদেরকে ও কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর- যদি তোমরা মু'মিন হও।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং যখন তোমরা সালাতের (নামাযের) দিকে ডাক তখন তারা একে উপহাস ও খেলা হিসেবে গ্রহণ করে। এটা এ কারণে যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা অনুধাবন করে না।

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। বল, 'হে আহলে কিতাব! কেবল এ কারণেই কি তোমরা আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছ যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি ও আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি এবং যা পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছিল তার প্রতি, এবং এ কারণেও যে, তোমাদের অধিকাংশই পাপাচারী (ফাসিক)?'

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬০। বল, 'আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিফলস্বরূপ এর চেয়েও নিকৃষ্ট কিছুর সংবাদ দেব যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেছিলেন, যাদের উপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে তিনি বানর ও শুকর বানিয়েছিলেন এবং তারা তাগুতের ইবাদত করেছিল? তারাই মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।'

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ
اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيْرَ وَ
عَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ
السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং যখন তারা তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি', অথচ তারা (তোমার নিকট) কুফর নিয়েই প্রবেশ করেছে এবং তা নিয়েই বের হয়েছে। এবং তারা যা গোপন করত সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানেন।

وَ اِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَ قَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ
خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। এবং তুমি তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশকেই দেখবে তারা পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং অবৈধ ভক্ষণে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। তারা যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট!

وَ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ
اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। রব্বানীরা (আল্লাহ্ ওয়ালা ব্যক্তিরা) ও পন্ডিতরা কেন তাদেরকে তাদের পাপকথা বলা ও অবৈধ ভক্ষণ হতে নিষেধ করে না? এরা যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট!

لَوْ لَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَ
اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। এবং ইহুদিরা বলে, 'আল্লাহ্‌র হাত শৃঙ্খলিত; (আসলে) তাদের হাতই (ঘাড়ের সাথে) শৃঙ্খলিত এবং তারা যা বলেছে তার জন্য তাদেরকে লা'নত করা হয়েছে। বরং তাঁর দু'হাতই প্রসারিত; যেভাবে ইচ্ছা করেন তিনি ব্যয় করেন। আর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী অবশ্যই বৃদ্ধি করবে। এবং তাদের মাঝে আমি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি। যখনই তারা যুদ্ধের* আগুন জ্বালিয়েছে তখন আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দিয়েছেন, এবং তারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা চালায়। আর আল্লাহ্ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ
لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ
يَشَآءُ ؕ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ
رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ؕ وَ اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ
الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ
اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَ اللّٰهُ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ অবশ্যই মোচন করে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে অবশ্যই প্রবেশ করাতাম।

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ
لَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং যদি তারা তাওরাত, ইনজীল ও তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা কায়েম করত তাহলে অবশ্যই তারা তাদের উপর দিক থেকে ও পায়ের নিচ থেকে (আসা রিযিক) আহার করত। তাদের মধ্যে রয়েছে একটি মধ্যপন্থী উম্মত (দল)। কিন্তু তাদের অনেকেই যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট!

৭ ع ৮ ৯ রুকু ১৩

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَآ اُنْزِلَ
اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ
اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬৭। হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও*। আর যদি না কর তাহলে তুমি তাঁর রিসালাত (পয়গাম) পৌঁছালে না। এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ (এর ক্ষতি) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা কোন কিছুর উপরই (প্রতিষ্ঠিত) নও যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইন্‌জীল ও তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (কুরআন) কায়েম কর।' আর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অবশ্যই তাদের অনেককে অবাধ্যতা ও কুফরীতে বৃদ্ধি করবে, সুতরাং তুমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে এবং যারা সাবেয়ী ও নাসারা- যারাই আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। অবশ্যই আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তাদের নিকট বহু রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই কোন রাসূল তাদের নিকট এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা তাদের মনের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত তখন তারা তাদের (রাসূলদের) একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং একদলকে হত্যা করেছে।

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। এবং তারা মনে করেছিল যে, (তাদের) কোন ফিতনা (বিপর্যয়) হবে না, ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে রইল, এরপর আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করেছিলেন, এরপর তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্', অথচ মাসীহ্ বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর যিনি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয় যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে অবশ্যই আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। এবং জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।'

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

৭৩। অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তিন জনের তৃতীয়জন', অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আর তারা যা বলে তা থেকে যদি তারা নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

৭৪। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র দিকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে না এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না, অথচ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু?

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭৫। মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়, তার পূর্বেও রাসূলরা গত হয়েছে। এবং তার মা ছিল সত্যবাদী। তারা দু'জন খাবার খেত। লক্ষ্য কর, কিভাবে আমি তাদের জন্য আয়াতসমূহ বর্ণনা করি, এরপর লক্ষ্য কর, কিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে!

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۭ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয়, অথচ আল্লাহ্ই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী?'

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۭ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾

৭৭। বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না এবং তোমরা এমন লোকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, এবং অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে।'

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾ ع

١٠ ع ١١ ١٢ ১০ রুকু ১৪

৭৮। বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তাদেরকে (যাবূরে) দাঊদের ও (ইন্‌জীলে) মারইয়ামের পুত্র ঈসার ভাষায় লা'নত করা হয়েছিল। এটা এ কারণে যে, তারা অমান্য করেছিল এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। তারা যে মন্দ কাজ করত তা থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট!

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। তাদের অনেককে তুমি যারা কুফরী করেছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তারা তাদের নিজেদের জন্য যা অগ্রে পাঠিয়েছে তা কতই না নিকৃষ্ট যে, আল্লাহ্ তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা শাস্তির মধ্যে স্থায়ী হবে।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। আর যদি তারা আল্লাহ্, নবী ও তার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে ঈমান আনত তাহলে তারা তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অধিকাংশই পাপাচারী (ফাসিক)।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾

৮২। যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদীদেরকে ও যারা শরীক করেছে তাদেরকে অবশ্যই তুমি সবচেয়ে কঠোর (দেখতে) পাবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি হৃদ্যতায় তাদের (মানুষের) মধ্যে অবশ্যই তাদেরকে সবচেয়ে নিকটবর্তী (দেখতে) পাবে যারা বলে, 'আমরা নাসারা।'এটা এ কারণে যে, তাদের (নাসারাদের) মধ্যে রয়েছে বহু পাদ্রী ও সংসার-বিরাগী, এবং এ কারণেও যে, তারা অহংকার করে না।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا نَصٰرٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

পারা-৭

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩। এবং রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা যখন তারা শোনে তখন তারা যে সত্য জেনেছে তার কারণে তুমি তাদের চক্ষুসমূহকে অশ্রুপ্লাবিত হতে দেখবে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের সাথে তালিকাভুক্ত করুন।

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾

৮৪। আর আমাদের কী (অজুহাত) আছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তার প্রতি ঈমান আনব না, অথচ আমরা প্রত্যাশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎকর্মশীল সম্প্রদায়ের সাথে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন?'

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫। সুতরাং তারা যা বলেছে সে কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে পুরস্কার দিয়েছেন জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এবং এটি সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

৮৬। আর যারা কুফরী করেছে ও আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে তারাই তীব্র আগুনের অধিবাসী।

॥ ع ১১ রুকূ ১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭। ওহে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন তা তোমরা হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও পবিত্র রিযিক* দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী (মু'মিন)।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

৮৯। তোমাদের অসার কসমসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যে কসম তোমরা দৃঢ়ভাবে কর সে ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। অতএব এর কাফ্‌ফারা হল দশজন মিসকিনকে (অভাবগ্রস্তকে) মধ্যম মানের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনকে খেতে দাও, অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি। কিন্তু যদি কেউ (তা) না পায় তাহলে (তার জন্য বিধান হল) তিন দিন রোযা রাখা। এটা তোমাদের কসমসমূহের কাফ্‌ফারা যখন তোমরা কসম কর। এবং তোমরা তোমাদের কসমসমূহের হেফাজত কর। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

৯০। ওহে যারা ঈমান এনেছ! মদ*, জুয়া, (মূর্তিপূজার) বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর কেবল অপবিত্রতা ও শয়তানে কাজ, সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

৯১। মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান কেবল তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সালাত (নামায) হতে তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায়, তবে কি তোমরা (এগুলো থেকে) বিরত* হবে?

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৯২। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও, কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾

৯৩। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা (পূর্বে) যা খেয়েছে তার জন্য তাদের কোন অপরাধ নেই, যখন তারা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, এরপর (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে ও ঈমান আনে, এরপর (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

١٢ ع ٢ ১২ রুকূ ২

৯৪। ওহে যারা ঈমান এনেছ! অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন (ইহ্‌রাম অবস্থায়) কিছু শিকার দিয়ে যা (সহজে) তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালে আসে, যাতে আল্লাহ্ জেনে নিতে পারেন (স্পষ্ট করতে পারেন) কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে, সুতরাং এরপরে যে সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾

৯৫। ওহে যারা ঈমান এনেছ! ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার হত্যা করো না। এবং তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে তার দণ্ড হল যেটি সে হত্যা করেছে তার অনুরূপ গবাদি পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, যা কুরবানীর পশু হিসাবে কা'বাতে পৌছানো হবে অথবা (এর) কাফ্‌ফারা হল মিসকীনকে (অভাবগ্রস্তকে) খাদ্য দান করা কিংবা সমসংখ্যক* রোযা রাখা, যাতে সে তার কাজের মন্দ ফল ভোগ করতে পারে। যা হয়ে গেছে আল্লাহ্ তা মার্জনা করেছেন। কিন্তু যে পুনরাবৃত্তি করবে আল্লাহ্ তাকে উচিত শাস্তি দিবেন। এবং আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও উচিত শাস্তিদাতা।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًاۢ بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

৯৬। তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হল, তোমাদের জন্য ও যাত্রীদলের জন্য ভোগ্য সামগ্রী হিসেবে, কিন্তু যতক্ষণ তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হল। এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। আল্লাহ্ পবিত্র ঘর কা'বাকে মানুষের জন্য জীবনধারণের অবলম্বন বানিয়েছেন এবং হারাম মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরানো কুরবানীর পশুকেও। এটি (এ জন্য), যাতে তোমরা জানতে পার যে, আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্ জানেন, এবং এও যে, আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ۚ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٧﴾

৯৮। জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর, এবং এও যে, আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾

৯৯। রাসূলের দায়িত্ব কেবল পৌছে দেয়া। আর তোমরা যা প্রকাশ কর ও যা গোপন রাখ আল্লাহ্ তা জানেন।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০০। বল, 'মন্দ ও ভাল সমান নয়, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর হে বুদ্ধিমানরা! যাতে তোমরা সফল হতে পার।'

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১৩ রুকূ ৩

১০১। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হয় তবে তা তোমাদেরকে কষ্ট দিবে, আর যদি কুরআন অবতীর্ণ করার সময় তোমরা সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন কর তাহলে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হবে। আল্লাহ্ (যেগুলো অতীত) সেগুলো মার্জনা করেছেন। এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

১০২। তোমাদের পূর্বেও এক সম্প্রদায় এমন প্রশ্ন করেছিল, এরপর তারা সে কারণে অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল।

قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। আল্লাহ্ কোন বাহীরা* সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম বানাননি, কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে। এবং তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۗ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়,'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে এসো', তখন তারা বলে, 'আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি।' যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না এবং তারা সঠিকপথপ্রাপ্তও ছিল না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۗ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে যত্নবান হও। যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তোমরা সঠিকপথ অবলম্বন করবে। আল্লাহ্‌রই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল, অতঃপর তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কারো কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী রাখবে যদি তোমরা যমীনে সফরে থাক এবং মৃত্যুর বিপদ তোমাদেরকে আক্রান্ত করে; নামাযের পর তাদের দু'জনকে অপেক্ষমান রাখবে এবং যদি তোমরা (তাদের সততার ব্যাপারে) সন্দেহ কর তাহলে তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করবে (এই বলে যে), 'এর (কসমের) বিনিময়ে আমরা কোন মূল্য গ্রহণ করব না (তার পক্ষেও) যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আমরা আল্লাহ্‌র (নির্দেশিত) সাক্ষ্য গোপন করব না, (করলে) তখন নিশ্চয় আমরা অবশ্যই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۗ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। অতঃপর যদি এটা প্রকাশ পায় যে, তারা দু'জন (মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে) পাপের পাত্র হয়েছে তাহলে যারা (মীরাসের) অধিক হকদার তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দু'জন তাদের দু'জনের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে, 'অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য থেকে অধিক সত্য এবং আমরা সীমালঙ্ঘন করিনি, (করলে) তখন নিশ্চয় আমরা অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ۖ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮। এটি নিকটতর (পদ্ধতি) যে, তারা যথাযথভাবে সাক্ষ্য দিবে অথবা তারা ভয় করবে যে, তাদের কসমের পর (অন্য সাক্ষীদের) কসমের পুনরাবৃত্তি করা হবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও শ্রবণ কর। আর আল্লাহ্‌ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

ع ১৪ রুকূ ৪

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۚ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾

১০৯। যেদিন আল্লাহ্‌ রাসূলদেরকে একত্র করবেন এবং বলবেন, 'তোমাদেরকে কী উত্তর দেয়া হয়েছিল?' তারা বলবে, 'আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন।'

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِىْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾

১১০। যখন আল্লাহ্‌ বলবেন, 'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার মায়ের প্রতি আমার নেয়ামত স্মরণ কর, যখন রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) -এর মাধ্যমে আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম, তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সেও, এবং যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত (প্রজ্ঞা), তাওরাত ও ইন্‌জীল শিক্ষা দিয়েছিলাম, এবং যখন তুমি কাদা মাটি দ্বারা আমার ইচ্ছায় পাখীর আকৃতি সদৃশ তৈরী করতে এবং এতে ফুঁ দিতে, ফলে আমার ইচ্ছায় তা পাখী হয়ে যেত, এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে তুমি আমার ইচ্ছায় নিরাময় করতে, এবং যখন তুমি আমার ইচ্ছায় মৃতকে (কবর থেকে জীবিত করে) বের করতে, এবং যখন আমি তোমার থেকে বনী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত করেছিলাম যখন তুমি তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিলে এবং তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলেছিল, 'এটা সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।'

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১। এবং যখন আমি হাওয়ারীদের প্রতি ওহী করেছিলাম যে, 'তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন,' তারা বলেছিল, 'আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।'

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۚ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। যখন হাওয়ারীরা বলেছিল,'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা! আপনার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে একটি খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ করতে সক্ষম?' সে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর- যদি তোমরা মু'মিন হও।'

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩। তারা বলেছিল,'আমরা চাই যে, আমরা তা থেকে খাব ও আমাদের হৃদয় প্রশান্ত হবে এবং জানব যে, আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন এবং আমরা এ বিষয়ে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪। মারইয়ামের পুত্র ঈসা বলল, 'হে আল্লাহ্‌, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ করুন যেটি হবে আমাদের জন্য একটি আনন্দোৎসব- আমাদের সমসাময়িকদের জন্য ও আমাদের পরবর্তীদের জন্য এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন। আর আমাদেরকে রিযিক দান করুন এবং আপনিই উত্তম রিযিকদাতা।'

১১৫। আল্লাহ্ বললেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তা অবতীর্ণ করব, কিন্তু এরপরে তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে, নিশ্চয় আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যে শাস্তি আমি জগৎসমূহের কাউকে দেব না।'

১৫ ع ৫ ১৫ রুকূ ৫

قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مُنَزِّلُهَا عَلَیْكُمْ ۚ فَمَنْ یَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّیْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৬। এবং যখন (হাশরের মাঠে) আল্লাহ্ বলবেন, 'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মা'কে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ কর?' সে বলবে, 'পবিত্র আপনি, যে বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই সে বিষয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আমার মনে যা আছে তা আপনি জানেন, কিন্তু আপনার মনে যা অছে তা আমি জানি না। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন।

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَاُمِّیَ اِلٰهَیْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا یَكُوْنُ لِیْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَیْسَ لِیْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ﴿۱۱۶﴾

১১৭। আপনি আমাকে যা নির্দেশ করেছিলেন তা ছাড়া তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি (তা এই) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর যিনি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, এবং আমি তাদের (কার্যকলাপের) সাক্ষী ছিলাম যত দিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, কিন্তু যখন আপনি আমাকে মৃত্যু দিলেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের (কার্যকলাপের) পর্যবেক্ষক। এবং আপনি সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِیْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ﴿۱۱۷﴾

১১৮। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তাহলে নিশ্চয় আপনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।'

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۱۱۸﴾

১১৯। আল্লাহ্ বলবেন, 'এই দিন সত্যবাদীদের সত্যবাদীতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটিই মহাসাফল্য।'

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۱۱۹﴾

১২০। আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে তার রাজত্ব আল্লাহ্‌রই এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

১৬ ع ৬ ১৬ রুকূ ৬

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِیْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۲۰﴾

৬. সূরা আন'আম, মাক্কী

১৬৫ আয়াত, ২০ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٦-سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٦٥، رُكُوْعَاتُهَا-٢٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ
وَالنُّوْرَ ۬ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ①

১। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এবং বানিয়েছেন অন্ধকার ও আলো। এরপরও যারা কুফরী করেছে তারা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ নির্ধারণ করে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ
ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ②

২। তিনিই তোমাদেরকে কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর একটি সময় (মৃত্যুর সময়) নির্দিষ্ট করেছেন এবং তাঁর নিকট রয়েছে একটি নির্ধারিত সময় (কিয়ামত), এরপরও তোমরা সন্দেহ কর।

وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ
وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ③

৩। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ্‌। তোমাদের গোপন বিষয় ও তোমাদের প্রকাশ্য বিষয় তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ④

৪। আর তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ থেকে এমন কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসে না যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا
كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑤

৫। তারা তো সত্যকে মিথ্যা অভিহিত করেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে। কিন্তু অচিরেই তাদের কাছে সে সংবাদ (কিয়ামত) আসবে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ
مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا
الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا
مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ⑥

৬। তারা কি দেখেনি, আমি তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি? তাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিনি এবং তাদের উপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি প্রেরণ করেছিলাম, এবং তাদের নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত করেছিলাম, অতঃপর তাদের অপরাধসমূহের কারণে তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি এবং তাদের পরে অপর এক প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছি।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑦

৭। আর যদি আমি তোমার নিকট কাগজে (লিখিত) কিতাবও অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা তা তাদের হাত দিয়ে স্পর্শও করত তবুও যারা কুফরী করেছে তারা অবশ্যই বলত, 'এটা সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।'

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ
ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ⑧

৮। এবং তারা বলে, 'তার নিকট (সতর্ককারীরূপে) কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন?' আর যদি আমি ফেরেশতা অবতীর্ণ করতাম তাহলে অবশ্যই বিষয়টি ফয়সালা হয়ে যেত, এরপর তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হত না।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ⑨

৯। এবং যদি আমি তাকে (রাসূলকে) ফেরেশতা বানাতাম তাহলে অবশ্যই তাকে আমি মানুষ হিসেবে বানাতাম এবং তাদেরকে অবশ্যই সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম যেরূপ বিভ্রমে তারা (এখন) রয়েছে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا
مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑩

١ ع ١٠ ٤ ১ রুকূ ৭

১০। আর অবশ্যই তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা যা* নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা যারা তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল তাদেরকে (বিদ্রূপকারীদেরকে) পরিবেষ্টন করেছিল।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১১। বল, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, এরপর লক্ষ্য কর, কেমন ছিল মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম।'

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

১২। বল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার?' বল, 'আল্লাহ্‌রই', 'দয়া করা'কে তিনি তাঁর নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন কিয়ামতের দিনে, যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যারা তাদের নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না।

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ لِلّٰهِ ۚ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

১৩। এবং রাতে ও দিনে যা কিছু (অর্থাৎ তারকা, চন্দ্র ও সূর্য) অবস্থান করে তা তাঁরই। এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

১৪। বল, 'আমি কি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করব যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, যখন তিনিই (সবাইকে) আহার করান কিন্তু তাঁকে আহার করানো হয় না?' বল, 'নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি প্রথম আত্মসমর্পণকারী হই।' আর তুমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

১৫। বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালককে অমান্য করি তাহলে নিশ্চয় আমি ভয় করি এক ভয়াবহ দিনের শাস্তির।'

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

১৬। সে দিন যাকে তা (শাস্তি) থেকে সরিয়ে রাখা হবে তার প্রতি তিনি দয়াই করে থাকবেন। এবং এটি সুস্পষ্ট সাফল্য।

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

১৭। আর যদি আল্লাহ্‌ তোমাকে কোনো ক্ষতি দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী আর কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাকে কোনো কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

১৮। এবং তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র অধিপতি। এবং তিনিই মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

১৯। বল, 'সাক্ষ্য হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ কী?' বল, 'আল্লাহ্‌ই আমার মাঝে ও তোমার মাঝে সাক্ষী, এবং এই কুরআন আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটা পৌঁছবে তাকে এর মাধ্যমে সতর্ক করতে পারি। তোমরাই কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌ও আছে?' বল, 'আমি সে সাক্ষ্য দেই না'। বল, 'তিনি কেবল এক ইলাহ্‌ এবং তোমরা যা শরীক কর তা থেকে নিশ্চয় আমি দায়িত্বমুক্ত।'

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللّٰهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً أُخْرٰى ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

২০। আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা (অর্থাৎ তাদের আলেমরা) এটিকে* (কুরআনকে) এমনভাবে চিনে যেভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে। যারা তাদের নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।

ع ٢ ٨ — রুকূ ২/৮

الَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۘ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করে? নিশ্চয় জালিমরা সফল হয় না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُونَ ﴿٢١﴾

২২। এবং যেদিন আমি তাদের সকলকে সমবেত করব, এরপর যারা শরীক করেছিল তাদেরকে বলব, 'তোমাদের শরীকরা কোথায়, যাদেরকে তোমরা (আমার শরীক) ধারণা করতে?'

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৩। এরপর তাদের ফিতনা (মিথ্যা কৈফিয়ত) এ ছাড়া আর কিছুই হবে না যে, তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না।'

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۝٢٣

২৪। লক্ষ্য কর, তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলবে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করত তা (অর্থাৎ মিথ্যা উপাস্যরা) তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে।

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٢٤

২৫। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে, কিন্তু আমি তাদের হৃদয়ের উপর আবরণ তৈরি করেছি, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতা। এবং যদি তারা প্রতিটি নিদর্শন দেখে তবুও তারা এতে ঈমান আনবে না। এমনকি যখন তারা তোমার নিকট এসে তোমার সাথে বিতর্ক করে তখন যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।'

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ
يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ
حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ
اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٢٥

২৬। এবং তারা (অন্যকে) তা (শ্রবণ করা) থেকে নিষেধ করে এবং তারা (নিজেরাও) তা থেকে দূরে থাকে, আর তারা কেবল তাদের নিজেদেরকেই ধ্বংস করে, অথচ তারা অনুভব করে না।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَ
مَا يَشْعُرُوْنَ ۝٢٦

২৭। এবং যদি তুমি দেখতে যখন তাদেরকে আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, 'হায়! যদি আমাদেরকে (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে নেয়া হত তাহলে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।'

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ
بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢٧

২৮। বরং পূর্বে তারা যা গোপন করত তা (এখন) তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে। আর যদি তারা প্রত্যাবর্তিত হয়ও তবে যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা পুনরায় তাই করবে এবং নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا
لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝٢٨

২৯। এবং তারা বলে, 'এটি (অর্থাৎ জীবন) কেবল আমাদের দুনিয়ার জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হবার নই।'

وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝٢٩

৩০। এবং যদি তুমি দেখতে যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, 'এটা কি সত্য নয়?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই, আমাদের প্রতিপালকের কসম।' তিনি বলবেন, 'তাহলে তোমরা যে কুফরী করতে তার জন্য তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর।'

ع ১৩ রুকূ ৭

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوْا
بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝٣٠

৩১। অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলেছে। অবশেষে যখন হঠাৎ তাদের নিকট কিয়ামত আসবে তখন তারা বলবে, 'এ ব্যাপারে আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্য আফসোস', যখন তারা তাদের পিঠে তাদের (পাপের) বোঝা বহন করবে।* জেনে রাখ, তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট!

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۚ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ
اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ۚ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ۝٣١

৩২। আর দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়। এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য অবশ্যই আখিরাতের আবাস উত্তম। তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না?

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۚ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ
لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٣٢

৩৩। অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে তা নিশ্চয় তোমাকে অবশ্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে, তবে নিশ্চয় তারা তোমাকে (ব্যক্তিগতভাবে) মিথ্যাবাদী বলে না, বরং জালিমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে*।

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ
وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝٣٣

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৪। আর অবশ্যই তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলার উপর তারা ধৈর্যধারণ করেছিল এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল যতক্ষণ না তাদের নিকট আমার সাহায্য এসেছিল, এবং আল্লাহ্‌র বাণীসমূহের* কোন পরিবর্তনকারী নেই, এবং অবশ্যই তোমার নিকট রাসূলদের কিছু সংবাদ এসেছে।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰىٓ اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। আর যদি তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট অসহনীয় হয় তাহলে পারলে ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি খোঁজ কর এবং তাদের নিকট কোন নিদর্শন নিয়ে আস। আর যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেকে সঠিকপথের উপর একত্র করতেন, সুতরাং তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। যারা (মন দিয়ে) শ্রবণ করে তারাই কেবল (রাসূলের) ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতদেরকে আল্লাহ্‌ পুনরুত্থিত করবেন, এরপর তাঁরই দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؕ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হল না কেন?' বল, ' নিশ্চয় আল্লাহ্‌ নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম', কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই অথবা তার দুই ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোন পাখী নেই যারা তোমাদের মত এক একটি উম্মত(জাতি) নয়। আমি কিতাবে কোন কিছুই অবহেলা করিনি, এরপর তাদের প্রতিপালকেরই দিকে তাদেরকে সমবেত করা হবে।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত বধির ও বোবা। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা করেন, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন, সরল-সঠিক পথের উপর রাখেন।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٩﴾

৪০। বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমাদের উপর এসে পড়ে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত এসে পড়ে তাহলে তোমরা কি আল্লাহ্‌ ছাড়া (অন্য কাউকে) ডাকবে- যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। বরং (তখন) তোমরা কেবল তাঁকেই ডাকবে এবং তোমরা যে (শাস্তির) কারণে তাঁকে ডাকবে তিনি ইচ্ছা করলে তা দূর করে দিবেন এবং (তখন) তোমরা যা শরীক করতে তা ভুলে যাবে।'

ع ১০ ৪ রুকু ১০

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে বহু উম্মতের নিকট (রাসূল) প্রেরণ করেছি, অতঃপর তাদেরকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করেছি, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। অতঃপর যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আসল তখন তারা কেন কাকুতি-মিনতি করল না? কিন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করত শয়তান তা তাদের নিকট শোভনীয় করেছিল।

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। অতঃপর যখন তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তা ভুলে গেল তখন আমি তাদের জন্য সব কিছুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে যখন তাদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তাতে তারা উৎফুল্ল হল তখন হঠাৎ তাদেরকে আমি পাকড়াও করলাম, ফলে তৎক্ষনাৎ তারা হতাশাগ্রস্থ হল।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ ؕ حَتّٰىٓ اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৫। অতঃপর জালিম সম্প্রদায়ের মূল কেটে দেয়া হল। আর সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন তাহলে আল্লাহ্‌ ছাড়া কে সেই ইলাহ্‌ যে তোমাদেরকে তা ফিরিয়ে দিবে?' লক্ষ্য কর, কিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি, এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি হঠাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর এসে পড়ে তাহলে জালিম সম্প্রদায় ছাড়া আর কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?'

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। আর আমি রাসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করি, সুতরাং যারা ঈমান আনবে ও (নিজেদেরকে) সংশোধন করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে, তাদেরকে শাস্তি স্পর্শ করবে,কারণ তারা পাপাচার করত।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। বল, 'আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি অদৃশ্যও জানি না এবং আমি তোমাদেরকে বলি না যে, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা, আমি কেবল তা-ই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী করা হয়।' বল, 'দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন কি সমান? তবে কি তোমরা চিন্তা কর না?'

ع ৫ রুকু ১১

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং তুমি এর (কুরআন) দ্বারা তাদেরকে সতর্ক কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের দিকে সমবেত করা হবে, যখন তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক ও কোন সুপারিশকারী থাকবে না, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ডাকে তাদেরকে তুমি বিতাড়িত* করো না। তাদের হিসাবের কোনো কিছুই তোমার উপর নয় এবং তোমার হিসাবের কোনো কিছুই তাদের উপর নয়, সুতরাং তাদেরকে বিতাড়িত করলে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং এভাবেই আমি তাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করেছি যাতে তারা বলতে পারে, আমাদের মধ্য থেকে তাদের উপরই কি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করলেন? আল্লাহ্‌ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত নন?

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তাদেরকে তুমি বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি), তোমাদের প্রতিপালক 'দয়া করা'কে তাঁর নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর এরপরে তওবা করে ও (নিজেকে) সংশোধন করে তাহলে তিনি (আল্লাহ্‌) অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৫। এবং এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এবং যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

ع ৬ রুকু ১২

৫৬। বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তাদের ইবাদত করতে নিশ্চয় আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।' বল, 'আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না, করলে অবশ্যই আমি পথভ্রষ্ট হব এবং আমি সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হব না।'

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। বল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তোমরা তা মিথ্যা অভিহিত করেছ। তোমরা যা (আযাব) তাড়াতাড়ি পেতে চাচ্ছ, তা আমার কাছে নেই। হুকুম আল্লাহ্‌রই, তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী।'

قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। বল, 'তোমরা যা তাড়াতাড়ি পেতে চাচ্ছ* তা যদি আমার নিকট থাকত তাহলে আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝে বিষয়টি অবশ্যই ফয়সালা হয়ে যেত।' আর আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং তাঁরই কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া অন্য কেউ সেগুলো সম্পর্কে জানে না। এবং স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে তা তিনিই জানেন। এবং তার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না এবং যমীনের অন্ধকারে কোন শস্য দানা নেই এবং নেই কোনো ভেজা ও শুষ্ক বস্তু বরং তা (সবই) একটি সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান - এবং দিনে তোমরা যা কামাই কর তা তিনি জানেন - এরপর তাতে (দিনে) তোমাদেরকে তিনি পুনর্জীবিত করেন যাতে একটি নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হয়, এরপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, এরপর তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

ع ৭ রুকু ১৩

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰۤى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং তিনিই তার বান্দাদের উপর একচ্ছত্র অধিপতি এবং তিনিই প্রেরণ করেন তোমাদের উপর (আমলনামা) সংরক্ষণকারীদেরকে। অবশেষে যখন তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু আসে তখন আমার রাসূলরা (ফেরেশতারা) তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা অবহেলা করে না।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। এরপর তাদের সত্য প্রভু আল্লাহ্‌র দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। জেনে রাখ, বিচার তাঁরই কর্তৃত্বে এবং তিনিই সবচেয়ে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

ثُمَّ رُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। বল, 'কে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে, যখন তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তাঁকে ডাক (এ কথা বলে যে) 'অবশ্যই যদি তিনি আমাদেরকে এ (বিপদ) থেকে উদ্ধার করেন তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব?'

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। বল, 'আল্লাহ্ই তোমাদেরকে এ (বিপদ) থেকে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন, এরপরও তোমরা শরীক কর।'

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। বল, 'তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি পাঠাতে কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং তোমাদের একদলকে অপর দলের শক্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে তিনিই সক্ষম।' লক্ষ্য কর, কিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা বুঝতে পারে।

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾ؕ

৬৬। আর তোমার সম্প্রদায় এটিকে (কুরআনকে) মিথ্যা অভিহিত করেছে, অথচ তা সত্য। বল, 'আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ؗ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। প্রত্যেক সংবাদের (ঘটনার) জন্য একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।'

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। এবং যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে অনর্থক কথায় লিপ্ত হয় তখন তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করবে, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং তাদের (জালিমদের) হিসাবের কোন কিছুই তাদের উপর নয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। কিন্তু উপদেশ দেয়া (তাদের কর্তব্য) যাতে তারা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করতে পারে।

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ؒ

৭০। আর তুমি তাদেরকে (আমার কাছে) ছেড়ে দাও যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছে, এবং তুমি এর (কুরআন) মাধ্যমে উপদেশ দাও যাতে কেউ সে যা অর্জন করেছে সে কারণে ধ্বংস না হয়। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তার জন্য কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও না, এবং যদি সে বিনিময় হিসেবে সবকিছু প্রদান করে তবুও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। ওরাই তারা যাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে, তারা যা অর্জন করত সে কারণে, তাদেরই জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, তারা যে কুফরী করত সে কারণে।

ع ١٤ ٨ রুকূ ৮ ১৪

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۪ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ۙ

৭১। বল, 'আমরা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের উপকার করে না এবং আমাদের অপকারও করে না? এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে সঠিকপথ প্রদর্শনের পর আমাদেরকে কি সেই ব্যক্তির মত পিছনে ফিরিয়ে নেয়া হবে যাকে শয়তানরা পৃথিবীতে হতবুদ্ধি করে প্ররোচিত করেছে?' তার রয়েছে অনেক সহচর যারা তাকে ডেকে বলে, 'সঠিক পথে আমাদের নিকট আস।' বল, 'আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ এবং আমরা আদিষ্ট হয়েছি জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে-

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং (বল) যে, তোমরা সালাত (নামায) কায়েম কর এবং তাঁকে ভয় কর। এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।'

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۬ؕ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং তিনিই সত্যসহ (সঠিক লক্ষ্যে) আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এবং (ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর) যে দিন তিনি বলবেন, 'হও' তখন তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য। এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সেদিন রাজত্ব তাঁরই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী। এবং তিনিই মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ।

৭৪। এবং যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল, 'আপনি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করেন? নিশ্চয় আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি।'

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব দেখাই এবং যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। এবং যখন রাত্রি তাকে (অন্ধকার দ্বারা) আচ্ছন্ন করল তখন সে একটি (উজ্জ্বল) নক্ষত্র দেখল, সে বলল, 'এটি আমার প্রতিপালক।' অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'অস্তমিতদেরকে আমি ভালবাসি না।'

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল তখন বলল, 'এটি আমার প্রতিপালক।' অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'আমার প্রতিপালক যদি আমাকে সঠিকপথ প্রদর্শন না করেন তাহলে অবশ্যই আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, 'এটি আমার প্রতিপালক, এটি সবচেয়ে বড়।' অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা শরীক কর নিশ্চয় আমি তা থেকে দায়িত্বমুক্ত।

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। নিশ্চয় আমি একত্ববাদী হয়ে আমার চেহারাকে তাঁর দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই,'

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। এবং তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্ক করল। সে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্ক করছ, যখন তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন? এবং তোমরা যা তাঁর সাথে শরীক কর তা আমি ভয় করি না (কারণ তা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না) যদি না আমার প্রতিপালক কিছু (ক্ষতির) ইচ্ছা করেন। আমার প্রতিপালক সবকিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ۚ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ۚ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। আর তোমরা যা শরীক কর তা আমি কিভাবে ভয় করব, অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করতে ভয় কর না- যে বিষয়ে তিনি তোমাদের উপর কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং দুই দলের মধ্যে কোনটি নিরাপত্তার অধিক হকদার- যদি তোমরা জান?

وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۚ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨١﴾

৮২। যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম (শির্‌ক)* দ্বারা মিশ্রিত করেনি, তাদেরই জন্য নিরাপত্তা এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।'

৭ ع ১২ ১৫ ৯ রুকূ ১৫

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। আর এটি আমার যুক্তি-প্রমাণ যা আমি ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়। আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকে মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী।

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ۚ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮৪। এবং আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুবকে। এদের প্রত্যেককে সঠিকপথ প্রদর্শন করেছিলাম এবং এর পূর্বে নূহকেও সঠিকপথ প্রদর্শন করেছিলাম এবং তার বংশধরের মধ্য থেকে দাঊদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও। আর এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই-

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলইয়াসকেও (সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলাম)। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত-

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং (সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলাম) ইসমা'ঈল, আল-ইয়াসা'আ, ইউনুস ও লূতকে। এবং প্রত্যেককে আমি জগৎসমূহের (বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর) উপর মর্যাদা দান করেছিলাম-

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং এদের পিতৃ-পুরুষ, বংশধর ও ভাইদের কয়েকজনকেও। এবং আমি তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম।

وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾

৮৮। এটি আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশনা (হেদায়াত), তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন তিনি এর মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। আর যদি তারা শরীক করত তাহলে তারা যা করত তা অবশ্যই বিফল হত।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। ওরাই তারা যাদেরকে আমি কিতাব, বিচার-বিবেচনা ও নবুয়্যত দান করেছিলাম, সুতরাং যদি এরা এগুলোকে অবিশ্বাস করে, তবে অবশ্যই আমি এমন এক সম্প্রদায়ের উপর এগুলোর দায়িত্ব অর্পণ করব যারা এগুলোকে অবিশ্বাস করবে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾

৯০। ওরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলেন, সুতরাং তুমি তাদের সঠিক পথ অনুসরণ কর। বল, 'এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। এটি (কুরআন) জগৎসমূহের জন্য একটি উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়।'

١٠ ع ١٢ ১০ রুকূ ১৬

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯১। আর তারা আল্লাহকে তাঁর যথাযথ মুল্যায়ন করেনি যখন তারা বলেছিল, 'আল্লাহ্ মানুষের উপর কিছুই অবতীর্ণ করেননি'। বল, 'মূসা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশনাস্বরূপ যে কিতাব নিয়ে এসেছিল তা অবতীর্ণ করেছেন কে, যাকে তোমরা বিভিন্ন পাতা বানাও (অর্থাৎ লিখে রাখ) ও যা (অর্থাৎ যার কিছু) তোমরা প্রকাশ কর এবং যার অধিকাংশ তোমরা গোপন কর, অথচ তোমাদেরকে (কুরআনের মাধ্যমে) এমন কিছু শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা তোমরা জানতে না এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরাও না? বল, 'আল্লাহ্ই (তা অবতীর্ণ করেছেন)', এরপর তাদেরকে তাদের অনর্থক কথায় খেলাচ্ছলে লিপ্ত থাকতে দাও।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩١﴾

৯২। এবং এটি একটি কিতাব যা আমি অবতীর্ণ করেছি, এটি বরকতময় এবং এর সামনে যা আছে তার (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যায়নকারী এবং যাতে তুমি সতর্ক করতে পার জনপদসমূহের মা'কে (মক্কার লোকদেরকে) ও যারা আছে এর চারপাশে তাদেরকে। এবং যারা ঈমান আনে আখিরাতের উপর এবং ঈমান আনে এটির উপর এবং তারা তাদের সালাতের (নামাযের) ব্যাপারে যত্নবান।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩। আর তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, 'আমার নিকট ওহী করা হয়েছে, অথচ তার প্রতি কিছুই ওহী করা হয়নি এবং যে বলে, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন শীঘ্রই আমি তার অনুরূপ অবতীর্ণ করব?' আর যদি তুমি দেখতে যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতারা তাদের হাত বাড়িয়ে দিবে (এবং বলবে), 'বের কর তোমাদের প্রাণ। আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তি দেয়া হবে, কারণ তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অসত্য বলতে ও তাঁর আয়াতসমূহ হতে অহঙ্কার করে বিরত থাকতে।'

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকট একা একা এসেছ যেভাবে আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, এবং তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তোমরা তা তোমাদের পিছনে ফেলে এসেছ, আর তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদেরকেও দেখছি না যাদেরকে তোমরা তোমাদের (ইবাদতের) মধ্যে শরীক ধারণা করতে। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা ধারণা করতে তা তোমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ؕ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٤﴾

ع ১৪ ১১ রুকূ ১৭

৯৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ শস্যদানা ও বীজ অঙ্কুরিত করেন, তিনি মৃত থেকে জীবিত বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃত বের করেন। এই হচ্ছেন আল্লাহ্; সুতরাং তোমাদেরকে কিভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক এবং তিনি বানিয়েছেন বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে। এটি মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞানীর নির্ধারণ।

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٩٦﴾

৯৭। এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি বানিয়েছেন যাতে এগুলো দ্বারা স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পেতে পার। আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। এবং তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য রয়েছে অবস্থানস্থল ও বিশ্রামস্থল। আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা বুঝে।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯। এবং তিনিই আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন, অতঃপর আমি (আল্লাহ্) তা দিয়ে সবকিছুর চারা উৎপন্ন করি, অতঃপর তা থেকে সবুজ (উদ্ভিদ) উৎপন্ন করি, যা থেকে উৎপন্ন করি ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা, এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে নাগালে থাকা (ঝুলন্ত) কাঁদি, এবং আংগুরের বাগান, যায়তুন* ও আনার- যেগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন। লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং এর পরিপক্কতার প্রতি। নিশ্চয় এগুলোতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

١٣ ع ١٨ ১২ রুকু ১৮

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। এবং তারা জ্বীনদেরকে (অর্থাৎ জ্বীন শয়তানদেরকে) আল্লাহ্‌র জন্য শরীক নির্ধারণ করেছে, অথচ তিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা কোন জ্ঞান ছাড়াই তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা সন্তান উদ্ভাবন করেছে। তারা যে গুণ বর্ণনা করে তা হতে তিনি পবিত্র এবং অনেক ঊর্ধ্বে।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

১০১। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উদ্ভাবক। তাঁর সন্তান হবে কিভাবে যখন তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই? এবং তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾

১০২। এই হচ্ছেন আল্লাহ্‌, তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর, এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ؗ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٣﴾

১০৩। দৃষ্টিসমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না কিন্তু তিনি দৃষ্টিসমূহকে প্রত্যক্ষ করছেন, এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٤﴾

১০৪। (হে নবী বল) 'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে (জ্ঞানের) আলোকবর্তিকা, সুতরাং যে (তা) দেখবে সেটি তার নিজেরই কল্যাণের জন্য, আর যে অন্ধ হয়ে থাকবে তার দায়ভার তার নিজেরই উপর। আর আমি তোমাদের সংরক্ষক নই।'

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। এবং এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি, ফলে তারা বলে, 'তুমি (অন্য কারো কাছ থেকে) শিখেছ,'* আর আমি তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে।

اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই এবং তুমি মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ؕ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٧﴾

১০৭। আর যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন তাহলে তারা শরীক করত না। এবং আমি তোমাকে তাদের উপর কোন সংরক্ষক বানাইনি, এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়কও নও।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮। এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না, কারণ তারা সীমালঙ্ঘন করে কোন জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ্‌কে গালি দিবে*। এভাবেই আমি প্রত্যেক উম্মতের (ধর্মীয় গোষ্ঠীর) জন্য তাদের কাজকর্মকে শোভণীয় করেছি। এরপর তাদের প্রতিপালকের দিকেই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, অতঃপর তারা যা করত সে সম্পর্কে তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করেছে- তাদের দৃঢ় কসম যে, যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তাহলে অবশ্যই তারা এতে (কুরআনে) ঈমান আনবে। বল, 'নিদর্শনাবলী (দেয়ার এখতিয়ার) কেবল আল্লাহ্‌র নিকট।' আর কিসে তোমাকে অনুভব করাবে যে, যখন তা আসবে তখন তারা ঈমান আনবে না?

١٣ ع ١٧ ১৩ রুকু ১৯

وَنُقَلِّبُ اَفْـِٔدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১০। এবং আমি তাদের অন্তর ও তাদের দৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দিব যেভাবে তারা এতে (কুরআনে) প্রথমবার ঈমান আনেনি এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দিব।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-৮

১১১। আর যদি আমি তাদের প্রতি ফেরেশতাদেরকে অবতীর্ণ করতাম এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বলত এবং সব কিছুকে তাদের সম্মুখে সমবেত করতাম তবুও তারা ঈমান আনার ছিল না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾

১১২। এবং এভাবেই আমি মানুষ ও জ্বীন শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়েছি, তাদের কতক কতকের প্রতি প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা ওহী করে (অর্থাৎ প্ররোচনা দেয়)। আর যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা তা করত না, সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যা মিথ্যা রচনা করে তা ছেড়ে দাও (উপেক্ষা কর)।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩। এবং (তারা প্ররোচনা দেয়) যাতে যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের অন্তর এর (চমকপ্রদ কথার) প্রতি অনুরাগী হতে পারে এবং যাতে তারা এতে পরিতুষ্ট হতে পারে এবং যাতে তারা যা (পাপ) সম্পাদন করে তা তারা করতে পারে।

وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪। (হে নবী বল) 'তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন বিচারক খোঁজ করব যখন তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিতভাবে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন?' আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা (অর্থাৎ তাদের আলেমরা) জানে যে, এটি (কুরআন) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৫। এবং সত্য ও ন্যায়পরায়ণতায় তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই, এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

১১৬। আর যদি তুমি পৃথিবীতে যারা আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে। তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে; এবং তারা কেবল অনুমান করে।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৭। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সবচেয়ে বেশি জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়, এবং তিনি সঠিক পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও সবচেয়ে বেশি জানেন।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮। সুতরাং তোমরা তা থেকে খাও যাতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়েছে- যদি তোমরা তাঁর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনে থাক।

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯। আর তোমাদের কী (অজুহাত) আছে যে, যাতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়েছে তোমরা তা থেকে খাও না, অথচ তিনি তোমাদের জন্য যা হারাম* করেছেন তা তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন? তবে তোমরা তাতে বাধ্য হলে ভিন্ন কথা। এবং নিশ্চয় অনেকে (হালাল-হারামের ব্যাপারে) কোন জ্ঞান ছাড়াই তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা অবশ্যই (অন্যকে) পথভ্রষ্ট করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০। আর তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ বর্জন কর। নিশ্চয় যারা পাপ অর্জন করে শীঘ্রই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে যা (পাপ) তারা সম্পাদন করত।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১। এবং (জবাই কালে) যাতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়নি তা থেকে তোমরা খেয়ো না, এবং নিশ্চয় তা অবশ্যই পাপাচার। এবং নিশ্চয় শয়তানরা তোমাদের সাথে বিতর্ক করার জন্য তাদের বন্ধুদের প্রতি অবশ্যই ওহী করে (অর্থাৎ প্ররোচনা দেয়)। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তাহলে নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই মুশরিক।

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

১৪ রুকূ ১

১২২। যে ব্যক্তি মৃত ছিল (অর্থাৎ অন্ধকারে ছিল), অতঃপর যাকে আমি জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলো দিয়েছি সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির উপমার মত যে অন্ধকারে রয়েছে, যা থেকে সে বের হবার নয়? এভাবেই কাফিরদের জন্য তা শোভনীয় করা হয়েছিল যা তারা করত।

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। এবং এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে সেখানকার বড় বড় অপরাধীদেরকে নিযুক্ত করেছিলাম যাতে তারা সেখানে ষড়যন্ত্র করতে পারে। কিন্তু তারা কেবল তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে, অথচ তারা অনুভব করে না।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। এবং যখন তাদের* নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, 'আমরা কখনো ঈমান আনব না যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র রাসূলদেরকে যা দেয়া হয়েছিল আমাদেরকেও তা দেয়া হয়।' আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে বেশি জানেন, কোথায় তিনি তাঁর রিসালাত রাখবেন। যারা অপরাধ করেছে, শীঘ্রই তাদেরকে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি আঘাত করবে-আল্লাহ্‌র নিকট (অর্থাৎ আখিরাতে), কারণ তারা ষড়যন্ত্র করত।

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। অতএব আল্লাহ্ যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে চান তিনি তার বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন, এবং যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তিনি তার বক্ষকে সংকীর্ণ ও কঠিন করে দেন, যেন সে আকাশে আরোহণ করছে*। এভাবেই আল্লাহ্ যারা ঈমান আনে না তাদের উপর অপবিত্রতা স্থাপন করেন।

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। আর এটি (ইসলাম) তোমার প্রতিপালকের (নির্দেশিত) সরল-সঠিক পথ। আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে শান্তির আবাস এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তিনি তাদের অভিভাবক।

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। এবং যেদিন তিনি তাদের সকলকে সমবেত করবেন (এবং বলবেন), 'হে জ্বীনের দল! অবশ্যই তোমরা মানুষের মধ্য হতে অনেককে (তোমাদের) অনুগামী করেছিলে।' এবং মানুষের মধ্য হতে তাদের বন্ধুরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক কতকের দ্বারা লাভবান হয়েছে, এবং আমরা আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয়েছি যা আমাদের জন্য আপনি নির্ধারিত করেছিলেন। তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, 'আগুনই তোমাদের আবাসস্থল, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে, তবে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করবেন তা ভিন্ন কথা।' নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

১৫ রুকূ ২

১২৯। এবং এভাবেই তারা যা অর্জন করত সে কারণে আমি জালিমদের এক দলকে অন্য দলের সাথে যুক্ত করে দিব।

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৩০। (আমি তাদেরকে বলব) 'হে জ্বীন ও মানুষের দল! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলরা আসেনি যারা আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করত এবং তোমাদেরকে তোমাদের এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করত?' তারা বলবে, 'আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম' - আর দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল - এবং তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা ছিল কাফির।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا
عَلٰۤى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ
اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। এটা এ জন্য যে, তোমার প্রতিপালক কোন জনপদকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করার নন, যখন তার অধিবাসীরা (রাসূল ও আয়াত সম্পর্কে) অনবহিত।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾

১৩২। আর প্রত্যেকের জন্যই তারা যা করে সে অনুযায়ী মর্যাদা রয়েছে। এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক বেখবর নন।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং তোমার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী ও দয়াশীল। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিতে পারেন এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা করেন (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর* থেকে সৃষ্টি করেছেন।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ
بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। নিশ্চয় তোমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে, এবং তোমরা (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করতে পারবে না।

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থান (পথ-পদ্ধতি) অনুসারে কাজ কর, নিশ্চয় আমিও কাজ করছি, অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার জন্য থাকবে শুভ পরিণাম। নিশ্চয় জালিমরা সফল হয় না।'

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ
مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। আর আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্য থেকে তারা আল্লাহ্‌র জন্য একটি অংশ নির্দিষ্ট করে এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এটি আল্লাহ্‌র জন্য এবং এটি আমাদের শরীকদের (উপাস্যদের) জন্য।' কিন্তু যা তাদের শরীকদের অংশ তা আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না অথচ যা আল্লাহ্‌র অংশ তা তাদের শরীকদের নিকট পৌঁছে। তারা যা বিচার করে* তা কতই না নিকৃষ্ট!

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا
لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ
اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا
يَحْكُمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। আর এভাবেই তাদের শরীকরা (উপাস্যরা) অনেক মুশরিকদের কাছে তাদের সন্তানদের হত্যা করাকে শোভনীয় করেছে যেন তারা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে এবং যেন তারা তাদের দ্বীনকে তাদের নিকট (জুলুম বা শির্‌ক দ্বারা) মিশ্রিত করতে পারে। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে তারা তা করত না, সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তারা যা মিথ্যা রচনা করে তা ছেড়ে দাও (উপেক্ষা কর)।

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ
لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ
فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮। এবং তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, 'এ গবাদি পশুগুলো ও ক্ষেতের ফসল নিষিদ্ধ, আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া কেউ এগুলো খেতে পারবে না, এবং কতক গবাদি পশুর পৃষ্ঠ হারাম করা হয়েছে,' এবং কতক গবাদি পশুর উপর (জবাইকালে) তারা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে না তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে। শীঘ্রই তিনি তাদেরকে প্রতিফল দিবেন তারা যা মিথ্যা রচনা করত সে কারণে।

وَقَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ
بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ
عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯। এবং তারা বলে, 'এ গবাদি পশুগুলোর পেটে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং (তা) আমাদের স্ত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ,' কিন্তু যদি তা মৃত হয় তবে তারা (সকলেই) এতে অংশীদার। শীঘ্রই তিনি তাদের এরূপ গুণ বর্ণনার প্রতিফল তাদেরকে দিবেন। নিশ্চয় তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী।

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ
عَلٰۤى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ
وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا
رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০। অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা নির্বুদ্ধিতা বশতঃ কোন জ্ঞান ছাড়াই তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহ্ প্রদত্ত রিজিককে হারাম করেছে। অবশ্যই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্তও ছিল না।

(১৬ রুকু ৩)

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَ
لَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪১। এবং তিনিই মাচাযুক্ত (কাণ্ডবিহীন*) ও মাচাবিহীন (কাণ্ডবিশিষ্ট) বৃক্ষ-লতা সম্বলিত বাগানসমূহ, খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য শস্য, যায়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন- যেগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীণ। যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল খাও এবং ফসল সংগ্রহের দিনে তার হক (অর্থাৎ উশর*) প্রদান কর এবং অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না-

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٤٢﴾

১৪২। এবং (তিনি সৃষ্টি করেছেন) গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী পশু ও কতক ছোট আকৃতির পশু। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে তোমরা খাও এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু-

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓ
لذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ
نَبِّئُوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৩। (এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন) আট ধরনের (পশু)। ভেড়ার মধ্যে দুই ধরনের (অর্থাৎ পুরুষ ও মাদী) এবং ছাগলের মধ্যে দুই ধরনের। বল, 'পুরুষ দু'টিই কি তিনি হারাম করেছেন নাকি মাদী দু'টি অথবা মাদী দু'টির গর্ভ যা ধারণ করে তা? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে অবহিত কর-

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ
اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ
شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى
اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪। এবং (তিনি সৃষ্টি করেছেন) উটের মধ্যে দুই ধরনের এবং গরুর মধ্যে দুই ধরনের। বল, 'পুরুষ দু'টিই কি তিনি হারাম করেছেন নাকি মাদী দু'টি অথবা মাদী দু'টির গর্ভে যা আছে তা? আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে এসব নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? সুতরাং যে ব্যক্তি কোন জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

(১৭ রুকু ৪)

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ
يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ
فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ
رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾

১৪৫। বল, 'আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তার মধ্যে খাবার গ্রহণকারীর জন্য আমি হারাম কিছু পাই না, যা সে খায়, মৃত (পশু) বা প্রবাহিত রক্ত বা শূকরের গোশ্ত ছাড়া - কেননা তা (শূকরের গোশ্ত) অপবিত্র - অথবা পাপ বশতঃ (জবাইকৃত পশু) যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি আগ্রহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে বাধ্য হবে তাহলে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ
مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬। আর যারা ইহুদী হয়েছে তাদের জন্য আমি সকল নখযুক্ত (পশু) হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ভেড়ার চর্বিও তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, তবে যা এগুলোর পিঠের সাথে বা অন্ত্রের সাথে লেগে থাকে অথবা যা হাড়ের সাথে মিশে থাকে তা ছাড়া। এর মাধ্যমে আমি তাদেরকে প্রতিফল (শাস্তি) দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার কারণে। এবং নিশ্চয় আমি অবশ্যই সত্যবাদী।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ
الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭। সুতরাং যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে বল, 'তোমাদের প্রতিপালক ব্যাপক দয়াশীল, কিন্তু অপরাধী সম্প্রদায় হতে তাঁর শাস্তি নিবৃত্ত করা হয় না।'

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا
وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ
ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ
تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮। যারা শরীক করেছে শীঘ্রই তারা বলবে, 'যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে আমরা শরীক করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না এবং আমরা কোন কিছুই হারাম করতাম না।' এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল যতক্ষণ না তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বল, 'তোমাদের কাছে (কিতাবের) কোন জ্ঞান আছে কি যা আমাদের জন্য বের করবে? তোমরা কেবল অনুমানের অনুসরণ কর এবং তোমরা কেবল মনগড়া কথা বল।'

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯। বল, 'চূড়ান্ত যুক্তি-প্রমাণ আল্লাহ্‌রই। আর যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই সঠিকপথ প্রদর্শন করতেন।'

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِنْ
شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫০। বল, 'তোমরা তোমাদের সাক্ষীদেরকে উপস্থিত কর যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ এটি (যা হারাম নয় তা) হারাম করেছেন।' অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবুও তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিয়ো না। এবং তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে এবং যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না, যখন তারা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ নির্ধারণ করে।

(১৪ ع ৫ — ১৮ রুকু ৫)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ
وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

১৫১। বল, 'এসো, তোমাদের প্রতিপালক যা হারাম করেছেন তা তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। এবং তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না, এবং ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করো না যাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করেছেন।' তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিলেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫২। এবং তোমরা ইয়াতিমের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া, যতক্ষণ না সে (শক্তি-সামর্থ্য ও বয়সের) পূর্ণতায় পৌঁছে, এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দাও। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত (কিছু) চাপিয়ে দেই না। এবং যখন তোমরা কথা বল তখন ন্যায় বিচার কর যদিও সে আত্মীয় হয়, এবং আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিলেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার-

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩। এবং এও যে, এটিই আমার পথ যা সরল-সঠিক, সুতরাং তোমরা তা অনুসরণ কর, এবং বহু পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিলেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪। এবং আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যে সৎকর্ম করেছে তার জন্য পূর্ণাঙ্গ করে, এবং সব কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা, পথনির্দেশিকা ও দয়াস্বরূপ, যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে ঈমান আনতে পারে।

(১৭ ع ৬ — ১৯ রুকু ৬)

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫। আর এটি একটি কিতাব যা আমি অবতীর্ণ করেছি, এটি বরকতময়, সুতরাং তোমরা তা অনুসরণ কর এবং (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর, যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার।

১৫৬। (এটি অবতীর্ণ করেছি) যেন, তোমরা (কিয়ামতের দিন) বলতে না পার, 'কিতাব কেবল আমাদের পূর্বে দু'টি দলের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। এবং আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে অবশ্যই বেখবর ছিলাম'-

أَنْ تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۖ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭। অথবা তোমরা বলতে না পার, 'যদি আমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হত তাহলে অবশ্যই আমরা তাদের চেয়ে অধিক সঠিকপথপ্রাপ্ত হতাম।' সুতরাং তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশিকা ও দয়া এসেছে। অতঃপর তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় শীঘ্রই আমি তাদেরকে প্রতিফল দিব নিকৃষ্ট শাস্তি কারণ তারা মুখ ফিরিয়ে নিত।

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ أَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮। তারা কি কেবল অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট ফেরেশতারা আসবে, বা তোমার প্রতিপালক আসবেন অথবা তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন আসবে সেদিন কোন ব্যক্তিকে তার ঈমান উপকার দিবে না, যে ইতঃপূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে তার ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি। বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় আমরাও প্রতীক্ষা করছি।'

هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّآ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ إِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوْٓا إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯। নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন বিষয়ে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় কেবল আল্লাহ্‌র নিকট, এরপর তারা যা করত সে সম্পর্কে তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৬০। যে ভাল কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে তার দশ গুণ (প্রতিদান) এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাকে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে, এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬১। বল, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথে পরিচালিত করেছেন। এটি সঠিক দ্বীন, ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ), যে ছিল একত্ববাদী, এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

قُلْ إِنَّنِيْ هَدٰنِيْ رَبِّيْٓ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২। বল, 'নিশ্চয় আমার সালাত (নামায), আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩। তাঁর কোন শরীক নেই, এবং আমি এ ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম মুসলিম।'

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৪। বল, 'আমি কি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক খোঁজ করব, যখন তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক?' আর প্রত্যেক ব্যক্তি কিছুই অর্জন করে না যা (অর্থাৎ দায়-দায়িত্ব) তার উপর বর্তায় না এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না, এরপর তোমাদের প্রতিপালকেরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ۚ ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৫। এবং তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে দ্রুত, আর নিশ্চয় তিনি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

٢٠ ع ৮ | ২০ রুকূ ৭

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾

৭. সূরা আল-আ'রাফ, মাক্কী

২০৬ আয়াত, ২৪ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ।

২। এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হল- সুতরাং এর ব্যাপারে তোমার বক্ষে যেন কোন সংকীর্ণতা না থাকে- যাতে তুমি এর দ্বারা সতর্ক করতে পার এবং (এটি) মু'মিনদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

৩। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তোমরা অনুসরণ কর এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবকদেরকে অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।

৪। আর কত জনপদই আমি ধ্বংস করেছি! এবং আমার শাস্তি তাদের নিকট এসেছিল রাতে অথবা যখন তারা দুপুরে বিশ্রামরত ছিল।

৫। এবং যখন আমার শাস্তি তাদের নিকট এসেছিল তখন তাদের আর্তনাদ ছিল কেবল এই যে, তারা বলেছিল, 'নিশ্চয় আমরা জালিম ছিলাম।'

৬। অতঃপর যাদের কাছে (রাসূল) প্রেরণ করা হয়েছিল অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করব এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি জিজ্ঞাসা করব প্রেরিতদেরকেও (রাসূলদেরকেও)-

৭। এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের কাছে (তাদের কাহিনী) বর্ণনা করব, এবং আমি অনুপস্থিত ছিলাম না।

৮। এবং সেদিন (পাপ পুণ্যের) ওজন (করার বিষয়টি) সত্য, সুতরাং যাদের (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে তারাই সফল।

৯। আর যাদের (পুণ্যের) পাল্লা হাল্কা হবে, ওরাই তারা যারা তাদের নিজেদের ক্ষতি করেছে, কেননা তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি জুলুম করত।

১০। এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে (ক্ষমতা ও সম্পদ দ্বারা) প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং সেখানে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১১। এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছি, এরপর ফেরেশতাদেরকে বলেছি, 'আদমকে সিজদা কর;' তখন তারা সিজদা করল- ইবলিস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না।

১২। তিনি বললেন, 'যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিলাম তখন কিসে তোমাকে বাধা দিল যে, তুমি সিজদা করলে না?' সে বলল, 'আমি তার চেয়ে উত্তম; আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি থেকে।'

১৩। তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি এখান থেকে নেমে যাও, কেননা তোমার জন্য এটি (সঙ্গত) নয় যে, তুমি এখানে অহঙ্কার করবে, সুতরাং বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি অপদস্থদের অন্তর্ভুক্ত।'

٧-سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢٠٦، رُكُوْعَاتُهَا-٢٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓصٓ ۝١

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ
ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ؕ
قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۝٤

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا
ظٰلِمِيْنَ ۝٥

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٦

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝٧

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ۨالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ۝٨

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا
كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝٩

ع ৮/১ রুকূ ৮

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا
مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝١٠

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ
فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝١١

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ
خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝١٢

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ
مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝١٣

১৪। সে বলল, 'আমাকে অবকাশ দিন সেদিন পর্যন্ত যেদিন (সবাইকে) পুণরুত্থিত করা হবে।'

قَالَ اَنْظِرْنِیْۤ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ (১৪)

১৫। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ (১৫)

১৬। সে বলল, 'আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন, তাই আমিও আপনার সরল-সঠিক পথে তাদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই (ওঁৎ পেতে) বসে থাকব-

قَالَ فَبِمَاۤ اَغْوَیْتَنِیْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیْمَ (১৬)

১৭। এরপর অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে ও তাদের পিছনের দিক থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ হিসেবে পাবেন না।'

ثُمَّ لَاٰتِیَنَّهُمْ مِّنْۢ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَیْمَانِهِمْ وَ
عَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِیْنَ (১৭)

১৮। তিনি বললেন, 'এখান থেকে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও। তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।'

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَـَٔنَّ
جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِیْنَ (১৮)

১৯। আর হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তোমরা যেখান থেকে ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

وَیٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَیْثُ شِئْتُمَا وَ
لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِیْنَ (১৯)

২০। অতঃপর শয়তান তাদের দু'জনকে কুমন্ত্রণা দিল, তাদের লজ্জাস্থান - যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল - তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য এবং বলল, 'তোমাদের প্রতিপালক এই গাছ থেকে তোমাদের দু'জনকে নিষেধ করেছেন কেবল এই জন্য যে, তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা তোমরা হয়ে যাবে অমরদের অন্তর্ভুক্ত।'

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطٰنُ لِیُبْدِیَ لَهُمَا مَا وٗرِیَ عَنْهُمَا مِنْ
سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ
تَكُوْنَا مَلَكَیْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِیْنَ (২০)

২১। এবং সে তাদের দু'জনের কাছে (আল্লাহ্‌র নামে) কসম করে বলল, 'নিশ্চয় আমি অবশ্যই তোমাদের কল্যাণকামীদের অন্তর্ভুক্ত'-

وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّیْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِیْنَ (২১)

২২। এভাবে সে তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে অধঃপতিত করল, অতঃপর যখন তারা সেই গাছের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ গাছের কাছে যেতে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু?'

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا
وَطَفِقَا یَخْصِفٰنِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ
اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّیْطٰنَ
لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ (২২)

২৩। তারা দু'জন বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি, আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا ٚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ (২৩)

২৪। তিনি বললেন, 'তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু এবং পৃথিবীতে তোমাদের জন্য একটি সময় পর্যন্ত অবস্থান ও জীবনোপভোগ রয়েছে।'

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
وَّمَتَاعٌ اِلٰی حِیْنٍ (২৪)

২৫। তিনি বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।' [٢ ع ৭/২ রুকূ ৯]

قَالَ فِیْهَا تَحْیَوْنَ وَفِیْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ (২৫)

২৬। হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থানসমূহকে আবৃত রাখে এবং (তা তোমাদের জন্য) সৌন্দর্যস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক- এটিই উত্তম। এটি (পোশাক অবতীর্ণ করা) আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় না ফেলে যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত থেকে বের করেছিল, সে তাদের দু'জন থেকে তাদের পোশাক অপসারিত করেছিল যেন সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থানসমূহ দেখাতে পারে। নিশ্চয় সে (নিজে) এবং তার দল তোমাদেরকে এমন স্থান থেকে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি যারা ঈমান আনে না।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এর উপরই পেয়েছি এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন।' বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্পর্কে (এমন কিছু) বলছ যা তোমরা জান না?'

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। বল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। আর তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় (অর্থাৎ প্রত্যেক সালাতে) তোমাদের চেহারাকে (কিবলামুখী করে) সোজা কর এবং তাঁকে ডাক দ্বীনকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে। তোমরা সেভাবেই ফিরে যাবে (পুণরুত্থিত হবে) যেভাবে তিনি তোমাদের (সৃষ্টির) সূচনা করেছিলেন।

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ ۟ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۬ؕ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। একদলকে তিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন এবং অপর দলের উপর পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়েছে। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তারা মনে করে যে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত।

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

ع ١٠ / ٣ রুকূ ১০

৩১। হে বনী আদম! প্রত্যেক সিজদার সময় (অর্থাৎ প্রত্যেক সালাতে) তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য (সৌন্দর্যের পোশাক)* গ্রহণ কর এবং তোমরা আহার কর ও পান কর কিন্তু অপচয় করো না, নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। বল, 'আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য* - যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বের করেছেন - এবং পবিত্র রিযিক কে হারাম করেছে?' বল, 'এসব দুনিয়ার জীবনে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য (যদিও তা কাফিররাও ভোগ করে), বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে (তাদের জন্য, কাফিরদের জন্য নয়)। এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। বল, 'আমার প্রতিপালক কেবল হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা যার সম্পর্কে (সমর্থনে) তিনি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদের এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।'

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। আর প্রত্যেক উম্মতের (জনগোষ্ঠির) একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। অতঃপর যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তারা এক মুহূর্ত বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৫। হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলরা তোমাদের কাছে এসে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করে, তবে যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং (নিজেদেরকে) সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে এবং সেগুলো থেকে অহংকার করে বিরত থেকেছে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। সুতরাং যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে অথবা তাঁর আয়তসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? ওরাই তারা যাদের কাছে কিতাব (লওহে মাহফুজ) থেকে তাদের অংশ (রিযিক, জীবনকাল ইত্যাদি) পৌঁছবে। অবশেষে যখন আমার রাসূলরা (ফেরেশতারা) মৃত্যু ঘটানোর জন্য তাদের কাছে আসবে তখন বলবে, 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়?' তারা বলবে, 'তারা আমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে' এবং তারা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, 'তোমরা তোমাদের পূর্বে গত হওয়া জ্বীন ও মানুষের উম্মতসমূহের (দলসমূহের) মধ্যে প্রবেশ কর- আগুনে।' যখনই কোন উম্মত (দল) প্রবেশ করবে তখন অপর দলকে তারা লা'নত করবে, অবশেষে যখন সবাই তাতে একত্র হবে তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, সুতরাং এদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দিন।' তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ (শাস্তি), কিন্তু তোমরা জান না।'

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ۚ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ۚ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۚ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। তাদের পূর্ববর্তীরা তাদের পরবর্তীদেরকে* বলবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন মর্যাদা (ভাল দিক) নেই, সুতরাং তোমরা যা অর্জন করতে সে কারণে শাস্তি ভোগ কর।'

وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾

ع ৪ রুকূ ১১

৪০। নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে এবং সেগুলো থেকে অহংকার করে বিরত থেকেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবে না - যতক্ষণ না সুচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এবং এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেই।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের (আগুনের) বিছানা এবং তাদের উপরে থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন। এবং এভাবেই আমি জালিমদেরকে প্রতিফল দেই।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪২। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে- আমি কারো উপর তার সাধ্যাতীত (কিছু) চাপিয়ে দেই না- তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং আমি তাদের বক্ষসমূহ থেকে বিদ্বেষ দূর করব, তাদের নীচে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ এবং তারা বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদেরকে এর জন্য সঠিকপথ প্রদর্শন করেছিলেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে সঠিকপথ প্রদর্শন না করলে আমরা সঠিক পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলরা অবশ্যই সত্যসহ এসেছিলেন।' এবং তাদেরকে ডেকে বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।'

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৪। এবং জান্নাতের অধিবাসীরা আগুনের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা ইতোমধ্যেই সত্য হিসেবে পেয়েছি, সুতরাং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য হিসেবে পেয়েছ কি?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ', অতঃপর এক ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে যে, ' আল্লাহ্‌র লা'নত জালিমদের উপর-

৪৫। যারা আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রাখত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত এবং তারা ছিল আখিরাতে অবিশ্বাসী।'

৪৬। এবং (জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসী) উভয়ের মাঝে থাকবে একটি পর্দা (প্রাচীর) এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তাদের চিহ্নসমূহ দ্বারা চিনতে পারবে এবং তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'তোমাদের উপর সালাম (শান্তি)।' তারা এতে (জান্নাতে) প্রবেশ করেনি, কিন্তু প্রত্যাশা করে।

৪৭। এবং যখন তাদের দৃষ্টি আগুনের অধিবাসীদের দিকে ফিরানো হবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না।'

৫ ع ১২ ৫ রুকু ১২

৪৮। আর আ'রাফের অধিবাসীরা (জাহান্নামের) কিছু লোককে তাদের চিহ্নসমূহ দ্বারা চিনবে, তারা তাদেরকে ডেকে বলবে, 'তোমাদের জমা করা (ধন-জন) তোমাদের কোন কাজে আসল না ও তোমরা যে অহংকার করতে (তাও না)।'

৪৯। (জান্নাতীদের দেখিয়ে আ'রাফবাসীরা বলবে) এরাই কি তারা, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করবেন না? (আ'রাফবাসীদেরকে বলা হবে), 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।'

৫০। এবং আগুনের অধিবাসীরা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'তোমরা আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন (তা থেকে কিছু দাও)।' তারা বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ দু'টিই কাফিরদের জন্য হারাম করেছেন-

৫১। যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছিল এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল।' সুতরাং আজ আমি তাদেরকে ভুলে যাব, যেভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেভাবে তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।

৫২। আর আমি তাদের কাছে একটি কিতাব নিয়ে এসেছিলাম যা আমি জেনে-বুঝে বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলাম পথনির্দেশিকা ও দয়াস্বরূপ এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

৫৩। (যারা দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে) তারা কি কেবল এর (অর্থাৎ কিতাবে উল্লেখিত) পরিণামের অপেক্ষা করছে? যেদিন এর পরিণাম এসে যাবে, সেদিন যারা পূর্বে তা (কিতাবে উল্লিখিত বিষয়) ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্যসহ এসেছিলেন, সুতরাং (আজ) আমাদের জন্য কি কোন সুপারিশকারী আছে যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে নেয়া হবে? তাহলে আমরা (পূর্বে) যা করতাম তার বিপরীত (ভাল) কাজ করব। অবশ্যই তারা তাদের নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করত তাও তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।

৬ ع ১৩ ৬ রুকু ১৩

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি 'আরশে' সমাসীন হয়েছেন। তিনি রাতকে দিন দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, সে (পরবর্তী রাত) তাকে (দিনকে) অনুসরণ করে দ্রুতগতিতে এবং তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজিকে তাঁর নির্দেশের অধীন করেছেন। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। বরকতময় আল্লাহ্, জগৎসমূহের প্রতিপালক।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا
وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهٖ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ
وَالْأَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক বিনীতভাবে ও গোপনে। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۗ إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং তোমরা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না একে সংস্কার করার পর এবং তোমরা তাঁকে ডাক ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দয়া সৎকর্মপরায়নদের নিকটবর্তী।

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗ
إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং তিনিই তাঁর দয়ার (বৃষ্টির) পূর্বে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তা ভারী মেঘমালা বহন করে তখন আমি তা মৃত ভূমির দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তা থেকে পানি অবতীর্ণ করি, অতঃপর তা দিয়ে সব ধরনের ফল-মূল বের করি। এভাবেই আমি মৃতদেরকে বের করে আনব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۗ حَتّٰى إِذَا
أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا
بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۗ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। আর উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল তার প্রতিপালকের ইচ্ছায় উৎপন্ন হয়, এবং যা নিকৃষ্ট (তার ফসল) কঠিন পরিশ্রম ছাড়া উৎপন্ন হয় না। এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِإِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ
لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٨﴾

(ع ১৪ ৭ রুকু ১৪)

৫৯। অবশ্যই আমি নূহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।'

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ إِنِّيْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥٩﴾

৬০। তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলেছিল, 'নিশ্চয় আমরা অবশ্যই তোমাকে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় দেখতে পাচ্ছি।'

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهٖٓ إِنَّا لَنَرٰىكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦٠﴾

৬১। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই, বরং আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রাসূল।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦١﴾

৬২। আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাত (পয়গাম) তোমাদের কাছে পৌঁছাই ও তোমাদেরকে উপদেশ দেই এবং আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না।

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا
لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উপদেশ এসেছে তোমাদেরই মধ্যকার এক ব্যক্তির উপর, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করতে পারে এবং তোমরা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করতে পার এবং যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার?'

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, সুতরাং আমি তাকে ও তার সাথে যারা নৌযানে ছিল তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

فَكَذَّبُوْهُ فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

(ع ১৫ ৮ রুকু ১৫)

৬৫। এবং আদ* -এর প্রতি আমি তাদের ভাই হূদকে (প্রেরণ করেছিলাম)। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তবে কি তোমরা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করবে না?'

وَإِلٰى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। প্রধানরা - যারা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কুফরী করেছিল - বলেছিল, 'নিশ্চয় আমরা অবশ্যই তোমাকে নির্বুদ্ধিতার মধ্যে দেখছি এবং নিশ্চয় আমরা অবশ্যই তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করছি।'

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই বরং আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রাসূল।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾

৬৮। আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাত (পয়গাম) তোমাদের কাছে পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত কল্যাণকামী।

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উপদেশ এসেছে তোমাদেরই মধ্যকার এক ব্যক্তির উপর যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করতে পারে? এবং তোমরা স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে দেহাকৃতিতে প্রশস্ততা বাড়িয়ে দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ এ উদ্দেশ্যে যে, আমরা যেন একা আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের পিতৃ-পুরুষরা যা উপাসনা করত তা বর্জন করি? তাহলে তুমি আমাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ তা নিয়ে আস- যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّ غَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১। সে বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে। তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্ক করতে চাও এমন কতগুলো নাম সম্পর্কে যেগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছ, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

فَاَنْجَيْنٰهُ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ مَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। অতঃপর আমি তাকে ও যারা তার সাথে ছিল তাদেরকে আমার দয়ায় উদ্ধার করেছিলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল তাদের মূল কেটে দিয়েছিলাম এবং তারা মু'মিন ছিল না।

৭ ع ١٢ ৯ রুকূ ১৬

وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং ছামূদ-এর প্রতি তাদের ভাই সালিহকে (প্রেরণ করেছিলাম)। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। এটি আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী - তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ, সুতরাং একে আল্লাহ্‌র যমীনে (চরে) খেতে দাও এবং একে কোন মন্দ দ্বারা স্পর্শ করো না, তাহলে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।

وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে আদ-এর পরে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে অপরাধ করো না।'

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। প্রধানরা - যারা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে অহংকার করেছিল - বলেছিল তাদেরকে যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল, যারা তাদের মধ্যে ঈমান এনেছিল, 'তোমরা কি জান যে, সালিহ্ তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত?' তারা বলেছিল, 'যা সহ তাকে প্রেরণ করা হয়েছে নিশ্চয় আমরা তাতে বিশ্বাসী।'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ (৭৬)

৭৬। যারা অহংকার করেছিল তারা বলল, 'তোমরা যা বিশ্বাস কর নিশ্চয় আমরা তাতে অবিশ্বাসী।'

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (৭৭)

৭৭। অতঃপর তারা সে উষ্ট্রীকে হত্যা করল ও তাদের প্রতিপালকের নির্দেশের অবাধ্য হল এবং বলল,'হে সালিহ্! যদি তুমি প্রেরিতদের (রাসূলদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক তাহলে আমাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ তা নিয়ে আস।'

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (৭৮)

৭৮। সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল, এবং তারা তাদের আবাসস্থলে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ (৭৯)

৭৯। সুতরাং সে তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাত (পয়গাম) তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা উত্তম উপদেশ দানকারীদেরকে ভালবাস না।'

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (৮০)

৮০। এবং লূত, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে জগৎসমূহের (মানব জাতির) কেউ করেনি।

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ (৮১)

৮১। নিশ্চয় তোমরা কামনা চরিতার্থ করার জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের কাছে গমন কর। বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।'

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ (৮২)

৮২। এবং তার সম্প্রদায়ের জবাব ছিল কেবল এই যে, তারা বলেছিল, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, নিশ্চয় এরা এমন লোক যারা পবিত্র থাকতে চায়।'

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ (৮৩)

৮৩। অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করেছিলাম-তার স্ত্রীকে ছাড়া, সে ছিল পিছনে থেকে যাওয়াদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ (৮৪) ع

৮৪। এবং আমি তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম এক (পাথরের) বৃষ্টি। সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল অপরাধীদের পরিণাম।

١٠ ع ١٤ — ১০ রুকূ ১৭

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (৮৫) ۚ

৮৫। এবং মাদইয়ান-এর প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে (প্রেরণ করেছিলাম)। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে, সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন পুরোপুরি দিবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং সংস্কারের পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর- যদি তোমরা মু'মিন হও।

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۠ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ (৮৬)

৮৬। এবং তোমরা প্রতিটি পথে বসে থেকো না, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রেখে এবং তাতে (আল্লাহ্‌র পথে) বক্রতা অন্বেষণ করে। এবং স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প, অতঃপর তিনি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম।

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ (৮৭)

৮৭। এবং আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে তাহলে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন, আর তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী।'

পারা-৯

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮। প্রধানরা - যারা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে অহংকার করেছিল - বলেছিল, 'হে শু'আইব! অবশ্যই অবশ্যই আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দিব অথবা অবশ্যই অবশ্যই তোমরা আমাদের মিল্লাতে (ধর্মাদর্শে) ফিরে আসবে।' সে বলল, 'যদি আমরা (ওটা) অপছন্দ করি তবুও?

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِينَ ﴿٨٩﴾

৮৯। আমরা যদি তোমাদের মিল্লাতে (ধর্মাদর্শে) ফিরে যাই - আল্লাহ্ তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করার পর - তাহলে তো আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করলাম। আর আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে এতে ফিরে যাওয়া আমাদের জন্য (সঙ্গত) নয়। আমাদের প্রতিপালক সব কিছু জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্রই উপর আমরা ভরসা করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মাঝে ও আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে সত্যসহ মীমাংসা করে দিন এবং আপনিই উত্তম মীমাংসাকারী।'

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخٰسِرُونَ ﴿٩٠﴾

৯০। এবং প্রধানরা - যারা তার সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে কুফরী করেছিল - বলেছিল, 'যদি তোমরা শু'আইবকে অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٩١﴾

৯১। সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল, এবং তারা তাদের আবাসস্থলে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾

৯২। যারা শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তারা যেন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِينَ ﴿٩٣﴾

৯৩। সুতরাং সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাত (পয়গাম) তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দিয়েছি, সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের জন্য আমি কিভাবে দুঃখ করি?'

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪। আর যখনই আমি কোন জনপদে কোন নবী প্রেরণ করেছি তখনই তার অধিবাসীদেরকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পাকড়াও করেছি, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে।*

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ اٰبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫। এরপর আমি অকল্যাণের স্থলে কল্যাণ প্রতিস্থাপন করেছি, অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েছে এবং বলেছে, 'আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকেও দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-ভোগ স্পর্শ করেছে।' সুতরাং হঠাৎ তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি, যখন তারা টেরও পায়নি।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬। আর যদি (সেসব) জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করতাম, কিন্তু তারা (নবীদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল, সুতরাং তারা যা অর্জন করত সে কারণে তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছিলাম।

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرٰى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيٰتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭। তবে কি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ মনে করেছে (এ থেকে) যে, আমার শাস্তি তাদের নিকট আসবে রাতে, যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে?

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرٰى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾

৯৮। অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি নিরাপদ মনে করেছে (এ থেকে) যে, আমার শাস্তি তাদের নিকট আসবে পূর্বাহ্ণে, যখন তারা খেলায় মগ্ন থাকবে?

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৯৯। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র কৌশল থেকে (নিজেদেরকে) নিরাপদ মনে করেছে? কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহ্‌র কৌশল থেকে নিরাপদ মনে করে না।

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

ع ১২ রুকু ২

১০০। যারা এর (পূর্ববর্তী) অধিবাসীদের পরে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয়েছে তাদেরকে কি এটা পথপ্রদর্শন করেনি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের অপরাধসমূহের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? কিন্তু আমি তাদের হৃদয়সমূহের উপর মোহর মেরে দেই, ফলে তারা শ্রবণ করে না।

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১। এ সব জনপদের কিছু সংবাদ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এবং অবশ্যই তাদের কাছে তাদের রাসূলরা স্পষ্ট প্রমাণাদীসহ এসেছিল, কিন্তু যা তারা পূর্বে মিথ্যা অভিহিত করেছিল তাতে তারা ঈমান আনার ছিল না। এভাবেই আল্লাহ্‌ কাফিরদের হৃদয়সমূহে মোহর মেরে দেন।

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾

১০২। এবং আমি তাদের অধিকাংশের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি পাইনি (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাইনি), বরং নিশ্চয় তাদের অধিকাংশকে অবশ্যই পাপাচারী হিসেবে পেয়েছি।

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। এরপর তাদের পরে আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা এগুলোর প্রতি জুলুম করেছিল, সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং মূসা বলেছিল, 'হে ফিরআউন! নিশ্চয় আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রাসূল-

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। (আমার পক্ষে) এটিই মানানসই যে, আমি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সত্য ছাড়া (কিছু) বলব না। তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ আমি তোমাদের কাছে এসেছি, সুতরাং বনী ইসরাঈলকে তুমি আমার সাথে প্রেরণ কর।'

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। সে (ফিরআউন) বলল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক তাহলে তুমি তা পেশ কর- যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। অতঃপর সে তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ তা এক সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল।

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿١٠٧﴾

ع ১৩ রুকু ৩

১০৮। এবং সে তার হাত (জামার গলার ভেতর হতে) টেনে বের করল এবং তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের জন্য শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে গেল।*

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, 'নিশ্চয় সে অবশ্যই একজন বিজ্ঞ জাদুকর-

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾

১১০। সে তোমাদেরকে তোমাদের যমীন (দেশ) থেকে বের করে দিতে চায়, সুতরাং তোমরা কী পরামর্শ দাও?'

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

১১১। তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে (অর্থাৎ তাদের বিষয়টিকে) স্থগিত রাখুন এবং শহরে শহরে সংগ্রহকারীদের প্রেরণ করুন-

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾

১১২। তারা প্রত্যেক বিজ্ঞ যাদুকরকে আপনার নিকট নিয়ে আসবে।'

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾

১১৩। এবং জাদুকররা ফিরআউনের কাছে আসল (এবং) বলল, 'নিশ্চয় আমাদের জন্য অবশ্যই প্রতিদান থাকবে, যদি আমরাই বিজয়ী হই।'

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১১৪। সে বলল, 'হ্যাঁ এবং নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই আমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৫। তারা বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর, আর নয় আমরাই নিক্ষেপকারী হই।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৬। সে বলল, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর'। এবং যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকদের চোখগুলোকে জাদু করল, এবং তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করল এবং তারা এক বড় (রকমের) জাদু নিয়ে আসল।

قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾

১১৭। আর আমি মূসার প্রতি ওহী করলাম যে, 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর', এবং তৎক্ষণাৎ তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গিলে ফেলতে লাগল,

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা বাতিল (মিথ্যা) হয়ে গেল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯। সুতরাং সেখানে তারা (ফিরআউন ও তার দল) পরাজিত হল ও অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০। এবং জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১। তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম জগৎসমূহের প্রতিপালকের প্রতি-

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২২। যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।'

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। ফিরআউন বলল, 'তোমরা কি তার প্রতি ঈমান আনলে আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই? নিশ্চয় এটা অবশ্যই এক ষড়যন্ত্র, তোমরা এ শহরে এই ষড়যন্ত্র করছ এখান থেকে এর অধিবাসীদেরকে বের করে দেয়ার জন্য, সুতরাং অচিরেই তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের হাত ও তোমাদের পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দিব, এরপর অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের সবাইকে ক্রুশবিদ্ধ করব।'

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করব,

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। আর তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছ কেবল এজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহে ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিমরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দিন।'

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

ع ١٣ ٢ | ১৪ রুকু ৪

১২৭। আর ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, 'আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে ছেড়ে দিচ্ছেন (সুযোগ দিচ্ছেন) যাতে তারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে পারে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করতে পারে?' সে বলল, 'শীঘ্রই আমরা তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব, এবং নিশ্চয় আমরা তাদের উপর পরাক্রমশালী।'

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় পৃথিবী আল্লাহ্‌রই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।'

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۹﴾

১২৯। তারা বলল, 'আমাদের কাছে আপনার আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং আমাদের কাছে আপনার আসার পরেও।' সে বলল, 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তিনি লক্ষ্য করবেন তোমরা কেমন কাজ কর।'

১৫ রুকু ৫

وَلَقَدْ اَخَذْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳۰﴾

১৩০। আর অবশ্যই আমি ফিরআউনের বংশকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۱﴾

১৩১। কিন্তু যখন তাদের নিকট কোন কল্যাণ আসত তখন তারা বলত, 'এটি আমাদের (গুণের) জন্য', আর যদি কোন অকল্যাণ তাদেরকে আঘাত করত তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে কুলক্ষণে মনে করত। জেনে রাখ, তাদের ভাগ্য কেবল আল্লাহ্‌র নিকট, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳۲﴾

১৩২। এবং তারা বলল, 'আমাদেরকে জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই আমাদের কাছে নিয়ে আস না কেন আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না।'

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۫ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۱۳۳﴾

১৩৩। সুতরাং আমি স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত; তবুও তারা অহঙ্কার করল, এবং তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿۱۳۴﴾

১৩৪। এবং যখনই তাদের উপর শাস্তি আপতিত হত, তারা বলত, 'হে মূসা! তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য দোয়া কর, তোমার কাছে তিনি (দোয়া কবুলের) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে অনুযায়ী, যদি তুমি আমাদের থেকে শাস্তি অপসারিত কর তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব এবং অবশ্যই অবশ্যই বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে প্রেরণ করব।'

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿۱۳۵﴾

১৩৫। অতঃপর আমি যখনই তাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করতাম এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যাতে তারা পৌঁছাত, তৎক্ষনাৎ তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿۱۳۶﴾

১৩৬। সুতরাং আমি তাদেরকে উচিত শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করলাম, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল এবং সে সম্পর্কে তারা ছিল বেখবর।

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿۱۳۷﴾

১৩৭। এবং যে সম্প্রদায়কে দুর্বল করে রাখা হত তাদেরকে আমি পৃথিবীর পূর্বের ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করলাম যেখানে আমি বরকত দিয়েছি। এবং বনী ইসরাঈল সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের কল্যাণময় বাণী পূর্ণ হল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় যা কিছু তৈরি করত এবং যেসব প্রাসাদ নির্মাণ করত তা আমি ধ্বংস করলাম।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

১৩৮। আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা এমন এক জাতির কাছে উপস্থিত হল যারা তাদের মূর্তিদের প্রতি (উপাসনায়) লেগে ছিল। তারা বলল, 'হে মূসা! আমাদের জন্য একটি ইলাহ্ (উপাস্য) বানাও যেমন তাদের রয়েছে বহু ইলাহ্।' সে (মূসা) বলল, 'নিশ্চয় তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

১৩৯। নিশ্চয় এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং তারা যা করত তাও বাতিল হবে।'

إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। সে বলল, 'আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ্ (উপাস্য) খোঁজ করব, অথচ তিনিই তোমাদেরকে জগৎসমূহের (মানব জাতির) উপর মর্যাদা দিয়েছেন?'

قَالَ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِيْكُمْ إِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪১। এবং যখন আমি তোমাদেরকে ফিরআউন বংশ থেকে উদ্ধার করেছিলাম যারা তোমাদের উপর নিকৃষ্ট শাস্তি চাপিয়ে দিত, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। এবং এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা।

وَإِذْ أَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿١٤١﴾

১৬ রুকু ৬

১৪২। এবং আমি মূসার জন্য ত্রিশ রাত নির্দিষ্ট করেছিলাম এবং আরও দশ দ্বারা তা পূর্ণ করেছিলাম।* এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময়-চল্লিশ রাত পূর্ণ হল। এবং মূসা তার ভাই হারূনকে বলেছিল, 'আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন করবে এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।'

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّأَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِأَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩। এবং যখন মূসা আমার নির্ধারিত সময়ে উপনীত হল এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দিন, আমি আপনার দিকে তাকাব'। তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না, বরং তুমি পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি এটি এর স্থানে স্থির থাকে তাহলে অচিরেই তুমি আমাকে দেখবে', অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়টিতে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা এটিকে সমতল করে দিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল, অতঃপর যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, 'পবিত্র আপনি, আমি অনুতপ্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসলাম এবং আমি প্রথম মু'মিন।'

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ أَرِنِيْٓ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। তিনি বললেন, 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার রিসালাত (পয়গাম) ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের উপর মনোনীত করেছি, সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

قَالَ يٰمُوْسٰٓى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। এবং আমি তার জন্য ফলকসমূহে সকল বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা লিখে দিয়েছি, সুতরাং এগুলো শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে সেগুলোর যা উত্তম তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে পাপাচারীদের বাসস্থান দেখাব।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে তাদেরকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে সরিয়ে নেব। আর যদি তারা প্রতিটি নিদর্শন দেখে তবুও তারা তার প্রতি ঈমান আনবে না, এবং যদি তারা সঠিক পথ দেখে তবুও তারা একে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না, কিন্তু যদি তারা ভুল পথ দেখে তাহলে তাকেই তারা পথ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। এটা এ জন্য যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে এবং সেগুলো সম্পর্কে তারা ছিল বেখবর।

سَأَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহকে ও আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে তাদের কর্মসমূহ বিফল হয়েছে। তাদেরকে কি এছাড়া (অন্য কিছুর) প্রতিফল দেয়া হবে যা তারা করত?

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٧﴾

১৭ রুকু ৭

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ
اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا
ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮। এবং মূসার সম্প্রদায় তার পরে (মূসার অনুপস্থিতিতে) তাদের অলঙ্কার দ্বারা বানিয়ে নিল একটি বাছুর- একটি দেহাকৃতি, যার ছিল 'হাম্বা' শব্দ। তারা কি দেখেনি যে, এটা তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা এটাকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করল এবং তারা ছিল জালিম।

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ
لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯। এবং যখন তারা গভীরভাবে অনুতপ্ত হল ও দেখল যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন তারা বলল,'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا
خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ
وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗۤ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ
اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۖؗ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَ
لَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০। এবং যখন মূসা ক্রুদ্ধ ও মনক্ষুন্ন হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসল তখন বলল, 'আমার পরে (অনুপস্থিতিতে) তোমরা আমার কতই না নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশের ব্যাপারে তাড়াহুরা করলে?' এবং সে ফলকগুলো ফেলে দিল এবং তার ভাইয়ের মাথা (চুল) ধরে তার দিকে টেনে আনল। সে (হারুন) বলল, 'হে আমার মায়ের ছেলে! নিশ্চয় লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, সুতরাং আপনি আমার সাথে এমন করবেন না যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না।'

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖؗ وَاَنْتَ
اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ ع

১৫১। সে (মূসা) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আপনার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান। আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

১৮ রুকূ ৮

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২। নিশ্চয় যারা বাছুরকে (উপাস্য হিসেবে) গ্রহণ করেছে, দুনিয়ার জীবনে শীঘ্রই তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্রোধ ও লাঞ্ছনা পৌঁছবে। আর এভাবেই আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দেই।

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْۤا ؗ اِنَّ
رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥٣﴾

১৫৩। এবং যারা মন্দকাজ করে এরপর তার পরে তওবা করে (অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে) ও ঈমান আনে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এর পরে (তাদের প্রতি) অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖۚ وَفِيْ نُسْخَتِهَا
هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪। এবং যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হল তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল, আর এগুলোতে লিখিত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে পথনির্দেশিকা ও দয়া তাদের জন্য যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّاۤ اَخَذَتْهُمُ
الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ؕ
اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا
مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫। আর মূসা তার সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত সময়ের জন্য মনোনীত করেছিল, অতঃপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তখন সে (মূসা) বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! যদি আপনি ইচ্ছা করতেন তাহলে পূর্বেই এদেরকে ধ্বংস করতে পারতেন এবং আমাকেও। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করেছে সে জন্য কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? এটা (বাছুর পূজার ফেতনা) তো কেবল আপনার পরীক্ষা। এর দ্বারা (এ জাতীয় পরীক্ষা দ্বারা) আপনি যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন সঠিকপথ প্রদর্শন করেন। আপনিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন এবং আপনিই উত্তম ক্ষমাকারী।

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬। এবং আমাদের জন্য এই দুনিয়ায় কল্যাণ নির্ধারণ করুন এবং আখিরাতেও, নিশ্চয় আমরা আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি।' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'আমার শাস্তি দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা করি আঘাত করি, আর আমার দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিবেষ্টন করে আছে। সুতরাং শীঘ্রই আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত প্রদান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে।'

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ؗ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭। যারা (এই) রাসূলের অনুসরণ করে, যে উম্মী (নিরক্ষর) নবী, যাকে (যার সম্পর্কে) তারা তাদের নিকট (বিদ্যমান) তাওরাত ও ইন্‌জীলে লিখিত দেখতে পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করে, এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করে ও তাদের উপর অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করে এবং তাদের থেকে নামিয়ে দেয় তাদের বোঝা ও বেড়ি (শৃঙ্খল) যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে সম্মান করেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং যে আলো* তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করেছে তারাই সফল।

(১৯ রুকু ৯)

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮। বল 'হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে উম্মী (নিরক্ষর) নবী, যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান আনে, এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সঠিকপথ পেতে পার।'

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯। মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি উম্মত (দল) রয়েছে যারা (অন্যকে) সত্যের দ্বারা পথ দেখায় ও সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০। এবং তাদেরকে আমি বারটি গোত্রে একেকটি উম্মতে বিভক্ত করেছি। এবং আমি মূসার প্রতি ওহী করলাম - যখন তার সম্প্রদায় তার কাছে পানি চাইল - যে, 'তোমার লাঠি দিয়ে পাথরটিকে আঘাত কর', ফলে তা থেকে বারটি ঝর্ণা উৎসারিত হল। প্রত্যেক গোত্র তাদের পানি পানের স্থান চিনে নিল, এবং তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া দিলাম, তাদের উপর মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করলাম, এবং বললাম, 'আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ আহার কর।' আর তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি বরং তারা তাদের নিজেদের উপরই জুলুম করত।

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓئٰتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা এ জনপদে বসবাস কর এবং এর মধ্য থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা আহার কর এবং বল, 'হিত্তাতুন' (ক্ষমা চাই) এবং সিজদাবনত হয়ে (নতশিরে) দরজা দিয়ে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের জন্য তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব। শীঘ্রই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে বাড়িয়ে দেব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে যারা জুলুম করেছিল তারা একে যা তাদেরকে বলা হয়েছিল তা ব্যতীত অন্য এক কথা দ্বারা পরিবর্তন করল, ফলে আমি তাদের উপর আকাশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করলাম, কারণ তারা জুলুম করত।

(২০ রুকু ১০)

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ إِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَأْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩। এবং তাদেরকে সেই জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর যা ছিল সমুদ্রের পাশে। যখন তারা শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করত; যখন তাদের মাছগুলো তাদের শনিবারে পানিতে ভেসে তাদের কাছে আসত, কিন্তু যেদিন তাদের শনিবার হত না (অর্থাৎ অন্যদিন) সেদিন তারা তাদের কাছে আসত না। এভাবেই আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, কারণ তারা পাপাচার করত।

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۚ قَالُوْا مَعْذِرَةً إِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪। এবং যখন তাদের একটি উম্মত (দল) বলেছিল (অন্য একটি দলকে), 'তোমরা কেন এমন সম্প্রদায়কে উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন কিংবা শাস্তি দিবেন-কঠোর শাস্তি?' তারা বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ওজর পেশ করার জন্য এবং যাতে তারা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করতে পারে।'

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ أَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَأَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَئِيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫। অতঃপর যখন তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তা ভুলে গিয়েছিল তখন যারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম, আর যারা জুলুম করেছিল তাদেরকে আমি অতি কঠিন শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, কারণ তারা পাপাচার করত।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬। এবং যখন তাদেরকে যা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তার অবাধ্য হল তখন আমি তাদেরকে বললাম, 'তোমরা ঘৃণীত বানর হয়ে যাও।'

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٧﴾

১৬৭। এবং যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন যে, অবশ্যই তিনি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের উপর এমন লোকদেরকে পাঠাবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি চাপিয়ে দিবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই শাস্তিদানে দ্রুত এবং নিশ্চয় তিনি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْأَرْضِ أُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮। এবং পৃথিবীতে আমি তাদেরকে বহু উম্মতে (দলে) বিভক্ত করেছি, তাদের কিছু সৎকর্মশীল ও কিছু তার ব্যতিক্রম এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা ফিরে আসতে পারে।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْأَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِنْ يَّأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَأْخُذُوْهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ أَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۗ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯। অতঃপর তাদের পরে তাদের এমন উত্তরসূরী এসেছে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে। তারা এই নগণ্য জীবনের অস্থায়ী সম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে', এবং যদি এর অনুরূপ অস্থায়ী সম্পদ তাদের কাছে (আবারও) আসে তাও তারা গ্রহণ করবে। তাদের থেকে কি কিতাবের এমন অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না, অথচ তারা তাতে যা আছে তা অধ্যয়নও করেছে? আর আখিরাতের আবাস তাদের জন্যই উত্তম যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না?

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۗ إِنَّا لَا نُضِيْعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭০। কিন্তু যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে ও সালাত (নামায) কায়েম করেছে, নিশ্চয় আমি (এরূপ) সংশোধনকারীদের কর্মফল নষ্ট করি না।

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا أَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧١﴾

১৭১। এবং যখন আমি পর্বতকে তাদের উপরে তুলে ধরলাম, যেন তা ছিল একটি তাঁবু এবং তারা মনে করল যে, ওটা তাদের উপর পতিত হবে, (বললাম) 'আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা শক্ত করে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।'

ع ২১ রুকূ ১১

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ ۚ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭২। এবং যখন তোমার প্রতিপালক আদমের সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদের নিজেদের বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন (এবং বললেন), 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী দিলাম।' (এটা) এজন্য যে, তোমরা যাতে কিয়ামতের দিন বলতে না পার, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম-

أَوْ تَقُوْلُوْٓا إِنَّمَآ أَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩। কিংবা তোমরা যাতে বলতে না পার, 'আমাদের পিতৃপুরুষরাই আমাদের পূর্বে শরীক করেছে, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর, তবে কি বাতিলপন্থীরা যা করেছে তার জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?'

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾

১৭৪। এবং এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এবং যাতে তারা ফিরে আসতে পারে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫। এবং তাদেরকে ঐ ব্যক্তির সংবাদ পাঠ করে শোনাও যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ (এর জ্ঞান) দিয়েছিলাম, অতঃপর সে এগুলো থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল, ফলে শয়তান তার পিছনে লাগল এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হল।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬। এবং যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে এগুলো দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল, সুতরাং তার উপমা হল কুকুরের উপমার মত, যদি তুমি তাকে ধাওয়া* কর তবে সে জিহ্বা বের করে হাঁপায় আর যদি তাকে (এমনিতেই) ছেড়ে দাও তবুও সে জিহ্বা বের করে হাঁপায়। এটা সেই সম্প্রদায়ের উপমা যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে, সুতরাং এসব কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করতে পারে।

سَآءَ مَثَلَا ۨالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭। সে সম্প্রদায়ের উপমা কতই না মন্দ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে এবং তারা তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করত।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾

১৭৮। আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন সেই পথ পায় এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ أُولٰٓئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯। এবং অবশ্যই আমি অনেক জ্বীন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, তা দিয়ে তারা বুঝে না, তাদের চোখ আছে, তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মত, বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই বেখবর।

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيٓ أَسْمَآئِهٖ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮০। এবং সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহরই, সুতরাং তোমরা তাকে এগুলো দ্বারা ডাক; এবং যারা তাঁর নামসমূহে বিচ্যুতি ঘটায় তাদেরকে বর্জন কর। শীঘ্রই তাদেরকে তারা যা করত তার প্রতিফল দেয়া হবে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾

১৮১। এবং যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একটি উম্মত (দল) রয়েছে যারা সত্যের দ্বারা পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।

২২ রুকূ ১২

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾

১৮২। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে শীঘ্রই আমি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে এমনভাবে ধরব যে, তারা জানতেও পারবে না।

★ চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

১৮৩।এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি; নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত শক্ত।

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾

১৮৪।তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সহচর (মুহাম্মদ)-এর মধ্যে মোটেও পাগলামী নেই। সে কেবল এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫।তারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে এবং এ সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাদের নির্দিষ্ট সময় নিকটবর্তী হয়েছে? সুতরাং এরপরে (কুরআনের পরে) তারা কোন্ কথায় ঈমান আনবে!

مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

১৮৬।আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই। এবং তাদেরকে তিনি তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দেন।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭।তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, কখন তা ঘটবে। বল 'এর জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এর সময় প্রকাশ করতে পারবে না। সেটা হবে আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা। এটি তোমাদের নিকট কেবল হঠাৎ আসবে।' তারা তোমাকে প্রশ্ন করে (এ মনে করে) যেন তুমি এ বিষয়ে ভাল জান। বল,'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছে রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮।বল, 'আমি আমার নিজের জন্য উপকার বা ক্ষতির মালিক নই- আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। আর যদি আমি অদৃশ্য জানতাম তাহলে অবশ্যই আমি অনেক কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অনিষ্টই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি কেবল একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।'

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯।তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া বানিয়েছেন যাতে সে তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অতঃপর যখন সে (স্বামী) তাকে আবৃত করল তখন সে এক হালকা গর্ভধারণ করল এবং এটা নিয়ে সে চলাফেরা করল। অতঃপর যখন তা (গর্ভ) ভারী হল তখন তারা দু'জন তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করল, 'যদি আপনি আমাদেরকে সুস্থ সন্তান দান করেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾

১৯০।অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে এক সুস্থ সন্তান দান করলেন, তখন তাদের দু'জনকে যা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে তারা দু'জন আল্লাহ্র জন্য শরীক নির্ধারণ করল। আর তারা (মুশরিকরা) যা শরীক করে তা হতে আল্লাহ্ অনেক উর্ধ্বে।

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾

১৯১।তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে যা কিছুই সৃষ্টি করে না, অথচ তারাই সৃষ্ট?

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾

১৯২।এবং তারা তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করতে সক্ষম নয় এমনকি তারা তাদের নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩।আর যদি তোমরা তাদেরকে সঠিকপথের দিকে ডাক তাহলে তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদেরকে ডাক অথবা চুপ করে থাক, তোমাদের জন্য (উভয়ই) সমান।

১৯৪।নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তোমাদেরই মত বান্দা, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদেরকে সাড়া দিক- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫।তাদের কি পা আছে যার মাধ্যমে তারা চলে? অথবা তাদের কি হাত আছে যার মাধ্যমে তারা ধরে? অথবা তাদের কি চোখ আছে যার মাধ্যমে তারা দেখে? অথবা তাদের কি কান আছে যার মাধ্যমে তারা শোনে? বল, 'তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডাক, এরপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ؗ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ؗ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ؗ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿١٩٥﴾

১৯৬।নিশ্চয় আমার অভিভাবক আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।

اِنَّ وَلِیِّ َۧ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٦﴾

১৯৭।এবং তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা তাদের নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।'

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٧﴾

১৯৮।আর যদি তোমরা তাদেরকে সঠিকপথের দিকে ডাক তাহলে তারা শুনবে না। এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা দেখে না।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ؕ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯।তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর।

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

২০০। আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচনা দেয় তাহলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾

২০১।নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে যখন শয়তান থেকে কোনো প্ররোচনা স্পর্শ করে তখন তারা (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তারা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে পড়ে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾

২০২।কিন্তু তাদের ভাইয়েরা (শয়তানের অনুসারীরা) তাদেরকে (অজ্ঞদেরকে) ভুলপথে সাহায্য করে, এরপর (এ বিষয়ে) তারা কোন কমতি করে না।

وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

২০৩। এবং যখন তুমি তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে না আস তখন তারা বলে,'তুমি তা (কোন নিদর্শন) বেছে নিলে না কেন?' বল, 'আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, এটি (কুরআন) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (জ্ঞানের) আলোকবর্তিকা, এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া।

وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪।এবং যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর এবং চুপ করে থাক যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার।

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٢٠٤﴾

২০৫।আর তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর তোমার মনের মধ্যে, বিনয়ের সাথে, ভয়ের সাথে এবং অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়* এবং তুমি বেখবরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٢٠٥﴾

২০৬।নিশ্চয় যারা (ফেরেশতারা) তোমার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তারা অহংকার করে তাঁর ইবাদত থেকে বিরত থাকে না এবং তারা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তাঁকেই সিজদা করে।

৩৪ ع ১৩ ২৪ রুকু ১৪

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۩ ﴿٢٠٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮.সূরা আল-আনফাল, মাদানী

৭৫ আয়াত, ১০ রুকূ

٨-سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٧٥، رُكُوْعَاتُهَا-١٠

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। তারা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমাদের পারস্পরিক বিষয়ে আপোষ-নিষ্পত্তি কর। এবং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর- যদি তোমরা মু'মিন হও।'

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١﴾

২। মু'মিন কেবল তারাই যারা যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় তখন তাদের হৃদয়সমূহ ভীত হয় এবং যখন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা করে-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٢﴾

৩। যারা সালাত (নামায) কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾

৪। তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক,

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٤﴾

৫। (এটি সেরকম) যেমন* তোমার প্রতিপালক তোমাকে সত্যসহ (সঠিক লক্ষ্যে) তোমার ঘর থেকে তোমাকে বের করেছিলেন, যখন নিশ্চয় মু'মিনদের এক দল তা অবশ্যই অপছন্দ করেছিল-

كَمَاۤ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ﴿٥﴾

৬। তারা তোমার সাথে সত্যের বিষয়ে বিতর্ক করছিল তা (সত্য*) স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর, যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে, এমন অবস্থায় যে তারা (তা) দেখছে।

يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٦﴾

৭। এবং যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, দু'টি দলের* একটিকে যে, এটি হবে তোমাদের জন্য (অর্থাৎ তোমাদের আয়ত্তাধীন), যখন তোমরা কামনা করছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের জন্য হোক, আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফিরদের মূল কেটে দিবেন-

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧﴾

৮। যেন তিনি সত্যকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এবং বাতিলকে উচ্ছেদ করতে পারেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে,

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨﴾

৯। যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদেরকে সাড়া দিলেন যে, 'আমি তোমাদেরকে ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এক হাজার (ফেরেশতা) দ্বারা সাহায্য করব যারা একের পর এক আসবে।'

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴿٩﴾

১০। এবং আল্লাহ্ এটি করেছেন কেবল সুসংবাদ দেয়ার জন্য এবং যেন এর দ্বারা তোমাদের হৃদয়সমূহ প্রশান্তি লাভ করে, আর সাহায্য কেবল আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আসে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

ع ١ ١٥ ১ রুকূ ১৫

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১১। যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন* করলেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি অবতীর্ণ করলেন যাতে এর দ্বারা তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে পারেন, তোমাদের থেকে শয়তানের অপবিত্রতা দূর করতে পারেন, তোমাদের হৃদয়সমূহকে দৃঢ় করতে পারেন এবং এর দ্বারা (তোমাদের) পাগুলোকে দৃঢ় করতে পারেন।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ
مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ
قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

১২। যখন তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি ওহী করলেন যে, 'আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে দৃঢ় কর। যারা কুফরী করেছে শীঘ্রই আমি তাদের হৃদয়সমূহে ভীতি সঞ্চার করব, সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ের উপরে আঘাত কর এবং তাদেরকে আঘাত কর প্রত্যেকটি জোড়ায়।'

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ
آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا
فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

১৩। এটি এজন্য যে , তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

১৪। এটাই (তোমাদের শাস্তি), সুতরাং তা আস্বাদন কর, এবং এও যে, (আখিরাতে) কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি।

ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

১৫। ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا
فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾

১৬। এবং যে সেদিন যুদ্ধ কৌশল হিসেবে কিংবা (তার পক্ষের কোন) দলে মিলিত হওয়ার জন্য ছাড়া তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে আল্লাহর ক্রোধ (ডেকে) নিয়ে আসবে এবং জাহান্নামই তার আশ্রয়স্থল। আর কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্যস্থল!

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا
إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

১৭। আর তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন, এবং যখন তুমি (কংকর) নিক্ষেপ* করছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন, এবং (তা এ জন্য) যাতে তিনি মু'মিনদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে পরীক্ষা করতে পারেন- উত্তম পরীক্ষা। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ
لَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

১৮। এটিই (তোমাদের পরীক্ষা), এবং এও যে, আল্লাহ্ কাফিরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন।

ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَٰفِرِينَ ﴿١٨﴾

১৯। (হে কাফিররা!) যদি তোমরা মীমাংসা চাও* তবে মীমাংসা তোমাদের কাছে এসে গেছে, আর যদি তোমরা বিরত হও তাহলে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, এবং যদি তোমরা (যুদ্ধে) ফিরে আস তাহলে আমিও (শাস্তিতে) ফিরে আসব, এবং তোমাদের জন্য তোমাদের দল কখনো কিছুই কাজে আসবে না যদিও সংখ্যায় অধিক হয়, এবং এও যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের সাথে আছেন।

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ ۖ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَلَوْ
كَثُرَتْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

ع ১৭ ২ রুকু ১৬

২০। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, এমন অবস্থায় যে তোমরা (তার নির্দেশ) শুনছ,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ
أَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২১। এবং তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বলে, 'শুনলাম', অথচ তারা শোনে না।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা যারা অনুধাবন করে না।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। আর যদি আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ভাল কিছু (আছে বলে) জানতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনাতেন। এবং যদি তিনি তাদেরকে শোনাতেন তাহলে অবশ্যই তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিত।

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সাড়া দাও যখন সে এমন কিছুর জন্য আহ্বান করে যা তোমাদেরকে জীবন্ত করে, এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ ব্যক্তি ও তার হৃদয়ের মাঝখানে* থাকেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে কেবল তাদেরকেই আঘাত করবে না, এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে অল্প (সংখ্যক) ও পৃথিবীতে দুর্বল, তোমরা আশঙ্কা করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে হঠাৎ ধরে নিয়ে যাবে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং তাঁর সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, এবং তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে রিযিক দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

وَاذْكُرُوْۤا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং তোমাদের (পরস্পরের) আমানতসমূহেরও খিয়ানত করো না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষাস্বরূপ,* এবং এও যে, আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে মহাপ্রতিদান।

وَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

ع ١٧ ٣ রুকূ ৩ ১৭

২৯। ওহে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য (করার শক্তি) দিবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং যখন যারা কুফরী করেছে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল* তোমাকে বন্দী করার জন্য, বা তোমাকে হত্যা করার জন্য অথবা তোমাকে বের করে দেয়ার জন্য। এবং তারা ষড়যন্ত্র করে, আর আল্লাহ্‌ও কৌশল করেন। আর আল্লাহ্‌ই উত্তম কৌশলী।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣٠﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১। এবং যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হত তখন তারা বলত, 'আমরা শুনলাম, যদি আমরা ইচ্ছা করি তাহলে অবশ্যই আমরা এটির মত বলতে পারি, এটি পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়*।'

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং যখন তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ্! যদি আপনার পক্ষ থেকে এটিই সেই সত্য* হয় তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করুন কিংবা আমাদের নিকট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিয়ে আসুন।'

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। কিন্তু আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন, যখন তুমি তাদের মধ্যে রয়েছ এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন, এমন অবস্থায় যে তারা (কেউ কেউ) ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ۚ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। তাদের কী (যুক্তি) আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না, যখন তারা (লোকদেরকে) মসজিদে হারাম থেকে বিরত রাখে, অথচ তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়? মুত্তাকীরা ছাড়া কেউ এর তত্ত্বাবধায়ক নয়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ۚ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং (কা'বা) ঘরের কাছে তাদের সালাত (নামায) হল কেবল শিস ও করতালি দেয়া। সুতরাং তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর কারণ তোমরা কুফরী করতে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۬ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তারা (লোকদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রাখার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং শীঘ্রই তারা তা ব্যয় করবে, এরপর তা তাদের আফসোস (এর কারণ) হবে, এরপর তারা পরাজিত হবে। এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে-

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

ع ١٨ ৪ রুকূ ১৮

৩৭। (এটি এজন্য) যাতে আল্লাহ্ মন্দকে (মন্দ লোকদেরকে) ভাল (বিশ্বাসীদের) থেকে পৃথক করতে পারেন এবং মন্দের (মন্দ লোকদের) কতককে কতকের উপর রাখতে পারেন এবং তাদের সকলকে স্তূপীকৃত করতে পারেন, অতঃপর একে জাহান্নামে রাখতে পারেন। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। যারা কুফরী করছে তাদেরকে বল, 'যদি তারা বিরত হয় তাহলে যা অতীত হয়েছে তা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, কিন্তু যদি তারা পুনরাবৃত্তি করে তাহলে পূর্ববর্তীদের (প্রতি গৃহীত) সুন্নত (নীতি) তো অতিক্রান্ত হয়েছেই (যার পুনারাবৃত্তি তাদের ক্ষেত্রেও ঘটবে)।

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা না থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্যই হয়ে যায়, তবে যদি তারা বিরত হয়, তাহলে তারা যা করে সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾

৪০। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ই তোমাদের প্রভু (রক্ষক)। কতই না উত্তম প্রভু এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-১০

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَ
لِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ
كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾

৪১। এবং জেনে রাখ যে, তোমরা যে গনীমত লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, রাসূলের, (রাসূলের) আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং সম্বলহীন মুসাফিরের জন্য, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে থাক এবং (ঈমান এনে থাক) তাতে যা (সাহায্যস্বরূপ) আমি অবতীর্ণ করেছিলাম আমার বান্দার প্রতি সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের দিন*- যেদিন দু'টি দল মুখোমুখি হয়েছিল। এবং আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَ
الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ؕ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي
الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ
مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ
لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾

৪২। যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে* এবং তারা ছিল উপত্যকার দূর প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল (বাণিজ্য কাফেলা) ছিল তোমাদের চেয়ে নীচুতে। এবং যদি তোমরা (মুসলিম ও কুরাইশরা) পরস্পর (যুদ্ধের) সময় নির্ধারণ করতে তাহলে অবশ্যই তোমরা (যুদ্ধের) নির্ধারিত সময়ে পৌঁছতে ব্যর্থ হতে। কিন্তু (এটি ঘটেছিল) যাতে আল্লাহ্ একটি বিষয় সম্পন্ন করতে পারেন যা ঘটার ছিল- যাতে যে ধ্বংস হয় সে স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই ধ্বংস হয় আর যে জীবিত থাকে সেও স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই জীবিত থাকে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ؕ وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ
وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ ﴿٤٣﴾

৪৩। যখন আল্লাহ্ তোমার নিকট তাদেরকে তোমার স্বপ্নে অল্প (সংখ্যক) দেখিয়েছিলেন। আর যদি তিনি তোমার নিকট তাদেরকে বেশি (সংখ্যক) দেখাতেন তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহস হারাতে এবং অবশ্যই (যুদ্ধের) বিষয় নিয়ে মত-বিরোধ করতে, কিন্তু আল্লাহ্ (তোমাদেরকে) রক্ষা করেছিলেন। বক্ষসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় তিনি ভালভাবে জানেন।

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ
لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤٤﴾

৪৪। এবং যখন তোমরা মুখোমুখি হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে অল্প (সংখ্যক) দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে অল্প (সংখ্যক) দেখিয়েছিলেন, যাতে আল্লাহ্ একটি বিষয় সম্পন্ন করতে পারেন যা ঘটার ছিল। এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সকল বিষয় ফিরিয়ে নেয়া হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ
كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন (যুদ্ধের ময়দানে) কোন দলের মুখোমুখি হও তখন দৃঢ় থাক এবং আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ
رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর বিবাদ করো না, তাহলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে, এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ
وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٧﴾

৪৭। এবং তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য তাদের আবাসসমূহ থেকে বের হয়েছে এবং (লোকদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্ তারা যা করে তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ
مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ
عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ
اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং যখন শয়তান তাদের কাজসমূহকে তাদের কাছে শোভনীয় করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের রক্ষাকারী।' অতঃপর যখন দু'টি দল পরস্পর সামনাসামনি হল তখন সে পিছনে সরে পড়ল এবং বলল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে দায়িত্বমুক্ত, নিশ্চয় আমি তা দেখি যা তোমরা দেখতে পাও না,* নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি।' আর আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৯। যখন মুনাফিকরা ও* যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে তারা বলে, 'এদের দ্বীন এদেরকে প্রতারিত করেছে।' এবং যে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

৫০। আর যদি তুমি দেখতে যখন ফেরেশতারা যারা কুফরী করেছে তাদের মৃত্যু ঘটায় তখন তারা তাদের চেহারায় ও তাদের পিছনে আঘাত করে, এবং (কিয়ামতের দিন বলা হবে) 'তোমরা প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর।'

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

৫১। এটা তোমাদের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে সে কারণে, এবং এ কারণেও যে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন-

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

৫২। (এদের অভ্যাস) ফিরআউন বংশ ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত। তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করেছিল, সুতরাং আল্লাহ্ তাদের অপরাধসমূহের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর ও শাস্তিদানে কঠোর।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

৫৩। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ কোন নেয়ামত পরিবর্তন করার নন যা তিনি কোন সম্প্রদায়ের উপর দান করেছেন যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন (নষ্ট) করে, এবং এও যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী-

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

৫৪। (এদের অভ্যাস) ফিরআউন বংশ ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল, সুতরাং তাদের অপরাধসমূহের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম এবং ফিরআউন বংশকে নিমজ্জিত করেছিলাম, এবং তারা সবাই ছিল জালিম।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে তারা যারা কুফরী করেছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে না।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। তাদের মধ্যে যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ, এরপর প্রত্যেকবার* তারা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে না।

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। সুতরাং যদি তুমি তাদেরকে যুদ্ধে (তোমার) নাগালে পাও, তাহলে তাদের দ্বারা তাদের পিছনে যারা আছে তাদেরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেল, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

ع ٣ ৭ রুকু ৩

৫৮। এবং যদি তুমি কোন সম্প্রদায় থেকে খিয়ানতের (চুক্তি ভঙ্গের) আশঙ্কা কর, তাহলে তুমিও একইভাবে তাদের দিকে (চুক্তি) নিক্ষেপ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ খিয়ানতকারীদেরকে ভালবাসেন না।

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯। আর যারা কুফরী করেছে তারা যেন কখনো মনে না করে যে, তারা (আমাকে) ছাড়িয়ে গেছে (পরিত্রান পেয়েছে)। নিশ্চয় তারা (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করতে পারবে না।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

৬০। এবং তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী* প্রস্তুত কর, এর দ্বারা তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভয় দেখাবে এবং তাদেরকে ছাড়া অন্যদেরকেও (ভয় দেখাবে) যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে তোমাদেরকে তা (তার প্রতিদান) পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

৬১। আর যদি তারা শান্তির জন্য ঝুঁকে, তাহলে তুমিও এর জন্য ঝুঁক* এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

৬২। আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়*, তাহলে নিশ্চয় তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে তাঁর সাহায্য দ্বারা ও মু'মিনদের দ্বারা সাহায্য করেছেন-

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩। এবং তিনি তাদের হৃদয়সমূহের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। যদি তুমি পৃথিবীতে যা আছে সবই ব্যয় করতে তবুও তুমি তাদের হৃদয়সমূহের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪। হে নবী! তোমার জন্য এবং মু'মিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫। হে নবী! মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর।* যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল (যোদ্ধা) থাকে তাহলে তারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকে তাহলে তারা যারা কুফরী করেছে তাদের এক হাজার জনের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা বোঝে না।

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৬। এখন আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালকা করেছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যদি একশত জন ধৈর্যশীল (যোদ্ধা) থাকে তাহলে (তাদের) দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে, এবং যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তারা দুই হাজার জনের উপর বিজয়ী হবে। এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

৬৭। কোন নবীর জন্য এটি (সঙ্গত) নয় যে, যমীনে (শত্রুকে) সম্পূর্ণরূপে পরাভূত না করা পর্যন্ত* (গণীমত গ্রহণের জন্য) তার যুদ্ধবন্দি থাকবে। তোমরা চাও দুনিয়ার অস্থায়ী সম্পদ, আর আল্লাহ্ চান আখিরাত।* এবং আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

৬৮। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (তোমাদেরকে ক্ষমা করার) একটি কিতাব গত হয়ে (লিখিত আকারে লওহে মাহ্‌ফুজে) না থাকত তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ সে জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই মহাশাস্তি স্পর্শ করত।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬৯। অতএব যে গনীমত তোমরা লাভ করেছ তা থেকে খাও- হালাল ও পবিত্র হিসেবে,* এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾

৭ ৫ ৯ রুকূ ৫

৭০। হে নবী! তোমাদের হাতে যে সব যুদ্ধবন্দী রয়েছে তাদেরকে বল, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়সমূহে ভাল কিছু (আছে বলে) জানেন তাহলে তোমাদের কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।* এবং আল্লাহ্ অতিক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ
فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ
اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾

৭১। এবং যদি তারা তোমার সাথে খিয়ানত করতে চায়- আর তারা ইতঃপূর্বে আল্লাহ্‌র সাথেও খিয়ানত করেছে, ফলে তিনি (তোমাদেরকে) তাদের উপর শক্তিশালী করেছেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَ اِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ
وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭২। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে তোমাদের কিছুই করার নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। কিন্তু যদি দ্বীনের স্বার্থে তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের দায়িত্ব, তবে যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে (গিয়ে সাহায্য) নয়। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ
مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ
فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَ اللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾

৭৩। আর যারা কুফরী করেছে তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা (মু'মিনরা) তা না কর (নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব না কর) তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও মহাফ্যাসাদ হবে।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ
فِي الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ
اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ
كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে (থেকে) জিহাদ করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্‌র কিতাবে (বিধানে) রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা (মীরাসে অংশীদারিত্ব ও অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে) পরস্পর নিকটজন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ
مِنْكُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾

১০ রুকূ ৬

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৯. সূরা আত- তাওবা,* মাদানী

১২৯ আয়াত, ১৬ রুকূ

১। (এটি) একটি সম্পর্কচ্ছেদ (এর ঘোষণা) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি, মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে।

২। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে চার মাস ভ্রমণ করে নাও এবং জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারবে না, এবং এও যে, আল্লাহ্ কাফিরদেরকে অপমানিত করবেন।

৩। এবং বড় হজ্জের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি একটি ঘোষণা (এই) যে, মুশরিকদের থেকে আল্লাহ্ দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। তবে যদি তোমরা তওবা কর তা তোমাদের জন্য উত্তম, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারবে না। এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও-

৪। তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হও, এরপর তারা তোমাদের সাথে (চুক্তি পালনে) কিছুই ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে তাদের মেয়াদ (শেষ না হওয়া) পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।

৫। অতঃপর যখন হারাম মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য (ওঁৎ পেতে) বসে থাকবে,* কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত (নামায) কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৬। এবং যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায়, এরপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে। এটি এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জানে না।

ع ١/٧ — ১ রুকূ ৭

৭। মুশরিকদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে চুক্তি কিভাবে (বলবৎ) থাকবে তাদের জন্য ছাড়া যাদের সাথে মসজিদে হারামের নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে? সুতরাং যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য (চুক্তিতে) অটল থাকবে তোমরাও তাদের জন্য (চুক্তিতে) অটল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।

৮। কিভাবে (চুক্তি বলবৎ থাকবে)? অথচ যদি তারা তোমাদের উপর জয়ী হয় তাহলে তারা তোমাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন এবং চুক্তির কোন মর্যাদা দিবে না। তারা তাদের মুখ দিয়ে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে কিন্তু তাদের হৃদয় অস্বীকার করে, এবং তাদের অধিকাংশই পাপাচারী,

৯। তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের পরিবর্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ করেছে এবং তারা (লোকদেরকে) তাঁর পথ হতে বিরত রেখেছে। নিশ্চয় তারা যা করছিল তা কতই না নিকৃষ্ট!

٩-سُوْرَةُ التَّوْبَةِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٢٩، رُكُوْعَاتُهَا-١٦

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ؕ﴿١﴾

فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢﴾

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ۬ وَ رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿٣﴾

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٤﴾

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾

وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ؕ﴿٦﴾

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧﴾

كَيْفَ وَ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّ لَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ تَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَ اَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۚ﴿٨﴾

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০। তারা কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন এবং চুক্তির মর্যাদা দেয় না। এবং তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّ لَا ذِمَّةً ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ﴿١٠﴾

১১। কিন্তু তারা যদি তওবা করে, সালাত (নামায) কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনের সম্পর্কে ভাই। এবং আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে।

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾

১২। আর তাদের চুক্তির পর তারা যদি তাদের শপথমসমূহ ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীনের প্রতি তিরস্কার করে, তাহলে কাফিরদের প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় তাদের কোন শপথ নেই, শীঘ্রই তারা বিরত হবে।

وَ اِنْ نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْۤا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾

১৩। তোমরা কি এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথসমূহ ভঙ্গ করেছিল এবং রাসূলকে বহিষ্কারের জন্য মনস্থ করেছিল এবং তারাই প্রথমবার তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ) শুরু করেছিল? তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? কিন্তু আল্লাহ্ই অধিক হকদার যে, তোমরা তাকে ভয় করবে- যদি তোমরা মু'মিন হও।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাদেরকে অপমানিত করবেন ও তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মু'মিন সম্প্রদায়ের বক্ষসমূহকে প্রশান্ত করবেন-

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং তাদের হৃদয়সমূহের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ্ (মুশরীকদের) যাকে ইচ্ছা করবেন তার তওবা কবুল করবেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান।

وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৬। তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে (এমনি) ছেড়ে দেয়া হবে, অথচ আল্লাহ্ জেনে নেননি (স্পষ্ট করেননি) তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে অন্যকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি? এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত।

ع ٨ ২ রুকু ৮

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوْلِهٖ وَ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। মুশরিকদের জন্য এটি (অধিকার) নয় যে, তারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে আবাদ করবে, যখন তারা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। ওরাই তারা যাদের কর্মসমূহ বিফল হয়েছে এবং তারাই আগুনে স্থায়ী হবে।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَ فِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮। আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে আবাদ করবে কেবল তারাই যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে, সালাত (নামায) কায়েম করেছে, যাকাত প্রদান করেছে এবং আল্লাহ্ ছাড়া (অন্য কাউকে) ভয় করে না। অতএব আশা করা যায় যে, তারাই সঠিকপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯। হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের আবাদ করাকে তোমরা (মুশরিকরা) কি তাদের সমান (গণ্য) করেছ যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে? আল্লাহ্র নিকট তারা সমান নয়। আর আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ
اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। এবং তারাই সফল।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ
مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾

২১। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, তাঁর থেকে দয়া, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতসমূহের, যেগুলোতে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নেয়ামত-

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২২। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহাপ্রতিদান।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ
اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের পিতাদেরকে ও তোমাদের ভাইদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের উপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয়। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই জালিম।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। বল, 'তোমাদের পিতারা, তোমাদের সন্তানেরা, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, সম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছ, এবং ব্যবসা যাতে মন্দার আশঙ্কা কর এবং বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর এসব যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসা পর্যন্ত প্রতীক্ষা কর।' আর আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

ع ١٤ ৭ ৩ রুকূ ৯

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ
اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ
الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে বহু স্থানে সাহায্য করেছেন এবং হুনাইনের* দিনেও,* যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কিছুই কাজে আসেনি এবং পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল তা বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও, এরপর তোমরা পিছনে ফিরে পালিয়েছিলে।

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ
جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। এরপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং অবতীর্ণ করলেন এমন বাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে তিনি শাস্তি দিলেন। এবং এটি কাফিরদের প্রতিফল।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

২৭। অতঃপর এরপরে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করবেন তার তওবা কবুল করবেন। এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ
يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৮। ওহে যারা ঈমান এনেছ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটে না আসে,* আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশঙ্কা কর, তাহলে অচিরেই আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ থেকে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন- যদি তিনি ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না এবং আখিরাতের দিনের প্রতিও না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম (গণ্য) করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ কর,* যে পর্যন্ত না তারা অপদস্থ হয়ে নির্দ্বিধায় জিযিয়া* দেয়।

ع ٥ ١٠ — ৪ রুকূ ১০

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। আর ইহুদীরা বলে, 'উযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র' এবং নাসারারা বলে, 'মাসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র।' এটা তাদের মুখের কথা, তারা তাদের কথার অনুকরণ করে যারা পূর্বে কুফরী করেছিল। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন। কিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে!

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিতদেরকে ও সংসার-বিরাগীদেরকে প্রতিপালকরূপে* গ্রহণ করেছে এবং মারইয়মের পুত্র মাসীহ্‌কেও,* অথচ তারা কেবল এক ইলাহ্-এর ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তারা যা শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। তারা তাদের মুখ দিয়ে (অর্থাৎ ফুঁ দিয়ে) আল্লাহ্‌র আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ্ তাঁর আলোর পূর্ণতা ছাড়া (অন্য কিছু) অস্বীকার করেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশিকা ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন এটিকে সকল দ্বীনের উপর জয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা (তা) অপছন্দ করে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

৩৪। ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় পণ্ডিতদের ও সংসার-বিরাগীদের মধ্যে অনেকে অবশ্যই মানুষের ধন-সম্পদ বাতিল পন্থায় ভোগ করে থাকে এবং (লোকদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রাখে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয়* করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও-

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং এর দ্বারা তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। (বলা হবে) এটি তা যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করতে, সুতরাং তোমরা যা সঞ্চয় করতে তা আস্বাদন কর।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট আল্লাহ্‌র কিতাবে মাসগুলোর সংখ্যা বারটি (সেদিন থেকেই) যে দিন তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন- তার মধ্যে চারটি হারাম (মাস),* এটিই সঠিক দ্বীন। সুতরাং এর মধ্যে (হারাম মাসে)* তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। আর তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে থাকে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ
فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ أَعْمَالِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। প্রকৃতপক্ষে 'নাসী' (হারাম মাসকে পিছিয়ে দেয়া) হল কুফরীতে বাড়াবাড়ি করা যা দ্বারা যারা কুফরী করেছে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়, তারা একে কোন বছর হালাল করে এবং কোন বছর হারাম করে যাতে তারা আল্লাহ্ যে সংখ্যাগুলোকে (মাসগুলোকে) হারাম করেছেন সেগুলোর সাথে মিশিয়ে নিতে পারে এবং আল্লাহ্ যা হারাম* করেছেন তা হালাল করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের নিকট আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না।

৫ ع ৮ ॥ ৫ রুকূ ১১

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ
الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾

৩৮। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কী হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র পথে (যুদ্ধের জন্য) বের হও' তখন তোমরা ভারী হয়ে যমীনের সাথে লেগে থাক*? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন দ্বারাই সন্তুষ্ট হয়েছ? কিন্তু আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী (খুবই) সামান্য।

إِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾

৩৯। যদি তোমরা (যুদ্ধের জন্য) বের না হও তাহলে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন আর তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। এবং আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ
اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ
مَعَنَا ۚ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَ
جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ۗ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ۗ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০। যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ ইতোমধ্যেই তাকে সাহায্য করেছেন যখন যারা কুফরী করেছে তারা তাকে (মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছিল- দু'জনের দ্বিতীয়জন হিসেবে যখন তারা দু'জন ছিল গুহার মধ্যে, যখন সে তার সাথীকে বলেছিল, 'দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর তাঁর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাকে সাহায্য করলেন এমন বাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি এবং যারা কুফরী করেছে তাদের কথাকে নীচুতম করে দিলেন। আর আল্লাহ্‌র বাণীই সর্বোচ্চ। এবং আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১। তোমরা (যুদ্ধের জন্য) বের হও, হালকা অবস্থায় এবং ভারি অবস্থায়,* এবং জিহাদ (সংগ্রাম) কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম- যদি তোমরা জানতে।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ
عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا
مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ أَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। যদি নিকটবর্তী সামগ্রী (গনীমত লাভের সম্ভাবনা) থাকত ও সহজ সফর হত তাহলে অবশ্যই তারা তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের নিকট কষ্টকর সফর সুদূর মনে হল। এবং শীঘ্রই তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে, 'যদি আমরা সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে বের হতাম', তারা তাদের নিজেদেরকেই ধ্বংস করে, আর আল্লাহ্ জানেন নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

৭ ع ৫ ॥ ৬ রুকূ ১২

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করেছেন, তুমি তাদেরকে কেন (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দিলে যতক্ষণ না তোমার নিকট স্পষ্ট হল যারা সত্য বলেছে এবং তুমি জানলে মিথ্যাবাদীদেরকে?*

لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ
يُّجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনে তারা তোমার নিকট তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের জীবন দিয়ে জিহাদ করা থেকে (বিরত থাকার) অনুমতি চায় না। এবং আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

إِنَّمَا يَسْتَـْٔذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
ارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। তোমার নিকট অনুমতি চায় কেবল তারাই যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনে না এবং যাদের হৃদয় সন্দেহ পোষণ করেছে, সুতরাং তারা তাদের সন্দেহের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ
فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। আর তারা যদি বের হতে চাইত তবে অবশ্যই তারা এর জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, কিন্তু তাদের প্রেরিত হওয়া আল্লাহ্ অপছন্দ করলেন, সুতরাং তিনি তাদেরকে বিরত রাখলেন এবং তাদেরকে বলা হল,'(ঘরে) বসে থাকাদের সাথে* তোমরা বসে থাক।'

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَاوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ
يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ
بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। তারা যদি তোমাদের সাথে বের হত তাহলে তারা কেবল তোমাদের সর্বনাশই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মধ্যে ফিতনার উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করত, এবং তোমাদের মধ্যে তাদের পক্ষে কথা শুনবার লোক আছে। আর আল্লাহ্ জালিমদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ
الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। অবশ্যই তারা এর পূর্বেও ফিতনা কামনা করেছিল এবং তোমার বহু কাজ উলট-পালট করেছিল, অবশেষে প্রকৃত সত্য আসল এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ (বিজয়) স্পষ্ট হল, এমন অবস্থায় যে তারা (তা) অপছন্দকারী।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ۗ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ۗ
وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, 'আমাকে (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দিন এবং আমাকে ফিতনায়* ফেলবেন না।' জেনে রাখ! তারা ফিতনাতেই পড়ে আছে। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করেই আছে।

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ
اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। যদি তোমার কল্যাণ ঘটে তবে তা তাদেরকে কষ্ট দেয়, এবং যদি কোন অকল্যাণ তোমাকে আঘাত করে তখন তারা বলে, 'আমরা তো পূর্বেই আমাদের বিষয় (অর্থাৎ পূর্ব সর্তকতা) গ্রহণ করেছি' এবং তারা উৎফুল্ল হয়ে সরে পড়ে।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। বল, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া আমাদেরকে কখনো অন্য কিছু আঘাত করবে না, তিনি আমাদের প্রভু (রক্ষক)', আর আল্লাহ্‌র উপরই মু'মিনরা যেন ভরসা করে।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۗ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ
بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖؗ
فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। বল, তোমরা কি আমাদের জন্য কেবল দু'টি কল্যাণের* একটির প্রতীক্ষা করছ? আর আমরা তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছি, আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করবেন, তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দিয়ে। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে প্রতীক্ষমান।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۗ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ
قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। বল, 'তোমরা (আল্লাহ্‌র পথে যা) ব্যয় কর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, তোমাদের কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। নিশ্চয় তোমরা হলে এক পাপাচারী সম্প্রদায়।'

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ
بِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا
وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং তাদের থেকে তাদের ব্যয় গ্রহণ করা নিষেধ করেছে কেবল তা-ই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অবিশ্বাস করেছে, এবং তারা সালাতে (নামাযে) উপস্থিত হয় কেবল শৈথিল্যের সাথে এবং তারা কেবল ব্যয় করে অনিচ্ছাকৃতভাবে।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে। আল্লাহ্ এগুলো দ্বারা কেবল তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিতে চান, এবং তাদের আত্মা চলে যাবে, এমন অবস্থায় যে তারা কাফির।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৬। এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে যে, নিশ্চয় তারা অবশ্যই তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তারা এক ভীতু সম্প্রদায়।

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল বা কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পায় তাহলে তারা এর দিকে অবশ্যই পলায়ন করবে দ্রুতবেগে।

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সদকার (যাকাত বণ্টনের) বিষয়ে তোমাকে দোষারোপ করে, তবে যদি তা থেকে তাদেরকে কিছু দেয়া হয় তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তা থেকে তাদেরকে কিছু দেয়া না হয় তৎক্ষনাৎ তারা অসন্তুষ্ট হয়।

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। আর (ভাল হত) যদি তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হত এবং বলত, 'আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, শীঘ্রই আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাশী।'

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। সদকা (যাকাত) কেবল ফকির (গরীব),* মিসকীন (অভাবগ্রস্ত) ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, (তোমাদের সাথে) যাদের হৃদয়সমূহ সংযুক্ত* তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে ও (সম্বলহীন) মুসাফিরের জন্য। (এই বন্টন) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক অবশ্য পালনীয় (বিধান)। এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

৬১। তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে একটি কান।' বল, '(সে) তোমাদের কল্যাণের জন্য কান, সে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য এক দয়া (রহমত)।' আর যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

৬২। তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র নামে কসম করে, অথচ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলই বেশি হকদার যে, তারা তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) সন্তুষ্ট করবে- যদি তারা মু'মিন হয়।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

৬৩। তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে স্থায়ী হবে? এটাই চরম অপমান।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

৬৪। মুনাফিকরা তাদের সম্পর্কে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হওয়ার আশংকা করে, যা তাদের হৃদয়সমূহে যা কিছু আছে তা জানিয়ে দিবে। বল, 'ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক, তোমরা যা আশংকা কর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা প্রকাশকারী।'

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা তো অনর্থক কথায় ও খেলায় লিপ্ত ছিলাম।' বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে!

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। তোমরা অজুহাত পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের এক দলকে মার্জনা করিও তবে তোমাদের অন্য দলকে শাস্তি দিব, কারণ তারা ছিল অপরাধী।

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ
اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের অংশ, তারা অসৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজ হতে নিষেধ করে, তারা হাত গুটিয়ে রাখে, তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরাই পাপাচারী (ফাসিক)।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

৬৮। আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের আগুনের, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট, এবং আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি-

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا
وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا
اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ
خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। (তোমরা) তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত, তারা ছিল তোমাদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অধিক। সুতরাং তারা তাদের (প্রাপ্য) অংশ ভোগ করেছে, আর তোমরা তোমাদের (প্রাপ্য) অংশ ভোগ করেছ, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের (প্রাপ্য) অংশ ভোগ করেছে এবং তারা যেরূপ অনর্থক কথায় লিপ্ত ছিল তোমরাও সেরূপ অনর্থক কথায় লিপ্ত রয়েছ। ওরাই তারা যাদের কর্মসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিফল হয়েছে এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۬ۙ وَ
قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। তাদের নিকট কি তাদের পূর্ববর্তী নূহ্, আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ান-এর অধিবাসী ও উল্টে দেয়া জনপদসমূহের সংবাদ আসেনি? তাদের নিকট তাদের রাসূলরা এসেছিলো স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ। আর আল্লাহ্ এমন ছিলেন না যে, তিনি তাদের উপর জুলুম করবেন, বরং তারাই তাদের নিজেদের উপর জুলুম করত।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭১। আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু*, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে,* সালাত (নামায) কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ শীঘ্রই দয়া* করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

৭২। আল্লাহ্ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতসমূহের, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) উত্তম বাসস্থানসমূহের, যা চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে অবস্থিত। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়। এটিই মহাসাফল্য।

৭ ع 15 ৯ রুকু ১৫

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾

৭৩। হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের উপর কঠোর হও। এবং তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্যস্থল!

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا
بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ
اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ
يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَ
مَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾

৭৪। তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে যে, তারা (রাসূলের বিরুদ্ধে) বলেনি, অথচ অবশ্যই তারা কুফরীর কথা বলেছে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়েছে, এবং তারা (তা) মনস্থ* করেছিল যা লাভ করতে পারেনি। তারা প্রতিশোধ নিয়েছে কেবল এ কারণে যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন, সুতরাং যদি তারা তওবা করে তাহলে তাদের জন্যে ভাল হবে, কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ্‌ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন, এবং পৃথিবীতে তাদের জন্য কোন অভিভাবক নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিল (এই বলে যে) 'যদি তিনি তাঁর অনুগ্রহ থেকে আমাদেরকে দান করেন তবে অবশ্যই আমরা সদকা দেব এবং অবশ্যই আমরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। অতঃপর যখন তিনি তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে দান করলেন তখন তারা এ বিষয়ে কৃপণতা করল এবং উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ
مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭। ফলে তিনি তাদের হৃদয়সমূহে মুনাফিকী বদ্ধমূল করলেন তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত, এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলত।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ
الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

৭৮। তারা কি জানত না যে, আল্লাহ্‌ তাদের গোপন বিষয় ও তাদের গোপন পরামর্শ জানেন, এবং এও যে, আল্লাহ্‌ অদৃশ্য বিষয়াবলি সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন?

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَ
الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ
مِنْهُمْ ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯। মু'মিনদের মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দানকারীদেরকে যারা (তাদের) সদকার ব্যাপারে দোষারোপ করে এবং (দোষারোপ করে তাদেরকে) যারা নিজ শ্রম ছাড়া (সদকা করার মত) কিছুই পায় না এবং তাদেরকে (উভয় দলকে) বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে বিদ্রূপ করেন। এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً
فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

ع ١٠/١٢ ১০ রুকূ ১৬

৮০। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা* কর অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর (একই কথা)। যদি তুমি সত্তর বারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ্‌ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। এবং আল্লাহ্‌ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ
يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا
فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্‌র রাসূলের (প্রস্থানের) পর তাদের বসে থাকাতে উৎফুল্ল বোধ করল এবং তারা অপছন্দ করল যে, তারা তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং বলল, 'তাপের মধ্যে (যুদ্ধে) বের হয়ো না। বল, 'জাহান্নামের আগুন অধিক উত্তপ্ত'- যদি তারা বুঝত।

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। সুতরাং তারা (দুনিয়াতে) কম (সময়ের জন্য) হেসে নিক এবং (আখিরাতে) বেশী (সময়ের জন্য) কাঁদুক (অর্থাৎ কাঁদবে), তারা যা অর্জন করেছে তার প্রতিফল স্বরূপ।

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ
فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ
رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। অতঃপর যদি আল্লাহ্‌ তোমাকে তাদের কোন দলের দিকে ফিরিয়ে আনেন এবং তারা (যুদ্ধে) বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলবে, 'তোমরা আমার সাথে কখনোই বের হয়ো না এবং তোমরা আমার সাথে কখনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না। নিশ্চয় তোমরা প্রথমবার বসে থাকাতেই সন্তুষ্ট হয়েছিলে, সুতরাং তোমরা পিছনে থেকে যাওয়াদের সাথেই বসে থাক।'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তুমি কখনোই তার জন্য প্রার্থনা করো না (জানাযা পড়ো না) এবং তার কবরের উপর দাঁড়িও না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অবিশ্বাস করেছে এবং তারা মৃত্যুবরণ করেছে, এমন অবস্থায় যে তারা পাপাচারী (ফাসিক)।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে মুগ্ধ না করে। আল্লাহ্ এসবের দ্বারা কেবল তাদেরকে দুনিয়ায় শাস্তি দিতে চান এবং তাদের আত্মা চলে যাবে, এমন অবস্থায় যে তারা কাফির।

وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় (এ মর্মে) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সাথে জিহাদ কর তখন তাদের মধ্যে শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারীরা তোমার নিকট (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি চায় এবং বলে, 'আমাদেরকে ছেড়ে দিন, আমরা (ঘরে) বসে থাকাদের সাথে থাকব।'

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। তারা পিছনে থেকে যাওয়াদের সাথে থেকেই সন্তুষ্ট হল, এবং তাদের হৃদয়ের উপর মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা বুঝে না।

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ؗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তারা তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের জীবন দিয়ে (আল্লাহ্‌র পথে) জিহাদ করেছে। এবং তাদেরই জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারাই সফল।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾

ع ٧ ١٤ ১১ রুকূ ১৭

৮৯। আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটিই মহাসাফল্য।

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾

৯০। আর বেদুইনদের মধ্য থেকে অজুহাত পেশকারীরা আসল* যেন তাদেরকে (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দেয়া হয় এবং যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল তারা (ঘরে) বসে রইল। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে শীঘ্রই তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আঘাত করবে।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾

৯১। যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা ব্যয় করার জন্য কিছু পায় না, তাদের কোন দোষ নেই যখন তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে (ব্যবস্থা গ্রহণের) কোন পথ নেই। এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু-

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۪ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২। এবং তাদেরও (কোনো দোষ) নেই যারা যখন তারা তোমার নিকট এসে ছিল যাতে তুমি তাদেরকে বাহন দিতে পার তখন তুমি বলেছিলে, 'আমি এমন কিছু পাচ্ছি না যার উপর তোমাদেরকে আরোহন করাব;' তারা অশ্রুপ্লাবিত* চোখে ফিরে গেল এই দুশ্চিন্তায় যে তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করার মত কিছু পাচ্ছে না।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। (ব্যবস্থা গ্রহণের) পথ তো কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তবান হয়েও (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) তোমার কাছে অনুমতি চায়, তারা পিছনে থেকে যাওয়াদের সাথে থেকেই সন্তুষ্ট হল, এবং আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ের উপর মোহর মেরে দিয়েছে, ফলে তারা জানে না।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-১১

يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا
لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّٰهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللّٰهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪। যখন তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসবে তখন তারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করবে। বল, 'অজুহাত পেশ করো না, আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করব না, ইতোমধ্যে আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। এবং শীঘ্রই আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন এবং তাঁর রাসূলও, এরপর অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানীর নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।'

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ
فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۚ وَّمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَاءًۢ بِمَا
كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫। যখন তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসবে তখন শীঘ্রই তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করবে যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, তারা যা অর্জন করত তার প্রতিফল স্বরূপ।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ
لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬। তারা তোমাদের নিকট কসম করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। কিন্তু যদি তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

اَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا
أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭। বেদুঈনরা কুফরী ও মুনাফিকীতে কঠোরতর এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমা না জানার দিক থেকে অধিক উপযোগী। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ
الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮। এবং বেদুঈনদের মধ্যে কেউ কেউ, যা তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে তাকে অর্থদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে এবং তোমাদের মন্দ অবস্থার প্রতীক্ষা করে। মন্দ অবস্থা তাদেরই উপর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا
يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ
سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

৯৯। এবং বেদুঈনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও রাসূলের দোয়া লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। জেনে রাখ, এটা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়। শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১২ রুকূ ১

وَالسّٰبِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾

১০০। এবং মুহাজির* ও আনসারদের* মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা সঠিকভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটিই মহাসাফল্য।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ
مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ۚ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ
ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১০১। এবং বেদুঈনদের মধ্যে যারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা মুনাফিকীর উপর অনড়। তুমি তাদেরকে জান না; আমি তাদেরকে জানি। শীঘ্রই আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব, এরপর তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে মহাশাস্তির দিকে,

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০২। এবং অন্যরা* তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা সৎকাজকে মিশিয়েছে অন্য আরেকটির সাথে যা মন্দ। শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰۲﴾

১০৩। তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ কর, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তুমি তাদের জন্য দোয়া কর। নিশ্চয় তোমার দোয়া তাদের জন্যে প্রশান্তিদায়ক। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾

১০৪। তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং সদকা গ্রহণ করেন, এবং এও যে, আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু?

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۴﴾

১০৫। এবং বল, 'তোমরা কাজ কর, কারণ শীঘ্রই আল্লাহ্ তোমাদের কাজ দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনরাও। এবং শীঘ্রই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানীর নিকট, এবং তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।'

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৬। এবং অন্যরা (যাদের বিষয়) আল্লাহ্‌র নির্দেশের জন্য স্থগিত রইল,* তিনি হয় তাদেরকে শাস্তি দিবেন, না হয় তাদের তওবা কবুল করবেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰۶﴾

১০৭। এবং যারা মসজিদ বানিয়েছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে* এবং যে ব্যক্তি ইতঃপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তার ওঁৎ পেতে থাকার ঘাঁটিস্বরূপ। এবং তারা অবশ্যই কসম করবে যে, 'আমরা কেবল উত্তম কিছু করতে চেয়েছি।' কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا ۢبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৮। তুমি তাতে কখনো (সালাতের উদ্দেশ্যে) দাঁড়িও না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে, সেটিই অধিক হকদার যে তুমি তাতে দাঁড়াবে। সেখানে কিছু লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।*

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৯। যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহ্‌র ভয় ও (তাঁর) সন্তুষ্টির উপর সে উত্তম, নাকি ঐ ব্যক্তি যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম এক খাড়া পাহাড়ের প্রান্তে, ফলে তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়েছে? আর আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾

১১০। তাদের ঘর, যা তারা নির্মাণ করেছে, তাদের হৃদয়সমূহে সন্দেহের (মুনাফিকীর) কারণ হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের হৃদয়সমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۱۰﴾ ع

১৩ রুকু ২

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১১১। নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও তাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন এর বিনিময়ে যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে,* সুতরাং তারা (শত্রুকে) হত্যা করে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। (এটি) তাঁর উপর (পালনীয়) একটি সত্য প্রতিশ্রুতি যা আছে তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে। আর স্বীয় অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র চেয়ে অধিক পূর্ণকারী কে আছে? অতএব তোমরা তোমাদের সেই ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে সুসংবাদ গ্রহণ কর যে ক্রয় বিক্রয় তোমরা তাঁর সাথে সম্পাদন করেছ। আর এটিই মহাসাফল্য।

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۚ وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾

১১২। (তারা) তওবাকারী, ইবাদতকারী, (আল্লাহ্র) প্রশংসাকারী, (আল্লাহ্র পথে) ভ্রমণকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের নির্দেশ দানকারী, অসৎকাজ হতে নিষেধকারী এবং আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা সংরক্ষণকারী। এবং (এ সব) মু'মিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩। নবীর জন্য এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য (সঙ্গত) নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে যদিও তারা আত্মীয় হয় যখন তাদের নিকট এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, তারা তীব্র আগুনের অধিবাসী।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾

১১৪। আর স্বীয় পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা ছিল কেবল একটি প্রতিশ্রুতির কারণে, যে প্রতিশ্রুতি সে তাকে দিয়েছিল*, অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন ইবরাহীম তার থেকে দায়মুক্ত হল। নিশ্চয় ইবরাহীম অবশ্যই কোমল হৃদয় সম্পন্ন ও সহনশীল।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ أَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿١١٤﴾

১১৫। এবং আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে সঠিকপথ প্রদর্শন করার পর তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন যতক্ষণ না তিনি তাদের জন্য স্পষ্ট করেন কী কী তারা পরিহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًاۢ بَعْدَ إِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৬। নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। এবং আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।

إِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

১১৭। আল্লাহ্ তওবা কবুল করলেন নবীর এবং মুহাজির ও আনসারদের যারা তার অনুসরণ করেছিল সংকটকালে* - (এমনকি) যখন তাদের এক দলের হৃদয় বক্র হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, এরপর আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু-

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং (তিনি তওবা কবুল করলেন) অপর তিনজনেরও, যাদেরকে পিছনে ফেলে (এক ঘরে করে) রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী তাদের উপর সংকুচিত হয়ে গেল যদিও তা ছিল বিস্তৃত এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ থেকে (বাঁচার জন্য) তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। এরপর তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন যাতে তারা ফিরে আসতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۖ حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ ۚ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾

১৪ রুকূ ৩

১১৯। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴿١٢٠﴾

১২০। মদীনাবাসী ও তাদের চার পাশের বেদুঈনদের জন্য (সঙ্গত) নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র রাসূল থেকে পিছনে থেকে যাবে, এবং এও নয় যে, তারা তার (রাসূলের) জীবনের চেয়ে তাদের নিজেদেরকে বেশি পছন্দ করবে। এটি এজন্য যে, আল্লাহ্‌র পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধাই তাদেরকে স্পর্শ করে এবং তারা যে পদার্পণস্থলেই পদার্পণ করে - যা কাফিরদের মনে ক্রোধের সঞ্চার করে - এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা-ই (দুঃখ-কষ্ট) লাভ করে তার (প্রত্যেকটির) পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় সৎকাজ। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল নষ্ট করেন না-

ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ﴿١٢١﴾

১২১। এবং তারা ছোট বা বড় যে ব্যয়ই ব্যয় করে এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করে তা তাদের জন্য লিখা হয়, যাতে তারা যা করে আল্লাহ্‌ তাদেরকে তার উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন।

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴿١٢٢﴾

১২২। এবং (বেদুঈন) মু'মিনদের জন্য (সম্ভব) নয় যে তারা সবাই (একসঙ্গে জ্ঞানার্জনে মদীনার উদ্দেশ্যে) বের হবে। তবে তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হতে পারে?

১৫ ع ১৫ রুকূ ৪

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ﴿١٢٣﴾

১২৩। ওহে যারা ঈমান এনেছ! কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী* তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা (দেখতে) পায়। এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ﴿١٢٤﴾

১২৪। আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, 'এটা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল?' আর যারা ঈমান এনেছে এটি তাদেরকে ঈমানে বৃদ্ধি করেছে, যখন তারা আনন্দিত হয়।

وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ﴿١٢٥﴾

১২৫। আর যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে,* এটি তাদের অপবিত্রতার সাথে আরো অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে এবং তারা মৃত্যুবরণ করে, এমন অবস্থায় যে তারা কাফির।

أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ﴿١٢٦﴾

১২৬। তারা কি দেখে না যে, তাদেরকে (তাদের মুনাফেকী প্রকাশ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে) প্রতি বছর একবার বা দু'বার পরীক্ষায় ফেলা হয়? এরপরও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ﴿١٢٧﴾

১২৭। এবং যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায়। (এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে) 'তোমাদেরকে কেউ দেখে ফেলেছে কি?' এরপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ্‌ তাদের হৃদয়সমূহকে (সত্য থেকে) সরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা বুঝে না।

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ﴿١٢٨﴾

১২৮। অবশ্যই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট এসেছে একজন রাসূল। তোমরা যাতে কষ্ট পাও তা তার কাছে কঠিন (দুঃসহ), (সে) তোমাদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন, (এবং) মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু।

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ﴿١٢٩﴾

১২৯। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই। আমি তারই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।'

১৬ ع ৫ ১৬ রুকূ ৫

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০.সূরা ইউনুস, মাক্কী

১০৯ আয়াত, ১১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١٠-سُوْرَةُ يُوْنُسَ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٠٩، رُكُوْعَاتُهَا-١١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ①

১। আলিফ-লাম-রা। এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ②

২। মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয়* যে, আমি তাদেরই একজনের কাছে ওহী করেছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা? কাফিররা বলে, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি অবশ্যই এক সুস্পষ্ট জাদুকর।'

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ③

৩। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, এরপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ④

৪। তাঁরই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল। (এটি) আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর পুনরাবৃত্তি করবেন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে ন্যায্য প্রতিদান দেয়ার জন্য। আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা অবিশ্বাস করত।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ⑤

৫। তিনিই সূর্যকে উজ্জ্বল আলো ও চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বানিয়েছেন এবং তার (চাঁদের) মনযিলসমূহ* নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও (সময়ের) হিসাব জানতে পার। আল্লাহ্ এটা যথার্থ কারণ ছাড়া সৃষ্টি করেননি, তিনি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে।

اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ⑥

৬। নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۙ⑦

৭। নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট এবং এতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বেখবর-

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ⑧

৮। তাদের আশ্রয়স্থল হবে আগুন, তারা যা অর্জন করেছে সে কারণে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ⑨

৯। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের কারণে তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন যাদের (যে ব্যক্তিদের) নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে- নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০। সেখানে তাদের বক্তব্য হবে, 'হে আল্লাহ্! আপনি পবিত্র' এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম', এবং তাদের শেষ বক্তব্য হবে, 'সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য।'

ع ১ রুকূ ৬

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾

১১। আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে তারা কল্যাণ তাড়াতাড়ি পেতে চায়, অবশ্যই তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যেত। সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না আমি তাদেরকে তাদের সীমালঙ্ঘনে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দেই।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١﴾

১২। আর মানুষকে যখন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে, অতঃপর যখন আমি তার দুঃখ-দুর্দশা দূর করি তখন সে এমন পথ অবলম্বন করে যেন তাকে যে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করেছিল তা থেকে মুক্তির জন্য সে আমাকে ডাকেনি। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের কাছে তারা যা করত তা শোভনীয় করা হয়েছিল।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢﴾

১৩। আর অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে বহু প্রজন্ম ধ্বংস করেছি, যখন তারা জুলুম করেছিল এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাদের রাসূলরা এসেছিল, কিন্তু তারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দেই।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪। এরপর আমি তাদের পরে পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি এ জন্য যে, আমি দেখব তোমরা কেমন কাজ কর।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহকে স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পাঠ করা হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, 'এটা ছাড়া অন্য এক কুরআন নিয়ে আস, অথবা এটাকে পরিবর্তন কর।' বল, 'নিজ থেকে এটা পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়, আমার প্রতি যা ওহী করা হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যদি আমি আমার প্রতিপালককে অমান্য করি তাহলে নিশ্চয় আমি ভয় করি এক ভয়াবহ দিনের শাস্তির।'

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَاۤ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾

১৬। বল, 'যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে আমি তোমাদের কাছে তা পাঠ করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ বিষয়ে জানাতেন না। আমি এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি। তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না?'

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? নিশ্চয় অপরাধীরা সফল হয় না।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮। আর তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন সত্তার ইবাদত করে যা তাদের অপকার করে না এবং উপকারও করে না এবং তারা বলে, 'এগুলো আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি জানেন না? তারা যা শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র এবং অনেক ঊর্ধ্বে।'

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰۤؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯। এবং মানুষ একই উম্মত (ধর্মভুক্ত) ছিল, অতঃপর তারা মতপার্থক্য করল। আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি বাণী গত হয়ে (পূর্ব ঘোষিত) না থাকত তাহলে যে বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করে সে বিষয়ে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া হত।

٢ ع ٤ — ২ রুকু ৭

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের কাছ থেকে তার কাছে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' তবে বল, 'অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই, সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১। আর মানুষকে তাদের দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর যখন আমি দয়া আস্বাদন করাই তখনই তারা আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। বল, 'আল্লাহ্ কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে দ্রুততর।' তোমরা যে ষড়যন্ত্র কর তা নিশ্চয় আমার রাসূলরা (ফেরেশতারা) লিখে রাখে।

هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২। তিনিই তোমাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমণ করান। এক পর্যায়ে যখন তোমরা নৌযানে আরোহণ কর, এবং এগুলো তাদেরকে নিয়ে অনুকূল বাতাসে চলতে থাকে এবং তারা তাতে উৎফুল্ল হয় তখন এক ঝড়ো হাওয়া তাতে আঘাত হানে এবং সবদিক থেকে তরঙ্গ তাদের দিকে ধেয়ে আসে এবং তারা তা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে বলে মনে করে, তখন তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে দ্বীনকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে, (এবং বলে) 'যদি আপনি আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করেন তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؗ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। অতঃপর যখনই তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের এ বাড়াবাড়ি আসলে তোমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে, দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসামগ্রী (উপভোগ)-এর কারণে। এরপর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, অতঃপর তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব।

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। বস্তুত দুনিয়ার জীবনের উপমা হল পানির মত যা আমি আকাশ থেকে অবতীর্ণ করি, অতঃপর এর সাথে ভূমিজাত উদ্ভিদের সংমিশ্রণ হয়-যা থেকে মানুষ ও গবাদি পশু আহার করে। অবশেষে যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও আকর্ষণীয় হয় এবং এর অধিকারীরা মনে করে যে, তারা এগুলোর উপর সক্ষম (আহরণ ও ভোগ করতে) তখনই তাতে দিনে অথবা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে, অতঃপর আমি তা এমন উৎপাটিত শস্যে পরিণত করি যেন গতকালও এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

২৫। আর আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে ডাকেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। যারা ভালকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরও অধিক কিছু, এবং কোন মলিনতা ও অপমান তাদের চেহারাসমূহকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧

২৭। আর যারা মন্দ অর্জন করেছে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহ্‌র বিপরীতে তাদের জন্য কোন রক্ষাকারী থাকবে না, তাদের চেহারাসমূহ যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٢٨

২৮। এবং যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, এরপর যারা শরীক করেছিল তাদেরকে আমি বলব, 'তোমরা এবং তোমরা যাদেরকে শরীক করেছিলে তারা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর,' এবং আমি তাদেরকে (পরস্পর থেকে) পৃথক করে দেব এবং তারা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে, 'তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।

فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ٢٩

২৯। সুতরাং আল্লাহ্‌ই আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, আমরা তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে অবশ্যই বেখবর ছিলাম।'

هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٠

রুকু ৩/৮

৩০। সেখানে প্রত্যেকে যা করেছিল তা পরখ করে নিবে এবং তাদেরকে তাদের সত্য প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে এবং তারা যা কিছু মিথ্যা রচনা করত তা তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে।

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١

৩১। বল, 'কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক কে? এবং জীবিতকে মৃত থেকে কে বের করেন? এবং মৃতকে জীবিত থেকে কে বের করেন? এবং কে সকল বিষয় পরিচালনা করেন?' তখনই তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌।' অতএব বল, 'তবে কি তোমরা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করবে না?'

فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ٣٢

৩২। তিনিই আল্লাহ্‌, তোমাদের সত্য প্রতিপালক, সত্যের পরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী আছে? সুতরাং কিভাবে তোমাদেরকে (সত্য থেকে) সরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣

৩৩। এভাবেই যারা পাপাচার করেছে তাদের ব্যাপারে তোমার প্রতিপালকের বাণী অবধারিত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٣٤

৩৪। বল, 'তোমাদের শরীকদের (মিথ্যা প্রভুদের) মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টির সূচনা করে, এরপর এর পুনরাবৃত্তি করবে?' বল, 'আল্লাহ্‌ই সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর পুনরাবৃত্তি করবেন, সুতরাং কিভাবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٥

৩৫। বল, 'তোমাদের শরীকদের (মিথ্যা প্রভুদের) মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সত্যের দিকে পরিচালিত করে?' বল, 'আল্লাহ্‌ই সত্যের দিকে পরিচালিত করেন।' তবে কি যিনি সত্যের দিকে পরিচালিত করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর যোগ্য, নাকি যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না-সে? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেমন বিচার করছ?

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٦

৩৬। আর তাদের অধিকাংশই কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। নিশ্চয় সত্যের বিপরীতে অনুমান কিছুই কাজে আসে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তারা যা করে সে সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

৩৭। এ কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ তা রচনা করতে পারে বরং এটি এর সামনে যা আছে তার (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যায়ণকারী এবং সকল (আসমানী) কিতাবের বিস্তারিত বর্ণনা, যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, যা জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ)।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তারা কি বলে, 'সে এটি রচনা করেছে?' বল, 'তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাকে পার ডেকে আন- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। বরং তারা যা জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করেনি তা মিথ্যা অভিহিত করেছে, অথচ এখনও এর তাৎপর্য তাদের কাছে আসেনি। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা অভিহিত করেছিল, সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল জালিমদের পরিণাম!

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾

ع ৭/৪ রুকু ৯

৪০। তাদের মধ্যে কেউ এতে বিশ্বাস করে এবং কেউ এতে বিশ্বাস করে না এবং তোমার প্রতিপালক ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তুমি বল, 'আমার কাজের দায় আমার এবং তোমাদের কাজের দায় তোমাদের। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়িত্বমুক্ত এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায়িত্বমুক্ত।'

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّاۤ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে শোনে (মন দিয়ে শোনে না)। তুমি কি বধিরকে শুনাতে পারবে, তারা অনুধাবন না করলেও?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে (সত্যকে দেখতে চায় না)। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারবে, তারা না দেখলেও?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন জুলুম করেন না বরং মানুষই তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করে থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং যেদিন তিনি তাদেরকে সমবেত করবেন (সেদিন তাদের মনে হবে), যেন তারা দিনের এক মুহূর্তকাল ছাড়া অবস্থান করেনি; তারা পরস্পরকে চিনবে। আল্লাহ্র সাক্ষাৎকে যারা মিথ্যা বলেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা সঠিকপথপ্রাপ্তও ছিল না।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। আর আমি তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেই তার কিছু যদি তোমাকে দেখাই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই (উভয় ক্ষেত্রেই) তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে, অধিকন্তু তারা যা করে আল্লাহ্ তার প্রত্যক্ষদর্শী।

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে একজন রাসূল, অতঃপর যখন তাদের রাসূল আসে তখন তাদের মাঝে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করা হয় এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হয় না।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং তারা বলে, '(বল) কখন (বাস্তবায়িত হবে) এই প্রতিশ্রুতি- যদি তোমরা সত্যবাদী হও?'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। বল, 'আমি আমার নিজের জন্য কোন ক্ষতি বা উপকারের মালিক নই- আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। প্রত্যেক উম্মতের (জনগোষ্ঠীর) একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তারা (তা) এক মুহূর্ত বিলম্বিত করতে পারবে না এবং তারা ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।'

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রাতে অথবা দিনে এসে পড়ে (তোমরা কি প্রতিরোধ করতে পারবে)?' তাহলে অপরাধীরা কী তাড়াতাড়ি পেতে চায়?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। এরপর যখন তা (শাস্তি) আপতিত হবে তখন কি তোমরা তাতে ঈমান আনবে? এখন (শাস্তি আসার পর ঈমান আনলে)! অথচ তোমরা তা তাড়াতাড়ি পেতে চেয়েছিলে।

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾

৫২। এরপর যারা জুলুম করেছে তাদেরকে বলা হবে, 'স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন কর, তোমাদেরকে কি এছাড়া (অন্য কিছুর) প্রতিফল দেয়া হচ্ছে যা তোমরা অর্জন করতে?'

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং তারা তোমার কাছে জানতে চায়, 'তা কি সত্য?' বল, 'হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম! নিশ্চয় তা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করতে পারবে না।'

৫ ع ۱۳ ۱۰ ৫ রুকু ১০

وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪। পৃথিবীতে যা কিছু আছে যদি তা জুলুম করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির থাকত তবে সে (সেদিন) অবশ্যই তার বিনিময়ে (মুক্তিপণ দিয়ে) মুক্তি পেতে চাইত। এবং যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন তারা অনুতাপ গোপন করবে, এবং তাদের মাঝে ফয়সালা করা হবে ন্যায়ের সাথে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। জেনে রাখ, নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের বক্ষে (অন্তরে) যা আছে তার নিরাময়* এবং মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮। বল, 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায় (কুরআন এসেছে), সুতরাং এতে তাদের উৎফুল্ল হওয়া উচিত। তারা যা জমা করে রাখে তার চেয়ে এটা উত্তম।'

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا
وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৯। বল, ‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে রিযিক অবতীর্ণ করেছেন, অতঃপর তোমরা তার মধ্য থেকে কিছু হালাল* ও কিছু হারাম করেছ?’ বল, ‘আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করছ?’

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۶۰﴾ ع

৬০। যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কী ধারণা? নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

ع ॥ ৬ রুকু ১১

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ
عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ
رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ
ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿۶۱﴾

৬১। আর তুমি যে অবস্থাতেই থাক এবং তুমি কুরআন থেকে যাই পাঠ কর এবং তোমরা যে কাজই কর, আমি তোমাদের প্রত্যক্ষদর্শী- যখন তোমরা তাতে মনোনিবেশ কর। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ এমনকি তার চেয়েও ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই তোমার প্রতিপালক থেকে গোপন নয় বরং তা সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে।

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বন্ধুদের* কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না,

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৩। যারা ঈমান এনেছিল এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ
لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۶۴﴾

৬৪। তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ* দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ﴿۶۵﴾

৬৫। তাদের কথা যেন তোমাকে কষ্ট না দেয়। নিশ্চয় সমস্ত ইজ্জত আল্লাহ্‌র জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ
اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿۶۶﴾

৬৬। জেনে রাখ, নিশ্চয় যারা আকাশসমূহে আছে এবং যারা আছে পৃথিবীতে তারা আল্লাহ্‌রই। আর যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শরীকদেরকে ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তারা কেবল মিথ্যাই বলে।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿۶۷﴾

৬৭। তিনিই তোমাদের জন্য বানিয়েছেন রাত যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পার এবং দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা শ্রবণ করে।

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِيُّ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى
اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۸﴾

৬৮। তারা বলে, ‘আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন,’ পবিত্র তিনি। তিনি অমুখাপেক্ষী। আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না?

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯। বল, ' নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তারা সফল হবে না।'

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ
الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ ع

৭০। (তাদের জন্য) দুনিয়ায় কিছু ভোগ্যসামগ্রী রয়েছে, এরপর আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, এরপর তাদেরকে আমি কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাব, কারণ তারা কুফরী করত।

রুকূ ৭ / ১২

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ۘ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ
عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً
ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ﴿٧١﴾

৭১। এবং তাদেরকে নূহ্-এর সংবাদ পাঠ করে শোনাও। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থান এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দান তোমাদের কাছে যদি দুঃসহ হয়ে থাকে তবে আমি আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করি। সুতরাং তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে নিয়ে তোমাদের (করণীয়) বিষয়ে একমত হও। এরপর যেন তোমাদের (করণীয়) বিষয় তোমাদের কাছে অপস্পষ্ট না থাকে। এরপর তোমরা (যা স্থির করবে তা) আমার প্রতি কার্যকর কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

৭২। এরপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান কেবল আল্লাহ্‌রই উপর। এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি।

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَ
أَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, অতঃপর তাকে ও তার সাথে যারা নৌযানে ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করলাম এবং তাদেরকে (পূর্ববর্তীদের) স্থলাভিষিক্ত করলাম আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম, সুতরাং লক্ষ্য কর, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল কেমন ছিল তাদের পরিণাম।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ
قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪। অতঃপর এরপরে আমি রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি এবং তারা স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাদের কাছে এসেছিল, কিন্তু ইতঃপূর্বে তারা যা মিথ্যা অভিহিত করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না। এভাবেই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয়সমূহের উপর মোহর* মেরে দেই।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫। অতঃপর এরপরে আমি আমার নিদর্শনাবলীসহ মূসা ও হারূনকে ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করি, কিন্তু তারা অহঙ্কার করল এবং তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧٦﴾

৭৬। অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য আসল তখন তারা বলল, ' নিশ্চয় এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট জাদু।'

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا ۖ وَ
لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭। মূসা বলল, 'তোমরা কি সত্য সম্পর্কে এমন কথা বলছ, যখন তা তোমাদের কাছে এসেছে? এটা কি জাদু? আর জাদুকররা সফল হয় না।'

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا
الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

৭৮। তারা বলল, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যার উপর পেয়েছি তুমি কি তা থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করতে এবং যাতে পৃথিবীতে তোমাদের দু'জনের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সে জন্য আমাদের কাছে এসেছ? আমরা তোমাদের দু'জনকে বিশ্বাস করার নই।'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾

৭৯। এবং ফিরআউন বলল, 'তোমরা প্রত্যেক বিজ্ঞ জাদুকরকে আমার কাছে নিয়ে আস।'

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। অতঃপর যখন জাদুকররা আসল তখন মূসা তাদেরকে বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।'

فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মূসা বলল, 'তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা জাদু, নিশ্চয় আল্লাহ্ শীঘ্রই তা নিষ্ফল করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সংশোধন করেন না।'

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। আর অপরাধীরা অপছন্দ করলেও আল্লাহ্ তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

ع ৮ রুকু ১৩

فَمَاۤ اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। অতঃপর ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গ নির্যাতন করবে এ আশঙ্কায় মূসার সম্প্রদায়ের কিছু সন্তান-সন্ততি* ছাড়া আর কেউ তার প্রতি ঈমান আনেনি। আর নিশ্চয় ফিরআউন ছিল পৃথিবীতে অবশ্যই উদ্ধত এবং নিশ্চয় সে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং মূসা বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তোমরা তাঁরই উপর ভরসা কর যদি তোমরা মুসলিম হও।'

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। অতঃপর তারা বলল, 'আমরা আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না-

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং আমাদেরকে আপনার দয়ায় কাফির সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার করুন।'

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং আমি মূসা ও তার ভাইকে ওহী করলাম, 'মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য ঘরসমূহ তৈরী কর এবং তোমাদের (তৈরী করা) ঘরসমূহকে* কিবলা (ইবাদাতের স্থান) বানাও, সালাত (নামায) কায়েম কর এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও।'

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَاۤ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰۤى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং মূসা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়ার জীবনে সৌন্দর্য ও সম্পদ দিয়েছেন, হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা (মানুষকে) আপনার পথ হতে বিচ্যুত করতে পারে, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ নষ্ট করে দিন, তাদের হৃদয়কে কঠিন করে দিন, কেননা তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।'

قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। তিনি বললেন, 'তোমাদের দু'জনের দোয়া কবুল করা হল, সুতরাং তোমরা অবিচল থাক এবং তোমরা কখনো তাদের পথ অনুসরণ করো না যারা জানে না।'

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০। এবং আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফিরআউন ও তার বাহিনী বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগলো তখন বলল, 'আমি ঈমান আনলাম যে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই যার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১। এখন (ঈমান আনলে)? অথচ ইতঃপূর্বে তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا
مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿٩٢﴾

৭ ع ১৩ ৯ রুকু ১৪

৯২। সুতরাং আজ আমি তোমার দেহটি উদ্ধার করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য একটি নিদর্শন হয়ে থাক। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে অবশ্যই বেখবর।

وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। এবং আমি বনী ইসরাঈলকে যথাযথ আবাসনের ব্যবস্থা করলাম এবং আমি তাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে রিযিক দিলাম, অতঃপর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা মতপার্থক্য করেছিল। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন তার ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করত।

فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ
الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ
الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪। অতঃপর আমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি সে ব্যাপারে যদি তুমি কোন প্রকার সন্দেহে থাক তবে তোমার পূর্ববর্তী কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার কাছে সত্য এসেছে, অতএব তুমি কখনো সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না-

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫। এবং যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে তুমি কখনো তাদেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬। নিশ্চয় যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের বাণী অবধারিত হয়েছে, তারা ঈমান আনবে না-

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٩٧﴾

৯৭। যদিও তাদের কাছে প্রতিটি নিদর্শন আসে, যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখবে।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ اِيْمَانُهَاۤ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ
لَمَّاۤ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ
مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٨﴾

৯৮। সুতরাং ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনের অপমানজনক শাস্তি দূর করলাম* এবং তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ
تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯। আর তোমার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই একত্রে ঈমান আনত। তবে কি তুমি মানুষকে মু'মিন হতে বাধ্য করবে?

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ
عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া ঈমান আনার সাধ্য কারো নেই এবং তিনি অপবিত্রতা (কুফরী) স্থাপন করেন তাদের উপর যারা অনুধাবন করে না।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَ
النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০১। বল, 'তোমরা লক্ষ্য কর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে কী আছে।' কিন্তু নিদর্শনাবলী ও সতর্কীকরণ সেই সম্প্রদায়ের কাজে আসবে না যারা ঈমান আনে না।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০২। তবে কি তারা তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে কেবল তাদের অনুরূপ দিনগুলোর অপেক্ষা করছে? বল, 'তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ
فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

١٠ ع ١٤ ১০ রুকূ ১৫

১০৩। এরপর আমি আমার রাসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে উদ্ধার করি। এভাবেই মু'মিনদেরকে উদ্ধার করা আমার দায়িত্ব।

ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ ع

১০৪। বল, 'হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীন* সম্পর্কে কোন সন্দেহের মধ্যে থাক, তবে (জেনে রাখ) তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত কর আমি তাদের ইবাদত করি না, বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহ্র যিনি তোমাদের মৃত্যু দেন, এবং আমাকে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে-

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَآ اَعْبُدُ
الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ
يَتَوَفّٰىكُمْ ۖۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। এবং (আদেশ করা হয়েছে) যে, তুমি একত্ববাদী হয়ে তোমার চেহারাকে (নিজেকে) দ্বীনের জন্য সোজা কর এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে ডেকো না যা তোমার উপকার করে না এবং তোমার অপকারও করে না, আর যদি তুমি তা কর, তবে নিশ্চয় তখন তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ
فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে কোন কষ্ট দিয়ে স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউ নেই, এবং যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ রোধ করার কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা দান করেন। এবং তিনিই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ
فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾

১০৮। বল, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসেছে, সুতরাং যে সঠিকপথ অবলম্বন করে সে সঠিকপথ অবলম্বন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য, এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে পথভ্রষ্ট হয় নিজেরই অকল্যাণের জন্য, এবং আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।'

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى
فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا
عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾ ؕ

١١ ع ١٦ ১১ রুকূ ১৬

১০৯। তোমার প্রতি যা ওহী করা হয় তুমি তা অনুসরণ কর এবং ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন এবং তিনি উত্তম ফয়সালাকারী।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۖۚ وَهُوَ خَيْرُ
الْحٰكِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ ع

١١-سُوْرَةُ هُوْدٍ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٢٣، رُكُوْعَاتُهَا-١٠

১১. সূরা হূদ, মাক্কী

১২৩ আয়াত, ১০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ١

১। আলিফ-লাম-রা। এটি একটি কিতাব যার আয়াতসমূহকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে, এরপর তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে- মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে-

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۙ٢

২। (এই মর্মে) যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা-

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا
اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا
فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ٣

৩। এবং এও যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, এরপর তাঁর দিকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আস, তিনি তোমাদেরকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ্যসামগ্রী দান করবেন এবং তিনি প্রত্যেক মর্যাদাবানকে তার মর্যাদা দান করবেন। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিনের শাস্তির ভয় করছি।

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٤

৪। আল্লাহ্‌রই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ
يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ
بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ٥

৫। জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা তাঁর কাছ থেকে গোপন করার জন্য তাদের বক্ষসমূহ ভাঁজ করে। জেনে রাখ, তারা যখন নিজেদেরকে তাদের কাপড়ে আবৃত করে তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে তা তিনি জানেন, বক্ষসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় তিনি ভালভাবে জানেন।

পারা-১২

৬। এবং পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল জীব নেই যার রিযিক আল্লাহ্‌র দায়িত্বে নয় এবং তিনি তাদের অবস্থানস্থল ও বিশ্রামস্থল সম্পর্কে জানেন। সবই সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٦

৭। এবং তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন- যখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর- তোমাদের মধ্যে কে কাজে উত্তম তা পরীক্ষা করার জন্য। আর যদি তুমি বল, মৃত্যুর পর নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থিত হবে তখন যারা কুফরী করেছে অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে, 'এটা সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।'

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧

৮। আর যদি আমি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের থেকে শাস্তি বিলম্বিত করি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে, 'কিসে তা আটকে রেখেছে?' জেনে রাখ, যেদিন তাদের কাছে তা আসবে সেদিন তাদের কাছ থেকে তা ফিরানো হবে না এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٨

৪ ১ ১ রুকূ ১

৯। আর যদি আমি মানুষকে আমার কাছ থেকে কোন দয়া আস্বাদন করাই, এরপর তার কাছ থেকে তা প্রত্যাহার করি, তখন নিশ্চয় সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ۝٩

১০। এবং যদি দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর আমি তাকে নেয়ামত আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই অবশ্যই বলবে, 'অকল্যাণ আমার কাছ থেকে দূর হয়েছে'। নিশ্চয় সে অবশ্যই উৎফুল্ল ও অতি অহঙ্কারী হয়ে উঠে-

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝١٠

১১। তারা ছাড়া যারা ধৈর্যধারণ করেছে ও সৎকাজ করেছে। তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١١

১২। তবে কি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার কিছু তুমি বর্জন করবে* এবং এতে তোমার বক্ষ সংকুচিত হবে এজন্য যে, তারা বলে, 'তার উপর ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হল না কেন অথবা তার সাথে কোন ফেরেশতা আসল না কেন?' তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আর আল্লাহ্‌ সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝١٢

১৩। তারা কি বলে, 'সে এটি রচনা করেছে?' বল, 'তবে তোমরা এর মত রচিত দশটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাকে তোমরা পার (সাহায্যের জন্য) ডাক- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝١٣

১৪। অতঃপর যদি তারা (সাহায্যকারীরা) তোমাদেরকে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখ যে, এটি অবতীর্ণ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র জ্ঞানসহ এবং তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, অতএব তোমরা মুসলিম হবে কি?

فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝١٤

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ
اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। যারা দুনিয়ার জীবন ও এর চাকচিক্য কামনা করে, সেখানে (দুনিয়াতে) আমি তাদেরকে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হয় না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا
صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। ওরাই তারা যাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই এবং তারা সেখানে (দুনিয়াতে) যা করেছে তা (আখিরাতে) বিফল হয়ে যাবে এবং তারা যা করত তা বাতিল হবে।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ
كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۭ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ
مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۤ اِنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। সুতরাং তাদের মত কি সে ব্যক্তি যে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের (কুরআনের) উপর রয়েছে এবং যা পাঠ করে তাঁর পক্ষ থেকে একজন সাক্ষী (রাসূল*) এবং যার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব-পথপ্রদর্শক ও দয়া স্বরূপ। তারাই (স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই) এতে (কুরআনে) বিশ্বাস করে। অন্যান্য দলসমূহের মধ্য থেকে যে একে অবিশ্বাস করে, আগুনই হচ্ছে তার প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এ ব্যাপারে সন্দেহে থেকো না। এটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আসা) সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۭ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى
رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا
لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮। এবং যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? তাদেরকে উপস্থিত করা হবে তাদের প্রতিপালকের সামনে এবং সাক্ষীরা* বলবে, 'এরাই এদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছিল।' জেনে রাখ, আল্লাহ্র লা'নত জালিমদের উপর-

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۭ وَهُمْ
بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯। যারা আল্লাহ্র পথ হতে বিরত রাখে এবং এতে বক্রতা অন্বেষণ করে। এবং তারাই আখিরাতে অবিশ্বাসী।

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۭ مَا كَانُوْا
يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। তারা পৃথিবীতে (আল্লাহ্কে) অক্ষম করতে পারেনি এবং আল্লাহ্ ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবকও ছিল না, তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। তারা শুনতে পারত না এবং তারা দেখতও না*।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا
يَفْتَرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১। ওরাই তারা যারা তাদের নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করত তা তাদের থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। সন্দেহ নেই যে তারাই আখিরাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত হয়েছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ۭ هَلْ
يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

ع ২ রুকু ২

২৪। দল দু'টির উপমা হলো, দৃষ্টিহীন ও বধির এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ও শ্রবন শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির মত। উপমার দিক থেকে উভয়ে কি সমান? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

★ চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اِنِّیْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٥﴾

২৫। আর অবশ্যই আমি নূহ্কে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (সে বলেছিল) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী-

اَنْ لَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٦﴾

২৬। যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির ভয় করি।'

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا
وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ۚ وَ
مَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। অতঃপর প্রধানরা -যারা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কুফরী করেছিল- বলল, 'আমরা তোমাকে আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছুই মনে করছি না এবং আমাদের মধ্যে যারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিম্ন শ্রেণীর তাদেরকে ছাড়া কাউকে তোমার অনুসরণ করতে দেখছি না, এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন মর্যাদা দেখছি না, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَاٰتٰىنِیْ رَحْمَةً
مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর থেকে থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে দয়া (নবুয়্যত) দান করেন, অতঃপর তা তোমাদের কাছে অস্পষ্ট করে রাখা হয় তাহলে আমি কি তাতে (বিশ্বাস স্থাপন করতে) তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি, অথচ তোমরা সেটিকে অপছন্দ কর?

وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا
بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّیْۤ اَرٰىكُمْ
قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। আর হে আমার সম্প্রদায়! এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন ধন-সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান কেবল আল্লাহ্রই উপর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি তাড়িয়ে দেয়ার কেউ নই*। নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখছি এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِیْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহ্ থেকে কে আমাকে সাহায্য (রক্ষা) করবে? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِیْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ
اِنِّیْ مَلَكٌ وَّلَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِیْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ
خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ ۖۚ اِنِّیْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১। এবং আমি তোমাদেরকে বলি না, আমার কাছে আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং আমি অদৃশ্যও জানি না এবং আমি বলি না যে, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা এবং তোমাদের দৃষ্টি যাদেরকে নীচু মনে করে তাদের সম্পর্কে আমি বলি না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো কল্যাণ দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানেন, (যদি বলি) তখন নিশ্চয় আমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। তারা বলল, 'হে নূহ্! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করেছ এবং তুমি আমাদের সাথে অনেক বেশিই বিতর্ক করে ফেলেছ, তবে তুমি আমাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ তা নিয়ে আস- যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। সে বলল, 'আল্লাহ্ই তা তোমাদের কাছে নিয়ে আসবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন এবং তোমরা (আল্লাহ্কে) অক্ষম করতে পারবে না।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِیْۤ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ
يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিপথগামী করতে চান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই দিকে তোমদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَىَّ اِجْرَامِیْ وَاَنَا
بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। তারা কি বলে যে, 'সে এটি রচনা করেছে?' বল, 'আমি যদি এটি রচনা করে থাকি, তবে আমার অপরাধের দায় আমার উপরই (বর্তাবে), আর তোমরা যে অপরাধ করছ তা থেকে আমি দায়িত্বমুক্ত।'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٣٦

৩৬। আর নূহের প্রতি ওহী করা হয়েছিল যে, 'যারা ইতোমধ্যে ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায় থেকে অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না, সুতরাং তারা যা করে তার জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ
ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣٧

৩৭। এবং তুমি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌকাটি নির্মাণ কর এবং যারা জুলুম করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে সম্বোধন করো না, নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ
قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ٣٨

৩৮। এবং সে নৌকাটি তৈরি করতে লাগল। এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা তার কাছ দিয়ে যেত তখন তাকে বিদ্রুপ করত। সে বলল, 'যদি তোমরা আমাদেরকে বিদ্রুপ কর, তবে নিশ্চয় আমরাও (একদিন) তোমাদেরকে বিদ্রুপ করব, যেমন তোমরা বিদ্রুপ করছ*।

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٣٩

৩৯। অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার নিকট আসবে এমন শাস্তি যা তাকে অপমানিত করবে এবং আপতিত হবে তার উপর স্থায়ী শাস্তি।'

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَ
مَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ٤٠

৪০। অবশেষে যখন আমার নির্দেশ আসল এবং চুলাটি উথলে উঠল, আমি বললাম, 'প্রত্যেক (জীব) থেকে এক জোড়া- দু'টি করে এবং তোমার পরিবার পরিজনকে- তারা ছাড়া যাদের উপর (শাস্তির) কথা অতিবাহিত (সিদ্ধান্ত) হয়েছে- এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এতে উঠিয়ে নাও। আর তার সাথে কেবল অল্প সংখ্যকই ঈমান এনেছিল।

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٤١

৪১। এবং সে বলল, 'তোমরা এতে আরোহণ কর, আল্লাহ্‌র নামে এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَ
كَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ٤٢

৪২। এবং পর্বতসদৃশ ঢেউয়ের মধ্যে এটা তাদেরকে নিয়ে চলতে থাকল। এবং নূহ্ তার পুত্রকে- যে পৃথক ছিল- ডেকে বলল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফিরদের সাথে থেকো না।'

قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ
الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ
مِنَ الْمُغْرَقِينَ ٤٣

৪৩। সে বলল, 'শীঘ্রই আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি (প্লাবন) থেকে রক্ষা করবে।' সে বলল, 'আজ আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না, তবে যাকে তিনি দয়া করবেন সে ছাড়া।' এবং ঢেউ তাদের মাঝে চলে আসল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল।

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ
الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٤٤

৪৪। এবং বলা হল, 'হে পৃথিবী! তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ! (বর্ষণ) বন্ধ কর।' এবং পানি (বন্যা) কমে গেল এবং (আল্লাহ্‌র) নির্দেশ বাস্তবায়িত হল এবং তা (নৌকা) জুদী পর্বতের উপর স্থির হল এবং বলা হল, জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হোক।

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ٤٥

৪৫। এবং নূহ্ তার প্রতিপালককে ডেকেছিল এবং বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার পুত্র আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আর আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৬। তিনি বললেন, 'হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, নিশ্চয় এটি (তোমার প্রার্থনাটি) সঠিক কাজ নয়। সুতরাং তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ে প্রার্থনা করো না যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাও।'

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ে প্রার্থনা করা থেকে আশ্রয় চাই যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। অর আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'

قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۚ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। বলা হল, 'হে নূহ! আমার পক্ষ থেকে সালাম (শান্তি)সহ অবতরণ কর এবং বরকত (কল্যাণ) তোমার উপর এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের উম্মত সমূহের (নেক বংশধরদের) উপরও। আর অন্যান্য উম্মতদেরকে (যারা কুফরী করবে) শীঘ্রই আমি জীবনোপভোগ করতে দিব। এরপর আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۚ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾

৪৯। এগুলো অদৃশ্যের সংবাদ যা আমি তোমার প্রতি ওহী করছি, যা এর পূর্বে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।

ع ৪ রুকু ৪

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛؕ فَاصْبِرْ ۛؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। আর আদ-এর প্রতি তাদের ভাই হূদকে (প্রেরণ করেছিলাম) । সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা মিথ্যা রচনাকারী ছাড়া আর কিছুই নও।

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান কেবল তাঁরই উপর, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না?

يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, এরপর তাঁর দিকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আস, তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর (বৃষ্টি) প্রেরণ করবেন এবং তিনি তোমাদের শক্তির সাথে (আরো শক্তি দিয়ে) তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন, আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।'

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। তারা বলল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করার নই এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই।

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْۤ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। আমরা শুধু এটাই বলি, আমাদের কিছু উপাস্য তোমাকে অনিষ্ট দ্বারা* আক্রান্ত করেছে।' সে বলল, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তা থেকে দায়িত্বমুক্ত যা তোমরা শরীক কর-

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ۚ قَالَ اِنِّيْۤ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْۤا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। -তাঁকে বাদ দিয়ে, অতএব তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, এরপর আমাকে অবকাশ দিও না।

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٥﴾

৫৬। নিশ্চয় আমি ভরসা করি আল্লাহ্‌র উপর যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। এমন কোন জীব-জন্তু নেই যার নিয়ন্ত্রক তিনি নন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল-সঠিক* পথে রয়েছেন।

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۚ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৭। সুতরাং যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি যা সহ তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি তা আমি ইতোমধ্যেই তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এবং আমার প্রতিপালক তোমাদেরকে ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, এবং তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সব কিছুর সংরক্ষক।'

فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং যখন আমার নির্দেশ আসল তখন আমি হূদ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার দয়ায় উদ্ধার করলাম এবং উদ্ধার করলাম তাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে।

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

৫৯। এই ছিল আদ- তারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছিল, এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) রাসূলদেরকে অমান্য করেছিল এবং তারা প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী ও একগুঁয়ে-এর নির্দেশ অনুসরণ করেছিল।

وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং লা'নতকে তাদের অনুগামী করা হল এই দুনিয়ায় এবং কিয়ামতের দিনেও। জেনে রাখ, নিশ্চয় আদ তাদের প্রতিপালককে অবিশ্বাস করেছিল। জেনে রাখ, হূদের সম্প্রদায় আদ-এর জন্য ধ্বংস।

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾

৬১। আর ছামূদ-এর প্রতি তাদের ভাই সালিহ্‌কে (প্রেরণ করেছিলাম)। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি তোমাদেরকে যমীন(মাটি) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তিনি তোমাদেরকে বসবাস করতে দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, এরপর তাঁর দিকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আস। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি নিকটবর্তী ও (ডাকে) সাড়াদানকারী।'

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

৬২। তারা বলেছিল, 'হে সালিহ্! এর পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল। তুমি কি আমাদেরকে তাদের উপাসনা করতে নিষেধ করছ যাদের উপাসনা করত আমাদের পিতৃপুরুষরা? আর নিশ্চয় আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি সে ব্যাপারে যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করছ।'

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

৬৩। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর থেকে থাকি এবং যদি তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে দয়া (নবুয়্যত) দান করে থাকেন তাহলে আল্লাহ্ থেকে কে আমাকে সাহায্য (রক্ষা) করবে- যদি আমি তাঁকে অমান্য করি? সুতরাং তোমরা আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করছ না।

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

৬৪। আর হে আমার সম্প্রদায়! এটি আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী- তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন,* সুতরাং তোমরা একে আল্লাহ্‌র যমীনে (চরে) খেতে দাও এবং একে কোন মন্দ দ্বারা স্পর্শ করো না, তাহলে তোমাদেরকে পাকড়াও করবে এক নিকটবর্তী শাস্তি।'

وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

৬৫। কিন্তু তারা একে হত্যা করল, অতঃপর সে বলল, 'তোমরা তোমাদের আবাসমূহে তিনদিন ভোগ করে নাও। এটি এমন এক প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা নয়।'

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾

৬৬। অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসল তখন আমি সালিহ্ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার দয়ায় উদ্ধার করলাম এবং (উদ্ধার করলাম) সে দিনের অপমান থেকে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী।

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَاَخَذَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوا الصَّيۡحَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِىۡ دِيَارِهِمۡ جٰثِمِيۡنَ ۙ ﴿٦٧﴾

৬৭। আর যারা জুলুম করেছিল তাদেরকে বিকট শব্দ পাকড়াও করল, ফলে তারা তাদের আবাসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল-

كَاَنۡ لَّمۡ يَغۡنَوۡا فِيۡهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوۡدَا۟ كَفَرُوۡا رَبَّهُمۡ ؕ اَلَا بُعۡدًا لِّثَمُوۡدَ ﴿٦٨﴾

৬৮। যেন তারা সেখানে কখনো বসবাস করেনি। জেনে রাখ, নিশ্চয় ছামূদ তাদের প্রতিপালককে অবিশ্বাস করেছিল। জেনে রাখ, ছামূদ -এর জন্য ধ্বংস।

ع ৬ রুকূ ৬

وَلَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَاۤ اِبۡرٰهِيۡمَ بِالۡبُشۡرٰى قَالُوۡا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنۡ جَآءَ بِعِجۡلٍ حَنِيۡذٍ ﴿٦٩﴾

৬৯। আর অবশ্যই আমার রাসুলরা (ফেরেশতারা) সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এসেছিল, তারা বলেছিল, 'সালাম।' সেও বলেছিল, 'সালাম' এবং সে এক ভাজা বাছুর নিয়ে আসতে বিলম্ব করল না।

فَلَمَّا رَاٰۤ اَيۡدِيَهُمۡ لَا تَصِلُ اِلَيۡهِ نَكِرَهُمۡ وَاَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيۡفَةً ؕ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ اِنَّاۤ اُرۡسِلۡنَاۤ اِلٰى قَوۡمِ لُوۡطٍ ؕ ﴿٧٠﴾

৭০। অতঃপর সে যখন দেখল তাদের হাত সেদিকে* পৌঁছাচ্ছে না, তখন তাদেরকে অপরিচিত ভাবল এবং তাদের থেকে ভীতি অনুভব করল। তারা বলল, 'ভয় করবেন না, নিশ্চয় আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।'

وَامۡرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتۡ فَبَشَّرۡنٰهَا بِاِسۡحٰقَ ۙ وَمِنۡ وَّرَآءِ اِسۡحٰقَ يَعۡقُوۡبَ ﴿٧١﴾

৭১। আর তার স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল এবং সে (ভয় দূর হওয়াতে) হাসল। অতঃপর আমি তাকে (স্ত্রীকে) ইসহাক ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম।

قَالَتۡ يٰوَيۡلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوۡزٌ وَّهٰذَا بَعۡلِىۡ شَيۡخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىۡءٌ عَجِيۡبٌ ﴿٧٢﴾

৭২। সে বলল, 'কী আশ্চর্য, সন্তান জন্ম দেব আমি, অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামীও বৃদ্ধ! নিশ্চয় এটি অবশ্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।'

قَالُوۡۤا اَتَعۡجَبِيۡنَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ رَحۡمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيۡكُمۡ اَهۡلَ الۡبَيۡتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيۡدٌ مَّجِيۡدٌ ﴿٧٣﴾

৭৩। তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র নির্দেশের ব্যাপারে আপনি বিস্ময় বোধ করছেন? হে (ইবরাহীমের) পরিবার! আপনাদের উপর (রয়েছে) আল্লাহ্‌র দয়া ও বরকত। নিশ্চয় তিনি অতি প্রশংসনীয় ও মহামর্যাদাবান।'

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنۡ اِبۡرٰهِيۡمَ الرَّوۡعُ وَجَآءَتۡهُ الۡبُشۡرٰى يُجَادِلُنَا فِىۡ قَوۡمِ لُوۡطٍ ؕ ﴿٧٤﴾

৭৪। অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভয় দূর হল এবং তার কাছে সুসংবাদ আসল তখন সে লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার (ফেরেশতাদের) সাথে বিতর্ক করতে লাগল।

اِنَّ اِبۡرٰهِيۡمَ لَحَلِيۡمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيۡبٌ ﴿٧٥﴾

৭৫। নিশ্চয় ইবরাহীম অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়ের ও (আল্লাহ্‌র দিকে অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তনকারী।

يٰۤاِبۡرٰهِيۡمُ اَعۡرِضۡ عَنۡ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدۡ جَآءَ اَمۡرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمۡ اٰتِيۡهِمۡ عَذَابٌ غَيۡرُ مَرۡدُوۡدٍ ﴿٧٦﴾

৭৬। (ফেরেশতারা বলল) 'হে ইবরাহীম! এ (যুক্তি-তর্ক) থেকে বিরত হোন, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ এসে গেছে এবং নিশ্চয় তাদের কাছে আসবে অপ্রতিরোধ্য শাস্তি।'

وَلَمَّا جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوۡطًا سِىۡٓءَ بِهِمۡ وَضَاقَ بِهِمۡ ذَرۡعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوۡمٌ عَصِيۡبٌ ﴿٧٧﴾

৭৭। এবং যখন আমার রাসূলরা (ফেরেশতারা) লূতের কাছে আসল তখন সে তাদেরকে নিয়ে চিন্তিত হল এবং তাদেরকে নিয়ে সংকটে পড়ল এবং বলল, 'এটা এক সংকটপূর্ণ দিন।'

وَجَآءَهٗ قَوۡمُهٗ يُهۡرَعُوۡنَ اِلَيۡهِ ؕ وَمِنۡ قَبۡلُ كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىۡ هُنَّ اَطۡهَرُ لَـكُمۡ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخۡزُوۡنِ فِىۡ ضَيۡفِىۡ ؕ اَلَيۡسَ مِنۡكُمۡ رَجُلٌ رَّشِيۡدٌ ﴿٧٨﴾

৭৮। এবং তার সম্প্রদায় তার কাছে দৌড়ে আসল এবং আগে থেকেই তারা মন্দ কাজে (সমকামিতায়) অভ্যস্ত ছিল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা,* এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতম, সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন সঠিকপথপ্রাপ্ত ব্যাক্তি নেই?'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۝٧٩

৭৯। তারা বলল, 'তুমি তো জানই, তোমার (সম্প্রদায়ের) কন্যাদের ব্যাপারে আমাদের কোন দাবী নেই, আর নিশ্চয় তুমি অবশ্যই তা জান যা আমরা চাই।'

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۝٨٠

৮০। সে বলল, 'তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি কোন শক্ত খুটির (জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর) আশ্রয় নিতে পারতাম!'

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ۚ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ۚ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ۝٨١

৮১। তারা বলল, 'হে লূত! নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতিপালকের রাসূল (ফেরেশতা)। তারা কখনো আপনার কাছে পৌঁছাতে পারবে না, সুতরাং আপনি রাতের কোন এক অংশে আপনার স্ত্রী ছাড়া আপনার পরিবার-পরিজনসহ বের হয়ে পড়ুন এবং আপনাদের মধ্য থেকে কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। নিশ্চয় তার (স্ত্রীর) উপর তাই (শাস্তি) আপতিত হবে যা আপতিত হবে তাদের উপর। নিশ্চয় তাদের (শাস্তির) জন্য নির্ধারিত সময় হল সকাল। সকাল কি নিকটবর্তী নয়?'

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ۝٨٢

৮২। অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসল তখন আমি একে (জনপদকে) উল্টে দিলাম এবং এর উপর বর্ষণ করলাম ক্রমাগত পোড়ামাটির পাথর-

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۚ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝٨٣

৮৩। -যা চিহ্নিত (ছিল) তোমার প্রতিপালকের নিকট। আর সেটা (জনপদটা) জালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়।

ع ৮/৭ রুকূ ৭

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۝٨٤

৮৪। আর মাদইয়ান-এর প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে (প্রেরণ করেছিলাম)। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই এবং তোমরা মাপে ও ওজনে কম দিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সম্পদশালী দেখছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি এক পরিবেষ্টনকারী দিনের শাস্তির।

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝٨٥

৮৫। আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায্যভাবে মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে পৃথিবীতে অপরাধ করো না।

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝٨٦

৮৬। আল্লাহ্‌র (দেয়া) অবশিষ্ট (লাভ*) তোমাদের জন্য উত্তম- যদি তোমরা মু'মিন হও। আর আমি তোমাদের সংরক্ষক নই।'

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۚ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝٨٧

৮৭। তারা বলল, 'হে শু'আইব! তোমার সালাত (নামায) কি তোমাকে এ নির্দেশ দেয় যে, আমরা তাকে বর্জন করব যার উপাসনা করে আমাদের পিতৃপুরুষেরা অথবা (বর্জন করব) আমাদের ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে যা চাচ্ছি তা করা (ওজনে কম দেয়া)? নিশ্চয় তুমিই সহনশীল ও সুবোধ!*'

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۚ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝٨٨

৮৮। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর থেকে থাকি এবং যদি তিনি তাঁর কাছ থেকে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন (তবে তোমাদেরকে অপরাধ থেকে নিষেধ করা কি আমার দায়িত্ব নয়)? আর আমি যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি আমি তার বিপরীত* কিছু করতে চাই না। আমি কেবল আমার সাধ্যমত সংশোধন করতে চাই। আর আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া আমার কোন সাধ্য নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং আমি তাঁরই দিকে (অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তন করি।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮৯। আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদেরকে (এমন অপরাধ করতে) প্ররোচিত না করে যাতে তোমাদের উপর আপতিত হয় অনুরূপ বিপদ যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর অথবা হূদের সম্প্রদায় অথবা সালিহ্-এর সম্প্রদায়ের উপর। আর লূতের সম্প্রদায় তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয়।

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿۸۹﴾

৯০। এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আস। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু ও পরম স্নেহপরায়ণ।'

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿۹۰﴾

৯১। তারা বলল, 'হে শু'আইব! তুমি যা বল তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না এবং নিশ্চয় আমরা অবশ্যই আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি। আর যদি তোমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী না থাকত তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করতাম। আর আমাদের উপর তুমি প্রতাপশালীও নও।'

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ؗ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿۹۱﴾

৯২। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি প্রতাপশালী? আর তোমরা তাঁকে তোমাদের পিছনে ফেলে রেখেছ (অবহেলা করছ)। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তোমারা যা কর তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۹۲﴾

৯৩। আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থান (পথ-পদ্ধতি) অনুসারে কাজ কর, নিশ্চয় আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার নিকট আসবে এমন শাস্তি যা তাকে অপমানিত করবে এবং কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা পর্যবেক্ষণ কর, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে পর্যবেক্ষণ করছি।'

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿۹۳﴾

৯৪। এবং যখন আমার নির্দেশ আসল তখন আমি শুআ'ইব ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার দয়ায় উদ্ধার করলাম, আর যারা জুলুম করেছিল তাদেরকে বিকট শব্দ পাকড়াও করল, ফলে তারা তাদের আবাসসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল-

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿۹۴﴾

৯৫। যেন তারা সেখানে কখনো বসবাস করেনি। জেনে রাখ, মাদইয়ান-এর জন্য ধ্বংস যেমন ধ্বংস করা হয়েছিল ছামূদকে।

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ﴿۹۵﴾

ع ৮ রুকু ৮

৯৬। আর অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলি ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ (প্রেরণ করেছিলাম)-

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۹۶﴾

৯৭। ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি, কিন্তু তারা ফিরআউনের নির্দেশের অনুসরণ করল, এবং ফিরআউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না।

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿۹۷﴾

৯৮। সে কিয়ামতের দিন তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করাবে। আর কতই না নিকৃষ্ট সে প্রবেশস্থল যেখানে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে!

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿۹۸﴾

৯৯। এবং এখানে (দুনিয়াতে) লা'নত তাদের পিছু লাগিয়ে দেয়া হল এবং কিয়ামতের দিনেও। কতই না নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যে পুরস্কার তাদেরকে দেয়া হবে!

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿۹۹﴾

১০০।এটি জনপদসমূহের কিছু সংবাদ যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এর (জনপদসমূহের) মধ্যে কিছু (এখনো) বিদ্যমান এবং কিছু কর্তিত (ধ্বংস প্রাপ্ত)।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ﴿١٠٠﴾

১০১।এবং আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, বরং তারাই তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল এবং যখন তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ এসেছিল তখন আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে ডাকত সেই উপাস্যরা তাদের কিছুই কাজে অসেনি। এবং তারা তাদের ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করেনি।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ
الَّتِىْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا
زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾

১০২।এবং এমনই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও যখন তিনি জনপদসমূহকে পাকড়াও করেন, এমন অবস্থায় যে সেগুলো জালিম। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ
اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾

১০৩।নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে তার জন্য যে আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে। এটা সেই দিন যেদিনের জন্য মানুষকে একত্র করা হবে, এবং এটা সেই দিন যেদিন (সকলকে) উপস্থিত করা হবে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ
مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾

১০৪।এবং আমি কেবল গণনাযোগ্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা বিলম্বিত করছি।

وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾

১০৫।যেদিন তা আসবে সেদিন তাঁর (আল্লাহ্‌র) অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলবে না, এবং তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগা এবং কেউ ভাগ্যবান।

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾

১০৬।অতঃপর যারা দুর্ভাগা হবে তারা থাকবে আগুনে, সেখানে তাদের জন্য রয়েছে দীর্ঘশ্বাস ও দীর্ঘপ্রশ্বাস-

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾

১০৭।সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী থাকবে, তবে তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করবেন তা ভিন্ন কথা*। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যা চান তা-ই করেন।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ
اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٠٧﴾

১০৮।আর যারা ভাগ্যবান হবে তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী থাকবে, তবে তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করবেন তা ভিন্ন কথা। (এটি) এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ
السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ﴿١٠٨﴾

১০৯।সুতরাং তারা যাদের উপাসনা করে তাদের (পরিণতি) সম্পর্কে কোন সন্দেহে থেকো না। পূর্বে তাদের পিতৃপুরুষেরা (মুশরিকরা) যেভাবে উপাসনা করত তারা সেভাবেই উপাসনা করে। আর নিশ্চয় আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ পুরোপুরি দেবো- কম নয়।

فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا
يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ
مَنْقُوْصٍ ﴿١٠٩﴾

৭ ع ৭/৯ রুকূ ৯

১১০।আর অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাতে মতপার্থক্য করা হয়েছিল। আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি বাণী গত (পূর্ব ঘোষিত) হয়ে না থাকত তাহলে তাদের মাঝে অবশ্যই মীমাংসা করে দেয়া হত। এবং নিশ্চয় তারা অবশ্যই এ (কুরআন) সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١٠﴾

১১১।আর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সবাইকে অবশ্যই তাদের কর্মের জন্য পুরোপুরি (প্রতিফল) প্রদান করবেন। তারা যা করে সে সম্পর্কে নিশ্চয় তিনি পূর্ণ অবগত।

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرٌ ﴿١١١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١٢

১১২। সুতরাং তুমি অবিচল থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং তোমার সাথে যারা (কুফরী থেকে) অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছে তারাও, এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে নিশ্চয় তিনি পূর্ণ দৃষ্টিবান।

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝١١٣

১১৩। আর যারা জুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, তাহলে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে, আর এ অবস্থায় আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না, এরপর তোমাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝١١٤

১১৪। এবং তুমি সালাত (নামায) কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে। নিশ্চয় ভাল কাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটি এক উপদেশ,

وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝١١٥

১১৫। এবং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়নদের কর্মফল নষ্ট করেন না।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ
الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝١١٦

১১৬। সুতরাং তোমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মসমূহের মধ্য হতে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করার মত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকজন কেন ছিল না, তবে তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া (যারা নিষেধ করত), যাদেরকে আমি তাদের মধ্য থেকে উদ্ধার করেছিলাম? আর যারা জুলুম করেছিল তারা পেছনে ছুটেছিল বিলাস সামগ্রীর যার মধ্যে তাদেরকে (ডুবিয়ে) রাখা হয়েছিল এবং তারা ছিল অপরাধী।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ۝١١٧

১১৭। আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি জনপদসমূহ অন্যায়ভাবে ধ্বংস করবেন, এমন অবস্থায় যে তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ
مُخْتَلِفِيْنَ ۝١١٨

১১৮। আর যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তাহলে (সব) মানুষকে এক উম্মত (ধর্মাবলম্বী) করতেন, কিন্তু তারা মতপার্থক্য করতেই থাকবে-

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝١١٩

১১৯। তারা ছাড়া, যাদেরকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন। এবং তিনি তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার প্রতিপালকের (এ) বাণী পূর্ণ হবেই, 'অবশ্যই আমি জ্বীন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব'।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَ
جَآءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٢٠

১২০। এবং রাসূলদের সংবাদসমূহ থেকে প্রত্যেক (কাহিনী) যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দ্বারা আমি তোমার অন্তরকে দৃঢ় করি এবং এতে (কাহিনীসমূহে) তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য উপদেশ ও সাবধানবাণী।

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ۝١٢١

১২১। আর যারা ঈমান আনে না তাদেরকে বল, 'তোমরা তোমাদের অবস্থান (পথ-পদ্ধতি) অনুসারে কাজ কর, নিশ্চয় আমরাও কাজ করছি।

وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝١٢٢

১২২। এবং অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমরাও অপেক্ষা করছি।'

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝١٢٣

১২৩। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য (বিষয়ের জ্ঞান) আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই কাছে সব বিষয় ফিরে যাবে, সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর উপর ভরসা কর। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক বেখবর নন।

ع ١٠ — ১০ রুকু ১০

১২. সূরা ইউসুফ, মাক্কী

১১১ আয়াত, ১২ রুকূ

١٢-سورة يوسف-مكية

اٰياتها-١١١، ركوعاتها-١٢

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۟ۙ ١

১। আলিফ-লাম-রা। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ٢

২। নিশ্চয় আমি এটিকে আরবী কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ هٰذَا
الْقُرْاٰنَ ۖۗ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ٣

৩। আমি তোমার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, তোমার প্রতি এই কুরআন ওহী করার মাধ্যমে, যদিও এর পূর্বে তুমি (এ ব্যাপারে) ছিলে অবশ্যই বেখবরদের অন্তর্ভুক্ত।

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ٤

৪। যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখেছি, আমি তাদেরকে দেখেছি তারা আমাকে সিজদা করছে।'

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ
اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ٥

৫। সে বলল, 'হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।'

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَاۤ اَتَمَّهَا عَلٰۤى اَبَوَيْكَ مِنْ
قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٦

৬। আর এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তোমার উপর ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের উপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি ইতঃপূর্বে তা পূর্ণ করেছিলেন তোমার দুই পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

(ع ١١ ১ রুকূ ১১)

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ٧

৭। প্রশ্নকারীদের জন্য ইউসুফ এবং তার ভাইদের (ঘটনার) মধ্যে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে।

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰۤى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ
اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِۣ ۚۖ ٨

৮। যখন তারা বলেছিল, 'অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের থেকে বেশি প্রিয়,* অথচ আমরা একটি দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা অবশ্যই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছেন,

اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ
تَكُوْنُوْا مِنْ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ٩

৯। তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে ফেলে আস, (এতে) তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতি নিবিষ্ট হবে এবং তার (মৃত্যু অথবা হারিয়ে যাওয়ার) পর তোমরা সৎ লোক হয়ে যাবে।'

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ
يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ١٠

১০। তাদের মধ্যে একজন কথক বলল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না বরং তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেউ তাকে কুড়িয়ে নিবে-যদি তোমরা (কিছু) করতেই চাও।'

قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ١١

১১। তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আপনার কী (যুক্তি) আছে যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না, অথচ নিশ্চয় আমরা অবশ্যই তার শুভাকাঙ্ক্ষী?

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১২। আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে পাঠান, সে তৃপ্তি সহকারে খাবে ও খেলাধুলা করবে এবং নিশ্চয় আমরা তার অবশ্যই রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

১৩। সে বলল, 'নিশ্চয় এটি আমাকে অবশ্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, আর আমি আশঙ্কা করছি যে, তাকে নেকড়ে (বাঘ) খেয়ে ফেলবে, যখন তোমরা থাকবে তার ব্যাপারে বেখবর।'

১৪। তারা বলল, 'আমরা একটি দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে (বাঘ) তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে নিশ্চয় আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হব।'

১৫। অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে চলে গেল এবং তাকে কূপের গভীরে ফেলে দিতে একমত হল, এবং আমি তার প্রতি ওহী করলাম যে, 'তুমি তাদেরকে তাদের এই কাজের সংবাদ (একদিন) অবশ্যই বলে দিবে, যখন তারা (তোমাকে) বুঝতে পারবে না।'

১৬। এবং তারা রাতের প্রথম প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে আসল।

১৭। তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে (বাঘ) তাকে খেয়ে ফেলল, কিন্তু আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করার নন যদিও আমরা সত্যবাদী হই।'

১৮। এবং তারা তার জামা নিয়ে আসল মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে । সে (ইয়াকুব) বলল, 'বরং (তার ব্যাপারে) তোমাদের মন তোমাদেরকে (কোন) একটি কাজ করতে প্ররোচিত করেছে। সুতরাং ধৈর্য ধারণই উত্তম। আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে ব্যাপারে আল্লাহ্ই (আমার) সহায়স্থল।'

১৯। এবং একটি যাত্রীদল আসল, এবং তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে প্রেরণ করল, অতঃপর সে তার বালতি নামিয়ে দিল। সে বলল, 'কী সুখবর! এ যে এক কিশোর!' এবং তারা তাকে পণ্য* হিসেবে লুকিয়ে রাখল। আর তারা যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ ভালভাবে জানতেন।

২০। এবং তারা তাকে বিক্রয় করল স্বল্প মূল্যে- মাত্র কয়েক দিরহামে, আর তারা ছিল তার ব্যাপারে অনাগ্রহী।

٢ ع ١٢ ২ রুকু ১২

২১। আর মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল সে তার স্ত্রীকে বলল, 'তার সম্মানজনক আবাসের ব্যবস্থা কর, আশা করা যায় যে, সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করব।' এবং এভাবেই আমি ইউসুফকে যমীনে (মিসরে) প্রতিষ্ঠিত করলাম, এবং যাতে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতে পারি। আর আল্লাহ্ তার কাজ সম্পাদনে বিজয়ী, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

২২। এবং যখন সে তার (শক্তি-সামর্থ্য ও বয়সের) পূর্ণতায় পৌঁছল তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম, আর এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়নদেরকে প্রতিদান দেই।

২৩। এবং যার ঘরে সে ছিল সে (নারী) তাকে দৈহিক মিলনে প্ররোচনা দিল এবং (ঘরের) দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল ও বলল, 'কাছে আস।' সে বলল, 'আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি,* নিশ্চয় তিনি (আযিয) আমার প্রভু*, তিনি আমার আবাসের সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় জালিমরা সফল হয় না।'

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (١٢)

قَالَ إِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ أَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَأَخَافُ أَنْ يَّأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ (١٣)

قَالُوْا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ (١٤)

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَأَجْمَعُوْٓا أَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (١٥)

وَجَآءُوْٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ (١٦)

قَالُوْا يٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ (١٧)

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۗ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۗ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ (١٨)

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَأَدْلٰى دَلْوَهٗ ۗ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ۗ وَأَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ (١٩)

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ (٢٠)

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَأَتِهٖٓ أَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى أَنْ يَّنْفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ۚ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْأَرْضِ ۡ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ ۚ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى أَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٢١)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (٢٢)

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ إِنَّهٗ رَبِّيْٓ أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۚ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٣)

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

২৪। এবং সে (নারী) অবশ্যই তার সাথে (দৈহিক মিলনে) মনস্থ করেছিল এবং সেও তার সাথে মনস্থ করত যদি না সে তার প্রতিপালকের প্রমাণ (নিদর্শন) দেখত। এভাবেই (করেছি), যাতে আমি তাকে বিরত রাখতে পারি মন্দকাজ ও অশ্লীলতা থেকে। নিশ্চয় সে ছিল আমার বাছাইকৃত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং তারা দু'জনে দরজার দিকে দৌড়ে গেল এবং সে (নারী) পিছন থেকে তার জামা (ধরে) ছিঁড়ে ফেলল, এবং তারা তার পতিকে দরজার কাছে পেল। সে (নারী) বলল, 'যে তোমার স্ত্রীর সাথে কুকর্ম করতে চায় তাকে কারাগারে প্রেরণ অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া তার আর কী প্রতিফল হতে পারে?'

قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٢٦﴾

২৬। সে (ইউসুফ) বলল, 'সে আমাকে দৈহিক মিলনে প্ররোচণা দিয়েছিল এবং তার (নারীর) পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি তার জামা সামনে থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তবে সে (নারী) সত্য বলেছে এবং সে (ইউসুফ) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٧﴾

২৭। আর তার জামা যদি পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে সে (নারী) মিথ্যা বলেছে এবং সে (ইউসুফ) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৮। অতঃপর যখন সে (নারীর পতি) দেখল যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়েছে তখন সে বলল, 'নিশ্চয় এটা তোমাদের (নারীদের) ষড়যন্ত্র, নিশ্চয় তোমাদের ষড়যন্ত্র ভয়ানক!

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ﴿٢٩﴾

রুকু ৩/১৩

২৯। হে ইউসুফ! তুমি এটা উপেক্ষা কর আর (হে নারী!) তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমি ছিলে অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

৩০। এবং শহরের নারীরা বলল, 'আযিযের স্ত্রী তার যুবককে দৈহিক মিলনের প্ররোচণা দিচ্ছে, সে (ইউসুফ) তাকে প্রেমে আসক্ত করেছে। নিশ্চয় আমরা তাকে (আযিযের স্ত্রীকে) অবশ্যই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় দেখতে পাচ্ছি।'

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًٔا وَءَاتَتْ كُلَّ وَٰحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

৩১। অতঃপর যখন সে (আযিযের স্ত্রী) তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করল এবং তাদের প্রত্যেককে (ফল কেটে খেতে) একটি করে ছুরি দিল এবং (ইউসুফকে) বলল, 'তাদের সামনে বের হও।' অতঃপর যখন তারা তাকে দেখল তখন তারা তাকে মহান (অপূর্ব সুন্দর) মনে করল এবং তাদের (নিজেদের) হাত কেটে ফেলল এবং বলল, ' মহিমা আল্লাহর! এ তো মানুষ নয়, এ এক সম্মানিত ফেরেশতা ছাড়া আর কিছু নয়।'

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ فَٱسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّٰغِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩২। সে (আযিযের স্ত্রী) বলল, 'এই সে যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে তিরস্কার করেছ। আর অবশ্যই আমি তাকে দৈহিক মিলনের প্ররোচণা দিয়েছি, কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে। আর আমি তাকে যা নির্দেশ দিয়েছি সে যদি তা না করে তাহলে তাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করা হবে এবং সে অবশ্যই অপদস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩। সে (ইউসুফ) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তারা (নারীরা) আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে বেশি প্রিয়, আর আপনি যদি তাদের ষড়যন্ত্র আমার থেকে সরিয়ে না দেন তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٤﴾

৩৪। অতঃপর তার প্রতিপালক তার ডাকে সাড়া দিলেন এবং তার থেকে তাদের ষড়যন্ত্রকে সরিয়ে দিলেন, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٣٥﴾

ع ١٤ ৪ রুকূ ১৪

৩৫। এবং নিদর্শনসমূহ (আলামত) দেখার পর তাদের (আযিযের লোকদের) মনে হল যে, সে (আযিয) তাকে কিছু সময় পর্যন্ত কারারুদ্ধ করবেই (যদিও সে নির্দোষ)।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّىْۤ اَرٰىنِىْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّىْۤ اَرٰىنِىْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِىْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং তার সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, 'নিশ্চয় আমি স্বপ্নে আমাকে মদ নিংড়াতে (বানাতে) দেখেছি,' এবং অপরজন বলল, 'নিশ্চয় আমি স্বপ্নে আমাকে আমার মাথায় রুটি বহন করতে দেখেছি, এমনবস্থায় যে পাখী তা থেকে খাচ্ছে। আমাদেরকে আপনি এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দিন, নিশ্চয় আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাচ্ছি।'

قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖۤ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ ؕ اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। সে (ইউসুফ) বলল, 'তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দেব। এটি তার অন্তর্ভুক্ত যা আমার প্রতিপালক আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয় আমি সে সম্প্রদায়ের আদর্শ (মিল্লাত) বর্জন করেছি যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না এবং তারাই আখিরাতে অবিশ্বাসী।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِىْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আদর্শ অনুসরণ করেছি। আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের জন্য সমীচীন নয়। এটি (মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ) আমাদের ও সব মানুষের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

৩৯। হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! বিভিন্ন প্রতিপালক উত্তম, নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ্?

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের উপাসনা করছ, যেগুলোর নাম রেখেছ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা, যেগুলো সম্পর্কে কোন প্রমাণ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেননি। (ইবাদতের বিষয়ে) হুকুমের মালিক কেবল আল্লাহ্। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে ছাড়া কারো ইবাদত না করতে। এটি সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤١﴾

৪১। হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! আর তোমাদের দু'জনের একজন তার প্রভুকে মদ পান করাবে, এবং অপরজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, অতঃপর পাখি তার মাথা থেকে (অর্থাৎ মাথায় বসে) খাবে। যে বিষয়ে তোমরা দু'জন জিজ্ঞাসা করছ তার ফয়সালা হয়ে গেছে।'

وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٢﴾

ع ١٥ ৫ রুকূ ১৫

৪২। এবং তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে সে (ইউসুফ) ধারণা করল, তাকে বলল, 'তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো', কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর কাছে (বিষয়টি) উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিল, ফলে ইউসুফ কয়েক (তিন থেকে নয়) বছর কারাগারে অবস্থান করল।

৪৩। এবং রাজা বলল, 'নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখেছি সাতটি মোটাতাজা গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় (গাভী) খেয়ে ফেলছে এবং (দেখেছি) সাতটি সবুজ শীষ ও অন্য (সাতটি) শুকনো (শীষ)। হে পরিষদবর্গ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে অভিমত (ফতওয়া) দাও।'

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّىْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِىْ فِىْ رُءْيَاىَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। তারা বলল, 'এটা এলোমেলো স্বপ্ন এবং আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই'

قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং একটি সময় পর স্মরণ করল সে বলল, 'আমি এর ব্যাখ্যা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব, সুতরাং আপনারা আমাকে (ইউসুফের নিকট) প্রেরণ করুন।'

وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿٤٥﴾

৪৬। (সে বলল) 'হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় (গাভী) খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্য (সাতটি) শুকনো (শীষ) সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে অভিমত (ফতওয়া) দিন, যাতে আমি লোকদের (রাজা ও পরিষদবর্গের) কাছে ফিরে যেতে পারি, যাতে তারা জানতে পারে।'

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّىْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। সে (ইউসুফ) বলল, তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে এবং তোমরা যে শস্য কাটবে তা শীষসহ রেখে দিবে সামান্য কিছু ছাড়া যা তোমরা খাবে।

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। অতঃপর এরপরে আসবে সাতটি কঠিন (বছর), যে (বছর) গুলো* খেয়ে ফেলবে এগুলোর জন্য তোমরা যা সঞ্চয় করবে, সামান্য কিছু ছাড়া যা তোমরা সংরক্ষণ করবে।

ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। অতঃপর এর (কঠিন সাত বছরের) পরে আসবে একটি বছর, যাতে মানুষকে বৃষ্টি দেয়া হবে এবং তাতে তারা (ফল) নিংড়াবে।*

ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

ع ١٢ ٦ — ৬ রুকূ ১৬

৫০। আর (এ ব্যাখ্যা শুনে) রাজা বলল, 'তোমরা তাকে (ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে আস,' কিন্তু যখন বার্তাবাহক তার কাছে আসল তখন সে বলল, 'তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী! নিশ্চয় আমার প্রতিপালক (আল্লাহ্) তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।'

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿٥٠﴾

৫১। সে (নারীদেরকে) বলল, 'যখন তোমরা ইউসুফকে দৈহিক মিলনে প্ররোচনা দিয়েছিলে তখন তোমাদের ব্যাপার কী ছিল?' তারা বলল, মহিমা আল্লাহ্‌র, আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না।' আযিযের স্ত্রী বলল, 'এখন সত্য প্রকাশ পেয়ে গেল, আমি তাকে দৈহিক মিলনে প্ররোচনা দিয়েছিলাম, এবং সে অবশ্যই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ؗ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২। (ইউসুফ বলল) 'এটা এজন্য যাতে সে (আযিয) জানতে পারে যে, (তার) অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করিনি, এবং এও যে, আল্লাহ্ খিয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-১৩

৫৩। এবং আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, নিশ্চয় (মানুষের) মন অবশ্যই মন্দকাজের কুমন্ত্রণাদাতা, তাকে ছাড়া, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىْ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ۚ إِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং রাজা বলল, 'তাকে (ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে আস, আমি তাকে একান্তভাবে আমার নিজের জন্য নিযুক্ত করব,' অতঃপর যখন সে (রাজা) তার সাথে কথা বলল, তখন বলল, 'নিশ্চয় তুমি আজ আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত।'

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ أَمِيْنٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। সে (ইউসুফ) বলল, 'আমাকে যমীনের (মিসরের) ধনভাণ্ডারসমূহের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন,* নিশ্চয় আমি হেফাজতকারী ও বিজ্ঞ।'

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং এভাবেই ইউসুফকে আমি যমীনে (মিসরে) প্রতিষ্ঠিত করলাম, তাতে যেখানে ইচ্ছা বাসস্থান গড়তে। আমি যাকে ইচ্ছা করি তার প্রতি দয়া করি এবং আমি সৎকর্মপরায়নদের কর্মফল নষ্ট করি না।

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْأَرْضِ ۚ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

১৫৮ | ৭ রুকূ ১

৫৭। আর অবশ্যই আখিরাতের প্রতিদান উত্তম তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করত।

وَلَأَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং ইউসুফের ভাইয়েরা (খাদ্য সামগ্রীর জন্য) আসল এবং তার কাছে প্রবেশ করল এবং সে তাদেরকে চিনল, অথচ তারা তাকে চিনতে পারল না।

وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং যখন সে তাদের (প্রয়োজনীয়) সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল তখন সে বলল, 'তোমরা আমার কাছে তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে আস, তোমরা কি দেখছ না যে, আমি (খাদ্যের) পরিমাপ (বরাদ্দ) পুরোপুরি দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ন?

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِىْ بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيْكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىْٓ أُوْفِى الْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে না আস তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য (পরবর্তীতে) কোন পরিমাপ (বরাদ্দ) থাকবে না এবং (এমনকি) তোমরা আমার নিকটেও আসতে পারবে না।'

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِىْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿٦٠﴾

৬১। তারা বলল, 'তার বিষয়ে আমরা তার পিতাকে রাজী করাতে চেষ্টা করব এবং নিশ্চয় আমরা (এটা) করব।'

قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। এবং ইউসুফ তার চাকরদেরকে বলল, 'তাদের পণ্যমূল্য তাদের জিন-ব্যাগসমূহে রেখে দাও, যাতে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তারা তা চিনতে পারে- যাতে তারা ফিরে আসতে পারে।'

وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ إِذَا انْقَلَبُوْٓا إِلٰٓى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে আসল তখন তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য পরিমাপ (বরাদ্দ) নিষেধ করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের ভাইকে* আমাদের সাথে প্রেরণ করুন যাতে আমরা পরিমাপ (বরাদ্দ) পেতে পারি এবং নিশ্চয় আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا إِلٰٓى أَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। সে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সেরূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস ইতঃপূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম তার ভাই সম্পর্কে? আর আল্লাহ্ই রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে উত্তম এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى أَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۖ وَّهُوَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬৫। এবং যখন তারা তাদের দ্রব্য সামগ্রী খুলল তখন তারা দেখতে পেল তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে । তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা আর কী প্রত্যাশা করতে পারি? এই আমাদের পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে, এবং আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্য-সামগ্রী এনে দেব এবং আমরা আমাদের ভাইকে রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং (আরও) এক উট বোঝাই পরিমাপ (বরাদ্দ) বৃদ্ধি করব। এটি (যা এনেছি তা) সামান্য পরিমাপ (বরাদ্দ)।'

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا
يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَ
نَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ৬৫

৬৬। সে (পিতা) বলল, 'আমি তাকে কখনো তোমাদের সাথে পাঠাব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে অবশ্যই আমার কাছে নিয়ে আসবে যদি না তোমরা (শত্রু দ্বারা) পরিবেষ্টিত হয়ে পড়,' অতঃপর যখন তারা তার সাথে অঙ্গীকার করল তখন সে বলল, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার তত্ত্বাবধায়ক।'

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي
بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا
نَقُولُ وَكِيلٌ ৬৬

৬৭। এবং সে বলল, 'হে আমার পুত্ররা! তোমরা একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ কর।* আর আল্লাহ্‌র (ফয়সালার) বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না। হুকুম (ফয়সালা) আল্লাহ্‌রই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি, এবং তাঁরই উপর ভরসাকারীরা যেন ভরসা করে।'

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ
مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ৬৭

৬৮। এবং যখন তারা তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিল সেভাবে প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র (ফয়সালার) বিরুদ্ধে তা তাদের কোন কাজে আসেনি, এছাড়া যে, (এটি ছিল) ইয়াকুবের মনের একটি প্রয়োজন যা সে পূর্ণ করেছিল এবং নিশ্চয় সে (ছিল) জ্ঞানবান, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ
مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو
عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ৬৮

ع ৮ রুকু ২

৬৯। এবং তারা যখন ইউসুফের কাছে প্রবেশ করল তখন সে তার (সহোদর) ভাইকে তার কাছে আশ্রয় দিল এবং বলল, 'নিশ্চয় আমি তোমার ভাই, সুতরাং তারা যা করত তার জন্য দুঃখিত হয়ো না।'

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ৬৯

৭০। অতঃপর যখন সে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল তখন সে তার (সহোদর) ভাইয়ের জিন-ব্যাগের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিল, এরপর এক ঘোষণাকারী করল, 'হে কাফেলা! নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই চোর।'

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ
أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ৭০

৭১। তারা তাদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা কী হারিয়েছ?'

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ৭১

৭২। তারা বলল, 'আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি, আর যে তা এনে দিবে সে এক উট বোঝাই (মাল) পাবে এবং আমি এর জামিনদার।'

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
زَعِيمٌ ৭২

৭৩। তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা অবশ্যই জান আমরা এ যমীনে (মিসরে) ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।'

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا
سَارِقِينَ ৭৩

৭৪। তারা বলল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তার প্রতিফল কী?

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ৭৪

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭৫। তারা বলল, 'এর প্রতিফল হলো, যার জিন-ব্যাগের মধ্যে এটি পাওয়া যাবে, (স্বয়ং) সে-ই তার প্রতিফল (বিনিময়)। এভাবেই আমরা জালিমদেরকে শাস্তি দেই।'

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। অতঃপর সে তার (সহোদর) ভাইয়ের ব্যাগের (তল্লাশির) পূর্বে তাদের ব্যাগসমূহ দিয়ে (তল্লাশি) শুরু করল, এরপর তার ব্যাগ থেকে এটি (পাত্রটি) বের করল। এভাবেই আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম। আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে রাজার বিধানে তার ভাইকে সে (নিজের কাছে) রাখতে পারত না। আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকে মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপর আছেন একজন সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ্)।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٦﴾

৭৭। তারা বলল, 'সে যদি চুরি করে থাকে তবে (অস্বাভাবিক নয় কারণ) তার ভাইও তো পূর্বে চুরি* করেছিল,' কিন্তু ইউসুফ তা (প্রকৃত ব্যাপার) তার মনে গোপন রাখল এবং তাদের কাছে তা প্রকাশ করল না, সে (মনে মনে) বলল, 'তোমরা অবস্থানের দিক থেকে নিকৃষ্টতর, এবং তোমরা যা বর্ণনা করছ সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানেন।'

قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। তারা বলল, 'হে আযিয, নিশ্চয় তার একজন পিতা রয়েছেন (যিনি) অতি বৃদ্ধ, সুতরাং তার স্থানে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন, নিশ্চয় আমরা আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। সে বলল, 'যার কাছে আমরা আমাদের দ্রব্যসামগ্রী (পানপাত্র) পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্যকে রাখা থেকে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আমরা অবশ্যই জালিম হয়ে যাব।'

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। অতঃপর যখন তারা তার ব্যাপারে নিরাশ হল তখন তারা গোপনে কথা বলতে নির্জনে গেল। তাদের বড় জন বলল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অবহেলা করেছিলে? সুতরাং আমি কখনো এ যমীন (মিসর) ত্যাগ করব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য (অন্য কোন) ফয়সালা করেন, এবং তিনি উত্তম ফয়সালাকারী।'

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল, 'হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় আপনার ছেলে চুরি করেছে, এবং আমরা যা জেনেছি তারই সাক্ষী দিচ্ছি এবং আমরা অদৃশ্যের ব্যাপারে সংরক্ষণকারী নই।

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২। আর যে জনপদে আমরা ছিলাম তাকে (তার অধিবাসীদেরকে) জিজ্ঞাসা করুন এবং যে কাফেলার সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও। এবং নিশ্চয় আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।'

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। সে (ইয়াকুব) বলল, 'বরং (তার ব্যাপারে) তোমাদের মন তোমাদেরকে (কোন) একটি কাজ করতে প্ররোচিত করেছে, সুতরাং সুন্দরভাবে ধৈর্য ধারণই (উত্তম)। শীঘ্রই আল্লাহ্ এদের সবাইকে আমার কাছে এনে দিবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।'

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮৪। এবং সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'হায়! ইউসুফের জন্য আমার আফসোস,' এবং শোকে তার দুই চোখ সাদা হয়ে গেল, কারণ সে ছিল দুঃখভারাক্রান্ত।

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾

৮৫। তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম! আপনি তো ইউসুফের কথা সবসময় স্মরণ করতেই থাকবেন যতক্ষণ না আপনি গুরুতর অসুস্থ হবেন, অথবা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন (মৃত্যু বরণ করবেন)।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। সে বলল, 'আমি আমার অসহনীয় কষ্ট ও আমার দুঃখের অভিযোগ করছি কেবল আল্লাহ্‌র কাছে এবং আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না।

قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। হে আমার পুত্ররা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে তোমরা হতাশ হয়ো না। নিশ্চয় কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে কেউ হতাশ হয় না।'

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। অতঃপর যখন তারা তার কাছে প্রবেশ করল তখন বলল, 'হে আযিয! আমাদেরকে ও আমাদের পরিবার-পরিজনকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করেছে এবং আমরা অল্প পণ্যমূল্য নিয়ে এসেছি, সুতরাং আপনি আমাদের পরিমাপ (বরাদ্দ) পুরোপরি দিন এবং আমাদেরকে সদকা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সদকাকারীদেরকে প্রতিদান দেন।'

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। সে বলল, 'তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি (আচরণ) করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ?'

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾

৯০। তারা বলল, 'তুমিই কি অবশ্যই ইউসুফ?' সে বলল, 'আমিই ইউসুফ এবং এই আমার ভাই; আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে তাকওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্য ধারণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ (সেরূপ) সৎকর্মপরায়নদের কর্মফল নষ্ট করেন না।'

قَالُوْۤا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَاۤ اَخِيْ ؗ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯১। তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾

৯২। সে বলল, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন তিরস্কার নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন; আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ؗ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩। তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার চেহারার উপর রেখো, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, আর তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

১০ রুকু ৪

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং যখন যাত্রীদল (মিসর) প্রস্থান করল তখন তাদের পিতা বলল, 'নিশ্চয় আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি- যদি তোমরা আমাকে পাগল মনে না কর।'

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَاۤ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾

৯৫। তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় আপনি অবশ্যই আপনার পুরনো বিভ্রান্তিতে রয়েছেন।'*

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

فَلَمَّآ أَنْ جَآءَ الْبَشِيرُ أَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ ۚ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬। অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক আসল এবং তার চেহারার উপর জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেল, সে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তা জানি যা তোমরা জান না?'

قَالُوْا يٰٓأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ إِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭। তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম।'

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ ۗ إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾

৯৮। সে বলল, 'অচিরেই আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯। অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে প্রবেশ করল তখন সে তার পিতা-মাতাকে তার কাছে আশ্রয় দিল এবং বলল, 'আপনারা মিসরে প্রবেশ করুন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, নিরাপদে।'

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓأَبَتِ هٰذَا تَأْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا ۗ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ أَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ إِخْوَتِىْ ۗ إِنَّ رَبِّىْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۗ إِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠٠﴾

১০০। সে তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসাল এবং তারা সবাই তার প্রতি সিজদায় পড়ে গেল এবং সে বলল, 'হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন। এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন এবং শয়তান আমার মাঝে ও আমার ভাইদের মাঝে (বিচ্ছেদের) প্ররোচনা দেয়ার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সুক্ষদর্শী তাতে যা তিনি ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۟ أَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾

১০১। হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজত্বের কিছু (ক্ষমতা) দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন, (হে) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত করুন।'

ذٰلِكَ مِنْ أَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوْٓا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২। এটি অদৃশ্যের সংবাদ যা আমি তোমার প্রতি ওহী করছি,* আর তুমি তাদের সাথে ছিলে না যখন তারা ষড়যন্ত্রকালে তাদের বিষয়ে (পরিকল্পনায়) একমত হয়েছিল।

وَمَآ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মু'মিন নয়- যদিও তুমি আগ্রহী হও।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। এবং তুমি তাদের কাছে এজন্য কোন প্রতিদানও চাচ্ছ না। এটি (কুরআন) জগৎসমূহের (মানব জাতির) জন্য একটি উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। আর কত নিদর্শনই রয়েছে আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে, তারা এগুলোর পাশ দিয়ে চলাচল করে, অথচ তারা এগুলোকে উপেক্ষা করে।

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। এবং তাদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না এ ছাড়া (অর্থাৎ ঈমান আনে) যখন তারা শরীক করে।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। তবে কি তারা (নিজেদেরকে) নিরাপদ মনে করেছে আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী শাস্তি আসা থেকে অথবা তাদের নিকট হঠাৎ কিয়ামত আসা থেকে, যখন তারা টেরও পাবে না?

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ
وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৮। বল, ‘এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করি। আর আল্লাহ্ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।’

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ
ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ
ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۗ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। আর তোমার পূর্বে আমি মানুষকেই (রাসূল হিসেবে) প্রেরণ করেছিলাম, জনপদবাসীর মধ্য থেকে যাদেরকে আমি ওহী করেছিলাম। তবে কি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং লক্ষ্য করেনি কেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম? যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম। তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না?

حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا
فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾

১১০। অবশেষে যখন রাসূলরা (লোকদের থেকে) নিরাশ হল এবং মনে করল যে, তাদেরকে অস্বীকার করা হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য আসল। এভাবে আমি যাকে ইচ্ছা করেছি তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি নিবৃত্ত করা হয় না।

لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا
يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

١٢ ع ٦ ১২ রুকু ৬

১১১। অবশ্যই তাদের ঘটনাবলিতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এটি (কুরআন) এমন কথা নয় যা রচনা করা হয়েছে, বরং এটি এর সামনে যা আছে তার (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যায়নকারী, প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং মু’মিন সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়াস্বরূপ।

১৩. সূরা আর-রা'দ, মাদানী

৪৩ আয়াত, ৬ রুকূ

سُوْرَةُ الرَّعْدِ - مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٤٣، رُكُوْعَاتُهَا-٦

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আলিফ-লাম-মীম-রা। এগুলো কিতাবের আয়াত। এবং যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۗ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾

২। তিনিই আল্লাহ্, যিনি কোন খুঁটি ছাড়াই আকাশসমূহকে উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ, এরপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন। প্রতিটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন এবং আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ﴿٢﴾

৩। এবং তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে বানিয়েছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নহরসমূহ। এবং বানিয়েছেন প্রত্যেক (প্রকারের) ফল থেকে এক জোড়া-দু'টি করে, তিনি রাতকে দিন দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ۚ وَ
مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ
النَّهَارَ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾

৪। এবং পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, আঙ্গুর বাগান, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শাখাবিশিষ্ট অথবা এক শাখাবিশিষ্ট খেজুর গাছ যা একই পানিতে সিঞ্চিত। আর ফলের দিক থেকে তাদের কিছুকে আমি কিছুর উপর মর্যাদা দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা অনুধাবন করে ।

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ
وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۚ وَ
نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٤﴾

৫। এবং যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়কর তো তাদের এ কথা, 'যখন আমরা মাটিতে পরিণত হব তখনও কি আমরা অবশ্যই নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হব?' ওরাই তারা যারা তাদের প্রতিপালককে অবিশ্বাস করেছে, এবং তাদেরই গলায় থাকবে (লোহার) বেড়ি, এবং তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ
جَدِيْدٍ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ
اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٥﴾

৬। এবং কল্যাণের পূর্বে তারা তোমাকে অকল্যাণ তাড়াতাড়ি করতে বলে,* অথচ তাদের পূর্বে অনুরূপ শাস্তি গত হয়েছে। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল- তাদের জুলুম সত্ত্বেও, এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই শাস্তিদানে কঠোর।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
الْمَثُلٰتُ ۗ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ
رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

৭। আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার উপর কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন?' তুমি কেবল একজন সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে একজন পথ প্রদর্শক।

১ ع ৮ ১ রুকূ ৭

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ اِنَّمَآ
اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮। প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ু যা সংকুচিত করে (অর্থাৎ স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই ঝরে যায়) এবং তা (জরায়ু) যা (স্বাভাবিক সময় পর্যন্ত) অতিক্রম করায়, আল্লাহ্ তা জানেন এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তু রয়েছে একটি (নির্দিষ্ট) পরিমাপে।

اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا
تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

৯। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী, মহান ও সুউচ্চ।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾

১০। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন করে এবং যে তা প্রকাশ করে এবং যে রাতে আত্মগোপন করে এবং দিনে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তারা সবাই (আল্লাহ্‌র কাছে) সমান।

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ
مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾

১১। তার (প্রত্যেকের) জন্য তার সামনে ও পিছনে সংরক্ষণকারীরা (ফেরেশতারা) রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে তার (কার্যকলাপ) সংরক্ষণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের যা আছে তা পরিবর্তন (ক্ষতি) করেন না যতক্ষন না তাদের নিজেদের যা আছে তা তারা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করতে চান তবে তা প্রতিরোধ করার নয়, এবং তাঁকে বাদ দিয়ে তাদের জন্য কোন অভিভাবক নেই।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ
اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

১২। তিনিই তোমাদেরকে বিজলী দেখান ভয় ও প্রত্যাশা স্বরূপ এবং (তিনিই) ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেন,

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ
الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

১৩। এবং বজ্রের গর্জন প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তার (অর্থাৎ বজ্র গর্জনের) ভয়ে ফেরেশতারাও (তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে), এবং তিনি বজ্র প্রেরণ করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন এর দ্বারা আঘাত করেন যখন তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, এবং তিনি শাস্তিদানে কঠোর।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ
الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَ
هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

১৪। 'সত্যের আহ্বান' তাঁরই জন্য।* আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে ডাকে, তাদেরকে তারা কিছুই সাড়া দেয় না সে ব্যক্তির মত ছাড়া যে তার হস্তদ্বয় সম্প্রসারণ করে পানির দিকে যাতে তা তার মুখে পৌঁছায়, অথচ তা তাতে পৌঁছার নয়। আর (এমনিভাবে) কাফিরদের আহ্বান কেবল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে থাকে।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۗ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ
لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ
بِبَالِغِهٖ ۚ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿١٤﴾

১৫। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা আল্লাহ্‌কে সিজদা করে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকালে ও সন্ধ্যায় ।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾

১৬। বল, 'কে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বল, 'আল্লাহ্।' বল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ যারা নিজেদের জন্য কোন উপকার বা কোন ক্ষতির মালিক নয়?' বল, 'দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান?' নাকি তারা আল্লাহ্‌র সাথে এমন কাউকে শরীক করেছে, যারা তাঁর (আল্লাহ্‌র) সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, অতঃপর সৃষ্টিটি তাদের নিকট (তাঁর সৃষ্টির) অনুরূপ মনে হয়েছে? বল, 'আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি এক ও মহা পরাক্রমশালী।'

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۗ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ
مِّنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۗ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ
أَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ
قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৭। তিনি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন স্ফীত ফেনা বহন করে নিয়ে যায়। এবং অনুরূপ ফেনা হয় তা থেকে যখন তারা অলংকার বা তৈজস পত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে (ধাতুকে) আগুনে উত্তপ্ত করে। এভাবেই আল্লাহ্ সত্য ও বাতিলের (মিথ্যার) বর্ণনা দিয়ে থাকেন। সুতরাং যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবেই আল্লাহ্ উপমাসমূহ পেশ করে থাকেন।

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ
السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ
حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي
الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

১৮। যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই যদি তাদের থাকে এবং তার সাথে আরও সমপরিমাণ থাকে তাহলে তারা তার বিনিময়ে (মুক্তিপণ দিয়ে) মুক্তি পেতে চাইবে। তাদেরই জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট (চুলচেরা) হিসাব, এবং তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর কতই না নিকৃষ্ট এ বিশ্রামস্থল!

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا
لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

১৯। তবে যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি তার মত যে অন্ধ?* কেবল বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে-

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾

২০। যারা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না-

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং আল্লাহ্ যা (সম্পর্ক) অক্ষুণ্ণ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে,* তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং ভয় করে নিকৃষ্ট (চুলচেরা) হিসাবকে।

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ
يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

২২। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করে, সালাত (নামায) কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ করে, তাদেরই জন্য রয়েছে (আখিরাতের) আবাসের শুভ পরিণাম-

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২৩। স্থায়ী জান্নাত, এতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও এবং ফেরেশতারা (জান্নাতের) প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে।

جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۖ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

২৪। (তারা বলবে) 'তোমাদের উপর 'সালাম' (শান্তি), কারণ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ।' আর কতই না উত্তম এই (আখিরাতের)আবাসের শুভ পরিণাম!

سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

২৫। আর যারা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তা সম্পাদন করার পর এবং আল্লাহ্ যা (সম্পর্ক) অক্ষুণ্ণ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদেরই জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে (আখিরাতের) নিকৃষ্ট আবাস।

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۙ أُولَٰئِكَ لَهُمُ
اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৬। আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং (তা) পরিমাপ করে দেন। এবং তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে উৎফুল্ল, অথচ দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় (সামান্য) ভোগ্য-সামগ্রী মাত্র।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

ع ١٣ ٧ — ৩ রুকূ ৯

২৭। যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার প্রতি* কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় না কেন?' বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করেন, এবং তিনি তাকে তাঁর দিকে পরিচালিত করেন যে তাঁর দিকে (অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তন করে-

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِىْۤ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٧﴾

২৮। যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্র স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়।' জেনে রাখ, আল্লাহ্র স্মরণে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۚ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

২৯। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে পরম আনন্দ ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٢٩﴾

৩০। এভাবেই আমি তোমাকে একটি উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছি যার পূর্বে বহু উম্মত গত হয়েছে যাতে তুমি তাদেরকে পাঠ করে শুনাতে পার যা আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি, এমন অবস্থায় যে তারা দয়াময়কে অবিশ্বাস করে। বল, 'তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।'

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِىْۤ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَاۤ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۠ عَلَيْهِمُ الَّذِىْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

৩১। আর (মু'মিনদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী) যদি এমন একটি কুরআন হত যার মাধ্যমে পাহাড়কে চালিত করা যেত অথবা পৃথিবীকে টুকরো টুকরো করা যেত অথবা মৃতকে কথা বলানো যেত (তাহলে এই কুরআনই হত এটি)। বরং সকল বিষয়ই আল্লাহ্র জন্য (ইচ্ছাধীন)। তবে কি যারা ঈমান এনেছে তারা (এখনো সকল মানুষের সঠিকপথ লাভের বিষয়ে) হতাশ হয়নি যে (কেবল) যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে অবশ্যই সকল মানুষকে সঠিকপথ প্রদর্শন করতেন?* আর যারা কুফরী করেছে তাদের কৃতকর্মের কারণে বিপর্যয় তাদেরকে আক্রান্ত করতেই থাকবে অথবা বিপর্যয় তাদের আবাসস্থলের আশেপাশে আপতিত হতেই থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি এসে পড়ে। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ۚ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ۚ اَفَلَمْ يَاْيْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ لَّوْ يَشَاۤءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣١﴾

ع ١٤ ١٠ — ৪ রুকূ ১০

৩২। আর অবশ্যই তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল এবং যারা কুফরী করেছিল তাদেরকে আমি (কিছুকাল) অবকাশ দিয়েছিলাম, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি!

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

৩৩। প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তার উপর যিনি পর্যবেক্ষক তিনি কি (তাদের অক্ষম ইলাহ্গুলোর মত)? কিন্তু তারা আল্লাহ্র জন্য বহু শরীক নির্ধারণ করেছে। বল, 'তোমরা তাদের পরিচয় দাও'।* তোমরা কি তাঁকে পৃথিবীর মধ্যে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যা তিনি জানেন না, নাকি এটা বাহ্যিক কথা মাত্র? বরং কাফিরদের নিকট তাদের ষড়যন্ত্রকে শোভনীয় করা হয়েছে এবং তাদেরকে (সঠিক) পথ হতে বিরত রাখা হয়েছে। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।

اَفَمَنْ هُوَ قَاۤئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۤءَ ۚ قُلْ سَمُّوْهُمْ ۚ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৪। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি এবং অবশ্যই আখিরাতের শাস্তি আরো কঠোর, এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ থেকে রক্ষাকারী কেউ নেই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, এর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, এর ফলসমূহ স্থায়ী এবং ছায়াসমূহও। যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এটা তাদের পরিণাম আর কাফিরদের পরিণাম হল আগুন।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা (অর্থাৎ তাদের মধ্যকার ঈমানদাররা) যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে উৎফুল্ল হয়, কিন্তু (বিরোধিতাকারী) দলসমূহের মধ্য থেকে কেউ এর (কুরআনের) কিছু অংশ অস্বীকার করে। বল, 'আমি কেবল আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্র ইবাদত করতে ও তাঁর সাথে শরীক না করতে। আমি তাঁর দিকে আহ্বান করি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।'

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ۚ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ۚ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾

৩৭। আর এভাবেই আমি একে (কুরআনকে) বিধানরূপে আরবীতে অবতীর্ণ করেছি। এবং তোমার কাছে জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ্ থেকে (রক্ষা করার জন্য) তোমার জন্য কোন অভিভাবক নেই এবং কোন রক্ষকও নেই।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

৫ রুকু ১১

৩৮। আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের জন্য সম্ভব ছিল না। প্রতিটি মেয়াদের জন্য রয়েছে একটি কিতাব।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

৩৯। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা (পূর্ববর্তী বিধান থেকে) নিশ্চিহ্ন করেন এবং (যা ইচ্ছা করেন তা) দৃঢ় করেন এবং তাঁরই নিকট আছে মূল কিতাব (লওহে মাহ্ফুজ)।*

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং তাদেরকে যার (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছু যদি আমি তোমাকে দেখাই অথবা যদি (এর পূর্বে) তোমার মৃত্যু ঘটাই (অবস্থা যাই হোক), তোমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেয়া, আর হিসাব-নিকাশ আমারই উপর।

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

৪১। তারা কি ভেবে দেখেনি যে আমি তাদের যমীনকে এর সীমানাসমূহের দিক থেকে সংকুচিত করছি?* আর আল্লাহ্ হুকুম করেন, তাঁর হুকুম রদ করার কেউ নেই। এবং তিনি হিসাবে দ্রুত।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۚ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

৪২। আর তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু সকল ষড়যন্ত্র আল্লাহ্র জন্য (ইচ্ছাধীন)। প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তা তিনি জানেন এবং শীঘ্রই কাফিররা জানবে আখিরাতের শুভ পরিণাম কাদের জন্য।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۚ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'তুমি প্রেরিত (রাসূল) নও।' বল, 'আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝে এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে* তাদের (ব্যাপারে) সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।'

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿٤٣﴾

৬ রুকু ১২

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৪. সূরা ইবরাহীম, মাক্কী

৫২ আয়াত, ৭ রুকূ

١٤-سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٥٢، رُكُوْعَاتُهَا-٧

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আলিফ-লাম-রা। এটি একটি কিতাব যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায় বের করতে পার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, তাঁর পথের দিকে, যিনি মহাপ্রতাপশালী ও অতি প্রশংসনীয়-

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ۬ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿١﴾

২। আল্লাহ্, যিনি আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। আর কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ রয়েছে কাফিরদের জন্য-

اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ ﴿٢﴾

৩। যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ্‌র পথ হতে (লোকদেরকে) বিরত রাখে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে। তারাই চরম পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ﴿٣﴾

৪। আর আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার সম্প্রদায়ের ভাষায়* প্রেরণ করেছি যাতে সে তাদের জন্য (অবতীর্ণ কিতাব) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤﴾

৫। আর অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম (এই বলে) যে, 'তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র (বিশেষ)* দিনগুলোর মাধ্যমে উপদেশ দাও।' নিশ্চয় এতে অবশ্যই প্রত্যেক অতি ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ۬ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٥﴾

৬। এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে ফিরআউন বংশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন যারা তোমাদের উপর নিকৃষ্ট শাস্তি চাপিয়ে দিত, তোমাদের ছেলে সন্তানদেরকে জবাই করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। এবং এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক বিরাট পরীক্ষা।'

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٦﴾

ع ١٣ ১ রুকূ ১৩

৭। এবং যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে (নেয়ামত) বাড়িয়ে দেব, আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে নিশ্চয় আমার শাস্তি অবশ্যই কঠোর।'

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ﴿٧﴾

৮। এবং মূসা বলেছিল, 'তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা আছে সবাই যদি অকৃতজ্ঞ হও,* তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই অমুখাপেক্ষী ও অতি প্রশংসনীয়।'

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۬ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛؕ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْۤا اَيْدِيَهُمْ فِيْۤ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْۤا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝٩

৯। তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী নূহের সম্প্রদায়, আদ ও ছামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের সংবাদ আসেনি? তাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলরা এসেছিল, তারা তাদের হাত তাদের মুখে রাখত এবং বলত, 'তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ নিশ্চয় আমরা তা অবিশ্বাস করি এবং তোমরা যার দিকে আমাদেরকে ডাকছ সে ব্যাপারে নিশ্চয় আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি।'

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝١٠

১০। তাদের রাসূলরা বলেছিল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ্ সম্পর্কে কি কোন সন্দেহ আছে? তিনি তোমাদেরকে ডাকেন (তাঁর পথের দিকে) যাতে তিনি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ দিতে পারেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।' তারা বলেছিল , 'তোমরা আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসানা করত তোমরা তাদের উপাসনা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাচ্ছ। অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত কর।'

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١١

১১। তাদের রাসূলরা তাদেরকে বলেছিল, 'আমরা তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নই, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন তার উপর অনুগ্রহ করেন। এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর মু'মিনরা যেন আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করে।

وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَاۤ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝١٢

১২। আমাদের কী (যুক্তি) আছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করব না, অথচ তিনিই আমাদেরকে আমাদের পথসমূহ দেখিয়েছেন? তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছ, নিশ্চয় আমরা তাতে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করব । আর ভরসাকারীরা যেন আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করে ।'

ع ١٣ ২ রুকু ১৪

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٣

১৩। আর কাফিররা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিল, 'নিশ্চয় আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের যমীন (আবাসভূমি) থেকে বের করে দেব অথবা তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে (ধর্মাদর্শে) ফিরে আসতে হবে।' অতঃপর রাসূলদেরকে তাদের প্রতিপালক ওহী করলেন, 'নিশ্চয় আমি অবশ্যই জালিমদেরকে ধ্বংস করব-

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ۝١٤

১৪। এবং তাদের পরে নিশ্চয় আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করব। এটা তাদের জন্য যারা আমার অবস্থানকে ভয় করে এবং ভয় করে আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতিকে।'

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝١٥

১৫। এবং তারা (রাসূলরা) ফয়সালা কামনা করল এবং প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী ও একগুঁয়ে ব্যর্থ হল-

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۝١٦

১৬। তার সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং তাকে পান করানো হবে পুঁজের পানি-

يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝١٧

১৭। তারা তা গলধকরণ করবে কিন্তু তা গেলা সহজ হবে না এবং সবদিক থেকে তার কাছে আসবে মৃত্যু, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না। এবং তার সামনে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِۨ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٨﴾

১৮। যারা তাদের প্রতিপালককে অবিশ্বাস করেছে তাদের উপমা হল, তাদের কাজসমূহ ছাইয়ের মত যা ঝড়ের দিনের বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা অর্জন করেছে তার কিছুর উপরই তারা সক্ষম নয়। এটাই চরম পথভ্রষ্টতা।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٩﴾

১৯। তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সত্যসহ (সঠিক লক্ষ্যে) সৃষ্টি করেছেন? যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে সরিয়ে দিতে পারেন এবং নিয়ে আসতে পারেন এক নতুন সৃষ্টি।

وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿٢٠﴾

২০। আর এটি আল্লাহ্‌র জন্য কঠিন কিছু নয়।

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٢١﴾

২১। এবং তারা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে বের হয়ে আসবে, অতঃপর যারা অহংকার করত তাদেরকে দুর্বলেরা বলবে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, সুতরাং তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কিছু মাত্র রক্ষা করতে পারবে?' তারা বলবে, 'যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে সঠিকপথ প্রদর্শন করতেন তাহলে আমরাও তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতাম। (আজ) আমরা বিচলিত হই অথবা ধৈর্যধারণ করি (উভয়ই) আমাদের জন্য সমান, আমাদের কোন পালানোর জায়গা নেই।'

ع ١٣ ١٥ ৩ রুকূ ১৫

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২২। যখন বিষয়টি (অর্থাৎ বিচার কার্য) ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে (প্রতিশ্রুতি) ভঙ্গ করেছি। এবং আমার তো তোমাদের উপর কোন ক্ষমতা ছিল না এছাড়া যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম আর তোমরা আমাকে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, বরং তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে তিরস্কার কর। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা পূর্বে (আল্লাহ্‌র সাথে) আমাকে যে শরীক করেছিলে তা নিশ্চয় আমি অস্বীকার করছি।' নিশ্চয় জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿٢٣﴾

২৩। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায়। সেখানে তাদের (প্রতি) অভিবাদন হবে 'সালাম'।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿٢٤﴾

২৪। তুমি কি ভেবে দেখনি , আল্লাহ্ কিভাবে উপমা পেশ করেন? একটি ভাল বাণী একটি ভাল গাছের মত যার মূল সুদৃঢ় ও শাখা-প্রশাখা আকাশে (বিস্তৃত)-

تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। যা প্রত্যেক মওসুমে তার প্রতিপালকের ইচ্ছায় তার ফলদান করে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা পেশ করেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ِۨ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং একটি মন্দ বাণী একটি মন্দ গাছের মত যাকে যমীনের উপর থেকে উৎপাটিত করা হয়েছে, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।

২৭। যারা দৃঢ় কথায়* ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ্ দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে দৃঢ় রাখেন, আর আল্লাহ্ জালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন, এবং আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

ع ١٣ ৪ রুকু ১৬

২৮। তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে প্রতিস্থাপন করেছে অকৃতজ্ঞতা দ্বারা? এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে এনেছে ধ্বংসের আবাসে-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾

২৯। জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে। আর কতই না নিকৃষ্ট এ স্থায়ী আবাসস্থল!

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং তারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নির্ধারণ করে তাঁর পথ হতে (মানুষকে) বিচ্যুত করার জন্য। বল, 'তোমরা ভোগ করে নাও, কেননা তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হল আগুনের দিকে।'

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

৩১। আমার বান্দাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে তুমি বল 'সালাত (নামায) কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করতে সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় (বিনিময়) ও বন্ধুত্ব থাকবে না।'

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾

৩২। আল্লাহ্ তিনিই যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন এবং তা দ্বারা তোমাদের রিযিক স্বরূপ ফলমূল উৎপন্ন করেছেন, এবং নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে তা সমুদ্রে চলাচল করে, এবং যিনি নহরসমূহকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন,

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম (চলছে), এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে,

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তা সবই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন।* আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা কর তাহলে এর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই অত্যন্ত জালিম ও খুবই অকৃতজ্ঞ।

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۚ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

ع ١٤ ৫ রুকু ১৭

৩৫। এবং যখন ইবরাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি এই নগরকে* নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

৩৬। হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় তারা (মূর্তিগুলো) বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু যে আমাকে অমান্য করবে নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾

৩৭। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার বংশধরের এক অংশকে বসবাসের ব্যবস্থা করলাম এক শস্যহীন উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে, হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা সালাত (নামায) কায়েম করতে পারে, সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং তাদেরকে রিযিক দিন ফলমূল থেকে, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি জানেন আমরা যা গোপন করি ও যা প্রকাশ করি। এবং আল্লাহ্‌র নিকট পৃথিবীতে ও আকাশে কিছুই গোপন নয়।

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۚ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৯। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমার বার্ধক্যে ইসমা'ঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শ্রবনকারী।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾

৪০। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত (নামায) কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল করুন।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾

৪১। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনদেরকে সেদিন ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে।'

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

ع ১৮ ৬ রুকু ১৮

৪২। আর (হে মুহাম্মাদ!) জালিমরা যা করে সে সম্পর্কে তুমি আল্লাহ্‌কে কখনো বেখবর মনে করো না। তিনি কেবল তাদেরকে সেদিনের জন্য অবকাশ দেন যেদিন চক্ষুসমূহ (আতঙ্কে) স্থির হয়ে যাবে-

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

৪৩। তারা তাদের মাথা উপরের দিকে উঠিয়ে দৌড়াতে থাকবে, তাদের দৃষ্টি তাদের (নিজেদের) দিকে ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে (আশা) শূণ্য।

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং মানুষকে সতর্ক কর সেদিন সম্পর্কে যেদিন তাদের নিকট শাস্তি আসবে এবং যারা জুলুম করেছিল তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে একটি নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অবকাশ দিন, আমরা আপনার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব।'(তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা কি পূর্বে কসম করতে না যে, তোমাদের কোন পতন নেই?'

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল এবং তোমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল তাদের প্রতি আমি কেমন (আচরণ) করেছিলাম এবং তোমাদের কাছে আমি দৃষ্টান্তসমূহও পেশ করেছিলাম।

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং তারা তাদের ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ্‌র কাছে (জানা ছিল), যদিও তাদের ষড়যন্ত্র এমন ছিল, যাতে পর্বত টলে যেত।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

৪৭। সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌কে কখনো তাঁর রাসূলদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী* মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও উচিত শাস্তিদাতা।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤٧﴾

৪৮। যেদিন এ যমীনকে অন্য যমীনে পরিবর্তিত করা হবে এবং আকাশসমূহকেও এবং তারা (মানুষ) এক ও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সামনে বের হয়ে আসবে।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে একত্রে শিকল বাঁধা অবস্থায়,

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾

৫০। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের চেহারাসমূহ আচ্ছন্ন করবে-

سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾

৫১। যেন আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে তার প্রতিফল দিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাবে দ্রুত।

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

৫২। এটি (কুরআন) মানুষের জন্য এক বার্তা এবং যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা যেতে পারে এবং যাতে তারা জানতে পারে যে, তিনিই এক ইলাহ্ এবং যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

ع ১৭ ৭ রুকু ১৯

১৫. সূরা আল-হিজর, মাক্কী

৯৯ আয়াত, ৬ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١٥-سُوْرَةُ الْحِجْرِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٩٩، رُكُوْعَاتُهَا-٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা-১৪

১। আলিফ-লাম-রা। এগুলো কিতাবের ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।

২। কখনো (এমন একদিন আসবে যেদিন) কাফিররা কামনা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত!

৩। তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা খেতে থাকুক ও ভোগ করতে থাকুক এবং (মিথ্যা) আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক, কারণ অচিরেই তারা জানতে পারবে।

৪। আমি যে জনপদকেই ধ্বংস করেছি তার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট কিতাব (লিপিবদ্ধ সময়)।

৫। কোন উম্মত (জনগোষ্ঠী) তার নির্দিষ্ট সময়কে এগিয়ে আনতে পারে না এবং বিলম্বিতও করতে পারে না।

৬। এবং তারা বলে, 'ওহে যার প্রতি যিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে! নিশ্চয় তুমি অবশ্যই পাগল।

৭। তুমি আমাদের নিকট ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আস না কেন- যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও?'

৮। আমি ফেরেশতাদেরকে কেবল সত্যসহ (ফয়সালাসহ) প্রেরণ করি, এবং তখন তারা (কাফিররা) অবকাশ পাবে না।

৯। নিশ্চয় আমিই যিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি অবশ্যই এর সংরক্ষণকারী।

১০। আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে পূর্ববর্তী বহু দলের (সম্প্রদায়ের) নিকট (রাসূল) প্রেরণ করেছি।

১১। আর তাদের কাছে এমন কোন রাসূল আসেনি যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত না।

১২। এভাবেই আমি অপরাধীদের হৃদয়ে তা (বিদ্রূপ প্রবণতা) সঞ্চার করি-

১৩। তারা এর (অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি ঈমান আনবে না এবং পূর্ববর্তীদের (প্রতি আমার গৃহীত) সুন্নত (রীতি) ইতোমধ্যে (এভাবেই) গত হয়েছে।*

১৪। আর যদি তাদের জন্য আকাশের কোন একটি দরজা খুলে দিতাম, অতঃপর তারা তাতে উঠতে থাকত-

১৫। তাহলে অবশ্যই তারা বলত, 'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, উপরন্তু আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।'

১৬। আর অবশ্যই আমি আকাশে বুরুজ (নক্ষত্র পুঞ্জ) বানিয়েছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য সুসজ্জিত করেছি-

১৭। এবং প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি তাকে সুরক্ষা করেছি-

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ①

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ②

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ③

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ④

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ⑤

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ⑥

لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑦

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ⑧

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ⑨

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ⑩

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑪

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ⑫

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ⑬

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ⑭

ع ١٥ ١ ركوع ١

لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ⑮

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ⑯

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ⑰

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ (১৮)

১৮। তবে যে চুরি করে (আকাশের সংবাদ) শুনতে চায় জ্বলন্ত শিখা তার পিছু ধাওয়া করে।

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ (১৯)

১৯। আর আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি, তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং আমি তাতে প্রত্যেক ভারসাম্যপূর্ণ বস্তু উৎপাদন করেছি।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ (২০)

২০। এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি এবং তাদের জন্যও যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও।

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۚ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ (২১)

২১। এবং এমন কোন বস্তু নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই এবং তা নির্দিষ্ট পরিমাণে অবতীর্ণ করি না।

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ (২২)

২২। এবং আমি প্রেরণ করি মেঘ বহনকারী বাতাস, অতঃপর আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করাই, আর তোমরা এর ভাণ্ডার রক্ষকও নও।

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ (২৩)

২৩। এবং নিশ্চয় আমিই জীবিত করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই উত্তরাধিকারী।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ (২৪)

২৪। আর অবশ্যই আমি তোমাদের মধ্য থেকে পূর্ববর্তীদেরকে জানি এবং অবশ্যই আমি পরবর্তী আগমনকারীদেরকেও জানি।

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (২৫)

২৫। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই তাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয় তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী।

٢ ع ١٠ ٢ ২ রুকূ ২

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ (২৬)

২৬। আর আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি গলিত কাদা মাটির শুকনো খণ্ড থেকে,

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ (২৭)

২৭। এবং এর পূর্বে জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছি ঝলসে দেয়া আগুন থেকে।

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ (২৮)

২৮। এবং যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি গলিত কাদা মাটির শুকনো খণ্ড হতে মানুষ সৃষ্টি করব।

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ (২৯)

২৯। এবং যখন আমি তাকে সুগঠিত করব এবং আমার রূহ্ থেকে তার মধ্যে ফুঁকে দেব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে।'

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ (৩০)

৩০। অতঃপর ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করল-

اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ۚ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ (৩১)

৩১। ইবলিস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।

قَالَ يٰۤاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ (৩২)

৩২। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'হে ইবলিস! তোমার কী (অজুহাত) আছে যে, তুমি সিজদাকারীদের সঙ্গী হলে না?'

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ (৩৩)

৩৩। সে বলল, 'আমি এমন ছিলাম না যে, আমি সিজদা করব একজন মানুষকে যাকে আপনি গলিত কাদা মাটির শুকনো খণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।'

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ (৩৪)

৩৪। তিনি বললেন, 'তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কারণ নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত-

وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ (৩৫)

৩৫। এবং নিশ্চয় তোমার উপর লা'নত বিচারের দিন পর্যন্ত।'

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ (৩৬)

৩৬। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমাকে অবকাশ দিন সেদিন পর্যন্ত যেদিন পুনরুত্থিত করা হবে।'

৩৭। তিনি বললেন, ' তাহলে নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত-

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত।'

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

৩৯। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন তাই আমি পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে অবশ্যই অবশ্যই শোভনীয় করে তুলব এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করব-

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। তাদের মধ্যে আপনার বাছাইকৃত বান্দাদেরকে ছাড়া।'

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

৪১। তিনি বললেন, 'এটি (বাছাইকৃতদের পথটি) আমার নিকট (পৌঁছার) সরল পথ।

قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾

৪২। নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না তাদের ব্যতীত, বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে।'

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩। আর নিশ্চয় জাহান্নাম অবশ্যই তাদের* সবার প্রতিশ্রুত স্থান,

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

ع ٣ ١٧ ٣ রুকূ ৩

৪৪। এর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে একেকটি অংশকে (দলকে) বন্টন করে দেয়া হবে।

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

৪৫। নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা তাতে প্রবেশ কর সালামের (শান্তির) সাথে, নিরাপদে।'

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং তাদের বক্ষসমূহে যে বিদ্বেষ রয়েছে তা আমি দূর করে দেব; (ফলে তারা হয়ে যাবে) ভাই ভাই; (থাকবে) আসনসমূহের উপর পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। সেখানে কোন অবসাদ তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমিই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু-

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং এও যে, আমার শাস্তিই অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

৫১। আর তাদেরকে জানিয়ে দাও, ইবরাহীমের অতিথিদের সম্পর্কে।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾

৫২। যখন তারা তার নিকট প্রবেশ করল এবং বলল, 'সালাম', তখন সে বলল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের ব্যাপারে আতঙ্কিত।'

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। তারা বলল, 'আতঙ্কিত হবেন না, নিশ্চয় আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।'

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾

৫৪। সে বলল, 'তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ এ সত্ত্বেও যে, আমাকে বার্ধক্য স্পর্শ করেছে? তবে তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ!

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। তারা বলল, 'আমরা সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি, সুতরাং আপনি নিরাশ হবেন না।'

قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬। সে বলল, 'পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের দয়া থেকে নিরাশ হয়?'

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। সে বলল, 'হে প্রেরিতরা (ফেরেশতারা)! অতঃপর তোমাদের ব্যাপার কি?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। তারা বলল, 'নিশ্চয় আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে-

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

إِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۭ إِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। লূতের পরিবার-পরিজন ছাড়া। নিশ্চয় আমরা তাদের সবাইকে অবশ্যই উদ্ধার করব-

إِلَّا امْرَأَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। তার স্ত্রীকে ছাড়া, আমরা নির্ধারণ করেছি যে, নিশ্চয় সে অবশ্যই পিছনে থেকে যাওয়াদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত।'

(৪ রুকু ৪)

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১। অতঃপর প্রেরিতরা (ফেরেশতারা) যখন লূতের পরিবারের নিকট আসল-

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। তখন সে বলল, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক।'

قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। তারা বলল, 'বরং আমরা আপনার নিকট তা নিয়ে এসেছি যে বিষয়ে তারা সন্দেহের মধ্যে ছিল।*

وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। এবং আমরা আপনার নিকট সত্য (ফয়সালা) নিয়ে এসেছি এবং নিশ্চয় আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ
مِنْكُمْ أَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। সুতরাং আপনি রাতের কোন এক সময়ে আপনার পরিবার-পরিজনসহ বের হয়ে পড়ুন এবং আপনি তাদের পশ্চাদানুসরণ করুন এবং আপনাদের মধ্য থেকে কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, আপনাদেরকে যেখানে যেতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে আপনারা সেখানে চলে যান।'

وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। এবং আমি তাকে এ বিষয়টি জানিয়ে দিলাম যে, সকালেই তাদের মূল কেটে দেয়া হবে।

وَجَآءَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। এবং শহরবাসীরা উপস্থিত হল উল্লসিত হয়ে।

قَالَ إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ﴿٦٨﴾

৬৮। সে বলল, 'নিশ্চয় তারা আমার অতিথি, সুতরাং তোমরা আমাকে অসম্মানিত করো না-

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমাকে অপমানিত করো না।'

قَالُوْٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। তারা বলল, 'আমরা কি জগৎসমূহ থেকে (সকল মানুষকে রক্ষা করা থেকে) তোমাকে নিষেধ করিনি?'

قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ إِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১। সে (লূত) বলল, 'এরা আমার কন্যা- যদি তোমরা কিছু করতে চাও।'*

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। (হে মুহাম্মদ!) তোমার জীবনের কসম, নিশ্চয় তারা অবশ্যই ছিল তাদের নেশায় দিশেহারা।*

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল-

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٧٤﴾

৭৪। আর আমি একে (জনপদকে) উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর পোঁড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম।

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শণাবলী রয়েছে পর্যবেক্ষণকারীদের জন্য।

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং নিশ্চয় তা (ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর)* প্রতিষ্ঠিত রাস্তার পাশেই বিদ্যমান।

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে মু'মিনদের জন্য।

وَإِنْ كَانَ أَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮। আর 'আইকা'বাসীরাও* ছিল জালিম-

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٩﴾

৭৯। সুতরাং আমি তাদেরকে উচিত শাস্তি দিয়েছি, এবং নিশ্চয় উভয়টি* সুস্পষ্ট পথের পাশেই বিদ্যমান।

(৫ রুকু ৫)

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮০। আর অবশ্যই হিজরবাসীরা* প্রেরিতদেরকে (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল-

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। আর আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করত-

وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং তারা পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করত নিরাপদ (মনে করে)।

وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। অতঃপর সকালে বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল-

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। ফলে তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে কোন কিছুই আমি অযথা (সঠিক লক্ষ্যে ছাড়া) সৃষ্টি করিনি এবং নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যই আসবে, সুতরাং তুমি (তাদেরকে) সুন্দরভাবে উপেক্ষা কর।*

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٥﴾

৮৬। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই মহান স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞানী ।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٦﴾

৮৭। আর অবশ্যই আমি তোমাকে দিয়েছি পুনঃপুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত ও মহা কুরআন।

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾

৮৮। আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে যে ভোগ্য সামগ্রী দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনো তোমার দু'চোখ প্রসারিত করো না,* তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং মু'মিনদের জন্য তোমার বাহু অবনমিত কর (ঘনিষ্ট হও)।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। এবং বল, নিশ্চয় আমিই সুস্পষ্ট সতর্ককারী,

وَقُلْ اِنِّيْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٩﴾

৯০। যেভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম (বিভিন্ন মতে) বিভক্তদের উপর-*

كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯১। (সতর্ককারী তাদের জন্য) যারা কুরআনকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছে।*

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾

৯২। সুতরাং কসম তোমার প্রতিপালকের, অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করব-

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩। তারা যা করত সে বিষয়ে।

عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫। নিশ্চয় তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে-

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্ নির্ধারণ করেছে, সুতরাং অচিরেই তারা জানতে পারবে।

الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। এবং অবশ্যই আমি জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার বক্ষ সংকুচিত হয়-

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। সুতরাং (প্রতিকার এই যে) তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও-

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯। এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক যতক্ষনা তোমার ইয়াকীন (মৃত্যু) আসে।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾

রুকূ ৬

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৬. সূরা আন-নাহ্‌ল, মাক্কী
১২৮ আয়াত, ১৬ রুকূ

١٦-سُوْرَةُ النَّحْلِ-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-١٢٨، رُكُوْعَاتُهَا-١٦

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আল্লাহ্‌র নির্দেশ* আসবেই, সুতরাং তোমরা তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। তারা যা শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে।

اَتٰىٓ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝١

২। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন তার উপর তাঁর নির্দেশের রূহ্‌সহ (ওহীসহ) ফেরেশতাদেরকে অবতীর্ণ করেন (এই বলে), 'তোমরা সতর্ক কর যে, নিশ্চয় আমি ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, সুতরাং আমাকে ভয় কর।'

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ
اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ۝٢

৩। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যসহ (সঠিক লক্ষ্যে)। তারা যা শরীক করে তা হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٣

৪। তিনি বীর্যবিন্দু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সহসা সে (হয়ে পড়ে) সুস্পষ্ট বিতণ্ডাকারী।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝٤

৫। এবং তিনি গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারণকারী উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা আহার করে থাক।

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝٥

৬। এবং তোমাদের জন্য এগুলোর মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্য যখন তোমরা এগুলোকে (সন্ধ্যা বেলা) বিশ্রামে নিয়ে আস এবং যখন এগুলোকে (সকালে চারণভূমিতে) নিয়ে যাও।

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝٦

৭। এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন নগরের দিকে যেখানে প্রাণান্ত কষ্ট করা ছাড়া তোমরা পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই অতি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু।

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ
الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٧

৮। এবং তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা জান না।

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا
لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨

৯। আর পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই এবং এগুলোর মধ্যে বাঁকা পথও আছে। আর যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতেন।

(ع ٩ — ১ — রুকূ ৭)

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ
اَجْمَعِيْنَ ۝٩

১০। তিনিই আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন, তা থেকে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে (উৎপন্ন হয়) উদ্ভিদ* যাতে তোমরা (পশু) চারণ করে থাক।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ
فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۝١٠

১১। তিনি তোমাদের জন্য এর মাধ্যমে শস্য, যায়তূন,* খেজুর গাছ, আঙ্গুর এবং সবরকমের ফল উৎপন্ন করেন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে ।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ
وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝١١

১২। এবং তিনি রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। আর তারকারাজিও তাঁরই নির্দেশের অধীন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা অনুধাবন করে-

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ
مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝١٢

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৩। এবং পৃথিবীতে নানা রঙের* যা কিছু তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন (তাও তাঁর নির্দেশের অধীন)। নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ⑬

১৪। এবং তিনিই সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন যাতে তোমরা তা থেকে তাজা গোশত আহার* করতে পার এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পার অলঙ্কার (মুক্তা) যা তোমরা পরে থাক এবং তোমরা দেখতে পাও যে, এর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ থেকে তালাশ করতে পার* এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ
تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ⑭

১৫। এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যাতে তা (পৃথিবী) তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং নহরসমূহ ও পথসমূহও (স্থাপন করেছেন) যাতে তোমরা (গন্তব্যস্থলের) পথ পেতে পার-

وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ⑮

১৬। এবং (স্থাপন করেছেন পথ নির্ণায়ক) চিহ্নসমূহও। আর নক্ষত্রের মাধ্যমেও তারা পথ চলে।

وَعَلٰمٰتٍ ۭ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ⑯

১৭। সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করে না? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ⑰

১৮। আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা কর তাহলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑱

১৯। আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ⑲

২০। এবং তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, অথচ তারাই সৃষ্ট।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ
يُخْلَقُوْنَ ⑳

২১। তারা মৃত, নির্জীব* এবং তারা অনুভব করে না কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاۗءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ㉑

২২। তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, সুতরাং যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের হৃদয়সমূহ (সত্য) অস্বীকারকারী, এবং তারা অহংকারী।

اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ
مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ㉒

২৩। সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি অহংকারীদেরকে ভালবাসেন না।

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ㉓

২৪। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছেন?' তখন তারা বলে, 'পূর্ববর্তীদের উপকথা'-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ㉔

২৫। যাতে তারা কিয়ামতের দিন তাদের (পাপের) বোঝা পুরোপুরি বহন করতে পারে এবং তাদের (পাপের) বোঝাও যাদেরকে তারা কোন জ্ঞান ছাড়াই পথভ্রষ্ট করেছে। জেনে রাখ, তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট!

لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ
يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ اَلَا سَاۗءَ مَا يَزِرُوْنَ ㉕

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৬। তাদের পূর্ববর্তীরাও ষড়যন্ত্র করেছিল, এবং আল্লাহ্ তাদের ইমারতসমূহ ভিত্তি থেকে ধ্বংস করেছিলেন, ফলে উপর থেকে ছাদ তাদের উপর ধসে পড়ল এবং তাদের প্রতি এমন দিক থেকে শাস্তি আসল যা তারা টেরও পায় নি।

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। এরপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে অপমাণিত করবেন এবং তিনি বলবেন, 'কোথায় আমার সেসব শরীকরা যাদের সম্পর্কে তোমরা মতবিরোধ করতে?' যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, 'নিশ্চয় আজ অপমান ও অমঙ্গল কাফিরদের উপর-

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতারা তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করতে থাকা অবস্থায়,* এবং তারা আত্মসমর্পণ করে বলে, 'আমরা কোন মন্দ কাজ করতাম না।' হ্যাঁ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা করতে তা ভালভাবে জানেন।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۪ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। (বলা হবে) সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। সুতরাং কতই না নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছিলেন?' তারা বলবে, 'মহাকল্যাণ।' যারা ভালকাজ করে তাদের জন্য আছে এই দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখিরাতের আবাস আরও উৎকৃষ্ট এবং মুত্তাকীদের আবাস কতই না উত্তম-

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। -স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যেগুলোতে তারা প্রবেশ করবে; যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা যা ইচ্ছা করবে তা-ই তাদের জন্য থাকবে। এভাবেই আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পুরস্কৃত করেন-

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতারা পবিত্র থাকা অবস্থায়, তারা (ফেরেশতারা) বলে, 'তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি)।' (বলা হবে) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তারা (কাফিররা) কি কেবল তাদের কাছে (মৃত্যুর) ফেরেশতাদের আগমনের অথবা তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ (শাস্তি) আসার প্রতীক্ষায় রয়েছে? তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনই করত। আর আল্লাহ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেননি,বরং তারাই তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করত।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। সুতরাং তাদের কাজের মন্দ ফলসমূহ তাদেরকে আঘাত করেছিল এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল তা-ই, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

(ع ٤ / ١٠ — রুকূ ৪ / ১০)

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং যারা শরীক করেছে তারা বলে, 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তাঁকে বাদ দিয়ে কোন কিছুর উপাসনা করতাম না, না আমরা আর না আমাদের পিতৃ-পুরুষরা, এবং তাঁকে বাদ দিয়ে (অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা ছাড়া) কোন কিছুকে হারাম করতাম না।' তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছে, সুতরাং সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া রাসূলের উপর আর কিছু (দায়িত্ব) আছে কি?

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৬। এবং অবশ্যই আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি (যারা বলত) যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ও তাগুতকে* পরিহার কর, অতঃপর তাদের কাউকে আল্লাহ্‌ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের কারো উপর পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۚ فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। যদি তুমি তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে উৎসাহী হও, তবে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে তিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

إِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করেছে- তাদের দৃঢ় কসম যে, 'আল্লাহ্‌ যাকে মৃত্যু দেন তাকে পুনরুত্থিত করবেন না।' হ্যাঁ (অবশ্যই), তার প্রতিশ্রুতি (পুনরুত্থান) সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না-

وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ۚ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। (পুনরুত্থিত করবেন) যাতে তিনি তাদের জন্য (তা) সুস্পষ্ট করতে পারেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল এবং যাতে যারা কুফরী করেছে তারা জানতে পারে যে, তারা ছিল মিথ্যাবাদী।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। আমি কোন কিছুর ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি, 'হও'; এবং তা হয়ে যায়।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنٰهُ أَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٠﴾

ع রুকু ৫ / ১১

৪১। এবং যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র জন্য হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম বাসস্থান দিব। আর আখিরাতের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ, যদি তারা জানত-

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। যারা ধৈর্য ধারণ করেছে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করেছে।

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। আর তোমার পূর্বে আমি মানুষকেই (রাসূল হিসেবে) প্রেরণ করেছিলাম যাদের প্রতি ওহী করতাম, সুতরাং তোমরা যদি না জান তবে যিকির ধারীদেরকে (অর্থাৎ কিতাবধারীদেরকে) জিজ্ঞাসা কর-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। (প্রেরণ করেছিলাম) স্পষ্ট প্রমাণাদি ও যাবুরসমূহ (লিখিত কিতাবসমূহ) সহ। এবং তোমার প্রতি যিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষের জন্য তা স্পষ্ট করতে পার যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং যাতে তারা চিন্তা করতে পারে।

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। যারা হীন ষড়যন্ত্র করেছে তারা কি নিরাপদ মনে করেছে যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না অথবা তাদের কাছে শাস্তি আসবে না এমন দিক থেকে যা তারা টেরও পারবে না-

أَفَأَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ أَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। অথবা তাদেরকে তিনি পাকড়াও করবেন না চলাফেরা করা অবস্থায়? এবং তারা (তাঁকে) অক্ষম করতে পারবে না-

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। অথবা তাদেরকে তিনি পাকড়াও করবেন না ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়? কিন্তু তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই পরম স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ۚ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٧﴾

৪৮। তারা কি ভেবে দেখেনি যা কিছু আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন তার দিকে যার ছায়াসমূহ ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীতভাবে সিজদাবনত হয়ে?

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যে জীবজন্তু আছে সবই আল্লাহ্‌কে সিজদা করে এবং ফেরেশতারাও, এবং তারা অহংকার করে না।

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। তারা তাদের উপরে (অর্থাৎ আরশে সমাসীন) তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং তারা তা-ই করে যা তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়।

(রুকূ ৬ / ১২)

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٥١﴾

৫১। এবং আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ করো না; তিনি কেবল এক ইলাহ্, সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।'

وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۚ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। আর আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং দ্বীন* (আনুগত্য) নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁরই জন্য। তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ভয় কর?

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত রয়েছে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই, এরপর যখন দুঃখ-দুর্দশা তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁর কাছেই ফরিয়াদ করতে থাক।

ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এরপর যখন আল্লাহ্ তোমাদের থেকে দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন তখন তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করে-

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। যাতে আমি তাদেরকে যা দান করেছি তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং ভোগ করে নাও, অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ۚ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করি তার এক অংশ তারা নির্ধারণ করে তাদের* জন্য যাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। কসম আল্লাহ্‌র, তোমরা যা মিথ্যা রচনা কর সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে- পবিত্র তিনি- আর তাদের জন্য তা-ই রয়েছে যা তারা আকাঙ্ক্ষা করে!

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং তাদের কাউকে যখন কোন নারীর (অর্থাৎ কন্যা সন্তানের) সুসংবাদ* দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে হয় দুঃখ ভারাক্রান্ত।

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۚ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ ۚ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তার মন্দের কারণে সে (নিজ) সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। (সে চিন্তা করে) লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তাকে (জীবিত) রেখে দিবে না মাটিতে পুতে ফেলবে! জেনে রাখ, তারা যা বিচার করে তা কতই না নিকৃষ্ট!

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٠﴾

৬০। যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের জন্য মন্দ উপমা, আর আল্লাহ্‌র জন্য সর্বোচ্চ উপমা*। এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

(রুকূ ৭ / ১৩)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১। আর যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের জুলুমের কারণে শাস্তি দিতেন তাহলে এর (অর্থাৎ যমীনের) উপর কোন জীব-জন্তুকেই ছেড়ে দিতেন না,* কিন্তু তিনি তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন,* অতঃপর যখন তাদের নির্দিষ্ট সময়* আসবে তখন তারা এক মুহূর্ত বিলম্বিত করতে পারবে না এবং তারা ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۚ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। আর যা তারা অপছন্দ করে তা-ই তারা আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে,* এবং তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, তাদেরই জন্য উত্তম (প্রতিদান)। সন্দেহ নেই যে, তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং তারাই তাতে সর্বাগ্রে নিক্ষিপ্ত হবে।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬৩। কসম আল্লাহ্‌র, আমি তোমার পূর্বেও বহু উম্মতের কাছে (রাসূল) প্রেরণ করেছিলাম, এবং শয়তান তাদের কাজকর্মকে তাদের কাছে শোভনীয় করেছিল, এবং সে-ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৪। আর আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি কেবল (এ জন্য) যাতে তারা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করেছে তা তুমি তাদের জন্য স্পষ্ট করতে পার এবং (তা) পথনির্দেশিকা ও দয়াস্বরূপ এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا
فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾

৮ ع ১৪/৮ রুকু ১৪

৬৫। এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ভূমিকে জীবিত করেন এর মৃত্যুর পর। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা শ্রবণ করে।

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং নিশ্চয় গবাদি পশুর মধ্যে অবশ্যই তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তা থেকে যা রয়েছে তাদের পেটে (ওলানে)- গোবর ও রক্তের মধ্যে থেকে- খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ
بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম রিযিক গ্রহণ করে থাক। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা অনুধাবন করে।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا
حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি ওহী করেছেন যে, পাহাড়ে, গাছে ও যে মাচা তারা (মানুষেরা) তৈরি করে তাতে বাসা বানাও।

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ
مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু খাও,* এবং তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর।* তার পেট থেকে বের হয় নানা রং-এর পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য।* নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ
مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৯ ع ১৫/৯ রুকু ১৫

৭০। এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে হীনতম বয়সের দিকে পৌঁছানো হয় যাতে সে (অনেক) জ্ঞান লাভের পরও কিছুই না জানে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۛ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ
الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾

৭১। এবং আল্লাহ্ রিযিকের ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছেন,* আর যাদেরকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তারা তাদের ডান হাত যা মালিক হয়েছে (দাস-দাসী) তাদেরকে তাদের (নিজেদের) রিযিক দিয়ে দেয় না যাতে তারা তাতে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করে?

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ
فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ
اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিজেদের থেকে তোমাদের জোড়া বানিয়েছেন এবং তোমাদের জোড়াসমূহ থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে রিযিক দিয়েছেন। তবে কি তারা বাতিলে (মিথ্যাতে) বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অবিশ্বাস করে?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ
مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ
اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭৩। এবং (তারা কি) আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাদের উপাসনা করে যারা আকাশসমূহ ও পৃথিবী থেকে তাদের জন্যে রিযিকের কিছুই মালিক নয় এবং তারা সক্ষমও নয়?

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য উপমা (অনুরূপ বা সমকক্ষ) পেশ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। আল্লাহ্ উপমা পেশ করেছেন মালিকানাধীন এক দাসের,* যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে আমি (আল্লাহ্) আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং সে তা থেকে (আমার পথে) গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা দু'জন কি সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۚ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। এবং আল্লাহ্ উপমা পেশ করেছেন দুই ব্যক্তির- যাদের একজন বোবা, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর উপর একটি বোঝা, তাকে সে যেখানেই পাঠায় সে কোন কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না। সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে সরল-সঠিক পথের উপর রয়েছে?

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ
كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ
وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

ع ١٠ ١٢ ১০ রুকু ১৬

৭৭। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য (বিষয়ের জ্ঞান) আল্লাহ্‌রই এবং কিয়ামতের বিষয় তো চোখের পলকের মত, বরং তা অধিক নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ
الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে, যখন তোমরা কিছুই জানতে না। এবং তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ
لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। তারা কি আকাশের শূন্যে নির্দেশাধীন পাখিদেরকে দেখেনি? আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই সেগুলিকে স্থির রাখে না। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ
اِلَّا اللّٰهُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। এবং আল্লাহ্ তোমাদের ঘরসমূহ থেকে তোমাদের জন্য বানিয়েছেন তোমাদের বিশ্রামের স্থান এবং তিনি তোমাদের জন্য গবাদিপশুর চামড়া দিয়ে ঘর (তাঁবু) বানিয়েছেন, যাকে তোমরা হালকা মনে কর তোমাদের ভ্রমণ ও অবস্থানের দিনে এবং তিনি তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে বানিয়েছেন আসবাবপত্র ও ভোগ্যসামগ্রী- একটি সময়ের জন্য।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ
الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَ
مِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য বানিয়েছেন ছায়া এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে বানিয়েছেন আশ্রয় এবং তোমাদের জন্য বানিয়েছেন এমন পোশাক-আশাক যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে। এবং এমন পোশাক-আশাক যা তোমাদেরকে যুদ্ধের সময় রক্ষা করে। এভাবেই তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ করতে পার।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ
اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ
بَاْسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

৮২। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾

৮৩। তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে চিনতে পারে, এরপর সেগুলো অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

ع ١١ ١٤ ১১ রুকু ১৭

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮৪। যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করব,* এরপর কাফিরদেরকে (ওযর পেশ করার) অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদেরকে (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি লাভেরও সুযোগ দেয়া হবে না।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং যারা জুলুম করেছিল তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন তাদের থেকে তা হালকা করা হবেনা এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং যারা (আল্লাহ্‌র সাথে) শরীক করেছিল তারা যখন তাদের শরীকদেরকে (মিথ্যা উপাস্যদেরকে) দেখবে তখন বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের শরীক যাদেরকে আমরা আপনাকে বাদ দিয়ে ডাকতাম,' অতঃপর (জবাবে) তারা তাদের প্রতি এই কথা ছুড়ে দিবে, 'নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং সে দিন তারা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করত তা তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে।*

وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮। যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথ হতে (মানুষকে) বিরত রেখেছে আমি তাদের শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব, কারণ তারা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করত।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯। এবং যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের বিরুদ্ধে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করব এবং তোমাকে আমি এদের (তোমার উম্মতের কাফির-মুশরিকদের) বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে আনব। এবং আমি তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা,* পথনির্দেশিকা, দয়া এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।

١٢ ع ١٨

১২ রুকূ ১৮

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

৯০। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন, তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

৯১। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর যখন তোমরা (তাতে) আবদ্ধ হও, এবং তোমরা শপথ ভঙ্গ করো না তা পাকাপোক্ত করার পর, অথচ তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের উপর সাক্ষী বানিয়েছ। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমরা যা কর তা জানেন।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

৯২। তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত করার (পাকাবার) পর তা খুলে নষ্ট করে দেয়।* তোমরা তোমাদের শপথসমূহকে তোমাদের মধ্যে প্রবঞ্চনা করার জন্য ব্যবহার করে থাক, যাতে একটি উম্মত (ধর্মীয় গোষ্ঠি) অন্য উম্মত থেকে (সংখ্যায় ও প্রাচুর্যে) অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্‌ কেবল এর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। এবং তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই তা স্পষ্ট করে দিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতপার্থক্য করতে।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৯৩। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদেরকে একই উম্মত (ধর্মভুক্ত) করতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে।

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ؕ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং তোমরা তোমাদের শপথসমূহকে তোমাদের মধ্যে প্রবঞ্চনা হিসেবে গ্রহণ করো না, তাহলে পা পিছলে যাবে তা স্থির হওয়ার পর এবং আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রাখার কারণে তোমরা মন্দ (পরিণতি) আস্বাদন করবে, এবং তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

وَلَا تَتَّخِذُوْۤا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾

৯৫। তোমরা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না।* আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে কেবল তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম- যদি তোমরা জানতে।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা স্থায়ী। আর যারা ধৈর্য ধারণ করে, অবশ্যই আমি তাদেরকে তারা যা করত তার চেয়েও উত্তম প্রতিদান দেব।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْۤا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। মু'মিন অবস্থায় পুরুষ কিংবা নারীর* মধ্যে যে-ই সৎকাজ করবে তাকে অবশ্যই অবশ্যই আমি উত্তম জীবন দিব এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদেরকে তারা যা করত তার চেয়েও উত্তম প্রতিদান দেব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। সুতরাং যখন কুরআন পাঠ করবে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইবে।

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾

৯৯। নিশ্চয় তার* কোন ক্ষমতা নেই তাদের উপর যারা ঈমান এনেছে এবং (তারা এমন যে) তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٩٩﴾

(ع ১৩ ১৭ ১৩ রুকূ ১৯)

১০০।তার ক্ষমতা কেবল তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা তাঁর (আল্লাহ্‌র) সাথে শরীক করে।

اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১।আর যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য এক আয়াত প্রতিস্থাপন করি- আর আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানেন সে সম্পর্কে যা তিনি অবতীর্ণ করেন- তখন তারা বলে, 'তুমি কেবল মিথ্যা রচনাকারী।' বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَاِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০২। বল, 'তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছে, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে দৃঢ় করার জন্য এবং মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশিকা ও সুসংবাদস্বরূপ।'

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩।এবং অবশ্যই আমি জানি যে, তারা বলে, 'তাকে তো শিক্ষা দেয় একজন মানুষ।' তারা যার প্রতি ইঙ্গিত করে সে তো অনারব,* অথচ এটি (কুরআন) সুস্পষ্ট আরবী ভাষা।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٣﴾

১০৪।নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, তাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَ
أُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। কেবল তারাই মিথ্যা রচনা করে যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে না, এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهٖٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ
اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬। যে ব্যক্তি তার ঈমানের পর আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করেছে (তার উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র ক্রোধ), তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার হৃদয় ছিল ঈমানে প্রশান্ত, কিন্তু যে (ইচ্ছাকৃতভাবে) কুফরীর জন্য তার বক্ষ প্রশস্ত করেছে তার উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।*

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। এটা এজন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, এবং এও যে, আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ وَ
أُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮। ওরাই তারা যাদের হৃদয়, কান ও চোখের উপর আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন, এবং তারাই বেখবর।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। সন্দেহ নেই যে, তারাই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَ
صَبَرُوْٓا ۙ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٠﴾

১১০। এরপর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাদের জন্য যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করেছে, এরপর জিহাদ করেছে ও ধৈর্য ধারণ করেছে,* নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এ সবের পর অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৪ রুকূ ২০

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১। যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে বিতর্ক করতে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে তা (তার প্রতিফল) পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا
رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ
لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যার নিকট তার (অর্থাৎ জনপদের) প্রচুর রিযিক আসত সব দিক থেকে। কিন্তু তা (জনপদ) আল্লাহ্‌র নেয়ামত অস্বীকার করল, ফলে তারা (জনপদবাসীরা) যা করত সেজন্য আল্লাহ্ তাকে(জনপদকে) ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক* আস্বাদন করালেন।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَ
هُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩। এবং অবশ্যই তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল, এমন অবস্থায় যে তারা ছিল জালিম।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ إِنْ
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও পবিত্র রিযিক দিয়েছেন তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর- যদি তোমরা কেবল তারই ইবাদত কর।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন কেবল মৃত পশু, রক্ত*, শূকরের গোশত এবং যা জবাইকালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তি আগ্রহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে বাধ্য হবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১১৬। তোমাদের জিহ্বা যেহেতু মিথ্যা বর্ণনা করে তাই আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে তোমরা বলো না, 'এটা হালাল আর ওটা হারাম'। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তারা সফল হবে না।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৭। এটি (কেবল) সামান্য ভোগ্য সামগ্রী এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং যারা ইহুদী হয়েছে তাদের উপর আমি তা হারাম করেছিলাম যা আমি তোমার কাছে পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং আমি তাদের উপর কোন জুলুম করিনি,বরং তারাই তাদের নিজেদের উপর জুলুম করত।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯। এরপর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাদের জন্য যারা অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ কাজ করেছে, অতঃপর এরপরে তওবা করেছে ও (নিজদেরকে) সংশোধন করেছে, তাদের জন্য নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এসবের পর অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৫ ع ٢١ ১৫ রুকু ২১

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْۤا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٩﴾

১২০। নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল আল্লাহ্‌র অনুগত ও একত্ববাদী একটি 'উম্মত' (ধর্মাদর্শ) এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না-

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১। (সে ছিল) তাঁর নেয়ামতসমূহের জন্য কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন।

شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ؕ اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٢١﴾

১২২। এবং আমি তাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছিলাম এবং নিশ্চয় সে অবশ্যই আখিরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। এরপর আমি তোমার প্রতি ওহী করলাম যে, 'তুমি একত্ববাদী হয়ে ইবরাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ) অনুসরণ কর। এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

ثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। শনিবার পালন তো কেবল তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল যারা এ সম্পর্কে (জুমাবার সম্পর্কে) মতপার্থক্য করত। এবং তারা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করত নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মাঝে বিচার করবেন।

اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। তুমি (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে ডাক প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর অধিক সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই সবচেয়ে বেশি জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সঠিক পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও সবচেয়ে বেশি জানেন।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। এবং যদি (শত্রুদের থেকে) তোমরা প্রতিশোধ নাও, তবে প্রতিশোধ নাও ততটুকু যতটুকু ক্ষতি তোমাদের হয়েছে । আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তবে তা ধৈর্যশীলদের জন্য অবশ্যই উত্তম।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। এবং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, আর তোমার ধৈর্য তো আল্লাহ্‌রই মাধ্যমে (সাহায্যে), এবং তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তাতে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১৬ ع ٢٢ ১৬ রুকু ২২

১২৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সংগে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং যারা সৎকর্মপরায়ন।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾

١٧-سُوْرَةُ بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-١١١، رُكُوْعَاتُهَا-١٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১৭. সূরা আল-ইস্‌রা, মাক্কী

১১১ আয়াত, ১২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

পারা-১৫

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝١

১। পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ* করালেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, যাতে আমি তাকে আমার নিদর্শনাবলীর কিছু দেখাতে পারি। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلًا ۝٢

২। এবং আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও তাকে বানিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক (এবং তাতে আদেশ করেছিলাম) যে, 'তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে কাউকে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে গ্রহণ করো না।'

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝٣

৩। হে তাদের বংশধর! যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বান্দা।

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝٤

৪। এবং আমি কিতাবের মধ্যে বনী ইসরাইলকে জানিয়েছিলাম, 'অবশ্যই তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে* এবং অবশ্যই তোমরা প্রচণ্ড অহংকারী হবে।'

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ؕ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝٥

৫। সুতরাং যখন এ দু'টির প্রথম প্রতিশ্রুতি (এর সময়) আসল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার বান্দাদেরকে পাঠিয়েছিলাম, যারা ছিল প্রচন্ড শক্তির অধিকারী, এবং তারা ঘরে ঘরে তল্লাশী চালাল। আর এটি ছিল এমন এক প্রতিশ্রুতি যা কার্যকর হয়েছিল।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝٦

৬। এরপর আমি তোমাদেরকে পুনরায় তাদের উপর বিজয়ী করলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও তোমাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۫ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ؕ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۝٧

৭। যদি তোমরা ভাল কাজ কর তাহলে তোমাদের নিজেদের জন্যই ভাল কাজ কর, আর যদি তোমরা মন্দকাজ কর তাও তোমাদের নিজেদের জন্য। অতঃপর যখন পরবর্তী প্রতিশ্রুতি (এর সময়) আসল তখন (আমি আমার বান্দাদেরকে পাঠিয়েছিলাম) তোমাদের চেহারাসমূহ কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য এবং প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল সেভাবে তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝٨

৮। (অতঃপর আমি জানিয়ে দিলাম) শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন (যদি তোমরা অনুতপ্ত হও), কিন্তু তোমরা যদি (পাপ কাজে) ফিরে আস তবে আমিও (শাস্তিতে) ফিরে আসব। আর জাহান্নামকে আমি কাফিরদের জন্য কারাগার বানিয়েছি।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝٩

৯। নিশ্চয় এ কুরআন পথপ্রদর্শন করে সে (পথের) দিকে যা সর্বাধিক সরল-সঠিক এবং সুসংবাদ দেয় মু'মিনদেরকে -যারা সৎকাজ করে- যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান-

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০। এবং এও যে, যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَّ اَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ع (১০)

ع ١٠ ١ ১ রুকূ ১

১১। আর মানুষ অকল্যাণ প্রার্থনা করে* এমনভাবে যেভাবে সে কল্যাণ প্রার্থনা করে। এবং মানুষ খুবই ত্বরা প্রবণ।

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا (১১)

১২। এবং আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন। অতঃপর রাতের নিদর্শনকে (চন্দ্রকে) করেছি আলোহীন এবং দিনের নিদর্শনকে (সূর্যকে) করেছি আলোকপ্রদ, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করতে পার এবং যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। আর সব কিছু আমি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا (১২)

১৩। এবং আমি প্রত্যেক মানুষের কাজকে (যা সে করে) তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি কিতাব (আমলনামা) বের করব যা সে পাবে উন্মুক্ত অবস্থায়।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا (১৩)

১৪। (বলা হবে) 'তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার বিরুদ্ধে হিসাবগ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।'

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا (১৪)

১৫। যে সঠিকপথ অবলম্বন করে সে সঠিকপথ অবলম্বন করে নিজেরই কল্যানের জন্য এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে পথভ্রষ্ট হয় নিজেরই অকল্যানের জন্য এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। আর রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে আমি শাস্তি দেই না।

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا (১৫)

১৬। এবং যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার বিত্তবানদেরকে (সৎকাজের) নির্দেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে পাপাচার করে, অতঃপর তার (জনপদের) উপর (শাস্তির) কথা অবধারিত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا (১৬)

১৭। এবং নূহের পর আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি! তোমার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের অপরাধসমূহ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা হিসেবে যথেষ্ট।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا (১৭)

১৮। যে নগদকে (দুনিয়ার জীবনকে) কামনা করে আমি তাকে তাতেই (দুনিয়াতেই) নগদে দিয়ে দেই- যা ইচ্ছা করি, যাকে ইচ্ছা করি, এরপর তার জন্য নির্ধারিত করি জাহান্নাম যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায়।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا (১৮)

১৯। আর যে আখিরাত কামনা করে মু'মিন অবস্থায় এবং তার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা চালায় তাদের প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য।

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا (১৯)

২০। (দু'টি দলের) প্রত্যেকটিকে- এদেরকে এবং ওদেরকে- তোমার প্রতিপালকের দান থেকে আমি প্রদান করি। আর তোমার প্রতিপালকের দান সীমাবদ্ধ নয়।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا (২০)

২১। লক্ষ্য কর, কিভাবে আমি তাদের এক দলকে অপরের উপর (দুনিয়াতেই) মর্যাদা দিয়েছি। আর অবশ্যই আখিরাত সম্মানের দিক থেকে বড় এবং মর্যাদার দিক থেকেও বড়।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا (২১)

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾

২২। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ নির্ধারন করো না, তাহলে নিন্দিত ও পরিত্যাক্ত হয়ে বসে পড়বে।

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾

২৩। এবং তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। যদি তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার কাছে বার্ধক্যে পৌঁছে যায় তবে তাদেরকে 'উফ'* বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾

২৪। এবং তাদের দু'জনের জন্য মমতাবশে বিনয়ের বাহু অবনমিত কর এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন* যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।'

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

২৫। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা সবচেয়ে বেশি জানেন। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হও তবে তিনি (আল্লাহ্) অভিমুখীদের জন্য অতি ক্ষমাশীল।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৬। এবং আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও* এবং মিসকীন (অভাবগ্রস্ত) ও সম্বলহীন মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় (মন্দ কাজে ব্যয়) করো না।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

২৭। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে দয়া লাভের উদ্দেশ্যে যদি তাদের দিক থেকে তোমাকে মুখ ফিরাতেই হয়, তবে তাদের সাথে সহজভাবে কথা বল।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾

২৯। এবং তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ের সাথে শৃঙ্খলিত করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩০। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং (তা) পরিমাপ* করে দেন এবং নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣١﴾

৩১। এবং তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের আশংকায় হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা বড় অপরাধ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩২। এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা করো না, যাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করেছেন।* আর যে অন্যায়ভাবে নিহত হবে তার অভিভাবককে (প্রতিকারের) ক্ষমতা দিয়েছি, তবে সে যেন হত্যায় সীমালঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে (আইন দ্বারা) সাহায্যপ্রাপ্ত।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৪। এবং তোমরা ইয়াতীমের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া যতক্ষণ না সে (শক্তি-সামর্থ ও বয়সের) পূর্ণতায় পৌঁছে। এবং তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর,* নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তোমরা যখন পরিমাপ করবে তখন মাপ পুরোপুরি দাও এবং ওজন কর সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।* এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছনে যেয়ো না* (অর্থাৎ অনুমান করে বলো না)। নিশ্চয় কান, চোখ, অন্তর- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না, নিশ্চয় তুমি যমীনকে ছিঁড়ে আলাদা করতে পারবে না এবং উচ্চতার দিক থেকে কখনো পর্বত পর্যন্ত পৌঁছতে* পারবে না।

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾

৩৮। এগুলোর (উপরোক্ত নিষিদ্ধ কাজগুলোর) প্রত্যেকটির মন্দ তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾

৩৯। তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি যে হিকমত (প্রজ্ঞা) ওহী করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। এবং তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্ নির্ধারণ করো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

ذٰلِكَ مِمَّاۤ اَوْحٰۤى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾

৪০। তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি (নিজে) ফেরেশতাদেরকে কন্যা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই এক ভয়ানক কথা বলছ।

ع ৪ রুকূ ৪

اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ اِنَاثًا ۚ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾

৪১। আর অবশ্যই আমি এই কুরআনে (বহু বিষয়) বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তা কেবল তাদের (সত্য) বিমুখতাই বৃদ্ধি করে।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ۚ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤١﴾

৪২। বল, 'যদি তাঁর সাথে আরও ইলাহ্ থাকত যেমনটি তারা বলে, তবে তারা (শরীকরা) আরশের মালিকের দিকে পথ খোঁজ করত (তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টায়)।

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾

৪৩। পবিত্র তিনি এবং তারা যা বলে তা হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾

৪৪। সাত আকাশ, পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে না, কিন্তু তাদের পবিত্রতা ঘোষণা তোমরা বুঝতে পার না। নিশ্চয় তিনি পরম সহনশীল ও অতিক্ষমাশীল।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন আমি তোমার মাঝে এবং যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের মাঝে প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দেই-

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ﴿٤٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৬। আমি তাদের হৃদয়ের উপর আবরণ তৈরী করেছি যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতা। এবং যখন তুমি কুরআনে একা তোমার প্রতিপালকের উল্লেখ কর তখন তারা ঘৃণাভরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓي اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝٤٦

৪৭। যখন তারা তোমার দিকে কান পেতে শোনে তখন তারা কেন তা (কুরআন) কান পেতে শোনে তা আমি ভাল করে জানি এবং যখন তারা গোপন কথায় রত থাকে, যখন জালিমরা বলে, 'তোমরা কেবল এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ (তাও ভাল করে জানি)।'

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝٤٧

৪৮। লক্ষ্য কর, তারা তোমার জন্য কেমন উপমা পেশ করে! আর তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, সুতরাং তারা পথ পেতে সক্ষম হবে না।

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝٤٨

৪৯। এবং তারা বলে, 'যখন আমরা হাড়ে পরিণত হব ও টুকরো টুকরো হব তখনও কি অবশ্যই আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব?'

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝٤٩

৫০। বল 'তোমরা পাথর অথবা লোহা হয়ে যাও-

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۝٥٠

৫১। অথবা এমন এক সৃষ্টি যা তোমাদের বক্ষে (ধারণায়) খুবই বড়,' এবং শীঘ্রই তারা বলবে, 'কে আমাদের (সৃষ্টির) পুনরাবৃত্তি করবে?' বল, 'তিনি, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন,' অতঃপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে ও বলবে, 'এটা কবে হবে?' বল, 'নিকটবর্তী সময়েই তা (সংঘটিত) হবে।

اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ۭ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۭ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۝٥١

৫২। যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, অতঃপর তোমরা তাঁকে সাড়া দিবে তাঁর প্রশংসার সাথে এবং তোমরা ধারণা করবে, তোমরা সামান্যই অবস্থান করেছিলে।'

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٥٢

৫৩। এবং আমার বান্দাদেরকে বলতে বল যা উত্তম তা-ই। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে (বিভেদ সৃষ্টির) প্ররোচনা দেয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝٥٣

৫৪। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন অথবা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। আর আমি তোমাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে প্রেরণ করিনি।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۭ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ۭ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝٥٤

৫৫। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যারা আছে তাদেরকে তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। এবং আমি নবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাঊদকে দিয়েছিলাম যাবূর (লিখিত কিতাব)।

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰي بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝٥٥

৫৬। বল 'তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে (ইলাহ্) ধারনা করেছ তাদেরকে ডাক, কিন্তু তারা তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা বা (তা অন্য কোন দিকে) স্থানান্তর করার মালিক নয়।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝٥٦

৫৭। তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তাদের প্রতিপালকের দিকে উপায় তালাশ করে (এই চেষ্টায় যে), তাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী (হতে পারে), এবং তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয় করার মত।

اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۭ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۝٥٧

৫৮। আর এমন কোন জনপদ নেই যা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে (জনপদকে) কঠোর শাস্তি দেব না। এটা কিতাবেই (লওহে মাহ্‌ফুজে) লিপিবদ্ধ আছে।

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا
عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং আমাকে নিদর্শনাবলী প্রেরণ করা থেকে বিরত রেখেছে শুধু তা-ই যে, পূর্ববর্তীরা এগুলোকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল এবং আমি ছামূদকে দিয়েছিলাম একটি উষ্ট্রী- আলোকপ্রদ হিসেবে,* অতঃপর তারা এর প্রতি জুলুম করেছিল। আর আমি কেবল ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

وَمَا مَنَعَنَاۤ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّاۤ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَ
اٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ
اِلَّا تَخْوِيْفًا ﴿٥٩﴾

৬০। এবং যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক (জ্ঞানে ও ক্ষমতায়) মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। এবং আমি যে স্বপ্ন তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে (উল্লিখিত) অভিশপ্ত গাছটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু তা কেবল তাদের চরম অবাধ্যতাই বাড়িয়ে দেয়।

(রুকু ৬)

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا
الَّتِىْۤ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى
الْقُرْاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴿٦٠﴾

৬১। এবং যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমকে সিজদা কর', তখন তারা সিজদা করল- ইবলিস ছাড়া। সে বলল, 'আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন!'

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ
ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦١﴾

৬২। সে বলল, 'আপনি কি ভেবে দেখেছেন, আপনি আমার উপর এই যাকে সম্মানিত করলেন! যদি আমাকে আপনি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরকে অবশ্যই বশীভূত করে ফেলব।'

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ؗ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾

৬৩। তিনি (আল্লাহ্‌) বললেন, 'যাও! তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় জাহান্নাম তোমাদের (সকলের) প্রতিফল-এক পূর্ণ প্রতিফল।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً
مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾

৬৪। এবং তোমার আওয়াজ দ্বারা তাদের মধ্যে যাকে পার প্ররোচিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে তাদের উপর হাকাও এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও ও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না- প্রতারণা ছাড়া।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ
بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾

৬৫। নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই।' এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿٦٥﴾

৬৬। তোমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ থেকে তালাশ করতে পার। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ
فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে কোন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ছাড়া অন্য যাদেরকে তোমরা ডাক তারা উধাও হয়ে যায়, অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। আর মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا
نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿٦٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ۟﴿٦٨﴾

৬৮। তোমরা কি নিরাপদ মনে করেছ যে, তিনি তোমাদেরকেসহ কোন স্থলভাগ ধ্বসিয়ে দিবেন না অথবা তোমাদের উপর প্রেরণ করবেন না পাথর বহনকারী এক প্রচণ্ড ঝড়? এরপর তোমরা তোমাদের জন্য কোন তত্ত্বাবধায়ক পাবে না।

اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ﴿٦٩﴾

৬৯। অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে আরো একবার তাতে (সমুদ্রে) ফিরিয়ে নিবেন না এবং তোমাদের উপর গর্জনকারী বায়ু প্রেরণ করবেন না এবং তোমাদের কুফরীর জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না? এরপর তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧٠﴾

৭০। আর অবশ্যই আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বহন করেছি, তাদেরকে পবিত্র রিযিক দিয়েছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে মর্যাদা (অগ্রাধিকার) দিয়েছি।

রুকূ ৭

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧١﴾

৭১। যেদিন আমি প্রত্যেক মানবদলকে তাদের ইমামসহ (আমলনামাসহ) ডাকব, অতঃপর যাদের কিতাব (আমলনামা) তাদের ডান হাতে দেয়া হবে, তারা তাদের কিতাব (আমলনামা) পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বীচির মধ্যস্থিত সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٧٢﴾

৭২। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিক পথভ্রষ্ট।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং সত্যিই আমি তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা থেকে তারা তোমার পদস্খলন ঘটানোর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল যাতে তুমি আমার বিরুদ্ধে এর বিপরীত মিথ্যা রচনা করতে পার; আর তখনই তারা তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত।

وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۗ﴿٧٤﴾

৭৪। আর যদি আমি তোমাকে স্থির না রাখতাম তাহলে অবশ্যই তুমি তাদের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়তে-

اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

৭৫। তাহলে অবশ্যই তোমাকে দুনিয়ার দ্বিগুণ (শাস্তি) ও পরকালের দ্বিগুণ (শাস্তি) আস্বাদন করাতাম, এরপর আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতে না।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং সত্যিই তারা তোমাকে (আবাস) ভূমি থেকে উৎখাত করার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল তোমাকে সেখান থেকে বের করার জন্য, আর (যদি সেটা হত) তখন তোমার পর তারাও সেখানে সামান্যই অবস্থান করত।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۟﴿٧٧﴾

৭৭। (এটি) আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের (ক্ষেত্রে গত হওয়া) সুন্নত (নীতি) এবং তুমি আমার সুন্নতে (নীতিতে) কোন পরিবর্তন পাবে না।

রুকূ ৮

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٨﴾

৭৮। সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত (নামায) কায়েম কর এবং (কায়েম কর) ফজরের কুরআন পাঠ ও (অর্থাৎ সালাতুল ফজর)। নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠ (সালাতুল ফজর) প্রত্যক্ষ করা হয়।

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾

৭৯। এবং তা সহ (অর্থাৎ কুরআন পাঠসহ) রাতের কিছু অংশে ইবাদতের জন্য উঠ (তাহাজ্জুদ পড়)- তোমার জন্য নফল (অতিরিক্ত) হিসেবে। শীঘ্রই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অধিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমুদে)।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ
اجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾

৮০। এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নিরাপদে প্রবেশ করান এবং নিরাপদে বের করে আনুন এবং আপনার নিকট থেকে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী ক্ষমতা।'

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾

৮১। এবং বল, 'সত্য এসেছে এবং বাতিল (মিথ্যা) চলে গিয়েছে।' নিশ্চয় বাতিল চলে যাবেই।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ
الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

৮২। এবং আমি কুরআন অবতীর্ণ করি, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও দয়া, আর তা জালিমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ
الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا ﴿٨٣﴾

৮৩। আর যখন আমি মানুষের উপর নেয়ামত দান করি তখন সে (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় ও তার পাশে সরে যায় এবং যখন তাকে ক্ষতি স্পর্শ করে তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে।

৭ ع ৭ ৯ রুকু ৯

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى
سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

৮৪। বল, 'প্রত্যেকেই নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে এবং তোমার প্রতিপালক সবচেয়ে বেশি জানেন কে সবচেয়ে সঠিক পথে রয়েছে।'

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ
مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং তোমাকে তারা রূহ্‌ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ্‌ আমার প্রতিপালকের নির্দেশ এবং তোমাদেরকে জ্ঞানের সামান্যই দেয়া হয়েছে।'

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿٨٦﴾

৮৬। আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে আমি তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা অবশ্যই নিয়ে নিতাম, এরপর এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন তত্ত্বাবধায়ক পেতে না-

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿٨٧﴾

৮৭। তবে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া থাকায় (তা নিয়ে নিচ্ছি না)। নিশ্চয় তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বিরাট।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا
الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٨﴾

৮৮। বল, 'যদি এই কুরআনের অনুরূপ (কুরআন) আনার জন্য মানুষ ও জ্বীন (সবাই) একত্রিত হয় তবু তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।'

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؗ فَاَبٰٓى
اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٨٩﴾

৮৯। আর অবশ্যই আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে প্রত্যেক দৃষ্টান্ত বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা সবই) অস্বীকার করল- কুফরী ছাড়া*।

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ
يَنْۢبُوْعًا ﴿٩٠﴾

৯০। এবং তারা বলে, 'আমরা কখনো তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে একটি ঝর্ণা উৎসারিত কর-

اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا
تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾

৯১। অথবা তোমার জন্য হবে খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান এবং এর ফাঁকে ফাঁকে তুমি প্রবল বেগে নহরসমূহ প্রবাহিত কর-

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾

৯২। অথবা তুমি আকাশকে খন্ড খণ্ড করে আমাদের উপর ফেল- যেমনটি তুমি দাবী করেছ- অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আস-

أَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ۚ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾

৯৩। অথবা তোমার জন্য স্বর্ণের সাজ-সজ্জা সম্বলিত একটি ঘর হয়, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ কর, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণকে আমরা কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এমন এক (লিখিত) কিতাব অবতীর্ণ কর যা আমরা পাঠ করব।' বল, 'পবিত্র আমার প্রতিপালক, আমি কি একজন মানুষ ও একজন রাসূল ছাড়া অন্য কিছু?'

ع ١٠ — ১০ রুকু ১০

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوْٓا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى إِلَّآ أَنْ قَالُوْٓا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾

৯৪। এবং যখন তাদের নিকট পথনির্দেশিকা আসে তখন লোকদেরকে ঈমান আনা থেকে কেবল তা-ই বিরত রাখে যে,তারা বলে, 'আল্লাহ্ কি মানুষকেই রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন ?'

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾

৯৫। বল, 'ফেরেশতারা যদি পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে চলাচল করত তবে অবশ্যই আমি আকাশ থেকে তাদের নিকট একজন ফেরেশতাকেই রাসূল হিসেবে অবতীর্ণ করতাম।'

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٩٦﴾

৯৬। বল, 'আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান।'

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ۚ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭। আর আল্লাহ্ যাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তাদের জন্য তাঁকে বাদ দিয়ে কাউকে অভিভাবক হিসেবে পাবে না। এবং কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব অধোমুখী অবস্থায়- অন্ধ, বোবা, ও বধির করে। তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। যখনই তা স্তিমিত হবে তখন আমি তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেব জ্বলন্ত আগুন।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾

৯৮। এটাই তাদের প্রতিফল, কারণ তারা আমার আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করেছিল ও বলেছিল, 'যখন আমরা হাড়ে পরিণত হব ও টুকরো টুকরো হব তখনও কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব?'

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۚ فَأَبَى الظّٰلِمُوْنَ إِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾

৯৯। তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আল্লাহ্- যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম? এবং তিনি তাদের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন, যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জালিমরা (তা সবই) অস্বীকার করল- কুফরী ছাড়া*।

قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾

১০০। বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের মালিক হতে, তবে ব্যয় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তা ধরে রাখতে।' আর মানুষ খুবই কৃপণ।

ع ١١ — ১১ রুকু ১১

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০১। আর অবশ্যই আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম, সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর যখন সে তাদের নিকট এসেছিল এবং ফিরআউন তাকে বলেছিল, 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে যাদুগ্রস্ত মনে করছি।'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ
جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾

১০২। সে (মূসা) বলেছিল, 'তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এসব স্পষ্ট নিদর্শন আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন আলোকবর্তিকাস্বরূপ, আর হে ফিরআউন! নিশ্চয় আমি অবশ্যই তোমাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত ধারণা করছি।'

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾

১০৩। অতঃপর সে (ফিরআউন) তাদেরকে (আবাস) ভূমি থেকে উৎখাত করতে ইচ্ছা করল, তখন আমি তাকে ও তার সাথে যারা ছিল তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, 'তোমরা পৃথিবীতে বসবাস কর, অতঃপর যখন আখিরাতের প্রতিশ্রুতি আসবে তখন তোমাদের সবাইকে এক জনসমষ্টিতে নিয়ে আসব।

وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ
وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾

১০৫। এবং আমি সত্যসহই তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্যসহই অবতীর্ণ হয়েছে। এবং আমি তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ
نَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং (এটি) একটি কুরআন, যাকে আমি (বিভিন্ন অংশে) পৃথক করেছি যাতে তুমি তা মানুষের নিকট থেমে থেমে পাঠ করতে পার এবং আমি তা ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করেছি।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾

১০৭। বল, 'তোমরা এর (অর্থাৎ কুরআনের) উপর ঈমান আন নতুবা ঈমান এনো না।' নিশ্চয় যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয় তখন তারা অধোমুখে সিজদায় পড়ে যায়-

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ
اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং তারা বলে,'পবিত্র আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে।'

وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে অধোমুখে (সিজদায়) অবনত হয় এবং তা তাদের বিনয় বাড়িয়ে দেয়।

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ ۩

১১০। বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক বা রহমানকে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক না কেন, সবচেয়ে সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। এবং তোমার নামাযে স্বর উঁচু করো না এবং একেবারে নীচুও করো না, এবং এর মাঝে একটি পথ (অর্থাৎ মধ্য পন্থা) তালাশ কর।'

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ
ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾

১১১। এবং বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, এবং রাজত্বে যার কোন শরীক নেই এবং দুর্বলতাহেতু যার কোন অভিভাবক নেই, এবং তাঁর যথাযথ শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।

ع ١٢ ١٢ রুকু ১২

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ
فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

১৮. সূরা আল-কাহ্‌ফ, মাক্কী

১১০ আয়াত, ১২ রুকূ

۱۸-سُوْرَةُ الْكَهْفِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-۱۱۰، رُكُوْعَاتُهَا-۱۲

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি এতে কোন বক্রতা রাখেননি;

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ ①

২। (এটি) সঠিক, যাতে সে তাঁর কাছ থেকে (সংঘটিত) কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে এবং সুসংবাদ দিতে পারে সেসব মু'মিনদেরকে যারা সৎকাজ করে (এই মর্মে) যে, তাদের জন্য রয়েছে সুন্দর প্রতিদান-

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ ②

৩। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে-

مّٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ ③

৪। এবং তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন',

وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ ④

৫। এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা খুবই সাংঘাতিক। তারা কেবল মিথ্যাই বলে।

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ⑤

৬। অতঃপর হয়ত তুমি তাদের পিছনে ঘুরে মনোকষ্টে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে, যদি তারা এ কথায়* ঈমান না আনে।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ⑥

৭। পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে নিশ্চয় আমি সেগুলোকে এর সৌন্দর্যস্বরূপ বানিয়েছি তাদেরকে (মানুষকে) পরীক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে কে কাজে উত্তম।

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ⑦

৮। এবং এর উপর যা কিছু আছে নিশ্চয় আমি তা অবশ্যই উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পরিণত করব।

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۗ ⑧

৯। তুমি মনে করেছ* কি যে, গুহা (কাহ্‌ফ) ও রাকীমের* অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল?

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ⑨

১০। যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দয়া দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকে সঠিক বানিয়ে দিন।'

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ⑩

১১। অতঃপর আমি গুহার মধ্যে তাদের কর্ণসমূহের উপর (ঘুমের চাদর) স্থাপন করলাম বহু সংখ্যক বছরের জন্য-

فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۙ ⑪

১২। এরপর আমি তাদেরকে উত্থিত (জাগ্রত) করলাম যাতে আমি জেনে নিতে পারি (স্পষ্ট করতে পারি) দুই দলের মধ্যে কোনটি তাদের অবস্থানকাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অধিক সঠিক।

ع ۱۲ ۱۳ ১ রুকূ ১৩

ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ⑫

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنٰهُمْ هُدًى ۖۗ ١٣

১৩। আমি তোমার কাছে তাদের সংবাদ সত্যসহ বর্ণনা করছি। নিশ্চয় তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে পথনির্দেশনা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম,

وَّ رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۠ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ١٤

১৪। এবং আমি তাদের হৃদয়সমূহকে দৃঢ় করে দিলাম যখন তারা (অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর সামনে) দাঁড়াল এবং বলল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালকই আমাদের প্রতিপালক, আমরা কখনো তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ইলাহ্কে ডাকব না, (আর যদি ডাকি) তবে অবশ্যই আমরা অতি অবান্তর কথা বললাম।

هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْ لَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ ١٥

১৫। তারা, আমাদের সম্প্রদায়, তাঁকে বাদ দিয়ে বহু ইলাহ্ গ্রহণ করেছে। তারা এদের (উপাসনা) সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসে না কেন? আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে?'

وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ١٦

১৬। (যুবকেরা একে অপরকে বলল) 'আর যখন তোমরা তাদের ও তারা আল্লাহ্কে ছাড়া যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া ছড়িয়ে দিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজে আরামের ব্যবস্থা করবেন।'

وَ تَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ اِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۠ ١٧

১৭। এবং (যদি সেখানে থাকতে) তুমি সূর্যকে দেখতে যখন এটি উদিত হয় তখন সেটি তাদের গুহার ডান পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং যখন এটি অস্ত যায় তখন সেটি তাদের বামপাশ কেটে চলে যাচ্ছে, এমন অবস্থায় যে তারা ছিল এর (গুহার) ফাঁকা স্থানে। এটি আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ যাকে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার জন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।

রুকূ ২ / ১৪

وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ ۖۗ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ۖۗ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨

১৮। এবং (যদি দেখতে) তুমি তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত। এবং আমি তাদেরকে ডান দিকে ও বাম দিকে পাশ পরিবর্তন করাতাম, যখন তাদের কুকুরটি ছিল এর সামনের পা দু'টি (গুহার) প্রবেশমুখে প্রসারিত করে। তুমি যদি তাদেরকে দেখতে তাহলে অবশ্যই তুমি তাদের থেকে পিছন ফিরে পলায়ন করতে এবং অবশ্যই তাদের আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে।

وَ كَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ١٩

১৯। এবং এভাবেই আমি তাদেরকে উত্থিত করলাম (জাগ্রত করলাম) যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন কথক বলল, 'তোমরা কত সময় অবস্থান করেছ?' তারা বলল, 'আমরা অবস্থান করেছি এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।' তারা বলল, 'তোমরা কত সময় অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। সুতরাং তোমাদের একজনকে তোমাদের এ রৌপ্যমুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর এবং সে যেন লক্ষ্য করে কোন্ খাদ্য পরিশুদ্ধতম এবং সে যেন তা থেকে তোমাদের জন্য রিযিক (খাবার) নিয়ে আসে এবং সে যেন বিচক্ষণতা অবলম্বন করে এবং কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে বুঝতে না দেয়।

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدًا ٢٠

২০। নিশ্চয় তারা যদি তোমাদের সম্পর্কে জানতে পারে তবে তোমাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের মিল্লাতে (ধর্মাদর্শে) ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনো সফল হবে না।'

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ
السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا
ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا
عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

২১। এবং এভাবেই আমি (মানুষকে) তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা (মানুষেরা) জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, এবং এও যে, কিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করছিল তখন তারা (অনেকে) বলল, 'তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে অধিক জানেন।' তাদের বিষয়ে যারা জয়ী হল তারা বলল, 'অবশ্যই আমরা তাদের উপর একটি মসজিদ বানাব।'

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ
قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۫ فَلَا تُمَارِ
فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾

২২। অন্ধকারে ঢিল মেরে (অর্থাৎ অনুমান করে) শীঘ্রই তারা (আহলে কিতাব) বলবে, '(তারা ছিল) তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর' এবং তারা (কেউ কেউ) বলবে, '(তারা ছিল) পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর'। আবার তারা (কেউ কেউ) বলবে, '(তারা ছিল) সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।' বল, 'আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি জানেন'; তাদের সংখ্যা (আহলে কিতাবের) অল্প সংখ্যকই জানে। সুতরাং (কুরআনে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে) স্পষ্ট বিতর্ক ছাড়া তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং তাদের কাউকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না।

(٣ ع ١٥ — ৩ রুকূ ১৫)

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

২৩। এবং কখনো তুমি কোন বিষয়ে বলো না, নিশ্চয় আমি তা আগামী কাল করব-

اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؗ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ
يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

২৪। -এ (কথা বলা) ছাড়া, 'যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন'। এবং যখন ভুলে যাবে তখন তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর এবং বল, আশা করা যায় আমার প্রতিপালক আমাকে এর চেয়ে নিকটতর সঠিকপথ প্রদর্শন করবেন।

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

২৫। আর তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল তিন শত বছর এবং তারা (আহলে কিতাব) বৃদ্ধি করেছে নয় বছর*।

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ
وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ؗ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৬। বল, 'তারা কত সময় অবস্থান করেছিল তা আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে বেশি জানেন।' আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য (বিষয়ের জ্ঞান) তাঁরই। তিনি কতই না সুন্দর দ্রষ্টা ও কতই না সুন্দর শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই। এবং তিনি কাউকে তার হুকুমে শরীক করেন না।

وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ
وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾

২৭। এবং তোমার প্রতিপালকের যে কিতাব তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে তা পাঠ কর। তাঁর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই। এবং তুমি কখনো তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোন আশ্রয় পাবে না।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ
كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তুমি তোমার নিজেকে তাদের সাথে (থাকা অবস্থায়) ধৈর্য সহকারে রাখবে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, এবং তুমি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের দিক থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না, এবং তুমি তার আনুগত্য করো না যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি ও যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কার্যকলাপ হল বাড়াবাড়ি।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ
فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ
وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ
الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

২৯। এবং বল, 'এ সত্য (কুরআন) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (এসেছে), সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক ও যার ইচ্ছা কুফরী করুক।' নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য প্রস্তুত করেছি আগুন, যার লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। এবং যদি তারা সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য দেয়া হবে ফুটন্ত তেলের মত পানি দ্বারা, যা তাদের চেহারাসমূহকে দগ্ধ করবে। কতই না নিকৃষ্ট পানীয় আর কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩০। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, নিশ্চয় আমি তার প্রতিদান নষ্ট করি না- যে সুন্দরভাবে কাজ সম্পাদন করেছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ إِنَّا لَا نُضِيْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

৩১। তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের বালা দ্বারা অলংকৃত করা হবে,এবং তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় সবুজ মিহি ও পুরু রেশমের পোশাক পরে থাকবে। কতই না সুন্দর পুরস্কার (ছওয়াব) এবং কতই না উৎকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

ع ٧ ١٢ ৪ রুকু ১৬

৩২। এবং তুমি তাদের নিকট দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পেশ কর- তাদের একজনকে আমি দু'টি আঙ্গুর বাগান দিয়েছিলাম এবং এ দু'টিকে আমি খেজুর গাছ দিয়ে বেষ্টন করেছিলাম ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে বানিয়েছিলাম শস্যক্ষেত্র।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

৩৩। দু'টি বাগানের প্রতিটি তার ফল দিয়েছিল এবং এতে (অর্থাৎ ফলদানে) কোন জুলুম করেনি এবং আমি উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত করেছিলাম-

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং তার (অনেক) ফল-ফসল হল। অতঃপর কথোপকথনের সময় সে তার সাথীকে বলল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার চেয়ে বেশি (সমৃদ্ধশালী) এবং জনবলে তোমার চেয়ে শক্তিশালী।'

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং নিজের প্রতি জুলুম করা অবস্থায় (অহংকারী ও অকৃতজ্ঞ হয়ে) সে তার বাগানে প্রবেশ করল, সে বলল, 'আমি মনে করি না যে, এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে-

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ أَبَدًا ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হয়ও তবে অবশ্যই আমি এর চেয়ে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল পাব।'

وَّمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ إِلٰى رَبِّيْ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

৩৭। কথোপকথনের সময় তার সাথী তাকে বলল, 'তুমি কি তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এরপর বীর্যবিন্দু থেকে এরপর তোমাকে মানুষ হিসেবে সুগঠিত করেছেন?

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ أَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

৩৮। বরং আমার ব্যাপার হলো, 'তিনি আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং আমি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করি না (আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে নিজেকেই মালিক মনে করি না)।

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ أَحَدًا ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং যদি তুমি ধন-সম্পদ ও সন্তানে আমাকে তোমার চেয়ে কম মনে কর, তাহলে তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়? আল্লাহ্‌র (শক্তি) ছাড়া কোন শক্তি নেই (তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল),

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٣٩﴾

৪০। তবে আশা করা যায় আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম কিছু দিবেন এবং এর (তোমার বাগানের) উপর আকাশ থেকে এক বজ্রপাত প্রেরণ করবেন, ফলে তা উদ্ভিদশূন্য মসৃণ ভূমিতে পরিণত হবে-

فَعَسٰى رَبِّيْٓ أَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

৪১। অথবা এর পানি গভীরে চলে যাবে এবং তুমি কখনো এর সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।'

أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤١﴾

৪২। এবং তার ফল-ফসল বিনষ্ট হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য দুই হাত চাপড়াতে লাগল, যখন তা ধংসস্তুপে পরিণত হয়ে গেছে এবং সে বলতে লাগল, 'হায়, আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের সাথে শরীক না করতাম!'

وَأُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ أَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ
خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ أَحَدًا ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাকে সাহায্য করার কোন দল ছিল না এবং সে নিজেও রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি।

وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾

ع ١٣ ١٤ ৫ রুকু ১৭

৪৪। সেখানে কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই, যিনি সত্য। তিনি পুরস্কার (ছওয়াব) দানে উত্তম এবং পরিণামের (অর্থাৎ পরিণাম নির্ধারণের) দিক থেকে উত্তম।

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

৪৫। আর তাদের নিকট উপস্থাপন কর দুনিয়ার জীবনের উপমা- (এটি) পানির মত যা আমি আকাশ থেকে অবতীর্ণ করি, অতঃপর এর সাথে সংমিশ্রন ঘটে ভূমিজাত উদ্ভিদের, অতঃপর তা এমন শুকনো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَ
كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

৪৬। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য, আর স্থায়ী সৎকাজসমূহ* তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার (ছওয়াব) হিসেবে উত্তম এবং আশা হিসেবেও উত্তম।

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং যেদিন আমি পর্বতমালাকে চালিত করব এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্তরূপে, এবং তাদেরকে আমি সমবেত করব এবং তাদের কাউকে ছেড়ে দেব না,

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ
فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে। (এবং তিনি বলবেন) 'অবশ্যই তোমরা আমার নিকট এসেছ যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, কিন্তু তোমরা ধারণা করতে যে, আমি তোমাদের জন্য কখনো একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করব না।'

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ
بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং কিতাব (আমলনামা) পেশ করা হবে, এবং তাতে যা (লিপিবদ্ধ) আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে ভীত-শঙ্কিত দেখবে এবং তারা বলবে, 'হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! এটি কেমন কিতাব! এটি ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি এছাড়া যে, এটি তার সংখ্যা নির্ণয় করেনি।' এবং তারা যা করেছে তারা তা উপস্থিত পাবে। এবং তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করবেন না।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ
يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّآ
أَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

ع ٧ ١٨ ৬ রুকু ১৮

৫০। এবং যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমকে সিজদা কর', তখন তারা সিজদা করল- ইবলিস ছাড়া; সে ছিল জ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল। তবে কি তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবে, যখন তারা তোমাদের শত্রু? জালিমদের জন্য বিনিময় হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্ট!

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ؕ كَانَ
مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٖ ؕ أَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ أَوْلِيَآءَ مِنْ
دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

৫১। আমি তাদেরকে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির সাক্ষী বানাইনি এবং তাদের নিজেদেরকে সৃষ্টির সময়ও নয়, এবং আমি পথভ্রষ্টকারীদেরকে সাহায্যকারী হিসাবেও গ্রহণ করিনি।

مَآ أَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ۪ وَ
مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿٥١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫২। এবং যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক ধারণা করতে তাদেরকে ডাক,' তখন তারা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা তাদেরকে সাড়া দিবে না এবং আমি তাদের উভয়ের মাঝে বানাব এক ধ্বংসস্থল।

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾

ع ١٧ ٧ রুকূ ১৯

৫৩। এবং অপরাধীরা আগুন দেখবে এবং বুঝতে পারবে যে, তারা তাতে পতিত হচ্ছে এবং তারা তা থেকে কোন বাঁচার পথ পাবে না।

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং অবশ্যই আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে প্রত্যেক দৃষ্টান্ত বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু মানুষ সবকিছুর চেয়ে বেশি বিতর্কপ্রবণ।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

৫৫। যখন তাদের (মানুষের) নিকট পথনির্দেশিকা এসেছে তখন ঈমান আনা এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা থেকে মানুষকে কেবল তা-ই বিরত রেখেছে যে, তাদের নিকট পূর্ববর্তীদের (প্রতি অনুসৃত) সুন্নত (অর্থাৎ ধ্বংস) আসবে অথবা তাদের নিকট (আখিরাতের) শাস্তি আসবে (তাদের) সামনাসামনি।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং আমি প্রেরিতদেরকে (রাসূলদেরকে) কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবেই প্রেরণ করি, কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা বাতিল (মিথ্যা) দ্বারা বিতর্ক করে যাতে তারা তা দিয়ে সত্যকে ব্যর্থ করতে পারে, এবং তারা আমার আয়াতসমূহ ও যে সব বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেসবকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৭। আর তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তার দু'হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে তা ভুলে গিয়েছে? নিশ্চয় আমি তাদের হৃদয়ের উপর আবরণ তৈরি করেছি যেন তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতা। আর যদি তুমি তাদেরকে সঠিকপথে ডাক তবু তারা কখনো সঠিকপথ পাবে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾

৫৮। আর তোমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তারা যা অর্জন করেছে তার জন্য যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তাদের জন্য শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন। বরং তাদের জন্য রয়েছে এক নির্দিষ্ট সময়, যা থেকে তারা কখনো কোন পালানোর পথ পাবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ؕ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾

ع ١٨ ٨ রুকূ ২০

৫৯। এবং ঐসব জনপদকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা জুলুম করেছিল, এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছিলাম।

وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

৬০। এবং যখন মূসা তার চাকরকে* বলেছিল, 'দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে* না পৌঁছা পর্যন্ত আমি থামব না অথবা আমি বহু যুগ ধরে চলতে থাকব।'

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾

৬১। তারা উভয়ে যখন দু'টির সংযোগস্থলে পৌঁছল তখন তারা তাদের মাছটিকে ভুলে গেল, এবং এটি (মাছটি) ফাঁক দিয়ে বের হয়ে সমুদ্রে তার পথ করে নিল।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬২। অতঃপর যখন তারা আরো অগ্রসর হল তখন সে তার চাকরকে বলল, 'আমাদের সকালের খাবার আন, অবশ্যই আমরা আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۡ لَقَدۡ لَقِيۡنَا مِنۡ سَفَرِنَا
هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

৬৩। সে (চাকর) বলল, 'দেখুন, আমরা যখন পাথরের উপর বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন নিশ্চয় আমি মাছটিকে ভুলে গিয়েছিলাম, এবং শয়তানই আমাকে এটি ভুলিয়ে দিয়েছিল যে, আমি এর উল্লেখ করব, এবং এটি (মাছটি) বিস্ময়করভাবে সমুদ্রে তার পথ করে নিয়েছিল।'

قَالَ اَرَءَيۡتَ اِذۡ اَوَيۡنَاۤ اِلَى الصَّخۡرَةِ فَاِنِّىۡ نَسِيۡتُ
الۡحُوۡتَ ۡ وَمَاۤ اَنۡسٰنِيۡهُ اِلَّا الشَّيۡطٰنُ اَنۡ اَذۡكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ
سَبِيۡلَهٗ فِى الۡبَحۡرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

৬৪। সে (মূসা) বলল, 'আমি সেটিই অনুসন্ধান করছিলাম।' অতঃপর তারা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে আসল-

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبۡغِ ۖ فَارۡتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

৬৫। অতঃপর তারা দু'জন আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে* পেল যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে দয়া দান করেছিলাম এবং আমার নিকট থেকে এক (বিশেষ) জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম।

فَوَجَدَا عَبۡدًا مِّنۡ عِبَادِنَاۤ اٰتَيۡنٰهُ رَحۡمَةً مِّنۡ عِنۡدِنَا وَعَلَّمۡنٰهُ مِنۡ
لَّدُنَّا عِلۡمًا ﴿٦٥﴾

৬৬। মূসা তাকে বলল, 'আমি কি আপনাকে অনুসরণ করব এই শর্তে যে, আপনাকে যে সঠিক বিচার-বিবেচনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন?'

قَالَ لَهٗ مُوۡسٰى هَلۡ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤى اَنۡ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمۡتَ رُشۡدًا ﴿٦٦﴾

৬৭। সে বলল, 'নিশ্চয় আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণে কখনো সক্ষম হবেন না।

قَالَ اِنَّكَ لَنۡ تَسۡتَطِيۡعَ مَعِىَ صَبۡرًا ﴿٦٧﴾

৬৮। আর যা আপনি জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করেননি তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন কিভাবে?'

وَكَيۡفَ تَصۡبِرُ عَلٰى مَا لَمۡ تُحِطۡ بِهٖ خُبۡرًا ﴿٦٨﴾

৬৯। সে (মূসা) বলল, 'যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে শীঘ্রই আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন নির্দেশ আমি অমান্য করব না।'

قَالَ سَتَجِدُنِىۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَاۤ اَعۡصِىۡ لَكَ اَمۡرًا ﴿٦٩﴾

৭০। সে বলল, 'আপনি যদি আমার অনুসরণ করেন তাহলে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না যতক্ষণ না আমি সে সম্পর্কে আপনার জন্য কিছু উল্লেখ করি।'

ع ٢٠ ৮ রুকূ ২০

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعۡتَنِىۡ فَلَا تَسۡـئَلۡنِىۡ عَنۡ شَىۡءٍ حَتّٰۤى اُحۡدِثَ لَكَ مِنۡهُ
ذِكۡرًا ﴿٧٠﴾

৭১। অতঃপর তারা দু'জন চলতে লাগল, অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে এটি ছিদ্র করে দিল। সে (মূসা) বলল, 'আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য এটি ছিদ্র করলেন? অবশ্যই আপনি এক গুরুতর কিছু করলেন!'

فَانۡطَلَقَا ٚ حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيۡنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقۡتَهَا
لِتُغۡرِقَ اَهۡلَهَا ۚ لَقَدۡ جِئۡتَ شَيۡـئًا اِمۡرًا ﴿٧١﴾

৭২। সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে, নিশ্চয় আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণে কখনো সক্ষম হবেন না?'

قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ اِنَّكَ لَنۡ تَسۡتَطِيۡعَ مَعِىَ صَبۡرًا ﴿٧٢﴾

৭৩। সে (মূসা) বলল, 'আমার ভুলে যাওয়ার কারণে আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার ব্যাপারে কঠোরতা চাপিয়ে দিবেন না।'

قَالَ لَا تُؤَاخِذۡنِىۡ بِمَا نَسِيۡتُ وَلَا تُرۡهِقۡنِىۡ مِنۡ اَمۡرِىۡ عُسۡرًا ﴿٧٣﴾

৭৪। অতঃপর তারা দু'জন চলতে লাগল, অবশেষে যখন তারা এক বালকের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং সে তাকে হত্যা করল, তখন সে (মূসা) বলল, 'আপনি কি কোন ব্যক্তিকে (হত্যার অপরাধ) ছাড়াই এক নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা করলেন? অবশ্যই আপনি এক ঘৃণ্য কিছু করলেন!'

فَانۡطَلَقَا ٚ حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلۡتَ نَفۡسًا
زَكِيَّةً ۢ بِغَيۡرِ نَفۡسٍ ؕ لَقَدۡ جِئۡتَ شَيۡـئًا نُّكۡرًا ﴿٧٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-১৬

৭৫। সে বলল, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, নিশ্চয় আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণে কখনো সক্ষম হবেন না?'

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

৭৬। সে (মূসা) বলল, 'এরপরে যদি আমি আপনাকে কোন কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করি তাহলে আমাকে সঙ্গে রাখবেন না, অবশ্যই আপনি (আমাকে সঙ্গে না রাখার বিষয়ে) আমার পক্ষ হতে অজুহাত লাভ করেছেন।'

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِىْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾

৭৭। অতঃপর তারা দু'জন চলতে লাগল, অবশেষে যখন তারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট আসল তখন তারা তার অধিবাসীদের নিকট খাবার চাইল, কিন্তু তারা তাদেরকে মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল, অতঃপর সেখানে তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর (দেখতে) পেল এবং সে তা ঠিক করে দিল। সে (মূসা) বলল, 'যদি আপনি ইচ্ছা করতেন তাহলে অবশ্যই এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।'

فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨ اسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾

৭৮। সে বলল, 'এটিই আপনার মাঝে ও আমার মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ; যে ব্যাপারে আপনি ধৈর্য ধারণে সক্ষম হননি শীঘ্রই আমি তার ব্যাখ্যা আপনাকে জানিয়ে দিব।

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৭৯। নৌকাটির ব্যাপার হলো, এটি ছিল মিসকিনদের (অভাবগ্রস্তদের), যারা সমুদ্রে কাজ করত, তাই আমি চাইলাম এটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে, কারণ তাদের পিছনে ছিল এক রাজা, যে প্রতিটি (ভাল) নৌকা বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নিত।

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

৮০। আর বালকটির ব্যাপার হলো, তার পিতামাতা দু'জন ছিল মু'মিন, সুতরাং আমি* আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফরীর মাধ্যমে তাদেরকে কষ্ট দিবে,

وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَاۤ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾

৮১। সুতরাং আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তার চেয়ে পবিত্রতায় উত্তম ও দয়া-মায়ায় অধিক ঘনিষ্ঠ (এক সন্তান) প্রতিস্থাপন করবেন।

فَاَرَدْنَاۤ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

৮২। আর প্রাচীরটির ব্যাপার হল, এটি ছিল শহরের দুই ইয়াতিম বালকের এবং এর নিচে আছে তাদের দু'জনের ধন-ভাণ্ডার এবং তাদের পিতা ছিল একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি, সুতরাং আপনার প্রতিপালক চাইলেন যে, তারা (শক্তি-সামর্থ্য ও বয়সের) পূর্ণতায় পৌঁছুক এবং তাদের ধন-ভাণ্ডার উদ্ধার করুক- আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়াস্বরূপ, এবং আমি তা নিজের ইচ্ছায় করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে সক্ষম হননি, এটিই তার ব্যাখ্যা।'

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

ع ১০ রুকূ ১

৮৩। এবং তারা তোমাকে জুল-কারনাইন সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, 'শীঘ্রই আমি তোমাদের নিকট তার বিষয়ে একটি বর্ণনা পাঠ করব।'

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

৮৪। নিশ্চয় আমি (আল্লাহ্‌) তাকে পৃথিবীতে (ক্ষমতা ও সম্পদ দ্বারা) প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং সবকিছুর উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম-

اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

৮৫। অতঃপর সে একটি পথ অনুসরণ করল।

فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮৬। অবশেষে যখন সে সূর্যের অস্তাচলে (পশ্চিমে) পৌঁছল তখন সে এটিকে (সূর্যকে) দেখতে পেল (যেন এটি) এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে এবং সেখানে সে একটি সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমি বললাম, 'হে জুল -কারনাইন! তুমি (তাদেরকে) শাস্তি দিতে পার অথবা তাদের ক্ষেত্রে সদয় পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পার।'

حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۬ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

৮৭। সে বলল, 'যে ব্যক্তি জুলুম করে অচিরেই আমি তাকে শাস্তি দিব, এরপর সে তার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিবেন।

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾

৮৮। আর যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান এবং শীঘ্রই তাকে আমি আমার নির্দেশ সহজ করে বলব।'

وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨ الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

৮৯। এরপর সে (অন্য) একটি পথ অনুসরণ করল।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

৯০। অবশেষে যখন সে সূর্যের উদয়াচলে (পূর্বে) পৌঁছল তখন সে এটিকে (সূর্যকে) দেখতে পেল (যেন এটি) এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য এর (সূর্যের) বিপরীতে আমি কোন আড়াল বানাইনি-

حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾

৯১। এরূপই (জুল-কারনাইনের ঘটনা)। আর তার যা ছিল (তা সবই) আমি জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছি।

كَذٰلِكَ ؕ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

৯২। এরপর সে (আরো) একটি পথ অনুসরণ করল।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

৯৩। অবশেষে যখন সে দুই প্রাচীরের (পর্বতের) মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল তখন সেখানে সে তাদেরকে ছাড়াও এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল যারা কোন কথা কমই বুঝতে পারত।

حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

৯৪। তারা বলল, 'হে জুল-কারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজূজ ও মাজূজ* পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী, তবে কি আমরা এর জন্য আপনাকে খরচ দিব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন'?

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

৯৫। সে বলল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা-ই উত্তম, সুতরাং তোমরা আমাকে শক্তি (জনশক্তি) দিয়ে সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে এক মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দেব।'

قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

৯৬। তোমরা আমার কাছে লৌহখণ্ডসমূহ নিয়ে আস, অবশেষে যখন সে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান (পূর্ণ করে) সমান করে ফেলল তখন সে বলল, 'তোমরা (হাঁপরে) ফুঁ দিতে থাক।' অবশেষে যখন সে তা আগুন বানিয়ে ফেলল, তখন সে বলল, 'তোমরা আমার নিকট নিয়ে আস, আমি এর উপর গলিত তামা ঢেলে দেই।'

اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰىٓ اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰىٓ اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

৯৭। সুতরাং তারা তা অতিক্রম করতে সক্ষম হল না এবং একে ছিদ্র করতেও সক্ষম হল না।

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

৯৮। সে বলল, 'এটা আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি দয়া, অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) আসবে তখন তিনি তা সমতল করে দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।'

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ﴿٩٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

৯৯। এবং সেদিন আমি তাদের কতককে ছেড়ে দেব কতকের উপর তরঙ্গের মত এসে পড়তে এবং শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে (দ্বিতীয় শিংগা ফুঁ)। এবং আমি তাদের সকলকেই একত্র করব-

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

১০০।এবং সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষ করার জন্য কাফিরদের নিকট উপস্থিত করব-

ع ٢ ١١ রুকু ১১

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا
لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

১০১।যাদের চোখ ছিল আমার যিকির (কুরআন) থেকে আবরণে ঢাকা এবং তারা শুনতেও সক্ষম ছিল না।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ
إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

১০২।তবে কি যারা কুফরী করেছে তারা মনে করে যে, তারা আমাকে বাদ দিয়ে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবে? নিশ্চয় আমি জাহান্নামকে প্রস্তুত করেছি কাফিরদের জন্য আতিথেয়তাস্বরূপ।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

১০৩।বল, 'আমি কি তোমাদেরকে কাজের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ দিব?'

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

১০৪।দুনিয়ার জীবনে যাদের প্রচেষ্টা নিস্ফল হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে, তারাই সুন্দরভাবে কাজ করছে,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

১০৫।ওরাই তারা যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করেছে, ফলে তাদের কর্মসমূহ বিফল হয়েছে, এবং তাদের জন্য আমি কিয়ামতের দিন কোন ওজন সম্পাদন করব না।

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي
هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

১০৬।এটাই তাদের প্রতিফল- জাহান্নাম, কারণ তারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও রাসূলদেরকে উপহাস হিসাবে গ্রহণ করেছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

১০৭।নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য আপ্যায়নস্বরূপ রয়েছে ফিরদাউসের জান্নাতসমূহ-

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮।সেখানে তারা স্থায়ী হবে, সেখান থেকে তারা স্থানান্তর কামনা করবে না।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ
تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

১০৯।বল, 'আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহের জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তাহলে আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ (লিখা) শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্র অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে- যদিও আমি এর অনুরূপ সাহায্য (আরো কালি) নিয়ে আসি।'

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ
فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

১১০।বল, 'আমি কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ,* আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ কেবল এক ইলাহ্, সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ আশা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।'

ع ٣ ١٢ রুকু ১২

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৯. সূরা মারইয়াম, মাক্কী

৯৮ আয়াত, ৬ রুকূ

١٩-سُوْرَةُ مَرْيَمَ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٩٨، رُكُوْعَاتُهَا-٦

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كٓهٰيٰعٓصٓ ①

১। কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ।

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ②

২। এটি তোমার প্রতিপালকের দয়ার বর্ণনা -তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি,

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ③

৩। যখন সে তার প্রতিপালককে সংগোপনে ডেকেছিল।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ
لَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④

৪। সে বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে, (বার্ধক্যে) মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে এবং আপনাকে ডেকে আমি কখনো দুর্ভাগা হইনি, হে আমার প্রতিপালক!

وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ
لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ⑤

৫। এবং আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দেরকে* (দ্বীনের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে) নিশ্চয় আমি ভয় করছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং আপনার নিকট থেকে আমাকে* দান করুন একজন অনুগামী-

يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥

৬। যে উত্তরাধিকারী হবে আমার এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাকে সন্তোষভাজন বানিয়ে দিন।’

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۣ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ
قَبْلُ سَمِيًّا ⑦

৭। (আল্লাহ্ বললেন) ‘হে যাকারিয়া! নিশ্চয় আমি তোমাকে একজন পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম ইয়াহ্‌ইয়া, আমি তার একই নামবিশিষ্ট ইতঃপূর্বে কাউকে করিনি।’

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ
بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ⑧

৮। সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে আমার পুত্র হবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি!’

قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ
لَمْ تَكُ شَيْئًا ⑨

৯। সে (ফেরেশতা) বলল, ‘এভাবেই (হবে)।’ আপনার প্রতিপালক বলেছেন, ‘তা আমার জন্য সহজ, এবং আমি ইতঃপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।’

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ
لَيَالٍ سَوِيًّا ⑩

১০। সে (যাকারিয়া) বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য একটি নিদর্শন দিন।’ তিনি বললেন, ‘তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থেকেও তিন রাত* কারো সাথে কথা বলতে পারবে না*।’

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا
بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ⑪

১১। অতঃপর সে মেহরাব (ইবাদত কক্ষ) হতে তার সম্প্রদায়ের নিকট বের হল এবং তাদের প্রতি (এ মর্মে) ইশারা করল যে, তোমরা সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর ।

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۚ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑫

১২। (আল্লাহ্ বললেন) ‘হে ইয়াহ্‌ইয়া! এ কিতাব (তাওরাত) শক্তভাবে ধর। আর আমি তাকে শৈশবেই দিয়েছিলাম বিচার-বিবেচনা-

وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ⑬

১৩। এবং আমার নিকট থেকে কোমলতা ও পবিত্রতা এবং সে ছিল তাকওয়াবান-

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৪। তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় এবং সে স্বেচ্ছাচারী ও অবাধ্য ছিল না।

وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾

১৫। এবং তার প্রতি সালাম (শান্তি) যেদিন সে জন্ম লাভ করেছে, যেদিন সে মৃত্যু বরণ করবে এবং যেদিন তাকে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

রুকু ৪

১৬। এবং এ কিতাবে মারইয়ামের (প্রসঙ্গ) উল্লেখ কর। যখন সে তার পরিবার পরিজন হতে (বাইতুল মুকাদ্দাসের) পূর্ব দিকের এক স্থানে পৃথক হয়ে গেল-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾

১৭। এবং সে তাদের থেকে (আড়াল হওয়ার জন্য) পর্দা গ্রহণ করল। অতঃপর আমি তার প্রতি আমার রূহকে (জিবরাঈলকে) প্রেরণ করলাম এবং সে তার নিকট পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতি ধারণ করল।

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۚ فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

১৮। সে (মারইয়াম) বলল, নিশ্চয় আমি তোমার থেকে দয়াময়ের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি- যদি তুমি তাকওয়াবান হও।

قَالَتْ إِنِّيْٓ أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

১৯। সে (জিবরাঈল) বলল, 'আমি কেবল আপনাকে এক পবিত্র পুত্র দানের (সুসংবাদ দেয়ার) জন্য আপনার প্রতিপালকের রাসূল (বাণীবাহক)।

قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

২০। সে (মারইয়াম) বলল, 'কিভাবে আমার পুত্র হবে, যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও হইনি?'

قَالَتْ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

২১। সে (জিবরাঈল) বলল, 'এভাবেই হবে।' আপনার প্রতিপালক বলেছেন, 'তা আমার জন্য সহজ,' এবং তা এজন্য যে, আমি (আল্লাহ্) তাকে মানুষের জন্য বানাব এক নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে এক দয়া এবং তা একটি ফয়সালাকৃত বিষয়।'

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهُٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

২২। অতঃপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তা সহ (গর্ভস্থ সন্তানসহ) এক দূরবর্তী স্থানে পৃথক হয়ে গেল।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

২৩। প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের কান্ডের কাছে নিয়ে এল, সে বলল, 'হায়, এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম ও (সবার কাছে) বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত হতাম!'

فَأَجَآءَهَا الْمَخَاضُ إِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

২৪। অতঃপর সে (জিবরাঈল) তার নিচ থেকে তাকে ডেকে বলল, 'আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, আপনার নিচে আপনার প্রতিপালক একটি পানির প্রবাহ বানিয়ে দিয়েছেন।

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾

২৫। আপনি আপনার দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দিন, তা আপনার উপর টাটকা পাকা খেজুর ফেলবে।

وَهُزِّيْٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

২৬। সুতরাং আপনি আহার করুন, পান করুন ও চক্ষু শীতল করুন, এবং মানুষের মধ্যে কাউকে যদি আপনি দেখেন তখন বলবেন, 'নিশ্চয় আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে রোজা (অর্থাৎ বিরত থাকা) মানত করেছি, সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।'

فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

২৭। অতঃপর সে তাকে (সন্তানকে) বহন করে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল। তারা বলল, 'হে মারইয়াম! তুমি অবশ্যই এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ!

فَأَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۚ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۝٢٨

২৮। হে হারুনের বোন! তোমার পিতা মন্দলোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ব্যভিচারিণী ছিলেন না।'

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ۝٢٩

২৯। অতঃপর সে (মারইয়াম) তার (সন্তানের) প্রতি ইশারা করল। তারা বলল, 'যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব?'

قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ۝٣٠

৩০। সে (শিশু) বলল, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব* দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন-

وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝٣١

৩১। এবং তিনি আমাকে বরকতময় বানিয়েছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন, এবং আমাকে সালাত (নামায) ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি-

وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا ۝٣٢

৩২। এবং (আমাকে বানিয়েছেন) আমার মাতার প্রতি সদয় এবং তিনি আমাকে স্বেচ্ছাচারী ও দুর্ভাগা বানাননি।

وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝٣٣

৩৩। এবং আমার প্রতি সালাম (শান্তি) যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব।'

ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝٣٤

৩৪। এই হল মারইয়ামের পুত্র ঈসা। এটি সেই সত্য কথা যাতে তারা সন্দেহ পোষণ করে।

مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۝٣٥

৩৫। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র জন্য শোভনীয় নয়,পবিত্র তিনি । যখন তিনি কোন বিষয় (করার) ফয়সালা করেন তখন তাকে কেবল বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।

وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝٣٦

৩৬। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটি সরল-সঠিক পথ।

فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٣٧

৩৭। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে দলগুলো (ঈসার পরিচয় সম্পর্কে) মতপার্থক্য করল, সুতরাং দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য এক ভয়াবহ দিনের উপস্থিত কালে।

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ ٱلظَّٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۝٣٨

৩৮। যেদিন তারা আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কতই না শুনবে ও কতই না দেখবে! কিন্তু জালিমরা আজ সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٣٩

৩৯। এবং তাদেরকে সতর্ক কর পরিতাপের দিন সম্পর্কে যখন সকল বিষয়ের ফয়সালা করা হবে, অথচ তারা অসতর্কতার মধ্যে রয়েছে এবং তারা বিশ্বাস করে না।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝٤٠

৪০। নিশ্চয় আমিই পৃথিবী ও এর উপর যারা আছে তাদের উত্তরাধিকারী (স্বত্বাধিকারী) এবং আমারই দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

২ ع ৫ ২ রুকু ৫

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝٤١

৪১। এবং এ কিতাবে ইবরাহীমের (প্রসঙ্গ) উল্লেখ কর। নিশ্চয় সে ছিল সত্যবাদী ও নবী।

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا ۝٤٢

৪২। যখন সে তার পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা! আপনি তার উপাসনা কেন করেন যে শোনে না, দেখে না এবং আপনার কিছুই কাজে আসে না?'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

৪৩। হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমার নিকট এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার নিকট আসেনি, সুতরাং আমাকে অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সরল-সঠিক পথ দেখাব।

يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

৪৪। হে আমার পিতা! শয়তানের উপাসনা করবেন না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।

يٰٓاَبَتِ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৪৫। হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করছি যে, দয়াময় থেকে কোন শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে, তখন আপনি শয়তানের বন্ধু হয়ে পড়বেন।'

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

৪৬। সে (পিতা) বলল, 'হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে অনাগ্রহী? যদি তুমি বিরত না হও তবে আমি তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই পাথর নিক্ষেপ করব এবং তুমি চিরতরে আমাকে বর্জন কর।'

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

৪৭। সে (ইবরাহীম) বলল, 'আপনাকে সালাম (বিদায়), আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য শীঘ্রই ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতি অনুগ্রহশীল।

وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ ۖ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّىْ شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

৪৮। আমি আপনাদের থেকে ও আপনারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করেন তাদের থেকে পৃথক হচ্ছি এবং আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করছি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি দুর্ভাগা হব না।'

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

৪৯। অতঃপর যখন সে তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই নবী বানালাম।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

৫০। এবং তাদেরকে আমি আমার দয়া থেকে দান করলাম ও তাদেরকে দিলাম উচ্চ সুনাম-সুখ্যাতি।

(রুকূ ৩ / ع ٣)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ؗ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾

৫১। এবং এ কিতাবে মূসার (প্রসঙ্গ) উল্লেখ কর। নিশ্চয় সে ছিল বাছাইকৃত (বান্দা) এবং সে ছিল রাসূল ও নবী।

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

৫২। এবং তাকে আমি ডেকেছিলাম তূর পর্বতের ডান দিক* থেকে এবং একান্ত কথায় আমি তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম।

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

৫৩। এবং আমি আমার দয়া থেকে তার জন্য তার ভাই হারূনকে নবী হিসেবে দান করেছিলাম।

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ؗ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং এ কিতাবে ইসমাঈলের (প্রসঙ্গ) উল্লেখ কর। নিশ্চয় সে ছিল প্রতিশ্রুতিকে* সত্যে পরিণতকারী এবং সে ছিল রাসূল ও নবী,

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং সে তার পরিবার-পরিজনকে সালাত (নামায) ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের নিকট সন্তোষভাজন।

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ؗ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং এ কিতাবে ইদরিসের (প্রসঙ্গ) উল্লেখ কর। নিশ্চয় সে ছিল সত্যবাদী ও নবী,

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৭। এবং আমি তাকে উচ্চ স্থানে উঠিয়েছিলাম।

وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

৫৮। ওরাই তারা, নবীদের মধ্য থেকে যাদের উপর আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন- আদমের বংশধর থেকে এবং আমি যাদেরকে নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের থেকে এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের (ইয়াকুবের) বংশধর থেকে এবং যাদেরকে আমি সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের মধ্য থেকে। যখন তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত তখন তারা সিজদায় ও কান্নায় লুটিয়ে পড়ত।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۫ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ۫ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং তাদের পরে আসল এমন উত্তরসূরিরা যারা সালাত (নামায) নষ্ট করল ও কামনার অনুসরণ করল, সুতরাং অচিরেই তারা কুকর্মের শাস্তির সাক্ষাৎ লাভ করবে-

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

৬০। -তারা ছাড়া যারা (কুকর্ম থেকে) অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছে , ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, সুতরাং তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কিছুই জুলুম করা হবে না-

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴿٦٠﴾

৬১। (তারা প্রবেশ করবে) স্থায়ী জান্নাতসমূহে যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় অদৃশ্য থেকে তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন। নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুতি আসবেই।

جَنّٰتِ عَدْنِ ِ الَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿٦١﴾

৬২। সেখানে তারা 'সালাম' (শান্তির অভিভাদন) ছাড়া কোন অসার কথা শুনবে না এবং সেখানে তাদের জন্য রিযিক থাকবে সকালে ও সন্ধ্যায়।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٦٢﴾

৬৩। এই সে জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যারা তাকওয়াবান।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

৬৪। আর (হে রাসূল)! আমি* (জিবরাঈল) আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করি না, যা আছে আমার সামনে ও যা আছে আমার পিছনে এবং যা আছে এর মধ্যবর্তী তা তাঁরই এবং আপনার প্রতিপালক ভুলে যান না,

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

৬৫। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা আছে তার প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর ইবাদত করুন এবং তাঁর ইবাদতে অবিচল থাকুন। আপনি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাউকে জানেন?

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

৬৬। আর মানুষ বলে, 'যখন আমি মৃত্যুবরণ করব তখন কি অচিরেই আমাকে অবশ্যই জীবিত করে (মাটি থেকে) বের করা হবে?'

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

৬৭। মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতঃপূর্বে সৃষ্টি করেছি, যখন সে কিছুই ছিল না?*

اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾

৬৮। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের কসম, অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে সমবেত করব, এরপর অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করব।

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬৯। এরপর প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে তাকে অবশ্যই অবশ্যই আমি টেনে বের করব, যে দয়াময়ের বিরুদ্ধে অবাধ্যতায় সবচেয়ে কঠিন।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

৭০। এরপর অবশ্যই আমি তাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানি যারা জাহান্নামে প্রবেশের সর্বাধিক উপযুক্ত।

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

৭১। এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাতে প্রবেশ করবে না, এটা তোমার প্রতিপালকের চূড়ান্ত ফয়সালা।

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾

৭২। এরপর আমি তাদেরকে উদ্ধার করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব।

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং যখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ স্বরূপ আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন যারা কুফরী করেছে তারা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে, 'দু'দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় উত্তম ও মজলিস হিসেবে অধিক সুন্দর?'

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا ۙ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং তাদের পূর্বে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি যারা উপকরণে (সহায়-সম্পদে) ও দেখতে (দৈহিক অবয়বে) তাদের চেয়ে উত্তম ছিল!

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا ﴿٧٤﴾

৭৫। বল, 'যে পথভ্রষ্টতার মধ্যে আছে, দয়াময় যেন তাকে প্রচুর অবকাশ দেন, অবশেষে যখন তারা তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা দেখবে- শাস্তি হোক বা কিয়ামতই হোক; অতঃপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও বাহিনীর দিক থেকে অধিক দুর্বল।

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

৭৬। এবং যারা সঠিকপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদেরকে পথনির্দেশনা বাড়িয়ে দেন। এবং স্থায়ী সৎকাজগুলো* তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার (ছওয়াব) হিসেবে উত্তম এবং প্রতিদান হিসেবেও উত্তম।

وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾

৭৭। তুমি কি তাকে দেখেছ, যে আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছে এবং বলেছে, '(পুনরুত্থান ঘটলে) আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দেয়া হবে?'*

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾

৭৮। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

৭৯। কক্ষনো না। সে যা বলে আমি তা শীঘ্রই লিখে রাখব এবং তার জন্য শাস্তি অতিমাত্রায় দীর্ঘায়িত করব-

كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾

৮০। এবং আমি উত্তরাধিকারী (স্বত্বাধিকারী) হব তার (অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির) যা সে বলে, এবং সে আমার নিকট আসবে একা।

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

৮১। এবং তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে বহু ইলাহ্ (উপাস্য) গ্রহণ করেছে এজন্য যে, তারা তাদের জন্য সহায় হবে-

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾

٥ ع ٨ / ৫ রুকূ ৮

৮২। কক্ষনো না। তারা (উপাস্যরা) তাদের ইবাদত শীঘ্রই অস্বীকার করবে এবং তারা হবে তাদের প্রতিপক্ষ।

كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

৮৩। তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আমি কাফিরদের উপর শয়তানদেরকে প্রেরণ করেছি যারা তাদেরকে (মন্দ কাজে) অতিমাত্রায় উস্কানি দেয়?

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮৪। সুতরাং তাদের (শাস্তির) ব্যাপারে তুমি তাড়াহুড়া করো না। আমি কেবল তাদের জন্য (সময়) পূর্ণরূপে গণনা করছি,

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

৮৫। যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত দল হিসেবে সমবেত করব-

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

৮৭। তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না কেবল সে ছাড়া, যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

৮৮। আর তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।'

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

৮৯। অবশ্যই তোমরা এক গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করেছ-

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾

৯০। তাতে আকাশসমূহ ভেঙ্গে পড়া, যমীন ফেটে যাওয়া এবং পর্বতমালা ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়।

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾

৯১। (এজন্য) যে, তারা দয়াময়ের সন্তান (আছে বলে) দাবী করেছে,

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

৯২। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য মানায় না।

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾

৯৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে, সে দয়াময়ের নিকট বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না।

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

৯৪। অবশ্যই তিনি তাদের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন এবং তাদেরকে পূর্ণরূপে গণনা করেছেন।

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং তাদের প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন তাঁর নিকট আসবে একা।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

৯৬। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে দয়াময় শীঘ্রই তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।*

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

৯৭। সুতরাং আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তা দিয়ে মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়কে তা দিয়ে সতর্ক করতে পার।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿٩٧﴾

৯৮। আর তাদের পূর্বে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি! তুমি কি তাদের কাউকে অনুভব কর অথবা তাদের ক্ষীণ শব্দও শুনতে পাও?

(রুকূ)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২০. সূরা ত্বা-হা, মাক্কী

১৩৫ আয়াত, ৮ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। ত্বা-হা।

২। আমি এজন্য তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি যে, তুমি দুর্ভোগ পোহাবে-*

৩। বরং (অবতীর্ণ করেছি) একটি স্মারকস্বরূপ তার জন্য যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে,

৪। এক অবতারণ তাঁর নিকট হতে যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

৫। (যিনি) অসীম দয়াময়, আরশে সমাসীন।

৬। যা কিছু আছে আকাশসমূহে, যা কিছু আছে পৃথিবীতে ও যা কিছু আছে উভয়ের মাঝে এবং যা কিছু আছে ভূগর্ভে তা তাঁরই।

৭। এবং যদি তুমি উচ্চস্বরে কথা বল, তবে নিশ্চয় তিনি গোপন ও অতি গোপন বিষয় (সবই) জানেন।

৮। আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই।

৯। আর মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে এসেছে কি?

১০। যখন সে আগুন দেখল, তখন তার পরিবার-পরিজনকে বলল, 'তোমরা (এখানে) অবস্থান কর, নিশ্চয় আমি আগুন দেখেছি, হয়তো আমি তোমাদের জন্য তা থেকে একটু আগুন আনব অথবা আমি আগুনের নিকট পথনির্দেশনা পাব।'

১১। অতঃপর যখন সে তার (আগুনের) নিকট আসল তখন তাকে ডেকে বলা হল, 'হে মূসা!

১২। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার জুতা দু'টো খুলে ফেল, নিশ্চয় তুমি পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া'য় রয়েছ।

১৩। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা ওহী করা হয় তুমি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবন কর।

১৪। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ্; আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণের জন্য সালাত (নামায) কায়েম কর।

১৫। নিশ্চয় কিয়ামত আসবে, আমি এটি গোপন রাখতে চাই যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদান দেয়া যায় তার যা সে চেষ্টা করে।

১৬। সুতরাং যে ব্যক্তি তাতে (কিয়ামতে) বিশ্বাস করে না ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, সে যেন তোমাকে তা (বিশ্বাস করা) হতে কখনো বিরত না রাখে, তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

٢٠-سُوْرَةُ طٰهٰ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٣٥، رُكُوْعَاتُهَا-٨

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰهٰ ۚ ﴿١﴾

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ﴿٢﴾

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٣﴾

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ﴿٤﴾

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿٥﴾

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الثَّرٰى ﴿٦﴾

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ﴿٧﴾

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ﴿٨﴾

وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿٩﴾

اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ
مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ﴿١١﴾

اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿١٣﴾

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴿١٤﴾

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾

১৭। আর হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী?

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ
فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾

১৮। সে বলল, 'এটি আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এটি দ্বারা আমি আমার ভেড়ার জন্য গাছের পাতা ফেলি এবং এটিতে আমার অন্যান্য প্রয়োজনও আছে।'

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾

১৯। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'হে মূসা! তুমি এটি নিক্ষেপ কর।'

فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾

২০। সুতরাং সে (মূসা) তা নিক্ষেপ করল, এবং তৎক্ষণাৎ তা হয়ে গেল একটি সাপ যা দৌড়াতে লাগল।

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ٚ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾

২১। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'তুমি এটাকে ধর এবং ভয় করো না, শীঘ্রই আমি এটাকে এর পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে দেব।

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً
اُخْرٰى ﴿٢٢﴾

২২। এবং তোমার হাত তোমার বাহুর দিকে জড়িয়ে ধর, তা কোন ক্ষতি ছাড়াই শুভ্র-উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে আরেকটি নিদর্শনস্বরূপ-

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾

২৩। যেন আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনাবলীর কিছু দেখাতে পারি,

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾ ع

২৪। তুমি ফিরাউনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।'

১ রুকু ১০

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾

২৫। সে (মূসা) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন-

وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং আমার জন্য আমার কাজ সহজ করে দিন-

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾

২৭। এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন-

يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾

২৮। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং আমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন আমার পরিবার-পরিজনের মধ্য হতে-

هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾

৩০। আমার ভাই হারুনকে-

اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾

৩১। তাকে দ্বারা আমার কোমর শক্ত করে দিন-

وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন-

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৩। যাতে আমরা বেশি করে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করতে পারি-

وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং আপনাকে বেশি করে স্মরণ করতে পারি।

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾

৩৫। নিশ্চয় আপনি আমাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা।'

৩৬। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'হে মূসা! তোমার চাওয়া তোমাকে দেয়া হল।

قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং অবশ্যই আমি তোমার উপর আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম-

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰىٓ ﴿٣٧﴾

৩৮। যখন আমি তোমার মাতার প্রতি ওহী করেছিলাম যা ওহী করার-

اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰىٓ ﴿٣٨﴾

৩৯। যে, 'তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে দাও এবং তাকে সমুদ্রে (নীল নদে) ফেলে দাও, অতঃপর সমুদ্র যেন তাকে তীরে নিক্ষেপ করে, (সেখান থেকে) তাকে গ্রহণ করবে আমার শত্রু ও তার শত্রু।' এবং আমি আমার পক্ষ হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম এবং যাতে তুমি প্রতিপালিত হও আমার চোখে সামনে।

اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ
بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً
مِّنِّىْ ۚ۬ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْٓ ﴿٣٩﴾

৪০। যখন তোমার* বোন (পিছনে পিছনে) চলেছিল এবং বলেছিল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন কাউকে দেখিয়ে দেব, যে তার তত্ত্বাবধান করবে?' অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং সে দুশ্চিন্তা না করে। এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে দুঃখ হতে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি। এবং তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছ, এরপর তুমি নির্ধারিত সময়ে এসেছ, হে মূসা!

اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ
اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۬ؕ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ
مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۬ۚ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۬ۙ ثُمَّ
جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ﴿٤٠﴾

৪১। এবং আমি তোমাকে প্রস্তুত করেছি আমার নিজের জন্য,

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ ۚ﴿٤١﴾

৪২। তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং তোমরা আমার স্মরণে শিথিল হয়ো না,

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ وَلَا تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ ۚ﴿٤٢﴾

৪৩। তোমরা দু'জন ফিরআউনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে,

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۚۖ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং তাকে নম্র কথা বলো, যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে অথবা ভয় করতে পারে।

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾

৪৫। তারা দু'জন বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ভয় করি যে, সে আমাদের উপর (শাস্তি) ত্বরান্বিত করবে অথবা সীমালঙ্ঘন করবে।'

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿٤٥﴾

৪৬। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'তোমরা ভয় করো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি- আমি শুনি ও আমি দেখি।'

قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ﴿٤٦﴾

৪৭। অতএব তোমরা তার নিকট যাও এবং বল, 'নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতিপালকের দু'জন রাসূল, সুতরাং আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে প্রেরণ কর এবং তাদেরকে শাস্তি দিও না, আমরা তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক নিদর্শন নিয়ে এসেছি। এবং 'সালাম' (শান্তি) তার প্রতি যে সঠিকপথ অনুসরণ করেছে।

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۬ۙ
وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ
الْهُدٰى ﴿٤٧﴾

৪৮। নিশ্চয় আমাদের প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, শাস্তি তার উপর, যে (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।'

اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٤٨﴾

৪৯। সে (ফিরআউন) বলল, ' তাহলে কে তোমাদের প্রতিপালক? হে মূসা!'

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ﴿٤٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫০। সে (মূসা) বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, এরপর পথপ্রদর্শন করেছেন।'

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيٓ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ﴿٥٠﴾

৫১। সে (ফিরআউন) বলল, 'তাহলে পূর্ববর্তী প্রজন্মসমূহের অবস্থা কী?'

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلٰى ﴿٥١﴾

৫২। সে (মূসা) বলল, 'এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট এক কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে, আমার প্রতিপালক (সংরক্ষণ করতে) ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না।

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

৫৩। যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য বহু পথ করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন।' অতঃপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهٖٓ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾

৫৪। তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।

كُلُوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾

২ ع ॥ ২ রুকূ ১১

৫৫। আমি তা (যমীন) থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং আরেকবার তা থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনব।

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى ﴿٥٥﴾

৫৬। আর অবশ্যই আমি তাকে (ফিরআউনকে) আমার নিদর্শনাবলী সবই দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা অভিহিত করেছিল ও অস্বীকার করেছিল।

وَلَقَدْ أَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبٰى ﴿٥٦﴾

৫৭। সে (ফিরআউন) বলল, 'হে মূসা! তুমি কি তোমার জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের যমীন (আবাস ভূমি) থেকে বের করে দেয়ার জন্য আমাদের নিকট এসেছ?

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾

৫৮। তবে আমরা তোমার নিকট এর অনুরূপ জাদু অবশ্যই অবশ্যই নিয়ে আসব, সুতরাং আমাদের ও তোমার মাঝে সমতল স্থানে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ কর যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না।'

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا
نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

৫৯। সে (মূসা) বলল, 'তোমাদের নির্দিষ্ট সময় হল উৎসবের দিন এবং লোকদেরকে পূর্বাহ্নে সমবেত করা হবে।'

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَأَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

৬০। অতঃপর ফিরআউন ফিরে গেল এবং তার কৌশলসমূহ* জমা করল, এরপর সে আসল।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ أَتٰى ﴿٦٠﴾

৬১। মূসা তাদেরকে বলল, 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করো না, তাহলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দিবেন, এবং যে মিথ্যা রচনা করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।'

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ
بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾

৬২। অতঃপর তারা তাদের (নিজেদের) মাঝে তাদের (করণীয়) বিষয়ে মতবিরোধ করল এবং তারা (তাদের) গোপন পরামর্শকে গোপন করল।

فَتَنَازَعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾

৬৩। তারা বলল, 'এ দু'জন অবশ্যই জাদুকর, তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের যমীন (আবাস ভূমি) থেকে বের করতে এবং তোমাদের শ্রেষ্ঠ পথ থেকে তোমাদেরকে সরিয়ে নিতে।

قَالُوْٓا إِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ أَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ
بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾

৬৪। অতএব তোমরা তোমাদের কৌশলে একমত হও, এরপর সারিবদ্ধ হয়ে আস এবং আজ সে সফল হবে যে জয়ী হবে।'

فَأَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾

৬৫। তারা বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর আর নয় আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হই।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى إِمَّآ أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَنْ نَّكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقٰى ﴿٦٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾

৬৬। সে (মূসা) বলল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর,' এবং তৎক্ষণাৎ তাদের জাদুতে তার কাছে মনে হল তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো দৌড়াচ্ছে।

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾

৬৭। এবং মূসা অন্তরে ভীতি অনুভব করল ।

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾

৬৮। আমি বললাম, 'ভয় করো না, নিশ্চয় তুমিই বিজয়ী ।

وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۗ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۗ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটি তারা যা তৈরি করেছে তা গিলে ফেলবে। নিশ্চয় তারা যা তৈরি করেছে তা জাদুকরের কৌশল। এবং জাদুকর যেখান থেকেই আসুক, সফল হবে না।'

فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾

৭০। অতঃপর জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল, তারা বলল, 'আমরা হারুন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।'

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۗ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۟ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾

৭১। সে (ফিরআউন) বলল, 'তোমরা কি তাকে বিশ্বাস করলে আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই? নিশ্চয় সে (মূসা) অবশ্যই তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে, সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের হাত ও তোমাদের পা বিপরীত দিক কেটে দিব এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে ক্রুশবিদ্ধ করব এবং অবশ্যই অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কে শাস্তিদানে অধিক কঠিন ও অধিক স্থায়ী।

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۗ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾

৭২। তারা বলল, 'আমাদের নিকট যে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কখনো প্রাধান্য দিব না, সুতরাং তোমার যা ফয়সালা করার তা ফয়সালা কর। তুমি কেবল এ দুনিয়ার জীবনে ফয়সালা করতে পার।

اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾

৭৩। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ ও তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ তা ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ্ উত্তম ও অধিক স্থায়ী।'

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۗ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿٧٤﴾

৭৪। নিশ্চয় যে তার প্রতিপালকের নিকট আসবে অপরাধী হয়ে নিশ্চয় তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, যেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না।

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং যে তাঁর নিকট আসবে মু'মিন হয়ে - যে সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা-

جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

৭৬। -স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে। এবং এটি তার প্রতিদান যে পরিশুদ্ধ হয় ।

(ع ১২ ৩ রুকু ১২)

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ﴿٧٧﴾

৭৭। আর অবশ্যই আমি মূসার প্রতি ওহী করেছিলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে ভ্রমন কর (রওনা কর) এবং তাদের জন্য (লাঠির আঘাতে) সমুদ্রের মধ্যে এক শুকনো পথ তৈরি কর- নাগাল পাওয়ার আশঙ্কা করো না এবং ভয়ও করো না ।

৭৮। এবং ফিরআউন তার বাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, অতঃপর সমুদ্র থেকে তাদেরকে যা ঢাকার তা ঢেকে ফেলল ।

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾

৭৯। আর ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সঠিকপথ প্রদর্শন করেনি।

وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ﴿٧٩﴾

৮০। হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে উদ্ধার করেছিলাম এবং আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি* দিয়েছিলাম তূর পর্বতের ডান পাশে এবং তোমাদের উপর অবতীর্ণ করেছিলাম মান্না ও সালওয়া।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿٨٠﴾

৮১। আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ আহার কর এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করো না, তাহলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ আপতিত হবে এবং যার উপর আমার ক্রোধ আপতিত হয় সে অবশ্যই পতিত (ধ্বংস) হয়।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨١﴾

৮২। এবং নিশ্চয় আমি অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল তার জন্য, যে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে (তওবা করে), ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এরপর সঠিকপথ অবলম্বন করে।

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿٨٢﴾

৮৩। আর তোমার সম্প্রদায় থেকে (আগে আসতে) কিসে তোমাকে* তাড়াহুড়া করাল হে মূসা?

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٨٣﴾

৮৪। সে (মূসা) বলল, 'তারা আমার পিছনেই আছে এবং আপনার দিকে তাড়াহুড়া করেছি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, হে আমার প্রতিপালক!'

قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ﴿٨٤﴾

৮৫। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'তবে নিশ্চয় আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার (চলে আসার) পর এবং সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।'

قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾

৮৬। অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের নিকট ক্রুদ্ধ ও মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে গেল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে (তাওরাত দানের) এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি সেই প্রতিশ্রুতি (পূরণের সময়) তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়ে গেছে, নাকি তোমরা চেয়েছ যে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্রোধ আপতিত হোক, তাই তোমরা আমার (প্রতি প্রদত্ত) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলে?'

فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ ﴿٨٦﴾

৮৭। তারা (মূসার সম্প্রদায়) বলল, 'আমরা আপনার (প্রতি প্রদত্ত) প্রতিশ্রুতি স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, কিন্তু আমাদের উপর সেই সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের বোঝাগুলো চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আমরা সেগুলো নিক্ষেপ করেছি,' এবং এভাবেই সামিরী নিক্ষেপ করেছিল-

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِىُّ ﴿٨٧﴾

৮৮। অতঃপর সে (সামেরী) তাদের জন্য বের করল একটি বাছুর-একটি দেহাকৃতি যার ছিল 'হাম্বা' শব্দ। তখন তারা বলল, 'এটা তোমাদের ইলাহ্, এবং মূসারও ইলাহ্, তবে সে (মূসা) ভুলে গেছে।'

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۚ فَنَسِىَ ﴿٨٨﴾

৮৯। তবে কি তারা দেখে না যে, তা (বাছুরটা) তাদের প্রতি কোন কথা ফিরায় না এবং তাদের জন্য কোন ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয়?

৪ রুকু ১৩

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

৯০। এবং ইতঃপূর্বে হারূন অবশ্যই তাদেরকে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারা কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অসীম দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার নির্দেশের আনুগত্য কর ।'

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ ﴿٩٠﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾

৯১। তারা বলেছিল, 'আমরা এর প্রতি (উপাসনায়) লেগে থাকা হতে কখনো ক্ষান্ত হব না যতক্ষণ না মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসে।'

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾

৯২। সে (মূসা) বলল, 'হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে তোমাকে বাধা দিল-

اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾

৯৩। আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করেছ?'

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ
تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾

৯৪। সে (হারূন) বলল, 'হে আমার মায়ের ছেলে! আমার দাড়ি ও মাথা (চুল) ধরবেন না, নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, আপনি বলবেন, 'তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ও তুমি আমার কথার প্রতি যত্নবান হওনি।'

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾

৯৫। সে (মূসা) বলল, ' তাহলে তোমার ব্যাপার কী, হে সামিরী?'

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ
فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾

৯৬। সে (সামেরী) বলল, 'আমি (এমন কিছু) দেখেছি যা তারা দেখেনি, এবং আমি সেই রাসূলের (জিবরাঈলের) পদচিহ্ন হতে একমুষ্টি নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম, আর এভাবে আমার মন আমাকে প্ররোচিত করেছিল।'

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ
لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ
عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

৯৭। সে (মূসা) বলল, 'তাহলে তুমি যাও, আর নিশ্চয় এই জীবনে তোমার জন্য (অবধারিত) রইল যে, তুমি বলবে (আমাকে) স্পর্শ করো না এবং নিশ্চয় তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট সময়, (তোমার বেলায়) কখনো যার ব্যতিক্রম করা হবে না এবং তুমি তোমার সেই ইলাহ্-এর দিকে লক্ষ্য কর যার প্রতি (উপাসনায়) তুমি লেগে ছিলে। অবশ্যই অবশ্যই আমরা একে জ্বালিয়ে দেব, এরপর অবশ্যই অবশ্যই একে সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রে নিক্ষেপ করব।'

اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

৯৮। তোমাদের ইলাহ্ কেবল আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি জ্ঞানে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ
لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

৯৯। এভাবেই আমি যা গত হয়েছে তার সংবাদ তোমার নিকট বর্ণনা করছি, এবং অবশ্যই আমি তোমাকে দান করেছি আমার নিকট থেকে এক যিকির (কুরআন),

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

১০০।যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, নিশ্চয় সে কিয়ামতের দিন (পাপের) বোঝা বহন করবে-

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾

১০১।তাতে (বোঝা বহনে) তারা স্থায়ী হবে এবং বোঝা হিসেবে কিয়ামতের দিন তাদের জন্য তা কতই না নিকৃষ্ট!

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

১০২।যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং যেদিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব,

يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

১০৩।(সে দিন) তারা নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে বলবে, 'তোমরা কেবল দশ দিন অবস্থান করেছিলে।'

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

১০৪।আমি সে সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানি যা তারা বলবে যখন তাদের মধ্যে পথ-পদ্ধতিতে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি বলবে, 'তোমরা কেবল একদিন অবস্থান করেছিলে।'

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

১০৫।আর তারা তোমাকে পর্বতমালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, সুতরাং বল, 'আমার প্রতিপালক এগুলোকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করবেন-

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾

১০৬।অতঃপর তিনি একে (পৃথিবীকে) রেখে দিবেন তৃণহীন সমতলভূমিরূপে-

لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ﴿١٠٧﴾

১০৭।যাতে তুমি বক্রতা ও উঁচুস্থান দেখবে না।'

১০৮। সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, যার কোন বক্রতা (ব্যাতিক্রম) হবে না এবং অসীম দয়াময়ের সামনে সকল আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে, সুতরাং পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না।

১০৯। দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ছাড়া (কারও) সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না।

১১০। তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে ও যা আছে তাদের পিছনে, কিন্তু তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করতে পারে না।

১১১। এবং চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী (সত্তা) এর নিকট সকল চেহারা অবনত হবে এবং (সেদিন) যে জুলুম বহন করবে সে ব্যর্থ হবে।

১১২। কিন্তু যে মু'মিন হয়ে সৎকাজ করে, সে কোন জুলুম ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে না ।

১১৩। আর এভাবেই আমি এটিকে আরবী কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি এবং তাতে বিভিন্নভাবে শাস্তির প্রতিশ্রুতি বর্ণনা করেছি, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে অথবা তাদের জন্য উপদেশ সৃষ্টি করতে পারে।

১১৪। অতএব আল্লাহ্ হলেন সুমহান যিনি মালিক ও সত্য, আর তোমার প্রতি তাঁর ওহী সম্পূর্ণ করার পূর্বে কুরআন (পাঠ)-এর ব্যাপারে তুমি তাড়াহুড়া করো না এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।'

١ ع ١٥ ৬ রুকূ ১৫

১১৫। এবং অবশ্যই আমি ইতঃপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে কোন দৃঢ় সংকল্প পাইনি।

১১৬। আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমকে সিজদা কর।' তখন তারা সিজদা করল- ইবলিস ছাড়া। সে অস্বীকার করল।

১১৭। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আদম! নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদের দু'জনকে জান্নাত থেকে বের না করে , তাহলে তুমি দুর্ভোগ পোহাবে।

১১৮। নিশ্চয় তোমার জন্য (ব্যবস্থা) রয়েছে যে, তুমি সেখানে (জান্নাতে) ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্ন হবে না-

১১৯। এবং তুমি তাতে পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্রক্লিষ্ট হবে না।

১২০। অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলল, 'হে আদম! আমি কি আপনাকে দেখিয়ে দেব অমরত্বের বৃক্ষটি ও এমন এক রাজ্য যা ক্ষয় হয় না?'

১২১। অতঃপর তারা দু'জন তা (সে বৃক্ষ) হতে আহার করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের (গাছের) পাতা দ্বারা তাদেরকে আবৃত করতে লাগল। আর আদম তার প্রতিপালককে অমান্য করল, ফলে সে ভুলে পতিত হল।

১২২। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন।

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ
لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا (١٠٨)

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ
قَوْلًا (١٠٩)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا (١١٠)

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (١١١)

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّ
لَا هَضْمًا (١١٢)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (١١٣)

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ
يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۚ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (١١٤)

وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا (١١٥)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ۚ اَبٰى (١١٦)

فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ
الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى (١١٧)

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى (١١٨)

وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى (١١٩)

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ
الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى (١٢٠)

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى (١٢١)

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى (١٢٢)

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾

১২৩। তিনি বললেন, 'তোমরা সবাই* তা (জান্নাত) থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু, অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট পথনির্দেশিকা আসবে তখন যে আমার পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভোগ পোহাবে না।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾

১২৪। এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, নিশ্চয় তার জীবিকা হবে সংকুচিত* এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন সমবেত করব দৃষ্টিহীন অবস্থায়।'

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾

১২৫। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করলেন, অথচ আমি ছিলাম দৃষ্টিসম্পন্ন?'

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

১২৬। তিনি বলবেন, 'এভাবেই আমার আয়াতসমূহ তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।'

وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٧﴾

১২৭। এবং এভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাকে যে সীমালঙ্ঘন করে ও তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহে ঈমান আনে না। এবং অবশ্যই আখিরাতের শাস্তি অধিক কঠিন ও অধিক স্থায়ী।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿١٢٨﴾

১২৮। তবে কি এটা তাদেরকে সঠিকপথ দেখাল না যে, আমি তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি যাদের আবাসসমূহে তারা বিচরণ করে থাকে? নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে।

(৭ রুকু ১৬)

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

১২৯। আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি বাণী ও একটি নির্দিষ্ট সময় গত (পূর্ব ঘোষিত) হয়ে না থাকত তাহলে অবশ্যই তা (শাস্তি এসে পড়া) অপরিহার্য হত।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾

১৩০। সুতরাং তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং রাতের কিছু সময়েও পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং দিনের প্রান্তসমূহেও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣١﴾

১৩১। এবং তুমি তোমার চোখ দু'টো কখনো প্রসারিত করো না তার প্রতি যে ভোগ্যসামগ্রী আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দিয়েছি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ- তাতে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আর তোমার প্রতিপালকের (দেয়া) রিযিক উত্তম ও অধিক স্থায়ী।

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾

১৩২। এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাতের (নামাযের) নির্দেশ দাও ও তাতে (নির্দেশ দানে) অবিচল থাক। আমি তোমার নিকট কোন রিযিক চাই না। আমিই তোমাকে রিযিক দেই এবং শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্য।

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٣٣﴾

১৩৩। এবং তারা বলে, 'সে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন?' তাদের নিকট কি পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে যা আছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ (অর্থাৎ কুরআন) আসেনি?

وَلَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾

১৩৪। এবং যদি আমি তাদেরকে ইতঃপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে অবশ্যই তারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতাম।

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِىِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

১৩৫। বল, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে সঠিকপথের অধিকারী এবং কে সঠিকপথ অবলম্বন করেছে।'

(৮ রুকু ১৭)

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২১. সূরা আল-আম্বিয়া, মাক্কী

১১২ আয়াত, ৭ রুকূ

٢١-سُوْرَةُ الْاَنْبِيَآءِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١١٢، رُكُوْعَاتُهَا-٧

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা-১৭

১। মানুষের জন্য নিকটবর্তী হয়েছে তাদের হিসাব, অথচ তারা বেখবর হয়ে উপেক্ষা করছে,

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۚ (١)

২। যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন নতুন উপদেশ আসে তখন তারা কেবল তা খেলাচ্ছলে শ্রবণ করে-

مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۙ (٢)

৩। যখন তাদের হৃদয় থাকে অমনোযোগী। এবং যারা জুলুম করেছে তারা (তাদের) গোপন পরামর্শকে গোপন করে*, (এবং বলে) ‘এ (ব্যক্তি) কি তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু? তবে কি তোমরা দেখে শুনে জাদুর নিকটে যাবে?’

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ (٣)

৪। সে (রাসূল) বলল, ‘আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমস্ত কথা আমার প্রতিপালক জানেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।’

قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٤)

৫। বরং তারা বলে, ‘(এগুলো) এলোমেলো স্বপ্ন, নয়তো সে এটি রচনা করেছে, নয়তো সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের নিকট একটি নিদর্শন নিয়ে আসুক যেভাবে (নিদর্শনসহ) পূর্ববর্তীরা প্রেরিত হয়েছিল।’

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَأْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ (٥)

৬। তাদের পূর্বে কোনো জনপদই ঈমান আনেনি যা আমি ধ্বংস করেছি, তবে কি তারা (জনপদের অধিবাসীরা) ঈমান আনবে?

مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ (٦)

৭। আর তোমার পূর্বে আমি মানুষকেই (রাসূল হিসেবে) প্রেরণ করেছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওহী করেছিলাম, সুতরাং তোমরা যদি না জান তবে যিকির ধারীদেরকে (কিতাবধারীদেরকে) জিজ্ঞাসা কর।

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٧)

৮। এবং আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাবার খেত না এবং তারা স্থায়ীও (অমরও) ছিল না।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ (٨)

৯। এরপর আমি তাদের প্রতি (আমার) প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করলাম, এবং আমি তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা করলাম উদ্ধার করলাম এবং সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করলাম।

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ (٩)

১০। অবশ্যই আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের উল্লেখ* রয়েছে। তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না?

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۚ (١٠)

ع ١ — রুকূ ১

১১। এবং কত জনপদই আমি চুরমার করে দিয়েছি যা (অর্থাৎ যার অদিবাসীরা) ছিল জালিম এবং এর পরে আমি অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ (١١)

১২। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি অনুভব করল তখনই তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে লাগল।

فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ۚ (١٢)

১৩। (তাদেরকে বলা হয়েছিল) ‘পলায়ন করো না এবং ফিরে আস তোমাদের বিলাস-সামগ্রীর দিকে ও তোমাদের বাসস্থানসমূহে, যাতে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।’

لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ (١٣)

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৪। তারা বলেছিল, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা ছিলাম জালিম ।'

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং তাদের এ আর্তনাদ চলছিল যতক্ষণ না আমি তাদেরকে বানিয়ে দিলাম কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুন।

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾

১৬। আর আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা আছে তা আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭। আমি যদি তামাশার সামগ্রী* (স্ত্রী ও সন্তান) গ্রহণ করতে চাইতাম তাহলে আমি আমার নিকট থেকেই তা গ্রহণ করতাম; আমি তা করিনি।

لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮। বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, ফলে তা (সত্য) তাকে (মিথ্যাকে) ধ্বংস করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এবং দুর্ভোগ তোমাদের, তোমরা যে গুণ বর্ণনা করছ তার জন্য।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ؕ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই। এবং তাঁর কাছে যারা আছে তারা তাঁর ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে বিরত থাকে না এবং ক্লান্তও হয় না,

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿١٩﴾

২০। তারা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে রাতে ও দিনে, তারা শিথিল হয় না।

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। তারা (মুশরিকরা) কি পৃথিবী থেকে এমন উপাস্যদেরকে গ্রহণ করেছে যারা (মৃতকে) পুনর্জীবিত করতে পারে?

اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। যদি উভয়টিতে (আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে) আল্লাহ্ ছাড়া বহু ইলাহ্ থাকত তাহলে উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যেত, অতএব তারা যে গুণ বর্ণনা করে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র ।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩ তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, অথচ তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। তারা (মুশরিকরা) কি তাঁকে বাদ দিয়ে বহু ইলাহ্ (উপাস্য) গ্রহণ করেছে? বল, 'তোমরা তোমাদের অকাট্য দলীল-প্রমাণ উপস্থিত কর, এটা আমার সাথে যারা আছে তাদের (অর্থাৎ একত্ববাদীদের) কথা এবং আমার পূর্বে যারা (একত্ববাদী) ছিল তাদেরও কথা।' বরং তাদের (মুশরিকদের) অধিকাংশই সত্য জানে না, ফলে তারা উপেক্ষা করে।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি (এ) ওহী করা ছাড়া যে, 'আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।'

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾

২৬। আর তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন', পবিত্র তিনি। বরং তারা (ফেরেশতারা) সম্মানিত বান্দা-

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। তারা কথায় তাঁর অগ্রগামী হয় না এবং তারা তাঁর নির্দেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। তিনি জানেন যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পিছনে এবং তারা কেবল তাদের জন্য সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি (আল্লাহ্) সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-শঙ্কিত।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৯। এবং তাদের মধ্যে যে বলবে, 'তিনি ছাড়াও নিশ্চয় আমি একজন ইলাহ্', আমি তাকে এর প্রতিফল দেব জাহান্নাম। এভাবেই আমি জালিমদেরকে প্রতিফল দেই।

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

٢ ع ٧ ٢ ২ রুকু ২

৩০। যারা কুফরী করেছে তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং পানি থেকে বানালাম প্রত্যেক জীবিত বস্তু। তবে কি তারা ঈমান আনবে না?

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা বানিয়েছি, যাতে তা (পৃথিবী) তাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং আমি তাতে পাহাড়ী পথ ও সমতল পথ বানিয়েছি, যাতে তারা (গন্তব্যস্থলের) পথ পেতে পারে।

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۪ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং আমি আকাশকে বানিয়েছি সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু তারা এর (আকাশের) নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚۖ وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রতিটিই কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। আর (হে নবী!) আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে স্থায়ীত্ব (অমরত্ব) দান করিনি। সুতরাং তুমি যদি মৃত্যুবরণ কর তাহলে তারা কি স্থায়ী (অমর) হয়ে যাবে?

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَا۟ئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। প্রত্যেক ব্যক্তিই* মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী এবং আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা হিসেবে বিপদে ফেলি এবং আমারই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং যারা কুফরী করেছে তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে কেবল উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে। (তারা বলে) 'একি সেই (ব্যক্তি), যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে?' অথচ তারাই 'রহমান'-এর আলোচনায় অবিশ্বাসী।

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। মানুষকে ত্বরা (প্রবণতা) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব, সুতরাং তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলো না।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং তারা বলে, '(বল) কখন (বাস্তবায়িত হবে) এই প্রতিশ্রুতি- যদি তোমরা সত্যবাদী হও?'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। যারা কুফরী করেছে তারা যদি তখনকার কথা জানত যখন তারা তাদের চেহারা (অর্থাৎ সম্মুখ) থেকে আগুনকে বিরত করতে পারবে না এবং তাদের পিছন থেকেও না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। বরং তা তাদের নিকট হঠাৎ আসবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে, এবং তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। আর অবশ্যই তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা যারা তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল তাদেরকে (বিদ্রূপকারীদেরকে) পরিবেষ্টন করেছিল।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤١﴾

٢ ع ١٨ ٢ ৩ রুকু ৩

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। বল, 'রহমান থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে রাতে ও দিনে?' বরং তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। তবে কি আমাকে বাদ দিয়ে তাদের এমন উপাস্যরা আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করবে? এরা নিজদেরকেই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তাদেরকে আমার কাছ থেকে সুরক্ষিত করা হবে না।

بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। বরং আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের মেয়াদ দীর্ঘ হয়েছিল। তবে কি তারা দেখছে না যে, আমি তাদের যমীনকে এর সীমানাসমূহের দিক থেকে সংকুচিত করছি। তবে কি তারা বিজয়ী হবে?

قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। বল, 'আমি কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি', কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা আহ্বান শোনে না।

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। আর যদি তোমার প্রতিপালকের শাস্তি থেকে একটি ফুৎকার তাদেরকে স্পর্শ করে তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা ছিলাম জালিম।'

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। এবং কিয়ামতের দিনের জন্য আমি ন্যায়বিচারের মীযান (মানদণ্ড) স্থাপন করব, সুতরাং কারো প্রতি কিছুই জুলুম করা হবে না। এবং (কারো কৃতকর্ম) যদি সরিষার দানা পরিমাণ হয় তবু আমি তা উপস্থিত করব। এবং হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। আর অবশ্যই আমি মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম 'ফুরকান' এবং মুত্তাকীদের জন্য একটি আলো ও উপদেশ-

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং তারা কিয়ামত সম্পর্কে ভীত-শঙ্কিত।

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। আর এটি (কুরআন) একটি বরকতময় উপদেশ; আমি এটি অবতীর্ণ করেছি। তবে কি তোমরা এটিকে অস্বীকার কর?

রুকূ ৪

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১। এবং অবশ্যই আমি এর পূর্বে ইবরাহীমকে তার সঠিক পথ দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে জানতাম।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'এ মূর্তিগুলো কী, যাদের প্রতি (উপাসনায়) তোমরা লেগে থাক?'

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। তারা বলল, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের উপাসক হিসেবে পেয়েছি।'

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৪। সে বলল, 'তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছ।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছ, না কি তুমি তামাশাকারীদের অন্তর্ভুক্ত?'

قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۖ وَ
أَنَا عَلٰى ذٰلِكُم مِّنَ الشّٰهِدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬। সে বলল, 'বরং তোমাদের প্রতিপালক হলেন আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭। আর আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা চলে যাওয়ার পর অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করব।'

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮। অতঃপর সে এগুলোকে (মূর্তিগুলোকে) চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল- তাদের বড়টি ছাড়া, যাতে তারা তার (বড় মূর্তিটির) দিকে ফিরে আসে।

قَالُوا مَن فَعَلَ هٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯। তারা বলল, 'আমাদের উপাস্যগুলোর সাথে এমন (আচরণ) কে করল? নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرٰهِيمُ ﴿٦٠﴾

৬০। তারা বলল, 'এক যুবককে এদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইবরাহীম বলে ডাকা হয়।'

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلٰى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

৬১। তারা বলল, 'তাকে জনসম্মুখে নিয়ে আস, যাতে তারা (তাকে দেখে) সাক্ষী দিতে পারে।'

قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يٰٓإِبْرٰهِيمُ ﴿٦٢﴾

৬২। তারা বলল, 'হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ (আচরণ) করেছ?'

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ۖ كَبِيرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩। সে বলল, 'বরং এদের এই বড়টিই তা করেছে, সুতরাং এদেরকে জিজ্ঞাসা কর- যদি এরা কথা বলতে পারে।'

فَرَجَعُوٓا إِلٰىٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪। সুতরাং তারা তাদের নিজেদের দিকে ফিরে গেল এবং (একে অপরকে) বলল, 'নিশ্চয় তোমরাই জালিম'-

ثُمَّ نُكِسُوا عَلٰى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫। এরপর তারা পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল, (এবং বলল) 'অবশ্যই তুমি জান যে, এরা কথা বলে না।'

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَ
لَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

৬৬। সে (ইবরাহীম) বলল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কিছুর উপাসনা কর যা তোমাদের কিছু উপকার করে না এবং তোমাদের অপকারও করে না?

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭। ধিক্‌ তোমাদের জন্য এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা কর তাদের জন্য। তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না?'

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوٓا ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فٰعِلِينَ ﴿٦٨﴾

৬৮। তারা বলল, 'তাকে পুড়িয়ে ফেল এবং তোমাদের উপাস্যদেরকে সাহায্য কর- যদি তোমরা (কিছু) করতেই চাও।'

قُلْنَا يٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلٰمًا عَلٰىٓ إِبْرٰهِيمَ ﴿٦٩﴾

৬৯। আমি বললাম, 'হে আগুন! ইবরাহীমের প্রতি শীতল ও শান্তি হয়ে যাও'-

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾

৭০। এবং তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম,

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِى بٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعٰلَمِينَ ﴿٧١﴾

৭১। এবং আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সে যমীনে (দেশে)* নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি জগৎসমূহের (মানবজাতির) জন্য বরকত দিয়েছি।

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحٰقَ ۖ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِينَ ﴿٧٢﴾

৭২। আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং অতিরিক্ত হিসেবে (পৌত্ররূপে) ইয়াকুবকে। এবং প্রত্যেককেই বানিয়েছিলাম সৎকর্মশীল।

وَجَعَلْنٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ
وَإِقَامَ الصَّلٰوةِ وَإِيتَآءَ الزَّكٰوةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عٰبِدِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে (মানুষকে) সঠিক পথ প্রদর্শন করত, তাদের প্রতি ওহী করেছিলাম কল্যাণের কাজ করতে, সালাত (নামায) কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে, এবং তারা আমারই ইবাদত করত।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭৪। এবং লূত, আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে যা (অর্থাৎ যার অধিবাসীরা) অপবিত্র কাজ করত। নিশ্চয় তারা ছিল এক নিকৃষ্ট ও পাপাচারী সম্প্রদায়-

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾

৯ ع ২৯ ৯ ৫ রুকূ ৫

৭৫। এবং তাকে আমি আমার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। এবং নূহ, যখন সে (ইবরাহীম ও লূতের) পূর্বে ডেকেছিল এবং আমি তাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম,

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল। নিশ্চয় তারা ছিল এক নিকৃষ্ট সম্প্রদায়, সুতরাং তাদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।

وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং দাঊদ ও সুলাইমান, যখন তারা শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার* করছিল যখন তাতে কোন সম্প্রদায়ের ভেড়া রাতের বেলায় চলে গিয়েছিল, এবং আমি তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম।

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। অতঃপর আমি সুলাইমানকে তা (অর্থাৎ এর ফয়সালা) বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে* আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। এবং আমি পর্বতমালা ও পাখিকে দাঊদের সাথে নিয়োজিত করেছিলাম, তারা আমার পবিত্রতা ঘোষণা করত। এবং আমিই (এসব) করছিলাম।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ؗ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। আর আমি তাকে (দাঊদকে) তোমাদের জন্য বর্মনির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদেরকে তোমাদের যুদ্ধে সুরক্ষিত করতে পারে, সুতরাং তোমরা কৃতজ্ঞ হবে কি?

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং সুলাইমানের জন্য উদ্দাম বায়ুকে (নিয়োজিত করেছিলাম), যা তার নির্দেশে সেই যমীনের (অঞ্চলের) দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আমি বরকত দিয়েছি। আর আমি সবকিছু সম্পর্কে জানতাম।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং (জ্বীন) শয়তানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এবং এছাড়াও (অন্যান্য) কাজ করত, আর আমিই ছিলাম তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী-

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং আইয়ুব,* যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল যে, 'দুঃখ-দুর্দশা আমাকে স্পর্শ করেছে, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু',

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। সুতরাং আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ-দুর্দশা দূর করলাম এবং তার নিকট (ফিরিয়ে) দিলাম তার পরিবার-পরিজনকে এবং তাদের সাথে তাদের মত (আরো বাড়িয়ে দিলাম) আমার পক্ষ থেকে দয়াস্বরূপ এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং ইসমা'ঈল, ইদ্‌রিস ও যুল্-কিফ্‌ল, প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং তাদেরকে আমি আমার দয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮৭। এবং যুন্-নূন,* যখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল* এবং মনে করেছিল আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না, অতঃপর সে গভীর অন্ধকারের মধ্যে ডেকে বলেছিল যে, 'আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, পবিত্র আপনি; নিশ্চয় আমি ছিলাম জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖۗ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚۖ ﴿٨٧﴾

৮৮। সুতরাং আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করি।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। এবং যাকারিয়া, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল যে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা (উত্তরাধিকারী বিহীন) ছেড়ে দিবেন না, এবং আপনি উত্তম উত্তরাধিকারী।'

وَزَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۚۖ ﴿٨٩﴾

৯০। সুতরাং আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে (সন্তান ধারণের লক্ষ্যে) সংশোধন করেছিলাম। নিশ্চয় তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হত এবং আমাকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকত। এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯১। এবং (সেই নারী) যে তার লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রেখেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার রূহ্ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বানিয়েছিলাম জগৎসমূহের (মানবজাতির) জন্য এক নিদর্শন ।

وَالَّتِىْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾

৯২। নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত (ধর্ম) একই উম্মত (ধর্ম) এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর।

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖۗ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾

٦ ع١٦ ٦ রুকূ ৬

৯৩। কিন্তু (এ সত্ত্বেও) তারা তাদের মধ্যে তাদের (দ্বীনের) বিষয়কে বিভক্ত করেছিল। প্রত্যেকেই আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۚ ﴿٩٣﴾

৯৪। সুতরাং যে মু'মিন হয়ে সৎকাজ করে তার প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করা হবে না এবং নিশ্চয় আমি এর লিপিবদ্ধকারী।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ তার অধিবাসীরা) ফিরে আসবে না-

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَاۤ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। যে পর্যন্ত না ইয়াজূজ ও মাজূজকে খুলে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে।

حَتّٰۤى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। আর (যখন) সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হবে তখন তৎক্ষণাৎ কাফিরদের চোখ (আতঙ্কে) স্থির হয়ে যাবে, (তারা বলবে), 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম, উপরন্তু আমরা ছিলাম জালিম।'

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। নিশ্চয় তোমরা এবং তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যেগুলোর উপাসনা কর সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরা (সবাই) তাতে প্রবেশ করবে।

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯। যদি এগুলো ইলাহ্ই হত তাহলে এগুলো জাহান্নামে প্রবেশ করত না। এবং সবাই তাতে স্থায়ী হবে।

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। সেখানে তাদের জন্য থাকবে দীর্ঘশ্বাস এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০১। নিশ্চয় যাদের জন্য আমার নিকট থেকে কল্যাণ (সৎকাজের সৌভাগ্য) গত হয়েছে, তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে-

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২। তারা এর ক্ষীণ শব্দও শুনবে না এবং সেখানে তাদের মন যা কামনা করবে তা স্থায়ীভাবে ভোগ করবে।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। (হাশরের মাঠের) মহাভীতি তাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে (এ বলে যে), 'এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।'

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। যেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব, লিখিত কাগজ গুটানোর মত। আমি একে ফিরিয়ে আনব যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম। (এটি) আমার উপর পালনীয় প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয় আমি এটি করব।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। আর (লওহে মাহ্ফুজে) উল্লেখের পর আমি যাবুরে (লিখিত কিতাবে) লিখেছি যে, আমার সৎকর্মশীল বান্দারা (জান্নাতের) যমীনের উত্তরাধিকারী হবে।

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। নিশ্চয় এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য ঘোষণা রয়েছে।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। আমি তোমাকে জগতসমূহের জন্য কেবল দয়াস্বরূপ প্রেরণ করেছি।

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮। বল, 'আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ কেবল এক ইলাহ্, সুতরাং তোমরা মুসলিম হবে কি?'

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বল, 'আমি তোমাদের (সবাইকে) সমানভাবে জানিয়ে দিয়েছি এবং আমি জানি না তোমাদেরকে যে (কিয়ামতের) প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা নিকটবর্তী নাকি দূরবর্তী।

اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১০। নিশ্চয় তিনি জানেন (তোমাদের) প্রকাশ্য কথা এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর।

وَاِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١١١﴾

১১১। এবং আমি জানি না এটা (কিয়ামতের সময় প্রকাশ না হওয়াটা) হয়ত তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং একটি সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ।'

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾ ع

১১২। সে (রাসূল) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি (আমাদের মধ্যে) সত্য দ্বারা ফয়সালা করে দিন। আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে ব্যাপারে আমাদের দয়াময় প্রতিপালকই (আমাদের) সহায়স্থল।'

৭ রুকূ ৭

২২. সূরা হাজ্জ, মাদানী

৭৮ আয়াত, ১০ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٢٢-سورة الحج -مدنية

اٰياتها-٧٨، ركوعاتها-١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

১। হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভীষণ ব্যাপার।

يا أيها الناس اتقوا ربكم ۚ إن زلزلة الساعة شيء عظيم ①

২। যেদিন তোমরা তা (প্রকম্পন) প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ ফেলে দিবে এবং তুমি মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি অতি কঠিন।

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات
حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن
عذاب الله شديد ②

৩। আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিতর্ক করে কোন জ্ঞান ছাড়াই এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের-

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل
شيطن مريد ③

৪। তার সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে, যে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে।

كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب
السعير ④

৫। হে মানুষ! পুনরুত্থানের ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তবে (অনুধাবন কর) নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, এরপর বীর্যবিন্দু থেকে, এরপর 'আলাকা' (ভ্রূণ যে পর্যায়ে মাতৃগর্ভে ঝুলে থাকে) থেকে, এরপর 'মুদগা' (চিবানো হয়েছে দেখতে এমন পিণ্ড) থেকে, যা আকৃতি বিশিষ্ট (পূর্ণ মানুষে পরিণত হয়) কিংবা আকৃতি বিশিষ্ট নয় (নষ্ট হয়ে যায়) যাতে আমি তোমাদের কাছে (আমার সৃষ্টি প্রক্রিয়া) সুস্পষ্ট করতে পারি, আর আমি যা (পূর্ণ মানুষে পরিণত করতে) ইচ্ছা করি তা জরায়ুতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করাই। এরপর আমি তোমাদেরকে বের করি শিশুরূপে, এরপর যাতে তোমরা তোমাদের পরিণত বয়সে পৌছতে পার। এবং তোমাদের মধ্য হতে কাউকে (পূর্বেই) মৃত্যু দেয়া হয়, আবার কাউকে হীনতম বয়সের দিকে পৌছানো হয়, যাতে সে (অনেক) জ্ঞান লাভ করার পরও কিছুই না জানে। এবং তুমি ভূমিকে দেখ শুকনো, অতঃপর যখন আমি তাতে পানি অবতীর্ণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং সব ধরণের মনোরম উদ্ভিদ উদগত করে।

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنكم
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة و
غير مخلقة لنبين لكم ۚ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل
مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ۚ ومنكم من
يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد
علم شيئا ۚ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ⑤

৬। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্‌ই সত্য এবং তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান-

ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل
شيء قدير ⑥

৭। এবং কিয়ামত আসবে, যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, এবং এও যে, কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ্‌ পুনরুত্থিত করবেন।

وأن الساعة آتية لا ريب فيها ۙ وأن الله يبعث من في
القبور ⑦

৮। আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিতর্ক করে কোন জ্ঞান বা পথনির্দেশনা বা দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই-

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى و
لا كتب منير ⑧

ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ نُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٩﴾

৯। -তার ঘাড় বাঁকিয়ে, যাতে সে (লোকদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করতে পারে। তার জন্য দুনিয়াতে রয়েছে অপমান এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٠﴾

১০। (সেদিন তাকে বলা হবে) 'এটা তোমার কৃতকর্মের কারণে', এবং এ কারণেও যে, আল্লাহ্ বান্দার প্রতি জুলুমকারী নন।

ع ৮ রুকূ ৮

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾

১১। আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে প্রান্তে থেকে (দ্বিধার সাথে), অতঃপর যদি তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে সে তাতে প্রশান্ত হয় এবং যদি ফিতনা (পরীক্ষা) স্পর্শ করে তাহলে সে তার মুখ ফিরিয়ে নেয় (মুরতাদ হয়ে যায়); সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾

১২ সে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে ডাকে যা তাকে উপকার করে না এবং অপকারও করে না। এটাই সুদূর পথভ্রষ্টতা,

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَ لَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾

১৩। সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতি অবশ্যই তার উপকারের চেয়ে নিকটতর। কতই না নিকৃষ্ট এ প্রভু (রক্ষক) এবং কতই না নিকৃষ্ট এ সহচর!

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾

১৪। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ﴿١٥﴾

১৫। যে (ক্রোধান্বিত ও হতাশ) ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে কখনো সাহায্য করবেন না, সে (তার ক্রোধ ও হতাশা মিটানোর জন্য) আকাশের দিকে একটি রশি টানাক, এরপর তা কেটে ফেলুক, অতঃপর দেখুক তার কৌশল তার ক্রোধের কারণ দূর করে কি না।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾

১৬। আর এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, এবং এও যে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন সঠিকপথ প্রদর্শন করেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِئِيْنَ وَ النَّصٰرٰى وَ الْمَجُوْسَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾

১৭। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং এবং যারা ইহুদী হয়েছে, এবং যারা সাবিয়ী,* নাসারা ও অগ্নিপূজক এবং যারা শরীক করেছে, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর প্রত্যক্ষদর্শী।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُّ وَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۚ وَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۚ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿١٨﴾ (সেজদা)

১৮। তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতমালা, গাছপালা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ আল্লাহ্‌কে সিজদা করে? এবং অনেকের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আর আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন তার জন্য কোন সম্মানদাতা নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿۱۹﴾

১৯। এরা (অর্থাৎ মু'মিন ও কাফিররা) দু'টি প্রতিপক্ষ, যারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করেছে। আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কাটা (তৈরি করা) হয়েছে এবং তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে উত্তপ্ত পানি,

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿۲۰﴾

২০। যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং (তাদের) চামড়া গলিয়ে ফেলা হবে।

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿۲۱﴾

২১। এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি।

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۲۲﴾

২২। যখনই তারা যন্ত্রনাকাতর হয়ে তা (জাহান্নাম) থেকে বের হতে চাইবে তখন তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে নেয়া হবে; এবং (তাদেরকে বলা হবে) 'প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর।'

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ؕ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿۲۳﴾

২৩ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের বালা ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশম।

وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿۲۴﴾

২৪। আর তারা ভাল কথার দিকে পরিচালিত হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল অতি প্রশংসনীয়-এর পথে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ ۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۵﴾

২৫। নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং (মানুষকে) বিরত রাখে আল্লাহ্র পথ ও মসজিদে হারাম হতে - যাকে আমি তাতে অবস্থানকারী (ইতিকাফকারী) ও বহিরাগত লোকদের জন্য সমান করে দিয়েছি - এবং যে ব্যক্তি এর (অর্থাৎ মসজিদে হারামের) মধ্যে (দ্বীনের ব্যাপারে) বিচ্যুতি ঘটাতে বা জুলুম করতে চায়, তাকে (অর্থাৎ প্রত্যেককে) আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۲۶﴾

২৬। এবং যখন আমি ইবরাহীমের জন্য সে ঘরের (কা'বার) স্থান নির্ধারণ করেছিলাম (এবং বলেছিলাম) যে, আমার সাথে কিছুই শরীক করো না এবং আমার ঘরকে পবিত্র কর তাওয়াফকারী,* যারা (সালাতে) দাঁড়ায় এবং রুকুকারী ও সিজদাকারীদের জন্য।

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿۲۷﴾

২৭। এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটে চড়ে, তারা আসবে প্রত্যেক গহিন গিরিপথ থেকে-

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿۲۸﴾

২৮। যাতে তারা তাদের উপকারসমূহে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ গবাদি পশু থেকে যা রিযিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট* দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে, অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুস্থ ও ফকিরকে (গরীবকে) আহার করাও।

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿۲۹﴾

২৯। এরপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে এবং প্রাচীন ঘরের তওয়াফ করে।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩০। এটিই (হজ্জের বিধান), এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পবিত্র বিধানসমূহকে সম্মান করবে তা তার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট উত্তম। এবং তোমাদের জন্য গবাদি পশু হালাল করা হল, তবে তোমাদের নিকট যা পাঠ করা হয় তা ছাড়া, সুতরাং তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা পরিহার কর এবং মিথ্যা* কথা বর্জন কর-

ذٰلِكَ ۖ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَ
اُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ
مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿٣٠﴾

৩১। আল্লাহ্‌র জন্য একত্ববাদী হয়ে, তাঁর সাথে শরীককারী না হয়ে। আর যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল এবং পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বায়ু তাকে এক দূরবর্তী স্থানে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ
مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ
سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾

৩২। এটিই (আল্লাহ্‌র বিধান), এবং যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে সম্মান করবে, তবে নিশ্চয় তা (তার) হৃদয়ের তাকওয়া থেকে।

ذٰلِكَ ۖ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾

৩৩। তোমাদের জন্য এগুলোতে (কুরবানীর পশুতে) এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (কুরবানী করার আগ পর্যন্ত) বহু উপকার রয়েছে (অর্থাৎ এগুলো থেকে উপকার নেয়া বৈধ), এরপর এদের কুরবানীর স্থান প্রাচীন ঘরের নিকট।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ
الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾

ع ৪ রুকু ১১

৩৪। এবং আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য (কুরবানীর) নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছি যাতে তারা (জবাই কালে) আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে পারে, তিনি তাদেরকে যে সকল চতুষ্পদ গবাদি পশু রিযিক দিয়েছেন তার উপর। এবং তোমাদের ইলাহ্ কেবল এক ইলাহ্, সুতরাং তোমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর, আর তুমি সুসংবাদ দাও বিনয়ীদেরকে-

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۗ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ۗ وَبَشِّرِ
الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। যারা তাদের নিকট যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভীত হয়, তাদেরকে যা (দুঃখ-দুর্দশা) আক্রান্ত করে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, সালাত (নামায) কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে।

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ
اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। আর কুরবানীর পশুকে (যা হাজীরা কাবার দিকে নিয়ে যায়) আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শসমূহের অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি, তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধ অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর, অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও তুষ্ট অভাবগ্রস্তকে ও বিনয়ী ভিক্ষাপ্রার্থীকেও। এভাবেই আমি এদেরকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا
مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এদের গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন যাতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন সে জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পার। এবং তুমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দাও।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى
مِنْكُمْ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۗ وَ
بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ রক্ষা করেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে। নিশ্চয় তিনি কোন খিয়ানতকারী ও অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ
كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾

ع ৫ রুকু ১২

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৯। বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হল,* কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম-

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ﴿٣٩﴾

৪০। যাদেরকে তাদের আবাসসমূহ থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত সংসারবিরাগীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ– যেখানে আল্লাহ্‌র নাম বেশি স্মরণ করা হয়। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী।

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤٠﴾

৪১। আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি (ক্ষমতা ও সম্পদ দ্বারা) তাহলে তারা সালাত (নামায) কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে, আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌রই (নিকট)।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾

৪২। এবং যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বেও (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহ্, আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়-

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ۙ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় ও লূতের সম্প্রদায়-

وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ۙ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা, আর মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, অতঃপর আমি কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম, অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি!

وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾

৪৫। আর আমি কত জনপদই ধ্বংস করেছি, যখন তা (জনপদ) জুলুম করেছিল, এবং তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, এবং কত পরিত্যক্ত কূপ ও কত সুউচ্চ প্রাসাদ!

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের থাকত এমন হৃদয় যা দ্বারা তারা অনুধাবন করত অথবা এমন কান যা দ্বারা শ্রবণ করত, কারণ চোখ অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় হৃদয় যা বক্ষে অবস্থিত।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَاۤ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং তারা তোমাকে শাস্তি তাড়াতাড়ি করতে বলে, কিন্তু আল্লাহ্ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। আর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট একটি দিন তোমরা যা গণনা কর তার এক হাজার বছরের মত।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। আর আমি কত জনপদকেই অবকাশ দিয়েছি, যখন তা (জনপদ) জুলুম করেছিল, এরপর একে পাকড়াও করেছি, আর গন্তব্যস্থল আমারই দিকে।

ع ৬ রুকূ ১৩

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾

৪৯। বল, 'হে মানুষ! আমি কেবল তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী,'

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ﴿٤٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫০। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾

৫১। কিন্তু যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে তারাই তীব্র আগুনের অধিবাসী।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

৫২। আর আমি তোমার পূর্বে যে রাসূল কিংবা নবীই প্রেরণ করেছি, সে যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে (ওহীকৃত আয়াত তিলাওয়াত করে শুনানোর জন্য) তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ্ তা রহিত করেন, এরপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুস্পষ্ট করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান-

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

৫৩। যাতে শয়তান যা নিক্ষিপ্ত করে সেটিকে তিনি (আল্লাহ্) পরীক্ষাস্বরূপ করতে পারেন তাদের জন্য যাদের হৃদয়ে রোগ রয়েছে, এবং যারা পাষাণহৃদয়। আর নিশ্চয় জালিমরা সুদূর মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে-

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ ۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যাতে জানতে পারে যে, এটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আসা) সত্য, এবং যাতে তারা তাতে ঈমান আনতে পারে এবং যাতে তাদের হৃদয় তার প্রতি বিনয়ী হয়। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালনাকারী যারা ঈমান এনেছে।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। আর যারা কুফরী করেছে তারা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেই থাকবে যতক্ষণ না তাদের নিকট আকস্মিক কিয়ামত এসে পড়বে অথবা এসে পড়বে এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি।

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। সেদিন রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি তাদের মাঝে বিচার করবেন। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা থাকবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٦﴾

ع ١٣ ৭ রুকূ ১৪

৫৭। আর যারা কুফরী করেছে ও আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ উৎকৃষ্ট রিযিক দান করবেন। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই উত্তম রিযিকদাতা।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তিনি তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই প্রবেশ করাবেন এমন প্রবেশস্থলে যা তারা পছন্দ করবে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল।

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾

৬০। এটিই (তাদের পুরস্কার), এবং যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয় ততটুকু যতটুকু নিপীড়ন তার সাথে করা হয়েছিল, এরপর তার উপর (পুনরায়) নিপীড়ন করা হয়েছে (তখন) অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই মার্জনাকারী ও অতি ক্ষমাশীল।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

৬১। এটি এজন্য যে, আল্লাহ্ রাতকে প্রবেশ করান দিনের মধ্যে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে, এবং এও যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ ۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ
الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾

৬২। এটি এজন্য যে, আল্লাহ্ই সত্য, এবং এও যে, তারা তাঁকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকে তা বাতিল (মিথ্যা), এবং এও যে, আল্লাহ্ই সুউচ্চ ও মহান।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؗ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ
مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾ۚ

৬৩। তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন, ফলে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে? নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।

ع ১৫ ৮ রুকু ১৫

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

৬৪। আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই অভাবমুক্ত ও অতি প্রশংসনীয়।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ
فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾

৬৫। তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (কল্যাণে) নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা আছে সবই এবং নৌযানসমূহকে যা তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে চলাচল করে? আর তিনিই আকাশকে ধরে রাখেন যাতে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তা পৃথিবীর উপর না পড়ে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অবশ্যই অতি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَحْيَاكُمْ ؗ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ
لَكَفُوْرٌ ﴿٦٦﴾

৬৬। এবং তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন; এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, এরপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই অকৃতজ্ঞ।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَ
ادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٦٧﴾

৬৭। আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য (ইবাদতের) নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছি- যা তারা অনুসরণ করে, সুতরাং তারা যেন এ ব্যাপারে তোমার সাথে বিবাদ না করে, এবং তুমি তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর। নিশ্চয় তুমি অবশ্যই সরল-সঠিক পথের উপর রয়েছ।

وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। আর যদি তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে বল, 'তোমার যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানেন।

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। তোমরা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করছ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ
فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧٠﴾

৭০। তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? এসবই (লিপিবদ্ধ) আছে একটি কিতাবে। নিশ্চয় এটি আল্লাহর জন্য সহজ।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ
بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٧١﴾

৭১। এবং তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কিছুর উপাসনা করে যে সম্পর্কে তিনি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং যে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহকে সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পাঠ করা হয় তখন তুমি যারা কুফরী করছে তাদের চেহারাসমূহে অস্বীকৃতি লক্ষ্য করবে। যারা তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বল, 'তবে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে মন্দ কিছুর সংবাদ দিব?' (তা হচ্ছে) আগুন। যারা কুফরী করেছে তাদেরকে আল্লাহ্ এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর কতই না নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল!

ع ৭ ১২ ৯ রুকু ১৬

৭৩। হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর, নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা (সবাই) এর জন্য একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাও তারা তার নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। পশ্চাদ্ধাবনকারী ও পশ্চাদ্ধাবনকৃত (উভয়েই) দুর্বল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

৭৪। তারা আল্লাহ্কে তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী।

مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

৭৫। আল্লাহ্ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে রাসূল (বাণী বাহক) মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

৭৬। তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পিছনে। এবং আল্লাহ্রই দিকে সকল বিষয় ফিরিয়ে নেয়া হবে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

৭৭। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও ভালকাজ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং তোমরা আল্লাহ্র জন্য জিহাদ কর- যথাযথ জিহাদ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। এবং তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন অসুবিধা আরোপ করেননি। (এটি) তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরাও মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হও, সুতরাং তোমরা সালাত (নামায) কায়েম কর, যাকাত* প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের প্রভু (রক্ষক), কতই না উত্তম প্রভু (রক্ষক) এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৩. সূরা আল-মু'মিনুন, মাক্কী

১১৮ আয়াত, ৬ রুকূ

٢٣-سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١١٨ رُكُوْعَاتُهَا-٦

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা-১৮

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿١﴾

১। অবশ্যই সফল হয়েছে মু'মিনরা-

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿٢﴾

২। যারা তাদের সালাতে (নামাযে) বিনয়ী-*

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿٣﴾

৩। এবং যারা অসার কথা* থেকে বিরত থাকে-

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ﴿٤﴾

৪। এবং যারা যাকাত দানে সক্রিয় (যাকাত প্রদানকারী)-

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ﴿٥﴾

৫। এবং যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী-

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ﴿٦﴾

৬। তাদের স্ত্রী অথবা তাদের ডান হাত যা মালিক হয়েছে (দাসী)* তা ছাড়া, কারণ (তখন) নিশ্চয় তারা তিরস্কৃত হবে না,

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ﴿٧﴾

৭। তবে যারা এছাড়া অন্যকে খোঁজ করবে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ﴿٨﴾

৮। এবং যারা তাদের আমানতসমূহ ও তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী-

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ﴿٩﴾

৯। এবং যারা তাদের সালাতসমূহের (নামাযসমূহের) ব্যাপারে যত্নবান।*

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ﴿١٠﴾

১০। তারাই উত্তরাধিকারী-

الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١﴾

১১। যারা উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ﴿١٢﴾

১২। আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কাদা মাটির নির্যাস থেকে,

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۪﴿١٣﴾

১৩। এরপর আমি তা বীর্যবিন্দুরূপে স্থাপন করেছি এক নিরাপদ স্থানে।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ؕ﴿١٤﴾

১৪। এরপর আমি বীর্যবিন্দুকে পরিণত করেছি 'আলাকা'য় (ভ্রূণ যে পর্যায়ে মাতৃগর্ভে ঝুলে থাকে), অতঃপর 'আলাকা'কে পরিণত করেছি 'মুদগা'য় (চিবানো হয়েছে দেখতে এমন পিণ্ড) এবং 'মুদগা'কে পরিণত করেছি হাড়ে, অতঃপর হাড়কে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে, এরপর তাকে গড়ে তুলেছি অন্য এক সৃষ্টিতে। অতএব বরকতময় আল্লাহ্, সর্বোত্তম স্রষ্টা।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ؕ﴿١٥﴾

১৫। এরপর নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। এরপর নিশ্চয় তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা হবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭। এবং অবশ্যই আমি তোমাদের উপর সৃষ্টি করেছি সাতটি স্তর (আকাশ) এবং আমি সৃষ্টির বিষয়ে বেখবর নই।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৮। এবং আমি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করি পরিমাণমত, এবং আমি তা মাটিতে অবস্থান করাই, এবং নিশ্চয় আমি তা নিয়ে নিতেও অবশ্যই সক্ষম,

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى
ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। অতঃপর আমি এর (পানির) মাধ্যমে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি, তাতে তোমাদের জন্য আছে অনেক ফল-মূল এবং তা থেকে তোমরা আহার কর-

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا
فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿١٩﴾

২০। এবং (সৃষ্টি করি) এক প্রকার গাছ যা উৎপন্ন হয় সিনাই পর্বতে, যা উৎপন্ন করে তৈল এবং আহারকারীদের জন্য তরকারির উপাদান।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য গবাদি পশুতে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে, তোমাদেরকে আমি পান করাই তা থেকে যা আছে তাদের পেটে* এবং তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে অনেক উপকারিতা, এবং তোমরা তা থেকে (গোশত) আহার করে থাক-

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ
فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং তোমাদেরকে এদের উপর ও নৌযানের উপর বহন করা হয়।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

ع রুকু ১

২৩। আর অবশ্যই আমি নূহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই। তবে কি তোমরা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করবে না?'

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا
لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। অতঃপর প্রধানরা - যারা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কুফুরী করেছিল - বলল, 'সে তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়, সে তোমাদের উপর মর্যাদা লাভ করতে চাচ্ছে। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে অবশ্যই ফেরেশতাদেরকে অবতীর্ণ করতেন, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এমনটি শুনিনি।

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ
يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۖۚ
مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। সে কেবল এমন ব্যক্তি যার মধ্যে পাগলামী রয়েছে, সুতরাং তোমরা তার (পরিণতি দেখার) জন্য কিছু সময় প্রতীক্ষা কর।'

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾

২৬। সে (নূহ্) বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾

২৭। সুতরাং আমি তার প্রতি ওহী করলাম যে, 'আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌকাটি নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসবে ও চুলাটি উথলে উঠবে তখন প্রতিটি (জীব) থেকে এক জোড়া- দু'টি করে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে তাতে উঠিয়ে নাও, তাদেরকে ছাড়া- তাদের মধ্যে যাদের উপর (শাস্তির) কথা অতিবাহিত (অর্থাৎ সিদ্ধান্ত) হয়েছে, আর যারা জুলুম করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে সম্বোধন করো না,* নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে।

فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ
اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সাথে যারা আছে তারা নৌযানে আরোহণ করবে তখন বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার করেছেন।'

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অবতরণ করান বরকতময় অবতরণস্থলে, আর আপনিই সর্বোত্তম অবতরণকারী।'

وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে, আর অবশ্যই আমি পরীক্ষাকারী।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩১। এরপর তাদের পরে আমি অন্য এক প্রজন্ম* সৃষ্টি করেছিলাম।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٣١﴾

٢ع٢ ২ রুকূ ২

৩২। অতঃপর তাদেরই একজনকে (হূদকে) তাদের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম (সে বলেছিল) যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তবে কি তোমরা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করবে না?'

فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা - যারা কুফরী করেছিল ও আখিরাতের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলেছিল এবং যাদেরকে আমি দুনিয়ার জীবনে বিলাস সামগ্রী দিয়েছিলাম- বলেছিল, 'সে তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়, সে তা-ই খায় যা তোমরা খাও এবং তা-ই পান করে যা তোমরা পান কর।

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। আর যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তখন নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে-

وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমরা মৃত্যু বরণ করবে এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে?

اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তা অসম্ভব-

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এটি (অর্থাৎ জীবন) কেবল আমাদের দুনিয়ার জীবন, আমরা (এখানেই) মরি ও বাঁচি এবং আমরা পুনরুত্থিত হবার নই-

اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। সে কেবল এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে এবং আমরা তার উপর বিশ্বাসী নই।'

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ۨافْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٣٩﴾

৪০। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'কিছু সময়ের মধ্যে অবশ্যই তারা অনুতপ্ত হবে।'

قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। অতঃপর সত্যিই এক বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল এবং আমি তাদেরকে বানিয়ে দিলাম আবর্জনা, সুতরাং ধ্বংস হোক জালিম সম্প্রদায়।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪২। এরপর তাদের পরে আমি সৃষ্টি করেছি অন্যান্য প্রজন্ম।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। কোন উম্মত (জনগোষ্ঠি) তার নির্দিষ্ট সময়কে এগিয়ে আনতে পারে না এবং বিলম্বিতও করতে পারে না।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এরপর আমি একের পর এক আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি। যখনই কোন উম্মতের নিকট তাদের রাসূল এসেছে তখন তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, অতঃপর আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করলাম এবং আমি তাদেরকে বানিয়ে দিলাম কাহিনী, সুতরাং ধ্বংস হোক এমন সম্প্রদায় যারা ঈমান আনে না।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এরপর আমি আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তার ভাই হারূনকে প্রেরণ করলাম-

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৬। ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে, কিন্তু তারা অহঙ্কার করল, এবং তারা ছিল এক উদ্ধত সম্প্রদায়,

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِۦ فَاسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا عَالِينَ

৪৭। অতঃপর তারা বলল, 'আমরা কি আমাদের মত দু'জন মানুষের উপর ঈমান আনব, অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?'

فَقَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَـٰبِدُونَ

৪৮। এবং তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হল।

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا۟ مِنَ الْمُهْلَكِينَ

৪৯। আর অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা সঠিকপথ পেতে পারে।

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَـٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

٣ ع ٢ — ৩ রুকূ ৩

৫০। এবং আমি মারইয়ামের পুত্র ও তার মাকে করেছিলাম একটি নিদর্শন এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক বাসযোগ্য ও ঝর্ণাবিশিষ্ট উঁচু ভূমিতে।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً وَءَاوَيْنَـٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

৫১। হে রাসূলরা! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর। নিশ্চয় আমি তোমরা যা কর সে সম্পর্কে ভালভাবে জানি।

يَـٰٓأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ الطَّيِّبَـٰتِ وَاعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

৫২। এবং নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত (ধর্ম) একই উম্মত (ধর্ম) এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমাকে ভয় কর।

وَإِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

৫৩। কিন্তু তারা তাদের মধ্যে তাদের (দ্বীনের) বিষয়কে যাবুরসমূহে (বিভিন্ন লিখিত কিতাবে) বিভক্ত করেছে।* প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে উৎফুল্ল।*

فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

৫৪। সুতরাং কিছু সময় পর্যন্ত তাদেরকে তাদের গোমরাহীতে (বিপথগামীতায়) থাকতে দাও।

فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ

৫৫। তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করি (তা দিয়ে)-

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ

৫৬। আমি তাদের জন্য সব ধরণের কল্যাণকে ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা অনুভব করে না।

نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

৫৭। নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত-শঙ্কিত-

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ

৫৮। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে-

وَالَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

৫৯। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করে না-

وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

৬০। এবং যারা প্রদান করে যা তারা প্রদান করে থাকে, এমন অবস্থায় যে তাদের হৃদয় ভীত হয়, এ কারণে যে, তাদের প্রতিপালকের দিকে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে-

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ

৬১। তারাই কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারা এর জন্য অগ্রগামী হয়।

أُو۟لَـٰٓئِكَ يُسَـٰرِعُونَ فِى الْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَـٰبِقُونَ

৬২। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত (কিছু) চাপিয়ে দেই না এবং আমার কাছে রয়েছে এমন এক কিতাব (আমলনামা) যা সত্য কথা বলবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَـٰبٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ۝٦٣

৬৩। বরং এ বিষয়ে (অর্থাৎ আমলনামার বিষয়ে) তাদের হৃদয় গোমরাহিতে (বিপথগামিতায়) রয়েছে, এবং এছাড়া তাদের আরও (মন্দ) কর্ম রয়েছে যা তারা করে থাকে।

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ۝٦٤

৬৪। অবশেষে আমি যখন তাদের বিত্তবানদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করি তখনই তারা ফরিয়াদ করতে থাকে।

لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ ۟ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ۝٦٥

৬৫। (তাদেরকে বলা হবে) 'আজ ফরিয়াদ করো না, নিশ্চয় তোমরা আমার পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পাবে না।'

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ۝٦٦

৬৬। অবশ্যই আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে পাঠ করা হত, কিন্তু তোমরা তোমাদের পিছনে সরে পড়তে (মুখ ফিরিয়ে নিতে)-

مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖۗ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ۝٦٧

৬৭। তা থেকে অহঙ্কার করে, নৈশ গল্প-গুজব করে ও মন্দ কথা বলে।

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٦٨

৬৮। তবে কি তারা এই কথা (কুরআন) নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? অথবা তাদের কাছে কি এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝٦٩

৬৯। অথবা তারা কি তাদের রাসূলকে চিনেনি, তাই তাকে অস্বীকার করে?

اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ۝٧٠

৭০। অথবা তারা কি বলে যে, তার মধ্যে পাগলামী রয়েছে? বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে।

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝٧١

৭১। আর সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করত তাহলে আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যারা আছে সবই ধ্বংস হয়ে যেত। বরং আমি তাদেরকে তাদের উপদেশ (কুরআন) দিয়েছি, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖۗ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝٧٢

৭২। অথবা তুমি কি তাদের কাছে কোন খরচ চাও? অথচ তোমার প্রতিপালকের দানই উত্তম, এবং তিনিই উত্তম রিযিকদাতা।

وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٧٣

৭৩। আর নিশ্চয় তুমি অবশ্যই তাদেরকে আহ্বান করছ সরল পথের দিকে।

وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ۝٧٤

৭৪। আর নিশ্চয় যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা (সরল) পথ হতে অবশ্যই বিচ্যুত।

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝٧٥

৭৫। আর যদি আমি তাদেরকে দয়া করতাম এবং তাদের যে দুঃখ-দুর্দশা রয়েছে তা দূর করতাম তবু তারা দিশেহারা হয়ে তাদের অবাধ্যতায় অবশ্যই অবশ্যই অটল থাকত।

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ۝٧٦

৭৬। এবং আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হল না এবং কাকুতি-মিনতি করল না।

حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۝٧٧

৭৭। অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই তখন তারা এতে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ع ৪ রুকূ ৪

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮। এবং তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯। এবং তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের বিস্তার ঘটিয়েছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই দিকে সমবেত করা হবে।

وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। এবং তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং রাত ও দিনের আবর্তন তাঁরই (এখতিয়ারে)। তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না?

بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। বরং তারা তা-ই বলে, যা বলেছিল পূর্ববর্তীরা।

قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। তারা বলে, 'আমরা যখন মৃত্যুবরণ করব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। এই প্রতিশ্রুতি তো আমাদেরকে এবং ইতঃপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও দেয়া হয়েছে (বহুবার)। এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।'

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। বল, 'এ পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার- যদি তোমরা জান?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। শীঘ্রই তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?'

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾

৮৬। বল, 'কে সাত আকাশ এবং মহান আরশের অধিপতি?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। শীঘ্রই তারা বলবে, (এ সব) 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবে কি তোমরা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করবে না?'

قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। বল, 'কার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, অথচ তিনি আশ্রয় দান করেন এবং তার বিপক্ষে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না- যদি তোমরা জানতে?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। শীঘ্রই তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবে তোমরা কিভাবে সম্মোহিত হচ্ছ?'

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০। বরং আমি তাদের নিকট সত্য এনেছি, কিন্তু নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১। আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ্ নেই, (যদি থাকত) তবে প্রত্যেক ইলাহ্ সে যা সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে (পৃথক হয়ে) যেত এবং অবশ্যই একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যে গুণ বর্ণনা করে তা থেকে পবিত্র আল্লাহ্-

১ ع ১৫ ১ ৫ রুকূ ৫

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২। -অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী। অতএব তারা যা শরীক করে তা হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তা যদি আপনি আমাকে দেখান-

৯৪। হে আমার প্রতিপালক! তবে আপনি আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন না।'

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٩٤

৯৫। আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি তা তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।

وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ٩٥

৯৬। মন্দকে প্রতিহত কর তা দিয়ে যা উত্তম। তারা যে গুণ বর্ণনা করে সে সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশি জানি।

اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٦

৯৭। এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানদের প্ররোচনা থেকে-

وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ الشَّيَٰطِينِ ٩٧

৯৮। এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি (এই আশংকায়) যে, এরা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে পড়বে।'

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ٩٨

৯৯। অবশেষে যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু এসে পড়ে তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন-

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ٩٩

১০০। যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি (পূর্বে) ছেড়ে দিয়েছি,' কক্ষনো না (তা হওয়ার নয়)। নিশ্চয় এটি একটি কথা যা সে (নিজ থেকেই) বলছে। আর তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ (অন্তরায়)* সেদিন পর্যন্ত যেদিন পুনরুত্থিত করা হবে।

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ
وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠

১০১। অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক* থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাও করবে না।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ
لَا يَتَسَاءَلُونَ ١٠١

১০২। অতঃপর যাদের (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফল।

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٢

১০৩। এবং যাদের (পুণ্যের) পাল্লা হালকা হবে, ওরাই তারা যারা তাদের নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي
جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١٠٣

১০৪। আগুন তাদের চেহারাসমূহকে ঝলসে দিবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ١٠٤

১০৫। (বলা হবে) 'তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হত না? তখন তোমরা এগুলোকে মিথ্যা অভিহিত করতে।'

أَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٥

১০৬। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদের উপর বিজয়ী হয়েছিল এবং আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়।

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ١٠٦

১০৭। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান (আগুন) থেকে বের করুন, অতঃপর যদি আমরা (মন্দ কাজে) ফিরে যাই, তবে নিশ্চয় আমরা জালিম হব।'

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ١٠٧

১০৮। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, 'তোমরা ঘৃণিত অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না।'

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ١٠٨

১০৯। নিশ্চয় আমার বান্দাদের মধ্যে একদল (লোক) ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আর আপনিই সর্বোত্তম দয়ালু,'

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ
ارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ١٠٩

১১০। কিন্তু তাদেরকে তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ হিসেবে গ্রহণ করেছিলে, এমনকি তারা (অর্থাৎ তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার ব্যস্ততা) তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। এবং তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে।

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ
تَضْحَكُونَ ١١٠

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১। নিশ্চয় আমি আজ তাদেরকে প্রতিদান দিলাম, তাদের ধৈর্যের কারণে, এবং তারাই সফল।

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?'

قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩। তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ, সুতরাং আপনি গণনাকারীদেরকে* জিজ্ঞাসা করুন।'

قٰلَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪। তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, 'তোমরা সামান্যই অবস্থান করেছিলে- যদি তোমরা জানতে।'

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫। তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

১১৬। অতএব আল্লাহ্ হলেন সুমহান, যিনি মালিক ও সত্য, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَإِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭। আর যে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, যে বিষয়ে তার কোন অকাট্য দলিল-প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। নিশ্চয় কাফিররা সফল হয় না।

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮। এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আর আপনি উত্তম দয়ালু।'

ع ৬ রুকু ৬

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৪. সূরা আন-নূর, মাদানী

৬৪ আয়াত, ৯ রুকূ

٢٤-سُوْرَةُ النُّوْرِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٦٤، رُكُوْعَاتُهَا-٩

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। (এটি) একটি সূরা যা আমি অবতীর্ণ করেছি এবং যা (যার বিধানসমূহ) অবশ্যপালনীয় করেছি এবং তাতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

২। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী- তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত বেত্রাঘাত কর, এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের (বিধানের) ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে কোন করুণা যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনে থাক, এবং মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের দু'জনের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ②

৩। ব্যভিচারীই কেবল কোনো ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে বিয়ে করে; এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল কোনো ব্যভিচারী অথবা মুশরিকই বিয়ে করে, আর মু'মিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ③

৪। এবং যারা সচ্চরিত্রা নারীর ব্যাপারে (ব্যভিচারের) অভিযোগ উত্থাপন করে, এরপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না, আর তারাই পাপাচারী-

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ④

৫। তবে যারা তারপর তওবা করে (অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে) এবং (নিজেদেরকে) সংশোধন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑤

৬। এবং যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে (ব্যভিচারের) অভিযোগ উত্থাপন করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী থাকে না, তাদের একেকজনের সাক্ষ্য হবে আল্লাহ্‌র নামে (কসম করে) চারবার সাক্ষ্য দেয়া যে, নিশ্চয় সে অবশ্যই সত্যবাদী।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑥

৭। এবং পঞ্চমবার (কসম করে বলবে) যে, তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত- যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ⑦

৮। কিন্তু তার (অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি) থেকে শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে আল্লাহ্‌র নামে (কসম করে) চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় সে (স্বামী) অবশ্যই মিথ্যাবাদী-

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ⑧

৯। এবং পঞ্চমবার (কসম করে বলবে) যে, তার (অর্থাৎ স্ত্রীর) উপর (আপতিত হবে) আল্লাহ্‌র ক্রোধ- যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয়।

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑨

১০। এবং তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত (তাহলে তোমরা জটিলতায় পড়তে), এবং এও যে, আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ⑩

ع ١ / ١٠ / ১ রুকূ ৭

১১। নিশ্চয় যারা (নবীর স্ত্রী সম্পর্কে) মিথ্যাচার নিয়ে এসেছে* তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না। বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে তা-ই যে পাপ সে অর্জন করেছে, এবং তাদের মধ্যে যে এর প্রধান দায়িত্ব নিয়েছে তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١﴾

১২। যখন তোমরা তা শুনলে তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীরা তাদের নিজেদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করল না এবং বলল না, 'এটা সুস্পষ্ট মিথ্যাচার?'

لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ إِفْكٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٢﴾

১৩। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? এবং যখন তারা সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করেনি তখন আল্লাহ্‌র নিকট তারাই মিথ্যাবাদী।

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪। আর যদি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তাহলে তোমরা যাতে লিপ্ত হয়েছিলে সে জন্য মহাশাস্তি তোমাদেরকে অবশ্যই স্পর্শ করত,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ أَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾

১৫। যখন তোমরা তোমাদের মুখে মুখে তা ছড়াচ্ছিলে এবং তোমাদের মুখে এমন কিছু বলছিলে যে ব্যাপারে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না এবং তোমরা সেটাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে, অথচ আল্লাহ্‌র নিকট তা ছিল গুরুতর (বিষয়)।

إِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৬। এবং যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না, 'এ বিষয়ে আমাদের কথা বলা উচিত নয়? পবিত্র আপনি (হে আল্লাহ্!), এটা এক গুরুতর অপবাদ!'

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ أَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾

১৭। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যেন কখনো তোমরা এর অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি না কর - যদি তোমরা মু'মিন হও।

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮। আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৯। নিশ্চয় যারা পছন্দ করে যে, যারা ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটুক, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। এবং আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

রুকূ ২/৮

২০। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত (তবে তোমাদের কেউ পরিশুদ্ধ হতে পারতে না), এবং এও যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَأَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

২১। ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করে সে তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত তাহলে তোমাদের মধ্য হতে কেউ কখনো পরিশুদ্ধ হতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন পরিশুদ্ধ করেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَإِنَّهٗ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২২। এবং তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন কসম না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন (অভাবগ্রস্ত) ও আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদেরকে (আর্থিক সাহায্য) দিবে না;* তারা যেন (তাদেরকে) মার্জনা করে এবং (তাদের দোষ-ত্রুটি) উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

২৩। নিশ্চয় যারা সচ্চরিত্র, অসতর্ক ও মু'মিন নারীদের ব্যাপারে (ব্যভিচারের) অভিযোগ উত্থাপন করে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করা হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। যে দিন তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের বিরুদ্ধে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে যা তারা করত।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে যে আল্লাহ্ই সুস্পষ্ট সত্য।

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

২৬। নিকৃষ্ট নারীরা নিকৃষ্ট পুরুষদের জন্য এবং নিকৃষ্ট পুরুষরা নিকৃষ্ট নারীদের জন্য, আর পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষরা পবিত্র নারীদের জন্য, তারা (মিথ্যাচারীরা) যা বলে তা থেকে তারা মুক্ত। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

٣ ع ٩ ৩ রুকূ ৯

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

২৭। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের ঘর ছাড়া কারও ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর ও তার বাসিন্দাদের প্রতি সালাম* দাও। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং যদি তোমরা তাতে (ঘরে) কাউকে না পাও তবে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। এবং যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও', তবে তোমরা ফিরে যাবে, তা তোমাদের জন্য পরিশুদ্ধতম (পন্থা)। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন।

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৯। যে ঘরগুলোতে বসবাস করা হয় না কিন্তু তাতে তোমাদের দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে সেখানে প্রবেশ করতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই এবং তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর তা আল্লাহ্ জানেন।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। মু'মিন পুরুষদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য পরিশুদ্ধতম (পন্থা)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তারা যা করে সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩১। এবং মু'মিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে এবং যেন তারা যা (সাধারণত) প্রকাশ হয়ে থাকে তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং যেন তারা তাদের মাথার কাপড় তাদের জামার গলার উপর ফেলে রাখে এবং যেন তারা তাদের স্বামীরা বা পিতারা বা শ্বশুররা বা পুত্ররা বা স্বামীর পুত্ররা বা ভাইয়েরা বা ভাইয়ের পুত্ররা বা বোনের পুত্ররা বা তাদের নারীরা* বা তাদের ডান হাত যা মালিক হয়েছে তা (দাসীরা) বা পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষরা বা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং যেন তারা তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য সজোরে পা না ফেলে। আর হে মু'মিনরা! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র দিকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং তোমাদের মধ্যে আয়্যিমদেরকে (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয় এমন নারী-পুরুষদেরকে)* বিয়ে দাও* এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে সৎকর্মশীলদেরকেও। যদি তারা ফকির (গরীব) হয় তাহলে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। এবং আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী।*

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۚ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং যারা বিয়ে (করার উপায়-উপকরণ) পায় না, তারা যেন (অবৈধ পন্থা হতে) বিরত থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। এবং তোমাদের ডান হাত যা মালিক হয়েছে (দাস-দাসী) তার মধ্যে যারা (নিজেদের মুক্তির জন্য) লিখিত চুক্তি* করতে চায় তাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে বলে জান। এবং তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র সম্পদ থেকে দাও যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। এবং দুনিয়ার জীবনের অস্থায়ী সম্পদ কামনায় তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না যদি তারা সচ্চরিত্রা থাকতে চায়। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদেরকে বাধ্য করার পর নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাদের ব্যাপারে) অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং অবশ্যই আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি স্পষ্টকারী আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত (শিক্ষা) এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ (দিক নির্দেশনা)।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٤﴾

ع ٨ ١٠ ৪ রুকু ১০

৩৫। আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আলো। তাঁর আলোর উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের (আবরণের) মধ্যে বিদ্যমান। কাঁচটি যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যা প্রজ্বলিত করা হয় এমন বরকতময় যায়তূন গাছের তেল দ্বারা যা পূর্ব দিকের নয় পশ্চিম দিকেরও নয়, আগুন একে (প্রদীপটিকে) স্পর্শ না করলেও এর তেল আলো দানের উপক্রম হয়। আলোর উপর আলো। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা পেশ করে থাকেন। এবং আল্লাহ্ সকল বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানেন-

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۚ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ۚ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ۚ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৬। (দীপাধারটি রয়েছে) সে সকল ঘরে* যাকে সমুন্নত করতে এবং সেখানে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সকালে ও সন্ধ্যায়-

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۙ ﴿٣٦﴾

৩৭। -এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হতে এবং সালাত (নামায) কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে ভুলিয়ে রাখে না;* তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন বহু হৃদয় ও দৃষ্টি ওলটপালট হয়ে যাবে-

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۙ ﴿٣٧﴾

৩৮। যাতে তারা যে কাজ করেছে সেজন্য আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে বাড়িয়ে দিতে পারেন। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন বেহিসাব রিযিক দান করেন।

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। আর যারা কুফরী করেছে তাদের কাজগুলো নিম্নভূমিতে বিদ্যমান মরীচিকার মত, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে উপস্থিত হয় তখন সে তাতে কিছুই পায় না এবং সে তার (মরীচিকাতুল্য কাজের) কাছে আল্লাহ্কে পায়, অতঃপর তিনি তার হিসাব (কর্মফল) পুরোপুরি দেন। এবং আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۙ ﴿٣٩﴾

৪০। অথবা (তাদের কাজগুলো) গভীর সমুদ্রের মধ্যে অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউ, এর উপর ঢেউ, এর উপরে মেঘমালা। অন্ধকার- স্তরে স্তরে। যখন সে হাত বের করে তখন তা একেবারেই দেখতে পায় না। আর আল্লাহ্ যার জন্য কোন আলো রাখেননি তার জন্য কোন আলো নেই।

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿٤٠﴾

ع ৫ রুকু ১১

৪১। তুমি কি ভেবে দেখ নি যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং ডানা বিস্তারকারী পাখীরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার সালাত (প্রার্থনা) ও পবিত্রতা ঘোষণা (পদ্ধতি) জানে। এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্রই, এবং আল্লাহ্রই দিকে গন্তব্যস্থল।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾

৪৩। তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে পরিচালিত করেন, এরপর এর মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করেন, এরপর একে পুঞ্জীভূত করেন? অতঃপর তুমি এর মধ্য থেকে বৃষ্টি বের হতে দেখ। এবং আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন (মেঘের) পর্বতমালা যার মধ্যে থাকে শিলা এবং এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন আঘাত করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা করেন এটি (অন্য দিকে) সরিয়ে দেন। এর (মেঘের) বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তিকে কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ؕ ﴿٤٣﴾

৪৪। আল্লাহ্ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান। নিশ্চয় এতে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৫। এবং আল্লাহ্ সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে, এবং তাদের মধ্যে কিছু পেটে ভর দিয়ে চলে, এবং তাদের মধ্যে কিছু দু'পায়ে চলে, এবং তাদের মধ্যে কিছু চলে চারপায়ে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ؕ
يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾

৪৬। অবশ্যই আমি স্পষ্টকারী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾

৪৭। আর তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য করলাম', অতঃপর এরপরে তাদের মধ্য থেকে একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। এবং তারা মু'মিন নয়।

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ
مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে বিচার করে দেয়ার জন্য তখন তাদের মধ্য থেকে একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَاِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ
مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর যদি তাদের কোন অধিকার থাকে* তাহলে তারা বিনীতভাবে তার (অর্থাৎ রাসূলের) কাছে ছুটে আসে।

وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْۤا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। তাদের হৃদয়ে কি রোগ আছে, নাকি তারা সন্দেহ করে? নাকি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করবেন? বরং তারাই জালিম।

ع ١٢ ٦ রুকু ১২

اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْۤا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ ع

৫১। মু'মিনদের কথা কেবল এই- যখন তাদের মধ্যে বিচার করার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়- যে, তারা (শুধু) বলবে, 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।' আর তারাই সফল।

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাঁর (অবাধ্যতা) থেকে সাবধান থাকে, তারাই সফল।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। আর তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহ্‌র নামে কসম করেছিল- তাদের দৃঢ় কসম যে, যদি তুমি তাদেরকে নির্দেশ দাও তাহলে তারা অবশ্যই (যুদ্ধে) বের হবে।* বল, 'তোমরা কসম করো না, (তোমাদের) আনুগত্য জানা আছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।'

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ
لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। বল, 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের।' কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তাকে যা (দায়িত্বভার) অর্পণ করা হয়েছে তা কেবল তার উপর (বর্তাবে) এবং তোমাদেরকে যা (দায়িত্বভার) অর্পণ করা হয়েছে তা তোমাদের উপর (বর্তাবে)। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তাহলে সঠিক পথ পাবে। আর সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই কেবল রাসূলের দায়িত্ব।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ
مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا عَلَى
الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৫। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেভাবে তিনি স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে; এবং তিনি অবশ্যই অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পর তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই তিনি নিরাপত্তা প্রতিস্থাপন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কিছুই শরীক করবে না। আর এরপরে যারা কুফরী করবে, তারাই পাপাচারী (ফাসিক)।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। আর তোমরা সালাত (নামায) কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

ع ১৩ ৭ রুকূ ১৩

৫৭। তুমি কক্ষনো ধারণা করো না যে, যারা কুফরী করেছে তারা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করতে পারবে, আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে আগুন। এবং তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾

৫৮। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ডান হাত যা মালিক হয়েছে তা (দাস-দাসীরা) এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন (তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে) তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে তিন বার- ফজরের সালাতের (নামাযের) পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ এবং ঈশার সালাতের (নামাযের) পর; তোমাদের জন্য এ তিনটি গোপনীয়তার সময়। এসব (সময়) ছাড়া (অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে) তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন অপরাধ নেই। তোমরা একে অপরের কাছে ঘুরাফেরা (আসা যাওয়া) করে থাক। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۫ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٨﴾

৫৯। আর যখন তোমাদের সন্তান-সন্ততি প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে তখন তারা যেন (সকল সময়েই) অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে তাদের পূর্ববর্তীরা (বয়োজ্যেষ্ঠরা)। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٩﴾

৬০। আর বৃদ্ধা নারীরা যারা বিয়ের আশা করে না, সৌন্দর্য প্রর্দশন না করে তাদের (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখাতে তাদের কোন অপরাধ নেই।* কিন্তু (তা থেকে) বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬১। অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই, রুগ্নের জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের ঘরে অথবা তোমাদের পিতাদের ঘরে অথবা তোমাদের মায়েদের ঘরে, অথবা তোমাদের ভাইদের ঘরে অথবা তোমাদের বোনদের ঘরে অথবা তোমাদের চাচাদের ঘরে অথবা তোমাদের ফুফুদের ঘরে অথবা তোমাদের মামাদের ঘরে অথবা তোমাদের খালাদের ঘরে অথবা যার চাবির মালিক তোমরা হয়েছ (সে ঘরে) অথবা তোমাদের বন্ধুদের (ঘরে)। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের নিজেদের (স্বজনদের) প্রতি সালাম দাও- আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অভিবাদন, যা বরকতময় ও পবিত্র। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

(٨ ع ١٣ ৮ রুকু ১৪)

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗۤ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। মু'মিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং যখন তারা কোনো সমষ্টিগত ব্যাপারে তার (রাসূলের) সাথে থাকে তখন তার অনুমতি চাওয়া ছাড়া চলে যায় না। নিশ্চয় যারা তোমার অনুমতি চায় ওরাই তারা যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, অতএব যখন তারা তাদের কোন কাজের জন্য তোমার অনুমতি চায় তখন তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দাও এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰۤى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾

৬৩। রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করো না। তোমাদের মধ্যে যারা অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন, সুতরাং যারা তাঁর নির্দেশের ব্যতিক্রম করে তারা যেন সতর্ক হয় (এ থেকে) যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা তাদের উপর আপতিত হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৪। জেনে রাখ, নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। তোমরা যার উপর রয়েছ তা তিনি জানেন। এবং যেদিন তাদেরকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং তারা যা করেছে তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। এবং আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

(٧ ع ١٥ ৯ রুকু ১৫)

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

২৫. সূরা আল-ফুরকান, মাক্কী

৭৭ আয়াত, ৬ রুকূ

٢٥-سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٧٧، رُكُوْعَاتُهَا-٦

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। বরকতময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী) অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে জগৎসমূহের জন্য সতর্ককারী হতে পারে-

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ ١

২। যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই এবং তিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তা পরিমাপ করেছেন সঠিক পরিমাপে।

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ٢

৩। আর তারা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন উপাস্যদেরকে গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, অথচ তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয় এবং তারা নিজেদের জন্য কোন ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয় এবং তারা মৃত্যু, জীবন ও পুনর্জীবনেরও মালিক নয়।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ٣

৪। এবং যারা কুফরী করেছে তারা বলে, ‘এটা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়, যা সে রচনা করেছে এবং অন্য সম্প্রদায় তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।’* আর (এ কথা বলে) অবশ্যই তারা জুলুম ও মিথ্যা নিয়ে এসেছে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۛۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۚۛ ٤

৫। এবং তারা বলে, ‘(এগুলো) পূর্ববর্তীদের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে, এবং এগুলো সকালে ও সন্ধ্যায় তাকে পাঠ করে শোনানো হয়।’

وَقَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ٥

৬। বল, ‘এটি তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর গোপন বিষয় জানেন।’ নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٦

৭। এবং তারা বলে,‘এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে কোন ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হল না, তাহলে সে (ফেরেশতা) তার সাথে থাকত সতর্ককারীরূপে?

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۙ ٧

৮। অথবা তার নিকট (আকাশ থেকে) ধনভাণ্ডার অর্পণ করা হয় না কেন অথবা তার জন্য একটি বাগান হয় না কেন- যা থেকে সে খেতে পারে?’ এবং জালিমরা বলে, ‘তোমরা কেবল এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে অনুসরণ করছ।’

اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ٨

৯। লক্ষ্য কর, কিভাবে তারা তোমার জন্য উপমা পেশ করছে! সুতরাং তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং তারা কোন পথ পেতে সক্ষম হবে না। ع ١٢ ١ রুকূ ১৬

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ٩

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾

১০। বরকতময় তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমার জন্য এর চেয়ে উত্তম (কিছু) বানাতে পারেন- এমন বাগানসমূহ, যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং তিনি তোমার জন্য বানাতে পারেন প্রাসাদসমূহ।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۟ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ
سَعِيْرًا ﴿١١﴾ ۚ

১১। বরং তারা কিয়ামতকে মিথ্যা বলেছে, এবং কিয়ামতকে যে মিথ্যা বলে তার জন্য আমি প্রস্তুত করেছি জ্বলন্ত আগুন ।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿١٢﴾

১২। যখন দূরবর্তী স্থান থেকে তা (জ্বলন্ত আগুন) তাদেরকে দেখবে তখন তারা এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাবে।

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾ ؕ

১৩। এবং যখন শিকল বাঁধা অবস্থায় এর (জ্বলন্ত আগুনের) কোন সংকীর্ণ স্থানে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংসকে (মৃত্যুকে) আহ্বান করবে।

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾

১৪। (তাদেরকে বলা হবে) 'আজ তোমরা একটি ধ্বংসকে আহ্বান করো না, বরং বহু ধ্বংসকে আহ্বান কর।'

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ
لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ﴿١٥﴾

১৫। বল, 'এটা উত্তম, নাকি স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে?' এটি তাদের প্রতিদান ও গন্তব্যস্থল।

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا
مَّسْـُٔوْلًا ﴿١٦﴾

১৬। সেখানে তারা যা ইচ্ছা করবে তা-ই তাদের জন্য থাকবে, তারা স্থায়ী হবে। এটি তোমার প্রতিপালকের উপর (পালনীয়) এক প্রার্থিত* প্রতিশ্রুতি ।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ
اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾ ؕ

১৭। এবং যেদিন তিনি তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করে তাদেরকে সমবেত করবেন এবং বলবেন, 'তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, নাকি তারাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?'

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ
اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا
قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿١٨﴾

১৮। তারা (উপাস্যরা) বলবে, 'পবিত্র আপনি, আপনাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন অভিভাবক গ্রহণ করা আমাদের জন্য মানায় না, কিন্তু আপনি তাদেরকে ও তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ্যসামগ্রী দিয়েছিলেন, অবশেষে তারা উপদেশ* ভুলে গিয়েছিল এবং তারা ছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।'

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ
وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿١٩﴾

১৯। সুতরাং তোমরা (মুশরিকরা) যা বলছ সে সম্পর্কে তারা (উপাস্যরা) তোমাদেরকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলবে, সুতরাং তোমরা (শাস্তি) সরিয়ে দিতে পারবে না এবং সাহায্যও পাবে না, এবং তোমাদের মধ্যে যে জুলুম করবে আমি তাকে বিরাট শাস্তি আস্বাদন করাব।

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ
وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ
اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾ ۧ

২০। আর তোমার পূর্বে আমি যে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি নিশ্চয় তারা অবশ্যই খাবার খেত ও হাটে-বাজারে* চলাফেরা করত। এবং আমি তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষা বানিয়েছি।* তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? আর তোমার প্রতিপালক সর্বদ্রষ্টা ।

৩ ع ১৪ ২ রুকু ১৭

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-১৯

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴿٢١﴾

২১। আর যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না তারা বলে, 'আমাদের নিকট ফেরেশতাদেরকে অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন?' অবশ্যই তারা তাদের নিজেদের ব্যাপারে অহঙ্কার পোষণ করেছে এবং তারা চরম অবাধ্য হয়েছে।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾

২২। যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ নেই এবং তারা (ফেরেশতারা) বলবে, '(তোমাদের জন্য জান্নাত) নিষেধ, নিষিদ্ধ।'

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾

২৩। এবং তারা যে কাজ করেছে তার প্রতি আমি অগ্রসর হব এবং সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

২৪। সেদিন জান্নাতের অধিবাসীরা অবস্থানস্থলের দিক থেকে হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থলের দিক থেকে হবে অধিক সুন্দর।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৫। আর যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ ফেটে যাবে এবং ফেরেশতাদেরকে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করা হবে।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ۣالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৬। সেদিনের সত্যিকার রাজত্ব অসীম দয়াময়ের জন্য এবং কাফিরদের জন্য সেটি হবে এক কঠিন দিন।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৭। এবং যেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে, (এবং) বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে পথ গ্রহণ করতাম!

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৮। হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!

لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

২৯। অবশ্যই সে আমাকে* উপদেশ (কুরআন) থেকে পথভ্রষ্ট করেছিল আমার নিকট তা আসার পর।' এবং শয়তান মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾

৩০। আর রাসূল বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যাক্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিল।'

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾

৩১। আর এভাবেই আমি অপরাধীদের থেকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়েছি। আর তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩২। আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'কুরআন তার নিকট পুরোটা একবারে অবতীর্ণ হল না কেন?' এভাবেই (পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি), যাতে আমি তা দিয়ে তোমার হৃদয়কে মজবুত করতে পারি এবং আমি তা পাঠ করেছি ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে।

وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং তারা তোমার নিকট এমন কোন দৃষ্টান্ত (যুক্তি-তর্ক, দলিল-প্রমাণ) আনে না যার সত্য ও অধিক সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমার নিকট নিয়ে আসি না।

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٤﴾

৩৪। যাদেরকে অধোমুখী অবস্থায় জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে, তারাই মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্ট ও অধিক পথভ্রষ্ট।

ع ٣ | ৩ রুকূ ১

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝٣٥

৩৫। আর অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারূনকে সাহায্যকারী করেছিলাম,

فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ
تَدْمِيْرًا ۝٣٦

৩৬। এবং বলেছিলাম, 'তোমরা দু'জন সে সম্প্রদায়ের নিকট যাও যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে।' অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ
اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٣٧

৩৭। এবং (ধ্বংস করেছিলাম) নূহের সম্প্রদায়কে, যখন তারা রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলল তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবজাতির জন্য একটি নিদর্শন বানালাম। এবং জালিমদের জন্য আমি প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝٣٨

৩৮। এবং (ধ্বংস করেছিলাম) আদ ও ছামূদকে এবং রাস্*-এর অধিবাসীদেরকে এবং এর মাঝখানের বহু প্রজন্মকে।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ؗ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۝٣٩

৩৯। এবং আমি এর প্রত্যেকের জন্য* দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছিলাম, এবং (তাদের) প্রত্যেককে আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি।

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا
يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ۝٤٠

৪০। এবং অবশ্যই তারা সেই জনপদে* গমন করেছে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল নিকৃষ্ট রকমের (পাথর) বৃষ্টি। তবে কি তারা তা দেখে না? বরং তারা পুনর্জীবনের আশা করে না।

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ
رَسُوْلًا ۝٤١

৪১। এবং যখন তারা তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে কেবল উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে। (এবং বলে) 'এই-ই কি সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন?

اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ
يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝٤٢

৪২। সে আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে প্রায় দূরে সরিয়েই দিত, যদি না আমরা তাদের উপর ধৈর্যধারণ করতাম।' আর যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন অচিরেই তারা জানবে কে অধিক পথভ্রষ্ট।

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۝٤٣

৪৩। তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে তার ইলাহ্ হিসাবে গ্রহণ করেছে? তবে কি তুমি তার তত্ত্বাবধায়ক হবে?

اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا
كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝٤٤

৪৪। তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশই শোনে অথবা অনুধাবন করে? তারা কেবল গবাদি পশুর মত, বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ
ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۝٤٥

৪৫। তুমি কি তোমার প্রতিপালকের ব্যাপারে ভেবে দেখনি কিভাবে তিনি ছায়াকে সম্প্রসারিত করেন? আর যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই একে স্থির বানিয়ে দিতেন, এরপর আমি সূর্যকে এর উপর নির্দেশক বানিয়েছি-

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۝٤٦

৪৬। এরপর আমি একে (ছায়াকে) আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ
النَّهَارَ نُشُوْرًا ۝٤٧

৪৭। এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে বানিয়েছেন আবরণ এবং ঘুমকে বিশ্রাম এবং দিনকে বানিয়েছেন পুনর্জীবন (অর্থাৎ কর্মব্যস্ত)।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيْحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۝٤٨

৪৮। এবং তিনিই তার দয়ার (বৃষ্টির) পূর্বে সুসংবাদস্বরূপ বায়ু প্রেরণ করেন, এবং আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি অবতীর্ণ করি-

لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ۝٤٩

৪৯। যাতে আমি তা দিয়ে মৃত ভূমিকে জীবিত করতে পারি এবং আমি যে বহু জীব-জন্তু ও মানুষ সৃষ্টি করেছি তাদেরকে তা পান করাতে পারি।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫০। এবং অবশ্যই আমি তা (পানি) তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা সবই) অস্বীকার করল- কুফরী ছাড়া*।

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾

৫১। আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম* তাহলে অবশ্যই প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতাম।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿٥١﴾

৫২। সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং এর (অর্থাৎ কুরআনের) মাধ্যমে* তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর- বড় জিহাদ।

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং তিনিই (পাশাপাশি মিলিত) দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন, এটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, বিস্বাদ; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এবং এক অনতিক্রম্য বাধা।

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং তিনিই পানি (বীর্য) থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এবং তাকে বানিয়েছেন বংশসম্পর্কীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কীয়। এবং তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿٥٤﴾

৫৫। আর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের উপকার করে না এবং তাদের অপকারও করে না। এবং কাফির তার প্রতিপালকের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী*।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং আমি তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٥٦﴾

৫৭। বল,'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না এছাড়া যে, কেউ ইচ্ছা করলে সে তার প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করবে।'

قُلْ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং (হে নবী!) তুমি ভরসা কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মৃত্যু বরণ করবেন না এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা (তসবীহ) ঘোষণা কর। এবং তিনি তাঁর বান্দাদের অপরাধসমূহ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ হিসেবে যথেষ্ট-

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ۗ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۚۛ ﴿٥٨﴾

৫৯। যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি আরশে সমাসীন হন। (তিনিই) 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে কোন বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

اَلَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚۛ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ﴿٥٩﴾

৬০। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'রহমান'কে সিজদা কর, তখন তারা বলে, 'রহমান' (আবার) কী? আমরা কি তাকে সিজদা করব যাকে (সিজদা করতে) তুমি আমাদেরকে নির্দেশ কর? আর তা তাদের (সত্য) বিমুখতাই বৃদ্ধি করেছে।

রুকু ৫/৩

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۩ ﴿٦٠﴾

৬১। বরকতময় তিনি যিনি আকাশে বুরুজ (নক্ষত্রপুঞ্জ) বানিয়েছেন এবং তাতে বানিয়েছেন একটি প্রদীপ* ও একটি জ্যোতির্ময় চাঁদ।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿٦١﴾

৬২। এবং তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামী করেছেন তার জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং 'রহমান'-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে বিনয়ী হয়ে চলে* এবং যখন তাদেরকে অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম' (বিদায়)।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬৪। এবং যারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদা অবস্থায় ও দাঁড়ানো অবস্থায়।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ٦٤

৬৫। এবং যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি সরিয়ে দিন, নিশ্চয় এর শাস্তি সর্বনাশা।'

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ
عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٥

৬৬। নিশ্চয় অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্ট!

إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ٦٦

৬৭। এবং যারা, যখন ব্যয় করে তখন অপচয়* করে না এবং কৃপণতাও করে না, এবং তারা এর মাঝে মধ্যপন্থী।

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ
قَوَامًا ٦٧

৬৮। এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না, এবং ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে না যাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করেছেন এবং ব্যভিচার করে না। আর যে এটা করবে সে শাস্তির সম্মুক্ষীন হবে-

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ
الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ
أَثَامًا ٦٨

৬৯। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে-

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ٦٩

৭০। সে ছাড়া যে তওবা করে (অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে), ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, এবং আল্লাহ্ তাদের পাপসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দিবেন। এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ
سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٧٠

৭১। আর যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে, নিশ্চয় সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهٗ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ٧١

৭২। এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অসার কথার পাশ দিয়ে গমন করে তখন সম্মান বজায় রেখে গমন করে (অর্থাৎ পরিহার করে)।

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا
كِرَامًا ٧٢

৭৩। এবং যাদেরকে তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তারা তার প্রতি বধির ও অন্ধের মত আচরণ করে না।

وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ
عُمْيَانًا ٧٣

৭৪। এবং যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্বামী/স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের থেকে আমাদেরকে চক্ষু শীতলকারী দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য ঈমাম (অনুকরণীয়) বানিয়ে দিন।'

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ٧٤

৭৫। তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে (জান্নাতের) সুউচ্চ কক্ষ, কারণ তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং সেখানে তাদেরকে অভিবাদন ও সালাম জানানো হবে-

أُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ
سَلٰمًا ٧٥

৭৬। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কতই না উৎকৃষ্ট!

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ٧٦

৭৭। বল, 'আমার প্রতিপালকের কিছুই আসে যায় না যদি তোমরা তাঁকে না ডাক, তোমরা তো মিথ্যা অভিহিত করেছ, সুতরাং অচিরেই তা (শাস্তি এসে পড়াটা) অপরিহার্য হবে।'

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ
يَكُوْنُ لِزَامًا ٧٧

রুকূ ৪

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৬. সূরা আশ-শু'য়ারা, মাক্কী

২২৭ আয়াত, ১১ রুকূ

٢٦-سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢٢٧، رُكُوْعَاتُهَا-١١

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمّٓ ①

১। তোয়া-সীন-মীম।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

২। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ③

৩। হয়তো তুমি নিজেকে মনোকষ্টে ধ্বংস করে ফেলবে (এ ভেবে) যে, তারা মু'মিন হয় না।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ④

৪। যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে আকাশ থেকে তাদের উপর একটি নিদর্শন অবতীর্ণ করতাম, ফলে এর প্রতি তাদের ঘাড় বিনত হয়ে পড়ত।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ⑤

৫। আর তাদের নিকট দয়াময়ের পক্ষ থেকে এমন কোন নতুন উপদেশ আসেনি, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑥

৬। তারা তো মিথ্যা অভিহিত করেছে, ফলে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার (প্রকৃত) সংবাদসমূহ শীঘ্রই তাদের নিকট আসবে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ⑦

৭। তারা কি পৃথিবীর ব্যাপারে ভেবে দেখেনি? আমি তাতে প্রত্যেক উৎকৃষ্ট ধরণের কত উদ্ভিদ উদগত করেছি!

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑧

৮। নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

ع ৯/১ রুকূ ৫

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑨

৯। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰۤى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑩

১০। এবং যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বলেছিল যে, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কাছে যাও-

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ⑪

১১। -ফিরআউনের সম্প্রদায়ের কাছে। তারা কি (আমাকে) ভয় করবে না?

قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ⑫

১২। সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে,

وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ⑬

১৩। এবং আমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, আর আমার জিহ্বাও (সাবলীলভাবে) চলে না, সুতরাং হারূনের প্রতিও (ওহীসহ জিবরাঈলকে) প্রেরণ করুন।

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ⑭

১৪। আর আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অপরাধ (এর অভিযোগ) আছে, তাই আমি আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।'

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَاۤ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ⑮

১৫। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'কক্ষনো না, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে শ্রবণকারী।'

فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَاۤ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ⑯

১৬। অতএব তোমরা দু'জনে ফিরআউনের নিকট যাও এবং বল, 'নিশ্চয় আমরা জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসূল-

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ⑰

১৭। (এবং বল) যে, আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে প্রেরণ কর।'

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮। সে (ফিরআউন) বলল, 'আমরা কি তোমাকে শিশু হিসেবে আমাদের মাঝে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মাঝে অবস্থান করেছ-

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯। এবং তুমি তোমার কাজ* যা করার তা করেছ, এবং তুমি অকৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢٠﴾

২০। সে (মূসা) বলল, 'আমি তা করেছিলাম তখন, যখন আমি ছিলাম পথহারাদের অন্তর্ভুক্ত।

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾

২১। অতঃপর আমি তোমাদের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম, যখন আমি তোমাদেরকে ভয় করেছিলাম, অতঃপর আমার প্রতিপালক আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٢﴾

২২। এবং সেটি একটি নেয়ামত (হিসেবে কাজ করেছে) যা তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ- যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ।'

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। ফিরআউন বলল, 'আর জগৎসমূহের প্রতিপালক কী?'

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। সে (মূসা) বলল, 'তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা আছে তার প্রতিপালক- যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।'

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। সে (ফিরআউন) তার চারপাশের লোকদেরকে বলল, 'তোমরা কি শ্রবণ করছ না!'

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। সে (মূসা) বলল, 'তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।'

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾

২৭। সে (ফিরআউন) বলল, ' নিশ্চয় তোমাদের রাসূল- যাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে- অবশ্যই পাগল।'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। সে (মূসা) বলল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং উভয়ের মাঝে যা আছে তার প্রতিপালক- যদি তোমরা অনুধাবন করতে!'

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। সে (ফিরআউন) বলল, 'তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ গ্রহণ কর তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কারারুদ্ধদের অন্তর্ভুক্ত করব।'

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾

৩০। সে (মূসা) বলল, 'যদিও আমি তোমার নিকট সুস্পষ্ট কিছু (নিদর্শন) নিয়ে আসি, তবুও?'

قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১। সে (ফিরআউন) বলল, 'তবে তুমি তা নিয়ে আস- যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও ।'

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾

৩২। অতঃপর সে (মূসা) তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ তা এক সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল।

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং সে তার হাত (জামার গলার ভেতর হতে) টেনে বের করল এবং তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের জন্য শুভ্র-উজ্জ্বল হয়ে গেল।

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾

৩৪। সে (ফিরআউন) তার চার পাশের পরিষদবর্গকে বলল, 'নিশ্চয় এ এক বিজ্ঞ জাদুকর-

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। সে তোমাদেরকে তোমাদের যমীন (দেশ) থেকে তার জাদুর মাধ্যমে বের করে দিতে চায়। সুতরাং তোমরা কী পরামর্শ দাও?'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে সংগ্রহকারীদের প্রেরণ করুন-

يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٧﴾

৩৭। তারা আপনার নিকট প্রত্যেক বিজ্ঞ জাদুকরকে নিয়ে আসবে।'

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾

৩৮। অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হল-

وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং লোকদেরকে বলা হল, 'তোমরা কি সমবেত হচ্ছ-

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। যাতে আমরা জাদুকরদেরকে অনুসরণ করতে পারি- যদি তারাই বিজয়ী হয়?'

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১। অতঃপর যখন জাদুকররা আসল তখন তারা ফিরআউনকে বলল, 'আমাদের জন্য অবশ্যই কোন প্রতিদান থাকবে কি- যদি আমরাই বিজয়ী হই?'

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। সে (ফিরআউন) বলল, 'হ্যাঁ, তখন নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই (আমার) নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। মূসা তাদেরকে বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।'

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। অতঃপর তারা তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো নিক্ষেপ করল এবং বলল, 'ফিরআউনের ইজ্জতের কসম! নিশ্চয় আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব।'

فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, এবং তৎক্ষণাৎ তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গিলে ফেলতে লাগল।

فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। তখন জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল-

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম জগৎসমূহের প্রতিপালকের প্রতি-

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি।'

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। সে (ফিরআউন) বলল, তোমরা কি তাকে বিশ্বাস করলে আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই? নিশ্চয় সে অবশ্যই তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে, অতএব অবশ্যই তোমরা অচিরেই (এর পরিণাম) জানবে। অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দিব এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের সবাইকে ক্রুশবিদ্ধ করব।'

قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۚ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। তারা বলল, 'কোন ক্ষতি নেই, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾ ع

রুকু ৭

৫১। নিশ্চয় আমরা প্রত্যাশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন, কারণ আমরা প্রথম মু'মিন।'

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং আমি মূসার প্রতি ওহী করলাম যে, 'আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বের হও, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।'

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। অতঃপর ফিরআউন শহরে শহরে (সৈন্য) সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করল,

৫৪। (এবং বলল) 'নিশ্চয় তারা অবশ্যই ক্ষুদ্র একটি দল-

إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং নিশ্চয় তারা অবশ্যই আমাদের ক্রোধ উদ্রেগকারী-

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং নিশ্চয় আমরা অবশ্যই এক সতর্ক দল।'

وَإِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। ফলে (এভাবেই) আমি তাদেরকে বের করে দিলাম উদ্যানরাজি ও ঝর্ণাসমূহ থেকে-

فَأَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং ধন-ভাণ্ডারসমূহ ও আকর্ষনীয় স্থান থেকে-

وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٥٨﴾

৫৯। এভাবেই (ঘটেছিল)। এবং আমি বনী ইসরাঈলকে এ সবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম।

كَذٰلِكَ ؕ وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾

৬০। অতঃপর তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।

فَأَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। অতঃপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, 'নিশ্চয় আমরা অবশ্যই ধরা পড়ে গেলাম!'

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ أَصْحٰبُ مُوْسٰٓى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। সে (মূসা) বলল, 'কক্ষনো না! নিশ্চয় আমার সাথে আছেন আমার প্রতিপালক, শীঘ্রই তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন।'

قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٦٢﴾

৬৩। অতঃপর আমি মূসার প্রতি ওহী করলাম যে, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে তা বিভক্ত হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল,

فَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوْسٰٓى أَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٣﴾

৬৪। এবং আমি সেখানে নিকটবর্তী করলাম অন্যদেরকে,

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসাকে এবং তার সাথে যারা ছিল সবাইকে,

وَأَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ أَجْمَعِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এরপর আমি নিমজ্জিত করলাম অন্যদেরকে (ফিরাউন ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে)।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦٨﴾ ع

৬৯। এবং তাদের নিকট ইবরাহীমের সংবাদ পাঠ কর।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾

৭০। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কিসের উপাসনা কর?'

إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। তারা বলল, 'আমরা মূর্তির উপাসনা করি এবং তাদের প্রতি (উপাসনায়) লেগে থাকি।'

قَالُوْا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ﴿٧١﴾

৭২। সে বলল, 'তারা কি তোমাদেরকে শোনে যখন তোমরা ডাক-

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩। অথবা তোমাদের উপকার করে কিংবা অপকার করে?'

أَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ أَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪। তারা বলল, 'বরং আমরা আমাদের বাপদাদাদেরকে পেয়েছি এরূপ করতে।'

قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ﴿٧٤﴾

৭৫। সে বলল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা কিসের উপাসনা করে আসছ-

قال أفرءيتم ما كنتم تعبدون ﴿٧٥﴾

৭৬। তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা?

أنتم وآباؤكم الأقدمون ﴿٧٦﴾

৭৭। নিশ্চয় তারা (সবাই) আমার শত্রু, জগৎসমূহের প্রতিপালক ছাড়া-

فإنهم عدو لي إلا رب العلمين ﴿٧٧﴾

৭৮। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন-

الذي خلقني فهو يهدين ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং তিনিই আমাকে খাদ্য ও পানীয় দান করেন-

والذي هو يطعمني ويسقين ﴿٧٩﴾

৮০। এবং যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন-

وإذا مرضت فهو يشفين ﴿٨٠﴾

৮১। এবং যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, এরপর জীবিত করবেন-

والذي يميتني ثم يحيين ﴿٨١﴾

৮২। এবং যিনি- আমি প্রত্যাশা করি যে- কিয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।'

والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ﴿٨٢﴾

৮৩। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত করুন-

رب هب لي حكما وألحقني بالصلحين ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং আমাকে পরবর্তীদের মাঝে সত্যভাষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন-

واجعل لي لسان صدق في الآخرين ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন-

واجعلني من ورثة جنة النعيم ﴿٨٥﴾

৮৬। আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় তিনি হলেন পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত-

واغفر لأبي إنه كان من الضالين ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং সেদিন আমাকে অপমাণিত করবেন না যেদিন পুনরুত্থিত করা হবে-

ولا تخزني يوم يبعثون ﴿٨٧﴾

৮৮। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উপকারে আসবে না-

يوم لا ينفع مال ولا بنون ﴿٨٨﴾

৮৯। তবে (সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে) যে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে।'

إلا من أتى الله بقلب سليم ﴿٨٩﴾

৯০। আর জান্নাতকে নিকটে আনা হবে মুত্তাকীদের জন্য-

وأزلفت الجنة للمتقين ﴿٩٠﴾

৯১। এবং তীব্র আগুনকে প্রকাশ করা হবে বিপথগামীদের জন্য-

وبرزت الجحيم للغاوين ﴿٩١﴾

৯২। এবং তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যাদের উপাসনা করতে তারা কোথায়-

وقيل لهم أينما كنتم تعبدون ﴿٩٢﴾

৯৩।-আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে? তারা কি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে অথবা আত্মরক্ষা করতে পারে?'

من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون ﴿٩٣﴾

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪। অতঃপর তাদেরকে (উপাস্যদেরকে) এবং বিপথগামীদেরকে তার মধ্যে (তীব্র আগুনে) নিক্ষেপ করা হবে অধোমুখী করে-

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫। এবং ইবলিসের বাহিনীর সবাইকে।

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬। এবং তারা (বিপথগামীরা) সেখানে ঝগড়া করে বলবে-

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾

৯৭। আল্লাহ্‌র কসম, অবশ্যই আমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলাম-

إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾

৯৮। যখন আমরা তোমাদেরকে জগৎসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম।

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯। আর অপরাধীরাই (ইবলিসের বাহিনীই) আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾

১০০। সুতরাং আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই-

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾

১০১। এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই।

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾

১০২। সুতরাং যদি আমাদের জন্য একটি প্রত্যাবর্তন থাকত, তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

১০৪। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। নূহের সম্প্রদায় প্রেরিতদেরকে (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল,

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। যখন তাদের ভাই নূহ্‌ তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় করবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল-

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾

১০৮। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর,

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। আর আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান কেবল জগৎসমূহের প্রতিপালকেরই উপর,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾

১১০। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾

১১১। তারা বলল, 'আমরা কি তোমাকে বিশ্বাস করব, যখন নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?'

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾

১১২। সে (নূহ্‌) বলল, 'আর তারা কী করত এ ব্যাপারে আমার কী জ্ঞান আছে?

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩। তাদের হিসাব কেবল আমার প্রতিপালকেরই দায়িত্বে- যদি তোমরা অনুভব করতে,

১১৪। এবং মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার আমি কেউ নই,

وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ١١٤

১১৫। আমি কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ١١٥

১১৬। তারা বলল, 'হে নূহ্! যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তাহলে অবশ্যই তুমি পাথরে আঘাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ١١٦

১১৭। সে (নূহ্) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে,

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ١١٧

১১৮। সুতরাং আপনি আমার মাঝে ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মু'মিন আছে তাদেরকে উদ্ধার করুন।'

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ١١٨

১১৯। অতঃপর আমি তাকে ও তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে বোঝাই নৌযানে (উঠিয়ে) উদ্ধার করলাম,

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ١١٩

১২০। এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ١٢٠

১২১। নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ١٢١

১২২। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই মহা প্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ١٢٢

ع ١٨ / ٦ রুকূ ১০

১২৩। আদও প্রেরিতদেরকে (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল,

كَذَّبَتْ عَادُ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ١٢٣

১২৪। যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি (আল্লাহ্কে) ভয় করবে না?

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ١٢٤

১২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল-

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ١٢٥

১২৬। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ١٢٦

১২৭। আর আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান কেবল জগৎসমূহের প্রতিপালকেরই উপর।

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ١٢٧

১২৮। তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে অনর্থক কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করছ?

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ١٢٨

১২৯। এবং তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যাতে তোমরা স্থায়ীভাবে বাস করতে পার,

وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ١٢٩

১৩০। এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক স্বেচ্ছাচারীদের মত,

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ١٣٠

১৩১। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ١٣١

১৩২। এবং ভয় কর তাকে যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন তা দিয়ে যা তোমরা জান,

وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ١٣٢

১৩৩। তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন গবাদি পশু ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে-

اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ١٣٣

১৩৪।এবং বাগান ও ঝর্ণাসমূহ দিয়ে,

وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾

১৩৫।নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।'

اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٥﴾

১৩৬।তারা বলল, 'তুমি উপদেশ দাও (ওয়াজ কর) অথবা উপদেশদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান-

قَالُوْا سَوَاۤءٌ عَلَيْنَاۤ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭।এটি (ওয়াজ করা) পূর্ববর্তীদের চরিত্র ছাড়া আর কিছু নয়-

اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮।এবং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবার নই,'

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯।এবং তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, সুতরাং আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম। নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০।এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤٠﴾

ع ١٨ ٧ রুকূ ১১

১৪১।ছামুদও প্রেরিতদেরকে (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল,

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪২।যখন তাদের ভাই সালিহ্ তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় করবে না?

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩।নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল-

اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৪।সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٤٤﴾

১৪৫।আর আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান কেবল জগৎসমূহের প্রতিপালকেরই উপর।

وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬।তোমাদের কি নিরাপদ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে, যা এখানে (পৃথিবীতে) আছে তাতে-

اَتُتْرَكُوْنَ فِیْ مَا هٰهُنَاۤ اٰمِنِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭।বাগানসমূহ ও ঝর্ণাসমূহে-

فِیْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٤٧﴾

১৪৮।এবং শস্যক্ষেত ও কোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে?

وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৯।এবং তোমরা দক্ষতার সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ,

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫০।সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٥٠﴾

১৫১।এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের নির্দেশের আনুগত্য করো না-

وَلَا تُطِيْعُوْۤا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥١﴾

১৫২।যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে এবং সংশোধন করে না।'

الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩।তারা বলল, 'তুমি কেবল জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত,

قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪।তুমি আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও, সুতরাং তুমি একটি নিদর্শন নিয়ে আস- যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও'

مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫।সে (সালিহ্) বলল, 'এটি একটি উষ্ট্রী, এর জন্য আছে পানির অংশ এবং তোমাদের জন্য আছে পানির অংশ, নির্ধারিত দিনে,

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾

১৫৬।এবং একে কোন মন্দ দ্বারা স্পর্শ করো না, (যদি কর) তাহলে তোমাদেরকে এক ভয়াবহ দিনের শাস্তি পাকড়াও করবে।'

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْۤءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾

১৫৭।কিন্তু তারা একে হত্যা করল, এবং অনুতপ্ত হল-

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮।অতঃপর শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾

৮ ع ١٧ ١٣ ৮ রুকু ১২

১৫৯।এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾

১৬০।লূতের সম্প্রদায় প্রেরিতদেরকে (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল,

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬১।যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় করবে না?

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২।নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল-

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٦٢﴾

১৬৩।সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾

১৬৪।আর আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান কেবল জগৎসমূহের প্রতিপালকেরই উপর।

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৫।জগৎসমূহের মধ্যে তোমরাই কি (জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য) পুরুষের নিকট গমন করে থাক?

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾

১৬৬।এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে পরিত্যাগ করে থাক। বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।'

وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭।তারা বলল, 'হে লূত! যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তাহলে অবশ্যই তুমি বহিষ্কৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮।সে (লূত) বলল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের এই (অপ)কর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধদের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾

১৬৯।হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে তারা যা করে তা থেকে উদ্ধার করুন।'

رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৭০।অতঃপর আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সবাইকে উদ্ধার করলাম-

فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭১।এক বৃদ্ধা (অর্থাৎ তার স্ত্রীকে) ছাড়া, যে ছিল পিছনে থেকে যাওয়াদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত,

اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾

১৭২।এরপর আমি ধ্বংস করলাম অন্যদেরকে,

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩।এবং তাদের উপর আমি বর্ষণ করেছিলাম এক (পাথর) বৃষ্টি, এবং যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের (জন্য) এ বৃষ্টি ছিল কতই না নিকৃষ্ট!

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪।নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

৭ ع ١٣ ৯ রুকু ১৩

১৭৫।নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই মহপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

১৭৬।আইকাবাসীরা* প্রেরিতদেরকে (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল,

كَذَّبَ أَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭।যখন শু'আইব তাদেরকে বলেছিল, 'তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮।নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল-

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৯।সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾

১৮০।আর আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান কেবল জগৎসমূহের প্রতিপালকেরই উপর।

وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٨٠﴾

১৮১।তোমরা মাপে পুরোপুরি দাও, এবং মাপে কম দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না,

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

১৮২।এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়,

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

১৮৩।এবং লোকদেরকে তাদের (প্রাপ্য) বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে অপরাধ করো না,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

১৮৪।এবং ভয় কর তাঁকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মসমূহকে।'

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾

১৮৫।তারা বলল, 'তুমি কেবল জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত-

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬।এবং তুমি আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও এবং আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি,

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭।সুতরাং তুমি আমাদের উপর আকাশের একটি খণ্ড ফেলে দাও- যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮।সে বলল, 'তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমার প্রতিপালক সবচেয়ে বেশি জানেন।'

قَالَ رَبِّيْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৯।এবং তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, ফলে তাদেরকে (ঘন কালো মেঘ দ্বারা সৃষ্ট) ছায়াময় দিনের শাস্তি পাকড়াও করল। নিশ্চয় তা ছিল এক ভয়াবহ দিনের শাস্তি।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

১৯০।নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾

١٠ ع ١٤ ১০ রুকু ১৪

১৯১।এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৯২। এবং নিশ্চয় তা (কুরআন) অবশ্যই জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٩٢

১৯৩। রূহুল আমীন (জিবরাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে-

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝١٩٣

১৯৪। তোমার হৃদয়ে,* যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার-

عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝١٩٤

১৯৫। (অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ۝١٩٥

১৯৬। এবং নিশ্চয় তা অবশ্যই (উল্লিখিত) রয়েছে পূর্ববর্তী যাবুরসমূহে (লিখিত কিতাবসমূহে)।

وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٩٦

১৯৭। এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন হয়নি যে, বনী ইসরাঈলের জ্ঞানীরা (আলেমরা) তা জানে?

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝١٩٧

১৯৮। আর যদি আমি তা কোন আজমীর (অনারবের)* উপর অবতীর্ণ করতাম-

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ۝١٩٨

১৯৯। এবং সে তাদের নিকট তা পাঠ করত, তবু তারা তাতে বিশ্বাসী হত না।

فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝١٩٩

২০০। এভাবেই আমি অপরাধীদের হৃদয়ে তা (অবিশ্বাস) সঞ্চার করেছি।

كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝٢٠٠

২০১। তারা এতে (কুরআনে) ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে-

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝٢٠١

২০২। এবং তা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, যখন তারা টেরও পাবে না-

فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٢٠٢

২০৩। এবং তারা বলবে, 'আমরা কি অবকাশপ্রাপ্ত হব?'

فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ۝٢٠٣

২০৪। তবে কি তারা আমার শাস্তি তাড়াতাড়ি পেতে চায়?

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ۝٢٠٤

২০৫। তুমি কি ভেবে দেখছ, যদি আমি তাদেরকে বহু বছর জীবনোপভোগ করতে দেই-

اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ۝٢٠٥

২০৬। এরপর তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হত তা তাদের নিকট এসে পড়ে-

ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝٢٠٦

২০৭। (তখন) তাদেরকে যে উপভোগের সামগ্রী দেয়া হয়েছিল তা তাদের কোন কাজে আসবে না।

مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ۝٢٠٧

২০৮। এবং আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারীরা ছিল না।

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ۝٢٠٨

২০৯। (এটি তোমাদের জন্য) উপদেশস্বরূপ, আর আমি জালিম নই।

ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٢٠٩

২১০। এবং শয়তানরা তা (কুরআন) নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি।

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ۝٢١٠

২১১। এবং তাদের জন্য (এ কাজ) মানায় না এবং তারা এতে সক্ষমও নয়।

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝٢١١

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২১২।নিশ্চয় তাদেরকে (কুরআনের ওহী) শ্রবণ হতে অবশ্যই পৃথক রাখা হয়েছে।

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾

২১৩।সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডেকো না, তাহলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে,

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾

২১৪।এবং সতর্ক কর তোমার আত্মীয়-স্বজনদেরকে-

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

২১৫।এবং যারা তোমার অনুসরণ করে সেসব মু'মিনদের জন্য তোমার বাহুকে নিচু কর (দয়াদ্র হও),

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

২১৬।আর যদি তারা (তোমার আত্মীয়-স্বজনরা) তোমাকে অমান্য করে তাহলে তুমি বল, 'তোমরা যা কর তা থেকে নিশ্চয় আমি দায়িত্বমুক্ত',

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

২১৭।এবং তুমি ভরসা কর মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালুর উপর-

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾

২১৮।যিনি তোমাকে দেখেন, যখন তুমি (সালাতে) দাঁড়াও-

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾

২১৯।এবং (দেখেন) সিজদাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা-নামা।

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾

২২০।নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

২২১।আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব কার উপর শয়তানরা অবতীর্ণ হয়?

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾

২২২।তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক পাপীষ্ঠ মিথ্যাবাদীর (অর্থাৎ গনকের) উপর-

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾

২২৩।তারা (শয়তানরা) কান পেতে থাকে (উর্ধ্বাকাশে ফেরেশতাদের প্রতি যা নির্দেশ করা হয় তা শ্রবণের জন্য) এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾

২২৪।এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে বিপথগামীরাই।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾

২২৫।তুমি কি দেখনি, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়?

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾

২২৬।এবং তারা এমন কিছু বলে যা তারা করে না-

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾

২২৭। তারা ছাড়া* যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করেছে এবং অত্যাচারিত হবার পরই (পাল্টা কবিতার মাধ্যমে) বদলা নিয়েছে। আর শীঘ্রই অত্যাচারীরা জানবে কোন্ প্রত্যাবর্তনস্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করছে।

ع ١١ ١٥ রুকু ১৫

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ
مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৭. সূরা আন-নামল, মাক্কী

৯৩ আয়াত, ৭ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। তোয়া-সীন। এগুলো কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত-

২। মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশিকা ও সুসংবাদস্বরূপ-

৩। যারা সালাত (নামায) কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

৪। নিশ্চয় যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের নিকট তাদের কর্মসমূহকে আমি শোভনীয় করেছি, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

৫। ওরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং তারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

৬। এবং নিশ্চয় তোমাকে অবশ্যই কুরআন দেয়া হচ্ছে মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানীর নিকট থেকে।

৭। যখন মূসা তার পরিবার-পরিজনকে বলেছিল, 'নিশ্চয় আমি আগুন* দেখেছি। শীঘ্রই আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কোন খবর আনব অথবা তোমাদের জন্য আনব অগ্নিশিখা, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।'

৮। অতঃপর যখন সে এর নিকট আসল তখন তাকে ডাক দেয়া হল (এই বলে) যে, 'বরকতপ্রাপ্ত সে যে আছে এই আগুনের মধ্যে এবং যারা আছে এর চারপাশে। আর জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র।

৯। হে মূসা! নিশ্চয় আমিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ্-

১০। এবং তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে এটিকে সাপের মত ছুটোছুটি করতে দেখল তখন সে পিছনে ফিরে পালাতে লাগল এবং ফিরেও তাকাল না। (বলা হল) 'হে মূসা! ভয় পেয়ো না, নিশ্চয় আমার কাছে প্রেরিতরা (রাসূলরা) ভয় পায় না-

১১। তবে যে জুলুম করেছে, এরপর মন্দ কাজের পর ভালকাজ প্রতিস্থাপন করেছে, তবে নিশ্চয় আমি অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১২। এবং তোমার হাত তোমার জামার গলার ভেতর রাখ, তা কোন ক্ষতি ছাড়াই শুভ্র-উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে।' (এ দু'টি নিদর্শন ছিল) ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি (প্রেরিত) নয়টি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় তারা ছিল এক পাপাচারী সম্প্রদায়।

٢٧-سُوْرَةُ النَّمْلِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٩٣، رُكُوْعَاتُهَا-٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿١﴾

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ﴿٢﴾

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ
هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٣﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ
يَعْمَهُوْنَ ۗ﴿٤﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ
الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٥﴾

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ﴿٦﴾

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ۭ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ
اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٧﴾

فَلَمَّا جَاۗءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۭ وَ
سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨﴾

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ﴿٩﴾

وَاَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَاۗنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۭ
يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۣ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٠﴾

اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْۗءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١﴾

وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاۗءَ مِنْ غَيْرِ سُوْۗءٍ ۣ فِيْ تِسْعِ
اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿١٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৩। অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার নিদর্শনসমূহ আসল আলোকপ্রদ হয়ে তখন তারা বলল, 'এটা সুস্পষ্ট জাদু।'

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝١٣

১৪। এবং তারা এগুলোকে জুলুম ও ঔদ্ধত্যবশতঃ অস্বীকার করল, অথচ তাদের অন্তরসমূহ এগুলোতে নিশ্চিত হয়েছিল। সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল ফ্যাসাদসৃষ্টিকারীদের পরিণাম।

ع ১/১২ ১ রুকূ ১৬

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۭ فَانْظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝١٤

১৫। আর অবশ্যই আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা দু'জন বলেছিল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে তার মু'মিন বান্দাদের অনেকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ
فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٥

১৬। এবং সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল এবং সে বলেছিল, 'হে মানুষ! আমাকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।'

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ
الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۭ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۝١٦

১৭। এবং সুলাইমানের জন্য সমবেত করা হল জ্বীন, মানুষ ও পাখির সমন্বয়ে গঠিত তার বাহিনীকে এবং তারা ছিল (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ
يُوْزَعُوْنَ ۝١٧

১৮। অবশেষে যখন তারা পিঁপড়ার উপত্যকায় আসল তখন একটি পিঁপড়া বলল, 'হে পিঁপড়ারা! তোমরা তোমাদের ঘরসমূহে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজান্তে তোমাদেরকে পিষে না ফেলে।'

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ
ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١٨

১৯। এটির (পিঁপড়াটির) কথায় সে (সুলাইমান) মৃদু হাসল এবং বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা আপনি দান করেছেন আমার উপর ও আমার পিতামাতার উপর এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার দয়ায় আমাকে আপনার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।'

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٩

২০। এবং সে (সুলাইমান) পাখিদের খোঁজ নিল এবং বলল, ' ব্যাপার কি, আমি হুদহুদকে* দেখতে পাচ্ছিনা! নাকি সে অনুপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত?

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۡ اَمْ كَانَ مِنَ
الْغَآئِبِيْنَ ۝٢٠

২১। অবশ্যই অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা অবশ্যই অবশ্যই তাকে জবাই করব অথবা অবশ্যই অবশ্যই সে সুস্পষ্ট প্রমাণ (অনুপস্থিতির কৈফিয়ত) নিয়ে আসবে।'

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ
مُّبِيْنٍ ۝٢١

২২। অতঃপর এটি (হুদহুদ) নিকটবর্তী (সময়ের মধ্যে) অবস্থান নিল এবং বলল, 'আপনি যা আয়ত্ত করেননি আমি তা আয়ত্ত করেছি এবং সাবা* থেকে আপনার কাছে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ
سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ۝٢٢

২৩। নিশ্চয় (সেখানে) আমি এক স্ত্রীলোককে* দেখতে পেয়েছি তাদের উপর রাজত্ব করছে, এবং তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।

اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا
عَرْشٌ عَظِيْمٌ ۝٢٣

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ
لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪। এবং আমি তাকে এবং তার সম্প্রদায়কে পেয়েছি তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে সূর্যকে সিজদা করছে এবং শয়তান তাদের কাজকর্মকে তাদের নিকট শোভনীয় করেছে এবং তাদেরকে (সঠিক) পথ হতে বিরত রেখেছে, ফলে তারা সঠিকপথ পায় না-

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫। যাতে তারা আল্লাহ্‌কে সিজদা না করে', যিনি বের করে আনেন আকাশসমূহ ও পৃথিবীর লুকায়িত (যা আছে), এবং যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۶﴾

২৬। আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি।

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۲۷﴾

২৭। সে (সুলাইমান) বলল, 'শীঘ্রই আমি দেখব তুমি কি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا
يَرْجِعُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৮। তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং তা তাদের নিকট নিক্ষেপ কর, এরপর তাদের নিকট থেকে সরে থেকো এবং লক্ষ্য করো তারা কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।'

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْۤ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿۲۹﴾

২৯। সে (রাণী) বলল, 'হে পরিষদবর্গ! নিশ্চয় আমার প্রতি এক সম্মানজনক পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে।

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۳۰﴾

৩০। নিশ্চয় এটি সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং নিশ্চয় এটি অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে-

اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

৩১। (এতে বলা হয়েছে) যে, আমার বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ো না (অমান্য করো না), এবং মুসলিম হয়ে আমার নিকট এসে পড়।'

ع ٢ ١٨ ২ রুকু ১৭

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْۤ اَمْرِىْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا
حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿۳۲﴾

৩২। সে (রাণী) বলল, 'হে পরিষদবর্গ! আমার বিষয়ে তোমরা অভিমত (ফতওয়া) দাও, আমি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেই না যতক্ষণ না তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হও।'

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ
فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩। তারা বলল, 'আমরা শক্তির অধিকারী এবং (যুদ্ধের ক্ষেত্রে) প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী, আর বিষয়টি আপনারই প্রতি (অর্পিত হলো), সুতরাং আপনি ভেবে দেখুন কী নির্দেশ দিবেন।'

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ
اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪। সে (রাণী) বলল, 'নিশ্চয় রাজা-বাদশাহ্‌রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে ধ্বংস করে দেয় এবং এর সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে অপমানিত করে দেয়, এবং তারা (রাজা-বাদশাহ্‌রা) এরূপই করে।

وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫। এবং নিশ্চয় আমি তাদের নিকট উপহার (হাদিয়া) প্রেরণ করছি, এবং দেখি দূতেরা কী (প্রতি উত্তর) নিয়ে ফিরে আসে।'

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَاۤ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ
مِّمَّاۤ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬। অতঃপর যখন তারা (দূতেরা) সুলাইমানের নিকট আসল তখন সে (সুলাইমান) বলল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উত্তম , বরং তোমরাই তোমাদের (প্রাপ্ত) উপহার (হাদিয়া) নিয়ে উৎফুল্ল বোধ করে থাক।

اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। তাদের নিকট ফিরে যাও, এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন বাহিনী নিয়ে আসব যাদের মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই, এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদেরকে সেখান থেকে অপমানিত অবস্থায় বের করব, যখন তারা হবে অপদস্থ।'

قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। সে (সুলাইমান) বলল, 'হে আমার পরিষদবর্গ! তারা মুসলিম হয়ে আমার নিকট আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার (রাণীর) সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে?'

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾

৩৯। জ্বীনের মধ্য থেকে এক ধূর্ত (জ্বীন) বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব এবং নিশ্চয় আমি এ ব্যাপারে অবশ্যই শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।'

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۗ لِيَبْلُوَنِيْۤ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০। যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল, 'আপনার (চোখের) পলক আপনার দিকে ফিরে আসার পূর্বেই আমি তা আপনার কাছে নিয়ে আসব।' অতঃপর সে (সুলাইমান) যখন তা তার নিকট অবস্থিত দেখল তখন সে বলল, 'এটি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন- আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না অকৃতজ্ঞ হই। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই (কল্যাণের) জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ হয়, তবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী ও মহানুভব।'

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْۤ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১। সে (সুলাইমান) বলল, 'তার জন্যে তার সিংহাসনের আকৃতি পরিবর্তন করে দাও; দেখি সে সঠিক পথ পায়, নাকি সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা সঠিক পথ পায় না।

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۚ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। অতঃপর সে (রাণী) যখন আসল তখন তাকে বলা হল, 'তোমার সিংহাসন কি এরূপই?' সে বলল, 'এটি যেন সেটিই!' এবং আমাদেরকে ইতঃপূর্বেই (প্রকৃত) জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা মুসলিমও হয়েছি।'

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে সে যার উপাসনা করত তা-ই তাকে তা (সত্য) থেকে বিরত রেখেছিল। নিশ্চয় সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। তাকে বলা হল, 'এই প্রাসাদে প্রবেশ কর,' এবং যখন সে এটি দেখল তখন সে এটিকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার পায়ের নলা পর্যন্ত উন্মোচন* করল। সে (সুলাইমান) বলল, 'নিশ্চয় এটি স্ফটিক নির্মিত মসৃণ প্রাসাদ।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি এবং আমি সুলাইমানের সাথে জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।'

(ع ١٨ ৩ রুকু ১৮)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। আর অবশ্যই আমি ছামূদের নিকট তাদের ভাই সালিহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম, (সে বলেছিল) যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর', এবং তৎক্ষণাৎ তারা হয়ে গেল বিবাদমান দু'টি দল।

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। সে (সালিহ্) বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ তাড়াতাড়ি পেতে চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না, যাতে তোমারা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার?

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। তারা বলল, 'তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি।' সে (সালিহ্) বলল, 'তোমাদের অমঙ্গল আল্লাহ্‌র কাছে, বরং তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।'

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। আর সে শহরে ছিল এমন নয়জন* পরিবার প্রধান যারা যমীনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করত এবং সংশোধন করত না।

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। তারা বলল, 'তোমরা পরস্পর আল্লাহ্‌র নামে কসম কর, আমরা তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই রাতে আক্রমণ করব, এরপর অবশ্যই তার অভিভাবককে বলব, তার পরিবার-পরিজনের ধ্বংস আমরা প্রত্যক্ষ করিনি, এবং নিশ্চয় আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।'

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। এবং তারা এক ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আমিও এক কৌশল করলাম, যখন তারা টেরও পেল না।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১। সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম- যে, আমি তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সবাইকে ধ্বংস করেছি।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং ওগুলো তাদের ঘর- যা পতিত অবস্থায় পড়ে আছে তাদের জুলুমের কারণে। নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে।

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। এবং আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল ও তাকওয়া অবলম্বন করত।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং লূত, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কি দেখে-শুনে অশ্লীল কাজ করছ?

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। তোমরাই কি কামনা চরিতার্থ করার জন্য নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের নিকট গমন কর? বরং তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।'

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। কিন্তু তার সম্প্রদায়ের জবাব ছিল কেবল এই যে, তারা বলেছিল, 'লূত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, নিশ্চয় তারা এমন লোক যারা পবিত্র থাকতে চায়।'

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রীকে ছাড়া, তাকে আমি পেছনে থেকে যাওয়াদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) মধ্যে নির্ধারণ করেছিলাম।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং আমি তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম এক (পাথর) বৃষ্টি, এবং যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের (জন্য) এ বৃষ্টি ছিল কতই না নিকৃষ্ট!

ع ١٤ ٤ রুকু ১৯

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۗ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং সালাম (শান্তি) তাঁর বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন।' আল্লাহ্ কি উত্তম নাকি তারা যা শরীক করে তা?

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-২০

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। (তোমাদের উপাস্যরা উত্তম) নাকি তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন পানি? এবং আমিই তা দিয়ে মনোরম বাগান উৎপন্ন করি, এর (বাগানের) গাছপালা উৎপন্ন করবার ক্ষমতা তোমাদের ছিল না। আল্লাহ্‌র সাথে (অন্য কোন) ইলাহ্ আছে কি? বরং তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (আল্লাহ্‌র) সমকক্ষ নির্ধারণ করে।

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১। (তোমাদের উপাস্যরা উত্তম) নাকি তিনি যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসযোগ্য এবং তার মাঝে প্রবাহিত করেছেন নহরসমূহ এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং (পাশাপাশি প্রবাহিত) দুই সমুদ্রের মধ্যে স্থাপন করেছেন অন্তরাল? আল্লাহ্‌র সাথে (অন্য কোন) ইলাহ্ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। (তোমাদের উপাস্যরা উত্তম) নাকি তিনি যিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন? আল্লাহ্‌র সাথে (অন্য কোন) ইলাহ্ আছে কি? তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا ۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। (তোমাদের উপাস্যরা উত্তম) নাকি তিনি যিনি স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি তার অনুগ্রহের (বৃষ্টির) পূর্বে সুসংবাদস্বরূপ বাতাসকে প্রেরণ করেন? আল্লাহ্‌র সাথে (অন্য কোন) ইলাহ্ আছে কি? তারা যা শরীক করে তা হতে আল্লাহ্ অনেক ঊর্ধ্বে।

اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। (তোমাদের উপাস্যরা উত্তম) নাকি তিনি যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর (সৃষ্টির) পুনরাবৃত্তি করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন? আল্লাহ্‌র সাথে (অন্য কোন) ইলাহ্ আছে কি? বল, 'তোমরা অকাট্য দলিল-প্রমাণ পেশ কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। বল, 'আল্লাহ্ ছাড়া আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা অদৃশ্য জানে না এবং তারা টেরও পাবে না কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।'

৫ ع ৮ । ৫ রুকূ ১

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে; বরং তারা সে ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে; বরং তারা সে ব্যাপারে অন্ধ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা যখন মাটিতে পরিণত হয়ে যাব তখনও কি আমাদেরকে (মাটি থেকে) বের করা হবে?

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮।এই প্রতিশ্রুতি তো আমাদেরকে এবং ইতঃপূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকেও দেয়া হয়েছে, এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।'

৬৯। বল, 'পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল অপরাধীদের পরিণাম।'

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝٦٩

৭০। এবং (ঈমান না আনার কারণে) তাদের জন্য তুমি দুঃখ করো না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তাতে মনঃক্ষুন্ন হয়ো না।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝٧٠

৭১। এবং তারা বলে, '(বল) কখন (বাস্তবায়িত হবে) এই প্রতিশ্রুতি- যদি তোমরা সত্যবাদী হও?'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٧١

৭২। বল, 'তোমরা যা তাড়াতাড়ি পেতে চাচ্ছ অবশ্যই তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।'

قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝٧٢

৭৩। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝٧٣

৭৪। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন তাদের বক্ষসমূহ যা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝٧٤

৭৫। এবং আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন অদৃশ্য বিষয় নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٧٥

৭৬। নিশ্চয় এই কুরআন বনী ইসরাঈলের কাছে বর্ণনা করে তার অধিকাংশই যা নিয়ে তারা মতপার্থক্য করে।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝٧٦

৭৭। এবং নিশ্চয় এটি অবশ্যই মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া।

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٧٧

৭৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাঁর হুকুম (ন্যায়বিচার) অনুযায়ী তাদের মধ্যে (হাশরের মাঠে) বিচার করবেন, এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞানী।

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝٧٨

৭৯। সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর রয়েছ।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۝٧٩

৮০। নিশ্চয় তুমি মৃতকে শুনাতে পারবে না এবং বধিরকেও শুনাতে পারবে না আহ্বান যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝٨٠

৮১। এবং তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথ প্রদর্শনকারীও নও। তুমি শুনাতে পারবে কেবল তাদেরকে যারা আমার নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে, এবং তারাই মুসলিম।

وَمَاۤ اَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝٨١

৮২। এবং যখন কথাটি (কিয়ামত) তাদের উপর আপতিত হবে তখন আমি তাদের জন্য যমীন থেকে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, কেননা মানুষ আমার নিদর্শনাবলীতে নিশ্চিত বিশ্বাস করত না।

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۝٨٢

৮৩। আর যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে এক-একটি দলকে সমবেত করব, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা অভিহিত করে, এবং তাদেরকে (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত করা হবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। অবশেষে যখন তারা এসে পড়বে তখন তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিলে, এমন অবস্থায় যে তোমরা তা জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করনি? নতুবা তোমরা (এছাড়া) আর কী করছিলে?'

حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং কথাটি (কিয়ামত) তাদের উপর আপতিত হবে তাদের জুলুমের কারণে, এবং তারা কথা বলতে পারবে না।

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। তারা কি দেখেনি যে, আমি রাতকে বানিয়েছি যাতে তারা তাতে বিশ্রাম নিতে পারে এবং দিনকে বানিয়েছি আলোকপ্রদ? নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবাই ভীত হয়ে পড়বে, তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন। এবং সবাই তার নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং তুমি পর্বতমালা দেখছ, মনে করছ তা নিশ্চল, অথচ তারা চলমান হবে মেঘমালার চলাচলের মত। (এটি) আল্লাহ্‌র কাজ, যিনি প্রতিটি বস্তুকে সঠিকভাবে (সৃষ্টি) করেছেন। নিশ্চয় তিনি তোমরা যা কর সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। যে ভালকাজ নিয়ে আসবে, তার জন্য এর চেয়ে উত্তম (প্রতিদান) রয়েছে, এবং সেদিন তারা ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকবে।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾

৯০। এবং যে মন্দকাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে (এবং তাদেরকে বলা হবে), 'তোমাদেরকে কি এছাড়া (অন্য কিছুর) প্রতিফল দেয়া হচ্ছে যা তোমরা করতে?'

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯১। (হে নবী বল) আমি আদিষ্ট হয়েছি কেবল এই নগরীর* প্রতিপালকের ইবাদত করতে, যিনি একে হারাম করেছেন, এবং সব কিছু তাঁরই। এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে-

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۫ وَّأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾

৯২। এবং (আদিষ্ট হয়েছি) কুরআন পাঠ করতে, অতএব যে সঠিকপথ অবলম্বন করে সে নিজেরই কল্যাণের জন্য সঠিকপথ অবলম্বন করে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তবে তুমি বল, 'আমি কেবল সতর্ককারীদের একজন।'

وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩। এবং বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, শীঘ্রই তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখাবেন এবং তোমরা তা জানতে পারবে।' আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক বেখবর নন।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৮. সূরা আল-কাসাস, মাক্কী

৮৮ আয়াত, ৯ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। ত্বা-সীন-মীম।

২। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

৩। আমি তোমার নিকট মূসা ও ফিরআউনের কিছু সংবাদ সত্যসহ পাঠ করে শুনাচ্ছি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

৪। নিশ্চয় ফিরআউন পৃথিবীতে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল তাদের একটি দলকে দুর্বল করে রেখে- তাদের পুত্র সন্তানদেরকে জবাই করে এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে। নিশ্চয় সে ছিল ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৫। এবং আমি তাদের উপর অনুগ্রহ করতে চাইলাম, পৃথিবীতে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, এবং (চাইলাম) তাদেরকে নেতা বানাতে ও (ক্ষমতার*) উত্তরাধিকারী করতে-

৬। এবং তাদেরকে পৃথিবীতে (ক্ষমতা ও সম্পদ দ্বারা) প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীসমূহকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তাদের থেকে তারা আশঙ্কা করছিল।

৭। এবং মূসার মায়ের প্রতি ওহী করলাম যে, 'তাকে (শিশুটিকে) দুধ পান করাও, এবং যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশঙ্কা করবে তখন তাকে সমুদ্রে (নীল দরিয়ায়) নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না ও দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয় আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব।'

৮। অতঃপর ফিরআউন বংশের লোকেরা তাকে কুড়িয়ে নিল যাতে সে তাদের শত্রু ও দুশ্চিন্তা হতে পারে। নিশ্চয় ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীসমূহ ছিল অপরাধী।

৯। এবং ফিরআউনের স্ত্রী বলল, '(এই শিশু) আমার ও তোমার চক্ষুশীতলকারী। তোমরা একে হত্যা করো না, আশা করা যায় সে আমাদের উপকারে আসবে, অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি,' অথচ তারা (এর পরিণাম) অনুভব করতে পারেনি।

১০। আর মূসার মায়ের অন্তর শূন্য হয়ে পড়ল। সে অবশ্যই তার (পরিচয়) সম্পর্কে প্রকাশ করে দিত যদি না আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে দিতাম যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

১১। এবং সে তার (মূসার) বোনকে বলল, 'এর পিছনে পিছনে যাও।' সে দূর থেকে তাকে দেখছিল, অথচ তারা টেরও পায়নি।

১২। এবং পূর্বেই আমি ধাত্রীদেরকে (অর্থাৎ তাদের দুধপান) তার জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম, সুতরাং সে (মূসার বোন) বলল, 'তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারকে দেখিয়ে দেব যারা তোমাদের হয়ে তার তত্ত্বাবধান করবে এবং তার কল্যাণকামী হবে?'

٢٨-سُوْرَةُ الْقَصَصِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٨٨، رُكُوْعَاتُهَا-٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمّٓ ﴿١﴾

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣﴾

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ
طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ
مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ
اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥﴾

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا
مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ﴿٦﴾

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ
فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ
مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾

فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ۭ اِنَّ فِرْعَوْنَ
وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ﴿٨﴾

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ۭ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ
عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ۭ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ
رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠﴾

وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۡ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١١﴾

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ
بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ﴿١٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৩। অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং সে দুশ্চিন্তা না করে এবং যাতে সে জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾

ع ١٣ ১ রুকূ ৪

১৪। এবং যখন মূসা (শক্তি-সামর্থ ও বয়সের) পূর্ণতায় পৌঁছল এবং পরিপক্ক হল তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এবং এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং সে এমন এক সময়ে শহরে প্রবেশ করল যখন তার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক এবং সেখানে সে দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখতে পেল। একজন তার (নিজ) দল থেকে এবং অপর জন তার শত্রু(দল) থেকে, এবং যে (লোকটি) তার দলের সে শত্রু (দলের) লোকটির বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল এবং (অনিচ্ছাকৃতভাবে) তাকে হত্যা করল। সে (মূসা) বলল, 'এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টকারী শত্রু।'

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۫ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۫ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

১৬। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন,' অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦﴾

১৭। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমার উপর নেয়ামত দান করেছেন, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।'

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮। অতঃপর সে (মূসা) শহরে সকালে উপনীত হল ভীত ও সতর্ক অবস্থায়। এবং তৎক্ষণাৎ (সে শুনতে পেল) যে ব্যক্তি গত দিন তার সাহায্য চেয়েছিল সে তার প্রতি (সাহায্যের জন্য) চিৎকার করছে। মূসা তাকে বলল, 'নিশ্চয় তুমি অবশ্যই একজন সুস্পষ্ট বিপথগামী ব্যক্তি।'

فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾

১৯। অতঃপর সে (মূসা) যখন তাকে পাকড়াও করতে চাইল, যে ছিল উভয়ের শত্রু, তখন সে (ভয়ে) বলে উঠল, 'হে মূসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যেভাবে গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ? তুমি পৃথিবীতে কেবল স্বেচ্ছাচারী হতে চাও, এবং তুমি সংশোধনকারী হতে চাও না।'

فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

২০। এবং শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল, সে বলল, 'হে মূসা! পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে, সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও, নিশ্চয় আমি তোমার কল্যাণকামী।'

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১। সুতরাং সে ভীত ও সতর্ক অবস্থায় সেখান থেকে বের হয়ে পড়ল। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার করুন।'

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۫ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾

ع ٢٨ ১২ রুকূ ৫

২২। এবং যখন সে (মূসা) মাদইয়ানের দিকে অভিমুখী হল তখন বলল, 'আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।'

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যখন সে মাদইয়ানের পানির (কূপের) নিকট পৌঁছল তখন সেখানে দেখতে পেল একদল লোক (তাদের পশুগুলোকে) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পিছনে দু'জন নারী (তাদের পশুগুলোকে) আগলে রাখছে। সে (মূসা) বলল, 'তোমাদের দু'জনের ব্যাপার কি?' তারা বলল, 'আমরা (আমাদের পশুগুলোকে) পানি পান করাই না যতক্ষণ না রাখালেরা (তাদের পশুগুলোকে) বের করে। আর আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।'

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ٚ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾

২৪। অতএব সে (মূসা) দু'জনের পক্ষে (পশুগুলোকে) পানি পান করাল, এরপর ছায়ার দিকে ফিরে গেল এবং বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণই অবতীর্ণ করবেন, নিশ্চয় আমি তার ভিখারী।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২৫। তখন দু'জন নারীর একজন লাজুক পায়ে তার কাছে আসল, সে বলল, 'নিশ্চয় আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন আমাদের পক্ষে যে পানি পান করিয়েছেন আপনাকে তার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য।' অতঃপর সে (মূসা) যখন তার নিকট আসল এবং ঘটনাটি তার কাছে বর্ণনা করল তখন সে বলল, 'ভয় করো না, তুমি জালিম সম্প্রদায় থেকে রেহাই পেয়েছ।'

فَجَاءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۚ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٚ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। তাদের একজন বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি একে মজুর নিয়োগ করুন, নিশ্চয় যাকে আপনি মজুর নিয়োগ করবেন তার মধ্যে উত্তম হল, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।'*

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۚ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

২৭। সে (মূসাকে) বলল, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার এই দু'টি মেয়ের একজনের সাথে বিয়ে দিতে চাই, এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, অতঃপর যদি তুমি দশ (বছর) পূর্ণ কর, সেটি তোমার পক্ষ থেকে (করতে পার)। এবং আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবে।'

قَالَ اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। সে (মূসা) বলল, 'আমার ও আপনার মাঝে এটিই (চুক্তি থাকল)। এ দু'টি মেয়াদের যেটিই আমি পূর্ণ করব আমার বিরুদ্ধে কোন সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। এবং আমরা যা বলছি আল্লাহ্ তার তত্ত্বাবধায়ক (সাক্ষী)।'

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ۚ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

٣ ع ٦ — ৩ রুকু ৬

২৯। অতঃপর যখন মূসা তার মেয়াদ পূর্ণ করল এবং পরিবার-পরিজনসহ যাত্রা করল,* তখন সে তূর পর্বতের পাশে আগুন* দেখতে পেল। সে তার পরিবার-পরিবজনকে বলল, 'তোমরা (এখানে) অবস্থান কর, নিশ্চয় আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর অথবা আগুন থেকে (একখন্ড) জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আসব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।'

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। অতঃপর যখন সে এর (আগুনের) নিকট আসল তখন বরকতময় স্থানে অবস্থিত উপত্যকার ডান পাশের গাছটি থেকে তাকে ডেকে বলা হল যে, 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্-

فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّيْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং (বলা হল) যে, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে এটিকে সাপের মত ছুটোছুটি করতে দেখল তখন পিছনে ফিরে পালাতে লাগল এবং ফিরেও তাকাল না। (বলা হল) 'হে মূসা! সামনে আস এবং ভয় করো না; নিশ্চয় তুমি নিরাপদদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۫ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। তোমার হাত তোমার জামার গলার ভেতর রাখ, তা কোন প্রকার ক্ষতি ছাড়াই শুভ্র-উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে। এবং ভয় থেকে (বাঁচার জন্য) তোমার বাহুকে তোমার (নিজের) দিকে জড়িয়ে ধর, কারণ এগুলো হচ্ছে ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দু'টি অকাট্য দলিল-প্রমাণ।' নিশ্চয় তারা ছিল এক পাপাচারী সম্প্রদায়।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾

৩৩। সে (মূসা) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি তাদের একজনকে হত্যা করেছি, তাই আমি আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।

وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ۫ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৪। আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে অধিক স্পষ্টভাষী, অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে। নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।'

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚۛ بِاٰيٰتِنَآ ۚۛ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'শীঘ্রই আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার বাহুকে শক্তিশালী করব এবং আমি তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করব, ফলে তারা তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না। তোমরা উভয়ে এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শনাবলী দ্বারা বিজয়ী হবে।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। অতঃপর যখন মূসা তাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে নিয়ে আসল তখন তারা বলল, 'এটা উদ্ভাবিত জাদু ছাড়া আর কিছু নয়, এবং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এমন কিছু শুনিনি।'

وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং মূসা বলল, 'আমার প্রতিপালক সবচেয়ে বেশি জানেন, কে তাঁর নিকট থেকে পথনির্দেশনা নিয়ে এসেছে এবং কার জন্য থাকবে আখিরাতের শুভ পরিণাম। নিশ্চয় জালিমরা সফল হয় না।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং ফিরআউন বলল, 'হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলে আমার জানা নেই, সুতরাং তুমি আমার জন্য (ইট বানাতে) কাদা মাটির উপর আগুন জ্বালাও হে হামান! এবং আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর, যাতে আমি (এতে উঠে) মূসার ইলাহ্‌কে দেখতে পারি, এবং নিশ্চয় আমি অবশ্যই তাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।'

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে না।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল জালিমদের পরিণাম।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১। এবং আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা (লোকদেরকে) আগুনের দিকে ডাকত, আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٢﴾ ع

৪২। এবং এ দুনিয়ায় আমি লা'নতকে তাদের অনুগামী করেছিলাম এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত।

ع ৪ রুকু ৭

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। আর অবশ্যই আমি পূর্ববর্তী বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করার পর মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা, পথনির্দেশনা ও দয়াস্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

৪৪। এবং যখন আমি মূসাকে জানিয়েছিলাম (অর্থাৎ ওহী করেছিলাম) তখন তুমি (তূর পর্বতের) পশ্চিম প্রান্তে (উপস্থিত) ছিলে না এবং তুমি (এর) প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলে না-

৪৫। বরং আমি (মূসার পর) অনেক প্রজন্ম সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের মেয়াদ দীর্ঘ হয়েছিল, আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলে না যে, তাদের (মক্কাবাসীদের) নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করবে, বরং আমিই হলাম (এ ওহী) প্রেরণকারী।

৪৬। এবং যখন আমি (মূসাকে) ডেকেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বতের পাশে ছিলে না, বরং (এ ওহী) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়াস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

৪৭। এবং যদি না (এমন হত) যে, তাদের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে সে কারণে তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হত এবং তারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি কেন আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করলেন না, তাহলে আমরা আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতাম এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম (তাহলে আমি রাসূল প্রেরণ করতাম না)।'

৪৮। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তাদের নিকট সত্য আসল তখন তারা বলল, 'মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল,* তাকে সেরূপ দেয়া হল না কেন?' (কিন্তু) পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অবিশ্বাস করেনি? তারা বলল, '(তাওরাত ও কুরআন) দু'টিই জাদু, একটি অপরটিকে সমর্থন করে।' এবং তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা প্রত্যেকটিকেই অবিশ্বাস করি।'

৪৯। বল, 'তবে তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে একটি কিতাব নিয়ে আস, যা এ দু'টির* চেয়ে অধিক পথ প্রদর্শনকারী হবে; আমি তা অনুসরণ করব- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৫০। কিন্তু তারা যদি তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখ, তারা কেবল তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর আল্লাহ্‌র কোন পথনির্দেশনা ছাড়া যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন না। (রুকূ ৮)

৫১। আর অবশ্যই আমি তাদের জন্য ক্রমে ক্রমে কথা (কুরআন) পৌঁছে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

৫২। যাদেরকে আমি এর (অর্থাৎ কুরআনের) পূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম তারা (অর্থাৎ তাদের একদল) এতে ঈমান আনে।

৫৩। এবং যখন তাদের নিকট (তা) পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এতে ঈমান এনেছি, নিশ্চয় তা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আগত) সত্য, নিশ্চয় আমরা এর পূর্বেও মুসলিম ছিলাম।'

৫৪। তাদেরকে দু'বার তাদের প্রতিদান দেয়া হবে, কারণ তারা ধৈর্যধারন করেছে এবং তারা ভাল দিয়ে মন্দকে প্রতিরোধ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾

وَلٰكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوْسٰى ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا أُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۗ وَقَالُوْا إِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ أَهْدٰى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

وَإِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾

أُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৫। এবং যখন তারা অসার কথা শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে এবং বলে, 'আমাদের কাজ (অর্থাৎ কাজের ফল) আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজ (অর্থাৎ কাজের ফল) তোমাদের জন্য; তোমাদেরকে 'সালাম' (বিদায়*); আমরা অজ্ঞদের (সঙ্গ) চাই না।'

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؗ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ؗ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। (হে নবী!) নিশ্চয় যাকে তুমি ভালোবাস, (ইচ্ছা করলেই) তাকে সঠিকপথ প্রদর্শন করতে পারবে না, বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, সঠিকপথ প্রদর্শন করেন এবং তিনি সঠিকপথ প্রাপ্তদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং তারা বলে, 'যদি আমরা তোমার সাথে সঠিকপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে আমাদের যমীন (আবাস ভূমি) থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে।' আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ হারাম প্রতিষ্ঠা করিনি, যেখানে আমার পক্ষ থেকে রিযিকস্বরূপ সব ধরনের ফল-মূল নিয়ে আসা হয়? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। আর কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার জীবনযাত্রা ছিল ঔদ্ধত্যপূর্ণ! আর ওগুলো তাদের বাসস্থান যেগুলোতে তাদের পরে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আর আমিই (এসবের) উত্তরাধিকারী।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۢ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ؕ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংসকারী নন যতক্ষণ না এদের মায়ের নিকট (অর্থাৎ প্রধান জনপদে) একজন রাসূল প্রেরণ করেন যে তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায় এবং আমি জনপদসমূহকে ধ্বংসকারী নই এছাড়া যে, এর অধিবাসীরা জুলুমকারী।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

ع ৭ ৬ রুকূ ৯

৬০। আর তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী ও সাজসজ্জা এবং আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা উত্তম ও অধিক স্থায়ী। তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না?

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। তবে যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং সে তা পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত যাকে আমি (কেবল) দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী দিয়েছি এরপর তাকে কিয়ামতের দিন (অপরাধী হিসেবে) উপস্থিত করা হবে?

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾

৬২। এবং যেদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক ধারণা করতে তারা কোথায়?'

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। (শরীকদের মধ্যে) যাদের উপর (শাস্তির) কথা অবধারিত হবে তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকেই আমরা বিপথগামী করেছিলাম, এদেরকে বিপথগামী করেছিলাম যেমন আমরা বিপথগামী হয়েছিলাম, আমরা (তাদের থেকে) আপনার কাছে দায়িত্বমুক্ত হলাম। এরা শুধু আমাদেরই ইবাদত করত না।'

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ؗ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। এবং (তাদেরকে) বলা হবে, 'তোমাদের শরীকদেরকে ডাক।' তখন তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদেরকে সাড়া দিবে না, এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়! যদি তারা সঠিকপথ অনুসরণ করত!

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং যেদিন তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে ডাকবেন এবং বলবেন, 'তোমরা প্রেরিতদেরকে (রাসূলদেরকে) কী জবাব দিয়েছিলে?'

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬৬। কিন্তু সেদিন সকল সংবাদ তাদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাও করবে না।

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। তবে যে ব্যক্তি তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, শীঘ্রই সে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ
الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন ও পছন্দ করেন তা-ই সৃষ্টি করেন, (এতে) তাদের পছন্দের অবকাশ নেই। তারা যা শরীক করে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ
سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। এবং তোমার প্রতিপালক তা জানেন যা তাদের বক্ষসমূহ গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। এবং তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। ইহকালে ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই; বিচার তাঁরই কর্তৃত্বে এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَهُوَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ؗ وَلَهُ
الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের জন্য রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অন্তহীন করে দেন তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া কে ইলাহ্ আছে, যে তোমাদেরকে আলো* এনে দিতে পারে? তবে কি তোমরা শ্রবণ কর না?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অন্তহীন করে দেন তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া কে ইলাহ্ আছে, যে তোমাদের জন্য রাত এনে দিতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার? তবে কি তোমরা দেখ না?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ
اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং তিনি তাঁর দয়া থেকে তোমাদের জন্য বানিয়েছেন রাত ও দিন, যাতে তাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার ও তাঁর অনুগ্রহ থেকে তালাশ করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ
لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং যেদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক ধারণা করতে তারা কোথায়?'

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ
تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং প্রত্যেক উম্মত থেকে আমি একজন করে সাক্ষী টেনে বের করব এবং বলব, 'তোমরা তোমাদের অকাট্য দলিল-প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন তারা জানবে যে, সত্য (ইলাহ্ হবার অধিকার) আল্লাহ্‌রই এবং তারা যা মিথ্যা রচনা করত তা তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে।

ع ٨ ١٠ ٧ রুকু ১০

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْۤا اَنَّ
الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। নিশ্চয় কারূন* ছিল মূসার সম্প্রদায়ের, কিন্তু সে তাদের উপর বাড়াবাড়ি করেছিল। এবং আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধন-ভান্ডার, নিশ্চয় যার চাবিগুলি একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'উৎফুল্ল হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ উৎফুল্ল লোকদেরকে ভালবাসেন না।

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ
الْكُنُوْزِ مَاۤ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ۗ اِذْ قَالَ
لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস তালাশ কর এবং দুনিয়ায় তোমার অংশ ভুলে যেও না, এবং (মানুষের প্রতি) ইহ্‌সান (অনুগ্রহ) কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি ইহ্‌সান করেছেন এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।'

وَابْتَغِ فِيْمَاۤ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى
الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭৮। সে বলল, 'আমি কেবল তা (সম্পদ) প্রাপ্ত হয়েছি আমার কাছে থাকা জ্ঞানের কারণে।' সে কি জানত না আল্লাহ্ তার পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছেন যারা ছিল তার চেয়ে শক্তিতে প্রবল, এবং (ধন-সম্পদ) জমা করার দিক থেকে অধিক? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় না।

قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ
أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّأَكْثَرُ
جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। সুতরাং সে (কারূন) তার জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা দুনিয়ার জীবন চাইত তারা বলল, 'আহা, কারূনকে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরও যদি এরূপ থাকত! নিশ্চয় সে অবশ্যই মহাভাগ্যবান।'

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ إِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٧٩﴾

৮০। কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল, 'দুর্ভোগ তোমাদের! যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কারই (ছওয়াবই) উত্তম, এবং কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই এর অধিকারী করা হয়।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰىهَآ إِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। অতঃপর আমি তাকেসহ ও তার প্রাসাদসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিলাম। এবং তার জন্য আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কোন দল ছিল না যারা তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সেও আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং গতকাল যারা তার (কারূনের) অবস্থানকে আকাঙ্ক্ষা করেছিল তারা বলতে লাগল, 'দেখলে তো, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং (তা) পরিমাপ করে দেন। যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদেরকেসহ (ভূমিকে) ধ্বসিয়ে দিতেন। দেখলে তো, কাফিররা সফল হয় না।'

وَأَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْأَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ أَنْ مَّنَّ اللّٰهُ
عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

ع ৮ ।। ৮ রুকু ১১

৮৩। (পক্ষান্তরে) ওটা আখিরাতের আবাস যা আমি নির্ধারণ করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। এবং শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। যে ভালকাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে এর চেয়ে উত্তম (প্রতিদান), আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তবে যারা মন্দ কাজ করেছে তাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তারা করত।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى
الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। (হে নবী!) নিশ্চয় যিনি তোমার জন্য কুরআনকে অবশ্য পালনীয় করেছেন তিনি অবশ্যই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে (জন্মভূমিতে) ফিরিয়ে আনবেন। বল, 'আমার প্রতিপালক সবচেয়ে বেশি জানেন কে পথনির্দেশিকা নিয়ে এসেছে এবং কে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।'

إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ إِلٰى مَعَادٍ ۚ قُلْ رَّبِّيْ
أَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾

৮৬। আর তুমি আশা করনি যে, তোমার নিকট কিতাব অর্পণ করা হবে, কিন্তু (এটি) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া, সুতরাং তুমি কখনো কাফিরদের সাহায্যকারী হয়ো না।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا أَنْ يُّلْقٰٓى إِلَيْكَ الْكِتٰبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ
فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং তারা যেন তোমাকে কখনো আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ থেকে বিরত না রাখে তোমার প্রতি তা অবতীর্ণ হওয়ার পর এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلٰى
رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডেকো না, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; আল্লাহ্‌র চেহারা (সত্তা) ছাড়া প্রতিটি বস্তু ধ্বংসশীল। বিচার তাঁরই কর্তৃত্বে, এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۫ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهٗ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٨﴾

ع ৯ ।। ৯ রুকু ১২

২৯. -সূরা আল-আনকাবুত, মাক্কী

৬৯ আয়াত, ৭ রুকূ

٢٩-سورة العنكبوت-مكية

اياتها-٦٩، ركوعاتها-٧

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

الم ①

১। আলিফ-লাম-মীম।

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ②

২। মানুষ কি মনে করে যে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে (এ জন্য) যে, তারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি' আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و

ليعلمن الكذبين ③

৩। এবং অবশ্যই আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, এবং আল্লাহ্ অবশ্যই অবশ্যই জেনে নিবেন (স্পষ্ট করবেন) যারা সত্য বলেছে তাদেরকে এবং তিনি অবশ্যই অবশ্যই জেনে নিবেন মিথ্যাবাদীদেরকে।

ام حسب الذين يعملون السيات ان يسبقونا ساء ما

يحكمون ④

৪। যারা মন্দকাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমাকে ছাড়িয়ে যাবে? তারা যা বিচার করে তা কতই না নিকৃষ্ট!

من كان يرجوا لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع

العليم ⑤

৫। যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে, তবে (জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে। এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العلمين ⑥

৬। এবং যে জিহাদ করে, সে জিহাদ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই জগৎসমূহ থেকে অমুখাপেক্ষী।

والذين امنوا وعملوا الصلحت لنكفرن عنهم سياتهم و

لنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ⑦

৭। এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদের পাপসমূহ মোচন করব এবং তারা যে উত্তম কাজ করত অবশ্যই অবশ্যই আমি তার প্রতিদান দেব।

ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك لتشرك

بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم

بما كنتم تعملون ⑧

৮। এবং আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তারা দু'জনে তোমাকে জোড়াজোড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যা তোমরা করতে।

والذين امنوا وعملوا الصلحت لندخلنهم في الصلحين ⑨

৯। এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব।

ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل

فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن

انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العلمين ⑩

১০। আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি,' কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্‌র জন্য কষ্টের শিকার হয় তখন মানুষের ফিতনাকে (নির্যাতনকে) আল্লাহ্‌র শাস্তির মত গণ্য করে। কিন্তু যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন অবশ্যই অবশ্যই তারা বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম।' জগৎসমূহের (মানবজাতির) বক্ষে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ কি সবচেয়ে বেশি জানেন না?

وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنفقين ⑪

১১। এবং আল্লাহ্ অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে জেনে নিবেন (স্পষ্ট করবেন) যারা ঈমান এনেছে এবং তিনি অবশ্যই অবশ্যই জেনে নিবেন মুনাফিকদেরকে।

১২। এবং যারা কুফরী করেছে তারা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর, এবং আমাদেরকে তোমাদের অপরাধসমূহ বহন করতে দাও।' কিন্তু তারা তাদের অপরাধসমূহের কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ۖ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾

১৩। কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই তারা তাদের (নিজের) বোঝাসমূহ বহন করবে এবং তাদের বোঝাসমূহের সাথে আরো কিছু বোঝা। এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করে সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

ع ١٣ রুকু ১/১৩

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

১৪। আর অবশ্যই আমি নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, এবং সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর (নয়শ পঞ্চাশ বছর)। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে পাকড়াও করল, এমন অবস্থায় যে তারা ছিল জালিম।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾

১৫। কিন্তু আমি তাকে এবং নৌকার সাথীদেরকে উদ্ধার করলাম এবং এটিকে জগৎসমূহের জন্য একটি নিদর্শন বানালাম।

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

১৬। এবং ইবরাহীম, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম- যদি তোমরা জানতে।

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

১৭। তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে কেবল মূর্তিগুলোর উপাসনা করছ এবং মিথ্যা (উপাস্য) তৈরি করছ। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা কর তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়, সুতরাং তোমরা রিযিক কামনা কর আল্লাহ্‌র কাছে এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।'

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

১৮। এবং তোমরা (মুশরিকরা) যদি (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বল, তবে অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরাও মিথ্যাবাদী বলেছিল। আর সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই কেবল রাসূলের দায়িত্ব।

وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾

১৯। তারা কি ভেবে দেখেনি, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর (সৃষ্টির) পুনরাবৃত্তি করবেন? নিশ্চয় এটি আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

২০। বল, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন, এরপর আল্লাহ্ চূড়ান্ত সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।'

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

২১। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন দয়া করেন, এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

২২। এবং তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করতে পারবে না এবং আকাশেও না; এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমাদের জন্য কোন অভিভাবক নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

ع ١٤ রুকু ২/১৪

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

২৩। আর যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করেছে তারাই আমার দয়া থেকে হতাশ হয় এবং তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। কিন্তু তার (ইবরাহীমের) সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল এই যে, তারা বলেছিল, 'তাকে হত্যা কর অথবা তাকে জ্বালিয়ে দাও', অতঃপর আল্লাহ্ তাকে আগুন থেকে উদ্ধার করলেন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ
اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং সে (ইবরাহীম) বলল, 'তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে কেবল মূর্তিগুলোকে (উপাস্য হিসেবে) গ্রহণ করেছ, দুনিয়ার জীবনে তোমাদের মধ্যে (পারস্পরিক) হৃদ্যতার উপায় হিসেবে, এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লা'নত (অভিশাপ) দেবে। এবং তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে আগুন এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।'

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ۙ

২৬। অতঃপর লূত তাকে বিশ্বাস করল। এবং সে (ইবরাহীম) বলল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের (নির্দেশিত গন্তব্যের) দিকে হিজরত (দেশ ত্যাগ) করছি। নিশ্চয় তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।'

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং আমি তাকে (ইবরাহীমকে) দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তার বংশধরের মধ্যে নির্ধারণ করলাম নবুয়্যত ও কিতাব এবং আমি তাকে দুনিয়ায় তার প্রতিদান দিলাম, এবং নিশ্চয় সে আখিরাতে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ
وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং লূত, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'নিশ্চয় তোমরা অশ্লীল কাজ (সমকামিতা) করছ, যা জগৎসমূহের (মানবজাতির) মধ্য থেকে তোমাদের পূর্বে কেউ করেনি।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। তোমরাই কি পুরুষদের নিকট গমন কর (সমকামিতা কর), রাহাজানি কর এবং তোমাদের মজলিসে (প্রকাশ্যে) গর্হিত কাজ কর?' কিন্তু তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল এই যে, তারা বলেছিল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নিয়ে আস- যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ۬ وَتَاْتُوْنَ فِيْ
نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا
بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾

ع ٣ ١٥ ৩ রুকু ১৫

৩০। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٣٠﴾ۧ

৩১। এবং যখন আমার রাসূলরা (ফেরেশতারা) সুসংবাদসহ ইবরাহীমের নিকট আসল, তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা এই জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করব।' নিশ্চয় এর অধিবাসীরা ছিল জালিম।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا
اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ۚۖ

৩২। সে (ইবরাহীম) বলল, 'নিশ্চয় সেখানে লূত রয়েছে।' তারা বলল, 'সেখানে কারা আছে তা আমরা ভাল জানি। অবশ্যই অবশ্যই আমরা তাকে (লূতকে) ও তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করব- তার স্ত্রীকে ছাড়া। সে হল পিছনে থেকে যাওয়াদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۫ لَنُنَجِّيَنَّهٗ
وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং যখন আমার রাসূলরা (ফেরেশতারা) লূতের নিকট আসল তখন সে তাদেরকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং তাদেরকে নিয়ে সংকটে পড়ল এবং তারা বলল, 'ভয় করবেন না, দুশ্চিন্তাও করবেন না। নিশ্চয় আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করব- আপনার স্ত্রীকে ছাড়া। সে হল পিছনে থেকে যাওয়াদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত।

وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ
قَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ
كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। নিশ্চয় আমরা এই জনপদবাসীর উপর আকাশ থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করব, কারণ তারা পাপাচার করছিল।'

إِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং অবশ্যই আমি এতে এক স্পষ্ট নির্দশন রেখেছি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা অনুধাবন করে।

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةً ۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে (প্রেরণ করেছিলাম), এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, আখিরাতের দিনের প্রত্যাশা কর এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে অপরাধ করো না।'

وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল এবং তারা তাদের আবাসস্থলে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং (আমি ধ্বংস করেছিলাম) আদ ও ছামূদকে, এবং তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বাসস্থানসমূহ থেকে তোমাদের নিকট তা স্পষ্ট হয়েছে। এবং শয়তান তাদের কাজকে তাদের নিকট শোভণীয় করেছিল এবং তাদেরকে (সঠিক)পথ হতে বিরত রেখেছিল, অথচ তারা ছিল চক্ষুস্মান-

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং (আমি ধ্বংস করেছিলাম) কারূন, ফিরআউন ও হামানকে। এবং অবশ্যই মূসা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল, কিন্তু তারা পৃথিবীতে অহংকার করেছিল, অথচ তারা (আমাকে) ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۟ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। এভাবে তাদের প্রত্যেককেই আমি তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছিলাম, এবং তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছিলাম পাথরবাহী প্রচণ্ড ঝড়, এবং তাদের কাউকে পাকড়াও করেছিল বিকট শব্দ,এবং তাদের কাউকেসহ আমি ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলাম, এবং তাদের কাউকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম, আর আল্লাহ্ এমন ছিলেন না যে তিনি তাদের উপর জুলুম করবেন, বরং তারাই তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করত।

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তাদের উপমা হল মাকড়সার উপমার মত, যে একটি ঘর বানিয়েছে। আর নিশ্চয় মাকড়সার ঘরই সবচেয়ে দুর্বল ঘর- যদি তারা জানত।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। তারা তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) বাদ দিয়ে যা কিছুকে ডাকে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং এই উপমাসমূহ আমি মানুষের জন্য পেশ করি, কিন্তু জ্ঞানীরা ছাড়া (অন্য কেউ) তা অনুধাবন করে না।

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যসহ (নির্দিষ্ট লক্ষ্যে)। নিশ্চয় এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।

ع ١٦ ٤ রুকু ১৬

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

পারা-২১

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫। (হে নবী!) তুমি পাঠ কর তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে তা থেকে এবং সালাত (নামায) কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত (নামায) অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। এবং আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তা জানেন।

وَ لَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ۖۗ اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَ قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِالَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ وَ اِلٰهُنَا وَ اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬। এবং তোমরা আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না, উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া, তবে তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের কথা ভিন্ন,* এবং বল, 'আমরা ঈমান এনেছি তাতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আমাদের প্রতি ও যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তোমাদের প্রতি এবং আমাদের ইলাহ্‌ ও তোমাদের ইলাহ্‌ এক (ইলাহ্‌)* এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَ مِنْ هٰۤؤُلَآءِ مَنْ یُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَ مَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَاۤ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭। এবং এভাবেই আমি তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা (কেউ কেউ) এতে ঈমান আনে, এবং এদেরও কেউ কেউ এতে ঈমান আনে। আর কাফিররা ছাড়া অন্য কেউ আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে না ।

وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّ لَا تَخُطُّهٗ بِیَمِیْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮। আর তুমি এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করতে না এবং তোমার ডান হাত দ্বারা কোন কিতাবও লিপিবদ্ধ করনি, সে ক্ষেত্রে বাতিলপন্থীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করতে পারত।

بَلْ هُوَ اٰیٰتٌۢ بَیِّنٰتٌ فِیْ صُدُوْرِ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَ مَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯। বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের বক্ষসমূহে এটি (কুরআন) স্পষ্ট নিদর্শন। আর জালিমরা ছাড়া অন্য কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না।

وَ قَالُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَیْهِ اٰیٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اِنَّمَاۤ اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۵۰﴾

৫০। এবং তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার নিকট নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করা হল না কেন?' বল, 'নিদর্শনাবলী (অবতীর্ণ করার এখতিয়ার) কেবল আল্লাহ্‌র নিকট। আর আমি কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

اَوَ لَمْ یَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ یُتْلٰی عَلَیْهِمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرٰی لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۱﴾ ع

৫১। এটি কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়? নিশ্চয় এতে অবশ্যই দয়া ও উপদেশ রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

قُلْ كَفٰی بِاللّٰهِ بَیْنِیْ وَ بَیْنَكُمْ شَهِیْدًا ۚ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫২। (হে নবী!) বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা (সবই) তিনি জানেন। আর যারা বাতিলে (অসত্যে) ঈমান এনেছে ও আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

وَ یَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ لَوْ لَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّی لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَ لَیَاْتِیَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩। এবং তারা তোমাকে শাস্তি তাড়াতাড়ি করতে বলে। আর যদি একটি নির্দিষ্ট সময় না থাকত তবে তাদের নিকট শাস্তি অবশ্যই এসে পড়ত। এবং অবশ্যই অবশ্যই তাদের নিকট শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, যখন তারা টেরও পাবে না।

یَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِیْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪। তারা তোমাকে শাস্তি তাড়াতাড়ি করতে বলে। আর নিশ্চয় জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করেই আছে-

یَوْمَ یَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَ یَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫। যেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে তাদের উপর থেকে ও তাদের পায়ের নিচ থেকে এবং তিনি বলবেন, 'তোমরা যা করতে তা (তার ফল) আস্বাদন কর।'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ٥٦

৫৬। হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছ ! নিশ্চয় আমার পৃথিবী প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ٥٧

৫৭। প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; এরপর আমারই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ٥٨

৫৮। এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদেরকে জান্নাতে সুউচ্চ কক্ষের নিবাসী করব, যার নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং সেখানে তারা স্থায়ী হবে, (সৎ) কর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম!

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ٥٩

৫৯। যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٦٠

৬০। এবং কত জীবজন্তুই আছে যারা তাদের রিযিক (অর্থাৎ রিযিকের দায়িত্ব) বহন করে না। আল্লাহ্ই তাদেরকে রিযিক দান করেন এবং তোমাদেরকেও। এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ٦١

৬১। এবং যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়মাধীন করেছেন? অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্'। তবে কিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে!

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٦٢

৬২। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং (তা) তার জন্য পরিমাপ করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ٦٣

৬৩। এবং যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন এবং এর দ্বারা ভূমিকে জীবিত করেন এর মৃত্যুর পর?' অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্'। বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য'। বরং তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না।

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ٦٤

৬৪। আর এই দুনিয়ার জীবন খেলতামাশা ছাড়া আর কিছু নয়। এবং নিশ্চয় আখিরাতের আবাসই প্রকৃত জীবন- যদি তারা জানত।

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ٦٥

৬৫। আর যখন তারা নৌযানে আরোহন করে তখন তারা আল্লাহ্কে ডাকে দ্বীনকে তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট করে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তারা শরীক করে-

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۥ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ٦٦

৬৬। যাতে তাদেরকে আমি যা দিয়েছি তার প্রতি তারা অকৃতজ্ঞ হতে পারে এবং ভোগ করতে পারে। কিন্তু অচিরেই তারা জানতে পারবে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ٦٧

৬৭। তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আমি 'হারাম'কে নিরাপদ স্থানে পরিণত করেছি, অথচ এর চারপাশের মানুষ (প্রতিনিয়ত) ছিনতাই এর শিকার হচ্ছে? তবে কি তারা বাতিলেই (মিথ্যাতেই) ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র নেয়ামতে অকৃতজ্ঞ হয়?

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ٦٨

৬৮। এবং তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছে অথবা সত্যকে মিথ্যা অভিহিত করেছে, যখন তা তার নিকট এসেছে? জাহান্নামে কি কাফিরদের আবাসস্থল নয়?

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ٦٩

৬৯। এবং যারা আমার জন্য জিহাদ করে (প্রচেষ্টা চালায়) আমি তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমার পথ প্রদর্শন করব।* এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে রয়েছেন।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩০. সূরা আর-রূম, মাক্কী

৬০ আয়াত, ৬ রুকূ

٣٠-سُورَةُ الرُّومِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٦٠، رُكُوْعَاتُهَا-٦

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আলিফ-লাম-মীম।

الٓمّٓ ۚ﴿١﴾

২। রোমানরা* পরাজিত হয়েছে-

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾

৩। নিকটবর্তী ভূখণ্ডে, কিন্তু তারা তাদের (এই) পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে-

فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾

৪। -কয়েক বছরের* মধ্যে। পূর্বের ও পরের নির্দেশ (ফয়সালা) আল্লাহ্‌রই। এবং সেদিন মু'মিনরা উৎফুল্ল হবে-

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾

৫। -আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সাহায্য করেন। এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু-

بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

৬। -(এটি) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾

৭। তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক (দিক) জানে, আর তারা আখিরাত সম্বন্ধে বেখবর।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾

৮। তারা কি তাদের নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা করে না? আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা কেবল সত্যসহ (সঠিক লক্ষ্যে) এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু নিশ্চয় অনেক মানুষ তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে অবশ্যই অবিশ্বাসী।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۫ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾

৯। তারা (মক্কাবাসীরা) কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং লক্ষ্য করেনি, কেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম? তারা ছিল তাদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল এবং তারা যমীন চাষ করেছিল এবং তারা তা (অর্থাৎ যমীন) যা আবাদ করেছে তার চেয়ে তারা তা বেশি আবাদ করেছিল, এবং তাদের নিকট তাদের রাসূলরা এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ। আর আল্লাহ্ এমন ছিলেন না যে, তিনি তাদের উপর জুলুম করবেন, বরং তারাই তাদের নিজেদের উপর জুলুম করত।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾

১০। এরপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ, কারণ তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল এবং এগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

ع ۱ / ১ রুকূ ৪

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾

১১। আল্লাহ্‌ই সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর (সৃষ্টির) পুনরাবৃত্তি করবেন, এরপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾

১২। এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৩। এবং তাদের শরীকদের মধ্য থেকে কেউ তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না, এবং তারা (তখন) তাদের শরীকদের প্রতি অবিশ্বাসী হবে।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ١٣

১৪। এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন তারা (মানুষ) বিভক্ত*হয়ে পড়বে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ١٤

১৫। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে (জান্নাতের) বাগানে (আপ্যায়নের মাধ্যমে) আনন্দিত করা হবে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ١٥

১৬। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাৎকে মিথ্যা অভিহিত করেছে, তাদেরকেই শাস্তিতে উপস্থিত করা হবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ١٦

১৭। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর যখন তোমরা বিকেলে উপনীত হও এবং যখন তোমরা সকালে উপনীত হও-

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ١٧

১৮। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁরই - এবং (তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর) সন্ধ্যায় এবং যখন তোমরা দুপুরে উপনীত হও।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ١٨

১৯। তিনিই মৃত হতে জীবিত বের করেন এবং জীবিত হতে মৃত বের করেন এবং ভূমিকে জীবিত করেন এর মৃত্যুর পর। আর এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ١٩

২০। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, এরপর তোমরা এখন এক মানব জাতি, (পৃথিবী জুড়ে) ছড়িয়ে আছ।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ٢٠

২১। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন জোড়া, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি পেতে পার এবং তোমাদের মধ্যে স্থাপন করেছেন হৃদ্যতা ও দয়া। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

২২। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ٢٢

২৩। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের ঘুম এবং তার অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করা। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা শ্রবণ করে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ٢٣

২৪। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ- ভয় ও প্রত্যাশাস্বরূপ, এবং আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন পানি, অতঃপর এর দ্বারা ভূমিকে জীবিত করেন এর মৃত্যুর পর। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা অনুধাবন করে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ٢٤

২৫। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই নির্দেশে আকাশ ও পৃথিবী দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর যখন তিনি তোমাদেরকে যমীন (মাটি) থেকে (বের হওয়ার জন্য) একবার আহ্বান করবেন তৎক্ষণাৎ তোমরা বের হয়ে আসবে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۚ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ٢٥

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই। সকলেই তাঁর অনুগত।

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

٣ ع ٨ ٢ ৩ রুকূ ৬

২৭। এবং তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর (সৃষ্টির) পুনরাবৃত্তি করবেন, এবং এটি তার জন্য খুবই সহজ। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত তাঁরই এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَأَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের থেকে একটি উপমা পেশ করছেন- আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তাতে তোমাদের ডান হাত যা মালিক হয়েছে তার (অর্থাৎ দাস-দাসীদের)* মধ্য থেকে তোমাদের কি কোন অংশীদার রয়েছে যাতে তোমরা তাতে সমান হয়ে যাও? তোমরা (কি) তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ (অংশীদারিত্বের মধ্যে) তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ভয় কর? এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা অনুধাবন করে।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। বরং যারা জুলুম করেছে তারা কোন জ্ঞান ছাড়াই তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। সুতরাং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, কে তাকে সঠিকপথ প্রদর্শন করবে? আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। অতএব তুমি একত্ববাদী হয়ে তোমার চেহারাকে (নিজকে) দ্বীনের জন্য সোজা কর- (এটি) আল্লাহ্‌র ফিতরাত,* যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন;* আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না-

مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১। তাঁর দিকে (অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে, এবং তাঁকে ভয় কর, সালাত (নামায) কায়েম কর এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের-

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। -(অর্থাৎ) তাদের, যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে উৎফুল্ল।

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। আর যখন মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে তখন তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর দিকে (অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে, এরপর যখন তিনি তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে দয়া আস্বাদন করান তখন তাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করে -

لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوْا ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। যাতে তাদেরকে আমি যা দিয়েছি, তা তারা অবিশ্বাস করে। সুতরাং ভোগ করে নাও, কারণ শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। আমি কি তাদের কাছে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেছি, ফলে তা (সেই প্রমাণ) তারা তাঁর সাথে যা শরিক করে থাকে তার (পক্ষে) কথা বলে?

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। আর যখন আমি মানুষকে কোন দয়া আস্বাদন করাই তখন তারা তাতে উৎফুল্ল হয় এবং তাদের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে সে কারণে যদি কোন অকল্যাণ তাদেরকে আঘাত করে তৎক্ষণাৎ তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং (তা) পরিমাপ করে দেন? নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৮। অতএব আত্মীয়-স্বজনকে তার হক (অধিকার) দিয়ে দাও এবং মিসকীন (অভাবগ্রস্ত) ও সম্বলহীন মুসাফিরকেও। এটি উত্তম তাদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায় এবং তারাই সফল।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ
لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং মানুষের ধন-সম্পদের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সুদের ভিত্তিতে* যা প্রদান করে থাক, তা আল্লাহ্‌র নিকট বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক (তাই বৃদ্ধি পায়), এবং তারাই* বৃদ্ধিকারী।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاۡ فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ
اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, এরপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এ সবের কোন কিছু করতে পারে? তারা যা শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ
هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ
تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। মানুষ যা অর্জন করেছে সে কারণে স্থলে ও সমুদ্রে ফ্যাসাদ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে আস্বাদন করাতে পারেন তার কিছু যা তারা করেছে, যাতে তারা ফিরে আসতে পারে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ
لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। বল, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল পূর্ববর্তীদের পরিণাম।' তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। অতএব তুমি সঠিক দ্বীনের জন্য তোমার চেহারাকে (নিজকে) সোজা কর, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেদিন আসার পূর্বে যা প্রতিরোধ করার নয়। সেদিন তারা (মানুষ) বিভক্ত হয়ে পড়বে (কেউ জান্নাতে আর কেউ জাহান্নামে)।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ
مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। যে কুফরী করেছে তার কুফরী (অর্থাৎ কুফরীর পরিণাম) তারই উপর, আর যারা সৎকাজ করেছে তারা নিজেদেরই জন্য (আখিরাতের) সুখশয্যা প্রস্তুত করে-

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। যাতে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে তিনি তাঁর অনুগ্রহ থেকে প্রতিদান দিতে পারেন। নিশ্চয় তিনি কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ
لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদবাহীরূপে এবং যাতে তোমাদেরকে আস্বাদন করাতে পারেন তাঁর দয়া* থেকে এবং যাতে তাঁর নির্দেশে নৌযানগুলো চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ থেকে তালাশ করতে পার এবং যাতে (তোমরা) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ
رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِىَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের (নিজ নিজ) সম্প্রদায়ের নিকট, এবং তারা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল, অতঃপর যারা অপরাধ করেছে আমি তাদেরকে উচিত শাস্তি দিয়েছিলাম। এবং মু'মিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৮। তিনিই আল্লাহ্, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, এবং তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, এবং তিনি একে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, এবং একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি এর মধ্য থেকে বৃষ্টি বের হতে দেখ, এবং যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের উপর ইচ্ছা তা আপতিত করেন তখন তারা উৎফুল্ল হয়।

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ
كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ
فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ (৪৮)

৪৯। যদিও ইতঃপূর্বে তাদের উপর এর (বৃষ্টি) অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তারা হতাশাগ্রস্ত ছিল।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ (৪৯)

৫০। সুতরাং আল্লাহ্‌র দয়ার প্রভাবসমূহের দিকে লক্ষ্য কর, কিভাবে তিনি ভূমিকে জীবিত করেন এর মৃত্যুর পর। নিশ্চয় সেই (সত্তা) অবশ্যই মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (৫০)

৫১। আর যদি আমি এক বায়ু প্রেরণ করি এবং তারা তা (অর্থাৎ তাদের শস্য) হলদে দেখতে পায় তাহলে এরপর অবশ্যই তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ (৫১)

৫২। সুতরাং নিশ্চয় তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও শোনাতে পারবে না আহ্বান যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا
مُدْبِرِيْنَ (৫২)

৫৩। আর তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে সঠিকপথ প্রদর্শনকারীও নও। যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে কেবল তাদেরকেই তুমি শোনাতে পারবে, এবং তারাই মুসলিম।

৫ ع ৮ ৫ রুকূ ৮

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۚ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ
بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ (৫৩)

৫৪। তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন দুর্বল অবস্থায়, এরপর দুর্বল অবস্থার পর তিনি দেন শক্তি, এরপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন, এবং তিনিই সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ
الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ (৫৪)

৫৫। এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা কসম করে বলবে যে, তারা একমুহূর্ত ছাড়া অবস্থান করেনি। এভাবেই তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হত।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ
كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ (৫৫)

৫৬। কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা বলবে, ‘তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র কিতাব (বিধান) অনুসারে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এবং এটিই পুনরুত্থানের দিন, কিন্তু তোমরা জানতে না।’

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ
اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۫ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ
لَا تَعْلَمُوْنَ (৫৬)

৫৭। সুতরাং যারা জুলুম করেছে তাদের অজুহাত সেদিন তাদের উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভেরও সুযোগ দেয়া হবে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ (৫৭)

৫৮। এবং আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে সব ধরণের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি। এবং যদি তুমি তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আস তাহলে যারা কুফরী করেছে তারা অবশ্যই অবশ্যই বলবে, ‘তোমরা কেবল বাতিলপন্থী।’

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ
جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ (৫৮)

৫৯। এভাবেই আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন তাদের হৃদয়সমূহে যারা জানে না।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (৫৯)

৬০। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে উদ্বিগ্ন না করে।

৭ ع ৭ ৬ রুকূ ৯

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ (৬০)

٣١-سُوْرَةُ لُقْمٰنَ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٣٤، رُكُوْعَاتُهَا-٤

৩১. সূরা লুকমান, মাক্কী

৩৪ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

الٓمّٓ ﴿١﴾

১। আলিফ-লাম-মীম।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

২। এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত-

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾

৩। পথনির্দেশিকা ও দয়াস্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য-

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

৪। যারা সালাত (নামায) কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, এবং তারাই আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

৫। তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আসা) সঠিক পথের উপর রয়েছে এবং তারাই সফল।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾

৬। আর মানুষের মধ্যে এমনও রয়েছে, যে কোন জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদেরকে) বিচ্যুত করার জন্য চিত্তবিনোদনমূলক কথা ক্রয় করে এবং এগুলোকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে) উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।*

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾

৭। এবং যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সে অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে তা শুনতে পায়নি, যেন তার দুই কানে রয়েছে বধিরতা, অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

৮। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহ-

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾

৯। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (এটি) আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিশ্রুতি। এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾

১০। তিনি আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়াই- তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ, এবং পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা যাতে তা (পৃথিবী) তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব ধরনের জীব-জন্তু। এবং আমি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করি, অতঃপর এতে প্রত্যেক উৎকৃষ্ট ধরণের উদ্ভিদ উদগত করি।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١١﴾

১১। এই হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে যারা আছে তারা কী সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও। বরং জালিমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

১ রুকূ ১০

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾

১২। আর অবশ্যই আমি লুকমানকে* হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছিলাম (এবং বলেছিলাম) যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এবং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার নিজেরই কল্যাণের জন্য আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, তবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী ও অতি প্রশংসনীয়।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৩। এবং যখন লুকমান তার পুত্রকে বলেছিল যখন সে তাকে উপদেশ দিচ্ছিল, 'হে আমার পুত্র! আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক অবশ্যই অতি বড় জুলুম।'

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾

১৪। এবং আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার জন্য নির্দেশ দিয়েছি - তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট (বরণ) করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে - যে, তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। গন্তব্যস্থল আমারই দিকে।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ
فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾

১৫। আর তারা দু'জন যদি তোমাকে জোড়াজোড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের আনুগত্য করো না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস কর সৌহার্দের সাথে।* আর যে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে তার পথ অনুসরণ কর, এরপর তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব।

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ
فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ
اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

১৬। 'হে আমার পুত্র! নিশ্চয় তা (অর্থাৎ কর্ম) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে পাথরের মধ্যে অথবা আকাশসমূহে কিংবা যমীনের ভেতর, আল্লাহ্‌ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي
السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾

১৭। হে আমার পুত্র! সালাত (নামায) কায়েম কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এটি দৃঢ়সংকল্পের বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত,

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ
عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

১৮। এবং মানুষের প্রতি অহঙ্কারভরে* তোমার গাল ফিরাবে না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কোন উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না,*

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তোমার হেঁটে চলায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর। নিশ্চয় গাধার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে খারাপ।'

২ ع ॥ ২ রুকু ১১

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

২০। তোমরা কি ভেবে দেখনি, আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্‌ তার সবকিছুই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় নেয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন? এবং মানুষের মধ্যে কেউ কেউ কোন জ্ঞান, পথনির্দেশনা এবং দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিতর্ক করে।

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢٠﴾

২১। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলে, 'বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যার উপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।' শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى
عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢١﴾

২২। আর যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে তার চেহারাকে (নিজকে) আল্লাহ্‌র দিকে সমর্পণ করে, সে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে ধারণ করল এক মজবুত হাতল। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌রই দিকে।

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾

২৩। আর কেউ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে কষ্ট না দেয়। আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, অতঃপর আমি তাদেরকে জানিয়ে দিব তারা যা করত। বক্ষসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ভালভাবে জানেন।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا
عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾

২৪। আমি তাদেরকে সামান্য জীবনোপভোগ করতে দেব, এরপর তাদেরকে কঠিন শাস্তিতে বাধ্য করব।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ
قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্'। বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য', কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾

২৬। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই। নিশ্চয় আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত ও অতি প্রশংসনীয়।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ
سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾

২৭। এবং যদি পৃথিবীর সমস্ত গাছ কলম হয় এবং সমুদ্র কালি হয় এবং এর সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয় তবু আল্লাহ্র বাণী (লিখা) শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ
بَصِيْرٌ ﴿٢٨﴾

২৮। তোমাদের (সকলের) সৃষ্টি ও পুনরুত্থান কেবল এক ব্যক্তির (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى
الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؗ كُلٌّ يَّجْرِىْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى
وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٩﴾

২৯। তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আল্লাহ্ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান এবং চন্দ্র ও সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন? প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের দিকে চলছে, এবং এও যে, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ
وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾

٣ ع ١٣ ৩ রুকু ১২

৩০। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ই সত্য ,এবং এও যে, তাঁকে বাদ দিয়ে যাকে তারা ডাকে তা বাতিল (মিথ্যা), এবং এও যে, আল্লাহ্ই সুউচ্চ ও মহান।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ
مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾

৩১। তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আল্লাহ্র নেয়ামতে নৌযানগুলো সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখাতে পারেন? নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে প্রত্যেক অতি ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ
فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا
كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ছাওনীর মত তখন তারা আল্লাহ্কে ডাকে দ্বীনকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে, অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ মধ্যপন্থী হয়। আর প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ
وَّلَدِهٖ ؗ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٣٣﴾

৩৩। হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনকে যেদিন পিতা সন্তানের পক্ষে কোন ক্ষতিপূরণ দিবে না এবং সন্তানও তার পিতার পক্ষে ক্ষতিপূরণকারী হবে না।নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে, এবং সেই প্রতারকও (শয়তানও) যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত না করে।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى
الْاَرْحَامِ ؕ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِىْ
نَفْسٌۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٣٤﴾

٤ ع ١٣ ৪ রুকু ১৩

৩৪। নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে, এবং তিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন, এবং তিনি জানেন মাতৃগর্ভে কি আছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কি অর্জন করবে। এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

৩২. সূরা আস-সাজ্‌দা, মাক্কী

৩০ আয়াত, ৩ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٣٢-سُوْرَةُ السَّجْدَةِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٣٠، رُكُوْعَاتُهَا-٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আলিফ-লাম-মীম।

الٓمّٓ ﴿١﴾

২। এ কিতাবের অবতারণ জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾

৩। তবে কি তারা বলে, 'এটি সে রচনা করেছে?' বরং এটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আগত) সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যাতে তারা সঠিক পথ পেতে পারে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ
اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾

৪। তিনি আল্লাহ্ যিনি আকাশসমূ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমাদের জন্য কোন অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۗ
اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤﴾

৫। তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন, এরপর তা একদিনের মধ্যে তাঁর দিকে উত্থিত হয়- যে দিনের পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছর।

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٥﴾

৬। তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী, মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু-

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾

৭। যিনি তাঁর সৃষ্টির প্রত্যেকটিকে সঠিকরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং কাদা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন,

الَّذِيْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧﴾

৮। এরপর বানিয়েছেন তার বংশ তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে,

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٨﴾

৯। এরপর তিনি তাকে সুগঠিত করেছেন এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহ্ থেকে এবং তোমাদের জন্য বানিয়েছেন কান, চোখ ও অন্তর। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٩﴾

১০। এবং তারা বলে, 'যখন আমরা যমীনে হারিয়ে যাব তখনও কি আমরা নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হব?' বরং তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতের ব্যাপারে অবিশ্বাসী।

وَقَالُوْۤا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ بَلْ هُمْ
بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٠﴾

১১। বল, 'তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের মৃত্যু ঘটাবে, এরপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।'

১ রুকু ১৪

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ
تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾

১২। এবং যদি তুমি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নত করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন আপনি আমাদেরকে ফেরত পাঠান, আমরা সৎকাজ করব, নিশ্চয় আমরা (এখন) দৃঢ় বিশ্বাসী।'

وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَاۤ
اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٢﴾

১৩। আর আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পথনির্দেশনা দান করতাম, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ কথা অবধারিত হয়েছে যে, 'অবশ্যই অবশ্যই আমি জ্বীন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।'

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ
لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমাদের আজকের এই দিনের সাক্ষাতের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে, আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম এবং তোমরা যা করতে সে কারণে তোমরা স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন কর।

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا
عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে যাদেরকে তা দ্বারা উপদেশ দেয়া হলে সিজদায় পড়ে যায় এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা অহঙ্কার করে না।

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۩ ﴿١٥﴾

১৬। তাদের পার্শ্বসমূহ বিছানা থেকে আলাদা হয় (অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠে), তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা সহকারে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؗ
وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। এবং কেউই জানে না তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কী গোপন করে রাখা হয়েছে, তারা যা করত তার প্রতিদানস্বরূপ।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮। তবে কি যে ব্যক্তি মু'মিন, সে পাপাচারীর মত? তারা সমান নয়।

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া (আশ্রয়ের উদ্যানসমূহ), তারা যা করত তার বিনিময়ে।

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ؗ
نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

২০। আর যারা পাপাচার করেছে তাদের আশ্রয়স্থল হবে আগুন। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তখন তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'যে আগুনের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।'

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا
مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ
كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং (জাহান্নামের) বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই অবশ্যই (দুনিয়াতে) ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসতে পারে।

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দেয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? নিশ্চয় আমি অপরাধীদেরকে উচিত শাস্তিদাতা।

২ ع ١٥ ২ রুকু ১৫

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ
الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। আর অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম- অতএব তুমি (হে মুহাম্মদ!) তা (কুরআন) প্রাপ্তির ব্যাপারে কোন সন্দেহ করো না- এবং একে (তাওরাতকে) বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশিকা বানিয়েছিলাম,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ
هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ﴿٢٣﴾

২৪। এবং আমি তাদের মধ্য থেকে অনেক নেতা বানিয়েছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে সঠিকপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। এবং তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۣ ۭوَكَانُوْا
بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দিবেন যে বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করত।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। এটাও কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেনি যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত প্রজন্ম, যারা তাদের বাসস্থানসমূহে চলাফেরা করত? নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে। তবে কি তারা শুনে না?

اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ
فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ۭ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আমি উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উৎপন্ন করি শস্য, যা হতে খাদ্য গ্রহণ করে তাদের গবাদি পশুগুলো এবং তারা নিজেরাও? তবে কি তারা দেখে না?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ
زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ۭ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তারা বলে, '(বল) কখন (বাস্তবায়িত হবে) এই ফয়সালা- যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। বল, ফয়সালার দিনে* কাফিরদের ঈমান আনা তাদের উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।'

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ
يُنْظَرُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা কর, নিশ্চয় তারাও অপেক্ষাকারী।

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ۧ﴿٣٠﴾

৩ রুকূ ১৬

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৩. সূরা আল-আহ্‌যাব, মাদানী

৭৩ আয়াত, ৯ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٣٣-سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٧٣، رُكُوْعَاتُهَا-٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান-

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿١﴾

২। এবং তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যে ওহী করা হয় তা অনুসরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত-

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿٢﴾

৩। এবং ভরসা কর আল্লাহ্‌র উপর। আর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٣﴾

৪। আল্লাহ্ কোন মানুষের জন্য তার অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় বানাননি, এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে - যাদের সাথে তোমরা যিহার* কর - তোমাদের মাতা বানাননি এবং তোমাদের পালক পুত্রদেরকে তিনি তোমাদের পুত্র বানাননি।* এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহ্ সত্য কথা বলেন এবং তিনি (সঠিক) পথ প্রদর্শন করেন।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـئِْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ﴿٤﴾

৫। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতাদের নামে ডাক, এটি আল্লাহ্‌র কাছে অধিক ন্যায়সংগত, আর যদি তোমরা তাদের পিতাদেরকে না জান, তবে তারা তোমাদের দ্বীনের সম্পর্কে ভাই এবং তোমাদের বন্ধু। এবং এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করে ফেললে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের হৃদয়সমূহ যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে (তাতে অপরাধ হবে)। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥﴾

৬। নবী মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়ে নিকটতর এবং তার স্ত্রীরা তাদের মা। এবং আল্লাহ্‌র বিধানে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা (অন্যান্য) মু'মিন ও মুহাজিরদের চেয়ে (মীরাসে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে) পরস্পর নিকটতর। তবে তোমরা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আনুকূল্য* প্রদর্শন করতে পার। তা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٦﴾

৭। এবং যখন আমি নবীদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম-পুত্র ঈসার কাছ থেকে এবং তাদের কাছ থেকে আমি গ্রহণ করেছিলাম এক দৃঢ় অঙ্গীকার-

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۪ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۙ﴿٧﴾

৮। যাতে তিনি সত্যবাদীদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন তাদের সত্যবাদীতা সম্পর্কে, আর তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ع ١ ٨ ١٧ — ১ রুকূ ১৭

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٩﴾

৯। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত স্মরণ কর যখন বাহিনীসমূহ* তোমাদের বিরুদ্ধে এসেছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম এক বাতাস এবং এমন বাহিনী যা তোমরা দেখনি। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١٠﴾

১০। যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে আসল তোমাদের উঁচু* (অঞ্চল) থেকে এবং তোমাদের নীচু (অঞ্চল) থেকে এবং যখন (আতঙ্কে) দৃষ্টিসমূহ বিচ্যুত হয়েছিল এবং হৃদয়সমূহ কণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে নানা রকম ধারণা পোষণ করছিলে।

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١١﴾

১১। সেখানে মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিল।

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢﴾

১২। এবং যখন মুনাফিকরা ও যাদের হৃদয়ে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল, 'আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয়নি- প্রতারণা ছাড়া*।'

وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

১৩। এবং যখন তাদের মধ্যে একদল (মুনাফিকরা) বলেছিল, 'হে ইয়াছরিববাসী! তোমাদের জন্য কোন স্থান নেই, সুতরাং তোমরা ফিরে যাও', এবং তাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট (অব্যাহতির) অনুমতি চেয়ে বলেছিল, 'নিশ্চয় আমাদের ঘরসমূহ অরক্ষিত', অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না, তারা কেবল পলায়ন করতে চেয়েছিল।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ﴿١٤﴾

১৪। আর যদি তার চতুর্দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে (শত্রুদের) প্রবেশ ঘটত, এরপর তাদেরকে ফিতনার জন্য (বিদ্রোহের জন্য) চাওয়া হত, তবে তারা অবশ্যই তা করত, এবং তারা এতে সামান্যই অপেক্ষা করত।

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ﴿١٥﴾

১৫। এবং এরা ইতঃপূর্বে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন (পলায়ন) করবে না। আর আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾

১৬। বল, 'যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর তবে পলায়ন তোমাদের কিছুতেই উপকারে আসবে না, এবং তখন তোমাদেরকে সামান্যই জীবনোপভোগ করতে দেয়া হবে।'

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾

১৭। বল, 'এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল করতে চান অথবা (বাধা দিবে) যদি তিনি দয়া করতে চান? এবং তারা তাদের (নিজেদের) জন্য আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে কোন অভিভাবক পাবে না এবং কোন সাহায্যকারীও না।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾

১৮। আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যকার বাধাদানকারীদেরকে এবং যারা তাদের ভাইদেরকে বলে, 'আমাদের দিকে আস,' এবং তারা সামান্যই যুদ্ধে অংশ নেয়-

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾

১৯। -তোমাদের ব্যাপারে লালসাবশতঃ, অতঃপর যখন ভয়-ভীতি আসে তখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তারা মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির মত চোখ উল্টে তোমার দিকে তাকায়, কিন্তু যখন ভয় চলে যায় তখন শীঘ্রই তারা ধন-সম্পদের লালসায় তীক্ষ্ণ ভাষাসহ তোমাদের সাথে মিলিত হয়। তারা ঈমান আনেনি, ফলে আল্লাহ্‌ তাদের কর্মসমূহ বিফল করে দিয়েছেন এবং এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۚ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ
يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ
وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

২০। তারা মনে করে দলসমূহ* চলে যায়নি, এবং যদি দলসমূহ (আবার) এসে পড়ে তাহলে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা মরুভূমিতে বেদুইনদের মধ্যে অবস্থান করে তোমাদের সংবাদ জানতে চাইত! আর যদি তারা তোমাদের মধ্যে থাকত তবে তারা সামান্যই যুদ্ধ করত।

(৩ ع ১৮ ২ রুকূ ১৮)

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

২১। যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের আশা করে এবং আল্লাহ্কে বেশি বেশি স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই উত্তম আদর্শ রয়েছে*।

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا
وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

২২। এবং যখন মু'মিনরা দলসমূহকে দেখল তখন তারা বলল, 'এ তো তা-ই, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি* দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছিলেন।' এবং তা কেবল তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি করল।

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن
قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

২৩। মু'মিনদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি রয়েছে যারা আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে, এবং তাদের কেউ জীবনকাল পূর্ণ করেছে (অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করেছে) এবং কেউ প্রতীক্ষা করছে। এবং তারা কোন পরিবর্তন করেনি (তাদের অঙ্গিকার)-

لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ
أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

২৪। যাতে আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার জন্য প্রতিদান দিতে পারেন এবং মুনাফিকদেরকে শাস্তি দিতে পারেন - যদি তিনি ইচ্ছা করেন - অথবা তাদের তওবা কবুল করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু,

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

২৫। আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের ক্রোধসহ ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করেনি। এবং যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। এবং আল্লাহ্ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী,

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ
فَرِيقًا ﴿٢٦﴾

২৬। এবং আহলে কিতাবের মধ্যে যারা* তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে আনলেন এবং তাদের হৃদয়সমূহে ভীতি সঞ্চার করলেন, ফলে তোমরা তাদের একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ,

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

২৭। এবং তিনি তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করলেন তাদের যমীন (ভূমি), তাদের আবাসসমূহ ও তাদের ধন-সম্পদের এবং এমন যমীনের যাতে তোমরা এখনও পদার্পণ করনি*। এবং আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

(৩ ع ১৭ ৩ রুকূ ১৯)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

২৮। হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল, 'তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য চাও তবে আস, আমি তোমাদেরকে (তালাক পরবর্তী) ভোগ্য-সামগ্রী দেই এবং তোমাদেরকে সুন্দরভাবে মুক্তি দেই*।

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

২৯। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের আবাস চাও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করেছেন।'

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا
الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

৩০। হে নবীর স্ত্রীরা! তোমাদের মধ্যে যে স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এবং এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-২২

৩১। এবং তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে আমি দু'বার প্রতিদান দেব এবং তার জন্য আমি প্রস্তুত করেছি সম্মানজনক রিযিক।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا
مَرَّتَيْنِۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩২। হে নবীর স্ত্রীরা! তোমরা যে কোন নারীর মত নও, যদি তোমরা (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর, তবে (পর-পুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পাছে যার হৃদয়ে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা যথাযথ কথা বলবে।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তোমরা তোমাদের ঘরসমূহে অবস্থান কর এবং পূর্ববর্তী জাহিলী (অজ্ঞ) যুগের প্রদর্শনের মত তোমাদেরকে প্রদর্শন করো না, এবং তোমরা সালাত (নামায) কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে (নবীর) পরিবার! আল্লাহ্‌ কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ
الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং আল্লাহ্‌র যে আয়াতসমূহ ও* হিকমত (প্রজ্ঞা) তোমাদের ঘরসমূহে পাঠ করা হয় তা স্মরণ রেখো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবগত।

ع ৪ রুকু ১

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৫। নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী- এদের জন্য আল্লাহ্‌ প্রস্তুত করেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ
وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَ
الْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ
وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ
كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর জন্য এটি (সঙ্গত) নয় যে, যখন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন তাদের (নিজেদের) বিষয়ে পছন্দের অবকাশ থাকবে। এবং যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে সে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হবে।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ
يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾

৩৭। আর যখন আল্লাহ্‌ যার উপর নেয়ামত দান করেছেন এবং তুমিও যার উপর নেয়ামত দান করেছ তাকে তুমি বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রেখে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর', আর তুমি তোমার নিজের মধ্যে যা গোপন করছ* আল্লাহ্‌ তা প্রকাশকারী, এবং তুমি লোকজনকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্‌ই অধিক হকদার যে, তুমি তাকে ভয় করবে। অতঃপর যায়িদ যখন তার থেকে প্রয়োজন শেষ করল (অর্থাৎ তালাক দিল)* তখন আমি তার সাথে তোমাকে বিয়ে দিলাম, যেন মু'মিনদের জন্য কোন অসুবিধা না থাকে তাদের পালকপুত্রদের স্ত্রীদের (বিয়ে করার) ক্ষেত্রে- যখন তারা তাদের থেকে প্রয়োজন শেষ করে। এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَ
تَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا
وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْۤ اَزْوَاجِ
اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾

৩৮। আল্লাহ্‌ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোন দোষ নেই। পূর্বে যারা (যেসব নবী) গত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে (এটিই ছিল) আল্লাহ্‌র সুন্নত (নীতি)। এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ একটি নির্ধারিত নির্ধারণ-

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي
الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ﴿٣٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٣٩﴾

৩৯। যারা আল্লাহ্‌র রিসালাত (পয়গাম) পৌঁছে দেয় ও তাঁকে ভয় করে, এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٤٠﴾

৪০। মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, বরং (সে) আল্লাহ্‌র রাসূল এবং নবীদের শেষ। আর আল্লাহ্ সকল বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

৫ ع ٢ ৫ রুকূ ২

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤١﴾

৪১। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ কর-

وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٤٢﴾

৪২। এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর।

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٣﴾

৪৩। তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও (তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে), যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনতে পারেন। এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚۖ وَّاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾

৪৪। যেদিন তারা তাঁর (আল্লাহ্‌র) সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের (প্রতি) অভিবাদন হবে 'সালাম', এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন সম্মানজনক প্রতিদান।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾

৪৫। হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে-

وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং তাঁর ইচ্ছায় আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপ হিসাবে।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾

৪৭। এবং তুমি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মহা অনুগ্রহ।

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং তুমি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না, এবং তাদের (দেয়া) কষ্টকে উপেক্ষা কর এবং ভরসা কর আল্লাহ্‌র উপর। আর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

৪৯। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন মু'মিন নারীদেরকে বিয়ে কর, এরপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাদেরকে তালাক দাও তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর (পালনীয়) কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে কিছু (তালাক পরবর্তী) ভোগ্য-সামগ্রী দাও এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে মুক্তি দাও।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ؗ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾

৫০। হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমার জন্য হালাল করেছি তোমার স্ত্রীদেরকে- যাদেরকে তুমি তাদের প্রাপ্য (মোহরানা) প্রদান করেছ- এবং ফাই* হিসেবে আল্লাহ্ তোমাকে যাদেরকে দান করেছেন তাদের মধ্য থেকে তোমার ডান হাত যা মালিক হয়েছে তাদেরকে (অর্থাৎ দাসীদেরকে) এবং তোমার চাচার কন্যাদেরকে, ফুফুর কন্যাদেরকে, মামার কন্যাদেরকে ও খালার কন্যাদেরকে, যারা তোমার সঙ্গে হিজরত (দেশ ত্যাগ) করেছে এবং কোন মু'মিন নারীকে- যদি সে নবীর জন্য নিজেকে দান করে, (এবং) যদি নবী তাকে বিয়ে করতে চায়, এটি বিশেষ করে তোমার জন্য, মু'মিনদের জন্য নয়। অবশ্যই আমি তা জানি যা তাদের উপর অবশ্য পালনীয় (ফরজ) করেছি তাদের স্ত্রীদের বিষয়ে ও তাদের ডান হাত যা মালিক হয়েছে তার বিষয়ে। (তোমার জন্য হালাল করেছি) যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫১। তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা কর তাকে তুমি বিলম্বিত করতে পার এবং যাকে ইচ্ছা কর তোমার নিকট স্থান দিতে পার। আর তুমি যাকে পৃথক রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এটি সহজ হবে যে, তাদের চক্ষুসমূহ শীতল হবে এবং তারা দুঃখিতও হবে না এবং তাদেরকে তুমি যা দাও তাতে তাদের প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট থাকবে। আর তোমাদের হৃদয়সমূহে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও পরম সহনশীল।

تُرْجِىْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَايَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾

৫২। এরপরে তোমার জন্য কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও (হালাল নয়)- যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তোমার ডান হাত যা মালিক হয়েছে তা (অর্থাৎ দাসীরা) ছাড়া। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর পর্যবেক্ষক।

لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾

রুকূ ৬ ৩

৫৩। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নবীর ঘরসমূহে প্রবেশ করো না, যদি না খাবার গ্রহণের জন্য তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়- এর প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে। কিন্তু যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় তখন তোমরা প্রবেশ কর এবং যখন খাবার খেয়ে ফেল তখন তোমরা চলে যাও, এবং তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। নিশ্চয় তোমাদের এই (আচরণ) নবীকে কষ্ট দেয় এবং সে তোমাদের (উঠিয়ে দেয়ার) বিষয়ে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্যের বিষয়ে লজ্জাবোধ করেন না। এবং যখন তোমরা তাদের (নবীর স্ত্রীদের) নিকট থেকে কোন দ্রব্য সামগ্রী চাও তখন পর্দার পেছন থেকে চাও। এটি তোমাদের হৃদয়সমূহের জন্য ও তাদের হৃদয়সমূহের জন্য পবিত্রতম (পন্থা)। এবং তোমাদের জন্য (সঙ্গত) নয় যে তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দিবে এবং কখনো (সঙ্গত) নয় যে তোমরা বিবাহ করবে তার স্ত্রীদেরকে তার (মৃত্যুর) পরে। নিশ্চয় তা আল্লাহ্‌র কাছে ঘোরতর (অপরাধ)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَامُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ؗ وَاللّٰهُ لَايَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٣﴾

৫৪। যদি তোমরা কিছু প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ﴿٥٤﴾

৫৫। তাদের (নবীর স্ত্রীদের) জন্য তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, এবং তাদের নারী এবং তাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে (দাস -দাসী) তাদের ক্ষেত্রে (পর্দার আড়াল থেকে চাওয়ার অর্থাৎ হিজাবের এই বিধান পালন না করা) অপরাধ নয়। এবং (হে নবীর স্ত্রীরা!) আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষদর্শী।

لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَانِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ﴿٥٥﴾

৫৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফেরেশতারাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর (দরুদ পড়) এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾

৫৭। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তার কারণে যা তারা করেনি, তারা অবশ্যই অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ বহন করে।

ع ৭ রুকূ ৪

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿৫৮﴾

৫৯। হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, তোমার কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের চাদর তাদের উপর ঝুলিয়ে দেয়। এটি অধিক উপযোগী যে তাদেরকে চেনা যাবে, ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿৫৯﴾

৬০। যদি মুনাফিকরা এবং যাদের হৃদয়েসমূহে ব্যাধি আছে তারা এবং শহরে (মদীনায়) গুজব রটনাকারীরা বিরত না হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে (ব্যবস্থা নিতে) তোমাকে অনুপ্রাণিত করব, এরপর তারা তাতে (মদীনায়) তোমার প্রতিবেশী থাকবে না, সামান্য (সময়) ছাড়া-

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَاۤ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿৬০﴾

৬১। -অভিশপ্ত অবস্থায়। তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْۤا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿৬১﴾

৬২। পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও (এটিই ছিল) আল্লাহ্‌র সুন্নত (নীতি)। এবং তুমি কখনো আল্লাহ্‌র সুন্নতে (নীতিতে) কোন পরিবর্তন পাবে না।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿৬২﴾

৬৩। মানুষ তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট।' আর কিসে তোমাকে জানাবে সম্ভবত কিয়ামত নিকটবর্তী?

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿৬৩﴾

৬৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জ্বলন্ত আগুন-

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿৬৪﴾

৬৫। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, (সেখানে) না তারা পাবে কোন অভিভাবক আর না কোন সাহায্যকারী।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿৬৫﴾

৬৬। যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উল্টে দেয়া হবে সেদিন তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আনুগত্য করতাম আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করতাম রাসূলের!'

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَاۤ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿৬৬﴾

৬৭। এবং তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা আমাদের নেতাদের ও সম্ভ্রান্তদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।

وَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿৬৭﴾

ع ১০ ৫ ৮ রুকূ ৫

৬৮। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে লা'নত করুন- বড় লা'নত।'

رَبَّنَاۤ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿৬৮﴾

৬৯। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে,* এবং তারা যা বলেছিল (অভিযোগ করেছিল) আল্লাহ্ তা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট সে মর্যাদাবান।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿৬৯﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

৭০। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল-

يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ
رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

৭১। (তাহলে) তিনি তোমাদের কর্মসমূহ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য লাভ করেছে।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ
اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ
ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾

৭২। নিশ্চয় আমি আকাশসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতমালার উপর এই আমানত (তাকলীফ বা এখতিয়ার সম্বলিত শরীয়তের অবশ্য পালনীয় বিধানাবলী) পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অসম্মতি জানাল এবং তাতে ভীত-শঙ্কিত হল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতি জালিম ও অতি অজ্ঞ -

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ
وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾

৭৩। যাতে আল্লাহ্‌ শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে এবং তওবা কবুল করতে পারেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের। আর আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৭ ع ৯ রুকূ ৬

৩৪. সূরা সাবা, মাক্কী

৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা আখিরাতে এবং তিনিই মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ।

২। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয় এবং যা কিছু আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যা কিছু এতে উত্থিত হয়। এবং তিনিই পরম দয়ালু ও অতি ক্ষমাশীল।

৩। আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'আমাদের নিকট কিয়ামত আসবে না।' বল, 'হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম- যিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী- তোমাদের নিকট তা অবশ্যই অবশ্যই আসবে', আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে অণু* পরিমাণ এবং তার চেয়েও ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই তাঁর অগোচর নয়, এছাড়া যে, তা (লিপিবদ্ধ) আছে একটি সুস্পষ্ট কিতাবে-

৪। যাতে তিনি প্রতিদান দিতে পারেন তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে। তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

৫। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা চালায় তাদেরই জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

৬। এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা দেখে (অর্থাৎ জানে) যে, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাই সত্য, এবং এটি মহাপ্রতাপশালী ও অতিপ্রশংসনীয়-এর দিকে পরিচালিত করে।

৭। এবং যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেব, যে তোমাদেরকে জানায় যে, 'যখন তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তখন নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হবে?'

৮। সে কি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে? অথবা তার মধ্যে কি পাগলামি রয়েছে? বরং যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না তারা শাস্তিতে ও সুদূর পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

৯। তবে কি তারা আকাশ ও পৃথিবীর যা কিছু তাদের সামনে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পিছনে রয়েছে তা ভেবে দেখে না? আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে তাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিতে পারি অথবা তাদের উপর আকাশের একটি খন্ড ফেলে দিতে পারি। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে (আল্লাহ্‌র দিকে অনুতাপের সাথে) প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী বান্দার জন্য।

ع ১/৭ রুকূ

٣٤-سُوْرَةُ سَبَا-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٥٤، رُكُوْعَاتُهَا-٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١﴾

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاۤءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ﴿٢﴾

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣﴾ ۙ

لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٤﴾

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿٥﴾

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٦﴾

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿٧﴾ ۚ

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ﴿٨﴾

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۤءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ﴿٩﴾ ۧ

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০। আর অবশ্যই আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দিয়েছিলাম। (এবংআদেশ করেছিলাম) 'হে পর্বতমালা! তোমরা তার সাথে (আমার তাসবীহ্) বার বার পাঠ কর এবং পাখিদেরকেও (আদেশ করেছিলাম)', এবং তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম-

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴿١٠﴾

১১। (এ নির্দেশসহ) যে, তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি কর এবং (বর্ম) বুননে পরিমাপ রক্ষা কর এবং তোমরা (সবাই) সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে নিশ্চয় আমি পূর্ণ দৃষ্টিবান।

اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١﴾

১২। এবং আমি সুলাইমানের জন্য (নিয়োজিত করেছিলাম) বাতাসকে যার সকালের অতিক্রান্ত দূরত্ব ছিল এক মাস (পথ) এবং ফিরতি সফর ছিল এক মাস (পথ), এবং তার জন্য (গলিত) তামার এক ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম। এবং জ্বীনদের কেউ কেউ তার প্রতিপালকের ইচ্ছায় তার সামনে কাজ করত। এবং তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿١٢﴾

১৩। তারা তার (সুলাইমানের) ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউজ সদৃশ পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম) 'হে দাঊদ পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ কর।' আর আমার বান্দাদের মধ্যে কমই কৃতজ্ঞ হয়।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾

১৪। অতঃপর যখন আমি তার (সুলাইমানের) মৃত্যু* ঘটালাম তখন তাদেরকে (জ্বীনদেরকে) তার মৃত্যুর বিষয় দেখিয়ে দিল কেবল মাটির পোকা যা তার লাঠিটি খাচ্ছিল, সুতরাং যখন সে পড়ে গেল তখন জ্বীনদের নিকট স্পষ্ট হল যে, তারা যদি অদৃশ্য জানত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে অবস্থান করত না।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿١٤﴾

১৫। অবশ্যই সাবার (অধিবাসীদের) জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল একটি নিদর্শন- দু'টি উদ্যান, (একটি) ডান দিকে ও (অপরটি) বাম দিকে। তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের রিযিক থেকে আহার কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উৎকৃষ্ট (এই) নগরী এবং অতি ক্ষমাশীল (তোমাদের) প্রতিপালক।'

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾

১৬। কিন্তু তারা (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হতে) মুখ ফিরিয়ে নিল, সুতরাং আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা* এবং তাদের উদ্যান দু'টিকে পরিবর্তন করে দিলাম বিস্বাদ ফল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছের দু'টি উদ্যানে।

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾

১৭। আমি তাদেরকে এ প্রতিফল দিয়েছিলাম তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে। আর আমি কি অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কাউকে (এমন) প্রতিফল দেই?

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾

১৮। এবং আমি তাদের মাঝে ও যেসব জনপদের প্রতি বরকত দিয়েছিলাম সেগুলোর মাঝে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ (এর দূরত্ব) নির্ধারণ করেছিলাম, (এবং তাদেরকে বলেছিলাম) 'তোমরা সেগুলোতে নিরাপদে ভ্রমণ কর রাতে ও দিনে।'*

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯। কিন্তু তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরসমূহের মাঝে দূরত্ব বৃদ্ধি করুন,' এবং তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, সুতরাং আমি তাদেরকে কাহিনী বানিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক অতি ধৈর্যশীল ও অতি কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে।

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿١٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং অবশ্যই তাদের উপর ইবলিস তার ধারণাকে সত্য প্রমাণ করল, ফলে মু'মিনদের একটি দল ছাড়া তারা (সবাই) তার অনুসরণ করল।

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

ع ٢٢ ٨ ২ রুকূ ৮

২১। আর তাদের উপর তার (শয়তানের) কোন ক্ষমতা ছিল না এছাড়া যে, যাতে আমি জেনে নিতে পারি (স্পষ্ট করতে পারি) তাদের মধ্য থেকে কে আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে (আর) কে এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। এবং তোমার প্রতিপালক সবকিছুর সংরক্ষক।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

২২। (হে নবী!) বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে (ইলাহ্) ধারণা করেছ তাদেরকে ডাক, তারা আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ (কিছুর) মালিক নয় এবং এ দু'য়ের মধ্যে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের কেউ তাঁর (আল্লাহ্‌র) সাহায্যকারী নয়।

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং তাঁর নিকট (কারো) সুপারিশ উপকারে আসবে না তার জন্য ছাড়া যার জন্য তিনি অনুমতি দিবেন। অবশেষে যখন তাদের হৃদয়সমূহ থেকে ভয় দূর করা হবে তখন তারা (একে অপরকে) বলবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন?' তারা বলবে, 'যা সত্য তা-ই।' এবং তিনিই সুউচ্চ ও মহান।

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৪। বল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দেন?' বল, 'আল্লাহ্', এবং নিশ্চয় আমরা না হয় তোমরাই সঠিক পথে পরিচালিত অথবা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছ।'

قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৫। বল, 'আমরা যে অপরাধ করেছি সেজন্য তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কেও আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।'

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

২৬। বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে একত্র করবেন, এরপর তিনি আমাদের মাঝে সত্যের সাথে মীমাংসা করে দিবেন। এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী ও সর্বজ্ঞানী।

قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ ۖ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

২৭। বল, 'তোমরা আমাকে তাদেরকে দেখাও যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীকরূপে যুক্ত করেছ- কক্ষনো না। বরং তিনিই আল্লাহ্, মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।'

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি কেবল সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং তারা বলে, '(বল) কখন (বাস্তবায়িত হবে) এই প্রতিশ্রুতি- যদি তোমরা সত্যবাদী হও?'

قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

ع ٣٧ ٧ ৩ রুকূ ৯

৩০। বল, 'তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিন, যা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না, আর ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।'

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

৩১। এবং যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'আমরা কখনো এই কুরআনের প্রতি ঈমান আনব না, এবং এর সামনে যা আছে তাতেও (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবেও) না। আর তুমি যদি দেখতে যখন জালিমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে, যখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করবে (তবে তুমি তাদের করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারতে)। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা যারা অহংকার করত তাদেরকে বলবে, 'যদি তোমরা না থাকতে তাহলে অবশ্যই আমরা মু'মিন হতাম।'

৩২। যারা অহংকার করত তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের নিকট পথনির্দেশিকা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা হতে বিরত রেখেছিলাম? বরং তোমরা ছিলে অপরাধী।'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা যারা অহংকার করত তাদেরকে বলবে, 'বরং (এটি ছিল তোমাদেরই) রাত-দিনের ষড়যন্ত্র যখন তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করি এবং তাঁর সমকক্ষ বানাই।' এবং যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন করবে। এবং যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের গলায় আমি বেড়ি পরিয়ে দিব। তাদেরকে কি এছাড়া (অন্য কিছুর) প্রতিফল দেয়া হবে যা তারা করত?

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। আর যখনই আমি কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তার বিত্তবানরা বলেছে, 'তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা অবিশ্বাস করি।'

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তারা বলত, 'আমরা ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে অধিক (সমৃদ্ধ) এবং আমরা শাস্তি পাবার নই।'

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। বল, 'আমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং (তা) পরিমাপ করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

ع ٤ ١٠ ৪ রুকু ১০

৩৭। আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে, তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদেরই জন্য রয়েছে বহুগুণ প্রতিদান তারা যা করেছে সে কারণে, এবং তারা সুউচ্চ কক্ষসমূহে নিরাপদে থাকবে।

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ؗ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা চালায় তাদেরকে শাস্তির মধ্যে উপস্থিত করা হবে।

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। বল, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং (তা) তার জন্য পরিমাপ করে দেন। এবং তোমরা (আল্লাহর পথে) যা কিছুই ব্যয় কর, তিনি তার ক্ষতিপূরণ দিবেন, এবং তিনিই উত্তম রিযিকদাতা।'

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং যেদিন তিনি তাদের সবাইকে সমবেত করবেন,এরপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন, 'তারা কি তোমাদেরকেই উপাসনা করত?'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। তারা (ফেরেশতারা) বলবে, 'পবিত্র আপনি, তাদেরকে বাদ দিয়ে আপনিই আমাদের বন্ধু (তাদের সাথে আমরা সম্পর্কহীন), বরং তারা জ্বীনদের উপাসনা করত, তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।'

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। কিন্তু আজ তোমাদের কেউ কারো জন্য কোন উপকার বা ক্ষতির মালিক নয়। এবং যারা জুলুম করেছিল তাদেরকে আমি বলব, 'তোমরা যে আগুনের শাস্তিকে মিথ্যা অভিহিত করতে তা আস্বাদন কর।'

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾

৪৩। এবং যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, 'সে একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়, যে (ব্যক্তি) তোমাদের পিতৃপুরুষরা যার উপাসনা করত তা থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায়', এবং তারা বলে, 'এটা উদ্ভাবিত মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।' এবং যারা অবিশ্বাস করেছে তারা সত্যের (কুরআনের) ব্যাপারে বলে- যখন তা তাদের কাছে এসেছে- 'এটা সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।'

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾

৪৪। এবং আমি তাদেরকে (পূর্বে) কোন কিতাব দেইনি যা তারা অধ্যয়ন করত এবং তোমার পূর্বে এদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি।

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

৪৫। আর তাদের পূর্ববর্তীরাও (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল, এবং তাদেরকে আমি যা (শক্তি ও ধন-সম্পদ) দিয়েছিলাম, তারা (মক্কার কাফেররা) তার এক-দশমাংশও পায়নি, অতঃপর তারা (পূর্ববর্তীরা) আমার রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি!

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

৪৬। বল, 'আমি কেবল তোমাদেরকে একটি উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই দুইজন অথবা এক একজন করে দাঁড়াও, এরপর চিন্তা কর।' তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন পাগলামী নেই। সে কেবল কঠিন শাস্তির পূর্বে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী।

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

৪৭। বল, 'আমি তোমাদের নিকট যে প্রতিদানই চাই তা তোমাদেরই জন্য। আমার প্রতিদান কেবল আল্লাহ্‌রই উপর, এবং তিনি সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষদর্শী।'

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾

৪৮। বল, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সত্যকে (মিথ্যার উপর) নিক্ষেপ করেন, (তিনি) অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন।'

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾

৪৯। বল, 'সত্য এসেছে এবং বাতিল (মিথ্যা) না পারে (কোন সৃষ্টির) সূচনা করতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।'

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

৫০। বল, 'যদি আমি পথভ্রষ্ট হই, তবে পথভ্রষ্টতার পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সঠিকপথ অনুসরণ করি, তবে তা এজন্য যে, আমার প্রতিপালক আমার প্রতি ওহী করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী।'

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾

৫১। এবং তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তখন তারা পালাতে পারবে না এবং তাদেরকে নিকটবর্তী স্থান থেকে পাকড়াও করা হবে-

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং তারা বলবে, 'আমরা এর (অর্থাৎ সত্যের) প্রতি ঈমান আনলাম।' কিন্তু (এত) দূরবর্তী স্থান থেকে তারা নাগাল পাবে কিভাবে?

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

৫৩। অথচ ইতঃপূর্বে তারা তা (অর্থাৎ সত্য) অবিশ্বাস করেছিল, এবং তারা দূরবর্তী স্থান থেকে অদৃশ্য বিষয়ে (বাক্য) নিক্ষেপ করত।

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং তাদের ও তাদের (সত্য পাওয়ার) আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছিল, যেমন পূর্বে করা হয়েছিল এদের সমমনাদের ক্ষেত্রে। নিশ্চয় তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

٣٥-سُوْرَةُ فَاطِرٍ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٤٥، رُكُوْعَاتُهَا-٥

৩৫. সূরা ফাতির, মাক্কী

৪৫ আয়াত, ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا
اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①

১। সকল প্রশংসা আকাশমসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি ফেরেশতাদেরকে রাসূল (বাণীবাহক) করেন যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চারটি করে পাখার অধিকারী। তিনি সৃষ্টিতে বৃদ্ধি করেন যা ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ
فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২। আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন দয়া অবারিত করলে তা আটকে রাখার কেউ নেই এবং তিনি যা আটকে রাখেন এর পরে তা প্রেরণ করার কেউ নেই। এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ
اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ فَاَنّٰى
تُؤْفَكُوْنَ ③

৩। হে মানুষ! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত স্মরণ কর। আল্লাহ্ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে, যে* তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করে? তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং কিভাবে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছ?

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ ④

৪। আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তোমার পূর্বেও রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আর আল্লাহ্‌রই দিকে সকল বিষয় ফিরিয়ে নেয়া হবে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٚ
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ⑤

৫। হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রতারক (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ
لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ؕ ⑥

৬। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তার দলকে আহ্বান করে কেবল যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑦

ع ١٣ ১ রুকূ ১৩

৭। যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ
وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۫ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ⑧

৮। যার জন্য তার মন্দকাজকে শোভনীয় করা হয়েছে, অতঃপর সে একে উত্তম মনে করেছে, সে কি (সঠিক পথ পাবে)? সুতরাং নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, অতএব তাদের জন্য আফসোস করে তোমার প্রাণ যেন চলে না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তারা যা করে সে সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ
مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ⑨

৯। এবং আল্লাহ্‌ই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতঃপর আমি তা মৃত ভূমির দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি এর দ্বারা ভূমিকে জীবিত করি এর মৃত্যুর পর। এভাবেই হবে পুনর্জীবন।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ
الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ
السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ﴿١٠﴾

১০। কেউ সম্মান চাইলে, তবে (সে জেনে রাখুক) সকল সম্মান আল্লাহ্‌রই। তাঁর দিকেই পবিত্র বাণীসমূহ উত্তোলিত হয় এবং সৎকাজ তাকে উন্নীত করে। আর যারা মন্দকাজের ষড়যন্ত্র করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এবং তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَ
مَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّ
لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١١﴾

১১। এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, এরপর বীর্য বিন্দু থেকে, এরপর তোমাদেরকে বানিয়েছেন জোড়ায় জোড়ায়। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না, এবং কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে দীর্ঘ আয়ু দান করা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাসও করা হয় না বরং তা কিতাবে (লিপিবদ্ধ) আছে। নিশ্চয় এটি আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا
مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ
حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। দু'টি সমুদ্র সমান নয়- একটি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটি লোনা ও খর। প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশত খেয়ে থাক এবং আহরণ কর অলংকার (মুক্তা) যা তোমরা পরে থাক এবং তোমরা দেখ তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ থেকে তালাশ করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ
رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ
قِطْمِيْرٍ ؕ ﴿١٣﴾

১৩। তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে, এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে। তোমাদের এই আল্লাহ্‌ই তোমাদের প্রতিপালক, রাজত্ব তাঁরই। এবং তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا
لَكُمْ ؕ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ
خَبِيْرٍ ﴿١٤﴾

১৪। যদি তোমরা তাদেরকে ডাক তাহলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদেরকে সাড়া দিবে না। এবং তোমাদের শরীক করাকে তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। আর সর্বজ্ঞের মত কেউই তোমাকে জানাতে পারবে না।

٢ ع ١٧ | ২ রুকু ১৪

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ
الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾

১৫। হে মানুষ! তোমরাই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ্‌ই অমুখাপেক্ষী ও অতি প্রশংসনীয়।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ ﴿١٦﴾

১৬। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে (পৃথিবী থেকে) সরিয়ে দিতে পারেন এবং নিয়ে আসতে পারেন এক নতুন সৃষ্টি,

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾

১৭। এবং এটা আল্লাহ্‌র জন্য কঠিন নয়।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا
لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا
يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

১৮। এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তা বহন করতে আহ্বান করে তবে তার কিছুই বহন করা হবে না- যদিও সে আত্মীয় হয়। তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং সালাত (নামায) কায়েম করে। যে পরিশুদ্ধ হয় সে পরিশুদ্ধ হয় নিজেরই কল্যাণের জন্য। এবং গন্তব্যস্থল আল্লাহ্‌রই দিকে।

১৯। এবং সমান নয় দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন-

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾

২০। এবং নয় অন্ধকার ও আলো-

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾

২১। এবং নয় ছায়া ও রোদ,

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾

২২। এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে শ্রবণ করান, এবং যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে তুমি শুনাতে সমর্থ নও।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ ﴿٢٢﴾

২৩। তুমি কেবল একজন সতর্ককারী।

اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٣﴾

২৪। নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং এমন কোন উম্মত নেই যার মধ্যে কোন সতর্ককারী অতিক্রান্ত হয়নি।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا
نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং এরা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীরাও (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল, তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলরা স্পষ্ট প্রমাণাদি, যাবুরসমূহ (লিখিত নির্দেশাবলী) ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾

২৬। এরপর আমি কাফিরদেরকে পাকড়াও করেছিলাম, সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি!

ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾

রুকু ৩/১৫

২৭। তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন? অতঃপর আমি এর দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফল-মূল উৎপন্ন করি। আর পর্বতমালার মধ্যে রয়েছে সাদা, লাল- বিভিন্ন রঙ চিহ্নিত ও গাঢ় কাল (পাহাড়)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ
مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ
اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং এভাবে রয়েছে বিভিন্ন রঙ-এর মানুষ, জন্তু ও গবাদি পশু। তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও অতি ক্ষমাশীল।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ
اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾

২৯। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, সালাত (নামায) কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রাকাশ্যে ব্যয় করে, তারা আশা করে এমন ব্যবসা, যা কখনো ধ্বংস হবে না-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾

৩০। যাতে তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিদান পূর্ণ করে দিতে পারেন এবং তিনি তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম প্রতিদানদাতা।

لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٠﴾

৩১। আমি তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করেছি তা সত্য, এর সামনে যা আছে তার (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যায়ণকারীরূপে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবশ্যই পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান।

وَالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٣١﴾

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٣٢﴾

৩২। এরপর আমি কিতাবের (কুরআনের) উত্তরাধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি, তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটাই (অর্থাৎ কিতাবের জন্য মনোনীত করাটাই) মহা অনুগ্রহ।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৩। স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত বালা ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের দুঃখ দূরীভূত করেছেন। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল ও পরম প্রতিদানদাতা-

الَّذِيْٓ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। যিনি নিজ অনুগ্রহ থেকে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে না আমাদেরকে স্পর্শ করে কোন কষ্ট আর না আমাদেরকে স্পর্শ করে কোন ক্লান্তি।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾

৩৬। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদের মৃত্যু ঘটানো হবে না যে তারা মরবে এবং তাদের থেকে এর (জাহান্নামের) শাস্তিও হালকা করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দেই।

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ ۚ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾

৩৭। সেখানে তারা চিৎকার করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে মুক্তি দিন, আমরা যে কাজ করতাম তা না করে সৎকাজ করব।' আল্লাহ্ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে দীর্ঘ আয়ু দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? তোমাদের নিকট সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং (শাস্তি) আস্বাদন কর, এবং জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।'

ع ١٧ ৪ রুকু ১৬

إِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٣٨﴾

৩৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী। বক্ষসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় তিনি ভালভাবে জানেন।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

৩৯। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। অতঃপর যে কুফরী করবে তার কুফরীর দায়-দায়িত্ব তাঁরই। এবং কাফিরদের কুফরী কেবল তাদের প্রতিপালকের নিকট অসন্তুষ্টিই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ أَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُوْرًا ﴿٤٠﴾

৪০। বল, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক সেসব শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ কি? আমাকে দেখাও তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে, অথবা আকাশসমূহের মধ্যে তাদের কোন অংশ আছে কি? নাকি আমি তাদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়েছি যার স্পষ্ট প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করে? বরং জালিমরা একে অপরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না-প্রতারণা ছাড়া।

৪১। আল্লাহ্ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে ধরে রাখেন যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রাখবে? নিশ্চয় তিনি পরম সহনশীল ও অতি ক্ষমাশীল।

إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

৪২। এবং তারা আল্লাহ্র নামে কসম করেছিল- তাদের দৃঢ় কসম যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসলে তারা অবশ্যই (পূর্ববর্তী) উম্মতসমূহের মধ্য থেকে (কোন) একটি উম্মতের চেয়ে অধিক সঠিকপথপ্রাপ্ত হবে, কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী আসল তখন তা কেবল তাদের (সত্য) বিমুখতাই বৃদ্ধি করল-

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

৪৩। -পৃথিবীতে অহংকার করা এবং মন্দ কাজের ষড়যন্ত্রের কারণে। আর মন্দ কাজের ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের (প্রতি গৃহীত) সুন্নতের (নীতির)? আর তুমি আল্লাহ্র সুন্নতের (নীতির) কখনো কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহ্র সুন্নতের (নীতির) কখনো কোন রূপান্তর দেখবে না।

ٱسْتِكْبَارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৪। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং লক্ষ্য করেনি, কেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম? তারা ছিল তাদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল। আল্লাহ্ এমন নন যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَىْءٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

৪৫। আর যদি আল্লাহ্ মানুষকে তারা যা অর্জন করেছে তার জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে তার পৃষ্ঠে (ভূপৃষ্ঠে) কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতঃপর যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় আসবে, তখন নিশ্চয় আল্লাহ্ হবেন তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে পূর্ণ দৃষ্টিবান।

৫ ع ১৪ ৫ রুকূ ১৭

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا ﴿٤٥﴾

৩৬. সূরা ইয়াসীন, মাক্কী

৮৩ আয়াত, ৫ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٣٦-سُوْرَةُ يٰسٓ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٨٣، رُكُوْعَاتُهَا-٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। ইয়াসীন।

يٰسٓ ۚ ﴿١﴾

২। কসম প্রজ্ঞাময় কুরআনের-

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

৩। নিশ্চয় তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত-

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾

৪। সরল-সঠিক পথের উপর (প্রতিষ্ঠিত)।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾

৫। মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ণ (এ কুরআন)-

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾

৬। যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক সম্প্রদায়কে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা ছিল বেখবর।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَاۤؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾

৭। অবশ্যই তাদের অধিকাংশের উপর (শাস্তির) কথাটি অবধারিত হয়েছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে না।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾

৮। নিশ্চয় আমি তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তাদের মাথা ঊর্ধ্বমুখী।

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾

৯। এবং আমি তাদের সামনে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে ঢেকে ফেলেছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾

১০। তুমি তাদেরকে সতর্ক কর অথবা না কর, তাদের জন্য (উভয়ই) সমান, তারা ঈমান আনবে না।

وَسَوَاۤءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾

১১। তুমি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পার যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময়কে ভয় করে, অতএব তাকে তুমি ক্ষমা ও সম্মানজনক প্রতিদানের সুসংবাদ দাও।

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾

১২। নিশ্চয় আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং যা তারা পিছনে রেখে যায়। আর আমি প্রতিটি জিনিস একটি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করেছি।

ع ১৮ ১ রুকূ ১৮

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾

১৩। এবং তাদের জন্য পেশ কর সেই জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত, যখন সেখানে রাসূলরা* এসেছিল,

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَاۤءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

১৪। যখন আমি তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম দু'জনকে এবং তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা এবং তারা বলেছিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।'

قَالُوا مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

১৫। তারা বলল, 'তোমরা আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও, দয়াময় কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ।'

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬। তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন, নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট অবশ্যই প্রেরিত হয়েছি।

وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

১৭। সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।'

قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

১৮। তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমরা পাথর নিক্ষেপ করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।'

قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

১৯। তারা বলল, 'তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। এটা কি এজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।'

وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর-

اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

২১। অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।'

পারা-২৩

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। (বিতর্ককালে সে বলল) 'আর আমার কী (যুক্তি) আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর ইবাদত করব না এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে?

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾

২৩। আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করব? দয়াময় আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন উপকারে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না,

اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৪। এরূপ করলে আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পড়ব।

اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾

২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন।'

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। (নিহত হওয়ার পর) তাকে বলা হল, 'জান্নাতে প্রবেশ কর।'* 'সে বলল, 'হায়, আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত-

بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। যে কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!'

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। আমি তার (মৃত্যুর) পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং আমি প্রেরণকারীও ছিলাম না (অর্থাৎ প্রয়োজনবোধও করিনি)।

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। তা ছিল কেবল এক বিকট শব্দ, এবং তৎক্ষণাৎ তারা নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। আফসোস! বান্দাদের জন্য, তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। তারা কি ভেবে দেখেনি তাদের পূর্বে কত প্রজন্ম আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না?

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং তাদের সকলকেই আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

٢ ع ٢٠ ١ ২ রুকূ ১

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল মৃত ভূমি, যাকে আমি জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্যদানা, অতঃপর তা থেকে তারা আহার করে।

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং আমি বানিয়েছি তার মধ্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে উৎসারিত করি ঝর্ণা-

لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۗ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। যাতে তারা আহার করতে পারে তার ফল-মূল থেকে, অথচ তাদের হাত তা তৈরি করেনি। তবে কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। পবিত্র তিনি, যিনি ভূমি যা উৎপন্ন করে তা, তাদের নিজেদেরকে (মানুষকে) এবং যে সৃষ্টি সম্পর্কে তারা জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।

وَاٰیَةٌ لَّهُمُ الَّیْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল রাত, তা থেকে আমি দিনকে অপসারিত করি, এবং তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে-

وَالشَّمْسُ تَجْرِیْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ﴿٣٨﴾

৩৮। আর সূর্য চলছে তার স্থির হওয়ার সময়ের জন্য। এটা মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞানীর নির্ধারণ।*

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰی عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِیْمِ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি বিভিন্ন মনযিল,* অবশেষে তা পুরাতন খেজুর ডালের আকার ধারণ করে।

لَا الشَّمْسُ یَنْۢبَغِیْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِیْ فَلَكٍ یَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। সূর্যের জন্য মানায় না চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের জন্য মানায় না দিনকে অতিক্রম করা। এবং প্রতিটিই কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।

وَاٰیَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّیَّتَهُمْ فِی الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾

৪১। এবং তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের (পূর্ববর্তী) বংশধরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম-

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا یَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِیْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ یُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। এবং যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, তখন তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং তারা মুক্তিও পাবে না-

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰی حِیْنٍ ﴿٤٤﴾

৪৪। আমার দয়া না হলে এবং একটি সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে না দিলে।

وَاِذَا قِیْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَیْنَ اَیْدِیْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের সামনে যা আছে ও তোমাদের পিছনে যা আছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার।

وَمَا تَاْتِیْهِمْ مِّنْ اٰیَةٍ مِّنْ اٰیٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِیْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। আর তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ থেকে এমন কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসে না যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।

وَاِذَا قِیْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ یَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗۤ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿٤٧﴾

৪৭। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর তখন যারা কুফরী করেছে তারা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে, 'যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন তাকে কি আমরা খাওয়াব? প্রকৃতপক্ষে তোমরা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছ।'

وَیَقُوْلُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং তারা বলে, (বল) 'কখন (বাস্তবায়িত হবে) এই প্রতিশ্রুতি- যদি তোমরা সত্যবাদী হও?'

مَا یَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَیْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ یَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। তারা অপেক্ষা করছে কেবল এক বিকট শব্দের (অর্থাৎ প্রথম শিঙ্গা ফুঁ) যা তাদেরকে পাকড়াও করবে, এমন অবস্থায় যে তারা বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত।

فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ تَوْصِیَةً وَّلَاۤ اِلٰۤی اَهْلِهِمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। তখন না তারা ওসিয়ত করতে সমর্থ হবে আর না তারা তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসতে পারবে।

রুকূ ৩/২

وَنُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰی رَبِّهِمْ یَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে (অর্থাৎ দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুঁ), এবং তৎক্ষণাৎ তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫২। তারা বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল? দয়াময় তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।'

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এটা হবে কেবল এক বিকট শব্দ, এবং তৎক্ষণাৎ তাদের সবাইকে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। সুতরাং আজ কারো প্রতি কোন জুলুম করা হবে না এবং তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। নিশ্চয় জান্নাতবাসীরা আজ থাকবে আনন্দে মগ্ন,

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। তারা এবং তাদের সঙ্গী/সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-মূল এবং তাদের জন্য থাকবে তা-ই যা তারা চাইবে,

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।

سَلٰمٌ ۗ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

৫৯। আর হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু-

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং আমার ইবাদত কর, এটাই সরল সঠিক পথ?

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬২। আর অবশ্যই সে (শয়তান) তোমাদের বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তবে কি তোমরা অবুধাবন করনি?

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۚ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এটা সেই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর, তোমরা যে কুফরী করেছিলে তার বিনিময়ে।

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব, তাদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে সে সম্পর্কে যা তারা অর্জন করত।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদের চোখগুলোকে অবশ্যই নিস্প্রভ করে দিতাম, তখন তারা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত?

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰۤى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى
يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদেরকে অবশ্যই তাদের নিজ স্থানেই আকৃতি পরিবর্তন করে দিতাম, ফলে তারা সামনের দিকে চলতে পারত না এবং পিছনেও ফিরে আসতে পারত না।

রুকু ৪

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا
يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং যাকে আমি দীর্ঘ আয়ু দান করি তাকে সৃষ্টিগত দিক দিয়ে পূর্বের অবস্থায় (অর্থাৎ শিশুর অবস্থায়) ফিরিয়ে নেই। তবে কি তারা অনুধান করে না?

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। এবং তাকে (রাসূলকে) আমি কবিতা শিখাইনি এবং এটা তার জন্য মানানসই নয়। এটি কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন-

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾

৭০। যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) কথাটি অবধারিত হতে পারে।

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। তারা কি দেখে না যে, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গবাদি পশু এবং তারা এগুলোর মালিক?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, ফলে এগুলোর কিছু সংখ্যক তাদের বাহন এবং এগুলোর কিছু সংখ্যক তারা আহার করে।

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা ও পানীয়। তবে কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ্‌দেরকে গ্রহণ করেছে, যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। তারা (অর্থাৎ এসব ইলাহ্) তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়, বরং তারাই (এই লোকেরাই) তাদের (ইলাহ্‌দের) জন্য সদা উপস্থিত বাহিনী (পাহাদার) হয়ে আছে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। অতএব তাদের কথা তোমাকে যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। নিশ্চয় আমি জানি যা তারা গোপন করে ও যা তারা প্রকাশ করে।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। মানুষ কি ভেবে দেখেনি যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য বিন্দু থেকে? অতঃপর সহসা সে হয়ে পড়ে সুস্পষ্ট বিতণ্ডাকারী।

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং সে আমার জন্য উপমা (সমকক্ষ) পেশ করে এবং তার (নিজের) সৃষ্টিকে ভুলে যায়। সে বলে, 'এই হাড়গুলোকে কে জীবিত করবে, যখন এগুলো ছিন্ন-বিছিন্ন?'

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾

৭৯। বল, 'এগুলোকে জীবিত করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন-

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ۙ ﴿٧٩﴾

৮০। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন তৈরি করেছেন, অতঃপর তখন তোমরা তা থেকে আগুন প্রজ্জ্বলিত কর।'

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির) অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ অবশ্যই, নিশ্চয় তিনিই মহাস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞানী।

اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۗ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾

৮২। তাঁর বিষয় কেবল এই, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি তার জন্য বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।

اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾

৮৩। অতএব পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে প্রতিটি বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব, এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৫ ع ৫ রুকূ ৪

৩৭. সূরা সাফফাত, মাক্কী

১৮২ আয়াত, ৫ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। কসম তাদের (অর্থাৎ ফেরেশতাদের) যারা কাতারে কাতারে সারিবদ্ধ-

২। এবং তাদের যারা (শয়তানদেরকে) ধমক দিয়ে তাড়িয়ে বেড়ায়-

৩। এবং তাদের যারা যিকির (ওহী)* পাঠে রত-

৪। নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ্ অবশ্যই একজন।

৫। যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক এবং প্রতিপালক উদয়স্থলসমূহের।

৬। নিশ্চয় আমি দুনিয়ার আকাশকে নক্ষত্ররাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করেছি-

৭। এবং সুরক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে,

৮। তারা উর্ধ্বজগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় সকল দিক থেকে-

৯। বিতাড়নের জন্য, এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি-

১০। তবে (এর পরও) কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

১১। অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তারা কি কঠিনতর সৃষ্টি নাকি আমি (অন্য) যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা? নিশ্চয় আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি আঠালো মাটি থেকে।

১২। বরং তুমি বিস্ময়বোধ করছ, আর তারা করছে বিদ্রূপ।

১৩। এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা উপদেশ গ্রহণ করে না।

১৪। এবং যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে তখন তারা উপহাস করে।

১৫। এবং বলে, 'এটা সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়,

১৬। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?

১৭। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও?'

১৮। বল, হ্যাঁ, এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত,

১৯। তা কেবল এক বিকট শব্দ, এবং তৎক্ষণাৎ তারা প্রত্যক্ষ করবে।

٣٧-سُوْرَةُ الصّٰٓفّٰتِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٨٢، رُكُوْعَاتُهَا-٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿١﴾

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿٢﴾

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿٣﴾

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿٤﴾

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿٥﴾

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ۙ﴿٦﴾

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿٧﴾

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿٨﴾

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿٩﴾

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ
طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ﴿١٢﴾

وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾

وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٤﴾

وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۚۖ﴿١٥﴾

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۙ﴿١٦﴾

اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ﴿١٧﴾

قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۚ﴿١٨﴾

فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿١٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

ع ৫ ১ রুকূ ৫

২০। এবং তারা বলবে, 'দুর্ভোগ আমাদের, এটাই বিচার দিন।'

وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ٢٠

২১। (বলা হবে) এটাই ফয়সালার দিন যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ٢١

২২। (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) সমবেত কর জালিমদেরকে (অর্থাৎ নেতাদেরকে) ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদত তারা করত-

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ٢٢

২৩। -আল্লাহকে বাদ দিয়ে, অতঃপর তাদেরকে তীব্র আগুনের পথে পরিচালিত কর,

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ٢٣

২৪। এবং তাদেরকে থামাও, নিশ্চয় তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে-

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْـُٔوْلُوْنَ ٢٤

২৫। তোমাদের ব্যাপার কি, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না?

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ٢٥

২৬। বরং আজ তারা আত্মসমর্পণকারী।

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ٢٦

২৭। এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ٢٧

২৮। তারা (সহচররা) বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা ডান দিক থেকে (অর্থাৎ ভাল মানুষ সেজে) আমাদের নিকট আসতে।'

قَالُوْۤا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ٢٨

২৯। তারা (জালিম নেতারা) বলবে, 'বরং তোমরা মু'মিনই ছিলে না,

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ٢٩

৩০। এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন ক্ষমতা ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ٣٠

৩১। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা অবধারিত হয়েছে, নিশ্চয় আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ٣١

৩২। আমরা তোমাদেরকে বিপথগামী করেছিলাম, কারণ নিশ্চয় আমরা বিপথগামী ছিলাম।'

فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ٣٢

৩৩। সুতরাং নিশ্চয় তারা সেদিন শাস্তিতে অংশীদার হবে।

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ٣٣

৩৪। নিশ্চয় আমি অপরাধীদের সাথে এমনই করে থাকি।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ٣٤

৩৫। নিশ্চয় তারা ছিল এমন যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই বলা হত তখন তারা অহংকার করত-

اِنَّهُمْ كَانُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ٣٥

৩৬। এবং বলত, 'আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের ইলাহ্দেরকে বর্জন করব?'

وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْۤا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ٣٦

৩৭। বরং সে সত্য নিয়ে এসেছিল এবং সে রাসূলদেরকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল।

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ٣٧

৩৮। নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে,

اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ٣٨

৩৯। এবং তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে-

وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٣٩

৪০। তবে তাদেরকে নয় যারা আল্লাহ্র বাছাইকৃত বান্দা।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ٤٠

৪১। তাদেরই জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিযিক-

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ٤١

৪২। -ফল-মূল, এবং তারা হবে সম্মানিত-
فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে-
فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٤٣﴾

৪৪। (বসবে) আসনসমূহের উপর পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।
عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে ঝর্ণা নিঃসৃত (সুরাপূর্ণ) পানপাত্র-
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। -শুভ্র উজ্জ্বল, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু,
بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। তাতে ক্ষতিকর কোন কিছু থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না।
لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, ডাগরনয়না হূররা-
وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾

৪৯। তারা যেন সুরক্ষিত ডিম।*
كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।
فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। তাদের একজন বলবে, নিশ্চয় আমার ছিল এক সঙ্গী-
قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾

৫২। সে বলত, 'তুমি কি (পুনরুত্থানকে) সত্য বলে স্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত?
يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব তখনও কি আমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে?'
ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। সে বলবে, 'তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?'
قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে তীব্র আগুনের মাঝখানে।
فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾

৫৬। সে বলবে, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলেছিলে-
قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾

৫৭। আমার প্রতিপালকের নেয়ামত না থাকলে আমিও (জাহান্নামে) উপস্থিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।
وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। আমরা কি আর মৃত হব না-
اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া, এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না?'
اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। নিশ্চয় এটি অবশ্যই মহাসাফল্য।
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٠﴾

৬১। এরূপ সাফল্যের জন্যই কর্মীদের কর্ম করা উচিত।
لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿٦١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬২। আপ্যায়ন হিসেবে কি এটাই উত্তম নাকি যাক্কুম বৃক্ষ?

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾

৬৩। নিশ্চয় আমি তা বানিয়েছি জালিমদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।

إِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। নিশ্চয় তা এমন এক বৃক্ষ যা উৎপন্ন হয় তীব্র আগুনের (জাহান্নামের) তলদেশে-

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ أَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٤﴾

৬৫। এর মোচা, যেন এটি শয়তানদের মাথা,*

طَلْعُهَا كَأَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং নিশ্চয় তারা অবশ্যই তা থেকে আহার করবে এবং তা দিয়ে উদর পূর্ণ করবে।

فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। এরপর নিশ্চয় তাদের জন্য থাকবে উত্তপ্ত পানির (ও পুঁজের) মিশ্রণ,

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٦٧﴾

৬৮। এরপর নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন অবশ্যই তীব্র আগুনের দিকে।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ ﴿٦٨﴾

৬৯। নিশ্চয় তারা তাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছিল পথভ্রষ্ট-

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। সুতরাং তারা তাদের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল।

فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। আর অবশ্যই তাদের পূর্বে পূর্ববর্তীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট হয়েছিল-

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿٧١﴾

৭২। এবং অবশ্যই আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারীদেরকে প্রেরণ করেছিলাম।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩। সুতরাং লক্ষ্য কর যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, কেমন ছিল তাদের পরিণাম-

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪। আল্লাহ্‌র বাছাইকৃত বান্দারা ছাড়া।

إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। আর অবশ্যই নূহ্ আমাকে ডেকেছিল, এবং আমি কতই না উত্তম সাড়াদানকারী!

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। এবং তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে,

وَنَجَّيْنٰهُ وَأَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং তার বংশধরকেই আমি অবশিষ্ট রাখলাম,

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং পরবর্তীদের মাঝে আমি তাকে (স্মরণীয় করে) রাখলাম,

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। জগৎসমূহের মধ্যে নূহের উপর সালাম (শান্তি)।

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। নিশ্চয় এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।

إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। নিশ্চয় সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮২। এরপর অন্য সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। আর নিশ্চয় ইবরাহীম অবশ্যই তার (অর্থাৎ নূহের) দলের অন্তর্ভুক্ত।

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَإِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾

৮৪। যখন সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধচিত্তে।

إِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾

৮৫। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কিসের উপাসনা করছো?

إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। তোমরা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে মিথ্যা ইলাহ্‌দেরকে (উপাস্যদেরকে) চাও?

أَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। জগৎসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী?

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। অতঃপর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাল-

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾

৮৯। এবং বলল, 'নিশ্চয় আমি অসুস্থ।'

فَقَالَ إِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾

৯০। অতঃপর তারা তাকে পিছনে রেখে চলে গেল।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯১। পরে সে সন্তর্পণে তাদের ইলাহ্‌দের (উপাস্যদের) নিকট গেল এবং বলল, 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন?

فَرَاغَ إِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُوْنَ ﴿٩١﴾

৯২। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কথা বল না!'

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩। অতঃপর সে তাদের উপর ডান হাতে (অর্থাৎ সজোরে) আঘাত করল।

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿٩٣﴾

৯৪। অতঃপর তারা তার দিকে ছুটে আসল।

فَأَقْبَلُوْٓا إِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫। সে বলল, 'তোমরা কি তাদেরই উপাসনা কর যাদেরকে তোমরা খোদাই করে তৈরি কর-

قَالَ أَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। অথচ আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তাও?'

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। তারা বলল, 'তার জন্য একটি (অগ্নিকুণ্ডের) স্থাপনা নির্মাণ কর, অতঃপর তাকে তীব্র আগুনে নিক্ষেপ কর।'

قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾

৯৮। তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাদেরকে সর্বাধিক অপদস্থ করে দিলাম।

فَأَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْأَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯। সে বলল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, শীঘ্রই তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।

وَقَالَ إِنِّيْ ذَاهِبٌ إِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾

১০০। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন।'

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১। অতঃপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১০২। অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল, 'বৎস! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি, অতএব দেখ তোমার অভিমত কি?' সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে তা করুন, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।'

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْۤ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ؗ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

১০৩। অতঃপর যখন তারা উভয়ে (আল্লাহ্‌র নির্দেশের সামনে) আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে কপালের উপর (উপুর করে) শয়ন করাল,

فَلَمَّاۤ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿۱۰۳﴾ۚ

১০৪। তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, 'হে ইবরাহীম!

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰۤاِبْرٰهِيْمُ ﴿۱۰۴﴾ۙ

১০৫। অবশ্যই তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করলে, নিশ্চয় আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।'

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৬। নিশ্চয় এটি ছিল অবশ্যই এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿۱۰۶﴾

১০৭। এবং আমি তাকে ফিদিয়া দিলাম (মুক্ত করলাম) একটি মহান জবাই করার পশু দ্বারা।*

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۷﴾

১০৮। এবং আমি পরবর্তীদের মাঝে তাকে (স্মরণীয় করে) রেখেছি,

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾ۖ

১০৯। ইবরাহীমের উপর সালাম (শান্তি),

سَلٰمٌ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ ﴿۱۰۹﴾

১১০। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۰﴾

১১১। নিশ্চয় সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۱﴾

১১২। আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের, যে (হবে) সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী।

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۲﴾

১১৩। এবং আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও। এবং তাদের বংশধরের মধ্যে কিছু সংখ্যক সৎকর্মপরায়ণ আর কিছু সংখ্যক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট জুলুমকারী।

ع ৩ রুকু ৭

وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰۤى اِسْحٰقَ ؕ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ﴿۱۱۳﴾ع

১১৪। আর অবশ্যই আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি,

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿۱۱۴﴾ۚ

১১৫। এবং তাদের দু'জনকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে,

وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۱۵﴾ۚ

১১৬। এবং আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছিল,

وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿۱۱۶﴾ۚ

১১৭। আমি উভয়কে সুস্পষ্ট কিতাব দিয়েছিলাম,

وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿۱۱۷﴾ۚ

১১৮। এবং তাদেরকে আমি সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলাম,

وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۱۱۸﴾ۚ

১১৯। এবং আমি পরবর্তীদের মাঝে তাদেরকে (স্মরণীয় করে) রেখেছি-

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ۖ

১২০। মূসা ও হারূনের উপর সালাম (শান্তি)।

سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿۱۲۰﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১২১। নিশ্চয় আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।
إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২২। নিশ্চয় তারা দু'জন ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। এবং নিশ্চয় ইলইয়াস ছিল অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কি (আল্লাহ্কে) ভয় করবে না?
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। তোমরা কি বা'আল* (নামক মূর্তি) দেবতাকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে সর্বোত্তম স্রষ্টাকে-
أَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। -আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের এবং প্রতিপালক তোমাদের পূর্বপুরুষদের?
اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, সুতরাং নিশ্চয় তাদেরকে অবশ্যই (শাস্তির জন্য) উপস্থিত করা হবে-
فَكَذَّبُوْهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। আল্লাহ্র বাছাইকৃত বান্দাদেরকে ছাড়া।
إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। এবং আমি পরবর্তীদের মাঝে তাকে (স্মরণীয় করে) রেখেছি-
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾

১৩০। ইলইয়াসীনের* উপর সালাম (শান্তি)।
سَلٰمٌ عَلٰٓى إِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। নিশ্চয় আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।
إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩২। নিশ্চয় সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং নিশ্চয় লূত ছিল অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।
وَإِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। যখন আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম-
إِذْ نَجَّيْنٰهُ وَأَهْلَهٗٓ أَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে ছিল পিছনে থেকে যাওয়াদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত।
إِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। এরপর অবশিষ্টদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম।
ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। এবং নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই তাদেরকে অতিক্রম করে থাক প্রভাতে-
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮। ও রাতে। তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না?
وَبِالَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

রুকূ ৪/৮

১৩৯। এবং নিশ্চয় ইউনুস ছিল অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।
وَإِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। যখন সে পালিয়েছিল* বোঝাই নৌযানের দিকে-
إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾

১৪১। অতঃপর সে লটারীতে অংশ নিল ও পরাজিত হল,
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪২। পরে এক বৃহদাকার মাছ তাকে গিলে ফেলল, এমন অবস্থায় যে সে ছিল তিরস্কৃত।
فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৩। তখন সে যদি তসবীহকারীদের (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের) অন্তর্ভুক্ত না হত-

لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪। অবশ্যই সে তার পেটের মধ্যে অবস্থান করত সেদিন পর্যন্ত যেদিন পুনরুত্থিত করা হবে,

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾

১৪৫। অতঃপর তাকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে, এমন অবস্থায় যে সে ছিল অসুস্থ,

وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾

১৪৬। এবং আমি তার উপর লতাপাতাযুক্ত একটি গাছ উদগত করলাম,

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭। এবং তাকে আমি একশত হাজার (এক লক্ষ) বা ততোধিক লোকের জন্য প্রেরণ করেছিলাম,

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾

১৪৮। এবং তারা ঈমান এনেছিল, ফলে আমি তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯। সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের জন্যই কি কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান?

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০। আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম, এমন অবস্থায় যে তারা প্রত্যক্ষ করছিল?

اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৫১। জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা তাদের মিথ্যাচার থেকে অবশ্যই বলে-

وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২। আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন, এবং নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩। তিনি কি পুত্র সন্তানদের চেয়ে কন্যা সন্তানদেরকে বেশি পছন্দ করেছেন?

مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪। তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেমন বিচার* করছ?

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৬। তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে?

فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭। তাহলে তোমরা তোমাদের কিতাব নিয়ে আস- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۭ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮। এবং তারা তাঁর ও জ্বীন জাতির মাঝে একটি বংশ* (অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক) নির্ধারণ করেছে, কিন্তু জ্বীন জাতি অবশ্যই অবশ্যই জেনেছে, নিশ্চয় তাদেরকে অবশ্যই (বিচারের জন্য) উপস্থিত করা হবে-

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯। তারা যে গুণ বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র-

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০। আল্লাহ্‌র বাছাইকৃত বান্দারা ছাড়া (তারা বর্ণনা করে না)।

فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১। অতএব নিশ্চয় তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর-

مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২। (সবাই মিলে) তোমরা তাঁর সম্বন্ধে (কাউকে) বিভ্রান্ত করতে পারবে না-

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾

১৬৩। তীব্র আগুনে প্রবেশকারীকে ছাড়া।

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾

১৬৪। আর (ফেরেশতারা বলে) আমাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে একটি নির্দিষ্ট স্থান-

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫। এবং নিশ্চয় আমরা অবশ্যই সারিবদ্ধ,

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬। এবং নিশ্চয় আমরা অবশ্যই (তাঁর) পবিত্রতা ঘোষণাকারী।

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭। যদিও তারা অবশ্যই বলে আসছে-

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮। যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের থেকে কোন উপদেশ (কিতাব) থাকত-

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯। অবশ্যই আমরা আল্লাহ্‌র বাছাইকৃত বান্দা হতাম।

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০। কিন্তু তারা এটিকে (কুরআনকে) অবিশ্বাস করল, সুতরাং অচিরেই তারা জানবে।

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾

১৭১। আর অবশ্যই আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার বাণী গত হয়েছে (অর্থাৎ লিখিত রয়েছে),

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾

১৭২। নিশ্চয় তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে,

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩। এবং নিশ্চয় আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৪। অতএব কিছু সময়ের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর-

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫। এবং তাদেরকে দেখতে থাক, অতঃপর অচিরেই তারা দেখবে।

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬। তবে কি তারা আমার শাস্তি তাড়াতাড়ি পেতে চায়?

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭। অতঃপর যখন তাদের আঙিনায় (শাস্তি) নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের প্রভাত হবে কতই না মন্দ!

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾

১৭৮। এবং কিছু সময়ের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর-

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯। এবং তাদেরকে দেখতে থাক, অতঃপর অচিরেই তারা দেখবে।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾

১৮০। তারা যে গুণ বর্ণনা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালক পবিত্র, যিনি সকল সম্মানের অধিকারী,

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾

১৮১। এবং রাসূলদের উপর সালাম (শান্তি),

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

১৮২। আর সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য।

রুকু ৯

৩৮. সূরা সোয়াদ, মাক্কী

৮৮ আয়াত, ৫ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। সোয়াদ, কসম উপদেশপূর্ণ কুরআনের।

২। বরং কাফিররা ঔদ্ধত্য ও মতবিরোধে লিপ্ত।

৩। তাদের পূর্বে আমি কত প্রজন্ম ধ্বংস করেছি! তখন তারা আর্তনাদ করেছিল, কিন্তু পরিত্রাণের কোন সময় ছিল না।

৪। তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, তাদের কাছে এসেছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী, এবং কাফিররা বলে, 'এ এক মিথ্যাবাদী জাদুকর,

৫। সে কি বহু ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এটা অবশ্যই এক আশ্চর্য ব্যাপার!'

৬। আর তাদের প্রধানরা সরে পড়ল এই বলে যে, 'তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের ইলাহ্‌দের উপর ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় এটা অবশ্যই এক উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার,

৭। আমরা (এযাবৎ কালের) শেষ ধর্মাদর্শেও এমন কথা শুনিনি, এটা মনগড়া বিষয় ছাড়া আর কিছু নয়,

৮। আমাদের মধ্য থেকে কি তারই উপর উপদেশ (কুরআন) অবতীর্ণ হল?' বরং তারা আমার উপদেশের ব্যাপারে (কুরআনে) সন্দিহান, বরং তারা এখনো আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।

৯। নাকি তাদের নিকট তোমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডার আছে, যিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহান দাতা?

১০। নাকি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে সব কিছুর রাজত্ব তাদের? তাহলে তারা যে কোন উপায়ে আরোহণ করুক।

১১। বহু দলের যে বাহিনীই হউক সেখানে তারা পরাজিত হবে।

১২। এদের পূর্বেও (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহ্, আদ ও পেরেকওয়ালা ফেরআউনের সম্প্রদায়-

১৩। এবং ছামূদ, লূত সম্প্রদায় ও আইকার* অধিবাসীরা, তারা ছিল এক-একটি বিশাল দল।

১৪। তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে সত্য হয়েছিল আমার শাস্তি। রুকু ১০

১৫। তারা অপেক্ষা করছে কেবল এক বিকট শব্দের, (যথা সময়ে ঘটতে) যার কোন বিলম্ব হবে না।

১৬। এবং তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাবের দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য (শাস্তি) আমাদেরকে দিয়ে দাও।'

٣٨-سُوْرَةُ صٓ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٨٨، رُكُوْعَاتُهَا-٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ ۞١

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۞٢

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۞٣

وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ؗ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۞٤

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞٥

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ۞٦

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۞٧

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ؕ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۞٨

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۞٩

اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۫ فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ ۞١٠

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۞١١

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۞١٢

وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ؕ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ۞١٣

اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۞١٤

وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۞١٥

وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۞١٦

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿١٧﴾

১৭। তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং স্মরণ কর আমার শক্তিশালী বান্দা দাঊদের কথা, নিশ্চয় সে ছিল (আমার) অভিমুখী।

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

১৮। নিশ্চয় আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে সন্ধ্যায় ও সকালে তার সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করার জন্য-

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ۚ كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿١٩﴾

১৯। এবং সমবেত পাখিদেরকেও। সবাই ছিল তাঁর (আল্লাহ্‌) অভিমুখী।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

২০। আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম হিকমত (প্রজ্ঞা) ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।

وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾

২১। তোমার নিকট বিবাদকারীদের সংবাদ পৌঁছেছে কি, যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে মেহরাবে (ইবাদতের বিশেষ কক্ষে) আসল-

اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى
بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى
سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২২। যখন তারা দাঊদের নিকট প্রবেশ করল এবং তখন তাদের কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল? তারা বলল, 'ভয় করবেন না, আমরা দু'জন প্রতিপক্ষ- আমাদের একজন অপর জনের উপর অবিচার করেছে, অতএব আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

اِنَّ هٰذَآ اَخِيْ ۫ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۫
فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২৩। এ ব্যক্তি আমার ভাই, তার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা, তবু সে বলে, এটিও আমার তত্ত্বাবধানে দিয়ে দাও, এবং কথায় সে আমাকে পরাস্ত করেছে।'

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ۚ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ۚ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ﴿٢٤﴾

২৪। দাঊদ বলল, 'তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সঙ্গে যুক্ত করার দাবি করে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে, অংশীদারদের অনেকে একে অন্যের উপর জুলুম করে থাকে- যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা ছাড়া এবং তারা সংখ্যায় অল্প।' এবং দাঊদ ধারণা করল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল এবং (তাঁর দিকে অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তন করল।

فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ۚ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٢٥﴾

২৫। অতঃপর আমি তাকে সেটি ক্ষমা করলাম। এবং নিশ্চয় আমার নিকট তার জন্য অবশ্যই রয়েছে নৈকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ
الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

٢ ع ١٢ ॥ ২ রুকু ১১

২৬। হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা হিসাবের দিনকে ভুলে গেছে।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

২৭। আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। ওটা যারা কুফরী করেছে তাদের ধারণা, সুতরাং যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের দুর্ভোগ।

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي
الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

২৮। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে কি আমি পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের মত গণ্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে পাপীদের সমান গণ্য করব?

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا
الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

২৯। এটি একটি কিতাব যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, এটি বরকতময়, যাতে তারা (মানুষ) এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীর চিন্তা করতে পারে এবং যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿٣٠﴾

৩০। এবং আমি দাঊদের জন্য দান করলাম সুলাইমানকে। সে ছিল উত্তম বান্দা। নিশ্চয় সে ছিল (আমার) অভিমুখী।

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾

৩১। যখন সন্ধ্যায় তার সামনে দ্রুত গতিসম্পন্ন উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলোকে উপস্থিত করা হল-

فَقَالَ اِنِّيْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾

৩২। তখন সে বলল, নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে (বিমুখ হয়ে) সম্পদের ভালবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছি, অবশেষে (এগুলো) অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًاۢ بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

৩৩। এগুলোকে আমার সামনে নিয়ে আস। অতঃপর সে তাদের পা ও গলা কেটে দিতে লাগল।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾

৩৪। আর অবশ্যই আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার কুরসির (আসনের) উপর রাখলাম একটি দেহ,* অতঃপর সে আমার দিকে (অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তন করল।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

৩৫। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য যা আমার পরে আর কারো জন্য মানানসই নয়। নিশ্চয় আপনিই পরম দাতা।'

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾

৩৬। সুতরাং আমি তার কল্যাণে নিয়োজিত করেছিলাম বাতাসকে, যা তার আদেশে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত যেখানে সে চাইত-

وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং (নিয়োজিত করেছিলাম) সকল নির্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তানদেরকে-

وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং শিকলে আবদ্ধ আরো অনেককে।

هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

৩৯। এটি আমার দান, অতএব (হে সুলাইমান!) তুমি বেহিসাব দান কর অথবা নিজের কাছে রেখে দাও।

রুকু ১২ ৩

وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং নিশ্চয় আমার নিকট রয়েছে তার জন্য অবশ্যই নৈকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَاۤ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾

৪১। আর আমার বান্দা আইউবের কথা উল্লেখ কর, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল যে, 'শয়তান আমাকে কষ্ট ও শাস্তি দ্বারা স্পর্শ করেছে।'

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

৪২। (আমি তাকে বললাম) 'তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর, এটি গোসলের শীতল পানি ও পানীয়।'

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

৪৩। এবং আমি তাকে দান করলাম তার পরিবার-পরিজন ও তাদের মত আরও অনেক, আমার পক্ষ থেকে দয়াস্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

৪৪। এবং (আমি তাকে আদেশ করলাম)* এক আঁটি তৃণ শলা নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর এবং কসম ভঙ্গ করো না। নিশ্চয় আমি তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয় সে (আমার) অভিমুখী।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِي الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

৪৫। এবং উল্লেখ কর আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা যারা ছিল শক্তিশালী ও দৃষ্টিসম্পন্ন।

اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾

৪৬। নিশ্চয় আমি তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছিলাম এক বিশেষ গুণের ভিত্তিতে, তা ছিল আখিরাতের স্মরণ,

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

৪৭। এবং নিশ্চয় তারা অবশ্যই আমার নিকট মনোনীত শ্রেষ্ঠজনদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং উল্লেখ কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসাআ ও যুল্-কিফলের কথা, এবং তারা প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠজনদের অন্তর্ভুক্ত।

هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾

৪৯। এটি (অর্থাৎ তাদের উল্লেখ) এক স্মরণীয় বর্ণনা। এবং নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল-

جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾

৫০। চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত,

مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾

৫১। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে তারা অনেক ফল-মূল ও পানীয় আনতে বলবে।

وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং তাদের পাশে থাকবে সমবয়সী আনতনয়নারা (হুররা)।

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾

৫৩। এটি হিসাবের দিনের জন্য তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।

إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾

৫৪। নিশ্চয় এটি অবশ্যই আমার রিযিক যার কোন শেষ নেই-

هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾

৫৫। এটিই (মুত্তাকীদের প্রতিদান)। আর নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে নিকৃষ্ট প্রত্যবর্তনস্থল-

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾

৫৬। জাহান্নাম, যেখানে তারা প্রবেশ করবে, সুতরাং কতই না নিকৃষ্ট এ বিশ্রামস্থল!

هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾

৫৭। এটাই (সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতিদান)। সুতরাং তারা উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ এর স্বাদ গ্রহণ করুক-

وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং আরও আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।

هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ ﴿٥٩﴾

৫৯। (জাহান্নামে প্রবেশকালে অনুসৃত নেতারা বলাবলি করবে) 'এই তো তোমাদের সাথে দ্রুতবেগে প্রবেশকারী এক দল, তাদের জন্য নেই কোন অভিনন্দন, নিশ্চয় তারা আগুনে জ্বলবে।'

قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾

৬০। তারা (অনুসারীরা) বলবে, 'বরং তোমরাই (জ্বলবে); তোমাদের জন্যও নেই কোন অভিনন্দন। তোমরাই আমাদের জন্য এ ব্যবস্থা করেছ।' কতই না নিকৃষ্ট এই স্থায়ী অবস্থানস্থল!

قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾

৬১। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে আমাদের জন্য এ ব্যবস্থা করেছে, আগুনে তার জন্য দিগুণ শাস্তি বৃদ্ধি করুন।'

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং তারা বলবে, 'আমাদের কী হল যে, আমরা যে সব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না!

أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾

৬৩। তবে কি আমরা তাদেরকে (অহেতুক) ঠাট্টা-বিদ্রূপ হিসেবে গ্রহণ করতাম? নাকি তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিচ্যুত হয়েছে?'

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

৬৪। নিশ্চয় এটি অবশ্যই সত্য- আগুনের অধিবাসীদের (এই) বাদানুবাদ।

ع ৪ রুকু ১৩

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

৬৫। বল, আমি কেবল একজন সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, যিনি এক ও মহা পরাক্রমশালী।

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾

৬৬। যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক, মহাপ্রতাপশালী ও পরম ক্ষমাশীল।

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾

৬৭। বল, 'এটি (কুরআন) এক মহাসংবাদ-

৬৮। যা তোমরা উপেক্ষা করছ।

أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٦٨

৬৯। উর্ধ্বজগত সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না যখন তারা (ফেরেশতারা) বাদানুবাদ করছিল।

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٦٩

৭০। আমার নিকট এই ওহীই করা হয় যে, আমি কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٧٠

৭১। যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি কাদামাটি থেকে,

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ٧١

৭২। অতএব যখন আমি তাকে সুগঠিত করব এবং আমার রূহ্ থেকে আমি ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে।'

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٧٢

৭৩। অতঃপর ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করল-

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٧٣

৭৪। ইবলিস ছাড়া। সে অহঙ্কার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٧٤

৭৫। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহঙ্কার করলে, নাকি তুমি উচ্চ পর্যায়ের কেউ?'

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ٧٥

৭৬। সে বলল, 'আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে।'

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ٧٦

৭৭। তিনি বললেন, 'তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কেননা নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٧٧

৭৮। এবং নিশ্চয় তোমার উপর আমার লা'নত বিচারের দিন পর্যন্ত।'

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ٧٨

৭৯। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আপনি আমাকে অবকাশ দিন সেদিন পর্যন্ত যেদিন পুনরুত্থিত করা হবে।'

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٧٩

৮০। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তাহলে তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত-

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ٨٠

৮১। নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত।'

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ٨١

৮২। সে বলল, 'আপনার ক্ষমতার কসম, আমি তাদের সবাইকে অবশ্যই অবশ্যই বিপথগামী করব-

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢

৮৩। তাদের মধ্য থেকে আপনার বাছাইকৃত বান্দাদেরকে ছাড়া।'

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٨٣

৮৪। তিনি বললেন, 'তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি,

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ٨٤

৮৫। তোমাকে এবং তাদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে, সবাইকে দিয়ে আমি অবশ্যই অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।'

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٥

৮৬। (হে নবী!) বল, 'আমি এ (সতর্কীকরনের) জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিম আচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ٨٦

৮৭। এটি (কুরআন) জগৎসমূহের জন্য একটি উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ٨٧

৮৮। এবং এর (অর্থাৎ কুরআনের সত্যতার) সংবাদ তোমরা অবশ্যই অবশ্যই জানবে কিছুসময় পর।'

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ٨٨

৫ রুকু ১৪

৩৯. সূরা আয-যুমার, মাক্কী

৭৫ আয়াত, ৮ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٣٩-سُوْرَةُ الزُّمَرِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٧٥، رُكُوْعَاتُهَا-٨

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

১। এ কিতাবের অবতারণ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ②

২। নিশ্চয় আমি তোমার নিকট সত্যসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর দ্বীনকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ۬ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ③

৩। জেনে রাখ, বিশুদ্ধ দ্বীন (ইবাদত) আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তাদের উপাসনা এজন্যই করি যে, তারা মর্যাদার দিক থেকে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে নিয়ে যাবে।' তারা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সে বিষয়ে বিচার করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না তাকে যে মিথ্যাবাদী ও কাফির।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④

৪। আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তার সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতেন, পবিত্র তিনি। তিনি আল্লাহ্, এক ও মহাপরাক্রমশালী।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ⑤

৫। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সত্যসহ (নির্দিষ্ট লক্ষ্যে) সৃষ্টি করেছেন, তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দ্বারা রাতকে আচ্ছাদিত করেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি অনুগত করেছেন। প্রতিটি এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে। জেনে রাখ, তিনিই মহা প্রতাপশালী ও পরম ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ⑥

৬। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে, এরপর তার থেকে তার জোড়া বানিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন আট প্রকার গবাদি পশু। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের তিন ধরনের অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেন। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, রাজত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং কিভাবে তোমাদেরকে (সত্য থেকে) সরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۟ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑦

৭। যদি তোমরা কুফরী কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরীকে পছন্দ করেন না, আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। এরপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, অতঃপর তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। বক্ষসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় তিনি ভালভাবে জানেন।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾

৮। এবং যখন মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে তখন সে তার প্রতিপালককে ডাকে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে, এরপর যখন তিনি তাকে তাঁর পক্ষ থেকে নেয়ামত দান করেন তখন পূর্বে যে জন্য সে তাঁকে ডেকেছিল তা সে ভুলে যায় এবং আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায়, (মানুষকে) তাঁর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য। বল, 'তুমি তোমার কুফরী সামান্য উপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।'

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

৯। যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন অংশে সিজদা অবস্থায় ও দাঁড়ানো অবস্থায় অনুগত থাকে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের দয়া প্রত্যাশা করে সে কি (তার সমান, যে তা করে না)? বল, 'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?' কেবল বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

١ ع ١٥ ১ রুকূ ১৫

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

১০। বল (আমার এ কথা উদ্ধৃত কর), 'হে আমার বান্দারা! যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এই দুনিয়াতে ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহ্‌র পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণ করে দেয়া হবে, কোন হিসাব ছাড়াই।'

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾

১১। বল, 'নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে, দ্বীনকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে-

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾

১২। এবং আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি প্রথম মুসলিম হই।'

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

১৩। বল, 'যদি আমি আমার প্রতিপালককে অমান্য করি তাহলে নিশ্চয় আমি ভয় করি এক ভয়াবহ দিনের শাস্তির।'

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾

১৪। বল, 'আমি আল্লাহ্‌রই ইবাদত করি, দ্বীনকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে-

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

১৫। অতএব তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর।' বল, 'নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তারা যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি করেছে।' জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴿١٦﴾

১৬। তাদের জন্য রয়েছে তাদের উপর দিক থেকে আগুনের আচ্ছাদন এবং তাদের নীচের দিক থেকেও আচ্ছাদন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। হে আমার বান্দারা! সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় কর।

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

১৭। আর যারা তাগুতের* উপাসনা পরিহার করে এবং আল্লাহ্‌র দিকে (অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তন করে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে-

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

১৮। যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে। ওরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾

১৯। যার উপর শাস্তির বাণী অবধারিত হয়েছে তুমি কি তাকে রক্ষা করতে পারবে, যে আছে আগুনের মধ্যে?

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾

২০। কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ কক্ষসমূহ, যেগুলোর উপর নির্মিত (আরও) সুউচ্চ কক্ষসমূহ, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত। এটি আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ
فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ
فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى
الْاَلْبَابِ ﴿٢١﴾

২১। তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন, অতঃপর তা ভূমিতে ঝর্ণারূপে প্রবাহিত করেন, এরপর তা দিয়ে বিভিন্ন রং-এর বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন করেন, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা হলদে দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তা খড়-কুটোয় পরিণত করেন? নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য অবশ্যই উপদেশ রয়েছে।

(ع ২, রুকু ১৬)

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ
لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾

২২। আল্লাহ্‌ ইসলামের জন্য যার বক্ষকে প্রশস্ত* করে দিয়েছেন এবং যে তার প্রতিপালক প্রদত্ত আলোতে রয়েছে সে কি (তার সমান যে এরূপ নয়)? অতএব দুর্ভোগ সেই লোকদের জন্য যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে (বিমুখ থাকার ব্যাপারে) কঠিন। তারাই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ
جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ
اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ
يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

২৩। আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম কথা- সাদৃশ্যপূর্ণ, বারবার পঠিত কিতাবরূপে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের ত্বক কেঁপে ওঠে, এরপর তাদের ত্বক ও হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে নরম হয়। এটা আল্লাহ্‌র পথনির্দেশিকা, তিনি এর মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।

اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ
لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার চেহারা দ্বারা নিকৃষ্ট শাস্তি ঠেকাবে সে কি (তার মত যে নিরাপদ)? এবং জালিমদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর।'

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। তাদের পূর্ববর্তীরাও (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে এসেছিল যে, তারা টেরও পায়নি।

فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ
اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। অতএব আল্লাহ্‌ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন এবং আখিরাতের শাস্তি অবশ্যই কঠিনতর- যদি তারা জানত।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। আর অবশ্যই আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সবধরনের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে,

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। আরবি ভাষার এই কুরআনে কোন বক্রতা নেই, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ
هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। আল্লাহ্‌ দৃষ্টান্ত পেশ করছেন এক ব্যক্তির যার শরীক (প্রভু) অনেক, যারা পরস্পর বিরোধী এবং এক ব্যক্তির যে একজনের মালিকানাধীন। দৃষ্টান্তের দিক থেকে এই দু'জন কি সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং নিশ্চয় তারাও মরণশীল।

(ع ৩, রুকু ১৭)

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। এরপর নিশ্চয় তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বাদানুবাদ করবে।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-২৪

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ
اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্যকে (কুরআনকে) মিথ্যা বলে তা আসার পর তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে (অর্থাৎ যারা) তা (সত্যকে) সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই মুত্তাকী।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট তা-ই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান,

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ
بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। যাতে তারা যেসব নিকৃষ্ট কাজ করেছে আল্লাহ্ তা মোচন করতে পারেন এবং তাদেরকে তারা যা করত তার চেয়েও উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন।।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

৩৬। আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? কিন্তু তারা তোমাকে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের ভয় দেখায়। এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

৩৭। আর যাকে আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই। আল্লাহ্ কি মহাপ্রতাপশালী ও উচিত শাস্তিদাতা নন?

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ
قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ
هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ
ؕ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্'। বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ আমার ক্ষতি চাইলে তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি দয়া করতে চাইলে তারা কি সেই দয়াকে আটকাতে পারবে? বল, 'আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করে।'

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থান (পথ-পদ্ধতি) অনুসারে কাজ কর, নিশ্চয় আমিও কাজ করছি, অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে-

مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০। কার উপর আসবে শাস্তি যা তাকে অপমানিত করবে এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।'

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى
فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيْلٍ ﴿٤١﴾

ع ৪ রুকু ১

৪১। নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, অতঃপর যে সঠিক পথ অবলম্বন করে তা (সে করে) নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে পথভ্রষ্ট হয় নিজেরই অকল্যাণের জন্য। আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ
فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। আল্লাহ্‌ই প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের নিদ্রার সময়, অতঃপর তিনি যার জন্য মৃত্যু ঘটান তার প্রাণ আটকে রাখেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।

৪৩। তবে কি তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে? বল, 'যদিও তারা কোন কিছুর মালিক নয় এবং তারা অনুধাবনও করে না তবুও কি?'

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। বল, 'আল্লাহ্‌ই সকল সুপারিশের (অনুমতি দানের) মালিক। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। এরপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।'

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং যখন একা আল্লাহ্‌র কথা উল্লেখ করা হয় তখন যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের হৃদয় বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়, এবং যখন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের উল্লেখ করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। বল, 'হে আল্লাহ্‌! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী, আপনার বান্দারা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করে, আপনি তাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দিবেন।'

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং যারা জুলুম করেছে তাদের যদি পৃথিবীতে যা আছে তা সবই এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো থাকে তাহলে কিয়ামতের দিন তারা অবশ্যই তার বিনিময়ে (মুক্তিপণ দিয়ে) নিকৃষ্ট শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চাইবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি।

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। আর তাদের অর্জিত মন্দসমূহ তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। মানুষকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে; এরপর যখন আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে আমার কোন নেয়ামত দান করি তখন সে বলে, 'আমাকে এটা দেয়া হয়েছে আমার জ্ঞানের কারণে।' বরং এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ؗ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। তাদের পূর্ববর্তীরাও এটাই বলত, কিন্তু তারা যা অর্জন করত তা তাদের উপকারে আসেনি।

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। অতঃপর তাদেরকে তাদের মন্দসমূহ আঘাত করেছিল যা তারা অর্জন করেছিল। এবং এদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদেরকেও শীঘ্রই আঘাত করবে তাদের মন্দসমূহ যা তারা অর্জন করেছে, এবং তারা (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করতে পারবে না।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২। তারা কি জানে না, আল্লাহ্‌ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং (তা) পরিমাপ করে দেন? নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

৫ ع ٢ ٥ রুকু ২

اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ ع

৫৩। বল (আমার এ কথা উদ্ধৃত কর), 'হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছ- আল্লাহ্‌র দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল অপরাধ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾

وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট সে শাস্তি আসার পূর্বে, এরপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সর্বোত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অনুসরণ কর তোমাদের উপর অতর্কিতে শাস্তি আসার পূর্বে, যখন তোমরা টেরও পারবে না-

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। যে, কেউ বলবে, হায়, আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে অবহেলা করেছি তার জন্য আফসোস! আর আমি অবশ্যই ছিলাম ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত-

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। অথবা কেউ বলবে, আল্লাহ্ আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করলে আমি অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম-

اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করে বলবে, হায়! যদি একবার (পৃথিবীতে) আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম।

بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। কিন্তু হ্যাঁ, আমার নিদর্শনসমূহ তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা অভিহিত করেছিলে এবং অহঙ্কার করেছিলে এবং তুমি ছিলে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। এবং যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে, কিয়ামতের দিন তুমি তাদের চেহারাসমূহ কালো দেখবে। অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নামে নয়?

وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সফলতার কারণে; তাদেরকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾

৬২। আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾

রুকু ৬ ع ৩

৬৩। আকাশমূহ ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই। আর যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। বল, 'হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করতে নির্দেশ দিচ্ছ?'

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। আর অবশ্যই তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, যদি তুমি শরীক কর তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তোমার কাজ বিফল হবে এবং অবশ্যই অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬৬। বরং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ও কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ٦٦

৬৭। তারা আল্লাহ্‌র যথাযথ মূল্যায়ন করেনি, অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশসমূহ থাকবে গুটানো অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র তিনি, আর তারা যা শরীক করে তা হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ٦٧

৬৮। এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে,* ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া আকাশসমূহে যারা আছে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। এরপর আরেকবার তাতে ফুঁ দেয়া হবে, এবং তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا
مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۚ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ٦٨

৬৯। এবং যমীন (হাশরের মাঠ) তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, কিতাব (আমলনামা) পেশ করা হবে এবং নবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে, এবং তাদের মাঝে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করা হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ
وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ٦٩

৭০। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা করেছে তা (তার প্রতিফল) পুরোপুরি দেয়া হবে, এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানেন।

ع ৭ রুকূ ৪

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ٧٠

৭১। এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা এর নিকটে আসবে তখন এর দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং এর রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূলগণ আসেননি যারা তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাতেন এবং তোমাদের এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই,' কিন্তু কাফিরদের প্রতি শাস্তির বাণী অবধারিত হয়েছে।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا
فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ
يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ
قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ٧١

৭২। বলা হবে, 'তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য, সুতরাং কতই না নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!'

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِيْنَ ٧٢

৭৩। আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা এর (জান্নাতের) নিকটে আসবে এবং এর দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং এর রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা খুশী হও এবং তাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে।'

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا
وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ٧٣

৭৪। এবং তারা (প্রবেশ করে) বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে উত্তরাধিকারী করেছেন এই যমীনের; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব।' আর (সৎ) কর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম!

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ
نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ٧٤

৭৫। এবং তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছে। এবং তাদের মাঝে (অর্থাৎ লোকদের মাঝে) বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে এবং বলা হবে, সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য।

ع ৮ রুকূ ৫

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٧٥

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪০. সূরা আল-মু'মিন, মাক্কী

৮৫ আয়াত, ৯ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। হা-মীম।

২। এ কিতাবের অবতারণ মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে-

৩। যিনি অপরাধ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, শাস্তিদানে কঠোর, সামর্থবান। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। গন্তব্যস্থল তাঁরই দিকে।

৪। কেবল কাফিররাই আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, সুতরাং নগরসমূহে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।

৫। তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় ও তাদের পরে অন্যান্য দলও (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল। প্রত্যেক উম্মত তাদের রাসূলকে পাকড়াও করতে মনস্থ করেছিল এবং তারা বাতিল (মিথ্যা) দ্বারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য, ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি!

৬। এবং এভাবেই কাফিরদের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী অবধারিত হয়েছে যে, তারা আগুনের অধিবাসী।

৭। যারা আরশ বহন করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা তাঁর উপর ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (এই বলে যে) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি দয়া ও জ্ঞানে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন, অতএব যারা তওবা করে ও আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে তীব্র আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।

৮। হে আমাদের প্রতিপালক! এবং আপনি তাদেরকে প্রবেশ করান স্থায়ী জান্নাতসমূহে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতৃপুরুষ, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয় আপনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

৯। এবং আপনি তাদেরকে মন্দসমূহ (শাস্তি) হতে রক্ষা করুন। এবং সেদিন আপনি যাকে মন্দসমূহ (শাস্তি) হতে রক্ষা করবেন তাকে আপনি দয়াই করে থাকবেন।' আর এটিই মহাসাফল্য।

১ ع ৭ / ১ রুকূ ৬

১০। নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদেরকে ডেকে বলা হবে, 'তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের অসন্তুষ্টির চেয়ে অবশ্যই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ছিল বেশি- যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল আর তোমরা অস্বীকার করেছিলে।'

১১। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং আমাদেরকে দু'বার জীবিত করেছেন, এবং আমরা আমাদের অপরাধসমূহ স্বীকার করছি, অতএব নিষ্কৃতির কোন পথ আছে কি?'

٤٠-سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٨٥، رُكُوْعَاتُهَا-٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٢﴾

غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ؕ

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾

مَا يُجَادِلُ فِىْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ

فِى الْبِلَادِ ﴿٤﴾

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۪ وَهَمَّتْ كُلُّ

اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ

الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ

النَّارِ ﴿٦﴾

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ

شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ

عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٧﴾

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٨﴾

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ

وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ

اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ﴿١٠﴾

قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا

بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿١١﴾

ذٰلِكُمْ بِأَنَّهٗٓ إِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَإِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۚ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿١٢﴾

১২। তোমাদের এ অবস্থা এজন্য যে, যখন একা আল্লাহ্‌কে ডাকা হত তখন তোমরা অবিশ্বাস করতে এবং তাঁর সাথে শরীক করা হলে তোমরা বিশ্বাস করতে। এখন বিচার-ফয়সালা সর্বোচ্চ ও মহান আল্লাহ্‌রই কর্তৃত্বে।

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

১৩। তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিযিক অবতীর্ণ করেন। আর উপদেশ গ্রহণ করে কেবল সে-ই, যে (আল্লাহ্‌র দিকে অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তন করে।

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ডাক দ্বীনকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ أَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

১৫। তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তাঁর নির্দেশের রূহ্ (ওহী) অবতীর্ণ করেন, যাতে সে সতর্ক করতে পারে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে-

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۚ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

১৬। -যেদিন তারা (কবর থেকে) বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌রই।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

১৭। আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কোন জুলুম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাবে দ্রুত ।

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ إِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾

১৮। এবং তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, যখন জালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না এবং এমন কোন সুপারিশকারীও থাকবে না যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে ।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾

১৯। চক্ষুসমূহের অপব্যবহার এবং বক্ষসমূহ যা গোপন করে তিনি তা জানেন।

وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۚ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾

٢ ع ৮/২ রুকূ ৭

২০। এবং আল্লাহ্ সত্যসহ বিচার করবেন। তাঁকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে ডাকে তারা কোন বিচারই করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٢١﴾

২১। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং লক্ষ্য করেনি, কেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম? পৃথিবীতে তারা ছিল তাদের চেয়ে শক্তিতে ও কীর্তিতে প্রবল, অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করলেন তাদের অপরাধসমূহের কারণে এবং আল্লাহ্ হতে তাদের জন্য কোন রক্ষাকারী ছিল না।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَّأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۚ إِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

২২। এটা এজন্য যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলরা স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল, অতঃপর তারা তা অস্বীকার করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় তিনি মহাশক্তিধর ও শাস্তি দানে কঠোর।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٣﴾

২৩। আর অবশ্যই আমি আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম-

إِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

২৪। ফিরআউন, হামান ও কারূনের প্রতি, কিন্তু তারা বলেছিল, 'সে একজন জাদুকর ও মিথ্যাবাদী।'

২৫। আর যখন সে আমার নিকট থেকে সত্য নিয়ে তাদের কাছে আসল তখন তারা বলল, 'তার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ।' কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হয়েই থাকে।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾

২৬। ফিরআউন বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালককে ডাকুক, নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করছি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করবে।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

ع ٣ ٨ ৩ রুকু ৮

২৭। মূসা বলল, 'আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় চাচ্ছি সেসব অহংকারী ব্যক্তি হতে যারা হিসাবের দিনে ঈমান আনে না।'

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

২৮। ফিরআউন বংশের এক মু'মিন ব্যক্তি যে তার ঈমান গোপন রাখত সে বলল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্,' অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের কাছে এসেছে? এবং সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যার জন্য সে দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর আপতিত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না তাকে যে সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদী।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

২৯। হে আমার সম্প্রদায়! বর্তমানে পৃথিবীতে প্রভাবশালী হিসেবে তোমাদেরই রাজত্ব; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফিরআউন বলল, 'আমি যা মনে করি আমি তোমাদেরকে তাই বলছি এবং আমি তোমাদেরকে কেবল সঠিক পথই প্রদর্শন করছি।'

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؗ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং যে ঈমান এনেছিল সে ব্যক্তি বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের উপর (পূর্ববর্তী) দলসমূহের দিনের অনুরূপ (দুর্দিনের) আশঙ্কা করছি-

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

৩১। যেমন ঘটেছিল নূহ্, আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে।' আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করতে চান না।

مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

৩২। 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি আর্তনাদ দিনের (কিয়ামতের)-

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

৩৩। যেদিন তোমরা পিছন ফিরে পালাতে চাইবে, আল্লাহ্‌র বিপরীতে তোমাদের জন্য কোন রক্ষাকারী থাকবে না', আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। আর অবশ্যই ইতঃপূর্বে তোমাদের নিকট ইউসুফ এসেছিল স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ, কিন্তু সে তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছিল তোমরা সে ব্যাপারে বারবার সন্দেহ পোষণ করতে। অবশেষে সে যখন মারা গেল তখন তোমরা বলেছিলে, 'তার পরে আল্লাহ্ আর কখনো কোন রাসূল পাঠাবেন না।' এভাবেই আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন তাকে যে সীমালঙ্ঘনকারী ও সংশয়বাদী-

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰىٓ اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۚ ﴿٣٤﴾

৩৫। -যারা নিজেদের নিকট আসা কোন প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। তাদের এ কাজ আল্লাহ্‌ এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের কাছে বড়ই ঘৃণ্য। এভাবেই আল্লাহ্‌ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর মেরে দেন।

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ
مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং ফিরআউন বলল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর যাতে আমি পৌছতে পারি পথসমূহে-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾

৩৭। -আকাশসমূহের পথসমূহে, অতঃপর দেখতে পারি মূসার ইলাহকে, এবং নিশ্চয় আমি অবশ্যই তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।' এভাবেই ফিরআউনের নিকট তার মন্দকাজকে শোভনীয় করা হয়েছিল এবং তাকে বিরত রাখা হয়েছিল (সঠিক) পথ থেকে। এবং ফিরআউনের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ
وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا
كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং যে ঈমান এনেছিল সে ব্যক্তি বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করব।'

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾

৩৯। 'হে আমার সম্প্রদায়! এই দুনিয়ার জীবন (অস্থায়ী) ভোগ্য সামগ্রী মাত্র এবং আখিরাতই হচ্ছে স্থায়ী আবাস।'

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ؗ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ
الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

৪০। কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কাজের অনুরূপ প্রতিফল পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎকাজ করে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে বেহিসাব রিযিক।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ
ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ
فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

৪১। 'হে আমার সম্প্রদায়! কী হল! আমি তোমাদেরকে ডাকছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগুনের দিকে!

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾

৪২। তোমরা আমাকে ডাকছ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সাথে শরীক করতে, যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে ডাকছি মহাপ্রতাপশালী ও পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে।

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؗ وَّاَنَا
اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

৪৩। সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে আহ্বান করছ তার দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে আহ্বানযোগ্য নয়, এবং এও যে, আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌র দিকে, এবং এও যে, সীমালঙ্ঘনকারীরাই আগুনের অধিবাসী।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا
فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ
النَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৪। আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা তা শীঘ্রই স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ দৃষ্টিবান।'

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

৪৫। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে* তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফিরআউনের বংশকে নিকৃষ্ট শাস্তি ঘিরে ফেলল।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৬। তাদেরকে সকালে ও সন্ধ্যায় আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয়* এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে, 'ফিরআউন বংশকে কঠিনতম শাস্তিতে প্রবেশ করাও।'

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ
اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং যখন তারা আগুনের মধ্যে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা যারা অহংকার করেছিল তাদেরকে বলবে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে আগুনের কিছু অংশ নিবারণ করবে?'

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا
اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

৪৮। যারা অহংকার করেছিল তারা বলবে, 'আমরা সকলেই এর মধ্যে (অর্থাৎ আগুনের মধ্যে) আছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্যে বিচার করে ফেলেছেন।'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ
الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং আগুনে অবস্থানকারীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের উপর থেকে (অন্তত) এক দিনের শাস্তি লাঘব করেন।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ
عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

৫০। তারা বলবে, 'তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি? তারা (জাহান্নামীরা) বলবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই'। তারা বলবে, 'তবে তোমরাই প্রার্থনা কর,' আর কাফিরদের প্রার্থনা ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হয়েই থাকে। [৫ রুকু ১০]

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ قَالُوْا بَلٰى ۚ
قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾

৫১। নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করব দুনিয়ার জীবনে ও যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে-

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾

৫২। যেদিন জালিমদের অজুহাত উপকারে আসবে না, এবং তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ
الدَّارِ ﴿٥٢﴾

৫৩। আর অবশ্যই আমি মূসাকে দান করেছিলাম পথনির্দেশিকা এবং বনী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম কিতাবের-

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾

৫৪। বুদ্ধিমানদের জন্য পথনির্দেশনা ও উপদেশস্বরূপ।

هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

৫৫। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, এবং তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

৫৬। নিশ্চয় যারা তাদের কাছে আসা কোন প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের বক্ষসমূহে আছে কেবল অহঙ্কার, যে (অহঙ্কার করার পর্যায়)পর্যন্ত তারা পৌছবার যোগ্য নয়, অতএব তুমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ
فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ اِنَّهٗ هُوَ
السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। অবশ্যই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় কাজ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন সমান নয় এবং সমান নয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং যে দুষ্কৃতিকারী। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যই আসবে, যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

ع ٦ ١١ ৬ রুকু ১১

৬০। তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদেরকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকার করে আমার ইবাদত হতে বিরত থাকে, শীঘ্রই তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১। আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য বানিয়েছেন রাতকে যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার এবং আলোকোজ্জ্বল করেছেন দিনকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমাদেরকে কিভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এভাবেই বিভ্রান্ত করা হয় তাদেরকে যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বানিয়েছেন বাসযোগ্য এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, এবং সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি এবং তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে রিযিক দিয়েছেন। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং বরকতময় আল্লাহ্, জগৎসমূহের প্রতিপালক।

هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাক দ্বীনকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে। সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য।

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ ؗ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। বল, 'তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তাদের ইবাদত করতে নিশ্চয় আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, যখন আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমার নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে। এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে।'

৬৭। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, এরপর বীর্যবিন্দু থেকে, এরপর আলাকা (ভ্রূণ যে পর্যায়ে মাতৃগর্ভে ঝুলে থাকে) থেকে, এরপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, এরপর যাতে তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, এরপর যাতে তোমরা হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে তার পূর্বেই, এবং যাতে তোমরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌঁছ এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান, এবং যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তার জন্য কেবল বলেন, 'হও', এবং তা হয়ে যায়।

هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾

[ع ٧ ١٢ ৭ রুকূ ১২]

৬৯। তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে তাদেরকে (সত্য থেকে) সরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। যারা কিতাবকে (কুরআনকে) এবং যা সহ আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তা মিথ্যা অভিহিত করে, অচিরেই তারা জানতে পারবে-

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। যখন তাদের গলায় বেড়ি ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে-

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ۚ يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। উত্তপ্ত পানিতে, এরপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে আগুনে,

فِي الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩। এরপর তাদেরকে বলা হবে, 'কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা শরীক করতে-

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪। -আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে?' তারা বলবে, 'তারা আমাদের নিকট থেকে উধাও হয়েছে, বরং (উধাও হয়েছে এমনভাবে যেন) পূর্বে আমরা কোন কিছুকেই ডাকিনি।' এভাবেই আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করেন।

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অসত্য নিয়ে উৎফুল্ল হতে এবং একারণে যে, তোমরা দম্ভ করতে,

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য, সুতরাং কতই না নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!

اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, আর আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেই তার কিছু যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবে আমারই দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম। আমি তাদের কারো কারো ঘটনা তোমার নিকট বর্ণনা করেছি এবং কারো কারো ঘটনা তোমার নিকট বর্ণনা করিনি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কোন নির্দশন উপস্থিত করা কোন রাসূলের জন্য সম্ভব ছিল না। অতঃপর যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসেছিল তখন ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা করে দেয়া হয়েছিল এবং সেখানে বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٨﴾

[ع ٨ ١٢ ৮ রুকূ ১৩]

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯। আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য বানিয়েছেন গবাদি পশু, যাতে এদের কোনটিতে তোমরা আরোহন করতে পার এবং কোনটিকে তোমরা ভক্ষণ কর।

وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِیْ صُدُوْرِكُمْ
وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। এগুলোতে তোমাদের জন্য রয়েছে নানা রকম উপকারিতা এবং যাতে এদের দ্বারা তোমাদের বক্ষসমূহে থাক (কাঙ্ক্ষিত) প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।

وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَیَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِی الْاَرْضِ
فَمَاۤ اَغْنٰی عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। তবে কি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং লক্ষ্য করেনি, কেমন ছিল পূর্ববর্তীদের পরিণাম? পৃথিবীতে তারা ছিল তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে প্রবল, কিন্তু তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ
الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। এবং যখন তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলরা এসেছিল তখন তারা তাদের কাছে যে জ্ঞান ছিল তা নিয়েই উৎফুল্ল বোধ করেছিল এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ
مُشْرِكِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছিল তখন তারা বলেছিল, 'আমরা ঈমান আনলাম একা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে অস্বীকার করলাম।'

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِیْ
قَدْ خَلَتْ فِیْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

ع ٩ ١٤ — ৯ রুকু ১৪

৮৫। কিন্তু তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছিল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসেনি। আল্লাহ্‌র এই সুন্নত (শাস্তি দানের নীতি) তাঁর বান্দাদের মধ্যে গত হয়েছে এবং সেখানে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৪১. সূরা-ফুস্‌সিলাত, মাক্কী

৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ

٤١-سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَة-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٥٤، رُكُوْعَاتُهَا-٦

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হা-মীম।

حٰمٓ ۟ۚ ①

২। অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ণ,

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۟ۚ ②

৩। এটি এমন একটি কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে আরবী কুরআনরূপে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে-

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۟ۙ ③

৪। সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী রূপে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই তারা শোনে না।

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ④

৫। এবং তারা বলে, 'তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ তা থেকে আমাদের হৃদয় আবরণে (আচ্ছাদিত) রয়েছে এবং আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মাঝে আছে অন্তরাল, সুতরাং তুমি কাজ কর নিশ্চয় আমরাও কাজ করছি।'

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ⑤

৬। বল, 'আমি কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ কেবল এক ইলাহ্, সুতরাং তোমরা তাঁর দিকে সোজা পথ অবলম্বন কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য-

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۟ۙ ⑥

৭। যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ⑦

ع ١٥ ١ রুকূ ১৫

৮। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۟ۧ ⑧

৯। বল, 'তোমরা কি তাঁকেই অস্বীকার করবে যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী দুই দিনের মধ্যে এবং তোমরা কি তাঁরই সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছ? এই তিনিই জগৎসমূহের প্রতিপালক।

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۗ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۟ۚ ⑨

১০। এবং তিনি তার উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা বানিয়েছেন এবং তাতে বরকত দিয়েছেন এবং তাতে তার খাদ্য সামগ্রী নির্ধারণ করে দিয়েছেন পুরো চার দিনের মধ্যে- প্রশ্নকারীদের জন্য (এ সৃষ্টি তথ্য)।

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ۗ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ⑩

১১। এরপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যখন তা ছিল ধোঁয়া।* অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' তারা বলল, 'আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।'

ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۗ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ⑪

১২। অতঃপর তিনি আকাশসমূহকে (আরো) দুই দিনের মধ্যে সাত আকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার নির্দেশ ওহী করলেন, এবং আমি দুনিয়ার আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং সুরক্ষিত করলাম। এটা মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞানীর নির্ধারণ।

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ۗ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖۗ وَحِفْظًا ۗ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ⑫

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৩। সুতরাং তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, 'আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি আদ ও ছামূদের বজ্রধ্বনির মত এক বজ্রধ্বনির বিষয়ে।'

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾

১৪। যখন তাদের নিকট রাসূলরা এসেছিল তাদের সামনে ও পিছন থেকে (এ কথা বলতে) যে, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করো না।' তারা বলেছিল, 'যদি আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তাহলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতাদেরকে অবতীর্ণ করতেন, অতএব তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ, নিশ্চয় আমরা তা অস্বীকারকারী।'

إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾

১৫। অতঃপর আদ (সম্প্রদায়ের লোকেরা) পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহঙ্কার করল এবং বলল, 'আমাদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল কে আছে?' তবে কি তারা ভেবে দেখেনি যে, আল্লাহ্- যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল? এবং তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

১৬। অতঃপর আমি তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে অপমানের শাস্তি আস্বাদন করানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে দুর্যোগপূর্ণ দিনে ঝড়ো বাতাস প্রেরণ করেছিলাম। এবং অবশ্যই আখিরাতের শাস্তি অধিক অপমানজনক এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

১৭। আর ছামূদ সম্প্রদায়কেও আমি সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলাম, কিন্তু তারা সঠিক পথের পরিবর্তে অন্ধত্বকে প্রাধান্য দিয়েছিল, অতঃপর তারা যা অর্জন করত সে কারণে তাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তির বজ্রধ্বনি আঘাত হানল,

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

১৮। আর আমি রক্ষা করলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল ও তাকওয়া অবলম্বন করত।

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

ع ১২ ২ রুকু ১৬

১৯। এবং যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে আগুনের দিকে সমবেত করা হবে, অতঃপর তাদেরকে (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত করা হবে।

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾

২০। অবশেষে যখন তারা সেখানে আসবে তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে যা তারা করত।

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তারা তাদের ত্বককে বলবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন?' তারা বলবে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন।' এবং তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

২২। তোমরা কিছু গোপন করতে না এই ভেবে যে, তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না- উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। আর তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।

وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

২৪। এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও আগুনই হবে তাদের আবাসস্থল এবং তারা সন্তুষ্টি লাভ করতে চাইলেও তারা সন্তুষ্টি লাভের সুযোগপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচরদেরকে, অতঃপর তারা তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে তা তাদের কাছে শোভনীয় করেছিল, আর (আজ) তাদের উপর অবধারিত হয়েছে সেই কথা (যা অবধারিত হয়েছিল) সেই উম্মতসমূহের ক্ষেত্রে, যারা অতীত হয়েছে তাদের পূর্বে জ্বীন ও মানুষের মধ্য হতে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

ع ১৪ ৩ রুকু ১৭

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং কাফিররা বলে, 'তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং (পাঠ কালে) তাতে শোরগোল কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ
لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই আমি যারা কুফরী করেছে তাদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব, এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি তারা যে নিকৃষ্ট কাজ করত তার প্রতিফল দিব।

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ
الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। আগুন- এটাই আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতিফল, সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস। তারা আমার আয়াতসমূহকে যে অস্বীকার করত তার প্রতিফলস্বরূপ।

ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا
كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। কাফিররা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যেসব জ্বীন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দিন, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা সর্বাধিক অপদস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌', এরপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট (মৃত্যুর সময়*) ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে) 'তোমরা ভীত হয়ো না এবং দুশ্চিন্তা করো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হত তার জন্য আনন্দিত হও।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ
تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। আমরাই তোমাদের বন্ধু- দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, এবং সেখানে তোমাদের জন্য তা-ই রয়েছে যা তোমাদের মন কামনা করবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য তা-ই রয়েছে যা তোমরা দাবি করবে।'

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا
مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ।

ع ১৮ ৪ রুকু ১৮

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার, যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে ও সৎকাজ করে এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত?'

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং ভাল ও মন্দ সমান হয় না। প্রতিহত কর (মন্দকে) তা দিয়ে যা উত্তম, ফলে তখন তোমার ও যার মাঝে শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا
الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। এর অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকে যারা ধৈর্য ধারণ করে, এর অধিকারী করা হয় কেবল তাকে যে মহাভাগ্যবান।

وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾

৩৬। আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচনা দেয় তাহলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৭। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না কিন্তু সিজদা কর আল্লাহ্‌কে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন- যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوْا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ
اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ٣٧

৩৮। অতঃপর যদি তারা অহঙ্কার করে, তবে যারা তোমার প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে তারা রাতে ও দিনে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না।

فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ۩ ٣٨

৩৯। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুকনো, অতঃপর যখন আমি তাতে পানি অবতীর্ণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি তা (অর্থাৎ ভূমিকে) জীবিত করেন তিনি অবশ্যই মৃতদেরকে জীবিত করবেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ اِنَّ الَّذِيْۤ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ اِنَّهٗ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٣٩

৪০। নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের মধ্যে বিচ্যুতি ঘটায় তারা আমার কাছে গোপন নয়। উত্তম কে- যে ব্যক্তি আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে সে? তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর- তোমরা যা কর সে সম্পর্কে নিশ্চয় তিনি পূর্ণ দৃষ্টিবান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ اَفَمَنْ
يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْۤ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِعْمَلُوْا
مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٤٠

৪১। নিশ্চয় যারা যিকির-এ (অর্থাৎ কুরআনে) অবিশ্বাস করেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে (তারা আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে)। আর নিশ্চয় এটা অবশ্যই এক মহা শক্তিশালী গ্রন্থ-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ٤١

৪২। বাতিল (মিথ্যা) এর কাছে আসতে পারে না, না এর সামনে থেকে আর না এর পিছন থেকে। এটি মহাপ্রজ্ঞাবান ও অতি প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ।

لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۚ تَنْزِيْلٌ مِّنْ
حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ٤٢

৪৩। তোমার সম্পর্কে তাই বলা হয়, যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমার মালিক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মালিক।

مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ
لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ٤٣

৪৪। আমি যদি অনারবি কুরআন বানাতাম তাহলে অবশ্যই তারা বলত, 'এর আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি কেন? কি আশ্চর্য! অনারবি (কুরআন) আর আরবি (জাতি)?' বল, 'যারা ঈমান এনেছে এটি তাদের জন্য পথনির্দেশকা ও নিরাময়কারী।' আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং এটি (কুরআন) তাদের উপর অন্ধত্বস্বরূপ। তারা এমন যে, তাদেরকে যেন ডাকা হয় বহুদূর থেকে।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ۚ ءَاَعْجَمِيٌّ
وَّعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۚ وَالَّذِيْنَ لَا
يُؤْمِنُوْنَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ
مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ٤٤

৫ ع ১৭ ৫ রুকু ১৯

৪৫। আর অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতভেদ করা হয়েছিল। আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি বাণী গত (পূর্বঘোষিত) হয়ে না থাকত তাহলে অবশ্যই তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া হত। আর নিশ্চয় তারা অবশ্যই এ (কুরআন) সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ٤٥

৪৬। যে সৎকাজ করে তা (সে করে) নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে মন্দকাজ করে তা (সে করে) নিজেরই অকল্যাণের জন্য। আর তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيْدِ ٤٦

পারা-২৫

৪৭। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই কাছে ন্যস্ত, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ থেকে বের হয় না, কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। আর যেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'আমার শরীকরা কোথায়?' তারা বলবে, 'আমরা আপনার কাছে ঘোষণা দিচ্ছি, (আজ) আমাদের মাঝে (আপনার শরীক থাকার ব্যাপারে) কোন সাক্ষ্যদাতা নেই।

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثٰى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهٖ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ أَيْنَ
شُرَكَآءِيْ ۙ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿٤٧﴾

৪৮। পূর্বে তারা যাদেরকে আহ্বান করত তারা (উপাস্যরা) তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে এবং তারা(মুশরিকরা)বুঝতে পারবে যে, তাদের কোন পালানোর জায়গা নেই।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ
مَّحِيْصٍ ﴿٤٨﴾

৪৯। মানুষ কল্যাণ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে তখন সে হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে।

لَا يَسْئَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۫ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوْسٌ
قَنُوْطٌ ﴿٤٩﴾

৫০। আর দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে আমার পক্ষ হতে দয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই অবশ্যই বলে, 'এটা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তাহলে নিশ্চয় তাঁর নিকট আমার জন্য অবশ্যই কল্যাণ থাকবে।' আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে তারা যা করেছে সে সম্পর্কে অবশ্যই অবশ্যই আমি জানিয়ে দিব এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি।

وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ
وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ إِلٰى رَبِّيْٓ إِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ
لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۫ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ
مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٠﴾

৫১। আর যখন আমি মানুষের উপর নেয়ামত দান করি তখন সে (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়, এবং যখন তাকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾

৫২। বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটি (কুরআন) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, এরপর তোমরা তা অস্বীকার কর তবে যে ব্যক্তি সুদূর মতবিরোধে লিপ্ত আছে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?'

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ أَضَلُّ
مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾

৫৩। শীঘ্রই আমি তাদেরকে দেখাব আমার নিদর্শনাবলী দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, অবশেষে তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা (কুরআন) সত্য। তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষদর্শী?

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ
الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾

৫৪। জেনে রাখ, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। জেনে রাখ, নিশ্চয় তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

أَلَآ إِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٤﴾

৪২. সূরা আশ-শূরা, মাক্কী
৫৩ আয়াত, ৫ রুকূ

٤٢-سُوْرَةُ الشُّوْرٰى-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٥٣، رُكُوْعَاتُهَا-٥

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হা-মীম।

حٰمٓ ۝١

২। আইন-সীন-কাফ।

عٓسٓقٓ ۝٢

৩। এভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী করেন মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ্।

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣

৪। আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। এবং তিনিই সমুন্নত ও সুমহান।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝٤

৫। আকাশসমূহ এগুলোর উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۗ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٥

৬। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্যদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের (কার্যকলাপের) সংরক্ষক। আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝٦

৭। এবং এভাবেই আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি আরবি কুরআন যাতে তুমি সতর্ক করতে পার জনপদসমূহের মা (মক্কা*) ও যারা আছে তার চারপাশে তাদেরকে এবং সতর্ক করতে পার একত্রিত হওয়ার দিনের ব্যাপারে, যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একদল থাকবে জান্নাতে এবং একদল থাকবে জ্বলন্ত আগুনে।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ۝٧

৮। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে একই উম্মত (ধর্মভুক্ত) বানাতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তাঁর দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান। আর জালিমদের জন্য কোন অভিভাবক নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۗ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝٨

৯। তারা কি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্যদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেছে, যখন আল্লাহ্ই অভিভাবক এবং তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করেন? এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٩

ع ১ রুকূ ১

১০। তোমরা যে বিষয়েই মতপার্থক্য কর তার বিচার আল্লাহ্‌রই নিকট। তিনিই আল্লাহ্- আমার প্রতিপালক, তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই দিকে (অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তন করি।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝١٠

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১১। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য বানিয়েছেন জোড়া এবং গবাদি পশুর মধ্য থেকেও (বানিয়েছেন) জোড়া, (এভাবেই) তাতে (পৃথিবীতে) তিনি তোমাদের বিস্তার ঘটান। তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই, এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾

১২। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই। তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং (তা) পরিমাপ করে দেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

১৩। তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এমন 'দ্বীন' যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে (এই বলে) যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছ তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর জন্য মনোনীত করেন এবং তিনি তাকে তাঁর দিকে পরিচালিত করেন, যে (অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তন করে।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

১৪। এবং তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা তাদের মাঝে বিদ্বেষবশতঃ মতপার্থক্য করেছে। আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (অবকাশ দেয়ার) একটি বাণী গত (পূর্বঘোষিত) হয়ে না থাকত তাহলে অবশ্যই তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া হত। এবং নিশ্চয় তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে অবশ্যই তারা এ (কুরআন) সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٤﴾

১৫। সুতরাং তুমি এর জন্যই আহ্বান কর, এবং দৃঢ় থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ, এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, এবং বল, 'আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কাজ (এর প্রতিফল) আমাদের ও তোমাদের কাজ (এর প্রতিফল) তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যুক্তিতর্ক (এর প্রয়োজন) নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং গন্তব্যস্থল তাঁরই দিকে।'

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

১৬। আর তার (অর্থাৎ রাসূলের) ডাকে সাড়া দেয়ার পর যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তি-প্রমাণ তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার, এবং তাদের উপর রয়েছে (তাঁর) ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿١٦﴾

১৭। আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং মীযান (ন্যায় বিচার)।* আর কিসে তোমাকে জানাবে- সম্ভবত কিয়ামত নিকটবর্তী?

اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾

১৮। যারা এতে ঈমান আনে না তারাই তা তাড়াতাড়ি পেতে চায়*, আর যারা ঈমান এনেছে তারা এর প্রতি ভীত-শঙ্কিত এবং তারা জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা অবশ্যই পথভ্রষ্টতায় বহু দূরে (চলে গিয়েছে)।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾

২ ع ٢ / রুকু ৩

১৯। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন রিযিক দান করেন। তিনিই মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾ ع

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

২০। যে আখিরাতের ফসল চায় তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দেই,* এবং যে দুনিয়ার ফসল চায় আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই, এবং আখিরাতে তার জন্য কোন অংশই থাকবে না।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

২১। তাদের কি এমন কিছু শরীক আছে যারা তাদের জন্য এমন দ্বীন বিধিবদ্ধ করেছে যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? ফয়সালার বাণী (পূর্ব ঘোষিত) না থাকলে অবশ্যই তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া হত। এবং নিশ্চয় জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

২২। তুমি জালিমদেরকে তারা যা অর্জন করেছে সে কারণে ভীত-শঙ্কিত দেখবে, যখন এটি (কিয়ামত) তাদের উপর সংঘটিত হবে। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা থাকবে জান্নাতসমূহের বাগানসমূহে, তাদের জন্য তা-ই রয়েছে যা তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে চাইবে। এটাই মহা অনুগ্রহ।

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

২৩। এটি তাই যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তাঁর সেই বান্দাদেরকে দেন যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে। বল, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না- আত্মীয়তার হৃদ্যতা ছাড়া।' আর যে ভাল কাজ সম্পাদন করে আমি (আল্লাহ্) তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম প্রতিদানদাতা।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾

২৪। তারা কি বলে যে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে? (যদি তাই হয়) তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয়ে মোহর মেরে দিতে পারেন। আর আল্লাহ্ বাতিলকে (মিথ্যাকে) মুছে দেন এবং তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বক্ষসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় তিনি ভালভাবে জানেন।

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন ও পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমরা যা কর তা তিনি জানেন।

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বাড়িয়ে দেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

২৭। আর যদি আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য রিযিক প্রসারিত করে দিতেন তাহলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বাড়াবাড়ি করত, কিন্তু তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন সেই পরিমাণেই অবতীর্ণ করে থাকেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ও পূর্ণ দৃষ্টিবান।

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তিনিই তাদের নিরাশ হওয়ার পর বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন এবং তাঁর দয়া বিস্তার করেন। এবং তিনিই অভিভাবক ও অতি প্রশংসনীয়।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং উভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো। এবং তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাদেরকে একত্রিত করতে সক্ষম।

রুকু ৪

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩০। এবং তোমাদেরকে যে বিপদ-আপদ আক্রান্ত করে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে সে কারণে, আর অনেক কিছুই তিনি মার্জনা করেন।

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾

৩২। এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে সমুদ্রে চলমান পর্বতসদৃশ জাহাজসমূহ ।

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾

৩৩। তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন, ফলে সেগুলো সমুদ্র পৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়বে । নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে প্রত্যেক অতি ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য-

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। অথবা তিনি সেগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারেন তারা যা অর্জন করেছে সে কারণে এবং অনেক কিছুই তিনি মার্জনা করেন।

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। আর যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্ক করে তারা যেন জানে যে, তাদের কোন পালানোর জায়গা নেই।

وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾

৩৬। বস্তুত তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা উত্তম ও অধিক স্থায়ী, তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে,

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যারা বড় বড় পাপ (কবীরা গুনাহ্‌) ও অশ্লীল কাজসমূহ পরিহার করে এবং ক্রুদ্ধ হলেও ক্ষমা করে দেয়,

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত (নামায) কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কাজ-কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে,

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং যারা তাদের উপর (কেবল) বাড়াবাড়ি করা হলে বদলা নেয়।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে মার্জনা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে, তবে তার প্রতিদানের ভার আল্লাহ্‌র উপর ন্যাস্ত। নিশ্চয় তিনি জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। আর অবশ্যই যে বদলা নেয় তার উপর জুলুম করার পর তবে তাদের বিরুদ্ধে (ব্যবস্থা গ্রহণের) কোন পথ নেই।

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾

৪২। কেবল (ব্যবস্থা গ্রহণের)পথ আছে তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে বেড়ায়। তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। আর অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় এটি অবশ্যই দৃঢ় সংকল্পের বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

ع ১৪ রুকূ ৫

৪৪। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাঁর পরে (অর্থাৎ তিনি ছাড়া) তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। আর তুমি জালিমদেরকে দেখতে পাবে যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন বলবে,'ফিরে যাওয়ার কোন পথ আছে কি ?'

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ۚ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে অপমানে অবনত অবস্থায় এর (অর্থাৎ জাহান্নামের) সামনে তাদেরকে পেশ করা হয়েছে- তারা গোপন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে, নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের ক্ষতি করেছে।' জেনে রাখ, নিশ্চয় জালিমরা থাকবে স্থায়ী শাস্তির মধ্যে।

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং আল্লাহ্ ছাড়া তাদেরকে সাহায্য করার মত তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না। এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ নেই।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ ﴿٤٦﴾

৪৭। তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যা প্রতিরোধ করার নয়। যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য (শাস্তি) রোধ করার কেউ থাকবে না।

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾

৪৮। অতএব তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমাকে আমি তাদের সংরক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কাজ কেবল পৌঁছে দেয়া। আর নিশ্চয় আমি যখন মানুষকে আমার পক্ষ থেকে দয়া আস্বাদন করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয়, এবং যদি তাদের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে সে কারণে তাদেরকে মন্দ আঘাত করে, তবে নিশ্চয় মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾

৪৯। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন পুত্র সন্তান দান করেন-

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ ﴿٤٩﴾

৫০। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা করেন বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

৫১। মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহী অথবা পর্দার অন্তরাল অথবা রাসূল (ওহীবাহক ফেরেশতা) প্রেরণ ছাড়া, অতঃপর সে(ওহীবাহক ফেরেশতা) তাঁর নির্দেশে ওহী করে তিনি যা ইচ্ছা করেন তা। নিশ্চয় তিনি সমুন্নত ও প্রজ্ঞাবান।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٥١﴾

৫২। এবং এভাবেই আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি আমার নির্দেশ সম্বলিত এক রূহ্ (কুরআন)। তুমি জানতে না কিতাব ও ঈমান কী, কিন্তু আমি একে বানিয়েছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করি সঠিক পথ প্রদর্শন করি। এবং (এর দ্বারা) নিশ্চয় তুমি অবশ্যই পরিচালিত কর সরল-সঠিক পথে-

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ ﴿٥٢﴾

৫৩। -আল্লাহ্‌র পথে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রাখ, সকল বিষয় আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

ع ৫ রুকু ৬

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿٥٣﴾

৪৩. সূরা আয-যুখরুফ, মাক্কী

৮৯ আয়াত, ৭ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। হা-মীম।

২। কসম সুস্পষ্ট কিতাবের-

৩। নিশ্চয় আমি একে বানিয়েছি আরবী কুরআন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার,

৪। আর নিশ্চয় এটি অবশ্যই সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়, (সংরক্ষিত) রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে (মূল কিতাবে)।*

৫। তবে কি তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় হওয়ায় আমি তোমাদের থেকে এই উপদেশবাণী প্রত্যাহার করে নেব?

৬। আর আমি পূর্ববর্তীদের মাঝে কত নবীই প্রেরণ করেছি।

৭। আর তাদের নিকট এমন কোন নবী আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।

৮। অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল, আর অতীত হয়েছে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত।

৯। আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন?' অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে, 'এগুলো সৃষ্টি করেছেন মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ্)'-

১০। যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বানিয়েছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্য করে দিয়েছেন বহু পথ, যাতে তোমরা (গন্তব্য স্থলের) পথ পেতে পার,

১১। এবং যিনি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন পরিমিত পরিমাণে, অতঃপর আমি এর দ্বারা পুনর্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে।

১২। আর যিনি সব ধরণের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু, যার উপর তোমরা আরোহণ কর-

১৩। যাতে তোমরা তার উপরিভাগে স্থির হয়ে বসতে পার, এরপর যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামতকে স্মরণ করতে পার যখন তোমরা তার উপর স্থির হয়ে বস, এবং বল, 'পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, অথচ আমরা একে আয়ত্তে আনতে সক্ষম ছিলাম না-

٤٣-سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٨٩، رُكُوْعَاتُهَا-٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۚ ﴿١﴾

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ ﴿٢﴾

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۚ ﴿٣﴾

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۗ ﴿٤﴾

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾

وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦﴾

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٧﴾

فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ
الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۙ ﴿٩﴾

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ۚ ﴿١٠﴾

وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ
كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١١﴾

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ
مَا تَرْكَبُوْنَ ۙ ﴿١٢﴾

لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ
عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ
مُقْرِنِيْنَ ۙ ﴿١٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৪। এবং নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।'

وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ(সন্তান) নির্ধারণ করেছে। নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

১৬। তিনি কি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশেষিত করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭। আর যখন তাদের কাউকে তার (অর্থাৎ কন্যা সন্তানের) সুসংবাদ দেয়া হয় যা সে দয়াময়ের জন্য উপমা পেশ করে (অর্থাৎ শরীক নির্ধারণ করে) তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়।

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৮। তবে কি যে (কন্যা সন্তান) অলংকারের মধ্যে বেড়ে উঠে এবং যে বিতর্কে সুস্পষ্ট নয় তাকেই (তারা আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করে)?

اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তারা ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে যারা (প্রকৃতপক্ষে) দয়াময়ের বান্দা। তাদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? শীঘ্রই তাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ ﴿١٩﴾

২০। এবং তারা বলে, 'দয়াময় ইচ্ছা করলে আমরা এদের উপাসনা করতাম না।' এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই; তারা শুধু অনুমান করছে।

وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। আমি কি তাদেরকে এর (অর্থাৎ কুরআনের) পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি, অতঃপর তারা সেটিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে?

اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। বরং তারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি একটি উম্মতের(ধর্মের) উপর এবং নিশ্চয় আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সঠিক পথপ্রাপ্ত।

بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। আর এভাবেই তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই তার বিত্তবানরা বলেছে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি একটি উম্মতের (ধর্মের) উপর এবং নিশ্চয় আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।'

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। সে (অর্থাৎপ্রত্যেক সতর্ককারী) বলেছে, 'তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছ আমি যদি তোমাদের জন্য তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পথনির্দেশিকা নিয়ে আসি তবুও কি (তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে)?' তারা বলেছে, 'তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা অস্বীকার করছি।'

قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। সুতরাং আমি তাদেরকে উচিত শাস্তি দিয়েছিলাম, অতএব লক্ষ্য কর, কেমন ছিল মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং যখন ইবরাহীম তার পিতা এবং তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা যাদের উপাসনা কর নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পর্কহীন-

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِىْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। তবে (সম্পর্ক আছে শুধু তাঁর সাথে) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং নিশ্চয় তিনি আমাকে শীঘ্রই সঠিক পথ দেখাবেন।

اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তা সে স্থায়ী বাণী হিসাবে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের মধ্যে, যাতে তারা (আল্লাহ্‌র দিকে) ফিরে আসতে পারে।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। বরং আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, অবশেষে তাদের নিকট আসল সত্য এবং সুস্পষ্ট রাসূল।

بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٩﴾

৩০। আর যখন তাদের নিকট সত্য আসল তখন তারা বলল, 'এটা জাদু এবং আমরা তা অস্বীকার করছি।'

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং তারা বলে, 'এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হল না দুই জনপদের* কোন মহান ব্যক্তির উপর?'

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾

৩২। তারা কি তোমার প্রতিপালকের দয়া বণ্টন করে? দুনিয়ার জীবনে আমিই তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি এবং তাদের কিছু লোককে কিছু লোকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি যাতে তাদের কিছু লোক কিছু লোককে সেবায় নিয়োজিত করতে পারে। আর তারা যা জমা করে* তার চেয়ে তোমার প্রতিপালকের দয়া উত্তম।

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং যদি মানুষ (সত্য প্রত্যাখ্যানে) এক উম্মত হয়ে যাবে এমন না হত তবে যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে তাদের ঘরের জন্য আমি অবশ্যই বানিয়ে দিতাম রৌপ্যের ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা আরোহণ করে-

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং তাদের ঘরের জন্য বানিয়ে দিতাম (রৌপ্যের) দরজা ও পালঙ্ক, যার উপর তারা হেলান দেয়-

وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং স্বর্ণের সাজসজ্জা। এবং এসব কেবল দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। আর তোমার প্রতিপালকের নিকট মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে আখিরাত।

রুকূ ৩ ৭

وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং যে ব্যক্তি দয়াময়ের যিকির (কুরআন) হতে অন্ধত্বে থাকে, আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে-ই হয় তার সহচর।

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং নিশ্চয় তারা (অর্থাৎ শয়তানরা) অবশ্যই তাদেরকে (সঠিক) পথ হতে বিরত রাখে, অথচ তারা (অর্থাৎ বিমুখ লোকেরা) মনে করে যে, তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত।

وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। অবশেষে যখন সে (বিমুখ লোক) আমার নিকট উপস্থিত হবে তখন সে (শয়তানকে) বলবে, 'হায়, আমার ও তোমার মাঝে যদি দুই উদয়াচলের দূরত্ব থাকত!' অতএব সে কতই না নিকৃষ্ট সহচর!

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾

৩৯। যেহেতু তোমরা জুলুম করেছিলে তাই আজ এটা (অর্থাৎ অনুতাপ) তোমাদের কিছুতেই উপকারে আসবে না, কেননা তোমরা (উভয়ই আজ) শাস্তিতে অংশীদার।

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে অথবা যে অন্ধ ও যে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আছে তাকে কি তুমি সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারবে?

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾

৪১। অতঃপর যদি আমি তোমাকে নিয়েই যাই, তবুও আমি তাদেরকে উচিত শাস্তি দিব-

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। অথবা যদি আমি তাদেরকে যে (শাস্তির) ভীতি প্রদর্শন করেছি তা আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ করাই, তবে নিশ্চয় আমি তাদের উপর ক্ষমতাবান।

اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৩। সুতরাং তোমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। নিশ্চয় তুমি সরল-সঠিক পথে রয়েছ।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيٓ أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং নিশ্চয় তা (কুরআন) তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই উপদেশ, এবং অচিরেই তোমারা জিজ্ঞাসিত হবে।

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং আমি তোমার পূর্বে আমার যে সব রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের অনুসারীদেরকে) তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি দয়াময়কে বাদ দিয়ে বহু ইলাহ্ বানিয়েছিলাম যাদের ইবাদত করা হবে?

রুকু ১০

وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর সে বলেছিল, 'নিশ্চয় আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।'

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيٰتِنَآ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ إِنِّيْ رَسُولُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। অতঃপর যখন সে তাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলীসহ আসল তখন তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি যা তার পূর্ববর্তী নিদর্শনের চেয়ে বড় নয়। এবং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসতে পারে।

وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর (প্রতিবারই) তারা বলেছিল, 'হে জাদুকর! তোমার প্রতিপালকের কাছে তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর, তোমার কাছে তিনি (দোয়া কবুলের) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে অনুযায়ী, তাহলে নিশ্চয় আমরা অবশ্যই সঠিক পথ অবলম্বন করব*।'

وَقَالُوا يٰٓأَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে শাস্তি বিদূরিত করেছি তখনই তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করেছিল যে, 'হে আমার সম্প্রদায়! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এই নহরসমূহ আমার নিচে প্রবাহিত, তবে কি তোমরা দেখ না?

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾

৫২। আমি কি এই ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই যে হীন? আর সে খুব কমই স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে।

أَمْ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِينٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾

৫৩। তবে কেন তার উপর অর্পণ করা হল না স্বর্ণের বালা অথবা তার সাথে ফেরেশতারা কেন সঙ্গী হয়ে আসল না?'

فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার আনুগত্য করল। নিশ্চয় তারা ছিল এক পাপাচারী সম্প্রদায়।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। অতঃপর যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল তখন আমি তাদেরকে উচিত শাস্তি দিলাম এবং তাদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম-

فَلَمَّآ اٰسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬। অতঃপর আমি তাদেরকে বানালাম অতীত (ইতিহাস) এবং পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত।

রুকু ১১

فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং যখন মারইয়াম-পুত্রকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হল তখনই তোমার সম্প্রদায় তাতে শোরগোল আরম্ভ করে দিল,*

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৮। এবং বলল, 'আমাদের উপাস্যগুলো (কন্যা সন্তান হিসেবে ফেরেশতারা) উত্তম নাকি সে (যাকে উপাস্য বানিয়েছে নাসারারা)?' তারা কেবল বিতর্কের উদ্দেশ্যেই তোমার জন্য তা পেশ করছে। বরং তারা এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

وَقَالُوٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। সে আমার এক বান্দা ছাড়া আর কিছু নয় (অর্থাৎ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়), যার উপর আমি নেয়ামত দান করেছিলাম এবং তাকে বানিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য (আমার কুদরতের বিশেষ এক) দৃষ্টান্ত।

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾

৬০। আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের* মধ্য থেকে ফেরেশতাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানাতাম (এবং এরাও তোমাদের মতই আমার বান্দা)।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। আর নিশ্চয় সে (ঈসা) অবশ্যই কিয়ামতের জন্য একটি জ্ঞান, সুতরাং তোমরা তাতে (কিয়ামতে) সন্দেহ করো না এবং আমার (পথ) অনুসরণ কর। এটাই সরল-সঠিক পথ।

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬২। শয়তান যেন তোমাদেরকে কখনো (এ পথ থেকে) বিরত না রাখে, নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾

৬৩। আর যখন ঈসা স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল তখন সে বলেছিল, 'অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট এসেছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করছ তার কিছু স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾

৬৪। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটিই সরল-সঠিক পথ।'

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৫। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতপার্থক্য করল, সুতরাং যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির দুর্ভোগ।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾

৬৬। তারা কি কেবল অপেক্ষা করছে তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসার, এমন অবস্থায় যে তারা টেরও পাবে না?

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٦﴾

٦ ع ١٣ ৬ রুকু ১২

৬৭। বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকীরা ছাড়া।

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না,

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান এনেছিলে এবং ছিলে মুসলিম,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। তোমরা এবং তোমাদের সঙ্গী/সঙ্গিনীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে সোনার থালা ও গ্লাস, এবং সেখানে তা-ই রয়েছে যা মন কামনা করে এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়, এবং সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। এবং এই সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমাদেরকে, তোমরা যা করতে তার কারণে।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭৩। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক ফল-মূল, তা থেকে তোমরা খাবে।

৭৪। নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে স্থায়ী হবে-

৭৫। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং সেখানে তারা হবে হতাশাগ্রস্ত,

৭৬। এবং আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, বরং তারাই ছিল জালিম।

৭৭। এবং তারা চিৎকার করে ডেকে বলবে, 'হে মালিক!* তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের মৃত্যু ঘটান।' সে বলবে, 'তোমরা এভাবেই থাকবে।

৭৮। অবশ্যই আমরা (ফেরেশতারা) তোমাদের কাছে* সত্য নিয়ে (ওহী নিয়ে) এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য অপছন্দকারী।'

৭৯। তারা কি একটি বিষয় চূড়ান্ত করে ফেলেছে? তাহলে আমিও চূড়ান্তকারী।

৮০। তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও তাদের গোপন পরামর্শ শুনিনা? হ্যাঁ অবশ্যই (শুনি), এবং আমার রাসূলরা (ফেরেশতারা) তাদের কাছে থেকেই লিখছে।

৮১। বল, 'দয়াময়ের যদি কোন সন্তান থাকত তাহলে আমিই হতাম তার প্রথম ইবাদতকারী।'

৮২। তারা (আল্লাহ্‌ সম্পর্কে) যে গুণ বর্ণনা করে তা থেকে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং আরশের অধিপতি পবিত্র।

৮৩। অতএব তাদেরকে যে দিনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত তুমি তাদেরকে অনর্থক কথায় ও খেলায় লিপ্ত থাকতে দাও।

৮৪। আর তিনিই এক ইলাহ্‌ আকাশে এবং তিনিই এক ইলাহ্‌ পৃথিবীতে এবং তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী।

৮৫। এবং বরকতময় তিনি, আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে সব কিছুর রাজত্ব যার, এবং কিয়ামতের জ্ঞান তাঁর কাছেই আছে এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

৮৬। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে ডাকে তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা জেনে-বুঝে সত্যের সাক্ষ্য দেয় তারা ছাড়া।

৮৭। আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন?' অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌'। সুতরাং কিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?

৮৮। তার (অর্থাৎ রাসূলের)- 'হে আমার প্রতিপালক'- বলার কসম, নিশ্চয় এরা এমন এক সম্প্রদায় যারা ঈমান আনবে না।

৮৯। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম' (বিদায়)। অতঃপর অচিরেই তারা জানতে পারবে।

ع ৭ রুকু ১৩

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴿٧٧﴾

لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا
لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي
يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ
بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾

وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৪. সূরা আদ-দুখান, মাক্কী

৫৯ আয়াত, ৩ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। হা-মীম।

২। কসম সুস্পষ্ট কিতাবের।

৩। নিশ্চয় আমি এটি অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।

৪। তাতে (এ রাতে) পৃথক করা হয় প্রতিটি প্রজ্ঞাময় বিষয়-

৫। আমার নির্দেশক্রমে, নিশ্চয় আমি (রাসূল) প্রেরণকারী,

৬। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী-

৭। যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা আছে তার প্রতিপালক- যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

৮। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

৯। বরং তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খেলায় মগ্ন।

১০। অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন আকাশ সুস্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে আসবে-

১১। আবৃত করে ফেলবে মানুষকে। এটা এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১২। (তখন তারা বলবে) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কাছ থেকে শাস্তি দূর করুন, নিশ্চয় আমরা মু'মিন।'

১৩। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে, যখন তাদের নিকট এসেছে সুস্পষ্ট এক রাসূল-

১৪। এরপর তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং বলেছে, 'সে (জনৈক ব্যক্তি দ্বারা) শিক্ষাপ্রাপ্ত* ও পাগল?'

১৫। নিশ্চয় আমি সামান্য (সময়ের জন্য) শাস্তি দূর করব, নিশ্চয় তোমরা (তোমাদের পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাবে।*

১৬। যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব, (তখন) নিশ্চয় আমি উচিত শাস্তি দিব।

১৭। আর অবশ্যই এদের পূর্বে আমি ফিরআউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের কাছেও এসেছিল এক সম্মানিত রাসূল-

১৮। (সে বলেছিল) 'আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আমার নিকট দিয়ে দাও। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল-

۴۴-سُوْرَةُ الدُّخَانِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-۵۹، رُكُوْعَاتُهَا-۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝۱

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝۲

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝۳

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝۴

اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝۵

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝۶

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝۷

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝۸

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ۝۹

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۰

يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۱

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ۝۱۲

اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝۱۳

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ۝۱۴

اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ۝۱۵

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ۝۱۶

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۝۱۷

اَنْ اَدُّوْۤا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝۱۸

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৯। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি সুস্পষ্ট প্রমাণ।

وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّیْۤ اٰتِیْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ﴿۱۹﴾

২০। আর তোমরা যাতে আমাকে পাথর নিক্ষেপ করতে না পার সেজন্য নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় চাচ্ছি।

وَاِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ﴿۲۰﴾

২১। আর যদি তোমরা আমার উপর ঈমান না-ই আন, তবে আমার কাছ থেকে পৃথক থাক।'

وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِیْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿۲۱﴾

২২। অতঃপর সে (মূসা) তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 'এরা অপরাধী সম্প্রদায়।'

فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿۲۲﴾

২৩। (আমি বলেছিলাম) 'তাহলে তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বের হয়ে পড়, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে-

فَاَسْرِ بِعِبَادِیْ لَیْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৪। আর সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও।* নিশ্চয় তারা এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।'

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৫। তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল কতই না বাগান ও ঝর্ণা-

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُیُوْنٍ ﴿۲۵﴾

২৬। এবং শস্যক্ষেত্র ও আকর্ষণীয় স্থান-'

وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِیْمٍ ﴿۲۶﴾

২৭। এবং বিলাস-উপকরণ যাতে তারা আনন্দ পেত-

وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِیْهَا فٰكِهِیْنَ ﴿۲۷﴾

২৮। এরূপই (ছিল তাদের পরিণতি)। এবং আমি এগুলোর উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য সম্প্রদায়কে।

كَذٰلِكَ ۫ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِیْنَ ﴿۲۸﴾

২৯। অতঃপর আকাশ ও পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।

فَمَا بَكَتْ عَلَیْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِیْنَ ﴿۲۹﴾

ع ১৩ ১ রুকু ১৪

৩০। আর অবশ্যই আমি উদ্ধার করেছিলাম বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে-

وَلَقَدْ نَجَّیْنَا بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِیْنِ ﴿۳۰﴾

৩১। ফিরআউনের। নিশ্চয় সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্য থেকে উদ্ধত।

مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِیًا مِّنَ الْمُسْرِفِیْنَ ﴿۳۱﴾

৩২। আর অবশ্যই আমি জেনে-বুঝেই তাদেরকে (বনী ইসরাঈলকে) জগৎসমূহের (মানবজাতির) উপর মনোনীত করেছিলাম।

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰی عِلْمٍ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۳۲﴾

৩৩। এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী, যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

وَاٰتَیْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰیٰتِ مَا فِیْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِیْنٌ ﴿۳۳﴾

৩৪। নিশ্চয় এরা (মুশরিকরা) অবশ্যই বলে-

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَیَقُوْلُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৫। 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই এবং আমরা পুনর্জীবিত হব না।

اِنْ هِیَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰی وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِیْنَ ﴿۳۵﴾

৩৬। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে উপস্থিত কর।'

فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۳۶﴾

৩৭। উত্তম কি এরা, নাকি তুব্বা* সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? ধ্বংস করেছিলাম আমি তাদেরকে , নিশ্চয় তারা ছিল অপরাধী।

اَهُمْ خَیْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ؗ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِیْنَ ﴿۳۷﴾

৩৮। আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে কোন কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لٰعِبِیْنَ ﴿۳۸﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। আমি এ দু'টি অযথা সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। নিশ্চয় ফয়সালার দিন তাদের সকলের নির্ধারিত সময়-

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১। যেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কিছুই কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না-

(ع ২ রুকু ১৫)

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾

৪২। আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করবেন তাকে ছাড়া। নিশ্চয় তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾

৪৩। নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ হবে-

طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾

৪৪। পাপীর খাদ্য,

كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾

৪৫। ফুটন্ত তেলের মত তাদের পেটে উথলাবে-

كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾

৪৬। উত্তপ্ত পানির উথলানোর মত।

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾

৪৭। তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও তীব্র আগুনের মাঝখানের দিকে-

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾

৪৮। এরপর তার মাথার উপর ঢেলে দাও উত্তপ্ত পানির শাস্তি।

ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾

৪৯। (বলা হবে) 'স্বাদ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমিই (ছিলে) সম্মানিত ও অভিজাত।

اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। নিশ্চয় এটি তাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।'

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥١﴾

৫১। নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে-

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٢﴾

৫২। বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মাঝে-

يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। তারা মুখোমুখী হয়ে মিহি ও পুরু রেশমী পোশাক পরে থাকবে-

كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৪। এরূপই (হবে মুত্তাকীদের প্রতিদান)। এবং আমি তাদেরকে ডাগর নয়না হুরদের সাথে বিয়ে দিব।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। সেখানে তারা নিশ্চিন্তে প্রত্যেক (প্রকার) ফল-মূল আনতে বলবে।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾

৫৬। সেখানে তারা আস্বাদন করবে না মৃত্যু, প্রথম মৃত্যু ছাড়া, এবং তাদেরকে তিনি রক্ষা করবেন তীব্র আগুনের শাস্তি থেকে-

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾

৫৭। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ। এটিই মহাসাফল্য।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। আর আমি তো তোমার ভাষায় এটিকে (কুরআনকে) সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, তারাও প্রতীক্ষমান।

(ع ৩ রুকু ১৬)

৪৫. সূরা আল-জাছিয়া, মাক্কী
৩৭ আয়াত, ৪ রুকূ

٤٥-سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٣٧، رُكُوْعَاتُهَا-٤

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾

১। হা-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

২। এ কিতাবের অবতারণ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾

৩। নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে মু'মিনদের জন্য।

وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

৪। এবং তোমাদের সৃষ্টিতে এবং যে সব জীব-জন্তু তিনি ছড়িয়ে দেন তাতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে-

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ
يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾

৫। এবং রাত ও দিনের আবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) অবতীর্ণ করেন অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে জীবিত করেন এর মৃত্যুর পর- তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা অনুধাবন করে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ
وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾

৬। এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি তোমার নিকট সত্যসহ পাঠ করছি, সুতরাং আল্লাহ্ এবং তাঁর আয়াতসমূহের পরে তারা আর কোন কথায় ঈমান আনবে?

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٧﴾

৭। দুর্ভোগ প্রত্যেক পাপীষ্ঠ মিথ্যাবাদীর জন্য-

يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ
يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٨﴾

৮। যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শ্রবণ করে যা তার নিকট পাঠ করা হয়, এরপর অহংকারী হয়ে অটল থাকে যেন সে তা শোনেইনি, সুতরাং তাকে সুসংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئًا ۨ اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩﴾

৯। এবং যখন সে আমার কোন আয়াত অবগত হয় তখন সে তা গ্রহণ করে উপহাস হিসেবে। ওরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا
مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০। তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের কিছুই কাজে আসবে না এবং তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেছে তারাও না। এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ
رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾

১১। এটি (কুরআন) পথনির্দেশিকা, আর যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ع ١٤ ١ রুকূ ১৭

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। আল্লাহ্‌ই সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন যাতে তাঁর নির্দেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ থেকে তালাশ করতে পারে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

১৩। আর তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (১৩)

১৪। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বল, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে* যারা আল্লাহ্‌র দিনগুলোর প্রত্যাশা করেনা, যাতে তিনি লোকদেরকে তারা যা অর্জন করে তার প্রতিফল দিতে পারেন।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (১৪)

১৫। যে সৎকাজ করে তা (সে করে) নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে মন্দ কাজ করে তা (সে করে) নিজেরই অকল্যাণের জন্য। এরপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ (১৫)

১৬। আর অবশ্যই আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, বিচার-বিবেচনা ও নবুয়্যত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে রিযিক দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে জগৎসমূহের (মানবজাতির) উপর মর্যাদা দিয়েছিলাম।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ (১৬)

১৭। এবং আমি তাদেরকে দ্বীনের বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দান করেছিলাম, অতঃপর তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই তারা তাদের মাঝে বিদ্বেষবশতঃ মতপার্থক্য করেছিল। তারা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করত, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْۤا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (১৭)

১৮। এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিষয়ে এক শরীয়তের উপর, সুতরাং তুমি এর (শরীয়তের) অনুসরণ কর এবং যারা জানেনা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (১৮)

১৯। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় কখনো তোমার কিছুই উপকারে আসবে না এবং নিশ্চয় জালিমরা একে অপরের বন্ধু, আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের বন্ধু।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ (১৯)

২০। এটি (কুরআন) মানুষের জন্য (জ্ঞানের) আলোকবর্তিকা এবং পথনির্দেশিকা ও দয়া এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (২০)

২১। যারা মন্দ কামাই করেছে তারা কি মনে করেছে যে, আমি তাদেরকে জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদের সমান গণ্য করব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে? তারা যা বিচার করে তা কতই না নিকৃষ্ট!

ع ১৮/২ রুকু ১৮

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۠ (২১)

২২। আর আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যসহ (সঠিক লক্ষ্যে*) এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেয়ার জন্য, এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ ۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (২২)

২৩। অতঃপর তুমি তাকে লক্ষ্য করেছ কি, যে তার প্রবৃত্তিকে তার ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছে? এবং আল্লাহ্ জেনে-বুঝেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কান ও হৃদয়ের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর পর্দা স্থাপন করেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র পরে কে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (২৩)

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২৪। এবং তারা বলে, 'এটি (জীবন) কেবল আমাদের দুনিয়ার জীবন, আমরা (এখানেই) মরি ও বাঁচি, এবং সময়ই* আমাদেরকে ধ্বংস করে,' অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন জ্ঞান নেই, তারা কেবল অনুমান করে থাকে।

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا
إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহকে সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পাঠ করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না কেবল এই কথা ছাড়া যে, 'তোমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে উপস্থিত কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ
قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

৩ ১৭ রুকূ ১৯

২৬। বল, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে জীবিত করেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান, এরপর তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন কিয়ামতের দিনের জন্য, যে ব্যাপারে (অর্থাৎ কিয়ামতে) কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্র, এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ
يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং প্রত্যেক উম্মতকে তুমি দেখবে নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তার কিতবের (আমলনামার) প্রতি আহ্বান করা হবে (এই বলে যে), 'আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে।

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ
تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। এটি আমার কিতাব (আমলনামা) যা কথা বলছে তোমাদের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে। নিশ্চয় আমি লিপিবদ্ধ করে রাখতাম যা তোমরা করতে।'

هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। অতঃপর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে প্রবেশ করাবেন তাঁর দয়ার মধ্যে। এটিই সুস্পষ্ট সাফল্য।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي
رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾

৩১। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে (তাদেরকে বলা হবে), 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি? অতঃপর তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং যখন বলা হত, 'আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই' তখন তোমরা বলতে, 'আমরা জানি না কিয়ামত কী, আমরা কেবল অনুমান করছি এবং আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই।'

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي
مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তাদের নিকট তাদের কাজের মন্দসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে থাকব যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে ছিলে, এবং তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে আগুন এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।'

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এটা এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করেছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল, সুতরাং সেদিন তাদেরকে তা (জাহান্নাম) থেকে বের করা হবে না এবং তাদেরকে (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি লাভেরও সুযোগ দেয়া হবে না।

ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ
فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আকাশসমূহের প্রতিপালক এবং পৃথিবীর প্রতিপালক - জগৎসমূহের প্রতিপালক।

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾

৪ ২০ রুকূ ২০

৩৭। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই, এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৬. সূরা আল-আহ্কাফ, মাক্কী

৩৫ আয়াত, ৪ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٤٦-سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٣٥، رُكُوْعَاتُهَا-٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা-২৬

১। হা-মীম।

২। এ কিতাবের অবতারণ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে সব কিছুই আমি সৃষ্টি করেছি সত্যসহ (সঠিক লক্ষ্যে) এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪। বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? আমাকে দেখাও এরা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে অথবা আকাশসমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা অবশিষ্ট কোন জ্ঞান* থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

৫। এবং কে অধিক পথভ্রষ্ট তার চেয়ে যে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে সাড়া দিবে না এবং তারা তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধেও বেখবর?

৬। এবং যখন (কিয়ামতের দিন) মানুষকে সমবেত করা হবে তখন তারা হবে তাদের শত্রু এবং তারা হবে তাদের ইবাদতকে অস্বীকারকারী।

৭। এবং যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহকে সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পাঠ করা হয় তখন যারা অবিশ্বাস করেছে তারা সত্যের (কুরআনের) ব্যাপারে বলে, যখন তা তাদের কাছে এসেছে, 'এটা সুস্পষ্ট জাদু।'

৮। তারা কি বলে, 'সে এটি রচনা করেছে?' বল, 'যদি আমি এটি রচনা করে থাকি, তবে আল্লাহ্‌র (শাস্তির) বিপরীতে আমার জন্য তোমাদের কিছুই ক্ষমতা নেই। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানেন। আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'

৯। বল, 'আমি কোন অভিনব রাসূল নই এবং আমি জানি না আমার ও তোমাদের সাথে কী করা হবে*। আমি আমার প্রতি যা ওহী করা হয় কেবল তারই অনুসরণ করি এবং আমি কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

১০। বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি তা (কুরআন) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে হয়ে থাকে এবং তোমরা তা অবিশ্বাস কর, অথচ বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী* একে (তাওরাতের) অনুরূপ (কিতাব) হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং সে ঈমান এনেছে, আর তোমরা অহংকার করলে (তাহলে কি তোমরা জালিম নও)? নিশ্চয় আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

ع ১ রুকূ ১

حٰمٓ ﴿١﴾

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ
مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ
الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ
هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٥﴾

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ
كٰفِرِيْنَ ﴿٦﴾

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ
لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ
اللّٰهِ شَيْئًا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِيْ
وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٨﴾

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ
وَلَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٩﴾

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ
مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১১। আর যারা কুফরী করেছে তারা যারা (সদ্য) ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে, ‘যদি তা উত্তমই হত তাহলে তাতে (ঈমান আনার ক্ষেত্রে) ওরা (প্রথম দিকের ঈমান আনয়নকারীরা) আমাদেরকে অতিক্রম করতে পারত না।’ আর যেহেতু তারা এর দ্বারা সঠিক পথ অনুসরণ করেনি তাই শীঘ্রই তারা বলবে, ‘এটা এক পুরনো মিথ্যাচার।’

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَاۤ اِلَيْهِ ؕ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَاۤ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿١١﴾

১২। এবং এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব, পথপ্রদর্শক ও দয়া স্বরূপ। আর এটি জালিমদেরকে সতর্ক করার জন্য (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের) সত্যায়নকারী এক কিতাব, আরবি ভাষায় (অবতীর্ণ) এবং সৎকর্মপরায়নদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ।

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖۗ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾

১৩। নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্’ এরপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তারা যা করত তার প্রতিদান স্বরূপ।

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা* তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার দুধ ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে যখন সে (শক্তি-সামর্থ্য ও বয়সের) পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন বলে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা আপনি আমার উপর ও আমার পিতা-মাতার উপর দান করেছেন, এবং যাতে আমি সেই সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন এবং আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিকে সংশোধন করে দিন। নিশ্চয় আমি অনুতপ্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে এলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।’

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ؕۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٥﴾

১৬। জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ওরাই তারা যাদের থেকে আমি তাদের উত্তম কাজগুলো গ্রহণ করে থাকি এবং তাদের মন্দসমূহ উপেক্ষা করি। (এসব) সত্য প্রতিশ্রুতি, যে প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْۤ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ؕ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। আর যে তার পিতা-মাতাকে বলে, ‘উহ্’(আমি বিরক্ত) তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ যে, আমাকে (কবর থেকে) বের করা হবে, অথচ আমার পূর্বে বহু প্রজন্ম অতীত হয়েছে?’ এমতাবস্থায় তারা দু’জন আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে (এবং বলে), ‘দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য।’ অতঃপর সে বলে, ‘এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।’

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَاۤ اَتَعِدٰنِنِيْۤ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖۗ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚۖ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮। ওরাই তারা যাদের উপর অবধারিত হয়েছে সেই কথা (যা অবধারিত হয়েছিল) সেই উম্মতসমূহের ক্ষেত্রে, যারা অতীত হয়েছে তাদের পূর্বে জ্বীন ও মানুষের মধ্য হতে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তার কাজ অনুসারে মর্যাদা এবং এটা এজন্য যে, তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২০। যেদিন কাফিরদেরকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হবে (সেদিন তাদেরকে বলা হবে), 'তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনেই তোমাদের সুখশান্তি নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো উপভোগ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে লাঞ্ছনার শাস্তি, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করছিলে এবং তোমরা পাপাচার করতে।'

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۖ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ
حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا
كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾

٣ ع ٢ রুকূ ২

২১। এবং আদ-এর ভাইয়ের*(কথা) উল্লেখ কর। যখন সে আহ্‌কাফ* উপত্যকায় তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল- আর অবশ্যই অতীত হয়েছে সতর্ককারীরা তার পূর্বে এবং তার পরে- (এই বলে) যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।'

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ۚ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ
مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّا اللّٰهَ ۚ إِنِّيْٓ أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾

২২। তারা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগুলো থেকে নিবৃত্ত করতে আমাদের কাছে এসেছ? তবে আমাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ তা নিয়ে আস- যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

قَالُوْٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ
كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। সে বলল, '(এর) জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। আর যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তা আমি তোমাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখছি, এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।'

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ
أَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। অতঃপর যখন তারা তা (আযাব) দেখল তাদের উপত্যকার দিকে অগ্রসরমান মেঘরূপে, তখন তারা বলল, 'এটা মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণ করবে।' (নবী বলল) 'বরং এটা তাই যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে। এটা বাতাস, যাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি-

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا
عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۖ رِيْحٌ فِيْهَا
عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾

২৫। তার প্রতিপালকের নির্দেশে তা সব কিছুকে ধ্বংস করে দিবে', অতঃপর তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বাসস্থানসমূহ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দেই।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى إِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۚ
كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে এমন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যে ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিনি এবং আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কান, চোখ ও অন্তর, অতঃপর না তাদের কোন কাজে আসল তাদের কান, আর না তাদের চোখ, আর না তাদের অন্তর, কেননা তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত, এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ إِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّأَبْصَارًا
وَّأَفْئِدَةً ۖ فَمَآ أَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ وَلَآ أَفْئِدَتُهُمْ
مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا
بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٢٦﴾

١ ع ٣ রুকূ ৩

২৭। আর অবশ্যই আমি ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চারপাশের জনপদসমূহ, এবং তাদেরকে আমি আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসতে পারে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। অতএব তারা (আল্লাহ্‌র) সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল, এবং এটি (ছিল) তাদের মিথ্যাচার এবং তাদের উদ্ভাবন।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۖ
بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং যখন আমি তোমার দিকে ফিরিয়ে এনেছিলাম একদল জ্বীনকে, যারা কুরআন (পাঠ) শুনছিল, অতঃপর যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল তখন তারা বলল, 'চুপ করে শোন,' অতঃপর যখন (কুরআন পাঠ) সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী হয়ে।

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾

৩০। তারা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমরা শুনেছি এমন এক কিতাব (পাঠ) যা অবতীর্ণ করা হয়েছে মূসার পরে, এর (অর্থাৎ কুরআনের) সামনে যা আছে তার (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যায়নকারীরূপে, যা পরিচালিত করে সত্যের দিকে ও সরল-সঠিক পথের দিকে।

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

৩১। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র (দিকে) আহ্বানকারীর (ডাকে) সাড়া দাও এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) প্রতি ঈমান আন, তিনি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।'

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

৩২। আর যে আল্লাহ্‌র (দিকে) আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না সে পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া তার কোন অভিভাবক থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ۚ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৩। তারা কি ভেবে দেখেনি যে, যে আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতদের জীবিত করতেও সক্ষম? হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۚ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং যেদিন কাফিরদেরকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হবে, (সেদিন তাদেরকে বলা হবে) 'এটা কি সত্য নয়?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম।' তিনি বলবেন, 'অতএব শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমরা কুফরী করতে।'

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ ع

৩৫। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ়সংকল্পসম্পন্ন রাসূলরা। এবং তুমি তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, (সেদিন তাদের মনে হবে) তারা যেন দিনের এক মুহূর্তকাল ব্যতীত অবস্থান করেনি। (এটি) একটি ঘোষণা, অতএব পাপাচারী সম্প্রদায়কে ছাড়া আর কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?

রুকু ৪/৪

৪৭. সূরা মুহাম্মদ, মাদানী

৩৮ আয়াত, ৪ রুকূ

٤٧-سُورَةُ مُحَمَّدٍ- مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٣٨، رُكُوْعَاتُهَا-٤

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। যারা কুফরী করেছে এবং (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রেখেছে তিনি তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিবেন।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ①

২। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে-আর তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে (প্রেরিত) সত্য- তিনি তাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করবেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ②

৩। এটা এজন্য যে, যারা কুফরী করেছে তারা বাতিলের (মিথ্যার) অনুসরণ করেছে, এবং এও যে, যারা ঈমান এনেছে তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে (প্রেরিত) সত্যের অনুসরণ করেছে। এভাবেই আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ③

৪। অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে (যুদ্ধের ময়দানে) সাক্ষাৎ করবে, তখন ঘাড়ে আঘাত কর। অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে- এবং পরবর্তীতে হয় দয়া প্রদর্শন করবে (ছেড়ে দিবে) অথবা বিনিময় গ্রহণ করবে (ছেড়ে দেয়ার জন্য)- যতক্ষণ না যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। এটি (বিধান)। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে অবশ্যই তাদের থেকে বদলা নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তিনি কখনো তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করবেন না।

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۛ۟ ذٰلِكَ ۛؕ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۠ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ④

৫। শীঘ্রই তিনি তাদেরকে (জান্নাতের দিকে) পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করবেন,

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ⑤

৬। এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পরিচয় তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ⑥

৭। ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলোকে দৃঢ় করবেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ⑦

৮। আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে পতন এবং তিনি তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিবেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ⑧

৯। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে, সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ বিফল করে দিবেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ⑨

১০। তবে কি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং লক্ষ্য করেনি, কেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং (এই) কাফিরদের জন্য রয়েছে তার অনুরূপ (পরিণাম)।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۫ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ⑩

১১। এটা এজন্য যে, যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রভু (রক্ষক), এবং এও যে, কাফিরদের কোন প্রভু নেই।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ⑪

রুকূ ৫

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾

১২। নিশ্চয় আল্লাহ্ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা ভোগ-বিলাস করছে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত খাচ্ছে, আর আগুনই তাদের আবাসস্থল।

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

১৩। এবং কত জনপদই ছিল তোমার সেই জনপদ থেকে অধিক শক্তিশালী যেখান থেকে তারা তোমাকে বের করে দিয়েছে, আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী ছিল না।

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾

১৪। তবে কি যে তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর রয়েছে সে তার মত যার কাছে তার মন্দ কাজকে শোভনীয় করা হয়েছে এবং তারা অনুসরণ করেছে তাদের প্রবৃত্তির?

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

১৫। মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো - তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ এবং দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং পরিশুদ্ধ মধুর নহরসমূহ এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে প্রত্যেক প্রকার ফল-মূল এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা। (মুত্তাকীরা কি) তার মত যে আগুনে স্থায়ী হবে এবং পান করতে দেয়া হবে তাদেরকে উত্তপ্ত পানি, অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে?

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

১৬। এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। অবশেষে যখন তোমার নিকট থেকে বের হয়ে যায় তখন তারা যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদেরকে বলে, ‘এই মাত্র সে কী বলল?’ ওরাই তারা যাদের হৃদয়সূহের উপর আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা অনুসরণ করেছে তাদের প্রবৃত্তির।

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

১৭। আর যারা সঠিক পথ অবলম্বন করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে পথনির্দেশনা বাড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে দান করেন তাদের তাকওয়া।

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾

১৮। তবে কি তারা কেবল আকস্মিকভাবে তাদের কাছে কিয়ামত এসে পড়ার অপেক্ষা করছে? তবে তার লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে, অতএব যখন তাদের কাছ তা (কিয়ামত) আসবে তখন তাদের উপদেশ গ্রহণ তাদের কিভাবে কাজে আসবে?

ع ٢ ٨ ١ — ২ রুকূ ৬

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

১৯। সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ত্রুটির জন্যে এবং মু’মিন নর ও মু’মিন নারীদের জন্য। আর আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে অবগত আছেন।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾

২০। আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, ‘একটি সূরা অবতীর্ণ করা হল না কেন?’ অতঃপর যখন সুস্পষ্ট নির্দেশ সম্বলিত একটি সূরা অবতীর্ণ করা হল এবং তাতে যুদ্ধের উল্লেখ করা হল, তখন তুমি দেখলে, যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যাক্তির তাকানোর মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। সুতরাং তাদের জন্য উত্তম ছিল-

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۚ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۚ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

২১। -আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথা। অতঃপর যখন (যুদ্ধের বিষয়ে) সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হল, তখন যদি তারা আল্লাহ্‌র কাছে সত্যবাদী হত তাহলে তাদের জন্য এটি অবশ্যই কল্যাণকর হত,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

২২। যদি তোমরা (যুদ্ধ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তবে কি তোমারা আশা কর যে, তোমরা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে?

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

২৩। ওরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে বধির করেছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহ অন্ধ করে দিয়েছেন।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

২৪। তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের হৃদয়সমূহ তালাবদ্ধ?

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٥﴾

২৫। নিশ্চয় যারা নিজেদের নিকট সঠিক পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছে, শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করেছে এবং তাদের মিথ্যা আশাকে প্রলম্বিত করেছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করেছে, তাদেরকে তারা বলেছে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব', আর আল্লাহ্ তাদের গোপন করার বিষয়টা অবগত আছেন।

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

২৭। ফেরেশতারা যখন তাদের চেহারা ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে!

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

রুকূ ৩/৭

২৮। এটা এজন্য যে, যা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছে তারা তার অনুসরণ করেছে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে, ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ বিফল করে দিয়েছেন।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

২৯। যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ কখনো তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দিবেন না?

وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

৩০। আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে তোমাকে তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম এবং তুমি তাদেরকে চিনতে পারতে তাদের লক্ষণ দেখে। তবে অবশ্যই তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে তাদের কথার ভঙ্গিতে। আর আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহ অবগত আছেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا۠ اَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

৩১। এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্য থেকে মুজাহিদদেরকে ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নিতে পারি (স্পষ্ট করতে পারি) এবং তোমাদের খবরাদি পরীক্ষা করে নিতে পারি।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۙ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيُحْبِطُ
أَعْمَالَهُمْ (৩২)

৩২। নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রেখেছে এবং নিজেদের নিকট সঠিক পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করেছে, তারা কখনো আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং শীঘ্রই তিনি তাদের কর্মসমূহ বিফল করে দিবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا
تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (৩৩)

৩৩। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করো না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ
فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (৩৪)

৩৪। নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রেখেছে এরপর কাফির অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করবেন না।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ۖ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۖ وَاللَّهُ مَعَكُمْ
وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (৩৫)

৩৫। সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির দিকে আহ্বান করো না এমন অবস্থায় যে তোমরাই বিজয়ী; আর আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কর্ম(ফল) কখনো হ্রাস করবেন না।

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ
أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (৩৬)

৩৬। দুনিয়ার জীবন কেবল খেল-তামাসা, আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দিবেন এবং তিনি তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের ধন-সম্পদ চান না।

إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ (৩৭)

৩৭। যদি তিনি তোমাদের কাছে তা চাইতেন এবং তোমাদেরকে চাপ দিতেন তাহলে তোমরা কৃপণতা করতে এবং তিনি তোমাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দিতেন।

هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ
يَبْخَلُ ۖ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ
وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ
لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (৩৮)

৩৮। ওহে তোমরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে আহ্বান করা হচ্ছে, তথাপি তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে, এবং যে কৃপণতা করে সে তো কৃপণতা করে তার নিজের সাথে। এবং আল্লাহ্‌ই অভাবমুক্ত আর তোমরাই ফকির (গরীব), আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তিনি অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

ع ৪/৮ রুকু

৪৮. সূরা আল-ফাতহ্, মাদানী

২৯ আয়াত, ৪ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٤٨-سُوْرَةُ الْفَتْحِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢٩، رُكُوْعَاتُهَا-٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি এক সুস্পষ্ট বিজয়*-

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۝١

২। যাতে আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করতে পারেন এবং তোমার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করতে পারেন ও তোমাকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন-

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ
عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝٢

৩। এবং যাতে আল্লাহ্ তোমাকে অভাবনীয় সাহায্য দান করতে পারেন।

وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝٣

৪। তিনিই মু'মিনদের হৃদয়ে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান আরো বৃদ্ধি করতে পারে। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান-

هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْۤا
اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝٤

৫। যাতে তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে প্রবেশ করাতে পারেন জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন। এবং এটাই আল্লাহ্‌র নিকট মহা সাফল্য-

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ
اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝٥

৬। এবং যাতে তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে -যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে- শাস্তি দিতে পারেন। মন্দ অবস্থা তাদেরই উপর, আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তাদেরকে লা'নত করেছেন এবং প্রস্তুত করেছেন তাদের জন্য জাহান্নাম। এবং তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ
الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝٦

৭। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই। এবং আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝٧

৮। নিশ্চয় আমি প্রেরণ করেছি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে-

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝٨

৯। যাতে তোমরা ঈমান আনতে পার আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তাকে (রাসূলকে) সাহায্য করতে পার এবং তাকে সম্মান করতে পার; এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর (আল্লাহ্‌র) পবিত্রতা ঘোষণা করতে পারে।

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً
وَّاَصِيْلًا ۝٩

১০। নিশ্চয় যারা তোমার নিকট বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ)* করে প্রকৃতপক্ষে তারা বাইয়াত করে, আল্লাহ্‌র নিকট। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর,* অতঃপর যে তা ভঙ্গ করবে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই, এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, শীঘ্রই তিনি তাকে মহাপ্রতিদান দান করবেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ
اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا
عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝١٠

১ রুকূ

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১১। বেদুঈনদের মধ্য হতে পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা* শীঘ্রই তোমাকে বলবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন', তারা মুখে তা বলে যা তাদের হৃদয়ে নেই। বল, 'আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তোমাদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা কার আছে যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের কোন মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন? বরং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণঅবগত।

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۱﴾

১২। বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনরা তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট কখনো ফিরে আসবে না এবং এটিকে তোমাদের হৃদয়ে শোভনীয় করা হয়েছিল এবং তোমরা এক মন্দ ধারণা করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক ধ্বংসমুখী সম্প্রদায়।

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًاۢ بُوْرًا ﴿۱۲﴾

১৩। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সে সব কাফিরের জন্য প্রস্তুত করেছি জ্বলন্ত আগুন।

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿۱۳﴾

১৪। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۴﴾

১৫। শীঘ্রই পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা বলবে -যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের* দিকে যাবে তা গ্রহণ করতে- 'আমাদেরকে তোমাদের অনুসরণ করতে দাও', তারা আল্লাহ্‌র বাণী পরিবর্তন করতে চায়। বল, 'তোমরা কখনো আমাদের অনুসরণ করবে না, আল্লাহ্ পূর্বেই তোমাদের ব্যাপারে এরূপ বলে দিয়েছেন', অতঃপর শীঘ্রই তারা বলবে, 'বরং তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছ।' বরং তারা সামান্যই বোঝে।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ؕ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵﴾

১৬। বেদুঈনদের মধ্য হতে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদেরকে বল, 'শীঘ্রই তোমাদেরকে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ডাকা হবে, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে, অতঃপর যদি তোমরা আনুগত্য কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুন্দর প্রতিদান দিবেন, আর তোমরা পূর্বে যেভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলে সেভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۶﴾

১৭। অন্ধের কোন দোষ নেই, খোঁড়ার কোন দোষ নেই এবং রোগীর কোন দোষ নেই। এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত, আর যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।

ع ۲ ۱۰ রুকু ২ ১০

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۷﴾

১৮। অবশ্যই আল্লাহ্ মু'মিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষটির নীচে তোমার নিকট বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করল* এবং তাদের হৃদয়ে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন, অতঃপর তাদের উপর অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন এক নিকটবর্তী বিজয়-*

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۱۸﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৯। এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা গ্রহণ করবে। এবং আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّأْخُذُوْنَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾

২০। আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধলব্ধ বিপুল সম্পদের -যা তোমরা গ্রহণ করবে, অতঃপর তিনি এটা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছেন এবং তিনি তোমাদের থেকে মানুষের হাতকে নিবৃত্ত করেছেন যাতে এটা মু'মিনদের জন্য একটি নিদর্শন হতে পারে এবং তিনি তোমাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন-

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾

২১। এবং আরো (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) যা তোমাদের আয়ত্তে আসেনি, অবশ্যই আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। এবং আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾

২২। আর কাফিররা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত তাহলে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, এরপর তারা কোন অভিবাবক পেত না এবং কোন সাহায্যকারীও না।

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾

২৩। এটাই আল্লাহ্‌র সুন্নত (নীতি) যা পূর্বে গত হয়েছে, তুমি আল্লাহ্‌র সুন্নতে (নীতিতে) কোন পরিবর্তন পাবে না।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ښ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

২৪। তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন* তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾

২৫। তারাই কুফরী করেছে এবং বিরত রেখেছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছে কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। (তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত) যদি না থাকত এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জান না, তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে, ফলে তাদের কারণে অজান্তেই তোমাদের উপর কলঙ্ক আপতিত হত। (যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়নি) যাতে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন। যদি তারা পৃথক হত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের মধ্যে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۭ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاۗءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢٥﴾

২৬। যখন কাফিররা তাদের হৃদয়ে অহমিকা পোষণ করল- জাহেলিয়াতের অহমিকা- তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে তাকওয়ার বাণীতে (নীতিতে) সুদৃঢ় করলেন এবং তারা ছিল এর অধিক যোগ্য ও এর উপযুক্ত। এবং আল্লাহ্ সকল বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٦﴾

٢٦ ع ॥ ৩ রুকূ ১১

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ
لَا تَخَافُوْنَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا
قَرِيْبًا ﴿٢٧﴾

২৭। অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের স্বপ্নটি প্রকৃতই সত্যে পরিণত করবেন*, আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই মসজিদে হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে- তোমাদের মাথা মুণ্ডিত অবস্থায় আর চুল কর্তন করা অবস্থায়, তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। এবং তিনি তা জানেন যা তোমরা জান না, এবং এছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিলেন এক নিকটবর্তী বিজয়*।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّيْنِ كُلِّهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٢٨﴾

২৮। তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশিকা ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, এটিকে সকল দ্বীনের উপর জয়ী করার জন্য। এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট (যে)-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ
بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۚ
سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى
التَّوْرٰىةِ ۛ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ
فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ
بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ
مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

ع ٤ ١٢ রুকূ ৪ ১২

২৯। -মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। এবং যারা তার সাথে আছে তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর ও তাদের নিজেদের মধ্যে দয়াশীল;* আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তুমি তাদেরকে রুকূ ও সিজদা অবস্থায় দেখবে। তাদের চেনার উপায় হচ্ছে- তাদের চেহারায় রয়েছে সিজদার চিহ্ন। এটিই তাদের দৃষ্টান্ত তাওরাতে এবং তাদের দৃষ্টান্ত ইন্জীলে। যেমন একটি বীজ, যেটি বের করে তার অঙ্কুর, অতঃপর সেটিকে পুষ্ট করে,* ফলে সেটি শক্ত হয় এবং নিজ কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায় যা চাষীদেরকে আনন্দ দেয়, যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৯. সূরা আল-হুজুরাত, মাদানী

১৮ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٤٩-سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٨، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। ওহে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে তোমরা অগ্রণী* হয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١﴾

২। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না, এতে তোমাদের কর্মসমূহ বিফল হয়ে যাবে, অথচ তোমরা টেরও পাবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ
اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٢﴾

৩। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, ওরাই তারা যাদের হৃদয়সমূহকে আল্লাহ্ তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ
عَظِيْمٌ ﴿٣﴾

৪। নিশ্চয় যারা ঘরের পেছন থেকে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে,* তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤﴾

৫। এবং তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত তাহলে অবশ্যই তা তাদের জন্য উত্তম হত। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾

৬। ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, তা নাহলে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসবে, অতঃপর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা অনুতপ্ত হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ
تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

৭। এবং তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূল। সে যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করত* তাহলে অবশ্যই তোমরা কষ্ট পেতে, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তা তোমাদের হৃদয়ে শোভনীয় করেছেন এবং কুফরী, পাপাচার ও অমান্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। তারাই সঠিকপথ অবলম্বনকারী-

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ
الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ
قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ﴿٧﴾

৮। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও নেয়ামতস্বরূপ। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٨﴾

৯। এবং যদি মু'মিনদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তোমরা তাদের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি করে দিবে, অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তবে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে আপোষ-নিষ্পত্তি করে দিবে এবং ন্যায়বিচার করবে।* নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ
بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ
اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০। প্রকৃতপক্ষে মু'মিনরা ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি করে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার।*

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ ع

ع ١٣ — ১ রুকু ১৩

১১। ওহে যারা ঈমান এনেছ! লোকেরা যেন অপর লোকদেরকে বিদ্রূপ না করে, কেননা তারা তাদের (অর্থাৎ বিদ্রূপকারীদের) চেয়ে উত্তম হতে পারে, এবং নারীরা যেন অপর নারীদেরকে বিদ্রূপ না করে, কেননা তারা তাদের (অর্থাৎ বিদ্রূপকারিনীদের) চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরকে দোষ দিও না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না। ঈমান আনার পর পাপ নাম কতই না মন্দ! আর যারা তওবা করে না তারাই জালিম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا
خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا
تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

১২। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অধিক অনুমান করা পরিহার কর। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ* এবং তোমরা (অপরের) দোষ অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত(পিছনে নিন্দা) করো না*। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? আর তোমরা একে অপছন্দই কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

১৩। হে মানুষ! নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং বানিয়েছি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্র, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সে ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান।* নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

১৪। বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' বল, 'তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি', কারণ 'ঈমান' এখনো তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি।* আর যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের তাহলে তোমাদের কর্মসমূহ থেকে তিনি কিছুই হ্রাস করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

১৫। মু'মিন তো কেবল তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি, এরপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তারা তাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

১৬। বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান দান করছ, অথচ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আকাশসমূহে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে?' এবং আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

১৭। তারা তোমার প্রতি (এটি) অনুগ্রহ বলে মনে করে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। বল, 'তোমাদের ইসলাম গ্রহণকে আমার প্রতি অনুগ্রহ বলে মনে করো না, বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ
يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণদৃষ্টিবান।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ ع

ع ١٤ — ২ রুকু ১৪

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫০. সূরা কাফ, মাক্কী

৪৫ আয়াত, ৩ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। কাফ, কসম মর্যাদাপূর্ণ কুরআনের (যে, তুমি সতর্ককারী রাসূল),

২। বরং তারা বিস্মিত হচ্ছে যে, তাদের কাছে এসেছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী, এবং কাফিররা বলে, 'এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার,

৩। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে পরিণত হব তখনও কি (আমরা প্রত্যাবর্তিত হব)? সুদূরপরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।'

৪। অবশ্যই আমি জানি মাটি তাদের কতটুকু ক্ষয় করে এবং আমার নিকট রয়েছে একটি সংরক্ষিত কিতাব।

৫। বরং তারা সত্যকে (কুরআনকে) মিথ্যা বলেছে যখন তা তাদের নিকট এসেছে, ফলে তারা সংশয়পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

৬। তবে কি তারা তাদের উপর আকাশের দিকে লক্ষ্য করেনি, কিভাবে আমি তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুসজ্জিত করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নেই?

৭। এবং আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি, তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে উদগত করেছি প্রত্যেক প্রকারের মনোরম উদ্ভিদ-

৮। (সত্যের দিকে) প্রত্যেক (অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তনকারী বান্দার জন্য দৃষ্টি উন্মোচনকারী ও উপদেশস্বরূপ।

৯। এবং আমি আকাশ থেকে বরকতময় পানি অবতীর্ণ করি, অতঃপর তা দিয়ে উৎপন্ন করি উদ্যানসমূহ ও শস্য দানা-

১০। এবং সুউচ্চ খেজুর বৃক্ষ যাতে আছে স্তরে স্তরে খেজুর গুচ্ছ-

১১। আমার বান্দাদের জন্য রিযিকস্বরূপ, এবং আমি তা (বৃষ্টি) দিয়ে মৃত ভূমিকে জীবিত করি। এভাবেই হবে বের হওয়া (পুনরুত্থান)।

১২। তাদের পূর্বে (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্*-এর অধিবাসীরা (কূপ ওয়ালারা) ও ছামূদ-

১৩। এবং আদ, ফিরআউন ও লূত-এর ভাইয়েরা-

১৪। এবং আইকাবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়। তারা সকলেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে সত্য হয়েছিল আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি।

৫০-سُوْرَةُ قٓ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-৪৫، رُكُوْعَاتُهَا-৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ (১)

بَلْ عَجِبُوْۤا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَیْءٌ عَجِيْبٌ (২)

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ (৩)

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ (৪)

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِیْۤ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ (৫)

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْۤا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ (৬)

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِیَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ (৭)

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ (৮)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ (৯)

وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ (১০)

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ (১১)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ (১২)

وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ (১৩)

وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ (১৪)

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৫। আমি কি প্রথম বার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

ع ১৫ ১ রুকু ১৫

১৬। আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি, এবং গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও আমি তার অধিক নিকটে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

১৭। যখন দু'জন সংগ্রহকারী (ফেরেশতা) ডানে এবং বামে বসে (তথ্য) সংগ্রহ করছে।*

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

১৮। সে কোন কথাই উচ্চারণ করেনা এ ছাড়া যে তার কাছে থাকে (তা সংরক্ষণের জন্য) একজন* সদাপ্রস্তুত পর্যবেক্ষক।

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

১৯। এবং মৃত্যুযন্ত্রণা (প্রকৃত) সত্য নিয়ে আসবে। (বলা হবে) এটি তাই যা থেকে তুমি পাশ কেটে থাকতে।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾

২০। এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, (বলা হবে) এটাই শাস্তির প্রতিশ্রুতির দিন।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾

২১। এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার সঙ্গে একজন চালক ও একজন সাক্ষী সহ উপস্থিত হবে।*

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾

২২। অবশ্যই তুমি এ ব্যাপারে অসতর্কতার মধ্যে ছিলে এবং আমি তোমার থেকে তোমার আবরণ খুলে দিয়েছি, সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর।

لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং তার সঙ্গী (ফেরেশতা) বলবে, 'এই হলো তা (আমলনামা) যা আছে আমার নিকট প্রস্তুত।'

وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾

২৪। (আদেশ করা হবে) 'তোমরা দু'জনে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক একগুঁয়ে কাফির-

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾

২৫। কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে-

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾

২৬। যে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্ বানিয়েছিল, সুতরাং তোমরা দু'জনে তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।'

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾

২৭। তার সঙ্গী (শয়তান) বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য করিনি, বরং সে (নিজেই) সুদূর পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।'

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾

২৮। তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, 'আমার সামনে ঝগড়া করো না, তোমাদেরকে তো আমি শাস্তির প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দিয়েছিলাম।

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾

২৯। আমার কাছে কথা পরিবর্তন করা হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই।'

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

ع ১৪ ২ রুকু ১৬

৩০। সেদিন আমি জাহান্নামকে বলব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?' এবং সে (জাহান্নাম) বলবে, 'আরও আছে কি?'

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾

৩১। আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের জন্য নিকটে আনা হবে- দূরে নয়।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾

৩২। (বলা হবে) এটি তাই যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল- প্রত্যেক (আল্লাহ্) অভিমুখী ও (আল্লাহ্‌র সীমা) হেফাজতকারীর জন্য,

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৩৩। যে অসীম দয়াময়কে না দেখে ভয় করেছে এবং (অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তনকারী হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে-

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ۙ ﴿٣٣﴾

৩৪। (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা সালামের (শান্তির) সাথে তাতে প্রবেশ কর। এটা অনন্তকালের দিন।'

ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾

৩৫। তাদের জন্য সেখানে তাই থাকবে যা তারা চাইবে এবং আমার নিকট রয়েছে আরও অধিক।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। আর তাদের পূর্বে আমি আরও কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের চেয়েও শক্তিতে প্রবল, এবং তারা নগরসমূহে ঘুরে বেড়াত। তাদের কোন পালানোর জায়গা ছিল কি?

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। নিশ্চয় এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার হৃদয় আছে অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾

৩৮। আর অবশ্যই আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছি ছয় দিনের মধ্যে, এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। অতএব তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর সূর্যের উদয়ের পূর্বে ও অস্তের পূর্বে,

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۚ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাতের একাংশে এবং সিজদাসমূহের (সালাতসমূহের) পরেও।

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং শুনে রাখ, যেদিন এক ঘোষনাকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে ঘোষনা করবে-

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۙ ﴿٤١﴾

৪২। যেদিন তারা সত্যিই শুনতে পাবে বিকট শব্দটি। এটিই (কবর থেকে) বের হওয়ার দিন।

يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾

৪৩। নিশ্চয় আমিই জীবিত করি এবং মৃত্যু ঘটাই, এবং গন্তব্যস্থল আমারই দিকে-

اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ۙ ﴿٤٣﴾

৪৪। যেদিন যমীন তাদের থেকে ফেটে যাবে- (তারা বের হয়ে আসবে) দ্রুত। এটি হাশর (সমাবেশ), যা আমার জন্য সহজ।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾

৪৫। তারা যা বলে তা আমি সবচেয়ে বেশি জানি, আর তুমি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নও। সুতরাং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাকে উপদেশ দাও, যে আমার (শাস্তির) প্রতিশ্রুতিকে ভয় করে।

٣ع١٨ ৩ রুকূ ১৭

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

٥١-سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٦٠، رُكُوْعَاتُهَا-٣

৫১. সূরা আয-যারিয়াত, মাক্কী

৬০ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾

১। কসম প্রবলভাবে বিক্ষিপ্তকারীদের-

فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾

২। এবং (কসম) বোঝা (ঘন মেঘ) বহনকারীদের-

فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾

৩। এবং (কসম) সহজভাবে চলাচলকারীদের-

فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ﴿٤﴾

৪। এবং (কসম, আল্লাহ্‌র) নির্দেশ বন্টনকারীদের-

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾

৫। নিশ্চয় তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সত্য-

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾

৬। এবং নিশ্চয় বিচার দিন অবশ্যই সংঘটিত হবে।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾

৭। কসম বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের-

اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾

৮। নিশ্চয় তোমরা (বিচার দিন সম্পর্কে) অবশ্যই বিভিন্ন কথায় লিপ্ত-

يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ﴿٩﴾

৯। যাকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে তাকে তা হতে (অর্থাৎ বিচার দিন সংঘটন সম্পর্কে) বিভ্রান্ত করা হয়।

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١٠﴾

১০। ধ্বংস হোক অনুমানকারীরা-

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾

১১। যারা বিপথগামীতায় (গোমরাহীতে) উদাসীন-

يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾

১২। তারা জিজ্ঞাসা করে, 'বিচার দিন কখন হবে?'

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩। (বল) 'যেদিন তাদেরকে আগুনে শাস্তি দেয়া হবে।'

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۭ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪। (সেদিন বলা হবে) 'তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, এটাই তা যা তোমরা তাড়াতাড়ি পেতে চেয়েছিলে।'

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾

১৫। (সেদিন) নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণার মাঝে-

اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬। উপভোগ করবে তা যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দিবেন। নিশ্চয় তারা ইতঃপূর্বে (দুনিয়ার জীবনে) ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়।

১৮। এবং তারা রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত।

وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তাদের ধন-সম্পদে ছিল* সাহয্যপ্রার্থী (ভিক্ষুক) ও বঞ্চিতের (ফকির -মিসকীনের) অধিকার।

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾

২০। আর নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে-

وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে। তবে কি তোমরা দেখ না?

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যে (জান্নাত, জাহান্নামের) প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে তাও।

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। অতএব আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় তা (অর্থাৎ জান্নাত, জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি) অবশ্যই তার মত সত্য যেমন তোমরা কথা-বার্তা বলছ।

ع ١ ١٨ ١ রুকূ ১৮

فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত এসেছে কি?

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। যখন তারা তার নিকট প্রবেশ করল এবং বলল, 'সালাম', তখন সে বলল, 'সালাম', (ভাবলেন এরা তো) অপরিচিত লোক,

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। অতঃপর সে (ইবরাহীম) তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি হৃষ্ট-পুষ্ট (ভাজা) বাছুর নিয়ে আসল-

فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿٢٦﴾

২৭। অতঃপর তা তাদের নিকট রেখে বলল, 'তোমরা কি খাবে না?'

فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। অতঃপর সে তাদের থেকে ভীতি অনুভব করল। তারা বলল, 'ভয় করবেন না।' এবং তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল।

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾

২৯। তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে আসল এবং তার চেহারা চাপড়াল এবং বলল, '(আমি) এক বৃদ্ধা-বন্ধ্যা (আমার আবার সন্তান হবে)!'

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ﴿٢٩﴾

৩০। তারা বলল, 'এরূপই বলেছেন আপনার প্রতিপালক। নিশ্চয় তিনিই মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী।'

قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٠﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

পারা-২৭

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾

৩১। সে (ইবরাহীম) বলল, 'হে প্রেরিতরা (ফেরেশতারা)! অতঃপর তোমাদের ব্যাপার কী?'

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩২। তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি-

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾

৩৩। তাদের উপর নিক্ষেপ করার জন্য কাদা মাটির পাথর-

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪। যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত (করা আছে) আপনার প্রতিপালকের নিকট।'

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫। সুতরাং সেখানে যেসব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে বের করে এনেছিলাম,

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং সেখানে আমি কেবল মুসলিমদের একটি ঘরই* পেয়েছিলাম,

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে আমি তাদের জন্য এতে একটি নির্দশন রেখেছি।

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং (নিদর্শন রেখেছি) মূসার মধ্যে, যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾

৩৯। কিন্তু সে দলবলসহ মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'সে এক জাদুকর অথবা পাগল।'

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪০। সুতরাং আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, এমন অবস্থায় যে সে ছিল তিরস্কৃত।

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾

৪১। এবং (নিদর্শন রেখেছি) আদ-এর মধ্যে যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু,

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾

৪২। তা যার উপর দিয়েই বয়ে গিয়েছিল তার কোন কিছুকেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন না করে ছাড়েনি।

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

৪৩। এবং (নিদর্শন রেখেছি) ছামূদ-এর মধ্যে যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ করে নাও।'

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪। অতঃপর তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশের অবাধ্য হল, ফলে বজ্রধ্বনি তাদেরকে পাকড়াও করল, এমন অবস্থায় যে তারা দেখছিল।

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫। এবং তারা উঠে দাঁড়াতে পারেনি এবং তারা আত্মরক্ষা করতেও সক্ষম হয়নি,

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৪৬। এবং (ধ্বংস করেছি) ইতঃপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে। নিশ্চয় তারা ছিল এক পাপাচারী সম্প্রদায়।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿۴۶﴾

৪৭। এবং আকাশ, একে আমি নির্মাণ করেছি (আমার) ক্ষমতাবলে এবং নিশ্চয় আমি অবশ্যই (এর) সম্প্রসারণকারী।*

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৮। এবং পৃথিবী, একে আমি বিছিয়ে দিয়েছি, এবং (আমি) কতই না উত্তম বিছানাকারী!

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৯। এবং আমি প্রতিটি বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।

وَمِنْ كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۴۹﴾

৫০। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। (বল) 'নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী,

فَفِرُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۵۰﴾

৫১। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ (উপাস্য) বানিও না। নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۵۱﴾

৫২। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট এমন কোন রাসূল আসেনি এছাড়া যে, তারা (তাকে) বলেছে, 'একজন জাদুকর অথবা পাগল'।

كَذٰلِكَ مَاۤ اَتَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ
اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿۵۲﴾

৫৩। তারা কি পরস্পরকে এ উপদেশই দিয়ে আসছিল? বরং তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫৪। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, আর এ জন্য তুমি তিরস্কৃত হবে না।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَاۤ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿۵۴﴾

৫৫। এবং তুমি উপদেশ দাও, কারণ নিশ্চয় উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসে।

وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۵۵﴾

৫৬। এবং আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি যেন তারা কেবল আমার ইবাদত করে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

৫৭। আমি তাদের থেকে কোন রিযিক চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।

مَاۤ اُرِیْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَاۤ اُرِیْدُ اَنْ یُّطْعِمُوْنِ ﴿۵۷﴾

৫৮। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই রিযিকদাতা, ক্ষমতাবান ও মহাশক্তিমান।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِیْنُ ﴿۵۸﴾

৫৯। অতএব নিশ্চয় যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে (শাস্তির) অংশ যা তাদের (পূর্ববর্তী জালিম) সাথীদের (শাস্তির) অংশের অনুরূপ। সুতরাং তারা যেন আমাকে তাড়াতাড়ি করতে না বলে।

فَاِنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا
یَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿۵۹﴾

৬০। অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের সেদিনকে যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ یَّوْمِهِمُ الَّذِیْ یُوْعَدُوْنَ ﴿۶۰﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫২. সূরা আত-তূর, মাক্কী

৪৯ আয়াত, ২ রুকূ

٥٢-سُوْرَةُ الطُّوْرِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٤٩، رُكُوْعَاتُهَا-٢

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। কসম তূর পর্বতের-

وَالطُّوْرِ ۙ۝١

২। কসম কিতাবের যা লিখিত-

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۙ۝٢

৩। উন্মুক্ত পাতায়-

فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۙ۝٣

৪। কসম বায়তুল মা'মূরের*-

وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۙ۝٤

৫। কসম সুউচ্চ ছাদের (আকাশের)-

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۙ۝٥

৬। কসম স্ফীত সমুদ্রের -

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ۝٦

৭। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যই সংঘটিত হবে-

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ۝٧

৮। যার কোন প্রতিরোধকারী নেই-

مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۙ۝٨

৯। যেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে-

يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۙ۝٩

১০। এবং পর্বতসমূহ চলবে দ্রুত গতিতে।

وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝١٠

১১। অতএব সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য-

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۙ۝١١

১২। যারা খেলাচ্ছলে অনর্থক কথায় লিপ্ত থাকে।

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۘ۝١٢

১৩। যেদিন তাদেরকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে।

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝١٣

১৪। (বলা হবে)'এটাই সে আগুন যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝١٤

১৫। তবে কি এটা জাদু? না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۚ۝١٥

১৬। তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা সহ্য কর অথবা সহ্য না কর (উভয়ই) তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।'

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٦

১৭। নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাত ও নিয়ামতসমূহের মধ্যে-

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۙ۝١٧

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৮। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দিবেন তা তারা উপভোগ করবে এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তীব্র আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।

فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٨﴾

১৯। (বলা হবে) 'তোমরা আহার কর ও পান কর, তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে-

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

২০। -সারিবদ্ধভাবে আসনসমূহের উপর হেলান দিয়ে', এবং আমি তাদেরকে বিয়ে দিব ডাগর নয়না হুরদের সাথে।

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

২১। এবং যারা ঈমান এনেছে ও তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকে মিলিত করব এবং তাদের কর্ম থেকে কিছুই আমি হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার অর্জনের (কৃতকর্মের) কাছে দায়গ্রস্ত।

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

২২। এবং আমি তাদেরকে সরবরাহ করব ফল-মূল ও গোশত, তা হতে যা তারা আকাঙ্ক্ষা করবে।

وَأَمْدَدْنَٰهُم بِفَٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। সেখানে তারা পরস্পরের মধ্যে (সুরাপূর্ণ) পানপাত্র আদান-প্রদান করতে থাকবে, সেখানে না হবে কোন অসার কথা আর না হবে কোন পাপ কাজ।

يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে তাদের কিশোরেরা (গিলমান) যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে (অতীত সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। তারা বলবে, 'নিশ্চয় আমরা পূর্বে আমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) ভীত-শঙ্কিত ছিলাম।

قَالُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৭। সুতরাং আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে ঝলসে দেয়া (আগুনের) শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧﴾

২৮। নিশ্চয় আমরা ইতঃপূর্বে তাঁকে (আল্লাহ্কে) ডাকতাম, নিশ্চয় তিনিই পরম দাতা ও পরম দয়ালু।'

إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

২৯। অতএব তুমি উপদেশ দাও, আর তোমার প্রতিপালকের নেয়ামতে তুমি গণক নও এবং পাগলও নও।

فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

৩০। তারা কি বলে, 'সে একজন কবি। আমরা তার জন্য কালের বিবর্তনের (মৃত্যুর) প্রতীক্ষা করছি?'

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿٣٠﴾

৩১। বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আর নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'

قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾

৩২। তবে কি তাদের বুদ্ধিমত্তা তাদেরকে এ বিষয়ে (অর্থাৎ এ কথা বলতে) নির্দেশ দেয়, না কি তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়?

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَٰمُهُم بِهَٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তারা কি বলে, 'সে এটি (কুরআন) বানিয়ে বলেছে?' বরং তারা বিশ্বাস করে না।

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। তাহলে এর অনুরূপ কোন কথা তারা নিয়ে আসুক- যদি তারা সত্যবাদী হয়।

فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। তারা কি কোন কিছু (অর্থাৎ স্রষ্টা) ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না কি তারাই (নিজেদের) স্রষ্টা?

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। না কি তারা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে না।

اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। তাদের নিকট কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, না কি তারাই এ সবের নিয়ন্ত্রক?

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَّيْطِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। না কি তাদের এমন কোন সিঁড়ি আছে যাতে (আরোহণ করে) তারা শ্রবণ করে? তাহলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক।

اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। তবে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য ?

اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। তবে কি তুমি (হে মুহাম্মদ!) তাদের কাছে প্রতিদান চাও, ফলে তারা ঋণেরভারে জর্জরিত?

اَمْ تَسْــَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। নাকি তাদের কাছে আছে অদৃশ্য (এর জ্ঞান), তাই তারা তা লিখছে?

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। তবে কি তারা কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে কাফিররাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।

اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তাদের কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ আছে? আল্লাহ্ পবিত্র তা হতে যা তারা শরীক করে।

اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। আর যদি তারা আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে* তবুও তারা বলবে, '(এটা) এক পুঞ্জীভূত মেঘমালা।'

وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٤٤﴾

৪৫। অতএব তাদেরকে ছেড়ে দাও তাদের সেদিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত যেদিন তাদেরকে সংজ্ঞাহীন করা হবে-

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। যেদিন তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কিছুই কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْــًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। আর নিশ্চয় এটা ছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে জালিমদের জন্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। আর (হে নবী!) তুমি ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রতিপালকের হুকুমের (ফয়সালার) জন্য, আর নিশ্চয় তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর যখন তুমি (সালাতে*) দাঁড়াও-

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাতের কিছু অংশে ও তারকারাজি অস্তমিত (অদৃশ্য) হওয়ার সময়।

রুকূ ৪

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٤٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৩. সূরা আন-নাজম, মাক্কী

৬২ আয়াত, ৩ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। কসম তারকার যখন তা পতিত হয়-

২। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপথগামীও হয়নি,

৩। এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।

৪। এটি ওহী ছাড়া আর কিছু নয় যা (তাঁর প্রতি) ওহী করা হয়-

৫। তাকে শিক্ষা দিয়েছে অতি শক্তিশালী একজন (ফেরেশতা)-

৬। সৃষ্টিগতভাবে শক্তিশালী। এবং সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল-

৭। এমন অবস্থায় যে সে ছিল ঊর্ধ্ব দিগন্তে।

৮। এরপর সে (রাসূলের) নিকটবর্তী হল এবং ঝুঁলে থাকল-

৯। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম,

১০। অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।

১১। যা সে দেখেছে (তার) অন্তর তা মিথ্যা বলেনি।

১২। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করছ?

১৩। আর অবশ্যই সে তাকে দেখেছিল আরেক অবতরণকালে-

১৪। শেষ প্রান্তের কুলগাছের (সিদরাতুল মুনতাহার) নিকট,

১৫। যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া (বসবাসের বাগান)।

১৬। যখন কুলগাছটিকে যা ঢাকার তা ঢেকে দিল-

১৭। তার দৃষ্টি বিচ্যুত হয়নি এবং সীমাও ছাড়িয়ে যায়নি।

১৮। অবশ্যই সে তার প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন থেকে (কিছু নিদর্শন) দেখেছিল।

১৯। তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত' ও 'উয্‌যা'* সম্পর্কে-

২০। এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' (নামক নারী মূর্তি) সম্পর্কে?

٥٣-سُوْرَةُ النَّجْمِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٦٢، رُكُوْعَاتُهَا-٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۝١

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝٢

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝٣

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝٤

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝٥

ذُوْ مِرَّةٍ ۭ فَاسْتَوٰى ۝٦

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۝٧

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝٨

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝٩

فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ۝١٠

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۝١١

اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۝١٢

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۝١٣

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝١٤

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ۝١٥

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۝١٦

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۝١٧

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۝١٨

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ۝١٩

وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ۝٢٠

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২১। তোমাদের জন্য কি পুত্র সন্তান এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) জন্য কন্যা সন্তান?

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ ﴿٢١﴾

২২। এটা তো তাহলে এক অসঙ্গত বণ্টন!

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾

২৩। এগুলো কতক নাম ছাড়া অন্য কিছু নয়, যেগুলোর নাম রেখেছ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে এবং প্রবৃত্তি যা চায় তার, আর অবশ্যই তাদের কাছে এসেছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পথনির্দেশিকা।

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾

২৪। মানুষ (এগুলোর কাছে) যা আকাঙ্ক্ষা করে তা কি সে পায়?

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾

২৫। বরং পরকাল ও ইহকাল আল্লাহ্‌রই।

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

২৬। আর আকাশসমূহে কত ফেরেশতাই তো রয়েছে, তাদের সুপারিশ কিছুই কাজে আসবে না, তবে (কাজে আসবে) আল্লাহ্‌র অনুমতি দানের পর যার জন্য তিনি ইচ্ছা করবেন ও (যার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾

২৭। নিশ্চয় যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না তারাই ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে,

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ ﴿٢٧﴾

২৮। অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে, আর নিশ্চয় সত্যের বিপরীতে অনুমান কিছুই কাজে আসে না,

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

২৯। অতএব যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তুমি তাকে উপেক্ষা কর, সে কেবল দুনিয়ার জীবনই কামনা করে।

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

৩০। এই হল তাদের জ্ঞানের পরিমাণ। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই সবচেয়ে বেশি জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন কে সঠিক পথ অবলম্বন করেছে।

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾

৩১। আর আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই, যাতে যারা মন্দকাজ করেছে তাদেরকে তিনি তাদের কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দিতে পারেন এবং উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন তাদেরকে যারা উত্তম কাজ করেছে,

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

৩২। যারা ছোট-খাট অপরাধ ছাড়া বড় বড় পাপ (কবীরা গুনাহ্) ও অশ্লীল কাজসমূহ পরিহার করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ব্যাপক ক্ষমার অধিকারী। তিনি তোমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি থেকে এবং যখন তোমরা ছিলে তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে, অতএব তোমরা তোমাদের নিজেদের পরিশুদ্ধতার দাবী করো না।* তিনি সবচেয়ে বেশি জানেন কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿٣٢﴾

৩৩। তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছ যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে*-

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং সামান্যই দান করেছে এবং বন্ধও করে দিয়েছে?

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ ﴿٣٤﴾

৩৫। তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে (যা ঘটবে তা) দেখছে?

أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ﴿٣٥﴾

৩৬। তাকে কি তা জানিয়ে দেয়া হয়নি যা আছে মূসার সহীফাসমূহে-

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং ইবরাহীমের (সহীফাসমূহে), যে (তার দায়িত্ব) পুরোপুরি পালন করেছিল?

وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ﴿٣٧﴾

৩৮। তা এই যে, কোন বোঝাবহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না-

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং এও যে, মানুষের জন্য কেবল তা-ই* রয়েছে যা সে প্রচেষ্টা চালায়-

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং এও যে, তার প্রচেষ্টা তাকে অচিরেই দেখানো হবে,

وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

৪১। এরপর তাকে পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে-

ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

৪২। এবং এও যে, শেষ গন্তব্য তোমার প্রতিপালকেরই দিকে-

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং এও যে, তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান-

وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং এও যে, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং জীবিত করেন-

وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং এও যে, তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়া- নর ও নারী-

وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

৪৬। বীর্যবিন্দু হতে, যখন বীর্য নির্গত হয়,

مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং এও যে, আরেকবার সৃষ্টির দায়িত্ব তাঁরই-

وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং এও যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও পরিতুষ্ট করেন-

وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং এও যে, তিনিই শি'রা তারকার* প্রতিপালক-

وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং এও যে, তিনিই ধ্বংস করেছিলেন প্রথম আদকে-

وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং ছামূদকেও, এবং তিনি (কাউকে) বাকী রাখেন নি-

وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾

৫২। এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও। নিশ্চয় তারা ছিল সর্বাধিক জালিম ও সর্বাধিক সীমালঙ্ঘনকারী।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৩। এবং (তিনিই) উল্টে দেয়া জনপদকে* উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন-

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوٰى ﴿٥٣﴾

৫৪। অতঃপর তাকে (জনপদকে) যা আচ্ছন্ন করার তা আচ্ছন্ন করল,

فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى ﴿٥٤﴾

৫৫। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোনটি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿٥٥﴾

৫৬। এটি পূর্ববর্তী সতর্কীকরণসমূহের মধ্য থেকে একটি সতর্কীকরণ।

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ﴿٥٦﴾

৫৭। কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে,

اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ﴿٥٧﴾

৫৮। আল্লাহ্ ছাড়া তা প্রকাশকারী কেউ নেই।

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾

৫৯। তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্মিত হচ্ছ-

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং হাসছ আর কাঁদছ না-

وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। এমন অবস্থায় যে তোমরা (অহংকার বশতঃ) উদাসীন?

وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। অতএব সিজদা কর আল্লাহ্‌কে এবং (তাঁর) ইবাদত কর।

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ﴿٦٢﴾

রুকূ ৭

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৪. সূরা আল-কামার, মাক্কী

৫৫ আয়াত, ৩ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১ কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।

২। আর যদি তারা কোন নিদর্শন দেখে তাহলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এটা চিরাচরিত জাদু।'

৩। এবং তারা (রাসূলকে) মিথ্যাবাদী বলেছে ও তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, আর প্রত্যেক বিষয়ই স্থিরীকৃত।

৪। আর অবশ্যই তাদের নিকট এসেছে এমন সংবাদ* যাতে আছে সাবধান বাণী-

৫। -পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা। তবে সতর্কীকরণ তাদের কোন উপকারে আসবে না-

৬। অতএব তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক ভয়াবহ কিছুর দিকে-

৭। অবনত চোখে তারা কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত-

৮। আহ্বানকারীর দিকে দৌড়িয়ে। (সেদিন) কাফিররা বলবে, 'এ এক কঠিন দিন।'

৯। মিথ্যা অভিহিত করেছিল তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তারা মিথ্যাবাদী বলেছিল আমার বান্দাকে এবং বলেছিল, '(সে) একজন পাগল।' এবং তাকে ধমকানো হয়েছিল।

১০। তখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল, 'নিশ্চয় আমি পরাভূত, অতএব আপনি বদলা নিন।

১১। তখন আমি প্রবল পানি দিয়ে (বৃষ্টি বর্ষণ করে) আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিলাম*-

১২। এবং যমীন ফাটিয়ে বের করলাম বহু পানির প্রবাহ এবং সকল পানি মিলিত হল এক অবধারিত বিষয়ের জন্য,

১৩। এবং তাকে (নূহকে) আমি আরোহণ করালাম তক্তা ও পেরেক সম্বলিত এক নৌযানে-

১৪। যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ যাকে অবিশ্বাস করা হয়েছিল।

১৫। আর অবশ্যই আমি একে (নৌযানকে) রেখে দিয়েছি একটি নিদর্শন হিসাবে, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

১৬। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ!

১৭। আর অবশ্যই আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?*

٥٤-سُوْرَةُ الْقَمَرِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٥٥، رُكُوْعَاتُهَا-٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (১)

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ (২)

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ (৩)

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ (৪)

حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (৫)

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ (৬)

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ (৭)

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (৮)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ (৯)

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ (১০)

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ (১১)

وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (১২)

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ (১৩)

تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ (১৪)

وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (১৫)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ (১৬)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (১৭)

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾

১৮। আদও (হূদকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল, অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ!

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾

১৯। নিশ্চয় আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম এক ঝড়ো বাতাস, দুর্যোগপূর্ণ দিনে বিরামহীনভাবে-

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾

২০। যা লোকদেরকে উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছিল, যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ড।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾

২১। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ!

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

২২। আর অবশ্যই আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾

২৩। ছামূদও সতর্কীকরণকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল।

فَقَالُوْٓا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

২৪। এবং তারা বলেছিল, 'আমরা কি আমাদেরই মধ্য থেকে একজন মানুষকে অনুসরণ করব? তবে নিশ্চয় আমরা অবশ্যই পথভ্রষ্টতা ও উম্মত্ততায় পতিত হব।

ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾

২৫। আমাদের মধ্য থেকে কি তারই প্রতি উপদেশ (ওহী) অর্পণ করা হয়েছে? বরং সে একজন দাম্ভিক মিথ্যাবাদী।'

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴿٢٦﴾

২৬। আগামীকালই তারা জানবে, কে সেই দাম্ভিক মিথ্যাবাদী।

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

২৭। নিশ্চয় আমি তাদের জন্য পরীক্ষা হিসেবে এক উষ্ট্রী প্রেরণ করতে যাচ্ছি, অতএব তুমি তাদের জন্য অপেক্ষা কর এবং অবিচল থাক।

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন হবে, প্রত্যেক (দিনের) পানির অংশ (পালাক্রমে) সংগ্রহ করতে হবে।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾

২৯। অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে ডাকল এবং সে দুঃসাহস করল এবং (উষ্ট্রীকে) হত্যা করল।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾

৩০। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ!

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

৩১। নিশ্চয় আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম এক বিকট শব্দ, ফলে তারা খোঁয়াড় প্রস্তুতকারীর খন্ডিত শুকনো তৃণ পল্লবের মত হয়ে গেল।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

৩২। আর অবশ্যই আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۭ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

৩৩। লূত সম্প্রদায়ও সতর্কীকরণকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল।

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

৩৪। নিশ্চয় আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম পাথর বহনকারী এক প্রচণ্ড ঝড়, লূতের পরিবার ব্যতীত। আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম শেষ রাতে-

نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾

৩৫। আমার নিকট থেকে নেয়ামতস্বরূপ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে আমি এভাবেই প্রতিদান দেই।

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

৩৬। আর অবশ্যই সে (লূত) আমার পাকড়াও সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেছিল, কিন্তু তারা সতর্কীকরণ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিল।

৩৭। আর অবশ্যই তারা তার নিকট থেকে তার মেহমানদেরকে দৈহিক মিলনে দাবী করল, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম, সুতরাং আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ আস্বাদন কর।

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِیْ وَنُذُرِ ٣٧

৩৮। আর অবশ্যই খুব ভোরে তাদের উপর আসল এক নির্ধারিত শাস্তি,

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ٣٨

৩৯। সুতরাং আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ আস্বাদন কর।

فَذُوْقُوْا عَذَابِیْ وَنُذُرِ ٣٩

৪০। আর অবশ্যই আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ٤٠

৪১। আর অবশ্যই ফিরআউন বংশের নিকটও সতর্কীকরণ এসেছিল,

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ٤١

৪২। তারা মিথ্যা অভিহিত করেছিল আমার নিদর্শনাবলী- সবই, ফলে আমি তাদেরকে এক পরাক্রমশলী ও শক্তিমানের পাকড়াও করার মত পাকড়াও করেছিলাম।

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ٤٢

৪৩। তোমাদের কাফিররা কি তাদের চেয়ে উত্তম? নাকি যাবুরসমূহে (লিখিত কিতাবসমূহে) তোমাদের জন্য অব্যাহতি (এর সনদ) রয়েছে?

اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِی الزُّبُرِ ٤٣

৪৪। নাকি তারা বলে, 'আমরা এক বিজয়ী দল?'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ٤٤

৪৫। শীঘ্রই এ দলকে পরাজিত করা হবে এবং তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ٤٥

৪৬। বরং কিয়ামত তাদের (শাস্তির) নির্ধারিত সময় এবং কিয়ামত অত্যন্ত ভয়াবহ ও অতিশয় তিক্ত।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ٤٦

৪৭। নিশ্চয় অপরাধীরা রয়েছে পথভ্রষ্টতা ও উম্মত্ততার মধ্যে।

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِیْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ٤٧

৪৮। যেদিন তাদেরকে অধোমুখী অবস্থায় আগুনের মধ্যে হেঁচড়ে নেয়া হবে। (বলা হবে) 'সাকারের (জাহান্নামের) স্পর্শ আস্বাদন কর।'

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِی النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ٤٨

৪৯। নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।

اِنَّا كُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ٤٩

৫০। আর আমার নির্দেশ কেবল একবারই - চোখের এক পলকের মত।

وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ٥٠

৫১। আর অবশ্যই আমি তোমাদের মত বহু দলকে ধ্বংস করেছি, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَآ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ٥١

৫২। এবং প্রত্যেক বিষয় যা তারা করেছে, রয়েছে যাবুরসমূহে (অর্থাৎ আমলনামায়)।

وَكُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوْهُ فِی الزُّبُرِ ٥٢

৫৩। এবং প্রত্যেক ছোট ও বড় (সব কিছুই) লিপিবদ্ধ আছে।

وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ٥٣

৫৪। নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও নহরে-

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِیْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ٥٤

৫৫। সত্যের আসনে, মহা শক্তিমান মালিকের সান্নিধ্যে।

فِیْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ٥٥

৫৫. সূরা আর-রাহমান, মাদানী

৭৮ আয়াত, ৩ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٥٥-سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٧٨، رُكُوْعَاتُهَا-٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। অসীম দয়াময় (আল্লাহ্)-

২। শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।

৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ-

৪। এবং তাকে শিক্ষা দিয়েছেন কথা বলা।

৫। সূর্য ও চন্দ্র (চলছে) হিসাব অনুযায়ী,

৬। এবং তৃণলতা* ও গাছ-পালা (সবাই) সিজদায় রত।

৭। এবং তিনি আকাশকে উঁচু করেছেন এবং স্থাপন করেছেন মীযান (পরিমাপ যন্ত্র)-

৮। যে, তোমরা মীযানে (পরিমাপ যন্ত্রে) সীমালঙ্ঘন করবে না ।

৯। এবং তোমরা ন্যায্যভাবে পরিমাপ কর এবং মীযানে (ওজনে) কম দিও না।

১০। এবং পৃথিবীকে তিনি বানিয়েছেন সৃষ্ট জীবের জন্য-

১১। এতে রয়েছে ফল-মূল ও আবরণযুক্ত (ফল বিশিষ্ট) খেজুর গাছ,

১২। এবং খোসা বিশিষ্ট শস্য দানা ও সুগন্ধ গুল্ম,

১৩। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

১৪। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুকনো মাটি থেকে-

১৫। এবং জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়া বিহীন অগ্নি শিখা থেকে,

১৬। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

১৭। (তিনি) দুই উদয়াচলের মালিক এবং দুই অস্তাচলের* মালিক।

১৮। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

اَلرَّحْمٰنُ ۝١

عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝٣

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝٦

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝٧

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ۝٨

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝٩

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١٠

فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝١١

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٢

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٣

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝١٤

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝١٥

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٦

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝١٧

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٨

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৯। তিনি প্রবাহিত করেছেন (পাশাপাশি) মিলিত দুই সমুদ্রকে-

২০। উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরায় যা তারা অতিক্রম করতে পারে না,

২১। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

২২। উভয় (সমুদ্র) থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল,

২৩। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

২৪। এবং সমুদ্রে পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ নৌযানসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রণে),

২৫। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

২৬। তার উপর (অর্থাৎভূপৃষ্ঠে) যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল-

২৭। আর অবশিষ্ট থাকবে (কেবল) তোমার প্রতিপালকের চেহারা (সত্তা), যিনি মহিমাময় ও মর্যাদাবান,

২৮। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

২৯। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁর কাছে চায়, প্রতিদিন তিনি কাজে রত,

৩০। অতএব (হে জিন ও মানুষ) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

৩১। ওহে বিশিষ্টরা (জ্বীন ও মানুষ)! শীঘ্রই আমি তোমাদের (হিসাবের) জন্য অবসর হব,

৩২। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

৩৩। হে জ্বীন ও মানুষের দল! যদি তোমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হও তাহলে অতিক্রম কর। তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না (আল্লাহ্‌ প্রদত্ত) ক্ষমতা ছাড়া,

৩৪। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

৩৫। (সীমা অতিক্রম করতে চাইলে) তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরণ করা হবে অগ্নিশিখা ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারবে না,

৩৬। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

৩৭। এবং যখন আকাশ ফেটে যাবে এবং তা হয়ে যাবে তেলের মত লাল,

৩৮। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

ع ৫ ॥ ১ রুকূ ১১

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾

يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۚ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং সেদিন মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না এবং জ্বীনকেও না।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾

৪০। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾

৪১। অপরাধীদেরকে চেনা যাবে তাদের লক্ষণ দ্বারা, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে তাদের মাথার ঝুঁটি ও পা ধরে,

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾

৪২। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা অস্বীকার করে।

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾

৪৪। তারা তার (অর্থাৎ জাহান্নামের) মাঝে ও ফুটন্ত উত্তপ্ত পানির মাঝে ঘুরতে থাকবে,

ع ٢ ١٢ ২ রুকূ ১২

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾

৪৫। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾

৪৬। আর যে তার প্রতিপালকের অবস্থানকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত-

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾

৪৭। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

৪৮। (দু'টিই) বহু ডাল-পালা বিশিষ্ট,

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾

৪৯। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾

৫০। দু'টিতে রয়েছে প্রবহমান দু'টি ঝর্ণা,

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾

৫১। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾

৫২। দু'টিতে রয়েছে প্রত্যেক ফল থেকে দুই প্রকার,

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾

৫৩। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

৫৪। (সেখানে তারা) হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানাসমূহে, আর দু'টি উদ্যানের ফল থাকবে নাগালের মধ্যে,

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾

৫৫। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾

৫৬। সে সবের মধ্যে রয়েছে আনতনয়নারা, যাদেরকে স্পর্শ করেনি তাদের পূর্বে কোন মানুষ আর না কোন জ্বীন,

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾

৫৭। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

৫৮। তারা যেন ইয়াকুত ও প্রবাল,

৫৯। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾

৬০। উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া (অন্য কিছু) কি*?

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

৬১। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾

৬২। এবং এ দু'টি ছাড়া রয়েছে (আরও) দু'টি জান্নাত,

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾

৬৩। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾

৬৪। (দু'টিই) ঘন সবুজ,

مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾

৬৫। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾

৬৬। দু'টিতে রয়েছে প্রবল বেগে উৎসারিত দু'টি ঝর্ণা,

فِیْهِمَا عَیْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾

৬৭। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾

৬৮। দু'টিতে রয়েছে ফল-মূল এবং খেজুর ও আনার,

فِیْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

৬৯। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾

৭০। সে সবের মধ্যে রয়েছে সচ্চরিত্রা সুন্দরীরা,

فِیْهِنَّ خَیْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

৭১। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾

৭২। (তারা) তাঁবুতে সুরক্ষিতা হূর,

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِی الْخِیَامِ ﴿٧٢﴾

৭৩। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾

৭৪। যাদেরকে স্পর্শ করেনি তাদের পূর্বে কোন মানুষ আর না কোন জ্বীন,

لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾

৭৫। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾

৭৬। (তারা উপভোগ করবে) সবুজ গদি ও সুন্দর গালিচার উপর হেলান দিয়ে বসে,

مُتَّكِـِٕیْنَ عَلٰی رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِیٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৭। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোন্‌টিকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾

৭৮। বরকতময় তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহিমাময় ও মর্যাদাবান। (ع ৩ রুকূ ১৩)

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৬. সূরা আল-ওয়াকিয়া, মাক্কী
৯৬ আয়াত, ৩ রুকূ

٥٦-سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٩٦، رُكُوْعَاتُهَا-٣

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾
১। যখন ঘটবে ঘটনা (অর্থাৎ কিয়ামত)-

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾
২। এর সংঘটনে কোন মিথ্যা নেই।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾
৩। এটি (কাউকে) নীচুকারী, (কাউকে) উঁচুকারী-

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾
৪। যখন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে-

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾
৫। এবং পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে-

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ﴿٦﴾
৬। এবং তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে-

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿٧﴾
৭। এবং তোমরা হয়ে যাবে তিনটি শ্রেণী।

فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾
৮। অতঃপর ডানের সাথীরা; ডানের সাথীরা কারা?

وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿٩﴾
৯। এবং বামের সাথীরা;বামের সাথীরা কারা?

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾
১০। আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই-

أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾
১১। তারা নৈকট্যপ্রাপ্ত,

فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾
১২। নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾
১৩। বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে-

وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾
১৪। এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾
১৫। (তারা বসবে) স্বর্ণ ও পাথর খচিত আসনসমূহের উপর-

مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾
১৬। তারা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে তার উপর হেলান দিয়ে বসবে।

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾
১৭। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে চির-কিশোরেরা-

بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾
১৮। গ্লাস ও সুরাহি নিয়ে এবং ঝর্ণা নিঃসৃত (সুরাপূর্ণ) পানপাত্র নিয়ে-

لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾
১৯। যা থেকে তাদের মাথা ব্যাথা হবে না এবং তারা মাতালও হবে না।

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং এমন ফল-মূল (নিয়ে ঘুরাফিরা করবে) যা থেকে তারা পছন্দ করবে-

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

২১। এবং পাখির গোশত নিয়ে যা তারা আকাঙ্ক্ষা করবে।

وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾

২২। এবং (তাদের জন্য থাকবে) ডাগরনয়না হূর*-

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾

২৩। সুরক্ষিত মুক্তোর মত,

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

২৪। তারা যা করত তার প্রতিদানস্বরূপ।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾

২৫। সেখানে না তারা শুনবে কোন অসার কথা আর না তারা শুনবে কোন পাপ কাজ-

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

২৬। 'সালাম', 'সালাম' উক্তি ছাড়া।

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾

২৭। আর ডানের সাথীরা; ডানের সাথীরা কারা?

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾

২৮। (তারা থাকবে) কাঁটাবিহীন কুলগাছের মাঝে-

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং কাঁদি ভরা কলাগাছের মাঝে-

وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾

৩০। এবং সম্প্রসারিত ছায়ার মাঝে-

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾

৩১। এবং প্রবহমান পানির মাঝে-

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং অনেক ফল-মূলের মাঝে-

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾

৩৩। (যা) শেষ হবে না এবং নিষিদ্ধও হবে না-

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং সুউচ্চ শয্যাসমূহে।

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾

৩৫। নিশ্চয় আমি তাদেরকে (হুরদেরকে) সৃষ্টি করেছি এক (বিশেষ) সৃষ্টিতে-

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং তাদেরকে করেছি কুমারী-

عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾

৩৭। (তারা) নিবেদিতা ও সমবয়সী-

ع ১ রুকূ ১৪

لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾

৩৮। ডানের সাথীদের জন্য।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯। বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে-

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং বহু সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾

৪১। আর বামের সাথীরা; বামের সাথীরা কারা?

فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾

৪২। (তারা থাকবে) ঝলসে দেয়া আগুনে ও উত্তপ্ত পানিতে-

وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾

৪৩। কালো ধোঁয়ার ছায়ায়-

لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾

৪৪। যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। নিশ্চয় তারা ইতঃপূর্বে ছিল বিলাসী জীবন-যাপনকারী,

وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং তারা ঘোরতর পাপকাজে অটল থাকত,

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। এবং তারা বলত, 'আমরা মরে গেলে এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হব-

اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। আমাদের পূর্বপুরুষরাও?'

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। বল, নিশ্চয় পূর্ববর্তীদেরকে এবং পরবর্তীদেরকে-

لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾

৫০। অবশ্যই একত্রিত করা হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّاۤلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। এরপর নিশ্চয় তোমরা, ওহে অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টরা!

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾

৫২। অবশ্যই যাক্কুম গাছ থেকে আহার করবে-

فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। এবং তা দিয়ে পেট পূর্ণ করবে,

فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি,

فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের পান করার মত।

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾

৫৬। বিচার দিনে এটা তাদের আপ্যায়ন।

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা (পুনরুত্থানকে) সত্য বলে স্বীকার করছ না?

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। তবে তোমরা ভেবে দেখেছ কি যা তোমরা বীর্যপাত কর?

৫৯। তা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। আমি তোমাদের মাঝে মৃত্যু নির্ধারিত করে রেখেছি এবং আমি পিছিয়ে পড়ার নই-

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। এক্ষেত্রে যে, আমি প্রতিস্থাপন করব তোমাদের আকৃতি এবং তোমাদেরকে এমন (আকৃতিতে) সৃষ্টি করব যা তোমরা জান না।

عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। আর অবশ্যই তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে জেনেছ, তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। তোমরা যা (বীজ) বপন কর তা ভেবে দেখেছ কি?

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তোমরা কি তা (নিজেরা) উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি?

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে একে খড়-কুটোয় পরিণত করতাম, এবং তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। (তখন তোমরা বলতে) 'নিশ্চয় আমরা (এখন) অবশ্যই দায়গ্রস্ত-

اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। বরং আমরা বঞ্চিত।'

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। তোমরা যে পানি পান কর তা ভেবে দেখেছ কি?

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। তোমরাই কি তা মেঘ থেকে অবতীর্ণ কর, না আমি অবতীর্ণ করি?

ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে একে লবণাক্ত করে দিতাম, তবে কি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। তোমরা যে আগুন জ্বালাও তা ভেবে দেখেছ কি?

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। তোমরাই কি তার (অর্থাৎ আগুন জ্বালানোর) গাছ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩। আমি একে (আগুনকে) করেছি (জাহান্নামের আগুনের) স্মারক এবং ভ্রমণকারীদের জন্য উপকারী বস্তু,

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।

ع ٢ ١٥ ২ রুকু ১৫

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

৭৫। আর না আমি কসম করছি তারকারাজির পতনস্থলের-

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾

৭৬। এবং নিশ্চয় তা অবশ্যই বিরাট কসম, যদি তোমরা জানতে-

وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾

৭৭। নিশ্চয় এটি অবশ্যই সম্মানিত কুরআন-

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾

৭৮। (যা) রয়েছে সুরক্ষিত কিতাবে (লওহে মাহ্ফুজে)-

فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾

৭৯। অতি পবিত্ররা (ফেরেশতারা) ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করে না।

لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। (এটি) জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। তবে কি তোমরা এই কথাকে (কুরআনকে) উপেক্ষা করছ-

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং (শুকরিয়ার পরিবর্তে) তোমরা তোমাদের রিযিককে পরিণত করছ যে, তোমরা (রিযিকদাতাকে) অস্বীকার করছ?

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। তবে কেন নয়, (কারো) প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়-

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং সে সময় তোমরা (তার দিকে) তাকিয়ে থাক-

وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং তখন আমি তোমাদের চেয়েও তার বেশি নিকটে, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। তবে কেন নয়, যদি তোমরা (তোমাদের ধারণায়) কারো অধীন না হয়ে থাক-

فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। তাহলে তোমরা তা (প্রাণ) ফিরাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। আর সে যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়-

فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। তবে তার জন্য রয়েছে দয়া, সুগন্ধ গুল্ম ও নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾

৯০। এবং সে যদি ডানের সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হয়-

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾

৯১। তাহলে (তাকে বলা হবে) তোমার প্রতি সালাম, (তুমি) ডানের সাথীদের অন্তর্ভুক্ত।

فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾

৯২। আর সে যদি মিথ্যা অভিহিতকারী ও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়-

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩। তাহলে (তার জন্য রয়েছে) উত্তপ্ত পানির আপ্যায়ন-

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং তীব্র আগুনের দহন।

وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾

৯৫। নিশ্চয় এটি অবশ্যই নিশ্চিত সত্য,

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾

৯৬। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

ع ৩ রুকু ১৬

৫৭. সূরা আল-হাদীদ, মাদানী

২৯ আয়াত, ৪ রুকূ

٥٧-سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢٩، رُكُوْعَاتُهَا-٤

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

২। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই, তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান, এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

৩। তিনিই প্রথম ও শেষ এবং (তিনিই) প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ③

৪। তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, এরপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা থেকে বের হয় এবং আকাশ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় ও যা কিছু তাতে উত্থিত হয়। এবং তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ④

৫। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সকল বিষয় ফিরিয়ে নেয়া হবে।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ⑤

৬। তিনি রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। এবং বক্ষসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে তিনি ভালভাবে জানেন।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌ ۢبِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑥

৭। তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর খলিফা (প্রতিনিধিত্বমূলক মালিক) করেছেন তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও ব্যয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑦

৮। আর তোমাদের কী (অজুহাত) আছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনতে আহ্বান করছে এবং অবশ্যই তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন- যদি তোমরা মু'মিন হও?

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑧

৯। তিনিই তাঁর বান্দার উপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অবশ্যই অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ⑨

১০। আর তোমাদের কী (অজুহাত) আছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর না, যখন আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহ্‌রই? তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা (পরবর্তীদের) সমান নয়। তারা তাদের থেকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ যারা পরবর্তীতে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ প্রত্যেককে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۭ اُولٰۗئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝١٠

ع ١ ١٠ ١٤ ১ রুকু ১৭

১১। এমন কে আছে, যে আল্লাহ্‌কে কর্জ দিবে-কর্জে হাসানা? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহু গুণ (বৃদ্ধি) করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান (অর্থাৎ জান্নাত)।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝١١

১২। যেদিন তুমি মু'মিন নর ও মু'মিন নারীদেরকে দেখবে, তাদের সামনে ও ডানে তাদের আলো দৌড়াচ্ছে।* (বলা হবে) 'আজ তোমাদের জন্য জান্নাতসমূহের সুসংবাদ, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।' এটিই মহাসাফল্য।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٢

১৩। যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা, যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, তোমাদের আলো থেকে কিছুটা নিয়ে নেই,' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর তাদের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে থাকবে একটি দরজা। এর ভিতরে থাকবে দয়া এবং এর বাইরে থাকবে শাস্তি।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاۗءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۭ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۭ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝١٣

১৪। তারা (মুনাফিকরা) তাদেরকে ডেকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ফেতনায় ফেলেছিলে এবং তোমরা (আমাদের দুর্ভাগ্যের) প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশ (ফয়সালা) আসা পর্যন্ত, এবং মহাপ্রতারক* তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল।'

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَاۗءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝١٤

১৫। সুতরাং আজ তোমাদের নিকট থেকে কোন ফিদিয়া (বিনিময়) গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট থেকেও না। আগুনই তোমাদের আশ্রয়স্থল, এটাই তোমাদের বন্ধু। আর কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্যস্থল!

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ۭ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١٥

১৬। যারা ঈমান এনেছে তাদের কি সে সময় আসেনি যে, আল্লাহ্‌র স্মরণে ও যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় বিগলিত হবে? এবং তারা যেন তাদের মত না হয় যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং তাদের মেয়াদ দীর্ঘ হয়েছিল ফলে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে পড়ল। এবং তাদের অনেকেই পাপাচারী।

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۭ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝١٦

১৭। তোমরা জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ ভূমিকে জীবিত করেন এর মৃত্যুর পর। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝١٧

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৮। নিশ্চয় দানশীল পুরুষরা ও দানশীল নারীরা এবং যারা আল্লাহ্‌কে কর্জ দিয়েছে-কর্জে হাসানা, তাদেরকে বহু গুণ (বৃদ্ধি করে) দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান (অর্থাৎ জান্নাত)।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَأَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৯। এবং যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান এনেছে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দিক (সত্যবাদী)* ও শহীদ। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান ও তাদের আলো এবং যারা কুফরী করেছে ও আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে, তারাই তীব্র আগুনের অধিবাসী।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۖ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾

٢ ع ٧ ١٨ ২ রুকূ ১৮

২০। তোমরা জেনে রাখ, দুনিয়ার জীবন কেবল খেল-তামাশা, চাকচিক্য, পারস্পরিক অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা মাত্র- বৃষ্টির উপমার মত যার (দ্বারা উৎপন্ন) উদ্ভিদ কৃষকদেরকে মুগ্ধ করে, এরপর তা শুকিয়ে যায় এবং তুমি তা হলদে দেখতে পাও, এরপর তা খড়-কুটোয় পরিণত হয়। আর আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।

اِعْلَمُوْٓا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ۖ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾

২১। তোমরা অগ্রগামী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। এবং আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

سَابِقُوْٓا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۙ أُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾

২২। পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোন বিপর্যয় পতিত হয় না এছাড়া যে, এটি একটি কিতাবে (লিপিবদ্ধ) থাকে, আমি তা সংঘটিত করার পূর্বে।* নিশ্চয় এটি আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।*

مَآ أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْٓ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٢﴾

২৩। এটি এজন্য যে, তোমাদের যা হারিয়ে গেছে তার জন্য যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য উৎফুল্ল না হও। আর আল্লাহ্ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে ভালবাসেন না-

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ﴿٢٣﴾

২৪। যারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়। এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত ও অতি প্রশংসনীয়।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾

২৫। অবশ্যই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এবং অবতীর্ণ করেছি তাদের সাথে কিতাব ও মীযান (ন্যায় বিচার) যাতে মানুষ ন্যায়ের সাথে (তাদের কাজ) সম্পাদন করতে পারে। এবং আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু উপকারিতা, এবং যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾

٣ ع ١٧ ৩ রুকূ ১৯

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ
وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾

২৬। আর অবশ্যই আমি নূহ্ ও ইবরাহীমকে (রাসূল হিসাবে) প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরের মধ্যে নির্ধারণ করেছিলাম নবুয়্যত ও কিতাব, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক সঠিকপথ প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের অনেকেই পাপাচারী।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً
وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾

২৭। এরপর আমি তাদের পিছনে (অর্থাৎ পরে) আমার রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলাম এবং পাঠিয়েছিলাম মারইয়াম পুত্র ঈসাকে, এবং তাকে দিয়েছিলাম ইন্‌জীল এবং যারা তাকে অনুসরণ করেছে তাদের হৃদয়ে করুণা ও দয়া সৃষ্টি করেছিলাম। আর বৈরাগ্যবাদ, এটা তো তারা (নিজেরাই) কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করেছিল, যা আমি তাদের উপর বিধিবদ্ধ (ফরয) করিনি। কিন্তু এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। অতঃপর তাদের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের অনেকেই পাপাচারী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৮। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তিনি তোমাদেরকে তাঁর দয়া থেকে দু'টি (অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের) অংশ দান করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য একটি আলো স্থাপন করবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ
اللَّهِ ۙ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

২৯। যাতে আহলে কিতাব জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের (সামান্য) কিছুর উপরও তারা সক্ষম নয়, এবং এও যে, অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা দান করেন। এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

ع ৪ রুকূ ২০

৫৮. সূরা আল-মুজাদালা, মাদানী

২২ আয়াত, ৩ রুকূ

٥٨-سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢٢، رُكُوْعَاتُهَا-٣

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা-২৮

১। অবশ্যই আল্লাহ্ শুনেছেন তার কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বিতর্ক করছে এবং সে আল্লাহ্র নিকট অভিযোগ করছে। এবং আল্লাহ্ তোমাদের দু'জনের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।*

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى
اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝١

২। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার* করে, (তারা জেনে রাখুক) তারা তাদের মা নয়। যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে কেবল তারাই তাদের মা। এবং নিশ্চয় তারা অবশ্যই ঘৃণ্য ও মিথ্যা কথা বলে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই মার্জনাকারী ও অতি ক্ষমাশীল।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ
اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـئِيْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ
الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٢

৩। আর যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, এরপর তারা যা বলেছিল তা হতে ফিরে যায় (প্রত্যাহার করে) তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করা (আবশ্যক)। এর মাধ্যমে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٣

৪। কিন্তু যে (কোন দাস) পায় না সে একাধারে দুইমাস রোযা রাখবে, তারা একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে। এবং যে (তাতেও) অসমর্থ হবে সে ষাটজন মিসকীনকে (অভাবগ্রস্তকে) খাওয়াবে। এটা এ জন্য যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনতে পার। এবং এগুলো আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ
يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ
لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٤

৫। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে যেমন লাঞ্ছিত করা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদেরকে, এবং অবশ্যই আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ
مُّهِيْنٌ ۝٥

৬। যে দিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন এবং তারা যা করেছে তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ তা গণনা করে রেখেছেন, অথচ তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষদর্শী।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَ
نَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝٦

ع ১ রুকূ ১

৭। তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন কথা হয় না যাতে তাদের চতুর্থ জন তিনি নন এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে তাদের ষষ্ঠ জন তিনি নন। এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, এরপর তারা যা করেছে তা তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ
مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ
مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٧

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮। তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে গোপন কথা হতে নিষেধ করা হয়েছিল? এরপর তারা তাতে ফিরে যায় যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং পাপ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলকে অমান্য করার ব্যাপারে গোপনে কথা বলে এবং তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেননি। এবং তারা তাদের নিজেদের মধ্যে বলে, 'আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন?' জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, আর কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্যস্থল!*

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا
عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ۖ وَإِذَا
جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ۙ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ
لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ
فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ٨

৯। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন গোপনে কথা বল তখন তোমরা পাপ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলকে অমান্য করার ব্যাপারে গোপনে কথা বলো না, কিন্তু তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার ব্যাপারে গোপনে কথা বল। এবং তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে যাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَ
الْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَ
اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩

১০। গোপন কথা* তো শয়তানের পক্ষ থেকেই (হয়), যাতে সে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে দুঃখ দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া সে তাদের কিছুই ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আর আল্লাহ্‌র উপরই মু'মিনরা যেন ভরসা করে।

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
لَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ١٠

১১। ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে প্রশস্ত হও, তখন তোমরা (স্থান) প্রশস্ত করে দাও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (সবকিছুই) প্রশস্ত করে দিবেন। এবং যখন বলা হয়, 'উঠে যাও' তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ
فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١

১২। ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা রাসূলের সাথে গোপনে কথা বল তখন তোমাদের গোপন কথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান কর,* এটি তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্রতম (পন্থা)। আর যদি তোমরা (সদকা করার মত কিছু) না পাও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢

১৩। তোমরা কি তোমাদের গোপন কথার পূর্বে সদকা প্রদান করাকে ভয় পেয়েছ? আর যখন তোমরা (সদকা) করলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদের তওবা কবুল করলেন, তখন তোমরা সালাত (নামাজ) কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত।

ع ২ রুকূ ২

أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ
لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٣

১৪। তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা বন্ধুত্ব করেছে এমন সম্প্রদায়ের সাথে যাদের উপর আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়েছেন? না তারা তোমাদের দলভুক্ত, আর না তাদের দলভুক্ত এবং তারা জেনে-বুঝে মিথ্যা কসম করে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ
مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤

১৫। আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন কঠিন শাস্তি। নিশ্চয় তারা যা করত তা কতই না মন্দ!

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٥

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٦﴾

১৬। তারা তাদের শপথসমূহকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে, এবং আল্লাহ্‌র পথ হতে (মানুষকে) বিরত রেখেছে, সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। আল্লাহ্‌র (শাস্তির) মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কখনো তাদের কিছুই কাজে আসবে না। তারাই আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। যেদিন আল্লাহ্‌ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন তারা আল্লাহ্‌র নিকট সেরূপ কসম করবে যেমন কসম তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, তারা একটা কিছুর উপর রয়েছে। জেনে রাখ, নিশ্চয় তারাই মিথ্যাবাদী।

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯। শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়েছে এবং সে তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ ﴿٢٠﴾

২০। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা চরম অপমানিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢١﴾

২১। আল্লাহ্‌ লিখে রেখেছেন, 'অবশ্যই আমি ও আমার রাসূলরা বিজয়ী হব'। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। তুমি আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালবাসে- যদিও তারা (বিরুদ্ধাচারীরা) তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজন। আল্লাহ্‌ তাদের হৃদয়ে ঈমান লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে রূহ* দ্বারা সাহায্য করেছেন। এবং তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই সফল।

রুকু ৩ ৩ ع ١٣

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৫৯. সূরা আল-হাশ্‌র, মাদানী

২৪ আয়াত, ৩ রুকূ

۵۹-سُوْرَةُ الْحَشْرِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-۲۴، رُكُوْعَاتُهَا-۳

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾

২। তিনিই আহলে কিতাবের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে (মু'মিনদের) প্রথম সমাবেশেই* তাদের আবাসসমূহ থেকে বের করে দিয়েছেন। তোমরা মনে করনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কাছে আসলেন এমন এক দিক থেকে যা তারা ভাবেনি এবং তিনি তাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করলেন, তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতে ধ্বংস করে ফেলল, অতএব হে দৃষ্টিসম্পন্নরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

هُوَ الَّذِيْۤ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٢﴾

৩। আর যদি আল্লাহ্ তাদের উপর নির্বাসন না লিখতেন তবে অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে (অন্য) শাস্তি দিতেন। এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি।

وَلَوْلَاۤ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾

৪। এটি এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে, এবং যে আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾

৫। তোমরা যে কতক খেজুর গাছ কেটেছ* বা যেগুলো মূলের উপর স্থির রেখে দিয়েছ তা আল্লাহ্‌রই ইচ্ছায় এবং যাতে তিনি (আল্লাহ্) পাপাচারীদেরকে অপমাণিত করতে পারেন।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰۤى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾

৬। এবং আল্লাহ্ তাদের (ইহুদীদের) নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফাই* দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উট দৌড়াওনি (অর্থাৎ যুদ্ধ করনি), কিন্তু আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা তার রাসূলদেরকে ক্ষমতা দেন। এবং আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

وَمَاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَاۤ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٦﴾

৭। আল্লাহ্ জনপদবাসীর* নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফাই দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের, রাসূলের আত্মীয়স্বজনের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের ও সম্বলহীন মুসাফিরের জন্য, যাতে তা তোমাদের মধ্যে বিত্তবানদের মাঝে আবর্তিত না হতে পারে। আর রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

مَاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮। (ফাই) গরীব (ফকির) মুহাজিরদের জন্য যাদেরকে নিজেদের আবাসসমূহ ও সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী।

لِلْفُقَرَاۤءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ ﴿۸﴾

৯। এবং (তাদের জন্যও) যারা বসবাস করেছে (এই) নগরীতে ও ঈমান এনেছে তাদের (অর্থাৎ মুহাজিরদের) পূর্বে, তারা ভালবাসে তাদেরকে যারা হিজরত করেছে তাদের দিকে এবং তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা বক্ষে কোন প্রয়োজনবোধ করে না এবং তারা (তাদেরকে) নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদের সাথে আছে অভাব-অনটন। এবং যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফল।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ
هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا وَ
يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۟ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ
نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ ﴿۹﴾

১০। এবং (তাদের জন্যও) যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে- যারা ঈমানে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে- ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।'

ع ১ রুকূ ৪

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ
لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۠ ﴿۱۰﴾

১১। তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা মুনাফেকী করেছে? তারা আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের সে সব ভাইদেরকে বলে, 'যদি তোমাদেরকে বের করে দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা তোমাদের সঙ্গে বের হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না এবং যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ
فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ
اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۱﴾

১২। যদি তাদেরকে (বনু নযীরকে) বের করে দেয়া হয় তাহলে এরা (মুনাফিকরা) তাদের সাথে বের হবে না এবং যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে না, আর যদি তাদেরকে এরা সাহায্য করেও তবে অবশ্যই অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, এরপর তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ
ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۲﴾

১৩। অবশ্যই এদের (মুনাফিকদের) বক্ষে আল্লাহ্‌র চেয়ে তোমরা বেশি আতঙ্কজনক। কারণ এরা এমন এক সম্প্রদায় যারা বোঝে না।

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৪। এরা (মুনাফিক ও বনু নযীর) ঐকবদ্ধ হয়েও (খোলা ময়দানে) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে থেকে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে অবস্থান ছাড়া। এদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা তীব্রতর। তুমি মনে কর তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের হৃদয়সমূহ বিভিন্ন ধরনের। কারণ এরা এমন এক সম্প্রদায় যারা অনুধাবন করে না,

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ
بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۚ ﴿۱۴﴾

১৫। (এদের উপমা) তাদের উপমার মত যারা এদের কিছুকাল পূর্বে তাদের (নিজেদের) কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ করেছে,* এবং এদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি,

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۚ ﴿۱۵﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৬। (মুনাফিকদের উপমা) শয়তানের উপমার মত যখন সে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর', অতঃপর যখন কুফরী করে তখন সে বলে, 'নিশ্চয় আমি তোমার থেকে দায়িত্বমুক্ত, নিশ্চয় আমি জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।'

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭। সুতরাং তাদের উভয়ের (বনু নযীর ও মুনাফিকদের) পরিণাম হবে যে, তারা থাকবে আগুনের মধ্যে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এবং এটাই জালিমদের প্রতিফল।

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছে, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ্ও তাদেরকে আত্মভোলা বানিয়ে দিয়েছেন। তারাই পাপাচারী।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾

২০। আগুনের অধিবাসীরা আর জান্নাতের অধিবাসীরা সমান নয়। জান্নাতের অধিবাসীরাই সফল।

لَا يَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। যদি আমি এ কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে অবশ্যই তুমি তাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে পেতে। এবং আমি এ উপমাসমূহ পেশ করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করতে পারে।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী। তিনিই অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾

২৩। তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি মালিক, তিনি পবিত্র, তিনি শান্তি, তিনি নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনি সর্বনিয়ন্তা, তিনি মহাপ্রতাপশালী, তিনি মহাশক্তিধর এবং তিনি মহিমান্বিত। আল্লাহ্ পবিত্র তা থেকে যা তারা শরীক করে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। তিনিই আল্লাহ্, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি উদ্ভাবক, তিনি রূপকার, সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছে, এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

৬০-সূরা আল-মুমতাহিনা, মাদানী

১৩ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٦٠-سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٣، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। ওহে যারা ঈমন এনেছ! তোমরা আমার শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না তাদের প্রতি (চিঠির মাধ্যমে) হৃদ্যতা অবহিত করে, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা অবিশ্বাস করেছে- রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বের করে দিয়ে, কারণ তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের জন্য এবং আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক (তবে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না)। তোমরা তাদের প্রতি হৃদ্যতা গোপন করছ, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সবচেয়ে বেশি জানি। এবং তোমাদের মধ্যে যে তা করে অবশ্যই সে সরল পথ হারিয়েছে।*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ①

২। যদি তারা তোমাদেরকে নাগালে পায় তাহলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং অনিষ্ট করার জন্যে তাদের হাত ও তাদের জিহ্বা তোমাদের দিকে প্রসারিত করবে এবং কামনা করবে, যদি তোমরা কুফরী করতে!

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ②

৩। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কখনো তোমাদের উপকারে আসবে না- কিয়ামতের দিন- তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন, এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ③

৪। অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও যারা তার সাথে ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের থেকে এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত কর তাদের থেকে নিশ্চয় আমরা মুক্ত, আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেল চিরকালের জন্য যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আন একা আল্লাহ্‌র প্রতি', তবে ব্যতিক্রম হল তার পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি, 'আমি অবশ্যই অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, কিন্তু আপনার জন্য আল্লাহ্‌র বিপরীতে কিছু করার ক্ষমতা আমি রাখি না।' 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই উপর ভরসা করেছি, আপনারই দিকে (অনুতাপের সাথে) প্রত্যাবর্তন করছি এবং গন্তব্যস্থল আপনারই দিকে।'

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗۤ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ④

৫। 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য ফিতনা (পরীক্ষার পাত্র) বানাবেন না। এবং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।'

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑤

৬। অবশ্যই তোমাদের জন্য তাদের (অর্থাৎ ইবরাহীম ও তার সঙ্গী-সাথীদের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে তার জন্য, যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রত্যাশা করে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ই অমুখাপেক্ষী ও অতি প্রশংসনীয়।

ع ১ রুকু ৭

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ⑥

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭। যাদের সাথে তোমরা শত্রুতা করছ শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে হৃদ্যতা স্থাপন করবেন। এবং আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۚ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧﴾

৮। দ্বীনের (ধর্মের) ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের আবাসসমূহ থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

৯। আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের আবাসসমূহ থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে, আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালিম।

إِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَأَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾

১০। ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করে আসবে তখন তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি জানেন, এবং যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিনা, তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিও না। তারা (মু'মিন নারীরা) কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং তারা (কাফিররা) মু'মিন নারীদের জন্য হালাল নয়। তারা (কাফিররা) যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। এবং তাদেরকে তোমাদের বিয়ে করাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই যখন তোমরা তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক (মোহরানা) প্রদান কর। এবং তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ধরে রেখো না এবং তোমরা যা ব্যয় করেছ তা (ফেরত) চাইবে এবং তারা (কাফিররা) চাইবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটিই আল্লাহ্র নির্দেশ। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۖ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۖ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ أَنْفَقُوْا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ أَنْفَقُوْا ۚ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

১১। এবং যদি তোমাদের স্ত্রীদের থেকে কিছু (অর্থাৎ কেউ) কাফিরদের নিকট হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং তোমরা যদি (যুদ্ধ দ্বারা) প্রতিশোধ নাও (এবং গনীমত লাভ কর) তাহলে যাদের স্ত্রী (কাফিরদের পক্ষে) চলে গিয়েছে তাদেরকে তারা যা ব্যয় করেছিল (গনিমত থেকে) তার সমপরিমাণ প্রদান কর। এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنْفَقُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ أَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

১২। হে নবী! মু'মিন নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বাইয়াত (আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা) করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুই শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের (নিজেদের) সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা এমন অপবাদ দিবে না যা তারা উদ্ভাবন করে তাদের হাত ও পায়ের মধ্যখানে* এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তাদের বাইয়াত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى أَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

১৩। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুত্ব করো না এমন সম্প্রদায়ের সাথে যাদের উপর আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তারা পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা কবরসমূহের অধিবাসীদের থেকে।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿١٣﴾

ع ২/৮ রুকূ ২/৮

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬১. সূরা আস্‌-সাফ্‌ফ, মাদানী

১৪ আয়াত, ২ রুকূ

٦١-سُوْرَةُ الصَّفِّ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٤، رُكُوْعَاتُهَا-٢

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

১। আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ②

২। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল?

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③

৩। তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্‌র নিকট বড়ই ঘৃণ্য কাজ।*

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ④

৪। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ভালবাসেন তাদেরকে যারা যুদ্ধ করে তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۚ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑤

৫। এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল?' অতঃপর যখন তারা বাঁকাপথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ্‌ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। এবং আল্লাহ্‌ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑥

৬। এবং যখন মারইয়ামের পুত্র ঈসা বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী রূপে এবং একজন রাসূলের সুসংবাদদাতারূপে যিনি আমার পরে আসবেন যার নাম আহ্‌মদ।'* অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের নিকট আসল তখন তারা বলল, 'এটা সুস্পষ্ট জাদু।'

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑦

৭। আর তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, অথচ তাকে আহ্বান করা হচ্ছে ইসলামের দিকে? আর আল্লাহ্‌ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ⑧

৮। তারা আল্লাহ্‌র নূরকে (ইসলামকে) তাদের মুখ দিয়ে (অর্থাৎ ফুঁ দিয়ে) নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁর নূরকে পূর্ণ করবেন, যদিও কাফিররা (তা) অপছন্দ করে।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ⑨

৯। তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশিকা ও সত্য দ্বীনসহ এটিকে সকল দ্বীনের উপর জয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা (তা) অপছন্দ করে।

ع ৭ ১ রুকূ ৯

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ⑩

১০। ওহে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসা দেখিয়ে দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾

১১। (তা হল) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। এটি তোমাদের জন্য উত্তম- যদি তোমরা জানতে-

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

১২। তিনি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং উত্তম বাসস্থানসমূহে যা চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে অবস্থিত। এটি মহাসাফল্য-

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩। এবং অন্যটি যা তোমরা ভালবাস তা হল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ
مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ
نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ
كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا
ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও, যেমন মারইয়ামের পুত্র ঈসা হাওয়ারীদেরকে* বলেছিল, 'আল্লাহ্‌র জন্য কারা আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীরা বলেছিল, 'আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী', অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল, অতঃপর আমি সাহায্য করলাম যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে, তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়, ফলে তারাই বিজয়ী হল।

٢ ع ١٠ ২ রুকূ ১০

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

٦٢-سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١١، رُكُوْعَاتُهَا-٢

৬২. সূরা আল-জুমু'আ, মাদানী

১১ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

১। আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, যিনি মালিক, পবিত্র, মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ②

২। তিনিই উম্মীদের (নিরক্ষরদের) মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেয়, যদিও তারা ইতঃপূর্বে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল-

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

৩। এবং (পাঠিয়েছি) তাদের অন্যান্যদের নিকটও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। এবং তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ④

৪। এটি (অর্থাৎ নবুয়্যত) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা দান করেন। এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۗ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑤

৫। যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, এরপর তারা তা বহন করেনি তাদের উপমা হল গাধার মত যা পুস্তক বহন করে। কতই না নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের উপমা যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে! আর আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑥

৬। বল, 'ওহে যারা ইহুদী হয়েছ! যদি তোমরা দাবী কর যে, অন্য সব মানুষকে বাদ দিয়ে তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, তবে তোমরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ⑦

৭। কিন্তু তাদের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে সে কারণে কখনো তারা তা (মৃত্যু) আকাঙ্ক্ষা করবে না। আর আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে ভাল করে জানেন।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ⑧

ع ৮ ১ রুকূ ১১

৮। বল, 'নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন কর, তবে (জেনে রাখ) নিশ্চয় তা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে, এরপর অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানীর দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ⑨

৯। ওহে যারা ঈমান এনেছ! জুমু'আর দিনে যখন তোমাদেরকে সালাতের (নামাযের) জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এটি তোমাদের জন্য উত্তম- যদি তোমরা জানতে।

১০। অতঃপর যখন সালাত (নামায) সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষন কর এবং আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

১১। কিন্তু যখন তারা ব্যবসা বা তামাশা দেখতে পেল তখন তারা সে দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তোমাকে রেখে গেল দাঁড়ানো অবস্থায়।* বল, 'আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা তামাশা ও ব্যবসা থেকে উত্তম। এবং আল্লাহ্ উত্তম রিযিকদাতা।'

وَإِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١﴾

২ রুকু ১২

৬৩. সূরা আল-মুনাফিকুন, মাদানী

১১ আয়াত, ২ রুকূ

٦٣-سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٨، رُكُوْعَاتُهَا-٢

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ ﴿١﴾

১। যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল।' আর আল্লাহ্ জানেন নিশ্চয় তুমি অবশ্যই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয় মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢﴾

২। তারা তাদের শপথসমূহকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে, অতঃপর আল্লাহ্‌র পথ হতে (মানুষকে) বিরত রেখেছে। নিশ্চয় তারা যা করত তা কতই না মন্দ!

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٣﴾

৩। এটা এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছে, এরপর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয়সমূহের উপর মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, অতএব তারা বোঝে না।

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ؗ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٤﴾

৪। এবং যখন তুমি তাদেরকে দেখ তখন তাদের দেহাকৃতি তোমাকে চমৎকৃত করে। এবং যদি তারা কথা বলে তবে তুমি তাদের কথা শুনবে। তারা যেন দেয়ালে ঠেকানো কাঠ*। তারা প্রতিটি শব্দকে তাদের বিরুদ্ধে মনে করে*। তারাই (তোমাদের) শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন, কিভাবে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٥﴾

৫। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা এসো, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন' তখন তারা মাথা ঝাঁকুনি দেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٦﴾

৬। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই) তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٧﴾

৭। এরাই তারা যারা বলে, 'তোমরা তাদের জন্য ব্যয় করো না যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে রয়েছে যতক্ষণ না তারা (রাসূল থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অথচ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্‌রই, কিন্তু মুনাফিকরা বোঝে না।

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨﴾

৮। তারা বলে, 'যদি আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তাহলে সেখান থেকে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি অধিক হীন ব্যক্তিকে অবশ্যই বের করে দিবে।'* অথচ সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য ও মু'মিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।

ع ٨ ١ রুকূ ১৩

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٩

৯। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে ভুলিয়ে না রাখে, আর যারা এমন করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ
مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٠

১০। এবং আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর এর পূর্বে যে, তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু আসবে এবং সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! যদি আমাকে একটি নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অবকাশ দিতেন, তবে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١١

ع ২ রুকু ১৪

১১। কিন্তু আল্লাহ্‌ কখনো কাউকে অবকাশ দিবেন না যখন তার নির্দিষ্ট সময় (মৃত্যু) আসবে। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পূর্ণ অবগত।

৬৪. সূরা আত-তাগাবুন, মাদানী

১৮ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٦٤-سُوْرَةُ التَّغَابُنِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٨، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①

১। আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, এবং তিনিই সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ②

২। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির আবার তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণদৃষ্টিবান।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③

৩। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সত্যসহ (সঠিক লক্ষ্যে) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন, এবং গন্তব্যস্থল তাঁরই দিকে ।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا
تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢبِذَاتِ الصُّدُوْرِ ④

৪। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা তোমরা প্রকাশ কর। এবং বক্ষসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۫ فَذَاقُوْا وَبَالَ
اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑤

৫। তোমাদের কাছে কি তাদের সংবাদ আসেনি যারা ইতঃপূর্বে কুফরী করেছিল? ফলে তারা তাদের কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ করেছিল এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ
يَّهْدُوْنَنَا ۫ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ
حَمِيْدٌ ⑥

৬। এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলরা স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসত কিন্তু তারা বলত, 'মানুষই কি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে?' এবং তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল, আর আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (প্রয়োজনমুক্ত) হলেন। এবং আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী ও অতিপ্রশংসনীয়।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ
ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑦

৭। যারা কুফরী করেছে তারা ধারণা করেছে যে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না। বল, 'হ্যাঁ অবশ্যই, আমার প্রতিপালকের কসম, তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে, এরপর তোমরা যা করেছে সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হবে।' এবং এটি আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۚ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑧

৮। অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও যে আলো (কুরআন)* আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে ঈমান আন। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُّؤْمِنْ
بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑨

৯। যে দিন তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন- একত্রিত হওয়ার দিনের জন্য, এটি হবে হার-জিতের দিন। এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটিই মহাসাফল্য।

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০। কিন্তু যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্যস্থল!

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٠﴾

ع 15 ১ রুকূ ১৫

১১। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না। এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে তার হৃদয়কে তিনি সঠিকপথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١﴾

১২। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾

১৩। আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। এবং আল্লাহ্‌র উপরই মু'মিনরা যেন ভরসা করে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪। ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাক, আর যদি তোমরা (তাদেরকে) মার্জনা কর, উপেক্ষা কর ও ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

১৫। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) পরীক্ষা মাত্র।* আর আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে মহাপ্রতিদান।

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৬। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর। এবং যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফল।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে কর্জ দাও- কর্জে হাসানা, তিনি তোমাদের জন্য তা বহু গুণ (বৃদ্ধি) করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। এবং আল্লাহ্ পরম প্রতিদানদাতা ও পরম সহনশীল-

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৮। অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী, মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

ع ১৮ ২ রুকূ ১৬

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৬৫. সূরা আত-তালাক, মাদানী

১২ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তখন তাদেরকে তালাক দাও তাদের ইদ্দতের জন্য* এবং তোমরা ইদ্দতের সংখ্যা গণনা কর, এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় কর, স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত না হলে তোমরা তাদেরকে তাদের ঘরসমূহ থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়।* এবং এগুলো আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমা। আর যে আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ লঙ্ঘন করে সে নিজের উপরই জুলুম করে। তুমি জান না, হয়ত আল্লাহ্ এরপর (সমঝোতার) কোন উপায় বের করে দিবেন।

২। অতঃপর যখন তারা তাদের নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে (অর্থাৎ ইদ্দত পর্যন্ত), তখন তোমরা (হয়) তাদেরকে সুন্দরভাবে রেখে দিবে, অথবা তাদেরকে সুন্দরভাবে পৃথক করে দিবে* এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে। এর দ্বারা তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনে। এবং যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তার জন্য বের হওয়ার পথ করে দেন-

৩। এবং তাকে এমন দিক থেকে রিযিক দান করেন যা সে ধারণাও করে না। এবং যে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর কাজ পূর্ণ করেন। অবশ্যই আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

৪। এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে যারা মাসিক (রক্তস্রাব) থেকে হতাশ হয়েছে তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস এবং যাদের এখনও মাসিক (রক্তস্রাব) হয়নি তাদেরও। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত। এবং যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন।

৫। এটি আল্লাহ্‌র নির্দেশ, তা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। এবং যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তাকে মহাপ্রতিদান দেন।

৬। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেমন ঘরে বাস কর তাদেরকেও তেমন ঘরে বাস করতে দিবে এবং তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য উত্যক্ত করবে না। এবং তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, অতঃপর যদি তারা তোমাদের (সন্তানদের) জন্য দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিবে, এবং (সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে) সুন্দরভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে, আর যদি তোমরা জটিলতায় পর, তবে তার পক্ষে (অর্থাৎ স্বামীর পক্ষে) অন্য কেউ (সন্তানকে) দুধ পান করাবে।

٦٥-سُوْرَةُ الطَّلَاقِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٢، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا (১)

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا (২)

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (৩)

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا (৪)

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا (৫)

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۚ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى (৬)

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭। বিত্তবান ব্যাক্তি যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে। এবং যার উপর তার রিযিক সীমিত করা হয়েছে সে যেন আল্লাহ্ যা তাকে দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে। আল্লাহ্ কাউকে (কিছু) চাপিয়ে দেন না তাছাড়া যা তিনি তাকে দিয়েছেন। শীঘ্রই আল্লাহ্ কষ্টের পর স্বস্তি দান করবেন।

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ﴿٧﴾

١ ع ١٢ ১ রুকূ ১৭

৮। আর কত জনপদই তার প্রতিপালক ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের অবাধ্য হয়েছিল! ফলে আমি তার (জনপদের) কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাকে (জনপদকে) নিকৃষ্ট শাস্তি দিয়েছিলাম ।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾

৯। অতঃপর তা (জনপদ) তার কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ করল এবং তার (জনপদের) কাজের পরিণাম ছিল (শুধুই) ক্ষতি।

فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾

১০। আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন কঠিন শাস্তি, অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, হে বুদ্ধিমানরা-যারা ঈমান এনেছ! অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এক যিকির (কুরআন)-

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۛۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۛ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾

১১। (এবং প্রেরণ করেছেন) একজন রাসূল, যে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্টকারী আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায় যেন যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে বের করতে পারে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাকে তিনি প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, যখন আল্লাহ্ তার জন্য উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন।

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿١١﴾

১২। তিনিই আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং সেগুলোর অনুরূপ (সংখ্যক) যমীনও। সেগুলোর মাঝেও তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান, এবং এও যে, আল্লাহ্ জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

٢ ع ١٨ ২ রুকূ ১৮

٦٦-سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٢، رُكُوْعَاتُهَا-٢

৬৬. সূরা আত-তাহরীম, মাদানী

১২ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ
اَزْوَاجِكَ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١

১। হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তা তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনায় (কসম খেয়ে) হারাম করছ কেন? আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ
الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝٢

২। আল্লাহ্ ইতোমধ্যেই তোমাদের জন্য তোমাদের কসম অবসানের বিধান দিয়েছেন, আর আল্লাহ্ তোমাদের প্রভু (রক্ষক), এবং তিনিই সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَ
اَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا
بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝٣

৩। এবং যখন নবী তার স্ত্রীদের কোন একজনকে গোপনে একটি কথা বলল, অতঃপর যখন সে তা (অন্যকে) বলে দিল এবং আল্লাহ্ তার (নবীর) নিকট তা প্রকাশ করলেন তখন সে (নবী) তার কিছু ব্যক্ত করল এবং কিছু এড়িয়ে গেল, এবং যখন সে (নবী) তা তাকে (সেই স্ত্রীকে) জানাল তখন সে বলল, 'কে আপনাকে এটা জানাল?' সে (নবী) বলল, 'আমাকে তিনি জানিয়েছেন যিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।'

اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ
اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ
ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝٤

৪। যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্‌র দিকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আস (তবে ভাল), কারণ অবশ্যই তোমাদের হৃদয় (বাঁকা পথের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে, আর যদি তোমরা তার (অর্থাৎ নবীর) বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তার প্রভু (রক্ষক) এবং জিবরাঈল, সৎকর্মশীল মু'মিনরা, এবং তদুপরি ফেরেশতারাও তার সাহায্যকারী।

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ
مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝٥

৫। যদি সে (নবী) তোমাদেরকে তালাক দেয় তাহলে শীঘ্রই তার প্রতিপালক তাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দিবেন- যারা হবে মুসলিমা, মু'মিনা, অনুগতা, তওবাকারিনী, ইবাদতকারিনী, (আল্লাহ্‌র পথে) ভ্রমণকারিনী, অকুমারী ও কুমারী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ
اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

৬। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচাও,* যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর, যার উপর (দায়িত্বে) রয়েছে নির্দয় ও কঠোর ফেরেশতারা, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে না এবং তারা তা-ই করে যা করতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٧

৭। হে কাফিররা! আজ তোমরা অজুহাত পেশ করো না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে।

ع ١٢ ১ রুকূ ১৯

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ
اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ
يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا
نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٨

৮। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর- খাঁটি তওবা। শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেদিন আল্লাহ্ নবীকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে অপমানিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে দৌড়াতে থাকবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের আলোকে পূর্ণ করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٩

৯। হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও। এবং তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্যস্থল!

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا
تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا
عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝١٠

১০। যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আল্লাহ্ নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। তারা দু'জনে ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মশীল বান্দার অধীনে, কিন্তু তারা তাদের খেয়ানত করেছিল, ফলে তারা দু'জন তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) আল্লাহ্‌র (শাস্তি) থেকে রক্ষা করতে পারেনি এবং (তাদেরকে) বলা হল, 'তোমরা দু'জন প্রবেশকারীদের সাথে আগুনে প্রবেশ কর।'

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ
رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ
وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝١١

১১। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ্ ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। যখন সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং ফিরআউন ও তার (মন্দ) কর্ম থেকে আমাকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন জালিম সম্প্রদায় থেকে'-

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ
رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝١٢ ع

১২। এবং (আরো উপমা দিচ্ছেন) ইমরানের কন্যা মারইয়ামের, যে তার লজ্জাস্থান সুরক্ষিত রেখেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে আমার রূহ্ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণীসমূহ ও তাঁর কিতাবসমূহের সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং সে ছিল (তার প্রতিপালকের প্রতি) অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

ع ٢ ٢٠ রুকু ২ ২০

৬৭. সূরা আল-মুলক, মাক্কী

৩০ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٦٧-سُوْرَةُ الْمُلْكِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٣٠، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা-২৯

تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ ؗ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرُ ۙ﴿۱﴾

১। বরকতময় তিনি, যার হাতে রাজত্ব এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান-

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿۲﴾

২। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম? এবং তিনিই মহা প্রতাপশালী ও অতি ক্ষমাশীল-

الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۳﴾

৩। যিনি সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন অসঙ্গতি দেখতে পাবে না। অতএব তুমি (আকাশের দিকে) তাকিয়ে দেখ, কোন ভাঙ্গন দেখতে পাও কি?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِیْرٌ ﴿۴﴾

৪। এরপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি নত ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّیٰطِیْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیْرِ ﴿۵﴾

৫। এবং অবশ্যই আমি দুনিয়ার আকাশকে সুসজ্জিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

وَلِلَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ ﴿۶﴾

৬। এবং যারা তাদের প্রতিপালককে অবিশ্বাস করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। আর কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্যস্থল!

اِذَاۤ اُلْقُوْا فِیْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِیْقًا وَّهِیَ تَفُوْرُ ۙ﴿۷﴾

৭। যখন তাদেরকে এতে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা এর প্রশ্বাস (ধ্বনি) শুনতে পাবে, যখন তা উথলাতে থাকবে-

تَكَادُ تَمَیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ ؕ كُلَّمَاۤ اُلْقِیَ فِیْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمْ یَاْتِكُمْ نَذِیْرٌ ﴿۸﴾

৮। ক্রোধে তা (জাহান্নাম) ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদেরকে তার রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?'

قَالُوْا بَلٰی قَدْ جَآءَنَا نَذِیْرٌ ۙ۬ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ ۖۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ كَبِیْرٍ ﴿۹﴾

৯। তারা বলবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই, আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা (তাদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা কেবল বড় ধরনের পথভ্রষ্টতায় রয়েছ।'

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِیْۤ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ﴿۱۰﴾

১০। এবং তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা অনুধাবন করতাম তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।'

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ﴿۱۱﴾

১১। এবং তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে, অতএব ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য।

اِنَّ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِیْرٌ ﴿۱۲﴾

১২। নিশ্চয় যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

১৩। এবং তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর অথবা তা প্রকাশ কর (তা তিনি জানেন)। বক্ষসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় তিনি ভালভাবে জানেন।

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِاجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (১৩)

ع ১ রুকূ ১

১৪। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না, অথচ তিনিই সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ?

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (১৪)

১৫। তিনিই তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর (দেয়া) রিযিক থেকে আহার কর। আর পুনর্জীবন তাঁরই দিকে।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ (১৫)

১৬। তোমরা কি নিরাপদ হয়েছে তাঁর (শাস্তি) থেকে যিনি রয়েছেন আকাশে- যে, ধ্বসিয়ে দেবেন তিনি তোমাদেরকেসহ যমীনকে, এবং যখন তা থর থর করে কাঁপতে থাকবে?

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ (১৬)

১৭। অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়েছে তাঁর (শাস্তি) থেকে যিনি রয়েছেন আকাশে- যে, প্রেরণ করবেন তিনি তোমাদের উপর পাথরবহনকারী প্রচন্ড ঝড়? অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কীকরণ।

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ (১৭)

১৮। এবং অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীরাও (রাসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল, অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি!

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ (১৮)

১৯। তারা কি ভেবে দেখেনি তাদের উপরে পাখিদের প্রতি, যারা ডানা বিস্তার করে ও গুটিয়ে নেয়? দয়াময়ই তাদেরকে (আকাশে) ধরে রাখেন। নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণদৃষ্টিবান।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؕۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ (১৯)

২০। দয়াময়কে বাদ দিয়ে তোমাদের এমন কোন বাহিনী আছে কি, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা তো কেবল প্রতারণার মধ্যে রয়েছে,

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ (২০)

২১। এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দিবে, যদি তিনি তাঁর (দেয়া) রিযিক ধরে রাখেন? উপরন্তু তারা অবাধ্যতা ও (সত্য) বিমুখতায় অটল রয়েছে।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ (২১)

২২। যে অধোমুখী হয়ে পথ চলে, সে-ই কি অধিক সঠিকপথপ্রাপ্ত , নাকি সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল-সঠিক পথে চলে?

اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (২২)

২৩। বল, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং বানিয়েছেন তোমাদের জন্য শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর।' তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

قُلْ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (২৩)

২৪। বল, 'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের বিস্তার ঘটিয়েছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।'

قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ (২৪)

২৫। এবং তারা বলে, '(বল) কখন (বাস্তবায়িত হবে) এ প্রতিশ্রুতি- যদি তোমরা সত্যবাদী হও?'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (২৫)

২৬। বল, '(এর) জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, আর আমি কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং তারা যখন তা নিকটে দেখতে পাবে তখন যারা কুফরী করেছে তাদের চেহারাসমূহ মলিন হয়ে যাবে এবং বলা হবে, 'এটাই তা যা তোমরা দাবী করতে।'

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সাথে যারা আছে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾

২৯। বল, 'তিনিই দয়াময়, আমরা তাঁরই উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর ভরসা করেছি, এবং শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে আছে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায়।'

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

৩০। বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি গভীরে (নাগালের বাইরে) চলে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি?'

রুকু ২

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۤؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

৬৮. সূরা আল-ক্বালাম, মাক্কী

৫২ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। নূন, কসম কলমের এবং যা তারা (ফেরেশতারা) লিপিবদ্ধ করে তার-

২। তোমার প্রতিপালকের নেয়ামতে তুমি পাগল নও,

৩। এবং নিশ্চয় তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান,

৪। এবং নিশ্চয় তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।

৫। সুতরাং শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে -

৬। তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।

৭। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই সবচেয়ে বেশি জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সঠিকপথপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও সবচেয়ে বেশি জানেন।

৮। সুতরাং তুমি মিথ্যা অভিহিতকারীদের আনুগত্য করো না।

৯। তারা চায়, যদি তুমি নমনীয় হও তবে তারাও নমনীয় হবে।*

১০। এবং আনুগত্য করো না প্রত্যেক এমন ব্যাক্তির যে বেশি বেশি কসমকারী, হীন-

১১। নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়*-

১২। কল্যাণের কাজে বাধা দানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী , পাপিষ্ঠ

১৩। বদমেজাজী, তদুপরি জারজ-

১৪। এ জন্য যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী।

১৫। যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সে বলে, '(এগুলো) পূর্ববর্তীদের উপকথা।'

১৬। শীঘ্রই আমি তার শুঁড় (নাক) দাগিয়ে দেব।

১৭। নিশ্চয় আমি তাদেরকে (মক্কাবাসীদেরকে) পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগানওয়ালাদেরকে যখন ওরা কসম করেছিল যে, অবশ্যই অবশ্যই তারা প্রভাতে তা (অর্থাৎ বাগানের ফসল) কর্তন করবে-

٦٨-سُوْرَةُ الْقَلَمِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٥٢، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝١

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝٣

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝٤

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝٥

بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٦

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٧

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٨

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝٩

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝١٠

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ ۝١١

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢

عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٣

اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝١٤

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٥

سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝١٦

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۝١٧

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৮। এবং তারা ব্যতিক্রম করবে না।

وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾

১৯। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এর (অর্থাৎ বাগানের) উপর এক বিপর্যয় হানা দিল, যখন তারা ছিল ঘুমন্ত।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾

২০। ফলে তা কর্তিত ফসলের মত হয়ে গেল-

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

২১। আর তারা প্রভাতে একে অপরকে ডেকে বলেছিল-

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾

২২। 'যদি তোমরা ফসল কর্তনকারী হও তবে সকাল সকাল তোমাদের ক্ষেতে চল।'

أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾

২৩। সুতরাং তারা চলতে লাগল নীচু স্বরে কথা বলতে বলতে-

فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। যে, 'আজ সেখানে তোমাদের নিকট অবশ্যই যেন কোন মিসকিন (অভাবগ্রস্ত) প্রবেশ না করে'-

أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হবে ভেবেই সকাল সকাল গিয়েছিল।

وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। অতঃপর যখন তারা তা (অর্থাৎ বাগানের অবস্থা) দেখল তখন বলল, 'নিশ্চয় আমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট-

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾

২৭। উপরন্তু আমরা বঞ্চিত।'

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। তাদের মধ্যপন্থী ব্যক্তিটি বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর না কেন?'

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। তারা বলল, 'পবিত্র আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা ছিলাম জালিম।'

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং তারা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে তিরস্কার করতে লাগল।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿٣٠﴾

৩১। তারা বলল, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿٣١﴾

৩২। আশা করা যায়, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় দিবেন, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাশী।'

عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। শাস্তি এমনই হয়ে থাকে। এবং অবশ্যই আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর- যদি তারা জানত।

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহ রয়েছে।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾

৩৫। আমি কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের মত গণ্য করব?

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেমন বিচার করছ?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। তোমাদের জন্য কি কোন কিতাব আছে যা তোমরা অধ্যয়ন কর-

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাতে তা-ই রয়েছে যা তোমরা পছন্দ করছ?

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। তোমাদের জন্য কি আমার সাথে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বলবৎ (এমন কোন) অঙ্গীকার রয়েছে যে, তোমাদের জন্য তা-ই রয়েছে যা তোমরা বিচার করছ?

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

৪০। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর তাদের মধ্যে এর (অর্থাৎ এ দাবীর) নিশ্চয়তাদানকারী কে?

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪১। নাকি তাদের জন্য আছে কোন শরীক? থাকলে তারা তাদের শরীকদেরকে উপস্থিত করুক-যদি তারা সত্যবাদী হয়।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

৪২। যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে (অর্থাৎ প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হবে) এবং তাদেরকে আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না-

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত, অপমান তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, অথচ তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান করা হত, যখন তারা ছিল সুস্থ।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। সুতরাং ছেড়ে দাও আমাকে এবং যারা এ কথাকে (কুরআনকে) মিথ্যা অভিহিত করে তাদেরকে। শীঘ্রই আমি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে এমনভাবে ধরব যে, তারা জানতেও পারবে না-

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি। নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত শক্ত।

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

৪৬। তবে কি তুমি তাদের নিকট প্রতিদান চাও, ফলে তারা ঋণের ভারে জর্জরিত?

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। নাকি তাদের কাছে আছে অদৃশ্য (এর জ্ঞান), তাই তারা লিখছে?

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের হুকুমের (ফয়সালার) জন্য এবং মাছওয়ালার মত (অধৈর্য) হয়ো না যখন সে দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় তার প্রতিপালককে ডেকেছিল।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ۘ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

৪৯। যদি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার নিকট নেয়ামত না পৌঁছত তাহলে অবশ্যই তাকে নিন্দিত অবস্থায় উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষেপ করা হত।

لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾

৫০। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾

৫১। আর যারা কুফরী করেছে তারা যখন উপদেশ (কুরআন) শ্রবণ করে তখন মনে হয় যেন তারা তাদের (তীক্ষ্ণ) দৃষ্টি দ্বারা অবশ্যই তোমাকে ছুঁড়ে ফেলবে এবং বলে, 'নিশ্চয় সে অবশ্যই পাগল।'

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

৫২। অথচ এটি (কুরআন) জগৎসমূহের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়।

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

ع ٢ রুকূ ২/৪

৬৯-সূরা হাক্কা - মাক্কী

৫২ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। অনিবার্য সত্য-

২। কী সেই অনিবার্য সত্য?

৩। আর কিসে তোমাকে জানাবে সেই অনিবার্য সত্যটি কী?

৪। ছামূদ ও আদ মিথ্যা বলেছিল মহাপ্রলয়কে।

৫। সুতরাং ছামূদ- তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল বজ্রধ্বনি দ্বারা।

৬। আর আদ- তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া দ্বারা-

৭। যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে, তখন তুমি (সেথায় থাকলে) সেই সম্প্রদায়কে দেখতে পেতে তারা সেখানে পড়ে আছে ধরাশায়ী অবস্থায়, যেন তারা পতিত খেজুর গাছের কান্ড,

৮। সুতরাং তাদের কাউকে তুমি অবশিষ্ট দেখতে পাও কি?

৯। আর ফিরআউন ও তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে দেয়া জনপদসমূহ অপরাধে লিপ্ত ছিল,*

১০। এবং তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করলেন অত্যন্ত কঠোরভাবে।

১১। যখন পানি সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে-

১২। যাতে আমি তা তোমাদের জন্য বানাতে পারি একটি স্মারক এবং যাতে সংরক্ষণকারী কান তা সংরক্ষণ করতে পারে।

১৩। এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার-

১৪। এবং যমীন ও পর্বতমালাকে উঠানো হবে এবং উভয়কে এক ধাক্কায় সমতল করা হবে-

১৫। সেদিন সংঘটিত হবে মহা ঘটনা-

১৬। এবং আকাশ ফেটে যাবে, অতঃপর তা সেদিন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে-

১৭। এবং ফেরেশতারা তার (অর্থাৎ আকাশের) প্রান্তে থাকবে এবং সেদিন আটজন (ফেরেশতা) তোমার প্রতিপালকের 'আরশ'কে তাদের উপর বহন করবে।

٦٩-سُورَةُ الْحَاقَّةِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٥٢، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَاۤقَّةُ ﴿١﴾

مَا الْحَاۤقَّةُ ﴿٢﴾

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ﴿٣﴾

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَاۤ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿١٢﴾

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾

وَّالْمَلَكُ عَلٰۤى اَرْجَآئِهَا ۙ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

১৮। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোন গোপনই গোপন থাকবে না।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾

১৯। এবং যাকে তার কিতাব (আমলনামা) তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, 'নাও, আমার কিতাব (আমলনামা) পড়ে দেখ,

اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾

২০। নিশ্চয় আমি মনে করতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে',

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾

২১। সুতরাং সে সন্তুষ্ট জীবন যাপন করবে-

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾

২২। সুউচ্চ জান্নাতে-

قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾

২৩। এর ফল-মূল থাকবে নাগালের মধ্যে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

২৪। (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা আহার কর ও পান কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনগুলোতে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।'

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾

২৫। কিন্তু যাকে তার কিতাব (আমলনামা) তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, 'হায়, আমাকে যদি আমার কিতাব (আমলনামা) না দেয়া হত!

وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং আমি যদি না জানতাম, আমার হিসাব কি!

يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

২৭। হায়, তা-ই (মৃত্যুই) যদি হত চূড়ান্ত (পরিণতি)!

مَآ اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾

২৮। আমার ধন-সম্পদ আমার কাজে আসল না,

هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾

২৯। আমার ক্ষমতাও নিঃশেষ হয়েছে,'

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿٣٠﴾

৩০। (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) 'তাকে ধর এবং তাকে (গলায়) বেড়ি পরিয়ে দাও-

ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿٣١﴾

৩১। এরপর তাকে তীব্র আগুনে নিক্ষেপ কর-

ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿٣٢﴾

৩২। এরপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শিকলে'।

اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٣﴾

৩৩। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখত না-

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং মিসকীনকে (অভাবগ্রস্তকে) খাদ্যদানে উৎসাহিত করতো না।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। অতএব এখানে আজ তার জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই-

وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য নেই-

لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। অপরাধীরা ছাড়া কেউ তা খায় না।

৩৮। অতএব না আমি কসম করছি তার যা তোমরা দেখতে পাও-

৩৯। এবং যা তোমরা দেখতে পাও না-

৪০। নিশ্চয় এটি (কুরআন) অবশ্যই এক সম্মানিত রাসূলের* (বহন করা) কথা,

৪১। এবং এটি কোন কবির কথা নয়। তোমরা সামান্যই ঈমান এনে থাক-

৪২। এবং কোন গণকের কথাও নয়।* তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।

৪৩। (এটি) জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।

৪৪। আর যদি সে আমার বিষয়ে কোন কথা বানিয়ে বলত-

৪৫। অবশ্যই আমি তাকে ডান হাতে (অর্থাৎ শক্ত হাতে) ধরে ফেলতাম-

৪৬। এরপর অবশ্যই আমি কেটে দিতাম তার জীবন ধমনী,

৪৭। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই, যে তা থেকে (আমাকে) বিরত করতে পারতে।

৪৮। আর নিশ্চয় এটি (কুরআন) মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই একটি স্মারক।

৪৯। এবং নিশ্চয় আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যা অভিহিতকারী।

৫০। আর নিশ্চয় এটি (কুরআন) কাফিরদের জন্য (আখিরাতে) অবশ্যই পরিতাপ।

৫১। এবং নিশ্চয় এটি (কুরআন) অবশ্যই নিশ্চিত সত্য।

৫২। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾

وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾

إِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٤٠﴾

وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾

وَإِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

وَإِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

وَإِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭০. সূরা আল-মা'আরিজ, মাক্কী

৪৪ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল সেই শাস্তি সম্পর্কে যা সংঘটিত হবে-

২। কাফিরদের জন্য, যার কোন প্রতিরোধকারী নেই-

৩। (যা সংঘটিত হবে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি (ঊর্ধ্বগমনের) সিঁড়িসমূহের অধিকারী।

৪। ফেরেশতারা এবং রূহ্ (জিবরাঈল) তাঁর (আল্লাহ্‌র) দিকে ঊর্ধ্বগামী হবে এমন এক দিনের মধ্যে যার পরিমাণ (পার্থিব) পঞ্চাশ হাজার বছর।

৫। সুতরাং তুমি সুন্দরভাবে ধৈর্য ধারণ কর।

৬। নিশ্চয় তারা দেখছে তা দূরবর্তী-

৭। আর আমি দেখছি তা নিকটবর্তী।

৮। যেদিন আকাশ হবে ফুটন্ত তেলের মত-

৯। এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত পশমের মত-

১০। এবং এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আরেক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করবে না,

১১। তাদেরকে (একে অপরের) দৃষ্টিগোচর করা হবে। অপরাধী সেদিন কামনা করবে যদি সে শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারত তার সন্তান-সন্ততির বিনিময়ে-

১২। এবং তার স্ত্রী ও ভাইয়ের বিনিময়ে-

১৩। এবং তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর বিনিময়ে, যারা তাকে আশ্রয় দিত-

১৪। এবং পৃথিবীর সকলের বিনিময়ে, এরপর তা (অর্থাৎ এসব মুক্তিপণ) তাকে মুক্তি দিতে পারত-

১৫। কক্ষনো না। নিশ্চয় তা লেলিহান অগ্নিশিখা-

১৬। যা চামড়া খসিয়ে দিবে-

১৭। তা (লেলিহান অগ্নিশিখা) তাকে ডাকবে, যে (সত্যকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে-

٧٠-سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٤٤، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ﴿١﴾

لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ﴿٢﴾

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ؕ﴿٣﴾

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ﴿٤﴾

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿٥﴾

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ﴿٦﴾

وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ؕ﴿٧﴾

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۙ﴿٨﴾

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۙ﴿٩﴾

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۚۖ﴿١٠﴾

يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ۙ﴿١١﴾

وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۙ﴿١٢﴾

وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ۙ﴿١٣﴾

وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۙ﴿١٤﴾

كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۙ﴿١٥﴾

نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۚۖ﴿١٦﴾

تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۙ﴿١٧﴾

১৮। এবং (সম্পদ) জমা করেছে ও কুক্ষিগত করে রেখেছে।

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾

১৯। নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বড়ই অস্থিরচিত্তরূপে-

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾

২০। যখন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে বিচলিত হয়ে পড়ে-

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾

২১। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতি কৃপণ-

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

২২। মুসল্লীরা (সালাত আদায়কারীরা) ছাড়া-

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾

২৩। যারা তাদের সালাতে (নামাযে) সদা তৎপর-

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত অধিকার-

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

২৫। সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতের জন্য-

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং যারা বিচার দিনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে-

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-শঙ্কিত,

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের শাস্তি (থেকে কেউ) নিরাপদ নয়*।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী-

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। তাদের স্ত্রী অথবা তাদের ডান হাত যা মালিক হয়েছে তা (দাসী) ছাড়া, কারণ (তখন) নিশ্চয় তারা তিরস্কৃত হবে না,

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। তবে যারা এছাড়া অন্যকে খোঁজ করবে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী,

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে-

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল-

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং যারা তাদের সালাতের (নামাযের) হেফাজত করে।

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾

ع রুকূ ৭

৩৫। তারাই জান্নাতসমূহে সম্মানিত হবে।

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। অতএব কাফিরদের কি হল যে, তারা (বিদ্রুপভাবাপন্ন হয়ে) তোমার দিকে দৌড়ে আসছে-

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭। ডান ও বাম দিক থেকে, দলে দলে*?

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾

৩৮। তাদের প্রত্যেকে কি এ প্রত্যাশা করে যে, তাকে প্রবেশ করানো হবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে?

كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। কক্ষনো না। নিশ্চয় আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি তা থেকে যা তারা জানে।

فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ إِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। সুতরাং না আমি কসম করছি উদয়াচলসমূহ ও অস্তাচলসমূহের প্রতিপালকের, নিশ্চয় আমি অবশ্যই সক্ষম-

عَلٰٓى أَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১। এক্ষেত্রে যে, প্রতিস্থাপন করব আমি (তাদেরকে) তাদের চেয়ে উত্তম দ্বারা এবং আমি পিছিয়ে পড়ার নই।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। অতএব তাদেরকে অনর্থক কথায় ও খেলায় লিপ্ত থাকতে দাও সেদিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত যে দিন সম্পর্কে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে-

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। যেদিন তারা কবর থেকে বের হবে দ্রুতবেগে, মনে হবে তারা কোন বেদীর দিকে ধাবিত হচ্ছে-

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। অবনত চোখে, অপমান তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। এটাই সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হত।

৭১. সূরা নূহ্, মাক্কী
২৮ আয়াত, ২ রুকূ

٧١-سُوْرَةُ نُوْحٍ-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٢٨، رُكُوْعَاتُهَا-٢

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ①

১। নিশ্চয় আমি নূহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি (এ নির্দেশ দিয়ে) যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের নিকট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার পূর্বে।

قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ②

২। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী-

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ③

৩। (এ বিষয়ে) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর-

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ④

৪। তিনি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সময় যখন আসে তখন তা বিলম্বিত করা হয় না- যদি তোমরা জানতে।'

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ⑤

৫। সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার সম্প্রদায়কে রাতে ও দিনে আহ্বান করেছি-

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ اِلَّا فِرَارًا ⑥

৬। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।

وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ⑦

৭। এবং নিশ্চয় আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করেছি যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন তখন তারা তাদের কানে আঙ্গুল দিয়েছে, নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করেছে ও (পাপ কাজে) অটল থেকেছে এবং খুব বেশি অহঙ্কার করেছে,

ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ⑧

৮। এরপর আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে-

ثُمَّ اِنِّيْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ⑨

৯। এরপর নিশ্চয় আমি তাদের জন্য উচ্চস্বরে ঘোষণা দিয়েছি এবং অতি গোপনেও বলেছি-

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ⑩

১০। এবং আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি পরমক্ষমাশীল-

يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ⑪

১১। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি প্রেরণ করবেন-

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ⑫

১২। তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তিনি বানাবেন তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ এবং বানাবেন তোমাদের জন্য নহরসমূহ।'

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ⑬

১৩। তোমাদের কী (যুক্তি) আছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে মর্যাদা দিতে চাও না,

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ⑭

১৪। অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে?

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ⑮

১৫। তোমরা কি ভেবে দেখনি, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ স্তরে স্তরে?

وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝١٦

১৬। এবং সেখানে চন্দ্রকে বানিয়েছেন আলো ও সূর্যকে বানিয়েছেন প্রদীপ।

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝١٧

১৭। এবং আল্লাহ্ই তোমাদেরকে উদ্ভিদের মত প্রতিপালন করেছেন যমীনে-

ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ۝١٨

১৮। এরপর তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিবেন তাতে (যমীনে) এবং (তা হতে) তোমাদেরকে সত্যিই বের করবেন।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۝١٩

১৯। এবং আল্লাহ্ই বানিয়েছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা-

لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝٢٠

২০। যাতে তোমরা এর সমতল পথ ও পাহাড়ী পথে চলাচল করতে পার।

١ ع ٧ ١ রুকূ ৯

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ۝٢١

২১। নূহ্ বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় তারা আমাকে অমান্য করেছে এবং এমন লোকের অনুসরণ করেছে যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করেনি।’

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ۝٢٢

২২। এবং তারা ষড়যন্ত্র করেছে- বড় ষড়যন্ত্র,

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ۬ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۝٢٣

২৩। এবং বলেছে, ‘তোমরা কখনো তোমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করো না এবং তোমরা কখনো ওয়াদ্দ, সুওয়াআ, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে* পরিত্যাগ করো না।’

وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ۬ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۝٢٤

২৪। ‘এবং তারা ইতোমধ্যে অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, আর আপনি জালিমদের পথভ্রষ্টতা (ধ্বংস) ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করবেন না।’

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ۬ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۝٢٥

২৫। তাদের অপরাধের কারণে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হল এবং তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করানো হল, এবং তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পায়নি।

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۝٢٦

২৬। এবং নূহ্ বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে বসবাসকারী কাফিরদের কাউকে ছেড়ে দিবেন না।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝٢٧

২৭। নিশ্চয় যদি আপনি তাদেরকে ছেড়ে দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তারা পাপী ও কাফির ছাড়া কিছুই জন্ম দিবে না।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۝٢٨

২৮। হে আমার প্রতিপালক! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে, এবং আপনি জালিমদের ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করবেন না।’

٢ ع ١٠ ٢ রুকূ ১০

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭২. সূরা আল-জ্বীন, মাক্কী

২৮ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। বল, 'আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে,* জ্বীনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে' এবং বলেছে, 'নিশ্চয় আমরা শ্রবণ করেছি এক বিস্ময়কর কুরআন-

২। যা সঠিক পথের দিকে পথপ্রদর্শন করে, সুতরাং আমরা এতে ঈমান এনেছি। এবং আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করব না-

৩। এবং এও যে, অনেক উর্ধ্বে আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা, তিনি কোন স্ত্রী ও কোন সন্তান গ্রহণ করেননি-

৪। এবং এও যে, আমাদের নির্বোধেরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে অতি অবান্তর কথা বলত-

৫। এবং এও যে, আমরা মনে করতাম যে, মানুষ ও জ্বীন আল্লাহ্‌ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলবে না-

৬। এবং এও যে, কতিপয় মানুষ কতিপয় জ্বীনের কাছে আশ্রয় চাইত, ফলে তারা তাদের অন্যায় বাড়িয়ে দিয়েছে-

৭। এবং এও যে, তারা (মানুষেরা) মনে করেছে যেমন তোমরা (জ্বীনেরা) মনে করেছ যে, আল্লাহ্‌ কখনো কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না-

৮। এবং এও যে, আমরা আকাশকে স্পর্শ করেছি (তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে) কিন্তু আমরা তাকে (আকাশকে) কঠোর প্রহরী ও অগ্নিশিখাসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ করে রাখা অবস্থায় পেয়েছি-

৯। এবং এও যে, আমরা (পূর্বে) আকাশের বিভিন্ন অবস্থানে (সংবাদ) শোনার জন্য বসতাম কিন্তু এখন কেউ (সংবাদ) শুনতে চাইলে সে তার জন্য পাবে অপেক্ষমান অগ্নিশিখা-

১০। এবং এও যে, আমরা জানি না পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল চাওয়া হয়েছে, নাকি তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান-

১১। এবং এও যে, আমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক সৎকর্মশীল এবং কিছু সংখ্যক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত-

১২। এবং এও যে, এখন আমরা ধারণা করলাম যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে কখনো অক্ষম করতে পারব না, এবং (পৃথিবী থেকে) পালিয়েও আমরা কখনো তাকে অক্ষম করতে পারব না-

১৩। এবং এও যে, আমরা যখন পথনির্দেশনা শুনেছি তখন তাতে ঈমান এনেছি। অতএব যে তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনবে সে কোন ক্ষতি ও অন্যায়ের আশঙ্কা করবে না-

٧٢-سُوْرَةُ الْجِنِّ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢٨، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾

১৪। এবং এও যে, আমাদের কিছু সংখ্যক মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) এবং কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী।' সুতরাং যারা আত্মসমর্পণ করেছে তারাই সঠিক পথ বেছে নিয়েছে।

وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

১৫। আর অপরপক্ষে অন্যায়কারীরাই জাহান্নামের ইন্ধন-

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

১৬। এবং (এও জানাচ্ছি) যে, যদি তারা (সত্য)পথের উপর অবিচল থাকত তাহলে তাদেরকে অবশ্যই আমি প্রচুর পানি পান করাতাম-

لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

১৭। যাতে আমি তাতে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি । এবং যে তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাকে তিনি দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন-

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾

১৮। এবং এও যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য, সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না-

١ ع ١٧ ॥ ১ রুকু ১১

وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

১৯। এবং এও যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা (রাসূল) তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল তখন তারা(জ্বীন) তার নিকট ভিড় জমাতে লাগল।

قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٠﴾

২০। বল,'আমি কেবল আমার প্রতিপালককে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।'

قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

২১। বল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন ক্ষতির বা সঠিকপথের মালিক নই।'

قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

২২। বল,'নিশ্চয় আমি (মনে করি) আল্লাহ্ থেকে কেউ আমাকে কখনো রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া কখনো আমি কোন আশ্রয় পাব না-

اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾

২৩। কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পৌছে দেয়া এবং তাঁর রিসালাতই (আমার দায়িত্ব)।' এবং যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।

حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

২৪। অবশেষে যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন শীঘ্রই তারা জানতে পারবে, কে সাহায্যকারী হিসেবে অধিক দুর্বল এবং সংখ্যায় অতি অল্প।

قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَدًا ﴿٢٥﴾

২৫। বল, 'আমি জানি না তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কি নিকটবর্তী, নাকি আমার প্রতিপালক এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করবেন।'

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৬। তিনি সকল অদৃশ্যের জ্ঞানী এবং তিনি তাঁর অদৃশ্যের (সকল) বিষয় কারো নিকট প্রকাশ করেন না-

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

২৭। কেবল যে রাসূলের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হন তার নিকট (তাঁর অদৃশ্যের কিছু অংশ প্রকাশ করেন)। তখন নিশ্চয় তিনি তার সামনে ও পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন-

٢ ع ٨ ॥ ২ রুকু ১২

لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

২৮। যাতে তিনি জানতে পারেন যে, তারা (রাসূলরা) তাদের প্রতিপালকের রিসালাত (পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছে, আর তাদের নিকট যা আছে তা তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিস সংখ্যায় গণনা করে রেখেছেন ।

৭৩. সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল, মাক্কী

২০ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। ওহে কম্বলাবৃত-

২। রাতে (সালাতে) দাঁড়াও, সামান্য (অংশ) ছাড়া-

৩। তার (অর্থাৎ রাতের) অর্ধেক, অথবা তা থেকে সামান্য কমাও-

৪। অথবা তার সাথে বাড়াও, এবং কুরআন পাঠ কর তারতীলের সাথে (ধীরে ধীরে, সুন্দরভাবে)।*

৫। নিশ্চয় আমি শীঘ্রই তোমার প্রতি অর্পণ করব ভারী কথা (পূর্ণ কুরআন)।

৬। নিশ্চয় রাতের সময়ই স্থিরতার দিক থেকে অধিক কার্যকর এবং কথায় (অর্থাৎ তেলাওয়াতের জন্য) অধিক উপযোগী (সময়)।

৭। নিশ্চয় দিনে তোমার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা রয়েছে।

৮। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একাগ্র হয়ে তাঁরই দিকে অনুরক্ত হও।

৯। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, অতএব তাঁকেই তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে গ্রহণ কর।

১০। এবং তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে বর্জন কর।

১১। এবং ছেড়ে দাও আমাকে ও বিপুল সম্পদের অধিকারী মিথ্যা অভিহিতকারীদেরকে, এবং তাদেরকে সামান্য অবকাশ দাও।

১২। নিশ্চয় আমার নিকট রয়েছে শিকল ও প্রজ্জ্বলিত আগুন-

১৩। আর আছে গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৪। যেদিন যমীন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা বিক্ষিপ্ত বালুকারাশিতে পরিণত হবে।

১৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি একজন রাসূল, তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ, যেমন প্রেরণ করেছিলাম একজন রাসূল ফিরআউনের নিকট।

১৬। কিন্তু ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলাম।

১৭। অতএব তোমরা সেদিন কিভাবে আত্মরক্ষা করবে, যদি তোমরা কুফরী কর, যা (অর্থাৎ যেদিনটি) কিশোরদেরকে বানিয়ে দিবে চুলপাকা?

٧٣-سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢٠، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝١

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٢

نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝٣

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝٤

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝٥

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝٦

اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝٧

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝٨

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝٩

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝١٠

وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۝١١

اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۝١٢

وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٣

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ۝١٤

اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۝١٥

فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ۝١٦

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۝١٧

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾

১৮। সেদিন আকাশ ভেঙ্গে যাবে। তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

১৯। নিশ্চয় এগুলো উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ গ্রহণ করুক।

রুকু ১ ১৩

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ
أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ
عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

২০। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি (সালাতে) দাঁড়িয়ে থাক (কখনো) রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, (কখনো) অর্ধেক এবং (কখনো) এক তৃতীয়াংশ এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও। আর আল্লাহ্‌ই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা তা কখনো সংরক্ষণ করতে পারবে না, অতএব তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন। সুতরাং তোমরা কুরআন থেকে ততটুকু পড় যতটুকু সহজসাধ্য হয়, আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণে যমীনে ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবে। সুতরাং তোমরা তা (কুরআন) থেকে ততটুকু পড় যতটুকু সহজসাধ্য হয়। সালাত (নামায) কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌কে কর্জ দাও-কর্জে হাসানা। আর তোমরা তোমাদের নিজেদের (কল্যাণের) জন্য ভাল যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহ্‌র নিকট পাবে। এটিই উত্তম এবং প্রতিদান হিসেবে শ্রেষ্ঠ। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু ২ ১৪

৭৪. সূরা আল-মুদ্দাছছির, মাক্কী

৫৬ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। ওহে বস্ত্রাবৃত-

২। ওঠ, এবং সতর্ক কর-

৩। এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর-

৪। এবং তোমার পোশাক পবিত্র কর-*

৫। এবং অপবিত্রতাকে (মূর্তিপূজাকে) বর্জন করে চল-

৬। এবং বেশি বেশি পাওয়ার উদ্দেশে (কারো প্রতি) অনুগ্রহ করো না-*

৭। এবং তোমার প্রতিপালকের জন্যে ধৈর্য ধারণ কর।

৮। এবং যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে-

৯। সেদিনটি হবে এক কঠিন দিন-

১০। যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়।

১১। ছেড়ে দাও আমাকে এবং তাকে* যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী-

১২। এবং আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ-

১৩। এবং (সদা) উপস্থিত সন্তান-সন্ততি-

১৪। এবং তার জন্য ব্যবস্থা করেছি (সচ্ছন্দ জীবনের) যাবতীয় ব্যবস্থা-

১৫। এরপরও সে প্রত্যাশা করে যে, আমি বাড়িয়ে দিব-

১৬। কক্ষনো না, নিশ্চয় সে আমার আয়াতসমূহের বিরোধী।

১৭। শীঘ্রই আমি তাকে নিদারুন কষ্ট চাপিয়ে দেব।

٧٤-سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٥٦، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾

قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢﴾

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ ﴿٨﴾

فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ﴿٩﴾

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ﴿١٠﴾

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ﴿١١﴾

وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ﴿١٢﴾

وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ﴿١٣﴾

وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ﴿١٤﴾

ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ﴿١٥﴾

كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ﴿١٦﴾

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ﴿١٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৮। নিশ্চয় সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত নিল-

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾

১৯। সুতরাং সে ধ্বংস হোক, সে কেমন সিদ্ধান্ত নিল!

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾

২০। আবার, সে ধ্বংস হোক, সে কেমন সিদ্ধান্ত নিল!

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

২১। পুনরায় সে ভেবে দেখল-

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾

২২। এরপর ভ্রূ-কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল-

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾

২৩। এরপর পিছনে ফিরল এবং অহংকার করল-

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং বলল, 'এটা পূর্ব থেকে চলে আসা জাদু ছাড়া আর কিছু নয়-

فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

২৫। এটা মানুষের কথা ছাড়া আর কিছু নয়।'

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

২৬। শীঘ্রই আমি তাকে প্রবেশ করাব 'সাকার'-এ।

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

২৭। আর কিসে তোমাকে জানাবে, 'সাকার' কী?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾

২৮। এটা বাকী (অর্থাৎ জীবিত) রাখবে না এবং (মৃত অবস্থায়) ছেড়েও দিবে না,

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾

২৯। এটা চামড়া ঝলসে দিবে-

لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

৩০। এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ (প্রহরী)।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং আমি ফেরেশতাদেরকেই করেছি আগুনের প্রহরী, এবং কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি, যাতে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়, এবং ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং যাতে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা ও মু'মীনরা সন্দেহ পোষণ না করে, এবং যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা যাতে বলে, 'আল্লাহ্ এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কী ইচ্ছা করেছেন?' এভাবেই আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। এবং তোমার প্রতিপালকের বাহিনীকে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এবং তা (সাকার) মানুষের জন্য একটি স্মারক ছাড়া আর কিছু নয়।

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً
لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ
آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ
وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

ع ১৫ ১ রুকু ১৫

৩২। কক্ষনো না, কসম চাঁদের-

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾

৩৩। কসম রাতের, যখন তা পিছন ফিরায়-

وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾

৩৪। কসম প্রভাতের, যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়-

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾

৩৫। নিশ্চয় তা (সাকার) অবশ্যই বড় (বিপদ) গুলোর একটি-

إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾

نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

৩৬। মানুষের জন্য সতর্ককারী হিসেবে-

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٣٧﴾

৩৭। তার জন্য, তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা করে যে, সে এগিয়ে যাবে অথবা পিছিয়ে যাবে।

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

৩৮। প্রত্যেক ব্যক্তি তার অর্জনের (কৃতকর্মের) কাছে দায়গ্রস্ত-

اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾

৩৯। ডানের সাথীরা ছাড়া।

فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। (তারা থাকবে) জান্নাতে, তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে-

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১। অপরাধীদের সম্পর্কে-

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾

৪২। কিসে তোমাদেরকে প্রবেশ করিয়েছে সাকার-এ?

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। তারা বলবে, 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না-

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। এবং আমরা মিসকীনকে (অভাবগ্রস্তকে) খাদ্য দিতাম না-

وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। এবং আমরা অনর্থক আলাপচারীদের সাথে অনর্থক কথায় লিপ্ত থাকতাম-

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং আমরা বিচার দিনকে মিথ্যা অভিহিত করতাম-

حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾

৪৭। অবশেষে আমাদের নিকট ইয়াকীন (মৃত্যু) আসল।'

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। অতঃপর তাদের কী (অজুহাত) আছে যে, তারা এ উপদেশ (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে?

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾

৫০। যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত গাধা-

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

৫১। সিংহ থেকে পলায়নপর।

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾

৫২। উপরন্তু তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তাকে উন্মুক্ত সহীফাসমূহ দেয়া হোক-

كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾

৫৩। কক্ষনো না। বরং তারা আখিরাতকে ভয় করে না।

كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾

৫৪। কক্ষনো না, নিশ্চয় এটি (কুরআন) একটি স্মারক।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾

৫৫। অতএব যে ইচ্ছা করে সে এটিকে স্মরণ করুক।

وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না। তিনি ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমা করার অধিকারী।

٢ ع ٥ ١٢ ২ রুকূ ১৬

৭৫. সূরা আল-কিয়ামাহ্, মাক্কী

৪০ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। না আমি কসম করছি কিয়ামতের দিনের-

২। এবং না আমি কসম করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

৩। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়গুলো কখনো একত্র করব না?

৪। অবশ্যই আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ (পর্যন্ত) পুনর্গঠন করতে সক্ষম।

৫। বরং মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়,

৬। সে প্রশ্ন করে, 'কিয়ামতের দিন কখন?'

৭। সুতরাং যখন চোখ ধাঁধিয়ে যাবে-

৮। এবং চন্দ্র আলোহীন হয়ে পড়বে-

৯। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে-

১০। সেদিন মানুষ বলবে, 'পালানোর স্থান কোথায়?'

১১। কক্ষনো না, কোন আশ্রয়স্থল নেই।

১২। সেদিন অবস্থানস্থল হবে তোমার প্রতিপালকের দিকে।

১৩। সেদিন মানুষকে সংবাদ দেয়া হবে যা সে অগ্রে পাঠিয়েছে এবং পিছনে রেখে গেছে।

১৪। উপরন্তু মানুষ তার নিজের বিরুদ্ধে (নিজেই) প্রত্যক্ষদর্শী-

১৫। যদিও সে তার অজুহাতসমূহ পেশ করে।

১৬। তুমি তোমার জিহ্বাকে তার (অর্থাৎ ওহীর)* সাথে সঞ্চালন করো না তার (ওহীর) সাথে তাড়াতাড়ি করার জন্য (অর্থাৎ আয়ত্ত করার জন্য)।

১৭। নিশ্চয় এর একত্রীকরণ ও তা পড়িয়ে দেয়া আমারই দায়িত্বে,

১৮। সুতরাং যখন আমি তা পড়ি তখন তুমি সে পড়ার অনুসরণ কর,

٧٥-سُوْرَةُ الْقِيٰمَةِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٤٠، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿١﴾

وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ﴿٣﴾

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ﴿٤﴾

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ﴿٥﴾

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴿٦﴾

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾

كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨالْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ﴿١٣﴾

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ﴿١٤﴾

وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ﴿١٥﴾

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৯। এরপর নিশ্চয় এর ব্যাখ্যাও আমারই দায়িত্বে।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾

২০। কক্ষনো না, বরং তোমরা নগদকে (দুনিয়ার জীবনকে) ভালবাস*-

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং আখিরাতকে পরিত্যাগ কর।

وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٢١﴾

২২। সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হবে-

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

২৩। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে,

اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং সেদিন কতক চেহারা ম্লান হবে-

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

২৫। ধারণা করবে যে, তাদের সাথে করা হবে এক মেরুদন্ড ভাঙ্গা আচরণ।

تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

২৬। কক্ষনো না, (প্রাণ) যখন কণ্ঠাগত হবে*-

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং বলা হবে, 'কে আছে ঝাড়-ফুঁককারী?'

وَقِيْلَ مَنْ ٜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং সে মনে করবে যে, এটা বিদায় (মুহূর্ত)-

وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে-

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

৩০। সেদিন তোমার প্রতিপালকের দিকে যাত্রার সময়।

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨالْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

ع ১৪ ১ রুকূ ১৭

৩১। কিন্তু সে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়নি এবং সালাত (নামায) আদায় করেনি-

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ﴿٣١﴾

৩২। বরং সে (কুরআনকে) মিথ্যা অভিহিত করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল-

وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾

৩৩। এরপর সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে।

ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾

৩৪। দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ-

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾

৩৫। আবার, দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ।

ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾

৩৬। মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

৩৭। সে কি নির্গত বীর্যের একটি বিন্দু ছিল না?

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾

৩৮। এরপর সে ছিল আলাকা (ভ্রূন যে পর্যায়ে মাতৃগর্ভে ঝুলে থাকে), অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) তাকে আকৃতি দান করেছেন ও সুগঠিত করেছেন।

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং তা (বীর্য) থেকে তিনি বানিয়েছেন জোড়া- নর ও নারী।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾

৪০। সেই সত্তা কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

ع ১৪ ২ রুকূ ১৮

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৭৬. সূরা আদ্-দাহ্‌র, মাদানী
৩১ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। মহাকালের মধ্য থেকে মানুষের উপর কি এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না?

২। নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত বীর্যবিন্দু থেকে; তাকে আমি পরীক্ষা করব, তাই তাকে শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন বানিয়েছি।

৩। নিশ্চয় আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, (এখন) হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা সে অকৃতজ্ঞ হবে।

৪। নিশ্চয় আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত করেছি শিকল, বেড়ি ও জ্বলন্ত আগুন।

৫। নিশ্চয় পুণ্যবানরা পান করবে এমন (সুরাপূর্ণ) পান পাত্র থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফুর (কর্পুর),

৬। (সুরার উৎস হবে) একটি ঝর্ণা, যা (থেকে) আল্লাহ্‌র বান্দারা পান করবে, তারা এটিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত করবে*।

৭। তারা মানত পূর্ণ করে এবং তারা ভয় করে এমন একদিনের যার ক্ষতি হবে ব্যাপক।

৮। এবং খাদ্যের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তারা মিসকীন (অভাবগ্রস্ত), ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।

৯। (এবং বলে) 'কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাদ্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না।

১০। নিশ্চয় আমরা ভয় করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে কঠিন ও বিপদ সঙ্কুল এক দিনকে।'

১১। সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিনের ক্ষতি থেকে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ,

১২। এবং তাদের ধৈর্যশীলতার বিনিময়ে তাদেরকে প্রতিদান দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক-

১৩। সেখানে তারা উচ্চ আসনসমূহের উপর হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে তারা কোন রৌদ্র দেখবে না এবং প্রচণ্ড শীতও না,

১৪। তাদের নিকটে থাকবে তার (জান্নাতের) ছায়া এবং তার ফল-মূলকে সম্পূর্ণরূপে তাদের নাগালে নিয়ে আসা হবে।

১৫। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্র এবং স্ফটিক গ্লাস-

১৬। রৌপ্য নির্মিত স্ফটিক- তারা (পরিবেশনকারীরা) সেগুলোকে পূর্ণ করে রাখবে।

٧٦-سُوْرَةُ الدَّهْرِ-مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٣١، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ١

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا
بَصِيْرًا ٢

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ٣

اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ٤

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ٥

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ٦

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ٧

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ٨

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ٩

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ١٠

فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ١١

وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ١٢

مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا
زَمْهَرِيْرًا ١٣

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ١٤

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ١٥

قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ١٦

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৭। সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে এমন (সুরাপূর্ণ) পানপাত্র যার মিশ্রণ হবে যান্‌জাবিল (আদা),

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾

১৮। (সুরার উৎস হবে) সেখানকার (জান্নাতের) একটি ঝর্ণা, যার নাম সালসাবীল।

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾

১৯। এবং তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে চিরকিশোরেরা। যখন তুমি তাদেরকে দেখবে তখন মনে করবে তারা যেন ছড়ানো মুক্তা।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ
لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾

২০। এবং যখনই তুমি তাকাবে, সেখানে দেখতে পাবে নেয়ামত ও বিশাল রাজ্য।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

২১। তাদের উপর থাকবে সবুজ মিহি ও পুরু রেশমী পোশাক এবং তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত বালা দ্বারা, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ۚ
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

২২। নিশ্চয় এটা তোমাদের প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾

রুকু ১৯

২৩। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾

২৪। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রতিপালকের হুকুমের (ফয়সালার) জন্য এবং তাদের মধ্যে কোন পাপী অথবা অকৃতজ্ঞের আনুগত্য করো না,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকালে ও সন্ধ্যায়,

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

২৬। এবং রাতের কিছু অংশে তাঁকে সিজদা কর এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

২৭। নিশ্চয় তারা ভালবাসে নগদকে (দুনিয়ার জীবনকে) এবং তারা ছেড়ে দেয় (উপেক্ষা করে) তাদের সামনে এক কঠিন দিনকে।

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

২৮। আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠনকে সুদৃঢ় করেছি, এবং যখন আমি ইচ্ছা করব তখন প্রতিস্থাপন করব তাদের আকৃতি সম্পূর্ণরূপে।

نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ
تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

২৯। নিশ্চয় এগুলো উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ গ্রহণ করুক।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

৩০। আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া তোমরা ইচ্ছা কর না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

৩১। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর দয়ার মধ্যে প্রবেশ করান। আর জালিমদের জন্য তিনি প্রস্তুত করেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ﴿٣١﴾

রুকু ২০

৭৭. সূরা আল-মুরসালাত, মাক্কী

৫০-আয়াত, ২-রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٧٧-سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٥٠، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। কসম কল্যাণরূপে প্রেরিতদের-

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝١

২। এবং (কসম) প্রবলভাবে ধাবমানদের-

فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝٢

৩। এবং (কসম) পূর্ণরূপে বিস্তারকারীদের-

وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝٣

৪। এবং (কসম) পূর্ণরূপে পৃথককারীদের-

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝٤

৫। এবং (কসম) উপদেশ অর্পণকারীদের-

فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝٥

৬। অনুশোচনা অথবা সতর্কতাস্বরূপ-

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝٦

৭। প্রকৃতই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি* দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই ঘটবে।

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝٧

৮। সুতরাং যখন তারকারাজিকে নিষ্প্রভ করা হবে-

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝٨

৯। এবং যখন আকাশকে ফাটিয়ে দেয়া হবে-

وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝٩

১০। এবং যখন পর্বতমালাকে উৎপাটন করা হবে-

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١٠

১১। এবং যখন রাসূলদের (সাক্ষী দেয়ার) সময় নির্ধারণ করা হবে।

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝١١

১২। এগুলো স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য?

لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۝١٢

১৩। ফয়সালার দিনের জন্য,

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝١٣

১৪। আর কিসে তোমাকে জানাবে ফয়সালার দিন কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝١٤

১৫। সেদিন মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٥

১৬। আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٦

১৭। এরপর আমি পরবর্তীদেরকেও তাদের (পূর্ববর্তীদের) অনুগামী করব।

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ۝١٧

১৮। অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি।

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝١٨

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৯। সেদিন মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾

২০। আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾

২১। অতঃপর আমি তা রেখেছি নিরাপদ স্থানে-

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾

২২। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত-

اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং আমি (এর পরিমাণ) নির্ধারণ করেছি, আর আমি কতই না উত্তম (পরিমাণ) নির্ধারণকারী!

فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। সেদিন মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। আমি কি পৃথিবীকে ধারণকারিনী বানাইনি-

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾

২৬। জীবিত ও মৃতদের জন্য?

اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

২৭। এবং এতে আমি বানিয়েছি সুউচ্চ সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি।

وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾

২৮। সেদিন মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। চল তারই দিকে যাকে তোমরা মিথ্যা অভিহিত করতে,

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। চল তিন শাখাবিশিষ্ট (ধোঁয়ার) ছায়ার দিকে-

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

৩১। যা না শীতল, আর না অগ্নিশিখা থেকে রক্ষা করে।

لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾

৩২। নিশ্চয় এটি প্রাসাদতুল্য (বৃহৎ) স্ফুলিংগ উৎক্ষেপন করবে,

اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾

৩৩। যেন তা হলুদ রংয়ের উটের পাল।

كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৪। সেদিন মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এটা এমন একদিন যেদিন তারা কথা বলবে না-

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং তাদেরকে অজুহাত পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না।

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। সেদিন মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এটাই ফয়সালার দিন, আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ٣٩

৩৯। সুতরাং যদি তোমাদের কোন কৌশল থাকে তাহলে আমার বিরুদ্ধে কৌশল কর।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٤٠

৪০। সেদিন মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

ع ৩১ ১ রুকু ২১

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ٤١

৪১। নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া ও ঝর্ণাসমূহের মাঝে-

وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ٤٢

৪২। এবং ফল-মূলের মাঝে যা তারা আকাঙ্ক্ষা করবে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٤٣

৪৩। তোমরা আহার কর ও পান কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ٤٤

৪৪। নিশ্চয় এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٤٥

৪৫। সেদিন মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ٤٦

৪৬। তোমরা আহার কর ও সামান্য ভোগ করে নাও, নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٤٧

৪৭। সেদিন মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ٤٨

৪৮। যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর তখন তারা রুকু করে না।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٤٩

৪৯। সেদিন মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ ۢبَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ٥٠

৫০। সুতরাং এর (অর্থাৎ কুরআনের) পরে তারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে!

ع ৩২ ২ রুকু ২২

৭৮. সূরা আন-নাবা, মাক্কী
৪০ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٧٨-سُوْرَةُ النَّبَا-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٤٠، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা-৩০

১। তারা কী বিষয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে?*

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١

২। সেই মহা সংবাদ সম্পর্কে-

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝٢

৩। যে বিষয়ে তারা মতপার্থক্যে লিপ্ত।*

الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣

৪। কক্ষনো না, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে-

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤

৫। আবার (বলছি) কক্ষনো না, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥

৬। আমি কি বানাইনি যমীনকে বিছানা-*

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦

৭। এবং পর্বতমালাকে পেরেক?

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٧

৮। এবং আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়-

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨

৯। এবং তোমাদের ঘুমকে বানিয়েছি বিশ্রাম-

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩

১০। এবং রাতকে বানিয়েছি আবরণ-

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠

১১। এবং দিনকে বানিয়েছি কর্মব্যস্ত,

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١

১২। এবং আমি তোমাদের উপরে নির্মাণ করেছি সুদৃঢ় সাতটি আকাশ-

وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢

১৩। এবং বানিয়েছি অতি উজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য)-

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝١٣

১৪। এবং পানিবাহী মেঘমালা থেকে অবতীর্ণ করেছি প্রচুর পানি-

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٤

১৫। এ জন্য যে, উৎপন্ন করি আমি তা দিয়ে শস্য দানা ও উদ্ভিদ-

لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝١٥

১৬। এবং ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যানসমূহ।

وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦

১৭। নিশ্চয় ফয়সালার দিন একটি নির্ধারিত সময়-

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝١٧

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৮। যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং তোমরা উপস্থিত হবে দলে দলে-

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

১৯। এবং আকাশকে খুলে দেয়া হবে এবং তা বহু দরজায় পরিণত হবে-

وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾

২০। এবং পর্বতমালাকে চালিত করা হবে, ফলে তা মরীচিকার মত হয়ে যাবে।

وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

২১। নিশ্চয় জাহান্নাম অপেক্ষায় আছে-

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

২২। সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল হিসেবে-

لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾

২৩। সেখানে তারা হবে বহু যুগ ধরে অবস্থানকারী,

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

২৪। সেখানে না তারা আস্বাদন করবে কোন ঠাণ্ডা আর না কোন পানীয়-

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

২৫। উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া-

إِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

২৬। এটাই তাদের উপযুক্ত প্রতিফল।

جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾

২৭। নিশ্চয় তারা হিসাবের আশা করত না-

إِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা অভিহিত করত।

وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾

২৯। এবং সবকিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি (লিখিত আকারে) কিতাব হিসেবে-

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾

৩০। অতএব তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করব।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

ع রুকূ ১

৩১। নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য-

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

৩২। উদ্যানসমূহ ও আঙ্গুর-

حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং সমবয়সী নব্য যুবতীরা -

وَّكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং সুরাপূর্ণ পানপাত্র।

وَّكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾

৩৫। সেখানে না তারা শুনবে কোন অসার কথা আর না তারা শুনবে কোন মিথ্যা।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾

৩৬। (এ সবই) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রতিদান-যথার্থ উপহার-

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

৩৭। যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক, যিনি অসীম দয়াময়, তাঁকে সম্বোধন করতে তারা সক্ষম হবে না,

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ
لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ
وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

৩৮। যেদিন রূহ* ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া তারা (কেউ) কথা বলবে না এবং সে সঠিক বলবে।

৩৯। সেই দিনটি সত্য, অতএব যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনস্থল গ্রহণ করুক।

৪০। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে নিকটবর্তী শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির ব্যক্তি বলবে, 'হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!'

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

٧٩-سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٤٦، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৭৯. সূরা আন-নাযি'আত, মাক্কী

৪৬ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ﴿١﴾

১। কসম তাদের (অর্থাৎ ফেরেশতাদের) যারা ডুব দিয়ে (কঠিনভাবে) হরণ করে (পাপীদের প্রাণ)-

وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ﴿٢﴾

২। কসম তাদের যারা সহজভাবে (পূণ্যবানদের রূহের) বাঁধন খুলে দেয়-

وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ﴿٣﴾

৩। কসম তাদের যারা (রূহ্ নিয়ে) দ্রুত গতিতে (আকাশের দিকে) সাঁতার কেটে যায়-

فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ﴿٤﴾

৪। এবং (কসম তাদের) যারা (রূহ্ গ্রহণ করতে) দ্রুত বেগে অগ্রসর হয়-

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ﴿٥﴾

৫। এবং (কসম তাদের) যারা (সকল) কর্ম ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ﴿٦﴾

৬। যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পনকারী (প্রথম শিঙ্গা ফুঁ)-

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ﴿٧﴾

৭। তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তীটি (দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুঁ)।

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ﴿٨﴾

৮। সেদিন কতক হৃদয় সন্ত্রস্ত হবে-

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ﴿٩﴾

৯। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত।

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ ؕ﴿١٠﴾

১০। তারা বলে, 'আমাদেরকে কি পূর্বাবস্থায় (পুনরুত্থিত করে) ফিরিয়ে আনা হবে*?

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ؕ﴿١١﴾

১১। আমরা যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হাড়ে পরিণত হব তখনও?'

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۘ﴿١٢﴾

১২। তারা বলে, '(তাই যদি হয়) তবে সেটা হবে এক ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন।'

فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ﴿١٣﴾

১৩। সেটা কেবল এক বিকট শব্দ*-

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ؕ﴿١٤﴾

১৪। এবং তৎক্ষণাৎ তারা খোলা ময়দানে উপস্থিত হবে।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ﴿١٥﴾

১৫। তোমার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি*?

اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ﴿١٦﴾

১৬। যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন,

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۖ﴿١٧﴾

১৭। ফিরআউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে,

فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰۤى اَنْ تَزَكّٰى ۙ﴿١٨﴾

১৮। অতঃপর বল, 'তোমার আগ্রহ আছে কি যে, তুমি পরিশুদ্ধ হবে-

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৯। এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করব- অতঃপর তাকে ভয় করবে?'

وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾

২০। অতঃপর সে তাকে সবচেয়ে বড় নিদর্শনটি দেখাল,

فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾

২১। কিন্তু সে (একে) মিথ্যা বলল এবং অমান্য করল,

فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾

২২। এরপর সে পিছনে ফিরে (ষড়যন্ত্রে) সচেষ্ট হল,

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾

২৩। অতঃপর সে (সকলকে) একত্র করল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করল,

فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾

২৪। এবং বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক',

فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾

২৫। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকাল ও ইহকালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিতে পাকড়াও করলেন।

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

ع ٢ / ١ রুকু ৩

২৬। নিশ্চয় এতে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে তার জন্য যে ভয় করে।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾

২৭। তোমরা কঠিনতর সৃষ্টি নাকি আকাশ যা তিনি নির্মাণ করেছেন?

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ﴿٢٧﴾

২৮। তিনি উঁচু করেছেন এর উচ্চতাকে, অতঃপর একে সুবিন্যস্ত করেছেন-

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾

২৯। এবং অন্ধকার করেছেন এর রাতকে এবং বের করেছেন এর দিবালোক,

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾

৩০। এবং এর পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন।

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾

৩১। তিনি বের করেছেন তা থেকে তার পানি ও তার চারণভূমি,

اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾

৩২। এবং তাতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা-

وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾

৩৩। ভোগ্যসামগ্রীরূপে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের গবাদি পশুর জন্য।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৪। অতঃপর যখন মহাসঙ্কট এসে পড়বে,

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾

৩৫। যেদিন মানুষ স্মরণ করবে যা সে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল-

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং প্রকাশ করা হবে তীব্র আগুনকে (জাহান্নামকে) তার জন্য যে দেখবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾

৩৭। সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করেছে-

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে-

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾

৩৯। তীব্র আগুনই হবে তার আশ্রয়স্থল।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾

৪০। পক্ষান্তরে যে তার প্রতিপালকের অবস্থানকে ভয় করেছে এবং নিজকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে-

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

৪১। জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾

৪২। তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে- কখন তা ঘটবে।

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾

৪৩। তুমি এর (সময়) উল্লেখ করার কেউ নও।

اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿٤٤﴾

৪৪। এর চূড়ান্ত জ্ঞান তোমার প্রতিপালকেরই কাছে রয়েছে।

اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿٤٥﴾

৪৫। তুমি কেবল সতর্ককারী তার যে একে ভয় করে।

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ﴿٤٦﴾

৪৬। যেদিন তারা এটা দেখবে (সেদিন তাদের মনে হবে) তারা যেন এক সন্ধ্যা অথবা এর (অর্থাৎ দিনের) এক সকাল ব্যতীত অবস্থান করেনি।

রুকূ ২/৪

৮০. সূরা আবাসা, মাক্কী

৪২ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٨٠-سُوْرَةُ عَبَسَ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٤٢، رُكُوْعُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। সে ভ্রু কুচকালো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল-

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ﴿١﴾

২। এজন্য যে, তার নিকট অন্ধ লোকটি* আসল।

اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ﴿٢﴾

৩। আর কিসে তোমাকে জানাবে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত-

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ﴿٣﴾

৪। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তাকে উপকার দিত?

اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿٤﴾

৫। পক্ষান্তরে যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করল-

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿٥﴾

৬। তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিলে।

فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾

৭। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই।

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾

৮। পক্ষান্তরে যে তোমার কাছে দৌড়ে আসল-

وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ﴿٨﴾

৯। এবং সে ভয় করে (আল্লাহ্‌কে)-

وَهُوَ يَخْشٰى ﴿٩﴾

১০। তুমি তার প্রতি অমনোযোগী হলে,

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾

১১। কক্ষনো না, নিশ্চয় এগুলো উপদেশ,

كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾

১২। অতএব যে ইচ্ছা করবে সে এটি (অর্থাৎ কুরআন) স্মরণে রাখবে।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٢﴾

১৩। (এটি লিপিবদ্ধ আছে) মর্যাদাসম্পন্ন সহীফাসমূহে (পুস্তিকাসমূহে)-

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾

১৪। যা সমুন্নত ও পূতপবিত্র-

مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾

১৫। (যা লিপিবদ্ধ) এমন লেখকদের হাতে-

بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾

১৬। যারা সম্মানিত ও সৎ।

كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

১৭। মানুষ ধ্বংস হোক, সে কতই না অকৃতজ্ঞ!

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾

১৮। তিনি তাকে কোন্ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন?

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾

১৯। -বীর্য বিন্দু থেকে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পরিমিত করেছেন-

مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

২০। এরপর (বের হওয়ার) পথকে সহজ করে দিয়েছেন*-
ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾

২১। এরপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন-
ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾

২২। এরপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনর্জীবিত করবেন।
ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿٢٢﴾

২৩। কক্ষনো না, তিনি তাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন সে তা পালন করেনি।
كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ﴿٢٣﴾

২৪। অতঃপর মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক*-
فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ﴿٢٤﴾

২৫। যে, আমি পানি বর্ষণ করি পর্যাপ্ত পরিমাণে-
اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾

২৬। এরপর আমি যমীনকে বিদীর্ণ করি যথার্থরূপে-
ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾

২৭। অতঃপর আমি তাতে উৎপন্ন করি শস্যদানা-
فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾

২৮। এবং আঙ্গুর ও শাক-সবজি-
وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٨﴾

২৯। এবং যায়তূন ও খেজুর-
وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿٢٩﴾

৩০। এবং ঘন বাগান-
وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

৩১। এবং ফল-মূল ও তৃণলতা-
وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿٣١﴾

৩২। তোমাদের জন্য এবং তোমাদের গবাদি পশুর জন্য ভোগ্যসামগ্রীরূপে।
مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

৩৩। অতঃপর যখন সেই কানফাটানো আওয়াজ এসে যাবে,
فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾

৩৪। সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে-
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তার মাতা ও তার পিতা থেকে-
وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের থেকে।
وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾

৩৭। সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন হবে যে, সে কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾

৩৮। সেদিন কতক চেহারা হবে উজ্জ্বল-
وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾

৩৯। সহাস্য ও প্রফুল্ল,
ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং সেদিন কতক চেহারা হবে ধূলিময়-
وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾

৪১। মলিনতা সেসব চেহারাকে আচ্ছন্ন করবে।
تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾

৪২। তারাই পাপী কাফির।
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮১. সূরা আত-তাকভীর, মাক্কী

২৯ আয়াত, ২ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

٨١-سُورَةُ التَّكْوِيْرِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢٩، رُكُوْعَاتُهَا-٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١

১। যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে-

وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝٢

২। এবং যখন তারকারাজি খসে পড়বে-

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣

৩। এবং যখন পর্বতমালাকে চালিত করা হবে-

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤

৪। এবং যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীসমূহকে উপেক্ষা করা হবে-

وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝٥

৫। এবং যখন বন্যপশুদেরকে একত্র করা হবে-

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦

৬। এবং যখন সমুদ্রসমূহকে স্ফীত করা হবে-

وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝٧

৭। এবং যখন আত্মাসমূহকে সংযোজিত করা হবে-

وَإِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝٨

৮। এবং যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে-

بِأَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩

৯। কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল,

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠

১০। এবং যখন সহীফাসমূহকে (আমলনামাসমূহকে) উন্মোচন করা হবে-

وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١

১১। এবং যখন আকাশকে অনাবৃত করা হবে-

وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝١٢

১২। এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে-

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣

১৩। এবং যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে-

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ۝١٤

১৪। তখন প্রত্যেকে জানবে সে কী উপস্থিত করেছে।

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥

১৫। অতঃপর না আমি কসম করছি পশ্চাদ্‌গামী-

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦

১৬। ভ্রাম্যমান, অদৃশ্যমান (নক্ষত্রের)-

وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝١٧

১৭। কসম রাতের যখন তার অবসান হয়-

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨

১৮। কসম প্রভাতের যখন তা (দিনের আলোয়) শ্বাস নেয়-

১৯। নিশ্চয় এটি (কুরআন) অবশ্যই সম্মানিত রাসূলের (জিবরাঈল আনীত) কথা-

২০। যে শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন-

২১। সেখানে (ঊর্ধ্ব জগতে)মান্যবর ও বিশ্বাসভাজন*।

২২। এবং তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ) পাগল নয়,

২৩। এবং অবশ্যই সে তাকে (জিবরাঈলকে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে,

২৪। এবং সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়,

২৫। এবং এটি বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়-

২৬। সুতরাং তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

২৭। এটি (কুরআন) জগৎসমূহের জন্য একটি উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়-

২৮। তার জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সরল-সঠিক পথে চলতে চায়।

২৯। আর জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া তোমরা ইচ্ছা কর না।

রুকু

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ١٩

ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ٢٠

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ٢١

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ٢٢

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ٢٣

وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ٢٤

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ٢٥

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ٢٦

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ٢٧

لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ٢٨

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٢٩

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮২. সূরা আল-ইনফিতার, মাক্কী

১৯ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। যখন আকাশ ভেঙ্গে যাবে-

২। এবং যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে-

৩। এবং যখন সমুদ্রসমূহকে বিস্ফোরিত করা হবে-

৪। এবং যখন কবরসমূহকে উন্মোচিত করা হবে-

৫। তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কী পিছনে রেখে গেছে।

৬। হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহানুভব প্রতিপালক সম্বন্ধে প্রতারিত করল-

৭। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুগঠিত করেছেন এবং তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন-

৮। যে আকৃতিতেই চেয়েছেন সেভাবেই তোমাকে গঠন করেছেন?

৯। কক্ষনো না, বরং তোমরা বিচার দিনকে অস্বীকার করে থাক-

১০। এবং নিশ্চয় তোমাদের উপর অবশ্যই রয়েছে সংরক্ষণকারীরা-

১১। সম্মানিত লেখকবৃন্দ-

১২। তারা জানে যা তোমরা কর।

১৩। নিশ্চয় পুণ্যবানরা অবশ্যই থাকবে নেয়ামতের মধ্যে,

১৪। এবং নিশ্চয় পাপীরা অবশ্যই থাকবে জাহান্নামে,

১৫। বিচার দিনে তারা তাতে প্রবেশ করবে।

১৬। এবং তা থেকে তারা অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

১৭। এবং কিসে তোমাকে জানাবে বিচারের দিন কী?

১৮। আবার (বলছি) কিসে তোমাকে জানাবে বিচারের দিন কী?

১৯। যেদিন কেউ কারো জন্য কিছুই করতে সক্ষম হবে না। এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই।

۱ ع ۱۹ / ১ রুকূ ৭

۸۲-سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-۱۹، رُكُوْعَاتُهَا-۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝۱

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝۲

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝۳

وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝۴

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝۵

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝۶

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝۷

فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝۸

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝۹

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝۱۰

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝۱۱

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝۱۲

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝۱۳

وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۝۱۴

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝۱۵

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝۱۶

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝۱۷

ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝۱۸

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۭ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝۱۹

৮৩. সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন, মাক্কী
৩৬ আয়াত, ১ রুকূ

٨٣-سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٣٦، رُكُوْعَاتُهَا-١

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। দুর্ভোগ ঠকবাজদের জন্য-	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۟
২। যারা লোকজনের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়,	الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۟
৩। এবং যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।	وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۟
৪। তারা কি মনে করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে-	اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۟
৫। এক মহাদিনের জন্য-	لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۟
৬। যেদিন মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?	يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۟
৭। কক্ষনো না, নিশ্চয় পাপীদের কিতাব (আমলনামা) অবশ্যই আছে সিজ্জীনে।	كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۟
৮। এবং কিসে তোমাকে জানাবে সিজ্জীন কী?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۟
৯। এটি একটি লিখিত (মহা) কিতাব।	كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۟
১০। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য-	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۟
১১। যারা বিচার দিনকে অস্বীকার করে।	الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۟
১২। এবং প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালঙ্ঘনকারীই একে মিথ্যা অভিহিত করে-	وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۟
১৩। যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ হয় তখন সে বলে, '(এসব) পূর্ববর্তীদের উপকথা।'	اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۟
১৪। কক্ষনো না, বরং তারা যা অর্জন করত সে কারণে তাদের হৃদয়ে মরিচা পড়েছে।	كَلَّا بَلْ ٚ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۟
১৫। কক্ষনো না, নিশ্চয় সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক (এর দর্শন লাভ) থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে।	كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۟
১৬। এরপর নিশ্চয় তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।	ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۟
১৭। এরপর বলা হবে, 'এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে।'	ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۟

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ١٨

১৮। কক্ষনো না, নিশ্চয় পুণ্যবানদের কিতাব (আমলনামা) অবশ্যই আছে ইল্লিয়্যীনে।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ١٩

১৯। এবং কিসে তোমাকে জানাবে ইল্লিয়্যীন কী?

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ٢٠

২০। এটি একটি লিখিত (মহা) কিতাব-

يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ٢١

২১। নৈকট্যপ্রাপ্তরা (ফেরেশতারা) তা প্রত্যক্ষ করে।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ٢٢

২২। নিশ্চয় পুণ্যবানরা অবশ্যই থাকবে নেয়ামতের মধ্যে-

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ٢٣

২৩। উচ্চ আসনসমূহে বসে দেখতে থাকবে-

تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ٢٤

২৪। তুমি তাদের চেহারাসমূহে নেয়ামতের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাবে,

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ٢٥

২৫। তাদেরকে সিল করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে-

خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنٰفِسُوْنَ ٢٦

২৬। এর সিল হবে মিস্কের (কস্তুরীর)। এবং প্রতিযোগীরা যেন এর জন্য প্রতিযোগিতা করে।

وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ٢٧

২৭। এবং এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের-

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ٢٨

২৮। এটি একটি ঝর্ণা, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা (পুণ্যবানরা) পান করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ٢٩

২৯। নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছিল তারা যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত,

وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ٣٠

৩০। এবং যখন তারা তাদের (অর্থাৎ মু'মিনদের) নিকট দিয়ে যেত তখন চোখ টিপে ইশারা করত,

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ٣١

৩১। এবং যখন তারা তাদের আপনজনের নিকট ফিরে আসত তখন ফিরে আসত উৎফুল্ল হয়ে,

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ٣٢

৩২। এবং যখন তারা তাদেরকে (মু'মিনদেরকে) দেখত তখন বলত, 'নিশ্চয় এরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট'-

وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ٣٣

৩৩। অথচ তাদেরকে তাদের (অর্থাৎ মু'মিনদের) উপর সংরক্ষণকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি।

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ٣٤

৩৪। অতএব যারা ঈমান এনেছিল তারা আজ কাফিরদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে-

عَلَى الْاَرَآئِكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ ٣٥

৩৫। উচ্চ আসনসমূহে বসে (কাফিরদেরকে) দেখছে।

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ٣٦

৩৬। কাফিরদেরকে কি তারা যা করত তার পুরস্কার (ছওয়ার) দেয়া হল?

ع ১ রুকূ ৮

৮৪. সূরা আল-ইন্‌শিকাক্‌, মাক্কী

২৫ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। যখন আকাশ ফেটে যাবে-

২। এবং সে তার প্রতিপালকের আদেশ শুনবে এবং এটি তার করণীয় হবে-

৩। এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে-

৪। এবং এটি (পৃথিবী) তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে-

৫। এবং তার প্রতিপালকের আদেশ শুনবে এবং এটি তার করণীয় হবে।

৬। হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর শ্রম-সাধনায় রত আছ, পরে তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে,

৭। অতঃপর যাকে তার কিতাব (আমলনামা) তার ডান হাতে দেয়া হবে-

৮। অতঃপর অচিরেই খুব সহজভাবে তার হিসাব নেয়া হবে*-

৯। এবং সে তার স্বজনদের নিকট ফিরে যাবে সানন্দে।

১০। এবং যাকে তার কিতাব (আমলনামা) তার পিঠের পিছন দিক থেকে (অর্থাৎ বাম হাতে) দেয়া হবে-

১১। অতঃপর অচিরেই সে ধ্বংসকে (মৃত্যুকে) আহ্বান করবে-

১২। এবং প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।

১৩। নিশ্চয় সে তার স্বজনদের মধ্যে ছিল সানন্দে।

১৪। নিশ্চয় সে মনে করত যে, সে কখনো ফিরে যাবে না,

১৫। হ্যাঁ অবশ্যই, নিশ্চয় তার প্রতিপালক তার উপর ছিলেন পূর্ণ দৃষ্টিবান।

১৬। আর না আমি কসম করছি সন্ধ্যাকালীন লালিমার-

১৭। এবং রাতের এবং তার (অন্ধকারের) যা (সবকিছুকে অন্ধকারে) একাকার করে দেয়-

٨٤-سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢٥، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ﴿٦﴾

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ﴿٧﴾

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿٨﴾

وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿٩﴾

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴿١١﴾

وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ﴿١٢﴾

اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿١٣﴾

اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ﴿١٤﴾

بَلٰٓى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ﴿١٥﴾

فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১৮। এবং চাঁদের যখন তা পূর্ণতা লাভ করে-

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾

১৯। অবশ্যই অবশ্যই তোমরা এক স্তর হতে অন্য স্তরে আরোহণ করবে।

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

২০। সুতরাং তাদের কী হল যে, তারা ঈমান আনে না-

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং যখন তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদা করে না?

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। বরং কাফিররা (কুরআনকে) মিথ্যা অভিহিত করে,

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং তারা (অন্তরে) যা পোষণ করে আল্লাহ্ তা সবচেয়ে বেশি জানেন,

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও-

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾

২৫। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

৮৫. সূরা আল-বুরূজ, মাক্কী

২২ আয়াত, ১ রুকূ

٨٥-سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢٢، رُكُوْعَاتُهَا-١

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। কসম বুরুজ (নক্ষত্রপুঞ্জ) বিশিষ্ট আকাশের-

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١

২। কসম প্রতিশ্রুত দিনের (কিয়ামত দিনের)-

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢

৩। কসম প্রত্যক্ষকারীর ও যা প্রত্যক্ষ করা হয় তার।

وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٣

৪। ধ্বংস করা হয়েছিল গর্তওয়ালাদেরকে-

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤

৫। (যে গর্তে ছিল) ইন্ধন বিশিষ্ট আগুন-

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥

৬। যখন তারা এর পাশেই উপবিষ্ট ছিল-

اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٦

৭। এবং তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল তারা ছিল তা প্রত্যক্ষকারী।

وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧

৮। তারা তাদেরকে নির্যাতন করছিল কেবল এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল মহাপ্রতাপশালী ও অতি প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র প্রতি-

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨

৯। -আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব যাঁর। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর প্রত্যক্ষদর্শী।

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝٩

১০। নিশ্চয় যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ফিতনায় ফেলেছে (অর্থাৎ নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছে) এবং পরে তওবা করেনি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদের জন্য রয়েছে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠

১১। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত। এটিই মহাসাফল্য।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١١

১২। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও অবশ্যই কঠিন।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝١٢

১৩। নিশ্চয় তিনিই (সৃষ্টির) সূচনা করেন এবং (সৃষ্টির) পুনরাবৃত্তি করবেন।

اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝١٣

১৪। এবং তিনিই অতি ক্ষমাশীল ও পরম স্নেহপরায়ন-

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝١٤

১৫। আরশের অধিপতি ও মহা মর্যাদাবান-

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝١٥

١٦ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٦﴾
১৬। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন।

١٧ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾
১৭। তোমার নিকট বাহিনীসমূহের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি-

١٨ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾
১৮। ফিরআউন ও ছামূদের?

١٩ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾
১৯। বরং কাফিররা মিথ্যা অভিহিত করায় লিপ্ত রয়েছে-

٢٠ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾
২০। আর আল্লাহ্ তাদের পেছন থেকে (অলক্ষ্যে) তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

٢١ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾
২১। বরং এটি মর্যাদাপূর্ণ কুরআন-

٢٢ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾
২২। (যা লিপিবদ্ধ আছে) লওহে মাহ্ফুজে (সংরক্ষিত ফলকে)।

ع ٢٢ ١٠ ১ রুকূ ১০

৮৬. সূরা আত-তারিক, মাক্কী

১৭ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। কসম আকাশের, কসম রাতে আত্মপ্রকাশকারীর-

২। এবং কিসে তোমাকে জানাবে রাতে আত্মপ্রকাশকারী কী?

৩। এটি উজ্জ্বল তারকা।

৪। এমন কোন ব্যক্তি নেই যার উপর কোন সংরক্ষণকারী নেই।

৫। সুতরাং মানুষ লক্ষ্য করুক তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি থেকে-

৭। এটা বের হয় মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মাঝ (থেকে তৈরি হওয়া অঙ্গ-শুক্রাশয়) থেকে।

৮। নিশ্চয় তিনি তাকে প্রত্যাবর্তন করাতে অবশ্যই সক্ষম।

৯। যেদিন গোপন বিষয়াবলী পরীক্ষা করা হবে-

১০। তখন তার না থাকবে কোন শক্তি আর না থাকবে কোন সাহায্যকারী।

১১। কসম বৃষ্টিবাহী আকাশের-

১২। কসম বিদীর্ণ যমীনের-

১৩। নিশ্চয় এটি (কুরআন) অবশ্যই চূড়ান্ত কথা-

১৪। এবং তা রসিকতা নয়।

১৫। নিশ্চয় তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করছে-

১৬। এবং আমিও সুনিপুন কৌশল অবলম্বন করছি,

১৭। অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুক্ষণের জন্য।

ع ١ ১ রুকূ ১১

٨٦-سُوْرَةُ الطَّارِقِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٧، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۙ١

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ٢

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ٣

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۗ٤

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۗ٥

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۙ٦

يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۗ٧

اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۗ٨

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۙ٩

فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۗ١٠

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۙ١١

وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۙ١٢

اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۙ١٣

وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۗ١٤

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۙ١٥

وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۚ١٦

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۠١٧

٨٧-سُوْرَةُ الْاَعْلٰى-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٩، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৮৭. সূরা আল-আলা, মাক্কী

১৯ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۙ ①
১। তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর-

الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۪ ②
২। যিনি সৃষ্টি করেন, অতঃপর সুবিন্যস্ত করেন-

وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۪ ③
৩। এবং যিনি সবকিছু পরিমিত করেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেন-

وَالَّذِیْۤ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۪ ④
৪। এবং যিনি উৎপন্ন করেন চারণভূমি-

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۙ ⑤
৫। অতঃপর এটিকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى ۙ ⑥
৬। শীঘ্রই আমি তোমাকে পড়াব, ফলে তুমি ভুলবে না-

اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا یَخْفٰى ۙ ⑦
৭। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয়।

وَنُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرٰى ۚ ۖ ⑧
৮। এবং আমি তোমার জন্য সহজ করে দিব সহজ পথ,

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۙ ⑨
৯। সুতরাং তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়।

سَیَذَّكَّرُ مَنْ یَّخْشٰى ۙ ⑩
১০। যে ভয় করে সে শীঘ্রই উপদেশ গ্রহণ করবে*-

وَیَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۙ ⑪
১১। আর চরম দুর্ভাগাই তা পরিহার করবে-

الَّذِیْ یَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۚ ⑫
১২। যে প্রবেশ করবে ভয়াবহ আগুনে,

ثُمَّ لَا یَمُوْتُ فِیْهَا وَلَا یَحْیٰى ؕ ⑬
১৩। এরপর সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۙ ⑭
১৪। অবশ্যই সে সফল হবে যে পরিশুদ্ধ হবে-

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ؕ ⑮
১৫। এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করবে ও সালাত (নামায) পড়বে।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا ۫ ۖ ⑯
১৬। বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক,

وَالْاٰخِرَةُ خَیْرٌ وَّاَبْقٰى ؕ ⑰
১৭। অথচ আখিরাতই উত্তম ও অধিক স্থায়ী।

اِنَّ هٰذَا لَفِی الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۙ ⑱
১৮। নিশ্চয় এটি (অর্থাৎ এ কথা) অবশ্যই বিদ্যমান পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে (পুস্তিকাসমূহে)-

صُحُفِ اِبْرٰهِیْمَ وَمُوْسٰى ۚ ⑲
১৯। ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।

ع ١٣ ١ রুকূ ১২

৮৮-سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٧، رُكُوْعَاتُهَا-١

৮৮. সূরা আল-গাশিয়া, মাক্কী

২৬ আয়াত, ১ রুকূ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

هَلۡ اَتٰىكَ حَدِيۡثُ الۡغَاشِيَةِ ﴿١﴾

১। তোমার নিকট কি সর্বগ্রাসী (কিয়ামতের) বৃত্তান্ত এসেছে?

وُجُوۡهٌ يَّوۡمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾

২। সেদিন কতক চেহারা ভীতবিহ্বল হবে-

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾

৩। ক্লান্ত শ্রান্ত হবে-

تَصۡلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾

৪। প্রবেশ করবে উত্তপ্ত আগুনে-

تُسۡقٰى مِنۡ عَيۡنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾

৫। টগবগ করা ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে পান করানো হবে।

لَيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ اِلَّا مِنۡ ضَرِيۡعٍ ﴿٦﴾

৬। তাদের জন্য থাকবে না কোন খাদ্য কাঁটাযুক্ত গুল্ম ছাড়া-

لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِيۡ مِنۡ جُوۡعٍ ﴿٧﴾

৭। যা তাদেরকে না পুষ্ট করবে আর না ক্ষুধা মিটাবে।

وُجُوۡهٌ يَّوۡمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾

৮। সেদিন কতক চেহারা হবে আনন্দোজ্জ্বল-

لِّسَعۡيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾

৯। তাদের প্রচেষ্টার জন্য সন্তুষ্ট-

فِيۡ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾

১০। সুউচ্চ জান্নাতে-

لَّا تَسۡمَعُ فِيۡهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾

১১। সেখানে তারা কোন অসার কথা শুনবে না।

فِيۡهَا عَيۡنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾

১২। সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণা,

فِيۡهَا سُرُرٌ مَّرۡفُوۡعَةٌ ﴿١٣﴾

১৩। সুউচ্চ আসনসমূহ-

وَّاَكۡوَابٌ مَّوۡضُوۡعَةٌ ﴿١٤﴾

১৪। সদা প্রস্তুত পানপাত্র-

وَّنَمَارِقُ مَصۡفُوۡفَةٌ ﴿١٥﴾

১৫। সারি সারি কুশন-

وَّزَرَابِيُّ مَبۡثُوۡثَةٌ ﴿١٦﴾

১৬। এবং বিছানো গালিচা।

اَفَلَا يَنۡظُرُوۡنَ اِلَى الۡاِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ﴿١٧﴾

১৭। তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না, কিভাবে একে সৃষ্টি করা হয়েছে?

১৮। এবং আকাশের দিকে, কিভাবে এটিকে উঁচু করা হয়েছে?	وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
১৯। এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে এগুলো স্থাপন করা হয়েছে?	وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾
২০। এবং যমীনের দিকে, কিভাবে এটিকে বিস্তৃত করা হয়েছে?	وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾
২১। অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি কেবল একজন উপদেশদাতা*-	فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾
২২। তুমি তাদের নিয়ন্ত্রণকারী নও*-	لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾
২৩। তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে-	إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾
২৪। আল্লাহ্ তাকে সবচেয়ে বড় শাস্তি দিবেন।	فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
২৫। নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে-	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾
২৬। এরপর নিশ্চয় তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্বে।	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

রুকু ১৩

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৮৯. সূরা আল-ফাজ্‌র, মাক্কী

৩০ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। কসম ফজরের (ঊষার)-

২। কসম দশ রাতের-

৩। কসম জোড় ও বেজোড়ের-

৪। কসম রাতের যখন তা গত হতে থাকে,

৫। এর মধ্যে বুদ্ধিমানের জন্য কোন কসম আছে কি?

৬। তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক কেমন (আচরণ) করেছিলেন আদ (জাতির)-

৭। ইরাম (গোত্রের) প্রতি-যারা অধিকারী ছিল উচ্চ স্তম্ভসমূহের?

৮। যাদের সমতুল্য (কোন জাতি) নগরসমূহে সৃষ্টি করা হয়নি-

৯। এবং কেমন (আচরণ) করেছিলেন ছামূদের প্রতি- যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ছিল (গৃহ নির্মাণের জন্য)?

১০। এবং পেরেকওয়ালা ফিরআউনের প্রতি?

১১। যারা নগরসমূহে সীমালঙ্ঘন করেছিল-

১২। অতঃপর সেখানে অধিকমাত্রায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল-

১৩। অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির চাবুক মারলেন-

১৪। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

১৫। সুতরাং মানুষকে যখন তার প্রতিপালক পরীক্ষা করেন এবং তাকে সম্মান ও নেয়ামত দান করেন তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।'

১৬। আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার রিযিক সংকুচিত করেন তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন।'

১৭। কক্ষনো না, বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না-

٨٩-سُوْرَةُ الْفَجْرِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٣٠، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجْرِ ۝١

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧

الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝١٠

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝١٢

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ۝١٥

وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ۝١٦

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝١٧

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾

১৮। এবং তোমরা মিসকীনদেরকে (অভাবগ্রস্তদেরকে) খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না-

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾

১৯। এবং তোমরা উত্তরাধিকার-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেল*-

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

২০। এবং তোমরা ধন-সম্পদকে খুব বেশি ভালবাস।

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾

২১। কক্ষনো না, পৃথিবীকে যখন সমতল করা হবে-

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

২২। এবং তোমার প্রতিপালক আসবেন এবং ফেরেশতারা থাকবে সারিবদ্ধ অবস্থায়,

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾

২৩। এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে- সেদিন মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করবে, কিন্তু তখন এ শিক্ষা গ্রহণ তার কী কাজে আসবে?

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾

২৪। সে বলবে, ‘হায়, আমার জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে পাঠাতাম!’

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾

২৫। সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না-

وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং কেউ তাঁর বন্ধনের মত দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না।

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

২৭। হে প্রশান্ত আত্মা!

ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

২৮। তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে,

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾

২৯। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও-

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

৩০। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

ع ১ রুকু ১৪

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৯০. সূরা বালাদ, মাক্কী
২০ আয়াত, ১ রুকূ

٩٠-سُوْرَةُ الْبَلَدِ-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٢٠، رُكُوْعَاتُهَا-١

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾
১। না আমি কসম করছি এই(মক্কা) নগরের-

وَأَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾
২। আর তুমি এই নগরের অধিবাসী-

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ﴿٣﴾
৩। কসম জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে তার-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿٤﴾
৪। অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে।

أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾
৫। সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

يَقُوْلُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾
৬। সে বলে, 'আমি প্রচুর ধন-সম্পদ নষ্ট করেছি*'।

أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ أَحَدٌ ﴿٧﴾
৭। সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?

أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾
৮। আমি কি তার জন্য বানাইনি দু'টি চোখ-

وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾
৯। এবং একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট?

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾
১০। এবং আমি তাকে দেখিয়েছি দু'টি পথ,

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾
১১। অতঃপর সে দুর্গম গিরিপথে প্রবেশ করেনি,

وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾
১২। আর কিসে তোমাকে জানাবে, দুর্গম গিরিপথ কী?

فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾
১৩। তা হচ্ছে, দাসমুক্তি-

أَوْ إِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾
১৪। অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান-

يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾
১৫। ইয়াতীম আত্মীয়কে-

أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾
১৬। অথবা দুর্দশাগ্রস্ত মিসকীনকে (অভাবগ্রস্তকে)।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾
১৭। এরপর সে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের যারা ঈমান এনেছে ও যারা উপদেশ দিয়েছে পরস্পরকে ধৈর্যধারণের এবং উপদেশ দিয়েছে পরস্পরকে দয়া প্রদর্শনের।

أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾
১৮। তারাই ডান দিকের লোক*।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿١٩﴾
১৯। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছে, তারা বাম দিকের লোক।

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾
২০। তারা পরিবেষ্টিত থাকবে অবরুদ্ধ আগুনে।

ع ১৫ ১ রুকূ ১৫

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৯১. সূরা আশ-শামস, মাক্কী

১৫ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। কসম সূর্যের ও তার কিরণের-

২। কসম চন্দ্রের যখন সে তাকে (সূর্যকে) অনুসরণ করে-

৩। কসম দিনের যখন সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে-

৪। কসম রাতের যখন সে তাকে (সূর্যকে) আচ্ছাদিত করে-

৫। কসম আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর-

৬। কসম যমীনের এবং যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন তাঁর-

৭। কসম নফসের এবং যিনি তা বিন্যস্ত করেছেন তাঁর-

৮। অতঃপর এটিকে তার পাপ ও তার তাকওয়া ইলহাম করেছেন-

৯। অবশ্যই সে সফল হবে, যে এটিকে (নফসকে) পরিশুদ্ধ করবে-

১০। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে, যে এটিকে (নফসকে) কলুষিত করবে।

১১। ছামূদ (তাদের রাসূলকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল তাদের অবাধ্যতাবশতঃ-

১২। যখন তাদের মধ্যে সর্বাধিক দুর্ভাগা তৎপর হয়ে উঠল-

১৩। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সালিহ্) তাদেরকে বলল, '(সাবধান হও) আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী এবং এর পানি পান করানোর ব্যাপারে।'

১৪। অতঃপর তারা তাকে (রাসূলকে) মিথ্যাবাদী বলল এবং একে (উষ্ট্রীকে) হত্যা করল, ফলে তাদের অপরাধের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন-

ع ১৫ ১ রুকূ ১৬

১৫। এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কে তিনি (আল্লাহ্) ভয় করেন না।

٩١-سُوْرَةُ الشَّمْسِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٥، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ﴿١﴾

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ﴿٢﴾

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ﴿٣﴾

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ﴿٤﴾

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ﴿٥﴾

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ﴿٦﴾

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ﴿٧﴾

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ﴿٨﴾

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ﴿١١﴾

اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ﴿١٢﴾

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٣﴾

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٤﴾

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٥﴾

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৯২. সূরা আল-লায়ল, মাক্কী

২১ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। কসম রাতের যখন তা আচ্ছাদিত করে-

২। কসম দিনের যখন তা প্রকাশিত হয়-

৩। কসম তাঁর যিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী-

৪। নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের।

৫। সুতরাং যে দান করল ও তাকওয়া অবলম্বন করল-

৬। এবং উত্তমকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিল-

৭। শীঘ্রই আমি তার জন্য সহজ করে দেব সহজকে (ভাল কাজকে)।

৮। আর যে কৃপণতা করল ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করল-

৯। এবং উত্তমকে মিথ্যা অভিহিত করল-

১০। শীঘ্রই আমি তার জন্য সহজ করে দেব কঠিনকে (মন্দ কাজকে)।

১১। এবং তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন সে ধ্বংস হবে।

১২। নিশ্চয় সঠিক পথ প্রদর্শন আমারই দায়িত্বে,

১৩। এবং নিশ্চয় আমিই পরকাল ও ইহকালের মালিক।

১৪। অতএব আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করেছি,

১৫। চরম দুর্ভাগা ছাড়া কেউ এতে প্রবেশ করবে না-

১৬। যে (রাসূলকে) মিথ্যাবাদী বলে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১৭। আর তা হতে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে-

১৮। যে নিজের ধন-সম্পদ দান করে পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য,

১৯। এবং তার প্রতি কারো কোন নেয়ামতের প্রতিদান হিসাবে নয়-

২০। কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে,

২১। আর অচিরেই সে অবশ্যই সন্তুষ্ট হবে।

ع ১৮ ১ রুকূ ১৭

٩٢-سُوْرَةُ الَّيْلِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٢١، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ١

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ٢

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ٣

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ٤

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ٥

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ٦

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ٧

وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ٨

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ٩

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ١٠

وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ١١

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ١٢

وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ١٣

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ١٤

لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ١٥

الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ١٦

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ١٧

الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ١٨

وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ١٩

اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ٢٠

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ٢١

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৯৩. সূরা আদ-দুহা, মাক্কী

১১ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। কসম পূর্বাহ্নের-

২। কসম রাতের যখন তা হয় নিঝুম-

৩। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি*।

৪। আর অবশ্যই তোমার পরকাল ইহকালের চেয়ে উত্তম হবে।

৫। এবং অচিরেই তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তোমাকে (এমন কিছু) দান করবেন, ফলে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

৬। তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি?

৭। তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর তিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন।

৮। তিনি তোমাকে পেয়েছেন অসচ্ছল অবস্থায়, অতঃপর ধনী করলেন।

৯। সুতরাং তুমি ইয়াতীমের সাথে রূঢ় ব্যবহার করো না*।

১০। এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দিয়ো না*।

১১। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের নেয়ামত বর্ণনা কর*।

ع ١٨ ١ রুকূ ১৪

٩٣-سُورَةُ الضُّحٰى-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١١، رُكُوعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ۙ﴿١﴾

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿٢﴾

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ﴿٣﴾

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ؕ﴿٤﴾

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ﴿٥﴾

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۪﴿٦﴾

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۪﴿٧﴾

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ؕ﴿٨﴾

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ؕ﴿٩﴾

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ؕ﴿١٠﴾

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

৯৪. সূরা আল-ইন্‌শিরাহ্, মাক্কী

৮ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

۹۴-سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-۸، رُكُوْعَاتُهَا-۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেইনি*?

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١

২। এবং আমি তোমার উপর থেকে তোমার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি*-

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢

৩। যা তোমার পিঠকে নুইয়ে দিয়েছিল-

الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣

৪। এবং আমি তোমার জন্য তোমার উল্লেখকে সমুন্নত করেছি।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤

৫। অতঃপর নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে-

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥

৬। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

৭। অতএব তুমি যখনই অবসর পাও তখনই (ইবাদত-বন্দেগীতে) লেগে যাও*-

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧

৮। এবং তোমার প্রতিপালকের দিকে আগ্রহী হও।

وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

١ ع ١٧ ১ রুকূ ১৯

৯৫. সূরা আত-তীন, মাক্কী

৮ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

۹۵-سُوْرَةُ التِّيْنِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-۸، رُكُوْعَاتُهَا-۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। কসম তীন ও যায়তূন-এর*-

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١

২। কসম সিনাই পর্বতের-

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢

৩। এবং এই নিরাপদ নগরের-

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣

৪। নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤

৫। এরপর আমি তাকে নীচুদের নীচতম স্তরে ফিরিয়ে আনি-

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥

৬। কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦

৭। সুতরাং এরপর (হে মানুষ!) কিসে তোমাকে বিচার দিন সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে?

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧

৮। আল্লাহ্ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

١ ع ٢٠ ১ রুকূ ২০

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

৯৬. সূরা আল-আলাক, মাক্কী

১৯ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন,

২। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে,

৩। পড়, আর তোমার প্রতিপালক বড়ই মহানুভব-

৪। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে-

৫। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

৬। কক্ষনো না, নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করে থাকে-

৭। কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।

৮। নিশ্চয় প্রত্যাবর্তন তোমার প্রতিপালকেরই দিকে।

৯। তুমি কি তাকে দেখেছ, যে নিষেধ করে*-

১০। এক বান্দাকে- যখন সে সালাত (নামায) আদায় করে?

১১। তুমি কি ভেবে দেখেছ, যদি সে সঠিকপথে থাকে-

১২। অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়?

১৩। তুমি কি ভেবে দেখেছ, যদি সে (রাসূলকে) মিথ্যাবাদী বলে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?

১৪। সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে দেখছেন?

১৫। কক্ষনো না, যদি সে বিরত না হয় তাহলে তাকে অবশ্যই আমি হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব মাথার সামনের চুলের গোছা ধরে-

১৬। -মিথ্যাচারী ও অপরাধীর চুলের গোছা,

১৭। তখন সে তার সঙ্গী-সাথীদেরকে আহ্বান করুক-

১৮। শীঘ্রই আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে-

১৯। কক্ষনো না, তুমি তাকে মেনো না এবং সিজদা কর ও (আমার) নৈকট্য লাভ কর।

١ ع ١٩ ٣١ ١ রুকূ ২১

٩٦-سُوْرَةُ الْعَلَقِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١٩، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴿١﴾

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿٣﴾

الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ﴿٦﴾

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ﴿٧﴾

اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ﴿٨﴾

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ﴿٩﴾

عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ﴿١٠﴾

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ﴿١١﴾

اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ﴿١٢﴾

اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٣﴾

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿١٤﴾

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ﴿١٧﴾

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾

كَلَّا ۭ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾ السجدة

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

٩٧-سُوْرَةُ الْقَدْرِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٥، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿٤﴾

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

৯৭. সূরা আল-কাদর, মাক্কী

৫ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। নিশ্চয় আমি তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে*,

২। আর কিসে তোমাকে জানাবে কদরের রাত কী?

৩। কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

৪। এ রাতে ফেরেশতারা ও রূহ্ (জিবরাঈল) প্রতিটি বিষয়ে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করে*-

৫। শান্তি এ রাত, ফজরের অবির্ভাব পর্যন্ত।

ع ٥ ٣٢ ١ রুকূ ২২

٩٨-سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٨، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ
حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ
وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اَبَدًا ۗ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ﴿٨﴾

৯৮. সূরা আল-বায়্যিনাহ, মাদানী

৮ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা (তাদের কুফরী ও শরীক করা থেকে) পৃথক* হওয়ার ছিল না যে পর্যন্ত না তাদের নিকট আসে স্পষ্ট প্রমাণ-

২। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন রাসূল, যে পাঠ করবে পবিত্র সহিফাসমূহ-

৩। যাতে থাকবে সঠিক বিধানাবলী।

৪। কিন্তু যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা বিভক্ত হয়েছিল তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই।

৫। আর তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করতে দ্বীনকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে একত্ববাদী হয়ে এবং সালাত (নামায) কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে এবং এটিই সঠিক দ্বীন।

৬। নিশ্চয় আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তারাই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

৭। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারাই সর্বোত্তম সৃষ্টি।

৮। তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তাদের প্রতিদান- স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটি তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করেছে।

ع ٨ ٣٣ ١ রুকূ ২৩

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

٩٩-سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٨، رُكُوْعَاتُهَا-١

৯৯. সূরা আয-যিল্‌যাল, মাদানী

৮ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾

১। যখন পৃথিবীকে প্রবলভাবে প্রকম্পিত করা হবে-

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ﴿٢﴾

২। এবং পৃথিবী তার বোঝাগুলোকে বের করে দেবে-

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾

৩। এবং মানুষ বলবে, 'তার কী হল?'

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ﴿٤﴾

৪। সেদিন সে (পৃথিবী) তার খবরসমূহ বর্ণনা করবে*-

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ﴿٥﴾

৫। কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে ওহী করেছেন।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾

৬। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কর্মসমূহ দেখানো যায়।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿٧﴾

৭। সুতরাং যে অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿٨﴾

৮। আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখবে।

ع ٨ ٣٢ ১ রুকূ ২৪

١٠٠-سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١١، رُكُوْعَاتُهَا-١

১০০. সূরা আল-আ'দিয়াত, মাক্কী

১১ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾

১। কসম সেই ঘোড়াগুলোর যারা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়-

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾

২। এবং (ক্ষুরাঘাতে) আগুনের ফুলকি ঝরায়-

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾

৩। এবং প্রভাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়-

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿٤﴾

৪। এবং সে সময়ে ধূলা উড়ায়-

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿٥﴾

৫। এবং সে সময়ে কোন (প্রতিপক্ষ) দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে-

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٦﴾

৬। নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ,

وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿٧﴾

৭। এবং নিশ্চয় সে অবশ্যই এ আচরণের সাক্ষী,

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٨﴾

৮। এবং নিশ্চয় সে সম্পদের ভালবাসায় খুবই প্রবল।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ﴿٩﴾

৯। তবে কি সে জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত করা হবে-

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ﴿١٠﴾

১০। এবং বক্ষসমূহে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿١١﴾

১১। নিশ্চয় সেদিন তাদের প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে থাকবেন পূর্ণ অবগত।

ع ١١ ٢٥ ১ রুকূ ২৫

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০১. সূরা আল-ক্বারি'আ, মাক্কী

১১ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১। মহাপ্রলয়-

২। মহাপ্রলয় কী?

৩। আর কিসে তোমাকে জানাবে, মহাপ্রলয় কী?

৪। যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত -

৫। এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে ধুনিত পশমের মত।

৬। তখন যার (নেকীর) পাল্লাসমূহ ভারী হবে-

৭। সে সন্তুষ্ট জীবন-যাপন করবে,

৮। কিন্তু যার (নেকীর) পাল্লাসমূহ হালকা হবে-

৯। তার স্থান হবে 'হাবিয়া'।

১০। এবং কিসে তোমাকে জানাবে সেটা কী?

১১। সেটা উত্তপ্ত আগুন।

১ রুকূ ২৬

١٠١-سُوۡرَةُ الۡقَارِعَةِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-١١، رُكُوۡعَاتُهَا-١

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡقَارِعَةُ ۝١

مَا الۡقَارِعَةُ ۝٢

وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡقَارِعَةُ ۝٣

يَوۡمَ يَكُوۡنُ النَّاسُ كَالۡفَرَاشِ الۡمَبۡثُوۡثِ ۝٤

وَتَكُوۡنُ الۡجِبَالُ كَالۡعِهۡنِ الۡمَنۡفُوۡشِ ۝٥

فَاَمَّا مَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِيۡنُهٗ ۝٦

فَهُوَ فِىۡ عِيۡشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧

وَاَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِيۡنُهٗ ۝٨

فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩

وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا هِيَهۡ ۝١٠

نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

١٠٢-سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٨، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১০২. সূরা আত্-তাকাছুর, মাক্কী
৮ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١

১। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করেছে-

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢

২। যতক্ষণ না তোমরা কবরসমূহে উপণীত হও।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣

৩। কক্ষনো না, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে-

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤

৪। আবার (বলছি), কক্ষনো না, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥

৫। কক্ষনো না, নিশ্চিত জ্ঞান তোমাদের জানা থাকলে (মোহাচ্ছন্ন হতে না)।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦

৬। তোমরা অবশ্যই অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে-

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧

৭। আবার (বলছি), তোমরা অবশ্যই অবশ্যই এটা চাক্ষুষ দেখবে-

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

৮। এরপর অবশ্যই অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ع ٨ ٢٨ ১ রুকূ ২৭

١٠٣-سُوْرَةُ الْعَصْرِ-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٣، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১০৩. সূরা আল-আস্‌র, মাক্কী
৩ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

وَالْعَصْرِ ۝١

১। কসম সময়ের-

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢

২। নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে-

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ ۝٣

৩। তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

ع ٣ ٢٨ ১ রুকূ ২৮

১০৪. সূরা আল-হুমাযাহ্, মাক্কী

৯ আয়াত, ১ রুকূ

١٠٤-سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٩، رُكُوْعَاتُهَا-١

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ ﴿١﴾

১। দুর্ভোগ প্রত্যেক পিছনে নিন্দাকারী ও সামনে দোষ বর্ণনাকারীর জন্য-

الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ ﴿٢﴾

২। যে ধন-সম্পদ জমা করেছে এবং তা গণনা করেছে*-

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۚ ﴿٣﴾

৩। সে ধারণা করে যে, তার ধন-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে,

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ ﴿٤﴾

৪। কক্ষনো না, তাকে অবশ্যই অবশ্যই নিক্ষেপ করা হবে 'হুতামায়',

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ ﴿٥﴾

৫। এবং কিসে তোমাকে জানাবে, হুতামা কী?

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ ﴿٦﴾

৬। এটি আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত আগুন-

الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ ﴿٧﴾

৭। যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ ﴿٨﴾

৮। নিশ্চয় তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে-

فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۠ ﴿٩﴾

৯। সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহে (শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায়)।

ع ২৭ ১ রুকূ ২৯

১০৫. সূরা আল-ফীল, মাক্কী

৫ আয়াত, ১ রুকূ

١٠٥-سُوْرَةُ الْفِيْلِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٥، رُكُوْعَاتُهَا-١

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۗ ﴿١﴾

১ তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কেমন (আচরণ) করেছিলেন*?

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۙ ﴿٢﴾

২। তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত করে দেননি?

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۙ ﴿٣﴾

৩। আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করলেন-

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ ﴿٤﴾

৪। যারা তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল-

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ۠ ﴿٥﴾

৫। অতঃপর তিনি তাদেরকে চর্বিত ঘাসের মত করে দিলেন।

ع ৫ ১ রুকূ ৩০

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০৬. সূরা আল-কুরাইশ, মাক্কী

৪ আয়াত, ১ রুকূ

١٠٦-سُوْرَةُ الْقُرَيْشِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٤، رُكُوْعَاتُهَا-١

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি রয়েছে*-

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١

২। আসক্তি রয়েছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম কালীন ভ্রমণে (ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে),

اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢

৩। অতএব তারা যেন এই (কা'বা) ঘরের মালিকের ইবাদত করে-

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣

৪। যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাবার দিয়েছেন এবং তাদেরকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

ع ১ রুকূ ৩১

১০৭. সূরা আল-মাউন, মাক্কী

৭ আয়াত, ১ রুকূ

١٠٧-سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٧، رُكُوْعَاتُهَا-١

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বিচার দিনকে অস্বীকার করে?

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١

২। সে তো সেই (লোক) যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়-

فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢

৩। এবং মিসকীনকে (অভাবগ্রস্তকে) খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣

৪। অতঃপর দুর্ভোগ সেই মুসল্লিদের (নামাযীদের) জন্য-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤

৫। যারা তাদের সালাতের (নামাযের) ব্যাপারে উদাসীন-

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥

৬। যারা লোক দেখানো কাজ করে-

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦

৭। এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট জিনিসপত্র দিতে বিরত থাকে।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

ع ১ রুকূ ৩২

১০৮. সূরা আল-কাওছার, মাক্কী

৩ আয়াত, ১ রুকূ

١٠٨-سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٣، رُكُوْعَاتُهَا-١

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। নিশ্চয় আমি তোমাকে দান করেছি 'কাওছার'*।

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١

২। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত (নামায) আদায় কর এবং কুরবানী কর*।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢

৩। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই লেজকাটা (নির্বংশ*)।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣

ع ১ রুকূ ৩৩

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১০৯. সূরা আল-কাফিরূন, মাক্কী

৬ আয়াত, ১ রুকূ

۱۰۹-سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٦، رُكُوْعَاتُهَا-١

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। বল, 'হে কাফিররা!

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١

২। আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর*-

لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢

৩। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি,

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٣

৪। এবং আমি তার ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা করেছ-

وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤

৫। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি।

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٥

৬। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন*।'

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

১ রুকূ ৩৪

১১০. সূরা আন-নাসর, মাদানী

৩ আয়াত, ১ রুকূ

۱۱۰-سُوْرَةُ النَّصْرِ-مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٣، رُكُوْعَاتُهَا-١

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। যখন আসল আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়*-

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١

২। এবং তুমি মানুষকে দেখলে তারা দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করছে*-

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢

৩। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষণা* কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

১ রুকূ ৩৫

১১১. সূরা আল-লাহাব, মাক্কী

৫ আয়াত, ১ রুকূ

۱۱۱-سُوْرَةُ اللَّهَبِ-مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا-٥، رُكُوْعَاتُهَا-١

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে (নিজেও*)।

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١

২। তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না*।

مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢

৩। শীঘ্রই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে-

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣

৪। এবং তার স্ত্রী- ইন্ধন বহনকারীনীরূপে*,

وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤

৫। তার গলায় পাকানো রশি (বেড়ি ও শিকল) থাকবে*।

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

১ রুকূ ৩৬

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

১১২. সূরা আল-ইখলাস, মাক্কী
৪ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١١٢-سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٤، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। বল, 'তিনি এক আল্লাহ্*,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١

২। আল্লাহ্‌ই সামাদ (স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, সকল সৃষ্টি যাঁর মুখাপেক্ষী),

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢

৩। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি*-

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣

৪। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই*।'

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

ع۴ ۳۷ ۱ রুকূ ৩৭

১১৩.সূরা আল-ফালাক, মাক্কী
৫ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١١٣-سُوْرَةُ الْفَلَقِ-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٥، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রভাতের প্রতিপালকের নিকট-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١

২। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে-

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢

৩। এবং অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়-

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣

৪। এবং গিঁটে ফুঁ দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে-

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤

৫। এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।'

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

ع۵ ۳۸ ۱ রুকূ ৩৮

১১৪. সূরা আন-নাস, মাক্কী
৬ আয়াত, ১ রুকূ

অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١١٤-سُوْرَةُ النَّاسِ-مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا-٦، رُكُوْعَاتُهَا-١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের (প্রতিপালকের) কাছে-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١

২। মানুষের মালিকের (বাদশাহের) কাছে-

مَلِكِ النَّاسِ ۝٢

৩। মানুষের ইলাহের (উপাস্যের) কাছে-

اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣

৪। কুমন্ত্রণাদানকারী খান্নাসের (শয়তানের) অনিষ্ট থেকে-

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝٤

৫। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের বক্ষসমূহে-

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥

৬। জ্বীন ও মানুষের মধ্য থেকে।'

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

ع۶ ۳۹ ۱ রুকূ ৩৯

* চিহ্নিত স্থানের টীকা সূরা নং : আয়াত নং অনুসারে তরজমার শেষে দেখুন

তৃতীয় অধ্যায়

৩

পবিত্র কুরআনের তরজমার টীকা (সংক্ষিপ্ত তাফসীর)

১:১। **জগৎসমূহের প্রতিপালক:** কুরআনের ভাষায় 'রাব্বুল আলামীন'। এখনে 'রব' ও 'আলামীন' দু'টি শব্দ রয়েছে। 'রব' অর্থ প্রতিপালক। 'আলামীন' শব্দটি 'আলাম' এর বহুবচন। আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে সবকিছুকে 'আলামীন' (জগৎসমূহ) বলা হয়। সূরা 'আশ্-শুআরা' এর ২৩-২৪ আয়াতে জগৎসমূহের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে- "ফিরআউন বলল, 'জগৎসমূহের প্রতিপালক আবার কী?' মূসা বলল, 'তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক।' অতএব, আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, যে মহান আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে বিদ্যমান সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, যিনি এ সবকিছুর আসল মালিক এবং যিনি এ সবকিছুর সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করছেন, যাবতীয় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

১:৪। **ইবাদত করার অর্থ:** ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'আমরা আপনার ইবাদাত করি' এর অর্থ আমরা আপনার একত্ববাদের ঘোষণা দিচ্ছি, আমরা একমাত্র আপনাকেই ভয় করি অন্য কাউকে নয় এবং আমরা একমাত্র আপনার কাছেই আকাঙ্খা প্রকাশ করি অন্য কারো কাছে নয়-(ইবনে কাছীর)।

১:৫। **সরল-সঠিক পথ:** কুরআনের ভাষায় 'সিরাতুল মুস্তাকীম' এর অর্থ সরল পথ, সোজা পথ ও সঠিক পথ (ভুল পথ নয়)। সিরাতুল মুস্তাকীমের এ অর্থ কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) একদিন আমাদের সম্মুখে একটি রেখা আঁকলেন এবং বললেন, 'এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ'। অতঃপর এ রেখাটির ডানে ও বামে আরো অনেকগুলো আঁকাবাঁকা রেখা আকলেন এবং বললেন, 'এখানে আরো অনেক পথ রয়েছে যার প্রত্যেকটিতে একটি শয়তান অবস্থান করে সেদিকে ডাকছে (অর্থাৎ এগুলো সবই শয়তানের পথ)।' অতঃপর রাসূল (সা.) কুরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, 'এটি আমার সোজা পথ (সিরাতে মুস্তাকীম), তোমরা এর অনুসরণ করো , যদি তোমরা বহুপথ অনুসরণ কর তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়বে?-(মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে নাসাঈ)। আল্লাহ্‌র কিতাবে বর্ণিত ও রাসূল এর অনুসৃত পথই হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ। আঁকাবাঁকা পথ হচ্ছে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা, শির্ক ও বিদায়াতের পথ। অধিকন্তু 'সিরাতুল মুস্তাকীম' এর ব্যখ্যা আল্লাহ্ নিজেই দিয়েছেন। পরবর্তী আয়াতে তিনি বলেছেন, 'তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন'। যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন তাদের বর্ণনা দিয়ে সূরা নিসার ৬৯ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করবে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশীল বান্দাগণের সঙ্গে থাকবে, তারাই উত্তম সঙ্গী। অর্থাৎ নবী-রাসূল, সত্যবাদী, আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গকারী শহীদ ও সৎকর্মশীল লোকেরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা। তাদের অনুসৃত পথই হচ্ছে 'সিরাতে মুসতাকীম'। আর আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই কেবল তাদের সঙ্গী ও তাদের পথের পথিক হওয়া যাবে।

১:৬। যাদের উপর আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন তারা হলেন নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ- যার উল্লেখ রয়েছে সূরা আন-নিসা (সূরা নং-৪)-এর ৬৯নং আয়াতে।

১:৭। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ করেছেন: তাদের পথ নয় যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

১:৭। অর্থাৎ যারা যুগে যুগে কুফর, পাপ, জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের কারণে আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং সরল সঠিকপথ অর্থাৎ ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের পথ নয়।

* সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলা সুন্নত। রাসূল (সা.) বলেছেন, ইমাম যখন পড়বে, وَلَا الضَّآلِّيْنَ তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। তোমাদের কারো 'আমীন' বলা যদি আকাশে ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে মিলে যায় তাহলে আল্লাহ্ তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেবেন-(বুখারী)। উল্লেখ্য 'আমীন' অর্থ 'কবুল করুন'। এটি কুরআনের কোন আয়াত নয়।

২:২। অর্থাৎ এটি সেই প্রতিশ্রুত আসমানী কিতাব যে কিতাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই এবং এর বিশুদ্ধতা ও অলৌকিকতার ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই (তাফসীরে কাবীর, ইমাম রাযী)। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন সূরা-২: আয়াত-২৩, সূরা-৪: আয়াত-৮২, সূরা-১০: আয়াত-৩৭, সূরা-১৭: আয়াত-৮৮, সূরা-৩২: আয়াত-২, সূরা-৪১: আয়াত-৪২।

২:২। **মুত্তাকী:** পবিত্র কুরআনে বর্ণিত একটি বিশেষ পরিভাষা। দুনিয়া ও আখেরাতে সফল সৎ-মানুষদের বুঝাতে এ শব্দটি পবিত্র কুরআনে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে মুত্তাকীদের গুণাবলী ও পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য একটি মাত্র প্রতিশব্দ দিয়ে মুত্তাকী'র পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন থেকে হেদায়ত গ্রহণকারী মুত্তাকী মানুষের কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরবর্তী ৩ - ৫ নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন। কোন মানুষের মধ্যে এ কয়টি মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস না থাকলে ও কিছু মৌলিক কাজ না করলে কুরআন থেকে সে উপকৃত হতে পারবে না ও কুরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারবে না। শাব্দিক বিশ্লেষণে মুত্তাকী শব্দটি وقي শব্দমূল হতে উদ্ভূত যার শাব্দিক অর্থ বেঁচে থাকা, সাবধানতা অবলম্বন করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন এমন সব কাজ থেকে বিরত থেকে যিনি সৎ পথে চলতে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক ও সচেষ্ট তিনি মুত্তাকী। আর এ ধরণের লোকেরা কুরআন থেকে হেদায়াত পাবে ও সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারবে।

২:৩। **অদৃশ্যে বিশ্বাস:** যে সব বিষয় মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল জানিয়েছেন যা কেউ চোখে দেখেনি এরূপ প্রতিটি বিষয়কে সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করার নাম ঈমান।

২:৩। **সালাত কায়েম:** সালাত কায়েম অর্থ ধীর-স্থির ও মনোযোগের (খুশূ-খুযুর) সাথে সময়মত সালাত আদায় করা, এবং সালাতের অন্তর্নিহিত শিক্ষা ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে ও সমাজে জীবনে বাস্তবায়নের জন্য ক্রমাগত আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো।

২:৩। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ থেকে দান-সদকাহ্ করে। এর দ্বারা যাকাতও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা এখানে নামাযের পরপরই উল্লেখ করা হয়েছে (কাশশাফ)।

২:১১। অর্থাৎ মুনাফিকরা সর্বদা স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল অবস্থা বিঘ্নিত করত ও অস্থিতিশীল করত। তাদেরকে এহেন কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূল ও মু'মিনদের পক্ষ থেকে বলা হলে তারা জবাবে বলত, আমরা তো লোকদের ঠিক করতে চাই। আমরা সমাজের ভাল চাচ্ছি।

২:১৪। **শয়তান:** অর্থাৎ মুনাফিকদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য, শয়তান শব্দটি শাতানুন (شطن) শব্দমূল থকে নির্গত। এর অর্থ সত্য ও সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া। শয়তান সত্য প্রত্যাখ্যান করায় তাকে শয়তান বলা হয়। একই কারণে মুনাফিকদের বুঝাতেও শয়তান শব্দের বহুবচন 'শায়াতীন' ব্যবহার করা হয়েছে।

২:১৭। মুনাফিকদের চরিত্র বুঝাবার জন্য উপমা দেয়া হয়েছে। মুনাফিকরা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার ফলে ঈমানের আলো তাদের সামনে ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠে কিন্তু তৎক্ষনাৎ তা আবার নিভে যায় এবং তারা কুফরীর গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এসব মুনাফিক লোকদের হেদায়ত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

২:২৫। রাসূল (সা.) বলেছেন জান্নাতে অবিবাহিত কেউ থাকবে না (মুসলিম)। এ প্রসঙ্গে শায়খ উছাইমীন (র.) বলেছেন, দুনিয়াতে কোন নারী অবিবাহিত থাকলে আল্লাহ্ তাকে চক্ষু শীতলকারী স্বামীর সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। জান্নাতের নিয়ামত শুধু পুরুষদের জন্য নয় বরং তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য। আর জান্নাতের অন্যতম একটি নিয়ামত হচ্ছে বিবাহ।

২:২৬। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মৌমাছি, মাছি, মাকড়শা ও পিঁপড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মুনাফিক ও কাফিররা বলাবলি করল যে, এ সকল সামান্য বস্তুর দৃষ্টান্ত বর্ণনা আল্লাহ্‌র মহান সত্ত্বার সাথে মানান সই নয়। তাদের এ ধরনের বক্তব্য খন্ডন করে আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

২:২৭। 'প্রতিশ্রুতি' বলতে রূহের জগতে আল্লাহ্ তায়ালা আদম সন্তানদের নিকট থেকে তাঁকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেয়ার যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে- যার উল্লেখ সূরা আল-আ'রাফ (সূরা নং-৭)-এর ১৭২নং আয়াতে রয়েছে।

২:২৭। যা সংযুক্ত রাখার নির্দেশ অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ। সূরা আর-রা'দ (সূরা নং-১৩)-এর আয়াত নং-২০, ২১-এও এরূপ উল্লেখ রয়েছে। এবং সূরা আন-নিসা (সূরা নং-৪)-এর ১নং আয়াতেও আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যাপারে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং সূরা মুহাম্মদ (সূরা নং ৪৭)-এর ২২নং আয়াতেও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদেরকে সমলোচনা করে ২৩নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা লা'নত করেছেন। উল্লেখ্য, রাসূল (সা.) প্রথমত যাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছিয়েছেন তারা ছিল কুরাইশ-অর্থাৎ আত্মীয়। তাই তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পর্কে, যা তারা শত্রুতা করার মাধ্যমে তাঁর সাথে ছিন্ন করেছে। আর রাসূল (সা.) এই দ্বীনের দাওয়াতের বিনিময়ে আত্মীয়তার সম্পর্কের সুবিধাটুকু পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন- যার উল্লেখ সূরা আশ-শূরা (সূরা নং-৪২)-এর ২৩নং আয়াতে রয়েছে।

২:৩৬। আদম ও হাওয়া (আ.) এর ভুলের কারণে মানুষকে পৃথিবীতে আসতে হয়েছে, অন্যথায় মানুষ জান্নাতে থাকতো এমন ধারণা পোষণ করা অমূলক, কেননা আল্লাহ্ তো মানুষ সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতাদেরকে জানিয়েছিলেন যে তিনি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাবার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তবে জান্নাতে তাদের সাময়িক বসবাসের মধ্য দিয়ে মানুষ তাদের স্থায়ী আবাস সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে আর যে ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা পৃথিবীতে আসেন তাতে মানব বংশের জন্য খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক শিক্ষা তারা পেলেন। আর সেটি হচ্ছে, শয়তানের কথা শোনায় মানুষ জান্নাত হারিয়েছে। অতএব জান্নাতে যাওয়ার পথ হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও শয়তানের সাথে শত্রুতা পোষণ।

২:৩৬। 'এবং আমি বলেছিলাম' এই আয়াতাংশের মধ্যে 'এবং' শব্দটি দ্বারা ঘটে যাওয়া ঘটনার পরের ঘটনা বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়, বরং পূর্ববর্তী ঘটনাকেই বর্ধিত ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন- ৩৮নং আয়াতে 'আমি বলেছিলাম' এর অর্থ এই নয় যে, পূর্বে ৩৬নং আয়াতে একবার বলেছি, আবার বললাম- বরং ৩৮নং আয়াতে ৩৬নং আয়াতে উল্লেখিত একই বিষয়ের বর্ধিত বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে 'আমি বলেছিলাম' এসেছে। উল্লেখ্য, ৩৬নং আয়াতে 'আমি বলেছিলাম তোমরা নেমে যাও' এবং ৩৮নং আয়াতে 'আমি বলেছিলাম তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও', এর মাঝখানে ৩৭নং আয়াতে তওবা কবুল করার বিষয়টি থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আদম (আ.)-এর তওবা বেহেশতেই গৃহিত হয়েছিল।

২:৪০। ইসরাঈল শব্দটি অনারবী শব্দ। এর অর্থ আল্লাহ্‌র বান্দা। হযরত ইয়াকুব (আ.) এর নাম ছিল ইসরাঈল। আর বনী ইসরাঈল অর্থাৎ 'ইসরাঈলের বংশধর' দ্বারা হযরত ইয়াকুব (আ.) এর বংশধরকেই বুঝানো হয়েছে।

২:৪৯। ফিরআউন: মিসরীয় নৃপতিদের উপাধি ছিল 'ফিরআউন'। মূসা (আ.) এর সমসাময়িক ফিরআউনের নাম ছিল রেমেসিস। সে মিসরের বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছিল। এ নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্ মূসা (আ.) কে ত্রাণকর্তা ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন।

২:৫১। চন্দ্র মাসের গণনা শুরু হয় রাত দিয়ে তাই ৪০ রাতের উল্লেখ করা হয়েছে যার অর্থ আসলে রাত ও দিন ২৪ঘন্টা অর্থাৎ ৪০দিন। তাওরাত প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্ তায়ালা এই ৪০ রাত নির্ধারণ করেছিলেন এবং মূসা (আ.)-এর সাথে বনী ইসরাঈল থেকে আরো ৭০ জন প্রতিনিধিরও আসার কথা ছিল। কিন্তু মূসা (আ.) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অতি আগ্রহের কারণে তাদেরকে পিছনে রেখেই একা চলে আসেন, যার উল্লেখ সূরা ত্বাহা (সূরা নং-২০)-এর ৮৩, ৮৪নং আয়াতে রয়েছে। ইতোমধ্যে সামেরী তাদেরকে ফেতনায় ফেলে বাছুর পূজায় লাগিয়ে দেয়, আর অন্যদিকে মূসা (আ.) ৩০দিন রোযা রেখে আরো ১০ দিনে ফলকে লিখিত আকারে কতক মৌলিক নির্দেশনা সম্বলিত তাওরাতের প্রথম সংস্করণ প্রাপ্ত হন। সামেরী কর্তৃক সৃষ্ট বাছুর পূজার ফেতনা শেষে প্রতিনিধি দল তূর পর্বতে এসে মূসা (আ.)-এর নিকট থাকা প্রথম সংস্করণকে মেনে নেয়ার আগে শর্ত জুড়ে দেয় যে, তারা স্বচক্ষে আল্লাহ্‌কে দেখার আগ পর্যন্ত মূসা (আ.)-কে মেনে নিবে না অর্থাৎ তাওরাতকে মেনে নিবে না, আর তখনই বজ্রধ্বনির আঘাতে তাদের মৃত্যু হয়, এরপর পূণরায় আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেন যার উল্লেখ সূরা বাকারা (সূরা নং-২)-এর ৫৫নং আয়াতে রয়েছে। এবং তূর পর্বতকে তাদের মাথার উপর তুলে ধরে ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে তাওরাতকে ধারণ করার প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়, যার উল্লেখ সূরা বাকারা (সূরা নং-২)-এর ৬৩নং আয়াতে রয়েছে।

২:৫১। বনী ইসরাঈলের মধ্যে সামেরী নামক এক ব্যক্তি ছিল। মূসা (আ.) তূর পর্বতে যাওয়ার পর সে বাছুরের মূর্তি নির্মাণ করে তার পূজা শুরু করে। তার প্ররোচনায় কিছু লোকও পূজা করতে থাকে।

২:৫৪। فَاقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ বাছুর পূজারীদের পাপের শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে এ বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা একে অপরকে হত্যা করবে। এ কঠিন নিয়মে আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করেন। এতে করে যারা নিহত হয়েছিল এবং যারা জীবিত ছিল সবারই তওবা আল্লাহ্‌পাক কবুল করেছিলেন।

২:৫৫। মূসা (আ.)-এর ৭০ জন সঙ্গী আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে অর্থাৎ চর্ম চোখে দেখার ব্যাপারে জিদ করলে শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্ বজ্রপাতের মাধ্যমে তাদের মৃত্যু ঘটান।

২:৫৬। অর্থাৎ কিছুক্ষণ মৃত অবস্থায় রাখার পর বজ্রাঘাতে মৃত বনী ইসরাঈলের ৭০ জন লোককে আল্লাহ্ তায়ালা পুনর্জীবিত করেন।

২:৫৯। বনী ইসরাঈলের কিছু কিছু লোকের মধ্যে শব্দকে পরিবর্তন করার অভ্যাস যে পূর্ব থেকেই ছিল তা এই আয়াতে প্রতিয়মান। একই অভ্যাসের কারণে তারা রাসূল (সা.)-এর উপস্থিতিতে 'আতা'না' (মান্য করলাম) এর পরিবর্তে 'আসাইনা' (অমান্য করলাম) বলেছিল, যার উল্লেখ সূরা আন-নিসা (সূরা নং-৪)-এর ৪৬নং আয়াতে রয়েছে। অবশ্য এ আয়াতে (সূরা নং-২ এর ৫৯নং আয়াতে) তারা কি কথা দ্বারা পরিবর্তন করল তার উল্লেখ নেই। তবে বেশিরভাগ মুফাস্সের যা বলেছেন তা হচ্ছে যে, তারা 'হিত্তাতুন' (ক্ষমা চাই) এর পরিবর্তে 'হিন্‌তাতুন' (গম চাই) বলেছিল, অর্থাৎ ব্যঙ্গ করেছিল- ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের প্রতি আকাশ থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলেন, কিন্তু কি শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলেন তার উল্লেখ কুরআনে নেই। তবে বেশিরভাগ মুফাস্সের যা বলেছেন তা হচ্ছে প্লেগ বা প্লেগ জাতীয় মহামারি।

২:৬২। কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা খৃষ্টানদেরকে নাসারা বলে উল্লেখ করেছেন। মূল শব্দ আনসার (সাহায্যকারী) থেকে নাসারা শব্দের উৎপত্তি। যখন হাওয়ারীদেরকে উদ্দেশ্য করে ঈসা (আ.) বলেছিলেন, 'আল্লাহ্র দিকে কারা আমার সাহায্যকারী', সূরা আলে-ইমরান (সূরা নং-৩) আয়াত নং-৫২, তখন হাওয়ারীরা বলেছিল 'আমরাই আল্লাহ্র সাহায্যকারী...'। আর তখন থেকেই তাদের নাম নাসারা। দেখুন আস্-সাবুনী, মুখতাসারু তাফসীরে ইবনে কাছির। পরবর্তিতে খৃষ্টান নামটি তারা নিজেরা ধারণ করেছে, আর তা এসেছে আরবী মাসীহী থেকে, যার অর্থ ঈসা মাসীহ্-এর অনুসারী অর্থাৎ যীশু খৃষ্টের অনুসারী অর্থাৎ খৃষ্টান।

২:৬২। সাবেয়ী: সাবেয়ী শব্দের প্রধানত দু'টি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। (ক) যারা ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম পরিবর্তন করে ফেরেশতাদের ইবাদত করত তারাই সাবেয়ী-(সফওয়াতুত তাফাসীর)। (খ) যারা ইহুদী ছিল না আবার খ্রীষ্টানও ছিল না বরং তারা এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস করত এবং সালাত (নামায) ও সাওম (রোযা) পালন করত। এ কারণে মক্কার কাফির মুশরিকরা অনেক সময় মুহাম্মদ (সা.) ও সাহাবীদের কে সাবেয়ী বলত-(ইবনে কাছির)।

২:৬২। এখানে আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনার অর্থ এই নয় যে কেবল আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনাই যথেষ্ট। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ দু'টোর মাঝে ঈমানের অন্যান্য বিষয়গুলোও অবশ্যই অবশ্যই লুকায়িত আছে। যেমন সূরা মা'আরিজ (সূরা নং-৭০)-এর ৪০নং আয়াতে উদায়চল এবং অস্তাচলসমূহের প্রতিপালক দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর প্রতিপালকে বুঝানোই উদ্দেশ্য। তাই এ দু'টো মৌলিক বিষয়কে সামনে রেখে তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনাও এ আয়াতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার প্রমাণ সূরা আন-নিসা (সূরা নং-৪)-এর ১৩৬নং আয়াতে রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যারা এগুলোকে অর্থাৎ আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলদেরকে এবং আখিরাতের দিনে অবিশ্বাস করে সে অবশ্যই সুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে। দেখুন মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্দহ্লভী, মা'আরেফুল কুরআন, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৪।

২:৬৩। সিনাই এলাকায় অবস্থিত তূর পর্বত যেখানে মুসা (আ.) আল্লাহ্র সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

২:৬৩। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় মুসা (আ.)-এর কাছে ধর্মীয় বিধান চেয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে তাওরাতের বিধান দেয়া হলে তারা তা মানতে অস্বীকার করে। তখন তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরে তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখানো হলে তারা তা মেনে নেয়-(৭:১৭১)।

২:৬৫। ইহুদীদের জন্য সপ্তাহের একটি দিন শনিবার আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এ দিনে দুনিয়ার কাজকর্ম ছিল নিষিদ্ধ। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী ঈলা: (ELATH) নামক স্থানে (বর্তমানে আকাবা) বসবাসকারী ইহুদীরা এ আদেশ এড়ানোর জন্য কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। শনিবার লোহিত সাগরের উপকূলে প্রচুর মাছ আসত। ইহুদীরা তাদের লোভ সংবরণ করতে না পেরে শনিবারে উক্ত মাছগুলোকে শিকার না করে আটকে রাখত। পরের দিন সেগুলোকে শিকার করত। তাদের এ কুটকৌশলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছিলেন।

২:৬৭। বনী ঈসরাইল সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছিল কিন্তু তার খুনীকে চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না। তখন আল্লাহ্র নির্দেশে মূসা (আ.) তাদেরকে একটি গরু জবাই করে তার একখন্ড গোশত দিয়ে নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করতে বললেন। তারা আদেশ মত কাজ করলে নিহত ব্যক্তিটি জীবিত হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে পুণরায় মারা যায়।

২:৭১। অর্থাৎ তারা মনের দিক থেকে এটি করতে প্রস্তুত ছিল না কিন্তু বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে করতে হয়েছে।

২:৭৬। এই আয়াতে মুনাফিক ইহুদীদের কিছু লোকের কথা বলা হয়েছে যারা মদীনায় মু'মিনদের সাথে মিশত এবং বলত আমরা ঈমান এনেছি। এর মাধ্যমে তারা রাসূল (সা.) এবং মু'মিনদের খবরাখবর সংগ্রহ করত। মু'মিনদের কেউ কেউ তাদেরকে মুসলিম জেনেই তাওরাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর উল্লেখ থাকার বিষয় জানতে চাইতো এবং তখন তারা বলত যে, হ্যাঁ, তাওরাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য ও আগমণের উল্লেখ রয়েছে। আবার যখন সে মুনাফিক ইহুদীরা অন্য নেতৃস্থানীয় ইহুদীদের সাথে মিলিত হত তখন নেতৃস্থানীয় ইহুদীরা তাদেরকে বলত, তোমরা কি মু'মিনদেরকে তাওরাতে উল্লেখিত শেষ নবী ও রাসূলের বৈশিষ্টাবলী যা তোমরা জেনেছ তা বলে দিচ্ছ? তবে তো তারা আখিরাতে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে এই কথা দিয়েই তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণ দিবে যে তোমরা জেনে-বুঝেই সত্যেকে অস্বীকার করেছ। দেখুন, আল-ওয়াহিদী, তাফসীর আল-ওয়াজীয।

২:৮৫। রাসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁকে মদীনায় হিজরতের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যারা, তারা আনসার (সাহায্যকারী) হিসেবে পরিচিত। তাঁরা সবাই আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোক। রাসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। মদীনার ইহুদী গোত্ররা যথা বনু নযীর, বনু কুরাইজা, বনু কাইনুকা- তাদের কেউ কেউ আওস গোত্রের পক্ষ নিত, কেউ কেউ খাযরাজ গোত্রের পক্ষ নিত এবং এভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। এভাবে পক্ষ নিতে গিয়ে প্রকারন্তরে ইহুদীরা নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধে লিপ্ত হত। অথচ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, তারা নিজেদের মধ্যে রক্তপ্রবাহ, আবাসমূহ থেকে বের করে দেয়া অর্থাৎ যুদ্ধ করবে না (সূরা নং-২ আয়াত নং-৮৪)। কিন্তু ইহুদীরা যুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ (এর খরচ) দেয়াকে ছওয়াবের কাজ মনে করত যদিও সেই যুদ্ধবন্দী বিপরীত পক্ষেরও হত। অথচ একে অন্যকে সহযোগিতা করে (আওস অথবা খাযরাজ গোত্রকে সহযোগিতা করে) তাদেরকে (অন্য পক্ষের ইহুদীদেরকে) বের করে দেয়াই (যুদ্ধ করাই) হারাম ছিল। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, তোমরা ইহুদীরা কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনছ, কিছু অংশের উপর অবিশ্বাস করছ।

২:৯০। ইহুদীরা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে অনুসরণ করতে শুধু এ কারণে অস্বীকার করেছিল যে তিনি তাদের বংশোদ্ভূত ছিলেন না।

২:৯০। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নবী বানাবেন ও তার প্রতি ওহী নাযিল করবেন। কিন্তু ইহুদীরা মনে করত তাদের বংশেই শুধু নবী আসবে। অন্য কাউকে নবী করা যাবে না। তাদের এহেন চিন্তা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর বাড়াবাড়ি ছিল। উল্লেখ্য শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) ইসমাঈল (আ.)-এর বংশের হওয়ায় ইহুদীরা এটা মেনে নিতে পারেনি। এটা তাদের বাড়াবাড়ি ছিল। কারণ আল্লাহ্ তার অনুগ্রহ (নবুয়্যত) ইহুদীদের ইচ্ছামত দেননি।

২:৯০। 'উপর্যুপরি' অর্থাৎ পূর্বেও তারা (ইহুদীরা) আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে আল্লাহ্র ক্রোধ ডেকে এনেছিল (সূরা-বাকারা, নং-২, আয়াত-৬১), এখনও তারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেণ তা অবিশ্বাস করে আল্লাহ্র ক্রোধ ডেকে আনছে।

২:৯৩। 'অমান্য করলাম' এর পরিবর্তে তো 'মান্য করলাম' হওয়ার কথা। তাই মুফাস্সিরগণের কারো কারো অভিমত এই যে, তারা এমন কর্ম করেছিল যা অমান্য করার শামিল- (দেখুন করতুবী)।

২:১০২। হযরত সুলাইমান (আ.) নবী ও রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তার শাসনামলে শয়তান ও শয়তানের অনুসারীরা জাদু চর্চা করত। কিন্তু তিনি নিজে এই ধরনের কুফরী কর্মের সাথে জড়িত ছিলেন না। উল্লেখ্য, বাইবেলের বক্তব্য অনুসারে সুলাইমান (আ.) জাদু বিদ্যার মাধ্যমে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু কুরআন এ বক্তব্যকে সমর্থন করে না।

২:১০২। সুলাইমান (আ.) এর যুগে শয়তান মানুষকে যে জাদু বিদ্যা শিখিয়েছিল ইহুদিরা সে জাদু বিদ্যার চর্চা করত।

২:১০২। ব্যাবিলন একটি প্রাচীন শহর। এটি বর্তমান কূফার অন্তর্গত ফোরাত নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল। 'হারুত' ও 'মারুত' নামক দু' ফেরেশতাকে এ শহরে পাঠানো হয়েছিল।

২:১০২। **শত্রুতা বশত:** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর যে কোন তৎপরতা, প্ররোচনা নিকৃষ্টতম শয়তানী কাজ। যাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, ইবলিস পানির উপর তার মঞ্চ স্থাপন করে তার বিভিন্ন দলকে অভিযানে প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে যে মানুষকে বেশি ফিতনায় ফেলতে পারে সে ইবলিসের সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হয়। একজন এসে ইবলিসকে জানায়, আমি অমুক অমুক কাজ করে এসেছি। ইবলিস মন্তব্য করে,'তুমি উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারনি।' তারপর আরেকজন এসে বলে, 'আমি তার পিছু ছাড়িনি যতক্ষণ না তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পেরেছি, তখন ইবলিস তাকে কাছে টেনে নেয় এবং বলে 'হ্যাঁ, তুমিই ঠিক কাজটি করেছ।' -(সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সিফাতিল কিয়ামাতি ওয়াল জান্নাতি ওয়ান্নার)।

২:১০৪। 'রাইনা' (راعنـا) শব্দের ইতিবাচক অর্থ হচ্ছে থামুন, আমাদের প্রতি মনোযোগ দিন- এরূপ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাহাবীগণ যখন মহানবী (সা.) এর কথা শুনতেন তখন মাঝে মাঝে এ শব্দটি বলে তারা রাসূল (সা.) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন যাতে তারা তাঁর কথা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সমান্য একটু বিকৃতভাবে উচ্চারণ করলে হিব্রু ভাষায় শব্দটি "শোন, তুই বধির হয়ে যা"- অর্থ প্রকাশ করে। মদীনার ইহুদীরা এরূপ বিকৃত করে শব্দটি বলত এবং এর মাধ্যমে রাসূল (সা.) কে গালি দিত। আবার আরবি ভাষায় رعونة শব্দমূল থেকে শব্দটি ব্যবহার করা হলে তার অর্থও হয় বোকা, আহম্মক ইত্যাদি। তাই রাসূলকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে راعنا শব্দটির পরিবর্তে انظرنا। (আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন) ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ্ এ আয়াতে মু'মিনদেরকে নির্দেশ দান করেছেন-(তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ)।

২:১০৫। আহলে কিতাব বলতে আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ আসমানী কিতাব তাওরাত প্রাপ্ত ইহুদী সম্প্রদায় ও ইন্‌জীল প্রাপ্ত নাসারা সম্প্রদায়কে বুঝায়।

২:১০৬। (نسخ) এর অর্থ রহিত করা। পরবর্তী বিধান দ্বারা রহিত করাকে 'নসখ' বলা হয়। এখানে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করার মাধ্যমে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ তথা তাওরাত ও ইন্‌জীল রহিত করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহ্‌র এরূপ রহিতকরণ নীতির কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, এর নতুন বিধান পূর্ববর্তী বিধানের মতই মানুষের জন্য কল্যাণকর অথবা নতুন বিধানটি সময়ের প্রেক্ষাপটে মানুষের জন্য অধিক কল্যাণকর বিবেচনা করেই আল্লাহ্ তা করেন।

২:১১৫। কেউ কেউ এর তরজমা করেছেন: যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক।

২:১১৮। কুরাইশ কাফিরদের মূর্খতা এরূপ ছিল যে, তারা বলত কেন আল্লাহ্ সরাসরি কিংবা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে একথা বলে দেন না যে আপনিই আল্লাহ্‌র রাসূল-(সফওয়াতুত তাফাসীর)।

২:১১৯। অর্থাৎ তারা কেন সঠিকপথে আসল না সেজন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

২:১২১। এখানে يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ(যারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে) বাক্যাংশটি আরবী ব্যকরণ অনুযায়ী حال-হয়েছে। অর্থাৎ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তাদের মধ্যে যাদের অবস্থা এই যে, তারা এর (তাদের কিতাবের) কোন কিছু গোপন বা বিকৃত না করে যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে তারাই কুরআনে বিশ্বাস করে ও মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনে। আর যারা এতে অবিশ্বাস করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত (আত-তাহ্‌রীর ওয়াত তানভীর, ইবনে আশুর)।

২.১২২। নবী প্রেরণ ও আসমানী কিতাব দানের বিচারে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছিল। বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ে আল্লাহ্ যত নবী রাসূল প্রেরণ করেন ও আসমানি কিতাব নাযিল করেন অন্য কোন সম্প্রদায়ে এত নবী-রাসূল ও আসমানি কিতাব নাযিল করেননি। নিঃসন্দেহে এটি তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ অনুগ্রহ। সূরা আল-মায়েদার ২০ নং আয়াতে তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূরা বাকারার ৮৭-৮৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: তারা এ নিয়ামতের কদর করতে পারেনি বলে তাদের উপর লা'নত। অতএব এ আয়াতে বর্ণিত তাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব লা'নতের পূর্বের সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

২:১২৪। হযরত ইবরাহীম (আ.) কে আল্লাহ্ তায়ালা কয়েকটি বড় বড় পরীক্ষায় ফেলেন। এর মধ্যে নমরুদ কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষেপ এবং নিজ সন্তান ইসমাঈলকে কুরবাণীর নির্দেশ দানের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্ তাঁকে মানব জাতির নেতা, মুসলিম জাতির পিতা এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌র বন্ধু (خليل) ঘোষণা করেন।

২:১২৫। তাওয়াফ শব্দের অর্থ প্রদক্ষিণ করা। পরিভাষায় হজ্জের সময় বায়তুল্লাহ্ বা কা'বা ঘর নির্দিষ্ট নিয়মে প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়।

২:১২৫। 'ই'তিকাফ' অর্থ বিচ্ছিন্নতা নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পার্থিব বিষয়াদির সংশ্লিষ্টতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একান্তই আল্লাহ্‌র ইবাদাতে নিমগ্ন থাকার লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় যাবত অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে। পুরুষের ই'তিকাফের স্থান মসজিদ এবং নারীর ই'তিকাফের স্থান আপন ঘর। বিশেষ করে রমজানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করা 'সুন্নাতে কিফায়াহ্'।

২:১২৫। রুকু ও সিজদা সালাতের বিশেষ দু'টি রুকন বা মৌলিক কাজ। এর দ্বারা মূলত সালাত (নামায) বুঝানো হয়েছে।

২:১২৭। ভিত্তি (قَاعِدَةٌ)উত্তোলন করার মানে হল যমীনের ভিতর থেকে উপরে উঠানো যাতে এটি দেয়ালের রূপ নেয়। দেয়াল যখন ভিত্তির সাথে লেগে থাকে তখন ভিত্তিটাই আসলে উঁচু হয়। উল্লেখ্য, প্রাচীনকালে ভবনের ভিত্তি ও দেয়াল একটি আরেকটির অংশ ছিল (আত-তাহ্‌রীর ওয়াত তানভীর, ইবনে আশুর)।

২:১৩২। অর্থাৎ তোমরা ইসলামের উপর কায়েম থেকে মৃত্যুবরণ করবে। তোমরা মৃত্যু পর্যন্ত মুসলিম পরিচয় ধারণ করবে। উল্লেখ্য, আদি পিতা ইবরাহীম (আ.) সবইকে মুসলিম নাম দিয়ে গেছেন। বনী ইসরাঈলসহ ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধররা যারা তাদের নিজেদেরকে অন্য নামে পরিচয় দিচ্ছে তারা ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

২:১৩৬। মুহাম্মদ (সা.), মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) সহ সকল নবী রাসূলকে শ্রদ্ধা করা মুসলমানদের ঈমানের অংশ। এ জন্য বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুসারী কোন মুসলমান কখনো খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পরম শ্রদ্ধেয় নবী ঈসা (আ.) ও ইহুদী সম্প্রদায়ের পরম শ্রদ্ধেয় নবী মুসা (আ.) সম্পর্কে কোন কটূক্তি করে না। এটা ইসলামের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

২:১৩৮। ইবনে আব্বাস-এর মতে আল্লাহ্‌র রং বলতে ইসলাম বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র রং বলতে রূপক অর্থে আল্লাহ্‌র মানোনীত দ্বীন- ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ইসলামের অনুসারীদের জীবনে ইসলামের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যেমন কাপড়ে রং দেখা যায়-(কুরতুবী)

২:১৪২। যে দিকে মুখ করে সালাত (নামায) পড়া হয় তাকে কিবলা বলে। হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরতের পর ১৬/১৭ মাস যাবত বাইতুল মাকদাস এর দিকে মুখ করে সালাত (নামায) আদায় করতেন। কিন্তু রাসূল (সা.) কাবার দিকে মুখ করে সালাত (নামায) পড়াকে পছন্দ করতেন। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২:১৪২। পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম (East-West) এর মালিক আল্লাহ্। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্। পূর্বে তোমরা যে কেবলা অভিমুখী হয়ে সালাত পড়তে সেটির মালিকও আল্লাহ্ এবং এখন যেদিকে (কা'বার দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে) ফিরতে বলা হয়েছে সেটিও আল্লাহ্‌র (সূরা-২: আয়াত-১১৫)।

২:১৪৩। **মধ্যপন্থী উম্মত:** নীতি, কর্ম, আদর্শ ও দর্শনে একপেশে নয় ও চরম পন্থা নয় বরং ভারসাম্যপূর্ণ জাতি। সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত ২৯, আল-ফুরকান আয়াত ৬৭, আল-আরাফ আয়াত ৩১, ৫৫, ও ২০৫ এ মধ্যপন্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে।

২:১৪৩। তুমি যে কিবলার উপর আগে ছিলে (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস) তাকে আমি কিবলা বানিয়েছিলাম একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। আমার এরূপ উদ্দেশ্য না থাকলে বায়তুল মুকাদ্দাসকে প্রথমে কিবলা নির্ধারণ করতাম না বরং প্রথম থেকেই কাবাকে কিবলা করতাম অথবা বায়তুল মুকাদ্দাসকেই কিবলা রেখে দিতাম, এর কোন পরিবর্তন করতাম না। আর সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে ঈমানদারদেকে পরীক্ষা করা তারা কি সত্যিই রাসূলের উপর ঈমান এনে তাকে অনুসরণ করছে নাকি তাদের নিজেদের বাপ-দাদার পছন্দের কিবলার অনুসরণ করার কারণে রাসূলের অনুসরণ করছে। প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা থাকা অবস্থায় মক্কার মুমিনদের পরীক্ষা করা হয়েছে যে, তারা তাদের নিজের এলাকার ও বাপ-দাদার গৌরব কাবা ঘরের দিকে মুখ না করে জেরুজালেমে অবস্থিত আহলে কিতাবের কিবলার দিকে ফিরে নামাজ পড়তে প্রস্তুত কিনা? এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তারাই ঈমান এনেছে। আবার মদীনায় যাওয়ার পর যখন বায়তুল মুকাদ্দাস ত্যাগ করে কাবার দিকে মুখ ফিরাতে বলা হয়েছে তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি দুর্বল আহলে কিতাবের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে যে, তারা কি সত্যি রাসূলে উপর ঈমান এনেছে নাকি তাদের পছন্দের কিবলার দিকে ফিরে নামাজ পড়ার কারণে তারা ঈমান এনেছে? সে সাথে মুমিনদের আলাদা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, তারা সত্যি রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে নাকি একে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে। এবার কিবলা পরিবর্তনের হুকুমের ফলে রাসূলের প্রকৃত অনুসারীদের থেকে মুনাফিকদের স্পষ্ট করা হয়েছে। যারা সত্যিকারের মুমিন তারা কোন প্রশ্ন উত্তাপন না করে কিবলা পরিবর্তন মেনে নিবে আর যারা প্রকৃত মুমিন নয় তারা তাদের গুমরাহীতে ফিরে যাবে। বায়তুল মুকাদ্দাসকে প্রথমে কিবলা না করলে এরূপ পরীক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হত না।

২:১৪৪। মসজিদে হারাম (সম্মানিত মসজিদ) মক্কার সেই মসজিদ যা কা'বাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

২:১৪৪। أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ অর্থাৎ আহলে কিতাব তাদের কিতাবে এটা পেয়েছে যে, শেষ নবী কিবলা পরিবর্তন করবেন। অথবা তারা তাদের নবীদের কাছ থেকে জেনেছে যে, কিবলা পরিবর্তন হবে (ফাতহুল কাদীর, আল্লামা শাওকানি)।

২:১৪৫। অর্থাৎ নবী (সা.) যদি কিবলা পরিবর্তন যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়েছে- এ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রমাণাদি ইহুদি ও নাসারাদের নিকট উপস্থাপন করে তবু তারা নবীর অনুসরণ করবেনা এবং তার পিছনে সালাত (নামায) পড়বেনা।

২:১৪৬। এখানে يَعْرِفُونَهُ এর هُ সর্বনামটি পূর্ববর্তী ১৪৪নং আয়াতের أَنَّهُ الْحَقُّ এর দিকে ফিরেছে। আল্লামা শাওকানি বলেছেন, কারো মতে هُ দ্বারা মুহাম্মদ (সা.) -কে বুঝানো হয়েছে । কারো মতে এর দ্বারা কাবার দিকে কিবলার পরিবর্তনকে বুঝানো হয়েছে, কারণ তারা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে এটা জেনেছিল যে, পরে যে নবী আসবেন তিনি কিবলা পরিবর্তন করবেন। আল্লামা যামাখশারী প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তবে আমি (শাওকানী) মনে করি দ্বিতীয় মতটি সঠিক। কারণ এখানে আয়াতসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গ থেকে এটাই বুঝা যায় (ফাতহুল কাদীর, আল্লামা শাওকানী)।

২:১৪৯। অর্থাৎ স্থায়ী আবাসেই থাক অথবা সফরে থাক- যেখানেই থাক, সালাতে তোমার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও।

২:১৫৮। 'সাফা' ও 'মারওয়া' হারাম শরীফের নিকটবর্তী দু'টো পাহাড়ের নাম। পিপাসার্ত শিশু ইসমাঈলের জন্য পানির সন্ধানে মা হাজেরা এ দু'পাহাড়ে ছুটোছুটি করেছিলেন। আল্লাহ্‌র পরীক্ষার এ মহান ঘটনাকে স্মরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে উপস্থাপনের জন্য হজ্জের সময় হাজীদের জন্য এ দু'পাহাড়ে সাঈ (দৌড়ানো) করার বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২:১৭৩। প্রবাহিত রক্ত, জবাই করার পর ধমনী ও শিরা হতে প্রবাহিত রক্ত, হারাম (৬:১৪৫), জমাট রক্তও তদ্রুপ।

২:১৭৩। অনন্যোপায় হয়ে কেবল প্রাণ রক্ষার জন্য বর্ণিত হারাম বস্তু প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু ভক্ষণ করলে গুনাহ্ হবে না।

২:১৭৭। দাস মুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করা পুণ্যের কাজ। আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন, অভাবগ্রস্থ ও সাহায্যপ্রার্থী অসহায় মানুষকে দান করা যেমন পুণ্যের কাজ তেমনি দাসমুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের কাজ। কুরআনের ঘোষণা ও মহানবী (সা.)-এর বহু হাদীস দ্বারা দাসমুক্তি একটি নেক কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে লোকেরা তাদের অধীনস্ত দাস-দাসীদের মুক্তি দিতে থাকে এবং অর্থ ব্যয় করে অন্যের অধীনস্ত দাস-দাসীকে ক্রয় করে মুক্ত করার কাজে এগিয়ে আসে। ফলে দাস প্রথা বিলুপ্তির নতুন পথ উম্মুক্ত হয়।

২:১৭৭। **মুনাফিকের লক্ষণ:** আবু হুরাইয়া (রা.) বলেন নবী (সা.) বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি: সে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, আমানতের খেয়ানত করে- (সহীহ বুখারী)।

২:১৭৭। তারা দ্বীনের ব্যাপারে সত্যবাদী ছিল অথবা তারা যা বলেছে তাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করেছে। অথবা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছে।

২:১৭৮। কোন ব্যক্তিকে হত্যা বা আহত করার দায়ে হত্যাকারী বা আহতকারীকে আইনসম্মত পন্থায়, যথাক্রমে হত্যা ও আহত করার ইসলামী বিধানকে কিসাস বলে। ইসলামী ফিকহের গ্রন্থাবলীতে কিসাসের বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কিসাসের বিধান প্রয়োগ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কতৃপক্ষের এবং তা আদালতের রায়ের মাধ্যমে ।

২:১৭৮। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন: স্বাধীন ব্যক্তি (খুনী) হলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাস (খুনী) হলে ক্রীতদাস আর নারী (খুনী) হলে নারী। (তাফসীরুল মানার, সায়্যেদ রশীদ রেদা)

২:১৭৮। ইসলামে কিসাসের বিধান ভারসাম্যপূর্ণ। খুনীকে মাফ করে দেয়ার যেমন বাধ্যতামূলক করা হয়নি তেমনি অপরাধের চেয়ে বেশি মাত্রায় বদলা নেয়ার অবকাশ রাখেনি। শরীয়ত খুনের মত গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে 'কিসাস' (মৃত্যুদন্ড) এর বিধান রেখেছে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের সম্মতিক্রমে। তবে খুনীকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দিয়ে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়াত গ্রহনকে উৎসাহিত করেছে। আলী (রা.) এর খুনী আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম যখন মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে, তখন আলী (রা.) মারাত্মক আহত অবস্থায় তার খুনী সম্পর্কে বলেছিলেন, যদি আমি বেঁচে যাই তাহলে তার থেকে কিসাস নিব নাকি তাকে মাফ করে দিব সেটা আমার ব্যাপার, আর যদি আমি মারা যাই তাহলে সে যেভাবে আঘাত করেছে সেভাবে তাকে আঘাত করে হত্যা করবে। তবে যদি তোমরা মাফ করে দাও সেটা তাকওয়ার নিকটবর্তী-(বায়হাকী)।

২:১৭৮। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত্যাকারীকে ক্ষমা করলে হত্যাকারীর নিকট বিধিমত দিয়াত অর্থাৎ অর্থদণ্ডের দাবি করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে যথাযথভাবে উক্ত দাবি পূর্ণ করতে হবে।

২:১৭৮। বনী ইসরাঈলের (ইহুদী) জন্য কিসাসের বিধান ছিল কিন্তু দিয়াত (রক্তপণ) এর বিধান ছিলনা। আবার নাসারাদের জন্য হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত (রক্তপণ) এর বিধান ছিল কিন্তু কিসাসের বিধান ছিলনা। আল্লাহ্ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কিসাস, দিয়াত (রক্তপণ) এবং ক্ষমা এ তিনটি বিধানই দিয়েছেন এবং এগুলোর মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছেন।

২:১৭৮। আবু শুরাইহ আল কুযাঈ থেকে বর্ণিতঃ রাসূল (সা.) বলেছেন, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে বা অঙ্গহানি করা হলে তার (উত্তরাধিকারীদের) তিনটি পন্থার যে কোন একটি বেছে নেয়ায় ইখতিয়ার থাকবে। সে যদি চতুর্থ পন্থা বেছে নেয় তাহলে তোমরা তার হাত ধরে ফেলবে। খুনী থেকে কিসাস গ্রহন করা অর্থাৎ আইনানুগভাবে খুনীকে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে মত দেয়া অথবা তাকে ক্ষমা করে দেয়া কিংবা তার থেকে দিয়াত (রক্তপণের অর্থ) গ্রহন। কেউ এর যে কোনটি বেছে নেয়ার পরে যদি খুনীকে হত্যা করে (চতুর্থ পন্থা) তাহলে তার ঠিকানা জাহান্নাম যেখানে সে চিরকাল থাকবে। (সুনান গ্রন্থসমূহ)।

২:১৮০। মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশ দানকে 'ওসিয়াত' বলা হয়। তবে ওয়ারিশদের ওয়াসিয়াত করার বিধান নেই। রাসূল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ প্রত্যেক হকদারের হক প্রদান করেছেন। তাই ওয়ারিশদের জন্য কোন অসিয়ত নেই। অসিয়ত এক তৃতীয়াংশ সম্পদে কার্যকর হবে। সাদ (রা.) রাসূলকে (সা.) বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূল, আমার অনেক সম্পদ আছে, একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আমার আর কোন ওয়ারিশ নেই, আমি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে যাব? রাসূল (সা.) বললেন 'না'। তখন সাদ বললেন, তাহলে অর্ধেক সম্পত্তি? রাসূল (সা.) বলেন, না। তখন সাদ বললেন, তাহলে এক তৃতীয়াংশ? রাসূল (সা.) বললেন , 'হ্যাঁ' এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করতে পার কারণ এক তৃতীয়াংশ সম্পদ পর্যাপ্ত। তুমি তোমার সন্তান-সন্ততিকে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাবে আর তারা মানুষের কাছে হাত পাতবে তার চেয়ে উত্তম তুমি তাদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাবে-(বুখারী ও মুসলিম)। উল্লেখ্য, ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের বিস্তারিত বিধান সংবলিত আয়াত (সূরা আন নিসা- ১১-১২...) নাযিল হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য ওসীয়ত করে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। বিস্তারিত বিধান নাযিল হওয়ার পর ওয়ারিশদের জন্যে ওসিয়াত করার বিধান রহিত করা হয় এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্ধারিত অংশ দেয়ার বিধান প্রবর্তন করা হয়। তবে ওয়ারিশ ব্যতীত অন্যদের জন্য সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পদের ওসীয়ত করার অনুমতি দেয়া হয়। ক্ষেত্র বিশেষে ওসীয়ত করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন- পিতার পূর্বে পুত্র মারা গেলে এবং মৃত পুত্রের কোন সন্তান থাকলে তাদের জন্য ওসীয়ত করা।

২:১৮০। মৃত ব্যক্তির অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর উত্তরাধিকারদের মধ্যে সম্পদ বন্টিত হবে। অসিয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৃত ব্যক্তির উত্তারাধিকারদের দাবীর উপর ওসিয়তের দাবী অগ্রাধিকার পাবে। বিশেষ করে পিতার পূর্বে পুত্র বা কন্যা মারা গেলে এবং তার ঘরে সন্তানাদি থাকলে সেক্ষেত্রে ইয়াতিম নাতি-নাতনিদের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া দাদার জন্য ওয়াজিব। এ বিশেষ ক্ষেত্রে অসিয়ত না করার কারণে ইয়াতিম নাতি-নাতনিরা সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলে সেজন্য দাদা দায়ী থাকবেন।

২:১৮৩। দ্বিতীয় হিজরী সনের শাবান মাসে রমযানের রোযা ফরয করা হয়। সে অনুযায়ী মহানবী (সা.) তার জীবদ্দশায় নয় বছরে নয় মাস রোযা পালন করে যান।

২:১৮৩। তাকওয়া : ওমর (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন, তাকওয়া কাকে বলে? তখন উবাই (রা.) ওমর (রা.) কে বললেন, 'ওমর তুমি কি কখনো ঝোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে পথ চলনি? ওমর (রা.) বললেন, 'চলেছি।' তখন উবাই (রা.) বললেন, 'তখন তুমি কি করেছ?' ওমর (রা.) বললেন, 'তখন আমি জড়সড় হয়ে পথ চলেছি যাতে কাঁটা শরীরে বিদ্ধ না হয়।' তখন উবাই (রা.) বললেন, সেটাই তাকওয়া।' আল্লাহ্র ভয়ে যাবতীয় নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ সতর্কতার সাথে পরিহার করে জীবন চলার নামই তাকওয়া। যে এভাবে জীবন যাপন করে সে মুত্তাকী। উল্লেখ্য, মানুষকে উপবাস ও অনাহারের প্রশিক্ষণ দেয়া রোযার উদ্দেশ্য নয়। মানুষের চরিত্র সংশোধন করা ও মানুষকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করা রোযার উদ্দেশ্য। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করতে পারল না তার পানাহার বর্জন করার মধ্যে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই।' (সহীহ বুখারী)

২:১৮৪। যদি সাময়িকভাবে এতটা অসুস্থ হয় যে তার পক্ষে রোযা রাখা সম্ভব নয়, তাহলে তিনি রোযা ভঙ্গ করবেন ও পরে কাযা করে নেবেন। আর যদি এমন অসুস্থ হয় যা কোনদিন ভাল হবার সম্ভাবনা নেই তবে তিনি ফিদিয়া দেবেন।

২:১৮৫। কুরআনের মাস : রমজান মাসের বহুমুখী ফযিলতের কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। এতসব ফযিলতের মধ্য হতে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে রমযান মাসের পরিচয় তুলে ধরে পবিত্র কুরআন নাযিলের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এজন্য রমযান মাসের সবচেয়ে বড় ও মুখ্য পরিচয় হচ্ছে এ মাস কুরআন নাযিলের মাস। রোযা রাখা ও কুরআন অধ্যয়ন এ দু'টি রমযান মাসের মুখ্য আমল। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রতি রমযানে জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.) এর কাছে আগমন করতেন এবং রাসূল (সা.) পবিত্র কুরআন (নাযিলকৃত অংশ) সবটা পড়ে শুনাতেন। রাসূল (সা.) এর ওফাতের বছর দু'বার সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন (সহীহ বুখারী)।

২:১৮৫। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য: কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়েতের জন্য, জীবন চলার সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য। কুরআন থেকে সঠিক পথের সন্ধান পেতে হলে কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি অর্থ জানতে হবে। সারা জীবন অর্থ না বুঝে শুধু পাঠ করার জন্য কুরআন নাযিল হয়নি। কুরআন নাযিল হয়েছে আমল করার জন্য। আর অর্থ জানা ছাড়া কুরআনের হুকুম জানা ও তার উপর আমল করা সম্ভব নয়। প্রতিনিয়ত অর্থসহ

কুরআন পড়া বিশেষত রমযান মাসে পবিত্র কুরআন অর্থসহ অন্তত একবার পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যে ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখবে ও কুরআন পাঠ করবে, কিয়ামতের কঠিন বিপদের দিনে যখন কেউ কারো উপকার করতে সক্ষম হবে না, সবাই শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সে কঠিন দুঃসময়ে রোযা ও কুরআন তার পক্ষে আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করবে। আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনের বেলা খাবার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি, সুতরাং আমাকে তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিন আবার কুরআন বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে রাতের বেলা ঘুমাতে দেইনি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। রাসূল (সা.) বলেন, তখন উভয়কেই সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে- (মুসনাদে আহমাদ)।

২:১৮৫। **প্রাপ্তবয়স্ক সবার উপর রোযা ফরয:** প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নর-নারীর উপর রমজানের রোযা রাখা ফরয। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম বালক-বালিকাদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে নামাযের মত রোযার প্রশিক্ষণ দেয়া ও অভ্যাস করানো অভিভাবকদের দায়িত্ব। ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক (বালেগ) হলে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করে তাদের রোযা রাখার আদেশ দেয়া অভিভাবকদের অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হবে তখন তাদেরকে নামাজের আদেশ দিবে এবং যখন তাদের বয়স ১০ বছর হবে তাদেরকে নামাযের জন্য শাসন করবে ও তাদের বিছানা পৃথক করে দেবে। প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হওয়ার লক্ষণ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন, তিন জনের জন্য আল্লাহ্‌র কলম (শরীয়তের বিধান) প্রযোজ্য হবে না। ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, বালক স্বপ্নদোষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ও পাগল ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। উল্লেখ্য, মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক (নাবালক) বলে গণ্য হবে। শরীয়াতের দৃষ্টিতে বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর নামায, রোযা ও অন্যান্য বিধান অবশ্য পালনীয় হবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের শৈথিল্যের কারণে আল্লাহ্‌র হুকুম লঙ্ঘিত হলে, তার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের উপর বর্তাবে। নিজে নিষ্ঠার সাথে রোযা রেখে নিজ উপার্জিত অর্থের দ্বারা প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের রোযা ভঙ্গের সুব্যবস্থা করে দেয়া কোন বুদ্ধিমান অভিভাবকের কাজ হতে পারে না। নিজে একটি রোযা রেখে অন্য ৫টি রোযা ভঙ্গের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়ে সার্বিক বিবেচনায় তিনি কতখানি অর্জন করলেন তা প্রত্যেক অভিভাবকের গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত।

২:১৮৫। **সহজ পন্থা অবলম্বন** করা ইসলামের একটি সাধারণ মূলনীতি। মহানবী (সা.) সারা জীবন এ নীতি অবলম্বন করেছেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) কে যখন দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হত তখন তিনি দু'টির মধ্যে তুলনামুলক সহজটি বেছে নিতেন-যদি তাতে কোন গুনাহ্ না থাকত। আর যদি তাতে কোন গুনাহ্ থাকত তাহলে তিনি তা থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করতেন -(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়েল)।

২:১৮৬। **আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট:** সাহাবীরা রাসূল (সা.) এর কাছে জানতে চেয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা যখন আল্লাহ্‌কে ডাকবো তখন কি খুব উচ্চ স্বরে ডাকবো নাকি আস্তে ডাকবো? আল্লাহ্ আমাদের কাছ থেকে কত দূরে অবস্থান করেন?' তাদের প্রশ্নের জবাবে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ্ মানুষকে জানিয়ে দেন যে, তিনি অতি নিকটেই আছেন এবং তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বান্দার ডাক শোনার জন্য কোন বার্তাবাহক ও মাধ্যম ব্যবহার করতে হয় না। সেজন্য পবিত্র কুরআনে যত দোয়া আল্লাহ্ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং নবী-রাসূল ও আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের যত দোয়ার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন তার কোথাও কারো মাধ্যমে দোয়া করার কথা নেই বরং সর্বত্র সরাসরি আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতি পালক! তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ্ শেষ রাতে প্রথম আকাশে নেমে এসে বান্দাদের ডেকে বলেন কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করার, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। অতএব আল্লাহ্‌কে ডাকার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রর্থনার ক্ষেত্রে ও আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করার ক্ষেত্রে বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যখানে আর কেউ থাকবে না এবং বান্দা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে চাইবে এটাই আল্লাহ্ পছন্দ করেন।

২:১৮৬। **আল্লাহ্ ডাকে সাড়া দেন:** বান্দার কোন দোয়াই বিফল হয় না যদি তা আল্লাহ্‌র উপর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস সহকারে করা হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়া করে তার দোয়া কবুল করা হয়; হয়তো দুনিয়াতে তাড়াতাড়ি কার্যকর হয় নতুবা আখিরাতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয় অথবা তার দোয়ার পরিমাণ অনুসারে তার গুনাহ ক্ষমা করা হয় যদি না সে কোন পাপ কাজের জন্য বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দোয়া করে অথবা তাড়াহুড়া করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাড়াহুড়া করে কিভাবে? তিনি বললেন, 'বান্দা বলে আমি আমার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করলাম অথচ তিনি আমার দোয়া কবুল করলেন না' (এ ধরণের মন্তব্য করাই তাড়াহুড়া করার নামান্তর)-তিরমিযী। সুতরাং দোয়াকারীর হতাশা প্রকাশ করা ঠিক নয়।

২:১৮৮। অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধের কারণে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সাঈদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) থেকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত পরিমাণ জমি গ্রাস করবে কিয়ামতের দিন সপ্ত জমিন বরাবর অংশ তার গলায় বেড়ি বানিয়ে পরিয়ে দেয়া হবে- (সহীহ্ বুখারী)।

২:১৮৯। ইহ্‌রাম অবস্থায় লোকেরা ঘরে প্রবেশ করত ঘরের পিছন দিক দিয়ে এবং এটিকে পুণ্যের কাজ মনে করত যদিও তা হজ্জের অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এ জাতীয় বাড়াবাড়িকে পুণ্যের কাজ মনে না করতে তাগিদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ হজ্জের অনুষ্ঠানাদি হবে তা যা শরিয়ত সম্মত-অন্য কিছুই নয়।

২:১৯১। 'তাদেরকে' বলতে পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ও মুসলমানদের উপর সশস্ত্র হামলা চালায় একমাত্র তাদের কথা বলা হয়েছে। অন্যদের কারো ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ নির্দেশ যুদ্ধ ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২:১৯৩। **ফিতনা** অর্থ পরীক্ষা, প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শির্‌ক, কুফ্‌র, ধর্মীয় কারণে নির্যাতন ইত্যাদি। শিরক ও কুফর পরিত্যাগ করে কেউ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলে তৎকালীন কাফির মুশরিকরা তাকে পূর্বের ধর্মে ফিরিয়ে নিতে অকথ্য নির্যাতন চালাতো। ধর্মের কারণে এরূপ অমানুষিক নির্যাতন (ফিত্‌না) বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

২:১৯৪। যুল্‌কা'দা, যুল্‌হাজ্জ, মুহার্‌রাম ও রজব এ চারটি হারাম মাস বা পবিত্র মাস।

২:১৯৪। কোন বস্তুর পবিত্রতা রক্ষা করা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের দায়িত্ব। এ আয়াতে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু মুশরিকরা পবিত্র মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছিল সেহেতু মুসলমানমানদেরকেও তার জবাব দিতে বলা হয়েছে।

২:১৯৫। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করা প্রকারন্তরে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার শামিল।

২:১৯৫। ইহ্‌সান কর অর্থাৎ সকল কর্মকান্ড সুন্দরভাবে ও সুনিপুনভাবে সম্পন্ন কর এবং অপরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

২:১৯৬। **হজ্জ ও ওমরার ফযিলত:** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত - রাসূল (সা.) বলেছেন: "একটি ওমরাহ অন্য একটি ওমরাহ্ এর মধ্যকার গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারা। আর উত্তম হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়" (সহীহ বুখারী)। রমযান মাসে উমরা করা অত্যন্ত ফযিলতের কাজ। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে উম্মে সানান নামক একজন আনসারী মহিলা সাহাবীকে বললেন, 'তুমি আমাদের সঙ্গে হজ্জ করতে যাওনি কেন? সে বলল, আমার স্বামীর দু'টি উট আছে, তম্মধ্যে একটি দিয়ে সে নিজে হজ্জ করেছে আরেকটি দিয়ে আমরা সেচ কাজ করাই। তখন মহানবী (সা.) বললেন, রমযান মাস আসলে তুমি ওমরা করো। কেননা রমযান মাসে ওমরা করা আমার সঙ্গে হজ্জ করার সমান - (বুখারী ও মুসলিম)।

২:১৯৬। বিধিসঙ্গত কারণবশত ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে অক্ষম হলে তার পরিবর্তে যে অনুষ্ঠান বা অর্থ প্রদানের বিধান রয়েছে তাকে ফিদ্‌য়া বলে।

২:১৯৬। 'মীকাত' (ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান) হতে হজ্জ ও 'উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে এক সাথে উভয় ইবাদত আদায় করাকে হজ্জে 'কিরান' বলে। মীকাত হতে প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা সম্পন্ন করে মক্কা হতে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে একই সফরে উভয় "ইবাদত আদায় করাকে 'তামাত্তু' (লাভবান হওয়া অর্থাৎ এক সঙ্গে দুই পুণ্য অর্জন) বলে। মীকাত হতে শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে উক্ত সফরে কেবল হজ্জ আদায় করাকে হজ্জে 'ইফ্‌রাদ' বলে।

২:১৯৭। নির্দিষ্ট কয়েক মাস: এ মাসগুলো হল শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ্বে প্রথম দশদিন (তাবারী)।

২:১৯৮। অর্থাৎ হজ্জের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা কেনা-বেচা নিষেধ নয়।

২:১৯৮। **মাশআরুল হারাম :** 'আরাফাত ও মিনার মধ্যবর্তী মুযদালিফা নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে 'মাশ আরুল হারাম' বলা হয়। যিলহাজ্জ মাসের ৯ম তারিখ দিবাগত রাতে উক্ত মুযদালিফায় অবস্থানকালে উক্ত পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌কে অধিক মাত্রায় স্মরণ করতে বলা হয়েছে।

২:১৯৯। এখানে أَفَاضَةٌ দ্বারা মুযদালিফা থেকে রওনা হওয়া বুঝানো হয়েছে (তাফসীরে মানার, সাইয়্যেদ রশীদ রেজা, আত-তাহ্‌রীর ওয়াত তানভীর, ইবনে আশুর ও ফাতহুল কাদীর, শাওকানী)। উল্লেখ্য, মুযদালিফাতে মাশআরুল হারাম অবস্থিত।

২:২০০। ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগে হজ্জ সমাপনান্তে মিনার ময়দানে একত্র হয়ে কবিতা, লোক-গাথা ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের শৌর্য-বীর্য বর্ণনার প্রথা ছিল। এখানে ঐসব কুপ্রথার পরিবর্তে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে।

২:২০২। অর্থাৎ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে অংশ রয়েছে তাদের অর্জন ও কর্মের কারণে (তাফসীরে কবীর)।

২:২০৩। 'আয়্যামে তাশরীক' বা তাশরীকের দিনগুলোকে (যিলহাজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) আইয়ামে তাশরীক বলা হয়। এ দিনগুলোতে আল্লাহ্‌কে বিশেষ ভাবে স্মরণ করতে বলা হয়েছে।

২:২০৩। فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ অর্থ মিনায় অবস্থাকালীন দিনগুলোতে। অর্থাৎ যিলহজ্ব মাসের ১১,১২,১৩ তারিখ। মুযদালিফা থেকে এসে মিনায় দু'দিন অবস্থান করতে কোন দোষ নেই। তিনদিন অবস্থানেও কোন দোষ নেই। অর্থাৎ পরিস্থির আলোকে যার জন্য যেটা প্রযোজ্য সে সেটা করতে পারে।

২:২০৪। অর্থাৎ যে বলে আমার অন্তরে আপনার প্রতি যে ভালবাসা রয়েছে আল্লাহ্ তার সাক্ষী আছেন অথবা বলে, আল্লাহ জানেন আমি সত্য বলছি (শাওকানী)।

২:২০৮। ইহুদীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা ইহুদী ধর্মের কোন কোন কাজ পূর্বের ন্যায় করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন নির্দেশ দেয়া হয়, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধগুলো পুরাপুরিভাবে পালন করা। অন্য মত বা পথের অনুসরণ করা কোন অবস্থাতেই তার জন্য সমীচীন নয়।

২:২১০। এ আয়াতে হাশরের মাঠের চিত্র অংকন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, তারা কি সেই দিন পর্যন্ত ঈমান আনা না আনার বিষয়ে দ্বিধান্বিত থাকবে, যেদিন কিয়ামত ও হাশর সংঘটিত হবে, যখন আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে জবাবদিহি করার জন্য মেঘের আড়াল থেকে আসবেন এবং তাদেরকে ন্যায্য প্রতিদান দিবেন এবং ফেরেশতারা কাতারে কাতারে আল্লাহ্ তায়ালার ফয়সালা বাস্তবায়ন করার জন্য আসবেন? সেদিন সত্যিই দ্বিধান্বিত ও সংশয়বাদীরা দেখতে পাবে যে, তাদের বিষয়টি ফয়সালা হয়ে গেছে এবং তাদের তওবার সুযোগ শেষ হয়ে গেছে। দেখুন ড. আসাআদ হুমেদ, আইসারুত তাফাসীর।

২:১১৫। এ আয়াতটিকে ভালভাবে খেয়াল না করলে মনে হবে যে, প্রশ্ন করা হচ্ছে কী ব্যয় করা হবে, অথচ উত্তর দেয়া হচ্ছে কী কী ব্যয় করা হবে- তা ঠিক নয়। ব্যয় করতে বলা হচ্ছে যা উত্তম তা এবং পাশাপাশি খাতও বলে দেয়া হচ্ছে।

২:২১৫। **পিতা-মাতার জন্য অর্থ ব্যয়ঃ** উপার্জিত অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে মাতা-পিতার জন্য ব্যয় করাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এক ব্যক্তি নবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার সম্পদ আছে এবং সন্তান-সন্ততিও আছে। কিন্তু এমতাবস্থায় আমার পিতা আমার সম্পদ নিতে চান। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি? নবী (সা.) জবাবে বললেন, 'তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার-(সুনান ইবন মাযাহ)।

২:২১৫। **মিসকীনের পরিচয়:** আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি লোকজনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং দু'এক গ্রাস খাবার কিংবা দু'একটা খেঁজুর পেয়ে ফিরে যায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়; বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার এমন সম্বল নেই যা তাকে অভাবমুক্ত রাখে অথচ তার অবস্থাও কারো জ্ঞাত নয় যে, তাকে কেউ কিছু দান করে এবং সেও লোকজনের নিকট গিয়ে কিছু চায় না-(সহীহ বুখারী)। সুতরাং পেশাদার সাহায্যপ্রার্থীদের পরিবর্তে যারা সামাজিক অবস্থার কারণে চক্ষু লজ্জায় সীমাহীন অভাবে থাকলেও মানুষের কাছে চাইতে পারেনা এদেরকে দান করা উত্তম।

২:২১৮। 'জিহাদ' (جهاد) শব্দ 'জুহদ' (جهد) হইতে উদ্ভূত। 'জিহাদ' অর্থ চেষ্টা করা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করা। দীন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার্থে যে নিরন্তর চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সংগ্রাম করা হয় তাকে 'জিহাদ' বলে। উল্লেখ্য, 'জিহাদ' অর্থ 'পবিত্র যুদ্ধ' নয়।

২:২১৯। কিছু উপকারিতা বলতে মদের ব্যবসা এবং এর স্বাদ গ্রহণ এবং জুয়ার মাধ্যমে বিনা পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করা বুঝায়। দেখুন আন্-নাসাফি, মাদরিকুত্-তানযিল ওয়া হাকাইকুত তা'ভীল। কিন্তু গোটা সমাজের উপর এর পাপজনিত প্রভাব অনেক বেশী। মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটায় এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সালাত (নামায) হতে মানুষকে বিরত রাখে (সূরা-মায়িদা, নং-৫, আয়াত-৯১)।

২:২২২। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ইহুদী সম্প্রদায়ের রীতি ছিল স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় তারা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও ঘরে বসবাস করত না। সাহাবীগণ রাসূল (স.) এর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এ আয়াত নাযিল হয়। তিনি বলেন, 'শুধু বিবাহ ছাড়া সবই করা যাবে।' অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'দৈহিক মিলন ছাড়া সবই করা যাবে-(মুসলিম)। আয়েশা (রা.) বলেন, মাসিক অবস্থায় আমি যে পাত্রে পান করেছি একই পাত্রে রাসূল (সা.) পান করেছেন এবং আমার মুখ রাখার স্থানে রাসূল (স.) মুখ রেখেছেন-(মুসলিম)।

২:২২২। পাপ করার পর যারা অনুতপ্ত হয়, ক্ষমা প্রার্থণা করে এবং পাপের পুনরাবৃত্তি করবে না বলে দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হয় তারাই তওবাকারী।

২:২২৩। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের বংশ বিস্তারের ক্ষেত্র। যেমন, কৃষকের জন্য তার শস্যক্ষেত্র বীজ বপণ করার স্থান। মানব বংশের বিস্তার বিবাহের একটি অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। সে অর্থে স্ত্রীদেরকে শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে।

২:২২৩। বৈবাহিক সম্পর্ক শুধু ভোগ-উপভোগের জন্য নয়। সুন্দর শান্তিপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৎ সন্তান জন্ম দেয়া ও তাদের সুষ্ঠু লালন-পালন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। নিয়ত সঠিক হলে ইসলামের দৃষ্টিতে এটাও অতি ছওয়াবের কাজ। কাজেই শরীয়তসম্মত জীবন যাপন করে আখিরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২:২২৪। ভালকাজ করবে না এমর্মে আল্লাহ্‌র কসম করো না। যেমন কারো বলা, আল্লাহ্‌র কসম আমি তোমার কোন উপকার করব না অথবা অমুককে দান-খয়রাত করব না- এরূপ কসম করতে নিষেধ করা হয়েছে।

২:২২৬। তার জন্য রয়েছে চার মাসের প্রতীক্ষা অর্থাৎ চার মাস পর্যন্ত সে সহবাস না করে থাকতে পারবে। চার মাসের বেশী প্রতীক্ষার (সহবাস থেকে বিরত থাকার) অধিকার তার নেই। স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়ার বা সংশোধনের জন্য রাগান্বিত হয়ে চার মাস পর্যন্ত সহবাস না করে থাকতে পারে। এরপর অর্থাৎ চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে তাকে দু'টি অবস্থার একটি করতে হবে। একটি অবস্থা হচ্ছে, সে কসম থেকে ফিরে আসবে, তাহলে চার মাস পরবর্তী যে কয়দিন সহবাস না করেছিল সেটা আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। আরেকটি অবস্থা হচ্ছে, তালাক দিয়ে দিবে। সে যদি তালাক না দেয় তাহলে বিচারক তালাক কার্যকর করার ব্যবস্থা করবেন।

২:২২৭। গুরুতর কোন কারণ ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেয়া জঘন্য অপরাধ। একইভাবে কোন শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া স্বামীর কাছে স্ত্রীর তালাক কামনা করাও বৈধ নয়। মহানবী (সা.) বলেন, কোন অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও যে নারী তার স্বামীর কাছে তালাক চাইবে তার জন্য জান্নাতের ঘ্রাণ হারাম।

২:২২৮। স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাকের পর যে সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীর জন্য অন্যত্র বিবাহ বৈধ নয়, সে সময়সীমাকেই 'ইদ্দত' বলে। স্বামীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন, গর্ভাবস্থায় বাচ্চা ভুমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত, আর অন্যক্ষেত্রে তিনটি মাসিক পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা আবশ্যক।

২:২২৮। তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী আপোষ-নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে থেকে যেতে পারবে। তবে এই আপোষ-নিষ্পত্তির তখনই প্রলপ্রসূ হবে যখন স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে যত্নবান হবে। তবে তালাক দেয়া ও ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে আনার অধিকার কেবল পুরুষের জন্য সংরক্ষিত। দেখুন ড. আসাআদ হুমেদ, আইসারুত তাফাসীর।

২:২২৯। যে তালাকের পর 'ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করা যায়, এখানে সেই 'তালাকে রাজ'ঈ'র কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া কুরআনের বিধানের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন ও অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ এবং আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে তামাশা করার শামিল। এ প্রসঙ্গে সুনানে নাসাঈ-তে একটি হাদীস রয়েছে। মহানবী (সা.) এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিনটি তালাক দিয়েছিল। এ কথা শুনে রাসূল (সা.) রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে আমি এখনো জীবিত আছি অথচ আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে খেলা করা হবে! রাসূল (সা.) এর এ রাগান্বিত অবস্থা দেখে অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি ঐ লোকটিকে হত্যা করে ফেলবো কিনা? (সুনান নাসাঈ) অর্থ্যাৎ কুরআনে একসঙ্গে তালাক দেয়ার পরিবর্তে পৃথকভাবে তালাক দেয়ার বিধান রয়েছে। অথচ সে এদিকে ভ্রুক্ষেপ করছে না! একসঙ্গে তিনটি তালাক নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন দুইটি তালাক দিয়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাই বিবাহ বিচ্ছেদের উত্তম পন্থা। কেননা এর ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় আবার ভবিষ্যত সমঝোতার পথও খোলা থাকে অর্থ্যাৎ স্বামী-স্ত্রী কোন ক্রমেই বনি-বনা না হলে এবং সমঝোতার ইসলাম নির্দেশিত সকল উপায় ব্যর্থ হলে বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সময়ের বাছ-বিছার না করে একসঙ্গে তিনটি তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করা বিদাত বা গর্হিত কাজ। বরং এক্ষেত্রে স্ত্রীর মাসিক চলাকালীন (শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার সময়) অতিবাহিত হওয়ার পর সুস্থ ও পবিত্র অবস্থায় একটিমাত্র তালাক দিবে। তখন থেকে ইদ্দতের পূর্বে (তিনটি মাসিক অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত) যদি স্বামী-স্ত্রী সমঝোতা করে নেয় তবে বিবাহ অটুট থাকবে কিন্তু স্বামী সর্বমোট তিনটি তালাকের অধিকারের মধ্যে ১টি তালাক প্রয়োগের অধিকার হারাবে। কিন্তু যদি ইদ্দতের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন প্রকার সমঝোতা না হয় ও ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং স্ত্রী অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। কিন্তু স্ত্রী যদি কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হন সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে পুনরায় প্রস্তাব দিয়ে মোহরানা ধার্য্য করে নতুন করে বিবাহের মাধ্যমে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। যেহেতু স্বামী একটি তালাক প্রয়োগ করেছেন সেহেতু এ স্ত্রীর ক্ষেত্রে তিনি অবশিষ্ট দুইটি তালাকের মালিক থাকবেন। পরে আবার যদি তালকের কারণ উদ্ভব হয় সেক্ষেত্রে আবার একই নিয়মে একটি মাত্র তালাক দেবেন। একই নিয়মে ইদ্দতের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সমঝোতা করে নিতে পারবেন। অন্যথায় স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে হওয়ার পূর্বে নতুন করে মোহরানা ধার্য্য করে বিবাহ আয়োজনের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। এই দুইটি তালাক দেয়ার ক্ষেত্রেই বিবাহ বিচ্ছেদ করা যায় আবার একই সময় সমঝোতার পথও খোলা থাকে। এ আয়াতে এ বিষয়টি বলা হয়েছে। কিন্তু এর পরও যদি বনি-বনা না হয় এবং স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক প্রয়োগের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয় তবে আর সমঝোতা বা নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি স্বাভাবিকভাবে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে অথবা স্বাভাবিক নিয়মে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তখন প্রথম স্বামী নতুন করে মোহরানা দিয়ে তার সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এ কথাই পরবর্তী ২৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে। দীর্ঘদিনে তিলে তিলে গড়ে উঠা দাম্পত্য জীবনকে এক মুহূর্তে ভেঙ্গে দেয়ার নিষ্ঠুর পদ্ধতি অবলম্বনের পরিবর্তে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে মহানবী (সঃ) নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করে ধাপে ধাপে তালাক দেয়া হলে বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ কমে আসত এবং তথাকথিত পাতানো হীলা বিবাহের ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বনের প্রশ্ন উঠত না।

২:২২৯। এখানে সীমা বলতে একে অপরের অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া বুঝানো হয়েছে।

২:২২৯। মোহরানা ফেরত দিয়ে অথবা কিছু অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাইতে পারে। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে 'খুলা' বলে। সুতরাং তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার শুধু পুরুষের নয় বরং প্রয়োজনে নারীকেও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেয়া হয়েছে। তবে ইসলামের বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের যথেচ্ছা প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২:২৩০। দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক দিলে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করতে পারে না। তালাকপ্রাপ্ত নারী নিজ ইচ্ছায় অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর যদি স্বামীর মৃত্যু জনিত কারণে কিংবা স্বাভাবিক নিয়মে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তখনই কেবল ইদ্দত পালনের পর পূর্বের স্বামীর সাথে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এক্ষেত্রে তথাকথিত পাতানো বিবাহ (হীলা বিবাহ) বৈধ নয়। এ জাতীয় হীলা বিবাহ ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃনিত কাজ। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'হালালকারী (পাতানো হীলা বিবাহকারী) এবং যার জন্য হালাল করা হয় (যার স্বার্থে পাতানো বিয়ের আয়োজন করা হয়) উভয়ের উপর আল্লাহ্ লা'নত করেছেন-(আবু দাউদ)।

২:২৩৩। ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা গুনাহের কাজ। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যার উপর যাকে খাওয়ানো-পরানোর দায়িত্ব সে ব্যাপারে উপেক্ষা ও অবহেলা করাই তার গোনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট-(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত)।

২:২৩৪। স্ত্রী গর্ভধারণ করেছে এমন অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত 'ইদ্দত পালন করতে হবে।

২:২৩৭। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে অসম্মান করা, তার সম্পর্কে মন্দ রটানো, তাকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তার পরিবারকে কষ্ট দেয়া তালাকদাতা স্বামীর জন্য বৈধ নয়।

২:২৩৮। এখানে সর্বপ্রকার সালাতের, বিশেষত 'আসরের সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনিতভাবে দাঁড়াতে বলা হয়েছে।

২:২৩৮। **সালাতের গুরুত্বঃ** রাসূল (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার যে বিষয়ের হিসাব সর্বপ্রথম নেয়া হবে সেটি হচ্ছে সালাত। যার সালাত (নামায) ঠিক থাকবে তার সমস্ত আমল ঠিক হবে আর যার সালাত নষ্ট হবে তার সব আমল বরবাদ হবে।

২:২৪০। এটা প্রথম দিকের বিধান অর্থাৎ এ আয়াতের বিধান অনুযায়ী স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী মৃত স্বামীর ঘরে বা বাড়িতে থাকত এবং একবছর পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণের খরচ দেয়া ওয়ারিশদের দায়িত্ব ছিল। আর যদি স্বেচ্ছায় স্বামীর বাড়ি ত্যাগ করত তাহলে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ওয়ারিশদের ছিল না। পরবর্তীতে স্ত্রীদের জন্য মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে এক-চতুর্থাংশ এক-অষ্টামাংশ দেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে।

২:২৪৩। এখানে মৃত্যু- প্রকৃত অর্থেই মৃত্যু, তবে কুদরতের মৃত্যু, স্বাভাবিক নিয়মের মৃত্যু নয়। জিহাদের দিকে উৎসাহিত করার জন্য এ ঘটনা বর্ণনা করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা এটাই বুঝিয়েছেন যে, জীবন-মৃত্যুর মালিক একান্তই তিনি। সুতরাং মৃত্যু থেকে পালায়ন করে কোন লাভ নেই। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, তারা দু'বার মৃত্যুবরণ করল যা সাধারণ নিয়মের উল্টো- তার উত্তরে বলা যায়- এটি অসম্ভব কিছু নয়, এধরনের ঘটনা বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে আরো ঘটেছে (সূরা-বাকারা, নং-২, আয়াত-৫৬)। উল্লেখ্য উযাইর (আ.)-এর ক্ষেত্রেও এরূপ দু'বার মৃত্যু হয়েছিল (সূরা-বাকারা, নং-২, আয়াত-২৫৯)।

২:২৪৫। 'করযে হাসানা' অর্থ -আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা।

২:২৪৬। এ নবী হচ্ছেন শামূয়েল নবী।

২:২৫১। তখন দাউদ (আ.) যুবক ছিলেন এবং তালুতের সৈন্য বাহিনীতে একজন সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তাকে নবুয়্যত ও রাজত্ব দান করেন।

২:২৫৫। এখানে 'তারা' বলতে আল্লাহ্পাক তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রত্যেককে বুঝিয়েছেন। এর মর্ম হল, তাঁর সৃষ্টিকুলের কেউ তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারবে না যদি না তিনি ইচ্ছা করেন এবং যতটুকু তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেন।

২:২৫৬। তাগুত শব্দটি পবিত্র কুরআনে ৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তাকে তাগুত বলা হয় (লিসানুল আরব)। রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা পিতৃ পুরুষ ও তাগুতের নামে শপথ করো না-(সহীহ মুসলিম)। এখানে তাগুত অর্থ তারা যে সব মূর্তির সম্মান করত এবং তাদের নামে শপথ করত যেমন লাত ও মানাত ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন, ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেছেন, জিবত অর্থ যাদু এবং তাগুত অর্থ শয়তান। ইবনে কাছীর বলেছেন, এ বক্তব্যটি খুবই শক্তিশালী। কেননা জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা মূর্তিদের পূজা করত, তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা ও সাহায্য কামনা করত। তাগুত বলতে বুঝায়, আল্লাহ্র উপর সীমালংঘনকারী ও আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয়। এ ইবাদত জবরদস্তিমূলক হতে পারে আবার ইবাদতকারীর পক্ষ থেকে স্বেচ্ছামূলকও হতে পারে। এ ধরনের সবই তাগুত বলে গণ্য। সে মানুষ, শয়তান, প্রাণী বা জড় পদার্থ যাই হোক না কেন-(তাবারী)।

২:২৫৯। অনেকের মতে ইনি ছিলেন ইস্রাঈলী নবী হযরত 'উযাইর (আ.)। ইমাম কুরতুবীর মতে, জনপদটি ছিল বায়তুল মাকদিস। বুখতে নসর এ নগরীতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ছিল। আরো দেখুন সূরা নং ৯, আয়াত ৩০।

২:২৬৩। **হাসি মুখে কথা বলাও সদকাহ ঃ** হযরত আবুযর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে বলেছেন, সৎ কাজের মধ্যে কোনটিকেই তুচ্ছ মনে কর না; সেটি যদি তোমার ভাইয়ের দিকে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকানোও হয়- (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ)।

২:২৬৪। লোক দেখানোর জন্য দান করলে অথবা দান করে খোঁটা ও কষ্ট দিলে সেই দানে কোন পুণ্য নেই। আয়াতে তারই উপমা দেয়া হয়েছে।

২:২৭৩। যে সকল লোক দ্বীনের কাজে ব্যস্ত বা কোন না কোনভাবে জিহাদে লিপ্ত থাকার কারণে উপার্জন করতে পারে না, তাদের জন্য ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। এইরূপ লোকদের উদাহরণ হল 'আসহাবে সুফ্ফা' যারা রাসূল (সা.)-এর সময়ে দ্বীনী শিক্ষালাভের জন্য এবং প্রয়োজনে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য মদীনার মসজিদে নববী সংলগ্ন স্থানে সর্বদা অবস্থান করতেন।

২:২৭৫। রিবা (সুদ)ঃ জাহেলী যুগে ঋণের আসলের উপর বিভিন্নরূপে অতিরিক্ত ধার্য করা হতো। প্রথমত, ঋণদাতা ঋণ প্রদানের সময়েই তার আসলের উপর অতিরিক্ত দাবী করত এবং ঋণ গ্রহীতা অতিরিক্ত দিতে রাজি হলে ঋণদাতা উক্ত বর্ধিত পরিমাণসহ আসল ফেরতের শর্তে ঋণ প্রদান করত। দ্বিতীয়ত, ঋণদাতা মাসে মাসে একটা নির্ধারিত অতিরিক্ত আদায় করত কিন্তু ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আসলের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকত।

তৃতীয় ধরন ছিল, এমন এক লেনদেন যেখানে কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত দিনে দাম পরিশোধ করার শর্তে কোন পণ্য সামগ্রী বিক্রি করা হত, অতঃপর দাম পরিশোধের নির্ধারিত তারিখে ক্রেতা দাম পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিক্রেতা তার বাকী পাওনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিত এবং পরিশোধের জন্য আরো সময় দিত-(আহকামুল কুরআন লিল জাস্সাস, তাফসীর কাবীর লিল ইমাম রাযী, তাবারী লি ইবনে জাবীর)। মূলত সকল প্রকার সুদী লেনদেরনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, দেনার আসলের উপর একটি অতিরিক্ত পরিমাণ ধার্য করা। তাই কুরআনে নিষিদ্ধ সুদ হচ্ছে, কাউকে ঋণ দিয়ে আসলের উর্ধ্বে অতিরিক্ত ধার্য করা। পণ্য বিক্রয়ের বিপরীতে ক্রয় মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ বিক্রয় মূল্য ধার্য করা সুদ নয়।

২:২৭৯। অর্থাৎ মূলধনের অতিরিক্ত নিয়ে কারো উপর জুলুম করলে না এবং তোমাদের মূলধন না কমিয়ে তোমাদেরকে তা ফেরত দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।

২:২৮০। ঋণ পরিশোধে আন্তরিক হলে আল্লাহ্ সাহায্য করেন। মাহানবী (সা.) বলেছেন, যখন কেউ ঋণগ্রস্থ হয় এবং আল্লাহ্ জানেন যে, উক্ত ঋণ পরিশোধের সে ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে দুনিয়াতেই আল্লাহ্ তার পক্ষ হতে উক্ত ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেন-(সুনানে নাসাঈ)। রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, 'স্বচ্ছল ব্যক্তির টালবাহানা করা জুলুম।'

২:২৮২। ধারে ক্রয়-বিক্রয় বা বাকীতে কারবারের জন্য এই বিধান। এ ধরনের লেনদেন লিখে রাখা ও এর জন্য সাক্ষী রাখা উত্তম।

২:২৮২। আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে সাধারণত পুরুষদের সম্পৃক্ততা বেশি এবং আর্থিক লেনদেন নিয়ে বেশি চর্চা করার কারণে এর খুঁটিনাটি তাদের বেশি জানা থাকা এবং স্মরণ করা সহজ। এজন্য পুরুষদের সাক্ষী রাখাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কোন কারণে যদি পুরুষ সাক্ষীর তুলনায় মেয়ে সাক্ষী সহজে পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে। নারীরা সাধারণতঃ এগুলো নিয়ে চর্চা করে না বিধায় সতর্কতামূলকভাবে দুইজন নারীকে সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে। নতুবা ক্ষেত্র বিশেষে একজন নারীর সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিধানও ইসলামে রয়েছে। তা'ছাড়া এ আয়াতটি বাধ্যতামূলক নয়; উপদেশমূলক। লিখিত রাখাটা ফরয নয় বরং ভাল। সুতরাং আদালতে ফয়সালা করার সময় বিচারক প্রমাণ হিসেবে যে কয়জনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করবেন সেটাই গৃহীত হবে। তাছাড়া ক্ষেত্র ভেদে একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ, পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য সমানভাবে গ্রহণের বিধান ইসলামে রয়েছে। যেমন রমজানের চাঁদ দেখার বিষয়ে, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে অপকর্মের অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অনুরূপভাবে একান্ত নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। উকবা ইবনে হারিছ নবী (সা.) এর কাছে এসে বললেন, আমি জনৈক নারীকে বিয়ে করেছি। এমন সময় জনৈকা কালো কৃতদাসী এসে বলল, উক্ত নারী আমাদেরকে (অর্থাৎ আমাকে ও উকবাকে) দুধ পান করিয়েছিলেন। তখন রাসূল (সা.) উকবাকে বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও।" (অর্থাৎ তোমার দুধমাতা হওয়ার কারণে তার সাথে তোমার বিবাহবন্ধন ছিন্ন কর)। উকবা বলল, সে (কৃতদাসী) মিথ্যাবাদী।' তখন নবী (সা.) আবার বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও।" এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, এখানে রাসূল (সা.) একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন যদিও সে ছিল একজন কৃতদাসী এবং সে তার নিজের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছিল।

২:২৮৩। **বন্ধক রাখা বৈধ:** সুদমুক্ত লেনদেন এর ক্ষেত্রে অথবা ঋণ দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে বন্ধক নেয়া বা বন্ধক রাখা বৈধ। রাসূল (সা.) একবার এক ইহুদীর কাছ থেকে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেছিলেন এবং তার কাছে নিজ লৌহ বর্মটি বন্ধক রেখেছিলেন- (সহীহ বুখারী)।

২:২৮৬। অর্থাৎ শরিয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করবেন না যেমনটি আপনি আরোপ করেছিলেন পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর। যেমন সূরা আল-আ'রাফ, নং ৭, আয়াত ১৫৭-তে উল্লেখ রয়েছে যেখানে রাসূল (সা.)-এর রিসালাতের বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাক বলেছেন, সে তাদের থেকে নামিয়ে দেয় তাদের বোঝা ও বেড়ি (শৃঙ্খল) যা তাদের উপর (অর্থাৎ পূর্ববর্তী শরিয়তে) ছিল। ইহুদীদের উপর আল্লাহ্পাক শরিয়তের কঠোরতা আরোপ করেছিলেন তাদের জুলুমের কারণে যেমন সূরা আন-নিসা, নং ৪, আয়াত ১৬০-এ উল্লেখ রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যারা ইহুদী হয়েছে তাদের জুলুমের কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর হারাম করেছিলেন এমন পবিত্র বস্তুগুলো যা তাদের জন্য পূর্বে হালাল ছিল।

৩:৭। প্রত্যেক এমন কিছু যে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব এমন বিষয় সম্বলিত আয়াতকেই 'মুহকাম' আয়াত বলে। আর যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জানার কোন উপায় নেই সে সমস্ত বিষয় সম্বলিত আয়তকেই বলা হচ্ছে 'মুতাশাহ্বি'। যেমন আল্লাহ্র চেহারা, আল্লাহ্র হাত, কুরসী, আরশ, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে যাক্কুম বৃক্ষ ইত্যাদি আরো অনেক আয়াত। যখনই বুঝতে পারা যাবে যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কোন দলিলের ভিত্তিতেই কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয় তখন তার পিছনে লেগে না থাকাই হচ্ছে এ আয়াতের মূল শিক্ষা।

৩:১৩। দু'টি দল অর্থাৎ বদর যুদ্ধে মুসলিমদের একটি দল এবং কাফের কুরাইশদের একটি দল।

৩:১৩। যদিও আসল পার্থক্য ছিল তিন গুণ, কিন্তু সরাসরি এক নজরে দেখে যে কেউ মনে করতে পারত, কাফের সৈন্য সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ হবে। সুতরাং কাফেররা যে তাদের নিজেদের দৃষ্টিতে তাদেরকে মুসলিমদের দ্বিগুণ ভাবছিল আল্লাহ্পাক কেবল তারই উল্লেখ করেছেন। কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা যে মুসলিমদের তিনগুণ ছিল তা আল্লাহ্পাকের জানা আছে এবং সে অনুযায়ী বদর যুদ্ধে আল্লাহ্পাক একহাজার ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন যা কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যার সমান। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সাহায্য দ্বারা যাকে ইচ্ছা করেন সাহায্য করেন - অর্থাৎ তিনি তাঁর ইচ্ছায় অনেক ছোট দলকে বড় দলের উপর বিজয়ী করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছার বা হুকুমের প্রতিরোধকারী কেউ নেই।

৩:২৩। অর্থাৎ তাদের নিকট কিতাবের (তাওরাতের) কিছু অংশ পৌঁছেছে বা রয়েছে।

৩:২৩। ইহুদীদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত দু'ব্যক্তি (নর ও নারী) ব্যাভিচারে লিপ্ত হলে তারা তাওরাতের উল্লেখিত রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) থেকে পরিত্রানের জন্য রাসূল (সা.)-এর কাছে আসে এবং কুরআন অনুযায়ী ব্যভিচারের শাস্তির বিচার প্রার্থনা করে এ আশায় যে, তারা দু'জন রজম থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু রাসূল (সা.) তাদেরকে তাদেরই কিতাব (তাওরাত) অনুযায়ী রজমের ফয়সালা দেন। ফলে এটি তাদের কতকের কাছে মনঃপুত হয়নি এবং তারা রাসূলে ফয়সালা মেনে নেয়নি- দেখুন ইমাম রাযী, তাফসীরে কবীর।

৩:৩১। **আল্লাহ্কে ভালবাসার প্রমাণ:** আল্লাহ্কে ভালবাসার সঙ্গে রাসূল (সা.) এর আনুগত্যের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্র প্রতি অন্তরে ভালবাসা পোষণের প্রমাণ হচ্ছে রাসূলের আনুগত্য করা। এর বিপরীত হচ্ছে রাসূলের অবাধ্য হওয়া যার পরিণতি জাহান্নাম। রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে একমাত্র সে ব্যতীত যে অস্বীকার করবে। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল, কে সেই অস্বীকারকারী? রাসূল (সা.) বললেন, "যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার অবাধ্য হল সে আমাকে অস্বীকার করল।" সুতরাং রাসূলের আনীত জীবনাদর্শ মেনে না চলা রাসূলকে অস্বীকার করার পর্যায়ভুক্ত, যার শেষ পরিণতি জাহান্নাম।

৩:৫০। ইহুদীদের জন্য যা কিছু হারাম করা হয়েছিল তা সূরা আ'নআম, নং ৬, আয়াত ১৪৬-এ রয়েছে, আর তা হচ্ছে নখযুক্ত পশু এবং গরু ও ভেড়ার চর্বি। ঈসা (আ.)-এর শরিয়তে এগুলোর কিছু (যার উল্লেখ কুরআনে নেই) হালাল হয়ে যায়। পরবর্তীতে শরিয়তে মুহাম্মদীতে সকল পবিত্র বস্তুই হালাল হয়ে যায় (সূরা মায়িদা, নং ৫, আয়াত ৪)।

৩:৫৫। অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যে হাওয়ারীদেরকে (যারা ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছিলেন) কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সেই সমস্ত কাফের ইহুদীদের (যারা ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করেছিল) উপর মর্যাদার স্থানে রাখবেন এবং সে সমস্ত হাওয়ারীদেরই মর্যাদার উল্লেখ আল্লাহ্পাক এখানে (কুরআনে) করেছেন যাতে এই উল্লেখ কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

৩:৫৮। এখানে আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞাময় উপদেশ বলতে দু'টি আলাদা বিষয় বুঝানো হয়নি, বরং একটি বিষয়েরই (কুরআনেরই) দু'টি গুণ অর্থাৎ যাহাই আয়াত তাহাই প্রজ্ঞাময় উপদেশ। এরকম বাক্য বিন্যাস কুরআনে আরো রয়েছে যেমন সূরা আন-নামল, নং ২৭, আয়াত ১: 'এগুলো কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত' - অর্থাৎ যাহাই কুরআন তাহাই সুস্পষ্ট কিতাব।

৩:৬১। নাজরান অঞ্চলের খৃস্টান সম্প্রদায় ঈসা (আ.) সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালে আল্লাহ্র নির্দেশে মহানবী (সা.) তাদেরকে মুবাহালা করার আহ্বান জানান। মুবাহালা হলো সত্য ও মিথ্যা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ হলে এবং যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মীমাংসা করা না গেলে উভয় পক্ষ আল্লাহ্র কাছে এ মর্মে দোয়া করবে যে তাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহ্র লা'নত পড়বে। এরূপ মুবাহালা করা হলে মিথ্যাবাদীর করুন পরিণতি হয়। যা হোক, মহানবী (সা.) খৃস্টানদেরকে মুবাহালার প্রস্তাব দেন এবং নিজ সন্তান ফাতিমা হাসান-হোসাইনকে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে উপস্থিত হন কিন্তু খৃস্টানরা ভয়ে মুবাহালা করতে রাজি হয়নি-(ইবনে কাসীর)।

৩:৬২। সত্য ঘটনা হচ্ছে ঈসা (আ.) আল্লাহ্র বান্দা, নিজেই আল্লাহ্ নন। তবে ঈসা (আ.) দৃষ্টান্ত আদম (আ.)-এর মত (সূরা আলে-ইমরান নং ৩, আয়াত ৫৯)। আদম (আ.)-এর ক্ষেত্রে পিতা-মাতার কারোরই দরকার হয়নি, আর ঈসা (আ.) ক্ষেত্রে পিতার দরকার হয়নি। আদম (আ.)-ই যদি আল্লাহ্ না হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে কেবল পিতা ব্যতিরিকে হওয়ার কারণে ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্ ভাবাটা সম্পূর্ণ ভুল। তাই আল্লাহ্ বলছেন 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই'।

৩:৬৬। অর্থাৎ ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাদের কিছু জ্ঞান আছে, কেউ বলছে ঈসা (আ.) রাসূলই নয় আবার কেউ বলছে ঈসা (আ.)-ই আল্লাহ্। সুতরাং ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে তাদের বিতর্ক আরো অসার হবে কারণ তিনি তো আরো পূর্বের ঘটনা। এবং তিনি ইহুদীও ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, আর হবেনই বা কিভাবে - তাওরাত ও ইন্জীল তো পরবর্তীতে অবতীর্ণ হয়েছে।

৩:৭২। ইহুদীরা সাধারণ লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত রাখার জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সকালে ইসলাম গ্রহণ করে বিকালে তা প্রত্যাখ্যান করত এই বলে-'আমরা যাচাই করে বুঝতে পেরেছি, ইনি সে নবী নন যাঁর আবির্ভাবের কথা আমাদের কিতাবে উল্লেখ আছে'-(কুরতুবী)।

৩:৭৩। অর্থাৎ তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা তোমরা ছাড়া অন্য কেউ যেন না জানে।

৩:৭৩। তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে 'কিতাব দেয়া হবে এটা তোমরা অপছন্দ করছ ও আল্লাহ্র সামনে তোমাদের ছাড়া অন্য কেউ কিতাবপ্রাপ্ত হয়ে তোমাদের সমকক্ষ হয়ে দাড়াবে এবং কে সঠিক ও কে বেঠিক এ বিতর্কে তোমরা পরাজিত হবে এ ভয়ে অন্যদেরকে সঠিক ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছ? এভাবে হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। কিতাব দেয়া না দেয়ার বিষয়টি একান্তই আল্লাহ্র অনুগ্রহ, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

৩:৭৫। ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহ্র সন্তান ও একান্ত বন্ধু বলে দাবী করত-(সূরা মায়েদা-১৮)। তারা অন্য সব জাতিগোষ্ঠিকে তাদের সেবক ও দাস মনে করত। অতএব দাসের উপার্জিত সম্পদ তো মনিবের সম্পদ। এ বিশ্বাসে তারা অন্যদের অর্থ আত্মসাৎ করা বৈধ মনে করত।

৩:৭৭। অর্থাৎ তারা এই নগন্য জীবনের অস্থায়ী সম্পদ গ্রহণ করে। অথচ তাদের থেকে কিতাবের এমন অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না (সূরা আ'রাফ নং ৭, আয়াত ১৬৯)। তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে এই বলে যে, নিরক্ষরদের সম্পদ ফেরত দেয়ার ব্যাপারে তাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই (সূরা আলে-ইমরান, নং ৩, আয়াত ৭৫)।

৩:৮১। আল্লাহ্ পরবর্তী ৮৪নং আয়াতে মুহাম্মদ (সা.)-কে পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি তার ঈমান আনার বিষয়টি জানাতে বলেছেন। সুতরাং সূরা-৩: আয়াত-৮১-তে নবীদের অঙ্গীকার বলতে শেষ নবীকে মেনে নেয়ার বিষয়ে রূহের জগতে যে অঙ্গীকার নিয়েছেন তা বুঝানো হয়েছে। তাই প্রত্যেক নবী এসে পরবর্তী নবী ও শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে তার উম্মতকে সুসংবাদ দিয়ে গেছেন।

৩:৯৬। মক্কার অপর নাম বাক্কা।

৩:১০২। অর্থাৎ তোমরা ইসলামের উপর কায়েম থেকে মৃত্যুবরণ করবে। তোমরা মৃত্যু পর্যন্ত মুসলিম পরিচয় ধারণ করবে। উল্লেখ্য, আদি পিতা ইবরাহীম (আ.) সবাইকে মুসলিম নাম দিয়ে গেছেন। বনী ইসরাঈলসহ ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধররা যারা তাদের নিজেদেরকে অন্য নামে পরিচয় দিচ্ছে তারা ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

৩:১০৩। حبل এর শাব্দিক অর্থ রশি। এখানে আল্লাহ্র রশি অর্থ কুরআন ও ইসলাম।

৩:১০৪। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে সবার উপর বিপর্যয় নেমে আসবে। এটাই আল্লাহর নিয়ম। রাসূল (সা.) বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, 'তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অবশ্যই আযাব নাযিল করবেন। এরপর তোমরা আল্লাহ্কে ডাকবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না। অসৎকাজে নিষেধ না করলে সামষ্টিক বিপর্যয় নেমে আসে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখার (আদেশ -নিষেধের ক্ষেত্রে) শিথিলতা প্রদর্শনকারীর উদাহরণ হলো এমন একদল লোক যারা একটি নৌযানে আরোহন করা নিয়ে লটারী করলো। লটারীতে কারো অংশে পড়ল নৌযানের নীচের তলা আর কারো অংশে পড়ল উপরের তলা। নীচের তলায় লোকজন পানির জন্য উপরের লোকদের কাছে যাওয়া-আসার কারণে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করলো। তাই নীচ তলার একজন একটি কুঠার নিয়ে নৌযানের তলদেশ ছিদ্র করতে শুরু করল। এতে উপরের লোকজন এসে তাকে বললো, কি হয়েছে? তুমি এরূপ করছ কেন? সে বলল, আমার সাথে তোমরা দুর্ব্যবহার করেছো অথচ পানি আমাদের একান্ত প্রয়োজন, তাই এরূপ করছি। এমতাবস্থায়, সবাই যদি তাকে বাধা দেয় তাহলে তারা ঐ লোকটাকে বাঁচাতে পারবে এবং নিজেরাও

বাঁচবে। আর যদি তাকে যা ইচ্ছা তাই করার জন্য ছেড়ে দেয় তাহলে তারা ঐ লোকটাকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেদেরকেও ধ্বংস করবে-(সহীহ বুখারী)। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার এ দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর। কথা, উপদেশ, লেখনিসহ আধুনিক সকল প্রচার মাধ্যম ও উপায় উপকরণ ব্যবহার করে এ দায়িত্ব পালন করা সকলের পবিত্র কর্তব্য।

৩:১১০। মুসলমানদের পাশাপাশি সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিজন। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সেই আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করে।

৩:১১২। অর্থাৎ ইহুদীরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস ও নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ তারা পৃথিবীরবুকে যেখানে থাকুক লাঞ্ছিত হবে দু'টি অবস্থা ছাড়া (১) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রজ্জু তথা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় মুসলমানদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা। (২) মানুষের পক্ষ থেকে চুক্তি বা অমুসলিমদের সাথে চুক্তি। অর্থাৎ তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে না; হয় মুসলমানদের নিরাপত্তার আশ্রয়ে অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে থাকতে হবে। সর্বযুগেই ইহুদীদের ক্ষেত্রে এটা সত্য হয়েছে। কখনো তারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে টিকে ছিল। আবার পরবর্তীতে নাসারাদের আশ্রয়ে ইউরোপে বসবাস করেছে। বর্তমানে নাসারাদের সমর্থনে তারা টিকে আছে। তাদের সমর্থন উঠিয়ে নিলে তারা টিকে থাকতে পারবে না। এ দু'টি নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাহিরে লাঞ্ছনা তাদের পিছু ছাড়বে না এবং দারিদ্রতাও তাদের পিছু ছাড়বে না, তাদের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌ ক্রোধ।

৩:১১৩। এসব লোকদের বর্ণনা সূরা আলে-ইমরানের ১৯৯ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে। সেখানে আল্লাহ্‌ বলেন, আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপর (কুরআনে) বিশ্বাস করে এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে (ইন্‌জীলে) বিশ্বাস করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌র আয়াতকে বিক্রি করে না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। অর্থাৎ আহলে-কিতাবের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা বাহ্যত ইহুদী বা খৃষ্টান কিন্তু সংগোপনে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) উপর ঈমান এনেছে, যতটা সম্ভব ইসলামের বিধান পালন করছে আর পরিস্থিতির কারণে যেটা তারা পালন করতে পারছে না সেটা ধর্তব্য হবে না। কেননা আল্লাহ্‌ বলেছেন, আল্লাহ্‌ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। এ ধরনের লোকেরা ইসলামী দেশে হিজরত করতে পারে না, যেমন পারেননি আবিসিনিয়ার বাদশাহ্‌ নাজ্জাসী। রাসূল (সা.) তার মৃত্যুর পর তার গায়েবে জানাজা পড়েছিলেন। মূসা (আ.) এর যুগে ফেরাউন বংশের এমন এক ব্যক্তির কথা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে যে তার ঈমান গোপন রেখেছিল-(সূরা: আল-মু'মিন আয়াত ২৮)।

৩:১২১। রাসূল (সা.) সমর সাজে ঘর থেকে বের হন। এটি উহুদ যুদ্ধের ঘটনা। কুরাইশ সৈন্যদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ শেষে রাসূল (সা.) গৃহে প্রবেশ করলেন এবং রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বের হয়ে এলেন।

৩:১২২। উহুদ যুদ্ধের সময় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই তার অনুগত তিনশত লোকসহ যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে চলে গেলে আনসারদের দুই উপগোত্র বনু হারিছা ও বনু সালামার লোকজনদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। উভয়েই মুনাফিক আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই-এর দেখাদেখি দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল না, বরং স্বদলের সংখ্যাল্পতা দেখেই তাঁরা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিলেন, যেমনটি হয়েছিল তালুত বাহিনীর (সূরা বাকারা, নং ২, আয়াত ২৪৯)।

৩:১২৪। মু'মিনরা যখন দেখলেন, একদিকে শত্রুদের সংখ্যা তিন হাজার আর অন্যদিকে তাঁদের সংখ্যা মাত্র এক হাজার, আবার তা থেকেও তিনশজন চলে যাচ্ছে, তখন তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। সে সময় রাসূল (সা.) তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্‌ তায়ালা তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে দিচ্ছেন, প্রয়োজন হলে পাঁচ হাজার পাঠাবেন। উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে শত্রু সংখ্যা ছিল এক হাজার, তাই আল্লাহ্‌ তায়ালা এক হাজার ফেরেশতা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (সূরা আনফাল, নং ৮, আয়াত ৯)।

৩:১২৬। সাধারণভাবে মানুষ যেভাবে হিসাব-নিকাশ করে থাকে যে, শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা তিন হাজার, তাই ফেরেশতাও লাগবে তিন হাজার, সেভাবেই আল্লাহ্‌ তায়ালা জানিয়ে দিলেন ফেরেশতার সংখ্যাও হবে তিন হাজার যাতে মু'মিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। সত্যিকার অর্থে একজন ফেরেশতাই তো যথেষ্ট, আর ফেরেশতা ছাড়াও অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেও আল্লাহ্‌ তায়লা যুদ্ধের ফলাফল বদলে দিতে পারেন, ঝড়-তুফান দিয়েও শত্রুপক্ষের তাবু লন্ড-ভন্ড করে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারেন। সুতারাং যখন যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহ্‌ তায়ালা সাহায্য করতে পারেন এবং সাহায্য কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে।

৩:১২৮। উহুদ যুদ্ধে রাসূল (সা.) আহত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় বলেছিলেন, যে জাতি তাদের রাসূলকে রক্তাক্ত করে তারা সফল হবে কিভাবে? অর্থাৎ প্রকারান্তরে পুরো কওমের উপর অভিশাপ নেমে আসার কথা। তখন আল্লাহ্‌ তায়ালা রাসূল (সা.)-এর মনের অবস্থা শুধরিয়ে দিয়ে বলছেন যে, তিনি তাদের কারো কারো তওবা কবুল করবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

৩:১৩০। এটি সুদ সর্ম্পকে তৃতীয় পর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াত। সুদ তৎকালীন সমাজের চিরাচরিত প্রথা হওয়ায় তা পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করা হয়। প্রথমে সূরা রুমের ৩৯ নং আয়াতে সুদের আদান-প্রদানকে নিরুৎসাহিত করা হয়। এটি হিজরতের ৫ বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সুদ খাওয়াকে অন্যায় ও ইহুদীদের ঘৃণ্য প্রথা বলে উল্লেখ করা হয়। এটি হিজরতের পর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে অবর্তীণ আয়াত। তৃতীয় পর্যায়ে অবতীর্ণ আলে-ইমরানের ১৩০ নং আয়াতে উচ্চ হারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়। এটি ৩য় হিজরী সনে উহুদ যুদ্ধের পর অবর্তীণ হয়। চতুর্থ পর্যায়ে সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে সকল প্রকার সুদ হারাম (সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ঘোষণা করা হয়। পঞ্চম পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা বাকারার ২৭৮-২৭৯ নং আয়াতটি নবম বা দশম হিজরী সনে বিদায় হজ্জের পূর্বে অবর্তীণ হয়। সেখানে সুদ পরিত্যাগ না করলে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা জানানো হয়। সুদ জুলুম ও শোষণের হাতিয়ার। এর অকল্যাণ ও ক্ষতি বহু মাত্রিক। তাই সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩:১৩৩। জান্নাতের প্রশস্ততার সর্বোচ্চ রূপ বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে যে, তা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত। আরো দেখুন (সূরা হাদীদ, নং ৫৭, আয়াত ২১)।

৩:১৩৪। রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ: করতে পারা বীরত্বের লক্ষণ। রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রকৃত শক্তিধর সে নয় যে অন্যকে কুস্তিতে ধরাশায়ী করে বরং প্রকৃত শক্তিধর সে ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে-(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

৩:১৪০। সুদিন-দুর্দিন বা জয়-পরাজয়।

৩:১৪৪। উহুদ যুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর অধিকাংশ সাহাবী সাহস হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট দল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করতে লাগলেন। অথচ ধর্ম, ইবাদত ও জিহাদ আল্লাহ্ তায়ালার নিমিত্ত-যিনি চিরঞ্জীব ও সদা প্রতিষ্ঠিত। রাসূল (সা.)-এর শাহাদাত বরণের সংবাদ সত্য হলেও তাতে অসাধারণত্ব কি? তাঁর মৃত্যু তো একদিন হবেই। এতে মনোবল হারিয়ে ফেলা এবং দ্বীনের কাজ ত্যাগ করা সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে যে শোভা পায়না তা এ আয়াতে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে।

৩:১৫২। উহুদের যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে মুসলিমগণ জয়যুক্ত হয়েছিলেন এবং কুরাইশ বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করছিল, পাহাড়ের ঘাঁটিতে মোতায়েনকৃত মুসলিম সৈনিক দলের এক অংশ তখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করে অন্যদের সংগে এসে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল জয়লাভের পর সেখানে অবস্থান নিরর্থক। কুরাইশ বাহিনীর একদল সুযোগ দেখে পেছন থেকে ঘুরে এসে অপ্রস্তুত মুসলিম সৈনিকদের উপর হামলা করলে তাঁরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ঘটনাটি উল্লেখ করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

৩:১৫৫। এখনে দু'টি দল হচ্ছে উহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের একটি দল এবং কাফের কুরাইশদের একটি দল। মু'মিনদের তীরন্দাজ দল যুদ্ধে নিজেদের জয় হয়েছে ভেবে গনিমতের জন্য অগ্রসর হলে সে সুযোগে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী পুনরায় মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে বসলে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, দিক বিদিক লক্ষ্য না করে উর্ধ্বশ্বাসে উহুদ পাহাড়ের উপরের দিকে পালাতে থাকে। রাসূল (সা.) তাঁদেরকে বার বার আহ্বান করতে থাকেন, কিন্তু তাঁরা সেদিকে কর্ণপাত না করেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। শয়তান তাঁদেরকে এ সুযোগে বিচ্যুত করতে চাইল অর্থাৎ তারা যেন রাসূলের আনুগত্য আর না করে। কিন্তু তাঁরা যেহেতু মু'মিন ছিলেন, কেবল যুদ্ধের আকস্মিক ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণেই রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেননি তাই তাঁদেরকে মার্জনা করে দিলেন। ভবিষ্যতে যেন রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে ভুল না হয় তা স্মরণ করিয়ে দেয়াই আয়াতের উদ্দেশ্য, কারণ এতে শয়তান সুযোগ পেয়ে যায়।

৩:১৫৯। যে সব ব্যাপারে আল্লাহ্র স্পষ্ট নির্দেশ নেই শুধুমাত্র সেসব বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ আয়াত থেকে জনমত যাচাই ও সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করার গুরুত্ব বুঝা যায়।

৩:১৬১। বদরের গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদের মধ্য হতে একটি চাদর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন এক ব্যক্তি বলেছিল, হয়তো নবী (সা.) তা নিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-(আবু দাউদ)।

৩:১৬৫। **দ্বিগুণ বিপদ:** বদরের যুদ্ধে ৭০ জন কাফির নিহত ও ৭০ জন বন্দি হয়েছিল। পক্ষান্তরে উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন। দ্বিগুণ বিপদ দ্বারা সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

৩:১৬৭। উহুদ যুদ্ধে কুরাইশদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.) এক হাজার জন মুজাহিদের এক বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েন। যখন তিনি উহুদ ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হন তখন সেখান থেকে অবস্থা বেগতিক দেখে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার তিনশজন অনুচর নিয়ে ফিরে আসে। মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এই অযুহাত দেখাল যে, রাসূল (সা.) তার কথা না শুনে অন্যান্যদের কথায় মদীনার বাহিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন। মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মজলিসে শুরা-তে মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই শত্রু বাহিনীকে মোকাবেলার পরামর্শ দিয়েছিল। উবাই বলল, হে লোক সকল আমি বুঝাতে পারছি না যে, আমরা কিসের জন্য এতগুলো লোক এখানে জীবন দিব। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অন্যান্যদেরকে রেখে চলে না যাওয়ার জন্য যখন তাকে অনুরোধ করা হল তখন সে বলল, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস - আজ যুদ্ধ হবে না, তাই আমরা চলে যাচ্ছি। আজ যুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে রয়ে যেতাম। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৩:১৭২। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যুদ্ধে এই আংশিক বিজয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আবু সুফিয়ান ঘোষনা দিয়েছিল, 'আগামী বছর বদরে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আবার মোকাবেলা হবে'। রাসূল (সা.) তার এই ঘোষণা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী বছর ঘনিয়ে আসলে তা বাস্তবায়নের জন্য রাসূল (সা.) এ যুদ্ধ অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যদিও ঠিক আগের বছর উহুদ যুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর চাচা হামযা (রা.) -সহ মোট ৭০জন নিহত হয়েছিলেন এবং স্বয়ং রাসূল (সা.)-সহ আহত হয়েছিলেন অনেকে - সেই ক্ষত এখনো শুকায়নি, এতদসত্তেও সাহাবীরা এ বছর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। বরং আবু সুফিয়ানই সাহস ধরে রাখতে পারল না। কারণ বছরটি ছিল দুর্ভিক্ষের এবং পরপর দু'টি যুদ্ধের ফলে কুরাইশরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই আবু সুফিয়ান ইজ্জত বাচানোর জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করল। মুসলমানদের মধ্যে কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও বিরত্বের কথা প্রচার করার জন্য গোপনে এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠিয়ে দিল এই আশায় যে, উহুদ যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতির কথা মনে করে মুসলিমরা পুনরায় সাহস করে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসবে না এবং এতে করে যুদ্ধ না করেই আরব জাতির কাছে তার মুখ রক্ষা হয়ে যাবে। আবু সুফিয়ান মনে মনে স্থির করল যে, গোত্রের মান-সম্মান রক্ষা করতে হলে লোক দেখানোর জন্য অভিযানে বের হওয়া দরকার, কিন্তু রনাঙ্গনে পৌছবে না। পরে যদি অবগত হওয়া যায় যে, মুসলিম বাহিনী অভিযানে বের হয়নি, তাহলে মক্কা পৌছে কুরাইশদেরকে বিজয় বাণী শোনাবে। আর যদি মুসলিম বাহিনী রনাঙ্গনে আসে তাহলে দুর্ভিক্ষের বাহনা দিয়ে মক্কা ফিরে যাবে। মুনাফিকরা কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা প্রচার করতে লাগল এই আশায় যে, মুসলিমরা এবার যুদ্ধ অভিযানে বের হতে চাইবে না। কিন্তু উল্টো মু'মিনরা নিজেদেরকে ঈমানে বৃদ্ধি করল। রাসূল (সা.) ১৫০০ জনের এক বাহিনী নিয়ে বদরে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা.) বদরে পৌছে দেখলেন সেখানে মেলা বসেছে। যুদ্ধের কোন নাম নিশানাও নেই। রাসূল (সা.) আবু সুফিয়ানের জন্য আট দিন অপেক্ষা করে মেলা শেষে মদীনায় ফিরে যান। এ সময়ের মধ্যে রাসূল (সা.)-এর সাহাবীরা একটি ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে কাজ কারবার করে প্রচুর অর্থ লাভ করেন আর ১৭৩ নং আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হচ্ছে এটি কেবল শয়তান, যে তার বন্ধুদের ভয় দেখায় (আয়াত নং ১৭৫), কোন ক্ষতি তাদেরকে স্পর্শ করেনি (আয়াত নং ১৭৪)। দেখুন ঈমাম রাযী, তাফসীরে কবীর।

৩:১৮০। **কৃপণতা অন্তরের কঠিন ব্যাধি:** রাসূল (সা.) বলেন, 'কৃপণতা ও মন্দ স্বভাব মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে না। আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা হতে হলে অপব্যয় ও অপচয় পরিহার করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক'। রাসূল (সা.) আরো বলেন, 'কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং মানুষ থেকে দূরে অবস্থান করে। কিন্তু সে জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়'। রাসূল (সা.) বলেন, ' ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।' দেখুন: সূরা ফুরকান ৬ষষ্ঠ রুকু

৩:১৮০। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে না কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে একটি বিষধর সাপে পরিণত করা হবে। অতিরিক্ত বিষাক্ত হওয়ার কারণে সে সাপের মাথায় ভয়ংকর দু'টি চিহ্ন থাকবে। এরপর এ সাপটিকে তার গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার দুই গালে ছোবল মারতে থাকবে আর বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ আমি তোমার পুঞ্জিভূত ধন। অতঃপর রাসূল এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-(সহীহ বুখারী)।

৩:১৮১। 'কে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দিবে?' এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ইহুদীরা ঠাট্টা করে বলেছিল 'তোমাদের আল্লাহ্‌ অভাবগ্রস্ত, তাইতো তিনি ঋণ চান', এর জবাবে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৩:১৮৩। প্রাচীন কালে কোন কোন নবী এ ধরণের মু'জিযা দেখিয়েছিলেন বলে বাইবেলে উল্লেখ আছে। আদম (আ.)-এর পুত্র হাবীলের কুরবানী কবুল হওয়া সম্পর্কেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

৩:১৮৪। তারা রাসূল (স.)-কে ব্যক্তিগতভাবে মিথ্যাবাদী বলেনি। বরং তারা সবাই তাঁকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী বলে জানত। তাঁকে মিথ্যাবাদী বলার অর্থ ছিল আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা। (দেখুন সূরা-৬: আয়াত-৩৩)।

৩:১৮৫। মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুতি থাকা উচিত। মৃত্যু যে কোন সময় জীবনের আলো নিভিয়ে দিতে পারে। ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমার কাঁধে হাত রাখলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি দুনিয়ার বুকে এমনভাবে চলো যেন তুমি কোন আগন্তুক অথবা একজন পথিক মাত্র। ইবনে উমর (রা.) বলতেন, যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন প্রত্যুষের অপেক্ষা করবে না, আর যখন প্রত্যুষে উপনীত হবে তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করবে না; আর অসুস্থতা আসার পূর্বে সুস্থতাকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ কর, আর জীবিত অবস্থাকে গুরুত্ব দাও মৃত্যু আসার পূর্বে-(সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক)।

৩:১৮৮। 'যারা (নিজেরা) যা করেছে তাতে উৎফুল্ল হয়' অর্থাৎ সামান্য মূল্য গ্রহণ করার মাধ্যমে উৎফুল্ল হয়, অথচ তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, তারা তাদের কিতাবকে মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না (আয়াত ১১৭)। কিন্তু তারা এর উল্টো কাজ করে দ্বীনের ধারক বাহক হিসেবে প্রশংসা পেতে আগ্রহী। তারা কখনো শাস্তি থেকে পার পেয়ে যাবে না। এখানে প্রসঙ্গটি ইহুদীদের ব্যাপারে হলেও এর শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। যারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য কুরআনের শিক্ষাকে গোপন করে, অথচ সমাজে সমাদ্রিত হতে পছন্দ করে তারা সবাই এই ইহুদী পণ্ডিতদের মত এবং তাদের পরিণতিও তাই।

৩:১৯৯। নাজ্জাসী এবং তার মত যারা মুহাম্মদ (সা.) এর উপর ঈমান এনেছিল কিন্তু বৈরী পরিস্থিতির কারণে তাদের পক্ষে ইসলামের দেশে হিজরত করা সম্ভব হয়নি ও ইসলামের উপর আমল করা সম্ভব হয়নি তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিওপিয়ার) তৎকালীন খৃষ্টান বাদশাহ্‌ নাজ্জাসীর মৃত্যুর খবর রাসূল (সা.) এর কাছে পৌঁছানোর পর তিনি সাহাবাদের বলেছিলেন, তোমরা বের হয়ে এসো এবং তোমাদের দেশের বাইরে অন্য দেশে তোমাদের একজন ভাই মৃত্যুবরণ করেছেন, তার জানাযায় শরীক হও এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তখন রাসূল (সা.) জান্নাতুল বাকীতে চলে গেলেন এবং সাহাবীদের নিয়ে তার গায়েবানা জানাযার নামায পড়লেন। এতে মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগলো, মুহাম্মদ একজন খৃষ্টান রাজার জানাযা পড়ছে যাকে সে কখনো দেখেনি এবং সে তার উপর ঈমানও আনেনি। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৪:৩। ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا আয়াতের এ অংশ থেকে বুঝা যায় নারীদের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠাই এ আয়াতের মূল বক্তব্য। অর্থাৎ কারো অভিভাবকত্বে থাকা এতিম নারীর সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার আশঙ্কা থাকলে তা হবে এতিম নারীর প্রতি অবিচার। এ অবিচার থেকে বাঁচার জন্য উক্ত ইয়াতীম নারীকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তার যদি বিয়ে করার খুবই প্রয়োজন হয় তবে সে প্রয়োজনে অন্য নারীদের মধ্য থেকে দুই, তিন এমনকি চারজনকে বিয়ে করতে পারবে যদি তাদের প্রতি ইনসাফ করতে পারে। ইনসাফ করাটাই মূল কথা। আর একাধিক বিয়ে করলে যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে হয় তবে একজনকে বিয়ে করতে হবে। অর্থাৎ অভিভাবকত্বে থাকা এতিম নারীকে বিয়ে করা সাধারণভাবে বৈধ হওয়া সত্ত্বেও যদি তার প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে বৈধ বিষয়টি অবৈধ হয়ে যাবে। আবার ইয়াতিম নারীকে অবিচার থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে এতীম নয় এমন দুই,তিন, চারজনকে বিয়ে করা যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে অবিচার করা যাবে না। চারজনকে বিয়ে করে সবার প্রতি সুবিচার করতে না পারলে একটি বিয়ে করতে হবে অথবা নারীর প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা এ আয়াতের মূল বক্তব্য। বিয়ের ক্ষেত্রে যেখানে সুবিচার লঙ্ঘিত হবে সেটাই পরিহার করতে হবে।

৪:৩। **এখানে দুই দুই বলতে দুইজন, তিন তিন বলতে তিনজন ও চার চার বলতে চারজনই বুঝায় যার নমুনা সূরা-৩৪:** আয়াত-৪৬-এ রয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা আছে 'এক এক জন করে দাড়াও' যার অর্থ একজনই হয়, দুইজন নয়। এ আয়াতে চার চার করে বলার মাধ্যমে একসঙ্গে সর্বোচ্চ কতজনকে বিবাহ বন্ধনে রাখা যাবে তা বুঝানো হয়েছে। যেমন যদি বলা হয় 'চার চারজন করে ঘরে প্রবেশ করুন', তখন অর্থ হবে একসঙ্গে চারজনের বেশি প্রবেশ করা যাবে না। অর্থাৎ একাধিক বিয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে একসঙ্গে দুইজনকে বিবাহ বন্ধনে রাখা যাবে। তাতে যদি না হয় তাহলে একসঙ্গে তিনজনকে, অতঃপর এতেও যদি না হয় তাহলে সর্বোচ্চ চারজনকে একসঙ্গে বিবাহ বন্ধনে রাখা যাবে। কোন অবস্থাতেই একসঙ্গে চারজনের বেশি স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে রাখা যাবে না। উল্লেখ্য, দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকা এবং একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ করতে সক্ষম হওয়া ইত্যাদি শর্ত সাপেক্ষে কেবল একাধিক বিবাহ করা বৈধ রাখা হয়েছে।

৪:৩। মহিলাদের ক্ষেত্রে সৃষ্টিগতভাবেই চাহিদার দিক থেকে চাহিদা উদ্রেককারী হরমন (Testosteron) এর পরিমাণ কম এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে তা কেবল Supra renal gland থেকেই নিসৃত হয়। পক্ষান্তরে পুরুষের ক্ষেত্রে তা Supra renal gland এবং এর পাশাপাশি Testis থেকেও বহুগুণে নিসৃত হয়। সুতরাং নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত (Natural) চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আল্লাহ্‌ তায়ালা বিবাহের বিধান দিয়েছেন। আর এছাড়াও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পরিচয় নির্ধারণের জন্য (পিতাকে) একজন নারীর একসঙ্গে বহু বিবাহের ফলে জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাই বিবাহের বিধানের ক্ষেত্রে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

৪:৪। স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করা স্বামীর উপর ফরয। এটি স্বামীর উপর স্ত্রীর হক। মোহরানা শুধু ধার্য করলে হবে না তা অবশ্যই প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য, স্বামীকে যৌতুক দেয়া আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মোহরানার বিধানের পরিপন্থী একটি কুপ্রথা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি জঘন্য অপরাধ।

৪:৭। এ আয়াত অবর্তীণ হওয়ার পূর্বে উত্তরাধিকার হিসেবে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদে নারীর কোন অধিকার ছিল না।

৪:৮। উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পদের অংশ পায় না এমন আত্মীয়।

৪:১৮। **মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তওবা কবুল হয় না:** ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের গড়গড় শব্দের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্‌ বান্দার তওবা কবুল করেন (সুনান তিরমিযী)। তাই মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তওবা করলে সে তওবা আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হয় না। যেমন ফিরআউন মৃত্যুর সময় ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্‌ তা গ্রহণ করেননি।

৪:১৯। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে যেমন উত্তরাধিকারীদের অংশ থাকে ঠিক তেমনিভাবে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীদেরকেও মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা উত্তরাধিকারী সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করত এবং সেই বিধবা নারীদের ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাত। নারীদের ইচ্ছার বাহিরে তাদেরকে নিজেরা বিয়ে করত, না হয় অন্য কারো সাথে বিয়ে দিত, অথবা বিয়ে ব্যতিরিকেই ঝুলিয়ে রাখত। আল্লাহ্‌পাক নারীদেরকে অন্যান্য সম্পদের মত মনে করে তাদের উত্তরাধিকার অর্থাৎ মালিক হওয়াটাকে নিষেধ করছেন।

৪:২০। কোন ক্রমেই বিবাহ টিকিয়ে রাখা সম্ভব না হলে বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত মোহরানা ও অন্যান্য সম্পদ ফেরত নিতে বিবাহ বিচ্ছেদকারী স্বামীকে নিষেধ করা হয়েছে।

৪:২০। মোহরানা ও উপহারের কিয়দাংশ তখনই নেয়া যাবে যখন স্ত্রী কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। সুতরাং অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া ব্যতিরিকে কিয়দাংশ নেয়াটা অপবাদেরই নামান্তর এবং তা নেয়াটা পাপ।

৪:২৩। পিতার ঔরসজাত ও মাতার গর্ভজাত এবং দুধপানের সূত্রে বোন।

৪:২৪। অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী আইনে যারা দাসী হিসেবে গণ্য হবে তাদেরকে বিয়ে করা মুসলমানদের জন্য বৈধ হবে যদিও তারা তখন স্বধর্মীয় পুরুষদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

৪:২৪। মোহরানা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি করুণা নয় বরং স্ত্রীর অধিকার তা বুঝাতে প্রাপ্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই অধিকার লাভের কারণ হচ্ছে স্বামীর একটি মৌলিক চাহিদা (উপভোগ) সে পূরণ করেছে। অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনে সম্প্রীতির পাশাপাশি অধিকার ও কর্তব্যের বিষটি বুঝাতে মোহরানাকে স্ত্রীর পাওনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪:২৪। فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীকে বাধ্যতামূলক মোহরানা দেয়ার পর যদি আরো বেশী কিছু দিতে চাও কিংবা স্ত্রী বাধ্যতামূলক পরিমাণ পাওয়ার পর সেচ্ছায় তা থেকে কিছু কম নিতে চায় এবং এটি যদি উভয়ই সেচ্ছায় খুশিমনে করে, তবে তা দেয়া বা নেয়াতে কোন অপরাধ হবে না।

৪:২৫। খারিজি সম্প্রদায় ও ঈমাম আবু জাহ্‌রাসহ সমসাময়িক কতক মুফাস্‌সির সূরা আন-নূর, নং ২৪, আয়াত ২-এর ভিত্তিতে মনে করেন, স্বাধীন বিবাহিত ও অবিবাহিত নারী-পুরুষ সবারই শাস্তি একশত বেত্রাঘাত। তাদের মতে এখানে অর্ধেক শাস্তির অর্থ পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। উল্লেখ্য সূরা আন-নূর, নং ২৪, আয়াত ২-এর ভিত্তিতে পরাধীন দাসেরও শাস্তি পঞ্চাশ বেত্রাঘাত এবং পরাধীন দাস-দাসী অবিবাহিত হলেও তাদের শাস্তি পঞ্চাশ বেত্রাঘাত।

৪:২৬। আল্লাহ্‌ তায়ালা ২৫নং আয়াতে মু'মিন দাসীদের পরিচয় তুলে ধরেছেন যে, তারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিনী নয় এবং উপপতি গ্রহণকারিনীও নয়। যারা কামনার অনুসরণ করে তারা দাসীদেরকে বিয়ে না করে কেবল ব্যভিচারিনী এবং উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করে, অথচ দাসী বিয়ে করার বিধান পূর্ববর্তী শরিয়তেও ছিল। সুতরাং কামনার অনুসারীদেরকে অনুসরণ করে তোমরা তা আর করো না, আল্লাহ্‌ তোমাদের তওবা কবুল করবেন। যারা কামনার অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা তাই কর (আয়াত নং ২৭)। স্বাধীন নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে ব্যভিচার হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য মু'মিন দাসীদেরকেই বিয়ে কর (আয়াত নং ২৫)। আর এই মু'মিন দাসীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমাদের জন্য বিয়ের বিধান হালকা করেছেন (আয়াত নং ২৮)।

৪:৩২। لَاتَتَمَنَّوْا অর্থাৎ উত্তরাধিকারদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তোমাদের কাউকে কারও উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কারো অংশ কম, কারো অংশ বেশী দেয়া হয়েছে। এই বেশীটা আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন। যাকে যা দিয়েছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। আরেকজনকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি তোমাদের কারো অংশের চেয়ে বেশী হয় সেক্ষেত্রে তোমরা সেটা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না। তবে মিরাস ছাড়াও আল্লাহ্‌র কাছে অগণিত সম্পদ রয়েছে। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর, আল্লাহ্‌ চাইলে তোমাদেরকে দিতে পারেন।

৪:৩৩। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে 'যাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার দৃঢ় হয়েছে' বলতে মৈত্রী সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। জাহেলি যুগে এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সাথে এভাবে চুক্তিবদ্ধ হত যে, 'আমার রক্ত তোমার রক্ত, এবং আমার ধ্বংস তোমর ধ্বংস, তুমি আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তোমর উত্তরাধিকারী হব'। পরবর্তীতে এধরনের চুক্তিকে শরীয়ত সমর্থন করেছে এবং এধরনের মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তির জন্য মিরাসে এক ষষ্ঠমাংশ নির্ধারন করেছে, যা কেবল ওসিয়তের অংশ থেকে প্রদেয়।

৪:৩৪। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছেন, রাসূল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই (দায়িত্বশীল) তত্ত্বাবধায়ক, আর সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' ঈমানদার (শাসক) একজন দায়িত্বশীল, সে তার প্রজা সাধারণ সম্পর্কে (প্রজা সাধারণের সাথে সম্পর্কিত হক সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তার পরিবারের (প্রতি) দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মহিলা তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। চাকর তার মনিবের সম্পদের একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন- এই সমস্ত বিষয়াদি আমি রাসূল (সা.) এর নিকট হতে শুনেছি। আর আমার ধারণা হয় যে রাসূল (সা.) এটাও বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতার সম্পদের একজন দায়িত্বশীল তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, তোমাদেরকে তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতিকরাদ ও আদাইদ দুয়ূন)। দায়িত্বশীল তাকেই বলে যে অন্যকে শাসন শোষণ বা নিয়ন্ত্রন করার কথা চিন্তা করার পরিবর্তে অন্যের অধিকার প্রদানে নিজের দায়িত্ব কতখানি পালন করতে পারল এটা নিয়ে বেশী চিন্তিত থাকে। অতএব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কর্তৃত্বের নয় বরং দায়িত্ব পালনের প্রতিযোগীতা হবে, এটা ইসলামের পরিবার ব্যবস্থার দর্শন।

৪:৩৪। 'অনুগতা' অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর শরীয়ত বিরুদ্ধ যেসব চাল-চলনকে নিষেধ করবে তা স্ত্রী মানবে। 'অদৃশ্যের হেফাজতকারিনী' অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে যেকোন ধরনের অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ্‌ই তাদেরকে হেফাজত করে এ সামাজিক মর্যাদায় এনেছেন ফলে আজ তারা সংরক্ষিত মহিলা। তাই তারা নিজেদেরকে অশ্লীলতা থেকে সেরকমই হেফাজত করবে যেভাবে আল্লাহ্‌পাক হেফাজত করে তাদেরকে এ অবস্থায় নিয়ে এসেছেন। এটিই সৎকর্মশীল স্ত্রীদের চরিত্র। অপরপক্ষে স্বামী যদি স্ত্রীর চাল-চলন দেখে আশঙ্কা করে যে, এ অবস্থায় ছেড়ে দিলে অবাধ্য স্ত্রী অশ্লীলতার চরম পর্যায়ে পৌছে যেতে পারে সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে শাসন করতে হবে এবং সংশোধনের পর্যায়ক্রমটা কি তা এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত।

৪:৩৪। মৃদু ও সহনীয় মাত্রায়। রাসূল (সা.) কখনো তার কোন স্ত্রীকে প্রহার করেননি। তিনি জীবনে কোনদিন কোন নারী, খাদেম এমনকি কোন প্রাণীকেও প্রহার করেননি। রাসূলের সাহাবীগণও স্ত্রীদের প্রহার বা নির্যাতন করেননি। সাহাবীগণ বলতেন, "একমাত্র ভদ্রলোকই নারীকে সম্মান করতে পারে আর কেবল অভদ্র লোক তাকে অপমান করতে পারে।" রাসূল (সা.) এর অধীনস্থ একজন কৃতদাসী রাগান্বিত হওয়ার মত কাজ করায় তিনি তাকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ্র কসম, কিয়ামতের দিন শোধ নেয়ার যদি ভয় না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই এই মিসওয়াক দিয়ে তোমাকে পেটাতাম।" কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রহার ও জুলুম করার কারণে বহু নেক আমল থাকা সত্ত্বেও অনেকে জাহান্নামে যাবে।

৪:৩৫। সমঝোতার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে আল্লাহ্ সাহায্য করেন। উমর (রা.) একবার কোন এক স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসা করার জন্য দুই ব্যক্তিকে পাঠালেন। তারা সেখান থেকে ফিরে আসলে ওমর (রা.) তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কী করেছ?' তারা বললেন, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! আমরা মীমাংসা করার চেষ্টা করেছি কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি।' তখন উমর (রা.) তাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের দু'জনের নিয়ত ঠিক কর এবং পুনরায় যাও। অর্থাৎ নতুন নিয়ত করে আবার যাও। তারা পুনরায় গেলেন। এবার দম্পতির মধ্যে আপোষ ও সমঝোতা করতে আল্লাহ্ তাদেরকে তওফীক দিলেন। তারা আমীরুল মু'মেনীন কাছে ফিরে আসলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি করেছ?' তারা জবাব দিলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তাদের দু'জনের মধ্যে সমঝোতা করে দিয়েছেন।' তখন উমর (রা.) বললেন, 'মহান আল্লাহ্ সত্যিই বলেছেন, যদি তারা দু'জন মীমাংসার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে আল্লাহ্ তাদের তওফীক দেবেন।'

৪:৩৬। আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ্। শিরক সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই শির্ক বড় জুলুম"-(সূরা লুকমান: ১৩)। আল্লাহ্ আরো বলেন, 'আল্লাহ্র সাথে শরীক করার গোনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করবেন না। এছাড়া অন্য গোনাহ্ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন'-(সূরা নিসা নং ৪, আয়াত-৪৮)।

৪:৩৬। আবু উসাঈদ মালিক ইবনে রাবিয়া আস সাঈদী হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা.) এর নিকট অবস্থান করছিলাম এমতাবস্থায় বনী সালামার এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার মত কিছু অবশিষ্ট থাকে?' তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ থাকে', আর তা হচ্ছে, তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত ওয়াদা পূরণ করা, তাদের সূত্রে যেসব আত্মীয়স্বজন রয়েছে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা-(সুনান আবু দাউদ)।

৪:৩৬। প্রতিবেশীর প্রতি জুলুমকারী জান্নাতে যাবে না। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিতঃ রাসূল (সা.) বলেছেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার জুলম থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়- (সহীহ মুসলিম) ।

৪:৩৬। মানুষকে কথা ও কাজে কষ্ট না দেয়া মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, 'মু'মিন হচ্ছে সে ব্যক্তি যার থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে। আর মুসলমান হচ্ছে সে ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ। আর মুহাজির হচ্ছে সে ব্যক্তি যে অন্যায় পরিত্যাগ করে। সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার জুলুম থেকে নিরাপদ নয়-(মুসনাদে আহমাদ)।

৪:৩৭। 'গোপন করে' অর্থাৎ দান করার সামর্থ্য ও স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে অস্বচ্ছল বলে বেড়ায়। এটি যারা মু'মিন তাদের স্বভাব হতে পারে না। আল্লাহ্র রাসূল বলেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কোন বান্দার উপর নেয়ামত দান করেন তখন তিনি তার প্রতি প্রদত্ত নেয়ামতের লক্ষণ বা প্রভাব দেখতে পছন্দ করেন (তিরমিজী)। অর্থাৎ তার পোশাক-আশাক, চাল-চলন ও কথা-বার্তায় যেন তা প্রকাশ পায় এবং এজন্য যেন সে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে।

৪:৪৬। راعنا একটি দ্বৈত অর্থবোধক শব্দ। এর দ্বারা বাহ্যত বোঝা যেত, থামুন, আপনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, কিন্তু তারা মনে মনে এর আরো একটি অর্থ ভাবত, তা হচ্ছে আমাদের রাখাল।

৪:৪৭। আল্লাহ্পাক সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে সুন্দরতম কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন। পশুদের মত অধমুখী করে সৃষ্টি করেননি। ফলে সামনের দিকে চলতে মানুষের কোন অসুবিধা হয় না। অধমুখী হওয়া সত্ত্বেও পশু সামনের দিকে চলতে পারে। কিন্তু যদি চেহারাকে বিকৃত করা হয় এবং পিছনের দিকে করে দেওয়া হয় তবে তা আরো নিকৃষ্ট। ইতঃপূর্বে শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনের কারণে বানর বানিয়ে দেয়া, যা আহলে কিতাব নিজেরাই জানে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্পাক তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, তারা যদি কুরআনে ঈমান আনার পরিবর্তে শব্দ বিকৃত করার অভ্যাস চালু রাখে তবে যা যা বলে সতর্ক করা হচ্ছে তাই ঘটবে এবং 'আল্লাহ্র নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে'।

৪:৪৯। ইহুদী পন্ডিতরা শরীয়তের ছোটখাটো কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বেশি বেশি আমল করে সাধারণ জনগণের কাছে নিজেদেরকে পবিত্র অর্থাৎ পরহেজগার হিসেবে তুলে ধরত এবং নিজেরাও নিজেদেরকে পবিত্র মনে করত। ছোটখাটো কম গুরুত্বপূর্ণ আমলের প্রতিদান না হয় পাওয়া যাবে এবং সে ক্ষেত্রে তাদের প্রতি খেজুর বিচির মধ্যস্থিত সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারা তো পবিত্রই নয়। পবিত্র হতে হলে আল্লাহ্ তায়ালা যে পথ মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যা শিরকমুক্ত পথ, সে পথেই চলতে হবে। আর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল শির্কমুক্ত থাকা। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা ছোটখাটো আমল ছেড়ে দেয়ার গোনাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করার গোনাহ্ ক্ষমা করবেন না, অথচ তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে শরীক করাকেই দ্বীন বানিয়ে নিয়েছে।

৪:৫১। **কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস :** কাবিসা ইবনে আল মুখারিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, পাখির নাম, শব্দ ও আগমন ও প্রস্থানের মধ্যে মঙ্গল ও অমঙ্গল হওয়ার বিশ্বাস করা, কিছুকে অশুভ বলে মনে করে যাত্রা বন্ধ করা, পাথর টুকরা নিক্ষেপ, বালুতে দাগ কাটা জিব্‌ত এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ জাহেলী যুগের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। (মুসনাদ আহমাদ ও সুনান আবু দাউদ, কিতাবুত তিব্ব)

৪:৫১: এখানে তাগুত অর্থ গণক অথবা শয়তান বা আল্লাহ্র অবাধ্যতার পথ অনুসরণ করা। (ফাতহুল কাদীর, আল্লামা শাওকানি)

৪:৫১। মদীনা হতে বিতাড়িত ইহুদী গোত্র বনু নযীর - অন্যান্য ইহুদী গোত্র ও বেদুঈনদেরকে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় আক্রমণ চালানোর জন্য মক্কায় গিয়ে কুরাইশদেরকে উস্কিয়ে দিতে থাকে যা পরবর্তীতে আহ্যাবের যুদ্ধ বা খন্দকের যুদ্ধের রূপ নেয়। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে মানসিক বল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মক্কার কুরাইশরা ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, সে ইহুদীগণ! তোমরা তো কিতাবের অধিকারী, তোমরা বলতো আমাদের ধর্ম ভাল না মুহাম্মদের ধর্ম ভাল? তারা বলল, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মদের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তোমরা তাদের চেয়ে অধিক সঠিক পথে রয়েছ। আয়াতের সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪:৫৩। 'রাজত্বে' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাজত্ব ও কর্তৃত্বে ইহুদীদের কোন হাত আছে কি? যদি থাকত তবে তারা মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়্যতকে ঠেকিয়ে দিত, কেননা তারা এতটাই কৃপণ ও স্বার্থপর যে, তারা কাউকে সামান্য বস্তু দিতেও প্রস্তুত নয়।

৪:৫৪। হিংসা নেক আমল বিনষ্ট করে। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা হিংসা করা থেকে বেঁচে থাক, কারণ হিংসা নেক আমলসমূহ এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমনভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে-(আবু দাউদ)। আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সাথে ঈর্ষা করা বৈধ নয়; যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ তায়ালা সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা সত্যের পথে ব্যয় করে এবং যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ তায়ালা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন যার মাধ্যমে সে বিচার-ফয়সালা করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ মনে মনে এমন কামনা করা যে, তার বা তাদের মত আমাকে আল্লাহ্‌ দিলে আমিও ভাল কাজ করব- (বুখারী)।

৪:৫৯। নেতার অনুগত্য করা ইসলামের অপরিহার্য বিধান তবে তা শর্তহীন আনুগত্য নয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, একজন মুসলমানের উপর তার আমীরের (নেতার) কথা শোনা ও মেনে চলা অপরিহার্য। তা তার পছন্দ হোক বা না হোক; যতক্ষণ তাকে কোন পাপাচারের নির্দেশ না দেয়া হয়। পাপাচারের নির্দেশ দেয়া হলে আর কোন আনুগত্য নেই- (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)। রাসূল (সা.) বলেছেন, পাপের কাজে কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ভাল কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- (বুখারী ও মুসলিম)।

৪:৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার আমীরের (নেতার) মধ্যে এমন কিছু লক্ষ্য করে যা সে অপছন্দ করে তবে তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত। কেননা যে ব্যক্তি জামায়াত (মুসলমানদের জনসমষ্টি) থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করবে, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে-(সহীহ বুখারী)।

৪:৬০। রাসূল (সা.) হিজরত করে মদীনায় আসার পর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য মদীনা এবং এর উপকণ্ঠে বসবাসরত ইহুদী, বেদুঈন ও আনসারদের অর্থাৎ আউস ও খাযরাজ গোত্রের সমন্বয়ে একটি লিখিত চুক্তিনামা সম্পাদন করেন, যা মদীনা সনদ নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তাবলীতে সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেয়া হয়ে যে, স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী তার মীমাংসা করিবেন। কিন্তু মুনাফিকরা মদীনায় মুহাম্মদ (সা.)-এর উপস্থিতি এবং তাঁর এই কর্তৃত্ব প্রথম থেকেই মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি এবং এই মেনে না নেয়ার পিছনে ইতিহাস রয়েছে। মুনাফিকদের সাথে যখন ইহুদী গোত্রগুলোর কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিত তখন তারা ফয়সালার জন্য মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে না গিয়ে ইহুদী নেতাদের কাছেই যেতে চাইত, অথচ তারা মুখে বলত তারা রাসূল (সা.)-এর প্রতি এবং রাসূলের পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে। এক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌পাক বলছেন, তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করতে চায়। অপর পক্ষে ইহুদীরা রাসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান না আনলেও প্রথম দিকে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রাসূল (সা.)-কে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়। তাদের বুঝে আসছিল না যে, যারা বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' তারা তাদের রাসূলকে বিচারক হিসেবে মেনে নিতে পারছে না কেন। ৬৬নং আয়াত থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এ প্রসঙ্গে ইহুদীরা বলেছিল, আমরা তো আমাদের রাসূল মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর দেয়া ফয়সালা অনুযায়ী বাছুর পূজার অপরাধের দরুন তওবা করার নিমিত্তে একে অপরকে পর্যন্ত হত্যা করেছি, তাঁর আহ্বানে নিজেদেন ঘরবাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছি, তাহলে এরা কেমন ঈমানদার যে, তারা তাদের রাসূলকে বিচারক হিসেবে উপেক্ষা করছে? মুনাফিকরা নিজেদের ঈমান জাহির করার জন্য বলল, এই রকম হুকুম আমাদের শরীয়তে থাকলে আমরাও তা পালন করতাম এবং তোমাদের মত আমরা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের হয়ে যেতাম। আল্লাহ্‌ তায়ালা তাই ৬৬নং আয়াতে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা তা করত না - তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া (দেখুন ইবনে আশুর)। বরং এত কঠিন পরীক্ষায় না গিয়ে তাদেরকে তো কেবল আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে ও রাসূলের ফয়সালাকে মেনে নেয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল, এবং যদি তারা তা পালন করত তবে তা-ই যথেষ্ট ছিল এবং ততটুকুতেই আল্লাহ্‌ তাদেরকে মহাপ্রতিদান দান করতেন এবং তাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করতেন।

৪:৮৬। **সালামের প্রচলন করা বড় পুণ্যের কাজ:** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরকে ভাল না বাসলে ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় বলে দেব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে? তা হল তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচলন কর-(সহীহ মুসলিম)।

৪:৯২। রাসূল (সা.) এর হাদিস থেকে দিয়াত সম্পর্কে তিনটি পরিমাণ পাওয়া যায় (১) ১শত উট (২) ১০০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) (৩) ১২০০০ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)। এর মধ্যে একশত উটের বর্ণনাটি অধিক নির্ভরযোগ্য। এর ভিত্তিতে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশে দিয়াতের পরিমাণ একশত উটের বাজার মূল্য। বর্তমানে (২০১২ সালে) সৌদি আরবে উটের বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী দিয়াতের পরিমাণ একশত উটের সমমূল্য ৪ লক্ষ সৌদি রিয়াল (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা), সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ইউএই দিরহাম (৪৪ লক্ষ ২৮ হাজার প্রায়), কাতারে ২ লক্ষ কাতার রিয়াল (৪৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা প্রায়)। উল্লেখ্য, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে এ পরিমাণ কমও হতে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী দিয়াতের পরিমাণ ফকীহগণের ইজতিহাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে থাকে।

৪:৯৩। হত্যা তিন ধরনের হতে পারে। এক. ইচ্ছা করে কাউকে হত্যা করা। ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড যদি না নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকাররা তাকে ক্ষমা করে বা রক্ত মূল্য গ্রহনে সম্মত হয়-(সূরা বাকারা আয়াত-১৭৮)। দুই. আংশিক ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করা যেমন কাউকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা (এরূপ আঘাতে সাধারণত মানুষ মারা যায় না কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি কেউ মারা যায় তাহলে তা আংশিক ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে ধর্তব্য হবে)। এক্ষেত্রে শাস্তি হলো দিয়াত। তিন. ভুলবশতঃ হত্যা করা যেমন গাড়ী দুর্ঘটনায় হত্যা করা। এক্ষেত্রে শাস্তি হল একজন মুমিন দাসকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি করা এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিয়াত প্রদান করা (যদি তারা ক্ষমা না করেন)। ভুলবশতঃ হত্যার বিস্তারিত বিধান সূরা আন নিসার ৯২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৪:৯৩। **খুনির ঠিকানা জাহান্নাম** ও তার উপর আল্লাহ্‌র গজব নেমে আসে। হযরত আহনাফ ইবনে কায়স বলেন যে, আমি এক ব্যক্তির সাহায্যার্থে এগিয়ে গেলাম, তখন আবু বাকরাহ আমার সম্মুখে পড়লেন, তিনি বললেন: কোথায় যাও? আমি বললাম, লোকটিকে সাহায্য করব, তিনি বললেন তুমি ফিরে যাও, কেননা আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, দুই মুসলমান যখন স্ব স্ব তরবারী নিয়ে মুখোমুখী হয় (এবং একে অপরকে হত্যা করে) তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী। আমি বললাম এটা না হয় হত্যাকারীর ক্ষেত্রে কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটা কেমন? রাসুল বললেন, কারণ নিহত ব্যক্তিও তার প্রতিপক্ষকে (হত্যাকারীকে) হত্যা করার জন্য সচেষ্ট ছিল- (বুখারী ও মুসলিম)।

৪:১০৪। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখী হয়। রাসূল (সা.) নিজেও এ যুদ্ধে আহত হন। কুরাইশরা যখন যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করছিল তখন তা ছিল কুরাইশদের সম্পূর্ণ অনুকূলে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তারা যুদ্ধের ময়দানে বেশিক্ষণ অবস্থান করেনি। তারা তাদের আসল উদ্দেশ্য শেষ না করেই দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। হঠাৎ যদি তাদের এই বোধদয় হয় যে, তারা তো ইচ্ছা করলে এই যুদ্ধেই মুহাম্মদ (সা.)-কে সহ তাঁর বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারত, তখন যেন পুনরায় যুদ্ধের জন্য না আগায়- তার প্রতিকার হিসেবে রাসূল (সা.) আহত অবস্থাতেই মুসলিম বাহিনীকে বললেন, আবু সুফিয়ানের বাহিনীকে ধাওয়া কর। আয়াতে তাই বলা হচ্ছে যে, যুদ্ধে কেবল তোমরাই আহত নও, তারাও আহত, যন্ত্রনা তাদেরও হচ্ছে। উপরন্তু তোমাদের একটি সুবিধাজনক অবস্থা এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে (জান্নাত) আশা কর, যা তারা করে না। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় রাসূল (সা.)-এর এই পদক্ষেপটি সত্যিই কাজে এসেছিল। আবু সুফিয়ানের বাহিনী তথা কুরাইশ বাহিনী ঠিকই মনস্থির করে ফেলেছিল যে, তারা পুনরায় আক্রমণ করবে। কিন্তু যখন তারা জানতে পারল যে, রাসূল (সা.) তাঁর বাহিনীসহ আট মাইল পথ পেরিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য হামরাউল আসাদ নামক স্থানে এসে পড়েছে তখন তারা আর সাহস করে তাঁদের মোকাবেলায় অগ্রসর না হয়ে মক্কার দিকে চলে গেল, আল্লাহ্‌পাক তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিলেন যার উল্লেখ সূরা আলে-ইমরান, নং ৩, এর ১৫১নং আয়াতে রয়েছে।

৪:১০৫। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মাঝে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করা। এতে মানুষের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েমের পথ সুগম হবে। আসমানী কিতাব ও যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়দণ্ড যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে- (দেখুন সূরা আল হাদীদ নং ৫৭, আয়াত-২৫)।

৪:১১৩। 'মনস্থ করত' অর্থ এই নয় যে তারা মনস্থ করেনি, বরং মনস্থ করেছিল বটে, তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তা কার্যকরী করতে পারেনি। এধরনের প্রকাশ ভঙ্গি আরবি ভাষার একটি অলংকার।

৪:১২৮। আপোষ-নিষ্পত্তি: স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে অবজ্ঞা অথবা উপেক্ষার ভয় করে (যে তা বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যাবে- আয়াত ১৩০), অর্থাৎ কোন কারণে স্ত্রী তার স্বামীর কাছে আকর্ষণীয় নয়, তাই স্বামী অন্য স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে (আয়াত ১২৯)- এরূপ অবস্থায় স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে যা কিছু পাওয়ার হকদার তার কিছু ছাড় দিয়ে সংসার ঠিকিয়ে রাখার প্রস্তাব করবে, আর স্বামী তাকে তার হক-এর কিছুই না দিয়ে ঝুলন্তের মত না রেখে (আয়াত ১২৯) কিছু ছাড় দিয়ে তাকে রেখে দেয়ার চেষ্টা করবে, আর এইটি আপোষ-নিষ্পত্তি। আর আপোষ-নিষ্পত্তিই উত্তম। এই ছাড় দেয়াটাই একের প্রতি অপরের অনুগ্রহ। এবং এটি করতে হবে আল্লাহ্‌কে ভয় করার মাধ্যমে, কারণ আল্লাহ্ আপোষ-নিষ্পত্তি পছন্দ করেন। তবে কেউ যদি কিছুই ছাড় না দিয়ে পৃথক হয়ে যায় তবে স্ত্রীর জন্য অন্য স্বামী অথবা আর্থিক সচ্ছলতার ব্যবস্থা করা, আর অপর পক্ষে স্বামীর জন্য অন্য আরো একজন স্ত্রীর ব্যবস্থা করা আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। এবং এভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন।

৪:১৩৫। إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়া হবে অথবা যার পক্ষে সাক্ষী দেয়া হবে সে ধনী হওয়ার কারণে তাকে খুশী করার জন্য বা গরীব হওয়ার জন্য তার প্রতি সহনাভুতিশীল হয়ে সাক্ষী দেয়া বা বিচার করা যাবে না। সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য মানুষের চেয়ে আল্লাহ্‌ই অধিক উপযুক্ত। সত্য সাক্ষ্য দেয়ার কারণে কার কি হবে সেটা দেখার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র। অতএব কারো প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হয়ে কোন সাক্ষী দেয়া বা বিচার করা যাবে না।

৪:১৪১। মুনাফিকরা কাফিরদের উদ্দেশ্য করে বলে, আমরা যদি মুসলমানদের পক্ষ নিতাম তবে তোমরা সহজেই পরাজিত হতে এবং আমরা মুসলমানদের সাথে সাথে তোমাদের উপর বিজয়ী হতাম।

৪:১৪২। অর্থাৎ তারা মনে করছে যে, তারা আল্লাহ্‌কে ধোকা দিচ্ছে বা আল্লাহ্‌কে ঠকাচ্ছে কিন্তু আসলে তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র কাছে ধোকা খাচ্ছে বা ঠকছে। আর তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারেনি বরং তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৪:১৫৭। "নিশ্চিত"- আন-নাহর আল-মাদ, আনদালুসি, আল মুনতাখাব ফি তাফসীরিল কুরআনিল কারিম থেকে অনুবাদটি যাচাই করা হয়েছে।

৪:১৫৯। لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ এর ব্যাখ্যা:এখানে أَهْلُ الْكِتَابِ দ্বারা বিশেষত ইহুদীরে বুঝানো হয়েছে। ১৫৩ নং আয়াত থেকে ধারাবাহিকভাবে এদেরই বর্ণনা এসেছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ইহুদী তার মৃত্যের পূর্বে বা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ঈসা (আ.) নবী হওয়ার সত্যতা বুঝতে পারবে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাদের ঈমান কোন কাজে আসবে না। তাই ঈসা (আ.) কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন। অথবা সকল যুগের সকল ইহুদী আহলে কিতাব না হয়ে কেবল ইহুদী আহলে কিতাবের মধ্যে যারা ঈসা (আ.)-কে নবী হিসেবে মানেনি এবং তাঁর মাকে অসতী বলেছে এবং ঈসা (আ.)-কে মারইয়ামের পুত্র হিসেবে হত্যা করেছে বলে থাকে, তাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুর পূর্বে আযাবের ফেরেশতা দেখে টের পাবে যে ঈসা (আ.) শুধু মারইয়ামের পুত্র নন, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ছিলেন এবং তাঁর মা অসতী ছিলেন না।

৪:১৬০। পবিত্র বস্তুগুলো হচ্ছে, নখযুক্ত পশু এবং গরু ও ভেড়ার চর্বি (সূরা আন'আম, নং ৬, আয়াত ১৪৬)।

৪:১৬২। 'তাদেরকে' অর্থাৎ ইহুদী আহলে কিতাবদের মধ্যে গভীর জ্ঞানের অধিকারীরা ও তাদের মু'মিনরা যারা পূর্বের আসমানী কিতাবে ও সর্বশেষ আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে এবং যারা (শুধু ঈমান এনেছে এমন না বরং) সালাত (নামাজ) কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাদেরকে আল্লাহ্ অনেক বড় প্রতিদান দিবেন।

৫:১। হজ্জ অথবা 'উমরা' পালনের উদ্দেশ্যে হারামের প্রবেশ করার পূর্বে বিশেষ নিয়মে নিয়ত করার নাম 'ইহ্‌রাম'।

৫:২। قلائد শব্দটি قلادة -এর বহু বচন,অর্থঃ হার, মালা, হারামে কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশুর পলায় চিহ্নস্বরূপ কিছু ঝুলিয়ে দেয়ার রীতি ছিল যেটা দেখে সবাই বুঝতে পারতো যে এটা কুরবাণীর পশু।

৫:২। মক্কার কাফিররা ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূল (সা.) এর নেতৃত্বে মদীনা থেকে উমরা করার উদ্দেশ্যে আগত মুসলিমদেরকে মসজিদে হারামে 'উমরা' করতে বাধা দিয়েছিল।

৫:৩। اَلدَّمُ অর্থাৎ প্রবাহিত রক্ত (দেখুন সূরা-৬: আয়াত-১৪৫)।

৫:৫। তাদের জবাইকৃত হালাল পশু।

৫:১২। বনী ইসরাঈল-এর ১২টি গোত্র ছিল। হযরত মূসা (আ.) ১২গোত্রের জন্য ১২ জন নকীব বা নেতা মনোনীত করেছিলেন।

৫:২১। পবিত্র ভূমি বলতে তৎকালীন শাম বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও জর্দানের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫:২২। আমালিকা সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫:২৭। হাবিল ও কাবিলের ঘটনা।

৫:৩৮। **চুরির শাস্তি প্রসঙ্গ:** পবিত্র কুরআনের এ বিধানের ফলে সাধারণ মানুষ তাদের সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত হবেন। এ বিধানের উদ্দেশ্য মানুষের হাত কাটা নয় বরং শাস্তির ভয়ে চুরি ও অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার পথ বন্ধ করা। এজন্য রাসূল (সা.) এর যুগ থেকে পরবর্তী কয়েক শত বছর মুসলিম দেশে এ বিধানটি রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু ছিল। এ দীর্ঘ সময়ে অতি অল্প কয়েকজন অপরাধীর হাত কর্তন করতে হয়েছে কিন্তু চুরির অপরাধ ব্যাপকভাবে বন্ধ হয়েছে। তাছাড়া, এ বিধান কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের। উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে চুরির শাস্তির বিধান সম্বলিত একটিমাত্র আয়াতের পাশাপাশি আরো অগণিত আয়াত রয়েছে যেখানে মানুষের চরিত্র সংশোধনের তাগিদ দেয়া হয়েছে ও অভাবী মানুষের প্রতি স্বচ্ছল মানুষের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে বিত্তবান ও বিত্তহীন সকল মানুষের জন্য সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা ও সুবিচার নিশ্চিত কল্পে ইসলাম বহুমুখী বিধান দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে এসব বিধানে ধর্ম-বর্ণ গোত্র, ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য বহুমুখী কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

৫:৪২। অবৈধ পন্থায় প্রাপ্ত হারাম সম্পদ যেমন ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ সম্পদ ইত্যাদি।

৫:৪৩। প্রকৃতপক্ষে তারা তাওরাতের উপর আমল করে না। তারা রাসূল (সা.)-এর নিকট বিচার চায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

৫:৫২। ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিকদের দলে যোগ দিতে মুনাফিকদের আগ্রহের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

৫:৬৪। **যুদ্ধের সূচনা করা আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়:** রাসূল (সা.) যুদ্ধ পছন্দ করতেন না। এমনকি কারো নাম 'হরব' (যুদ্ধ) ও 'মুররা' (তিক্ত) ইত্যাদি রাখা তিনি পছন্দ করতেন না। তবে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে শাহাদাতের জন্য ঝাপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন "তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করো না। আল্লাহ্‌র কাছে সুস্থতা কামনা কর। যদি তাদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়েই যায় তাহলে জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারির ছায়ার নীচে।

৫:৬৭। **ইসলামে অপ্রকাশ্য বাণী (বাতেন) বলে কিছু নেই:** আয়েশা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে ওহী সম্পর্কে বলবে যে, মুহাম্মদ (সা.) এর উপর আল্লাহ্ যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তা থেকে তিনি কিছু গোপন করেছেন তাকে বিশ্বাস করো না, কেননা আল্লাহ্ বলেন, হে রাসূল তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তুমি পৌছে দাও। যদি তুমি তা না কর তাহলে তোমার রিসালাতের দায়িত্ব পালন হবে না-(বুখারী)। অতএব, রাসূল (সা.) কে আল্লাহ্ যা কিছু জানিয়েছেন তার থেকে কিছু বাতেনী (গোপনীয়) কিছু জাহেরী (প্রকাশিত) এ ধারনা করা অমূলক।

৫:৮৮। **হালাল খাবার ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত:** আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'হে মানুষ! আল্লাহ পূত পবিত্র তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কিছুই কবুল করেন না। আল্লাহ্ রাসূলগণকে যে নির্দেশ দিয়েছেন অনুরূপ নির্দেশ তিনি মু'মিনদেরকেও দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং নেক আমল কর। তোমরা যা কিছু আমল করে থাক সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ অবহিত।' আল্লাহ্ আরো বলেছেন, 'হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর।' পরিশেষে রাসূল (সা.) এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে থাকার কারণে তার চেহারা ধুলো মলিন হয়ে গেছে, সে আকাশের দিকে হাত প্রসারিত করে বলতে থাকে, হে আমার প্রভু, হে আমার প্রভু, অথচ সে যা আহার করেছিল তা হারাম, তার পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারাম দ্বারা তার দেহ পরিপুষ্ট হয়েছে। তার দোয়া কিভাবে কবুল হতে পারে!-(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত)।

৫:৯০। **মাদকদ্রব্য হারাম:** ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, সকল নেশা দ্রব্যই মাদক। সকল প্রকার নেশা দ্রব্যই হারাম। (সহীহ মুসলিম) যারিব ইবনে আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে দ্রব্যের অধিক পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে তা কম পরিমাণও হারাম-(সুনান তিরমিযি, কিতাবুল আশরিবা)।

৫:৯১। **মাদকদ্রব্য পরিবেশনের অনুষ্ঠান বর্জন:** যে অনুষ্ঠানে মাদকদ্রব্য পরিবেশন করা হয় সেখানে ঈমানদার ব্যক্তির যোগদান করা নিষেধ। হযরত উমর (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি যার ঈমান আছে সে যেন এমন মজলিসে বা টেবিলে একত্রে না বসে যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়-(মুসনাদে আহমাদ)।

৫:৯৫। أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ এর সমপরিমাণ রোযা রাখা এর অর্থ- প্রত্যেক মিসকীনকে খাওয়ানোর স্থলে একদিন রোযা রাখা। অর্থাৎ উক্ত পশুর মূল্য দিয়ে যতজন মিসকীনকে খাওয়ানো সম্ভব ততদিন রোযা রাখবে। আর মিসকীন খাওয়ানোর অর্থ হল একেক জন মিসকীনকে এক সদকাতুল ফিত্‌র পরিমাণ দান করা অথবা সেই পরিমাণ খরচ করে খাওয়ানো।

৫:১০৩। যে জন্তুর দুধ প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হত তাকে বাহীরা, যে জন্তু প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত তাকে সাইবা, উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করার কারণে যে উষ্ট্রীকে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত তাকে ওয়াসীলা এবং বিশেষ সংখ্যক প্রজননের কাজ নিয়ে যে উষ্ট্রীকে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত তাকে 'হাম' বলা হত।

৬:১০। নবী রাসূলরা কাফিরদেরকে যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি আসার ব্যাপারে সতর্ক করত তখন তারা রাসূলদেরকে ঠাট্টা করত। আর সেই শাস্তিই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।

৬:২০। يَعْرِفُوْنَهٗ :এখানে ةসর্বনামটি পূর্বের আয়াতে বর্ণিত কুরআন এর দিকে ফিরেছে। অবশ্য কোন কোন তাফসীরকারকের মতে এর দ্বারা রাসূল (সা.)-কে বুঝানো হয়েছে।

৬:৩৩। তারা ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-কে মিথ্যাবাদী বলেনি বরং তারা তাকে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী বলেই জানত। এমনকি রোম সম্রাট হিরোক্লিয়াস মক্কার মুশরিকদের সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশ ও চরিত্র সম্পর্কে জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তিনি মিথ্যা বলেন কি?' তখন তারা অকপটে বলেছিল, 'তিনি মিথ্যা বলেন না।' কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে কেবল তখনই মিথ্যাবাদী বলেছে যখন তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে প্রকাশ করেছেন এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তাদেরকে পাঠ করে শুনিয়েছেন। মুহাম্মদ (সা.)-কে মিথ্যাবাদী বলার অর্থ ছিল আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করা, নইলে তো আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মেনে না নেয়ার কোন যুক্তি থাকে না।

৬:৩৪। لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ অর্থাৎ নবীদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত বাণীকে রদ করার কেউ নেই (দেখুন সূরা-৩৭: আয়াত১৭১,১৭৩)

৬:৫২। কাফিররা রাসূল (সা.) কে বলে যে, 'আপনার কাছে যে সব নিম্ন শ্রেণীর লোক (দরিদ্র মুসলিমগণ) ভিড় করে তাদেরকে বহিষ্কার করলে আমরা আপনার কথা শুনতে পারি।' এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৬:৫৮। কাফিররা বলত, 'কুরআন সত্যিই আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ হলে আল্লাহ্ আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা আমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করুন। 'এ প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৬:৮২। এখানে 'জুলুম' এর অর্থ শির্‌ক। যেমন সূরা লুকমানের ১৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় শির্‌ক বড় জুলুম'।

৬:৯৯। যায়তূন, জলপাই জাতীয় আরবদেশের ফল বিশেষ। এর তেল খাবার তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬:১০৫। একজন 'উম্মী' মানুষের মুখে এমন জ্ঞান ও সত্যের বাণী শুনে তাদের উচিত ছিল তাঁর প্রতি ঈমান আনা। কিন্তু তা না করে তারা বলে, 'আপনি কারো নিকট থেকে শিখেছেন?'

৬:১০৮। মূর্তি পূজারী সম্প্রদায়ের দেব দেবতাদের গাল মন্দ করলে তারা প্রতিশোধমূলকভাবে মহান আল্লাহ্‌কে গালি দিতে পারে। এতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াবে। কোন লাভ হবে না। তাই পবিত্র কুরআনে মূর্তি পূজার অযৌক্তিকতা ও অসাড়তার কথা যুক্তি দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কোথাও গাল মন্দ করা হয়নি।

৬:১১৯। হালাল হারামের ব্যাপারে মনগড়া কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) কে চর্বি, মাখন, পনির ও কোমল পশুর লোমের তৈরি বস্ত্রাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,'আল্লাহ্ তার কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং তার কিতাবে যা হারাম ঘোষণা করেছেন তা হারাম। আর যে সব বিষয়ে তিনি নিরবতা অবলম্বন করেছেন তা সে সব জিনিসের মধ্যে গণ্য যা করলে তিনি মাফ করে দিবেন'- (জামে তিরমিযি, কিতাবুল লিবাস)।

৬:১২৪। নেতৃস্থানীয় অপরাধীরা আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শন দেখলে ঈমান না এনে পাল্টা বলে, নবীদের যে বার্তা বা ওহী আল্লাহ্ দিয়েছেন আমাদের অনুরূপ ওহী না দিলে ঈমান আনব না। (দেখুন সূরা-৭৪ আয়াত-৫২)।

৬:১২৫। كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ অর্থাৎ কাউকে আকাশে উড়তে বলা হলে তার কাছে যেমন অসম্ভব মনে হবে ইসলামকে মেনে নেয়ার ব্যাপারেও তাদের মনের অবস্থা তাই।

৬:১৩৩। ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ অর্থাৎ নূহ (আ.)-এর প্লাবনের পূর্ববর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করা হয় ও পরবর্তীতে নূহ (আ.)-এর বেচে যাওয়া বংশধর থেকে এ প্রজন্মকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬:১৩৬। অর্থাৎ তারা প্রথমেই তাদের ক্ষেতের শস্য ও গবাদি পশু থেকে একটি অংশ আল্লাহ্‌র জন্য ও আরেকটি অংশ তাদের উপাস্যদের জন্য নির্দিষ্ট করে। তাদের উপাস্যদের নির্ধারিত অংশ তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা বাবদ ব্যয় হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত অংশ থেকে নিয়ে এই বলে ব্যয় করে যে, আল্লাহ্ ধনী তার সম্পদের প্রয়োজন নেই। এখানে তারা আল্লাহ্‌র চেয়ে তাদের উপাস্যদেরকে প্রাধান্য দেয়। পক্ষান্তরে তাদের উপাস্যদের অংশ থেকে নিয়ে কখনো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত খাত যেমন দান-খয়রাত করা, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার রক্ষা ইত্যাদি কাজে ব্যয় করে না। কিন্তু এসব খাতের অর্থ তাদের দেবতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করে। এভাবে তাদের মনগড়া নিয়ম তৈরি করে আল্লাহ্‌র উপর তাদের মনগড়া উপাস্যদের প্রাধান্য দিয়ে যা করছে তা খুবই নিকৃষ্ট।

৬:১৪১। যে লতাযুক্ত গাছে মাচার প্রয়োজন হয় তাকে 'মারুশাত' আর যে বৃক্ষ নিজের কান্ডের উপর দাঁড়াতে পারে, মাচার প্রয়োজন হয় না তাকে 'গাইর মারুশাত' বলা হয়।

৬:১৪১। ফসলের যাকাতকে উশর বলা হয়। হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) তার পিতা থেকে এবং তিনি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) বলেন, বৃষ্টি ও ঝরণার পানিতে যে জমি সিক্ত হয় তার এক দশমাংশ (যাকাত হিসেবে) প্রদেয় এবং যাতে সেচ দিতে হয় তাতে অর্ধেক উশর অর্থাৎ ২০ ভাগের ১ ভাগ (যাকাত হিসেবে) প্রদেয়-(বুখারী)।

৭:৩১। নামাজের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করা উত্তম। এ বিষয়ে ইসলাম উৎসাহ প্রদান করে। আমর বিন শুআইব (রা.) তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দার উপরে তাঁর নেয়ামত বা অনুগ্রহের চিহ্ন দেখতে ভালবাসেন"। (জামে তিরমিযী, কিতাবুল আদাব)

৭:৩২। **সুন্দর ও পরিপাটি থাকা উত্তম:** যারির ইবনে আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, একজন বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের কাছে আসলেন এবং এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার মাথার চুল এলোমেলো ছিল। তখন রাসূল (সা.) বললেন, এ লোকটি কি তার মাথার চুল আঁচড়ানোর মত কিছুই পায়নি? আরেকজনের কাপড় ময়লা দেখে বললেন, এ লোকটি কি কাপড় পরিষ্কার করার মত কোন পানি পায় নি? (সুনান আবু দাউদ)।

৭:৩৯। অর্থাৎ যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছিল তারা তাদের অনুসারীদের অভিযোগের জবাবে বলবে।

৭:৬৫। সূরা আহকাফের ২১ নং আয়াত অনুযায়ী আদ সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল আহকাফে। আহকাফ অর্থ বালুর পাহাড়। ইয়েমেনের রাজধানী সানা থেকে ৭৭৭ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত হাদরামাউত এর পূর্বাংশ ও উমানের রাজধানী মাসকট থেকে ১০৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত জিফার নামক প্রদেশের অঞ্চল নিয়ে এলাকাটি গঠিত। আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর তাদের নবী হূদ (আ.) হাদরামাউত এলাকায় বসবাস করেছেন। তার মৃত্যুর পর তাকে তারীফ শহরের পূর্বে বারহুত উপত্যাকায় দাফন করা হয়।

৭:৯৪। পূর্ববর্তী যেসব উম্মতের কাছে নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে আল্লাহ্ দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন দ্বারা যেমন পরীক্ষা করেছেন তেমনি সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্য দান করেও পরীক্ষা করেছেন। এ আয়াতে দুঃখ দুর্দশার কথা ও পরবর্তী আয়াতে সুখ স্বাচ্ছন্দের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে কষ্ট ও অভাব-অনটনে নিপতিত করেছিলেন যেন তারা দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য আল্লাহ্‌র সামনে মাথানত করে ও আল্লাহ্‌র নবীর বিরোধিতা বন্ধ করে তার ডাকে সারা দেয়। কিন্তু তারা তা করেনি। এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে অভাব-অনটনের স্থলে প্রাচুর্য দান করেন যেন তারা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার নবীর ডাকে সাড়া দেয়। কিন্তু তারা সেটাও করেনি। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

৭:১০৮। হাত জামার গলার ভেতর প্রবেশ করিয়ে বের করলে তা থেকে তৎক্ষণাৎ অতিশুভ্র উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলো বিচ্ছুরিত হতো-(সূরা নামল, আয়াত-১২, সূরা কাছাছ, আয়াত-৩২ দ্রষ্টব্য)। তার হাতটিকে কালিমা মুক্ত নিখুঁত চাঁদের টুকরোর মত মনে হত। এটি মূসা (আ.) এর একটি মুজিযা ছিল-(ইবনে কাছীর ও সাফওয়াতুত তাফাসীর)।

৭:১৪২। মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত ওয়াদা মোতাবেক মূসা (আ.) তাওরাত প্রাপ্তির জন্য সিনাই পর্বতে অবস্থান করে প্রথমে ৩০ দিন সিয়াম (রোযা) পালন করেন। পরে আল্লাহ্র নির্দেশে আরও ১০ দিন বৃদ্ধি করে মোট চল্লিশ দিন পূর্ণ করেন। এরপর মহান আল্লাহ্র সাথে মূসা (আ.) এর কথোপকথন হয় এবং তাকে আল্লাহ্ তাওরাত কিতাব দান করেন।

৭:১৫৭। অর্থাৎ কুরআন। এ কিতাব গোমরাহী দূর করে আলোর সন্ধান দেয় ও পথ প্রদর্শন করে তাই একে নূর (আলো) বলা হয়েছে।

৭:১৭৬। 'যদি তুমি একে ধাওয়া কর' অনুবাদটি লিসানুল আরাব এবং তাফসীরে আত্তাহরীর ওয়াত্ তানভীন, ইবনে আশুর থেকে যাচাই করা হয়েছে।

৭:২০৫। **সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্কে স্মরণ করা:** রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে স্মরণ করে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের মত। সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, ভাল কাজে মনোনিবেশ, আল্লাহ্র ভয়ে খারাপ কাজ হতে বিরত থাকা, সর্বদা মনে মনে আল্লাহ্র গুণগান করা ও শুকরিয়া আদায় করা ইত্যাদি যিকির এর অন্তর্ভুক্ত।

৮:৫। বদর যুদ্ধে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় হয়। যুদ্ধে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাওয়া গেল। রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে সেগুলোকে একত্রিত করে রাখা হল। যখন রাত্রি হল তখন রাসূল (সা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করতে শুরু করলে মুজাহিদদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে যায় যে, যারা শত্রুর সাথে সরাসরি যুদ্ধে নেমে ছিলেন তাঁরা বললেন, আমরাই এর হকদার, শত্রুর কাছ থেকে এ সম্পদ আমরাই ছিনিয়ে এনেছি। আর যারা রাসূল (সা.)-এর রক্ষনাবেক্ষণ করেছিলেন তাঁরা বললেন, আমাদের এই আশঙ্কা ছিল যে, না জানি রাসূল (সা.) কোন বিপদে পতিত হন। সুতরাং আমারা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলাম। প্রত্যেকের পক্ষেই যুক্তি ছিল খুবই জোড়ালো। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন মুজাহিদের কাছে শত্রুদের কাছ থেকে পাওয়া তরবারীটি খুবই পছন্দের হয়ে যায় এবং একজন যোদ্ধা হিসেবে তার নিজের জন্য হয়ে যাবে এটা পছন্দ করাটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এ বিতর্ক থেকে বের হওয়ার জন্য আল্লাহ্পাক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে বিধান দেন যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও রাসূলের, সুতরাং এ বিষয়ে আর বিতর্ক না করে পরস্পর পরস্পরের সাথে আপোষ-নিষ্পত্তি করে নাও। রাসূল যাকে যা দিবে তাই মেনে নাও, অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ্ তায়ালার এই ফয়সালা আপাত দৃষ্টিতে তোমাদের ভাল না লাগলেও এটিই সত্য-সঠিক। এর প্রমাণ যেমন তোমরা বিতর্ক করেছিলে যুদ্ধের দিকে না গিয়ে অন্যদলের (অর্থাৎ বাণিজ্য কাফেলার) দিকে যাওয়ার পক্ষে; যুদ্ধের দিকে যাওয়াটা তোমাদের কেউ কেউ অপছন্দ করেছিলেন। মনে করেছিল যে, তোমাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু আজ আল্লাহ্ ইচ্ছায় সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাফিরদের মূল কেটে গিয়েছে। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তায়ালা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (আনফাল), অর্থাৎ গণিমতের বন্টন কিভাবে হবে তা এ সূরার ৪১নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আর বিনা যুদ্ধে যে সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয় তাকে আল্লাহ্ তায়ালা সূরা হাশ্‌র, নং ৫৯, আয়াত ৬-৭ এ 'ফাই' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং তার বন্টন ব্যবস্থা কি হবে তাও বলে দিয়েছেন।

৮:৬। মক্কী যুগের শেষের তিন-চার বছরে ইয়াসরিবে (মদীনায়) ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে নবুয়্যতের দ্বাদশ বছরে হজ্জের সময় ৭৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল হজ্জ করতে গিয়ে রাসূল (সা.)-এর কাছে বাইয়াত গ্রহন করেন এবং রাসূল (সা.)-কে হিজরতের জন্য আমন্ত্রণ জানান। একে একে মক্কার মুসলিমরা হিজরত করে মদীনায় এসে একত্রিত হতে থাকেন। অবশেষে রাসূল (সা.) নিজেও হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। মক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে যে বাণিজ্য পথ তৈরি হয়েছিল তা ছিল লহিত সাগরের কিনারা ধরে মদীনার পাশ দিয়ে। তাই রাসূল (সা.) মদীনা ও লোহিত সাগরের উপকূলের মধ্যবর্তী এ বাণিজ্য পথের আশেপাশে যেসব গোত্র বসবাস করত তাদের সাথে মৈত্রী চুক্তি অথবা নিরপেক্ষতার চুক্তি করলেন এবং কুরাইশদের দুঃস্কর্মের মোকাবেলায় তাদের বাণিজ্য কাফেলাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য বাণিজ্য পথের উপর ছোট ছোট বাহিনী পাঠাতে থাকলেন, যার কোন কোনটিতে তিনি নিজেও উপস্থিত থাকতেন, তবে মদীনার কোন আনসারকে তিনি এ বাহিনীতে শরীক রাখতেন না। এটা যেন ছিল কাফের কুরাইশ এবং মুসলিম মুহাজিরদের মধ্যে এক অঘোষিত যুদ্ধ। ঠিক এই অবস্থাতেই আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের এক বিরাট বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল। মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দল তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে এ আশঙ্কায় আবু সুফিয়ান এক ব্যক্তিকে মক্কা অভিমুখে পাঠিয়ে দিল। লোকটি মক্কায় পৌঁছেই প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী নিজের উটের কান কেটে ফেলল, উটের পিটের আসন উল্টে দিল এবং নিজের জামা সামনের দিকে ও পিছনের দিকে ছিঁড়ে ফেলে চিৎকার করে বলতে থাকল, হে কুরাইশরা! আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গী সাথীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তাতে তোমাদের যে সম্পদ আছে তা আর তোমাদের পাবার আশা নেই। এ ঘোষনা শুনে কুরাইশদের বড় বড় সর্দাররা প্রায় এক হাজার যোদ্ধা নিয়ে রণসাজে সজ্জিত হয়ে মদীনা আক্রমণের জন্য রওনা হয়ে গেল। রাসূল (সা.) চলমান ঘটনাবলির প্রতি সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি ভাবলেন চূড়ান্ত মীমাংসার সময় এসে গেছে। তাই তিনি এবার কেবল মুহাজিরদেরকে নিয়ে অভিযানে বের হওয়ার পরিবর্তে আনসারদেরকেও সম্পৃক্ত করলেন। বাণিজ্য কাফেলা না কুরাইশদেরকে মোকাবেলা করা সমীচীন হবে তা সবার কাছে জানতে চাওয়া হল এবং বলা হল যে, আল্লাহ্পাক তাদেরকে দু'দলের যে কোন একটির উপর বিজয়ী করবেন। জবাবে বিপুল সংখ্যক সাহাবী বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ চালানোর পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা ছিল তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, বাতিলকে উচ্ছেদ করবেন। তাই রাসূল (সা.) নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। এ কথায় মুজাহিদদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইবনে আমর(রা.) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল আপনার রব আপনাকে যেদিকে যাওয়ার হুকুম দিচ্ছেন সেদিকেই চলুন। আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা বণী ইসরাঈলের মত এ কথা বলব না যে, আপনি ও আপনার আল্লাহ্ দু'জনে লড়াই করুন। কিন্তু আনসারদের মতামত নেয়াটা জরুরী হয়ে পড়ল। এর আগে কোন সামরিক পদক্ষেপে তাদের জড়ানো হয়নি। আকাবার বাইয়াতে মদীনার বাহিরে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলার কোন অঙ্গীকার ছিল না। তাই রাসূল (সা.) সরাসরি তাদেরক সম্বোধন না করে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। এ কথায় সাদ ইবনে মু'য়াজ (রা.) বললেন, সম্ভবত আপনি আমাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন। আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন তাহলে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপ দিব। আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী রাসূল (সা.)-এর সাথে মুহাজির ও আনসারগণ কুরাইশদেরকে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হলেও কতক সাহাবী এ সিদ্ধান্তটির ব্যাপারে, অর্থাৎ এ সত্যের ব্যাপারে রাসূল (সা.) -এর সাথে বিতর্ক করল এই ভেবে যে, যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে।

৮:৭। একদল আবু সুফিয়ান-এর নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে মক্কাগামী কাফিরদের বাণিজ্য কাফেলা, অন্যদল আবু জেহেল-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের আক্রমণের লক্ষ্যে মক্কা থেকে বের হওয়া কাফিরদের সশস্ত্র দল।

৮:১১। বদর যুদ্ধে সংখ্যা ও সরঞ্জামের দিক দিয়ে কাফেরদের বিপুল আধিক্যের কারণে মুসলমানদের মনে কিছুটা ভীতি ও শঙ্কা কাজ করছিল। তখন আল্লাহ্র ইচ্ছায় যুদ্ধের ময়দানে ক্ষণিকের জন্য মুসলিম বাহিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়। এতে তাদের ক্লান্তি, ভীতি ও শঙ্কা দূর হয়ে যায়। অন্যদিকে বদর প্রান্তরে মুশরিকরা আগে ভাগে পানি দখলে রেখে শিবির স্থাপন করায় মুসলমানদের জন্য প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে বালু জমে শক্ত হয়ে যায় ও মুসলমানদের চলাফেরার সুবিধা হয় ও পানি সমস্যার সমাধান হয়।

৮:১৭। আল্লাহ্‌র নির্দেশে বদরের যুদ্ধে রাসূল (সা.) শত্রু বাহিনীকে লক্ষ্য করে একমুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, 'তোমাদের চেহারা নষ্ট হোক'। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় উক্ত মাটি কাফেরদের চোখে গিয়ে পড়ে। এতে শত্রুবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে ও পরাজিত হয়। আয়াতে এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৮:১৯। বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে যাত্রার পূর্বে মুশরিকরা কা'বা ঘরের গেলাফ ধরে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ্‌! উভয় দলের মধ্যে যে দলটি আপনার নিকট উত্তম সে দলটিকে বিজয় দান করুন। আল্লাহ্‌ তায়ালা তাদের নিজ মুখে উচ্চারিত কথাকে যুদ্ধের ফলাফলের মধ্যে প্রকাশ করে দিলেন এবং সে থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে তাদের চলার পথ কি হওয়া উচিত তা জানিয়ে দিলেন।

৮:২৪। আল্লাহ্‌ মানুষের অতি নিকটে আছেন। মানুষের মনের উপর আল্লাহ্‌র পূর্ণ কর্তৃত্ব বিদ্যমান।

৮:২৮। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তায়ালা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন যে, কে এগুলো পেয়ে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করছে ও কে তাঁর আনুগত্য করছে। উল্লেখ্য, সন্তানের সুখের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান, নীতি-নৈতিকতা ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে অর্থ-সম্পদ অর্জন ক্ষতিকর। কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্বভাবজাত স্নেহ-মমতা ইসলামে দূষনীয় নয় বরং প্রশংসাযোগ্য। একবার রাসূল (সা.) ভাষণ দানের জন্য মিম্বরে আরোহণ করে দেখতে পেলেন যে, হাসান ও হুসাইন দৌড়াদৌড়ি করছে এবং পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে। তিনি ভাষণ দান বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে আসলেন। শিশু দু'টির দিকে অগ্রসর হয়ে দুই বাহুতে উঠিয়ে নিলেন। তারপর মিম্বরে আরোহণ করে বললেন: হে মানুষ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ পরীক্ষার বস্তু, আল্লাহ্‌র এ বাণী সত্য। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার দুই নাতিকে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে পা পিছলে পড়তে দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না, তাই দৌড়ে গিয়ে এদের উঠিয়ে নিলাম।

৮:৩০। মদীনার আনসারগণ যখন ইসলাম কবুল করে রাসূল (সা.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে সর্বাত্মক সাহায্যে সহযোগিতা দানের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন তখন রাসূল (সা.) সবাইকে এক এক করে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহাবীর উপস্থিতিতে হিজরতের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় মক্কায় অবস্থান করতে লাগলেন। এমন একটি অবস্থায় মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একটি সভা ডাকল। পরামর্শ সভার প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত প্রকাশ করল। কেউ বলল, মুহাম্মদকে হাত পা বেঁধে গৃহে অন্তরীন রাখা হোক, আবার কেউ বলল, তাকে নির্বাসিত করাই যথেষ্ট। আবু জেহেল বলল, প্রত্যেক গোত্র হতে একজন প্রতিনিধি মনোনীত করা হোক এবং এরা সবাই একযোগে তাকে হত্যা করবে। বনী হাশেম একাকী আমাদের সকল গোত্রের মোকাবেলা করতে পারবে না, ফলে আমরা যে রক্তপন দিব তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে, আমরাও শান্তি লাভ করব। সবাই এ মতের সাথে একাত্ততা প্রকাশ করেছিল। আয়াতে এ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

৮:৩১। আল্লাহ্‌পাক কুরআনে পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের ইতিহাস এবং বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের কাহিনী সঠিক তথ্যসহ বর্ণনা করেছেন সেগুলো থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য। মক্কার মুশরিকরা এগুলোর শিক্ষাকে উপেক্ষা করেছিল। এগুলোর সত্য সঠিক বর্ণনাকে খেয়াল না করে কেবল পূর্ববর্তী ঘটনা সংশ্লিষ্ট বর্ণনা হওয়াতেই বলছে যে, এগুলো পূর্ববর্তীদের উপকথা, এরকম বলতে আমরাও পারি।

৮:৩২। এ কথাগুলো তারা দোয়া অর্থাৎ ইতিবাচক দৃষ্টিতে বলতো না, বরং নেতিবাচক দৃষ্টিতে বলত। তারা মনে মনে ভাবত যে, যদি এটি যথার্থই সত্য হত এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হত, তাহলে একে মিথ্যা বলার ফলে তাদের উপর আযাব হিসেবে পাথর বৃষ্টি হত। আর যখন তা হয়নি তখন এর অর্থ হচ্ছে, এটি সত্য নয় এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও আসেনি।

৮:৪১। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের দিন। সে দিন ইসলাম তথা সত্যের জয় হয়েছিল ও কুফর তথা মিথ্যা পরাজিত হয়েছিল।

৮:৪২। বদর উপত্যকার মদীনার নিকটবর্তী প্রান্তটিকে নিকট প্রান্ত আর বিপরীত প্রান্ত যে দিকে কাফিরদের অবস্থান ছিল, সেটিকে দূর প্রান্ত বলা হয়েছে। নিম্নভূমি বলতে লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী পথকে বুঝানো হয়েছে যে পথ ধরে সিরিয়া থেকে রসদপত্র নিয়ে মক্কার ইসলাম বিরোধী মুশরিকদের বাণিজ্যিক কাফেলা মক্কার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

৮:৪৮। বদর যুদ্ধে শয়তান বনী কিনানা গোত্রের নেতা সুরাকা ইবন মালিকের রূপ ধারণ করে মক্কার মুশরিকদের উৎসাহ যোগাচ্ছিল কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মুসলমানদের সাহায্যে আসমান থেকে জিবরাঈল (আ.) ও অন্যান্য ফেরেশতাদের অবতীর্ণ হতে দেখে পলায়ন করার সময় আবু জেহেলকে লক্ষ্য করে শয়তান এ উক্তি করেছিল।

৮:৪৯। এখানে মুনাফিক বলতে খাযরাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ও তার কতক সহচরের কথা বলা হয়েছে। মুনাফিক আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই প্রথম থেকেই রাসূল (সা.)-কে মেনে নিতে পারেনি। হিজরত করে রাসূল (সা.) মদীনায় আসার পূর্বে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইকে মদীনাবাসীরা নেতা নির্বাচন করার উপর ঐকমত্যে পৌঁছেছিল এবং তার মাথার মুকুটও তৈরি হচ্ছিল। রাসূল (সা.)-এর আগমনে সেই আশায় গুড়েবালি পড়ল। খাযরাজ গোত্রের অন্যান্যরা যেহেতু রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য মেনে নিয়েছে তথা ঈমান এনেছে, তাই বাহ্যিক দিক থেকে সে নিজেও ঈমান এনেছে বললেও ভিতরে ভিতরে হিংসায় জ্বলে যেত, আর সে জন্যই সে মুনাফিক। এই মুনাফিক ও তার কতক সহচর নিজেরা বলাবলি করত যে, এদের (মুসলমানদের) দ্বীন এদেরকে প্রতারিত করেছে, অর্থাৎ ধর্মান্ধ বানিয়ে দিয়েছে, যার ফলে তারা এমন এক ভয়াবহ যুদ্ধের দিকে যাচ্ছে যে, তাদের জন্য কেবল ক্ষতিই অপেক্ষা করছে। তাদের এই দ্বীন তাদেরকে কিছুই দিবে না - প্রতারণা ছাড়া। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলছেন, তাদের হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত। এই ব্যাধিগ্রস্তরা অন্য কোন দল নয়। 'ও' দিয়ে বাক্য বিন্যাসের ফলে মনে হতে পারে এরা অন্য কোন দল। বরং এটি হচ্ছে মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য। এরকম বর্ণনা ভঙ্গি কুরআনে আরো অনেক জায়গায় রয়েছে যেখানে 'ও' দিয়ে বাক্য বিন্যাসের ফলে ভিন্ন কোন বিষয়কে বুঝানো হয়নি। দেখুন সূরা আলে ইমরান নং ৩, আয়াত ৫৮-এর তাফসীর। আর এই মুনাফিকরা কাফের। সুতরাং ফেরেশতারা তাদের মৃত্যু ঘটায় তাদের চেহারায় ও তাদের পিছনে আঘাত করে করে (আয়াত নং ৫০)।

৮:৫৬। এখানে ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরা ইসলামের ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে ভাল চোখে দেখছিল না। রাসূল (সা.) মদীনায় এসে মদীনা ও মদীনার উপকণ্ঠে যেসব গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেন যা মদীনা সনদ নামে পরিচিত, বনু কাইনুকা তাদের একজন। এরা মদীনার অভ্যন্তরে বসবাস করত। খাযরাজ গোত্রের সাথে তাদের মিত্রতা ছিল। তারা সাধারণ লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত রাখার জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সকালে ইসলাম গ্রহণ করে বিকালে তা প্রত্যাখ্যান করত এই বলে যে, আমরা যাচাই করে বুঝতে পেরেছি, ইনি সে নবী নন যাঁর আবির্ভাবের কথা আমাদের কিতাবে উল্লেখ আছে (দেখুন সূরা আলে ইমরান নং ৩, আয়াত ৭২-এর তাফসীর)। বদর যুদ্ধে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়ে হিংসা আরো বেড়ে যায়। ইহুদীরা আশা করেছিল যে, এই যুদ্ধে কুরাইশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা তাদের বাজারে

যাতায়তকারী মুসলমানদেরকে বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদেরকে উত্যক্ত করতে শুরু করল। একদিন তাদের বাজারে এক মুসলিম নারীকে সবার সামনে বিবস্ত্র করে ফেলে। শুরু হয়ে যায় হাঙ্গামা, এতে একজন মুসলিম শহীদ হন ও একজন ইহুদী নিহত হয়। রাসূল (সা.) তাদেরকে সততার পথ অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তারা বলল, মুহাম্মদ! সম্ভবত তুমি আমাদেরকেও কুরাইশ মনে করেছ। যুদ্ধ বিদ্যায় তারা ছিল অনভিজ্ঞ। তাই তুমি তাদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছ। আমাদের সাথে যুদ্ধ করলে জানতে পারবে পুরুষ লোক কাকে বলে। এটা ছিল সুস্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষনার শামিল। এভাবেই তারা প্রত্যেকবার অর্থাৎ একের পর এক চুক্তি ভঙ্গ করতে থাকে।

৮:৬০। মুসলমানদের ভূখণ্ডের সীমান্ত পাহারা দেয়া অত্যন্ত মর্যাদার কাজ। রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে একদিন সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকা দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

৮:৬১। ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকা প্রত্যেকবার অর্থাৎ বার বার চুক্তির শর্তাবলী ভঙ্গ করার পরও রাসূল (সা.)-কে বলা হচ্ছে শান্তির পথ বেছে নিতে, অর্থাৎ চুক্তি বহাল রাখতে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে। ইসলাম যে কখনো আগ্রাসী ভূমিকাকে উৎসাহিত করে তা এ আয়াত থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়।

৮:৬২। ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকা যেহেতু বার বার চুক্তির শর্তাবলী ভঙ্গ করেছে তাই পুনরায় যে ভঙ্গ করবে না এমনটি হতে পারে না - এভাবে ভাবাটাই স্বাভাবিক। এ রকম একটা মানসিক পরিস্থিতির পরও রাসূল (সা.)-কে চুক্তি বহাল রাখার পক্ষেই প্রস্তাব দিতে হচ্ছে। তাই আল্লাহ্‌ তায়ালা রাসূল (সা.)-কে আশ্বস্ত করছেন এই বলে যে, নিশ্চয় তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। যদি তারা তোমাকে ধোকা দেয়ার জন্য বলে যে, তারা চুক্তি মেনে চলবে, অথচ পরবর্তীতে সুযোগ পেলেই ইসলামের তথা তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তবে তা মোকাবেলার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই। তুমি তোমার দিক থেকে শান্তির পথ বেছে নেয়ার প্রস্তাব কর। উল্লেখ্য, ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বনু কাইনুকা দম্ভভরে রাসূল (সা.)-কে এমন উত্তর দেয় (৫৬নং আয়াতের তাফসীরে যার উল্লেখ রয়েছে) যা ছিল সুস্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষনার শামিল। অতঃপর রাসূল (সা.) মুসলিমদেরকে নিয়ে বনু কাইনুকার আবাসস্থলকে অবরোধ করেন। মাত্র ১৫দিন অবরোধ চলার পরই তারা আত্মসমর্পণ করে। তারা তাদের মিত্র মুনাফিক আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই এর মধ্যস্থতায় সমস্ত অর্থ-সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র এবং শিল্প সরঞ্জাম রেখে মদীনা থেকে তিন দিনের ভেতর অন্যত্র (সিরিয়া) চলে যেতে বাধ্য হয়।

৮:৬৫। এ আয়াত বিশেষ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়। শত্রুরা মক্কার মুসলমানদের উপর তের বছর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছে। তাদের নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে মুসলমানগণ মাতৃভূমি ত্যাগ করে সুদূর আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারা সেখান থেকে মুসলমানদের বহিষ্কারের চেষ্টা করেছে। মুসলমানরা মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারা মদীনার উপকণ্ঠে মুসলমানদের উপর বারবার হামলা করেছে। মূলত শত্রুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেছিল। এমতাবস্থায় অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের একমাত্র বিকল্প। সে যুদ্ধের জন্যই রাসূল (সা.) কে উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৮:৬৭। বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে বেশ কিছু বন্দীর অতীত অপরাধ এত বেশী ছিল যে, তারা মৃত্যুদন্ডের উপযুক্ত ছিল। তারা দীর্ঘ তের বছর নিরীহ নিরস্ত্র মুসলমান নারী পুরুষদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছে। এহেন জঘন্য অপরাধীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার মত নমনীয় নীতি গ্রহণ করায় এ আয়াতে নবী (সা:) কে কিছুটা ভৎর্সনা করা হয়েছে। অন্যথায় সাধারণভাবে যুদ্ধ বন্দীদেরকে বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে কিংবা অর্থের বিনিময়ে কিংবা সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে মুক্তি দেয়ার বিধান রয়েছে (সূরা মুহাম্মদ ৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)। অধিকন্তু, যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে সমাজের দুর্বল ও অসহায় শ্রেণীর মত সহানুভূতিশীল আচরণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভকারী জান্নাতী বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করে আল্লাহ্‌ বলেন, 'তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এতীম, মিসকীন ও বন্দীদের খাবার দেয়।' (সূরা ইনসান, আয়াত ৮-৯)।

৮:৬৭। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাফির মুশরিকরা রাসূল (সা.) ও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। ইসলামের এ চরম দুশমনরা মুসলমানদের হাতে যুদ্ধবন্দী হলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাসূল (সা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন এবং তাদের হত্যা না করে বরং বিভিন্ন প্রকার মুক্তিপণ গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এ আয়াতে এরূপ সিদ্ধান্তের কিছুটা সমালোচনা করা হয়েছে। এরূপ সমালোচনা কেবল বদরের যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে করা হয়েছে। অন্যথায় সাধারণ যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি সদয় আচরণ, মুক্তিপণের বিনিময় অথবা কোন বিনিময় ছাড়াই মুক্তি দেওয়ার বিধান ইসলামের রয়েছে-(সূরা মুহাম্মদ, আয়াত-৪, সূরা আল ইনসান, আয়াত-৮ দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ্য, বদরের মুশরিক যুদ্ধবন্দীরা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি পেয়ে পরবর্তীতে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আরও বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মদিনা আক্রমণ করে ওহুদ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায় যেখানে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

৮:৬৯। ইসলাম ও মুসলমানদের কট্টর দুশমনদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তকে সূরা আনফাল এর ৬৭ নং আয়াতে কিছুটা সমালোচনা করায় সাহাবীগণের মনে গনীমতের মাল ও মুক্তিপণের অর্থ তাঁদের জন্য হালাল হওয়ার ব্যাপারে যে সংশয়ের সৃষ্টি হয় তা নিরসনের উদ্দেশ্যে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৮:৭০। বন্দীদের কেউ কেউ বলেছিল যে, তারা অন্তরে মুসলিম, যদিও পরিস্থিতির চাপে তাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে, যেমন আব্বাস (রা.)। এদের সম্পর্কে বলা হয়, তারা সত্য বলে থাকলে মুক্তিপণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তাদেরকে আরও উত্তম বস্তু দিবেন ও তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

৯:০০। সাধারণত একটি সূরাকে অন্য সূরা হতে পৃথক করার জন্য সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা হত। কিন্তু এ সূরার শুরুতে মহানবী (সা.) 'বিসমিল্লাহ্‌' লিখাননি এবং এ সূরা কোন্ সূরার অংশ তাও বলে যাননি। সে কারণে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক সংকলিত মাস্‌হাফ-ই উসমানীতেও এ সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ লিখা হয়নি। সূরা আনফাল এর পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ায় সেটি এর পূর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সূরাটি সূরা আনফাল-এর সঙ্গে পঠিত হলে বিসমিল্লাহ্‌ পড়া হয় না, অন্যথায় শুরুতেই এটি পঠিত হলে বিসমিল্লাহ্‌ পড়া হয়। তাওবা নামকরণের কারণ, এ সূরার ১১৭, ১১৮নং আয়াতে তওবা কবুলের উল্লেখ রয়েছে। এই সূরাকে 'বারাআত' (অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদ) নামেও নামকরণ করা হয়ে থাকে। সূরার প্রথম আয়াতে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরিকদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাই এ সূরাকে 'বারাআত' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৯:৫। এ আয়াতে মক্কাবাসী মুশরিকদের উদ্দেশ্যে ফরমান জারি করা হয়েছে যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল, চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, মক্কায় তের বছর ধরে মুসলমানদের অকথ্য নির্যাতন করেছিল এবং শুধু ঈমান আনার অপরাধে তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছিল। তারা মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয় বছর যুদ্ধ চালিয়েছিল, সুদূর মক্কা থেকে মদীনার উপকণ্ঠে মুসলমানদেরকে হামলা ও অবরোধ

করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে এমন একটি ফরমান জারি করা ন্যায় সঙ্গত ছিল। অধিকন্তু নিরাপত্তার খাতিরে এরূপ জরুরী আইন/ফরমান জারি করা যথার্থ ছিল। তদুপরি রক্তপাত এড়ানোর জন্য তাদেরকে ৪ মাস সময় দেয়া হয়েছে। আয়াতে হত্যা করার বিষয়টি যেমন রয়েছে তেমনি বন্দী করার কথাও বলা হয়েছে। ঘোষিত ৪ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের বন্দী হিসেবে গ্রেফতার করা এবং অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী কাউকে মৃত্যুদন্ড দেয়া, কাউকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া আবার কাউকে কোন বিনিময় ছাড়াই ক্ষমা করে দেয়ার বিধান রাখা হয়। যুদ্ধ বন্দীদের বিষয়ে রাসূল (সা.) তাই করেছেন। উপরন্তু এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি বলবৎ রয়েছে এবং যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তাদেরকে ফরমানের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। আবার পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের মধ্যে যে আশ্রয় প্রার্থনা করবে তাকে আশ্রয় দিয়ে তাকে এমন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে যেখানে সে নিরাপত্তা বোধ করবে।

৯:২৫। হুনাইন: বর্তমান সৌদি আরবের তায়েফের নিকতবর্তী একটি উপত্যকা। এর বর্তমান নাম নাখলুশ শারাঈ। এটি মসজিদে হারাম থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৯:২৫। মক্কা বিজয়ের পরপরই (৮ম হিজরী) হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রদ্বয়ের সঙ্গে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি হুনাইনের যুদ্ধ বলে পরিচিত। ১২ হাজার মুজাহিদ এই যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনী সুবিধা করতে পারেনি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁরাই জয়ী হয়েছিলেন। তাঁদের সংখ্যাধিক্যের জন্য নয়, বরং আল্লাহ্‌র সাহায্যেই তাঁরা সফলতা লাভ করেছিলেন।

৯:২৮। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা.) ঘোষণা করেন,'এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং বিবস্ত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল হজ্জ)। হারাম শরীফের পবিত্রতা ও মুসলমানদের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

৯:২৯। রোমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাবুক অভিযানের জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। ইতঃপূর্বে মুতা'র যুদ্ধে মুসলমানরা রোমান সেনাদের মোকাবিলা করেছিল। তাবুক অভিযানের কারণ ছিল, রোমানরা মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মদীনার উপকণ্ঠে ঢুকে পড়ার পূর্বে সীমান্তে তাদের মোকাবিলা করার জন্য রাসূল (সাঃ) তাবুক অভিমুখে সৈন্যদল নিয়ে বের হয়েছিলেন। তখনও রোমানরা অগ্রসর হয়নি। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে কার্যত যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন রোমান পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোন বিকল্প ছিল না। তাই রোমানরা পরাজয় স্বীকার না করা পর্যন্ত এ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ এ আয়াতে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতকে যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সঙ্গত নয়। অন্য আয়াতে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না ও শত্রুদের সাহায্য করে না এবং শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ থাকতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। (সূরা আন্ নিসার ৯০নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, তারা যদি তোমাদের আক্রমণ করা থেকে বিরত হয়, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয় ও সন্ধির প্রস্তাব করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেননি।

৯:২৯। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নিরাপত্তার ও যুদ্ধের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দানের বিনিময়ে যে কর দিতে হয় তাকে জিযিয়া বলা হয়।

৯:৩১। আদী ইবনে হাতিম রাসূল (সা.) কে বলেছিলেন, "তারা তো পাদ্রী-দরবেশদের ইবাদত করেনি।' তখন নবী (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ, তারা হালালকে তাদের জন্য হারাম করেছিল এবং হারামকে তাদের জন্য হালাল করেছিল, আর তারা তাদের অনুসরণ করেছিল। এটাই তাদের ইবাদত করা।

৯:৩১। المسيح -এর অর্থ কোন কিছুর উপর যে হাত বুলায়, রোগীর উপর হাত বুলায়ে হযরত ঈসা (আ.) রোগীকে রোগমুক্ত করতেন এ অর্থে তাঁকে মসীহ্ বলা হত। শব্দটি পর্যটক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

৯:৩৪। স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখা দূষনীয় নয় যদি তার যাকাত আদায় করা হয়। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য কুক্ষিগত করে রাখে, - এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে তা মুসলমানদের জন্য কঠিন মনে হল। এমতাবস্থায় ওমর (রা.) বললেন, 'আমি তোমাদের এ সমস্যার সমাধান করবো।' তিনি রাসূল (সা.) এর নিকট গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র নবী! এ আয়াতটি আপনার সাহাবীদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছে।' তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমাদের অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই কেবল আল্লাহ্ যাকাত ফরয করেছেন। সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তা মাফ করে সমস্ত সম্পদ পবিত্র করার উদ্দেশ্যে যাকাত ফরয করা হয়েছে। আর তিনি উত্তরাধিকারের বিধান ফরয করেছেন কেবল এ জন্যই যাতে তোমাদের পরবর্তী বংশধররা তার অধিকারী হতে পারে।' তখন ওমর (রা.) 'আল্লাহু আকবার' বললেন। অতঃপর রাসূল (সা.) ওমর (রা) কে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে মানুষের সঞ্চয় করার মত সর্বোত্তম জিনিসটির কথা বলবো?' আর তা হচ্ছে, নেক স্ত্রী যার দিকে তাকালে তার স্বামী আনন্দিত হয়, তাকে কোন আদেশ করলে সে তা পালন করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে (স্ত্রী) তার সবকিছু হেফাজত করে- (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত)।

৯:৩৬। **পবিত্র মাসের নাম:** আবু বাকারা (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ যেদিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেদিন কাল এর আবর্তন যেরূপ ছিল, আবর্তিত হতে হতে আজও তা সে অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। বছরে বার মাস। এর মধ্যে চার মাস মহাসম্মানিত (হারাম মাস)। ঐ চার মাসের মধ্যে যুলকা'দা, যুল হাজ্জাহ ও মুহাররাম মাস তিনটি পরস্পর সংযুক্ত। বাকী মাসটি হলো রজব, যেটি জুমাদা ও শা'বান মাসের মধ্যবর্তী মাস- (বুখারী)।

৯:৩৬। যিলকাদা, যিলহাজ্জ, মুহাররম ও রজব এ চার মাস الشهر الحرام (পবিত্র মাস)। এ চার মাস আরববাসীদের নিকট অতি পবিত্র ছিল, সেহেতু তারা এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না।

৯:৩৭। স্বার্থের খাতিরে যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিলে মুশরিকরা হারাম মাসকে হালাল মাস ঘোষণা করত, যেমন বলত: এ বৎসর সফর মাস মুহাররম মাসের পূর্বে আসবে ইত্যাদি।

৯:৩৮। রোমানদের বিরুদ্ধে তাবূক যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটি ছিল এক বৃহৎ শক্তির মোকাবেলা। ইতোমধ্যে প্রচন্ড গ্রীষ্মের মওসুম এসে গেছে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, তার উপর নতুন বছরের বহু প্রত্যাশিত ফসল কাটার সময় এসে গেছে। সব মিলিয়ে কেউ কেউ এ অভিযানে বের হতে গড়িমসি করছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৯:৪১। خفافا অর্থ হাল্কা আর ثقالا অর্থ ভারি। এখানে শব্দ দু'টি দ্বারা যথাক্রমে যুদ্ধের হাল্কা সরঞ্জাম ও ভারী সরঞ্জামে সজ্জিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৯:৪৩। নবম হিজরী সালে তাবূক অভিযানের সময় মুনাফিকরা অংশগ্রহণ হতে অব্যাহতি লাভের জন্য রাসূল (সা.)-এর নিকট নানা অজুহাত তুলে ধরে। রাসূল (সা.) তাদের অজুহাত কবুল করে উক্ত অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

৯:৪৬। নারী, শিশু, পঙ্গু, রুগ্ন, যাদের জন্য যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকার অনুমতি আছে মুনাফিকদেরকে তাদের মতই ঘরে বসে থাকতে বলা হয়েছে।

৯:৪৯। রোমানদের বিরুদ্ধে তাবূক যুদ্ধে না যাওয়ার বাহানা হিসেবে এক মুনাফিক রাসূল (সা.)কে বলে - যখন রাসূল তাকে যুদ্ধে যাবে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন- আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা জানে যে, আমি মেয়েদের প্রতি ভীষণ দুর্বল। আমার ভয় হয়, রূপবতী খৃষ্টান মেয়েদের দেখে আমি সেই কঠিন ফিতনায় পড়ে যাই কিনা। এ প্রেক্ষিতেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৯:৫২। দু'টি কল্যানের মধ্যে একটি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হওয়া এবং অপরটি বিজয়।

৯:৬০। 'মিসকীন' এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক গ্রাস (লুকমাহ) অথবা দুই দুই গ্রাস খাবার ভিক্ষা করে বেড়ায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়। প্রকৃত মিসকীন হচ্ছে সে ব্যক্তি যে অভাবী কিন্তু লজ্জার কারণে কারো কাছে চায় না।

৯:৬০। যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ করার সম্ভাবনা আছে অথবা যে নব্য মুসলিমকে কিছু দিলে তার ইসলামের প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবার সম্ভাবনা আছে অথবা ইসলামের বিরোধিতা থেকে বিরত রাখার জন্য রাসূল (সা.) যাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন তাদের সবার ক্ষেত্রেই আয়াতের এ অংশটি প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, ইসলামের স্বার্থে তাদের সাথে মুসলমানদের এক প্রকার স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল- (তাফসীরে রূহুল মা'আনী)।

৯:৭১। এক মু'মিন অপর মু'মিনকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। এর মাধ্যমে সে তার মু'মিন ভাইকে প্রকৃত পক্ষে সাহায্যই করে থাকে। হাদীসে এসেছে- হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: "তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর সে জালিম হোক অথবা মজলুম হোক।" লোকেরা বলল: হে রাসুল, মজলুমকে আমরা সাহায্য করব কিন্তু জালিমকে কিভাবে সাহায্য করব?" রাসুল বললেন: "তার দু'হাত চেপে ধরবে"-(বুখারী)। সুতরাং অন্যায় ও অবিচারকারীকে নিবৃত্ত করা মুসলমানদের সামাজিক ও পবিত্র দ্বীনি দায়িত্ব।

৯:৭১। **আল্লাহ্‌র রহমত লাভের উপযুক্ত যারা:** হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, যারা পরস্পরের প্রতি দয়া করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া করেন। যমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর তাহলে আসমানে যিনি আছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্) তোমাদেরকে দয়া করবেন। যে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে আল্লাহ্ পাক তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবেন, অপর পক্ষে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন-(তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ)।

৯:৭৪। তাবূক অভিযান থেকে ফেরার পথে রাসূল (সা.) এক রাত্রে ঘটনাক্রমে মুসলিম বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নির্জন পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময়ে রাসূল (সা.) এর সঙ্গে ছিলেন দু'জন সাহাবী। সুযোগ বুঝে কতিপয় মুনাফিক রাসূল (সা.)-কে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে একজন সাহাবী সাহস করে তাদের প্রবল বাধা দেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মুনাফিকরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ আয়াতে সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৯:৮০। মুনাফিক সরদার 'আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই সারা জীবন রাসূল (সা.) এর বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা পোষণ করা সত্বেও তার মৃত্যু হলে রাসূল (সা.) তার জানাযা পড়ান ও তার জন্য দোয়া করেন। এমনকি তার কাফনের জন্য রাসূল (সা.) নিজের জামা পর্যন্ত প্রদান করেছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবী উমর (রা.) রাসূলের এই নীতির বিপক্ষে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত ও পরবর্তী ৮৪ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং ভবিষ্যতে মুনাফিকদের ব্যাপারে এরূপ করতে রাসূল (সা.) কে বারন করেন।

৯:৯০। তাবূক যুদ্ধে যারা শরীক হয়নি তাদের মধ্যে মদীনার ও মরু এলাকার কিছু মুনাফিক ছিল। মহানবী (সা.) ফিরে আসলে তারা তাঁর নিকট মিথ্যা ওযর পেশ করতে আসল। আর কিছু সংখ্যক ছিল যারা যুদ্ধেও গেল না এবং ওযর পেশ করতেও আসল না। এ দুই দল সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে।

৯:৯২। তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে হলে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে এবং বাহন লাগবে। সাতজন সাহাবী ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, নিজেরা বাহন জোগার করতে পারেন নি। রাসূল (সা.)-ও তাঁর অসামর্থের কথা জানালে জিহাদে না যেতে পেরে তাঁরা অশ্রুপ্লাবিত নয়নে ফিরে আসেন। ইতিহাসে তাঁরা বাক্কাউন অর্থাৎ ক্রন্দনকারী নামে পরিচিত।

৯:১০০। **মুহাজির:** যারা ইসলামের জন্য হিজরত (দেশ ত্যাগ) করেছিলেন।

৯:১০০। **আনসার:** যেসব মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করে মুহাজিরগণকে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

৯:১০২। হযরত আবু লুবাবাহ্ (রা.) এবং তাঁর ছয়জন সাথী মানসিক দুর্বলতার কারণে কোন প্রকার শরয়ী ওযর ব্যতিতই তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহন না করে ঘরে বসে থাকেন। অথচ তাঁরা সবাই ছিলেন সাচ্চা ঈমানদার। হিজরতের পূর্বেই আবু লুবাবাহ্ (রা.) আকাবার বাইয়াতের সময় ইসলাম কবুল করেছিলেন। বদর ও উহুদসহ অন্যান্য যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহন করেছিলেন। তাবূক যুদ্ধ যেহেতু শক্তিশালী রোমানদের বিরুদ্ধে তাই এ যুদ্ধে সকলের অংশগ্রহন ছিল ফরয। তাঁরা যখন বুঝতে পারলেন যে, এটি একটি বর ধরণের ভুল তখন ভীষণভাবে অনুতপ্ত হয়ে কোন প্রকার কৈফিয়ত তলবের আগেই তাঁরা নিজেদেরকে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে নেন এবং বলেন, আমাদেরকে মাফ না করে দেয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য আহার নিদ্রা হারাম। কয়েকদিন পর্যন্ত এভাবেই তাঁরা বাঁধা অবস্থায় অনাহারে অনিদ্রায় কাটান। তাঁদের তওবা যে কবুল হওয়ার পথে তা তাঁদেরকে জানিয়ে দেয়া হল এবং তা (তওবা কবুল) তাঁদের পরবর্তী কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল (আয়াত নং ১০৫)।

৯:১০৬। এরা হলেন ১১৮নং আয়াতে উল্লেখিত তিনজন সাহাবী। এ তিনজন সাহাবী হলেন হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.), হযরত মুরারা ইবনে রাবীআ (রা.) এবং হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া (রা.)। শেষের দু'জন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন করা সাহাবী। প্রথমজন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন না করলেও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন। সুতরাং এরূপ ঈমানদার হয়েও কেবল অলসতা ও গাফলতির কারণে এমন নাজুক সময়ে শক্তি ও সামর্থের অধিকারী হয়েও যুদ্ধে না যাওয়া ছিল চরম ভুল। তাঁরা সে ভুল স্বীকারও করে নিলেন, মুনাফিকদের মত মিথ্যা অজুহাত পেশ করলেন না, আবার নিজে থেকে ১০২নং আয়াতে উল্লেখিত সাহাবীদের মত তওবা কবুলেরও পথ বেছে নিলেন না - সুতরাং তাঁদের তওবা কবুলের পথ হল ভিন্ন ধরনের। রাসূল (সা.) সবাইকে তাদের সাথে সালাম বিনিময় পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে নির্দেশ করলেন। ৪০ দিন পর তাদের স্ত্রীদেরকেও তাদের থেকে আলাদ বসবাস করার নির্দেশ দিলেন। ৫০তম দিনে এসে আল্লাহ্‌পাক তাদের তওবা করলেন যার উল্লেখ রয়েছে ১১৮নং আয়াতে।

৯:১০৭। আবু 'আমির রাহিব খাযরাজী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে সংসারত্যাগী হয়েছিলেন। মদীনার লোকেরা তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্বান করেন, কিন্তু সে অস্বীকার করে এবং মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে শত্রুতা করতে থাকে। মদীনার কিছু মুনাফিককে একটি মসজিদ বানাতে সে পরামর্শ দেয়, যাতে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং এই মসজিদে গোপনে মিলিত হয়ে রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা যায়। তারা মসজিদ বানিয়ে তাতে

সালাত আদায় করতে মহানবী (সা.)-কে অনুরোধ জানায়। তিনি তাবূক হতে ফিরে এসে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন মসজিদটির স্বরূপ প্রকাশ করে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূল (সা.) মসজিদটি জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দেন।

৯:১০৮। পাক-পরিচ্ছন্ন থাকা আল্লাহ্ পছন্দ করেন। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন, তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন, তিনি মহানুভব এবং মহানুভবতাকে পছন্দ করেন, তিনি দানশীল এবং দান করা পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা যে তিনি বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের আঙ্গিনাকে পরিচ্ছন্ন রাখ। আর ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রেখো না- (তিরমিযী) (৩১১)।

৯:১১১। সাধারণভাবে ইসলাম যুদ্ধকে পছন্দ করে না ও যুদ্ধের সূচনা করে না । মহান আল্লাহ্ বলেন, যতবার তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে ততবারই আল্লাহ্ সে আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন এবং তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়। আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদেরেকে পছন্দ করেন না-(সূরা আল-মায়েদা, আয়াত-৬৪ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া রাসূল (সা.) যুদ্ধ এমনকি যুদ্ধ শব্দটি পর্যন্ত পছন্দ করতেন না। কারো নাম 'হারব' (যুদ্ধ) রাখা হলে তিনি তা পরিবর্তন করে দিতেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা শত্রুর মোকাবিলা কামনা করো না বরং তোমরা আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করো। তবে যদি শত্রুর সাথে তোমাদের মোকাবিলা করতেই হয় তখন জেনে রাখবে -জান্নাত হচ্ছে তরবারির ছায়ার নিচে। অধিকন্তু, ইসলাম কোন অন্যায় যুদ্ধকে সমর্থন করে না। মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি দানের প্রেক্ষাপট সূরায়ে নিসার ৭৫ ও সূরা হাজ্জের ৩৯নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এসব প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে একজন মুসলিম সৈনিকের পিছু হটার কোন সুযোগ নেই বরং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন উৎসর্গ করে শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়া তার কর্তব্য। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র পথে জীবন উৎসর্গ করার বিনিময়ে মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

৯:১১৪। দেখুন সূরা মারইয়াম, নং ১৯, আয়াত ৪৭।

৯:১১৭। তাবূক যুদ্ধের সময়।

৯:১২৩। এ আয়াতটি আহলে কিতাব খৃষ্টান রোমানদের বিরুদ্ধে তাবূক যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

৯:১২৫। মুনাফিকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১০:২। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্ যখন মুহাম্মদ (সা.) কে রাসূল করে পাঠালেন তখন কাফেররা তাকে অস্বীকার করে বলল, 'আল্লাহ্র মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে, মানুষকে তার রাসূল করা তার মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়'। আল্লাহ্ আবু তালেবের এতিম ভাতিজাকে ছাড়া আর কাউকে রাসূল করার জন্য পেলেন না? এর জবাবে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

১০:৫। মনযিল (منزل) শব্দের বহুবচন মানাযিল (منازل)। আরবি চান্দ্র মাস ২৮টি মনযিলে বিভক্ত। আরবি চান্দ্রমাসের এই মনযিলকে বাংলায় তিথি বলা হয়।

১০:৫৭। মানুষ কুফরী ও পাপ করলে অন্তর কলুষিত ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করলে অন্তরের সে ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ হয়। আর মু'মিনের কলুষমুক্ত অন্তরের জন্য পবিত্র কুরআনের বাণী হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ।

১০:৫৯। কোন কিছুকে হালাল বা হারাম বলে ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। নিজের খেয়াল খুশিমত কোন কিছুকে হালাল বা হারাম করার এখতিয়ার মানুষকে দেয়া হয়নি। এতদসত্ত্বেও মুশরিক ও ইহুদীরা সেটা করেছে।

১০:৬২। **আল্লাহ্র বন্ধুদের পরিচয়:** আল্লাহ্র ওলীদের পরিচয় বর্ণনা করে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে। ঈমান ও তাকওয়া না থাকলে কেউ আল্লাহ্র ওলী হতে পারেন না। ঈমান ও তাকওয়ার কিছু মৌলিক বিষয় সূরা বাকারার ২-৫, ১৭৭নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা মু'মিনুন ১-৯, তওবা ১১২, আরো বহু আয়াতে মু'মিন ও মুত্তাকীর কথা (তথা আল্লাহ্র ওলীদের বৈশিষ্ট্যের) বর্ণনা রয়েছে।

১০:৬৪। অর্থাৎ ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী আল্লাহ্র ওলীদেরকে দুনিয়াতে এই মর্মে সুসংবাদ দেয়া হয় যে, 'তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না'। আর মৃত্যুকালে রহমতের ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে এই মর্মে সুসংবাদ দিয়ে থাকেন যে- আপনাদের ভয় ও দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, আপনাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

১০:৭৪। আল্লাহ্র নবীদের পেশ করা নির্দশসমূহ মিথ্যা অভিহিত করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করায় অর্থাৎ কৃতকর্মের কারণেই আল্লাহ্ তাদের হৃদয়সমূহের উপর মোহর মেরে দেন। ফলে তারা ঈমান আনতে ব্যর্থ হয়।

১০:৮৩। বনী ইসরাঈলের কিছু সংখ্যক যুবক প্রথমদিকে মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছিল। পরবর্তীতে বনী ইসরাঈলের অবশিষ্ট সবাই তার দলভুক্ত হয়েছিলেন।

১০:৮৭। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর মসজিদে সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক ছিল কিন্তু ফিরআউনের নির্যাতনের মুখে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় তাদেরকে ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে সালাত আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এ আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১০:৯৮। আল্লাহ্র নবী ইউনুস (আ.) নীনাওয়াবাসীদেরকে আল্লাহ্র দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করায় আল্লাহ্র 'আযাব আসে। তখন তারা অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে আল্লাহ্ তাদেরকে আযাব থেকে মুক্তি দান করেন।

১০:১০৪। অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.) যে আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীনে হানীফ তথা একত্ববাদের ধর্ম ইসলাম নিয়ে আগমন করেছেন, কাফির-মুশরিকরা অস্বীকার করলে তার কিছু যায় আসে না বরং তিনি যথারীতি মহান আল্লাহ্র ইবাদতে অবিচল থাকবেন। আরবি ভাষায় 'দ্বীন' শব্দটি ধর্ম, জীবন ব্যবস্থা ও কর্মফল ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১১:১২। রাসূল (স.) কাফিরদেরকে কুরআনের দিকে আহ্বান করলে তারা রাসূল (স.)কে বিব্রত করার জন্য নানা কথা বলত। কখনো বলত, তুমি আল্লাহ্র কাছ থেকে ধনভাণ্ডার নিয়ে আস আবার কখনো বলত, তোমার সাথে ফেরেশতা নিয়ে আস ইত্যাদি। এরূপ নানা মন্তব্য করে তারা কুরআন ও রাসূল নিয়ে বিদ্রূপ করত। তাদের নানা বিদ্রূপের কারণে যেন রাসূল(স.) মনক্ষুণ্ন হয়ে কুরআনের দিকে আহ্বানের কাজে নিরুৎসাহিত বোধ না করেন সে কথাই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১:১৭। সাক্ষী অর্থ- রাসূল (সা.) (দেখুন সূরা-৩৩: আয়াত ৪৫, সূরা-৪৮: আয়াত-৮, সূরা-৭৩: আয়াত-১৫)।

১১:১৮। সাক্ষীরা অর্থাৎ রাসূলরগণ বা ফেরেশতাগণ।

১১:২০। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সত্য আন্তরিকভাবে শুনত না ও তার প্রতি দৃষ্টি দিত না। (৭: ১৭৯)

১১:২৯। অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে নিম্ন শ্রেণীর লোক বলে তোমরা তিরস্কার করলেও আমি তো তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে পানি না।

১১:৩৮। অর্থাৎ তোমরা আজ যেমন আমাদের নৌকা বানানোকে উপহাস করছ তেমনি আমরাও উপহাস করব যেদিন তোমরা সত্যিই প্লাবনে ডুবে মারা যাবে।

১১:৫৪। অর্থাৎ তুমি আমাদের দেবতাদের সমালোচনা করায় তাদের কারো মন্দ আছর তোমার উপর পড়েছে, ফলে তুমি পাগলের মত আবোল তাবোল বকছ।

১১:৫৬। অর্থাৎ আমার প্রতিপলক সুবিচার ও ইনসাফকারী। তিনি সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎকর্মের প্রতিদান দেন এবং পাপাচারীকে তার পাপের প্রতি ফল দেন। তিনি কারো প্রতি জুলুম করেন না।

১১:৬৪। এটি সালিহ্ (আ.) -এর নবুয়্যতের একটি মোজেজা ছিল। এটিকে আল্লাহ্ তাঁর একটি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করে এর কোন ক্ষতি করতে নিষেধ করেছিলেন।

১১:৭০। 'সেদিকে' অর্থাৎ পরিবেশেনকৃত ভুনা বাছুরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না।

১১:৭৮। অর্থাৎ লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কন্যা বা বিবাহ উপযুক্ত নারীসমাজ। নবী যেহেতু তার নিজ সম্প্রদায়ের পিতৃতুল্য, সেহেতু তিনি তাদেরকে নিজের কন্যা বলে অভিহিত করেছেন।

১১:৮৬। অর্থাৎ ওজনে কম না দিয়ে ও ন্যায্য মাপ দিয়ে যেটুকু লাভ পাবে সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও বরকতের কারণ হবে।

১১:৮৭। অর্থাৎ তারা টিটকারী করে এ মন্তব্য করে বলেছে, তোমার ধারণা কি তুমিই একমাত্র সহিষ্ণু ও সুবোধ লোক, তুমি সব বুঝ আমরা কিছুই বুঝি না?

১১:৮৮। অর্থাৎ তোমাদেরকে যা করতে নিষেধ করছি যেমন ওজনে কম দেয়া তার বিপরীতটা নিজে করতে ইচ্ছুক নই।

১১:১০৭। তারা সেখানে স্থায়ী হবে, তবে আল্লাহ্ যদি স্থায়ী করতে না চান সেটা আলাদা কথা। আর আল্লাহ্ তো স্থায়ী করবেন এটা বলেই দিয়েছেন। এটা রদ হবার নয়, কেউ এটা রদ করতে পারবে না, একমাত্র আল্লাহ্রই ক্ষমতা আছে তা করার। তবে তিনি তা করবেন না এটা অন্য আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন। যেখানে বলেছেন সেখানে তারা চিরকাল স্থায়ী হবে। আর এখানে আকাশসমূহ ও পৃথিবী বলতে দুনিয়ার এই নশ্বর আকাশ ও পৃথিবী না বরং পরকালে নতুনভাবে সৃষ্টি ভিন্ন আকাশ ও ভিন্ন যমীন যে যমীনের উপর জান্নাত থাকবে। অর্থাৎ বুঝানো হয়েছে জান্নাত- যেহেতু স্থায়ী হবে তাই তার যমীন এবং আকাশও স্থায়ী হবে। (দেখুন: সূরা-১৪: আয়াত-৪৮)

১২:৮। ইয়াকুব (আ.) সন্তানদের মধ্যে ইউসুফ (আ.) ও তার সহোদর ছোট ভাই বেনিয়ামীন শৈশবে মাতৃহারা হন। এ কারণে ইয়া'কুব (আ.) তাদের দু'জনকে তুলনামূলকভাবে বেশি স্নেহ করতেন। অধিকন্তু ইউসুফ (আ.)-এর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিষয়টি তিনি অনুধাবন করেছিলেন যার ইঙ্গিত ইউসুফ (আ.)-এর শৈশবে দেখা স্বপ্নে বিদ্যমান ছিল। এসব কারণে ইয়াকুব (আ.) পুত্র ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি বেশি লক্ষ্য রাখতেন যার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তার সৎভাইয়েরা এ উক্তি করেছিল।

১২:১৯। অর্থাৎ তাকে কৃতদাসের মত বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে নিল।

১২.২৩। **ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার পুরস্কার:** আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে দিন আল্লাহর (আরশে) ছায়া ব্যতীত আর কারো ছায়া থাকবে না। যে (কঠিন মুসিবতের) দিনে আল্লাহ্ সাত শ্রেণীর লোককে তার আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন। সেই সাত শ্রেণীর লোক হলো- ন্যায়পরায়ণ শাসক, আল্লাহ্র ইবাদতের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠা যুবক, সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত, এমন দু' ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে এবং একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ছিন্ন করে, এমন ব্যক্তি যাকে একজন বিত্তবান ও সুন্দরী নারী ব্যভিচারের প্রস্তাব দেয়ার পর সে কেবল আল্লাহ্র ভয়ে তা থেকে বিরত থাকে, এমন ব্যক্তি যে এমনভাবে দান করে যে তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানে না এবং আল্লাহ্র স্মরণে যে ব্যক্তির নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হয়-(বুখারী)।

১২:২৩। অর্থাৎ আমার মনিব আমার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে আমার উত্তম আবাসের ব্যবস্থা করেছেন। আমি তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে আমি তার প্রতি জুলুম করব। আর জালিম কখনো সফল হতে পারে না।

১২:৪৮। অর্থাৎ এ কঠিক দুর্ভিক্ষের সাতটি বছরে অল্প কিছু ছাড়া তোমাদের সঞ্চিত ফসল সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

১২:৪৯। অর্থাৎ পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হবে ও প্রচুর ফল ফলাদি ও ফসল উৎপন্ন হবে।

১২:৫৫। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য দ্রব্য বণ্টনে মানুষের মধ্যে সুবিচার, ইনসাফ ও এহসান করার জন্য উক্ত পদ চেয়েছিলেন।

১২:৬৩। অর্থাৎ ইউসুফ (আ.) এর অপর সহোদর ভাই বেনইয়ামীনকে সঙ্গে দেয়ার জন্য ইয়াকুব (আ.) এর কাছে ইউসুফ (আ.) এর সৎভাইয়েরা অনুরোধ জানান।

১২:৬৭। ইয়াকুব (আ.) পুত্রদেরকে নগরের বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করার উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে নগরবাসীরা একসঙ্গে এত আগন্তুক লোক দেখে তাদেরকে সন্দেহ করার অবকাশ না থাকে।

১২:৭৭। ঈর্ষার কারণেই সৎভাইয়েরা ইউসুফ (আ.) এর ছোটবেলায় ঘটা একটি ঘটনাকে চুরি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। সেটি কোন চুরির ঘটনা ছিল না বরং ইউসুফ (আ.) এর ফুফু জন্মের পর থেকে ইউসুফ (আ.) কে অত্যন্ত আদর করতেন ও নিজের কাছে রেখে লালন-পালন করতেন। এক সময় ইয়াকুব (আ.) উক্ত ফুফুর কাছ থেকে পুত্র ইউসুফকে নিজের কাছে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিলে তার ফুফু একটি কৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি তার পিতা ইসহাক (আ.) এর রেখে যাওয়া কোমর বন্ধনীটি শিশু ইউসুফ (আ.) এর কাপড়ের মধ্যে গুজে দিয়েছিলেন। পরে ঘরের সর্বত্র খোঁজার পর কোথাও না পেয়ে ঘরে উপস্থিত লোকদের দেহ তল্লাশী করার সিদ্ধান্ত হয়। অবশেষে সেটি ইউসুফ (আ.) এর কাছে পাওয়া যায়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইয়াকুব (আ.) শরীয়তে ইবরাহীমির আলোকে ইউসুফ (আ.) কে তার ফুফুর কাছে সমর্পণ করেন। এভাবে তার ফুফুর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়-(ইবনে কাছীর)।

১২:৯৫। বহু বছর যাবত নিখোঁজ ইউসুফ (আ.) এর জীবিত থাকা ও পুনরায় ফিরে আসার কথা বলায়, ইয়া'কুব (আ.) কে লক্ষ্য করে উপস্থিত সবাই এ মন্তব্য করেছিল।

১২:১০২। অর্থাৎ কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তার রাসূল (সা.) কে প্রাচীনকালের অনেক ঘটনা অবহিত করেন। অন্যথায় এসব ঘটনা জানা সম্ভব হত না।

১৩:৬। কিয়ামতকে অস্বীকারকারীরা রাসূল (সা.) কে লক্ষ্য করে বলে, তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তবে আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন করছ না কেন? (সূরা আনফাল, আয়াত ৩২ দ্রষ্টব্য) এ কথা বলার সময় তারা লক্ষ্য করে না যে তাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতি অবাধ্য হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করেছিল।

১৩:১৪। একমাত্র আল্লাহ্ই মানুষের ডাকে সাড়া দেয়ার ক্ষমতা রাখেন সেজন্য মানুষের ডাক পাওয়ার একমাত্র হকদার হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআলা। সুতরাং মানুষের উচিত, কোন সৃষ্টির কাছে প্রার্থনা করার পরিবর্তে সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা।

১৩:১৯। রাসূল (সা.) এর উপর অবতীর্ণ কুরআনের ব্যাপারে অন্ধ। অর্থাৎ চোখ থাকা সত্ত্বেও সে যেন কুরআনে বর্ণিত সত্যের কিছুই দেখতে পায়না। যে কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনা আর যে কুরআনকে সত্য বলে জানে ও কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারা উভয়েই সমান হতে পারে না। নিঃসন্দেহে যে কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সে উত্তম আর যে করেনা সে অধম।

১৩:২১। অর্থাৎ কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের একটি গুণ হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চায় যে তার রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হবে অথবা তার হায়াত বাড়িয়ে দেওয়া হবে সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে। আরো দেখুন সূরা বাকারা নং ২,-এর ২৭ নং আয়াতের তাফসীর।

১৩:২৭। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের মত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের কথা মত কোন মোজেজা উপস্থাপন করেননি কেন? প্রকৃত পক্ষে কাফিরদের এরূপ উক্তি মূল্যহীন, কেননা মোজেজা দেখার পরেও যারা ঈমান আনবার নয় তারা ঈমান আনবে না। অতীতেও বহু নবী রাসূলের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

১৩:৩১। ঈমান আনা বা কুফরী করার ব্যাপারে আল্লাহ্ যদি মানুষকে কোনরূপ স্বাধীনতা দিতে না চাইতেন, তাহলে সকল মানুষ ঈমানদার হতে বাধ্য হত। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা করেননি। বরং মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমেই মানুষকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন।

১৩:৩৩। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যেসব মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা করছ এগুলোর প্রকৃত অবস্থা আমাদের কাছে বর্ণনা কর। আমরা দেখতে চাই, কি করে এগুলো মা'বুদ হওয়ার ও আল্লাহ্‌র শরীক হওয়ার যোগ্য হল? আসলে এদের মা'বুদ হওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

১৩:৩৯। 'উম্মুল কিতাব' অর্থ 'গ্রন্থের মা' অর্থাৎ মূল গ্রন্থ। এখানে লওহে মাহ্ফুজকে উম্মুল কিতাব বলা হয়েছে।

১৩:৪১। কাফিরদের কর্তৃত্বাধীন এলাকা ক্রমান্বয়ে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার মাধ্যমে।

১৩:৪৩। ঐ সকল ইহুদী ও খৃষ্টান যারা তাদের ধর্মগ্রন্থের যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং মুহাম্মদ (সা.) এর নবুয়্যতে বিশ্বাসী ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা.) তাদের অন্যতম।

১৪:৪। এ আয়াতে মাতৃভাষায় দ্বীন প্রচারের গুরুত্ব বুঝা যায়।

১৪:৫। সে সব দিনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যাতে অতীতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছিল অথবা সেই দিনগুলো, যাতে তাদেরকে আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছিলেন।

১৪:৮। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ্‌র যেমন কোন লাভ নেই তেমনি প্রকাশ না করলেও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি নেই। কেননা, তিনি কারও কৃতজ্ঞতা কিংবা শুকরিয়ার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ নিজের মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হবে।

১৪:২৭। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'।

১৪:৩৪। অর্থাৎ যা কিছু চাওয়ার যোগ্য-(বায়যাভী)। আল্লাহ্‌র বিবেচনায় মানুষের জন্য যা প্রয়োজন তিনি তা দিয়েছেন যদিও মানুষ তা চায়নি। যেমন, চন্দ্র, সূর্য, আলো, বাতাস ইত্যাদি।

১৪:৩৫। অর্থাৎ মক্কাকে নিরাপদ নগরে পরিণত করুন।

১৪:৪৭। আয়াত ৪২-এ রাসূল (সা.)কে আশ্বস্ত করে আল্লাহ্ বলেছেন, জালিমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল রয়েছেন, তারা বিরত না হলে অতীতের জালিমদের মত আল্লাহ্ তাদেরকে ধরবেন। আর এ আয়াতে রাসূল (সা.)-কে আশ্বস্ত করেছেন যে, আল্লাহ্ তার কোন রাসূলকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি, তার সাথেও করবেন না। রাসূলের কাজ হচ্ছে মানুষকে সতর্ক করা ও আল্লাহ্‌কে ডাকা অব্যাহত রাখা।

১৫:১৩। পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্রূপাত্মক আচরণ করেছিল। সত্যের বিরোধিতা নতুন কোন বিষয় নয়। অতএব দুঃখের কোন কারণ নেই।

১৫:৪৩। অর্থাৎ ইবলিসের অনুসারীদের ঠিকানা জাহান্নাম।

১৫:৬৩। অর্থাৎ যে শাস্তি আসার ব্যাপারে তারা সন্দেহের মধ্যে ছিল সে শাস্তি দেওয়ার জন্য এসেছি।

১৫:৭১। অর্থাৎ লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের বিবাহযোগ্য মেয়েরা। নবী নিজ সম্প্রদায়ের পিতৃতুল্য, তাই তিনি তাদেরকে নিজের কন্যা বলেছেন।

১৫:৭২। তারা সমকামিতার নেশায় মাতাল হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে কোন পাপ বোধ কিংবা শাস্তির ভয় তাদের মনে স্থান পায়নি।

১৫:৭৬। ইয়েমেন থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে লোকেরা এ এলাকা অতিক্রম করত।

১৫:৭৮। 'আসহাবুল আইকা'-এর শাব্দিক অর্থ গহীন অরণ্যের অধিবাসী; শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায় এই অঞ্চলে বাস করতেন বলে এর দ্বারা শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। আইকা: মাদইয়ানের পার্শ্ববর্তী, বর্তমান উত্তর আরবের তাবুক অঞ্চলকে আইকা বলা হত- (কাশ্শাফ, জালালাইন)।

১৫:৭৯। অর্থাৎ লূত (আ.) ও শু'আইব (আ.) উভয় সম্প্রদায়ের বসতির ধ্বংসস্তূপ।

১৫:৮০। 'হিজর' একটি উপত্যকার নাম, যেখানে ছামূদ সম্প্রদায় বাস করত। রাসূল (সা.) তাবুক অভিযানের সময় হিজর এলাকা অতিক্রম করেছিলেন। তিনি তার মাথা নীচু করে দ্রুত সওয়ারী চালিয়ে অতিক্রম করেছেন। সাহাবীদেরকে বলেছেন, 'শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের ঘরগুলোতে প্রবেশ করো না। তবে কান্নারত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারো। যদি কান্না না আসে তবে কাঁদার ভান কর, তাদের মত তোমাদের শাস্তি হতে পারে সে ভয়ে। এ স্থানটি মদীনা মুনওয়ারা থেকে ৩৯৫ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

১৫:৮৫। অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। তখন আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করবেন ও পাপীদের শাস্তি দিবেন। অতএব হে রাসূল, তুমি তাদের অন্যায় আচরণ উপেক্ষা কর ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখ।

১৫:৮৮। অর্থাৎ হে নবী! আমি যখন তোমাকে কুরআন কারীমের ন্যায় অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী সম্পদ দান করেছি তখন তোমার জন্য মোটেই শুভনীয় নয় যে, তুমি কাফেরদের পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টি দিবে। এসব কিছুতো ক্ষণস্থায়ী মাত্র। শুধু পরীক্ষা স্বরূপ কয়েকদিনের জন্য তাদেরকে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে এটা তোমার জন্য সমীচীন নয় যে, তুমি তাদের ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত হবে- (ইবনে কাসির)।

১৫:৯০। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের উপর আল্লাহ্র কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল।

১৫:৯১। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য। কুরআন সম্পর্কে তাদের একক কোন মন্তব্য ছিল না। একেক জন একেক সময় একেক রকম মন্তব্য করত। কেউ বলত, কুরআন জাদু বিদ্যা, আবার কেউ বলত কবিতা ইত্যাদি।

১৬:১। অর্থাৎ আল্লাহ্র শাস্তি আসবেই অথবা কিয়ামত সংঘটিত হবেই।

১৬:১০। شجرة এর সাধারণ অর্থ গাছ, কিন্তু شجر দ্বারা শাক-সবজি জাতীয় উদ্ভিদকেও বুঝায়-(লিসানুল আরব)

১৬:১১। যায়তুন, জলপাই জাতীয় আরবদেশের ফল বিশেষ, এর তৈল খাবার তৈলরূপে ব্যবহৃত হয়।

১৬:১৩। নানা রং ও নানা রকমের উদ্ভিদ ও ফল-ফলাদি-(তাফসীরে ইবনে আব্বাস)।

১৬:১৪। لحم -এর শাব্দিক অর্থ গোশত হলেও এখানে মাছ বুঝানো হয়েছে-(কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে আব্বাস)।

১৬:১৪। সমুদ্রপথে সহজে ও কম খরচে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করার মাধ্যমে।

১৬:২১। মুশরিকদের প্রতিমাগুলো তো নিষ্প্রাণ। তাই পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই।

১৬:২৮। পাপীদের রূহ্ হরণকালে আযাবের ফেরেশতাগণ আগমন করবেন।

১৬:৩৬। আল্লাহ্ ব্যতীত যার উপাসনা ও পূজা করা হয় তাকে তাগুত বলা হয়। অনুরূপভাবে যে ভ্রান্ত পথের দিকে থাকে সেও তাগুত। শয়তান, কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় পথভ্রষ্টতার উপায় উপকরণ ইত্যাদি সবই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত।

১৬:৫২। দ্বীন শব্দের সাধারণ অর্থ-ধর্ম, জীবন বিধান, বিশ্বাস, আইন, বিচার, প্রতিদান, ইত্যাদি। কিন্তু এখানে শব্দটি 'আনুগত্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-(কাশ্শাফ, কুরতুবী)।

১৬:৫৬। অর্থাৎ তাদের প্রতিমা ও দেব-দেবীর জন্য।

১৬:৫৮। মেয়ে শিশুর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, যদি তাকে অবহেলা না করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যার তত্ত্বাবধানে কোন মেয়ে শিশু থাকে আর সে তাকে জীবিত দাফন না করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে এবং তার উপর বালকদেরকে কোনরূপ প্রাধান্য না দেয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১৬:৬০। অর্থাৎ মুশরিকরা নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী তাই তারা নিকৃষ্ট উপমার উপযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ্ অতি মহান প্রকৃতির অধিকারী তাই সন্তানাদি গ্রহণ বা কন্যা সন্তান গ্রহণ এরূপ উপমা হতে আল্লাহ্ পবিত্র।

১৬:৬১। পাপের শাস্তি প্রদানের জন্য আল্লাহ্ সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। নির্দিষ্ট সময়ের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মানুষকে অবকাশ দিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে ভাল কিংবা মন্দ কাজের ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তিনি মহাপাপীকেও শাস্তি দেন না। পাপের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে দেয়া হলে কেউ ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেত না।

১৬:৬১। ধ্বংসের সময় এসে যায়।

১৬:৬২। অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে অথচ নিজেদের জন্য তা পছন্দ করে না।

১৬:৬৯। অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত, গাছের ডাল ও গর্ত এবং মানুষের বসতবাড়িতে মৌচাক নির্মাণের পর তোমরা প্রত্যেক ফুলের মধু আহরণ কর।

১৬:৬৯। অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের পথসমূহ সহজে ভ্রমণ করে তোমাদের ঘরে বা চাকে এসে মধু সঞ্চয় কর অর্থাৎ ফুলের মধু আহরণ করে মৌচাকে এসে মধু সঞ্চয় করে রাখ।

১৬:৬৯। রাসূল (সা.) বলেছেন, আরোগ্য তিনটি জিনিসের মধ্যে। যথা- ১। মধু পান, ২। সিংগা লাগানো, ৩। ছেঁকা দেওয়া। ইসলামী চিন্তাবিদগণ এর আলোকে মনে করেন প্রথম প্রকারের আরোগ্য বলতে মুখে ঔষধ সেবন, দ্বিতীয় প্রকার সার্জারী ও তৃতীয় প্রকার থেরাপির পর্যায়ভুক্ত।

১৬:৭১। উমর (রা.) আবু মূসা আশআরি (রা.) কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তুমি আল্লাহ্র রিযিকে সন্তুষ্ট থাক। নিশ্চয় তিনি রিযিকে তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এটা তার পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান যাকে রিযিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন সে কিভাবে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে এবং তার উপর অন্যদের যে সব হক নির্ধারণ করেছেন তাতে সে কতটুকু আদায় করছে-(ইবনে আবি হাতিম)।

১৬:৭৫। তাদের নির্বুদ্ধিতা তুলে ধরে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে বলছেন, 'তারা মনিবের সাথে দাসের পার্থক্য খুব ভাল করে বোঝে। অর্থাৎ নিজেরটা খুব ভাল বোঝে কিন্তু মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র সাথে তার একটি সৃষ্টির ব্যবধান বোঝে না। যদি বুঝতে চেষ্টা করত তাহলে তাদের হাতের তৈরি প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্র সাথে শরিক করত না ও আল্লাহ্র সমপর্যায়ের কখনোই মনে করত না।

১৬:৮৪। অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের বিরুদ্ধে তার নবী সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তিনি তাদের কাছে আল্লাহ্র বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর কাফিরদেরকে কোন ওজর পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না-(ইবনে কাসীর)।

১৬:৮৭। তাদের কাঙ্ক্ষিত মাবুদদের কোন হদীস থাকবে না এবং সে কঠিন বিপদের দিনে তাদের কোন সাড়া শব্দ পাবে না।

১৬:৮৯। অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত জিনিস এ কুরআনে কারীমে রয়েছে। প্রত্যেক হালাল, হারাম, প্রত্যেক উপকারী বিদ্যা, অতীতের খবর, আগামী দিনের ঘটনাবলী, দ্বীন দুনিয়া, রিযিক, পরকাল প্রভৃতি সমস্ত জরুরী আহকাম ও অবস্থার বর্ণনা এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে-(ইবনে কাসীর)।

১৬:৯০। এ আয়াতে ছয়টি মৌলিক কাজের উল্লেখ করা হয়েছে। তিনটি কাজের আদেশ ও তিনটি নিষেধাজ্ঞা। আদেশ তিনটি হল- ১। ন্যায় প্রতিষ্ঠা, ২। সদাচরণ, ৩। আত্মীয়-স্বজনকে দান করা। আর তিনটি নিষেধাজ্ঞা হল- ১। অশ্লীলতা, ২। অসৎ কাজ ও ৩। সীমালঙ্ঘন করা।

১৬:৯২। মস্তিষ্ক বিকৃত মহিলা যেমনভাবে সারাদিন সুতা তৈরি করে, এরপর তা নষ্ট করে তার সকল শ্রম ও কাজকে অর্থহীন করে তোলে, তোমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নিজেদের কাজকেও তেমন অর্থহীন করে ফেলো না।

১৬:৯৫। অর্থাৎ পার্থিব লোভের বশবর্তী হয়ে শপথ ভঙ্গ করা তোমাদের জন্য হারাম। যদিও এর বিনিময়ে সারা দুনিয়াও তোমাদের লাভ হয়-(ইবনে কাসীর)।

১৬:৯৭। মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ আল্লাহ্‌র নিকট সমান। উভয়ের আমলের মূল্য সমান। উভয়কেই আল্লাহ্‌ পুরস্কৃত করবেন।

১৬:৯৯। অর্থাৎ শয়তানের কোন কর্তৃত্ব নেই।

১৬:১০৩। মক্কার এক খৃষ্টান দাসের সাথে রাসূল (সা.)-এর মাঝে মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হত। এতেই কাফিররা বলাবলি করতে শুরু করে যে, তাঁকে এই দাস কুরআন শিক্ষা দেয়। এ আয়াতে তাদের কথার জবাব দিয়ে বলেন, তাদের অভিযোগ মিথ্যা কেননা যে ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষার কথা তারা বলেছিল সে ছিল অনারব আর কুরআন হচ্ছে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মান সম্পন্ন আরবি ভাষায়। কুরআনে একটি ছোট্ট সূরা তৈরীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যেখানে সকল আরবি ভাষাভাষি সাহিত্যিকরা ব্যর্থ হয়েছিল সেখানে একজন অনারবের কাছ থেকে এ কুরআন শিক্ষার বিষয়টি সম্পূর্ণ অবান্তর।

১৬:১০৬। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতটি আম্মার ইবনে ইয়াসার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। মুশরিকরা তাকে অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে যে পর্যন্ত না তিনি রাসূল (সা.) কে অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায় জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি তাদের কথা সমর্থন করতে বাধ্য হন। পরে তিনি রাসূল (সা.) এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করেন ও অনুশোচনা করেন। তখন রাসূল (সা.) তার মনের অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার অন্তরে পূর্ণ ঈমান রয়েছে'। আয়াতে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

১৬:১১০। আম্মার ইবনে ইয়াসার এর মত যারা নির্যাতনের মুখে বিপন্ন হয়ে মুখে কুফরী উচ্চারণ করেছে কিন্তু পরে হিজরত করেছে, জিহাদে ধৈর্য ধারণ করেছে এ আয়াতে তাদের ক্ষমার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

১৬:১১২। ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক একটি আরবী বাগধারা যার অর্থ ক্ষুধা ও ভীতি তাদেরকে গ্রাস করল।

১৬:১১৫। اَلدَّمُ অর্থাৎ প্রবাহিত রক্ত।

১৭:১। অত্র আয়াতে রাসূলের মিরাজের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার ভ্রমণকে ইসরা (إسـراء) বলা হয় এবং মসজিদে আকসা (বাইতুল মাকদাস) থেকে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণকে মিরাজ বলা হয়। মিরাজ সম্পর্কে সূরা আন-নজম-এ পরোক্ষভাবে বর্ণিত হয়েছে-(দেখুন সূরা- নাজম নং ৫৩: আয়াত ৮-১৮)।

১৭:৪। তাওরাতে বর্ণিত ছিল যে, বনী ইসরাঈল দু'বার সীমালঙ্ঘন করবে এবং তার জন্য সমুচিত শাস্তিও পাবে। প্রথমবার খৃ.পূ. ৫৮৬ সালে ব্যাবিলনের রাজা বুখতে নাসর এবং দ্বিতীয়বার ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমক সম্রাট তীতাউস তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে ও তাদের ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করে। উভয়ক্ষেত্রেই বনী ইসরাঈল তাদের ভুল স্বীকার করে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করলে আল্লাহ্‌ তাদেরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তারা পৃথিবীতে বহুবার ধ্বংসাত্মক কাজ করলেও এখানে সম্ভবত এ দু'বারের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৭:১১। মানুষ কখনো কখনো মন ভাঙ্গা ও নিরাশ হয়ে ভুল করে নিজের জন্য অমঙ্গল প্রার্থনা করতে শুরু করে। মাঝে মাঝে নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য বদ দোয়া করতে থাকে। কখনো মৃত্যুর, কখনো ধ্বংসের এবং কখনো অভিশাপ দিতে থাকে। কিন্তু তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌ তার নিজের চেয়ে তার প্রতি দয়ালু। তার বদ দোয়া যদি আল্লাহ্‌ কবুল করতেন তাহলে সাথে সাথে সে ধ্বংস হয়ে যেত (আল্লাহ্‌ তা করেন না)। হাদীসেও আছে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা জান-মালের ব্যাপারে বদ দোয়া করো না। নচেৎ কবুল হওয়ার মুহূর্তে কোন খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়বে'-(ইবনে কাছীর)।

১৭:২৩। **পিতা-মাতার সন্তুষ্টির গুরুত্ব:** রাসূল (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ পিতামাতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি পিতামাতার অসন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে। হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা.)! সন্তানের উপর পিতামাতার অধিকার কী? উত্তরে তিনি বললেন, তারা উভয়ই হচ্ছে তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম।

১৭:২৪। **পিতা-মাতার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া সন্তানের কর্তব্য:** আবু উসাঈদ মালিক ইবনে রাবিয়া আস সাঈদী হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা.) এর নিকট অবস্থান করছিলাম এমতাবস্থায় বনী সালামার এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার মত কিছু অবশিষ্ট থাকে? তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ থাকে'। আর তা হচ্ছে, তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত ওয়াদা পূরণ করা, তাদের সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা। (সুনান আবু দাউদ)

১৭:২৬। **আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা:** আত্মীয় স্বজনের অধিকার সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চায় যে তার রিযিক বৃদ্ধি করা হবে অথবা তার হায়াত বাড়িয়ে দেয়া হবে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে'।

১৭:৩০। আরো দেখুন সূরা-২৯: আয়াত-৬২, সূরা-৩৪: আয়াত-৩৯।

১৭:৩৩। এক ব্যক্তি রাসূল (স.) এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূল! কেউ যদি আমার সম্পদ হরণ করার জন্য আসে তাহলে আমি কি করব। রাসূল (স.) বললেন, তুমি তাকে তোমার সম্পদ দিবে না। লোকটি বললেন যদি সে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় ? রাসূল (স.) বললেন, তুমিও তাকে হত্যা করতে উদ্যত হবে। লোকটি বললো, যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে কি হবে? রাসূল (স.) বললেন, তাহলে তুমি শহীদ বলে গণ্য হবে। লোকটি বললেন, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি তাহলে কি হবে? রাসূল (স.) বললেন, সে জাহান্নামে যাবে-(মুসলিম)।

১৭:৩৪। **বৈধ প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি পালন করা কর্তব্য :** রাসূল (সা.) বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি বৈধ, কিন্তু ঐ চুক্তি বৈধ নয় যে চুক্তি হালালকে হারাম করে অথবা হারামকে হালাল করে। আর মুসলমানরা পারস্পরিক শর্তে আবদ্ধ, সেই শর্ত ব্যতিত যা হালালকে হারাম করে অথবা হারামকে হালাল করে-(তিরমিযী- কিতাবুল আহকাম)।

১৭:৩৫। কাউকে ওজন করে মেপে দেয়ার সময় কম নয় বরং পারলে একটু বেশী দেওয়া উচিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, ওজন কর এবং কিছু বেশি দিয়ে দাও।

১৭:৩৬। অর্থাৎ তুমি যা দেখনি তা দেখেছ বল না, তুমি যা শুনোনি তা শুনেছ বল না, তুমি যা জাননি তা জেনেছ এরূপ বল না। যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান করে কিছু বল না- আত্ তাহরীর ওয়াত তানভীর, ইবনে আশুর।

১৭:৩৭। অর্থাৎ পর্বত সমান উচুঁ হতে পারবে না।

১৭:৫৯। উক্ত আয়াতে উষ্ট্রীকে আল্লাহ্‌র নিদর্শন বলা হয়েছে। হযরত সালিহ্ (আ.) এর সম্প্রদায়ের নিকট মোজেজাস্বরূপ এটি প্রেরিত হয়েছিল এবং এর কোন ক্ষতি করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল।

১৭:৮৯। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সবই অস্বীকার করল; কেবল অস্বীকার করল না কুফরীকে। অর্থাৎ তারা শুধু কুফরীকেই মেনে নিল আর সত্যকে অস্বীকার করল।

১৭:৯৯। অর্থাৎ জালিমরা (তা সবই) অস্বীকার করল; অস্বীকার করল না কেবল কুফরীকে। মানে তারা শুধু কুফরীকেই গ্রহণ করল।

১৮:৬। এখানে হাদীস বা কথা বলতে কুরআনের বাণীকে বুঝানো হয়েছে যেমন সূরা-৩৯: আয়াত-২৩।

১৮:৯। ইহুদীদের পরামর্শে কুরাইশরা 'গুহাবাসীদের' (আসহাবে কাহফ) সম্বন্ধে রাসূলকে প্রশ্ন করেছিল, এ আয়াতগুলো এরই জবাবে অবতীর্ণ হয়।

১৮:৯। 'রাকিম' শব্দটির কয়েকটি অর্থ আছে; বিশেষ দুটি অর্থ এই- (১) যেথায় গুহা অবস্থিত ছিল সেই পর্বত বা পল্লীর নাম, (২) ফলক, যাতে গুহাবাসীর নাম ও বিবরণ খোদিত ছিল-(লিসানুল আরব) (ড. মোহর আলী)।

১৮:২৫। আহলে কিতাবের মধ্যে প্রচলিত ছিল ৩০৯ বছর। তারা বলত ৩০৯ বছর, আল্লাহ্ এখানে বলছেন আসহাবে কাহাফ তিনশত বছর অবস্থান করেছিল অথবা আহলে কিতাবের লোকেরা তিনশত বছর না বলে বলত ৩০৯ বছর অর্থাৎ ৯ বছর বেশী বলত। আল্লাহ্ সৌর বছরের হিসাব এখানে দিয়েছেন। অর্থাৎ সৌর বছর হিসেবে তিন বছর আর চন্দ্র বছরের হিসাব ৩০৯ বছর। অতএব তিনশত বছর তথ্যকে আহলে কিতাবের লোকেরা মেনে না নিলে তাদের বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে বলে দাও, 'আল্লাহ্ তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানেন।' উল্লেখ্য, আয়াতের শুরু لَبِثُوْا পূর্ববর্তী আয়াতের 'বল' এর ধারাবাহিকতা। আর اِزْدَادُوْا এর মধ্যে উহ্য সর্বনাম هُمْ (তারা) পূর্ববর্তী ২২নং আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত(سَيَقُوْلُوْنَ তারা অচিরেই বলবে) এর মধ্যে উহ্য সর্বনাম هُمْ (তারা) দ্বারা আহলে কিতাকে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া পূর্ববর্তী আয়াতের 'বল আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী জানেন' থেকে বুঝা যায়, পূর্বের আয়াতে সংখ্যা নিয়ে যে বিতর্ক ছিল তার জবাব এ আয়াতে দেয়া হয়েছে।

১৮:৪৬। স্থায়ী সৎকর্মের ফল মানুষ মরে যাওয়ার পরও চালু থাকে। রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার সকল কাজ বন্ধ হয়ে যায়- তবে তিনটি কাজ ব্যতীত। যথা : ১। সদকায়ে জারিয়া ২। তার রেখে যাওয়া জ্ঞান যা উপকারে আসে এবং ৩। সৎকর্মশীল সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।

১৮:৬০। তার চাকর ছিলেন ইয়ুশা' ইবনে নূন। পরবর্তীতে তিনিও বণী ইসরাঈলের নবী হয়েছিলেন।

১৮:৬০। দুই সমুদ্রের সংযোগস্থল নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। যথা- নীল নদের দুই শাখার সংযোগস্থল, দজলা ও ফুরাতের সংযোগস্থল অথবা আকাবা উপসাগর ও সুয়েজের সংযোগস্থল।

১৮:৬৫। এই বান্দা ছিলেন হজরত খিদর (খিযির) (আ.) -বুখারী।

১৮:৮০। خَشِيْنَا (আমরা আশঙ্ক্ষা করলাম) ব্যবহার করা হয়েছে যদিও খিজির (আ.) ছাড়া তার সঙ্গী মুসা (আ.) কিছুই জানতেন না। আরবী ভাষায় এক বচনের স্থলে বহু বচন (আমি এর স্থলে আমরা) ব্যবহার করার রীতি রয়েছে। এভাবেই আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেও বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

১৮:৯৪। ইয়াজূজ ও মাজূজ ছিল শক্তিশালী, অত্যাচারী ও আক্রমণকারী উপজাতি। ধারণা করা হয় যে, এরা ছিল মোঙ্গল বংশোদ্ভুত। এদের উৎপীড়নে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা অতিষ্ঠ হয়েছিল।

১৮:১১০। এ আয়াতের ঘোষণা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, রাসূল (সা.) মানুষ ছিলেন। অন্যান্য মানুষের সাথে তার পার্থক্য এই যে তার প্রতি ওহী করা হয় এবং তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব।

১৯:৫। مَوَالِيَ এর অর্থ بَنِي الْعَمِّ وَالْعَصَبَةِ অর্থাৎ চাচাতো ভাই ও সগোত্রীয়। যাকারিয়া (আ.) তার চাচাতো ভাই ও নিজ সাহাবীদের ব্যাপারে সঙ্কিত ছিলেন যে, তারা তার মৃত্যুর পর দ্বীনকে নষ্ট করে ফেলবে।

১৯:৫। নবীদের সন্তানগণ তাদের ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না, তাঁর ও ইয়াকুব (আ.) এর বংশের উত্তরাধিকারিত্ব বলতে যাকারিয়া (আ.), নবুয়্যত ও দ্বীনী শিক্ষার উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়টি বুঝিয়েছেন।

১৯:১০। দিবারাত্র ২৪ ঘন্টার একদিন বুঝাতে আরবীতে 'লাইল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

১৯:১০। অর্থাৎ তুমি তিনদিন ক্রমাগত মানুষের সাথে কথা বলতে সক্ষম হবে না; শুধু ইশারা করতে পারবে তবে আল্লাহ্‌র একান্ত তাছবীহ্ ও প্রশংসা করতে পারবেন (আরো দেখুন- সূরা-৩: আয়াত-৪১)। অর্থাৎ যাকারিয়া (আ.) বললেন, আমার মনের প্রশান্তির জন্য আমার বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হওয়ার সুসংবাদটি যে আপনারই পক্ষ থেকে এটা বুঝার জন্য আমাকে একটি নিদর্শন দান করুন। তখন আল্লাহ্ তাকে জানালেন, এ নিদর্শন হচ্ছে তিনদিন তিনরাত তেমার বাকশক্তি রহিত হবে, তখন তুমি কেবল ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া কারো সাথে কথা বলতে সক্ষম হবে না। সে জন্য যাকারিয়া (আ.) এর স্ত্রী যখনই গর্ভবর্তী হলেন তখনই এ নিদর্শন প্রকাশ পেল যে, তিনি তাওরাত পড়তে পারতেন, আল্লাহ্‌র যিকির করতে পারতেন, কিন্তু যখন কারো সাথে কথা বলতে চাইলেন তা পারতেন না।

১৯:৩০। যদিও তখনও তাকে 'কিতাব' দেয়া হয়নি, কিন্তু কিতাব দেয়া হবে এটা তাঁকে জানান হয়েছিল। ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে ঘটবে এমন কিছুকে অতীতবাচক ক্রিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ঘটে গেছে এমন ভাষায় প্রকাশ করা হয় এবং এরূপ ভাষা রীতি কুরআনের আরো বহু জায়গাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯:৫২। মুসা (আ.) যেখানে অবস্থান করছিলেন সে স্থান থেকে পাহাড়ের ডান দিক।

১৯:৫৪। অর্থাৎ তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন , শীঘ্রই আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। (দেখুন সূরা-৩৭: আয়াত-১০২) এই প্রতিশ্রুতি তিনি শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত করেছিলেন এবং এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

১৯.৬৪। এটা জিবরাঈল (আ.)-এর কথা। কিছু কালের জন্য ওহী বন্ধ থাকার পর জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলে রাসূল (সা.) তাঁকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে জিবরাঈল (আ.) এ কথা বলেন, এটি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েই হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেছিলেন।

১৯.৬৭। অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যখন সে কিছুই ছিল না। যিনি মানুষকে কিছুই না থাকা অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, তার পক্ষে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা কোন কঠিন কাজ নয়।

১৯:৭৬। কিছু সৎকর্ম মৃত্যুর পরও বাকি থাকে, যথা- সৎকর্মশীল সন্তান, উপকারী জ্ঞান বা এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্ম। এইরূপ উত্তম কার্য স্থায়ী সৎকর্ম নামে অভিহিত।

১৯:৭৭। এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বর্ণিত আছেঃ মক্কার এক কাফিরের নিকট এক সাহাবীর কিছু অর্থ পাওনা ছিল। তিনি তা পরিশোধ করার জন্য তাগাদা করলে উক্ত কাফির বলল, তুমি যদি মুহাম্মদকে নবী হিসাবে অস্বীকার কর তবে তোমার ঋণ পরিশোধ করব। সাহাবী বললেন, 'তুমি মরে আবার জীবিত হয়ে আসলেও তা হবে না। ঐ ব্যক্তি তখন বিদ্রূপ করে বলল, 'মৃত্যুর পর যখন পুনর্জীবিত হব তখন তোমার ঋণ শোধ করব, আর আমি তো তখনও ধনীই থাকব। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

১৯:৯৬। আল্লাহ্ মু'মিনদের অন্তরে তাঁর জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ও তাদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ্ তাঁর কোন বান্দাকে ভালবাসলে, আসমান ও যমীনে তার ঘোষণা দিয়ে বলা হয় আল্লাহ্ অমুককে ভালবাসেন সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস, তখন সৃষ্টির সকলে তাকে ভালবাসতে থাকে।

২০:২। আয়াতটিতে রাসূল (সা.) কে সান্তনা দেয়া হয়েছে। কারণ কাফিররা কুরআন অস্বীকার করলে তিনি খুব কষ্ট পেতেন। উপদেশ প্রদান তাঁর কর্তব্য, তা তাদের গ্রহণ না করার জন্য তিনি দায়ী নন। তাই কুরআন অস্বীকার করায় রাসূল যেন কষ্ট না পান সে কথাই বলা হয়েছে। রাসূলকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য এ কুরআন নাযিল করা হয়নি।

২০:৪০। মূসা (আ.)-এর মা শিশু মূসাকে সিন্দুকে পুরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফির'আউনের ঘাটে ভিড়লে লোকেরা সিন্দুকস্থ শিশু মূসাকে প্রাসাদে নিয়ে যায়। মূসার বোন শিশু ভাইটির কি অবস্থা হল তা জানার জন্য প্রাসাদে এসেছিলেন। এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২০:৬০। 'কায়দুন' শব্দের অর্থ পরিকল্পনা, চক্রান্ত ও কৌশল; এখানে তাদের চক্রান্ত বলতে ফিরআউনের জাদুকরদের জাদুর কৌশলকে বুঝানো হয়েছে।

২০:৮০। তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি।

২০:৮৩। আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) তাওরাত আনার উদ্দেশ্যে তূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে কয়েকজন গোত্রীয় প্রধানকে নিয়ে যান। তিনি আল্লাহ্র সঙ্গে কথোপকথনের আগ্রহে তাদেরকে পিছনে রেখে পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

২০:১২৩। অর্থাৎ আদম (আ.) ও শয়তান উভয়কে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্যের কারণে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়।

২০:১২৪। ইবনে কাছীর বলেন, দুনিয়ায় সে শান্তি পাবে না, তার মনে স্বস্তি থাকবে না। গোমরাহীর কারণে তার মন সংকীর্ণ থাকবে যদিও বাহ্যিকভাবে পোশাক -আশাক, খাবার-দাবার ও বাসস্থানের দিক থেকে তাকে প্রাচুর্যের অধিকারী মনে হবে। কেননা যতক্ষণ তার হৃদয় নিশ্চিত বিশ্বাস ও সঠিক পথের উপর একনিষ্ঠ হবে না ততদিন সে অস্থিরতা, পেরেশানী ও সন্দেহ-সংশয়ের থাকবে সুতরাং সর্বদাই সে দ্বিধা দ্বন্দে থাকবে । অর্থাৎ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীভরা জীবন। যদিও সে অঢেল সম্পদের অধিকারী হয় (আল ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআন, তানতাভী)।

২১:৩। অর্থাৎ নবী করিম (সা.) ও কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রকে সাধারণ মানুষের নিকট প্রকাশ না করে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য কৌশলে একটি প্রশ্ন ছুড়ে দেয়া যে, তোমরা কি তোমাদেরই মত একজন মানুষকে অনুসরণ করে যাদুর কবলে পড়বে? এ প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তারা সহজেই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়- (আল মুনতাখাব ফি তাফসীরিল কুরআনিল কারিম)।

২১:১০। অর্থাৎ তোমাদের কথা কুরাআনে আলোচনা হয়েছে, এটা তোমাদের জন্য সম্মানের বিষয়, এটা বুঝনা কেন?

২১:১৭। আখিরাতের তুলনায় সম্পদ, সন্তান-সন্ততিসহ গোটা দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহ্ খেল-তামশার বস্তু আখ্যায়িত করেছেন (দেখুন সূরা-৬: আয়াত-৩২, সূরা-২৯: আয়াত-৬৪, সূরা-৫৭: আয়াত-২০)।

২১:৩৫। এখানে প্রত্যেক নফ্স (ব্যক্তি) বলতে মানুষকে বুঝানো হয়েছে। (আরো দেখুন সূরা-২: আয়াত-২৮১, সূরা-৩: আয়াত-২৫)। তাছাড়া পূর্বের আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে মানুষের কথা বলা হয়েছে।

২১:৭১। শাম (সিরিয়া) অথবা ফিলিস্তীন।

২১:৭৮। ইবনে আব্বাস ও কাতাদা বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তির কয়েকটি মেষ এক কৃষকের কিছু চারা গাছ নষ্ট করে, কৃষকটি হযরত দাঊদ (আ.) এর নিকট বিচার প্রার্থী হলে তিনি ক্ষতিপুরণস্বরূপ মেষগুলো কৃষককে প্রদান করতে রায় দেন। তখন সুলায়মান (আ.) বললেন, আমার মতে কৃষকের নিকট মেষগুলো থাকবে এবং সে সেগুলোর দুধ পান করবে। আর মেষের মালিক ক্ষেতটিতে পানি সিঞ্চন করতে থাকবে। ক্ষেতটি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসলে সে মেষগুলো ফেরত পাবে। তখন দাঊদ (আ.) নিজের রায় নাকচ করে পুত্রের রায় গ্রহণ করলেন। এ ঘটনাটির প্রতি আয়াতটিতে ইঙ্গিত রয়েছে-(মারেফুল কুরআন)।

২১:৭৯। এ ঘটনায় দাউদ (আ.)-কে ছোট করার কোন কারণ নেই। আল্লাহ্ বলছেন, 'তাদের প্রত্যেককে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম'।

২১:৮৩। ইবনে কাসীরের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নবী হযরত আইউব (আ.) কে আল্লাহ্ প্রথমে অগাধ সম্পদ ও পরিবার-পরিজন দান করেন। এরপর পরীক্ষাস্বরূপ আল্লাহ্ তাঁকে কুষ্ঠের মত দুরারোগ্য ব্যাধি দেন। দীর্ঘদিন পর আল্লাহ্ পুনরায় তাঁকে সুস্থতা এবং সচ্ছলতা দান করে।

২১:৮৭। 'যুন্-নূন' শব্দের অর্থ মাছের অধিকারী বা মাছওয়ালা। এখানে এই শব্দ দ্বারা হযরত ইউনুস (আ.) কে বুঝানো হয়েছে।

২১:৮৭। হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় হিদায়াত গ্রহণ না করায় তিনি হতাশ ও রাগান্বিত হয়ে দেশ ত্যাগ করেন। যাওয়ার সময় তাদেরকে সতর্ক করেন যে, তিন দিনের মধ্যে আযাব আসবে, কিন্তু দেশ ত্যাগের জন্য তিনি আল্লাহ্র অনুমতি গ্রহণ করেননি। দেশ ত্যাগের সময় নৌকা থেকে তাঁকে সাগরে ফেলে দেয়া হয় এবং একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে। পরে মাছের পেটে থাকা অবস্থায় দোয়া করার কারণে আল্লাহ্ তাঁকে উদ্ধার করেন।

২২:১৭। 'সাবিঈন' বহুবচন, সাবী এক বচন, অর্থ: যে নিজের দ্বীন পরিত্যাগ করে অন্য দ্বীন গ্রহণ করে-(কুরতুবী)। এরা তৎকালে প্রচলিত সকল দ্বীন হতে তাদের পছন্দমত কিছু কিছু বিষয় গ্রহণ করে নিত। এরা নক্ষত্র ও ফেরেশতা পূজা করত। উমর (রা.) এদেরকে আহলে কিতাবের মধ্যে গণ্য করেছেন।

২২:২৬। **তওয়াফ:** কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ করাকে তওয়াফ বলা হয়।

২২:২৮। নির্দিষ্ট দিন বলতে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অথবা কুরবানীর দিনগুলোকে বুঝানো হয়েছে।

২২:৩০। **মিথ্যা কথা বলার পরিণাম ঃ** রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে দূরে থাক। কেননা মিথ্যা (মানুষকে) পাপাচারের পথ দেখায় আর পাপাচার মানুষকে জাহান্নামের পথে ঠেলে দেয়। ব্যক্তি যখন অনবরত মিথ্যা কথা বলতে থাকে তখন আল্লাহ্‌র নিকট তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়-(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)। রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে কোন যাচাই বাছাই না করে তাই বলে বেড়ায়-(সহীহ মুসলিম)।

২২:৩৯। এ আয়াতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। আয়াতে অনুমতির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে।

২২:৭৮। হযরত আবুযর (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ধনীরা তো অনেক পুণ্য নিয়ে (হাশরের মাঠে) হাজির হবে। তারা নামায পড়ে, রোযা রাখে ও হজ্জ করে। রাসূল (সা.) বললেন, তোমরাও তো নামায পড়, রোযা রাখ ও হজ্জ কর। আমি বললাম, তারা সদকা (দান) করে কিন্তু আমরা সদকা করতে পারি না। রাসূল (সা.) বললেন, তোমারও সদকা করার সুযোগ রয়েছে, রাস্তা হতে (পরিত্যক্ত হাড়) অপসারণ করা সদকা, যে পথ খুঁজে পায়না এমন কাউকে পথ দেখিয়ে দেয়া সদকা, তোমার শক্তি দ্বারা দুর্বলকে সাহায্য করাও সদকা। স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে না এমন কারো অস্পষ্ট বক্তব্যকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়াও তোমার জন্য সদকা, তোমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়াও সদকা। আবুযর (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো যৌন আকাঙ্খা পুরনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে মিলিত হই তা সত্ত্বেও সাওয়াব পাব? রাসূল (সা.) বললেন, তুমি যদি তা অবৈধভাবে কর তাহলে কি পাপী হবে না? আবুযর (রা.) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা খারাপ কাজের জন্য পাপের হিসাব করছ কিন্তু ভাল কাজের জন্য ছওয়াব হিসাব করছ না!-(মুসনাদে আহমাদ)।

২৩:২। **খুশু** অর্থ ধীর-স্থির ভাবে ও মনোযোগ সহকারে সালাত (নামায) আদায় করা। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একদা রাসূল (সা.) মসজিদে প্রবেশ করলেন। পরক্ষণেই এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং নামায আদায় করল। অতঃপর রাসূলকে সালাম দিল, রাসূল (সা.) সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন আবার যাও এবং নামাজ পড়, কেননা তুমি নামায পড়নি। অতঃপর সে পূর্বে যেভাবে নামাজ আদায় করেছিল সেভাবেই নামাজ আদায় করল। পরে আসল এবং রাসূলকে সালাম দিল। রাসূল বললেন, "আবার যাও নামাজ পড়, কেননা তুমি নামাজ পড়নি।" এভাবে তিন বার বললেন। তখন লোকটি বলল- যে সত্তা আপনাকে পাঠিয়েছেন তার শপথ, আমি এর চেয়ে ভাল করে পারি না। দয়া করে আমাকে শিখিয়ে দিন। রাসূল (সা.) বললেন- যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন তকবীর বলবে, অতঃপর কুরআন থেকে তোমার জন্য যা সহজ তাই তিলাওয়াত করবে, অতঃপর রুকু করবে প্রশান্তির সাথে (অর্থাৎ ধীর-স্থিরভাবে)। অতঃপর ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে, অতঃপর সিজদা করবে প্রশান্তির সাথে (ধীর-স্থিরভাবে)। অতঃপর উঠে বসবে প্রশান্তির সাথে (ধীর-স্থিরভাবে)। এভাবেই পুরো নামায আদায় করবে-(বুখারী ও মুসলিম)। অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে রুকু বা সিজদা করলে ও দুই সিজদার মাঝখানে স্থির হয়ে না বসলে রাসূল (সা.) এর হাদীস মোতাবেক নামায হয় না।

২৩:৩। 'লাগ্‌উন' অর্থ অসার, এখানে এর দ্বারা অর্থহীন কথা ও কাজকে বুঝানো হয়েছে।

২৩:৬। দাস প্রথা যুগের কৃতদাসীদের বুঝানো হয়েছে। রাসূল (সা.) তার জীবদ্দশায় দাস প্রথাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে যাননি, তবে তার হাদীস ও গৃহীত নীতির ফলে দাস মুক্তির যে ধারার সূচনা হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে বিনা রক্তপাতে মুসলিম সমাজে দাস প্রথা বিলুপ্ত হয়। দাসমুক্তির কথা সূরা নিসা নং ৪, আয়াত ৯২, সূরা আল-মায়েদা নং ৫, আয়াত ৮৭ ও সূরা মুজাদালা নং ৫৮, আয়াত ৩, সূরা বালাদ নং ৯০, ১২-১৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারা নং ২, আয়াত ১৭৭, সূরা তওবা নং ৯, আয়াত ৬০, সূরা নূর নং ২৪, ৩৩ নং আয়াতে দাসমুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করাকে পুণ্য কাজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তদুপরি দাসমুক্তি উৎসাহিত করতে রাসূলের বহু হাদীস রয়েছে। দাসমুক্তির বহুমুখী নীতির মধ্যে একটি ছিল স্ত্রীর মতো কৃতদাসীর সাথে দৈহিক মিলনের অনুমতি। এই মিলনের ফলে কৃতদাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে তাকে অন্যত্র বিক্রি করা মনিবের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যেতো এবং পরবর্তীতে সে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন মানুষের মর্যাদা লাভ করতো।

২৩:৯। যথা সময়ে সমস্ত বিধান পালন করে যথাযথভাবে সালাত আদায় করে এবং সালাতের (নামাযের) ব্যাপারে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করে না।

২৩:২১। অর্থাৎ দুধ।

২৩:২৭। অর্থাৎ তাদের জন্য সুপারিশ করোনা।

২৩:৩১। তারা আদ সম্প্রদায়।

২৩:৫৩। অর্থাৎ তাদের দ্বীনের ব্যাপারে তারা বহুদল ও উপদলে বিভক্ত হয়েছে।

২৩:৫৩। অর্থাৎ প্রত্যেক দল বা সম্প্রদায় যে বিশ্বাস আচরণের উপর রয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট এবং মনে করে যে তারাই সত্যের উপরে রয়েছে এবং অন্যদের কোন ভিত্তি নেই।

২৩:১০০। 'বারযাখ' অর্থ প্রতিবন্ধক, পর্দা, পৃথকীকরণ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া চোখের আড়ালে চলে যায়, অন্যদিকে আখিরাতও দেখা যায় না, এটাই আলমে বারযাখ।

২৩:১০১। কিয়ামতের এক পর্যায়ে (বিশেষত 'আমলনামা' পাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে) মানুষ এত ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে যে, অতি আপনজনের প্রতিও তখন ভ্রূক্ষেপ করবে না। তখন নিজের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই কারো থাকবে না। কুরআনের অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে সময় অবস্থা এমন হবে যে মানুষ তার ভাই, পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান থেকেও পালাবে।

২৩:১১৩। এখানে গণনাকারী বলতে সেই ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মানুষের কাজের হিসাব রাখে। এঁদের ব্যাপারে, অন্যস্থানে বলা হয়েছে সম্মানিত লেখক।

২৪:১১। 'ইফকের ঘটনা' নামে প্রসিদ্ধ ঘটনাটির প্রতি এ ক'টি আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে ঘটনাটি হল: উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) বনু মুসতালিক-এর যুদ্ধে (৬ হিজরী) রাসূল (সা.)-এর সংগে ছিলেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁরা এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। আয়েশা (রা.) শিবির হতে কিছু দূরে ইসতিনজার জন্য গমন করেছিলেন। তখন তাঁর গলারহারটি সেখানেই পড়ে গেলে তিনি তা অনুসন্ধান করতে থাকেন। তাঁর হাওদা পর্দায় আবৃত থাকায় তিনি ভিতরে আছেন মনে করে তাকে রেখেই কাফেলা হাওদা নিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। পশ্চাৎবর্তী রক্ষী দলের সাফ্ওয়ান (রা.) তাঁকে দেখতে পেয়ে তার উটে আয়েশা (রা.)-কে আরোহন করান এবং উটের রাশি ধরে পদব্রজে কাফেলার সাথে মিলিত হন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক সরদার 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই নানা অপবাদ ছড়াতে থাকে। এ আয়াতগুলোতে আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতার ঘোষণা করা হয় এবং অপবাদ রটনাকারীদের কঠোর শাস্তির কথা ব্যক্ত করা হয়।

২৪:২২। উক্ত (ইফ্ক) অপবাদ রটনার ব্যাপারে কিছু সরল মুসলিমও জড়িত হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে আবু বকর (রা.)-এর দরিদ্র আত্মীয় মিসতাহ (রা.)-ও ছিলেন, যাকে আবু বকর (রা.) আর্থিক সাহায্য করতেন। এ ঘটনার পর আবু বকর (রা.) তাকে সাহায্যদান বন্ধ করে দিলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

২৪:২৭। **সালামের প্রচলন:** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন "তোমরা মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরকে ভাল না বাসলে ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় বলে দিব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে? তা হলো তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন করবে-(সহীহ্ মুসলিম)।

২৪:৩১। একই সঙ্গে প্রায়ই উঠা-বসা করে এমন নারী, অবশ্য তাদেরকে সৎচরিত্রবান হতে হবে। ভিন্নমতে মুসলিম নারী।

২৪:৩২। 'আল আয়ামা' শব্দটি 'আইমুন'-এর বহুবচন; অর্থ যে পুরুষের স্ত্রী নেই অথবা যে নারীর স্বামী নেই। তারা অবিবাহিত, বিপত্নীক অথবা বিধবা যাই হোক না কেন-(লিসানুল আরব)

২৪:৩২। **বিবাহ উপযুক্ত নারী-পুরুষের বিয়ের ব্যবস্থা করা সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব:** মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের কাছে যখন এমন কেউ প্রস্তাব দিবে যার চরিত্র ও দীনদারির বিষয়ে তোমরা সন্তুষ্ট তখন তাকে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর। যদি তা না কর তাহলে জমিনের বুকে ব্যাপক ফিতনা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে-(সুনান তিরমিযি)।

২৪:৩২। **পাত্রী নির্বাচনে দীনদারি প্রাধান্য দেয়া:** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন: "চার কারণে নারীদেরকে বিয়ে করা যেতে পারে, তার সম্পদের কারণে, তার বংশের কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে ও তার দীনদারির কারণে। তবে তুমি দীনদারিকেই অগ্রাধিকার দিবে-(বুখারী ও মুসলিম)।

২৪:৩৩। দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় মানুষকে মুক্ত করার জন্য ইসলামের গৃহীত বহু নীতির মধ্যে এখানে একটি নীতি উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হল, অর্থের বিনিময়ে দাসত্ব হতে মুক্তি লাভের ব্যাপারে মনিবের সাথে সমঝোতা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়া। এরূপ সমঝোতার ক্ষেত্রে দাস-দাসীকে অর্থ উপার্জনের জন্য সুযোগ করে দেয়া হত। দাস-দাসীগণ নিজেরা উপার্জন করত কিংবা অন্যদের অনুদান নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতো। তাছাড়া তাদের মুক্ত হওয়ার জন্য অর্থ সাহায্য দিতে মুমিনদের উৎসাহিত করা হয়। দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ প্রদানের বিধান রাখা হয়। বহুমুখী উৎস থেকে সংগৃহিত অর্থ মনিবকে প্রদানের মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত করা হয়। এ পন্থায় অনেক লোক দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

২৪:৩৬। অর্থাৎ মসজিদ।

২৪:৩৭। **ব্যবসায়ীদের জন্য পুরস্কার:** আবু সাঈদ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী-রাসূল, সিদ্দিকীন (ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ) ও শহীদদের সাথে থাকবে-(তিরমিযী)।

২৪:৪৯। রাসূল (সা.)-এর ফয়সালা তাদের অনুকূলে হবে মনে হলে তারা (মুনাফিকরা) তাড়াতাড়ি তাঁর নিকট আসে।

২৪:৫৩। এখানে 'তারা অবশ্যই বের হবে' বলে জিহাদের জন্য বের হবে বুঝানো হয়েছে। আয়াতে মুনাফিকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারা মুখে জিহাদে বের হওয়ার কথা বলে, কিন্তু কার্যে পরিণত করে না।

২৪:৬০। অর্থাৎ যারা বিয়ের আশা রাখেনা এমন বৃদ্ধা মহিলার পর্দার বিধান যুবতীদের ন্যায় কঠোর নয়। সৌন্দর্য প্রদর্শন ব্যতীত তারা তাদের বহির্ভাগ খুলে রাখতে পারে।

২৫:৪। মক্কার এক খৃষ্টান দাসের সাথে রাসূল (সা.)-এর মাঝে মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হত। এতে কাফিররা বলাবলি করতে শুরু করে, তাঁকে এ দাস কুরআন শিক্ষা দেয়। এ আয়াতে তাদের কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

২৫:১৬। وَعْدًا مَّسْئُولًا (প্রার্থীত প্রতিশ্রুতি) অর্থাৎ মানুষ ও ফেরেশতাদের কর্তৃক প্রার্থীত। সূরা মু'মিন নং ৪০-এর ৮ নং আয়াতে ফেরেশতাদের প্রার্থনা, আর সূরা আলে-ইমরান নং ৩-এর ১৯৪ নং আয়াতে মানুষের প্রার্থনার কথা উল্লেখ করা রয়েছে।

২৫:১৮। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব।

২৫:২০। কাফিররা অভিযোগ উত্থাপন করে যে, নবী রাসূলদের পানাহার ও ব্যবসা বাণিজ্যের কি প্রয়োজন? তাদের এ কথার জবাবে মহান আল্লাহ্ বলেন, পূর্ববর্তী সব নবীই মনুষ্যজনিত প্রয়োজন বজায় রাখতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা উপার্জন ইত্যাদি সবকিছুই করতেন। এগুলো নবুয়্যতের পরিপন্থী নয়।

২৫:২০। রাসূল মানুষকে ঈমানের দিকে আহ্বান করেন, এতে তাঁরা পরীক্ষার সম্মুখীন হন। যারা ঈমান আনে তারা মুক্তি লাভ করে। যারা প্রত্যাখ্যান করে তারা রাসূলকে উৎপীড়ন করে। তখন রাসূলের ধৈর্যের পরীক্ষা হয়।

২৫:২৯। মানুষ অথবা জ্বীন যাকে সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিল এবং সে তাকে পথভ্রষ্ট করেছে।

২৫:৩৮। رس (কূপ), اصحاب الرس (কূপওয়ালারা)। তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে তারা এক কূপে আটকে রেখেছিল। তাই তারা কূপওয়ালা নামে অভিহিত হয়েছে। উত্তর আরবের ইয়ামামার 'রাস' নামক একটি এলাকা ছিল, ছামূদ জাতির কোন এক গোত্র এখানে বাস করত, বর্তমানে এটা ওয়াদীউর-রুম এলাকার একটি পল্লী।

২৫:৩৯। অর্থাৎ প্রতিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিকে তার পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ধ্বংস হওয়ার ঘটনা, কারণ ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। এভাবেই প্রত্যেক জাতিকে সতর্ক করেছি কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সতর্ক হয়নি। ফলে তাদেরকে পূর্ববর্তীদের ন্যায় ধ্বংস করেছি।

২৫:৪০। হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের বাসস্থান। মক্কাবাসীরা ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় ব্যবসা উপলক্ষে এ স্থান দিয়ে গমন করত।

২৫:৫০। অর্থাৎ কেবল অস্বীকার করল না কুফরীকে, তারা কেবল কুফরীই করল।

২৫:৫১। পৃথিবীর সকল অঞ্চলে নবী রাসূল পাঠানো হয়নি। তবে প্রত্যেক উম্মতের কাছে নবী অথবা রাসূল পাঠানো হয়েছে (দেখুন সূরা-৩৫, আয়াত-২৪)। এক নবী থেকে আরেক নবীর আগমন পর্যন্ত মানবগোষ্ঠী একেকটি উম্মত।

২৫:৫২। **কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ:** উল্লেখ্য, সূরা ফুরকান হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তখন কাফিরদের আক্রমণ ও নির্যাতনের মুখে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ ছিল। যুদ্ধের অনুমতি ছিল না। কিন্তু কুরআনের প্রচারের মাধ্যমে জিহাদ করার নির্দেশ ছিল। রাসূল (সা.) এ নির্দেশ মান্য করেছিলেন। এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে 'কুরআন দ্বারা' জিহাদ করাকে বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

২৫:৫৫। অর্থাৎ কাফির আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অবস্থানকারী এমন সকলের সাহায্যকারী।

২৫:৬১। অর্থাৎ সূর্য।

২৫:৬৩। **বিনয় অবলম্বনের পুরস্কার ঃ** রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন-(সহীহ্ মুসলিম)। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা নিজে বিনয় অবলম্বনকারী, তিনি বিনয়কে পছন্দ করেন। তিনি বিনয় অবলম্বনকারীকে এত বেশী দান করেন যা কোন লোককে দান করেন না-(সহীহ্ মুসলিম)।

২৫:৬৭। **অজু করার সময় পানির অপচয়:** ইবন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সা.) একদা হযরত সা'দ (রা.)-কে অজু করার সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে দেখে বললেন, হে সা'দ, এ অপচয় কেন? তখন তিনি বললেন, অজুতেও কি অপচয় আছে? রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ, যদিও তুমি একটি প্রবাহমান নদীতে থাক।

২৬:১৯। বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তির সাথে একজন কিবৃতী লোকের বিবাদের সময় কিবৃতী লোকটিকে মূসা (আ.) ঘুষি মেরেছিলেন। ঘটনাক্রমে লোকটির মৃত্যু হয়েছিল।

২৬:১৭৬। 'আসহাবুল আইকা' এর অর্থ গহীন অরণ্যের অধিবাসী; শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায় এই অঞ্চলে বাস করতেন বলে أصحاب الأيكة দ্বারা শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। আইকা: মাদিয়ানের পার্শ্ববর্তী এলাকা। শু'আয়েব (আ.) এই দুই এলাকার জন্যই নবী ছিলেন- (কাশ্‌শাফ, জালালাইন)।

২৬:১৯৪। মুহাম্মাদ (সা.) এর অন্তরে কুরআন ওহী করেছেন।

২৬:১৯৮। অনারব ব্যক্তিকে 'আজমী' বলা হয়। তা ছাড়া যে স্পষ্ট ভাষায় ভাব প্রকাশ করতে পারে না সে আরবী ভাষা-ভাষী হলেও তাকে আজমী বলা হয়।

২৬:২২৭। অর্থাৎ সেসব কবিরা নয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে ও আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ করেছে। কবিতা চর্চা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে গাফিল করেনি এবং যারা কাফিরদের বাতিল কবিতার জবাব দিয়ে এবং সত্যের পক্ষ অবলম্বন করে কাফির শত্রুদের বদলা নিয়েছে। ইবনে কাছির (র.) বলেন, 'বিপথগামীরাই কবিদের অনুসরণ করে' এ আয়াত যখন নাযিল হল তখন হাস্‌সান বিন সাবিত, আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা ও কা'ব বিন মালিক প্রমুখ কবি সাহাবিরা কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্ তো জানেন আমরা কবি (আমাদের কি হবে?)। তখন রাসূল (সা.) তাদেরকে তেলাওয়াত করে শুনালেন- যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা নয়; আর তোমরাই সেসব লোক। যারা আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ করে তারা নয়; আর তোমরাই সেসব লোক। যারা মজলুম হওয়ার পর বদলা নিয়েছে তারা নয়; আর তোমরাই সেসব লোক (আল ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআন, তানতাভী)।

২৭:৭। মূসা (আ.)-এর নিকট আগুন মনে হলেও এটা ছিল আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লী।

২৭:২০। হুদহুদ একটি পাখির নাম- (লিসানুল আরাব)।

২৭:২২। ইয়ামান, হাদারামাওত ও আসীর এলাকা নিয়ে 'সাবা' সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবদুশ্ শাম্‌স সাবা এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

২৭:২৩। সাবা সাম্রাজ্যের তৎকালীন রাণী বিলকীস।

২৭:৪৪। প্রাসাদের মেঝে খুবই স্বচ্ছ ছিল। দেখতে পানি বলে ভ্রম হত। তাই রাণী (বিলকীস) কাপড় গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

২৭:৪৮। ছামুদ সম্প্রদায়ের শহরের নয় জন দুষ্কৃতিকারী লোক। তারা ছিল ছামুদ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোক। তাদের পরামর্শক্রমে আল্লাহ্‌র নিদর্শন উষ্ট্রীকে হত্যা করা হয়েছিল। তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করার পর যখন দেখল শাস্তি আসল না তখন তারা আরো উদ্ধত হয়ে সালিহ্ (আ.) ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাদের এই ষড়যন্ত্র বিফল হয় এবং তাঁরা সালিহ্ (আ.) ও তার পরিবারকে হত্যার পূর্বে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যায়।

২৭:৯১। অর্থাৎ মক্কা নগরী। আল্লাহ মক্কাকে পবিত্র নগরীর মর্যাদা দিয়েছেন। তাই রক্তপাত করা, শিকার করা, যুলুম করা, বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি এখানে নিষিদ্ধ। যে এখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।

২৮:৫। '(ক্ষমতার) উত্তরাধিকারী করতে' অনুবাদটুকু- আত্ তাহরীর ওয়াত তানভীর, ইবনে আশুর থেকে যাচাই করা হয়েছে।

২৮:২৬। কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে শক্তি ও বিশ্বস্ততা এ দু'টি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২৮:২৯। মিসরের উদ্দেশ্যে।

২৮:২৯। মূসা (আ.)-এর কাছে আগুন মনে হলেও তা ছিল মূলত আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লী।

২৮:৪৮। ইহুদীরা কুরাইশদেরকে শিখিয়ে দিল, 'তোমরা মুহাম্মদ (সা.) কে বল মূসাকে যেমন মোজেজা দেয়া হয়েছিল (লাঠি সাপ হওয়া, জামার গলার ভেতর হাত রাখলে শুভ্র উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ ইত্যাদি) সেরূপ মোজেজা তুমি নিয়ে আস।' এ আয়াতে উক্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলা হয়েছে তারাতো তখনও মূসার মোজেজাকে অবিশ্বাস করেছিল। সুতরাং মুহাম্মদ (সা.) কে মূসা (আ.) এর মত মোজেজা নিয়ে আসতে বলা অবান্তর।

২৮:৪৯। অর্থাৎ তাওরাত ও কুরআন হতে।

২৮:৫৫। সালাম (বিদায়)- আত্ তাহরীর ওয়াত তানভীর, ইবনে আশুর থেকে অনুবাদটি যাচাই করা হয়েছে।

২৮:৭১। অর্থাৎ দিনের আলো।

২৮:৭৬। কারূন ছিল মূসা (আ.) এর চাচাতো ভাই ও ফেরাউনের অন্যতম পরিষদ সদস্য। কার্পণ্যের জন্য সে বিখ্যাত ছিল।

২৯:৪৬। অর্থাৎ সৌজন্যের সাথে ও যুক্তি দিয়ে বিতর্ক করবে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিতর্ক করার ক্ষেত্রে সৌজন্যের সীমা লজ্ঘন করে তারা যদি তোমাদের প্রতি জুলুম করে সেক্ষেত্রে তাদের জুলুম প্রতিরোধে ন্যায় সঙ্গত পন্থা অবলম্বন তোমরা করতে পারবে।

২৯:৪৬। তোমাদের ইলাহ্, আমাদের ইলাহ্ ও দুনিয়ার সকল মানুষের ইলাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোন শরীক নেই।

২৯:৬৯। **বান্দা আল্লাহ্‌র পথে চলতে চাইলে আল্লাহ্ সাহায্য করেন:** আনাস ইবনে মালিক (রা) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ বলেন, বান্দা যখন এক বিঘত পরিমাণ আমার দিকে এগিয়ে আসে তখন আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। সে যখন আমার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে আমি তার দিকে সম্পূর্ণ হাত সম্প্রসারিত করে এগিয়ে যাই এবং সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তখন তার দিকে দৌড়ে যাই-(সহীহ বুখারী)।

৩০:২। রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য তৎকালীন পৃথিবীর দু'টি পরাশক্তি হিসেবে স্বীকৃত ছিল। রোমানরা ছিল খৃষ্টান আর পারসিকরা ছিল অগ্নি উপাসক বা মুশরিক। এই দুই পরাশক্তির মধ্যে বিভিন্ন সময় যুদ্ধ বিগ্রহ হত। অগ্নি উপাসক পারসিকদের বিজয়ে মক্কার পৌত্তলিক মুশরিকরা উৎফুল্ল হত। পক্ষান্তরে, রোমানরা আহলে কিতাব হওয়ার কারণে তাদের বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দিত হত। আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পারসিকদের হাতে রোমানদের পরাজয়কে কেন্দ্র করে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য ছুঁড়তে থাকে। তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয় এবং এর শুরুতে অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে পারসিকদের উপর রোমানদের বিজয়ের আগাম সংবাদ দেয়া হয়। পবিত্র কুরআনের সংবাদ যথা সময়ে সত্যে পরিণত হয়েছিল এবং পারসিকরা রোমানদের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে নিয়েছিল। পবিত্র কুরআনের বাণী সত্যে পরিণত হওয়ায় মুসলমানরা আনন্দিত হয়েছিল। পরবর্তীতে মুসলমানদের হাতে রোমান সাম্রাজ্য (কন্সটানটিনোপল) বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের আনন্দ চূড়ান্তরূপ লাভ করেছিল। উল্লেখ্য, 'রোম বলতে খৃষ্টান শাসিত তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্য বুঝানো হয়েছে যার রাজধানী ছিল কন্সটানটিনোপল। বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুলই এক কালের রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটানটিনোপল নামে খ্যাত ছিল। মহানবী (সা.) রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও কন্সটানটিনোপল বিজয়ের ভবিষ্যত বাণী করছিলেন। এ ভবিষ্যতবাণী সত্যে পরিণত হয় কন্সটানটিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে। বিজয়ী মুসলমান সেনা নায়ক এখানকার মাটিতে অবতরণ করে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে প্রথমে আল্লাহ্‌র যমীনে সিজদায় অবনত হন এবং কন্সটানটিনোপল এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন 'ইসলাম বুল' যার অর্থ দারুল ইসলাম বা ইসলামের দেশ। এ 'ইসলাম বুল'-ই পরবর্তীতে ইস্তাম্বুল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

৩০:৪। অর্থাৎ তিন হতে নয় বৎসর। এ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, অনধিক নয় বৎসরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের উপর জয়ী হবে। ৬২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। আর সে বছরই বদর যুদ্ধে মুসলিমগণ মক্কার মুশরিকদেরকে পরাজিত করে।

৩০:১৪। মু'মিনদের পৃথক দল ও কাফিরদের পৃথক দল।

৩০:২৮। দাস-দাসী মনিবের ধন-সম্পদের অধিকারী হয় না, মনিব তাদেরকে ভয়ও করে না, সেরূপ মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর কোন সৃষ্টির কোন ব্যাপারে শরীকানা হয় না, হতে পারে না।

৩০:৩০। ফিত্‌রাত অর্থ প্রকৃতি। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাই 'ফিত্‌রাতুল্লাহ্' । আর এ ফিত্‌রাতুল্লাহ্‌ই ইসলাম। হাদীসে বলা হয়েছে প্রত্যেক মানব শিশু এই সহজাত স্বভাব (ইসলাম) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

৩০:৩০। **মানুষের স্বভাব ধর্ম ইসলাম অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত - তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: "প্রত্যেক নবজাতক তার স্বভাবের উপরেই জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান কিংবা মুশরিক বানায়। " একজন জিজ্ঞাসা করল- হে রাসুল, এর পূর্বেই যদি সে মারা যায় তা হলে কী হবে? রাসুল বললেন: "তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভাল জানেন"-(মুসলিম)

৩০:৩৯। 'সুদের ভিত্তিতে' এই অনুবাটুকু- ড. মোহর আলী ও সহীহ্ ইন্টারন্যাশনাল থেকে যাচাই করা হয়েছে।

৩০:৩৯। অর্থাৎ যাকাত-সাদাকা প্রদানকারীরা।

৩০:৪৬। এ স্থলে 'দয়া' দ্বারা বৃষ্টি বুঝানো হয়েছে- (কাশ্‌শাফ, জালালাইন)।

৩১:৬। নাদর ইবন হারিছ নামে মক্কার নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ, বিশেষত পারস্য হতে গল্পের বই সংগ্রহ করে আনত এবং কুরআন শ্রবণ হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আসর জমিয়ে লোকদেরকে সে সকল গল্প শুনাত। সে আসরে আমোদ-ফূর্তির আরও সামগ্রী রাখা হত। তার সম্বন্ধে আয়াতটি নাযিল হয়।

৩১:১২। 'লুকমান' একজন অতি বিজ্ঞ ও ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে কয়েকটি বর্ণনা আছে।

৩১:১৫। **পিতা-মাতাকে সম্মান করা:** আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) এর জীবদ্দশায় আমার মুশরিক মা আমার কাছে আসেন, তখন আমি নবী (সা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মুশরিক মা আমার কাছে এসেছেন। আমি কি তাঁর খিদমত করব? "তিনি বললেন, হ্যাঁ, করতে পার।"-(সহীহ বুখারী)।

৩১:১৮। অর্থাৎ পথে চলার সময় বিনয় অবলম্বন করে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, 'রহমান এর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিণয়ী হয়ে চলে' সূরা নং-২৫, আয়াত নং-৬৩।

৩১:১৮। **অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না:** হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। জনৈক ব্যক্তি বললেন, (হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)!) প্রত্যেক ব্যক্তিই পছন্দ করে যে, তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক। রাসূল (সা.) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বাধিক সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হলো, সত্য বলার ক্ষেত্রে অহমিকা পোষণ করা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করা-(সহীহ মুসলিম)।

৩২:২৯। পবিত্র কুরআনে الفتح। শব্দটি বিজয় ও ফয়সালা দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ফয়সালা অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ সূরা শুআ'রা নং ২৬ আয়াত ১১৮, সূরা সাবা নং ৩৪, আয়াত ২৬, সূরা ইবরাহীম নং ১৪, আয়াত ১৫। এ আয়াতগুলোতে الفتح।দ্বারা বিজয় তথা মক্কা বিজয় বুঝানো হয়নি, কেননা এখানে বলা হয়েছে, সেদিন কাফিরদের ঈমান আনয়ন তাদের কোন কাজে আসবে না, অথচ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল কাফেরদের ঈমান কবুল করেছিলেন এবং প্রায় দু'হাজার লোক ইসলাম গ্রহন করেছিল-(ইবনে কাছীর)।

৩৩:৪। ظهر শব্দটির অর্থ পৃষ্ঠদেশ। প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলত, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত অর্থাৎ আমার মায়ের দেহ যেমন আমার জন্য হারাম তেমনিভাবে তুমিও আমার জন্য হারাম। একথা বললেই তাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যেত। নিজের স্ত্রীকে এরূপ বলাকে যিহার বলে। এই আয়াতে ইসলামে যিহারের বিধান কি তা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৩:৪। জাহিলী যুগে পোষ্যপুত্রকে আপন পুত্রের ন্যায় গণ্য করা হত। আয়াতে বলা হয়েছে যে, পোষ্যপুত্র আপন পুত্র নয়। শরীয়তে পিতা-পুত্রের যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছে, তা পোষ্যপুত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

৩৩:৬। মুহাজিরগণ প্রথমদিকে তাঁদের আনছার ভাইদের উত্তরাধিকার হিসেবে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদে অংশ পেতেন আত্মীয়তার বন্ধন থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু ধীরে ধীরে আনছারদের আত্মীয়রা ইসলাম গ্রহণ করলে পরবর্তীতে আল কুরআনে উত্তরাধিকারদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের বিস্তারিত বিধান অবতীর্ণ হওয়ায় পূর্ববর্তী ব্যবস্থা রহিত হয়ে যায়। ফলে মুহাজিররা উত্তরাধিকার হওয়ার পরিবর্তে আনছারদের আত্মীয়রাই তাদের উত্তরাধিকার বলে গণ্য হন।

৩৩:৯। খন্দকের যুদ্ধে মদীনা রক্ষার জন্য খন্দক (পরিখা) খনন করা হয়েছিল। তাই এ যুদ্ধকে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। এটাকে আহযাব-এর যুদ্ধও বলা হয়। আহযাব-এর অর্থ দলসমূহ এবং এর সমার্থক শব্দ হিসেবে এখানে বাহিনীসমূহ বলা হয়েছে। কুরাইশ, ইহুদী এবং আরও কতিপয় গোত্রের এক সম্মিলিত বাহিনী তখন মদীনা আক্রমণ করেছিল। এ সূরার ৯-২০ নং আয়াতসমূহে এ যুদ্ধের কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৩৩:১০। খন্দক বা আহ্যাবের যুদ্ধে কাফির মুশরিকদের দলসমূহ বিভিন্ন দিক থেকে মদীনা আক্রমণ করেছিল। মক্কার দিক থেকে আগত দলসমূহ মদীনার পূর্বাংশে উহুদ পাহাড় সংলগ্ন স্থানে অবস্থান নেয়, এটা ছিল মদীনার নিম্নাংশ। আর খায়বরের দিক থেকে আগমণকারীরা মদীনার উপর দিকে অবস্থান নেয়।

৩৩:১২। জান্নাত পেতে হলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় এবং তা হয়ে থাকে চরম পরীক্ষা। যুগে যুগে সকল রাসূলদের উম্মতদেরকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। তার উল্লেখ আল্লাহ্ তায়ালা করেছেন এভাবে - 'তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের উপর তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অনুরূপ অবস্থা এখনো আসেনি? ... জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী (সূরা বাকারা, নং ২, আয়াত ২১৪)'। এমন একটি চরম মুহূর্তে মু'মিনরা কিন্তু এই চরম অবস্থাকে পরীক্ষা হিসেবে নিয়ে নিল, এবং তাদের ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধি পেল (আয়াত নং ২২, সূরা আহ্যাব) এবং তারা শাহাদাত বরণের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল (আয়াত নং ২৩, সূরা আহ্যাব)। মুনাফিদের যেহেতু ঈমানই নেই, তাই তারা শাহাদাত বরণের আকাঙ্ক্ষা করে না, এটিকে কেবল তারা মৃত্যুই মনে করে থাকে। তারা কেবল আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির সেই অংশটুকু দেখতে চায় যে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী'। ঈমান না থাকার কারণে আল্লাহ্র নিকটবর্তী সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর স্থির থাকতে পারল না, তারা মু'মিনদের মত এটাও বিশ্বাস করে না যে, যদি মৃত্যু হয় সেটা হবে শাহাদাতের মৃত্যু - সুতরাং বাহিনীসমূহকে যখন উঁচু অঞ্চল ও নীচু অঞ্চল থেকে আসতে দেখল তখন বলে উঠল, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয়নি - প্রতারণা ছাড়া'।

৩৩:২০। মদীনার ইহুদীরা তিনটি বৃহৎ গোত্রে বিভক্ত ছিল; তথা বনু কাইনুকা, বনু নযীর, ও বনু কুরাইজা। রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করার পর শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মদীনা ও তার আশেপাশের সকল গোত্রের সাথে ঐতিহাসিক 'মদীনা সনদ' নামে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ সন্ধি চুক্তিতে মদীনার ইহুদীরাও ছিল। কিন্তু ইহুদী গোত্রগুলো হিংসাবশতঃ ক্রমান্বয়ে চুক্তি ভঙ্গ করতে থাকে। ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মক্কার কুরাইশদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতে থাকে। রাসূল (সা.)-কে হত্যারও ষড়যন্ত্র করে। সর্বপ্রথম চুক্তি ভঙ্গ করে বনু কাইনুকা। রাসূল (সা.) তাদেরকে মদীনা থেকে নির্বাসিত করেন। এরপর চুক্তি ভঙ্গ করে বনু নযীর। রাসূল (সা.) তাদেরকেও মদীনা থেকে বিতারিত করেন। তারা সিরিয়ার আশপাশে খায়বরে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যোগাযোগ করে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ঐক্যবদ্ধ করে। সুতরাং মক্কার কুরাইশ গোত্র, মদীনা থেকে বিতারিত ইহুদী গোত্র এবং আরবের বিভিন্ন গোত্র একত্রিত হয়ে মদীনা আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়। এ সম্মিলিত বাহিনীকে উল্লেখ করতে গিয়েই আহ্যাব অর্থাৎ দলসমূহ শব্দটি এসেছে। এত বড় বিশাল বহুজাতিক বাহিনীর মোকাবেলায় মুসলিমগণ মদীনাকে রক্ষা করার জন্য খন্ধক বা পরিখা খনন করেন। এ জন্যই এ যুদ্ধকে খন্ধকের যুদ্ধ বা আহ্যাবের যুদ্ধ বলা হয় এবং সূরার নামকরণ করা হয় সূরা আহ্যাব। উল্লেখ্য, অবশেষে বনু কুরাইজাও আহ্যাব যুদ্ধ চলাকালিন অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল (আয়াত নং ২৬, সূরা আহ্যাব)। পরবর্তীতে তাই খন্দক যুদ্ধ শেষে বনু কুরাইজা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র কুরাইশদের থেকে রাসূল (সা.) সাময়িক অবকাশ পেয়ে গেলেন। চুক্তি ভঙ্গের কারণে বনু কাইনুকা ও বনু নযীরকে কেবল মদীনা থেকে বহিষ্কারের মত নরম শাস্তির সুযোগে তারা আরবের অন্যান্য গোত্রদেরকে একত্রিত করে মদীনা আক্রমণ করে বসেছিল যা খন্ধকের যুদ্ধ বা আহ্যাবের যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। তাই তাদেরকে আর বার বার সুযোগ দেয়া যায় না। আল্লাহ্পাক হুদাইবিয়ার সন্ধির পরই হুদাইবিয়া থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালেই সূরা আল ফাতহ্, নং ৪৮ অবতীর্ণ করে ১৮ ও ১৯নং আয়াতে খায়বর বিজয়ে-এর সুসংবাদ দিয়ে দিলেন।

৩৩:২১। খন্ধক বা আহ্যাব যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর পরিবার-পরিজন যেমন মদীনায় ছিল ঠিক তেমনিভাবে রাসূল (সা.)-এর পরিবার-পরিজনও মদীনায় অবস্থান করছিলেন। ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজা তখনও মদীনার নিকটবর্তী স্থানেই অবস্থান করছিল। তারা যখন খন্ধকের যুদ্ধ চলাকালিন অবস্থায় মুসলিমদের বিপক্ষে অবস্থঅন নেয় তখন অন্যান্য সবার পরিবার-পরিজনের মত রাসূল (সা.)-এর পরিবার-পরিজনও কিন্তু অরক্ষিত হয়ে পরার আশংকা থাকে যে, বনু কুরাইজা যে কোন সময় মদীনা আক্রমণ করতে পারে। অথচ তিনি নিজেই তো খন্ধকের যুদ্ধে অংশগ্রহন করে আছেন। সুতরাং যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের আশা করে তারা রাসূলকেই অনুসরণ করবে। মুনাফিদের মত 'বাড়িঘর অরক্ষিত' এই কথা বলে যুদ্ধে অংশগ্রহন থেকে অব্যাহতি চাইবে না। উল্লেখ্য, পূর্বাপর আয়াতসমূহের আলোকে আয়াতের অর্থ এতটুকু হলেও এর পরিধি ব্যাপক। যে কোন অবস্থাতেই রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণই দ্বীন।

৩৩:২২। মু'মিনরা যখন দলসমূহকে অর্থাৎ শত্রুপক্ষের সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তাঁরা মুনাফিকদের মত বলেনি যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে প্রতারিত করেছে (আয়াত ১২, সূরা আহ্যাব)। বরং মু'মিনরা সেদিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাদেরকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিল (আয়াত ১১, সূরা আহ্যাব)। পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরাও একইভাবে পরীক্ষায় পড়েছিলেন এবং সে সমস্ত ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, 'তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদের উপর তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অনুরূপ অবস্থা এখনো আসেনি?... তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল (সূরা বাকারা, নং ২, আয়াত ২১৪)।' সুতরাং মু'মিনরা বুঝতে পারলেন এটা সেরূপই এক চরম মুহূর্ত, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তো এরূপই বলেছেন। সুতরাং তা তাদের ঈমান ও আনুগত্যকে বৃদ্ধি করে দিল।

৩৩:২৬। বনু কুরায়জা গোত্র যারা মদীনার অধিবাসী ও ইহুদী ছিল, তারা এ যুদ্ধে মক্কার কুরায়েশদেরকে সাহায্য করেছিল।

৩৩:২৭। আয়াতের প্রথমাংশে বনু কুরাইযার ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি মুসলমানদের দখলে আসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মদীনায় অবস্থানরত ইহুদীদের সর্বশেষ গোত্র বনু কুরাইযার পতনের পর পরই আল্লাহ্ তায়ালা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মদীনা ও এর উপকণ্ঠ থেকে কাফিরদের অবসান ঘটল এবং মুসলমানদের বিজয়ের যুগের সূচনা হল, যার ফলে এমন সব ভূখন্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর উপর কখনো তাদের পদাচারণা পর্যন্ত হয়নি। ইতিহাসও তাই সাক্ষ্য দেয় যে, পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়।

৩৩:২৮। খায়বারের যুদ্ধের পর রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণ তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু অধিক অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ করেন। এতে রাসূল (সা.) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ও এক মাসকাল তাঁদের থেকে আলাদা বাস করেন। এ আয়াতগুলোতে সে ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

৩৩:৩৪। এখানে আয়াতসমূহ ও হিকমত আলাদা কোন বিষয় নয়। বরং যাহাই আয়াত তাহাই হিকমত, অর্থাৎ কুরআন।

৩৩:৩৭। 'আর তুমি তোমার নিজের মধ্যে বা মনের মধ্যে যা গোপন করছ আল্লাহ্ তা প্রকাশকারী'। এখানে আয়াতের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা পরম্পরা থেকে বুঝা যায় যে, এর অর্থ যায়েদ (রা.) যখন তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর স্ত্রী ইদ্দত পালনরত অবস্থায় ছিলেন তখন রাসূল (সা.) স্ত্রীকে ইদ্দতের ভিতর ফিরিয়ে নেয়ার জন্য বা রেখে দেয়ার জন্য যায়েদ (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে বললেন। সে সাথে রাসূল (সা.) এও মনে মনে চিন্তা করলেন যদি যায়েদ শেষ পর্যন্ত ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে না-ই নেয় এবং তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ) হয়েই যায় সেক্ষেত্রে তাকে রাসূল (সা.) নিজে বিয়ে করবেন এবং তার দায়িত্ব নিবেন। আর পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করাটা মানুষ কিভাবে নিবে এ বিষয়টি নিয়ে তিনি মনে মনে ভয় করছিলেন। এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ বাস্তবে রূপ দিলেন এ ভাষায় যে আমি তা প্রকাশকারী। এবং এ ব্যাপারে রাসূলকে বললেন এরূপ একটি বৈধ বা হালাল কাজ করতে গিয়ে মানুষকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই; সব সময় আল্লাহ্‌কেই ভয় করতে হবে। তাছাড়া ইদ্দত পালনকারী নারীকে বিয়ে করার চিন্তা করা কুরআন সম্মত (দেখুন সূরা বাকারা নং ২, আয়াত ২৩৫)। এখানে أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ দ্বারা বোঝা যায় ইদ্দত কালীন রাসূল (সা.) যায়েদকে এরূপ কথা (তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও) বলেছিলেন। কেননা إِمْسَاكٌ অর্থ রেখে দেয়া অর্থাৎ তালাক দেয়ার পর ইদ্দতকালীন সময়ে রেখে দেয়ার কথা বলা হয়েছে (দেখুন সূরা বাকারা নং ২, আয়াত২২৯)। আর اِتَّقِ اللّٰهَ বলা দ্বারা বোঝা যায় রাসূল (সা.) যায়েদ (রা.)-কে বিবাহ বিচ্ছেদ না করার জন্য জোর উপদেশ দিয়েছিলেন।

৩৩:৩৭। যায়নাব বিনত জাহশ (রা.) রাসূল (সা.) এর ফুফাত বোন ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর পোষ্য পুত্র যায়েদ (রা.)-এর সাথে তিনি তাকে বিবাহ দিয়েছিলেন। তাদের বনিবনা না হওয়ায় বিবাহে সুখী হতে পারেননি, ফলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

৩৩:৫০। যে সম্পদ যুদ্ধ ব্যতীত হস্তগত হয় উহাই فَيْءٌ (ফাই) যা বাইতুল মালে (সাধারণ কোষাগারে) জমা করা হত। রাসূল (সা.) জীবিত থাকাকালীন এ সম্পদ তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকত।

৩৩:৬৯। বিভিন্ন প্রকারের অপবাদ দিয়ে তারা হযরত মূসা (আ.) কে কষ্ট দিয়েছিল। আল্লাহ্ বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে সেসব অপবাদ থেকে মূসা (আ.) কে মুক্ত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত করেছেন।

৩৪:৩। আয়াত পরিস্কার বলছে যে, অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র জিনিস আছে। অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র জিনিসের অস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার।

৩৪:১৪। হযরত সুলায়মান (আ:) লাঠিতে ভর দিয়ে বায়তুল-মাকদাসের নির্মাণকার্য তদারকি করছিলেন, সে অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়। বায়তুল-মাকদাস নির্মাণকার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় তিনি যেভাবে ছিলেন সেভাবেই তাঁর মৃতদেহটি স্থির থাকে। নির্মাণকার্য যখন শেষ হয় তখন লাঠিটি ভেঙ্গে পড়ে এবং তিনিও মাটিতে পড়ে যান।

৩৪:১৬। সাবাবাসীরা একটি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করে পানি সেচের ব্যবস্থা করেছিল; ফলে সারা দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। এক সময়ে এ বাঁধ ভেঙ্গে ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-খামার পানিতে ভেসে যায়।

৩৪:১৮। সাবাবাসীরা শাম (প্রাচীন সিরিয়া) দেশের সঙ্গে ব্যবসা করত। এ দুই দেশের মধ্যে বহু জনপদ ছিল তাদের বাণিজ্য কাফেলা নির্বিঘ্নে এ সকল এলাকায় যাতায়াত করত।

৩৫:৩। এখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রসঙ্গ হওয়ায় যিনি তরজমা না করে যে করা হয়েছে।

৩৬:১৩। এখানে 'রাসূলরা' বলতে বিশেষ কয়েকজন নবীর কথা বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির তাদের নাম সাদিক, মাসদূক ও শামঊন বলে উল্লেখ করেছেন। তাদেরকে তৎকালীন সিরিয়ার অন্তর্গত আনতাকিয়া নামক জনপদে প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রথমে তাদের কাছে দু'জন রাসূল পাঠানো হলে তারা দু'জনকেই প্রত্যাখ্যান করে। পরে তৃতীয় একজন রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ্ শক্তিশালী করেন। কিন্তু তারা তাদের সবাইকে অস্বীকার করে এবং তাদের তিনজনকে অমঙ্গলের কারণ বলে চিহ্নিত করে হত্যার পরিকল্পনা করে। তখন হাবীব আন নাজ্জার নামক এক ব্যক্তি- যিনি ইতঃপূর্বে রাসূলগণের কথায় বিশ্বাস করেছিলেন- শহরের প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে নিজের ঈমানের ঘোষণা দেন এবং তার সম্প্রদায়কে রাসূলগণের উপর ঈমান আনতে বলেন। তখন জনপদের লোকেরা তাকে হত্যা করে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

৩৬:২৬। আল্লাহ্‌র নবীদেরকে সমর্থন করার কারণে আনতাকিয়া অধিবাসীরা হাবীবে নাজজা নামক উক্ত মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করে।

৩৬:৩৮। কুরআন বলছে, সূর্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, এর অন্য অর্থ হল, একদিন তার অবসান ঘটবে। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন, যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে (সূরা তাকবীর নং ৮১, আয়াত ১) এবং কুরআনের অন্য জায়গাগুলোতে আল্লাহ্ বলেন, সূর্য, চন্দ্র প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে (যেমন, সূরা রা'দ নং ১৩, আয়াত ২, সূরা ফাতির নং ৩৫, আয়াত ১৩)।

৩৬:৩৯। মনযিল (منزل) শব্দের বহুবচন মানাযিল (منازل)। আরবী (চন্দ্র) মাস ২৮টি মনযিলে বিভক্ত। আরবি চান্দ্রমাসের এই মনযিলকে বাংলায় তিথি বলা হয়।

৩৭:৩। যিকির অর্থ কুরআন (দেখুন সূরা আল হিজর নং ১৫, আয়াত ৬,৯, আল কালাম নং ৬৮, আয়াত ৫১)। অথবা এর অর্থ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা।

৩৭:৪৯। بيض (ডিম), আরবরা সযত্নে পালিত সুন্দরী নারীর উজ্জ্বল গৌরকান্তিকে উট পাখীর ডানার নীচে সযত্নে রক্ষিত ডিমের সঙ্গে তুলনা করত। কুরতুবী।

৩৭:৬৫। শয়তান অত্যন্ত কুৎসিত, তাই জাহান্নামের এ বৃক্ষটিকে শয়তানের মস্তকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতি কদাকার সাপকেও আরবীতে শয়তান বলা হয়।

৩৭:১০৭। সেটি ছিল একটি দুম্বা যা বেহেশ্‌ত হতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।

৩৭:১২৫। بعل একটি দেবমূর্তি, শাম (সিরিয়া)-এর বাক (بك) নামক স্থানে এর পূজা হত।

৩৭:১৩০। হযরত ইলইয়াসীন (আ.) এর আর একটি নাম ইলইয়াস। অন্যমতে ইলইয়াস-এর বহু বচন ইলইয়াসীন অর্থ ইলইয়াস (আ.) ও তাঁর অনুসারিগণ।

৩৭:১৪০। হযরত ইউনুস (আ:) তাঁর উম্মতকে দাওয়াত গ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখালেন। কিন্তু তাতেও তারা হেদায়াত গ্রহণ করল না। এতে তিনি মর্মাহত হন, করো মতে প্রতিশ্রুত আযাব আসতে বিলম্ব হওয়ায় কিছুটা ক্ষুব্ধ হন এবং কাওকে কিছু না বলে দেশত্যাগ করেন। পলায়ন পথে যা ঘটে তার কিছু বর্ণনা এ আয়াতগুলোতে রয়েছে।

৩৭:১৫৪। তোমরা নিজেদের জন্য পুত্র সন্তানকে পছন্দ কর আর আমার জন্য শুধু কন্যা সন্তান, তোমাদের ইনসাফটা কেমন!

৩৭:১৫৮। তারা জ্বীন ও আল্লাহ্‌র মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের উদ্ভট ধারণা পোষণ করত।

৩৮:১৩। আইকা (الأيكة) এর শাব্দিক অর্থ গহিন অরণ্য। শুআইব (আ.)-এর সম্প্রদায়কে আসহাবুল আইকা (أصحاب الأيكة) বা গহীন অরণ্যের অধিবাসী বলা হয়েছে। তারা মাদইয়ানের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করত।

৩৮:৩৪। একদা হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর সব স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার কামনা করেন ও বলেন, এভাবে যে সব সন্তান জন্মাবে তারা জিহাদে শরীক হবে, কিন্তু মুখে তিনি ইনশাআল্লাহ্' না বলায় শুধু একজন স্ত্রীর গর্ভে হাত পা বিহীন একটি সন্তান জন্মে। ধাত্রী সে মাংসপিন্ডসম সন্তানটিকে দরবারে এনে তাঁর কুরসির (আসনের) উপর রেখে দেয়। সুলায়মান (আ.) তখন তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৩৮:৪৪। হযরত আইউব (আ.)-এর স্ত্রী অপরিহার্য প্রয়োজনে বাইরে গমন করেছিলেন এবং ফিরতে তাঁর দেরী হওয়ায় আইউব (আ.) তাকে এক শত বেত্রাঘাত করার কসম করেন। তাঁর স্ত্রী নিরপরাধ হওয়ায় কসম পূর্ণ করার একটি উপায় আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দেন। এটা আইউব (আ.)-এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। শরীয়তে কসম পূর্ণ করার জন্য কোন হীলা বা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ বৈধ নয়।

৩৯:১৭। শয়তান কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণকে এখানে তাগুত বলা হয়েছে।

৩৯:২২। বক্ষ উন্মুক্তকরণ সম্পর্কে রাসূল (সা.)-কে ইবন মাসউদ (রা.) এ প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, অন্তরে নুর প্রবেশ করলে বক্ষ উন্মুক্ত হয়। এর লক্ষণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, চিরস্থায়ী জীবন বা আখিরাতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পাওয়া এবং তাতে স্থির থাকা; আর অস্থায়ী জীবন বা দুনিয়ার জীবনের প্রতি নির্লিপ্ততা বৃদ্ধি পাওয়া এবং অন্তরে মৃত্যুর কথা স্মরণ থাকা।

৩৯:৬৮। এটা ইসরাফিল (আ.) কর্তৃক শিঙ্গার প্রথম বারের ফুৎকার। এ ফুৎকারে সকল সৃষ্ট জীব মৃত্যুবরণ করবে। এ মৃত্যু হতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কারা রক্ষা পাবে তা প্রকাশ করা হয়নি।

৪০:৪৫। অর্থাৎ আল্লাহ্ তার নবী মূসা (আ:)-কে অথবা ফিরআউন সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তিটি ঈমান এনেছিল তাকে রক্ষা করলেন।

৪০:৪৬। **ফিরআউন ও তার দলবলের শাস্তি :** আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ফিরআউন বংশধর ও তাদের সমগোত্রীয় কাফিরদের রূহগুলোকে সকাল সন্ধ্যায় জাহান্নামের কাছে একত্রিত করা হয় এবং বলা হয় এটা তোমাদের আবাস।

৪১:১১। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, মহাবিশ্বে ছায়াপথ তৈরীর আগে আকাশ সম্পর্কিত পদার্থগুলো গ্যাস জাতীয় পদার্থ ছিলো। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিপুল পরিমাণ গ্যাস জাতীয় পদার্থ কিংবা মেঘ, ছায়াপথ তৈরীর আগে বিদ্যমান ছিল। আকাশ সম্পর্কিত প্রাথমিক পদার্থকে গ্যাস অপেক্ষা ধোঁয়া বলা বেশি সঙ্গত। কুরআন মজীদে ধোঁয়া দ্বারা মহাবিশ্ব সৃষ্টির ঐ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে।

৪১:৩০। (মৃত্যুর সময়) ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়- অনুবাদটুকু আল ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআন, তানতাভী থেকে যাচাই করা হয়েছে।

৪২:৭। মক্কাকে উম্মুল কুরা বা নগর সমূহের 'মা' বলা হয়। সম্মান ও মর্যাদায় এটি সকল স্থান হতে শ্রেষ্ঠ এবং হিদায়াতের আলো এ নগর হতে বিকীর্ণ হয়েছে।

৪২:১৭। শরীয়তের তুলাদন্ড বিশেষ, এটা দ্বারা ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ পরিমাপ ও নির্ণয় করা যায়। ভিন্ন মতে তুলাদন্ড হল, আদ্‌ল, ন্যায়বিচার, যার নীতিমালা আলকুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

৪২:১৮। এতে অর্থাৎ কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। যারা আসলে কিয়ামতে বিশ্বাস করেন না তারা কিয়ামত হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে, আর যারা প্রকৃতই বিশ্বাসী তারা কিয়ামতকে ভয় করে।

৪২:২০। **আখিরাত কেন্দ্রিক জীবনই সফল:** মহানবী (সা.) বলেছেন, "আখিরাতই যার চিন্তার বিষয়বস্তু, আল্লাহ্ তায়ালা তার অন্তরে ঐশ্বর্য দান করেন। তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন, এবং বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধাও তার কাছে চলে আসে। পক্ষান্তরে, যার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কেবল এ দুনিয়াকে কেন্দ্র করেই, আল্লাহ্ তার দারিদ্রতা দু'চোখের সামনেই রেখে দেন। তার প্রয়োজনাবলী ছিন্নভিন্ন করে দেন এবং দুনিয়ায় সে ততটুকুই লাভ করে, যা তার জন্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করা ছিল, তার বেশি একটুও নয়।"-(তিরমিযী)।

৪৩:৪। 'উম্মুল কিতাব' অর্থ মূল গ্রন্থ। এর দ্বারা লওহে মাহ্‌ফুজকে (সংরক্ষিত ফলককে) বুঝানো হয়েছে।

৪৩:৩১। দুই জনপদ বলতে মক্কা ও তাইফকে বুঝানো হয়েছে।

৪৩:৩২। তারা যা জমা করে অর্থাৎ তাদের ধন-সম্পদ যা নিয়ে তারা অহংকার করে তার চেয়ে আল্লাহ্র দয়া বহুগুণে উত্তম।

৪৩:৪৯। অর্থাৎ আগে আযাব দূর কর, তাহলে এরপর অবশ্যই আমরা ঈমান আনব।

৪৩:৫৭। আরবের মুশরিকরা বলল যে, যেহেতু আল কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয় তারা জাহান্নামের ইন্ধন, আর নাসারারা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্র শরীক করে এবং তাঁর উপাসনা করে, ফলে তাদের উপাস্যগুলোর সঙ্গে ঈসা (আ.)ও জাহান্নামে যাবে এবং এ হিসাবে তিনি তাদের উপাস্যগুলো হতে শ্রেষ্ঠ কি (আয়াত নং ৫৮)? তাদের এ ধরনের উক্তির জবাব (৬৯ নং) আয়াতে দেয়া হয়েছে।

৪৩:৬০। অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান নয় তারা তোমাদেরই মত সৃষ্টি। আমি চাইলে তোমাদেরকে যমীনে প্রতিনিধি করার স্থলে তাদেরকে করতে পারতাম। তাদেরকে আসমানে না রেখে যমীনে বসবাসের ব্যবস্থা করতে পারতাম। কাজেই তারা তোমাদের মত সৃষ্টি এবং উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়। ঈসা যেমন আমার বান্দা তেমনি তারাও আমার বান্দা (সূরা-৪৩: আয়াত-১৯)। অতএব তাদেরকে উপাসনা করার কোন কারণ নেই।

৪৩:৭৭। জাহান্নামের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতার নাম 'মালিক'।

৪৩:৭৮। অর্থাৎ মালিক ফেরেশতা বলবে আমরা ফেরেশতারা আল্লাহ্র বাণী নিয়ে রাসূলদের মাধ্যমে তোমাদের কাছে যেতাম। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র বাণী বাহক ফেরেশতাদের প্রধান হচ্ছেন জিবরাঈল (আ.)।

৪৪:১৪। সে (জনৈক ব্যক্তি দ্বারা) শিক্ষাপ্রাপ্ত- অনুবাদটুকুর জন্য সূরা নাহল নং ১৬, আয়াত ১০৩-এর তাফসির দেখুন।

৪৪:১৫। হিজরতের পর মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, ইয়ামামার শায়খ মক্কায় খাদ্যশস্য প্রেরণ বন্ধ করে দেয়ায় দুর্ভিক্ষ আরও তীব্রতর হয়। তখন আবু সুফিয়ান রাসূল (সা:)কে দু'আ করতে অনুরোধ করায় তিনি দু'আ করেছিলেন। ফলে দুর্ভিক্ষের অবসান হয়। সেই ঘটনার প্রতি আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।

৪৪:২৪। অর্থাৎ সমুদ্রের পানি দু'দিকে বিভক্ত করে রাস্তা করে দেয়া হবে এবং সে অবস্থায় এটা থাকবে। সুতরাং তোমাকে যা করতে বলা হচ্ছে তা কর। সমুদ্র এ অবস্থায় স্থির থাকবে আর দেখ কি হয়।

৪৪:৩৭। تبع ইয়ামানের এক শক্তিশালী রাজবংশের উপাধি। রাসূল (সা:)-এর আবির্ভাবের প্রায় সাত-আট শত বৎসর পূর্বে তারা রাজত্ব করেছিল।

৪৫:১৪। 'প্রতিদান দিতে পারেন'- আখেরাতে অবিশ্বাসীদের থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে বরং তাদের ক্ষমা করার জন্য মু'মিনদেরকে বলা হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ্ দিবেন।

৪৫:২২। 'সত্য সহ (সঠিক লক্ষ্যে)'- অর্থাৎ আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। এদের সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ তায়ালার যথার্থ ও সঠিক লক্ষ্য রয়েছে। (দেখুন সূরা আলে ইমরান নং ৩, আয়াত-১৯১, সূরা আম্বিয়া নং ২১, আয়াত ১৬, সূরা দুখান নং ৪৪, আয়াত ৩৮)।

৪৫:২৪। 'সময়ই আমাদের'- অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা বলে, 'কালের আবর্তনেই সবকিছু হচ্ছে। সময়ের আবর্তনেই আমাদের মৃত্যু হয়।'

৪৬: ৪। অর্থাৎ আসমানী কিতাব ছাড়া অন্যকোন প্রামান্য জ্ঞান; এরমধ্যে লোক কথা, ইতিহাস সবই অন্তর্ভুক্ত।

৪৬:৯। অর্থাৎ আগামীতে আল্লাহ্ তোমাদের ও আমার সাথে কী আচরণ বা কী ফয়সালা করবেন তা আমার জানা নেই। অর্থাৎ সামনে আমাকে কি ওহী করা হবে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা কি বলবে ও তোমাদের পরিণতি কি হবে তা আমার জানা নেই। আমি ভবিষ্যৎ জান্তা নই (আরো দেখুন সূরা-১১: আয়াত-৩১)। আমি কিছুই বানিয়ে বলছি না বা রচনা করছি না বরং আমার কাছে যতটুকু ওহী করা হয় ততটুকুই আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

৪৬:১০। 'একজন সাক্ষী একে (তাওরাতের) অনুরূপ (কিতাব) হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষী দিয়েছে,' - অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর উপর যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তা নতুন কোন বিষয় নয়, পূর্বে বনী ইসরাইলের নবীর উপরও এই ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল। নাসারাদের প্রাচীন পাদ্রী ওরাকা বিন নওফল রাসূল (সা.)-এর কাছে হেরা গুহায় ওহী আসার ঘটনা শুনে বলেছিল এটা সেই ওহী যা মূসা (আ.)-এর উপর অতবীর্ণ হয়েছিল।

৪৬:১৫। **মায়ের হক অগ্রগণ্য:** এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সুন্দর ব্যবহার পাওয়ার কে সবচেয়ে বেশী অধিকারী? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মা। সাহাবী বললেন, এরপর কে? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মা। সাহাবী বললেন, এরপর কে? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মা। সাহাবী বললেন, এরপর কে? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার পিতা।"

৪৬:২১। অর্থাৎ হূদ (আ.)-এর কথা।

৪৬:২১। আহ্কাফ, ইয়েমেনের অন্তর্গত একটি বালুকাময় উপত্যকার নাম-(বায়দাবী)।

৪৮:১। হিজরী ৬ষ্ঠ বর্ষে রাসূল (সা.) প্রায় ১৪০০ সাহাবীকে সংগে নিয়ে উমরা করতে মক্কাভিমূখে রওনা হন। মক্কার মুশরিকরা তাদেরকে উমরা করতে বাধা দেয়ায় তাঁরা মক্কার তিন মাইল উত্তরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সঙ্গে সন্ধি হয়। এ সন্ধি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। সন্ধির শর্তগুলো মুসলিমদের জন্য আপাতঃদৃষ্টিতে অবমাননাকর মনে হলেও রাসূল (সা.) শান্তির খাতিরে তা মেনে নিয়েছিলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী উমরা না করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে হুদায়বিয়ার এ সন্ধিকে আল্লাহ্ সুস্পষ্ট বিজয় বলে ঘোষণা করেছেন। নিঃসন্দেহে এ সন্ধি ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কৌশলগত বিশাল বিজয়।

৪৮:১০। **বাইয়াত:** মূল শব্দ 'বাই' (بيع) যার অর্থ ক্রয় অথবা বিক্রয় করা। পারিভাষিক অর্থ কারো হস্ত ধারণ করে কোন বিষয়ে অংগীকার করা। এটা সাধারণত আনুগত্যের বা কোন বিশ্বাস ও কার্যের অঙ্গীকার হয়ে থাকে। রাসূল (সা.) এ পদ্ধতিতে সাহাবীদের নিকট হতে ইসলামের, জিহাদের অথবা উত্তম কর্মের অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন।

৪৮:১০। **আল্লাহ্র হাত:** এর অনেকগুলো ব্যাখ্যার কয়েকটি হলঃ (১) আল্লাহ্ রাসূল (সা.)-এর হস্তে সাহাবীগণের বায়াত গ্রহণের বিষয়টি অবগত আছেন। (২) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহর পক্ষ হতে এ বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। (৩) আল্লাহ্র করুণা ও কৃপা রাসূল (সা.)-এর উপর আছে সুতরাং যারা বাইয়াতের জন্য রাসূল (সা.)এর হস্ত ধারণ করেছেন তাঁদের জন্যও করুণা ও কৃপা রয়েছে। (৪) আল্লাহ্ তাঁদের এ বাইয়াত গ্রহণের সাক্ষী।

৪৮:১১। স্বপ্ন অনুযায়ী রাসূল (সা.) তাঁর সাথে উমরাহ্ পালনের জন্য (যে বছর উমরাহ্ পালন না করেই হুদায়বিয়ার সন্ধি করে ফিরে আসতে হয়েছিল) কারো উপর চাপ সৃষ্টি করেননি। উমরাহ্ করার এই পদক্ষেপটি ছিল বিপদজনক। কুরাইশরা কি ব্যবহার করবে তা কারোরই জানা ছিল না। রাসূল (সা.) -এর স্বপ্ন যে আল্লাহ্পাকেরই ইঙ্গিত তা বুঝতে পেরে যারা মু'মিন সে সমস্ত সাহাবীরা পরিণাম সম্পর্কে কোন পরোয়া না করেই রাসূলের সাথে রওনা

হয়ে গেলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোক নানা অযুহাতে এ সফর থেকে বিরত রইল। তাদের প্রসঙ্গেই ১১ ও ১২নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য যে, এ সফরে যারা অংশগ্রহণ করেনি তারা সাবই কিন্তু মুনাফিক বা কাফির ছিল না। কেউ কেউ দুর্বল ঈমানের ছিলেন। আবার কেউ কেউ যদিও মুনাফিক ছিল, পরবর্তীতে খাঁটি ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রসঙ্গেই ১৬নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৪৮: ১৫। শত নিরাপত্তাহীনতা থাকা সত্তেও রাসূল (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে রওনা হলেন তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় ১৪শত। কুরাইশরা তাঁদেরকে সে বছর উমরাহ্ করতে দিল না। সন্ধি চুক্তি করে ফিরে আসতে হল। আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে এক নিকটবর্তী বিজয় (খায়বর বিজয়)-এর সুসংবাদ দিলেন, যেখানে তাঁরা লাভ করবেন বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (সূরা নং-৪৮, আয়াত-১৮,১৯)। আর এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভেই পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা এবার তাঁদেরকে অনুসরণ করতে চাইছে, অথচ পূর্বে তারা রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উমরাহ্ করতে যায়নি। উল্লেখ্য, খায়বর যুদ্ধে কেবল তাঁরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কেবল তাঁদেরই অংশগ্রহনের অনুমতি ছিল যারা বৃক্ষটির নীচে রাসূল (সা.) -এর নিকট বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করেছিলেন- অর্থাৎ সেই ১৪০০জন সাহাবী। এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি কেবল তাঁদেরকেই দেয়া হয়েছিল (সূরা নং-৪৮, আয়াত-১৮,১৯)।

৪৮:১৮। হুদায়বিয়ায় যখন মুসলিমগণ অবস্থান করছিলেন, তখন মক্কার মুশরিকদের সংগে আলোচনার জন্য উছমান (রা.)-কে মক্কায় প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁকে মক্কার মুশরিকরা আটক করে রাখলে গুজব রটে যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তখন মুসলিমগণ রাসূল (সা:)-এর আহ্বানে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ বাইয়াত ইতিহাসে বাইয়াতুর রিদওয়ান নামে খ্যাত। এ আয়াতে উক্ত বাইয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৮:১৮। আসন্ন খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ এখানে দেয়া হয়েছে। এটা সেই প্রতিশ্রুতি, উপরে ১৫নং আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৮:২৪। মুশরিকদের কয়েকটি দল হুদায়বিয়ায় এসে মুসলিমদের উত্যক্ত করে। এমনকি একজন মুসলিমকে শহীদও করে। সাহাবীগণ তাদেরকে বন্দী করে রাসূল (সা:)-এর নিকট আনলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এ আয়াতে এ ধরনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪৮:২৭। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার পর ৬ বছর অতিবাহিত হতে চলল। এমন অবস্থায় রাসূল (সা.) স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি সাহাবিরদেরকে সঙ্গে নিয়ে নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে হজ্জব্রত (উমরাহ্) পালন করতে গিয়েছেন। নবী রাসূলদের স্বপ্ন আসলে ওহী। রাসূল (সা.) তাঁর এ স্বপ্ন সাহাবীদের নিকট বর্ণনা করলেন এবং সাহাবীদেরকে (সংখ্যায় প্রয় ১৪শত) নিয়ে উমরাহ্ করার জন্য রওনা হয়ে গেলেন। তবে সে বছর কুরাইশদের বাধার কারণে উমরাহ্ না করেই একটি সন্ধি চুক্তি করে (হুদায়বিয়ার সন্ধি) ফেরত আসতে হয়। অনেকের মনে তখন রাসূল (সা.)-এর স্বপ্নটি নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। অথচ সে বছরই উমরাহ্ করবেন এমন কোন নির্দিষ্টকরণ স্বপ্নটিতে ছিল না। এ প্রসঙ্গেই সাহাবীদেরকে জানিয়ে আল্লাহ্‌পাক আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। পরের বছরই উমরাহ্ কাযা করার মাধ্যমে এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে।

৪৮:২৭। এখানে বিজয় বলতে খায়বর বিজয় বোঝানো হয়েছে, যার উল্লেখ ১৮নং আয়াতে রয়েছে এবং ১৫নং আয়াতটিও খায়বর বিজয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

৪৮:২৯। রাসূল (সা.) বলেছেন, মুসলমানরা পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা, সম্প্রীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায়। দেহের কোন অঙ্গ যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর ও নিদ্রাহীনতাসহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে।

৪৮:২৯। এখানে রাসূল (সা.) এর সাহাবীদের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। সংখ্যায় তারা খুবই নগন্য ছিলেন। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। রাসূল (সা.) যখন ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন তখন তার অবস্থা নাজুক ছিল। একজনের পর একজন ইসলামের দাওয়াত কবুল করেন এবং শক্তিশালী হতে থাকেন। যেমন উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হওয়ার পর দুর্বল থাকে। এরপর শক্ত ও পরিপুষ্ট হয় এবং শাখা বিস্তার করে। এভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের সংহতি অর্জিত হয়।

৪৯:১। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে বা বলতে যেয়ো না। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের চেয়ে বেশী বুঝতে যেয়ো না।

৪৯:৪। বনু তামীমের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল (সা:)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তখন রাসূল (সা:) নিজ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করছিলেন। তারা কক্ষের পিছন হতে তাঁকে চীৎকার করে ডাকতে থাকে। আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে এবং এ সূরার আরও কিছু আয়াতে উম্মতকে সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৪৯:৭। অর্থাৎ রাসূল (সা.) যা করেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রাপ্ত ওহী ও নির্দেশ মোতাবেকই করেন এবং তাতে তোমাদের চূড়ান্ত কল্যাণ রয়েছে। তা না করে রাসূল তোমাদের কথা মেনে চললে চূড়ান্ত পরিণামে তা তোমাদের অকল্যাণ ও ক্ষতির কারণ হত।

৪৯:৯। বিবাদ মীমাংসা করা বড় পুণ্যের কাজ। রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে নফল নামায, রোযা ও সদকার চেয়ে উত্তম কাজের কথা বলব। সাহাবাগণ বললেন হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বলুন। তিনি বললেন, তা হল বিবাদমান পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করা। কেননা বিবাদমান পক্ষের মধ্যে ফ্যাসাদ হচ্ছে মুন্ডনকারী বিষয়। আমি বলব না যে, তা চুল মুন্ডন করে বরং তা দ্বীনকে মুন্ডন করে অর্থাৎ নির্মূল করে-(জামে তিরমিযি)।

৪৯:১০। **মুসলমানের মধ্যে দীর্ঘদিন বিবাদ জিইয়ে রাখা বৈধ নয়:** রাসূল (সা.) বলেছেন, কোন মুসলমানের পক্ষে তার ভাইকে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য সম্পর্কহীন করে রাখা (কথা বন্ধ রাখা ও সম্পর্ক ছিন্ন করা) হালাল নয়। তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তার সাথে সাক্ষাৎ করা ও তাকে সালাম দেয়া কর্তব্য। যদি সে সালামের জবাব দেয় তাহলে দু'জনই সওয়াবে শরিক হল। আর জবাব না দিলে সে গুনাহ্‌গার হবে এবং সালাম দাতা গুনাহ্ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে-(আবু দাউদ)।

৪৯:১২। **অনুমান নির্ভর কু-ধারণা পোষণ:** কারো সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিতে খারাপ ধারণা পোষণ করা গুনাহের কাজ। রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এরূপ ধারণা জঘন্যতম মিথ্যা, আর কারো দোষ অনুসন্ধান করো না, কারো গোপনীয় বিষয় তালাশ করো না। একে অন্যকে ধোঁকা দিবে না। একে অপরের প্রতি হিংসা করো না। একে অন্যের বিরুদ্ধে লেগে থাকবে না বরং তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হয়ে থাকবে-(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

৪৯:১২। **গীবত এর ব্যাখ্যা:** রাসূল (সা.) সাহাবাদেরকে বললেন, তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ্ এবং তার রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন, গীবত হচ্ছে এমনভাবে তোমার ভাইয়ের কথা আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে। রাসূল (সা.) এর কাছে জানতে চাওয়া হল, আমি যা বলি সেটা যদি আমার ভাইদের মধ্যে প্রকৃতই বিদ্যমান থাকে তবে কি সেটা উল্লেখ করা গীবত হবে? রাসূল (সা.) বললেন তুমি যা বল সেটা যদি তার মধ্যে থেকেই থাকে তবেই তো সেটা গীবত। আর যদি সেটা বিদ্যমান না থাকে তাহলে সেটা হবে 'বুহতান' অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ-(সহীহ মুসলিম ও সুনান আবু দাউদ)।

৪৯:১৩। আদমের সন্তান হিসেবে সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষ সমান: রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জের সময় ভাষণে বলেছেন, হে মানুষ, জেনে রাখ তোমাদের প্রভু একজন, তোমাদের পিতা একজন। জেনে রাখ, অনারবের উপর আরবের কোন প্রাধান্য নেই, আরবের উপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার উপর কালোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে 'তাকওয়া' (অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়)। আমি কি তোমাদের কাছে (আল্লাহ্‌র বাণী) পৌঁছে দিয়েছি? তারা বললেন, রাসূল পৌঁছে দিয়েছেন। অতপর তিনি বললেন, আজকের দিনটি কোন্ দিন? তারা বললেন 'পবিত্র দিন'। রাসূল (সা.) প্রশ্ন করলেন, এ মাস কোন্ মাস? তারা বললেন, পবিত্র মাস। রাসূল (সা.) বললেন, এ শহর কোন্ শহর? তারা উত্তর দিলেন, পবিত্র শহর। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ পরস্পরের জন্য তেমন পবিত্র যেমন পবিত্র তোমাদের এই দিন, এই মাস ও এই শহর। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা.) সম্মানের কথা বলেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন,'আমি কি (আল্লাহ্‌র বাণী) পৌঁছে দিয়েছি?' তারা বললেন, রাসূল (সা.) পৌঁছে দিয়েছেন।' অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়া উপস্থিত ব্যক্তির দায়িত্ব- (মুসনাদ আহমাদ)।

৪৯:১৪। মুসলিমদের বিজয় দেখে কিছু মরুবাসী প্রভাবিত হয় ও আনুগত্য স্বীকর করে। আর তারা বলতে থাকে, আমরা ঈমান এনেছি।' অথচ ঈমানের চাহিদা হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশ নিষ্ঠার সাথে পালন করা, তা তারা পূরণ করেনি।

৫০:১২। 'রাস্' এর শাব্দিক অর্থ কূপ। 'আসহাবুর রাস্' অর্থ কূপওয়ালারা। উত্তর আবরের ইয়ামামার 'রাস্' নামক একটি এলাকা ছিল যেখানে ছামূদ জাতির কোন এক গোত্রের বসবাস ছিল। উল্লেখ্য, উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের কাছে প্রেরিত নবীকে কূপে আটকে রেখেছিল বলে তাদেরকে আসহাবুর রাস্ বলা হয়।

৫০:১৭। তাঁরা দুই ফেরেশতা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। ডানে যিনি আছেন তিনি পুণ্যের এবং বামে যিনি আছেন তিনি পাপের কর্ম লিপিবদ্ধ করেন।

৫০:১৮। 'একজন'- অর্থাৎ আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাদ্বয়ের দু'জনই এক সঙ্গে লিখেন না। ভাল করলে একজন লিখেন আর খারাপ করলে অপরজন লিখেন।

৫০:২১। অর্থাৎ দু'জন ফেরেশতা থাকবে- একজন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবেন, আরেকজন আমলনামাসহ সাক্ষী হিসাবে থাকবেন।

৫১:১৯। অর্থাৎ তাদের সম্পদে সাহায্য প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য নির্ধারিত অধিকার রেখে দিত এবং নিয়মিত তা প্রদান করত। তারা নিয়মিত গরীব মিসকীনের হক আদায় করত।

৫১:৩৬। হযরত লূত (আ:)-এর পরিবার।

৫১:৪৭। আরবী শব্দ মুসিয়ূন এর বিশুদ্ধ অনুবাদ হল, 'সম্প্রসারণকারী।' এটা মহাবিশ্বের ব্যাপক সম্প্রসারণশীলতার প্রতি ইঙ্গিতবাহী। মানুষ কর্তৃক টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পূর্বে কুরআন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা জানিয়েছে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য।

৫২:৪। বায়তুল মা'মুরের শাব্দিক অর্থ এমন গৃহ যেখানে সর্বদা জনসমাগম হয়।' কেউ কেউ মনে করেন, এর দ্বারা ফেরেশ্‌তাদের ইবাদত করার স্থান বুঝানো হয়েছে। জালালাইন, কুরতুবী ইত্যাদি।

৫২:৪৪। অর্থাৎ নিদর্শন বা মোজেজা হিসেবে আকাশ ভেঙ্গে কোন টুকরা যদি পড়তে দেখে তবুও বিশ্বাস করবে না বরং বলবে এটা মেঘ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শনাবলী দেখানো হলেও তারা ভিন্ন ব্যাখ্যা করবে। (আরো দেখুন- সূরা-১৫: আয়াত-১৪, ১৫)।

৫২:৪৮। (সালাতে)- আল ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআন, তানতাভী থেকে যাচাই করা হয়েছে।

৫৩:১৯। প্রাচীন আরবের মুশরিকদের তিনটি দেবীর নাম লাত, উয্‌যা ও মানাত। তারা এদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে বিশ্বাস করত।

৫৩:৩২। আত্ম প্রশংসা ক্ষতিকর। অন্যের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করাও ক্ষতিকর। হযরত আবু মূসা (রা.) বলেন, একদা নবী করীম (সা.) একজনকে আরেকজনের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করতে শুনে বললেন, তোমরা তো লোকটিকে মেরে ফেললে অথবা বললেন, লোকটির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিলে। যদি কারো প্রশংসা করতেই হয় বলবে, তার সম্পর্কে আমার ধারণা এরূপ।

৫৩:৩৩। কুরাইশ সরদার ওলীদ ইবনে মুগীরা এক সময়ে ইসলামের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিল। পরে প্রলোভনে পড়ে তার হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। ৩৩-৩৪ নং আয়াতে তার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

৫৩:৩৯। অর্থাৎ মানুষ যা চেষ্টা করে তার বাইরে সে কিছুই পাবে না। যার যার কাজের অনুসারে সে ফল পাবে, একজন পাপ করবে আর আরেকজন বহন করবে তা হবে না।

৫৩:৪৯। শি'রা একটি নক্ষত্রের নাম, এটাকে একটি সম্প্রদায় পূজা করত। বাংলায় 'লুব্ধক', ইংরেজীতে Sirius.

৫৩:৫৩। অর্থাৎ লূত (আ.) এর সম্প্রদায় (দেখুন সূরা-৬৯: আয়াত-৯)।

৫৪:৪। اَلْاَنْبَاۤءِ অর্থাৎ কুরআন (আরো দেখুন, সূরা-৩৮: আয়াত-৬৭)

৫৪:১১। অর্থাৎ আমি মুসলধারে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম।

৫৪:১৭। কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হলে এর অর্থ জানতে ও পড়তে হবে। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় কুরআন শুধু অর্থ না বুঝে তেলওয়াত করার জন্য আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেননি। বরং অবতীর্ণ করেছেন কুরআন পড়ে তা থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে তদনুযায়ী শিক্ষা ও আমল করার জন্য। হযরত সাহল বিন মু'আজ জুহানী (রা:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন মুকুট পরিধান করানো হবে যার আলো দুনিয়ার সূর্যের আলোর চেয়ে অত্যধিক জ্যোতির্ময় হবে। তোমাদের মধ্যে যে নিজে এরকম আমল করবে তার পুরস্কার কি হবে তোমরা ধারণা করতে পার?-(আবু দাঊদ)

৫৫:৬। 'আন-নাজম' এর অর্থ তৃণলতা অথবা তারকা। এখানে তৃণলতা অর্থটি আয়াতের পূর্বাপর প্রসঙ্গের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

৫৫:১৭। গ্রীষ্ম ও শীতকালের উদয় ও অস্তাচল।

৫৫:৬০। কেউ উপকার করলে তার বিনিময় দেয়ার চেষ্টা করা ও তার উপকার করার চেষ্টা করা উচিত। রাসূল (সা.) বলেন, 'কেউ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলে তোমরা তাকে এর বিনিময় প্রদান করবে। যদি বিনিময় দেওয়ার মত কিছু না পাও তবে তাঁর জন্য দু'আ করতে থাকবে যতদিন না তোমাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তোমরা তাঁকে সমপরিমাণ বিনিময় প্রদান করতে সক্ষম হয়েছো।

৫৬:২২। জান্নাতের অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে এটি একটি। জান্নাতের পরিবেশ দুনিয়ার মত হবে না। জান্নাতের অধিবাসীদের প্রত্যেকেই পর্যাপ্ত নেয়ামত পাবে এবং প্রত্যেকে যা চাইবে তাই পাবে। তবে কোন অপবিত্র বস্তুর জন্য তারা আকাঙ্খা প্রকাশ করবে না। কেউ কোন দিক দিয়ে অতৃপ্ত থাকবে না। কারো নেয়ামত দেখে কেউ ঈর্ষান্বিতও হবে না। নারী-পুরুষ সকলেই অফুরন্ত নেয়ামত পেয়ে পরিতৃপ্ত থাকবে।

৫৭:১২। কিয়ামতে পুল সিরাত অতিক্রম করার সময় চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে। তখন ঈমান ও আমল আলোরূপে মু'মিনদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। এই আলো, মর্যাদা অনুযায়ী বেশি বা কম হবে।

৫৭:১৪। অর্থাৎ শয়তান।

৫৭:১৯। صِدِّيق (সিদ্দিক) শব্দের অর্থ সত্যনিষ্ঠ, যার কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য আছে এবং শরীয়তের বিধিনিষেধ যথাযথভাবে পালন করে অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে- (রাগিব, লিসানুল আরাব)।

৫৭:২২। **ঔষধ সেবন ও তাকদীর প্রসঙ্গ:** একবার এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে ঝাড়ফুঁক করে থাকি বা চিকিৎসায় ঔষধ সেবন করে থাকি অথবা আত্মরক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করে থাকি তা কি তাকদীরের কোন কিছুকে রদ করতে পারে? উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, তোমাদের এ সকল চেষ্টাও তাকদীরের অন্তর্গত।

৫৭:২২। **তাকদীর নিয়ে বাড়াবাড়ি:** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন যে, রাসূল (সা.) আমাদের দিকে বের হয়ে আসলেন, তখন আমরা তাকদীর নিয়ে বলাবলি করছিলাম, তখন রাসূল (সা.) খুব রেগে গেলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। রাগে তার গাল ডালিমের মত মনে হচ্ছিল। তিনি বললেন, তোমাদেরকে কি এই করতে বলা হয়েছে নাকি এ কাজ করার (তাকদীরের ফয়সালা দেয়ার) দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে? পূর্বে যে সব জাতি ছিল তারা এ নিয়ে তর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হতে আমি তোমাদের কঠোরভাবে নিষেধ করেছি-(তিরমিযি)।

৫৭:২৭। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তারা বৈরাগ্যবাদের জন্য সত্যিকার যা করণীয় ছিল যেমন দুনিয়া বিমুখতা, তাকওয়া, ব্যভিচার মুক্ত থাকা ইত্যাদি তারা রক্ষা করতে পারেনি (আল ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআন, তানতাভী)।

৫৮:১। আওস ইবনে সামিত (রা.) নামে এক সাহাবী তাঁর স্ত্রীকে এমন কথা বলেছিলেন যাতে যিহার সাব্যস্ত হয়। তাঁর স্ত্রী রাসূল (সা.)-এর নিকট গিয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন ও সিদ্ধান্ত চান। উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, এ ব্যাপারে আমার নিকট এখনও নির্দেশ আসেনি, তবে মনে হয় তার জন্য তুমি অবৈধ হয়েছ।' স্ত্রীলোকটি একথা শুনে কান্নাকাটি করতে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

৫৮:২। প্রাচীন আরবে যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলত, 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠসদৃশ (অর্থাৎ তুমি আমার মায়ের মত); তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যেত। এভাবে বিবাহবিচ্ছেদকে যিহার বলা হয়। ইসলাম এরূপ যিহারের ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের পরিবর্তে স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করাকে গর্হিত কাজ বলে চিহ্নিত করে এবং এরূপ গর্হিত কাজের জন্য কাফ্ফারার বিধান প্রবর্তন করে। এসব আয়াতে উক্ত বিধানের বর্ণনা রয়েছে।

৫৮:৮। রাসূল (সা.)-এর মজলিসে ইহুদী ও মুনাফিকরা ফিসফিস করে পরস্পর পরামর্শ করত এবং প্রায়ই মুসলিমদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করত। এতে মুসলিমগণ মনে কষ্ট পেতেন, এমনকি তারা রাসূল (সা)-কে অভিবাদন জানাত السام عليك (তোমার মৃত্যু হোক) বলে। তাদেরকে পূর্বেই এ সকল অপকর্ম হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল। এ আয়াতগুলো এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়।

৫৮:১০। অর্থাৎ পাপাচার ও অকল্যাণের পরামর্শ।

৫৮:১২। মুনাফিকরা সময়ে অসময়ে অতি সাধারণ ব্যাপারে নিজেদের গুরুত্ব প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.)-এর কানে কানে কথা বলত। এতে সময়ের অপচয় ছাড়াও রাসূল (সা.)-এর কষ্ট হত এবং অন্যদেরও অসুবিধা হত। তাই রাসূল (সা.)-এর সাথে কানে কানে কথা বলতে হলে প্রথমে সাদাকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। মুসলিমগণ এ নির্দেশের ফলে সতর্ক হন এবং মুনাফিকরা সাদাকা করার ভয়ে এ থেকে বিরত থাকে। পরবর্তী কালে এ হুকুমটি রহিত হয়।

৫৮:২২। এখানে রূহ্ হচ্ছে হিদায়াতের আলো যা দ্বারা অন্তর শক্তিশালী হয় অথবা মতান্তরে জিবরাঈল (আ.)

৫৯:২। মদীনা এবং এর আশেপাশে বসবাসকারী ইহুদী গোত্রগুলোর অন্যতম ছিল বনু কাইনুকা, বনু নযীর ও বনু কুরাইজা। সূরা হাশরে বনু নযীরের কথা বর্ণিত হয়েছে। বদর যুদ্ধে ইসলাম শেষ হয়ে যাবে বলে তারা মনে মনে ভাবত, কিন্তু কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়ে তারা মর্মাহত হয়েছিল। বনু নযীর গোত্রের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে কুরাইশদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল, মুসলিম নারীদেরকে জড়িয়ে মদীনাবাসীকে অশ্লীল কবিতা ও গান শুনাতে লাগল। রাসূল (সা.) এক আনসারীকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করতে বাধ্য হলেন। এদিকে গোত্র হিসেবে সর্বপ্রথম চুক্তি ভঙ্গকারী গোত্র হল বনু কাইনুকা। তারা খাযরাজ গোত্রের সাথে মিত্রতার সুবাদে মাদীনাতে বসবাস করত। তাদের চুক্তি ভঙ্গের কারণে (যথা স্থানে আলোচনা করা হবে) তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেয়া হয়। বনু কাইনুকার বহিষ্কার এবং কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করায় বনু নযীর কিছু সময় পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত রইল। তৃতীয় হিজরীতে কুরাইশরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে তিন হাজার জনের এক বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করল যা উহুদ যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে বনু নযীর মদীনা সনদে চুক্তিবদ্ধ গোত্র হওয়া সত্ত্বেও চুক্তি অনুযায়ী মদীনা প্রতিরক্ষায় মুসলিমদের সাথে শরীক হল না। চতুর্থ হিজরীতে 'বীরে মাউনের' করুণ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। ঘটনাক্রমে একমাত্র বেঁচে যাওয়া হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রা.) মদীনায় ফিরে আসার পথে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভুলক্রমে বনু আমের গোত্রের দু'জনকে হত্যা করেন, যাদের গোত্র বীরে মাউনার ঘটনার সাথে জড়িত ছিল না, উপরন্তু মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রের লোক। ভুল করে চুক্তিবদ্ধ গোত্রের লোককে হত্যা করায় রক্তপণ আদায় করা অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মদীনা সনদের চুক্তি অনুযায়ী রক্তপনে শরীক হওয়ার জন্য রাসূল (সা.) কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীর এলাকায় গেলেন। তারা রক্তপণের অর্থ সংগ্রহ করার কথা বলে ফন্দি আটল যে, রাসূল (সা.) যে ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে ছিলেন, এক ব্যক্তি তার ছাদ থেকে তাঁর উপর একখানা ভারী পাথর গড়িয়ে দিয়ে হত্যা করবে। আল্লাহ্ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে রাসূলকে তা জানিয়ে দিলে তিনি সেখান থেকে কাউকে কিছু না বলে দ্রুত মদীনায় চলে আসেন। এরপর রাসূল (সা.) বনু নযীরকে ১০দিনের মধ্যে মদীনার উপকণ্ঠ হতে চলে যাওয়ার চরমপত্র প্রেরণ করেন। তারা মদীনার উপকণ্ঠ থেকে চলে যেতে প্রস্তুত হলে মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তাদেরকে বনু কুরাইজা ও বনু গাতফানদেরকে সাথে নিয়ে তাদের পক্ষ নেয়ার আশ্বাস দেয় (সূরা হাশর, আয়াত- ১১,১২), ফলে তারা মদীনার উপকণ্ঠ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে। রাসূল

(সা.) মুসলিমদেরকে নিয়ে বনু নযীর এলাকা ও দূর্গসমূহ অবরোধ করেন। মুসলিম বাহিনীর এই সমাবেশ বা হাশরকেই আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন 'প্রথম সমাবেশ' এবং সূরার নামকরণ হয়েছে সূরা হাশর, যা কিয়ামতের মাঠের হাশর নয়। অবরোধের মাত্র ক'দিন পরই তারা এই শর্তে মদীনার উপকণ্ঠ ছেড়ে যেতে রাজি হয় যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য সব জিনিস নিজেদের উটের পিঠে চাপিয়ে যতটা সম্ভব নিয়ে যাবে। বিনা যুদ্ধেই ইহুদীদের এই গোত্র তথা বনু নযীর মদীনার উপকণ্ঠ ছেড়ে সিরিয়া ও খায়বর এলাকার দিকে চলে যায়, কেবল দু'জন ব্যক্তি মুসলিম হয়ে মদীনায় থেকে যান।

৫৯:৫। অবরোধ করে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে মুসলিমগণ ইহুদীদের কিছু খেজুর গাছ কর্তন করেছিলেন।

৫৯:৬। যে সম্পদ বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের অধিকারে আসে তাকে 'ফাই' বলা হয়। রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় এ সম্পদ তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকত। এ সম্পদ বন্টনের বিধান পরবর্তী ৭-১০নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। ইহুদী বনু নযীর গোত্র যেহেতু বিনা যুদ্ধেই কেবল অবরোধের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রত্যেকের এক উট বোঝাই মালামাল ছাড়া বাকী সব সহায় সম্পত্তি রেখে নির্বাসিত হয়েছিল তাই এগুলোকে আল্লাহ্পাক 'ফাই' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

৫৯:৭। أَهْلُ الْقُرٰى (জনপদবাসী) দ্বারা এখানে বনু নযীর সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

৫৯:১৫। তারা হল ইহুদী সম্প্রদায়ের বনু কাইনুকা গোত্র যাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য বদর যুদ্ধের পরপরই মদীনা হতে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

৬০:১। মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি চলাকালে হাতিব ইবন আবি বালতাআ (রা.) এ অভিযানের সংবাদ এক চিঠিতে গোপনে মক্কাবাসীদেরকে লিখেছিলেন। তাঁর আদি বাসস্থান ছিল ইয়েমেনে, তাঁর পরিবার তখনও ছিল মক্কায়। সেখানে তাঁর আত্মীয়-স্বজন না থাকায় তিনি পরিবারের নিরাপত্তা সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে এ কাজ করেছিলেন। রাসূল (সা.) ওহী মারফত এটা জানতে পেরে চিঠিটি উদ্ধার করিয়ে আনেন। হাতিব (রা.) তাঁহার অন্যায় স্বীকার করে মাফ চাইলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়। কারণ তিনি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী এবং তাঁর মন্দ অভিপ্রায়ও ছিল না।

৬০:১২। হাত ও পায়ের মধ্যখানে উদ্ভাবন অর্থাৎ পেটে যে সন্তান ধারণ করেছে তা নিজ স্বামীর নয় বরং জারজ, অথচ তা নিজ স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দিলে তা স্বামীর প্রতি অপবাদ দেয়ারই শামিল। দেখুন ইবনে আশুর, তাফসীরে আত্তাহ্ভীর ওয়াত্ তানভীর।

৬১:৩। **অন্যকে সৎকাজের উপদেশ দিয়ে নিজে তা পালন না করার শাস্তি:** রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি মিরাজের রাতে এমন কিছু লোককে দেখেছি যাদের ঠোঁটগুলো আগুনের কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হচ্ছিল, আমি জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলাম, 'এসব লোক কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সেই সব লোক যারা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দিত কিন্তু নিজেরা উদাসীন থাকতো।

৬১:৬। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর অপর একটি নাম আহমাদ।

৬১:১৪। হাওয়ারী-ঈসা (আ.)-এর খাস অনুসারীগণ।

৬২:১১। একবার মদীনায় খাদ্যশস্যের ভীষণ অভাব দেখা দেয়। সে সময়ে এক জুমার সালাতে যখন রাসূল (সা.) খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন খাদ্যশস্য আমদানীকারক একটি ব্যবসায়ী দল তথায় আগমন করলে মুসল্লীগণের মধ্যে অনেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করার উদ্দেশ্যে মসজিদ হতে বাইরে যান। অবশ্য তখনও খুতবা সংক্রান্ত সব হুকুম সকলের জানা ছিল না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৬৩:৪। خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ অর্থাৎ তারা কিছু বললে তুমি তা শুনবে তবে মনে রাখবে তারা মূলত দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কাঠের মত। তারা জড় পদার্থের মত দেখতেই চমৎকার তবে বোধ জ্ঞান সম্পন্ন নয়।

৬৩:৪। كُلَّ صَيْحَةٍ অর্থাৎ মানুষের যে কোন শোরগোলকে তাদের বিরুদ্ধে মনে করে, কারণ অপকর্মের কারণে তারা সবসময়ই ভীত, এই বুঝি তাদের সব ফাস হয়ে গেল বা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬৩:৮। **আঞ্চলিকতা ভিত্তিক দলাদলি ও বিভক্তি ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থি:** ইসলামের কারণে মক্কা থেকে হিজরত করে যারা মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদেরকে মুহাজির আর মদীনায় যে সকল মুসলিম তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাদেরকে আনসার বলা হয়। আনসার ও মুহাজিরগণ ভাই-ভাই হয়ে ইসলামের জন্য কাজ করতেন। মুনাফিকরা এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সংঘাত ও বিবাদ সৃষ্টির অপচেষ্টা করত। এখানে মুনাফিকদের একটি অপচেষ্টার দিক ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়, জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা.) এর সঙ্গে অভিযানে বের হয়েছিলাম, মুহাজির লোকেরাও তার সঙ্গে বের হয়েছিলেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হয়েছিল। মুহাজিরদের মধ্যে একজন রসিক লোক ছিলেন। তিনি একজন আনসারী ব্যক্তিকে ধাক্কা দিলেন। এতে আনসারী ব্যক্তি খুব রেগে গেলেন। তারা উভয়ে ডাকাডাকি করলেন। আনসারী ব্যক্তি বললেন, হে আনসারগণ! মুহাজির ব্যক্তি বললেন, হে মুহাজিরগণ! এমতাবস্থায় নবী (সা.) বের হয়ে এলেন এবং বললেন কি হয়েছে? জাহেলিয়াতের শ্লোগান কেন? অতঃপর তিনি বললেন, তাদের কি হয়েছে? তখন রাসূল (সা.) কে মুহাজির ব্যক্তি কর্তৃক আনসারী ব্যক্তিকে ধাক্কা দেয়ার বিষয়টি জানানো হলো। তখন নবী (সা.) বললেন, তোমরা এই দলাদলি বর্জন কর। এটা নোংরা জিনিস। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালূল বলল, 'মুহাজিররা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আমরা মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর আমাদের উঁচু শ্রেণীর লোকেরা নীচু শ্রেণীর লোকদেরকে মদিনা থেকে বের করে দেবে।' তখন ওমর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূল! আমরা কি এ দুষ্ট লোকটিকে হত্যা করবো না?' রাসূল (সা.) বললেন, 'না।' তাহলে লোকেরা বলবে, মুহাম্মদ তার সাথীদের হত্যা করে-(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

৬৪:৮। এখানে আলো (নূর) অর্থ কুরআন।

৬৪:১৫। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন যে, এগুলো পেয়ে কে নাফরমানিতে জড়িয়ে পড়ছে এবং কে তার আনুগত্য করছে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র বিধান, নীতি নৈতিকতা ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে সন্তান-সন্ততির স্বার্থে অর্থ-সম্পদ উপার্জন ক্ষতিকর। কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার সহজাত স্নেহ-মমতা দুষণীয় নয় বরং এরূপ ভালবাসার জন্য পিতা-মাতাকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করবেন। এ প্রসঙ্গে রসূল (স.) এর হাদীস রয়েছে: আনাস (রা.) বলেন, এক গরীব মহিলা তার দুই কন্যাকে নিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দিলেন। স্ত্রীলোকটি তার দুই কন্যার প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি নিজে খাওয়ার জন্য মুখে তুলে নিচ্ছিল। এমতাবস্থায় শিশুরা তাও খেতে চাইলে মহিলা তার মুখের খেজুরটি দু'টুকরা করে তাদের হাতে অর্ধেক অর্ধেক করে তুলে দিল। আয়েশা (রা.) বলেন, তার এ কাজ আমার নিকট আশ্চর্যজনক বলে মনে হল। তাই আমি ঘটনাটি রাসূল (সা.)-কে জানালাম। তিনি বললেন, আয়েশা! আল্লাহ্ তায়ালা এই স্ত্রী লোকটিকে এর বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন অথবা এর বিনিময়ে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।

৬৫:১। এখানে তালাক দেয়ার নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়েছে। নবী (সা.)কে বলা হলেও উদ্দেশ্য সবাইকে। অর্থাৎ ইদ্দত পালনের সুযোগ দিয়ে তালাক দিবে। একসঙ্গে তালাক দিবে না। ইদ্দত পালনকালে সংশোধনের সুযোগ থাকবে।

৬৫:১। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দত চলাকালীন সময়ে খোরপোষ এর অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না, এক অথবা দুই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দত চলাকালীন স্বামীর ঘর থেকে তাকে বের করে দেয়া স্বামীর জন্য বৈধ নয়। আবার স্বামীর বাড়ী থেকে চলে যাওয়াও স্ত্রীর জন্য ঠিক নয় যাতে ভালবাসা পুনরায় সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ পাবে, অন্তর নরম হতে পারে এবং সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না হয়ে যায়।

৬৫:২। এক অথবা দুই তালাক রাজ'ঈ এর ক্ষেত্রে স্বামী 'ইদ্দত'- শেষ হবার পূর্বে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে; আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং স্ত্রী চাইলে অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। তবে স্ত্রী রাজী হলে নতুন করে মোহর নির্ধারণপূর্বক নতুন বিবাহ সম্পাদনের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। কিন্তু তিনটি তালাক দিয়ে বিবাহ সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এ সুযোগ থাকে না।

৬৬:৬। রাসূল (সা.) সর্ব প্রথম নিজ পরিবারের সদস্য স্ত্রী খাজিদা (রা.), চাচাত ভাই আলী ইবনে আবু তালিব ও পোষ্য গোলাম যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন এবং তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৬৮:৯। অর্থাৎ, তুমি তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বাতিল মা'বুদদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়বে এবং সত্য পথ থেকে কিছুটা সরে যাবে। তাহলে তারা খুশি হবে ও তারা তোমার প্রতি কঠোর শত্রুতা পোষণের ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় আচরণ করবে।

৬৮:১১। দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগানো বা বলে দেয়াকে 'নামীমা' বা চোগলখুরী বলা হয়।

৬৯:৯। উল্টে দেয়া জনপদ অর্থাৎ লূত (আ.) এর সম্প্রদায় যারা সমকামিতায় লিপ্ত ছিল, আল্লাহ্ তাদেরকেসহ যমীনকে উল্টে দিয়ে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেছিলেন।

৬৯:৪০। অর্থাৎ ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.)।

৬৯:৪২। মুহাম্মদ (সা.) কে মক্কার কাফেররা গণক বলে অপবাদ দিয়েছিল এখানে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা.) কে গণক বলা সম্পূর্ণ অবান্তর। কেননা, তিনি গণকে বিশ্বাস করাকে ঈমানের পরিপন্থি বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) ও হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গেল এবং তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল-(মুসনাদ আহমাদ)।

৭০:২৮। অর্থাৎ, আল্লাহ্র প্রতি কারো আনুগত্য যত বেশি হোক না কেন কেউ আল্লাহ্র আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করার কোন কারণ নেই। সুতরাং আল্লাহ্র নেক বান্দারা কখনো আল্লাহ্র আযাব থেকে নির্ভয় থাকে না।

৭০:৩৭। রাসূল (সা.)-এর কুরআন শ্রবণ এবং তাতে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা শুনতে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রসূল (সা.) এর কাছে জড়ো হত। কিন্তু তারা ইসলামের প্রতি ইঙ্গিত করে ঠাট্টা করে বলত, 'এরা জান্নাতে গেলে আমরা তাদের আগে যাব'।

৭১:২৩। ওয়াদ্দ, সুওয়াআ, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাছর নূহ্ (আ.) এর সম্প্রদায়ের কয়েকজন সৎ লোকের নাম। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান সে যুগের লোকদের মনে প্রথমে তাদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের পরামর্শ দেয়। পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা তাদের পূজা শুরু করে। কালক্রমে উল্লেখিত সৎলোকেরা পূজনীয় দেবতায় পরিণত হয়। সহীহ্ বুখারীর বর্ণনা মতে, আরবের কাল্বগোত্র 'ওয়াদ্দ' প্রতিমার, হুজাইল গোত্র 'সুওয়াআ' প্রতিমার, মুরাদ গোত্র 'ইয়াগুস' প্রতিমার, হামাদান গোত্র 'ইয়াউক' প্রতিমার ও জিকিলার গোত্র 'নাসর' প্রতিমার পূজা করত।

৭২:১। জ্বীনদের কুরআন শুনে ঈমান আনার বিষয়টি ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা রাসূল (সা.) কে জানান এবং লোকদেরকে জানাতে বলেন।

৭৩:৪। কুরআন পাঠ কর তারতীলের সাথে। অর্থাৎ কুরআন পাঠ কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে যাতে ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। এভাবে রাসূল (সা.) কুরআন পাঠ করতেন। আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূল (সা.) কুরআনুল কারীম খুবই ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে পাঠ করতেন। ফলে খুব দেরীতে সূরা শেষ হত। ছোট সূরাও যেন বড় হয়ে যেত-(ইবনে কাছীর)। উম্মে সালমা (রা.) কে রাসূল (সা.) এর কিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রত্যেক আয়াতের উপর পূর্ণ ওয়াক্বফ পড়তেন বা থামতেন'। যেমন- بسم الله الرحمن الرحيم পড়ে থামতেন। الحمد لله ربّ العالمين পড়ে থামতেন এবং مالك يوم الدّين পড়ে থামতেন-(আবু দাউদ, তিরমিযি ও মুসনাদে আহমাদ)।

৭৪:৪। মহান আল্লাহ্ তার প্রিয় রাসূল (সা.) কে একদিকে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন সেই সঙ্গে তার পোশাক ময়লা, আবর্জনা ও নাপাকি থেকে পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ থেকে নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে ইসলামের নিবিড় সম্পর্ক বুঝা যায়।

৭৪:৬। অর্থাৎ, মানুষকে কিছু দান করে তার থেকে অধিক পাওয়ার প্রত্যাশা করোনা। কেননা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সবসময় অন্যের প্রতি নিজের অনুদান সামান্য মনে করে যদিও তা পরিমাণে বেশি হয়। তার নিজের কাছে মনে হয় আরও বেশি দেওয়া উচিত ছিল। রাসূল (সা.) এভাবে হাত খুলে মানুষকে দান করতেন। রাসূলের উদার হস্তে দান করার নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

৭৪:১১। মক্কার কুরাইশ নেতা ওলীদ ইবনে মুগিরার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যখন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন সে ছিল একা এবং তার কোন সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অঢেল সম্পদ দিলেন। কিন্তু সে রাসূল (সা.) এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করে এবং নানাভাবে তাকে কষ্ট দিতে থাকে। সেজন্য আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে ওলীদের বিষয়টিকে তাঁর উপর ছেড়ে দিতে বলেন। উল্লেখ্য ওলীদের অনুরূপ ইসলাম বিরোধী সব লোকের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য।

৭৫:১৬। প্রথম দিকে রাসূল (সা.) ওহী নিয়ে আগত ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) এর সাথে সাথে কুরআন পড়তে থাকতেন এবং নিজের ঠোঁট নাড়াতে থাকতেন। এতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তখন রাসূল (সা.) কে এরূপ কষ্ট করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেন। কুরআন মুখস্ত রাখা ও তার ব্যাখ্যা করার বিষয়টি আল্লাহ্ নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন। অতএব জিবরাঈল (আ.) পাঠ করার সময় কুরআন শ্রবণ করার জন্য বলেন।

৭৫:২০। অর্থাৎ, পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করা আল্লাহ্র পবিত্র কিতাবকে অমান্য করা ও রাসূলের আনুগত্য না করার প্রধান কারণ হচ্ছে তোমাদের দুনিয়া প্রেম।

৭৫:২৬। এখানে মৃত্যু ও মৃত্যু যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৬:৬। অর্থাৎ, এ নহর পর্যন্ত তাদের কষ্ট করে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। তারা বাগানে, মহলে মজলিসে যেখানে ইচ্ছা করবে তাদের কাছে পানি পৌঁছে দেয়া হবে (তারা ইশারা করলে নহর প্রবাহ সেখানে চলে যাবে)।

৭৭:৭। কিয়ামত ও শেষ বিচার দিন।

৭৮:১। লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত এবং পরস্পরকে নানা প্রশ্ন করতো। এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৭৮:৩। কিয়ামতের ব্যাপারে তারা দু'টি দলে বিভক্ত ছিল। একটি দল এটা স্বীকার করে যে, কিয়ামত অবশ্যই হবে। আর অপর দল এটা স্বীকারই করে না।

৭৮:৬। এ আয়াত থেকে আল্লাহ্ তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টির উল্লেখ করে তাঁর সীমাহীন ক্ষমতার বর্ণনা দিয়েছেন, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি এসব জিনিস কোন নমুনা ছাড়াই প্রথমবার যখন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তখন তিনি মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেয়ার জন্য পুনরুত্থান বা কিয়ামত সংঘটন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

৭৮:৩৮। অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.)।

৭৯:১০। কাফিররা পুনরুত্থিত হওয়ার বিষয়ে উপহাস করে এরূপ মন্তব্য করে।

৭৯:১৩। কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার জন্য শিঙ্গায় ফুৎকারের ফলে সৃষ্ট আওয়াজ।

৭৯:১৫। এখানে আল্লাহ্ তায়ালা মুহাম্মদ (সা.) কে অবহিত করছেন যে, তিনি তার বান্দা ও রাসূল মূসা (আ.) কে ফিরআউনের নিকট মুজিজাসহ পাঠিয়েছিলেন কিন্তু ফিরআউন হঠকারিতা ও কুফরী হতে বিরত হয়নি। অবশেষে তাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নেমে আসে। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ (সা.) কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের উপরও আল্লাহ্র শাস্তি অবধারিত।

৮০:২। অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)।

৮০:২০। মাতৃগর্ভ থেকে বের হওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন।

৮০:২৪। মানুষ তার বৈচিত্র্যময় খাদ্য দ্রব্য ও তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তা করলে তাতে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার প্রমাণ দেখতে পারবে।

৮১:২১। বহু সংখ্যক ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) এর অনুগত রয়েছেন। আকাশে তাঁর নেতৃত্ব রয়েছে। তার আদেশ ও কথা প্রতিপালনের জন্য বহু ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন।

৮৪:৮। 'সহজ হিসাব' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আয়েশা (রা.) রাসূল (সা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে তার কোন এক সালাতে (নামাজে) বলতে শুনি। اللهم حاسبني حسابا يسيرا অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আপনি আমার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করুন। তিনি সালাত শেষ করার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ সহজ হিসাব কি? তিনি উত্তরে বললেন, শুধু আমলনামার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে অর্থাৎ ভাসাভাসা সহকারে এক নজর দেখা হবে। তারপর বলা হবে যাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। কিন্তু হে আয়েশা! আল্লাহ্ তায়ালা যার কাছ থেকে হিসাব নেবেন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। মোট কথা যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে সে তা পেশ হওয়ার পরপরই ছাড়া পেয়ে যাবে, তারপর তার আপনজনের কাছে উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসবে-(ইবনে কাছীর)।

৮৭:১০। অর্থাৎ, এ কুরআন থেকে তারাই উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করবে যাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় রয়েছে এবং আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের ভয় মনে পোষণ করে। আর যারা হতভাগ্য তারা এ কুরআন থেকে কোন শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করবে না।

৮৮:২১। অর্থাৎ, হে নবী! তুমি মানুষের কাছে যে বাণী নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তা তাদের কাছে পৌঁছে দাও, তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।

৮৮:২২। অর্থাৎ, জোর করে তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি তাদেরকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করতে পারবে না-(ইবনে কাছীর)।

৮৯:১৯। তোমরা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি সবটাই গ্রাস কর। নিজের অংশ নেয়ার পর অন্যের অংশ আত্মসাৎ কর। উল্লেখ্য, ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে শিশু ও নারীদেরকে সম্পত্তির কোন অংশ দেয়া হত না বরং শুধু পুরুষরাই সব গ্রাস করত-(তাসহীল লি উলুমিত তানযীল, সাফওয়াতুত তাফাসীর)।

৯০:৬। মক্কার মুশরিক ও চরম ইসলাম বিরোধী আবুল আশাদ্দ বিন কালদাহর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে তার শক্তি নিয়ে অহংকার করতো এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতা করার পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে এ প্রচুর অর্থ ব্যয় করার বিষয়টি সে বলে বেড়াত। পরবর্তী আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে-(সাফওয়াতুত তাফাসীর)।

৯০:১৮। দাসপ্রথার শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্ত করা, দুর্ভিক্ষ চলাকালে ইয়াতীম শিশু ও হতদরিদ্র অনাথ অসহায় মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করা। (ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ না করে বরং) মু'মিনদের পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ ও সাহায্য-সহানুভূতির পরামর্শ দেয়া সৌভাগ্যবান মানুষের লক্ষণ।

৯৩:৩। রাসূল (সা.) এর নিকট জিবরাঈল (আ.) আগমনে কয়েকদিন বিলম্ব হয়েছিল, এতে মুশরিকরা বলাবলি করতে শুরু করে যে, মুহাম্মদ (সা.) কে তাঁর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছেন, তখন আল্লাহ্ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন-(ইবনে কাছীর)।

৯৩:৯। কাতাদাহ (রা.) বলেন, ইয়াতীমের সাথে ঠিক তেমন ব্যবহার করতে হবে যেমন ব্যবহার পিতা নিজের সন্তানের সাথে করে থাকেন-(ইবনে কাছীর)।

৯৩:১০। গরীব, মিসকীন এবং দুর্বল লোকের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করো না, তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করো না। তাদের সাথে কড়া কথা বলো না, ইয়াতীম ও মিসকীনকে যদি কিছু দিতে না পার তবে ভাল ও নরম কথা বলে তাদেরকে বিদায় কর এবং ভাল করে তাদের প্রশ্নের জবাব দাও-(ইবনে কাছীর)।

৯৩:১১। আবু নায্‌রা (র.) বলেন, মুসলমানরা মনে করতেন যে, নেয়ামতের বর্ণনা দেয়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শামিল-(তাবারী)।

৯৪:১। অর্থাৎ হে নবী (সা.)! আমি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছি, দয়ামায়াপূর্ণ ও অনুগ্রহপুষ্ট করে দিয়েছি। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, আল্লাহ যাকে হিদায়াত করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষ তিনি ইসলামের জন্য খুলে দেন-(সূরা আনআম, আয়াত-৬)।

৯৪:২। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী (সা.) এর সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন-(ইবনে কাছীর)।

৯৪:৭। অবসর সময় নষ্ট না করে আল্লাহ্র ইবাদতে ও সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করা কর্তব্য।

৯৫:১। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে 'তীন' বলতে যে তীন ফল তোমরা খেয়ে থাক এবং 'যায়তূন' বলতে যার থেকে তোমরা তেল নির্যাস কর, বুঝানো হয়েছে-(কুরতুবী)। এ দু'টি ফলের মধ্যে বরকত থাকা এবং তাদের বহুমাত্রিক উপকারিতার কারণে আল্লাহ্ এদের কসম করেছেন। ইকরামা (রা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা এখানে মূলত এ দু'টি ফলের উৎপন্নস্থলের শপথ করেছেন। 'তীন' দামেস্কে ও 'যায়তূন' বাইতুল মুকাদ্দাসে অধিক পরিমাণ উৎপন্ন হত- (আল বাহরুল মুহীত)। পরবর্তী আয়াতগুলোতে পবিত্র স্থানসমূহ যেমন তূর পাহাড় (যেখানে আল্লাহ্ মূসা (আ.) এর সাথে কথা বলেছিলেন) ও পবিত্র মক্কা নগরীর কসম করেছেন।

৯৬:৯। এখানে অভিশপ্ত আবু জেহেলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে রাসূল (সা.) কে কা'বা ঘরে নামায আদায় করতে বাধা দিত।

৯৭:১। একটি মাত্র রাতের ফযিলত কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ মহিমান্বিত রাতটি কুরআনের ভাষায় 'লাইলাতুল কদর'। এ রাতটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এ রাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। এর প্রধানত দুটি অর্থ হতে পারে। যথা. (১) এ রাতে গোটা কুরআন 'লওহে মাহ্ফুজ' থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়, পরে সেখান থেকে বিভিন্ন ঘটনা ও সময়ের প্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে রাসূল (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হয় (২) এ রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা হয় অর্থাৎ হেরা গুহায় অবস্থান কালে রাসূল (সা.) এর উপর "পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন........" (সূরা আলাক, প্রথম ৫ টি আয়াত) অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় আল্লাহ্ তায়ালা কদরের ৪টি বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করেছেন- এ রাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়, এ রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, জিবরাঈল (আ.) এর নেতৃত্বে অগণিত রহমতের ফেরেশতাদের পৃথিবীতে আগমন এবং সারা রাত আল্লাহ্র পক্ষ হতে শান্তি ও রহমত বর্ষণ। এ রাত কোনটি তা পবিত্র কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে "আমি এ কুরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ করেছি (সূরা আল-বাকারা , আয়াত-১৮৫) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ রাত নিশ্চিতভাবে পবিত্র রমযান মাসের যে কোন একটি রাত। অবশ্য রাসূল (সা.) এর হাদীস থেকে জানা যায়, রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রির যে কোন একটি 'লাইলাতুল কদর'। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা রমযানের শেষ দশ বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর।

৯৭:৪। এ রাতের বরকতের আধিক্যের কারণে এ রাতে অগণিত সংখ্যক ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এর ব্যাখ্যায় কাতাদা (রা.) বলেন, এ রাতে সমস্ত কাজের ফয়সালা করা হয়, বয়স ও রিযিক নির্ধারণ করা হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "আমি এক বরকতময় রাত্রে কুরআন অবতীর্ণ করেছি....... এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় (সূরা আদ-দুখান: ৩৫),- (ইবনে কাছীর)।

৯৮:১। আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তাদের ও মুশরিকদের অবস্থান ছিল এই যে, তারা বলত সুস্পষ্ট প্রমাণ তথা রাসূল না আসা পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রচলিত দ্বীন ছাড়বো না এবং তারা রাসূলের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। ১ থেকে ৩ নং আয়াতে তাদের এই অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে আর ৪নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানাচ্ছেন যে, রাসূল আগমনের পর তারা ভুলে ভরা তাদের প্রচলিত দ্বীন ছেড়ে সত্য দ্বীনের প্রতি ঈমান আনবে এটা তাদের মুখের কথা। যাদেরকে অতীতে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা রাসূল আসার পরই বিভক্ত হয়েছিল। তাদের একদল ঈমান এনেছিল ও অন্যরা কুফরী করেছিল। যেমন ঈসা (আ.)-এর আগমনের পর আহলে কিতাবের (ইহুদীদের) একদল স্পষ্ট প্রমাণসহ আগমনকারী ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছিল আর তাদের বিরাট সংখ্যক ঈমান আনেনি। ৬নং আয়াতের মাধ্যমে বলা হচ্ছে এরা আসলে ঈমান আনার নয়, এরা জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা।

৯৯:৪। অর্থাৎ, যমীন খোলাখুলি ও সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেবে যে অমুক ব্যক্তি তার উপর অমুক অমুক নাফরমানী করেছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) এ আয়াতটি পাঠ করে বললেন, 'যমীনের সংবাদ' কি তা কি তোমরা জান? সাহাবীগণ উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সা.) - ভাল জনেন। তখন রাসূল (সা.) বললেন, আদম সন্তান যে সব কাজ যমীনে করেছে তার সবকিছুই যমীন এভাবে প্রকাশ করে দিবে যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে অমুক জায়গায় এ পাপ ও এ পূণ্য কাজ করেছে-(মুসনাদে আহামদ, তিরমিযি ও নাসাঈ)। রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, সাবধান থেকো। ওটা তোমাদের মা, তার উপর যে ব্যক্তি যে পাপ বা পূণ্য কাজ করবে সে তা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেবে-(জামে তিরমিযি)।

১০৪:২। অর্থাৎ, অর্থ-সম্পদের পরিমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করে রাখে ও আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে না ও সম্পদে আল্লাহ্র হক আদায় করে না-(তাফসীরে তাবারী)।

১০৫:১। এখানে আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রিয় নবী (সা.) কে কাবাঘর ধ্বংস করতে আসা আবরাহার হস্তিবাহিনী সমূলে ধ্বংস হওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেন। একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ইয়ামেনের তৎকালীন খৃষ্টান ধর্মালম্বী বাদশাহ্ আবরাহা সানাতে একটি বিশাল গির্জা নির্মাণ করেন এবং সে কাবা ঘরের পরিবর্তে গির্জায় এসে হজ্জ পালন করার জন্য আরবদের প্রতি আহ্বান জানায়। তার এ আহ্বানে ক্ষুদ্ধ হয়ে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি রাতের আঁধারে উক্ত গীর্জার ভেতরে মলত্যাগ করে আসে। এতে 'আবরাহা' প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয় এবং কা'বা ঘর ধ্বংসের শপথ করে। এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। এ বাহিনীর অগ্রভাগে ছিল শক্তিশালী হস্তিবাহিনী। তার উদ্দেশ্য ছিল কা'বা শরীফের দেয়ালে শিকল বেধে সমস্ত হাতির গলায় সে শিকল লাগিয়ে দেবে। শিকল টেনে হাতিগুলো কা'বার দেয়াল ধ্বসিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন তথা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এ বাহিনী মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছলে ভয়ে মক্কার লোকেরা পাশ্ববর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। আল্লাহ্ তার ঘরকে রক্ষার্থে আবরাহা শিবিরের উপর আক্রমণ করার জন্য এক ঝাঁক পাখি পাঠালেন। আল্লাহ্র সৈন্যদল এ পাখির ঝাঁক কালো মেঘের মতো আবরাহা বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। প্রত্যেক পাখির ঠোঁটে একটি ও দু'পায়ে দু'টি করে কংকর ছিল। কংকরের টুকরাগুলো ছিল মশুরের ডাল বা মাসকলাই এর সমান। পাখিগুলো কংকরের টুকরাগুলো আবরাহা সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করছিল। যার গায়ে কংকর পড়ছিল তার দেহের মাংস খসে পড়তে লাগল। কারো মাথার উপর কংকর বিদ্ধ হয়ে তা মলদ্বার দিয়ে নাড়িসহ বেরিয়ে যাচ্ছিল। এভাবে সমস্ত আবরাহা বাহিনী ধ্বংস হয়। ঘটনাটি রাসূল (সা.) এর জন্মের বছরই ঘটেছিল। মক্কার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা তখনো জীবিত ছিল এবং তারা মানুষকে সে লোমহর্ষক ঘটনার কথা বলত। সে সব প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শুনা চাক্ষুষ দেখার মতই, সেজন্যই 'তুমি কি দেখনি' বলা হয়েছে। আয়াতে মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্বোধন করা হলেও এর মাধ্যমে তৎকালীন ইসলামের প্রচণ্ড বিরোধী মক্কার মুশরিকদেরকে এবং সেই সাথে গোটা মানবজাতিকে তথা পবিত্র কুরআনের প্রত্যেক পাঠকের শিক্ষা গ্রহণের জন্য মহান আল্লাহ্ সেই লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এতে নবী (সা.) এর জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আশ্বাস রয়েছে আবরাহার হস্তিবাহিনীর হাত থেকে যেভাবে আল্লাহ্ নিজ ক্ষমতায় কা'বাকে রক্ষা করেছেন তার নবীকে তিনি নিজ ক্ষমতাবলে সেভাবে রক্ষা করবেন ও ইসলামের বিজয় দান করবেন।

১০৬:১। এখানে আল্লাহ্ তায়ালা মক্কার প্রভাবশালী ও সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশকে তাদের প্রতি আল্লাহ্র বড় দু'টি নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শির্ক পরিত্যাগ করে একমাত্র তার ইবাদতের আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ভৌগোলিক কারণেই মক্কার লোকদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সফর করতে হতো। শীতকালে ইয়েমেনে আর গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় সফর করে সেখান থেকে খাদ্যদ্রব্য ও কাপড় নিয়ে আসত এবং এতে তাদের ভাল মুনাফা

হতো। সাধারণত এ সফরে কুরাইশদের ব্যবসায়িক কাফেলা দুষ্কৃতকারী ও দস্যুদের লুণ্ঠনের শিকার হতো না। কারণ, কুরাইশরা কা'বা ঘরের প্রতিবেশী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী সম্প্রদায় হওয়ার সবাই তাদেরকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখত। কা'বা ঘর ধ্বংস করতে গিয়ে ইয়েমেনের তৎকালীন ক্ষমতাধর শাসক আবরাহার হস্তীবাহিনীর চরম বিপর্যয় ও ধ্বংসের ঘটনায় মক্কার লোকদের সম্মান আরো বহুগুণ বেড়ে যায়। এমনকি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্ ও শাসকরা তাদেরকে সমীহ করতে থাকে। এর ফলে একদিকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় ও তারা অধিক লাভবান হয়, অন্যদিকে মক্কায় প্রচুর খাদ্য আমদানী হওয়ায় খাদ্যসংকট থেকে তারা রক্ষা পায়। যেই ঘরের কারণে তাদের নিরাপদ ও সফল ব্যবসায়িক সফর ও খাদ্য-দ্রব্যের প্রচুর সরবরাহ লাভ সেই ঘরের মালিকের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতই তাদের করা উচিত। নিজেদের হাতে তৈরি মূর্তি ও দেবদেবীর পূজা করা তাদের উচিত নয়।

১০৮:১। **'কাউসার'** শব্দটি এসেছে মূল শব্দ কাসরাত থেকে যার অর্থ সীমাহীন আধিক্য- কল্যাণ ও নেয়ামতের দিক থেকে। রাসূল (সা.)-কে আল্লাহ্ তায়ালা যে যে নেয়ামত দান করেছেন তার অন্যতম হচ্ছে নবুয়্যত ও কুরআন। এছাড়াও কাউসার বলতে আরও দু'টি জিনিস বুঝানো হয়েছে, আর তা হল **'হাউজে কাউসার'** যা কেয়ামতের মাঠে তাঁকে দান করা হবে যা থেকে তাঁর উম্মত পান করবে এবং **দ্বিতীয়টি হল 'কাউসার নামক বিশেষ নহর'** যা তাঁকে জান্নাতে দান করা হবে- (কুরতুবী, আল-জামি'লি আহ্‌কামিল কুরআন, ইবনে আ'শুর, আল ওয়াসিত ফি তাফসীরিল কুরআনিল কারিম)।

১০৮:২। অর্থ্যাৎ হে নবী! তুমি একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই সালাত (নামায) আদায় কর এবং কুরবানী কর। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন, বল, 'আমার সালাত (নামায), আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য- তার কোন শরীক নেই, এবং আমি এ ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম মুসলিম।' (সূরা আন'আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩)। উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকদের নামায (প্রার্থনা) পদ্ধতি ছিল কাবা ঘরের কাছে হাততালি ও শিস দেয়া এবং তাদের প্রতিমাদের নামে পশু বলি দেয়া। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাঁর নবীকে এক আল্লাহ্‌র জন্য সালাত (নামায) আদায় করতে ও একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে বলেছেন। সুতরাং এ নির্দেশটি ছিল মূলত তাওহীদ ও ইখলাস অবলম্বন করার নির্দেশ।

১০৮:৩। লেজ কাটা বা 'আবতার' এসেছে মূল শব্দ বাতারা থেকে অর্থাৎ কেটে ফেলা। যে ব্যক্তির কোন কল্যাণের আশা নেই তাকে আবতার বলা হয়। যার কোন ছেলে সন্তান নেই অথবা হয়ে মারা গেছে তার ব্যাপারেও আবতার শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন, হে নবী! তুমি আবতার নও বরং তারাই আবতার। এবং ইতিহাসও তাই বলে যে, আবু জেহেলরাই আবতার হয়ে গিয়েছে।

১০৯:২। মক্কার ইসলাম বিরোধী পৌত্তলিকরা রাসূল (সা.) কে প্রস্তাব দিয়ে বলল, 'হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের মা'বুদদের (প্রতিমা ও দেব-দেবীদের) একবছর পূজা করবে আর আমরা আবার তোমার মা'বুদের (লা-শরীক আল্লাহ্‌র) এক বছর ইবাদত করবো। রাসূল তাৎক্ষণিকভাবে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা থেকে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা তখন বলল, "তাহলে তুমি আমাদের কিছু মা'বুদকে স্বীকার করে নাও বিনিময়ে আমরা তোমাকে সমর্থন করবো ও তোমার মা'বুদের ইবাদত করব তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। আবার রাসূল (সা.) মসজিদে হারামের দিকে গেলেন। সেখানে তখন একদল কুরাইশ নেতা অবস্থান করছিল। রাসূল (সা.) তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাদের সামনে সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। তখন তারা হতাশ হয়ে গেল-(রুহুল মা'আনী)। এখানে মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করা হলেও পৃথিবীর সমস্ত কাফিরদেরকে এ সম্বোধনের আওতায় আনা হয়েছে। আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, হে কাফিররা! আমার উপাস্য ও তোমাদের উপাস্যের মধ্যে কোন মিল নেই। আমি এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, আর তোমরা বহু ইলাহ্‌র ইবাদত কর। আমার পথ ও তোমাদের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার বিশ্বাস ও ইবাদতের পদ্ধতি ও তোমাদের বিশ্বাস ও ইবাদতের পদ্ধতিও ভিন্ন। অতএব তোমাদের প্রস্তাব মত কিছুদিন তোমাদের বহু ইলাহ্‌র ইবাদত করা আমার পক্ষে সম্ভব না। পরবর্তী আয়াতে একই কথা কিছু ভিন্ন শব্দ চয়নে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে বিষয়টির প্রতি তাগিদ দেয়ার জন্য।

১০৯:৬। "এখানে মুশরিকদের অনুসৃত ধর্মকে (পৌত্তলিকতাকে) স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। এ সূরার অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট থেকে এটা স্পষ্ট। মুশরিকরা মুহাম্মদ (সা.)কে তাদের মা'বুদদেরকে এক বছর ইবাদত করার প্রস্তাব দেয়। রাসূল (সা.) তাতে রাজি না হওয়ার তারা তাদের মা'বুদদের অন্তত স্বীকার করে নেয়া অর্থাৎ তাদের মা'বুদরাও ঠিক আছে এটুকু বলার প্রস্তাব করার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। সুতরাং এর অর্থ হলো তাদের ধর্ম ও ইসলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের ধর্মের মূল কথা হচ্ছে শরীক বা বহু উপাস্য বিশ্বাস করা। আর ইসলামের মূল কথা হচ্ছে তাহওহীদ অর্থাৎ বহু ইলাহ্-এর ধারণা প্রত্যাখ্যান করে এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা। তাই নবী মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসৃত ধর্ম ও তাদের অনুসৃত প্রচলিত ধর্ম যে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এবং তাদের শরিকী বিশ্বাসের কিছুই ইসলামে গ্রহণ করা সম্ভব নয় এটা পরিষ্কার করাই এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য।

১১০:১। আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, এখানে اذا جاء نصر الله والفتح এর অর্থ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে। কেননা, এ সূরা মক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের মধ্যে এটি সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। সুনানে নাসাঈতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা এটি সমর্থিত। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন, "সর্বশেষ কোন্ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে তা কি আপনার জানা আছে?" উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, 'সূরা ইযাযাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ' (সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা)-।" ইবনে আব্বাস (রা.) তখন বললেন, আপনি সত্য বলেছেন-(সুনানে নাসাঈ)। তাছাড়া রাসূল (সা.) কে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া নয় বরং রাসূল (সা.) এর নবুয়তের মিশনের সমাপ্তি ও ইন্তেকালের বার্তা জানানোই যে এ সূরার মূল তাৎপর্য তা সহীহ বুখারীর একটি হাদীস থেকে জানা যায়। সূরাটি বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আইয়ামে তাশরীক (১১,১২, ১৩ যিলহজ্জ তারিখ) এর মধ্যভাগে মিনায় অবস্থানকালে 'ইযাযাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ' সূরাটি রাসূল (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হলে তিনি বুঝতে পারেন এটা বিদায়ী সূরা। সুতরাং তখনই তিনি সাওয়ারী তৈরি করার নির্দেশ দেন এবং রাসূল (সা.) সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। তারপর তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ খুৎবা (বিদায় হজ্জের ভাষণ) প্রদান করেন- (তিরমিযি, বায়হাকী, বায্যার)। রাসূল (সা.)-এর বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০ম হিজরী সনে আর মক্কা বিজয় হয়েছিল ৮ম হিজরী সনে। অন্যদিকে সূরা তাওবা নাযিল হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পর। অতএব, সূরা "নসর" সর্বশেষ অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা ও বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হওয়ার সমস্ত বর্ণনা সামনে রাখলে আল্লামা কুরতুবীর ব্যাখ্যা অধিক নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল ও মুমিনদের প্রতি তার নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, হে নবী! যখন আল্লাহর সাহায্য ও চূড়ান্ত বিজয় তোমার কাছে এসে গেছে এবং তুমি স্বচক্ষে দেখেছ বিনা যুদ্ধে আরবের বিভিন্ন গোত্র দলে দলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করছে।

১১০:২। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে বিজয় দ্বারা মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, মক্কা বিজয়ের পরেই আরবের গোত্রসমূহ, দলে দলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে, প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। প্রকৃতপক্ষে আরবের বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মক্কা বিজয় পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল। তারা বলত, তিনি যদি নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নবী! তাই মক্কা বিজয়ের পর এরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে এবং মক্কা বিজয়ের পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে সমগ্র আরব উপদ্বীপের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে।

১১০:৩। অর্থাৎ, হে নবী! তোমার প্রতিপালক আল্লাহ্ ইসলামের শত্রুদের পরাজয়, বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের বিজয় ও দলে দলে লোকের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তোমাকে যে অনুগ্রহ করেছেন সেজন্য তুমি আল্লাহ্র পবিত্রতা, মহত্ত্ব ঘোষণা কর ও আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন কর এবং তোমার ও তোমার উম্মতের জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাত (ক্ষমা) কামনা কর। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল। এখানে রাসূলের উম্মতের একটি বড় শিক্ষা হলো, কোন বিশাল ও কাঙ্ক্ষিত বিজয় সাফল্য আসলে উৎসবে আত্মহারা হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এর ফলে আল্লাহ্ খুশি হন ও বিজয় সুসংহত হয়।

১১১:১। আবু লাহাব রাসূল (সা.) এর আপন চাচা ছিল। তার আসল নাম ছিল আব্দুল উযযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। মুশরিকদের পূজনীয় দেবতা 'উযযা' এর নামের সঙ্গে মিলিয়ে তার নাম রাখা হয়। তার চেহারা সুদর্শন থাকায় তাকে "আবু লাহাব" ও বলা হয়। 'আবু লাহাব' এর শাব্দিক অর্থ অগ্নি শিখার পিতা, কুরআন তাকে এ নামেই উল্লেখ করেছে, এতে তার নিশ্চিত জাহান্নামী হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। যা হোক রাসূল (সা.) এর চাচা আবু তালিব যেমন নিজ বংশের সন্তান হিসেবে তাকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নিয়েছিল তার অপর চাচা আবু লাহাব। মুহাম্মদ (সঃ) যেখানে লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন সেখানে হাজির হয়ে সে লোকদেরকে বলত, 'হে লোকেরা! এ লোক ধর্মত্যাগী ও মিথ্যাবাদী'। আপন চাচার এমন ভূমিকা রাসূল (সা.) এর জন্য খুবই কষ্টকর ছিল ও এতে ইসলাম প্রচারে তীব্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তার স্ত্রী উম্মে জামিলও তার সাথে যোগ দিয়েছিল। তারা রাসূল (সা.) এর বিভিন্ন মন্দ উপনাম ও খেতাব মক্কায় রটিয়ে দেয়। নানাভাবে রাসূল (সা.) কে শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করে। আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর ধ্বংসের কথা জানিয়ে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। এ সূরা মুহাম্মদ (সা.) এর নবুয়্যতের একটি মু'জিজা ও অকাট্য প্রমাণ। বহু ইসলাম বিরোধী এক পর্যায়ে ঈমান আনলেও আবু লাহাব ও তার স্ত্রী ঈমান আনেনি এবং শিরক, কুফর ও ইসলামের চরম দুশমনীতে লিপ্ত অবস্থায় তারা মারা যায়। ফলে তাদের জাহান্নামী হওয়ার ভবিষ্যতবাণী সত্যে পরিণত হয়। এ সূরার মধ্যে ইসলামের চরম দুশমনিতে লিপ্ত প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে।

১১১:২। অর্থাৎ, তার ধন-সম্পদ তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে তার ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না।

১১১:৪। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল তার সাথে জাহান্নামে যাবে। উম্মে জামিল রাসূল (সা.) এর নামে মানুষের কাছে বিভিন্ন দোষ রটাতো এবং শত্রুতা ও বিদ্বেষে ইন্ধন যোগাত। আবু সাউদ বলেন, রাসূল (সা.) কে কষ্ট দেয়ার জন্য সে জঙ্গল থেকে কাটাযুক্ত গাছের লাকড়ির আঁটি বহন করে নিয়ে আসত এবং রাতে রাসূল (সা.) এর চলার পথে বিছিয়ে দিত- (তাফসীরে আবিস সাউদ)।

১১১:৫। ইবনে মুসাইয়াব (র) বলেন, উম্মে জামিলের গলায় একটি দামী মুক্তার হার ছিল। সে বলেছিল, "লাত ও উযযা দেবতার শপথ! আমি মুহাম্মদের শত্রুতায় আমার হার খরচ করবো। এর প্রতিউত্তরে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের রশি-লাগিয়ে দেয়ার কথা জানিয়েছেন- (কুরতুবী)। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, উম্মে জামিলের গলায় আগুনের রশি লাগিয়ে দেয়া হবে এবং ঐ রশি ধরে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর রশি ঢিলা করে তাকে জাহান্নামের গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে। এ শাস্তি তাকে ক্রমাগতভাবে দেয়া হবে- (ইবনে কাছীর)।

১১২:১। আল্লাহ্ 'এক' হওয়ার তিনটি অর্থ, 'আল্লাহ্' একজন অর্থাৎ, সংখ্যায় অদ্বিতীয়। ২. আল্লাহ্ এক তার কোন তুলনা ও শরীক নেই। ৩. তিনি একক তাকে ভাগ করা যায় না। আল্লাহ্র এক সত্তার বিষয়টি কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে একাধিক স্থানে বর্ণিত হয়েছে- (আন নাহল নং ১৬, আয়াত ১৭, সূরা আম্বিয়া নং ২১, আয়াত ২২, সূরা বনী ইসরাঈল নং ১৭, আয়াত ৪২, সূরা আল মু'মিনুন নং ২৩ আয়াত ৯১)।

১১২:৩। অর্থাৎ, আল্লাহ্র সন্তান-সন্তুতি নেই, পিতা-মাতা নেই, স্ত্রী নেই। কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, কি করে তাঁর সন্তান হতে পারে? তাঁর তো স্ত্রী নেই, সকল কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন- (সূরা আনআম নং ৬, আয়াত ১০১)।

১১২:৪। অর্থাৎ, তাঁর সাথে (সৃষ্টিতে, তাঁর সত্তায়, তাঁর গুণাবলিতে, তাঁর কর্মে) তুলনীয় ও সাদৃশ্যপূর্ণ বা তাঁর অনুরূপ কিছুই নেই। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, তাঁর অনুরূপ কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা- (সূরা শূরা নং ৪২, আয়াত ১১)।

পরিশিষ্ট
(APPENDIX)

পরিশিষ্ট-১: পবিত্র কুরআনের তরজমায় ব্যবহৃত কতিপয় বিশেষ পরিভাষা

পরিশিষ্ট-২: মু'জামুল কুরআনে বর্ণিত কতিপয় আরবী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ

পরিশিষ্ট-৩: পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী, রাসূল ও মুমিনদের দু'আসমূহ

পরিশিষ্ট-৪: পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

পরিশিষ্ট-৫: আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ

পরিশিষ্ট-৬: পবিত্র কুরআনে সিজদার আয়াতসমূহ

পরিশিষ্ট-১

পবিত্র কুরআনের অনুবাদে ব্যবহৃত কতিপয় বিশেষ পরিভাষা

অযু	পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা। শরীরকে বাহ্যিকভাবে পবিত্র করার জন্য ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় পবিত্র পানি দিয়ে মুখমণ্ডল, হাত ও পা ধৌত করা এবং মাথা মাসহ (ভিজা হাতে মুছে নেয়া) কে অযু বলে।
আদ	আদ একটি জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। হুদ আ. তাদের মাঝে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।
আনসার	আনসার অর্থ সাহায্যকারী। রাসূল স. এর যে সব সাহাবী মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তাদেরকে মুহাজির বলা হয়। মুহাজিরগণ তাদের বাড়িঘর ও সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে দ্বীনের কারণে হিজরত করেন। তাদের এই সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় মদীনার মুসলমানগণ তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। পবিত্র কুরআনে মুহাজিরগণকে সাহায্যকারী মদীনার এইসব মুমিনগণকে আনসার বলা হয়েছে।
আমলনামা	'আমল' অর্থ কর্ম 'নামা' অর্থ লিপি বা পত্র। 'আমলনামা' বলা হয় কর্মলিপিকে। প্রতিটি মানুষ দুনিয়ার জীবনে ছোট-বড় ও ভাল-মন্দ যে কাজই করে তা সবই লিখে রাখা হয়। শেষ বিচারের দিনে প্রত্যেককে তার আমলনামা দেখানো হবে এবং এর ভিত্তিতেই তার বিচারকার্য সম্পন্ন করা হবে।
আমানত	বিশ্বস্ততা, আস্থা ও নিরাপত্তা। বিশ্বাস করে কেউ কোন বস্তু বা সম্পদ রাখলে তার যথাযথ সংরক্ষণ করা এবং কারো গোপনীয় বিষয় প্রকাশ না করাকে আমানত বলা হয়।
আযাব	শাস্তি, সাজা, নির্যাতন, কষ্ট। পার্থিব জগতে শাস্তি ও পরকালীন শাস্তি উভয় ক্ষেত্রে আযাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
আরাফাত	হাজীগণ হজ্জ পালন করতে গিয়ে এখানে একত্রিত হন।
আয়াত	পবিত্র কুরআনের প্রতিটি চরণ বা বাক্যকে আয়াত বলা হয়। আয়াতের অন্য একটি অর্থ হল নিদর্শন।
আখিরাত	পরকাল বা পরলোক। দুনিয়ার এই জীবনই শেষ নয়। দুনিয়ায় মৃত্যুর পর মানুষকে আবার জীবিত করা হবে এবং তার দুনিয়ার জীবনের ভাল মন্দ সব কাজের হিসাব নেয়া হবে। পুণ্যের পরিমাণ বেশি হলে জান্নাতে আর কম হলে জাহান্নামে যাবে। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের মৃত্যুই মানুষের শেষ পরিণতি নয়, শেষ পরিণতি হল আখিরাতের জীবনে জান্নাত অথবা জাহান্নাম।
ইনজিল	ঈসা আ. এর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব।
ইবাদাত	ইবাদাত অর্থ উপাসনা, পূজা, অর্চনা, সেবা ও দাসত্ব। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে তাঁর আদেশ ও নিষেধ যথারীতি মেনে চলাই ইবাদাত।
ইবলিস/শয়তান	ইবলিস শব্দের অর্থ নিরাশ বা হতাশ। ইবলিস জিন বংশোদ্ভূত, তার নাম আজাজিল। জ্ঞানগত যোগ্যতা ও ইবাদাতের মাধ্যমে ফেরেশতাদের শিক্ষক পদে ভূষিত হয়। অহংকার বশত আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আল্লাহর অভিশাপের শিকার হয় এবং আল্লাহর নিকট থেকে বিতাড়িত হয়।
ইমাম	নেতা, প্রধান, অগ্রণী, আদর্শ। নামাজে ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্যে ইমাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
ইদ্দত	ইদ্দত শব্দের অর্থ মেয়াদকাল বা সময়সীমা। তালাকপ্রাপ্ত মহিলা বা স্বামী মারা গিয়েছে এমন মহিলার পুনরায় বিয়ের পূর্বে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাকে ইদ্দত বলে।
ইলহাম	ঐশী অনুপ্রেরণা বা ইঙ্গিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের অন্তরে কোন ভাবের উদ্রেক বা কোন ইঙ্গিতকে ইলহাম বলে।
ইসলাম	সমর্পণ, আত্মসমর্পণ, বশ্যতা স্বীকার। নিজের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়াকে ইসলাম বলা হয়। (আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থার নামও ইসলাম)
ইহরাম	হজ্জ পালনের জন্য হজ্জের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করা ও প্রস্তুতি গ্রহণকে ইহরাম বলা হয়।
ইহকাল	দুনিয়া, ইহলোক, পৃথিবী, বিশ্বজগত।
ইহসান	দয়া, অনুগ্রহ, দান, কল্যাণ করা, পরোপকার করা, সুসম্পন্ন করা। কোন কাজ সাধ্যমত সুন্দর করে সম্পন্ন করাকে ইহসান বলা হয়।
ইয়াজুজ-মাজুজ	দুটি শক্তিশালী জাতি
ইয়াতিম	শাব্দিক অর্থ অনাথ। মাতাপিতা জীবিত নেই এমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইয়াতীম বা অনাথ বলা হয়।
ইল্লিয়্যীন	উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। যেখানে মুমিনদের রূহ ও আমলনামা রাখা হয় তাকে ইল্লিয়্যীন বলে।
ই'তিকাফ	ই'তিকাফ অর্থ অবস্থান করা। মসজিদে বা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময় অবস্থানকে ই'তিকাফ বলে। মুসলমানগণ সাধারণত পবিত্র রমজান মাসে শেষ দশ দিন পুরুষরা মসজিদে ও নারীরা নিজ আবাসস্থলে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ই'তিকাফ পালন করে থাকে।
ঈমান	ঈমান অর্থ বিশ্বাস। আল্লাহকে তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে একক বলে বিশ্বাস করা, ফেরেশতা, নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব ও তার বিধিবিধান, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, তাকদীরের ভালমন্দ, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস করার নাম ঈমান।
উম্মাহ	জাতি, জনগণ, সময়, মেয়াদ, পথ, ধর্ম। সাধারণ অর্থে কোন ধর্ম বা মতাদর্শে বিশ্বাসী জাতি বা গোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়।
উমরাহ	হজ্জের জন্য নির্ধারিত সময় ছাড়া অন্য সুবিধামত সময়ে কা'বার তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) এবং সাফা ও মারওয়া নামক দুই পাহাড়ের মধ্যে সায়ী করা (দৌড়ানো) কে ওমরাহ বলে।
উহুদ যুদ্ধ	উহুদ একটি পাহাড় যা মদীনার উত্তরে অবস্থিত। ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ এখানে সংঘটিত হয়েছিল।
উলুল আমর	নির্দেশ দেয়ার অধিকারী। মুসলিম জাতিকে নির্দেশ দিয়ে পরিচালিত করার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে উলুল আমর বলা হয়।

পরিশিষ্ট-১ পবিত্র কুরআনের অনুবাদে ব্যবহৃত কতিপয় বিশেষ পরিভাষা

একত্ববাদী	এক আল্লাহতে বিশ্বাসী। নাস্তিক্যবাদ ও অংশীবাদের মাঝামাঝি অবস্থান একত্ববাদ। যিনি আল্লাহকে তাঁর স্বত্তা ও গুণাবলীতে এক বলে বিশ্বাস করেন তিনি একত্ববাদী।
ওয়াদা	অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, কথা দেয়া।
ওশর	ইসলামী জীবন বিধানে ফসলের যাকাতকে ওশর বলা হয়।
ওসিয়ত	উপদেশ, আদেশ, উইল। মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির অন্তিম উপদেশকে ওসিয়ত বলা হয়।
কবর	সমাধি, যেখানে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়।
কসম	শপথ, দিব্য।
কসর নামায	সফরে বা যুদ্ধকালীন সময়ে সংক্ষিপ্ত নামাজকে কসর নামাজ বলা হয়।
কাওছার	জান্নাতের একটি নহর, পবিত্র কুরআনের একটি সূরার নাম কাওছার।
কাফির	অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ, কৃষক। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, তাঁর বিধান অস্বীকারকারী ও তাঁর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে কাফির বলা হয়।
কুরবানী	নৈকট্য, সান্নিধ্য, উৎসর্গ। ইসলামে কুরবানী বলতে বুঝায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত দিনে (যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিকে ঈদুল আজহার নামাযের পর আল্লাহর নামে হালাল পশু জবেহ করাকে কুরবানী বলা হয়।
কিয়ামত	কিয়ামত শব্দের অর্থ দন্ডায়মান হওয়া বা পুনরুত্থান। কিয়ামত বলতে মহাপ্রলয় থেকে শুরু করে আখিরাতের জীবনে কবর থেকে উঠে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়ে হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করা পর্যন্ত সবকিছুকে বুঝায়।
খেয়ানত	বিশ্বাসঘাতকতা করা বা বিশ্বাসভঙ্গ করা, গচ্ছিতবস্তু আত্মসাৎ করা ও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেয়া এসবই খেয়ানত। খেয়ানত কবীরা গোনাহ বা মহাপাপ।
খলিফা	প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত।
গনীমত	যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।
গিলমান	গোলাম শব্দের অর্থ বালক, বহু বচনে গিলমান ব্যবহৃত হয়। তারা সর্বদা জান্নাতবাসীদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে।
গোনাহ	পাপ, অপরাধ ও গর্হিত কাজ।
জিন	জিন এক বিশেষ সৃষ্টি। ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
জিবরাঈল	প্রধান ফেরেশতা।
জিহাদ	চেষ্টা করা, সাধনা করা, সর্বশক্তি নিয়োগ করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা।
জিকির	স্মরণ করা, উল্লেখ করা, বর্ণনা করা, উপদেশ।
জাহেলিয়াত	অজ্ঞতা, মূর্খতা।
জান্নাত	উদ্যান, বাগান, স্বর্গ। পরকালে বিশ্বাসীরা ভালকাজের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।
জাহান্নাম	নরক, দোযখ। অবিশ্বাসী ও পাপাচারীরা পরকালে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ জাহান্নামে থাকবে। যেখানে রয়েছে আগুনসহ নানারকম যন্ত্রণাদায়ক ও অপমানকর শাস্তি।
জালিম	অত্যাচারী, অন্যায়কারী, নির্যাতনকারী।
জুমু'আ/জুমা	সপ্তাহের শুক্রবারে মুসলমানগণ যোহর নামাযের সময়ে মসজিদে একত্রিত হয়ে যোহর নামাযের পরিবর্তে দুটি খুৎবাসহ শোনা ও জামায়াতের সাথে দুই রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করাকে জুমু'আ বলা হয়।
জুলুম	অত্যাচার, নির্যাতন, অন্যায় আচরণ। যে কোন ধরণের অন্যায় আচরনই জুলুম আর সবচেয়ে বড় জুলুম হল আল্লাহর সাথে শরীক করা।
তওবা	প্রত্যাবর্তন করা, অনুশোচনা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা। কোন অন্যায় বা পাপ কর্মের পর অনুতপ্ত হওয়া, পুনরায় না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।
তাগুত	মূর্তি, দেবতা, শয়তান, আল্লাহবিদ্রোহী। সকল প্রকার আল্লাহদ্রোহী শক্তিকেই তাগুত বলা হয়।
তাওহীদ	একত্ববাদ। আল্লাহ একজন। আল্লাহ উপাস্য, প্রতিপালক এবং সার্বিক গুণাবলিতে একক সত্তা। তাঁর কোন শরীক, অংশীদার বা সমকক্ষ নেই।
তাকওয়া	ভয় করা, আত্মরক্ষা করা, সাবধান বা সচেতন থাকা। আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তার আদেশ নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকা। গোনাহ বা পাপ থেকে বেঁচে থাকাই তাকওয়া।
তায়াম্মুম	ইচ্ছা করা বা নিয়ত করা। ইসলামী পরিভাষায় কোথাও পানি না থাকলে পবিত্রতার নিয়তে মাটিতে হাত মেখে সেই হাত দিয়ে মুখ ও হাত মুছেহ করাকে তায়াম্মুম বলা হয়।
দরুদ	রাসূলুল্লাহ স. এর উপর রহমাত নাযিলের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করাকে দরুদ বলা হয়।
দাস-দাসী	ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। আয়ামে জাহেলিয়াত তথা অন্ধকার যুগে যখন মানুষ বেচা-কেনা হতো তখন বিক্রিত মানুষকে দাস/দাসী বলা হতো।
দোজখ	নরক বা জাহান্নাম। কাফির, মুশরিক ও পাপীদের আখিরাতের আবাস হবে এই জাহান্নাম।
দিয়াত	রক্তপণ, রক্তমূল্য। হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ যার বিনিময়ে হত্যাকারীকে শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া হয়।
নফস	আত্মা, প্রাণী, ব্যক্তি, মানুষ, নিজ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট-১ পবিত্র কুরআনের অনুবাদে ব্যবহৃত কতিপয় বিশেষ পরিভাষা

নেয়ামত	আশীষ, দান, অনুগ্রহ, সম্পদ, প্রাচুর্য। বান্দার প্রতি আল্লাহর সকল দান বা অনুগ্রহকেই নেয়ামত বলা হয়।
নামায/সালাত	নামায ফার্সি শব্দ আরবীতে সালাত। সালাত শব্দের অর্থ দোয়া। ইসলামের পরিভাষায় সালাত বলতে প্রতিদিন ৫ বার নির্ধারিত সময়ে রাসূল সা. কর্তৃক নির্দেশিত নিয়মে আনুষ্ঠানিক সালাত আদায়কেই বুঝানো হয়।
পরকাল	পরলোক। দুনিয়ার এই জীবনই শেষ নয়। দুনিয়ায় মৃত্যুর পর মানুষকে আবার জীবিত করা হবে এবং তার দুনিয়ার জীবনের ভাল মন্দ সব কৃতকর্মের হিসাব নেয়া হবে। পুণ্যের পরিমাণ বেশি হলে জান্নাত আর কম হলে জাহান্নাম। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের মৃত্যুই মানুষের শেষ পরিণতি নয়, শেষ পরিণতি হল পরকালীন জীবনের জান্নাত অথবা জাহান্নাম।
প্রতিপালক	আরবী (رب) রব শব্দের অর্থ প্রতিপালক বা লালন-পালনকারী। এটি আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। আল্লাহ একমাত্র স্রষ্টা আর সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। সকল প্রাণীর তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও লালন-পালনকারী।
পয়গাম	ফার্সি ভাষার শব্দ, যার অর্থ বাণী, বার্তা বা খবর। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসূলগণের প্রতি প্রেরিত বাণীকে পয়গাম বলা হয়।
ফেরেশতা	আলোর তৈরি আল্লাহর এক মহান সৃষ্টি। আল্লাহর একান্ত অনুগত, সর্বক্ষণ তারই প্রশংসায় রত এবং তাঁর আদেশ পালনে অপেক্ষমান।
ফয়সালা	সিদ্ধান্ত, সালিস, বিচার, মীমাংসা, নির্ণয়।
ফাসিক	অন্যায়কারী, পাপাচারী।
ফকির	দরিদ্র, গরিব, অভাবগ্রস্ত। মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর মত পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদ নেই যার এমনি ব্যক্তিকে ফকির বলা হয়।
ফতওয়া	রায়, মত, সিদ্ধান্ত। কোন বিষয়ে ইসলামী শরীয়ার বিশেষজ্ঞদের প্রমাণভিত্তিক রায় বা সিদ্ধান্তকে ফতওয়া বলে।
ফরজ/ফরয	অবশ্য পালনীয়। ইসলামী শরীয়তের অবশ্য পালনীয় বিধানকে ফরজ বলে যার অমান্য করা মহাপাপ।
ফিদ্ইয়া/ফিদিয়া	বিনিময়, মুক্তিপণ। দন্ড থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রদেয় বিনিময়।
ফিরদাউস	স্বর্গ, উদ্যান, বাগান, বেহেশ্ত (Paradise)।
ফিরআউন	প্রাচীন মিসর সম্রাটের উপাধি।
ফিতনা	দাঙ্গা, গোলযোগ, বিপদ, কষ্ট, পরীক্ষা, আকর্ষণ।
বান্দা	দাস বা আজ্ঞাবহ।
বায়তুল মামুর	বায়তুল মামুর এর শাব্দিক অর্থ এমন গৃহ যেখানে সর্বদা জনসমাগম হয়। কেউ কেউ মনে করেন এর দ্বারা ফেরেশতাদের ইবাদতের স্থান বুঝায়।
বাতিল	মিথ্যা, অলীক, অন্যায়, অকেজো।
বনি-ইসরাঈল	হযরত ইয়াকুব (যাকুব) আ. এর অপর নাম ইসরাঈল। তাঁর ১২ পুত্র ছিল। এই বার পুত্রের বংশধরকে বনি-ইসরাঈল বা ইসরাঈলের সন্তান-সন্ততি বলা হয়।
বেদুইন	গ্রাম্য আরবদেরকে বেদুইন বলা হয়।
বেহেস্ত	জান্নাত, বাগান, উদ্যান, বাগিচা। বেহেস্ত হল আখিরাত বা পরকালের জীবনে পুণ্যবানদের জন্য চিরন্তন ও শান্তিময় আবাস।
মোহরানা	মুসলিম বিয়েতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয় অর্থ-সম্পদকে মোহরানা বলা হয়। মোহরানা এক প্রকার ঋণ যা অবশ্যই পরিশোধ্য।
মোহরামা/মাহরিম	শাব্দিক অর্থ নিষিদ্ধ ও পবিত্র। ইসলামী শরীয়াতে মুহরামা বলতে বুঝায় সেইসব স্ত্রীলোকদেরকে যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন ইসলামী শরীয়তে হারাম বা নিষিদ্ধ। এদের সাথে পর্দা করতে হয় না।
মজলুম	নির্যাতিত বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে মাজলুম বলা হয়।
মাশ'আরুল হারাম	একটি পবিত্রস্থান। এটি আরাফাত ও মিনার মধ্যবর্তী মুযদালিফা নামক উপত্যকায় অবাস্থিত একটি পাহাড়ের নাম 'মাশ'অরুল হারাম'। যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের দিবাগত রাত্রে উক্ত উপত্যকায় 'মাশ'আরুল হারাম' এ উপস্থিত হয়ে অধিকমাত্রায় আল্লাহকে যিকর করতে বলা হয়েছে।
মীরাস	উত্তরাধিকার বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি।
মুনাফিক	কপট, দ্বিমুখী স্বভাবের লোক, প্রকৃত পরিচয় গোপন করে চলে এমন ব্যক্তি।
মুত্তাকী	সংযত ও সতর্ক ব্যক্তি। যে ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলে সংযত ও সতর্ক জীবনযাপন করে।
মুবাহালাহ	পারস্পরিক অভিশাপ বা ঐকান্তিক প্রার্থনা। সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা যখন অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হয় না তখন উভয় পক্ষ খোলা আকাশের নিচে একান্তভাবে আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করবে যে 'আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যারা সত্যবাদী তারা টিকে থাকুক আর যারা মিথ্যাবাদী তারা আল্লাহর অভিশাপে ধ্বংস হউক।' রাসূল সা. নাজরানের খ্রিস্টানদেরকে মুবাহালায় আহ্বান করলে খ্রিস্টানগণ মুবাহালাহ করতে অস্বীকার করে এবং জিজিয়া কর দিতে সম্মত হয়।
মুশরিক	অংশীবাদী। আল্লাহর সাথে যারা অংশীদার বানায়। যেমন- মূর্তি পূঁজা করে যারা তারা মুশরিক।
মুসলিম	মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহতে সমর্পিত ব্যক্তিকে মুসলিম বলা হয়।
মুহকাম/মুহকামাত	সুস্পষ্ট। পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ আয়াত সুস্পষ্ট ও বোধগম্য। এ আয়াতগুলোই কিতাবের মূল। শরীয়তের বিধিবিধান এগুলো থেকেই উৎসারিত। এগুলোকে আয়াতে মুহকামাত বলা হয়।
মুহাজির	দেশ ত্যাগী বা হিজরতকারী। রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান। ইসলামে এটি হিজরত বলে পরিচিত। রাসূলের যে সব সাহাবী মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তাদেরকে মুহাজির বলা হয়।
মুহসিন	অনুগ্রহশীল, দানশীল, পরোপকারী, সৎকর্মপরায়ণ।

পরিশিষ্ট-১ পবিত্র কুরআনের অনুবাদে ব্যবহৃত কতিপয় বিশেষ পরিভাষা

মু'মিন	বিশ্বাসী। আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, পরকালে বিশ্বাসী।
মুজাহিদ	আল্লাহর কালিমা ও আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের গড়া অন্য সব বাতিল দ্বীন ও মতাদর্শের উপরে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ব্যক্তি সর্বাত্মক চেষ্টা করে তাকে মুজাহিদ বলা হয়।
মুযিজা	অলৌকিক বিষয়, বিস্ময়কর বিষয়। নবী ও রাসূলগণের পক্ষ থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় এমন ঘটনা সংঘটিত হওয়া যা স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভব নয়। যেমন মূসা আ. এর লাঠি সাপে পরিণত হওয়া।
মুতাশাবিহ	অস্পষ্ট বিষয়। পবিত্র কুরআনের কিছু কিছু আয়াত আছে মুতাশাবিহ যার অর্থ অস্পষ্ট যা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ জানেন। এসব আয়াত দ্বারা শরীয়তের কোন বিধান প্রমাণিত হয় না। কেবল বিশ্বাস করতে হয় যে এগুলো আল্লাহর আয়াত।
মিযান	মানদণ্ড, দাড়িপাল্লা, কিয়ামতে পুণ্য ওজন করার ব্যবস্থা।
মিল্লাত	জাতি, ধর্ম, দল, সম্প্রদায় ও আদর্শ।
মিসকিন	নিঃস্ব, অসহায়, সর্বহারা।
যেনা	ব্যভিচার, অবৈধ যৌনকর্ম।
যাকাত	যাকাত অর্থ পবিত্রতা। নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপরে এক বৎসর অতিক্রম করলে মোট সম্পদের ২.৫% অংশ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নির্ধারিত খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলে। বিস্তারিত ইনডেক্স দেখে নিন।
যিহার	মায়ের সাথে স্ত্রীর উপমা দেয়া।
রেসালাত	বার্তা, বাণী, রাসূলের পদ।
রব্বানী	আল্লাহওয়ালা, প্রভুভক্ত, ধার্মিক, ধর্মীয় পণ্ডিত।
লাইলাতুল কদর/ শবে কদর	মর্যাদাপূর্ণ রাত। রমজান মাসের এমন এক মর্যাদাপূর্ণ রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ রাতের বর্ণনা কুরআন মজীদে সূরা কদর নং ৯৭ এ রয়েছে।
লা'নত	অভিশাপ।
শয়তান	দুরাচারী, ইবলিস। আগুনের সৃষ্টি। মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।
শিরক	অংশীবাদ, এক আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিতে কাউকে সমকক্ষ নির্ধারণ করা।
রূহ	রূহ অর্থ আত্মা। জিবরাইল আ. কেও রূহ বলা হয়।
রিসালাত	রাসূলের পদ, বার্তা, পুস্তিকা।
সওয়াব	প্রতিফল, পুরস্কার, প্রতিদান।
সহীফা	ক্ষুদ্র গ্রন্থ, পুস্তিকা।
সাদাকা	দান, যে কোন ভাল কাজ সাদকা বা সৎকর্ম হতে পারে। সাদাকার অন্য একটি অর্থ হল যাকাত।
সালাত/নামায	সালাত আরবি শব্দ। নামায ফার্সি ভাষার শব্দ। সালাত শব্দের অর্থ দোয়া। ইসলামের পরিভাষায় সালাত বলতে প্রতিদিন ৫ বার নির্ধারিত সময়ে রাসূল সা. কর্তৃক প্রদর্শিত নিয়মে আনুষ্ঠানিক ইবাদতকেই বুঝানো হয়।
সিজ্জীন	শাব্দিক অর্থ কারাগার। কাফিরদের আত্মা ও আমলনামা রাখার স্থানকে সিজ্জীন বলা হয়।
সিদ্দিক	সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, খাঁটি ঈমানদার।
হজ্জ	হজ্জ শব্দের অর্থ, ইচ্ছা, অভিপ্রায় বা সংকল্প করা। ইসলামের পরিভাষায় হজ্জ বলতে বুঝায় বছরের নির্ধারিত সময়ে ইহরাম অবস্থায় কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ ও আরাফাতে অবস্থানসহ আরও কিছু আনুষ্ঠানিক কার্য সম্পন্ন করা।
হরুফে মুকাত্তায়া	বিচ্ছিন্ন বর্ণ। পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু সূরার শুরুতে এমন এক বা একাধিক বর্ণমালা দেখা যায় যা কোন শব্দ গঠন করে না। এগুলোকে বর্ণ হিসেবেই পড়তে হয়। এগুলোর সঠিক তাৎপর্য উদঘাটন করা যায়নি। এগুলো মুতাশাবিহ আয়াতের মধ্যে গণ্য। এগুলোর সঠিক মর্ম আল্লাহই ভাল জানেন।
হারাম	নিষিদ্ধ, অবৈধ, সম্মানিত ও পবিত্র।
হালাল	বৈধ, অনুমোদিত।
হাশর	হাশর অর্থ একত্রিত করা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকল মানুষকে দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণের জন্য একত্রিত করবেন। এই একত্রিত করণকেই হাসর বলা হয়।
হুর	অপ্সরী, পরী, অধিক সাদা ও গাঢ় কাল চোখ বিশিষ্ট। যারা হবেন জান্নাতবাসী পুরুষদের সঙ্গী।
হিকমত	প্রজ্ঞা (Wisdom), বিচক্ষণতা, কৌশল।
হিজরত	ত্যাগ করা, দেশ ত্যাগ করা। আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (স.) কর্তৃক মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যাওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনাটি ইসলামে হিজরত বলে পরিচিত।

পরিশিষ্ট-২

পবিত্র কুরআনের কতিপয় শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ

[আরবী শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত পাঠক, উলামায়ে কেরাম ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য]

বাংলা প্রতিশব্দ/ অনুবাদ	আরবি শব্দ
পিতৃপুরুষ	آباء
দৃষ্টি, দৃষ্টিশক্তি, চোখ	ابصار
ছেলে, পুত্র, পুত্রসন্তান	إبن
মুসাফির	إبن السبيل
অনুসরণ, আনুগত্য, মেনে চলা	اتباع
গুনাহ, পাপ	إثم
কবীরা গুনাহ	إثم كبير
পারিশ্রমিক, মোহরানা, প্রতিদান	أجر
নির্দিষ্ট, নির্দিষ্ট সময় (ইদ্দত), মৃত্যু (সময়), মেয়াদ, সময়, সময় (ইদ্দত)	أجل
কল্যাণ, ভালকাজ, সঠিক, সৎকর্ম, সদয় ব্যবহার, সদাচরণ, সদ্ব্যবহার, সুন্দর, অনুগ্রহ, উত্তম	إحسان
বৈচিত্র্য, মতভেদ, মতপার্থক্য	اختلاف
আখিরাত, চূড়ান্ত, পরকাল, পরবর্তী, শেষ,	آخرة
পিছন, পিঠ	إدبار
অনুমতি, আদেশ, ইচ্ছা, নির্দেশ	إذن
ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, কামনা, চাওয়া	إرادة
পাঠানো, প্রবাহিত করা, প্রেরণ, বর্ষণ, ফিরানো	إرسال
ভূমি, যমীন, পৃথিবী, ভূখন্ড, ভূগর্ভ, আবাস ভূমি	أرض
ক্ষমাপ্রার্থনা	استغفار
ঠাট্টা-বিদ্রূপ, ঠাট্টা, বিদ্রূপ	إستهزاء
যুদ্ধবন্দি	أسرا أسرى
ভ্রমণ করানো	إسراء
ইসলাম, সমর্পণ, আত্মসমর্পণ, ইসলাম গ্রহণ	إسلام
জান্নাতবাসী	أصحاب الجنة
আগুনের অধিবাসী	أصحاب النار
পছন্দকরা, মনোনীত করা	اصطفاء
সংশোধন, সংস্কার, আপোস-নিষ্পত্তি, কল্যাণ	إصلاح
খাওয়ানো, আহার করানো	إطعام
মিথ্যা রচনা, রচনা, রটনা	افتراء
কায়েম, প্রতিষ্ঠিত	إقامة
শপথ, কসম করা	إقسام
আহার করা, করানো, খাওয়া	أكل
ইলাহ, উপাস্য	إله
যন্ত্রণাদায়ক	أليم
কিতাব, নেতা, পথ, পথপ্রদর্শক, আমলনামা	إمام
জাতি, উম্মত	امة
আদেশ, ওহী, করণীয়, কাজ, কর্ম, বিচার, বিষয়	أمر
সমকক্ষ	أنداد
অবতীর্ণ করা	إنزال
ব্যয়	إنفاق
নহর	أنهار
অভিভাবক, পরিবার পরিজন, বাসিন্দা, যোগ্য, স্ত্রী, স্বজন, হকদার, অধিকারী, অধিবাসী, আপনজন	أهل
আহলে কিতাব, কিতাবধারী	أهل الكتاب
সন্তান, সন্তান-সন্ততি	أولاد
জ্ঞানের অধিকারী	أولوالعلم أولي الألباب
বুদ্ধিমান	أولوا الألباب
দৃষ্টিসম্পন্ন	أولي الأبصار
শক্তিধর, শক্তিশালী	أولي بأس
আয়াত, নিদর্শন	آية آيات
ঈমান, বিশ্বাস	إيمان
বিরোধিতা, যুদ্ধ, শক্তি, শাস্তি, সংগ্রাম-সংকট	بأس

বাংলা প্রতিশব্দ/ অনুবাদ	আরবি শব্দ
বাতিল, মিথ্যা, অনর্থক, বাতিল পন্থা, অসত্য, অন্যায়	باطل
সমুদ্র, সাগর	بحر
কল্যাণ, কল্যাণ (বরকত)	بركة
প্রমাণ, দলিল-প্রমাণ	برهان
চক্ষু, চোখ, দৃষ্টি, দৃষ্টিশক্তি	بصر
সর্বদ্রষ্টা, দৃষ্টিবান, দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন	بصير
পাঠানো, পুনরুত্থান, পুনর্জীবিত, প্রেরণ, উঠানো, উত্থিত	بعث
ব্যভিচারিণী, অতিক্রম, বিদ্বেষ, বাড়াবাড়ি	بغي
অজ্ঞাতসারে, জ্ঞান ছাড়াই	بغير علم
পরীক্ষা	بلاء
বনী ইসরাঈল	بني اسرائيل
স্পষ্ট, সুস্পষ্ট, সুস্পষ্ট প্রমাণ	بينة
তাকওয়া অবলবম্বন কর	تتقون
উপদেশ গ্রহণ	تذكر
তাসবীহ, পবিত্রতা ঘোষণা	تسبيح
নিয়োজিত করা, অধীন করা, অনুগত করা·	تسخير
নির্ধারণ, পরিমাপ	تقدير
প্রদান, অগ্রে পাঠানো, অগ্রিম পাঠানো, আগে পাঠানো,	تقديم
ভয়, তাকওয়া	تقوى
পাঠ করা, পাঠ করে শুনানো, তিলাওয়াত	تلاوة
তওবা কবুলকারী	تواب
তওবা, অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসা	توبة
ভরসা	توكل
পৃষ্ঠপ্রদর্শন, ফিরে যাওয়া, মুখ ফিরানো, দায়িত্ব নেয়া, পলায়ন	تولي
ছওয়াব, পুরস্কার	ثواب
জাহিলী যুগ, অজ্ঞতা	جاهلية
অজ্ঞ	جاهلين
জাহান্নাম, আগুন, তীব্র আগুন	جحيم
প্ররোচিত, অপরাধ	جرم
ক্ষতিপূরণ, পুরস্কার, প্রতিদান, প্রতিফল	جزاء
সৃষ্টি, স্থাপন, করা, বানানো, গণ্য করা, তৈরি, নিযুক্ত করা, নির্দিষ্ট করা, নির্মাণ, নির্ধারণ করা	جعل
জান্নাত, বাগান	جنات
অপরাধ, দোষ	جناح
বাহিনী, সৈন্যবাহিনী,	جند
জিহাদ, প্রচেষ্টা,	جهاد
জাহান্নাম	جهنم
প্রজন্ম	جبل
প্রেম, পছন্দ, ভালবাসা	حُب
দড়ি, রশি, ধমনী, বেড়ি	حبل
বৃত্তান্ত, কথা, কথাবার্তা, কাহিনী,	حديث
নিষিদ্ধ, পবিত্র, হারাম, সম্মানিত	حرام
সংকীর্ণতা, অসুবিধা, কঠিন, দোষ, দ্বিধা	حرج
প্রজ্জ্বলিত আগুন	حريق
দুশ্চিন্তা, দুঃখ, দুঃখ-দুর্দশা, বিষন্নতা, শোক	حزن
হিসাব, হিসাব-নিকাশ	حساب
একত্রিত, একত্র, সমবেত	حشر
হিত্তাতুন (ক্ষমা চাওয়া)	حطة
হুতামা (দোযখ)	حطمة
যথাযথ, যথার্থ, সঠিক, সত্য, বাস্তব, সত্য হওয়া, অধিকার, হক, উশর, অবধারিত	حق
বিচারক	حكام

পরিশিষ্ট-২ পবিত্র কুরআনের কতিপয় শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ

বাংলা প্রতিশব্দ/ অনুবাদ	আরবি শব্দ
প্রজ্ঞা, ফায়সালা	حكم
হিকমত, প্রজ্ঞা	حكمة
প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাময়	حكيم
হালাল, বৈধ	حلال
বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু, উত্তপ্ত পানি, ফুটন্ত পানি	حميم
বিশুদ্ধ অন্তর, একত্ববাদী	حنيف
সাপ	حية
বিনীত,	خاشع
স্থায়ী, অমর	خالدا خالدون
মন্দ, অপবিত্রবস্তু,	خبيث
অপমান, লাঞ্ছনা	خزي
ধনভান্ডার, ভাণ্ডার	خزينة
অপরাধ, পাপ	خطيئة
উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত	خليفة
শ্রেষ্ঠ, ভাল, ভালকাজ, সর্বোত্তম, উৎকৃষ্ট, উত্তম	خير
আখিরাত, আবাস, আবাসস্থল	دار
পশ্চাৎ, পিছন, পিঠ	دبر أدبار
ডাকা, দোয়া করা, আহ্বান	دعوة
দুনিয়া, নিকট, পৃথিবী	دنيا
দিয়ত, রক্তপণ	دية
দ্বীন, বিচার, আনুগত্য , প্রতিফল, বিধান,	دين
স্মরণ, উল্লেখ, কথা, কুরআন, যিকির, বর্ণনা, আলোচনা, উপদেশ, উপদেশবাণী	ذكر
অংশ, ত্রুটি, অপরাধ, পাপ	ذنب
শাস্তিদাতা	ذو انتقام
ঈমানদার, মুমিন, বিশ্বাসী, ঈমান এনেছে যারা	الذين أمنوا
আহলে কিতাব, কিতাবপ্রাপ্ত	الذين اوتوا الكتاب
কাফির, কুফরী করেছে যারা, অবিশ্বাসী, অস্বীকারকারী	الذين كفروا
অনুগ্রহশীল, স্নেহশীল	رءوف
সন্তুষ্ট	راضية
লক্ষ্য করা	رأي
অধিকারী, অধিপতি,	رب
শাস্তি, অপবিত্রতা, নিকৃষ্ট	رجز
লোক, পুরুষ, ব্যক্তি, নর	رجل
দয়াময়, অসীম দয়াময়	رحمان
দয়া, রহমত	رحمة
পরম দয়ালু	رحيم
রিযিক, ভরণ-পোষণ, খাদ্য	رزق
বাণীবাহক, দূত, প্রেরিত	رسول
বিচার-বিবেচনা, মঙ্গল,	رشد
সঠিকপথ প্রাপ্ত, সুবোধ	رشيد
রূহ, ওহী, কুরআন, জিবরাঈল	روح
রূহুল কুদুস (জিবরাঈল)	روح القدس
জোড়া, ধরন, প্রকার, যুগল, সহচর, স্ত্রী, স্বামী, শ্রেণী, সঙ্গী-সঙ্গিনী	زوج
স্ত্রী	زوجة
আকর্ষণীয়ম সুশোভিত	زين
কিয়ামত, মুহূর্ত, মুহূর্তকাল	ساعة
পবিত্র	سبحان
অবৈধ	سحت
জ্বলন্ত আগুন	سعير
নির্বোধ	سفيها سفهاء
সাকার (জাহান্নাম)	سقر
কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, দলিল-প্রমাণ, প্রমাণ	سلطان
আকাশ	سمآء
কান, শোনা	سمع
শ্রবণশক্তিসম্পন্ন, সর্বশ্রোতা, শ্রবণকারী, শ্রবণশক্তিসম্পন্ন	سميع
নিয়ম-নীতি, নীতি, সুন্নত, রীতিনীতি	سنة

বাংলা প্রতিশব্দ/ অনুবাদ	আরবি শব্দ
কষ্ট, কালিমাচ্ছন্ন, কুকর্ম, ক্ষতি, খারাপ, নিকৃষ্ট, বিপদ, মন্দ, অনিষ্ট, অমঙ্গল, দোষ, অসৎকাজ	سوء
হীন, অকল্যাণ, অনিষ্ট, পাপ, মন্দকাজ, মন্দফল	سيئة
কঠোর	شديد
অংশ, অংশীদারিত্ব, শরীক	شرك
প্রভু (শরীক), অংশীদার	شريك
অনুভব, অনুধাবন, টের পাওয়া	شعور
সুপারিশ	شفاعة
প্রতিদানদাতা, কৃতজ্ঞ	شكور
সাক্ষী, শহীদ, সহযোগী	شهداء
পরামর্শ	شورى
বজ্রধ্বনি, বজ্র	صاعقة
সৎকাজ	صالحات
সহিফা, আমলনামা	صحيفة
মোহরানা	صدُقات
দান, দান-খয়রাত, যাকাত	صدقة صدَقات
সালাত, অনুগ্রহ	صلوة
পথভ্রষ্টতা, বিচ্যুতি, ভ্রষ্টতা, উধাও হওয়া,	ضلال
তাগুত	طاغوت
খাদ্য, খাবার	طعام
পবিত্র, পবিত্র বস্তু,	طيبا طيبات
জালিম, সীমালঙ্ঘনকারী, অত্যাচারী	ظالم
জুলুম, সীমালঙ্ঘন, অন্যায়	ظلم
পিছন, পৃষ্ঠ, পিঠ	ظهر
পরিণতি, পরিণাম, শুভ পরিণাম	عاقبة
জগতসমূহ, মানবগোষ্ঠী	عالمين
দাসত্ব, ইবাদত, উপাসনা	عبادة
দাস, ক্রীতদাস	عبدٌ
ইদ্দত, গণনা	عدة
ন্যায়, ন্যায় পরায়ণতা, ন্যায়বিচার, ন্যায়সঙ্গত, বিনিময়	عدل
আরশ, সিংহাসন	عرش
আত্মসম্মান, ইজ্জত, ক্ষমতা, সম্মান	عزة
দৃঢ় সংকল্প, চূড়ান্ত	عزم
মহাপ্রতাপশালী, শক্তিশালী, অভিজাত, আযীয, প্রতাপশালী	عزيز
মহা, মহান, চরম, বিশাল, গুরুতর, ভয়ানক	عظيم
অতিরিক্ত	عفو
প্রতিশোধ	عقاب
আলাকা, ভ্রূণ, ঝুলন্ত পিন্ড,	علقة
বুঝা, বুঝতে পারা, উপলব্ধি, চেনা, জানা, জ্ঞান	علم
জ্ঞানী, মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞানী	عليم
সৎকর্ম, সৎকাজ	عمل صالح
স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী, উদ্ধত	عنيد
অঙ্গীকার, চুক্তি	عهد
বেখবর, অনবহিত	غافل
ক্রোধ, ক্রুদ্ধ	غضب
কিশোর ভৃত্য, গিলমান , পুত্র, বালক, কিশোর	غلام غلمان
অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী, বিত্তবান	غني
গনীমত, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ	غنيمة
অদৃশ্য, অনুপস্থিতি	غيب
অন্তর	فؤاد
পাপাচারী, ফাসিক	فاسق
পরীক্ষা, নির্যাতন, পদস্খলন, পরীক্ষার পাত্র, ফিতনা (বিদ্রোহ)	فتنة
অশীলতা, অশীল কাজ (সমকামিতা)	فحشآء
পার্থক্যকারী, ফুরকান (কুরআন)	فرقان
নির্ধারিত অংশ, মোহরানা, অবশ্য পালনীয়	فريضة
ফ্যাসাদ, বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা	فساد

পরিশিষ্ট-২ পবিত্র কুরআনের কতিপয় শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ

বাংলা প্রতিশব্দ/ অনুবাদ	আরবি শব্দ
অনুগ্রহ, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, অনুগ্রহ (ওহী)	فضل
গরীব, মুখাপেক্ষী, ফকীর	فقير
অনুগত	قانت
যুদ্ধ,	قتال
কৃতকর্ম, অগ্রে পাঠানো কৃতকর্ম	قدمت أيديهم
সর্বশক্তিমান, শক্তিমান, সক্ষম	قدير
কর্জ, ঋণ	قرض
প্রজন্ম	قرن/قرون
নিকটবর্তী	قريب
জনপদ	قرية/قرى
ন্যায়বিচার, ন্যায্য, ন্যায়	قسط
বন্টন	قسم/قسمة
কিসাস, সমান	قصاص
পূর্ণ করা, ফয়সালা করা, বিচার করা, মীমাংসা করা, সম্পন্ন করা, সিদ্ধান্ত	قضاء
হৃদয়	قلب
সামান্য, অল্প, কম	قليل/ قليلا
সম্প্রদায়, জাতি, লোক	قوم
শক্তিশালী	قوي
জীবনধারণের উপকরণ, দণ্ডায়মান হওয়া, দাঁড়ানো, সম্পাদন, উঠা	قيام
কিয়ামত	قيامة
কাফির, অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ, অস্বীকারকারী	كافر/كافرون
কবীরা গুনাহ	كبائر الإثم
কিতাব, বিধান, লিখিত চুক্তি, আমলনামা	كتاب
ফরয, বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ...	كتب عليكم
মিথ্যা অভিহিত করেছে, মিথ্যাবাদী বলেছে, অস্বীকার করেছে	كذب
কুরসী, আসন	كرسي
কাফফারা	كفارة
কুফরি, অবিশ্বাস, অকৃতজ্ঞতা , অস্বীকার	كفر
বাণী, বাণী (কালিমাহ), কথা, ঘোষণা,	كلمة
সূক্ষ্মদর্শী, দয়ালু	لطيف
খেল-তামাশা, খেলা, খেলাধুলা করা	لعب
লা'নত, অভিশাপ	لعنة
শবে কদর, কদরের রাত	ليلة القدر
পানি, প্লাবন, বৃষ্টির পানি	ماء
জাহান্নামের ফেরেশতা মালিক (ফেরেশতা), অধিকারী, অধিপতি	مالك
আবাসস্থল, আশ্রয়স্থল, বসবাস, আশ্রয়স্থল	مأوى
উত্থিত, পুনরুত্থিত	مبعوث
উপভোগ, জীবনোপভোগ, তৈজসপত্র, দ্রব্য সামগ্রী, মালপত্র, ভোগ্য সামগ্রী	متاع
মুতাশাবিহ, সাদৃশ্যপূর্ণ	متشابه/متشابهات
মুত্তাকী, তাকওয়াবান, তাকওয়া অবলম্বনকারী	متقي/ متقين
উপমা, দৃষ্টান্ত	مثل
ছওয়াব (পুরস্কার), প্রতিফল	مثوبة
অপরাধী	مجرم
পাগল	مجنون
যত্নবান হওয়া, হেফাজত করা	محافظة
নিষিদ্ধ, মুহরিম, পবিত্র, হারাম	محرم
সৎকর্মপরায়ণ	محسن/محسنين
মুহকাম, স্পষ্ট	محكمة/محكمات
পরিবেষ্টনকারী	محيط
একনিষ্ঠ, নির্দিষ্ট, বাছাইকৃত	مخلص
প্রত্যাবর্তনস্থল, প্রত্যাবর্তন	مرجع
স্পর্শ	مس
অবস্থান, অবস্থানস্থল	مستقر
সঠিক-সরল, সঠিক, সরল	مستقيم
মিসকিন, অভাবগ্রস্ত	مسكين
আত্মসমর্পণকারী মুসলিম	مسلم
সত্যায়নকারী, সত্য স্বীকারকারী,	مصدق
সংশোধনকারী, কল্যাণকারী	مصلح
বিপদ, বিপদ-আপদ, বিপর্যয়, অকল্যাণ	مصيبة
আবাসস্থল, গন্তব্য, গন্তব্যস্থল, প্রত্যাবর্তনস্থল	مصير
আনুকূল্য, ন্যায়সঙ্গত, বিধিমোতাবেক, জানা,ভাল, যথাযথ, সৎকাজ, সুন্দরভাবে, সৌহার্দ্য	معروف
জীবনযাত্রা, জীবিকা	معيشة
কৌশল, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র	مكر
আদর্শ (উম্মত), আদর্শ (মিল্লাত), মিল্লাত	ملة
ক্ষমতা, রাজত্ব , রাজ্য	ملك
গর্হিত কাজ, ঘৃণ্য, চিনতে না পারা, অপরিচিত, মন্দ কাজ, অসৎকাজ	منكر
বিছানা, বিশ্রামস্থল	مهاد
সঠিকপথ প্রাপ্ত	مهتدون
লাঞ্ছনাদায়ক, হীন, তুচ্ছ	مهين
উপদেশ	موعظة
প্রভু সাথী, স্বগোত্রীয়, প্রভু (রক্ষক)	مولى
সম্পাদন, অঙ্গীকার, চুক্তি	ميثاق
দাঁড়িপাল্লা, পাল্লা, পরিমাপ যন্ত্র, মানদণ্ড, মীযান	ميزان
আগুন, অগ্নিশিখা	نار
মানুষ, মানব জাতি,	ناس
সংবাদ, সংবাদ (ঘটনা)	نبأ/أنباء
মুক্তি, রেহাই, উদ্ধার, রক্ষা	نجاة
সতর্ক করা	نذر
অবতরণ করেছে, নেমে এসেছে	نَزَلَ
আপ্যায়ন	نُزُلٌ
নারী, নারী (কন্যা), স্ত্রী	نسآء
রহিত,	نسخ
পুনর্জীবন, বিস্তার	نشور
নাসারা	نصارى
সাফল্য, অংশ, কিছু অংশ	نصيب
লক্ষ্য করা, অপেক্ষা, তাকানো, প্রতীক্ষা, ভেবে দেখা	نظر
নেয়ামত, অনুগ্রহ, দান, বিলাস-উপকরণ	نعمة
নিজ, ব্যক্তি, আত্মা, মন, জীবন	نفس
মঙ্গল, ভাল, উপকারিতা	نفع
নেতা	نقيب
আলো, কুরআন, জ্যোতি, স্নিগ্ধ আলো	نور
পথপ্রদর্শন, পথনির্দেশনা, হেদায়াত, পথ নির্দেশিকা	هداية/ هدى
উপহাস, ঠাট্টা	هزو
প্রবৃত্তি, শূন্য, অনুরাগী, আকাঙ্ক্ষা, কুপ্রবৃত্তি	هوى
প্রাচুর্যময়, ব্যাপক, ব্যাপী, সর্বব্যাপী, প্রশস্ত	واسع
চেহারা, মুখ, সম্মুখ, যথাযথভাবে, সত্তা, সন্তুষ্টি, আত্ম, নিজ, দৃষ্টি (মুখ), প্রথমভাগ	وجه
ওহী, ইশারা	وحي
পরিমাপ, ওজন	وزن
উপায়	وسيلة
নির্দেশ, ওসিয়ত	وصية
তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক	وكيل
তত্ত্বাবধায়ক, বন্ধু, প্রভু , অভিভাবক, অনুগামী	ولي
ইয়াতিম, ইয়াতিম মেয়ে, ইয়াতিম নারী	يتيم
হাত,ক্ষমতা, অধিকার	يد/أيدي
বিশ্বাস, নিশ্চিত বিশ্বাস, ইয়াকীন (মৃত্যু), চাক্ষুষ	يقين
শপথ, কসম, হাত, ডান হাত, অঙ্গীকার	يمين
ইহুদি	يهود
আখিরাতের দিন	اليوم الآخر
ফয়সালার দিন	يوم الفصل

পরিশিষ্ট-৩
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী, রাসুল ও মুমিনদের দু'আসমূহ

যাদের দু'আ	দু'আর বিষয়	সুরা নং, নাম ও আয়াত নং	পৃষ্ঠা নং
অপরাধীদের দু'আ বিচার দিনে	পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর জন্য	৩২-সাজদা : ১২	৮৩১
আদাম ও হাওয়া আ.-এর দু'আ, জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার পর	অপরাধ ক্ষমা করার জন্য	৭-আল-আরাফ : ২৩	৬১৪
আসহাবে কাহফের দু'আ	রহমত লাভের জন্য	১৮-কাহফ : ১০	৭২৪
আসহাবে কাহফের দু'আ	আল্লাহ ছাড়া অন্যকে না ডাকার	১৮-কাহফ : ১৪	৭২৫
আইয়ুব আ.-এর দু'আ	কষ্ট দূর করার জন্য	২১-আম্বিয়া : ৮৩	৭৫৫
আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দু'আ	তওবাকারী / অনুতপ্তদেরকে ক্ষমার, জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য ও জান্নাতে প্রবেশ করানো জন্য...	৪০-মু'মিন : ৭-৯	৮৭৮
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	মক্কার নিরাপত্তার জন্য এবং মু'মিন মক্কাবাসীদের রিযিকের জন্য	২-বাকারা : ১২৬	৫১৪
ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর দু'আ	মক্কার ভিত্তি ও নির্মাণ কাজ কবুল করার জন্য	২-বাকারা : ১২৭-১২৯	৫১৪
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	মৃতকে জীবিত করে দেখানোর জন্য	২-বাকারা : ২৬০	৫৩১
ইমরান আ.-এর স্ত্রীর দু'আ	গর্ভের সন্তানকে কবুল করার জন্য	৩-আলে-ইমরান : ৩৫	৫৩৯
ইউসুফ আ.-এর দু'আ	আযীযের স্ত্রী যখন জেলে পাঠানোর হুমকি দেয়	১২-ইউসুফ : ৩৩	৬৭৯
ইউসুফ আ.-এর দু'আ	ইউসুফ আ. এর দু'আ- মুসলিম হিসেবে মৃত্যু পাওয়ার জন্য	১২-ইউসুফ : ১০০	৬৮৬
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	মক্কার নিরাপত্তা, হেদায়ত ও স্বীয় বংশের রিযিকের জন্য	১৪-ইবরাহীম : ৩৫-৩৭	৬৯৬
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	আল্লাহর অসীম জ্ঞানের প্রশংসামূলক ও বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ	১৪-ইবরাহীম : ৩৮-৪০	৬৯৬,৬৯৭
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	নিজের মাতা-পিতা ও মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা	১৪-ইবরাহীম : ৪১	৬৯৭
ইউনুস/জুন্নুন আ.-এর দু'আ	মাছের পেট থেকে রক্ষার জন্য	২১-আম্বিয়া : ৮৭	৭৫৬
ইবরাহীম এর দু'আ	জ্ঞান দান, সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত ও পিতাকে ক্ষমা করার জন্য...	২৬-শু'আরা : ৮৩-৮৯	৭৯২
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	সুসন্তানের জন্য	৩৭-সাফফাত : ১০০	৮৬১
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	পিতাকে ক্ষমা করা ও কাফেরদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না করার জন্য	৬০-মুমতাহিনা : ৪-৫	৯৫৮
ঈসা আ.-এর অনুসারী-হাওয়ারীদের দু'আ	সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য	৩-আলে-ইমরান : ৫৩	৫৪১
ঈসা আ.-এর দু'আ	খাবার টেবিলের জন্য	৫-আল মায়েদা : ১১৪	৫৯৪
জাকারিয়া আ.-এর দু'আ	সুসন্তানের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ৩৮	৫৩৯
জাকারিয়া আ.-এর দু'আ	নিদর্শনের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ৪১	৫৪০
জান্নাতীদের দু'আ	জালিমদের অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য	৭-আল-আরাফ : ৪৭	৬১৭
জাহান্নামীদের দু'আ	দলপতিদের শাস্তি দ্বিগুণ করার জন্য	৩৮-সাদ : ৬১	৮৬৯
জ্ঞানীদের দু'আ	হেদায়তের পর অন্তর বাঁকা না করার জন্য এবং রহমত দানের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ৮-১৩	৫৩৬,৫৩৭
তালুত বাহিনীর দু'আ	ধৈর্য, দৃঢ়তা ও কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য	২-বাকারা : ২৫০	৫২৯
নবীদের দু'আ	পাপ ও বাড়াবাড়ি ক্ষমা করা, দৃঢ়তা ও সাহায্যের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ১৪৭	৫৪৯
নূহ আ.-এর দু'আ	সন্তানকে প্লাবন থেকে বাঁচানোর জন্য	১১-হূদ : ৪৫	৬৬৯
নূহ আ.-এর দু'আ	ক্ষমা প্রার্থনা অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করা বিষয়ে	১১-হূদ : ৪৭	৬৭০
নূহ আ.-এর দু'আ	সাহায্যের জন্য	২৩-মু'মিনুন : ২৬	৭৬৭
নূহ আ.-এর দু'আ	কল্যাণকরভাবে অবতরণ করানো জন্য	২৩-মু'মিনুন : ২৯	৭৬৭
নূহ আ.-এর দু'আ	মীমাংসা ও উদ্ধারের জন্য নিজেকে ও মুমিনদেরকে	২৬-শু'আরা : ১১৭-১১৮	৭৯৪
নূহ আ.-এর দু'আ	সম্প্রদায় থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য	৫৪-কামার : ১০	৯৩৬
নূহ আ.-এর দু'আ	সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধির জন্য	৭১-নূহ : ২১-২৪	৯৮৫
নূহ আ.-এর দু'আ	সম্প্রদায়ের ধ্বংস কামনা করে	৭১-নূহ : ২৬-২৭	৯৮৫
নূহ আ.-এর দু'আ	নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য ও সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য	৭১-নূহ : ২৮	৯৮৫
ফিরআউনের দু'আ	নদীতে ডুবে যাওয়ার সময়	১০-ইউনুস : ৯০	৬৬২
ফিরআউনের স্ত্রীর দু'আ (আসিয়ার দু'আ)	জান্নাতে আল্লাহর পাশে ঘর নির্মাণের ও ফিরআউন থেকে মুক্তির জন্য	৬৬-তাহরীম : ১১	৭৯১
বাগান মালিকদের দু'আ	ইনশাআল্লাহ না বলার ভুল স্বীকার প্রসঙ্গে	৬৮-কালাম : ২৯	৯৭৬
বিপদগ্রস্ত মানুষের দু'আ	বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য	১০-ইউনুস : ২২	৬৫৬
বুদ্ধিমান মুমিনদের দু'আ	শাস্তি থেকে রক্ষা, অপরাধ ক্ষমা ও সৎলোকদের সাথে মৃত্যু দানের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ১৯১-১৯৪	৫৫৪,৫৫৫
মানুষের নিষ্ফল দু'আ	যারা শুধু দুনিয়ার কল্যাণ চায়	২-বাকারা : ২০০	৫২২

পরিশিষ্ট-৩ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী, রাসুল ও মুমিনদের দু'আসমূহ

যাদের দু'আ	দু'আর বিষয়	সুরা নং, নাম ও আয়াত নং	পৃষ্ঠা নং
মানুষের সফল দু'আ	যারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ চায়	২-বাকারা : ২০১	৫২২
মু'মিনের দু'আ	আল্লাহর সাহায্য লাভ ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য	১-ফাতিহা : ১-৭	৫০১
মুত্তাকী বান্দাদের দু'আ	পাপ ক্ষমা করা ও আগুনের শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য	৩-আল-ইমরান : ১৬	৫৩৭
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	আল্লাহকে সকল রাজত্ব ও সম্মানের অধিকারী ঘোষণা করার জন্য	৩-আল-ইমরান : ২৬-২৭	৫৩৮
মুহাম্মাদ সা.-এর দু'আ	সালাত, ইবাদত ও জীবন-মৃত্যু আল্লাহর জন্য নিবেদন করার	৬-আনআম : ১৬১-১৬৩	৬১২
মূসা আ.-এর দু'আ	আল্লাহর জ্যোতি দেখে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার	৭-আল-আরাফ : ১৪৩	৬২৫
মূসা আ.-এর দু'আ	নিজের ও ভাইয়ের জন্য	৭-আল-আরাফ : ১৫১	৬২৬
মূসা আ.-এর দু'আ	সম্প্রদায়ের জন্য	৭-আল আরাফ : ১৫৫	৬২৬
মুহাম্মাদ সা.-এর দু'আ	আল্লাহর উপর নির্ভর করার দু'আ	৯-আত তাওবা : ১২৯	৬৫৩
মূসা আ.-এর অনুসারীদের দু'আ	ফির'আউন সম্প্রদায় হতে মুক্তি পেতে	১০-ইউনুস : ৮৪-৮৫	৬৬২
মূসা আ.-এর দু'আ	ফির'আউনের সম্পদ ধ্বংস ও অন্তর কঠোর করা প্রসঙ্গ	১০-ইউনুস : ৮৮	৬৬২
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	ভালোভাবে মদীনায় প্রবেশ করানো ও মক্কা থেকে বহির্গমনের জন্য...	১৭- বনী ইসরাঈল : ৮০	৭২১
মু'মিন আহলে কিতাবের দু'আ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ	১৭- বনী ইসরাঈল : ১০৮	৭২৩
মূসা আ.-এর দু'আ	বক্ষ প্রশস্ত করা, মুখের জড়তা দূর করা ইত্যাদির জন্য	২০- ত্বা-হা : ২৫-৩৫	৭৪২
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	সত্য বিচারের জন্য	২২-হাজ্জ : ১২	৭৫৯
মুহাম্মাদ সা.-এর দু'আ	জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য	২৩-মুমিনুন : ৯৩-৯৪	৭৭১
মুহাম্মাদ সা.-এর দু'আ	শয়তানের প্ররোচনা ও উপস্থিতি থেকে রক্ষার জন্য	২৩-মুমিনুন : ৯৭-৯৮	৭৭২
মু'মিনদের দু'আ	ক্ষমা ও দয়ার জন্য	২৩-মুমিনুন : ১০৮	৭৭২
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	ক্ষমা ও দয়ার জন্য	২৩-মুমিনুন : ১১৮	৭৭৩
মু'মিন বান্দাদের দু'আ	জাহান্নামের শাস্তি ফিরানোর জন্য	২৫-ফুরকান : ৬৫-৬৬	৭৮৭
মু'মিন বান্দাদের দু'আ	চক্ষু শীতলকারী স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের জন্য	২৫-ফুরকান : ৭৪	৭৮৭
মূসা আ.-এর দু'আ	ফির'আউন কর্তৃক হত্যার আশঙ্কায়	২৬-শুআরা : ১২-১৪	৭৮৮
মূসা আ.-এর দু'আ	ভুল ক্ষমা করার জন্য	২৮-কাসাস : ১৬-১৭	৮০৭
মূসা আ.-এর দু'আ	মানুষ হত্যার কারণে মৃত্যুর আশঙ্কায় সাহায্য প্রার্থনা	২৮-কাসাস : ৩৩-৩৪	৮১১
মু'মিনদের দু'আ	আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা এবং রাসূলদের প্রতি শান্তি বর্ষণের জন্য	৩৭-সাফফাত : ১৮০-১৮২	৮৬৫
মুহাম্মাদ সা.-এর দু'আ	বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসার জন্য	৩৯-যুমার : ৪৬	৮৭৫
মু'মিনদের দু'আ, বাহনে উঠার	আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনার জন্য	৪৩-যুখরুফ : ১৩-১৪	৮৯৬,৮৯৭
মু'মিনদের দু'আ	শাস্তি প্রত্যাহারের দু'আ	৪৪-দুখান	
মু'মিনদের দু'আ	অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায়, সৎকর্ম সম্পাদন ও সন্তানের সংশোধনের জন্য	৪৬-আহকাফ : ১৫	৯০৯
মু'মিনদের দু'আ	ক্ষমা করার জন্য এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার জন্য	৫৯-হাশর : ১০	৯৫৬
মুমিনের দু'আ, মৃত্যুর সময়	দান করার অবকাশ দেয়ার জন্য	৬৩-মুনাফিকুন : ১০	৯৬৫
মু'মিনের দু'আ	অন্ধকার, যাদুকারিণী ও হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় লাভের জন্য	১১৩-ফালাক : ১-৫	১০৩৬
মু'মিনদের দু'আ	কুমন্ত্রণাকারী, জিন ও মানুষের ক্ষতি থেকে আশ্রয় লাভের জন্য	১১৪-নাস:১-৬	১০৩৬
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	ওলি সন্তানের জন্য	১৯-মারইয়াম : ৪-৬	৭৩৪
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের খবরে বিস্ময় প্রকাশ করে	১৯-মারইয়াম : ৮	৭৩৪
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	নিদর্শন প্রেরণের জন্য	১৯-মারইয়াম : ১০	৭৩৪
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	আশ্রয়ের জন্য	১৯-মারইয়াম : ১৯	৭৩৫
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	একা না রাখার জন্য / উত্তরাধিকারীর জন্য	২১-আম্বিয়া : ৮৯	৭৫৬
রানী বিলকিসের দু'আ	নিজের ভুল স্বীকার করে সুলায়মানের সাথে আত্মসমর্পণ করার ঘোষণা	২৭-নামল : ৪৪	৮০৩
লূত আ.-এর দু'আ	নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষার জন্য	২৬-শুআরা : ১৬৯	৭৯৬
লূত আ.-এর দু'আ	সাহায্য করার জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মোকাবেলায়	২৯-আনকাবুত : ৩০	৮১৮
শু'আইব আ.-এর অনুসারীদের দু'আ	মু'মিন ও কাফিরদের মাঝে ন্যায় বিচারের জন্য	৭-আল-আরাফ : ৮৯	৬২১
সব মু'মিন ও রাসূলদের দু'আ	ভুল-ভ্রান্তি, অন্যায় ক্ষমার জন্য, সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে না দেয়ার জন্য	২-বাকারা : ২৮৫-২৮৬	৫৩৪,৫৩৫
সন্তানের দু'আ	মাতা পিতার জন্য	১৭- বনী ইসরাঈল : ২৪	৭১৬
সুলায়মান আ.-এর দু'আ	অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সৎকর্ম সম্পাদনের এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য	২৭-নামল : ১৯	৮০১
সুলায়মান আ.-এর দু'আ	ভুল ক্ষমা করে সাম্রাজ্য দানের জন্য	৩৮-সাদ : ৩৫	৮৬৮

পরিশিষ্ট-৪
কুরআনে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াবলী

বিজ্ঞানের বিষয়	কুরআনে উল্লেখিত বিষয়	বিজ্ঞানের যে বিষয় নির্দেশ করে	সূরা ও আয়াত
পদার্থবিদ্যা (Physics)	১) আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, অত:পর উভয়কে পৃথক করা হলো। ২) আল্লাহ বলেন- 'হও' আর তা হয়ে যায়।	পদার্থবিদ্যা: মহানিনাদ (Big-Bang)	২১-আম্বিয়া : ৩০ ২-বাক্বারা: ১১৭ ১৬-নাহল: ৪০ ৩৬-ইয়াসিন: ৮২ ৪০-মু'মিন: ৬৮
"	অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস	বলবিদ্যা (Mechanics) : শক্তি ও শক্তির রূপান্তর, পদার্থবিদ্যা: তরঙ্গ ও ফোটন	২-আল-বাকারা : ৩
"	আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে নিদর্শন রয়েছে।	আধুনিক পদার্থবিদ্যা: মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব	১১-হুদ: ৭, ২-বাক্বারা: ১৬৪, ১০-ইউনুস: ৬, ২৫-ফুরকান: ৫৯, ৪১-হামীম-সাজদাহ: ৯-১২, ৪২-শূরা: ২৯, ৩২-সাজদাহ: ৪, ৪৫-জাসিয়াহ: ৩, ৫৭-হাদীদ: ৪, ১৪-ইবরাহীম: ৩২, ৫০-ক্বাফ: ৩৮
"	পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তু সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।	পদার্থবিদ্যা: পৃথিবী ও নভোমণ্ডলীয় প্রাত্যহিক ঘটনা বা বিষয়াবলী কিছু মৌলিক ভৌত নিয়ম ও ধ্রুবক (যেমন: π, G ইত্যাদি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত	১৫-হিজর: ১৯, ২১ ৮৭-আ'লা: ২-৩ ৬-আনআম: ৭৩ ১৪-ইবরাহীম: ১৯ ৪৫-জাসিয়াহ: ২২ ৪৬-আহকাফ: ৩ ৬৪-তাগাবুন: ৩
"	১) আকাশমণ্ডলী, পৃথিবীর এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর সার্বভৌম কর্তৃত্ব আল্লাহর। ২) চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্ররাজি আল্লাহর আজ্ঞাধীন ও আবর্তনশীল।	পদার্থবিদ্যা: আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে (যেমন: কেপলারের সূত্র, নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র, ভীন ও স্টীফেনর সূত্র, আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, বলের ভারসাম্যনীতি), কক্ষপথ (orbit) সম্পর্কে ধারণা।	৭-আ'রাফ: ৫৪,১৮৫, ২৯-আনকাবুত: ৬১, ৩৪-সাবা: ১, ৩১-লুকমান: ২৯, ৮৫-বুরুজ: ৯, ৩৫-ফাতির: ১৩, ৫-মায়িদা: ১৯, ৩৮-সোয়াদ: ৪৪, ৬৬, ৩৯-যুমার: ৫, ৩০-রুম: ২৬, ৪২-শূরা: ১২, ৪, ৪৯, ৫৭-হাদীদ: ২, ৫, ১০-ইউনুস: ৩১, ১৬-নাহল: ১২, ৩৭-সাফফাত: ৫, ২০- ত্বোহা: ৬, ৪৮-ফাতহ: ১৪, ৩৬-ইয়াসিন: ৩৮-৩৯, ৪৩-যুখরুফ: ৮৫, ৪৪-দুখান: ৭, ৫৩-নাজম: ৩১, ১৪-ইবরাহীম: ৩৩, ৪১-হামীম-সাজদাহ: ৩৭
"	সমুদ্রে নৌযান চলাচলে এবং অনুরূপ যানবাহনে মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে।	পদার্থবিদ্যা: বলবিদ্যা, প্লবতা (Buoyancy), Law of parallelogram of forces	২-বাক্বারা: ১৬৪ ১১-হুদ: ৪১ ২৩-মু'মিনুন: ২৭ ১৪-ইবরাহীম: ৩২

পরিশিষ্ট-৪ কুরআনে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াবলী

বিজ্ঞানের বিষয়	কুরআনে উল্লেখিত বিষয়	বিজ্ঞানের যে বিষয় নির্দেশ করে	সূরা ও আয়াত
পদার্থবিদ্যা (Physics)	বিজলী: ভয় ও ভরসা	পদার্থবিদ্যা: আলোক শক্তি, শব্দশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, চোখের সংবেদনশীলতা, বৃষ্টিপাত, নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen cycle)	১৩-রা'আদ: ১২
"	ভারসাম্য রক্ষাকল্পে পৃথিবীতে পর্বত সমূহ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ও বিভিন্ন মাধ্যমে পথ সৃষ্টি	পদার্থবিদ্যা: বলের ভারসাম্যনীতি পরিবহন কৌশল: জলপথ, স্থলপথ ও আকাশপথ	১৬-নাহল: ১৫
"	কাফিরদের কর্মের দৃষ্টান্ত মরুভূমির মরীচিকার মতো।	আলোকবিদ্যা (Optics): পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন	২৪-নূর: ৩৯
"	আকাশে পাখির উড্ডয়ন, পাখা বিস্তার করা ও সংকুচিত করাতে নিদর্শন রয়েছে	পদার্থ বিদ্যা: পাখীর উড়ন্ত ভ্রমণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, উড়োজাহাজ আবিষ্কার অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং: বিমানের উড্ডয়ন ও নিয়ন্ত্রণ	২৪-নূর: ৪১ ১৬-নাহল: ৭৯ ১৬-নাহল: ৭৯ ৬৭-মূলক: ১৯
"	ছায়া সম্প্রসারণ ও সূর্য ছায়ার নির্দেশক	পদার্থবিদ্যা: আলোক বিদ্যা (Optics), প্রতিবিম্ব গঠন, আপতন কোণ, বার্ষিক গতি, আহ্নিক গতি, সূর্যগ্রহণ	২৫-ফুরকান: ৪৫
"	মিঠাপানি ও লোনা পানি বিশিষ্ট দু'দরিয়া মিলিতভাবে প্রবাহিত করা, উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান	পদার্থবিদ্যা: অভিকর্ষ বলের প্রভাব (Effects of gravity) পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity)	২৫-ফুরকান: ৫৩ ২৭-নামল: ৬১ ৩৫-ফাতির: ১২ ৫৫-রহমান: ১৯-২০
"	যদি দিন ও রাত্রি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হত	তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics): তাপীয় সাম্যাবস্থা বজায় (Thermal equilibrium)	২৮-কাসাস: ৭১,৭২
"	আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি আল্লাহর নির্দশন	বলবিদ্যা: স্থিতিশক্তি, বলের সাম্যাবস্থা	৩০-রুম: ২৫ ৩৫-ফাতির: ৪৪
"	বায়ু সুলায়মান আ. এর অধীন ছিলো	পরিবহন কৌশল: উড়োজাহাজ আবিষ্কার (বায়ুকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায়)	১৬-নাহল: ১২ ৩৪-সাবা: ১২ ৩৮-ছোয়াদ: ৩৬
"	সূর্য চাঁদকে নাগালে পেতে পারে না	পদার্থবিদ্যা: সূর্য ও চাঁদের মধ্যবর্তী মহাকর্ষ বল, কক্ষপথ সম্পর্কে ধারণা, স্থানাংক	৩৬-ইয়াসিন: ৪০
"	গৃহপালিত পশু মানুষের আয়ত্বাধীন, এতে মানুষের জন্য রয়েছে অনেক উপকারিতা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার ও আহার্য।	পদার্থবিদ্যা: বায়োগ্যাস থেকে বিকল্প জ্বালানী তৈরী হয়।	৩৬-ইয়াসিন: ৭২, ৭৩ ১৬-নাহল: ৫, ৭, ৮, ৬৬
"	আল্লাহ পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন	পদার্থবিদ্যা: পৃথিবীর তাপ বিকিরণ	৪০-মুমিন: ৬৪ ৬৪-তাগাবুন: ৩
"	আল্লাহ মানদণ্ড স্থাপন করেছেন, যাতে মানুষ ভারসাম্য লঙ্ঘন না করে।	পদার্থবিদ্যা: বলের ভারসাম্যনীতি (Equilibrium of forces)	৫৫-রহমান:৮
"	পৃথিবী স্থাপিত সৃষ্ট জীবের জন্য	পদার্থবিদ্যা: তাপ বিকিরণ, তাপ সঞ্চালন	৫৫-রহমান: ১০
"	আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মানুষের পক্ষে আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করা সম্ভব নয়।	পদার্থবিদ্যা: মুক্তিবেগ (Escape velocity) কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি, চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহে গমন	৫৫-রহমান: ৩৩
"	সূর্য ও তার উত্তাপের শপথ	পদার্থবিদ্যা: শক্তির রূপান্তর (Conversion of Energy) :বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালন (Radiation of heat)	৯১-শামস: ১

পরিশিষ্ট-৪ কুরআনে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াবলী

বিজ্ঞানের বিষয়	কুরআনে উল্লেখিত বিষয়	বিজ্ঞানের যে বিষয় নির্দেশ করে	সূরা ও আয়াত
পদার্থবিদ্যা (Physics)	চন্দ্র সূর্যকে অনুসরণ করে।	পদার্থবিদ্যা: সূর্যের আলো চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়ে চন্দ্র আলোকিত হয়	৯১-শামস-২
"	শপথ দ্রুতগামী ঘোড়ার	পদার্থবিদ্যা: অশ্বক্ষমতা (Horse power) ক্ষমতার একক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	১০০-আদিয়াত: ১
"	মহাকালের শপথ	পদার্থবিদ্যা: Theory of Relativity অনুযায়ী একক পরম সময় (Unique absolute time) বলতে কিছু নেই, সময় আপেক্ষিক।	১০৩-আসর:১
রসায়ন (Chemistry)	জীবিত ও মৃতের পারস্পরিক রূপান্তর	রসায়ন: জৈব ও অজৈব যৌগের পারস্পরিক রূপান্তর, অজৈব মৌলিক পদার্থ যা জীব কোষের সৃষ্টি করে, তা প্রাণী বা উদ্ভিদের মৃত্যুর পরে আবার অজৈব মৌলিক পদার্থে পরিণত হয় (যেমন নাইট্রোজেন চক্র, কার্বন চক্র ইত্যাদি)	৩-আলে-ইমরান: ২৭ ৬-আনআম: ৯৫ ৩০-রুম: ১৯ ১০-ইউনূস: ৩১
"	অণু/পরমাণু বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বস্তু সম্পর্কে ধারণা	রসায়নবিদ্যা: পরমাণু থেকে অণু গঠিত হয়। পরমাণুর বিভাজনে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পাওয়া যায়।	১০-ইউনুস: ৬১
"	ফির'আউনের দেহ রক্ষা করা সম্পর্কে	রসায়নবিদ্যা: রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ, মৃতজীব/প্রাণী সংরক্ষণ, মমী করা প্রভৃতি।	১০-ইউনুস: ৯২
"	বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা উপত্যকা প্লাবিত করা এবং তা থেকে অলংকারও তৈজসপত্র সংগ্রহ করা	রসায়নবিদ্যা: আকরিক হতে ধাতু নিষ্কাশন (Metal extraction from ores)	১৩-রা'আদ: ১৭
"	প্রাণবান সব কিছুই পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।	রসায়ন: সকল জীব কোষে পানি বিদ্যমান।	২১-আম্বিয়া: ৩০ ৬-আনআম: ২ ২৪-নূর: ৪৫ ২০-তোয়াহা: ১০৫ ২১-আম্বিয়া: ৩১ ৩২-সাজদা: ৮
"	আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ	রসায়ন বিদ্যা: বৃষ্টির পানিতে কোনো ক্ষতিকর উপাদান নেই	২৫-ফুরকান: ৪৮
"	পাহাড়ের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের পথ সৃষ্টি	রসায়নবিদ্যা: শিলার বর্ণ বৈচিত্র্য (Dolomites, laterite, galena, bauxite ইত্যাদি)	৩৫-ফাতির: ২৭
"	আল্লাহ মানদণ্ড স্থাপন করেছেন, যাতে মানুষ ভারসাম্য লঙ্ঘন না করে।	রসায়নবিদ্যা: Carbon cycle, Nitrogen cycle	৫৫-রহমান:৮
"	আগুন সৃষ্টি, বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপাদন	রসায়ন: ভাস্বর গ্যাস (Incandescent gases), O_2 এর অপরিহার্যতা	৫৬-ওয়াকিয়া: ৭১-৭২
জীববিদ্যা (Biology)	১) বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জীবিকার ব্যবস্থা করা হয়। ২) বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে নির্জীব ভূমিতে প্রাণের সঞ্চার করা হয়।	জীববিদ্যা: পানিচক্র (Water cycle) উদ্ভিদ উৎপাদনে (জীব জগতের অস্তিত্বের প্রয়োজনে) পানির অপরিহার্যতা	২-বাক্বারা: ২২, ১৬৪, ১৬-নাহল: ১০-১১, ৬৫, ৬-আনআম: ৯৯, ৭-আ'রাফ: ৫৭-৫৮, ৪১-হামীম-সাজদাহ: ৩৯, ৪৩-যুখরুফ: ১১, ৫০- ক্বাফ: ৯-১১, ২৯-আনকাবুত: ৬৩, ৩০-রুম: ২৪, ১৪-ইবরাহীম: ৩২, ৭৮-নাবা: ১৪-১৬, ৪৫-জাসিয়াহ: ৫

বিজ্ঞানের বিষয়	কুরআনে উল্লেখিত বিষয়	বিজ্ঞানের যে বিষয় নির্দেশ করে	সূরা ও আয়াত
জীববিদ্যা (Biology)	ভূ-পৃষ্ঠের সকল জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর	জীববিদ্যা: বাস্তুসংস্থান (Ecosystem) খাদ্যচক্র (Food chain)	১১-হূদ: ০৬ ৪১-হামীম-সিজদাহ: ১০ ২০-ত্বোয়াহা: ৫৪
"	সকল জীবজন্তুই আল্লাহর পূর্ণ আওতাধীন	জীববিদ্যা: সকল জীবজন্তুই নির্দিষ্ট নিয়মাধীন	১১-হূদ: ৫৬
"	জীব দুর্বলরূপে সৃষ্টি, তারপর শক্তিদান অত:পর দুর্বলতা ও বাধ্যর্ক্যে উপনীত হওয়া	জীববিদ্যা: জীবের জীবনচক্র (Life cycle), মিলানিনের প্রভাব	৩০-রুম: ৫৪
"	যাকে দীর্ঘজীবন দান করা হয় তাকে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হয়	জীববিদ্যা: জীবের জীবনচক্র (Life style)	৩৬-ইয়াসিন: ৬৮
"	প্রত্যেক ফল, প্রাণী ও উদ্ভিদ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি এবং বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার করেন আল্লাহ	জীববিজ্ঞান: উদ্ভিদ ও প্রাণীর লিঙ্গ সম্পর্কে ধারণা	২-বাক্বারা: ১৬৪ ১৩-রা'আদ: ৩ ৩৬-ইয়াসিন: ৩৬ ৭৮-নাবা: ৮ ৪৩-যুখরুফ: ১২ ৫১-যারিয়াত: ৪৯ ৪৫-জাছিয়া: ৪
"	আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পুত্র ও যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন ও যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা রাখেন।	জীববিদ্যা: ক্রোমোজোম	৪২-শুরা: ৫০
"	আগুন সৃষ্টি, বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপাদন	জীববিজ্ঞান: ক্লোরোফিলের মাধ্যমে সালোক সংশেষণ প্রক্রিয়ায় O_2 উৎপাদন, যা আগুন জ্বালাতে অপরিহার্য, জ্বালানী হিসেবে কাঠের ব্যবহার	৫৬-ওয়াকিয়া: ৭১-৭২
"	আল্লাহ-সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করেন ও সৃষ্টির পুনরাবর্তন ঘটান, তিনিই সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছেন।	জীববিদ্যা: জীব কোষের বিভাজন প্রক্রিয়া ও জীবের প্রজনন প্রক্রিয়া	১০-ইউনুস: ৪, ৩৪ ২৭-নমল: ৬৪ ৩০-রুম: ১১
"	১) বায়ুর দিক পরিবর্তন ২) সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ	উদ্ভিদবিদ্যা: বায়ুর মাধ্যমে পরাগায়ন ও নিষেক	২-বাক্বারা: ১৬৪ ৭-আ'রাফ: ৫৭ ৪৫-জাসিয়াহ: ৫
"	আল্লাহ জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে বের হয়, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং যা তা থেকে উত্থিত হয়।	উদ্ভিদবিদ্যা: মূলের মাধ্যমে উদ্ভিদের অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানিগ্রহণ (Osmosis)	৩৪-সাবা: ২ ৫৭-হাদীদ: ৪
"	সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি	উদ্ভিদবিদ্যা: সূর্যালোকের উপস্থিতিতে জলীয় বাষ্প ও ক্লোরোফিলের সমন্বয়ে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় (Photosythensis) অক্সিজেন উৎপাদন, আগুন জ্বালাতে অক্সিজেনের অপরিহার্যতা	৩৬-ইয়াসিন: ৮০
"	চারাগাছের প্রথমে কিশলয় বের হয়, এরপর মোটাশক্ত হয়, পরে তা কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়।	উদ্ভিদবিদ্যা: উদ্ভিদের পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি প্রাথমিক অঙ্কুর (Primary shoot), দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃদ্ধি (Secondary growth)	৪৮-ফাতহ: ২৯
"	বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার অবশেষে শুকিয়ে ধূসর আবর্জনায় পরিণত হয়।	উদ্ভিদবিজ্ঞান: উদ্ভিদের জীবন চক্র (Life cycle of plant)	৫৭-হাদীদ: ২০ ৮৭-আলো: ৪,৫
"	প্রাণীকুলের কেউ বুকের উপর ঘসে চলে, কেউ দু'পায়ে ও কেউ চার পায়ে ভর দিয়ে চলে।	প্রাণিবিদ্যা: প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ	২৪-নূর: ৪৫

পরিশিষ্ট-৪ কুরআনে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াবলী

বিজ্ঞানের বিষয়	কুরআনে উল্লেখিত বিষয়	বিজ্ঞানের যে বিষয় নির্দেশ করে	সূরা ও আয়াত
"	উটের সৃষ্টিতে মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে	প্রাণিবিদ্যা: উটের নাসারন্ধ্রের বিশেষ ধরণের ঝিল্লীস্তর (Membrane) আছে, যা অন্য কোনো পশুর দেহে নেই । এ কারণে উটের শ্বাসত্যাগ কালে তার সাথে আর্দ্রতা বেরিয়ে যেতে পারে না। এ বৈশিষ্ট্যই তাকে মরুভূমিতে বিশেষ অভিযোজন ক্ষমতা দান করেছে। উটের কুঁজে (Humb) রয়েছে চর্বির সঞ্চয় যা মরুতে খাদ্যাভাবের সময় তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে।	৮৮-গাশিয়া: ১৭
চিকিৎসাবিদ্যা (Medical Science)	মদ ও জুয়া হারাম	চিকিৎসাবিদ্যা: মাদকদ্রব্য ব্যবহারে পেপটিক আলসার, লিভার সিরোসিস, স্মৃতিশক্তিহীনতা, মানসিক অবক্ষয় ঘটে এবং মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়।	২-বাকারা: ২১৯
"	ঋতুবতী স্ত্রীদের সাথে মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ।	চিকিৎসাবিদ্যা: শারীরিকভাবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। যৌনবাহিত রোগসমূহ যেমন: গণোরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি সংক্রমিত হতে পারে।	২-বাকারা: ২২২
"	দু'বছরকাল পর্যন্ত সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ সেবন	চিকিৎসাবিদ্যা: সন্তানের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাবৃদ্ধি, শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবৃদ্ধি, মায়ের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও পরবর্তী গর্ভধারণ বিলম্বিত করণ প্রভৃতি উপকারিতা রয়েছে।	২-বাকারা: ২৩৩
"	যে সব স্ত্রীলোককে বিয়ে করা জায়েয তাদের সম্পর্কে বিধান	চিকিৎসাবিদ্যা: স্বপরিবার বা স্ববংশের মেয়ে বিয়ে করলে সন্তানের মানসিক দুর্বলতা, হিমোফিলিয়া (Hemophilia), মস্তিষ্ক বিকৃতি জাতীয় রোগ হতে পারে	৪-নিসা: ২৩
"	সালাত (নামায)-এর সময় হাত, মুখ, পা এবং মাথা ধৌত করা সম্পর্কে	চিকিৎসাবিদ্যা: ঘাম, ময়লা ও রোগজীবাণু (যেমন: পাঁচড়া, ফোঁড়া, কারবাংকল, সেপটিকেমিয়া) থেকে মুক্তির উপায়	৫-মায়িদা: ৬
"	মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে– ১) মাটি থেকে। ২) শুক্রবিন্দু থেকে। ৩) আ'লাক থেকে। ৪) মাটি থেকে, অত:পর শুক্রবিন্দু থেকে অত:পর রক্তপিণ্ড থেকে, অত:পর মাংসপিণ্ড থেকে। ৫) সুন্দর, সুঠাম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতিতে।	চিকিৎসাবিদ্যা: ভ্রূণতত্ত্ব (embryology), জনন কোষ, যৌগিক মাটির উপাদান মিথেন, পানি এবং অ্যামোনিয়া, সূর্যরশ্মির উপস্থিতিতে প্রাণ অণু অ্যামাইনো এসিড সৃষ্টি করে। প্রাণের উৎস মাটি থেকে, বীর্য (Seminal fluid), শুক্রাণু (Sperm), DNA, Zygote : মানুষের শারীরিক গঠন ভারসাম্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।	৬-আনআম: ২, ১১-হুদ: ৬১, ৫৩-নাজম: ৩২, ৫৫-রহমান: ১২, ৭১-নূহ: ১৭, ১৬-নাহল: ৪, ৭৮, ৩৬-ইয়াসিন: ৭৭, ৭৬-দাহর: ১-২, ৭৭-মুরসালাত: ২০-২৩, ৮০-আবাস: ১৮-২০, ৮৬-তারিক: ৫-৭, ৯৬-আলাক: ২, ৩২-সাজদাহ: ৮, ১৮-কাহফ: ৩৭, ২২-হাজ্জ: ৫, ২৩-মু'মিনুন: ১২-১৫, ৩৫-ফাতির: ১১, ৪০ মুমিন: ৬৭, ৭১-নূহ: ১৪, ৭-আ'রাফ: ১৮৯, ৭৫-কিয়ামাহ: ৩৭-৩৯, ৮৪-ইনশিক্বাক: ১৯, ৮২-ইনফিতার: ৭-৮, ৯০-বালাদ: ৮-৯, ৪০-মুমিন: ৬৪, ৬৪-তাগাবুন: ৩, ৯৫-ত্বীন: ৪

বিজ্ঞানের বিষয়	কুরআনে উল্লেখিত বিষয়	বিজ্ঞানের যে বিষয় নির্দেশ করে	সূরা ও আয়াত
চিকিৎসাবিদ্যা (Medical Science)	পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষের অস্থিপাঁজরের মধ্যস্থল থেকে শুক্রবিন্দু নির্গত হয়।	চিকিৎসাবিদ্যা: শুক্রবিন্দু শুক্রাশয়ে (testes) তৈরি হয়, শুক্রাশয় পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষপাঁজরের মধ্যস্থল থেকে উদ্ভূত	৮৬-তারিক: ৫-৭ ৫৬-ওয়াকিয়া: ৫৭-৬০
"	লূত সম্প্রদায়ের কুকর্ম (সমকামিতা)।	চিকিৎসাবিদ্যা: প্যারানইয়া বা Pederasty জাতীয় মানসিক অসুস্থতা। :সমকামিদের AIDS রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।	৭-আ'রাফ: ৮০-৮১ ২৬-শুআরা: ১৬৫-১৬৬ ২৭-নমল: ৫৫ ২৯-আনকাবুত: ২৮
"	জাকারিয়া আ. এর স্ত্রীর বৃদ্ধাবস্থায় গর্ভধারণ	চিকিৎসাবিদ্যা: প্রসূতিবিদ্যা	১১-হুদ: ৭২, ৭৩ ৩-আলে-ইমরান: ৪০
"	ইয়াকুব আ. এর চক্ষু শ্বেতবর্ণ ধারণ করা	চিকিৎসাবিদ্যা:মনোদৈহিক বিকার, (Psychosomatic disturbance), কেরাটাইটিস (Keratitis)	১২-ইউসুফ: ৮৪
"	ইবরাহীম আ. এর বার্ধক্যগ্রস্ত অবস্থায় সন্তান লাভ	চিকিৎসাবিদ্যা: গাইনোকোলজি	১৫-হিজর: ৫৪, ৫৫ ৩-আলে-ইমরান: ৩৯,৪০ ১৯-মারইয়াম: ৯
"	তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ঋতুস্রাব বন্ধ হলে ইদ্দতকাল তিনমাস আর গর্ভবতীদের জন্য সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত	চিকিৎসাবিদ্যা:প্রসূতিবিদ্যা (amenorrhoea) Placenta, Superfactation, পিতৃত্ব নিশ্চিত করা ইত্যাদি	৬৫-তালাক: ৪ ২-বাকারা: ২২৮
বংশগতিবিদ্যা (Genetics)	আল্লাহ সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করেন ও সৃষ্টির পুনরাবর্তন ঘটান, তিনিই সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছেন।	বংশগতিবিদ্যা (Genetics): ক্রোমোসোম, DNA, RNA, ভ্রূণসৃষ্টি।	১০-ইউনুস: ৪, ৩৪ ২৭-নমল: ৬৪ ৩০-রুম: ১১
"	প্রাণবান সব কিছুই পনি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।	বংশগতি বিদ্যা (Genetics): DNA অণু	২১-আম্বিয়া: ৩০ ৬-আনআম: ২ ২৪-নূর: ৪৫ ২০-তোয়াহা: ১০৫ ২১-আম্বিয়া: ৩১ ৩২-সাজদা: ৮
"	বৈবাহিক সর্ম্পকের মাধ্যমে আত্মীয়তার ধারা শুরু করা	বংশগতিবিদ্যা (Genetics): মানুষের বংশ বিস্তার	২৫-আল-ফুরকান: ৫৪
"	ভাষাসমূহ ও বর্ণের পার্থক্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন	চিকিৎসাবিদ্যা: মানুষের চামড়ার বহিরাবরণে স্তর পাঁচটি বংশগতিবিদ্যা (Genetics): মেলানিন (Melanin) এর ভিন্নতাই গায়ের রং-এর ভিন্নতার কারণ	৩০-রুম: ২২ ৩৫-ফাতির: ২৮
"	প্রত্যেক ফল, প্রাণী ও উদ্ভিদ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি এবং বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার করেন আল্লাহ	বংশগতিবিদ্যা: DNA, নিষেক ক্রিয়া, প্রজনন ও বংশবিস্তার	২-বাক্বারা: ১৬৪ ১৩-রা'আদ: ৩ ৩৬-ইয়াসিন: ৩৬ ৭৮-নাবা: ৮ ৪৩-যুখরুফ: ১২ ৫১-যারিয়াত: ৪৯ ৪৫-জাছিয়া: ৪
"	মানুষ বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত	বংশগতিবিদ্যা: ভ্রূণতত্ত্ব (DNA, RNA) Melanin এর কারণে বর্ণ বৈচিত্র্য	৪৯-হুজরাত: ১৩

পরিশিষ্ট-৪ কুরআনে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াবলী

বিজ্ঞানের বিষয়	কুরআনে উল্লেখিত বিষয়	বিজ্ঞানের যে বিষয় নির্দেশ করে	সূরা ও আয়াত
ভ্রূণবিদ্যা (Embryology)	আল্লাহ মায়ের গর্ভস্থ সন্তানকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় দান করেন।	ভ্রূণবিদ্যা: ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশ	১৬-নাহল: ৭৮ ১৬-নাহল: ৭৭ ৭-আরাফ: ১৮৭
শারীরিকবিদ্যা (Physiology)	আল্লাহ হাসান ও কাঁদান	শরীরতত্ত্ব: neuromuscular functions, Lachrymal gland এর প্রভাব	৫৩-নাজম: ৪৩-৪৬
জ্যোতিবিদ্যা (Astronomy)	নক্ষত্রসমূহ হল দিকনির্দেশ।	জ্যোতির্বিদ্যা: ধ্রুবতারা (Pole star), বাতিঘর (Light house)। পদার্থবিদ্যা: সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে দিক-নির্ণয় করা যায়।	৬-আনআম: ৯৭
"	কিয়ামত (আকাশ, পৃথিবী ও যাবতীয় সৃষ্টির ভয়ঙ্কর পরিণতি)	জ্যোতির্বিদ্যা: নক্ষত্রের জীবনচক্র, মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব, মহাবিস্ফোরণ (Big-Bang),	৭-আ'রাফ: ১৮৭ ১৬-নাহল: ৭৭৭৮-নাবা: ১৯-২০, ৫২-তুর: ৯-১০, ৭৮-নাবা: ১৯-২০, ৭৩-মুয্যাম্মিল: ১৪, ৭৭-মুরসালাত: ১০, ৯৯-যিলযাল: ১, ২, ৫, ১০১-কারিয়াহ: ১-৫
"	আল্লাহর গণনার একদিন মানুষের গণনার এক হাজার বছরের সমতুল্য।	জ্যোতির্বিদ্যা: আলোকবর্ষ (Light Year) ছায়াপথের (Milky Way) একদিন পৃথিবীর হিসেবে হবে ২২ কোটি বছর (সময়ের আপেক্ষিকতা নীতি)।	২২-হাজ্জ: ৪৭
"	মহাকাশে সাতটি স্তর সৃষ্টি করা হয়েছে, পৃথিবীকেও অনুরূপভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।	জ্যোতির্বিদ্যা: মহাকাশ সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত	২৩-মু'মিনুন: ১৭,৮৬ ২-বাকারা: ২৯ ২-বাকারা: ১৬৪ ১৩-রা'আদ: ২ ২২-হাজ্জ: ৬৫ ৭১-নূর: ১৫ ৭৮-নাবা: ১২
"	আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি এবং প্রদীপ ও জ্যোর্তিময় চন্দ্র স্থাপন	জ্যোর্তিবিদ্যা: সূর্যের (নক্ষত্রের) আলো চাঁদে প্রতিফলিত হয়ে চাঁদ জ্যোর্তিময় হয়ে ওঠে	২৫-ফুরকান: ৬১ ১০-ইউনুস: ৫
"	আকাশকে নক্ষত্রপুঞ্জ (Constellation) দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে।	জ্যোতির্বিদ্যা: গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, সৌরজগৎ, ছায়াপথ, Super-galaxy ইত্যাদি সৃষ্টি	৩৭-সাফফত: ৬ ৪১-হামীম-সাজদা: ১২ ৫০-ক্বাফ: ৬ ১৫-হিজর: ১৬
"	আকাশ বহু পথ বিশিষ্ট	জ্যোতির্বিদ্যা: গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রের কক্ষপথ, ছায়াপথ ইত্যাদি	৫১-যারিয়াত: ৭
"	সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে	জ্যোতির্বিদ্যা: কক্ষপথ (Orbit) আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি	৫৫-রহমান: ৫
"	সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা (কিয়ামতে)	জ্যোতির্বিদ্যা: জ্বালানী কমে আসলে সূর্য যখন Redgiant হবে তখন তা সৌরজগতের গ্রহ ও উপগ্রহ সমূহকে গ্রাস করবে	৭৫-কিয়ামাহ: ৯

বিজ্ঞানের বিষয়	কুরআনে উল্লেখিত বিষয়	বিজ্ঞানের যে বিষয় নির্দেশ করে	সূরা ও আয়াত
জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy)	নক্ষত্রের আলো নির্বাপিত হওয়া	জ্যোর্তিবিদ্যা: বাদামীবামন (Brown Dwarf) নক্ষত্রের পর্যায়সমূহ যেমন: Main consequence, pulsating stage, redgaint stage	৭৭-মুরসালাত: ৮ ৮১-তাকভীর: ১-৩ ৫৬-ওয়াকিয়া: ৫ ৭৭-মুরসালাত: ৮ ৮২-ইনফিতার: ২-৩
"	রাত্রে আবির্ভূত উজ্জ্বল নক্ষত্রের শপথ	জ্যোতির্বিদ্যা: উজ্জ্বলতর শুক্র গ্রহ (Venus) যা সকালে শুকতারা (Morning star) এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যাতারা (Evening star) নামে পরিচিত	৮৬-তারিক: ১-৩
"	শপথ সেই আকাশের যা ফিরে আসে।	জ্যোর্তিবিদ্যা: পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং এর ফলে আকাশের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা	৮৬-তারিক: ১১
খাদ্য ও পুষ্টিতত্ত্ব (Food and Nutrition)	১) মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের মাংস হারাম ২) শ্বাসরোধে হত্যাকৃত, আঘাতে নিহত, হিংস্র প্রাণীর আঘাতে নিহতের মাংস হারাম	খাদ্য ও পুষ্টিতত্ত্ব: প্রবাহমান রক্তে বিষক্রিয়া, টক্সিন ও এনথ্রাক্সের মত ভয়াবহ জীবাণু থাকে। শূকর স্বভাবত নোংরা প্রাণী। এর মাধ্যমে Trichirisis (গোলকৃমি) ও Taenia Soliuen (ফিতাকৃমি) সংক্রমিত হয়। মৃত জন্তু বা আঘাতে নিহত জন্তুর গোস্ত কুঞ্চন (convulsion) ঠিকমতো হয় না। ফলে রক্ত ও শরীরের জীবাণু গোস্তে থেকে যায়, যা ক্ষতিকর।	২-বাকারা: ১৬৮ ২-বাকারা: ১৭২-১৭৩ ৬-আনআম: ১৪৫ ১৬-নাহল: ১১৪-১১৫ ৫-মায়িদা: ৩
"	বৃষ্টি বর্ষণ ও মু'মিনদের শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে	খাদ্য ও পুষ্টিতত্ত্ব: খাদ্যের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়	১১-হুদ: ৫২
"	সমুদ্রকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা	খাদ্য ও পুষ্টিতত্ত্ব: আমিষের উৎস, খাদ্য-শৃঙ্খল (Food chain)	১৬-নাহল: ১৪ ৩৫-ফাতির: ১২
"	খেজুর ও আঙ্গুর থেকে উত্তম পানীয় উৎপাদন	খাদ্য ও পুষ্টি বিদ্যা: গ্লুকোজ সরাসরি রক্তে শোষিত হয়	১৬-নাহল: ৬৭
"	মৌমাছি দ্বারা সৃষ্ট মধুতে রয়েছে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে।	খাদ্য ও পুষ্টি: মধুতে রয়েছে ডেক্সট্রোজ (Dextrose), বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন, বিভিন্ন এনজাইম, খনিজ উপাদান। মধুতে আছে মৃদু জীবাণু নামক (Antiseptic) ও পচনরোধক গুণ।	১৬-নাহল: ৬৮-৬৯
"	গৃহপালিত জন্তুর দুধ এ প্রচুর উপকারিতা আছে	খাদ্য ও পুষ্টিতত্ত্ব: স্নেহ, ভিটামিন, আমিষ, শ্বেতসার, শর্করা প্রভৃতি বিদ্যমান (আদর্শ খাদ্য)	২৩-মু'মিনুন: ২৭ ১৬-নাহল: ৬৬ ১৬-নাহল: ৬৬
"	প্রসব বেদনার সময় মারইয়াম আ. কর্তৃক খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দেয়া ও তাকে খেজুর প্রদান	খাদ্য ও পুষ্টিবিদ্যা: তাৎক্ষণিক পুষ্টির প্রয়োজনে খেজুর একটি আদর্শ খাদ্য	১৯-মারইয়াম: ২৫
"	বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে বিচিত্রবর্ণের ফলমূল উৎপাদন	খাদ্য ও পুষ্টিতত্ত্ব: ফলের বর্ণ পরিবর্তনে ক্যারোটিন (Carotene) ও এ্যানথোসায়ানিন (Anthocyanin) এর প্রভাব বিদ্যমান	৩৫-ফাতির: ২৭
"	'তীন' ও যয়তুনের শপথ	খাদ্য ও পুষ্টিতত্ত্ব: ত্বীন বা ডুমুরে শর্করা, ক্যালসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি রয়েছে। ঔষধি ফল। যয়তুন অত্যন্ত উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর এবং যয়তুন থেকে তেল উৎপন্ন হয়।	৯৫-তীন: ১

পরিশিষ্ট-৪ কুরআনে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াবলী

বিজ্ঞানের বিষয়	কুরআনে উল্লেখিত বিষয়	বিজ্ঞানের যে বিষয় নির্দেশ করে	সূরা ও আয়াত
ভূগোল (Geography)	দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে।	ভূগোল: আহ্নিকগতি ও বার্ষিক গতি	২-বাকারা : ১৬৪, ৬-আনআম : ৯৬, ৩-ইমরান: ২৭, ২২-হাজ্জ: ৬১, ৫৭-হাদীদ: ৬, ১০-ইউনূস: ৬, ৪৫-জাসিয়াহ: ৫, ৭৩-মুয্যাম্মিল: ২০, ২৪-নূর: ৪৪, ৩৫-ফাতির: ১৩, ২৫-ফুরকান: ৬২
"	১) বায়ুর দিক পরিবর্তন ২) সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ	ভূগোল: ঋতু পরিবর্তন, বায়ুর শ্রেণী বিভাগ	২-বাক্বারা: ১৬৪ ৭-আ'রাফ: ৫৭ ৪৫-জাসিয়াহ: ৫
"	সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পরে, রাত্রি ও দিবসের প্রান্তসমূহে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার (নামাজ) নির্দেশ	ভূগোল: পৃথিবীর গোলাকৃতি, পৃথিবীর আহ্নিকগতি	২০-তোয়াহা: ১৩০
"	মহাকাশে সাতটি স্তর সৃষ্টি করা হয়েছে, পৃথিবীকেও অনুরূপভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।	ভূগোল: ভূ-তত্ত্ববিদরাও ভূ-স্তরকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।	২৩-মু'মিনুন: ১৭,৮৬ ২-বাকারা: ২৯ ২-বাকারা: ১৬৪ ১৩-রা'আদ: ২ ২২-হাজ্জ: ৬৫ ৭১-নূহ: ১৫ ৭৮-নাবা: ১২ ১৭-বনী-ইসরাঈল: ৪৪ ১৬-নাহল: ৮০ ৬৫-তালাক: ১২
"	আকাশ থেকে বারি বর্ষণ ও মৃত্তিকায় সংরক্ষণ	ভূগোল: জলাপুঞ্জমেঘ (Cumulonimbus clouds), সালোকসংশ্লেষণ (photosyn-thesis) , প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদে পানি সংরক্ষণ, খাল, নদী,হ্রদ, ঝরণা প্রভৃতিতে পানি সংরক্ষণ করা হয়েছে।	২৩-মু'মিনুন: ১৮ ২-বাকারা: ১৯,২২ ২-বাকারা: ১৬৪ ৬-আনআম: ৯৯ ২০-তোয়াহা: ৫৩ ২২-হাজ্জ: ৬৩ ১৮-কাহফ: ৪৫
"	পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলী পরিবর্তিত হওয়া	ভূগোল: পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবর্তন, Green House Effect, Global warming	১৪-ইবরাহীম: ৪৮
"	পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক আল্লাহ	ভূগোল: সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত বিষুব রেখা, কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি	২৬-শুআরা: ২৮
"	উভয় উদয়াচল ও অস্তাচলের সৃষ্টি	ভূগোল: মধ্যরেখা (meridian),দিগন্তরেখা (horizon) , নিরক্ষরেখা, উদয়াচলের ও অস্তাচলের দু'টি পূর্বপয়েন্ট ও দু'টি পশ্চিম পয়েন্ট আছে।	৩৭-সাফফত: ৫ ৫৫-রহমান: ১৭
"	আল্লাহ পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন	ভূগোল: ঋতু পরিবর্তন, বাস্তুসংস্থান, বায়ুমণ্ডল	৪০-মু'মিন: ৬৪ ৬৪-তাগাবুন: ৩
"	দু' পূর্বদিকের ব্যবধান	ভূগোল: অয়নান্ত (solstices), Arcual distance	৪৩-যুখরুফ: ৩৮

পরিশিষ্ট-৪ কুরআনে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াবলী

বিজ্ঞানের বিষয়	কুরআনে উল্লেখিত বিষয়	বিজ্ঞানের যে বিষয় নির্দেশ করে	সূরা ও আয়াত
ভূগোল (Geography)	আকাশ রিযিকের উৎস	ভূগোল: বৃষ্টি বর্ষণ এবং উদ্ভিদচক্রে বৃষ্টির অপরিহার্যতা	৫১-যারিয়াত: ২২ ১৫-হিজর: ২১
"	পৃথিবী স্থাপিত সৃষ্ট জীবের জন্য	ভূগোল: বায়ুমণ্ডল, মৃত্তিকা, ঋতুপরিবর্তন	৫৫-রহমান: ১০
"	আল্লাহ মেঘ থেকে সুমিষ্ট পানি বর্ষণ করেন, ইচ্ছা করলে তা পানের অযোগ্য করতে পারেন	ভূগোল: পানি চক্র, বৃষ্টি পানি সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সুপেয়	৫৬-ওয়াকিয়া: ৬৮-৭০
"	চন্দ্রের পূর্ণতা লাভ	ভূগোল: পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চন্দ্রের পৃথিবীকে ২৭.৩২২ দিনে পরিভ্রমণ করে।	৮৪-ইনশিকাক: ১৮
ভূতত্ত্ববিদ্যা (Geology)	প্রস্তর শৈলের উপর মূসার লাঠির আঘাতে প্রবাহিত ঝর্ণা	ভূ-তত্ত্ব: শিলার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ এবং শিলা হতে ঝর্ণা সৃষ্টি	৭-আ'রাফ: ১৬০
"	ভূতলকে বিস্তৃত করা/ পৃথিবী গালিচার মতো বিছানো ও চলার পথের ব্যবস্থা	ভূ-তত্ত্ব: প্লেইট এর গঠন কৌশল: চীনের সাথে ভারতকে সংযুক্তকারী সিল্ক রুট (Silk Route) গিরিপথ, রাজপথ, জলপথ ইত্যাদি	৫১-যারিয়া: ৪৮ ১৫-হিজর: ১৯ ৭৯-নাযিয়াত: ৩০ ৪৩-যুখরুফ: ১০ ৫০-ক্বাফ: ৭ ৭৮-নাবা: ৬
"	শপথ সেই পৃথিবীর, যা বিদীর্ণ হয়।	ভূ-তত্ত্ব: ভূমিকম্প, শিলান্তর, আগ্নেয়গিরি টেকটোনিক প্লেট (Tectonic Plate)	৮৬-তারিক: ১২
পরিবেশবিদ্যা (Environmen-tal science)	১) পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তু সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। ১) পৃথিবী, আকাশ ও অন্যান্য সবকিছুই যথ নুপাতে এবং সুষমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।	পরিবেশবিদ্যা: বাস্তুসংস্থান (Ecosystem), পরিবেশে বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য।	১৫-হিজর: ১৯, ২১ ৮৭-আ'লা: ২-৩ ৬-আনআম: ৭৩ ১৪-ইবরাহীম: ১৯ ৪৫-জাসিয়াহ: ২২ ৪৬-আহকাফ: ৩ ৬৪-তাগাবুন: ৩
"	আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।	পরিবেশ বিজ্ঞান: বাস্তুসংস্থান বিদ্যা (ecology)	২১-আম্বিয়া: ১৬ ৩-আলে-ইমরান: ১৯১
কৃষিজ্ঞান (Agriculture science)	শস্যবীজ অঙ্কুরোদগমে নিদর্শন রয়েছে।	কৃষিজ্ঞান: বীজের বিপাক ক্রিয়া (Metabolic activities), বীজের সুপ্তাবস্থা।	৬-আনআম: ৯৫
নৌযানকৌশল (Marine engineering)	সমুদ্রে নৌযান চলাচলে এবং অনুরূপ যানবাহনে মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে।	পরিবহন কৌশল: মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং (নৌযান তৈরি ও পরিচালনা), অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (বিমান তৈরি ও পরিচালনা), যন্ত্রকৌশল (স্থলযান নির্মাণ ও পরিচালনা)	২-বাক্বারা: ১৬৪ ১১-হুদ: ৪১ ২৩-মু'মিনুন: ২৭ ১৪-ইবরাহীম: ৩২
"	সমুদ্রকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা	মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং: নৌযান নির্মাণ ও পরিচালনা	১৬-নাহল: ১৪ ৩৫-ফাতির: ১২

পরিশিষ্ট-৪ কুরআনে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াবলী

বিজ্ঞানের বিষয়	কুরআনে উল্লেখিত বিষয়	বিজ্ঞানের যে বিষয় নির্দেশ করে	সূরা ও আয়াত
ধাতবকৌশল (Metallurgical Engineering)	ইয়াজুজ ও মাজুজকে প্রতিহত করার জন্য যুলকার নাইন আ. এর লোহার প্রাচীর	ধাতব কৌশল: উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন শংকর ধাতু (Alloy) যা ক্ষয়প্রতিরোধক	১৮-কাহফ: ৯৬
"	দাউদ আ. কর্তৃক লৌহ দ্বারা বর্ম তৈরি	ধাতববিদ্যা: সংকর (Alloy), অস্ত্র কৌশল (Weapon Engineering)	৩৪-সাবা: ১০,১১ ১৬-নাহল: ৮১
"	লোহার মধ্যে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে	ধাতবকৌশল: শিল্পায়নে লোহার অপরিহার্যতা লোহা রক্তের হিমোগ্লোবিনের একটি অপরিহার্য উপাদান	৫৭-হাদীদ: ২৫
বস্ত্রকৌশল (Textile Engineering)	মানুষকে পোষাক-পরিচ্ছদ দান আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন।	বস্ত্রকৌশল (Textile Engineering) সুতা আবিষ্কার, কাপড় তৈরি, রকমারী পোশাকাদি ও কারুকার্য আবিষ্কার।	৭-আ'রাফ: ২৬
চামড়াপ্রযুক্তি (Leather technology)	গৃহপালিত পশু মানুষের আয়ত্বাধীন, এতে মানুষের জন্য রয়েছে অনেক উপকারিতা আনআমে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার ও আহার্য	চামড়া কৌশল (Leather technology): শীতবস্ত্র, জুতা ও অন্যান্য পরিচ্ছদ চামড়া থেকে তৈরী হয়	৩৬-ইয়াসিন: ৭২, ৭৩ ১৬-নাহল: ৫, ৭, ৮, ৬৬
পনি সম্পদ কৌশল (Water resource Engg.)	ভূগর্ভে প্রবাহমান পানি মানুষের নাগালের অন্তর্ভুক্ত	পানিসম্পদ কৌশল: ভূগর্ভ থেকে পানি উত্তোলন কৌশল (Pumping and lifting Technology)	৬৭-মূলক: ৩০
মনোবিজ্ঞান (Psycnology)	যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাদের কপটতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।	মনোবিজ্ঞান (Psychology): অপরাধ অপরাধীকে অধিক অপরাধ করতে প্রলুব্ধ করে	৯-তওবা: ১২৫
প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology)	পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠি ধ্বংস হয়েছে যাদের নিদর্শন এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান	প্রত্নতত্ত্ব: আদ, সামুদ, আইকাবাসী, কওমে নূহ, কওমে লূতের নিদর্শন পৃথিবীতে পাওয়া গেছে।	২০-তোয়াহা: ১২৮ ৭-আ'রাফ: ০৪ ৭-আ'রাফ: ৬৪ ২১-আম্বিয়া: ১১ ৩৬-ইয়াসিন: ৩১ ৪৭-মুহাম্মদ: ১০, ১৩ ৫০-ক্বাফ: ৩৬
স্থাপত্যবিদ্যা (Arcnitecture)	আজ্ঞাধীন জিনরা সুলাইমানের ইচ্ছামতো প্রাসাদ, মূর্তি, ও হাওয আকারের বড় পাত্র নির্মাণ করতো	স্থাপত্য বিদ্যা: Planning and design (Architectural)	৩৪-সাবা: ১৩

পরিশিষ্ট-৫

আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহ (اَسْمَاءُ اللّٰهِ الْحُسْنٰى)

ক্রঃ নং	আল্লাহর নাম	অর্থ	আয়াত/হাদীস
১	আল-আ'যীযু (اَلْعَزِيْزُ)	মহাপ্রতাপশালী	৫৯-আল-হাশর: ২৩; ৩১-লোকমান: ২৭
২	আল-আ'লীমু (اَلْعَلِيْمُ)	মহাজ্ঞানী/সর্বজ্ঞানী	২-আল-বাকারা: ৩২; ৩১-লোকমান: ৩৪
৩	আল-আ'দ্‌লু (اَلْعَدْلُ)	ন্যায়নিষ্ঠ	৬-আল-আনআম: ১১৫
৪	আল-আ'যীমু (اَلْعَظِيْمُ)	মহিমাময়/মহান	২-আল-বাকারা: ২৫৫
৫	আল-আ'লিয়্যু (اَلْعَلِيُّ)	অত্যুচ্চ	২-আল-বাকারা: ২৫৫; ৩১-লোকমান: ৩০
৬	আল-আওয়ালু (اَلْاَوَّلُ)	প্রথম অর্থাৎ অনাদি	৫৭-আল-হাদীদ: ৩
৭	আল-আখিরু (اَلْاٰخِرُ)	শেষ অর্থাৎ অনন্ত	৫৭-আল-হাদীদ: ৩
৮	আল-আ'ফুউ (اَلْعَفُوُّ)	ক্ষমাকারী	২২-আল-হাজ্জ: ৬০; ৫৮-আল-মুজাদালা: ২
৯	ইলাহুন (اِلٰه)	ইলাহ	২-আল-বাকারা: ২৫৫; ৩-আলে ইমরান: ১৮
১০	আল-ওয়াহ্‌হাবু (اَلْوَهَّابُ)	মহাদাতা	৩-আলে ইমরান: ৮; ৩৮-সা'দ: ৯
১১	আল-ওয়াছিউ' (اَلْوَاسِعُ)	সর্বব্যাপী	২-আল-বাকারা: ১১৫, ২৬১
১২	আল-ওয়াদূদু (اَلْوَدُوْدُ)	প্রেমময়	১১-হুদ: ৯০; ৮৫-আল-বুরুজ: ১৪
১৩	আল-ওয়াকীলু (اَلْوَكِيْلُ)	কর্মবিধায়ক	৩৯-আয-যুমার: ৬২; ৭৩-আল-মুয্‌যাম্মিল: ৯
১৪	আল-ওয়ালিয়্যু (اَلْوَلِيُّ)	অভিভাবক	৪২-আশ্‌-শুরা: ৯; ৪৫-আল-জাসিয়া-১৯
১৫	আল-ওয়াজিদু (اَلْوَاجِدُ)	প্রাপক	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
১৬	আল-ওয়াহিদু (اَلْوَاحِدُ)	একক	৩৯-আয্‌-যুমার: ৪; ৪১-হা-মীম-আসসাজদাহ: ৬
১৭	আল-ওয়ালীউ (اَلْوَالِيْ)	অধিপতি	১৩-আর-রা'দ: ১১
১৮	আল-ওয়ারিসু (اَلْوَارِثُ)	সত্ত্বাধিকারী	১৫-আল-হিজর: ২৩
১৯	আল-কাহ্‌হারু (اَلْقَهَّارُ)	মহাপরাক্রান্ত	৩৮-সা'দ: ৬৫; ৩৯-আয্‌-যুমার: ৪
২০	আল-কা-বীযু (اَلْقَابِضُ)	সংকোচনকারী	২-আল-বাকারা: ২৪৫
২১	আল-কাবীরু (اَلْكَبِيْرُ)	মহান	১৩-আর-রা'দ: ৯; ৪০-আল-মু'মিন: ১২
২২	আল-কারীমু (اَلْكَرِيْمُ)	অনুগ্রহকারী	৪৪-আদ-দুখান: ৪৯; ৮২-আল-ইনফিতার: ৬
২৩	আল-ক্বাবীয়্যু (اَلْقَوِيُّ)	শক্তিশালী	৫৭-আল-হাদীদ: ২৫; ৫৮-আল-মুজদালা: ২১
২৪	আল-ক্বায়্যুমু (اَلْقَيُّوْمُ)	চিরস্থায়ী	২-আল-বাকারা: ২৫৫; ৩-আলে ইমরান: ২
২৫	আল-ক্বা-দিরু (اَلْقَادِرُ)	শক্তিশালী	৬-আল-আনআম: ৬৫; ৩৬-ইয়া-সিন: ৮১
২৬	আল-কুদ্দুস (اَلْقُدُّوْسُ)	পবিত্র	৫৯-হাশর: ২৩; ৬২-আল-জুমুআ: ১
২৭	আল-খবীরু (اَلْخَبِيْرُ)	সর্বজ্ঞ	৩-আলে ইমরান: ১৫৩; ৪৯-আল-হুজুরাত: ১৩
২৮	আল-খালিক্বু (اَلْخَالِقُ)	স্রষ্টা/সৃষ্টিকর্তা	৫৯-আল-হাশর: ২৪
২৯	আল-খা-ফিযু (اَلْخَافِضُ)	অবনমনকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৩০	আল-গাফফারু (اَلْغَفَّارُ)	পরম ক্ষমাশীল	৩৮-সা'দ: ৬৬; ৩৯-আয-যুমার: ৫
৩১	আল-গাফূরু (اَلْغَفُوْرُ)	পরম ক্ষমাকারী	২-আল-বাকারা: ১৭৩; ৩৯-আয-যুমার: ৫৩

পরিশিষ্ট-৫ আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহ (اَسْمَاءُ اللّٰهِ الْحُسْنٰى)

৩২	আল-গানীয়্যু (اَلْغَنِيُّ)	অভাবমুক্ত	৬০-আল-মুমতাহিনা: ৬; ৬৪-আত-তাগাবুন: ৬
৩৩	আল-জাব্বারু (اَلْجَبَّارُ)	প্রবল/অদম্য	৫৯-আল-হাশর: ২৩
৩৪	আল-জালীলু (اَلْجَلِيْلُ)	মহিমান্বিত	৫৫-আর-রহমান: ২৭, ৭৮
৩৫	আল-জামিউ' (اَلْجَامِعُ)	একত্রকরণকারী	৩-আলে ইমরান: ৯
৩৬	আত-তাওয়াবু (اَلتَّوَّابُ)	তওবা কবুলকারী	২-আল-বাকারা:১৬০; ৯-আত-তওবা: ১০৪
৩৭	আন-নাফিউ' (اَلنَّافِعُ)	কল্যাণকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৩৮	আন-নূরু (اَلنُّوْرُ)	জ্যোতির্ময়	২৪-আন-নূর: ৩৫
৩৯	আল-ফাত্তা-হু (اَلْفَتَّاحُ)	মহাবিজয়ী	৩৪-সাবা: ২৬
৪০	আল-বারিউ (اَلْبَارِئُ)	নির্মাণকর্তা/উদ্ভাবনকর্তা	৫৯-আল-হাশর: ২৪
৪১	আল-বা-সিতু (اَلْبَاسِطُ)	সম্প্রসারণকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৪২	আল-বাছীরু (اَلْبَصِيْرُ)	সম্যক দ্রষ্টা	১৭-বনি ইসরাঈল: ১
৪৩	আল-বা'ইছু (اَلْبَاعِثُ)	পুনরুত্থানকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৪৪	আল-বাতিনু (اَلْبَاطِنُ)	গুপ্ত	৫৭-আল-হাদীদ: ৩
৪৫	আল-বার্‌রু (اَلْبَرُّ)	কৃপাময়	৫২-আত-তুর: ২৮
৪৬	আল-বাদীউ' (اَلْبَدِيْعُ)	নমুনাবিহীন সৃষ্টিকারী	২-আল-বাকারা: ১১৭
৪৭	আল-বাক্বীউ (اَلْبَاقِيُ)	চিরস্থায়ী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৪৮	আল-মালিকু (اَلْمَلِكُ)	অধিপতি	১১৪-আন-নাস: ২
৪৯	আল-মাজীদু (اَلْمَجِيْدُ)	গৌরবময়	১১-হুদ: ৭২-৭৩
৫০	আল-মাতীনু (اَلْمَتِيْنُ)	দৃঢ়তাসম্পন্ন	৫১-আয-যারিয়াহ: ৫৮
৫১	আল-মাজিদু (اَلْمَاجِدُ)	মহান	১১-হুদ: ৭৩
৫২	মালিকুল মূল্‌ক (مَالِكُ الْمُلْكِ)	সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক	৩-আলে ইমরান: ২৬
৫৩	আল-মানিউ' (اَلْمَانِعُ)	প্রতিরোধকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৫৪	আল-মুক্বীতু (اَلْمُقِيْتُ)	আহার্যদাতা	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৫৫	আল-মু'মিনু (اَلْمُؤْمِنُ)	নিরাপত্তাদাতা	৫৯-আল-হাশর: ২৩
৫৬	আল-মুহায়মিনু (اَلْمُهَيْمِنُ)	রক্ষাকারী	৫৯-আল-হাশর: ২৩
৫৭	আল-মুতাকাব্বিরু (اَلْمُتَكَبِّرُ)	মহিমান্বিত	৫৯-আল-হাশর: ২৩
৫৮	মুসাওয়্যিরু (اَلْمُصَوِّرُ)	আকৃতিদাতা	৫৯-আল-হাশর: ২৪
৫৯	আল-মুই'য্‌যু (اَلْمُعِزُّ)	সম্মানদাতা	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৬০	আল-মুযিল্লু (اَلْمُذِلُّ)	অপমানকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৬১	আল-মুজীবু (اَلْمُجِيْبُ)	কবূলকারী	১১-হুদ: ৬১
৬২	আল-মুহ্‌সীউ (اَلْمُحْصِيُ)	হিসাব গ্রহণকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৬৩	আল-মুবদীউ (اَلْمُبْدِئُ)	আদি স্রষ্টা	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৬৪	আল-মু'ঈদু (اَلْمُعِيْدُ)	পুনঃসৃষ্টিকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৬৫	আল-মুহ্‌য়ী (اَلْمُحْيِي)	জীবনদাতা	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৬৬	আল-মুমীতু (اَلْمُمِيْتُ)	মৃত্যুদাতা	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭

পরিশিষ্ট-৫ আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহ (اَسْمَاءُ اللّٰهِ الْحُسْنٰى)

৬৭	আল-মুক্তাদিরু (اَلْمُقْتَدِرُ)	ক্ষমতাশালী	৫৪-আল-কামার: ৫৫
৬৮	আল-মুকাদ্দিমু (اَلْمُقَدِّمُ)	অগ্রবর্তীকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৬৯	আল-মুআখখিরু (اَلْمُؤَخِّرُ)	পশ্চাদবর্তীকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৭০	আল-মুতা'আলীউ (اَلْمُتَعَالِي)	সর্বোচ্চ মর্যাদাবান	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৭১	আল-মুন্তাক্বিমু (اَلْمُنْتَقِمُ)	শাস্তিদাতা	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৭২	আল-মুক্বসিতু (اَلْمُقْسِطُ)	ন্যায়পরায়ণ	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৭৩	আল-মুগ্নীয়ু (اَلْمُغْنِي)	অভাব মোচনকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৭৪	আয-যাহিরু (اَلظَّاهِرُ)	প্রকাশ্য	৫৭-আল-হাদীদ: ৩
৭৫	আয-যাররু (اَلضَّارُّ)	অকল্যাণের মালিক	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৭৬	যুল জালালি ওয়াল ইকরাম (ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)	মহিমাময় ও মহানুভব	৫৫-আর-রহমান: ৭৮
৭৭	আর-রহমানু (اَلرَّحْمٰنُ)	অসীম দয়াময়	৫৫-আর-রহমান: ১
৭৮	আর-রউফু (اَلرَّءُوْفُ)	দয়ার্দ্র	৩-আলে ইমরান: ৩০; ২২-আল-হাজ্জ: ৬৫
৭৯	আর-রশীদু (اَلرَّشِيْدُ)	সত্যদর্শী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৮০	আর-রাহীমু (اَلرَّحِيْمُ)	পরম দয়ালু	১-আল-ফাতিহা: ২
৮১	আর-রায্যাক্বু (اَلرَّزَّاقُ)	রিযিক্দাতা	৫১-আয-যারিয়াহ: ৫৮
৮২	আর-রাফিউ' (اَلرَّافِعُ)	উন্নয়নকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৮৩	আর-রাক্বীবু (اَلرَّقِيْبُ)	পর্যবেক্ষণকারী	৫-আল-মায়েদা: ১১৭
৮৪	আল-লাতীফু (اَللَّطِيْفُ)	সূক্ষ্ম	৬-আল-আনআম: ১০৩; ৬৭-আল-মুলক: ১৪
৮৫	আশ-শাকূরু (اَلشَّكُوْرُ)	গুণগ্রাহী	৪২-আশ-শুরা: ২৩
৮৬	আশ-শাহীদু (اَلشَّهِيْدُ)	প্রত্যক্ষকারী	৫৮-আল-মুজাদালা: ৬
৮৭	আস-সাবূরু (اَلصَّبُوْرُ)	ধৈর্যশীল	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৮৮	আস-সালামু (اَلسَّلَامُ)	শান্তি	৫৯-আল-হাশর: ২৩
৮৯	আস-সামীউ' (اَلسَّمِيْعُ)	সর্বশ্রোতা	৪২-আশ-শুরা: ১১
৯০	আস-সামাদু (اَلصَّمَدُ)	অমুখাপেক্ষী	১১২-আল-ইখলাস: ২
৯১	আল-হাক্কু (اَلْحَقُّ)	সত্য	৩১-লোকমান: ৩০
৯২	আল-হাকামু (اَلْحَكَمُ)	মীমাংসাকারী	৪০-আল-মু'মিন: ৪৮
৯৩	আল-হাকীমু (اَلْحَكِيْمُ)	প্রজ্ঞাময়	৩১-লোকমান: ৯
৯৪	আল-হাফীযু (اَلْحَفِيْظُ)	মহারক্ষক	৪২-আশ-শুরা: ৬
৯৫	আল-হাদীউ (اَلْهَادِيُ)	পথপ্রদর্শক	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭
৯৬	আল-হামীদু (اَلْحَمِيْدُ)	প্রশংসিত	৩১-লোকমান: ২৬
৯৭	আল-হায়্যু (اَلْحَيُّ)	চিরঞ্জীব	২-আল-বাকারা: ২৫৫
৯৮	আল-হালীমু (اَلْحَلِيْمُ)	সহিষ্ণু	২২-আল-হাজ্জ: ৫৯
৯৯	আল-হাসীবু (اَلْحَسِيْبُ)	হিসাব গ্রহণকারী	সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৭

★ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী-৭৩৯২, মুসলিম-২৬৭৭, তিরমিযী-৩৫০৮)

পরিশিষ্ট-৬

পবিত্র কুরআনে সিজদার আয়াতসমূহ

ক্রমিক নং	পারা নং	সূরাসমূহের নাম	সূরা নং	আয়াত নং
১.	৯	আল-আ'রাফ	৭	২০৬
২.	১৩	আর-রা'দ	১৩	১৫
৩.	১৪	আন-নাহল	১৬	৫০
৪.	১৫	বনী-ইসরাঈল বা ইস্‌রা	১৭	১০৯
৫.	১৬	মরিয়ম	১৯	৫৮
৬.	১৭	আল-হজ্জ্ব	২২	১৮
৭.	১৭*	আল-হজ্জ্ব*	২২*	৭৭*
৮.	১৯	আল-ফুরকান	২৫	৬০
৯.	১৯	আন-নাম্‌ল	২৭	২৬
১০.	২১	আস-সাজদা	৩২	১৫
১১.	২৩	সাদ	৩৮	২৪
১২.	২৪	হামীম আস্‌-সাজদা বা ফুসসিলাত	৪১	৩৮
১৩.	২৭	আন্‌-নাযম	৫৩	৬২
১৪.	৩০	আল-ইনশিক্বাক	৮৪	২১
১৫.	৩০	আল-আলাক	৯৬	১৯

চৌদ্দটি স্থানে সিজদার ক্ষেত্রে সব আলেম একমত। তবে (*) চিহ্নিত স্থানেও ঈমাম শাফি'ঈ-এর মতে সিজদা দেয়া উত্তম। সিজদারত অবস্থায় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা সুন্নত।

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْـخَالِقِيْنَ. (مسلم)

অর্থ: সিজদায় অবনত হলো আমার চেহারা তাঁর জন্যে যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দান করেছেন, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। আল্লাহ বরকতময় ও তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা। (মুসলিম)

পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর অনুসারে

সূরা নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নং	সূরা নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নং
১.	আল-ফাতিহা	৫০১	৫৮.	আল-মুজদালা	৯৫২
২.	আল-বাকারা	৫০২	৫৯.	আল-হাশর	৯৫৫
৩.	আলে-ইমরান	৫৩৬	৬০.	আল-মুমতাহিনা	৯৫৮
৪.	আন-নিসা	৫৫৬	৬১.	আস্-সাফ	৯৬০
৫.	আল-মায়েদা	৫৮০	৬২.	আল-জুমু'আ	৯৬২
৬.	আল-আনয়াম	৫৯৬	৬৩.	আল-মুনাফিকুন	৯৬৪
৭.	আল-আ'রাফ	৬১৩	৬৪.	আত-তাগাবুন	৯৬৬
৮.	আল-আনফাল	৬৩২	৬৫.	আত্-তালাক	৯৬৮
৯.	আত-তওবা	৬৪০	৬৬.	আত-তাহরীম	৯৭০
১০.	ইউনুস	৬৫৪	৬৭.	আল-মুলক	৯৭২
১১.	হূদ	৬৬৫	৬৮.	আল-কালাম	৯৭৫
১২.	ইউসুফ	৬৭৭	৬৯.	আল-হাক্কাহ	৯৭৮
১৩.	আর-রা'দ	৬৮৮	৭০.	আল-মা'আরিজ	৯৮১
১৪.	ইবরাহীম	৬৯৩	৭১.	নূহ	৯৮৪
১৫.	আল-হিজর	৬৯৮	৭২.	আল-জ্বিন	৯৮৬
১৬.	আন-নাহল	৭০৩	৭৩.	আল-মুযযামমিল	৯৮৮
১৭.	বনী-ইসরাঈল বা আল-ইস্‌রা	৭১৪	৭৪.	আল-মুদ্দাস্‌সির	৯৯০
১৮.	আল-কাহাফ	৭২৪	৭৫.	আল-কিয়ামাহ	৯৯৩
১৯.	মারইয়াম	৭৩৪	৭৬.	আদ-দাহর	৯৯৫
২০.	ত্বা-হা	৭৪১	৭৭.	আল-মুরসালাত	৯৯৭
২১.	আল-আম্বিয়া	৭৫০	৭৮.	আন-নাবা	১০০০
২২.	আল-হজ্জ	৭৫৮	৭৯.	আন-নাযিআত	১০০৩
২৩.	আল-মু'মিনুন	৭৬৬	৮০.	আবাসা	১০০৬
২৪.	আননূর	৭৭৪	৮১.	আত-তাকবীর	১০০৮
২৫.	আল-ফুরকান	৭৮২	৮২.	আল-ইনফিতার	১০১০
২৬.	আশ-শু'আরা	৭৮৮	৮৩.	আল-মুতাফফিফীন	১০১১
২৭.	আন-নাম্‌ল	৮০০	৮৪.	আল-ইনশিক্বাক	১০১৩
২৮.	আল-কাসাস	৮০৮	৮৫.	আল-বুরুজ	১০১৫
২৯.	আল-আন্‌কাবুত	৮১৬	৮৬.	আত-তারিক	১০১৭
৩০.	আর-রূম	৮২২	৮৭.	আল-আ'লা	১০১৮
৩১.	লোকমান	৮২৭	৮৮.	আল-গাশিয়া	১০১৯
৩২.	আস-সাজদা	৮৩০	৮৯.	আল-ফজর	১০২১
৩৩.	আল-আহযাব	৮৩৩	৯০.	আল-বালাদ	১০২৩
৩৪.	সাবা	৮৪১	৯১.	আশ-শামস	১০২৪
৩৫.	ফাতির	৮৪৬	৯২.	আল-লাইল	১০২৫
৩৬.	ইয়া-সীন	৮৫১	৯৩.	আদ-দোহা	১০২৬
৩৭.	আস-সাফফাত	৮৫৭	৯৪.	আল-ইনশিরাহ	১০২৭
৩৮.	সাদ	৮৬৬	৯৫.	আত-তীন	১০২৭
৩৯.	আয-যুমার	৮৭১	৯৬.	আল-আলাক	১০২৮
৪০.	আল-মু'মিন	৮৭৮	৯৭.	আল-ক্বাদর	১০২৯
৪১.	হামীম আস্-সাজদা বা ফুস্‌সিলাত	৮৮৬	৯৮.	আল-বাইয়িনাহ	১০২৯
৪২.	আশ-শুরা	৮৯১	৯৯.	আয-যিল্‌যাল	১০৩০
৪৩.	আয্-যুখরুফ	৮৯৬	১০০.	আল-আদিয়াত	১০৩০
৪৪.	আদ-দুখান	৯০২	১০১.	আল-কারি'আ	১০৩১
৪৫.	আল-জাসিয়া	৯০৫	১০২.	আত-তাকাসুর	১০৩২
৪৬.	আল-আহকাফ	৯০৮	১০৩.	আল-আস্‌র	১০৩২
৪৭.	মুহাম্মদ	৯১২	১০৪.	আল-হুমাযাহ	১০৩৩
৪৮.	আল-ফাত্‌হ	৯১৬	১০৫.	আল-ফীল	১০৩৩
৪৯.	আল-হুজরাত	৯২০	১০৬.	কুরাইশ	১০৩৪
৫০.	ক্বা-ফ	৯২২	১০৭.	আলমা'উন	১০৩৪
৫১.	আয্‌যারিয়াত	৯২৫	১০৮.	আল-কাওসার	১০৩৪
৫২.	আত-তুর	৯২৯	১০৯.	আল-কাফিরুন	১০৩৫
৫৩.	আন্-নাযম	৯৩২	১১০.	আন-নাসর	১০৩৫
৫৪.	আল-ক্বামার	৯৩৬	১১১.	আল-লাহাব	১০৩৫
৫৫.	আর-রহমান	৯৩৯	১১২.	আল-ইখ্‌লাস	১০৩৬
৫৬.	আল-ওয়াকি'আ	৯৪৩	১১৩.	আল-ফালাক	১০৩৬
৫৭.	আল-হাদীদ	৯৪৮	১১৪.	আন-নাস্	১০৩৬

বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে

সূরার নাম	সূরা নং	পৃষ্ঠা নং	সূরার নাম	সূরা নং	পৃষ্ঠা নং
আদিয়াত	১০০	৮২০	নিসা	৪	৫৫৬
আনআম	৬	৫৯৬	নূর	২৪	৭৭৪
আনকাবূত	২৯	৮১৬	নূহ	৭১	৯৮৪
আনফাল	৮	৬৩২	ফাজ্‌র	৮৯	১০২১
আবাসা	৮০	১০০৬	ফাত্‌হ	৪৮	৯১৬
আম্বিয়া	২১	৭৫০	ফাতিহা	১	৫০১
আ'রাফ	৭	৬১৩	ফাতির	৩৫	৮৪৬
আ'লা	৮৭	১০১৮	ফালাক	১১৩	১০৩৬
আলাক্ব	৯৬	১০২৮	ফীল	১০৫	১০৩৩
আলে-ইমরান	৩	৫৩৬	ফুরকান	২৫	৭৮২
আস্‌র	১০৩	১০৩২	বনী ইসরাঈল বা আল-ইস্‌রা	১৭	৭১৪
আহ্‌কাফ	৪৬	১০১৭	বাকারাহ্	২	৫০২
আহ্‌যাব	৩৩	৮৩৩	বায়্যিনাহ	৯৮	১০২৯
ইউনুস	১০	৬৫৪	বালাদ	৯০	১০২৩
ইউসুফ	১২	৬৭৭	বুরুজ	৮৫	১০১৫
ইখ্‌লাস	১১২	১০৩৬	মা'আরিজ	৭০	৯৮১
ইন্‌ফিতার	৮২	১০১০	মাউন	১০৭	১০৩৪
ইনশিক্বাক	৮৪	১০১৩	মায়িদা	৫	৫৮০
ইনশিরাহ্	৯৪	১০২৭	মারইয়াম	১৯	৭৩৪
ইবরাহীম	১৪	৬৯৩	মুজাদালা	৫৮	৯৫২
ইয়াসীন	৩৬	৮৫১	মুতাফ্‌ফিফীন	৮৩	১০১১
ওয়াকি'আ	৫৬	৯৪৩	মুদ্দাছ্‌ছির	৭৪	৯৯০
কাওছার	১০৮	১০৩৪	মুমতাহিনাহ	৬০	৯৫৮
কাদ্‌র	৯৭	১০২৯	মুনাফিকুন	৬৩	৯৬৪
ক্বাফ	৫০	৯২২	মু'মিন	৪০	৮৭৮
কাফিরূন	১০৯	১০৩৫	মু'মিনুন	২৩	৭৬৬
ক্বামার	৫৪	৯৩৬	মুয্‌যাম্মিল	৭৩	৯৮৮
ক্বারি'আ	১০১	১০৩১	মুরসালাত	৭৭	৯৯৭
ক্বালাম	৬৮	৯৭৫	মুল্‌ক	৬৭	৯৭২
ক্বাসাস	২৮	৮০৮	মুহাম্মদ	৪৭	৯১২
কাহ্‌ফ	১৮	৭২৪	যারিয়াত	৫১	৯২৫
কিয়ামাহ্	৭৫	৯৯৩	যিল্‌যাল	৯৯	১০৩০
কুরাইশ	১০৬	১০৩৪	যুখরুফ	৪৩	৮৯৬
গাশিয়া	৮৮	১০১৯	যুমার	৩৯	৮৭১
জাসিয়া	৪৫	৯০৫	রহ্‌মান	৫৫	৯৩৯
জ্বিন	৭২	৯৮৬	রা'দ	১৩	৬৮৮
জুমু'আ	৬২	৯৬২	রূম	৩০	৮২২
তওবা	৯	৬৪০	লাইল	৯২	১০২৫
তাকবীর	৮১	১০০৮	লাহাব	১১১	১০৩৫
তাকাছুর	১০২	১০৩২	লুকমান	৩১	৮২৭
তাগাবুন	৬৪	৯৬৬	শাম্‌স	৯১	১০২৪
তারিক	৮৬	১০১৭	শুআরা	২৬	৭৮৮
তালাক্ব	৬৫	৯৬৮	শূরা	৪২	৮৯১
তাহরীম	৬৬	৯৭০	সাজ্‌দা	৩২	৮৩০
ত্বা-হা	২০	৭৪১	সাদ	৩৮	৮৬৬
ত্বীন	৯৫	১০২৭	সাফ্‌ফ	৬১	৯৬০
তূর	৫২	৯২৯	সাফ্‌ফাত	৩৭	৮৫৭
দাহ্‌র/ইনসান	৭৬	৯৯৫	সাবা	৩৪	৮৪১
দুখান	৪৪	৯০২	সোয়াদ	৩৮	৮৬৬
দুহা	৯৩	১০২৬	হাক্কা	৬৯	৯৭৮
নাজ্‌ম	৫৩	৯৩২	হাজ্জ	২২	৭৫৮
নামল	২৭	৮০০	হাদীদ	৫৭	৯৪৮
নাবা	৭৮	১০০০	হামীম আস্-সাজদা বা ফুস্‌সিলাত	৪১	৮৮৬
নাযি'আত	৭৯	১০০৩	হাশ্‌র	৫৯	৯৭৮
নাস	১১৪	১০৩৬	হিজর	১৫	৬৯৮
নাস্‌র	১১০	১০৩৫	হুজরাত	৪৯	৯২০
নাহল	১৬	৭০৩	হূদ	১১	৬৬৫